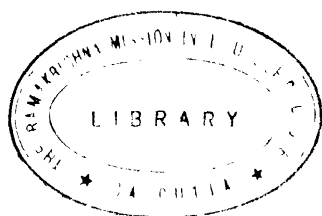
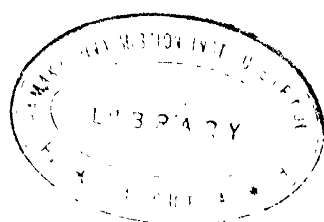




হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৭ সালের সূচীপত্র।

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৬ সালের সূচী-পত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ

শং নো ভবত্বর্য্যমা শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শংনো

বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যিনি মৃত্যুর মুখ হইতে পরিত্রাণ করেন, যিনি বিশ্বসংসার আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সখার ন্যায় ভক্তদিগের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, যিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি অনন্ত জ্ঞানের অধিপতি, যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং যাঁহার পাদন্যাস অতি বিস্তীর্ণ; যিনি মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু এবং উরুক্রম ইত্যাদি বিবিধ নামে খ্যাত, সেই পরমাত্মা আমাদের কল্যাণরূপ হউন।

সম্পাদকের নিবেদন।

বর্ষচক্রের নূতন আবর্ত্তনের সহিত হিন্দু পত্রিকারও নূতন আবর্ত্তন [illegible] এই সুযোগে আমরা হিন্দু-পত্রিকার লেখক, পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক [illegible] সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণের ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং সর্ব্বমঙ্গলালয় [illegible] চরণে তাঁহাদের সর্ব্বমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। গত চারি বৎসর কাল যদি হিন্দুপত্রিকা দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ [illegible] ও হিন্দু সমাজের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফল। অপর পক্ষে, যদি হিন্দুপত্রিকার পরিচালনাদি কোন কর্ত্তব্যের অবহেলা হইয়া থাকে, তাহা আমাদেরই ত্রুটির পরিচয়। ; মনীষ

অপর, হিন্দুপত্রিকার সহিত মাসে মাসে সাক্ষাৎলাভের জন্য গ্রাহকবর্গের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হওয়ায়, বর্ত্তমান বর্ষ হইতে হিন্দুপত্রিকা মাসে মাসেই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল; অধিকন্তু ইহার কলেবরও কিয়দংশে বর্দ্ধিত হইল। গত বৎসর প্রত্যেক দ্বৈমাসিক-প্রকাশে পত্রিকার ৪৮পৃষ্ঠা থাকিত; এবার প্রতিমাসে ২৮পৃষ্ঠা। থাকিবে। বর্ষ শেষে ৩৩৬ পৃষ্ঠা হইবে; সুতরাং গত বৎসর হইতে বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮ পৃষ্ঠা কলেবরবৃদ্ধি হইবে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ আমরা নূতন গ্রাহকবর্গের পক্ষে বার্ষিক ১়৹ স্থলে ১৷৹ নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু পুরাতন গ্রাহকগণের জন্য মাত্র ৵ অধিক—অর্থাৎ ১৵ মাত্র ধার্য্য হইল।

উপসংহারে নিবেদন, আমাদের পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যদিও অদ্যাপি বিশেষ কিছু পরিচয় দিবার যোগ্য অনুষ্ঠান হইয়া উঠে নাই, তথাপি হিন্দুপত্রিকার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তদর্থে যথাসম্ভব চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে। এ বৎসর যেটুকু আশাঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, আগামী বর্ষ মধ্যে তাহা পল্লবিত, পুষ্পিত ও অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ফলিত হইবার বিশেষ আশা আছে; এখন সমাজহিতৈষীগণের সহানুভূতি, সুহৃদগণের সাহায্য, সাধুজনের আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের কৃপা ভরসা।

প্রণব।

—+:০:+—

ঘরে অগ্নি লাগিলে, ক্রমে তাহা প্রধূমিত হইয়া প্রজ্বলিত হয়। যদি তাহার উপর প্রবল পবন প্রবহমান হয়, তবে কাহার সাধ্য যে অগ্নি নির্ব্বাণ করে? প্রত্যুত সেই অগ্নিতে সমস্ত ভস্মসাৎ হয়। আমাদেরও ধর্ম্মতন্ত্রের আশ্রয়ভূত শাস্ত্র-গৃহে বিষম বিপ্লব-বহ্নি পড়িয়াছে। জ্বলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অনেকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু যেরূপ জ্বলিতেছে, যেরূপ বায়ু বহিতেছে, যেরূপ লোক-বলের অভাব হইয়াছে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। তবে যাঁহার যেটুকু সাধ্য, তিনি ঘর-পোড়া-বাঁশের মত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। বহু দিন হইতে এ অগ্নির সংযোগ-সঞ্চার হইয়াছে। যখন সরল পথের প্রদর্শক পুরাণাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পর হইতেই আরম্ভ। তৎকালে বড় বড় ঋষিরা ছিলেন, তাঁহারা দিব্য চক্ষুতে এই অবনতির স্রোত অনিবার্য্য বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন—

"যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং। তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥

অর্থাৎ যখন বেদবিৎ পণ্ডিতের অভাব হইবে, তখন বিচক্ষণেরা বুঝিতে পারিবেন—কলির (কলিকালের এবং পাপের প্রভাব) বৃদ্ধি হইতেছে।

ভবভূতি উত্তরচরিতে আত্রেয়ীর মুখে অবনতি ব্যক্ত করিয়াছেন। আত্রেয়ী ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম শ্রুতিপাঠ। বাল্মীকি উদ্‌গীথাদি শ্রুতিরহস্যবিৎ, কিন্তু তথায় পাঠের বড় বিঘ্ন; অগত্যা—

অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখে প্রদেশে ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং বাল্মীকিপার্শ্বাদিহপর্য্যটামি॥"

অর্থাৎ এ দেশে বহু উদ্‌গীথবিৎ পণ্ডিত আছেন, বাল্মীকি মুনির সকাশ হইতে তাঁহাদের নিকট বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করিতে চলিয়াছি। ইহার দ্বারাও ব্যক্ত হইয়াছে, যথা তথা যে সে অধ্যাপকের নিকট উদ্‌গীথ সমন্বিত বেদান্ত-পাঠ হইত না। পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোকও উদ্‌গীথবিৎ ছিলেন। এখন পুরুষে তাহার নাম পর্য্যন্ত জানেনা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

যখন লোক উদ্‌গীথ-গানে বিভোর ছিল, তখন "পাণিনি" প্রভৃতি ব্যাকরণ পাঠের রীতি ছিল। কালক্রমে অবনতির সহিত পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইল। তদবধি বঙ্গদেশে উদাত্তাদি স্বরক্রমবর্জ্জিত ব্যাকরণ পাঠের আরম্ভ হইল। উদাত্তাদি স্বরে উদ্গীথ ওঙ্কারের উপাসনাও তিরোহিত হইল। স্বর-ক্রমরহিত হরি, দুর্গা প্রভৃতি নামের জপের ব্যবহার হইল। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" বলিয়া মনকে প্রবোধ প্রদত্ত হইতে লাগিল। আমি যথাবিধি উচ্চারণ করিতে পারি বা না পারি, জনার্দ্দন ত ভাবগ্রাহী, তিনি ত আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছেন ইত্যাদি। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু স্বর যে সে ভাবের উদ্বোধক, তাই স্বর-সংযোগ প্রয়োজন। 'হরি' নাম না লইয়া "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলে হয় কি? তবে বল, হরিনাম জপ ব্যতীত ভাব উদ্বুদ্ধ হয় না। উচ্চারণে সে হরি'তে ভক্তিব্যঞ্জক স্বর না থাকিলে হরি-ভক্তি স্ফুরিত হয়না। স্বরের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন জন্য বেদে "ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব" অবতারণা করা হইয়াছে। ফলকথা, মনের 'কাটা' স্বরে স্পষ্ট। অদ্য সেই স্বর সমন্বিত উদ্‌গীথরূপ ওঙ্কারের উপাসনার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন ও অর্বাচীন উভয়ে ওঙ্কারকে কি ভাবে দেখেন। আমরা যেমন দুর্গাহ বলিয়া মনের আবেগ দূর করি, প্রাচীনেরা স্বর-পরিপাটীতে ওঙ্কার উচ্চারণ করতঃ সে অভাব পূরণ করিতেন। আমরা যেমন কিছু লিখিতে গিয়া দুর্গানাম লিখি, তাঁহারা ওঙ্কার লিখিতেন। আমাদের যেমন ধ্যানে, জ্ঞানে ও জপে দুর্গানাম ভরসা, ওঙ্কার তাঁহাদের সেই স্থান অধিকার করিতেন। আধুনিক সগুণোপাসক সম্প্রদায়ের দেবতা যেমন দুর্গাদি, প্রাচীন সগুণোপাসক সম্প্রদায়ের দেবতা সেইরূপ ওঙ্কার ছিলেন। সাবলম্বন-উপাসনার নাম সগুণোপাসনা। সগুণোপাসনার বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, যথা—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত"।

ইহারই ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানংনেদিষ্ঠং। তস্মিন্‌ প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি। প্রিয়নাম গ্রহণ ইব লোক তদিহেতি পরং প্রযুক্তং অভিধায়কত্বাদ্ব্যাবর্ত্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রে প্রতীয়তে। তথাচার্চ্চাদিবৎ পরস্যাত্মনঃ প্রতীকংসম্পদ্যতে।"

অর্থাৎ ওঁ ইতি (এই) অক্ষর উপাসনা করিবে। ওঙ্কার পরমাত্মার নাম। অন্য নাম অপেক্ষা এই নাম তাঁহার অতিপ্রিয়। লোক যেমন প্রিয় নামে ডাকিলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বমন্ত্রময় ওঁ শব্দে ভগবান্‌কে ডাকিলে ভগবান্‌ সুপ্রসন্ন হন "ওমিতি"—এই স্থানে 'ইতি' শব্দ থাকায় ওঁ যে শব্দ রূপ, শব্দাভিধেয় নহে, তাহ বেশ বুঝা যাইতেছে; অতএব প্রতিমাদি মূর্ত্তির ন্যায় ওঁ পরমাত্মার শরীর।

ওঁ সামবেদের অন্তর্গত উদ্‌গীথ; অতএব উচ্চারণ সাধন করিতে হইলে স্বর প্রয়োজন। যোগীগন উদাত্তাদি স্বরে প্রণব সঙ্কীর্ত্তন করেন। যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ-কুহর পবিত্র হইয়াছে। তিনিই উহার মধুরিমা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং এই ওঙ্কারের মধ্যে কটী বর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহাও বুঝিতে পারেন। প্লুত—অনুদাত্তস্বরে ওঁ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়া, প্লুত-উদাত্ত, পরে প্লুত-স্বরিতস্বরে আরোহাবরোহক্রমে উচ্চারণ সম্পাদন করিলে, উহাতে তিনটী বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে অকার, মধ্যে উকার এবং অন্তিমে মকার; অতএব মনু বলিয়াছেন—

"অকারঞ্চ উকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ বেদত্রয়ান্ নিরদুহৎ—"ইতি।

অর্থাৎ প্রজাপতি বেদত্রয় হইতে অকার, উকার ও মকাররূপ (ওঁ) সার দোহন করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—ওঙ্কার পরমাত্মার অঙ্গ। তাহার প্রত্যঙ্গ—অকার, উকার ও মকার। সগুণ ও নির্গুণ-ভেদ পরমাত্মার দুই স্বরূপ। ওঙ্কার সগুণ ব্রহ্মের শরীর, কেননা সগুণ-ব্রহ্মই উপাসকের উপাস্য। একই ব্রহ্ম সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহায়তায় সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্বরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তাই অবয়বত্রয়যুক্ত ওঙ্কারেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। অকারে বিষ্ণু, উকারে মহেশ্বর এবং মকারে ব্রহ্মা; অতএব উক্ত হইয়াছে—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ॥"

এই হইল পৌরাণিক দৃষ্টি। পাতঞ্জল দর্শনেও আছে—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" তাঁহার (ঈশ্বরের) বাচক প্রণব (ওঙ্কার) 'প্রণুয়তেঽনেন' এই ব্যুৎপত্তিতে প্রণব শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্তব করা যায়, তাহার নাম প্রণব।

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

যোগিগণ সেই প্রণব-মন্ত্র জপ করিবেন। আর ঐ প্রণব চৈতন্য করিয়া, তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন। তাহাহইলে চিত্ত একাগ্র হইবে। চিত্ত একাগ্র হইলে, অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ দূর হইবে। অনন্তর আত্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশমান হইবে এই হইল যোগদৃষ্টি—

সর্ব্ব-প্রামাণ্য গীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

* * * * * *

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ দান তপঃক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

অর্থাৎ ওঁ, তৎ এবং সৎ, এই তিনটী ব্রহ্মের বাচক, ইহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। সেইহেতু ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্ম-বাদীরা যথাবিধি যজ্ঞ, দান ও তপঃক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিতেও ওঙ্কার উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আদিসমাজের ব্রাহ্ম ভ্রাতারা উপাসনার সময় ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পত্রাদির শিরোভাগে 'ওঁ তৎ সৎ' নির্দ্দেশ করেন।

সুদূরবর্ত্তী ইউরোপের পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রভৃতিরাও ওঙ্কারের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এস্থলে বিশ্বকোষের উক্তি যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম—

"কত কালের পুরাতন কথা লিখিলাম বলিয়া হয়ত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আর হাসিবার দিন নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেখিয়া যাঁহারা হাসিতেন, এখন তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়াছেন। সংস্কৃতপ্রিয় মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন "ওঙ্কার জপ করিয়া দেখ; প্রথমে ইহা অসার বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পুনঃ২ প্রণব উচ্চারণ করিলে ওঁকার জপ করা হয়। মনের একাগ্রতা সাধন এবং ব্রহ্মরূপ মহাকেন্দ্রে চিত্ত সন্নিবেশ করা উহার উদ্দেশ্য। হিন্দুরা যাহাকে মনের একাগ্রতা সাধন বলেন, আমরা উহার মর্ম্ম জানিনা।" *

যাহা সত্য, সকলেরই নিকট সত্য, তাহার অন্যথার সম্ভাবনা নাই। দুইদ্বিগুণে চারি, তিন দ্বিগুণে ছয়, ইহা সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন। কেহই বলিবেন না—দুই দ্বিগুণে পাঁচ। এ সত্যতা যেমন অঙ্ক বিষয়ক, সেইরূপ সকল বিষয়েই বলা যাইতে পারে। তবে সত্য-মিথ্যার অনুসন্ধান চাই। অনুসন্ধান না করিয়া, একতরফা ডিক্রি বা ডিস্‌মিস্ করা স্থির বুদ্ধির কার্য্য নয়। বিশেষতঃ "মানিনা" কথাটী বড় সহজ—"মানি" কথাটী বড় কঠিন। মানিতে হইলে বা মানাইতে হইলে, যুক্তি-তর্ক চাই, কিন্তু ওঁকারে একাগ্রতা-সম্পাদন ও ওঁকারোপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ, ইহার যুক্তি নাই; আছে কেবল সাধনা। তুমি সাধনা কর,

ওঙ্কারে যদি হাতেং ফল না পাও, তখন তুমি মানিওনা। কিন্তু সে আশাভঙ্গ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবেনা। যেমন গোলকধাঁধাঁয় প্রবেশ করিলে, সহসা বাহির হওয়া যায় না, সেইরূপ প্রণবে প্রবেশ করিলেও আর বাহির হইবার সম্ভবনা থাকে না; মোক্ষমূলার কতকটা এই ধাঁধাঁয় বাঁধা পড়িয়া ইহার সত্যতার উপলব্ধি করিয়াছেন; অন্যেও যদি অনুসন্ধান করেন, সফলকাম হইতে পারেন।

যেমন পৃথিবীর সার শস্য, আকাশের সার চন্দ্র সূর্য্য ও পুরুষের সার পুরুষকার, সেইরূপ বেদের সার ওঙ্কার। শাস্ত্রমতে প্রণবহীন ব্যক্তি গর্দ্দভ তুল্য।

আদ্যং যত্রাক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ সগুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্ বেদো যো বেদৈনং সবেদবিৎ॥ এক এবতু বিজ্ঞেয়ঃ প্রণবো যোগসাধনং। গৃহীতং সর্ব্বসিদ্ধান্তৈরিতরৈ র্ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ বেদভারভরাক্রান্তো যঃ সঃ বৈ ব্রাহ্মণগর্দ্দভঃ।" যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ—যে বেদের আদ্য অক্ষর (ওঙ্কার) ব্রহ্ম, যে ওঙ্কারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ওঙ্কাররূপ বেদ অতি গুহ্য। যে ইহলোকে ওঙ্কারকে জানে, সে সর্ব্ববিৎ। যোগের সাধন সারাৎসার প্রণব সকলেরই জানা উচিত; ইহা সকল ব্রহ্মবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ ঝুড়িং বেদ পাঠ করিয়া বেদ-ভারে অভিভূত হয়, সে গাধা।

"যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিম্প্রয়োজনং। তথোঙ্কারবিদিজ্ঞস্য জ্ঞানতৃপ্তির্ন বিদ্যতে॥ সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে। তেন সংপরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি। যদ্যূনমতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ং॥ যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ। তদোঙ্কার প্রযুক্তেন মন্ত্রেণাবিকলং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ যেমন অমৃতে তৃপ্ত ব্যক্তির (পিপাসা দূর করিবার জন্য) জল প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যে যথাবিধি ওঙ্কার জানে, তাহার আর অন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা হয় না। যেখানে২ মন্ত্রপাঠ, সেখানেই আদিতে ওঙ্কার প্রয়োগ করিবে। ওঙ্কার যুক্ত হইলে যথোক্ত ফল হয়। মন্ত্রে যদি অক্ষর চ্যুতি কিম্বা বৃদ্ধি হয়, অথবা অনুস্বার-বিসর্গাদি পড়িয়া যায়, অপিচ অন্য প্রকারে অযজ্ঞীয় হয় বা অপবিত্র, অশুদ্ধ ও যাতযাম হয়, মন্ত্রে এক ওঙ্কার-প্রয়োগেই সর্ব্বদোষ-পরিহার হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

ভাষা-পরিচ্ছেদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অপাকজোঽনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শস্তু পবনেমতঃ। ৪২

তির্য্যগ্ গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদি লিঙ্গকঃ॥

টীকা—১। অপাকজঃ—পাকাজ্জায়তে ইতি পাকজঃ ন পাকজঃ—অপাকজঃ—পাকজ ভিন্ন।

২। অনুষ্ণাশীতঃ—উষ্ণও নয়, শীতলও নয়,।

৩। তীর্য্যগ্ গমনবান্—বক্রগতি।

৪। স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ—লিঙ্গশব্দের অর্থ হেতু। আদি পদে শব্দ, ধৃতি ও কম্পের পরিগ্রহ।

অনুবাদ—বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে, তাহা পাকজ ভিন্ন অতি উষ্ণও নয়, অতি শীতলও নয়। ইহাই নৈয়ায়িকের মত, বায়ুরগতি বক্র। স্পর্শাদি (বায়ুর সত্তাবোধের অনুমানের) হেতু জানিবে।

বিবরীকরণ—বায়ুর স্পর্শগুণ অপাকজ—অনুষ্ণাশীত। স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়োঽনুষ্ণাশীত পাকজঃ—এই পূর্ব্বোক্ত কারিকার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—পৃথিবীর গুণ অনুষ্ণাশীত পাকজ। অতএব পৃথিবীর স্পর্শ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য 'অপাকজ' পদ প্রদত্ত হইয়াছে। অপাকজ স্পর্শ জলাদিতে আছে, 'এই 'অনুষ্ণাশীত' পদের দ্বারা তাহার ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা দেখান হইল—বায়বীয় স্পর্শ পার্থিব ও জলীয় স্পর্শ হইতে বিজাতীয়; অতএব যে দ্রব্য অপাকজ—অনুষ্ণাশীত স্পর্শের সমবায়ী কারণ, তাহার নাম বায়ু।

আমরা বায়ুকে কখন গরম—কখনবা শীতল বিবেচনা করি, তাহার কারণ জলীয় ও আগ্নেয় পরমাণুর সংসর্গ। যখন বায়ু জলীয় পরমাণু-সংহতির সহিত সহবাস করে, তখন শীতল হয়, আর যখন বায়ু আগ্নেয় পরমাণুর সহিত সংসর্গ করে, তখন উষ্ণ হয়; বস্তুতঃ বায়ু শীতলও নয়, উষ্ণও নয়। বায়ুর স্বাভাবিক গুণ অনুষ্ণাশীত।

বায়ুর গুণের উল্লেখ করায় বায়ু যে দ্রব্য-পদার্থ, তাহা প্রমাণসিদ্ধ হইল। কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—গুণের অশ্রয়ের নাম দ্রব্য; পরে প্রমাণ করা হইবে, বায়ু ঠিক প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব বায়ু মানার পক্ষে অনুমানই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কখন২ স্পর্শে বায়ুর অনুমিত হয়, কখনবা শূন্যে তৃণাদির উড্ডয়ন দেখিয়া বায়ুর অনুমান হয়, কোথাওবা সোঁ২ সোঁ২ শব্দ শ্রবণে বায়ুর অনুমান হয়; আবার শাখা-পল্লবাদির কম্পনেও বায়ুর অনুমান হয়; এই জন্যই বলিয়াছেন—

"স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।" "পূর্ব্ববন্নিত্যতাদ্যুক্তং দেহব্যাপিত্বগিন্দ্রিয়ঃ।
প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ॥

টীকা—১। পূর্ব্ববৎ—তেজের ন্যায়। ২। দেহব্যাপি—শরীর ব্যাপক। ৩। নিত্যতাদি—৪। প্রাণাদি—আদি পদে অপান, উদান, সমান ও ব্যানের পরিগ্রহ।

অনুবাদ—পূর্ব্বের ন্যায় বায়ুর নিত্যত্বাদি কথিত হইয়াছে (বিশেষ এই) ত্বগিন্দ্রিয় শরীর ব্যাপক। (অন্তবর্ত্তী) প্রাণাদি বায়ু (বাহ্য) মহাবায়ু পর্য্যন্ত বিষয়; ইহাই মত।

বিষদীকরণ—তেজ যেমন নিত্য ও অনিত্য; সেইরূপ বায়ুও নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। তাঁহার মধ্যে পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য এবং দ্ব্যণুকাদি স্থূল বায়ু অনিত্য সেই অনিত্য বায়ু আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। যেমন জলীয় দেহ বরুণ-লোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস দেহ সৌরলোকে অবস্থিত, সেইরূপ বায়বীয় দেহও বায়ুলোকে বিখ্যাত আছে। আতিবাহিক ও পৈশাচ শরীরও বায়ু-উপাদানে গঠিত; বায়বীয় দেহও একেবারে পার্থিবাদি-পরমাণুবিরহিত হয় না; কিন্তু বায়বীয় পরমাণু বেশি থাকায় "অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি"—এই ন্যায়বলে বায়বীয় নামে ব্যপদিষ্ট হয়। পার্থিবাদি ব্যপদেশেরও এই যুক্তি।

বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্। অতএব ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর গুণ স্পর্শের গ্রাহক। ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বশরীর-ব্যাপক। যেমন চক্ষু তেজের গুণ রূপকে গ্রহণ করে বলিয়া তৈজস, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে বলিয়া পার্থিব (ইহার যুক্তি পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে) সেইরূপ ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শ-জ্ঞান জন্মায় বলিয়া বায়বীয় বলাই যুক্তিসঙ্গত।

শরীরস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চবায়ু 'প্রাণ' শব্দ বাচ্য হবে স্থানভেদ ও ক্রিয়াভেদে ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা—

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥"

অর্থাৎ মুখ-নাসিকা দ্বারা যে বায়ু অন্তর্গত ও বহির্গত হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু। যে বায়ু মল মূত্রাদি অপনয়ন করে, তাহার নাম অপান। যে বায়ু নাভিগত হইয়া বহ্নি উদ্দীপন করতঃ ভুক্ত বস্তুর পাকার্থ সমীকরণ করে, তাহার নাম সমান। যে বায়ু কণ্ঠস্থ হইয়া উৎক্রমণ যুক্ত হয়, তাহাকে উদান বায়ু বলে এবং যে বায়ু সর্ব্ব-শরীরময় সংব্যাপ্ত থাকে, তাহার নাম ব্যান। বাহিরে যে বায়ু উপভোগ করি, তাহার নাম মহাবায়ু। এই সমস্ত বায়ু, বিষয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উপভোগ সাধনের নাম বিষয়। এই সকল বায়ু দ্বারা বায়ুর উপভোগ সাধন হয়।

আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।
ইন্দ্রিয়ন্তু ভবেৎ শ্রোত্রমেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ॥

অনুবাদ—শব্দ আকাশের বৈশেষিক গুণ জানিবে, শ্রবণ (আকাশিক) ইন্দ্রিয়

হয়। আকাশ বস্তুতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে ভিন্ন।

বিশদীকরণ—ক্ষিতিত্বাদির ন্যায় আকাশত্ব জাতি হয় না, কেননা আকাশ এক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোহথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধক সংগ্রহঃ" এই কারিকায় যুক্তিসহকারে বুঝান হইয়াছে, ব্যক্তির অভেদ—অর্থাৎ একত্ব হইলে, জাতি স্বীকার করা যায় না। নানা ব্যক্তি না হইলে জাতি হয় না। অতএব শব্দ সমবায়িকারণতারূপে অথবা শব্দাশ্রয়ত্বরূপে আকাশের উপস্থিতি হইয়া থাকে। "বুদ্ধ্যাদিষট্কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ।" ইতি কারিকোক্ত গুণ নিচয়ের সাধারণ সংজ্ঞা বৈশেষিক। গুণনিচয়ের মধ্যে কেবল শব্দই আকাশের গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কেননা শব্দ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। আকাশীয় শরীর ও বিষয়ের সম্ভাবনা নাই; একারণ কেবল ইন্দ্রিয়ের কথা লিখিলেন "ইন্দ্রিয়ন্তু ভবেৎ শ্রোত্রং" ইতি। শ্রবণ আকাশের ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে। পূর্ব্বে যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে যেজাতীয় বস্তু, সে সেইজাতীয় গুণ গ্রহণ করে। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলে, কর্ণ-শস্কুলীমধ্যে যে অব্যক্ত শব্দ শ্রুত হয়, তাহার অব্যবহিত কারণ কর্ণ আকাশ, তাই স্বীয় গুণ তাহাতে স্বতঃ প্রকাশ পায়। অতএব কর্ণ শস্কুল্যবচ্ছিন্ন নভোভাগের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়; অর্থাৎ কর্ণ-পটহে যে আকাশ আছে, তাহার নাম শ্রবণ, শ্রোত্র বা কর্ণ ইত্যাদি। মনুষ্যভেদে শ্রবণ ভিন্ন২, অথচ আকাশ এক, ইহার কিরূপে সঙ্গতি হয়? এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন—'একঃ-সন্নপ্যুপাধিতঃ'। আকাশ এক হইলেও উপাধি (বিশেষণ) ভেদে ভিন্ন২ বলিয়া বোধ হয়। যেমন ঘটরূপ উপাধিভেদে এক আকাশ নানা হয়—নানা শ্রোত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরমার্থতঃ উপাধিভেদে বস্তুর ভেদ হয় না। ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য ভেদ-ব্যপদেশ করিতে হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ-
বিদ্যাবিনোদ।

মায়াবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে অন্যের সাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের যদি বাস্তবিকতা নাই থাকে, বাহ্যজগৎ যদি আমারই কল্পিত হয়, তাহাহইলে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমি যে কল্পনা করি, আমি ভিন্ন আর দশজনও কেন ঠিক তেমনই কল্পনা করে? আমি যে সময়ে যে অবস্থায় যে বস্তু দেখিয়াছি—কল্পনা করি, আর সকলেও সেই সময়ে সেই অবস্থায় সেই দ্রব্য দেখে কি করিয়া? এতগুলি লোক যেসকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করিতেছে না, আমি সেই সকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করি কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমি ও আর দশজনে একই পদার্থকে দেখিয়া, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই যে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইবে, এমন নহে। কত সময়ে আমরা দশজনে একত্রে ভেল্কি দেখিয়া থাকি এবং সেই ভেল্কিদৃষ্ট বস্তু বা ঘটনা সকলই সত্যসত্য বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু তাই বলিয়া ভেল্কির অলীকত্ব ঘুচে না। পুনশ্চ, আমি ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তাই সন্দেহের বিষয়, তথা একটী বস্তুকে আমি আর দশজনের সঙ্গে সমানভাবে দেখিতেছি, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? আমি ভিন্ন অন্য বস্তুই যখন আমার অজ্ঞেয়, তখন আমার সম্বন্ধে আমার কল্পনার বাহিরে, আর দশজন কোথা হইতে আসিবে? দেখিবেই বা কি, আর তাহাদের সাক্ষ্যের একতাই বা কোথায়? সাক্ষ্যের একতা সম্ভবপরও নহে। যাহাকে আমি সাক্ষ্যের একতা বলি, তাহা বাস্তবিক নহে, সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। কেন কাল্পনিক বলি, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। সাক্ষী যদি মদিতর বাহ্য বস্তু হয়, তবে তাহার সত্তা আমার অজ্ঞেয়; কেননা যাহা আমা হইতে পৃথক্, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাকে আমি জানিব কি করিয়া? ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে চাও? কিন্তু মনে রাখিও যে, ইন্দ্রিয় বিশ্বাসভাজন নহে। একেত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বাহ্য কিছু জানিবার কথা নহে; জানিতে পারিবার 'কথা' থাকিলেও অবিশ্বাস্য ব্যক্তির কথা কি করিয়া সত্য বলিয়া মনে করিবে? আর যদিবা মৎসদৃশ—অথচ মদিতর আর দশজন ব্যক্তি থাকে এবং তাহারা বাহ্যজগৎ-সত্তার সাক্ষ্য দেয়, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহাহইলেও তাহাদের অনুভূতি আমার অনুভব করিবার কি সম্ভাবনা আছে? তাহারা যেরূপ অনুভব করে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে

পারেনা এবং পারিলেও তাহাদের অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতির নিরপেক্ষ একতা কি করিয়া বুঝিব? তাহারা আমাকে যাহা জানাইতে চাহিবে, তাহা আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়া চাই; সুতরাং তাহার অনুভূতিসমূহকে রূপ-রসাদিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাকে অনুভব করাইতে হইবে এবং রূপাদি কোন্ অবস্থার সহিত কোন্ অনুভূতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছে, তাহা আমার এবং তাহাদের, উভয় পক্ষেরই জানা থাকা আবশ্যক; কিন্তু ইহাতে একটী অনুভূতির সহিত অন্য একটী অনুভূতির ভ্রম না হইবার কথা নহে। এইরূপে মিথ্যাকে সত্যের আদর্শে গ্রহণ করিয়া কি প্রকৃত সত্য বুঝিবার সম্ভাবনা আছে? একটী আম্রের সম্বন্ধে তাহার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতির ঐকানৈক্যের সম্ভাবনীয়তা আলোচনা কর। আমি আম্রের রূপ দেখিতেছি, কিন্তু আমি সেই রূপ তাহাকে দেখাইতে পারিতেছি না। আম্রের যে সকল রূপ-তরঙ্গ আমার চক্ষের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, যে সকল রসাণু আমার রসনায় লয় পাইয়াছে, যে সকল গন্ধাণু আমার নাসারন্ধ্রে বিলীন হইয়াছে, যে সকল স্পর্শ আমার ত্বগিন্দ্রিয়ে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যে সকল শব্দ-তরঙ্গ আমার কর্ণকুহরে সুনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল রূপ-রসাদি আমি তোমার অক্ষি-রসনাদির সম্বন্ধাধীনতায় আনিতে পারিতেছি না। তৎপরিবর্ত্তে আমার অনুভূতি সমূহকে অন্যবিধ কতকগুলি অস্বাভাবিক রূপ-রসাদির আবরণে ঢাকিয়া, তোমার সম্মুখে ধরিতেছি। আম্রের অনুভব করিয়াছি, এ কথা তোমাকে বুঝাইতে যাইয়া সেই অনুভব-টুকু আমি তোমাকে দেখাইতেছি না; দেখাইতেছি কেবল "আমি আম্রের রস অনুভব করিয়াছি" দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই কয়টী মসী-চিহ্ন অথবা শুনাইতেছি এই কয়টী মসীচিহ্নের সাঙ্কেতিক শ্রাব্য প্রতিরূপ কর্ণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কয়েকটী শব্দ কিম্বা তাহারই অনুকল্পে অপরাপর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কয়েকটী স্পর্শ গন্ধাস্বাদ অনুভব করাইতেছি। এই অনুকল্প-ব্যবস্থায় এক জনের মনের ভাব অন্যকে জানান কতদূর অনিশ্চিত ও ভ্রমসঙ্কুল, তাহার আলোচনা করিব এবং লিখিত ও কথিত-ভাষা-সঙ্কেতকেই আদর্শ-রূপে ধরিয়া লইব; কেননা রসজ্ঞা ও ঘ্রাণজ্ঞা ভাষা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-কল্পনার গর্ভে এখনও ভ্রূণাবস্থায় রহিয়াছে এবং স্পর্শজ্ঞা ভাষা যদিও অন্ধদিগের অঙ্গ-সেবায় ক্রমে হৃষ্টা ও পুষ্টা হইতেছে, তথাপি এখনও সাধারণের উপভোগ্য হইবার উপযুক্ত লাবণ্যলীলাময়ী হইতে পারে নাই।

লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই আমাদিগের মনের ভাব বা অবস্থা অন্যকে বুঝাইবার বা বুঝিতে না দিবার দুইটী অসম্পূর্ণ সঙ্কেত বিশেষ। উভয়ে একই কার্য্য করিলেও এবং একটী অন্যটীর অপেক্ষা না করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেও, আমাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কল্পনার বর্ত্তমান অবস্থায় কথিত সঙ্কেতকে মুখ্যকল্পে এবং লিখিত সঙ্কেতকে গৌণকল্পে মনের ভাব প্রকাশ বা গোপন করিবার

জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। একই সঙ্কেতকে প্রয়োজনমত যখন সত্য-মিথ্যা—দুইই প্রকাশ করিতে ব্যবহার করি, তখন ইহার সাক্ষ্যের সত্যতা আমার কল্পনা ভিন্ন বাস্তবিক হইতে পারেনা। ভাষার এই দ্বিবিধ প্রয়োগ হইতে ব্যবহারিক জগতে সত্য-মিথ্যার এতই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও কথা শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া কোন কিছু বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভাবিত—অন্ততঃ নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এই জন্যই মুনি-ঋষিরা বলিয়াছেন,—"সত্যবাচো দেবাঃ—অনৃতবাচো মনুষ্যাঃ" মনুষ্যমাত্রেই মিথ্যাবাদী; কেননা, মনুষ্য-সকল নিজের অক্ষমতা প্রযুক্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক মনের ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যে সঙ্কেত শিক্ষা করিয়াছে, তাহা সত্য নহে; সুতরাং অসত্যকে সত্যবৎ ব্যবহার করিতে যাইয়া, মনুষ্য নিজের অজ্ঞাতসারে তত্ত্বদর্শী মুনি-ঋষির নিকট—মায়াবদ্ধ আত্মা—মায়াতীত আত্মার নিকট চিরকালের জন্য মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভাষায় আর মনের ভাবে পারমার্থিক প্রকাশ্য-প্রকাশক কোন সম্বন্ধ নাই; তবে যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা তেমন একটী সম্বন্ধ আছে, বিশ্বাস করি, তাহা শুধু কাল্পনিক,—বাস্তবিক নহে। কেন কাল্পনিক বলি, তাহা দেখাইতেছি। বাণিজ্য-ব্যবহার ক্ষেত্রে বহুরূপী মুদ্রায় যাবতীয় পণ্য বস্তু ক্রয় করিতে পারা যায়; মনোবিজ্ঞান-জগতেও কথিত ও লিখিত ভাষা দ্বারা সমুদয় মনের ভাব বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায়; কিন্তু যেমন কোম্পানীর কলের টাকা কোম্পানীর রাজ্যে ভিন্ন অন্যত্র ভাঙ্গান যায় না এবং কোম্পানীর কলের নোট কোম্পানীর রাজ্যেও যেখানে সেখানে ভাঙ্গান চলে না; সেইরূপ বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালা-ভাষাজ্ঞের নিকট এবং বাঙ্গালা লেখা বাঙ্গালা-লিখনজ্ঞের নিকট ভিন্ন অন্যত্র ভাঙ্গান যায়না। যাহারা কথিত ভাষা জানেনা, সেই সকল বালক বালিকার নিকট বলিয়া কহিয়াও কিছু প্রকাশ করা যায় না। পুনশ্চ, টাকা দ্বারা অন্নাদি অনেক আহার্য্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বলিয়া টাকাকে অন্ন বলা যাইতে পারেনা এবং নোটও কিন্তু টাকা নহে। টাকা টাকাই, নোট নোটই, অন্ন অন্নই। আমি টাকা দ্বারা ফল কিনিয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিলাম, তুমি নোট ভাঙ্গাইয়া মিষ্টান্ন কিনিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলে; এখন টাকা ও নোট উভয়ের দ্বারাই পরম্পরা-সম্বন্ধে উভয়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলেও, উভয়েই কিন্তু আহার্য্যের একই রস অনুভব করিলাম না বা উভয়ের ক্ষুধাও কিছু ঠিক একই-রূপে নিবৃত্ত হইল না; অথচ আমরা আহার্য্য-সংগ্রাহক টাকা ও নোটের কাল্পনিক একতায় অথবা ক্ষুধা-নিবৃত্তির কাল্পনিক ঐক্যে আহার্য্যেরও একতা বুঝিয়াছিলাম। মনোবিজ্ঞান-রাজ্যে আমরা কতকগুলি শব্দের কাল্পনিক একতা এবং সেই সকল শব্দ দ্বারা কতকগুলি ভাবে অনুভাবিত হইয়া, কাল্পনিক সম্বন্ধে আবদ্ধ কতকগুলি কাল্পনিক বস্তুর একত্ব বুঝিয়া থাকি এবং ভুলিয়া যাই যে, বস্তু সম্বন্ধে দুই জনের

একই প্রকার অনুভূতি হইবার কিম্বা হইয়া থাকিলেও, তাহা জানিতে পারিবার সঙ্গত কোন কারণ থাকিতে পারেনা।

মনে কর, তুমি আমি দুইজনেই একটী আম্র দেখিয়েছি বলিয়া জ্ঞান করিতেছি; কিন্তু আমরা দুইজনেই কি সেই আম্রটীকে একই কালে ঠিক একই-রূপ অনুভব করিতে পারি? কখনই নহে। তুমি এবং আমি একই সময়ে একই স্থানে থাকিয়া আম্রটির একই অংশ দেখিতে পারিব না। তুমি এবং আমি উভয়েই আবার প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছি। বাল্যে আমি যেমন ছিলাম, এখন আমি তেমন নই। বাল্যে আম্রের রূপ রসাদি যেমন অনুভব করিতাম, এখন তাহা হইতে অন্যরূপ অনুভব করিতেছি। এখনও আবার প্রথম আস্বাদনে আম্রের রসকে যেরূপ তৃপ্তির সহিত অনুভব করি, শেষ আস্বাদনে তৎপরিবর্ত্তে তৃপ্তি-পূর্ণতা-জনিত বিরক্তির সহিত তাহাকে অন্যরূপ অনুভব করিয়া থাকি। একটী কার্য্য প্রথম প্রথম করিতে যে প্রকার সুখাসুখ অনুভব করি, কিছুকাল ধরিয়া সেই কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে, আর তাহাতে তেমন সুখাসুখ অনুভব করিতে পারি না। বস্তুতঃ লৌকিক আমিই সকল সময়ে একই পদার্থকে একইমত অনুভব করিতে পারি না। তাহার পর তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ আছে, তাহা বিবেচনা কর। নামে আমি এবং তুমি উভয়েই 'মানুষ' হইলেও, তোমাতে আমাতে রূপে গুণে বিস্তর প্রভেদ আছে এবং প্রভেদ আছে বলিয়াই আমি আমি, আর তুমি তুমি এবং সেই জন্যই তোমাকে ও আমাকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে কাহারও কষ্ট হয় না। তোমার গঠন, তোমার রূপ, তোমার দেহাকৃতন, তোমার জ্ঞানাজ্ঞানাশ্রয়, মানসিক পরিপাক, তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গঠন ও শক্তি, আমার সেই সকল হইতে কত ভিন্ন! সুতরাং তুমি ও আমি একই বস্তুকে ঠিক একইরূপ দর্শন-স্পর্শনাদি করিব, ইহা সম্ভবপর নহে। যে জন্য তুমি এবং গো, নামে একই 'জীব' পদবাচ্য হইলেও, তোমাতে ও গোরুতে বিস্তর প্রভেদ; তুমি এবং এই কুষ্মাণ্ডটী নামে একই 'বস্তু' পদবাচ্য হইলেও, উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ, সেইজন্য তোমাতে ও আমাতে উভয়ে নামে 'মানুষ' হইলেও কখনও এক নহে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আম্রটীও পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার অবস্থান্তর ঘটিতেছে। একমাস পূর্ব্বে মুকুলাবস্থায় তাহার যে রূপ-রসাদি ছিল, আজ পক্কাবস্থায় আর তাহা নাই; প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে আজ সেই পরিবর্ত্তন তাল-প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে এই ক্রম-পরিবর্ত্তন সূক্ষ্মগণনায় ধরিবে, সে কিছুতেই এই সুপক্ক আম্রটিকে ঠিক সেই মুকুলেরই পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

রাজধর্ম্ম।

"আর্য্যজাতি আধ্যাত্মিক জগতে অশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন; লৌকিক ক্ষেত্রে তাঁহারা বিশেষ কোন কৃতীত্ব করেন নাই" এইরূপ উক্তি কতিপয় যুক্তি ও বচনবীরগণের বদন হইতে বারংবার বহির্গত হইয়া থাকে; কিন্তু আর্য্যাচার্য্যগণের রাজ্যশাসন-বিধান দর্শন করিলে, অনায়াসে সেই ভ্রান্তির অপনোদন হইবে। অন্যান্য বিষয় আমরা প্রস্তাবান্তরে প্রদর্শন করিব।

সৃষ্টির পর মানবজাতি সমাজবদ্ধ হইলে, মহাপুরুষগণ তাহার শাসন ও উন্নতি বর্দ্ধনের জন্য স্বর্গীয় নিয়ন্তার ন্যায় একজন পার্থিব নিয়ন্তার প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতে লাগিলেন। বিবিধ চিন্তার পর প্রথমতঃ শস্ত্র ও শাস্ত্র-বিশারদ ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল (১)। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা দেখিলেন যে, উপযুক্ত ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে, ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণত্রয়ের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যোগ্যতানুসারে শাসনদণ্ড হস্তে লওয়ার অধিকারী না হইলে চলে না। তাহাতে বৃত্তি-বিপ্লব হইলেও, তাহা আপদ্ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিবার বিধান করিলেন (২)। যাহা হউক, সেই লৌকিক নিয়ন্তাই এখন 'রাজা' বলিয়া অভিহিত। তাঁহার শাসনাধীন ব্যক্তিমাত্রেই 'প্রজা' পদ-প্রতিপাদ্য হইলেন। শিষ্ট-সমষ্টি বা সাধারণ-তন্ত্র শাসনপদ্ধতি আর্য্য-চিত্ত-ভিত্তিতে বসিতে স্থান পায় নাই; কারণ, মুষ্টিমেয় লৌকিক শিষ্ট অসংখ্য জনের উপর সুবিধার সহিত প্রভুত্ব করিতে পারে না। যদি করে, তাহা নানা কারণে আশানুরূপ সুফলপ্রদ হয় না। রাজপদবাচ্য একমাত্র ব্যক্তি প্রথমে যে শক্তিবলে কোটি কোটি লোকের উপর পদপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শক্তি সাধারণ সমিতির শাসন-ভুক্ত সদস্যগণের প্রতি সেরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে না; তাহার প্রকার পরে দেখাইব।

আর্য্যগণ রাজাকে আর মানুষ বলিতে চাহেন না; তিনি ভূলোকবাসী হইলেও, দ্যুলোকের অবতীর্ণ দেব! রুষিয়ার 'নিহিলিষ্ট' প্রভৃতির ন্যায় আর্য্যরাজ্যে রাজদ্রোহী প্রজা-সম্প্রদায় বা Regicide (রাজহন্তা) কখনও দেখা দেয় নাই। প্রজার হস্তে রাজার পতন ভারতবর্ষে একরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা। পূর্ব্বাচার্য্যগণ রাজশরীর ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবেরের অংশ-উপাদানে সৃষ্ট বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রাণি-পরিভাবিনী সঞ্জীবনী শক্তি-চালনায় শক্ত বলিয়াছেন। (৩) রাজাকে ভগবান্ লোকরক্ষার জন্য অলৌকিক শক্তি দিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন। (৪) ভগবানই রাজরূপে অবতীর্ণ। গীতায় পরিষ্কার বলিয়াছেন 'নরাণাঞ্চ নরাধিপম্'।

(১) মনুসংহিতা—ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি। সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥

(২) নারদ সংহিতা—উৎকৃষ্টঞ্চাপকৃষ্টঞ্চ তয়োঃ কর্ম্ম ন বিদ্যতে। মধ্যমে কর্ম্মণী হিত্বা সর্ব্বসাধারণে হি তে॥

(৩) মনুঃ—ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ। চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ। তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥

(৪) অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ। রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥

শাস্ত্রের স্থলান্তরে বর্ণিত—রাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের অংশে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের ভক্তির পাত্র হইলেন; তিনি বালক বা অপর জাতীয় হইলেও, গুরুর ন্যায় পূজ্য (১) এবং সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মরূপী হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জনগণের পক্ষে ব্রহ্মের তেজোময় দণ্ডস্বরূপ (২)। অগ্নি সন্নিহিত ব্যক্তিকেই দগ্ধ করে; কিন্তু রাজাগ্নি ক্রুদ্ধ হইলে, দূরবর্ত্তী জনকে সঞ্চিত সম্পত্তির সহিত ভস্মসাৎ করে (৩) যে ব্যক্তি রাজাকে মনে মনে বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে দেখিবে, সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে (৪)। যে দণ্ডের ভয়ে দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাদি ভীত, সেই দণ্ড আজ রাজার হস্তে পরমেশ-প্রদত্ত। (৫) এই রাজ্য সৃষ্টি ঋষিগণের গভীর-বুদ্ধি বারিধির রত্ন-স্বরূপ। সেখানে—সিদ্ধাশ্রমে শান্ত ও শ্বাপদ পশুর ন্যায় ভক্তি ও ভয় সমভাবে সামঞ্জস্য পায়। যেখানে এই জাতীয় শিল্প বিধানে সেইস্থানে প্রজা-ধর্ম্ম অক্ষয় ও অব্যয়; সেই স্থানেই রাজধর্ম্মপরায়ণ আর্য রাজগণ অনতিশীতোষ্ণ-বসন্তবায়ুর ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়-হারী হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণশীল। ধন্য আর্য্যঋষির রাজ্য নির্ম্মাণ-উপকরণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

আত্মরক্ষা।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।"

সর্ব্বদাই আত্মরক্ষায় অবহিত থাকা বিধেয়। দেহাতিরিক্ত আত্মাকে রক্ষা করাই আত্মরক্ষা। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মোহান্ধ মানব সাধারণতঃ আপনার দেহ-রক্ষাকেই আত্ম-রক্ষা মনে করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। রাজার দণ্ড, সমাজের দণ্ড, শত্রুর হিংসন, সর্পের দংশন, ব্যাঘ্রের নখর, কুম্ভীরের কবল, দস্যুর অসি বা শত্রুর ষড়যন্ত্র ইত্যাদি এড়াইয়া বেড়াইতে পারিলেই যে আত্মরক্ষা করা হইল, তাহা নহে। বিপদ আমাদের পদে পদে, শত্রু সঙ্গে সঙ্গে, সর্প-বৃশ্চিক বক্ষ-বিবরে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক মনের বনে। আমরা আপনিই আপনার বন্ধু, আবার আপনিই আপনার শত্রু।

---

(১) মনুঃ—বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥
(২) তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্। ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ ॥
(৩) একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্। কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্ ॥
(৪) তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্ ॥
(৫) দেব দানব গন্ধর্ব্বা রক্ষাংসি পতগোরগাঃ। তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ ॥
শ্রুতিঃ—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥"

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন——

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"

আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার রিপু।

"সাবধানের বিনাশ নাই" এ পুরাতন প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু বুঝিবার ত্রুটিতে আমরা এমন মহোপকারী উপদেশটিকে কেবল বাহিরে রাখিয়াছি; ঘরে যাইতে দিই না। রাজকীয় চৌকীদার যেমন বাহির-রাস্তায় হাঁকার দিয়া যায়, চোরে ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে চুরি করে, আমাদের অবস্থাও এ সম্বন্ধে তদ্রূপ। আমাদের আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা বাহিরে। আমাদের চৌকীদারের সাবধানতায় হয়ত বাহিরে একগাছি চালের তৃণ বা একটি শাকের পাতাও অপহৃত হয় না, কিন্তু ঘর হইতে লোহার সিন্ধুক, হীরা-মুক্তা-স্বর্ণ-রোপা কানাছের গুপ্ত সিঁধপথে লুপ্ত হইয়া যায়! সে চোরকে দেখিলেও যেন তাহার ধরার যো নাই। চোরের সম্মুখে সে যেন মোহাভিভূত (mesmerised)। ঐ যে এক সিদ্ধিখোর নেশায় বিভোর ভোজপুরী দ্বারবান্ বলিয়াছিল "হাম্‌ত চোর পাকড়্‌নে গিয়া, লেকেন্ হামারা দোনো হাত আট্‌কা থা; এক হাতমে ঢাল থা, দোস্‌রেমে তল্‌ওয়ার্ থা, ক্যায়্‌সে পাক্‌ড়েঙ্গে?" বস্তুতঃ আমরাও এমনই মোহ-মাদক-বিহ্বল যে, প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব চুরি যাইতেছে, আমরা দুর্লভ মানব-জন্মের সুলভ ধর্ম্মাধিকাররূপ সুশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিয়াও হা করিয়া চাহিয়া আছি! এইরূপ যাহার অবস্থা, তাহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

একজন হয়ত বাহিরে বড় সাবধান; আলোটি না নিয়া রাত্রে দু-পাও বাহির হন না, 'দিন' না দেখিয়া দু-ক্রোশ দূরেও যান না; একটা কথা কহিতে দশটা ভাবেন, দুছত্র লিখিতে দশ শব্দ কাটেন; দুটা হাঁচি হইলে নাওয়া বন্ধ করেন, দুটা ঢেকুর উঠিলে খাওয়া বন্ধ করেন! ডোবার ভয়ে ডোবায় নামেন না;—পাছে পড়েন, ভেবে গাছে চড়েন না! আত্মরক্ষাটা তিনি এইরূপই বোঝেন। ওদিকে হয়ত মিথ্যাকথায় পঞ্চানন, মদ্য-মাংসে দশানন, জাল-জুয়াচুরিতে আগ্রহে অগ্রগণ্য! কামিনী-কাঞ্চনে আত্ম-পর-ভেদশূন্য! হয়ত দানে জগন্নাথ, কিন্তু হরণে চতুর্ভুজ! দেবালয়ে যাইতে খোঁড়া, বেশ্যালয়ে ধাইতে ঘোঁড়া! এ হেন 'মানব' আখ্যাধারীর বাহিরে বিলক্ষণ আত্মরক্ষা, কিন্তু অন্তরে অদ্ভুত আত্মহত্যা। অন্তরের এরূপ বিনাশ অপেক্ষা বরং বাহিরের বিনাশও বাঞ্ছনীয়। নির্লজ্জ দুষ্কার্য্যকারীকে যে লোকে 'দড়ী-কলসী'র ব্যবস্থা দিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আন্তরিক আত্মহত্যার কেলেঙ্কারি অপেক্ষা বরং বাহ্যিক আত্মহত্যাও মন্দের ভাল। বাহিরের আত্মহত্যাতে যদি মহা নরক হয়, তবে অন্তরের আত্মহত্যায়—অর্থাৎ যথার্থ আত্মহত্যায় যে কিরূপ নরকের ব্যবস্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো নশোষয়তি মারুতঃ।"

অস্ত্রেতে ছিঁড়েনা, আগুণে পোড়েনা, জলেতে গলেনা, বাতাসে শোষেনা। ভৌতিক উপায়ে ভৌতিক মানুষ (মানুষের দেহ) মাত্র মরে, আসল মানুষ মরে না।

আসল মানুষ জীবাত্মা, দেহ তাঁহার পরিচ্ছদ বা আসনস্বরূপ মাত্র; অতএব দেহের বিনাশে মনুষ্যের প্রকৃত বিনাশ হয় না, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যায় না, কেবল 'পোষাকবদল' বা আধার-পরিবর্ত্তন হয় মাত্র; কিন্তু আন্তরিক বিনাশেই মনুষ্যত্বের লোপ; সুতরাং তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত মৃত্যু। যদি প্রকৃত আত্মরক্ষা আবশ্যক হয়, তবে মনুষ্যত্ব রক্ষা ভিন্ন মাত্র দেহ-রক্ষায় তাহা কদাচ সংসিদ্ধ হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" ধর্ম্মহীন যে, পশুতুল্য সে। পশু হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব ধর্ম্ম লইয়া। ভগবান মাত্র মনুষ্যকেই ধর্ম্ম-সাধনের অধিকারী করিয়াছেন; এই জন্যই মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম। পশ্বাদি ইতর প্রাণী কেবল স্বভাবের জীব, একরূপ সচল ও 'সচেতন জড়' বিশেষ। অতএব ধর্ম্মাধিকারী মানব ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই মনুষ্যত্বভ্রষ্ট হইল; কেননা ধর্ম্মই মনুষ্যত্ব, সুতরাং সেই মনুষ্যত্বের বিনাশেই মনুষ্যের যথার্থ বিনাশ; অতএব ধর্ম্মরক্ষাই যথার্থ আত্মরক্ষা।

আমরা বাহিরে আত্মহত্যার কল্পনাতেও লোমাঞ্চিত হই, কিন্তু আন্তরিক আত্ম-হত্যা—প্রকৃত আত্মহত্যা ঘটাইতে আমরা অনেক সময় একটু ইতস্ততঃও করিনা! নাপিতের ক্ষৌরি করিবার সময় ঠিক কণ্ঠনালীর উপর ক্ষুরখানি আসিলে, আমরা কত সতর্ক—সমাহিত—নিস্পন্দ হইয়া থাকি, কিন্তু হায়! আমরা আপনারাই আমা-দের আত্মার গলায় অবলীলাক্রমে অধর্ম্ম-ক্ষুর বসাইতেছি! কেহ মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে দেহের গলায় ফাঁসি দিয়া মরিলে হয়ত আমি মহা বিস্মিত ও দুঃখিত হই, কিন্তু সেই আমিই হয়ত আবার মনের সুখে হাসিতে হাসিতে আত্মার গলায় পাপের ফাঁসি পরাইয়া প্রকৃত মরণে মরিতেছি। হায়! মানব-সমাজে এ কি মর্ম্মঘাতী প্রহসন! দেহরক্ষারূপ যে আত্মরক্ষা, তাহার জন্য সব করা যায়। শাস্ত্রেই ব্যবস্থা রহিয়াছে—

"জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্নতেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।"

এই ভৌতিক দেহের যথার্থ আততায়ী ব্রাহ্মণ-শত্রুকেও বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না; তবে আত্মার আততায়ী শত্রু কাম-ক্রোধাদির বধ বিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকা কি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা নহে? বাল্য কালে "পদ্যপাঠে" পড়িয়াছিলাম—

গহনকানন কিম্বা পর্ব্বত-কন্দরে, ভয়াল ভল্লুক-সিংহ-ব্যাঘ্র বাস করে,
গম্ভীর কানন কিম্বা নদীর ভিতর, মকর হাঙ্গর নক্র আদি জলচর,
ভূগর্ভে বিবরমাঝে কুণ্ডলিত ফণী, মেঘের তাড়িতে রয় আকাশে অশনি;
এরা শত্রু বটে, কিন্তু দেহের ভিতরে, মহাশত্রু রিপুকুল সদা বাস করে।"

আমরা এই সব বাহিরের সামান্য শত্রুর ভয়েই ভীত, অন্তরের মহাশত্রু-নিপাতের জন্য কয় জনের চেষ্টা হয়? নিপাতের চেষ্টা দূরে থাক্, ইহাদের ছদ্মবেশে মুগ্ধ হইয়া শত্রু বলিয়া বা কয়জনে চিনিতে পারে? এই ষড়শত্রুর ষড়যন্ত্রে আমাদের আত্মার অবস্থা দিন২ কি হইতেছে, তাহা আত্মদৃষ্টির অভাবে বুঝিবার উপায় নাই। আমরা কামে বীভৎস, ক্রোধে দুর্দ্ধর্ষ, লোভে দীন, মোহে মলিন, মদে উত্তেজিত, মাৎসর্য্যে অবসাদিত! অতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থা! আমরা বাহিরের আত্মরক্ষা নিয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, সে দিকে লক্ষ্য নাই। শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রাখিতে পারিলে কি হইবে? আর তাই বা কত দিন? নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে? এ জাঁতা কর্ম্মকার মহাশয় কখন বন্ধ করেন, কখন আগুন নিবাইয়া দেন, তিনিই জানেন। তবে উপায় কি? উপায় ওপায়! নতুবা নিতান্ত অনুপায়! ভক্ত বৈষ্ণব কবি ঠিক গাহিয়াছেন—

"শুনিলে 'গোবিন্দ' রব, আপনি পালাবে সব, সিংহনাদে যথা করিগণ।"

হৃদয়-কন্দরোত্থিত 'গোবিন্দ' নামের সিংহ-ধ্বনি শুনিলেই কামাদি করিগণ আপনিই কে কোথায় পালাইয়া যাবে। বাস্তবিক রিপু-দমন পূর্ব্বক প্রকৃত আত্মরক্ষা সাধন করিতে হইলে, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। যে নির্ম্মাতা, সেই সংস্কর্ত্তা। তোমার ফুটা ঘটী সারাইতে হইলে, কাঁশারীর কাছেই যাইতে হয়। আত্মহত্যা করিয়া ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হইয়াছি, আবার তাঁহারই শরণ গ্রহণে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, তাঁহারই কৃপাশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।"

যাহারা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, ভূমিই তাহাদের পুনরুত্থানের অবলম্বন। হে প্রভো! তোমাতে অপরাধী জনগণের তুমিই অনন্ত-শরণ।

পুরাণেতিহাস-পর্য্যালোচনায় জানা যায়, জগতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ জন ব্যবহারিক আত্মহত্যার অভিনয়ে বা অনুকূলতা-সাধনে প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষাই করিয়াছেন, আবার কেহ কেহবা বাহ্যিক আত্মরক্ষার উদ্দেশে আন্তরিক আত্মহত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত জন্য দূরে যাইতে হইবেনা। ভারতীয় হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কৌরব-গৌরব-রবি মহাপুরুষ ভীষ্মদেব আপনারই হত্যার উপায় আপনি বিপক্ষ পক্ষকে শিখাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব আত্মরক্ষার তত্ত্ব জগৎকে শিখাইলেন! পক্ষান্তরে, স্বয়ং 'ধর্ম্মরাজ' যুধিষ্ঠির আত্মপক্ষরক্ষণ বা আত্মরক্ষণ কল্পেই "অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজঃ" বাক্যে (বলিতে কি) একটু আত্মহনন করিয়া ফেলিলেন! অবশ্য কৃষ্ণ-প্রাণ যুধিষ্ঠিরের এ সজ্ঞান-পদ-স্খলন কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল এবং ব্যাসদেবও যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন-বর্ণনাতেই এ তত্ত্ব-রহস্য ভেদ করিয়াছেন। বিরাট-পুরে অজ্ঞাত-বাসের ধর্ম্মানুরোধে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাবাদে আত্মহনন হয় নাই, কিন্তু দ্রোণ-হননার্থেই ঐরূপ আত্ম-

হনন হইয়াছিল; সুতরাং যুধিষ্ঠির চির আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষার ফলে সশরীরে স্বর্গ লাভ করিয়াও, ঐটুকু আত্মহত্যার দণ্ডস্বরূপই নরকদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতের এই মহাশিক্ষা আত্মরক্ষা-সাধকের সবত্ন-শিক্ষণীয়, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মরক্ষার্থ (যথার্থ আত্মরক্ষার্থ) আত্মত্যাগ-(আত্মজীবন-ত্যাগ) দৃষ্টান্ত এ জগতে অনেক মহাত্মাই দেখাইয়াছেন। পুরাণ-বর্ণিত রাজা শিবী, রাজা বিপশ্চিত্, মুনি দধিচি প্রভৃতি ইহার প্রাচীন উদাহরণ। দান-বীর কর্ণের আত্মরক্ষক কবচ দান, আত্মস্বরূপ পুত্রের ("আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ") মস্তকদান, তাহাও এই আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষারই দীপ্যমান দৃষ্টান্ত। প্রাচীন ভারতের তুষানল-প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়োপবেশন, ত্রিবেণী-নিমজ্জন প্রভৃতি আত্মহত্যাও এই জাতীয় আত্মরক্ষা-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ফল-বিষয়ে সে সব তর্ক-বিষয়ীভূত হইলেও, উদ্দেশ্য-বিষয়ে অবিতর্কিত, সন্দেহ নাই। আর ভগবদ্ভক্তি-মত্ত মহাত্মাদিগের ত কথাই নাই। প্রহ্লাদ হাসিতে হাসিতে মরণের গ্রাসে পুনঃ পুনঃ ঝাঁপ দিলেন, উদ্দেশ্য প্রকৃত আত্মরক্ষা। বলিলেন—

"(যদি) সাধিলে মরণ, সে শ্যামবরণ—
সে চারু চরণ পাই,
(তবে) মরণ(ই) আমার জীবনের সার,
মরা-প্রাণে কাজ নাই।
হরি-হারা-প্রাণে কাজ নাই।"

প্রহ্লাদের দেহরক্ষায় ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের ইচ্ছা শুদ্ধ 'ভাগবত ধর্ম্ম' রক্ষায় বা যথার্থ আত্মরক্ষায়। কলির প্রহ্লাদ যবন হরিদাসও যথার্থ আত্মরক্ষার্থেই রামচরণ খানকে বলিয়াছিলেন,——

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ—যায় যদি প্রাণ, তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম।"

শিখভক্ত-শেখর তেগবাহাদুর মরিয়াই অমর হইলেন। "শির দিয়া—শের নেহি দিয়া" তাঁহার এই বিখ্যাত বাক্য শিখজাতিকে অমৃতের জন্য মরিতে শিখাইল!

আজ আমরা দুর্ব্বল দেহ-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী, যোগেযাগে পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা হইলেই আত্মরক্ষার চূড়ান্ত হইল, মনে করি, কিন্তু সেদিনও আমাদের অবলা কুল-পিঞ্জর-বিহঙ্গিনী সতীরা হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহ ঢালিয়া, আত্মসর্ব্বস্ব পতির সহগমনে আত্মরক্ষার অলোক-সাধারণ অনুপম উদাহরণে জগৎকে চমকিত—মোহিত—স্তম্ভিত করিয়াছেন! স্বয়ং শিবগেহিনী সতীকুলেশ্বরী সতী পতির নিন্দা মাত্র শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়া সত্যযুগেই এই মহা শিক্ষার বীজবপন করিয়াছিলেন। সতী নারীর জীবন প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন; তাহা অব্যাহত রাখিতে, প্রয়োজনস্থলে দৈহিক বা ভৌতিক জীবন মলবৎ তুচ্ছ ও ত্যাজ্য! 'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ' চাণক্যের এই মহা উপদেশের প্রকৃত মহার্হ অর্থ-রহস্য আমরা এক্ষণে অনেকেই বুঝিনা, নানা জনে নানা অর্থ

করি; কিন্তু চাণক্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় আত্মতত্ত্ব-রসজ্ঞগণ স্বতএব বুঝিয়াছিলেন। যাহাইউক, ভারতের ত কথাই নাই, কিন্তু এইরূপে আত্মার্থে বা ধর্ম্মার্থে পৃথিবীত্যাগের দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যভূমেও নিতান্ত বিরল নহে। সেই মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের ঘাতক-হস্তে আত্মসমর্পণ হইতে এযাবত্ এজাতীয় আত্মত্যাগে আত্মরক্ষার ঘটনা পাশ্চাত্য-জগতেও অনেক ঘটিয়াছে। ইতিহাস-পাঠক আধুনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকটেও তাহার অনেক ঘটনা পরিজ্ঞাত। স্বদেশে দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। প্রবন্ধ-প্রবৃদ্ধি-ভয়ে তাহার বিবরণ-বাহুল্যে বিরত রহিলাম। ভারতের প্রাচীন পুরাণ ও জগতের প্রাচীন নবীন-ইতিহাসে উদাহরণের অভাব নাই।

আত্মরক্ষার্থ আত্মহত্যার সূক্ষ্ম রহস্য আমরা ত এখন বুঝিতে পারি না; কিন্তু আমরা আত্মহত্যার্থ-আত্মহত্যায় খুব পটু হইতেছি। আমরা এখন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আফিং খাই, পিতার গালি খাইয়া পিস্তলের গুলি খাই, এক্‌জামিনে পাস্ না হইলে গলায় ফাঁস লাগাই! (হা ভগবান!) আত্মহত্যায় আমরা এখন অন্তরে—বাহিরে সমান তৎপর! তবে ইহা নিশ্চয় যে, বাহিরের আত্মহন্তার সংখ্যা সহস্রজনেও একজন কিনা সন্দেহ, আর অন্তরের আত্মহন্তা সহস্রে ৯৯৯ জন! এ বিরাট হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধান কি? আজ্ ঘোর কলিতে আমরা—স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই যে ছিন্নমস্তা ও ছিন্নমস্ত! "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"-কে জানি বটে, কিন্তু মানি না; পুস্তকে পাই বটে, কিন্তু মস্তকে পাই না। উহা এখন আমাদের মুখের কথা—বুকের কথা নহে। উহার অর্থ আমরা আর বুঝি না, অনর্থে কেবল অনর্থ ঘটাই! এ অনর্থের উপায় কি? ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া আবার সাধুগুরু সেই কথাই বলিবেন—উপায় কেবল ওপায়!

নিরাপদ স্থানে যে ধন রক্ষা করে, তাহার কখনও ধন-হানি ঘটে না। ভগবচ্চরণে যে চতুরচূড়ামণি আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহার আত্মরক্ষার জন্য আর ভাবিতে হয় না। হায়! অবোধ আমরা, ভাঙ্গা ঘরে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব রাখিয়া মারা গিয়াছি। আপন দোষে যে মারা যায়, সে আত্মহত্যাকারী বৈ কি। যে শারীরিক হত, সে ত লোকান্তর-গত; সশরীরে থাকিয়া আমরাই জীবন্মৃত; "হা হতোঽস্মি" ঠিক আমাদেরই যথার্থ উক্তি। উপনিষদের ঋষিদিগের সেই "মৃত্যোর্মামৃতং গময়" এই মহা প্রার্থনার মর্ম্ম আমরা কি বুঝিব? আমরা দেহের মৃত্যুতেই মৃত্যু বুঝি; দেহের রক্ষাতেই আত্মরক্ষা বুঝি। ঋষি-হৃদয়-প্রসূত আত্মরক্ষার প্রার্থনা আমাদের বোধাধিকারের দুর্লক্ষ্য দূরে অবস্থিত। আমরা দেহ-সর্ব্বস্ব, তাই মানবজন্মের এই সাধন-যন্ত্র কর্ম্ম-দেহটা যতক্ষণ আছে, আমাদের আশা অন্ততঃ ততক্ষণ আছে; মৃত-সঞ্জীবন পতিতপাবনের পদাশ্রয়-লাভার্থ অন্ততঃ ততক্ষণ একটু অবকাশ আছে। কবি-লেখনী আমাদিগকে এ "হা হতোঽস্মি"-অবস্থায় অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা-প্রার্থনা শিখাইতেছে; শিখাইতেছে, এখনও দিন থাকিতে—এ উৎকট আত্মসংহার-সঙ্কটে—সরল—ব্যাকুল—কাতর প্রাণে দয়াময়ের দ্বারে পড়িয়া রহিতে হইবে,—

আত্মহত্যা করিয়াছি—হইয়াছি মৃত,
কৃপা-বারি সিঞ্চি হরি! কর সঞ্জীবিত।
ও পদ-আশ্রয়ে যেন আত্মরক্ষা করি,
আত্মনিবেদনানন্দে বলি হরি হরি।   শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

হিরণ্ময় পুরুষ।

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্য পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপভ্যো য এবং বেদ।" ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

[১।৬।৬]

যে হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হন, যাঁহার শ্মশ্রু ও কেশ হিরণ্যবর্ণ; এমনকি, যাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত হিরণ্যবর্ণ, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নীলপদ্মের ন্যায়, তাঁহার নাম উৎ; কারণ তিনি সকল পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন। যিনি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিও পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন।

এই হিরণ্ময় পুরুষ কে? এই হিরণ্ময় পুরুষদ্বারা কি নিত্য-সিদ্ধ-পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে, না সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত কোন দেব পুরুষবিশেষকে বুঝাইতেছে?

কেহ কেহ এইরূপ বলেন—পরমেশ্বরের রূপ নাই; শ্রুতি বলেন "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" সুতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ পরমেশ্বর হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাতে বাহ্যরূপ আরোপিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের কোন আধারও সম্ভবে না; ছান্দোগ্য-উপনিষদেই বলা হইয়াছে, "কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" অর্থাৎ তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। পরমেশ্বর আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী; "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" সুতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ যখন সূর্য্যমণ্ডলরূপ আধারে অবস্থিতরূপে বর্ণিত হইতেছেন, তখন তিনি পরমেশ্বর হইতে পারেন না।

এইরূপ বিচার যুক্তি-সঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষদ্বারা পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার অবিষয়; সুতরাং উপনিষদুক্ত ঐ সাকাররূপে পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

প্রথমে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের নাম বলা হইতেছে "উৎ"—তৎপরে তাঁহার বর্ণনা করা হইতেছে—তিনি পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে

পারে না। তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" ঐ ছান্দোগ্য-উপনিষদই পরমেশ্বরকে "অপহত পাপ্মা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, এইরূপ বর্ণনা প্রয়োজ্য হইতে পারে না। তারপর "তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু হিরণ্যবর্ণ" এরূপ বলা হইল কেন? এরূপ রূপ-বর্ণনাও পরমেশ্বরে প্রয়োজ্য হইতে পারে না. এই তর্কের উত্তরে বলা যাইতে পারে—উপাসকের সাহায্যের জন্য ভগবানের এইরূপ নানাবিধ রূপ ও আধার কল্পনা শাস্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যক্ত। বেদ বেদান্ত-গীতা-ভাগবত ও তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রই সগুণ-ব্রহ্মের এই সাকারত্ব স্বরূপে ঈশ্বরত্ব-ঘোষণা করিতেছেন এবং এস্থলেও তাহাই করা হইয়াছে। যেস্থলে পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলেই তাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" বাক্যে বর্ণনা করা হয়; কিন্তু যে স্থলে তাঁহাকে উপাসকের উপাস্যভাবে বর্ণনা করা হয়, সে স্থলে তাঁহাতে "সর্ব্ব কর্ম্ম,—সর্ব্ব কামঃ—সর্ব্ব গন্ধঃ—সর্ব্ব রসঃ" ইত্যাদি বহুবিধ গুণ আরোপিত হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রাগুক্ত বর্ণনা শেষোক্ত বর্ণনার সমজাতীয়; উহাতে উপাসকের মনোরম্য ধ্যানগম্য রূপ আরোপিত ও উহার আধার কল্পিত হওয়ায়, উহাদ্বারা উপাস্য পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

এক এক ঐশরূপ-ব্যঞ্জক শ্রুতি-মূলে ধ্যান রচিত হইয়া, এক এক মন্ত্রের, মতের বা পথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই "হিরণ্ময় পুরুষের" ধ্যান সৌর-উপাসনার মূলতত্ত্ব স্বরূপ।

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর, এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে সৌরোপাসনা সাবিত্রী-সাধনারূপে সর্ব্বসাধক-সম্প্রদায়েই সাধারণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার ধ্যান বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে, ছান্দোগ্যোপনিষদের হিরণ্ময়পুরুষের ধ্যানানুরূপ না হওয়ায়, এই হিরণ্ময়-পুরুষরূপ ঐশতত্ত্ব-মূলে অপর চারিটী হইতে স্বতন্ত্রীকৃত সৌরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব উপনিষদের এই বহুগৌরব-বর্ণিত "হিরণ্ময় পুরুষ" সেই জগৎপ্রসবিতা সবিতার অধিষ্ঠাতা পরমদেব বা পরমেশ্বর এবং ইনিই সৌর-উপাসকমণ্ডলে উপাস্য ইষ্টদেব, সুতরাং "হিরণ্ময় পুরুষ" স্বরূপ লক্ষণে নির্গুণ—নিরাকার—নিরাধার ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণে সগুণ—সাকার—সাধার পরমেশ্বর। (কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য)

উপনিষৎ।

[হিন্দু-পত্রিকা, ২য় বর্ষ (৬৪-৭৩) পৃষ্ঠার পর হইতে।]

ব্রহ্মকে জানা যায় না, কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তি আশ্রয় করিলে, সগুণ 'ঈশ্বর' বাচ্য হয়েন এবং তখন তাঁহাকে জানা যায়। এই ঈশ্বরই মানবের

আরাধ্য। মায়া বা প্রকৃতির সাহায্যে ব্রহ্ম এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা। ইহা সত্ত্ব রজ-তমোময়ী। বিশুদ্ধ সত্ত্ব আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম 'ঈশ্বর' নামে বাচ্য হয়েন, কিন্তু অবিশুদ্ধ সত্ত্ব—অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম 'প্রাজ্ঞ' বা 'জীবাত্মা' নামে বাচ্য হয়েন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্যে দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি বিবিধ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা হইয়া দেবাত্মা, মানবাত্মা, পাশবাত্মা প্রভৃতি নানা নামে বাচ্য হয়েন। ব্রহ্ম তমঃপ্রাধান্যে মায়া বা প্রকৃতি আশ্রয় করিলে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়; সুতরাং উপনিষদের মতে সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্ব আর কিছুই নহে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মায়া ব্যতীত যখন বিশ্বের উদ্ভব হয় না, তখন মায়াকে কেন ব্রহ্মেতর একটি বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না? কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনার শক্তি কি আপনার বাহিরে? আমাতে যে কোন শক্তি আছে, সে আমারই। যখন উহার বিকাশ করি, তখন শক্তির সত্তা প্রকাশ পায়; যখন উহার বিকাশ না করি, তখন উহা আমাতে বিলীন থাকে। যতক্ষণ ব্রহ্ম মায়া-শক্তির বিকাশ না করেন, ততক্ষণ মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, উহা ব্রহ্মে লীনাবস্থায় থাকে; বিকাশ করিলেই উহার স্বতন্ত্র সত্তা কল্পিত হয়। এই জন্যই মায়াকে "সৎ" ও "অসৎ" এই উভয় আখ্যাই দেওয়া যায়। (১) মায়া "সৎ" নহে, কারণ ব্রহ্মই এক মাত্র নিত্য বা সৎ পদার্থ, মায়া "অসৎ"ও নহে, কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। মায়া আশ্রয় করিয়াই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কারণ ব্রহ্ম, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-পর্ব্বত-নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্মই একমাত্র "সৎ" বস্তু, কিন্তু ব্যবহারিক জগতের সকল পদার্থকেই 'সৎ' ও 'অসৎ' এই উভয় আখ্যা দেওয়া যায়। যাহা আছে, তাহাই সৎ; যাহা নাই তাহা অসৎ, এই উভয় শব্দই আপেক্ষিক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ ও কার্য্য লইলে, কারণকে 'সৎ'—কার্য্যকে 'অসৎ' বলা যায়। মৃত্তিকা ও ঘট, এই দুইটি বস্তু পর্য্যালোচনা কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি "সৎ" অর্থ যাহা আছে; একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত, যাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাই 'সৎ'; আর যাহা নাই, বা এখন আছে, পূর্ব্বে ছিল না; বা পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই; কিম্বা এখন আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা অসৎ। দার্শনিক ভাষায় বলিতেগেলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয় না, তাহাই "সৎ"। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয়, তাহাই "অসৎ"। এখন দেখ, মৃত্তিকা ঘটের কারণ; মৃত্তিকা (আপাততঃ) সৎ, কিন্তু ঘট অসৎ। যখন মৃত্তিকাদ্বারা ঘট প্রস্তুত করি নাই,

(১) হিন্দু পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ (অদ্বিতের প্রসার, ব্রাহ্মণ, পৃষ্ঠা (২…১২) ও হিন্দু পত্রিকা, ২য় বর্ষ, অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ, (পৃষ্ঠা ১৩৬–১৪২) দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠক ২য় বর্ষের হিন্দু-পত্রিকার "উপনিষৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটি আর একবার পাঠ করিয়া লইবেন।

তখন ঘট ছিল না। এই যে আমার সম্মুখে ঘট রহিয়াছে, ইহা যতই পুরাতন হউক না কেন, এমন কোন সময় ছিল, যখন উহা ছিল না। তবেই অতীত কালে উহা ছিল না। ভবিষ্যতে উহা এক দিন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে—চিরদিন থাকিবে না; সুতরাং ঘট ছিল না, ঘট থাকিবে না,—উহা কেবল বর্ত্তমানে আছে মাত্র। অতীত ও ভবিষ্যতে উহার অস্তিত্বের বাধ হওয়ায়, ঘট "অসৎ" হইল, কিন্তু উহার কারণ মৃত্তিকা ঘট সৃষ্টির পূর্ব্বেও মৃত্তিকা, ধ্বংসের পরেও মৃত্তিকা এবং ঘটের সমকালেও মৃত্তিকা। সুতরাং উহার অস্তিত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, কোন কালেই (আপাততঃ) বাধিত হইল না; অতএব কার্য্য-ঘট অসৎ, কারণ-মৃত্তিকা (ঘট-তুলনায়) সৎ। পাঠকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে এই মৃত্তিকা পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত "ক্ষিতি" নহে। (২) কোন বস্তু যেমন কাল-পরিচ্ছিন্ন

(২) হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ, "নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ" ১৫৩ পৃষ্ঠা (৭) টীকা দ্রষ্টব্য। পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মৌলিক কঠিন (Solid) ক্ষিতি বা পৃথিবী, চতুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চতুর্গুণবিশিষ্ট মৌলিক দ্রব-পদার্থ (liquid) অপ, ত্রীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ত্রিগুণ বিশিষ্ট মৌলিক আগ্নেয় পদার্থ (Igneous) অগ্নি বা তেজ, ইন্দ্রিয়দ্বয়-গ্রাহ্য দ্বিগুণবিশিষ্ট মৌলিক বায়বীয় পদার্থ (Gaseous) বায়ু এবং ইন্দ্রিয়ৈক-গ্রাহ্য এক গুণ বিশিষ্ট সর্ব্বাবকাশব্যাপী মৌলিক পদার্থকে আকাশ (ether) বলে। আধুনিক বিজ্ঞানও আকাশকেই জগতের ভৌতিক কারণ বলিতে অগ্রসর হইতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অতি অল্পদিন হইতেই আকাশের (ether) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। তাহারা পূর্ব্বে পদার্থকে (matter) তিন ভাগে বিভাগ করিতেন—(Solid,liquid and gas) কঠিন, দ্রব এবং বায়বীয়; আগ্নেয় পদার্থ না বলিয়া উহাকে (force) মাত্র বলিতেন. এবং আকাশের (ether) অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করিতেন না; কিন্তু সংপ্রতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা Light, heat, electricity এবং ether প্রভৃতিকে 'imponderable matter' অর্থাৎ সূক্ষ্ম (স্থূলের বিপরীত) পদার্থ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, উহারা সকলেই আকাশ-(ether) সম্ভূত। বস্তুতঃ Matter এবং Forceএর মধ্যে পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রভেদ করিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Matterও Forceএ পরিণত, Forceও Matterএ পরিণত হয়। প্রভেদ কেবল দৃশ্যতঃ। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাই পদার্থ—আর্য্য দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। আকাশই ভৌতিক জগতের মূল কারণ। বায়ু আকাশ হইতে, অগ্নি বায়ু হইতে, অপ্ অগ্নি হইতে এবং ক্ষিতি অপ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ মূল উপাদানের সংযোগেই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং তাহাদের পঞ্চ গুণের পরস্পর সম্বন্ধ নিম্নে দেওয়া হইল।—

ইন্দ্রিয়	ভূত	গুণ—	ইন্দ্রিয়	ভূত	গুণ।
১। নাসিকা	ক্ষিতি,	শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।	৪। ত্বক্	বায়ু	শব্দ, স্পর্শ।
২। জিহ্বা	অপ্	শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস।	৫। কর্ণ	আকাশ	শব্দ।
৩। চক্ষু	অগ্নি	শব্দ, স্পর্শ, রূপ।			

ক্ষিতি পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; অপ্ চারিগুণ বিশিষ্ট এবং চারি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অগ্নি তিনগুণ বিশিষ্ট এবং তিন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; বায়ু দুইগুণ বিশিষ্ট এবং দুই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, আকাশ এক গুণবিশিষ্ট এবং এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। আকাশ-তত্ত্বে পাশ্চাত্য দার্শনিক কেবল প্রবৃত্ত, কিন্তু ইহার মধ্যেই কেবল আকাশের

হইতে পারে, তেমনি উহা দেশ ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। ঘটে যেমন কালের পরিচ্ছেদ থাকায়, উহাকে কাল-পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, তেমনি উহা বস্তু-পরিচ্ছিন্নও হইতেপারে। ঘট যেমন সর্ব্বকালে থাকে না, সেইরূপ সর্ব্বদেশেও থাকে না। আমার সম্মুখস্থ এই ঘট আমার সম্মুখস্থ দেশ বা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অন্যান্য স্থানে নাই। ঘট যে দেশে থাকে, সেই দেশই তাহার অধিকরণ; সুতরাং ঘটকে যেমন দেশ-পরিচ্ছিন্নও বলা যায়, তেমন বস্তু-পরিচ্ছিন্নও বলা যায়। স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদকে বস্তু-পরিচ্ছেদ বলে। ঘটের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে ভেদ, সেই উহার স্বগত-ভেদ, অন্যান্য ঘটের সহিত যে ভেদ, সে উহার স্বজাতীয় ভেদ এবং ঘটেতর বস্তুর সহিত যে ভেদ, সে বিজাতীয় ভেদ। সহজ কথায় বলিতে গেলে, মৃত্তিকা-কারণ কার্য্য-ঘট অপেক্ষা অধিক স্থায়ী বলিয়া ঘট-তুলনায় সৎ। কার্য্যাপেক্ষা কারণ সৎ। ঘট অপেক্ষা স্থূল মৃত্তিকা সৎ, ঐ মৃত্তিকা অপেক্ষা মৃত্তিকার কারণ সূক্ষ্ম-পঞ্চভূত-সত্তা (তন্মাত্র) সৎ। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে (উত্তরোত্তর আপেক্ষিকরূপে) ক্ষিতি অপেক্ষা অপ্, অপ্ অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু. বায়ু অপেক্ষা আকাশ সৎ। কারণে কার্য্য লীন হইলে, কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না; অতএব কার্য্য কারণ অপেক্ষা অসৎ এবং কারণ কার্য্যাপেক্ষা সৎ। এইরূপে কারণ হইতে কারণান্তরে যাইয়া, আমরা ব্রহ্মের "শক্তি" বা মায়াতে উপনীত হই। এই মায়া-শক্তি জগতের কারণস্বরূপ বলিয়া সৎ এবং ব্রহ্মের কার্য্যস্বরূপ বলিয়া অসৎ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে—"মায়াবাদ" আধুনিক বৈদান্তিকদিগের কল্পনোদ্ভূত, বেদে মায়াবাদের কোন ভিত্তি নাই। তাঁহাদের এ সংস্কার যে ভ্রমাত্মক, তাহা ঋগ্বেদীয় "নাসদীয় সূক্ত" দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। "নাসদীয় সূক্ত"ই মায়াবাদের ভিত্তি। প্রলয়কালে পরস্পর আপেক্ষিক "সদসৎ" কিছুই ছিল না, তখন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, "নাসদীয় সূক্ত" (১৩০৪ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের হিন্দু-পত্রিকায় ১৭১পৃঃ দ্রষ্টব্য) দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। এই মায়াময় জগতের মধ্য

সাহায্যে 'ব শব্দ পরিচালন করা যায়, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং বঙ্গের সুসন্তান অধ্যাপক শ্রীল জগদীশচন্দ্র বসু একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, উহা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন, এবং গত বৎসর Padre Lafont ও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে উহা দেখাইয়াছেন। কঠিন ও দ্রবাদি পদার্থ যে বায়বীয় আকার ধারণ করে, তাহা অনেকেই জানেন; পাশ্চাত্যগণ স্বর্ণাদি কতকগুলি পদার্থকে বায়বীয় আকার ধারণ করাইতে পারেন নাই বলিয়া যে কোন কালে উহা হইবে না, তাহা নহে। পাশ্চাত্যেরা এইক্ষণ যে ৬৭টি মৌলিক পদার্থ নির্দ্ধারণ করেন, উহা কালে নিশ্চয়ই থাকিবে না। কালে আকাশই জগতের এক মাত্র মৌলিক পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। আর্য্য-দার্শনিক আকাশ পরিত্যাগ করিয়া, আকাশের কারণ ব্রহ্মে উপনীত হয়েন এবং ব্রহ্মকেই বিশ্বের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

দিয়া কিরূপে ব্রহ্ম পদার্থে উপনীত হওয়া যায় বা মানব ব্রহ্মত্ব অধিকার করিতে পারে বা ব্রহ্মই হইতে পারে, উপনিষৎ তাহাই শিক্ষা দেন।

জগতের যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই অস্থায়ী। ধন-জন-যৌবনাদি কিছুই স্থায়ী নহে। রাজা-প্রজা সকলকেই মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতে হয়। গ্রহ-নক্ষত্রাদিও কালের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। যাহা অস্থায়ী বা সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে কোন ক্রমেই সুখ হইতে পারে না। সুখ ইচ্ছা করিলে, স্থায়ী অসীম পদার্থ চাই। আর্য্য-ঋষিগণ এই অস্থায়ী সসীম জগৎ পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী এবং অসীম ভূমার অন্বেষণেই আত্মসমর্পণ করিতেন। উপনিষৎ সেই নিত্যান্বেষী ঋষিদিগের অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ।

নিত্য বস্তু অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঋষিরা দেখিলেন যে, বিষয় এবং বিষয়ী ভিন্ন আর কিছুই নাই। "আমি"ই "বিষয়ী" আর আমি ভিন্ন সকল বস্তুই "বিষয়।" আমার নিজের শরীর-মনও বিষয়। "বিষয়" হইতে বিরত হইয়া "বিষয়ীর" দিকে মনোনিবেশ করিলে, আমার "আমি"—তোমার "আমি"—তাহার "আমি"—সকল "আমি"-কেই এক 'আমি' বলিয়া জ্ঞান হইবে। তুমি আমি সোপাধিক "আমি"; তোমার ও আমার 'আমি'র উপাধি বা মায়া নষ্ট হইলেই, তোমাতে-আমাতে কোন ভেদ থাকিল না,—আমরা উভয়েই নিরুপাধিক আমি হইলাম। যেমন অসীম আকাশ ঘটরূপ-উপাধি-বিশিষ্ট হইয়া "ঘটাকাশ" হয়, সেইরূপ পরমাত্মা মায়াবিশিষ্ট হইয়া জীবাত্মা হন। আমরা সকলেই এই জীবাত্মার সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। "আমি আছি" ইহা সকলেই উপলব্ধি করেন; "আমি নাই" ইহা কেহ উপলব্ধি করেন না। এই আমিই আত্মা বা জীবাত্মা এবং ইনি যখন মায়া রহিত হন, তখন ইনিই পরমাত্মা।

পূর্ব্বে "বিষয়" ও "বিষয়ীর" কথা বলিয়াছি। বিষয়ী জ্ঞাতা এবং বিষয় জ্ঞাত। এই বিষয় বা জ্ঞাত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু বিষয়ী বা জ্ঞাতা অপরিবর্ত্তনশীল। পাঠকের ইহাও জানা উচিত যে, যখন সকল জ্ঞাত বস্তুর অভাব হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের কোন প্রভেদ থাকে না, তখন জ্ঞাতাও জ্ঞান, জ্ঞানও জ্ঞাতা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে, জ্ঞান চিরকালই এক, জ্ঞাতই পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের মনুষ্য-জ্ঞান, পশু-জ্ঞান, ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান ইত্যাদি বস্তু বা বিষয় ভেদে বিবিধ প্রকার জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু মূল জ্ঞান চিরকালই এক। ঘট দেখিবামাত্র তোমার ঘট-জ্ঞান হইল, কিন্তু একটু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, উহা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত,—সুতরাং উহা মৃত্তিকা-জ্ঞান মাত্র। আর একটু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে, উহা পঞ্চ ভূতের বিকার। এইরূপ বস্তু ভেদে তোমার জ্ঞানের ভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান একই। দেশ, কাল ও বস্তু ভেদে ঐ জ্ঞান বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সমুদয় ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞান একই পদার্থ। যদি বল, বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান থাকে না, সে কথা ঠিক নয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা চিন্তা কর। জাগ্রত অবস্থায়

নানাবিধ বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে সত্য এবং ঐ সমুদয় বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু স্বপ্ন কালে আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় থাকে না, মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে মাত্র। সুষুপ্তি কালে মন-বুদ্ধির অভিভব হইলেও, জ্ঞান থাকে; কারণ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান অবস্থায় সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহার এই জ্ঞান থাকে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান-বোধক জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব বিষয় না থাকিলেও জ্ঞান থাকে; এবং বিষয় বা জ্ঞাত না থাকিলে, জ্ঞাতা (বিষয়ী) বা "আমি" ভিন্ন আর কিছু নাই; কারণ কাহারও কখনও অস্মৎ-অপ্রত্যয় হয় না, অর্থাৎ 'আমি নাই' এরূপ বোধ হয় না। বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞান থাকে, বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। বিষয় না থাকিতে, জ্ঞাতা বিষয়ীর অন্য কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না এবং পূর্ব্বে—অর্থাৎ প্রথম প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই বিষয়; বিষয়ী কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বিষয়ী জ্ঞানের বিষয় হইলে, সে বিষয় হইল—বিষয়ী থাকিল না। বিষয় ছাড়িয়া দেখিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান থাকে; আর এক দিকে দেখা যায় যে, জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। এই জ্ঞান ও বিষয়ী বা জ্ঞাতা এক; উপাধি-ভেদে উহা পৃথক্ কল্পিত বা অনুভূত হয় মাত্র। (ক্রমশঃ)

(কস্যচিদপরিব্রাজকস্য).

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

"সমালোচনা" অর্থ সম্যক্‌রূপে আলোচনা, দোষ-গুণের যথাসম্ভব—যথাযথ-বিচার; অতএব সম্যক্‌রূপে বস্তুর দোষ-গুণের যথাযথ বিচার করিতে হইলে 'সংক্ষিপ্ত' শব্দটি সমালোচনার বিশেষণরূপে বসাইতে সুসঙ্গতি বোধ হয় না! এই জন্যই গত চারিবৎসর বহু পুস্তক-পত্র-পত্রিকাদি হিন্দু পত্রিকার উদ্দেশে উপহার পাইয়াও তাহাদের কোন সমালোচনা হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিরাট কল্পভাণ্ডারের সেবা করিতে ক্ষুদ্রকায়া হিন্দুপত্রিকার অধিকার কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। যাহাহউক, এ অবস্থায় মুখ্যতঃ তদঙ্গীভূত ভাবের গ্রন্থাদি ও গৌণতঃ সাধারণ গ্রন্থাদির যথাসম্ভব ও যথাশক্তি কিঞ্চিৎ আলোচনাই হিন্দুপত্রিকার "সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" হইবে। এই ১৩০৫ বঙ্গাব্দের নববর্ষ হইতেই উক্ত প্রকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আরম্ভ করা হইল।

আর একটি কথা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা প্রধানতঃ দোষ না খুঁজিয়া, সমালোচ্য গ্রন্থাদির গুণাংশ দেখাইতেই চেষ্টা করিব। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য গুণ কিছু না থাকিলে

তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার মাত্র করিব বা তৎসম্বন্ধে সামান্য দু-চারি কথা মাত্র বলিব। কোন বিশেষ গ্রন্থাদির একটু বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করার অবকাশ পাইলে, তাহার গুণাংশ আলোচনার সঙ্গে দোষাংশও যথাসম্ভব আলোচনা করিব। যে সব দোষ না ধরাই দোষ, তাহা অবশ্য আলোচ্য।

হিন্দুপত্রিকায় গ্রন্থাদির সমালোচনা সাহিত্য-সেবারূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্মা কর্ত্তব্যের উপরেই স্থাপিত রহিবে; ভরসা করি, কখনও বণিগ্বৃত্তি (পেশাদারি) ইহার ভিত্তিরূপে পরিণত হইবে না।

উপাসক।

নবদ্বীপ-হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ-প্রণীত।

ভগবদিচ্ছায় সমালোচনা প্রকাশের উদ্যোগ-প্রারম্ভেই আমরা ভগবদুপাসনার দার্শনিকতত্ত্ব-রসাশ্রিত এই সুন্দর অভিনব খণ্ড-কাব্যখানি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথমতঃ পুস্তকখানি হাতে পাইয়াই মন প্রফুল্ল হইল। নামটী সুন্দর, ছাপা সুন্দর, কাগজ—বাঁধাই সুন্দর। তার পর রচনা, তাহাও আমাদের কাছে সুন্দর লাগিয়াছে। কবি সেই উপাস্যদেবের কৃপায় তাঁহার "উপাসক" রচনায় বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রথমেই তিনি ভগবানের দিকে তাকাইয়া কাব্যরঙ্গ-ভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই—

"কে তুমি জগৎ-সখা, বিশ্ব-পটে দেও দেখা।"

ইত্যাদি বলিতে বলিতে যেন পা বাড়াইয়াছেন। ভরসা করি, জগৎ-সখার কৃপায় কাব্য-জগতে তিনি যশস্বী হইবেন। প্রথমেই বেশ ভাবটি লাগিয়াছে, পরে ক্রমে ভাবের জমাট বাঁধিয়াছে।

রসাত্মক বাক্যই কাব্য। আবার রসের মধ্যে শান্ত রসই সাত্ত্বিক ও সাধু-জন-সেব্য। কাব্যখানি সেই সুবিমল শান্তরসের উৎস-স্বরূপ। অপিচ, ইহাতে অধ্যাত্ম-জগতের কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ কাব্য-রসে মাখিয়া, অতি কোমল ও উপাদেয় করা হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতির স্বর্গীয় সৌরভ ইহার প্রতি কবিতা-কুসুম হইতেই নির্গত হইতেছে। পুস্তকখানিতে একাধারে দর্শন ও কাব্যের অপূর্ব্ব রাসায়নিক মিশ্রণ হইয়াছে।

কয়েকটি স্থান যথেচ্ছভাবেই উদ্ধৃত করিলাম——

"নিতি বাঁচি নিতি মরি,
তবু না শিখিতে পারি
জীবন কাহারে কয়,
কি হয় মরণ,
এ গূঢ় রহস্য মনে
ঢাকা মায়া-আবরণে;
বুঝায়ে দিতেছে নিত্য
নিদ্রা-জাগরণ।

"যাহারে ভাবিয়া "আমি',
কি বিষম পাগ্‌লামি!
সেবিছে যতনে নিত্য
মুগ্ধ নরগণ,
সে দেহ সে আমি নয়,
দেহাধারে 'আমি' রয়,
আধারে আধেয়-ভ্রান্তি
অজ্ঞান-কারণ।
দেহের ভিতরে দেহ,
এ দেহ বিচিত্র 'গেহ,
তাহাতে বসতি করে
আত্মা চিন্ময়।" ইত্যাদি।
'আমার' 'আমার' বলি,
মমতার সুর তুলি,
সংযোগে হাসিছে জীব,
বিয়োগে কাঁদিছে।
খেলিতে ভবের খেলা,
হাসি-কান্না দুই বেলা;
জীবন-মরণ দোঁহে
আসিছে যাইছে।"

বর্ণন-কবিত্ব পক্ষেও বিশ্বেশ্বর বাবু বেশ সফলতা দেখাইয়াছেন। "উষাগমে" কবিতার প্রথমেই পড়িলাম।——

"নিশি অবসান, পাখী মধুর গাইছে,
অনুরাগে ভরি;
শান্তির অমিয়-ধারা শীতল আঁধারে
পড়িতেছে ঝরি।
উষার আলোক-ভাতি
নিশার আঁধারে মিশি,
বেড়িয়াছে চরাচর
অপূর্ব্ব ছায়ায়;
অস্ফুট মুরতি কত
পুনঃ বুঝি বিশ্বপটে
লাঞ্ছিত হতেছে ক্রমে
মায়া-তুলিকায়!"

ইত্যাদি বেশ লাগিল। "হরিদ্বারে" "সাধনা" "ভক্তি" "মৃত্যু" প্রভৃতি কবিতা বেশ মিষ্ট ও ইষ্টসাধন-শিক্ষার সাহায্যকারী।

উপাসকের কবিতাগুলি যেন ভাগবতানন্দের মধুর একতান-সুরে বাঁধা। কবি সকল কবিতাতেই যেন জগতের সর্ব্বত্র ভগবানের মঙ্গল-মূর্ত্তি, সর্ব্ব কার্য্যেই তাঁহার মঙ্গল-হস্ত ও জন্ম-মরণাদি সকল ব্যাপারই মঙ্গলানন্দময়, এই ভাব ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে "উপাসক"পাঠে বঙ্গীয় পাঠক কবিত্বে প্রীত ও ধর্ম্ম-শিক্ষায় উপকৃত, উভয়ই হইবেন, আশা করি। ভগবান বিশ্বেশ্বরবাবুকে দীর্ঘজীবী ও এইরূপে বঙ্গসাহিত্যসেবী করিয়া রাখুন, ইহাই প্রার্থনীয়।

হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যম্।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য কৃত।

প্রথম কাণ্ড।

আমরা জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের "হোরা-বিজ্ঞান-রহস্য" প্রথম কাণ্ড অতি সমাদরে পাঠ করিলাম। গ্রন্থকারের উদ্যম মহৎ, অধ্যবসায় অসীম, অনুশীলন বিস্তৃত এবং পাণ্ডিত্য

বিশাল, প্রথম কাণ্ডেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। তবে গ্রন্থকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বিষয় সুদুস্তর, শেষ রক্ষা হইলে হয়। 32,043

প্রথম খণ্ড দুই শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখা—জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবতারণা। দ্বিতীয় শাখার প্রারম্ভে রাশি-নির্ণয়। ক্রমে নক্ষত্র নির্ণয়, রাশি-রূপ, নক্ষত্র-রূপ, ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় শাখা গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যার উপক্রমণিকা। গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যা তিন ভাগে বিভক্ত। ১ম—গ্রহ-নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর সৃষ্টি ও সংখ্যা নির্ণয়। ২য়—জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর আকর্ষণ, গতি, আকার ও প্রকার নির্ণয়। ৩য়—বাহ্য প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও আকর্ষণাদির ফলাফল নির্ণয়। গণিত জ্যোতিষ মূল শাস্ত্র; ফলিত-জ্যোতিষ গণিত-জ্যোতিষের তাৎপর্য্য। মানব-প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির ক্রিয়ার ফলাফল ফলিত জ্যোতিষের বিষয়ীভূত। শাখা স্কন্ধ ফলিত জ্যোতিষের অঙ্গান্তর মাত্র। জ্যোতিষ হিন্দুজাতির আদি সম্পত্তি। পুনঃপুনঃ রাজবিপ্লবে ভারতে গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; ফলিত জ্যোতিষও মুমূর্ষু দশাপন্ন। আমাদের এক্ষণে যথাপ্রাপ্ত হিন্দু গণিত-জ্যোতিষ অপেক্ষা পাশ্চাত্য গণিত-জ্যোতিষ বহু বিবৃত, লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ আদিম অবস্থাপন্নই আছে।

ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষ বিলুপ্ত প্রায়, সুতরাং গ্রন্থকার ২য় শাখায় ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইবেন না, ইহা আমরা আশা করি না। ভ—চক্র পরীক্ষা করিলে, রাশি-স্বরূপ ও নক্ষত্র-স্বরূপ যেরূপ লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভ—চক্রস্থ নক্ষত্র, এক বা ততোধিক তারকাত্মক। এক স্থানীয় নক্ষত্র-সমষ্টির নাম রাশি।

১ম—রাশি-স্বরূপ।

অধিকাংশ রাশিগণের রূপ কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেবল বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা, এই নক্ষত্রত্রয় যোগে প্রকৃত বৃশ্চিকের আকৃতি লক্ষিত এবং কর্কট রাশিস্থ নক্ষত্রগণ মধ্যে অশ্লেষা নক্ষত্রকে তাহার উভয় নক্ষত্রের সহিত মিলিত-ভাবে দেখিলে, কর্কটাকৃতি দেখায় এবং মীন রাশিস্থ রেবতী মৎস্যাকৃতি বটে। অশ্লেষা হইতে কর্কট রাশির এবং রেবতী হইতে মীনরাশির নামকরণ হইয়াছে।

২য়—নক্ষত্র-স্বরূপ।

জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় গ্রন্থে ভ—চক্রের নক্ষত্রগণের প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছেন (৩৯। ৪০। ৪১ পৃষ্ঠা) প্রতিমূর্ত্তিগুলি চিত্র বিচিত্র ও মনোহর বটে এবং রহস্যময় হইলেও হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যের উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রতিমূর্ত্তিগুলির আকারগত অসম্পন্নতা আলোচিত হইল। প্রতিমূর্ত্তিগুলি অবিকল হইলেই ভাল হইত। হয়ত জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় অনাবশ্যক বোধে প্রতিমূর্ত্তি গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু এরূপ উচ্চ দরের গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গ-সুসম্পন্ন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বোধে এবং "দোষাবাচ্যা গুরোরপি"

বচন-রসে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিমূর্ত্তির দোষগুলি নির্দ্দেশ করিতে আমরা সাহসী হইলাম।

ঙ—চক্রস্থ নক্ষত্র-নিচয়ের প্রকৃত রূপ বা আকৃতি, যাহা নভো-মণ্ডলে দেদীপ্যমান দৃষ্ট হয়, ঐ আকৃতিগুলির সহিত গ্রন্থস্থ প্রতিমূর্ত্তির অনেক স্থলেই সৌসাদৃশ্য নাই। তুলনা করিলে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

ভ—চক্রের নক্ষত্রগণ অশ্বিনী হইতে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থিন দেশে স্থাপিত হইবে। অশ্বিনী নক্ষত্রের তারকত্রয় পশ্চিমাভিমুখে অশ্বমুখাকৃতি। উত্তরস্থ তারকাটী কর্ণদ্বয়ের মধ্য দেশে, মধ্যগত তারক নাসা রন্ধ্রদ্বয়ের মধ্য দেশে এবং দক্ষিণস্থ তারক চিবুক দেশের নিম্ন দেশে স্থাপিত হইবে, গলদেশে নহে। ভরণী নক্ষত্রের তারকত্রয় পূর্ব্ব-পশ্চিম-প্রসারিত সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতি, কোণত্রয়ে এক একটি তারকা স্থাপিত হইবে; সারি২ নহে।

কৃত্তিকানক্ষত্রের ষট্‌তারকা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত উত্তরাভিমুখ কৃত্তিকা (ক্ষুর) আকৃতি, উত্তরস্থ তারক দুইটী ধার দেশে এবং দক্ষিণস্থ চতুস্তারক, ক্ষুর-পৃষ্ঠদেশে দুইটী ও হস্ততল-দেশে দুইটী স্থাপিত হইবে এই কৃত্তিকাকে সাধারণ লোকে "সাত ভেয়ে" বলে।

রোহিণী নক্ষত্রের পঞ্চ তারক নৈঋতাভিমুখ চক্রহীন গো-শকটাকৃতি (বা তালছেঁকনি তুল্য) একটি তারক শকট-মুখে, দুইটী শকট-মধ্যদেশে, দুইটী চক্রস্থানে ও দুইটি পশ্চাৎ দেশে, দুইটি কোণে স্থাপিত হইবে।

মৃগশিরা নক্ষত্রের তারকত্রয় দক্ষিণাভিমুখ মৃগশির বা বা বিড়াল-পদ আকৃতি। দক্ষিণস্থ তারকটি শৃঙ্গমূল-মধ্যদেশে এবং উত্তরস্থ দুইটি শৃঙ্গাগ্র-দেশে স্থাপিত হইবে; গলদেশে বা মুখে নহে।

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের পঞ্চতারক পশ্চিমাভিমুখ শরাসনাকৃতি। দুই গুণ স্থানে দুইটী, মধ্য-দেশে একটী ও তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটী স্থাপিত হইবে। শাস্ত্র-লিখিত গৃহাকার অর্থে কুটীর-গৃহ, চতুষ্কোণ গৃহ নহে। পুষ্যানক্ষত্রের এক তারক পুনর্ব্বসুর শরাসন-যোজিত শরা-কার। তারকটী শরের মূল-দেশে স্থাপিত হইবে, শর-মুখে নহে।

অশ্লেষা নক্ষত্রে ষট্‌তারক, পঞ্চ তারক নহে; চক্রাকৃতি—অর্থাৎ কর্কটদেহবৎ; অশ্লেষা একটী তারকস্তূপ—অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন নক্ষত্রবৃন্দ।

মঘা নক্ষত্রের পঞ্চ তারকা, পশ্চিমাভিমুখ কুক্কুরের ঊর্দ্ধোত্থিত লাঙ্গুলাকৃতি। একটী লাঙ্গুল-মূলে, একটী লাঙ্গুলাগ্রদেশে এবং অপর তিনটী মধ্যদেশে স্থাপিত হইবে। অট্টালিকা-কার ঠিক নহে।

পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রের তারকদ্বয় ঈশান-কোণ-প্রসারিত খড়্গাকৃতি; তারকদ্বয়ে খট্টাকৃতি অসম্ভব। একটী তারক খড়্গাগ্রদেশে, অপরটী খড়্গ-মূলে স্থাপিত হইবে।

উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের তারকদ্বয় উত্তরাভিমুখ বাণ সদৃশ। একটী শর-মুখে, অপরটী শর-মূলে স্থাপিত হইবে। পালঙ্কাকৃতি চতুস্তারক ভ্রমাত্মক।

হস্তানক্ষত্রের পঞ্চতারক উত্তর-প্রসারিত করতলাকৃতি; পশ্চিম-প্রসারিত করতল নহে। বিশাখানক্ষত্রের পঞ্চতারক পশ্চিম দ্বারের তোরণ, অর্থাৎ গোলার্দ্ধ-আকৃতি; সরলরেখাকৃতি নহে। অনুরাধানক্ষত্রের সপ্ততারক বায়ুকোণাভিমুখ সর্পাকৃতি—অর্থাৎ হসন্ত ভঙ্গির ন্যায় বক্রাকৃতি, সরল রেখাকৃতি চতুস্তারকময় নহে।

জেষ্ঠানক্ষত্রের তারকত্রয় কর্ণের দুল বা শূকর-দন্তাকৃতি, কর্ণভূষণ পাশার আকৃতি নহে। মূলা নক্ষত্রের নব তারক উত্তরাভিমুখ শঙ্খ-আকৃতি; উত্তরস্থ তারক শঙ্খ-মুখে, দক্ষিণস্থটি শঙ্খ-পুচ্ছে—চারিটি পশ্চিম ভাগে, তিনটি পূর্ব্বভাগে অবস্থিত হইবে।

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের চতুস্তারক পূর্ব্বাভিমুখ সর্পাকৃতি। পূর্ব্বস্থ দুইটী তারক অপেক্ষা পশ্চিমস্থ তারক দুইটি কিছু দূরে স্থিত—দীর্ঘ খট্টাকৃতি নহে।

উত্তরাষাঢ়ার চতুস্তারক বায়ুকোণাভিমুখঃ হস্তি-দন্ত বা সর্পাকৃতি। একটি তারক সর্পমুখে, দুইটি ফণার উভয় পার্শ্বে এবং অপরটি লাঙ্গুলাগ্রে স্থিত।

অভিজিৎ নক্ষত্রের আকার পানীফলের সদৃশ বটে—হরতনের টেক্কার আকার নহে।

শ্রবণা নক্ষত্রের তারকত্রয় বায়ু কোণাভিমুখ বাণাকৃতি।। একটি বাণ-মূলে, একটি মধ্য দেশে স্থিত। মধ্যস্থ তারকটির সমদূরে অপর দুইটি স্থিত বলিয়া শাস্ত্রে "ত্রিবিক্রম" উক্ত হইয়াছে; উহা পদাকৃতি নহে।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের পঞ্চতারক বায়ু-অগ্নিকোণ লম্বমান মৃদঙ্গ-আকৃতি। দুই মুখে দুইটি এবং মধ্য-উচ্চ দেশে তিনটি স্থাপিত হইবে।

শতভিষা নক্ষত্রের তারক শতমণ্ডলাকার—গোলাকার নহে।

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের তারকদ্বয় পূর্ব্ব-পশ্চিম-প্রসারিত খড়্গাকৃতি।

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র চতুস্তারক বা অষ্টতারকময়; দ্বিতারকাত্মক নহে।

রেবতী নক্ষত্রের ৩২ টি তারক পূর্ব্বাভিমুখ মৎসাকৃতি হইবে।

———

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

বিষয়ীর অনুতাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

দিবানিশি প্রাণপণে সেবা করি সেই জনে,
করায়ে সে কত ক্লেশ শেষে ধন দিবে রে!
বনে গিয়া রহি যদি, অনায়াসে নিরবধি
আমার অভাব যত আপনি পূরিবে রে।
ক্ষুধা নাশে ফল-মূল, নদী-নীর ক্ষীর-তুল
দারুণ তৃষার নাশে প্রচুর রহিবে রে;
গিরির কন্দরস্থল অথবা তরুর তল
করিবার তরে বাস সতত মিলিবে রে।
নিজ তনুজের মত হরিণ-হরিণী যত
নাচি নাচি কাছে আসি আদরে খেলিবে রে।
গাহিয়া আনন্দ-গান তুষিবারে মন-প্রাণ
বনের বিহঙ্গকুল বান্ধব মিলিবে রে।
পরিধানে-বল্কল যোগাইবে তরুদল,
নব কিশলয় দিয়া শয়ন রচিবে রে;
শাখা দিয়া রাশি রাশি শীতের তরাস নাশি,
নিদাঘে দারুণ তাপে বীজন করিবে রে।
অনায়াসে এ বিভব, বনে যদি মিলে সব,

৯

গৃহেতে করিয়া বাস দেখিয়াছি—বার মাস
দুখ বিনা বেশি আর কিছু না মিলিবে রে।
বিষয় বাসনা করি, অকারণে কাল হরি,
ফলোদয় তায় কিবা, ভাবিয়া না পাই রে।
বনে মুনি স'ন যাহা, গৃহে মোরা সহি তাহা,
মুনি পান যেই ফল, না পাই তাহাই রে।
কেহ যদি করে দোষ, তাহে না করিয়া রোষ,
ক্ষমা-গুণে মুনিগণ ক্ষমেন সদাই রে।
অহিত করিলে অরি, আমরাও ক্ষমা করি,
প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা যে নাই রে।
মুনিরা পরম জ্ঞানী, গৃহ-সুখ বৃথা মানি,
সন্তোষে ত্যজেন সব—ক্ষোভ কিছু নাই রে।
গৃহে মোরা যত জনা না পাই সুখের কণা,
সুখেরে চাহিয়া তবু চারিধারে ধাই রে।
মুনিরা করিতে তপ শিরে স'ন শীতাতপ,
ঝঞ্ঝাবাতে বৃষ্টিপাতে নাহিক বালাই রে;
আমরা না করি তপ, তবু সহি শীতাতপ,
ঝড় জল না মানিয়া ঘুরিয়া বেড়াই রে।
মুনিরা মজায়ে প্রাণ নিয়ত করেন ধ্যান,
হরির পরম পদ, অন্যে মন নাই রে;
আমরাও প্রাণপণে ধ্যান শুধু করি ধনে,

তাই বলি হায় হায়! অকারণে কাল যায়,
গৃহে রহি স্বহোচিত সুখ নাহি পাই রে;
সহি বনে যে সকল মুনি পান যেই ফল,
সেই সব(ই) সহি গৃহে, সেই ফল নাই রে!

১০

কেন তবে গৃহে রহি অকারণে জ্বালা সহি?
পর-উপাসনা করি পাই কিবা ফল রে?
কেন বা না বনে যাই, অনায়াসে যথা পাই
জীবনের উপযোগী ফল-মূল-জল রে?
ধরি সুমধুর ফল বনে রহে তরুদল,
শীতল-ঝরণা-জল অতি নিরমল রে।
গিরির কন্দর ঘর, শয়ন পাতার স্তর,
পরিধান তরে বাস তরুর বাকল রে।
সমীরে দুলায় ফুল, গায় বিহঙ্গের কুল,
সুরঙ্গে খেলিয়া ফিরে কুরঙ্গের দল রে;
আসিলে নিশার কাল, কলানিধি তারা-জাল
আলোক দিবারে কর ঢালে অবিরল রে।
বনমাঝে নিরবধি এ বিভব মিলে যদি,
বাসনায় কেন তবে হইয়া বিকল রে,
সেবিবারে নরপতি ধাই সদা দ্রুতগতি,
স্বাধীন বিভব ত্যজি সেবায় কি ফল রে?

১১

বনেতে যাইলে হায়! জ্বালা যদি ঘুচে যায়,
বনে যেতে কেন তবে চিত মোর চায় না?
কেমনে যাইব বন? মুখে বলি যে বচন,
হৃদয়ে যে সেই সব স্থান কভু পায় না!
শিখে মানুষের মুখে নানা বুলি বলে শুকে,
অথচ যা' মুখে বলে, মনে তাহা যায় না;
আমরাও তথা হায়! সদাই শুকের প্রায়
মুখে বলি নানা বুলি—মন যাহা চায় না!

১২

শুনি সদা কুতূহলে সকলেই মুখে বলে—
"ভোগের বিষয় যত, ঘৃণিত তা হয় রে,
এত আদরের কায়, যতনে পুষিনু যা'য়,
ঘৃণিত তাহার তুল্য কিছুই না রয় রে।
আত্মীয়-স্বজন—আর পুত্র-মিত্র-পরিবার—
নিজের জীবন(ও) ছার চিরতরে নয় রে;
অসার সংসার-ধাম, বিষময় পরিণাম
সংসারে মজিয়া থাকা উচিত না হয় রে।"
মোদের এ বাক্যগুলি শুধুই মুখের বুলি!
পুণ্যবান্ বিনা কারো হৃদয়ে না রয় রে;
ত্যজিয়া ভোগের আশ কাননে করিতে বাস
তাই আমাদের চিত সদা ভীত হয় রে।

১৩

অথচ বুঝিনা হায়! কেন মন গৃহ চায়,—
চির-স্থির সুখ যদি গৃহে নাহি পাই রে;
মেঘেতে চপলা যথা, গৃহ-ভোগ-সুখ তথা,
ক্ষণেক ঝলসি উঠে—ক্ষণে পুন নাই রে!
প্রতিক্ষণে চপলার অপগমে বারম্বার
দ্বিগুণ আঁধার বাড়ে—দেখে ভয় পাই রে;
মিলে যদি সুখ-লেশ, অপগমে বাড়ে ক্লেশ,
দ্বিগুণ দুখের তেজ দেখিতে ডরাই রে।
প্রাণেরে করিয়া পণ যোগাই যাহার মন,
সে নলিনী-নয়নার মন ত না পাই রে!
বিষময়ী ছলনায় হৃদয় জ্বালায় হায়!
সাপিনীই শুধু তার তুলনার ঠাঁই রে।
প্রীতিপাত্র পরিজনে প্রেম করি প্রাণপণে
যেই সুখ পাই, তার স্থিরতা ত নাই রে;
স্বীয় পরাক্রমে স্বৈরী শমন দারুণ বৈরী—
কখন কাহারে হরে, ঠিকানা না পাই রে।
দারুণ কুটিল রোগ দেহে দেয় কি দুর্ভোগ!
বিষয়ের ভোগে যদি মানস মজাই রে।
লক্ষ্মী সদা সুচঞ্চল, তাঁর তুল্য নাহি খল,
খলে সেবি কোনকালে কোন ফল নাই রে!
যার যত গৃহাবেশ, তার তত বাড়ে ক্লেশ,
গৃহ গৃহ করি তবে কেনবা বেড়াই রে?
যোগিজন প্রাণপণে পালয়ে যে পরিজনে,
পালিতে সে পরিজনে কেনবা না চাই রে?

১৪

যোগীর যে পরিবার, তুলনা কি দিব তার?
সুখের আগার বুঝি তাহাই ধরায় রে!
আছে তার পিতামাতা,আছেরে ভগিনী-ভ্রাতা,
গৃহিণী-তনয় সব সুখের মেলায় রে!
'ধৈর্য্য' হন পিতা তার, 'ক্ষমা' সে জননী আর,
'শান্তি' সে গৃহিণী—তার নিরত সেবায় রে;
'শম''দম' সহোদর সদা তার সহচর,
'সত্য' তার প্রিয় সুত—হৃদয়ে খেলায় রে!
সেবে তারে অনিবার সহোদরা 'দয়া' তার,
তুলনা মিলেনা যার গুণ-গরিমায় রে,
হেন পরিজন যার, কিসের ভাবনা তার?
কি জ্বালা জ্বালাতে তারে পারে এ ধরায় রে!
হেন পরিজনগণে পালয়ে যে প্রাণপণে,
জ্ঞানামৃত আনি তারা তাহারে পিয়ায় রে;
গৃহে বা তরুর তলে পালঙ্কে বা ভূমিতলে
অমরা-অতীত সুখে রাখয়ে তাহায় রে!
আমাদের পরিজনে পালি যদি প্রাণপণে,
বিধিমতে আমাদিগে তথাপি জ্বালায় রে।
বুঝি হেন মনে মনে, তবুত সে পরিজনে
ত্যজিবারে ক্ষণতরে বুদ্ধি না জুয়ায় রে!
আমি কার—কে আমার? মনে মনে এ বিচার
এখনো ক্ষণের তরে উঠিল না হায় রে!

১৫

রবি আসে রবি যায়, বল কবে ভাবি হায়!
পরমায়ু প্রতিদিন ক্ষীণ হয় তায় রে,
মোহে রহি অবিরত বহুল ব্যাপারে রত,
কোথা দিয়া কাল যায়, জানা নাহি যায় রে!
হেরেছি জনম-জরা হেরেছি অকালে মরা,
হৃদয়ে ত ভয় তবু ঠাঁই নাহি পায় রে;
ভেবে ব্যথা পাই প্রাণে, প্রমোদ-মদিরা-পানে
এহেন পাগল কেন হইনু ধরায় রে?

১৬

ব্যাধিতে বিধুর হায়! বিকল হইল কায়,
জরা ক্রমে দেহে আসি লইল আশ্রয় রে।
বল-বুদ্ধি আগেকার, বিপুল উদ্যম আর,
ক্রমে ক্রমে সমুদয় পাইল বিলয় রে।
পালিতে স্বজনগণ প্রাণ করেছিনু পণ,
সে পালন আমা হ'তে এখন না হয় রে!
যেই তত্ত্ব মানবের ভাবনীয় একালের,
সে তত্ত্ব এখনো হৃদে সমুদিত নয় রে!
বিষয়ে মজিলে হেন পরিণাম হয় রে!

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

আমিত্বের প্রসার।

বনী ও ভিক্ষু।

—•:০:•—

শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনি-বৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

এই শ্লোকে মহাকবি কালিদাস আর্য্য-জীবনের চতুর্ব্বিধ বিভাগের চতুর্ব্বিধ কর্ত্তব্য অতি সংক্ষেপে ও সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়; তদনন্তর আশ্রমোচিত নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক সাধন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। অনন্তর ভিক্ষু-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে হয়। এই প্রাচীন প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর স্থাপিত এবং আত্মপ্রসারের অনুকূল। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদিগের দেহ ও মনের

বহুবিধ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াও বিভিন্ন হইয়া থাকে। বাল্যের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে নূতন নূতন আকার ধারণ করে। যে সমুদয় বস্তু, কার্য্য বা চিন্তা এক অবস্থায় অতুল আনন্দের বা নিরতিশয় দুঃখের কারণ হয়, অবস্থান্তরে তাহাদের সে শক্তি থাকেনা। বালিকা তাহার পুত্তলী-পুত্র-কন্যার লালন পালনে কতই আনন্দ-বিহ্বলা, কিন্তু যুবতী তাহাতে পরিতৃপ্তা নহে,—তাহার যথার্থ পুত্রকন্যার প্রয়োজন। আত্মবিকাশের সহিত আত্মতৃপ্তিকর পদার্থনিচয়ের সীমা পরিবর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, বৃদ্ধা যৌবনাবস্থায় যে পুত্রকন্যারূপ পুত্তলী লইয়া মত্ত ছিলেন, হয়তো এখন আর তাহাতে মুগ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্তের সুখশান্তির জন্য অধিকতর নিত্য বস্তুর প্রয়োজন হইল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মানব এইরূপ আত্মবিকাশের সহিত অনিত্য পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক অধিকতর নিত্যান্বেষণে নিরত থাকিয়া চিরনিত্যাভিমুখে অগ্রসর হয়। মনের প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত না হইলে, উহার ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। তত্ত্বজ্ঞ দূরদর্শী ঋষিগণ, বিশ্ব-কল্যাণব্রত-সাধনোদ্দেশে মানবজীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ক্রম-বিকাশোপযোগী কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে জ্ঞানের যে অর্জ্জন হয়, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ-আশ্রমে তাহার উন্নতি,—পরিণতি এবং ভিক্ষ্বাশ্রমে তাহার পূর্ণ পরিণতি সাধন করিতে হয়। মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি; আত্মার প্রসার বা বিকাশের পূর্ণতার সহিত মুক্তির কোনও প্রভেদ নাই। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একত্বের উপলব্ধি না হয়, সমগ্র সংসার যে পর্য্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব শোক-মোহ পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি উপভোগে অধিকারী হয় না। আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান নষ্ট হইলে, সর্ব্বত্র একত্বের উপলব্ধি হইলে, শোক-মোহের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? একত্বের উপলব্ধিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান এবং এই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। জগতে সকলেই সুখের জন্য লালায়িত; কিন্তু যে সুখ দুঃখ-বিমিশ্রিত, সে সুখ সুখই নহে। যদি দুঃখবিবর্জ্জিত বা দুঃখ-নিরপেক্ষ কোন সুখ থাকে, সেই সুখই যথার্থ সুখ বা শান্তি; সুদুর্লভ হইলেও তাহা লাভ করিতে কে না প্রয়াসী? চিন্তা করিয়া দেখিলে, কোন সসীম বস্তুতে সুখ নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সীমায় উপনীত হইলেই অনন্ত-বিকাশ-শীল মানবাত্মা যেন কৃতাঞ্জলি হইয়া অসীম-সকাশে ক্ষুব্ধচিত্তে—সকরুণ স্বরে—সতৃষ্ণনয়নে অসীমত্ব-পরিণতি প্রার্থনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হয়। যখন মানবাত্মা সসীম প্রদেশ হইতে সসীম-প্রদেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া, অসীম সাম্রাজ্যে অসীমাত্মার প্রসাদে অসীমত্ব অধিকার করে, তখনই সে যথার্থ সুখ বা শান্তি সম্ভোগ করে! সসীম প্রদেশেই অনায়ত্ত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনা এবং আয়ত্ত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কা রহিয়াছে এবং তদ্ধেতু নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অসীম সাম্রাজ্যে অপ্রাপ্ত কিছুই নাই এবং প্রাপ্ত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কাও নাই; সুতরাং সেই স্থলেই চিরসুখ ও চিরশান্তি বিরাজ করে।

ব্রহ্মচারীর কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ; আত্মোন্নতি

সাধনই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য; বিদ্যালয় বা গুরুগৃহই তাহার তাবদ্বিশ্ব। এই সংকীর্ণ রঙ্গমঞ্চে তাহার জীবনের প্রথম অংশ অভিনীত হইবার ব্যবস্থা। এখানে তিনি সম্পূর্ণ পরাধীন; যাহা কিছু করিতে হইবে, গুরুর অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। বিনা তর্কে গুরুর উপদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। প্রথমে মৃদু—ক্রমে কঠোর সংযম দ্বারা শরীর ও মনকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইবে। জীবনের দ্বিতীয় বিভাগের তাবৎ কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য ব্রহ্মচারীর দেহ-মন যেরূপ সংগঠিত করা আবশ্যক, সেইরূপ সংগঠিত করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ তাহাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার দিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহস্থের যে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইবে, সে স্থলে যে কত শত অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তাহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, কত শত প্রলোভনকে পদতলে দলিত করিতে হইবে, কত শত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সাধুদিগের সেবার জন্য, দুষ্কৃতদিগের সংস্কারের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও অধর্ম্ম-বিনাশের জন্য তাহাকে যে কত শত বার মহা মহা বিপদে পতিত হইতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া, শিষ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রাজ্ঞ ও সুদূরদর্শী গুরু তাহাকে ধর্ম্ম-বর্ম্মে আচ্ছাদিত ও কর্ম্ম-বীরোপযোগী নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, শতশত্রু-সংক্ষোভিত সংসার-সমরাঙ্গণে প্রেরণ করিতেন। ব্রহ্মচারী সংকীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া এখন বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার আমিত্বেরও প্রসার হইতে লাগিল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দুঃখী, রোগী, বিকলাঙ্গ, ইত্যাদি বহু পোষ্য-পরিবেষ্টিত গৃহস্থের আমিত্ব দিন দিন প্রসারিত হইতে লাগিল। অসংখ্য কর্ত্তব্য আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য তিনি মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, দেহের কোন এক অঙ্গের অমঙ্গল হইলে, তাবৎ অঙ্গ অমঙ্গলগ্রস্ত হয়, মনের কোন এক বৃত্তি বিকৃত হইলে, তাবদ্বৃত্তিই তৎসংক্রামকতায় অল্লাধিক বিকৃত হয়; পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তির অকল্যাণ হইলে, তাবৎ পরিবারের সাধারণ অকল্যাণ হয়; কোন এক পরিবারের অকল্যাণ হইলে, সমগ্র সমাজ অভ্যুদয়-বিচ্যুত হয় এবং সমাজ-বিশেষের অমঙ্গল সমগ্র মানব-সমাজকে অমঙ্গলভাগী করে; তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, মানব-জীবন বিশ্বজীবনেরই একাংশ মাত্র এবং বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সকলের মঙ্গলের সহিত মানবজাতির মঙ্গল অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, কি সজীব, কি নির্জীব, তাবদ্বিশ্বই মানবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের যতই পরিপাক হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত এক সূত্রে গ্রথিত দেখিতে লাগিলেন; ততই তিনি সর্ব্বত্র একত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! যদ্রূপ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমা-রজনীতে

ক্ষণ-প্রভা ক্ষণকালমাত্র অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পরক্ষণেই অসীম আকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব-বিরোধিনী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জীবের চিত্তে অদ্বৈত-বিবেক ক্ষণকালের জন্য উদিত হইয়া, তাহার মোহ বিনাশ করিয়া, পরক্ষণেই হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়! কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারের সহিত আমিত্বের প্রসার হয় বটে, কিন্তু মানবের হৃদয় হইতে "আমার" "আমার" ভাব একেবারে যায় না। মানুষ যতই কর্ত্তব্যপরায়ণ হউক, মানুষ যতই দ্বৈতকে নিম্ন প্রদেশে রাখিয়া, তদুপরে অদ্বৈতকে স্থাপিত করার চেষ্টা করুক, অদ্বৈত ভেদ করিয়া দ্বৈত স্বীয় মস্তকোত্তলন করে! আমিত্বের প্রসারের মধ্যে আমিত্বের সঙ্কোচ আসিয়া দেখা দেয়; স্বার্থশূন্যতা "আমির" নিকট পরাজিত হয়। "আমি" যে অমঙ্গলের মূল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু "আমি"কে এড়াইতে পারিতেছি না। যাহা করিতে চাই, যাহা ভাবিতে যাই, যাহা বলিতে যাই, তাহারই মধ্যে "আমি" আসিয়া জুটে! সোনা যে মাটী, মাটী যে সোনা, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তাহা বুঝিয়া কাজ করিতে পারি কৈ? আমার পুত্রে তোমার পুত্রে যে ভেদ নাই, তাহা বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু তাহা বুঝিয়া এই সংসারে থাকিয়া কায করিতে পারি কৈ? এক পক্ষে সংসার যেরূপ অদ্বৈতের উপলব্ধি করায়, অপর পক্ষে সংসার সেইরূপ উহার প্রতিবন্ধকতাও জন্মায়। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া "আমি কে" যেরূপ জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখি, তদ্রূপ একেবারে ঐ "আমিকে" পরিত্যাগ করিতে পারি না। কার্য্যক্ষেত্রে থাকিতে গেলেই "আমার দেহ" "আমার গৃহ" "আমার পুত্র" "আমার প্রজা" "আমার ধর্ম্ম" "আমার কর্ম্ম" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই "আমার" "আমার" আসিয়া পড়ে। "আমি"কে সর্ব্বত্র প্রসারিত করা চাই; কিন্তু উহা যতই প্রসারিত কর, "আমাতে" "আমি" রাখিয়া দিলে, সে আবার সকলই "আমার" "আমার" করিয়া ফেলে! এই "আমার" টুকু নষ্ট করিবার জন্যই বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-আশ্রমের প্রয়োজন। গৃহস্থাশ্রমে "আমার গৃহও আমার গৃহ এবং সকলের গৃহও আমার গৃহ," এই সাধনায় কিন্তু, "আমার গৃহ" "আমার গৃহ" বোধ রূপ দ্বৈত ভাব টুকু থাকাতে, অনেক সময় "সকলের গৃহ আমার গৃহ" এই অদ্বৈত ভাব টুকুর সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। প্রকৃষ্ট গৃহস্থ-জীবন এই দ্বৈতাদ্বৈত-ভাব-বিমিশ্রিত; কিন্তু অনেক সময়ে দ্বৈতভাব অদ্বৈত ভাবকে স্ফূরিত হইতে দেয় না। এই জন্য, কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের পারিপাক সাধিত হইয়া যখন অদ্বৈত ভাব ক্ষণপ্রভার ন্যায় হৃদয়াভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে সমুদিত হইতে লাগিল, তখনই ঐ ভাবকে কিসে স্থায়ী করা যায়, গৃহস্থ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, 'আমার গৃহ' এই দ্বৈত ভাব "সকলের গৃহ আমার গৃহ," এই অদ্বৈত ভাবের বিরোধী; অতএব, "আমার আর গৃহ থাকিবে না। গৃহ সংক্রান্ত "আমার" বলিতে আমার স্বতন্ত্র আর কিছুই থাকিবে না—সকলের গৃহাদিই আমার গৃহাদি হইবে। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন আমার শিথিল হইতে চলিল, আমার কেশ পলিত, দন্ত-স্খলিত ও চর্ম্ম লোল হইল, কিন্তু বিষয়কে

আমার করিতে পারিলাম কৈ ? এই সংসারই আমাকে আমিত্বের প্রসারাভিমুখে অনেক দূর অনিয়াছে; ইহা দ্বারা যতদূর হইতে পারে, তাহা হইল; ইহার শক্তি শেষ হইয়াছে। ক্ষণপ্রভার ন্যায় যে অদ্বৈত-বিবেক আমার হৃদয়ে কখন কখন উদিত হয়, এই সংসারে আরও থাকিলে, বুঝি তাহাও আর উদিত হইবে না। অতএব আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-প্রবেশ করিব। "আমার" বলিতে আমার আর কিছুই রাখিব না, অথবা সমগ্র বিশ্বই আমার করিব। দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন পরমর্ষিগণ এই সমুদয় জানিতে পারিয়াই আমার এই বয়সে অরণ্যাশ্রয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। (১)

বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেই বনী জগতে 'আমার' বলিতে কিছুই রাখিবেন না। বিষয়-সম্পত্তি সমুদই পরিত্যাগ করিবেন; স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন সকলের সহিতই পার্থিব সম্বন্ধ পরিবর্জ্জন করিবেন; তবে স্বীয় ভার্য্যা যদি বানপ্রস্থ-আশ্রমের উপযোগিনী-সন্ন্যাস-সহধর্ম্মিণী হন, তবে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতে পারেন। তিনি জনপদের বিলাস বিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিভৃত নির্জনে বাস করিবেন; সর্ব্বদা বিশ্বের মঙ্গল-চিন্তায় নিরত থাকিবেন; সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবেন, উপনিষদাদি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাঠে নিরত থাকিবেন এবং পর-ব্রহ্মের পরম চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন।

(১) গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈবচাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।

মনুঃ।

গৃহস্থ যখন ত্বকের শৈথিল্য এবং কেশের পক্কতা বা পুত্রের পুত্র দর্শন করিবেন, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেন।

স্বাধ্যায়েনিত্যযুক্তঃ স্যাদ্
দান্তোমৈত্রঃ-সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা
সর্ব্বভূতানু-কম্পকঃ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত
দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদী-
রাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ।

মনুঃ।

তিনি সর্ব্বদা বেদাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিবেন; শীতাতপাদিদ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, সকলের উপকারক, সংযতমনা, দাতা, অপ্রতিগ্রাহী এবং সর্ব্বভূতে কৃপালু হইবেন।

এইরূপ এবং অন্যরূপ আচরণ করিবেন এবং বনবাসী বিপ্র পরব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ ঔপনিষদী শ্রুতি পাঠ করিবেন।

সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা-বিমুক্ত হইয়া বনী জ্ঞানালোচনায় নিরত থাকিতেন এবং মানবসমাজের নানাবিধ মঙ্গলকর কার্য্যে স্বীয় কর্ম্ম-বিশোধিত পরিপক্ক জ্ঞান নিয়োজিত করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলে, কার্য্যক্ষেত্রোচিত উত্তেজনা অনেক সময়ে প্রকৃষ্ট বিবেক-বিকাশের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎদূর হইতে সেই সমুদয় কার্য্যকলাপ চিন্তা করিলে, অনেকসময় আমরা সদ্-দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াও কত অমঙ্গল-জনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। সুতরাং স্থূলতঃ দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়, কর্ম্মান্ধ গৃহস্থকে বিপথ হইতে রক্ষা করার জন্য কর্ম্ম-পরীক্ষিত বনীর অরঞ্জিত ও [illegible]

জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জন্যই আর্য্যঋষিগণ জগতের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বানপ্রস্থাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবনের তৃতীয়াংশে, এইরূপে দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখিয়া, সর্ব্বভূতে হিংসা-বিবর্জ্জিত হইয়া, জ্ঞানালোচনা এবং জ্ঞান-বিতরণ দ্বারা জগতের মঙ্গল সংসাধন করিয়া, বনী লোকালয়ের নিকট—অথচ কোন নির্দ্দিষ্ট নিভৃত স্থানে জীবন যাপন পূর্ব্বক জীবনের চতুর্থাংশে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিবেন। একস্থানে বাস-স্থান জন্য যে একটু মমতা থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি এই চতুর্থ আশ্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবেন না এবং জগতের চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পর-ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন।

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্নজহাতি ন হীয়তে॥
মনুঃ, ৬।৪২

মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তিনি একাকী সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিবেন। যিনি ত্যাগ করিবার ও ত্যক্ত হইবার জন্য দুঃখানুভব না করেন, তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽশংকুসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ॥
মনুঃ, ৬।৪৩

অগ্নি এবং গৃহবিবর্জ্জিত হইয়া তিনি আহারের জন্য গ্রামে যাইতে পারেন; তিনি সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হইবেন, স্থিরমতি থাকিবেন এবং ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া মুনিভাব অবলম্বন করিবেন।

ভৈক্ষে প্রসক্তোহি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥
মনুঃ, ৬।৫৫

তিনি দিনের মধ্যে একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন; অধিক ভিক্ষা প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র হইবেন না। যিনি অতি ভিক্ষাতে আসক্ত, তিনি বিষয়েও আসক্ত হইবেন।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥
মনুঃ, ৬।৪৫

তিনি মরণেরও কামনা করিবেন না, জীবনেরও কামনা করিবেন না। ভৃত্য যেমন নির্দ্দিষ্ট বেতনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ তাঁহার কালের প্রতীক্ষা করিবেন।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
মনুঃ, ৬।৪৬

ভিক্ষু জীবহিংসা পরিত্যাগ জন্য দৃষ্টি পূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করিবেন, সত্যপূত বাক্য বলিবেন এবং মন বিশুদ্ধ রাখিয়া সমস্ত আচরণ করিবেন।

অতি বাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কংচন।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।
মনুঃ, ৬।৪৭

কেহ রূঢ় ভাষা বলিলে, তাহা তিনি সহ্য করিবেন; কাহারও অপমান করিবেন না। এই নশ্বর দেহের জন্য, তিনি কাহারও বৈরী হইবেন না।

ক্রুদ্ধন্তং ন প্রতিক্রুদ্ধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাং চ ন বাচমনৃতং বদেৎ॥ ৬।৪৮

তাঁহার উপর কেহ ক্রুদ্ধ হইলেও

কেহ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেও তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সপ্তদ্বার-বিকীর্ণ বাক্য বৃথায় বলিবেন না। চক্ষু-রাদি পঞ্চ বাহ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দুই অন্তঃকরণেন্দ্রিয়, এই সপ্ত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক কোন বাক্য বলিবেন না; কেবল ব্রহ্ম বিষয়ক বাক্য বলিবেন।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥
মনুঃ, ৬।৪৯॥

আত্মানন্দ হইয়া এবং যোগাসন গ্রহণ করিয়া, অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ এবং বিষয়-বিলাস-বিরহিত হইয়া, আত্মাকে একমাত্র সহায় করিয়া, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তিনি এই সংসারে বাস করিবেন।

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সংগান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥
মনুঃ।৬।৮১

যিনি এই প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থসমূহের অনুভূতি-বিমুক্ত—অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিতে সুখ-দুঃখাদি-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপে হিন্দু নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সংকল্প-বর্জ্জিত হইয়া, পরব্রহ্মে লীন হইবেন। হে মানব! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার চাও, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সংযম-সাধন-তপস্যা দ্বারা দেহেন্দ্রিয়মন পরিশুদ্ধ করিয়া, গৃহস্থাশ্রমে নানাবিধ কর্ত্তব্য প্রতিপালনানন্তর বানপ্রস্থাশ্রমে স্বীয় জ্ঞানের পরিপক্কতাসাধন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কর; তাহাহইলে তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, আমিত্বের প্রসার সংসাধন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে লীন হইয়া চিরাদ্বৈতানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

হিন্দু ও আর্য্য।

—•:০:•—

হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে "হিন্দু" শব্দ স্থানে "আর্য্য" শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। "হিন্দু" শব্দের ব্যবহারে তাঁহাদিগের আপত্তি এই যে—"হিন্দু" শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কখনও "হিন্দু" নামে অভিহিত করেন নাই; "হিন্দু" শব্দ সংস্কৃত শব্দ নহে; ভাষান্তরে "হিন্দু" শব্দ কদর্থ-ব্যঞ্জক, ইত্যাদি। এ কথা সত্য যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে "হিন্দু" শব্দ কোথাও দেখা যায় না এবং প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কুত্রাপি "হিন্দু" নামে অভিহিত করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে এবং তাঁহাদিগের দেশকে "আর্য্যাবর্ত্ত" নামে অভিহিত করিতেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, হিন্দুদিগের ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একই বংশ সম্ভূত; পারসীকেরাও আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে অভিহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের দেশের নাম "ইরাণ" বা "আর্য্যস্থান" ছিল। প্রাচীন পারস্য ভাষায় "হপ্ত হেন্দু" কথা

পাওয়া যায়। এই "হপ্ত হেন্দু" বেদোক্ত "সপ্তসিন্ধু" ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। প্রাচীন পারসীকেরা "দন্ত্য স" উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এই জন্য তাঁহারা "সোম" স্থলে "হোম" "সিন্ধু" স্থলে "হেন্দু", বা হিন্দু, সপ্ত স্থানে "হপ্ত", "স্বর্" (স্বর্গ) স্থলে "হ্বর্" "স্ব" (নিজ) স্থলে "হ্ব" এবং "সা" (তিনি) স্থলে "হা" বলিতেন এবং এই কারণ বশতই তাঁহারা "সপ্ত সিন্ধু" স্থলে "হপ্ত হিন্দু" শব্দ ব্যবহার করিতেন। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া প্রথমে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী স্থানে বাস করেন; তৎপরে ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন। আমাদিগের ভাষায় দিক্‌সমূহের যে নাম প্রদত্ত হইয়াছে, সেই নামগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই, আর্য্যরা যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। "পশ্চিম" শব্দের অর্থ "পশ্চাৎ," "পূর্ব্ব" শব্দের অর্থ "সম্মুখ" এবং "দক্ষিণ" শব্দের অর্থ "ডাহিন"; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলে, তাহার "ডাহিন" ভাগে যে দিক্ থাকে, তাহাই দক্ষিণ। এই সমুদয় দিক্ ব্যতীত যে দিক্ থাকিল, তাহা "ইতর" দিক্ এবং ভারতবর্ষে এই "ইতর" দিকে অবস্থিত ভূমি অন্যান্য দিকের ভূমি অপেক্ষা "উচ্চ" বা "উর্দ্ধতর" হওয়ায়, ঐ দিক্ "উত্তর" নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে আর্য্যদিগের মধ্যে সাতটী নদী বিখ্যাত হইয়া উঠে। ঐ সাতটী নদী যে কোন্ কোন্ নদী, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৭৫ সূক্তে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু বা সুষমা, পরুষ্ণি বা ইরাবতী (রাবি), আর্জিকীয়া বা বিপাশা, বিতস্তা, মরুদ্বৃতা, শতদ্রু ও অসিক্নী, এই দশটী নদীর নাম পাওয়া যায়; সপ্তসিন্ধু ঐ দশটী নদীর মধ্যে কোন সাতটী হইবে। সপ্তসংখ্যা ঠিক রাখিয়া আমরা আজিও জলশুদ্ধি-মন্ত্রে সপ্ত নদীর নাম উল্লেখ করিয়া থাকি; ঐ মন্ত্রে উল্লিখিত নদীগুলির মধ্যে "নর্ম্মদা," "গোদাবরী" এবং "কাবেরী"র নাম ঋগ্বেদোক্ত দশটী নদীর নামের মধ্যে পাওয়া যায় না; কেবল গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয়, আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হইলে পর, ঐ তিনটী নদীর নাম উক্ত মন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। যাহাহউক, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশার্থ "সপ্তসিন্ধু" শব্দই অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং "ভেন্দিদাদ" নামক প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান "হপ্তহেন্দু" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পারসীকগণের "হেন্দ" ইংরেজাদি পাশ্চাত্য জাতি সমূহের "ইণ্ডিয়া" হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জাতীয়েরা এখন আমাদিগকে "ইণ্ডিয়ান" নামেই অভিহিত করেন। অনেক সময়ে, বিদেশীয়েরা আমাদিগকে "নেটীভ্" বলিলে, আমরা তাহাতে অবমানিত বোধ করি, এবং "ইণ্ডিয়ান্" নামে অভিহিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করি।

"হপ্ত হিন্দু"র "হপ্ত" পরিত্যাগ করিলে "হিন্দু" থাকে এবং প্রাচীন পারসীকেরা আমাদিগকে "হিন্দু" বলিয়াই অভিহিত করিতেন। তাঁহাদিগের অনুকরণে, অন্যান্য বিদেশীয় জাতিরাও আমাদিগকে "হেন্দ" বা 'হিন্দ' নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে বহুকাল

নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। পারসীক ভাষায় "হিন্দু" শব্দের কোন দোষাবহ কদর্থ নাই। তবে যদি একটী জাতির বর্ণনা করিবার সময়ে, সেই জাতির কতকগুলি দোষের উল্লেখ করা হয়, তাহাতে সেই জাতির নামের কোন কদর্থ প্রকাশ পায় না। মেকলে সাহেব বাঙ্গালীজাতির নানাবিধ নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে "বাঙ্গালী" নাম দূষিত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের পরে, পারস্যভাষায় কোন গ্রন্থে, যদি হিন্দুদিগের প্রতি কটূক্তি বা নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদ্বারা "হিন্দু" শব্দ দূষিত হইতে পারেনা। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল "কন্‌সারভেটিভ্" এবং উন্নতিশীল "লিবারেল," এই দুই সম্প্রদায়ের নাম পূর্ব্বে যথাক্রমে "টোরী" ও "হুইগ্" ছিল এবং এখনও ঐ দুই শব্দে তাঁহাদিগকে অভিহিত করা হয়। "টোরী" ও "হুইগ্" এই দুই শব্দই প্রথমে কদর্থব্যঞ্জক ছিল; কিন্তু এই দুই শব্দ স্ব স্ব ধাত্বর্থ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ইংলণ্ডের দুই প্রধান রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সূচনা করে। সুতরাং আদিতে শব্দ কদর্থ-সূচক হইলেও পরে সদর্থ-সূচক হইতে পারে। যে "আর্য্য"শব্দদ্বারা এক্ষণে আমরা সম্মানিত মনে করি, এই "আর্য্য" শব্দের ধাত্বর্থ "কৃষিব্যবসায়ী" বা "কৃষক"; কিন্তু কালে এই আর্য্য শব্দ "মাননীয়," "পূজ্য", "সদ্বংশজাত" ইত্যাদি বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং শব্দের প্রাচীন অর্থ যাহাই হউক না কেন, তাহার বর্ত্তমান অর্থ মন্দ না হইলেই হইল। বিশেষতঃ ভাষায় শব্দের ব্যবহার ভাবার্থেরই অনুযায়ী—ব্যুৎপত্ত্যর্থের নহে।

"হিন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে উহা "আর্য্য" শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে কোন প্রকার কদর্থ নাই। "হিন্দু" শব্দ এক্ষণে যত অধিক প্রচলিত, "আর্য্য" শব্দ তত নহে। বর্ত্তমান সময়ে, ২৫।৩০ কোটী হিন্দুর মধ্যে সকলেই "হিন্দু" শব্দ জানে এবং "হিন্দু" নামে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে। কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র "আর্য্য" শব্দ ব্যবহার করেন। "হিন্দু" শব্দের ধাত্বর্থ দোষমূলক, তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করিলেও, আমরা কি এক্ষণে ঐ "হিন্দু" শব্দ ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারি? কি উত্তর ভারতবর্ষ, কি দক্ষিণ ভারতবর্ষ, উভয়ত্রই "হিন্দু" শব্দ প্রচলিত এবং ভারতবর্ষের তাবত্ ভাষাতেই "হিন্দু" শব্দ গৃহীত হইয়াছে। বিচার-আদালতে, দলিলাদিতে, জাতি-পরিচয় ও ধর্ম্মপরিচয়-প্রদান-স্থলে, সর্ব্বত্রই আমরা "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছি। অতএব এক্ষণে "হিন্দু" শব্দ পরিত্যাগ করিবার আর উপায় নাই—প্রয়োজনও নাই। উহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

"আর্য্য" শব্দে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকিলেও, ৺দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম "আর্য্যসমাজ" রাখায়, উহার এক সাম্প্রদায়িক ভাব উপস্থিত হইয়াছে; কারণ স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত উক্ত "আর্য্যসমাজ" হিন্দুশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল বেদই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং বেদের সহিত অবিরোধী হইলেও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকার স্বীকার করেন না। "তোমার কোন্ ধর্ম্ম?" জিজ্ঞাসিত হইলে, যদি কেহ "আর্য্যধর্ম্ম" উল্লেখ করেন, তাহাহইলে এখন তিনি দয়ানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, "[illegible]

আর্য্যকেও, অর্থাৎ ইংরাজ-ফরাসী-জর্ম্মণ প্রভৃতিও বুঝায়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্য-দিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ঐ সকল বিদেশীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং "হিন্দু" শব্দ উঠাইয়া "আর্য্য" শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য, যাঁহারা "হিন্দু" শব্দের উৎকৃষ্ট ধাত্বর্থ দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা "মেরুতন্ত্রে" উহা দেখিতে পারেন। তাহাতে "হীনঞ্চ দূষয়েত্বেব হিন্দুরিতুচ্যতে প্রিয়ে," "হিন্দু" শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ;—দুষ্—ডুঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।" সুতরাং যাঁহারা বস্তুর উপাসনা না করিয়া কেবল শব্দের উপাসনা করেন, "হিন্দু" শব্দের ব্যবহারে তাঁহাদিগেরও ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে 'হিন্দু' শব্দের দ্বারা যাহা কিছু বুঝি, 'আর্য্য' শব্দের দ্বারা তাহা বুঝিনা। হিন্দু, বলিতে কেবল যে, 'আর্য্য' তাহা নহে, উহার সহিত আরও কিছু বুঝি। অতএব পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইল, তজ্জন্য আমরা "হিন্দু-পত্রিকা" নামের পরিবর্ত্তে "আর্য্য-পত্রিকা" নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন দেখি না।

ঋগ্বেদ।

১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত।

—o::o—

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতু-
স্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যা-
ত্রাপশ্যং বিশ্পতিং সপ্তপুত্রং। ১।

হোতুঃ। তস্য। ভ্রাতা। মধ্যমঃ। অস্তি। অশ্নঃ। তৃতীয়ঃ। ভ্রাতা। ঘৃতপৃষ্ঠঃ। অস্য। অত্র। অপশ্যম্। বিশ্পতিম্। সপ্তপুত্রম্।

ব্যাখ্যা—অস্য—ইহার। বামস্য—ভজনীয়স্য, ভজনীয়ের। পলিতস্য—পালয়িতুঃ। হোতুঃ আহ্বানার্হস্য। তস্য—তাহার। ভ্রাতা ভর্ত্তব্যো ভবতি ইতি ভ্রাতা; যাহাকে ভরণ করা যায়, তিনি ভ্রাতা। মধ্যমো—মধ্যে ভব বায়ু. পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যস্থানীয় বায়ু। অস্তি—হন। অশ্নঃ—সর্ব্বব্যাপী। তৃতীয়ঃ ভ্রাতা। ঘৃতপৃষ্ঠঃ—ঘৃত—অর্থাৎ আহুতি যাহার পৃষ্ঠ—অর্থাৎ যিনি আহুতি ধার করেন। অস্য—ইহার। অত্র—এষু ভ্রাতৃষু মধ্যে—এই তিন ভ্রাতার মধ্যে। অপশ্যং—দেখিলাম। বিশ্পতিং—বিশাং—প্রজানাং পালয়িতারং—প্রজাপালককে। সপ্তপুত্রং—সপ্তরশ্মি পুত্রোপেতং, সপ্তরশ্মিরূপ পুত্রযুক্ত আদিত্যকে।

বঙ্গার্থ—ভজনীয়, প্রতিপালক এবং আহ্বানযোগ্য আদিত্যের মধ্যম ভ্রাতা বায়ু সর্ব্বব্যাপী; তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা অগ্নি আহুতি ধারণ করেন। এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্তরশ্মিস্বরূপ সপ্তপুত্রবিশিষ্ট প্রজাপ্রতিপালক আদিত্যকে দেখিলাম।

বিশেষ ব্যাখ্যা। নিরুক্ত মতে দেবতা তিনটি—অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ, বায়ুর্বেন্দ্রবান্তরীক্ষস্থানঃ, সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ। অর্থাৎ অগ্নি পৃথিবীস্থানীয় দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থানীয় দেবতা এবং সূর্য্য দ্যুস্থানীয় দেবতা। বৈদিক সমুদায় দেবতাই এই তিন দেবতার অংশবিশেষ মাত্র। এস্থলে অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য্যকে পরস্পরের ভ্রাতাস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ভ্রাতারা যেরূপ—

করিয়া লয়, তদ্রূপ ইঁহারাও যেন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনার মধ্যেও আধ্যাত্মিক ভাব রহিয়াছে। জগৎ ব্রহ্মময়, এস্থলে আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করা হইতেছে। অপশ্যং—দেখিলাম—ভাবনায়াত্মতেন সাক্ষাৎ করোমি—অর্থাৎ ভাবনা দ্বারা তাঁহাকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ করিলাম। শ্রুতিবলেন—"তদ্যোত্রং সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্—অর্থাৎ আমি যাহা—তিনি তাহা, তিনি যাহা—আমি তাহা। ইহা ব্যতীত ইহাতে আরও সূক্ষ্ম ভাব আছে, তাহা নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে। স্থূলতঃ দেখিলে, বৈদিক মন্ত্রে জড়জগতের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু সূক্ষ্মতঃ দেখিলে, উহা সমুদয়ই পরমেশ্বরের বর্ণনা।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অস্য বামস্য বিশ্বস্য উদ্ভবিতুঃ—স্রষ্টুরিত্যর্থঃ। এই বিশ্ব স্রষ্টার। পলিতস্য—স্বসৃষ্টজগৎপালনশীলস্য—স্বসৃষ্ট জগতের পালকের। হোতুর্বাদাতুঃ সম্মিন্‌সংহর্তুরিত্যর্থঃ; সংহর্তার—অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতিসংহার-কর্ত্তা ঈশ্বরের। এতাদৃশ ঈশ্বরের ভ্রাতা—অর্থাৎ তদংশ বায়ু—ইনি মধ্যস্থানে স্থিত এবং সর্ব্বব্যাপী—অর্থাৎ বিরাট পুরুষের সূক্ষ্ম অংশ স্বরূপ। ইহার তৃতীয় ভ্রাতা বা অংশ—ঘৃতপৃষ্ঠ। ঘৃত শব্দে প্রদীপ্ত বা প্রকাশিত, পৃষ্ঠ শব্দে শরীর—অর্থাৎ ইহার তৃতীয় অংশ স্থূলশরীরধারী। এতাবতা বিরাট পুরুষের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের কথা বলা হইতেছে। মায়া-বিবর্জ্জিত হইলে পরমেশ্বর এক, কিন্তু মায়ার সহিত সংযুক্ত হইলে, পরমেশ্বর হইতে স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী জগৎ সৃষ্ট হয়; কিন্তু এই উভয়ের চিন্তাতেও মোক্ষ হয়না; এই জন্য সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বরকে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি সাধন দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা আবশ্যক। এই জন্যই বলা হইতেছে—বিশ্পতিম্ সপ্তপুত্রমপশ্যম্। বিশ্পতিং—অর্থাৎ প্রজানাং পতিং—সর্ব্বস্য পতিমিত্যর্থঃ। সপ্তপুত্রং—সপ্তলোক যাঁহার পুত্রস্বরূপ এবং যিনি সকলের পতি, তাঁহাকে দেখিলাম—অর্থাৎ—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলাম।

(২)

সপ্ত যুঞ্জন্তি-রথমেকোচক্র-
মেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং
যত্রেমা বিশ্বাভুবনাধিতস্থুঃ॥

পদপাঠ:— সপ্ত। যুঞ্জন্তি। রথম্। একচক্রম্। একঃ। অশ্বঃ। বহতি। সপ্তনামা। ত্রিনাভি। চক্রম্। অজরম্। অনর্বম্। যত্র। ইমা। বিশ্বা। ভুবনা। অধি। তস্থুঃ।

ব্যাখ্যা— সপ্তযুঞ্জন্তিরথমেকোচক্রম্—একচক্র রথকে সপ্ত অশ্ব বহন করিতেছে। একো অশ্বো বহতি সপ্তনামা—যদিচ অশ্ব এক, তথাপি উহার সপ্তনাম, উহারাই বহন করিতেছে। ত্রিনাভি চক্রম্— ঐ চক্রের নাভি তিনটি। অজরম্—অনর্বম্, উহা কখনও জীর্ণ হয় না এবং কখনও শিথিল হয় না। যত্রেমা বিশ্বা ভুবনা—যাহাতে এই সমস্ত ভুবন। অধিতস্থুঃ—আশ্রয় করিয়া আছে। রথং বহনমাদিত্যম্ রথ শব্দে আদিত্য। এক চক্রম্—এক এব হ্যাবন্তরীক্ষে চরতি, স্বীয় তেজ দ্বারা অন্যান্য জ্যোতিষ্কের প্রকাশ নষ্ট করিয়া উনি একাকীই

অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করেন। একোঽশ্বঃ এক্ এবাশ্বঃ অশ্বনো ব্যাপনঃ সর্ব্বভূতানাম্। সপ্তনামা—সপ্তরশ্মি বা সপ্ত সংখ্যক স্তুতি “সপ্তৈনমৃষয়ঃ স্তবন্তি” ত্রিনাভিচক্রম্ কালচক্রম্ (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত।)

বঙ্গার্থ— অন্তরীক্ষচারী আদিত্যকে সপ্তরশ্মি রূপ সপ্তঅশ্ব বহন করিতেছে। ঐ রশ্মি এক হইলেও উহাদের সপ্তনাম। কালচক্রের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, বা গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত, এই তিনটি নাভি। বিশ্বভুবন এই কালচক্র আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

(৩)

ইমংরথমধিযেসপ্তত্স্থুঃ
সপ্ত চক্রং সপ্তবহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভিসংনবন্তে
যত্র গবাং নিহিতা সপ্তনাম॥

পদপাঠঃ— ইমম্। রথম্। অধি। যে। সপ্ত। তস্থুঃ। সপ্ত চক্রম্। সপ্ত। বহন্তি। অশ্বাঃ। সপ্ত। স্বসার। অভি। সম্। নবন্তে। যত্র। গবাম্। নিহিতা। সপ্ত। নাম।

ব্যাখ্যা—ইমং—উক্ত আদিত্যকে। রথং—মণ্ডলাখ্য বা সংবৎসরাখ্য রথে। যে সপ্ত অধিতস্থুঃ—যে সপ্ত রশ্মি বা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবস, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, এই সপ্তাবয়ব অধিষ্ঠান করে, সপ্ত চক্রং—রথ কি রূপ? সপ্তচক্র। তে সপ্ত বহন্তি অশ্বাঃ—সপ্ত অশ্ব বহন করে; সপ্ত স্বসার অভিসংবনন্তি—সপ্ত ভগিনী এই রথাভিমুখে আগমন করেন—অর্থাৎ সপ্তরশ্মি—বা সপ্ত ঋতু (বারমাসে বৎসর হয়, কিন্তু প্রাচীন কালে ৩৬০দিনে বৎসর ধরায়, সময়ে সময়ে ১৩মাসেও বৎসর হইত; বার মাসের ছয় ঋতু এবং ত্রয়োদশ মাসাত্মক আর এক ঋতু) যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম, যে স্থানে সপ্তস্বরবিশিষ্ট সামগান নিহিত আছে।

বঙ্গার্থ— যে সপ্তঅশ্ব—অর্থাৎ রশ্মি—বা অয়ন, ঋতু-মাসাদি কালের সপ্তাবয়ব, সপ্তচক্ররথে অধিষ্ঠান করে, তাহারাই উহা বহন করে। সপ্তরশ্মি বা সপ্তঋতু সপ্তভগিনীর ন্যায় এই রথাভিমুখে আগমন করে এবং ইহাতে সপ্তস্বর নিহিত আছে।

(৪)

কো দদর্শ প্রথমং জায়মান-
মস্থন্বন্তং যদনস্থাবিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরস্বকাত্মা ক্বস্বিৎ-
কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥

পদ পাঠঃ— কঃ। দদর্শ। প্রথমম্। জায়মানম্। অস্থন্বন্তম্। যৎ। অনস্থা। বিভর্ত্তি। ভূম্যাঃ। অসুঃ। অসৃক্। আত্মা। ক্ব। স্বিৎ। কঃ। বিদ্বাংসম্। উপ। গাৎ। প্রষ্টুম্। এতৎ।

ব্যাখ্যা—'কঃ দদর্শ প্রথমং জায়মানং—প্রথম-জায়মানকে, কে দেখিয়াছিল? অর্থাৎ যখন জগৎ-প্রপঞ্চ ছিলনা এবং ব্রহ্ম মায়াশক্তি দ্বারা যখন প্রথম সৃষ্টি করেন, তখন উহা কে দেখিয়াছিল,—অর্থাৎ কেহ দেখে নাই। অস্থন্বন্তম্—অস্থিমন্তম্-শরীরং উপলক্ষণমেতৎ; অস্থিযুক্ত—অর্থাৎ দেহযুক্ত অবস্থা—অস্থিরহিতা—অর্থাৎ আদ্যাশক্তি

মায়া। বিভর্ত্তি—ধারণ করে। সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়া ব্রহ্মে অব্যক্ত ভাবে থাকে, সৃষ্টির সময়ই মায়া ব্যক্তভাব ধারণ করে। অব্যাকৃতা মায়া যখন শরীর ধারণ করিয়াছিল—অর্থাৎ ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূম্যাঃ—ভূমি হইতে—অর্থাৎ জড়জগৎ হইতে। অসুঃ—প্রাণ, অসৃক্—শোণিত। আত্মা ক্বস্বিৎ—আত্মা কোথা হইতে? কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ—ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে বিদ্বান বা জ্ঞানবানের নিকট যাইবে?

বঙ্গার্থ—প্রথমজায়মানকে কে দেখিয়াছিল? অব্যাকৃতা মায়া যখন ব্যক্তভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা কে দেখিয়াছিল? ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত হয়, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে আইসে? বিদ্বানের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে যাইবে?

বেদান্তদর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শারীরক ভ্যাষ্যারম্ভ।

—•:০:•—

যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয় গোচরয়োর্ব্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌতদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতর ভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মত্ প্রত্যয় গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মত্ প্রত্যয় গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণ স্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চা ধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং। ১।

পদ পাঠঃ। যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয়গোচরয়োঃ। বিষয় বিষয়িণোঃ। তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধ-স্বভাবয়োঃ। ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ। সিদ্ধায়াং। তদ্ধর্ম্মাণাং। অপি। সুতরাং। ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ। ইতি। অতঃ। অস্মত্ প্রত্যয়গোচরে। বিষয়িণি। চিদাত্মকে। যুষ্মত্প্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য। তদ্ধর্ম্মাণাং। চ। অধ্যাসঃ। তদ্বিপর্য্যয়েণ। বিষয়িণ। তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ। অধ্যাসো মিথ্যা। ইতি। ভবিতুং। যুক্তং। ১।

প্রত্যেক পদের অর্থ। যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয় গোচরয়োঃ—'যুষ্মদ্' অর্থাৎ 'ইদং' জ্ঞানের, 'অস্মদ্' অর্থাৎ—অহংজ্ঞানের বিষয়। বিষয়বিষয়িণোঃ—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধ স্বভাবয়োঃ—অন্ধকার ও আলোকের সদৃশ বিরুদ্ধাবস্থাপন্ন পদার্থদ্বয়ের। ইতরেতর ভাবানুপপত্তৌ—তাদাত্ম্যাধ্যাসের অযৌক্তিকতা। সিদ্ধায়াং—নিশ্চিত হইলে। তদ্ধর্ম্মাণাং—তদ্গত—অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের। অপি—ও। সুতরাং—কাযেকাযেই। ইতরেতর ভাবানুপপত্তি :—তাদাত্ম্যাধ্যাস অযৌক্তিক। ইতি—এই। অতঃ—হেতুক। অস্মত্-প্রত্যয়-গোচরে অহংজ্ঞানের বিষয়। বিষয়িণি-জ্ঞাতা। চিদাত্মকে—জ্ঞানস্বরূপে। যুষ্মত্ প্রত্যয় গোচরস্য—ইদংকারাস্পদ। বিষয়স্য—জ্ঞেয়ের। তদ্ধর্ম্মাণাং—তদ্গত—অর্থাৎ জ্ঞেয়-গত ধর্ম্ম সমূহের। চ—ও। অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। তদ্বিপর্য্যয়েণ—তাহার বিপরীতরূপে। বিষয়িণ :—জ্ঞাতার। তদ্ধর্ম্মাণাং—জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের। চ—ও। বিষয়ে—জ্ঞেয়পদার্থে। অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। মিথ্যা ভ্রমবশতঃ। ইতি—ইহা। ভবিতুং—হওয়াই। যুক্তং—সঙ্গত। ।১।

ভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ।

'যুষ্মদ' অর্থাৎ 'ইদং' বা 'এই' জ্ঞানের বিষয় এবং 'অস্মদ' বা 'আমি' এই জ্ঞানের

বিষয় অন্ধকার ও আলোক সদৃশ বিসদৃশ স্বভাবাপন্ন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ পদার্থ-দ্বয়ের তাদাত্ম্যারোপের অযৌক্তিকতা প্রসিদ্ধই আছে; সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ-গত ধর্ম্ম সমূহের তাদাত্ম্যারোপও অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অহং-কারাস্পদ জ্ঞান-স্বভাব আত্মাতে ইদং-কারাস্পদ জড়-স্বভাব বিষয়ের ও বিষয়াশ্রিত ধর্ম্ম সমূহের অধ্যাস বা তাদাত্ম্যারোপ এবং ইহার বিপর্য্যয়রূপে—অর্থাৎ জড়স্বভাব-জ্ঞেয় পদার্থে চিত্স্বভাব জ্ঞাতা বা অত্মার এবং জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের তাদাত্ম্যারোপ মিথ্যা হওয়াই উপযুক্ত। ।১।

তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্ন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্য ধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরা বিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়ো ধর্ম্ম ধর্ম্মিনো মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতিনৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। শাং ভাং। ২।

পদপাঠঃ। তথা। অপি। অন্যোন্য স্মিন্। অন্যোন্যাত্মকতাং। অন্যোন্যধর্ম্মান্। চ। অধ্যস্য। ইতরেতরাবিবেকেন। অত্যন্ত-বিবিক্তয়োঃ। ধর্ম্মধর্ম্মিনোঃ। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ। সত্যানৃতে। মিথুনীকৃত্য। অহং। ইদং। মম। ইদং। ইতি। নৈসর্গিকঃ। অয়ং। লোকব্যবহারঃ। ২।

প্রত্যেক পদের অর্থ। তথা—তাহা হইলে। অপি—ও। অন্যোন্যস্মিন্—পরস্পরে—অর্থাত্ চিৎ ও জড়, এই উভয়েতে। অন্যোন্যাত্মকতাং—পরস্পরের স্বরূপকে—অর্থাৎ চিৎস্বভাব জড়েতে, জড়স্বভাব চিতেতে। অন্যোন্য ধর্ম্মান্—পরস্পরগত "ধর্ম্মসমূহকে—অর্থাৎ চিতেতে জড়গত ধর্ম্মসমূহকে এবং জড়েতে চিদ্গত ধর্ম্ম-সমূহকে। চ—এবং। অধ্যস্য—আরোপ করিয়া। ইতরেতরাবিবেকেন—পরস্পরেতে পরস্পরের তাদাত্ম্যজ্ঞান বশতঃ—অর্থাৎ চিত্ হইতে জড়ের ও জড় হইতে চিতের অবিবেক-নিবন্ধন। অত্যন্ত বিবিক্তয়োঃ—অতিশয় পৃথগ্ভূত পদার্থ-দ্বয়ের। ধর্ম্মধর্ম্মিনোঃ—চিদ্গত ও জড়গতধর্ম্মের এবং চিত্ ও জড়, এই ধর্ম্মীর। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ—অনাদি অবিদ্যাবশতঃ। সত্যানৃতে—সৎ ও অসতে। মিথুনীকৃত্য—এক করিয়া—অর্থাৎ সৎ ও অসৎ বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া। অহং—আমি, ইদং—এই। মম—আমার। ইদং—এই। ইতি এবম্প্রকারে। নৈসর্গিকঃ—স্বাভাবিক—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ। অয়ং - এই। লোকব্যবহারঃ—জীবসমূহের ব্যবহার। ২।

ভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ।

তথাপি পরস্পরেতে—অর্থাত্ চিৎ ও জড়, এতদুভয়েতে পরস্পরের স্বভাবকে—অর্থাৎ চিতের স্বরূপ জড়েতে ও জড়ের স্বরূপ চিতেতে এবং উভয়গত ধর্ম্মজাতকে পরস্পরে—অর্থাৎ আন্ধ্য, মান্দ্য, অপটুত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি জড়ের ধর্ম্ম সমূহকে পরমার্থতঃ নির্লিপ্ত নির্গুণ চিৎস্বভাব আত্মাতে এবং অস্তিত্ব, প্রকাশকত্ব, চৈতন্যবত্ত্ব প্রভৃতি চিতের ধর্ম্মনিকরকে অচেতন জড় বুদ্ধিতে আরোপ করিয়া, আলোক ও অন্ধকার সদৃশ অতিশয় বিবিক্ত চিদ্গত ধর্ম্মজাত ও জড়গত ধর্ম্মসমূহ এবং চিত্স্বরূপ ও জড়স্বভাবের অধ্যাস নিবন্ধন পরস্পরেতে পরস্পরের অভেদজ্ঞানবশতঃ অর্থাৎ—চিৎ হইতে জড়ের এবং জড় হইতে চিতের অবিবেক নিবন্ধন সত্য ও মিথ্যাকে জড়িত করিয়া—অর্থাৎ জড়-স্বভাব ও চিত্-স্বভাব বস্তুতঃ বিসদৃশ হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া,

মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ অনির্ব্বাচ্য-স্বভাব জ্ঞানবিরোধি-ঐশীশক্তিমায়া-কল্পা বা অবিদ্যাজনিত 'আমি এই" "আমার এই" এতাদৃশ অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত জাগতিক জীবসমূহের ব্যবহার বিদ্যমান আছে। ২।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, কাব্যতীর্থ, বেদান্তভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, সাংখ্যরত্ন।

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

——০::০——

প্রথম অধ্যায়

কর্ত্তব্য-পালন।

অবনীতলে যাবতীয় জীব-জগতের শীর্ষস্থানে মানব-জাতি অবস্থিত। মানবের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানব শ্রেষ্ঠ জীব। বিবেকাদি উচ্চতর-বৃত্তি-সম্পন্ন নর-জাতি সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পার্থিব জীব-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কর্ত্তব্য-পালনই নর-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি; কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য-বিমুখ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তিই পাতকী; কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখতাই পাপ। এই কথা প্রসঙ্গেই জগৎপূজ্য ভগবদ্গীতা গ্রন্থের অবতারণা; এই কথা প্রসঙ্গেই জগৎ-প্রথিত কুরুক্ষেত্রে নররূপী ভগবান্ আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া, রণ-বিমুখ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে নর-জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য নিগূঢ় বিষয় সকল জ্ঞাপন করিয়াছেন। গীতার ন্যায় সুমার্জ্জিত অতি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নর-জীবনের যে অত্যুচ্চ পবিত্র আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র জ্ঞানীগণের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। এইরূপ পবিত্র আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়াই ভারতীয় আর্য্যগণ একদা কি ধর্ম্মজ্ঞানে, কি সামাজিক উৎকর্ষ-বিধানে, সকল বিষয়েই আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়া সমগ্র সভ্য-জগতের আচার্য্যরূপে বরণীয় হইয়াছিলেন। এইরূপ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না রাখাতেই ইদানীং ভারতের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। যদি অস্ফুটরূপেও সেই আদর্শ শিক্ষার্থী পাঠকবৃন্দের সমক্ষে আঁকিয়া দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই এই সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছি; জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

যথাশক্তি ও যথাসম্ভবভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করাই নর-জীবনের প্রধান বা একমাত্র ব্রত। এই মহাব্রতে প্রকৃতরূপে ব্রতী হইতে হইলে, যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ আচার, যেরূপ অভ্যাস ও উপাসনাদি আবশ্যক, প্রসঙ্গক্রমে গীতায় সেই সকল বিষয়েরই বিবৃতি করা হইয়াছে। কর্ত্তব্য-সাধনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যথার্থ কর্ত্তব্যের অবধারণ ব্যতীত বিহিত বিধানে কর্ত্তব্য-পালন কিরূপে সম্ভব হইবে? কর্ত্তব্য-অবধারণে জ্ঞানই প্রধান নেতা। যাহার যেরূপ জ্ঞান, তাহার তদ্রূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। আমার বুদ্ধিতে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমার বিবেচনায় হয় ত তাহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে তাহাই ঘটিয়াছে। পাণ্ডব-কুলতিলক অর্জ্জুন রণ-সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমর-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; সম্মুখে শত্রুপক্ষ মহাস্ফালনে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু বীর-পুঙ্গব অর্জ্জুনের

ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অতি কোমল ভাবের আবির্ভাব হইল! তিনি অরিদলের মধ্যে স্বীয় আচার্য্য, পিতামহ ও ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি স্বজনগণ সন্দর্শনে সহসা মায়ামোহে বিচলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া উঠিলেন,—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥

"হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই সকল আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে।" অর্জ্জুনের হৃদয়ে এইরূপে প্রবল স্নেহ-প্রবাহ বহিতে লাগিল; চিত্ত মমতাস্পর্শে আকুল হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন স্বহস্তে আত্মীয়-বধরূপ বিষম নিষ্ঠুর কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলেন না; অকিঞ্চিৎকর বিষয়-বিভবের জন্য তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা অর্জ্জুনের হৃদয়-ভূমি আক্রমণ করিল; তাই অর্জ্জুন বলিলেন—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহ লোকে।
হত্বার্থ কামাংস্ত গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্॥

"মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, ইহলোকে যদি ভিক্ষা করিয়াও খাইতে হয়, তাহাও শ্রেয়; কিন্তু তাঁহাদিগকে বধ করিলে, ইহলোকেই রুধিরাক্ত ভোগ্য বিষয় সমূহ উপভোগ করিতে হইবে; (অতএব সেরূপ ভোগ-সুখের কোন প্রয়োজন নাই)।" অর্জ্জুন যথার্থ বলিয়াছেন; আপাততঃ অর্জ্জুনের কে নিন্দা করিবে? স্বজনবর্গকে বধ করিয়া রাজ্য-সুখ উপভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবন যাপন করা শ্রেয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্জ্জুন ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারেই তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অর্জ্জুনের এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দোষশূন্য নহে।

অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কি কি দোষ আশ্রয় করিয়াছে, এস্থলে একবার তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, অর্জ্জুন স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন; এই সকল বৃত্তি অযথা ভাবে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে মলিন করিয়াছে, সেইজন্য তিনি সূক্ষ্মভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর্ত্তব্যানুরোধেই করিতে হইবে; তাহার ফলাফল বিচার করিয়া, অর্থাৎ তাহাতে আপনার সুখ-দুঃখ কত দূর সংসৃষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে যথার্থ কর্ত্তব্য সাধন হয় না। আপনার সুখ-দুঃখ-বিচার দ্বারা যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি চালিত হয়, তাহা দোষাশ্রিত; স্বার্থপরতা যথার্থ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরম অন্তরায়। অর্জ্জুনের যে স্বার্থপরতা ঘুচিয়াও ঘুচে নাই, তাঁহার আত্মসুখ-দুঃখের প্রতি এখনও লক্ষ্য আছে। তৃতীয়তঃ, এই সকল দোষের মূল যথার্থ জ্ঞানের অভাব; যথার্থ জ্ঞান বলিতে আত্মজ্ঞান বুঝিতে হইবে; আত্মতত্ত্ব—অর্থাৎ আত্মপরিচয় ব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। অপরাপর বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহা আত্মতত্ত্ব লাভের সহকারী বলিয়াই মানবের কল্যাণকর; সে সমস্ত জ্ঞান উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র, কিন্তু কদাচ উদ্দেশ্য নহে। অর্জ্জুনের হৃদয়ে অস্ফুটভাবে সেই জ্ঞানের উদয় হইয়াছে মাত্র, তাই তিনি রাজ্যলাভ-জনিত ভোগ-সুখের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া স্বজন-বধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; কিন্তু

তাঁহার অন্তরে জ্ঞান এখনও পরিস্ফুট-ভাবে বিকাশিত হয় নাই, তাই তিনি স্বজন-বর্গকে কেমন করিয়া বধ করিব, এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কর্ত্তব্য-অবধারণে জ্ঞানই নেতা। জ্ঞানের তারতম্যানুসারে কর্ত্তব্য-বোধেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার যতদূর জ্ঞান, তাহাতে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিরও ততদূর প্রসার; অতএব শক্তি ও অবস্থা ভেদে কর্ত্তব্যের প্রকৃতি-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই তত্ত্ব-মূলেই হিন্দুসমাজে জাতিভেদের ব্যবস্থা স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াই অধিকারী-ভেদে পূজাবন্দনাদি নিত্য-কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য একরূপ নিয়ম হইতে পারে না। জগতে যখন কোন দুইটী বস্তু সমধর্ম্মী নহে, বিভিন্নতাই যখন প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, তখন যথার্থ হিতকামনায় কিরূপে সকলকে সমনিয়মাধীন করা যাইতে পারে? সেরূপ চেষ্টা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অতএব যাহার যেরূপ জ্ঞান, সে তদনুসারে আপন কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, তৎসাধনে ব্রতী হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য পালন করা সাধারণ বিধি হইতে পারে; সুতরাং যে এই বিধির অনুসরণ করিয়া না চলে, সে পাপভাক্; সে এই বিধি-লঙ্ঘন জন্য ঐহিক ও পারত্রিক নানাবিধ তাপে তাপিত হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক নিয়ম; এই নিয়মানুসারে স্ব স্ব জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি সাধ্যানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্, তিনি ক্রমশঃ উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবেন; তাঁহার বিবেক-শক্তি ক্রমশঃ মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইবে; তিনি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে আপন কর্ত্তব্য বিচারে সক্ষম হইবেন।

ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার ক্ষাত্রধর্ম্মের অপলাপ করিয়া পরপীড়ন, পররাষ্ট্র-অপহরণ প্রভৃতি ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহে, তাহাকে যথাবিধানে শাসন করা এবং শাসনাধীন না হইলে, তাহাকে ন্যায়-যুদ্ধে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন এই কর্ত্তব্যপালনে আজ পরাঙ্মুখ। কেন পরাঙ্মুখ? ভীরুতা প্রযুক্ত প্রাণ-ভয়ে? তাহা নহে; অর্জ্জুনের ন্যায় রণ-বিশারদ সাহসী বীর কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে আর কেহই অস্ত্রধারণ করে নাই; সুতরাং তাঁহার সে ভয় কখনই উপস্থিত হইতে পারে না। তিনি রণ-কাতর নহেন; কিন্তু অসার কামাত্মক বিষয়-ভোগের জন্য কেন তিনি স্বহস্তে আত্মীয়-বিনাশ করিবেন, এইরূপ বুদ্ধি অদ্য অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে। অর্জ্জুনের এ বুদ্ধি অনেক পরিমাণে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বটে; কিন্তু ইহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত দোষগুলি হইতে এখনও বিমুক্ত হইতে পারে নাই; তাই অর্জ্জুন কর্ত্তব্যানুরোধেও স্বজনবধে কাতরতা প্রযুক্ত বিরত হইতেছেন। শুদ্ধ কাতরতা প্রযুক্ত নহে, কুলস্ত্রীগণের দুশ্চারিত্র্য প্রভৃতি দোষগুলিও অর্জ্জুন এরূপ যুদ্ধের কুফল বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, অর্জ্জুনের জ্ঞান এখন উচ্চতর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অর্জ্জুন এখন যথার্থ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের অধিকারী; তাই অর্জ্জুনের এই সাত্ত্বিক ভাব, যাহা

জগতের অবস্থা ও সময় বিচার না করিয়া রণক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইয়াছে। অর্জ্জুনের পূর্ব্বভাব অনুধাবন করিয়া দেখ; অর্জ্জুন যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত ও বীরমদে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন; যে কৌরবগণ অধর্ম্মাচরণে তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছে, একখানি গ্রাম মাত্র যাচ্ঞা করিলেও যাহারা সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিদানেও অস্বীকৃত, যাহারা রমণী-শিরোমণি পতিপ্রাণা দ্রৌপদীকে যৎপরোনাস্তি অপমানিতা ও তিরস্কৃতা করিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয়াধম কৌরবগণ সমর-অঙ্গনে বিপক্ষ পক্ষ। পাষণ্ডদিগের সমুচিত শাস্তি-বিধানের জন্য হৃদয় স্বতঃই রোষানলে প্রদীপ্ত, শোণিত বিষম উত্তপ্ত, মনঃপ্রাণ বিষম বিক্ষোভে ব্যাকুলিত ও উত্তেজিত; কখন সেই পাষণ্ডদিগের শোণিত-দর্শন করিয়া বৈরনির্যাতন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, অন্তরে এই মাত্র চিন্তাবেগ প্রবলরূপে প্রবাহিত। কিন্তু দেখ, সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত সেই মর্ম্মচ্ছেদী শত্রুকুলকে দর্শন করিবামাত্র অর্জ্জুনের সেই মানব-প্রকৃতি-সুলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি কোথায় তিরোহিত হইল! অর্জ্জুন যেন আর সে বীর-মদ-মত্ত অর্জ্জুনই নহেন! তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক আপনাদিগের প্রতি অশেষ লাঞ্ছনা, মর্ম্মভেদী অবমাননা ও অতি ধর্ম্মবিগর্হিত বঞ্চনার কথা যেন একেবারে বিস্মৃত হইলেন! পৈত্রিক সাম্রাজ্যের অতুল বিভব আর তাঁর মনে স্থান পাইল না। সংসার ও সাংসারিক ভোগ-সুখ যে অসার, এ সকলই যে মায়াময়, ঈদৃশ উচ্চতর ভাবের ছায়া অর্জ্জুনের হৃদয়-ভূমি অধিকার করিল। অর্জ্জুন এখন সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান; [illegible] পেচকদি মায়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে সম্যক্ বিমুক্ত নহেন, অথচ সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, সচ্চিদানন্দের আভাস তাঁহার হৃদয়-দর্পণে বিম্বিত হইয়াছে; তাই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'যুদ্ধ করিয়া ফল কি? স্বজন বধ করা কি মহাপাতক নহে? অসার সাংসারিক সুখেই বা কি প্রয়োজন?' ইত্যাদি নানা সময়োচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় সন্দেহ বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তদবস্থাপন্ন অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর করিবার মানসে তাঁহাকে যেরূপ জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন, তাহারই আভাস বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

স্বীয় কর্ত্তব্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কর্ত্তাকে কামনাহীন হইতে হইবে, অর্থাৎ স্বার্থের বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, শুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধেই কর্ত্তব্য পালন করিতে ব্রতী হয়েন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সক্ষম; তাঁহার কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কার্য্য কিরূপে একেবারে কামনাহীন হইবে? কার্য্য করিলে, কার্য্যের উদ্দেশ্যও থাকে; উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম কখনও সম্ভবপর নহে; অতএব নিষ্কাম কর্ম্মের সার্থকতা কোথায়? প্রশ্নটী আপাততঃ দুরূহ; সংক্ষেপে ইহার সদুত্তর প্রদান করা যায় না। এখানে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার-বিহীন অবস্থিতি যে অর্থে 'বিন্দু' পদবাচ্য, নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থও সেই ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। একেবারে কামনাহীন কর্ম্ম

স্থূলতঃ হইতে পারেনা সত্য, কিন্তু কামনাকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে,—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে লইয়া যাইতে পারা যায়; এইরূপে কামনার ক্রমিক হ্রস্বতাতেই নিষ্কাম কর্ম্মের উদয় এবং পরিপাক। আসক্তি কামনার প্রসূতি; আসক্তির অপচয়ে কামনারও অপচয়। অতএব যতদূর সম্ভব, আসক্তিবিহীন হইয়া, স্বীয় সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আপনার সম্বন্ধে কোনরূপ ফলপ্রত্যাশী না হইয়া, যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই এস্থলে 'নিষ্কাম কর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

নিষ্কাম না হইলে, বিহিত বিধানে কর্ত্তব্য-পালন হয়না; কারণ যেখানেই স্বার্থের প্ররোচনা, সেইখানেই অবিচার, সেইখানেই ন্যায়দৃষ্টি আপনাহইতে যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা না করিলে, কদাচ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারা যায় না। পরের জন্যই আমাদিগের জীবন (we live for others), এই মহাবাক্যের মূলে নিষ্কাম কর্ম্ম। যিনি পরার্থে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারই কর্ম্ম নিষ্কাম; তিনিই মহাপুরুষ। এইরূপ মহাপুরুষই অবনীতলে আবির্ভূত হইয়া জগতের প্রকৃত হিতসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়েন। যিনি নিষ্কাম, তিনি স্নেহ-মমতার অযথা বশবর্ত্তী নহেন; এই সকল আকর্ষণ কদাচ তাঁহাকে কর্ত্তব্য-বিমুখ করিতে পারে না। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা-দেবীর মন্দিরে—এমনকি—তিনি স্নেহের প্রকৃষ্ট আধারস্থল স্বীয় পুত্রকেও বলি দিতে কিছুমাত্র কাতর নহেন! রাজস্থানের বীর-ধাত্রী পান্না এইরূপ, নিষ্কাম-কর্ম্মের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। যখন দুরাচার বনবীর নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবার মানসে রাণা সঙ্গের একমাত্র শিশুপুত্র উদয় সিংহের প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইল, তখন ধাত্রী পান্না রাজার বংশধরের জীবন রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিদ্রিত রাজকুমারকে একটী করণ্ডকে লুকাইয়া রাখিয়া, স্বীয় তনয়কে রাজকুমারের শয্যায় শায়িত করিলেন! নিশীথ সময়ে তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে উন্মত্ত বনবীর গৃহে প্রবেশ করিল; পান্না নিঃশব্দে অঙ্গুলি দ্বারা রাজকুমারের শয্যা দেখাইয়া দিলেন! বনবীর তখনই শাণিত অসি শিশুর হৃদয়ে বিদ্ধ করিল। একটী মাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া শিশু চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল; জননী নিঃশব্দে শোক সম্বরণ করিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন! বীর-ধাত্রী পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া, মিবারের রাজবংশ রক্ষা করিয়া, জগতে পবিত্র নিষ্কাম কর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উদাহরণ সকল উন্নত জাতির ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক বা জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলে নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরায়ণতা আবশ্যক। নিষ্কাম-মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবেই সমাজ বা জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়; প্রাচীন ভারত এবং রোম ও গ্রীস্ দেশের ইতিহাস তাহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে।

চলচ্চিত্ততা বিষম দোষ। চলচ্চিত্ততা অসুখ ও অশান্তির প্রসূতি, কর্ত্তব্য-সাধন-পথে ভীষণা রাক্ষসী। কামনাই আবার এই চলচ্চিত্ততার জনয়িত্রী। সকল কর্ম্মের ইহাই মহৎ দোষ। যিনি কামনাদ্বারা চালিত, কামনার বিষয়-বাহুল্যে তাঁহার চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কোন এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। ঈদৃশ চলচ্চিত্ত ব্যক্তি যথার্থ প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী নহেন; কেন না তাঁহার বুদ্ধি নানা

বিধয়িনী। কিন্তু যিনি নিষ্কাম, যিনি কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি স্থিরবুদ্ধি; কেননা কর্ত্তব্যই তাঁহার লক্ষ্য, কাম্য-বিষয়-প্রাপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ স্থির ব্যক্তিই ব্রহ্মসাধনের উপযুক্ত পাত্র, ইনিই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

"হে কুরুনন্দন!" ব্যবসায়াত্মিকা—অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই হইয়া থাকে, কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের—অর্থাৎ কামীদিগের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখা।" এখন স্থির হইল যে, নিষ্কামকর্ম্ম একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, অতএব এইরূপ কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এবং স্থিরচিত্ততা নিষ্কাম কর্ম্মের একটী শুভময় ফল।

লোকে ভোগ-সুখেরই কামনা করে। কামনা বলিতে সুখেরই কামনা, কাহাকেও কখনও স্বীয় দুঃখের কামনা করিতে দেখা যায় না। কামনা যদি বিফল হয়, অর্থাৎ কাম্য সুখকে আনিয়া দিতে না পারে, তাহাহইলে বিষম দুঃখ ও নৈরাশ্য আসিয়া চিত্তকে অবসন্ন করে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম কখনই এরূপ দুঃখের স্থল নহে; সাফল্য বা বৈফল্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ যেখানে কামনা নাই, সেখানে ফলাফলের জন্য সুখ বা দুঃখও নাই। অতএব নিষ্কামকর্ম্মই একমাত্র শান্তিপ্রদ; নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও ধর্ম্মাচরণের মূল ভিত্তি। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করিলে কি সন্তোষ, কি শান্তি, কি সাধুতা, কি আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্ববোধ, কিছুরই অধিকারী হইতে পারা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের হিতসাধন করা এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে। অতএব নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অধিকাংশ মনুষ্যই ভ্রান্ত, ইতরেন্দ্রিয়ের বশীভূত; ভোগ-সুখের জন্য লালায়িত। সেই জন্য বেদে সকাম-কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অজ্ঞান শিশু যেমন আপনার হিতাহিত বুঝিতে না পারিয়া, রোগোপশমের নিমিত্ত ঔষধ সেবন করিতে চায় না, ঔষধের আপাত-বিস্বাদুতা গ্রহণে কদাচ সম্মত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান-শিশু নরগণ প্রকৃতি-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, অকিঞ্চিৎকর ভোগ-সুখের লালসা পরিত্যাগ করিতে—বৈরাগ্যের আপাত-বিরসতা গ্রহণ করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। শিশুকে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য যেমন তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন প্রদর্শন করা হয়, অজ্ঞান নরগণকে প্রবৃত্তিমার্গে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বেদেও তদ্রূপ স্বর্গাদি-ভোগ-সুখরূপ কর্ম্ম-ফলের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে সৎপথে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ফলে এরূপ ব্যবস্থা উচ্চাধিকারী জ্ঞানীদিগের পক্ষে নহে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

"হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, অর্থাৎ ত্রিগুণান্বিত সকাম-অধিকারীদিগের জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড ব্যবস্থিত; তুমি কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য—অর্থাৎ নিষ্কাম হও। (তাহার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে) তুমি নির্দ্বন্দ্ব—অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ

প্রভৃতি দ্বন্দ্বরহিত, নিত্যসত্ত্বস্থ—অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বী, যোগ—অর্থাৎ অলব্ধ বস্তু লাভ ও ক্ষেম—অর্থাৎ লব্ধ বস্তু রক্ষা, উভয়েই যত্নশূন্য এবং আত্মবান্—অর্থাৎ অপ্রমত্ত বা অনাসক্ত হও॥”

যথার্থরূপে নিষ্কাম হইতে হইলে যে যে গুণাবলম্বী হইতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সহিষ্ণুতা, ধীরতা, বিষয়-ভোগ-বিরতি ও অনাসক্তি ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম হইতে পারা যায় না। যাহার সহিষ্ণুতা ও ধীরতা নাই, সে কদাচ বিষয়ভোগে বিরত হইতে পারে না। আমার কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, আমি কি করিয়া ইতরেন্দ্রিয় সকলের তাড়না সহ্য করিব? কাজেই আমাকে সেই সকল ইন্দ্রিয়ার্থের দিকে প্রধাবিত হইতে হইবে। এইরূপে বিষয়-চিন্তনে রত থাকিলে, আপনা হইতেই বিষয়ে আসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। যেখানে আসক্তি, সেইখানেই কামনা। কামনার উৎপত্তি আসক্তি হইতে। আসক্তি বশতঃই লোকের বিষয়-বাসনা জন্মিয়া থাকে; অতএব অনাসক্তভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলে কিরূপে নিষ্কাম হইতে পারা যায়? এজন্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শিরোধার্য্য।

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে, এতদূর আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া লাভ কি? আমি মনুষ্য, শোণিত-মাংসে আমার দেহ গঠিত; প্রকৃতি চারিদিকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর উপহার সাজাইয়া, তাহা উপভোগ করিবার জন্য আমাকে ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়াছেন; আমি যথাভিলষিত সেই সকল সুখ ভোগ করিব, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য; নতুবা এরূপ ব্যবস্থার সার্থকতা কি? এরূপ ক্ষেত্রে নিষ্কাম হইয়া আত্মবঞ্চনা কেন করিব? যত দিন দেহ ধারণ করিব, সাধ্যানুসারে জগতের সুখ ভোগ করিবার জন্য যত্নবান্ হইব; ইহাই যুক্তিযুক্ত; অতএব নিষ্কাম হইয়া জীবন যাপন করিবার উপদেশ বাতুলের প্রলাপ মাত্র। এরূপ চিন্তা অনেকেরই মনে উদিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। এখানে একটী গল্প মনে পড়িল। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার পুস্তকাগার সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাদরে তাঁহাকে পুস্তকালয়ে লইয়া গিয়া, উজ্জ্বল চর্ম্ম-মণ্ডিত—স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত—সুসজ্জিত গ্রন্থরাশি দেখাইলেন। আগন্তুক তন্মধ্য হইতে একখানি বিশেষ চাকৃচিক্যশালী গ্রন্থ হস্তে করিয়া বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়! এই পুস্তক খানির মূল্য কত?” বিদ্যাসাগর তদুত্তরে কহিলেন, “পুস্তক খানির মূল্য আট আনা মাত্র, কিন্তু বাঁধাইতে আমার প্রায় বিংশতি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে;” এই কথা শ্রবণ মাত্র ধনী কহিলেন, “বিদ্যাসাগরের যে একটা পাগ্‌লামির কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অদ্য স্বচক্ষে দেখিলাম,” বিদ্যাসাগর অতি সুরসিক লোক ছিলেন, তিনি ক্ষণকাল আগন্তুক ধনীকে কোন কথা না বলিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনার গাত্রে যে শীত-বস্ত্র খানি দেখিতেছি, উহার মূল্য কত?” ধনী বিদ্যাসাগরের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ধনগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন “এখানির মূল্য সহস্র মুদ্রা, কাশ্মীর হইতে আদেশ মত প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছি।” বিদ্যাসাগর

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, মহাশয়, একখানি সামান্য কম্বলের মূল্য কত?" উত্তর—"পাঁচ সিকা অথবা দেড় টাকা মাত্র।" বিদ্যাসাগর বলিলেন "সে কম্বলেও ত শীত নিবারণ হয়," এইরূপে শীত-বস্ত্র হইতে বিনামা পর্য্যন্ত ধনীর অঙ্গের সমস্ত সামগ্রী গুলির মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে অতি অল্প মূল্যের সামগ্রীতেও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, দেখাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত দেখিতেছি কেবল পাগ্‌লামিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু বিদ্যাসাগরের একটী পাগ্‌লামি সহ্য করিতে পারিলেন না! এখন জিজ্ঞাসা করি, পাগল আমি না অপনি?" তেমনই এ স্থলেও বলা যায়, পাগল সকাম ভোগী না নিষ্কাম যোগী?

প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু বিষয়াহরণ নিষ্কাম-ধর্ম্মাভ্যাসের বিরোধী নহে। কম্বলেও যখন শীত নিবারণ হয়, তখন কম্বল পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরী শালের আকাঙ্ক্ষা করা প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য নহে, ভোগ-বিলাসের কামনা বশতঃ। এইরূপ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাম্য বিষয় লাভের জন্য আমাদিগকে কত না আয়াস করিতে হয়; এমন কি, কামনা বলবতী হইলে, বিষয়াহরণে অনেক অসদুপায় অবলম্বনেও আমরা বিরত হই না। ভোগে কামনার নিবৃত্তি নাই, উহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উত্তরোত্তর ভোগ-সুখের লালসাই বৃদ্ধি করিতে থাকে, সুতরাং কদাচ উহার পরিসমাপ্তি হয় না। যাহার যত কামনা, তাহার তত অভাব, তত অশান্তি। গ্রীসদেশের মহাপুরুষ সক্রেটিস্ [illegible]

সঙ্কীর্ণ হইবে, আমরা ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব। বাস্তবিকই ভোগ-বিলাসিতার ন্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের অন্তরায় আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেন দণ্ডমর্হতি॥

"যে পরিমাণ ভোগের দ্বারা জঠর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ ভোগেই দেহীদিগের অধিকার; যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক আত্মসাৎ করে, সে ব্যক্তি চোর, সে তজ্জন্য দণ্ডনীয় হয়।" ইদানীং এই শ্লোকার্থ আলোচনা করিয়া হয়ত অনেকেই হাস্য করিবেন, কিন্তু প্রাচীন-ভারতবাসিগণ—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ এই সূত্র দ্বারা চালিত হইয়া জগতের প্রকৃত উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিষয়-বাসনার আধিক্যে যে অসুখের বৃদ্ধি হয়, সকাম ব্যক্তি যে প্রকৃত সুখাস্বাদনে অসমর্থ, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। মহামতি কার্লাইল্ বলিয়াছেন, যেমন গণিতে এককে শূন্য দিয়া ভাগ দিলে, ভাগফল অনন্ত হয়, সেইপ্রকার পার্থিব সুখ-সমষ্টিরূপ লবকে বাসনারূপ হর দ্বারা ভাগ করিবার কালে বাসনা যত কম হইবে, সুখের ভাগফল, তত অধিক হইয়া উঠিবে; যদি বাসনাকে শূন্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ফল অনন্ত সুখ হইয়া থাকে! এখন অনুধাবন করিয়া দেখ, বিষয়-স্পৃহা সুখের না দুঃখের? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভি-
[illegible]

ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি-
বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয়-সকল-ধ্যানকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে সঙ্গ—অর্থাৎ আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনার উদ্ভব হয়, কামনা হইতে (কামনা প্রতিহত হইল) ক্রোধ জন্মিয়া থাকে। ক্রোধ হইতে সংমোহ—অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেকাভাব উপস্থিত হয়; সংমোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম—অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃতি, আত্মবিস্মৃতি হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইলেই বিনষ্ট হইতে হয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ। (১)

সত্যং ভাবং ন বিত্তির্ব্যপনুদতি যতঃ
কর্ম্ম-নাশ্যো ঘটাদিঃ
মিথ্যাভূতঞ্চ কর্ম্ম ক্ষপয়তি ন তথা
বিত্তি-ঘাত্যং যতস্তৎ।
ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতি-শিখর-গিরা
বিত্তি-ঘাত্যঃ প্রতীতঃ
বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে নতদপহতয়ে
কর্ম্ম-জাতং সমর্থম্॥ ৬

অন্বয়— "যতঃ" যে হেতু—, "ঘটাদিঃ" ঘট প্রভৃতি পদার্থ নিচয়, "কর্ম্ম-নাশ্যঃ" কর্ম্মের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, (অতএব) "বিত্তিঃ" তত্ত্বজ্ঞান—বস্তুর যাথার্থ্য-জ্ঞান, "সত্যং" সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত নিত্য, "ভাবং" ভাব পদার্থ, "ন ব্যপনুদতি" নাশ করিতে পারে না। "তথা" সেই প্রকার—"কর্ম্ম" কল্পিত ক্রিয়া, "মিথ্যাভূতং" আরোপিত "শুক্তি-রজত"বৎ ভ্রম-কল্পনা "নক্ষপয়তি" বিনাশ করিতে পারেনা, "যতঃ" যেহেতু "তৎ" তাহা—সেই আরোপিত ক্রিয়া প্রভৃতি, "বিত্তিঘাত্যং" জ্ঞানের দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। "ইত্থং" এই প্রকারে "বিভাগে" বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, "সিদ্ধে সতি" নিয়মিত রহিয়াছে বলিয়া, "শ্রুতি-শিখর-গিরা" বেদান্ত-বাক্য দ্বারা, "বিত্তিঘাতঃসন্" জ্ঞানের দ্বারাই নাশার্হ রূপে, "প্রতীতঃ" নিশ্চিত; "বন্ধঃ" সংসার-বন্ধন, "মিথ্যা ইতি সিদ্ধে" মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও "তদপহতয়ে" তাহার—সেই মিথ্যাভূত সংসারবন্ধনের বিনাশের জন্য, "কর্ম্মজাতং" অগ্নিহোত্রাদি পুণ্য-কর্ম্মসমূহ—, "ন সমর্থং" নিজের স্বভাব বশতঃই অপারগ।

ব্যাখ্যা— ঘট প্রভৃতি উৎপাদিত পদার্থ নিচয় আঘাতাদি ক্রিয়া দ্বারা অনায়াসেই বিনষ্ট হয়; উৎপাদিতা—অর্থাৎ জন্যতাই এই বিনাশের হেতু। "যাহা কৃত বা কল্পিত, তাহাই মিথ্যা—নশ্বর; এবং যাহা সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত বা অনুৎপাদিত, তাহাই—নিত্য অবিনশ্বর," এতাদৃশ অনুভবই জ্ঞানের সাধারণ ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম; অর্থাৎ জ্ঞানবলে ইহা সহজেই প্রতীত হয় যে, যাহার আদি আছে, যাহা উৎপাদিত, তাহার অন্ত এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে, যাহা

---

(১) ১৩০৩ সালের হিন্দুপত্রিকার ১৪৮ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই সন্দর্ভের পূর্ব্বাংশ

সুতরাং জ্ঞান যেমন সত্য পদার্থের বিনাশ কল্পনা করিতে পারে না, সেইপ্রকার মিথ্যা উৎপাদিত বা কল্পিত পদার্থেরও স্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ। পদার্থের যাথার্থ্য-জ্ঞান জন্মিলে, যাহা কল্পিত, তাহা আপনা হইতেই মিথ্যা বলিয়া এবং যাহা অজন্য বা অকল্পিত, তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই উপরোক্ত বেদান্ত-বাক্য দ্বারাই পদার্থের সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে; অর্থাৎ যাহা জনিত বা আদিমান্, তাহা মিথ্যা এবং যাহা অজন্য বা অনাদি, তাহা সত্য, এই প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে। অতএব এই বৈদান্তিক প্রমাণ-বলেই সংসার-বন্ধন যে ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য, তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে; কেননা জ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যার মিথ্যাত্ব অনুভব করিতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না; সুতরাং এই মিথ্যাভূত বন্ধ বিনাশ করিতে কল্পিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ সমর্থ নহে। যাহা অসত্য, তাহা আজ হউক্ বা কাল হউক, অচিরেই যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এই সংস্কার জ্ঞান-বলে মনোমধ্যে স্বতঃই জাগরিত হইতেছে; এস্থলে যেই মিথ্যা বলিয়া প্রতীত বন্ধ বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান পিষ্ট-পেষণ মাত্র। সংসারের বিনাশ বা অস্থায়িত্ব যখন জ্ঞান দ্বারাই উপলব্ধ হয়, তখন তাহার পরিহার মানসে ক্রিয়ানুষ্ঠান কেবল বিড়ম্বনা। (এই শ্লোকের দ্বারা—"জ্ঞানই মোক্ষের হেতু, কর্ম্ম মোক্ষের হেতু নয়" ইহাই প্রতিপাদিত হইল।)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের একমাত্র নিদান জ্ঞান; অতএব সেই জ্ঞান; ব্যতীত কেবল ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন———

আবিদ্যো হ্যেষ বন্ধো বিরমতি ন বিনা
বেদনং কর্ম্মজালৈঃ
মালোদ্ভূতোঽহিরস্তং ব্রজতি কিমু নম-
স্কার মন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ।
এবং নিশ্চিত্য নাগস্ত্বচমিব বিধিনা
কর্ম্মবন্ধং বিধূয়—
জ্ঞানোপায়ে গুরু-শ্রীচরণমভিগতঃ
সেবমানো যতেত"॥ ৭

অন্বয়—"হি" যে হেতু, "এষ" এই, "বন্ধ" সংসার-বন্ধন, "আবিদ্যঃ" অবিদ্যা-সম্ভূত; (অতএব ইহা) "বেদনং" অধিষ্ঠান জ্ঞান, "বিনা" ব্যতীত "কর্ম্মজালৈঃ" কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা "ন বিরমতি" বিরত হয় না; (দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন) "মালোদ্ভূতঃ" মালা-গ্রথিত "অহি" সর্প, "নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ" প্রণাম, স্তুতি এবং ঔষধ প্রভৃতিতে, "কিমু" কি, "অস্তং" নাশ, "ব্রজতি" প্রাপ্ত হয়? না—হয় না; (অতএব) "এবং" এই প্রকার, "নিশ্চিত্য" স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, "নাগঃ" বিষধর, "ত্বচমিব" জীর্ণকঞ্চুক যেমন ত্যাগ করে, সেই প্রকার, "বিধিনা" শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, "কর্ম্মবন্ধং" কর্ম্মরূপ বন্ধন, "বিধূয়" বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, "গুরু-শ্রীচরণং অভিগতঃ সন্" তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুদেবের শ্রীচরণসমীপে উপনীত হইয়া, "সেবমানঃ" তাঁহার চরণ-শুশ্রূষা করিতে ২ "জ্ঞানোপায়ে" জ্ঞানার্জ্জন-বিষয়ে "যতেত" যত্ন করা উচিত।

ব্যাখ্যা—এই অবিদ্যা-সম্ভূত অজ্ঞান-মূলক সংসার-বন্ধন, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানময় কর্ম্মের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কেননা, অজ্ঞান-মূলা ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানান্ধতাই পরি-

আলোকের ন্যায় অবিদ্যা-বিনাশক জ্ঞানের সঙ্গতি-লাভ নিতান্ত প্রার্থনীয়। বিমল কৌমুদী-শিখা ব্যতীত নৈশ ধ্বান্তমালার সম্যক্ অপসারণ-সাধনে অন্য কিছু যেমন সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই মানস-তিমির অপনোদিত হয়না,—বরঞ্চ পরিবর্দ্ধিতই হয়। যেমন মালা-নিহিত বিষধর, প্রণতি, স্তুতি বা ঔষধ প্রভৃতি কিছুতেই বশীভূত হয় না, প্রত্যুত দংশন করিতেই উদ্যত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত কর্ম্মানুশীলনে মোক্ষ-সাধন না হইয়া, তদ্বৈপরীত্যে সংসার-বন্ধন আরও দৃঢ়তর এবং ক্রমশঃ দৃঢ়তম হইতে থাকে। অতএব এই সমুদয় বিষয় মনোমধ্যে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া, সর্প যেমন জীর্ণ কঞ্চুক পরিহার করে, তদ্রূপ কর্ম্ম-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া, তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুদেবের তমোবিনাশক মুক্তিপ্রদ শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় মনঃপ্রাণ সমাহিত করিয়া, অতুল্য অমূল্য জ্ঞান-রত্ন-লাভে যত্নপর হওয়া অতীব কর্ত্তব্য; কেননা জ্ঞানই মুক্তির নিদান।

অনন্তর মুক্তি-সাধন বিষয়ে অপরাপর পণ্ডিতগণের মত উল্লেখ করিয়া, তাহার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—।

৮ কেচিৎ কর্ম্মৈব কাম্যোজ্ঝিত মুদিত পদ প্রাপ্ত্যুপায়ং প্রতীতাঃ
তচ্চোপাস্তিং চ মুক্তৌ মিলিতমথ পরে সাধনং সংগিরন্তে।
অন্যে তু জ্ঞানকর্ম্মোভয়মিতি মতিভিঃ স্বাভিরুৎপ্রেক্ষমাণা—।
জ্ঞানাদেবেতি বাক্যাদ্বয়মিহ সহসা

অন্বয়—"কেচিৎ" কেহ কেহ, "কাম্যোজ্ঝিতং" ফলাকাঙ্খা বিরহিত, "কর্ম্ম এব" কর্ম্মকেই, "উদিত পদ প্রাপ্ত্যুপায়ং" কথিত মুক্তি-প্রাপ্তির হেতু, "প্রতীতাঃ" নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "অথ" এবং "পরে" অপরাপর কোন কোন পণ্ডিতগণ, "তচ্চ" উক্ত আকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম, "উপাস্তিং চ" এবং উপাসনা, "মিলিতং" এই উভয়মিশ্রিত কর্ম্মকে, "মুক্তৌ" মুক্তি বিষয়ে, "সাধনং" প্রধান উপায়, "সংগিরন্তে" নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "অন্যেতু" প্রাগুক্ত পক্ষদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন কোন আচার্য্যগণ, "জ্ঞান কর্ম্মোভয়ং" জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এতদুভয়কে মোক্ষ-হেতু বলিয়া থাকেন। "ইতি" এই প্রকারে ঐ পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ, "স্বাভিঃ" স্বকীয় কপোল-কল্পিত "মতিভিঃ" বুদ্ধি দ্বারা, "উৎপ্রেক্ষমাণাঃ" বেদার্থের কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" "জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে," "ইতি" এই "বাক্যাৎ" বাক্য হেতু, "বয়ং" আমরা, "ইহ" এই প্রস্তাবিত মুক্তি-সাধন-বিষয়ে, "তান্" সেই সমুদয় যথেচ্ছবাদীদিগকে, "সহসা" অকস্মাৎ, "ন অনুমন্যামহে" যথার্থবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

ব্যাখ্যা—ভাট্টকদেশী গুরুপ্রভাকর প্রভৃতি আচার্য্যগণ, ফলেচ্ছারহিত কর্ম্মকেই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে অনাকাঙ্খভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই মোক্ষ-সাধন হইতে পারে। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি অপরাপর আচার্য্যবৃন্দ ফলেচ্ছাশূন্য কর্ম্ম ও প্রাণাদির উপাসনা, এতদুভয়কে মুক্তির হেতু বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ৮

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ, জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই দুইটিকে মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই উল্লিখিত বিদ্বদ্বৃন্দ তাঁহাদিগের স্ব স্ব কপোল-কল্পিত আশুদর্শী কল্পনা-বলে বেদের অর্থকে অন্যথাভাবে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সুতরাং "জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যম্" জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ইত্যাদি বেদ-বাক্যানুসারে আমরা অকস্মাৎ সম্যক্ প্রকারে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, এ সমুদয় যথেচ্ছবাদীদিগকে যথার্থবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; অর্থাৎ তাঁহাদের স্বচিন্তা-প্রসূত অনিশ্চিত বিষয়ের অনুমোদন করিয়া, চিরবিশ্রুত বেদ-বাক্যের অবমাননা করিতে পারি না। (এই শ্লোকেরও "জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়" ইহাই তাৎপর্য্য।)

পৈত্রো লোকোঽধিগম্যঃ ক্রতুভিরধিগতো
বিদ্যয়া দেবলোকঃ
যদ্বা চেতঃ কষায় ক্ষপণমিহ তয়োঃ
স্মার্ত্তমেবাস্তু সাধ্যম্।—
যজ্ঞেনেত্যাদি বাক্যাৎ ভবতু বিবিদিষা
বেদনং তৎফলং বা—
জ্ঞানাদেবামৃতত্বং নহি শশক-বধূঃ
সিংহ-পোতং প্রসূতে। ৯

অন্বয়—"পৈত্রঃ লোকঃ" পিতৃলোক, "ক্রতুভিঃ" নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা, "অধিগম্যঃ" প্রাপ্য হইয়া থাকে। "বিদ্যয়া" উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যানুশীলন দ্বারা "দেব লোকঃ" স্বর্গরাজ্য, "অধিগতঃ" প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যদ্বা—" অথবা, "চেতঃ কষায়ক্ষপণং" চিত্তের রাগ-দ্বেষাদি সংস্কাররূপ মলনাশনই, "ইহ" এই জগতে, "তয়োঃ" উক্ত "স্মার্ত্তং" স্মৃতি-সঙ্গত, "সাধ্যং" উদ্দেশ্য, "অস্তু" হউক; "বা" অথবা, "যজ্ঞেন ইত্যাদি বাক্যাৎ" যজ্ঞের দ্বারা—দানের দ্বারা—জ্ঞানেচ্ছা—জ্ঞান এবং ক্রমশঃ তৎফল মোক্ষ হউক, কিন্তু তথাপি "জ্ঞানাৎএব" জ্ঞান হইতেই, "অমৃতত্বং" কৈবল্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "হি" যেহেতু, "শশক-বধূঃ" শশক-রমণী "সিংহপোতম্" সিংহশিশু "ন প্রসূতে" প্রসব করিতে পারে না। বিদ্যা এবং কর্ম্মের ফল যখন উক্ত প্রকার, তখন তাদৃক্ ফলোত্তর ক্রিয়া হইতে মোক্ষসাধন অসম্ভব।

ব্যাখ্যা।—ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং বেদানুশীলন ও উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যা দ্বারা দেব-লোক লাভ হইয়া থাকে, অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রাগুক্ত শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যাচর্চ্চা, এই উভয় দ্বারাই চিত্তের রাগদ্বেষ প্রভৃতি সংস্কাররূপ মল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্মৃতির গ্রন্থবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং উক্ত বিদ্যানুশীলনে চিত্তের ক্লেশ-পঙ্কের বিনাশ হইয়া থাকে। অথবা "যজ্ঞেন—দানেন" "যজ্ঞ দ্বারা—দানদ্বারা" ইত্যাদি চির-সিদ্ধ বাক্য হেতুক, যজ্ঞ-দান প্রভৃতি কর্ত্তৃক জ্ঞানের ইচ্ছা, জ্ঞান বা পূর্ব্বোক্ত ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার ফল পিতৃলোক-প্রাপ্তি এবং শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যার ফল দেবলোক-প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধ হউক। এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, এ সমস্তের দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি অধিগত হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। শশকীর সিংহ-প্রসব যেরূপ অসম্ভব, স্বর্গাদি-অনিত্যফলদ কর্ম্মকাণ্ড হইতেও মুক্তিলাভ তদ্বৎ। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

ঋগ্বেদ।

১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

——•:০:•——

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্দেবা-
নামেনানিহিতাপদানি।
বৎসেবষ্কয়েধিসপ্ততন্তূন্বিতত্নিরে-
কবয়ওতাবতি ॥৫॥১৪॥

পদপাঠঃ। পাকঃ। পৃচ্ছামি। মনসা। অবিজানন্। দেবানাম্। এনা। নিহিতা। পদানি। বৎসে। বষ্কয়ে। অধি। সপ্ত। তন্তূন্। বি। তত্নিরে। কবয়ঃ। ওতবৈ। উঁ। ইতি।

ব্যাখ্যা। পাক—অপক্কমতি, পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করি, মনসা—মনের দ্বারা, অবিজানন্—না জানিয়া, দেবানাম্—দেবতাদিগের, এনা—এই সমুদয়, নিহিতা—নিগূঢ়, পদানি • সন্দিগ্ধ-বিষয়। বৎসে—সকলের আধারভূত। বট্ ইতি সত্য নাম তৎ কষতি ইতি বষ্কয় তস্মিন্—পরমেশ্বরে, সপ্ত—সাত, তন্তূন্—ছন্দঃ বা সোমযজ্ঞ, কবয়ঃ—মেধাবী, ওতবৈ—জগতের কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য।

বঙ্গার্থ——আমি অপক্কমতি, মনে কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে সমুদয় বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে, তাহা দেবতাগণের নিকটেও গূঢ়। সর্ব্বাধার পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া মেধাবিগণ যে সপ্ত-সোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন বা সপ্ত ছন্দঃ আবৃত্তি করেন, তাহা কি এই জগৎরূপ তন্তুবিস্তারের জন্য—অর্থাৎ জগৎ রক্ষার নিমিত্ত ?

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি
বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তংভষলিমা রজাংস্যজস্যরূপে কিমপি
স্বিদেকং ॥ ৬

পদপাঠ ঃ—অচিকিত্বান্। চিকিতুষঃ। চিৎ। অত্র। কবীন্। পৃচ্ছামি। বিদ্মনে। ন। বিদ্বান্। বি। যঃ। তস্তম্ভ। ষট্। ইমা। রজাংসি। অজস্য। রূপে। কিম্। অপি। স্বিৎ। একম্।

ব্যাখ্যা—অচিকিত্বান্—অজ্ঞ আমি, চিকিতুষঃ—বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া, কবীন্—তত্ত্বজ্ঞদিগকে, অত্র—এই বিষয়ে,

মনসা—মনের দ্বারা, সংজগ্মে—সঙ্গত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বৃষ্টি করিয়াছিলেন। সা—মাতা-পৃথিবী, বীভৎসুঃ—গর্ভধারণে ইচ্ছুক হইয়া, গর্ভরসা (বৈদিক)—গর্ভরসেন—গর্ভরসের দ্বারা, নিবিদ্ধা—বিশেষরূপে বিদ্ধা হইয়াছিলেন; অথবা—গর্ভরসা—ওষধ্যুৎপাদক রসবিশিষ্টা পৃথিবী, নিবিদ্ধা হলের দ্বারা বিদারিতা হইয়াছিলেন; নমস্বন্ত—নিশ্চয়ই এই সংযোগে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সন্তানরূপ ব্রীহি-যবাদি শস্যোৎপাদন বিষয়ে, উপবাক' পরস্পর নিকটে যাইয়া কথাবার্ত্তা, ঈয়ুঃ—বলিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ—মাতৃরূপা পৃথিবী, পিতৃরূপ আদিত্য দেবকে উদকের জন্য কর্ম্মের দ্বারা ভজনা করেন। ইহার পূর্ব্বেই পিতা মনের দ্বারা মাতার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন; মাতা গর্ভধারণেচ্ছায়, গর্ভ-রসের দ্বারা পরিপূর্ণা হইয়াছিলেন; তাঁহারা পরস্পরের নিকটে গমন করিয়া শস্যোৎপাদন বিষয়ক কথোপকথন করিয়াছিলেন।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই বিশ্ব। মনুষ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম, এই জগদুৎপত্তি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। প্রজাকাম প্রজাপতি সৃষ্টির নিমিত্ত মিথুন উৎপাদন করেন। শ্রুতিতে উহাদের নাম রয়ি ও প্রাণ; সূর্য্য প্রাণস্থানীয়, পৃথিবী—চন্দ্রাদি রয়িস্থানীয়। জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তাহা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবজাতীয়। যাহাদের উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ যে সমুদয়ে প্রাণ-শক্তি বলীয়সী, তাহারা পুংজাতীয়; ঐরূপ যাহাতে রয়ি-শক্তি বলীয়সী, তাহারা স্ত্রীজাতীয়, এবং যাহাতে কোন শক্তিই বলবত্তরা নহে, তাহাই ক্লীবজাতীয়। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গ্রহ-বিভাগ-প্রস্তাবে সূর্য্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি পুংজাতীয়, চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীজাতীয়, এবং বুধ ও শনি ক্লীবজাতীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রয়ি এবং প্রাণকেই Matter এবং Spirit বলা যায়। সূর্য্য প্রাণস্থানীয় এবং পৃথিবী রয়িস্থানীয়; এই উভয়ের সংযোগেই যাবতীয় পার্থিব পদার্থ সমুৎপন্ন হয়। এই সূর্য্য এবং পৃথিবীর সংযোগই বর্ত্তমান ঋকের বর্ণিত বিষয়। যেমন কোন যোষিৎ পুত্রার্থে পতিসন্নিধানে গমন করে, পতিও অনুরাগযুক্ত হইয়া তাহার নিকটে আগমন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী যেন সূর্য্যের সহিত এবং সূর্য্যও পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। সূর্য্য রস আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে রেতোরূপে বর্ষণ করাতেই পুত্ররূপ শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে "তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যে তৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥" মহর্ষি পিপ্পলাদ কবন্ধীকাত্যায়নকে বলিলেন, প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিয়াছিলেন। তপ অনুষ্ঠান করিয়া তিনি মিথুন উৎপাদন করিলেন। ঐ মিথুন রয়ি ও প্রাণ। তিনি বলিলেন, ইহারাই আমার বহুপ্রকার প্রজা উৎপাদন করিবে।

যুক্তামাতাসীদ্ধুরিদক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্‌ গর্ভোবৃজনীষন্তঃ।
অমীমেদ্বৎসোঽন্বগামপশ্যদ্বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু-যোজনেষু॥ ৯

পদপাঠঃ। যুক্তা। মাতা। আসীৎ। ধুরি। দক্ষিণায়াঃ। অতিষ্ঠৎ। গর্ভঃ। বৃজনীষু। অন্তঃ। অমীমেৎ। বৎসঃ। অনু। গাম্। অপশ্যৎ। বিশ্বরূপ্যাম্। ত্রিষু। যোজনেষু। ৯

অন্বয়—মাতা দক্ষিণায়াঃ ধুরি যুক্তা আসীৎ। গর্ভঃ বৃজনীষু অন্তঃ অতিষ্ঠৎ। অনু ত্রিষু যোজনেষু সৎসু, বৎস অমীমেৎ। বিশ্বরূপ্যং গাম্ অপশ্যৎ।

ব্যাখ্যা—মাতা-নির্মীয়ন্তে অস্মিন্ ইতি মাতা—যাহাতে ভূত সমূহ নির্ম্মিত হয়—দ্যুলোক, দক্ষিণায়াঃ অভিলাষ সম্পাদন যোগ্যা পৃথিবীর, ধুরি—ভারে—অর্থাৎ ভার-বহনে, যুক্তা—বর্ষণ-সমর্থা—আসীৎ—ছিলেন। গর্ভঃ—গর্ভস্থানীয় উদক রাশি, বৃজনীষু—অন্তঃ—মেঘপংক্তির মধ্যে, অতিষ্ঠৎ—ছিল, অনু—তৎপরে, ত্রিষু যোজনেষু—সৎসু—মেঘরশ্মিবায়ুষু সংযুক্তেষু সৎসু, অর্থাৎ মেঘ-রশ্মি-বায়ু, এই তিন মিলিত হইলে, বৎসঃ—পুত্ররূপে পরিণত জল, অমীমেৎ—বর্ষণ সময়ে শব্দয়তি, বর্ষণকালে শব্দ করিয়াছিল। (অনন্তর) বিশ্বরূপাম্—বিচিত্র শস্যাদিদ্বারা নানারূপবতী, গাম্ পৃথিবীকে, অপশ্যৎ—দেখিয়াছিল।

বঙ্গার্থ—দ্যুলোক শস্যাদির উৎপাদন-রূপ অভিলাষ সম্পাদন সমর্থা পৃথিবীতে বর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন। উদক গর্ভ-রূপে মেঘের অভ্যন্তরে ছিল, এবং মেঘ, রশ্মি ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায়, সন্তান-বৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়া, শব্দ করিয়াছিল এবং বিচিত্ররূপা পৃথিবীকে দর্শন করিয়াছিল, অর্থাৎ—দ্যুলোক যেন পৃথিবীর উপকার সাধনার্থ প্রস্তুত এবং পৃথিবীও দ্যুলোকের সাহায্যে শস্যবতী হইবার উপযুক্তা। পৃথিবীকে এতাদৃশ অনুকূলা জানিয়াই দ্যুলোক তাহাতে বর্ষণ করেন। দ্যুলোক কিম্বিধ ভাবে পৃথিবীর উপকার করেন? তাহাই বর্ণিত হইতেছে যে,—গর্ভরূপে যে উদক মেঘাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তাহাই সন্তানরূপে পৃথি-বীতে পতিত হয়. এবং প্রসূত সন্তানের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াই শব্দ করে, বৃষ্টিদ্বারাই পৃথিবী নানাবিধ শস্যালঙ্কৃতা হইয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করেন। তাই উক্ত হইয়াছে যে, সন্তান পৃথিবীতে পতিত হইল, এবং তাহাতে পৃথিবী বিচিত্ররূপা হইলেন।

তিস্রো মাতৄস্ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদেক ঊর্দ্ধস্তস্থৌ
নেমবগ্লাপয়ংতি।
মংত্রয়ংতে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচ-
মবিশ্বমিন্বাং॥ ১০

অন্বয়—একঃ তিস্রঃ মাতৄঃ ত্রীন্ পিতৄন্, বিভ্রৎ (সন্) ঊর্দ্ধঃ তস্থৌ। ঈম্ ন অব—গ্লাপয়ন্তি (কেহপি ইতিশেষঃ), দিবঃ পৃষ্ঠে অমুষ্য বিশ্ববিদম্ অবিশ্বমিন্বাং বাচং মন্ত্রয়ন্তে—। দেবা ইতি শেষঃ।

ব্যাখ্যা—একঃ পরমেশ্বর, তিস্রঃ মাতৄঃ—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক, এই তিন মাতাকে, এবং ত্রীন্ পিতৄন্ অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্য, এই তিন পালয়িতাকে। বিভ্রৎ সন্ ধারণ করিয়া, ঊর্দ্ধঃ তস্থৌ এই তিনের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। ঈম্ (বৈদিক) এনং—ইহাকে ন অবগ্লাপয়ন্তি, কেহই গ্লানি যুক্ত করিতে পারিতেছে না; অর্থাৎ কিছুতেই ইনি ক্লান্ত হইতেছেন না; দেবাঃ দেবতাগণ, দিবঃপৃষ্ঠে, স্বর্গোপরি, অমুষ্য—উহাঁর সম্বন্ধে বিশ্ববিদম্—সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধিনী, অবিশ্বমিন্বাং—দেবতাভিন্ন অন্যো-ন্যের অজ্ঞেয়, বাচং—বাক্য, মন্ত্রয়ন্তে—পরস্পর কথোপকথন করেন।

বঙ্গার্থঃ—পরমেশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, এই তিন মাতা এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এই তিন পিতাকে ধারণ করিয়া ইহাঁদের উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্লান্তি হইতেছে না। স্বর্গে দেবগণ পরস্পর পরমেশ্বর সম্বন্ধে অন্যের অজ্ঞেয় বিশ্বব্যাপী কথোপকথন করিতেছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে দেবগণ যে সমুদয় তথ্য অবগত আছেন, তাহা অন্য কেহ অবগত নহেন এবং তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কথোপকথন করেন, তাহাতে বিশ্বস্থ তাবৎ সত্যই নিহিত আছে। (ক্রমশঃ।)

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

উষস্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

—০:০:০—

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ,—যাজ্ঞবল্ক্যেতি, হোবাচ, যৎ সাক্ষা দপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য, সর্ব্বান্তরো, যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যোঽপানেনাপানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যো ব্যানেন ব্যানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যো উদানেন উদানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।—তৎপরে চক্র ঋষির পুত্র উষস্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমার নিকট সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যে ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয় সবিশেষ ব্যাখ্যা কর। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তোমার আত্মাই সেই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সকলের মধ্যেই আছেন। উষস্ত পুনরায় বলিলেন, সকলের মধ্যে কোন্ আত্মা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন, যিনি প্রাণ বায়ু দ্বারা প্রাণন-ক্রিয়া করেন, তিনিই তোমার আত্মা, এবং তিনি সকলের মধ্যে আছেন; তিনি অপান বায়ু দ্বারা (অধোগামী বায়ু দ্বারা) অপান-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যে আছেন; যিনি ব্যান বায়ু দ্বারা (সর্ব্বত্রগামী বায়ু দ্বারা) ব্যান ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন; যিনি উদান বায়ু দ্বারা (উর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা) উদান-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো, যথা বিক্রয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেব মে বৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ। ন দৃষ্টে-র্দ্রষ্টারং পশ্যের্নশ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ার্নমতের্মন্তারং মন্বীথার্ন বিজ্ঞাতে-র্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত

আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণঃ উপররাম ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—চাক্রায়ণ উষস্ত বলিলেন, ঐ গো—ঐ অশ্ব যাইতেছে এবং দৌড়াইতেছে, এইরূপ উপদেশ দ্বারা তুমি আমার নিকট ব্রহ্মের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে; সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম যে আত্মা এবং যিনি সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয়ই আমার নিকট বল। যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন, তোমার আত্মা—যিনি সর্ব্বান্তরে আছেন, তিনিই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম। উষস্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্ আত্মা সকলের মধ্যে আছেন? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দর্শনের দর্শককে কেহ দেখিতে পারে না; শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারে না; মননের মন্তাকে কেহ মনন করিতে পারে না; জ্ঞানের জ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারে না।

এই-ই তোমার আত্মা সকলের মধ্যে আছেন; এতদ্ব্যতীত আর সকলই অনিত্য। এই কথা শুনিয়া চাক্রায়ণ উষস্ত বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা—চক্রের পুত্র উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য "আত্মাই ব্রহ্ম" এই কথা বলিলেন; এবং আত্মা কি, জিজ্ঞাসা করাতে বলিতেছেন যে, যিনি প্রাণনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই আত্মা। তাহাতে উষস্ত সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, তুমি প্রথমে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের কথা বলিবে বলিলে, তৎপরে কতকগুলি লিঙ্গ দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যা করিতেছ; ইহা তোমার কিরূপ হইল? না যেরূপ কেহ শিং ধরিয়া গোরু করে ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা গোরুর বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করে। তোমাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে বলিলে—আত্মা; আত্মা কি, জিজ্ঞাসা করাতে কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করিলে; অতএব তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বিষয় কিছুই বলিলে না। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে, দর্শনের দর্শককে দেখা যায় না, ইত্যাদি। দৃষ্টির দ্রষ্টা, (এস্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী) যিনি দৃষ্টিকার্য্য করেন, অর্থাৎ যিনি দেখেন, দ্রষ্টা কর্ত্তা এবং দৃষ্টি কর্ম্ম, তাঁহার কার্য্য; সুতরাং যিনি দৃষ্টি করেন, তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহাকে দেখা গেলে, তিনি দৃষ্ট হইলেন, দ্রষ্টা আর থাকিলেন না; কর্ম্ম হইলেন, কর্ত্তা আর থাকিলেন না। শ্রবণ, মনন ইত্যাদিতেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ঘট-পটাদির লক্ষণের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতে সম্মত হইতেছেন না; কেন না, তাহা বলা যায় না; এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মের স্বভাবের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের স্বভাব কি? না দর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদি। এই দর্শনাদি দ্বিবিধ,—লৌকিক এবং পারমার্থিক। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, অন্তঃকরণে যে বৃত্তি হয়, তাহাই লৌকিক দর্শন, এবং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু আত্মার যে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; তিনি দর্শনের দর্শক, শ্রবণের শ্রোতা, ইত্যাদি; এবং আত্মার এই দর্শনাদি ক্রিয়ার আদিও নাই, অন্তও নাই।

এই বিষয়টী একটু অনুধাবন করিয়া

দর্শন কিরূপে হয়? একটী বস্তু চক্ষুর গোচর হইল, এবং চক্ষু ও স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের একটী ক্রিয়া হইল; এইরূপ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেই আমরা উহাকে দর্শন বলি। শ্রবণাদিও ঐরূপ। কিন্তু এই দেখা শুনা করে কে? চক্ষু, কর্ণ, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক করে? না অন্য কেহ করে? দেখি শুনি আমি, মস্তিষ্ক-স্নায়ু-চক্ষু-কর্ণের সাহায্যে। চক্ষু দেখে না বা মস্তিষ্ক উপলব্ধি করে না; আমি দেখি এবং আমি উপলব্ধি করি, চক্ষু ও মস্তিষ্কাদির সাহায্যে। এই "আমি"ই আত্মা। পদার্থ-বিশেষ চক্ষুকর্ণাদির সংস্রবে আসিলে, দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া হয়; কিন্তু এ সমুদয়ই বিনাশশীল; কিন্তু আমি যে এই দেখি শুনি ইত্যাদি, সে আমার দেখা শুনার একটা নিত্য-শক্তি আছে বলিয়া; সেই নিত্য-শক্তির সংস্রবে পার্থিব বস্তু আসে বলিয়া আমার লৌকিক দর্শনাদি হয়। এই অনিত্য-দর্শন ব্যতীত-আমার একটী নিত্য-দর্শন আছে, যে নিত্য-দর্শনের আমিই কর্ত্তা এবং দর্শনই কর্ম্মরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদি ঐ নিত্য-দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে আমার অনিত্য-দর্শন হইতে পারিত না; অর্থাৎ যদি পারমার্থিক দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে লৌকিক দর্শন হইতে পারিত না। ব্রহ্মের বিশেষ স্বভাব বশতঃ, গবাদির ন্যায় তাঁহাকে দেখান যায় না; কারণ, তিনি দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলেই আর ব্রহ্ম থাকিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য উষস্তকে ইহাই বুঝাইলেন যে, আত্মা বা আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই সোঽহং-জ্ঞান লাভ হয়, এবং ইহা

কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি, তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

———॰:০:॰———

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়া পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে-হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ, তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্ত্তং ততোহ কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ উপররাম।

বঙ্গানুবাদ।—অনন্তর কুষীতকের পুত্র কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপ বলিলেন। তিনি বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! অপরোক্ষ

আছেন, তাঁহার বিষয় আমাকে বল। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মই তোমার আত্মা, যে আত্মা সকলের মধ্যেই আছেন। হে যাজ্ঞবল্ক্য! যাহা সকলের মধ্যেই আছেন, সে আত্মা কে? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, এই সেই আত্মা, যে আত্মা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা-মৃত্যুকে জয় করেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ আত্মাকে এইরূপ জানেন, এবং পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা, ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা জয় করিয়া, তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্ত-প্রাপ্তির ইচ্ছা; যাহা বিত্ত-প্রাপ্তির ইচ্ছা, তাহাই স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা; কারণ উভয়ই ইচ্ছা। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য অধিকার করিয়া, আত্মবিদ্যারূপ বল দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিবেন এবং পাণ্ডিত্য ও বলের বিষয় অবগত হইয়া, মৌন এবং অমৌন জানিয়া, আপনাদিগকে যথার্থ ব্রাহ্মণ করিবেন। কিরূপ আচরণে ব্রাহ্মণ থাকিবেন? এইরূপ ব্যক্তি যে আচরণই করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অবস্থা সমস্তই নশ্বর। কুষীতকের পুত্র কহোল বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণে, ব্রহ্মেতর বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞাত হইলে মুক্তি হয়, এই কথা সূচিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণে, সংসার-ত্যাগ মুক্তির হেতু বলিয়া সূচিত হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-দুঃখ ইত্যাদি থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান হইলে, শোক-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ধন-পুত্র ও স্বর্গ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। ভেদ-জ্ঞান হইতেই ধনৈষণা—পুত্রৈষণা ইত্যাদি জন্মে; কিন্তু ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে, উহা আর থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, সংসার-ধর্ম্ম আর থাকে না। বাসনা সকলের মূলেই এক; সেই মূল নষ্ট করিতে পারিলেই সকল বাসনা নষ্ট করিতে পারা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বল দ্বারাই এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যাঁহারা এই বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এস্থলে আচার্য্য-পরিচর্য্যা-পূর্ব্বক বেদান্ত-তাৎপর্য্য-ধারণকে 'পাণ্ডিত্য' বলা হইয়াছে এবং আত্মজ্ঞানকে 'বল' বলা হইয়াছে। আর, আমিই পরব্রহ্ম, আমা-ভিন্ন আর কিছুই নাই, মনের মধ্যে এই-রূপ অনুসন্ধানকে 'মৌন' বলা হইয়াছে, এবং অনাত্ম-প্রত্যয়কে 'অমৌন' বলা হইয়াছে; সুতরাং যথার্থ ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি অনাত্মপ্রত্যয়কে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ়-ধারণ করিয়া, পাণ্ডিত্য এবং বলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করিবেন। এইরূপ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। (কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

মণিরত্নমালা।

[১৬শশ্লোকের ব্যাখ্যার শেষাংশ।]*
(৪র্থবর্ষের ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্যার ২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

০:০:০

বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ
কুরুতেহ্যলং।
বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং
ন লোপয়েৎ॥ (মনু)

বাসনা পূর্ণ করেন বলিয়া ধর্ম্মের অপর একটি নাম "বৃষ"। তিনিই প্রত্যক্ষ ভগবান্। অতএব এমন ধর্ম্মরূপ বৃষকে যে ব্যক্তি নিবারণ করে, সেই ব্যক্তিই 'বৃষল' (নীচজাতি বা দুষ্কর্ম্মান্বিত পাপী); তদ্ভিন্ন বৃষল কোন জাতি নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মকে নষ্ট করা কোনমতে বিধেয় নহে।

"যেন্তু ধর্ম্মানসূয়ন্তে বুদ্ধি মোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাপি পীড্যতে॥"
"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোনহন্তব্যো মানোধর্ম্মো হতোহবধীৎ॥"

যে সমস্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে, তাহারা কুপথেই গমন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের অনুসরণকারী মনুষ্যগণও দুঃখ ভোগ করে। যে মানব ধর্ম্মকে হনন করে, ধর্ম্ম তাহাকে হনন করেন, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে; ধর্ম্ম যেন আহত হইয়া আমাদিগের বিনাশ সাধন না করেন।

ধর্ম্মের লক্ষণ।

(১)

ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-
নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং
ধর্ম্মলক্ষণং॥ (মনু)

ধৃতি — সন্তোষ, ক্ষমা—অপকারীর প্রত্যপকার না করা, দম—বিষয়-সংসর্গে মনের অবিকার, অস্তেয়—পরধন হরণ না করা, শৌচ—মৃত্তিকা-জলাদি দ্বারা দেহ-শোধন এবং চিত্ত-বিশুদ্ধিরূপ অভ্যন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—রূপ-রসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করা, ধী—শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান—অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র সকলের অনুশীলন ও বিচার দ্বারা বস্তু-তত্ত্ব নির্ণয় করা, বিদ্যা—আত্মজ্ঞান—অর্থাৎ দেহাদি হইতে আপনাকে পৃথক্ জানা এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা, সত্য—যথার্থ জ্ঞাপন অক্রোধ—ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করা, ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ। (১)

---

*কলিকাতায় হিন্দু-পত্রিকার মুদ্রণকালে এই অংশটুকু হারাইয়া গিয়াছিল এবং ইহার পরবর্ত্তী অংশ গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু এই পূর্ব্বাপলুপ্ত অংশটি লেখক মহাশয়ের অনুগ্রহে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায় এবার প্রকাশিত হইল।
(হিঃ সঃ)

(১) অন্যান্য শাস্ত্রেও ধর্ম্মের লক্ষণ এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনং।
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।"
(বিষ্ণু সংহিতা)

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্ম সাধনং॥
শ্রুতিঃস্মৃতিঃসদাচারঃ স্বস্যচপ্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামোধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং" ॥
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

"পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণং"॥

(পদ্মপুরাণ)

সৎপাত্রে দান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মতি, মাতা পিতার সেবা-শুশ্রূষা, শ্রদ্ধা—শাস্ত্রে এবং গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, বলি—দেবোদ্দেশে পূজোপহার প্রদান এবং ভূতযজ্ঞ—অর্থাৎ প্রাণিগণকে খাদ্যাদি দান, এবং গোগ্রাস—গো-সেবা—গো-গ্রাসাদি দান, এই ছয়টি ধর্ম্মের লক্ষণ। বর্ত্তমান সময়ে গৃহস্থ মাত্রেই সামান্যরূপ যত্ন ও অভ্যাস করিলেই পদ্মপুরাণোক্ত এই অনুত্তম ধর্ম্মটী প্রতিপালন করিতে পারেন (১)

শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

(১)

ইজ্যাচার দমাহিংসা দান স্বাধ্যায়কর্ম্মণাং।"
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং॥

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

যাগ-যজ্ঞ, সদাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, দান এবং বেদাভ্যাস, এই সকল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম, কিন্তু এ সকল কর্ম্ম অপেক্ষা যোগ—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার করাই পরম ধর্ম্ম। ইহা যোগীর কথা।

২।

"সবৈপুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মাসুপ্রসীদতি"॥

(ভাগবত)

যে ধর্ম্ম হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধি-রহিতা) অপ্রতিহতা (শুষ্কতর্কাদিরূপ বিঘ্ন দ্বারা অনভিভূতা) ভক্তি জন্মে, সেই ধর্ম্মই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; এই ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন হয়। ইহা ভক্তের কথা।

সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বেহি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবং।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥

(দক্ষসংহিতা)

"ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নো চেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্রৈব নাস্তিসংশয়ঃ"॥

(শুক্রনীতি)

মনুষ্য মাত্রেই সুখের অভিলাষ করিয়া থাকে; সুখ ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; অতএব কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেরই সর্ব্বদা প্রযত্ন সহকারে সুখ-মূল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন ব্যক্তি নিজ শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও ধর্ম্ম-কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি তৎকর্ম্মের পুণ্যলাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৮)—সংসারের মূল কি? গুরুর উত্তর—চিন্তা (১)

চিন্তা দুই প্রকার,—এক—জড়-জগতের চিন্তা বা বিষয়-চিন্তা, আর—অধ্যাত্মচিন্তা বা ভগবানের চিন্তা। সাংসারিক চিন্তাই জীবের জনন-মরণরূপ সংসৃতির কারণ; আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ঈশ্বর-চিন্তা সংসার-

"সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জবং।
জ্ঞানং শমো দয়া দানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"॥

(গরুড় পুরাণ)

(১) সময়ান্তরে ধর্ম্মের এই ষড়্‌বিধ লক্ষণের

(১) সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন,—
"মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।

নিবৃত্তির বা মুক্তির কারণ। কেননা—

"যস্য সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ।"

যে ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে ব্যক্তি চিন্তামণির চিন্তা—অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ ভগবানের চিন্তা কি প্রকারে করিবে? অবিরত যাহার মস্তক কম্পিত হয়, সে ব্যক্তি কি শিরোমণি ধারণ করিতে পারে?

অর্থেহবিদ্যমানেহপি সংসৃতির্নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমোযথা"॥
(ভাগবত)

কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন—মা! সংসারের অর্থ সকল বস্তুতঃ মিথ্যা; এ প্রযুক্ত তাহা বিদ্যমান না থাকিলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না। স্বপ্নে যেমন বস্তু সকল বাস্তবিক অবিদ্যমান হইলেও বিদ্যমান বোধ হয়, সেইরূপ বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে (১) এই সংসার অবাস্তব হইয়াও বাস্তববৎ উপস্থিত থাকে; সুতরাং সাংসারিক বিষয়-চিন্তাপরায়ণ পুরুষের সংসারত্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; কেন না—

"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাংতেন প্রবেশিতঃ॥
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্"॥
(ভাগবত)

দেহী ব্যক্তি স্নেহ দ্বারাই হউক বা দ্বেষ বশতঃই হউক, আর ভয় জন্যই হউক, যে যে বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররূপে মন ধারণ করেন, তাহার তাদৃশরূপপ্রাপ্তি হয়। যেমন পেশস্কৃৎ কীট—অর্থাৎ কাঁচপোকা কর্তৃক তৈলপায়িক (আরস্থলা) ধৃত ও গর্ত্তমধ্যে নীত হইয়া, ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করতঃ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। (১)

তাই নিখিল মঙ্গলালয় করুণানিধান ভবকর্ণধার ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতং"॥
(ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে, তাহার মন বিষয়েতেই সমাসক্ত হয়, আর যে ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করে, তাহার মন আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; অতএব স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায় অসৎচিন্তা পরিহার করিয়া, আমার ভজনা দ্বারা শোধিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাহিত কর। (২)

কস্তাংস্বনাদৃত্য পরানুচিন্তাং,
ঋতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যঞ্জনং পতিতং বৈতরণ্যাং, (৩)
স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপাঞ্জুষাণং॥

(১) "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"॥
(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

(১) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষুকালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।"
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥
(গীতা—শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

(২) "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ্বব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

(৩) "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।"

মহর্ষি শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—হে মহারাজ! মনুষ্য সকল যমপুরীর দ্বারস্থিতা ভীষণা বৈতরণী নদীর তুল্য এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া, নিজ কর্ম্ম জন্য নিরন্তর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও পশুর তুল্য কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি (অমৃতময়ী) ভগবচ্চিন্তাকে অনাদর করিয়া অত্যন্ত অসৎ বিষয়-চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়?

"অত এব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।"
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ—বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশং॥"
(ভাগবত)

বিষয়-চিন্তাই সমস্ত অনর্থের হেতু; অত এব সংসার-নিস্তারার্থী মানব অসৎপথে প্রসক্ত—অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়-চিন্তায় নিরত মনকে সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা আত্মবশে আনয়ন করিবেন। মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের অভয়-চরণারবিন্দে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করাই সংসার-মুমুক্ষু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য (১)

(১) রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥
অন্যান্য ভক্তগণ বলিয়াছেন,—
"যা চিন্তা ভুবি পুত্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপার সম্ভাষণে,
যা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ যশসাং লাভে সদা জায়তে।
সা চিন্তা যদি নন্দ-নন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং।
কা চিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বার-প্রয়াণে প্রভো"।
"রে চিত্ত! চিন্তয় চিরং চরণৌ মুরারেঃ
পারং গমিষ্যতি যতো ভব-সাগরস্য।
পুত্রাঃকলত্রমিতরে নহি তে সহায়াঃ,
সর্ব্বং বিলোকয় সখে মৃগতৃষ্ণিকেব॥"

ঈশ্বর-চিন্তন।

"স্তুতিঃ স্মরণ পূজাদি বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনং"॥
(গরুড় পুরাণ)

স্তব, নাম স্মরণ, পূজাদি, এবং কায়-মনোবাক্যে ও কর্ম্মে হরিতে যে অচলা ভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বর-চিন্তন বলা যায়।

ঈশ্বর-চিন্তনের ফল।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥
(গীতা)

"যিনি অনন্যচিত্তে নিত্য আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য, সুতরাং তত্তৎলোকগত জীবের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না"।

(শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে—)

রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা,
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীর-বামনয়না-হৃতমানসায়,
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ॥

হে যদুপতি। রত্ন সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্তম; অতএব তোমাকে দিবার উপযুক্ত কি আছে? তবে শুনিয়াছি, প্রেমময়ী গোপ-রামাগণ নাকি তোমার মনটীকে হরণ করিয়াছে; তাই এক্ষণে আমি হৃত চিত্ত তোমাকে আমার চিত্তটি অর্পণ করিতেছি, হে প্রেমবশ্য গোপীজন-বল্লভ! কৃপা করিয়া তুমি ইহা গ্রহণ কর।

ঈশ্বরচিন্তকের পক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে"॥
(ভক্ত-বাক্য)

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"॥
(গীতা)

ভগবানের সেবকগণ অন্ন-বস্ত্রের জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া থাকেন। কারণ বিশ্বম্ভর হরি কিরূপে তাঁহার ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন? ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি মদেকপ্রয়োজন ও মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া কেবল আমারই উপাসনা করে, প্রার্থনা না থাকিলেও সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ সেই ভক্তগণের "যোগক্ষেম" (যোগ - ধনাদিলাভ বা অন্নাদির আহরণ এবং ক্ষেম—তৎপালন বা সংরক্ষণ) আমি নিজেই বহন করি। (১)

"লোকদ্বয়মখিলং দুঃখ চিন্তয়োজ্ঝিতয়োজ্ঝতি।
তৃষ্ণাবিসূচিকামন্ত্রশ্চিন্তাত্যাগোহি কথ্যতে"॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

যে বিষয়-তৃষ্ণা বশতঃ জীব দেহ ধারণ করিয়া সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দ্বারা পীড্যমান হয়, চিন্তা পরিত্যাগই সেই বিষয়-বাসনারূপ বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। অতএব চিন্তা পরিত্যাগ (১) করিলেই মনুষ্যের সর্ব্ব শান্তি লাভ হয়।

চিন্তা ত্যাগের উপায়।

"তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাং
আত্মনো ভাবয়েৎ তদ্বৎ মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশং॥"

নিরন্তর পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা অসৎ-চিন্তা দূরীকৃত হয়, এইজন্য বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদাই আত্মার দেহাতিরিক্তিতা চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং জগতের অনিত্যতা আলোচনা করিবেন।

"কৃষ্ণ ভক্তি-রস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈর্নলভ্যতে॥"

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা-মতি অতীব দুর্ল্লভা। উহা কোটিজন্মার্জ্জিত সুকৃতি দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্র লোলতা (সাকাঙ্ক্ষতা বা প্রাপ্তির নিমিত্ত ঔৎসুক্যই) উহার মূল্য। অতএব বিষয়-প্রাপ্তি-লালসা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের পাদপদ্ম লাভের আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করাই তাঁহার প্রতি চিত্ত স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়। (২) (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(১) ভক্তমাল গ্রন্থে পুরুষোত্তম নিবাসী অর্জ্জুন মিশ্র নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর আখ্যান পাঠ করিলে, ভক্তের প্রতি ভক্ত-বৎসল ভগবানের ঈদৃশ অনুগ্রহের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) "সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো 'নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।"

(২) তাবত্তবতু মে দুঃখং চিন্তা-সাগর-সঙ্গমে।
যাবৎকমলপত্রাক্ষং ন স্মরামি জনার্দ্দনং॥
(পাণ্ডবগীতা)

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাহার যে ধর্ম্ম, সে তদ্ধর্ম্মেতর কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ। "কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে" কার্য্য কারণ গুণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং তাদৃগুদ্দেশ্য-মূলক কর্ম্মের ফল সেই সেই অভীপ্সিত বিষয়ই হইতে পারে; মোক্ষ সাধন তাহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। ৯

অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে; একদা এক ব্যক্তি উভয়ানুষ্ঠানে অশক্ত, ইহাই বক্ষ্যমাণ শ্লোকের বক্তব্য বিষয়।

১০—অর্থী দক্ষো দ্বিজোঽহং বুধ ইতিমতিমান্
কর্ম্মস্বক্তাধিকারী।
শান্তোদান্তঃ পরিব্রাড়ুপরমপরমো
ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী।
ইত্থং ভেদে বিবক্ষন্ সমুদিতমুভয়ং
মুক্তিহেতুং সুশীতং
নীরং বৈশ্বানরং চোভয়মহহতৃষো-
চ্ছেদকামঃ পিবেৎ সঃ॥ ১০

অন্বয়—"অহম্" আমি, "অর্থী" ধনবান্, "দক্ষঃ" সমর্থ, "দ্বিজঃ" বিপ্র, "বুধঃ" পণ্ডিত, "ইতি" এবম্প্রকার, "মতিমান্" অভিমানী, "কর্ম্মসু" কর্ম্মকাণ্ডে, "উক্তাধিকারী" মীমাংসা-শাস্ত্রানুসারে অধিকারবান্। "শান্তঃ" রাগাদিহীন, "দান্তঃ" বশীকৃত বাহ্যান্তরেন্দ্রিয়, "উপরমপরম" দেহধারণাতিরিক্ত-ব্যাপার-নিবৃত্তিশীল, "পরিব্রাট্" সন্ন্যাসী, "ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী", বেদান্তানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে অধিকারবান্। "ইত্থং" এই প্রকারে, "ভেদে সতি" কর্ম্ম এবং জ্ঞানের অধিকারিবৃন্দের ভেদ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি, "সমুদিতং" অধিকারিভেদে সম্যক্প্রকারে নির্ণীত "উভয়ম্" জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই উভয়কেই, "মুক্তিহেতুম্" যুগপৎ মুক্তির হেতু বলিতে ইচ্ছা করেন, "সঃ" তিনি, "অহহ" আহা যেন, "তৃষোচ্ছেদ কামঃ" তৃষ্ণা পরিহার মানসে "সুশীতং" সুশীতল, "নীরম্" জল, "চ" এবং "বৈশ্বানরং" অগ্নি, এতদুভয়কেই "পিবেৎ"—অধঃকৃত করিতে উদ্যত হয়েন।

ব্যাখ্যা—অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কার্য্যের ব্যবস্থা আছে; এক ব্যক্তি কখনও এক সময়েই জ্ঞান এবং কর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারেন না; কেন না, যিনি জ্ঞানের অধিকারী, তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; প্রত্যুত যিনি কর্ম্মানুশীলনতৎপর, তাঁহার জ্ঞানপরিচর্য্যার অধিকার অতীব দূরবর্ত্তী; সুতরাং যুগপৎ একাধারে জ্ঞান এবং কর্ম্মের অধিকারিতা অসম্ভব। এই প্রকার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ জ্ঞান এবং কর্ম্ম (৮ম শ্লোক) উভয়কেই একদা অনুষ্ঠানীয় বলিয়াছেন, তাই পণ্ডিত সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহাদিগের মত নিরাস করিতেছেন। মীমাংসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে সমুদয় ব্যক্তির "আমি ধনাঢ্য, আমি কার্য্যক্ষম, আমি বিপ্র, আমি পণ্ডিত" এই প্রকার অভিমান আছে, তাহারাই কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী; কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানই অভিমানরূপ মত্ত ঐরাবতের একমাত্র অমোঘ অঙ্কুশ। জীব তাবৎকাল পর্য্যন্তই অহঙ্কৃত থাকে, যাবৎ না কর্ম্মক্ষেত্ররূপ নিকষোপলে তাহার অহঙ্কারের পরীক্ষা হয়। পুনশ্চ, কর্ম্মানুশীলনে উদ্দাম-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ কোমল অপেক্ষাও কোমলতর হইয়া আইসে; হৃদয়ের দৃপ্তভাব দূরীভূত হয়, রুক্ষ শ্মশানে ধীরে ধীরে [illegible]

সুতরাং বিষয়াভিমানী ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়; কিন্তু অন্যের পক্ষে, অর্থাৎ তাদৃগভিমানবিহীন, জিতাত্মাদিগের পক্ষে নয়। আবার বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা রাগদ্বেষবিযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিয়ত যোগরত, নিবৃত্তিশীল এবং সন্ন্যাসী, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী; অর্থাৎ রাগাদি-পরবশতা, ইন্দ্রিয়পরতা, সস্পৃহতা ও অত্যাগ-সহনশীলতা, এ সমস্তই ভগবচ্চিন্তার অন্তরায়; সুতরাং এ সকল দুশ্ছেদ্য বাগুরাবর্ত্ত হইতে যাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী; অতএব মীমাংসা এবং বেদান্ত, এই উভয় গ্রন্থানুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এতদুভয় যুগপৎ একজনের দ্বারা কদাপিও সাধিত হইতে পারে না। কর্ম্মের অনুশীলনা করিতে২ জ্ঞান আপনিই আসিয়া দেখা দেয়; কর্ম্ম-পরিচর্য্যার পূর্ব্বে জ্ঞান-প্রাপ্তির আশা উদ্ভ্রান্ত চিত্তের আকাশকুসুম-কল্পনাবৎ! অতএব এতাদৃশ অধিকার-ভেদ থাকা সত্ত্বেও, যাঁহারা জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই উভয়ের যুগপদনুষ্ঠানকে মুক্তি-হেতু নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী অধিকারীদ্বয়কে একাধিকারে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের পক্ষে, তৃষ্ণা দূর করিতে যাইয়া সুশীতল জল এবং জাজ্বল্যমান অনল, এতদুভয়কে যুগপৎ গ্রহণ করিতে উদ্যত হওয়া অসম্ভব নয়। কেন না — কর্ম্ম ও কর্ম্মের অধিকারী এবং জ্ঞান ও জ্ঞানের অধিকারী, এতদুভয়ের ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ, অর্থাৎ কর্ম্মযোগীর যে সমুদয় বিষয় নিত্যানুষ্ঠেয়, জ্ঞান-যোগীর সে [illegible] পরিবর্জ্জনীয়। সুতরাং এক-জনের পক্ষে একদা জ্ঞান এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব।

জ্ঞানং চাপ্যদ্বিতীয়স্বরস-সুখ-ঘনা-
নন্তচিন্মাত্ররূপং
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধঃ স ভবতি সুমতে-
স্তত্ত্বমস্যাদি বাক্যাৎ।
দেহাদ্যধ্যাস দার্ঢ্যাচ্ছ্রুতমপি সহসা
নৈব সংভাবনীয়ং
ব্রহ্মত্বং স্বস্য তস্মাৎ নয়-গুরুবচনৈঃ
সাধু মীমাংসনীয়ং॥ ১১

অন্বয়ঃ— জ্ঞানং চ অপি অদ্বিতীয় স্বরস সুখ-ঘনানন্ত-চিন্মাত্র-রূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বোধঃ। স সুমতেঃ তত্ত্বমসি আদি বাক্যাৎ ভবতি। শ্রুতং অপি স্বস্য ব্রহ্মত্বং দেহাদ্যধ্যাসদার্ঢ্যাৎ সহসা ন এব সম্ভাবনীয়ং। তস্মাৎ নয়গুরুবচনৈঃ সাধু যথাস্যাৎ তথা মীমাংসনীয়ং জ্ঞানানুসন্ধিৎসুভিরিতিশেষঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—পূর্ব্বকথিতমোক্ষ-সাধনং জ্ঞানং কিংস্বরূপমিত্যত আহ—জ্ঞান চ সর্ব্বভেদরহিতং স্বয়ংসারভূতং নিরবচ্ছিন্ন সুখাত্মকং সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্যং চৈতন্যস্বরূপং তথা ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ অভেদানুভাবকং ভবতি। এতাদৃশং উদার-গুণ-লক্ষণং জ্ঞানং, শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিনা পরিসংস্কৃতবুদ্ধেঃ মুখ্যাধিকারিণঃ পুরুষস্য॥ তৎ ত্বম্ অসি॥ ইত্যাদি বাক্যালোচনয়া এব উৎপদ্যতে। নতু উপায়ান্তরেণ। যেন প্রাক্তন-পুণ্যবশাৎ স্বয়মেব আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জ্ঞায়তে; অলং তস্য শ্রবণ-মননাদিনা ইতি ন বক্তব্যং, যতঃ আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জ্ঞাতমপি—দেহপুত্রাদিষু অহন্তামমতারূপ তাদাত্ম্যাধ্যাসস্য অপরিহার্য্যত্বাৎ, জ্ঞানবদ্ভিরপি সর্ব্বৈরেব তৎ সম্যক্ প্রকারেণ হৃদয়ঙ্গমীকর্ত্তুং ন শক্যতে। তস্মাৎ [illegible] উপাদেশৈঃ

আত্মনঃ ব্রহ্মাত্মত্বম্ নিশ্চয়ঃ যাবৎ বিচারণীয়ং জ্ঞানলিপ্সুভিঃ।

ব্যাখ্যা— পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানকেই মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, অধুনা সেই জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন; যাহাতে কোন প্রকার ভেদ-কল্পনা নাই, অর্থাৎ কি দ্বেষ্য, কি সম্মত, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, সর্ব্বত্রই যাহা সমাবস্থ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা নিজে নিজেই পরিতৃপ্ত, শতশত প্রতিকূল যুক্তিতেও অবিচলিত, যাহা অসীম সুখের আকর এবং চিরকাল অভ্রান্ত, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য এবং চৈতন্য-স্বরূপ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহাদ্বারা ব্রহ্ম হইতে আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্মের সহিত আত্মা মিলিত—একীভূত হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃতজ্ঞান। যাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মের সহিত আত্মার একীভাব চিন্তা করিতে করিতে পরিশুদ্ধমতি হইয়াছেন, সেই সমুদয় শ্রেষ্ঠ অধিকারীগণই এতাদৃশ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন; আত্ম-চিন্তাবিহীনগণের পক্ষে এই জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ। যদিও একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে, এই অনিত্য সংসার ও অনিত্য পদার্থনিচয় যে সেই নিত্য পদার্থ হইতে অভিন্ন, এই প্রকার প্রতীতি জন্মে, কিন্তু সেই প্রতীতি বুদ্বুদ্ অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়িনী; কেননা এই বিনশ্বর দেহ এবং বিনশ্বর পুত্র-কলত্রাদিতে আমাদের মমতা-মোহে অবিনশ্বরতা-বুদ্ধি এতই প্রবল— এতই অপরিহার্য্য যে, আমরা যতই একত্ব চিন্তা করি না কেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে পারি না। মিথ্যাভূত সংসারের অনস্তিত্ব-বোধ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। অতএব জ্ঞানলিপ্সুগণের পক্ষে এই প্রকার অযথা সংস্কার তিরোহিত করিবার জন্য শাস্ত্র এবং তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে মীমাংসা করা একান্ত বিধেয়।

দেহং কেঽপি বদন্তি খানি তু পরে
প্রাণান্ মনশ্চাপরে।
বুদ্ধিং চ ক্ষণিকাং স্থিরামথ পরে
কেচিৎ চিতং নিঃসুখাম্।
আত্মানং জড়চিৎস্বভাবমপরে
চিদ্বজ্জড়ং চেতরে।
সত্য-জ্ঞানসুখাদ্বিতীয়মপরে
তত্রাস্য কো নিশ্চয়ঃ? ১২

অন্বয়ঃ—কেঽপি চার্ব্বাকা দেহং খানি তু (চ) আত্মানং বদন্তি, পরে কেচন প্রাণান্ আত্মানং বদন্তি, অপরে কে কে পণ্ডিতাঃ মনঃ আত্মানং বদন্তি, বৈনাশিকাঃ ক্ষণিকাং বুদ্ধিং চ আত্মানং বদন্তি, অথ—অন্যে সাংখ্যপাতঞ্জলাদয়ঃ—নিঃসুখাং চিতং আত্মানং বদন্তি, অপরে—ভাট্টাঃ জড়চিৎস্বভাবং আত্মানং বদন্তি, ইতরে নৈয়ায়িকাদয়ঃ চিদ্বজ্জড়ং আত্মানং বদন্তি, অপরে বেদান্তিনঃ সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়ং আত্মানং বদন্তি, তত্র অস্য জিজ্ঞাসোঃ কো নিশ্চয়ঃ?—নকোঽপি, ইত্যর্থঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—সুগমং।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—খানি—ইন্দ্রিয় সকল। ক্ষণিকাং—ক্ষণস্থায়িনী। জড়-চিৎস্বভাবং—জড় এবং চৈতন্যের স্বভাবকে। চিদ্বজ্জড়ম্—চৈতন্যযুক্ত গুণাদিবিশিষ্ট জড় দ্রব্যকে। সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়ং—সচ্চিদানন্দরূপ এবং অদ্বিতীয়। অত্র—এই সকল মত-বিভেদ সত্ত্বে। অস্য—তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির।

ব্যাখ্যা—চার্ব্বাকগণ দেহ এবং ইন্দ্রিয়

সমূহকেই আত্মা বলিয়া মানিয়া থাকেন। দেহাবসানে আত্মারও অবসান হয়, অতএব দেহের—অর্থাৎ দেহের অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি বিধানই আত্মার পরিতৃপ্তি, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য মত, এবং এই জন্যই নশ্বর দেহাভিমানী চার্ব্বাক্‌গণ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই মত অবলম্বন করিয়া দৈহিক ব্যাপার সাধনেই আত্ম-তৃপ্তিলাভ মনে করিয়া থাকেন। অন্য কোন কোন পণ্ডিত প্রাণকে আত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং কেহ২ সূক্ষ্ম মনকে আত্মস্বরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিনাশবাদী পণ্ডিতসমূহের মতে ক্ষণ-স্থায়িনী বুদ্ধি এবং ভাস্করাদির মতে স্থিরা বুদ্ধিই আত্মা। সাংখ্য-পাতঞ্জলীয় পণ্ডিতবৃন্দ সুখ-দুঃখাদি-সঙ্গশূন্য চিন্মাত্রকে এবং ভাট্টমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ চৈতন্য ও জড়ের স্বভাবকে আত্মা বলিয়া থাকেন। প্রভাকর ও নৈয়ায়িকগণের মতে চিদ্‌যুক্ত অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট জ্ঞান ও গুণাদিযুক্ত জড়দ্রব্যরূপই আত্মা; বৈদান্তিকবৃন্দ বলেন যে, আত্মা নির্ব্বিশেষ এবং নিত্য-জ্ঞানানন্দস্বরূপ। একই আত্মনিরূপণে এতাদৃশ মত-পার্থক্য থাকায়, আত্মতত্ত্ব-লিপ্সুর আত্মবিষয়ক কোন জ্ঞান লাভেরই সম্ভাবনা নাই; কেননা আত্মার স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই।

আহুঃ কেচিদণুং শরীরসদৃশং
কেচিদ্বিভুং তং পরে।
তে তং মানসগোচরং তদপরে
নিত্যানুমেয়ং জগুঃ।
অন্যে চিদ্বিষয়ং পরে তু পরম-
স্বজ্যোতিরাভ্যন্তরম
সত্যেবম্ শ্রুতিযুক্তিভির্বিবিদিষো
র্যুক্তোবিচারো মুহুঃ॥ ১৩।

অন্বয়——কেচিৎ—পাশুপত পাঞ্চরাত্রাদ্যাগমজ্ঞাঃ, তম্ (আত্মানম্) অণুং আহুঃ। কেচিৎ আর্হন্তাদয়ঃ তম্ আত্মানং শরীরসদৃশং আহুঃ। পরে (নৈয়ায়িকাদয়ঃ) তম্ আত্মানং বিভুং আহুঃ। তে—(উক্তা ত্রয়ঃ বাদিনঃ) তম্ আত্মানং মানসগোচরং জগুঃ, তদপরে—(সাঙ্খ্যাদয়ঃ) নিত্যানুমেয়ং জগুঃ, অন্যে (বৈনাশিকাঃ) তম্ আত্মানং চিদ্বিষয়ং জগুঃ, অপরে (বেদান্তিনঃ) তম্ আত্মানং আভ্যন্তরং পরমস্বজ্যোতিঃ জগুঃ, এবম্ সতি বিবিদিষোঃ শ্রুতিযুক্তিভিঃ মুহুঃ বিচারঃ যুক্তঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—পাশুপত পাঞ্চরাত্র প্রভৃতয়ঃ আগমবিশারদাঃ পূর্ব্ববর্ণিতং আত্মানং পরমাণু-পরিমাণং, আর্হন্তাদয়ঃ দেহপরিমাণং, নৈয়ায়িকাদয়ঃ ব্যাপকং চ বদন্তি, অতস্তেষাং মতিত্রয়সম্পন্নানাং মতানুসারেণ আত্মনঃ মানসপ্রত্যক্ষ-বিষয়ত্বং তৈরেব স্বীকৃতং, তেভ্যোঽপরে সাঙ্খ্যাদয়ঃ তমেব আত্মানং, বিষয়বিকাশাদিনা কেবলম্ অনুমান-সাধ্যং, বৈনাশিকাঃ বৃত্তি-জ্ঞান-প্রকাশ্যং, বৈদান্তিকাশ্চ পঞ্চকোষেভ্যোঽপি অন্তস্থম্ সর্ব্বপ্রকাশোৎকৃষ্ট-স্বয়ং-প্রকাশং চ কথয়ন্তিস্ম। এবম্প্রকারেণ মতভেদে সতি আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুনা সাক্ষাৎকারং যাবৎ বেদমার্গ-প্রহিতেন চেতসা যুক্ত্যাচ, আত্ম-বিষয়কঃ বিচারণং কর্ত্তব্যমেব। নতু জিগীষয়া।

ব্যাখ্যা—আত্মাকে, পাশুপত-পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি আগমজ্ঞ পণ্ডিতগণ পরমাণু-পরিমিত, আর্হন্তাদি দেহ-পরিমিত, এবং নৈয়ায়িকগণ ব্যাপক বলিয়া থাকেন,

তাঁহাদের মতে আত্মা মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। আবার সাংখ্যাদির মতে, বিষয়-বিকাশাদি দ্বারা আত্মা কেবল অনুমানগম্য ও ক্ষণিক-বাদিবৃন্দের মতে আত্মা জ্ঞান-গম্য। ইঁহারা অনুমান এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরন্তু বৈদান্তিকগণ বলেন যে, পঞ্চকোষ হইতেও অন্তরস্থ সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বপ্রকাশ জ্যোতিই আত্মা। অতএব এই প্রকার এক আত্মার সম্বন্ধেই যখন এত মতভেদ, তখন শ্রুতি যুক্তির অনুসরণ করিয়া, যত কাল আত্মজ্ঞান না জন্মে, ততকাল পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচার করা আত্মজিজ্ঞাসুর অবশ্যকর্ত্তব্য।

এবং বিশ্বস্য হেতুং প্রকৃতিমভিদধুঃ
কেঽপি কেচিৎ পরাণূ।
নীশেনাধিষ্ঠিতাংস্তান্ কতিচন কতিচিৎ
নশ্বর-জ্ঞানমেব।
অন্যে শূন্যং স্বভাবং কতিচন সময়ং
কেঽপি কেচিদ্যদৃচ্ছাং।
কর্ম্মান্যে ব্রহ্মমায়াশবলিতমপরে
সোঽপি তস্মাদ্বিমৃশ্যঃ॥ ১৪।

অন্বয়:—আত্মবিষয়বৎ ঈশ্বরবিষয়েঽপি মতভেদান্ দর্শয়তি—এবমিতি—এবং কেঽপি (কাপিলাঃ) প্রকৃতিং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কেচিৎ—(বৈনাশিকা—আর্হন্তাশ্চ) পরাণূন্ বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচন (পাতঞ্জলাঃ—কণাদ-গৌতমীয়াশ্চ) ঈশেন অধিষ্ঠিতান্ তান্ (প্রকৃতিং পরমাণূংশ্চ) বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচিৎ (বিজ্ঞানবাদিনঃ) নশ্বরজ্ঞানং এব বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, অন্যে (মাধ্যমিকাঃ) শূন্যং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচন (লোকায়তিকাঃ) স্বভাবং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ। কেঽপি (মৌহূর্ত্তিকাঃ) সময়ং বিশ্বস্য হেতুম্ অভিদধুঃ, কেচিৎ যদৃচ্ছাম্ বিশ্বস্য হেতুম্ অভিদধুঃ, অন্যে (মীমাংসকাঃ) কর্ম্ম, অপিচ অপরে (বেদান্তিনঃ) মায়াশবলিতং ব্রহ্ম চ বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, তস্মাৎ সঃ বিশ্বহেতুরীশ্বরোঽপি বিমৃশ্যঃ জিজ্ঞাসুভিরিতিশেষঃ।

বিষমপদ ব্যখ্যা—ঈশেন অধিষ্ঠিতান্—ঈশ্বরেণ প্রেরিতান্—। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত, অর্থাৎ ঐশী-শক্তি-পরিচালিত।

তান্—প্রকৃতিং—পরমাণূংশ্চ। "সা" প্রকৃতিশ্চ, "তে" পরমাণবশ্চ—ইতি তে, একশেষঃ। ঐশীশক্তি-পরিচালিত প্রকৃতি এবং পরমাণুনিবহকে।

মায়াশবলিতম্—মায়য়া বিচিত্রভাবমাপদ্যমানং অতথাভূতে তথাভূত-প্রকল্পকং ইতি যাবৎ—। মায়াবশে বিবিধ ভাবাপন্ন।

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা সম্বন্ধে যে প্রকার মত-ভেদ দর্শিত হইল, সেই প্রকার ঈশ্বর সম্বন্ধেও বহুবিধ মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা মহাত্মা কপিল বলেন যে, প্রধানা প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান-কারণ; প্রকৃতি ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টি অসম্ভব। বৈনাশিক এবং আর্হন্তগণের মতে পরমাণুই জগতের হেতু, বিশ্বসৃষ্টির নিদান। পতঞ্জল, কণাদ ও গৌতমের মতানুসারে প্রকৃতি এবং পরমাণু-নিবহ হইতে জগতের উৎপত্তি। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন যে, ক্ষণিক জ্ঞানই বিশ্বোৎপাদনের হেতু। মাধ্যমিকগণের মতে শূন্যই জগতের মূলীভূত কারণ। মৌহূর্ত্তিকবৃন্দ বলেন—বিশ্বোৎপত্তির একমাত্র হেতু কাল। অন্য কোন কোন পণ্ডিতগণের মতানুসারে যদৃচ্ছা, অর্থাৎ—আকস্মিকত্ব জগদুৎপাদনের মূল কারণ। মীমাংসকগণ বলেন যে, কর্ম্মই বিশ্বের নিদান, বৈদান্তিকবৃন্দের মতে মায়া বশতঃ বিচিত্রভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম হইতেই

এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধেও যখন এতাদৃশ মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন তত্ত্বলিপ্সুর পক্ষে ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া সন্দেহ দূর করাই একান্ত বিধেয়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

—•:0:•—

অশন-সূক্তম্।

শিষ্য—। কিমাশ্যম্?

অর্থ—হে গুরো! খাদ্য কি?

গুরু—

১। তদেবাশ্যং যদ্ দেহমনসোঃ সুপথ্যম্।

অর্থ—হে শিষ্য! যাহা দেহ এবং মনের হিতকর, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ এবং নীরোগ হয়, যাহা চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করে, এবং যাহাতে শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আন্তরিক সদ্গুণ ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ আহার্য্যই গ্রহণ করা উচিত; তাহাই একমাত্র হিতকর খাদ্য।

ব্যাখ্যা—মহাজনগণ বলিয়াছেন—

ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদং।
ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন, ক্ষীয়তে রোগ সন্ততিঃ।
সদ্ভির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
ইহামুত্র-সুখং যস্মাৎ তদেবাশ্যম্ প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ গরলং যথা॥

যাহা শরীরের বলপ্রদ, চিত্তের পরিতোষবিধায়ক এবং ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে, রোগরাশি দূরীভূত হয় এবং সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্বুদ্ধি উপচিত হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে ইহজীবন এবং পরজীবনে সুখ লাভ হয়, তাহাই যত্ন সহকারে ভোজন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত লোকদ্বয়ের অসুখকর অন্যান্য যাবতীয় খাদ্যই আয়ুষ্কাম ব্যক্তি হলাহলের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিবেন।

সাধারণতঃ শরীর রক্ষার জন্যই আহার; সেই আহারে যদি শরীরের কোন হিতসাধনই না হইল, তবে আর তাহার প্রয়োজন কি? এই সংসার-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভিনেতা নিরন্তর নানাবিধ অভিনয় করিতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহাদের দেহ অনাময়, চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ঐশী প্রভায় প্রতিভাত, তাঁহাদের অভিনয়ই সমধিক চমৎকারজনক! তাঁহাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞান-প্রভাবেই অভিনয়স্থল আলোকিত হয়। তাই শিষ্যকে কর্ত্তব্য-উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, যাহাতে শরীর বলিষ্ঠ, এবং সর্ব্বসুখহারী রোগরাশি তিরোহিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য। যাহাতে মানসিক প্রসাদ পরিবর্দ্ধিত হয়, বীরত্ব ধীরত্ব দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব-জীবনের আদর্শ-গুণনিচয় উপচিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য—তাহাই সুপথ্য।

২। পরিহার্য্যমেতদ্বিরুদ্ধম্।

অর্থ—এই সমুদয় খাদ্যের বিরুদ্ধ—অর্থাৎ যাহাতে শরীর, মন বা ধর্ম্ম সমুন্নত না হইয়া, ক্রমশঃ শীর্ণ—সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তাদৃশ খাদ্য ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—আহারের সহিত শরীরের, মনের,

এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি সুসংহত। আহার্য্য-গুণ-ভেদেই জাতিভেদ—ধর্ম্মভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মহীন জীবন ও স্বাস্থ্যহীন দেহ অনন্ত দুঃখের আকর। অতএব যে সমুদয় খাদ্য, ধর্ম্মের, মনের বা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারে না, প্রত্যুত অজ্ঞাতসারে অবনতিই ঘটাইয়া থাকে, তাদৃশ ধর্ম্মহারক স্বাস্থ্যঘাতক খাদ্য কদাচ গ্রহণীয় নহে।

৩। দেশভেদাদ্ ব্যতিক্রমঃ।

অর্থ—দেশভেদে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যাহা শরীরের, মনের বা ধর্ম্মের উন্নতি-সাধক, তাহাই সুখাদ্য; কিন্তু দেশভেদে ইহার তারতম্য বুঝিতে হইবে। একদেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয়, আবার হয়ত অন্যদেশে তাহা গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির ক্ষয়, দেহের নাশ, এবং মনের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে পারে। অতএব প্রথমতঃ স্থানের প্রাকৃতিক ধর্ম্মনিরূপণ করিয়া, পশ্চাৎ খাদ্যাদির বিষয় স্থির করাই উচিত। শীত-প্রধান দেশের যাহা জীবনরক্ষক পুষ্টি-সাধক খাদ্য, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে তাহা বহু রোগের আকর, বহু হানিজনক। জলবায়ু-ভেদে আহার্য্য ভেদের বৈচিত্র্য প্রায়শঃই পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্যই শীত-প্রধান-দেশের উষ্ণ খাদ্য পলাণ্ডু প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান অস্মদ্দেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার যাবতীয় খাদ্যাদির বিষয়েই একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব, আমাদের দেশে খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় নিষেধ বা বিধান পরিলক্ষিত হয়, ঐ সকল বিধি-নিষেধের অভ্যন্তরে শারীর বিজ্ঞানের অতি গুহ্যতম কারণ (যাহা শরীর রক্ষার নিতান্ত উপযোগী) নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, বহুদেশাভিজ্ঞতা ও প্রভূত ভূয়োদর্শিতা বলে আমাদের আহার্য্য সম্বন্ধে যে সমুদয় নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রহস্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সেই সকল কল্যাণকরী রীতি নীতির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতম্মন্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করি!

৪। বয়োভেদাচ্চ।

অর্থ—বয়ঃক্রম-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—বালকের যাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, যুবকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর লঘুতম খাদ্য; আবার যুবক যাহা ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ, স্থবিরের পক্ষে তাহা অতীব গুরুভোজ্য, অত্যন্ত দুষ্পাচ্য, অতএব অখাদ্য। সুতরাং বয়ঃক্রমের পরিণতি বা অপরিণতির সহিত আহারের মাত্রা ও আহারীয় বস্তুর প্রভেদ এবং লঘু-কাঠিন্য সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্ব স্ব পরিপাকশক্তি অনুসারেই আহার করা উচিত, ইহাই এই সূত্রের মুখ্য অর্থ।

৫। বিধেয় ভেদাৎ।

অর্থ—বিধেয়—অর্থাৎ কার্য্য-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে। যিনি যে কার্য্য করেন, যাঁহার যাহা ব্যবসায়, তাঁহার পক্ষে তদনুকূল আহারই বিধেয় এবং তদিতর বর্জ্জনীয়। যাহাদের যুদ্ধাদি করিতে হয়, বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বলবত্তা প্রভৃতি রাজসিকগুণের বর্দ্ধক মাংসাদি তাঁহাদের আহার্য্য। অন্যথা রজোগুণের নিত্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের প্রতি সংক্র-

মিত হইবে কি প্রকারে? আবার যাঁহার কুসুম-কোমল পরহিতরত অন্তঃকরণ সংসারের জটিল চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর পরাৎপরের চরণ চিন্তনে অভিনিবিষ্ট, যাঁহার পরদুঃখ-কাতর হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে দয়া-মমতার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া স্বর্গ-সুখ উপলব্ধি করিতে তৎপর, যাঁহার মানস 'প্রশান্ত জলধির' ন্যায় স্থির-গম্ভীর; বাসন্তী সন্ধ্যার ন্যায় বিবিধ সদ্বৃত্তি-সৌরভে আমোদিত এবং রাকা রজনীর ন্যায় নির্ম্মল ঐশী কৌমুদী-প্রভায় আলোকিত, তাদৃশ পূর্ণসত্ত্বগুণাশ্রয়ী মহাত্মার আদর্শাভিমুখী যাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণাত্মক মাংসাদি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যিনি রজো-ধর্ম্মী বীর, তাঁহার বীরত্ব এবং বৈরনির্যাতন-প্রবৃত্তির উদ্রেক বিধানের নিমিত্ত যেমন মাংসাদি রজোগুণ বর্দ্ধক খাদ্য বিধেয়, তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রানুশীলনতৎপর, সাত্ত্বিকাচারী, তাঁহার পক্ষেও বুদ্ধির সমতা, হৃদয়ের নিরীহতা ও প্রবৃত্তির কোমলতা সাধনের জন্য তাদৃশ রাজসিক আহার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য; প্রত্যুত সাত্ত্বিক আহারই সম্যক্ প্রয়োজনীয় ও প্রীতি-প্রদ। যিনি যেরূপ কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহার তাদৃশ কার্য্যোপযোগী ভোজনই কর্ত্তব্য; নতুবা সত্ত্বগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক রজোগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া বা রজোগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই সমরপ্রিয় নৃপতিগণের পক্ষে মৃগমাংসাদি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, শান্তিপ্রিয় নিরীহ বেদাদি-অধ্যয়নশীল ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সেইরূপ বর্জ্জনীয় হইয়াছে। ফলতঃ খাদ্যানুসারে হৃদয়-বৃত্তি সংগঠিত হয়, এবং হৃদয়-বৃত্তি অনুসারেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধনে পটুতা জন্মে। অতএব কর্ম্ম-জীবন মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্মের সহিত আহারের সম্বন্ধ যে অতি প্রত্যক্ষভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৬। আশ্রম-ভেদাদ্বা।

অর্থ—আশ্রমভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু, এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমানুসারে আহারেরও ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে; কাজেই ব্রহ্মচারীর যে আহার যেরূপ বিধেয়, গৃহীর তাহা সেরূপ নহে। আবার গৃহীর যাহা গ্রহীতব্য, বনীর তাহা পরিত্যজ্য। এই প্রকার একাশ্রমে যে খাদ্য হিতকর এবং অনাময়, আশ্রমান্তরে কার্য্যভেদহেতুক, সেই খাদ্যই তাদৃশ অশুভজনক এবং রোগমূলক। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল সাত্ত্বিক আহার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আহারই সুপরিগ্রাহ্য নহে; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সাত্ত্বিক আহার ও রাজসিক আহার, এই উভয়েরই যথাধিকার প্রয়োজন। যাঁহার যে আশ্রমে আশ্রয়, তাঁহার পক্ষে তত্তদাশ্রমানুকূল আহারই বিধিসঙ্গত এবং অনুদ্বেগকর।

৭। শারীরগুণভেদাচ্চ।

অর্থ—শারীরিক গুণভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—যাঁহার শরীরে যে গুণের আধিক্য, তাঁহার তদ্‌গুণানুকূল আহারেই প্রিয়তা। সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই গুণত্রয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাধিকার অনুসারে আহার্য্য নিরূপণ করা উচিত। ঐ ত্রিবিধ গুণের অনুপাতানুসারে আহারেরও ত্রৈবিধ্য-বিধান আবশ্যক। যাঁহার শরীরে সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহার পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই গ্রাহ্য. সেইপ্রকার যাঁহার দেহে রজোগুণ বা

তমোগুণ প্রবল ও যিনি তদনুযায়ী কর্ত্তব্যাধিকারী, তাঁহার পক্ষে রাজসিক বা তামসিক আহারই গ্রাহ্য। নতুবা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী রাজসিক আহার বা রজোগুণাশ্রয়ী তামসিক আহার গ্রহণ করিলে, অচিরেই তাঁহাদিগকে আহারের অধিকার-বিরুদ্ধ দোষে দূষিত হইয়া অশেষবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। রজোগুণ বা তমোগুণের অত্যধিক প্রাবল্য স্থলে সাত্ত্বিক আহার ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ ঐ রজোভাব বা তমোভাব ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বভাবের উদয় হয়, এবং সত্ত্বভাবের উদ্রেক হওয়ায়, শরীর-মন পবিত্র হইয়া দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় এবং সত্ত্বগুণের পূর্ণতায় ক্রমে নিস্ত্রৈগুণ্যতা লাভ হইয়া, চিরশান্তি বা মুক্তি করগত-প্রায়া হইয়া উঠে। কিন্তু রজোগুণাধিকের বা তমোগুণাধিকের অনিয়মিতরূপ স্বগুণ-বিরুদ্ধ আহার গ্রহণে অশান্তি ভোগই করিতে হয় মাত্র। ক্ষেত্রানুসারে বীজ বপন করিলে যেমন সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক, সেইপ্রকার শারীরিক গুণানুসারে আহার্য্য গ্রহণ করিলেই সুখ লাভ সম্ভাবনা; অন্যথাচরণে সুখের বিনিময়ে দুঃখেরই উপচয় হয় মাত্র। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য গুণভেদে আহারের ভেদ বিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়ও আহার্য্য-নিরূপণ-প্রস্তাবে ভগবান্ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারের যোগ-বিভাগ করিয়াছেন। যাহার যাদৃশ আহার্য্যের প্রতি স্বগুণানুসারিণী অভিরুচি, তাহার পক্ষে তাদৃশ আহার-বিধানই স্বাভাবিক। গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—

"আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

অর্থ—আয়ু, সাত্ত্বিক ভাব, শক্তিমত্তা, রোগশূন্যতা, চিত্ত-প্রসাদ এবং রুচির বর্দ্ধক, রসযুক্ত ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

"কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ॥"
(গীতা)

অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় রুক্ষ, এবং অতিশয় বিদাহী,—(অর্থাৎ জ্বালাপ্রদ, যথা সর্ষপাদি) এই সকল দুঃখ, মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥
(গীতা)

শৈত্যাবস্থাপন্ন, রসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ক ও অপরের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য আহারই তামসগণের প্রিয়।

৮। শিষ্য। নিরামিষামিষয়োঃ কিম্ পথ্যম্?

অর্থ—নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যের ভিতর হিতকর খাদ্য কি?

উঃ।—দ্বয়ংহি গৃহিণঃ পথ্যম্।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থাশ্রমে নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যই বিহিত। কার্য্যভেদে আহার্য্যেরও বিভেদ বিধান সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, একথা পূর্ব্ব ২ অনুশাসনেই কথিত হইয়াছে; অতএব সেই স্বকার্য্যোপযোগী আহার্য্য-নির্দ্দেশের সময়ে মন্বাদি-শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নতুবা অনুশাসনের লক্ষ্য অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই, কেবল মাত্র অনুশাসনটির

আবৃত্তি এবং তাহাকে স্ব-ইচ্ছানুসারে বিকৃতার্থে পরিণত করিয়া, স্বকীয় উৎপথ-গামিনী প্রবৃত্তির অনুকূলতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া মূর্খের কার্য্য।

সূত্রে আছে গৃহীর পক্ষে আমিষ-নিরামিষ উভয়ই অশনীয় হইতে পারে; অতএব গৃহী আমি, যথেচ্ছভাবে আমিষ ভক্ষণ করিতে পারি, তাহাতে আর বিচারের আবশ্যকতা নাই, এই রূপ ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া দেখা উচিত যে, ঐ গ্রহীতব্য আমিষের—কোন প্রকার যোগ-বিভাগ আছে কি না; ঐ আমিষ ভক্ষণ করিলে, আমাকে শাস্ত্র-গর্হিত অবৈধ হিংসার পক্ষপাতিতা নিবন্ধন কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে কি না, ঐ আমিষ বিধিবিহিত আমিষ-খাদ্যের অন্যতম কি না। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইব যে, অনুশাসনে কথিত আমিষ শাস্ত্রসঙ্গত বৈধ আমিষের বহির্ভূত নহে। বৈধ হিংসায় কোন দোষ নাই, অতএব বিধিপূর্ব্বক ঐ আমিষ গৃহীত হইলে, কোন প্রকার দোষের আশঙ্কা থাকে না। আর্য্যদিগের আহার, বিহার, গমন, ভ্রমণ, ইত্যাদি সমস্তেরই মূলে নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাই তাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশে বিহিত যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত মাংসাদি আমিষ গ্রহণ ব্যতীত কদাপিও অযজ্ঞীয় হিংসা করিয়া নিরয়ভাগী হইতেন না। বেদ-বিহিত হিংসাই বৈধ হিংসা, এই হিংসায় জিঘাংসা-দোষজনিত দুরিতোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব সূক্ত-নির্দ্দিষ্ট আমিষগ্রহণ সময়ে, যাহাতে বেদ-বিধির অনুশাসন অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য। বেদ-বিগর্হিত হিংসায় প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র-বন্ধন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি প্রবৃত্তিপরিচর্য্যার জন্য হিংসা করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে এবং ইহজীবনে আত্মকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য নানাদুর্ভোগে অনুতাপরূপ আশীবিষ-দংশনে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। মনু বলিয়াছেন—

"যা বেদ-বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্বভৌ॥
(৫। ৪৪)

এই চরাচরে বেদবিহিত যে হিংসা, তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেননা বেদ হইতেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥

যে ব্যক্তি অহিংসকপ্রাণীদিগকে আত্মসুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে জীবন্মৃত, সে কোনও অবস্থায় কখনও সুখ পায় না।

অতএব আমিষ গ্রহণ সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদা উলঙ্ঘন না করিয়া, হিংসা করিলে, ঐ বৈধ হিংসায় কোন প্রকার দোষ জন্মে না। অশাস্ত্রীয়হিংসাই হিংসাজনিত দোষের আকর; সুতরাং গৃহীদিগের আমিষ গ্রহণ কালে অমিষের বৈধাবৈধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না।

১০—যত্নাদরুচিরং ত্যজ্যম্।

অর্থ—অরুচিকর—অর্থাৎ অপ্রীতিকর খাদ্য যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবে।

ব্যাখ্যা—যাহা অরুচিকর, অর্থাৎ নিজের বা সমাজের অপ্রীতিকর খাদ্য, তাহা যত্ন-পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। রসযুক্ত, স্নেহময়, সারবান্, প্রিয়দর্শন আহার্য্যই রুচিপ্রদ—অতএব গ্রহণীয়; এবং রসহীন, রুক্ষ, অসার ও

কদাকার খাদ্যই অপ্রীতিকর, সুতরাং পরিহর্ত্তব্য। যাহা দেখিতে কুৎসিত, যাহা পূতিগন্ধময় বা পর্য্যুষিত (বাসী), যাহার দর্শনে অশনলিপ্সার পরিবর্ত্তে আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। যে খাদ্য কোন বিকৃতভাবাপন্ন তামসাত্মার প্রীতিপ্রদ হইলেও সমাজের অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। কোন খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অরুচিকর না হইলেও, যদি তাহা সমাজের প্রীতিপ্রদ না হয়, তবে ঐ খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সমাজ যাহার গ্রহণে প্রসন্ন চিত্তে অনুমোদন করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নিন্দনীয় খাদ্য কদাচ স্পৃহনীয় নহে।

কতিপয় মানব-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক মানবের উন্নতি বা অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি বা অবনতির সূত্র দৃঢ়সংবদ্ধ। আবার মানবের মানসিক বা দৈহিক উন্নতি অবনতির নিদান আহার। আহার-গুণেই ব্যাধ-বংশসম্ভূতের অন্তঃকরণ দেবভাবে এবং আহার-দোষেই দেববংশীয়ের হৃদয় ব্যাধভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সহিত মানবের যেমন সম্বন্ধ, সেই প্রকার মানবের সহিত আহারের সম্বন্ধও অনুস্যূত রহিয়াছে; সুতরাং আহারের উপর সমাজের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে পরোক্ষভাবে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত, একথা বোধ হয় আর প্রমাণান্তর দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। কাজেকাজেই যে আহার দেহের উদ্বেজক, যে আহারে প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যে আহারে শরীরের উপচয় না হইয়া বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে, তাদৃশ আহারই—শুধু নিজের নয়, সমাজেরও তাই প্রাচীন ঋষিগণ, পুরাতন শাস্ত্র-প্রণেতাগণ, যাহা আত্মার অতৃপ্তিকর ও ক্ষতিজনক, তাদৃশ খাদ্যকেই "সমাজদ্রোহী খাদ্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব সমাজের মঙ্গল বিধানে সমুৎসুক মহামনা-দিগের প্রথমতঃ আহার বিষয়ে একটু নিবিষ্টদৃষ্টি হওয়াই যেন সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; নতুবা আহার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, অপর সহস্র বিষয়ে সমাজ-সংস্কার পক্ষে অভিনিবেশ প্রদান, ছিন্নমূল তরুর শিরোদেশে জলসেচনের অনুকরণ মাত্র!

১১—তথা পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতম্।

অর্থ—পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিগর্হিত খাদ্যও পরিত্যাজ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বপুরুষগণ যে খাদ্য বিগর্হিত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। বহু দিন হইতে যে দেশে যে খাদ্যের বহুল-প্রচার হইয়া আসিতেছে, সেই খাদ্যের উপাদানের সহিত তদ্দেশবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক যাবতীয় সম্বন্ধ অতি অচ্ছেদ্যভাবে সংহত রহিয়াছে। অকস্মাৎ কোন প্রকার নূতন খাদ্য পরিগৃহীত হইলে, সেই চিরনিবদ্ধ সুসংযত সম্বন্ধ-সূত্র বিস্রস্ত হইয়া শরীর-যন্ত্রের বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। অতএব বংশ-পরম্পরায় পরিগৃহীত আহার্য্যের পরিবর্ত্তন যেমন দূষণীয়, বংশ-পরম্পরায় বিবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণও তেমনই উদ্বেগজনক। আয়ুষ্কাম সুখাভিলিপ্সুর পক্ষে তাদৃশ চিরবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণ বা চিরগৃহীত খাদ্যের বর্জ্জন নিতান্ত অনভিপ্রেত। শাস্ত্রান্তরেও আছে—"পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতং খাদ্যং যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"।

চির-গৃহীত খাদ্যাদির পরিবর্ত্তনে প্রায়শই আধি-ব্যাধি সংঘটিত হইয়া থাকে।

১২—ন রুচ্যম্ মূঢ়ধী-বশাৎ।

অর্থ—যে সমুদয় খাদ্য পূর্ব্বে ছিল না, হয়ত দেশান্তরে জন্মিত, এখন ক্রমশঃ এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাদৃশ নূতন খাদ্য যদি প্রীতিকর, হিতপ্রদ এবং অশাস্ত্রগর্হিত বিবেচিত হয়, তবে মোহপ্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—অধুনা এমন অনেক সুখাদ্য দেশান্তর হইতে অস্মদ্দেশে আনীত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার নামও কেহ অবগত ছিল না। তাদৃশ নবাবিষ্কৃত খাদ্য যদি পরীক্ষাদির দ্বারা শরীরের এবং মনের উপকারক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে সমাজে তাহার প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়; নতুবা "পূর্ব্বে ইহা ছিল না, অতএব উপকারক হইলেও ইহা গ্রহণীয় নহে" এতাদৃশ মোহান্ধ-সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত সুপথ্য সুখকর খাদ্যের বর্জ্জন কদাচ বিধেয় নহে।

ক্রম-পরিবর্ত্তন সংসারের চিরন্তন নিয়ম। জগতের যাবতীয় বিষয়েই এই পরিবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে; অতএব খাদ্যাদি বিষয়েও যে তাহা হইবে না, ইহা কে বলিল? তবে সেই পরিবর্ত্তন সময়ে বিশেষরূপে দোষ-গুণ বিচার পূর্ব্বক হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, নবনির্দ্দিষ্ট খাদ্যের গ্রহণে মতান্তর কি? পূর্ব্বে যাহা ছিল না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতেও কোন প্রকার বিধি-নিষেধ পরিকল্পিত হয় নাই; যদি থাকিত, তবে হয়ত পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও তাহার বিষয়ে কোন না কোন প্রকার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইত; কিন্তু যখন ইহার কিছুই নাই, তখন নূতন হিতকর খাদ্যের গ্রহণ বা তাহাই পূর্ব্বে দেখা উচিত। কোন অভিনব খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, ইহা সাধারণতঃ কায়িক-মানসিক উপকারক কি অপকারক; যদি উপকারক হয়, তবে তখন নির্ণয় করা উচিত যে, ইহা শাস্ত্র-বিহিত খাদ্যাদির মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। যদি যতদূর সম্ভব, অনুসন্ধান করিয়াও তাহার অনুকূল বৈ প্রতিকূল কোন প্রকার অবস্থা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে তাহার গ্রহণে আর মতদ্বৈধ কি? অভিনব খাদ্যের সদৃশ কোন পুরাতন খাদ্যাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান আছে, ঐ নূতন খাদ্যের সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব, ঐ শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করা উচিত, এবং সেই ঔচিত্যের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহাতে সেই উপকারক খাদ্য সমাজে প্রচলিত হয়, তৎপক্ষেও বিশেষ যত্ন বিধান আবশ্যক। নতুবা ভূম্যাদির শস্যজনিকা শক্তির রূপান্তর-সমুদ্ভূত অন্যরূপ শুভকর ও সুখকর অন্নের অগ্রহণে সমাজের অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। এতাদৃশ বিচার্য্য-স্থলে, নিজের মূঢ়তা প্রযুক্ত কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া, যাহাতে ঐ প্রীতিপ্রদ পরম উপকারক খাদ্যের ভূরি প্রচলন হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেকেরই সমাহিত দৃষ্টি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত—অধুনা প্রকাশিত অনেক খাদ্য সমাজে অতি আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেছে। প্রথম প্রথম যে নবজাত বা নবানীত খাদ্যাদি সম্বন্ধে সমাজে যত মত-বিপর্য্যয় লক্ষিত হইত, এক্ষণ ক্রমশঃ তাহার বিপরীত—অর্থাৎ সেই খাদ্যাদি সম্বন্ধে তত অনুকূলতা প্রকাশিত হইতেছে। কি

কপি বা মর্ত্তমানকলার প্রচলন ছিল না; দেশান্তর হইতে উহা আমাদের দেশে আনীত হইলে পর, প্রথম প্রথম ঐ সকল উদ্‌ভিজ্জ-খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেকের অমত হইত; ক্রমশঃ যত ঐ সমুদয় খাদ্যের উপকারিতা এবং প্রীতিপ্রদতাব উপলব্ধি হইতে লাগিল, তত ঐ খাদ্যসমূহেরও আদর বাড়িতে লাগিল; এমন কি, দেব-পূজার ভোগাদিতেও ক্রমশঃ ঐ সমুদয় খাদ্য ব্যবহার করিতে কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তাই আমরা অধুনা আলু পেঁপে প্রভৃতি পূজার নিবেদ্য পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। দেবকার্য্যে মর্ত্তমানকলা এবং কপির তাদৃশ সর্ব্ববাদিসম্মত প্রচলন এখন পর্য্যন্ত না হইলেও, উহাদের প্রতি যত্নাতিশয্য দর্শনে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সম্ভবতঃ অচিরেই ঐ সকল দ্রব্য পূজোপকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শাস্ত্রে উদ্‌ভিজ্জ-খাদ্যই সমধিক সাত্ত্বিক-ভাব প্রণোদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু "নূতন" বলিয়া কপি, আলু, মর্ত্তমান এবং পেঁপে প্রভৃতি খাদ্য পরম পরিতোষ সহকারে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথচ দেবাদির পূজোপকরণে দিতে সাহসী হন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য না খাওয়াই সঙ্গত। যাহা তুমি নিজে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পার, তাহা দেব-উদ্দেশে দিতে কুণ্ঠিত হও কেন? যদি তাহাই হও, তবে ইহা নিশ্চয়, যে তুমি ঐ দ্রব্য সন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতেছ; অতএব তোমার পক্ষে উহা গ্রহণীয় নহে। তুমি যাহা কিছু ভোজন করিবে, তাহা সর্ব্বাগ্রে তোমার অভীষ্টদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া 'প্রসাদ' লইবে। যদি তাহাই না পার, তবে খাইও না। তুমি নিজের রসনা-পরিতোষণ করিবে, অথচ দেবতার বেলায় ভ্রমান্ধকারে কর্ত্তব্য-পথ দেখিবে না, এ কোন্ কথা? যদি প্রশস্তভাবে নিজে লইতে পার, তবে দেবতাকেও দিতে পার; আর যদি তাহা না পার, তবে না খাওয়াই উচিত। শাস্ত্রে "আত্মবৎ" সেবাই বিহিত হইয়াছে—তুমি যদি তাহাই না পারিলে

তবে শুধু স্বীয় বাহ্য-রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রয়োজন কি? যাহাহউক যে খাদ্য তোমার আত্মপ্রীতিপ্রদ, সমাজের প্রীতিপ্রদ, তাহা দেবতারও গ্রাহ্য, এই সংস্কার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া, নবানীত পেঁপে প্রভৃতির দেব-ভোজ্যতা-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে; এবং সেই জন্যই উহা এখন দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য ঐজাতীয় খাদ্য সম্বন্ধেও ক্রমশঃ এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অতএব নূতন বলিয়াই কোন খাদ্য অগ্রাহ্য হইতে পারে না; তাহার দোষ-গুণের বিশেষ আলোচনা হইয়া, তাহারই সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সমাজ-সম্মত হওয়া আবশ্যক।

১৩—ন শস্তং গৃহ-পালিতম্।

অর্থ—গৃহপালিত পশ্বাদি অশন বিষয়ে অপ্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—মাংসাশীদিগের পক্ষে যাবতীয় মাংসের মধ্যে মৃগয়ালব্ধ মাংসই অত্যুৎকৃষ্ট। নিত্যরোগভূমি গৃহে পালিত পশ্বাদির দেহও দৃশ্যতঃ বা অদৃশ্যতঃ কোন না কোন রোগাদিতে আক্রান্ত—অপবিত্র হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পশ্বাদির মাংস গ্রহণে রোগাদিরই প্রসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই জন্যই প্রাচীনকালে মৃগয়ালব্ধ মাংসেরই অধিক আদর ছিল। এখনও কোন কোন স্থলে সেই প্রাচীন নিয়মের ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহপালিত পশ্বাদির মাংস ভোজনে যে কেবল রোগাদির আশঙ্কাই আছে, তাহা নহে; ইহাতে হৃদয়ের দয়া-মমতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি গুলি ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণীভূত হইয়া আইসে। মানবহৃদয়ের প্রধান গুণ আশ্রিত-বাৎসল্য সমূলে তিরোহিত হয়; হৃদয় ধীরে ধীরে আসুরভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ নরকাকারে পরিণত হয়। অতএব আশ্রিত গৃহ-পালিত পশ্বাদির মাংস সুপ্রশস্ত নহে। এ স্থলে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়িতেছে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

১৪—নাশ্মমত্যধিকামিষ্যং রজোবর্দ্ধন-শঙ্কয়া।

অর্থ—যাঁহাদের মাংসাহার অনিষিদ্ধ, তাঁহা-

দের পক্ষেও অত্যধিক মাংস-ভোজন অনুচিত। কেননা তাহাতে রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

ব্যাখ্যা—রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, সাত্ত্বিকভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া মুক্তির পথ দুষ্প্রাপ্য হয়, সুতরাং মাংসাশীর পক্ষেও অত্যধিক মাংসাহার অবিধেয়। আর্য্যসন্ততিগণের আহার, বিহার. ভ্রমণ, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের অভ্যন্তরেই নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ যাহা কিছু করিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন বা যাহা কিছু ভাবিতেন, তৎসমস্তের মূলেই সুদৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিহিত থাকিত; তাই তাঁহারা যাহা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই আত্মার অনুকূল ভাবিয়া, আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়—মুক্তিপথের কণ্টক, তাহা অবশ্য-পরিহার্য্যবোধে পরিত্যাগ করিতেন। সেই হেতু আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, অত্যধিক রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, সত্ত্বগুণ একেবারে তিরোহিত হয়; অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে অত্যধিক রাজসিকভাবে বিভোর হইয়া ক্রমশঃ নীচ অপেক্ষাও নীচতর হইতে থাকে; সুতরাং রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি কদাচ প্রার্থনীয় নহে। অতএব অপরিমিত মাংসাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত; কেননা অধিক মাংস ভোজনে রজোগুণ নিরতিশয় পরিবৃদ্ধ হইয়া ধর্ম্মমার্গের দুরপনেয় অন্তরায়রূপে পরিণত হয়।

১৫—ন বাপদি নিষিদ্ধস্যানুষ্ঠান-মপি দোষভাক্।

অর্থ—আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে, এই সমুদয় নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান বা বিহিত নিয়মের ব্যতিক্রম কোন প্রকার দোষাবহ হয় না।

ব্যাখ্যা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় বিধি-নিষেধ বিবেচিত হইল, আর্ত্ত বা পীড়িতদিগের পক্ষে তদ্বিপরীত আচরণ প্রত্যবায়জনক হইবে না। সাধারণের যাহা অকার্য্য বা অননুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে. প্রয়োজনবিশেষে আপদ্গ্রস্তের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান দূষণীয় নহে। এস্থলে আমরা একটি মহাকবির কবিতার উল্লেখ করিতেছি—

"নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয় মাপদি,
ক্রিয়া সতী নাহবতি যত্র সর্ব্বথা—,
ঘনাম্বুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে
কচিদ্বুধৈরপ্যপথেন গম্যতে। (নৈষধ।)

অর্থ—যখন আপদের সময়ে সৎক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না, তখন, যাহা চিরনিষিদ্ধ, তাহারও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। কেন না—সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ যখন জলদ-জলে পিচ্ছিল হয়, তখন পণ্ডিতগণও কুটিল ও বন্ধুর পথে গমন করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আচার্য্য এই শ্লোকটি বলিয়াছেন,—

স্বাহারাৎ জায়তে সৌস্থ্যং সৌস্থ্যাৎ
সংবর্দ্ধতে স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলাভে ভবেন্মুক্তিঃ তস্মাৎ তং
বিধিনা চরেৎ।

অর্থ—সু-আহার হইতে সুস্থতা জন্মে; সুস্থতা হইতে স্মৃতি সংবর্দ্ধিত হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি হয়; অতএব শাস্ত্রানুসারে আহারের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা—উপসংহারে সদাহারের চরম উপকারিতা প্রদর্শনোদ্দেশে সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য বলিতেছেন যে, শাস্ত্রবিহিত নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আহারের অনুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য; কেননা "সু" অর্থাৎ বৈধ আহার হইতেই স্বাস্থ্যসুখ এবং স্বাস্থ্য হইতেই স্মৃতি-শক্তি সংবর্দ্ধিত হয়; স্মৃতি বর্দ্ধিত হইলে মুক্তি অনায়াসলভ্য হইয়া আইসে; অতএব তৎপ্রতি সমাহিত থাকা মুমুক্ষুগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিতা স্মৃতি লাভ হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে; অতএব আহার-শুদ্ধিই মুক্তির প্রধান কারণ।

ইতি পারিব্রাজক সূক্তমালায়াং অশন-সূক্ত-নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

অধিকার-ভেদে শিক্ষা ও ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

অধিকার ভেদে যে শিক্ষার তারতম্য হওয়া উচিত, তাহা একটু চিন্তা করিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সত্যটি এতই অনায়াস-বোধ্য যে, ইহা বোধগম্য করাইবার জন্য বহুল যুক্তি-তর্কাদি নিষ্প্রয়োজন। বাল্য-যৌবনাদি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষা প্রদান যে বিধেয়, তাহা কে না বুঝিতে পারেন? সুকুমারমতি বালককে যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন সে যতটুকু ধারণা করিতে পারে, তাহাকে ততটুকু শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং তাহা হইলেই শিক্ষার সুফল ফলে। কিন্তু ...ার ধারণা-শক্তির অতিরিক্ত কোন ...য়ে তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিলে, ...ার কোন ইষ্ট না হইয়া, তদ্বিনিময়ে ...িক অনিষ্টই সংসাধিত হয় মাত্র। ...ার সমবয়স্ক সকল বালককেই এক শিক্ষা দেওয়া যায় না। স্বীয় স্বীয় স্বাভা-বিক উপযোগিতা ও বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে তাহাদের শিক্ষা বিধানের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয়ে অন্তর্নিহিত শক্তি এতই অল্প যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাকে সে বিষয় শিক্ষা না দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, কোন বালক হয়ত সাহিত্যে, কোন বালক গণিতে, কোন বালক দর্শনে, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ে অধিক আসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং অল্পানুশীলনেই তত্তদ্বিষয়ে উত্তম অধিকার লাভ করিয়া থাকে; এবং তদিতর বিষয় বহু যত্ন ও শ্রম দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারক হয় না। প্রত্যেক মানবেরই কতকগুলি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, এবং যাহার যে যে বিষয়ে ঐ অন্তর্নিহিত শক্তি বলবতী, অনুশীলন দ্বারা সেই সেই বিষয়ে তাহার ঐ শক্তি ক্রমশঃ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এমন অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, হয়ত কোন বালক সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, কিন্তু গণিতাদি বিষয়ান্তরে বহু শ্রম যত্ন দ্বারাও তাহার প্রতিভা কার্য্যকরী হয় না। অনুশীলন দ্বারা যে একেবারে কিছুই হয় না, তাহা আমাদের

বক্তব্য নহে, কিন্তু পরিশ্রমানুরূপ ফললাভ হয় না। সঙ্গীত বিষয়ে যদি আমার অন্তর্নিহিত শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি শত চেষ্টা করিলেও কোন প্রকারেই উত্তম গায়ক হইতে পারিব না। আমার শারীরিক ও মানসিক গঠন সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলে, আমি যতই শ্রম করি না কেন, কদাপি শ্রমানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইব না। উপযোগিতা নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে লাভ এই হয় যে, যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে, অনেক সময়ে তাহার অনুশীলন না হইয়া, অনুপযোগী বিষয়ান্তরের আলোচনা হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে ঐ স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং সকল শ্রমই পণ্ড হয়। কোন একটী বিষয়ে কাহারও উপযোগিতা না থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে যে একেবারে মূর্খ বলিতে হইবে, তাহা নহে। অন্য অন্য বিষয়ে তাহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য জন্মিতে পারে। একজন প্রাজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ বহু চেষ্টা করিয়াও হয়ত একছত্র কবিতা লিখিতে পারেন না, এবং যদিও পারেন, তবে তাহা হয়ত "শুষ্ক কাষ্ঠের" ন্যায় নীরস হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে, একজন প্রকৃতি-সিদ্ধ-কবি হয়ত বহু চেষ্টা করিয়াও গণিত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন না এবং অনেক সময়ে জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞাই তাঁহার নিকট দুর্গম সেতু রূপে প্রতীয়মান হয়! ফলকথা এই যে, সকল বিষয়ে সকলের অধিকার জন্মে না ও জন্মিতেও পারে না, এবং যাহার যে বিষয়ে শক্তি না থাকে, তাহাকে সেই বিষয়ে অধিকারী করিতে গেলেও কোন ফল হয় না; অধিকন্তু তাহাকে তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। ইদানীং অস্মদ্দেশে এক বিষম শিক্ষা-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। স্কুল-কলেজে এক এক শ্রেণীতে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হয় ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমুদায়ই এক জাতীয়; এবং একই শিক্ষক বহু ছাত্রকে শিক্ষা দেন বলিয়া তাহাদের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিভিন্নতা ও ন্যূনাধিক্য নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারেন না এবং করেন না; সুতরাং স্বাভাবিক উপযোগিতা এবং সেই উপযোগিতার তারতম্য অনুসারে শিক্ষিতব্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের পরিমাণ আদৌ বিবেচিত হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কোন বিষয়ে সার-গ্রাহিতা না জন্মিয়া পল্লবগ্রাহিতাই জন্মিয়া থাকে। গণিত শাস্ত্রে আমার স্বাভাবিক উপযোগিতা আদৌ নাই, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আমাকে গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবেই হইবে। ঐ গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়নে ফল হইল এই যে, উহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতকগুলি বিষয় অবগত হইলাম বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ অধিকার জন্মিল না; অধিকন্তু উহা অধ্যয়ন করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিকূলে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায়, যে সমুদয় বিষয়ে আমার অধিকার জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল, তাহাতেও পল্লবগ্রাহিতা জন্মিল। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরে বি[illegible] বিদ্যালয়ের অনেক উপাধিধারী কৃত-বিদ্য

যুবক তাঁহাদের অধীত শাস্ত্র সমূহের মধ্যে যে অনেক শাস্ত্র একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। ইহার অন্যতম কারণ—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অননুকূল শিক্ষা-বিধান। এইরূপ শিক্ষাতে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইয়া, বরং মলিনতাপ্রাপ্তই হয়।

এই প্রকার তাবৎ শিক্ষাই অধিকার-সাপেক্ষ। শিক্ষা বলিলে যে কেবল জ্ঞানের শিক্ষা বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, তাবৎ কার্য্য শিক্ষাও বুঝিতে হইবে। ইহ সংসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের বহুবিধ বিষয়ের প্রয়োজন; গৃহ, শয্যা, অশন, বসন, ভূষণ, আসন, ইত্যাদি নানা প্রকার বিষয় এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেকানেক বিষয় ব্যতীত আমাদের আদৌ চলে না। এই সমুদয়ই আবার কার্য্য-সাপেক্ষ, এবং ঐ কার্য্য আবার শিক্ষা-সাপেক্ষ। ঐ শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে, কখনও সমাজের উন্নতি হইতে পারে না; অধিকার-নির্ব্বাচনই আবার ঐ শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার মুখ্যতম উপায়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে, সে যদি তাহার অধিকারী না হয়, তাহা হইলে সমুদয় শ্রমই বিফল হইবে। আমাদের দেশে অধুনা জ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাই এইরূপ অধিকার নির্ব্বাচন করিয়া প্রদত্ত হয় না। মনে কর, একজনকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে; নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে দৃষ্টি করা উচিত যে, ঐ বিদ্যার্থী নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত কি না। উক্ত নির্ব্বাচন করিতে গেলে, নাবিক-জীবনের অত্যাবশ্যক গুণ কি কি, তাহা দেখা উচিত। যথা—অসম সাহসিকতা, বিপদে ধীরতা, শীতাতপ-সহিষ্ণুতা, শারীরিক সবলতা, সন্তরণ পটুতা চিত্ত-দৌর্ব্বল্য বিহীনতা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তস্তল বাল্য-সহচরের প্রীতিপূর্ণ বিরহের ন্যায় সুনীল জলধির নীলাম্বু-রঞ্জিত বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গি প্রেমে ও বিরহে উদ্বেলিত করে নাই, তাহার পক্ষে সমুদ্র-বক্ষে পোতারোহণ বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কেবল দেশাচার—সামাজিক রীতি—বংশপারম্পর্য্য-অবস্থানুরোধ প্রভৃতি কারণে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিলে, তাহা দ্বারা কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত, কোন উপকারই সংসাধিত হইবে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, কি কৃষি, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি উচ্চতর বিষয়-জ্ঞান, ইদানীং এ সমস্তই আমাদের দেশে যে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহার মুখ্য কারণ অনধিকার-চর্চ্চা।

বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যাদৃশ বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও অস্মদ্দেশে ততোধিক বিভ্রাট ঘটিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ-স্বভাবের প্রকৃতগত বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আমরা বালক-বালিকাদিগকে একই জাতীয় শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি, এবং আমেরিকা—ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ঐ প্রকার শিক্ষার বিষময় ফল সন্দর্শন করিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে কোন প্রকার প্রয়াস পাই না। অনুকরণ-প্রিয় দুর্ব্বলচিত্ত বঙ্গবাসী স্ত্রীজাতিকে [illegible]

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! স্ত্রী-স্বভাবের উপযোগিতা সম্যক্ আলোচনা না করিয়া, যথেচ্ছ শিক্ষা প্রদান করাতে, হিন্দু সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে; অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ শিক্ষা বিধানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জনষ্টুয়ার্টমিল স্ত্রী-পুরুষের মানসিক বৃত্তির একজাতীয়তা ও সমকক্ষতা সম্বন্ধে যে মতের অবতারণা করেন, এবং যাহা কিছু দিনের জন্য তদ্দেশে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রমাদপূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে স্থিরীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা সেই ভ্রান্ত মতেরই অনুবর্ত্তী হইয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়াছি! স্ত্রীলোকদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযোগিতা আছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিয়াই তাহাদের শিক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী-প্রকৃতিতে কতকগুলি পুং-প্রকৃতি এবং পুং-প্রকৃতিতে কতকগুলি স্ত্রী-প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ বৈষম্য নিহিত আছে; ঐ বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদের শিক্ষা বিধান করিলে, উহাতে যে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের তৎপক্ষে আদৌ দৃষ্টি নাই। সে যাহা হউক, ফলকথা এই যে, অস্মদ্দেশে অধিকার-পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষা-বিধানের রীতি বহুকাল হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যে কোন বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অধিকার-ভেদে শিক্ষাই তাহার মূলমন্ত্র ছিল। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, তাহাকে তাঁহারা সে বিষয়ে কখনও শিক্ষা দিতেন না।

অধিকার পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে, ধর্ম্ম বিষয়ে যত অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে, এত আর কিছুতেই নয়, ইহা অবগত হইয়াই তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ের শিক্ষা বিধানে অধিকার নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। যে সমুদয় ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য শাস্ত্রসমূহে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও কতকগুলি পাশ্চাত্য কুসংস্কার স্ব স্ব হৃদয় হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সমুদয় অসামঞ্জস্য বা বিরোধ আপাত মাত্র; অধিকার-ভেদে শিক্ষা-প্রয়োগে উহাদের সকলেরই সুন্দর সমীকরণ হইয়া যায়! বেদ, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণাদি অসংখ্য শাস্ত্ররাজিতে যে সমুদয় বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহারা আদৌ বিরোধ নহে; তবে অধিকার-ভেদে শিক্ষা-বিধানের নিয়ম-হেতু ঐ গুলি আপাততঃ বিরোধবৎ আভাসমান হইয়া থাকে। অন্য অন্য বিষয়ের শিক্ষা বিধানে যেরূপ ক্রমোন্নতি বা ক্রম-বিকাশ বিধেয়, ধর্ম্ম-বিষয়েও তদ্রূপ। চিত্রকর একেবারেই আলেখ্য-চিত্রণ শিক্ষা করিতে পারেন না; তাঁহাকে প্রথমে সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হয়; প্রত্যেক ব্যাপারে এইরূপ সুকর সাধন হইতে ক্রমশঃ দুষ্কর সাধনে যাইতে হয়; বর্ণ শিক্ষা করিয়াই ক্রমে বর্ণ-বিন্যাস ও বর্ণ-যোজনা শিক্ষা করিতে হয়; ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াই ক্রমে কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে হয়; সর্ব্ববিষয়িণী শিক্ষারই এইরূপ ক্রম-সাপেক্ষতা অপরিহার্য্য; কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ ধর্ম্মবিষয়েও তদ্রূপ।

ধর্ম্ম-বিষয়ের শিক্ষাও অধিকার ভেদে হওয়া উচিত। অধিকার ভেদে শিক্ষা না হইলে, কোন ফলোদয় হয় না; প্রত্যুত বিশেষ অনিষ্টই হইয়া থাকে। এই অধিকার ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাতেই হিন্দুশাস্ত্র এত বহুল ও বিস্তৃত। জগতে কোন মানবই সর্ব্ব বিষয়ে অন্য মানবের সমকক্ষ নহেন; তাঁহাতে অপর-নিরপেক্ষ কোন না কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবেই হইবে। আমি একটা বিষয় যেরূপ বুঝি, আর একজন সেই বিষয়টি আমার ন্যায় বুঝিলেও, আমাদের উভয়ের বোধ-বিষয়ে একটু না একটু পার্থক্য রহিয়া যাইবেই যাইবে। ধর্ম্মরাজ্যে বুঝাইবার ও বুঝিবার জিনিষ একটি মাত্র। কিন্তু সেই একটি মাত্র জিনিষ বুঝাইতে সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি যে উপায়ের দ্বারা সেই একটি মাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু বুঝিতে অধিকারী, হিন্দুশাস্ত্র তাহাকে সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে বলিবেন। হিন্দুশাস্ত্র এ বিষয়ে যাদৃশ উদারতা দেখাইয়াছেন, তাদৃশ উদারতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেবল উদারতা নহে, ইহাতে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতাও পরিলক্ষিত হয়। একই বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রে বিবিধ বিধি ও নিষেধ, উভয়ই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল অধিকারি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। একই হিন্দু-শাস্ত্রে মাংসাহার-বিধি ও মাংসাহার-নিষেধ দেখিয়া হয়ত অনেকে শাস্ত্রের প্রতি বীতানুরাগ হয়েন, কিন্তু তাঁহাদের অনুধাবন করা উচিত যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। হিন্দু-শাস্ত্র পাঠ করিলে, অনায়াসেই উপলব্ধি হয় যে, যেখানে অধিকার উচ্চ, সেই খানেই শাসন কঠিন, এবং যেখানে অধিকার নিম্ন, সেখানে শাসনও শিথিল। মৎস্য-মাংস আহারের ব্যবস্থার সময়ে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, এই এই মাংসাদি খাদ্য এবং এই এই মাংসাদি অখাদ্য, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই হয়ত বলিতেছেন যে, মৎস্য-মাংস আদৌ খাইবে না। এস্থলে শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য কি? তিনি কি একই ব্যক্তিকে একবার মাংস-ভোজনে বিধি দিতেছেন, আবার পরক্ষণেই তাহা নিষেধ করিতেছেন—না অন্য কিছু? আমাদের শাস্ত্রকারগণ কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, তাঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এইরূপ অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক উপদেশ ও অনুশাসন সন্নিবেশিত করিবেন? প্রকৃত কথা এই যে, যাঁহাদের মৎস্য-মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা বলবতী, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে কতকগুলি মৎস্য-মাংস হইতে নিবৃত্ত করা আবশ্যক। তৎপরে তাঁহারা ক্রমশঃ নিবৃত্তি-মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইলে, তাদৃশ নিবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারে নিষিদ্ধ ব্যবস্থিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের পক্ষে বিধি ও নিষেধ উভয়ই পাওয়া যায়; এবং পণ্ডিতগণ নানাবিধ বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া, কেহ বা বিধির, কেহ বা নিষেধের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। যাহারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি পরিপালনে অসমর্থা, তাদৃশ দুর্ব্বলাধিকারিণী হীন-হিন্দুজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বিধবা-বিবাহবিধির অবতারণা। পুরুষের পক্ষেও প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগে দারান্তর-পরিগ্রহ শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও, উহা শাস্ত্র কর্ত্তৃক প্রশংসিতও হয় নাই; বরং দারান্তরের অপরিগ্রহই প্রশংসিত

হইয়াছে। বহু অপত্য-উৎপাদন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হইলেও, জ্যেষ্ঠেতর সন্ততি 'কামজ' বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, "যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে। স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥" (মনু)। ঐরূপ শাস্ত্রে যে প্রকার পরিবারের একান্ন-বাস ব্যবস্থিত হইয়াছে, তদ্রূপ পৃথক্‌বাসেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে; এই সমুদয় ব্যবস্থার প্রয়োগ-স্থল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমাজ-নীতি এবং আচারাদি বিষয়ক বিধি-নিষেধে যেরূপ আপাত-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, ধর্ম্ম-বিষয়েও তদ্রূপ। মনে করুন, কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; আবার কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার মননাদি করা যায় না, ইত্যাদি; এই যে উপ-দেশ-গত বিরোধ দৃষ্ট হয়, এ বিরোধ আদৌ বিরোধ নহে; এই উভয় উপদেশের প্রয়োগ-স্থল এক নহে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না—সত্য, তাঁহার মনন বা শ্রবণ হয় না—সত্য, কিন্তু জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপাসনার প্রয়োজন, এবং সেই উপাসনা করিতে গেলেই, ব্রহ্ম যে সমুদয় সগুণ-অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উপা-সকের অধিকারানুসারে তন্মধ্যে কোন না কোন অবস্থা আদর্শরূপে মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত করিতে হয়। কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ নিন্দা বা স্তুতির প্রয়োগস্থল বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ অধিকার-ভেদে প্রতিমা-পূজা যেমন প্রশস্ত, তেমনি অধি-কারান্তরে উহা অপ্রশস্ত। এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রে বিধি নিষেধের যে সমুদয় বৈষম্য বা বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে বৈষম্য বা বিরোধ নহে; অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা মাত্র। শূদ্রকে বেদা-ধ্যয়নের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলিয়া, অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগকে অনুদার বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন না যে, শূদ্র কি এবং তাহাকে বেদাধিকার দেওয়া সঙ্গত কি না এবং দেওয়া যায় কি না? শাস্ত্রা-নুসারে "সর্ব্ব-ভক্ষ্য-রতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরা-শুচিঃ, ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ" অর্থাৎ যাহার সর্ব্বপ্রকার আহারেই প্রীতি, যে কর্ম্মের গুণাগুণ-বিচার না করিয়া সর্ব্বকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়, যে অশুচি, এবং বেদাদি-আলোচনা পরিহারপূর্ব্বকআচার-ভ্রষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে সেই প্রকৃত শূদ্র। এইরূপ ব্যক্তিকে বেদাধ্যয়ন করাইলে কোন ফলোদয় হয় না। তাহার অধিকার অনু-সারে শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে উচ্চ দিকে লইয়া যাওয়াই প্রশস্ত, এবং তজ্জন্যই তন্ত্র-পুরাণাদির অবতারণা হইয়াছে। শাস্ত্রে উচ্চবর্ণস্থ ব্যক্তি-দিগের মধ্যেও যাহাকে তাহাকে বেদান্তাধ্যয়-নের অধিকার দেওয়া হয় নাই; যাহাদের শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ষট্-সম্পত্তি লাভ হয় নাই, এবং যাহাদের নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ ও মুক্তির ইচ্ছা জন্মে নাই, তাদৃশ "সাধন চতুষ্টয়" হীন ব্যক্তিদের বেদান্ত-পাঠে অধিকার নাই; কারণ ঐরূপ ব্যক্তির বেদান্তপাঠে যথার্থ কোন ফলোদয় হয় না; কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া বাগ্-বিতণ্ডা করিবার প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র; এবং উহাতে ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত কোন উন্নতি না

হইয়া বরং অবনতিই হইয়া থাকে; এই জন্যই জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ অধিকার-ভেদে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সময়ে আপাত-দৃষ্টিতে ঐ সমুদয় ব্যবস্থা উদার যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেই এই ভ্রান্তি অপনীত হয়।

অস্মদ্দেশে পুনর্ব্বার অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করা অতীব আবশ্যক এবং যতদূর পারা যায়, হিন্দু-পত্রিকার প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারি-আশ্রমে এই প্রাচীন এবং সমীচীন রীতি অবলম্বন পুরঃসর শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই আশ্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা যাইবে। আচার্য্যেরা ব্রহ্মচারীদিগকে কিছু কাল স্ব স্ব তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, তাহাদের উপযোগিতা নির্ব্বাচন করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ তাহাদিগকে উচ্চ অধিকারে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিবেন। অবস্থা-ভেদে মৃদু, মধ্যম এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-বিধান দ্বারা ব্রহ্মচারীদিগকে সুসংযত করিয়া, তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে যত্নবান হইবেন।

কার্য্যেই কেবল মানবের অধিকার, ফল ভগবানের হস্তে। প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের দ্বারা যদি অন্ততঃ একজন ব্রহ্মচারীরও জীবন প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শানুসারে সুগঠিত হয়, তাহা হইলে, আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব; কারণ কে জানে যে, ভগবানের দুরভিজ্ঞেয় বিধান অনুসারে একটিমাত্র জীবনের দ্বারা ভারতবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইবে না!

বেদান্ত-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—•:০:•—

আহ কোঽয়মধ্যাসো নামেতি? উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তংকেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। কেচিত্তু যত্রযদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহ নিববন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যেতু যত্র যদধ্যাস স্তস্যৈব বিপরীত ধর্ম্মত্ব কল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্বথাপিতু অন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথা চ লোকেঽনুভবঃ, শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি। কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয় তদ্ধর্ম্মাণাং, সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি, যুষ্মত্প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি। উচ্যতে। নতাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মত্প্রত্যয়বিষয়ত্বাদপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্ম প্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃপুরোবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপিহ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তু-স্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তত্কৃতেন দোষেণ গুণেন বাণুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে। শাং ভাং। ৩।

পদপাঠঃ। আহ। কঃ। অয়ং। অধ্যাসঃ। নামা। ইতি। উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ। পরত্র। পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং। কেচিত্। অন্যত্র। অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ। ইতি। বদন্তি। কেচিত্। তু। যত্র। যদধ্যাসঃ। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ। ভ্রমঃ। ইতি। অন্যে।

বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাং। আচক্ষতে। সর্ব্বথা। অপি। তু। অন্যস্য। অন্যধর্ম্মাবভাসতাং। ন। ব্যভিচরতি। তথা। চ। লোকে। অনুভবঃ। শুক্তিকা। হি। রজতবৎ। অবভাসতে। একঃ। চন্দ্রঃ। সদ্বিতীয়বৎ। ইতি। কথং। পুনঃ। প্রত্যগাত্মনি। অবিষয়ে। অধ্যাসঃ। বিষয় তদ্ধর্ম্মাণাং। সর্ব্বঃ। হি। পুরঃ। অবস্থিতে। বিষয়ে। বিষয়ান্তরং। অধ্যস্যতি। যুষ্মত্প্রত্যয়াপেতস্য। চ। প্রত্যগাত্মনঃ। অবিষয়ত্বং। ব্রবীষি। উচ্যতে। ন। তাবৎ। অয়ং। একান্তেন। অবিষয়ঃ। অস্মত্প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ। অপরোক্ষত্বাৎ। চ। প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন। চ। অয়ং। অস্তি। নিয়মঃ। পুরঃ। অবস্থিতে। এব। বিষয়ে। বিষয়ান্তরং। অধ্যসিতব্যং। ইতি। অপ্রত্যক্ষে। অপি। হি। আকাশে। বালাঃ। তলমলিনতাদি। অধ্যস্যন্তি। এবং। অবিরুদ্ধঃ। প্রত্যগাত্মনি। অপি। অনাত্মাধ্যাসঃ। তং। এতং। এবং লক্ষণং। অধ্যাসং। পণ্ডিতাঃ। অবিদ্যা। ইতি। মন্যন্তে। তদ্বিবেকেন। চ। বস্তুস্বরূপাবধারণং। বিদ্যাং। আহুঃ। তত্র। এবং। সতি। যত্র। যদধ্যাসঃ। তৎকৃতেন। দোষেণ। গুণেন। বা। অণুমাত্রেণ। অপি। ন। স। সংবধ্যতে। ৩।

প্রত্যেকপদের অর্থ।—আহ-বলিতেছে (প্রতিবাদী)। কঃ—কে? অয়ং—এই। অধ্যাসঃ—আত্মা এবং অনাত্মার তাদাত্ম্যারোপ। নাম—নামক। ইতি—ইহা। উচ্যতে-বলাযাইতেছে (উত্তর)। স্মৃতিরূপঃ—স্মরণাত্মক জ্ঞান সদৃশ। পরত্র—অপর পদার্থে—অর্থাৎ—অবভাসকালীন যে রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইতে ভিন্ন শুক্ত্যাদি পদার্থে, পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ—পূর্ব্বকালীন অনুভূত পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান। (অধ্যাস) তং—সেই অধ্যাসকে। কেচিৎ কোন পণ্ডিতগণ (সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধগণ)। অন্যত্র—অপর পদার্থে—অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থে। অন্য ধর্ম্মাধ্যাসঃ—অপর পদার্থগতধর্ম্মসমূহের আরোপ—অর্থাৎ জ্ঞানগত রজতত্ব সর্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-ব্যূহের তাদাত্ম্য-প্রতীতি। ইতি—ইহাকে। বদন্তি—বলিয়া থাকেন। (অধ্যাস) কেচিত্—কোন কোন পণ্ডিতদল। তু—বা। যত্র—যাহাতে অর্থাৎ-শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতিতে। যদধ্যাসঃ যাহার-আরোপ—অর্থাৎ রজতসর্পাদির যে প্রতীতি। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ—তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবজনিত—অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি দ্রব্যের এবং রজত-সর্প প্রভৃতি প্রজ্ঞানের তাদাত্ম্য-প্রতীতি নিবন্ধন। ভ্রমঃ-ভুল। ইতি-ইহাকে—অর্থাৎ জ্ঞান এবং স্মরণের পরস্পর সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশপূর্ব্বক রজতাদি ব্যবহারকে অধ্যাস আখ্যায় অভিহিত করেন। অন্যে—অপর কোন পণ্ডিতগণ। তু—বা। যত্র—যাহাতে (শুক্তিকাদিতে)। যদধ্যাসঃ—যাহাতে (রজতাদির) আরোপ। তস্য—তাহার (শুক্তিকাদির) এব—ই। বিপরীতধর্ম্মত্ব-কল্পনা—তাহাতে যে ধর্ম্মসমূহের বিদ্যমানতা নাই, সেই ধর্ম্ম-সমষ্টির কল্পনা করাকে—অর্থাৎ শুক্তিকা এবং রজ্জু প্রভৃতি অধ্যাসাশ্রিত পদার্থে রজতত্ব ও সর্পত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনাকে। (অধ্যাস) আচক্ষতে-বলিয়াথাকেন। সর্ব্বথা-সকল প্রকারে—অর্থাৎ যিনি যে প্রকার অধ্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন, সে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা। অপি—ই। তু—কিন্তু। অন্যস্য—একবিধ পদার্থে। অন্য-ধর্ম্মাবভাসতাং—অন্যবিধ পদার্থের এবং অপর পদার্থগত ধর্ম্মসমূহের অবভাসকে।

ন—না। ব্যভিচরতি—ব্যভিচার (অতিক্রম) করিতেছে। তথা—সেই প্রকার। চ—ই। লোকে—মানবগণের। অনুভব—প্রতীতি। শুক্তিকা (ঝিনুক) হি—ই। রজতবৎ—রৌপ্য সদৃশ। অবভাসতে—প্রকাশিত হইতেছে। একঃ—একই। চন্দ্রঃ—চাঁদ। সদ্বিতীয়বৎ—দুইটীর মত (অবভাসিত হইতেছিল) ইতি—ইহা। কথং—কি প্রকারে। পুনঃ—বা। প্রত্যগাত্মনি-চিৎস্বভাব আত্মাতে। অবিষয়ে-জ্ঞাতৃস্বভাবে—অর্থাৎ অপরাধীনপ্রকাশে—অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাং। বিষয়ের—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির এবং বিষয়গত ধর্ম্মসমূহের—অর্থাৎ জরা, মরণ, কাণত্ব, খঞ্জত্ব, বধিরত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতির। সর্ব্বঃ—সকল লোক। হি-ই। পুরঃ-অগ্রবর্ত্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত। বিষয়ে—পদার্থে। বিষয়ান্তরং—পদার্থান্তরের। অধ্যস্যতি—অধ্যাস করিয়া থাকে। যুষ্মৎ-প্রত্যয়াপেতস্য—"যুষ্মদ্" অর্থাৎ "ইদং" "এই" এতাদৃশ জ্ঞানের অলভ্য। চ—কিন্তু। প্রত্যগাত্মনঃ-চিৎস্বরূপ আত্মাকে। অবিষয়-জ্ঞানের অনধিগম্য—অর্থাৎ বিষয়ী। ব্রবীষি—বলিতেছ। উচ্যতে—বলা যাইতেছে। ন—না। তাবৎ—এতাবতা। অয়ং—এই চিদাত্মা। একান্তেন—সর্ব্বপ্রকারেই। অবিষয়ঃ-জ্ঞানানধিগম্য। অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ—"অস্মদ্" "অহং" বা আমি, এতাদৃশ জ্ঞানাধিগম্যতা বশতঃ। অপরোক্ষত্বাৎ-প্রত্যক্ষ-হেতুক। চ—এবং। প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ—চিন্ময় আন্তর জীবাত্মার প্রসিদ্ধতা। ন-না। চ-বা। অয়ং—এই। অস্তি-আছে। নিয়মঃ—শৃঙ্খলবদ্ধ। পুরঃ-সমীপবর্ত্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর। বিষয়ে—পদার্থে। বিষয়ান্তরং—অপর পদার্থের। অধ্যসিতব্যং—অধ্যাস (আরোপ) করিতে হইবে। ইতি-ইহা। অপ্রত্যক্ষে—ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অপি—ও। হি-যেহেতু। আকাশে-নভোমণ্ডলেতে। বালাঃ- অবিবেকী মানবগণ। তলমলিনতাদি—আকাশের তল, আকাশ নীল, আকাশ অস্বচ্ছ, ইত্যাদি। অধ্যস্যন্তি—অধ্যাস করিয়া থাকে। এবং—এইরূপ। অবিরুদ্ধ—কোন বিরোধ নাই। প্রত্যগাত্মনি-চিন্ময় আত্মাতে। অপি-ও। অনাত্মাধ্যাসঃ—আত্মাভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যাসের। তং—প্রসিদ্ধ। এতং—এই। এবং লক্ষণং—এতদ্রূপ। অধ্যাসং—অধ্যাসকে। পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ—তত্ত্ববিদ্‌মানবগণ। অবিদ্যা-অনাদি-অনির্ব্বচনীয়-জ্ঞান-বিরোধি-ভাবরূপ অজ্ঞান। ইতি—ইহা। মন্যন্তে—মনে করিয়া থাকেন। তদ্বিবেকেন—তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে—অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র-রূপে। চ-এবং। বস্তুস্বরূপাবধারণং—তত্ত্বের যথাযথ রূপনির্ণয় করাকে—অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপাববোধকে। বিদ্যাং—জ্ঞান। আহুঃ—বলিয়া থাকেন। তত্র—তবে। এবং—এই প্রকার। সতি—হইলে। যত্র—যাহাতে। যদধ্যাসঃ-যাহার তাদাত্ম্যারোপ। তৎকৃতেন-তজ্জনিত। দোষেণ—দোষ দ্বারা। গুণেন—গুণ দ্বারা। বা—অথবা। অণুমাত্রেণ—অত্যল্প মাত্রায়। অপি—ও। স—সে। ন—না। সংবধ্যতে—সম্বদ্ধ হয়। ৩।

বিশদ বঙ্গানুবাদ। যদি জিজ্ঞাসা কর, এই 'অধ্যাস' নামক পদার্থটী কি? তদুত্তরে বলা যায় "স্মৃতিজ্ঞানসদৃশশুক্তিকাদি পদার্থে পূর্ব্বানুভূত রজতাদি পদার্থের যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহাকেই অধ্যাস বলা যায়। এই অধ্যাসকে সৌত্রান্তিক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ "বাহ্যপদার্থে জ্ঞানগত ধর্ম্মের

আরোপ" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থজাতে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানগত রজতত্ব, সর্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের আরোপই অধ্যাস, এবম্প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন। "যাহাতে যাহার আরোপ, তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানাভাব জনিত ভ্রমই অধ্যাস" অধ্যাসের এই লক্ষণ অপর সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ দৃষ্ট শুক্তিকাদিতে স্মৃত রজতাদির পার্থক্যজ্ঞানাভাব-নিবন্ধন জ্ঞান ও স্মরণের পরস্পর সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশপূর্ব্বক রজতের ব্যবহারকেই 'অধ্যাস' বলিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ, যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহারই বিপরীত ধর্ম্মের কল্পনাকে অধ্যাস বলিয়াছেন; অর্থাৎ যে শুক্তিকাদিতে রজতাদির আরোপ করা হয়, সেই শুক্তিকাতেই বৈপরীত্যরূপে রজতত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনাকে অধ্যাস নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যেপ্রকারই অধ্যাসের লক্ষণ নির্ণয় করুন, সেই সমস্ত লক্ষণ দ্বারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থ-ধর্ম্মের অবভাস যে অধ্যাস, এই সাধারণ লক্ষণের ব্যভিচার হইতেছে না; অর্থাৎ এক পদার্থে অন্য ধর্ম্মের কল্পনা যে মিথ্যা এবং অনির্ব্বচনীয়, ইহা সকল পণ্ডিতেরই অভিমত। এই মিথ্যানুভব যে কেবল পরীক্ষকদিগেরই হইয়া থাকে, তাহা নহে, প্রাকৃত মানবদেরও এতাদৃশ মিথ্যানুভব হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেমন লোকে বলিয়া থাকে "এই দৃশ্য শুক্তিকাই আমাদের নিকট এতাবৎকাল রজতের ন্যায় অবভাসিত হইতেছিল"। যদি বল, এক পদার্থে অন্য পদার্থের এইরূপ মিথ্যাবভাস লোকে প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু অভিন্ন একই পদার্থে ভেদ-বিভ্রম কোন স্থানেইত দেখা যায় না; অতএব কিরূপে অভিন্ন এক আত্মারই জীবগণের সহ ভেদ-বিভ্রম ঘটিতে পারে? উত্তরে বলিব, এ আপত্তিও হইতে পারে না, কেননা "একই চন্দ্র দুইএর মত প্রতিভাত হইতেছে" বিভ্রম-মূলক এইরূপ ব্যবহারও অপ্রসিদ্ধ নহে। যদি বল, চিন্ময়বিষয়ী আত্মাতে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অচেতন জড়পদার্থের এবং স্থূলত্ব, কৃশত্ব, কাণত্ব, বধিরত্বাদি জড়গত ধর্ম্মসমূহের কিরূপে অধ্যাস হওয়া সম্ভব? কেননা, দেখা যায়, সকল লোকই সমীপা-বস্থিত বিষয়েতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিয়া থাকে; বিশেষতঃ তুমি এই চিৎস্বরূপ আত্মাকে "যুষ্মদ্"—অর্থাৎ ইদং বা এই, এতাদৃশ জ্ঞানের অনধিগম্য এবং বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। অতএব চিন্ময় বিষয়ী আত্মাতে অচেতন দেহাদির অধ্যাস হওয়া কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব, চিন্ময় এই আত্মা কোন অবস্থাতেই বিষয় হন না, একথা আমাদের স্বীকার্য্য নয়, কেননা ব্যবহারদশাতে সংসারাবস্থায় "অস্মদ্" অর্থাৎ অহং বা আমি, এই জ্ঞানের বিষয় আত্মা হন, একথা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি; বিশেষতঃ চিন্ময় আন্তর জীবাত্মার প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষই হইতেছে। অপর, তুমি যে আপত্তি করিয়াছ, "সমীপাবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে" এই আপত্তিও হইতে পারে না; কেননা এইরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না যে, পুরোবস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিতে হইবে; যেহেতু অবিবেকী মানবগণ অপ্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়-গণের অবিষয় নিরাকার আকাশেও মলা-

মলিনত্বাদি—অর্থাৎ আকাশের তল, আকাশ মলিন, আকাশ নীলবর্ণ, ইত্যাদি নানারূপ অধ্যাস করিয়া থাকে। অতএব আমরা বলিব, চিন্ময় নিরাকার অস্মত্প্রত্যয়ের বিষয় আত্মাতে বিষয়ান্তরের—অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জরা, মরণ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হওয়ায় কোন বিরোধই দেখা যায় না। পণ্ডিতগণ এই অনাদি-সিদ্ধ অধ্যাসকেই অবিদ্যা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই 'অবিদ্যা' হইতে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপাবধারণকে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব অধ্যাসের স্বরূপ বিচার দ্বারা অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা যদি বস্তুতঃ মিথ্যাই নির্ণীত হইল, তবে অনির্ব্বচনীয় মিথ্যাভূত অবিদ্যা-জনিত দোষ দ্বারা বা গুণ দ্বারা চিন্ময় আত্মা অণুমাত্রও সম্বন্ধ হন না, ইহাই অবিচলিত সিদ্ধান্ত। ৩।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

—∘:0:∘—

আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে (হিন্দুপত্রিকায় ১৩০৩ সনের ৩।৪।৫।৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) জীব মাত্রেই অবিদ্যাচ্ছন্ন। অবিদ্যার ধর্ম্ম এই যে, ঐ অবিদ্যা রজ্জু-সর্প-জ্ঞানের ন্যায় প্রকৃত বস্তুর অপ্রকৃতভাবে বোধ বা জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই আত্মা এবং আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই দৃশ্য-জগৎ ব্রহ্মের কল্পিত ভাবের ছায়া মাত্র, এবং ঐ [illegible] ঐ জ্ঞানময় জ্ঞানাভাস—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রতিবিম্ব মাত্র। অবিদ্যা দূর হইলে, [illegible] ঐ প্রতিবিম্ব স্বরূপের সহিত এক হইয়া যায়, তখন সর্প মিথ্যা এবং রজ্জু প্রকৃত, এই জ্ঞানের ন্যায় দৃশ্য জগৎ মিথ্যা—আত্মা বা ব্রহ্মই প্রকৃত, এই জ্ঞান হয়; অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। উপনিষদ্—বেদান্ত-প্রণেতা মহর্ষিগণ এবং ভাষ্যকার মহাত্মা শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী অবিদ্যাচ্ছন্ন শিষ্যবর্গের অবিদ্যা দূরীভূত করার জন্য ঐ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

বুদ্ধিতৎস্থ চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানংধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃস্ফুরেৎ॥
ব্রহ্মণ্যাজ্ঞান নাশায় বৃত্তির্ব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ং স্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে॥

বঙ্গানুবাদ—যেমন বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস ঘটে ব্যাপ্ত হওয়ায়, বুদ্ধি অন্তরের জড়তা—অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট করে, তখন চিদাভাস কর্ত্তৃক ঘট দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধি অন্তরের মলিনত্ব—অর্থাৎ ভ্রান্ত-জ্ঞান দূর করিয়া দিলে, স্বয়ং চৈতন্যের বিকাশ হওয়ায়, আভাস তদন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশিত হয়; অতএব ঋষিগণ বিষ দ্বারা বিষ নাশের ন্যায় মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা বাহ্য জগৎ মিথ্যা, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট না হইলে, অপরোক্ষ জ্ঞানের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে আত্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। অগ্রে গুরুর নিকট বেদান্ত-শ্রবণ বা পঠন সমাপ্তি করিয়া, তাহার অর্থ বোধগম্য হইলে, পরোক্ষ-আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; তখন বাহ্যজগৎ

হইতে মন গুটাইয়া লইয়া, একাগ্রতার সহিত ঐ তত্ত্বের অবিচ্ছেদ-চিন্তা দ্বারা অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইতে হয়, এবং অন্তর্জগৎ সম্যক্‌রূপ পরিদর্শন ও তাহা ভেদ করিয়া, কারণ-ক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারিলে অবিদ্যা নষ্ট হয়, এবং মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্ঞান-সূর্য্য সমুদিত হয়। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মলিন প্রতিবিম্ব জলে পতিত হওয়ার পর ঐ মেঘ এবং জল দূরীভূত হইলে, ঐ জলস্থ প্রতিবিম্ব সূর্য্যেই লীন হয়, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হইলে, আত্মা জীব-পদ-বাচ্য হন। ঐ বুদ্ধি কর্ত্তৃক অবিদ্যা দূরীভূত হইলে, আত্মার জ্যোতিতে বুদ্ধির স্বচ্ছতা মিশিয়া যায় এবং ঐ বুদ্ধিস্থ প্রতিবিম্বও আত্মায় লীন হইয়া আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের বিকাশ হয়। * এই দৃষ্টান্ত একদেশ-ব্যাপী হইলেও, প্রকৃত বিষয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের ঐ নিত্য-কল্পনাশক্তিই তাঁহার মায়া; ঐ দর্পণস্থ বা বুদ্ধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্বই ঐ কল্পিত জগৎ দর্শন করেন।

এই দৃশ্য-জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি—কল্পনা বা কল্পিত ভাবের ছায়া মাত্র। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ; ব্রহ্মের ঐ কল্পনা-শক্তির নাম মায়া। ঐ শক্তির প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও অপ্রকাশ, এই ত্রিবিধ গুণ* আছে; শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাদিগের নাম যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণই সচ্চিদানন্দের জ্ঞান-জ্যোতির প্রকাশ্য দর্পণ স্বরূপ। প্রকাশ্য দর্পণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ জ্যোতি চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই জ্যোতি চক্ষু-ফলকে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দর্পণকে মহত্ত্ব—মহান্ আত্মা—মহত্তত্ত্ব বলে। ঐ মহত্তত্ত্বই জগতে সমষ্টি-বুদ্ধি। ঐ সমষ্টি-বুদ্ধিতে জ্ঞানের আভাসময় ভাব-প্রবাহ সৃষ্টি-কল্পনাকারে প্রতিবিম্বিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ঐ মহত্তত্ত্বই ব্রহ্মজ্ঞানের মহদ্দর্পণ স্বরূপ। ঐ মহদ্দর্পণে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান-সূর্য্যের* বিকাশই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকেও চিদ্‌বিম্ব বলা হইয়াছে; ঐ চিদ্বিম্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিম্ব অর্থে আকার বা মূর্ত্তি, এস্থলে সমষ্টি-বুদ্ধিরূপ দর্পণে চৈতন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকল্পনাকারী মহামানবাকারে প্রতিবিম্বিত বা প্রকটিত হন। ঐ মহামানবের

---

* যেমন সূর্য্য উদয় হইলে, প্রদীপের স্বচ্ছতা থাকে না; সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রদীপের আলোক মিশিয়া যায়, সেইরূপ, আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, বুদ্ধি আত্মার জ্যোতিতে মিশিয়া যায় এবং বুদ্ধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্ব আত্মায় লীন হয়।

* ঐ ত্রিগুণ প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ নহে; প্রভৃতি অবস্থা মাত্র; প্রবৃত্তি ঐ প্রকাশ-অপ্রকাশ-ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক মাত্র। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ অব্যক্ত—অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন হওয়ায়, ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক রজোগুণ কর্ত্তৃক পুনঃ সৃষ্টি-প্রকাশ হইলে, তৎসহ জ্ঞান দর্পণরূপ সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়।

* কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মতে সূর্য্য স্বয়ং তেজোময় নহে; সূর্য্য তেজ বা জ্যোতির অক্ষ্য (ফোকস্); বিশ্বের সর্ব্বস্থানেই তৈজস বা তাড়িত-তত্ত্ব গুহ্যভাবে আছে; ঐ বিশ্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতি, সূর্য্যরূপ দর্পণে যে প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই সূর্য্য। আমাদের শাস্ত্রের মতে দ্বাদশ প্রকার তেজের অধিষ্ঠাতা, দ্বাদশ আদিত্যস্বরূপ "হিরণ্ময় পুরুষ" সূর্য্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন; জগৎ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার তেজোময় রশ্মি সকল সূর্য্যকে বহন করিতেছে, যথা—

অন্তরঙ্গ জ্ঞানাভাসময়ী চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গ-ভাবাভাসময়ী জড়-শক্তি। অপিচ, যখন ভাবময়ী শক্তির গুণ-ক্ষোভ-হেতু উক্ত মহদ্দর্পণে গুণের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত সত্বগুণের সহিত রজস্তমোগুণের সংঘর্ষণ হয় এবং ঐ রজস্তমোগুণের সংস্রবে সত্বগুণ মলিন হয়; সুতরাং ঐ মলিন সত্বগুণস্থ আনন্দ ও জ্ঞানের আভাস ভ্রান্ত ও বিকৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত রজস্তমোগুণের সংঘর্ষণ বা গুণ-ক্ষোভ সমষ্টি-সত্বময় মহদ্দর্পণের বহিরঙ্গস্থিত ও একদেশব্যাপী; আবার উহা গুণের তারতম্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ফুরিত হওয়ায়, ঐ ভ্রান্ত-সুখ ও জ্ঞানাভাসও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ মহদ্বুদ্ধিরূপ দর্পণে যে ভাবটী কল্পিত হয়, ঐ কল্পিত ভাবস্থিত জ্ঞানাভাস তদাকারে বিকাশিত হইয়া, আমিত্বরূপে প্রকটিত বা ঐ ভাবই স্বয়ং আমি, এই অভিমান হয়। এইরূপে অনন্ত-দর্পণে কোটি-কোটি 'আমি' ভাসমান হয়! ঐ মলিন সত্বগুণই ভ্রান্ত-সুখ ও ভ্রান্তজ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা বা জীবের কারণ-শরীর। উহা ঈশ্বরের পক্ষে বহিরঙ্গরূপে কল্পনা বা ভাবময়ী শক্তি হইলেও, জীবপক্ষে অন্তরঙ্গ; উহাই জীবের চিত্ত বা অন্তঃকরণের বীজস্বরূপ।

ঐ পৃথক্ পৃথক্ চিত্তস্থ সুখ ও জ্ঞানাভাসই ব্যষ্টি-জীবাত্মা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরের ভাব মহামানস-ক্ষেত্রে সৃষ্টি-কল্পনাকারে প্রকটিত হয়; জীবের চিত্তে ঐ সৃষ্টি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গুণের বৈষম্য ও গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হইলে, সত্ব-দর্পণে রজোগুণ-জনিত প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হওয়ায়, জীবের কার্য্য ও ভোগের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ভাবাংশ তমোগুণাক্রান্ত হইয়া, দৃশ্য-জগতের কারণ-স্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ-তন্মাত্রে কল্পিত এবং ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা এই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিরূপে প্রকটিত হয়, এবং ঐ সকল ভূতের পরস্পর-সংমিশ্রণে পৃথিব্যাদি স্থূল-জগৎ উৎপন্ন হয়। ঐ পঞ্চ মহাভূত, তমোগুণ-প্রধান ভাব হইতে প্রকটিত হইলেও উহাদিগের অভ্যন্তরে সত্ব-রজ-গুণ আছে। বিষয় মাত্রেই ত্রিগুণের বিকার। যেহেতু সত্বগুণই প্রকাশ-স্বভাব; রজোগুণই প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া-স্বভাব এবং তমোগুণই আবরণরূপ স্থূল-বিষয়-স্বভাব হইতেছে। যেমন মহাশক্তি-ক্ষেত্রে শুদ্ধ সত্বগুণের বিকাশ হইতে মহত্তত্ব বা সমষ্টি-বুদ্ধি, রজোগুণ হইতে সৃষ্টি (কল্পনা) প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া, তমোগুণ হইতে প্রাপ্ত বিষয়রূপ পঞ্চ-তন্মাত্রা প্রকটিত ও তাহা পঞ্চভূতরূপে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ঐ পঞ্চ ভূতস্থ সত্বাংশ হইতে জীবাত্মার ভ্রান্ত-জ্ঞান-প্রকাশের দর্পণ স্বরূপ বুদ্ধি ও তাহাতে বিষয়-ভোগ-কল্পনাকারী মন এবং ঐ বিষয়-ভোগের (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণের) দ্বারস্বরূপ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন ও আঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্বের বিকাশ হয়, এবং ঐ পঞ্চভূতস্থ রজোগুণাংশ হইতে ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক (অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক, মল-মূত্র-ত্যাগ, উদ্গার এবং রক্তসঞ্চালনী ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক) পঞ্চপ্রাণ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা (বাগিন্দ্রিয়), শিশ্ন, পায়ু এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়-তত্বের, এবং ঐ পঞ্চভূতের তমোগুণাংশ হইতে সপ্তধাতুময় স্থূল-দেহ-তত্বের বিকাশ হয়। উপরোক্ত বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশতত্বই জীবাত্মার ভোগাশ্রয় স্বরূপ

লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ; এবং ঐ লিঙ্গদেহস্থিত জীবাত্মার আবার স্থূল-বিষয়-ভোগের নিমিত্ত ভোগাশ্রয়স্বরূপ স্থূল দেহ হইতেছে। উপরোক্ত জীব বহু শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে কতক সূক্ষ্মভাবাপন্ন, কতকগুলি স্থূলভাবাপন্ন; ঐ সূক্ষ্ম ও স্থূল, উভয় শ্রেণীতে জীবের মধ্যে আবার অবান্তর ভাগ আছে, এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি-বিকাশের ও অজ্ঞান-আবরণের তারতম্যানুসারে উচ্চ-নীচ ভেদে তাহাদের অবস্থা, গুণ ও রূপেরও অনেক তারতম্য আছে। ঐ সূক্ষ্ম জীব-শ্রেণীর মধ্যে দেব, সিদ্ধ, পিতৃ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি আরও বহুতর জাতি আছে, এবং তন্মধ্যে প্রায় ঈশ্বরসদৃশ মহাশক্তি ও মহাজ্ঞানসম্পন্ন অত্যুচ্চ দেবতা হইতে অতি নিকৃষ্ট হিংস্র পিশাচের ন্যায় এবং তদপেক্ষাও নিকৃষ্টতম সূক্ষ্ম জীব আছে এবং ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও আবার অবস্থা-ভেদে অবান্তর-শ্রেণী আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মায়াবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সোঽহম্ ব্রহ্ম।

আমার জ্ঞান-গোচরে কেবল আমি আছি; আর আমি ব্যতীত যত কিছু, সবই আমার কল্পিত। সেই কল্পিত পদার্থ সকল যে অন্যে আমার মত কল্পনা করিতে পারে, ইহাও আমার কল্পনার অন্তর অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা সকলেই আমার কল্পিত; আর আমার কল্পিত তোমরা আমার বস্তু কল্পনা কর কখন? না—আমি যখন কল্পনা করি, যে তোমরা আমার বস্তু কল্পনা করিতেছ! পক্ষান্তরে, আমার কল্পনার সহিত তোমাদের কল্পনা মিলে না কখন? না—যখন আমি ভাবি, যে তোমরা আমার মত ভাবিতেছ না। তোমরা যেমন আমার কল্পিত, তোমাদের কার্য্যগুলিও তেমনই আমার কল্পিত। তোমাদের প্রত্যেক কার্য্য (আমার কার্য্যের সঙ্গে মিলুক আর না'ই মিলুক) আমারই কল্পনা। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত কিছু দেখিতেছি, সকলই আমারই কল্পনা।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্তসি ভাসতে।
রৌপ্যং শুক্তৌ ফণা রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা॥
শরীরং স্বর্গ-নরকৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যংচিদাত্মনঃ॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গাইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীনস্থেব ধাবনম্॥

ব্যবহারিক কল্পিত জগতে শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সৌরকর-তাপিত বায়ুতে যেমন জল-ভ্রম-জনক মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তেমনই আমারই প্রভা-ময়ী ঈক্ষনীশক্তিতে পারমার্থিক ভাবের অভাব-কালের "আলো-আঁধারিতে" আমিই আমাহইতে পৃথকবৎ বিশ্ব-রূপের কল্পনা করিয়া থাকি। এমন কি, আমার দেহ, স্বর্গ-নরক-ভাবনাগত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ-ভয় ইত্যাদি সকলই আমার কল্পনার লীলা-খেলা; সুতরাং চিদাত্মা আমার পক্ষে এই কল্পিত মায়িক বিশ্বের সম্বন্ধাধীন সাংসারিক কোন কার্য্যেরই বাস্তবিকতা নাই। যেমন "জলের বিম্ব জলে উদয়—জলে হয় সে মিশে জলে" তেমনই এই প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান

বিচিত্র বিশ্ব আমাতেই উদিত ও বিলীন হয়। এহেন বিশ্বের বাস্তবিকতা-নিরূপণে পণ্ডশ্রম বৃথা। পরমার্থতঃ আমি ছাড়া আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমুদয় পদার্থ এবং সেই সমুদয় পদার্থের যাবতীয় ক্রিয়া আমারই কল্পিত; সুতরাং আমার কল্পিত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সুক্ষ্ম-সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমিই! কি সুখকর কল্পনা!! এতকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে যে, আমি ভিন্ন এই জগতের দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তাই নাই! এ সকল যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই আমার কল্পিত—আমারই সৃষ্ট; সুতরাং আমিই এই সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা সেই (তটস্থ) ব্রহ্মা—(স্বরূপস্থ) ব্রহ্ম!

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভি-
সম্বিশন্তি।"

সোঽহং ব্রহ্ম,—কি সুখকর কল্পনা! এই প্রকার কল্পনা যখন প্রতীতিতে অভ্যস্ত হইবে, তখন কত সুখী হইব! এই প্রকার কল্পনা অভ্যস্ত হইবার পর যখন মনে—মনের মনে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিবে যে, এই বিশ্ব আমার কল্পিত বা সৃজিত, তখনই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া—ব্রহ্মে লীন হইয়া—ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিব!!

(ক্রমশঃ)

ঋগ্বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—০:০:০—

১১—দ্বাদশারং নহি তজ্জরায়
বর্বর্ত্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র
সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥ ১১

পদপাঠঃ—দ্বাদশারম্। নহি। তত্। জরায়। বর্বর্তি। চক্রম্। পরি। দ্যাম্। ঋতস্য। আ। পুত্রাঃ। অগ্নে। মিথুনাসঃ। অত্র। সপ্ত। শতানি। বিংশতিঃ। চ। তস্থুঃ।

অন্বয়ঃ—ঋতস্য—দ্বাদশারং চক্রম্ দ্যাম্ পরিআ বর্বর্তি। তৎহি ন জরায় ভবতীতি শেষঃ। হে অগ্নে! অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ মিথুনাসঃ তস্থুঃ।

ব্যাখ্যা—ঋতস্য—সত্যস্বরূপ আদিত্যের। দ্বাদশ অরং—দ্বাদশ রাশি বা দ্বাদশ মাস স্বরূপ অর (চাকার পাকি) যুক্ত, চক্রম্—মণ্ডল, দ্যাম্ পরি—দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে, আ বর্বর্তি—পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে। তৎ—ঐ চক্র, নহি—কখনও, জরায় ভবতি—জীর্ণ হইতেছে না। হে অগ্নে! হে আদিত্য! অত্র—তোমার এই চক্রে, সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ।—সাত শত বিংশতি পুত্র; মিথুনাসঃ—পরস্পর মিথুনরূপে, অর্থাৎ দিবারাত্রিরূপ যুগ্মভাবে তস্থুঃ—অবস্থান করিতেছে।

বঙ্গার্থ—আদিত্যের দ্বাদশ রাশি বা দ্বাদশ মাস স্বরূপ অরযুক্ত চক্র দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে বারম্বার পরিভ্রমণ করিতেছে; ঐ চক্র কখনও জীর্ণ হয় না। হে সূর্য্য! তোমার এই চক্রে অহোরাত্ররূপ সাত শত বিংশতি পুত্র পরস্পর মিথুনভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

টীকা—এই ঋকে রাশি-চক্রের কথা বলা হইতেছে; ঐ এক এক রাশিকে চক্রের এক অর স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে; প্রত্যেক রাশিতে স্থূল গণনায় সূর্য্যের ত্রিশ দিন অবস্থিতি, এবং তাহাতে

করিলে ৭২০ হয়। এই ঋকেতে অতি প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হইতেছে।

পঞ্চ পাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণং।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতং ॥ ১২

পদপাঠঃ—পঞ্চপাদং। পিতরম্। দ্বাদশাকৃতিম্। দিবঃ। আহুঃ। পরে। অর্দ্ধে। পুরীষিণং। অথ। ইমে। অন্যে। উপরে। বিচক্ষণম্। সপ্তচক্রে। ষট্ অরে। আহুঃ। অর্পিতম্।

অন্বয়—দ্বাদশাকৃতিম্ পঞ্চপাদম্ পিতরং পুরীষিণং দিবঃ পরে অর্দ্ধে অর্পিতং আহুঃ কেচিদিতিশেষঃ। অথ অন্যে ইমে সপ্তচক্রে ষড়রে উপরে বিচক্ষণং অর্পিতং আহুঃ।

ব্যাখ্যা—দ্বাদশাকৃতিম্—দ্বাদশমাসরূপ আকৃতি বিশিষ্ট। পঞ্চপাদং—পঞ্চঋতুযুক্ত (এস্থলে হেমন্ত এবং শিশিরের একত্ব কল্পিত হইয়াছে)। পিতরং-প্রীতিবিধায়ক। পুরীষিণং-সংবৎসরাখ্য চক্রকে, দিবঃ—দ্যুলোকের, পরে অর্দ্ধে—অন্তরীক্ষে (স্থিতে আদিত্যে ইতি অধ্যাহার্য্যং) অর্পিতং—আয়ত্ত, আহুঃ—বলিয়া থাকেন। অথ ইমে অন্যে—অন্য কোন কোন বেদবাদিগণ; বিচক্ষণং—বিবিধ দ্রষ্টা—সূর্য্যকে সপ্তচক্রে—সূর্য্যের সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট—অথবা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, মুহূর্ত্ত, এই সপ্ত ক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট ষড়রে—ছয় ঋতুরূপ অর যুক্ত, উপরে—সংবৎসরে, অর্পিতম্—আয়ত্ত, আহুঃ—বলিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—কেহ কেহ দ্বাদশমাসরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পঞ্চঋতুযুক্ত প্রীতিপ্রদ সংবৎসরকে অন্তরীক্ষস্থিত সূর্য্যের অধীন বলিয়া থাকেন; আরও অন্য কোন কোন বেদবাদিগণ বিবিধদর্শী সূর্য্যকে, তাঁহার সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট, অথবা অয়ন-ঋতু-মাস-অহোরাত্র-মুহূর্ত্ত; এই সপ্তক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট, এবং ছয়ঋতুরূপ অরযুক্ত সংবৎসরের অধীন বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ কেহ কালকে সূর্য্যের অধীন, কেহবা সূর্য্যকে কালের অধীন বলেন।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

গীতাভাস।

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্ঞান।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

"ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই"—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। বাস্তবিক জ্ঞানই পবিত্রতার উৎস, জ্ঞান-বারি ব্যতীত মনের মালিন্য আর কিছুতেই সম্যক্ বিধৌত হয় না। ভক্তি অতি পবিত্র সামগ্রী, কিন্তু তাহা জ্ঞান-উৎসেরই একটী প্রবল প্রবাহ। জ্ঞানই মনুষ্যত্ব; জ্ঞান ব্যতীত মানব দ্বিপদ-পশু মাত্র, কদাচ 'মনুষ্য' নামের উপযুক্ত নহে। অতএব জ্ঞানের উন্মেষেই মনুষ্যত্বের প্রারম্ভ; জ্ঞানের ক্রম-বিকাশেই জীবের ক্রমোন্নতি, এবং জ্ঞানের চরমোৎকর্ষেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞানই নর-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য-মুখে অগ্রসর হওয়াই মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেই মানবের পতন হয়। মনুষ্য এই লক্ষ্য পরিত্যাগ করিলে, ক্রমশঃ অবনত হইয়া পশুর তুল্য হইয়া পড়ে।

জীবাত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই শরীর রক্ষার্থ প্রকৃতি-প্রণোদিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কেবলমাত্র তাহাতেই দিবসের কিয়দংশ ব্যয়িত করিয়া, অবশিষ্ট সময় জ্ঞানার্জ্জনে ক্ষেপণ করিলেই মনুষ্য-জীবন যথার্থ যাপন করা হয়। প্রাচীন আর্য্যদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের জীবন-কাল এইরূপেই অতিবাহিত হইত, এবং তাহার ফলেই আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া একদা জগন্মান্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সে নিয়ম, সে আচার, লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; এক্ষণে শুদ্ধ জ্ঞানের জন্য প্রায় কেহ জ্ঞানান্বেষণ করে না; জ্ঞান এখন উদ্দেশ্য নহে. ইতর-অভিপ্রায়-সিদ্ধির উপায় মাত্র। কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কি চতুষ্পাঠীর অন্তেবাসী, প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য—ক্ষমতা, পদ বা অর্থ-প্রাপ্তি; কাজেই প্রকৃতজ্ঞানের অধিকারী তেমন আর কেহই হইতেছে না; প্রকৃত জ্ঞান, ঐহিক ক্ষমতা, যশ বা অর্থ-লিপ্সার সহচর নহে। যখন জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সামগ্রী ইহজগতে আর কিছুই নাই, তখন অপবিত্র ঐহিক ক্ষমতা বা অর্থ প্রভৃতির সহিত জ্ঞানের সংহতি হইলে, জ্ঞানের পবিত্রতা কিরূপে রক্ষিত হইবে? এই অর্থ ও ক্ষমতা-সংস্পর্শে পবিত্র জ্ঞান যে অনেক স্থলে মলিন হইয়া পড়ে, তাহার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কি আমাদিগের নয়ন-পথে প্রতিপদেই পতিত হইতেছে না?

যথার্থ জ্ঞান কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

"অধ্যাত্মজ্ঞান—অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, তাহাতে নিত্যত্ব—অর্থাৎ নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য যে মোক্ষ, তাহারই যে আলোচনা, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়; আর ইহারই যে অন্যথা, তাহাই অজ্ঞান পদ বাচ্য।" আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই মার্জ্জিত মানব-বুদ্ধির চরম লক্ষ্য, এবং ইহারই ফল দুঃখ হইতে মুক্তি। মনুষ্য সুখ চাহে; মনুষ্য যাহা কিছু কার্য্য করে, তাহা সুখের জন্য; সুখই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সেই সুখের অন্বেষণে মনুষ্য ব্যস্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখ কি এবং কিরূপে তাহা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা না জানিয়া, অজ্ঞান বশতঃ ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে; এবং যাহাকে আপাততঃ সুখ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা পরিণামে দুঃখ রূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানই এরূপ দুঃখের মূল; অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি না; যাহাকে যাহা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, সে তাহা নহে! রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় সমস্ত বিষয়েই আমাদিগের ভ্রম উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞানেই এই ভ্রান্তি, এবং এই ভ্রান্তি বশতই আমাদিগের দুঃখ। এই দুঃখ হইতে মুক্তিই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য, এবং জ্ঞানই সেই মুক্তির উপায়। আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কই—দুঃখ ত ঘুচিতেছে না; বরং চেষ্টার ফলে ঐ দুঃখের উপচয়ই হইতেছে। ভাবিলাম, মান-সম্ভ্রম এবং অর্থ-পরিজনে সুখ আছে; বৈষয়িক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, প্রাণপণে ঐ সকল সামগ্রীর অনুসরণ করিলাম, এবং অধ্যবসায়-বলে উহাদিগকে হস্তগত করিলাম, কিন্তু 'কৃতার্থ' হইতে পারিলাম কই? সুখ ত পাইলামই না, বরং কতকগুলি দুঃখকে ডাকিয়া আনিলাম! বুঝিলাম, প্রকৃত সুখ কি, তাহা জানি না; প্রকৃতপক্ষে আমার কি উপাদেয় তাহা বুঝি না। বাস্তবিক কোন

বস্তুটী আমার, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না; কারণ, মূলে 'আমি কে?' আমার তাহারই পরিচয় নাই। আমি যদি জানিতাম আমি কি, যদি আমার সহিত আমার প্রকৃত পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বাস্তবিক অভাব বুঝিতে পারিতাম। আমার কি যথার্থ উপাদেয়, তাহাও জানিতে পারিতাম; ফলতঃ আমাকে দুঃখমুক্ত করিবার প্রকৃত পথও পাইতাম। এখন বুঝিলাম, আত্মজ্ঞানই সেই পথের প্রদর্শক; আত্মতত্ত্ব ব্যতীত আমার ভ্রান্তি ঘুচিবে না; আমি আমাকে চিনিতে পারিব না; আমি অজ্ঞানান্ধকারে সুখের আকাঙ্ক্ষায় বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইব; প্রকৃত সুখ-লাভে কখনই অধিকারী হইব না। যদি সেই সুখই আস্বাদন করিতে না পারিলাম, তবে এই জীবন ধারণের সার্থকতা কি? শুদ্ধ কি এই রোগ-শোক-সন্তপ্ত দেহভার বহন করিতে, ভাগ্য-জলধির জোয়ার-ভাটায় হাবুডুবু খাইতে, শিশুর ন্যায় কখন হাস্য ও কখন ক্রন্দন করিতে এই ভব-রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছি? এবং কিছুকাল ক্ষণিক সুখ-দুঃখের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলের ন্যায় রঙ্গ করিয়া, রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইব? এই কি মনুষ্য-জীবনের পরিণাম? কখনই না; বুদ্ধদেবের সহিত সমস্বরে বলিতে হইবে "কখনই না; অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা জানি না বলিয়াই আমার এই দুঃখ; এই দুঃখ হইতে মুক্তি—অর্থাৎ মোক্ষই জীবনের উদ্দেশ্য।" মনু বলিয়াছেন—

তপো বিদ্যাচ বিপ্রস্য নিশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

"তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান, এতদুভয় মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষ-লাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্যা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।"

জ্ঞান ব্যতীত যে যথার্থ সুখ বা শান্তি লাভ করা যাইতে পারে না, তাহা স্থূলতঃ একরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল; এখন দেখিতে হইবে, কিরূপে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায়,—যথার্থ জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তির লক্ষণ কি? গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

"যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পরহিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাকে "পণ্ডিত" বলেন।" অর্থাৎ যিনি অনাসক্ত হইয়া নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করেন, এজন্য যাঁহার চিত্ত বিমল হইয়া যথার্থ জ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানরূপ বহ্নি দ্বারা যাঁহার কর্ম্ম সকল—অর্থাৎ কর্ম্মফল দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানী আসক্তিশূন্য; কর্ত্তব্যানুরোধেই তিনি কর্ত্তব্য-প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ফলার্থের প্ররোচনায় কোন কামনা দ্বারা চালিত হন না। ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশে; তিনি কদাচ ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী নহেন; তিনি এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ও অনুচিন্তন দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞান-পথে আরোহণ করিয়া, জগতের আদি কারণ ব্রহ্মের তত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়েন এবং নিত্যানন্দে তৃপ্ত হইয়া অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও অনাসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। খ্যাতি বা অর্থের জন্য রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করতঃ তাহাদিগের মর্ম্ম কণ্ঠাগ্রে রাখিয়া তর্কবিশারদ হইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। বিমল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্বেষণ না করিয়া, ধনাদি ইতরাভিপ্রায়ে জ্ঞানের অনুসরণ করিলে, কদাচ আত্মোৎকর্ষ সংসাধিত হয় না। আত্মোৎকর্ষ-সাধনই জ্ঞানের উদ্দেশ্য, বিষয়-বিভব

জ্ঞানের লক্ষ্য নহে ; বরং অনেক স্থলে জ্ঞানের বিরোধী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎই আমাদিগের জ্ঞান-ক্ষেত্র ; ধরাতলস্থিত একটী ক্ষুদ্র তৃণ হইতে গগনস্পর্শী ভূধর পর্য্যন্ত সকল বস্তুই জ্ঞানের উদ্দীপক ; শ্যামল তরুশির-বিহারী খদ্যোৎ হইতে অনন্ত-গগন-বক্ষস্থিত শশধর পর্য্যন্ত সকলই সৃষ্টির অতুল বিভবের পরিচায়ক। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই বাহ্য জগতের সহিত যতই পরিচিত হইতে থাকি, এবং তদভ্যন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় সত্তার অনুভব করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি, ততই আমাদিগের জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া সৃষ্টি-কৌশলের তাৎপর্য্যাবগতি হওয়াতে স্রষ্টার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি। সৃষ্টি হইতেই স্রষ্টার ধারণা ; বাহ্যজগৎ হইতেই অন্তর্জগতের উন্মেষ ও উন্নতি। অন্তরিন্দ্রিয় মন, চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সহযোগে বাহ্য জগতের সহিত পরিচিত হইয়া, অন্তর-রাজ্যে তাহার সূক্ষ্ম ছায়া সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থূল বা জড়-জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম বা মনোময় জগৎ ক্ষণস্থায়ী নহে। যে জড়-পদার্থের ছায়া মন একবার গ্রহণ করিয়াছে, সেই জড় বস্তু বিধ্বস্ত হইলে বা অপ্রত্যক্ষ থাকিলেও মনোগৃহীত তদীয় ছায়ার নাশ হয় না। এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে উপনীত হইতে থাকিলে, জ্ঞান ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইয়া একমাত্র নিত্য সূক্ষ্মতম বস্তু পরব্রহ্মে পরিসমাপ্ত হওয়ায়, যাঁহার চিত্তে সেই পরব্রহ্মের—সেই সচ্চিদানন্দের আভাস-মাত্রও প্রতিফলিত হইয়াছে, তিনিই বিমল নিত্য সুখ অনুভব করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়েন। তাঁহার নিকট এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত পদার্থই আনন্দকর। তিনি সর্ব্বত্রই সেই পরমাত্মার ছায়া অনুভব করিয়া, সকলই শিবময় দেখিয়া থাকেন ; কাজেই তাঁহার অন্তরে সতত বিমল প্রীতির প্রবাহ বহিতে থাকে। যাঁহার চিত্তে এই আনন্দ-প্রবাহ, তাঁহার অন্তর সতত সেই আনন্দ-বারি-বিধৌত হইয়া অতীব নির্ম্মল ও স্বচ্ছ—অতএব বিকারহীন। চিত্ত অবিকৃত থাকিলে, দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কেন না মনের বিকারেই দুঃখের জন্ম ; মন বিকৃত হইলেই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়, আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি—আমার স্থল অতি সঙ্কীর্ণ হয় ; আমি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব হইয়া অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে স্বার্থ-রজ্জুতে বদ্ধ থাকাতে, জীবনে দুঃখ বই সুখ দেখিতে পাই না। অজ্ঞানের এই বিকার ; অতএব অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে, কিছুতেই সুখের সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ; এই জ্ঞান না জন্মিলে মনের বিকার ঘুচে না। এই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে গীতায় যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে ; এস্থলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান ব্যতীত যে প্রকৃত সুখের সম্ভাবনা হয় না ও যথার্থ আনন্দ অনুভব করিবার শক্তিই জন্মে না, তাহাই প্রদর্শিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন ॥
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

"হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! রোগাদি-অভিভূত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী—অর্থাৎ ইহকাল বা পরকালে ভোগ-সাধনভূত-অর্থ-লিপ্সু ও জ্ঞানী, এই চারি

প্রকার সুকৃতিমান্ জনেরা আমাকে উপাসনা করে। তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি সেই জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়।" শ্রীকৃষ্ণ, উপাসকদিগের মধ্যে জ্ঞানীরই শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেন। বাস্তবিক যিনি জ্ঞানী, তিনিই নিষ্কাম হইতে সক্ষম। জ্ঞান ব্যতীত আসক্তির নাশ ও সংশয়ের ছেদন হয় না; কাজেই নানা কামনা দ্বারা চালিত হইয়া, ভোগসুখার্থে লোকে ভগবানের কামফলপ্রদরূপ নানা দেব দেবীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু যিনি অনাসক্ত জ্ঞানী, যাঁহার কামনা দূর হইয়াছে, যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তিনি একমাত্র ভগবানের মুক্তিদাতৃত্ব-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতেই নিষ্ঠাবান হইতে সক্ষম এবং তাঁহার ভক্তিই অচলা। তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল-লিপ্ত নহেন; অতএব তিনিই মুক্ত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

(নবদ্বীপ)

ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

—০:০:০—

সত্যনিষ্ঠ, সংযতচরিত্র, ভগবানে ভক্তিমান্ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভূষিত হইয়া বিদ্যার্থীরা মাতৃভূমির মঙ্গল-সাধনোপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এতদ্দেশে এরূপ কোন বিদ্যামন্দির না থাকাতে, তদুদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সংস্থাপনের প্রস্তাব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। ১৩০২ সালের হিন্দুপত্রিকার শেষ সংখ্যায় এবং ১৩০৩ সালের প্রথম দুই সংখ্যায় উক্ত আশ্রম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং যে যে নিয়মে উক্ত আশ্রম পরিচালিত হইবে, এস্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ হিন্দুপত্রিকার উক্ত সংখ্যা সমূহে প্রকাশিত আশ্রম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সম্বন্ধীয় আমাদের উদ্দেশ্য সমূহ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ। আপাততঃ আমি ইহার আরম্ভ মাত্র করিতেছি, এবং আরম্ভই নিরতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মচারি-আশ্রমের সুপরিচালন এবং অধ্যাপনার জন্য, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা মাদ্রাজের অন্তর্গত কোম্বাকোনাম-নিবাসী বেদ, উপনিষদ্, এবং হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রে সম্যক্‌প্রকারে অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী মহোদয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও তিন জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত আশ্রমের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আশ্রম নিজের ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে না পারিবে, ততদিন তাঁহারা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া অধ্যাপনাদি করিবেন। ইহা ভিন্ন নব্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রের শিক্ষা-বিধানের জন্য কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদর্শী দুইজন উপাধিধারী মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহারাও আপাততঃ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যত সত্বর সম্ভব হয়, আমি হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের প্রত্যেক বিভাগের এবং কল্পসূত্র, স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র, হিন্দু-গণিত, জ্যোতিষ

ও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

আশ্রমে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা যাইবে, তাহার, এবং অধ্যাপকগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিষয়।	অধ্যাপক।
পাণিনি ব্যাকরণ—নিরুক্ত	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
ঋগ্বেদ ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
সামবেদ (সামগান সহ)	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
অথর্ব্ববেদ ...	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
উপনিষদ্ সমূহ ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
জৈমিনি বা পূর্ব্বমীমাংসা ...	ঐ
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক, (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
বেদান্ত—(বিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ)	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক (বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বিষয়ক) পণ্ডিত দ্বারকানাথ বেদান্তরত্ন।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, কাণাদ বা বৈশেষিক, ন্যায়, কল্পসূত্র, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।—	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
সংস্কৃত কাব্য এবং অলঙ্কার ...	পণ্ডিত মদনমোহন কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

বিষয়।	অধ্যাপক।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
পালি—(বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা) ...	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু গণিত, হিন্দু-জ্যোতিষ, সঙ্গীত-বিদ্যা (দেশীয় ও ইউরোপীয়)	এখনও নিযুক্ত হন নাই।

(সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, কল্পসূত্র, পুরাণ প্রভৃতিতেও পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী বিশেষ অভিজ্ঞ, কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের অধ্যাপনা একজনের দুঃসাধ্য বলিয়া, অন্যান্য অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতেছে।)

বিষয়।	অধ্যাপক।
আয়ুর্ব্বেদ,—ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষাসমূহ, যথা—বাঙ্গালা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, দ্রাবিড়ী ও এসিয়াখণ্ডের আধুনিক ভাষাসমূহ, পারসীক ও আরবিক ইত্যাদি।	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ—ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয় ইত্যাদি ও ইংরাজী।—	বাবু রাখালদাস চক্রবর্ত্তী এম, এ, (ইংরাজী) (অন্যান্য অধ্যাপক এখনও নিযুক্ত হন নাই।)
ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষা—ল্যাটিন-গ্রীক্ প্রভৃতি।—	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
ইতিহাস-ভূগোল ...	বাবু হৃদয়নাথ দত্ত, বি, এ,
নব্য বিজ্ঞান—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পশু-বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি।	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
পাশ্চাত্য দর্শন ও তর্কশাস্ত্র ...	ঐ
পাশ্চাত্য গণিত (উচ্চ ও নিম্ন) ...	ঐ

অর্থের অসদ্ভাবে আমি আশ্রমের জন্য আপাততঃ পর্ণকুটীর প্রস্তুত করাইতেছি। আশা করি, আশ্রমের কার্য্য সত্বরই নিয়মিতরূপে আরব্ধ হইবে।

যে সমুদয় বিদ্যার্থী চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে ও সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদের ব্যয়-ভার আশ্রম বহন করিবেন, এবং যাঁহারা পাঠ সমাপনান্তে গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্র, তাঁহাদের ব্যয়ও আশ্রম হইতে প্রদত্ত হইবে।

সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীকেই আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন ও দেবার্চ্চনাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আশ্রম-নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে।

প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে অন্ততঃ তিন-মাস কাল পরীক্ষাধীন থাকিতে হইবে। ঐ নিরূপিত সময়ের অন্তে, যদি তিনি আচার্য্যকর্ত্তৃক বিদ্যার্থীরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইবে।

বিদ্যার্থিগণের উপযোগিতা অনুসারে তাঁহাদের অধ্যেতব্য বিষয় স্থিরীকৃত হইবে। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের ব্যতিক্রম করা যাইবে না।

দেবার্চ্চনা, ধ্যান, লঘু ব্যায়াম, স্বল্পভ্রমণ প্রভৃতি প্রত্যহিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া বিদ্যার্থিগণ অধ্যয়নে নিরত হইবেন, এবং অধ্যয়নান্তে স্বতন্ত্রভাবে বা অপরাপর বিদ্যার্থিবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া পাক-ভোজনাদি করিবেন।

সায়ংকালে যথাবিহিত দেবার্চ্চনার পরে বিদ্যার্থিগণ আচার্য্যের নিকট নানাবিষয়ক মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আশ্রমের কার্য্য সম্পাদনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন; আমি আশা করি, জন্মভূমির হিতাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তিই আশ্রমকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্প হউক না কেন, আশ্রমের উদ্দেশে যিনি যাহা শ্রদ্ধায় প্রদান করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, স্বদেশ-বৎসল মহোদয়গণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবারও ব্রহ্মচারি-আশ্রমকে স্মরণ করিয়া, সাধ্যানুসারে এই সদনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিবেন। বিগত দুই বৎসর যাবৎ আমি বিভিন্ন স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক অনেক পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সমুদয় মহাত্মারা পূর্ব্ব হইতে এই শুভ অনুষ্ঠানের প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য স্ব স্ব সাধ্যানু-সারে সর্ব্বত্র ঘোষিত করেন; তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রমের পূর্ণতা লাভ হইতে পারিবে। সর্ব্বসাধারণের অনুকম্পা ব্যতীত এতাদৃশ মহদনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই।

আমি স্বল্পারম্ভের পক্ষপাতী—কারণ বহ্বারম্ভে কোন ফল হয় না; এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া, মৃদুভাবে আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিলাম; ভগবানের কৃপা হইলে, সুযোগ এবং সুবিধা অনুসারে ক্রমশঃ আশ্র-মের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করা যাইবে।

এই স্থানে ব্রহ্মচারি-আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর, অন্যান্য স্থলেও এতদনুরূপ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নবান্ হইব। আশ্র-মের দেব-মন্দির এবং পুস্তকালয় স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে; ইতি।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

চিত্তানুশাসন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ১৯। ২০। ২২ সর্গে বাল্য-যৌবন জরা প্রভৃতি দোষ সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। উহা বহু বিস্তৃত বলিয়া উল্লেখ করিলাম না; তবে যদি পাঠকগণের শুনিবার আগ্রহ জানিতে পারি, ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

কাম "দুরাপূর"—কামনার তৃপ্তি সাধন করা যায় না, উহা অতি দুর্ঘট। যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্য-শাপে জরাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ জরা শর্ম্মিষ্ঠা তনয় পুরুকে দান করিয়া, তাঁহার যৌবন গ্রহণ করিয়া, বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি না হইয়া অনুদিন কামনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! তজ্জন্য তিনি কহিয়াছিলেন, যথা বিষ্ণু-পুরাণে ৪র্থাংশে ১০ম অধ্যায়—

নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৯॥

কাম্য দ্রব্যের উপভোগ দ্বারা কখনও কামনা শান্তিলাভ করে না; ইহা ঘৃতের দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে ৭৫ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে যযাতি-উপাখ্যানে এই শ্লোকই দৃষ্ট হয়।

অপিচ, পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে ১৪৬ শ্লোক ও মনু ২য় অধ্যায়ে ৪ শ্লোক ইহাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত-শতক্তে যথা—

ভোগেচ্ছা নোপভোগেন ভোগিনাং
জাতু শাম্যতি।
লবণেনাম্বুনালেন তৃষ্ণা প্রত্যুত জায়তে ॥

লবণাম্বু দ্বারা যদ্রূপ তৃষ্ণা বর্দ্ধিতই হয়, তদ্রূপ ভোগীদিগের ভোগেচ্ছা উপভোগে কখনও যায় না। তজ্জন্য যযাতি কহিয়াছিলেন যে—

যা দুস্ত্যজাদুর্ম্মতিভির্যা নজীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভি-
পূর্য্যতে ॥ ১২ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১০ অঃ।)

দুর্ম্মতি লোক যাহা ত্যাগ করিতে পারে না, জীর্ণ ব্যক্তির যাহা জীর্ণ হয় না, জ্ঞানী-লোক সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করেন।

তজ্জন্য পুনরায় কহিয়াছিলেন—

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশাচ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অং ১০ অঃ ১৩॥

জীর্ণ ব্যক্তির কেশ জীর্ণ হয়, জীর্ণ ব্যক্তির দন্ত জীর্ণ হয়, কিন্তু ধনাশা ও জীবিতাশা কখনও জীর্ণ হয় না। তজ্জন্য যযাতি বিষয় ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, কারণ তিনি কোনরূপেই কামনার তৃষ্ণা মিটাইতে পারেন নাই। যযাতির ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়-বাসনা ত্যাগ না করিলে, কোনরূপেই সেই বাসনা ভোগীকে ত্যাগ করিবে না। সুতরাং কামনা হইতে মনকে প্রত্যাবর্ত্তিত করাইয়া, যাহাতে সেই বৃন্দাবন-বিহারী রাধারমণ হরির পাদপদ্মে রত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। সেরূপ না করিয়া, মনকে বিষয়াসক্ত করিলে, তাহা হইতে আর মুক্তি-লাভের আশা নাই। তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে; বিষ একজন্ম নাশ করে, কিন্তু বিষয় জন্ম-জন্মান্তর নাশ করে।

বিষং বিষয় বৈষম্যং নবিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশহরং বিষম্॥
যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু-প্রকরণে ২৯ সর্গে ১৩।

এইরূপ শান্তি-শতকে তৃতীয় পরিচ্ছেদেও কহিয়াছেন—

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষয়-বিষ-বিমর্দ্দ-ব্যক্ত দুশ্চেষ্টিতানাং।
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নিধানাদমীষাং
সুখকণমপি হেতোঃ সাহসং মাস্মকার্ষীঃ॥ ১৭॥

হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দন্তধারী বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে দূরে থাক; বিষম-বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের কুভাব ব্যক্ত করে; সামান্য সুখ-রূপ মণির জন্য চেষ্টা করিও না॥

তজ্জন্য শ্রীশিহ্লনমিশ্র খেদে কহিয়াছিলেন—

ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈকদেশঃ
শয্যা ভুবঃ পরিজনো নিজদেহ ভারঃ॥
বাসশ্চ জীর্ণ-পট-খণ্ড-বিবদ্ধকন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ নজহাতি চেতঃ॥১৩॥
ঐ ১ম পরিচ্ছেদে।

ভিক্ষাই খাদ্য, কোন গৃহের এক স্থানই ভবন, মৃত্তিকা শয্যা, নিজদেহ-ভারই পরিজন; জীর্ণ বসন সমূহে নিবদ্ধ বস্ত্র ও কন্থাই পরিধেয় ও শীতবস্ত্র; হায়! তথাপি বিষয় পরিত্যাগ করে না।

এবিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য লীলায় ১১শ পরিচ্ছেদে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা প্রতাপরুদ্র রায় মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ রাজা বিষয়ী জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিঞা প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥

তজ্জন্যই মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ম অঙ্কে।)

নিষ্কিঞ্চন, ভগবদ্ভজনে উন্মুখ, ভবসাগর-পারে যাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্ত্রীলোক কিম্বা বিষয়িব্যক্তির দর্শন বিষ-ভক্ষণ হইতেও মন্দ।

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
নমীনোঽপি জ্ঞাত্বাবৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
নমুঞ্চামঃ কামান্ হহ গহনো মোহমহিমা
(শান্তিশতকে ১ম পরিচ্ছেদে ৮।)

শলভ দহন-যাতনা না জানিয়া দীপ-দহনে প্রবেশ করে; মীনও না জানিয়া মাংসাবৃত বড়িশ গ্রাস করে; কিন্তু আমরা এই সকল জানিয়াও বিপদসমূহ-ব্যাপ্ত ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিতে পারি না! মোহের মহিমা কি দুর্ব্বোধ!

পতঙ্গ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ভৃঙ্গ মীনাহতাঃ পঞ্চ-
ভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং নহন্যতে যঃ সেবতে
পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

গরুড় পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ১১৫ অঃ ২১ ও ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ৮ অধ্যায় ৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদধৃত বচনং।

কোগৃহেষু পুমান্সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুং॥২॥

যদি বল যে যৌবনে গৃহাসক্ত হইলেও পশ্চাৎ বিরক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ হইবে, এরূপ আশা করিও না, যেহেতু একবার গৃহাসক্ত হইলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট; কারণ

কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দৃঢ়-স্নেহ-পাশে বদ্ধ আপনাকে মুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে? ৯॥

[একবার আসক্ত হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না; সুতরাং বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন—"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিতি।" কোমল বৃক্ষকে শীঘ্র নত করা যায়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ককে শীঘ্র নত করা যায় না।] শাস্ত্র কহিতেছেন যে—

"পঞ্চমে রাজ্য-সম্বন্ধাদ্বন্ধু ভৃত্যাদি সঙ্গতঃ।
সর্ব্বং তদ্ভজনং লীনং ধিগ্ ধিগ্ মাং যন্নরোদিমি॥

(বৃহদ্ভাগবতামৃতে ৪ অধ্যায়ে ২১।)

ভগবত-প্রধান প্রহ্লাদ নারদ ঋষিকে কহিয়াছিলেন—

দেখুন, রাজ্য-সম্বন্ধে ও বন্ধু-ভৃত্যাদি-সঙ্গে আমার পূর্ব্বের শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সমুদয় লোপ পাইয়াছে, তজ্জন্য আমাকে ধিক্—যে আমি রোদন করিতেছি না!

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ।

(শ্রীভাগবতে ১০ স্কঃ ৪৭ অঃ ৫।)

বন্ধুদিগের স্নেহ-সম্বন্ধ মুনিরাও ত্যাগ করিতে পারেন না। ভরত রাজা রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়াছিলেন। তথায় একটী মাতৃহীন মৃগ-শিশুকে লালন-পালন করেন। ক্রমে তাহাতে এরূপ চিন্তাসক্তি হয় যে, ক্ষণকাল না দেখিলে ব্যাকুল হইতেন। সেই চিন্তাসক্তিতে মৃত্যু-সময়েও হরিণ-শাবককে চিন্তা করার ফলে হরিণী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি দেহের সহিত বিনষ্ট হয় নাই, কারণ তিনি যোগাভ্যাস-রত ছিলেন।

মৃগমেব তদা দ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥৩২॥
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ॥৩৩॥

(বিষ্ণু পুরাণ ২ অংশে ১৩ অধ্যায়ে।)

(পরাশর কহিলেন) হে মৈত্রেয়! সেই ভরত প্রাণ-পরিত্যাগ-কালেও মৃগকেই দর্শন করিয়াছেন; মৃগ চিন্তা করিয়া, তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত অন্য কিছুই চিন্তা করেন নাই। ৩২।

তদনন্তর সেই কালকৃত তাদৃশ ভাবনা-প্রাপ্ত হইয়া জম্বুমার্গ নামক মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে, মৃত্যু-সময়ে যে চিন্তা করিয়া দেহী জীবন ত্যাগ করে, সেই ভাবনাময় দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥

(পঞ্চদশী-ধ্যানদীপে ১৩৭।)

দেহী যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করে, তাহার চিত্ত সেই সেই দিকে শাস্ত্রমত যাইয়া সেই জন্মই প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ গীতায়ও ৮ অধ্যায়ে ৬ শ্লোক যথা—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে-

যতো যতো ধাবতি দৈব চোদিতং
মনোবিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥

নানা বিকারাত্মক মন নানা ফলাভিমুখ-কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, দেহের পঞ্চত্ব-সময়ে মায়া দ্বারা নানা দেহরূপে রচিত যে যে দেব-তির্য্যক্ আদি দেহের প্রতি ধাবমান হইয়া অভিনিবেশ দ্বারা যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই রূপে দেহী পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

(যদিও মনটী কর্ত্তা তথাপি আমিই (সেই মন

এইরূপ স্থির করিয়া, জীব মনের সহিত উৎপন্ন হয়)।৪২॥

জীবদ্দশায় সৎকার্য্য করিলে, মৃত্যুকালেও সৎবিষয়ের ভাবনা বর্ত্তমান থাকে; তজ্জন্য আমাদের মনকে বিষয়-ব্যাপারে নিযুক্ত না রাখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

বহির্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সংকল্প বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥
(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে)

হে রাঘব! বাহিরে কর্ম্মী হইবে, কিন্তু হৃদয়ে সংকল্পশূন্য হইবে; তুমি বাহিরে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া এইরূপে বিচরণ করিবে।

চিত্ত স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইলে, তাহাকে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই বিমোচন করিতে সমর্থ হয় না।

এই জন্যই কহিয়াছেন যে —

ধনেন কিং যন্ন দদাতি যাচকে।
বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে॥
শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরৎ।
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী॥
(শান্তিপর্ব্বণি ৩২১ অধ্যায়। ৯৩)

যদ্দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও বশী না হওয়া যায়, তাদৃশ আত্মাতে প্রয়োজন কি? সুতরাং জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক; কারণ জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার-তাপাভিভূত হইতে হয় না। সংসারে রমণীয়তা কি আছে? অজ্ঞানীর নিকটেই উহার রমণীয়তা, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সার নাই বলিয়া বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বান্ধবং ব্যাকরণম্।

বাবু শৈলেন্দ্র বন্ধু রায় বি, এল, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব। প্রাচীন আর্য্য-ভাষার প্রতি তাঁহার এই নিঃস্বার্থ অনুরাগ দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছি। 'নিঃস্বার্থ' বলিলাম এইজন্য যে, আজকাল সংস্কৃত-ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া যশ বা অর্থ লাভের আশা প্রায় অসম্ভব, কেননা দিন দিন সকলেই যেন ভাষাবিষয়িণী ব্যাকরণমূলা-প্রগাঢ়-ব্যুৎপত্তির প্রতি উদাসীন হইয়া ক্রমশঃ সাহিত্য সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহিতারই পক্ষপাতী হইতেছেন; সুতরাং এই নবরচিত সংস্কৃত-ব্যাকরণখানি সাধারণ্যে প্রীতির চক্ষে অবলোকিত হউক বা না হউক, অন্ততঃ যদি একবার পঠিতও হয়, তাহাহইলেও শৈলেন্দ্রবন্ধুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

ব্যাকরণখানির সূত্র-গ্রন্থন-পদ্ধতি বর্ত্তমান দেশ-কালের সম্যক্ উপযোগিনী হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত-সূত্রের দৌর্ব্বোধ্য ও উচ্চারণ-কাঠিন্য-ভয়ে অনেকে সূত্রের আবৃত্তির নামেও আতঙ্কিত হয়েন। আলোচ্য ব্যাকরণ খানি হইতে সে ভয় তিরোহিত হইয়াছে। যতদূর সম্ভব, গ্রন্থকার সূত্র-গুলিকে সুবোধ্য ও সুখোচ্চার্য্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বহুবিষয়-সম্পন্ন সামান্য সূত্রসমূহ ছন্দোবন্ধনে সংযত করিয়া, পাঠার্থিবৃন্দের অল্পায়াসে কণ্ঠস্থ করিবার বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত-সূত্র, তৎপরে বঙ্গভাষায় রচিত বৃত্তি এবং সংস্কৃত দৃষ্টান্তের সন্নিবেশ করিয়া

অতি বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কেননা, এই প্রণালীতে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। 'অতি দুরূহ ' বৈদিক প্রকরণ' এত সরল ভাবে গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যে, পাঠাথিগণ অনায়াসেই ঐ প্রকরণ আরত্ত করিতে পারিবেন। এই বৈদিক ব্যাকরণাংশ-বিরচনে গ্রন্থকার বিশেষ ধন্যবাদ এবং অভাবনীয়-অভাব-পরিপূরণ-হেতু কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় অন্যান্য সংস্কৃত-ব্যাকরণে এ অংশের অবতারণা নাই।

ছন্দোবদ্ধ সূত্র-নিচয় এতই মনোরম এবং এতই সরল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে যে, উহা আবৃত্তি করিলে, প্রাচীন কারিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলাম,—

সম্মানে নিশ্চয়ে ব্যয়ে ঋণ নির্যাতনে তথা।
উৎক্ষেপণে প্রার্থনেচ সংস্কার প্রাপণেঽপিচ
ভৃত্যেভ্যো ভৃতি দানার্থেঽপনয়ে তঙ্
নিয়োমতঃ॥

তদ্ধিত—২৯৮ পৃষ্ঠায়—

তস্য ধর্ম্ম্যমিদং রাজা বিকারঃ ফলমেব চ।
ঈশ্বরো ভবনং ক্ষেত্রং মূলং পূরণমেবহি॥

তদ্ধিত—৩০০পৃষ্ঠায়—

তদস্মিন্নধিকং সোঽস্য নিবাসোঽভিজনশ্চ বা।
সংখ্যামাত্রেঽস্য তৎপণ্যং শিল্পং শীলং
প্রমাণকম্॥

এই সমুদয় শ্লোক সংবলিত প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট সূত্র আবৃত্তি করিবার সময়ে সেই মহাকবি কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত অন্তর্ব্যাকরণ বা নাট্যপরিশিষ্টের, এবং রত্নমালার সুমধুর শ্লোকসম্বদ্ধ সূত্রগুলি স্মৃতি-পটে প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ ব্যাকরণখানির এই অংশ-সমূহ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

অংশান্তরে যে সমুদয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল, আশা করি, পুনঃসংস্করণ-কালে, গ্রন্থকার সে সকল সংশোধিত করিয়া ব্যাকরণখানির সুসম্পন্নতা' বিধান করিবেন। কতিপয় স্থল সূত্র-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির বহির্ভূত হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিলাম, যথা—

১। "জসি দীর্ঘোঽতঃ" (অজন্তপুং ৬০ পৃষ্ঠায়) " এস্থলে বিশেষণীভূত প্রথমান্ত 'দীর্ঘ' শব্দের বিশেষ্য "অত্" এই শব্দে প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেই সমীচীন হইত, ষষ্ঠী বিভক্তি সঙ্গত হয় নাই। সূত্র-নির্ম্মাণ-প্রস্তাবে আছে—"সূত্রে ষষ্ঠী ততঃ স্থানে" ইত্যাদি। বিশেষতঃ মনে রাখা উচিত যে, বিশেষণ সর্ব্বদাই বিশেষ্যের সমানাধিকরণ।

২। "স্বর ব্যঞ্জনম্" (সংজ্ঞা-প্রকরণ) এস্থলে স্বর এবং ব্যঞ্জন, এই দুই পদে সমাহার-দ্বন্দ্ব না করিলেই যেন ব্যাকরণের অনুশাসন-সঙ্গত এবং "বর্ণাঃ" এই বিশেষ্যীভূত পূর্ব্বসূত্রের সহিত বিশেষণ-ভাবে সুসমঞ্জস হইত। অথবা "স্বর-ব্যঞ্জনসংজ্ঞকাঃ" এই প্রকার করিলেও অনুবৃত্তি-ক্রমে আগত পূর্ব্বসূত্রের সহিত অন্বয় নির্ব্বাহ পক্ষে কোন বাধা জন্মিত না। এবম্বিধ আরও অনেক স্থল আছে, বাহুল্য ভয়ে প্রদর্শন করিলাম না।

সূত্র এবং সূত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সমালোচ্য গ্রন্থের কতিপয় স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল। শাস্ত্রে আছে—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখং।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥
সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এবচ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্র-লক্ষণং॥

ইহাই হইল সূত্র-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়; কিন্তু বান্ধব-ব্যাকরণের কতিপয় স্থলে এই কারিকাদ্বয়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ভরসা করি, দুস্তর শব্দসাগরে নবাবতীর্ণ গ্রন্থকার বারান্তরে তাঁহার এ ত্রুটি সংশোধিত করিতে যত্নপর হইবেন।

যাহাহউক, অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার "বান্ধবং ব্যাকরণং" এই নামটী অন্বর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গণপাঠাদি কারিকানিবদ্ধ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে যে কিছু ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইল, আশা করি, সংস্করণান্তরে সেই সকল সংশোধিত হইবে, এবং "বান্ধব ব্যাকরণ"ও প্রকৃত বান্ধবের ন্যায় সর্ব্বত্র অকৃত্রিম আদর লাভ করিবে। গ্রন্থকার নানাবিধ জটিল কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণশীল হইয়াও যে এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সফল-মনোরথ হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তদীয় অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান এই উদ্যমশীল গ্রন্থকারকে দীর্ঘজীবী এবং এতাদৃশ সদনুষ্ঠানে উত্তরোত্তর সমধিক উৎসাহী করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দৈত্যেন্দ্র-পরাভব বা বাণ-পরাজয়।

(দৃশ্যকাব্য)

শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল-প্রণীত।

কাব্যখানির রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মনোহর হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি-বিষয়েও নবীন কবি বেশ একটু নবীনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনুশীলন থাকিলে কালে ইনি একজন সুকবি হইতে পারিবেন। কোন কোন স্থলের রচনা অতি মধুর ও ভাব-বিস্পষ্ট হইয়াছে; একটী স্থলে শচীর মুখে—

পতির সুখেতে সুখ,
পতির দুখেতে দুখ,
পতির জীবনে জীয়ে—সতী যে রমণী।

দেবেন্দ্র-মহিষীর মুখে কি এরূপ কথা না হইলে শোভা পায়? অপর, বাণের বীরদর্পে কবি বেশ সজীব বীর-রস-প্রবাহ বহাইয়াছেন। স্থলান্তরে, শিব-কৃষ্ণের যুদ্ধোদ্যমে দেবগণ শশব্যস্তে সমাগত হইলে, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শিবের প্রতি সেই—

জয় জয় গিরিবালা-মানস-রঞ্জন!
ত্রিপুর-নাশন-হর! মহাদেব-মহেশ্বর!
কুমার-জনক! জয় মদন-মথন!
জয়তি ভয়-ভঞ্জন! যোগীশ্বর! পঞ্চানন
ভুজগ-ভূষণ-ভূতনাথ-ত্রিনয়ন!
জয় জয় পুরহর! বিঘ্ন-বিনাশন!

ইত্যাদি স্তব সুন্দর লাগিয়াছে। [illegible]খানি অভিনয়-পক্ষেও বেশ উপযোগী হইয়াছে বোধ হইল।

আশা করি, গ্রন্থকার উত্তরকালে কাব্য প্রণয়ন-সময়ে কাব্যের জী[illegible]লঙ্কার-শাস্ত্রের প্রতি একটু সমাহিত-[illegible] হইবেন; তাহা হইলেই, আলোচ্য পুস্তকের স্থানে ২ চরিত্র-চিত্র ও ভাব-সঙ্গতি [illegible] যে একটু শৈথিল্য দৃষ্ট হইল, তাহা সং[illegible]ধিত হইবে।

দা[illegible]ক-[illegible]ংসা।

হিন্দু-[illegible]ার [illegible]তিষ্ঠ লেখক শ্রীযু[illegible] শশিভূষণ [illegible]পা[illegible] প্রণীত। হিন্দু-পত্রিকা পাঠক[illegible]থার সারবত্তা অবগ[illegible] আছে [illegible] সমালোচনাস্থলে তদ্বিষ[illegible] [illegible]লিখ[illegible] নিষ্প্রয়োজন। চিন্তাশীল দা[illegible]-প্রকৃতি-সম্পন্ন বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের নিক[illegible] এ গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয় হইবে আশা করি। এই গ্রন্থ মানবের প্রকৃ[illegible] শিক্ষা কি, তাহার সাধন ও পরিণাম-ফল কি, তাহাই বিবিধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্র, প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী—অর্থাৎ ধর্ম্মার্থী—মনুষ্যত্ব-প্রার্থী এতৎপাঠে স্বীয় সাধন-পথে বিশে[illegible] সাহায্য পাইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বা[illegible]

শ্রীশ্রীহরিঃ
[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

——•:০:•——

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(১)

ওঁ ব্রহ্ম-বাদিনো বদন্তি।

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১

অন্বয়ঃ—কিং ব্রহ্ম কারণম্? স্ম (বয়ং) কুতঃ জাতাঃ? কেন (বা) জীবাম? (জীবাঃ) ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ (স্মঃ), অথবা (বয়ং) ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ স্যাম। (বয়ং) কেন অধিষ্ঠিতাঃ (সন্তঃ) সুখেতরেষু বর্ত্তামহে? হে ব্রহ্মবিদঃ! ব্যবস্থাম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ—প্রলয় কালে স্থিতাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ—নিয়মিতাঃ, ব্যবস্থাম্—(ছান্দসং) (বি+অব+অস+ বিধিলিঙ্‌, যাম) অনুবর্ত্তামহে।

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনশীল পণ্ডিতগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য সমবেত হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিতেছেন যে,—হে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ! ব্রহ্মই কি এই বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ? না কারণ ব্যতিরেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে? আমরা কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং কেনই বা জীবিত রহিয়াছি? প্রলয়কালে এই জগতের জীববৃন্দ কোথায় অবস্থান করিয়াছিল, এবং কোথাই বা অবস্থান করিবে? অথবা প্রলয়কালে আমরা কোথায় ছিলাম এবং কোথাই বা থাকিব? কি জন্য বা কাহার কর্ত্তৃক আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছি? ব্রহ্মই কি এই সমুদয় ব্যাপারের কারণ? না আপনা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে?

(২)

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা—
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাঽপ্যনীশঃ-সুখ-দুঃখ-হেতোঃ॥

অন্বয়ঃ—কিংকালঃ যোনিঃ? উত স্বভাবো যোনিঃ? বা নিয়তির্যোনিঃ? অথবা যদৃচ্ছা যোনিঃ? কিংবা ভূতানি যোনিঃ? উত পুরুষঃ যোনিঃ? ইতি চিন্ত্যা তত্ত্বানুসন্ধিৎসুভিঃ। আত্মভাবাৎ এষাং সংযোগঃ ন তু যোনিঃ, তথা সুখ-দুঃখ-হেতোঃ আত্মা অপি অনীশঃ।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—যোনিঃ—কারণম্। (কেহ কেহ বলেন "যোনিঃ প্রকৃতিঃ" তাঁহাদের মতে পূর্ব্ব শ্লোক হইতে "কারণ" পদ অনুষক্ত হইবে—অর্থাৎ যোনিঃ কারণং কিং?) আত্মভাবাৎ আত্মনঃ বিদ্যমানত্বাৎ আত্মা অপি অনীশঃ—জগৎকারণত্বেন অঙ্গীকর্ত্তুং অশক্যঃ।

বঙ্গার্থ—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিপরিণামের হেতু—অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আধার কালই কি জগদুৎপত্তির কারণ? না পদার্থের প্রতিনিয়ত-শক্তি-স্বভাব হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে? অর্থাৎ স্ব স্ব প্রাকৃতিক শক্তি-হেতুই কি পদার্থ সমূহ আপনা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে? অথবা প্রাক্তন-পুণ্য-পাপের ফলানুসারে, নিয়তি কর্ত্তৃক কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? কিংবা কোন কারণ ব্যতীত, অকস্মাৎ এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে? অথবা আকাশাদি-পঞ্চ-ভূত, কিংবা বিজ্ঞানময় আত্মাইকি এই অনন্ত জগদুৎপত্তির কারণ, ইহা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। দেশ, কাল এবং নিমিত্ত প্রভৃতি সংহত না হইলে, অর্থাৎ দেশ, কাল ও কারণ সম্যক্-রূপে একত্রীভূত না হইলে যখন কোন পদার্থই সমুদ্ভূত হয় না, তখন কালাদিকে পৃথগ্‌ভাবে জগদুৎপত্তির কারণ বলা যায় না। পুনশ্চ, আকাশাদি-পঞ্চভূতের বিনাশ হইলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন আকাশাদি-পঞ্চভূত এবং আত্মা, ইহাদের সংযোগকেও বিশ্ব-সৃষ্টির উৎপাদক বলা যাইতে পারে না; কেবল জীবাত্মাকেও জগদুৎপাদনের হেতু বলা যায় না, কেন না—জীবাত্মা সর্ব্বদাই পুণ্য এবং পাপ-কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখের অধীন; কর্ম্মানুসারে জীবাত্মাকে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব কর্ম্মাধীন জীবাত্মা কথনও বিশ্ব-বিধানের হেতু হইতে পারে না।

(৩)

তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্ম-যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ—যঃ একঃ (পরমাত্মা), কালাত্ম-যুক্তানি তানি (পূর্ব্বকথিতানি "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা" ইতি সূত্রোক্তানি) কারণানি অধিতিষ্ঠতি। তে ব্রহ্মবাদিনঃ ধ্যানযোগানুগতাঃ সন্তঃ তস্য পরমাত্মনঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং দেবাত্মশক্তিং অপশ্যন্।

বঙ্গার্থ—জগদুৎপত্তির বিবিধ হেতু বর্ণনান্তর সেই ব্রহ্মবাদী বিদ্বদ্‌বৃন্দ ধ্যান-যোগাবহিত-চিত্ত হইয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা, কাল, জীবাত্মা, নিয়তি, স্বভাব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন—অর্থাৎ প্রাগ্‌বর্ণিত কাল-স্বভাব-আকাশাদি ভূতসমূহ যাঁহার আয়ত্তীভূত, সেই পরাৎপর পরমাত্মার প্রকৃতি-সংবৃত আত্মশক্তিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জনয়িত্রী। অর্থাৎ পরমপুরুষ যখন পরমা প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়েন, তখন তাঁহার সেই মিলন-সম্ভূত কোন অবর্ণনীয় চিন্তার অতীত শক্তিই এই বিশ্ব-বিধান করিয়া থাকেন। নতুবা পূর্ব্বকথিত কারণসমূহের কোন একটি স্বতন্ত্রভাবে জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না; কেন না, ঐ সমস্ত কারণই সেই পরমপুরুষের অধীন; তিনিই ঐ সকল কারণের একমাত্র পরিচালক। তাঁহার পরিচালনা ব্যতীত ঐ সকল কারণের কোনই কারণতা থাকে না। "স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং"—এই পদের এইপ্রকার ব্যাখ্যাও করা যাইতে

পারে, স্বগুণ—অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিজের গুণ সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত যে আত্ম-শক্তি, অথবা স্বগুণ-সত্বরজস্তম-এই ত্রিগুণাবৃতা যে আত্মশক্তি,—অর্থাৎ সত্বগুণে ব্রহ্মা, রজোগুণে বিষ্ণু, এবং তমোগুণে রুদ্র-রূপে যাঁহার স্বকীয় শক্তি—এই জগতের উদয়, স্থিতি এবং লয়ের হেতু হইয়া থাকে, তাদৃশ যে আত্মশক্তি, কিংবা স্বগুণ—ব্রহ্মপরতন্ত্র প্রকৃত্যাদি-উপাধি দ্বারা নিগূঢ় অঙ্গের অজ্ঞেয় যে আত্মশক্তি, প্রত্যেক পদার্থেই তাঁহার সেই আত্ম-শক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে।—ইহার কিছু পরেই কথিত হইবে যে, "একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" এক পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এতাদৃশী আত্মশক্তিকেই বিশ্ববিধায়িনী বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আরও অনেক প্রকার ব্যাখা করা যাইতে পারে, বিস্তৃতি-শঙ্কায় বিরত হইলাম।

(৪)

তমেক-নেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গ-ভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্।

অন্বয়ঃ—যঃ একঃ সন্ নিখিলানি অধিতিষ্ঠতি ইত্থম্ভূতং তম্ অপশ্যন্———ইতি সম্বধ্যাতে———এক নেমিং, ত্রিবৃতং, ষোড়শান্তং, শতার্দ্ধারং, বিংশতি প্রত্যরাভিঃ, তথা ষড়্ভিঃ অষ্টকৈশ্চ যুক্তং, বিশ্বরূপৈকপাশং, ত্রিমার্গভেদং, দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ তম্, (নিখিলেষু কারণেষু অধিতিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং অপশ্যন্) অথবা অধীমঃ ইতি পরস্থিত ক্রিয়াপদেন অন্বয়ঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—ত্রিবৃতং—সত্বরজস্তম, এই প্রাকৃতিক গুণত্রয় কর্ত্তৃক আবৃত। ষোড়শান্তং ষোড়শ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি-ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি ইতি ষোড়শ-প্রকারাঃ অন্তাঃ—অন্তভাগাঃ যস্য তথোক্তং,—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়—পঞ্চভূত এবং ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ), এই ষোড়শ প্রান্তভাগ বিশিষ্ট।

বঙ্গার্থ—তত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্ম-চক্রকে বিশ্বোৎপত্তির হেতুরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন, অধুনা সেই ব্রহ্ম-চক্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

অনাদি অনন্ত আকাশ এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচক্রের নেমি—অর্থাৎ চক্রধারা স্বরূপ। এই মহাচক্রের অবধি মহান্ ব্যোম।

সত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিবিধ গুণ ঐ ব্রহ্ম-চক্রকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ) এবং পঞ্চভূত, এই ষোড়শবিধ পদার্থ ঐ চক্রের অন্তভাগ। ঐ চক্রে পঞ্চাশৎ অর (চক্রশলাকা) আছে। অর (চক্র-শলাকা) দ্বারা যেমন চক্র সুসংযত হয়, তদ্রূপ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চবিধ বিকার। অষ্টবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্টপ্রকার সিদ্ধি, সর্ব্বসমেত এই পঞ্চাশৎ প্রকার চক্রশলাকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ ব্রহ্ম-চক্র সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। চক্র-শলাকার দৃঢ়তা বিধানের জন্য যেমন নেমি এবং চক্র-শলাকা এতদুভয়ের সংযোগস্থলে কীলক প্রোথিত করা হয়, সেই প্রকার ঐ উপরি বর্ণিত ব্রহ্ম-চক্রের অর—(চক্র-শলাকা সমূহকে) সুদৃঢ় করিবার জন্য, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই দশবিধ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ, এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয়. সর্ব্বসমেত এই বিংশতিটি প্রত্যর—

(কীলক) প্রোথিত আছে। এই চক্রে ছয়টি অষ্টক আছে—যথা—

১। প্রকৃত্যষ্টক—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

২। ধাত্বষ্টক— চর্ম্ম, মাংস, রস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

৩। ঐশ্বর্য্যাষ্টক—অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ব্যাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা।

৪। ভাবাষ্টক—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য।

৫। দেবাষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ ও পিশাচ।

৬। গুণাষ্টক—দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

এই ষড়্বিধ অষ্টক। এই সমুদয়ও ঐ ব্রহ্ম-চক্রের অন্তর্ভূত। স্বর্গ, পুত্রাদি ও অন্নাদি-বিষয়ের ইচ্ছা, এই চক্রের পাশ স্বরূপ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ পন্থা ঐ চক্রের বিচরণ-ভূমি—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি পথ দিয়া ঐ মহাচক্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এতত্রয় ব্যতীত ঐ চক্রের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পাপ এবং পুণ্যের হেতুভূত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থে আত্মাভিমানই এই মহাচক্রের নিমিত্ত। অভিমান বশতই এই চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ সুমহৎ ব্রহ্ম-চক্র হইতে এই নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন, ইহাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

(৫)

পঞ্চ স্রোতোহম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চবর্ত্তাংপঞ্চ দুঃখৌঘ বেগাম্
পঞ্চাশদ্ভেদাংপঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥

অন্বয়—(পূর্ব্বং চক্ররূপেণ দর্শিতং, অধুনা নদীরূপেণ দর্শয়তি।)

বয়ং (পূর্ব্বোক্তাঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ) পঞ্চস্রোতোহম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাম্ পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদি মূলাং পঞ্চবর্ত্তাং পঞ্চ দুঃখৌঘবেগাম্ পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বাং নদীং (নদীরূপেণ পরিণতং প্রাগুক্তং ব্রহ্মচক্রং) অধীমঃ (জানীমঃ)

বিষম পদ ব্যাখ্যা—পঞ্চস্রোতাংসি (চক্ষুরাদিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) অম্বুস্থানানি যস্যাঃ—তাম্। চক্ষুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ জল-বিশিষ্ট। পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পঞ্চ যোনিভিঃ ক্ষিত্যাদিভির্হেতুভূতৈঃ উগ্রা, তথা বক্রা—তাম্—জগদুৎপত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূত দ্বারা বর্ণনীয় নদী নিরতিশয় ভীতিপ্রদা এবং বক্রভাবাপন্না হইয়াছে। পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চপ্রাণা উর্ম্ময়ো যস্যাঃ তাম্—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বিধ বায়ু অথবা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় ঐ তটিনীর তরঙ্গ সদৃশ। পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূলাম্—পঞ্চ বুদ্ধীনাং (চক্ষুরাদি-জন্যানাং জ্ঞানানাং) আদি (কারণং) মনঃ মূলং যস্যাঃ তাম্—চক্ষুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের নিদান মন মূল স্বরূপ যার, তাদৃশী নদী। পঞ্চবর্ত্তাং পঞ্চবিষয়াঃ (শব্দাদয়ঃ) আবর্ত্তাঃ (জলভ্রমিস্থানীয়াঃ) যস্যাঃ তাদৃশীম্—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয় আবর্ত্ত স্বরূপ যাহার, তাদৃশী নদী।

পঞ্চ দুঃখৌঘবেগাম্—পঞ্চ দুঃখৌঘানি (গর্ভজং জন্মজং জরাজং ব্যাধিজং মরণজং [illegible]) বেগাঃ যস্যাঃ তাম্—

গর্ভজ, জন্মজ, জরাজ, ব্যাধিজ, এবং মরণজ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ বেগস্বরূপ যাহার, তাদৃশী নদী। পঞ্চাশৎ ভেদাঃ যস্যাঃ তাম্—পঞ্চ-বিকার, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি এবং অষ্টপ্রকার সিদ্ধি, এই পঞ্চাশৎ ভেদ যাহার, তাদৃশী। পঞ্চপর্ব্বাম্—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ পর্ব্ব—অর্থাৎ স্তর যাহার, তাদৃশী নদী।

বঙ্গার্থ—সম্প্রতি প্রাগ্‌বর্ণিত ব্রহ্মচক্রকে নদীরূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে।

চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই নদীর সলিল। বিশ্বোৎপত্তির মুখ্য কারণ ক্ষিত্যাদি-ভূত-পঞ্চক কর্ত্তৃক এই তটিনী নিরতিশয় ভীতি-প্রদা এবং বক্রভাবাপন্না হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বিতাড়নে এই স্রোতস্বিনী নিরন্তর তরঙ্গায়িতা, (অথবা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় এই প্রবাহিণীর তরঙ্গ)। মন এই তরঙ্গিণীর মূল উৎস স্বরূপ। যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র হেতুই মন; এই সর্ব্বজ্ঞান-নিদান মন হইতেই এই প্রবাহিণীর উদ্ভব হইয়াছে; আবার মন যখন সর্ব্ববিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র অতুলানন্দে বিভোর ও প্রশান্ত হয়, তখন এই তটিনী সেই প্রশান্ত সাগরে মিলিয়া যায়। তখন আর দ্বৈতাদ্বৈতভেদ থাকে না। যত দিন মনের মনোভাব দূরীভূত না হয়, ততদিনই এই জগৎ-প্রপঞ্চ, ততদিনই ভেদ-বুদ্ধি; সেই জন্যই মনকে এই মহানদীর মূল বলা হইয়াছে। মনের সর্ব্বহেতুত্ব-দর্শন-কল্পে শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে যে "মনোবিজৃম্ভিতং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্। মনসোহস্থমনোভাবে দ্বৈতং ভিন্নোপলভ্যতে" মনের প্রভুত্ব সর্ব্বত্রই; এই মনের উপর যাঁহারা প্রভুত্ব করিতে সমর্থ তাঁহাদের আর দ্বৈতা-দ্বৈত-ভেদ থাকে না। তখন প্রকৃত তথ্য তাঁহাদের বিবেক-মুকুরে প্রতিনিয়ত প্রতি-বিম্বিত হইতে থাকে; তাঁহাদের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ মনই যাবতীয় বোধের নিদান, সেই জন্যই মনকে এই সংসার-তরঙ্গিণীর মূল—অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পঞ্চ প্রকার ইন্দ্রিয়াধি-গম্য বিষয় এই নদীর আবর্ত্ত, অর্থাৎ জল-ভ্রমি স্বরূপ। কেন না, এই সংসার-তরঙ্গিণীর মহান্ জল-ভ্রমি-প্রতিম শব্দাদি-পঞ্চবিধ বিষয়ে প্রাণিবৃন্দ নিমগ্ন হইয়া, গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইতে অক্ষম হয়। কোন জল-যাত্রী যেমন অকস্মাৎ জল-পাকে পতিত হইলে আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারে না, প্রত্যুত, প্রবল স্রোতোবেগে শিথিলাঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতে থাকে, তদ্রূপ এই দুস্তর-তরঙ্গ-সঙ্কুল-সংসার-জলধির অমুত্তরণীয় শব্দাদি-মহাবর্ত্তে প্রাণিনিকর পতিত হইলে, আর নিস্তার লাভ করিতে পারে না; ধীরে ধীরে অতলস্পর্শ অজ্ঞান-গর্ভে নিলীন হইতে থাকে। তাই শব্দাদি এই নদীর ভ্রমিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গর্ভ-বাস-জনিত দুঃখ, জন্ম-জনিত দুঃখ, জরা-জনিত দুঃখ, ব্যাধি-জনিত দুঃখ এবং মরণ-জনিত দুঃখ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ এই তটিনীর প্রবল বেগস্বরূপ, অর্থাৎ গর্ভ-যাতনা, জন্ম-যাতনা, জরা-যাতনা, ব্যাধি-যাতনা ও মৃত্যু-যাতনা, এই পঞ্চ প্রকার যাতনা অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বদা সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তটিনী যেমন বেগ-প্রাচুর্য্য বশতঃ নিতান্ত ভয়ঙ্করাকৃতি ধারণ করে, সেই প্রকার এই সংসাররূপা মহা-তটিনী, প্রাগুক্ত যাতনা-পঞ্চকের অপ্রতি-

বিধেয়তা নিবন্ধন নিরতিশয় ভীতি-প্রদা হইয়াছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশ দ্বারা সংসার-প্রবাহিণী পরিপূর্ণ; অর্থাৎ উক্ত ক্লেশ-পঞ্চক নিয়ত সংসার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতিক্ষণ সংসারিগণের হৃদয়ে অরুন্তুদ যাতনা প্রদান করিতেছে। যাবতীয় দুঃখেরই একমাত্র নিদান ঐ পঞ্চ ক্লেশ। চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মচক্ররূপে এবং পঞ্চম সূত্রে নদীরূপে কার্য্য-কারণাত্মক সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় অভিহিত হইল।

(৬)

সর্ব্বা জীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসোভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥

অন্বয়ঃ—হংসঃ সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ ব্রহ্মচক্রে, আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ পৃথক্ মত্বা ভ্রাম্যতে, ততঃ তেন জুষ্টঃ সন্ অমৃতত্বম্ এতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—সর্ব্বাজীবে—সর্ব্বেষাং আজীবনং অস্মিন্নিতি, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের জীবন-ভূমি। সর্ব্বসংস্থে—সর্ব্বেষাং সংস্থা (সমাপ্তিঃ প্রলয়ো বা) যস্মিন্নিতি,—সমস্ত পদার্থের সমাপ্তি—অর্থাৎ প্রলয়ক্ষেত্র। বৃহন্তে (বৈদিকঃ প্রয়োগঃ, বৃহতি ইতি বোধ্যঃ) অতি বৃহৎ, ব্রহ্মচক্রে—প্রাগ্‌বর্ণিত ব্রহ্মচক্র-রূপে অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে। হংসঃ—(হন্তি গচ্ছতি অধ্বানং ইতি হংসঃ, হন গতি হিংসয়োরিতি গত্যর্থত্বং) জীবঃ, যে গমন করে—জীব। আত্মানং-জীবাত্মানং-জীবাত্মাকে। প্রেরিতারং—প্রেরণকর্ত্তারং ঈশ্বরং, প্রেরণ-কর্ত্তা ঈশ্বরকে। পৃথক্—ভেদেন—জীবেশ্বর-ভেদ দর্শনেন—ইতি তাৎপর্য্যং। ভিন্ন ভাবে জানিয়া। ভ্রাম্যতে—সংসারে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্ততে—সংসারে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণায়মান হয়। তেন—ঈশ্বরেন—ঈশ্বরের দ্বারা। জুষ্টঃ সেবিতঃ—(পূর্ণানন্দ ব্রহ্মরূপেণ আত্মানং অবগতঃ সন্ ইতিভাবঃ) পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে আত্মাকে অবগত হইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর এবং আত্মা, এতদুভয়কে অপৃথগ্‌ভাবে জ্ঞাত হইয়া। অমৃতত্বং—মোক্ষং—মোক্ষ—এতি-প্রাপ্নোতি, প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থ—এই ব্রহ্মচক্ররূপ অতীব বৃহদ্-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের জীবন-ভূমি, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেই প্রাণি-নিবহ উজ্জীবিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। আত্মা এবং ঈশ্বর, এতদুভয়কে পৃথক্‌ভাবে জ্ঞাত হইযা, জীব পুনঃপুনঃ এই সংসার-ক্ষেত্রে গমনাগমন করে। যখন সে ভাব তিরোহিত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মা, এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হয়, এবং এতদুভয়ের একীভাব সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—জীবাত্মা এবং ঈশ্বর, এই উভয়ের ভেদজ্ঞানই সংসারে পুনরাবৃত্তির কারণ। যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই দ্বৈতভাব জীবের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাকে বারংবার দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে গতিবিধি করিতে হয়। অনাত্মভূত দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ জীবাত্মা এবং ঈশ্বরকে ভিন্নভাবে জ্ঞাত হইয়া, মোহান্ধ জীব, সুর-নর-তির্য্যগাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে; অনন্তকাল গর্ভজ এবং জন্মজ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া, সংসারের অসংখ্য ক্লেশ রাশিতে জীর্ণ হইতে থাকে; পরে যখন সে ভাব চলিয়া যায়, সদ্গুরু-

পদেশ বশতঃ এবং চিত্ত-পরিকর্ম্মাদি দ্বারা হৃদয়ের সে বিষময় সংস্কার বিনষ্ট হয়, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং আত্মাকে এক বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ "ব্রহ্মই আমি" এতাদৃশ জ্ঞান জন্মে, তখন আর জীবের বন্ধন-যাতনা ভোগ করিতে হয় না; তখন সে আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার সকল যাতনা তিরোহিত হইয়া যায়। ফলকথা এই যে, যিনি আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন; আর যিনি আত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথগ্রূপে জ্ঞাত হয়েন, তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে পুনঃ পুনঃ সংযত হইতে হয়। আত্মা এবং পরমাত্মার এবম্বিধ ভেদ-দর্শনই সংসারাবৃত্তির মুখ্যতম হেতু; এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে—য এব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি। তস্য হ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতাং উপাস্তে, অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামিতি।

বিষ্ণু-ধর্ম্মেও কথিত হইয়াছে যে—

পশ্যত্যাত্মানমন্যস্তু যাবদ্বৈ পরমাত্মনঃ।
তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ম্মণা।
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ॥

ইহার অর্থ এই যে, জীব যত কাল পর্য্যন্ত আত্মাকে পরমাত্মা হইতে অন্য বলিয়া—অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করে, যাবৎ কাল তাহার এই ভেদ-বুদ্ধি দূরীভূত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের বিপাক কর্ম্ম-কলাপে মোহিত হইয়া বার বার এই সংসার-ভূমিতে ভ্রমণ করিতে হয়। তদনন্তর যখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়, ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়, পরব্রহ্মকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার পরিশুদ্ধতা জন্মে, এবং পরিশুদ্ধতা নিবন্ধন দুর্ব্বার ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। তাহার হৃদয়ের সমস্ত সংশয় মীমাংসিত হইয়া যায়। তাহার মানস অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

চিত্তানুশাসন।

—•:o:•—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোঽর্থং তৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্॥১০॥

যে অর্থতৃষ্ণা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, সেই অর্থতৃষ্ণা কে ত্যাগ করিতে পারে? এই যে অর্থ, ইহাকে তস্কর, ভৃত্য ও বণিক্ প্রিয় প্রাণ দ্বারাও ক্রয় করিয়া থাকে।১০॥

প্রাণৈঃ ক্রীণাতি—প্রাণ দ্বারা ক্রয় করে, অর্থাৎ প্রাণ-হানি অঙ্গীকার করিয়াও লাভ করিতে যত্নবান হইয়া থাকে; কারণ, তস্কর দ্রব্য জন্য বিবিধ বিপদ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও ধনীর বাটীতে প্রবেশ করে, রাজকীয় সেবক জীবনান্তকর যুদ্ধাভিমুখে গমন করে; বণিক দুর্গম ভয়াবহ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে।

তজ্জন্যই অর্থকে দোষ দিয়াছেন—

অতি ক্লেশেনযেঽর্থাঃ স্যুর্ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ।

অরের্বাপ্রণিপাতেন মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ॥
মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বণি ৩৮ অধ্যায়ে ৭৬॥

অতি ক্লেশে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা ধর্ম্মহানি করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিম্বা শক্রর প্রণিপাত দ্বারা যে অর্থ লাভ করা যায়, সেরূপ ধনে মন করিবেনা।

এইরূপ গরুড়পুরাণ পূর্ব্বভাগে ১০৯ অধ্যায়ে ২৮।

অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণচ।
অরের্বা প্রণিপাতেন মাভুবংস্তেকদাচন।

উৎখাতং নিধি শঙ্কয়া ক্ষিতিতলং
ধ্যাতা গিরের্ধাতবো।
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো
যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধন তৎপরেণ মনসা
নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণ বরাট কোঽপি ন ময়া
তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্॥৫॥
বৈরাগ্য-শতকে।

নিধিলাভার্থ পৃথিবী খনন করিয়াছি; পর্ব্বতের ধাতুর বিষয়ও চিন্তা করিয়াছি, অর্থাৎ আনয়নার্থ গমন করিয়াছি; সমুদ্রও পার হইয়াছি; রাজাকে যত্নে সন্তুষ্ট করিয়াছি, মন্ত্রারাধনাতৎপর মন দ্বারা শ্মশানেও রাত্রি-যাপন করিয়াছি, তথাপি এককড়া কাণা-কড়ীও প্রাপ্ত হই নাই! হে তৃষ্ণে! এখন আমায় পরিত্যাগ কর॥

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

ভোগানভুক্তাবয়মেব ভুক্তা-
স্তপোনতপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা নজীর্ণা বয়মেবজীর্ণা।

আমাদের বিষয়-ভোগ ভুক্ত হয় নাই, কিন্তু আমরাই কাল দ্বারা ভুক্ত হইয়াছি; আমরা তপস্যা (চান্দ্রায়ণাদি) করি নাই, কিন্তু আমরা সন্তপ্ত হইয়াছি; কাল গত হয় নাই, কিন্তু আমরাই জীবনান্তে গমন করিয়াছি; তৃষ্ণা জীর্ণা অথবা ক্ষীণা হয় নাই, আমরাই জীর্ণ অথাৎ জরাপ্রাপ্ত হইয়াছি।

ভিন্ধতি হৃদয়ং পুংসাং মায়াময়বিধায়িনী।
দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণাকৃষ্ণেব রাক্ষসী॥
(যোগবাশিষ্ঠে-মুমুক্ষু-প্রকরণে ১৭ সর্গে ১৮।)
ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলং।
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণা হৎপদ্ম-ষট্‌পদী॥
॥৩১॥

মায়া ও রোগ-বিধায়িনী, দুর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কালরাক্ষসীর ন্যায় পুরুষের হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ১৮।

ক্ষণকাল পাতালে গমন করে; ক্ষণকাল শূন্যে গমন করে; ক্ষণকাল দিক্‌রূপ কুঞ্জে ভ্রমণ করে, তৃষ্ণা হৃদয়-পদ্মের ভ্রমরীর তুল্য ॥৩০

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে তৃষ্ণা ত্যাগ করিলেই সুখ —

যাদুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা নজীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যো সৌ প্রাণান্তিকোরোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ
সুখম্॥।
(বনপর্ব্বণি ২ অধ্যায়ে ৩৩। শান্তিপর্ব্বে ১৭৪ অধ্যায়ে ৫৮ ও ২৭৫ অধ্যায়ে ১২।)

তজ্জন্য কহিয়াছেন—

সত্যং বক্তু মশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যো
জলম্।
পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমলঃ স্বাধ্যায় যজ্ঞঃ
ক্ষুদ্‌ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং ক্লেশাতুরৈঃ
কিং ধনৈঃ
(শান্তিশতকে ৩ পরিচ্ছেদে)

সত্য বলিবার জন্য অশেষ-মনোহারিণী

সুলভা বাণী আছে; শরণাগত ব্যক্তিকে অভয়-দানরূপ মহাদান আছে; পিতৃলোককে জল দিবার জন্য নির্ম্মল জল আছে; পরমেশ্বরের পূজার জন্য বিশুদ্ধ বেদাধ্যয়নরূপ পর্য্যাপ্ত যজ্ঞ আছে; ক্ষুৎব্যাধির শান্তির জন্য ফল-মূল আছে; যদি এরূপ হইল, তবে আর ক্লেশাত্মক ধনে প্রয়োজন কি?

তজ্জন্য অর্থকে পদধূলির সমান বর্ণন করিয়াছেন,—

"অর্থাঃপাদরজোপমাঃ" (হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে) কিন্তু বিষয়ী সেই ধনকে নিজ জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকে;—

ধনাশা জীবিতাশাচ গুর্ব্বী প্রাণভৃতাং সদা।
(হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে।)

ধনাশা ও জীবিতাশা জীবের পক্ষে গুরুতরা।

সেবকের জীবন ক্লেশকর —

সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে
শ্ববৃত্তিং বিদুঃ।
(মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে।)

জ্ঞানী ব্যক্তি লঘুকারিণী সেবাকে কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়া জানেন। যিনি কখনও রাজসেবা না করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য!

অসেবিতেশ্বর-দ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথং।
অনুক্ত ক্লীব-বচনং ধন্যং কস্যাপি জীবনম্॥
(হিতোপদেশ।)

যিনি কখনও রাজদ্বার-সেবা করেন নাই, যিনি কখনও আত্মীয়-স্বজনের বিরহব্যথা সহ্য করেন নাই, যিনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, এরূপ ব্যক্তিরই জীবন ধন্য।

সেবার অন্যান্য প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ১৭৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে দেওয়া গিয়াছে।

বণিক্-জীবনও ক্লেশকর—

"কিং দুঃখং ব্যস্তাক্রিয়াম্" ... জগতের দূর-দূরান্তরে-দিগ্‌দিগন্তরে, দুস্তর সাগরে, দুর্গম বনে, দুরারোহ পর্ব্বতে অর্থার্জ্জনের জন্য নানা বিপদ-বিভ্রাট ও দুঃখ-দুর্ভোগ সহিয়া যাহাদের অবস্থিতি, তাহাদের জীবন ক্লেশময়, সন্দেহ নাই। ফলিতার্থে সকাম-সংসারীর পক্ষে সংসারের যাদু-মন্ত্রিত অর্থাদি সাপেক্ষ-সুখের সেতু, কিন্তু নিরপেক্ষ-দুঃখের হেতু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মায়াবাদ।

—০:০:০—

(জগতের কাল্পনিকতা)

এই দৃশ্যমান জগতের কোন কিছু পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত দূর সত্য, তাহা আরও একটু ভাল করিয়া আলোচিত হউক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন পদার্থকেই যে তাহার প্রকৃত অবস্থায় জানিতে পারি না, ইহা পূর্ব্বে যত দূর সম্ভব, পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। এখন দেখাইতে চাহি যে, কোন পদার্থের কোন অবস্থা দূরে থাকুক, কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্বই আমরা বুঝিতে পারি না। মনে কর, আমার সম্মুখে একটী পক্ক আম্র রহিয়াছে। এই আম্রটী যে রহিয়াছে, ইহা আমি কি করিয়া জানি? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা উহার অস্তিত্ব কি আমি জানিতে পারিতেছি? কখনই না। বুঝিতেছি যে, আমি বড় জোর রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছি এবং ইহার অধিক আর কিছুই অনুভব করিতেছি না; অথচ ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি একটী বাহ্য বস্তুতে আছে। রূপ-রসাদি কোন বাহ্য বস্তুতে আছে, ইহা ধরিয়া লইবার আমার কি

যুক্তি আছে? রূপাদিকে আমি বাহ্য বস্তুর গুণ বলিতেছি, অথচ বাহ্য পদার্থকে রূপাদি-গুণ ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানিতে পারা যায় না। দ্রব্য ও দ্রব্যের গুণ, ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, দ্রব্য ও গুণ, এ উভয়কেই পৃথক্ ও একত্র, এতদুভয় প্রকারেই জানা উচিত; কিন্তু যখন দ্রব্য ও গুণকে পৃথক্ করা যায় না, অর্থাৎ গুণহীন দ্রব্যকে কিছুতেই অনুভবে আনিবার সম্ভাবনা নাই, তখন দ্রব্য (গুণী) ও গুণ একই পদার্থ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বাস্তবিকও আমি আম্র-ফলের অস্তিত্ব কিছুই জানিতেছি না, জানিতেছি কেবল রূপ-রসাদির অস্তিত্ব, এবং ভাল করিয়া না বুঝিয়াই ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি পঞ্চগুণ মদিতর একই স্থানে বা দ্রব্যে আছে। আমার রূপ-জ্ঞান হইল; আমি মানিয়া লইলাম যে, ঐ রূপ-আমার সম্মুখস্থিত একটী দ্রব্য হইতে আসিল। আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, ধরিয়া লইলাম যে, ঐ গন্ধ আমার সম্মুখস্থিত সেই দ্রব্যটী হইতেই আসিল। আমি প্রথমে একটী কল্পনা করিলাম, পরে দ্বিতীয় কল্পনাটীকে প্রথমটীর সঙ্গে যুক্ত করিলাম। হস্ত-চালনা করিয়া স্পর্শানুভব করিলাম, এবং তৃতীয় বার কল্পনা করিলাম যে, সেই রূপ-গন্ধের সংযোগ-স্থানেই এই স্পর্শ মিলিত হইয়াছে। তাহার পর একটী শব্দ শুনিলাম, আর অমনি ধরিয়া লইলাম যে, শব্দটীও রূপ-গন্ধ-স্পর্শের সন্ধিস্থান হইতেই আসিল। ইহার পর কল্পিত সন্ধিস্থান হইতে রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ তুলিয়া আনিয়া মুখে দিয়া রস অনুভব করিলাম, এবং ধরিয়া লইলাম যে, রূপ-রসাদি পঞ্চ অনুভাব্য বিষয় সমুদয়ই একত্র একই দ্রব্যে থাকে, এবং সেই দ্রব্যটী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপাদিও স্থানান্তরিত হয়। এ সকলই কল্পনার কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আম্রটীর অস্তিত্বই কাল্পনিক। আমি আমার কয়েকটী কল্পনাকে একত্র গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যে একটী কল্পনা-কেন্দ্র রচনা করিয়াছি, তাহাই আম্র। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সম্বন্ধীয় কল্পনাকে একটী কেন্দ্র-নিবিষ্ট কল্পনা করায় আম্রের উৎপত্তি। আমার একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-গ্রন্থির নাম আম্র; ইহা ব্যতীত আম্রের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই।

কথাগুলি একবার অন্য রকমেও আলোচনা করা যাউক। আমি একটী রূপ দেখিতেছি; অসতর্কভাবে যাহাকে আম্রের রূপ বলি, আমি তাহাই অনুভব করিতেছি। কিন্তু আম্রের রূপ অনুভব করিতেছি বলিয়াই কি আম্রের বাহ্য-দ্রব্য-ধাতু-বিশিষ্ট অস্তিত্ব আছে? যদি দ্রব্য-ধাতুগত-আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, তবে চক্ষুর্দ্বয়ের অন্য প্রকার বিন্যাস জন্য যখন একটা আম্রকে দুইটা বলিয়া চাক্ষুষ অনুভবে বুঝি, তখন কি পূর্ব্বানুভূত একটী বাস্তব আম্র পরের অনুভূতিমত বাস্তবিক দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল? অর্থাৎ একটী আম্র আবার সময়ান্তরে দুইটী হইয়া দাঁড়াইল? যুগল নেত্রের যে প্রকার বিন্যাসে সাধারণতঃ স্বীকৃত একটী বাস্তব পদার্থকে দুইটী বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকারে মানব-চক্ষু চিরবিন্যস্ত থাকিলে, এখনকার চির-একটী বস্তু তখন চির-দুইটী-বস্তুরূপে সত্য বলিয়া অনুভূত হইত না কি? কিন্তু আমি কি মনে ধারণা করিতে পারি যে, যেই আমি ভ্রূ-কুঞ্চনে চক্ষুর্দ্বয়কে পৃথক্ করিলাম, আর অমনি একটী বস্তু বাস্তবিকই দুইটী হইয়া দুই স্থানে শোভা

পাইতে লাগিল ? অবশ্য আমি যেরূপ ধারণা না করিয়া অন্ততঃ একটী আম্রকে অবাস্তবিক জ্ঞান করি, কিন্তু যেখানে দুইটীর মধ্যে একটী বস্তু আর একটী অবস্তু বলিয়া আমার জ্ঞান হইবে, সে স্থানে আমি কোন্‌টীকে বস্তু আর কোন্‌টীকে অবস্তু বলিব ? চক্ষু আমার এ সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না ; হস্ত দ্বারা কি সংশয় ভঞ্জন করিতে পারি ? আচ্ছা— একবার হস্ত প্রসারণ করিয়া আম্রটীকে স্পর্শ করিয়া দেখি। একি ! আমার হস্তও যে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল ! ! আমার কোন্ হস্ত বাস্তবিক, আর কোন্ খানি অবাস্তবিক ? হস্ত দ্বারা দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্র দ্বয়ের কোন্‌টী মিথ্যা স্থির করিবার পূর্ব্বে আমার হস্ত-যুগলের কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কিকরিয়া আমি এ সন্দেহ ঘুচাইব ? দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রটীতে আমার দ্বিত্ব-প্রাপ্ত হস্ত সংলগ্ন হইয়া, আমার স্পর্শ-জ্ঞানকেও যেন দ্বিত্বপ্রাপ্ত করাইয়াছে। যদি স্বীকারও করি যে, আমি স্পর্শ করিয়া কিছু দুইটী আম্র অনুভব করিতেছি না ; দৃষ্টিতে আম্র ও হস্তকে দ্বিত্বপ্রাপ্ত বোধ হইলেও স্পর্শ-জ্ঞান একই হইতেছে ; কিন্তু সেই স্পর্শের একত্বে কি দ্বিত্ব-প্রাপ্ত আম্রের বা হস্তের কোন্‌টী বাস্তবিক, তাহা বুঝিতে পারিলাম ? যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তবে স্পর্শে আমার সন্দেহ দূর করিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবেই হইল, স্পর্শ দ্বারা বাস্তবিক রূপের বা অবাস্তবিক রূপের সত্তা অনুভব করিতে পারা যায় না। আর এক কথা, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি রূপ, হস্ত দ্বারা অনুভব করিতেছি স্পর্শ ; সুতরাং চক্ষু যাহা অনুভব করিতেছে, হস্ত তদিতর অন্য কিছু অনুভব করিতেছে, কাজেই উভয়ের সাক্ষ্যের একতাই মূলে নাই। বস্তু-তত্ত্ব-বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ-বিড়ম্বনা এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত কারিকা)

—০:০:০—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদব-
ঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ত
তোঽভাবাৎ ॥ ১

পদপাঠঃ—দুঃখ, ত্রয়, অভিঘাতাৎ, জিজ্ঞাসা, তদ্ অবঘাতকে, হেতৌ। দৃষ্টে সা অপার্থা, চেৎ, ন, একান্ত, অত্যন্ততঃ, অভাবাৎ ॥

ব্যাখ্যা—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—দুঃখত্রয়ের অভিঘাত হইতে ; দুঃখত্রয় যথা—

অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক—বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রভৃতির বৈষম্য-জনিত যে দুঃখ ; মানসিক—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয়, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি জনিত যে দুঃখ।

আধিভৌতিক—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্পাদি-জনিত যে দুঃখ।

আধিদৈবিক—যক্ষ-রক্ষঃ এবং গ্রহাদির আবেশজনিত যে দুঃখ, অথবা—বিদ্যুৎ-মেঘ-বজ্র ইত্যাদি দৈবদুর্বিপাকজনিত যে দুঃখ। জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা। তদব-ঘাতকে হেতৌ—ঐ ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশক হেতুবিষয়ে। দৃষ্টে—ঐ দুঃখ-নাশের হেতু দৃষ্ট হওয়ায় ; সা—ঐ জিজ্ঞাসা। অপার্থা চেৎ যদি নিষ্প্রয়োজন বল। ন—তাহা নহে।

একান্তাত্যন্ততঃ—একান্ত এবং অত্যন্তের- একান্ত—দুঃখনিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা। অত্যন্ত—নিবৃত্ত দুঃখের পুনরনাগমন। অভাবাৎ—অভাবহেতু।

বঙ্গার্থ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ থাকাতেই, ঐ দুঃখত্রয়ের কিসে নাশ হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা জন্মে। যদি বল যে ঔষধ-মন্ত্রাদি দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আছে, সেই সমুদয় দ্বারাই এই দুঃখ নষ্ট করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে এই দুঃখত্রয় বিনাশের ইচ্ছা নিষ্প্রয়োজন; তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ঐ জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন নহে; কারণ দুঃখ-নাশের দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আছে, সেই সমুদয়ে দুঃখ-নাশের অবশ্যম্ভাবিতা নাই, এবং দুঃখ একবার নষ্ট হইলে, তাহা যে পুনরায় উপস্থিত হইবে না, এরূপও নহে।

বিশেষ ব্যাখ্যা—এই সংসারে যে দুঃখ আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ঐ দুঃখ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কি উপায়ে এই দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য মনুষ্যগণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শারীরিক কোন রোগ জন্মিলে, ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকে; ঐরূপ মানসিক কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, যাহাতে ঐ দুঃখের প্রতিকার হয়, তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে; ঐ প্রকার আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যে সমুদয় দুঃখ, তাহার প্রতিবিধানার্থও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য মানব যতই চেষ্টা করুক না কেন, দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। ঔষধাদি দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আমরা অবলম্বন করি, তাহারা সকল সময়েই অব্যর্থ নহে। হয়তো কোন সময়ে এক ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইয়া ঔষধ দ্বারা প্রতিকার লাভ করিল, কিন্তু আবার অনেক সময়ে ঔষধের দ্বারাও রোগীর রোগমুক্তি হইল না। অন্যান্য দুঃখ নিবারণের লৌকিক উপায় সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের অবলম্বনে যে দুঃখ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, এবং বিনষ্ট হইলে পর, সেই দুঃখ যে আর আসিবে না, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং এই সমুদয় দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে এই দোষ পরিলক্ষিত হয় যে, তাহাদের দুঃখ-নিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা এবং পুনরনুৎপাদনের অভাব রহিয়াছে। সূত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, ঐ সমুদয় উপায় একান্তও নয়, অত্যন্তও নয়। তাই ভগবান্ কপিল বলিতেছেন যে, লৌকিক যে সমুদয় উপায়, তাহা দুঃখ-নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়াতেই অন্য উপায় জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং এই প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন নহে। কপিলদেব যে দুঃখ-নিবারণের একান্ত এবং অত্যন্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

কেহ যদি আপত্তি করেন যে, লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখত্রয়ের একান্ত বা অত্যন্ত নাশ না হইতে পারে, কিন্তু যে সমুদয় বৈদিক উপায় আদিষ্ট আছে, তাহা অবলম্বন করিলে ত দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশ হইতে পারে। কেননা শ্রুতি বলেন যে "স্বর্গকামো যজেত ইতি" অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন। স্বর্গ কাহাকে বলা যায়—"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্" যাহা বর্ত্তমানে দুঃখ-মিশ্রিত নহে, এবং উত্তর-কালেও দুঃখগ্রস্ত হইবে না, এতাদৃশ ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত যে সুখ, তাহাই 'স্বর্গ' পদবাচ্য। অর্থাৎ দুঃখ-বিরহিত যে সুখ, তাহাই স্বর্গ। সুতরাং যখন শ্রুতি বলিতেছেন যে—"স্বর্গ— অর্থাৎ দুঃখ-বিরহিত-সুখ-লিপ্সু ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন" এতদ্দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারাই দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশ হইয়া সুখ লাভ হইবে। অতএব দুঃখ-নাশের লৌকিক উপায় না থাকিলেও, তাহার বৈদিক উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; কাজেকাজেই সূত্রকারের "জিজ্ঞাসা" "অপার্থা" অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইতেছে। শ্রুতিতে ইহাও দেখা যায় যে "অপাম সোমমমৃতা অভূম" সোমপান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিব। কিন্তু দুঃখ নাশ না হইলে, অমৃতত্বের লাভ হয় না; ইহা দ্বারাও দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশের উপায় সূচিত হইতেছে। এই সমুদয় পূর্ব্ব-পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া সূত্রকার ভগবান কপিল দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়-যুক্তঃ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ॥ ২

পদপাঠঃ—দৃষ্টবৎ। আনুশ্রবিকঃ। সঃ। হি। অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ। তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্। ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ।

ব্যাখ্যা—দৃষ্টবৎ—আনুশ্রবিক—শ্রৌত বা বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় তুল্য। সঃ—ঐ শ্রৌত বা বৈদিক উপায়। হি—নিশ্চয়। অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ—অপবিত্রতা—হিংসা বা অনিত্যতা ও অসমতা-বিশিষ্ট। তদ্বিপরীতঃ—তাহার বিপরীত। শ্রেয়ান্—শ্রেয়ঃ। ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ—ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞাতা, এই তিনের পরিজ্ঞান হেতু।

বঙ্গার্থ—অবিশুদ্ধি, হিংসা এবং অসমতা প্রযুক্ত শ্রৌত উপায় সমূহও দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় দোষাবহ। ইহার বিপরীত উপায়ই প্রশস্যতর; এবং ব্যক্ত (অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্ত বা বিকাশভাব) অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি) জ্ঞ-(জ্ঞাতা পুরুষ), এই তিনের সম্যক্ জ্ঞানই সেই উপায়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান কপিলদেব বলিতেছেন যে, বৈদিক উপায় সমূহও লৌকিক উপায়ের ন্যায় দোষাবহ, কেন না বৈদিক যাগাদিতে জীব-হিংসাদি করিতে হয়, সুতরাং যজ্ঞাদির দ্বারা যেরূপ একটি অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হয়, সেইরূপ পশ্বাদির হিংসার দ্বারাও পাপ জন্মে। সুতরাং শ্রুতি অনুসারেও যাগাদি দ্বারা দুঃখশূন্য সুখ লাভ হয় না। যদি বল যে, বেদাদিতে হিংসার নিষেধ হইয়াছে—, যথা—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"—তাহাও বলা যায় না, কেন না—বেদেই বিহিত হইয়াছে যে "অগ্নি-সোমীয়ং পশুমালভেত" অর্থাৎ অগ্নিসোমের অঙ্গীভূত পশু বধ করিবে; যদি আবার বল যে, ইহাতে বেদ-বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং পূর্ব্ব-বিধির দ্বারা আবার পরবিধি বাধিত হইল; তাহাও বলিতে পার না—কারণ এই বিধিদ্বয়ের প্রয়োগস্থল বিভিন্ন; প্রথম বিধির দ্বারা হিংসার নিষেধ করা হইতেছে, এবং দ্বিতীয় বিধির দ্বারা বিশেষভাবে হিংসার যজ্ঞোপযোগিতা বিহিত হইয়াছে। এতাবতা অবিশুদ্ধিহেতু বৈদিক উপায়ও লৌকিক উপায়ের ন্যায় দোষাবহ স্থিরীকৃত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদিক উপায় অনিত্য, কেন না

যজ্ঞাদি দ্বারা উপলব্ধ যে স্বর্গ, তাহা অনিত্য। তৃতীয়তঃ, অসমতা-দোষও প্রসক্ত হইতেছে; কেন না—বেদ-বাক্যানুসারে জ্যোতিষ্টোমাদি দ্বারা স্বর্গ-সাধন হয়, এবং বাজপেয়াদি দ্বারা 'স্বারাজ্য' পদ লাভ হয়; সুতরাং যাহাদের বাজপেয়াদি যজ্ঞের সাধনোপযোগী ধনাদি নাই, তাহাদের দুঃখ-বিরহিত-সুখ-লাভ হইতে পারে না; কারণ স্বর্গাদির অনিত্যতা-নিবন্ধন তাহাদিগকে পুনরায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। শ্রুতির স্থলবিশেষে যজ্ঞাদি অমৃতত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, (১) অপর কোনস্থলে তদ্বিপরীত—অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। (২) এই সমুদয় দেখিয়া ভগবান কপিল বলিয়াছেন যে—"তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্" অর্থাৎ শুদ্ধতা, নিত্যতা এবং সমতাযুক্ত উপায়ই প্রশস্যতর, এবং সেই উপায়ই ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞাতা পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান। জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাকেই ব্যক্ত বলা যায়, এবং ইহারা সকলেই কার্য্য,—সুতরাং অনিত্য। কার্য্য হইতে অনুমান দ্বারা আমরা কারণে উপনীত হই। বিশেষ প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হয় যে, কারণগুলিও ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়, এবং ক্রমে কারণ হইতে কারণান্তরে গমন করিয়া আমরা জগতের একটি মূল (আদি) কারণে উপস্থিত হই। এই মূল কারণকেই ভগবান্ কপিল "অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি" বলিতেছেন, এবং ঐ অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্বাসমূহকে "ব্যক্ত" বলিতেছেন। এতদুভয় কার্য্য-কারণরূপে বিভিন্ন হইলেও একজাতীয়; এই উভয়ের সহিত পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞান সম্যক্‌প্রকারে জন্মিলেই, ভগবান্ কপিলের মতে দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এ বিষয় পরবর্ত্তী সূত্র-সমূহ দ্বারা বিশদীকৃত হইবে।

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-
বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ
পুরুষঃ। ৩

পদপাঠঃ—মূলপ্রকৃতিঃ। অবিকৃতিঃ। মহদাদ্যাঃ। প্রকৃতি। বিকৃতয়ঃ। সপ্ত। ষোড়শকঃ। তু। বিকারঃ। ন। প্রকৃতিঃ। ন। বিকৃতিঃ। পুরুষঃ।

ব্যাখ্যা—মূল প্রকৃতি —(প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ) যিনি প্রকৃষ্টভাবে করেন—অর্থাৎ এই বিশ্ব উৎপাদন করেন, তিনি প্রকৃতি। তিনি এই জগতের মূল হওয়াতে তাঁহাকে মূল-প্রকৃতি বলা যায়। অবিকৃতিঃ—অর্থ উৎপন্ন হয়েন না। (তাবৎ বিশ্বই মূ প্রকৃতির বিকার, কিন্তু প্রকৃতি কাহার বিকার নহেন, এই জন্যই তিনি অবিকৃতি মহদাদ্যাঃ সপ্ত-মহদাদি সপ্ত—অর্থাৎ মহ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ) প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ—ইহারা মূ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতি ব বিকার, এবং অন্যান্য "তত্ত্বের" উৎপাদ বলিয়া প্রকৃতি বা উৎপাদক। ষোড়শক তু——পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই ষোড়শতত্ত্ব বিকারঃ—উৎপন্ন। ন প্রকৃতিঃ—উৎপাদক নহে। ন বিকৃতিঃ—উৎপন্ন নহে। পুরুষঃ—পুরুষ।

(১) অপাম সোমমমৃতা অভূম।

(২) ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেন নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।

বঙ্গার্থ—মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি—অর্থাৎ অনুৎপন্না, মহৎ আদি (মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র) সপ্ত তত্ত্ব উৎপন্নও বটে এবং উৎপাদকও বটে, অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন; আবার পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত, এই ষোড়শ তত্ত্ব উৎপন্ন—অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ উৎপন্ন; পুরুষ উৎপন্নও নহেন—উৎপাদকও নহেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—সাঙ্খ্যকারের মতে জগতের মূল কারণ নিত্য; জগতের কারণ-শৃঙ্খল ধারণ করিয়া আমাদিগকে একটি মূল-কারণে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয় এবং অনবস্থা-দোষ পরিহার করিবার জন্য, আমরা আর ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারি না; অর্থাৎ যাহাকে আমরা শেষ কারণ বলিলাম, যদি কেহ তর্কচ্ছলে বলেন যে, সেই শেষ কারণেরও কারণ আছে, এবং ক্রমে সকল কারণ গুলিরই কারণ আছে, তাহা হইলে আমরা কোন স্থলে যাইয়াই স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি না, ইহাতে অনবস্থা-দোষের প্রসক্তি হয়।

অতএব অনবস্থা-দোষ পরিহারের জন্য আমরা যেটিকে জগতের শেষ কারণ বলিয়া স্থির করি, ভগবান্ কপিলের মতে তাহাই মূল-প্রকৃতি। পুরুষ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পুরুষও মূলপ্রকৃতির ন্যায় অনাদি। কিন্তু জগতের কর্ত্তৃত্বে পুরুষের কোন হাত নাই, প্রকৃতি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়; সাঙ্খ্যমতে পুরুষ কেবল সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। মহৎ বা বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। এই মহৎ বা বুদ্ধির সাহায্যেই পুরুষের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান জন্মে। পুরুষ অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ, কিন্তু বাহ্য বস্তু জ্ঞাত হইবার জন্য, তাঁহার নিজের কোন উপকরণ নাই, প্রকৃতি-জাত মহৎ বা বুদ্ধিই সেই উপকরণ, কিন্তু এই মহৎ বা বুদ্ধি পুরুষের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংসৃষ্ট। ইহাও জড়াত্মক। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ কপিল কিংবা অপরাপর হিন্দু-দার্শনিকগণের মতে জড়জগৎ এবং মনোজগতে কোন প্রভেদ নাই। মনোজগৎ বা জড়জগৎ একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিকাশ মাত্র। বস্তু হইতে বস্তুর জ্ঞানের কোন প্রভেদ নাই——অর্থাৎ বস্তুও যাহা, বস্তুর জ্ঞানও তাহাই। বিকাশোন্মুখী প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি; বুদ্ধিও যাহা, বুদ্ধির বিষয়ীভূত বস্তুও তাহা। এই বুদ্ধি হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি, এই অহঙ্কার বা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানও যাহা, অহঙ্কারের বিষয়ীভূত পৃথক্ পৃথক্ বস্তুও তাহাই। এই সমুদয়ই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) অর্থাৎ এই ভৌতিক জগতের আদি পঞ্চ সূক্ষ্মঅবস্থা উৎপন্ন হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, উহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কোন না কোন অবস্থা ব্যতীত, অন্য কোন অবস্থায় দৃষ্ট হয় না। সুতরাং জগতের যাবতীয় পদার্থ বিভক্ত করিলে, তাহারা পঞ্চাতি-রিক্ত ভাগে বিভক্ত হয় না। কেননা—জগতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই। জগতের এই যে

পঞ্চ পদার্থ, এই পঞ্চ পদার্থের আদি সূক্ষ্মাবস্থার নামই পঞ্চতন্মাত্র। এদিকে দেখুন, পৃথক্ জ্ঞানের সত্তা বশতই পৃথক্ বস্তুর সত্তা। পার্থিব বস্তু সমূহকে আমি যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হইত না,—সমুদয়ই এক ভাবে দৃষ্ট হইত। বুদ্ধির সত্তা হেতুই অহঙ্কারের সত্তা, এবং অহঙ্কারের সত্তা হেতুই বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান। যখন কেবল বুদ্ধি আছে, তখন বস্তুর পৃথক্ জ্ঞান থাকেনা; ঐ বুদ্ধিই যখন অহঙ্কারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখন বস্তুরও পৃথক্ জ্ঞান জন্মে। এই সমুদয় বস্তুর আদিম সূক্ষ্ম অবস্থাই পঞ্চতন্মাত্র। পুরুষের সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। কপিল, যদি জগৎ কেবল প্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি একভাবে অদ্বৈতবাদী হইতেন; কিন্তু তিনি পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া, দ্বৈতবাদী হইয়াছেন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়—নিশ্চেষ্টভাবে আছেন। তিনি—কিছুই করেন না, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তাবৎই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে; বুদ্ধির সন্নিকর্ষহেতু কেবল পুরুষের জ্ঞান মাত্র হয়।

এই পঞ্চতন্মাত্র জগতের সূক্ষ্মাবস্থা, ইহা হইতে পঞ্চসূক্ষ্ম মহাভূতের উৎপত্তি হয়—যথা,—শব্দ হইতে আকাশ বা ব্যোম, স্পর্শ হইতে বায়ু বা মরুৎ, রূপ হইতে তেজ বা অগ্নি, রস হইতে জল বা অপ্, এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী বা ক্ষিতি। ইহারা সমুদয়ই ভৌতিক সূক্ষ্মাবস্থা; স্থূল-মহাভূতের বিবরণ উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে।

এক দিকে যেমন অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আমাদের বিভিন্নপ্রকার পৃথক্ জ্ঞানের সাধারণ নাম অহঙ্কার। এই সমুদয় পৃথক্ জ্ঞানই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ-সম্ভূত। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিকা; কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যবস্তুর সংস্রবে আসিলে, মনই সেই সমুদয় জ্ঞান ধারণ করিয়া, উহাদিগকে স্বতন্ত্র করে। মন এই সমুদয় জ্ঞান অহঙ্কারের নিকট উপস্থিত করেন; অহঙ্কার বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করেন; তখন পুরুষ বুদ্ধি-রূপ দর্পণের সহায়তায় বাহ্যজগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা যে বাহ্য-জগৎ দেখিতে পাই, ইহা ব্যক্ত, এবং এই ব্যক্ত অবস্থা দৃষ্টি করিয়াই, আমরা অনুমানের দ্বারা, "ইহার একটি অব্যক্ত অবস্থা আছে" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ব্যক্ত অবস্থা অস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ইহার একটি স্থায়ী এবং অপরির্ত্তনশীল কারণ না থাকিলে, ইহা কখনও হইতে পারিত না। জগতের এই স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনশীল অবস্থাই অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি, এবং ইহাই জগতের বীজ স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

জনন-সূক্ত।

শিষ্য—কিমর্থং জননং কার্য্যং ?

অর্থ—জননের প্রয়োজনীয়তা কি ?

১। গুরু—সৃষ্টি-সংরক্ষণায় তৎ

অর্থ—সৃষ্টি-সংরক্ষণের জন্যই জননে প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সৃষ্টির মুহুর্মুহু যে অপচয় হইতেছে, একমাত্র জননই তাহার পরিপূরক। প্রতিক্ষণ অসংখ্য পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই বিচিত্র বিশ্বের ক্ষতি হইতেছে না; এত ক্ষয়—এত পদার্থাপচয় সত্ত্বেও যে বিশ্ব পদার্থহীন হইতেছে না, একমাত্র জননই তাহার মুখ্য কারণ। জনন যদি প্রতি-পলে পৃথিবীর অভাব পূরণ না করিত, যদি অনুক্ষণ বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরুৎ-পাদন করিয়া অঙ্গ অক্ষত না রাখিত, তবে হয়ত এতদিন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড অনন্তে অস্তঙ্গত হইত!

"বিশ্ব" শব্দের অর্থ "সমগ্র"—অর্থাৎ পদার্থ-সমূহের সমষ্টি। পদার্থ বাদ দিলে, বিশ্বের আর কিছুই থাকে না। পদার্থ-নিচয়ই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদার্থ-সমষ্টিই বিশ্ব। জনন-নিবন্ধন এই পদার্থ-রাশি প্রতিনিয়ত উপচীয়মান হইয়া, বিশ্বের বিশ্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য শিষ্যের সংশয়-নিরাস-মানসে বলিতেছেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র কারণ জনন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসূন যেমন সূত্র দ্বারা গ্রথিত হইয়া, একগাছি মালার আকার ধারণ-পূর্ব্বক একত্রনিবদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নানাবিধ পদার্থ-নিচয়, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলে সৃষ্ট হইয়া, বিচিত্রভাব ধারণ করতঃ নয়ন-মুকুরে বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই বিচিত্র বিশ্বের পদার্থ-নিচয় যে সৃষ্টিরূপ তন্তু দ্বারা গ্রথিত হইয়া মালার ন্যায় সমষ্টিভাবে আভাসমান হইতেছে, জননই ইহার হেতু। ছিন্নতন্তু মালা যেমন অচিরাৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিশ্বও যদি জননশূন্য হয়, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই অস্তিত্বহারা হইয়া, কাল-সমুদ্রের অনন্ত বেলায় বিলীন হইয়া যায়।

কি উদ্ভিদ-জগৎ, কি প্রাণি-জগৎ, সমস্তই স্ত্রী ও পুরুষ-শক্তি-সমুদ্ভূত। যখন পুংজাতীয় কুসুমের রেণু বায়ু বা ভ্রমরাদি-কর্ত্তৃক স্ত্রীজাতীয় কুসুমের কেশরে আনীত হয়, তখন তাহা হইতে ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অধুনা পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি পুং-কুসুমের পরাগ অন্য কোন ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-কুসুমের কেশরে নিহিত করিলে, সেই স্ত্রী-কুসুম হইতে একটি ভিন্নতম শঙ্কর-কুসুমের উৎপত্তি হয়। এ সমুদয় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। মনুষ্যাদি প্রাণীর উৎপত্তি যে নিয়মের অধীন, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উৎপত্তিও মূলতঃ সেই নিয়মের অধীন; তবে কোন স্থলে উহা প্রস্ফুট, কোনস্থলেবা অপ্রস্ফুট। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই স্ত্রী-পুং-সংযোগে সমুৎপন্ন। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমরা যে কিছু পদার্থ অবলোকন করি, তৎ সমস্তই স্ত্রী-পুং-শক্তি-সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি আরও একটু অভিনিবিষ্ট হই, তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, জগতের আদি কারণই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ, তখন এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পদার্থনিচয়ের নিদান যে স্ত্রী এবং পুরুষ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? জনন ব্যতীত সৃষ্টি-রক্ষা হয় না; অতএব জননই যে বিশ্বের একমাত্র রক্ষক, ইহার আর প্রমাণান্তর অনাবশ্যক। তাই আচার্য্য বলিতেছেন যে, বিশ্বের মূল জননক্রিয়া। ইহা সর্ব্বত্রই অব্যভিচারী। তবে কিনা, ঐ ক্রিয়া মানবাদির পক্ষে স্বীয় ইচ্ছা-

সাপেক্ষ, আর পশ্বাদির পক্ষে স্বাভাবিক পাশবিক বৃত্তি-সাপেক্ষ এবং জড়-জগতের পক্ষে বিশ্ব-নিয়ন্তার সুসম্বদ্ধ নিয়ম-সাপেক্ষ। কোথাওবা দৃশ্যভাবে, কোথাওবা অদৃশ্য-ভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়।

সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টি-রক্ষাই তাঁহার জনন-ক্রিয়ার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-মানসে যাঁহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলেই বিরত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ত্তব্য-পরায়ণ; আর যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে উদাসীন, অথচ ক্রিয়া-তৎপর, তাঁহারা ঘোর অকর্ত্তব্যতা-জনিত মহাপাতকগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ও নিতান্ত নিন্দনীয়। প্রবৃত্তির উপর যাঁহাদের কর্তৃত্ব নাই, নিবৃত্তি-জনিত দিব্য শান্তি-সৌরভে কখনও তাঁহাদের চিত্ত আমোদিত হয় না; তাঁহারা পদে পদে প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হইয়া দুষ্পরিহার্য্য কুকর্ম্মে মলিন হইয়া পড়েন। তাই আচার্য্যের বচন-ভঙ্গি-ক্রমে উপলব্ধি হইতেছে যে, সৃষ্টি-পুষ্টিই যখন জনন-ক্রিয়ার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য, তখন ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত, কথিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কেবল অনর্থই সংঘটিত হয় মাত্র; অতএব নিরুদ্দেশ্য-ব্যক্তির প্রস্তাব্য বিষয় হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পশ্বাদি ইতর প্রাণিগণের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা কোন প্রকার হিতকর উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া প্রাগুক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে যে মহাশক্তির প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগের নাই; তাহারা প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইয়া, তাহারই চরিতার্থতা সাধন করিতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতির জ্ঞান বা প্রয়োজন তাহাদের নাই; তাই বলিতেছিলাম, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তবে তাহাদিগের মধ্যেও প্রায়স্থলেই অপত্যোৎ-পাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না।

মানবগণের প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা আছে; ইচ্ছা করিলে, তাহারা চিরকাল নিবৃত্তিশীল হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিতে পারে। মানবের ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তের উপরই লক্ষ্য আছে; হিতাহিত জ্ঞান আছে; তাই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—প্রাণি-জগতে মানবের উচ্চাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। এ হেন মানব যদি উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, মাত্র ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতে উদ্যত হয়, পশ্বাদির ন্যায় কামোন্মত্ত হইয়া প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে, মানবের চিরউপাস্য নিবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দানে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নরাকার জীব এবং পশু, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি? অতএব প্রাগ্‌বর্ণিত উদ্দেশ্য—সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনেচ্ছা ব্যতীত কেবল মাত্র অকিঞ্চিৎকর বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য এবং প্রবৃত্তির প্রসার বৃদ্ধির জন্য জনন-সম্ভাবনাশূন্য জনন-ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত গর্হিত।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা উদ্দেশ আছে, সেই উদ্দেশ্য-শৃঙ্খলেই উহা সংযত উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না। যদি কার্য্যের মূলে

উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে জগতের কার্য্যাবলীর কোন প্রকার শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সুব্যবস্থা থাকিত না; যাবৎ কার্য্যই নিতান্ত অব্যবস্থিত হইয়া পড়িত, পৃথিবী অনন্ত অশান্তির আকর হইত। যাহারা ক্রিয়ার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ক্রিয়া-সাধনে সমুদ্যত হয়, তাহারা কার্য্য-সাফল্য জনিত অনুপম আনন্দভোগের অধিকারী হয় না; সুতরাং যখন যে কার্য্যই করা যাউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি এবং সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত উচিত; নতুবা পদে পদে লাঞ্ছনা-প্রাপ্তি অনিবার্য্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন—"কেবা নস্যাঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ"। পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, প্রবৃত্তিকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে, তাহা উত্তরোত্তর ততই পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া কেহ কখনও তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই; বরঞ্চ আরও অধিকতর প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাই শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন যে "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনও কামনা প্রশমিত হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাক্ত অনলের ন্যায় অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি যে শত-সহস্রগুণে শুভকরী, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অতএব যেস্থলে সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তথায় ব্যর্থ-জননক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উত্তম কল্প। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—প্রবৃত্তের্নিবৃত্তিরেব সাধীয়সী। বৃথা ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে যত নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল; মনু বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু নপ্রসজ্যেত কামতঃ" কাম-পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত হইওনা। কাম-প্রসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিলে, অতি অল্প কালের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদিও শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদ্বারা সেই ইন্দ্রিয়-জনিত বাহ্য সুখেরও ব্যাঘাত ঘটে। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ হয় বটে, কিন্তু ঐ সুখই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভোজন-ক্রিয়ায় সুখ আছে, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা; ভোজন-ক্রিয়া যদি দুঃখজনক হইত, তাহা হইলে শরীর-রক্ষণে অবহেলাও হইতে পারিত। অতএব ভোজন-জনিত যে সুখ, তাহা শরীর-রক্ষার প্ররোচক মাত্র; তাই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা, গৌণ উদ্দেশ্য অশন-সুখ। শরীর-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি ভোজন-সুখের জন্যই কেবল ভোজন করে, সে অচিরাৎ রোগাদি-জনিত অমঙ্গল-ভাগী হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার মুখ্য উদ্দেশ্য অপত্য-উৎপাদন। যে ব্যক্তি সেই মুখ্য উদ্দেশ্য পরিহার পূর্ব্বক গৌণ-উদ্দেশ্য শারীর-সুখেরই অনুসরণ করে, সেও অচিরাৎ সেই সুখ হইতে বঞ্চিত ও বিবিধ অমঙ্গল-ভাগী হয়। ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত শারীর সুখ অপত্য-উৎপাদনের প্ররোচক মাত্র। অপত্যোৎপাদন-ক্রিয়া দুঃখজনক হইলে, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থ প্রবৃত্তির অভাব হইত। ইন্দ্রিয়-সুখ সেই অভাবের অপসারণ করিয়াছে মাত্র; নতুবা উহাই উদ্দেশ্য নহে, এবং উহাকেই উদ্দেশ্য করিলে, কদাচ অভ্যুদয়ভাগী হওয়া যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ।

শিষ্য—কেনাধিক্যাদি[illegible]

অর্থ—সেই জনন-ক্রিয়ায় অনধিকারী কাহারা? অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিগণ জগতের হিতার্থে সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জীবোৎপাদন-কর্ম্মে বৈধভাবে সমর্থ, এবং কাহারাই বা অসমর্থ, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু—শক্তিরুৎপাদিকা যেষাং ইন্দ্রিয়েষু ন বর্ত্ততে।

অর্থ—যাহাদের শুক্রে উৎপাদিকাশক্তি নাই, তাহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ শুক্র; যথা রত্নকোষে———"নৃ-বীজমিন্দ্রদৈবত্যং তস্মাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে"। প্রথম সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্যই জনন-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অধুনা তাহার অধিকারি-নির্ণয়-মানসে অনধিকারিগণের উল্লেখ করা যাইতেছে; কারণ অনধিকারী ব্যতীত সকলেই অধিকারী। যাহাদের রেতঃ উৎপাদিকাশক্তিবিহীন, অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষার অনুকূল জীবোৎপাদন-কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে না, তাহারা উল্লিখিত ক্রিয়ার অনধিকারী। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্যই জনন-কার্য্য; যাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার পক্ষে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিই শ্রেয়সী। ইন্দ্রিয়-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর; সুখই যদি ইন্দ্রিয়-সেবকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তি-মার্গে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করিতে পারেন। তিনি যদি ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী না হইয়া, নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকারের জন্য অপর কোন সামাজিক—দৈশিক ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন, তাহাহইলে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী অন্যভাবে অদ্ভুত উপকার-প্রাপ্ত হইতে পারে; আপ্রলয় তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকে, এবং তিনিও অপরিমিত আনন্দ ভোগ করেন; সে আনন্দের নিকট ইন্দ্রিয়-সুখ অতি তুচ্ছ। প্রাচীন ঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলের-জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীতে কর্ত্তব্যের পরিসীমা নাই; যিনি যতই কর্ত্তব্য-সাধন করুন না কেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আরও কিছু কর্ত্তব্য তাঁহার থাকিবেই থাকিবে। সৃষ্টি-রক্ষারূপ কর্ত্তব্য-পালনের জন্য যাঁহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালন করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে তাহা বিধেয়; কিন্তু যে সমুদয় ব্যক্তি উক্তরূপে সৃষ্টি-পোষণের অনুকূল কার্য্য-সাধনে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা গর্হিত। জগতের কোন উপকারই নাই, অথচ বৃথা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় শিথিল-শক্তি হইয়া ভারময় জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা প্রবৃত্তি-প্রশমনপূর্ব্বক সুস্থ ও সবলকায় হইয়া জগতের হিতকর অনুষ্ঠানে নিরত থাকাই কি নিরুদ্দেশ্যভাবে অকার্য্যা-নুষ্ঠান হইতে প্রশস্যতর ব্রত নয়? পশ্বাদির ন্যায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অপেক্ষা নিবৃত্তির অনুসরণই শ্রেয়স্কর।

৩। যে দীনা নিতরাং নিস্বাঃ।

অর্থ—যাহারা দীন, নিতান্ত নিঃস্ব, তাহারাও অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—"পৃথিব্যাং যানি দুঃখানি নরাণা-মাপতন্তি হি। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পু-দর্শনজাৎ সুখাৎ॥"

এই দুঃখ-বহুল অবনীমণ্ডলে মানবের যে প্রকার দুঃখই থাকুক না কেন, একমাত্র পুত্র-মুখদর্শনেই তাবৎ দুঃখ বিনাশপ্রাপ্ত

এহেন প্রাণপ্রিয় অপত্যাকে যাহারা, (মনের সাধে খাওয়ান পরান দূরের কথা) অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারাও জীবিত রাখিতে অক্ষম, তাদৃশ নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পক্ষে জীবোৎপাদন অনুচিত; ইহাতে জগতের উপকার না হইয়া তদ্বিনিময়ে বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে, এবং উৎপাদকগণও সন্তানের ক্ষুৎ-কাতর পরিম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করেন। অতএব যাহারা কোন প্রকারে কোন উপায়ে অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্তও নির্ব্বাহিত করিতে অশক্ত, তাদৃশ উপজীবিকাশূন্য উপায়ান্তরবিহীন ভিক্ষুকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনধিকারী। কেন না—দয়ালুর সংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাতে দয়ার প্রয়োগস্থল—অর্থাৎ দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। যে দেশে দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, সে দেশ তত নিস্তেজ, নিরবলম্ব ও নিঃস্ব; যে দেশে স্বাধীনজীবিক লোকের সংখ্যা যত অল্প, সে দেশ তত অনুন্নত। অতএব পৃথিবীতে কতগুলি নিঃস্ব নিরুপায় দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া, কতগুলি পরভাগ্যোপজীবী দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দেশের অপকার করা অপেক্ষা, তাহা হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়; তবে যাহারা কোন মতে কায়-ক্লেশেও সন্ততি-পালনে পারক, তাহাদের প্রতি এ বিধি প্রসক্ত হইবে না।

দীনহীন কৃতদার ব্যক্তিকে নিঃস্বতা ও নিঃসম্বলতা-নিবন্ধন কেবল দারোপগমন হইতে বিরত করাই সূক্ষ্মদর্শী পরিব্রাজকাচার্য্যের লক্ষ্য নহে, পরন্তু তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ দারপরিগ্রহই অনুচিত; ইহাও উক্ত সূত্রার্থে পরিজ্ঞেয়। মানব যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোন বৈধ উপায়ে পরিজন-পালনক্ষম না হয়, তাবৎকাল তাহার দার-গ্রহণ করাই অসঙ্গত। পরিণীত হইয়া কতগুলি পরিবারের কষ্টের কারণ হইয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎ-কর ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছার সংযম-সাধন পূর্ব্বক কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। অস্মদ্দেশে প্রায়শই এ নীতির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়; পরের গলগ্রহ হওয়া যেন আমাদের কতকটা স্বভাব-সিদ্ধ। নতুবা যদি "স্বোপার্জ্জিত বা বৈধোপায়লব্ধ অর্থের দ্বারা পরিবার পালন করিতে হইবে" এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষ এত দুর্দ্দশাপন্ন হইত না। যতদিন পরিবার পালনের ক্ষমতা না জন্মে, ততদিন পরিবার-রূপ দুষ্পরিহর বাগুরায় আবদ্ধ হওয়া কদাচ আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থেই জননের প্রয়োজন। জাত সন্তানের সুপরি-পালন—সুপরিরক্ষণ না হইলে, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না, সুতরাং জননের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সন্তান জন্মিল বটে, কিন্তু দারিদ্র্য নিবন্ধন অকালে—অনশনে—অপালনে—কালগ্রাসে পতিত হইল। এই জন্যই পরিব্রাজক বলিতেছেন যে, যাহার সন্তান-পরিপালনের শক্তি নাই, তাহার জননেরও অধিকার নাই।

যে দেশ যত দরিদ্র, সেখানে তত অকাল-মৃত্যু। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, এবং উহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধনই হইয়া থাকে। ইংলণ্ড হইতে ভারতে যেমন সাধারণ অকাল-মৃত্যু-সংখ্যা অধিক, তদ্রূপ ভারতের শিশুদিগের —

মৃত্যু-সংখ্যাও ইংলণ্ডের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা হইতে অধিক। এদেশে পিতা-মাতার দরিদ্রতাই উহার এক প্রধান কারণ। যদি বল, সমাজের ধনী ব্যক্তিরাই দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জগতে অনিবার্য্য দুঃখ এতই রহিয়াছে যে, তাহা মোচন করাই পরোপকারী ধনিবৃন্দের পক্ষে সুকঠিন; সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জগতের দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া, তন্মোচনার্থ ধনী-দিগকে বাধ্য করিলে, জগতের দুঃখমোচনের প্রতিকূলতাই করা হয়।

৪। কুষ্ঠাদ্যৈশ্চ মহারোগৈঃ পীড়িতা যে চ মানবাঃ।

অর্থ—। যাহারা কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগ-গ্রস্ত, তাহারাও কথিত উপগমন-কার্য্যে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—। কুষ্ঠ—যক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিও যে পিতৃ-রোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পিতৃরোগ কেবল যে অধ-স্তন এক পুরুষগামী হয়, তাহা নহে, উহা ধারাবাহিকরূপে ঐ বংশগত প্রায় তাবৎকেই পরিপীড়িত করে; এবং এইরূপে জগতে কুৎসিৎ অসাধ্য রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে; অতএব এতাদৃশ ক্ষেত্রে অবিবাহিতের বিবাহ এবং বিবাহিতের দারোপগমন অনুচিত; তবে যদি ভগবদনুগ্রহে কেহ রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণতঃ কুষ্ঠাদি-রোগীর বিবাহে বা অপত্যোৎপাদনে সমাজ বিশিষ্ট-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন; জগতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ উপচয়প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে এক একটা ঘোর অশান্তিময় দুর্ভারগ্রস্ত সমাজ সংগঠিত হয়। ইহাতে পিতা বা সন্তান, কাহারও সুখ হয় না; প্রত্যুত নিরতিশয় দুঃখই হইয়া থাকে। অতএব কতগুলি জীব সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে আজন্ম যন্ত্রণা এবং সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র করা অপেক্ষা, জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ান্। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে—"যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্" স্ত্রী যে প্রকৃতির পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়, তাহার গর্ভে সেই প্রকৃতির সন্তান উৎপাদিত হয়। যদি কেহ বলেন যে, ইহার দ্বারাও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয়, তদুত্তরে বলা যায় যে, ইহাদ্বারা আদর্শ-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয় না। যে মানবের দ্বারা মানবের বিবিধ কর্ত্তব্য সংসাধিত না হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব কর্ত্তৃক মান-বাস্তিত্ব-প্রবাহ রক্ষিত হয়, ইহা বলা যায় না।

৫। অপক্করেতসো বা যে—

অর্থ—অপকরেত-ব্যক্তিগণও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী,

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না, এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য প্রকার রোগে প্রপীড়িত হইয়া পরিশেষে সুহৃদগণের অশেষ দুঃখের কারণ হয়। ইহাতে কাহারই সুখের সম্ভাবনা নাই; অতএব অপক্কবীর্য্য-ব্যক্তির প্রাগুক্ত ক্রিয়ায় অধিকার নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ভূয়ঃ-প্রচলনে দেশের এবং সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহাতে বীজী এবং বীজোৎপন্ন অঙ্কুর, উভয়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাদের দ্বারা সমাজের কোনই উপকার সাধিত হয় না। ইহারা ঘোর অকর্ত্তব্যতাকরণ-জনিত মহাপাপে মগ্ন হইয়া জীবনের কার্য্যক্ষম মধ্যাহ্নেই ইহধাম

পরিত্যাগ করে; ইহাতে সৃষ্টির কোনই অনুকূলতা হয় না, বরঞ্চ প্রকারান্তরে অপকারই সংঘটিত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"পুমান্ বিংশতি বর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া। স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি। অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতং।" বিংশতিবর্ষীয় পুরুষ যদি পূর্ণ-ষোড়শবর্ষীয়া রমণীর সহিত যথাকালে সঙ্গত হয়েন, তবে তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তানই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্কের সহযোগে অপূর্ণ-ষোড়শী রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অধম হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে অপরিপক্ক বীজোদ্ভূত সন্তান জন্মিতে থাকিলে, কালে মনুষ্য-বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদও বলিয়াছেন "ঊনষোড়শ-বর্ষায়ামপ্রাপ্ত-পঞ্চবিংশতিঃ, যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্ত-বালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ।

পঞ্চবিংশবর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ, ষোড়শ-বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করিলে, গর্ভেতেই উৎপন্ন সন্তান বিপন্ন হয়; ঐ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে অধিক দিন জীবিত থাকে না; এবং যদিওবা অধিকদিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়; অতএব অতিবালাস্ত্রীতে কখনও গর্ভাধান করিবেনা।

৬।—বানপ্রস্থা ভিক্ষবো বা ব্রহ্ম-চর্য্যরতাশ্চ যে।

অর্থ—যাহারা বানপ্রস্থ, ভিক্ষু বা ব্রহ্মচর্য্য-রত, তাহারাও উপগমন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থেতর আশ্রমত্রয়-সেবীর পক্ষে প্রাগ্বর্ণিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনুচিত। ইহাতে তাঁহাদের গন্তব্য পথ অপ্রাপ্য হয়। ইহা তাঁহা-দিগের সাধনের বিশেষ অন্তরায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব আশ্রমানুকূল ধর্ম্মে সমধিক আস্থাবান হইয়া আদর্শ-জীবন-সাধনে সমর্থ হউন, ইহাই একান্ত অভিপ্রেত। যাঁহারা এখনও প্রবৃত্তির কঠোর শৃঙ্খলে অনাবদ্ধ কিংবা একবার সেই দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, এবং নিবৃত্তির স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুধা উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, তাঁহারা যেন নিবৃত্তির নির্ভয় ক্রোড় পরিহার পূর্ব্বক, আর প্রবৃত্তির করাল কবলে প্রবিষ্ট হইয়া অশান্তি-পেষণে নিষ্পেষিত না হয়েন, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। প্রবৃত্তির প্রসার যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জীবন ততই দুঃখময় হইয়া দাঁড়াইবে; আবার নিবৃত্তির কৌমুদী-প্রভায় হৃদয় যতই আলোকিত হইবে, জীবন ততই শান্তির নিকেতন হইয়া উঠিবে। অতএব যিনি যত নিবৃত্তিশীল, তাঁহার সুখের পথ তত বিস্তৃত পক্ষান্তরে, যিনি যত প্রবৃত্তিমান্, তাঁহার দুঃখের জলধি তত অনন্ত। তাই প্রাচীন আর্য্য-গণ বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি সর্ব্বথা শ্রেয়সী। তবে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক অপত্যোৎপাদনে কোন বাধা নাই।

৭।—বৃদ্ধা বা জীর্ণবীর্য্যা চ।

অর্থ—যাহারা বৃদ্ধ বা জীর্ণবীর্য্য, তাঁহারাও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা বার্দ্ধক্য বা অন্য কারণে নিতান্ত জীর্ণবীর্য্য, তাঁহাদের পক্ষেও প্রাগুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসঙ্গত। জীর্ণ-বীর্য্যোৎপাদিত-সন্ততি নিতান্ত জীর্ণ-মস্তিষ্ক

ও ক্ষীণকলেবর হয়; শরীরে বলাধান মাত্র হয় না; নিরতিশয় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হয়; যদিওবা জীবিত থাকে, কিন্তু এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দ্বারা জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকেনা; সে নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া সংসারে জীবিত-যাতনা ভোগ করিতে থাকে মাত্র। সেই সন্ততি হইতে যদি কোন বংশ সমুৎপন্ন হয়, তবে সে বংশের তাবৎকেই পূর্ব্বপুরুষের ঐ ঘোর অপকর্ম্মর ফলভোগ স্বরূপ নানাপ্রকার রোগে ও দৌর্ব্বল্যাদিতে সমাজে নগণ্য হইয়া থাকিতে হয়; পৃথিবী তাহাদের ভারই বহন করেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত রোগী এবং দীনের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, অশেষবিধ অপকারই ভোগ করেন মাত্র। অতএব ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কতগুলি অকর্ম্মণ্য, অলস, আময়গ্রস্ত জীবের প্রসার বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, নিবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এতাদৃশ ক্ষেত্রে, যাঁহারা এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, নিজের কর্ম্মের পরিণাম-ফলের দুরবস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও, নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণতি-বিরস ইন্দ্রিয়-সুখের বশবর্ত্তী হয়েন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের জীবন্মৃত বংশীয়গণকে নানাবিধ অশান্তি ও সামাজিক অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয়। যে যে কারণে অপরিপক্ক বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান অপ্রশস্ত, সেই সেই কারণে জীর্ণবীর্য্যোৎপন্ন সন্তানও অপ্রশস্ত। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে সময়ে মানুষের বলী—অর্থাৎ চর্ম্ম শিথিল হয়, কেশ পলিত হয়, কিংবা পৌত্র-মুখদর্শন হয়, সে সময়ে অরণ্য-প্রবেশ—অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম বিশিষ্ট গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বর্জ্জিত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন বিধেয়। তাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ এই সময়ে সন্তান-উৎপাদনাদি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, বানপ্রস্থাদি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের উপকার-সাধনে নিরত হইতে হইবে।

৮। শিষ্য—কিমাধারঞ্চ তদ্বদ।

অর্থ—তাহার—অর্থাৎ প্রাগুক্ত জনন-ক্রিয়ার কীদৃশ আধার হিতকর এবং শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন। বীর্য্যাধানের ক্ষেত্র কি প্রকার হওয়া উচিত, ইহাই এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য।

গুরু——

৯।—যোষিৎ রোগবিহীনা যা।

অর্থ—যোষিৎ—স্ত্রী—অর্থাৎ যে পরিণীতা নারী রোগবিহীনা, অপত্য-উৎপাদনে তিনি শ্রেষ্ঠ আধার।

ব্যাখ্যা—রোগিনী-সমাগমে সমুৎপন্ন সন্ততির শরীরও রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং সঙ্গতি-কর্ত্তাও রোগযুক্ত হয়েন; ইহাতে উভয়কেই অনর্থ ভোগ করিতে হয়; সুতরাং এতাদৃশ ক্ষেত্র জননক্রিয়ার অনুপযোগী। ইহার অনুষ্ঠানে আরও যে কত অবর্ণনীয় রোগাদির এবং অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা ভাষার অতীত। বিবেচকগণ একটু প্রণিধান করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১২—স্বগুণৈরবিরোধিনী।

অর্থ—প্রাগুক্ত গুণবিশিষ্টা যে পরিণীতা ভার্য্যা স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক গুণের অবিরোধিনী, তিনিই জনন-ক্রিয়ার উপযুক্ত পাত্রী।

ব্যাখ্যা—পতি এবং পত্নী, এতদুভয়ের

যদি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রভৃতি গুণগত প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে এতদুভয়ের সংযোগ-সমুৎপন্ন সন্ততিই সৃষ্টির অলঙ্কার-রূপে পরিণত হয়; অন্যথা বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন দারোপগমনে নানাবিধ কুসন্তান জন্মিয়া সৃষ্টি কলঙ্কিত করে, এবং তদ্ধেতু পতি ও ভার্য্যা, উভয়কেই শারীরিক ও মানসিক অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয় ইহাতে উভয়ের মধ্যে কাহারই সুখ-লাভের আশা থাকেনা; পরন্তু নিরতিশয় দুঃখই ভোগ করিতে হয় মাত্র।

যে স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়েরই গুণের সমতা থাকে, তথায় তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তান আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয়। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন "উভয়ং তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে"।

১১—নাতিবালা ন বৃদ্ধা বা।

অর্থ—প্রাগুক্তগুণবত্তা সত্ত্বে যে রমণী অতি বালা বা বৃদ্ধা নয়, তাদৃশী পরিণীতা ভার্য্যাই জনন-ক্রিয়ায় সমধিক প্রশস্তা।

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য বা জীর্ণবীর্য্য-সমুৎপন্ন সন্তান যেমন ক্ষীণায়ুঃ এবং অশেষ প্রকার অকল্যাণভাগী হয়, অপ্রস্ফুটবৃত্তি অপরিণত-বয়স্কা কিংবা গলিতযৌবনা রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তানও তদ্রূপ। ইহাতেও স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়কেই নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ৫ম সূত্রেই দৃষ্ট হইবে যে, শাস্ত্রে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান অকর্ত্তব্য বলিয়া বিধান আছে।

১২—বয়সাচ কনীয়সী।

অর্থ—উল্লিখিত লক্ষণ সমন্বিতা পরিণীতা ভার্য্যা যদি বয়ঃকনিষ্ঠা হয়, তবে সেই জনন-ক্রিয়ার পক্ষে [illegible]

ব্যাখ্যা—বয়োধিকারমণী-সহযোগে সন্তান-সন্ততিও প্রাগুক্ত বহুল দোষভাক্ হইয়া থাকে, এবং এই বিসদৃশ-সংস্পর্শে সংস্পর্শকর্ত্তার নানাপ্রকার রোগ ও আয়ুক্ষয় ঘটে। তাই আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র এ বিষয়ের ভয়ঙ্কর অপকারিতা প্রদর্শনপুরঃসর ইহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু শারীরিক নহে, মানসিক শক্তিক্ষয়ও অনিবার্য্য। ফলতঃ ইহ-পারলৌকিক ক্ষেমকামী ব্যক্তিবৃন্দের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, বয়োধিকা রমণীর সংযোগ অত্যন্ত অপকারপ্রদ এবং অপ্রীতিজনক,—ইহার পরিণামফল বিষম বিষময়;—ইহার অনিষ্টকারিতা বর্ণনারও অতীত।

১৩—পরিণীতা পতিপ্রাণা প্রহৃষ্টা গৃহ-ধর্ম্মস্থ। সা প্রশস্তা সিসৃক্ষূণাং প্রজোৎপাদন-কর্ম্মণি॥

অর্থ—উপরিলিখিত গুণবিশিষ্টা পতিব্রতা সাধ্বী ও সংসার-ধর্ম্মে সতত উৎসাহ-প্রফুল্লা পরিণীতা রমণীই সৃষ্টি-লিপ্সুগণের প্রজা-সৃষ্টি-বিষয়ে প্রশস্যতম আধার। ৯ম হইতে ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত যাবৎ বিশেষণ-পদই ৯ম সূত্রস্থ বিশেষ্য 'যোষিৎ' পদের সহিত অন্বিত।

ব্যাখ্যা—আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে যাহা কিছু বলা হইল, তৎসমস্তই সম্পূর্ণভাবে যে রমণীতে বিদ্যমান আছে, তিনিই সন্তান-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠপাত্রী; তাদৃশী রমণীর গর্ভজাত সন্ততি ইহলোক এবং পরলোক, উভয়ত্রই শুভফলহেতু হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, সংসার অলঙ্কৃত হয়, জগৎ নানা [illegible]

ললনার শুভগর্ভ-সমুদ্ভূত-সন্তান যথার্থই 'সন্তান' পদবাচ্য; তাহার দ্বারাই সৃষ্টির সন্তান—অর্থাৎ বৃদ্ধি যথার্থ সুসাধিত হয়। সে সবল এবং সর্ব্ববিষয়ে সামর্থ্যশালী হইয়া অলোকসামান্য দিব্য প্রতিভা প্রকাশে বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করে। তাদৃশ একটি সন্তান দ্বারা যে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, দুর্ব্বল ক্ষীণমস্তিষ্ক বিবিধ-ব্যাধি-মন্দির অন্য শত-সহস্র তথা-কথিত সন্তান দ্বারা তাহা কদাচ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই পরিব্রাজক, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্য দারোপগমনকারী ব্যক্তি-গণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত নিদানস্বরূপ প্রজা-সৃষ্টির আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে, নারী-জাতির গর্ভ-গ্রহণোপযোগিতার বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; যাঁহারা সৎ-অপত্য-লাভপ্রয়াসী, তাঁহারা যেন এ বিধির ব্যভিচারী না হয়েন, ইহাই একান্ত নিবেদন। যে জন্মিলে বংশ পতিত হয় না, সেই ত অপত্য; সেই অপত্য শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির সার্থক পাত্র (ন পততি বংশো অনেন)। প্রাগ্‌বর্ণিত সুলক্ষণা-ন্বিতা সাধ্বীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই "পুত্র" শব্দের যথার্থ প্রতিপাদ্য।

১৬—যস্মাৎ প্রজাবিবৃদ্ধিস্তৎ মতং রতমনুত্তমং।

অর্থ—"ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ স" ইত্যমরঃ,—যে রত, অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম—জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে প্রজা-বিবৃদ্ধি হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-প্রবাহ-পরিপালন হেতুই উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অতএব সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত রততৎপর হওয়া অনুচিত। কেননা, তাহাতে সৃষ্টির কোনই লাভ নাই, প্রত্যুত ব্যর্থ-বীর্য নিষেক-নিবন্ধন রূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, সন্তান-উৎপাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্ম-পরিচর্য্যা অকর্ত্তব্য। উহাতে সৃষ্টির ক্ষতি বই বিন্দুমাত্রও লাভ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা বন্ধন—অর্থাৎ নিয়ম থাকা উচিত; যে কার্য্য কোন প্রকার নিয়ম-রজ্জুতে সংযত নহে, তাহাতে পদে পদে বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রায়শঃ পরিণাম-বিফলতা উপস্থিত হয়; অতএব তাবৎ কার্য্যেরই একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। উল্লিখিত রতক্রিয়াও যদি এই প্রকার সন্তান-জনন-সীমায় আবদ্ধ থাকার নিয়মে সংযত না করা যায়, তাহাহইলে সমাজে মহতী বিপত্তির আবির্ভাব হয়;—অধুনা হই-তেছেও তাই। সংযম-ভ্রষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তা নিবন্ধন, অন্যান্য অশেষ কর্ত্তব্য অবহেলাপূর্ব্বক, অনেকে হয়ত উহাতেই সমর্পিতজীবন হইয়া থাকেন; সুতরাং প্রবৃত্তির পঙ্কিল-প্রবাহে শান্তিময়ী নিবৃত্তির অস্তিত্ব ভাসিয়া যায়। নানা প্রকার অনর্থভারে আক্রান্ত হইয়া, সমাজ চিরদিনের মত উন্নতির উত্তুঙ্গ আশামঞ্চ হইতে নিপতিত হয়। অতএব যাহাতে উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রসার বর্দ্ধিত না হয়, তজ্জন্য একটা নিয়ম থাকা প্রয়োজন; তাই পরিণামদর্শী আচার্য্য জনন-ক্রিয়ার বিষয়ে একটী বিশ্বজনীন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া, শিষ্যকে কর্ত্তব্য-শিক্ষাদান ছলে, জগতের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন।

১৭—অন্যৎ নিরয়দং বিদ্ধি দুষ্কাম-কলুষীকৃতম্‌॥

অর্থ—প্রজা-প্রাপ্তি-বাসনা ও সম্ভাবনা ব্যতীত যে জনন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নরকজনক বলিয়া জানিবে; কেননা তাহা দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত।

ব্যাখ্যা—কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা অপত্যেচ্ছা ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ায়

নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে নরক-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সন্তানেচ্ছায় উদাসীন থাকিয়া জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যে কি মহান্ অনর্থপাত সংঘটিত হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বস্থ সূত্র সমূহে উক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অতঃপর মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৃষ্টি-রক্ষার উদ্দেশ্যশূন্য উপগমন-ক্রিয়া কথঞ্চিৎ আপাত-সুখদ হইলেও পরিণাম-নিরয়দ, অশেষ অকল্যাণকর ও অবর্ণনীয় অশান্তিজনক। দুষ্কাম-কলুষিত রতানুষ্ঠানে যে সৃষ্টির কি মহৎ অনিষ্ট হয়, তাহা কেবল সুহৃদয়-সম্বেদ্য, উহার প্রকাশোপযোগিনী ভাষা নাই। ইহাতে সমাজের বলক্ষয়, দেশের অবনতি ও জগতের মহতী ক্ষতি হয়।

১৮—ভার্য্যায়াং হি প্রজা কার্য্যা সৈব ক্ষেমঙ্করী ভবেৎ।

অর্থ—ভার্য্যাতেই প্রজা (সন্ততি) উৎপন্ন করা উচিত। কেননা সাধ্বী সদৃশী ভার্য্যা-সম্ভূত অপত্য ইহজগৎ এবং পরজগৎ, উভয়ত্রই মঙ্গলের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা—নাস্তি পাপকরং কিঞ্চিৎ পরদারাভিমর্ষণাৎ। ভার্য্যেতরসঙ্গমাচ্চ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাৎ॥ শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পরস্ত্রীগমন বা সর্ব্বলোক নিন্দিত পণ্য-রমণী-(বারাঙ্গনা) অভিমর্ষণ অপেক্ষা অধিক পাপজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। এই কুকার্য্যের ফল অসহ্য লোকনিন্দা, অপরিমিত আত্মগ্লানি, অনন্ত অবমাননা, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আধ্যাত্মিক অত্যবনতি ইত্যাদি। আর পরত্রে উৎকট নরক-ভোগের অনিবার্য্যতা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট বর্ণিত। এহেন কুক্রিয়াজাত সন্ততি দ্বারা পিতৃকুলের কোনই প্রীতি সাধিত হয় না; পরন্তু জগতের মহান্ অপকার হয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণিহত্যায় (নর-হত্যাই বলা যায়) উৎকট পাপে আক্রান্ত হইতে হয়। তাই ভার্য্যা ব্যতীত ক্ষেত্রান্তরে সন্তান জনন নিতান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাধ্বী ভার্য্যার গর্ভসম্ভূত সন্তান বংশের এবং জগতের বিভূষণরূপে শোভা পায়। সূর্য্য-কুলপতি মহারাজ দিলীপ সন্তানকামী হইয়া বলিয়াছেন যে—"সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে।" সৎকুল-সমুৎপন্ন অপত্য ইহ-পর উভয় লোকেই অশেষ মঙ্গলের নিদান। বাস্তবচক্ষে দৃষ্টি করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।" পুত্রের নিমিত্তেই ভার্য্যা-গ্রহণ, কেননা পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডপ্রাপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরস্ত্রী-গর্ভসম্ভূত অসদপত্যে সে আশা থাকেনা। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা, আয়ুষ্কামেন বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি" প্রাজ্ঞ বিনয়-ভূষিত জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ আয়ুষ্কাম-ব্যক্তি যেন কদাচ পরস্ত্রীতে বীজ-বপন না করেন। এসম্বন্ধে বিবিধ নিষেধ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আত্মপক্ষে পরভার্য্যা-নিষিক্ত-বীজের ব্যর্থতা প্রদর্শন-কল্পে ভগবান্ মনু আরও বলিয়াছেন যে, "নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিদ্ধ্যতঃ। তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পর-পরিগ্রহে" অন্য কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ কৃষ্ণসারের ক্ষতস্থলে বাণবেধ করিলে যেমন সেই পশ্চাৎ-বেধকারীর ক্ষিপ্ত শর নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ পরক্ষেত্রে বপিত উক্ত বীজও নিষ্ফল হইয়া যায়; বপন-কর্ত্তার কোনই লাভ হয় না,—পরন্তু ক্ষতিই হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার্থ জননকর্ত্তার পক্ষে স্বভার্য্যেতর-রমণী-স্পর্শ শাস্ত্রতঃ এবং ব্যবহারতঃ, উভয়স্থলেই অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অপত্যলিপ্সুর এতাদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়। পরিণীতা ভার্য্যাই সংসারে লক্ষ্মী-রূপিণী। সংসারাশ্রমে বাস করিতে হইলে, যাহাতে দাম্পত্য বিরোধ না ঘটে, তৎপক্ষে সমধিক দৃষ্টি রাখা পতির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে সংসারে দম্পতীর মানসিক অকৌশল বিদ্যমান, তাহা নিত্য অশান্তির নিলয় স্বরূপ। একেই ত সংসার নানা দুঃখের আকর, তাহাতে আবার যদি দাম্পত্য প্রণয়জনিত অপার্থিব সুখটুকুও পৃথিবীতে না মিলে, তবে মানুষের সংসার-ধর্ম্ম বিষম বিড়ম্বনাময় হয়। তাই একজন প্রসিদ্ধ

কবি বলিয়াছেন—"পান্থাশ্রমেঽস্মিন্ সংসারে নানাতাপ-পিপাসুভিঃ। পতিভিঃ সর্ব্বদা লভ্যা শান্তির্ভার্য্যাবিনোদনাৎ।" এই পান্থাশ্রম-স্বরূপ সংসার-ক্ষেত্রে নানাতাপ-ক্লিষ্ট শান্তি-তৃষ্ণা-কাতর পতিগণের সাধ্বী পতিপ্রাণা ভার্য্যাকৃত মনোবিনোদন-সম্ভূত অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করা উচিত। মনুও বলিয়াছেন——"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ।" অপত্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, আত্মপরিচর্য্যা, উত্তমা রতি, পিতৃপুরুষ এবং আত্মার স্বর্গ, এ সমস্তই সাধ্বী ভার্য্যার অধীন। অতএব যাহাতে সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যার প্রতি অসদ্ব্যবহার না করা হয়, তাঁহার অবমাননা না করা হয়, তাঁহার মনে বেদনা না দেওয়া হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" সন্তানলাভের জন্য মহোপকারিণী বহুকল্যাণ-ভাজনরূপিণী গৃহের শোভা-সংবর্দ্ধিনী স্ত্রী সর্ব্বদা প্রেমাদর-প্রাপ্তির যোগ্যা; কেননা গৃহীর গৃহে স্ত্রী এবং শ্রী-(লক্ষ্মী) এতদুভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী। এতাদৃশ-মঙ্গলময়ী প্রেমামৃত-প্রবাহিনী পতিপ্রাণা রমণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহারা ঘৃণিত পরদারা-ভিমর্ষণকার্য্যে উদ্যত হয়, তাহাদের ন্যায় পাপাচার, বিশ্বাসঘাতক, আত্মদ্রোহী অভাগা জীব এ জগতে আর নাই। নারীজাতি প্রায়শই পতি-পথবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন; পতির হৃদয়ের গুণ-গরিমা প্রচ্ছন্নভাবে ললনা-হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে তাদৃশ গুণসম্পন্না করিয়া তুলে; সুতরাং পতি যখন কল্যাণকরী ভার্য্যার প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক উৎপথবর্ত্তী হন, তখন তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ন্যায় আচরণ করিতে পারেন। তিনিই তাঁহার অজ্ঞাত-পরপুরুষভক্তা সরলা ভার্য্যাকে বিষম বীভৎস পাপের অভিনয় দেখাইতেছেন; এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীও উৎকুলগামিনী হইলে, তাহাতে স্ত্রীর দোষ অপেক্ষা পথ-প্রদর্শক (রক্ষাকর্ত্তা?) ভর্ত্তার দোষই অধিকতর। স্ত্রী স্বামীর গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎপক্ষে উদাসীন থাকা সর্ব্বথা অবিধেয়। এই উদাসীনতার ফল বংশের এবং জগতের অকল্যাণে পরিণত হয়। আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্রে উক্ত আছে—"যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥" সমুদ্র-সঙ্গতা তটিনীর ন্যায় ভার্য্যা স্বামীর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্যভিচার কালে স্বামীর মনে করা উচিত যে, তাঁহার এই দুষ্কার্য্যের পরিণাম সঙ্গ-সংক্রমণের অপরিহার্য্য ফলে তদীয় ভার্য্যার চরিত্রে সংসক্ত হইতে পারে; অতএব সংসার-সুখলিপ্সু সন্তানচিকীর্ষু আত্মার এবং পিতৃপুরুষের স্বর্গকামী ব্যক্তির ভার্য্যেতর-নারীসঙ্গ নিতান্ত অনুচিত। ভার্য্যেতর-সমুৎপন্ন পুত্র "পুত্র" পদবাচ্যই নয়,—তাহাতে উৎপাদনকর্ত্তার কোন প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির আশা নাই; তাই বিচক্ষণ পরিব্রাজক পুত্রোৎপাদনের বৈধাবৈধতার বর্ণনচ্ছলে অবশ্যজ্ঞেয় দার-ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। স্বভার্য্যা-গর্ভ সম্ভূত পুত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন মানসে মনু আরও বলিয়াছেন যে, "স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতং॥" বিবাহাদি-সংস্কার-পূত স্বক্ষেত্র-সমুৎপন্ন ঔরস-পুত্রই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অপত্য। ভার্য্যেতর-রমণী-গমনে অশান্তি এবং বিপদ এতই জাজ্বল্যমান যে, তাহা বাগাড়ম্বরে বুঝাইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ ব্যভিচারোৎপন্ন সঙ্কর-সন্তান যে সমাজের কত অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। [illegible] অর্জ্জুনোক্তিতে উহা সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কর-সৃষ্টিতে মানব-সৃষ্টি প্রবাহ-রক্ষার সাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সুরক্ষিত হয় না। [illegible]

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

—○:○:○—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯—ন বাহুল্যমপত্যানাং সৃষ্টি-শ্রেয়স্করং ভবেৎ।

অর্থ—বহুঅপত্য কখনও সৃষ্টির শ্রেয়স্কর হয় না।

ব্যাখ্যা—বহু অপত্য দারিদ্র্যের নিদান। সংসারে দরিদ্রতার প্রসার বৃদ্ধির এমন সহজ উপায় আর নাই। দরিদ্রতা জনিত যাবতীয় অশান্তিই এই বহু-অপত্য-জনন হইতে উৎপন্ন হয়। জগতে দারিদ্র্যের ভাগ যত অল্প হইবে, জগৎ তত সমুন্নত হইবে। এক দরিদ্রতা হইতে সৃষ্টি ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে পারে। দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, সৃষ্টির বৃদ্ধি অপেক্ষা নাশের সম্ভাবনা অধিক। দারিদ্র্যের ন্যায় সর্ব্ববিবরিণী অবনতির এরূপ কারণ আর দ্বিতীয় নাই। মানব-সমাজে দরিদ্রতাই যে যাবতীয় অনর্থের হেতু, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহারাজ শূদ্রক একদা অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"

"দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রী-পরিগতঃ

[illegible]

নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবাৎ নির্ব্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোক-পিহিতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে।
নির্ব্বুদ্ধিঃক্ষয়মেত্যহো! নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্।

দরিদ্রতা নিবন্ধন মানবের লজ্জা উপস্থিত হয়। লজ্জিত হইলে পর তাহাকে স্বতেজো-ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র নিস্তেজা বলিয়া নিতান্ত অবমাননা ভোগ করিতে হয়। অবমাননা হইতে আত্মগ্লানি জন্মে; আত্মগ্লানি জন্মিলে, শোকে কাতর হইয়া পড়িতে হয়। শোক-কাতরতা হেতু বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত হয়। বুদ্ধিবিহীন হইলেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; অতএব হায়! একমাত্র দরিদ্রতাই যাবতীয় আপদের নিদান। এতাদৃশ সৃষ্টি-বিপ্লবকারিণী দরিদ্রতা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে না পারে, সৃষ্টি-হিতাকাঙ্ক্ষীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

অপত্য-উৎপাদন-প্রয়োজনের মূল লক্ষ্য করিলে আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তদনুসারে বহুঅপত্য-জনন যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেখিতে পাই, শাস্ত্রে তিন প্রকার ঋণের উল্লেখ আছে যথা—

দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ; এই ঋণত্রয়ে মানব আবদ্ধ; ঐ ঋণ পরিশোধের উপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—যথা যাগাদি দ্বারা দেব-ঋণ, স্বাধ্যায়াদি দ্বারা ঋষিঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। অতএব এই বিধি অনুসারে দুস্তর পিতৃঋণের পরিশুদ্ধির একমাত্র উপায়ই যে সন্ততি, ইহা আমরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। সন্ততি উৎপাদনের প্রধান কারণই হইল পিতৃ-ঋণ পরিশোধন—সৃষ্টি-সংরক্ষণ। যখন একটী মাত্র অপত্যের দ্বারাই প্রাগুক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে, তখন আর একাধিক সন্তান-জননের আবশ্যকতা কি? ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৄণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি" জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্রই মানব 'পুত্রী' পদবাচ্য এবং পিতৃ-ঋণ-বিমুক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ পুত্র-পদ-প্রতিপাদ্য; অতএব জ্যেষ্ঠই তাবৎ ধনের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রথম পুত্রের জন্ম হইলেই যখন মানবের পিতৃঋণ পরিশোধিত হইল, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রহিল, তখন পুত্রান্তর-উৎপাদন করিবার আর প্রকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। প্রথম পুত্রই পুং-নাম-নরক-ত্রাতা, সুতরাং যথার্থ পুত্র, তদিতর কামবৃত্তির কদর্য্য ফল স্বরূপ। এসম্বন্ধেও মনুর আদেশ স্মরণ করুন—"যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে। স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ" যাহার জন্মপরিগ্রহে ঋণ পরিশোধিত হয়, পিতৃলোক অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই পিতার ধর্ম্মসঙ্গত পুত্র, তদিতর কামজ—অর্থাৎ কামবশ্যতা-নিবন্ধন সমুৎপন্ন। অতএব যখন একটি মাত্র পুত্র কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অক্ষত রাখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তখন বহুপুত্রের উৎপাদনের কারণতা কি? যদিও এই উচ্চাদর্শ সকলের পক্ষে সংরক্ষণীয় হইতে পারে না, কিন্তু যতদূর সাধ্য, ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এস্থলে সূত্রের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, প্রত্যেক পিতা স্বীয় সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া, যে কয়েকটি সন্তানের সুপরিপালন তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তদতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন প্রশস্ত নহে, ইহাই অবধারণ করিবেন। বিশেষতঃ অপত্য-বাহুল্যে গর্ভধারিণীর শরীরও মন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বহু অপত্য-প্রসবে, বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই যৌবনে বৃদ্ধা হইয়া পড়েন, ইহা আমাদের নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। সৃষ্টিকে পুষ্ট করা না বলিয়া বরঞ্চ ভারময় করাই বহু-অপত্য-জননের ফল বলা যায়; তাই মন্বাদিমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃকার্য্যের মুখ্য অধিকারী। যেহেতু জ্যেষ্ঠই প্রকৃত পুত্র, তদিতর কামনাস্রোতের বুদ্বুদ্ স্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ঋণমস্মিন্ সন্নয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি। পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখং॥" এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে, অপত্যের বাহুল্য যে অশেষ উদ্বেগ-প্রদ, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

২০। রমণাধিকৃতির্নাস্তি জননাধিকৃতিং বিনা।

অর্থ—জননাধিকার ব্যতীত রমণাধিকার নাই।

ব্যাখ্যা—এই সূত্র দ্বারা আচার্য্য বলিতেছেন যে, যে পুরুষের জননাধিকার নাই, তাহার রমণাধিকারও নাই,—যে স্ত্রীতে

জননাধিকার নাই, সে স্ত্রীতে রমণাধিকারও নাই; যে পুরুষের জননাধিকার আছে, তাহারও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই, এবং যে স্ত্রীতে জননাধিকার আছে, সে স্ত্রীতেও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই; জনন এবং রমণ সতত সমানাধিকরণ হওয়া উচিত। জনন (সন্তান-উৎপাদন) এবং রমণ যে স্বতঃই সমানাধিকরণ হইবে, এমত নহে; অর্থাৎ রমণ করিলেই যে সন্তান-উৎপাদন হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই; কিন্তু আচার্য্যের উদ্দেশ্য এই যে, জননেচ্ছা ব্যতীত কখনও রমণে লিপ্ত হইবে না।

মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক একটি উদ্দেশ্য সংসাধন করে। যথাকালে যথোপযুক্তরূপে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় নিয়োজিত হইলেই, তাহার স্বাভাবিক সার্থকতা জনিত শান্তি অব্যাহত থাকে; অন্যথা উহা হইতে অশেষ অমঙ্গল উদ্ভূত হয়। ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার জনিত যে সুখ, তাহা আদৌ তাহার উদ্দেশ্যই নহে। যদি ইন্দ্রিয়-সুখই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে, যখনই সুখেচ্ছা হইবে, তখনই ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে হয়, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয় সম্ভোগের বিবৃদ্ধিহেতু ইন্দ্রিয় শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায়, সেই ঈপ্সিত ইন্দ্রিয়-সুখই শেষে দুর্লভ হইয়া পড়ে। যদি বল যে, তুমি এমন কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এই সুখ সম্ভোগ করিবে যে, তাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি হইতে পারে? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবায় নিয়মেরই অধীন থাকা আবশ্যক। আরও দেখ, ইন্দ্রিয়-সুখই যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার কৃত নিয়মের দ্বারাই তোমার সেই অভিপ্রেত ইন্দ্রিয়-সুখের অল্পতা-বিধান হইল। আরও একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিয়া যে নিয়ম করিবে, তাহা কখনও সুপরিপালিত হইবে না; কারণ ইন্দ্রিয়-সুখই যে স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে পরিণাম-চিন্তার অভাব সততই বিদ্যমান। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে যে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এরূপ চিন্তা ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হয় না, বা হইলেও তাহার স্থায়িত্ব জন্মে না। এই সুখলিপ্সু ব্যক্তিদিগের আপাত-সুখই অনুসরণীয় হয়, এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিক্রান্তি হওয়ায়, উহার অতিপরিচর্য্যাজনিত অশেষ অমঙ্গল মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?—আত্ম-বিকাশ; যাহার যে অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে, তাহারই পূর্ণ-বিকাশে মানব-জীবন সার্থক ও সফল হয়। সুতরাং মানবের প্রত্যেক কার্য্য বা চিন্তা, প্রতিকূল না হইয়া, যাহাতে সেই বিকাশের অনুকূল হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রযত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ ব্যবহারে সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের আনুকূল্য হয়, সেইরূপ ব্যবহারই বিধেয়। এক্ষণে দেখ [illegible]

ইন্দ্রিয়-সুখোদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে, মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। উহার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই প্রসার বৃদ্ধি হয়; মনুষ্য-জীবনের বিশিষ্টত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ প্রজননের প্ররোচক মাত্র, এবং প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যত্র উহা দুর্লভ হইয়া উঠে। প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলে, কাম-লিপ্সার জন্য কখনও চিত্তবৃত্তি উদ্বেজিত হয় না,—হৃদয়ের শাম্য বিচলিত হয় না,—কদাচও শান্তির অভাব হয় না। শুদ্ধ কর্ত্তব্য-পথোন্মুখ হইলে, উহাতে নিষ্কাম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে, এবং মানবের মানবত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক অঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আছে; তন্মধ্যে কতিপয় অঙ্গের পরিচালনা না করিলে, আদৌ জীবন রক্ষাই হয় না; সুতরাং জীবন-রক্ষার জন্য সেই সমুদয় অঙ্গের যতদূর ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহা করিতেই হইবে। তদতিরিক্ত স্থলে, সেই সমুদয় অঙ্গের পরিচালনা অমঙ্গলজনক। মুখের দ্বারা আহার করিতে হইবে, আহারের প্রয়োজন শরীর রক্ষা; শরীর-রক্ষা-উদ্দেশ্য-ব্যতীত আহার-গ্রহণে অমঙ্গল অনিবার্য্য। যাহা অমঙ্গলজনক, তাহাই পাপ এবং তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্তরায়। শরীরের যে পরিমাণে ক্ষয়, সেই পরিমাণে ক্ষুধা, তৎপরিমিত আহারই প্রশস্ত; তদতিরিক্ত আহার শরীর রক্ষারও বিরোধী। এই শরীর-রক্ষার জন্য জননেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তা নাই; কারণ ইন্দ্রিয়জিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তৎপরিচর্য্যা ব্যতীত জীবন সংরক্ষণের কোন বাধা হয় না; সুতরাং শরীর রক্ষার্থ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই; পরন্তু উহাতে শরীরের ক্ষয়ই হইয়া থাকে; উহা বরং শরীর রক্ষার বিরোধী। যাহা শরীর রক্ষার বিরোধী, তাহা ভৌতিক জীবনের সুখ-নিদান হইতে পারে না। বিন্দু-রক্ষণই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একমাত্র সোপান, এবং বিন্দুত্যাগই তত্ত্বাবতের সংপূর্ণ অন্তরায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন "মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"। যদি বল যে, এরূপ অনিষ্টজনক ব্যাপারে সুখের বিদ্যমানতা কেন? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, সৃষ্টি-প্রবাহের নিয়মই এই যে, একের ক্ষয়, অপরের বৃদ্ধি। মাতা-পিতার শরীর ক্ষয় না হইলে পুত্র উৎপন্ন হয় না। ইতর-প্রাণি-জগতে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, অপত্য-জননে জনয়িত্রীর বিনাশ অপরিহার্য্য। কর্কটী-অশ্বতরী প্রভৃতি ইহার নিদর্শনস্থল। উদ্ভিদ-জগতেও এই নিয়ম অপরিদৃষ্ট নহে। ফলবান হইয়াই ওষধিগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, আত্মশরীর কিছু অধিক স্থায়ী করা অপেক্ষা সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর। আত্মত্যাগ ভিন্ন জগতের উপকার সংসাধিত হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা, শরীর-ক্ষয়ের কথঞ্চিৎ কারণ হইলেও, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার্থ উহা অপরিহার্য্য। কিন্তু বিবেক সর্ব্বত্র সুলভ নহে, এই জন্যই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় সুখের বিধান। উহাতে ঐ সুখ না থাকিলে, কিংবা উহা দুঃখজনক হইলে, তজ্জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে সৃষ্টিপ্রবাহরক্ষায় প্রবৃত্তির

অভাব হইত। এই জন্যই, ইন্দ্রিয়-সুখ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার প্ররোচক মাত্র ; এবং যে ইন্দ্রিয় যে উদ্দেশ্যে সংগঠিত, সেই উদ্দেশ্যে তাহা পরিচালিত না হইলে, অমঙ্গল অনিবার্য্য। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে জনন-অধিকার ব্যতীত রমণ-অধিকার নাই। এস্থলে ইন্দ্রিয়-সুখের তাৎপর্য্য স্পর্শ-সুখ বলা যাইতে পারে ; এই স্পর্শ সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণতি-বিরস। ঐ সুখ-সম্ভোগ জননেন্দ্রিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না ; অপত্য-উৎপাদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সূত্র দ্বারা পরিব্রাজকাচার্য্য অবশ্য ইঙ্গিতে আরও কতকগুলি উপদেশ করিয়া গেলেন—যথা, যে স্থলে জননাধিকার নাই, সে স্থলে রমণাধিকার না থাকায়, গর্ভিণী রজস্বলা প্রভৃতিও রমণ বিষয়ে নিষিদ্ধা হইল ; কারণ ঐরূপ আধারে জননের সম্ভাবনা নাই ; তাহাতে কেবল রমণ মাত্র হয়। ভার্য্যেতর-রমণীতে জননাধিকার না থাকায় রমণাধিকারও নিষিদ্ধ হইল, এবং ইহা দ্বারা ঋতুমতী-ভার্য্যাতেও রমণাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল ; কেননা তদ্রূপ গমনে সন্তান-জননের সম্ভাবনা নাই। তবে নিম্নাধিকারীদিগের পক্ষে স্বীয় স্বীয় ভার্য্যায় ঋতু-ভিন্ন কালেও গমন একেবারে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ঐরূপ ব্যবহার আদর্শ হইতে পারে না, কেননা উহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভিন্ন অন্য কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এই সমুদয় আদর্শ অতি উচ্চ, সাধারণ মানবের পক্ষে এ সমুদয় উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে ; কিন্তু আদর্শ মহান্, উচ্চ ও সম্পূর্ণ হওয়াই [illegible]ীয়। কেননা ঐ প্রকার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, জীব একেবারে অধঃপতিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বৃক্ষের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তাহার সেই বাণ বৃক্ষের শিরোদেশ ভেদ করিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশ হইতে উচ্চতর কোন না কোন প্রদেশ বিদ্ধ করিবেই করিবে। অতএব উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে, কোন না কোন সময়ে আমরা অভীষ্ট স্থলে উপনীত হইতে পারিবই পারিব।

ইতি পারিব্রাজক-সূক্তমালায়াং জনন-সূক্তনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম,
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনি-মুক্তাঃ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ উদ্‌গীতং (বেদান্তৈরিতি-শেষঃ), ব্রহ্ম পরমং তু (ভবতি), তস্মিন্ ত্রয়ং (প্রতিষ্ঠিতং), তৎ সুপ্রতিষ্ঠা, অক্ষরং চ (ভবতি)। ব্রহ্মবিদো অত্র অন্তরং বিদিত্বা তৎপরাঃ (সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (ভূত্বা) যোনিমুক্তাঃ ভবন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা——উদ্‌গীতং——গীতং উপদিষ্টং,—বেদান্তাদিতে উপদিষ্ট। তু—এব—নিশ্চয় অবধারণে। ত্রয়ং—ভোক্তা,

ভোগ্য, প্রেরিতা, ইতি ত্রিবিধং,—ভোক্তা ভোগ্য এবং প্রেরিতা,—এই তিন। সুপ্রতিষ্ঠা-শোভন প্রতিষ্ঠা,—উত্তম প্রতিষ্ঠার স্থল, অর্থাৎ আধার। অক্ষরং—ন ক্ষরতি-বিনশ্যতি ইতি অক্ষরং—অবিনাশী,—অবিনশ্বর, নিত্য। চ এব—নিশ্চয়ে। অন্তরং—অসংস্পৃষ্টং—অযুক্ত। তৎপরা,—"তৎ" ব্রহ্ম এব "পরং" পরমধ্যেয়ং যেষাং তে—ব্রহ্মধ্যানরতাঃ; ব্রহ্ম-চিন্তনরত। যোনি-মুক্তাঃ—গর্ভ-জন্ম-জরা-মরণ-সংসার-ভয়াৎ মুক্তাঃ—গর্ভাদিজনিত যাতনা হইতে মুক্ত।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব সূত্র সমূহে কার্য্য-কারণা-ত্মক সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ মায়া-সম্বলিত ব্রহ্মই যে জগদুৎপত্তির নিদান, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের অবিভেদ-বুদ্ধিই যে মুক্তির কারণ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু "তং যথোপাসতে তদেব ভবতি" তাঁহাকে যে প্রকারে উপাসনা করা যায়, (উপাসক) তৎপ্রকার হয়" অর্থাৎ যে ভাবে ব্রহ্মের চিন্তা করা যায়, উপাসক সেই ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন; এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা মায়াময় ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষপদ-প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ৬ষ্ঠ সূত্রের শেষ চরণ "জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" এই বাক্য বিহিত মোক্ষোপদেশ অনুপপন্ন হইয়া দাঁড়ায়; ইত্যাদি বিরোধ পরিহার বাসনায় বক্ষ্যমাণ সপ্তম সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে যে, মায়া-সম্বলিত সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই যে বিশ্ব-বিধানের কর্ত্তা, তাহা সত্য, বেদান্তাদিতে এ বিষয়ের নির্বিরোধ মীমাংসা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি হইলেও, ব্রহ্মের মননাদি সময়ে তাঁহার সেই গুণাতীত পরমাবস্থারই চিন্তা করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রপঞ্চ-বর্জ্জিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের আরাধনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই "তং যথা উপাসতে তদেব ভবতি" এই প্রাগ্বর্ণিত শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের পরিচর্য্যার ফলে উৎকৃষ্টতম ফল মুক্তি লাভ হইবে। এস্থলে আর এক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন গুণান্বিত ও গুণাতীত এই দ্বিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইল, তখন "অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিন্তনে মুক্তি হয়" এই পূর্ব্বব্যাখ্যাত বাক্যের সার্থকতা থাকে কৈ? কেননা উপরিতন বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা খণ্ডন পূর্ব্বক, তাঁহাকে দ্বিবিধ ভাবে অভিহিত করা গিয়াছে। এই প্রশ্ন নিরাসের জন্যই সূত্রের দ্বিতীয় চরণের অবতারণা হইয়াছে যে, প্রপঞ্চাতীত এবং সপ্রপঞ্চ, এই উভয়বিধ অবস্থার অর্থ অন্য প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রপঞ্চ হইতে সর্ব্বদাই অসংসৃষ্ট, কিন্তু মায়াদি প্রপঞ্চ তাঁহা হইতে বিমুক্ত নহে; কেননা ভোক্তা, ভোগ্য, এবং প্রেরিতা, এতত্রয় সেই ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিছু পরেই এই সম্বন্ধে উক্ত হইবে যে, "অজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থ-প্রযুক্তা।" তিনি মায়াতীত বটে, কিন্তু মায়া প্রভৃতির তিনি ভিন্ন অন্য আধার নাই। তাঁহার মায়াময় বিকৃত অবস্থাবিশেষ হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ জাগতিক তাবৎ ব্যাপার হইতেই পৃথক্। জগতের কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি নাই। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই গুণাতীত পরব্রহ্মে অতি শোভনভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার বিকারাদি যদিও প্রপঞ্চাশ্রয় নিবন্ধন ক্ষয়-পরিণামী, কিন্তু তিনি স্বয়ং অক্ষর, অর্থাৎ, অক্ষয়, নিত্য, অবিনাশী; কেননা তদীয় বিকারই মায়াত্মক, কিন্তু তিনি মায়াময়

মহেন। তিনি বিকারাশ্রয়ী হইলেও সর্ব্বদাই কূটস্থ, অচল, নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত। ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলন তৎপর পণ্ডিতগণ, তাঁহার এই মায়াদি হইতে অসংস্পৃষ্ট নির্গুণ নির্বিকল্প 'অবাঙ্ মনসোগোচর' অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাতে লীন হয়েন, এবং সেই মহাসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক জন্ম-মরণাদি যাবতীয় দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও সংসার-ভয়-বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। আত্মার সহিত গুণাতীত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানের অন্যতর আখ্যা সমাধি; এই সমাধি হইতেই পরমাত্মদর্শন পুরঃসর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

যদর্থমিদমদ্বৈতং অরূপং সর্ব্বকারণং।
আনন্দমমৃতং নিত্যং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥
তদেব নান্যধীঃ প্রাপ্য পরমাত্মানমাত্মনা।
স্মিন্ প্রলীয়তে হ্যাত্মা সমাধিঃ স উদাহৃতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যমাদিগুণ-সংযুতঃ।
আত্মমধ্যে মনঃ কুর্য্যাদাত্মানং পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা স্বয়ং ভূত্বা ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েত্ততঃ।
তদাতু লীয়তে তস্মিন্ প্রত্যগাত্মনাখণ্ডিতে।
প্রত্যগাত্মা স এব স্যাদিত্যুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।

৮

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

অন্বয়—ঈশঃ ব্যক্তাব্যক্তং ক্ষরং অক্ষরঞ্চ যুক্তং এতৎ বিশ্বং ভরতে। অনীশঃ চ আত্মা ভোক্তৃভাবাৎ বধ্যতে, দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা—সংযুক্তং পরস্পরসংযুক্তং। ক্ষরং—বিনাশী। অক্ষরং অবিনাশী। ব্যক্তং বিকারজাতং, বিকার হইতে সমুৎপন্ন। অব্যক্তং অবিকারজং, যাহা বিকার হইতে উৎপন্ন নহে। ভরতে—বিভর্ত্তি, ভরণ করিয়া থাকেন। অনীশঃ—প্রতিবিধাতুমশক্তঃ প্রতিবিধানে অসমর্থ। ভোক্তৃভাবাৎ——ভোক্তৃত্বনিবন্ধনাৎ (হেতোঃ) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন। বধ্যতে—অবিদ্যয়া তৎকার্য্যভূত দেহেন্দ্রিয়াদিভিশ্চ আবধ্যতে, অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। দেবং নিরুপাধিকং পরমপুরুষং, উপাধিরহিত পরমপুরুষকে। সর্ব্বপাশৈঃ-সমস্ত পাশ কর্ত্তৃক। মুচ্যতে—মুক্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বতন সূত্র নিচয়ে পরব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা, এবং জীবাত্মার অবিভেদ-বুদ্ধির মুক্তি-হেতুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাময়িক উপাধিগত ভেদ ব্যতীত যে প্রকৃত কোনই প্রভেদ নাই, তাহাই বিবরিত হইতেছে।

বিশ্বের কার্য্য-কারণ দ্বিবিধ ভাবাপন্ন, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত; যাহা বিকার সম্ভূত, তাহাই ব্যক্ত, এবং যাহা বিকারজাত নহে, তাহাই অব্যক্ত। যাহা কোনপ্রকার বিকৃত ভাব হইতে উদ্ভূত, তাহাই বিনাশী (ক্ষর) এবং যাহা—বিকৃতভাবোৎপন্ন নহে, তাহা অবিনাশী (অক্ষর)। এই অব্যক্ত—অর্থাৎ অবিকারজাত নিত্য কারণই ভগবান্ কপিলের মতে "মূল প্রকৃতি," তাই তিনি বলিয়াছেন "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ"। অব্যক্ত কারণ, সময়বিশেষে ব্যক্তভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক বিকৃত হইয়া থাকে। উহা অব্যক্তেরই অংশ। উপাধিভেদে ব্যক্তরূপে আভাসমান হয় মাত্র। অব্যক্তের ঐ উপাধিগ্রস্ত ব্যক্ত ভাব হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কেননা,

অব্যক্ত অবিকৃত অতীন্দ্রিয় কারণ হইতে ব্যক্ত—অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বের সৃষ্টি অসম্ভব। সেই জন্যই অব্যক্তের ঐ ব্যক্তীভূত অবস্থাকেই ব্যক্তীভূত জগতের কারণরূপে অভিধান করা হইয়াছে। অতএব প্রণিধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জগতের প্রযুজ্য কারণ ব্যক্তভাব যখন প্রয়োজক কারণ অব্যক্তেরই অধীন, তখন পরম্পরাসূত্রে প্রয়োজক অব্যক্ত কারণই জগৎসৃষ্টির অন্যতর হেতু। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বের কার্য্য কারণ দ্বিবিধ ভাবাপন্ন—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। পরমেশ্বর এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কারণদ্বয়াত্মক কার্য্যরূপ বিশ্বের ভরণ করিতেছেন। উপাধি-গ্রস্ত সাময়িক ভেদ ব্যতীত, তাঁহার সহিত জীবাত্মার প্রকৃত কোনই ভেদ নাই। উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা সেই নিরুপাধিক পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব মাত্র। এক বস্তু জলই যেমন সময়ভেদে তুষারে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরিণতি জলব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ এক পরমাত্মাই সৃষ্টি-চিকীর্ষার বশবর্ত্তিতা নিবন্ধন, জীবাত্মারূপে উপাহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই উপাধিগত জীবাত্মার পরিণতি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মাই যখন উপাধিমুক্ত হয়েন, তখন তাঁহাতে এবং পরমাত্মাতে আর কোনই প্রভেদ থাকে না। ইঁহারা ক্ষেত্রবিশেষে কার্য্য-ভেদে পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এক। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, জীবাত্মা অনীশ—অর্থাৎ অবস্থাবিশেষের অধীন, আর পরমাত্মা ঈশ—অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায়ই স্বাধীন। অধীন জীবাত্মা কর্ম্মের শুভাশুভফল ভোগ করিয়া থাকেন; স্বাধীন পরমাত্মা কর্ম্ম বা কর্ম্মজনিত ফলের কোনই ধার ধারেন না। ফলভোগ করিতে হয় বলিয়াই, জীবাত্মাকে মুক্তির অপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্য দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুশ্ছেদ্য পাশে সংযত থাকিতে হয়। পরমাত্মার ফলভোক্তৃত্ব নাই, তাঁহাকে অবিদ্যাগ্রস্তও হইতে হ না। এতাদৃশ কূটস্থ, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী উত্তম পুরুষই পরমাত্মা পদবাচ্য। এই অব্যয় পুরুষই লোকত্রয় ভরণ করিতেছেন; একমাত্র ইনিই সত্য, ইনিই সনাতন; অন্যান্য সমগ্র ভূতনিচয় অনিত্য। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

উপাধি-বিকৃত জীব যখন এতাদৃশ নিরুপাধিক পরমাত্মাকে উপাধিগত জীবাত্মা হইতে অপৃথক্‌ভাবে জ্ঞাত হয়, তখন তাহার সর্ব্বপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায়, তাহারও ভেদ চলিয়া যায়, সে পরম পুরুষের সাযুজ্য লাভ করে। পরমপুরুষের এই সমুদয় উপাধিগ্রস্ত ভেদ যে তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, এই জ্ঞান যখন জন্মে, তখন জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বরূপোপলব্ধি হয়, এবং বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান—অর্থাৎ ধর্ম্ম-জ্ঞান-নিবন্ধন সেই সমুদয় অভিজ্ঞাত পদার্থের নশ্বরতা, ভঙ্গুরতা প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অন্তঃকরণ হইতে বৃথা-বস্তু-সংসক্ত আসক্তি দূরীভূত হয়; অনাসক্তিপ্রযুক্ত লাভ বা ক্ষতি জনিত হর্ষ বা বিষাদে মানস উদ্বেলিত করিতে পারে না; চিত্তের অস্থায়ী চঞ্চল ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, অতুল আনন্দ

ব্রহ্মানন্দ-রসে মনঃপ্রাণ মজিয়া থাকে।

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই যে উপাধি-গ্রস্ত আত্মারূপে বহু পদার্থে বিরাজ করিতেছেন, তৎপ্রদর্শনকল্পে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন——

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥

একমাত্র মহা আকাশ যেমন ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাধিসমূহে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা মহাকাশ হইতে স্বতন্ত্র নহে; কেননা ঘটাদির বিনাশের পর আর উহার কোনই অস্তিত্ব থাকেনা; ঐ ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়; কিম্বা একমাত্র অংশুমালী সূর্য্য যেমন জলাধারসমূহে অসংখ্যভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে, সত্বগত একাতিরিক্ত নহেন, তদ্রূপ এক মাত্র আত্মাই উপাধিভেদে অনেকরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি এক।

আত্মা যাবৎকাল প্রাকৃত-গুণ-সংযুক্ত থাকেন, তাবৎ পর্য্যন্ত পৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান হন সত্য, কিন্তু যখন সেই সকল গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধি লাভ করেন, তখন আবার পরমাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আত্মা অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া, স্ব-নিহিত পরব্রহ্মতত্ত্বকে ভিন্নভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। অবিদ্যামুক্ত হইলে, সে ভাব তিরোহিত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে এসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞোঽয়ং সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে॥ অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়মবিদ্যয়া। যুক্তঃ পশ্যতি ভেদেন ব্রহ্মত্বাত্মনি সংস্থিতম্॥

তবে এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃত গুণ-সংসর্গ বশতঃ আত্মপুরুষে কোনপ্রকার মালিন্য-প্রসক্তি হয় কি না? গুণীভূত অবস্থার অপগম হইলে, গুণ-ধর্ম্মাশ্রয়-জনিত বিকারে অবিকৃত পুরুষ কোন-প্রকার বিকার-স্পৃষ্ট হয়েন কি না? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধূম, অভ্র, ধূলি প্রভৃতি দ্বারা বর্ণান্তরিত দৃষ্ট হইলেও যেমন আকাশ প্রকৃত পক্ষে কোনপ্রকার মালিন্যপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ পুরুষ প্রাকৃত গুণ-সংযুক্ত হইয়া জীবাত্মারূপে নানাধারে বিরাজ করিয়া, যখন গুণ-বিমুক্ত হইয়া স্বকীয় মূল অবস্থাপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাতেও কোন প্রকার বিকার বা মলিনতা সংযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মপুরাণে এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "ধূমাভ্রধূলির্ভির্ব্যোম যথা ন মলিনীয়তে। প্রাকৃতৈরপরামৃষ্টো বিকারৈঃ পুরুষস্তথা।" শুক-শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্যও বলিয়াছেন——"যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে। ন সর্ব্বে সংপ্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥" অতএব অদ্বিতীয় পরমাত্মায় উপাধিগ্রস্ততা প্রযুক্ত জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ ব্যবস্থা-সিদ্ধ হইল। সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র কর্ত্তা সেই উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা, নতুবা বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি-পরমাত্মাকে উপাধি-সাহিত্য-নিবন্ধন সুখ-দুঃখ-মোহ-মায়াদি কিছুই ভোগ করিতে হয় না। এতাবতা ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, উপাধি-বিমুক্ত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন পার্থক্য নাই। জীবাত্মার উপাধিবিরহিত অবস্থারই অন্যতর আখ্যা পরমাত্মসাযুজ্য।

৯

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থপ্রযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

অন্বয়—ঈশানীশৌদ্বৌজ্ঞাজ্ঞৌ অজৌচ ভবতঃ। হি (যস্মাৎ) এক অজা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থপ্রযুক্তা ভবতি। আত্মা অনন্তঃ চ ভবতি। হি (যস্মাৎ) (অয়ং আত্মা) বিশ্বরূপঃ অকর্ত্তা (চ) ভবতি। এতৎ ত্রয়ং (ত্রিবিধ লক্ষণাত্মকং) ব্রহ্মং যদা বিন্দতে, তদা মুচ্যতে ইতি শেষঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—জ্ঞাজ্ঞৌ-জানাতীতি জ্ঞঃ (জ্ঞাধাতোর্ডঃ) ঈশ্বর, যিনি সমস্ত জানেন। অজ্ঞঃ—জীব। জ্ঞশ্চ অজ্ঞশ্চ তৌ জ্ঞাজ্ঞৌ সর্ব্বজ্ঞাসর্ব্বজ্ঞৌ—সর্ব্বজ্ঞ এবং অসর্ব্বজ্ঞ। অজৌ-নজায়েতে ইতি অজৌ-জাতাদিরহিতৌ, জন্মাদি রহিত। ঈশানীশৌ (অত্র ছান্দসং হ্রস্বত্বম্ ঈশানীশৌ ইতি প্রকৃতপদং) ঈশশ্চ অনীশশ্চ তৌ—ঈশ্বরজীবৌ, ঈশ্বর এবং জীব। অজা—নজায়তে ইতি অজা প্রকৃতিঃ, পরমা মায়া বা, প্রকৃতি বা পরমা মায়া। ভোক্তৃভোগ্যার্থ প্রযুক্তা—ভোক্তৃ—ভোগ্য-অর্থাঃ, তৈঃ প্রযুক্তা, ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্যার্থাঃ—ভোগ্যবস্তুনি, তৈঃ—প্রযুক্তা—বিশিষ্টা। ভোক্তা জীবাত্মা এবং ভোগ্য পদার্থনিবহ কর্ত্তৃক যুক্ত। অথবা ভোক্তৃ-ভোগার্থ প্রযুক্তা ইত্যত্র "বাহিতাগ্ন্যাদিষু" ইতি সূত্রেণ প্রযুক্ত ভোক্তৃ ভোগার্থা ইতি পদং স্বীকর্ত্তব্যং, এতৎপক্ষে সমাসঃ যথা—প্রযুক্তাঃ (প্রেরিতাঃ প্ররোচিতাঃ বা,) ভোক্তা (আত্মা) ভোগার্থাঃ (ইন্দ্রিয়াদি তদ্গ্রাহ্যপদার্থনিবহাশ্চ) যয়া সা প্রযুক্ত ভোক্তৃভোগার্থা, প্রাগুক্ত সমাসবিধিনা প্রযুক্তেতি বিশেষণ পদস্য পরনিপাতো ন দোষমাবহতীতি সুসমঞ্জসম্। আত্মা এবং আত্মগ্রাহ্য পদার্থ নিচয়ের প্ররোচিকা। বিশ্বরূপঃ—বিশ্বমেব রূপং যস্য তাদৃশঃ—নিখিলজগৎস্বরূপঃ, বিশ্বই তাঁহার রূপ। চ অবধারণে। অকর্ত্তা—কর্ত্তৃত্ববিহীন। ত্রয়ং পরমাত্মা, অজা বা পরমা প্রকৃতিঃ, ভোক্তা বা জীবঃ ইতি ত্রিবিধং, পরমাত্মা, পরমা প্রকৃতি এবং জীব, এই তিন। ব্রহ্মম্—(মকারান্তত্বং ছান্দসম্) ব্রহ্ম।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বতন সূত্রে, পরমেশ্বর যে ব্যক্তাব্যক্ত কার্য্যকারণাত্মক বিশ্ব-ভরণের কর্ত্তা, এবং প্রকৃতি-বশবর্ত্তী জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদি ও তদ্গ্রাহ্য পদার্থনিবহের অধীন, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা এতদুভয়ের অপর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যও প্রকটিত করা যাইতেছে। পরমাত্মা সমগ্র বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের অতীত কিছুই নাই; জীবাত্মা সর্ব্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ, জীবাত্মার নিকট সকলই অজ্ঞেয়। পরমাত্মা সর্ব্বশক্তি-মান্, জীবাত্মা শক্তিবিহীন। প্রকৃতির শক্তি ব্যতীত জীবাভিধেয় আত্মার নিজের কোনই শক্তি নাই। কিন্তু এই উভয়ই অনাদি। কেননা জন্মাদি সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত আত্মা অদ্বিতীয়া সনাতনী পরমাপ্রকৃতি কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া, "জীব" এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সংসার-ভোগের কর্ত্তা হইয়া থাকেন। উপাধিগ্রস্ত হইলেই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়েন। নতুবা তাঁহার নিজের জন্মাদির কোন বাস্তবতা নাই, তিনিও পরমাত্মবৎ অজন্মা। তাঁহার নিজের কোন পৃথক্ শক্তি নাই, পরমা প্রকৃতি বা পরমা মায়ার শক্তিতেই তিনি পরিচালিত হইয়া, প্রকৃতির বিকার-জাত ভোগ্য পদার্থ সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মায়া বা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাতে "জীব"

এই উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। তিনি ভোগকর্ত্তারূপে শুভাশুভ; দ্বেষা-সম্মত ব্যাপার ভোগ করেন। নতুবা তিনি অর্থাৎ আত্মা কদাচও সংসার-ধর্ম্মভাগী নহেন। আত্মা প্রকৃতির প্রশ্রয়ে জীবরূপে ভোগ করেন মাত্র। আত্মা অকর্ত্তা—অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় সংসার-ধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট। তিনি অনন্ত; এই চরাচরবিশ্ব তাঁহারই স্বরূপ। প্রকৃতির আশ্রয় প্রযুক্ত তিনি জীবোপাধি গ্রহণপুরঃসর সুখদুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, প্রকৃতি-আশ্রিত জীবাত্মা ও প্রকৃতি, এই দুরভিজ্ঞেয় তত্ত্বত্রয়ের যথাযথ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তিনিই পরম ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য অধিকারী; তিনি সর্ব্বপ্রকার পাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া শাশ্বতী গতি লাভ করেন।

১০

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধানাদ্‌যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্‌-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তিঃ॥

অন্বয়—(ইদং জগৎ) ক্ষরং, প্রধানং (তু) অমৃতাক্ষরং, হরশ্চ ভবতি। (স) একো দেবঃ ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে (ঈষ্টে); [illegible]ঃ তস্য অভিধানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাচ্চ [illegible]ন্তে (সতি) বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ (স্যাৎ)

বিষম পদব্যাখ্যা—ক্ষরং—ক্ষরতি ইতি [illegible]রং—বিনশ্বর। প্রধানং—পরমাত্মা। [illegible]মৃতাক্ষরং—অমৃতংচ তৎ অক্ষরংচ ইতি [illegible]মৃতাক্ষরং (বিশেষণসমাসঃ) অমৃত এবং [illegible]বিনশ্বর। হরঃ—হরতি—অবিদ্যাং অপনয়তি [illegible]তি হরঃ—অবিদ্যার হরণকর্ত্তা। (হর [illegible]ত্র বিধের প্রাধান্যাৎ পুংত্বম্)।

অভিধানাৎ—অভিধানাৎ—মননাদ্বা, অভিধ্যান বা মনন হেতু। যোজনাৎ—বিশ্বানাং পরমাত্মসংযোজনাৎ, পরমাত্মাতে বিশ্বের সংযোগ সম্পাদন হেতু। তত্ত্বভাবাৎ—অহংব্রহ্ম অস্মীতি সকৃৎ চিন্তনাৎ, আমি সেই পরমব্রহ্মের অংশ, এই প্রকার তত্ত্বনিশ্চয় দ্বারা। অন্তে—সর্ব্বস্মিন্ ব্যাপারে "অন্তে" সমাপ্তে সতি—সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া। বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ—সুখদুঃখ মোহাত্মকাশেষপ্রপঞ্চরূপমায়াবিরহঃ——সুখ-দুঃখ-মোহ প্রভৃতি অশেষবিধ মায়াকৃত—বিকারের বিনাশ।

বঙ্গার্থ—এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড "ক্ষর" অর্থাৎ বিনশ্বর। একমাত্র সেই পরমাত্মাই অমৃত এবং অক্ষর—অর্থাৎ অবিনাশী। তিনি জীবের অবিদ্যা হরণ করেন, তাই তাঁহার অন্য নাম হর। সেই সর্ব্বপ্রধান অদ্বিতীয় পুরুষ, জীবকে বিনাশশীল ভোগ্য-পদার্থে প্ররোচিত বা রুচিমান্ করিয়া থাকেন; অথবা তাঁহার আশ্রয় নিবন্ধনই জীবাত্মা নশ্বর ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে সমর্থ হন।

পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্ররোচিত জীবাত্মার বিশ্বভোগ কার্য্য প্রদর্শন কল্পে শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ। স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ॥" সেই নিরাকার পরম পুরুষ হইতে বিরাট্—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল, এবং সেই বিরাট দেহের উপরে—অর্থাৎ বিরাট দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-বেদ্য পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী

জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন, তখন দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিলেন, এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্ট হইল। এতাদৃশ—সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বপ্রভু সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরমাত্মার নামোচ্চারণ—অর্থাৎ তদভিধায়ক প্রণব-কীর্ত্তন, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে তাঁহার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-ব্যাপক, বিশ্ব অনুক্ষণ তাঁহার সংযোগ-সূত্রে দৃঢ়নিবদ্ধ, এবং আমি সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার একটি অংশ, জগতের যাবতীয় পদার্থই তাঁহার অংশ, এবম্প্রকারে তত্ত্বনিরূপণ প্রভৃতি দ্বারা মানববৃন্দ দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ-পূর্ব্বক, সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অশেষ-বিধ প্রপঞ্চরূপ মায়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বদা আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদচিন্তা, বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহার বিভূতি-দর্শন এবং প্রণব-কীর্ত্তন হইতেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রই জীব মুক্তি লাভ করে, ইহাই এই সূত্রের ফলিতার্থ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মায়াবাদ।

—০:০:০—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্পর্শ-জ্ঞানের সমালোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, স্পর্শ জ্ঞানের বিষয়টী বাহ্য বস্তু নহে; প্রত্যুত আমাদের শরীরেই একপ্রকার চেতনাবস্থার কার্য্য, যাহা বাহ্যবস্তুতে সম্ভব নহে, অথবা সম্ভব হইলেও আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কেননা, বাহ্যজগৎবাদীরা নিজেই স্বীকার করেন যে, কোন এক পদার্থ অন্য এক পদার্থকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করিতে পারে না; এমন কি, কোন এক জাতীয় পরমাণুকেও স্পর্শ করিতে পারে না। কোন দুইটী পরমাণু, কোন দুইটী অণু, কোন দুইটী পদার্থ, যতই ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকুক না কেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে অল্প বিস্তর কিছু না কিছু অন্তর বা ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং আমার দেহের কোন এক বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারা দূরের কথা, আমার দেহেরই এক অংশ অন্য অংশকে স্পর্শ করিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এমন অবস্থায় দেহ অন্য বস্তুর সহিত সংঘৃষ্ট বা সম্বদ্ধ হইল বিবেচনা করিলেও, আমার দেহ ও সেই বস্তু, এতদুভয়ের মধ্যে অন্তর থাকিবে, এবং সেই অন্তর বা শূন্য স্থানটী আমাদের দেহের নিকটতর, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং স্পর্শ দ্বারা বাহ্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করা সম্ভবপর হইলে, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বক্ষণে সেই একমাত্র শূন্যের ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করার সম্ভাবনাই নাই।

আর স্পর্শই কি অভ্রান্ত? স্পর্শ করিয়া স্থলবিশেষে অনেককে এক বলিয়া বোধ হয় এবং এক স্পর্শকে অন্য স্পর্শ বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে। একখানি চিরুণীর দন্ত সমুদয় গাত্রে স্পর্শ করাইলে, দন্তের সংখ্যানুসারে অনেক-স্পর্শ-জ্ঞান না হইয়া একই অবিচ্ছিন্ন স্পর্শজ্ঞান হয়; একই স্পর্শ পদতলে একরূপ, কক্ষ-তলে (বগলে) অন্যরূপ সুড়সুড়ীর অনুভব জন্মায়, এবং মস্তকে বা পৃষ্ঠে তৃতীয়রূপ অনুভব জন্মায়

তবে ভ্রান্ত স্পর্শকে জানিয়া শুনিয়া কিসে অভ্রান্ত বোধ করিবে? আম্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী রসনেন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করিতে চাও? আচ্ছা দেখ দেখি সেই বা এসম্বন্ধে কি বলে। রসাস্বাদন করিয়া কি তুমি বলিতে পার যে, সেই দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রদ্বয়ের কোন্‌টীর রস তুমি অনুভব করিলে? অপর, রসনেন্দ্রিয় কি কোন বস্তুর সংখ্যা বা বাস্তবিক সত্তার সাক্ষ্য দিতে পারে? রসনেন্দ্রিয় পরের রসানুভূতির ক্ষণিক বর্ত্তমানতায় সাক্ষ্য দিবে। সেই অনুভূতি কোথা হইতে কেমন করিয়া হয়, রসনেন্দ্রিয় তাহা বলিতে পারে না। রসানুভূতি এক কথা, আর রস যাহাতে থাকে বল, তাহা অন্য কথা। জিহ্বায় আম্র রাখিয়া বলত তাহার কি রস? যাহাকে তুমি বাস্তবিক আম্র বল, তাহার রূপ দেখিলে, বাহ্যাংশের স্পর্শ করিলে, বাহ্যাংশ-রসানুভব করার সময় সে অংশ গ্রহণ না করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ একটী অংশ গ্রহণ করিলে, সুতরাং যাহার রূপ দেখিলে, তাহার রস অনুভব করিলে, এ কথাই বা কি করিয়া বল? পূর্ব্বদৃষ্ট যে আম্রটী চিবাইয়া রস অনুভব করিয়াছে, এখন সেই আম্রটীর রূপ দর্শন করিয়া বলত ইহা পূর্ব্বের মত দেখায় কি না। ফলতঃ রসানুভব দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সাক্ষীর স্থলে দাঁড় করাইবে; সেও ত বাহ্য পদার্থের কোন কথা বলিতে পারে না। গন্ধ কি, সে তাই জানে না! মনে কর, ঐ আম্র দশ হাত দূরে রহিয়াছে, উহা হইতে অদৃষ্ট, অস্পৃষ্ট, অশ্রুত, অনাস্বাদিত যেন কি আসিয়া তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া ঘ্রাণানুভূতি জন্মায়, একথা বলিবার কি হেতু আছে? গন্ধই কিছু আম্র নহে; গন্ধ আম্র হইতে একটী স্বতন্ত্র কিছু, যাহা আম্র দর্শন করিয়া কি স্পর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া কি রসানুভব করিয়া স্থির করিবার উপায় নাই। সুতরাং গন্ধ যে তোমার সম্বন্ধে বাহ্য কোন পদার্থ, তাহাই তোমার জানা নাই; অথচ তুমি সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল সাক্ষীর একরূপ সাক্ষ্যকে অন্যরূপ কেন বুঝিয়া লও? তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিল যে, সে একটা গন্ধানুভব করিতেছে; কিন্তু তুমি বলিলে সেই গন্ধটা দূরস্থিত কোন দ্রব্য হইতে আসিতেছে, এবং যাহা হইতে আসিতেছে, সে পীত বসন পরিয়াছে, তাহার শরীর কোমল এবং তাহাকে মুখ-গহ্বরে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিলে রস পাইবে। তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাক্ষী যতটুকু বলে নাই বা যতটুকু বলিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই, কেন তুমি নিজে নিজে ততটুকু ধরিয়া লও? আম্রের বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য লও, তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিবে না; কেননা শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে সে একটা শব্দ শুনিতেছে; সে শব্দটি কোথা হইতে আসিল, সে তাহা বলিতে পারে না। তুমি ধরিয়া লইলে যে, ঐ দশহস্ত-দূরস্থিত আম্র-যুগল হইতেই শব্দ আসিল। শব্দ রূপ-রসাদির অপরিচিত, সুতরাং তাহাদের বলিবার অধিকার নাই যে সে শব্দ কি, এবং তাহা কোথা হইতে আসে।

যাহাহউক, এই আম্র-যুগলের বাস্তবাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন কথা বলে না।

চক্ষু কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা রূপ অনুভব করিতেছে; স্পর্শ এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা স্পর্শানুভব করিতেছে; নাসিকা কহিতেছে যে, সে একটা গন্ধ পাইতেছে; রসনেন্দ্রিয় বলিতেছে যে, সে একটা রস অনুভব করিতেছে, এবং কর্ণ বলিতেছে যে, সে একটা শব্দ শুনিতেছে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম সাক্ষ্য দিল, এবং কোন এক সাক্ষীও অন্যের অনুভূত বিষয় বুঝিতে পারে নাই, এরূপ স্থলে পাঁচজনে একই কথা বলিতেছে, কি করিয়া বল? আবার উক্ত আম্র-যুগলের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, আর কোন্‌টি বা অপ্রকৃত, এত প্রমাণ লইয়াও কি একটা মীমাংসা করিতে পারিতেছ? দেখ, একবার ভাবিয়া দেখ, কি সঙ্কটে উপনীত হইয়াছ! সম্মুখে আম্র-যুগল রহিয়াছে, ইহার একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা, কিন্তু কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা জানিতে পারিতেছ না; অথচ বলিবে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, ইহা কতদূর অসঙ্গত!

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্ম্মের আবশ্যকতা।

—০:০:০—

প্রকৃতি-প্রসূত এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও হৃদয় ধারণ করিয়া প্রকৃতিবশে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে; কোন কর্ম্ম না করিয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥

"কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতি বা সত্ত্বাদি গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।" কর্ম্ম করাও নিতান্ত আবশ্যক; কর্ম্ম না করিলে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। প্রকৃতি-প্রবর্ত্তিত এই সংসার-চক্র প্রতিনিয়তই আবর্ত্তিত হইতেছে; আবর্ত্তনেই ইহার স্থিতি; প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বৃক্ষ-লতা, এমনকি—প্রত্যেক পরমাণু সংসার-যন্ত্রের সেই আবর্ত্তনের সাহায্য করিতেছে। এরূপ স্থলে যন্ত্রের একটী ক্ষুদ্র অংশও যদি স্বকার্য্যে নিরস্ত থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী; অতএব সংসার-যন্ত্রের কার্য্যের সহায়তা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ", তাহার একটী প্রধান যুক্তি এই,—কর্ম্মে জ্ঞানের পরিপাক হয়; তুমি পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞান পাইলে, কার্য্যতঃ যদি তাহার অনুষ্ঠান না কর, তাহাহইলে সে জ্ঞান কদাচ বদ্ধমূল হইবে না, তাহা প্রবৃত্তি-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে! জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানাভ্যাস সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়; শুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনে বিশেষ উপকার নাই, বরং অপকারেরই সম্ভাবনা; কেননা উহাতে দাম্ভিকতা ও তার্কিকতা মাত্র প্রসব করিয়া থাকে। জ্ঞানাভ্যাস ব্যতীত কদাচ আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়না, এবং অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করার নামান্তর মাত্র।

অতএব কর্ম্মেই জ্ঞানের বৃদ্ধি ও পরিপাক হইয়া আত্মার উন্নতি হইতে থাকে। "সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" "হে পার্থ! জ্ঞানেতেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি।"

কর্ম্মের আবশ্যকতা চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। কর্ম্ম না করিলে, চিত্তের মালিন্য ঘুচেনা। দান, ধ্যান, বন্দনা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম দ্বারা চিত্তক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব প্রীতির উদ্ভব হইয়া থাকে; ঐ প্রীতিরূপ পূতবারি ধারায় ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য ধৌত হইয়া যায়। কুপ্রবৃত্তিজনিত কলুষকলাপে চিত্ত প্রায়ই সমল; চিত্তের এরূপ অপরিষ্কৃতাবস্থায় জ্ঞানোপদেশে কি ফল ফলিবে? উহা কদাচ তথায় প্রতিফলিত হইতে পারে না। চুম্বকের লৌহাকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু কর্দ্দমপ্রলিপ্ত চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না; কাচের আলোক প্রতিফলিত করিবার শক্তি আছে, কিন্তু মল কাচখণ্ডে কি কখনও জ্যোতি বিম্বিত হইয়া থাকে? সেইরূপ চিত্তমুকুর যতদিন মল থাকিবে, ততদিন জ্ঞানালোক তথায় প্রতিবিম্বিত হইবে না; অতএব চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অন্তঃকরণ মলিন থাকিলে সংসারই মালিন্যময় হইয়া উঠে। মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি; অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে, মন ও বুদ্ধিও তদবস্থাপন্ন হইবে। মন অন্তরিন্দ্রিয়, মনের বশে দশ বাহেন্দ্রিয়; মন ইহাদিগের চালক, অতএব মন যদি মালিন্যযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইতরেন্দ্রিয়গণও তাহার সহবাসে মলিন হইবে; এবং তদবস্থ ইন্দ্রিয়গণের সংস্পর্শে সমস্ত বাহ্যজগৎই অপ্রীতিকর মলিন ভাব ধারণ করিবে। এখন ভাবিয়া দেখ, চিত্ত-শুদ্ধির কতদূর প্রয়োজনীয়তা; চিত্ত শুদ্ধ না থাকিলে, সকলই অসুখের হইয়া পড়ে; অতএব কর্ম্মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি-বিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

যাহার যেরূপ চিত্তের অবস্থা, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তাহার তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। চিত্তের অবস্থানুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা। কর্ম্ম শব্দে এখানে পূজ-ধ্যানাদি বুঝিতে হইবে। আর্য্যশাস্ত্রে নানারূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। অধিকারী-ভেদে—অর্থাৎ মানসিক অবস্থানুসারে তন্মধ্য হইতে আত্মাধিকারানুরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাচিত করিয়া ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা অনুষ্ঠেয়। উপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মে সর্ব্বসাধারণের জন্য এক নিয়ম প্রচলিত হইতে পারেনা; যে যে দেশে সাধারণের জন্য ব্যক্তি বা সমাজ-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মাচরণের একই নিয়ম প্রচলিত, সেই সেই স্থলে—অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের কোনই ধর্ম্ম নাই; উচ্চপ্রকৃতির ধর্ম্ম তাহাদিগের হৃদয় কখনই স্পর্শ করিতে পারে না; কাজেই তাহারা ধর্ম্মহীনতা জন্য অতিশয় দুর্বৃত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। সেই জন্য শাস্ত্রে সদ্‌গুরূপদেশের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মাকে নমস্কার দ্বারা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদ্বারা এবং সেবা দ্বারা জ্ঞানলাভ কর; তাঁহারা তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।" সদ্‌গুরুই অধিকার বিচার করিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তদনুসারী হইয়া কর্ম্ম করিলে, ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। গুরূপদেশ গ্রহণ করা সাধারণ নিয়ম; কিন্তু সুকৃতিসম্পন্ন উচ্চচেতা

ব্যক্তিগণের তাদৃশ গুরূপদেশের আবশ্যকতা হয় না। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎস! তোমার গুরু বলিতেছেন—তোমাকে তিনি এরূপ উপদেশ দেন নাই,তবে কে তোমাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছে, বল। প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদিস্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে॥

"পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি জগৎবাসী জীবমাত্রেরই হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তিনিই আমার উপদেষ্টা। সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় উপদেষ্টা কাহার কে আছে?" বাস্তবিক নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির স্বসত্ব-প্রত্যয় যেরূপ আপনা হইতে পুনরাগমন করে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত ব্রহ্মতত্বজ্ঞান উপদেশাদি ব্যতিরেকেও সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতে প্রকাশিত হয়।

কেহ কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-সংন্যাস অবলম্বন করেন; কিন্তু বলপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করিলে কি হইবে? যতক্ষণ মনে মনে বিষয় চিন্তা করা নিবৃত্ত হয় নাই, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ার্থের বিষয় মনে উদয় হইয়া থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সার্থকতা কোথায়? সেরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসী অতীব মূঢ়। যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, যাহার মন হইতে আসক্তি তিরোহিত হয় নাই, তাহার কখনই কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে পারে না; সে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, মনে মনে সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। যিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল কামনা করেন না, তিনিই যথার্থ ত্যাগী, তিনি কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত নহেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সহজ নহে; যাঁহার চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারই কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে॥

"যিনি কেবল আত্মাতে প্রীত ও আত্মাতে তৃপ্ত, অর্থাৎ আত্মানন্দ-অনুভবে সুখী এবং অন্য ভোগাপেক্ষা না করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই।" কেন নাই? যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে কর্ম্মের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ওরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না; কর্ম্মই জ্ঞান-মার্গের প্রথম সোপান ও প্রথমাবস্থা; প্রকৃতির উত্তেজনায় সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্ম করিতে করিতে বুদ্ধির পরিপাকসহকারে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, সকাম-কর্ম্মে সুখ-শান্তি নাই। বিষয়াসক্তি কেবল দুঃখ ও অশান্তির কারণ; এইরূপ বুদ্ধিই নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। নিষ্কাম-কর্ম্মাভ্যাসই দ্বিতীয়াবস্থা। কামনা পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইলে, চিত্তশুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাই তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থাতেই ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ; এই অবস্থায় যে কর্ম্মই করা যায়, তাহাতে পাপ-স্পর্শ হয়না, কেন না,

ব্রহ্মণ্যাধায়কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অনাসক্ত রহেন, তিনি জলে অলিপ্ত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত নহেন। তাহার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ; ইহাই চতুর্থ এবং চরমাবস্থা। এই অবস্থা নিত্যানন্দময়, এই অবস্থায় ভেদাভেদ নাই, এই অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই, এই অবস্থা হইতেই মুক্তি।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

জাতীয় উৎসব জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান উপাদান। যে জাতির সার্ব্বজনীন কোন উৎসব নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময়। বিশুদ্ধ উৎসবাদিতে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণভাব তিরোহিত হয়, আত্মপর-দেহজ্ঞান নষ্ট হয়; ধন, পদ বা বংশজনিত আত্মাভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; ধনী দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, রাজা, প্রজা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এক অভূতপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়।

বঙ্গদেশের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে, সে পর্য্যন্ত নির্জ্জীব নিস্তেজ হইলেও বঙ্গবাসীর অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইবে না।

এই উৎসবে হিন্দু-বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; এবং প্রাণের সেই আবেগময় ভাব বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও মাতাইয়া তুলে। এই জাতীয় উৎসবে এতদ্দেশবাসীরা সকলেই যেন অশেষবিধ ধর্ম্ম, আচার ও ব্যবহারগত পার্থক্য সত্বেও, একতা সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া, ভবিষ্যদ্-জাতীয় অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাভাস প্রদান করে। ইংরাজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই মহাশক্তি-পূজার নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত নহেন বলিয়া, এই জাতীয় উৎসবের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, যখনই কোন জাতি বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই তাহার পৃষ্ঠভাগে শৌর্য্য, বীর্য্য, ধন, বিদ্যা, গভীর চিন্তাশীলতা এবং সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি দণ্ডায়মান হইয়া, সেই জাতির গৌরব সংরক্ষণ করিয়াছে। কোন জাতিই কেবল কেশরি-সদৃশ পাশব বলের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু উন্নতি বিধানের জন্য শারীরিক বলেরও প্রয়োজন বটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইয়াও গ্রীকজাতি এক সময়ে রোমীয়দিগের পাশব বলের নিকট পরাভূত হইয়াছিল; এবং কালে ঐ রোমীয়েরাও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াও, গথ্ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সিংহ-পরাক্রমের নিকট স্থির থাকিতে পারে নাই। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"শতং বিজ্ঞানবতাং একো বলবান্ আকম্পয়তে, বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেন অন্তরীক্ষং, বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতাঃ, বলেন দেব-মনুষ্যা, বলেন পশবশ্চ বয়াংসিচ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গ পিপীলকং, বলেন লোকস্তিষ্ঠতি" অর্থাৎ এক জন বলবানব্যক্তি বলহীন শত বিজ্ঞানবান ব্যক্তিকে কম্পান্বিত করেন। বলের দ্বারাই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলের দ্বারাই দ্যুলোক এবং পর্ব্বতরাজি অবস্থান করিতেছে; দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদ, অধিক কি—কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই বলের দ্বারা অবস্থিত রহিয়াছে; বলের দ্বারাই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত। অতএব বলই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রথম এবং প্রধান উপাদান। এই জন্যই শক্তি পঞ্চশ্রেষ্ঠ সিংহোপরি

আরূঢ়া। হে বঙ্গবাসিন্! তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই বিভূষিত হও না কেন, তোমার বলের উপাসনা প্রয়োজন। সে উপাসনা না থাকাতেই তুমি দুর্ব্বল, নিস্তেজ, ও নির্জ্জীব, এবং তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাসনাও নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ এবং দৃঢ়তা-বিহীন; উহা অন্তরেই আবদ্ধ, কার্য্যক্ষেত্রে অপ্রকাশিত।

একটু প্রণিধান করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন ধনের প্রয়োজন, তেমন বিদ্যারও প্রয়োজন; যে দেশে বিদ্যা নাই, সে দেশে ধন নাই, ; যে দেশে ধন নাই, সে দেশে বিদ্যা নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ধন ও বিদ্যার একত্র অবস্থান বিরল হইলেও জাতীয় জীবনে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব কখনও পরিদৃষ্ট হয় না। মিশর, বেবিলন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস এবং ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি আধুনিক দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই এই সত্যের উপলব্ধি হইবে। এই জন্যই কমলা ও বীণাপাণি উভয়েই অভ্যুদয়াভিলাষী ব্যক্তির আরাধ্য দেবতা। প্রাচীন ঋষিগণ অতি অপূর্ব্ব কৌশলে এই জাতীয় উৎসবে জাতীয় উন্নতির তাবৎ উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন। শক্তির পদতলে যেমন সিংহ অবস্থিত, তদ্রূপ উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মানা।

জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন বল, বীর্য্য, উদ্যম, অধ্যবসায়ের আবশ্যক, তদ্রূপ স্থিরবুদ্ধি এবং চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন। এইজন্য শক্তির উভয় পার্শ্বে বীরবর দেবসেনাপতি ও চিন্তা-শীল সিদ্ধিদাতা গণপতি বিরাজমান। মধ্যস্থলে [illegible] মহাশক্তি দশ দিকে

দশ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও তাহার অভ্যুদয়ের পরিচালন করিতেছেন! যে জাতির উন্নতির উপাদান এবম্বিধ, তাহার অন্তরায় অসুর সদৃশ প্রবল হইলেও অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেই হইবে।

অন্যভাবে দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, দুর্গা-পূজার মধ্যে একটী সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। দুর্গাপূজা দেবাসুর-সংগ্রামের প্রকট মূর্ত্তি বিশেষ। আমাদিগের সাত্বিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহ দেবতা, এবং তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহই অসুর; অনাদি কাল হইতে, প্রতি দেহেই এই দেবাসুর-সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। এই তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ অসুরের পরাভবের জন্য পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন; কিন্তু তিনি গুণাতীত হওয়ায়, তাঁহার শক্তির আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এইজন্য আদ্যাশক্তি এবং আদ্যাশক্তি-সম্ভূত তাবৎ শক্তির আধার স্বরূপ অপরাপর তাবৎ দেবতাও এই মহাপূজায় আরাধ্য দেবতা স্বরূপ হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার সাত্বিকী শক্তির সুসমঞ্জস পরিচালন হইলেই অসদ্-ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ অসুর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাই দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক উপদেশ; অলমতি বিস্তরেণ।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য)

পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব।

——•:o:•——

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিষ্ণুপুরাণের মতে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর দেব-লোকের স্থান; উহা সপ্তভাগে বিভক্ত। ঐ সপ্ত স্বর্গে [illegible]

তর শ্রেণীস্থ, তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ও উচ্চতম মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্য-লোক আছে। ঐ সকল লোক সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। পৃথিবী হইতে সূর্য্য-লোক পর্য্যন্ত স্থলকে ভুর্লোক বা অন্তরীক্ষ কহে। ঐ অন্তরীক্ষে কতিপয় শ্রেণীর উপ-কারক বায়ুময়, তেজোময় দ্রবময় সূক্ষ্ম দেবতা আছেন, এবং অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপকারক সূক্ষ্ম জীবও আছে।

এতদ্ভিন্ন চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থান-বিশেষে পিতৃলোক আছেন।* পূর্ব্বে সূক্ষ্ম জীবের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে স্থূল জীবের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পৃথিবীতে মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর জীব আছে; তদ্ভিন্ন উদ্ভিদ, আকরজ ধাতু, প্রস্তর, এমন কি, মরুভূমিস্থ বালুকা-কণার পর্য্যন্ত জীবন আছে; কিন্তু যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, তাহাতে বাহ্যতঃ জীবত্বের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই; তাহাতে জীবত্ব গুহ্য—অর্থাৎ অপ্রকাশ (হাঁড়ি-চাপা আলোর ন্যায়) আমাদের বেদ, উপনিষৎ ও অধিকাংশ পুরাণে "ঈশ্বর সর্ব্বভূতে স্থিত, অথবা সর্ব্বভূত ঈশ্বরে স্থিত" বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে বালুকা-কণায়—এমন কি, প্রত্যেক পরমাণুতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

তাহা হইলে, বালুকা-কণারও জীবত্ব অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবে দৃষ্টি করিলে, ঐ মতের বিশেষ সার আছে, প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; মহদ্দর্পণ সদৃশ সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে ত্রিগুণের সংঘর্ষ বা গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ ত্রিবিধ ভাবরূপ সৃষ্ট্যভিমান প্রকটিত হয়,—যথা—আমি সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া, তাহার অভিজ্ঞতা ও সুখ অনুভব করিব; আমি সৃষ্টি-ক্রিয়া করিয়া, তাহার বিষয় ভোগ করিব; আমি সৃষ্টির বিষয় হইয়া ভুক্ত-ভোগাশ্রয় হইব। শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ ভাবত্রয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার নামে অভিহিত হয়।* ঐ ত্রিবিধ ভাবময় জ্ঞানাভাসই তিনটী আমি, অথবা তিনের সমষ্টি মহা আমি। প্রথমতঃ সৃষ্টির বিষয় ব্যতীত সৃষ্টি-প্রকাশ বা সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে পারে না, এজন্য সৃষ্টির প্রথমে সর্ব্বাগ্রেই তামসিক অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতে বিবর্ত্তিত হয়*। ঐ পঞ্চ-ভূতস্থ সত্ত্বাংশ হইতে বুদ্ধি ও মন, রাজসাংশ হইতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব এবং তামসাংশ হইতে দেহ-তত্ত্বের যে বিকাশ হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষৎ, পঞ্চদশী, মনুর সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং ভাগবত প্রমুখ পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে

---

* চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থানই জীবের পিতৃলোক বা পিতৃ লোক। ইহার বৈজ্ঞানিক রহস্য সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যাত দেখিবেন, আশা করি। যে সকল জীব পুণ্যফলে স্বর্লোক ভোগ করেন, তাঁহাদের পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে চন্দ্রলোকে স্থিত হন। ইহা অতিশয় গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

* সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি-প্রকাশ হয়, তাহার নাম বৈকারিক সৃষ্টি ও উহা মানস ব্যাপার বা অন্তর্বিকাশ এবং রাজসিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি-ক্রিয়া হয়, তাহা সূক্ষ্ম বৈষয়িক ও তামসিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহা স্থূল বৈষয়িক ব্যাপার।

*প্রথমে শব্দ ও গতি, তাহা হইতে জ্যোতি এবং তেজের বিকাশ হয়; ঐ তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। উহা প্রথম সূক্ষ্ম, পরে স্থূলভাবে বিকাশিত হয়। সূক্ষ্ম ওঁ শব্দ হইতে যে জ্যোতির্ম্ময় রূপ বিকাশিত হয়, তাহার বিজ্ঞান-সঙ্গত তত্ত্ব মৎকৃত—"সৃষ্টিতত্ত্ব—ত্রিমূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (হিন্দু-পত্রিকা ৩য় খণ্ড। ১ম, ২য় সংখ্যা, ২৫ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

যে, হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি-জীব-স্বরূপ মহাপুরুষের সূক্ষ্ম দেহই সমষ্টি-বুদ্ধি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব, এবং স্থূল দেহই সূক্ষ্ম বিষয়রূপ পঞ্চমহাভূত হইতেছে। উক্ত সূক্ষ্ম মহাভূতের এক একটী সূক্ষ্ম ভূত হইতে বহুবিধ তত্ত্বের বিকাশ না হইলে, এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন সমষ্টি-মহৎ-ক্ষেত্রে ভাবময় মহাপুরুষের দেহরূপ সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্র-কল্পিত ও তাহা পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ এক একটী তন্মাত্র বা মহাভূত তাঁহার অংশস্বরূপে এক একটী ভাবময় দেবতার দেহরূপে গণ্য হয়। যেমত মহৎ-ক্ষেত্রে সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্রের অধিষ্ঠাতা মনোময় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ, সেইরূপ তাঁহার এক এক স্বরূপ এক একটী তন্মাত্রের (অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র ইত্যাদি) অভিমানী অহংতত্ত্ব বা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী এক একটী মনোময় সূক্ষ্ম দেবতা হইতেছেন। ঐ এক একটী তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতই উক্ত দেবতার শরীর।* এক একটী ভাব হইতে ক্ষুদ্র ২ বহুভাব কল্পিত হয়; আবার ঐ কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবসমূহ সম্মিলিত ও কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটী ভাবে পরিণত হয়; যথা—রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ, জ্যোতি, তড়িৎ, অগ্নি প্রভৃতি বহুতর তৈজস তত্ত্ব কল্পিত হয়। স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় বায়বীয় তত্ত্ব, রস-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় দ্রব-তত্ত্ব; গন্ধ-তন্মাত্র হইতে বহুতর ক্ষিতিজাতীয় (কঠিন) বস্তু-তত্ত্ব কল্পিত হয়। ঐ ঐ তত্ত্বস্থ অধিষ্ঠাতৃদেব—দ্বাদশ আদিত্য, ঊনপঞ্চাশৎ পবন, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। আবার ঐ সকল তত্ত্ব পরস্পর সম্মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীরূপে বিবর্ত্তিত হয়। ঐ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্য-চন্দ্র পৃথিব্যাদির উপাদানের নির্ম্মলতা, মলিনতা, সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার পরিমাণ অনুসারে তদভ্যন্তরস্থ সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও রজোগুণের ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক হয়; তন্নিবন্ধন চিদাভাস-রূপ জীবের বিকাশ বা অবিকাশ হয়। জীবগণ মন-বুদ্ধিরূপ দর্পণের উজ্জ্বলতা-মলিনতা নিবন্ধন দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি বহুতর শ্রেণীতে পরিণত হয়; এবং যে স্থলে তমোগুণোৎপন্ন স্থূল জড়পদার্থের আবরণ হেতু বুদ্ধিরূপ দর্পণের আদৌ বিকাশ না হয়, সে স্থলে তাহার দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিরও বিকাশ হয় না; সুতরাং যে পদার্থে আদৌ চেতনার বিকাশ নাই, তাহাকে আমরা অচেতন জড়পদার্থ বলি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ৫২১ পৃঃ হইতে ৫৩৬ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ও বায়ু-প্রকৃতি যে দেবতাদিগের শরীর, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

অবতারতত্ত্ব।

—•:০:•—

(১৩০৪ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের হিন্দু পত্রিকার ” পৃষ্ঠার পর)

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে "যদি আমরা বলি যে, ঐ সূর্য্য ও চন্দ্রোপাসক সম্প্রদায়ই (অর্থাৎ যাঁহাদের কুল-দেবতা সূর্য্য ও চন্দ্র ছিলেন) সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত

সন্তুষ্ট হইবেন না; তাঁহারা বলিবেন যে যদি সূর্য্য ও চন্দ্র-উপাসকগণের বংশধরগণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজা হইলেন, তবে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেব-উপাসকগণের বংশধরবৃন্দের আর কোন উল্লেখ নাই কেন? বা তাঁহারাই একেবারে উল্লেখযোগ্য হইলেন না কেন?* বিশেষতঃ সমাজনেতা প্রধান উপাসক ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্রের বংশধর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন, ঐ প্রকার কোন উপাস্যদেবের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হন নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতীব কঠিন। ইহা সম্যকরূপে বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই, এবং অনেকের তাহা ধারণা করিবারও শক্তি নাই; উহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বা মানস-ব্যাপার। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাষা দ্বারা বর্ণন করা অতীব কঠিন; যেহেতু উহা বাক্যাতীত, কিন্তু মনাতীত নহে। যদি কোন পাঠক-মহাশয় বাক্য দ্বারা উহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় চিন্তা ও মানসোপলব্ধি দ্বারা কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন, এইজন্য উহার তাৎপর্য্য আমরা যতটুকু বুঝিতে ও ব্যক্ত করিতে পারি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। এইপ্রবন্ধের প্রথম ভাগোল্লিখিত প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্ব্বসামঞ্জস্যসূচক ত্রিগুণাত্মক যে সর্ব্বন্যায় ও সর্ব্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা আছেন, ঐ প্রজ্ঞা হইতে সত্ব, রজ, তম—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার, ত্রি-শক্তিতে বিভক্ত হয়েন। ইহার মধ্যে সত্বগুণই স্থিতি-শক্তি, রজোগুণই ইচ্ছা বা মনোময় সৃষ্টি-শক্তি। সৃষ্টিকারী রজোগুণই ব্রহ্মা। প্রকৃতির যে নিয়মানুসারে কারণ হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা যেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিরাকার*মহাপ্রজ্ঞা বা মহাশক্তির একটী মানস ব্যাপার। ঐ সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থে ঐ শক্তির কিছু না কিছু আভাস বিদ্যমান আছে। কিন্তু ঐ বাহ্যজগতে তাঁহারই আভাস-অনুভূতির নিমিত্ত তাঁহারই মানসপুত্ররূপ মানসাণু বা 'মনু' বিকাশিত হওয়ায়, অনন্তজগৎ জ্ঞাতা-জ্ঞাত বা দ্রষ্টা দৃষ্ট, এই দুইভাগে পরিণত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ভাবাংশই জড়, স্বরূপাংশই চিৎ। জীব জড়-চৈতন্য মিশ্রিত। এই জড় জীব-রাজ্য তাঁহারই বিভূতি স্বরূপ। বাহ্যজগতে সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণের অস্তিত্ব প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভাবে আছে. উহাই জড়-জগৎ হইতে ক্রমে বিকাশিত হইয়া, নিম্ন হইতে উচ্চতর জীব-জগতে পরিণত হইয়াছে। উপরোক্ত গুণত্রয়ের সংযোগ হইতেই জড়দেহে চৈতন্য বিকাশিত হয়। তন্মধ্যে সত্বগুণই চিদ্বিকাশিনী শক্তি। রজোগুণ বাসনা-উদ্দীপনী ও কার্য্যকারিণী শক্তি, তমোগুণ জ্ঞানাবরণী বা বিক্ষেপণী শক্তি। পূর্ব্ববর্ণিতমত জীবের ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপ • ঐ মানসাণু বা মনু বিকাশিত হওয়ায়, ঐ মানস-পুত্র মনুই মানবের আদি-

*পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিমালয়ের শিখরবাসী সুরগণই ঐন্দ্র, বায়বীয় ও বারুণীতত্ত্ব বা শক্তিসাধন করিয়া, অর্থাৎ স্ব-স্ব উপাস্যদেব বা দ্যুতি সাধন করিয়া, সেই সেই নামে অভিহিত হইতেন, তাহাদেরই বংশধরগণের কথা এই স্থলে হইতেছে।

*প্রকৃত পক্ষে মহাপ্রজ্ঞা বা মহাশক্তি নিরাকার নহে, উহা মহা মানসাকারেই অবস্থিত আছেন,; তবে আমাদের ন্যায় স্থূল দেহধারী নহেন বলিয়া নিরাকার বর্ণিত হইয়াছেন।

পুরুষ বলিয়া বর্ণিত ও পরিগণিত। ঐ মনু পাশ্চাত্য প্রদেশে 'নু' বা 'নোয়া' নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু এই স্থানে পুরাণের সহিত তত্ত্ব শাস্ত্রের আপাততঃ অসামঞ্জস্য বোধ হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত মানসপুত্র বশিষ্ঠাদি সপ্তজন আদ্যঋষি, তাঁহারাই ব্রাহ্মণদিগের আদি-পুরুষ। ব্রহ্মার অন্য মানস পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ; কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভজাত পুত্র ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি আদিত্য বা দেবগণ, এবং দিতির গর্ভজাত পুত্র দৈত্য বা অসুর-গণ বলিয়া বর্ণিত আছে: ঐ অদিতির গর্ভজাত পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যেরই পুত্র বৈবস্বত মনু ও চন্দ্রের পুত্র বুধ; ঐ বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, কন্যা ইলা। ঐ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণই সূর্য্যবংশীয় ও ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে জাত পুত্রের বংশধরগণই চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছেন। এক্ষণে তত্ত্ব-শাস্ত্রের সহিত পৌরাণিক মতের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হইলেই উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইবে।

বিশুদ্ধ রজোগুণময় সৃষ্টিকরী শক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় স্থিতি-শক্তিতে অবস্থিত। যেহেতু কোন বিষয়ের স্থিতি-শক্তি-সাম্ভাবনা ব্যতীত কখনই সৃষ্টিকারী শক্তিতত্ত্বের বিকাশই হইতে পারেনা। ঐ স্থিতি-শক্তিই অনন্ত প্রজ্ঞা; অতএব ঐ প্রজ্ঞা বা মহৎ-বুদ্ধিতেই সৃষ্টি-কল্পনাকারী মহামানস স্থিত আছে। অন্য কথায় বলিতে হইলে, ঐ সৃষ্টি-কারিণী রজ-শক্তিই পূর্ব্ববর্ণিত কারণ-বারিতত্ত্ব ও সত্ত্ব তাহার বীজস্বরূপ* ঐ কারণ বারিতে পূর্ব্বোক্ত তেজের যে জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই মরীচি; ঐ মরীচি হইতে জীবন্ময় তড়িতের বিকাশ হয়* ঐ তড়িৎ মরীচির পুত্রস্বরূপ, উহাই পৌরাণিক কশ্যপ; ঐ তড়িতের দুইপ্রকার শক্তি আছে। সত্ত্বগুণময়ী জৈবীশক্তি (Inteligent life principal) ইহাই অদিতি ও তমোগুণময়ী জৈবীশক্তি, (Blind life principal) ইহাই দিতি। ঐ জীবন্ময় তড়িৎই রজোগুণের বা তৈজস তত্ত্বের বিকাশ। ইহা বলা বাহুল্য যে, ঐ রজোগুণ হইতেই প্রবৃত্তি-উদ্দীপনী বা কার্য্য-কারিণী শক্তির (active force) সত্ত্বগুণ হইতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ও তমোগুণ হইতে জড়তত্ত্ব—অর্থাৎ পঞ্চভূত ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম বিকাশিত হয়। ঐ দিতি ও অদিতি ভিন্ন কশ্যপের আর দুইটী পত্নী ছিল,—যথা কদ্রু ও বিনতা; উহারাই যথাক্রমে যৌগিক ও বিযৌগিক তড়িৎ। কদ্রুর গর্ভ-সম্ভূত পুত্র জগতের বন্ধন শেষ নাগরূপ সংশ্লেষণী শক্তি * ও বিনতার গর্ভসম্ভূত পুত্র গরুড়রূপ বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশ হয়। ঐ সংশ্লেষণী শক্তি-প্রভাবে ঐ তেজময় দ্রবীভূত অনন্তব্যাপী আকাশের বিস্তীর্ণ তৈজসাণু সকল ঘনীভূত হইয়া প্রকাণ্ড গোলকাকার বাষ্পময় পদার্থে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প মধ্যস্থ গরুড়রূপী

*রজোগুণ হইতেই তেজ বা তাপের বিকাশ হয়; ঐ তাপ হইতে মহাভূত দ্রবীভূত হইয়া একার্ণবীভূত হয়; ঐ একার্ণবমধ্যস্থ মহত্তেজ বা তৈজস কেন্দ্রই আদি পিতামহ ব্রহ্মা।

*এ জীবন্ময় তড়িৎকে ইংরাজিতে Aninal magnatism কহে; বঙ্গভাষায় জীবন্ময় বা জীবোৎপাদক তড়িতের পরিবর্ত্তে উষ্মা শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

*পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণু অনন্ত-নাগ-শয্যায় শয়িত ছিলেন, ঐ অনন্ত নাগই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ (universal attraction) আকর্ষণের গতি (motion) সর্পের ন্যায় বক্র। পৃথিবীর কৈন্দ্রিকাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণরূপ বাহ্যিক ঐ বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের অন্তর্গত।

বিশ্লেষণী শক্তি প্রভাবে ঐ বাষ্প অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইতে না পারায়, অর্থাৎ উহার স্থিতিস্থাপকতা-গুণ থাকায়, ঐ বাষ্পস্থ তৈজসাণুসকল ঐ প্রকাণ্ড গোলকাকার বাষ্প প্রতিবিম্বিত করিয়া, জগতে অজস্র কিরণ-জাল বিতরণ করিতেছে; উহাই জগতের প্রাণদাতা সূর্য্য, সৌরজগতের ক্রিয়াকারী শক্তিতত্ত্ব, উহাই দেবাংশ, এবং দিতিগর্ভজাত সংশ্লেষণী বা আকর্ষণীশক্তিই অসুরাংশ; ঐ আকর্ষণী শক্তিই জগতের বন্ধন স্বরূপ। এইরূপ পঞ্চভূতে, তড়িৎ, ম্যাগনেট্ প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্ব মৃত জড়ের ন্যায় হইলেও তদভ্যন্তরস্থ সত্ত্বাংশ হইতে মনোময় জ্যোতিঃ ও রাজসাংশ হইতে প্রাণময়ী কার্য্যকরী শক্তি বিকাশিত হইতে পারে। ইহা আর্য্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত; এই জন্য প্রত্যেক ভূতের, প্রত্যেক তত্ত্বের, প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্রাদির, এমন কি—মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, শারীরিক প্রত্যেক ক্রিয়া-শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। মানব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি; ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার তত্ত্ব আছে, মানবে তাহার অংশ আছে, অতএব বাহ্যজগতে যে সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, মানবের অন্তরেও তাহা আছে; কিন্তু অন্তর ও বাহ্য, উভয় জগতেই ঐ সকল দেবতা গুহ্যভাবে (Latent) আছেন; উহা যোগসাধন-বলে বিকাশিত হইতে পারে। যেমন আপনি মন ও বুদ্ধির বাহ্য সাধন দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া, তাহার গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্তাধীন করিতে পারেন, সেইরূপ যদি আপনি মন-বুদ্ধির [illegible] মনের অধিষ্ঠাতৃদেব দ্বিদলস্থ অক্ষিপুরুষকে জাগরিত করিতে পারেন, তবে সেই অক্ষিপুরুষরূপের আত্মজ্ঞান জ্যোতি দ্বারা সৌরাধিষ্ঠাতা হিরণ্ময় পুরুষের গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্তাধীন করিতে পারিবেন না কেন? ঐ হিরণ্ময় পুরুষের বর্ণনা সূর্য্য-অর্ঘ্যের মন্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তিনি ব্রহ্মার ভাস ও বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ; তিনি জগৎপ্রসবিতা এবং অর্থপ্রদাতা; অতএব উহাতে জাগতিক প্রজ্ঞা ও সমস্ত কার্য্যকরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। অন্যান্য দেবতা এক এক প্রকার শক্তির বা তত্ত্বের বিকাশ মাত্র, কিন্তু সূর্য্য সমস্ত শক্তির ও তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেব। ঐ সূর্য্যের নাম বিবস্বান্ এবং ব্রহ্মার মানসপুত্রের নাম মনু বা মানসাণু। ব্রহ্মার ঐ মানসাণুই মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাস্বরূপ। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে, যিনি মানব-মনের অন্তঃসাধন দ্বারা মানসাধিষ্ঠাতৃদেবকে জাগরিত করিয়া ঐ অপরোক্ষ মানসোপলব্ধি দ্বারা সৌরাধিষ্ঠাতা হিরণ্ময় পুরুষের সমগ্র গুণ ও সমগ্র কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্বাধীন পূর্ব্বক সৌরী শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত হইতে পারেন কি না? সূর্য্যের ঔরসে বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে মনুর উৎপত্তি পুরাণে বর্ণিত আছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমে বিবৃত হইবে।* এই স্থানে

*বিশ্বকর্ম্মা অর্থে বিশ্বের ক্রিয়ার শক্তি; ঐ ক্রিয়াশক্তি হইতে সংজ্ঞা—অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধশক্তির বিকাশ হয়। কোন কোন বিজ্ঞানের মতে জলজ চুম্বক (Loonar magnetism) হইতে বোধশক্তি বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হয়; ঐ ম্যাগনেটই জগতের ক্রিয়াশক্তি; উহা হইতে সংজ্ঞার উদ্ভব হয়; সংজ্ঞাই আদি

পাঠক মহাশয় একবার ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক স্মরণ করুন।

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনু রিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥"

বঙ্গানুবাদ—আমি (কৃষ্ণ) এই যোগ সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; সূর্য্য মনুকে, মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; এই-রূপে ঐ যোগ রাজর্ষিগণ বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ কাল বশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কবিতার আবরণ ভেদ করিলে বুঝা যায়, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় অনন্তশক্তিমান হইতে সূর্য্য পূর্ব্বোক্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সূর্য্য সাধন-যোগবলে কেবল বৈবস্বতমনু বংশ-পরম্পরাক্রমে উহা লাভ করিয়াছিলেন; দীর্ঘকালে যে উহা কেন নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণন দ্বারা বিশদ ও পরিস্ফুত হইবে। এখন পাঠক বুঝিলেন যে, সূর্য্যবংশ কি? চন্দ্রে যে সৌরকর পতিত হয়, উহাকে সূর্য্যবংশীয় কন্যা কল্পনা করা নিতান্ত অদার্শনিক নহে। ফলিতজ্যোতিষানুসারে চন্দ্র জীবের ভাণ্ডার স্বরূপ। তন্ত্রে বর্ণিত আছে, ষট্‌চক্রের ষষ্ঠ বা ললাটে আজ্ঞা চক্রই চন্দ্রের স্থান; ঐ আজ্ঞাচক্রই মনের উচ্চাঙ্গ; ঐ আজ্ঞাচক্রে জৈবীশক্তি স্থির করিতে পারিলে মানব যোগ-সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মনের উচ্চাঙ্গের বিকাশ হয়। পৌরাণিক মতেও মানবাত্মা পরলোক-ভোগান্তে চন্দ্রলোকে অবস্থানান্তর তথায় পুনঃ সূক্ষ্ম-শরীর (জৈব ও মানসোপাদান) আকর্ষণ-পূর্ব্বক পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার [illegible]

জ্যোতিষ ও কয়েকখানি পুরাণের বিশেষ-রূপ আলোচনা আবশ্যক; তাহা হইলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, এজন্য তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম; ভরসা করি, সূর্য্যবংশ বর্ণন দ্বারা চন্দ্রবংশের তাৎপর্য্য পাঠকগণ কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে যিনি অন্তঃসাধন দ্বারা চান্দ্রিকী শক্তি অর্থাৎ জলজ চুম্বক (Loonar mgnatism) আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বুধ (পণ্ডিত); বুধ সূর্য্যবংশীয়া কন্যা ইলাকে বিবাহ করেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ইলা পুরুষ ও স্ত্রীরূপী; অতএব ইলা সৌর তেজ ও জ্যোতি বলিয়াই অনুমান হয়। তদ্ভিন্ন বুধের প্রকৃত-প্রস্তাবে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলাকে বিবাহ করাও অসম্ভব নহে; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রূপকের কোন হানি হয় না; অতএব সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশীয় রাজগণই যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রাজবংশ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এখন পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বশিষ্ঠাদি সপ্ত আদ্যঋষি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মানসপুত্র বা উত্তমাঙ্গ-নির্গত বলিয়া বর্ণিত আছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ব্রাহ্মণগণ কি সূর্য্য-সাধন করেন নাই? পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সূর্য্য বিষ্ণুতেজ হইলেও জগৎপ্রসবিতা প্রাণময় ক্রিয়াশক্তি। প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের ব[illegible] ক্রিয়াশক্তির আধার, অতএব শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বল-বীর্য্য লাভ দ্বারা পৃথিবীর উপর সর্ব্বপ্রকারে আধিপত্য সংস্থাপনই সৌরী-শক্তি সাধনের উদ্দেশ্য মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ উহার সাক্ষাৎ ফল নহে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সূর্য্য [illegible] শক্তি অবলম্ব[illegible]

অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা প্রকৃতির অন্তরের অন্তরালে প্রবেশ করিয়া, সেই সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা সাক্ষাৎভাবে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মজ্ঞান-বলে মূল সত্য (পরব্রহ্ম) অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ মহর্ষিগণই ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান সত্ত্বগুণ, সমাজের স্থিতি-শক্তি *, এইজন্য তাঁহারা সত্ত্বময় শুক্লবর্ণ ও ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ নিঃসৃত। ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গই যে প্রজ্ঞা বা সত্ত্বময় স্থিতি-শক্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় হিমালয়ের শিখরস্থিত যে সপ্তজন আর্য্যগুরু সমাজের মঙ্গলার্থে সত্য-জ্ঞানানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণই ব্রাহ্মণ; এইজন্য উক্ত সপ্ত ঋষিই সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির আদি পুরুষ। বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ যতদিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, ততদিন যিনি যে বংশের প্রধান থাকিতেন, তিনিই আদি পুরুষের উপাধি ধারণ করিতেন; এই জন্যই বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে ৫৩ পুরুষ পরে রামচন্দ্রের কুলগুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। * যাহাহউক, আমরা এক্ষণে সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশের বংশাবলীর নামচিনামা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের তাৎকালিক সমাজিক অবস্থা ও তাঁহাদের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বর্ণন করিব।

*এই স্থিতি অর্থে সমাজের পালন-শক্তি।

*এই স্থলে আর একটী আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। যথা— তত্ত্ব-শাস্ত্রানুসারে বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু। মনু কোন বিশেষ মানুষ নহেন, এক একটী প্রলয়ের

প্রথমে সূর্য্য-বংশের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র পৃথুরাজকে সম্রাট বা পৃথ্বীশ্বর নামে খ্যাত দেখিতে পাই; তৎসময় অন্য কোন বংশীয় রাজপুরুষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। ঐ পৃথুরাজের পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা রাজগণের নাম পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, এবং তাঁহাদের নামানুসারে সূর্য্যবংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণের বংশোপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা সম্রাট বা পৃথিবীপতি বলিয়া কোথাও বর্ণিত হন নাই। বিশেষতঃ বেদ হইতে পুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এই বেদ সকলের মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৯ম সূক্তে পৃথুর পরিচয় (অর্থাৎ তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ) আমরা প্রথম প্রাপ্ত হই; তৎপরে দশম মণ্ডলের ১৪৮ সূক্তে তাঁহার বিবরণ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উহাতে পৃথু বেদের সূক্তের রচয়িতা ঋষি বলিয়া বর্ণিত আছেন। এক্ষণে ঐ রাজা-পৃথু ও ঋষি-পৃথু যে এক,

অঙ্কুরিত হইয়া প্রথমে যে বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হয়, তাহা মনু। ঐ মনু কর্ত্তৃক যখন পৃথিবীর মানব সৃষ্টি-ক্রিয়ার আরম্ভ হয়; অর্থাৎ মানবকুলের প্রথম বিকাশ হয়, তখন ব্রহ্মার প্রাতঃকাল; পরে এই পৃথিবীর মানব সৃষ্টি-ক্রিয়া যখন স্থগিত হয়, তখন সন্ধ্যা হয়। এই হিসাবে প্রত্যেক সৃষ্টির আবর্ত্তনে দুইটী মনু গণনীয়, যথা—মূল-মনু ও বীজ-মনু; অতএব সপ্ত গ্রহের সপ্ত আবর্ত্তনে চতুর্দ্দশ মনু গণনীয়। তত্ত্বজ্ঞদিগের মতে বর্ত্তমান মন্বন্তর পৃথিবীর চতুর্থ আবর্ত্তন; অতএব তৃতীয় আবর্ত্তনের ষষ্ঠ মনুর অন্তে চতুর্থ আবর্ত্তন বা চতুর্থ মন্বন্তরের প্রারম্ভে সপ্তম বৈবস্বত মনুর কাল গণনীয়;

তাহাও ঐ সূক্তের পঞ্চম ঋকে স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। কিন্তু ঐ ঋকে পৃথু বেন-তনয় বলিয়া প্রথিত। যে পৃথুর বিষয় আমরা বর্ণন করিব, ঐ পৃথু বেন-তনয় বলিয়া পুরাণেও বর্ণিত। আবার টড্ প্রণীত রাজস্থানের সূর্য্যবংশীয় তালিকায় এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু ইক্ষ্বাকুর প্রপৌত্র অনরণ্যের পুত্র এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু পৃথিবীর আদিরাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পৃথুই পৃথিবীকে দোহন করিয়া পৃথিবীর অন্তর্নিহিত বলকর অন্ন ও রত্নাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; এই ইতিবৃত্তের রূপক বা আবরণাংশ পরিত্যাগ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পৃথুরাজই হিমালয় হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশ ও আর্য্যাবর্ত্তের বনভূমি পরিষ্কারপূর্ব্বক নগর, গ্রাম ও রাজধানী প্রভৃতি সংস্থাপন ও ভূমি-কর্ষণ দ্বারা বলকর অন্নাদি, নানাবিধ ওষধি ও শস্য প্রভৃতি উৎপাদন, পর্ব্বত আকরাদির আবিষ্কার ও খনন দ্বারা মণি-মাণিক্য-রত্নাদি ও স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতের বৈষয়িক উন্নতির প্রথম ও প্রধান যুগ। এই স্থান হইতেই আর্য্যদিগের পার্থিব উন্নতির প্রথম সূত্রপাত। একদিকে অনার্য্য দস্যুগণ ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও পরাক্রম দ্বারা ভস্মীভূত—পরাজিত ও বিতাড়িত হওয়ায়, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যদিগের রাজত্ব দৃঢ় এবং তাঁহাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়াছিল, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক যাগযজ্ঞ, ভূমি- [illegible]

পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আবার একপক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের তত্ত্বশাস্ত্র-জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, পরাক্রম, ক্ষমতা প্রভৃতি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে অধিরোহিত হওয়ায়, এবং পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণদিগেরও বংশ বিস্তৃত ও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়া আসায়, ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপনের বা ব্রাহ্মণদিগের পদে উন্নীত হওয়ার আশাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ হিমালয় অঞ্চলে বাস কালে সোম-যাগ প্রভাবে দেবোপাধি ধারণপূর্ব্বক যখন অসুর উপাধিধারী ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, হিমালয়ের শিখরে সুরপুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সৌরীশক্তি সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুগণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতি-সম্প্রদায় বিভাগ না হওয়ায়, একতা নষ্ট বা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ উপস্থিত হয় নাই। ঐ আর্য্যগণই দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। যে আর্য্যগণ এক সময় বলবীর্য্য-অনুশীলন দ্বারা অনার্য্যগণকে পরাজয়, জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ধনার্জ্জন দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি সাধন এবং সমাজে জ্ঞান, ধন ও বল-বীর্য্য-সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রয়োজনের নিমিত্ত সমাজ বিভাগ করিয়া প্রাকৃতিক গুণানুসারে ব্রাহ্মণগণকে নেতাস্বরূপে শীর্ষদেশে স্থাপ[illegible] [illegible] হইয়াছিলেন. সেই আর্য্যগণ

আর্য্যগুরু ও সমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণকে অধঃপাতিত করিয়া সমাজের শীর্ষদেশে উত্থিত হইতে অভিলাষী হইয়া ছিলেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় বহিঃশত্রুশূন্য হওয়ায় আর্য্যগণের তাত্ত্বিক ও বৈষয়িক জ্ঞান ও ক্ষমতা, সমাজের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব লইয়া যে অন্তর্বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা কামধেনু লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যুদ্ধ, বিশ্বামিত্র রাজার ব্রাহ্মণত্ব-পদ লাভের চেষ্টা, ক্ষত্রিয়গণের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ, রাজর্ষি জনক কর্তৃক ঋষিগণের শাস্ত্র-পরাজয় ইত্যাদিই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই বিবাদের কারণ যে কেবল বহিঃশত্রুর অভাব ও ক্ষত্রিয়গণের অবাধিত বল, বীর্য্য, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব, ইহা কেহ মনে করিবেন না। ব্রাহ্মণগণের পদস্খলন, কর্তৃত্বের ত্রুটি ও স্থানবিশেষে সমাজে আধিপত্যের অপব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ। অধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ বৈষয়িক জ্ঞান ও শক্তির ন্যায় প্রায় নিশ্চিতরূপে বংশানুক্রমিক (Hereditory law) নিয়মাধীন নহে; উহা বিশেষ অনুশীলন সাপেক্ষ, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধিবিশিষ্ট উন্নত সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানানুশীলন যেরূপ সহজ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলন সেরূপ সহজ নহে। যে সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা থাকে, সেই সমাজে পিতৃ-মাতৃদৃষ্টান্ত ও গুরূপদেশে সহজেই জ্ঞানোপার্জ্জন হয়। কিন্তু সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চ্চা থাকিলেও পূর্ব্বোক্তমত দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা সহজে ঐ জ্ঞানার্জ্জন হয় না। যেহেতু হওয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ অতি অল্প। প্রকৃতির বিশেষ অনুকূলতা ব্যতীত বাহ্য-শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট হওয়া অতীব কঠিন। ভারতের সমতল-ভূমির এক যোজন উর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর প্রদেশস্থ প্রকৃতি (স্বভাব) হইতে আর্য্যগুরুদিগের যে অধ্যাত্মিক জ্ঞানশিক্ষা ও শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, সমতল ভূমিস্থ প্রকৃতি হইতে তদ্রূপ শিক্ষা হয় নাই; তদ্ধেতু তাঁহাদের বংশধরগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলন তদ্রূপ হইতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলনের প্রধান উপাদান অন্তর্সাধন, যথা—ধ্যান, ধারণা ও সমাধি; কিন্তু অন্তর্সাধনের পূর্ব্বে বাহ্যসাধন—অর্থাৎ দেহের ও মনের বাহ্যাঙ্গের ক্রিয়া সাধন, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ব্যতীত অন্তর্সাধন অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত যোজনৈক উর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর-দেশের প্রকৃতি যে উপরোক্ত বহিঃসাধনের শিক্ষাগুরুর যোগ্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। উক্ত শিখরদেশ সাধারণ মানবের দুর্গম্য। তথাকার বায়ু স্বভাবতঃ এরূপ সূক্ষ্ম যে উহা প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ অনুকূল। তথায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া—শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ ও রস, সমস্তই আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর কঠোর। তথাকার প্রকৃতি হইতেই অধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশক সোমরস প্রভৃতি উদ্ভূত হওয়াই সম্ভব। এই জন্য হিমালয়ের শিখরদেশ যোগের যেরূপ অনুকূল, সমতল ক্ষেত্র সেরূপ নহে। তদ্ধেতু সাধারণ জনগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ক্রমেই মন্দীভূত হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজন

হয় না। এজন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের হ্রাস হওয়ায় ক্রমেই উহা অতিপ্রাকৃত ও অমানুষিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। যদিও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-শক্তি অনেকে হারাইয়াছিলেন, তথাচ সমাজে আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ঐ আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুষ্ঠানের নামে সমাজে বহুল কঠোরতর যজ্ঞ, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কঠোরতর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা সাধারণ জনগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে ঋষিগণ অবশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান হারান নাই। আত্মঋষিগণের প্রধান বংশধরগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি না থাকিলে উহার পুনর্বিকাশ হইতনা। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে অনেক স্তর নিম্নে নামিয়াছিলেন। এমন কি, সমগ্র বেদানুষ্ঠানে তৎকালে প্রায় কেহই শক্ত না থাকায়, এক এক ব্রাহ্মণ-বংশে বেদের এক একটী শাখা মাত্র অধ্যয়ন প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ শাখার নামানুসারে ব্রাহ্মণগণ এক একটী শাখা অনুসারে কঠ-কুথুমাদি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণের অতিরিক্ত আধিপত্য ক্ষত্রিয়গণের অসহ্য হওয়ায়, ক্ষত্রিয়গণও পূর্ব্বোল্লিখিতমতে অত্যন্ত অভিমানী ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণেও ক্ষান্ত হন নাই। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের উপর কীদৃশ দৌরাত্ম্য ও ব্রাহ্মণগণকে কি প্রকার নিগৃহীত করিয়াছিলেন, রাজা নহুষের উপাখ্যান পাঠ করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ নহুষ রাজা যে অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণকে রথে আছেন। ক্ষত্রিয়দিগের এই সকল অত্যাচারের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে মহাবীর পরশুরামের অভ্যুদয় হয়। এই জন্যই পরশুরাম দশাবতারের মধ্যে একটী আংশিক অবতার-গণ্য। নহুষ প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজগণের, ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নহেতু ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত হওয়ায়, পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্র ও নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণের অন্তরের বেদনা, ক্লেশ, দুঃখ, অভাব ও আবশ্যকতার বেগ বা স্রোত অন্তব ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌছিয়া ছিল ও তথায় তাঁহাদের আবেদন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তথাকার সর্ব্বন্যায়ানুমোদিত সর্ব্বমাঙ্গলিক ঐশ্বরিক নিয়ম হইতেই ক্ষত্রিয়দিগের দমনের জন্য সেই সর্ব্বশক্তিময়ের শক্তি বা বলের মূর্ত্তিমান আভাসস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ পরশুরাম যে সামান্য আংশিক অবতার, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; যদিও উক্ত পরশুরাম-অবতার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল সংঘটিত হয় নাই বটে, তথাচ পরশুরাম সেই সর্ব্বন্যায়-মঙ্গলময়ের অবতারের অগ্রসূচী আংশিক অবতার-গণনীয়। আশুদৃষ্টিতে পরশুরাম মঙ্গলের অবতার না হইয়া বরং অমঙ্গলের অবতার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন; কারণ ক্ষত্রিয়গণই ভারতের রক্ষক ও পালক ছিলেন, তাঁহাদের ধ্বংসে সমাজ বিশৃঙ্খল ও ভারতের প্রভূত বলহানি হইয়াছিল। আর্য্যগণের বলহানি ও দুর্দ্দৈবকালে পূর্ব্ব-বিতাড়িত দাক্ষিণাত্যের প্রান্তবাসী ও দ্বীপনিবাসী নরমাংসভোজী অনার্য্যগণ (রাক্ষস) যে পুনরুত্থিত ও ভয়ঙ্কর বলশালী হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও আর্য্যাবর্ত্তের স্থানে স্থানে বন-ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক আর্য ভূমি কলুষিত, বিধ্বস্ত ও আর্য জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকির অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী-নির্গত পুণ্যময় রামায়ণই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

সাংখ্যদর্শন।

(গত আশ্বিনের পত্রিকার ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধম্প্রমাণামিষ্টম্প্রমেয়সিদ্ধিঃপ্রমা-
ণাদ্ধি ॥ ৪।

পদপাঠঃ—দৃষ্টম্। অনুমানম্। আপ্তবচনম্। চ। সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ। ত্রিবিধম্। প্রমাণম্। ইষ্টম্। প্রমেয়সিদ্ধিঃ। প্রমাণাৎ। হি।

ব্যাখ্যা—দৃষ্টম্—প্রত্যক্ষ। অনুমানম্—অনুমান। আপ্তবচনম্—ঋষিবাক্য। চ—সমুচ্চয়ে। সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ—সকল প্রকার প্রমাণই এই ত্রিবিধ প্রকারে সিদ্ধ হয় বলিয়া। ত্রিবিধম্—তিন প্রকার। প্রমাণং—প্রমাণ। ইষ্টম্—পর্য্যাপ্ত। হি—কেননা। প্রমেয়-সিদ্ধিঃ—যাহা প্রামাণ করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ। প্রমাণাৎ—প্রমাণ হইতেই হয়।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্ত-বচন (ঋষিবাক্য), এই ত্রিবিধ প্রমাণই পর্য্যাপ্ত, কেননা যাবতীয় প্রমাণই এই তিনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রমাণ দ্বারাই প্রমেয়-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রতি বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমান-
মাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্ত বচনন্ত ॥৫

পদপাঠঃ—প্রতি-বিষয়-অধ্যবসায়ঃ। দৃষ্টং। ত্রিবিধং। অনুমানং। আখ্যাতম্। তৎ। লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বকং। আপ্তশ্রুতিঃ। আপ্তবচনং। তু।

ব্যাখ্যা—প্রতিবিষয়-অধ্যবসায়ঃ—প্রতি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষহেতু যে জ্ঞান। দৃষ্টং—তাহাই দৃষ্ট। ত্রিবিধং—তিন প্রকার। অনুমানম্—অনুমান। আখ্যাতম্—কথিত হইতেছে। তৎ—সেই অনুমান। লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বকং—যাহার পূর্ব্বে লক্ষণ এবং লক্ষণ-যুক্ত পদার্থ আছে। আপ্ত-শ্রুতিঃ—ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-শূন্য যে বাক্য। আপ্তবচনং—তাহাকে আপ্তবচন বলে। তু—ও।

বঙ্গার্থ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়াতে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, এবং সামান্যতঃ দৃষ্ট। ঐ অনুমানের পূর্ব্বে লিঙ্গ এবং লিঙ্গী থাকে। প্রথমে সামান্য লক্ষণের জ্ঞান, তৎপরে, ঐ সামান্য লক্ষণ যে বিশেষস্থলে প্রযোজ্য, তাহার জ্ঞান, এবং এই দুই জ্ঞানের সংযোগের দ্বারাই অনুমান হয়। ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষশূন্য শ্রুতি-বচনই আপ্তবচন

বিশেষ ব্যাখ্যা—অনুমান ত্রিবিধ ; প্রথমতঃ পূর্ব্ববৎ, যথা আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, আমার এই জ্ঞান আছে, তৎপরে মেঘ দেখিতেছি, অতএব বৃষ্টির অনুমান করিতে পারি ; এস্থলে কারণ-মেঘ হইতে কার্য্য-বৃষ্টির অনুমান করা হইল ; শেষবৎ—যথা—জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান ; এস্থলে কার্য্য জলবৃদ্ধি হইতে কারণ-বৃষ্টির অনুমান করা হইল ; সামান্যতঃ দৃষ্ট যথা—এক পদার্থ পূর্ব্বে অবগত আছি, সেই পদার্থের ন্যায় অন্য পদার্থ দেখিয়া, শেষে যে পদার্থ দেখিলাম, তাহা যে প্রথমে যে পদার্থ দেখিয়াছি, তাহার সহিত এক জাতীয়, এইরূপ অনুমানকে সামান্যতঃ দৃষ্ট কহে। গুণের সামান্য দৃষ্টি করিয়া এই অনুমান হয়।

প্রত্যেক অনুমানে পঞ্চ অবয়ব থাকে—যথা (১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু বা অপদেশ, (৩) উদাহরণ বা নিদর্শন (৪) উপনয় (৫) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বত বহ্নিমান।
হেতু—পর্ব্বত ধূমবান।
নিদর্শন—যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি।
উপনয়—পর্ব্বত ধূমবান।
নিগমন—অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে অবয়ব তিনটিও হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথম তিনটি অথবা শেষ তিনটি। ধূম দেখিতেছি মাত্র, ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে হইবে, কিন্তু ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান কিরূপে হইবে? যে স্থলেই আমি ধূম দেখিয়া থাকি, সেই স্থলেই যদি বহ্নি দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা যায় ; সুতরাং যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি, এই পূর্ব্বজ্ঞান থাকাতে, পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অনুমান করিলাম, উহা বহ্নিমান ; পর্ব্বতের বহ্নিমত্তা প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, উহা ধূম দর্শনে অনুমিত হয়। পঞ্চ অবয়ব নিষ্প্রয়োজন, কারণ দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম দুইটি এবং শেষ দুইটি অবয়ব একই। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রেও তিনটি মাত্র অবয়ব প্রচলিত। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অনুমানের পূর্ব্বে লিঙ্গ এবং লিঙ্গী থাকে ; এই লিঙ্গ এবং লিঙ্গী কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য—মর্ত্ত্য বা মরণশীল।
রাম—মনুষ্য।
অতএব—রাম মর্ত্ত্য।

এস্থলে প্রথমে ভূয়োদর্শনের দ্বারা আমি স্থির করিয়াছি যে, মনুষ্য মর্ত্ত্য ; যদি কেহ অমর মনুষ্য দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার অনুমান ভ্রমাত্মক হইবে। কিন্তু যদি সকল মনুষ্যই মরণধর্ম্মশীল, একথা ঠিক হয়, এবং কুত্রাপি তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট না হয়, তাহাহইলে রাম নামক ব্যক্তিরও অবশ্য মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়। এখানে আমি অনুমান করিতে চাই যে—রাম মর্ত্ত্য। কিসের দ্বারা আমি এ অনুমান করি? না যেহেতু রাম মনুষ্য। রাম মনুষ্য বলিয়া যে মরিবে, এ সিদ্ধান্ত আমি কোথায় পাইলাম? না মনুষ্যমাত্রেই মরিয়া থাকে। সুতরাং রাম মর্ত্ত্য, এই হইল আমার প্রতিজ্ঞা (proposition) ; রাম মনুষ্য, এই হইল আমার হেতু, (reason) মনুষ্য মর্ত্ত্য, এই হইল আমার উদাহরণ বা নিদর্শন। (instance or example)

রাম মর্ত্ত্য (প্রতিজ্ঞা)
রাম মনুষ্য (হেতু)
মনুষ্য মর্ত্ত্য (উদাহরণ)

এইক্ষণ যদি উদাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া উৰ্দ্ধদিকে যাই, তাহা হইলে—

মনুষ্য মর্ত্ত্য—(উদাহরণ)

রাম মনুষ্য—উপনয় (application of the reason.)

(অতএব) রাম মর্ত্ত্য—নিগমন (conclusion.)

মনুষ্য মর্ত্ত্য (Major premiss)

রাম মনুষ্য (Minor premiss)

(অতএব) রাম মর্ত্ত্য (conclusion)

এইক্ষণে দেখুন "মর্ত্ত্য" "মনুষ্য" অপেক্ষা বৃহত্তর, অর্থাৎ মনুষ্য ব্যতীত জগতে মর্ত্ত্য আরও অনেক আছে, সুতরাং "মনুষ্য" "মর্ত্ত্যের" অন্তর্ভুক্ত। এ "মর্ত্ত্য" ন্যায়ের "ব্যাপক" এবং "মনুষ্য" "ব্যাপ্য"—অর্থাৎ "মর্ত্ত্য" "মনুষ্যকে" ব্যাপ্ত করিয়াছে, এবং "মনুষ্য" "মর্ত্ত্য" দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ব্যাপ্যের আর এক নাম "সাধ্য"। মনুষ্য রামের মর্ত্ত্যতাই আমার প্রমাণ করিতে হইবে বা উহাই আমার "সাধ্য", কিন্তু কি উপায় দ্বারা প্রমাণ করিব? না "রাম" "মনুষ্য"; অতএব "ব্যাপ্য" 'মনুষ্য' হইল "সাধন" বা উপায় বা "হেতু"। এই "হেতু"কে লিঙ্গও বলা যায়, কারণ "রামেতে" "মনুষ্য"-রূপ "লিঙ্গ" বা লক্ষণ থাকাতেই, আমি তাহার "মর্ত্ত্যতা" সিদ্ধ করিলাম; অতএব "লিঙ্গ" "হেতু", "ব্যাপ্য", "সাধন", একই কথা, আর "মর্ত্ত্য" "লিঙ্গী", কারণ "মর্ত্ত্যে" লিঙ্গ আছে, অর্থাৎ "মর্ত্ত্যের" অন্তর্ভুক্তই "মনুষ্য" রূপ "লিঙ্গ"।

যে পাঠক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্র (Logic) পড়িয়াছেন, তিনি জানেন যে, প্রত্যেক Syllogismএ Major term (predicate of the conclusion) Minor term (subject of the conclusion) middle term (the term connecting the major and minor terms) আমাদের ন্যায়শাস্ত্র Major termকে সাধ্য, ব্যাপক বা লিঙ্গী বলে, এবং Minor termকে "পক্ষ" (সংদিগ্ধ সাধ্যবান) এবং middle termকে লিঙ্গ, হেতু, ব্যাপ্য বা সাধন বলে। মনুষ্য মর্ত্ত্য, রাম মনুষ্য, অতএব রাম মর্ত্ত্য; এস্থলে মর্ত্ত্য সাধ্য লিঙ্গী বা ব্যাপক Major trem; সাধন, হেতু বা লিঙ্গ middle trem, এবং রাম পক্ষ minor trem. সাধ্য বা ব্যাপক সাধন বা হেতু অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং সাধন বা হেতু পক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর। উপরোক্ত উদাহরণে সাধ্য-মর্ত্ত্য হেতু-মনুষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং হেতু-মনুষ্য পক্ষ-রাম হইতে বৃহত্তর। মর্ত্ত্য মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিক; মনুষ্যও রাম অপেক্ষা অনেক অধিক। অনুমানকে "লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূৰ্ব্বকং" বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা দ্বারাই "পক্ষ"ও বুঝাইতেছে।

যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি,—

পৰ্ব্বত ধূমবান,—

অতএব পৰ্ব্বত বহ্নিমান্।

এস্থলে বহ্নি সাধ্য Major trem, ধূম—হেতু Middle trem, এবং পৰ্ব্বত পক্ষ minor trem. ন্যায়ের মতে প্রমাণ চতুৰ্ব্বিধ—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) শাব্দ। বেদান্তের মতে ঐ চারিটি ব্যতীত "অর্থাপত্তি"ও "অভাব" প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। দেবদত্ত দিনে খান না, অথচ তাঁহাকে পুষ্ট দেখা যায়, সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে, তিনি রাত্রিতে খান। এই হইল "অর্থাপত্তি"; আকাশে কুসুম থাকিতে পারে না, এই হইল "অভাব"। উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, এগুলি বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের

অন্তর্ভুক্ত। কপিলের মতে প্রমাণ ত্রিবিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন বা শ্রুতি। কপিল কখনও শ্রুতির অবমাননা করেন নাই।

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥৬

পদপাঠঃ—সামান্যতঃ। তু। দৃষ্টাৎ। অতীন্দ্রিয়াণাং। প্রতীতিঃ। অনুমানাৎ। তস্মাৎ। অপি। চ। অসিদ্ধং। পরোক্ষং। আপ্ত। আগমাৎ। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা—সামান্যতঃ—সামান্যের—অর্থাৎ ভৌতিক জগতের। দৃষ্টাৎ—দর্শন—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইবে। অতীন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সমূহের। প্রতীতিঃ—জ্ঞান। অনুমানাৎ—অনুমান হইতে। তস্মাদপি—তাহা হইতেও। অসিদ্ধং—অনির্দ্ধারিত। পরোক্ষং—যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আপ্তাগমাৎ—আপ্ত আগম হইতে। সিদ্ধম্—সিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ দ্বারা ভৌতিক জগতের জ্ঞান হয়, অনুমান দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান হয়, এবং অপ্রত্যক্ষ যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান এবম্প্রকারে সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্তবচন দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অতীন্দ্রিয় বলিতে কেবল ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য বস্তু বুঝায় না; যাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে রহিয়াছে, অর্থাৎ কোন কারণে প্রত্যক্ষ হইতেছে না, (যেরূপ পর্ব্বতের বহ্নি) তাহাও বুঝায়।

অতি দূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥৭

পদপাঠঃ—অতি দূরাৎ। সামীপ্যাৎ। ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ। মনসঃ। অনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ। ব্যবধানাৎ। অভিভবাৎ। সমানাভিহারাৎ। চ।

বঙ্গার্থ—অত্যন্ত দূরত্ব, অত্যন্ত নিকটত্ব, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, (অন্ধত্ব, বধিরত্ব, ইত্যাদি), মনের অনবস্থান বা অমনোযোগ, পদার্থের সূক্ষ্মতা, অন্য পদার্থের ব্যবধান, (অন্য পদার্থের যদি মধ্যে অবস্থিতি হয়) অন্য পদার্থের প্রাবল্য, এবং সমান বস্তুর সহিত মিশ্রণ, এই সকল হেতুতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে।

বিশেষ ব্যাখ্যা—যে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষীকৃত করা যায় না, তাহা অনুমানের দ্বারা, এবং অনুমানের দ্বারা যাহার প্রতীতি হয় না, তাহা আপ্তবচনের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। কিরূপস্থলে পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এখানে তাহাই বলা হইতেছে। দূরে পর্ব্বত রহিয়াছে, এবং ঐ পর্ব্বতে দাবাগ্নি হইয়াছে, দূরত্ববশতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না; কিন্তু ঐ অগ্নিসম্ভূত ধূম দ্বারা তাহার অনুমিতি হইতেছে। আকাশমণ্ডলে পক্ষী উড্ডীন হইল, ক্রমে উহা এত উর্দ্ধে উঠিল, যে উহাকে আর দেখা গেল না। কিছুকাল পরেই পক্ষী যখন অবতরণ করিতে লাগিল, তখন আবার উহাকে দেখা যাইতে লাগিল। পক্ষী যে অদৃশ্য হইল, সে কেবল দূরত্বহেতু এবং এই অদৃশ্য অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অতি দূরত্বহেতু পদার্থ যেরূপ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ অত্যন্ত নৈকট্যজন্যও পদার্থ অদৃশ্য হইয়া থাকে; যেমন লোচনস্থ অঞ্জন দেখা যায় না। অন্ধতা, বধিরতা প্রভৃতি কারণে পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। মনের চাঞ্চল্য বা অমনোযোগ

ভৃতি কারণে সন্নিকটবর্ত্তী পদার্থও মাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুর সূক্ষ্মত্ব-হেতুও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেমন আকাশ-মণ্ডলে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা সকল দৃষ্টি-গোচর হয় না; সূক্ষ্মত্ব হেতু পরমাণু দেখা যায় না। অন্য কোন পদার্থ মধ্যে থাকিলেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হয়। সূর্য্যরশ্মির প্রাবল্য হেতু দিবসে নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হয় না। জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলে, জলের স্বতন্ত্র সত্তা দৃষ্ট হয় না। এই সমুদায় স্থলে অনুমানের দ্বারা বস্তুর সত্তা সিদ্ধ করিতে হয়।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্ত-দুপলব্ধেঃ।

মহদাদি তচ্চ কার্য্যম্প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ॥৮।

পদপাঠঃ—সৌক্ষ্ম্যাৎ। তৎ। অনুপ-লব্ধিঃ। ন। অভাবাৎ। কার্য্যতঃ। তৎ। উপলব্ধেঃ। মহৎ। আদি। তৎ। চ। কার্য্যম্। প্রকৃতি সরূপং। বিরূপং। চ।

ব্যাখ্যা—সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্মত্বহেতু। তৎ অনুপলব্ধিঃ—প্রধান বা প্রকৃতির অনুপলব্ধি। ন অভাবাৎ—অভাব বা অনস্তিত্ব হেতু নহে। কার্য্যতঃ—কার্য্য হইতে। উপলব্ধেঃ—প্রধান বা প্রকৃতির উপলব্ধি বলিয়া। মহদাদি—বুদ্ধি, অহঙ্কার আদি। তৎ কার্য্যম্—সেই কার্য্য। প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ—এই কার্য্য প্রকৃতির সরূপ ও বিরূপ, উভয়ই।

বঙ্গার্থ—সূক্ষ্মত্ব বশতঃ প্রকৃতির উপলব্ধি না। প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া যে উপলব্ধি হয় না, তাহা নহে; কারণ ইহার কার্য্য দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। মহদাদি ইহার কার্য্য, এবং ইহারা প্রকৃতির সদৃশও বটে, বিসদৃশও বটে।

বিশেষ ব্যাখ্যা তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মূল-প্রকৃতি অনুৎপন্না এবং মহৎ বা বুদ্ধি—অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা ঐ মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ মহৎ মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অহঙ্কার মহৎ হইতে উৎপন্ন এবং পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। ভগবান্ কপিল বলিতেছেন যে, সূক্ষ্মত্বহেতুই এই প্রধানের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের অসম্পূর্ণতা এবং অন্যান্য কারণে আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অনুমানের সাহায্যেই আমরা সেই সমুদয় বস্তুর সত্তা নিরূপণ করিতে পারিয়া থাকি। আমরা যে বাহ্য জগৎ দেখিতে পাই, উহা ব্যক্ত অবস্থা, এবং এই ব্যক্ত অবস্থা হইতে যুক্তি দ্বারা আমরা উহার অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হই,—অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণে উপনীত হই। কপিল এই জগতের আদি অবস্থাকে প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করেন। তাঁহার মতে, যেমন বৃক্ষ বীজে নিহিত আছে, তদ্রূপ এই জগৎ মূল-প্রকৃতিতে নিহিত আছে। এক পক্ষে বীজে ও বৃক্ষে কোন প্রভেদ নাই, অর্থাৎ কার্য্যে ও কারণে কোন প্রভেদ নাই, কারণ বৃক্ষ বীজের পরিণাম মাত্র; অন্য পক্ষে দেখিলে, বীজ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ভবিষ্য-বৃক্ষ বীজে নিহিত থাকিলেও বীজ বৃক্ষ নহে। কপিল নিমিত্ত-কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মৃত্তিকা হইতে কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, তদ্রূপ এই জগৎ কেহ নির্ম্মাণ করেন নাই। কপিলের

মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হয়; মন সেই জ্ঞান অহঙ্কারের নিকট উপস্থিত করে; অহঙ্কার তাহাকে বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে; বুদ্ধি উহাকে পুরুষের নিকট উপস্থিত করে। পুরুষ তখন বুদ্ধি-দর্পণের সাহায্যে বাহ্য জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন; পুরুষ তখন প্রকৃতির সহিত স্বীয় বৈষম্য দেখিতে পাইয়া, এই জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, উপলব্ধি করিয়া, মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

গীতাভাস।

—•:০:•—

পঞ্চম অধ্যায়।

জাতিভেদ।

সাধারণতঃ কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত; প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম করিবার কাহারও সাধ্য নাই; "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে"। এই প্রকৃতি-বিচার দ্বারা শাস্ত্রে কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং কর্ত্তব্যানুসারেই জাতিভেদের উৎপত্তি; অতএব জাতিভেদ স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

"আমি গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" ভগবান্ চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, তিনি মানব-সমাজে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, কালসহকারে সেই শক্তি-প্রভাবে সমাজকে চারিবর্ণে বিভক্ত হইতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজেরও বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা আছে। সমাজের যখন বাল্যাবস্থা, তখন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হয় না; তখন শ্রম ও কর্ত্তব্যের বিভাগ থাকে না; যে যাহা করিতে ইচ্ছা করে বা করিতে সক্ষম হয়, সে তাহাই করে; তখন সমাজ-শক্তির কেবল মাত্র অস্ফুটভাবে বিকাশ হইতে থাকে। সমাজের যখন যৌবনাবস্থা, তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; তখন আপনাহইতে শ্রম ও কর্ত্তব্যের বিভাগ হইয়া বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই নিয়মানুসারেই হিন্দু-সমাজের যৌবনাবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের উৎপত্তি; এবং অন্যান্য সমাজেও শ্রম-বিভাগের সহিত শ্রেণী-বিভাগের উদ্ভব। এমন উন্নত সমাজ নাই, যেখানে সমাজ ব্যক্তিবৃন্দের শ্রেণী-বিভাগ নাই; শ্রেণী বিভাগ ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই,—সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চারি বর্ণের উদ্ভব, ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটী গুণ, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তম; এই তিন গুণে জগতের সৃষ্টি। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যাহা কিছু প্রসব করেন, তাহাতেই এই ত্রিগুণের অংশ থাকে; বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থই বিশ্বমাতা প্রকৃতির এই তিনটী গুণ উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব গুণত্রয় মনুষ্যেও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সকলেই সমাংশে ইহার অধিকারী নহে; অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেই একই পরিমাণে

ই গুণত্রয় পরিদৃষ্ট হয় না। গুণত্রয়ের ধ্যে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; দয়া, পরোপকার প্রভৃতি দ্গুণ ইহা হইতেই উদ্ভূত; রজোগুণ ধ্যম, যশোলিপ্সা, ধনাকাঙ্খা প্রভৃতি এই গুণের কার্য্য; তমোগুণ নিকৃষ্ট, পরাপ-ার, অসদুপায়ে ধনার্জ্জন, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি তমোগুণ-প্রসূত। এই তিনটী গুণ সমানাংশে কোন সাবয়ব পদার্থেই অবস্থান করে না; কোন না কোনটীর বা কোন দুইটীর প্রাবল্য ঘটিয়াই থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রে এই গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য বিচার করিয়াই চারি বর্ণের উৎপত্তি; যাহারা সত্ত্বপ্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা সত্ত্বরজঃ-প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; যাঁহারা রজস্তমঃ-প্রধান, তাঁহারা বৈশ্য; আর যাহারা তমঃপ্রধান, তাহারা শূদ্র।

যাহার প্রকৃতিতে যে যে গুণের প্রাবল্য, তাহার তদনুরূপ হৃদয়-বৃত্তি; যাহার যেরূপ বৃত্তি, প্রকৃতিবশে তাঁহাকে তদনুরূপ কর্ম্মই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, অতএব ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, পরোপকার, ধন প্রভৃতি পার্থিব বিভবে বিতৃষ্ণা, সামান্য অশন-বসনে পরিতৃপ্তি, এবং শম দম প্রভৃতি গুণানুশীলন। ক্ষত্রিয় রজঃ ও সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য শাস্ত্রা-ধ্যয়ন, রাজ্যভোগ, বীরত্ব-প্রকাশ, শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ-রক্ষা, যশোলিপ্সা এবং প্রভূতা। বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, বৈশ্যের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, কৃষি-বাণিজ্য অর্থাহরণ ইত্যাদি। শূদ্র তমঃপ্রধান, শূদ্রের কর্ত্তব্য দ্বিজাতির সেবা, কৃষি প্রভৃতির সাহায্যেই দাসত্ব-স্বীকার। গুণানুসারে শূদ্র শিশুর ন্যায় রক্ষণীয়। শূদ্র স্বাধীনভাবে চলিতে অক্ষম; উচ্চ শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীত শূদ্রের প্রতিপদেই পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্যই দ্বিজাতির সেবাই শূদ্রের এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে অবধারিত। সমাজে শূদ্রকে এরূপ নিম্নস্থান অর্পণ করাতে অনেকেই এখন ভাবিয়া থাকেন, শূদ্রের প্রতি অযথা আচরণ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শূদ্রের প্রকৃতি অনুসারে উক্ত প্রাচীন ব্যবস্থাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর। এইরূপে গুণানুসারে প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যগুলি যতদিন বিধিমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ততদিন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলি অক্ষুণ্ণ ছিল,—ততদিন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সমাজের উন্নতির জন্য উক্ত চারি বর্ণের চতুর্ব্বর্ণোচিত কর্ম্মের নিতান্ত প্রয়ো-জন; ইহার যে কোনটী বিলুপ্ত হইলে, সমাজ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব বর্ণ-বিভেদ সামাজিক মঙ্গলের কারণ, এবং ইহা স্বাভাবিক নিয়ম; অধুনা হিন্দুসমাজে এ নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই জন্য সমাজের দুরবস্থাও ঘটিয়াছে, ইহাও স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত। হিন্দু-সমাজের এখন বৃদ্ধাবস্থা, বাল্যাবস্থার ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া উঠি-য়াছে, কাজেই বর্ণগত বিভ্রাট্ সমুপস্থিত। গুণ ভেদেই বর্ণভেদ, এবং বর্ণভেদেই কর্ত্তব্য-ভেদ; অতএব স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্যেই ব্যক্তিমাত্রেরই অধিকার, এবং তদনুষ্ঠানেই ব্যক্তিগত উন্নতি; ইহার অন্যথা করিলেই অবনতি অনিবার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

"উত্তম অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে সদোষ

স্বধর্ম্মও শ্রেয়। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" যাহার যে কার্য্য, সে তাহাই করিবে; ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, অহিংসাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; যুদ্ধে জীবহত্যা—নরহত্যা করিতে হয় বলিয়া ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণোচিত অহিংসা-পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য-বিমুখতা-নিবন্ধন নরকগামী হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক-বৃন্দের নিকট জাতিভেদ-প্রথা নিতান্ত ন্যায়-বিগর্হিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এ প্রথা সামাজিক শক্তির বিকাশে সমুদ্ভূত, কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য নহে। প্রথাটীও বস্তুতঃ কুফল-প্রসবিনী নহে; তাহা হইলে প্রাচীন আর্য্যেরা কদাচ তাদৃশ সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইতেন না। জাতিভেদ-প্রথা আর্য্য-সমাজের উৎকর্ষের মূলে অবস্থিত; কিন্তু প্রথাটী অধুনা বিলক্ষণ ভ্রষ্ট হইয়াছে,—ইহার আর সেরূপ সদুদ্দেশ্য নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাতিভেদ গুণগত; গুণোৎকর্ষেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কেননা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ আছে,—ব্রাহ্মণ সত্ত্ব গুণে মণ্ডিত। ব্রাহ্মণ যদি রজস্তমোগুণাভিভূত হয়েন, তবে আর তিনি ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য নহেন। এখন আর সে অবস্থা নাই; এখন অনেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই শুদ্ধ যজ্ঞোপবীতের বলে আপনাদিগের উৎকর্ষ ভাণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহা-দিগের আর ব্রাহ্মণ-বৃত্তি দেখা যায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই [illegible] ব্রাহ্মণ, আর যিনি সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন-পথে সত্ত্বগুণাবলম্বনে অগ্রসর, তিনিও গৌণতঃ ব্রাহ্মণ, কিন্তু তদ্ভিন্ন শুধু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। গৌতম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"শান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং
জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষা শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-নির্দ্দেশ-স্থলে ভূরি২ শাস্ত্রে এই জাতীয় ভূরি২ উক্তি রহিয়াছে;—অধিক উদ্ধৃতির আড়ম্বর অনাবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মজ্ঞান।

আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। আমি কি? এই প্রশ্ন-মূলে আত্মজ্ঞানের আরম্ভ। 'আমি আছি' এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, আমার অস্তিত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু 'আমি কি থাকিব?' এই প্রশ্নের উত্তরে অসন্দিগ্ধচিত্তে কাহাকেও 'হাঁ' বা 'না' বলিতে শুনা যায় না। প্রশ্নটী—অতি দুরূহ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য্য-দর্শনের সূক্ষ্ম গবেষণায় এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্র বলিতেছেন—"হাঁ, তুমি থাকিবে"। তুমি বলিতে পার "আমি কেমন করিয়া এ কথা বিশ্বাস করিব? আমি যদি থাকিব, তবে আমি মরিয়া যাই কেন? এ সংসারে কেহ ত চিরদিন থাকেনা,—সকলকেই মরিতে হয়; তবে আমি থাকিব কিরূপে?" সত্য কথা, জন্মের পর মরণ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারাতেই 'আমি মরি' এই মহাভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। আমি [illegible]

আমি কি আমার দেহকে 'আমি' বলিব? সাধারণ-বুদ্ধিতে আমার দেহকে 'আমি' শব্দে বাচ্য করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমার দেহ আমার আশ্রয়-গৃহ মাত্র, আমি অবিনশ্বর আত্মা। আমি মরি না, আমার দেহ মরে, আমার গৃহ নষ্ট হইয়া যায়; আমি আবার নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে থাকি। শ্রীকৃষ্ণ অতি উত্তম উপমায় মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা (দেহী) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়।"

আত্মা সত্য বস্তু, ইহার জন্ম-মৃত্যু নাই। আত্মা অস্ত্রে ছিঁড়ে না, অগ্নিতে পোড়ে না, জলে পচে না, বায়ুতে শুকায় না, আত্মার অবস্থান্তর নাই। এই অবিনাশী আত্মাই আমি; অতএব আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, নতুবা আসিলাম কোথা হইতে? আবার নিশ্চয়ই চিরদিন এ দেহে রহিব না,—অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে হইবে; কিন্তু কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা এখন আমি জানি না, তাহা আমার সংপূর্ণ অগোচর। গীতায় উক্ত হইয়াছে——

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

হে ভারত, ভূত সকল অব্যক্তাদি—অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশ, এবং অব্যক্ত-নিধন—অর্থাৎ মৃত্যুর পরও অপ্রকাশ হয়; অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? অর্থাৎ ইহা কদাচ শোকের বিষয় নহে। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত নহেন, যাঁহারা আত্মার নিত্যত্ব ধারণা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ মৃত্যুতে শোক করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মৃত্যু শোকের বিষয় নহে; ইহা কৌমার, যৌবন ও জরার ন্যায় দেহের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। তত্ত্ব-দর্শীগণ যাহা সৎ—অর্থাৎ যাহা সত্য, যাহার রূপান্তর নাই, ও যাহা অসৎ—অর্থাৎ যাহা অনিত্য, যাহা চিরকাল এক ভাবে অবস্থিত নহে, এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিয়া ও আত্মার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া, মৃত্যু প্রভৃতি ভৌতিক পরিবর্ত্তনে দুঃখ বা শোকপ্রাপ্ত হয়েন না।

আত্মতত্ত্ব, জ্ঞান-জলধি-নিহিত সাররত্ন। ইহার আহরণ করা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। যিনি সেই জলধিতে সন্তরণ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার সে রত্ন অন্বেষণের মাত্র অধিকার জন্মিয়াছে; আর যিনি সেই জলধি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস নিগ্রহ করতঃ তদবস্থ হইয়া কিছুকাল থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই সেই রত্ন প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন; আর যাঁহারা কেবল মাত্র সেই জলধি-তীরে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা এখনও সে রত্নের অস্তিত্বেরও সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন নাই! যাঁহারা তত্ত্বান্বেষণে জ্ঞান-জলধিতে সন্তরণ দিতেছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নাবলির উদয় হয়,—"আমি কে? কেন এই ধরাধামে আসিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি? যদি আসিলাম, তবে ইহা পরিত্যাগ করিয়া আবার যাই কেন, এবং কোথায় যাই?" মানব-জীবনের

ইহাই অতি গূঢ় রহস্য; এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু জ্ঞান ও যুক্তিবলে আর্য্যশাস্ত্র ইহার যেরূপ সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সেরূপ আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং', জগতের মূল-কারণ ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের অংশ জীবরূপে প্রত্যেক দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তা-রূপে বর্ত্তমান আছেন। দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাংশ বা আত্মা লইয়া 'আমি'। প্রথমের নাম ক্ষেত্র ও দ্বিতীয়ের নাম ক্ষেত্রজ্ঞ; এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার নাম বিবেক। দেহ ক্ষেত্র নামে কেন অভিহিত হইয়াছে? দেহ হইতেই সংসারের প্ররোহত্ব—অর্থাৎ দেহ হইতে উৎপত্তিজন্য সংসারের স্থিতি, এ নিমিত্ত দেহের নাম ক্ষেত্র। অহঙ্কার বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, ও ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূত, ইহাদিগের সমবায়ে দেহ গঠিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। অতএব ক্ষেত্রের—অর্থাৎ দেহের স্বরূপ কি, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞ কি? ক্ষেত্রজ্ঞ চিদংশ, ইহা দেহাধিষ্ঠিত জীবাত্মা। ইনি কৃষিবলের ন্যায় ক্ষেত্রোৎপন্ন সুখ-দুঃখরূপ ফলের ভোক্তা বলিয়া ইহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন। অমানিত্ব (স্বগুণ-শ্লাঘারাহিত্য), অদাম্ভিত্ব, অহিংসা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ আত্মার। এখন আভাস পাইলাম, আমি কে; ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অংশ পুরুষ বা আত্মা, উভয়ে মিলিত হইয়া যে পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহাই "আমি" শব্দের বাচ্য। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ও তাহাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত; প্রকৃতিই তাহাদিগের কর্ত্রী। প্রকৃতি স্বয়ং জড় হইলেও পুরুষের বা চিদংশের সান্নিধ্য-বশতঃ তাহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি-কৃত কর্ম্মের ভোক্তা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, পুরুষ যখন ঈশ্বরের অংশ, আত্মা যখন নির্লিপ্ত ও অবিকারী, তখন কিরূপে সুখ-দুঃখরূপ বিকার তাঁহাকে অধিকার করিবে? কিরূপে পুরুষ তাহাদিগের ভোক্তা হইবেন? সত্য, আত্মা স্বয়ং অবিকারী ও স্বচ্ছ, তাঁহাতে কিছুমাত্র মলিনতা নাই; কিন্তু প্রকৃতির সান্নিধ্য-হেতু আত্মাকে মালিন্য বা বিকার স্পর্শ করিতে পারে। যেরূপ শ্বেত ও স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে জবা পুষ্প রাখিলে, স্ফটিকও জবা পুষ্পের লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির বিকার পুরুষকেও বিকৃতবৎ করিতে পারে। অতএব পুরুষের ভোক্তৃত্ব ইহাতেই সম্ভব।

মন সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া আপাততঃ ধারণা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেন না, সূক্ষ্ম দেহের সহিত মনের ধ্বংস হয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি যাহা কিছু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, তাহার বিনাশ আছে, অর্থাৎ তাহা আর তদ্রূপে চির অবস্থিতি করে না; বিনাশের ইহাই অর্থ। জগতে যাহা কিছু আছে, প্রকৃতি যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একেবারে ধ্বংস নাই; কেন না, প্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরের শক্তি; অতএব প্রকৃতিও অনন্ত। পরিদৃশ্যমান বস্তুজাত সেই প্রকৃতিরই বিকার; অতএব তাহাদিগের অবস্থার

ঘটিতে পারে, কিন্তু বিধ্বংস অসম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, "Matter is indestructible" অতএব মনের যখন বিনাশ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ কে ভোগ করে? অবিনাশী আত্মা বা পুরুষই সেই সুখ-দুঃখের ভোক্তা। মনকে বড় জোর তাঁহার সুখ-দুঃখ-ভোগের যন্ত্র বলা যায়। এক্ষণে কর্ম্ম সূত্রের কথা আসিয়া উপস্থিত হইল। গীতায় উক্ত হইয়াছে——

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি-জন্মসু॥

"পুরুষ প্রকৃতিতে—অর্থাৎ তৎকার্য্য দেহে অবস্থিত হওয়াতে, প্রকৃতিজনিত সুখ-দুঃখাদি গুণ সকল ভোগ করেন; আর এই পুরুষের দেবাদি সৎ যোনি ও তির্য্যগাদি অসৎ-যোনিতে যে জন্ম হয়, শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়রূপ গুণের সংসর্গই তাহার কারণ" ইন্দ্রিয় সকল করণ, ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা শুভাশুভ ও সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কর্ম্ম মাত্রেরই ফল অবশ্যম্ভাবী; আমি যেমন কর্ম্ম করিব, আমাকে তেমনই ফল ভোগ করিতে হইবে এ নিয়মের অন্যথা হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ও প্রকৃতিস্থ পুরুষ, উভয়ে মিলিয়া আমি; আমি যাহা করি, তাহা আমার প্রকৃতিতে করে, এবং সেই কর্ম্মের ফল যাহা আমি ভোগ করিয়া থাকি, তাহা আমার প্রকৃতিস্থ পুরুষ ভোগ করিয়া থাকেন; সংক্ষেপে প্রকৃতি কর্ত্তা ও পুরুষ ভোক্তা। শুভাশুভ-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য আমার—অর্থাৎ পুরুষের সৎ বা অসৎ-যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে! প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য আমি বর্ত্তমান জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং এই জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিতেছি, তাহার ফল ভোগের জন্য আমাকে আবার তদনুরূপ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া পুরুষকে বারংবার যাতায়াত করিতে হইতেছে এবং কর্ম্মানুসারে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। কর্ম্মই জন্ম-জন্মান্তরের প্রবর্ত্তক; যতদিন সেই কর্ম্ম ক্ষয় না হইবে, ততদিন জীবাত্মার মুক্তি নাই;—ততদিন তাঁহাকে এই প্রাকৃতিক বন্ধনে বদ্ধ থাকিতেই হইবে। ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের মীমাংসা; এই মীমাংসা-ভূমির উপর দণ্ডায়মান না হইলে, জগতে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এবং উহা বুঝিতে না পারাতেই অসন্তোষ ও নাস্তিকতা আসিয়া নর-হৃদয়কে পঙ্কিল করিয়া তুলে। তুমি ধনাঢ্যের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিতল-অট্টালিকায় নানা বহুমূল্য দ্রব্য উপভোগ করতঃ সুখে বাস করিতেছ, আর আমি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে উদরান্নের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি! এ মর্ম্মভেদী বৈষম্য জগতে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র নিস্তব্ধ। প্রসিদ্ধ ইংরাজ-মহিলা আনি বেস্যান্ট বাইবেল হইতে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া নাস্তিক হইয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার একটী শিশু কন্যা পীড়ার যন্ত্রণায় অতিশয় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, জননী কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন,

"এই এক বৎসরের শিশু - এখনও পাপ-পুণ্য কিছুই করে নাই, তবে ইহার এ যন্ত্রণা কেন?" বেসান্ট্ খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকের কন্যা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকের পত্নী, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস, তাই বাইবেলে এই প্রশ্নের সদুত্তর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহা পাইলেন না। সেই দিন হইতে বেস্যান্টের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিচলিত হইল, তিনি ক্রমশঃ নাস্তিকতা গ্রহণ করিলেন। অধুনা হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের সেই বিষম সন্দেহ দূর করিয়াছে! হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছে—"অজ্ঞান শিশুর পীড়ার যন্ত্রণা তাহার প্রাক্তন-কর্ম্মের ফল"।

হিন্দুরা অদৃষ্টবাদী; অদৃষ্টে—অর্থাৎ প্রাক্তন-পৌরুষে হিন্দুর অটল বিশ্বাস; তাই হিন্দুসমাজের ঈদৃশ নৈতিক উৎকর্ষ; তাই হিন্দুর ন্যায় শান্ত, ধীর ও সহিষ্ণু জাতি অবনীতলে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই প্রকৃত হিন্দুর হৃদয় শান্তি ও সন্তোষের বাসগৃহ। হিন্দু অতি শোচনীয় দুরবস্থায় পতিত হইলে মনে করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের ফের; আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, তদনুরূপ ফলভোগ করিতেছি; কর্ম্মের ফল কোথায় যাইবে? ইহজন্মের সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে প্রাক্তনের উপর নির্ভর করে; অতএব বৃথা কাতর হইয়া কেন পরমার্থ হারাইব? যাহাতে পরকালে ভাল হয়, তাহার চেষ্টা করি; যাহাতে জন্মান্তরে আবার এরূপ ক্লেশ পাইতে না হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি"। এইরূপ ধারণাই হিন্দুর ধীরতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার কারণ।

"আমি কে?" এখন সে তত্ত্বের ভাব বুঝিলাম; ইহজন্মে আমি কেন সুখ-দুঃখ ভোগ করি, সে রহস্যও বুঝিলাম; ধরাধামে আসিয়া, কিছুদিন যাবৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া, অবার যাই কেন, তাহাও একরূপ বুঝিলাম; বুঝিলাম, প্রকৃতির কার্য্য এই দেহ ও তদধিষ্ঠিত চিদংশ বা পুরুষ আমি; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্ম্মফলে ইহজন্মে আমাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্ম্মফলের ভোগ হইলে, ইহজন্মে পুরুষকার বশতঃ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাই আগামী জন্মের প্রাক্তন, এবং তাহারই ফল-ভোগার্থ তদনুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আমার মৃত্যু বা দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি এ।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১)—দিব্য ব্রত কি?

গুরুর উত্তর—সমস্তদৈন্য—অর্থাৎ সম্পূর্ণ দীনতা বা সমস্ত বিষয়ে দীনতা (অকিঞ্চনতা) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রত।

ব্রত—পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম্ম।

"ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধ্যর্থমুপায়গ্রহণং ব্রতং" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য) ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম ব্রত; যথা—চান্দ্রায়ণাদি। —কিন্তু দৈন্য দ্বারা চতুর্ব্বর্গ-শিরোমণি যে মোক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণ দৈন্যকে 'দিব্য ব্রত' বলিয়াছেন।

(ক) দৈন্য—দরিদ্রতা বা অকিঞ্চনতা (ধনৈশ্বর্য্যবিহীনতা)। অর্থ বা ঐশ্বর্য্য

বিষম অনর্থের হেতু বলিয়া প্রায়শঃ নিন্দিত হইয়াছে।

অর্থ।

প্রায়েনার্থাঃ কদর্য্যানাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায়চ ॥
অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে
নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তাভ্রমো নৃণাং॥ (১)
স্তেয়ংহিংসানৃতংদম্ভঃকামঃক্রোধঃস্ময়োমদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানিচ॥
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থ মূলা মতা নৃণাং।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥

(ভাগবত ১১।২৩ অধ্যায়)

কদর্য্য লোকদিগের ধন-সম্পত্তি প্রায় সুখের নিমিত্ত হয় না; উহা ইহলোকে অনুতাপের ও পরলোকে নরক-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। অর্থ প্রায়ই কষ্টদায়ক, যেহেতু তাহার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয়ে—উপভোগে ত্রাস, এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। চৌর্য্য, মিথ্যা, হিংসা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য, এই পনরটী মনুষ্যের অর্থ-ঘটিত অনর্থ। অতএব শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ প্রকৃত উপদেশ এই যে, অর্থে অনাসক্ত হইবে।

শ্রী বা ঐশ্বর্য্য (১)।

ইয়মস্মিন্ স্থিতো দারা সংসারে পরিকল্পিতা।
শ্রীর্মুনে পরিমোহায় সাপি নূনং কদর্থদা॥
ইমং বৈরাগ্য বন্দীনাং বিকারো লূক যামিনী।
রাহুদ্রংষ্ট্রা বিবেকেন্দোর্মোহ কৈরব চন্দ্রিকা॥

হে মুনে! এই সংসারে শ্রী কেবল অনর্থদায়িনী ও মোহের হেতুভূতা। মূঢ়জনেরা উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। বিষয়-শ্রী বৈরাগ্যরূপ বন্দীগণের হিমানী স্বরূপ, বিকাররূপ পেচকের যামিনী-স্বরূপ, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহু-দ্রংষ্ট্রা স্বরূপ, এবং মোহ-কৈরবের চন্দ্রিকাস্বরূপ। (যোগবাশিষ্ঠ ১।১৩ অধ্যায়)।

দৈন্যের প্রশংসা।

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনং।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥
যথাকণ্টক-বিদ্ধাঙ্গোজন্তোর্নেচ্ছতিতাংব্যথাং।
জীব সাম্যং গতো লিঙ্গৈর্নতথাহবিদ্ধকণ্টকঃ॥
দরিদ্রো নিরহং স্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥
নিত্যং ক্ষুৎক্ষাম দেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে॥
দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাচ্চ সিধ্যতি॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাং।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ॥

নারদ কহিলেন—"এই কারণ আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, শ্রী-মদে অন্ধ মূঢ় লোকদিগের কেবল দরিদ্রতাই শ্রেষ্ঠ অঞ্জন। কারণ দরিদ্র লোক আপনার দৃষ্টান্তে অন্য সকলকে দেখিয়া থাকে; সুতরাং কাহারও দ্রোহ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ যে ব্যক্তির অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই মুখের মলিনতাদি চিহ্ন দ্বারা সকল জীবেরই দুখ-

(১) "অর্থানামর্জ্জনেদুঃখমর্জ্জিতানাঞ্চরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনং॥"
(১) "ঐশ্বর্য্যংবিপদাংবীজংআত্মপ্রচ্ছন্ন কারণং।
মুক্তিমার্গার্গলং দুরং হরিভক্তিব্যবধায়কং।

জন্ম মৃত্যু জরারোগ শোকভীতাঙ্কুরং পরং।
সম্পত্তি তিমিরান্ধশ্চ মুক্তিমার্গং ন পশ্যতি।
সম্পন্মদ-প্রমত্তশ্চ বিষয়ান্ধশ্চ বিহ্বলঃ।
মহাকামী রাজসিকঃ সত্ত্বমার্গং ন পশ্যতি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ২।৩৩ অধ্যায়)

দুঃখ সমান, ইহা জানিতে পারে। সুতরাং সকল জীবকে সমান বোধ করাতে সেই ব্যক্তি যেমন অন্য প্রাণীর কণ্টক-বেধ-জন্য ব্যথা ইচ্ছা করে না, যাহার অঙ্গে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তাহার তেমন ইচ্ছা হয় না। দরিদ্রতা যে ভাল, তাহার অন্য কারণ এই—দরিদ্রতা হইতে মুক্তিও সাধিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহা হইতে অহঙ্কাররূপ গর্ব্ব নির্গত হইয়া যায়, এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মদশূন্য হয়, এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কষ্ট পায়, তাহাই তাহার পরম তপস্যা। অধিকন্তু অন্নাকাঙ্ক্ষী দরিদ্র পুরুষের দেহ নিত্য ক্ষুধায় ক্ষীণ হইতে থাকে, অতএব তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবিলম্বে শোষিত হয়, এবং তাহা হইতে পরহিংসাও নিবৃত্ত হয়; অপিচ, সমদর্শী সাধু পুরুষেরা দরিদ্র সঙ্গেই সঙ্গত হইয়া থাকেন। সেই সাধু পুরুষদিগের দ্বারা দরিদ্র পুরুষদিগের তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই তাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে গুহ্যক-সন্তানগণ! ধনিগণই সাধুগণের প্রিয়; দরিদ্রজন প্রিয় নহে, এরূপ মনে করিও না। সাধুগণ সমচিত্ত, ভগবান্ মুকুন্দের চরণ মাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ান; ধনগর্ব্বিত অসদাশয় অসৎলোককে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অনুবাদ) ফল-কথা. ভোগ-বিলাসের অভাবে দরিদ্রের চিত্ত ও ইন্দ্রিয় অনুত্তেজিত থাকায়, ধর্ম্ম-সাধনে তাহারই অধিকতর সুবিধা হয়।

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকং॥
আকিঞ্চন্যেচ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ং।
নিত্যোদ্বিগ্নোহি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতোযথা॥
নৈবাস্যাগ্নির্নচাদিত্যো নমৃত্যুর্নচ দস্যবঃ।
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্বিমুক্তস্য নিরামিষঃ॥
(মহাভারত, মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়)

"রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা, এই উভয়কে তুলা-দণ্ডের উভয়দিকে স্থাপন করিলে দেখা যায় যে, রাজ্যৈশ্বর্য্য অপেক্ষা অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ এতদুভয়ের এই এক মহা বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজা বা ধনবান্ ব্যক্তি কাল-গ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন, কিন্তু অকিঞ্চন মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ-নিবন্ধন অগ্নি, সূর্য্য, মৃত্যু, দস্যু বা অন্য কোন বস্তু হইতে ভয় বা দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না।" অতএব—

"স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।
দ্রবিণে কোঽনুসজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি॥" (১)
(ভাগবত ১১।২৩।২৩)

স্বর্গ ও অপবর্গ-দ্বারস্বরূপ এই মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া অনর্থমূল অর্থে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? অর্থাৎ কাহারও আসক্ত হওয়া উচিত নহে।

শান্তিশতকে বলিয়াছেন:—

"সত্যং বক্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী,
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যাং জলং।

(১) "মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং
কুরুতনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তিততঃ সুখলেশঃসত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥" (মোহ-মুদ্গর)
"জনয়ন্ত্যর্জ্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিয়োগতঃ॥"
মোহোহংতীব চ সম্পত্তেঃ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ॥"
(নীতিশাস্ত্র)

পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমল-স্বাধ্যায়যজ্ঞঃ পরং,
ক্ষুদ্ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং দোষাত্মকৈঃ
কিং ধনৈঃ॥"

সত্য—অথচ সুলভ এবং মনোহর নানা প্রকার কথা আছে, বল; শরণাগত ব্যক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে অভয়দান, তাহা দ্বারা তুষ্ট কর; নদ্যাদিতে নির্ম্মল জল আছে, তদ্দ্বারা তর্পণ করিয়া পিতৃলোকের প্রীতিবিধান কর; বেদাধ্যয়নরূপ পবিত্র যজ্ঞ ব্রহ্ম যজ্ঞ) দ্বারা (ও ফল-জল-পত্র-পুষ্প দ্বারা) পরমেশ্বরের উপাসনা কর; ক্ষুধারূপ ব্যাধির উপশমার্থে নানাবিধ ফল-মূল রহিয়াছে, ভক্ষণ কর। ধন না থাকিলেও যখন দান-ধ্যান, তর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, তখন দোষাত্মক অর্থে প্রয়োজন কি? কিন্তু পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণাদিরূপ লৌকিক ও অবশ্যকরণীয় যাগ যজ্ঞাদিরূপ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের নিত্য অনুষ্ঠান গৃহাশ্রমীর পরম ধর্ম্ম। "ধনাৎ ধর্ম্মং ততঃ সুখং"—ধন হইতে ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম হইতে মনুষ্য সুখ লাভ করে। এ নিমিত্ত গৃহীর দৈন্য অত্যন্ত ক্লেশের কারণ (১)। পোষ্যবর্গের ভরণ এবং যাগযজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে, নরক ভোগ হয়।

"অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তেক্রিয়াঃসর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা"॥

"অর্থহীন ক্ষুদ্রচিত্ত পুরুষের সমস্ত কার্য্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।"

ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যত্নস্তস্যার্জ্জনে মতঃ।
রক্ষণংবর্দ্ধনংভোগইতিতত্র বিধিঃ ক্রমাৎ"॥

ধন (গৃহস্থের) সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের মূল, অতএব ধনোপার্জ্জনে যত্ন করা বিধেয়, এবং অর্জ্জিত ধনের সংরক্ষণ, বর্দ্ধন এবং ভোগ বিহিত।

"প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মং অর্থঞ্চাস্য বিরোধিনং
অপীড়য়াতয়োঃ কামাং উভয়োরপি চিন্তয়েৎ"॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম-চিন্তা করিবে, পরে ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থ চিন্তা করিবে, এবং ধর্ম্ম ও অর্থের কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া কাম্য বিষয় চিন্তা করিবে।

"যেঽর্থাধর্ম্মেণতেসত্যা যেধর্ম্মেণগতাঃশ্রিয়ঃ"

ধর্ম্ম পালন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ (সদর্থ); আর যাঁহারা ধর্ম্ম পালন করিয়া সম্পদ লাভ করেন, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য (সৎপুরুষ)।

"অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতি-
ক্রমেণ চ।
অরেবর্ব্বা প্রণিপাতেন মাভূবংস্তে
কদাচন"॥

অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, ধর্ম্ম অতিক্রম বা নষ্ট করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, অথবা শত্রুর উপাসনা করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, সে অর্থে প্রয়োজন নাই।

"নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বিষয়োন্নতি

(১) দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। (কবিবাক্য)
দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্যচ।
কালে শ্রুত্বা হিতং বাক্যং নকশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে"॥
(গরুড় পুরাণ)

"মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতিপিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে।
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাচ নালিঙ্গ্যতে॥
অর্থ প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপ মাত্রং সুহৃৎ।
তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরুসখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ"॥
(কবিবাক্য)

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো নকস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥
(ভীষ্মবাক্য)

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ সপুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
(গরুড়পুরাণ)

লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম-পথে অবস্থানপূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। (তদিতর অনর্থ) ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য ধন; অনিত্য ধন-লাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অধর্ম্ম-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে।" (জ্ঞানাম্বুধি)

—o—

মায়াবাদ।

—•:o:•—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আম্রের অস্তিত্ব যে বাস্তব নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, বলতো আম্রের রূপ কি? কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন, কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন আম্রের আছে কি? কোনটি সিন্দুরে, কোনটি হলুদে, কোনটি পীতাভ সবুজ;-- আর নানা রঙ্গের হইতে পারে। কোন আম্র নমনীয়; কোনটি স্থিতিস্থাপক, কোনটি কোমল, কোনটি কঠিন, কোনটি শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন আম্র বর্ত্তুল, কোনটি দীর্ঘল, কোনটি ঠুটি, কোনটি চেপ্‌টা, তাই বলিতেছি যে, তোমার দ্রব্য-ধাতুবিশিষ্ট বাস্তব আম্রের প্রকৃত কোন রূপ নাই। একটি নির্দ্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটি মধুটকি, কোনটি গোপাল ভোগ, কোনটি নির্ভাজ টক, কোনটি "পান্‌সা," কোনটি অম্ল-মধুর। গন্ধও অবশ্য সকলের এক রকম নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তুমি কাহাকে আম্র বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি স্পর্শ, এই নানা প্রকার গুণ-কল্পনার সংমিশ্রণে তোমার ইচ্ছানুসারে একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ না কি? একটি বস্তু হইতে অপর একটি বস্তু রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও তাহাদিগকে একই 'আম্র' নামে অভিহিত করিতেছ।

আবার দেখ, আজ যে আম্রটিকে দেখিলে, এক মাসের পর তাহাকে দেখিয়া, তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আম্রই বলিতে চাহিতেছ! ভিন্ন সময়ে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের এত বাস্তব বিভিন্নতা দেখিয়া, দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি রহিল, বল দেখি? বস্তুতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা তদিতর বাহ্য কোন কিছুর দ্রব্য-ধাতুনিষ্ঠ বাস্তব সত্ত্বা অনুভব করা যায় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব জানা না গেলেও আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন এবং সেই সঞ্চালনের প্রতিরোধক জ্ঞানের দ্বারা আমরা বাহ্য-জগতের বাস্তব অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। কিন্তু কথাটা কি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নহে? আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া সময়ে সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু বাধার কারণ যে তদিতর বাহ্য পদার্থ, তাহা কি করিয়া বলি? মনে কর, এক জন জন্মাবধি চতুরিন্দ্রিয়বিহীন, তুমি তাহার গাত্রে একটা ধাক্কা দিলে, এই ধাক্কা যে সে বাহির হইতে পাইল, এ জ্ঞান কি তাহার স্পর্শজ জ্ঞান? মনে কর, তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস করিতেছ, তোমার বক্ষদেশ এক-বার প্রসারিত ও একবার কুঞ্চিত হইতেছে,

সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর সহিত ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছ, কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা কি তুমি বায়ু-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছ? দেহাবরকের অন্তর্দ্দিকে অভ্যন্তরস্থ পদার্থ-রাশির বিস্তরণ-চেষ্টা এবং বহির্দ্দিকে বহিঃস্থ ভূ-বায়ুর চাপ সাধারণ চাপ নহে। প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১৪॥; সুতরাং সমুদায় দেহের ক্ষেত্রফল ২০০০ বর্গ ইঞ্চিতে ৩৭৫ মণ ভার! ইহার কি কিছু অনুভব কর? কখনই না,—কর কেবল অনুমান, কর কেবল কল্পনা। বস্তুতঃ এই বাধা-উৎপাদক ইন্দ্রিয়-দল আদপেই বাহ্য জগতের কোন খবর বলে না; বলে কেবল আপনার নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা; কিন্তু তুমি তাহা হইতে ধরিয়া লইতেছ যে, তোমার এই বাধা-জ্ঞানটি বাহ্য কোন পদার্থের সঙ্গে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকলের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে হইল। একটি বস্তুকে হস্ত দ্বারা তুলিতে আমার হস্তস্থ পেশীতে একটা টান পড়িল; এই টান যখন বেশি হয়, তখন দ্রব্যটাকে গুরু বলি, এবং টান যখন কম হয়, তখন দ্রব্যটাকে লঘু বলি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, দ্রব্যের অস্তিত্ব আর একটা টান-জ্ঞান, দুইই স্বতন্ত্র বিষয়। কলেরার সময় যখন হাত পা টাঁসিয়া ধরে, তখন তো আমাদের একটা টান-জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহাতে কি কোন বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি?

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার দুর্ব্বল অবস্থায় যে পদার্থকে যত ভার জ্ঞান হইবে,—অর্থাৎ যে টানকে যত বড় টান বোধ হইবে, সবল অবস্থায় সে পদার্থকে তত ভার কিম্বা সে টানকে তত বড় টান জ্ঞান হইবে না। আবার সেই একই দ্রব্য আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিতে আমি যে ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব, বাহু দ্বারা আকর্ষণাদি করিতে তেমন ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব না। আম্রটীকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া ঝুলাইলে যে ক্লান্তি অনুভব করিব, বাহু-মূলে ঝুলাইলে, তাহা হইতে অন্যরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব। মল-মূত্রাদি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে, একপ্রকার অননুভূত অনুভূতি জন্মায়, কিন্তু স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া বহির্গত হইলে, গুরু, লঘু, কঠিন, কোমল, স্থির, চলিষ্ণু, ইত্যাদি বিসদৃশ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। অন্নরাশি উদর-প্রাচীরের অঙ্গে এবং অভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়া কেমন বিসদৃশ অনুভূতি উৎপাদন করে! ফলতঃ টান বা বাধা-জ্ঞানের প্রতি কারণ যদি বাস্তব বাহ্য বস্তু হইবে, তবে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই অপরিবর্ত্তিত একই বাহ্য বস্তুকে বিভিন্নমত বোধ হইবে কেন?

এখন একবার স্বপ্নসময়ের পৈশিক জ্ঞানের অবস্থাটিও ভাবা উচিত। আমি স্বপ্ন সময়ে কাগজ—কলম—কালী লইয়া লেখা-পড়া করিলাম। অবশুই আমার পৈশিক ইন্দ্রিয় বাহ্য কাগজ—কলমের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আমি কাগজ—কলমের তদানীন্তন বাস্তব অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই!! অথবা স্বপ্নে আমি একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া খরতর করবাল করে কত শত শত্রু সংহার করিয়া বহুবিধ বাধা ও ঘাত-

প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সেই যুদ্ধ-ব্যাপারকে আত্যন্তই অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। আবার যখন ঘুমাইয়া থাকি, তখন কতবার কতপ্রকারে হস্ত-পদাদি বিক্ষেপণ করিয়া কত রকমে কত কত বাধা পাই, কিন্তু এ সকল বাধার কোন জ্ঞানই আমার হয় না। পুনরপি স্বপ্ন-সঞ্চরণ কালেও কতপ্রকারে হস্ত-পদ সঞ্চালন করিয়া সত্যসত্যই কত কার্য্য করি, এবং তৎকালে তাহাতে আমার বাধার জ্ঞান হইলেও, স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সে সকল বাধার বিন্দুমাত্রও আমি স্মরণে আনিতে পারি না! পুনশ্চ, সম্পূর্ণ জাগ্রত-কালেও কত সময় 'মনোঽনবস্থানাৎ' কতপ্রকার বাধা পাইয়াও সে বাধা অনুভব করিতে পারিনা। এমন কি, আমার একটী অঙ্গ ছিন্ন হইলেও তাহা না জানিতে পারি! কত সময় দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে কত প্রকার ধারাল কাচ-কঙ্করাদি পদার্থে আহত হইয়া চরণ ক্ষত হইয়াছে, স্রোতো-বেগে শোণিত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎকালে আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুভব করিতে পারি নাই! ফলতঃ আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, যেমন এক সময়ে বাহ্য বস্তুর সংঘর্ষে আমার বাধা-জ্ঞান হয়, তেমনি অন্য সময়ে বাহ্য বস্তুর অবর্ত্তমানেও আমার বাধা-জ্ঞান হয়। যদি আমার বাধা-জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে কোন কোন সময়ে বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব অনাবশ্যক হয়, এবং কখনও বাহ্য বস্তুর বাধা বর্ত্তমানেও আমি তাহা অনুভব করিতে না পারি, তাহাহইলে বাহ্য বস্তুর সহিত বাধা-জ্ঞানের কার্য্য-কারণরূপ অবশ্যম্ভাবী নিত্য সম্বন্ধ থাকে কৈ?

আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব যে আমার ভ্রান্তি, তাহা বিবেচনা করিবার পক্ষে আরো কারণ আছে। আম্রটী দূরে রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতে নানা আকারে বর্ণ-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার যে কিছু অংশ আমার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল ইন্দ্রিয়ে সমান ঘা মারিলেও, কেবল তাহার ক্ষুদ্রতম দুইটী স্বতন্ত্র অসমান তরঙ্গের এক একটী এক এক চক্ষে গৃহীত হইল। আম্র যত বড়ই হউক না কেন, আমার চক্ষু দুইটীর অত ক্ষুদ্র স্থানে সেই বর্ণ-তরঙ্গের কতকটা চক্ষুগত পদার্থে আলোচিত হইয়া অবশিষ্টাংশ সমতল ক্ষেত্রবৎ ক্ষুদ্র ও বিপর্য্যস্ত চিত্রে অঙ্কিত হইল। সেই চিত্রদ্বয় হইতে আবার তরঙ্গ উঠিয়া তরঙ্গাকারে আমার দর্শন-স্নায়ুদ্বয়কে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে স্পন্দিত করিল, এবং সেই স্পন্দন আমার মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইয়া কখনও একটী—কখনও দুইটী সমবর্ণের অবিপর্য্যস্ত বৃহৎ ঘন-ক্ষেত্রের রূপ-জ্ঞান জন্মাইল!! কিন্তু আমার দর্শন-স্নায়ুর স্পন্দন কি আমি কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছি? আম্র হইতে তরঙ্গ আসিয়া আমার চক্ষে যা পড়িল, তাই কি আমি বুঝিতে পারিলাম? যে সকল ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আমি আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাইতেছি, সেই সকল ক্রিয়াই যখন মূলে আমার বুঝিবার উপায় নাই, তখন সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত আম্রের বাস্তবাস্তিত্বের নিত্য-সম্বন্ধ কি করিয়া স্বীকার করি? পুনশ্চ, এখন জাগ্রত অবস্থায় যে ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাই, স্বপ্নকালেও ঠিক সেই সকল ক্রিয়া হইলেও

তথাদৃষ্ট আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করি না !!

আমি শব্দ শুনিলাম—আম্রে কোন পদার্থ সংঘর্ষিত হইয়া তাহার পরমাণুরাশি বহুরূপে স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন বায়ু-সাগরে সঞ্চালিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তাহারই অল্পাংশ আবার সকল ইন্দ্রিয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রতিঘাত হইলেও, কেবল দুইটি তরঙ্গ আমার দুইটি কর্ণের পটহে (অবশ্য অগ্র-পশ্চাৎ-ভাবে) প্রতিহত হইল, আর তাহা হইতে নাকি আবার একই প্রকারের দুইটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ-স্নায়ুদ্বয় দ্বারা অগ্র-পশ্চাতে মস্তিষ্কে নীত হইয়া জন্মাইল কি না শব্দ !! আমি শ্রবণ স্নায়ুর কোন আন্দোলন অনুভব করিতে পারিলাম না—কর্ণ-পটহের স্পন্দন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত শব্দের অস্তিত্ব সুধু নহে—শব্দাধারের বাস্তবাস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলাম !!

আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, তাহাই বা কিরূপে? আম্র হইতে কি একটা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ছড়াইয়া পড়িলেও, এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, কেবল নাসিকাই তাহার কিছু গ্রহণ করিল, আর তাহা তরঙ্গাকারে আঘ্রাণ-স্নায়ুযোগে রূপান্তরিত ও মস্তিষ্কে নীত হইয়া—জন্মাইল গন্ধ। আমি রস অনুভব করিলাম; আম্রটী আমার সর্ব্বাঙ্গে স্পৃষ্ট হইলেও কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার রসানুভব করিল না, কেবল জিহ্বাই কি কি একটা তরঙ্গকে রসন-স্নায়ু-যোগে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিয়া রসের জ্ঞান জন্মাইল !! স্পর্শ দ্বারাও আমি আম্রের বাস্তব অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না: আম্রকে স্পর্শ করিয়া, টানিয়া বা ঠেলিয়া গুরুত্বাব-বোধকতাদি যে কয়প্রকার পৈশিক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহাতেও আম্রের বাহ্য অস্তিত্ব জানিবার কোন কথা নাই। স্পর্শ-দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না; গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান দ্বারাও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জানা যায় না। গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নহে; তাহা চাক্ষুষ ও স্পর্শজ্ঞানের অপেক্ষা [illegible]। কিন্তু যখন চাক্ষুষ ও স্পর্শজ্ঞান [illegible] বস্তুর পদার্থগত অস্তিত্বের কোন কথা বলিতে পারে না, এবং পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের সাহায্যে অনুমান-লব্ধ গতি বা স্থিতির জ্ঞান দ্বারা বাহ্য জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা কোথায়?

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাধা-জ্ঞানের প্রতি কারণ কোন বাস্তব বাহ্য পদার্থ নহে। বাধা-জ্ঞান প্রতিকূল গতি দ্বারা নিজ গতির রোধে জন্মে; সুতরাং বাধা-জ্ঞানের মূলে যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা গতি বা স্থিতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্ধ, সম্পূর্ণরূপে দর্শন-শক্তিহীন, এখন যদি আমি চলিতে থাকি, তবে আমার গতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির গতি-জ্ঞান হইতে অনেকটা অন্য প্রকার। আমি গতি দ্বারা যে স্থান অতিক্রম করিতেছি, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া, কেবল পর্য্যায়ক্রমে (চরণের পৈশিক আকুঞ্চন-প্রসারণ জন্য) এক প্রকার ক্লান্তি এবং (ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত জন্য) এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইতে থাকিবে। এইরূপে আমি চলিয়া যাইতেছি, ইতিমধ্যে একখানি স্থির শকটে স্পৃষ্ট হওয়াতে আমার আবাধ

অন্যরূপ স্পর্শ জ্ঞান জন্মিল; তাহার পর একটু বল-প্রয়োগ করিলে, সেই স্পর্শ ক্রমে দূর হইয়া গেল, এবং শকটও আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে আরম্ভ করিলে, আমার বাধার জ্ঞান দূর হইয়া কেবল স্পর্শ-জ্ঞানই থাকিল; এই অবস্থায় শকট অশ্ব-যোজিত হইয়া বেগে সম্মুখে চালিত হইলে, যদি আমি রজ্জু দ্বারা তাহার সঙ্গে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে পূর্ব্বানুভূত বাধা-জ্ঞান দূরে থাকুক, স্থির থাকিবার চেষ্টায় অক্ষমতারূপ একটা স্বতন্ত্র নূতন প্রকারের স্পর্শ-জ্ঞান আমার হইবে; তবেই দেখ, একই বস্তুর সহিত সংস্পর্শে আমার কখনও বাধা-জ্ঞান, কখন স্থিতি-জ্ঞান, আবার কখনও স্থিতি-ক্ষমতার অভাব জ্ঞান হয়। এমতস্থলে কোন অপরিবর্ত্তনশীল বাস্তব-পদার্থকে আমার গতি বা স্থিতি-রোধের কারণ জ্ঞান করা কি সঙ্গত?

গতি বা স্থিতি-রোধ দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারি। তুমি যখন উল্লম্ফন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চাও, তখন একটু উপরে উঠিয়া তোমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয়; ক্ষণকাল পরেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ঊর্দ্ধ-গতির বিপরীত গতি লাভ কর, এবং সেই গতি প্রতিরুদ্ধ না হইলে, তোমাকে তোমার পূর্ব্বাধিকৃত স্থান হইতেও নীচে পাতিত করে। তুমি একটী উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গভীর গহ্বরে পড়িয়া গেলে; এখানে প্রথমতঃ তোমার ঊর্দ্ধ-গতি হইল, তাহার পর কোন বাস্তব পদার্থকে স্পর্শ না করিয়া তোমার গতি-রোধ হইল, তৎপরে তোমার নিম্নগতি, তার-পর সেই গতি-রোধ, এবং এইবার গতি-রোধের সহিত তোমার পদাদিতে এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইল। এখন এই যে তোমার কয়েক রকমে গতি ও গতি-রোধ হইল, ইহার অধিকাংশই—অধিকাংশ কেন—কোনটাই তুমি অনুভব করিতে পার নাই। তুমি কেবল তোমার গতি-রোধ অনুমান করিতেছ, কল্পনা করিতেছ। এই স্পর্শ সহকৃত বাধা-জ্ঞানে সেই স্পর্শ বা বাধার কারণ যে বাহ্য বস্তু, তাহা আমি কিসে বুঝি? তোমার পদ প্রকৃতপক্ষে ধরণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ধরণী এবং তোমার পদ, এতদুভয়ের মধ্যে যে অন্তর বা শূন্য স্থান আছে, তোমার পদ বড় জোর তাহাই স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং তোমার স্পর্শ বা বাধা-জ্ঞানের কারণ যদি কোন বাহ্য পদার্থ হয়, তবে তাহা সেই শূন্য-ময় অবস্তু।

আরো বিবেচনা কর, হস্ত-পদাদি সঞ্চালনে যে গতি হয়, সেই গতির প্রতিরোধ কোন প্রতিকূল গতি ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইবার নহে; কিন্তু গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া কোন সচেতন পদার্থ ভিন্ন জড় বস্তুতে সম্ভবে না। গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া চিৎশক্তির লীলা খেলা, এবং চিৎশক্তির এই লীলা খেলার বিচিত্রতার বহুলতাই সর্ব্ব-প্রকার বাধা-জ্ঞানের জননী। চিৎশক্তির এক প্রকার ক্রিয়াবশে হস্ত যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি তাহার বিপরীত ক্রিয়াবশে সঙ্কুচিত হয়, এবং এই দুই প্রকার লীলা-খেলার রঙ্গ-ভূমিতে বিপরীত ক্রিয়ার শুভ সম্মিলনে বাধা-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। চিৎশক্তির লীলা-বৈপরীত্য জন্য যে প্রতিনিয়ত আমা-দের বাধাজ্ঞান জন্মিতেছে, তাহা নিষ্ক্রিয় বস্তুর উৎপন্ন করা সম্ভবপর নহে। যাহার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, যে নিজ ইচ্ছায় চলিতে—বা চালিতে হইলেও—থামিতে পারে না, এবং

যাহার সহিত আমার দেহের স্পর্শ হইতে পারে না, সে কি করিয়া আমার গতির প্রতিরোধ করিবে? যদি বলি যে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল পদার্থই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট, এবং সেই আকর্ষণ জন্য সকল পদার্থেরই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে গতি হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই গতি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সেই নিরুদ্ধ গতিই প্রতিকূল ক্রিয়ার দ্বারা আমার হস্তকে বারিত করে, তাহাই বা কি করিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে? পৃথিবী কিছু সচেতন পদার্থ নহে। উহাও নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ, সুতরাং জড়া নিষ্ক্রিয়া পৃথিবী আর সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহা কি সম্ভবপর? পৃথিবীকেই আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিনা, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ দ্বারা আমি পৃথিবীকে কিম্বা পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রিয়া জানিতে পারিতেছি না, কেবল মায়াবশে কতকগুলি কল্পনাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, সেই সকল কল্পনার সহিত মাধ্যাকর্ষণের কল্পনার একতা কল্পনা করিতেছি মাত্র। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়? বরং মানসিক ব্যাপারে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করায় কাল্পনিক অস্তিত্বই স্বীকার করা উচিত। পৃথিবী যে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা কি আমি স্বয়ং সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি? কখনই নহে। মাধ্যাকর্ষণের না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে গন্ধ, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ! পৃথিবীর কল্পনা হওয়ার পর কত কাল গেল, কত শত সহস্র লোকের জন্ম-মৃত্যু কল্পনা হওয়ার পর আমি নিউটন নামা এক ব্যক্তির কল্পনা করিতেছি, এবং সেই কল্পিত মূর্ত্তির দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের কল্পনা করাইতেছি। পৃথিবী তাঁহাকে প্রতিনিয়ত মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট করিল, কিন্তু তিনি তাহা টের পাইলেন না; কোথায় গাছ হইতে একটা আতা ফলকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি থাকা এবং তৎপর জাগতিক প্রত্যেক পদার্থেরই অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিবার শক্তি থাকার বিষয় অনুমান করিলেন। এ সকলই কল্পনার লীলাখেলা নয়ত কি?

কেহ বলিতে পারেন, আম্রের বাহ্য অস্তিত্ব যেন নাই থাকিল, রূপ-রসাদি গুণের অস্তিত্ব তো আর অজ্ঞেয় নহে, সুতরাং তাহাদের গুণগত বাহ্য অস্তিত্ব থাকিতেছে; অতএব তাহাদিগকে বাহ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করার বাধা কি? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে, রূপাদির বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিনা। রূপাদি আমার ইন্দ্রিয় বা কল্পনা-সাপেক্ষ ভিন্ন ইন্দ্রিয় বা কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য পদার্থ নহে; যাহা আমার কল্পনার সাপেক্ষ, তাহাতে আমার কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য অস্তিত্ব অসম্ভব। যখন রূপ থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তির অভাবে তাহা দৃষ্ট হয় না; পক্ষান্তরে, রূপ না থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তি রূপ গড়াইয়া লইতে পারে; তখন রূপ দর্শন হইল বলিয়াই তাহার বাহ্য অস্তিত্ব কেন স্বীকার করিব? সদাতঙ্কিত ব্যক্তি কত কল্পিত বিভীষিকা দেখে; আমরা যে স্থলে কিছুই দেখিতে পাই না, সেস্থলেই যে সে কত কি দেখে বা শুনে! পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ই সে অন্যরূপ অনুভব করে, ইহা কি রূপাদির বাহ্য সত্তা আছে বলিয়া, না তাহার উত্তেজিত কল্পনায় তাহাকে ঐ প্রকার অনন্যসাধারণ কল্পনা করায় বলিয়া? যদি রূপাদির জ্ঞান হইতে তাহার

বাহ্য অস্তিত্ব অবশ্য গ্রাহ্য হয়, তাহাহইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন বা বিভীষিকা দর্শনকালেও রূপাদির বাহ্য অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু এ কথা কেহ স্বীকার করে না এবং করিতেও পারে না; সুতরাং তাহার বাহ্য অস্তিত্ব না থাকাই সঙ্গত।

তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, স্বপ্নাদি দর্শন কালে আমরা অবস্তুতে বস্তু দর্শন করি না, বস্তুতেই বস্তু দর্শন করিয়া থাকি; তবে যে সে সকল বস্তু অন্যে দেখিতে পায় না, তাহার অন্য কারণ আছে। আমার জাগ্রতাবস্থা হইতে সুপ্তাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি অনেকাংশে অনুরূপ ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় বাহ্য রূপাদিরও সময়২ রূপান্তর হয়। রূপান্তরিত সূক্ষ্ম রূপাদি রূপান্তরিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত রূপাদির জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিকৃত রূপাদি জাগ্রত-অবস্থায় অবিকৃত স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেরূপ স্থূল জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। স্থূলে স্থূলে যে সম্বন্ধ, সূক্ষ্মে সূক্ষ্মেও সেই সম্বন্ধ, কিন্তু স্থূলে সূক্ষ্মে বা সূক্ষ্মে স্থূলে—মিলিত হইলে, কোন জ্ঞানই হয়না। আজকালকার "স্পিরিচুয়া-লিজমের" বাড়াবাড়ির দিনে এ সকল কথা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ না হইলেও, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝা যায়। আচ্ছা স্বীকার করিলাম, সুপ্তাবস্থায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়, এবং জাগ্রত-অবস্থায় স্থূল দৃষ্টি হয়; স্বীকার করিলাম, রূপাদি সময়ে সূক্ষ্ম—সময়ে স্থূল ভাব ধারণ করে, এবং যখন সূক্ষ্ম রূপাদি সূক্ষ্ম দৃষ্ট্যাদির সহিত মিলিত হয়, তখন স্থূল—ইন্দ্রিয়াদির সহিত স্থূল বিষয়ের মিলনের ন্যায় স্পষ্ট রূপাদি-জ্ঞান লাভ হয়; তদ্বৈপরীত্যে স্থূল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রূপাদি অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় স্থূল রূপাদি অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু এসকল মানিয়া লইলেও একটী অলঙ্ঘনীয় সঙ্কটে উপস্থিত হইতে হইবে, যাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই। মনে কর, আমি যে সময়ে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, তুমি অন্য ঘরে শুইয়া স্বপ্নাবস্থায় সেই সময় আমাকে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিতেছ; এখন বিবেচনা কর দেখি, এইযে একই সময় আমাকে দুইটী স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রকাশ পাইল, ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা? যদি এমন মনে কর যে, আমি স্থূলরূপে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, আর সূক্ষ্ম রূপে তোমার কাছে বসিয়া আলাপ করিতেছি, তাহা হইলে এই অতি জ্ঞাতব্য বিষয়টী আমার অজ্ঞাত থাকা কেমন অসঙ্গত!! আমার স্থূলরূপ এক স্থানে থাকিল, আর সূক্ষ্ম রূপ অন্যস্থানে থাকিল, অথচ আমার কি স্থূল রূপ, কি সূক্ষ্ম রূপ, কি উভয়ের সমষ্টিগত প্রকৃত রূপ, এবিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলনা! ইহা বলিতে পারিলেও হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম রূপ অনন্ত পূর্ণভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর আমি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না! এ প্রকার মীমাংসা বরং কল্পনাতেই শোভা পায়, জ্ঞেয় পদার্থের বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্বে শোভা পায়না। বস্তুতঃ স্বপ্নাদি কালে আমরা অবিদ্যমান

বস্তুতেই বস্তু কল্পনা করি; সূক্ষ্ম বস্তুতে স্থূল দর্শন করিনা। আর স্বপ্ন কালে যদি অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে পারি, তাহা হইলে স্বপ্নেতর সময়েইবা অবস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে না পারিব কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্যান্য বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব যেন অস্বীকার্য্য হইল, অমার এই প্রত্যক্ষ দেহাদির সত্তা কি স্বীকার্য্য নহে? প্রশ্নটী নিতান্ত সঙ্গত এবং উত্তরটিও বড় সোজা নহে! যাহাহউক, এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু দেহাদির বাস্তব সত্তা আছে কি না, এ সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতে গেলে, "আমি কি" সে আলোচনাটি অতি প্রয়োজনীয় হয়; অতএব "আমি কি" এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে, আমার সঙ্গে দেহাদির কি সম্বন্ধ।

(ক্রমশঃ)

অবতারতত্ত্ব।

——•:o:•——

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচীন ভারতের দুর্দ্দান্ত অনার্য্যদিগের ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজগণও সর্ব্বদা কম্পিত-কলেবর ছিলেন, এইজন্যই পরশুরামের অবতারত্ব আপাততঃ প্রাচীন আর্য্যকুলের জাতীয় অভ্যুদয়ের অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়; যেহেতু ব্রাহ্মণগণের উপর ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচার নিবারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে আশু-প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশু-রাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ হীনবল হওয়ায়, তাঁদের বল ও বীর্য্যাভাবও ব্রাহ্মণগণ, অনার্য্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিকতর উৎপীড়িত হইয়া ছিলেন, সুতরাং সেপক্ষে তাঁহাদের মঙ্গলাপেক্ষা অমঙ্গলই বহুগুণে সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম এইযে, দুষ্কৃতগণ কর্ত্তৃক সমাজ ঘোরতররূপে উৎপীড়িত এবং অত্যাচার চরমসীমা প্রাপ্ত না হইলে যে তৎপ্রতিকার-প্রসবিনী ঐশী শক্তির বিকাশ হয় না, তাহা পূর্ব্বে বিশদরূপে প্রমাণিত ও দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পাপাত্মা নরমাংসভোজী অনার্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, তথাচ সেই পাপ-বীজের মূল ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উচ্ছেদিত হয় নাই। উহারা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বনে ও ভারতের প্রান্তস্থিত লঙ্কাদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদের মূল উচ্ছেদিত না হইলে, সমগ্র ভারত আর্য্যদিগের করতলস্থ ও আর্য্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু পাপ বা অত্যাচার চরমসীমা প্রাপ্ত না হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পাপী বা অত্যাচারীর মূল উচ্ছেদ অসম্ভব। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যে ঐ প্রদীপ অধিকতর উজ্জ্বল হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যাহাহউক, আর্য্যগণের সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও বলহানি ব্যতীত অনার্য্যদিগের পাপ পরিপূর্ণ হইতে পারেনা, এবং আর্য্যদিগের বল-বীর্য্য পুনঃ সন্ধুক্ষিত ও তেজ প্রজ্বলিত হইতে পারে না। এই জন্যই পরশুরাম-অবতার "বিষস্য বিষমৌষধম্" স্বরূপ। বিষের উপর বিষ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ রোগীর ভয়ঙ্কর অবস্থা সংঘটিত হয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত বিষ পূর্ব্ব বিষকে নষ্ট

করিয়া আপনিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঐ উভয় বিষ নষ্ট হইলে, রোগী ক্রমে সতেজ ও বলবান হইয়া উঠে। পরশুরামের অবতার উপরোক্তমত বিষের উপর বিষ-প্রয়োগ ভিন্ন কিছুই নহে।

এক পক্ষে ব্রাহ্মণগণ শারীরিক বলে বলবান ও ক্ষত্রিয়গণের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় ও প্রান্তবাসী রাক্ষসগণ মস্তক উত্তোলন করায়, ক্ষত্রিয়গণের বল-বীর্য্য ও সামথ্যের পরিবর্দ্ধন, অস্ত্রাদির সংস্করণ ও রণ-পাণ্ডিত্য এবং ধনাগারের পূর্ণতা, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা, ঐশ্বর্য্যের পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি পার্থিব উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি লাভ করায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন হেতু ব্রাহ্মণ ঋষিগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি লাভের যত্ন অতীব প্রবল হইয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাই উন্নতির মূল। ঐ প্রতিযোগিতাই আবশ্যকতা হইতে উৎপন্ন হয়। একদিকে পরশুরাম প্রমুখ পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণগণের,—অন্যদিকে দশানন প্রমুখ পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভগীরথ, দিলিপ, রঘু, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রমুখ রাজগণ অতীব পরাক্রান্ত এবং ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন; আবার বিশ্বামিত্র, শিরধ্বজ ও জনক প্রমুখ রাজর্ষিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, গৌতম, অষ্টাবক্র প্রমুখ মহর্ষিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্ম-তেজে তেজস্বী হইয়াছিলেন। এই সময়ই ভারতের অতি গৌরবের সময়; এই উন্নতির ফল স্বরূপই রামাবতার। ঐ রামাবতার দ্বারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য সংস্থাপন, অনার্য্য রাক্ষসদিগের মূল-উৎপাটন, অন্যান্য অনার্য্য-জাতিকে বশীভূত কারণ এবং ভারতে সর্ব্ব প্রকারে নির্ব্বিবাদ ও পূর্ণ শান্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। তদনন্তর আর্য্যগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাশূন্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করায় ক্রমেই হীনতেজ হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে এইরূপ চিরপ্রবাদ আছে যে, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে, রাক্ষস-বংশ ধ্বংসের নিমিত্তই সূর্য্য-বংশীয় রাজকুলে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা আমরা সর্ব্বতো-ভাবে স্বীকার করি, কিন্তু রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যে কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছিল, অন্য কোন মহদুদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই, কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংসের নিমিত্তই রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা যিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু যিনি রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার কেবল ঐরূপ বিশ্বাস করা উচিত নহে। যেহেতু বাল্মীকীয় রামায়ণের মতে রামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণ অবতাররূপে পরিগণিত। পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সমাজের পূর্ণ শান্তি সংস্থাপন, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বমঙ্গল সাধনই পূর্ণ অবতারের উদ্দেশ্য। তাহাই রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বর্ণনানুসারে রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজ যেরূপ বিশৃঙ্খল ও অশান্তিময় উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সর্ব্ব-মঙ্গলময় বিশ্ব-ভীষক কর্ত্তৃক তদনুরূপ সর্ব্বরোগ নাশক মহৌষধ প্রেরণ ও প্রয়োগই তাহার যথার্থ ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যে নিম্নলিখিত মত সমাজের হিতকর

মহৎকার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

১। পরশুরামকে দমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ-শান্তি।

২। ব্রাহ্মণগণের উন্নত পদ ও তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকার স্বীকার, তাঁহাদিগের ন্যায়ানুমোদিত আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের প্রণীত ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পুনঃ সৌহৃদ্য-সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগের পদোন্নতি-সাধন।

৩। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে নর-ভোজী দুরন্ত-অনার্য্যগণকে ধ্বংস ও দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শাস্ত্র ও বৃত্তানুশীলন এবং সমাজের হিতকর যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদির বিঘ্ন-নিবারণ এবং উপদ্রব-শান্তি।

৪। তৎকালে ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অযোধ্যা ও বিদেহরাজ্য মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন এবং সংশোধিত, সংস্কৃত ও সমুন্নত প্রণালী অনুযায়ী যুদ্ধ, কৃষি ও বাণিজ্যাদি-প্রচলন ও বিনিময় দ্বারা উভয় রাজ্যের হিতানুষ্ঠান।

৫। রাজ্য ও সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের নিবিড় বনমধ্যে বাস, তথায় নরমাংসভোজী দুরন্ত রাক্ষসগণের ধ্বংস সাধন, অন্যান্য অনার্য্য জাতিদিগের বশীকরণ, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রচার, তাহাদের সহায়তায় সুদূর লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ, তথাকার নরমাংসভোজী দুরন্ত রাক্ষসদিগের প্রধান নেতাগণকে সংহার, অবশিষ্ট অনার্য্য-রাক্ষসগণকে স্ববশে আনয়ন, তাহাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ অসভ্যপ্রথা (অর্থাৎ ব্যভিচার, নরহত্যা, নরমাংস-ভোজন ইত্যাদি) এককালে নিবারণ; জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সমাজের হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষাদান ও দাক্ষিণাত্যকে আর্য্যাবর্ত্তের রাজশাসনের অন্তর্ভূত করিয়া, তথায় অসভ্যজাতির মধ্যে সভ্য-রাজ-নিয়ম ও সমাজ-নিয়ম প্রচলন, এবং তন্নিবাসিগণকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষাদানপূর্ব্বক তত্রত্য সুখ-সমৃদ্ধি সাধন।

৬। পরমজ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ কবি-গুরু বাল্মীকির দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন, তাঁহার আশ্রমে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা-সংস্কার, বাল্মীকির নেতৃত্বে ঐ পুত্রদ্বয় দ্বারা অবশিষ্ট সংস্কার সাধনপূর্ব্বক সাধারণ ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও সংগীত প্রভৃতি নানাবিধ হিতকর জ্ঞান ও বিদ্যা প্রচার।

৭। ভারতভূমিকে এক-ছত্রা করণ— অর্থাৎ একটী সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি ও ক্ষমতার অধীনতায় সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন।

বলা বাহুল্য যে, অনার্য্যজাতি দমনের পূর্ব্বে আর্য্যগণের অন্তর্বিবাদ নিবারণ অতীব আবশ্যক হইয়াছিল। অন্তর্বিবাদ নিবারণ ব্যতীত বহিঃশত্রু দমন অসম্ভব; বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুশিক্ষার নেতাই ব্রাহ্মণগণ; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ হীনতেজ হইলে, সে সমাজ হীনপ্রভ ও দুর্ব্বল হইবে, মহাত্মা রামচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, একপক্ষে বিবাদের প্রধান নেতা মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ পরশু-রামকে দমনপূর্ব্বক স্বীয় তেজ, বল, বীর্য্য, ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রচার, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণের উচ্চাধিকার স্বীকার, তাঁহাদের হিতকর আদেশ-উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের বিধি-

ব্যবস্থা, মান ও সম্ভ্রম রক্ষা ইত্যাদি। বিনয়-নম্রতা-বাধ্যতা ব্যতীত তাঁহাদের সহিত ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্ব সৌহৃদ্য পুনঃ স্থাপন অসম্ভব, এইজন্যই তিনি একপক্ষে হরধনু-ভঙ্গ ও পরশুরামকে পরাজয়, পক্ষান্তরে ঋষিদিগের হিতার্থে বিশ্বামিত্র ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাড়কা-বধ ও সুবাহু, মারিচ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ তিনি সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুমোদিত আজ্ঞাপালনে কখনই অবহেলা করিতেন না। তিনি লঙ্কা-জয় করণান্তর ভারতের প্রধান রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, নিয়ম, বিধি, ব্যবস্থা, সমস্তই মান্য করিয়া চলিতেন। এমন কি, একটী ব্রাহ্মণের অভিযোগানুসারে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত-নিয়ম-উল্লঙ্ঘনকারী শম্বুক নামক শূদ্র তপস্বীর শীর্ষচ্ছেদরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি ব্রাহ্মণগণের অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সমাজে সাম্য-নীতি তাঁহার ছিল না। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা একবার সমাজের কার্য্য-বিভাগের উদ্দেশ্য, প্রাকৃতিক জাতি-বিভাগ ও তৎকালে অনার্য্যগণের উচ্চ তত্ত্বানুশীলনের কুফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা এইস্থানে একবার স্মরণ করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত প্রশ্নের আর নূতন উত্তরের প্রয়োজন হইবে না। তবে তাঁহারা বলিতে পারেন যে, এরূপ নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর প্রাণ-দণ্ড অতীব কঠোর এবং অসভ্যজনোচিত। ইহার উত্তরে আমি পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করি, শম্বুক-উপাখ্যানের আবরণ ভেদ করিলে, শম্বুক কি রাম কর্ত্তৃক প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়? শীর্ষচ্ছেদ অর্থে শিখা কর্ত্তনরূপ অত্যবমাননা-সূচক দণ্ড বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু তাহার শীর্ষচ্ছেদের পর তাহার সহিত রামের অনেক কথোপকথন হইয়াছিল; বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামচন্দ্র শম্বুককে দণ্ডপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশের মধ্যে শীর্ষচ্ছেদের কথাটী আছে, যথা,—

শীর্ষচ্ছেদ্য স তে রাম
ত্বং হত্বা * জীবয় দ্বিজ।

আমরা এস্থলে শম্বুক-বধের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত নহি। তৎকালে সমাজের বন্ধন ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-প্রণীত বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ আদরণীয় ছিল, তাহাই দর্শান আমাদিগের উদ্দেশ্য; তবে উহার মধ্যে যদি ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিছু থাকে, তবে শম্বুকের শিখা-কর্ত্তনরূপ দণ্ড বিধান দ্বারা তাহার অকরণীয় কর্ম্ম নিবারণ ও সমাজের সুশৃঙ্খলা-রক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শক্তি ও পরলোক স্বীকার করেন, তখন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে শম্বুকের আত্মার সহিত রামের কথোপকথন অসম্ভব হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই প্রবন্ধ-লেখক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি স্বীকার করেন বটে কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রানুমোদিত তত্ত্ব ভিন্ন বিশ্বাস করেন না। তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত পরলোক কর্ম্মভূমি নহে, এবং মৃতের আত্মা আমাদের নিকট আসিয়া

* হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যু-দণ্ড অনেক প্রকার; মস্তক-মুণ্ডন, শিখা কর্ত্তন প্রভৃতি অবমাননা একপ্রকার মৃত্যু-দণ্ড সদৃশ।

আমাদের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে পারেন, ইহা প্রেত-তত্ত্ববাদীর অনুমোদিত হইলেও অদ্যাপি তত্ত্বশাস্ত্রানুমোদিত নহে। যাহাহউক, ঐ সকল বিষয়ের অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ আর একটী তর্ক উঠিতে পারে যে, কৃষ্ণ প্রচারিত মতের সহিত রামচন্দ্র-প্রচারিত মতের এতাধিক বৈসাদৃশ্য কেন? কৃষ্ণ কৃত উপদেশের মধ্যে আমরা প্রাপ্ত হই যে, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম্ম, বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিই যথার্থ পণ্ডিতের লক্ষণ; কিন্তু রাম বিহিত মত যেন ইহার বিপরীত; এই তর্কের উত্তর ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা রামচন্দ্রের সময়ে সমাজের অবস্থানুসারে ব্রাহ্মণ প্রচারিত প্রচলিত কর্ম্ম প্রধান ধর্ম্মই ভারত-মাতার কৌলিকধর্ম্ম ছিল, আর শ্রীকৃষ্ণের সময়ে সামাজিক অবস্থানুসারে তাহারই সূক্ষ্ম ও সমুন্নত পরিণতি স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বা সত্য জ্ঞানই ভারত প্রকৃতির অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

—•:o:•—

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

১১

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ।

অন্বয়ঃ—দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশাপহানিঃ (ভবতি)। ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ (সদ্ভিঃ হেতুভিঃ) জন্মমৃত্যু প্রহাণিঃ (ভবতি)। তস্য অভিধ্যানাৎ দেহভেদে (সতি) তৃতীয়ং (ফলং) বিশ্বৈশ্বর্য্যং (ভবতি); (ততঃ) কেবলঃ সন্ আপ্তকামো ভবেৎ।

বিষম পদ ব্যাখ্যা—সর্ব্বপাশাপহানিঃ—পাশরূপাণাং সর্ব্বেষাং অবিদ্যাদীনাং অপহানিঃ, পাশস্বরূপ সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাদির বিনাশ।

অভিধ্যানাৎ—চিন্তনাৎ, চিন্তনহেতু। তৃতীয়ং—পূর্ব্বোক্তদ্বয়াতিরিক্তং,—সমস্ত পাশ-বিচ্ছেদ এবং জন্ম-মৃত্যু-বিরহ, এই দ্বিবিধ ব্যতীত অতিরিক্ত তৃতীয় ফল।

বিশ্বৈশ্বর্য্যং—নিখিল ঐশ্বর্য্য। কেবলঃ—নিরস্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ।

আপ্তকামঃ—আয়ত্তকামঃ—সফলমনোরথ।

বঙ্গার্থ—পরম দেবতা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইলে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত আত্মার এবং অন্যান্য পদার্থের যে কোন ভেদ নাই, সর্ব্বত্রই যে তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী বিভূতি অনুস্যূত রহিয়াছে, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বস্থ, এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, পাশরূপ অবিদ্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জন্ম-মরণ প্রভৃতি দুঃখাদির কারণ অবিদ্যাদি ক্ষীণ হইলে; তাহাদের কার্য্যভূত জন্ম, মৃত্যু বা জরা জনিত যাতনারও নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যা-বিমুক্ত আত্মার কোন প্রকার ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি-পাশবিমুক্ত এবং জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির নিবৃত্তি ব্যতীত, সেই পরমেশ্বরের চিন্তার তৃতীয় ফল এই যে, তদীয় ভাবনাবশতঃ জীব দেহান্ত সময়ে দেব-মার্গে তন্নিকর্ষে গমনপূর্ব্বক বিশ্বস্থ যাবতীয় ভোগ্য ঐশ্বর্য্য ভোগপুরঃসর তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া, সমস্ত বাসনার

পরিপূর্ণতা হেতুক বাসনাশূন্যভাবে পূর্ণানন্দ পরাৎপর পরব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অবিদ্যা—অর্থাৎ অজ্ঞানই যাবতীয় দুঃখের নিদান। নিত্য সনাতন পরমেশ্বর সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থে বিরাজমান আছেন। সমস্তই তাঁহার অংশ, ইত্যাদি বিষয় যতই চিন্তা করা যায়, ততই সঙ্কোচ-জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে তাঁহার সত্তা অনুভব করে। সর্ব্বত্র তদীয় বিভূতি এবং অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া, যখন পদার্থসমূহ তাঁহারই প্রতিকৃতি, তিনিই সমস্ত, এবম্বিধ জ্ঞান জন্মে, তখন আর একের অভাবে বা অন্যের সদ্ভাবে বাহিগত পরিবর্ত্তনজনিত দুঃখ বা হর্ষে জীবকে দুঃখিত বা প্রহৃষ্ট করিতে পারে না। তখন সর্ব্বত্র-সমদর্শন জীবের অবিদ্যা-বিনাশ হওয়ায়, অবিদ্যার কার্য্য জন্ম-মরণ প্রভৃতি বিনিবৃত্ত হয়। জীব দেহাবসানে অবিদ্যারূপ মহাপাশের বিচ্ছেদ হেতু জীব-ভাব—অর্থাৎ জীবোপাধি পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পরমেশ্বরের সালোক্য প্রাপ্ত হয়, এবং সেই ব্রহ্মলোকের বিচিত্র ধর্ম্ম-নিবন্ধন সর্ব্বভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া ব্রহ্মত্ব—অর্থাৎ শাশ্বতী মুক্তি লাভ করেন। পরমেশ্বরের ধ্যান হেতু প্রথমতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে নির্ব্বিকার সুখ, এবং তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ সেই সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীব বিদেহ হইয়া শাশ্বতী মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে শিবধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন—"জ্ঞানাদৈশ্বর্য্য-মতুলমৈশ্বর্য্যাৎ সুখমুত্তমং। জ্ঞানেন তৎ পরিত্যজ্য বিদেহো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥" স্থত্রের ভাষায় বলিতে গেলে—এই সময়ে জীব জীবাভিধা ত্যাগ করিয়া "আপ্তকাম" হয়; অর্থাৎ সর্ব্ববাসনাসিদ্ধি-হেতু সকল-মনোরথ হয়। ইহারই অন্যতর আখ্যা মুক্তি; কেননা মুক্ত ব্যক্তিরও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কর্ত্তব্য থাকে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ইহলোকে পরে চৈব কর্ত্তব্যং নাস্তি তস্য বৈ। জীবন্মুক্তো যতস্তস্মাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ"। ধ্যান-ধারণাদি দ্বারাই যে ক্রমশঃ অবিদ্যাদির ক্ষয় হইয়া মুক্তি অথবা পরা গতি লাভ হয়, তাহা প্রদর্শন-চ্ছলে ভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন—"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ এবং যুঞ্জন্ সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্ম-সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং॥"

১২

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যংহি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তাভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

অন্বয়—ভোক্তা, (ভোক্তারং ইতি অবধেয়ং; অত্র তু শ্রৌতিকঃপ্রয়োগঃ কোঽপি ন দোষমাবহতি) ভোগ্যং সর্ব্বং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, এতৎ আত্মসংস্থং (ব্রহ্ম) নিত্যমেব জ্ঞেয়ং (জিজ্ঞাসুভিঃ)। হি (যতঃ) অতঃপরং কিঞ্চিৎ (অপি) বেদিতব্যং নাস্তি; এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মমেব।

বিষম পদ ব্যাখ্যা—ভোক্তা জীবঃ-জীবা সর্ব্বং প্রেরিতা—সর্ব্ব নিয়ন্তা। (অত্র সর্ব্বমিতি কর্ম্মণি ন বষ্ঠী) ভোগ্যং—ভোগ্য বস্

মত্বা—অপৃথগ্‌ভাবেন বিভাব্য, অপৃথগ্‌ভাবে—অর্থাৎ অভিন্নরূপে জ্ঞান করিয়া। আত্ম-সংস্থং—আত্মনি সন্তিষ্ঠতে ইতি আত্মনিহিতং—আত্মগত। নিত্যং—নিয়মনেন—নিয়ম-পূর্ব্বক অবিরত। জ্ঞেয়ং—জানা উচিত। এতৎ ত্রিবিধং—জীব, ভোগ্যবস্তু এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই তিনই। প্রোক্তং—পূর্ব্বকথিতং, যদ্বা সর্ব্বশ্রুতিসম্মতং—পূর্ব্বকথিত কিংবা সর্ব্বশ্রুতি সম্মত। ব্রহ্মং ব্রহ্ম (অকারান্তত্বং ব্রহ্ম-শব্দস্যাত্র ছান্দসং)।

বঙ্গার্থ—ভোগকর্ত্তা জীব, ভোগ্য বস্তু সমূহ এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, এতত্রয় অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া—অর্থাৎ সর্ব্বান্ত-র্যামী পরমপুরুষের সহিত জীব এবং ভোগ্য পদার্থ নিবহের কোন ভেদ-জ্ঞান না করিয়া, নিয়ত আন্তরিক যত্নপূর্ব্বক সেই আত্মনিহিত পরমব্রহ্মের ধ্যান করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা আত্মাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আত্মদৃষ্টি থাকিলে, তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে. পদার্থান্তর আশ্রয় করিতে হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞতানিবন্ধন পরব্রহ্ম পরি-জ্ঞানানন্তর পরম পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। অতএব আত্মহিতাকাঙ্ক্ষিগণের সর্ব্বদা সেই আত্মস্থ পরম পুরুষের সহিত আত্মা এবং বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেরই অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করা বিধেয়। যেহেতু তিনি ব্যতীত জীবের আর কোনই জ্ঞাতব্য নাই। তিনিই একমাত্র জানিবার এবং বুঝিবার জিনিষ। তাঁহাকে আত্ম-সত্বায় অবলোকন করিতে না পারিলে শান্তির বা মুক্তির আশা নাই।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলেই, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই প্রতিবিম্ব; সমগ্র প্রাণী তাঁহারই মহতী শক্তি বশে পরিচালিত, তিনিই একমাত্র সৎ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজ করি-তেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য নাই, এবম্বিধ প্রতীতি কেবল আত্মজ্ঞান হইলেই জন্মিয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যত্নশীল হওয়া মুমুক্ষুর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আত্মায় তাঁহার সত্বা অনুভব করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে ব্রহ্মের বহিরন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাকে আত্মসত্বায় অনুভব করিতে না পারিলে দুঃখ বিনাশ হয় না। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং মুক্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।" যে সমুদয় পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে আত্মস্থ অবলোকন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হইয়া থাকে, অন্যের তাহা হয় না।

আত্মাই জীবের পরম তীর্থ, যিনি আত্ম-তীর্থে অবগাহন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর তীর্থান্তর গমনের প্রয়োজন নাই; আত্মাই জীবের পরম জ্ঞাতব্য, যিনি আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর অন্য জ্ঞাতব্য নাই। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে কোন ক্রিয়াই কর না কেন, তাহা অলবণ-ব্যঞ্জনবৎ অনভিপ্রেত। শিব-ধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে "আত্মস্থং যে ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম্। আত্মস্থং তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যোব্রজেৎ। করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতি॥" অর্থাৎ যাহারা মঙ্গলময়কে আত্মায় অবলোকন করিতে অক্ষম, তাহারাই বাহ্যিক তীর্থাদিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে; প্রকৃত-পক্ষে তিনি আত্মায়ও যেমন, অন্যত্রও

তেমনিভাবে বিদ্যমান, তবে আত্মজ্ঞানের অভাবেই এরূপ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মস্থ মহাতীর্থ পরিহারপূর্ব্বক বহিস্তীর্থাদিতে গমন করে, সে করতলগত অমূল্যরত্ন পরিত্যাগ করিয়া, কাচের অন্বেষণে স্থানান্তরে প্রয়াণ করে মাত্র। পাণ্ডবের প্রতি অধ্যাত্মোপদেশ প্রদান কল্পে মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা, সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ॥ তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥" আত্মাই মহানদী, সংযম তাহার পবিত্র তীর্থ, সত্য তাহার জল, শীল তাহার তট, এবং দয়া তাহার উর্ম্মিস্বরূপ; হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি সেই অনঘ-তীর্থে দেহের এবং মনের অভিষেক কর। সেই পবিত্র তীর্থে অবগাহন করিয়া আত্মার বিশুদ্ধি বিধান কর; বারিদ্বারা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আত্মা ব্যতীত অন্য ধ্যেয় নাই. আত্মাই আত্মপদপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন, আত্মজ্ঞানই সর্ব্বশান্তির মূল উৎস। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদানীমোমিত্যেতেনাক্ষরেণ পরমপুরুষমভিধ্যায়ীত। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিত্যাত্মানং ধ্যায়ীত। তদেতৎ পদনীয়মস্ত সর্ব্বস্য যদয়মাত্মা ইতি॥ সেই আত্মজ্ঞানবেলায় ওঁ এই প্রণবাক্ষরদ্বারা পরমপুরুষের অভিধান করিবে। ওঁ এই প্রণবদ্বারা আত্মাকে তাঁহার সহিত যুক্ত করিবে। ওঁ এই প্রণবদ্বারা আত্মাকে ধ্যান করিবে; সেই পরব্রহ্ম সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য এবং প্রাপ্তব্য, কেননা তিনি আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান।

শ্রেষ্ঠাধিকারিগণের পক্ষে আত্মজ্ঞান, আত্মধ্যান. আত্মবিশ্বাস, আত্মরতি প্রভৃতিই তৎপদপ্রাপ্তির মুখ্য হেতু।

১৩

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তিঃ
ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গ নাশঃ।
সভূয় এবেন্ধন-যোনিগৃহ্য
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেণ দেহে।

অন্বয়ঃ—যথা যোনিগতস্য বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ ন দৃশ্যতে. লিঙ্গনাশশ্চ ন এব (ভবতি) স এব ভূয়ঃ ইন্ধন যোনিগৃহ্যঃ (ভবতি); তৎ উভয়ং বা (ইব) দেহে প্রণবেণ (আত্মস্থং পরংব্রহ্ম গ্রহীতব্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুভিরিতিশেষঃ)।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—যোনি গতস্য—অরণিগতস্য. অরণিগত—অর্থাৎ কাষ্ঠস্থিত। লিঙ্গনাশঃ—লিঙ্গস্য সূক্ষ্ম দেহস্য বিনাশঃ—সূক্ষ্মদেহের বিনাশ। ভূয়ঃ-পুনঃপুনঃ। ইন্ধন যোনিগৃহ্য—ইন্ধনমেব যোনিঃ কারণং-তেন গৃহ্যঃ—গ্রহণীয়; মথনেন গ্রাহ্যঃ. ইতি বিশদার্থঃ, (যোনি শব্দোঽত্র কারণ বচন পরঃ) ইন্ধনরূপ কারণদ্বারা গ্রহণীয়—অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ইন্ধনদ্বয় ঘর্ষণে উৎপাদনীয়। তৎ উভয়ং বা (ইব), সেই বহ্নি এবং ইন্ধনের ন্যায়, (এখানে বা শব্দ ইবার্থে প্রযুক্ত)

বঙ্গার্থ—আত্মান্বেষণপূর্ব্বক পরব্রহ্ম ধ্যানের প্রধান অঙ্গই প্রণব, তাই প্রণবের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন.—

অরণি—অর্থাৎ অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠের মধ্যনিহিত অগ্নির মূর্ত্তি পরিদর্শন করিতে পারা যায় না, অথচ তাহার লিঙ্গ-শরীর (সূক্ষ্ম দেহ) ঐ কাষ্ঠমধ্যে সর্ব্বদাই বিরাজ করে; যখন ঐ কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত অপর একখণ্ড কাষ্ঠের মথন—অর্থাৎ ঘর্ষণ করা যায়, তখন যেমন তন্মধ্যস্থ অগ্নি পরিদৃষ্ট হয়, সেই প্রকার দেহরূপ কাষ্ঠের সহিত যখন প্রণবরূপ কাষ্ঠান্তরের মথন বা ঘর্ষণ করা যায়, তখন সূক্ষ্মাবস্থায় দেহ মধ্যে অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান আত্মারূপ অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ প্রণব-সাধনবলে আত্মতত্ত্ব—যাহার অন্যতর আখ্যা ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব আত্মতত্ত্ব-পিপাসু মোক্ষকামিবৃন্দের প্রণবধ্যান সর্ব্বদাই বিধেয়; কেননা প্রণবসাধনা ব্যতীত আত্মজ্ঞানপুরঃসর ব্রহ্মজ্ঞানের আশা নাই।

১৪

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যে-
ন্নিগূঢ়বৎ ॥

অন্বয়ঃ—(উপাসকঃ) স্বদেহং অরণিং (তথা) প্রণবং চ উত্তরারণিং কৃত্বা ধ্যান-নির্ম্মথনা-ভ্যাসাৎ (হেতোঃ) দেবং নিগূঢ়বৎ পশ্যেৎ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—অরণিং—অনলোৎপাদকঃ ইন্ধন-বিশেষঃ—অনলোৎপাদক কাষ্ঠবিশেষ। উত্তরারণিং—অপর কাষ্ঠ। ধ্যাননির্ম্মথনা-ভ্যাসাৎ—ধ্যানস্য ব্রহ্মচিন্তনস্য নির্ম্মথনং পুনঃ পুনঃ করণং, তস্য অভ্যাসাৎ—পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মচিন্তনের অভ্যাস বশতঃ। নিগূঢবৎ—গুপ্তা-গ্নিবৎ-কাষ্ঠনিহিত সংগুপ্ত অগ্নির ন্যায় নিগূঢ়।

বঙ্গার্থ—এই সূত্রে পূর্ব্বের সূত্রেরই পুনর্বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যিনি নিজের দেহকে অরনিস্থানীয় ও প্রণবকে উত্তরা-রণি-স্থানীয় করিয়া নিয়ত ব্রহ্মধ্যানরূপ ঘর্ষণ করেন, অর্থাৎ প্রণবজপপুরঃসর অবিরত ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তিনি অচিরাৎ আত্মনিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন। কাষ্ঠের সহিত কাষ্ঠের ঘর্ষণে যেমন তন্মধ্যস্থ গুপ্ত অগ্নি বহির্গত হইয়া পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দেহের সহিত—অর্থাৎ দেহ শব্দের লক্ষ্যীভূত অধরের সহিত প্রণবের মন্থনে (অধরে প্রণব উচ্চারণে) আত্মনিগূঢ় পরমজ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মদেব পরিদৃষ্ট হয়েন। নিয়ত প্রণব ধ্যান করিলেই আত্মস্থ পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তিনি আত্মায় গূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সতত প্রণব-কার্ত্তনে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।

(১৫)

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥

অন্বয়ঃ—তিলেষু তৈলমিব, দধিনি সর্পিরিব স্রোতঃসু আপ ইব, অরণীষুচ অগ্নিরিব, আত্মনি অসৌ (পরমপুরুষঃ পরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ) এবম্প্রকারেণ গৃহ্যতে। যঃ সত্যেন তপসা (চ আত্মানং অন্বেষ্যতি, স) এনং অনুপশ্যতি। অন্বয়ান্তরং বা—যঃ সত্যেন তপসা (চ) এনং (আত্মানং) অনুপশ্যতি, তেন কর্ত্রা, ইব (যথা) তিলেষু তৈলং গৃহ্যতে (যন্ত্রপীড়নেন ইতি শেষঃ), দধিনি সর্পির্গৃহ্যতে (মথনে-নেতিশেষঃ), স্রোতঃসু আপঃ গৃহ্যন্তে (ভূখননেন ইতিশেষঃ), অরণীষু চ অগ্নি-র্গৃহ্যতে (ঘর্ষণেন ইতি শেষঃ) এবং (তথা এবম্প্রকারেণ ইত্যর্থঃ) অসৌ (পরমেশ্বরঃ পরংব্রহ্ম) আত্মনি গৃহ্যতে (সত্যতপশ্চরণাদিভিরাত্মান্বেষণাৎ ইতি শেষঃ)। পরপক্ষীয়োঽন্বয়ঃ সমীচীনঃ।

প্রাগুক্ত অনুশাসনপ্রতিপাদ্য অর্থের দৃঢ়তা প্রকটনের জন্য কতিপয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইল।

ব্যাখ্যা—তিলমধ্যগত তৈল যেমন সর্ব্বদাই অদৃশ্য, নিষ্পীড়নাদি ব্যতীত উহা কদাচও বহির্গত হয় না; দধিনিহিত সর্পি (ঘৃত) যেমন প্রতিনিয়তই গুপ্তভাবে দধিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, মন্থনাদি করিলে তবে উহা দৃষ্টিগোচর হয়; নদী-খাত-গূঢ় সলিলরাশি নিরন্তর অদৃশ্য হইলেও যেমন ভূখননাদি দ্বারা উহা গ্রহণ করা যায়, অরণিমধ্যে লুকায়িত অনলশিখা যেমন অবিরল দর্শনাতীত থাকে, কিন্তু অন্য অরণীর সহিত ঘর্ষণ মাত্রই সেই নিগূঢ় অনল দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের হিতেচ্ছা মূলক সত্য দ্বারা (সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ইতি স্মরণাৎ) এবং ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতার দ্বারা নিয়ত আত্মান্বেষণ করিতে সমর্থ, তিনি অচিরকাল মধ্যেই এই সমুদয় সাধনাবলে আত্মাতে নিয়ত নিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারক হয়েন। নিষ্পেষণ মথনাদি ব্যতীত যেমন তিল দধি প্রভৃতি হইতে তৈল ঘৃত ইত্যাদি গ্রহণ করা যায় না, সেই প্রকার সত্যাদিমূলক আত্মসমাধি ব্যতীত আত্মনিষ্ঠ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভও অসম্ভব। আত্মা-

ন্বেষণ, আত্মবিচার, আত্মচিন্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মরতি প্রভৃতিই পরব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন-সুখ সৌধ-প্রবেশের সোপান-শ্রেণীস্বরূপ। এই দুরারোহ প্রাসাদে আত্মান্বেষণাদি অবলম্বন ব্যতীত আরোহণ করা অসাধ্য। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর আত্মদৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

১৬

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ইতি।

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—আত্মদৃষ্ট্যা কথং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারো ভবতি কথং বা পূর্ব্বানুশাসনস্থ "এনং আত্মানং" অনুপশ্যেদিতি স্ফুটীকরোতি সর্ব্বব্যাপিনমেতি—যঃ (সত্যাদি-সাধন যুক্তঃ জনঃ) সর্ব্বব্যাপিনং আত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিব অর্পিতং আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ অনুপশ্যতি, তেনৈব অসৌ পরমাত্মা স্বাত্মনি গৃহ্যতে ইতি পূর্ব্বানুশাসন তৃতীয়পাদেন সহ সম্বধ্যতে।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্ ক্ষীরে দুগ্ধে যথা সর্পিষেব সারভূতং তদ্বৎ সর্ব্বেষু পদার্থেষু সারভূতত্বেন অর্পিতম্, নিরন্তরতয়া আত্মত্বেন নিহিতং অবস্থিতং বিদ্যমানমিতিযাবৎ,—দুগ্ধের সার যেমন সর্পিঃ অর্থাৎ ঘৃত, (সেই প্রকার বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে সাররূপে বিদ্যমান যে আত্মা। আত্মবিদ্যাতপোমূলং—"আত্মবিদ্যা"—অবিদ্যা-বিরহঃ, "তপঃ"—মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ একাগ্রতা, উক্তঞ্চ—"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ") তয়োঃ"মূলং" কারণং; অবিদ্যাবিনাশ এবং মন ও ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রধান কারণ।

তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্—"তৎ"—স আত্ম-রূপং ব্রহ্ম (স চ তৎ ব্রহ্মচেতি তদ্ব্রহ্ম) "উপনিষৎ" (উপনিষন্নমস্মিন্ পরং শ্রেয়ঃ ইতি রহস্য ব্রহ্মবিষয়নিবন্ধঃ পরম শ্রেয়োমূলো গ্রন্থঃ, বেদান্তো বা ধর্ম্মো বা, তথাচ কোষঃ—"ভবেদুপনিষদ্ধর্ম্মে বেদান্তেচ রহস্যপি") "তৎ পরং" তদেব পরং প্রধানং যস্য—তাদৃশং—উপনিষৎ প্রতিপাদ্যমিত্যর্থঃ—সেই আত্মরূপ পরমব্রহ্ম নিয়ত উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য।

কেচিৎ ঈদৃশং ব্যাচক্ষতে যৎ—কীদৃশং আত্মানং অনুপশ্যতি-যঃ ক্ষীরে সর্পিরিব সর্পিতং সর্ব্বব্যাপিনং আত্মানং অনুপশ্যতি, তেন পর-ব্রহ্ম স্বাত্মনি গৃহ্যতে, কীদৃশং তৎ ব্রহ্ম? আত্মবিদ্যাতপোমূলং তথা উপনিষৎ পরম্ ইতি। মতমিদং দুরান্বয়তয়া প্রকৃতের-সম্যগুপযোগিতয়া চ সুধীভির্বিভাব্যম্। বয়ন্তু গ্রন্থব্যাখ্যাতারো ঝটিতি অর্থাগমাৎ পরমতমেব সমীচীনতয়া মন্যামহে।

বঙ্গার্থ—দুগ্ধ-নিহিত ঘৃতই যেমন দুগ্ধের সার, সেইরূপ আত্মা সর্ব্ব পদার্থে সারভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই তাঁহার অবিকৃত, আত্মাবিহীন বস্তু জগতে নাই। আত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাধারভূত ব্রহ্মের সহিত আত্মার কোন ভেদ নাই। আত্মবিদ্যা—অর্থাৎ অবিদ্যা বিনাশ এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদি বিজয়-সাধন, সেই আত্মরূপী পরব্রহ্মেরই অধীন, তিনিই সাধনাবলে উপাসক-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিবিভূত হইয়া ঐ সকলের সংস্থান বিধান করিয়া থাকেন। তচ্চিন্তা তন্মনন প্রভৃতি বশতঃ অবিদ্যাদি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনিই জ্ঞান যোগ প্রদানের নিমিত্ত সাধুদিগকে সাধুকর্ম্মে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। সেই আত্মনিষ্ঠ পরব্রহ্ম উপনিষৎ প্রতিপাদ্য, উপনিষৎ সমূহ তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপদার্থের, সর্ব্ব জ্ঞানের, সর্ব্ব গ্রন্থের, সর্ব্ব শাস্ত্রের এবং সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র সার; তিনি ব্যতীত জগতে অন্য কিছু জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাস্য নাই।

[অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য সূত্রের অন্তিম বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে।]

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।	পৌষ।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

কৃষ্ণতাণ্ডব-স্তোত্রং।

ভজে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্ত পাপ খণ্ডনং
স্বভক্ত চিত্তরঞ্জনং সদৈব নন্দনন্দনং।
সুপিচ্ছ-গুচ্ছ-মস্তকং সুনাদ-বেণু-হস্তকং
অনঙ্গরঙ্গ-সাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্। ১ ॥
মনোজ-গর্ব্ব-মোচনং বিশাল ভাল-লোচনং
বিধূত-গোপ-শোচনং নমামি পদ্মলোচনম্।
করারবিন্দভূধরং স্মিতাবলোক সুন্দরং
মহেন্দ্রমানদারণং নমামি কৃষ্ণ বারণম্ ॥ ২ ॥
কদম্বসূন-কুণ্ডলং সুচারু গণ্ডমণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণ দুর্লভং।
যশোদয়া সমোদয়া সকোপয়া দয়ানিধিং
উদূখলে সুদুঃসহং নমামি নন্দশংবহম্ ॥৩॥
নবীন গোপনাগরং নবীন কেলিমন্দিরং
নবীনমেঘ-সুন্দরং ভজে ব্রজৈকমন্দিরং।
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয় মানসে নিজং
দধাতু নন্দবালকঃ সমস্তভক্ত-পালকঃ ॥ ৪ ॥

সমস্ত গোপনাগরী-হৃদং ব্রজৈকমোহনং
নমামি কুঞ্জ-মধ্যগং প্রসূন-ভাল-শোভিনম্।
দিগন্ত-কান্তরেঙ্গনং সাহসবাল-সঙ্গিনং
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবম্ ॥৫॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং কৃপানরং
ত্বরা সুখৈকদায়কং নমামি গোপনায়কম্।
সমস্তদোষ-শোষণং সমস্তলোক-তোষণং
সমস্তদাস-মানসং নমামি কৃষ্ণ লালসম্ ॥৬॥
সমস্তগোপনাগরী-নিকাম-কামদায়কং
দৃগন্ত চারুসায়কং নমামি বেণুনায়কং।
ভবোদ্ভবাবতারকং ভবাব্ধি-কর্ণধারকং
যশোমতেঃ কিশোরকং নমামি দুগ্ধচোরকম্ ॥৭
বিদগ্ধ-মুগ্ধ-গোপিকা-মনোমনোজদায়কং
নমামি মঞ্জুকাননে প্রবৃদ্ধবহ্নিপায়িনং।
যদা তদা যথা তথা তথৈব কৃষ্ণ-সৎকথা
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাং ॥৮॥

সম্পূর্ণং।

মনোজ—মদন। করারবিন্দভূধরং—করপদ্মে গোবর্দ্ধন যাঁহার, তাঁহাকে। মহেন্দ্রমানদারণং—যিনি ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করিয়াছিলেন, তাঁহাকে। কদম্বসূন—কদম্বকুসুম। সুদুঃসহং—বদ্ধ করিতে অসক্ত যাঁহাকে। শংবহং (যিনি নন্দের) আনন্দ (মঙ্গল) উৎপন্ন করেন তাঁহাকে। দিগন্ত কান্তরেঙ্গনং—দিগন্তে ও কান্তরে (বনে) ইঙ্গন—গমন যাঁহার, তাহাকে। কৃপানরং—কৃপা বশতঃ নররূপীকে। নিকাম—সম্পূর্ণ। দৃগন্ত চারুসায়কং—অপাঙ্গ যাঁহার মনোহর বাণস্বরূপ তাঁহাকে। ভবোদ্ভবাবতারকং—সংসারের উদ্ভব (সৃষ্টি) কারককে। গোপকা—দায়কং—গোপিকার মনে নিষ্কাম কামোদ্দীপন কারীকে। মঞ্জু কাননে—মনোহর কাননে—বৃন্দাবনে। বিধীয়তাং—কর। যাহাতে আমি সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা গান করি, সেই কৃপা কর।

বি, ভূ দে।

সাংখ্য দর্শন।

—০:০:০—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্ব-সম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্ ॥

পদপাঠঃ—অসৎ—অকরণাৎ। উপাদান-গ্রহণাৎ। সর্ব্ব-সম্ভব-অভাবাৎ। শক্তস্য। শক্য—করণাৎ। কারণ-ভাবাৎ। চ। সৎ-কার্য্যম্।

ব্যাখ্যা—অসৎ-অকরণাৎ (অসতঃ অকরণাৎ) অসদ্ব্যাপার হইতে কিছুই হয় না বলিয়া। উপাদান-গ্রহণাৎ—উপাদান গ্রহণ হেতু। সর্ব্ব-সম্ভব-অভাবাৎ—সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির অভাব হেতু, অর্থাৎ এক উপাদানে সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না। শক্তস্য—যাহার বস্তুবিশেষের উৎপাদনের শক্তিমত্ত্বা আছে, তাহার। শক্য-করণাৎ—ঐ উৎপাদ্য বস্তুর উৎপাদন হেতু। কারণ—ভাবাৎ কার্য্যে কারণাত্মকতা নিবন্ধন। সৎকার্য্যম্—সৎ-কার্য্য সিদ্ধ হয়।

বঙ্গার্থঃ—এই সদ্রূপ জগৎ কার্য্য অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন; যেহেতু অসৎ হইতে কোন কার্য্য হয়না; কোন কার্য্য উৎপাদন করার জন্য উপাদান গ্রহণ করিতে হয়; একই উপাদান হইতে সর্ব্ববিধ কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। যে কার্য্য উৎ-পাদন করিতে হইবে, সেই কার্য্য যে কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই কারণই গ্রহণ করিতে হয়, তদিতর কারণে সেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না; এবং কার্য্যে কারণের ভাব থাকে, অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান্ কপিলের মতে এক প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কেবল পুরুষের সন্নিকর্ষ হেতু প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হয়। তাঁহার মতে কার্য্য-কারণে কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার মতে বীজ এবং বৃক্ষের পরস্পর যাদৃশ সম্বন্ধ, কার্য্য এবং কারণেরও পরস্পর তাদৃশ সম্বন্ধ। বর্ত্তমান সূত্রে তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, এই জগৎ সতের কার্য্য, অর্থাৎ সৎবস্তু হইতে উৎপন্ন। গীতায়ও উক্ত আছে—"না-সতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"; অর্থাৎ অসৎ (যাহা নাই) হইতে কিছু হয় না, এবং সৎ (যাহা আছে), তাহাও কখন ধ্বংস হয় না। এই জগৎ আছে, ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক; সুতরাং অসৎ—অর্থাৎ যাহা নাই, তাহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব সৎরূপ জগতের কারণও সৎ হইবে। কার্য্যের কারণ যে সৎ হইবে, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, যখনই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তখনই তাহার উপাদানের আবশ্যকতা হয়। ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতে হইলেই ইষ্টকরূপ উপাদানের প্রয়োজন; কিন্তু ইহাও মনে রাখা চাই যে, যে কোন উপাদান গ্রহণ করিলেই চলিবে না। ইষ্টকালয়ের নির্ম্মাণ করিতে ইষ্টকেরই প্রয়োজন; তৃণাদি দ্বারা উহার নির্ম্মাণ অসম্ভব। সুতরাং সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যে এবং কারণে একজাতীয়তা থাকা চাই। যে বস্তু দ্বারা যে বস্তু উৎপ

হয়, সেই বস্তু নির্ম্মাণে সেই বস্তুরই প্রয়োজন। কার্য্য ও কারণ পরস্পর সম্বন্ধ ও একজাতীয়। নবনীত প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধেরই প্রয়োজন, বারি-মন্থনে উহা উৎপন্ন হয় না। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তন্তুবায়ের প্রয়োজন, কুম্ভকারের দ্বারা হয় না। মহর্ষি কপিল নানাবিধ জাগতিক অভিজ্ঞতাবলে দেখাইতেছেন যে, কার্য্য ও কারণ একই প্রকার হওয়া চাই, অন্যথা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। সর্ব্বশেষে তিনি বলিতেছেন যে, জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহাতেই এই দেখিতে পাই যে, কারণে কার্য্যের সত্তা আছে; কিন্তু কার্য্য সৎ, সুতরাং কারণও সৎ। এতাবতা প্রমাণিত হইল যে, কার্য্য ও কারণ উভয়ই সদাত্মক। কার্য্য ও কারণে পরস্পর সম্বন্ধ কি? যাহার আদি আছে, তাহারই কারণ আছে, এবং যখনই এক বস্তু অপরিহার্য্যরূপে অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, তখনই পূর্ব্ববস্তুকে পরবস্তুর কারণ বলা যায়। সূর্য্যের উদয়ে আলোক হইল, সূর্য্যের অস্তে অন্ধকার হইল। উদয়ে আলোক এবং অস্তে অন্ধকার দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম যে, সূর্য্যই আলোকের কারণ। যদি সূর্য্য অস্তমিত হইলেও আলোক থাকিত, তাহাহইলে সূর্য্যকে আলোকের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম না। কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়ই চাই! কেবল একের বিদ্যমানতাস্থলে অপরের বিদ্যমানতা বা একের অবিদ্যমানতাস্থলে অপরের অবিদ্যমানতা থাকিলে হইবে না; একের বিদ্যমানতা সত্ত্বে বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা সত্ত্বে অবিদ্যমানতা চাই; অর্থাৎ তৎসত্ত্বে তৎসত্তা ও তদসত্ত্বে তদসত্তা চাই। যে স্থলে কারণ সৎ আছে, সেস্থলে কার্য্যও সৎ; যেখানে কারণ অসৎ, সেখানে কার্য্যও অসৎ; অর্থাৎ যেখানে কারণের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কার্য্যেরও কোন অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না; এই জন্যই কপিল বলিতেছেন—"অসৎ-অকরণাৎ" এবং "কারণভাবাৎ"। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কপিলের মতে প্রকৃতিই জগতের প্রসূতি, কিন্তু উহাতে পুরুষের কোন সংস্রব নাই; অথচ তিনিই বলিতেছেন যে, পুরুষের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রকৃতি জগৎ প্রসব করেন না। যদি পুরুষের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রকৃতি বিশ্ব-প্রসবে অসমর্থা হয়েন, তাহা হইলে অবান্তর-ভাবে পুরুষের কিছু না কিছু কর্ত্তৃত্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। কপিল কেবল উপাদান কারণের কথাই বলিতেছেন, কিন্তু তিনি নিমিত্ত কারণের সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিতেছেন না। মৃত্তিকা উপাদান হইতে ঘট প্রস্তুত হয়; কিন্তু কুম্ভকাররূপ নিমিত্তকারণ না থাকিলে কে ঘট প্রস্তুত করে? যদি বল যে, প্রকৃতির এমন শক্তি আছে যে, সে শক্তি দ্বারা জাগতিক বস্তু নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত স্বতঃই উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে আবার পুরুষের সন্নিকর্ষের প্রয়োজন কি? বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ বলেন; তাঁহাদের মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তিমাত্র, এবং ঐ শক্তিই জগতের উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। ঐ প্রকৃতি ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে লীন থাকেন, এবং সৃষ্টির প্রাকালে ব্যক্তভাব ধারণ করেন। প্রত্যেক বস্তুরই তিনটি কারণ আছে,—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত-কারণ। তন্তুগুলি পটের সমবায়ী কারণ, ঐ পট ও তন্তুর

সংযোগই অসমবায়ী কারণ; পট-কারক ঐ পটের নিমিত্ত-কারণ। কপিলদেব মাত্র সমবায়ী কারণের কথা বলিতেছেন, কিন্তু অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণের কথা কিছুই বলেন নাই। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, সাঙ্খ্যশাস্ত্রে তাহার সুস্পষ্ট মীমাংসা পাওয়া যায় না; কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ সাঙ্খ্য-মতে নিষ্ক্রিয়।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেক-
মাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত-
মব্যক্তম্।

পদপাঠঃ—হেতুমৎ। অনিত্যম্। অব্যাপি। সক্রিয়ম্। অনেকম্। আশ্রিতম্। লিঙ্গম্। সাবয়বম্। পরতন্ত্রম্। ব্যক্তম্। বিপরীতম্। অব্যক্তম্।

ব্যাখ্যা—ব্যক্তম্—ব্যক্ত—অর্থাৎ বিকাশ-প্রাপ্ত বিশ্ব। হেতুমৎ—কারণবিশিষ্ট। অনিত্যং—অনিত্য। অব্যাপি—যাহা ব্যাপী নহে। সক্রিয়ং—পরিবর্ত্তনশীল। অনেকম্—বহু। আশ্রিতম্—অধীন। লিঙ্গম্—সগুণ। সাবয়বম্—পরস্পর সংযোগার্হ। পরতন্ত্র—পূর্ব্বতত্ত্বের সাহায্যাপেক্ষ। অব্যক্তম্—অব্যক্ত। বিপরীতম্—পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ-সমূহের বিপরীত।

বঙ্গার্থ—এই ব্যক্ত বা বিকাশপ্রাপ্ত বিশ্ব কারণবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, পরিবর্ত্তনশীল, অনেক, অধীন, সগুণ, পরস্পরসংযোগার্হ ও পূর্ব্বতর তত্ত্বের সাহায্যসাপেক্ষ। অব্যক্ত প্রকৃতি এই সমুদয়ের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট।

বিশেষ ব্যাখ্যা—এই ব্যক্ত জগতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব আছে, যথা—বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ইহারা সকলেই "হেতুমৎ"—অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। ইহারা সকলেই অনিত্য, কারণ ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকে। ইহারা ব্যক্ত অবস্থায় অনিত্য কিন্তু প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হওয়ায় আবার নিত্যও বটে যেহেতু কপিলের মতে ধ্বংস কেবল কার্য্যের, কারণে পুনরাবৃত্তিই মাত্র। প্রকৃতি সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না; ইহারা পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; ইহারা অনেক, অর্থাৎ সৃষ্টি মধ্যে বহু আকার ধারণ করিয়া থাকে; ইহারা অধীন—অর্থাৎ প্রত্যেক তত্ত্বই তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর (প্রকৃতি পর্য্যন্ত) পূর্ব্বতত্ত্বের আশ্রিত; ইহারা লিঙ্গযুক্ত—অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন কোন লক্ষণ বা গুণ আছে যদ্দ্বারা ইহাদিগকে অন্যতত্ত্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে জানা যায়; ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সৃষ্টি-বিধান করে; ইহারা পরতন্ত্র, অর্থাৎ বুদ্ধি—অহঙ্কার না জন্মান পর্য্যন্ত প্রকৃতির বল অপেক্ষা করে, অন্যান্য তত্ত্বেরও এইরূপ। কিন্তু অব্যক্ত বা প্রকৃতি অহেতুক, নিত্য, ব্যাপী, নিষ্ক্রিয় বা অপরিবর্ত্তনশীল, এক, অনাশ্রিত, লিঙ্গ-রহিত, অনবয়ব ও স্বতন্ত্র। যদিও প্রকৃতির পরিণামহেতু তাহাকে একহিসাবে সক্রিয় বলা যায়, তথাপি বাহ্যিস্পন্দ—অর্থাৎ অবস্থান্তর না থাকা হেতু তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলা যায়।

১১

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম-
চেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত-
স্তথা চ পুমান্॥ ১১

পদপাঠঃ—ত্রিগুণম্। অবিবেকি। বিষয়ঃ। সামান্যম্। অচেতনং। প্রসব-ধর্ম্মি। ব্যক্তম্। তথা। প্রধানম্। তদ্বিপরীতঃ। তথা। চ। পুমান্।

ব্যাখ্যা—ত্রিগুণম্—ত্রয়ো গুণাঃ (সত্ত্ব-রজস্তমাংসি) অস্য ইতি, সত্ত্ব-রজস্তমো বিশিষ্ট। অবিবেকি—বিবেকবিহীন। বিষয়ঃ—জ্ঞাতব্য বিষয়; পুরুষ বা আত্মাই একমাত্র বিষয়ী, এবং মহৎ বা বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের তাবৎ বস্তুই ঐ আত্মা বা পুরুষের গ্রাহ্য বিষয়। সামান্যম্—সাধারণ; পুরুষ অসাধারণ, কেননা পুরুষের সহিত অন্য কাহারও স্বজাতীয়তা নাই, প্রকৃতি-জাত তাবৎ তত্ত্ব এবং তত্ত্বসমূহ-জাত তাবৎ বস্তুর মধ্যে অনেক সাধারণ গুণ পরিদৃষ্ট হয়, এই জন্যই বলা হইয়াছে "সামান্যম্"; অচেতনম্—অচেতন, কেবল পুরুষই চেতনাবিশিষ্ট; বুদ্ধি-মনঃ-অহঙ্কারাদি পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। প্রসবধর্ম্মি—ইহারা প্রসব-ধর্ম্মযুক্ত, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার প্রভৃতি প্রসূত হয়, কিন্তু পুরুষ হইতে কিছুই প্রসূত হয় না, পুরুষ অপ্রসবধর্ম্মী। ব্যক্তম্—প্রকাশযুক্ত, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতি-জাত জাগতিক তাঁবৎ পদার্থ। তথা-প্রধানং—অব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতিও ঐ সমস্ত গুণ-বিশিষ্ট। তদ্বিপরীতঃ উপরোক্ত গুণ-সমূহের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী। তথা চ—ও। পুমান্—পুরুষ।

বঙ্গার্থঃ—অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান এবং ব্যক্ত প্রকৃতিজাত মহৎ বা বুদ্ধি প্রভৃতি অপরাপর জাগতিক পদার্থ ত্রিগুণবিশিষ্ট, বিবেকবিহীন, জ্ঞাতব্য বা গ্রহণ-যোগ্য বিষয়, সমজাতীয়, অচেতন এবং প্রসবধর্ম্ম-যুক্ত, কিন্তু পুরুষ বা জ্ঞাতা, বিবেকী, বিষয়ী, অসামান্য, চেতন, এবং অপ্রসব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

বিশেষ ব্যাখ্যা—বিষয় আর বিষয়ী বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, এক অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। বিষয় কখনও বিষয়ী হইতে পারে না, কিংবা বিষয়ী কখনও বিষয় হইতে পারে না। কর্ত্তা কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না, কিম্বা কর্ম্ম কখনও কর্ত্তা হইতে পারে না; কর্ত্তা চিরকালই কর্ত্তা, কর্ম্ম চির-কালই কর্ম্ম। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এই বিশ্ব-জগৎ, এবং জাগতিক তাবৎ পদার্থ আমার বহির্ভাগে; ইহারা বিষয়, আমি বিষয়ী। আমি চক্ষু দ্বারা দেখি, কর্ণ দ্বারা শুনি, মনের দ্বারা সঙ্কল্প করি, এইরূপ তাবৎ জ্ঞান, কর্ম্ম, এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান উপলব্ধি করি। ঐ সমুদয় ইন্দ্রিয় আমার জ্ঞাতব্য—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। তাহারা "আমি" নহে। "আমি" বিষয়ী, ইহারা সমুদায়ই আমার বিষয়। মানুষ মিথ্যা-জ্ঞানে বিষয়ীতে বিষয়ের ধর্ম্ম এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্ম আরোপিত করিয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলে, বিষয় এবং বিষয়ী, জ্ঞাত এবং জ্ঞাতা, প্রকৃতি এবং পুরুষে পরস্পরের ধর্ম্ম আরো-পিত হয় না। এই পুরুষই জ্ঞাতা বিষয়ী বা চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট এবং প্রকৃতি জ্ঞাত, বিষয় বা অচেতন। সাংখ্য-মতে পুরুষ বহু, কিন্তু বেদান্ত-মতে, পুরুষ একমাত্র, তবে প্রকৃতি-জাত গুণ বা উপাধিযুক্ত হওয়ায় বহু প্রতীয়মান হয়েন। জগতে প্রকৃতিজাত যে

সমুদয় বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তেরই তিনটি গুণ দেখিতে পাই—যথা সত্ত্ব, রজ, তম। সত্ত্ব প্রকাশাত্মক, রজঃ বর্দ্ধনাত্মক এবং তমঃ বিনাশাত্মক। বীজ যে অঙ্কুরিত হইল, উহাই সাত্ত্বিক অবস্থা, বীজ অঙ্কুরিত না হইয়া যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে উহাই তামসিক অবস্থা; অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে বীজের যে অবস্থা ছিল, তাহাকে রাজসিক অবস্থা বলা যায়। মনে কর, কবিতা লিখিতেছি, কিন্তু ভাব আসিতেছে না, ভাব আসিলেও হয়ত শব্দ যুটিতেছে না; বহু কষ্টে উভয়ই আসিল, তখন কবিতাটি লিখিতে পারিলাম। মনের যে অবস্থায় কবিতাটি লিখিতে পারিলাম, ঐ অবস্থাকেই সাত্ত্বিক অবস্থা বলা যাইতে পারে; এবং যে অবস্থাতে উত্তম চেষ্টা প্রভৃতি হইতেছিল, ঐ অবস্থাকে রাজসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে; আর যে অবস্থায় উত্তম চেষ্টা কিছুই হইতেছে না, মন জড়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, উহাকেই তামসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে। প্রকাশ-অবস্থা সুখের অবস্থা, উত্তম বা চেষ্টার অবস্থা দুঃখের অবস্থা, এবং অপ্রকাশ মোহ বা অজ্ঞানের অবস্থা। প্রকৃতজাত তাবৎ বস্তুই এই ত্রিগুণ অর্থাৎ তিন অবস্থা বিশিষ্ট, ইহারা অবিবেকী। বিবেক—অর্থাৎ বিচারশক্তি কেবল জ্ঞাতা বা পুরুষের। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়। মন ঐ জ্ঞান অহঙ্কারে উপনীত করে, অহঙ্কার ঐ জ্ঞান বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, পুরুষ বুদ্ধিরূপ দর্পণে ঐ জ্ঞান উপলব্ধি করেন, এবং তাহার কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ, তাহার বিচার করেন। পুরুষ প্রকৃতিজাত তাবৎ বস্তু হইতে বিভিন্ন; সুতরাং পুরুষের সমজাতীয় আর কিছুই নাই; কাজেই পুরুষ অসামান্য; কিন্তু প্রকৃতিজাত তাবৎ বস্তুই পরস্পর সমগুণবিশিষ্ট, সুতরাং সামান্য। বুদ্ধি পর্য্যন্ত অচেতন, কারণ তাহা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মাত্র; পুরুষই কেবল জ্ঞাতা, সুতরাং চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না; পুরুষ চিরকালই পুরুষ রহিয়াছেন, কিছুই প্রসব করেন না; প্রকৃতি এবং তজ্জাত অন্যান্য তত্ত্বাদি হইতেই জাগতিক তাবৎ বস্তু প্রসূত হইয়া থাকে।

পারিব্রাজক সূক্তমালা।

—০:০:০—

দান-সূক্ত।

শিষ্য—কিমুদর্কং ভবেদ্দানং?

অর্থ—দানের উত্তর ফল—অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য কি? (উদর্কং ফলমুত্তরম্—ইতি কোষঃ)

গুরু—১। জীবদুঃখ-নিরাকৃতিঃ।

অর্থ—জীবের দুঃখ নিবারণ করাই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"নাস্তি দানোপমং ধর্ম্ম্যং কার্য্যমন্যৎ জগত্রয়ে।
দানেনামরতামেতি মরোঽস্মিন্ চলভূতলে॥
মৃতোঽপ্যমৃতবদ্দান-বীরো হি স্তূয়তে সদা।
দানোৎসর্গীকৃতপ্রাণো দধীচিস্তন্নিদর্শনং॥
যথাতিচণ্ডবাতেন বেপতে ন হিমাচলঃ।
তদ্বদা প্রলয়ং দান-বীর-কীর্ত্তির্নকম্পতে॥"

অর্থাৎ ত্রিজগতে দানের তুল্য অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মমূলক কার্য্য নাই। এই বিনশ্বর পৃথিবীতলে মর জীব দানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। (১)। দান-বীর মৃত হইলেও নিরন্তর জীবিত

ব্যক্তির ন্যায় সংস্তূত হইয়া থাকেন। পরোপকারোদ্দেশে সমর্পিতজীবন দধীচিই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ২। হিমাচল যেমন প্রচণ্ডতম বায়ু-বিক্ষোভেও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়েন না, তদ্রূপ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দান-বীরের বিশ্ববিকাশিনী কীর্ত্তিও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না। যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে, তত দিন দাতার নাম এবং কীর্ত্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। ৩। এতাদৃশ বিশ্বহিত-কর দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ নিরাকরণ। এই অবনীমণ্ডলে যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহামহিম উদারচেতাগণ কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল লোকহিতৈষিণীবুদ্ধি বশতঃ দুঃখীর দুঃখাশ্রু মোচন করিবার জন্য দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই যথার্থ দান-বীর। তাঁহাদের দানই প্রকৃত দান-পদ-বাচ্য। এই মহোচ্চ দানের কথা স্মরণ করিয়াই কালের সাক্ষী কবিবর শ্রীহর্ষদেব বলিয়াছিলেন "মৃষানচক্রেঽল্পিত কল্পপাদপঃ প্রণীয় দারিদ্র্য-দরিদ্রতাং নৃপঃ॥" ভূপৃষ্ঠ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক, ভূমির উপকারের জন্য মেঘমালা যেমন সেই জলই আবার বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী হইতে নানা উপায়ে ধনার্জ্জনপূর্ব্বক, দয়ালুগণ পৃথিবীর উপকারের জন্যই আবার সেই ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অর্থের যদি কোন প্রকার সদ্ব্যবহার থাকে, তবে তাহা একমাত্র জীবদুঃখ-নাশোদ্দেশে দান বই আর কিছুই নয়। দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ দূরীকরণ।

শিষ্যঃ—কীদৃশং তৎ প্রশস্তং স্যাৎ?

অর্থ—কিরূপ দান শ্রেষ্ঠ?

গুরুঃ—২। যদন্তরেণ যঃ ক্লিষ্টস্তস্মৈ তদ্দানমুত্তমম্।

অর্থ—যাহার যাহা ব্যতীত ক্লেশ হয়, তাহাকে তাহা দান করাই উত্তম।

ব্যাখ্যা—যাহার যাহা অভাব, সঙ্গতি থাকিলে, তাহাকে তাহা দেওয়াই উচিত, ইহারই নাম উত্তম দান। যে দেশে পানীয় জলের অভাব, তথায় বাপী-কূপাদি খনন; যেখানে বিদ্যাচর্চ্চার অভাব, তথায় বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা, যথায় ভিষক বা ভেষজের অভাব, সেইস্থলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমস্তই এই অনুশাসনের অনুমত। কালচক্রের অপ্রতিবিধেয় নিষ্পেষণে যদিও প্রাচীন মঙ্গলকরী রীতি নীতি সমুদয় নিষ্পেষিত হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে স্থানে জল-ছত্র, পান্থনিবাস, ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা একমাত্র এই সংস্কারেরই মুখ্য ফল। প্রতিকূল বাত্যায় প্রায় সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে; তথাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাক্তন-সংস্কারেরই জীর্ণ প্রকৃতি। নদী শুষ্ক হইলেও, বহুদিন যাবৎ তাহার রেখা বিদ্যমান থাকে। মহামতি আচার্য্য শিষ্যকে বিশ্বজনীন দান-যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে পরিণত করিবার জন্য, এতাদৃশ সর্ব্বাভাব-ধ্বংসক দানের শিক্ষা বিধান করিয়া জগতে দানের স্বরূপ এবং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

৩। অসন্ধেয়ফলং শস্তম্।

অর্থ—ফলাভিসন্ধানবিরহিত দানই প্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হইয়া যে দান করা যায়, তাহাই প্রশস্ত দান। জীবের দুঃখ বিনাশ ব্যতীত অন্য কোন

উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া যিনি দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ দান-বীর-পদ-বাচ্য ; নতুবা যাঁহারা দানের মুখ্য উদ্দেশ্যে উদাসীন থাকিয়া, ব্যক্তি বিশেষের সন্তোষ নিমিত্ত বা পদবিশেষের লাভের নিমিত্ত দানচর্য্যা করেন, তাঁহারা প্রকৃত দাতা নহেন, তাঁহারা দাতৃত্ব-কঞ্চুক ধারী পণ্যব্যবসায়ী সাজিয়া স্বস্ব অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ করিয়া লয়েন,—তাঁহারা দান-বনিক মাত্র। দাতৃনামধারী মহাশয়েরা স্বার্থ-পঙ্কের অতি তুচ্ছ ক্রিমি স্বরূপ। তাঁহাদের দানে জগতের কোন উপকার হয় না ; বরঞ্চ নিঃস্বার্থ দাতৃবৃন্দের ভিতর সেই কৃত্রিম প্রথা প্রসারিত হইয়া, জগতের অশেষ এবং বিষম অপকারই সাধন করে। দানের প্রকৃত মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান, এবং কৃত্রিম প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায়, সাত্বিকদানের সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া যায়। দানের সুমহান্ উদ্দেশ্য ক্রমেং অতি তুচ্ছতম সঙ্কীর্ণ ভাবে উপনীত হয়। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে, দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতং" ১৭।২০ "দান করা উচিত" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া নিষ্কামভাবে প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্বিক দান, এবম্বিধ দানই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥" কিন্তু যাহা প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশা বা অন্য কোন প্রকার কলাভিসন্ধান পূর্ব্বক অতিকষ্টের সহিত প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া অভিহিত হয়। রাজোঽভিমানী ব্যক্তিগণই এতাদৃশ রাজসিক দানের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা অপকৃষ্টতর।

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।" দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সংকার ব্যতীত এবং অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামস বলে। ইহা অপকৃষ্টতম। এতাদৃশ দানের অনুষ্ঠানে দাতা বিশেষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

কালধর্ম্মানুসারে দানের প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাত্বিক দানের সংখ্যা বড়ই কম। রাজস দানের অনুপাতানুসারে সাত্বিক দানের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শুধু দান বলিয়া নয়, সময়স্রোতের অপ্রতিহত বেগে ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রায় সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য দান সম্বন্ধে যে মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা যদি পালন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় জীবজগৎ একটি অপূর্ব্ব শান্তি-কাননে পরিণত হয়।

শিষ্যঃ—কো বা তৎ-পাত্রমুত্তমং ?

অর্থ—সেই দানের উপযুক্ত পাত্র কে?

গুরুঃ—৪। স্বকর্ম্মানুশয় প্রাপ্তঃ।

অর্থ—নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য যে অনুতপ্ত, সেই দানের যথার্থ পাত্র।

ব্যাখ্যা—আত্মকৃত অপকার্য্যের জন্য যাহার চিত্ত সতত অনুতাপের অনন্ত বৃশ্চিক দংশনে কাতর, স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের অপকারিতা ভোগ বা চিন্তা করিয়া, যাহার দেহ মন প্রাণ অবসন্ন, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থই দয়ার পাত্র ; তাহাকে দান করিলেই প্রকৃত সাত্বিক দানের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"পাপানি ক্ষয়মায়ান্তি পাপিনোঽনুশয় ক্রমাৎ। ন কঠোরতমঃ ক্বচিৎ দণ্ডোঽস্ত্যনুশয়াদৃতে॥ দণ্ডক্লেশভয়াৎ পাপী ন পাপাদ্বিরতো ভবেৎ। ন দংশাৎ শাম্যতি ব্যালী দণ্ডিতোঽপি সহস্রধা। কেবলং বিরমেৎ পাপাৎ পাপীয়োঽনুশয়ং গতঃ। তস্মাদনুশয় প্রাপ্ত কৃপামর্হতি সর্ব্বতঃ" অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনুতাপ অপেক্ষা কঠোরতম দণ্ড অন্য কিছু নাই। সর্প যেমন সহস্র প্রকারে দণ্ডিত হইলেও দংশন হইতে নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ পাপী ব্যক্তি দণ্ডজনিত ক্লেশ-শঙ্কায় কদাপি পাপ-লিপ্সা পরিহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র সেই পাপীই পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয়। অতএব পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবে সে সকলের নিকটেই কৃপা পাইবার যোগ্য। এই সমুদয় নীতিগর্ভ বাক্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, স্বকীয় অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত বিকৃত ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে দানাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। শুধু পাপী বলিয়া নয়, অপরিণামদর্শিতা বা অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষে মানব বিপন্ন হইলে, যদি তাহার স্বকীয় তারল্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, এবং যদি যে দানাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপযাচমান হয়, তবে তাহাকে দান করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিতে হইবে, সত্য, কিন্তু স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য যদি কেহ অভাবগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র নহেন; তবে, যদি তাঁহার স্বকার্য্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, তাহা-হইলে তিনি দানের পাত্র; এই সূক্তে তাহাই বলা হইল।

৫। তথা দৈব-বিড়ম্বিতঃ।

অর্থ—দৈববিড়ম্বিত ব্যক্তিও দানের উপযুক্ত পাত্র।

ব্যাখ্যা—যে যে কোনভাবে দৈবকর্তৃক নিগৃহীত হউক না কেন, সে দানপ্রার্থী হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দান করা বিধেয়। মনে কর, কোন উদারচেতা ব্যক্তি সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্য, একটি সুদুষ্কর মহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, বিধি-বিড়ম্বনে যদি তাহাতে সফলকাম হইতে না পারেন, এবং সেই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত বা অন্য কোন প্রকারে দুরুত্তর বিপদসাগরে পতিত হইতে হয়, তবে তাদৃশ দৈব-পীড়িত মহাত্মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা সকলেরই উচিত। যে দেশে এরূপ ক্ষেত্রে সহানুভূতি নাই, সে দেশ কোনদিন উন্নতির ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে পারে না। সে দেশে কোন প্রকার সুমহৎ অনুষ্ঠান আরব্ধ হয় না। তাদৃশ সহানুভূতি-বিহীন সমবেদনা-শূন্য দেশ চিরদিনই সঙ্কোচজ্ঞানের অন্ধতমসে নিমগ্ন থাকে; কোন কালেও তাহার অভ্যুদয় হয় না। এই প্রকার বিশেষ হইতে সমান্যভাবেও যে দুর্ভাগ্যবশে বিপন্ন হয়, সে সকলেরই করুণার পাত্র। অস্মদ্দেশে প্রায়শই দৃষ্ট হয় যে, দৈববিড়ম্বনে ধান্যাদি শস্য বিনষ্ট হইলে কৃষকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা কাহারও নিকট তাদৃশ সাহায্য-প্রাপ্ত হয় না; ইহারা নিজের সম্পূর্ণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকার্য্য

সমাজেরও সাহায্য পাইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ঝটিকার প্রাবল্যে গৃহাদির বিনাশ হইল, দরিদ্র গৃহী পথের ভিখারী হইয়া পড়িল, এতাদৃশ স্থলে আমাদের দেশে প্রথা এই যে, ধনিগণ এই সময়ে টাকা ধার দিয়া বিপন্নদিগের যথেষ্ট উপকার করিলেন, ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু ফলে দাঁড়ায় এই যে, ইহাতে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে; ঐ ঋণের জন্য ক্রমশঃ বিড়ম্বিত হইয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অগ্নিতে গৃহদাহ হইলে পূর্ব্বে প্রতিবাসিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিত, এখন যদিও স্থানে স্থানে ঐ সাহায্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশই উহা উঠিয়া যাইতেছে। এবম্বিধ স্থলই দানের প্রকৃত প্রয়োগস্থল। যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, যাহারা বলিষ্ঠ, তাহারা কোন প্রকার ভেক ধরিয়া—অর্থাৎ ফকির বা বৈষ্ণব সাজিয়া লোকালয়ে দানের প্রধান পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিড়ম্বিত—চলচ্ছক্তি-রহিত, তাহাদিগকে দান করা হয় না। কতগুলি সমর্থ লোককে সাহায্য করিয়া, জগতে তাদৃশ অপকৃষ্ট-প্রকৃতি লোকের প্রসার বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত। অতএব যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দৈব-বিড়ম্বিত, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র।

৭। নালস্য-জীবিনে দেয়ং সামর্থ্যশালিনে ক্বচিৎ।

অর্থ—আলস্য-জীবী সামর্থ্যশালী ব্যক্তিকে দান [illegible] নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা—সামর্থ্য সত্ত্বেও অলসতাই যাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাদৃশ অলস শক্তিমত্তা সত্ত্বেও অশক্তবৎ প্রতীয়মান ব্যক্তিদিগকে কদাচ দান করা উচিত নহে। ঈদৃশ পাত্রে দান করিলে, তাহাতে জীবের দুঃখ ধ্বংস না হইয়া প্রকারান্তরে দুঃখের প্রসারই বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই সমুদয় অসদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ নিবন্ধন সমাজের মজ্জা স্বাবলম্বন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, পরমুখাপেক্ষী সমাজ চিরদিনের মত অবনত হইয়া পড়ে। যে সমাজে স্বাবলম্বনের প্রাচুর্য্য নাই, আত্ম-নির্ভরের বাহুল্য নাই, সে সমাজের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। স্বাবলম্বনহীন দেশ বা সমাজ কখনও উন্নত হয় না। অতএব এবম্বিধ ক্ষেত্রে কতকগুলি অলসের প্রশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক দেশ-সংহার করা অপেক্ষা দান ক্রিয়া হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

৮। ন ভিক্ষাব্যবসায়িভ্যঃ।

অর্থ—ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকেও দান করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—শারীরিক শ্রম-লব্ধ জীবিকার্জ্জন অপেক্ষা যে সমুদয় নির্ঘৃণ পরমুখপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ "ভিক্ষা" এই ব্যবসায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে সুচতুর এবং সুখী মনে করে, স্বোপার্জ্জিত বৃত্তি অপেক্ষা পরার্জ্জিত-প্রার্থনাই যাহারা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করে, তাদৃশ ছল-কঞ্চুক নীচমনাদিগকে দান করা কদাচ বিধেয় নহে। ইহাতেও প্রাগুক্ত দোষের প্রসক্তি জন্মে। তবে যাহারা অচল, পঙ্গু বা রোগান্তরে অকর্ম্মণ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কেননা তাহারা ভিক্ষা-ব্যবসায়ী নহে। তাহারা দুর্দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত, অতএব সেই সকল দৈবপীড়িত দিগকে দান করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ৫ম সূত্রেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

৯। ন বাতিরিচ্য বর্ত্তনং।

অর্থ—বর্ত্তন শব্দের অর্থ বৃত্তি—অর্থাৎ

অবস্থা (আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তিবর্ত্তন-জীবনে ইতি অমরঃ)। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত দান অনুচিত। (৭ম সূত্রস্থ "দেয়ং" এই পদ ৯ম সূত্র পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তব্য)।

ব্যাখ্যা—বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন—"অসমঞ্জসতামেতি হ্যসমঞ্জসকারকঃ। নিদানং সর্ব্বদুঃখানাং অসমঞ্জসভাবনা"। অসমঞ্জসকারক—অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই যে ব্যক্তি কার্য্য করে, যাহার কর্ম্মে কার্য্যকারণের সুসঙ্গতি নাই, সে প্রতিপদেই বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার যাবতীয় কার্য্যই দুর্ব্বাবস্থ হইয়া পড়ে। এই ভূমণ্ডলে অসম্ভাবনাই তাবৎ দুঃখের মূল। সর্ব্বত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, সর্ব্ববিষয়ে তুল্যদৃষ্টি থাকিলে, মানবকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয় না, বা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব দানকর্ত্তাও যদি দানানুষ্ঠানের সময়—স্বীয় অবস্থানুসারে দান করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও পরিণামে অনুশোচিত হইতে হয় না। বিশৃঙ্খলতার বিষময় প্রদাহ তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারে না। স্বকীয় সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া দান করিলে, সে দানের প্রশংসা করা যায় না। লোকহিতকর সাধু অনুষ্ঠানও অবিমৃশ্যকারিতাদোষে সময় সময় অসৎ কার্য্যবৎ নিন্দিত হইয়া থাকে। জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাই মতিমান্ আচার্য্য শিষ্যকে এযাবৎ দান ক্রিয়ার অনুপম আদর্শ পরিদর্শিত করিয়া, অধুনা প্রণয়াস্পদ শিষ্যের মঙ্গলাভিলাষে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে অনুমতি করিলেন। যে স্থলে অবস্থানুসারে ব্যবস্থার অভাব, তথায় প্রতিনিয়তই শত অনর্থ-[illegible] ঘোর অশান্তির উৎপাদন করে। শ্রুতি বলিয়াছেন—। "শ্রিয়া দেয়ম্" অর্থাৎ নিজের সম্পদনুসারে দান করা উচিত।

১০। শ্রেয়ং ব্যক্তিগতাদ্ দানাৎ সমাজগতমুত্তমম্।

অর্থ—ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দান সর্ব্বোত্তম।

ব্যাখ্যা—কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান করিলে তাহাতে তাহারই উপকার হয় মাত্র, তাহাতে জগতের কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না; কিন্তু সমাজ-গত দানে একটা হীনাবস্থ সমাজ উন্নত হইলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, সমাজগত দানে সমাজস্থ তাবৎ ব্যক্তিই উপকৃত হয়েন। দেশের অভ্যুদয়প্রত্যাশী ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেরই স্মরণ করা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি না হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি অসম্ভব। সমাজসমষ্টি লইয়াই দেশ। অতএব দেশের অস্থি-মজ্জা স্বরূপ সমাজের সংস্কার ব্যতীত দেশ অভ্যুদিত হইবে কি প্রকারে? প্রতিমা-বিহীন পঞ্জর কি পূজিত হইয়া থাকে? যিনি যতই দেশহিতৈষণা হৃদয়ে ধারণ করুন না কেন, কিন্তু যাবৎকাল তাঁহার দৃষ্টি সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পর্য্যন্তও পরিচালিত না হইবে, তাবৎ তাঁহার পক্ষে দেশোপকার বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশ প্রেমের মূলে সমাজানুরক্তি চাই, সমাজ-দৃষ্টি-বিরহিত স্বদেশ-প্রেম কল্পনার পুত্তলিকাপ্রায়, তাহার বাস্তব কোন প্রতিকৃতি নাই। যে দেশে সমাজগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য নাই, সে দেশের পরিণাম প্রগাঢ় তিমিরাবৃত; ভবিতব্যতার দুর্নিরীক্ষ্য আলেখ্য প্রতি বিবেক-নয়নে দৃষ্টি করিলে, সেই দেশের

অননুভবনীয় পরিণতির করাল ছায়া অবলোকন করিয়া শিহরিত হইতে হয়। তাই প্রাজ্ঞ প্রবীণ পরিব্রাজক, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা, সমাজগত দানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতলে দেবভাবাপন্ন পরহিত-সর্ব্বস্ব ৺ ভূদেব বাবুর প্রবীণ হৃদয় ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের প্রভূত উপকারিতা অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই তিনি চিরজীবন সংযত থাকিয়া পরিশেষে সমাজবিশেষের মঙ্গলোদ্দেশে সর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাত্ত্বিক দান-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বিশ্ব-হিতকর অনুষ্ঠান, অস্মদ্দেশবাসী ধনকুবের-গণের প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। নতুবা এই অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থান-আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। সম্প্রতি বোম্বে প্রদেশে মহামতি টাটা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। লাহোরের সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রায় ৪। ৫ লক্ষ টাকা উইলের দ্বারা দান করিয়াছেন। এই প্রকার দানের দ্বারা সমাজের অনেক ব্যক্তির উপকার হয়; ইহাতে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এবং পরিণামে তাঁহাদের দ্বারাও অনেকে উপকৃত হইতে পারেন। কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান করা অপেক্ষা যে দানের স্থায়িত্ব বংশানুক্রমে বিদ্যমান থাকে, তাদৃশ স্থায়ী দানই শ্রেষ্ঠ, দেশের যাহাতে দারিদ্র্য ধ্বংস হয়, দেশ যাহাতে ধনী হইতে পারে, সেই প্রকার দানই হিতকর। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় যাহাতে উন্নত হয়, দেশ যাহাতে দারিদ্র্য-শূন্য হয়, অস্মদ্দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান অতি বিরল, সুতরাং ব্যক্তিগত দানের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এত দরিদ্র, এত নিঃস্ব; এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান থাকাতেই সেই সমুদয় দেশ অত সমুন্নত।

১১। দানাদপি শুভাং বিদ্ধি দানীয়-বিরহক্রিয়াম্।

অর্থ—দান অপেক্ষা যাহাতে দানপাত্রের অভাব হয়, তাহা করা আরও উৎকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা—যে দেশে দান-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, বুঝিতে হইবে, সে দেশ তত দরিদ্র, অতএব দানপ্রার্থীর সংখ্যার হ্রাস করিতে পারিলেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়। যাহাতে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে মানব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে আত্ম-নির্ভর দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহিত করিতে পারে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান দানক্রিয়া হইতে শতধা উচ্চস্থানভাগী। ব্যবসায় বাণিজ্যে শিল্প-কৃষি প্রভৃতির বিস্তার, অভিনব উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার, দীন দুঃখী দিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া উঠান, প্রভৃতি কার্য্য যে কতদূর মঙ্গল-জনক, তাহা ভাষার অতীত। নিঃস্ব দরিদ্রগণ যাহাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বন করিতে পারে, দেশস্থ তাবতে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হয়, অবাধে স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরিবার-প্রতিপালন করিতে পারে, তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা সর্ব্বথা স্তুতিযোগ্য। বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শিক্ষা বিস্তার করিয়া, বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, সকলকে তাহাতে উৎসাহিত করা এবং তাহার স্বাধীন-জীবতা সর্ব্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া

প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক এবং যথার্থ দানবীর বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা এবম্প্রকারে দেশের দানীয়—অর্থাৎ দান-পাত্রের অভাব সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ এইরূপভাবে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করাইয়া সকলকে স্বাধীন-জীবতার মধুময় রস আস্বাদিত করাইতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃতই দেবতা। তাঁহাদের দ্বারাই জন্মভূমি যথার্থ পুত্রবতী এবং পৃথিবী বসুন্ধরা নামের সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাহাতে সমাজস্থ তাবতেই শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে সাধারণের উপার্জ্জনের পন্থা প্রসারিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান দানানুষ্ঠান অপেক্ষা সহস্র প্রকারে প্রশংসনীয়।

যে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে দানের পাত্র তত বেশী। সুতরাং দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেই দানপাত্রের হ্রাস করা হয়। যে দান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সে তাহাতে তত সুখী হয় না, কেননা পরাবলম্বন জ্ঞান তাহার মনকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করে। সুতরাং তাহাকে যদি স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই স্বাবলম্বনের পথ দেখাইতে যদি কিছু দান করিতে হয়, তবে তাহা করাই শ্রেয়; ইহাতে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি। মনে করুন, কোন ব্যক্তি উপার্জ্জনের কোন পন্থা জ্ঞাত নহে; সে স্থলে, তাহার প্রাত্যহিক বৃত্তি প্রদান অপেক্ষা তাহাকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া দিলে আর তাহার দৈনিক বৃত্তি প্রদানের আবশ্যকতা রহিল না, এবং সে নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, পরিণামে তাহার কৃত দানেও অনেকে ঐ প্রকারে উপকৃত হইতে পারে, এবং তাহাহইলেই দাতার সেই পূর্ব্বকৃত দান পল্লবিত হইয়া সহস্র মূর্ত্তিতে সমাজের প্রভূত উপকার করিতে পারে।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

—•:o:•—

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥

অন্বয়ঃ—সবিতা তত্ত্বায় প্রথমং মনঃ ধিয়ঃ (চ) যুঞ্জানঃ (সন্) অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য পৃথিব্যাঃ অধি আভরৎ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—তত্ত্বায় :মম তত্ত্বজ্ঞান-লাভায়, আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য। ধিয়ঃ—বাহ্য বিষয়জ্ঞানানি যদ্বা—প্রাণান্—তথাচ শ্রুতিঃ—"প্রাণা বৈ ধিয়ঃ; বাহ্য বিষয় জ্ঞান কিম্বা প্রাণ, যুঞ্জানঃ—পরমাত্মনি সংযুজ্য পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া। নিচায্য—সংগৃহ্য যদ্বা দৃষ্ট্বা—সংগ্রহ করিয়া কিংবা দর্শন করিয়া। পৃথিব্যা অধি—অস্মিন্ শরীরে, এই শরীরে। আভরৎ আহরৎ—আহরতু ইতিভাবঃ, আনয়ন করুন।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসনে ধ্যানের পরমাত্মদর্শনোপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে (ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ দেবং পশ্যেন্নিগূঢবৎ)।

অধুনা সেই ধ্যানের প্রণালী বিশদীকৃত করা যাইতেছে। ধ্যানারম্ভের প্রাক্কালে সংযত-চিত্ত এবং বহির্ব্যাপার-নির্লিপ্ত হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবার জন্য এই প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, পরম তেজস্বী মার্ত্তণ্ডদেব আমার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য—অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য, ধ্যানারম্ভের প্রথম হইতেই মদীয় চিত্ত এবং বহির্বিষয়-জ্ঞান পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া, ও পরমদীপ্তিমান্ অগ্নির জ্যোতি সংগ্রহ করিয়া, আমার এই শরীরে প্রতিষ্ঠাপিত করুন, বা আনয়ন করুন। অর্থাৎ তেজোনিধান সবিতা, অগ্ন্যাদি অপরাপর অনুগ্রাহক দেববৃন্দের বিশ্বপ্রকাশিকা শক্তি আমাতে প্রকাশিত করুন। ব্যাখ্যান্তর যথা—ধ্যানের আরম্ভ কালে পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দেশে অভিনিবিষ্ট হইয়া, যোগমার্গের অপরিহার্য্য অন্তরায় বহির্বিষয়জ্ঞান হইতে চিত্ত সংযত করিয়া এবং একান্ত সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক তেজস্বী সবিতৃদেবের উপাসনা করিবে। কেননা, জগৎ-প্রকাশক সবিতা সেই পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মার তেজোময়াত্মক অগ্নির প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেজঃপ্রকাশে উদ্ভাসিত করিতেছেন। ইন্দ্র চন্দ্রাদি অপরাপর অনুগ্রাহক দেবতাগণ সেই পরাৎপরের পরমোচ্চ প্রসাদবলেই স্বকীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। এই জগতীতলে, যে সমুদয় আশ্চর্য্য কার্য্য বিশ্বনয়নে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডবক্ষে যে সকল বিভূতিময় পদার্থ অবলোকন করিয়া থাকি, তৎ সমস্তই সেই পরম পুরুষের পরমা বিভূতির অত্যদ্ভুত মহিমার ফল।

(২)

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা।

অন্বয়ঃ—বয়ং যুক্তেন মনসা দেবস্য সবিতুঃ সবে, সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা (প্রযতামহে)

বিষম পদব্যাখ্যা—যুক্তেন—পরমাত্মনি সংযোজিতেন, পরমাত্মাতে সংযুক্ত। সবিতুঃ সূর্য্যস্য, সূর্য্য দেবের। সবে—অনুজ্ঞায়াং সত্যাং, অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিয়া অর্থাৎ অধীন থাকিয়া। সুবর্গেয়ায়—(ছান্দসং) স্বর্গায় ইত্যর্থঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে পরমার্থলাভায়, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ পরমার্থ লাভের জন্য অথবা সুবর্গেয়ায়—স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্ম্মণি, স্বর্গলাভের হেতুভূত পরমাত্মচিন্তনে। শক্ত্যা যথাসামর্থ্যং, যথাসাধ্য। প্রযতামহে প্রযত্ন করিব। "শক্ত্যা" এই স্থলে কোন পুস্তকে 'শক্ত্যৈ" এতাদৃশ চতুর্থ্যন্ত পাঠ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদৃশ পাঠেও চতুর্থী বিভক্তিকে "ছান্দস" স্বীকার করিয়া, ঐ পদের তৃতীয়ান্ত অর্থই করিতে হইবে।

বঙ্গার্থ—আমরা পরমাত্মায় সংযুক্ত, এবং আত্মদৃষ্টির জন্য একান্ত সমাহিত অন্তঃকরণের সহিত পরমদেবতা সবিতার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিয়া, পরমার্থ লাভের জন্য কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যেন যথাসাধ্য প্রযত্ন করি।

ব্যাখ্যান্তর যথা—আমরা যে সময়ে পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দেশের নিমিত্ত, পরমাত্মায় মনোঽভিনিবেশ পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা বিধান করিব, সেই সময়ে পরমার্থলাভের হেতুভূত পরমাত্মচিন্তনে যথাসাধ্য যত্নশীল হইব। এবম্প্রকারে অধ্যবসায়সহকারে আত্মচিন্তা এবং আত্মদৃষ্টি করিতে পারিলে অনুপম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

(৩)

যুক্তায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্।

অন্বয়ঃ—সুবর্যতঃ (তথা) ধিয়া দিবং বৃহৎ জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ দেবান্ মনসা যুক্ত্বায়(যুক্ত্বা ইত্যর্থঃ), সবিতা তান্ প্রসুবাতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—সুবঃ—স্বর্গং পূর্ণানন্দ-ব্রহ্ম (যত ইতি শতৃপ্রত্যয়ান্তক্রিয়াপদস্যাকর্ম্ম) স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম। যতঃ—গচ্ছতঃ (ইধাতু শতৃদ্বিতীয়াবহুবচনং) গমনকারী। (দেবান্ ইতি পরস্থ কর্ম্মণো বিশেষণমেতৎ)। পুনরপি বিশেষণমাহ—ধিয়া—সম্যাগদর্শনেন, সম্যক্ দর্শন দ্বারা। দিবং—দ্যোতন-স্বভাবং চৈতন্যৈকরসমিতিভাবঃ, দ্যোতনস্বভাব অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় চৈতন্যাত্মক। বৃহৎ—মহৎ, ব্রহ্ম। জ্যোতিঃ প্রকাশং, প্রকাশ। করিষ্যতঃ দেবান্ ইত্যেতস্য-বিশেষণান্তরং। দেবান্—করণানি মন আদীনি ইন্দ্রিয়ানি, মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয়। যুক্ত্বায় (ছান্দসং) যুক্ত্বা—সংযুক্ত করিয়া। সবিতা সূর্য্যদেব। তান্—প্রাগুর্বর্ণিতান্ দেবান্ করণানীত্যর্থঃ, পূর্ব্ব-কথিত ইন্দ্রিয় সমূহ। প্রসুবাতি—, তথা কর্ত্তুং অনুমন্যতাং, যথা করণানি বিষয়েভ্য নিবৃত্তানি সন্তি আত্মাভিমুখানি ভূত্বা আত্মপ্রকাশং লভেরন্, সবিতা তথাবিধং করোতু ইতি বিশদার্থঃ। সেই প্রকার করিতে অনুমতি করুন, অর্থাৎ যে প্রকারে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্ত এবং আত্মাভিমুখ হইয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারে, যোগাধিদেব সূর্য্য আমার ইন্দ্রিয় নিচয়কে, তাদৃশ ভাবে নিযুক্ত করুন।

বঙ্গার্থ—স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাভিমুখে গমনোদ্যত এবং সম্যক্প্রকারে তত্ত্ব-দর্শন দ্বারা অনন্তজ্যোতিষ্মান্ পরম ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ, ইন্দ্রিয় সমূহকে মনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া, অর্থাৎ বাহ্য এবং আন্তরিক তত্ত্বনিবহ একসূত্রে সংবদ্ধ করিয়া, যাহাতে, ইন্দ্রিয়-নিচয় নিরন্তর তাদৃশ কার্য্য (ব্রহ্মের ধ্যান-মনন ইত্যাদি) করিতে পারে, যোগাধিদেব সবিতা তাহাদিগকে তাহা করিবার জন্য আদেশ করুন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ধ্যানারম্ভ সময়ে সূর্য্য-দেবের সন্নিধানে পুনরায় এবম্বিধ প্রার্থনার ব্যপদেশে আত্মদৃষ্টি, আত্মানুসন্ধান, এবং আত্মত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-নিচয় স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্বান্বেষণে অভিনিবিষ্ট হউক। অর্থাৎ অস্মদিন্দ্রিয়াদির যে সমুদয় নিত্য গ্রাহ্য অসত্য বিষয় আছে, সেই সমুদয় হইতে বিরত হইয়া, তাহারা সেই অমৃতময় সত্য বিষয়-গ্রহণে আসক্ত হউক। আমরা ইতস্ততঃ যাহা কিছু দেখি, শুনি বা আলোচনা করি, তৎসমস্তই অনিত্য এবং অশান্তি-পরিণামক, এই বিশ্বমণ্ডলে প্রকৃত দেখিবার, শুনিবার বা আলোচনা করিবার জিনিষ মাত্র এক। তিনি সত্য, সুদর্শন, সুখাত্মক ও সুবিমল। অতএব আমাদের নয়ন যেন অলীক বাহ্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ না হইয়া, সেই চিরানন্দ চিরন্তন রূপলিপ্সার বশবর্ত্তী হয়, শ্রবণ যেন আশুরম পার্থিব শ্রোতব্যের প্রতি আসক্ত না হইয়া, সেই সুখশ্রাব্য পরমব্রহ্মবিভূতিপ্রকাশক ওঙ্কার গীতির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে, এবংপ্রকারে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণই যেন সর্ব্বতোভাবে বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া আন্তরতত্ত্বসমূহকে স্ব স্ব জ্ঞান-বিষয়ীভূত করিতে যত্নবান হয়, এইভাবে উপাসনার পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া, বহির্ম্মুখীন প্রবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিলেই উপাসকের সম্মুখে বন্ধুর এবং দুরারোহ ধ্যানমার্গ অতি সুগম সমতল বীথিকার ন্যায় প্রতীত হয়।

(৪)

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥

অন্বয়ঃ—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে, উত ধিয়ঃ যুঞ্জতে, (তৈঃ) বিপ্রস্য বৃহতঃ বিপশ্চিতঃ দেবস্য সবিতুঃ, মহী পরিষ্টুতিঃ (বিধেয়াইতিশেষঃ) বয়ুনাবিৎ একঃ (সবিতা) ইৎ হোত্রাঃ বি-দধে।

বিষমপদব্যাখ্যা—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে পরমাত্মনি যোজয়ন্তি, যে সমুদয় সাধক বিপ্রগণ মন পরমাত্মায় সংযোজিত করিতে পারেন। উত—অথবা। ধিয়ঃ—ইতরাণি ইন্দ্রিয়াণি, অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহকে। বুদ্ধি দ্বারাই ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় বলিয়া এস্থলে বুদ্ধির নামান্তর ধীশব্দ কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়নিচয়ের পরামর্শ করা হইয়াছে। বিপ্রস্য বিশেষণব্যাপ্তস্য, সর্ব্বব্যাপী। বৃহতঃ-মহতঃ, অতি মহান্। বিপশ্চিতঃ—বিপ্রকৃষ্টং চিনোতি ইতিবিপশ্চিদ্ তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বজ্ঞ, দেবস্য—পরম দেবতা। সবিতুঃ—সূর্য্যের। মহী—মহতী প্রশস্তা। পরিষ্টুতিঃ—প্রকৃষ্ট স্তব, স্তোত্র। (বিধেয়া এই অধ্যাহার্য্য পদের সহিত অন্বেতব্য)। বয়ুণাবিৎ—প্রজ্ঞাবিৎ সর্ব্বসাক্ষীভূতঃ ইত্যর্থঃ—সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ। একঃ—অদ্বিতীয়। ইৎ—এব, নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। হোত্রা—হোত্রাণি (বৈদিকমিদং পদং) হবনাদি-ক্রিয়া। বিদধে বিধান করিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—যে সমুদয় বিপ্রবৃন্দ মন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়-নিচয় বহির্বিষয় সমূহ হইতে উপসংহৃত করিয়া পরমাত্মাতে যোজিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বব্যাপী, মহান্, এবং সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যদেবে মহতী স্তুতি অবশ্য-কর্ত্তব্য। কেননা, পরম প্রজ্ঞাশালী সবিতৃদেবই জাগতিক ব্যাপারে একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ। তিনি অশেষ কর্ম্মজ্ঞ এবং তিনিই হবনাদি যাবতীয় ক্রিয়ার একমাত্র বিধানকর্ত্তা। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন সমাহিত করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ সূর্য্যদেবের পরমা দীপ্তির ধ্যান করিতে ক[illegible]তই সেই বিশ্বপ্রকাশক পুনরাবৃত্তিরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার বিনাশক পরমপুরুষের পরমজ্যোতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। অতএব যোগজীবন বিপ্রবৃন্দের পক্ষে সূর্য্যের উপাসনাই কৈবল্য-পদপ্রাপ্তির নিদানীভূত।

(৫)

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি
র্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

অন্বয়ঃ—বাং পূর্ব্ব্যং ব্রহ্ম নমোভিঃ যুজে (অহমিতিশেষঃ)। (মম) শ্লোকঃ সূরেঃ পথি এব বি এতু। (ভোঃ) অমৃতস্য বিশ্বে পুত্রাঃ, যে দিব্যানি ধামানি আতস্থুঃ, (তে ভবন্তঃ) শৃণ্বন্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা—বাং—যুষ্মাকং (অমৃতস্য পুত্রাণাং ইত্যর্থঃ অত্র বহুত্বে দ্বিত্বনির্দেশে [illegible]

কয়োঃ সম্বন্ধিপ্রাকাশ্যত্বেন তাভ্যাং করণানুগ্রাহকাভ্যাং প্রকাশিতম্ ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তোমাদের (অমৃতের পুত্রগণের) অথবা ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক দেবতা, এতদুভয়ের প্রকাশিত (ব্রহ্ম এই পদের বিশেষণ)। পূর্ব্ব্যং—পূর্ব্বেভূতং চিরন্তনং—চিরন্তন। ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে-নমোভিঃ-নমস্কারৈঃ--চিত্তপ্রণিধানাদিভিরিত্যর্থঃ। নমস্কার—অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা। যুজে—সমাদধে, আমি সমাধান করি। শ্লোকঃ—শ্লোকাতে—পরিকীর্ত্তাতে, স্তূয়তে বা অসৌ ইতি শ্লোকঃ—স্তুত্যঃ পরিকীর্ত্তনীয় ইতিযাবৎ, স্তবার্হ বা পরিকীর্ত্তনীয় অর্থাৎ আমি যাঁহার স্তব করিতেছি বা বিশ্ববাসিগণ কর্ত্তৃক যিনি পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই পরমপুরুষ। সূরেঃ—সাধোঃ—সাধুর। পথি—মার্গে, সূরেঃ—পথি—সন্মার্গে বি—এতু-বিশেষভাবেন আগচ্ছতু-প্রকাশিতো ভবতু ইতিভাবঃ—বিশেষরূপে প্রকাশিত হউন। অমৃতস্য—ব্রহ্মণঃ-ব্রহ্মের। বিশ্বে-সমগ্র সমুদয়। পুত্রাঃ—পুত্রগণ। যে দিব্যানি ধামানি আ তস্থুঃ—যে তোমরা নিয়ত দিব্য ধামে অবস্থিত রহিয়াছ, সেই তোমরা। শৃণ্বন্তু—আমার এই প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ কর। 'পথ্যেব' এই পদের এপ্রকার ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে—(মম) শ্লোকঃ—ময়াকৃতং বাক্যং, অহম্ যদ্ যদ্ কথয়ামি, যানি যানি বাক্যানি মম কণ্ঠাৎ বহির্গচ্ছন্তি, তানি' সমস্তানি, "সূরেঃ" পরমপুরুষস্য, "পথ্যা' 'ইব" স্তব ইব, "বি—এতু" বিশেষভাবেন ভবতু ইত্যর্থঃ। মৎকথিতং—মদুচ্চারিতং সমস্তমেব বাক্যং কেবলং ব্রহ্মবিষয়কং ভবতু। মৎকণ্ঠাৎ ব্রহ্মবিষয়কবাক্যাদৃতে নান্যৎ আবির্ভবতু ইতি বিশদার্থঃ। আমার শ্লোক—অর্থাৎ আমি যে সমুদয় বাক্য উচ্চারণ করি, তৎসমস্তই ব্রহ্মবিষয়ক হউক। ব্রহ্মবিষয়িণী কথা ব্যতীত যেন অন্য কথা আমার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত না হয়।

বঙ্গার্থ—হেঅমৃত-পুত্রগণ! আমি তোমাদের চিরন্তন ব্রহ্মকে চিত্ত-প্রণিধানাদি দ্বারা সমাধান করি। সেই প্রণিধাতব্য পরমপুরুষ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। আমার হৃদয়রূপ সন্মার্গে বিচরণ করুন। হে দিব্যলোকনিবাসী অমৃত-পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। ব্যাখ্যান্তর—ইন্দ্রিয় এবং তদনুগ্রাহক দেবতা কর্ত্তৃক অন্তঃকরণে প্রকাশিত অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রণিধান করি। আমি যাহা কিছু বলি—অর্থাৎ আমার কলুষিত কণ্ঠ হইতে যাহা কিছু বহির্গত হয়, তৎসমস্ত বাক্যই যেন ব্রহ্মবিষয়ক হয়। ব্রহ্মবিষয়ক আলাপ ব্যতীত—ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন ব্যতীত আমি যেন অন্য কিছুই বলিনা। আমার রসনা যেন অনন্যসাপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা তৎকথামৃত পান করিতে নিযুক্ত থাকে। হে অমরধামবাসী অমৃত-তনয়গণ! তোমরা পরম অনুগ্রাহক; আমাকে এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিবার সামর্থ্য দানপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রকাশ কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মণিরত্নমালা।

—০:০:০—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধনব্যয়ের নিয়ম।

"অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদ-
পক্ষয়াৎ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যগ্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিঃ-
ক্ষিপেৎ।" (হিতোপদেশ)
ধর্ম্মায় যশসেহর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তং ইহামুত্র চ মোদতে॥
দেবর্ষি পিতৃ ভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ-
ভাগিনঃ। (১)
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবৃত্তঃ পতত্যধঃ॥
(২) (ভাগবত)
"ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকং।
দানংহি বিধিনা দেয়ং কালেপাত্রে গুণান্বিতে"॥
(স্মৃতি)

অলব্ধ ধন লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, লব্ধ ধন অপব্যয় হইতে রক্ষা করিবে, রক্ষিত ধন বর্দ্ধিত করিবে, এবং বর্দ্ধিত ধন তীর্থাদিতে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন, এই পাঁচের নিমিত্ত আপনার ধন পাঁচ প্রকারে বিভাগ করেন, তিনিই ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ধন থাকিতেও ভাগ-প্রাপ্তি-যোগ্য দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু ও আত্মাকে বিভাগ করিয়া না দিয়া, যক্ষবৃত্তি অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি অধঃপতিত হয়। ন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা পরকালের কার্য্য করিবে, এবং কাল ও পাত্র বিবেচনায় দানযোগ্য গুণবান্ ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক দান করিবে। (তন্নষ্টং যন্নদীয়তে)

অবার ধনহীন বা বিভবহীন হইলেই যে মনুষ্য প্রকৃত দরিদ্র হয়, তাহা নহে; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতিও তৃষ্ণা বা আসক্তি-শূন্য না হইলে, চিরদুঃখে কাল হরণ করিয়া থাকেন।

বৈরাগ্যশতকে যতি ও নৃপতি-সম্বাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

বয়মিহ পরিতুষ্টাবল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ,
সম ইহ পরিতোষো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ।
সতু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা,
মনসি চ পরিতুষ্টে (১) কোহর্থবান্ কো
দরিদ্রঃ॥

যতি কহিতেছেন—"হে রাজন্! ইহ সংসারে আমরা এখন বল্কল-বসনে পরিতুষ্ট হই, কিন্তু দুকূল (পট্টবস্ত্র) পরিধানে তোমার পরিতোষ জন্মায়, এ বিষয়ে "পরিতোষ" পদার্থটী উভয়ের সম্বন্ধে সমান হইতেছে, সুতরাং দুকূল ও বল্কল-ভেদে যে বিশেষ ভাব, তাহা নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়িতেছে। অতএব যে ব্যক্তির বিষয়-তৃষ্ণা বিশাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র, এবং মন পরিতুষ্ট হইলে (সন্তোষামৃতে পরিতৃপ্ত হইলে) ধনবানই বা কে? আর দরিদ্রই বা কে? অর্থাৎ তখন ধনী বা দরিদ্রের কোন প্রভেদ থাকে না।

---

(১) গৃহমেধীর নিত্য কর্ত্তব্য—
"অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।"
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥ (মনু)
পোষ্যবর্গের পালন—পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা-
দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ
উদাহৃতঃ॥ (স্মৃতি)

(২)— "মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং বসুরক্ষং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বপতিং পুত্রবৎসলং॥"

(১) গোধন, গজধন, বাজীধন, আওর্ রতনধন-খান্।
যব্ আওত সন্তোষধন সবধন ধূরিসমান্।
(তুলসীদাস)

রাজর্ষি জনক, আদিরাজ পৃথু, অম্বরীষ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারাজ-চক্রবর্ত্তীগণ সসাগরা ধরার অধীশ্বর (*) হইয়াও পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নারদাদি হরিপরায়ণ যোগী মহর্ষিগণ সানন্দ চিত্তে সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকট গমনাগমন করিতেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিতেন। প্রজাপালনতৎপর স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ঐ সকল ভূপতিবৃন্দ ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ বা অহংকার-গর্ব্বিত ছিলেন না, এবং সর্ব্বথা আসক্তি-পরিশূন্য (*) হইয়া বিষয়-ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিতেন।

(খ) দৈন্য—সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে দীনতা বা অকিঞ্চনতা।

"পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাং।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ"॥
(ভাগবত)

যে যে বস্তু মনুষ্যগণের অত্যন্ত প্রিয়, তত্তৎ বস্তুর পরিগ্রহ (গ্রহণ বা আহরণ) দুঃখের কারণ (১) হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা জানিয়াও যে ব্যক্তি অকিঞ্চন (২) অর্থাৎ ত্যক্ত-পরিগ্রহ হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেন।

এস্থলে অকিঞ্চনতা দারিদ্র্যকে না বুঝাইয়া পরিগ্রহ-ত্যাগ বা অপরিগ্রহকে (৩) বুঝাইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটী যোগের অঙ্গ। "অপরিগ্রহ" প্রথমাঙ্গ যমের অন্তর্গত। "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহা যমাঃ"—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, এবং অপরিগ্রহ, এই কয়টী যম। অপরিগ্রহ—"ভোগবিলাসের জন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ বা তাহার আহরণ না করা, কেবল শরীর রক্ষার্থে উপযুক্ত বস্তু ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুরই আবশ্যক না রাখা।"

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

অতঃকবির্নামসু যাবদর্থঃ, স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র, পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ॥
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ,
বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্ন পাত্র্যা
দিগ্‌বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধাগুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্।
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥
(ভাগবত, ২য় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ৩।৪।৫)

(সুখ-বাসনায় শয়ান পুরুষ যেমন সপ্ন-যোগে সুখ দর্শন মাত্র করে, বস্তুতঃ ভোগ করিতে পায়না, তাহার ন্যায় মায়াময় স্বর্গাদি পথে ভ্রমণকারী জন তত্তৎ লোক প্রাপ্ত হইলেও পরমার্থতঃ নিরবচ্ছ সুখ লাভ

(*) "ভোজ্যং ভোজন-শক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাস্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দান শক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং॥"

(*) "বনেঽপিদোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং,
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥"

(১) "যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখ বৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি।"

(২) অকিঞ্চনঃ—ত্যক্তপরিগ্রহঃ, নতু দরিদ্রঃ।
(শ্রীশ্রীধর স্বামী)

(৩) "অনাদানং হি দ্রব্যাণাং আপদ্যপি মুনীশ্বরাঃ।
অপরিগ্রহ ইত্যুক্তো যোগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

করিতে পায় না।) অতএব যাহা নাম মাত্র বাস্তবিক, যাহাতে কোন সার বস্তু নাই, এরূপ ভোগ্য বিষয়ে আস্থা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে; যে পরিমাণ ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই পরিমাণ বিষয়ের জন্যই সাবধান হইয়া যত্ন করিবেন, (তাহাতেও আসক্ত হইবেন না); কিন্তু উহা স্থির নহে; পরমার্থ সুখ নহে, এইরূপ নিশ্চয়-বুদ্ধি হইয়া সেই দেহ-যাত্রা যদি অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বৃথা পরিশ্রম জানিয়া আর সেই সেই বিষয়ের যত্ন করিবেন না। দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহের স্বভাবসিদ্ধ উপায় রহিয়াছে, তাই বলিতেছেন, সুবিস্তীর্ণ ধরাতল থাকিতে শয্যার প্রয়োজন কি? স্বতঃসিদ্ধ বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধানের (বালিশের) আবশ্যকতা কি? অঞ্জলি বর্ত্তমান থাকিতে নানা প্রকার জলপাত্র ও ভোজন-পাত্রের প্রয়োজন কি? এবং দিক্ ও বল্কল (বৃক্ষত্বক) সর্ব্বত্রই অনায়াস-লভ্য, এ সকল থাকিতে পট্টবস্ত্রাদির নিমিত্ত প্রয়াস কেন? যদিও অন্ন-বস্ত্রাদি বিনা যাচ্ঞায় প্রায় লভ্য হয় না সত্য, তথাচ তদর্থ ধনদুর্ম্মদান্ধ লোকদিগের সেবা করা কেন? (১) পথে কি আচ্ছাদনোপযোগী জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পড়িয়া থাকেনা? ফলাদি দ্বারা পরপোষণকারী বৃক্ষসমূহ কি ফলাদি দান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সে জলে কি পিপাসা নিবারণ করা যায় না? (বিবেকবান্ ব্যক্তি এ সমস্ত বস্তু সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারেন।) যদ্যপি এ সকল পদার্থও কদাচিৎ লভ্য না হয়, তাহা হইলে শরণাগত-পালক বিশ্বম্ভর ভগবান্ হরি কি শরণাপন্ন লোকদিগকে রক্ষা (পালন) করেন না? অর্থাৎ ভগবান্ পালন করিতেছেন এবং করিবেন; অতএব ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির সেবা করা বিবেকীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এবং ভগবানের ভজনা করাই বিধেয়।

দৈন্য সম্বন্ধে—

১। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

"মন করো না সুখের আশা। (১)
যদি অভয়-পদে লবে বাসা॥
হয়ে ধর্ম্ম তনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব মহাদেব তবু শিবের দৈন্যদশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, (২) মন সুখের আশে বড় কসা।
মন ভেবেছ কপট-ভক্তি করে পূরাইবে আশা।
(লবে) কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি-মাষা॥

২। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"হ্যধিকোঽস্মীতি সর্ব্বেভ্যো হ্যধিক জ্ঞানবানহং।
ধর্ম্মতত্ত্বমিদমিতি নৈবং মন্যেত বুদ্ধিমান্॥
অস্তি মৎস্যঃ তিমির্নাম শতযোজন-বিস্তৃতঃ
তিমিঙ্গিল-গিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপাস্তি রাঘবঃ।

(১) ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং,
শয়নমবনিপৃষ্ঠে বাসসী বল্কলেচ।
ধনলব মধুপান ভ্রমি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং,
অবিনয় মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জ্জনানাং॥
(বৈরাগ্য শতক)

(১) আপাতমধুর বিষয়-সুখের আশা করিলে পরিণামে অবশ্যই বলিতে হয় যে—
"জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্তচিন্তামণির্ময়া"॥
(২) "অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ" (নারদকৃত ভক্তি-সূত্র)

কাশ্চত্তু তদ্গিলোঽস্তাতি মত্বা মন্যে ন
কর্হিচিৎ ॥

"আমিই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানবান্, অতএব আমিই সর্ব্বপ্রধান" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি এরূপ মনে করিবেন না, ইহাই লৌকিক ধর্ম্মের সার উপদেশ। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, শতযোজন-বিস্তৃত সমুদ্রচর "তিমি" নামক মৎসকে গ্রাস করিতে পারে, এরূপ "তিমিঙ্গিল" নামক জলচর আছে; আবার তাহাকে গ্রাস করিতে পারে, এরূপ "তিমিঙ্গিল-গিল" নামক জলজন্তু আছে, আবার 'তিমিঙ্গিল-গিল"কে গ্রাস করিতে পারে, 'রাঘব' নামক এমন প্রকাণ্ড মৎস্য আছে; আবার রাঘব-গ্রাসী কোন জলচর জীব কোথাও আছে, ইহা জানিয়া "আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" এরূপ মনে করা কথনই কোন ব্যক্তির উচিত হয় না।

অতএব—"দুর্গুণানাং খনিরহং গুণাধানং
কথং ময়ি।
মন্যেব চাজ্ঞতাঽপ্যস্তি মন্যতে সোঽ
ধিকোঽখিলাৎ ॥
স সাধুস্তস্য দেবাহি কলালেশং লভন্তি ন ॥"

"আমিই সমস্ত দুর্গুণের (দোষের) আকর, আমাতে কোন সদ্গুণই নাই, আমিই কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য" যে ব্যক্তি এইরূপ মনে করে, সেই ব্যক্তি জগতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে (উন্নতি লাভ করে) এবং সেই ব্যক্তিই সাধু হয়; দেবতারাও তাহার কলালেশ লাভ করিতে পারেন না, অর্থাৎ তাহার সদৃশ হইতে পারেন না।

এস্থলে অহংকার ও আত্মশ্লাঘাদি বর্জ্জন এবং বিনয় ও শিষ্টাচারাদি সদ্গুণাবলম্বনকে বুঝাইতেছে।

৩। ভগবানের ভক্তগণের দৈন্য—

"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী
চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে
পুরুষোত্তম।"

"হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী আর কেহই নাই; বলিব কি? পাপ-পরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট দৈন্য জানাইতে আমার লজ্জা হইতেছে"।

"দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে।
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে ॥
পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ,
পরম শোচ্যতমো নচ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে,
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ॥"

হে যাদবেন্দ্র! আমি পতিত, অতএব তোমার 'দীনবন্ধু' নাম স্মরণ করিয়া আমার উৎসাহ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া শ্রুত হওয়াতে সম্প্রতি আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, অর্থাৎ আমি কখনও তোমার ভজন করি নাই, এই কারণে আমার প্রতি তোমার কৃপা হইল না। হে হরে! তোমার তুল্য পরম করুণাময় আর কেহ নাই, এবং আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই; হে যদুনাথ! এই বিবেচনা করিয়া এই পামর জনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর।

(পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ)

ভগীরথের দৈন্য বা মানশূন্যতা এইরূপ—

"হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥"

"মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি স্বরূপ ছিলেন, ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতিলাভ করতঃ ভিক্ষার নিমিত্ত শক্রগৃহে গমন করিতেন, এবং চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির নিকটও প্রণত হইতেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে শ্রীরূপ, সনাতন, হরিদাস ও রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তগণের অতীব বিস্ময়কর দৈন্য-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

(৪) চৈতন দেব বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণজাতি স্বভাবতঃ নম্র, সর্ব্বদা ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত (ছিন্ন বা পদদলিত) হইলেও আপনার মস্তকোত্তলন করেনা, যিনি এই তৃণজাতি অপেক্ষা আপনাকে নীচ মনে করেন; তরুজাতি পুষ্প, পত্র, ফল, মূল ও ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা সকলেরই উপকার করে, এবং উপকৃত মনুষ্যেরা ছেদন করিলেও তাহাদের সেই অপরাধ সহ্য করে, যিনি এই তরুজাতির ন্যায় সহনশীল, এবং যিনি অন্য কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া (সম্মানিত না হইয়াও) অনাদরকারীর সমাদর করেন, অথবা যিনি স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অপরকে সম্মান প্রদান করেন, এবম্ভূত মহাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক হরি নিরন্তর কীর্ত্তনীয় হন।

মহাভাগবত ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
তাড়ন ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব॥
সদা নাম লৈব যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইত আচার করে ভক্তি-ধর্ম্ম-পোষ"॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

গীতাভাস।

—০:০:০—

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বর।

সহৃদয় ভাবুকমাত্রেই এই বিচিত্র কৌশলময় দৃশ্য জগতের সুষমারাশি দর্শনে পুলকিত ও বিমোহিত হইয়া সত্যই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "এই অনন্ত-অম্বর-পরিব্যাপ্ত-রবি-শশি-তারকা-বিমণ্ডিত পৃথিবীর কোথা হইতে উৎপত্তি হইল? কে ইহাকে এমন বিচিত্র শোভাময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?" এই স্বাভাবিক অনুসন্ধানের ফল ঈশ্বর-তত্ত্বের অবতারণা। এই বিচিত্র সৃষ্টির স্রষ্টা কে, জানিতে না পারিলেও সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে মানিয়া লই। ঈদৃশ কৌশলময় জগৎ নিয়ন্তৃবিহীন, ইহা হৃদয় কদাচ বিশ্বাস করিতে চাহে না; অবশ্যই ইহার ধাতা ও পাতা আছেন, ইহাই অন্তরের বিশ্বাস। জগতের সেই আদিকারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয় হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু যদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র।

(অস্য) এই জগতের যিনি (স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়হেতুঃ) স্থিতি, উদ্ভব ও প্রলয়ের হেতু, কিন্তু যিনি স্বয়ং (অহেতু) অনাদি; (যৎ) যিনি (স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু) স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তিতে, (বহিশ্চ) ধ্যানাদিতেও, (সৎ) বিদ্যমান থাকেন; (দেহাস্ত্রিয়াসু হৃদয়ানি) দেহ, ইন্দ্রিয়, অসু—অর্থাৎ প্রাণ এবং হৃদয় (যেন সংজীবিতানি) যাঁহাদ্বারা অনুপ্রাণিত—অর্থাৎ জীবন্ত হইয়া (চরন্তি) স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে প্রবর্ত্তিত হয়, হে (নরেন্দ্র) রাজন্! (তং) তাঁহাকে (পরং) ব্রহ্ম (অবেহি) জানিও। ভাগবতের এই উক্তি হইতে জানিতে পারিলাম যে, ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয়কর্ত্তা; ঈশ্বরেই জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি, এবং তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র সৎবস্তু, কি সপ্নে, কি জাগরণে, কি নিদ্রা-বস্থায়, কি সমাধিতে, সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে তিনি বিদ্যমান আছেন। আমা-দিগের দেহ, ইন্দ্রিয় নিচয়, প্রাণ ও মন, জড় পদার্থ হইলেও, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবন্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী আছে। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, এ বিশ্ব তাঁহারই দ্বারা উদ্ভাসিত ও জীবন্ত; এ জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।

ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত-কারণ; তিনি তাঁহার সৃষ্ট এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুতে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই চরাচর তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, তিনিই ইহার আধার; কিন্তু ঈশ্বরের কি অঘটন-ঘটনা চাতুর্য্য যে, ভূত সকল তাঁহাতে থাকিয়াও তাঁহাতে নাই! অর্থাৎ ঈশ্বররূপ আধারে এই চরাচররূপ আধেয় অসংলগ্নভাবে বিদ্যমান আছে। সাধারণ অর্থে আধারে আধেয়ের সংলগ্নতা উপলব্ধি হয়; যথা কলস আধার, জল আধেয়; কলসে জল অবশ্য সংলগ্ন আছে; অতএব আধার ও আধেয় পরস্পর সংলগ্ন। ঈশ্বর এই চরাচরের আধার, কিন্তু এ অর্থে নহেন। চরাচর তাঁহাতে সংলগ্ন নাই, তিনি অসঙ্গ। সংলগ্ন থাকিতেও পারে না; নিরবয়বে সাবয়ব বস্তুর সংলগ্নতা কিরূপে সম্ভব হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

"সর্ব্বব্যাপী ও মহান্ বায়ু যেরূপ নিত্য আকাশে স্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত, ইহা জানিও।" অর্থাৎ নিরবয়ব আকাশ নিঃসঙ্গভাবে যেমন বায়ুর আধার, বায়ু যেমন নির্লিপ্তভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছে, ভূতগণ তেমনই ঈশ্বরের নিরবয়বত্ব—অতএব নিঃসঙ্গত্বহেতু নির্লিপ্ত-ভাবে তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। ঈশ্বর এই অর্থে জগতের ধাতা।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ; প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ। প্রকৃতি ঈশ্বরের মায়াশক্তি। এই শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটী গুণযুক্তা। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকারেই জগতের উৎপত্তি, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণের অসম-মিলনেই সাবয়ব বস্তু-মাত্রের উৎপত্তি। ঈশ্বরে এই তিনটী গুণ সমানাংশে বিদ্যমান আছে, সেজন্য ঈশ্বর ব্রহ্ম-স্বরূপে নিরবয়ব। সত্ত্বগুণে স্থিতি, ইহা উত্তম গুণ; রজোগুণে জন্ম, ইহা মধ্যম গুণ; তমোগুণে নাশ, ইহা অধম গুণ। সত্ত্বগুণ

মধ্যস্থ, অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে মধ্যে রাখিয়া রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক সত্তার (দৃশ্য বস্তুর) আদিতে জন্ম বা উৎপত্তি, মধ্যে স্থিতি, এবং শেষে নাশ বা লয় অনুস্যূত আছে। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের যে কোনটী প্রবল হইলেই ক্রিয়া বা প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয়; এই ক্রিয়ার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, স্থূলতঃ এই তিন অবস্থাই আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং রজ, সত্ত্ব ও তম, পর্য্যায়ক্রমে ইহাদিগের এক একটির প্রাবল্যই উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এইরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, সংস্থান ও প্রলয় ব্যাপারে লিপ্ত আছে। প্রকৃতিই জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্রী। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি, অতএব ঈশ্বর গৌণভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। প্রকৃতি ত্রিগুণের দ্বারা কার্য্য করিতেছে, চিন্ময় ঈশ্বর তাহার নিকটে সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্য মাত্রই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব; ঈশ্বর এই অর্থে জগতের স্রষ্টা।

ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরেই জগতের স্থিতি, তাহা একরূপ বুঝিতে পারা গেল; এক্ষণ ঈশ্বর জগতের প্রলয়কর্ত্তা, ইহার অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥

"হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে—অর্থাৎ প্রলয়-কালে সর্ব্বভূতই মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন হইয়া যায়। কল্পাদিতে—অর্থাৎ সৃষ্টিকালে পুনরায় আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়া এই দৃশ্যমান জগতের জনয়িত্রী, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারেই জগতের প্রকাশ—দৃশ্য জগতের উৎপত্তি। আবার কিছুকাল স্থিতির পর স্বাভাবিক নিয়মে এই দৃশ্য-জগতের নাশ বা প্রলয় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তভাব পুনরায় অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। দৃশ্যমান কার্য্য অদৃশ্যমান কারণে লীন হইয়া যায়। নিদ্রা ও জাগরণ, প্রলয় ও সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির 'এই আমি', 'এই বৃক্ষ', 'এই তুমি', এরূপ বিশেষ জ্ঞান থাকে না, সকল বিশেষ-জ্ঞান এক অবিশেষ-জ্ঞানে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রলয়কালে জগতের বৈচিত্র্য তিরোহিত হইয়া, প্রকৃতির অভিব্যক্ত স্থূল অবস্থা ঘুচিয়া, কারণরূপ অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা উপস্থিত হয়; তখন আর শশী, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন রূপ-নামাদি থাকে না। আবার যেমন নিদ্রার অবসানে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি—নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে যে জ্ঞান ছিল, তৎসমুদায় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়ান্তে প্রকৃতিও পূর্ব্বের অভিব্যক্ত বিচিত্র স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিদ্রা প্রলয়ের স্বরূপ, সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা নিদ্রাকে দৈনন্দিন বা নিত্য-প্রলয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। কার্য্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়া—আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু শক্তি অতীন্দ্রিয়। শক্তি মূর্ত্তিমতী হইলেই ক্রিয়া নাম গ্রহণ করে। ঈশ্বর-শক্তি প্রকৃতি যখন সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের বৈষম্যে গতিশীলা তখনই অভিব্যক্তা—তখনই মূর্ত্তিমতী ও সৃষ্টিকারিণী; আবার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় গতিহীনা, অব্যক্তা ও প্রলয়কারিণী।

সৃষ্টির এই রহস্য অতি চমৎকার! যিনি এই রহস্য পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে; তিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শন করিয়া জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ভাব বিকারের জনিত তা-জনিত সুখ-দুঃখে বিমোহিত হন না; তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর মায়াত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব", সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ আমাতে গাঁথা আছে। এ সৃষ্টিতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই; ঈশ্বরের স্বার্থ থাকিতেও পারে না, কেননা তাঁহার অহঙ্কার নাই। ভেদ জ্ঞান হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। 'তুমি' 'আমি' ভেদে অহঙ্কার। যিনি অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার পরিচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব হইবে? যখন সকলই ঈশ্বর, যখন ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়, তখন ঈশ্বর কাহা হইতে আপনাকে পৃথক্‌বোধে অহঙ্কারী হইবেন? কাজেই তাঁহার স্বার্থ নাই। স্বার্থ নাই বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম বন্ধনও নাই; তিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত। প্রকৃতির বিকারেই সৃষ্টি হইতেছে; জীবগণ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া স্বভাব-বশে কর্ম্ম জন্য পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শী দেখিতে পান যে, কর্ম্ম জন্যই জীবের পুনরাবর্ত্ত, আবার আসক্তি জন্যই সকাম কর্ম্ম; অতএব আসক্তির উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, সকাম কর্ম্মের নাশ নাই; কর্ম্মনাশ না হইলেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানী, যিনি এই জগতের রহস্য অবগত হইয়া, স্থূল জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা ও কারণরূপিণী প্রকৃতির নিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুত্র-কলত্র বিষয়বিভব প্রভৃতি স্থূল দ্রব্যে আপনা হইতেই আসক্তি বিলোহিত হয়। তিনি সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারেন। তিনি দেখিতে পান——

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

ঈশ্বর সর্ব্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।" তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড-ময় হস্ত-পদ, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার মস্তক ও চক্ষু, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার শ্রুতি—অর্থাৎ কর্ণ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে এইরূপে ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। বস্তুতঃ পরব্রহ্মের মস্তক-চক্ষু প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ এই বিশ্বব্যাপারে যেখানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা তিনি জানিতেছেন ও দেখিতেছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-গ্রাহ্য রূপাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রকাশক। তিনি সঙ্গহীন, অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি নির্গুণ—অথচ গুণের পালক। তিনি জল-তরঙ্গের ভিতরে বাহিরে জলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর ভিতর ও বাহিররূপে বিদ্যমান। ভূতাদি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থচয় ব্রহ্ম সাগরের উর্ম্মিমালা; কাজেই জল-তরঙ্গের জলের ন্যায় উহাদিগের ভিতরে ও বাহিরে ব্রহ্ম। তিনিই স্থাবর ও জঙ্গম; কেননা কার্য্য কারণাত্মক, কারণই কার্য্যরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। তিনি সূক্ষ্ম, রূপাদিহীন, এজন্য ইন্দ্রিয়-সাহায্যে

তাঁহাকে স্বরূপতঃ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। তিনি ভূতগণে তাহাদিগের কারণরূপে অবিভক্ত হইয়াও কার্য্যরূপে বিভক্তের ন্যায় অভিব্যক্ত। তিনি নিখিল অন্তঃকরণে নিয়ন্তা-রূপে নিয়ত অধিষ্ঠিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

মায়াবাদ।

——০ঃ০ঃ০——

(পরিশিষ্ট।)

আমি কি? এই কেশ কি আমি? এই হস্ত, এই পদ, এই নাসা, এই চক্ষু, ইহাদের প্রত্যেক কি 'আমি' শব্দে বাচ্য? অবশ্য এ সকলের কোন একটী আমি নহে। যেমন এই বস্ত্র খানির এক সূতাটী বস্ত্র নহে, ও সূতাটী বস্ত্র নহে, [illegible] টিও বস্ত্র নহে—সমুদয় সূত্রের তথাবিধ একত্র অবস্থানই বস্ত্র। যেমন এই টেবিলটীর এক পা খানি টেবিল্ নহে, ও পাশিটা টেবিল্ নহে, উপরের কাষ্ঠ-খানিও টেবিল্ নহে, এই সমুদয়ের তথাবিধ সমাবেশই টেবিল্। যেমন সম্মুখস্থ দালানটীর এ[illegible]টা দালান নহে, ও বর্গাটী দালান নহে, ঐ ইষ্টকখানি দালান নহে, এতৎসমুদয়ের তথাবিধ মিলন ও বিন্যাসই দালান। সেইরূপ আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, একক কোনটীই 'আমি' নহি, এ সকলের এবম্বিধ সমাবেশে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু সকলের নির্দ্দিষ্টরূপ বিন্যাসজন্য যে হস্ত-পদাদি-সংযুক্ত সচেতন-মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন এই বস্ত্র খানির একটী সূত্র খুলিয়া গেলেও বস্ত্র খানিকে অসম্পূর্ণ মনে করিনা, যেমন দালান-টীর অত্যল্পাংশ খসিয়া পড়িলেও দালানের দালানত্ব লোপ পায় না, যেমন টেবলের একটী কোণ হইতে একটু কাষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেও যে টেবল্ সেই টেবলই থাকে, তেমনই মস্তক মুণ্ডন করিলে, বা (এমন কি) হস্ত-পদহীন হইলেও সাধারণতঃ আমি আমিই থাকি। কিন্তু যেরূপ বস্ত্রখানির খানিকটা ছিঁড়িয়া গেলে ছিন্ন বস্ত্র বলি, টেবলের একাংশ নষ্ট হইলে, ভাঙ্গা টেবল বলি, এবং ঐরূপ দালানের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভাঙ্গা-দালান বলিয়া বুঝি, তদ্রূপ আমার চক্ষু নষ্ট হইলে আমি অন্ধ হই, পা অচল হইলে পঙ্গু হই, ইত্যাদি। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, যে সকল পদার্থের যেরূপ সমাবেশে আমার উৎপত্তি, মূল-সমাবেশ স্থির রাখিয়া সেই সকল পদার্থের (নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ন্যূনাতিরেক যোগ-বিয়োগে সাধারণতঃ আমিত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি মনে করিনা বটে, কিন্তু পূর্ণ আমিত্বের পরিবর্ত্ত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। একই আমি ভ্রূণাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সাধারণ-ভাবে একই থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি সর্ব্বাবস্থায় এক থাকিনা। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার অন্তর্বাহ্য সত্তার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে এবং এত অলক্ষিত ভাবে হইয়া থাকে যে, বিশেষ চিন্তা করিয়া না দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়না। গর্ভস্থ 'আমি' আর বৃদ্ধ 'আমি' তে রূপে-গুণে জ্ঞানাজ্ঞানে এত বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা ক্রমে ক্রমে না হইয়া যদি সহসা হইত, তাহা হইলে অপরে আমাকে চিনিতে পারা দূরে থাকুক, আমিই আমাকে চিনিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ! শৈশবে যে আমাকে একবার দেখিয়াছে আশীতি বৎসরান্তে দ্বিতীয়বার দেখিলে, সে কি আমাকে সেই শিশুর পরিণতি বলিয়া

জানিতে পারে ? কিন্তু যে আমার নিত্য-সহচর, সে বয়োবৃদ্ধির সহিত পর পর আমার রূপ-গুণাদির ক্রম-পরিবর্ত্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে বলিয়া আমাকে সেই একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাহউক, অনেকেরই সংস্কার 'আমি' 'আমার' দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এসম্বন্ধে তাঁহাদের একটী যুক্তি এই যে, আমরা যখন আমার হাত, আমার পা, আমার চক্ষু, আমার মন, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করি, তখন অবশ্যই এই মনে করি যে, আমাদের বাড়ী, ঘর, ঘটী, বাটী, ছাতী, লাঠীর মত আমার হস্ত-পদও আমাহইতে ভিন্ন। ইহা না হইলে, আমার হাত, আমার পা, না বলিয়া আমি হাত, আমি পা ইত্যাদি বলিতাম। যুক্তিটি বড় লোকের, সুতরাং অগ্রাহ্য করিতে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে হস্ত-পদাদি হইতে আমার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমের খোসা, আমের আঠি, আমের রস, এসকল প্রয়োগ দেখিয়াও বলিতে হইবে যে, খোসা, আঠি, রস, এসব আমের অংশ নহে! অথবা ছাতীর ডাঁট, ছাতীর শিক, ছাতীর কাপড়, ইহারা ছাতীর কোন অংশ নহে; যেন ছাতী হইতে এসকলগুলি বাদ দিলেও যে ছাতী সেই ছাতীই থাকে। ফলে চৈতন্যের অভাব ও সদ্ভাব-ভেদে উক্ত যুক্তি সঙ্গত হইলেও, অর্থাৎ চৈতন্যই মানুষের খাস আমিত্বের সম্বল ধরিয়া নিলেও "আমার মন" "আমার আত্মা" এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া তবে বলিতে হয় যে, আমি ও আমার আত্মা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু!

যাঁহারা মনে করেন যে, একখানি হস্তের অভাবে আমার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলেও যে আমি সেই আমিই থাকি; এমন কি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-সহিত দেহের লোপ হইলেও আমার আমিত্ব নষ্ট হয় না, তাঁহারা বলিতে পারেন না যে, তাঁহারা আমিত্বকে বাড়াইতে যাইয়া আমিত্ব-জ্ঞানের পথই বন্ধ করেন, কার্য্যতঃ আমিত্বকে বিনাশ করিয়া নামতঃ তাহাকে রক্ষা করেন। আমার সাংসারিক আমিত্ব কিসে? আমার জ্ঞানেই আমার আমিত্ব। "নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা।" নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপ আত্মাই অহং-বাচ্য। জ্ঞান যতক্ষণ, আমি ততক্ষণ। যেই জ্ঞানের অভাব, সেই আমারও অভাব। জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আমার হ্রাস-বৃদ্ধি। জ্ঞানের সঞ্চারে আমি-ত্বের জন্ম, জ্ঞানের বিলোপে আমিত্বের মরণ। মনুষ্য-জীবন একটী মায়িক জ্ঞানের ধারা। যেখানে এই মায়িক জ্ঞান-প্রবাহের সহসা পরিবর্ত্তন হয়, সেইখানেই লৌকিক জন্ম বা মৃত্যু। ইহা ভিন্ন লৌকিক জন্ম-মরণের অন্য ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এই মায়াবচ্ছিন্ন জ্ঞান ধারার দুইটি পরিবর্ত্তন দিকের মধ্যস্থানে সামান্য স্রোতগতি ঋজু-বক্র হইতেছে এবং বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিমুহূর্ত্তে হইতেছে। তাহাতেই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি কত নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কত পুরাতন জ্ঞান হারাইয়াছি। কত শিখিতেছি, কত ভুলিতেছি। যাহাহউক, এই মায়িক জ্ঞান-ধারা আমার মায়িক ইন্দ্রিয়-পথে প্রবর্ত্তিত হয়। শক্তিরূপী—মায়ারূপী ইন্দ্রিয়েই আমার সাংসারিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয় বিনাশ কর, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে; মায়ার উচ্ছেদ কর, মায়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে। মায়া-শ্রিত আমিত্ব লোপ পাইবে; সুতরাং ইন্দ্রিয়কে—মায়াকে অস্বীকার করিয়া মায়া-বচ্ছিন্ন আমাকে বজায় রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মায়িক ইন্দ্রিয় সকলকে

আমার মায়িক অবস্থার মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিবেচনা করা সঙ্গত হইতেছে, এবং বিশ্ব-রচনা কার্য্যে মায়িক জ্ঞান ধারার আধার-রূপে হস্ত-পদাদিরও কল্পনা করা অতি প্রয়োজনীয় হইতেছে।

হস্ত-পদাদিকে ইন্দ্রিয়ের এক পাশে স্থান দিলেও, আমি কিন্তু তাহাদের পারমার্থিক বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বলিতেছিনা। ইন্দ্রিয়-লভ্য যত কিছু, সকলই বাহ্য, এবং যাহা কিছু বাহ্য, তাহার অস্তিত্ব প্রকৃত নহে, শুধু কাল্পনিক—মায়িক। আমার মায়া-রাজ্যের একটি নিয়ম এই যে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-ধারা ইন্দ্রিয়খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে। হস্ত-পদাদি আমার সেই সৃষ্টি-শক্তিশালী ইন্দ্রিয়-সকলের কল্পিত কর্ম্মাধার (কর্ম্মেন্দ্রিয়) মাত্র। স্বপ্নের দৃষ্টান্তে কথাটা একটু পরিষ্কার করি। স্বপ্নকালে আমার বাহ্য ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যতঃ অক্রিয় অবস্থায় দৃষ্ট হইলেও, আমার কল্পনা-শক্তি অপর কতকগুলি মায়িক হস্ত পদাদি সৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং অন্ততঃ স্বপ্ন সময়ে আমি চক্ষু-কর্ণাদি কল্পনা করিয়া সেই মায়াময় ইন্দ্রিয় দ্বারা তাৎকালিক দর্শনাদি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি, এবং সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে,—

"অপাণি পাদৌ জবনো গ্রহীতা, পশ্যত চক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণঃ—(ইত্যাদি)

বস্তুতঃ হস্ত-পদাদির বাহ্য অস্তিত্ব নাই; তবে আমি তাহাদের বাহ্য অস্তিত্ব এবং তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কল্পনা করি; খাস আমিত্বে তাই তাহারা আমার অঙ্গ-স্বরূপ। যখন সেই কল্পিত হস্ত-পদাদির অস্তিত্ব-কল্পনা করি না, তখন সেই সেই অঙ্গের কল্পিত ক্রিয়াদিরও কল্পনা করি না। চক্ষু নাই, এই কল্পনার সঙ্গে দর্শনাভাব কল্পনা করি। কর্ণের অকল্পনার সঙ্গে শ্রবণাভাব কল্পনা করি। হস্তাভাব-কল্পনার সহিত গ্রহণ-ক্রিয়াভাব কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ সকল কল্পনা চিরস্থায়ী নহে, সকলই সাময়িক ও মায়িক।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীংতনুমাশ্রিতাঃ
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরং।

অবিদ্যার বশাপন্ন হইয়া সর্ব্বভূতের সৃজনশক্তিশালীত্বের পরম তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি আপনাকে মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করি; পরমার্থতঃ আমার হস্ত-পদাদির কোন দেহ নাই।

আমি যখন আমিত্বের আলোচনায় পটু হইব, যখন কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত কল্পিত দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ আর কল্পনা না করিয়া তদ্বিপরীত জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে বাহ্য কল্পিত জগৎ হইতে টানিয়া লইয়া আমাতেই স্থির করিব, (তদা স্বরূপেঽবস্থানম্) তখন আমার সৃষ্টের "Sabbath Day" অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবান্ত উপস্থিত হইবে। আমি তখন পরিদৃশ্যমান সমুদয় সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, সুদীর্ঘ-সুষুপ্তিতে মগ্ন হইয়া, চিদাত্মারূপে স্বরূপে অবস্থান করিব। তখন আমার হস্ত-পদাদি কিছুই থাকিবেনা। আবার সুদীর্ঘ-কাল পরে স্বরূপ সংহত করিয়া সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হইয়া তটস্থ লক্ষণে বিচিত্র বিশ্ব-রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। তখন আবার আমার হস্ত পদাদি সমুদয় পরিকল্পিত হইবে। ফলতঃ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারে একমাত্র পদার্থ, যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে,

হা চৈতন্যময় আমিই। আর আমি ন্ন যত কিছু, (তা আমার দেহই হউক, ার দেহাতিরিক্ত তোমরাই হও) সমুদয়ই য়িক, সমুদয়ই আমার কল্পিত—আমার ই; ঠিক এখন আমার মায়ায় আমি মুগ্ধ! আমার স্বরূপতঃ ইচ্ছা হইলে, এখনই ই জগৎ ধ্বংস হইয়া ইহার স্থানে অন্যরূপ ষ্টি গঠিত হইবে। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে ষ্টিকর্ত্তা—সে ত আমিই!—"সোঽহং ব্রহ্ম" ষ্টিকর্ত্তা যখন জাগরিত থাকেন কিনা ষ্টি চিন্তা করেন, তখন "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ র্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" মদীয় অব্যক্ত-কৃতি নিহিত এই জগৎ ব্যক্ত হইয়া থাকে, বং যখন তিনি শান্ত হইয়া নিদ্রিত হয়েন খন "রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে।" এই ব্যক্ত জগৎ মদীয় অব্যক্ত কৃতে বিলীন হয়, তাই "যদা সদেবো গর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি ন্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি।" এবং এইরূপে ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে" সেই ভূতগ্রাম পরাব্যক্ত পরমেশ্বর নিয়োজিত নির্দেশে অব্যক্ত আমা হইতে আমার কল্পনার বিরাম সময়ে পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত আমার কল্পনার লীলা সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমি সেই ব্রহ্ম; তুমি কি? যদু, মধু, রাম, শ্যাম, তোমরা যে কেহ, আমার কল্পিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—যাহাকে আমি আমার কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া "তুমি" বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, এসকল কি? না "তত্ত্বমসি"—তুমিও সেই ব্রহ্ম। যেমন আমি জগতের স্রষ্টা, তেমনি তোমরা সেই ব্রহ্ম। পুরুষ যেমন প্রকৃতিতে রমণ করেন, তদ্রূপ আমি যখন আমার কল্পনাতে রমণ করি—স্রষ্টা যখন সৃষ্টির আলোচনা করেন—তখন, "যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ" এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়; আবার পুরুষ যখন প্রকৃতির রতি ত্যাগ করেন, (আমি যখন আমার সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি-কল্পনা হইতে বিশ্রাম লাভ করি) স্রষ্টা যখন সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন—"যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি" এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর সকলই মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়॥

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কোথায় আসিলাম! পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মের অন্বেষণে বাহির হইয়া বিশ্বচরাচর খুঁজিয়া দেখিলাম যে আমিই সেই ব্রহ্ম! আর মদিতর যত কিছু, সকলই সেই ব্রহ্মের—"তত্ত্বমসি" বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের মহিমাবৃত। আমি এই সকল কল্পনা করিতেছি, এবং আমার কল্পিত তোমরা কল্পনাময় আমার অন্তর্গত; সুতরাং তোমাতে আমাতে আশ্রিত-আশ্রয়-ভাববৎ একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কল্পিত। সেই জন্য তুমিত্ব জ্ঞান দূরে রাখিয়া, আমার আমিত্ব-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। যখন তোমাকে হারাই, তখন বিশ্বস্রষ্টারূপী আমি আমাকেও বিস্মৃত হই, এবং যখন তোমাকে পাই, তখনই আবার আমার বিশ্বস্রষ্টৃত্ব ভাবের আমিত্ব-জ্ঞান পরিস্ফুটিত হয়। তাই তুমি-আমি সাংসারিক দৃষ্টিতে—মায়িক দৃষ্টিতে—দর্পণের প্রতিবিম্ববৎ পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বসাপেক্ষ। আমি

কার্য্য; কিন্তু যেমন কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অভেদরূপে কারণে থাকে, তদ্রূপ তোমরা কল্পিত হওয়ার পূর্ব্বে আমার প্রসুপ্ত কল্পনা মধ্যে লীন ছিলে, এবং যেমন "কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ" কারণই কার্য্যোৎপত্তির আংশিকরূপে কার্য্যে অনুপ্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আমার কল্পনাই তোমাদের রূপ ধারণ করিয়া আমাহইতে পৃথক্‌বৎ দেখায়। "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥" এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত-মূর্ত্তি আমারই শক্তিতে পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ সকলই আমার কল্পনার অন্তর্গত, আমি ইহাদের অন্তর্গত নহি; আমি এইরূপ কল্পনা করি বলিয়াই ইহারা এইরূপ দেখায়; নতুবা ইহারা আছে বলিয়া আমি এইরূপ দেখি না। আবার- "নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।" এই সকলই আমার কল্পনাগত হইলেও, ইহারা আমার স্বরূপের অন্তর্গত নিত্য পদার্থ নহে। পরব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট—আমার ইহা একটি অঘটন-ঘটন-চাতুরী যে, আমি এই সকলের উৎপত্তি-স্থিতির কারণ হইয়াও আমি ইহাদের অন্তর্গত পদার্থ নহি। বস্তুতঃ তোমরা সকলই আমার কল্পনা সম্ভূত, এবং আমার কল্পনা-সম্ভূত বস্তু ভিন্ন আমা হইতে পৃথক্ এমন কিছু বাহ্য বস্তু আমার সৃষ্টির মধ্যে নাই; সুতরাং আমার পরিকল্পিত জগতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম কিন্তু এই সকলই কি অনাদ্যন্ত-দেশ-কালব্যাপী সকলেরই শেষ? আমার সৃষ্টিই কি চূড়ান্ত সৃষ্টি এবং আমার সৃষ্টি ছাড়া কি আমার ... কোন সৃষ্টি নাই? আমার সৃষ্টির বাহিরে অন্য সৃষ্টি নাই—একথা আমি কল্পনা করিতে পারিনা, বরং আমি বুঝিতে পারি যে, প্রভূত শক্তি থাকিতেও আমি আমার কল্পিত কাল ও দেশের আদি-অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিনা; পরন্তু বুঝিতে পারি যে, আমার কল্পনার উপর আমার কোন স্বাধীন নিয়ন্তৃত্ব নাই, যেন কোন এক অনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বময় শক্তির সম্পূর্ণ বশতাপন্ন হইয়া তাহারই হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ ক্রীড়া করিতেছি। অধিক কি, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর-কল্পনা করিবার আমার যে এক ক্ষমতার এত বড়াই করিয়া আসিলাম, তাহাও সেই অনন্ত শক্তির ক্ষুদ্রাংশ-বিশেষ; পরমার্থতঃ চরাচরভূত সকলের কারণীভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য যে অব্যক্তশক্তি আমি, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পরা ব্যক্ত শক্তি, তিনি সনাতন এবং মদীয় ভৌতিক কল্পনার বিনাশ হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। তিনিই প্রকৃত অব্যক্ত-পদ-বাচ্য অক্ষর পুরুষ, আর তিনিই সকলের পরমা গতি; তাঁহাকেই জানিতে পারিলে আর কল্পনাগত জরা-মরণ-ভাবময় সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়না। "পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি" "অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।" "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অনাদ্যন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি পরমাশ্চর্য্য পরমপুরুষের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হই, এবং সকলের তাঁহাকে সর্ব্বময়কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া নমস্কার করি।

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত-বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতেছেন, তাহারই একটী জ্ঞান-ধারা ব্রহ্মরূপী আমা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির আবির্ভাব ও তিরোভাব করাইতেছেন, এবং তিনিই আমার কল্পনা-শক্তির কেন্দ্রস্থানে বসিয়া, কেমন অলক্ষিতভাবে তাঁহার নিজ শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া প্রকৃতি-প্রসঙ্গাধীন পুরুষ আমাকে ক্রীড়া-পুত্তলীবৎ নাচাইতেছেন! জানিনা, সেই মহাপ্রভু আমাকে আবার কখন কোন্ স্রোতে ভাসাইয়া কোন্‌দিকে লইয়া যাইবেন। তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে, তিনিই—যখন যে পথে ইচ্ছা—অহং-জ্ঞান-বাচ্য জ্ঞান-ধারাকে প্রবাহিত করেন। তিনি আমাকে তাঁহার ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না; কেননা, তাঁহার ক্রোড় ছাড়া স্থান কল্পনায় আইসে না, এবং যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ক্রোড় সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিতে পাই। সেই পরম জ্ঞান-ধারার কেন্দ্রস্থান অনির্দ্দিষ্টরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, এবং তাহার আদি-অন্ত কোথাও নাই।

"নান্তং নমধ্যং নপুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"

হে প্রভো! আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার আশ্রিত। জানিনা, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে আমা দ্বারা এই সকল সৃষ্টি করাইয়া, সেই কল্পিত সৃষ্টির সুখ-দুঃখে পরমার্থতঃ অনাসক্ত আমাকে মায়াপহত করিয়া, কখনও হৃষ্ট কখনও ক্লিষ্ট করিতেছ।

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

হে প্রভো! কি প্রকার কল্পনায় সুখ হয়, তাহা বুঝি, কিন্তু সে প্রকার কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিনা; কি প্রকার কল্পনায় দুঃখ হয়, তাহাও বুঝি, কিন্তু সে কল্পনা নিবারণ করিতে পারিনা। তুমি সর্ব্ব-প্রকার কল্পনার ঈশ্বরস্বরূপ আমাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমাদ্বারা যখন যেমন কল্পনা করাও, আমি তখন তেমনই ভিন্ন অন্যরূপ কল্পনা করিতে পারিনা। অক্ষমতা প্রযুক্ত সুখকর কল্পনা দ্বারা তোমার শান্তি-ময় ক্রোড়ে রহিয়াও শান্তি-সুধাপান করিতে অশক্ত হই। অতএব আমি সর্ব্বদা তোমার শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করি যে, তুমি দয়া করিয়া আমাকে শান্তি-সুখকর কল্পনা করিবার ক্ষমতা ও উপায় শিক্ষা দেও।

—"শিষ্যাস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

(সমাপ্ত)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—•:০:•—

Psychology of Bhudhism—by Charu Chandra Bose. Published by the Mahabodhi-Society, 2, Creek Row. Calcutta.

শ্রীযুক্ত বাবু চারু চন্দ্র বসু প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক এই ইংরাজি পুস্তিকা পাঠ

করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, এবং ইহাতে অতি সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক-দিগের মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক ভ্রমাত্মক সংস্কার পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বা বিদ্বেষী নহে, পরন্তু মূল তত্ত্ব সমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুধর্ম্মের অনুগামী। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চস্কন্ধ আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় নামক পঞ্চকোষ। তৃতীয় অধ্যায়ে পুনর্জ্জন্ম এবং কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইদানীন্তন বৌদ্ধ-শিক্ষকেরা যেরূপ ভাবে পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। অধুনা বৌদ্ধ-শিক্ষকেরা শরীর হইতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন, কিন্তু পালিভাষা-লিখিত "ধম্মপদ" গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার হই-য়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আচার বা শীল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শরীর মন এবং বাক্য পবিত্র রাখার সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের উপদেশে কোনই প্রভেদ নাই। তৎপরে গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে সমাধি, ধ্যান, জ্ঞান ও নির্ব্বাণের সুন্দর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুস্তিকা খানি পাঠ করিলে সকলেই অনায়াসে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থের মূল্য ।৵ ছয়আনা মাত্র, কলিকাতা ২নং ক্রিক-রো ভবনে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ-প্রণীত। সাকার-নিরাকার-তত্ত্ববিচার লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছে। পুস্তক-পুস্তিকায়, পত্র-পত্রিকায়, সভায়-বক্তৃতায়, এমনকি, অভিনয়ের রঙ্গালয়ে—যাত্রার আসরে পর্য্যন্ত "সাকার-নিরাকার" প্রসঙ্গের তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে! যাহাহউক, এ প্রসঙ্গের প্রবলবেগ কিছুদিন পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নব্য শিক্ষিত সমাজ প্রায়শঃ হয় নাস্তিকতা—নয় আধুনিক নিরাকার-বাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় এখন ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে; ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর্য্যশাস্ত্র বিহিত সাধনোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক যুগ-যুগান্ত পরীক্ষা পূত সদ্যঃসিদ্ধিপ্রদ সাকার উপাসনায় নিরত হইতেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহনও বি-এ উপাধিধারী; ইনি স্বীয় গুরুদেবের চরণেই এই গ্রন্থচ্ছলে নিজ হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু গ্রন্থখানির জন্য অনেক খাটিয়াছেন ভগবৎকৃপায় তাঁহার এ শ্রমও নিষ্ফল হইবেনা, গ্রন্থপাঠে ইহাই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন ও আর্য্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া ইনি উপাসনা-তত্ত্ব-বিষয়ে যে সিদ্ধান্তামৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নব্য শিক্ষিত-সমাজ আস্বাদন করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হউন, ভগবচ্চরণে আমাদের এই প্রার্থনা। হিন্দু পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সমালো-চনায় সন্দর্ভখানির সম্যক্ আলোচনা সম্ভা-বিত নহে। ফলে ব্রাহ্মসমাজের মত ও নগেন্দ্র বাবু প্রমুখ নিরাকারবাদ-লেখকগণের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন-সঙ্গে২ পাশ্চাত্য নাস্তিকবাদ নিরসনপূর্ব্বক ভারতের সিদ্ধর্ষি সেবিত সাকারোপাসনা-তত্ত্ব গ্রন্থখানিতে সুন্দর প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপসংহারে,—বিচার সংগ্রামে বিজয় শ্রমশ্রান্ত গ্রন্থকার আবেগভরে 'পৌত্তলিকতা' সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মিষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ভরসা করি, পাঠাভিলাষীগণ একটী মাত্র টাকা ব্যয় করিয়া "বাউরখালী (ফরিদপুর)" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

ঋগ্বেদ।

(গত ভাদ্র-সংখ্যার পর হইতে।)

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্য্যতে সনাভিঃ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। পঞ্চ-অরে। চক্রে। পরিবর্ত্তমানে। তস্মিন্। আ। তস্থুঃ। ভুবনানি। বিশ্বা। তস্য। ন। অক্ষঃ। তপ্যতে। ভূরিভারঃ। সনাৎ। এব। ন শীর্য্যতে। সনাভিঃ।

ব্যাখ্যা। পঞ্চ-অরে—পঞ্চঋতুরূপ অর বা শলাকা আছে যাহার তাদৃশ। চক্রে কাল-চক্রে। পরিবর্ত্তমানে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। তস্মিন্ সেই প্রসিদ্ধ কালচক্রে। বিশ্বা সমগ্র। ভুবনানি—জগৎ। আ-তস্থুঃ—অবস্থান করিতেছে। তস্য—তাহার। অক্ষঃ—ধুর। ন—না। তপ্যতে—ক্লান্ত হয় না। ভূরিভারঃ—ভূরি—বহনভার যাহার সেই অধিক ভারযুক্ত। সনাৎ—সনাতন। এব—নিশ্চয়ে। ন শীর্য্যতে—শীর্ণ হয় না। সনাভিঃ—সমানাবস্থাপন্ন নাভি অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ নাভি।

বঙ্গার্থ। নিয়ত আবর্ত্তমান পঞ্চঋতুরূপ অরবিশিষ্ট কালচক্রে এই বিশ্ব ভুবন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহার অক্ষ—অর্থাৎ ধুর বহুভার বহনেও কখন ক্লান্ত হয় না; উহার নাভিও চিরকাল সমান অবস্থায় রহিয়াছে, উহা কখন বিশীর্ণ হয় না।

সনেমি চক্রমজরং বিবাবৃত উত্তানায়াং দশযুক্তা বহন্তি।
সূর্য্যস্য চক্ষূরজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। সনেমি। চক্রং। অজরম্। বি। ববৃতে। উত্তনায়াং। দশ। যুক্তাঃ। বহন্তি। সূর্য্যস্য। চক্ষুঃ। এতি। আবৃতম্। তস্মিন্। অর্পিতা। ভুবনানি। বিশ্বা।

ব্যাখ্যা। সনেমি—সমাননেমি। চক্রম্—চক্র। অজরম্—জরারহিত অর্থাৎ সনাতন। বি-ববৃতে—পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে বিবৃত হয়। উত্তানায়াং—উর্দ্ধদেশে। দশ—দশদিক। যুক্তাঃ—পরস্পর মিলিত হইয়া। বহন্তি—পৃথিবীকে বহন করে। সূর্য্যস্য—সূর্য্যের। চক্ষুঃ—মণ্ডল। রজসা—বৃষ্টিদ্বারা। এতি—হয়। আবৃতম্—আবৃত। তস্মিন্—সেই সূর্য্য মণ্ডলে। ভুবনানি—জগৎ। বিশ্বাঃ—সমগ্র।

বঙ্গার্থ। সমাননেমি চক্র জরারহিত হইয়া অর্থাৎ চিরদিন অক্ষতভাবে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়। দশদিক্ পরস্পর মিলিত হইবা পৃথিবীকে উর্দ্ধ প্রদেশে বহন করিয়া রাখে, সূর্য্যমণ্ডল বৃষ্টিদ্বারা আবৃত হয়। তাহাতেই বিশ্বভুবন অর্পিত রহিয়াছে।

সাকংজানাং সপ্তথমাহুরেকজংষলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥১৫

পদপাঠঃ। সাকংজানাং। সপ্তথম্। আহুঃ। একজম্। ষট্। ইত্। যমাঃ। ঋষয়ঃ। দেবজাঃ। ইতি। তেষাম্। ইষ্টানি। বিহিতানি। ধামশঃ। স্থাত্রে। রেজন্তে। বিকৃতানি। রূপশঃ।

ব্যাখ্যা। সাকংজানাং—একত্র উৎপন্নদিগের মধ্যে। সপ্তথম্—সপ্তম ঋতু। আহুঃ—বলিয়া থাকেন। একজম্—অযুগ্ম। ষট্—ছয় ঋতু। ইৎ—নিশ্চয়ে। যমাঃ—যুগ্ম। ঋষয়ঃ—গমনশীল। দেবজাঃ—দেব অর্থাৎ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। ইতি—এই প্রকার বলিয়া থাকেন। তেষাম্—ঋতূতাং—ঋতুসমূহের। ইষ্টানি—সর্ব্বলোকাভিমত। বিহিতানি—বিহিত স্থাপিত। ধামশঃ—পৃথক্২ স্থানে। স্থাত্রে—অধিষ্ঠাতার নিমিত্ত। রেজন্তে—ভ্রমন্তি জগদ্ব্যবহারায় পুনঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইতিভাবঃ। জগতের ব্যবহারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। বিকৃতানি—বিবিধ আকৃতিযুক্ত। রূপশঃ—রূপভেদে।

বঙ্গার্থঃ। আদিত্যের সহজাত সপ্ত ঋতুর মধ্যে সপ্তম ঋতু কেবল একক অর্থাৎ অযুগ্ম, অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও আদিত্য হইতে উৎপন্ন। এই ঋতুগণ সকলের অভিমত এবং স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত এবং রূপভেদে বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা আপনার অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেবের জন্য পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে।

বিশেষ ব্যাখ্যা। দ্বাদশ মাসে বৎসর হয়, কিন্তু সৌর মাস না ধরিলে সময় সময় ত্রয়োদশ মাসেও বৎসর হয়। দুই দুই মাসে এক এক ঋতু. ইহারা যুগ্ম।

কিন্তু ত্রয়োদশ মাসে যে ঋতু, তাহা একক—অর্থাৎ ঐ মাসকে "নিঃসূর্য্য অধিক" মাসও বলে।

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমাচিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ॥১৬॥

পদপাঠঃ। স্ত্রিয়ঃ। সতী। তান্। উম্। মে। পুংসঃ। আহুঃ। পশ্যৎ। অক্ষণ্বান্। ন। বি। চেতৎ। অন্ধঃ। কবিঃ। যঃ। পুত্রঃ। সঃ। ঈম্। আ। চিকেত। যঃ। তা। বিজানাৎ। সঃ। পিতুঃ। পিতা। অসৎ।

ব্যাখ্যা। স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী। সতীঃ—হইলেও। তান্—রশ্মিসমূহকে। উ—নিশ্চয়ে। মে—মদীয়া যা দীধিতয়ঃ—আমার যে রশ্মি সমূহকে। পুংসঃ আহুঃ—পুরুষ বলে। পশ্যৎ—(পশ্যতি) দেখে। অক্ষণ্বান্—জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট। ন বিচেতৎ—(ন বিচেতয়তি) জানে না। অন্ধঃ—স্থূলদৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী। যঃ—যে। পুত্রঃ—পুত্র। সঃ—সে। ঈম্—এই স্ত্রী পুরুষভাব। আ চিকেত—বিশেষরূপে জানে। যঃ—যে। তা—(তানি) সেই সকল অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এবং পুত্ররূপ। বিজানাৎ—(বিজানাতি) জানে। সঃ—সে। পিতুঃ—পিতার অর্থাৎ পিতৃরূপ রশ্মির। পিতা—পিতা অর্থাৎ রশ্মির জনক আদিত্য স্বরূপ। অসৎ—(ভবেৎ) হয়। অথবা পিতার পিতা হয় অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদির সহিত দীর্ঘজীবী হয়।

বঙ্গার্থ। আমার (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহ স্ত্রী হইলেও পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিতে পারেন। অজ্ঞানগণ ইহা বুঝিতে পারে না। ক্রান্তদর্শী (মেধাবী) পুত্রই ইহা বুঝিতে পারেন। যিনি এই স্ত্রী-পুরুষ এবং পুত্রভাব বুঝিতে পারেন, তিনি পিতার পিতা।

বিশেষ ব্যাখ্যা। সূর্য্যরশ্মি উদকগ্রহণ করেন, এইজন্যই স্ত্রীরূপা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এইজন্যই পুরুষরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তিই এই প্রত্যেক বস্তুর স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পুত্রত্ব, স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব, এই অবস্থাত্রয় অনুভব করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন না, সে ব্যক্তি পিতারও পিতা অর্থাৎ পরম জ্ঞানী।

আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা। নিরুপাধিক আত্মা স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। আত্মা উপাধিগ্রস্ত হইলেই তাঁহার স্ত্রীত্ব পুংস্ত্বের অভিধান হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন— "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং কুমার উত কুমারী" অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী। অর্থাৎ তুমি যখন যে দেহ আশ্রয় কর, তখন তাহারই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নৈবচায়ং নপুংসকঃ" ইনি পুরুষ নহেন, স্ত্রীও নহেন বা নপুংসকও নহেন, দেহভেদে বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন মাত্র। বস্তুমাত্রেই স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি নিহিত আছে, এই উভয় শক্তির মূলে সেই ব্রহ্মশক্তি। যাহাকে আমরা স্ত্রীলোক বলি, বস্তুতঃ সেই স্ত্রীলোকের আত্মা কিছু স্ত্রী নহেন, তদ্রূপ

যাহাকে আমরা পুরুষ বলি, সেই পুরুষের আত্মা কিছু পুরুষ নহেন, উপাধিভেদে আত্মা স্ত্রী পুরুষ নাম ধারণ করিয়া থাকেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া এই মন্ত্রের অর্থ করিলে এই অর্থ হয় যে—অজ্ঞগণ যাহাদিগকে স্ত্রী বলে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই আবার পুরুষ বলেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে কোন প্রভেদ দেখেন না—(যা ইদানীং স্ত্রিয়ঃ সতীঃ স্ত্রীত্বং প্রাপ্তাঃ আহুঃ লৌকিকাঃ, তান্ উ [এব] মে [মহ্যং] পুংস (পুরুষান্ আহুঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ ইতি সায়নঃ)। জ্ঞানী ব্যক্তিই এ স্ত্রী-পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, অজ্ঞ বুঝিতে পারে না। পুত্র অর্থাৎ বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী হন, তাহা হইলে তিনি এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন (ঈমা আচিকেত) যিনি এই সকল বুঝেন, তিনি পিতারও পিতা হইয়া থাকেন অর্থাৎ এতাদৃশ ক্রান্তদর্শী পুত্র তত্ত্বানভিজ্ঞ পিতারও পিতা অর্থাৎ শিক্ষক হইয়া থাকেন, (যস্তান্ বিজানাৎ, সঃ পিতুঃ পিতা অসৎ মূল।) শ্রুতিতে আছে যে শিশু অঙ্গিরস, তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন তাঁহার পিতৃদিগেরও শিক্ষক হইয়াছিলেন, (শিশুর্বাঙ্গিরসো মন্ত্রকৃতাং মন্ত্রকৃদাসীৎ, স পিতৃন পুত্রকা ইতি আমন্ত্রয়তেত্যুপক্রম্য তং পিতরোব্রুবন্নধর্ম্মং করোষি যো ন পিতৃন্ সতঃ পুত্রকা ইতি, আমন্ত্রত ইতি সোঽব্রবীদহংবাবপিতাস্মি যো মন্ত্রকৃদিতি দেবান পৃচ্ছান্ত তে দেবা অব্রুবন্ এষবাব পিতা যো মন্ত্রকৃদিতি তদ্বৈন উদজয়দিতি। মন্ত্রদ্রষ্টুরেব কিলপিতৃত্বং তত্ত্ববিৎ পিতুঃ পিতা সদিতি কিমাশ্চর্য্যম্ ইতি অভিপ্রায়ঃ) সায়নঃ।

ভক্তিসাধন।

সকল সাধনের মুখ্য সাধন ভক্তি, সাধক যাহার সাধন করিবেন তাহাতে ভক্তি না থাকিলে তিনি সে সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না, সাধনা-সিদ্ধির প্রধান কারণ ভক্তি, অভক্তের সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। জগতে অনেক বিষয়ের অনেক প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ জড়ের সাধক, অর্থাৎ জড় লাভ বিষয়ে তাঁহার সাধনা, পার্থিব ধন, রত্ন প্রভৃতির প্রাপ্তি বা সিদ্ধি তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য, কেহ জৈবসাধক, কেহ জ্ঞানের সাধক, কেহ আনন্দের সাধক, কেহ বা সচ্চিদানন্দের সাধক। যে সাধক যে বিষয়ে পূর্ণ কাম হইয়াছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অচলা ভক্তি ছিল, বহু লোকের সাধনা যে পূর্ণ হয় না তাহার কারণ ভক্তি-হীনতা; ভক্তি সাধনের মূল বিশ্বাস, আমি যাঁহাকে ভক্তি করিব, প্রথমে তাঁহার উপরে আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, তিনি আমার ইষ্ট সাধক, এই বিশ্বাস জন্মিলেই তাঁহার উপরে স্বতঃই ভক্তির সঞ্চার হইবে; তখন তাঁহার প্রিয় সম্পাদনের জন্য কার্য্য করিতে দৃঢ় উৎসাহ আসিবে এবং সেই কার্য্য যতই ক্লেশকর হউক না তাহার

সম্পাদনে ক্লেশের পরিবর্ত্তে আনন্দ অনুভব হইবে; যাঁহার প্রতি যাঁহার যতদূর বিশ্বাস তাঁহার প্রতি তাঁহার ততই অচলা ভক্তি। এই ভক্তিতে হয় কি? ভক্তিমান্ মানুষ অপরের অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হয়, বিমলানন্দের অধিকারী হয়, নৈষ্ঠিক-ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি দুঃখ কাহাকে বলে তা জানে না, সে সর্ব্বস্ব নাশে কাতর হয় না, দেহ মনঃপ্রাণ দান করিয়াও আনন্দিত হয়। সুখ ও শান্তি যদি আমাদের প্রার্থনায় হয়, তবে আমাদের ভক্তি সাধন করিতে হইবে, সুখ শান্তি কে না কামনা করে? সুখের বস্তু কে না অর্জ্জন করে? মানুষ মাত্রেই সুখানুসন্ধানে নিরত, যে বস্তু লাভ করিলে সুখী হইব বোধ করে, সেই ধন-মান বিদ্যা-পদ প্রভৃতি কত যত্নে উপার্জ্জন করে, কিন্তু কাহারও দ্বারা সুখী হইতে পারে না, অতৃপ্ত হইয়া যতই উপার্জ্জন করে, ততই দুঃখ বর্দ্ধিত হয়, দুরাশার আশ্বাস বাক্যে কেবল সেই গভীর দুঃখ সহ্য করে, ভক্তিহীন শুষ্কচিত্ত কঠোর ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলেই এই কথার যথার্থতায় আর সন্দেহ থাকে না। নিজে যদি সুখী হইতে চাও তবে সৎ ও পবিত্র পদার্থে ভক্তিমান্ হও, মানুষকে যদি সুখী করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ভক্তি শিক্ষা দাও. শৈশবে তাহাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা ভক্তির বীজ বপন কর, পুত্র, কন্যা, ছাত্র ও শিষ্যদিগের নবীন কোমল হৃদয়ে গার্হস্থ্য সৎ পবিত্র ধর্ম্মে এবং ধর্ম্মাধিরাজ পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদিত কর, তবে তাহারা ধর্ম্মে ও ধর্ম্মরাজে ভক্তি করিতে শিখিবে, পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ভক্তির সঞ্চার হইলে পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তিমান্ হইয়া স্বতঃই তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে, আর সচ্চিদানন্দ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরে ভক্তি সঞ্চার হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইবে। শাস্ত্রে ভক্তির অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা হৈতুকী, নৈষ্ঠিকা প্রভৃতি আমরা এখানে সে সকল বড় বড় কথা কিছুই বলিব না, সহজ কথা এই প্রসঙ্গে ভক্তি দুই প্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম, ভয় ও প্রলোভন জন্য যে ভক্তি তাহা কৃত্রিম, আর বিশ্বাস জন্য যে ভক্তি তাহাই অকৃত্রিম। আমাদের দেশে আগে অকৃত্রিম ভক্তি ছিল, বাল্যকাল হইতে বৈদিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হেতু গুরুজনে ঈশ্বরে ও পরমেশ্বরে ভক্তি সঞ্চার হইত, অজ্ঞানতার একাধিপত্য কালে এদেশীয়দিগের উর্ব্বর অন্তঃকরণ কুসংস্কার কণ্টক বৃক্ষে সমাকীর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে সেই নিবিড় কণ্টক বনের মধ্যেও ভক্তি বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইত; এখন অকৃত্রিমের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম ভক্তি আসিয়াছে, এখন আমরা আসল অপেক্ষা নকলের আদর করি, নকলে দেশ ছাইয়াছে, সকল বস্তুরই নকল ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, এখন শ্রদ্ধাজাত ভক্তি অপেক্ষা ভয়জাত ভক্তি সংক্রামিত হইতেছে, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি সেই শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন ভক্তি আর দেখা যায় না, সেই জন্য গুরুজনদিগের বশ্যতা এখন আর নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বশ্যতা শব্দই আর দেখা যায় না, বশ্যতার পরিবর্ত্তে এখন বাধ্যতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাধ্যতা শব্দ সংস্কৃত গ্রন্থে ও প্রাচীন বাঙ্গালা

পুস্তকেও পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইংরাজী obedience শব্দের অনুবাদে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। অনুবাদ ঠিক্ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বশ্যতা ও বাধ্যতা শব্দে অনেক প্রভেদ আছে। বশ্যতা অর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধীনতা, বাধ্যতা অর্থে অনিচ্ছাসত্ত্বে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক অধীনতা, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইল, ইহার অর্থ তিনি অগত্যা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই কাজ করিলেন। ভক্ত ভক্তিভাজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগামী হয়, অকৃত্রিম ভক্তিতে বশ্যতা উৎপাদন করে। শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তিমান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে ভক্তিভাজনের অনুগামী হয় এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, আর কৃত্রিম ভক্তিমান্ বাধ্য হইয়া প্রভুর অনুমত কার্য্য করে, দুয়েতেই কার্য্য হয় বটে কিন্তু একটীতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আর একটীতে অনিচ্ছাপূর্ব্বক একটী লৌহ চুম্বকরূপী ভক্তিভাজনের অলক্ষিত আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হয়, অপরটী গলবদ্ধ রজ্জুর আকর্ষণের ন্যায় প্রভুর আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হয়; একজন সন্তুষ্টচিত্ত আনন্দিত, আর একজন অসন্তুষ্ট ও সদা দুঃখভোগী। এখন দেখ কোন্ ভক্তি ভাল। ভক্তি মানুষের সকল প্রকার উন্নতির মূল, মানব সমাজ ভক্তিদ্বারাই গঠিত, ভক্তি না থাকিলে মানুষ সামাজিক জীব হইতে পারিত না, সমাজ বদ্ধ বলিয়াই মানুষ এত দিনে এতদূর উন্নত হইয়াছে এবং ক্রমোন্নত হইবে, সেই সমাজ বন্ধনের মূল ভক্তি, পুত্র যদি পিতামাতার প্রতি ভক্তি না করিত, পিতামাতা যদি ধর্ম্মে ভক্তি না করিতেন, তবে মানুষের সমাজ থাকিত না, পশু সংঘের ন্যায় দ্বিপদ জীবের অল্প দিন স্থায়ী এক একটা দল হইত। সুতরাং এই সুখের প্রস্রবণ উন্নতির মুখ্য উপায় ভক্তি আমাদের শিক্ষণীয়, পালনীয়, এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ ভক্তি? আসল না নকল? আসল রাখিয়া কে নকল গ্রহণ করে, কিন্তু নকল বড় সস্তা, আসলের মূল্য বেশী, সুলভ নকলের দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তবে কে শ্রমসাধ্য বহুমূল্য আসল গ্রহণ করে? ভয় জাত কৃত্রিম ভক্তি বা বাধ্যতাদ্বারা সামাজিক কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে কিন্তু মানবাত্মার অবনতি হয়, মানুষের সমাজের সহিতই কেবল সম্বন্ধ নহে, মানবাত্মা অমর; পরমাত্মার সহিত তাহার চিরকালের সম্বন্ধ জ্ঞান ও আনন্দ তাহার চির দিনের উপার্জ্জনীয়। সেই মানবাত্মাকে অধঃপতিত করিয়া তাহার বিমল সুখের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে সামাজিক উন্নতি তাহা কি বাঞ্ছনীয়?

ধর্ম্মে বিশ্বাস বিহীন ব্যক্তিদিগকে সৎপথে রাখিবার জন্য তাহাদিগের দ্বারা সৎকার্য্য করাইবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তির জন্ম হইয়াছে, স্বয়ং ধর্ম্মে বিশ্বাস হীন পিতা প্রভৃতি পুত্র প্রভৃতিকে শিষ্ট কার্য্য-ক্ষম ও সুখী করিবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তি তাহাদিগের অন্তরে উৎপাদন করেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন, ইহার দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাঁহারা সামাজিক বা পার্থিব উন্নতি যাহা যাহা কামনা করেন, তাদৃশ পুত্রাদি দ্বারা সে সকলই সম্ভব হইতে পারে; হয় না কেবল একটী, তাঁহারা যে তাহাদিগকে সুখী করিতে কামনা করেন, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না,' সুখ কিসে হয়!

ধর্ম্মে, আন্তরিক ধর্ম্মে; তাহা যাহাদের নাই, যাহাদের মুখে ধর্ম্ম, তাহাদের সুখ কোথায়? আমি পিতার বাধ্য ভয়ে, রাজার বাধ্য দণ্ডের ভয়ে সমাজের বাধ্য নিন্দার ভয়ে, প্রভুর বাধ্য অর্থ হানির ভয়ে; এত ভয় যার, তার হৃদয় কি আর বিকাশিত হইতে পারে? সে কোথায় 'জড়সড়' হইয়া লুক্কায়িত থাকে, কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না, সে সতত পরাধীন অসন্তুষ্ট অবিশ্বাসী ও প্রীতিশূন্য। পরাধীন কেন? সে যত কাজ করে একটী ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নহে, সে অর্থের লোভে, যশের লোভে, উচ্চ পদের লোভে বাধ্য হইয়া কাজ করে, সে ভাবে আমি ধর্ম্ম বন্ধনের কোন ধার ধারি না, আমি বড় স্বাধীন, কিন্তু তার মত পরাধীন পশুরাও নহে, সে অসন্তুষ্ট কেন? তার আশা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, সে অবিশ্বাসী কেন? কাহারও প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই, সে স্বয়ং যেমন অপরকেও সেইরূপ প্রস্তুত করে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু প্রজা ভৃত্য কাহারও উপরে তাহার বিশ্বাস হয় না, অবশ্য মুখে বলে বিশ্বাস আছে, কিন্তু বিশ্বাস থাকতেই পারে না, কারণ তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদিরা যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করে তাহাত বাধ্য হইয়া। তাহাদিগের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয় পাছে রজ্জুর আকর্ষণের শিথিলতা হয়; তাঁহারত কাহারও প্রতি প্রীতি থাকে না; বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন প্রীতি থাকে না যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভক্তি নাই, সে হৃদয়ে প্রীতি নাই, স্নেহ নাই, আনন্দও নাই। বাধ্যতা-দ্বারা সামাজিক সমুন্নতি অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু তাহা উপভোগ করে কে? স্বাধীনতা হৃত অপহৃত, অনুক্ষণ অসন্তোষ আত্মগ্লানি রূপ গভীর দুঃখ হ্রদে নিমগ্ন মানব কি কখনও বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপভোগ্য বস্তুতে সুখী হইতে পারে? হৃদয় সুখের নিলয়, সুখের আকর, বুদ্ধি সুখের বস্তু উপার্জ্জন করে, হৃদয় গ্রহণ করে, হৃদয় গ্রহণ করিতে না পারিলে অথবা বুদ্ধি আরও নূতন নূতন পদার্থ আহরণ করে, যতই আহরণ করে, হৃদয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, এই ধ্রুব সত্য কথার দ্বারা বুঝান কঠিন। ভয় জাত ভক্তি হৃদয় শুষ্ক করে, ভয়জাত ভক্তিমান্ লোক ক্রমে ক্রমে হৃদয়শূন্য হয়, হৃদয় বিহীন মানুষ কিরূপ মৃত, তাহারা জড় নয় অথচ মৃত, তাহারা দৌড়ায় জোরে কথা বলে, কাজ করে, উপার্জ্জন করে, নূতন বস্তু প্রস্তুত করে, তথাপি তাহারা মৃত, তাহারা পরাধীন, অসন্তুষ্ট, হৃদয় হীন বলিয়াই মৃত, হৃদয় শুষ্ক হইলে হৃদয় না থাকিলে, হৃদয়ের বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না, চিরমৃত শরীর যেমন চক্ষু থাকিতে দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে শুনিতে পায় না, স্পর্শ করিলে জানিতে পারে না, হৃদয় হীন ব্যক্তিও সেইরূপ সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতেও এক অন্তরিন্দ্রিয় অসাড় হইয়া যাওয়াতে সে অন্তরে কিছুই অনুভব করিতে পারে না, অন্ধ স্বহস্তে সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিলে সে যেমন তাহার রূপ স্বয়ং দর্শন করিয়া অনুভব করিতে পারে না, হৃদয়হীন ব্যক্তিও সেইরূপ সুদৃঢ় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিদ্বারা বহু-বিধ উপভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়াও স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতে পারে না. সকলেই শূন্য হৃদয় হইলে সকলেই .অসন্তুষ্ট, যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলে কে তাহা অনুভব করে? অন্ধের দেশে

প্রতিদিন পূর্ণিমার রাত্রি হইলেই বা কি আর না হলেই বা কি? এক উপকথা শুনিয়াছিলাম, এক রাজপুত্র সাগর-পারে এক দেশে উপস্থিত হইলেন, সে স্থানটী রাজধানী। রাজপুত্র এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়া রাজার সুরম্য প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে দ্বারবান্ ছিল না, রাজপুত্র একেবারে রাজার প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন গৃহ প্রকোষ্ঠ সব অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, তিনিও রাজপুত্র কিন্তু অমন সুন্দর মহার্হ দ্রব্যে সজ্জিত গৃহ তিনি কখনও দেখেন নাই, তিনি ক্রমে ক্রমে সকল গৃহেই বেড়াইতে লাগিলেন, ভোজনাগারে গিয়া দেখিলেন, স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সাজান রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ নাই, সকল সুন্দর সজ্জিত গৃহে বেড়াইলেন কিন্তু কোথাও একটী মানুষ দেখিতে পাইলেন না, সেই রাজপুরী যেরূপ, হৃদয়হীন লোকের কাছে এই পিতামাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি ও অতুলৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পৃথিবীও কি সেইরূপ নহে? শ্রদ্ধাসমুৎপন্ন বিশুদ্ধ ভক্তিমান্ মানব পর্ণকুটীরে শাকান্ন ভোজনে যেরূপ বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তাহা বাক্যে বুঝান যায় না, আত্মানুসন্ধান করিলেই ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশুদ্ধ ভক্তি হৃদয় সরস করে, হৃদয় প্রশস্ত করে এবং অপরের হৃদয়েও সুখশান্তি প্রদান করে। সন্দেহ ও অসন্তোষ বিদূরিত হয়, ভক্ত ভক্তিভাজনের অনুগামী হন।

ভক্তই যথার্থ স্বাধীন, পরাধীন হইয়াও স্বাধীন, ভক্ত ভক্তিভাজনের অনুগামী হন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছা স্বতঃই ভক্তিভাজনের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যায়, লৌহ যেমন জানে না যে, আমি কেন অয়স্কান্তের অনুগামী হই, আমার এই জড় দেহে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল, আমি কেন চুম্বকের সহিত মিশিবার জন্য এরূপ মহাবেগে ধাবিত হইতেছি, ভক্ত ও সেইরূপ ভক্তিভাজনের অলক্ষিত আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হন, সে অনুগমন তাঁহার আয়াসসাধ্য নহে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবৃত্তির ন্যায় অনায়াসসাধ্য; সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। অপরের আদেশে আমাকে কাজ করিতে হইলেই আমি পরাধীন আমি যদি সর্ব্বভূমীশ্বর হই, আমার আদেশে সমস্ত জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবসমাজ আমার সেবায় নিযুক্ত হয়, আর আমি স্বয়ং কোন অর্থ নীতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হই তবে আমি পরাধীন।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥"

মহর্ষি মনু যথার্থ বলিয়াছেন, তিনি সুখদুঃখের সংক্ষেপে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য; স্বাধীনতা সকলই সুখ, এই সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন কে? যিনি আত্মার বশীভূত, যিনি আত্মধর্ম্মের বশীভূত তিনিই ভক্ত, তিনিই সুখী, তিনি সুখ কামনা করেন না, সুখ কোথা হইতে তাঁহার হৃদয় কন্দরে আসিয়া উপস্থিত

র। ভক্তিভাজনও ভক্তকে সতত স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তাহার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দু মাত্র অবিশ্বাস থাকে না; তিনি জানেন, আমার ভক্ত কখনই আমার অপ্রিয়াচরণ করিবে না, তাহার কার্য্যের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ভক্ত জানেন, আমার প্রভু কখনও আমার অমঙ্গল করিবেন না। পরস্পরের এইরূপ স্বাধীনতা ও বিশ্বাস কি সুখের আকর! এইরূপ মানব-সমাজ স্বর্গের দেবসমাজ। এই অকৃত্রিম ভক্তি আমাদের অন্তঃকরণে যাহাতে উৎপন্ন হয়, আমাদের পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, সকলেই যাহাতে হৃদয়বান্ হন, প্রকৃত সুখী হন, আমাদের কি তাহাই কর্ত্তব্য নয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিশ্বাস—অর্থাৎ শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ ভক্তির মূল; শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মে ও পরমেশ্বরে যাহাতে বিশ্বাস হয়, প্রথমে সেই শিক্ষাই প্রদাতব্য। শৈশবই ইহার পুণ্য-কাল; শিশুর কোমল হৃদয়ই ইহার উত্তম ক্ষেত্র। ধর্ম্ম আমাদিগের সুখ ও শান্তির মূল, ভগবান্ সেই ধর্ম্মের অধিপতি। তিনিই আমাদের সৃজনকর্ত্তা, তিনিই আমাদের মঙ্গলবিধাতা, তিনি দয়া করিয়া 'ধর্ম্ম' নামে অতি মধুর বস্তু দিয়াছেন; ধর্ম্মাচরণের দ্বারাই আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। তিনি সত্যস্বরূপ, সর্ব্বত্র-ব্যাপী, আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। কিন্তু ধর্ম্মাচরণ করিলেই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব; ধর্ম্ম যত বর্দ্ধিত হইবে, আমরাও তাঁহাকে তত জানিতে পারিব। আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, সেই আত্মা অজর-অমর, আমাদের এই শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মার ধ্বংস নাই, ধর্ম্মনাশেই বরং আত্মার নাশ বলা যায়; সুতরাং ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। আমরা ধর্ম্মাচরণ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দামোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

(মনুসংহিতা)

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচৌর্য্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইন্দ্রিয়সংযম, অক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

"যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্মপূরুষঃ।
ন তৎপরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ।
যদ্‌যদাত্মনিচেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ধর্ম্মলক্ষণাধ্যায়)

মানুষ আপনার উপরে অপরের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা না করে, সেইরূপ আচরণ নিজের অপ্রিয় জানিয়া অপরের প্রতিও তাহা করিবে না; নিজের প্রতি অপরের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা করিবে, অপরের প্রতিও নিজে সেইরূপ আচরণ করিবে।

সংক্ষেপে এই ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে; এইরূপ আচরণ করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। এই পৃথিবীতে যাঁহারা আমাদের এই ধর্ম্মাচরণের সহায়তা করেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের উপকারী তাঁহারা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা, মাতা, উপাধ্যায়, আচার্য্য প্রভৃতি আমাদের মঙ্গলের জন্য—আমাদিগকে ধার্ম্মিক করিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কত যত্ন ও কত পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন; দয়াময় পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য এই পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে মিলাইয়াছেন; তাঁহাদের অন্তরে স্নেহ দিয়াছেন; তাঁহারা না থাকিলে কে আমাদিগকে পালন করিত? কে বা ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া সুখের পথ দেখাইয়া দিত? অতএব পিতা-মাতা প্রভৃতি আমাদের পরম গুরু, পরমদেবতা, সুতরাং পরম ভক্তির পাত্র।

"পিতা-স্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরিপ্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এখানে পিতৃশব্দের অর্থ পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা প্রসন্ন হইলে পরম দেবতা প্রসন্ন হন, এই সকল সত্য মঙ্গলকর বাক্যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে ধর্ম্মাচরণে সহজে প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়াই অকৃত্রিম অচলাভক্তির উদয় হয়। ধর্ম্মের মধুরাস্বাদ একবার পাইলে, সে বুঝিতে পারে, এমন মধুরতম পদার্থ জগতে আর নাই, মানব-আত্মার চির-দিনের অক্ষয় ধন এমন আর নাই, অনন্তকালের সুহৃদও এমন আর নাই; পৃথিবীর ধন রত্ন-বিভবের সহিত এই পার্থিব শরীরের সম্বন্ধ; এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হলেই তাহাদিগের সম্বন্ধ উঠিয়া যায়; কিন্তু ধর্ম্মের সহিত চিরদিনের সম্বন্ধ; ধর্ম্ম আত্মার অন্ন, অর্থ শরীরের অন্ন; তখন সে বিচার করে, কোন্ অন্ন আমার বড়, ধর্ম্ম না অর্থ; শরীর রক্ষার নিমিত্ত অর্থ উপার্জ্জনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম আমার আগে, তারপর অর্থ; ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া—অনন্তকালের অন্ন সঞ্চয় না করিয়া, আমি দুদিনের অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি না; আর ধর্ম্ম-রত্ন একবার সঞ্চয় করিলে তাহার আর ধ্বংস নাই। আত্মার উদরে এ অন্ন পরি-পাক হইয়া যায় না, ইহা চিরদিন লৌহ-কবচের ন্যায় আত্মাকে রক্ষা করে, পারিজাত-কুসুমের ন্যায় অনুদিন আত্মার শোভা ও সৌরভ বিস্তার করে; এইরূপ বিবেক-বিচারণা আসিলে, তিনি কি আর অর্থকে বড় করিতে পারেন? তখন তাঁহার ধর্ম্মে, পরলোকে ও পরমেশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় হয়; ইহাই ভক্তি শিক্ষার বা ভক্তি-সাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণই ভগবদ্ভক্তির পূর্ব্ব কারণ। অন্তরে ভগবানের প্রকাশ অনুভূত না হইলে বিশুদ্ধ ভক্তি উদিত হয় না। এই ভগবদ্ভক্তিই মানবের মুক্তির অদ্বিতীয় হেতু, অনন্তকাল নিত্য সুখের নিদান। এই ভক্তির সঞ্চার হইলেই মানুষ পরিত্রাণ পায়। ভগ-বানের প্রকাশ বা স্বরূপের উপলব্ধি ভিন্ন ভক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই। ঐ উপ-

লব্ধি ভিন্ন যে ভক্তি, সে কৃত্রিম ভক্তি; তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদ না পাইয়া যে ভক্তি, সে ভক্তিতে মানুষ পরিত্রাণ পায় না। যদি বল, ঐ অন্ধ-ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, কিন্তু তা যায় না; তিনি কি কোথাও লুকাইয়া আছেন, যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। সকল হৃদয়েই তাঁহার মধুর জ্যোতিঃ নিপতিত হইতেছে; কোথাও ন্যূনাধিক্য নাই, কিন্তু তাহা গ্রহণ করে কে? ধর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারা নির্ম্মলীকৃত অন্তঃকরণই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; (ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) ঐ ধর্ম্ম যত উপার্জ্জন করা হইবে, অন্তঃকরণ ততই নির্ম্মল হইয়া আসিবে; তখন সেই স্বচ্ছহৃদয়ে পরমব্রহ্মের শান্ত-স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতিঃ প্রবেশ করিলে, সেই ভাগ্যবান্ মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। শারদ-কৌমুদী সকল সরোবরের উপরেই পতিত হয়, কিন্তু যে সরোবর শৈবালাচ্ছাদিত, তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। হৃদয়-সরসীর শৈবাল অজ্ঞানতা, তাহা বিদূরিত না হইলে, তাহাতে ব্রহ্ম-প্রকাশ প্রতিফলিত হয় না। ঐ অজ্ঞানতা বা আবিলতা দূরীকরণের একমাত্র উপায় ধর্ম্মজ্ঞান।

জ্ঞানেন হি যদা জন্তুরজ্ঞানপ্রভবং তমঃ।
ব্যপোহতি তদা ব্রহ্মপ্রকাশতে সনাতনং॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম।)

যে কালে মানুষ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত আবিলতা বিদুরিত করে, সেই কালে সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ ধর্ম্ম-জ্ঞান। মানুষ যত ধর্ম্মার্জ্জন করিবে, ততই পাপাচরণ হইতে বিরত হইবে। পাপই হৃদয়ের আবিলতা; যখন মানুষ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিরত হয়, তখন তাহার অন্তরে আর কিছুমাত্র আবিলতা থাকে না; সেই নিরাবিল হৃদয়ে অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমদেবের পরম আনন্দময়—অমৃতময় জ্যোতিঃ উদিত হয়।

"যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বভূতেষু পাতকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম।)

যে কালে মানুষ ধর্ম্মজ্ঞানে ধীর হইয়া শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা সর্ব্বভূতে পাপাচরণ না করেন, সেই কালে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক পাপের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥"

অদত্ত বস্তুর—অর্থাৎ যাহা কেহই দান করে নাই, সেই দ্রব্য গ্রহণ, অবৈধা হিংসা ও পরদারাভিগমন, এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ।

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥"

পারুষ্য—অর্থাৎ পরুষতা—যে কথা বলিলে অপরের ক্রোধ, সন্তাপ অথবা ভয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কথা বলা। মহর্ষি দেবল পরুষের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"যচ্চান্যৎ ক্রোধ-সন্তাপ-ত্রাস-সংজননং বচঃ।
পরুষং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং যচ্চান্যচ্চ তথাবিধং॥"

অনৃত—অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলা, পৈশুন্য—অর্থাৎ কোন লোকের ধন-মানাদি হানির নিমিত্ত রাজা, প্রভু বা মিত্রাদি সকাশে তাহার দোষ কথন, এবং অসংবদ্ধ প্রলাপ, বাচনিক পাপ এই চতুর্ব্বিধ।

"পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥"

অপহরণের নিমিত্ত পর-ধনের চিন্তা, মনে মনে অপরের অনিষ্ট-চিন্তা ও মিথ্যা বস্তুতে মনোনিবেশ বা নাস্তিকতা, এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। এই দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে যে দশবিধ ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই দশবিধ ধর্ম্মোপার্জ্জন ভিন্ন কি মানুষ দশবিধ পাপ হইতে বিরত হইতে পারে? ধর্ম্মোপার্জ্জন না করিয়া, পাপ হইতে বিরত না হইয়া, অন্ধ-ভক্তিদ্বারা বা কৃত্রিম ভক্তিদ্বারা কি কখনও ভগবানকে লাভ করা যায়? ধৃতি, ক্ষমা, দম, শৌচ প্রভৃতি ধর্ম্মকে কেবল রসানাগ্রে রাখিয়া কৃত্রিম ভক্তিদ্বারা কে অন্তর্যামী ভগবানকে লাভ করিতে পারে? ভক্তি করা কর্ত্তব্য, চরমা-ভক্তির লক্ষণ সকল শিক্ষা কর, একথা বলিলে কেহ ভক্তি সাধন করিতে পারে না। ভক্তি বড় বড় কথা মুখস্থ করিলেই কেহ ভক্তি শিখিতে পারে না; ঈদৃশ প্রণালীতে যাহা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বালক প্রহ্লাদের নৈষ্ঠিকী ভগবদ্ভক্তি কিরূপে জন্মিয়াছিল? প্রহ্লাদ জ্ঞান লাভ করে নাই, ধর্ম্মশিক্ষা করে নাই, অধর্ম্মাচারী দৈত্যকুলে তাহার জন্ম, সে কিরূপে ভগবানকে লাভ করিয়াছিল? ইহার উত্তরে পূর্ব্বজন্মবাদীরা বলেন, প্রহ্লাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুল ধর্ম্মার্জ্জন করিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম-বলে সে দৈত্য-জন্মে সচ্চিদানন্দের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে প্রহ্লাদের জন্ম অসম্ভব, প্রহ্লাদের উপাখ্যান তাঁহাদের নিকটে কপোল-কল্পিত। কেহ কেহ অজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, ভগবানের বিশেষ কৃপায় প্রহ্লাদ তাঁহাকে পাইয়াছিল; তিনি করুণাময়, তাঁহার করুণায় সকলই হইতে পারে। তাঁহার করুণায় সকলই হইতে পারে, ইহা

ধ্রুব সত্য, কিন্তু উহার অর্থ এই, তাঁহার করুণা সকল মানবের উপরে সমান, কাহারও প্রতি কম-বেশী নাই; সকলকেই তিনি তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে সমান অধিকারী করিয়াছেন। সেই মধুরতম ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত আমাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই ধর্ম্ম আমরা যত উপার্জ্জন করিব, ততই তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে তাঁহার মঙ্গলময়ী বিলাস লীলার আধার মানবাত্মাকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে নিরত রাখিবার জন্য নিয়ত কার্য্য করিব, ইহাই তাঁহার অপার করুণা; নতুবা ব্যক্তিবিশেষের উপরে তাঁহার বিশেষ করুণা বলিলে, সেই নিরঞ্জন চিরচিদানন্দময় জগৎপতিকে পক্ষপাতিতা দোষে দোষী করিতে হয়। আর কোন দীন বালককে করুণা না করিয়া কেবল প্রহ্লাদকে করুণা করিলেন, ইহাও কি কখন হয়? সুতরাং তাদৃশ কথা অশ্রদ্ধেয়। সত্য, শৌচ, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মই আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। পাপাচরণ করিয়া সমস্ত দিন ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ হয় না; প্রকৃত ভক্তের অভিনয় করিলে, তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ ও পাপ হইতে বিরতিই ভক্তিসাধনের উপায়। ভগবানের প্রিয় পবিত্র ধর্ম্মাচরণদ্বারাই দিন দিন ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, দিন দিন নির্ম্মলান্তঃকরণে আনন্দময়ের বিমলানন্দ অনুভব করিয়া ভক্তিমান্ ভক্তবৎসলের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন; পরিশেষে যখন পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সর্ব্বাপেক্ষা চিরস্থায়ী সম্বন্ধ অনুভব করেন, তখনই তাঁহার অপারকরুণা জানিতে পারেন। তখনই ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় রূপে প্রতীত হন, তখনই ভক্ত বলেন—

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥"

তুমি মনোহরা! তুমি মনোহরতরা!! তুমি নিখিল সুন্দর অপেক্ষা অতি সুন্দরী; তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তুমিই পরমেশ্বরী।

"ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব; ভগবদুদ্দেশে এই কথা যখন সাধকের অন্তর হইতে উত্থিত হয়, তখনই তিনি কৃতার্থ হন; তখনই তিনি যথার্থ ভক্ত হইয়া ভগবানের পরম কৃপা উপভোগ করেন; নতুবা কেবল মুখে ঐ কথা বলিলেই ভক্ত হওয়া যায় না।

হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! হে শরণাগত-পরিত্রাণ-পরায়ণ! আমরা যেন তোমার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তিমান্ হই, এবং তাঁহাদিগের আশী-

যাঁদে তোমার কৃপা-কণা লাভ করিয়া তোমার মাধুরী অনুভব করিতে পারি, এবং তোমাতে সমগ্র চিত্ত সমর্পণ করিয়া যেন বলিতে পারি, হে পরম সুন্দর! পরমানন্দের মহাসাগর! পরম নির্ব্বাণ-দাতা! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥

শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন।

নীতিসারঃ।*

হিংসাস্তেয়ান্যথাকামপৈশুন্যং পরুষানৃতম্। সংভিন্নালপব্যাপাদমমিথ্যাদৃগ্‌বিপর্য্যয়ম্।
পাপকর্ম্মেতি দশধা কায়বাবাঙ্‌মানসৈস্ত্যজেৎ॥ ১॥

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যানোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র বৈ নাস্তি সংশয়ঃ॥ ২॥
মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ। তৎ প্রাপ্নোতি ফলং তস্তেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥ ৩॥
অবৃত্তি-ব্যাধি-শোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ। আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীট-পিপীলিকম্॥ ৪॥

হিংসা, চৌর্য্য, অবৈধরতি, খলতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা, বিভিন্ন আলাপদ্বারা মনোভঙ্গ, অদম—অর্থাৎ অবিনয়, নাস্তিকতা, বিপর্য্যয়—অর্থাৎ অবৈধ আচরণ, কায়, বাক্য ও মনদ্বারা এই দশবিধ পাপ হইয়া থাকে, উহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥ ১॥

যত্ন সহকারে ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া মনুষ্য নিজ শক্তিদ্বারা যদি তাহা লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি সেই কার্য্যের পুণ্য-ফল এই লোকেই লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ২॥

মনে পাপ চিন্তা করিলে কর্ম্মদ্বারা তাহা কখনও ইচ্ছা করিবে না, এইরূপে পাপকর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্মের সেই ফল পায়, ইহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি কহিয়াছেন॥ ৩॥

শক্তি অনুসারে বৃত্তি-রহিত ব্যক্তিকে এবং ব্যাধিগ্রস্ত ও শোকার্ত্তকে সাহায্য করিবে। কীট ও পিপীলিকাকেও সর্ব্বদা আত্মবৎ দর্শন করিবে॥ ৪॥

---

* মানভূমান্তর্গত কালদা-ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র সিংহ, আমাকে রাজাদিগের কর্ত্তব্যতাচরণ হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। গত ভাদ্র মাসে বৃন্দাবন বাস কালীন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্যদাস প্রমুখ কয়েকটী বৈষ্ণবমহাত্মা মনুষ্যের নীতি বিষয়ক উপদেশ জ্ঞাত হইবার জন্য আমাকে আদেশ করেন। তাঁহাদের আদেশ পালনার্থে আমি প্রথমতঃ শুক্রনীতি হইতে সাধারণের জ্ঞাতব্য উপদেশ প্রকাশ করিতেছি। পরে কামন্দকী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব।

উপকার-প্রধানঃ স্যাদপকারপরেঽপ্যরৌ। সম্পদ্বিপৎ স্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে ন তু॥ ৫॥
কালে হিতং মিতং ক্রয়াদবিসংবাদি পেশলম্। পূর্ব্বাভিভাষী-সুমুখঃ সুশীলঃ করুণামৃদুঃ॥ ৬॥
নৈকঃ সুখীন সর্ব্বত্র বিশ্রব্ধো ন চ শঙ্কিতঃ॥ ৭॥
ন কঞ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্। প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ॥ ৮॥
জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥ ৯॥
ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতিলালয়েৎ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ১০॥
এণো গজঃ পতঙ্গশ্চ ভৃঙ্গো মীনস্তু পঞ্চমঃ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধ-রসৈরেতে হতাঃ খলু॥ ১১॥
এষু স্পর্শো বরস্ত্রীণাং স্বান্তহারী মুনেরপি। অতোঽপ্রমত্তঃ সেবেত বিষয়াংস্তু যথোচিতান্॥ ১২॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাত্যন্তৈকান্তিকং বসেৎ। যথা সম্বন্ধমাহূয়াদাভাষ্যাশ্চ বৈ প্রিয়ম্॥
স্ত্রীয়াং তু পরকীয়াং চ সুভগে ভগিনীতি চ॥ ১৩॥
সহবাসোঽন্যপুরুষৈঃ প্রকাশমপি ভাষণম্। স্বাতন্ত্র্যং ন ক্ষণমপি হ্যাবাসোঽন্য গৃহে তথা॥ ১৪॥
ভর্ত্রা পিত্রাঽথবা রাজ্ঞা পুত্র-শ্বশুর-বান্ধবৈঃ। স্ত্রীণাং নৈব তু দেয়ঃ স্যাদ্ গৃহকৃত্যৈর্বিনাক্ষণঃ॥ ১৫॥

অপকারী শত্রুরও উপকার করিবে ও তাহার সম্পৎ ও বিপৎকালেও অবিচলিত-চিত্ত হইবে। কোন কারণ দেখিলে বিদ্বেষ করিবে; কিন্তু যাহাতে ফল-হানি হয়, এরূপ বিদ্বেষ করিবে না॥ ৫॥

পূর্ব্ব-আলাপকারী ব্যক্তি সহাস্যবদন, সুশীল এবং দয়াশীল হইয়া সময়ে মিত, সুসঙ্গত ও মধুর বাক্য কহিবে॥ ৬॥

একাকী সুখাসক্ত হইবে না, সর্ব্বজনকে বিশ্বাস করিবে না ও শঙ্কান্বিত হইবে না॥ ৭॥

কাহাকেও নিজের শত্রু বিবেচনা করিবে না ও আপনাকে কাহারও শত্রু বিবেচনা করিবে না; প্রভুর নিকট অপমান ও স্নেহশূন্যতা প্রকাশ করিবে না॥ ৮॥

পর রঞ্জক ব্যক্তি মনুষ্যের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া, যে ব্যক্তি যে প্রকারে সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে সেইরূপে সন্তুষ্ট করিবে॥ ৯॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে পীড়া দিবে না, কিম্বা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিবে না; কারণ ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রবল হইলে, মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে॥ ১০॥

হরিণ, গজ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মৎস্য,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রস দ্বারা এই পঞ্চ নিশ্চয়ই হত হইয়া থাকে॥ ১১॥

এই সকল শব্দাদির মধ্যে উত্তমা স্ত্রীর স্পর্শ মুনিরও মনোহারী, তজ্জন্য সাবধান হইয়া যথোচিত বিষয় সেবা করিবে॥ ১২॥

মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার নিকট নির্জ্জনে বসিবে না। স্বসম্পর্কীয় ও অন্য স্ত্রীকে সম্বন্ধানুসারে "সুভগে" "ভগিনি" ইত্যাদি বলিয়া মিষ্ট বাক্যে সম্বোধন করিবে॥ ১৩॥

অন্য পুরুষের সহিত সহবাস, প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা, ক্ষণকাল জন্যও স্বাধীনতা ও পরগৃহে বাস, এই সকল স্ত্রীলোকের দূষনীয়॥ ১৪॥

চণ্ডং ষণ্ডং দণ্ডশীলমকামং সুপ্রবাসিনম্। সুদরিদ্রং রোগিণং চ হুন্যস্ত্রীনিয়তং সদা ॥ ১৬ ॥
পতিং দৃষ্ট্বা বিরক্তা স্যাদ্বা বান্যং সমাশ্রয়েৎ। ত্যক্ত্বা তান্ দুর্গুণান্ যত্নাদতো রক্ষ্যাঃ স্ত্রিয়ো নরৈঃ ॥১৭॥
বস্ত্রান্ন-ভূষণ-প্রেম-মৃদুবাগ্‌ভিশ্চ শক্তিতঃ। স্বাত্যন্তসন্নিকর্ষেণ স্ত্রিয়ং পুত্রঞ্চ রক্ষয়েৎ ॥ ১৮ ॥
চৈত্য-পূজ্য-ধ্বজাশস্তচ্ছায়া-ভস্ম-তুষাশুচীন্। নাক্রামেচ্ছর্করা-লোষ্ট্রবলিস্নানভুবোঽপি চ ॥ ১৯ ॥
নদীং তরেন্ন বাহুভ্যাং নাগ্নিং ছন্নমভিব্রজেৎ। সন্দিগ্ধনাবং বৃক্ষঞ্চ নারোহেৎ দুষ্টযানকম্ ॥ ২০ ॥
নাসিকাং ন বিকুষ্ণীয়ান্নাকস্মাদ্ বিলিখেদ্ ভুবম্। ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ ॥ ২১ ॥
নাঙ্গৈশ্চেষ্টেত বিগুণং নাসীতোৎকটুকশ্চিরম্। দেহবাক্‌চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্‌শ্রমাদ্‌বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ২২ ॥
নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্নক্তং সেবেত ন দ্রুমম্। তথা চত্বরচৈত্যং ন চতুষ্পথসুরালয়ান্ ॥ ২৩ ॥
শূন্যাটবী-শূন্যগৃহ-শ্মশানানি দিবাপি ন। সর্ব্বথেক্ষেত নাদিত্যং ন ভারং শিরসা বহেৎ ॥ ২৪ ॥
নেক্ষেত সততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যা প্রিয়াণি চ ॥ ২৫ ॥
সন্ধ্যাস্বভ্যবহার-স্ত্রী-স্বপ্নাধ্যয়ন-চিন্তনম্। মদ্য-বিক্রয়-সন্ধান-দানাদানানি নাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

স্বামি, পিতা, রাজা, পুত্র, শ্বশুর ও বন্ধু বান্ধব, ইহারা গৃহ-কার্য্য ব্যতিরেকে স্ত্রীগণকে অল্প সময়ও দিবেন না ॥ ১৫ ॥

স্ত্রী, পতিকে উগ্র, ক্লীব, দণ্ডশীল, অনমুরক্ত, দীর্ঘপ্রবাসী, দরিদ্র, রোগী ও অন্যস্ত্রীরত দেখিয়া বিরক্ত হয়, অথবা অন্যকে আশ্রয় করে, তজ্জন্য এই সমুদায় দোষ ত্যাগ করিয়া পুরুষ স্ত্রীকে রক্ষা করিবে ॥ ১৫ ॥

অন্ন, বস্ত্র, ভূষণ, প্রেম, মৃদুবাক্যদ্বারা নিজের অত্যন্ত নিকটে রাখিয়া স্ত্রী ও পুত্রকে যথাশক্তি রক্ষা করিবে ॥ ১৮ ॥

চৈত্য বৃক্ষ, পূজনীয় ব্যক্তি, ধ্বজা, অশস্ত বস্তুর (অপ্রশস্ত বস্তুর) ছায়া, ভস্ম, তুষ, অশুচি, শর্করা, (বালি) লোষ্ট্র, পূজা-দ্রব্য ও স্নান-ভূমিকে অতিক্রম করিবে না ॥ ১৯ ॥

হস্তদ্বারা (সন্তরণে) নদী উত্তীর্ণ হইবে না, আচ্ছাদিতাগ্নির অভিমুখে যাইবে না, সন্দেহযুক্ত নৌকা কিম্বা বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। (অর্থাৎ ভারবহনে শক্ত কি না, চিন্তা না করিয়া আরোহণ করিবে না) ও দুষ্ট অশ্বাদি বাহনে আরোহণ করিবে না ॥ ২০ ॥

নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না, বিনা কারণে ভূমিতে লিখিবে না, ও দুই হস্তে আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না ॥ ২১ ॥

অঙ্গদ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা করিবে না, বহুকাল উৎকটাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে না। ক্লান্ত হইবার পূর্ব্বে শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ যতক্ষণ ক্লান্ত না হইবে, ততক্ষণ শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়া করিবে ॥ ২২ ॥

বহুকাল জানু ঊর্দ্ধ করিয়া থাকিবে না, রাত্রে বৃক্ষতলে থাকিবে না, প্রাঙ্গনস্থিত বৃক্ষ ও চতুষ্পথস্থিত দেবালয় আশ্রয় করিবে না ॥ ২৩ ॥

দিবাভাগেও শূন্য বন, শূন্য গৃহ, শ্মশান ও সম্যক্‌প্রকারে সূর্য্য দর্শন করিবে না, ও মস্তকে ভার বহন করিবে না ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বদা সূক্ষ্ম পদার্থ, দীপ্তিমান্ পদার্থ ও অপবিত্র পদার্থ দৃষ্টি করিবে না ॥ ২৫ ॥

আচার্য্যঃ সর্ব্বচেষ্টাসু লোক এব হি ধীমতঃ। অনুকুর্য্যাৎ তমেবাতো লৌকিকার্থে পরীক্ষকঃ॥ ২৭॥
রাজ-দেশ-কুল-জাতি-সদ্ধর্ম্মান্ নৈব দূষয়েৎ। শক্তোঽপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ২৮॥
অনুক্তং যৎ কৃতং চোক্তং ন বলাদ্ধেতুনোদ্ধরেৎ॥ ২৯॥
দুর্ন্নয়স্য চ বক্তারঃ প্রত্যক্ষং বিরলাজনাঃ। লোকতঃ শাস্ত্রতো জ্ঞাত্বা হ্যতত্ত্বাজ্ঞাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ।
অনয়ং নয়সঙ্কাশং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥ ৩০॥
অয়ং সহস্রাপরাধী কিমেকেন ভবেন্মম। মত্বা নাঘং চরেদ্বারিবিন্দুনা পূর্য্যতে ঘটঃ॥ ৩১॥
নক্তং দিনানি মে যান্তি কথম্ভূতস্য সম্প্রতি। দুঃখভাঙ্ন ভবেদেবং নিত্যং সন্নিহিতস্মৃতিঃ॥ ৩২॥
সমাসাদ্য হেত্বাদি কৃতেচ্ছার্থং বিহায় চ। স্তুত্যর্থাদীন্ সন্ত্যজ্য সারং সংগৃহ্য যত্নতঃ॥ ৩৩॥
ধর্ম্মতত্ত্বং হি গহনমতঃ সৎসেবিতং নয়ঃ। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং কর্ম্ম কুর্য্যাদ বিচক্ষণঃ॥ ৩৪॥
নোপেক্ষেত স্ত্রিয়ং বালং রোগং দাসং পশুং ধনম্। বিদ্যাভ্যাসং ক্ষণমপি সৎসেবাং বুদ্ধিমান্ নরঃ॥৩৫॥
বিরুদ্ধা যত্র নৃপতি-ধনিক-শ্রোত্রিয়া ভিষক। আচারশ্চ তথা দেশো ন তত্র দিবসং বসেৎ॥ ৩৬॥

সন্ধ্যাকালে অভ্যবহার (আহার) স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যয়ন, বিষয়-চিন্তা, সুরাপান, বিক্রয়, স্নান, দান, আদান ও গ্রহণ করিবে না॥ ২৬॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সকল কার্য্যে সমাজীয় ব্যক্তিই গুরু, তজ্জন্য বিবেচক ব্যক্তি সামাজিক বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিকেই অনুসরণ করিবে॥ ২৭॥

রাজধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও সাধুধর্ম্মকে দোষ দিবে না। সমর্থ হইলে, মনেও লৌকিকাচারকে লঙ্ঘন করিবে না॥ ২৮॥

যাহা অনুক্তরূপে কৃত ও উক্ত হয়, বল ও হেতুদ্বারা তাহার অপলাপ করিবে না॥ ২৯॥

সমক্ষে দুর্নয়ের বক্তা বিরল, তজ্জন্য লোক-ব্যবহার ও শাস্ত্র-ব্যবহার জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি অনুপযোগ্য বিষয়কে ত্যাগ করিবে; দুর্নীতিকে নীতি তুল্য মনেও চিন্তা করিবে না॥ ৩০॥

এই ব্যক্তি সহস্রাপরাধী, আমার এক অপরাধে কি হইবে? ইহা মনে করিয়া অল্প পাপও করিবে না, কারণ বিন্দু বিন্দু বারি পতনে ঘট পূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৩১॥

এক্ষণ কিরূপ কার্য্য আচরণ করিয়া আমার দিবারাত্রি গত হইতেছে, এইরূপ আলোচনা করিলে, মনুষ্য দুঃখভাগী হয় না॥ ৩২॥

জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রমাণ দ্বারা, তর্ক দ্বারা ও হেতুদ্বারা কৃত ইচ্ছার্থকে ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি আদি প্রমাণদ্বারা নিজের অভিমত পুষ্টি করণেচ্ছা ত্যাগ করিয়া ও স্তুতিবাদ ত্যাগ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া, সাধু সেবিত কর্ম্ম আচরণ করিবে; কারণ ধর্ম্মতত্ত্ব গহন॥ ৩৩—৩৪॥

স্ত্রীলোক, বালক, রোগ, দাস, পশু, ধন, বিদ্যাভ্যাস ও সৎসেবাকে ক্ষণকালের জন্যও জ্ঞানী লোক উপেক্ষা করিবেন না॥ ৩৫॥

যে দেশে রাজা, ধনী, শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) বৈদ্য, আচার ও দেশ বিরুদ্ধ, সেখানে এক দিবসও বাস করিবে না॥ ৩৬॥

অবিবেকী যত্র রাজা সভ্যা যত্র তু পাক্ষিকাঃ। সন্মার্গোজ্‌ঝিতবিদ্বাংসঃ সাক্ষিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥ ৩৭॥
দুরাত্মানাঞ্চ প্রাবল্যং স্ত্রীণাং নীচজনস্য চ। তত্র নেচ্ছেদ্ধনং মানং বসতিঞ্চাপি জীবিতম্‌ ॥ ৩৮ ॥
মাতা ন পালয়েদ্‌ বাল্যে পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ। রাজা যদি হরেদ্বিত্তং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৩৯ ॥
সুসেবিতাঃ প্রকুপ্যন্তি মিত্র-স্বজন-পার্থিবাঃ। গৃহমধ্যাশনিহতং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪০ ॥
আপ্তবাক্যমনাদৃত্য দর্পেণাচরিতং যদি। ফলিতং বিপরীতং তৎ কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪১ ॥
সাবধানমনানিত্যং রাজানং দেবতাং গুরুং। অগ্নিং তপস্বিনং ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৃদ্ধং সুসেবয়েৎ ॥ ৪২ ॥
মাতৃ-পিতৃ-গুরু-স্বামি-ভ্রাতৃ-পুত্র-সখিষ্বপি। ন বিরুধ্যেন্নাপকুর্য্যান্মনসাপি ক্ষণং ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥
স্বজনৈর্নবিরুদ্ধ্যেত ন স্পর্দ্ধেত বলীয়সা। ন কুর্য্যাৎ স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ-মূর্খেষু চ বিবাদনম্‌ ॥ ৪৪ ॥
একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত একশ্চার্থান্নচিন্তয়েৎ। একোন গচ্ছেদধ্বানং নৈকঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ ॥ ৪৫ ॥
নান্যধর্ম্মং হি সেবেত ন দ্রুহ্যাদ্‌ বৈ কদাচন। হীনকর্ম্ম-গুণৈঃ স্ত্রীভির্নাসীতৈকাসনে ক্বচিৎ ॥ ৪৬ ॥
ষড়্‌দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা। নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয়ং-ক্রোধ-আলস্যং-দীর্ঘসূত্রতা।
প্রভবন্তি বিঘাতায় কার্য্যস্যেতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

যে স্থানে রাজা মূর্খ, সভ্যগণ পক্ষপাতী, জ্ঞানীলোক সদাচারভ্রষ্ট, সাক্ষীগণ মিথ্যাবাদী দুষ্টজনের, স্ত্রীলোকের ও নীচজনের প্রাবল্য, সে স্থানে ধন, মান, বাস ও জীবন ইচ্ছ করিবে না ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যদি মাতা বাল্যকালে না পালন করেন, পিতা সৎশিক্ষা না দেন, রাজা যদি ধন হর করেন, তাহা হইলে বৃথা দুঃখ কেন ? ॥ ৩৯ ॥

যে স্থানে মিত্র, স্বজন, রাজা উত্তমরূপে সেবিত হইলেও কোপ প্রকাশ করেন, গৃ অগ্নি ও বজ্র দ্বারা দগ্ধ হয়, সে স্থানে দুঃখ কেন ? ॥ ৪০ ॥

যদি আত্মীয়লোকের বাক্য অনাদর করিয়া, গর্ব্বে তাঁহাদের বাক্য না শুনিয়া বিপরী ফল হয় ; সে স্থানে দুঃখ কেন ? ॥ ৪১ ॥

সাবধান হইয়া প্রতিদিন রাজা, দেবতা, গুরু, অগ্নি, তপস্বী, ধর্ম্ম ও জ্ঞানে বৃদ্ধ ব্যক্তি (কেবল বয়সে বৃদ্ধ নহে) সেবা করিবে ॥ ৪২ ॥

মাতা, পিতা, গুরু, স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র ও সখাতে কখনও ক্ষণকালের জন্য বিরুদ্ধাচা করিবে না ও তাঁহাদের অপকার করিবে না ॥ ৪৩ ॥

বন্ধুর সহিত বিরোধ করিবে না, বলবান্‌ ব্যক্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না, এবং স্ত্র বালক, বৃদ্ধ ও মূর্খের সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ৪৪ ॥

একা সুস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, একা কার্য্য চিন্তা করিবে না, একা পথে হাঁটি না, নিদ্রিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে একা জাগিবে না ॥ ৪৫ ॥

অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে না, কাহারও সহিত দ্রোহ আচরণ করিবে না, কোন স্থা দুর্জ্জন ব্যক্তির ও স্ত্রীর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না ॥ ৪৬ ॥

ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তির এই সংসারে নিদ্রা, তন্দ্রা (অনুৎসাহ) ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দী

উপায়জ্ঞশ্চ যোগজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ প্রতিভানবান্। স্বধর্ম্মনিরতো নিত্যং পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখঃ।
বক্তোহবাংশ্চিত্রকথঃ স্যাদকুণ্ঠিতবাক্ সদা ॥ ৩৮ ॥
চিরং সংশৃণুয়ান্নিত্যং জানীয়াৎ ক্ষিপ্রমেব চ। বিজ্ঞায় প্রভজেদর্থান্ ন কামং প্রভজেৎ ক্বচিৎ ॥ ৪৯ ॥
ক্রয়বিক্রয়াতিলিপ্সাং স্বদৈন্যং দর্শয়েন্ন হি। কার্য্যং বিনান্যগেহেন ন জ্ঞাতঃ প্রবিশেদপি ॥ ৫০ ॥

ত্রতা, এই ষড়্‌বিধ দোষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কারণ এই সকল দোষই কার্য্যে ব্যাঘাত উৎ-
াদন করে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বদা উপায়জ্ঞ, যোগজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, প্রতিভান্বিত, নিত্য স্বধর্ম্মনিরত, পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ, ৃপটু, উহবান্ (তর্কনিপুণ), সর্ব্বদা মধুরভাষী ও অকুণ্ঠবাক্ হইবে ॥ ৩৮ ॥

অভিনিবেশপূর্ব্বক বহুক্ষণ সর্ব্বদা অর্থের বিষয় শ্রবণ করিবে, শীঘ্র জানিবে, জানিয়া শেষরূপে সেবা করিবে, কিন্তু কখনও কামবশ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

ক্রয় ও বিক্রয়ে অত্যন্ত লিপ্সা রাখিবে না, নিজের দৈন্য প্রদর্শন করিবে না, কার্য্য তিরেকে কিম্বা অজ্ঞাতরূপে অন্যের গৃহে প্রবেশ করিবে না ॥ ৫০ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৬
অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥

অন্বয়ঃ। যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে, যত্র বায়ু অধিরুধ্যতে, যত্র সোমঃ অতিরিচ্যতে, ত্র মনঃ সঞ্জায়তে।

বিষমপদব্যাখ্যা। অভিমথ্যতে—অরণিদ্বয়-সংঘর্ষণেন সমুৎপদ্যতে যদ্বা ভরণ-মথনতৎ-নাদৌ উৎপাদয়িতুম্ সম্পীত্যতে, অরণিদ্বয়ঘর্ষণদ্বারা সমুৎপাদিত হয়, অথবা—ভরণ-ন প্রভৃতি কার্য্যসাধনোদ্দেশে ঘর্ষিত হয়। অধিরুধ্যতে—অগ্নি-সন্ধুক্ষণার্থং কুণ্ডে বদ্ধো ভবতি, এবঞ্চ প্রাণায়ামাদীনামনুষ্ঠানাৎ দেহাভ্যন্তরে সংরোধিতো ভবতি; প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে আবদ্ধ হয়, অথবা—প্রাণায়ামাদির অনু-বশতঃ দেহমধ্যে সংরুদ্ধ হয়। সোমঃ অতিরিচ্যতে—সোমঃ [চন্দ্রঃ] অতিরিচ্যতে—

[নিরতিশয়মনুকূলো ভূত্বা—কর্ম্মণঃ পরিপূর্ণত্বং বিদধাতি,] যদ্বা সোমঃ—[সোমরসঃ] অতিরিচ্যতে—[অধিকো ভবতি, যত্র যজ্ঞাঙ্গীভূতস্য সোমরসস্য বাহুল্যমস্তি, ইতি ভাবঃ;] যেখানে সোম—অর্থাৎ চন্দ্রদেব স্বয়ংই সাধকের অনুকূল হইয়া সাধ্য কর্ম্মের পূর্ণতাবিধান করেন অথবা যেখানে যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ সোমরসের অভাব নাই। তত্র—তস্মিন্ ক্রতৌ, সেই সমস্ত যজ্ঞাদিতে। মনঃ—প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তি। সঞ্জায়তে—সম্যক্ প্রকারেণ আসক্তো ভবতি, সম্যক্ প্রকারে জন্মিয়া থাকে।

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বশ্লোকসমূহে সূর্য্যাত্মক তেজোময় ব্রহ্মের প্রার্থনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা পুনরায় প্রার্থনা করিয়া কামনা-পরবশচিত্তে ভোগের নিমিত্ত যোগে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা সেই সেই ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন, সুতরাং সে স্থলে অরণিদ্বয় ঘর্ষণে অনল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে যজ্ঞে অনল কর্ত্তৃক মথন-ভরণাদি ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে, যে যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য যজ্ঞকুণ্ডে ও রেচকাদি ক্রিয়া দ্বারা দেহ মধ্যে বায়ু সংরুদ্ধ করা হয়, যে যজ্ঞে চন্দ্র স্বয়ং যজ্ঞের পূর্ণত্ব বিধান করেন, অথবা যে যজ্ঞে সোমরসের অভাব নাই, তাদৃশ সর্ব্বোপকরণ সম্বলিত অগ্নিষ্টোমাদি বেদবিহিত স্বর্গ-সাধক যজ্ঞাদি কর্ম্মে, জ্ঞানযোগের অনধিকারী ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তৎপর ক্রমশঃ কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ জ্ঞান-তরণীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধক দুস্তর কর্ম্ম-সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক বিমল অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। জ্ঞানযোগ-বিমূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানই জ্ঞান-সন্দর্শনের প্রশস্ততম উপায়।

এই শ্লোকের অপরবিধ ব্যাখ্যা যথা—"অগ্নিঃ" পরমাত্মা (অবিদ্যা তৎকার্য্যস্য দাহকত্বাৎ পরমাত্মনঃ অগ্নিত্বং উপলক্ষিতং উক্তঞ্চ গীতায়াং—অহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, ইতি) "যত্র" যস্মিন্ পুরুষে "অভিমথ্যতে" ধ্যান-নির্ম্মথনাদিভিঃ সংদৃশ্যতে (উক্তঞ্চ প্রাক্—স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং ধ্যাননির্ম্মাথনাভ্যাসাদেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ, ইতি।) "বায়ুঃ অধিরুধ্যতে"—প্রাণায়ামাদিভিঃ দেহমধ্যে অব্যক্তং শব্দং করোতি। "সোমঃ অতিরিচ্যতে"—অনেক জন্ম সেবয়া অতিরিক্তো ভবতি, "তত্র" তস্মিন্ যজ্ঞ-দান-তপ, প্রাণায়াম সমাধি-বিশুদ্ধান্তঃকরণে সঞ্জাতে সতি তত্র চেতসি পূর্ণানন্দাদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারং সমুৎপদ্যতে। প্রাণায়ামবশাদেব চিত্তশুদ্ধিঃ ভবতি ; চিত্তে পরিশুদ্ধিং গতে তত্র ব্রহ্মাভিব্যক্তির্জায়তে, উক্তঞ্চ প্রাণায়াম-বিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম তস্মান্নাতঃপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ।

৭

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্ব্যম্।

তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥

অন্বয়ঃ। (সাধকঃ) সবিত্রা প্রসবেন পূর্ব্ব্যম্ ব্রহ্ম জুষেত। তত্র যোনিং কৃণ্বসে (এবং কুর্ব্বতঃ) তে পূর্ত্তং ন হি অক্ষিপৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। সবিত্রা—সবিতুঃ (অত্র কর্ত্তরি ন ষষ্ঠী, কারকবিধেঃ ক্বচিদনিত্যত্বাৎ) সূর্য্যের। প্রসবেন—প্রসাদে। পূর্ব্ব্যম্—পূর্ব্বতনং—পূর্ব্বতন—অর্থাৎ সনাতন। ব্রহ্ম—ব্রহ্ম—জুষেত—সেবেত—সেবা কর। তত্র—ব্রহ্মণি সেই ব্রহ্মে। যোনিং—আশ্রয়ং সমাধিলক্ষণমিতি যাবৎ, সমাধিরূপ আশ্রয়। কৃণবসে—কুরুষ—কর। (এইরূপ করিলে পরে) তে—তব, তোমার। পূর্ব্বম্—পূর্ব্বাচরিতং কর্ম্ম—পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম। নহি অক্ষিপৎ—ন কদাপি তব চিত্ত-বিক্ষেপং করিষ্যতি—তোমার চিত্ত বিক্ষেপ করিবে না।

বঙ্গার্থ। হে সাধক! পূর্ব্বানুশাসনসমূহে যে সূর্য্যাত্মক ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে সূর্য্যদেবের প্রসাদে সনাতন ব্রহ্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তদীয় অভিধ্যানাদিতে মনঃসংযোগ কর। এতাদৃশ আবরণে তোমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ তোমার চিত্তে অশান্তির উদ্রেক করিতে পারিবে না। উক্তবিধ ক্রিয়াদ্বারা স্মৃতি-বর্ণিত বা শ্রুতিবিহিত ক্রিয়ায় বন্ধন হইবে না। সূর্য্যাত্মক তেজোময় ব্রহ্ম চিন্তনে তোমার জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তোমার যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড বিদগ্ধ করিবে।

৮

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বানি ভয়াবহানি ॥

অন্বয়ঃ। বিদ্বান্ ত্রিরুন্নতং শরীরং সমং স্থাপ্য ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্য ব্রহ্মোড়ুপেন সর্ব্বানি ভয়াবহানি স্রোতাংসি প্রতরেত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ত্রিরুন্নতং—ত্রীণি—[উরো গ্রীব শিরাংসি] উন্নতানি দেহস্থ সরলভাবেন সংস্থাপনাৎ সমাগুন্নতাসি যস্মিন্ তং, সরলভাবে সংস্থাপন নিবন্ধন উরস্, গ্রীব এবং শির উন্নত যাহার। ব্রহ্মোড়ুপেন—ব্রহ্মাঃ [ব্রহ্মপ্রাপ্তেরিতিজ্ঞেয়ং] ব্রহ্মার। উড়ুপেন—উপায়ভূতেন প্রণবরূপেণ ভেলকেন—ব্রহ্মপ্রাপ্তির মুখ্যহেতু প্রণবরূপ ভেলক দ্বারা।

বঙ্গার্থ। বিদ্বানগণ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মবৃন্দ উরঃস্থল, গ্রীবা, এবং মস্তক, এই উন্নত স্থানত্রয় সমভাবে স্থাপিত করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিচয় হৃদয় মধ্যে সম্যক্‌প্রকারে নিবেশিত করিয়া, ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে এই ভয়াবহ সংসারসরিৎ উত্তীর্ণ হয়েন।

৯

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥

অন্বয়ঃ। ইহ (সাধকঃ) প্রাণান্ প্রপীড্য সংযুক্ত চেষ্টঃ (সন্) প্রাণে ক্ষীণে সতি নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত। বিদ্বান্ অপ্রমত্তঃ (সন্) দুষ্টাশ্বযুক্তম্ বাহম্ ইব এনং (এনৎ) মনঃ ধারয়েত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ইহ—অত্র বিষয়ে, এই বিষয়ে। প্রাণান্—প্রাণবায়ূন্—প্রাণবায়ু। প্রপীড্য—সংযম্য, সংযত করিয়া। সংযুক্তচেষ্টঃ—সংযুক্তা [সংযতা] চেষ্টা [অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্পন্দনাদি-ক্রিয়া যস্য, সঃ] সমস্ত কায়িক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া। প্রাণে—প্রাণবায়ৌ বা মনসি প্রাণবায়ু বা মন। ক্ষীণে—শক্তিহীনতয়া তনুত্বং গতে সতি, শক্তিহীনতা নিবন্ধন তনুত্বপ্রাপ্ত হইলে পর। নাসিকয়া—নাসাপুটাভ্যাং—নাসাপুটদ্বারা। উচ্ছ্বসীত—শ্বাস-প্রশ্বাসং কুর্য্যাৎ—শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। অপ্রমত্তঃ—প্রণিহিতাত্মা সন্, প্রণিহিত-চিত্ত হইয়া। দুষ্টাশ্বযুক্তম্—উচ্ছৃঙ্খল অশ্বযুক্ত। বাহম্ ইব, রথের ন্যায়। এনং (এনৎ) এই চঞ্চল মনকে। ধারয়েত—ধারণ করিবে।

বঙ্গার্থ। অতঃপর মনঃ স্থিরতার প্রধান উপায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট নিদান প্রাণায়াম-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

সাধক এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াকালে প্রাণবায়ু সংরুদ্ধ করতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিস্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল সংযত করিয়া, অর্থাৎ যাবতীয় কায়িক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া, মন শক্তিশূন্য হইলে পর, নাসাপুটদ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিবেন। মুখদ্বারা কদাপিও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবৃত্তি বিধেয় নহে। সারথি যেমন অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল অশ্বযুক্ত রথ-রশ্মিধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিরতিশয় স্থিরচিত্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রণিধান সহকারে এই চঞ্চল মনকে ধারণ করিবেন। মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিলেই দুর্গম সাধন-মার্গ অতি সুগম হয়। মনই তাবৎ ব্যাপারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হেতু। যিনি মনোরাজ্যের রাজা, তাঁহার পক্ষে কৈবল্য-রত্ন তত দুষ্প্রাপ্য নহে।

১০

সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥

অন্বয়ঃ। (সাধকঃ) সমে, শুচৌ, শর্কর-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (রহিতে) যদ্বা (করণৈঃ) মনোঽনুকূলে, ন তু চক্ষুঃ পীড়নে, গুহানিবাতাশ্রয়ণে (স্থানে) প্রযোজয়েৎ (পরমাত্মনি চিত্তমিতি শেষঃ)।

বিষমপদব্যাখ্যা। সমে—সমতল। শুচৌ—পবিত্র। শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে—শর্করা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, বহ্নি—অনল, বালুকা—প্রস্তরচূর্ণ;—এই সমুদয় রহিত। শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ—শব্দ—কলহাদি ধ্বনি, জল—সর্ব্ব প্রাণীর উপভোগ্য পদার্থ। আশ্রয়—জনপদাদি; এই সমুদয় বর্জ্জিত। অথবা প্রকৃতির প্রিয় পুতুল বিহঙ্গমাদির সুমধুর কলশব্দ, প্রস্রবণাদি কিম্বা প্রসন্নসলিলা তটিনী এবং সুস্নিগ্ধ লতা-মণ্ডপাদি আশ্রয় দ্বারা। মনোঽনুকূলে—মনসঃ অনুকূলে—চিত্তবিনোদনে ইত্যর্থঃ; মনের পরিতৃপ্তিসাধক—অর্থাৎ নৈসর্গিক শোভাসম্বলিত। ন তু চক্ষুপীড়নে—(অত্র ছান্দসো বিসর্গলোপঃ)

চক্ষুর পীড়াজনক নয়—অর্থাৎ মনোজ্ঞ দর্শন। গুহা-নিবাতাশ্রয়ণে—গুহা—কন্দরাদি নির্জ্জনস্থলী, নিবাত—বায়ুপ্রবাহ-বর্জ্জিত—অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্যজনক বায়ুচ্ছ্বাসশূন্য, আশ্রয়ণে—আশ্রয়ে স্থানে, প্রযোজয়েৎ—পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিবে, অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইবে।

বঙ্গার্থ। সমতল, সুপবিত্র এবং প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি ও প্রস্তর-চূর্ণাদি বালুকা বিরহিত, প্রকৃতির প্রিয় সন্ততি বিহঙ্গমাদির কলরব, প্রসন্নতোয়া তটিনী বা স্নেহস্রাবী প্রস্রবণ এবং পর্ণবিরচিত আশ্রয় অথবা নৈসর্গিক লতাকুঞ্জ প্রভৃতিদ্বারা চিত্ত-বিনোদন, মনোজ্ঞ দর্শন এবং গিরিকন্দর বা চিত্তবিক্ষেপকর সমীরণ-সম্পাত শূন্য স্থানে, সাধক পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিবেন; অর্থাৎ প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক সুরম্য স্থলে প্রণিহিত-চিত্ত হইয়া, সিদ্ধিকাম মনীষী অনন্যমনে ব্রহ্ম-চিন্তনে নিরত হইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে বৈগুণ্যমাপতেৎ।
অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ নৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ॥ ৩১॥

বঙ্গার্থ। সৎ ছিল, ইহা ভেদার্থ হইলে, বৈগুণ্য-দোষ এবং অভেদার্থ হইলে, পুনরুক্তি-দোষ হয়॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য। 'সৎ' শব্দের অর্থ বিদ্যমানতা, 'ছিলেন' এই শব্দের অর্থও বিদ্যমানতা, এস্থানে যদি সৎ ও ছিলেন, এই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ কর, তাহা হইলেই দ্বিগুণ অর্থ হয়। অর্থাৎ বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া উঠে; আর যদি দুই শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ না করিয়া উভয় শব্দেরই একত্র বিদ্যমানতা অর্থ কর, তাহা হইলে পুনরুক্তি-দোষ হয়। অতএব এপক্ষেও সৎ-মাত্র ছিলেন, এই বাক্যের অর্থও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না॥ ৩১॥

কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রূতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্॥ ৩১॥

বঙ্গার্থ। কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্য্য ধারণ করে, ইত্যাদি বহুবিধ পুনরুক্তি-দোষে দূষিত প্রয়োগ দেখা যায়॥ ৩২॥

তাৎপর্য্য। উপরোক্ত সৎ আসীৎ—অর্থাৎ সৎ ছিলেন, এই বেদান্ত-বাক্য দূষিত হইতে পারে না; যেহেতু কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে ইত্যাদি প্রয়োগ লৌকিক ব্যবহারে প্রায়ই দেখা যায়। আচার্য্যগণ এইরূপে শিষ্যদিগকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ মাত্র ছিলেন বলিয়া শ্রুতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন॥ ৩২॥

কালাভাবে পুরেত্যুক্তি কাল-বাসনয়া যুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে॥ ৩৩॥

বঙ্গার্থ। কালের অভাব হেতু পূর্ব্বকাল-প্রয়োগ হইতে পারে না, তবে কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে (পর-ব্রহ্মের) দ্বিতীয়ত্ব-শঙ্কা হইতে পারে না॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-শূন্য এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন; এক্ষণে "পূর্ব্বে" এই বাক্যটীর ব্যবহার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তবে উক্ত বাক্যে "পূর্ব্বকাল" ব্যবহার কোনরূপে সম্ভব হয় না। ইহাতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বকালও ছিল না। এইক্ষণ "পূর্ব্বকাল" ব্রহ্মযোগ—অর্থাৎ "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহাহউক, উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, বেদান্ত মতে অদ্বিতীয়ত্ব বিষয়ে কালের অভাব হইলেও কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি কাল-ব্যবহারের উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী করিলে, ইহাতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কখনই হইতে পারে না॥ ৩৩॥

চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈত-ভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্॥ ৩৪॥

বঙ্গার্থ। অদ্যং—অর্থাৎ কাল সম্বন্ধে প্রশ্ন বা তাহার উত্তর দ্বৈতবাদীদিগের নিকট প্রযোজ্য; অদ্বৈতবাদীর পক্ষে প্রশ্ন বা উত্তর সম্ভবে না॥ ৩৪॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বশ্লোকে যে বেদান্ত-মতের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এই, যাহারা দ্বৈতবাদী ও কালের ব্যবহার স্বীকার করে, তাহাদিগের মতে ও সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভব হয়, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত কিছুই সম্ভব হয় না। যদি পরমেশ্বরের দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টির "পূর্ব্বে" একমাত্র সৎস্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন; 'পূর্ব্বে' এই বাক্যের প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে, এবং পূর্ব্ব শ্লোকে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও সম্ভব হয়। আর পরম ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত, কিছুই হইতে পারে না॥ ৩৪॥

অতস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে, নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, তেজস্বরূপ বা তমোময় নহে, এবম্ভূত অবর্ণনীয় বাক্যাতীত সৎমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য। বাস্তবিক জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, এই বাক্যার্থের স্বরূপ বর্ণন করিলেই দ্বৈতমতের খণ্ডন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই চরাচর-জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদা একরূপ বিশিষ্ট একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন। তিনি তেজঃস্বরূপ বা তমোময়ও নহেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-পরিজ্ঞান সাধ্যাতীত। কেহ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে বা মনে ধারণ করিতে পারে না। তাঁহার গভীর প্রকৃতি দুরধিগম্য ॥ ৩৫ ॥

নন্বু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণ্বত নাশতঃ।
কথন্তে বিয়তোহসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ। নিশ্চয়ই (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ভূম্যাদি ছিল না, যেহেতু পরমাণু বিনাশশীল, অতএব আকাশও যে ছিল না, ইহা তুমি বুদ্ধিতে কি প্রকারে ধারণা করিবে ?

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যদি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বকালে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহাহইলে পৃথিব্যাদি পরমাণু পর্য্যন্ত কোন পদার্থই ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। কারণ পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থই উৎপত্তিশীল, এবং উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই বিনাশশীল; সুতরাং তৎকালে আকাশেরও অভাব ছিল, এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু, তোমার বুদ্ধিতে আকাশের অভাব কিরূপে ধারণা করিতে পার ? কিন্তু যদি তুমি আকাশের অভাব স্বীকার না কর, তাহা-হইলে তোমার অদ্বৈত মত রক্ষা হয় না; সুতরাং কোন একটী পদার্থের বর্ত্তমানতাতেও অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥

অত্যন্তং নির্জ্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশম্ কুতো নাশ্রয়তে মতিম্ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ। যদি তুমি জগৎ-শূন্য আকাশ বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার, তাহা হইলে সেই প্রকার আকাশ শূন্য সৎ (ব্রহ্ম) কেন বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারিবে না ? ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই মীমাংসা হইতে পারে; তোমরা যে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এই জগতে পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থের অভাব হইলে, যদি শূন্য মাত্র থাকে, ইহাই তোমার মতে স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্য আকাশকেই তুমি কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পার ? সেই আকাশও সৃষ্ট পদার্থ এবং তাহারও নাশ আছে। অতএব যেরূপে তুমি আকাশকে

মনে ধারণ করিতে পার, আমিও সেইরূপে—আকাশের নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল সৎ মাত্র নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন, ইহা আমার বুদ্ধিতে ধারণ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এক্ষণে আমার অদ্বৈত-মতই সিদ্ধান্ত-পক্ষ, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছ॥ ৩৭॥

নির্জ্জগদ্ব্যোম্ দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশ-তমসী-বিনা।
কদৃষ্টং কিঞ্চতে পক্ষ ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু॥ ৩৮॥

যথার্থ। যদি বল, জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত আকাশ কে দেখিয়াছে? অতএব নিশ্চয়ই আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে॥ ৩৮॥

তাৎপর্য্য। যদি বল, জগৎ শূন্যময় আকাশকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি; যে বস্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, তাহার আর অনুপপত্তি কোথায়? যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি তাহার অনুমানের হেতু অন্বেষণ করিয়া থাকে? যাহা হউক, এক্ষণে বল দেখি, তুমি যে আকাশ দেখিতে পাও, তাহা কিরূপ পদার্থ? তুমি আলোক বা অন্ধকার ব্যতিরেকে কোথায় বা কি প্রকারে আকাশ দেখিতে পাও? তুমি যাহাকে আকাশ বলিয়া দেখিতে পাও, এবং যাহার অভিমান করিতেছ, তাহা আলোক বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে আলোক কিম্বা অন্ধকার ব্যতিরেকে আকাশ দৃষ্ট হয় না, সেই আলোক বা অন্ধকারও জগৎ, তাহারাও—অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারও জগৎ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নহে; কারণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ রহিয়াছে; সুতরাং জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা কখনই বলিতে পার না। বস্তুতঃ তোমার মতে ইহা স্থির হইল যে, আকাশ, আলোক এবং অন্ধকারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত কোন পদার্থই হইতে পারে না॥ ৩৮॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

হিন্দু-সন্তান বেদত্রয়-অধ্যয়ন-বিরত হইয়া বৈদিক অগ্নি, বায়ু, মরুৎ, সূর্য্য, সবিতৃ, অর্য্যমা রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ঋতু, মিত্র, অশ্বিদ্বয়, উশনা, ঊষা, পূষা, অরুণ পূষণ, সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বদেব, ষড়্‌ঋতু, রতি, পিতৃ, দ্যু, পৃথ্বী দেবতাতে "একমেবা দ্বিতীয়ং" পরমব্রহ্ম পরম পুরুষকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং সেই সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ ত্রিগুণাত্মক পরম পুরুষের বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন।

হিন্দু-সন্তানগণ উপনিষৎ ও অথর্ব্ববেদ পাঠে পরাঙ্মুখ হইয়া শক্তিদেবীর রূপ-কল্পনা বিমুখ হইয়াছেন। হিন্দু-সন্তানগণ দর্শনশাস্ত্র পাঠে জলাঞ্জলি দিয়া প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব

ধারণার অনুপযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দু সন্তানগণ পুরাণ ও তন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অশক্ত হইয়া পৌত্তলিকতার মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু-সন্তানগণ দেবহীন হইয়া ঘোর দুর্ব্বিপাকে পতিত। যদি ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইবার কামনা থাকে, তবে দীক্ষা গ্রহণ কর, গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন পাইবে; আবার মৃত হিন্দুর জাতীয় দেহে জীবন সঞ্চার হইবে।

মাঘী অমানিশাতে গিরি-শৃঙ্গে বা উন্নত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া একবার মনঃসংযমপূর্ব্বক পার্থিব ব্যাপার ভুলিয়া যাও, আকাশে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত ও হরিদ্বর্ণ অগণ্য তারা-নিচয়ে খগোল খচিত রহিয়াছে। নক্ষত্রমালা আকাশের নীলিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছে। খগোলে শত সহস্র কহিনুর ঝাঁকে ঝাঁকে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া অমার তম হরণ করিতে করিতে বেধ-বলয় পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমে পশ্চিমে অস্তমিত হইতেছে। নক্ষত্র-পুঞ্জের উদয় ও অস্ত-গমনের স্রোত অবিশ্রান্ত চলিতেছে। বিমানের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে ঐহিক চিন্তা দূরীভূত হইলে, চক্ষু নিমীলিত কর, এবং প্রকৃতির আদি-কারণে ক্ষণকালের জন্য আত্মসমর্পণ কর। পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-তারা-নক্ষত্রগণ সকলেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অবিরত ধাবমান, কেবল উত্তরাকাশে পীতবর্ণ একটী সামান্য তারক অটল অচল স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ তারকের নাম 'ধ্রুব'। এক্ষণে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটী তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম 'পরধ্রুব'। ঐ ধ্রুবের কিছু উত্তরে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর-মেরুদেশ, এবং ঐ পরধ্রুবের দক্ষিণে দক্ষিণ-মেরুদেশ।

মধ্যাকাশে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া পরম-ব্রহ্ম বিরাট পুরুষ বিরাজমান। ঐ পরম পুরুষের কণ্ঠে ধ্রুব-তারক, হৃদয়ে ব্রহ্ম-হৃৎ-তারক (Capella) অয়নবৃত্ত তাঁহার কটি-বন্ধ, এবং বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পদের গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত ছায়া-পথ উপবীতরূপে লম্বমান! অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঐ পরম পুরুষের শিরোদেশে এবং অসংখ্য তারামণ্ডল তাঁহার চক্ষুদেশে এবং বহুল তারককুল তাঁহার পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় পরম-পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎভাবে তোমার সম্মুখে বিরাজিত দেখিতেছ! ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সহস্রশীর্ষ, সর্ব্বদর্শী বলিয়া সহস্রাক্ষ, সর্ব্বতোগামী বলিয়া সহস্রপাৎ হইয়াছেন। ঐ পরমপুরুষ নিরাকার হইলেও সাকার, নির্গুণ হইলেও সত্ত্ব-রজ-তমোগুণে ভূষিত। ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক, তুমি ঐ গোলকে ঐ মহাপুরুষের বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলে। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে 'কনকসন্নিভ' সুর-গুরু তারাপতি উদিত হইতেছেন, প্রাচীন ঋষিগণ তারাপতির মনোহর কান্তিতে পরমপুরুষের আবির্ভাব অনুভব করিতেন। ক্রমে রাত্রি-শেষে অসুর-গুরু শুক্রদেব নীলাভ-শ্বেতবর্ণে বিভূষিত হইয়া উদিত হইতেছেন; তৎপশ্চাৎ আস্তে আস্তে উষাদেবী অগ্রসর হইতেছেন! ক্রমে

লোহিতাঙ্গ অরুণদেব—সঙ্গে সঙ্গে সবিতৃদেব সমুদিত হইয়া জগতের তমোবিনাশ করিতে করিতে গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন। সবিতৃদেব ভৌতিক সত্বায় পরমব্রহ্ম নহেন, পরমব্রহ্মের আধার-বিশেষ মাত্র। যাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা সবিতৃদেবের অধিষ্ঠাতা দেবতার (বিষ্ণুর) ধ্যান করিয়া থাকেন।

সবিতৃ, অর্য্যমা, সূর্য্য, রুদ্র, আদিত্য, মিত্র, মিত্রাবরুণ, বরুণ, মরুৎ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা ঐশীশক্তির আবির্ভাব জ্ঞানে পূজিত। অগ্নি সর্ব্বভূতের উৎপাদয়িতা (৭১ সূক্ত—ঋক্) আকাশে সূর্য্যরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে (৯৫ সূক্ত) এবং স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত পদার্থে (৭০ সূক্ত) অবস্থিত এবং অগ্নিই নক্ষত্র-নিকরে নভোমণ্ডল বিভূষিত করিয়াছেন (৬৮ সূক্ত) অগ্নি রাত্রিকালে সবিতার প্রতিনিধি এবং দেবতা বলিয়া ঋষিগণের পূজনীয়। তুমি গোলোকময় অগ্নি দেখিতেছ না? এখন বিবেচনা কর, যে বিশ্বময় পরমপুরুষ দেখিতেছ, তাঁহাতে ও অগ্নিতে প্রভেদ কি? উভয়েই এক।

ঐ বিশ্বময় পরমপুরুষ বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও বিনাশক। এজন্য তিনিই রজঃ, সত্ব ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তমোময় ছিল; তখন সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্যু, পৃথ্বী, কিছুই ছিল না; কেবল ঘোর তমসায় ব্রহ্মাণ্ড আবৃত ছিল। ঐ তমঃই বৃত্র, এবং এই অবস্থাই পরমপুরুষের তামসিক ভাব। ক্রমে বিশ্ব মধ্যে গতির সঞ্চার হইয়া জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্যু, পৃথ্বী, জীবাদি সৃষ্ট হইল। জগৎ প্রকাশমান হইল। এই অবস্থার নাম রাজসিক ভাব। জল, বায়ু, শস্যাদি দ্বারা জীবগণ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সবিতা ইহার মূল কারণ। এই বিকাশের অবস্থার নাম সাত্বিকভাব। সৃষ্ট বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আবার সৃষ্ট ও পালিত হইবে, এই তিন অবস্থা তমঃ, রজঃ ও সত্বগুণের বিকাশ মাত্র। এই ত্রিগুণ-তত্ব শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামে শাস্ত্রে অভিহিত। ত্রিগুণভেদে পরম-পুরুষের এই রূপত্রয় কল্পিত। শিবরূপে তমোগুণাধার, ব্রহ্মারূপে রজোগুণাধার এবং বিষ্ণুরূপে সত্বগুণাধার বলিয়া পরমপুরুষ পূজিত। ত্রিগুণের এই ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এক্ষণে গোলকে ঐ ত্রিমূর্ত্তি তোমাকে দেখাইব।

যে পরমপুরুষ বিশ্বময় দেখিতেছ, তাঁহাকে রজোগুণাধার ব্রহ্মা মনে করিলে দেখিবে যে, ব্রহ্মার হৃৎমণ্ডলে ব্রহ্মহৃৎ (Capella) তারক বিরাজমান। হৃৎমণ্ডলের অপর নাম ঔরিক মণ্ডল (Auriga Constellation)। চন্দ্ররূপী হংস যেন পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে বহন করিতেছে, এবং তাঁহার নাভি-পদ্মে যেন সূর্য্যরূপী বিষ্ণু বিরাজমান! ইহাই রাজসিক পুরাণের আদর্শ।

আবার ঐ পরমপুরুষকে সত্বগুণাধার বিষ্ণু মনে কর, দেখিবে, ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু দেশে ঐ যে ভীষণ অজগর (Draco) দেখিতেছ—যাহার ফণামণ্ডলে দীপ্তিমান মাণিক জ্বলিতেছে, জগতের ঐ মূলাধার দেবতার নাম অনন্তদেব। বিষ্ণু ঐ অনন্তদেবের ভোগোপরি শয়ান রহিয়াছেন। অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর মস্তকদেশ আচ্ছাদ

রিয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ, বৈষ্ণব-চূড়ামণি ধ্রুব হরিভক্তির বলে পরমপুরুষের কণ্ঠ-
রণ হইয়াছেন! তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মহৃৎ-তারক কৌস্তভমণিরূপে পরমপুরুষের হৃদ্দেশ
লঙ্কৃত করিতেছে, এবং কটিদেশে অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে নাভিপদ্মে পূর্ণিমা-রাত্রে
ক্ষ্মীদেবী মৃগাঙ্করূপে বিরাজমানা হয়েন। মৃগাঙ্কের কলঙ্কের নাম লক্ষ্ম বা চিহ্ন। লক্ষ্ম-
রিণী লক্ষ্মীদেবী কোজাগর-পূর্ণিমা-তিথিতে পূজিতা। দিবাভাগে ঐ পরম পুরুষের
াভিপদ্মে (অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে) সূর্য্যরূপী ব্রহ্মা বিরাজমান থাকেন। সাত্বিক-পুরাণ-বর্ণিত
ষ্ণুদেবের মূল এই। তুমি গোলকে বিষ্ণুর বিরাটমূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখিলে। আবার
। দেখ, ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদেশে শিব-শিরোপরি অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন
রিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠদেশে গাঢ় নীলবর্ণ-রঞ্জিত ঐ অভিজিৎতারক (Vega) শোভা
াইতেছে,—সুতরাং 'নীলকণ্ঠ' নাম। অভিজিতের দক্ষিণে—পিনাক (Sagitta) তারক
াভা পাইতেছে। পূর্ণিমা-তিথিতে শিব-ক্রোড়ে (অয়নবৃত্তে) সোমের উজ্জ্বলার্দ্ধ উমা রূপে
বস্থিত থাকেন, এবং অমানিশাতে সোমের তমসাময় ভাগ কালীরূপে অবস্থিত থাকেন।
ালকে ত্রিগুণের রূপত্রয়ের এবম্বিধ দর্শন লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।

১২

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।

অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জনন মিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥

পদপাঠঃ। প্রীতি—অপ্রীতি—বিষাদ—আত্মকাঃ। প্রকাশ—প্রবৃত্তি—নিয়ম—
ঃ। অন্যোন্য—অভিভব—আশ্রয়—জনন—মিথুন—বৃত্তয়ঃ—চ—গুণাঃ।

ব্যাখ্যা। প্রীতিঃ—আনন্দ বা সত্ত্বগুণ। অপ্রীতিঃ—দুঃখ বা রজোগুণ। বিষাদ—
বা তমোগুণ; এই তিন হইয়াছে আত্মা যাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ।
শ—বিকাশ। প্রবৃত্তি—কার্য্যে প্রবৃত্তি। নিয়ম—প্রবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ; এই
র অর্থ যাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের যথাক্রমে বিকাশ, প্রবৃত্তি এবং
, এই ধর্ম্মত্রয় সম্পন্ন। অন্যোন্য—পরস্পর। অভিভব—পরাভব। আশ্রয়—আশ্রয়।
—উৎপাদন। মিথুন-বৃত্তি—পরস্পর সংযোগ। চ—সমুচ্চয়ে। গুণাঃ—গুণ।

বন্ধার্থ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মক, এবং

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম (প্রতিকূল আচরণ), ইহাদের—অর্থাৎ এই তিন গুণের প্রয়োজন। ইহারা পরস্পর পরস্পরের অভিভব করে, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, এবং পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে ও ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা। জগতে সর্ব্বত্রই তিনটী শক্তি পরিদৃষ্ট হয়, যথা সৃষ্টিশক্তি, বর্দ্ধনশক্তি এবং নাশ-শক্তি। সৃষ্টিশক্তি এবং বর্দ্ধনশক্তি সৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে এক জাতীয়; এই উভয় শক্তিকেই জীবনীশক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে, এবং তমঃ-শক্তিকে মৃত্যু-শক্তি বলা যাইতে পারে। এই জীবনীশক্তি এবং মৃত্যু-শক্তি হইতেই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী দ্বন্দ্বাত্মক জগৎ। বীজ অঙ্কুরিত হইতে চেষ্টা করিতেছে; বীজ অঙ্কুরিত হইল বা অঙ্কুরিত না হইয়া বিনষ্ট হইল। চেষ্টার অবস্থা রজঃ-শক্তির কার্য্য, বিকাশের অবস্থা সত্ত্ব-শক্তির কার্য্য, এবং নাশের অবস্থা তমঃ-শক্তির কার্য্য। তমঃ দ্বারা নষ্ট না হইলে, রজঃ সত্ত্বে পরিণত হয়। মনে কোন ভাব উদয়ের চেষ্টা করিতেছি, ইহাই হইল মনের রাজসিক অবস্থা, ইহাই কষ্টের অবস্থা। যখন ভাব উদিত হইল, তখন সাত্ত্বিক অবস্থা; ইহাই সুখের অবস্থা। আর যখন সহস্র চেষ্টাতেও কোন ভাবই উদিত হইল না, তখনই তামসিক অবস্থা বা বিষাদের অবস্থা, ইহাই জড়ভাব। এই জন্যই সূত্রে বলা হইতেছে, "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ" প্রকাশই সত্ত্বের অবস্থা। রজঃ-শক্তির দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং তমঃশক্তি ইহার প্রতিকূল আচরণ করে। এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে "প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।" তৎপরে দেখুন, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ, কেননা একের অভাবে অন্যের সত্ত্বা থাকিতে পারে না। জন্ম না থাকিলে মৃত্যু থাকে না, মৃত্যু না থাকিলে জন্ম থাকিতে পারে না। বর্দ্ধন না থাকিলে প্রকাশ হয় না, আবার মৃত্যু না থাকিলে বর্দ্ধন হয় না। ইহার প্রত্যেকে অপর দুই গুণকে অভিভব করিয়া প্রবল হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"রজ স্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। "রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥"

রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া কখনও সত্ত্ব প্রবল হয়, কখনও সত্ত্ব-তমকে অভি ভব করিয়া রজঃ প্রবল হয়, আবার কখনও সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভব করিয়া তমঃ প্রবল হ সত্ত্ব প্রবল হইলে শান্ত বৃত্তি হয়; রজঃ প্রবল হইলে ঘোরা বৃত্তি হয়, এবং তমঃ প্রব হইলে মূঢ়া বৃত্তি হয়। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে—অর্থাৎ রজঃও স পরিণত হয়, "সত্ত্বও রজে পরিণত হয়; এইরূপ তম ও সত্ত্ব রজে পরিণত হইতে পারে যেমন সত্ত্বগুণাবলম্বী রাজা দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন। এস্থলে দণ্ডরূপ কার্য্য তমো গুণাত্মক, কিন্তু ইহা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ধৃত হইল। সর্পবিষ—যাহা মনুষ্য-জীবন নষ্ট কর তাহা অবস্থাবিশেষে মনুষ্য-জীবন রক্ষাও করে—অর্থাৎ তমোগুণ সত্ত্বে পরিণত হয়; সুতর অবস্থাবিশেষে প্রত্যেক গুণই অপর গুণে পরিণত হয়। ইহারা পরস্পর মিথুনভাবাপন্ন অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হয়। সত্ত্ব-তম, তমঃ-রজঃ, রজঃ-সত্ত্ব; এইরূপ মিথুনভাবে প রস্পর মিলিত হয় ও জগতে বিভিন্ন অবস্থা উৎপাদন করে।

১৩

সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু-বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥

পদপাঠঃ। সত্ত্বং। লঘু। প্রকাশকম্। ইষ্টম্। উপষ্টম্ভকম্। চলম্। চ। রজঃ। গুরু। বরণকম্। এব। তমঃ। প্রদীপবৎ। চ। অর্থতঃ। বৃত্তিঃ।

ব্যাখ্যা। সত্ত্বং—সত্ত্ব। লঘু—লঘু। প্রকাশকম্—বিকাশকর। ইষ্টম্—অভিপ্রেত। উপষ্টম্ভকম্—উৎসাহক বা উত্তেজক। চলম্—গতিশীল। চ—এবং। রজঃ—রজোগুণ। গুরু—গুরু। বরণকম্—আবরক। এব—পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী সত্ত্বেও। তমঃ—তমোগুণ। প্রদীপবৎ—প্রদীপের স্থায়। চ—এবং। অর্থতঃ—অর্থ-প্রকাশের জন্য। বৃত্তিঃ—কার্য্যকারিতা হয়।

বঙ্গার্থ। সাঙ্খ্যাচার্য্যের মতে সত্ত্বগুণ লঘু এবং বিকাশকারী, রজঃ—কার্য্যকর এবং গতিশীল, এবং তমঃ গুরু ও আবরক। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও স্বস্ব কার্য্য-সিদ্ধির জন্য প্রদীপ সদৃশ।

বিশেষ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, সৃষ্টির জন্য এই তিনেরই আবশ্যক। এক ভিন্ন অপর দুইটী থাকিতে পারে না, এবং তিনটী না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না। ইহাদিগকে সূত্রে "প্রদীপবৎ" বলা হইয়াছে। অগ্নি প্রদীপ এবং তৈলের বিরোধী হইলেও, এই তিনের সমাবেশে আলোকের উৎপত্তি হয়। জগৎও তদ্রূপ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্বারা প্রবাহিত রহিয়াছে। হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ" ও "বর্ণতত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পাঠক এ বিষয়ের সুবিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পারিবেন।

দয়া দাক্ষিণ্যাদি যে কিছু সদ্‌গুণ, তৎসমুদয়ই সত্ত্বগুণের অন্তর্ভূত। হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণের অন্তর্ভূত, এবং আলস্য, জড়তা, মোহ, অজ্ঞান ভ্রান্তি প্রভৃতি তমোগুণের অন্তর্ভূত।

১৪

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্॥

পদপাঠঃ। অবিবেকি। আদেঃ। সিদ্ধিঃ। ত্রৈগুণ্যাৎ। তদ্বিপর্য্যয়ে। অভাবাৎ। কারণগুণাত্মকত্বাৎ। কার্য্যস্য। অব্যক্তং। অপি। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা। অবিবেক্যাদেঃ—দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অবিবেকিতা। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি। ত্রৈগুণ্যাৎ—তিন গুণ হইতে। তদ্বিপর্য্যয়ে—সেই গুণত্রয়ের বিপর্য্যয় হইলে। অভাবাৎ—অবিবেকিতাদির অভাব হেতু। কারণগুণাত্মকত্বাৎ—কারণের গুণযুক্ত বলিয়া। কার্য্যস্য—কার্য্যের। অব্যক্তং—অব্যক্ত—অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণও। সিদ্ধম্—সিদ্ধ হইল।

বঙ্গার্থ। ত্রিগুণ হইতে অবিবেকাদির সিদ্ধি হয়; কেননা যেখানে ত্রিগুণ, সেই খানেই অবিবেকাদি দৃষ্ট হয়, এবং যেখানে ত্রিগুণের অভাব, সেই খানেই অবিবেকাদির অভাব লক্ষিত হয়। কার্য্যে কারণের গুণ থাকা হেতু পরম্পরাভাবে অব্যক্ত প্রকৃতির সিদ্ধি হইল।

বিশেষ ব্যাখ্যা। এস্থলে অন্বয়-ব্যতিরেক-ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ তৎ সত্ত্বে তৎ সত্তা, তদসত্ত্বে তদসত্তা) বলা হইতেছে যে, যেখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ দেখা যায়, সেইখানেই অবিবেকাদির—অর্থাৎ অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী (১১শ সূত্র) প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, এবং যে স্থলে ত্রিগুণ নাই, সেস্থলে এ সমুদয় লক্ষিত হয় না। ব্যক্ত জগতে এতাবৎ গুণ থাকা হেতু, এই ব্যক্ত জগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তদ্‌গুণাবলম্বী বলিয়া প্রতিভাত হয়।

১৫

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্য॥

পদপাঠঃ। ভেদানাং। পরিমাণাৎ। সমন্বয়াৎ। শক্তিতঃ। প্রবৃত্তেঃ। চ। কারণ। কার্য্য। বিভাগাৎ। অবিভাগাৎ। বৈশ্বরূপ্যস্য।

ব্যাখ্যা। ভেদানাং—ভেদবিশিষ্ট বিচিত্র বিশ্বের। পরিমাণাৎ—সসীমত্বহেতু সমন্বয়াৎ—গুণের সামান্যহেতু। শক্তিতঃ—শক্তিহেতু। প্রবৃত্তেঃ প্রবৃত্তির। চ—এবং কারণ কার্য্য-বিভাগাৎ—কারণ এবং কার্য্যের বিভাগ হেতু। অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য—এই বিশ্বের রূপের অবিভক্ততা নিবন্ধন।

বঙ্গার্থ। এই ভেদবিশিষ্ট বিচিত্র বিশ্বের সসীমত্ব নিবন্ধন, গুণত্রয়ের সামান্যহে প্রবৃত্তির শক্তি—অর্থাৎ কার্য্য-ব্যাপারে নিয়োগের শক্তিহেতু, কারণ এবং কার্য্যে বিভিন্নতাহেতু ও বিশ্বের অবিভক্ততা বা একতা নিবন্ধন প্রকৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা। এই বিচিত্র বিশ্বে আমরা যাহা কিছু দেখি, তৎসমস্তই সসীম, এ সসীম বস্তুর কারণ থাকিবে। বস্তুর গুণ সামান্য হইতে আমরা ক্রমশঃ একমাত্র কার উপনীত হই। বস্তু মাত্রেই বস্তু বিকাশের শক্তি পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং উহার বিকা কেহ আছে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, কার্য্য ও কারণ মূলতঃ এক হইলেও উহ পৃথক্। বীজ ও বৃক্ষে মূলতঃ কোন প্রভেদ না থাকিলেও, বীজ ও বৃক্ষ এক নহে, বৃক্ষ ও বীজ বিভিন্ন; সুতরাং কার্য্য ও কারণ এক না হইলে, জগৎ-কার্য্যের অবশ্য কারণ থাকি এই বিচিত্র বিশ্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, প্রথমতঃ যাহারা সম্পূর্ণ বি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহারা বিভিন্ন নয়। এইরূপে জগতের কারণের সংখ্যা ক কমিয়া আসে, এবং অবশেষে আমরা সৃষ্টির একমাত্র কারণে উপনীত হই। (ক্রমশ

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

সম্পাদকীয় লাঞ্ছনা।

ভাবিয়া ছিলাম—বলিব না, দুঃখের কথা মনেই থাকুক; কেন না অস্মদ্দেশে পত্রিকা-সম্পাদকদিগের পথ যে অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ, তাহা সকলেই বিদিত আছেন, সুতরাং যিনি এরূপ কার্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ বিড়ম্বনার জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। অস্মদ্দেশের সম্পাদকীয় জীবন যে বহুল বিড়ম্বনা-পূর্ণ, তাহা আমরা বিগত বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষরূপে অবগত ছিলাম এবং "হিন্দু-পত্রিকা সম্পাদনে যে আমাদিগকে বহুবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে তাহাও আমরা বেশ জানিতাম; জানিয়া শুনিয়াই আমরা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগের আক্ষেপ বা অভিযোগের কোন কারণ নাই। সম্পাদকীয় জীবনে যত প্রকার যাতনা সহ্য করিতে হয়, তন্মধ্যে পত্রিকার মূল্য আদায়ই সর্ব্বপ্রধান। এদেশের পাঠকবর্গ মনে করেন যে, তাঁহারা যে পত্রিকা পাঠ করেন, ইহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ, ইহার উপর আবার মূল্য!! তাগীদের উপর তাগীদ, তাগীদের উপর তাগীদ, কিন্তু পাঠক নীরব! দরিদ্র সম্পাদক সাহস করিয়া পাঠকের নাম রেজিষ্টর হইতে কর্ত্তন করেন না, কেননা তাহাহইলে প্রায় সবই কাটা যায়। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় কত অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখেন, কত "মহোদয়" "মহাশয়" "স্বদেশবৎসল" "ধর্ম্মবৎসল" প্রভৃতি ব্যর্থবিশেষণ যোজনা করেন, কিন্তু নির্ম্মম পাঠকের কিছুতেই দয়া হয় না। তিনি যদিও মূল্যপ্রদানরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত, তথাপি পত্রিকাগ্রহণ রূপ অনুকম্পা প্রদর্শনে বিমুখ নহেন, বরং পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্রেই অম্লানবদনে

পিপঠিষার পরিতৃপ্তি করেন। যদি তাগীদ একটু মধুতিক্তরসমিশ্রিত হয়, তা'হলেই পাঠক রুষ্ট হন এবং পত্রিকাগ্রহণরূপ অনুগ্রহে বঞ্চিত করেন বটে, কিন্তু নানাবিধ কার্যে বিব্রত থাকা হেতু পত্রিকার বাকী মূল্য প্রেরণ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। সম্পাদক বেচারী ক্রমে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া পত্রিকা উঠাইয়া দেন। এইরূপে বঙ্গদেশে প্রতিবৎসরেই বহুসংখ্যক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকার অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। "বঙ্গদর্শন, "বান্ধব," "আর্য্যদর্শন," "প্রচার," "নবজীবন," "সাধারণী," প্রভৃতি বহুবিধ উৎকৃষ্ট পত্রিকা অকালে লীলাসংবরণ করিয়াছে। এ দোষ কি পত্রিকার সত্বাধিকারীদিগের? পত্রিকার গ্রাহকগণ যদি নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করিতেন, এবং সত্বাধিকারীদিগের যদি বিশেষ ক্ষতি না হইত, তাহা হইলে কখনও ঐ সকল উৎকৃষ্ট পত্রিকা উঠিয়া যাইত না। সর্ব্বত্রই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যে, বাঙ্গালা পত্রিকার পাঠকেরা পত্রিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু মূল্য দেন না। কোন্ নীতিশাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিতে পরাঙ্মুখ, তাহা ভগবানই জানেন; তবে এই বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করাই তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষতি মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের ঐ পাঠরূপ ক্ষতি স্বীকারের জন্য, তাঁহারা ত মূল্য দিতে বাধ্যই নহেন, বরং তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পাদকের নিকট হইতে কিছু পাইবার অধিকারী। আমাদের ত মনে হয় না যে, এতাদৃশ সংস্কার না থাকিলে, কোন "ভদ্র" আখ্যাধারী ব্যক্তিই এইরূপ জঘন্য আচরণ করিতে পারেন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়া এক মহাত্ম গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন, সে বৎসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন, প বৎসরের বৈশাখ মাসের পত্রিকা প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকেই ঐ বৎসরের মূল্যের জন লেখা হইল। টাকা আসিল না। জ্যৈষ্ঠের কাগজ গেল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় তাগীদ চলি এই প্রকারে সেই বৎসরের শেষ হইল, টাকা আসিল না। তৎপরে পর বৎসরের কাগজ এ তাগীদও ঐরূপ চলিল, কিন্তু টাকা আসিল না। তাগীদের জোর যখন কিছু বেশী চলি তখন হয়ত সকরুণ পাঠক পত্রিকা খানি ফেরত পাঠাইয়া লিখিলেন যে, "মহাশয়! আ আর পত্রিকা লইব না, আমার নিকট যে মূল্য বাকী আছে, তাহা পরে পাঠাইতেছি" পত্রিকা পাঠান রহিত করিয়া বাকী মূল্যের জন্য যখন পত্র গেল, তখন পা কার্য্যের ব্যস্ততাবশতঃ উত্তর দেওয়ার অবকাশ পাইলেন না, টাকাও পাঠাইলেন এইরূপে বাকী মূল্যের জন্য ২।৪ বার তাগীদ হইতে থাকিলে, তখন পাঠে সহস্ত লিখিত "Refused" এবং স্থানীয় ডাক পিয়নের "মালিক লইলেন না" অভিজ্ঞানযুক্ত হইয়া তাগীদ পত্র ফেরত আসিতে লাগিল। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় প্রকারে টাকা আদায়ে বিফলমনোরথ হইয়া সম্পাদক মহাশয়কে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। সম্পাদক মহাশয় অগত্যা বলিলেন যে "আর তাগীদ দেওয়ায় লাভ

কর"। যে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের ব্যবহার এইরূপ, সে দেশের ভবিষ্যৎ কি রাশাময় নয়? তাহাই যদি হইল, তবে আর বারিপৃষ্ঠে এত বেত্রাঘাত কেন? ত্তরে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, "মনে বুঝে না—যদি কিছু হয়," তরঙ্গের ধ্য পড়িয়া যেমন তরণী মগ্নোন্মুখ হইলেও কর্ণধার কর্ণ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ স্বদেশের ভবিষ্যদ্‌গগন নৈরাশ্যতিমিরে পূর্ণ হইলেও, স্বদেশের উন্নতি সাধনের ষ্টা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে সমুদয় কর্ত্তব্যপরায়ণ াহক নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাঁহারা হয়ত বলিতে পারেন যে াহাদের মূল্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে পর বৎসরের কাগজ পাঠান হয় কেন? সরের শেষে মূল্য শেষ হইয়া গেলে, পরবর্ত্তী বৎসরের মূল্য অগ্রিম না লে, কাগজ না পাঠাইলেই এই সমুদয় বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না।" তদুত্তরে মরা বলিতে চাই যে, যাঁহারা পত্রিকার মূল্য বৎসরের মধ্যেই শেষ করেন, এরূপ াহকও অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহারা হয়ত বৎসরের প্রথম, মধ্য কি শেষ ভাগেই সরের মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন। এইরূপ গ্রাহকদিগের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ভিযোগ নাই, মূল্য বৎসরের মধ্যে দিলেই আমরা কৃতার্থ হই, কিন্তু বৈশাখ মাসের ধ্যেই সেই বৎসরের অগ্রিম মূল্য না পাইয়া পত্রিকা স্থগিত করিলে, মুদ্রিত পত্রিকা-মূহ সম্পাদকের নিজেরই পাঠ করিতে হয় এবং ভাষান্তরে লিখিতে গেলে, পত্রিকার গ্রাহক একেবারেই রহিত করিতে হয়; কারণ বাঙ্গালা দেশে আজও এমন কর্ত্তব্য-রায়ণ পাঠক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, যাঁহারা বৎসরের প্রথম মাসেই হেয় বাঙ্গালা াষায় মুদ্রিত পত্রিকার মূল্য প্রেরণ করেন। আমাদের দেশের নৈতিক আদর্শ এত চ্চ হয় নাই এবং তাহা শীঘ্র হইবে বলিয়া আমরা আশাও করি না। বৎসরের ল্য বৎসরের মধ্যে পাইলেই আমরা সন্তুষ্ট, চাই উহা বৎসরের প্রথম ভাগেই আসুক, থবা পাঠকগণের সুবিধা অনুসারে উহা শেষ ভাগেই প্রেরিত হউক; কিন্তু আমরা ই টুকু আশা করিয়াছিলাম এবং এখনও করি যে, পাঠকবর্গ বৎসরের মূল্য বৎসরের ধ্যেই পাঠান এবং যদি কোন ক্রমে মূল্য বাকী পড়ে এবং পাঠকের ভবিষ্যতে পত্রিকা হণের ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে পত্রিকা পরিত্যাগের সময় বাকী মূল্যটী য়া পরিত্যাগ করেন। প্রত্যেক অপকার্য্যের একটি প্রতিবিধান থাকা প্রয়োজন। ই চারি টাকা আদায়ের জন্য সুদূর সহর বা পল্লীগ্রামস্থিত পাঠকের নামে আদা-তে অভিযোগ করা অসম্ভব, কিন্তু অন্ততঃ অন্যান্য কর্ত্তব্যবিমুখ পাঠকবর্গকে কর্ত্তব্য-ক্ষা দিবার জন্য দুই এক স্থলে হয়ত আমাদিগকে তাহাও করিতে হইবে। যাঁহারা ইরূপ মূল্য বাকী ফেলেন, তাঁহাদের মধ্যে সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আছেন, াঁহারা যদি এই দুঃখের কাহিনী পাঠ করিয়াও স্বীয় মূল্য প্রদান না করেন, তাহা লে, যে স্থলে আমরা বহুব্যয়াশঙ্কায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিব,

সে স্থলে, তাঁহাদের নাম, ধাম, পদ ও ঠিকানা, হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিব। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা "হিন্দু-পত্রিকা" প্রকাশ করিতেছি, পত্রিকার জন্য অর্থব্যয় ব্যতীত, পত্রিকা হইতে কখনও এক পয়সা গ্রহণ করি নাই, ভবিষ্যতেও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা এই যে, দেশের কিছু মঙ্গল হউক, এবং পত্রিকার যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা ব্রহ্মচারি-আশ্রমে ব্যয়িত হইতে থাকুক। হিন্দু-পত্রিকা ভালই হউক বা মন্দই হউক ভগবানের অনুগ্রহে ইহা সমস্ত বঙ্গদেশে আদৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের যে স্থলেই বাঙ্গালী আছেন, সেই স্থলেই হিন্দু-পত্রিকা গৃহীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সকল মাসিক পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যে অধিক, তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সমূহের ত্রৈমাসিক বিবরণ দেখিলেই প্রতীত হইবে। একথা বলি এইজন্য যে আমরা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া, বহুসংখ্যক গ্রাহক সত্ত্বেও পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হই, তাহার একমাত্র কারণ যে, আমাদের গ্রাহকবর্গ নিয়মিত মূল্য দেন না। হিন্দু-পত্রিকা বর্ত্তমানে প্রত্যেক মাসে রয়েল ৮পেজী ৩২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ বৎসরে ৩৮৪ পৃষ্ঠা বাহির হইতেছে, প্রথম বৎসরে পত্রিকার আকার প্রতি দুই মাসে ৪ পেজী ১৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ রয়েল ৮পেজী ৩২ পৃষ্ঠা ছিল; সুতরাং পত্রিকার আকার ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব শ্রেণীর গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য এবং অল্প মূল্য হইলে হিন্দু-পত্রিকার বহুল প্রচার হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বসমূহ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যেই আমরা দুই টাকার স্থলে পত্রিকার মূল্য পুরাতন গ্রাহকগণের নিকট ১।৵০ আনা এবং নূতন গ্রাহকের নিকট ১॥০ দেড় টাকা মাত্র ধার্য্য করিয়াছি। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সুলভ পত্রিকা আজও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ পত্রিকার মূল্য যে বাকী পড়ে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। পাঠকগণ নিয়মিত মূল্য প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেই আমারা নিশ্চিন্ত মনে আমাদের স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। সময় সময় আমাদিগকে এতদূর বিরক্তি সহ্য করিতে হয় যে, ইচ্ছা হয় হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করি, কিন্তু কর্ত্তব্যচিন্তা করিয়া এবং শত শত কর্ত্তব্যপরায়ণ পাঠকের নিয়মিত মূল্য প্রদান এবং তাঁহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি স্মরণ করিয়াই আমরা এই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছি। আমরা আশা করি যে, হিন্দু-পত্রিকা তাঁহাদের অনুগ্রহে সজীব থাকিতে পারিবে এবং ইহাও আশা করি যে তাঁহাদের আদর্শ অন্যান্য পাঠকের অনুকরণীয় হইয়া ক্রমশঃ হিন্দু-পত্রিকার বল ও তেজ বৃদ্ধি করিবে। আমরা যে আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমরা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এইটুকু সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, কর্ত্তব্য পরিপালনে আমাদিগের কখনও যত্ন, চেষ্টা বা ইচ্ছার অভাব হয়,

নাই। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য অতি সামান্য ১।৶৹ এক টাকা ছয় আনা কিংবা ১।৹ এক টাকা আট আনা, উহা বৎসরে ব্যয় করা কোন শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষেই কষ্টকর নহে, অথচ এই সামান্য মূল্যের উপরেই হিন্দু-পত্রিকার জীবন নির্ভর করে। এই সামান্য মূল্য যথাসময়ে প্রদান করিয়া প্রত্যেক পাঠকই আমাদিগকে কর্ত্তব্য পরিচালনে সহায়তা করেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। সম্পাদকের বা অন্য কাহারও অনুরোধে যেন কেহ হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করেন না এবং মূল্য না দিয়া কেবল হিন্দু-পত্রিকা পাঠেও যেন কেহ সম্পাদককে অনুগৃহীত করেন না। যে সমুদয় পাঠক মনে করেন যে, তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণে স্বদেশের বা স্বধর্ম্মের কোন উপকার না করিয়া কোন না কোন ব্যক্তিকে উপকৃত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় বাকী মূল্য প্রদানপূর্ব্বক, ভবিষ্যতে হিন্দু-পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করিয়া ম্যানেজারকে পত্র লিখেন। হিন্দু-পত্রিকা কাহারও নিকট এরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে চাহে না।

আমিত্বের প্রসার।

(তিনটি শত্রু)

যতদিন তুমি মনে করিবে যে তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র; যতদিন তুমি বিবেচনা করিবে যে তোমার আত্মা ও আমার আত্মা স্বতন্ত্র, ততদিন তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে না। স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্মীয় জ্ঞানকর বলিয়াই তাহাদিগের সম্পদ বিপদ স্বীয় সম্পদ বিপদের ন্যায় জ্ঞান কর, এই আত্মীয়তা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে। আত্মার বা "আমির" কখন বিনাশ নাই, বিনাশ করিতে হইবে "আমির সঙ্কোচ ভাব" বা "অহঙ্কারের"। অহংভাব হইতেই মানবাত্মা অপর মানবাত্মাকে স্বতন্ত্র করে, অহং ভাব নাশ হইলেই, সর্ব্বাধারেই একই "আমি" বিরাজিত পরিদৃষ্ট হয়। এই অদ্বৈত বা অভেদজ্ঞান কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যা সাধ্য। গাত্র ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিলে অহঙ্কারের ধ্বংশ হয় না। সন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হইলে জগতের হিতব্রত গ্রহণ করিতে হয়। "আত্ম মোক্ষায় জগদ্ধিতায় 'চ" এই হইল সন্যাসীর দীক্ষা মন্ত্র। যাহারা বিশ্বহিতমন্ত্র বিস্মৃত হন, তাহাদের কখনও মুক্তি হয় না। সর্ব্বাধারে ভগবানের সত্ত্বা অনুভব করিতে পারিলেই আমিত্বের প্রসার বা মুক্তি হয়, উহা জ্ঞান ও বিশ্বহিত কর্ম্ম দ্বারাই লাভ

হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে কখনও মুক্তি হয় না। বিবিধ কর্ম্মের দ্বারাই জীবাত্মার নানাবিধ অজ্ঞান বিদূরিত হয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মানবের তিনটি ঘোর শত্রু রহিয়াছে, তাহারা সততই মানবকে আমিত্বের প্রসাররূপ স্বর্গের দিক হইতে আমিত্বের সঙ্কোচরূপ নরকের দিকে লইবার জন্য সচেষ্ট। ঐ শত্রুত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান শত্রুই কাম। মানবের বাসনাই মানবের পরম শত্রু। বাসনাই মানবকে বিপথে লইয়া তাহাকে নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহ-রক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বাসনার জালে পতিত হই। এই সংসারে বাস করিতে গেলে ধনের প্রয়োজন, গৃহ, বস্ত্র, ভোজন ইত্যাদির জন্য ধন ব্যতীত চলে না; কিন্তু ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, যখন আমি ধনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় জীবন পরিচালিত করি, তখনই বাসনা-বাগুড়ায় আবদ্ধ হই। অপত্যোৎপাদনের জন্য কাম প্রবৃত্তির প্রয়োজন, কিন্তু যখনই আমি কাম প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, কাম প্রবৃত্তিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করি, তখনই আমি বাসনা পাশে স্বীয় গলদেশ বন্ধন করি। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে কোন প্রবৃত্তিই আমাদিগের অহিতকর নয়, কিন্তু প্রত্যেক প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটি সীমা আছে, ঐ সীমা যতদিন অতিক্রম না কর, ততদিন তোমার কোন ভয় নাই; কিন্তু ঐ সীমা অতিক্রম করিলেই কাম বা বাসনা রাজ্যে উপনীত হও। বাসনা সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বা কাম প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা দুর্জ্জেয় বলিয়া উহাই উপলক্ষণা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বাসনার প্রতিনিধি স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। দেহই বাসনার আধার, কর্ম্ম দ্বারা আত্মবিকাশের জন্য দেহেরও প্রয়োজন; কিন্তু দেহকে আত্ম প্রসারের উপকরণ জ্ঞান না করিয়া, যখন তোমার দৃষ্টি কেবল দেহেতেই নিবদ্ধ করিলে, তখন তুমি তোমার আত্মার সত্ত্বা বিস্মৃত হইলে, তখন আর তুমি আত্মার প্রসারের চেষ্টা কেমন করিয়া করিবে। কাম প্রবৃত্তি অতীব বলবতী, এবং সৃষ্টি প্রবাহ সংরক্ষণার্থেই এই প্রবৃত্তিকে এইরূপ বলবতী করা হইয়াছে। মানবহৃদয়ে কাম প্রবৃত্তি বলবতী না হইলে, কেহই রমণরূপ ঘৃণাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। চিন্তা করিয়া দেখ দেখি হৃদয়ে এক অদমনীয় প্রবৃত্তির অভাব সত্ত্বে সাত্ত্বিক অবস্থায় কেহ ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে কি না। তাই বলি যে সৃষ্টি সংরক্ষণ হেতুই ভগবান মানবে কেন সর্ব্বাধারেই কাম রোপিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" অর্থাৎ জীবের পূর্ব্ব কল্পকৃত কর্ম্ম থাকায়, ভগবানের মনে সৃষ্টির কাম অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল। (হিঃ, পঃ, ৪র্থ বৎসর নাসদীয়-সূক্ত দ্রষ্টব্য) শ্রুতি আর এক স্থলে বলেন "সোঽকাময়তবহুঃ স্যাং, প্রজায়েয়েতি" তিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন কামনা ব্যতীত ভগবানের সৃষ্টি হয় নাই, তখন জীবে কামনা না থাকিয়া পারে না, কিন্তু কামের উদ্দেশ্য

বিস্মৃত হইয়া যিনি কামকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তিনি আমিত্বের প্রসারে নিশ্চিতই বঞ্চিত হইবেন। (৫ম বর্ষ হিন্দু-পত্রিকার জনন-সূক্ত দ্রষ্টব্য) অনেকে মনে করিতে পারেন, যাহার অপব্যবহারে জীবের অমঙ্গল হইতে পারে, এরূপ মনোবৃত্তির সত্বা ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের উপর দোষারোপ করে। পাপাদি সৃষ্ট না হইলেই জীবের এত দুর্গতি হইত না। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাপাদির সত্বা জগতে অনিবার্য্য। জগতের মূল কারণ ব্রহ্মে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, কিন্তু তখন সৃষ্টিও নাই। অসীম নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইতে সসীম উপাধিবিশিষ্ট বিশ্ব উদ্ভূত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু সকলই উপাধি বিশিষ্ট। সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, পাপপুণ্য ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই অধর্ম্ম, তিনিই পাপ, তিনিই পুণ্য, জগতে তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। আত্মা বা ব্রহ্মের অধোবিকাশই জগতের উৎপত্তি। জগৎ উদ্ভূত হইলে, যাহাতে জীবাত্মার ঊর্দ্ধবিকাশের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তাহাই পাপ; অর্থাৎ আমিত্বের সঙ্কোচই পাপ। মিথ্যা ভাষণাদি এই ঊর্দ্ধ-বিকাশের প্রতিকূল বলিয়া উহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মিথ্যা না থাকিলে, সত্যের আস্তিত্ব কোথায়? মিথ্যা দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য এত সতেজ এবং বলিষ্ঠ। যাহাকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে, তাহার প্রতিকূলাচরণ করা আবশ্যক। মনে কর তোমার হস্তকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে; তখন তুমি কি কর? কোন গুরু বস্তুর পুনঃ পুনঃ উত্তোলন বা ঘূর্ণন কর। ঐ গুরু বস্তু তোমার হস্তকে নিম্নাভিমুখে লইতে উদ্যত, কিন্তু তুমি বল দ্বারা উহার সেই প্রতিকূলাচরণ পরাভব কর। ক্রমে ক্রমে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু ঐ হস্তের কোন প্রতিকূলাচরণ না করিয়া যদি উহা বহুদিন এক ভাবেই রাখিয়া দেও, তাহা হইলে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক উহা জড়বৎ অসাড় হইয়া পড়িবে। সুতরাং হস্তের বল বৃদ্ধি করিবার জন্য উহার বিরুদ্ধাচরণ আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে, দৃষ্ট হইবে যে এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতে কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে একের অভাব হইলে, অপরের সত্বা থাকিতে পারে না। ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি, ধ্বংস না থাকিলে সৃষ্টির সত্বা নাই। মনে কর এই জগতে কোন বস্তুর ধ্বংস নাই, তাহা হইলে সৃষ্ট হইবে কি? ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি। ঐরূপ শীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম, মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য, পাপ আছে বলিয়াই পুণ্য। সুতরাং যাঁহারা জগতে দুঃখাদির অস্তিত্ব দেখিয়া দুঃখিত হয়েন তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দুঃখাদির সত্বা আছে বলিয়াই সুখাদির সত্বা। তৎপরে বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সমুদয়ই আপেক্ষিক। অবস্থা বিশেষে যাহা পাপ, অবস্থান্তরে তাহা পুণ্য; আবার অবস্থা বিশেষে যাহা পুণ্য, অবস্থান্তরে তাহা পাপ। কেহই বলিতে পারিবেন না

রে; কোন কার্য্য দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া পাপ বা পুণ্য। ফল ভোগেই পাপ পুণ্যের, সুখদুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে উত্তাপ না লাগে, সে পর্য্যন্ত অগ্নিতে তাহার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু একবার কোন প্রকারে বালক অগ্নির উত্তাপ উপলব্ধি করিলে, কিছুতেই দীপশিখার দিকে তাহার অঙ্গুলি পরিচালিত করিবে না। কর্ম্মদ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই জ্ঞান এক জন্মে হয় না, ইহা বহুজন্ম-সুলভ। কোন পাপ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় যদি কাহার বিবেকে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞান লাভ হয় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানলাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইবে না। কোন বালক হয়ত বারেক অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়াই অগ্নির দাহিকা শক্তির জ্ঞানলাভপূর্ব্বক অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইল, অপর কোন বালক হয়ত পুনঃপুনঃ দগ্ধাঙ্গুলি হইয়াও অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইতেছে না; ইহার কারণ কেবল জ্ঞানের ইতর বিশেষ; একের পূর্ব্বজ জ্ঞান অপরের পূর্ব্বজাত জ্ঞান অপেক্ষা পরিপক্ক ছিল বলিয়াই একবার অগ্নিস্পর্শ করিয়াই দ্বিতীয়বার অগ্নিস্পর্শ করিবার সময়ে তাহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা হইল না। এইরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভোগ হইলেই আমাদের জ্ঞানের পরিপুষ্টি হয়। অনেক অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বৃদ্ধ মাতা পিতার বধ পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কেননা ঐ কার্য্যে তাহাদের বিবেকে আঘাত লাগে না; আবার অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য প্রাণীর জীবন ধ্বংসও পাপরূপে পরিগণিত হয়, কেন না পূর্ব্ব কর্ম্মদ্বারা তাহাদের জ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়াছে। কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াই জ্ঞানের লাভ হয়, পাপ পুণ্য কর্ম্মের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র। যে ব্যক্তির বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, সেই অবস্থায়, যে কার্য্য দ্বারা তাহা আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহা আত্মবিকাশের অনুকূ তাহাই তাঁহার পক্ষে পুণ্য। বর্ত্তমান সুসভ্য মানব সমাজের জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ তাহাতে পরদারাভিমর্ষণ পাপ, কিন্তু মানব সমাজের একদিন এরূপ অবস্থা ছি যখন উহাতে পাপ ছিল না। যাহার জ্ঞানের যে অবস্থা, ঐ অবস্থা হইতে উ আরোহণ করিতে হইলে যে কার্য্য করা আবশ্যক, তাহাই পুণ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই থাকে এবং ঐ অবস্থা হইতে যে কার্য্য দ্বারা নিম্নাভিমুখে গতি হয়, তাহাই পা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের নিম্নবিকাশেই জগতের উৎপত্তি; নিম্নতর স্ত হইতে উর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে জীব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তায় অনুভব কে তখনই তাঁহার মুক্তি হয়। এই মুক্তিই বা সম্পূর্ণ আত্মবিকাশই মানব জীবনে উদ্দেশ্য, এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থানুসারে যে সমুদয় কার্য্যে তাহার মুক্তির অন্তর ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ, এবং যাহাতে মুক্তির অনুকূলতা হয়, তাহাই তাহ

পক্ষে পুণ্য বলা যায়। আত্মপ্রসার বা মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। যদি প্রত্যেক মানবই তাহার পূর্ব্ব কর্ম্ম লব্ধ-জ্ঞানদ্বারা প্রবুদ্ধ বিবেকের শাসনাধীন হইয়া এই ভবসাগরে স্বীয় জীবনতরী পরিচালিত করে, তাহা হইলে সে প্রতিকূল বায়ু ও স্রোত প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেই হইবে। জীবের গন্তব্য স্থান এক; যে যতটুকু অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে ঐ গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু সকল যাত্রীরই তিনটি ঘোর শত্রুর কথা সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে হইবে। এই তিনটি শত্রুই কাম, ক্রোধ ও লোভ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

এইক্ষণে চিন্তা করা আবশ্যক যে, কাম কি প্রকারে আত্মনাশ বা আত্মসঙ্কোচের কারণ হইল? সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আত্মপ্রসার বা আমিত্বের প্রসার। যখন সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন না হয় বা ভেদজ্ঞান থাকে, তখনই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য চিত্তে বাসনা হয়, তখনই আমরা কাম বা বাসনারাজ্যের প্রকৃতিত্ব স্বীকার করি। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতেই যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহার হৃদয়ে কখনও পরহিতচিন্তার উদয় হইতে পারে না। গো, অশ্ব, যান, গৃহ, বসন, ভূষণ, দাস, দাসী, কামিনী ইত্যাদি বিলাসের উপকরণ। বিলাসী যখন পরের দিকে না তাকাইয়া, স্বীয় বিলাস সম্ভোগার্থে ছলে, বলে, কৌশলে নানাবিধ বিলাস-উপকরণ আহরণ করেন, তখন তিনি ভেদজ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনাকে অন্য হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া দ্বৈত-বন্ধ-পাশে আবদ্ধ হইয়া অদ্বৈত-সুধা হইতে বঞ্চিত হয়েন। নিম্নস্তর হইতে ঊর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতে গেলে, জড়ের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, দেহ ছাড়িয়া আত্মাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং দেহারাম না হইয়া আত্মারাম হইতে হইবে। দেহেরও কিন্তু আত্মার বিকাশের জন্য প্রয়োজন, কারণ দেহেই জীবাত্মা বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে পরমাত্মায় লীন হয়েন। সুতরাং বাসনা বা কাম ততদূর প্রয়োজনীয়, যতদূর দেহরক্ষার জন্য আবশ্যক। ঐ সীমা পর্য্যন্ত বাসনা বা কাম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণনীয় এবং ঐ সীমা পরিত্যাগ করিলেই বাসনা বা কাম যথার্থ বাসনা বা কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার আত্মা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া থাকুক, অমৃতত্ব-তীর্থাভিমুখে যে যতদূর অগ্রসর হইয়া থাকুক, দেশকাল-জ্ঞানভেদে যাহার যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং যাহার যেরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার হইয়া থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই জড়কে চৈতন্যের অধীন রাখিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলেই কামকে জয় করিতে হইবে, এবং উহা যে পর্য্যন্ত না করা যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমিত্বের প্রসার দুরাশা মাত্র। আত্মবিকাশের জন্য কামের ন্যায়

ক্রোধও পরিহার্য্য। একজনের অন্যায় আচরণ দেখিলে তাহাকে সংশোধিত করিবার ইচ্ছায় তাহার প্রতি কোপপ্রকাশ করা উপরোক্ত ক্রোধের অর্থ নহে। দয়াবিহীনতাই এস্থলে ক্রোধের অর্থ। বলবান দুর্ব্বলের প্রতি, ধনী দরিদ্রের প্রতি, জ্ঞানী মূর্খের প্রতি, রাজা প্রজার প্রতি, স্বায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নৃশংসব্যবহার করেন, তাহাই ক্রোধ পদবাচ্য। পতিতের প্রতি অনুকম্পা নাই, সে মৃত্তিকায় পড়িয়া ধূলিধূসরিত হইতেছে, তাহাকে আবার পদাঘাত করিলাম, যেহেতু আমি বলবান। কবে কস্মিন্‌কালে কেহ আমার সামান্য অনিষ্ট করিয়াছে, আমি আমরণ তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলাম, কখনও বিস্মৃত হইলাম না। আমিত্ব সঙ্কোচ করিয়া নিজেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, জগৎ পৃথক পৃথক্ দেখিতে লাগিলাম, অব্যয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কোচভাব অবলম্বন করিলাম। ক্রোধও কামের ন্যায় আত্মপ্রসারবিরোধী। উভয়ের মূলেই দূষণীয় দ্বৈতজ্ঞান। লোভ ও কাম এবং ক্রোধজাতীয়। ভেদজ্ঞান হইতেই সর্ব্বগ্রাসিনী প্রবৃত্তি হয়। সকলই আমার হউক, অপরের কিছুই না থাকুক, ইহাই লোভ। লোভও আমিত্বের প্রসারের বিষম অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। এই আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে হইলে, কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটিরই সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এই জন্যই প্রজাপতি দেবতা মনুষ্য অসুরদিগকে কাম ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। "ত্রয়ঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি॥

অথ হৈনং মনুষ্যা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অথ হৈনমসুরা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি। বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

প্রজাপতির তিন পুত্র—দেবতা, মনুষ্য এবং অসুর, পিতৃসন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা বুঝিলে?" তাঁহারা বলিলেন, আমরা বুঝিয়াছি, আপনি 'দাম্যত' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর এই উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐরূপ মনুষ্যেরা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "বুঝিলে" তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে বুঝিয়াছি, আপনি "দত্ত" অর্থাৎ "দান কর" এ উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐ প্রকার অসুরেরা তাঁহা নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ দিলেন এ

জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বুঝিয়াছ" তদুত্তরে অসুরেরা বলিলেন যে, বুঝিয়াছি—আপনি দয়ধ্বং' অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তোমারা বুঝিয়াছ।" প্রজাপতির উপদেশের মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয় সংযমকর, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিও না। লোভ পরিত্যাগ কর, সকলই নিজে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিও না, পরকেও দান করিও। ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিও না। যাঁহারা এই তিন মহাশত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মর্ত্তভূমে দেবতুল্য। কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

জীবনী-শক্তি।

কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতিগত জীবনে কোন একটি বিশেষ শক্তির স্ফুরণ না হইলে, উহা নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। কিন্তু কোনও একটি বিশেষ শক্তি বিকাশিত করিতে পারিলে, অন্যান্য শক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। স্রোতস্বতী নদী যেরূপ নানাবিধি পদার্থ স্বীয় বক্ষে ধারণ করা সত্ত্বেও আবিলতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্রোতোবিরহিত হইলেই অতি সামান্য আবর্জ্জনাতেই কলুষিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতীয়জীবন, যে পর্য্যন্ত উহাতে জীবনী শক্তি থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা নির্ম্মল ভাবে প্রবাহিত হয়; এবং ঐ জীবনী শক্তির হ্রাস হইলেই, উহার নির্ম্মলতা আর থাকে না। বেগ না থাকিলেই নদীতে শৈবালাদি জন্মে, কিন্তু বেগবতী নদীতে কখনও উহা দৃষ্ট হয় না; ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনও ঐ প্রকার।

জীবন সবেগ হয় কিসে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, স্থির লক্ষ্যই জীবনের বেগবত্তার কারণ; যে জীবনে লক্ষ্য নাই, সে জীবন শৈবালপূর্ণ স্রোতোহীন নদীর ন্যায়। মানবজীবনের বহুবিধ লক্ষ্য হইতে পারে; ধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কোন না কোন লক্ষ্যে জাতীয় জীবন পরিচালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, এক একটি জাতি, এক একটি বিশেষ লক্ষ্য স্থির করিয়া, তদুদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়ায়, অন্যান্য শক্তিরও অধিকারী হইয়াছে। ধনশক্তিই যদি কোন জাতির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে যে জীবনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই ক্রমশঃ অপরাপর শক্তির সঞ্চারী হইয়া থাকে; তদ্রূপ বিদ্যাশক্তি যদি কোন জাতির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ একমাত্র লক্ষ্যাভিমুখে গমন করিয়াই, সেই জাতি অন্যান্য শক্তি আয়ত্তাধীন করিতে পারে; ঐরূপ ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম জীবনের লক্ষ্য হইলে, ধন বিদ্যাদি অন্যান্য শক্তিও

অনায়াসে লব্ধ হইয়া থাকে। মূল কথা—ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, জাতীয় জীবনেও তদ্রূপ একটি লক্ষ্য স্থির করা বিধেয়। ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই "ইসলাম" ধর্ম্মাবলম্বীরা একদিন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও ইদানীন্তন সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের পর্য্যন্ত নেতৃ-স্বরূপ হইয়াছিল। একমাত্র ধর্ম্ম তাহাদের লক্ষ্য থাকাতেই এই বিপুল স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি তাহাদের করতলস্থ হইয়াছিল। ধনই বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতির লক্ষ্য এবং ঐ ধন লক্ষ্য করিয়াই, তাহারা অদ্য সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার এবং তাহাদের ধনশক্তিতেই অদ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহাদের স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। ধনৈষণাতেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, ধনৈষণাতেই ভাস-কেডিগমা ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বদেশপ্রেম হেতুই প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এবং অদ্যাপিও তাহার ইউরোপীয় তাবৎ জাতির সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষকরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যেরা কোন শক্তিদ্বারা বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, এস্থলে তাহা আলোচ্য নহে; কিন্তু বর্ত্তমান সময় আমাদের কোন স্থির লক্ষ্য আছে কি না, তাহা স্বদেশ হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই সম্যক পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি? ধন, বিদ্যা, ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম? জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা বা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির ন্যায় আমাদিগের জাতীয় জীবনে কি কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে ভারতবর্ষীয় হিন্দু জাতির ধনৈষণা কোথায়? পরদেশে বাণিজ্য করা দূরে থাকু স্বদেশের বাণিজ্যও পরহস্তগত। শিল্প কৃষির দিন দিন অধোগতি হইতেছে; (দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে, আমাদের ধনৈষণা নির্জ্জীবভা অবলম্বন করিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে সহস্র সহস্র অর্ণবপোত গমনাগমন করিতেছে, তাহা একখানিও ভারতবাসীদের নহে; ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সহস্র সহ চা-বাগান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তেরই স্বত্বাধিকারী বিদেশীয়গণ। ব কারখানা, রেল প্রভৃতি দেশে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই বিদেশীয়গণের হ যদি হিন্দু জাতির প্রবল ধনৈষণা থাকিত, তাহা হইলে দেশের কখনও এতা দুরবস্থা হইতে পারিত না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, "আমাদের ধনৈ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানৈষণা আছে"। কিন্তু কৈ? তাহাই বা কোথা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্ঞানৈষণার যাদৃশ জলন্ত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষের কুত্র তাহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির গ বেষণায় আমাদিগের মধ্যে কয়জন স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন? কিন্তু পাশ্চ প্রদেশে শত শত ব্যক্তি ধন-স্পৃহা বর্জ্জিত হইয়া, মাত্র জ্ঞানের সেবাতে মন সমর্পণ করেন। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের এই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম যে, কোন

ক্তি বর্দ্ধিত হইলে, অপরাপর শক্তি স্বতই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে জাতির ধনৈষণা ক্তি প্রবৃদ্ধ, সেই জাতির মধ্যেই এমন সহস্র সহস্র লোক দৃষ্ট হয় যে, যাঁহারা ধন লালসায় কখনও বিচলিত হয়েন না। ভোগই ত্যাগের মূলে, যাহার যাহা নাই, সে তাহা ত্যাগ করিবে কি প্রকারে? আমরা যে কিছু জ্ঞান আলোচনা করি, তাহার মূলে া ধন, না জ্ঞান; তাহার মূলে স্বাবলম্বনের অভাব; কোন প্রকারে কায়ক্লেশে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। আমাদের জ্ঞান চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য পরসেবা, কেননা পরসেবায় স্বাবলম্বনের প্রয়োজন নাই। প্রভু যাহা আদেশ করিলেন, তাহা পালনপূর্ব্বক নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিলাম। তৎপরে বর্ত্তমান হিন্দুদের অন্তঃকরণে জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকিলে সহস্র সহস্র লোক কখনও প্রলোভন কিম্বা বলের দ্বারা ধর্ম্মবিচ্যুত হইতে পারিত না। যে জাতির মধ্যে জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে, সে জাতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, হয় স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, কিম্বা স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যায়। মুসলমান বলের নিকট পরাভূত হইয়াই অগ্নি উপাসক পারসীকেরা ইরাণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আইসেন। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মই গ্রহণ করিতেন। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকাতেই পিউরিটানেরা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান ঐহিক সম্পদের জন্য অনায়াসে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাতে কি হিন্দুদের ধর্ম্মের জ্বলন্ত বিশ্বাস সূচিত হইল? কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় শতকরা নব্বই জন মুসলমান দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। বাঙ্গালা প্রদেশের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলমান, ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। হিন্দু সন্তানের ধর্ম্মে জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকিলে, কখন এমন হইতে পারিত না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল না, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যায়; কিন্তু এখনই কি আমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস আছে? আমার ত বোধ হয়, প্রলোভনে না হউক, অতি সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বী করাইতে পারেন। আমরা যে আমাদের ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করি নাই, ইহাতে আমাদের তত প্রশংসা নাই, প্রশংসা যাহা, তাহা আমাদের রাজপুরুষদের।

স্বদেশপ্রেমের অনেক কথা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু কথা ব্যতীত কার্য্যে কিছুরই নিদর্শন পাই না। স্বদেশপ্রেমের যে কিছু পরিচয় পাই, সে কেবল বক্তৃতায়, বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে উহা আকাশে মিশিয়া যায়। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম থাকিলে আমাদের মধ্যে এত গৃহ-বিচ্ছেদ, এত দ্বেষ-হিংসা, এত সাম্প্রদায়িক বা এত বর্ণগত সঙ্কীর্ণতা কখনই

অনায়াসে লব্ধ হইয়া থাকে। মূল কথা—ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, জাতীয় জীবনেও তদ্রূপ একটি লক্ষ্য স্থির করা বিধেয়। ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই "ইসলাম" ধর্ম্মাবলম্বীরা একদিন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও ইদানীন্তন সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের পর্য্যন্ত নেতৃ-স্বরূপ হইয়াছিল। একমাত্র ধর্ম্ম তাহাদের লক্ষ্য থাকাতেই এই বিপুল স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি তাহাদের করতলস্থ হইয়াছিল। ধনই বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতির লক্ষ্য এবং ঐ ধন লক্ষ্য করিয়াই, তাহারা অদ্য সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার এবং তাহাদের ধনশক্তিতেই অদ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহাদের স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। ধনৈষণাতেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, ধনৈষণাতেই ভাস-কেডিগমা ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বদেশপ্রেম হেতুই প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এবং অদ্যাপিও তাহার ইউরোপীয় তাবৎ জাতির সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষকরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যেরা কোন্ শক্তিদ্বারা বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, এস্থলে তাহা আলোচ্য নহে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কোন স্থির লক্ষ্য আছে কি না, তাহা স্বদেশ হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই সম্যক পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি? ধন, বিদ্যা, ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম? জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা বা অন্যান্য ইউ-রোপীয় জাতির ন্যায় আমাদিগের জাতীয় জীবনে কি কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে? ভারতবর্ষীয় হিন্দু জাতির ধনৈষণা কোথায়? পরদেশে বাণিজ্য করা দূরে থাকুক স্বদেশের বাণিজ্যও পরহস্তগত। শিল্প কৃষির দিন দিন অধোগতি হইতেছে; যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে, আমাদের ধনৈষণা নির্জ্জীবভাব অবলম্বন করিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে সহস্র সহস্র অর্ণবপোত গমনাগমন করিতেছে, তাহার একখানিও ভারতবাসীদের নহে; ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সহস্র সহস্র চা-বাগান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তেরই স্বত্বাধিকারী বিদেশীয়গণ। কল কারখানা, রেল প্রভৃতি দেশে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই বিদেশীয়গণের হস্তে। যদি হিন্দু জাতির প্রবল ধনৈষণা থাকিত, তাহা হইলে দেশের কখনও এতাদৃশ দুরবস্থা হইতে পারিত না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, "আমাদের ধনৈষণা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানৈষণা আছে"। কিন্তু কৈ? তাহাই বা কোথায়? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্ঞানৈষণার যাদৃশ জলন্ত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষের কুত্রাপি তাহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির গবে-ষণায় আমাদিগের মধ্যে কয়জন স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন? কিন্তু পাশ্চাত্য প্রদেশে শত শত ব্যক্তি ধন-স্পৃহা বর্জ্জিত হইয়া, মাত্র জ্ঞানের সেবাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের এই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম যে, কোন এক

শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, অপরাপর শক্তি স্বতই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে জাতির ধনৈষণা শক্তি প্রবুদ্ধ, সেই জাতির মধ্যেই এমন সহস্র সহস্র লোক দৃষ্ট হয় যে, যাঁহারা ধন লালসায় কখনও বিচলিত হয়েন না। ভোগই ত্যাগের মূলে, যাহার যাহা নাই, সে তাহা ত্যাগ করিবে কি প্রকারে? আমরা যে কিছু জ্ঞান আলোচনা করি, তাহার মূলে না ধন, না জ্ঞান; তাহার মূলে স্বাবলম্বনের অভাব; কোন প্রকারে কায়ক্লেশে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। আমাদের জ্ঞান চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য পরসেবা, কেননা পরসেবায় স্বাবলম্বনের প্রয়োজন নাই। প্রভু যাহা আদেশ করিলেন, তাহা পালনপূর্ব্বক নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিলাম। তৎপরে বর্ত্তমান হিন্দুদের অন্তঃকরণে জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকিলে সহস্র সহস্র লোক কখনও প্রলোভন কিম্বা বলের দ্বারা ধর্ম্মবিচ্যুত হইতে পারিত না। যে জাতির মধ্যে জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে, সে জাতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, হয় স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, কিম্বা স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যায়। মুসলমান বলের নিকট পরাভূত হইয়াই অগ্নি উপাসক পারসীকেরা ইরাণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আইসেন। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মই গ্রহণ করিতেন। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকাতেই পিউরিটানেরা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান ঐহিক সম্পদের জন্য অনায়াসে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাতে কি হিন্দুদের ধর্ম্মের জ্বলন্ত বিশ্বাস সূচিত হইল? কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় শতকরা নব্বই জন মুসলমান দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। বাঙ্গালা প্রদেশের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলমান, ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। হিন্দু সন্তানের ধর্ম্মে জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকিলে, কখন এমন হইতে পারিত না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল না, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যায়; কিন্তু এখনই কি আমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস আছে? আমার ত বোধ হয়, প্রলোভনে না হউক, অতি সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বী করাইতে পারেন। আমরা যে আমাদের ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করি নাই, ইহাতে আমাদের তত প্রশংসা নাই, প্রশংসা যাহা, তাহা আমাদের রাজপুরুষদের।

স্বদেশপ্রেমের অনেক কথা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু কথা ব্যতীত কার্য্যে কিছুরই নিদর্শন পাই না। স্বদেশপ্রেমের যে কিছু পরিচয় পাই, সে কেবল বক্তৃতায়, বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে উহা আকাশে মিশিয়া যায়। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম থাকিলে আমাদের মধ্যে এত গৃহ-বিচ্ছেদ, এত দ্বেষ-হিংসা, এত সাম্প্রদায়িক বা এত বর্ণগত সঙ্কীর্ণতা কখনই

থাকিতে পরিত না। স্বদেশপ্রেম বলিলে মৃত্তিকাকে ভালবাসা বুঝায় না, স্বদেশবাসীদের প্রতি ভালবাসা চাই; আমাদের দেশে সাধারণের জন্য কয়জনের প্রাণ কাঁদে? কয়জনে আমাদিগের মধ্যে পতিত উদ্ধার করিতে প্রস্তুত? আমাদের সার্ব্বজনিক প্রেম কোথায়? ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে স্পর্শ করেন না, চণ্ডাল ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে। শিক্ষিত আখ্যাধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অতি সঙ্কীর্ণভাব পরিদৃষ্ট হয়; বাক্যে সকলি সকলের মিত্র, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অহিনকুলবৎ। সুতরাং যাহাতে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, আমাদের এমন কিছুই নাই। আমাদের না আছে ধন-পিপাসা, না আছে জ্ঞান-পিপাসা, না আছে ধর্ম্ম-পিপাসা, না আছে স্বদেশপ্রেম; সুতরাং আমাদের জীবনীশক্তি আসিবে কোথা হইতে? যে ভাবে আমরা বর্ত্তমানে চলিতেছি, তাহাতে ভবিষ্যতে যে আমাদের জীবনীশক্তি হইবে, তাহারও কোন নিদর্শন পাই না। বর্ত্তমানে হিন্দু জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, সেটি "অনুকরণ"। আমরা মৌলিকতা পরিত্যাগ করিয়া বড়ই অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের যে অনুকরণ, তাহা কেবল বিদেশীয়গণের অসদ্‌গুণের মাত্র, সদ্‌গুণের নয়। ইংরাজদিগের চরিত্রে যে সমুদয় সদ্‌গুণ আছে, আমাদের তাহার প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, কিন্তু তাহাদের যে সকল দোষ, আমরা অগ্রেই তাহা অভ্যাস করিয়া বসিয়া আছি। এইরূপ আমাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমরা পাশ্চাত্য চরিত্রের দোষ সমষ্টি-মাত্র। জাতীয়জীবন গঠিত করিতে হইলে যে সমুদয় উপাদানের প্রয়োজন, আমাদের তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই; তৎপর ঐ জাতীয় জীবন কীদৃশ লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান করিতে পারিলে উহাকে বেগবান্ করা যাইতে পারে, তাহাও আমরা কখন আলোচনা করি না। হিন্দু-সম্প্রদায়কে বর্ত্তমানে একটি জাতীয় সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে সাধারণত্ব কি আছে? কেন না সাধারণত্ব বা সামান্যই জাতির জ্ঞাপক। সমান বংশই অনেক সময় জাতির জ্ঞাপক হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক যখন বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা একই পূর্ব্বপুরুষের সন্ততি, তখন তাঁহারা বস্তুতঃ এক পূর্ব্বপুরুষের সন্ততি হউন বা না হউন, ঐ বিশ্বাসহেতু পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হয়েন। শাস্ত্রার্থবিপর্য্যয়ে হিন্দুজাতীর যেরূপ উৎপত্তি, সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাতে পরস্পরের প্রতি যে ভ্রাতৃভাবের উদ্রেক হওয়ার কতদূর সম্ভাবনা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। একজনকে যদি আমি বলি যে, আমি মস্তক এবং সে আমার চরণ তাহা হইলে চরণ যে মস্তককে কিরূপে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে, তাহা বুঝা দায়। এক বংশসম্ভূত না হইয়াও একরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস দ্বারা অনেক সময়ে জাতীয়তা গঠিত হয়। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরা বিভিন্ন জাতি হইয়াও এবং বিভিন্নদেশে বাস করিয়াও একজাতি; "আল্লা হো আকবর" বলিলে পৃথিবীর যাবৎ মুসলমানেরই হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাজিয়া উঠে; কিন্তু এক

প্রদেশস্থ হিন্দুরা হয়ত অপর প্রদেশস্থ হিন্দুর দেবদেবীর নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। বিঠবা বা বিঠল বলিলে বাঙ্গালা কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীরা ইহারই উপাসনা করেন। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের বিশেষ অন্তরায়। ভাষারও একতা নাই। যখন দেশে সংস্কৃত ভাষার আদর ছিল, তখন বিভিন্ন প্রদেশস্থ পণ্ডিত গণই কেবল পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। ইংরাজী ভাষা এদেশে প্রচলিত হওয়ায়, ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে যদিও ভাষাগত বৈষম্য অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি সাধারণ্য পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে না। ধর্ম্ম ভাষা ও বংশ—এই তিনটিই জাতীয় জীবনের একতা সংস্থাপনের প্রধান উপাদান, কিন্তু আমাদের এই তিনটিরই অভাব। সুতরাং জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের একই ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং একই ভাষা হওয়া চাই; এবং আমরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহাও সাধারণের মনে ধারণা করান আবশ্যক, কিন্তু এ দিকে কাহার বড় দৃষ্টি দেখি না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যদি এক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত হয়, তাহা হইলে, ভাষাগত বৈষম্য কালে ধ্বংশ হইতে পারে এবং সর্ব্বত্রই উপনিষদাদিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত করিতে পারিলে কালে ধর্ম্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইতে পারে। ভাষাগত ও ধর্ম্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইলে ঐ জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্ত্যনুযায়ী কোন লক্ষ্য স্থাপন করিয়া সেই দিকে চালাইতে পারিলেই জাতীয় জীবনে জীবনীশক্তির সঞ্চার করা যাইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকায় এ বিষয়ের বহুল আলোচনা দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।

হিন্দু পত্রিকার কোন পাঠক।

লেখকের সহিত আমরা সর্ব্ববিষয়ে এক মত না হইলেও, তাঁহার প্রবন্ধে এমন অনেক গুরুতর বিষয় আছে যাহার আলোচনা হিন্দুসমাজের হিতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিঃ, পঃ, সঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১১

নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥

অন্বয়ঃ। যোগে (ক্রিয়মাণে) নীহার-ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাং। খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং (চ) এতানি রূপাণি, ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরাণি (সন্তি) পুরঃসরাণি

প্রথমে এই সমুদয় লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই লক্ষণসমূহ দ্বারাই যোগনিরত সাধকের অপার্থিব সুখের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

১৪

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ॥

অন্বয়। যথা (প্রাক্) মৃদয়া উপলিপ্তং বিম্বং (পশ্চাৎ) সুধান্তং (সুধৌতং) [সৎ] তৎ তেজোময়ং ভ্রাজতে, তদ্ বা আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য একঃ দেহী কৃতার্থঃ বীতশোকঃ (চ) ভবতে (ভবতি ইত্যর্থঃ)

বিষম পদব্যাখ্যা। বিম্বং—সৌবর্ণরাজতাদিকং, সুবর্ণরজত প্রভৃতি সমুজ্জ্বল পদার্থ। মৃদয়া—মৃত্তিকয়া, মাটিদ্বারা। উপলিপ্তং—মলিনীকৃতং মলিনীকৃত। সুধান্তং—সুধৌতং, (সুধান্তমিতি ছান্দসং।) তদ্বা—তদ্বৎ, সেই প্রকার। ভবতে, ভবতি (অত্রাপি আত্মনেপদিত্বং ছান্দসং) হয়। বীতশোকঃ গতশোকঃ শোকবিমুক্তঃ ইতি ভাবঃ, শোক বিমুক্ত।

বঙ্গার্থ। যেমন সুবর্ণাদি সমুজ্জ্বল ধাতুখণ্ড প্রথমতঃ মৃত্তিকালেপনদ্বারা মলিনীকৃত হইলেও পশ্চাৎ সুধৌত করিলে অর্থাৎ তাহা জলে বা অনলে পরিষ্কৃত করিলে পুনরায় তাহা সমুজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ সংসারতাপ-মলিন মানবগণ আত্মতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা আত্মরহস্য অবগত হইয়া সমস্ত শোকতাপ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন। তাঁহাদের যাবতীয় মালিন্য আত্মদর্শনরূপ অনলে হুত হয়। অর্থাৎ একমাত্র আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মাই দুর্ল্লভ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া সুদুর্ল্লভ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক কৈবল্য পথের পথিক হইতে সমর্থ হয়েন।

১৫

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধম্ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অন্বয়।—যদা তু যুক্তঃ (সাধকঃ) ইহ দীপোপমেন আত্মতত্ত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ। তদা (সঃ) অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে॥

বিষম পদব্যাখ্যা। যদা—যস্যাং অবস্থায়াং, যে অবস্থায়। যুক্তঃ—যোগযুক্ত সাধক। ইহ—অত্র। দীপোপমেন—দীপস্থানীয়েন প্রকাশস্বরূপেণ নিবাতনিষ্কম্পেন, দীপস্থানীয় প্রকাশস্বরূপ নিবাতনিষ্কম্প অর্থাৎ স্থির নির্ম্মল এবং জ্ঞানালোকময়। আত্মতত্ত্বেন—আত্মজ্ঞানেন, আত্মজ্ঞানদ্বারা অথবা আত্মাদ্বারা। ব্রহ্মতত্ত্বং পরমাত্মস্বরূপং, পরমাত্মার স্বরূপ। প্রপশ্যেৎ—প্রকৃষ্টভাবেন দ্রষ্টুং শক্নুয়াৎ, প্রকৃষ্টভাবে দেখিতে সমর্থ হয়। ধ্রুবং—অপ্রচ্যুত স্বরূপং, সনাতন। সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং—অবিদ্যাতৎকার্য্যৈঃ, অপরামৃষ্টং, অবিদ্যা এবং তৎ

কার্য্যদ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধতাজনিত মায়াবিরহিত। সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ—পাশস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা।

বঙ্গার্থ। যখন যোগযুক্ত সাধক, দীপবৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, সেই সময়ে তিনি সনাতন অক্ষর অবিদ্যাস্পর্শদোষ-শূন্য সর্ব্বতত্ত্বাতীত পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্ববিধ সংসার পাশ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জ্ঞানদ্বারা যে সময়ে সাধকের "আমিই পরব্রহ্ম" এতাদৃশ অভেদবুদ্ধি সঞ্জাত হয়, সেই সময়ে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এবম্বিধ জ্ঞানবান্ মহাত্মাকে আর সংসারশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার জ্ঞানরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিধারার নিশিত মুখে, সর্ব্বপ্রকার পাশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, তিনি চিরদিনের মত মুক্তিলাভে কৃতার্থ হয়েন।

১৬

এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥

অন্বয়। এষঃ হি দেবঃ (পরমাত্মা) প্রদিশঃ অনু সর্ব্বাঃ (উপদিশশ্চ।) স হি পূর্ব্বঃ জাতঃ, স উ (এব) গর্ভে অন্তঃ (বর্ত্তমানঃ।) স বি (এব) জাতঃ, স জনিষ্যমাণঃ। (স) সর্ব্বতোমুখঃ (সন্) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। হি—নিশ্চয়ে। প্রদিশঃ—প্রাচ্যাদ্যাঃ দিশঃ, পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ সমূহ। অনু সর্ব্বাঃ—অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য উপদিকসমূহ। পূর্ব্বঃ জাতঃ—হিরণ্যগর্ভ-রূপেণ সর্ব্বপ্রথমং সংবভূব, হিরণ্য-গর্ভরূপে সর্ব্বপ্রথমে সম্ভূত হইয়াছিলেন। স উ গর্ভে অন্তঃ—তিনি গর্ভের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। স জাতঃ—তিনি শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে-ছেন। স জনিষ্যমাণঃ—তিনিই উত্তরকালে জন্মগ্রহণ করিবেন। সর্ব্বতোমুখঃ—সর্ব্ব-প্রাণিগতানি মুখানি অস্য ইতি সর্ব্বপ্রাণিগতঃ। জনান্ প্রত্যঙ্—সর্ব্বেষাং জনানাং (অত্র জনপদং সর্ব্বপ্রাণিপরং) পশ্চাৎ; সর্ব্বপ্রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

বঙ্গার্থ। আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে হইবে, এই পূর্ব্বানুশাসন বাক্য স্মরণ করিয়া তৎপ্রকার বর্ণনা করিতেছেন।

এই পরমদেব পরমাত্মাই পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ এবং অগ্নি প্রভৃতি উপদিকসমূহ। অর্থাৎ ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে বিরাজ. করিতেছেন। ইনি সকলের আদি, কেননা ইনিই সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্য-গর্ভরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইনিই সকলের গর্ভে বর্ত্তমান আছেন, জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হউক না কেন, তৎসমস্ত ইহার অবান্তররূপ। ইনিই শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছেন এবং উত্তরকালে এই পরমাত্মাই জন্মপরিগ্রহ করি-বেন। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণিগত হইয়া বিশ্বস্থ তাবৎ জনের পশ্চাদ্ভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই বিশ্বভুবনে ইনিই আদি এবং ইনিই অন্ত, ইনিই উৎপাদ্য এবং ইনিই উৎপাদিত। ইনিই কর্ত্তা এবং ইনিই কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত এজগতে অন্য কিছুই নাই। একমাত্র ইনিই সৎ, যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি বা করি, তৎসমস্তই এই পরম দেব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রকার চিন্তাদ্বারা আত্মায় পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

১৭

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

অন্বয়। যঃ দেবঃ অগ্নৌ, যঃ অপ্সু, যঃ বিশ্বম্ ভুবনং আবিবেশ, যঃ ওষধীষু, যঃ বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ॥

বিষম পদব্যাখ্যা। সুগমা।

বঙ্গার্থ। নমস্কারাদিও যোগসাধনাদিবৎ অবশ্য বিধেয়। তই নমস্কৃতি বিহিত হইতেছে। যে পরমদেবতা অগ্নির তেজঃস্বরূপ, যিনি সলিলের শৈত্যস্বরূপ, যিনি এই অখিল ভুবনপরিসর সংসার মণ্ডপের আশ্রয়দণ্ডস্বরূপ, যিনি শস্যাদি ওষধীনিকরে এবং অশ্বত্থাদি বনস্পতিসমূহে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, সেই বিশ্বাত্মক ভুবমূনল পরমেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গীতাভাস।

অষ্টম অধ্যায়।

ভক্তি ও সাধনা।

সাধনার মূলে ভক্তি; যাহার ভক্তি নাই, তাহার সাধনাও নাই, ভক্তিব্যতীত সাধনা হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত অনুরাগের নামই ভক্তি, অন্তরের নিভৃতস্থানে ইহার বসতি, প্রীতি ইহার সহচরী। যাহার প্রতি যাহার প্রগাঢ় অনুরাগ তাহার প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস, তাহাতে তাহার অতুল আনন্দ। অনুরাগের সামগ্রী অনুপস্থিত থাকিলেও, তাহার প্রতি চিহ্নেই প্রীতির উদ্রেক, তাহার প্রতি কার্য্য দর্শনেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ঘটিয়া থাকে; অতএব স্থূলতঃ তাহা অনুপস্থিত থাকিলেও

সর্ব্বতঃ কদাচ অনুপস্থিত থাকিতে পারে না; অনুরাগবশতঃ চিত্ত তন্ময় হইয়া যাওয়াতে, তাহার প্রতি চিহ্নেই, তাহার প্রতি কার্য্যেই তাহাকে মানস নয়নে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং অনুরাগ বশতঃ তাহারই সহিত কথোপকথনে ও তাহারই গুণানুবাদে পরম আনন্দ জন্মিয়া থাকে। যেখানে প্রকৃত অনুরাগ, সেই খানেই এইরূপ ভাবের অবতারণা। ঈশ্বরানুরাগও ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবটী আনিয়া দেয়; ভক্ত সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সহবাসে কালযাপন করে; সৃষ্টির প্রতি কার্য্যেই তাঁহার প্রেমময় অস্তিত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকে; একটী ভূতলশায়ী তৃণ হইতে গগন-বিহারী-জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের প্রীতিময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পায়; নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তের হৃদয় আপনা হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, এবং সর্ব্বব্যাপী প্রেমিককে নির্জ্জনে পাইয়া, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া প্রাণের কথাগুলি তাঁহাকে বলিতে থাকে। ইহারই নাম সাধনা, এ সাধনা ভক্তির কার্য্য। ইহাকে ভক্তি-যোগ বলে।

ভক্তিমার্গই ঈশ্বরকে পাইবার সুগম পথ; সে জন্য ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

"আমাতে মন একাগ্র করিয়া, সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ প্রধান যোগী।" দেহাভিমানী নরগণের পক্ষে অব্যক্ত নিষ্ঠা বা নিরাকারের উপাসনা সহজ নহে, জ্ঞানের উৎকর্ষ ব্যতীত এরূপ উপাসনার অধিকার জন্মে না। নির্গুণের আবার উপাসনা কি হইবে? উপাসনা বা সাধনা সগুণেরই সাধ্য; ঈশ্বরকে বিশেষণযুক্ত না করিলে কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহার বিষয়ে কিরূপ ধারণাই বা করিব? হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের ধারণা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; হিন্দুরা সগুণ ঈশ্বরের উপর নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন,—বৈদান্তিকেরা তাঁহাকেই তুরীয় চৈতন্য নামে অভিহিত করেন। এই নির্গুণ ব্রহ্ম গুণযুক্ত হইলেই ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন; এই সগুণ ঈশ্বর আবার নিরাকার ও সাকারভাবে উপাস্য। নিরাকারের উপাসনা সহজ নহে; ইহার প্রকৃত অধিকারী আধ্যাত্মিক জগতে অতি উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন; একমাত্র ঈশ্বরই তাঁহার চিত্তবৃত্তির বিষয়; তিনি নিষ্কাম, রাগদ্বেষবিহীন; তাঁহার ভক্তি উচ্চতম গ্রামে উপনীত হইয়া জ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। অতএব নিরাকারের উপাসনা সাধারণের পক্ষে বিহিত নহে; নিরাকারের সূক্ষ্ম ধারণা করিতে যাহার শক্তি নাই, সে "নিরাকারের উপাসনা করিতেছে" শুধু মুখে বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলে কি উপাস্যের কোন ছায়া পাইবে? কদাচ পাইবে না। উপাস্যের ধারণা

ব্যতীত উপাসকের ভক্তিবৃত্তি উত্তেজিত হয় না; হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হইলে উপাসনাও হয় না, ভক্তিহীন উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র।

পুষ্প যেমন প্রথম মুকুলিত হয়, পরে অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত এবং ক্রমে পূর্ণ বিকসিত হইয়া ফলে পরিণত হয়, ভক্তিকুসুমেরও সেইরূপ ক্রমে পরিপাক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং শেষে পূর্ণ বিকসিত হইয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। যাহার যেরূপ ভক্তি, তাহার উপাস্যও তদ্রূপ, তাহার ভজনাও তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে নিম্ন শ্রেণীর উপাসকদিগের নিমিত্ত বিগ্রহ-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঈশ্বরের মনঃকল্পিত কোন মূর্ত্তি যতদূর সম্ভব হস্তে গঠিত বা পটে অঙ্কিত করিয়া, তদুদ্দেশে পূজা করা বিগ্রহ সেবার উচ্চাবস্থা। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছ শোভিত বংশীধারী পীতবসন, নীরদবর্ণ বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এইরূপ বিগ্রহের উপাসনা করেন, তাঁহারা সাকার উপাসকদিগের মধ্যে অনেক উন্নত। এমন কি তাঁহারা সাকার উপাসনার উচ্চতম সোপানে পৌঁছিবার উপক্রম করিতেছেন। অব্যক্ত ঈশ্বরকে ব্যক্তভাবাপন্ন করিতে হইলে, এই বিশ্বরূপে তাঁহাকে ব্যক্ত দেখা সাকার-ধারণার সর্ব্বোচ্চ গ্রাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডময় ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিম্বিত দেখেন, তাঁহার আর নিরাকার ধারণার অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু এখনও যিনি সেই বিশ্বমূর্ত্তির মানসিক ধারণায় অক্ষম, অথচ ঈশ্বরের এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে যাঁহার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ বিগ্রহ-সেবায় স্বীয় ভক্তিবৃত্তি অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিবেন; ইহা বিশ্ব-মূর্ত্তিরই স্থূল আদর্শ। নীরদবর্ণ দেহটি অনন্ত আকাশেরই প্রতিরূপ, আকাশ যে নীলিম আভায় রঞ্জিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি স্নিগ্ধ করে, বিগ্রহের দেহ সেই মনোহর শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত। অনন্ত নীলিম পাথারে ভাসমান জ্যোতিষ্ক মালা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল উরসে শোভমান বনমালা, এক একটি বনপুষ্প এক একটি দীপ্তগ্রহ বা নক্ষত্র। শিখিপুচ্ছ মনুষ্যের দৃষ্টি মনোমোহনকারী নানাবর্ণভাতির পরিচায়ক; পীতাম্বর—শূন্য গর্ভস্থ আলোকরশ্মি। এইরূপে বিগ্রহটি ক্ষুদ্রায়তনে বিশ্বমূর্ত্তি, যে সাধক ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি ধ্যান করিতে অক্ষম তিনি এই ক্ষুদ্র বিগ্রহে সেই বিশ্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকেন। নিম্নলিখিত গীতে ভক্তের হৃদয়ের ভাব গ্রথিত হইয়াছে—

মানস-মোহনরূপে কর মন সদা ধ্যান;
ভকতি-উচ্ছ্বাসে হের বিরাট বিশ্ব-বয়ান।
নীলিম আকাশ-কায়, তারা-হার শোভা পায়,
জ্যোতির পীত-বসন হের তাঁর পরিধান॥
প্রেমের পবিত্র ধ্বনি বংশী-রবে কাণে শুনি,
বিমোহিত মনপ্রাণ, কর তাঁতে সমাধান॥

সাধনার প্রথমাবস্থায় সাকার কল্পনাই প্রশস্ত পথ। ভক্তির পরিপাকের সহিত যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে নিরাকার উপাসনা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, নিরাকারের ধারণা—তখন সহজ ও সুগম হইয়া আইসে। যতদিন সাধক তদবস্থাপন্ন না হয়েন, ততদিন উপাসনা কালে কোন না কোন পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার মানস দৃষ্টিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত, তিনি কালী মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন; কাল সহকারে ভক্তিবলে তাঁহার যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জাননা।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তার উপাসনা॥
জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁরে আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগতকে পালিছেন যে মা সাদরে, তাও কি জান না,
তবে কেমনে দিতে চাও বলি, মেষ, মহিষ আর ছাগলছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে কর্‌লে পূজা মা ত আমার ঘুস্ খাবে না॥

বাস্তবিক ভক্তিই সাধনার প্রাণ; ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তুমি ঈশ্বরকে যে কোন মূর্ত্তি অর্পণ করিয়া আরাধনা কর, তাহাতেই তোমার আরাধনার ফল ফলিবে, অর্থাৎ ক্রমশঃ তোমার চিত্তের মালিন্য দূর হইতে থাকিবে। চিত্তকে ক্রমশঃ পরিষ্কৃত করিয়া আধ্যাত্মিক বলের উপচয় করাই সাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকারী ভেদে উপাসনার ইতর উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে; কেহ অর্থের কামনায়, কেহ বা যশের কামনায়, কেহ বা বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করিয়া থাকেন; এরূপ উপাসনা সকাম, ইহাতে সাধনার প্রকৃত ফল না ফলিলেও, ইহা দ্বারা যে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে কোন না কোন প্রকারে ঈশ্বরের ভজনা করা হয়, তাহা বলিতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ॥

"যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকারে আমার (ভজন) মার্গ অনুসরণ করে।"

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাধনা করা অপেক্ষা নানা দেব দেবীর আরাধনা করা নিম্ন শ্রেণীর উপাসনা। কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে হিন্দুমত অতি উদার; হিন্দুরা কোন প্রকার উপসনারই নিন্দা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুযায়ী হইয়া তাঁহারা মনে করেন, যাহার যেরূপ ভক্তি হয়, সে সেইরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে, তাহাতেই তাহার আরাধনাজনিত চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মিবে। সত্ত্বাদিগুণের প্রাবল্যবশতঃ উপাসক স্থূলতঃ তিন শ্রেণীর হইতে পারেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম ও অধম শ্রেণীর উপাসকদিগের পক্ষে সাকার উপাসনা প্রশস্ত, এরূপ উপাসনায় তাঁহাদিগের হৃদয়ে সহজে ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় তাঁহারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। দেহাভিমানী মানব সহজে নিরাকারের ভাবনা করিতে অসমর্থ, সেরূপ আরাধনায় তাহার চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে না, তাহার মন আনন্দরসে আপ্লুত হয় না; কিন্তু ঈশ্বরকে সর্ব্বময় জানিয়া কি সৃষ্টি—বস্তুতে, কি মনঃ কল্পিত কোন সুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে হৃদয় প্রীতি-ভাবে পূর্ণ হইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এরূপ আরাধনাই মধ্যম শ্রেণীর সাধকদিগের প্রীতিপ্রদ অতএব সুফলপ্রসূ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভক্তিই সাধনার প্রাণ। যথার্থ ভক্তির উদ্রেক হইলে, হৃদয়ে যথার্থ ঈশ্বরানুরাগের উদয় হইলে, সাধক উপাসনার প্রণালী বা ক্রমের দিকে দৃক্‌পাতও করেন না; কোন মূর্ত্তি বিশেষ ও তাঁহার উপাস্য থাকে না; তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করত পরমানন্দ অনুভব করেন। প্রকৃত ভক্তের হৃদয়ই স্বর্গরাজ্য, সেখানে আনন্দরূপ দেবতা স্বভাবরূপ নন্দন কাননে সতত বিরাজিত আছেন। যথার্থ ভক্তের অন্তরেও অমরাবতী, বাহিরেও অমরাবতী; এ জগৎ সততই তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে। প্রকৃত ভক্তির অক্ষয়-ভাণ্ডারে কখন আনন্দের অভাব হয় না, কেনই বা হইবে? যিনি এরূপ ভক্তির অধিকারী, তিনি ত আর কিছু চাহেন না, তাঁহার অর্থলিপ্সা নাই, তাঁহার যশের কামনা নাই, ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা নাই, তাঁহার আত্মপর-বিবেচনা-বলবর্ত্তিনী পুত্রকলত্রাদিতে মমতাও নাই; তিনি নিষ্কাম; তিনি কর্ম্ম করেন বটে, সে কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে। ভক্তির পরিপাক হইলে ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্য-নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

"শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে সমজ্ঞান, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবোধ,

সঙ্গবর্জ্জিত অর্থাৎ আসক্তিহীন, নিন্দা ও প্রশংসাতে তুল্য বোধ, মৌনী অর্থাৎ সংযত বাক্, যে কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই তৃপ্ত, অনিকেতন অর্থাৎ বাসস্থানহীন (অর্থাৎ গৃহে থাকিয়াও যিনি গৃহে আসক্ত নহেন,) স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।"

নবম অধ্যায়।

ধর্ম্মনিষ্ঠার আবশ্যকতা।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম শব্দটী অতি বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে, অর্থ পোষণ করা; অতএব যাহা মনুষ্যকে পোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। মনুষ্য দেহধারী, মনুষ্যের হৃদয় আছে, মনুষ্য মানসিকবৃত্তি-সম্পন্ন; মনুষ্যের দেহ, হৃদয় ও মন যাহাদ্বারা পরিপুষ্ট হয় তৎসাধনের নাম ধর্ম্ম; মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করাকে ধর্ম্ম কহে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য আত্মবিষয়ক, আপনার উন্নতি জন্য যাহা যাহা কার্য্য; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য পরহিতার্থ, পরের বা দেশের হিতের জন্য যাহা যাহা করণীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য ঈশ্বর বিষয়ক, জগৎ-নিয়ন্তার প্রতি প্রেম-প্রকাশ। এই শেষোক্ত কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রধান; কেন না এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অন্যান্য কর্ত্তব্যের পরিচায়ক; যিনি ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক, তাঁহার কি আত্মবিষয়ক, কি পর বিষয়ক, কোন প্রকার কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটী হইবার সম্ভাবনা নাই, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধনে তিনিই সমর্থ, সেই জন্য জ্ঞানবাদ মতে "মনের যে প্রবৃত্তিদ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম"।

যিনি ধার্ম্মিক, তিনি প্রেমিক; প্রেম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ। বিশ্বপ্রেমিক জগদীশ্বর সেই প্রেমের অনন্তভাণ্ডার, প্রেম-প্রবাহের অক্ষয় উৎস; সেই উৎসের অনন্তধারায় এই বিশ্বের প্রকাশ, বৈচিত্র্যময় জগতের এক একটী পদার্থ সেই অনন্ত প্রেমের এক একটী নিদর্শন, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমের এক একটী পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি স্পর্শ করিয়াছে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেমময়ের প্রেম-নিদর্শন গুলি তত্ত্বভাবে দেখিতে পান, এবং পরম প্রীতিরসে আর্দ্র হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তির ইহাই ফল, ঈশ্বর-আরাধনার ইহাই স্বর্গ। বাস্তবিক স্বর্গ নরক কোন স্থান বিশেষে বদ্ধ নাই, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; "মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদি লক্ষণঃ"—সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র। সুখ বা দুঃখ কোন বস্তুবিশেষে নিহিত থাকে না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে একই বস্তু কখন প্রীতিপ্রদ, কখন ক্রোধোদ্দীপক, কখন বা বিষাদের কারণ হইত না; অতএব সুখ বা

দুঃখ মনেরই পরিণাম। মন প্রকৃতিস্থ থাকিলেই সুখ, মনের বিকার ঘটিলে দুঃখ
ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন্ বলিয়াছেন—

The mind is its own place, and in itself can malk a heaven of hel a hell of heaven.

এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে যাহাতে মন সুস্থির থাকে, যাহাতে মন প্রেম-পূ থাকে, যাহাতে মনের বিকৃতি নাশ করে, এরূপ উপায় গ্রহণ করা মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য। সে উপায়, সে সাধন ঈশ্বরেরই আরাধনা, অনন্তপ্রেমের কণিকামাত্র পাইবা প্রার্থনা, তাঁহারই চিন্তা, তাঁহারই সহিত কথোপকথন, প্রেমালাপে তাঁহারই সহি সহবাস। ইহারই নাম যথার্থ সাধনা। সাধনা ব্যতীত সাধপূর্ণ হয় না। সাধনা ব্যতী যথার্থ সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় না। ধন, ঐশ্বর্য্য, বন্ধু, পরিজন সুখের কারণ নহে, কে না সুখ বস্তুগত নহে; সুখ যখন মনের পরিণাম, তখন মনকে যাহাতে সেইরূপে পরিণ করিতে পারা যায়, তাহাই সুখের সাধন, ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেম মানসিক শান্তির নিদান যে লক্ষপতি কিন্তু দুরাচার, তাহার সুখ নাই, সুখ সৎকর্ম্মে, সৎকর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে। সভি ঈশ্বরসাধনায় যথার্থ সুখ; ভক্তির এমনই মহিমা যে অতি দুরাচার ও ইহার প্রভাবে সৎপ অবলম্বন করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রংভবতি ধর্ম্মাত্মাশশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

"যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তি ও অনন্যভজনশীল হইয়া আমাকে ভজনা করে তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য; যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন। সেরূ ব্যক্তিও আমাকে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হন হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রণষ্ট হন না, ইহা তুমি নিঃশঙ্কভাবে প্রতিজ্ঞা করি বলিতে পার।"

"ভক্ত প্রণষ্ট হয় না" এই বাক্যের সার্থকতা শুধু আধ্যাত্মিক অর্থে নহে, অন্যান অর্থেও ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে পারে। যিনি সরলান্তঃকরণে প্রকৃত ভক্তিসহকা ঈশ্বরের ভজনা করেন, তিনি সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী। তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযত, তাঁহা পান ভোজনাদি নিয়মিত, তাঁহার হৃদয় দুশ্চিন্তা শূন্য; অতএব অনিয়ম বা অত্যাচার জনিত ব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মনের সহিত দেহের বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ মন ইন্দ্রিয়গণের নেতা; সেই যদি পবিত্র এবং প্রীতিভাবে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, ত রোগ শোকাদিদ্বারা দেহ কদাচ অবিভূত হয় না, মন সুস্থ থাকিলে শরীর ও সুস্থ থাকে শরীর ও মন উভয়েই প্রকৃতিস্থ থাকিলে, ক্রমশঃই আপনার উন্নতি-সাধন হইতে

থাকে, ক্রমশঃই চরিত্র সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়, ক্রমশঃই ঐ "অশ্রুময় ধরাতল" অমরাবতীর আকার ধারণ করিতে থাকে। যিনি ঈশ্বরভক্ত, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয় না, তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, বিলাস-বিভবে তাহার স্পৃহা নাই, কাজেই অর্থ অর্থ করিয়া তাঁহাকে সদা ব্যস্ত থাকিতে হয় না। তাঁহার যাহা কিছু অভাব তাহা অনায়াসে পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহং॥

"অনন্য-কর্ম্মা হইয়া আমাকে চিন্তা করত যে ব্যক্তিরা উপাসনা করে, আমি সতত সেই মদেক-নিষ্ঠ ব্যক্তি দিগের যোগ অর্থাৎ ধনাদিলাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ দ্রব্যের পালনরূপ ভার বহন করি"।

এইরূপে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য গুলি সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। ঈদৃশব্যক্তির চিত্ত সতত প্রেম-পরিপূর্ণ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-বৃত্তি দ্বারা অপঙ্কিল, স্বার্থের বিষমতাড়নায় চিন্তা-বিদগ্ধ নহে। অতএব ঈশ্বর-প্রেমিকের ন্যায় পরহিতৈষণাব্রতে জীবন অতিবাহিত করিতে আর কেহ সক্ষম নহে, তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার সাধনে আর কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। পর-প্রেমই তাঁহার কার্য্যের প্রবর্ত্তক, খ্যাতি বা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পরোপকার ব্রতের অনুষ্ঠান করেন না। প্রেমই কার্য্য প্রবর্ত্তক, প্রেমই কাম্য ফল, এমন নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যসাধনে কেবল প্রেমিকেরই ক্ষমতা থাকিতে পারে। জগতের ইতিবৃত্ত এইরূপ মহানুভব দিগের নিঃস্বার্থ কার্য্য-গৌরবে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। অতএব ঈশ্বরভক্ত পরবিষয়ক কর্ত্তব্য পালনে বিশেষ দক্ষ। এখন বুঝিতে পারা গেল যে, সকল প্রকার কর্ত্তব্য-সাধনের মূলে ঈশ্বর-সাধনা। ভক্তিবিনা সাধনা হয় না; আবার নিতান্ত পঙ্কিলচিত্তে ভক্তিও প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কতকগুলি আচার ও নিত্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে গুলিকে নিতান্ত অসারবোধে ইদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকেরা প্রায় তাহার কোনটীই প্রতিপালন করেন না। তাঁহারা যদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শাস্ত্র প্রদর্শিত আচারগুলি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অচিরেই তাহার শুভময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অবশ্য স্বীকার করি; কতকগুলি আচার ভ্রষ্টভাবে ইদানীন্তন হিন্দু সমাজে বিদ্যমান আছে, সে গুলি আমাদিগের অবনতির সহিত তাদৃশ ভ্রষ্ট-ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রের কোন দোষ নাই। শাস্ত্রে আমাদিগের নিত্যাচার সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য; দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। স্নান করিয়া বা অভাবপক্ষে গাত্রমার্জ্জনা ও পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করত ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বাহ্নে দেবার্চ্চনা প্রভৃতিকার্য্য শুদ্ধহৃদয়ে সম্পন্ন করিবে এবং

তৎপরে মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। স্নানের পর একখানি ধৌতবস্ত্র পরিধানের পর চিত্ত স্বতঃই অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হয়; তদবস্থায় দেবার্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কার্য সমধিক পবিত্র হৃদয়ে ও সমাহিতচিত্তে সম্পন্ন হইবারই কথা। পূজা-বন্দনাদিদ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর ভোজনের বিধি; তদবস্থায় সানন্দ চিত্তে ভোজন করিলে আহারের উদ্দেশ্য যে অধিকতর সিদ্ধ হইবে, স্বাস্থ্য ও বলের যে অধিকতর উপচয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সামান্যতঃ এই সুবিধাটীরই অবমাননা করিয়া অনেক পূর্ব্বাহ্নে কিছু খাদ্য উপস্থিত পাইলেই আহার করিয়া থাকেন; অর্চ্চনাদির নিয়মও একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সমস্তধর্ম্মই নিয়মিত, প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিশাগমে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত হিন্দুর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেই নিত্যকর্ম্মগুলির অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং চিত্তশুদ্ধি সহকারে ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়। সদাচার ব্যতীত সাধুতা জন্মে না সদাচার সম্বন্ধে শাস্ত্রের একটী বচন উদ্ধৃত করিতেছি——

ধর্ম্মোঽস্য মূলান্যসবঃ প্রকাণ্ডো বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ।
যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চপুণ্যং অসৌ সদাচার তরুর্ম্মহীয়ান্॥

"সদাচাররূপ মহান্ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড বা গুঁড়ি (অসব) আয়ু, শাখা ধন, উহার পত্র কামনা, পুষ্প যশ, ফল পুন্য"। সদাচারেই ধর্ম্ম, সদাচারেই দীর্ঘজীবন, এবং সদাচারেই অর্থ যশ প্রভৃতির উৎপত্তি। অতএব সদাচারের অভ্যাস সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এইরূপ অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। আমাদিগের যে পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা চিত্তের প্রীতিসম্পাদনের অতি সুন্দর উপায়; পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যদ্বারা উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে স্বতঃই যেন চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে, ভক্তির আপনা হইতে যেন উন্মেষ হয়। যাঁহাদিগের এখনও সেরূপ জ্ঞান জন্মে নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ অভ্যাস যে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূজাবন্দনাদি সদাচারের অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়, জ্ঞান জন্মিলে তবে ধ্যানাদিতে অধিকার জন্মে, এবং তৎপরে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; নিষ্কাম হইয়া ত্যাগী হইতে পারিলে পরমশান্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরং॥

"অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; ত্যাগ হইতে শীঘ্রই সংসার-শান্তি হয়।

সমাপ্ত। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর অবতার! বসুদেব ও দৈবকী, শ্রীকৃষ্ণের জনক জননী। শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা এবং কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্থান। অসুর বিনাশার্থে, শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতার। শ্রীমদ্ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে।

বৈদিক আর্য্যগণের পরম দেবতা সূর্য্যদেব (১) এবং বেদ মতে সূর্য্যদেবের অপর নাম বিষ্ণু (২) এবং বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩) আর্য্য হিন্দুগণ দেবান্তর পূজা করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

গোলকে রাশি চক্রে সূর্য্যদেবের এক বৎসর পরিভ্রমণ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া হিন্দুজাতির মনোরঞ্জন জন্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অঙ্কুর রোপিত হয়। কিন্তু ক্রমে পর পর পুরাণে শাখা, প্রশাখা, পল্লব উদ্ভূত হইয়া, ঐ লীলাবৃক্ষে বিষময় ফল ধরিয়াছে।

নতুবা অধঃপতনশীল ভারতভূমিতে কুরুচির স্রোতে ভাসমান হইয়া অনাদিদেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণ অতল স্পর্শ কলঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কেন হাবু ডুবু খাইবেন? কালের কি বিচিত্র প্রভাব। অনন্তকাল অনাদিদেবকে গ্রাস করিতে উদ্যত। অনাদিদেব আজ ভারতে কলুষিতভাবে পূজিত। অঙ্গরাগ না হইলে সত্বর পূজা লোপ হইবে। ভারতের বিপ্রকুল সদাশয়ে সাধুচিত্তে এই রূপক কল্পনা করিয়াও আজ হিন্দুসমাজের নিকট দায়ী। এই জাতীয় ঋণ বিমোচনার্থে আমরা অদ্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রহস্য ভেদে কৃতসংকল্প হইলাম।

ফাল্গুনের অমা-প্রদোষে একবার গোলক সন্দর্শন কর। দেখিবে আদ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গোলকে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার শিরোপরে, তারকময় ধনুকাকৃতি যে নক্ষত্র দেখিতেছ, উহার নাম পুনর্ব্বসু। ঐ বসু নক্ষত্র বা বসুদেবের ক্রোড়ে ঐ দৈবকী (৪) বিরাজিত। ঐ বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে যে বিন্দু দেখিতেছ, ঐ বিন্দুর নাম কর্কট ক্রান্তি, ঐ বিন্দু উত্তরায়ণের চরম সীমান্তে অবস্থিত। ঐ বিন্দু

(১) গায়ত্রী। (২) ঋক্ ৮।৭৭।১০ এবং ১।২২।১৬। (৩) গায়ত্রী।

(৪) পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবমাতা অদিতি উত্তরক্রান্তিতে অবস্থিত; কশ্যপবসুদেবশ্চ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জন্মখণ্ডে, অদিতির্দেবকীত্যভূৎ ইতি হরিবংশে, রেবতী হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত অয়ন রেখার্দ্ধ অদিতি বা দৈবকী বলিয়া বর্ণিত।

স্পর্শ হইলে সূর্য্যদেবের অয়ন গতির শেষ হয়। এবং ঐ বিন্দুতে নববর্ষের বালার্ক উদয় হয়। ঐ বিন্দু বালকৃষ্ণের জন্ম স্থান। অতএব কর্কট ক্রান্তি বিন্দুতে, বসুদেবের গৃহে, দৈবকীর অঙ্কে আদিদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। কল্পনা নহে। নব-দুর্ব্বাদল শ্যাম (১) তোমার সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অয়ন রেখায় শিবা মণ্ডলের ছায়াতলে (২) দক্ষিণাচলে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু রাশি। শ্রীকৃষ্ণ যমুনা (৩) অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ অগ্রসর হইলে, সম্মুখে কর্কট রাশিস্থ ত্রিতারকাত্মক শরাকৃতি পুষ্যা পশ্চিমাভিমুখে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ পুষ্যা সংক্রমণের পরে কর্কট রাশিস্থ হ্রদ সর্প কালিয়। (৪) কালিয় সর্পের মস্তক ষট্ তারকময় চক্রাকৃতি। এবং ইহাকে অশ্লেষা নক্ষত্র বলে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফণী, শ্রীকৃষ্ণ অশ্লেষায় পদার্পণ করিয়া কালিয় দমন করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিস্থ পঞ্চ তারকাময় মঘা। মঘার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। সুতরাং মঘার জ্যোতিঃ নবপ্রসূত বালকের জীবন সংহারক অহিপূতনা নামক বালরোগে উৎপাদক এই মঘাই পূতনা। মঘার যোগতারা (৫) দৈবকীর (অয়ন রেখার্দ্ধ) উপরিস্থ বলিয়া পূতনাকে মাতৃ পদে অভিষিক্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দানে ব্যাপৃত করা হইয়াছে।* পঞ্চ তারকময় বলিয়া মঘা বা পূতনা, এক্ষণে বঙ্গভূমিতে, পেঁচো, পাঁচী বলিয়া খ্যাত। সূর্য্যদেবের মঘায় অবস্থিতি কালে মঘা আচ্ছাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মঘা সংহার করিয়া পূতনা বিনাশ করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিস্থ পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় ফাল্গুনি বা অর্জ্জুনি নক্ষত্র। (৬) এই দুই নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভঞ্জন লীলা প্রদর্শন করিলেন। সম্মুখে কন্যা রাশিস্থ, হস্তা, চিত্রা, তুলা রাশিস্থ স্বাতী, বিশাখা, বৃশ্চিক রাশিস্থ অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং ধনুরাশিস্থ মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ;নব নক্ষত্র। ইহারাই আধুনিক পৌরাণিক নবনারী। (৭) অষ্ট সখি এবং আত্মাশক্তি বিশাখা বা রাধা (৮)

(১) Castor star. অর্থাৎ বিষ্ণুনামক পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ষট তারকের সর্ব্বোত্তরস্থ তারকা যথা— ধরধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতা ইতি ভরতঃ।

(২) Lyux constellation or canis minor. (৩) রাত্রি ঋক্ ১০।১৭।১।

(৪) Hydra constillation. (৫) Regulus. (৬) ঋক্ ১০।৮৫।১৩

(৭) চন্দ্রাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা, বিশাখা, তুঙ্গ-বিদ্যা, রঙ্গদেবী চম্পকলতা, সুদেবী ও ইন্দুলেখা,

(৮) রাধা, বিশাখা পুষ্যো তু ইত্যমরঃ

* মঘাকে পূতনা বলিবার আরও কারণ আছে মঘা লাঙ্গলাকৃতি বলিয়া দেখিতে ধ্বজবৎ (flag) এজন্য মঘাকে ধ্বজিনী বলার সার্থকতা আছে এবং ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পূতনাঽনীকিনী চমূঃ ইত্যমরঃ বচনে দেখা যায়—পূতনা শব্দ ধ্বজিনী অর্থে ব্যবহার্য্য মঘা ও পূতনা উভয়েই ধ্বজিনী বলিয়া মঘা পূতনা পূতনাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানে বসাইবারও অনেক কারণ আছে যথা—তৃতীয় দিবসে মাসে (বর্ষে বা গৃহ্ণাতি) পূতনা নাম মাতৃকা ইতি চক্রপাণি দত্ত শ্রীকৃষ্ণকে পূতনা স্তন্য দিবার আরও কারণ আছে যথা ভাব প্রকাশে আই পূতনা নাম বালরোগ চিকিৎসায়াং তত্র সংশোধনৈঃ পূর্ব্বং ধাত্রীস্তন্যং বিশোধয়েৎ।

বিশাখার আকৃতি পুষ্পমালা বা তোরণবৎ ৮ বা পদ্মাকৃতি। বিশাখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শক্রাগ্নি বা বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতাগ্নির নাম র, (৭ ক) এই র অগ্নির আধার বলিয়া বিশাখা, রাধা বলিয়া খ্যাত। (১) শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা (২) সখিত্রয় সম্ভাষণ করিয়া শ্রীরাধার সদনে উপনীত হইয়া দেখিলেন অয়নরেখা (৩) শ্রীরাধা অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মিলন হইল। এই শ্রীরাধা কে? বৃষ রাশিস্থ ভাস্করদেব বৃষভানু-রাজ। কলাবতী চন্দ্রিমা তাঁহার পত্নী। কলাবতী স্বীয় পতি বৃষ রাশিস্থ ভাস্করদেবের মিলনাশয়ে উন্মত্তা হইয়া পূর্ণাকৃতি লাভের জন্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাভিমুখে যাত্রা কালে পদ্মাকৃতি বিশাখার মধ্যে বিদ্যুৎরূপা রাধাকে প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে রাধার পৌরাণিক জন্ম ও লালনপালনাদি স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের, তুলা রাশিতে শ্রীরাধা নক্ষত্র ভোগ কালে আকাশাগ্নি (সূর্য্য) অন্তরীক্ষ অগ্নিতে (বিদ্যুতে) মিলিত হইল। (৪) সাংখ্যকারের প্রকৃতি পুরুষ একত্রীভূত হইল। ক্রমে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত; বিদ্যুৎময়ী; ষট্ কৃত্তিকার শোভায় পৌর্ণমাসীর রৌপ্যময় জ্যোতিঃ ঘর্ষিত হইল। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় কৌমুদী জ্যোৎস্নায় জগৎ ভাসিতে ও হাসিতে লাগিল। পশু, পক্ষী আদি সমস্ত জীবগণ এবং জগজ্জন আহ্লাদে পুলকিত হইল। জগজ্জন এই বিমুগ্ধকর রজনী নৃত্য গীত সুখে যাপন করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই জগৎময় নৃত্য গীতের নাম রাস (৫) লীলা। শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীরাধা ও অষ্ট সখী সমবেতা হইয়া রাসলীলায় বৃন্দাবনে প্রমত্ত। আজ পৌর্ণমাসী কলাবতী, এবং মাতৃকাগণ (৬) স্বসুতা রাধার শুভগ্রহে উন্মত্তা। বিমানে পুরন্ধ্রীগণ আজ অট্টহাস হাসিতেছে। প্রকৃতির অনুপম শোভায় জগৎ মুগ্ধ।

এই বৃন্দাবন কোথায়? ঐ দেখ গোলকে লক্ষ লক্ষ গোপ (৭) গোপী অর্থাৎ তারক, তারকা পরিবেষ্টিত হইয়া ধাতা ইন্দ্র সবিতা ইত্যাদি দ্বাদশ আদিত্য (৮) রূপে শ্রীদামন্, সুদামন্ প্রভৃতি দ্বাদশ রাখাল মণ্ডলসহ শ্রীসূর্য্যদেব, কৃষ্ণ নামে বৃন্দাবনে রাসলীলায় বিরাজমান। (৯) যদি এই প্রাকৃতিক রাসলীলা সন্দর্শনে হৃদয়ে গভীর বিমল ঈশ্বর প্রেমের, উদয় হইয়া মন প্রাণ পুলকিত ও বিগলিত না হয়, এবং

(৮ ক) স্মৃতেঽরঃ পাবকে তীক্ষ্ণে ইতি মেদিনী। (১) বৈশাখে মাধবঃ রাধঃ ইত্যমরঃ।

(২) স্বাতি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পবন এবং স্বাতি তুলা রাশিতে অবস্থিত বলিয়া ললিতা নাম। এবং হস্তার পঞ্চতারা চন্দ্রবৎ শুক্লবর্ণা।

(৩) অয়ন ঘোষ বা রায়াণ ঘোষ। (৪) ঋক্ ১।৯৫।৩

(৫) গুণে রাগে দ্রবে রসঃ ইত্যমরঃ। (৬) ষট্ কৃত্তিকা।

(৭) গো অর্থ কিরণ' ঋক ১।৬২।৫ প-পালনে।

(৮) বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সূর্য্য নাম ১ ধাতা, ২ ইন্দ্র, ৩ সবিতা, ৪ বিবস্বান্, ৫ অংশ, ৬ পর্জ্জন্য, ৭ ভাস্কর, ৮ মিত্র, ৯ বিষ্ণু, ১০ বরুণ, ১১ পূষা ১২ ঈশ।

(৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।

কলুষিত ভৌতিক প্রেমভাব যদি কাহারও ক্ষুদ্র কুসংস্কারতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে আমরা আর কি বলিব; এই মাত্র বলিতে পারি, অন্য মূর্ত্তি পূজা কর। পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে পাপময় লীলা চিত্রিত করিয়া নিজে কলঙ্কিত হইও না। ক্রমশঃ—

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৫-ম ভাগ ১-ম, ২-য়, ৪-র্থ সংখ্যা। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদন বিষয়েও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বঙ্গের কৃতী লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বী মহোদয়গণের চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নিচয়ে দিন দিন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার কলেবর অলঙ্কৃত হইতেছে। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়া পরিষৎ দেশের মহান্ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমাদের স্থানাভাব, নতুবা, পরিষৎ পত্রিকার গভীর চিন্তাশীলতা পরিপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের কতিপয় অংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতাম। এতাদৃশ উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকার সর্ব্বত্রই সমাদর হওয়া উচিত। কিন্তু আমোদ-প্রবণ বঙ্গদেশে তাহা হইবে কি? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রবুদ্ধ-ভারত। ইংরাজিতে সম্পাদিত, স্বামী বিবেকানন্দের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। আমরা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পাঠে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা প্রাঞ্জল এবং উদ্দেশ্যও মহান্। এই পত্রিকাখানি পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, এইক্ষণ হিমালয়ের অন্তর্ভূত আলমোরা হইতে প্রকাশিত হইতেছে, এবম্বিধ পত্রিকার দ্বারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

উদ্বোধন। এ পত্রিকাখানিও স্বামী বিবেকানন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সম্পাদিত। ইহারও উদ্দেশ্য মহান্, ভাষাও প্রাঞ্জল। এরূপ পত্রিকা যত অধিক প্রচারিত হইবে, ততই যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবনে পরিতুষ্ট হইব। আজ কালের অনেক পত্রিকাতে সাম্প্রদায়িকভাবের আতিশয্য দর্শনে আমরা বড়ই দুঃখিত, কিন্তু সুখের বিষয় যে উক্ত দুই পত্রিকার উহার লেশও নাই। স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং তাঁহার সহচরগণ দেশের নানাবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এই পত্রিকাও তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতের অন্যতম অঙ্গ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।	চৈত্র।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

সদ্বস্তু সিদ্ধস্তুস্মাভির্নিশ্চিতৈরনুভূয়তে।
তুষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জ্জনাৎ ॥ ৩৯ ॥
সদ্‌বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাস্তস্য স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্ম্মনস্কত্ব-সাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ। আমরা যখন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই সদ্বস্তু অনুভূত হয়; শূন্য যে অনুভূত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যদি বল যে, সদ্বস্তু বুদ্ধিতে অনুভূত হয় না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু নির্ম্মনস্কত্ব কালে—অর্থাৎ যখন মনের ক্রিয়া রহিত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বিত হয়, তখন স্বপ্রকাশ বশতঃ সৎ সাক্ষীস্বরূপ থাকেন।

তাৎপর্য্য। তোমরা যদি বল, যেমন অসদ্বস্তু আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না, তেমনি তোমাদিগের বেদান্ত-মতে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হয়না; সুতরাং তোমাদিগের বেদান্ত-মতও আমাদিগের মতের তুল্য হইল। তাহা তোমরা কখনই বলিতে পার না; কারণ যখন আমরা মৌনভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা শুদ্ধ সদ্বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে কোন প্রকারেও শূন্য অনুভূত হয় না; যেহেতু পূর্ব্বেই বিচার দ্বারা শূন্যত্ব-বুদ্ধির খণ্ডন করা হইয়াছে। আর যদি বল, মৌনাবলম্বন কালে সদ্বস্তু অনুভূত হয় না, তোমার এ কথাও অগ্রাহ্য।

সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি মৌনভাবের সাক্ষী স্বরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে; সুতরাং তৎকালে যে সৎপদার্থ অনুভূত হয় না, এ কথা কখনই বলিতে পার না। ৩৯-৪০॥

মনো জৃম্ভণ-রাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।
মায়া জৃম্ভণতঃ পূর্ব্বং সত্তথৈব নিরাকুলম্॥ ৪১॥

বঙ্গার্থ। মনের ক্রিয়া যখন না থাকে, তখন যেমন সদ্বস্তু সাক্ষীস্বরূপ অব্যক্ত থাকেন সেইরূপ মায়ার কার্য্য রহিত হইলে, সদ্ব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষীরূপে অব্যক্ত থাকেন।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত প্রকার তূষ্ণী—অর্থাৎ মৌনাবলম্বন কালে নিষ্প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিয়া, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন যখন মন নিঃসঙ্কল্পভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ বিষয়ান্তরে অনাসক্ত হইয়া মৌনভা আশ্রয় করে, তখন যেমন সেই সদ্বস্তু-স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে মনের সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ মায়ার কার্য্য স্বরূপ জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যে সর্ব্বসাক্ষীরূপে অবস্থিত আছেন, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। ৪১।

নিস্তত্ত্বা কার্য্য-গম্যাস্য শক্তির্ম্মায়াগ্নি-শক্তিবৎ।
নহি শক্তিঃ ক্বচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃপুরা॥ ৪২॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া প্রকৃত কোন তত্ত্ব নহে; যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি দহন কার্য্যে অনুভূত হয়, সেইরূপ মায়া কার্য্যগম্যা—অর্থাৎ কার্য্য দর্শনে মায়া অনুভূত হয়; সৃষ্টিকার্য্যের পূর্ব্বে মায়াশক্তি বোধগম্য হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বে যে মায়ার কথার উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। এই জগতের আদিকারণ সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নসত্তা-শূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্যে তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কার্য্য দর্শন না করিলে কখনও কোন পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না; সুতরাং সেই পরম পিতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরম ব্রহ্মই যে এই আকাশাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি-কার্য্য-জনন-শক্তি, তাহাই মায়া॥ ৪২॥

ন সদ্বস্তু স্বতঃ শক্তির্নহি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণ তায়াস্তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাং॥ ৪৩॥

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়া কার্য্যমিতীরিতম্।
ন শূন্যং নাপি সদ্ যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বমিহেষ্যতাম্॥ ৪৪

বঙ্গানুবাদ। সদ্বস্তু স্বয়ং শক্তি নহে, অগ্নিও স্বয়ং দাহিকা শক্তি নহে, সৎ হইতে ক্তকে পৃথক্ বলিলে, শক্তি কি তত্ত্ব? অর্থাৎ কোন তত্ত্ব নহে। যদি বল যে, উহা া, কিন্তু শূন্য মায়ার কার্য্য, মায়া স্বয়ং সৎ পদার্থ নহে, শূন্য ও নহে, সৎ এবং াতিরিক্ত যাহা, মায়া তাহাই।

তাৎপর্য্যার্থ। কার্য্য দর্শনে শক্তির অনুমান প্রতিপন্ন করিয়া, পরমাত্মার শক্তির পে মায়ার যে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সত্ত্বা নাই, তাহাই নিরূপণ রিতেছেন। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান মব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না; কারণ, আপনি আপনার শক্তি, এ কথা নিতান্ত ক্ত। যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, এই নিমিত্ত দাহিকা-শক্তিকে কথনই ি বলিতে পারা যায় না, সেই প্রকার সেই পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে সেই পরমাত্মা বলা যায় না। আর যদি শক্তিকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ য়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বর্ণন কর। সেই শক্তির স্বরূপ, এ কথা বলিতে পার না, যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে শূন্যকে সেই শক্তির স্বরূপ স্বীকার করিয়াছ; সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে রিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বরূপ স্বীকার করিতে হইল॥ ৪৩—৪৪॥

নাসদাসীন্নোসদাসীৎ তদানীং কিন্তুভূৎ তমঃ
সদ্ যোগাৎ তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতন্তন্নিষেধনাৎ॥ ৪৫
অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্নহি গণ্যতে।
ন লোকে চৈত্র তচ্ছক্ত্যোর্জীবিতং গণ্যতে পৃথক্॥ ৪৬

র্থ। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না এবং পৃথক্ সদ্বস্তুও ছিল না, ম (অপ্রকাশ) ছিল; সৎ থাকা হেতু ঐ তম সৎ ছিল; সৎ না থাকিলে তমসের অসিদ্ধ, সৎ (অর্থাৎ অস্তিত্ব) স্বীকার না করিলে, তম (অর্থাৎ অপ্রকাশ) কি প্রকারে? অতএব শূন্যের ন্যায় দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায় না; লোক-ও শক্তির পৃথক্ তত্ত্ব কেহ গণনা করে না।

ৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ ও শূন্য হইতে অতিরিক্ত চনীয় শক্তি স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ শ্রুতি-প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, এই সচরাচর-জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না এবং পৃথক্‌সত্তা-বিশিষ্ট কোন সদ্বস্তুও ছিল না; কিন্তু সেই কালে ক্তিরূপা তমঃ-শব্দ-বাচ্যা মায়া মাত্র বিদ্যমান ছিল। পরন্তু সেই পরমাত্ম

শক্তিরূপা মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই। সেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের সত্তাতেই সেই মায়ার সত্তা প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহার দ্বারাও শূন্যের ন্যায় পরম ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব-শঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু পদার্থ এবং তাহার শক্তি, এই উভয়ের পৃথক্ সত্তা গণনা করা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ নাই। কোন স্থানে একটি পদার্থ থাকিলে, সেই স্থলে অমুক পদার্থ আছে, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু অমুক পদার্থ সেই স্থানে নাই, কেবল মাত্র তাহার গুণ সেই স্থানে আছে, এইরূপ ব্যবহার কখনই হয় না॥ ৪৫—৪৬॥

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতশ্চেদ্ বর্দ্ধতে তত্র বৃদ্ধিকৃৎ।
ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকস্তথা॥
সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তি কার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্॥ ৪৭

বঙ্গানুবাদ। শক্তির আধিক্যে যদি পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শক্তির বৃদ্ধিত্ব আ(অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ গণ্য) কিন্তু বাস্তবিক শক্তি পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ নহে, যুদ্ধ-কৃষ্যা শক্তির কার্য্য। শক্তি সর্ব্ব স্থানেই পৃথক্‌তত্ত্বরূপে গণনীয় নহে, যেহেতু যুদ্ধ-কৃষ্যাদিও f না (অর্থাৎ যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না, তখন) শক্তির দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কেন হইবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যদি বল, আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, শক্তির হ্রাস হইলেই জীবগ পরমায়ুর হ্রাস হয়, এবং সেই শক্তির বৃদ্ধি হইলেই প্রাণিবর্গের পরমায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থা সুতরাং এইরূপ স্থলে শক্তির বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এই বিষ মীমাংসা কথিত হইতেছে। পরমায়ুর বৃদ্ধি বিষয়ে শক্তিকে কারণ বলা যায় না, ব শক্তির আধিক্য হইলে যে পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় কেবল যুদ্ধ এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সকলেই শক্তির কার্য্য কারণ। অ শক্তির যে পৃথক্ সত্তা নাই, তাহা ইহার দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি বল, শক্তির কার্য্যভূত যুদ্ধ ও কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারাই ঈশ্বরের সদ্বিতীয়ত্ব হইল, কথাও যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; যেহেতু এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টির যখন কোন উৎপন্ন পদার্থই ছিল না, তখন যে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যের সত্তা স্বীকার তাহাও নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট কোন পদার্থই ছিল না হইলে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যরূপ শক্তির সত্তা ছিল, এই কথা কোনরূপে যু হইতে পারে না॥ ৪৭॥

ন কৃৎস্ন ব্রহ্ম-বৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেক দেশভাক্।
ঘট-শক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধ মৃদ্যেব বর্ত্ততে॥ ৪৮

পাদোস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ং-প্রভঃ।
ইত্যেক-দেশ-বৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৯
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ইতি কৃষ্ণোঽর্জ্জুনায়াহ জগতস্ত্বেক-দেশতাম্ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ। শক্তি, ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে, কিন্তু একদেশ-ব্যাপিনী হইতেছে; যেমন সকল মৃত্তিকায় ঘট-জনন-শক্তি নাই, আর্দ্র মৃত্তিকায় আছে। ব্রহ্মের এক পাদ বিশ্ব—ত্রিপাদ স্বয়ং প্রকাশমান। মায়া এক-দেশ ব্যাপিনী, শ্রুতিতে আছে। আমি একাংশ দ্বারা জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছি, এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর-শক্তি মায়া পরব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে, পরন্তু এক-দেশ-ব্যাপিনী। যেমন ঘট-শরাবাদির জনন-শক্তি পৃথিবীর সর্ব্ব শরীরে নাই, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই উক্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে, তেমন মায়ারূপা ঈশ্বর-শক্তিও তাঁহার একাংশ-ব্যাপিনী। এইরূপ মায়ায় ব্রহ্মের একাংশ-ব্যাপিত্ব প্রদর্শনার্থ শ্রুতি-প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎকর্ত্তা পরব্রহ্ম পাদ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া আছেন; সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার একপাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে এবং অপর তিনপাদ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ। সেই একপাদ হইতেই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এইরূপে মায়া যে পরমব্রহ্মের একদেশ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রামাণ্যার্থ-উপদেশ শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—আমি আমার শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪৮—৫০ ॥

সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে; একপাদ যে বিকারাবর্ত্তি, তাহা বেদান্তসূত্রে বিবৃত আছে।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, ঈশ্বর-শক্তি মায়া ঈশ্বরের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে। এই বিষয়ের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ শ্রুতির অন্যান্য প্রমাণ দেখাইয়া শারীরকসূত্র বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন। অপরাপর শ্রুতিতেও ইহাই জানা যায় যে, জগৎপতি পরম ব্রহ্ম আপন শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, এবং অবশিষ্ট শারীরিক অংশ নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপে অবস্থিত আছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে শারীরক মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের উনবিংশতি সূত্রে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল মায়ারূপ-

বিকার দ্বারা আবৃত নহে, তিনি অনাবৃতভাবেও অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তাঁহার একাংশ মাত্র মায়া স্বরূপ বিকারে সমাবৃত এবং অবশিষ্ট বা অপর তিন অংশ নির্লিপ্ত, নিত্য, বিশুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ ॥ ৫১ ॥

নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেংঽশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্‌ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি পূর্ণ, অংশ-শূন্য, তাঁহার অংশ-আরোপ কি প্রকারে হইতে পারে? হিতৈষিণী শ্রুতি অংশ আরোপ করিয়া শিষ্যবর্গকে বুঝাইয়াছেন।

তাৎপর্য্যার্থ। সচ্চিদানন্দময় জগৎকারণ সর্ব্বময় পরব্রহ্ম অবয়ববিহীন; তাঁহার শরীর বা অবয়ব কিম্বা কোন প্রকার অংশ অসম্ভব। অতএব পূর্ব্ব শ্লোকে যে তাঁহার কোন অংশ বিকারাবৃত ও কোন অংশ অনাবৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভবপর। যিনি নিরবয়ব, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার অংশ কোনরূপেও সম্ভব হয় না, এই বিরোধের প্রকৃত মীমাংসা কথিত হইতেছে,—ব্রহ্ম নিরংশ, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব বটে, তথাপি জগতের পরমহিতৈষিণী শ্রুতি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ কল্পনা করিয়া শিষ্যদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ তাঁহার অংশচ্ছলে কেবল মাত্র শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

সত্ত্বমাশ্রিতাশক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণাভিত্তিগতাভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধের্যথা ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তদুপরি নানা বর্ণের চিত্র রঞ্জিত হয়, সেইরূপ সৎকে আশ্রয় করিয়া শক্তি নানা বিকার কল্পনা করে।

তাৎপর্য্যার্থ। যে নিমিত্ত পূর্ব্ব শ্লোকে বিচার পূর্ব্বক পরব্রহ্মেতে শক্তিরূপা মায়ার সত্তা কথিত হইল, এই শ্লোকে সেই মায়াশক্তির সত্তাকল্পনার কারণ বর্ণিত হইতেছে। যেমন শুক্ল, নীল, পীতাদি নানাবিধ বর্ণ,ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই ভিত্তির নানা প্রকার বিকার উৎপাদন করে, অর্থাৎ নানারূপে বিচিত্র করিয়া থাকে, তাহাতে সেই একই ভিত্তি নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরমাত্ম-শক্তি মায়া সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সেই পরব্রহ্মের বিবিধ বিকার অথবা কার্য্য সকল কল্পনা করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত তাহাতে অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রকাশ পান ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চদশী-সমালোচনা।

(উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা)

উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৪৭ শ্লোক পর্য্যন্ত সৎ-ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও তাহা কোন ভূত-পদার্থ নহে বা শূন্যও নহে। সৎ অর্থে নিত্য—অর্থাৎ যাহা চিরকাল আছে বা থাকে; ঐ সৎ ব্যতীত সমস্তই অসৎ—অর্থাৎ মিথ্যা, কখনই নাই, ছিল না বা কখন থাকিবেও না। সৎ আছে বা ছিল বলিলে, উহাতে দ্বৈগুণ্য-দোষ বা পুনরুক্তি-দোষ হয়; যেহেতু সৎ অর্থই যখন অস্তিত্ব-সূচক, তখন সৎ আছে বা ছিল বলায় দ্বৈগুণ্য বা পুনরুক্তি-দোষ হইবেই। তদ্ভিন্ন 'ছিল' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না; যেহেতু ঐ সৎ ব্যতীত কালাদি (অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) মিথ্যা। 'ছিল' বলিলে অতীত বুঝায়, কিন্তু একমাত্র সৎ ব্যতীত আর কিছুই না থাকায়, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কোথা হইতে আসিবে? অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সৎ পদার্থ নহে বা স্বয়ং-প্রকাশমান নহে, ইহা অনুভূত বিষয়। অতএব 'ছিল' শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে না। সৎ আছে বা ছিল, ইহা ব্যবহারিক শব্দ মাত্র; অজ্ঞান শিষ্য-গণকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ সকল 'আছে' 'ছিল' ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ সৎ পদার্থ ভূত বা ভৌতিক জগৎ নহে কিম্বা শূন্য নহে; ভূত বা ভৌতিক জগৎ ধ্বংসশীল, সৎপদার্থ অবিনশ্বর; শূন্য বা আকাশ নহে, উহার কোন অস্তিত্ব নাই, উহা স্বয়ং প্রকাশমান নহে। আকাশ কেহ দেখিতে পায় না বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারে না; যাহা আমরা আকাশ বলিয়া অনুভব করি, উহা আলোক বা অন্ধকার-রাশি মাত্র। যে স্থানে কোন ভৌতিক পদার্থ নাই, সেই স্থান স্থূলপদার্থশূন্য, তথায় আলোক বা অন্ধকার মাত্র অনুভূত হয়; সুতরাং আকাশ বা শূন্য সৎ নহে, অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব নাই। সৎ পদার্থ স্বয়ং প্রকাশমান, ভূত বা ভৌতিক জগৎ অনুভূত বিষয়। শূন্যও একটী সংস্কার মাত্র, তথায় কোন দৃশ্য ভৌতিক পদার্থ দৃষ্ট হয় না। সেই স্থানকে আকাশ বলি এবং দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আলোক বা অন্ধকাররাশি অনুভব করি; অতএব শূন্য স্বয়ং প্রকাশমান নহে। ভূত বা ভৌতিক জগৎও অনুভূত পদার্থ মাত্র। যখন মনের কোন ক্রিয়া থাকে না, মন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, তখন যে নির্ব্বিকার চৈতন্য মনের সাক্ষীস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, সেই নির্ব্বিকার দ্রষ্টা চৈতন্যই সৎ পদার্থ। যখন মনের ক্রিয়া থাকে, তখন মন নানা বিষয় কল্পনা, চিন্তা ও অনুভব করে; ঐ অনুভূত পদার্থ যখন ধ্বংসশীল এবং প্রকাশমান নহে, তখন সৎ নহে। সতের শক্তিই মায়া; উক্ত সৎ পদার্থ (দ্রষ্টা চৈতন্য) অবলম্বনে যে জগৎ কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ শক্তির নাম মায়া। যেমন জীব-চৈতন্য অবলম্বনে মনে বুদ্ধির বিকাশ হইলে, মন কর্ত্তৃক নানা বিষয় কল্পিত, ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক জগৎ অনুভূত এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক তাহার নিশ্চয় জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে তাঁহার শক্তিরূপা মায়ার বিকাশ হইলে, মায়া কর্ত্তৃক ভূত এবং ভৌতিক জগৎ

কল্পিত হয়, এবং ঐ কল্পিত বিষয় চৈতন্যের আভাসে প্রতিভাত হইলে, ঐ কল্পিত জগ প্রকাশিত হয়। যেমন জীবের মনের ক্রিয়া রহিত হইলে মন নিঃসঙ্কল্পভাবে চৈতন্যে লুক্কায়িত হয়, বুদ্ধিও তৎসহ লুক্কায়িত হয়, কেবল সাক্ষী (দ্রষ্টা) চৈতন্য-ক্রিয়াহীন ম বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, সেইরূপ মায়ার ক্রিয়া রহিত হইলে, মায়া নিঃসঙ্কল্পভাবে অনন্ত ব্রহ্ম-চৈতন্যে লুক্কায়িত হয়েন; ব্রহ্মচৈতন্য ক্রিয়াহীন সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন, অর্থা অস্তিত্ব মাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। মায়া স্বয়ং সৎ নহে বা অসৎ (কল্পিত ভূত বা ভৌতি জগৎ কিম্বা শূন্য) নহে। মায়াশক্তি কর্ত্তৃক মিথ্যা (যাহা নাই) জগৎ কল্পিত হয়। স পদার্থ সত্য, স্বয়ং প্রকাশমান ও মায়া কর্ত্তৃক কল্পিত মিথ্যা জগৎ মরীচিকা-ভ্রান্তির ন্যা সত্য প্রতীয়মান হয়। অতএব মায়া সৎ নহে, অর্থাৎ মায়ার পৃথক্ অস্তিত্বও নাই; যেহে ভ্রান্ত কল্পনা বা ভ্রান্ত অনুভূতির সত্যত্ব বা অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সত্য জ্ঞানে মায়ার ভ্রান্ত কল্পনা ভাসমান হয়, এবং ঐ মায়াশক্তির কার্য্য দর্শনে মায়াশক্তি অনু হয়। যেমন দহন-ক্রিয়া দর্শনে অগ্নির দাহিকাশক্তি জানা যায়। সেইরূপ জাগতিক কা দর্শনে ব্রহ্মশক্তি মায়া অনুভূত হয়। যেমন অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তি পৃথক্ নহে এবং দাহি শক্তি স্বয়ং অগ্নিও নহে, সেইরূপ মায়া স্বয়ং সত্য ব্রহ্ম নহে এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে। অগ্নি সর্ব্বব্যাপী; জগতের সমস্ত পদার্থে বা সর্ব্ব স্থানে অগ্নি বা তে আছে, (আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও তড়িৎ বা তেজ সর্ব্বস্থানে লুক্কায়িত আছে, অগ্নির দহন-কার্য্য যেখানে প্রকাশ পায়, তথায় দাহিকাশক্তি স্বীকৃত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব ব্যাপী সৎপদার্থ অবলম্বনে অসৎ জগৎ বা জাগতিক কার্য্যের বিকাশ হইলে শ অনুভূত হয়; ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, মায়াশক্তি সৎপদার্থ নহে বা সৎপদার্থ হইতে পৃথক্ তত্ত্বও নহে। মায়া অনির্ব্বচনীয়, যেহেতু মায়া কর্ত্তৃক মন-বুদ্ধির বিকাশ হয়; মন-বুদ্ধির নিকট মায়া-কল্পিত ভ্রান্ত জগৎ সত্যবৎ অনুভূত হয়; ঐ মায়া-প্রসূত মন-বু মায়া যে কি পদার্থ, তাহা ধারণা করিতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ (কল্পিত জগ ছিল না, পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট সৎ পদার্থও ছিল না। (পৃথক্ সত্তা সঙ্কল্পাত্মক) কে পরমাত্মশক্তিরূপা তমোবাচ্যা মায়া পরব্রহ্মে লুক্কায়িত ছিল। যখন মায়ার কল্পনা থাকে, তখন ভ্রান্তজ্ঞানের বা ভ্রান্ত-জ্ঞানাধাররূপ জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ থাকে ন জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ না থাকিলে পৃথক্ সত্তা কে অনুভব করিবে? নির্ব্বিকার সা (দ্রষ্টা) চৈতন্য কল্পনাশূন্য, ভ্রান্ত-জগৎ তাঁহাতে নাই। মায়ার কার্য্যের অবিকাশে মায়াকে তমঃস্বরূপা বলা হইয়াছে। তৎকালে দাহিকাশক্তির ন্যায় মায়া অব থাকায়, সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ তেজের ন্যায় ব্রহ্মচৈতন্য সন্মাত্রে (অস্তিত্ব মাত্রে) পর্য্যব থাকেন; তাঁহাতে তিনি—অর্থাৎ অনন্ত সত্যজ্ঞানে স্বপ্রকাশ থাকেন, তাঁহার পৃথক্ থাকে না, ইত্যাদি মীমাংসা আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যা

নীতিসারঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

অপৃষ্টো নৈব কথয়েদ্ গৃহকৃত্যং তু কং প্রতি। বহ্বর্থমল্পাক্ষরং কুর্য্যাৎ সল্লাপং কার্য্যসাধকম্॥ ৫১॥

অদর্শয়েৎ স্বাভিমতমনুভূতাদ্ বিনা সদা। জ্ঞাত্বা পরমতং সম্যক্ তেনাজ্ঞাতোত্তরং বদেৎ॥ ৫২॥

দাম্পত্য কলহে সাক্ষ্যং ন কুর্য্যাৎ পিতৃপুত্রয়োঃ। সুগুপ্তকৃত্যমন্ত্রঃ স্যান্নত্যজেচ্ছরণাগতম্॥ ৫৩॥

যথাশক্তি চিকীর্ষেত্ত কুর্ব্বন্ মুহ্যেচ্চ নাপদি। কস্যচিন্ন স্পৃশেন্মর্ম্মমিথ্যাবাদং ন কস্যচিৎ॥ ৫৪॥

নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ কিঞ্চিৎ প্রলাপং ন চকারয়েৎ॥ ৫৫॥

অস্বর্গ্যং স্যাদ্ধর্ম্ম্যমপি লোকবিদ্বেষিতং তু যৎ। স্বহেতুর্ভর্নহন্যেত কস্য বাক্যং কদাচন॥ ৫৬॥

অবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ। শত্রোরপি গুণাগ্রাহ্যা গুরোস্ত্যাজ্যাস্তু দুর্গুণাঃ॥ ৫৭॥

সুখং নো নৈব নিত্যঃ স্যাদ্দুঃখং নৈব চ। প্রাক্‌কর্ম্মবশতো নিত্যং সধনো নির্ধনো ভবেৎ॥ ৫৮॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মৈত্রীং নৈব চ হাপয়েৎ॥ ৫৯॥

দীর্ঘদর্শী সদা চ স্যাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিঃ ক্বচিৎ। সাহসী সালসী চৈব চিরকারী ভবেন্নহি॥ ৬০॥

যঃ সুদুর্নিষ্ফলং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। প্রাগাদৌ দীর্ঘদর্শী স্যাৎ স চিরং সুখমশ্নুতে॥ ৬১॥

জিজ্ঞাসিত না হইলে কাহাকেও গৃহের কথা কহিবে না; বহুঅর্থযুক্ত অল্পাক্ষর কার্য্যসাধক সদালাপ করিবে॥ ৫১॥

কোন বিষয় যথার্থ না জানিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিবে না; সম্যক্‌রূপে পরমত না জানিয়া, যাহার সিদ্ধান্ত জানা নাই, এরূপ বাক্য বলিবে না॥ ৫২॥

দম্পতীর ও পিতা-পুত্রের কলহে সাক্ষ্য দিবে না; গোপনে মন্ত্রণা করিবে; শরণাগতকে ত্যাগ করিবে না॥ ৫৩॥

যথাশক্তি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে, আপৎকালে মুগ্ধ হইবে না, কাহারও মর্ম্মে পীড়া দিবে না, কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা বাক্য কহিবে না॥ ৫৪॥

অশ্লীলবাক্য কহিবে না ও অনর্থক বাক্য বলিবে না॥ ৫৫॥

যাহা লোক-বিদ্বেষিত কার্য্য, তাহা ধর্ম্মযুক্ত হইলেও অস্বর্গ্য—অর্থাৎ স্বর্গ প্রদান করিতে পারে না; নিজের জন্য কখনও কাহারও বাক্য নষ্ট করিবে না॥ ৫৬॥

বিচার করিয়া উত্তর দিবে; সহসা কোন বাক্য কহিবে না; শত্রুরও গুণ গ্রাহ্য, গুরুরও দুর্গুণ অগ্রাহ্য॥ ৫৭॥

সর্ব্বদা সুখের অবস্থা কিম্বা দুঃখের অবস্থা হয় না; পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বশতঃ সর্ব্বদা ধনবান ও নির্দ্ধন হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

তজ্জন্য সর্ব্বজীবে সদ্ভাব ত্যাগ করিবে না॥ ৫৯॥

সর্ব্বদা দীর্ঘদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে, কিন্তু কখনও দুঃসাহসী (অবিমৃষ্যকারী) অলস ও দীর্ঘসূত্রী হইবে না॥ ৬০॥

প্রত্যুৎপন্নমতিঃ প্রাপ্তাং ক্রিয়াং কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। সিদ্ধিং সংশয়িকীং তত্র চাপল্যাৎ কার্য্যগৌরবাৎ॥ ৬২।

যততে নৈব কালেঽপি ক্রিয়াং কর্ত্তুং চ সালসঃ। ন সিদ্ধিস্তস্য কুত্রাপি স নশ্যতি চ সান্বয়ঃ॥ ৬৩।

ক্রিয়াফলমবিজ্ঞায় যততে সাহসী চ সঃ। দুঃখভাগী ভবত্যেব ক্রিয়য়া তৎ ফলেন বা॥ ৬৪।

মহৎকালেনাল্প কর্ম্ম চিরকারী করোতি চ। স শোচত্যল্প ফলতো দীর্ঘদর্শী ভবেদতঃ॥ ৬৫।

সুফলং তু ভবেৎকর্ম্ম কদাচিৎ সহসাকৃতম্। নিষ্ফলং বাপি প্রভবেৎ কদাচিৎ সুবিচারিতম্॥ ৬৬।

তথাপি নৈব কুর্ব্বীত সহসানর্থকারি তৎ। কদাচিদপি সঞ্জাতমকার্য্যাদিষ্টসাধনম্॥ ৬৭।

যদনিষ্টং তু সৎকার্য্যান্নাকার্য্য-প্রেরকং হি তৎ॥ ৬৮।

ভৃত্যো ভ্রাতাপি বা পুত্রঃ পত্নী কুর্য্যান্ন চৈব যত্। বিধাস্যতি চ মিত্রাপি তত্কার্য্যমবিশঙ্কিতম্॥ ৬৯।

যোহিমিত্রমবিজ্ঞায় যথাতথ্যেন মন্দধীঃ। মিত্রার্থে যোজয়ত্যেনং তস্য সোঽর্থোঽবসীদতি॥ ৭০।

নহি মানসিকো ধর্ম্মঃ কস্যচিজ্জ্ঞায়তেঽঞ্জসা। অতো যতেত তত্ প্রাপ্ত্যৈ মিত্র লব্ধির্বরা নৃণাং॥ ৭১।

যে ব্যক্তি কোন কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য জানিয়াও সেই কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, সে যদি প্রথমে শীঘ্র দীর্ঘদর্শী হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মদ্বারা স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়। ৬১॥

যে ব্যক্তি প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া উপস্থিত কার্য্য করিতে সদা চেষ্টা করে, সে চাপল্য বশতঃ সেই কার্য্যের গৌরব হেতু সিদ্ধি-সংশয়-ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সিদ্ধি হয় না॥ ৬২॥

যে অলস ব্যক্তি যথাসময়ে কার্য্য করিতে যত্ন না করে, তাহার কার্য্য-সিদ্ধি কখনও হয় না ও সে সান্বয়নাশ প্রাপ্ত হয়। ৬৩

যে ব্যক্তি ক্রিয়ার ফল না জানিয়া কার্য্য করে, সেই সাহসী ব্যক্তি সেই কর্ম্ম দ্বারা অথবা কর্ম্মের ফলের দ্বারা দুঃখভাগী হয়। ৬৪॥

যে দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি বহুকালে অল্পকার্য্য করে, সে সেই কার্য্যের অল্প ফল বশত অনুতাপ করে; এজন্য দীর্ঘদর্শী হইবে। ৬৫॥

কোন কার্য্য সহসা করিলে, তাহা কদাচিৎ সুফলপ্রদ হয়; সুবিচারিত কর্ম্ম কদাচি নিষ্ফল হয়। ৬৬॥

যদি কদাচিৎ কার্য্য সফলও হয়, তাহা হইলেও সহসা কার্য্য করিবে না; কার বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, তাহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। কদাচ কুকার্য্যে ইষ্ট সাধন হয় না, তজ্জন্য কুকার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। ৬৭॥

সৎকার্য্য হইতে যদি অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহা অকার্য্য-সাধ হয় না॥ ৬৮॥

ভৃত্য, ভ্রাতা, পুত্র বা পত্নী যে কার্য্য না করে, ঐ কার্য্য মিত্র নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পা করিয়া থাকে॥ ৬৯॥

যে মূর্খ যথার্থরূপে মিত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মিত্রের জন্য কোন কার্য্য ক তাহার সেই কার্য্য নষ্ট হয়। ৭০॥

কাহারও মানসিক ধর্ম্ম যথার্থরূপে জানা যায় না (কেবল মিত্রেরই জানা যা তজ্জন্য মিত্রলাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু মনুষ্যের মিত্রলাভই শ্রেষ্ঠলাভ। ৭১॥

নাত্যন্তং বিশ্বসেৎ কঞ্চিদ্ বিশ্বস্তমপি সর্ব্বদা। পুত্রং বা ভ্রাতরং ভার্য্যামমাত্যমধিকারিণম্ ॥ ৭২ ॥

ধনস্ত্রীরাজ্যলোভো হি সর্ব্বেষামধিকো যতঃ। প্রামাণিকমনুভূতমাপ্তং সর্ব্বত্র বিশ্বসেৎ ॥ ৭৩ ॥

বিশ্বসিত্বাত্মবদ্ গূঢ়তৎকার্য্যং বিমৃশেৎ স্বয়ং। তদ্বাক্যং তর্কতোঽনর্থং বিপরীতং ন চিন্তয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

চতুঃষষ্টিতমাংশং তন্নাশিতং ক্ষময়েদথ। স্বধর্ম্মনীতিবলবাংস্তেন মৈত্রীং প্রধারয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

দানৈর্ম্মানৈশ্চসৎকারৈঃ সুপূজ্যান্ পূজয়েৎ সদা ॥ ৭৬ ॥

কদাপি নোগ্রদণ্ডঃ স্যাৎ কটুভাষণ তৎপরঃ। ভার্য্যা পুত্রোঽপ্যুদ্বিজতে কটুবাক্যাৎ প্রদণ্ডতঃ ॥ ৭৭ ॥

পশবোঽপি বশং যান্তি দানৈশ্চ মৃদুভাষণৈঃ ॥ ৭৮ ॥

ন বিদ্যয়া ন শৌর্য্যেণ ধনেনাভিজনেন চ। ন বলেন প্রমত্তঃ স্যাচ্চাতিমানী কদাচন ॥ ৭৯ ॥

নাপ্তোপদেশং সংবেত্তি বিদ্যামত্তঃ স্বহেতুভিঃ। অনর্থমপ্যভিপ্রেতং মন্যতে পরমার্থবৎ ॥ ৮০ ॥

মহাজনৈর্ধৃতঃ পন্থা যেন সন্ত্যজ্যতে বলাৎ। শৌর্য্যমত্তস্তু সহসা যুদ্ধং কৃত্বা জহাত্যসূন্।

ব্যূহাদি যুদ্ধকৌশল্যং তিরস্কৃত্য চ শস্ত্রবান্ ॥ ৮১ ॥

শ্রীমত্তঃ পুরুষো বেত্তি ন দুষ্কীর্ত্তিমজো যথা। স্বমূত্রগন্ধং মূত্রেণ মুখমাসিঞ্চতে স্বকং ॥ ৮২ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না; এমন কি—পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা, অমাত্য ও কর্ম্মচারীকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না ॥ ৭২ ॥

সকল মনুষ্যের ধন, স্ত্রী ও রাজ্যে অধিক লোভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য সর্ব্বত্র প্রামাণ-সঙ্গত, সুপরিচিত ও হিতৈষী লোককে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ৭৩ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আপনার ন্যায় বিশ্বাস করিয়া গোপনে তাহার কার্য্য বিচার করিবে ও তাহার বাক্য তর্কদ্বারা অনর্থ-বিপরীত, এরূপ চিন্তা করিবে না। ৭৪ ॥

যদি স্বধর্ম্ম-নীতিতে বলবান হয়, তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত দ্বারা নাশিত কর্ম্মের চতুঃষষ্টি ভাগের এক ভাগকে ক্ষমা করিবে, অর্থাৎ গণনা করিবে না; তাহাতেও মিত্রতা রক্ষা করিবে। ৭৫।

দান, মান, সৎকার দ্বারা পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে পূজা করিবে। ৭৬ ॥

কখনও উগ্রদণ্ড ও কটুভাষণতৎপর হইবে না, কারণ কটুবাক্য ও দণ্ড হইতে ভার্য্যা-পুত্রও বিরক্ত হয়। ৭৭ ॥ পশুগণও দান ও মৃদুবাক্যে বশীভূত হয় ॥ ৭৮ ॥

বিদ্যা, শৌর্য্য, ধন, বংশ ও বলদ্বারা কখনও প্রমত্ত ও অভিমানী হইবে না ॥ ৭৯ ॥

বিদ্যামত্ত ব্যক্তি নিজ তর্কদ্বারা আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বুঝিতে পারে না। অভিপ্রায় অনর্থ হইলেও পরমার্থ তুল্য জ্ঞান করে ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক মহাজন-ধৃত পথ পরিত্যাগ করে, যেরূপ শৌর্য্যমত্ত ব্যক্তি সহসা ব্যূহাদি যুদ্ধ-কৌশল ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার ন্যায় সে ব্যক্তিও প্রাণত্যাগ করে ॥ ৮১ ॥

ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তি অজের ন্যায় স্বীয় মূত্র-গন্ধরূপ দুষ্কীর্ত্তি জানিতে পারে না; যেরূপ ছাগ স্বমূত্রদ্বারা নিজের মুখ লেপন করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ব্যক্তি নিজের দুষ্কীর্ত্তি দ্বারা নিজের মুখকে অবনত করে ॥ ৮২ ॥

কুলাভিমানকৃত-সর্ব্বাবমাননাহেতুক শ্রেষ্ঠানাপীতরান্ সম্যগকার্য্যে কুরুতে মতিম্ ॥ ৮৩ ॥
বলমত্তস্তু সহসা যুদ্ধে বিদধতে মনঃ। বলেন বাধতে সর্ব্বান্ পশ্বাদীনপি সর্ব্বথা ॥ ৮৪ ॥
মানমত্তো মন্যতে স্ম তৃণবচ্চাখিলং জগৎ। অনর্হোঽপি চ সর্ব্বেভ্যস্ত্বগ্র্যাসনমিচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥
মদা এতেঽবলিপ্তানাং সতামেতে দমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥
বিদ্যায়াশ্চ ফলং জ্ঞানং বিনয়শ্চ ফলং শ্রিয়ঃ। যজ্ঞদানং বলফলং সদ্রক্ষণমুদাহৃতম্ ॥ ৮৭ ॥
নাশিতাঃ শত্রবঃ শৌর্য্যফলঞ্চ করদীকৃতাঃ। শমোদমশ্চার্জ্জবং চাভিজনস্য ফলং বিদম্।
মানস্য তু ফলং চৈতৎ সর্ব্বে স্বসদৃশা ইতি ॥ ৮৮ ॥
সুবিদ্যা মন্ত্রভৈষজ্য-স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। গৃহ্নীয়াৎ সুপ্রযত্নেন মানমুৎসৃজ্য সাধকঃ ॥ ৮৯ ॥
উপেক্ষেত প্রনষ্টং যৎ প্রাপ্তং যৎ তদুপাহরেৎ। ন বালং ন স্ত্রিয়ং চাতি লালয়েৎ তাড়য়েন্ন চ।
বিদ্যাভ্যাসে গৃহকৃত্যে তাবুভৌ যোজয়েৎ ক্রমাৎ। ৯০ ॥
পরদ্রব্যং ক্ষুদ্রমপি নাদত্তং সংহরেদণু। নোচ্চারয়েদঘং কস্য স্ত্রিয়ং নৈব চ দূষয়েৎ ॥ ৯১ ॥
ন ব্রূয়াদনৃতং সাক্ষ্যং কৃতং সাক্ষ্যং ন লোপয়েৎ। প্রাণাত্যয়েঽনৃতং ব্রূয়াৎ সুমহৎ কার্য্যসাধনে ॥ ৯২ ॥

বংশমত্ততা সকল লোককে—গুরুলোক ও অন্য লোককে অবমানিত করে ও সম্যক্ প্রকারে অকার্য্যে মতি করিয়া দেয় ॥ ৮৩ ॥

বলমত্ত ব্যক্তি সহসা যুদ্ধে মনোভিনিবেশ করে ও সর্ব্বদা পশ্বাদিকেও পীড়া দেয় ॥ ৮৪ ॥

মানমত্ত ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে; অযোগ্য হইলেও সকল লোকের নিকটে অত্যুচ্চ স্থান পাইতে ইচ্ছা করে ॥ ৮৫ ॥

গর্ব্বিত ব্যক্তির পক্ষে এই সকল দোষ মদের কারণ, কিন্তু সাধু ব্যক্তির এই সকল দম বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল দোষ সাধু ব্যক্তির বিনয়ের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

বিদ্যার ফল জ্ঞান ও বিনয়, ধনের ফল যজ্ঞ ও দান, বলের ফল সাধুর রক্ষণাবেক্ষণ, ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

শৌর্য্যের ফল শত্রুপরাজয় ও করদীকরণ, উচ্চ বংশের ফল শম, দম ও ঋজুতা, মানের ফল সকলকে আপনার সমান দেখা ॥ ৮৮ ॥

সাধক (কার্য্যার্থী) ব্যক্তি মান পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক দুষ্কুল হইতেও বিদ্যা, মন্ত্র, ঔষধ ও স্ত্রীরত্ন লাভ করিবে ॥ ৮৯ ॥

যে দ্রব্য নষ্ট হইবে, তাহা উপেক্ষা করিবে; যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে; বালক ও স্ত্রীকে অত্যন্ত আদর করিবে না ও তাড়না করিবে না; উহাদিগের উভয়কে যথাক্রমে বিদ্যাভ্যাসে ও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥ ৯০ ॥

পরদ্রব্য ক্ষুদ্র হইলেও, যদি দত্ত না হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিবে না; কাহারও পাপ কীর্ত্তন করিবে না ও স্ত্রীলোককে দূষিত করিবে না ॥ ৯১ ॥

মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে না, কৃতসাক্ষ্য লোপ করিবে না; অত্যন্ত মহৎ কার্য্য সাধনে প্রাণাত্যয় হইলে (অবশ্যকার্য-প্রয়োজন-স্থলে) মিথ্যা বলিবে ॥ ৯২ ॥

কন্যাদাত্রে তু ধনিনং দস্যবে স্বপুত্রং দর্শয়েৎ। ধনং হিংসাপরে নৈব বিত্তমপি দর্শয়েৎ॥ ৯৩॥
জায়াপত্যোশ্চ পিত্রোশ্চ ভ্রাত্রোশ্চ স্বামিভৃত্যয়োঃ। ভগিন্যোর্মিত্রয়োর্ভেদং ন কুর্য্যাদ্ গুরুশিষ্যয়োঃ॥৯৪॥
ন মধ্যাদ্গমনং ভাষাশালিনোঃ স্থিতয়োরপি। সুহৃদং ভ্রাতরং বন্ধুমুপচর্য্যাৎ সদাত্মবৎ॥ ৯৫॥
গৃহাগতং ক্ষুদ্রমপি যথার্হং পূজয়েৎ সদা। তদীয়কুশলপ্রশ্নৈঃ শক্ত্যাদানৈর্জলাদিভিঃ॥ ৯৬॥
সপুত্রস্য গৃহে কন্যাং সপুত্রাং বাসয়েন্ন হি। সভর্তৃকাঞ্চ ভগিনীমনাথত্বে তু পালয়েৎ॥ ৯৭॥
সর্পোঽগ্নির্দুর্জনো রাজা জামাতা ভগিনীসুতঃ। রোগঃ শত্রুর্নাবমন্তব্যোঽল্প ইত্যুপচারতঃ॥ ৯৮॥
ক্রৌর্য্যাৎ তৈক্ষ্যাদ্ দুঃখভাবাৎ স্বামিত্বাৎ পুত্রিকাভয়াৎ। স্বপূর্ব্বজপিণ্ডদত্বাদ্ বৃদ্ধিভীত্যানুপাচরেৎ॥৯৯॥
ঋণশেষং রোগশেষং শত্রুশেষং ন রক্ষয়েৎ। যাচকাদ্যৈঃ প্রার্থিতঃ সন্নতীক্ষ্ণং চোত্তরং বদেৎ।
তৎকার্য্যন্তু সমর্থশ্চেৎ কুর্য্যাদ্ বা কারয়ীত চ॥ ১০০॥

জানিয়া শুনিয়া, কন্যাদাতাকে নির্ধনব্যক্তি, দস্যুকে ধনী ও হত্যাকারীকে ধনাঢ্য ব্যক্তি দেখাইবে না॥ ৯৩॥

দম্পতির, পিতা-মাতার, ভ্রাতার, প্রভু-ভৃত্যের, ভগিনীর, মিত্রের ও গুরু-শিষ্যের মনোভঙ্গ করিবে না। ৯৪॥

দুই ব্যক্তি কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন অথবা বসিয়া আছেন, এরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিবে না; সুহৃৎ, ভাই ও বন্ধুর প্রতি সর্ব্বদা আপনার ন্যায় ব্যবহার করিবে।৯৫॥

গৃহাগত নীচ ব্যক্তিকেও যথাযোগ্যরূপে সর্ব্বদা পূজা করিবে; তাহার কুশল-প্রশ্ন ও যথাশক্তি জলাদি দানে সেবা করিবে॥ ৯৬॥

পুত্রবান ব্যক্তি গৃহে সপুত্রা কন্যাকে ও স্বামী সহ ভগিনীকে বাস করিতে দিবে না, কারণ উহাতে বিবাদ হইতে পারে; কিন্তু অনাশ্রয় হইলে, উহাদিগকে পালন করিবে। ৯৭॥

সর্প, অগ্নি, দুর্জ্জন, রাজা, জামাতা, ভাগিনেয়, রোগ, শত্রু ও বালক, ইহাদিগকে অল্প বলিয়াতে অবমাননা করিবে না॥ ৯৮॥

খল স্বভাব বশতঃ সর্পকে, দাহিকা-শক্তি বশতঃ অগ্নিকে, দুঃখদাতৃত্ব বশতঃ দুর্জ্জনকে, প্রভুত্ব বশতঃ রাজাকে, কন্যার ক্লেশ ভয় বশতঃ জামাতাকে, পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদাতৃত্ব বশতঃ ভাগিনেয়কে, বৃদ্ধি বশতঃ রোগকে, ভয় বশতঃ শত্রুকে যত্ন করিবে। ৯৯॥

ঋণ-শেষ, রোগ-শেষ ও শত্রু-শেষ রাখিবে না; ভিক্ষু আদি প্রার্থনা করিলে, কর্কশ উত্তর দিবে না; সমর্থ হইলে তৎসম্পূরণ করিবে অথবা করাইবে॥ ১০০॥

(ক্রমশঃ।)

শ্রীবিধুভূষণ সেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

য একো জালবান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ সর্ব্বাঁল্লোঁকান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

অন্বয়। য একো জালবান্ (পরমাত্মা) ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে ইতি জ্ঞেয়ং সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে।) য (জগতাং) উদ্ভবে সম্ভবে চ একএব এতৎ (এতম্ পরমাত্মানং) যে বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষম শব্দব্যাখ্যা। য—যে। একঃ—অদ্বিতীয়। জালবান্—জালং [মায়া] তদস্য অস্য ইতি, মায়াবী ইত্যর্থঃ ; উক্তঞ্চ গতায়াং "মম মায়া দুরত্যয়া" মায়াবী। ঈশিনীভিঃ—স্বশক্তিভিঃ, নিজের শক্তির দ্বারা। ঈশিত—ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতিভাব অত্র ঈশিত ইতিপদং ছান্দসং ঈষ্টে ইত্যবগন্তব্যং, নিয়মিত করেন। সর্ব্বান্—সকল সকল। লোকান—ভুবনানি তৎস্থজনানীত্যপ্যভিপ্রায়ঃ—তথাচ কোষঃ—"লোকস্তু ভুবনে জনে" ভুবন—অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ। ঈশিনীভিঃ—পরমশক্তিভিঃ—স্বকীয় পরম শক্তি দ্বারা। ঈশিত—বিভর্ত্তি, নিয়ময়তি চ, ভরণ এবং নিয়মিত করেন। যঃ—যিনি উদ্ভবে—উৎপত্তিকালে—অর্থাৎ জগতের আদিম অবস্থায়। সম্ভবে চ—পরিপালন বিষয়ে চ স্থিতৌ ইতি তাৎপর্য্যং। এবং জগতের পরিপালন বিষয়ে—অর্থাৎ বিশ্বস্থিতি বিষয়ে একঃ এব হেতুরিতি শেষঃ, একমাত্র হেতু। এতৎ—এতম্—এতাদৃশ পরমাত্মাকে যে বিদুঃ—যাঁহারা জানিতে পারেন ; তে অমৃতাঃ ভবন্তি, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ অমর হয়েন।

বঙ্গার্থ। যে অদ্বিতীয় মায়াবী পরম পুরুষ স্বকীয় পরম শক্তিবলে দৃষ্টাদৃষ্ট তাবৎ পদার্থ নিয়মিত করিতেছেন ; যিনি তাঁহার সেই মায়াশবলিত শক্তি দ্বারা বিশ্বকে পরিপালন করিয়া থাকেন ; জগতের উৎপত্তি এবং রক্ষণ বিষয়ে যিনিই একমাত্র হেতু, অর্থাৎ যিনি ব্যতীত বিশ্বের উৎপাদন এবং পরিরক্ষণের আর অন্য কে কর্ত্তা নাই, এতাদৃশ "দুরত্যয়া" মায়াবিশিষ্ট পরম শক্তিশালী পরমাত্মাকে যাঁহারা অবগত হয়েন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, মর হইয়াও অমর-পদের অধিকারী হয়েন

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য ইমাল্লোঁকানীশিত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

অন্বয়। হি (যস্মাৎ) রুদ্রঃ একঃ, যঃ ইমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ। (সঃ) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, (স চ) বিশ্বাঃ ভুবনানি সংসৃজ্য, (তেষাং ভুবনানাং) গোপাঃ (ভবতি) চ (এবঞ্চ) অন্তকালে সঞ্চুকোপ।

বিষম পদব্যাখ্যা। হি—যেহেতু। রুদ্রঃ—রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি নিপাতনে র, যদ্বা "রুৎ" দুঃখং দ্রাবয়তি অপসারয়তি ইতি রুৎ+দ্রাবি+ডঃ "রুদ্রঃ" যদ্বা—"রুতঃ" শব্দরূপাঃ উপনিষদঃ, তাভিঃ দ্রূয়তে প্রতিপাদ্যতে ইতি "রুদ্রঃ" যদ্বা "রুতঃ" শব্দাত্মিকা বাণী, তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা, তাম্ উপাসকেভ্যঃ রাতি দদাতীতি রুৎ+রা+ড="রুদ্রঃ"। যদ্বা রুণদ্ধি আবৃণোতি ইতি "রুৎ" অন্ধকারাদিঃ তম্ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি "রুদ্রঃ"। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা রুদ্র। একঃ—অদ্বিতীয়। যঃ ইমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) যিনি স্বকীয় শক্তিবলে এই লোকসমূহ নিয়মিত করিতেছেন। (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায়—এইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়। ন তস্থুঃ ন স্বীকুর্ব্বন্তি, স্বীকার করেন না। "দ্বিতীয়ায়" ইত্যত্র ক্রিয়াভিপ্রায়ে চতুর্থী। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ অত্র তস্থুরিতি পদস্য স্বীকারার্থঃ বোদ্ধব্যঃ; তথাচ শাব্দিকাঃ—"ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুং প্রসিদ্ধোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ। প্রয়োগতোঽনুসর্ত্তব্যা অনেকার্থাহি ধাতবঃ।" সঃ—তিনি। জনান্ প্রত্যঙ্—প্রতিপুরুষং ইত্যর্থঃ। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইতিভাবঃ; প্রতিপুরুষেতেই অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বাঃ—(বিশ্বানি ইতি জ্ঞেয়ম্) সমস্ত। ভুবনানি—ভুবন। সংসৃজ্য—উৎপাদ্য—সৃষ্টি করিয়া। গোপাঃ (ভবতি) রক্ষিতা ভবতি—গোপ্তা ভবতীতি যাবৎ, তাঁহাদের রক্ষক অর্থাৎ গোপ্তা হয়েন। চ—এবং, অন্তকালে—প্রলয়কালে। সঞ্চুকোপ—কোপাবিষ্টঃ প্রলয়ং আতনোতি—ইতিভাবঃ, কোপাবেশপূর্ব্বক প্রলয় বিধান করেন।

বঙ্গার্থ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই তদীয় পরম শক্তির সাহায্যে এই নিখিল ভুবন নিয়মিত করিতেছেন বলিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্ব-বিধান বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিরচনকার্য্যে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন দ্বিতীয় কর্তার কর্তৃত্ব নাই। সেই শক্তিমান্ পরম পুরুষ প্রতিনিয়ত প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন; শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, "তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ" হইয়াছেন। একমাত্র তিনিই এই নিখিল বিশ্বের উৎপাদনপূর্ব্বক ইহার পরিপালন করিয়া থাকেন; এবং তিনিই আবার যুগান্তকালে কোপাবিষ্ট হইয়া এবং বিষাদ পূরঃসর তাঁহারই স্বরচিত বিশ্বের সংহার

সাধন করেন। অতএব তিনি গুণাতীত হইলেও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিশক্তি কার্য্য তাঁহা হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া তাঁহাতেই উপরত হয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়, এই অবস্থাত্রয়, একমাত্র তাঁহারই মায়াময়ী শক্তির রূপভেদ মাত্র। তাঁ পূর্ব্বোপাসনে, সেই মায়ানির্ম্মুক্ত পরম দেবতাকে "মায়াবী জালবান্" এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবং এই জন্যই তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ একমাত্র তাঁহাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি রজঃ-শক্তিবলে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া "ব্রহ্মা" এই আখ্যা, সত্ত্ব-শক্তিবলে বিশ্বের বিকাশ ও পালন করিয়া "বিষ্ণু" এই আখ্যা, এবং তমঃশক্তিবলে বিশ্বের ধ্বংস করিয়া "রুদ্র" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি কার্য্যতঃ আখ্যাত্রয় সম্পন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় এবং অনন্ত। তিনি ব্যতীত জগতের অন্য স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্ত্তা নাই।

৩

বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

অন্বয়। (সঃ) বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (উত), বিশ্বতোমুখঃ (উত) বিশ্বতোবাহুঃ বিশ্বতস্পাৎ একঃ দেবঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ বাহুভ্যাং (মনুষ্যাদীনিতি শেষঃ) সম্পতত্রৈঃ (পক্ষ্যাদীংশ্চেতি শেষঃ) সংধমতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—বিশ্বতঃ সর্ব্বপ্রাণিগতানি চক্ষূংষি যস্য, সঃ সর্ব্বদ্রষ্টা। উত—চ, এবং। বিশ্বতোমুখঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব্বমুখ—অর্থাৎ তিনিই গ্রাস করেন, তিনিই উচ্চারণ করেন ইত্যাদি। বিশ্বতোবাহুঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব্ববাহুরূপেণ স বিরাজতে, তিনি সর্ব্বত্র বাহুরূপে বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ জীবের বাহু দ্বারা তিনিই সকল কার্য্য করেন, জীব নিমিত্ত মাত্র। বিশ্বতস্পাৎ—সমাস পূর্ব্ববৎ, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বগামী। একঃ—অদ্বিতীয়। দ্যাবাভূমী—স্বর্গমর্ত্ত্য। জনয়ন্—উৎপাদিত করিয়া। বাহুভ্যাং মনুষ্যাদীন্—বাহুযুগল দ্বারা মনুষ্যদিগকে। পতত্রৈঃ পক্ষ্যাদীন্—পক্ষ দ্বারা পক্ষীদিগকে। সংধমতি—সংযোজয়তি—সংযুক্ত করেন। ধা ধাতোরনেকার্থত্বাৎ অত্র ধমতেঃ সংযোজনার্থঃ।

বঙ্গার্থ। সেই মহামহিম বিরাট্ পুরুষের চক্ষু সর্ব্বত্রই প্রণিহিত রহিয়াছে; তিনি সমস্তই দেখিতে পান, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদ; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বধারক এবং সর্ব্বগামী। সেই অদ্বিতীয় পরম দেবতা আকাশ এবং পৃথিবী উৎপাদন করিয়া, মনুষ্যাদিকে বাহুদ্বারা এবং বিহঙ্গমাদিকে পক্ষদ্বারা সংযুক্ত করিয়াছেন; তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের একমাত্র স্রষ্টা; এ বিশ্বভুবনে তাঁহার অগম্য—অজ্ঞাত—অদৃশ্য বা অস্পৃষ্ট কিছুই নাই। এই শ্রুত্যনুসারে তাঁহাকে বিরাট্ পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গীতাতেও উক্ত হইয়াছে, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে" ইত্যাদি।

নীতিসারঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

অপৃষ্টো নৈব কথয়েদ্ গৃহকৃত্যং তু কং প্রতি। বহ্বর্থমল্পাক্ষরং কুর্য্যাৎ সল্লাপং কার্য্যসাধকম্ ॥ ৫১ ॥
অমর্ম্মেবং ন্যাক্তিমতমশ্রুত্বাদ্ বিনা সদা। জ্ঞাত্বা পরমতং সম্যক্ তৎসিদ্ধান্তোত্তরং বদেৎ ॥ ৫২ ॥
দাম্পত্যে কলহে সাক্ষ্যং ন কুর্য্যাৎ পিতৃ পুত্রয়োঃ। সংগুপ্তকৃত্যমন্ত্রঃ স্যাদ্ত্যজেচ্ছরণাগতম্ ॥ ৫৩ ॥
যথাশক্তি চিকীর্ষেত কুর্ব্বন্ মুহ্যেচ্চ নাপদি। কদাচিন্ন স্পৃশেন্মর্ম্মমিথ্যাবাদং ন কস্যচিৎ ॥ ৫৪ ॥
নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ কিঞ্চিৎ প্রলাপং ন চ কারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

অস্বর্গ্যং স্যাৎকর্ম্মযদপি লোকবিদ্বেষিতং তু যৎ। স্বহেতুভির্ণহন্যেত কস্য বাক্যং কদাচন ॥ ৫৬ ॥
প্রবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ কচিৎ। শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা গুরোস্ত্যাজ্যাস্তু দুর্গুণাঃ ॥ ৫৭ ॥
উৎকর্ষো নৈব নিত্যঃ স্যান্নাপকর্ষস্তথৈব চ। প্রাক্কর্ম্মবশতো নিত্যং সধনো নির্ধনো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মৈত্রীং নৈব চ হাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

দীর্ঘদর্শী সদা চ স্যাত্ প্রত্যুৎপন্নমতিঃ কচিৎ। সাহসী সালসী চৈব চিরকারী ভবেন্নহি ॥ ৬০ ॥
যঃ সুদুর্ণিফলং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। প্রাগাদৌ দীর্ঘদর্শী স্যাৎ স চিরং সুখমশ্নুতে ॥ ৬১ ॥

জিজ্ঞাসিত না হইলে কাহাকেও গৃহের কথা কহিবে না; বহুঅর্থযুক্ত অল্পাক্ষর কার্য্যসাধক সদালাপ করিবে ॥ ৫১ ॥

কোন বিষয় যথার্থ না জানিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিবে না; সম্যক্রূপে পরমত না জানিয়া, যাহার সিদ্ধান্ত জানা নাই, এরূপ বাক্য বলিবে না ॥ ৫২ ॥

দম্পতীর ও পিতা-পুত্রের কলহে সাক্ষ্য দিবে না; গোপনে মন্ত্রণা করিবে, শরণাগতকে ত্যাগ করিবে না ॥ ৫৩ ॥

যথাশক্তি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে, আপৎকালে মুগ্ধ হইবে না, কাহারও মর্ম্মে পীড়া দিবে না, কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা বাক্য কহিবে না ॥ ৫৪ ॥

অশ্লীলবাক্য কহিবে না ও অনর্থক বাক্য বলিবে না ॥ ৫৫ ॥

যাহা লোক-বিদ্বেষিত কার্য্য, তাহা ধর্ম্মযুক্ত হইলেও অস্বর্গ্য—অর্থাৎ স্বর্গ প্রদান করিতে পারে না; নিজের জন্য কখনও কাহারও বাক্য নষ্ট করিবে না ॥ ৫৬ ॥

বিচার করিয়া উত্তর দিবে; সহসা কোন বাক্য কহিবে না; শত্রুরও গুণ গ্রাহ্য, গুরুরও দুর্গুণ অগ্রাহ্য ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বদা সুখের অবস্থা কিম্বা দুঃখের অবস্থা হয় না; পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বশতঃ সর্ব্বদা ধনবান ও নির্দ্ধন হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

তজ্জন্য সর্ব্বজীবে সদ্ভাব ত্যাগ করিবে না ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বদা দীর্ঘদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে; কিন্তু কখনও দুঃসাহসী (অবিমৃষ্যকারী) অলস ও দীর্ঘসূত্রী হইবে না ॥ ৬০ ॥

প্রত্যুৎপন্নমতিঃ প্রাপ্তাং ক্রিয়াং কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। সিদ্ধিঃ সংশয়িনী তত্র চাপল্যাৎ কার্য্যগৌরবাৎ। ৬২।
যস্তু নৈব কালেঽপি ক্রিয়াং কর্ত্তুং চ সালসঃ। ন সিদ্ধিস্তস্য কুত্রাপি স নশ্যতি চ সান্বয়ঃ ॥ ৬৩।
ক্রিয়াফলমবিজ্ঞায় যস্তু সাহসী চ সঃ। দুঃখভাগী ভবত্যেব ক্রিয়য়া তৎ ফলেন বা ॥ ৬৪ ॥
মহৎকালেনাল্প কর্ম্ম চিরকারী করোতি চ। স শোচত্যল্প ফলতো দীর্ঘদর্শী ভবেদতঃ ॥ ৬৫ ॥
সুফলং তু ভবেৎকর্ম্ম কদাচিৎ সহসাকৃতম্। নিষ্ফলং বাপি প্রভবেৎ কদাচিৎ সুবিচারিতম্ ॥ ৬৬ ।
তথাপি নৈব কুর্ব্বীত সহসানর্থকারি তৎ। কদাচিদপি সম্যাক্‌মকার্য্যাদিষ্টসাধনম্ ॥ ৬৭ ॥
অনিষ্টং তু সৎকার্য্যাদকার্য্য-প্রেরকং হি তৎ ॥ ৬৮ ॥
ভৃত্যো ভ্রাতাপি বা পুত্রঃ পত্নী কুর্য্যান্ন চৈব যত্। বিশ্বস্তস্তি চ মিত্রাণি তত্কার্য্যমবিশঙ্কিতম্ ॥ ৬৯ ॥
যোহিমিত্রমবিজ্ঞায় যথাতথ্যেন মন্দধীঃ। মিত্রার্থে যোজয়ত্যেনং তস্য সোঽর্থোঽবসীদতি ॥ ৭০ ॥
নহি মানসিকো ধর্ম্মঃ কস্যচিজ্জ্ঞায়তেঽঞ্জসা। অতো যতেত তত্ প্রাপ্ত্যৈ মিত্র লব্ধির্বরা নৃণাঃ ॥ ৭১ ।

যে ব্যক্তি কোন কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য জানিয়াও সেই কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, সে যদি প্রথমে শীঘ্র দীর্ঘদর্শী হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মদ্বারা স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়। ৬১ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া উপস্থিত কার্য্য করিতে সদা চেষ্টা করে, সে চাপল্য বশতঃ সেই কার্য্যের গৌরব হেতু সিদ্ধি-সংশয়-ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সিদ্ধি হয় না ॥ ৬২ ॥

যে অলস ব্যক্তি যথাসময়ে কার্য্য করিতে যত্ন না করে, তাহার কার্য্য-সিদ্ধি কখনও হয় না ও সে সান্বয়নাশ প্রাপ্ত হয়। ৬৩

যে ব্যক্তি ক্রিয়ার ফল না জানিয়া কার্য্য করে, সেই সাহসী ব্যক্তি সেই কর্ম্ম দ্বারা অথবা কর্ম্মের ফলের দ্বারা দুঃখভাগী হয়। ৬৪ ॥

যে দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি বহুকালে অল্পকার্য্য করে, সে সেই কার্য্যের অল্প ফল বশতঃ অনুতাপ করে; এজন্য দীর্ঘদর্শী হইবে। ৬৫ ॥

কোন কার্য্য সহসা করিলে, তাহা কদাচিৎ সুফলপ্রদ হয়; সুবিচারিত কর্ম্ম কদাচিৎ নিষ্ফল হয়। ৬৬ ॥

যদি কদাচিৎ কার্য্য সফলও হয়, তাহা হইলেও সহসা কার্য্য করিবে না; কারণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, তাহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। কদাচ কুকার্য্যে মঙ্গল সাধন হয় না, তজ্জন্য কুকার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। ৬৭ ॥

সৎকার্য্য হইতে যদি অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহা অকার্য্য-সাধক হয় না ॥ ৬৮ ॥

ভৃত্য, ভ্রাতা, পুত্র বা পত্নী যে কার্য্য না করে, ঐ কার্য্য মিত্র নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যে মূর্খ যথার্থরূপে মিত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মিত্রের জন্য কোন কার্য্য করে তাহার সেই কার্য্য নষ্ট হয়। ৭০ ॥

কাহারও মানসিক ধর্ম্ম যথার্থরূপে জানা যায় না (কেবল মিত্রেরই জানা যায়), তজ্জন্য মিত্রলাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু মনুষ্যের মিত্রলাভই শ্রেষ্ঠলাভ। ৭১ ॥

নাত্যন্তং বিশ্বসেৎ কঞ্চিদ্ বিশ্বস্তমপি সর্ব্বদা। পুত্রং বা ভ্রাতরং ভার্য্যামমাত্যমধিকারিণম্ চ ॥৭২॥
ধনস্ত্রীরাজ্যলোভো হি সর্ব্বেষামধিকো যতঃ। প্রামাণিকানুভূতমাপ্তং সর্ব্বত্র বিশ্বসেৎ ॥৭৩॥
বিশ্বাসিবাত্মবদ্ গূঢ়তৎকার্য্যং বিমৃশেৎ স্বয়ং। তদ্বাক্যং তর্কতোহনর্থং বিপরীতং ন চিন্তয়েৎ ॥৭৪॥
চতুঃষষ্টিতমাংশং তন্নাশিতং ক্ষময়েৎ সদা। স্বধর্মনীতিবলবাংস্তেন মৈত্রীং প্রধারয়েৎ ॥৭৫॥
দানৈর্মানৈশ্চ সৎকারৈঃ সুপূজ্যান্ পূজয়েৎ সদা ॥৭৬॥
কদাপি নোগ্রদণ্ডঃ স্যাৎ কটুভাষণতৎপরঃ। ভার্য্যা পুত্রোহপ্যুদ্বিজতে কটুবাক্যাৎ প্রদণ্ডতঃ ॥৭৭॥
পশবোহপি বশং যান্তি দানৈশ্চ মৃদুভাষণৈঃ ॥৭৮॥
ন বিদ্যয়া ন শৌর্য্যেণ ধনেনাভিজনেন চ। ন বলেন প্রমত্তঃ স্যাচ্চাতিমানী কদাচন ॥৭৯॥
নাপ্তোপদেশং সংবেত্তি বিদ্যামত্তঃ স্বহেতুভিঃ। অনর্থমপ্যভিপ্রেতং মন্যতে পরমার্থবৎ ॥৮০॥
মহাজনৈর্ধৃতঃ পন্থা যেন সন্ত্যজ্যতে বলাৎ। শৌর্য্যমত্তস্ত সহসা যুদ্ধং কৃত্বা জহাত্যসূন্।
ব্যূহাদি যুদ্ধকৌশল্যং তিরস্কৃত্য চ শস্ত্রবান্ ॥৮১॥
শ্রীমত্তঃ পুরুষো বেত্তি ন দুষ্কীর্ত্তিমজো যথা। স্বমূত্রগন্ধং মূত্রেণ মুখমাসিঞ্চতে স্বকং ॥৮২॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না; এমন কি—পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা, অমাত্য ও কর্ম্মচারীকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না॥ ৭২ ॥

সকল মনুষ্যের ধন, স্ত্রী ও রাজ্যে অধিক লোভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য সর্ব্বত্র প্রামাণিক, সঙ্গত, সুপরিচিত ও হিতৈষী লোককে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ৭৩ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আপনার ন্যায় বিশ্বাস করিয়া গোপনে তাহার কার্য্য বিচার করিবে ও তাহার বাক্য তর্কদ্বারা অনর্থ-বিপরীত, এরূপ চিন্তা করিবে না। ৭৪ ॥

যদি স্বধর্ম্ম-নীতিতে বলবান হয়, তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত দ্বারা নাশিত কর্ম্মের চতুঃষষ্টি ভাগের এক ভাগকে ক্ষমা করিবে, অর্থাৎ গণনা করিবে না; তাহাতেও মিত্রতা রক্ষা করিবে। ৭৫।

দান, মান, সৎকার দ্বারা পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে পূজা করিবে॥ ৭৬ ॥

কখনও উগ্রদণ্ড ও কটুভাষণতৎপর হইবে না, কারণ কটুবাক্য ও দণ্ড হইতে ভার্য্যা-পুত্রও বিরক্ত হয়। ৭৭ ॥ পশুগণও দান ও মৃদুবাক্যে বশীভূত হয় ॥ ৭৮ ॥

বিদ্যা, শৌর্য্য, ধন, বংশ ও বলদ্বারা কখনও প্রমত্ত ও অভিমানী হইবে না ॥ ৭৯ ॥

বিদ্যামত্ত ব্যক্তি নিজ তর্কদ্বারা আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বুঝিতে পারে না। অভিপ্রায় অনর্থ হইলেও পরমার্থ তুল্য জ্ঞান করে ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক মহাজন-ধৃত পথ পরিত্যাগ করে, যেরূপ শৌর্য্যমত্ত ব্যক্তি সহসা ব্যূহাদি যুদ্ধ-কৌশল ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার ন্যায় সে ব্যক্তিও প্রাণত্যাগ করে ॥ ৮১ ॥

ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তি অজের ন্যায় স্বীয় মূত্র-গন্ধরূপ দুষ্কীর্ত্তি জানিতে পারে না; যেরূপ ছাগ স্বমূত্রদ্বারা নিজের মুখ লেপন করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ব্যক্তি নিজের দুষ্কীর্ত্তি দ্বারা নিজের মুখকে অবনত করে॥ ৮২ ॥

কুলাভিজনমত্তস্তু সর্ব্বানেবাবমন্যতে। শ্রেষ্ঠানপীতরান্ সম্যগকার্য্যে কুরুতে মতিম্ ॥ ৮৩ ॥
বলমত্তস্তু সহসা যুদ্ধে স্থিরয়তে মনঃ। বলেন বাধতে সর্ব্বান্ পশ্বাদীনপি সর্ব্বদা ॥ ৮৪ ॥
মানমত্তো মন্যতে স তৃণবজ্জগদখিলং জগৎ। অনর্হোঽপি চ সর্ব্বেভ্যঃ অগ্র্যাসনমিচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥
মদা এতেঽবলিপ্তানাং সতামেতে দমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥
বিদ্যায়াশ্চ ফলং জ্ঞানং বিনয়শ্চ ফলং শ্রিয়ঃ। যজ্ঞদানং বলফলং সদ্রক্ষণমুদাহৃতম্ ॥ ৮৭ ॥
শামিতাঃ শত্রবঃ শৌর্য্যফলঞ্চ করদীকৃতাঃ। শমোদমশ্চার্জ্জবং চাভিজনস্য ফলং স্মৃতম্।
মানস্য তু ফলং চৈতৎ সর্ব্বে স্বসদৃশা ইতি ॥ ৮৮ ॥
সুবিদ্যা মন্ত্রভৈষজ্য-স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। গৃহ্নীয়াৎ সুপ্রযত্নেন মানমুৎসৃজ্য সাধকঃ ॥ ৮৯ ॥
উপেক্ষেত প্রনষ্টং যৎ প্রাপ্তং যৎ তদুপাহরেৎ। ন বালং ন স্ত্রিয়ং চাতি লালয়েৎ তাড়য়েন্ন চ।
বিদ্যাভ্যাসে গৃহকৃত্যে তাবুভৌ যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯০ ॥
পরদ্রব্যং ক্ষুদ্রমপি নাদত্তং সংহরেদণু। নোচ্চারয়েদঘং কস্য স্ত্রিয়ং নৈব চ দূষয়েৎ ॥ ৯১ ॥
ন বদেদনৃতং সাক্ষ্যং কৃতং বাক্যং ন লোপয়েৎ। প্রাণাত্যয়েঽনৃতং ক্রয়াৎ হ্যসত্যং কার্য্যসাধনে ॥ ৯২ ॥

বংশমত্ততা সকল লোককে—গুরুলোক ও অন্য লোককে অবমানিত করে ও সম্যক্ প্রকারে অকার্য্যে মতি করিয়া দেয় ॥ ৮৩ ॥

বলমত্ত ব্যক্তি সহসা যুদ্ধে মনোভিনিবেশ করে ও সর্ব্বদা পশ্বাদিকেও পীড়া দেয় ॥ ৮৪ ॥

মানমত্ত ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে; অযোগ্য হইলেও সকল লোকের নিকটে অত্যুচ্চ স্থান পাইতে ইচ্ছা করে ॥ ৮৫ ॥

গর্ব্বিত ব্যক্তির পক্ষে এই সকল দোষ মদের কারণ, কিন্তু সাধু ব্যক্তির এই সকল দম বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল দোষ সাধু ব্যক্তির বিনয়ের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

বিদ্যার ফল জ্ঞান ও বিনয়, ধনের ফল যজ্ঞ ও দান, বলের ফল সাধুর রক্ষণাবেক্ষণ, ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

শৌর্য্যের ফল শত্রুপরাজয় ও করদীকরণ, উচ্চ বংশের ফল শম, দম ও ঋজুতা, মানের ফল সকলকে আপনার সমান দেখা ॥ ৮৮ ॥

সাধক (কার্য্যার্থী) ব্যক্তি মান পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক দুষ্কুল হইতেও বিদ্যা, মন্ত্র, ঔষধ ও স্ত্রীরত্ন লাভ করিবে ॥ ৮৯ ॥

যে দ্রব্য নষ্ট হইবে, তাহা উপেক্ষা করিবে; যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে; বালক ও স্ত্রীকে অত্যন্ত আদর করিবে না ও তাড়না করিবে না, উহাদিগের উভয়কে যথাক্রমে বিদ্যাভ্যাসে ও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥ ৯০ ॥

পরদ্রব্য ক্ষুদ্র হইলেও, যদি দত্ত না হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিবে না, কাহারও পাপ কীর্ত্তন করিবে না ও স্ত্রীলোককে দূষিত করিবে না ॥ ৯১ ॥

মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে না, কৃতবাক্য লোপ করিবে না, [illegible] প্রাণ [illegible] হইলে (তদ্রক্ষার্থ প্রয়োজনস্থলে) [illegible] বলিবে ॥ ৯২ ॥

দাতারে তু কধনং দস্যবে ধনং তথা। ভৃত্যং বিবাহসেবে নৈব বিত্তাতঅপি কর্নয়েত্ ॥ ৯৩ ॥
দাম্পত্যোশ্চ পিত্রোশ্চ ভ্রাত্রোশ্চ স্বামিভৃত্যয়োঃ। ভগিনীমিত্রয়োর্ভেদং ন কুর্য্যাদ্ গুরুশিষ্যয়োঃ ॥৯৪॥
মধ্যাদ্গমনং ত্যাবালাপিনোঃ স্থিতয়োরপি। সুহৃদং ভ্রাতরং বন্ধুমুপচর্য্যাত্ সদাত্মবত্ ॥ ৯৫ ॥
হাগতং ক্ষুদ্রমপি যথার্হং পূজয়েত্ সদা। তদীয়কুশলপ্রশ্নৈঃ শক্ত্যাদানৈর্জলাদিভিঃ ॥ ৯৬ ॥
পুত্রস্য গৃহে কন্যাং সপুত্রাং বাসয়েন্ন হি। সভর্তৃকাং ভগিনীমনাথবে তু পালয়েত্ ॥ ৯৭ ॥
পোঽগ্নির্দুর্জ্জনো রাজা জামাতা ভগিনীসুতঃ। রোগঃ শত্রুর্বালকস্তোঽপ্যয় ইত্যুপচারতঃ ॥ ৯৮ ॥
বীর্য্যাত্ তৈক্ষ্যাদ্ দুঃখভাবাত্ স্বামিত্বাত্ পুত্রিকাভয়াত্। সর্পং অগ্নিং দুর্জ্জনং রাজানং জামাতরং ভগিনীসুতং বৃদ্ধিভীত্যামুপাচরেত্ ॥৯৯॥
ঋণশেষং রোগশেষং শত্রুশেষং ন রক্ষয়েত্। যাচকাদ্যৈঃ প্রার্থিতঃ সন্নতীক্ষং চোত্তরং বদেৎ।

তৎকার্য্যঞ্চ সমর্থশ্চেৎ কুর্য্যাদ্ বা কারয়ীত চ ॥ ১০০ ॥

জানিয়া শুনিয়া, কন্যাদাতাকে নির্ধনব্যক্তি, দস্যুকে ধনী ও ভৃত্যাহারীকে মুক্তাবিত্ত দেখাইবে না ॥ ৯৩ ॥

দম্পতির, পিতা-মাতার, ভ্রাতার, প্রভু-ভৃত্যের, ভগিনীর, মিত্রের ও গুরু-শিষ্যের ভেদ করিবে না। ৯৪ ॥

দুই ব্যক্তি কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন অথবা বসিয়া আছেন, এরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিবে না; সুহৃৎ, ভাই ও বন্ধুর প্রতি সর্ব্বদা আপনার ন্যায় ব্যবহার করিবে। ৯৫ ॥

গৃহাগত নীচ ব্যক্তিকেও যথাযোগ্যরূপে সর্ব্বদা পূজা করিবে; তাহার কুশল-প্রশ্ন ও শক্তি জলাদি দানে সেবা করিবে ॥ ৯৬ ॥

পুত্রবান ব্যক্তি গৃহে সপুত্রা কন্যাকে ও স্বামী সহ ভগিনীকে বাস করিতে দিবে না; কারণ উহাতে বিবাদ হইতে পারে; কিন্তু অনাশ্রয় হইলে, উহাদিগকে পালন করিবে। ৯৭ ॥

সর্প, অগ্নি, দুর্জ্জন, রাজা, জামাতা, ভাগিনেয়, রোগ, শত্রু ও বালক, ইহাদিগকে কদাচ অবমাননা করিবে না ॥ ৯৮ ॥

দুঃস্বভাব বশতঃ সর্পকে, দাহিকাশক্তি বশতঃ অগ্নিকে, দুঃখদাতৃত্ব বশতঃ দুর্জ্জনকে, প্রভুত্ব বশতঃ রাজাকে, কন্যার ক্লেশ ভয় বশতঃ জামাতাকে, পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদাতৃত্ব হেতু ভাগিনেয়কে, বৃদ্ধি বশতঃ রোগকে, ভয় বশতঃ শত্রুকে যত্ন করিবে। ৯৯ ॥

ঋণ-শেষ, রোগ-শেষ ও শত্রু-শেষ রাখিবে না; ভিক্ষু আদি প্রার্থনা করিলে, কর্কশ উত্তর দিবে না; সমর্থ হইলে তৎসম্পূরণ করিবে অথবা করাইবে। ১০০ ॥

(ক্রমশঃ।)

শ্রীবিধুভূষণ সেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১

য একো জালবান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ সর্ব্বাল্লোঁকান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্বয়। য একো জালবান্ (পরমাত্মা) ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে ইতি জ্ঞেয়ং) সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে।) য (জগতাং) উদ্ভবে সম্ভবে চ একএব এতৎ (এতম্ পরমাত্মানং) যে বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা। য—যে। একঃ—অদ্বিতীয়। জালবান্—জালং [মায়া] তদস্তি অস্য ইতি, মায়াবী ইত্যর্থঃ; উক্তঞ্চ গীতায়াং "মম মায়া দুরত্যয়া" মায়াবী। ঈশিনীভিঃ—স্বশক্তিভিঃ, নিজের শক্তির দ্বারা। ঈশিত—ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতিভাবঃ অত্র ঈশিত ইতিপদং ছান্দসং ঈষ্টে ইত্যবগন্তব্যং; নিয়মিত করেন। সর্ব্বাণ্—সকল সকল। লোকান্—ভুবনানি তৎস্থজনানীত্যপ্যভিপ্রায়ঃ—তথাচ কোষঃ—"লোকস্তু ভুবনে জনে" ভুবন—অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ। ঈশিনীভিঃ—পরমশক্তিভিঃ—স্বকীয় পরম শক্তি দ্বারা। ঈশিত—বিভর্ত্তি, নিয়ময়তি চ, ভরণ এবং নিয়মিত করেন। যঃ—যিনি উদ্ভবে—উৎপত্তিকালে—অর্থাৎ জগতের আদিম অবস্থায়। সম্ভবে চ—পরিপালন বিষয়ে চ স্থিতৌ ইতি তাৎপর্য্যং। এবং জগতের পরিপালন বিষয়ে—অর্থাৎ বিশ্বস্থিতি বিষয়ে একঃ এব হেতুরিতি শেষঃ; একমাত্র হেতু। এতৎ—এতম্—এতাদৃশ পরমাত্মাকে যে বিদুঃ—যাঁহারা জানিতে পারেন; তে অমৃতাঃ ভবন্তি, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ অমর হয়েন।

বঙ্গার্থ। যে অদ্বিতীয় মায়াবী পরম পুরুষ স্বকীয় পরম শক্তিবলে দৃষ্টাদৃষ্ট তাবৎ পদার্থ নিয়মিত করিতেছেন; যিনি তাঁহার সেই মায়াশবলিত শক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন পরিপালন করিয়া থাকেন; জগতের উৎপত্তি এবং রক্ষণ বিষয়ে যিনিই একমাত্র হেতু, অর্থাৎ যিনি ব্যতীত বিশ্বের উৎপাদন এবং পরিরক্ষণের আর অন্য কোন কর্ত্তা নাই, এতাদৃশ "দুরত্যয়া" মায়াবিশিষ্ট পরম শক্তিশালী পরমাত্মাকে যাঁহারা অবগত হয়েন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, মর হইয়াও অমর-পদের অধিকারী হয়েন।

২

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য ইমাল্লোঁকানীশিত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

অন্বয়। হি (যস্মাৎ) রুদ্রঃ একঃ, য ইমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ। (সঃ) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, (স চ) বিশ্বাঃ ভুবনানি সংসৃজ্য, (তেষাং ভুবনানাং) গোপাঃ (ভবতি) চ (এবঞ্চ) অন্ত-কালে সঙ্কুকোপ।

বিষম পদব্যাখ্যা। হি—যেহেতু। রুদ্রঃ—রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি নিপাতনে র, যদ্বা "রুৎ" দুঃখং দ্রাবয়তি অপসারয়তি ইতি রুৎ+দ্রাবি+ডঃ "রুদ্রঃ" যদ্বা—"রুতঃ" শব্দরূপাঃ উপনিষদঃ, তাভিঃ রূয়তে প্রতিপাদ্যতে ইতি "রুদ্রঃ", যদ্বা "রুতঃ" শব্দাত্মিকা বাণী, তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা, তাম্ উপাসকেভ্যঃ রাতি দদাতীতি রুৎ+রা+ড="রুদ্রঃ"। যদ্বা রুণদ্ধি আবৃণোতি ইতি "রুৎ" অন্ধকারাদিঃ তম্ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি "রুদ্রঃ"। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা রুদ্র। একঃ—অদ্বিতীয়। যঃ ইমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) যিনি স্বকীয় শক্তিবলে এই লোক-সমূহ নিয়মিত করিতেছেন। (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায়—এইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়। ন তস্থুঃ—ন স্বাকুর্ব্বন্তি, স্বীকার করেন না। "দ্বিতীয়ায়" ইত্যত্র ক্রিয়াভিপ্রায়ে চতুর্থী। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ অত্র তস্থুরিতি পদস্য স্বীকারার্থঃ বোদ্ধব্যঃ, তথাচ শাব্দিকাঃ—"ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুং প্রসিদ্ধোহর্থঃ প্রদর্শিতঃ। প্রয়োগতোঽন্যে মন্তব্যা অনেকার্থাহি ধাতবঃ।" সঃ—তিনি। জনান্ প্রত্যঙ্—প্রতিপুরুষং ইত্যর্থঃ। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইতিভাবঃ, প্রতিপুরুষেতেই অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বাঃ—(বিশ্বানি ইতি ছান্দসং) সমস্ত। ভুবনানি—ভুবন। সংসৃজ্য—উৎপাদ্য—সৃষ্টি করিয়া। গোপাঃ (ভবতি) রক্ষিতা ভবতি—গোপ্তা ভবতীতি যাবৎ, তাঁহাদের রক্ষক অর্থাৎ গোপ্তা হয়েন। চ—এবং, অন্তকালে—প্রলয়কালে। সঙ্কুকোপ—কোপমাবিশ্য প্রলয়ং আতনোতি—ইতিভাবঃ, কোপাবেশপূর্ব্বক প্রলয় বিধান করেন।

বঙ্গার্থ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই তদীয় পরম শক্তির সাহায্যে এই নিখিল ভুবন নিয়মিত করিতেছেন বলিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্ব-বিধান বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিরচন-কার্য্যে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন দ্বিতীয় কর্ত্তার কর্তৃত্ব নাই। সেই শক্তিমান্ পরম পুরুষ প্রতিবিম্বরূপে প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন; শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, "তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ" হইয়াছেন। একমাত্র তিনিই এই নিখিল বিশ্বের উৎপাদনপূর্ব্বক ইহার পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং তিনিই আবার প্রলয়কালে কোপাবিষ্ট হইয়া প্রলয় বিধান পুরঃসর তাঁহার স্বরচিত বিশ্বের সংহার

সাধন করেন। অতএব তিনি গুণাতীত হইলেও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিশক্তি কার্য্য তাঁহা হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া তাঁহাতেই উপরত হয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, এই অবস্থাত্রয়, একমাত্র তাঁহারই মায়াময়ী শক্তির বিভেদ মাত্র। তা পূর্ব্বানুশাসনে, সেই মায়ানির্ম্মুক্ত পরম দেবতাকে "মায়াবী জীবিবান্" এই বিশেষ বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবং এই জন্যই তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ একমাত্র তাঁহাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি রজঃ-শক্তিবলে বিশ্বের সৃষ্টি করি "ব্রহ্মা" এই আখ্যা, সত্ত্ব-শক্তিবলে বিশ্বের বিকাশ ও পালন করিয়া "বিষ্ণু" এ আখ্যা, এবং তমঃশক্তিবলে বিশ্বের ধ্বংস করিয়া "রুদ্র" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন তিনি কার্য্যতঃ আখ্যাত্রয় সম্পন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় এবং অনন্ত। তি ব্যতীত জগতের অন্য স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্ত্তা নাই।

৩

বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

অন্বয়। (সঃ) বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (উত), বিশ্বতোমুখঃ (উত) বিশ্বতোবাহুঃ বিশ্বতস্পাৎ একঃ দেবঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ বাহুভ্যাং (মনুষ্যাদীনিতি শেষঃ) সম্পতত্রৈঃ (পক্ষ্যাদীংশ্চেতি শেষঃ) সংধমতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—বিশ্বতঃ সর্ব্বপ্রাণিগতানি চক্ষূংষি যস্য, সঃ স দ্রষ্টা। উত—চ, এবং। বিশ্বতোমুখঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব্বমুখ—অর্থাৎ তিনিই গ্র করেন, তিনিই উচ্চারণ করেন ইত্যাদি। বিশ্বতোবাহুঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব বাহুরূপেণ স বিরাজতে, তিনি সর্ব্বত্র বাহুরূপে বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ জীব বাহু দ্বারা তিনিই সকল কার্য্য করেন, জীব নিমিত্ত মাত্র। বিশ্বতস্পাৎ—সম পূর্ব্ববৎ, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বগামী। একঃ—অদ্বিতীয়। দ্যাবাভূমী—স্বর্গমর্ত্ত্য। জনয়ন্—উৎপাদিত করিয়া। বাহুভ্যাং মনুষ্যাদীন্—বাহু যুগল দ্বারা মনুষ্যদিগকে। পতত্রৈঃ পক্ষ্যাদীন্—পক্ষ দ্বারা পক্ষীদিগকে। সংধমতি—সংযোজয়তি—সংযুক্ত করেন। ধ ধাতোরনেকার্থত্বাৎ অত্র ধমতেঃ সংযোজনার্থঃ।

বঙ্গার্থ। সেই মহামহিম বিরাট্ পুরুষের চক্ষু সর্ব্বত্রই প্রণিহিত রহিয়াছে; তি সমস্তই দেখিতে পান, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদ, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বগ্রা সর্ব্বধারক এবং সর্ব্বগামী। সেই অদ্বিতীয় পরম দেবতা আকাশ এবং পৃথিবী উৎপা করিয়া, মনুষ্যাদিকে বাহুদ্বারা এবং বিহঙ্গমাদিকে পক্ষদ্বারা সংযুক্ত করিয়াছেন; তি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের একমাত্র স্রষ্টা; এ বিশ্বভুবনে তাঁহার অগম্য—অগ্রাহ্য—অদৃশ্য বা অস্পৃশ্য কি নাই। এই অনুশাসনে তাঁহার বিরাট্পুরুষত্ব বর্ণিত হইল। গীতাতেও উক্ত হই "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে" ইত্যাদি।

রাসলীলা-বস্ত্রহরণ।

রাশিচক্র-পরিচয় থাকিলে রাসলীলা হৃদয়ঙ্গম করা যায়; কিন্তু বস্ত্রহরণ-পালা বুঝিতে হইলে গোলক-পরিচয় প্রয়োজন। পৃথিবীস্থ জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ধ্রুববিন্দু রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি—মু—পৎ মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন।

রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্ (?) রাশিচক্রের মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম কদম্ব দিয়াছেন; এবং ঐ কেন্দ্র হইতে দৃশ্যগোলক অয়ন-মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন। মানিয়া লও যে, কদম্ব-পরে সূর্য্য রাখিলে, অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগস্থ দৃশ্য গোলকার্দ্ধ অন্ধকারময় হইবে।

এখন বস্ত্রহরণ দেখ। অসীম গোলকের মধ্যে আদিত্যদেব অবস্থিত। আদিত্যদেবের কেন্দ্র (centre) এবং গোলকের কেন্দ্র একই বলিলে দোষ নাই। আদিত্য-মণ্ডল বেষ্টন করিয়া রাশিচক্র অবস্থিত; এই সসূর্য্য-রাশিচক্রের নাম সুদর্শন চক্র। নামটীর সার্থকতা আছে। ঐ দেখ, সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ঐ কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া সসূর্য্য-রাশিচক্র কুলাল-চক্রবৎ আবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুলাল-চক্রের শক্তিময় মেধিকাষ্ঠ। সূর্য্যমণ্ডল ঐ কুলাল-চক্রের হড্ডকাষ্ঠ (হেঁড়ে) এবং রাশিচক্র কুলাল-চক্রের বেষ্টন-কাষ্ঠ (বেলন কাঠ)। ঐ কুলাল-চক্র রাসলীলার আদর্শ। (৬ ক)

গোপীগণ (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রময়) রাশিচক্রে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যকিরণ-বস্ত্রে আবৃতা হইয়া জগতের চক্ষের উপর থাকিয়া লোকের অদৃশ্যভাবে নৃত্য-গীতে প্রমত্ত। কুলাল-চক্রবৎ সসূর্য্য-রাশিচক্র ঘুরিতেছে। সূর্য্য কিন্তু কেন্দ্র ত্যাগ করিতেছেন না, হড্ডকাষ্ঠবৎ ঘুরিতেছেন মাত্র। গোপীগণ চক্র-নৃত্যে আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কি সুদৃশ্য মনোহর ব্যাপার! বিরাটপুরুষের বিরাট ব্যাপার!

বিরাটপুরুষের নাভিস্থলে সূর্য্য। কিন্তু আদিত্যদেব পর্য্যন্ত কালের বশবর্ত্তী। তৃতীয় দিনে আদিত্যদেবকে শ্রীরাধা-নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া অনুরাধা নক্ষত্রে পদার্পণ করিতে হইবে। কাহার সাধ্য নিয়মভঙ্গ করে? এ দিকে গোপীগণ রাসে উন্মত্তা। অনুরোধ ত শুনিবে না। রাসে ভঙ্গ দিবে না। শ্রীকৃষ্ণ মায়া-জাল বিস্তার করিলেন। বিরাটের নাভিদেশস্থিত সূর্য্য কদম্বে স্থাপিত হইলেন। অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণস্থ গোলকার্দ্ধ নিশাময় হইল। গোপীর কিরণ-বস্ত্র অপহৃত হইল! জগঞ্জন, চন্দ্রাবলী, চিত্রলেখা, তুঙ্গদেবী, রঙ্গদেবী, চম্পকলতা, সুদেবী ও ইন্দুলেখা প্রভৃতি তারা-সখীগণকে দেখিতে পাইল। লজ্জায় গোপীগণ নীল সমুদ্রে (৭) নিমজ্জিত হইলেন। কিন্তু পণ্ডপ্রয়াস। রূপ ঢাকিল না।

(৬ ক) কুলালচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং পঙ্কজাঙ্কিতং। ইতি উৎকলকলিকা।
(৭) অন্তরীক্ষে ঋক্ ১০।৯৮।৬—১২।

এই রূপকে, সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণ, কদম্ব কদম্ববৃক্ষ, তারাগণ গোপী, সূর্য্যকিরণ বস্ত্র, নীল-অন্তরীক্ষ কালিন্দী-জল। মহর্ষিগণ-রচিত এই সুধাময় রূপক-বৃক্ষের যে বিষময় ফল ধরিয়াছে, তদ্দৃষ্টে মহর্ষিগণ আত্মগ্লানিতে দগ্ধপ্রায়। রাসলীলা ভঙ্গ হইল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে (অয়নপথে) চলিলেন। সম্মুখে অনুরাধা নক্ষত্র। ভ্রান্ত হিন্দুকুল! যে জ্যোতিষশাস্ত্র তোমাদের শয়নে, স্বপ্নে, আহারে, বিহারে, সম্পদে, বিপদে, উৎসবে, ব্যসনে, শোকে, সুখে, সমাজে, বিজনে, পাপে, পুণ্যে সহায়, আজ তোমরা সেই জ্যোতিষ শাস্ত্র ভুলিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আঙ্গীন রাসলীলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছ। কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় বা রাধা! পৃথিবী হইতে কোটী-যোজনাধিক অন্তরে সূর্য্য; তাহার লক্ষ লক্ষ গুণ যোজন অন্তরে রাশিচক্রের নক্ষত্র শ্রীরাধা আদি অবস্থিত। দুর্দ্দশায় পড়িলে এতই মোহ জন্মে। আদিজাত আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রাশিচক্রই সুদর্শনচক্র। চক্রীর সেই চক্রের কিরণ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, হিন্দুজাতি পুবস্থিত প্রাকৃতিক রাস-লীলা দেখিতে অক্ষম। রূপক রক্ষার অনুরোধে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনে পুরাণকার মহর্ষিগণ কৌতুকচ্ছলে কুক্ষণে দুই একটী দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনে, এবং জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণে ভারতময় হিন্দুজাতি বিমুখ হইয়া, মহর্ষি-প্রণীত পুরাণস্থ ঐ সকল দ্ব্যর্থ শব্দের প্রকৃত অর্থগ্রহণে অক্ষম হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণ-পূজিত আদিত্যদেবে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষ প্রকৃতদেব শ্রীহরিকে ভুলিয়া হিন্দুজাতি অন্ধের ন্যায় পথহারা হইয়া, "ঘোষ-পাড়া" পর্য্যন্ত ধাবমান্ হইতেছেন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত! ষড়ঙ্গ ত্যাগ করিয়া, কোন্ পণ্ডিত বেদের অর্থ করিতে পারেন? গোলকস্থ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ত্যাগ করিয়া, কোন্ সুশিক্ষিত সুধীজন পুরাণের ব্যাখা করিতে পারেন? এই ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়া ভারত-মাতার হৃদয়ের কত শত গুণমণি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি স্থাপন করিতে অপারগ হইয়া, নকল কৃষ্ণের পদাশ্রয় লইতেছেন। কেহবা নবদ্বীপে মানব-ঈশ্বর স্থাপনে, ভক্তিবশে লালায়িত হইতেছেন। হিন্দুগণ! একবার আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণের গতি পরীক্ষা কর। বেদোক্ত শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীবিষ্ণু) চরিত্রের নির্ম্মলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। খেই-হারা হইয়া হিন্দুজাতিকে নির্ব্বাক্ নিরুত্তরভাবে অবনত মস্তকে দেশে বিদেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পথে ঘাটে, শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক-রটনা এবং ব্যঙ্গোক্তি আর শুনিতে হইবেক না। এই খেদে আমরা আজ পুরাণের রূপক-জাল ছিন্ন করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; নতুবা এমন মনোরম অপূর্ব্ব মরীচিকা ধ্বংস করিতে কাহার প্রবৃত্তি জন্মিত? (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি দুই।

সর্ব্বসাধারণের সাধারণ-জ্ঞান আমি এক, কিন্তু বাস্তবিক আমি এক নহি, 'আমি' দুই! এক আমি নশ্বর, অনিত্য, দুঃখপূর্ণ, পরিবর্ত্তনশীল ও অন্য আমি নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দময়। নিত্য আমির তত্ত্ববার্ত্তা জানিতে পারিলে, মানব কখনই নিত্যকে ছাড়িয়া অনিত্যের উপাসনা করিবেনা, ইচ্ছা করিয়া অমরত্ব ত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চাহিবেনা। সংসারে কে সুখকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুঃখের প্রার্থনা করে? কেইবা চির-জীবী হইবার বাসনা ত্যাগ করিয়া মরিতে চায়? অদ্য আমরা এই দুই "আমি"র বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমি যে দুই, তাহা চিত্ত স্থির পূর্ব্বক বুঝিলেই স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে, (বাল্যের দেহ যৌবনে থাকেনা, আবার যৌবনের দেহ বার্দ্ধক্যে থাকেনা।) মন-বুদ্ধ্যাদিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলাম, অদ্য আর সেরূপ নাই; শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আর এই দুই বৎসরে অনেক ঠেকিয়াছি—অনেক শিখিয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যে যে দ্রব্য ভালবাসিতাম, যাহার জন্য লালায়িত হইতাম, এখন আর সে দ্রব্য ভাল লাগেনা, নিকটে উপস্থিত হইলেও আর পাশ দিয়া যাই না; সেরূপ মন নাই, সেরূপ বুদ্ধি নাই, এমন কি—দুই বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, অদ্য তাঁহারাও জানিতে পারিতেছেন যে, সে "আমি" আর নাই, আমার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল "আমি"কে সর্ব্বদাই আমরা নানারূপে অনুভব করিয়া থাকি। বালক আমি, যুবা আমি, বৃদ্ধ আমি; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেক বিষয়ে আমি অজ্ঞ ছিলাম, অদ্য আমি জ্ঞানবান হই-য়াছি, এইরূপ অভিমান সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান; ইহা এক, এবং সর্ব্বদাই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই প্রকার অনুভূতিও বর্ত্তমান। শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মন ও বুদ্ধি বদলাইতেছে, কিন্তু "আমি সেই" ইত্যাকার জ্ঞান সর্ব্বদাই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিহিত থাকিয়া নিত্য "আমির" আমিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। আমি বালক ছিলাম, এক্ষণে আমি যুবক; এই বিকারী "আমির" মধ্যে "আমি সেই" এই যে জ্ঞান, ইহা নিত্য "আমির"; দেহের পরি-বর্ত্তন, মন ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ইহার হয়না। জীবদ্দশায় দেখিতে পাই,—স্থির হইয়া চিন্তা করিলে জানিতে পারি, দেহাদির পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান। স্থূল ভৌতিক দেহের পরিবর্ত্তন ও সূক্ষ্মভূতময় ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মানসাদির পরিবর্ত্তন যাহাতে কোনও প্রকার বিকার উপস্থিত করিতে পারিল না, তাহা যে জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর

পরেও ঠিক থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মহাবীর অর্জ্জুন এই 'নিত্য "আমির" যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

নত্বে বাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

অর্জ্জুন, যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত সম্মুখস্থ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রণে নিহত হইলে, তাঁহাদের অস্তিত্বের অভাব হইবে, ইহা মনে করিয়া, তাঁহাদিগের অনিত্য "আমির" ধ্বংস বুঝিতে পারিয়া কাতর হওয়ায়, অর্জ্জুনের অনিত্যের প্রতি দৃষ্টিজন্য শোক দেখিয়া, ভগবান, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতির নিত্য অশোচ্য "আমি"র বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি, তুমি এবং এই নরাধিপসমূহ জন্মের পূর্ব্বেও ছিলাম ও মৃত্যুর পরেও থাকিব" (সুতরাং তাঁহাদিগকে অনিত্য ভাবিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়) দেহ-ধর্ম্ম কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি নিত্য "আমির" যেরূপ কোনও পরিবর্ত্তন জন্মাইতে পারেনা,তদ্রূপ জন্ম-মরণাদির দ্বারাও ইহার কোন প্রকার বিকার জন্মে না, ইহা বুঝাইতে যাইয়া ভগবান্ বলিলেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারংযৌবনংজরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" করিয়া অসংখ্য শোক-দুঃখে কাতর হই, অর্জ্জুনেরও দৃষ্টি তাহারই উপর। এই যে প্রাতিভাসিক "আমি"—ইহা অনিত্য। বাজীকরের ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহার সত্তা ভাণ মাত্র। ইহাই আপনাকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি কল্পনা করে। "জীবের এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে কৌমার, কৌমারের পরিবর্ত্তনে যৌবন এবং যৌবনের পরিবর্ত্তনে বার্দ্ধক্য-অবস্থা হয়, মৃত্যুও তদ্রূপ একটা পরিবর্ত্তন-অবস্থা মাত্র; মৃত্যুতেও কেবল এই দেহেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, দেহীর (আত্মার) কিছুই হয় না; অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন না।" এই দুই প্রকার আত্মার বিষয় ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥

এই জগতে দুই প্রকার পুরুষ আছে, একটী ক্ষর বা নশ্বর, আর একটী অক্ষর বা অবিনশ্বর। এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ সকল দেখিতেছ, ইহ বিনাশশীল; ইহাতে অভিমান বশতঃ যে প্রাতিভাসিক আমি জাত হয়, তাহাই ক্ষর পুরুষ, (ক্ষর পুরুষোনাম সর্ব্বাণি ভূতানি বৃক্ষাদি স্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেক

বাক্যস্য শরীরেষ্ঠব পুরুষত্বং প্রসিদ্ধেঃ—শ্রীধরস্বামী) এবং শরীর সকল নষ্ট হইলেও যিনি নির্ব্বিকার বশতঃ স্থির থাকেন, তিনি অক্ষর কূটস্থ জীব। (কূটোরাশিঃ শিলা-রাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা ত্বক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকীভিরিতি—শ্রীধরঃ) পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই কূটস্থ নিত্য জীব, অনিত্য ও ভাণমাত্র-শরীরাভিমানী জীবের প্রেরক ; ইঁহার সত্তাতে ভাসমান হইয়া ঐ ব্যবহারিক জীবাত্মা নানারূপ কর্ম্মফল ভোগ করে এবং এই নিত্য জীব উক্তরূপ অনিত্য ভোগ সকলের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া, তাহার সারসত্তা গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের অস্তিত্ব ও কার্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয়গ্রাম হইয়া, অভি-নিবিষ্ট মনে আপনার সমস্ত তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। বিকারী আমিত্বের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মনোবৃত্তি সমূহের উৎপত্তি ও লয়ের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে নিত্য জীব রাজার ন্যায় বসিয়া অনিত্য জীবকে ভৃত্যবৎ খাটাইয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নরশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ১ম খণ্ড।

দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভন পতনৌ পক্ষৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তি-কারণৌ এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানং অবিশেষং উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া একং বৃক্ষং বৃক্ষমিব উচ্ছেদ সামান্যাৎ শরীরং পরিষস্বজাতে পরিষক্ত-বন্তৌ। তং শরীরং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োর্বৃক্ষং পরিষক্তয়োঃ মধ্যে অন্যঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধির্বৃক্ষ-মাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং ফলং স্বাদু অত্তি—ভক্ষয়তি। অনশ্নন্ অন্যঃ—ইতরঈশ্বরো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (আত্মনঃ সর্ব্বজন্মাদেঃ) সর্ব্বত্র সঙ্গোপাধির্নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসৌ ভোজ্য-ভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্ব-সত্তামাত্রেণ সত্বনশ্নন্ অভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলং দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবদিতি।

সুন্দর পক্ষযুক্ত পরস্পর সখাস্বরূপ দুইটী পক্ষী বৃক্ষরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একটী স্থূল ও লিঙ্গদেহাভিমানী নশ্বর জীব, অন্যটী কারণ-শরীরস্থ

জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থার সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্য। প্রথমোক্তটী সমস্ত কর্ম্ম করেন ও ফলভোগ করেন, দ্বিতীয়টী নিরশন থাকিয়া কেবল মাত্র দর্শন করেন, অর্থাৎ স্বয়ং কর্ম্মাদি না করিয়াও রাজবৎ প্রেরয়িতা স্বরূপ হয়েন। এই দুই "আমি"র বিষয়, বেশ মনোযোগ করিয়া দেখিলে, সমস্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রেই দেখিতে পাইবেন। ইহাদের একটী অনিত্য, ঐন্দ্রজালিক ভাণমাত্র, তাহার অস্তিত্ব ছায়া স্বরূপ, আর একটী নিত্য, শাশ্বত। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মূল—১৮।

জ্ঞাতুং ন শক্যং হি কিমস্তি সর্ব্বৈঃ, যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ং।
কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দুরাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি কো বা॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৫২) এ সংসারে কোন্ বিষয় পুরুষগণের অজ্ঞেয় ?

গুরুর উত্তর—নারীর মন ও চরিত্র (১)।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে স্ত্রী-স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"উহারা (রমণীরা) নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব, উহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করা এবং উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। বিধাতা যে সময় সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের (২) সৃষ্টি করিয়াছেন। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে"। শ্রীমদ্ভাগবতে নারী জাতি ঈশ্বরের মায়ার মূর্ত্তি (৩) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব স্ত্রীজাতির মন ও চরিত্র অবগত হওয়া কঠিন ব্যাপার।

---

(১) "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" ॥
অগ্রাহ্যং হৃদয়ং তথৈব বদনং যদ্দর্পণান্তর্গতং, ভাবঃ পর্ব্বত-সূক্ষ্মমার্গবিষমঃ স্ত্রীণাং ন বিজ্ঞায়তে।
চিত্তং পুষ্কর-পত্র-তোয়-তরলং বিদ্বদ্ভিরাশংসিতং নারীনামবিষাঙ্কুরৈরিব লতা দোষৈঃ সমং বর্দ্ধিতা ॥
(নীতিশতক)

(২) স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দোষ—
"অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভিতা। অশৌচং নির্দ্দয়া দর্পঃ স্ত্রীণামষ্টৌ স্বদুর্গুণাঃ"॥
(শুক্রনীতি)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৩) সকলের পক্ষে দুষ্পরিহার্য্য কি ?

গুরুর উত্তর—"দুরাশা"। "দুষ্প্রাপ্য-বিষয়-প্রাপ্তির আশা অথবা অসাধ্য-সাধন করিবার আশাই দুরাশা" (১)। দুরাশা-কুহকিনী স্বীয় মোহিনীশক্তি প্রভাবে মনুষ্য-হৃদয়ে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিবেক-বুদ্ধির বিলোপ সাধন করে; সুতরাং দুরাশার দাস হইলে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ শূরশ্রেষ্ঠগণকে সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়াও হতবল লঙ্কেশ্বর ভগবান্ রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পতিদেবতাগণের শীর্ষস্থানীয়া তদীয় প্রণয়িনী সীতাঠাকুরাণীকে স্ববশে আনয়ন করিবার দুরাশাকে কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের মহারণে আপনার অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ বিষম সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও ভগ্নোরুদণ্ড মুমূর্ষু দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যলাভ করিবেন, এই উৎকট দুরাশার বশেই দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুরাশা সহজে মনুষ্য-হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয় না। তবে যাঁহারা নিয়মিত সাধনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া শান্তভাবে যোগ-মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারাই কেবল এ প্রকার আশা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন। (২)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৪) কোন্ ব্যক্তিকে পশু বলা যায় ? গুরুর উত্তর—যে ব্যক্তি বিদ্যাবিহীন বা মূর্খ।

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং।
বিদ্যাভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যাগুরূণাং গুরুঃ॥
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশ-গমনে বিদ্যা পরং দৈবতং।
বিদ্যা রাজ-সুপূজিতা শুচিধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

(নীতিশতক)

বিদ্যাই মানবগণের প্রধান সৌন্দর্য্য, বিদ্যা অতি গুপ্ত ধন, বিদ্যা ভোগ-প্রদায়িনী ও যশ-সুখ-বিধায়িনী, বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদেশ-গমনে বিদ্যাই বন্ধু (প্রধান সহায়);

(৩) কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন :—
"বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্। যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্"॥
ভাগবত। ৩১।৩৮॥

(১) মহাকবি কালিদাস স্বীয় বিনয়গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া রঘুতে বলিয়াছেন :—
"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপে নাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবি-যশঃ-প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"॥
তিনি বা তৎসদৃশ অন্য কোন মহাকবি ভিন্ন অপরের পক্ষে ইহা প্রকৃতই দুরাশা।

(২) আশা নাম নদী মনোরথ-জলা তৃষ্ণা-তরঙ্গাকুলা, রাগ-গ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগা ধৈর্য্য-দ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্ত-সুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গ-চিন্তাতটী, তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥
(বৈরাগ্যশতক)

বিদ্যা পরমদেবতা, বিদ্যা নৃপতিগণের নিকট পরম পূজা প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা বিশুদ্ধ ধ বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে পশু বলা যায়।

"শাস্ত্রং (১) জ্ঞানপ্রদং কিঞ্চিৎ ন বিজানাতি যো নরঃ।
স মূর্খঃ কথ্যতে ধীরৈর্গায়ত্রীরহিতোহথবা" ॥

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে জ্ঞান জন্মে; যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্র জানে না, অথবা যে ব্যক্তি গায়ত্রীবর্জ্জিত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই মূর্খ বলিয়া থাকেন মূর্খের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, (মূর্খে দোষা হি কেবলং) সুতরাং মূর্খব্যক্তি পশু সমান (২)। মানুষকে "মানুষ" হইতে হইলে, বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইবে। হিতোপ দেশে বলিয়াছেন, "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" পণ্ডিত ব্যক্তির সহবা এবং শরীরস্থ মহাশত্রু আলস্যকে পরিত্যাগ করাই বিদ্যালাভের (৩) উৎকৃষ্ট উপায়।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং অর্থবিজ্ঞানমেব চ।
সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পণ্ডা প্রজায়তে ॥
(শুক্রনীতি।)

"আলস্যং যদি ন ভজেজ্জগত্যনর্থং, কো ন স্যাদ্বহুধনকো বহুশ্রুতো বা
আলস্যাদিয়মবনিঃ সসাগরান্তা সংপূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্দ্ধনৈশ্চ" ॥

পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিলে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান এ সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। জগতে মনুষ্যগণ যদি সর্ব্বানিষ্টকর আলস্যের সেবা করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ধনবান্ না হয়? এবং কোন্ ব্যক্তিইবা বহুশাস্ত্র না হয়? যাহারা আলস্যপরায়ণ, তাহারা বিদ্যা বা ধন কিছুই লাভ করিতে পারে না সুতরাং আলস্য হইতেই সসাগরা ধরা নর-পশুতে ও নির্ধন লোকে পরিপূর্ণা হয়। (ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
(পূর্ব্বনপাড়া।)

---

(১) "অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ" ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

(২) অহিত-হিত-বিচারশূন্যবুদ্ধেঃ শ্রুতিবিষয়ৈর্ব্বহুভির্বহিষ্কৃতস্য।
উদরভরণমাত্রকেবলেচ্ছোঃ পুরুষপশোশ্চ পশোশ্চ কোবিশেষঃ ॥ (হিতোপদেশ
যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা হ্যধনাস্বদারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে, মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥ (গরুড়পুরাণ

(৩) অষ্ট প্রকার বিদ্যা—"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে"। (অধ্যাত্ম রামায়ণ)
বিদ্যাহীনঃ—"মূর্খো—দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ"। (ভাগবত)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা।	বৈশাখ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর চলিয়া গেল। পুরাতন বর্ষ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নাও গেল বটে। পুরাতন বর্ষের যাহা কিছু ছিল, নব-বর্ষ তাহা সমুদয়ই নিজস্ব করিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। পুরাতন বর্ষের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শত্রুতা-মিত্রতা আদি নব-বর্ষকে একেবারে নূতন হইতে দিল না। বস্তুতঃ এ জগতে একেবারে নূতন কিছু নাই বা হইতেও পারে না। যাহাই আমরা নূতন বলি, তাহাই পুরাতনের পরিণাম মাত্র; তবে প্রভেদ এই যে, মানবেতর-জগৎ অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম-সাপেক্ষ পরিবর্ত্তনের অধীন; কিন্তু মানব-জগৎ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি-সত্ত্বা হেতু সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে। একটী বৃক্ষ বা পশু, কাল যাহা ছিল, আজ তাহা না হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কল্যকার বিকাশ বা পরিণাম মাত্র। সে কোনও ক্রমেই অদ্যকে বিগত কল্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা। মানব যদিও অনেকটা অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তথাপি তাহার মধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, তাহার প্রভাবে, সে একেবারে পারুক বা নাই পারুক, বর্ত্তমান এবং অতীতের সম্বন্ধ অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বৃদ্ধের সুগঠিত চরিত্র তন্নেতন্নে খনন করিলে, তাহার বাল্য-চরিত্র দৃষ্ট হইবে বটে, কিন্তু যে স্থলে ইচ্ছা-শক্তির প্রবলতা আছে, সেই স্থলেই অতীত বর্ত্তমানের উপর কোনও সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিতে পারেনা। মানব যদিও অতীতের ফল স্বরূপ, তথাপি তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বর্ত্তমানে স্বীয় কার্য্যের দ্বারা অতীতনিরপেক্ষ নূতন ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতে পারেন।

মুহূর্ত্ত-বাদীরা বলেন যে বর্ত্তমান কাল নাই; আমাদের যে কিছু জ্ঞান, সে কেবা অতীতের এবং ভবিষ্যতের মাত্র। যাহাকে তুমি বর্ত্তমান বলিবে, ভাবিয়া দেখ, তাহা অতীত। কালকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া তুমি ধরিতে পার—এ ভবিষ্যৎ আর এক অতীত। যাই ভবিষ্যৎকে ধরিলে, অমনি সে বর্ত্তমানে পরিণত হইয়াই একেবারে অতীতে পরিণত হইল! মানব স্বীয় সুবিধানুসারে অতীতেরই সুসন্নিহি অংশকে সর্ব্বদাই 'বর্ত্তমান' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। বর্ত্তমান দিন বা বর্ষ ইত্যাদি অতী এবং ভবিষ্যৎকালেরই কিয়দংশ মাত্র; বস্তুতঃ বর্ত্তমান দিন বা অংশ বলিয়া কিছু নাই তর্কে আমরা বর্ত্তমানকে ধরিতে ছুঁইতে না পারিলেও, এবং হস্ত প্রসারিত করিতে গিয়া আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভিন্ন আর কিছু না পাইলেও, বর্ত্তমান দ্বারা আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎকে নিয়মিত করিয়া থাকি। যাহার অস্তিত্ব মাত্র উপ লব্ধি করা অসম্ভব, বিধাতার বিধানে তাহাই আবার আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। বর্ত্তমান আমাদের কার্য্য করিবার একমাত্র সময়; কিন্তু এই বর্ত্তমান সর্ব্বদা অতীতে পরিণত হই তেছে,—কাহারও উপরোধ অনুরোধ শুনিতেছেনা। ক্রিয়াশীল মানব যদি একবার চিন্ত করিয়া দেখে, যে তাহার জীবনের মুহূর্ত্তগুলি কত দ্রুতবেগে অতীতে পরিণত হইয় তাহার কার্য্য করিবার সময়ের অল্পতা বিধান করিতেছে, তাহা হইলে প্রত্যে মুহূর্ত্তকে সার্থক করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা-শক্তি এক বিচিত্র বলে বলবতী হই মুহূর্ত্ত অতীতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাহার হৃদ্দেশে কর্ম্ম-লাঞ্ছন প্রদান করে।

যদিও দার্শনিকভাবে দেখিলে, ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্ত্তমানের অস্তিত্ব কল্পনা বিষয় ভিন্ন বিশুদ্ধ উপলব্ধির বিষয় নহে, তথাপি বৈষয়িকভাবের দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে এই ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্বময় বর্ত্তমানই আমাদের সর্ব্বস্ব। বর্ত্তমানই ভূত ও ভবিষ্যৎ এই দুইভাগে অখণ্ড কালকে খণ্ডিত করিতেছে। বর্ত্তমানকে স্বতন্ত্র পরিচ্ছিন্নভাবে ধরিতে না পারিলেও, আমাদের আত্মানুভূতি বর্ত্তমানেই নিত্য বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সমস্ত উপদেশ, সমস্ত শাস্ত্রের কার্য্য-পরিণতির লক্ষ্যীভূত। যাহা ভূত, তাহার জন্য আ উপদেশাদি কি? যাহা ভবিষ্যৎ, তাহাত অদৃষ্টান্ধকারে আবৃত; সুতরাং উপদেশা দ্বারা পরিচালিত বা শাস্ত্রাদি দ্বারা অনুশাসিত পুরুষকারের বর্ত্তমানই অনুষ্ঠান-স্থল অতএব ভূতের ভাল-মন্দের চিন্তা-চর্চ্চায় বা ভবিষ্যতের শুভাশুভের আশা-আশঙ্কা অভিভূত হইয়া, বর্ত্তমান-তত্ত্বে উদাসীন হওয়া ও শুভ পুরুষকার উপেক্ষা করা কর্ত বাঞ্ছনীয় নহে।

অনাদি-অনন্ত অখণ্ড-দণ্ডায়মান কালের অংশত্ব বা নব-পুরাতনত্ব আমাদের ব্যব হারিক কল্পনা মাত্র হইলেও, সে কল্পনা আমাদের অপরিহার্য্য। আমরা কল্পনার জীব। নিরাকারকে সাকার, অনন্তকে সান্ত, অখণ্ডকে খণ্ড ও চিরন্তনকে নূতন-পুরাত আমরাই করিয়া থাকি। বেদান্তোক্ত অবিদ্যা-তত্ত্বের রহস্যই এই। এই ভাবে

আমাদের সমগ্র সংসার চলিতেছে। অতএব এই ভাবেই আমরা এই ব্যবহারিক "নববর্ষ" পাইলাম। ভগবৎকৃপায় ইহা যেন আমাদিগকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করে। যেন এই নববর্ষে হিন্দু-সমাজের স্নেহাশ্রিতা এই ক্ষুদ্র হিন্দু-পত্রিকা নবোদ্যমে এই হিন্দু-সমাজেরই ইহ-পারত্রিক আপ্যায়নের নব নব উপকরণ-উপহারে সজ্জিত হইয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিতে পারে।

উপসংহারে, আমরা এই শুভ নববর্ষাগমে হিন্দু-পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী পাঠক-বর্গের উদ্দেশে যথাযোগ্য শুভ-অভিবাদন—আলিঙ্গনাদি প্রদান করিতেছি। মঙ্গলময় হরি তাঁহাদের মঙ্গলে তাঁহাদের হিন্দু-পত্রিকার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৬

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥

অন্বয়ঃ—হে গিরিশন্ত! হে গিরিত্র! (ত্বম্) অস্তবে যাম্ ইষুং হস্তে বিভর্ষি তাম্ শিবাং কুরু, (তয়া) পুরুষং জগৎ (অপি) মা হিংসীঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। গিরিত্র—গিরিং ত্রায়তে ইতি গিরি-ত্রা-ড, গিরিরক্ষক। অস্তবে—অস্তম্ বিধাতুং লয়ং কর্ত্তুম্ ইত্যর্থঃ (পদমিদং ছান্দসং)—লয় করিবার জন্য। বিভর্ষি—ধারয়সি, ধারণ করিতেছ। তাম্—ইষুরূপিণীং শক্তিমিত্যর্থঃ,—সেই ইষু অর্থাৎ ধনুর্ব্বাণ-রূপিণী শক্তি। শিবাং—মঙ্গলকরীং—মঙ্গলকরী। পুরুষং—জগৎ—পুরুষ-রূপেণ অধিষ্ঠীয়মানং জগৎ—সর্ব্বত্র পুরুষরূপ দ্বারা বিরাজিত জগৎ। মা হিংসীঃ—হিংসা করিও না।

বঙ্গার্থ। (অনন্তর প্রার্থনার প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে) হে অচল-শায়িন্! হে ভূধর-ত্রাতা! তুমি প্রলয় বিধানের নিমিত্ত যে ইষুরূপিণী মহাশক্তি হস্তে ধারণ করিতেছ, তোমার সেই সংহারিণী শক্তিকে মঙ্গলময়ী কর। সেই অপ্রতিরথ শক্তি দ্বারা পুরুষাধিষ্ঠিত বিশ্বের ধ্বংস করিও না, অর্থাৎ জগন্ময় আকৃতিমান্ ব্রহ্ম প্রদর্শন কর। বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান বিশ্বনাথের আকৃতিময়ী মূর্ত্তি-দর্শন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না; আমাদিগকে সাকার ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে দাও।

৭

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥

অন্বয়। (সাধকাঃ কর্ত্তারঃ) ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং, বৃহন্তং, যথা-নিকায়ং, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্, বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারং তম্ ঈশং জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ততঃপরম্—ততঃ—প্রাগ্বর্ণিতাৎ পুরুষযুক্তাৎ জগতঃ পরং-কারণত্বাৎ কার্য্যভূতস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাপকম্ ইতিভাবঃ—পুরুষাত্মক জগৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ-অর্থাৎ কারণত্ব হেতু কার্য্যভূত প্রপঞ্চের ব্যাপক। ব্রহ্ম পরং—'ব্রহ্মণঃ' হিরণ্যগর্ভা 'পরং' শ্রেষ্ঠং—হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বৃহন্তং—বৃহৎ, যথানিকায়ং—সর্ব্বেষু শরীরে বর্ত্তমানং—সর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্—সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপেণ বিদ্যমানং-সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং—নিখিলজগদ্ব্যাপকং-সর্ব্বমস্তঃ কৃত্বা স্বাত্মনা—সর্ব্বং ব্যাপ্য অবস্থিতং ইতিভাবঃ—নিখিল জগতের ব্যাপক-অর্থাৎ স্বকীয় মহতী বিভূতিদ্বারা ভূতনিচয় পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। তম্—অমৃত যোনিং প্রক্রান্তং প্রসিদ্ধং বা পরাৎপরং জ্ঞাত্বা, সেই অমৃত-যোনি চিরবিশ্রুত পরাৎপরে জ্ঞাত হইয়া সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন।

বঙ্গার্থ—সেই অমৃত-যোনি বেদবিশ্রুত পরাৎপরের চিন্তা করিতে করিতে সাধকগণ, পুরুষযুক্ত জগৎ হইতেও মহান্, হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সুবৃহৎ ও প্রতি শরীরে বর্ত্তমান, অথচ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই প্রচ্ছন্ন, জগতের একমাত্র অদ্বিতী পরিব্যাপক সেই পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া অমৃতত্বলাভে সমর্থ হয়েন।

৮

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অন্বয়—অহম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ মহান্তং এতম্ পুরুষং বেদ। (সাধনাশীলঃ তম্ এব বিদিত্বা মৃত্যুম্ অত্যেতি। (তদৃতে) অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা। আদিত্যবর্ণং—প্রকাশরূপং স্বয়ম্প্রকাশমিতিভাবঃ, প্রকাশরূ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। তমসঃপরস্তাৎ—অজ্ঞান পরপারবর্ত্তিনং নিতরাং জ্ঞানাত্মকমিত্যর্থ অজ্ঞানপথের অতীত—অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ। মহান্তম্ পূর্ণম্, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ অখণ্ড মিতিভাবঃ, পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড। অতি+এতি—অতিক্রামতি, অতিক্রম করে অয়নায়—পরমপদ প্রাপ্তয়ে, কৈবল্যপদলব্ধয়ে, পরমপদপ্রাপ্তি—অর্থাৎ কৈবল্যপা লাভের জন্য।

বঙ্গার্থ—অনন্তর মন্ত্র-দ্রষ্টা সাধকের হৃদয়ে নিম্নবর্ণিত আত্মবিশ্বাস উদ্ভূত হইয়

তাঁহাকে পূর্ণানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মপরিজ্ঞান-নিবন্ধন পরমপদপ্রাপ্তির অধিকারী করে, যথা—আমি এই নিত্যপ্রকাশস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানময় মোহবিবর্জ্জিত পূর্ণ অখণ্ড পুরুষকে জানি। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যু-পথ অতিক্রম করা যায়; অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারিলে, সাধকের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত অলীক সংসার-আসক্তিরূপ দুশ্ছেদ্য বাণ্ডরাবর্ত্ত ছিন্ন হইয়া যায়। সাধক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন; আর তাঁহাকে পুনরাবৃত্তি-জনিত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয় না। তিনি ব্যতীত মায়া-বিমুগ্ধ জীবের পরমপদ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

৯

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ পরং (বা) অপরম্ (অপি) কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যস্মাৎ অণীয়ঃ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (বা) জ্যায়োঽপি কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যঃ একঃ বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ সন্ দিবি তিষ্ঠতি, তেন পুরুষেণ ইদম্ (দৃশ্যাদৃশ্যম্ চরাচরম্) সর্ব্বম্ পূর্ণম্।

বিষমপদব্যাখ্যা। পরং—শ্রেষ্ঠং, শ্রেষ্ঠ। অপরং—অশ্রেষ্ঠম্—অশ্রেষ্ঠ। অণীয়ঃ—ক্ষুদ্রতম। জ্যায়ঃ—বৃহত্তম। দিবি—দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি—দ্যোতনাত্মক স্বকীয় মহিমাতে। পূর্ণম্—নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তম্।

বঙ্গার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে যে, "তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুপথ অতিক্রম করা যায়" ইদানীং তাহার—মৃত্যুপথাতিক্রমণের হেতুনির্দ্দেশ করা যাইতেছে;—তিনি কীদৃশ?—যাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, অর্থাৎ উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, এতদুভয়ই যে অচিন্ত্যশক্তি পরমপুরুষে নির্ব্বিরোধভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অথচ বৃহৎ হইতেও বৃহৎ—অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব এবং বৃহত্ত্ব যে মহামহিম-শালী পুরুষে যুগপৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে অদ্বিতীয় পরমপুরুষ বৃক্ষবৎ নিশ্চল হইয়া স্বকীয় দ্যোতনাত্মক মহিমায় সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, যাঁহার বিশ্ববিকাশিনী শক্তি-মুকুরে এই বিশ্বভুবন প্রতিনিয়ত প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই পরম শক্তিশালী পরম পুরুষ কর্ত্তৃক এই দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর সমস্তই নিরন্তরভাবে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং একমাত্র তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, সমস্ত জ্ঞেয় একমাত্র তাঁহার জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়।

১০

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥

অন্বয়—যৎ ততঃ উত্তরতরম্, তৎ অরূপম্ (চ)। যে এতৎ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি। অথ ইতরে দুঃখং এব আপিয়ন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ততঃ—পূর্ব্বোক্তাৎ "ইদং"শব্দবাচ্যাৎ জগতঃ, পূর্ব্বোক্ত ইদং শব্দ-বাচ্য জগৎ হইতে। উত্তরতরম্—শ্রেষ্ঠতরং—কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্ত, জগৎ কার্য্য-কারণাত্মক; কিন্তু তিনি জগৎ হইতে উত্তরপথবর্ত্তী—অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সম্পর্কলেশ-শূন্য। অরূপম্—রূপাদিরহিত। অনাময়ম্—আময়শূন্য, আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-নির্ম্মুক্ত, সুতরাং অজর। যে এতদ্ বিদুঃ—যাঁহারা এই কার্য্যকারণশূন্য রূপাতীত ও তাপত্রয়-বিমুক্ত পরম পুরুষকে জ্ঞাত হইতে পারেন। আপিয়ন্তি—আপ্নুবন্তি, (পদমিদংছান্দসং) প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থ—যিনি জগতের অতীত, অর্থাৎ যাঁহাতে জাগতিক ধর্ম্ম কার্য্যকারণাত্মকতার লেশও নাই, সেই পরাৎপর পরমপুরুষ রূপাতীত এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপত্রয়-বিমুক্ত; তাই তাঁহাতে ত্রিতাপ-যাতনা সংক্রমিত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্ববিধ যাতনা-পথের অতীত পথবর্ত্তী। যে সমুদয় পুণ্যশ্লোক মহাত্মা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয় না; তাঁহারা অচিরেই সমাধিপ্রভাবে সেই নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জনের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। যাঁহারা এই মোক্ষ-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না, বা হইতে চেষ্টাও করেন না, তাঁহারাই দুর্ব্বিষহ সংসার-তাপানলে এবং দুরুত্তর মায়া-সাগরে নিরন্তর মগ্নোন্মগ্ন হইয়া কল্পনাতীত যাতনা ভোগ করিতে থাকেন।

১১

সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥

অন্বয়ঃ—স ভগবান্, সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ, সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ সর্ব্বব্যাপী (চ ভবতি) তস্মাৎ (সঃ) সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ—সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাঃ চ যস্যঃ সঃ, বিশ্বস্থ সমস্তই আনন, শির এবং গ্রীবা স্বরূপ যাঁহার, তিনি। সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ—সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং শেতে যঃ সঃ—সমস্ত ভূতসমূহের হৃদয়াভ্যন্তরে বর্ত্তমান। ভগবান্—ঐশ্বর্য্যাদি সমষ্টিঃ—উক্তঞ্চ ঐশ্বর্য্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতি স্মৃতঃ, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। সর্ব্বগতঃ শিবঃ—সর্ব্বাস্থিত এবং মঙ্গলময়।

বঙ্গার্থ। এই বিশ্বের দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থই সেই পরমপুরুষের মুখ, মস্তক এবং

শ্রীবাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়শায়ী—অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে তদীয় মহতী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, তিনি মঙ্গলময় রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থে বিরাজ করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি সকলের আত্মা, তাঁহার অধিষ্ঠানবশতই পদার্থের পদার্থত্ব।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

১ম অঙ্ক।

রাশি-চক্র-বর্ণন।

পৃথিবী যে মণ্ডলাকার-পথে ১ বৎসরে একবার সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে, ঐ পথকে পৃথিবীর কক্ষা বৃত্ত (Orbit) বলে। সহজে গ্রহ-উপগ্রহগণের গতি হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে, পৃথিবীকে অচলা ও স্থিরা ধরিয়া লই এবং কল্পনা দ্বারা সূর্য্যকে মণ্ডলাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাই। এই কল্পিত মণ্ডলাকার পথকে অয়ন-মণ্ডল বা রবি মার্গ (Ecliptic) বলে। এই অয়নমণ্ডল গোলককে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে; এবং এই অয়নমণ্ডল গোলকের কদম্ব (১) ও পর-কদম্ব (২) হইতে সম দূর-বর্ত্তী। যেমন বি-ষু-প-মণ্ডল পৃথিবীকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে এবং ধ্রুব ও পর-ধ্রুব হইতে সম দূরে অবস্থিত, অয়নমণ্ডল গোলক সম্বন্ধে ঠিক সেই ভাবে অবস্থিত। পুরাণে অয়নমণ্ডল দক্ষরাজ বলিয়া বর্ণিত। দক্ষ-যজ্ঞ-ভঙ্গের সবিশেষ বিচার হইবে। গোলকের মধ্যভাগে একটী কটিবন্ধ (৩) আছে, ঐ কটিবন্ধকে জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্র বলে (৪), ঐ কটিবন্ধের মধ্যরেখা অয়নমণ্ডল; এবং চন্দ্রের ও গ্রহ-পঞ্চকের (৫) (বুধ, শুক্র, মঙ্গল,

---

(১) রাশিচক্রের মেরুদণ্ড প্রসারিত করিলে ঊর্দ্ধে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করে, তাহাকে কদম্ব বলে, এবং এই কদম্বে গোলকের ক্ষেপ-সূত্র সকল সমবেত হয়।

সর্ব্বতঃ ক্ষেপ সূত্রাণাং ধ্রুবাৎ ভিন্ন ভবান্তরে, যোগঃ কদম্ব সংজ্ঞোঽয়ং ইত্যাদি।———

ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি—গ্রহণবাসনা ৩২।

(২) দক্ষিণ গোলার্দ্ধের কদম্বকে পর-কদম্ব বলে।

(৩) Zone. (৪) Zodiac.

(৫) মধুমাসে সিতে পক্ষে——— উদয়ে গ্রহণকে———

বৃহস্পতি ও শনি) কক্ষা গুলিও ঐ রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু এরূপ তির্য্যগ্ ভাবে স্থাপিত যে, কক্ষা গুলির অর্দ্ধাংশ অয়নমণ্ডলের উপরে ও অপর অর্দ্ধাংশঃ অয়ন-মণ্ডলের নিম্নে স্থাপিত। অয়নমণ্ডলের উত্তর পার্শ্বে ১০অংশ০পর্য্যন্ত গোলকের ঐ কটিবন্ধ বিস্তৃত। রাশি-চক্র দৃষ্টি কর (৬)।

এই রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অয়নমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যদেব পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রদক্ষিণ-ব্যাপার নিয়ত সমভাবে সমগতিতে অয়ন-হয়ে (পথে) চলিতেছে। এজন্য এই প্রদক্ষিণ ব্যাপার যে কাল ব্যাপিয়া হয়, সেই কালকে 'সম' বা 'বৎসর' বা 'হায়ন' বলে। এই রাশিচক্র সমান দ্বাদশভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগকে রাশি বলে। এই রাশিচক্রে মহাবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু হইতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ রাশি এক এক ভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। কারণ আদিত্যদেব মেষরাশিতে অবস্থিতি কালে বৈশাখ মাস হয়, এবং বৈশাখ মাস হইতে আমাদিগের বর্ত্তমান পঞ্জিকার বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এক এক রাশিতে সূর্য্যদেব এক বৎসরের দ্বাদশ-অংশ-কাল অবস্থিতি করেন। প্রত্যেক রাশির মধ্যস্থিত তারাপুঞ্জ দ্বারা একটী ২ আকৃতি গঠিত হইয়াছে। ঐ আকৃতি অনুসারেই প্রত্যেক রাশির নাম হইয়াছে। যথা প্রথম রাশিস্থ তারাপুঞ্জ মেষ-আকৃতিবৎ দেখায় বলিয়া সেই রাশিকে মেষরাশি বলে। ২য় রাশিস্থ তারাপুঞ্জ বৃষ-আকৃতি, তাই সেই রাশিকে বৃষরাশি বলে। এইরূপে শিশুদ্বয়-মূর্ত্তি হইতে ৩য় রাশির মিথুন-রাশি নাম, কুলিরক হইতে ৪র্থ রাশির কর্কটরাশি নাম, সিংহ হইতে ৫ম রাশির সিংহরাশি নাম, কন্যাকৃতি হইতে ৬ষ্ঠ রাশির কন্যা নাম, মান-দণ্ড হইতে ৭ম রাশির তুলা নাম; দ্রোণ (বিছা) হইতে ৮ম রাশির বৃশ্চিক নাম, ধনুক হইতে ৯ম রাশির ধনু নাম, অর্দ্ধমৃগ অর্দ্ধ-মৎস্য হইতে ১০ম রাশির মকর নাম, মণ্ডলাকার হইতে একাদশ রাশির কুম্ভ নাম, মৎস্য-আকৃতি হইতে দ্বাদশ রাশির মীন নাম হইয়াছে। রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অয়নমণ্ডল ৩৬০ অংশে (৭) বিভক্ত। প্রতি রাশি অয়ন-মণ্ডলের ৩০ অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। কিন্তু উত্তরে ও দক্ষিণে রাশিগুলি রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দুজাতি চান্দ্র মাস গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাশিচক্রকে ২৭ভাগে বিভক্ত করেন, সুতরাং প্রত্যেক ভাগ অয়নমণ্ডলের ১৩⅓০অংশ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক ভাগ এক এক তারা বা এক এক তারা-সমষ্টির নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

যোজ্য লংহেবু পক্ষ্য——— প্রেহতু———
বাল্মীকি রামায়ণে আদিকাণ্ডে।

(৬) গত চৈত্র মাসের ১২শ সংখ্যা-হিন্দু-পত্রিকার ৩৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭) মণ্ডলের $\frac{১}{৩৬০}$ ভাগকে অংশ বলে।

মহাবিষুব-সংক্রান্তি-বিন্দু হইতে অয়নমণ্ডলের ১৩ অংশ লইয়া যে এক ভাগ হয়, ঐ প্রথম ভাগকে অশ্বিনী কহে ; কারণ ঐ ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র অবস্থিত। তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী ২য় ভাগকে ভরণী নক্ষত্র নামক তারাত্রয় হইতে ভরণী বলা হয়। এইরূপে অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭নক্ষত্র হইতে অয়নমণ্ডলের ২৭ভাগের নাম হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় তারা ও নক্ষত্রে একই অর্থ, (কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে নক্ষত্র শব্দে ঐ ২৭টী তারা বা তারাপুঞ্জ বুঝায়।)

২৭ নক্ষত্র মধ্যে আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতী, এই তিনটী মাত্র নক্ষত্র এক তারকাময়। অপর নক্ষত্রগুলির কোনটী বা দ্বি-তারকাত্মক, কোনটী বা ত্রি-তারকাময়। এবম্বিধ শত তারকময় নক্ষত্রও আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমরা বলি চিত্রা নক্ষত্র এবং ধ্রুব তারা। চিত্রা তারা বা ধ্রুব নক্ষত্র বলা রীতি নহে। ২৭ নক্ষত্র রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। নক্ষত্রগণের স্থিতি নির্ণয় জন্য নক্ষত্র-সংস্থান-বীথিকা দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য যে, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা নক্ষত্রের একপদে যে ৩০ অংশ হয়, ঐ ৩০ অংশে মেষরাশি গঠিত। এইমত ধারাবাহিকরূপে নক্ষত্রের ৯ পদে প্রতি রাশি পূর্ণ। পরিচয়ের সুবিধা জন্য এক নক্ষত্রে একাধিক তারা যোজনা করা হইয়াছে ; কিন্তু গণনা কালে একটী মাত্র মূল তারক ব্যবহার হয়। ঐ মূল তারককে যোগ-তারা বলে। যথা পঞ্চ তারকময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux), রোহিণী নক্ষত্রের (Hyades) যোগতারা রোহিণীতারা—(Aldebaran)। এবম্বিধ প্রত্যেক নক্ষত্রস্থিত তারাতে বা তারাগুলিতে এক এক আকৃতি গঠিত হইয়াছে, এবং ঐ আকৃতি অনুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। অশ্ব-মুখাকৃতি হইতে অশ্বিনী নাম, ক্ষুরাকৃতি হইতে কৃত্তিকা নাম ; এই কৃত্তিকা (কৃৎ কর্ত্তনে) (৮) বেদে মাতরঃ এবং পুরাণে ষট্ মাতৃকা (৯) আ—রোহিণী (শকট) হইতে রোহিণী নাম। মৃগশির হইতে মৃগশির নাম। সজল পদ্মাকৃতি হইতে আর্দ্রা নাম। ধনুর্দ্ধর—বা ষট্ বা সপ্ত তারক হইতে পুনর্ব্বসু নাম অথবা অয়ন রেখা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া পুনর্ব্বসু নাম। তূণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম। তারকা স্তবক (Pnecepe) হইতে অশ্লেষা (শ্লেষ বা বিচ্ছেদ রহিত) নাম হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ তারকা-স্তবকের অশ্লেষা নাম নক্ষত্রান্তরে অর্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে নক্ষত্রকে অশ্লেষা বলা যায়, তাহার পঞ্চ তারক বেশ বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত। মঘ পুষ্প হইতে মঘা নক্ষত্রের নাম। সরল ফল্গুনি বা অর্জ্জুনি, অর্জ্জুন বৃক্ষ হইতে ফাল্গুনি নাম। করট (Curvus) নক্ষত্রের আকৃতি করতল

(৮) মাতরঃ ঋক্ ১।৯২।১

(৯) তং কুমারং ততো জাতং দৃষ্ট্বা সেন্দ্র মরুৎগণাঃ। তদা ক্ষীরপ্রদানার্থং কৃত্তিকাঃ সংন্ত্যযো জয়ম্॥
তাঃ ক্ষীরং তস্য দেবস্য সময়েন দদুস্তদা। স্তাদস্মাকং অয়ংপুত্রঃ খ্যাতো নাম্নেতি রাঘবঃ।

বাল্মীকীয় রামায়ণম্।

সদৃশ বলিয়া হস্তা নাম। সুন্দর চিত্রিত আকৃতি হইতে চিত্রা নাম। স্বতঃস্থি হইতে স্বাতী নাম। অয়নমণ্ডল কর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া রাধা নক্ষত্রের বি-শা নাম এবং এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শক্রাগ্নি; র—অর্থে অগ্নি এবং ঐ অগ্নির আধা বলিয়া র—আধা রাধা নাম। রাধার পরবর্ত্তী নক্ষত্র ও অনুরাধা নাম পাইয়ে অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা নক্ষত্রের নামের প্রকৃতি নির্ণয় সহজ নহে। কারণ এই তিন নক্ষত্রে ১৯টী তারক আছে, এবং এই তিনটী নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বি গণের মধ্যে মতভেদ আছে। কালিদাস মতে অনুরাধা ৭, জ্যেষ্ঠা ৩, মূলা ৯ . তারকময় সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও শ্রীপতি-মতে অনুরাধা ৪, জ্যেষ্ঠা ৩, মূলা ১১ তারকময়। সুতরাং আকৃতি সম্বন্ধেও বিস্তর মতভেদ আছে। এস্থলে নামের সার্থকতা নির্ব্বাচন করা কঠিন তবে মূলা ৯ বা ১১ তারকময় ধরিলে, লতাকৃতি বা সিংহ-পুচ্ছাকৃতি হয়, এবং পঞ্চ তারকা-ময় ধরিলে, মূলা শঙ্খাকৃতি হয়। পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া উভয়ই চতুস্তারকাময় শয্যা-কৃতি, এজন্য উভয়ের নাম আষাঢ়া বা শয্যা। বর্ত্তমান কালে উত্তরাষাঢ়া সূর্পাকৃতি বলি গণ্য। শ্রবণা ত্রিতারকাত্মিকা। তারাত্রয় এক সরল রেখায় অবস্থিত। মধ্যস্থ তারাটী বৃহত্তম; একারণ মনুষ্যের কর্ণের সহিত কিছু সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রবণ বা শ্রবণা নাম অথবা বেদত্রয়ের চিহ্ন (Emblem) বলিয়া শ্রুতি-অর্থে শ্রবণা নাম; কিন্তু পৌরাণিকগণ তারাত্রয়কে ত্রিবিক্রমের পাদক্ষেপত্রয় চিহ্ন ধরিয়া লইয়া, শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীহরি নির্ণয় করিয়াছেন। ধনিষ্ঠার পঞ্চতারক সুবর্ণ-বর্ণ বলিয়া ধনিষ্ঠা নাম। (ক) শতভিষা অন্বর্থ নামা। কারণ শতভিষা শততারকময়, এজন্য ইহার অপর নাম শততারা ও শতভিষক্। পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, উভয়ই গোপদাকৃতি দ্বিতারকময় ছিল; কি এক্ষণে পৌরাণিকগণ মীনরাশিতে রাজসিংহাসন স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে উত্তরভাদ্রপ নক্ষত্রকে চতুস্তারকময় পর্য্যঙ্কাকৃতি করিয়াছেন। রেবতীনক্ষত্র ৩২ তারকময় মৎস্যাকৃতি রেবতী শব্দ মৎস্য-বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। "রেব-প্লু তেরেবতে কপিঃ" ইতি দুর্গাদাস। ২৭ নক্ষত্র মধ্যে ১২টী নক্ষত্র হইতে ১২ মাসের নামকরণ হইয়াছে। মেষ রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালের নাম বৈশাখ মাস; কারণ এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রযু পৌর্ণমাসী হয়। অর্থাৎ এই মাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থি করেন। বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা নক্ষত্র, এই জন্য বৈশাখ মাসের অপ নাম রাধমাস। "বৈশাখে মাধবো রাধঃ" ইতি অমরঃ। এইরূপ বৃষরাশিস্থ গো মাস জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী বিশিষ্ট বলিয়া জ্যৈষ্ঠ নাম পাইয়াছে। মিথু রাশিস্থ ভাস্করে আষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আষাঢ় মাস; কর্কট রাশিস্থ ভাস্করে শ্রব নক্ষত্র হইতে শ্রাবণ মাস; সিংহ রাশিস্থ ভাস্করে ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইতে ভাদ্র মাস কন্যা রাশিস্থ ভাস্করে অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আশ্বিন মাস। তুলা রাশিস্থ ভাস্ক

(ক) ধনিষ্ঠ শব্দ মৃদঙ্গ বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। "ধন্ রবে ধনতি মৃদঙ্গঃ" ইতি দুর্গাদাসঃ

ত্তিকা নক্ষত্র হইতে কার্ত্তিক মাস। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে মার্গশীর্ষ মাস। পুষ্যা নক্ষত্র হইতে পৌষ। মঘা নক্ষত্র হইতে মাঘ। ফাল্গুনি নক্ষত্র হইতে ফাল্গুন মাস, এবং চিত্রা নক্ষত্র হইতে চৈত্র মাসের নামকরণ হইয়াছে। রাশি-চক্র পর্য্যবেক্ষণের সাহায্য জন্য ১২ রাশির উদয়াস্ত-গমন-বীথিকা নিম্নে প্রকটিত করিয়া দেওয়া হইল। ২৭ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কিরূপে নির্ণীত হইল, তাহার তথ্যানুসন্ধান আমাদের বিষয়ীভূত নহে; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, নক্ষত্রের ফলাফল দৃষ্টে অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ধ্রুব-বিন্দু (১০) কদম্ব-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ দূরে, (১১) এজন্য অয়নমণ্ডলের এক ধনু বিষুপ-রেখার উত্তরে ও এক ধনু বিষুপ-রেখার দক্ষিণে থাকে। অয়নমণ্ডলের ধনুদ্বয়ের নাম উত্তর ধনু ও দক্ষিণ ধনু। রাশি-চক্রের রেবতী নক্ষত্র হইতে চিত্রা নক্ষত্র পর্য্যন্ত উত্তর ধনু, এবং চিত্রা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ধনু। বিষুপ-রেখার উত্তরস্থ ধনুর মধ্য-বিন্দু—অর্থাৎ সর্ব্ব-উত্তর বিন্দুর নাম উত্তরক্রান্তি বা কর্কটক্রান্তি এবং বিষুপরেখার দক্ষিণস্থ ধনুর মধ্য-বিন্দু—অর্থাৎ সর্ব্বদক্ষিণ বিন্দুকে দক্ষিণক্রান্তি বা মকরক্রান্তি বলে। সূর্য্যদেবের উত্তর ক্রান্তি হইতে দক্ষিণক্রান্তিতে গমনের কালে দক্ষিণ অয়ন। দক্ষিণায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপমণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন, ঐ বিন্দুকে জল-বিষুপসংক্রান্তি বলে, এবং সূর্য্যদেবের দক্ষিণক্রান্তি হইতে পুনরায় উত্তরক্রান্তিতে গমনের কাল উত্তর-অয়ন। উত্তরায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপ-মণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন, সেই বিন্দুকে মহাবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু বলে, এবং মহাবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দুকে ও জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুকে সমরাত্রি-বিন্দু বলে; কারণ সূর্য্যদেব ঐ বিন্দুদ্বয় সংক্রমণ কালে দিবারাত্রি সমান হয়। ধ্রুব-বিন্দু ২১০০০ বৎসরে মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে; সুতরাং ধ্রুব বিন্দু ৭৫ বৎসরে এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়, এই জন্য সেই সঙ্গে উত্তর-ক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণ-ক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু এবং জলবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু ৭৫ বৎসরে এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়, উত্তরক্রান্তি বিন্দু ও দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু এবং ধ্রুব-বিন্দু ও পর-ধ্রুব-বিন্দু, এই ৪ বিন্দু যে মণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত ঐ মণ্ডলকে অয়ন-রেখা (১২) বলে, এবং মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু, জলবিষুপ-সংক্রান্তি বিন্দু এবং ধ্রুব বিন্দু ও পর-ধ্রুব বিন্দু যে মণ্ডলে অধিষ্ঠিত, ঐ মণ্ডলকে সমরাত্রি-রেখা (১৩) বলে। ধ্রুব বিন্দুর গতির সহিত ঐ অপর ৫টী বিন্দু গতিশীল। কারণ রাশির সহিত ঋতুর নিত্য সম্বন্ধ নাই। সূর্য্যদেব যে দিন মহাবিষুপ সংক্রান্তি-

(১০) পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে প্রসারিত করিলে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করে; ঐ বিন্দুকে ধ্রুব-বিন্দু বলে।

(১১) ধ্রুবাৎ জিন লবান্তরে। ইতি ভাস্করাচার্য্য।

(১২) Solsticial colure. (১৩) Equinoctial colure.

বিন্দুতে অবস্থিতি করেন, সেই দিন সমরাত্রি-দিন হয়। আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকা ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। কারণ যে সমরাত্রি-দিন-বিন্দু চৈত্রসংক্রান্তি দিনে ছিল, ঐ বিন্দু ২০ অংশ পশ্চিমে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের মধ্যস্থলে স্থানান্তরিত হওয়ায়, ৯।১০ই চৈত্র সম-দিন-রাত্রি হইতেছে; কারণ ঐ সংক্রান্তি-বিন্দু এক অংশ সরিলে সম-দিন-রাত্রি একদিন সময়ান্তরিত হয়। বর্ত্তমান পঞ্জিকা মতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে ঋষি-রেখা অবস্থিত; সুতরাং পঞ্জিকা প্রকটন কালে মহাবিষুপ পদ-বিন্দু ঋষি-রেখা হইতে ৯০ অংশ পশ্চিমে, মীন ও মেষ রাশির মধ্য-বিন্দুতে অবস্থিত ছিল। ঐ বিন্দু হইতে আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকার বৎসর গণনা হয়। কিন্তু যৎকালে ঐ ঋষি—রেখা মঘা নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্ত হইতে ৩০ অংশে দূর-পূর্ব্বে ছিল, তৎকালে মহাবিষুপপদ-বিন্দু বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অবশ্যই অবস্থিত ছিল। সুতরাং তৎকালে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু হইতে বৎসর গণনা করিলে, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বৎসর গণনা করিতে হইত।

সূর্য্যদেব ঋষিরেখাস্থিত উত্তরক্রান্তিতে (১৪) উপনীত হইলে, বর্ষা আরম্ভ হয়। আদি কালে ঐ উত্তরক্রান্তি হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসর শব্দের ঋতু ঘটিত আদি নাম অব্দ (১৫) বা বর্ষ। পরে শরৎ ঋতু হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসরের নাম শরৎ হইয়াছিল। শীতঋতু হইতেও বৎসর গণনা হইত (১৬) কিন্তু এক্ষণে শীতঋতু-বাচক কোন শব্দের বৎসর অর্থে ব্যবহার নাই। চৈত্রাদি বৎসরও গণনা হইত। (১৭) এক্ষণে বৈশাখ-আদি গণনা হইতেছে। মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্র-হায়ন।

"বৎসরঃ শরদা বর্ষঃ বরিষং সম্বৎ ইতি অপি" ইতি শব্দ রত্নাবলি। "সম্বৎসরঃ বৎসরঃ অব্দঃ হায়নঃ অস্ত্রী শরৎ সমাঃ" ইতি অমর। সুতরাং রাশিচক্রের উত্তরক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু ও জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু, এই ৪ বিন্দুর যে কোন বিন্দু হইতে বৎসর গণনা হইতে পারে ও গণনা হইয়াছে। বরাহমিহির-মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঋষি-রেখা মঘা নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত ছিল। (১৮) হিন্দু-রাশিচক্র মতে মঘার ক্ষেপ (১৯) ১২০ অংশ; সুতরাং তৎকালে মঘা নক্ষত্র হইতে মহাবিষুপ সংক্রান্তি ৯০ অংশ পশ্চিমে বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অধিষ্ঠিত ছিল।

(১৪) Tropic of cancer. (১৫) অপ—দ। (১৬) শুতং হিমাঃ ঋক্ ১।৩৪।১৪।

(১৭) বেদ লিখিত মাস চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত। মাধী-মাধব-শুক্র-শুচি ইত্যাদি এবং "ফাল্গুনে বৎসরান্তরঃ" ইতি রাজনির্ঘণ্ট হইতে দেখা যায় যে, বৎসর চৈত্র হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাসে শেষ হইত।

(১৮) Mr. Brennand's Hindu Astronomy, page 117. (১৯) Longitude

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে নক্ষত্র-স্থিতি।

নক্ষত্র নাম	ক্ষেপ Longitude			বিক্ষেপ Latitude		উঃ দঃ	যোগতারা।
	রাশি	অংশ	কলা	অংশ	কলা		
অশ্বিনী (শুভ্রবর্ণ)	০	৮	০	১০		উঃ	উত্তরস্থ।
ভরণী	০	২০	০	১২		"	দক্ষিণস্থ।
কৃত্তিকা (পাটল)	১	৭	৩০	৫		"	"
রোহিণী (রক্তবর্ণ)	১	১৯	৩০	৫		দঃ	পূর্ব্বস্থ।
মৃগশিরা	২	৩	০	১০		দঃ	উত্তরস্থ।
আর্দ্রা (রক্তবর্ণ)	২	৭	২০	৯		"	বৃহত্তম।
পুনর্ব্বসু	৩	৩	০	৬		উঃ	মধ্যস্থ।
পুষ্যা	৩	১৬	০	০		"	মধ্যস্থ।
অশ্লেষা	৩	১৯	০	৭		দঃ	পূর্ব্বস্থ।
মঘা (পাণ্ডুবর্ণ)	৪	৯	০	০		উঃ	দক্ষিণস্থ।
পূঃ ফাঃ (ঐ)	৪	২৪	০	১২		"	উত্তরস্থ।
উঃ ফাঃ (ঐ)	৫	৫	০	১৩		"	"
হস্তা	৫	২০	০	১১		দঃ	বায়ুকোণের পশ্চিমস্থ।
চিত্রা	৬	০	০	২		"	বৃহত্তম।
স্বাতী (কুঙ্কুমবর্ণ)	৬	১৯	০	৩৭		উঃ	"
বিশাখা	৭	৩	০	১	৩০	দঃ	উত্তরস্থ।
অনুরাধা	৭	১৪	০	৩		"	মধ্যস্থ।
জ্যেষ্ঠা	৭	১৯	০	৪		"	মধ্যস্থ।
মূলা	৮	১	০	৯		"	মধ্যস্থ।
পূঃ আঃ	৮	১৪	০	৫	৩০	"	উত্তরস্থ।
উঃ আঃ	৮	২০	০	৫		"	"
অভিজিৎ (নীলবর্ণ)	৮	২৬	৪০	৬০		উঃ	বৃহত্তম।
শ্রবণা	৯	১০	০	৩০		উঃ	মধ্যস্থ।
ধনিষ্ঠা (স্বর্ণবর্ণ)	৯	২০	০	৩৬		"	পশ্চিমস্থ।
শতভিষা	১০	২০	০	০	৩০	দঃ	বৃহত্তম।
পূঃ ভাঃ	১০	২৬	০	২৪		উঃ	উত্তরস্থ।
উঃ ভাঃ	১১	৩	০	২৬		"	"
রেবতী	১১	২৯	৫	০	০	"	দক্ষিণস্থ।

দ্বাদশ রাশির উদয়-অস্ত-গমন-বীথিকা।

১লা বৈশাখ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
৩০ ১

নিশীথ ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
৩০ ১

ঊষা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
৩০ ১

১লা জ্যৈষ্ঠ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
৩০ ১

নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
৩০ ১

ঊষা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
৩০ ১

১লা আষাঢ়।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
৩১ ১

নিশীথ কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
৩০ ১

ঊষা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
৩০ ১

১লা শ্রাবণ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
৩০ ১

নিশীথ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
৩০ ১

ঊষা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
৩০

১লা ভাদ্র।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
৩০ ১

নিশীথ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
৩০ ১

ঊষা কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
৩০ ১

১লা আশ্বিন।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
৩০ ১

নিশীথ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
৩০ ১

ঊষা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
৩০ ১

১লা কার্ত্তিক।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
৩০ ১

নিশীথ মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
৩০ ১

ঊষা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
৩০ ১

১লা অগ্রহায়ণ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
৩০ ১

নিশীথ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
৩০ ১

ঊষা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
৩০ ১

১লা পৌষ।

উদয়স্থাহ থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
৩০ ১
নিশীথ সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ ম'ন
৩০ ১
ঊষা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
৩০ ১

১লা মাঘ।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
৩০ ১
নশীথ কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
৩০
ঊষা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
৩০ ৫

১লা ফাল্গুন।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
৩০ ১
নিশীথ তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
৩০ ১
ঊষা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
৩০ ১

১লা চৈত্র।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
৩০ ১
নিশীথ বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
৩০ ১
ঊষা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
৩০ ১

বৈশাখার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
১৫ ১৬
নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১৬
ঊষা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
১৫ ১৬

জ্যৈষ্ঠার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
১৫ ১৬
নিশীথ কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১৬
ঊষা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
১৫ ১৬

আষাঢ়ার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
১৫ ১৬
নিশীথ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
১৫ ১৬
ঊষা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
১৫ ১৬

শ্রাবণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান
সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
১৫ ১৬
নিশীথ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
১৫ ১৬
ঊষা কর্কট সিংহ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
১৫ ১৬

ভাদ্রার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১

নিশীথ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
১৫ ১৬

উষা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
১৫ ১৬

আশ্বিনার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
১৫ ১৬

নিশীথ মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
১৫ ১৬

উষা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
১৫ ১৬

কার্ত্তিকার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
১৫ ১৬

নিশীথ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
১৫ ১৬

উষা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
১৫ ১৬

অগ্রহায়ণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
১৫ ১৬

নিশীথ সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
১৫ ১৬

উষা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
১৫ ১৬

পৌষার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
১৫ ১৬

নিশীথ কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
১৫ ১৬

উষা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
১৫ ১৬

মাঘার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
১৫ ১৬

নিশীথ তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
১৫ ১৬

উষা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
১৫ ১৬

ফাল্গুণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
১৫ ১৬

নিশীথ বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃ
১৫ ১৬

উষা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১৬

চৈত্রার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
১৫ ১৬

নিশীথ ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
১৫ ১৬

উষা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
১৫ ১৬

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চদশী-সমালোচনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

১। বিষয়শূন্য এক মাত্র অনন্ত সত্য জ্ঞানই সৎ ব্রহ্ম, উহাই সাক্ষী চৈতন্য।

২। পঞ্চভূত বা ভৌতিক জগৎ অসৎ, প্রকৃত পক্ষে ছিল না, নাই, থাকিবেও না (অস্তিত্বহীন), যেহেতু উহা মায়ার কল্পনাপ্রসূত মাত্র। ঐ কল্পনাশক্তিই মায়া এবং কল্পিত বিষয়ই ভূত বা ভৌতিক জগৎ।

৩। মায়া-কল্পিত পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জগৎ ভ্রান্ত জ্ঞান বা ভ্রান্ত জীব-চৈতন্যের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভ্রান্ত জ্ঞান দূরীভূত হইলে, মায়িক জগৎ স্বপ্ন বা মরীচিকার ন্যায় অন্তর্হিত হয় এবং ভ্রান্তজ্ঞান অনন্ত সদ্রূপে বা সত্য জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়; উহাই সত্য।

৪। জীবের মন-বুদ্ধি মায়া-প্রসূত, ঐ মন-বুদ্ধিতে ভ্রান্ত জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। মন-বুদ্ধির ক্রিয়া রহিত হইলে, জীবচৈতন্যের নিকট জাগতিক ক্রিয়া অনুভূত হয় না। এক্ষণে ১ম প্রশ্ন এই যে, জীব কে ? এবং মন-বুদ্ধির বিকাশ কি শক্তির দ্বারা হয় ? ২য় প্রশ্ন, সাক্ষীচৈতন্য যখন নির্ব্বিকার, তখন কল্পনাশক্তির কর্ত্তা কে ? কল্পিত বিষয় (অর্থাৎ জগৎ) সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ বিষয়ের কার্য্য-কারণের নিয়ামক কে ? উত্তর—চৈতন্য অবলম্বনে মায়ার (অর্থাৎ জগৎ-কল্পনাশক্তির) বিকাশ হয়। ঐ কল্পনাশক্তিতে চৈতন্যের আভাস প্রতিভাত হওয়ায়, ঐ চিদাভাসে মায়া-শক্তি চেতনবৎ হইয়া মহতত্ত্বে অর্থাৎ সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হয়। ঐ শক্তিস্থ চিদাভাসই শক্তির নিয়ামক বা চৈতন্য-প্রতিভাসিতা শক্তি চৈতন্যের আভাসে জগৎরূপ ক্রিয়ার কর্ত্রী এবং নিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি রূপে বিবর্ত্তিতা হন। প্রকৃতপক্ষে ঐ চিদাভাস হইতে শক্তি বা শক্তি হইতে চিদাভাস বা আভাস-চৈতন্য পৃথক্ নহে; পৃথক্ হইলে, শক্তি নিষ্ক্রিয় এবং শক্তিস্থ আভাস-চৈতন্য মূল পরব্রহ্মে বা ব্রহ্ম-চৈতন্যে মিলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতেছে যে, যেমন অগ্নিস্থ লৌহপিণ্ড উত্তপ্ত এবং স্বয়ং অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হইয়া অন্য বস্তু দগ্ধ করিতে শক্ত হয়, কিন্তু ঐ পিণ্ডস্থ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তি বা উষ্ণত্ব ক্রমে অন্তর্হিত হয়; ঐ লৌহপিণ্ডের উষ্ণত্ব বা পিণ্ডস্থ অগ্নি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত তেজে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়; সেইরূপ চিদাভাস অন্তর্হিত হইলে, শক্তিও নিষ্ক্রিয়া হয়; ঐ শক্তিস্থ চৈতন্য অনন্ত চৈতন্যে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়। যেমন পৃথিব্যাদি গ্রহ-সৃষ্টির সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম তেজ সূর্য্যে ঘনীভূত হওয়ায়, সূর্য্য বা সৌরবিম্ব প্রকাশিত হয়, ঐ সূর্য্যের তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিব্যাদি গ্রহ উৎপন্ন হয় এবং জ্যোতি হইতে পৃথিবী ও গ্রহাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিৎ-জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া শক্তিস্থ

হইলে, অব্যক্ত মায়াশক্তি ব্যক্ত হন; ঐ মায়াশক্তির কল্পনায় জগৎ সৃষ্ট এবং শক্তি চিদাভাসে বা চৈতন্যের জ্যোতিতে জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন জ্ঞানের আভাসে তোমা চিন্তা বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হইলে, তুমি পৃথিবীর একখানি মানচিত্র কল্পনার মানস ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে পার; ঐরূপ মানচিত্র অঙ্কিত হইলে, তোমার জ্ঞান-চক্ষে অর্থাৎ জ্ঞান-জ্যোতিতে বা বুদ্ধিতে তাহার দোষ-গুণ প্রতিভাত হয়, এবং ঐ মানচিত্র যথায় যেরূপ হইলে সুন্দর এবং সুদৃশ্য হয়, তদ্রূপ কল্পনা-ক্ষেত্রে তাহার সুব্যবস্থ করিতে পার, সেইরূপ চৈতন্যের জ্যোতি বা চিদাভাসে মায়া-শক্তি বিকাশিত—অর্থা মহত্তত্ত্বে পরিণত হইলে, কল্পনার মহা মানস-ক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হয়, এবং ঐ মহা মানস-ক্ষেত্রে জগৎ প্রকটিত হইলে, সম্বিম্বিত চিৎ-জ্যোতিতে অর্থা জ্ঞানালোকে তাহা প্রকাশিত, নিয়মিত ও সুব্যবস্থিত হয়। শক্তিস্থ চিদাভাস বা চিদ বিম্বকে বেদান্তদর্শনে ঈশ্বর এবং ঐ চিদাভাসিতা-শক্তিকেই পরাশক্তি বা ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। বিম্ব অর্থে আকার, কিন্তু শক্তিস্থ চিদাভাসের আকার কি প্রকারে সম্ভবে? শক্তি দৃশ্য পদার্থ নহে বটে, তবে চৈতন্যাভাসে চেতনবৎ হইয় সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হইলে, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বে চিদাভাস বা চৈতন্যও সমষ্টি-জ্ঞানাকারে বিম্বিত হয়েন; ঐ সমষ্টি জ্ঞানাকারের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা-ক্ষেত্রে ভাসমা হয়। ঐ চৈতন্যাভাসিত-সমষ্টিবুদ্ধি বা বিরাট মন জগতের কারণ-শরীর এবং কো কোটি ব্রহ্মাণ্ডই কার্য্য-শরীর। ঐ শক্তিস্থ চিদ্বিম্বই ভক্তের চিদ্‌ঘন ভগবান এবং চিদ ভাসিতা শক্তিই মহামায়া আদ্যাশক্তি; এ উভয়ই সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি যেমন তোমার কোন বিষয়-কার্য্যেতে জ্ঞানের আভাস আছে, এবং জ্ঞানেতে বিষয় কার্য্যের আভাস আছে, কার্য্যের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত ক্রিয়া-শক্তি বিজড়িত, সেইরূপ মায়াশক্তি এবং ঐ শক্তিস্থ চিদাভাস পৃথক্ নহে।

যেমন জগতে সর্ব্ব স্থানে গুহ্য তেজ বা অব্যক্ত অগ্নির অস্তিত্ব আছে; জগৎ তেজশূন্য স্থান নাই, কিন্তু বস্তু-বিশেষের সংযোগ ব্যতীত তেজের বিকাশ হয় ন (যথা যদি জগতে সূর্য্যের অস্তিত্ব একেবারে না থাকে, তবে জ্যোতি ও তাহ বাহ্য বিকাশ থাকে না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও জগতে তেজের অস্তিত্ব একেবা বিলুপ্ত হয় না) সেইরূপ জগৎ-প্রসূতি ক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে, (অর্থাৎ চৈতন শক্তির বিকাশ না হইলে) বাহ্যজ্ঞান-শক্তিও অবিকাশিত হয়, কিন্তু মূল চৈতনে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; ঐ মূল সাক্ষী-চৈতন্য বা ব্রহ্ম-চৈতন্য কেবল অস্তিত্ব মা পর্য্যবসিত ও অব্যক্ত হয়েন। তড়িৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন; কিন্তু যেমন তড়িৎ-পরিচালক ব্যতীত তড়িতের বিকাশ হয় সেইরূপ ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত চৈতন্য বা জ্ঞানের বাহ্য বিকাশ হয়না। যেমন এব তেজ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিভাসিত হইলে, সেই সেই বস্তুর গুণানুসারে ঐ তে

জ্যোতি ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিকাশিত হয়; যথা মেঘে তড়িৎ, জলে বাড়বানল, নে দাবানল, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, কাষ্ঠে অগ্নি; কাচ, প্রস্তর, মুক্তা, ধাতু প্রভৃতিতে কবল জ্যোতি ইত্যাদি নানা আকারে তেজ বিকৃত ও বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্ব-রজাদি-আশ্রিত এবং মিশ্র গুণে প্রতিভাসিত হইয়া, সেই সেই গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বে বা ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। সৌরজগতে সূর্য্য যেমন সমষ্টি-তেজের প্রতিনিধি বা তেজোধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ মায়া বিম্বিত চৈতন্য-ঘনই ভক্তের ভগবান বা মায়িক জগতের ঈশ্বর। যেমন সূর্য্য-বিম্বিত তেজাভাস বা জ্যোতি বিশেষ বিশেষ বস্তুতে প্রতিভাত হইয়া তদাকারে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ সৌর কিরণ দ্বারা বস্তুর রূপ বা আকার প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় মায়াশক্তিস্থ চিদাভাস কর্ত্তৃক বিশ্ব প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ যেমন একই সূর্য্য-কিরণ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া প্রস্তরাকার, বৃক্ষে প্রতিভাত হইয়া বৃক্ষাকার, জলে প্রতিভাত হইয়া জলাকার ধারণ করে, সেইরূপ চিদাভাসিতা একই মায়া কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবাদি অসংখ্য জীব এবং গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পার্থিব নানা প্রকার জড় রূপে জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়। ভৌতিক জগতে যেমন আকাশ অবলম্বনে বায়ু (গতি), বায়ু হইতে তেজ (উষ্ণতা), তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ পঞ্চভূত-সংমিশ্রণে গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিব্যাদি স্থূল জড় পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম-জগতে সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি বিকাশিত এবং ঐ মায়াশক্তির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ চৈতন্যের আভাসে চিৎশক্তি বা চিন্ময়ী মহৎ বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ সত্ত্বময় মহৎক্ষেত্রে রজোগুণের বিকাশ হওয়ায় সৃষ্টি-কল্পনা আরব্ধ হয়। ঐ কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, রূপ, রস এবং গন্ধ-তন্মাত্রে বিবর্ত্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত মহৎক্ষেত্রে ঐ কল্পনা পঞ্চ-তন্মাত্রে বিবর্ত্তিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়; ঐ কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই জীবের নিকট সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সমগ্র মন বিষয় বিশেষে একাগ্র না হইলে, তাহাতে সমাধি লাভ বা সেই বিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় না; যদি তাহাই হয়, তবে সমগ্র চিন্ময়ী মহাশক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কি জড়তত্ত্বে অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রে বিবর্ত্তিতা এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকটিতা হয়েন? যদি তাহাই হয়, তবে জগতের নিয়ামক বা নিয়ামিকা-শক্তির অস্তিত্ব কোথায়? জড়তত্ত্ব কখনও জড়-ও জীব-জগতের নিয়ামক হইতে পারে না। সমগ্র চিন্ময়ী মায়া বা সত্ত্বময়ী মহাশক্তি জগৎ কল্পনা করিয়া, পঞ্চতন্মাত্রে বা পঞ্চভূতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে, কে ঐ পঞ্চভূতের নিয়ামক স্বরূপে সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক বিচিত্র জড় ও জীব-জগতের যথায় যেরূপ সামঞ্জস্য আবশ্যক, তথায় সেইরূপ কার্য্য করে? এবং কেইবা মায়িক জগতের জীবরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, ঐ কল্পিত জগৎ সত্যের ন্যায় অনুভব করিয়া, সুখ-দুঃখাদি

ভোগ এবং মায়িক জগতে ক্রিয়া করে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা উপরোক্ত ৪৮ হইতে ৫৩ শ্লোকে এবং তৎপরে ৫৪ শ্লোক হইতে ৯০ শ্লোকে আছে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা এই ভূতবিবেকের পর পঞ্চকোষ-বিবেকে বিশদরূপে আছে, তাহার সমালোচনা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর এই যে, সমস্ত ব্রহ্ম-চৈতন্য বা ঈশ্বর কিম্বা সত্বময়ী ঐশ্বরী শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রে বা পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হন না। সৎব্রহ্ম সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে যে মায়া-শক্তির বিকাশ হয়, সেই মায়া-শক্তি সমগ্র চৈতন্যব্যাপিনী নহে। ব্রহ্মচৈতন্যের নিকট জগৎ কিছুই নহে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মচৈতন্য অবলম্বনে যে মহদ্‌বুদ্ধির বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ বুদ্ধি বা ঐ কল্পনাশক্তি সমস্ত চৈতন্যব্যাপিনী হইতে পারে না। আমি ভ্রান্ত জীব, সঙ্কল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (শুক্তিতে রৌপ্য-ভ্রান্তি বা মরীচিকায় জল-ভ্রান্তির ন্যায় ভ্রান্তবুদ্ধি) আমার সম্বল; তৎসত্বেও যখন আমি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করি, তখন আমাতে কোন বিষয়বুদ্ধি বা কল্পনা থাকে না। ঐ বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তি অবিকাশিত হয়, কিন্তু আমার চৈতন্য স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ থাকেন। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, মায়া বা মহৎ কল্পনাশক্তি সমগ্র-চৈতন্য-ব্যাপিনী নহে। আবার চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি (পরাশক্তি) বা সত্বময় সমষ্টি-বুদ্ধি-তত্ব জড়জগতে পরিণত হয় না। ঐ চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি অবলম্বনে যে কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রে বিবর্ত্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, সেই জগৎ-কল্পনা ব্যতীত সমষ্টি চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি জড়ত্বে পরিণত হয় না। আমি যে পঞ্চদশী ব্যাখ্যা করিতেছি, আমার সমগ্র জ্ঞান-শক্তি বা বুদ্ধি এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যায় কখনই নিবদ্ধ নহে; অন্য শত শত বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। আমি ভ্রান্ত জীব, আমার মন-বুদ্ধি যদি এই পঞ্চদশী-ব্যাখ্যায় তন্ময় হয়, তবে ঠিক সেই তন্ময়ত্বকালে অন্য কোন বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়না বটে, কিন্তু এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যা হইতে মন অপসৃত হইলে, অন্যান্য বিষয়জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মহৎক্ষেত্রে সৃষ্টিকল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময় হইলে, তৎকালে সমষ্টি-চিন্ময়ী শক্তি বা বিশুদ্ধসত্বময়ী সমষ্টি-জ্ঞান-শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত—অর্থাৎ জড়জগতে বিবর্ত্তিত হয় কি? উত্তর—না, মায়াশক্তিস্থ চিদাভাস সত্বগুণাক্রান্ত হইলেও আবরণশূন্য; যেহেতু বিশুদ্ধ সত্বগুণ সম্পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব।* সেই পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব সত্বময়ী চিৎশক্তি অবলম্বনে যে জগৎ-কল্পনা ভাসমান হয়, কেবল সেই জগৎকল্পনা-শক্তির সত্তা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কল্পিত

* ঐ প্রকাশস্বভাবের পার্থিব দৃষ্টান্ত এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে, যথা বিলাতী উৎকৃষ্ট কাচনির্ম্মিত পরকলা বা চিম্‌নি আলোকোপরি আবরক হইলেও, ঐ চিম্‌নির স্বচ্ছতায় আলোক পরিস্কারই হয়, তদ্রূপ সত্বগুণে চিদাভাস সমধিক প্রকাশিত হয়।

বিষয়ে তমঃসম্বপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচৈতন্য আদৌ বিকৃত হন না, কিম্বা সমষ্টি-শক্তি-বিম্বিত ঈশ্বরও বিকৃত হন না; অথবা সত্বস্থ সমষ্টি-চিদাভাস, যাহা মহৎক্ষেত্রে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্ম মহাবুদ্ধি, সঙ্কল্পাত্মক সূক্ষ্ম মহামানসতত্ত্ব বা ক্রিয়াত্মক সূক্ষ্ম মহাপ্রাণ প্রতিভাসিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে জগৎ প্রকাশ করেন, তিনি বদ্ধ বা বিকৃত হন না। কেবল ঐ মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার সত্তা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পঞ্চভূতে বা ভৌতিক বৈচিত্র্যময় জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, সেই বৈচিত্র্যময় জড়তত্বস্থ শুদ্ধ চৈতন্যের জড়-সংস্পৃষ্ট ব্যষ্টি-মলিনাভাস—অর্থাৎ আভাস-চৈতন্য (বা ব্যষ্টি-জীবচৈতন্য) বদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অবশ্যই মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার ভাব পঞ্চভূতে বা ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তাহাতেও আভাসচৈতন্য গূঢ় থাকে। কারণে যাহা আছে, কার্য্যে তাহার আভাস নিশ্চয়ই আছে। এই জন্য ৪৮।৪৯।৫০ শ্লোকে চৈতন্য সম্পূর্ণ বদ্ধ নহে, ত্রিপাদ-মুক্ত (অর্থাৎ সাক্ষীচৈতন্য ঈশ্বর ও হিরণ্য-গর্ভমুক্ত) একপাদ বিশ্ব-বদ্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে, এবং তাহার দৃষ্টান্ত—অর্থাৎ সমগ্র মৃত্তিকার ঘট-শরাব-জনন-শক্তি নাই, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকার ঘটাদি-জনন-শক্তি আছে, প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে ৫২ শ্লোকে নিরংশ ব্রহ্মচৈতন্যে অংশ বা পাদ কল্পনা হইতে পারেনা, কেবল অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রান্তবুদ্ধি শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্য পাদ বা অংশ কল্পনা করা হইয়াছে, প্রকাশ আছে। বস্তুতই ঐরূপ অংশ বা পাদ শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝান অতীব কঠিন। এই জন্য তৎপরবর্ত্তী ৫৩ শ্লোকে প্রকৃত তাৎপর্য্যের কথঞ্চিৎ আভাস প্রকাশের নিমিত্ত পুনঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা কোন ভিত্তির বা স্তম্ভের উপরিভাগ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিলে, ঐ রঞ্জিত চিত্র, ভিত্তি বা স্তম্ভের উপরিভাগে ভাসমান হয় ব্যতীত ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের অভ্যন্তরে ঐ রঞ্জিত চিত্র প্রবিষ্ট হয় না, বা সমগ্র ভিত্তি বা স্তম্ভ রঞ্জিত ও বিকৃত হয়না; ঐ রঞ্জিত চিত্র ধৌত করিয়া ফেলিলে, স্তম্ভ বা ভিত্তির উপরিভাগেও ঐ রঞ্জিত চিত্র থাকেনা। বস্তুতঃ ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের ইষ্টক রঞ্জিত বা চিত্রিত হয়না বা ইষ্টক-গ্রথিত স্তম্ভ বা ভিত্তিও সম্পূর্ণ রঞ্জিত নহে, ঐ রঞ্জিত চিত্র স্তম্ভোপরি ভাসমান হয় মাত্র। এখন এই দৃষ্টান্তের সহিত আমার উপরোক্ত সমালোচনা পাঠকগণ মিল করিয়া দেখিলে, মায়াশক্তি এবং মায়িক জগতের আভাস কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন; তদ্ভিন্ন উহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত জগতে নাই ও ভাষায়ও অবর্ণনীয়। বাহ্য জগতে জীব-চৈতন্য এবং জীবের মানস-কল্পনার সহিত ব্রহ্মচৈতন্য বা মায়ার সৃষ্টি-কল্পনার সর্ব্বাবয়বে সাদৃশ্য নাই, তদ্ধেতু বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পাঠকবর্গকে বুঝান কঠিন; যেহেতু মায়ার সৃষ্টিকল্পনা—যাহা বিশুদ্ধ সত্ব-বিম্বিত ঈশ্বর-চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহাই তমোগুণাক্রান্ত ও তমঃসত্ব-প্রাপ্ত হইয়া, যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল দৃশ্য জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়; তদ্দ্বারা সাক্ষী ব্রহ্ম-চৈতন্য বিকৃত হন না বা সত্ব-বিম্বিত সমষ্টি-চিদাভাস (অর্থাৎ ঈশ্বর-চৈতন্য)

জড়ত্বে পরিণত হন না। জীবের মানস-কল্পনা ব্রহ্মশক্তি মায়ার সৃষ্টি-কল্পনার ন্যায় নহে বা তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইতে পারেনা; যেহেতু জীবের ঐ মানস-কল্পনা বুদ্ধি-প্রতি-বিম্বিত জীব-চৈতন্যে ভাসমান হয়, এবং কল্পনা মানস-ক্ষেত্র হইতে বাহ্য জগতে নানাপ্রকার কার্য্যে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ মানস-কল্পনা সাক্ষাৎভাবে জড়ত্বে পরিণত কি বাহ্য জগতে স্থূল পদার্থে (ইন্দ্রজালের ন্যায়) বিবর্ত্তিত হওয়া দৃষ্ট হয় না; তবে কল্পিত বিষয়ে জীবের মন-বুদ্ধি বিকৃত হয়। * যদিও বুদ্ধি ঐ কল্পিত বিষয়ের দোষ-গুণ নির্ব্বাচন এবং তাহা সুনিয়মে সংস্থাপন করিতে শক্ত হয় বটে, তথাচ মন যখন কল্পিত বিষয়ে একাগ্র বা তন্ময় হয়, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য-ঘনের সহিত সেই বিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সৃষ্টি-কল্পনা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইলেও ব্রহ্ম-চৈতন্য-বিম্বিতা ঐশ্বরী শক্তি জড়ত্বে তন্ময় হন না। তাহার কারণ পঞ্চ-কোষ ও জীব-চৈতন্য ব্যাখ্যা কালে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে জীবচৈতন্যের উপরে ভ্রান্ত জগৎ ভাসমান হইলেও, সমষ্টি-ব্রহ্মচৈতন্য বিকৃত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত (অর্থাৎ জড়ত্বে পরিণত) হন না। চৈতন্যের যে এক পাদ জড়-সংসৃষ্ট হয়, তাহাই যে জীব-চৈতন্য, তাহা ঐ পঞ্চকোষ ব্যাখ্যা কালে বিশদভাবে দর্শান যাইবেক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য।

(সোঽহংতত্ত্ব।)

ভগবদিচ্ছায় ভব-সংসারে মানবের বিবিধ সম্বন্ধ-সংস্কার স্থাপিত হইয়াছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, প্রভু ইত্যাদি বহুবিধ সম্বন্ধে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, সখ্য প্রভৃতি বহুবিধ রসের আদান-প্রদান চলিতেছে। এতদতিরিক্ত কোন অপূর্ব্ব সম্বন্ধ-রসাস্বাদ মানবের অনভ্যস্ত ও অসংস্কার-সিদ্ধ। ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধজনিত যে সর্ব্বরসোত্তমোত্তম রস, তাহাও ঐ সমস্ত সাংসারিক সম্বন্ধ-রস হইতে সংপূর্ণ ভিন্ন-জাতীয় নহে। উহা সাধকের পক্ষে রুচি বা অধিকারভেদে উহারই অন্যতম রসের চরমোৎকর্ষ স্বরূপ। সম্বন্ধাশ্রিত রসের শ্রেণী-ভেদ অনুসারে ভাবের ভেদ যেরূপই হউক না কেন, ফলিতার্থে সমস্তই "পরানুরক্তিরীশ্বরে"।

ঈশ্বরে শাক্তের মাতৃভাব, শৈবের পিতৃভাব, বৈষ্ণবের পতি, পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি (অধিকারভেদে) বহুভাব, সৌর ও গাণপত্যের প্রভুভাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত

* এই মন-বুদ্ধি বিকৃত হইলে, অন্তর্জ্জগতে মনের চিন্তা বা কল্পনা হইতে ভাবী শরীরতত্ত্ব প্রস্তুত হয়, ঐ তত্ত্ব হইতে পরজন্মে যে মস্তিষ্ক প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রমে ব্যাখ্যাত হইবে।

আছে। আর্য্য-ধর্ম্মের পরবর্ত্তী ধর্ম্মনিচয়েও ঈশ্বরের প্রতি ঐরূপ সম্বন্ধভাবাশ্রয় স্বীকৃত হইয়াছে; যথা বৌদ্ধের গুরুভাব, খ্রীষ্টানের প্রভু-পিতৃ-ভাব, মুসলমানের প্রভুভাব ইত্যাদি। মুসলমান-ধর্ম্মের স্থাপয়িতা স্বয়ং হজরৎ মহম্মদের সখ্যভাব-মিশ্রিত দাস্য-ভাবেরই সাধনা ছিল, ইহাই কোরাণে বর্ণিত। এইজন্যই মহম্মদ্‌ "খোদার দোস্ত" "হবিবুল্লা" (হবিব্‌-বন্ধু, উল্লা-আল্লার) আখ্যাতে ইস্‌লাম্‌-জগতে বিখ্যাত; কিন্তু তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ ও পরবর্ত্তী সমগ্র মুসলমান জাতিতে মাত্র প্রভুভাবের উপাসনাই স্থাপিত হইল। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে খোদ যীশুখ্রীষ্টের (যিনি ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া স্পষ্ট প্রসিদ্ধ) পরিষ্কার পিতৃভাবের সাধনা পরিদৃষ্ট হইলেও, তাঁহার আশ্রিত খ্রীষ্টান-জগতে প্রভুভাবই প্রতিষ্ঠিত হইল। পিতৃভাব ও প্রভুভাব পরস্পর বিশেষ নৈকট্যযুক্ত; সুতরাং পিতৃভাবের সূক্ষ্ম বিশেষত্বটুকু যেখানে অনায়ত্ত হয়, সেইখানেই প্রভুভাব-পরিণতি ঘটে। পিতৃভাবে ভয়ের ভাব ও আপাত-সম্ভ্রমের ভাব কম; ভক্তি, আদর ও আব্‌দারের ভাব বেশি; আর প্রভুভাবে ভক্তি-মিশ্রিত ভয় ও আপাত-সম্ভ্রমের ভাব প্রবল। "অনুরক্তি" সকল ভাবেরই প্রাণ। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, সখ্যাদি, সংজ্ঞা-ভেদে এই "অনুরক্তি" পদার্থটিরই প্রকার-ভেদ মাত্র। ইংরাজীতে "Love" শব্দটি প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় এক "ভালবাসা" শব্দই ইহার সাধারণ প্রতিনিধি। যাহাতে প্রাণের টান, তাহাতেই ভালবাসা। এই ভালবাসা বা অনুরক্তি প্রবলতম অবস্থায় উপস্থিত হইলে, উহা যে কোন ভাবাশ্রিতই হউক না কেন, ভগবদুপাসনা-পক্ষে তাহাতেই উদ্দেশ্য-সাধন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, সাধারণ বিচারে প্রভুভাব হইতে পিতৃভাবকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, কেন না প্রভুভাব পিতৃভাবের অন্তর্ভূত। যিনি প্রভু, তিনি পিতৃকল্প হইলেও সম্বন্ধ-রসে প্রভুই বটেন, কিন্তু পিতা সম্বন্ধ-রসানুসারেই পিতাও বটেন, প্রভুও বটেন। তারপর মনে করুন, ত্রেতাযুগের ভক্তচূড়ামণি হনুমান দাস্য-রসের সাধক; শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি প্রভুভাবেই উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অনুরক্তি অন্য সর্ব্বরসের শ্রেষ্ঠতম সাধকগণের তুলনায় কোন অংশেই ন্যূন বলিতে সাহস হয় না। মহামুনি শাণ্ডিল্য ভক্তি-সূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্রেই ভক্তির লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। যদি ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভগবদুপাসনার সর্ব্বার্থসাধিনী শক্তি হয়, তবে হনুমানের রামোপাসনায় তাহার চরম পরকাষ্ঠা জন্মিয়া সমগ্র ত্রেতাযুগ গৌরবান্বিত করিয়াছিল! ফলকথা, রুচ্যধিকার-ভেদে যিনি যে সম্বন্ধ-রসাশ্রয় ধরিয়াই ভগবানকে ভজনা করুন না কেন, তাঁহার তত্তৎ রস-ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ পরানুরক্তিরূপে পরিণত হইলেই কৃতার্থতা (ভগবৎপ্রাপ্তি) লাভ হয়।

ভগবান উপাস্য, ভক্ত উপাসক, ইহাত সকলেই জানে, কিন্তু এই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধটি কিরূপ? সাংসারিক দৃষ্টান্তে পিতা উপাস্য, পুত্র উপাসক; গুরু উপাস্য, শিষ্য উপাসক; এইরূপ পতি-পত্নী, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদি উপাস্য-উপাসকত্বের

একটা সম্বন্ধ-তত্ত্ব আমরা বুঝি। উহা আমাদের হৃদয়স্থ সাংসারিক স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে সহজেই মিলে; কেননা আমরা এই ভব-রঙ্গভূমে মানব-সাজে অভিনয় করিতে আসিয়া ঐ সব সম্বন্ধেই সম্বদ্ধ হইয়া আছি। উপাস্য-সাজে আমি পিতা, পতি, গুরু, প্রভু বা রাজা ইত্যাদি, আবার উপাসক-সাজে আমিই পুত্র, পত্নী, শিষ্য, ভৃত্য, প্রজা ইত্যাদি। সংসারে একাই আমি এই দ্বিবিধ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধাশ্রিত রসাস্বাদ করিতেছি, একাই আমি সংসারের সর্ব্ব-সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিতেছি; কিন্তু সংসারের সার যে ভগবান, তাঁহার সহিত ভক্তের যে পরম সম্বন্ধ, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে সাধারণ মানবের অধিকার নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন মলিন জ্ঞানে সে ভগবানও নহে এবং বিষয়াতপ-বিশুষ্ক বিরস প্রাণে সে ভক্তও নহে, সুতরাং বুঝিবে কিরূপে? তাহার পক্ষে যদি ভগবান হইতে হয়, তবে সংসারের সেই পিতা-গুরু-প্রভু প্রভৃতিই হইতে হয়; আর যদি ভক্ত হইতে হয়, তবে সেই পুত্র-শিষ্য-ভৃত্য প্রভৃতিই হইতে হয়। মায়া-মোহাচ্ছন্ন মর্ত্ত্য-মানব-জীবনে এতদতিরিক্ত উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ-তত্ত্ববোধ সুদূরপরাহত। তাই সাধনারম্ভে ভগবানের সঙ্গেও ঐ সমস্ত সহজ সংসার-সংস্কার-সাপেক্ষ সম্বন্ধ পাতাইবারই ব্যবস্থা। কিন্তু এই সম্বন্ধের অতীতাবস্থায় ভগবানের সহিত ভক্তের যে নিত্য-নিরপেক্ষ স্বরূপ-সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহাই ভক্ত-ভগবানের প্রকৃত সম্বন্ধ, এবং তাহাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচ্য। আলোচনা ভিন্ন সিদ্ধান্ত-প্রতীতির আশা আমাদের অধিকারে অসম্ভব।

আমাদের আর্য্য-শাস্ত্র এই সম্বন্ধ-নির্ণয়-সমস্যার এক অপূর্ব্ব রহস্যময় সিদ্ধান্ত শুনাইতেছেন। শাস্ত্র বলেন, ভক্তও তুমি, ভগবানও তুমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই ভক্ত-ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে। মোহান্ধ মানব! এখন তুমি ভক্তও নয়, ভগবানও নয়; ভগবান ও ভক্ত হইতে অনেক দূরে; সুতরাং সে মহা সম্বন্ধের অপূর্ব্ব অমৃত-রস তুমি কিরূপে আস্বাদিবে? তুমি চিরবিরহী, সে মিলনের মধু কত মধুর, তাহা তুমি কি বুঝিবে? বাস্তবিক মিলনেই সে সম্বন্ধের সার্থকতা। ভগবানের সহিত ভক্তের প্রকৃত সম্বন্ধ হয় কখন? উভয়ের মিলন হয় যখন। "যোগ"ইত মিলন, বিয়োগ ও বিচ্ছেদ একই কথা।

এই স্থলে আর একটি বিষয় আলোচ্য। ভগবান ও ভক্তের পূর্ণ মিলনে অদ্বৈততত্ত্ব এবং বিরহেই দ্বৈত-তত্ত্ব স্থূলতঃ প্রতিভাসিত। উপাস্য ও উপাসক, কারক-বাচ্যের প্রত্যয়ার্থ ভেদে এই শব্দদ্বয় গঠিত হওয়ায়, উভয়ের পূর্ণ তাৎপর্য্যে যে অর্থগত ভেদ, তাহাই দ্বৈতভাব, অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধই দ্বৈতভাব; তবে অদ্বৈতভাবে' বা মিলনে সে সম্বন্ধের সার্থকতা কিরূপে সম্ভবে? এই সমস্যার সমাধানও আর্য্য-শাস্ত্রেই সম্পাদিত

বিরহীই উপাসক বা সাধক, মিলিতই "সোঽহং"-সিদ্ধ। বিরহীর প্রিয়-মিলনার্থ পুরুষ

এই সোঽহং- তত্ত্বেই যে উপাস্য-উপাসকরূপ দ্বৈতত্ব একেবারে তিরোহিত হইতেছে, তাহা নহে; সোঽহং-তত্ত্বের স্থূল অদ্বৈতভাবের ক্রোড়ে সূক্ষ্ম দ্বৈতভাব লুক্কায়িত আছে।

সঃ + অহং = সোঽহং, তিনি + আমি = তিনিই আমি; একই কথা। সঃ + অহং বা তিনি + আমি, এইত দ্বৈতবোধ; অর্থাৎ যেন তিনি একজন আর আমি একজন! এইত যোড়; যোড়ইত সম্বন্ধ, যোড় ভাঙ্গিলেই সম্বন্ধচ্ছেদ। অদ্বৈত-সোঽহংতত্ত্বান্তর্গত এই যে দ্বৈত, সেই দ্বৈতজনিত সম্বন্ধই প্রকৃত উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ। অতএব ভক্তও তুমি, ভগবানও তুমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিবে।

উপ—সমীপে, আসনা—বসা; উপাসনার অর্থই ঈশ্বরের কাছে বসা। আহা! অর্থটি এতই ঠিক—এতই মধুর যে—পাষণ্ডেরও প্রাণ-স্পর্শী! উপাসনা—তাঁহার কাছে বসা বা তাঁহাকে কাছে পাওয়াই বটে। তা তাঁহার কাছে বসিলে কি আর উঠা যায়? না উঠিতেই আছে? উপাসক সেই হইয়াছে, যে তাঁহার কাছে বসিয়া গিয়াছে! সোঽহং-তত্ত্ব এই যে—'সঃ'-সমীপে 'অহং' বসিয়াছে। 'অহং' 'সঃ'—উপাসনা করিতেছে! ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এই উপাসনায় উপাস্য-উপাসকে যে সম্বন্ধ, তাহাই স্বরূপতঃ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ। ইহাতে যে দ্বৈত, তাহাতেই এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। যদি তিনাক্ষর সঃ-অহং কমিয়া সন্ধিতে (মিলনে) অ-লোপে দ্ব্যক্ষর সোঽহং—অবশেষে একাক্ষর সঃ মাত্র থাকেন, তবে তিনিই অদ্বৈত—প্রকৃত অদ্বৈত। তিনিই একাক্ষর—অর্থাৎ এক ও অক্ষর—কিনা ক্ষয়রহিত। এই যথার্থ অদ্বৈততত্ত্বই—"অবাঙ্মনসোগোচরঃ", উহাই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—উহাই "যন্মনসা নমনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্" "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা" উহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"—উহাতেই কেবল দ্বৈতভাবাত্মক উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ নাই। উহাই উপাসনাতীত উপনিষৎ-নিহিত নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব।

"সোঽহং" ত স্পষ্ট যোড়া—স্পষ্ট দ্বৈত; উপাসনার পূর্ণপরিণতি, ভক্তি-তত্ত্বের পরম প্রকর্ষ।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

শাস্ত্রোক্ত এই নবধাভক্তি-লক্ষণের নবম বা সর্ব্বশেষ লক্ষণই আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন যাঁহার হইয়াছে, যিনি পরমাত্মায় নিবেদিতাত্ম, তিনিইত সোঽহংতত্ত্বে উপনীত বা পরম পূর্ণভক্ত; তিনিই সমীপে বসিয়াছেন, তিনিই সার্থক উপাসক হইয়াছেন। তাঁহারই উপাস্যের সহিত সম্বন্ধ, কারণ তিনিই উপাস্যে সম্বন্ধ। "বেদান্ত নাস্তিকতা আনে, সোঽহংতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ আনিয়া ভক্তিমার্গ অবরোধ করে বা উপাসনাকাণ্ড পণ্ড করে"; এইরূপ যে একটা শাস্ত্র-সমন্বয়-বিরুদ্ধ ভ্রান্ত মত আজকাল আমাদের সমাজে নূতন দেখা দিয়াছে, ইহা উপাস্য-উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রহস্যটি সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা না করার ফল মাত্র।

অধুনা সোঽহং-তত্ত্বকে একটা মতবাদ বলিয়া ভুল বুঝাতেই উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ বুঝিতে আমরা ভুল করিতেছি। উহা মতবাদ নহে, উহা উপাসনারই পূর্ণ পরিণতির অবস্থা। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ইহাই নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহাই অদ্বৈত-তত্ত্ব—উপাসনার অতীত তত্ত্ব। ঈশ্বর-তত্ত্ব সগুণ ও দ্বৈতত্বে উপাসনার বিষয়ীভূত। ব্রহ্মই বিশ্ব; সুতরাং বিশ্বাংশীভূত হওয়াতে, তুমি, আমি, সকলেই,—এমন কি, একটি কীটাণু বা একটি ধূলি-কণাও ব্রহ্ম। এ সিদ্ধান্ত পরিষ্কার, ইহাতে কোন গোল বা আপত্তি নাই। এই ভাবে একটি বিষ্ঠার কৃমিরও 'সোঽহং' বলিতে অধিকার আছে! কিন্তু উপাস্য সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া 'সোঽহং' বলিতে সর্ব্বশাস্ত্র-প্রকাশক স্বয়ং বেদব্যাসও ইতস্ততঃ করিতে পারেন; তুমি আমি কোন্ ছার! পরন্তু এই সোঽহংতত্ত্বের অপসিদ্ধান্ত-ফলে একজন অল্পাধিকারী উপাসনা-ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইতে পারে সত্য, এবং এই জন্যই উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধের পূর্ণপরিণতি স্বরূপ এই তত্ত্বের রহস্য-ভেদার্থে শাস্ত্র-সাহায্যে আলোচনার প্রয়োজন। এ তত্ত্ব যে উপাসনার বিরোধী নয়, বরং ইহাই উপাসনার চরম ও পরম লক্ষ্য, এবং এই তত্ত্বেই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য নিহিত, এইটি বুঝিতে চেষ্টা করা উপাসনার্থী মাত্রেরই আবশ্যক।

তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব বুঝাইয়াছেন, ভগবানের সঙ্গে জীবের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ জীব সর্ব্বদা প্রতিশ্বাসে "হংসঃ" বা 'সোঽহং' মন্ত্র জপের দ্বারা স্মরণ করিতেছে। শ্বাস গ্রহণে যে শব্দ হয়, তাহা ঠিক "হং" এবং শ্বাস-ত্যাগে যে শব্দ, তাহাই "সঃ"। এই "হংসঃ" মন্ত্রেই বিলোমভাবে 'সঃ+অহং' বা 'সোঽহং' হইতেছে। উপাসক জীব উপাস্য ব্রহ্মের সহিত অহরহঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে আত্মসম্বন্ধ স্মরণ করিতেছে; অথচ মনন অভাবে সে সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতেছে না।

কাছে না বসিলে উপাসনা হইবে না; তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া সুতরাং কৃতার্থ হওয়া যাইবে না। কাছে বসা চাই। হিন্দীভজন ঠিক গাইয়াছেন—"হরিসে লাগি রহোরে ভাই!" গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"নিবসিষ্যসি ময্যেব।" অর্থাৎ আমাতে লাগ—আমাতে থাক। বলিয়াছেন—"মামেকং শরণং ব্রজ।" আমারই আশ্রিত হও—আমারই শরণ লও, ইত্যাদি। উপাসনা দ্বারা তাঁহাতে আশ্রিত হইলেই তাঁহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ পাতান হইল;—তাঁহাতে লাগিতে বা থাকিতে হইল। বসিলে আর উঠিবার যো নাই। সম্বন্ধ হইলেই সম্বন্ধ হইতে হয়। বাহিরের উঠাত উঠা নহে। পূজা-আহ্নিকের আসন ছাড়িয়া উঠিলেই উপাসনা ছাড়া হয় না। বাহিরের বিচ্ছেদে সম্বন্ধ যায় না; বরং ভক্ত উপাসকের পক্ষে হয় "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে"! শত বিষয়-ব্যাপারে পড়িয়া বাহ্যোপাসনা রহিত হইলেও "ধীরো নমুঞ্চতি মুকুন্দ-পদারবিন্দং।" বিষম বিষয়াকর্ষণেও ভক্তের চিত্ত অচ্যুতের চরণ হইতে বিচ্যুত হয় না।

উপাস্যের প্রতি উপাসকের চরম ভক্তির ফল আত্মনিবেদনেই সোঽহংতত্ত্ব-প্রাপ্তি

বা ভগবৎ-প্রাপ্তি। গুরূপদেশ স্বরূপে মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" যাহা, আত্মজ্ঞানরূপে 'সোঽহং'—"শিবোঽহং" তাহাই। গুরু, উপাস্য ব্রহ্মের সহিত উপাসক শিষ্যের সম্বন্ধ বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি"। তৎ+ত্বম্+অসি=তুমি-তাই-হও, অর্থাৎ তুমিই তিনি; শিষ্য সিদ্ধ হইয়াবা সেই সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া বুঝিলেন—'সোঽহং'—তিনিই আমি। উপনিষদুক্ত মহাবাক্য সমূহের দ্বারা যে অদ্বৈতবাদ ঘোষিত হইতেছে, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য সেই সূক্ষ্ম দ্বৈতত্ব (ভাব-ভেদে) তাহারই অন্তর্ভূত। জ্ঞানকাণ্ডীয় মহাবাক্যের সহিত কর্ম্ম-কাণ্ডীয় স্থূল উপাসনার বিরোধ লক্ষিত হইলেও, সমুচ্চাধিকারী সাধকের কর্ম্মাতীত সূক্ষ্ম উপাসনার বিরোধ নাই।

দূরে থাকিয়া কাহারও তত্ত্ব সম্যক্ জানা যায় না, কাছে যাওয়া চাই। কাছে বসাই উপাসনা; অতএব উপাসনা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না, এবং তাঁহাকে জানিলেই আপনাকে জানা হয়! তাঁহাকে জানিলে তিনিই হইতে হয়! আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা। "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মে জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে। ব্রহ্মকে জানা অর্থই ব্রহ্মকে আত্মসাৎ করা। আদর্শ উপাস্যকে আত্মসাৎ করিয়াই উপাসক কৃতার্থ হন। ধ্যান-ধারণার ফল সমাধি—সমাধিই তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্বেই উপাস্য-উপাসকের সমীকরণ (Assimilation)। সমাধি বা তন্ময়ত্বেই উপাস্যের সহিত উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রসাস্বাদ ঘটে। অতএব উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলন-সম্ভূত সম্বন্ধই একত্ব বা অভিন্নত্ব। উহা দ্বৈত হইয়াও অদ্বৈত বা অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত! শাস্ত্র বলেন,——

"অদ্বৈতে ভাবনা নাস্তি দ্বৈতমেব বিনশ্যতি।
দ্বৈতাদ্বৈতাবিভেদেন ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

বাস্তবিক ভাবনাতীত বিধায় শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব উপাসনাতীত, আর নাশশীল বা অসৎ বিধায় শুদ্ধ দ্বৈততত্ত্ব উপাসনার অযোগ্য; অতএব যোগ্য উপাসক যোগিগণ দ্বৈতাদ্বৈত মিলাইয়া ভগবৎসাধনায় সিদ্ধ হন। যেখানে আসিলে দ্বৈত ও অদ্বৈত এক হইয়া যায়, সেইখানে আসিয়াই উত্তমাধিকারী উপাসকগণ উপাস্যের সহিত স্বীয় সম্বন্ধের অপূর্ব্ব রসাস্বাদে সমর্থ হন।

এস্থলে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি পার্থিব সকল উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধে একটা অনুরক্তি—অর্থাৎ "ভালবাসা" আছে, কিন্তু ভগবদুপাসক ভক্তের পক্ষে যাহাকে "ভক্তি" বলা যায়, তাহা আত্ম-নিবেদন-সিদ্ধির পরেও আর থাকে কি? সোঽহংতত্ত্ব-পরিণতিতে সঃ-তত্ত্বের প্রতি অহংতত্ত্বের কোনরূপ অনুরক্তির অনুভূতি থাকে কি? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে,—তাহা থাকে; এবং তাহাই প্রকৃত অনুরক্তি। ভক্তিতত্ত্বের দর্শনকার মহামুনি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে পরমা অনুরক্তিই ভক্তি; তবে ভক্তির চরম লক্ষণ আত্মনিবেদনে যে সেই ভক্তি প্রকৃত পরানুরক্তিই হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

আমাদের ন্যায় অধমাধিকারিরা—ভক্তির সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ যে "শ্রবণং", তাহাতেই বঞ্চিত। ভগবৎপ্রসঙ্গ একটু কাণে শুনিতেও ইচ্ছা হয় না! আমাদের কাছে আত্ম-নিবেদনই কল্পনাতীত—ধারণাতীত তত্ত্ব, সুতরাং সেই আত্মনিবেদনে যে কিরূপ আসক্তি, উপাস্য-উপাসকের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে কিরূপ প্রেমানুরক্তি, তাহা আমাদের সুদূর-কল্পনা-স্বপ্নের আকাশ-কুসুম মাত্র!

'সোঽহং'-'শিবোঽহং'-অবস্থাপন্ন মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত। তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক; তন্নিম্নাধিকারীরাত প্রেমের শিক্ষা-নবিশ মাত্র! দ্বাপরে মহারাস-লীলার সেই আকস্মিক মহা-কৃষ্ণ-বিরহে আত্মহারা ব্রজগোপিকাদের যে (কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ-বোধক) আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ কলিতে ভক্তা-বতার শ্রীগৌরাঙ্গের যে আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইত, পরমাত্মায় নিবেদিতায় সেই সুগূঢ়-সোঽহংতত্ত্বের সাধক নিষ্ক্রিয় সমাহিত যোগীর হৃদয় ব্যতীত—মহাভাবোন্মত্ত নিত্য-অহৈতুকীভক্তি-সুধা-স্নাত ভক্তচূড়ামণির চিত্ত ব্যতীত সে অপূর্ব্ব ও অতুল্য সম্বন্ধের রসানুভূতি বা প্রতীতি আর কোথায় প্রত্যাশা করা যাইবে? তবে সাধারণতঃ আমরা সকলেই একটি স্থূল স্বতঃ-সংস্কার-সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ আভাস এই পাইতে পারি যে, আমরা আপনাকে যেরূপ ভালবাসি, বা আপনি আপনাতে যাদৃশ সম্বন্ধ-বদ্ধ বা আসক্ত থাকি, উৎকৃষ্টায় উৎকৃষ্ট উপাসকের পরমেশ্বরের প্রতি তাদৃশ বা ততোঽধিক আত্মহারা-আসক্তি। অধমাধিকারী আমাদের আত্মপ্রেম সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া; আর উত্তমাধিকারী উপাসকের আত্মপ্রেম সর্ব্বভূতকে আত্মময় বা আপন করিয়া। ফলিতার্থে উপাসকের সহিত উপাস্য ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই সম্বন্ধ।

আমরা পিতা-মাতায় অনুরক্ত, স্ত্রী-পুত্রে অনুরক্ত—ইত্যাদি; কিন্তু এ সবের উপরেও আমরা আত্মসত্তায় পরানুরক্ত, সন্দেহ নাই। অনেককেই ভালবাসি বটে, কিন্তু আত্ম-সর্ব্বস্ব আমরা আপনাকে যেমন ভালবাসি, তাহার তুলনা আর কিছুতে হয় কি? আর হয় কেবল পতিব্রতার পতি-প্রেমে। আমাদের আপনাকে ভালবাসা যেমন পতিব্রতার পতিকে ভালবাসা যেমন, আত্মোৎসর্গকারী উপাসকের ভগবানে তদ্বৎ বা ততোঽধিক। আমাদের আপনার সহিত বা সতীর পতির সহিত যে সম্বন্ধ, যে ভাবানু-বন্ধ, আত্মোৎসর্গকারী প্রকৃত উপাসকের উপাস্য ভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধ—সেই ভাবানুবন্ধ। প্রকৃত উপাসক পরমাত্মস্বরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন, তাহাতে তিনি পরমাত্মার পরমাত্মীয় হন।

ঈশ্বরের প্রতি নিম্নাধিকারীগণের উপাসনা স্বকীয় সহজ জ্ঞান ও সংস্কার-সিদ্ধ পার্থিব সম্বন্ধ-সমূহের কোন না কোন ভাবাশ্রয় করিয়াই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পার্থিব সম্বন্ধের ভাবাশ্রয়ভিন্ন কোন উপাসনাই আদৌ দাঁড়াইতে পারেনা

এই বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের উপাসনাকাণ্ড-গত সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ও মহাম্মদীয় উপাসনারও সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ফলে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভগবদুপাসনা মাত্রেই এই সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় কোন না কোন পার্থিব সম্বন্ধ-সাদৃশ্যে সংস্থাপিত। মাত্র অর্দ্ধশতাব্দাধিক-বয়স্ক আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমপ্রতিষ্ঠাতা রাজা রাম মোহন রায় ব্রহ্মকে "পরম পিতা" প্রভৃতি সম্বোধনে পিতৃভাবেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, পরে কালক্রমে ব্রাহ্ম-বীর কেশববাবু পরমসিদ্ধ শাক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শক্তি-সমীর-স্পর্শে শাক্ত-ভাবে 'মা' বলিয়া কাঁদিলেন; তৎ সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে "প্রাণ-পতি" "প্রিয়সখা" প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় সাধনার সুমধুর সম্বোধনগুলিও ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রহ্মোদ্দেশে উত্থিত হইতে লাগিল। আর্য্যশাস্ত্রে সগুণত্বে উপাস্য সাকার ঈশ্বর ও নির্গুণত্বে মাত্র তত্ত্বজ্ঞানগম্য নিরাকার ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং উপাস্য-স্বরূপে কোন সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়ের হেতু না থাকায় 'ব্রহ্ম' ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছেন। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রের এই বিষয়টি ভাবিলেই বিস্মিত হইতে হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দের ক্লীবলিঙ্গত্বেই ব্রহ্মের নিরাকারত্ব—সুতরাং উপাসনার অবিষয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ নিরাকার-স্বরূপেই ক্লীব ব্রহ্মে সগুণত্ব আরোপণপূর্ব্বক, তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভু, সখা ইত্যাদি সম্বন্ধের ভাবাশ্রয়ীভূত করিয়া কখনও পুং কখনও স্ত্রীলিঙ্গরূপে উপাসনা করিতেছেন। উপাসনায় সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অপরিহার্য্য। ইদানীং সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়েরই সুবিধার জন্য যুগ-যুগান্তর-সিদ্ধ-সংস্কার লব্ধ 'হরি' 'শিব' 'দুর্গা' প্রভৃতি মহামন্ত্ররূপী নামগুলিও ব্রাহ্মগণ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছেন। উপাসক মাত্রেরই উপাস্যে সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তবে কিনা, মানবের সংসার-সংস্কার-সুলভ পার্থিব সম্বন্ধ সমূহের সহজ ভাবাশ্রয় উপাসনার আদি-প্রবর্ত্তক হইলেও, প্রকৃত উপাসনা বা সম্বন্ধ-সিদ্ধি যখন ঘটে, তখন সে সকলগুলির স্থানেই এক অভেদ-সম্বন্ধ সোঽহংতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দৈহিক সত্তা-স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিয়াই অনেক মুনি, ঋষি, জীবন্মুক্ত পুরুষ সোঽহংতত্ত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। আবার ভৌতিক দেহ-সত্তা সহ উপাস্যে আত্ম-বিসর্জ্জন বা অভেদ-সম্মিলনও সেই সোঽহংতত্ত্বোদ্ভূত ফল। প্রভাস-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে শ্রীরাধার তিরোধান, সতীর শিবৈকাঙ্গ-মিলনার্থ দক্ষালয়ে দেহ-ত্যাগ, এ সমস্ত পৌরাণিক বিবরণও দার্শনিক সোঽহংতত্ত্বেরই লীলা-বিলাস। উপাস্যে আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হইলে, উপাসকের স্বতন্ত্র স্বরূপত্ব আর থাকে না। পরম প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর জগন্নাথদেবের (মতান্তরে গোপীনাথ জীউর) অঙ্গে লীন হওয়ার বৃত্তান্তেও ঐ তত্ত্ব দেদীপ্যমান। সামান্য পার্থিব লোক-লীলায়ও দেখা যায়, আত্ম-সমর্পণ-সিদ্ধা সাধ্বী উপাস্য পতির মরণে সহমৃতা বা অনুমৃতা না হইয়া পারেন না। অধুনা সামাজিক 'সতীদাহ' রাজবিধি-বারিত হইলেও যথার্থ সতীর পত্যনুমৃতি বিশ্বরাজ বিধিতে চির অবারিত। তিনি আর থাকিবেন

কি লইয়া? তাঁহার 'অহং' যে সমস্তই "সঃ" সহ চলিয়া গিয়াছে! সতীর উপাসনার সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়ে উপাস্যের সাধারণ ব্যবহারিক সংজ্ঞা 'পতি'—কিন্তু উহা অতি স্থূল পরিচয়। স্ত্রীর পরিণয়-সম্বন্ধ-বদ্ধ পুরুষেই পতিত্ব। উহা সতী ও তদিতরা, উভয়ের পক্ষেই সাংসারিক পরিচয়-স্থলে সাধারণ; পতি-উপাসিকা সতীর উপাস্যসহ প্রকৃত যে সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া ভাষার অসাধ্য; এক মাত্র শাস্ত্রীয় "সোঽহং" বাক্যেই তাহার আভাস ভাসমান।

রামচন্দ্রে প্রভুত্ব—সুতরাং নিজের দাস্য-সম্বন্ধ-সাধক মহাবীর হনুমান এমনই আত্ম-সমর্পণ করিয়া সোঽহং-সম্বন্ধাশ্রিত হইয়াছিলেন যে, হনুমানের আর নিজের কিছুই ছিল না। বাহিরে তিনি অনিত্য ভৌতিক বানরদেহধারী হনুমান ছিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে 'রাম' হইয়াছিলেন! তাইত রাম-সর্ব্বস্ব হনুমান হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া রাম-রূপ দেখাইয়াছিলেন! ইহাকেই বলে আত্ম-সমর্পণ,—ইহাতেই সোঽহংতত্ত্ব-সাধন। রামায়ণের এই আখ্যায়িকায় কি শিক্ষা দেয়? দেব-দুর্ল্লভ সোঽহংতত্ত্বে ভক্তের—অর্থাৎ প্রকৃত উপাসকেরই অধিকার; উহা শুষ্ক বৈদান্তিক জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষা-সমুদ্ভূত মতবাদ-বিশেষ নহে। যাঁহারা তাহা বলেন, তাঁহারা বেদান্তের মহীয়ান্ মহিমা বা বিশুদ্ধ বিশেষত্ব বুঝিতেই অক্ষম। বেদ তন্ত্র-পুরাণাদির ন্যায় বেদান্ত উপাসনা-শিক্ষার শাস্ত্র নহে; উহা উপাসনারই সিদ্ধি-কাণ্ডের ব্রহ্ম তত্ত্ব বার্ত্তায় বিভূষিত। এই জন্যই অনধিকারীর বেদান্ত-বিদ্যায় বা সোঽহংতত্ত্বের চর্চ্চায় প্রকারান্তরে নাস্তিকতা বা ভক্তি-বাধকতাই জন্মে; অধিকারীর পক্ষে তদ্বিপরীত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণে কোন দিন ৺কাশীধামের দণ্ডী-স্বামী-সম্প্রদায়ে ভগবৎ-প্রেমানন্দের প্রমত্ত প্রবাহ বহিয়াছিল! বেদ-তন্ত্র-পুরাণের উপাসনা-শিক্ষায় উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্বন্ধ-বন্ধন সংঘটন, আর বেদান্ত-বোধিত সোঽহংতত্ত্বে তাহার পূর্ণ পরিণতি সম্পাদন। কর্ম্ম-ভূমি ভারতক্ষেত্রে উপাস্য-উপাসকের এই চরম ও পরম সম্বন্ধ-সিদ্ধির দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহুল ছিল, এখনও এই পাদ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট কলিযুগে যে একেবারে না আছে, তাহা নয়; তবে কিনা খুঁজিয়া ও বুঝিয়া লওয়াই সুকঠিন—ফলে সুকৃতি-সাপেক্ষ।

সম্বন্ধ (সম্যগ্ বন্ধন) অর্থই যোগ। যাহার সঙ্গে যাহার যেরূপ যোগ, তাহার সঙ্গে তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ। পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র প্রভৃতি বড় প্রধান সম্বন্ধ; কারণ উভয়পক্ষে বড় প্রধান যোগ। প্রকৃত উপাসকের সঙ্গে উপাস্যের কিরূপ যোগ?—যা যতদূর যোগ হইতে পারে। এমন যোগ, যে—একেবারে যেন দুয়ে এক! যোড়া যত ভাল লাগে, যোড়-চিহ্ন তত অদৃশ্য হয়,—দুয়ে মিলিয়া এক হয়। এই মিলিনই প্রকৃত সম্বন্ধ। অতএব ভগবানের সহিত ভক্তের চরম ও পরম মিলনই সোঽহংতত্ত্ব; সুতরাং ইহাই উপাস্য-উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ যত দিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন উপাসক-পূর্ণ উপাসক নহেন। তত-দিন তাঁহার উপাসনা কেবল প্রকৃত উপাসক-পদ পাইবার জন্য উপাসনা মাত্র। এই সম্বন্ধ স্থাপন হইলে তবে প্রকৃত উপাসনার কার্য্য হয়।

যে অনধিকার-দুষ্ট বেদান্তমতের ইঙ্গিত পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহারই সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, সোঽহংতত্ত্বের উদয়ে উপাসনা বিলুপ্ত হয়। উপাস্য উপাসক এক হইয়া গেলে আর কে কাহার উপাসনা করে? ইত্যাদি। ফলিতার্থে বাহ্য উপাসনা তখন থাকে না বটে, এমন কি—মানস-উপাসনাও তখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্ম-উপাসনার অবস্থাই সেই! উহাতে পুষ্প-চন্দন, গঙ্গাজল,—দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বদল,—উহাতে টিকী-ফোঁটা-আসন-বস্ত্র, স্তব, জপ, তন্ত্র, মন্ত্র, কিছুই থাকে না; জগৎকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কিছুই থাকে না; থাকেন কেবল যুগল-মিলিত উপাস্য ও উপাসক,—সঃ আর অহং! ভাব-চূড়ামণি" তন্ত্রে মহাদেব পরিষ্কার বলিয়াছেন,—

"অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদি মধ্যমা।
উত্তমা মানসী পূজা, সোঽহংপূজোত্তমোত্তমা॥"

অধমাধিকারীর পক্ষেই প্রতিমা পূজা। (কলিতে অধমাধিকারীই অধিক, সুতরাং আমাদের প্রায় সকলেরই প্রতিমা-পূজা বিহিত।) মাত্র জপ-স্তোত্রাদি দ্বারা পূজার অধিকার মধ্যম; আর উত্তমাধিকারীর পক্ষেই মানস-পূজা,—উহাই উত্তম পূজা; কিন্তু উহার উপরেও পূজা আছে; তাহাই উত্তমেরও উত্তম—অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম 'সোঽহংপূজা' আমাদের প্রতি প্রতিমা-পূজাতেই অগ্রে শেষ ফল মানস-পূজার অনুশীলন ও স্বশিরে ধ্যানার্ঘ্য-গ্রহণে সর্ব্বশেষ ফল সোঽহংপূজারই অনুস্মরণ ব্যবস্থিত। ফলে সোঽহংপূজার অধিকারীই সর্ব্বোত্তম সাধক—প্রকৃত উপাসক। সোঽহংপূজাতেই প্রকৃত উপাসকের সহিত উপাস্যের প্রকৃত মিলন, প্রকৃত যোগ, প্রকৃত সম্বন্ধ, অতএব সোঽহংতত্ত্বে ঈশ্বর-পূজা নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর ও জীবে নিত্য পূজ্য-পূজক বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। ঈশ্বর ও জীবের মহামিলন সোঽহংতত্ত্বে ও তাহার অন্যথা নাই। সৃষ্টি অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য; ঈশ্বর ও জীবের—উপাস্য ও উপাসকের এই সম্বন্ধও অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য।

উপাস্য-উপাসকের পৃথগত্বেও একত্ব-সম্বন্ধ বা একত্বেও পৃথগত্ব-বোধ সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মিলিত সার সিদ্ধান্ত। বেদান্তে ও পুরাণে এখানে গলাগলি! জ্ঞানে ও ভক্তিতে এখানে কোলাকুলি। জ্ঞানের শাস্ত্র বলেন "সোঽহং"—ভক্তির শাস্ত্র বলেন—"ময়ি তে তেষু চাপ্যহং"। তাই বৈষ্ণব কবির মধুময়ী লেখনী ভগবদুক্তিতে গাইয়াছেন—

ভক্ত মোর কণ্ঠহার—ভক্ত মোর প্রাণ।
আমি তাতে সে আমাতে আমারি সমান॥

অতএব দেখুন, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য বুঝিতে যদি স্পষ্ট প্রশ্ন করা যায়, উপাস্য উপাসকের কে? সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত উত্তর—আত্মা। ঘুরাইয়া প্রশ্ন করুন,— উপাসক উপাস্যের কে? তাহারও ঐ উত্তর—আত্মা। এই অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরের প্রকৃত রসাস্বাদ তত্ত্ব-রস-রসিকেরই উপভোগ্য।

হায়! উপাসনার অনধিকারী বা অন্ততঃ অধমাধিকারী বিষম-বিষয়-বদ্ধ জীব আমরা—ভগবানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধের ভাবই অনুভব করিতে পারি না। মুখে হয়ত তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভু প্রভৃতি একটা সুমধুর সম্বন্ধের ডাকে ডাকিতে পারি, কিন্তু অন্তরে তিনি আমাদের "মামার শালা" বা "পিসার ভাই" ভিন্ন আর কিছুই নহেন! হাসির কথা নহে, ইহা অতি মর্ম্মভেদী শোক-বার্ত্তা। অহো! যিনি হৃদয়ের ধন—সর্ব্বস্বধন—জীবনের জীবন, সেই পরাৎপরকে এত পর ভাবিতেছি! কি শোচনীয় অবস্থা! এ অবস্থায় তাঁহারই কৃপা ভিন্ন উপায় নাই। দুর্ল্লভ মানব-জন্মের একমাত্র সার্থকতা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-সংস্থাপন ও সংস্থাপিত সম্বন্ধের অতুল অধ্যাত্ম-রসাস্বাদন; কিন্তু সে শুভযোগ ত বহুদূরের কথা, আপাততঃ সে দিকের চিন্তা-চর্চ্চায়ও একটু প্রবৃত্তি হইলে কৃতার্থ হইতাম। তারপর—সে প্রবৃত্তিও দূরের কথা, (এমন কি) সে প্রবৃত্তি জন্মিবার উপায় স্বরূপ যে সাধুসঙ্গ—শাস্ত্র-সেবা প্রভৃতি, তাহার অবলম্বনেরই বা প্রবৃত্তি কোথায়? হরি! রক্ষা কর। যদি কৃপা করিয়া তোমার সম্বন্ধানন্দ-লাভের অধিকার সমন্বিত মানব-জন্ম দিয়াছ, তবে সে সম্বন্ধের রহস্য বুঝাও, সে সম্বন্ধের মাধুর্য্যে মজাও। আর তোমার ভক্ত-কবির তানে তান মিলাইয়া—প্রাণ গলাইয়া—বলাও হরি!———

তোমাতে মিশিব আমি বিরহের ভয়ে।
আমাতে মিশিও তুমি মিলন সময়ে॥
এমনি তোমারি হব হে অন্তর-যামি।
আমি যেন তুমি হরি তুমি যেন আমি॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পাতঞ্জল দর্শন,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য-সঙ্কলিত। বৃহৎ গ্রন্থ; কাগজ ও মুদ্রণ পরিপাটি; মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। "খুলনা—সেনহাটী" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ভারতের জগদ্বিখ্যাত ষড়দর্শনের মধ্যে পাতঞ্জল-দর্শনই সাধকের আনুষ্ঠানিকতা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইতঃপূর্ব্বে ইহার যে কতিপয় বাঙ্গালা-সঙ্কলন আমরা দেখিয়াছি, তাহা প্রায়ই সংক্ষিপ্ত, অসম্পন্ন ও অবিশদ; এখানিতে সে সমস্ত অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বঙ্গ-ব্যাখ্যা গুলি আর একটু প্রাঞ্জল হইলেই সর্ব্ব-সুন্দর হইবে, ভরসা করি। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র ইহার সঙ্কলনে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। মূল সূত্র, সান্বয় ব্যাখ্যা, বাঙ্গালায় তাৎপর্য্যার্থ, সংস্কৃত ব্যাস-ভাষ্য, বাঙ্গালায় তদনুবাদ ও বিবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ সহকারে বাঙ্গালায় বিস্তৃত মন্তব্য বা ব্যাখ্যা যথাক্রমে বিন্যস্ত হওয়ায়, গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশেই গৌরবান্বিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(শ্রীম-লিখিত Diary হইতে উদ্ধৃত।)

শরৎকাল। ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা। কএক দিন হইল ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হরিষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন; কেননা তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া হইয়াছে। কণ্ঠদেশে Cancer. ডাক্তার সরকার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগা শিষ্যেরা একথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপণে সেবা করিতেছেন। বিবেকানন্দাদি কৌমার-বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষ্যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ পথপ্রদর্শী সোপানে আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন। এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু; দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন—কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা—বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারেই নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন; বলেন, আর কাহারও সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

এদিনে বিবেকানন্দ, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, কবিবর গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার নমস্কার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার (বেয়ারামের কথার পর ও ঔষধ খাবার পর) বলিলেন, "তবে তুমি শ্যাম বাবুর সঙ্গে কথা কও, আমি আসি"। শ্রীরামকৃষ্ণ (ও একজন শিষ্য) একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "গান শুনবেন" ?

ডাক্তার বলিলেন "তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ! ভাব চেপে রাখ্‌তে হবে"। ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন বিবেকানন্দ মধুর কণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাইতে লাগিলেন—

(গান।)

চমৎকার অপার জগৎ তোমার, শোভার আগার বিশ্বসংসার।
অযুত তারক চমকে রতন-কাঞ্চন-হার, কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধর ধন-ধান্যময়, পরিপূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।
হে মহেশ! অগণন লোক গায় ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার।

আবার গাইলেন—

(গান।)

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্ব্বাণ-হিল্লোলে, চিরশান্তি-পরিমল
অবিরত যায় ভাসি॥
মহাকালরূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি, সমাধি-মন্দিরে ওমা,
কে তুমি গো একা বসি;
অভয়পদ-কমলে, প্রেমের বিজলি জ্বলে, চিন্ময় মুখমণ্ডলে
শোভে অট্ট অট্ট হাঁসি॥

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন—"It is dangerous to him" (এ গান পরমহংসদেবের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল্‌ছে" ?

মাষ্টার উত্তর করিলেন, "ডাক্তার ভয় কর্‌ছেন—পাছে আপনার ভাব-সমাধি হয়"।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট,—ডাক্তারের মুখ পানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন "না না কেন ভাব হবে" ?

কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন। নয়ন স্থির। অবাক্ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট। বাহ্যজ্ঞান শূন্য। মন-বুদ্ধি অহংকারে, চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নাই!

বিবেকানন্দের মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাইলেন—

(গান।)

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লওহে নাথ।

আবার গাইলেন—

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে!
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে॥

"সতীর পবিত্র প্রেম" গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিয়া উঠিলেন, "আহা আহা"।

নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) আবার গাইলেন—

(গান।)

কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম, বল্‌ব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ-মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
(হরি-প্রেম-রসে মজে)
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
হায়! কবে যাবে আমার ধরম করম, (হরি-প্রেমে মত্ত হয়ে),
কবে যাবে জাতি-কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয়-ভাবনা-সরম, পরিহরি অভিমান-লোকাচার।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত-পদধূলি, কাঁধে লয়ে চিরবৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

ইতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের, বালক ও বৃদ্ধের, পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর-সাধারণের সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভা শুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের

মুখপানে চাহিয়া রহিল। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? তাঁর মুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতি বহির্গত হইতেছে! তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ। লজ্জা ত্যাগ কর—ঈশ্বরের নাম কর্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? তাঁর নাম করে নাচ্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" আমি এত বড়লোক, বড় বড় লোক শুন্‌লে আমায় কি বল্‌বে! যদি বলে ওহে ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে! কি লজ্জার কথা! এ সব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার। আমার ওদিক দিয়েই যাওয়া নেই। লোকে কি বল্‌বে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটি খুব আছে! (সকলের হাস্য)

(বিজ্ঞান কিরূপে হয়; ব্রহ্মদর্শন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হলে, তবে তাঁকে জান্‌তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটি তোলবার জন্যে আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটি তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটাটি দূর করবার জন্য জ্ঞান-কাঁটাটি আন্‌তে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার!

পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ। লক্ষ্মণ বলেছিলেন, 'রাম! একি আশ্চর্য্য! অত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন? রাম বল্লেন, 'ভাই! যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে। যার 'এক' জ্ঞান আছে, তার 'অনেক' জ্ঞান আছে। যার আলো-বোধ আছে, তার অন্ধকার-বোধ আছে। ঈশ্বর জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

(গান।)

আয় মন বেড়াতে যাবি। কালী-কল্পতরু-মূলেরে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
অহংকার-অবিদ্যা তোর, পিতা-মাতায় তাড়িয়ে দিবি। যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধোরে রবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥

শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। তাদের দুই সতীনের পীরিত হলে তবে শ্যামামারে পাবি॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি। তাদের জ্ঞান-খড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি॥

প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি। তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর, মনের মতন মনটি হবি॥

(অবাঙ্মনসোগোচরম্।)

শ্যাম বসু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাক্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্য-শুদ্ধ-বোধরূপং। তা তোমায় কেমন করে বোঝাব?

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘী কেমন খেলে?' তাকে এখন কি করে বোঝাবে? হদ্দ বোলতে পার, 'কেমন ঘী—না যেমন ঘী।'

একটী মেয়েকে তার সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটী বল্লে, তোর স্বামী হলে তুই জান্‌বি, এখন তোরে কেমন করে বোঝাব? পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানা রূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বল্লেন—মা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন সেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন "বাবা! ব্রহ্ম-দর্শন যদি কর্‌তে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর"। ব্রহ্ম কি জিনিস, মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বল্‌তে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই।

আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া বা রমণ যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে, সেই জানে।

(পণ্ডিত ও অহঙ্কার।)

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হব কবে? আমি যাবে যবে"। 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটী অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটী জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে, 'হে ঈশ্বর, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব করেছো; আমি কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ, তোমার গৃহ, পরিজন, আমার কিছু নয়। তোমার যেমন হুকুম, সেই রূপ সেবা করিবার কেবল আমার অধিকার।' যারা একটু বৈ টৈ পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে যোটে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা হয়েছিল। তিনি বলেন 'ও সব আমি জানি'। আমি বল্লুম, 'যে দিল্লি

গিছলো, সে কি বলে বেড়ায়, আমি দিল্লি গেছি— আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি নিজে বলে আমি বাবু?

শ্যামবসু। তিনি (কালীকৃষ্ণঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও গো বল্‌বো কি! দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীতে একটা মেথরাণীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে দু একখানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের বলে উঠলো, 'এই! তোরা সরে যা'—অন্য লোকের কথা আর কি বল্‌বো?

(পাপ-পুণ্য।)

শ্যামবসু। মহাশয়, পাপের শাস্তি আছে; অথচ তিনিই সব কর্‌ছেন, এ কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণারবেণে-বুদ্ধি!

বিবেকানন্দ। অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো! তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এসব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা।

(শ্যামবাবুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এতশতয় কাজ কি? ফেলাজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হতে পার; শুঁড়ীর দোকানে কত মোন মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ Infinite—সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারি দাওনা। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন! পাপের শাস্তি তিনি দিবেন, কি না দিবেন, সে তিনি বুঝ্‌বেন।

ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব করে কি বল্‌বে? তিনি হিসাবের পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) তোমাদের ঐ এক! কল্‌কাতার লোকগুলো বলে 'ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ'। কেন না তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতর যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

(লোক-মান্যতা কি জীবনের উদ্দেশ্য?)

হেমবসু দক্ষিণেশ্বরে যেত, দেখা হলেই আমায় বল্‌তো 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই, জগতে এক বস্তু আছে—মান।' ঈশ্বরলাভ যে মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে।

(সূক্ষ্ম শরীর।)

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে। কোন্ শালা মান্‌বে আর না মান্‌বে, তাদের ভার কি? একটা বড় লোক হাতে থাক্‌বে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকেনা।

শ্যামবসু। আচ্ছা স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহে প্রভেদ কি?

(স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ, সেইটী স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয় আর সম্ভোগ হয়, সেইটী "কারণ-শরীর"। তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত মহাকারণ (তূরীয়)—বলাযায় না।

(সাধনের প্রয়োজন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু করো। সিদ্ধি-সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয়। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সূতো, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের সূতো, সূতোর ব্যবসা না করলে কি বলা যায়? যাদের সূতোর ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সূতো বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর; তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কাকে বলে, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

(ভক্তি একমাত্র সার।)

যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা কর্‌বে। অহল্যার শাপমোচনের পর রামচন্দ্র তাকে বল্লেন 'তুমি আমার কাছে বর লও'। অহল্যা বল্লেন "রাম! যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকর-যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে"।

আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত যোড় করে বলেছিলাম 'মা! এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'।

ধর্ম্ম কিনা দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে, জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান

নিতে হবে, শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন যার আলো-বোধ আছে, তার অন্ধকার-বোধও আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক-বোধ আছে। যার ভাল-বোধ আছে, তার মন্দ-বোধ আছে।

যদি কাহারও শূকর-মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে তার যদি সংসারে আসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম। এখানে একটী কথা বলি, বুদ্ধ শূকর-মাংস খেয়েছিলেন। শূকর-মাংসও খাওয়া, আর Colicও (পেটে শূল বেদনা) হওয়া! এই বেয়ারামের জন্য বুদ্ধ Opium (আফিং) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতো, বাহ্য জ্ঞান থাকতো না, তাই নির্ব্বাণ! বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই নূতন প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যাম বসুর প্রতি) সংসার কর, তাতে দোষ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজ-কর্ম্ম কর্‌বে। এই দেখোনা, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাজ কর্ম্মও করে, কিন্তু তাহার মন যেমন ফোড়ার দিকে পড়ে থাকে, সেইরূপ।

সংসারে নষ্ট মেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব না থাক্‌লে বুঝ্‌বো কেমন করে?

শ্যাম বসু। কিছু বুঝো বই কি! [সকলের হাস্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে ২) আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধরে কচ্চেন, কি বল? (সকলের হাস্য)

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosophy (থিয়সফি) কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই—যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা 'সিদ্ধাই'—নানা রকম শক্তি চালায়, তারাও হালকা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাওয়া, এই এক শক্তি; আর এক দেশে একজন কি কথা বল্‌ছে, তাই বল্‌তে পারা এই এক শক্তি। এ সব শক্তি-সিদ্ধ লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophists) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত করবার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মরবার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে কি নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'বে। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাস

করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লেন, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রাম-চিন্তা করি। আমারও ঠিক ঐ ভাব।

শ্যাম বসু। তারা বলে 'মহাত্মারা' আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক্। আমার অসুখটা কম্‌লে আপনি আস্‌বেন। যাতে আপনার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হয়ে যাবে। দেখ্‌ছোতো আমি টাকা লই না, কাপড় লই না; এখানে প্যালা দিতে হয় না; তাই অনেকে আসে। [সকলের হাস্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি।) তোমাকে এই বলা—রাগ করো না—ও সবতো অনেক করলে,—টাকা, মান, লেক্‌চার; এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে। ঈশ্বরের কথা শুন্‌লে উদ্দীপন হ'বে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণ-ধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আস্‌বেন না। যাই চলে যাব যাব হয়েছি, অমনি এসে উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমায় এক দিন সেখানে (Science-association) নিয়ে যাবে।

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে!

(গুরুপূজা।)

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর, কিন্তু do not worship him—as God—এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ।

গিরীশ। কি করি মশাই! যিনি এই সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি কর্ম্ম বলুন? তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার। গু জন্যে হচ্চে না; একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেল্‌লে। সকলে নাকে কাপড় দিল। আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না? এই দেখ নিচ্চি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-ধূলি গ্রহণ।)

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য বল্‌ছেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য? আমি যে সকলেরই নিতে পারি—এই দাও—এই দাও— (সকলের পায়ের ধূলাগ্রহণ।)

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারে প্রতি) এঁকে আমরা ঈশ্বরের ন্যায় মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable-creation (উদ্ভিদ) ও Animal-creation (জীবজন্তুগণ), এদের মাঝামাঝি এমন এক Point (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণবিশিষ্ট জীব, স্থির করা ভারি কঠিন; সেই রূপ Man-world নরলোক ও God-world (দেবলোক), এই দুয়ের মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না দেবতা।

ডাক্তার। ওহে ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

বিবেকানন্দ। আমি God (ঈশ্বর) বল্‌ছি না, God like man (ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি।)

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্‌তে হবে। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না। My best friends আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) সে কি? এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা জেগে থাকে।

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you. ডাক্তার বলিলেন— "আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আমায় মনে করে hard-hearted, কেন না আমার দোষ এই যে, আমার ভাব কারো কাছে প্রকাশ করি না।"

গিরীশ। তবে মশায়! আপনার মনের কপাট খোলাতো ভাল; at least out of pity for your Friends—এই মনে করে যে—তাঁরা আপনাকে বুঝতে পাচ্ছেন না।

ডাক্তার। বলবো কি! তোমাদের চেয়েও আমার Eeelings worked up হয়। (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) I shed tears in solitude.

(মহাপুরুষ ও জীবের পাপ-গ্রহণ।)

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) ভাল তুমি যে ভাব হয়ে লোকের গায়ে পা দাও সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি কারো গায়ে পা দিচ্চি কিনা?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকুতো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থার কি হয়, তা তোমায় কি বলবো? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি আমার এই জন্যে রোগ হচ্চে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি করবো?

ডাক্তার (শিষ্যগণের প্রতি)। ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does. কাজটা Sinful, এটী বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিবেকানন্দের প্রতি)। তুইত খুব শঠ, (পরমহংসদেব বুদ্ধিমান অর্থে 'শঠ' বলিতেন) তুই বল্‌না, একে বুঝিয়ে দেনা।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই! আপনি ভুল বুঝছেন, উনি সে জন্য দুঃখিত হননি। এঁর দেহ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন্। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর দেহে রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হয়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে অত পড়্‌তুম। তা বলে রাত্‌জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? নিজের দেহের রোগের জন্য ভাবনা হতে পারে, কিন্তু তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের স্পর্শ করা কি অন্যায় কাজ, যে তাহার জন্য দুঃখ কর্‌বেন?

ডাক্তার। (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি) তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলা দাও। (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) আর কিছু নয়, his intellectual pwer (গিরীশের বুদ্ধি-মত্তা) জান্‌তে হবে।

বিবেকানন্দ (ডাক্তারের প্রতি) আর এক কথা, দেখুন, একটা Scientific discovery করবার জন্য লোকে life devote কর্‌তে পারে, শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানে না; আর ঈশ্বরকে জানা—Grandest of all science—এর জন্য health risk করবেন না?

(অবতারাদি)

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্ম্মাচার্য্য) হয়েছেন—Jesus, Chaitanya, Budha, Mahammad, সব শেষে অহংকারে পরিপূর্ণ;—বলেন—আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক; একি কথা?

এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইতে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশায়, সেই দোষ আপনারও হচ্চে। আপনি একলা—তাঁদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে, ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্চে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship, bordering on Divine worship.

বৈড়ালব্রত বা যৌগিক ব্যভিচার।

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, ইউরোপ এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, এবং ইহাতে উত্তরোত্তর লোকে যেরূপ আস্থাবান হইতেছেন, তাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্রই এই সনাতন ধর্ম্ম ইহার নৈসর্গিক বলে সমগ্র পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিবে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য সাধারণের যে এইরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) কর্ণেল অলকট ও মাদম্ ব্লাভাডাস্কি প্রমুখ থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের সাময়িক আবির্ভাব, এবং তৎকর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা; (২) বঙ্কিমচন্দ্রের "শ্রীকৃষ্ণচরিত্র" এবং রমেশ-চন্দ্রের "প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পুরাবৃত্ত" (History of Civilisation in Ancient India) নামক পুস্তকের প্রকাশ ; (৩) শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা ; (৪) ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম্ম-পরিত্যাগ এবং হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণ ; (৫) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ ও তাঁহার পরমভক্ত বিবেকানন্দের ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা ; (৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহুল প্রচার ; (৭) মাদম্ আনি বেশান্তের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ; ইত্যাদি কয়েকটী কারণ, মুখ্য এবং গৌণরূপে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল কেবল উপলক্ষ্য মাত্র ; কিন্তু ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া এই সকল কারণ-কূট সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরোক্ত কয়েকটী ঘটনাই যে হিন্দুধর্ম্মের ভাবী অভ্যুদয়ের কারণ হইবে, আমরা তাহা বলি না ; উহা নিরবিল নহে, উহাতে পঙ্কিলতা রহিয়াছে। বাজারে কোন খাঁটি জিনিষের বেশি কাট্‌তি আরম্ভ হইলে, তাহার ভেজালও আরম্ভ হয়। খাঁটির নামে কিছুদিন ভেজালও চলে। অল্প পরিমাণে ভেজাল হইলে, তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না ; কিন্তু ইহার মাত্রা অত্যন্ত অধিক হইলে, কালে ইহা সাংসারিক নিয়মে রহিত হইয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ। যখন ধর্ম্মের আবেগ বৃদ্ধি পায়, তখন কতকগুলি পাষণ্ড সুবিধা বুঝিয়া, ধর্ম্মের সাজে সাজিয়া, সরল প্রকৃতির লোক-দিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে। এখন যেমন একদিকে লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেছে, অপর দিকে ভণ্ডামিরও অভাব নাই। ধর্ম্মরাজ্যে ভণ্ডামির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হিন্দুধর্ম্মের ভাবী অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া বোধ হয়; কারণ পাপের মাত্রা পূর্ণ না হইলে সংস্কার আরম্ভ হয়না। ধর্ম্মরাজ্যে যখন কপটতা, ব্যভিচার, হিংসা প্রভৃতি অপ্রতিহতরূপে রাজত্ব করে, তখনই তাহার সংস্কারের জন্য কোন না কোন

আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। যখন ১৬০০ শতাব্দীতে পোপের অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারিতায় ইউরোপ কলুষিত হইয়াছিল, তখন অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত, বজ্রলেপ-হৃদয়, মহাপ্রাণ মার্টিন্ লুথার জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "চিত্ত পবিত্র না হইলে মুক্তি পাওয়া যায় না; মুক্তিদাতা ভগবান্, কোন মনুষ্য নহে; পোপ-লিখিত একখণ্ড সামান্য কাগজের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না; এই দেখ, আমি উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম"। যখন শাস্ত্রজ্ঞান-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতায়, নিগ্রহে, এবং জাতিভেদের ভ্রান্তবিদ্বেষে বঙ্গদেশ পাপের নিরয়-পঙ্কে ডুবিয়াছিল, তখন সরলহৃদয়, কোমলপ্রাণ গৌর-গুণমণি প্রেমের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া, সেই জাতি-বিদ্বেষ-প্রসূত দ্রোহিতার মস্তকে কুঠারাঘাত এবং তখনকার ব্রাহ্মণদিগের কঠোর আধিপত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল গতি রোধ করিয়াছিলেন। প্রতীচ্য ধর্ম্মযাজকদিগের চরিত্রহীনতা, ব্যভিচার, স্বার্থপরতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনই পিউরিটান্-দিগের আবির্ভাব হয়।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া, বাহ্যিক আচার-ব্যবহার, যাগ-যজ্ঞাদির প্রতি লোকে অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছে। বাহ্যিক ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, প্রকৃত ধর্ম্মভাব লুপ্তপ্রায় হয়; তাই আজ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ভাণ এত অধিক দেখা যায়। যাহারা অধার্ম্মিক এবং কলুষিতচরিত্র হইয়াও সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে, তাহাদিগকেই শাস্ত্রকারগণ "বৈড়ালব্রতী" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই বৈড়ালব্রতীদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) প্রথমশ্রেণী—গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী। ইহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করেন; দুই চারিটী গীতার শ্লোক বা তুলসীদাসের দোঁহা সকলেরই অভ্যস্ত আছে; ফাঁক বুঝিয়া তাহা আওড়াইতে থাকেন। ঔষধ প্রায় সকলেই জানেন, এবং দিয়াও থাকেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ দর্শনীরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা ঔষধের মূল্য নহে, কোনও স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার পাথেয় স্বরূপ। ইহাদের নামের পূর্ব্বে বা পশ্চাতে স্বপ্রদত্ত 'স্বামী' প্রভৃতি পূর্ব্বপদ অথবা প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট থাকে। নিজকে 'সাধু' বলিয়া, এবং যাহারা তাঁহাদিগের কুহকে পড়ে, তাহা-দিগকে 'ভক্ত' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। গঞ্জিকাসেবন প্রায় সকলেরই ধর্ম্মাঙ্গীভূত; ভেল্কি এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যারও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কাহারও কাহারও পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে স্থানে পসার না করিতে পারেন, সেই স্থান সত্বর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ধার্ম্মিক-বেশধারী সংসারী। ইহারা প্রত্যূষে—অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রো-ত্থান করিয়া পুষ্পচয়ন করেন, তৎপরে জপ-তপ এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সমাধা করেন; তখন ইঁহাদের পট্টবস্ত্র পরিধান, অঙ্গে চন্দন-রেখা এবং গাত্রে নামাবলি।

আবশ্যক হইলে, ইঁহারা সন্ধ্যা-বন্দনাদির সময় অন্যের সহিত সাংসারিক বিষয়ের বাক্য-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহা কিছু বাহ্যিক অশুচি, তাহাতেই ঘৃণা প্রদর্শন ও নাসিকাকুঞ্চন। আধুনিক যাহা কিছু, তাহারই প্রতি ভয়ানক আক্রোশ, এবং কথায় কথায় ঋষি-মুনিদিগের এবং শাস্ত্রাদির দোহাই; যদিও শাস্ত্র নামক কোন গ্রন্থই তাঁহারা চক্ষু-সংযোগে অনুগ্রহ করেন নাই! তীর্থ-পর্য্যটন, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদিগের বিশেষ আস্থা, কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত প্রচ্ছন্ন পাপ বিনষ্ট হইবে। এই সকল বাহ্যিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ভিন্ন আর যে কিছু ধর্ম্মকার্য্য আছে, তাহা তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিলে বোধ হয় না। নীতি বিগর্হিত এরূপ কার্য্য অতি অল্পই আছে, যাহাতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ; তথাপি তাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী! আর একটী লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া যাইতেছি; সেটী এই—ইঁহারা সময় সময় লোকের লক্ষ্য আকর্ষণ করিবার জন্য অনতি-লঘুস্বরে ঈশ্বরের দুই একটী নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কখন কখন নানা কার্য্যের মধ্যেও জপের ভাবে থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী—আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ। ইঁহার অনেকেই বাঁধা-ছড়ার মতন পূর্ব্বাহ্ণে এবং সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তৎপরে 'নির্লিপ্তভাবে' সংসারের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎ 'অনুতাপ' করেন। ইঁহারা মনে করেন, মদ্যপান এবং ব্যভিচার-দোষে কলুষিত না হইলেই সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মরক্ষা হইল। কোনও লোক ভিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হইলে, অর্থ-নীতি সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া, তাহাকে মৃদুমধুর সম্ভাষণে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। পিতা-মাতাকে ইঁহারা যেন একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং গৃহিণীকে বিশেষ ভক্তি করেন। পরিচ্ছদাদিতে ইঁহারা কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। ইঁহাদের উদারতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যাহা কিছু, সকলই নিন্দার্হ, এবং দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা প্রভৃতি ইঁহাদের অঙ্গের ভূষণ; বোধ হয় অন্তিমকালে সঙ্গের ভূষণও তাহারাই হইবে। ইঁহাদের ন্যায় স্বার্থপর, ঘোরসংসারী এবং অর্থ-পিশাচ বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই।

চতুর্থ শ্রেণী—'বাবাজী' সম্প্রদায়; ইঁহারা "যখন যেমন—তখন-তেমন" মন্ত্রের উপাসক। আবশ্যক হইলে, ইঁহারা সর্পের ন্যায় সময় সময় ধর্ম্মের খোসা বদলাইয়া থাকেন! দৈনিক কার্য্যকলাপের সহিত যে ধর্ম্মের কিছু সংস্রব আছে, ইঁহাদের ব্যবহার এবং কার্য্য দেখিলে তাহা বোধ হয় না। এরূপ পাপ পৃথিবীতে অতি বিরল, যাহাতে ইঁহারা লিপ্ত নহেন। কিন্তু সময়ানুযায়ী চাল্ দিয়া, ইঁহারা অনেককেই 'সাৎ' করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ দেশে ইঁহাদিগকে তীক্ষ্ণ চক্ষে দেখিবার লোক নাই; দেখিব কে? সকলেই যে একাকার! এই শ্রেণী-বিভাগে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ পরিলক্ষিত হইলে, সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন।

শাস্ত্রকারেরা এই বৈড়ালব্রতীদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র নরক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র নরক নির্দ্দেশ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে, সাধারণ নরকের শাস্তিতে তাহাদের পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মনু বলেন :—

যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা॥

যে ব্রাহ্মণেরা বকধর্ম্মী—বিড়ালব্রতধারী, তাহারা সেই পাপে অন্ধতামিস্র নামক নরকে পতিত হয়।

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥

যে ব্যক্তি যথার্থ ব্রহ্মচারী নহে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর চিহ্ন মেখলাদি ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সেই পাপে ব্রহ্মচারীদিগের সকল পাপ হরণ করে এবং তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

যাঁহারা কথায় ধর্ম্ম মানিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে ধর্ম্মের ব্যভিচার করেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বৈড়াল-ব্রতীদিগের জন্য যে প্রত্যবায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের উপরও বর্ত্তিবে।

ধর্ম্মবাজ্যে কপটতা সম্বন্ধে যখন এত কথা বলা হইল, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বস্তুর স্বাভাবিক সমীচীনতা-পৌনঃপুন্যে তাহার ব্যভিচার সংসারের পক্ষে অপকারী হয়। যে সকল খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা মনুষ্য জীবন ধারণ করে, তাহার ভেজালের দ্বারা অত্যন্ত অনর্থ, এমন কি জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। ধর্ম্ম যে মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বপ্রধান এবং বহুমূল্য সামগ্রী, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। (১) (২) (৩) ইহার স্বাভাবিক উৎকর্ষ প্রযুক্ত, ইহার ব্যভিচারই সংসারের আধ্যাত্মিক দুঃখের একমাত্র কারণ। সংসারের যে সকল কার্য্যে মনুষ্য মাত্রেই শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ অনুভব করে, সমাজ

(১) Religion! what treasure untold
Resides in that heavenly word!
More precious than silver and gold,
Or all that this earth can afford. (Cowper.)

(২) It is well said, in every sense, that a man's religion is the chief fac with regard to him.
(Thomas Carlyle)

(৩) ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদা মুদে। ধর্ম্মএব পরোবন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ॥ ধর্ম্মো গুরুঃ সত্য একো ধর্ম্মো এব পরা গতিঃ। ধর্ম্ম আত্মা ক্রিয়া ধর্ম্মস্তীর্থানি ধর্ম্ম এব হি॥ ধর্ম্মো ধনং সর্ব্বদেবো ধর্ম্ম এব ন সংশয়ঃ। ধর্ম্মঃ সম্পদ্ বিপদ্ ধর্ম্মরাহিত্যং ব্যর্থজীবনং॥
(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্)

দুর্বিনীত হয়, মনুষ্য পশু নামে অভিহিত হয়, ধর্ম্মের অভাব বা ব্যভিচারই তাহার মূলীভূত কারণ। যে কোনও ধর্ম্মই হউক না কেন, চরিত্র-গঠন এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য, সকল ধর্ম্মেই যথেষ্ট বিধান রহিয়াছে। 'ধর্ম্ম' শব্দের অনেক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগের মনে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তবে সুখের বিষয় যে, এরূপ লোকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে অতি অল্প; কারণ এই জগতের যে একটী, আদি কারণ * আছে, তাহা প্রায় সকলেরই বিশ্বাস। যাহাহউক, অসাম্প্রদায়িক-ভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাউক। ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মের মূলভিত্তি। মানসিক পবিত্রতা অর্জ্জন করা ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কর্ম্মেই ইহার একমাত্র পরীক্ষা ‡। যাহার চিত্ত পরিষ্কার না হইয়াছে, বাহিক অনুষ্ঠান যতই হউক না কেন, সে কখনই মুক্তি পাইতে পারে না। তোমার কি ধর্ম্ম, তাহা তোমার কার্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। এই কার্য্যানুষ্ঠানই চরিত্র। তুমি বল, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু তুমি পদে পদে অসৎব্যবহার এবং অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য কর; বল দেখি, তোমার ধর্ম্ম কোথায়? তুমি জান, অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, বিষের প্রাণ-নাশিকা শক্তি আছে, তথাপি তুমি অগ্নিতে নিজে ঝম্প প্রদান কর এবং হলাহল পান কর; তোমার 'প্রাণনাশিকা এবং দাহিকা শক্তি'-জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? সুতরাং জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যিনি সত্য হইতে বিচলিত না হইয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। বলা আবশ্যক যে, এই 'কার্য্য' দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক শক্তির চালনা, এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি-অর্থ—যাহা সকল মনুষ্যকে পোষণ করে। প্রত্যেক মনুষ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে, সমাজ অথবা সংসার কিরূপে পুষ্ট বা রক্ষিত হইতে পারে? এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিবেক-প্রসূত; সুতরাং যিনি বিবেকানুযায়ী কার্য্য করেন, তিনিই ধার্ম্মিক। এই বিবেক অন্তরাত্মারূপে আমাদের মধ্যে নিভৃত-ভাবে রহিয়াছেন। যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ। যাহারা কর্ত্তব্যহীন, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক; তাহারা কর্ত্তব্যশীল নাস্তিক অপেক্ষা অধম। যাঁহারা কর্ত্তব্যশীল, সদা সৎকার্য্যে নিরত, তাঁহারা মুখে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, এ কথা বলিলেও, তাঁহাদিগকে

* The consciousness of an inscrutable power, manifested to us through all phenomena, has been growing ever clearer. (First Principles. Herbert Spencer.)

‡ If we look into the more serious part of mankind, we find many who lay so great a stress upon faith, that they neglect morality; and many who build so much upon morality, that they do not pay a due regard to faith. The perfect man should be defective in neither of these particulars..........The Spectator.

ঠিক নাস্তিক বলা যুক্তিযুক্ত নহে ;* কারণ তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারাই স্রষ্টার মঙ্গলময় বিধানের সার্থকতা স্বীকার করিতেছেন। এই ভাবে দেখিতে গেলে, আমরা এক্ষণে যে অতি অধঃপতিত জাতি, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র নাই; কথাটী ঠিক। ইহার কারণ এইযে, এক্ষণে আমাদের জীবন্ত ধর্ম্ম—অর্থাৎ যাহা কার্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা নাই। ব্যক্তিগত জীবনের চরিত্র-বল—(ধর্ম্ম যাহার প্রসূতি—) যে পর্য্যন্ত না দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা যাঁহারা দেশকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের আশা সুদূরপরাহত। কোনও সদনুষ্ঠান যে আমাদের দেশে স্থায়ী হয় না, ধর্ম্মাভাবই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'নবজীবন', 'প্রচার', প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মাসিক-পত্র কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। 'বেঙ্গলব্যাঙ্কিং করপোরেশন্,' এবং অন্যান্য যৌথ কারবার, যথা 'ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্টারি' (Mach-manufactory) ইত্যাদি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ন্যাশনল্ ফণ্ডের (National Fund) কথা আর শুনা যায়না। কংগ্রেসে (Congress) বৎসর বৎসর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়; কিন্তু মান্দ্রাজ এবং কলিকাতায় যে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা ভিন্ন অন্য কোন অধিবেশনের খরচের হিসাব অদ্যাপি বাহির হয় নাই। 'রিপণ্-স্মৃতিচিহ্ন' (Ripon-Memorial) কোথায়? তাঁহাকে নাকি আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতাম!! যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষণা-ব্রতে ব্রতী ছিলেন, একটী মাত্র কৃপা-কটাক্ষে তাঁহারা রূপান্তরিত হইয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বঙ্গের গৌরব মাইকেল মধুসূদন দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঠক! এই সকল ঘটনার মূলে কি ধর্ম্মাভাব জাজ্জ্বল্যমানরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে না? সুতরাং ধর্ম্মাভাব যেমন ব্যক্তিগত অধঃপতনের কারণ, তেমনই সামাজিক ও জাতীয় অধঃপতনেরও মূল কারণ। জাতি ব্যক্তি-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাদের জাতীয় চরিত্রে ধিক্কার দিয়া লিখিয়াছেন,—

'আমরা Curious commodities, human oddities—Denominated the 'Babus.'

আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের সময় সব ঢু—ঢু!

আমরা beautiful muddle, a quire amalgam of শশধর, Huxley and Goose.'

'যোগ' এই বিষয়টী লইয়া আজকাল সর্ব্বত্রই আলোচনা হইতেছে। 'যোগ'

* ......It is generally owned that, there may be salvation for a virtuous infidel (particularly in the case of invincible ignorance) but none for a vicious believer. Iljed)

শব্দের অনেক অর্থ; তাহার উল্লেখ এবং সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সাধারণে 'যোগ' অর্থে যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহা এই:—'চিত্তের স্থৈর্য্য এবং বিশুদ্ধতা সম্পাদনের নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক অনুষ্ঠান'। পাতঞ্জল ''চিত্তবৃত্তিনিরোধ''কে যোগ বলিয়াছেন। এই 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ' এবং 'চিত্তের স্থৈর্য্য' প্রায় একই কথা। বাহির বস্তু হ'তে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া কোন অভীষ্ট বস্তুতে সমর্পণ করিতে পারিলেই চিত্ত-নিরোধ হইল; সুতরাং ইহা ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিবার প্রধান সহায়। সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল। এই চঞ্চলতা নিরাকৃত না হইলে, ঈশ্বর-সাধনা সাধ্যায়ত্ত হয় না; এই জন্য যোগের প্রয়োজন। দেহ এবং মন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দেহে রোগোৎপত্তি হইলে, অল্লাধিক পরিমাণে চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হয়; এবং চিত্ত অসংযত হইলে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৈহিক বিকারও অনিবার্য্য। এইরূপ শরীর ও মন লইয়া উপাসনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কার্য্য সম্যক্‌রূপে সমাধা হওয়া অসম্ভব; এজন্য দেহের পটুতা আবশ্যক এবং চিত্তকেও সংযত করা বিধেয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করাই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য; শারীরিক অনুষ্ঠান কেবল তাহার সোপান মাত্র। শাণ্ডিল্যেরও এই মত। জ্ঞান এবং ভক্তি লাভের জন্য যোগানুষ্ঠান আবশ্যক; তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কিছু সার্থকতা নাই; * সুতরাং যে চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, কেবল মাত্র দৈহিক পটুতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যোগানুষ্ঠানে রত, সে যোগের ব্যভিচার করে, এবং অতি পাষণ্ড; তাহাকে যোগ-ভ্রষ্ট বা অযোগী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি-উদ্দেশ্য-বিহীন, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতা বা নিরোগত্ব লাভ করিবার জন্য আসন, মুদ্রা প্রভৃতি শারীরিক অনুষ্ঠান, মল্লদিগের লম্ফন এবং কুর্দ্দন অপেক্ষা কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে। ঘেরণ্ড বলেন:—

আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জার্য্যমানঃ সদা ঘটঃ।
যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥
শোধনং দৃঢ়তাচৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনং॥
ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং।
মুদ্রয়া স্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতঃ॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

ইহা হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুক্তিলাভ করাই যোগের চরম উদ্দেশ্য। শারীরিক এবং মানসিক বিকৃতি থাকিলে এই মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। সেই জন্য

* যোগস্তুভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ॥ (১৯, শাণ্ডিল্য সূত্র।)

"ষট," অর্থাৎ শরীরকে সপ্তপ্রকার সাধনা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। যে 'শম,' 'দম,' 'তিতিক্ষা', 'আর্জ্জব,' 'অপৈশুন্য', 'অলোভ,' 'ক্ষমা', 'ধৃতি,' প্রভৃতি গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতাকেই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য করে, সে যোগের ব্যভিচার করে। তাহার প্রতিও বৈড়ালব্রতীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রত্যবায় প্রযোজ্য। যোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার জন্য চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যক। প্রতি কার্য্যে যিনি সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি সহজেই হইয়া থাকে। যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মের লক্ষ্য একই। কর্ত্তব্যপরায়ণতা সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়; সুতরাং ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, যোগ, ইহারা সকলেই পরস্পর বিশেষ-রূপে সংশ্লিষ্ট। যিনি চরিত্রবান্ না হইতে পারেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে অধিকার নাই। সাধারণের হাতে পড়িলে যোগের ব্যভিচার হইবে, এই আশঙ্কায়, অশেষ গুণালঙ্কৃত, ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রকে অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কতকগুলি নর-পিশাচ, মানবকুল-গ্লানি, বৈড়ালব্রতীদিগের ব্যবহারে ইহা বাজারের জিনিষ—উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যে আর্য্য-তাপসগণ স্রোতস্বিনীর সৈকত-পুলিনে, নির্জ্জন কন্দরে, প্রকৃতির পবিত্র কাননে, সৃষ্টির প্রাণরূপিণী শক্তির আরাধনায় যোগরত থাকিতেন; যাঁহাদিগের যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যায় দেবতা-দিগেরও ভীতির সঞ্চার হইত, আজ সেই যোগের—যোগশাস্ত্রের এতাদৃশ ব্যভিচার দেখিয়া, কোন্ সহৃদয় আত্মা ব্যথিত না হয়? ধর্ম্মের গ্লানি, যোগের অপব্যবহার, চরিত্র-মাহাত্ম্যের অভাব, সকলই এই কলিযুগে হতভাগ্য ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। হে ভূতভাবন, নিত্যনিরঞ্জন, পতিতপাবন শ্রীহরি! আবার তুমি তোমার এই পবিত্র লীলা-ধামে, তোমার নিজ নামের প্রাণ-মন-হারী বংশী-বাদন-পূর্ব্বক, নির্জ্জীব, ধর্ম্মভ্রষ্ট, যোগভ্রষ্ট ভারতবাসীর প্রাণে নবোৎসাহ সঞ্চারের বিধান কর।

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্, এ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১২

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ বৈ (নিশ্চয়েন) মহান্ প্রভুঃ, এষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ, ইমাং সুনির্ম্মলাং প্রাপ্তিম্ ঈশানঃ, জ্যোতিঃ অব্যয়শ্চ, ভবতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। বৈ—(অব্যয়) নিশ্চয়েন—নিশ্চয়। মহান্—অপ্রতিরথঃ—অপ্রতিরথ অদ্বিতীয়। প্রভুঃ—সমর্থঃ, সমর্থ। সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ—জগদুদয়স্থিতিসংহারে অন্তঃকরণস্য প্রেরয়িতা, জগতের উদয়, স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে অন্তঃকরণের প্রেরয়িতা। সুনির্ম্মলাম্—স্বরূপাবস্থা-লক্ষণাং—পুনরাবৃত্তিরহিতাম্, অতএব—নিতরাং মঙ্গলকরীং, স্বরূপাবস্থালক্ষণ—অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিরহিত, অতএব নিরতিশয়—মঙ্গলকরী। প্রাপ্তিম্—পরমপদপ্রাপ্তি। ঈশানঃ—ঈশিতা—অর্থাৎ নিয়ন্তা। জ্যোতিঃ—পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রকাশ। অব্যয়ঃ—অবিনাশী।

বঙ্গার্থ—সেই অপ্রতিরথ,—অতুল্য শক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সমর্থ পরম পুরুষই (পরমাত্মা)—সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। স্বরূপাবস্থাময়ী—পুনরাবৃত্তি-রহিতা পরমপদ-প্রাপ্তির তিনিই এক মাত্র নিয়ন্তা, তিনি পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রকাশ এবং অবিনাশী। তদীয় মননাদি-বলে সাধক তৎপদপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়া আবৃত্তি-শৃঙ্খল ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন।

১৩

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

অন্বয়ঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়চ্ছিদ্র পরিমাণাপেক্ষয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ হৃদয়ের অভিব্যক্তিস্থানানুসারে—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত। পুরুষঃ—পুরে বসতি—শেতে ইতি পুরুষঃ, পুরশায়ী অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে—পুরাধিষ্ঠিত। মন্বীশঃ—জ্ঞানেশঃ—সর্ব্বজ্ঞানৈকনিধান। হৃদা—মনসা ("স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ"।) মনের দ্বারা—অর্থাৎ মনোময় দর্শন দ্বারা। অভিক্লৃপ্তঃ—প্রকাশিত।

বঙ্গার্থ। সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়াভ্যন্তরশায়ী অন্তরাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি অখণ্ড জ্ঞানময়, মনোময় নয়ন দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়, অর্থাৎ মননাদিরূপ সম্যগ্দর্শন-বলে তিনি সাধক-নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। (অথবা তিনি মনের দ্বারা প্রকাশিত মনোরাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহাকে মনঃ-স্থিরতা প্রভৃতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়)। যে সমুদয় বিচক্ষণ মনীষী ইঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা অচিরেই অমৃতত্ব লাভ করেন।

১৪

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥

অন্বয়ঃ। সঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ পুরুষঃ, ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা দশাঙ্গুলম্ অতি-অতিষ্ঠৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। (অস্মিন্ অনুশাসনে সহস্রেতিপদং অনন্ত-শব্দ-সমার্থতয়া প্রযুক্তমিতি সুধীভির্বিভাব্যম্।) সহস্রশীর্ষা—সহস্রাণি—অনন্তানি শীর্ষাণি অস্য ইতি, অনন্ত মস্তক। এবমুত্তরত্রাপি। সহস্রাক্ষঃ—অনন্তচক্ষু। সহস্রপাৎ—অনন্ত চরণ। পুরুষঃ—পূর্ণ। ভূমিং—পৃথিবী। বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ—অন্তর্বহিশ্চ—অন্তরে এবং বাহিরে। বৃত্বা—ব্যাপ্য। দশাঙ্গুলম্—অনন্তম্ অপারম্, অথবা নাভেরুপরি দশাঙ্গুলং হৃদয়ং তত্র অনন্ত অপার, অথবা নাভির উপরিস্থিত দশাঙ্গুল-পরিমিত হৃদয়, সেইস্থলে। অতি-অতিষ্ঠৎ—অতীতা ভুবনং সমধিতিষ্ঠতি, সমস্ত ভুবন অতিক্রম পূর্ব্বক বিশ্বের অন্তরে বাহিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

বঙ্গার্থ—সেই অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু এবং অনন্ত চরণ বিশিষ্ট পূর্ণ পরমাত্মা পৃথিবীকে অন্তরে বাহিরে পরিব্যাপ্ত করিয়া অনন্ত অপার ভুবনের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অথবা নাভিদেশের ঊর্দ্ধতন দশাঙ্গুল-পরিমিত হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই পৃথিবীতে সমস্তই তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বত্রই তাঁহার বিভূতি বিরাজিত।

১৫

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

অন্বয়ঃ। যদ্ ভূতম্ যৎ চ ভব্যম্, (তৎ) ইদং সর্ব্বং পুরুষ এব। (সহি পুরুষঃ) অমৃতস্য ঈশানঃ। যৎ অন্নেন অতি রোহতি, (পুরুষঃ তস্য চ ঈশান ইতি শেষঃ)

বিষমপদব্যাখ্যা। অমৃতস্য—অমরণ-ধর্ম্মস্য, অমরণধর্ম্মের অর্থাৎ কৈবল্যের। যৎ অন্নেন অতিরোহতি—যাহা অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে। ভব্যম্—ভবিষ্যৎ।

বঙ্গার্থ। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান,—এ সমস্তই সেই পরমাত্মা, তিনি ব্যতীত এই ত্রিভুবনের দ্বিতীয় কর্ত্তা নাই। তিনিই একমাত্র অমরত্বের বিধাতা। এই বিশ্বে অন্ন দ্বারা যাহা পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহারও এক মাত্র নিয়ন্তা সেই পরম পুরুষ; অর্থাৎ এ জগতে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই।

১৬

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

অন্বয়ঃ। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতঃ অক্ষি-শিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ। (তৎ) লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং—সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বত্রই যাঁহার হস্ত এবং পদ আছে। সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখং—সর্ব্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসিচ যস্য তৎ, সর্ব্বত্রই যাঁহার নয়ন, মস্তক এবং মুখ বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ—

সর্ব্বতঃ শ্রুতিঃ বিদ্যতে অস্য ইতি, যাঁহার শ্রবণ-শক্তি সমস্তই শ্রবণ করিতে সমর্থ। আবৃত্য—ব্যাপ্য—ব্যাপিয়া।

বঙ্গার্থ। পুনরায় নির্ব্বিশেষভাবে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার হস্ত এবং পদ সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তাঁহার নয়ন, শিরোদেশ এবং মুখ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, এবং তাঁহার শ্রুতি সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥

কঠ-শ্রুতির উপরোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে,—

শরীরে দুই আত্মা প্রবিষ্ট আছেন। ইহাদিগের মধ্যে একটী সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করেন (একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবন্তি নেতরঃ তথাপি পাতৃ সম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতে ইতি-শঙ্করাচার্য্যঃ) অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গদেহে অধিষ্ঠান বশতঃ আমি আছি, আমি সুখী-দুঃখী, আমি ভোগ করিতেছি, ইত্যাদি মনে করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্যটী পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া প্রথমোক্তকে কর্ম্মফল প্রদান করে। যাঁহারা আত্মতত্ত্ববিৎ, তাঁহারা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটিকে ছায়া ও দ্বিতীয়টীকে আতপ বলিয়া থাকেন ও সেই রূপ ত্রিণাচিকেত-গৃহস্থরাও বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটি (নশ্বর "আমি") কিরূপে জাত ও পুষ্ট হয়, তাহা বিশদভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সৎ-স্বরূপ নিত্য জীবই ইহার প্রেরক এবং ইহা স্থূল শরীর ও লিঙ্গ-শরীরাভিমানী। অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতিই ইহার জন্মের কারণ। ভগবানের দুইটী-প্রকৃতি আছে, একটীকে অপরা (নিকৃষ্টা) প্রকৃতি বলে; কারণ ইনি অশুদ্ধা ও অনর্থকরী, সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা ও জড়া; আর অন্যটীকে বিদ্যা, পরা ও চিন্ময়ী প্রকৃতি বলে। স্থূল ও লিঙ্গদেহাভিমানী অনিত্য "আমি" পঞ্চভূত-ভৌতিক পদার্থময়; স্থূল-সূক্ষ্ম সংসৃষ্ট ভৌতিক সমস্ত চিন্তাই যে "আমির" অঙ্গ গঠন করে, সর্ব্বদাই যে অহংজ্ঞান আমাদের একটা না একটা শরীর লইয়া থাকে, সে "আমি" অবিদ্যা-[illegible]মিত নিকৃষ্টা প্রকৃতি-জাত; তাহারই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু সমগ্র পরিবর্ত্তনের

মধ্যে যে "আমি" অটল অচল থাকায় "আমি সেই" এইরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাই পরা-প্রকৃতিজাত চিন্ময়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান এই দুই প্রকার প্রকৃতির বিষয় বুঝাতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃখংমনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

আমা হইতে (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান হইতে) ভিন্না (বহির্মুখী জড়াত্মিকা) অষ্টপ্রকার প্রকৃতি-পদার্থ আছে, যথা—পৃথিবী-তন্মাত্র, জল-তন্মাত্র, তেজস্তন্মাত্র, বায়ু-তন্মাত্র, আকাশ-তন্মাত্র, অহঙ্কার-তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব; ইহাদের সকলেরই মূল অবিদ্যা।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

উপর্য্যুক্ত অবিদ্যা হইতে ভিন্ন আমারই অভিন্ন অংশ স্বরূপ (জীব-চৈতন্য) আর এক প্রকার শ্রেষ্ঠতরা প্রকৃতি আছে, যাহা এই অনন্ত জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো! এই প্রকৃতিকে তুমি 'জীব' বলিয়া জানিবে। এই দুই প্রকার প্রকৃতি—অর্থাৎ চিন্ময়ী ও জড়াত্মিকা প্রকৃতি ভগবানের; চিৎ ও জড়, উভয়ই যাহাতে অর্পিত, তিনি ভগবান। অবিনশ্বর, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জীবাত্মা চিন্ময়, এবং নশ্বর, বদ্ধ, অসংখ্য ক্লেশাকর, ভাণমাত্র ও অহঙ্কারে যাহাকে সর্ব্বদাই "আমি" বলিয়া জানি, ইহা জড়সম্বন্ধিনী ভাবনাময় এবং জড়ত্বাভিমানী বলিয়া জড়তত্ত্বময়ী অবিদ্যা-জাত।

"দূরমেতে বিপরীতে বিসূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা"। (কঠ, দ্বিতীয়া বল্লী।)

বিদ্যা আর অবিদ্যা, ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তিনী, ভিন্ন-গতি ও ভিন্নফলদা, ইহা জানাই আছে।

এই যে দুই প্রকার প্রকৃতি, যাহার বিষয় আমরা শ্বেতাশ্বতরেও দেখিতে পাই, যথা—

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ব্যবিদ্যাহ্যমৃতং তুবিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর, ৫ম অধ্যায়।)

দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দুইটী গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই তাঁহার মাহাত্ম্য। অবিদ্যা জীবের মৃত্যুর কারণ ও সংসার-জনয়িত্রী; বিদ্যা অমৃতস্বরূপা, জীবের মোক্ষদাত্রী। জীব চিন্ময়, পরা-প্রকৃতি বিদ্যা-জাত; জীব নিজের স্বরূপ জানিবার জন্য, সমস্ত লোক বশীভূত করতঃ সচ্চিদানন্দময় চিদেকরস ভগবত্তত্ত্ব-ভোগ করিবার নিমিত্ত অবিদ্যা মধ্যে প্রবেশ করে।

অবিদ্যা মধ্যে বহু কাল বদ্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইলে, আপনার স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হয়। এই জীবের স্বরূপ কি, তাহা পরে বলিব। ইহাই প্রকৃত নিত্য জীব; বেদান্তদর্শন কেবল ব্যবহারিক জীবের অনিত্যতা দেখাইয়া, এই নিত্য জীবকেই ব্রহ্ম, নির্গুণ, নিষ্কাম পুরুষ প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীব যে অনিত্য, প্রাতিভাসিক ইন্দ্রজালময়, তাহা বেদান্ত উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শিত ব্রহ্মই যে এই নিত্যজীব, তাহা দেখাইতেছি। বেদান্তের বিষয় হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করা, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, ইহা দেখান। 'নেতি নেতি' করিয়া অপরা প্রকৃতিতে উপহিত আভিমানিক অনিত্য জীবের সত্তা ভ্রান্তি-জনিত দেখাইয়া, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির দ্রষ্টা, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের অধিষ্ঠাতা চিদেকরস আত্মাই ব্রহ্ম, বেদান্ত বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। আমি কে, তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া, পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া, বেদান্ত প্রকৃত নির্বিকার "আমি"কে পাইয়া স্থির হইলেন। এই সনাতন "আমি"কে পাইবার জন্য যেরূপ অন্বেষণ করা আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে করিলেন। দেহতত্ত্ব উত্তমরূপে বিচার করিয়া, জড়দেহের অতীত বস্তু চিন্ময় আত্মার জ্যোতি দেখিয়া বিভোর হইলেন! যেখান হইতে ফিরিতে হয় না, তথায় যাইয়া থামিয়া পড়িলেন। মোক্ষপাদেই গ্রন্থের শেষ করিলেন।

'অনাবৃত্তিঃশব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থপাদ, ২৩সূত্র।

নচ পুনরাবর্ত্ততে। সর্ব্বান্ কামানপ্যমৃতঃ
সমভবৎ সমভবদিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।

মুক্ত ব্যক্তির আর পুনরাগমন করিতে হয় না, ইহা বলিয়াই বেদান্ত নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহা ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন, এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রহ্ম, একথাও বলিয়াছেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মজ্ঞানী—যাঁহারা ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিবেন, তাঁহারা অবিদ্যা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর হাত এড়াইয়াছেন, ত্রিগুণাতীত হইয়া আত্মানন্দ ভোগ করতঃ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গুণাতীত হইলে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিরূপ লক্ষণযুক্ত হয়েন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনো বদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

সমদুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪শ অধ্যায়।)

এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানী, গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরিয়া "অহংব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্য ইঁহারাই সফল করেন; এই ব্রহ্মভূত মহাত্মাগণের (অবিদ্যার পারে যাইলেও)' আমির" অস্তিত্ব থাকে; তবে কিনা সে 'আমিত্বের' সহিত আমাদিগের অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত মায়িক আমিত্বের কোনও মতে তুলনা হইতে পারে না। সেই নিত্য "আমি"ই ব্রহ্ম। 'আমি' না থাকিলে, মুক্তপুরুষদিগের ভোগ থাকিত না। ইঁহারা কিরূপ ভোগ করেন? মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন,—

"সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ" ॥১ ব্রহ্মসূত্র ৪র্থ পাদ।

মুক্তব্যক্তিরা ব্রহ্মকে পাইয়া, তাঁহার অনতিক্রমে কর্ম্মবন্ধ-বর্জ্জিত ভোগ করেন। ইঁহারা মুক্ত কিরূপে? বেদান্তদর্শন বলিতেছেন,—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥উ-২ সূ।

যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাঁহারাই মুক্ত।

"চিতিতন্মাত্রেণতদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ"। উ—৬ সূ।

চিতিমাত্রো দেহো মুক্তানাং পৃথগ্বিদ্যতে তেন ভুঞ্জতে। সর্ব্বেবা এতদচিৎ পরিত্যজ্য চিন্মাত্র এবাবতিষ্ঠতে তামেতাংমুক্তিরিত্যাচক্ষত ইত্যুদ্দালক শ্রুতিশ্চিদাত্মকত্বাদিতি ঔড়ুলোমির্ম্মন্যতে ॥
(শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিরচিত মাধ্বভাষ্য)

ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন, মুক্তদিগের চিন্ময় দেহ আছে, সেই দেহ দ্বারা তাঁহারা ভোগ করেন। "মুক্তেরা অচিন্ময় দেহ ত্যাগকরিয়া চিন্ময়দেহে অবস্থান করেন, ইহাকেই মুক্তি বলে" এই উদ্দালক-শ্রুতি বলেন, মুক্তের চিন্ময় দেহ জানা যায়। ইহাতে যদি বল, মুক্তদিগের দেহ স্বীকার করিলে, তাঁহাদিগের সংসারিত্বাপত্তি হয়; তাহা নহে; কেননা অচিন্ময় কৃত্রিম শরীরেই সংসারিত্ব, চিন্ময় দেহের সংসারিত্ব নাই। এই ঔড়ুলোমির অভিমত চিন্ময় দেহ দ্বারা ভোগ এবং জৈমিনীর কথিত ব্রহ্মদেহের দ্বারা ভোগ, এই উভয়ই প্রমাণসিদ্ধ, ইহাই পরসূত্রে কথিত হইয়াছে।

"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং" (বাদরায়ণঃ)

তাহাহইলে পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, আত্মা সকল দেহের অতীত এবং এক্ষণে

যে বলা হইতেছে সে, আত্মা চিন্ময়-দেহ, ইহাতে আর কোনও বিরোধ রহিল না; কেননা পূর্ব্বকথিত সমস্ত দেহই মর্ত্ত্য জড়ময়; এক্ষণে যে দেহের কথা বলা হইতেছে, তাহা চিন্ময় ও সৎ। শ্রুতিতে (সৌপর্ণ) দেখিতে পাই, 'সবা এষ এতস্মান্মর্ত্ত্যা বিমুক্তশ্চিন্মাত্রো ভবতি অথ তেনৈব রূপেণাভিপশ্যত্যভিশৃণোত্যভিমনুতেঽভিজানাতি তামাহ মুক্তিমিতি।'

মুক্ত পুরুষেরা মর্ত্ত্যদেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিন্ময়রূপ ধারণ করেন এবং সেইরূপে শ্রবণ করেন, দর্শন করেন এবং সকল জানিতে পারেন। ইহাকেই মুক্তি বলিয়া থাকে। এক্ষণে দেখুন, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-দেহ বিনষ্ট হইলেও, চিন্ময় জীবের সত্তা থাকে। এই চিন্ময় জীবই ব্রহ্ম। বেদান্তদর্শনে ইহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ উত্তমরূপে বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চতুর্থ পাদের বিচার বেদান্ত করেন নাই। এই আত্মা যে চতুষ্পাৎ, তদ্বিষয়ে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিতেছেন,—

সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।২॥

এই উপনিষৎ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, আত্মা কিরূপ বস্তু। ইহার প্রথম তিনটী পাদ অবিদ্যা-ঘটিত ব্যবহারিক জীব, শেষ পাদটী চিন্ময় নিত্য-জীব। এই চতুর্থ পাদকে বুঝাইতে যাইয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ (মাণ্ডুক্য॥৭)

ইনিই নিত্য-অক্ষর পুরুষ। ব্যবহারিক জীব না হইলেও ইনি নিত্যজীব। জীবত্ব না থাকিলে, আমিত্ব থাকে না।

কিন্তু "শিবোঽহং" "ব্রহ্মাহমস্মি" "শিবঃকেবলোঽহম্‌" প্রভৃতি শ্রুতিতে অহংতত্ত্ব স্পষ্টই আছে। মধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত 'সিদ্ধান্ত বিন্দুসারে' জড়-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে "আমি" দর্শিত হইয়াছে, ইহা নিত্য 'আমি' জীব, ইঁহাকে শিবস্বরূপ বলা হইয়াছে; যথা,—

নভূমির্ণতোয়ং ন তেজো ন বায়ুর্ণখং নেন্দ্রিয়ং বা নতেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎসুষুপ্ত্যেকসিদ্ধস্তদেকোঽবশিষ্টঃশিবঃ কেবলোঽহং॥১
অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদাসর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ॥৪৩॥

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্ ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেবতৎ ॥৩৫॥
এবংনিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা ।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥৩৬॥

এই কয়টী শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থে অবিদ্যার পরপারস্থ যে "আমিকে" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইনিই যে সেই সৎ "আমি" এবং ইনিই যে উপাধি-ভেদে বহু হইয়াও স্বরূপতঃ নিরুপাধিক সেই এক ব্রহ্ম-পদার্থ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। আধুনিক মায়াবাদ অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াই "আমি ব্রহ্ম" ইহার অর্থ জীব ও সর্ব্ব-জীবের নিয়ন্তা ভগবান্ এক, করিয়াছে ও সংসারকে বিষম ভ্রমে পাতিত করিতেছে। এই মায়াবাদীদিগের মত এই যে, চৈতন্য অবিদ্যাতে উপহিত হইলে, জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; সেই জীব অবিদ্যা-জাত বুদ্ধি-মন-চিত্তাদি এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ অসংখ্য দুঃখ-জালে বিজড়িত হইয়া যাতায়াত করে। যদি কখনও কোনও মহাপুরুষ কৃপা করেন, তবে জ্ঞান-বলে অবিদ্যা নষ্ট হইলেই জীব ও ব্রহ্ম এক, ইহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মোটকথা এইযে, তাঁহাদিগের মতে জীব নিত্য নহে, জীব বলিয়া কোনও একটা বস্তু নাই, ওটা কেবল ইন্দ্রজাল মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম, সেইরূপ ও একটা ভ্রান্তিমাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই বস্তু; সংসারে আর সকলই অবস্তু। ফলে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়ই ব্রহ্ম, বেদান্তের এই সত্য ব্যাখ্যার দোষে অনর্থজনক হয়। উপাদানকে অলীক বলিলে নিমিত্তেরও কোন সার্থকতা থাকে না; কারণ উহারা পরস্পর সাপেক্ষ; অতএব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রলাপ-বাক্যে কাল-মাহাত্ম্যে সংসারের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক মায়াবাদীগণ এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহা স্থিরচিত্তে বিচার করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। শাস্ত্রের কথিত দুইপ্রকার প্রকৃতি তাঁহারাও স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা জীবের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র যেরূপ বলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপে ভ্রমে পড়েন, এবং অহঙ্কার-সীমান্তর্ভূত-জ্ঞানের অনধিগম্য ব্রহ্মকে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য মনে করিয়া চিদ্রাজ্যের অপরূপ তত্ত্ব সমূহ দেখিতে পাননা। শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ স্বীয় পঞ্চদশীতে নির্ব্বিকার, নিষ্কল, সাক্ষীস্বরূপ, নিত্য, বিশুদ্ধ, কেবল জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জীবকে বুঝাইবার জন্য দ্বিবিধা প্রকৃতি দেখাইয়া বলিতেছেন,—

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা।
তমোরজঃ-সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥১৫॥

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিকে প্রকৃতি বলা হয়; এই প্রকৃতি দুইপ্রকার, মায়া ও অবিদ্যা।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া-বিদ্যে চতে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥১৬॥

সত্ত্বগুণের নৈর্ম্মল্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া, এবং মালিন্য প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। যিনি সত্ত্বগুণপ্রধানা মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর।

অবিদ্যা বশগস্তন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণ-শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭

(পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক।)

অবিদ্যার বশ যে চৈতন্য, তিনি জীব। অবিদ্যার বিচিত্রতা নিবন্ধন জীবও অনেক প্রকার। অবিদ্যার নাম কারণ-শরীর; ইহাতে অভিমানী জীব সকলকে 'প্রাজ্ঞ' বলা যায়। রামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার কৃত টীকায় ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে,—

অবিদ্যায়া বশগোবিদ্যায়া প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতঃ বিদাত্মাঽন্যো জীবঃসাৎ সচ তদ্বৈচিত্র্যাত্তস্যা অবিদ্যায়াউপাধিভূতায়া বৈচিত্র্যাদবিশুদ্ধি-তারতম্যাদনেকধা অনেক প্রকারো দেবতির্য্যগাদি ভেদেন বিবিধো ভবতীত্যর্থঃ।

অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহাই জীব, সে সেই অবিদ্যার অধীন। অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের তারতম্যানুসারে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হয়।

সমস্ত বেদান্তে অনিত্য-ইহলোক-পরলোকগামী ব্যবহারিক জীবকেই 'জীব' বলা হইয়াছে; ইনিই ত্বং-পদবাচ্য এবং ঐন্দ্রজালিক ভাব মাত্র; বস্তুতঃ ইনি সৎ নহেন বা ইহার সত্তা নাই। সত্তা না থাকিলেও একটা সৎ বস্তু ইহার ভিত্তি স্বরূপ আছে; তাহা না থাকিলে কদাচই ইহা সদ্রূপে ভাসমান্ হইতে পারিত না। যে সদ্বস্তুতে ইহার অধিষ্ঠান, ইহা যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই বস্তুর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রতিবিম্ব স্বভাবতঃই যে বস্তু হইতে প্রতিফলিত হয়, তাহার অনেকটা সমান হইয়া থাকে; আপনার ছায়া আপনার আকৃতির সমরূপ হইবেই হইবে, অনেকাংশে তদ্ধর্ম্মীও হইবে। যেমন সর্পের সহিত রজ্জুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, স্থাণুর সহিত মনুষ্য-মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, সেই জন্যই স্থাণুতে মনুষ্য-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে যে বস্তুর প্রতিবিম্ব এই মিথ্যা "আমি"—

তাহা কি, দেখা যাক্। স্থূলাদি শরীর সমূহের সাক্ষী স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত বলিয়া ইনি সৎ, এবং স্থিরমনে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাও জানিতে পারা যায় যে, একমাত্র জ্ঞানই সৎ; অতএব ইনি চিন্ময় বা জ্ঞানস্বরূপ; আবার সত্তাতেই সুখ, ইহা অনুভব-সিদ্ধ। কেবল আমিত্বের সত্তা বজায় রাখিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার জন্যইত আমাদিগের চেষ্টা ও এত শ্রম। জীবিত থাকা যদি সুখকর না হইত, অস্তিত্বই যদি আনন্দময় না হইত, তাহা হইলে কখনও কোনও জীব জীবনের জন্য ব্যস্ত হইত না। অতএব ইহাও দেখা গেল যে, ইনি আনন্দময়। এই যে নিত্যজ্ঞানময়, আনন্দময় "আমি"—ইহার সত্তাতে প্রাতিভাসিক "আমি"ও আপনাকে সৎ মনে করে; ইহার জ্ঞানেতেই অনিত্য অবিদ্যাস্থরস্থ "আমি" আপনাকে জ্ঞানী মনে করে, এবং ইহার আনন্দেতেই ত্রিতাপ-দগ্ধ "আমি"ও আপনাকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকে। ব্যবহারিক আমির নিজের ওরূপ একটিও গুণ নাই; পরন্তু সমস্তই বিপরীত—ছায়া মাত্র বলিয়া ইহা মিথ্যা, এবং চিন্ময়ের বা জ্ঞানের ছায়া বলিয়া ইনি তমঃপ্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যাস্বরূপ; এবং অবিদ্যা হইতে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্লেশ সমূহ জাত হওয়ায়, ইহা ত্রিবিধ তাপে সর্ব্বদা সন্তপ্ত। কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মীহইয়াও, যে বস্তুর ইহা ছায়া, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেই জন্যই ব্যবহারিক জীবও আপনাকে আমি আছি, আমি সকল জানিতেছি; অতএব আমি জ্ঞানী, এবং আমি সুখী, এই প্রকার অনুভব করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

রাশিচক্রবর্ণন।

৫ম বর্ষ হিন্দু-পত্রিকার ৩৪৬ পৃষ্ঠাস্থিত রাশিচক্র আকাশে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাস্যে বসিয়া রাশিচক্র দৃষ্টি কর। কর্কটক্রান্তি উত্তর দিকে স্থাপন কর। মকরক্রান্তি দক্ষিণে পড়িল। মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু পশ্চিমে রহিল। জলবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু পূর্ব্বদিকে রহিল। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি মিথুন ও কর্কটরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। মকরক্রান্তি ধনু ও মকররাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। মহাবিষুপ সংক্রান্তি মীন ও মেষরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি কন্যা ও তুলারাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। রাশিচক্রের এই ন্যায় (চিত্র) ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ৫২০ শকাব্দে বর্ত্তমান হিন্দু-পঞ্জিকা প্রকটন কালে দৃশ্যমান ছিল।

রাশিচক্রের এই ন্যাসে যে রেখা মহাবিষুপ সংক্রান্তি, জলবিষুপ সংক্রান্তি যোগ করিতেছে, ঐ রেখাকে বিষুপরেখা বলে; এবং ঐ ন্যাসস্থিত বৃহত্তম বৃত্তটাকে অয়নমণ্ডল বা রবিমার্গ বলে। ঐ অয়নমণ্ডলের যে অর্দ্ধবৃত্ত বিষুপরেখার উত্তরে অবস্থিত, ঐ বৃত্তার্দ্ধকে উত্তরধনু বলে, এবং অয়নমণ্ডলের যে বৃত্তার্দ্ধ বিষুপরেখার দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ বৃত্তার্দ্ধকে দক্ষিণ ধনু বলে। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি-বিন্দু অয়নমণ্ডলের উত্তম স্থানে, এবং মকরক্রান্তি বা দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু অয়নমণ্ডলের অধম স্থানে। উত্তর ধনু স্বর্গ এবং উত্তরক্রান্তি-বিন্দু স্বর্গ-রাজধানী; এবং দক্ষিণ ধনু পাতাল এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু পাতাল-রাজধানী।

বিষুপরেখা মর্ত্ত্যলোক। বিষুপরেখা হইতে ধ্রুববিন্দু পর্য্যন্ত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যঃ, এই সপ্ত স্বর্গ স্থাপিত; এবং বিষুপরেখা হইতে পরধ্রুব বা কামাক্ষ পর্য্যন্ত অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, রসাতল, এই সপ্ত পাতাল স্থাপিত।

ভূতল বিষুপরেখায় অবস্থিত। সপ্ত স্বর্গের উপর ধ্রুবস্থানে ধ্রুবলোক। তদুত্তরে যে মণ্ডলে ধ্রুববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, এই মণ্ডলকেই গো-লোক—বৃন্দাবন বলে।

এই স্বর্গ-রাজধানীতে অর্থাৎ বসুদেব (*) আলয়ে সূর্য্যদেব (দেবরাজ ইন্দ্র) শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বসু পুত্র বলিয়া ইন্দ্রের বাসব নাম, এবং বসুদেব-পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব নাম। একই বসু। 'কশ্যপো বসুদেবোঽভূৎ' বচনটী স্মরণ কর। তবে পার্থক্য এই যে, ইন্দ্রদেব সত্যযুগের সূর্য্য-নামান্তর (১) এবং শ্রীকৃষ্ণদেব দ্বাপর যুগের সূর্য্যাবতার। কিন্তু ধ্রুববিন্দু মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দু প্রদক্ষিণ করে, এই গতিগুণে উত্তরক্রান্তিবিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু এবং জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু এই চারিটী বিন্দু ১৩ ১/৩ + ৭৫ = ১০০০ বৎসরে একটী নক্ষত্র অপক্রমণ করে। এবং ৩০ + ৭৫ = ২২৫০ বৎসরে এক রাশি অপক্রমণ করে। যথা পঞ্জিকার ২২৫০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরক্রান্তি-বিন্দু বা কর্কট-ক্রান্তি বিন্দু কর্কট ও সিংহ রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ-ক্রান্তি-বিন্দু মকর ও কুম্ভরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু মেষ ও বৃষরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু তুলা ও বৃশ্চিক রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ কর্কট-সংক্রান্তি বিন্দুতে উত্তরসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত ছিল। রাশিচক্রটী ৩০ অংশ ঘুরাইয়া উত্তরে অশ্লেষা নক্ষত্র স্থাপন কর। দক্ষিণে ধনিষ্ঠা পড়িল, এবং কিরীট-মণ্ডল প্রমুখ রেখাটী এক্ষণে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত বিষুপরেখা হইল। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ বিষুপরেখার এই অপসরণকে সমরাত্রি-বিন্দুদ্বয়ের আক্রমণ নাম দিয়াছেন; (Precession of the

(১) পুনর্ব্বসু নক্ষত্র

(১) ঋক্ ১।১ ২।৮ ঋক্ ১।১২১।২

Equinoxও) অপক্রমণ ব্যাপারটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু ১৮০ অংশ দূরে অবস্থিত আছে। উত্তরক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম অদিতি এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম দিতি। পঞ্জিকার ১৮০+৭৫=১৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে দিতিবিন্দু উত্তরধনুর উত্তম স্থানে উত্তরক্রান্তিরূপে অবস্থিত হইল এবং অদিতি-বিন্দু দক্ষিণ ধনুর অধম স্থানে দক্ষিণক্রান্তিরূপে অবস্থিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

রাসলীলা-উপলক্ষ্যে তুলা রাশির সংক্রান্তি-বিন্দুতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম আসিয়াছেন। সম্মুখে বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশি এবং ঐ সকল রাশিস্থিত নক্ষত্র। এই সকল রাশি ও নক্ষত্র-ঘটিত লীলা নিচয় পুনর্যাত্রায় বর্ণিত হইবে। আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত রাশি-নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া নন্দালয়-দ্বারে মেষ ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুতে (১) উপনীত হইলেন। সম্মুখে বৃষ রাশির নন্দালয়, এবং নন্দালয়ে দেবমাতৃকা ষট্ কৃত্তিকা এবং রোহিণী দেবী বিরাজমানা। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মমণ্ডলে (২) স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মা আসীন। ব্রহ্মার মস্তকে প্রজাপতি-তারক, উদ্ধোদেশে ব্রহ্মহৃৎতারক। পশ্চিম কুক্ষিতে অগ্নিতারকা। এই ব্রহ্মাই নন্দরাজ, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ষট্কৃত্তিকা যশোদা দেবীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন, এবং বলদেব রোহিণী দেবীর ক্রোড় আশ্রয় করিলেন। আজ নন্দরাজ-ভবনে নন্দোৎসব উপস্থিত। স্বর্গীয় বৃন্দাবনে নব বর্ষাগমে জগৎময় গোপ-গোপীগণ হর্ষে পুলকিত। বৃন্দাবন দ্বাদশ মহাবনে বিভক্ত; (৩) মধ্যে যমুনা নদী, যমুনার পশ্চিম ভাগে সপ্ত মহাবন, এবং যমুনার পূর্ব্বভাগে পঞ্চ মহাবন। একবার গোলোকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে, নদী-রূপা ছায়াপথের পশ্চিমভাগে মিথুন-বীথী হইতে ধনু-বীথী, এই সপ্ত বীথী সপ্ত মহাবন রূপে অবস্থিত, এবং পূর্ব্বভাগে কর্কট-বীথী হইতে বৃশ্চিকবীথী, এই পঞ্চবীথী পঞ্চ মহাবনরূপে অবস্থিত। পুরাণ মতে বৃন্দাবনের অধীশ্বর মহীভানুসুত বৃষভানু বা বৃষরাশিস্থ ভানুদেব নন্দরাজ গোলকের অধিপতি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণমতে মাল্য-পত্নী

---

(১) বর্ত্তমান ১৮২০ শকাব্দে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পদান্তে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত আছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বিন্দু ৫০ অংশ দূর পূর্ব্বে কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অর্থাৎ বৃষরাশির প্রথম অংশে অবস্থিত ছিল।

(২) ওরিক মণ্ডল Auriga Constellation.

(৩) ১২ মহাবন প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং কালিন্দ্যা সপ্ত-পশ্চিমে।
ইতি পাদ্মে পাতাল খণ্ডে ১ম অধ্যায়।

জটিলা-গর্ভে পুত্র আয়ান এবং কুটিলা ও যশোদা (৪) কন্যাদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন; এবং যশোদা-গর্ভে বাসুদেব মহামায়ার সহিত যমজ ভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন (৫) উভয় বাসুদেব একত্রীভূত হইয়া পূর্ণাবতার (৬) হইবে। কিন্তু পুরাণান্তর মতে গোল-পত্নী জটিলা-গর্ভে পুত্র অভিমন্যু এবং গোপ-ভগ্নী পাটলা-গর্ভে যশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পরিষ্কৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হইলে, পুরাণ মধ্যে এরূপ মত-ভেদ ঘটিবার সম্ভব হইতনা। মূল বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধার এবং আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যুর নাম মাত্র উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, রূপক-ভঙ্গ-ভয়ে প্রথমে শ্রীরাধাদির নাম উল্লেখ না করিয়া, কেবল গোপ-গোপী (তারক তারকা) সহ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করা হইয়াছিল। ক্রমে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন লোপ হইতে লাগিল এবং রূপক ভঙ্গের আশঙ্কা ক্রমে কমিতে লাগিল। পরবর্ত্তী পুরাণকারগণ ক্রমে নক্ষত্রাদির নাম প্রকাশে সাহস পাইতে লাগিলেন। জাতীয় জ্ঞান তিমিরাবৃত হইল। কুসংস্কার ভারত অধিকার করিল।

ক্রমে রূপকের কলেবর পর পর পুরাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানা গোপীর আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধার নাম প্রস্ফুটিত হইল, এবং বলা হইল, আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা আয়ানপত্নী, এই প্রবাদ মাত্র রটনা হইবে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার এই কলঙ্কের প্রতিপ্রসব স্বরূপ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার রাশিচক্রের মাল্য নাম দিলেন, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার নাম জটিলা রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সংযোগে অয়ন-মণ্ডল (আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যু উৎপন্ন হইল, এবং ঐ জটিলা-গর্ভে ষট্‌কৃত্তিকা যশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করিলেন) কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার শ্রীরাধার কলঙ্কের সার্থকতা রক্ষার জন্য আয়ান গোপের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু শ্রীরাধার সতীত্ব রক্ষার্থে আয়ান-ক্রোড়ে ভাগিনের শ্রীকৃষ্ণকে অধিষ্ঠিত রাখিলেন, এবং বিবাহ কালে শ্রীকৃষ্ণ আয়ানকে ক্লীবত্ব দিলেন (৭)। কোন পুরাণকার স্বজনতা-দোষ পরিহারার্থে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত অংশাবতারের পক্ষপাতী হইলেন। বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণকার রাশিচক্রের মাল্যক নাম দিলেন। কোন পুরাণকার গোল নাম দিলেন। উভয় পুরাণে জ্যোতির্ব্বিদ্যার নাম জটিলা রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সংযোগে অয়নমণ্ডল (আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যু) উৎপন্ন হইল। গোলকস্থ অয়নমণ্ডলের বক্ষোপরি যে রাধানক্ষত্র ছিল, সেই রাধানক্ষত্র যেখানকার সেইখানেই রহিল। এস্থানে ব্রজধামের বিবরণ এই পর্য্যন্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

(৪) কোষলে নসভস্তসা মাল্যস্য জটিলা পত্নেঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তরখণ্ড—আয়ানো বজরঃ সুতঃ ১৩।১০–১৩ যশোদা কুটিলা রাজন্ প্রত কন্যাভিধা স্মৃতা।

(৫) সুষুবে মিথুনং রাজ্ঞী কন্যামেকাং সুতঞ্চ হ ৭।১১

(৬) বিষ্ণোরংশাংশ-সম্ভূতং চরিতং জগতাং হিতং। বিষ্ণুপুরাণ ৫।১।৪
অবতর্ণো হি ভগবান অংশেন জগদীশ্বরঃ। ১০।৩৩।৩০

(৭) আয়ানাখ্য কৃষ্ণস্ত পুংস্ত্বাদপনয়ং তদা। শ্রীমদ্ভাগবত ১৫।৩১

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।	আষাঢ়।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পুরাণকারগণ স্ব স্ব যুক্তি ও রুচি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা পর্য্যায়ক্রমে গঠন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা রাশি ও নক্ষেত্রগণের অবস্থিতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন মাত্র করিব। তুলনা দ্বারা পরীক্ষা করণ জন্য পৌরাণিক ও জ্যোতিষিক লীলার ক্রমিক নির্ঘণ্ট দৃষ্টি করিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
বিষ্ণুপুরাণ। ৫ম অংশ। অধ্যায়।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।	শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ। অধ্যায়।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।	জ্যোতিষমতে নক্ষত্র ও গ্রহ।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।
৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	দহনদৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র	যশোদা ক্রোড়ে
৫	পূতনাবধ	৬	পূতনাবধ	কমলজদৈবত রোহিণী নক্ষত্র	শকটভঞ্জন
৬	শকট পরিবর্ত্তন	৭	শকটভঞ্জন	বৃষরাশি	অরিষ্টবধ বা গো বৎস হরণ
৬	যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন	৭	তৃণাবর্ত্তবধ	সোম দৈবত মৃগশিরা	•
৭	কালীয়দমন	৯	শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন	রুদ্রদৈবত আর্দ্রা	•
৮	ধেনুকবধ	১০	যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন	মিথুনরাশি	রাহু বা প্রলম্ববধ

৯	প্রলম্ববধ	১১	বৎসাসুর বধ	অদিতি দৈবত	শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম
		১১	বকাসুর বধ	পুনর্ব্বসু	
১১	ইন্দ্রযুদ্ধ	১২	অঘাসুরবধ	জীবদৈবত পুষ্যা	০
১৩	গোবর্দ্ধন ধারণ	১৩	গো বৎস হরণ	ফণীদৈবত অশ্লেষা	কালীয় দমন
১৪	রাস বর্ণন	১৫	ধেনুক বধ	কর্কটরাশি	চাণূর বধ
১৬	অরিষ্টবধ	১৬	কালীয় দমন	যমদৈবত মঘা	পূতনা ব
১৭	কেশী বধ	১৭	দাবাগ্নি ভক্ষণ	যোনিদৈবত	যমলার্জ্জুন-
				পূর্ব্বফল্গুনী বা অর্জ্জুনী	ভঞ্জন
১৯	অক্রূর প্রেরণ	১৮	প্রলম্ব বধ	সিংহরাশি	বস্ত্রহরণ
১৯	মথুরা প্রবেশ	১৯	দাবাগ্নি ভক্ষণ	অর্য্যমাদৈবত উত্তর	যমলার্জ্জুন-
				ফল্গুনী বা অর্জ্জুনী	ভঞ্জন
১৯	রজক বধ	২২	বস্ত্রহরণ	দিনকৃৎদৈবত হস্তা	চন্দ্রাবলীসখী
১৯	মালাকার-গৃহে গমন	২৪	ইন্দ্রযুদ্ধ	কন্যারাশি	বৎসাসুর ব
২০	অনুলেপন গ্রহণ	২৫	গোবর্দ্ধন ধারণ	ত্বষ্টৃদৈবত চিত্রা	চিত্রলেখাসং
২০	ধনুশালাপ্রবেশ	২৮	নন্দ মোচন	পবনদৈবত স্বাতী	তৃণাবর্ত্তঅসুরব
২০	রঙ্গপ্রবেশ	২৯	রাসলীলা	তুলারাশি	ধেনুকব
২০	কুবলয়পীড় বধ	৩৪	সুদর্শন মোচন	শক্রাগ্নিদৈবত রাধা	রাধাকৃষ্ণ
				বা বিশাখা	বিবা
২০	চাণূরমুষ্টিকবধ	৩৪	শঙ্খচূড় বধ	মিত্রদৈবত অনুরাধা	সুদর্শনমোচ
২২	জরাসন্ধ পরাজয়	৩৭	কেশী বধ	শক্রদৈবত জ্যেষ্ঠা	ইন্দ্রযু
২৩	কাল যবন বধ	৩৭	ব্যোমবধ	বৃশ্চিক রাশি	অঘাসুর ব
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণলীলা—		৩৮	অক্রূর প্রেরণ	রাক্ষসদৈবত মূলা	০
জন্মখণ্ড অধ্যায়		৪১	মথুরাপ্রবেশ	তোয়দৈবত পূর্ব্বআষাঢ়া	•
৭	শ্রীকৃষ্ণবলরামের জন্ম	৪১	রজকবধ	বিরিঞ্চিদৈবত উত্তরাষাড়া	•
১০	পূতনা মোক্ষণ	৪১	মালাকারগৃহে গমন	ধনুরাশি	কেশী
১১	তৃণাবর্ত্ত বধ	৪২	অনুলেপন গ্রহণ	শ্রীহরিদৈবত শ্রবণা	০
১	২	৩	৪	৫	৬
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ জন্মখণ্ড অধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণলীলা	শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ অধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণলীলা	জ্যোতিষ মতে নক্ষত্র ও গ্রহ	শ্রীকৃষ্ণলী
১২	শকটভঞ্জন	৪২	ধনুশালা-প্রবেশ	বসুদৈবত ধনিষ্ঠা	কুজাগি লেপন গ্র

১৪	যমলার্জ্জুন ভঞ্জন	৪২	কুবলয়পীড়বধ	মকররাশি	দাবাগ্নি ভক্ষণ
১৫	রাধাকৃষ্ণ বিবাহ	৪৪	চাণূরমুষ্টিক বধ	বরুণদৈবত শতভিষা	মালাকারগৃহে গমন
১৬	বকাসুর বধ	৪৪	কংশবধ	অজপাদদৈবত পূর্ব্ব ভাদ্রপদ	ধনুর্ভঙ্গ
১৬	কেশীবধ	৪৪	দৈবকী-বসুদেব-মোচন	কুম্ভরাশি	রজকবধ ও কংশবধ
১৬	প্রলম্ববধ	৪৯	পঞ্চজন বধ	অহিব্রধ্নদৈবত উত্তরভাদ্রপদ	ব্যোমবধ
১৯	কালীয় দমন	৫০	জরাসন্ধ বিজয়	পূষাদৈবত রেবতী	কুবলয়পীড়বধ
১৯	দাবাগ্নিভক্ষণ	৫১	কালযবন বধ	মীনরাশি	মুষ্টিক বধ
২০	গো-বৎস হরণ			অভিজিৎ	০
২১	ইন্দ্রযুদ্ধ			বুধগ্রহ	বৎসাসুর বধ
২১	গোবর্দ্ধন ধারণ			শুক্রগ্রহ	মুষ্টিক বধ
২২	ধেনুক বধ			অমা সোমগ্রহ	কুবলয়পীড়বধ
২৭	বস্ত্রহরণ			মঙ্গল গ্রহ	দাবানল ভক্ষণ
২৮	রাসলীলা বর্ণন			বৃহস্পতি গ্রহ	চাণূর বধ
৭০	অক্রূর প্রেরণ			শনিগ্রহ	ধেনুক বধ
৭২	মথুরাপ্রবেশ			রাহুগ্রহ	প্রলম্ববধ
৭২	কুব্জাপ্রসাদ			কেতুগ্রহ	কেশীবধ
৭২	মালাকার গৃহে প্রবেশ			অগ্নিপিণ্ড উল্কাপতন	দাবাগ্নিভক্ষণ
৭২	রজক নিগ্রহ			মহাবিষুপ সংক্রান্তি	অক্রুর-প্রেরণ জরাসন্ধবিজয়
৭২	ধনুর্ভঙ্গ			রাত্রিবিনাশ	কালযবনবধ
৭২	গজনিধন			কদম্ববিন্দু-আরোহণ	বস্ত্রহরণ
..	মল্লনিধন			কার্ত্তিকী পূর্ণিমা	রাসলীলা
				উত্তর ক্রান্তি	রথযাত্রা
				দক্ষিণায়ন	ঝুলন যাত্রা

() শূন্য চিহ্নিত রাশি ও নক্ষত্রের লীলা পরে বর্ণিত হইবে।

যশোদা দেবীর ক্রোড় হইতে গোপতি আদিত্যদেব অয়ন-ব্রজে যাত্রা করিলেন; সম্মুখে শকটাকৃতি পঞ্চতারকময় রোহিণীনক্ষত্র অতিক্রম করিলেন, অমনি শকট-ভঞ্জন হইল। সম্মুখে নদীরূপা ছায়াপথ। পথের পশ্চিমতীরে উজ্জ্বল লুব্ধক বা শৃগালরাজ তারক। পশ্চিমদিকে অনন্তদেব জলসর্প (Hydra) পশ্চিমাভিমুখে ফণা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদেব বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! এই নদীরূপা ছায়াপথ, ঐ শিবাতারা এবং ঐ ফণাধারী অনন্তদেবকে তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? বলদেব উত্তর করিলেন—পূজ্যপাদ বসুদেব তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার জন্ম-রাত্রিতে এই ছায়াপথরূপী যমুনা অতি কষ্টে পার হইয়াছিলেন। অন্ধকার রজনীতে কেহই পথ প্রদর্শক সঙ্গী ছিল না। কেবল ঐ শিবাতারার আলোকে তিনি নন্দালয় চিনিতে পারিয়া ছিলেন, এবং আমি ভ্রাতৃবাৎসল্য হেতু তোমার শিরোপরে ফণা ধারণ করিয়া প্রাবৃট কালের জলধারা হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সতত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই রৌহিণেয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি; এবং যত কাল তুমি এই ব্রজে গোচারণ করিবে, তোমার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিব। শ্রীকৃষ্ণ বলরামে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়ে অরিষ্ট অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজমাঝে উপনীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসুর সমাগত হইয়াছে। অমনি শ্রীকৃষ্ণ স্বতেজ প্রকাশ করিয়া বৃষ সংহার করিলেন। এই লীলা কেবল বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকারগণ দেখিলেন, বৃষ-বধে রুদ্রদেব রুষ্ট হইবেন। গতিকে অরিষ্ট-বধলীলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্মমণ্ডলস্থ প্রজাপতি কর্ত্তৃক বালার্করূপ সুকোমল নব প্রসূত গো-বৎস হরণের লীলা প্রকটন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মমণ্ডলের ব্রহ্মহৃৎ তারক বালার্ক অপ্রতিভ করিতে সমর্থ হইলেও আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নূতন গো-বৎসমালা মায়াবলে প্রকাশ করিলেন। নিমেষ মধ্যে নব নব গো-বৎস বা বালার্ক লক্ষ২ সৃষ্ট হইল। আদিত্য-কিরণাগ্নিতে ব্রহ্মাগ্নি-নির্ব্বাণ হইল। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিভাশূন্য হইয়া আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। বৎসহরণলীলা সমাপ্ত হইল।

ভ্রম সংশোধন।

২২৩ পৃষ্ঠা (১) গায়ত্রী স্থলে (১) গায়ত্রী ঋক্ ৩।৬২।১০

২৯১ পৃষ্ঠা ১০ ম ছত্রে

(Sagitta) তারক শোভা পাইতেছে স্থলে

(Cygnus.) তারক এবং বাণ (Sagitta) তারক রুদ্র ধ্বজরূপে এবং শিব বাহনরূপে হরি,দৈবত (Aquila) তারক শোভা পাইতেছে।

৩২৪ পৃষ্ঠা টীকা (২) Lynx or canis minor স্থলে

(২) লুব্ধক তারক (Sirius in canis majoris)

৩৪৮ পৃষ্ঠা টীকা—(৫) অনুরাধার দ্বিতীয় তারা ইত্যাদি স্থলে

(৫) জ্যেষ্ঠার দ্বিতীয় তারা পারিজাত লোহিত বর্ণ বলিয়া জ্যেষ্ঠার রক্তদেবী নাম জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পারিজাতকে মঙ্গল সম (Antares) বলেন

বামন অবতার।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে প্রতিব্যাঃ সপ্ত ধা-ভিঃ। ঋক্ ১।২২।১৬

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূলহ মস্য পাং সুরে। ঋক্ ১।২২।১৭

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

বঙ্গার্থ। বিষ্ণু গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দের সহিত যে স্থান হইতে পরিক্রমণ (পদ-ক্ষেপ) করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৬

বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রমণ করিয়া ছিলেন। ত্রিপাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রজোযুক্ত পদে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ১৭

পালক বিষ্ণু ত্রিপাদ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ দ্বারা ধর্ম্মকে ধারণ করেন। ১৮।

নিরুক্তকার মহর্ষি শাকপূণি এই তিন ঋকের এইরূপ টীকা লিখিয়াছেন যথা—বিষ্ণুরাদিত্যঃ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিতি ইতি।

অর্থাৎ বিষ্ণু আদিত্যদেব।

আদিত্যদেবের পদ-স্থাপনের স্থল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ। আচার্য্য ঔর্ণাভ ঐ টীকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আদিত্যদেব, পার্থিব অগ্নি স্বরূপে পৃথিবীতে, বৈদ্যুত ভাবে অন্তরীক্ষে এবং সূর্য্যরূপে স্বর্গে পাদ স্থাপন করেন। অর্থাৎ উষাকালে উদয়-গিরিতে উদয়-পদ, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে বিষ্ণুপদ এবং সন্ধ্যাকালে গয়শিররূপ অস্ত-গিরিতে অস্তপদ, আদিত্যদেবের এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ বুঝিতে হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ আদিত্যদেব শ্রীহরির এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া শরাকার তারাত্রয়াত্মিকা শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীহরি নির্ব্বাচন করিলেন। শ্রবণানক্ষত্র, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর সাকার রূপ ধারণ করিল। কিন্তু পরম পুরুষের বিরাট মূর্ত্তির সহিত শ্রবণামূর্ত্তির তুলনা করিলে, শ্রবণামূর্ত্তি শ্রীহরির বামনরূপ বলিতে হয়। ত্রি-বিক্রম-নক্ষত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে বলি নিভ (*) অনুরাধানক্ষত্র অবস্থিত। বলি রূপ অনুরাধা নক্ষত্র এক্ষণে উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে ১৫৩ অংশ দূর পূর্ব্বে ঐ দৈবকী

(*) বলি নিভ তারাচতুষ্টয়াত্মিকাঃ ইতি দীপিকা টীকা
নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদগণের এই একটী বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

বিষুপ মণ্ডলের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। ১৫৪ × ৭৫ = ১১৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বলিরাজ স্বর্গ রাজ্যে বিরাজমান ছিলেন। কিন্তু উত্তর ক্রান্তিবিন্দু এই ১১৫৫০ বৎসর ক্রমে অপক্রমণ করিতেছে। ৯০ × ৭৫ = ৬৭৫০ বৎসরে বলিরাজ উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে জলবিষুপ সংক্রান্তিতে নামিয়া ছিলেন। পরে দৈবকী বিষুপরেখার দক্ষিণে নামিয়া ৬৪ × ৭৫ = ৪৮০০ বৎসরে দক্ষিণক্রান্তির অদূরে আসিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকগণ বামন অবতারের মনোহর রূপক রচনা করিয়াছেন। দেবগণ দৈত্যসমরে পরাভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য হারাইয়া পাতাল ভূতলে দীন হীন ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ আদিত্য দেব নারায়ণের শরণ লইলেন।

আদিত্যদেব নারায়ণরূপে দৈত্যরাজ বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা মাগিলেন। পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-পৌত্র বলিরাজ তথাস্তু বলিবা মাত্র চতুরচূড়ামণির বামন বেশ তিরোহিত। বিরাট পুরুষ এক পদ স্বর্গে, এক পদ মর্ত্ত্যে স্থাপন করিলেন, এবং বক্ষস্থল হইতে তৃতীয় পদ বাহির করিয়া বলিরাজকে বলিলেন তৃতীয় পদের স্থান কোথা? বলিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া মস্তক পাতিয়া দিলেন। তৃতীয়পদ বলিরাজ-শিরে স্থাপিত হইল। বলিরাজ পাতালে চলিলেন। আবার পুনর্ব্বসু নক্ষত্র-স্থিত বসুদেবগণ অশ্বিদ্বয় আদি দেবগণ সহ স্বর্গীয় বিষুপরেখার উত্তরে আসিয়া স্বর্গ-রাজ্য লাভ করিয়াছেন। রাশিচক্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে, অদ্যাপি শ্রবণানক্ষত্রস্থ বামনদেব বলিরাজের মস্তকোপরি যেন একপদ স্থাপন করিয়া ক্রমে বলিরাজের সাথে সাথে পাতালে যাইতেছেন। রূপকটি সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী বটে। কিন্তু ভগবানে ছলনা-আরোপ ভক্তির লাঘবকর। তবে দৈত্যকে দেবতুল্য ভক্তিভাজন করায় দোষ নাই। কারণ রাশিচক্রের গতিগুণে সুর ও অসুরগণ পর্য্যায়-ক্রমে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইতেছেন। এইজন্য পৌরাণিকগণ অসুরগণকে দেবযোনি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং সেইসুরে অমর সিংহ বলিলেন,—

শুক্রশিষ্যা দিতিসুতাঃ পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ"

আর ১১৬ × ৭৫ = ৮৬৮০ বৎসরে আবার বলিরাজ বিষুপরেখার উত্তরে দেবোচিত স্বর্গরাজ্যে উঠিবেন।

তারাহরণ।

প্রাচীন কালে রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত। বৃহস্পতি দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ বৎসরে পরিভ্রমণ করেন। এই বৎসরের নাম বার্হস্পত্য বৎসর ছিল, এবং এই পরিভ্রমণ ব্যাপার এক যুগে—অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরে সমাধা হইত। মীনরাশি হইতে বার্হস্পত্য যুগ-বৎসরের আরম্ভ হইত, এবং কুম্ভ রাশিতে যুগ-বৎসর শেষ হইত; এবং এই যুগাবসানে হিন্দুজাতি হরিদ্বারে মহা সমারোহ-মগ্ন যে উৎসব করিতেন, ঐ উৎসব কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থিতিকালে

হইত বলিয়া ঐ উৎসবের নাম "কুম্ভ-মেলা" হইয়াছে। এই বৎসর গণনায় বৃহস্পতির প্রতি তারা ভোগকাল নিয়মিত ছিল। এজন্য বৃহস্পতি তারাপতি নাম পাইয়াছিলেন, এবং দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি প্রধান হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতির নাম দেবগুরু হইল। ক্রমে চান্দ্রমাস এবং চান্দ্র বৎসর গণনার সূত্রপাত হইল, এবং চন্দ্র ঐ রূপ নক্ষত্র-ভোগে তারাপতি নাম পাইলেন। চন্দ্র ২৭⅓ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ২৭⅓ দিনে একমাস গণনা হইত। এইরূপ দ্বাদশ চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ৩৩০দিনে বৎসর গণণা হইত। এই ৩৩০দিনে রুদ্রদেব একাদশ রাশি পরিভ্রমণ করেন। দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণে সৌর বৎসর হয়। এজন্য সূর্য্য দ্বাদশ আদিত্যদেব এবং একাদশ রুদ্রদেব বলিয়া বর্ণিত হইলেন; এবং সোমদেব রুদ্রদেবের অষ্ট মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি বলিয়া রুদ্রদেবও তারাপতি নাম পাইলেন। এইরূপ বৃহস্পতির তারাপতিত্ব-পদে চন্দ্রদেব অধিষ্ঠিত হইলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে পৌরাণিকগণ বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারার চন্দ্র কর্ত্তৃক অপহরণের রূপক রচনা করিলেন; এবং তারাগর্ভে বুধের উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন। কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিয়া তারাহরণ উপাখ্যান পাঠ করিলে, এই উপাখ্যান রূপক মাত্র, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। তারা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি হইলে, বুধের নাম তারানন্দন বা তারাসুত হইত; কিন্তু বুধের নাম রোহিণী-পুত্র রৌহিণেয়। ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারা কোন নির্দ্দিষ্ট তারকা নহে। রোহিণী আদি ২৭নক্ষত্র। তবে বার্হস্পত্য বৎসর গণনা সময়ে বুধগ্রহের আবিষ্কার হয় নাই। চান্দ্র বৎসর গণনা কালে বুধগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল; এবং বুধগ্রহের আবিষ্কারের পরে পুনর্ব্বার বার্হস্পত্য বৎসর গণনা প্রচলিত হইল বলিয়া চন্দ্রদেব গুরু বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ করিলেন; কিন্তু পুত্রটী চন্দ্র গ্রহের রহিল। হিন্দু-জাতি জ্যোতিষ-বিদ্যানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া, এই রূপকের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে এবং এই রূপকের মধুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া বিমল চন্দ্রদেবে কলঙ্ক-আরোপ করিতেছেন। পুনর্ব্বার বার্হস্পত্য বৎসর গণনা কালে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী হইতে কৃষ্ণ-চতুর্থী পর্য্যন্ত একপক্ষ গণনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া ঐ পক্ষ 'নষ্ট চন্দ্র' নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

গর্ভাধান-মন্ত্রব্যাখ্যা।

ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।১।

অন্বয়। (হে বধু!) বিষ্ণুঃ (তব) যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা চ রূপাণি পিংশতু, ধাতা

প্রজাপতিঃ তে গর্ভং দধাতু ।১।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বধু! অয়ি ভার্য্যে! বিষ্ণুঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বারং কল্পয়তু প্রসবসমর্থাং করোতু। ত্বষ্টা দেববিশেষঃ তে তব রূপাণি পিংষতু প্রকাশয়তু। তথা প্রজাপতিঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বারং আসিঞ্চতু। যাবন্মাত্রেণ বীজেন গর্ভঃ সম্পদ্যতে, তাবন্মাত্রমেব বীজং তত্র প্রক্ষেপয়তু ইতি বিশদার্থঃ। তথা ধাতা আদিত্যঃ তে তব গর্ভং দধাতু, যেন প্রকারেণ তব গর্ভঃ সম্পদ্যতে, তথা করোতু ইত্যর্থঃ ।১।

বঙ্গানুবাদ। অয়ি বধু! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার যোনিকে প্রসব সমর্থ করুন। (অর্থাৎ তোমার গর্ভধারণ-প্রতিবন্ধক কোনও যোনিপীড়া যদি থাকে, তাহাহইলে তাহা প্রশমন করুন) ভগবান্ সূর্য্যদেব তোমায় শরীর-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করুন। (স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট না হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না, একারণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়া তোমাকে গর্ভধারণক্ষমা করিয়া দিউন্) ভগবান্ বিধাতা, যে পরিমাণ শুক্রদ্বারা তোমার গর্ভসঞ্চার হইতে পারে, তৎ-পরিমাণ শুক্র তোমর যোনিতে পাতিত করুন, এবং প্রজাপতি তোমাকে গর্ভধারণ করাইয়া দিউন্ ।১।

ওঁ গর্ভংধেহি সিনীবালি! গর্ভংধেহি সরস্বতি!।
গর্ভংতেঽশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ।২।

অন্বয়ঃ। হে সিনীবালি! গর্ভং ধেহি (মৎপত্ন্যাইতিশেষঃ) হে সরস্বতি! গর্ভং ধেহি। (তথা অয়ি ভার্য্যে!) পুষ্করস্রজৌ দেবৌ অশ্বিনৌ তে গর্ভং আধত্তাং ।২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে ভগবতি! সিনীবালি! যোন্যধিষ্ঠাত্রিদেবতে! মৎপত্ন্যাঃ গর্ভং-ধেহি। এষা যথা গর্ভধারণক্ষমা ভবেৎ তথা কুরুইত্যর্থঃ। হে সরস্বতি! ত্বমপি অস্যাঃ গর্ভং ধেহি, (দেবতাভ্যঃ এবং বরং সম্প্রার্থ্য সম্প্রতি ভার্য্যাং প্রতি বদতি।) অয়ি ভার্য্যে! পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গ-বৈদ্যৌ তে তব গর্ভং আধত্তাং ।২।

বঙ্গানুবাদ। হে সিনীবালি! আমার পত্নী যাহাতে গর্ভধারণ করিতে পারে, তাহা কর। হে সরস্বতি! আমার পত্নীকে গর্ভপ্রদান কর। পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার (পত্নীর প্রতি) গর্ভবিধান করুন। ২।

১। পুষ্করস্রজৌ—পুষ্করাণি পদ্মানি তৈঃ গ্রথিতাঃ স্রজে যয়োঃতৌ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় এবং বহুব্রীহি সমাস। ২। আধত্তাং—আপূর্ব্বাৎ ধা ধাতোঃ প্রার্থনায়াং লোট।

অথ পুংসবন-মন্ত্র-ব্যাখ্যা।

ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভ-স্তবোদরে। ১।

অন্বয়ঃ। মিত্রাবরুণৌ যথা পুমাংসৌ, (যথাচ) অশ্বিনৌ পুমাংসৌ অগ্নিঃ চ (যথা) পুমান্ (যথা বা) বায়ুঃচ পুমান্ তব উদরে (স্থিতঃ) গর্ভঃ (তথা) পুমান্ (ভবতু)। ১।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মিত্রাবরুণৌ আদিত্যপ্রচেতসৌ যথা যাদৃশৌ পুমাংসৌ পুরুষোচিত-লিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতকর্ম্মক্ষমৌচ। যথা চ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গবৈদ্যৌ পুমাংসৌ পুরুষোচিতলিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতাতিসুন্দরশরীরৌ চ। অগ্নিশ্চ অনলোঽপি যথা যাদৃক্ পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতগতিতেজঃসম্পন্নশ্চ। যথাবা বায়ুশ্চ অনিলোঽপি পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতাতিবীর্য্যসম্পন্নশ্চ তব উদরে জঠরা-ভ্যন্তরে স্থিতঃ বর্ত্তমানঃ গর্ভঃ ভ্রূণঃ কুক্ষিস্থজন্তুঃ গর্ভোঽপবারকে হ্যগ্রৌ স্মৃতে পনসকণ্টকে। কুক্ষৌ কুক্ষিস্থ জন্তৌচ ইতি যাদবঃ। তথা তাদৃক্ পুমান্ ভবতু। ত্বং মিত্রাবরুণতুল্য-কর্ম্মকুশলং অশ্বিনীকুমারদ্বয়সদৃশাতিসুন্দরকান্তিসম্পন্নং বহ্নিসমাতিতেজস্কং বায়ুসদৃশাতি-বীর্য্যং পুমাংসং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ। ১।

বঙ্গানুবাদ। হে বধু! সূর্য্য এবং বরুণ যেরূপ পুরুষোচিতলিঙ্গসম্পন্ন এবং পুরুষো-চিত কর্ম্মকুশল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও অতিসুন্দর-কান্তিবিশিষ্ট, অগ্নি যেরূপ পুরুষোচিত তেজসম্পন্ন, বায়ু যেরূপ পুরুষোচিত মহাবীর্য্যশালী, তোমার উদরাভ্যন্তরবর্ত্তী সন্তানটীও সেইরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও পুরুষোচিত-গুণাবলী-সম্পন্ন হউক। ১।

১। মিত্রাবরুণৌ—মিত্রশ্চ বরুণশ্চ মিত্রাবরুণৌ (দ্বন্দ্বসমাসদেবতাদ্বন্দ্বে দীর্ঘঃঅগ্নীসোমা-বিত্যাদিবৎ।)

ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ২।

অন্বয়ঃ। (হে ন্যগ্রোধশুঙ্গে! ত্বং) যদি সৌমী অসি (তর্হি অহং) ত্বা রাজ্ঞে সোমায় পরিক্রীণামি। ২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে ন্যগ্রোধশুঙ্গে! ত্বং যদি সৌমী সোমদেবতাকা চন্দ্র-সম্বন্ধিনী ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতয়ে ওষধীনামিতি যাবৎ চন্দ্রস্য রাজনামকত্বং প্রসিদ্ধং। সুশ্রুতসংহিতা-ব্যাখ্যাকারেণ ডল্লণমিশ্রেণ রাজযক্ষ্মা ইতিপদস্য ব্যাখ্যানে রাজ্ঞশ্চন্দ্রস্য যক্ষ্মা রাজযক্ষ্মা ইতি লিখিতং) তস্য সকাশাৎ ইতি যাবৎ (বিবক্ষয়া চতুর্থী) পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্লামি। ২।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! তুমি যদি চন্দ্রসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চন্দ্রের নিকট হইতে ক্রয় করি। ২।

ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৩।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বারুণী অসি তর্হি ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে বরুণায় পরিক্রীণামি। ৩।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বারুণী বরুণসম্বন্ধিনী বরুণস্বামিকা

ইতিযাবৎ অসি ভবসি—তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতয়ে ভবৎস্বামিনে ইত্যর্থঃ বরুণায় ভবৎস্বামিবরুণসকাশাদিত্যর্থঃ (পূর্ব্ববৎবিবক্ষয়া চতুর্থী।) পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি যস্য যদ্বস্তুনি প্রয়োজনং স তৎপতি সকাশাৎ বিনিময়ং কৃত্বা অথবা মূল্যং দত্বা ক্রীণাতি বিনিময়দ্রব্যাভাবে অর্থাভাবেচ কশ্চিৎ প্রার্থনয়া গৃহ্নাতি ইতি ব্যবহারঃ। ৩।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি বরুণ-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বরুণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৩।

ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৪।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বসুভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা রাজ্ঞে বসুভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৪।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদিত্বং বসুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক বসুসম্বন্ধিনী অষ্টসংখ্যক বসুস্বামিকা ইতি যাবৎ * অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ বসুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক-বসুভ্যঃ (পূর্ব্ববৎবিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি। ৪।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি. অষ্টসংখ্যক-বসুসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বসুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৪।

ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৫।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে রুদ্রেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৫।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ একাদশসংখ্যক রুদ্র নামধেয় দেবেভ্যঃ তেষাং সম্বন্ধিনী তৎস্বামিকা ইতিযাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ ত্বৎস্বামিভ্যঃ ইতিযাবৎ রুদ্রেভ্যঃ একাদশ সংখ্যক রুদ্রেভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইতিযাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি। ৫।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি একাদশসংখ্যক রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে রুদ্রগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।৫।

ওঁ যদ্যসি আদিত্যেভ্যঃ আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি।৬। *

---

* বসু আটটী, সাধারণ কথায় প্রচলিত আছে—অষ্টবসু। এখানে তাহাদের নাম লিখিত হইল, যথাঃ—ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাবশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ। রুদ্র একাদশটী যথা—অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ দৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিণাকী চাপরাজিতঃ। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ।

* আদিত্য দ্বাদশটী, যথাঃ—মরীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা আদিত্যা দক্ষকন্যয়া। তত্র শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি। অর্য্যমা চৈব ধাতাচ ত্বষ্টাপুষাচ ভারত। বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এবচ। [redacted] ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যাঃ দ্বাদশস্মৃতাঃ।

অন্বয়ঃ। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং আদিত্যেভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে আদিত্যেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৬।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং আদিত্যেভ্যঃ দ্বাদশসংখ্যকাদিত্য-স্বামিকা অসি, তর্হি অহং ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ ত্বৎস্বামিভ্যঃ ইতি যাবৎ আদিত্যেভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ বিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি। পুরা কিল বিশ্বকর্ম্ম-কন্যা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা প্রভূত তেজসঃ পত্যুঃ সহবাসমসহমানা নিজ-প্রতিমূর্ত্তিং ছায়াং "ভবতি! যাবৎ মৎপুত্রোঽতিদুর্দ্দান্তঃ যমঃ ত্বাং পদ্ভ্যাং ন প্রহরিষ্যতি তাবৎ মদনুরোধাৎ সপত্নীপুত্রদোষাস্ত্বয়া সোঢ়ব্যাঃ তথা মৎপিতৃভবনগমনবার্ত্তা পত্যুঃ সমীপে ন প্রকাশয়িতব্যা" ইত্যুক্ত্বা পিতৃগৃহং জগাম। ততঃ সমতিক্রামৎসু কালেষু কদাচিৎ যমঃ অজ্ঞাতমাতৃবৃত্তান্তঃ কদাচিৎ স্বমাতৃভ্রমেণ বিমাতরং পদ্ভ্যাং প্রজহার। সাপি উল্লঙ্ঘিতসময়া যমং অভিশশাপ; যমঃ অভিশাপগ্রস্তঃ সন্ পিতৃসমীপে সর্ব্বং বৃত্তান্তং নিবেদ্যাহ ভগবন্ অপরাধশতেনাপি মাতা পুত্রং নাভিশপ্তুমলং অতঃ এষা ন মম মাতা। বিবস্বানপি সম্যগ্বৃত্তান্তং অবগম্য ক্রোধেনাতিতীব্রতেজাঃ শ্বশুরালয়ং প্রস্থিতে বিশ্বকর্ম্মাপি সমাপতন্তং বিবস্বতং নিরীক্ষ্য তদুপবেশনায় একং শাণং দদৌ মধুরবাক্যেন সান্ত্বয়ামাসচ ভগবতি সূর্য্যে শ্বশুবকথানুসারেণ তস্মিন্ উপবিষ্টে বিশ্বকর্ম্মা শাণঘর্ষণেন সূর্য্যং দ্বাদশধা বিভক্তবান্ ইতি পৌরাণিকী কথাত্রানুসন্ধেয়া।৬।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি দ্বাদশাদিত্য সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আদিত্যগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।

ও যদ্যসি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি।৭।

অন্বয়ঃ। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং মরুদ্ভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে মরুদ্ভ্যঃ পরিক্রীণামি।৭।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং মরুদ্ভ্যঃ ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুভ্যঃ তৎ-স্বামিকা ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ বিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি।৭।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বায়ুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।৭।

ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ দেবেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৮।

অন্বয়ঃ—হে, বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৮।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ দশসংখ্যক বিশ্ব-দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি তেষাং সকাশাৎইতিযাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি। ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি দশসংখ্যক বিশ্বদেবতা-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে তোমাকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৮।

ওঁ ওষধয়ঃ সুমনোসোঽস্যাং বীর্য্যং সমাদধতু ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি। ৯।

অন্বয়—হে ওষধয়ঃ! য়ূয়ং সুমনসঃ সত্যঃ অস্যাং বীর্য্যং সমাদধতু যতঃ এষা ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি। ৯।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে ওষধয়ঃ য়ূয়ং ভবত্য সুমনসঃ প্রসন্নাঃ সত্যঃ অস্যাং বটশুঙ্গায়াং বীর্য্যং সামর্থ্যং সমাদধতু অর্পয়ন্তু! যতঃ এষা দেবতাঃ প্রসাদা গৃহীতা বটশুঙ্গা ইদং কর্ম্ম পুংসবনরূপং কার্য্যং করিষ্যতি সম্পাদয়িষ্যতি। ভবতীভিঃ সমাহিত তেজাঃ এষা বটশুঙ্গা ভক্ষিতা সতী মৎপত্ন্যাঃ উদরস্থিতং গর্ভং পুরুষং করিষ্যতি ইতি সরলার্থঃ। ৯।

বঙ্গানুবাদ—হে ওষধিসকল! আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া এই বটশুঙ্গেতে নিজ নিজ তেজ অর্পণ করুন। কারণ এই বটশুঙ্গা ভক্ষিতা হইয়া আমার পত্নীর গর্ভস্থ জন্তুকে পুরুষ করিয়া দিবে। ৯।

ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং। ১০।

অন্বয়ঃ—হে বধু! অগ্নিঃ যথা পুমান্, যথাবা ইন্দ্রঃ পুমান্, যথাচ দেবঃ বৃহস্পতিঃ পুমান্, ত্বমপি তাদৃশংপুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তথা তং অনু অন্যঃ পুমান্ জায়তাং। ১০।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বধুঃ! অগ্নিঃ অনল যথা যাজক পুমান্ অতিতেজঃপুঞ্জশালী পুরুষ যথাবা ইন্দ্রঃ সুরপতিঃ পুমান্ সর্ব্বলোকাতিগবিভবশালী পুরুষঃ যথা চ দেবঃ বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ পুমান্ অনন্যসাধারণ-শাস্ত্রবিদ্যাসম্পন্নঃ পুরুষঃ, ত্বমপি তাদৃশ অদ এতেষাং সদৃশং পুমাংসং পুংলক্ষণযুক্তং পুরুষং বিন্দস্ব লভস্ব। ত্বং অনল সদৃশাতিতেজস্কং সুরপতি সদৃশ সর্ব্বলোকাতিগবিভবশালিনং সুরগুরুসদৃশানন্যসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নং পুংলক্ষণসমন্বিতং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ। তথা তং অনু তস্য পশ্চাৎঅন্যোঽপি পুমান্ জায়তাং উৎপন্নো ভবতু—এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ইতি মনুসংহিতাবচনমত্র স্মর্ত্তব্যং। ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে বধু! তুমি অনলের ন্যায় তেজঃশালী, ইন্দ্রের ন্যায় বিভবশালী এবং বৃহস্পতির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র প্রসব কর,. এবং তৎপরে তোমার অন্যান্য পুত্র সকলও উৎপন্ন হউক। ১০।

ইতিঃপুংসবন-মন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা। শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

অবিশ্বাসীর ঈশ্বর-দর্শন।

—–•:০:•—–

মনে বড় সাধ—ঈশ্বর দর্শন করিব। গৃহ ছাড়িলাম, স্ত্রী-পুত্র ছাড়িলাম, গাত্রে ভস্ম মাখিলাম, তীর্থপর্য্যটন করিলাম, 'ঈশ্বর ঈশ্বর' বলিয়া কত ডাকিলাম, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম, নানাবিধ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। "হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" করিয়া কতই কাঁদিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। যাহাকে দেখি, তাহাকেই ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করি; কেহ তন্ত্রের, কেহ পুরাণের, কেহবা বেদান্তের কথা বলে। সকলের কথাই "পুঁথিগত বিদ্যার" মত বোধ হয়। কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন এবং আমাকে দেখাইতে প্রস্তুত। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম যে, আজ ঈশ্বর দেখবই, ছাড়িবনা; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" করিব। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তৎসম্মুখে ধ্যানে বসিলাম, দিবা অতিবাহিত হইয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাইলামনা। সন্ধ্যা আগত। আমি যোগাসনে বসিয়া আছি। ক্রমে রাত্রির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বর দেখিব, নতুবা এই স্থানেই দেহ-পতন করিব। নিদ্রায় চক্ষু ঢুলু ঢুলু, ক্ষুধায় শরীর আচ্ছন্ন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রায় উদ্যত; সেই অর্দ্ধ-নিদ্রিত অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড মৎস্য!—কেবল মস্তক দেখিতে পাইলাম, পুচ্ছ কোথায় শেষ হইয়াছে, দেখা গেলনা। কে যেন বলিল, এই ঈশ্বর! আমার বিশ্বাস হইলনা। মৎস্য অন্তর্হিত হইল। মৎস্যের পর কূর্ম্ম, কূর্ম্মের পর বরাহ, বরাহের পর সিংহ-শির এক মনুষ্য আসিয়া আমার নয়ন-পথে উদিত হইলেন। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, ভয় পাইলামনা; কিন্তু তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলাম না। ক্রমে অতি খর্ব্বাকৃতি এক মনুষ্য, পরে সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ রক্ত-কষায়িত-নেত্র মানব-মূর্ত্তি, পরে সৌম্য রাজপুরুষ-মূর্ত্তি, তৎপর এক মধুর মানব মূর্ত্তি, তৎপরে এক যোগি-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সকলেই বলিলেন "তুমি যে "ঈশ্বর ঈশ্বর" করিতেছ, আমি সেই ঈশ্বর।" কিন্তু আমি কাহাকেও "ঈশ্বর" বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাঁহারাও সকলেই অন্তর্হিত হইলেন এবং আমি পুনর্ব্বার ধ্যানে বসিলাম। তৎপরে দীর্ঘ-কেশ দীর্ঘশ্মশ্রু, "ন গৃহী নচ সন্ন্যাসী" এক শ্বেতকায় পুরুষ দর্শন দিলেন এবং ভিন্নদেশীয় ভাষায় বলিলেন "আমিই ঈশ্বর"। তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পরিলামনা। তখন এক নবীন মুণ্ডিত-মস্তক গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী দেখা দিয়া বলিলেন "আমিই ঈশ্বর,"

আমাকেই বিশ্বাস কর"। আমি তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তিনিও অন্তর্হিত হইলেন। আমি পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। হঠাৎ দৈববাণী হইল। "হে অবিশ্বাসি! তোর ঈশ্বর-দর্শন হইবেনা।" আমি জিজ্ঞাসিলাম——কেন? দৈববাণীতে উত্তর হইল—"তুই কি দেখিতে চাহিস"? আমি বলিলাম—"ঈশ্বর"। দৈববাণী বলিলেন— "ঈশ্বর কি? "ঈশ্বর" বলিলে তুই কি বুঝিস্?" আমি বলিলাম—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"— যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।" বাণী বলিলেন—যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন, তাঁহার কি আকার বলিয়া তোর ধারণা?" আমি বলিলাম—"নিরাকার"। বাণী বলিলেন "রে পাগল! তুই নিরাকারকে কিরূপে দেখিতে চাহিস?" আমি বলিলাম, ঠিক, তিনি নিরাকার বটে; কিন্তু তবু তাঁহাকে মন দেখিতে চাহে কেন? বাণী বলিলেন—"ঠিক কথা, মানব-হৃদয় স্বতঃই ঈশ্বর-দর্শনাকাঙ্ক্ষী—এবং ঈশ্বরও তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া থাকেন। মানব ঈশ্বরের অসীমত্ব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, সসীম-ভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহার ঈশ্বর-বিভূতি দর্শন হয়। এই জগৎ ঈশ্বরময়, অথচ তিনি ইহার অতীত। কি সজীব, কি নির্জীব, তিনি তাবৎ পদার্থেরই অন্তরে বাহিরে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্ব নিয়মিত করিতেছেন। তিনই কৃমি-কীট, তিনিই পশু-পক্ষী, তিনিই মনুষ্য; অথচ তিনি এ সবের উর্দ্ধে! তাঁহার প্রশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্যাদি উদিত হইতেছে, তাঁহার প্রশাসনেই হিমাচল স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার প্রশাসনেই গঙ্গা পূর্ব্বাভিমুখে ও সিন্ধু পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; তিনিই বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি, তিনিই এই বিশ্বের অন্তর্যামী। তাঁহাকে দেখা যায়না। অথচ সর্ব্বত্র সকলেই তাঁহাকে দেখিতেছে—কিন্তু দেখিয়াও উপলব্ধি করেনা। মানুষ কখনও বৃক্ষের উপাসনা করে, কখনও প্রস্তরের উপাসনা করে, কখনও গ্রহ-নক্ষত্রাদির উপাসনা করে, কখনও তীর্য্যগ্‌যোনির উপাসনা করে, কখনও মনুষ্যের উপাসনা করে। এ সমুদায় তাঁহার উপাসনাও বটে। যখন ভগবৎসত্তার উপলব্ধি হয়, তখন সর্ব্বাধারেই ভগবানের উপাসনা হইতে পারে। ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি ভিন্ন সাকারেও উপাসনা হয় না, নিরাকারেও হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যাঁহার সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন হয় না, যিনি মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ প্রভৃতিতে, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক পুরুষে, যিনি চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-অগ্নিতে, যিনি বৃক্ষে—পর্ব্বতে—নদীতে—সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা দৃষ্টি করেন, তাঁহারই ঈশ্বর-দর্শন হইয়া থাকে। তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর; নিমীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর! বাহিরে দেখ ঈশ্বর—অন্তরে দেখ ঈশ্বর! যখন সর্ব্বত্রই সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা তোমার অনুভূত হইবে, তখনই তোমার প্রকৃত "ঈশ্বর-দর্শন" হইবে।" আমি বলিলাম—তবে আমিও কি ঈশ্বর? আমি এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীব, তৃণাদপি লঘু, আমিও কি ঈশ্বর?

আমি ইন্দ্রিয়ের দাস, স্বার্থের কীট, পাপের ভাণ্ড, আমিও কি ঈশ্বর? যে আমি 'আমি' কি, তাহা জানিনা, সেই আমিই কি ঈশ্বর? বাণী বলিলেন—"বিজ্ঞাতারং কো বিজানাতি"—"তত্ত্বমসি" এই কথা শুনিয়া যেন আমার মূর্চ্ছা হইল! মূর্চ্ছান্তে চারিদিকে "সোঽহং সোঽহং" ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম!

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য)

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ।

একদা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন, আমিই শ্রেষ্ঠ। বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য তাঁহারা সকলেই প্রজাপতি-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমদৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি"

তোমাদের মধ্যে যিনি শরীর পরিত্যাগ করিলে, ঐ শরীর পাপিষ্ঠতর—অর্থাৎ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তখন বাগিন্দ্রিয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া একবৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে?" তখন তাঁহারা বলিলেন "মূক ব্যক্তিরা যেরূপ কথা বলিতে না পারিয়াও প্রাণের দ্বারা শ্বাসক্রিয়া করে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি।"

তখন বাগিন্দ্রিয় দেখিলেন যে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন; কারণ তাঁহার অভাব হেতু শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হয় নাই। তৎপরে তিনি শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর দর্শনেন্দ্রিয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে"? তাঁহারা বলিলেন—"অন্ধব্যক্তি যেরূপ দর্শন না করিয়াও প্রাণদ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া করে, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাক্য বলে, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি"।

দর্শনেন্দ্রিয় তখন বাগিন্দ্রেয় ন্যায় স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রবণেন্দ্রিয় তখন দেহত্যাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, বধির ব্যক্তিরা যেরূপ শ্রবণ ভিন্ন শরীরের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; তাঁহার অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর মন দেহত্যাগ করিয়া বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করায়, তাঁহারা বলিলেন, শিশুরা যেরূপ ধ্যানাদি-শক্তি-বিরহিত হইয়া শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; মনের অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় নাই। মন তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর প্রাণ দেহত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন তেজস্বী অশ্ব কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পদবন্ধন-কীল অর্থাৎ খুঁটা উৎপাটিত করে, সেইরূপ প্রাণও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিলেন।

তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা ভীত হইয়া প্রাণ-সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন—

"ভগবন্নেধি ত্বন্নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি" অর্থাৎ হে প্রভো, তুমি আমাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বীয় স্থানে থাক, দেহ পরিত্যাগ করিও না। বাগিন্দ্রিয় তখন বলিলেন, আমি যে 'বসিষ্ঠ' অর্থাৎ জগতের আবরণ স্বরূপ রহিয়াছি, সে তোমারই জন্য। শ্রবণেন্দ্রিয় বলিলেন, আমি যে 'সম্পৎ' অর্থাৎ জগতের ধন স্বরূপ, সে তোমারই জন্য। দর্শনেন্দ্রিয় বলিলেন যে—আমি যে জগতের 'প্রতিষ্ঠা' সেও তোমার জন্য। মন বলিলেন যে—আমি যে জগতের 'আয়তন' সেও তোমার জন্য।

বস্তুতঃ প্রাণ ব্যতীত মন, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্ প্রভৃতি কিছুই নহে, তাহারা সকলেই প্রাণের অধীন।

তৎপরে প্রাণের অন্ন কি হইবে, প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন—মাত্র জীব যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহা আপনার অন্ন হইবে। বস্তুতঃ ভক্ষ্য বস্তু মাত্রেই প্রাণের অন্ন। এই শরীরের যাবৎ চেষ্টাই প্রাণের, এই জন্য প্রাণকে অন্ন বলা হইয়া থাকে।

তৎপরে প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার বাস বা পরিচ্ছদ কি হইবে? তাঁহারা বলিলেন—জলই আপনার বাস হইবে। এই জন্য লোক আহারের প্রথমে এবং আহারের শেষে জল পান করে।

সত্যকাম জাবাল—ব্যাঘ্রপাদের পুত্র বৈয়াঘ্রপদ গোশ্রুতিকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাকে বলিলেন যে, শুষ্ক তরুকেও ইহা বুঝাইয়া দিলে, উহাতে নব শাখা-পল্লব উদ্গত হইবে।

আর্ত্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

বিদেহাধিপতি জনকের বহুদক্ষিণ-যজ্ঞ-সভায় কাশী-কোশল প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত সমূহ সমাগত। সকলেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। তন্মধ্যে জরৎকারু-বংশীয় আর্ত্তভাগ নামক জনৈক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন—"কতিগ্রহাঃ—কত্যতিগ্রহাঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—"অষ্টৌ গ্রহা—অষ্টাবতিগ্রহাঃ।" অর্থাৎ আটটি এই সংসারের বন্ধন—এবং আটটি তাহাদের সাহায্যকারক। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, হস্ত ও মন (অন্তরিন্দ্রিয়), এই কয়টি জীবের গ্রহ—অর্থাৎ বন্ধন স্বরূপ, এবং ইহাদের কার্য্যই অতিগ্রহ, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ঐ বন্ধন সুদৃঢ় হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, ইন্দ্রিয়াদির বহির্ম্মুখতাই সংসার-বন্ধনের কারণ। যাঁহারা কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাভিমুখে লইয়া যাইতে পারেন, যখন আত্মাই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদির উপভোগার্থ-বস্তু হয়, তখন তাঁহাদের মুক্তি হয়, এবং তখনই তাঁহারা সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন। তৎপর আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের এক অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তর হইল। "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্যাহস্তমার্ত্তভাগাহবামেবৈ তস্য বেদিষ্যাবো নঃ নাবেত তৎ স্বজন ইতি। তৌহোৎক্রম্য মন্ত্রয়াং চক্রাতে তৌহ যদ্‌চতুঃ কর্ম্মহৈব তদূচতুরথঃ যৎ প্রশশংসতু কর্ম্মহৈব তৎ প্রশশংসতু, পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততোহ জারৎকারব আর্ত্তভাগ উপররাম।" তখন আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—যখন পুরুষের বাক্য অগ্নিতে মিশিয়া যায়, প্রাণ বায়ুতে মিশিয়া যায়, চক্ষু আদিত্যে মিশিয়া যায়, মন চন্দ্রে মিশিয়া যায়, শ্রোত্র দিক্‌সমূহে মিশিয়া যায়, শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া যায়, আত্মার আধার হৃদয় আকাশে মিশিয়া যায়, লোমসমূহ ওষধিতে মিশিয়া যায়, মস্তকের কেশ-সমূহ বৃক্ষাদিতে মিশিয়া যায়, শোণিত ও রেতঃ জলে মিশিয়া যায়, তখন আত্মা কোথায় থাকেন?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আর্ত্তভাগ! আমার হস্ত গ্রহণ কর এবং এস আমরা নির্জ্জনে যাই; সেইখানে তোমারি প্রশ্নের উত্তর করিব। এই জনাকীর্ণ স্থানে এই বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না।" তাঁহারা তথা হইতে উঠিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা যাহা বলিলেন, সে কথাটি "কর্ম্ম"। তাঁহারা যাহা প্রশংসা করিলেন, সেও কর্ম্মের। পুণ্য-কর্ম্ম

দ্বারাই লোক পবিত্র হয় এবং পাপকর্ম্ম দ্বারা লোক অপবিত্র হয়। জরৎকারু বংশীয় আর্ত্তভাগ তাহা বুঝিয়া উপরত হইলেন।

এই জগতে মনুষ্যের জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, তিনি আত্মা এবং পরলোক বিষয়ে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় পরাভব স্বীকার না করিয়া পারেন না। যখন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন শিষ্যগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধদেব তদুত্তরে তাঁহাদিগকে কেবল "কর্ম্ম" করিতেই আদেশ দিলেন। আর তাঁহাদের জটিল প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা করিলেন না; বস্তুতঃ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমেই জটিল আত্মতত্ত্ব বিষয়ের মীমাংসার্থী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বুঝাইলেও বুঝা যায় না। সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় জটিল প্রশ্ন হইতে বিরত হইয়া, সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। বেদ বলিতেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবন্ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" যাজ্ঞবল্ক্যও আর্ত্তভাগকে ঐ উপদেশ প্রদান করিলেন। ফলিতার্থে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বৈদান্তিক বাগ্বিতণ্ডা-বিবর্জ্জিত কর্ম্মযোগই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্ম্ম-যোগ-সিদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত আত্মতত্ত্ববোধ সুদূরপরাহত।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

সমাজোন্নয়ন।

—:০:—

ভগবদিচ্ছায় মানব-সমাজ বহু প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত হইলেও, দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে সাধারণতঃ দুইটি স্থূল বিভাগ সর্ব্ব সমাজেই দৃষ্ট হয়। যে সাধারণ দ্বন্দ্বাত্মক ভাবে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, উক্ত বিভাগদ্বয় তদন্তর্ভূত। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-অজ্ঞান, ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বন্দ্ব গুলিরই বিশেষ্য উক্ত সামাজিক বিভাগদ্বয়। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, লর্ড-কমন্স, সৈয়দ-সেখ, ইত্যাদি দ্বন্দ্বগুলি এখানে খাটেনা; কারণ উহা মানব-কৃত সামাজিক বিভাগ। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ যে প্রকৃতি-কৃত স্থূল সামাজিক বিভাগ, তাহাই আমাদের প্রসঙ্গীভূত। একজন ধনী, ব্রাহ্মণ বা লর্ড,—নিকৃষ্ট, অসভ্য, অশিক্ষিত, অজ্ঞান হইতে পারেন; পক্ষান্তরে একজন দরিদ্র, চণ্ডাল, সাধারণ ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ, সভ্য, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব নহে। ফলে "শ্রেষ্ঠ" যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে সভ্য, শিক্ষিত, জ্ঞানী, এবং "নিকৃষ্ট" যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে অসভ্য, অশিক্ষিত, অজ্ঞানী বলিতেই হইবে। 'শ্রেষ্ঠ' 'সভ্য' প্রভৃতি ও 'নিকৃষ্ট' 'অসভ্য' প্রভৃতি প্রায় পর্য্যায়-শব্দ বলিলেও বলা যায়। যাহা-হউক, সমাজের এই যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টাদিরূপ দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ, এই দুই

বিভাগের মধ্যে পরস্পরের বিশেষ সম্বন্ধ ও ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্য-দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং এই কর্ত্তব্য-দায়িত্ব শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতেই পরিচালিত হইতেছে। যথা পিতা পুত্রের প্রতি, প্রভু ভৃত্যের প্রতি বা শিক্ষক ছাত্রের প্রতি স্বকর্ত্তব্য-পালন অব্যাহত রাখিলেই, পুত্র—ভৃত্য—ছাত্রও পিতা—প্রভু—গুরুর প্রতি স্ব-কর্ত্তব্য-সাধনে অব্যাহত থাকিবে। অগ্রে পিতার পুত্র-বাৎসল্য অনুভব করিয়াই পরে পুত্রের পিতৃভক্তি উন্মেষিত হয়। অবশ্য অপত্য-স্নেহশূন্য নির্ম্মম পাষণ্ড বা প্রমত্ত পিতারও পরম পিতৃভক্তিমান সুশীল পুত্র থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অসাধারণ ঘটনা—সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক-স্থল (exceptional case) মাত্র। ফলে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতেই সামাজিক প্রকৃতির কার্য্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্যশীলতাই নিকৃষ্ট বিভাগের কর্ত্তব্যশীলতার প্রসূতি বা অগ্রসূচী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সমাজোন্নয়ন কল্পে এই শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালী মতে সমাজের নিকৃষ্ট বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্য-দায়িত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জ্ঞান, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সাংসারিক অবস্থা, বৈষয়িক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সকল বিষয়েই মোটের উপর সমাজের যে বিভাগ অবনত, তাহার উন্নয়ন কল্পে উক্ত সমাজের সমুন্নত বিভাগ যথাশক্তি ও যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে বাধ্য। রাজনীতি বা সমাজ-নীতি দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা বাধ্য না হইলেও, ধর্ম্মনীতির বিশিষ্ট বিধানে বাধ্য, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্য্যসমাজের এই চারি বিভাগে অনুলোমভাবে ক্রমোৎকর্ষ-গতিতে সমাজোন্নয়ন-ক্রিয়া চলিলেও, সাধারণতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজ দ্বিজ ও শূদ্র (সেব্য ও সেবক), এই দুই স্থূল ভাগে বিভক্ত ছিল। সেব্য দ্বিজ-বিভাগ সুতরাং শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতে সেবক শূদ্র-বিভাগের ইহ-পারত্রিক মঙ্গল বিধানে রত ছিলেন। সেবক শূদ্র-বিভাগও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে সেব্য বিভাগের যথাযোগ্য সেবা-রত ছিল। এইরূপে প্রাচীন ভারতে উক্ত উভয় বিভাগেরই সমাজোন্নয়ন যথাযথ অনুপাত অনুসারে উপযুক্তরূপেই সাধিত হইয়াছিল। অনেকের একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, প্রাচীন ভারতে দ্বিজাতি-বিভাগ হীন স্বার্থপরতা ও স্বপক্ষপাতিতা দোষে শূদ্রবিভাগেব প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে পদতলে দলন করিয়া রাখিতেন। সমাজ-বিধির উপরেও রাজবিধি স্থাপন করিয়া তাহাদের সমাজোন্নয়নে বাধা দিতেন, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এইরূপ সংস্কার একটি ভয়ানক ভ্রম। মন্বাদি স্মৃতি-সংহিতায় শূদ্রের ধর্ম্মাধিকার, ধনাধিকার, দ্বিজাতির প্রতিকূলে কৃত অপরাধের দণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক দু-চারিটি বচন দেখে প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতাধ্যাপক কতিপয় পণ্ডিতের যেরূপ মত ঘোষিত হইয়াছিল, এতদ্দেশের অল্পশাস্ত্রজ্ঞ নব্য দলের উক্ত সংস্কার তাহারই অন্ধ-অনুবর্ত্তিতার ফল মাত্র।

শাস্ত্রের ২।৪টা বচন মূল প্রকরণের উপক্রম-উপসংহারাবচ্ছিন্ন স্থূল তাৎপর্য্যের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য বোধ হইলে, তৎসমুদয়কে "প্রক্ষিপ্ত" সিদ্ধান্ত করাই সুধীজন-সম্মত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইহার বিশিষ্ট বিচার প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বিধায় সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, শাস্ত্রসমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, প্রতি প্রকরণের উপক্রম-উপসংহার বিচার, প্রাচীন ভারতীয় শূদ্রের সামাজিক অবস্থা, শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণের গভীর জ্ঞান, বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা, যোগ-সিদ্ধ বিবেক-বৈরাগ্য, সর্ব্বজীব-হিতৈষিতা ও বিশ্বজনীন প্রেমিকতার জ্ঞান, প্রমাণ, আলোচনা, বিচারণা ও বিশ্বাসের অভাব হইতেই উক্ত সংস্কারটি সমুদ্ভূত হইয়াছে। মোটামুটি এইটুকু ভাবিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, যাঁহাদের বেদ-বেদান্ত-বিলাসিনী অমরা লেখনী যম, নিয়ম, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি সাধন-তত্ত্ব সমূহের অতুল্য উপদেশ রাশির অজস্র অমৃত-ধারায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু-জগৎ আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি ওরূপ নির্লজ্জ নীচাশয়তা বা নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আরোপ বা কল্পনাও অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। ফলকথা, প্রাচীন আর্য্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগ দ্বিজাতি, নিকৃষ্ট বিভাগ শূদ্রাদির উন্নয়নার্থ সর্ব্বপ্রযত্নপরায়ণ হওয়ায়, শ্রেষ্ঠানুগতিক প্রণালীতে শূদ্রাদিরও দ্বিজ-সেবায় স্বতএব রতি-গতি-মতি জন্মিয়া, সমগ্র আর্য্যসমাজের সমুন্নত সংস্থান কোনদিন সভ্য মানব-সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ শোভা পাইয়াছিল! কিন্তু হায়! "তেহি নো দিবসা গতাঃ"—আর আমাদের সে দিন নাই। এক্ষণকার ভারতীয় আর্য্যসমাজে বা হিন্দুসমাজে সে "দ্বিজ-শূদ্র" রূপ বিভাগদ্বয় পরিষ্কারভাবে না থাকিলেও, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ 'ভদ্র' ও 'ইতর' অভিধেয় বিভাগদ্বয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং সমাজের নৈসর্গিক নিয়মে তাহা সমাজ-স্থিতির সহিত চিরস্থায়ীও রহিবে বটে, কিন্তু উক্ত বিভাগদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের শিক্ষা-সাধনায় অধুনা শোচনীয় বিপ্রতিপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়াই সেই আদর্শোন্নত হিন্দুসমাজ অবনতির অন্তিম সোপানে অবতীর্ণ-প্রায়!

নিকৃষ্ট বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্য-সাধনই প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় হিন্দুসমাজে শ্রেষ্ঠ বিভাগের সেই স্বকর্ত্তব্য-সাধনের অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রাচীন ভারতে সমাজ-বিধি ও রাজবিধির অটুট বন্ধনে ও শাসনে উক্ত কর্ত্তব্যসাধন সুব্যবস্থিত ও অব্যাহত ছিল। এক্ষণে তাহার অভাবে সব বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে। কোন বিধি-ব্যবস্থা শৃঙ্খলা-সৌষ্ঠবই নাই। স্বেচ্ছাচারিতা ও যথেচ্ছাকারিতায় সমাজ বিপ্লুত। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি কোনরূপ কর্ত্তব্যসাধন—কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতির ভাবই নাই। অনেকস্থলে এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পর প্রবল স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতেছে। কেহ কাহারও জন্য ভাবে না; সকলেই স্ব-সর্ব্বস্ব! সে বংশানুক্রম-ভেদে ব্যবসায়-ভেদ আর নাই।

"চাকরী"র দিকেই "পনর-আনা সাড়ে-উনিশ-গণ্ডার" দৃষ্টি! চির-কৃষক-কুলধরেরাও "লাঙ্গলের মুটো" ছাড়িয়া "কলমের মুটো" ধরার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট! তাহাতেও আজ কাল গোল বাধিয়াছে। "ন স্থানং তিলধারণে"। বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র 'পাস্-করা, প্রসব করিতেছে; বৃটিশ-রাজের সহস্র-শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিরাট রাজকার্য্য-ব্যাপারেও আর স্থান-সংকুলন হইতেছে না। অগত্যা উপজীবিকার অন্বেষণে অনেক অবাস্তব উপায় অবলম্বিত হইতেছে। দেশমধ্যে এইরূপ জীবিকা-বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে ব্যবসায়-ভেদে শ্রেণীভেদের সেরূপ শৃঙ্খলা আর নাই। না থাকাতেও হানি ছিল না, যদি আমাদের সময়োপযোগিনী সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির এরূপ বিকলতা না ঘটিত। বুঝিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের সেরূপ সমাজ-শৃঙ্খলা বর্ত্তমানে ঈশ্বরাভিপ্রেত নয় বলিয়াই তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইংরাজ-রাজ-বিধি, ইংরাজী বিদ্যালয়, ইংরাজী সভ্যতা, জাতি-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় প্রজাকেই সম-তুলাদণ্ডে তৌল করিতেছে। এ অবস্থায় আমাদের সমাজোন্নয়ন-সাধনার্থে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর বিশেষ পরিশ্রম ও প্রযত্নের প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজ-বিধি বাঁধা-যন্ত্রের সুরের মত আপনিই লয় রক্ষা করিয়া চলিত; এখন সমাজের বিপ্লব-বিকৃত বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আর সে আশা নাই। এখন কাজেই শিক্ষিত উন্নত সম্প্রদায় শাস্ত্রানুকূলভাবে সমাজ-ব্যবস্থার সময়োপযোগী সংস্করণে ব্রতী হইলে, তবে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার কতকটা আশা করা যায়; নচেৎ এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লব-প্রবাহ সমাজ-বক্ষে ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে থাকিলে, আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যে কি অবস্থা হইবে, দূরদর্শী বুদ্ধিমান সহৃদয় সমাজ-হিতৈষীগণ ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন।

অগ্রে সমাজের শ্রেষ্ঠ-বিভাগ পথপ্রদর্শক হউন; ক্রমে নিম্ন বিভাগ আনুপাতিক প্রণালীতে তদনুকরণপরায়ণ হইলে, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত স্বকর্ত্তব্য-সাধনে অগ্রসর হইলেই সমগ্র সমাজোন্নয়ন সম্ভাবিত, নচেৎ নহে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।' 'মহতের অনুকারী সাধারণে হয়। তৎকৃত সিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয়।' অতএব অগ্রে সমাজের উচ্চ বিভাগ নিম্ন বিভাগের যথাসম্ভব উন্নয়ন-সাধনে ব্রতী হউন। আপনারা সুখে স্বচ্ছন্দে একরূপ কাটাইয়া যাইতেছেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমগ্র সমাজ তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে; তাঁহারা সমাজের নিম্নাঙ্গের দিকে উদাসীন থাকিলে ঘোর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। সর্ব্বাঙ্গের যথাযোগ্য পুষ্টি-সাধন ব্যতীত সমগ্র শরীরের পুষ্টি-বিধান বলা যাইতে পারেনা। যেমন দেহের সাধারণ-স্বাস্থ্য-বিধান পক্ষে বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীটিও উপেক্ষণীয় নহে, তদ্রূপ সমগ্র সমাজোন্নয়নার্থ সমাজের অতি নিকৃষ্টতম স্তরও উপেক্ষণীয় নহে। মস্তকস্থ ব্রণের আরোগ্য-বিধানার্থ যেরূপ অবহিত হওয়ার প্রয়োজন, আনুপাতিকভাবে পদস্থ ব্রণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান উচ্চবিভাগ এই সত্যে শোচনীয়ভাবে উদাসীন। "আমি একতালা গড়াইবনা, একছের্ দোতালায় সুখে বাস করিব" অথবা "আমার মাথা ঠিক থাকিলেই হইল, পায়ের কপালে যা থাকে, হউক" এইরূপ সিদ্ধান্ত বা উক্তি যেরূপ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত ও উপহাস-বিষয়ীভূত, সমাজের নিম্ন বিভাগের উন্নয়ন উপেক্ষা করিয়া উচ্চ বিভাগের আত্মতৃপ্তিও তদ্রূপ।

অধুনা নিম্নবিভাগের উন্নয়নার্থে উচ্চবিভাগে যে কিছু চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা প্রায়ই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'য় পর্য্যবসিত। তাহা প্রায়ই বক্তৃতায়, পত্রিকায়, পুস্তকে ও মস্তকে নিবদ্ধ! কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অনুষ্ঠান কোথায়? যাহাও কিছু কখনও দৃষ্ট হয়, তাহাও যথার্থ অনুষ্ঠান নহে, অভিনয় মাত্র। আসল কথা, সে জ্ঞান থাকিলেও সে প্রাণ নাই, বুদ্ধি থাকিলেও হৃদয় নাই, মস্তিষ্ক থাকিলেও ক্রিয়া নাই; কাজেই সমাজোন্নয়নার্থ বাহিরে আমাদের ভাসা-ভাসা চেষ্টা 'পুরুষকার' নামের অযোগ্য; উহা অরণ্যে রোদন,—মরুতে বারিবিন্দু-পাতন মাত্র!

যথার্থ সমাজোন্নয়ন-সমাধানার্থে আত্মোৎসর্গ চাই। একটি জীবনের যথার্থ আত্মোৎসর্গে যে কর্ম্ম হয়, শত জীবনের বক্তৃতা, কবিতা, অন্দোলন, আলোচনার ফাঁকা আওয়াজ তাহা সম্ভাবিত নহে। সমাজের যে বিভাগের যে বিষয়ের উন্নয়নের প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সেই বিভাগে প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়া, আপনাকে সেই বিভাগীভূত করিয়া, উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়ই হইয়া, শিক্ষকত্ব ও ছাত্রত্ব, যুগপৎ একাধারে গ্রহণ করিয়া, কর্ম্ম করিলে, তবে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা। আবশ্যক হইলে, এতদর্থে সঙ্গতিশালী শিক্ষিতের সাময়িক 'অজ্ঞাতবাস'ও বোধহয় অব্যবস্থা নহে।

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু বিষধরে দংশেনি যারে?"

সদ্ভাব-শতকের এই সুপ্রসিদ্ধ কবিতার মহার্হ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ব্যথিতের বেদন যথার্থ বুঝিতে চির-সুখীজনকে একবার আত্মসুখ উপেক্ষা করিতে হইবে; বিষের জ্বালা যথার্থ জানিবার জন্য অমোঘ-বিষৌষধধারীর একবার সাধিয়া বিষধর-দংশন গ্রহণ করিতে হইবে। শুনিয়াছি, অস্মদ্দেশের কোন মহাত্মা চা-ক্ষেত্রের কুলীর দুঃখ বুঝিবার জন্য স্বয়ং আড়কাটীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কুলী সাজিয়া আসামে গিয়াছিলেন! অবশ্য তাহাতেই কুলীর দুঃখ দূর না হইলেও, ঐ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা ও অনুকরণের স্থল, সন্দেহ নাই। আধুনিক সমুন্নত পাশ্চাত্য সমাজে এজাতীয় দৃষ্টান্ত বহুল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নার্থে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতগণের ঐরূপ আত্মোৎসর্গের একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে ধর্ম্মতঃ দায়ী। মস্তিষ্কের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্ককে ভাবিতে হইবে, চরণের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্ককেই ভাবিতে হইবে।

মস্তিষ্কের ঔদাসীন্য উভয়ত্রই অনুপেক্ষণীয়। মস্তক ও পদ, উভয়ের স্বাস্থ্যসাধন-চিন্তায় যে মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল, সেই মস্তিষ্কই সমগ্র শরীরের স্বার্থ-মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম। যে সমাজে নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নার্থ আত্মসমর্পণ করিতে উচ্চশ্রেণীর অমর্য্যাদা, লজ্জা, ঘৃণা, সময়ের অপব্যবহার, স্বার্থহানি প্রভৃতি আপত্তি অনুভূত হয়, সে সমাজের উন্নয়ন দূরে থাক্, অধঃপতনই অনিবার্য্য। আমাদের দুর্ভাগ্য সমাজ এই জন্যই দিন২ অধঃপতনের নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে। আমাদের উচ্চশ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর জন্য বক্তৃতায় চেঁচাইতে, কবিতায় কাঁদিতে, সংবাদ-পত্রে শঙ্খ বাজাইতে খুব প্রস্তুত; আন্দোলনে লাফাইতে, হুজুকে ঝাঁপাইতে খুব তৎপর, কিন্তু প্রকৃত কাজের বেলায়—হরি হরি!—সব নিষ্ক্রিয়-নির্ব্বিকল্প-সমাধি-প্রাপ্ত!

এখনও কিন্তু সময় আছে। এখনও আশার শেষ শিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও আমাদের বাহ্য চাকচিক্য—বাহ্যোন্নতির সহিত কতকটা সজীবতা আছে। এখনও মস্তিষ্কের বল, বুদ্ধির ব্যাপ্তি, চিন্তার শক্তি, শিক্ষার অধ্যবসায় একরূপ বর্ত্তমান আছে; বরং সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে কোন ২ অংশে এ সমস্তের অপেক্ষাকৃত উন্নতিও হইতেছে। সহৃদয়, সমদর্শী, প্রজাহিতৈষী, ন্যায়পর ইংরাজজাতিকে আমরা রাজাও পাইয়াছি। ইংরাজের সমাজ-হিতৈষণায় আত্মোৎসর্গ, নিম্ন শ্রেণীর সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানার্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অক্লান্ত অধ্যবসায় ইত্যাদি আমাদের সহজেই অনুকরণীয় হইতে পারে। ভগবান সে সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের কর্ম্ম-দোষে বুদ্ধি-দোষে সে সুযোগ হেলায় হারাইতেছি। ইংরাজের পান-ভোজন, বেশ-ভূষণ, ধবণ-করণ, ভাব-ভঙ্গি, কথা-প্রথা, এই সবই অনুকরণ করিতে আমরা সুপটু, কিন্তু ইংরাজের ক্ষাত্রধর্ম্ম, ইংরাজের কর্ম্ম-তপস্যা, ইংরাজের পুরুষকার-প্রিয়তা, সমাজ-হিতৈষিতা, স্বাবলম্বনশীলতা ও মহাপ্রাণতা আমাদের কৈ? এখনও সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিভাগ নবমনোযোগী-মন করুন। কেবল রাজনৈতিক অধিকার-লাভোদ্দেশে কংগ্রেস্ প্রভৃতি করিলে সমাজের যথার্থ হিতসাধন হইবেনা। যাহাতে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন হয়, তাহাই সমগ্র সমাজোন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। নিম্নের একতালা খারাপ হইলে, উপরের তালাগুলি কখনও ভাল বা স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজ-গৃহের নিম্নতলের সংস্করণে শিক্ষিত সমাজ এখনও মনোযোগী হউন্। সে দিকে উদাসীন থাকিয়া সহস্রবিধ উন্নতির চেষ্টা করিলেও কিছুই হইবেনা। হাল ছাড়িয়া দিয়া, সজোরে শত দাঁড় বাহিলেও নৌকা অগ্রসর হইবেনা, কেবল ঘুরিবে মাত্র; ফলে যেখানকার নৌকা সেইখানেই থাকিবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ-পদ বন্দীর যেরূপ রেলের গাড়ীতে বাড়ী যাইবার কল্পনা মস্তিষ্কে উদিত হইয়া মস্তিষ্কেই লয় পায়, সমাজের নিম্ন শ্রেণীকে অবনতির অন্ধকূপে পাতিত রাখিয়া, উচ্চ শ্রেণীর উন্নতির চেষ্টায় সমগ্র সমাজোন্নয়নের আশা তদ্রূপ কল্পনার কুহক-স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমাদিগের শাস্ত্রীয় অবতারতত্ত্ব এ বিষয়ে এক মহাশিক্ষার স্থল। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থে ভগবান নিজে নর-সমাজে নররূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া, যথার্থ সমাজোন্নয়ন সম্পাদন করিয়াছেন। মহতের অনুকরণই সাধারণের ধর্ম্ম। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"। অতএব মহৎ হইতেও মহৎ স্বয়ং ভগবানের পদানুসরণই এ বিষয়ে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ভগবান আপনি মানুষ সাজিয়া, মানুষের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম ধারণ করিয়া, মানুষের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মানুষকে ধর্ম্মদানে কৃপা করিয়াছেন,—কৃতার্থ করিয়াছেন; অতএব ভগবানের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র সুকৃতিমান্ সমাজাগ্রণী শিক্ষিতগণ ভগবানের অবতার-তত্ত্বের শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বয়ং নিম্ন-শ্রেণীস্থরূপে অবতারীভূত হইয়া, নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে আপনা ভুলিয়া, অভেদে মিশিয়া, তাহাদিগের যথাযোগ্য ও যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সদাচার, স্বাস্থ্য-সচ্ছলতা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির যথাসাধ্যভাবে ব্যবস্থা করিলেই, কালে নিম্ন শ্রেণীও উচ্চ শ্রেণীর প্রতি যথাযোগ্য কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ হয়, এবং তাহা হইলেই ক্রমে সমগ্র সমাজের যথার্থ সমুন্নয়ন সম্ভাবিত ও সম্পাদিত হইতে পারে। নচেৎ উচ্চশ্রেণী যদি কেবল আপনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, কিম্বা কেবল দূরে দূরে থাকিয়া ফাঁকা হুজুকের ফাঁকা চেষ্টায় নিম্ন শ্রেণীর হিতসাধনেচ্ছু হয়েন, তবে তাহাতে কোন ফলই ফলিবেনা; নিম্ন শ্রেণী আরও নিম্ন হইবে, উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীতে পরিণত হইবে; সমাজ অধঃপাতে যাইবে। এমন কি, সমাজের উচ্ছেদ আসিয়া ব্যাদিত বদনে অদূরে দেখা দিবে। ভগবান আমাদিগকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

নিম্ন শ্রেণীর অনন্ত অভাব। আপন ব্যবসায়টি কিরূপে ভালরূপে চালাইতে পারিবে, তাহা বুঝে না। রোগাদি হইলে কিরূপে দেহ রক্ষা করিবে, জানে না। রাজার কোপ, সমাজের পীড়ন, ভূস্বামীর অত্যাচার ও মহাজনের বিকট বিভীষিকার আক্রমণে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহার ন্যায়, ধর্ম্ম ও সুবুদ্ধি-সঙ্গত উপায় অবগত নহে। তদুপরি এবং সর্ব্বোপরি দারিদ্র্যের কশাঘাত, রিপুর তাড়না, অজ্ঞানের অন্ধকার, অসভ্যতার অনাচার, বাসনার বিকার ইত্যাদিতে তাহারা অনেকেই দুর্লভ নর-জীবনেও পশ্বাধমরূপে জীবন যাপন করিতেছে। এ সকল চিন্তা করিলে, সহৃদয় সমাজ-হিতৈষীর মস্তক অবনত, হৃদয় মথিত, নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয় না কি? শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীস্থ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে এ চিন্তা আসে না, শত অভাবের অরুন্তুদ-দংশন-ক্লিষ্ট হতভাগ্য নিম্নশ্রেণীর জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে না, তাঁহাকে ধিক্! তাঁহার সে ব্যর্থ শিক্ষা-সভ্যতায় বিকৃত বিলাস-বিভ্রমে ধিক্!

ছিঃ! ও মুচী, ওর সঙ্গে মিশিব না; থুঃ! ও মেথর, ওর কাছে ঘেঁষিব না; ও চণ্ডাল, ওর সঙ্গে আলাপও করিব না; ও চাষা, ছোট লোক, ও মূর্খ—পাড়াগেঁয়ে ভূত, ওর

সংস্রবে থাকিব না, ইত্যাকার ঘোর তামস গর্ব্বান্ধতা বা মোহান্ধতা, বুদ্ধি-বিকার ও কুসংস্কার; নিম্নশ্রেণীর প্রতি এই প্রকার অমার্জ্জনীয় অবজ্ঞা ও উপেক্ষা অনেকস্থলে অন্ততঃ অন্তঃশীল ভাবেও আমাদের উচ্চশ্রেণীতে বর্ত্তমান। বাহিরে উদারতা—অন্তরে সংকীর্ণতাই • সমাজের দুশ্চিকিৎস্য ব্যধি। প্রাগুক্তভাব যতদিন আমাদের উচ্চশ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, ততদিন সে নাম-মাত্র "উচ্চশ্রেণী" সংজ্ঞা যথার্থ বলিয়া জ্ঞানীজন কর্ত্তৃক কদাচ স্বীকৃত হইবে না। সে "তথা-কথিত" (So-called) উচ্চশ্রেণীদ্বারা নিম্নশ্রেণীর অভাব-আকাঙ্ক্ষা কদাচ পূর্ণ হইবেনা। সে উচ্চশ্রেণীর চেষ্টায় সমাজোন্নয়ন সম্পূর্ণ সুদূরপরাহত।

উপসংহারে নিবেদন, শত বক্তৃতা, রচনা, হুজুকের আলোচনা; শত ধর্ম্মসভা, কর্ম্মসভা, ব্রহ্মসভা, একদিকে, আর যথার্থ কাজ একদিকে। যথার্থ কাজ যাহাতে কিছু হয়, তাহাই চাই। যদি নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়াই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হয়, তবে তদ্বিষয়ে যথার্থ কার্য্যোপযোগিতার জন্য উচ্চশ্রেণীতে ভূরি আন্দোলনের প্রয়োজন; এবং কেবল আন্দোলনেই আন্দোলিত না হইয়া, যাহাতে উচ্চশ্রেণী-অভিমানী প্রত্যেকেই নিজ জীবনে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন-কল্পে কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন, তাহাই প্রার্থনীয়। উচ্চশ্রেণীস্থ সকলেই যথাশক্তি ও যথাসম্ভবভাবে ইহাকে জীবনের একটা বিশেষ ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে ইহার যে কোনরূপ একটা আনুষ্ঠানিক কার্য্যাংশ (part) লইয়া, যে কোন প্রকারে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন উদ্দেশে যে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, তাঁহার উচ্চশ্রেণীস্থ জীবনের সার্থকতা হইবে।

উচ্চ ও নিম্ন পরস্পর-সাপেক্ষ (co-relative), অতএব নিম্নের সংস্রবশূন্য উচ্চতা কিরূপে সম্ভবে? নিম্নকে ফেলিয়া যাইও না—নিম্নকে সঙ্গে লও; নিম্নকে পাছেং—কাছেং রাখিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হও। ইহাই সমাজোন্নয়ন সাধনের মূলমন্ত্র। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান কৃপা করিয়া আমাদের অধঃপতিত সমাজে এই সাধনা সিদ্ধ করুন। শ্রীশঃ—

—০:০:০—

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(শ্রীমঃ-লিখিত।)

(শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কথোপকথন।)

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতিথি। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া ছিলেন। ইংরাজি ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, একথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল। শ্যামপুকুরস্থিত একটী দ্বিতল গৃহ মধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ; ঘরের মধ্যে শয্যা-রচনা হইয়াছে, তিনি তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী, পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়াও দান করেন; আর সর্ব্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬।৭ ঘণ্টা ধরিয়া থাকেন; ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না, পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিযাছেন। ভিতরে দীপালোক। ঘরে অনেক লোক, অনেকেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন—দেখিবেন, তিনি কি করেন।

ঈশানকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—

(নির্লিপ্ত সংসারী)

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু মোন বোঝা আছে, আর বর যাচ্চে; মাথায় বোঝা, তবুও সে বর দেখ্ছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না।

যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌড়ী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

(নির্লিপ্ত হ'বার উপায়)

কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক্তে গেলে, কিছু সাধনা করা চাই। দিনকতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিনমাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়, সর্ব্বদা তাঁহারকাছে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর্তে হয়; আর মনে মনে বল্তে হয়, আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দু'দিনের জন্য, ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁরে পাব?"

ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে, হাতে আর আটা লাগে না।

সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্তে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখম তুলে যদি জলে রাখ, তা হলে জলে মিশ্বে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্তে থাক্বে।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, "মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মতন নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কর্বো।" আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, মুখে বল্লেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে, ঊর্দ্ধপদ হয়ে, কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নির্জ্জনে বাস চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার কর্তে হয়। দই নির্জ্জনে পাত্তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি কর্লে দই বসে না।

জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটী নাম বিদেহ—কিনা দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে

থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

জনক ভারি বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন; একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

(সংসার-আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞান)

যদি বল, সংসার-আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কিনা। তার উত্তর এই যে, দুই-ই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান, ওটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌তে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌তে গেলে, যত সিয়ানই হও না কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, তা হলে মাখন নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হলেই সন্দেহ হয়।

খই যখন ভাজা হয়, দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্‌টপ্‌ করে লাফিয়ে পড়ে। সে-গুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করেন, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতন দাগশূন্য হন। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাক্‌লে; একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হোতেও পারে। জনকরাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিলেন। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচ করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, "হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়! পূর্ণ জ্ঞান হলে, পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ ব'লে ভেদ-বুদ্ধি থাকে না।

যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে একটু দাগ থাক্‌তে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

(জ্ঞানের পর কর্ম্ম—লোকসংগ্রহার্থ)

কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা অনেকে নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীর পুরুষ।

হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, একটা পাখী বস্‌লে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam-Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

নারদাদি আচার্য্য এই বাহাদুরি কাঠের মত, এই Steam-Boatএর মত।

কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁচে বসে থাক, পাছে কেউ টের পায়। আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরেও ভক্তি নিয়েছিলেন।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুঁজে যায়, আর চক্ষে জল আসে তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বা'রবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

ডাক্তার। অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন্ পথ, সে জানত না—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিয়েছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিল, 'এ পথে নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার—আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে, দেখতে লাগ্‌ল, জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌ল না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই! পুনর্ব্বার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌ল! তখন সন্ন্যাসী বুঝল, যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হন, তো এত নানা রূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন করেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।

একজনের এক গামলা রঙ্ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ্ করতে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও?' একজন হয়তো বল্‌লে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন বল্‌লে, 'আমার হল্‌দে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার হল্‌দে রঙ্।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হ'বে?' তখন সে বল্‌লে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' (সকলের হাস্য)

একজন বাহ্যে গিয়েছিল—দেখ্‌লে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্‌লে, 'ভাই! অমুখ গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটি বল্‌লে, 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ্‌ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ্‌।' আর একজন বল্‌লে, 'না, না, সে সবুজ হতে যাবে কেন? সে যে হল্‌দে, এইরূপে আরও কেউ কেউ বল্‌লে, বেগুনি, নীল, কাল, ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া; তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্‌লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বল্‌ছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি, যেন কোন রঙই নাই।

যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ—আবার নির্গুণ (the Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ্‌, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না! অন্য লোক কেবল তর্ক-ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র, কূল-কিনারা নাই। ভক্তি-হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত (Personal God) হয়ে—কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গলে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে, রূপ টুপ্‌ উড়ে যায়! তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না! তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (the Absolute) তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন-বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (the Unknown and Unknowable)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বলে, ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আট্‌কে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আট্‌কে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার কর্‌তে চাও, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' তাতেও ক্ষতি নাই; জ্ঞানসূর্য্যে বরফ গলে যাবে;—তবে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরই রইল।

(কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি; ভক্তের আমি)

"জ্ঞান-বিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনমতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে ফিরে এই সংসারে আস্‌তে হয়।

গরু 'হাম্বা'২ (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, কিম্বা কসাইয়ে কাটে, তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড় করে, জুতো তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী-ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) করে, তখন গরুর নিস্তার হয়।

যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর তুমি কর্ত্তা, আমি দাস, তুমি প্রভু, তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যায়, তবে থাক্ শালা 'দাস-আমি' হয়ে (সকলের হাস্য

সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে,—দাস-আমি, ভক্তের আমি শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন।

দাস 'আমি,' বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি', এরই নাম 'পাকা আমি।'

" 'কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে, এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে, তাহলে প্রথমে জিনিষ-পত্র কেড়ে নেয়, তা পর উত্তম মধ্যম মারে, তারপর পুলিসে দেয়। বলে কি, জানে না, কার চুরি করেছে

(বালকের আমি)

ঈশ্বর-লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, 'বালকের আমি' ও পাক 'আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কোন গুণে বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি করলে আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! আবার রজোগুণের ব নয়। এই খেলা-ঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্চে। খানিক ক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবা করে বেড়া'চ্চে।

যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি রে!' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমা বাবা দিয়েছে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড় খানি দাও না।' সে বলে 'না আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে; না, আমি দেব না'। তার পর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি একটি বাঁশী যদি হাতে দাও, তাহলে পাঁচ টাকা দামে কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে! আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণের আঁ নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না; কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য যায়গায় চলে গেল, তখন নতুন খেলুড়ে হল তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো। পুরোণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত-অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, ত সে ষোলআনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো-পোঁদে খাবে। আবার লোক-লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছুন ফিরে বলে 'দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না।'

আবার 'বুড়ো'র আমি' আছে। (ডাক্তারের হাস্য) বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, ইত্যাদি। বিষয়-বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয়, তো সহজে যায় না; হয়তো যতদিন বাঁচে, ততদিনই যায় না। তার পর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। 'বুড়োর আমি' কাঁচা-আমি। (ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কেনিল্‌ওয়ার্থ। (সার্ ওয়াল্‌টারস্কটের উক্ত নামধেয় বিখ্যাত নভেলের বঙ্গানুবাদ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র-অনুবাদিত। মূল্য ১।০, কলিকাতা, ৪২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রিট্ হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি তিনশতাধিক পৃষ্ঠায় সংপূর্ণ। কাগজ, ছাপা, বাইণ্ডিং সুপরিপাটি। শরৎবাবু অনুবাদেই মৌলিকগ্রন্থকারের লভ্য যশোলাভের যোগ্য হইয়াছেন। আমরা আদ্যন্ত পাঠে পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনেক স্থলে মৌলিক পুস্তক প্রণয়ন অপেক্ষাও এ প্রকার সুসম্পাদিত অনুবাদের অধিকতর উপযোগিতা অনুভূত হয়। পুস্তকস্থ পাত্র-পাত্রীগণের ও স্থানাদির নাম গুলি বিদেশীয় না হইলে, ইহাকে "অনুবাদ" বলিয়া বুঝা কঠিন হইত। মূল গ্রন্থের ভাব-মাধুর্য্য ও বর্ণনা-সৌন্দর্য্য সংরক্ষণে অনুবাদক অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা শরৎ-বাবুর নিকট উত্তরোত্তর আরও এইরূপ উত্তম অনুবাদাভরণে বঙ্গসাহিত্যের প্রসাধন প্রত্যাশা করি। পুস্তকখানিতে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি আছে; আশাকরি, ২য়সংস্করণে সে গুলি সংশোধিত হইবে।

ভারতী। "ভারতী" বহুকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা। যে পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী নির্ব্বিবাদে চিরবিরাজিতা, বঙ্গের সেই বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার হইতেই ভারতীর প্রচার; সুতরাং অর্থ-সাধ্য অঙ্গসৌষ্ঠবে ও জ্ঞান-সাধ্য বিষয়-গৌরবে "ভারতী" চিররূপসী ও গরীয়সী। তবে কিনা, ভারতীর বীণায় পূর্ব্বেকার সে বেহাগ-বাগশ্রীর আলাপ অধিক আর বাজে না; ইদানীং "পিলু-বাঁরোয়া" প্রভৃতিরই লঘু-ললিত ঝঙ্কার অধিক শুনি। ফলে মিষ্টতা ও শিষ্টতার ত্রুটি নাই।

স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস গুপ্ত এম্—বি কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ২৩নং মদন মিত্রের লেন্ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। অস্মদ্দেশে এরূপ একখানি সাময়িক সন্দর্ভের অভাব ছিল; এই জন্য "স্বাস্থ্য"কে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এখানি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। তবে কিনা মাত্র পাশ্চাত্য বিধানে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসাদির প্রচার এদেশে সম্যক্ উপযোগী ও উপকারী হইবে না; ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিধি-ব্যবস্থার সংমিলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি, দুর্গাদাস বাবু জনৈক আয়ুর্ব্বেদবিৎ সহকারীর সহযোগিতায় স্বীয় সময়োপযোগী সন্দর্ভ খানির সুসম্পন্নতা বিধান করিবেন।

সাবিত্রী। এখানি স্ত্রী-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৩৪নং মিরজাফর্স লেন হইতে শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগ্‌চি কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। হিন্দু-রমণীগণের সুপাঠ্য সাময়িক পত্রাদির বড়ই অভাব; এখানি দ্বারা তাহার আংশিক পূরণের আশা করা যায়। তবে লেখা গুলি কিছু কাঁচা কাঁচা। সম্পাদক মহাশয় পাকা-হাতের লেখা সংগ্রহে যত্নবান হউন; তাহা হইলে পত্রিকাখানির অচিরাৎ আশানুরূপ উন্নতি হইবে।

অন্তঃপুর। বনলতা দেবী-সম্পাদিত। কলিকাতা, বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। কেবল মাত্র স্ত্রী-লেখিকাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহাই ইহার বিশেষত্ব; সুতরাং অপাততঃ লিপি-গৌরব তাদৃশ না থাকিলেও, এই জন্যেই ইহার অনুকূলে সাধারণ্যের উৎসাহ-দান একান্ত প্রার্থনীয়।

বামাবোধিনী। অনেক দিনের স্ত্রী-পাঠ্য পত্রিকা। প্রায় ৪০ বৎসর চলিতেছে। মাত্র এই কথাতেই ইহার যথেষ্ট প্রশংসা হয়; কারণ অস্মদ্দেশে সাময়িক সন্দর্ভের অযুষ্কাল সাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত "Survival of the fittest" এই পাশ্চাত্য প্রবাদ সত্যই বামাবোধিনীর বিশেষ গৌরবস্থল। পত্রিকাখানি পূর্ব্বে ব্রহ্মমত-প্রধানা ছিল, এখন ক্রমশঃ (দেশের সাধারণ-সমাজ-গতির সহিত) হিন্দুভাব-প্রাধান্যে পরিবর্ত্তিতা হইতেছে বোধ হয়। ইহা আরও শুভ লক্ষণ ও পত্রিকাখানির অধিকতর অভ্যুদয়ের কারণ। হইতেছেও তাহাই। ইদানীং বামাবোধিনী অনেকগুলি সুপাঠ্য লিপি-মালায় সমলঙ্কৃতা হইয়া বাহির হইতেছে; সুতরাং সমাদরও বাড়িতেছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব।—ত্রৈমাসিক দার্শনিক পত্রিকা। বার্ষিকমূল্য ১৲ টাকা। ৭৩।১ বেণিয়াটোলা-ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত। শুদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার্থ এখানি ভিন্ন অন্য কোন সাময়িক সন্দর্ভ দৃষ্ট হয় না; এই জন্য সীতানাথ বাবু ধন্যবাদার্হ। সীতানাথ বাবুর নিজের ধর্ম্মমত ব্রাহ্মভাবের হইলেও, স্বাধীন দার্শনিক আলোচনায় কোন সমাজের আপত্তির কারণ নাই। বিভিন্ন মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সাধারণ দার্শনিক সত্যেরই ঔজ্জ্বল্য বিকাশিত হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের ভাষা বিশদ-গম্ভীর,—দার্শনিক আলোচনারই উপযুক্ত।

পূর্ণিমা।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকমূল্য ২৲ টাকা মাত্র। পত্রিকার কলেবর অনুসারে মূল্য অধিক নহে। ৬ বৎসর যাবত্ পত্রিকাখানি অনেক গুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সুলিপি-সাহায্যে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার "মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা" সাহিত্য-সেবীগণের সুখ-পাঠ্য। শুনিয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার সম্পাদকতায় সংসৃষ্ট আছেন। সত্য হইলে, সুখের কথা এবং পূর্ণিমারও পূর্ণত্ব ও প্রোজ্জ্বল প্রভার অকাল-রাহুগ্রস্ত না হইবার কথা বটে।

অনুসন্ধান। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বটে; কিন্তু মাসিক সন্দর্ভের সুন্দর উপকরণে ও আকারে সুনিয়মিতরূপে প্রকাশিত। কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর। অনুসন্ধান হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজের সেবক। অনুসন্ধানের লেখা সরস প্রাঞ্জল-মধুর। মাঝে ২ কিছু তারল্য থাকে। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ অনেকস্থলে সমাজ-হিতকর বটে, কিন্তু ভাবের তারল্য সাহিত্য-পোষণের পরিপন্থী। যাহা-হউক, মোটের উপর অনুসন্ধান সুন্দর। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারিণী মাসিক-পত্রিকা। বর্ত্তমান বর্ষে পত্রিকার দশমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অবতার—স্বয়ং ভগবান, ইহা সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত-সিদ্ধান্ত না হইলেও, বৈষ্ণব সমাজের বটে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের চরম ও পরম জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য—প্রেম-ভক্তি পবিত্রতা, সমগ্র হিন্দুসমাজের—এমন কি, সমগ্র মানব-সমাজেরও অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা-চরিত্র ও অতুল্য শিক্ষা-উপদেশ যে পত্রিকা দ্বারা প্রচারিত হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সে পত্রিকার সিদ্ধি-সমৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।	শ্রাবণ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

মূল ১৯।

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্বিধেয়ঃ মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ।
মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ং সৎ-সঙ্গতির্নির্ম্মমতেশ-ভক্তিঃ॥

শিষ্যের প্রশ্ন—(৫৫) কাহাদের সহিত বাস বা সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে? গুরুর উত্তর—র্খ, নীচ, খল এবং পাপীগণের সহিত। কারণ "সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি ীবিনাং" অর্থাৎ জীব মাত্রের গুণ বা দোষ সংসর্গ জনাই হইয়া থাকে।

১। মূর্খ-সংসর্গ। (ক)

চণ্ডায়তে বিবদতে স্বপিত্যশ্নাতি মাদকং।
করোতি নিষ্ফলং কর্ম্ম মূর্খো বা স্বেষ্টনাশনং। (শুক্রনীতি)
পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।
তস্মান্মূর্খসহস্রেষু প্রাজ্ঞএকো বিশিষ্যতে॥ (চাণক্য)

(ক) রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥
নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে নচ নম্যতে॥
পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

ক্যা বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ; নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ। ব্যাধি-ষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈঃ মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্র-বিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং। মূর্খস্তু পরি-র্য্যঃ প্রত্যক্ষং দ্বিপদং পশুং। ভিদ্যত্তে বাক্যশল্যেন হৃদৃশ্যং কণ্টকং যথা॥

বরং গহনদুর্গেষ্বপি ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।
ন মূর্খ-জন-সংসর্গঃ সুরেন্দ্র-ভবনেষ্বপি ॥ (নীতিশতক)

মূর্খলোক অকারণ ক্রোধ করে, বিবাদ করে, নিদ্রায় সময় নষ্ট করে, মাদক দ্রব্য সেবন করে, বৃথা ভ্রমণাদি অনাবশ্যক কর্ম্মে রত থাকে, মাহয় অনবধানতা বশতঃ নিজের অনিষ্ট সাধন করে। পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সকলই গুণ, আর মূর্খ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির সকলই দোষ, এ নিমিত্ত সহস্র মূর্খজন অপেক্ষা এক জন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ; অতএব দুর্গম অরণ্যে বনচর প্রাণিগণের সহিত ভ্রমণ করাও ভাল, কিন্তু সুরেন্দ্র-ভবনেও মূর্খজন-সঙ্গে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

ভ্রাতৃভক্ত মহাত্মা ভরত অরণ্যবাসী ভগবান রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলে, রাম চন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণাং একমিচ্ছসি পণ্ডিতং।
পণ্ডিতো হ্যর্থ কৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিশ্রেয়সং মহৎ ॥
সহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ ॥
অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা। (রামায়ণ)

হে বৎস! সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক। দেখ, সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। যদি রাজা সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত থাকেন, তাহা হইলেও তিনি তাহাদের দ্বারা কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারেন না। অতএব মূর্খজন সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত-সহবাসে থাকাই কর্ত্তব্য।

২। নীচ-সংসর্গ।

নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ (গরুড়পুরাণ)
উজ্জিতং সজ্জনং দৃষ্ট্বা দ্বেষ্টি নীচঃ পুনঃ পুনঃ।
কবলীকুরুতে স্বস্থং বিধুং দিবি বিধুন্তুদঃ ॥ (দৃষ্টান্তশতক)
দহ্যমানাঃ সুতীব্রেণ নীচাঃ পর যশোঽগ্নিনা।
অশক্তাস্তৎপদং গন্তুং ততো নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে ॥ (চাণক্য)
নপ্রাপ্নোতি সুখং কিঞ্চিৎ নীচসঙ্গান্মহানপি।
বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ ॥ (১)

নীচব্যক্তি অন্যলোকের সর্ষপ-পরিমিত ক্ষুদ্র দোষ দেখিয়া থাকে, কিন্তু আপনার

(১) "হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃসহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্" ॥

বিন্দু-পরিমাণ বড় দোষ দেখিয়াও দেখেনা, এবং রাহু যেমন আকাশে পূর্ণকর শশাঙ্কের শোভাদর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে গ্রাস করে, সেইরূপ নীচলোক সজ্জনকে উন্নত দেখিলে, পুনঃ পুনঃ দ্বেষ করিয়া থাকে। অন্যের যশরূপ সুতীব্র অগ্নিতে দহ্যমান নীচ ব্যক্তিরা তাহার পদলাভ করিতে সমর্থ না হইয়া নিন্দা করিতে থাকে। নীচ ব্যক্তির সঙ্গে থাকিলে, মহৎ ব্যক্তিও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারেন না। নীচ-সহবাসে মনুষ্যের বুদ্ধি হীনতাপ্রাপ্ত হয়; অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাং। অলুব্ধৈঃ সহমিত্রত্বং কুর্ব্বাণো নাবসীদতি" ॥

যিনি নীচ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উত্তমের সহিত বাস, পণ্ডিতের সহিত সদালাপ এবং লোভশূন্য ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করেন, তিনি কখনও দুঃখপ্রাপ্ত হন না।

চাণক্য নীতি-দর্পণে বলিয়াছেন :—

গম্যতে যদি মৃগেন্দ্র-মন্দিরং লভ্যতে করি-কপোল মৌক্তিকং।
জম্বুকালয়গতে চ প্রাপ্যতে, বৎসপুচ্ছ-খরচর্ম্ম-খণ্ডনং ॥

যদি কেহ সিংহের গুহায় গমন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি করি-কপোলজাত মুক্তা লাভ করে, এবং শৃগালের গর্ত্তে গমন করিলে, গো-বৎসের পুচ্ছ ও গর্দ্দভের চর্ম্মখণ্ড প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত জম্বুকরূপী নীচ-জন-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া, সিংহরূপী উত্তমের সহবাসে থাকা মনুষ্যত্বরূপ-গজমুক্তা-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

৩। খল-সংসর্গ। (খ)

"অন্যোদয়াসহিষ্ণুশ্চ ছিদ্রদর্শী বিনিন্দকঃ।
দ্রোহশীলঃস্বান্তমনঃপ্রপন্নাস্যঃ খলঃ স্মৃতঃ" ॥ (শুক্রনীতি)
"স্বীকৃত্যাপি স্বীয়হানিং পরনাশোদ্যতঃ সদা।
পরেষাং সুখতো দুঃখী খল এষ প্রকীর্ত্তিতঃ" ॥

(খ) খলতার তুল্য পাপ নাই "পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ" (গুণরত্ন)

"নদুর্জ্জনঃসাধুদশামুপৈতি বহুপ্রকারৈরপি শিক্ষ্যমাণঃ।
আমূলসিক্তঃ পয়সা ঘৃতেন ন নিম্ববৃক্ষো মধুরত্বমেতি" ॥ (চাণক্য)

"ঘোর বিপিন মহ দেখি খল পূছহি পথিক চকাই।
কাহে বসহু বন মাঝ তুম্ কহহু মোহি সমুঝাই ॥
খল কহে মেরে দেহকো লোথ্ বাঘ যব খাই।
স্বাদু জানি তব্ ভখহি সব জগকে নর সমুদাই ॥
সবকে অনহিত করণ হম্ বসহিঁ ঘোর বন মাহি।
করি নিজ হানি করহিঁ খল পরকে বুরা সদাহি" ॥ (দোঁহাবলী)

অনেক পথিক কোন খলকে নিবিড় বনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়! আপনি কী হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল এ ঘোর বনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? পথিকের বাক্যশুনিয়া খল কহিল, "আমি খল, নিরন্তর পরের অনিষ্ট-চেষ্টাই করিয়া থাকি। আমি এই ভয়ঙ্কর বনে এই জন্যে দাঁড়াইয়া আছি যে, ব্যাঘ্র আমার প্রাণ নষ্ট করিয়া দেহ-মাংস ভক্ষণ করিলে, নরমাংসের আস্বাদ পাইবে, এবং লোভে পড়িয়া মনুষ্যের প্রাণবধ করিয়া খাইয়া ফেলিবে।" (!)

পরশ্রী-কাতর, পরের দোষানুসন্ধায়ী, পরনিন্দক; পরহিংসাতৎপর, মলিনান্তর—অথচ সহাস্য-বদন ব্যক্তিকেই খল বলা যায়। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি-স্বীকারেও সর্ব্বদা পরের বিনাশ-সাধনে তৎপর এবং পরের সুখে দুঃখ বোধ করে, সেই ব্যক্তিকেও খল বলে।(গ)

"হিংস্রজন্তু সমীপঞ্চ ন গচ্ছেৎ দুঃখকারণং।
খলেন সার্দ্ধং মিলনং ন কুর্য্যাৎ শোককারণং॥
খলেন মিত্রতাং হিত্বা তেন সঙ্গং নিরন্তরং।
মূর্খেন সঙ্গং হিত্বা চ গচ্ছ সজ্জন-সন্নিধৌ।"

হিংস্রপ্রাণীর নিকট গমন করিলে প্রাণবিনাশাদি দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব হিংস্রজন্তুর নিকট গমন করা কর্ত্তব্য নহে। আর খলের সহিত মিলনেও অশেষ শোকপ্রাপ্ত হইতে হয়; এ নিমিত্ত খলের সঙ্গ কর্ত্তব্য নহে। যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে খলের সহিত মিত্রতা ও তৎসঙ্গ এবং মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সজ্জন-সন্নিধানে গমন কর।

৪। পাপিষ্ঠ-সংসর্গ।

"নিষিদ্ধকর্ম্ম-করণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং"।

নরক-ভোগাদি বিষম অনিষ্টের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহার নাম "নিষিদ্ধ কর্ম্ম"—যথা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ইত্যাদি। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহাকে 'পাপী' বলা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ী চট্টোপাধ্যায়।

(গ) "বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য, সাধোর্বিপরীতমেতৎ, জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥
"তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘন-গর্জ্জিতে।
"সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু॥
"খলোঽবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু।
"বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥"
বিষাগ্নি সর্প শস্ত্রেভ্যো ন তথা যায়তে ভয়ং।
অকারণ-জগদ্বৈরি-খলেভ্যো জায়তে যথা॥
দ্বিজিহ্বমুদ্বেগকরং ক্রূরমেকান্ত দারুণং। খলস্য হাস্য-বদনং অপকারায় কেবলং॥
প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং। কর্ণেকলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রং।
ছিদ্রংনিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ, সর্ব্বং খলস্যচরিতং মশকঃ করোতি॥
গ্রীষ্মে সূর্য্যাংশু-সন্তপ্তমুদ্বেজনমনাশ্রয়ং। মরুস্থলমিবাত্যুগ্রং ত্যজেৎ দুর্জ্জনসঙ্গতিং॥
নিশ্বাসোদ্গীর্ণ হুতভুক্ ধূম-ধূম্রীকৃতাননৈঃ। বরমাশীবিষৈঃ সঙ্গং কুর্য্যান্নত্বেব দুর্জ্জনৈঃ॥
খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া। উপানন্মুখভঙ্গো বা দূরতো বা বিসর্জ্জনং॥

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে "আমি"-জ্ঞান কদাচই মায়া বা ভাণ মাত্র নহে, ইহা অত্যন্ত ভিতরের; সমস্ত উপাধি. যাইলেও ইহা বর্ত্তমান থাকে। আমার শরীর, আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ, আমার মন, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং 'আমি' ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র; যদি আমি স্বতন্ত্র না হইতাম, তাহা হইলে কদাচ আমার শরীর, আমার মন, আমার চিত্তাদি, এরূপ অনুভব হইত না। আমি ও আমার দ্রব্য এক হইতে পারে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই আমার জ্ঞান-বিষয়, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, সকলই আমার ভোগ্য, আমি ভোক্তা এবং পরিবর্ত্তনশীল সমুদয় পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া, সকল পরিবর্ত্তনেরই আমি দ্রষ্টা এবং আমি নিত্য। এই যে নিত্য আমিত্বের অনুভূতি, ইহাদ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ইহা সর্ব্বভূতে এক নহে। এক হইলে, 'আমি' এ প্রকার অনুভব কখনই সম্ভব হইত না। কেননা 'আমি'-জ্ঞানই 'তুমি' প্রভৃতি জ্ঞানের পরিচায়ক ও ভেদ-ব্যপদেশক। আমা হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু না থাকিলে 'আমি' ইত্যাকার অনুভূতি একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িত। আমাতে সংযুক্ত সমস্ত উপাধি ছাড়িয়া দিলেও 'আমি' থাকি। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত এই 'আমি'ই বেদান্তের ব্রহ্ম। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন,—

অহং শব্দেন বিখ্যাত একএব স্থিতঃপরঃ।
স্থূলস্ত্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩১।

আত্মা দেহাতীত, অহং-শব্দ-লক্ষিত এবং 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান হইলে যাঁহাকে বোধ করা যায়, তিনিই আত্মা। আত্মা এক, কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে দেহ অনেক। দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া আত্মা কখনই দেহময় বা দেহজাত হইতে পারে না।

অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহো দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩২॥

অহং ('আমি') প্রত্যয়ের অবলম্বনীভূত আত্মা দ্রষ্টা। আমি শুনিতেছি, আমি দেখিতেছি, ইত্যাদি অনুভব আত্মারই হইয়া থাকে; এইরূপ আমি দেখিতেছি, ইত্যাদিরূপে অনুভূত সমস্ত দ্রব্য আমা হইতে ভিন্ন। সোপাধিক দ্রষ্টা ও দৃশ্য কখনই এক হইতে পারে না; এবং "ইহা আমার" ইত্যাকার জ্ঞান যে দ্রব্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, সেই দ্রব্য হইতে আমি যে ভিন্ন, ইহা স্বভাবতঃই অনুভূত হয়। যেমন "আমার ঘট" এইরূপ প্রয়োগে ঘটে

কেবল আমার সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, কদাচই "আমি ঘট" এইরূপ অভেদ-জ্ঞান হয় না, সেইরূপ "আমার দেহ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, দেহেতে আপন সম্বন্ধ প্রকাশ পায়; কিন্তু দেহের সহিত আত্মার ঐক্য প্রতীত হয় না; অতএব কিরূপে আত্মা দেহজাত বা দেহময় হইবেন? দেহের সহিত আত্মার সংযোগ যে দুঃখের কারণ, তাহা পরে দেখাইব।

অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৩।

"আমি" এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত আত্মা বিকারহীন; কিন্তু দেহ সর্ব্বদাই বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, শরীরাদি সর্ব্বক্ষণই পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের অবলম্বন এক নিত্য 'আমি' থাকে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত্তন ঘটে। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" ইত্যাকার জ্ঞান এই আমিত্বেরই পরিচায়ক। দেহ বিকারী, "আমি" স্বরূপতঃ বিকারী নই, ইহা সাক্ষাৎ প্রতীত হয়; সুতরাং পুরুষ কখনই দেহময় বা দেহজাত নয়।

শঙ্করাচার্য্য এখানে দেহাদিতে অভিমানী ভাণ-জীবত্বকে মিথ্যা মায়া মাত্র দেখাইয়া, নিত্য জীবকেই ব্রহ্ম স্বরূপ দেখাইলেন।

এক্ষণে এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য "অহং"—ইনিই ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অনুভব, যুক্তি ও শাস্ত্র, সকলেই সমস্বরে জানাইতেছে যে "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান সকল সময়েই থাকে, ইহার কোনও বিকার নাই, ইহা নিত্য; তবে ইহাতে ইহা ব্যতীত অন্য যাহা যাহা সংযুক্ত হয়, তাহার বিকার আছে। কেন সংযুক্ত হয়, পরে বলা হইবে; কিন্তু "সংহত" পদার্থ যে বিকারী, তাহা সাক্ষাৎসিদ্ধ। পরে বিচার করিয়া দেখিব, এই দ্রষ্টা নিত্য-অহং (আত্মা) এক কি অনেক। যদি এক হয়েন, তবে সাধারণতঃ যেরূপ অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দটী ব্যবহৃত হয়, ইনিই সেই ব্রহ্ম; কিন্তু যদি এক না হয়েন, তবে যখন ইঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তখন সেরূপ অর্থে 'ব্রহ্ম' ব্যবহার করা হয় না। আধুনিক মায়াবাদীগণ শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, এই জন্যই "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি অদ্বৈত-শ্রুতির সাহায্যে "আমিই ব্রহ্ম" ইহার অর্থ আমি সর্ব্বজীবের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্, এইরূপ মনে করেন। ব্রহ্ম শব্দে যে ভগবান্ নয়, একথা স্বয়ং ভগবানই বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭।
[গীতা, ১৪শ অধ্যায়।]

আমিই অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমারই একাংশ ব্রহ্ম, অপরাংশ এজন্য শাশ্বত ধর্ম্মের আশ্রয়ও আমি, আর তজ্জনিত ঐকান্তিক সুখেরও

থাকব আমি। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি অব্যয় নিত্য ব্রহ্মের আশ্রয়। আধার ও আধেয় কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম ও ভগবান কখনই অভেদভাবে এক হইতে পারেন না। ভগবান ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যযুক্ত—সগুণ; ব্রহ্ম নিরৈশ্বর্য্য—নির্গুণ। ব্রহ্ম নিত্য স্বরূপস্থ, সুতরাং ব্রহ্ম ব্রহ্মই; ঈশ্বর তটস্থে ভগবান, স্বরূপে ব্রহ্ম। এইভাবে ভগবান বা ঈশ্বরে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। "প্রতিষ্ঠা" কথার অর্থ শঙ্কর করিয়াছেন "প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি", যাহাতে কোনও বস্তু থাকে, সে সেই বস্তুর প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সোপাধিক আশ্রয়-আশ্রিত অভেদ-ভাবে থাকিবে কিরূপে? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই ভাবে (আধার-আধেয়-ভাবে) ব্রহ্ম ও ভগবান্ অভিন্ন নহেন। কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই,——

যস্য ব্রহ্মচ ক্ষেত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং কইত্থাবেদ যত্র সঃ॥ [২য়া বল্লী-কঠ।]

অর্থাৎ যিনি মৃত্যুর সাহায্যে ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন, সেই পরমাত্মাকে সাধনহীন অজ্ঞানীরা কিরূপে জানিবে? বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম নিত্য, তদ্ব্যতীত সকলই মায়া, সকলই অনিত্য; তিনি সকল জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন। পুরুষ নিত্য, সুতরাং পুরুষই ব্রহ্ম। ভগবান্ হইতে ইনি পৃথক্। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পুরুষ দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য। ঈশ্বর এই নিত্য ও অনিত্য পুরুষের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা, ইনি পরমাত্মা। আত্মা জীব-চৈতন্য, তিনি ব্রহ্ম; পরমাত্মা সেই আত্মার অধিষ্ঠান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও অনিত্য পুরুষের কথা বলিয়াছেন;—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ"।
"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

বেদান্ত কেবল ক্ষর পুরুষের অনিত্যতা দেখাইয়া, শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত নিত্যপুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। নিত্য জীবকেই বেদান্ত যদি ব্রহ্ম না বলিতেন, তবে এই প্রাতিভাসিক অনিত্য জীবের প্রতিষ্ঠা নিত্য-জীব-ভাব "আমি" কোথায় থাকিবে? ছায়া অবশ্যই বস্তুর অনুরূপ হইবে। নিত্য জীব না থাকিলে, মায়িক জীব কদাচই সম্ভাবিত নহে। জীব স্বরূপতঃ সনাতন। বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। [গীতা।]

যতই শাস্ত্র আলোচনা করিবেন, এই মায়াবাদের ভ্রম দেখিয়া ভক্তিমান্ হইতে সক্ষম হইবেন; নতুবা শুষ্কজ্ঞানে দুর্ব্বলতা ও নাস্তিকতা যুগপৎ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর অজ্ঞান-রূপ অন্ধকূপে পাতিত করিবে। পুনর্ব্বার গীতাবাক্যে দেখিতেছি, জীব নিত্য, ভগবান্ সমস্ত জীবের অধিনায়ক।—

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

আমি (ঈশ্বর) পূর্ব্বোক্ত অনিত্য মায়িক পুরুষের অতীত এবং নিত্য চিন্ময় জীব-সমূহের নিয়ন্তা, এই নিমিত্ত সংসারে এবং বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।

চিন্ময়, প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবান্ই চিৎ-কণা জীব সমূহের নিয়ন্তা ও ভর্ত্তা স্বরূপ। শ্রুতিতে দেখিবেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

[শ্বেতাশ্বতর, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।]

যিনি সমস্ত নিত্য জীবের মধ্যে নিত্য—অর্থাৎ প্রধান, সমস্ত চেতনাশালীদিগের চৈতন্য-প্রদাতা, জগজ্জীবের যিনি এক মাত্র কর্ম্মফল-প্রদাতা, সেই সাঙ্খ্যযোগ-গম্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে জানিলে, জীব সর্ব্বপ্রকার মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হয়।

মোক্ষই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতির বন্ধন হইতে জীবের কিসে মুক্তি হইবে, তাহাই বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত দর্শন দেখাইবার জন্য প্রকৃতি হইতে ভিন্ন চিন্ময় পুরুষকে দেখাইয়াছেন, এবং প্রকৃতির সহিত সংযোগই যে দুঃখের কারণ, তাহাও দেখাইয়াছেন। চিন্ময় সাক্ষী স্বরূপ পুরুষকে কখনও বেদান্ত অনিত্য বা মায়িক বলেন নাই।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুমান্"—ভগবান্ কপিল সাঙ্খ্যদর্শনে এই সূত্রে দেখাইয়াছেন, পুরুষ শরীরাদি হইতে ভিন্ন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ হইতে "আমি" যথার্থই ভিন্ন। জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহে আমি বর্ত্তমান থাকিয়া, স্থূল দেহেতে অভিমান বশতঃ "আমি গৌর" "আমি স্থূল" ইত্যাদি রূপ অনুভব করি; আবার স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ অজ্ঞান হইয়া বিছানায় শয়ান থাকিলেও "আমি" সজ্ঞান থাকি! স্থূল শরীর অজ্ঞান হওয়ায়, আমার "আমি" জ্ঞানের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জাগ্রদবস্থায় আহৃত কর্ম্ম-সংস্কার আমি স্বপ্নাবস্থায় ভোগ করি। সুতরাং আমি স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন। মন নানাবিধ ভোগ করিয়া থাকে, আমি তাহা দেখি মাত্র। মন কোনও বিষয়ে সুখী হইল, মনের সুখের সাক্ষীস্বরূপ আমি থাকিয়া তাহা অবলোকন করি; নতুবা মনের সুখ-দুঃখ আমি জানিতাম না। সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম নহে; যদি আমার ধর্ম্মই হইত, তাহা হইলে আত্মা স্বয়ং সুখাত্মক হইয়া সুখভোগ করেন, এইরূপ "কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ" হইয়া পড়িত, এবং আমার সুখবোধ হইতেছে, এরূপ অনুভব কখনও হইত না। যেমন শরীরে

অধ্যাস বশতঃ "আমি কৃশ" ইত্যাদি অনুভব হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে অধ্যাস বশতঃ আমার সুখবোধ হইতেছে, এইরূপ অনুভব হয়; বস্তুতঃ আমি সুখ ও দুঃখাদির দ্রষ্টা মাত্র। আমার মনকে আমি বশীভূত করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে, এইরূপ অনুভূতি হইতে জানা যায় যে, আমি মন প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। আবার প্রগাঢ় স্বপ্নহীন সুষুপ্তিতে যখন চিত্তাদি অজ্ঞানে ডুবিয়া যায়, তখনও আমি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই অজ্ঞানকে দর্শন করি; সেই জন্যই জাগিয়া স্মরণ হয় যে, আমি এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, অর্থাৎ অজ্ঞানকে অনুভব করিতেছিলাম! অজ্ঞানের অনুভবকর্ত্তা যদি আমি না হইতাম, তাহা হইলে "এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম" এরূপ জ্ঞান আমার কখনই হইতনা। অতএব আমি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির দ্রষ্টা স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত। এইজন্য আমরা সাংখ্যসূত্রে দেখিতে পাই,—ভগবান্ কপিল জীবের স্বরূপ নির্ণয় করাইবার জন্য বলিয়াছেন,—

"সুষুপ্ত্যাদি সাক্ষিত্বম্"।

শাস্ত্রান্তরে আছে,—

"জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ॥

ভগবান কপিল "ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ" সূত্রে আমি সুখ-দুঃখাদি-ধর্ম্মা চিত্তাদি হইতে ভিন্ন, ইহাই বুঝাইয়াছেন। বলিতে পারেন, পুরুষ যদি নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, সাক্ষীস্বরূপ, তবে "আমি জ্ঞানী" "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি প্রকার অনুভূতি কেন হয়? তাহার কারণ স্থিরভাবে আলোচনা করিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

"দ্রষ্টা দৃশিঃ মাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ"

পুরুষ দ্রষ্টা, চিন্মাত্র, স্বয়ং নির্ম্মল ও নির্ব্বিকার হইয়াও বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া, বুদ্ধিতে অধ্যাস বশতঃ স্বয়ং দেখিয়া থাকেন।

বুদ্ধি কি? পুরুষ যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়া থাকেন, তাহাই বুদ্ধি বা দৃশ্য। বুদ্ধি বিষয়াকার বা চিত্তবৃত্ত্যাকার গ্রহণ করে ও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, বুদ্ধির বিষয়-তাহাতে ফলিত হয়, সেই জন্য "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অনুভব হয়। সাংখ্যসূত্রেও আছে,—

"উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ"॥

(১৬৪, সাং, ১ম অধ্যায়)

পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম্ম

প্রকৃতিতে সংযুক্ত হয়। সেই জন্য "আমি কর্ত্তা" "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি রূপ অনুভব হইয়া থাকে। এই পুরুষ নিতান্ত নির্গুণ। জ্ঞান, সত্তা বা আনন্দ ইহার গুণ নহে। যদি ইনি গুণপদার্থ হইতেন, তাহা হইলে ইহাঁতে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত হইতে পারিত না। গুণপদার্থে কখনই গুণ থাকিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বরাট্ ও অনাশ্রিত বিধায়, গুণাত্মক নহেন। গুণ সর্ব্বদাই আশ্রিত, কখনও অনাশ্রিত থাকিতে পারে না, এবং গুণের আশ্রয় গুণও হইতে পারে না; সুতরাং গুণ নির্গুণ পুরুষেরই আশ্রিত।

সেই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো নির্গুণো বা কথঞ্চন।
জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদাশিবঃ॥

জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম বা গুণ নহে, তিনি জ্ঞানরূপী, নিত্য এবং সর্ব্বদাই মঙ্গলময়।

সাঙ্খ্যসূত্রেও দেখিবেন,—

"নির্গুণত্বাম্নচিদ্ধর্ম্মা"॥

শ্রুতিও "কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে আত্মার নির্গুণতাই প্রমাণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

যাভা বা যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম।

ভারত-সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জমধ্যে যাভা বা যবদ্বীপ একটি দ্বীপ। প্রাচীনকালে হিন্দু এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে যব উৎ হইত বলিয়া উহার নাম 'যবদ্বীপ' রাখিয়াছিলেন; কালে যবদ্বীপ অপভ্রংসে "যা দ্বীপ" নাম ধারণ করিয়াছে। হিন্দুরা এইক্ষণে যেরূপ ভারতবর্ষের বহির্ভাগে স ধর্ম্মপ্রচার বা উপনিবেশ-স্থাপন করিতে সংপূর্ণ অনিচ্ছুক ও অশক্ত, পূর্ব্বে তাঁহ সেরূপ ছিলেন না। যে মহাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া ইউরোপবাসীরা আসিয়া, আফরি ও আমেরিকা মহাদেশে ধর্ম্ম ও রাজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হইতেছেন, প্রাচীন ভারত (শক্তির বলেই ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও চীন প্রভৃতি দেশে আপনাদি প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, স্বাধীন শ্যা প্রদেশে এখনও হিন্দু-মন্দির ও ব্রাহ্মণ আছেন। ব্রহ্ম-রাজধানী মন্দালয়েও ব্রা

অধিবাসী রহিয়াছেন। ভারতের প্রাচীনশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। পরদেশে উপনিবেশ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এখন স্বদেশেও পরাধীন। অন্যজাতিকে স্বধর্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এক্ষণে স্বীয় ধর্ম্মরক্ষণেই অসমর্থ। হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় উপনিবেশ হইতে হিন্দু-আধিপত্য ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে।

যাভাদ্বীপের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, যাভাদ্বীপ একসময়ে সংপূর্ণই হিন্দু-রাজ্য ছিল। এখনও যাভাদ্বীপে দেবনাগরাক্ষর প্রচলিত আছে। এখনও "ভারত-যুদ্ধ" "অর্জ্জুন-বিবাহ" প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অধিবাসিগণের আদরের জিনিস। এখনও তাহাদের মজ্জায় মজ্জায় হিন্দু-ভাবের মৃদুপ্রবাহ বহিতেছে। যাভাদ্বীপে আগ্নেয় গিরির উৎপাত প্রবল, এবং তাহার আগ্নেয় নিঃস্রবেই কালে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির মৃত্তিকায় নিম্নে প্রোথিত হইয়াছিল। এখন ভূমি-খননাদি দ্বারা উক্ত মন্দিরাদি সময়ে সময়ে আবিষ্কৃত হইতেছে। এ সমুদায় মন্দিরাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলে, হিন্দুজাতির অতুল্য প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া অসীম আনন্দ প্রদান করে।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান প্রচারকগণ বা হিন্দু-সমাজ-নেতৃগণ কেবল বৃথা বাগ্বিতণ্ডাতেই কালাতিপাত করেন। তাঁহারা পৈত্রিক সম্পত্তি বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, রক্ষণের চেষ্টাও করেন না। যাভার ন্যায় মনোরম্য দ্বীপ পৃথিবীতে খুব কম আছে। যদিও যাভায় আগ্নেয় গিরির উৎপাত আছে, তথাপি যাভা ভারতবর্ষের ন্যায় নিত্য সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। ধান্য, ইক্ষু, নারিকেল, তাল, আলু, কপি ইত্যাদি তথায় সুপ্রাপ্য। জল-বায়ু ভারতেরই সমতুল্য। পশ্বাদিও ভারতের ন্যায়। চাউলই যাভাদ্বীপের প্রধান খাদ্য। এই সুন্দর দেশ এখন ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। হিন্দুদের হস্ত হইতে মুসলমানের হস্তে,—পরে ক্রমশঃ নানা রাষ্ট্রবিপ্লবের পর এক্ষণে ওলন্দাজের অধিকৃত। এখনও যাভার সামান্য দুটী অংশ নাম-মাত্র স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আছে। যাভা-বাসীদের ধর্ম্ম এক্ষণে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মিশ্রণে গঠিত; তবে অধিকাংশই মুসলমান' বলিয়া পরিচিত। এই রাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লব সত্ত্বেও যাবাবাসীগণ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী, কিন্তু হিন্দুদের ন্যায় দুর্ব্বল ও পরপদ-দলিত। ভারতবর্ষ যেরূপ বৃটিশ-রাজত্বের ভূষণস্বরূপ, ওলন্দাজ-রাজত্বে যাবাদ্বীপও তদ্রূপ। বর্ত্তমানে যাবাদ্বীপে গমনাগমনের অসুবিধা নাই; ইংরাজ বা ওলন্দাজের জাহাজে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া, এক্ষণে কোন মহাত্মা এই দ্বীপে পুনঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুভাব-প্রচারে অগ্রসর হইবেন কি?

গোলকে (১) সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

বিবিধ।

(দক্ষরাজ)

পুরাণ মতে ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি-কামনায় মহর্ষি বশিষ্ঠ আদি যে সকল মানস-পুত্র সৃষ্ট করেন, তাঁহাদিগের নাম প্রজাপতি। এই প্রজাপতিগণের মধ্যে একজনের নাম দক্ষ। এই দক্ষ 'দক্ষরাজ' বলিয়া অভিহিত। দক্ষরাজ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, প্রভৃতি ২৭টি কন্যা চন্দ্রদেবকে দান করেন। (২)।

এই ২৭ কন্যা চন্দ্রের ২৭ গৃহিণী বলিয়া গণ্য। চন্দ্রদেব গৃহিণীগণের মধ্যে নিরুপমা রোহিণীদেবীর পক্ষপাতী হইলেন। অপর কন্যাগণ পিতৃসদনে চন্দ্রদেবের কুব্যবহার নিবেদন করিলেন। দক্ষরাজ তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রদেবের বিনাশ কামনায় চন্দ্রদেবকে অভিশাপ দিলেন,—"মূঢ়! সত্বর রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়কাশ) রোগ গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হও"। চন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মগ্রস্ত হইয়া দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রতিদিন ১ কলা কমিতে লাগিল। পক্ষান্তে অমা-রজনীতে আকাশ চন্দ্র-শূন্য হইল। চন্দ্রমার সুধা-অংশু বিহনে লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা আদি দেবগণের অনুরোধে দক্ষরাজ নিরস্ত হইয়া চন্দ্রদেবের অভিশাপের এই মাত্র পরিবর্ত্তন করিলেন যে, অদ্য হইতে চন্দ্রদেবের এক এক কলা প্রতি তিথিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমা-প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু আবার পূর্ণিমা-অন্তে কলা-ক্ষয় হইবে। এইরূপে মাসে মাসে কলা-ক্ষয় ও কলা-বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রদেব অভিশাপ হইতে চিরমুক্ত হইবেন না। ব্রহ্মাদি দেবগণ দক্ষরাজের এই প্রসাদেই সন্তুষ্ট হইতে স্বীকার করিলেন। চন্দ্রদেব

(১) গোলক শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ।

বিশ্বগোলক, গোলকব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বজগৎ, জগৎব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ যৌগ-প্রয়োগ সচরাচর হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র প্রয়োগও আছে, যথা—বিশেষাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এবচ।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে ২। ৫

দৃষ্ট্বা ডিম্বংচ সা দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা। উৎসসর্জ্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে। ঐ ২। ৫০

"যদ্রূপং গোলকং ধাম তদ্রূপং নাস্তি মামকে" ইতি তন্ত্রং। "বভূব জলপূর্ণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ গোলকং।" জন্মখণ্ড ৮৪। ৮১

(২) অতি প্রাচীনকালে অয়নমণ্ডলে ২৮ নক্ষত্র গণনা হইত, কিন্তু জ্যোতিষের উচ্চতর অনুশীলন আরম্ভ হইলে, অয়নমণ্ডলকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করা হইল। প্রতি নক্ষত্র ১২ $\frac{৭}{৮}$ অংশ হইল এবং নক্ষত্রের এক পদে ৩ $\frac{৭}{৩২}$ অংশ পড়িল। নক্ষত্রের দ্বিপদে ৬ $\frac{৭}{১৬}$ অংশ পড়িল। এই সকল বিষম অঙ্ক

শ্বশুর-কৃত অভিশাপ-ফলে অদ্যাপি এক পক্ষে ক্ষয় এক পক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। (৩) বহুবিবাহক পতির প্রতিফল পক্ষে পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্তি। অভিশাপ দ্বারা ক্ষয়রোগ জন্মিতে পারে, এবং বরদানে কলা-বৃদ্ধিও অসম্ভব নহে; কিন্তু প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধির কারণ নিত্য ভিন্ন নৈমিত্তিক হইতে পারে না; সুতরাং এই ব্যাপারের গূঢ় রহস্য অবশ্যই আছে।

দক্ষরাজ অপর কন্যা সতীদেবীকে রুদ্রদেবকে দান করেন। (৪) কন্যাদান-পরে বিশ্ব-স্রষ্টাদিগের যজ্ঞে দক্ষরাজ শিব-নিন্দা করেন। শ্বশুরকৃত নিন্দাবাদ শ্রবণে রুদ্রদেব নীরব থাকিলেও, শিব-সহচর নন্দীশ্বর উচিত উত্তরবাদে দক্ষ-নিন্দা করিয়াছিলেন। তদাক্রোশে দক্ষরাজ রুদ্রদেবের অবমাননা-কামনায় বৃহস্পতি-যজ্ঞ উপলক্ষে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল নিমন্ত্রণ করিয়া, কেবল জামাতা রুদ্রদেব শিবকে অনিমন্ত্রিত রাখিলেন।

খেচর-মুখে পিতৃআলয়ে যজ্ঞ-সমারোহ-সংবাদ শ্রবণে সতীদেবী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃ-গৃহে যাইতে অভিলাষ করিলেন। পশুপতি দক্ষরাজের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। সতীদেবীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু পিতৃগৃহাভিলাষিণী নারীকে কে নিবারণ করিতে সক্ষম? গৃহ-যুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় পরাভূত হইলেন। সতীদেবী স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। বামা-সুলভ চঞ্চলতা-বশে সতীদেবী পিতৃভবনে উপনীতা হইলেন; কিন্তু নির্য্যাতন-কুশল পিতৃদেব দক্ষরাজ সতীদেবীকে বাৎসল্যোচিত সম্ভাষণ করিলেন না।

যজ্ঞস্থলে শিব ব্যতীত সকল দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সভাসীন ছিলেন। সভাস্থলে অনাদৃতা হইয়া সতীদেবী যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। নারদ-মুখে সতীদেবীর দেহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণে রুদ্রদেব ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় জটামণ্ডল হইতে একটী জটা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ জটা হইতে রুদ্রঅবতার রুদ্রপরাক্রম বীরভদ্রদেব আবির্ভূত হইলেন। বীরভদ্র শিব-গণ সহ রণ-সজ্জায় দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন। রুদ্রাবতার বীরভদ্রের সমরে দেবগণ পরাস্ত হইলেন। দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ হইল। রুদ্র-

...জ্যোতিষ গণনা বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিল। জ্যোতিষীগণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। অবশেষে সমস্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সমবেত হইয়া বিষতুল্য অভিজিৎ নক্ষত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া ২৭ নক্ষত্র রাখিলেন; ইহাতে প্রতি নক্ষত্রে ১৩ $\frac{১}{৩}$ অংশ হইল। নক্ষত্রের একপদে ৩ $\frac{১}{৩}$ অংশ, দ্বিপদে ৬ $\frac{২}{৩}$ অংশ ত্রিপদে ১০ অংশ হইল। গণনায় সরলতা হইল। (Brennand's Hindu Astronomy) এতদ্ভিন্ন আমাদের আরও বিবেচনা হয়, অতি প্রাচীনকালে ২৮ নক্ষত্র ছিল, কিন্তু ১৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে ধ্রুববিন্দু ...ত হইল, তখন অভিজিৎ ধ্রুব নাম পাইলেন। পণ্ডিতে অয়নমণ্ডলের ২৮ নক্ষত্রের ১টী কমিয়া ...হইল। সকল পুরাণ-মতেই দক্ষের ২৭ কন্যা বর্ণিত; ইহাতে বোধ হয় পৌরাণিকের যুগের পূর্ব্বে অভিজিৎ ত্যক্ত হইয়াছে।

(৩) ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডং।

(৪) শ্রীমদ্ভাগবত ৪। ১—৫

সেনাপতি বীরভদ্র ক্রোধান্ধ হইয়া দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদনে ও মহর্ষি ভৃগুর শ্মশ্রু উৎপাটনে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অতি কষ্টে কণ্ঠ ও শ্মশ্রু ছিন্ন হইল। পরে দেবগণের কাতরতায় আশুতোষ দক্ষ-স্কন্ধে ছাগমুণ্ড আরোপণে দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ অসম্ভব নহে; কিন্তু মানবদেহধারী দক্ষরাজ-স্কন্ধে ছাগমুণ্ড-যোজনা অনৈসর্গিক ব্যাপার। অতএব এই দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। এই দক্ষ-রাজ কে? তাঁহার ২৭ কন্যাই বা কে? চন্দ্রদেবই বা কে? সতীদেবীই বা কে? রুদ্র-দেবই বা কে? এবং বৃহস্পতি-যজ্ঞই বা কি? আর ছাগমুণ্ডই বা কি? চন্দ্র-শাপ ও দক্ষযজ্ঞ পাঠে এই কয়েকটী প্রশ্ন সহজেই হিন্দুজাতির মনে উদিত হয়। আমরা এই প্রবন্ধে জ্যোতিষতত্ত্ব-মতে পুরাণোক্ত চন্দ্রশাপ ও দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের রূপক-রহস্য ভেদ করিতে যত্ন করিব।

আমরা রাশিচক্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, রাশিচক্রে চন্দ্র-গৃহিণী অশ্বিনী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্র দীপ্যমান রহিয়াছে। এই ২৭ নক্ষত্র মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা রূপলাবণ্যবতী। প্রাচীন কালে এই ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে চন্দ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা চান্দ্রমাস গণনা হইত বলিয়া চন্দ্রদেবের তারা-পতি নাম। কারণ ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে রুদ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত বলিয়া রুদ্রদেব-গৃহিণীর নাম তারা, এবং ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে বৃহস্পতিদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত বলিয়া বৃহস্পতির গৃহিণীর নামও তারা, এবং আদিত্যদেব শ্রীহরি (৫) রাধা-কান্ত (৬) বলিয়া বর্ণিত। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির নৈসর্গিক কারণ আছে, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠে সকলেই জানিতে পারেন; সহজ জ্ঞানে সকলেই বুঝিতে পারেন।

পুরাণ-লিখিত দক্ষশাপে চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া কেহই বিশ্বাস করেন না। পৌরাণিক মহর্ষিগণ রহস্যচ্ছলে এই নৈসর্গিক ব্যাপারটী রূপকে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। এই রূপকে দক্ষরাজ, রাশিচক্র, ২৭ নক্ষত্র, চন্দ্র-পত্নী রোহিণীনক্ষত্রের রূপ-লাবণ্য অনর্থের মূল। চন্দ্রদেব উপগ্রহ চন্দ্রের বিম্ব।

এইরূপ সতীর দেহত্যাগ ব্যাপারটীও রূপক মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি, পুরাণে রাশিচক্র দক্ষরাজ নামে অভিহিত। এই দক্ষরাজ-কন্যা কন্যারাশি, এবং এই কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে চৈত্রাদি বর্ষগণনা হয়, এবং এই চৈত্রাদি-বর্ষ 'সম্বৎ' নামে অদ্যাপিও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। চৈত্রাদিবর্ষের প্রারম্ভে সূর্য্যদেব (৭) মীনরাশিতে অবস্থিতি করেন, এবং রুদ্রদেব চৈত্র-পূর্ণিমায় সোমরূপে

(৫) পদ্মিনী-বল্লভো হরিঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।
(৬) রাধা বিশাখা পুষ্যেতু। ইতি অমরঃ।
(৭) যা শ্রীঃ সা গিরিজা প্রোক্তা যো হরিঃ সঃ ত্রিলোচনঃ। ইতি বরাহঃ।

কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্রে অবস্থিতি করেন (৮)। রাশিচক্রস্থ যে রাশি হইতে কোন বর্ষ-গণনার সূত্রপাত হয়, সেই বর্ষ প্রচলন কালে ১২শ রাশির মধ্যে সেই রাশির প্রাধান্য হয়, এবং তৎসময়ে ঐ রাশি দক্ষরাজের উত্তমাঙ্গ বা মস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়। চৈত্রাদি-বর্ষ গণনা কালে কন্যারাশি ও চিত্রা নক্ষত্রের প্রাধান্য ছিল, এবং এই দক্ষসুতা চিত্রা-তারা, তারা নামে রুদ্র-গৃহিণী ছিলেন। এই জন্যই আমরা পঞ্জিকাতে চিত্রা-তারার দশভুজা মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই বর্ষ গণনা সময়ে রুদ্রদেব তারাপতি নামে দক্ষ-রাজের পূজ্য ছিলেন, এবং এই সময়ে দক্ষরাজ রুদ্রের প্রীতি-অর্থে বিশ্বস্রষ্ট্‌ যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু মহর্ষি ভৃগু প্রমুখ ঋষিগণ বিশেষ কারণ বশতঃ চান্দ্রমাসে বৎসর-গণনা পরিত্যাগ করিয়া-রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বর্ষগণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। বিশ্বস্রষ্ট্‌ যজ্ঞ ত্যাগে দক্ষরাজ এক্ষণে বৃহস্পতি-যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। রুদ্রদেব বা তৎমূর্ত্তি সোমদেব দ্বারা বর্ষগণনা পরিত্যক্ত হইল বলিয়া দক্ষরাজের বৃহস্পতি-যজ্ঞে রুদ্রদেবের নিমন্ত্রণ অপ্রয়োজন হইল। রুদ্র-পত্নী সতী নাম্নী তারাদেবী পতির অবমাননায় দেহত্যাগ করিলেন। বার্হস্পত্য-বর্ষ-গণনা চলিতে লাগিল। বৃহস্পতি তারাপতি উপাধি গ্রহণে দেবগুরু বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দ্বাদশবর্ষে বৃহস্পতিগ্রহ একবার ১২শ রাশি পরিভ্রমণ করেন। ইহাই প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং বৃহস্পতির একরাশি-সংক্রমণ দ্বারা একবর্ষ পরিগণিত হইতে লাগিল। বার্হস্পত্য বর্ষের নাম 'সম্বৎসর'। কিছুকাল পরে মহর্ষিগণ দেখিলেন, বার্হস্পত্য বর্ষ-গণনা ভ্রমসঙ্কুল (৯)। এজন্য ঐ পদ্ধতি পরিত্যাগে চান্দ্র পদ্ধতি পুনঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত রূপকে পৌরাণিকগণ দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা কালে কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতির সঞ্চারে জাতীয় মহোৎসব হইত। এ মহোৎসবের নাম হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। এই কুম্ভমেলা দক্ষযজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয়, এবং এই সময়ে দক্ষরাজের কুম্ভ-মুণ্ড ছিল বলিতে হয়। (১০) শিব-দূত বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকালে দক্ষরাজ-দেহ হইতে দক্ষমুণ্ডরূপ কুম্ভরাশি ছেদন করিল, এবং সেই সঙ্গে মহর্ষি ভৃগুর শ্মশ্রুরূপ 'ভৃগুসিদ্ধান্ত' সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র হইতে উৎ-পাটিত হইল। আবার চান্দ্রমাস-গণনা-পদ্ধতি ভারতে প্রচারিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-

(৮) মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইতি শিবপূজা-পদ্ধতি।

(৯) পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অবধারণ করিয়াছেন যে, বৃহস্পতি গ্রহ ১১ বৎসর ১০ মাস ১৫দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পলে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। বোধ হয় এই ১ মাস ১৫ দিনের তারতম্য হেতু দ্বাদশবর্ষাত্মিক বার্হস্পত্য বর্ষগণনা ভ্রমমূলক অনুভূত হইয়াছিল।

(১০) বার্হস্পত্য বর্ষ কোন্ রাশি হইতে গণিত হইত, ইহা নির্ণয় করা দুরূহ। কাশ্যপ-মতে চৈত্র হইতে বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত; কিন্তু পরাশর-মতে কার্ত্তিক মাস হইতে গণনা হইত।

কালসহকারে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা চন্দ্রের কক্ষা, রাহু-কেতুর স্থিতি-স্থান এবং রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতি-স্থান নিরূপণ করণার্থে বিশেষ কষ্ট লইয়াছিলেন। এই পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপার সমুদ্র-মন্থন (১১) বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্র-মন্থনে বীরভদ্র-অসি-ছিন্ন কুম্ভরাশি ধন্বন্তরিরূপে কলস-হস্তে আবির্ভূত হইলেন, এবং ধনু রাশির ৩০ অংশ অন্তরে নিজ পূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া নব নামের সার্থকতা বিধান করিলেন, এবং চন্দ্র ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপিণী লক্ষ্মীদেবী যমজরূপে আবির্ভূত হইলেন, এবং আকাশমণ্ডলে যথাস্থানে স্থাপিত হইলেন। চান্দ্রমাস গণনা আরম্ভ হইল। চান্দ্র শ্রাবণাদি-বর্ষ গণনা প্রচলনে মকর রাশি দক্ষরাজের উত্তমাঙ্গ হইয়াছিলেন, এবং মকর রাশিস্থ শ্রাণা (কর্ণ) নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীর প্রাধান্য হেতু দক্ষরাজের লম্বকর্ণ (ছাগ) (১২) মুণ্ড হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে চিত্রা তারায় রুদ্রদেবের অধিষ্ঠান ও অশ্বিনী নক্ষত্রে পৌর্ণমাসীর অধিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া আশ্বিনাদি-বর্ষ প্রচলিত হইল। এবার হিমাচল-পতি দক্ষরাজ হিমালয়রাজ নাম এবং তারা সতী-দেবী উমাতারা পার্ব্বতী নাম ধারণ করিলেন। নব বর্ষের প্রথম দিনে বৎসররূপিণী ভগবতীর পূজা যুক্তিসিদ্ধ বটে। বাসন্তী ও শারদীয়া পূজার মূল এই। এক্ষণে সৌরমাস ও সৌরবৎসর-গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও হিন্দুগণ নববর্ষের প্রথমদিনে বৎসররূপিণী ভগবতীর পূজা পরিত্যাগ করেন নাই।

মহামতি উপাধ্যায়বর শ্রীযুক্ত মিঃ ব্রেনাণ্ড সাহেব সতীদেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। তিনি বলেন (১৩) যে,—

খৃঃ পূঃ ২০০ শত অব্দে জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম্ম-বিপ্লবে জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ঘটিয়াছিল। মতিমান্ আর্য্যভট্ট জ্যোতিষশাস্ত্র পুনর্জ্জীবিত করেন। ব্রাহ্মণগণের প্রিয়তম জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ও পুনরুত্থান ব্যাপার চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ সতীর দেহ-ত্যাগরূপ রূপক কল্পনা করিয়াছেন।

কালেই সৃষ্টি, কালেই লয়, এবং কাল হইতেই সমস্ত ব্যাপার উৎপাদিত। "কালোহি বলবত্তরঃ" এই মহৎ সত্য মুনি-ঋষিগণ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা শাস্ত্রে মহাকাল দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া কেন কল্পিত হইবেন? এবং মহাকাল-পত্নী বৎসর দুর্গারূপে কেন কল্পিতা হইবেন? হিন্দুগণ কাল-

(১১) সমুদ্রমন্থন ও সমুদ্রশোষণ প্রভৃতি শব্দে সমুদ্র অর্থে আকাশ; জলধি নহে। নিরুক্ত শাস্ত্র—অন্তরীক্ষ নামানি—সগরসমুদ্রৌ। ১৪।১৫

(১২) বর্ব্বরঃ পর্ণভোজনঃ। লম্বকর্ণশ্চ মেনাদঃ। বুকাজায়ুঃ। শিবাপ্রিয়ঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।

(১৩) ১৪০ পৃষ্ঠা Hindu Astronomy by Mr. Brennand.

মাহাত্ম্য বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, তাই রূপকে রাশিচক্রের দক্ষরাজ নাম ও কালাংশীভূত বৎসরের দেবী নাম হইয়াছে। দেব-মণ্ডলে মহাদেবের তাদৃশ প্রতিপত্তি ছিল না, ভাবিয়া, দক্ষরাজ যজ্ঞে সকল দেবের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু দেব-দেব দুর্গা-পতি অনিমন্ত্রিত রহিলেন! দক্ষরাজের এই যজ্ঞ জ্যোতিষমূলক। দুর্গাদেবী পতির অবমাননা দর্শনে দক্ষ-গৃহে দেহত্যাগ করিলেন। এই রূপকের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীনকালে রাশিচক্রে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আদির স্থিতি-স্থান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে বৎসর নিরূপিত হইয়াছিল, কালক্রমে রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির স্থান-বিপর্য্যয় হইয়া (অয়নাংশাদি-সংশোধন অভাবে) বৎসর ভ্রমসংকুল হইয়া পড়িল; সুতরাং বৎসরের সংস্কারের আবশ্যকতা হইল। দুর্গারূপিণী প্রাচীন বৎসর কাজেই দেহ ত্যাগ করিলেন। ক্রোধভরে দুর্গাপতি মহাকাল দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া, দক্ষ ও দেবগণের বিনাশ সাধন করিলেন, অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির জ্যোতিবিক জ্ঞান রহিল না।

অবশেষে ব্রহ্মা সৃষ্টি-লোপের সম্ভাবনা দেখিয়া, মহাকালরূপ শিবের প্রীতি-সাধন করিলেন। শিব প্রীত হইলেন, এবং দক্ষযজ্ঞে বিনষ্ট দক্ষ ও দেবগণেরা সকলই পুনর্জীবিত হইলেন; (অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র আদির অনুসন্ধান হইতে লাগিল।) কিন্তু বীরভদ্র-ছেদিত দক্ষরাজের মুণ্ড পাওয়া গেল না; গতিকে দক্ষদেহে ছাগ-মুণ্ড যোজিত হইল। এই লজ্জায় দক্ষ কাশীধামে বাস করিলেন। কাশীতে কখন কখন দক্ষরাজ দৃষ্টিগোচর হন। কিন্তু ছাগমুণ্ড ধারণে দক্ষরাজের মুখশ্রীতে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হ্রাস হইয়াছে।

রূপকের শেষাংশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুনর্জীবন ব্যক্ত হইতেছে, এবং উজ্জয়িনী ও কাশীর জ্যোতির্ব্বিদ্ সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে বিবাদ সূচিত হইতেছে। উভয় পক্ষ-মধ্যে বিতণ্ডা এই ছিল যে, মেষরাশিস্থ বাসন্তী-ক্রান্তিপাত হইতে বৎসর-গণনা প্রশস্ত, অথবা মকরক্রান্তি হইতে বৎসর-গণনা প্রশস্ত। উজ্জয়িনী-সম্প্রদায় বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অবলম্বনে আশ্বিন-পূর্ণিমা হইতে চান্দ্রমাস, এবং চান্দ্রমাস দ্বারা বৎসর-গণনার প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিলেন না; কিন্তু কাশী-সম্প্রদায় সৌর-রাশিচক্র অবলম্বনে মকরক্রান্তিতে মূলক্ষেপ-সূত্র স্থাপন করিয়া, ঐ বিন্দু হইতে সৌরবৎসর-গণনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী হইলেন। এইরূপে ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চান্দ্র পদ্ধতি ও সৌর পদ্ধতি দ্বারায় বিভক্ত হইয়া, স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গকে স্বপদ্ধতির পোষক করিলেন।

এইরূপে ভারতের রাজন্যবর্গ সৌর ও চান্দ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন।

(১১১ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রের টীকা) ....যত্রাপি ভগবান্ ভবঃ। ভূগোলস্যোদ্ভূতে সমসি........। শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৫।১৭

কালবশে চান্দ্র পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ চন্দ্রবংশীয় এবং সৌর পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ সূর্য্যবংশীয় নাম ধারণ করিলেন।

প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত চান্দ্র পদ্ধতির পক্ষ হইলেন। কেবল উত্তর-ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সৌব পদ্ধতির শিষ্য হইলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্-কুলরত্ন আর্য্যভট্ট সৌর পদ্ধতির নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সপ্তরত্ন।

বাঞ্ছা সজ্জন-সঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা,
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥ ১॥
রাজা ধর্ম্মবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানং বিনা যোগিনঃ,
কান্তা সত্যবিনা হয়ো গতিবিনা ভূষাচ জ্যোতির্ব্বিনা।
যোদ্ধা শূরবিনা তপো ব্রতবিনা ছন্দোবিনা গীয়তে,
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরো হরিবিনা মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ২॥
ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষাপি শাখোটকে,
হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিলকুলে কাকেষু নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর-কার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩॥

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা, পরগুণে প্রীতি, গুরুতে নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, স্বস্ত্রীতে রতি, লোকাপবাদ হইতে ভয়, কৃষ্ণে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি, খলের সংসর্গ-ত্যাগ, এই সকল নির্ম্মল গুণ যে মনুষ্যে থাকে, সেইসকল ব্যক্তিকে নমস্কার করি। ১॥

ধর্ম্মবিনা রাজা, শৌচহীন ব্রাহ্মণ, জ্ঞানশূন্য যোগী, সত্যশূন্য কান্তা, গতিশূন্য ঘোটক, জ্যোতিবিনা ভূষণ, শূরত্বশূন্য যোদ্ধা, নিয়মশূন্য তপস্যা, ছন্দশূন্য গীত, স্নেহশূন্য ভ্রাতা ও হরিভক্তিশূন্য মনুষ্যকে জ্ঞানীলোকেরা শীঘ্র ত্যাগ করেন। ২॥

চন্দন, আম্র ও চম্পকবন ছেদন ও শাখোটক (শেওড়া গাছ) বৃক্ষকে রক্ষা

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ,
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ,
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ ॥ ৪ ॥

বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে।
কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ ॥
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ।
কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ ॥ ৫ ॥

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিংবা বিভূষাবিধিঃ,
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকর-করৈঃ শৃঙ্গারগর্ভা গিরঃ।
মৃত্যুঃ কিং যদিদুর্জ্জনেষ্বনতিঃ কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা,
প্রাপ্তেষ্টঃ করিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমিরুহৈঃ ॥ ৬

ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে,
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ,
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

হংস-ময়ূর-কোকিলকুলে হিংসা ও কাকে নিত্য আদর, হস্তিদ্বারা গর্দ্দভ-ক্রয়, কর্পূর ও কার্পাসের তুল্যতা; যে স্থানে এই সকল বিচার, হে গুণিগণ! সেই দেশকে নমস্কার করি। ৩॥

ফলশূন্য বৃক্ষকে পক্ষী সকল, শুষ্ক সরোবরকে সারসগণ, মধুরহিত পুষ্পকে মধুপ, দগ্ধ বনপ্রান্তভাগকে মৃগ, নির্ধন পুরুষকে বেশ্যা ও ধনশূন্য রাজাকে মন্ত্রীরা ত্যাগ করিয়া থাকে; সংসারে কে কাহার প্রিয়? ৪॥

ধনে আবশ্যক কি, যদি দুঃখীকে দান না হয়? যদি পরোপকারে যত্ন না হইল, তাহাহইলে সেবাতে প্রয়োজন কি? যদি পুত্রলাভ না হইল, তাহা হইলে স্ত্রী-সঙ্গে প্রয়োজন কি? যদি স্ত্রীর বিরহ হইল, তাহা হইলে যৌবনে প্রয়োজন কি? ৫॥

যদি নিজ স্ত্রী প্রিয়া হয়, তাহা হইলে স্বর্গে প্রয়োজন কি? যদি লাবণ্য থাকে, তাহা হইলে ভূষণ-বিধির আবশ্যক কি? যদি সরস বাক্য হয়, তাহা হইলে চন্দ্র-কিরণে আবশ্যক কি? যদি দুর্জ্জনের নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুতে আবশ্যক কি? যদি যাচ্ঞা থাকে, তাহা হইলে নিন্দা-সূচক বাক্যে প্রয়োজন কি? যদি ইন্দ্র সদৃশ পূর্ণকাম হয়, তাহা হইলে কল্পবৃক্ষে প্রয়োজন কি? ৬॥

যে যাচককে ধন না দেয়, তাহার ধনে প্রয়োজন কি? যে শত্রুকে দমন করিতে না পারে, তাহার বলে প্রয়োজন কি? যিনি ধর্ম্ম-আচরণ না করেন, তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানে আবশ্যক কি? যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহার জীবনে আবশ্যক কি? ৭

অষ্টরত্ন।

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড়্ জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥১॥

ব্যোমৈকান্ত-বিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং,
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাৎ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতে হি বিধৌ কুতঃ সুচরিতং কঃ স্থান লাভে গুণঃ?
কালোহি ব্যসন-প্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি। ২॥

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পপূজা,
দন্তানামল্পশৌচং বসনমলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাম্।
দ্বেসন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসন-শয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ,
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্। ৩॥

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে,
বিষ্ণুর্যেন দশাবতার-গহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপাল-পাণি রটনং ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
সূর্য্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥ ৪॥

ধনলাভ, প্রতিদিন নীরোগতা, প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, বশীভূত পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, সংসারে এই ছয় সুখজনক। ১॥

আকাশে একান্তে বিচরণকারী পক্ষীগণও আপদপ্রাপ্ত হয়; সমুদ্রের অগাধ সলিল হইতে নিপুণ ধীবর মৎস্য সকল ধরিয়া থাকে। বিধাতা প্রতিকূল হইলে, নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ কি প্রকারে সম্ভব ও উত্তম স্থান লাভের গুণ কোথায়? কাল বিপদে হস্ত প্রসারিত করিয়া দূর হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকে। ২॥

প্রতিদিন তৃণচ্ছেদন, ভূমিতে নখদ্বারা লিখন, পদদ্বয় সম্যক্‌প্রকারে ধৌত না করা, দন্তের অল্প ধৌতি, বসনের মলিনতা, কেশের রুক্ষতা, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিদ্রা, বিবস্ত্র হইয়া শয়ন, অত্যাহার ও অতিহাস্য, নিজের অঙ্গে ও পীঁড়িতে (কাষ্ঠাসনে) বাদ্য, এই সকল দোষে কুবের ও কেশবের লক্ষ্মীও নষ্ট হয়। ৩॥

ব্রহ্মা যাঁহাদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে কুম্ভকারের ন্যায় (সৃষ্টি বিষয়ে) নিয়োজিত হইয়াছেন; বিষ্ণু দশাবতাররূপ মহাসঙ্কট-বনে রক্ষিত হইয়াছেন, রুদ্র যদ্দ্বারা নৃশির হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান; সূর্য্যও প্রতিদিন আকাশে ধাবমান হন সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি। ৪॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্‌ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্‌।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং,
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥ ৫ ॥

বিলাস-ভোগে রোগভয়, কুলে কুলক্ষয়-ভয়, ধনে রাজার ভয়, মানে দারিদ্র্য-ভয়, বলে শত্রু-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়, শাস্ত্রে বিবাদ-ভয়, গুণে খলভয়, শরীরে শমন-ভয়। সংসারে সমুদায় দ্রব্য ভয়ান্বিত, কেবল বৈরাগ্যই অভয়। ৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সামবেদ সংহিতা।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তা)

অথ দ্বিতীয় খণ্ডে সেয়ং প্রথমা।

(আয়ুঙ্ক্ষাহি ঋষিঃ)

১২ ৩১২ ৩১ র ৩১২ ১ ২৩ ১৩
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দ্দয় ॥১

অগ্ন=হে অগ্নি! দেব=হেদেব! তে=তুভ্যং=তোমাকে নমোগৃণন্তি=নমস্কার-শব্দমুচ্চারয়ন্তি=নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করে। ওজসে=বলায়=বলের জন্য। কৃষ্টয়ঃ=মনুষ্যাঃ=মনুষ্য সকল—অর্থাৎ যজমান সকল। অমৈঃ=বলৈঃ=বলদ্বারা—অমিত্রং=শত্রুং—শত্রুকে। অর্দ্দয়=নাশয়=নাশকর।

হে অগ্নিদেব! যজমানগণ বলের জন্য তোমার প্রতি নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। (তজ্জন্য আমিও উচ্চারণ করিতেছি) তুমি বলপূর্ব্বক আমাদের শত্রুগণকে নাশ কর। [এ মন্ত্রে যজমানগণ আপনার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্বয়ং বলশালী হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কিন্তু ঋত্বিকগণ নিজে নিমিত্তভাগী হইতে ইচ্ছুক না হইয়া অগ্নি দ্বারা তাহার চেষ্টা পাইতেছেন; সুতরাং এ মন্ত্রে যজমান ও ঋত্বিকগণের অভিপ্রায় পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন।]

এই ঋকটি উত্তরার্চ্চি ৮।১।১২।১; ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬অ, ৫-২৫বর্গে ১০সূক্ত।

সৈষা দ্বিতীয়া।

(বামদেব ঋষিঃ)

৩১ ২ ৩১ ২ ৩২৩১২ ১২ ৩২
দূতং বো বিশ্ব বেদস ং হব্যবাহমমর্ত্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা।২॥

(হে অগ্নে!)

বিশ্ববেদসং=বিশ্বং সমস্তং বেদোধনং যস্যাসৌ বিশ্ববেদাঃ তং সর্ব্ববিদং বা সর্ব্ব-জ্ঞানসম্পন্ন।

হব্যবাহং=দেবেভ্যো হবিষাং বোঢ়ারং=দেবতাদিগের হব্যবাহক। অমর্ত্ত্যং=অমরণ-ধর্ম্মাণং=অমরণধর্ম্মাকে=মৃত্যুধর্ম্মাতীতকে। যজিষ্ঠং=অতিশয়েন যষ্টারং=অত্যন্তযাগ-কারী তোমাকে। দূতং=দেবানাং দূতং=দেবতাদিগের দূতকে। বঃ=ত্বাং=তোমাকে। গিরা=স্তুতিরূপয়া বাচা=স্তুতিরূপা বাক্যদ্বারা। ঋঞ্জসে=যজমানোঽহং প্রসাধয়ামি বর্দ্ধয়ামী-ত্যর্থ=আমি যজমান—বাক্যদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিতেছি—অর্থাৎ স্তব করিতেছি।

হে অগ্নি! তুমি বিশ্ববেত্তা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন; তুমি দেবতাদিগের হব্যবাহক, তুমি মৃত্যুধর্ম্মবিবর্জ্জিত; তুমি সর্ব্বদা যাগকারী; তুমি দেবগণের দূত স্বরূপ, আমি যজমান—তোমাকে স্তবদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি। ২॥

[প্রশংসা করা সতেরই হইয়া থাকে, অসতের কখনও সম্ভব হয়না; সুতরাং অগ্নি সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, নচেৎ স্তুতিবাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি, এজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে।]

এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ৩অষ্টকে ৫ অধ্যায়ে ৬বর্গেও আছে।

সৈষা তৃতীয়া।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

১২ ৩২৩২৩১২ ৩১২ ৩১র ২র
উপত্বা জাময়োগিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্।৩॥

হবিষ্কৃতঃ=যজমানার্থং হবিষ্কৃতঃ=যজমান-প্রদত্ত হবির্দ্বারা বর্দ্ধিত। গিরঃ=স্তুতয়ঃ=স্তুতিসকল, অথবা গিরন্তি—ভক্ষয়ন্তি হবীংষি যাঃ, তাঃ গিরঃ ভক্ষয়িত্র্যঃ=ভক্ষয়িত্রী সকল। জাময়ঃ=স্বসারইব=ভগ্নির ন্যায় [জ্বালা=অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নির ভগিনী] দেদিশতীঃ=তবগুণান্ দিশন্ত্যঃ=তোমার গুণসকল বিস্তার করিয়া। ত্বা=ত্বাং উপতিষ্ঠন্তে=তোমার

নিকট থাকে। বায়োঃ=বায়ুর (বাতি গচ্ছতীতি বায়ুঃ, অর্থাৎ যিনি সকল যজমানের নিকট গমন করেন,) অনীকে=সমীপে স্বাং সমেধয়ন্ত্যঃ=নিকটে তোমাকে বৃদ্ধি করিয়া— অস্থিরন্=অতিষ্ঠন্=থাকেন।

এই ঋক্‌টি সামবেদ-সংহিতার উত্তরার্চ্চিকে ৭ প্র। ২অ। ১৩। ১ ও ঋগ্বেদসংহিতার ৬ অষ্টকে ৭অধ্যায়ে ১১ বর্গে ১৩ সূক্ত।

হে অগ্নে! যজমানগণ তোমাতে হবিঃ প্রদান করিলে, সেই হবিষ্কৃত স্তুতি সকল ভগিনীর ন্যায় তোমার গুণ সকল বিস্তার করিয়া, বায়ুর সমীপে তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেরূপ হবিষ্কৃত জ্বালাস্বরূপিণী ভগিনীগণ তোমার স্ফুলিঙ্গ-রূপ গুণসকলকে বিস্তার করিয়া, বায়ুর (অর্থাৎ তোমার সখার (১)) নিকটে গিয়া তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগের স্তুতিগুলিও তোমার গুণসকলকে বিস্তার করিয়া তোমার সখার [বায়ুর] নিকট গিয়া স্থির হইয়া থাকে। (২)

(ক্রমশঃ)

---

(১) অগ্নির সখা বায়ু, ইহাতে এই দেখি যে, ভট্টিকাব্যে দশম সর্গে—

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃত সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌমরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ॥১৯॥

এই শ্লোকটির চতুর্থ পাদস্থ 'সমুদ্র' শব্দে টীকাকার ভরতমল্লিক কহিয়াছেন—"সমুৎসহর্ষোরোগ্নিঃ যস্মাৎ বায়োরগ্নিসখিত্বাৎ'।

(২) শব্দ সকল উচ্চারণ করিবামাত্র আমাদের বোধ্য বিষয়ের বোধ করাইয়া উহা বায়ুতে লীন হইয়া গিয়া থাকে। যদি ঐরূপ না হইয়া, ঐ শব্দসকল সর্ব্বদাই থাকিত, তাহা হইলে আমরা পরস্পরের বাক্য শ্রবণ করিতে সক্ষম হইতাম না। তাহা হইলে এই পাপ-তাপ-প্রপীড়িত সংসার কি ভয়ানক শব্দপূর্ণ হইত ও অশেষ যন্ত্রণার স্থান হইত, অনুধাবন করিতে পারা যায় না! সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশের কি অনুগ্রহ, আমরা স্থির করিতে পারি না। এই সমুদায় করুণা দর্শন করিয়া কি আমরা সেই জগৎ-চিন্তামণির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অথবা তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার নাম লইতে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? কার্য্যদর্শন করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ। সাংখ্যদর্শনে ১অধ্যায়ে ১১০সূত্রং।

যখন তিনি আমাদের প্রতি এত অনুগ্রহ করিতেছেন, তখন কি তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে? তাঁহার গুণগান করিয়া কি আমরা শেষ করিতে পারি? ভাগবতাদি পুরাণে অনেক স্তব দেখিতে পাওয়া যায় ও সেই স্তবের শেষও দর্শনকরা যায়; কিন্তু স্তব সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি তাঁহার গুণ শেষ হইয়া গেল? স্তব করিতে করিতে স্তবকারীর বাক্য শেষ হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহার গুণ-বর্ণন শেষ হয় না।—

মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ। শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥
রঘুবংশে ১০সর্গে—৩২॥

তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে বাক্য শেষ হয়, তাহা শ্রম বশতঃ অথবা অশক্তি বশতঃ, তোমার গুণের শেষ বশতঃ নহে। যদিও তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই, তথাপি অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা-চিহ্নস্বরূপ(!) তাঁহার নাম গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি সেই শ্যামসুন্দর গোলকবিহারী হরিকে দিনান্তেও একবার না ডাকি, তাহা হইলে এ সংসারে আর সুখ কি

ব্রহ্মচারি-আশ্রমের বিবরণ।

হিন্দু-পত্রিকার পূর্ব্ব২ অনেক সংখ্যায় ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য বিবৃত করা হইয়াছে। হিন্দু-পত্রিকার অনেক নূতন গ্রাহক আশ্রমের উদ্দেশ্যাদি জানিবার জন্য আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া থাকেন; তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া হিন্দু-পত্রিকার ১৩০২ সালের শেষ, ১৩০৩র ১ম। ২য় ও ১৩০৫র ৫ম সংখ্যা পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন। এস্থলে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে যথাসম্ভব পুনর্ব্বার প্রচলিত করা, হিন্দুদিগের ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা সহ বহুল প্রচার করা, এবং আড়ম্বরবিহীন নিষ্ঠাবান হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকদিগের একটি কেন্দ্র সংস্থাপন করাই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। একটি আশ্রমের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপ স্থাপিত হইলে, দেশের অন্যান্য স্থানেও আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ করা যাইবে। আমরা স্বল্পারম্ভের পক্ষপাতী, এইজন্য বিশেষ কোন আড়ম্বর করি নাই। এইক্ষণ আশ্রমে ২১ জন ছাত্রের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ৬ জন ছাত্র এক্ষণে আশ্রমে অধ্যয়ন করিতেছেন; উপযুক্ত ছাত্র পাইলেই অবশিষ্ট ১৫ জনের স্থান পূর্ণিত হইবে। ঐ ১৫টী অবশিষ্ট ছাত্রবৃত্তির জন্য বিবিধ স্থান হইতে আবেদন আসিতেছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আশ্রমে ২১ জন ছাত্র নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতে থাকিবেন। বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, সাংখ্যদর্শন, স্মৃতি ও কাব্যের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমুদায় ছাত্রের সংস্কৃতভাষায় সাধারণ জ্ঞান আছে বা যাঁহারা মুগ্ধবোধ, কলাপ, সুপদ্ম, ব্যাকরণকৌমুদী বা অন্য কোন ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই আশ্রমের ছাত্রস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকেন। তবে যাঁহারা ব্যাকরণ-পাঠ প্রায় শেষ করিয়াছেন, তাঁহারাও আশ্রমে গৃহীত হইবেন। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত—অথচ সংস্কৃত জানেন না, স্থলবিশেষে এরূপ ছাত্রও লওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ আশ্রমে ২১ জনের অধিক ছাত্রকে আহারাদির ব্যয় দেওয়া যাইবে না। ২১ জনের অতিরিক্ত ছাত্রদিগকে স্বীয় স্বীয় আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আশ্রমের আয়-বৃদ্ধি হইলে, বৃত্তিভোগী ছাত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইবে। আশ্রমের সকল ছাত্রকেই গীতা ও কয়েকখানি উপনিষদ্ এবং বেদের সংহিতাভাগের কতকগুলি সূক্ত পাঠ করিতে হইবে, এবং তদ্ব্যতীত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। উদাহরণস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদি কোন ছাত্র আশ্রমে 'ন্যায়' শিক্ষার জন্য আসেন, তাহাহইলে

তাঁহার ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে গীতা, কয়েকখানি উপনিষদ্ এবং সংহিতাংশের কয়েকটী সূক্ত পড়িতে হইবে। তৎপরে কোন এক শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ হইলে, অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। আশ্রমের উন্নতি সহকারে হিন্দু-গণিত, হিন্দু-জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেরও অধ্যাপনার বন্দবস্ত করা যাইবেক। শাস্ত্রাদি অধ্যাপনকালে তত্তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলও ছাত্রদিগকে অবগত করান হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ছাত্রেরা প্রত্যহ নানাবিধ মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রদিগের আহারাদির ব্যয় ও ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই সম্পন্ন হয়। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের জন্য সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। পীড়িত হইলে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়। বর্ত্তমানে প্রত্যহ প্রাতে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত্-স্বর সংযোগে ছাত্রগণকে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করান হয়। তৎপরে সকলেই ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর প্রত্যেক ছাত্র স্বীয় স্বীয় বিশেষ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। আশ্রমে একটী ভৃত্য ছাত্রদিগের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আহারাদি নিজেদেরই ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্রভাবে বা অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

আশ্রমের অধ্যাপকগণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনের অধ্যাপনা করাইবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস কাব্যতীর্থ ও স্মৃতিতীর্থ কাব্য ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বেদান্তাদি শাস্ত্রের ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন কাব্যতীর্থ ও রাজেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কাব্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

আয়-ব্যয়।—বর্ত্তমানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় যৎসামান্য বৃত্তি-গ্রহণে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আশ্রমের অধ্যাপনা-কার্য্যের সহিত নিজে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নরহরি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি আপাততঃ আশ্রম হইতে কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন না; কিন্তু ইঁহার জন্যও যত সত্বর পারা যায় একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইবে। আপাততঃ আশ্রমের অধ্যাপকদিগের বৃত্তি ৬০৲, ছাত্রদের আহারাদির ব্যয় ৩৫৲ এবং অন্যান্য খরচ ৫৲, মাসে ১০০৲ টাকা লাগিতেছে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অধিক হইতে থাকিলেই, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ৫৲ করিয়া মাসে লাগিবেক; সুতরাং পূর্ণসংখ্যা ২১ জন ছাত্রের জন্য ১০৫৲ মাসে লাগিবে। অধ্যাপকের বৃত্তিবৃদ্ধি এবং আর দুই একজন অধ্যাপক রাখিতে হইলে, সমগ্র ব্যয়ের জন্য মাসিক ২০০৲ টাকার একান্ত আবশ্যক। মাসিক ২০০৲ টাকা আয়ের স্থিরতা করিতে পারিলে, আশ্রমের গৃহাদির উন্নতি ও পুস্তকালয়-সংস্থাপনাদির প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতে

পারিবে। এই ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য একমাত্র ভরসা ভগবানের কৃপা। শুভানুষ্ঠানে ভগবানের নিশ্চয়ই কৃপা হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসে এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া হিন্দু-সমাজের কথঞ্চিৎ সেবা করিবার জন্য "হিন্দু-পত্রিকা" প্রকাশ করি, এবং এরূপ ইচ্ছা থাকে যে, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশের অর্থ আশ্রমের ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হইবে; কিন্তু নিজে অজস্র পরিশ্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধব ও স্বীয় অনুগত লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াও হিন্দু-পত্রিকার আশানুরূপ লভ্য করাইতে পারি নাই। যে সমুদায় গ্রাহকগণের মূল্য বাকী পড়িয়াছিল, তাঁহাদিগকে মূল্য দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লেখা হয়, এবং তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, বাকী আদায়ের জন্য ১৩০৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা ভ্যালুপেবলে পাঠান হয়; কিন্তু অনেকেই ঐ সমুদায় ভ্যালুপেবল ফেরৎ পাঠাইয়া হিন্দু-পত্রিকাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মারা নিজেই পত্র লিখিয়া পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে কেহ একবৎসর, কেহ দুইবৎসরের মূল্যও দিয়াছিলেন; পরে মূল্য ক্রমাগত বাকী ফেলিয়া, অবশেষে ভ্যালুপেবল ফেরত্ পাঠাইয়াছেন! যাহাহউক, এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরেও, হিন্দু-পত্রিকা-প্রেস্ খরিদ বাবদ হিন্দু-পত্রিকার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা আমরা হিন্দু-পত্রিকা-তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে সামান্য কিছু ঋণ আছে; আশা করি, উহা শীঘ্রই পরিশোধিত হইতে পারিবে। হিন্দু-পত্রিকার ঋণ-পরিশোধ হইলেই, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশ সমস্তই আশ্রমের জন্য ব্যয়িত হইবে। ব্রহ্মচারি-আশ্রম পরিচালনার জন্য আমাদিগের প্রথম আশাস্থল হিন্দু-পত্রিকার আয়। হিন্দু-পত্রিকার অতি সামান্য মূল্য; হিন্দুমাত্রেই ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অনেক শিক্ষিতলোককেও বলিতে শুনি, হিন্দু-পত্রিকা কঠিন। ফলতঃ তাঁহারা হয়ত মনোযোগ করিয়া হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করেন না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। হিন্দু-পত্রিকায় সর্ব্বাধিকারীর জ্ঞাতব্য শাস্ত্রার্থ ও লৌকিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, হিন্দু-পত্রিকার সহৃদয় পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই ইহার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে আশ্রমের বিশেষ উপকার হয়। আমাদের দ্বিতীয় ভরসাস্থল হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণ। এ পর্য্যন্ত আশ্রমের সাহায্যের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই; কেবল হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের নিকটেই কখন কখন সাহায্য-প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ সাহায্যও করিয়াছেন। যদি প্রত্যেক গ্রাহকই স্বীয় দেয় মূল্যের সহিত আশ্রমের সাহায্যার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমরা আপাততঃ স্ব-প্রণোদনায় কাহারও নিকট অধিক দান প্রার্থনা করি না। সকলেই যদি অল্প ২ কিছু ২ দান করেন, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের তৃতীয় ভরসাস্থল স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মবৎসল ধনাঢ্য মহোদয়গণ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একাকীই আশ্রমের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে

পারেন; এবং তাঁহাদের সাহায্যের উপরেই আশ্রমের পূর্ণবিকাশ বা সুসম্পন্নতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আশ্রমের পুস্তকালয়, দেবালয় এবং স্থায়ী পাঠ-মন্দির ও বাস-গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন, সামান্য দুই-চারি টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আমাদিগের কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন; একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। এরূপস্থলে ধনশালী মহাত্মাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন। যাহাহউক, আমরা নিঃশব্দে কার্য্য করিতে থাকিব; ভবিষ্যৎ ভগবানের চরণে সমর্পণ করিলাম। এ পর্য্যন্ত আশ্রমের আনুকূল্য জন্য হিন্দু পত্রিকার যে সমুদায় গ্রাহকমহোদয়গণ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও দান-সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল; আশাকরি, তাঁহারা প্রতিবৎসরই আশ্রমের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করিবেন। প্রথমে ১৮৯৮ সালের আগষ্ট হইতে ১৮৯৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা আশ্রমের সাহায্য জন্য এক টাকা বা ততোধিক মুদ্রা পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বৃন্দাবন ২৲ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, বাসাবাটী ২৷৵০ গুরুচরণ সেন, গোয়ালপাড়া ২৷৵০ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বারাইচ ১০৲ মণিমোহন সেন, খাগড়া ১৲ নীরদবিহারী বসু, জব্বলপুর ২৲ শ্রীহট্ট——রাজা গিরিশচন্দ্র বাহাদুর ১০৲ লোকনাথ শর্ম্মা ২০৲ মহিমচন্দ্র বসু ৫৲ দ্বারকানাথ ঘোষ ১০৲ ভুবনমোহন বন্দোপাধ্যায় ৩৷০ রাধাবিনোদ দাস ৩৷০ সীতামোহন দাস ২৲ রুক্মিণীমোহন রায় ১৲ নবীনচন্দ্র সিমলাই ১৲ দুলালচাঁদ দেব ১০৲ আনন্দকিশোর দেব ১৷০ নগেন্দ্রনাথ দত্ত ১৲ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ৫৲ রায়সাহেব নবকিশোর সেন ২৲ কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল ২৷০ নবকিশোর দস্তিদার ৫৲ যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাজারামপুর—দিনাজপুর ১৲ এন ভট্টাচার্য্য, বেসিন বর্ম্মা ১০৲ হারাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ভাগলপুর ১৵০ ধনঞ্জয় দে, আদাবাড়ী টি ষ্টেট্ ৩৷০ প্রমথনাথ বসু—বরাহনগর ৫৲। শিলচর——হরিচরণ দাস ১০৲ মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৪৲ কামিনীকুমার চন্দ ২৲ কালীমোহন দেব ২৲ বৈকুণ্ঠকান্ত গুপ্ত ৫৲ জয়চন্দ্র দত্ত ২৲ ধর্ম্মচরণ দাস ২৲ হরকিশোর দত্ত ২৲ ব্রজনাথ দত্ত ১০৲ রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৷০। হরেন্দ্ররূপ গোস্বামী—গিলাপুর ২৲ গোলকচন্দ্র দাস—জালিগঞ্জ ৫৲ কেদারনাথ ঘোষ—হিন্দিঘাটি ষ্টেট্ ৫৲ শিনার—খেলেন্দ্র সিং সুবেদার ৫৲ অবন্তীনাথ দত্ত ২৲ পদ্মলোচন সেন ২৲ জয়কুমার দে ২৲ মানগোবিন্দ চৌধুরী ১৲ শরচ্চন্দ্র মিত্র ২৲ ত্রৈলোক্যনাথ ধর ২৲ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲ রামদাস বন্দোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নারায়ণপুর ১৲ মধুসূদন বিদ্যারত্ন—সাংদিয়া ২৲ গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঘাটভোগ ২৲ কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শিলং ২৲ রেবতীমোহন গুপ্ত ঐ ২৲ চারুচন্দ্র গোস্বামী ঐ ১৲ রামজয় বাগচী, বোয়ালিয়া ১৲ বিদ্যানাথ সেন ভদ্রক ১ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য নড়াল ১০৲. কমলানন্দ বড়ুয়া আসাম ১৲ তালা লাইব্রারী ১৲ চারুচন্দ্র সোম কলিকাতা ৫৲ অজ্ঞাত-নাম একব্যক্তি ১০৲ অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল ঘোড়হাট ১৲ উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া গেনাফুটি ১৲ কিশোরীমোহন চৌধুরী রাজসাহী ১৲। বৃন্দাবন——হেমচন্দ্র বড়াল ১৵০

ক্ষীরোদমোহিনী দাসী ২৲ সূর্য্যকুমার দত্ত—পণ্ডিতবাড়ী ১৲। কাশীধাম—গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ গিরিশচন্দ্র কুণ্ড ২৲। হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় পাণিহাটী ৪৲।

১৮৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে ২০এ জুলাই পর্য্যন্ত যে সমুদায় গ্রাহক এক বা ততোধিক টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম—সূর্য্যকুমার তর্কভূষণ—মূলাযোড় ১৲ রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হরিশঙ্করপুর ২৲। তমলুক—রাজা পরমানন্দ বাহুবলেন্দ্র ৫৲ নিত্যানন্দ মাইতি ১৲ হরেকৃষ্ণ মাইতি ১৲ ইন্দ্রনাথ মাইতি ২৲ অটলবিহারী দাস ১০৲। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ কলিকাতা ২৲ পার্ব্বতিচরণ বিদ্যাভূষণ-কৃত ডিব্রুগড় হইতে আদায় ১২॥০ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস চাপরা ১৲ কেশবলাল দে কোলা ১০০৲ বনমালাচরণ দত্ত চাঁইবাশা ১৲ উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কাঁটাই ৫৲ কুলচন্দ্র রায়চৌধুরী ঐ ১৲ কেদারনাথ ঘোষ, ডম্‌ডুমা ৫৲ সারদাচরণ স্মৃতিভূষণ, মূলাযোড় ১৲ ইন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বোয়ালিয়া টিপারা ১৲ কুলদাপ্রসাদ মজুমদার গোঁসাইখণ্ড ১৲ কেদারনাথ ঘোষ হালিকা টি ষ্টেট ২৲ সংসারচন্দ্র সেন জয়পুর ৩॥০। রংপুর—অন্নদাপ্রসাদ সেন ১০৲ রাইচরণ মজুমদার ১৲ রাধাচরণ মজুমদার ২৲ আশুতোষ লাহিড়ী ২৲ সিদ্ধেশ্বর সাহা ১৲ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ৲ উমেশচন্দ্র গুপ্ত ১৲। প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিহরপাড়া ১৲ ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ ১৲ বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী চিটিগাঁ ১৲ পান্নালাল সিংহ রংপুর ২৲ প্রিয়নাথ জৈন ঐ ২৲ হীরালাল বণিক ১৲ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১৲ রামশরণ দত্ত রাজঘাট ১০৲ রাখালদাস রায় ঐ ১৲ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবসাগর ১৲। কুচবিহার—মহারাজার অফিস ২৫৲ কুমার যতীন্দ্র নারায়ণ ২৲ রাণী মীনকুমারী ৫৲ হুকুমচাঁদ ৪৲ তিকনচাঁদ ৪৲ মঙ্গলচাঁদ ৪৲ সভাচাঁদ ৪৲ সকমল ২৲ রূপচাঁদ ২৲ গোলাপচাঁদ ১৲ দৌলৎরাম ২৲ মহাতপচাঁদ ১৲ নৃত্যকুমার রায় ১৲ কৃষ্ণচন্দ্র সেন ১৲ কেদারনাথ মজুমদার ৪৲ মহেশচন্দ্র সেন ১৲ গোপালচন্দ্র ধর ১৲ গোবিন্দপ্রসাদ রায় ১৲ হরিনাথ বসু ১৲ সতীশচন্দ্র মুস্তফী ১০৲ চন্দ্রকুমার লাহিড়ি ২৲ রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর ২৲ প্রিয়নাথ দত্ত ২৲ প্রমোদারঞ্জন বক্সী ২৲ তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী ৫৲ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৲ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲। যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বিন্দুকুশী ১॥৵০ অক্ষয়কুমার মিত্র ৫৲—মাসিকচাঁদা ১৲ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোবার ১৲০ চন্দ্রকান্ত ঘোষ রংপুর ১৲ বিশ্বেশ্বর গুপ্ত নিলফামারী ১৲ হেমচাঁদ ঐ ২৲। জলপাইগুড়ি—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ২৲ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲ শশিভূষণ সেন ২৲ জয়চন্দ্র সান্যাল ১৲ কোন একবন্ধু ১৲। মদনমোহন গুহ—কুমিল্লা ১৲ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ পিলজঙ্গ খুলনা ২৲ কালীনাথ মুখোপাধ্যায় যশোহর—মাসিকচাঁদা ৪৲ এতদ্ব্যতীত যশোহরের শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র বার্ষিক ১২৲ বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বার্ষিক ৪৮৲ ভুলঝুড়ির বাবু ইন্দুভূষণ বসু বার্ষিক ১২৲ চন্দনীর বাবু প্রকাশচন্দ্র ঘোষ বার্ষিক ৪৲ যশোহরের বাবু কালীগোপাল মজুমদার বার্ষিক ৬৲ বাবু রাধিকাচরণ দত্ত

বার্ষিক ৬৲ বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার মুন্সেফ, লালবাগ, বার্ষিক ১৫৲ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এক্ষণে আশ্রমের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে। গত ২০এ জুলাই পর্য্যন্ত আশ্রমের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৮৭৪॥৵০—তন্মধ্যে জমী খরিদ ও প্রধান ঘরের ঘরের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪৭৫৸৶০ —বিবিধ প্রকারের খরচ ৬৮৲—ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের খরচ ৩৩০॥৵০—এই ব্যয়মধ্যে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকদিগের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে মোট ৫৫৫॥০—যাহাহউক নানাবিধ বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া গত আষাঢ় মাস হইতে আশ্রম নিয়মিতভাবে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে, এবং তৎপূর্ব্বে নিয়মিতভাবে চলে নাই বলিয়া খরচের পরিমাণ কম হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ হইতে আশ্রমের মাসিক ব্যয় ন্যূনসংখ্যা ১০০৲ টাকার কম চলিবে না, এবং ২১জন ছাত্র পূর্ণ হইলে, ২০০৲ টাকার কম কিছুতেই চলিবে না। আমি নিজে ধনবান লোক নহি, তথাপি আমি নিজে যতদূর পারি, ইহার উন্নতিকল্পে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। এই ব্যয়ভার বহনের জন্য হিন্দু-পত্রিকার সহৃদয় গ্রাহকবর্গই আমার প্রথম ভরসাস্থল। আশাকরি, তাঁহারা স্বীয়২ সামর্থ্যানুসারে বার্ষিক কিম্বা মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদানে আশ্রমকে সজীব রাখিবেন ও ক্রমে ইহার উন্নতি বিধান করিবেন। ভবিষ্যতে প্রতি মাসের আয়-ব্যয় হিন্দু-পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

পঞ্চদশী—ভূতবিবেক।

আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বভাববান্।
আকাশোঽস্তীতি সত্ত্বত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৩৪

টীকা। তত্র প্রথমং কার্য্যবিশেষং দর্শয়তি আদ্যো বিকার ইতি। তৎস্বরূপমাহ—সোঽবকাশ-স্বভাববানিতি। আকাশস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বে হেতুমাহ আকাশ অস্তীতি সত্ত্বত্বমাকাশেঽপি অনুগচ্ছতীতি।

বঙ্গানুবাদ। মায়ার আদি বিকার আকাশ; ঐ আকাশের অবকাশ (শূন্য) স্বভাব। আকাশ অস্তি (আছে) ইহাই সতের অস্তিত্ব। আকাশে অনুগমন করে—অর্থাৎ সতের অস্তিত্বেই আকাশের অস্তিত্ব।

তাৎপর্য্যার্থ। সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মশক্তি মায়া পরমব্রহ্ম-যোগে যে বিবিধ বিকাররূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার প্রথম বিকাররূপ কার্য্য নিরূপিত হইতেছে।

পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; মায়াশক্তি হইতে সর্ব্বাগ্রে আকাশের উৎপত্তি হয়। সেই আকাশের স্বরূপ অবকাশ—অর্থাৎ শূন্য-স্বভাব। যেহেতু আকাশ পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য, অতএব পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়; তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি সচৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥৫৫

টীকা। ততঃকিং ইতি অত আহ একস্বভাবং ইতি। উক্তমর্থং বিষদয়তি—ন অবকাশ ইতি। সতি-সদ্‌বস্তুনি অবকাশো নাস্তি। কিন্তু সৎস্বভাব এক এব আকাশেতু সচ সৎ স্বভাবশ্চ এষোঽপি অবকাশস্বভাবঃ অপি ইতি দ্বয়ং স্থিতং বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। সতের এক স্বভাব, আকাশ দ্বি-স্বভাবযুক্ত, সতে অবকাশ (শূন্য) নাই, কিন্তু আকাশে সতের সত্তা এবং অবকাশ, উভয়ই আছে।

তাৎপর্য্যার্থ। সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র এক স্বভাব হইলেও, সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য স্বরূপ আকাশের অবকাশ ও সত্তা, এই দুইটি স্বভাব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সেই আকাশের যে একটি প্রতিধ্বনি-গুণ আছে, তাহা সদ্বস্তু পরমাত্মায় নাই। সুতরাং সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তামাত্র একটী গুণ লক্ষিত হয়; কিন্তু সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্যভূত আকাশের সত্তা ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটী গুণ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে।
ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধ্বনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৫৬

টীকা। সদাকাশয়োরেক দ্বিস্বভাবকং প্রকারান্তরেণ ব্যুৎপাদয়তি যদ্বা ইতি। প্রতিধ্বনিঃ ব্যোম্নো গুণঃ ইত্যুপপাদিতঃ অতস্তৎ অসৌ প্রতিধ্বনিঃ সদ্বস্তুনি নেক্ষ্যতে ন উপলভ্যতে ব্যোম্নিতু সদ্-ধ্বনিঃ সচ্ছব্দঃ উভৌ এব উপলভ্যেতে তেন কারণেন সদেকং এক স্বভাবং বিয়ৎ দ্বিগুণং দ্বিস্বভাবকমিত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। আকাশের প্রতিধ্বনি-গুণ আছে; ঐ প্রতিধ্বনি সদ্বস্তুতে নাই। আকাশে সত্তা-শব্দ দুইই আছে, তদ্ধেতু সৎ একস্বভাব, আকাশ দ্বিগুণ—দ্বিস্বভাব।

তাৎপর্য্যার্থ। পরমাত্মা চৈতন্য বা জ্ঞানময়, চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞাতা, শব্দাদি গুণ জ্ঞাত পদার্থ, উহা জ্ঞাতার নিকট অনুভূত বিষয়। আকাশও একটী অনুভূত বিষয় মাত্র; ঐ আকাশের গুণই শব্দ। ঐ শব্দ-গুণ আকাশে উৎপন্ন হয়। এই শব্দ-গুণ সৎপদার্থের নহে। এক মাত্র জ্ঞানই সৎপদার্থ; উহা চির কালই বিদ্যমান। আকাশ-জ্ঞান বলিলে, জ্ঞানের অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা আকাশের সহিত এক হইয়া যাওয়ায়, আকাশে সতের (ঐ সত্য জ্ঞানের) সত্তা (বিদ্যমানতা) এবং আকাশের শব্দ-গুণ, উভয়ই প্রমাণিত হয়।

অতএব সৎ এক, অদ্বিতীয়—আকাশে সত্তের সত্তা ও তাহার নিজের শব্দ-গুণে আকাশ দ্বিস্বভাব বা দ্বিগুণ হইতেছে।

যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাং ।
আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়ে নাবকল্পয়েৎ ॥ ৫৭

টীকা। যা মায়া সদ্বস্তুনি আকাশং কল্পয়তি সা মায়া) প্রথমতঃ সদ্ব্যোম্নোরভিন্নত্বং কল্পয়তি পশ্চাৎ উক্ত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবঞ্চ বৈপরীত্যেন কল্পয়তি; অতঃ আকাশস্য সদ্রূপেতি জ্ঞানমুৎপদ্যতইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে মায়াশক্তি আকাশ কল্পনা করে, সেই মায়া প্রথমতঃ সৎ-আকাশ অভেদ কল্পনা করে, পরে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবে বিপরীত কল্পনা করে।

তাৎপর্য্যার্থ। যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশস্বরূপ কার্য্য উৎপাদন করেন, সেই মায়া পরমাত্মার সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উক্ত উভয়ের ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব কল্পনা করেন। সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ—পরমাত্মস্বরূপ হইলেও, আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কেবল মায়া দ্বারাই কল্পিত।

সতোব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তান্তু লৌকিকাঃ।
তার্কিকাশ্চবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥৫৮

টীকা। বস্তুতত্ত্ববিচারে মৃদো ঘটরূপত্বমিব সতো ব্যোমত্বমাপন্নং সদ্বস্তু ন আকাশরূপত্বং প্রাপ্তং। লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ শাস্ত্রীয়েষু মধ্যে তার্কিকাশ্চ তদ্বৈপরীত্যেন ব্যোম্নঃ গগনস্য ধর্ম্মিণঃ সত্তাং সদ্রূপত্বং জানন্তি। তদ্বিপরীত দর্শন হেতুত্বং মায়ায়া উচিতং ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। সদ্বস্তু আকাশত্ব প্রাপ্ত হন; লৌকিক ও তার্কিকগণ যে আকাশের সত্তা-স্বীকার করেন—অর্থাৎ আকাশকে নিত্যবস্তু মনে করেন, ইহা মায়ার কার্য্য।

তাৎপর্য্যার্থ। বাস্তবিক পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে আকাশ নিত্য বস্তু নহে, এই জন্য ইহা পদার্থবিশেষ। পরন্তু যাহারা অদর্শী অজ্ঞ, তাহারা পদার্থ মাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত নহে। তাহারা এবং আত্মগৌরবাভিমানী-পণ্ডিতম্মন্য তার্কিকগণ যে আকাশের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিয়া নিত্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা কেবল মায়ার কার্য্য। মায়ার ইহাই প্রকৃত স্বভাব যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করে। যাহারা সেই মায়ার বশীভূত, তাহারা পদার্থ মাত্রের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা যে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

১৭

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।

অন্বয়ঃ। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বস্য প্রভুম্ ঈশানং (চ) সর্ব্বস্য বৃহৎ শরণং (চ) (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ বদন্তি)

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং গুণান্ শক্তীঃ সামর্থ্যানি ইতিযাবৎ আভাসয়তি প্রকাশয়তি ইতি সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশক। সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্—সর্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ বিশেষেণ-বর্জ্জিতং—রহিতম্, সমস্ত-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। সর্ব্বস্য প্রভুম্ সকলের প্রভু। ঈশানং ঈশিতারং পরিচালকং নিয়ামকং ইতি যাবৎ, সকলের ঈশিতা অর্থাৎ নিয়মকর্ত্তা।

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, তিনি স্বয়ং সমস্ত-ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত হইয়াও যাবতীয় ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রকাশক, সকলের প্রভু; এই বিশ্বভুবনের একমাত্র তিনিই নিয়ন্তা। তিনি বৃহত্তর অপেক্ষাও বৃহত্তম, এবং তিনিই এ জগতের একমাত্র অনাবিল আশ্রয়-ভূমি।

১৮

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥

অন্বয়—স্থাবরস্য চরস্য চ সর্ব্বস্য লোকস্য বশী হংসঃ নবদ্বারে পুরে দেহী (সন্) বহির্লেলায়তে।

বিষমপদব্যাখ্যা। স্থাবরস্য স্থিতিশীলস্য—স্থিতিশীল। চরস্য—জঙ্গমস্য গমনশীল। বশী—নিয়ামক। হংসঃ হন্তি তিমিরং অজ্ঞানং ইতি হংসঃ যদ্বা হন্তি গচ্ছতি বর্হতি হিনস্তি হংসঃ, হন লৌ হিংসাগত্যোরিত্যস্মাৎ "হনি মানকাভ্যঃ সঃ" ইতি সপ্রত্যয়ঃ নিখিল অজ্ঞান বিনাশক। নবদ্বারে—নবানি দ্বারাণি যস্মিন্। নয়নদ্বয়ং নাসারন্ধ্রদ্বয়ং কর্ণদ্বয়ং মুখং চ ইতি সপ্ত তথা পায়ু উপস্থরূপে দ্বে, ইতি নবদ্বারাণি যত্র—তস্মিন্।

নয়নদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ এবং পায়ু ও উপস্থরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট। পুরে—দেহে—পুরতি—গচ্ছতি, নাহি চিরং তিষ্ঠতি, ইতি পুরং। নশ্বর দেহে। দেহী দিহ্যতে শোকমোহাদিভিঃ ক্লিশ্যতে ইতি দেহঃ তদ্বিশিষ্টঃ সন্, শোকমোহাদি-ক্লেশভাজন দেহধারী হইয়া। বহিঃ বাহ্যভাবেন লেলায়তে গমনাগমনং করোতি বাহ্যবিষয়ং উপভুনক্তি ইতি ভাবঃ। বাহ্যিক বিষয় সমূহ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি নির্লিপ্ত।

বঙ্গানুবাদ। স্থাবর এবং জঙ্গম, এই সমস্ত লোকের তিনিই একমাত্র নিয়মকর্ত্তা। সেই অবিদ্যারূপ তিমিরনাশক পরমাত্মা এই নবদ্বারবিশিষ্ট নশ্বর কলেবরে "দেহী" রূপে বিরাজ করিয়া বহির্বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অপাপবিদ্ধ এবং সনাতন পুরুষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরি কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	ভাদ্র ও আশ্বিন।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

সামবেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্ত)

সৈষা চতুর্থী।

(মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্দ্ধিয়া বয়ম্।
২ ৩ ১ ২ ৪ ১ ২
নমো ভরন্ত এমসি ॥৪॥

অগ্নে। = হে অগ্নে! বয়ং = অনুষ্ঠাতারঃ = আমরা অনুষ্ঠাতা। দিবে দিবে = প্রতিদিন। দোষাবস্তঃ (১) = রাত্রাবহনিচ = রাত্রি ও দিনে (রাত্রিকালে অর্থাৎ সায়ং-হোমকালে ও দিনে অর্থাৎ প্রাতর্হোমকালে) ধিয়া = বুধ্যা = বুদ্ধিদ্বারা। নমো ভরন্তঃ = নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ = নমস্কার করিয়া। উপ = সমীপে = নিকটে। ত্বা = ত্বাং = তোমাকে। এমসি = আগচ্ছামঃ। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১অষ্টকে ১অধ্যায়ে ২বর্গে ও আছে।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন দিবস-যামিনী বুদ্ধি দ্বারা তোমাকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকটে আসিতেছি। ৪।

(১) নিরুক্তে উত্তরষট্কে প্রথম অধ্যায়ে ৯।

অথ পঞ্চমী।

(শুনঃশেপ ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়।

১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২

স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥৫॥

হে জরাবোধ !=জরয়া স্তুত্যা বোধ্যমানাগ্নে!=হে স্তুতিদ্বারা বোধ্যমান অগ্নে! বিশে বিশে= তত্তদ্‌যজমানরূপ প্রজানুগ্রহার্থং=সেই সেই যজমানরূপ প্রজাগণের অনুগ্রহজন্য। যজ্ঞিয়ায়=যজ্ঞসম্বন্ধ্যনুষ্ঠান-সিদ্ধ্যর্থং=যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সিদ্ধির জন্য তদ্‌=দেব যজনং=সেই দেব-যজনস্থান। বিবিড্ঢি=প্রবিশ=প্রবেশ কর। রুদ্রায়=ক্রূরায় অগ্নয়ে তুভ্যং—তোমাকে অথবা ভীমাকৃতি রুদ্ররূপী তোমাকে। দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোত্রং করোতি=উত্তম স্তোত্র করিতেছেন। এই মন্ত্রটি উত্তরার্চ্চিকে ৮প্রপাঠকে ২অধ্যায়ে ৩সূক্তেও আছে, এবং ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১অষ্টকে ২অধ্যায় ২৩বর্গেও আছে।

হে স্তুতিদ্বারা বোধ্যমান অগ্নে! সেই যজমানরূপ প্রজাগণের অনুগ্রহ জন্য—অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবার জন্য সেই দেব-যজন-স্থানে প্রবেশ কর। যজমানগণও রুদ্ররূপী তোমাকে উত্তম স্তব করিতেছেন।

অথ ষষ্ঠী।

(মেধাতিথি ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ৩ ২

প্রতিত্যঞ্চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥৬॥ (ক)

অগ্নে।=হে অগ্নে! ত্যং=তথাবিধং=সেইরূপ। চারুং=মনোহরং=মনোহর। অধ্বরং=যজ্ঞং। প্রতি=লক্ষ্য=লক্ষ্য করিয়া। গোপীথায়=সোমপানায়=সোম (লতাবিশেষ, উহা রসে মত্ততা হইয়া থাকে) পানের জন্য। প্রহূয়সে=প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে=বিশেষ

(ক) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ১অষ্টকে ১অধ্যায়ে ৩৬ বর্গে আছে।

রূপে তুমি আহুত হও। মরুদ্ভিঃ = দেববিশেষৈঃ সহ = মরুদ্গণের সহিত। আগহি = আগচ্ছ = আগমন কর।

হে অগ্নে! (যে যজ্ঞ চারু—অঙ্গ-বৈকল্য রহিত) তুমি সেইরূপ মনোহর যজ্ঞের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আহূত হইয়াছ; তজ্জন্য তুমি এই যজ্ঞে মরুদ্গণের সহিত আগমন কর ॥৬॥

অথ সপ্তমী।

(শুনঃশেপ ঋষিঃ)

২ ৩ ২ ৩   ১ ২   ২ ১ ২   ৩ ১   ২র

অশ্বংনত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিম্নমোভিঃ।

৩১ ২   ৩ ১ ২

সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥৭॥ (খ)

অধ্বরাণাং = যজ্ঞানাং = যজ্ঞ সকলের। সম্রাজংতং = সম্রাট্স্বরূপং স্বামিনং অগ্নিং ত্বাং = সম্রাট্স্বরূপ স্বামী তোমাকে। নমোভিঃ = স্তুতিভিঃ = স্তুতি সকল দ্বারা। বন্দধ্যৈ = বন্দিতুং প্রবৃত্তা = বন্দনা (গ) করিবার জন্য প্রবৃত্ত। বারবন্তং = বালযুক্তং = পুচ্ছযুক্ত। অশ্বংন = অশ্বমিব (অশ্বো যথা বালৈর্ব্যাথকান্ মশকমক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিরস্মদ্ বিরোধিনঃ পরিহরসি।) ঘোটকের ন্যায়—অর্থাৎ যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছ দ্বারা কষ্টদাতা মশক-মক্ষিকাদিগকে নিবারণ করে, সেইরূপ তুমিও পুচ্ছ সদৃশ জ্বালাদ্বারা আমাদিগের বিরোধিগণকে পরিহার কর।

হে অগ্নে! যজ্ঞসকলের সম্রাট্স্বরূপ তোমাকে আমরা স্তুতি সকল দ্বারা বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছদ্বারা ব্যথা দিয়া মশক-মক্ষিকাদিগকে নিবারণ করে, তদ্রূপ তুমিও জ্বালা দ্বারা আমাদের বিরোধিগণকে দূর কর।

অথাষ্টমী।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩   ১   ২র   ৩২   ২র

ঔর্ব ভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদাহুবে।

৩ ১   ২ ৩ ১ ২

অগ্নিং সমুদ্র বাসসম্ ॥৮॥ (ঘ)

(খ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে ১অষ্টকে ২অধ্যায় ২২ বর্গে আছে।

(গ) বন্দনা তিন প্রকার "কায়েন মনসা বাচা"। শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা বন্দনা। এখানে বাক্য দ্বারা বন্দনা।

(ঘ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ৬অষ্টকে ৭অধ্যায়ে ৮ বর্গে আছে।

সমুদ্র বাসসং = সমুদ্র মধ্যবর্ত্তিনং বাড়বং = সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী বাড়বাগ্নিকে। শুচিং = শুদ্ধং ঔর্ব্বভৃগুবং = যথা ঔর্ব্বভৃগুঃ = যেরূপ ঔর্ব্বভৃগুঋষি। অপ্নানবৎ = যথা অপ্নানঃ = যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহুবে = অহমাহ্বয়ামি = (সেইরূপে) আমি আহ্বান করিতেছি। ঔর্ব্বভৃগুঋষি যেরূপ শুচিসম্পন্ন সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী বাড়বাগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই-রূপে আমিও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥৮॥

অথ নবমী।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১২ ৩১২
অগ্নিমিন্ধা নো মনসা ধিয় ং সচেতমর্ত্ত্যঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিমিন্ধে বিবস্বভিঃ ॥৯॥ (ঙ)

মর্ত্তঃ = মনুষ্যঃ। অগ্নিমিন্ধানঃ = কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলয়ন্ কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া মনসা = মনসা এব শ্রদ্দধানঃ = মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া। ধিয়ং = কর্ম্ম = কর্ম্মকে। সচেত = কালে ভজেত = কালে ভজনা করেন। বিবস্বভিঃ = ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ = ঋত্বিক্‌গণদ্বারা। অগ্নিং = অগ্নিকে। ইন্ধে = প্রজ্বলয়তি = প্রজ্বলিত করে।

যে মনুষ্যঃ অর্থাৎ যজমান ঋত্বিক্‌গণদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন, তিনি কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কালে কর্ম্ম করেন ॥৯॥ (চ)

(ঙ) এই মন্ত্র ঋগ্বেদসংহিতার ৬ অষ্টকে ৭ অধ্যায়ে ১২ বর্গে আছে।

(চ) বাহিক অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে আমাদের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শ্রীভগবদ্‌গীতায় তৃতীয়াধ্যায়ে কর্ম্মকে প্রশংসা করিয়াছেন ও কহিয়াছেন,—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ২০ ॥

জনকাদি ঋষিগণ কর্ম্মদ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৮ অধ্যায়ে কহিয়াছেন,— মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ॥৬৫॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণে রামগীতায়ও কর্ম্ম-প্রশংসা করিয়াছেন।

এই বাহ্য ক্রিয়া করিলে শ্রদ্ধা হইবে। শ্রদ্ধা জন্মিলে পরমেশ-ধ্যানে ক্ষমতা হইবে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥২॥ পাতঞ্জলদর্শনে বিভূতিপাদে।

যে স্থানে চিত্তের ধারণা হয়, সেই স্থানে জ্ঞানের একতানতাকে ধ্যান কহে।

ধ্যান হইতেই ক্রমে সমাধি হইবে।

"তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ" ॥৩॥ ঐ-ঐ

ধ্যান করিতে করিতে যখন অন্তঃকরণে একমাত্র ধ্যেয় বস্তু কেবল প্রকাশ পায়, ইহাকেই যোগের চরম সীমা 'সমাধি' কহিয়া থাকে। এই সময় চিত্তের একাগ্রতা হওয়ায়, বিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় মন স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে।

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥৪৮॥ কুমারে ৩য় সর্গে।

মনদ্বারা উপাসনার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে; সুতরাং ঐ যোগশাস্ত্র দেখিলেই সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

অথ দশমী।

(বৎস ঋষিঃ)

১উ ৩২৭ ১২৩ ১ ২ ৩১

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।

৩২উ ৩১ ২ ৩১

পরোযদিধ্যতে দিবি ॥১০॥ (ছ)

পরোদিবি = দিবঃপরস্তাৎ অথবা দ্যুলোকস্যোপরি = দ্যুলোকের উপরে। যদ্ = যদা = যখন। ইধ্যতে = দীপ্যতে অর্থাৎ অয়ং বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ সূর্য্যাত্মনা দীপ্যতে = এই বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যরূপে (জ) দীপ্তি পান। আদিৎ = অনন্তরমেব = অনন্তর। প্রত্নস্য = চিরন্তনস্য = চিরকালের। রেতসঃ = গন্তুঃ = গমনকারীর। বাসরং = নিয়ামকং বাসরস্য নিবাস-হেতুভূতং বা নিয়ামক অথবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত। জ্যোতিঃ = দ্যোতমানং তেজঃ = দীপ্তিশালী তেজকে। পশ্যন্তি = (সকল জন) দেখেন। যখন দ্যুলোকের উপরে চিরকাল গমনশীল এই বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যরূপে দীপ্তি পান, তাহার কিছুক্ষণ পর বাসর-নিয়ামক দীপ্তিশালী তেজকে অথবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত দীপ্তিশালী তেজকে সকলে দেখেন ॥ ০॥

ইতি সামবেদসংহিতায়াং গ্রামে গেয় গানে প্রথমসার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ॥ (ক্রমশঃ)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

১৯

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তিবেত্তা তমাহুরগ্র্যম্ পুরুষং মহান্তম্ ॥

অন্বয়ঃ। (স পরমাত্মা) অপাণিপাদঃ (সন্নপি) জবনো গ্রহীতা (চ ভবতি) সঃ অচক্ষুঃ (সন্নপি) পশ্যতি, অকর্ণঃ (সন্নপি) শৃণোতি (চ)। স বেদ্যং বেত্তি,

(ছ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতার ৬অষ্টকে ৮অধ্যায়ে ১৪বর্গে আছে।
(জ) বেদের উপাসনাকাণ্ডে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ এক—কেবল নামের ভেদ মাত্র।

(কিন্তু) তস্য চ বেত্তা ন অস্তি। (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তম্ (এব) অগ্র্যং মহান্তং (চ) পুরুষং আহুঃ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অপাণিপাদঃ অহস্তচরণঃ,—কর-চরণ-বর্জ্জিত। জবনঃ—বেগবান্। বেদ্যম্—জ্ঞেয়ং, জ্ঞাতব্য। অগ্র্যম্—অগ্রেভবঃ অগ্র্যঃ, তম্, অগ্রজাত অর্থাৎ প্রথম। মহান্তং—মহ্যতে পূজ্যতে ইতি মহৎ, তম্। মহ পূজনে "নাম্নীতি অতুঃ"। মহনীয় পূজনীয়। পুরুষং—পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ—যদ্বা পুরে বসতি ইতি পুরুষঃ (পুর+ বস্+ক) পরমাত্মা।

সেই পরম পুরুষ কর-চরণাদি-বর্জ্জিত হইয়াও অনভিভবনীয় বেগবিশিষ্ট এবং সর্ব্বপদার্থের গ্রহণসমর্থ। তিনি বহিশ্চক্ষুঃশূন্য হইলেও, তদীয় সনাতনী-প্রজ্ঞা-বলে সমস্তই তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

তাঁহার সামান্য লৌকিক শ্রুতি না থাকিলেও, স্বকীয় ঐশী ক্ষমতা বশতঃ তিনি সমস্তই শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ পরিজ্ঞাতা নাই; কেন না তিনি জ্ঞানাতীত। তত্ত্ববিৎ মনীষিগণ তাঁহাকেই একমাত্র অনাদি এবং পরম পূজনীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

২০

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥

অন্বয়ঃ। অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্ আত্মা অস্য জন্তোঃ গুহায়াং নিহিতঃ (অস্তি) বীতশোকঃ (মনস্বী) ধাতুঃ প্রসাদাৎ যদ্বা ধাতু-প্রসাদাৎ তম্ অক্রতুম্ ঈশম্, (তস্য) মহিমানং (চ) পশ্যতি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অণোঃ সূক্ষ্মাৎ, সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়ান্ সূক্ষ্মতর। মহতঃ মহীয়ান্—মহৎ হইতেও মহত্তর। গুহায়াং গূহতি সংবৃণোতি আত্মানং ইতি গুহা, গুহ+ক+আপ্—হৃদয়। জন্তোঃ—জায়তে ইতি জন+তু—যে জন্মগ্রহণ করে, এতাদৃশ জরা-মরণশীল প্রাণীসমূহের। (এখানে বহুত্বে একবচন)। অক্রতুম্—কামরহিতং—নিস্পৃহ—অকাম। ধাতুঃ প্রসাদাৎ—বিধাতার অনুগ্রহে। 'ধাতু-প্রসাদাৎ' এই বিসর্গশূন্য পাঠে ধাতুশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়াদি, তাঁহাদের প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা বশতঃ। বহির্বিষয়-বিমুখ ইন্দ্রিয় হেতু।

বঙ্গার্থ। সেই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর—অথচ মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর আত্মা এই বিশ্বস্থ প্রাণিসমূহের হৃদয় মধ্যে নিহিত রহিয়াছেন। যাবতীয় জীব-হৃদয়ই তাঁহার ক্রীড়াস্থল। শোক-মোহাদি-তামস-ভাব-বর্জ্জিত সাধনাশীল মনস্বী ধ্যান-ধারণাদি-বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হইয়া, স্বকীয় হৃদয় মধ্যেই সেই বাসনাবিহীন হৃদয়েশ্বরকে,

এবং তদীয় অপ্রতিরূপ মহিমাবলি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন। দেখিতে জানিলে, আত্মতীর্থেই সেই সর্ব্বতীর্থেশ্বরের নয়নরঞ্জিনী মূর্ত্তি দর্শন করা যায়। আমাদের দেখিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা দিদৃক্ষু হইয়া তীর্থান্তর-ভ্রমণপূর্ব্বক ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া বেড়াই। তবে কিনা, অনধিকারে আত্মতীর্থসেবার্থী হওয়া অপেক্ষা বাহ্যতীর্থ-সেবাই বিহিত।

২১

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিণোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥

অন্বয়ঃ। অহম্ এতম্ অজরম্ পুরাণম্ সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতম্ বিভুত্বাৎ বেদ। ব্রহ্মবাদিনঃ যস্য (যদ্ জ্ঞানস্য) জন্মনিরোধম্ প্রবদন্তি, (যম্ চ) নিত্যম্ অভিবদন্তি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। বিভুত্বাৎ তস্য আকাশবদ্ ব্যাপকত্বাৎ, আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, তদ্রূপ তিনিও সর্ব্বব্যাপী। সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু। বেদ—জানামি—জানি। যস্য—যে জ্ঞানের অর্থাৎ যে ঈশ্বর-জ্ঞানের। জন্ম-নিরোধং—উৎপত্তি-অভাবম্, উৎপত্তির অভাব অর্থাৎ জন্মনিবারকতা। যে জ্ঞান জন্মিলে আর জন্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। নিত্যম্—সনাতন। ব্রহ্মবাদিনঃ—ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতবৃন্দ।

বঙ্গার্থ। আমি এই জরা-মৃত্যু-রহিত সর্ব্বাত্মক পুরাতন সর্ব্বগত ঈশ্বরকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিরূপে জ্ঞাত আছি। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার যে জ্ঞানকেই একমাত্র পুনরাবৃত্তি-নাশক বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এবং যে পরম পুরুষকে তাঁহারা নিত্য নিরঞ্জন বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন, আমি সেই সুদুর্ল্লভ জ্ঞান এবং নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি। সাধকের এবম্বিধ দৃঢ় বিশ্বাস যদি দম্ভের মলিন ছায়াপাতে কলুষিত না হয়, তবে ইহাতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ওঁ তৎ সৎ।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চদশী—ভূত-বিবেক।

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

যদ্ যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সার্ব্বলৌকিকঃ ॥৫৯

টীকা। যদ্বা যেন শুক্তিকাদি রূপেণ বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং শুক্ত্যাদিরূপত্বং প্রমাণতঃ ভাতি স্ফুরতি অন্যথাত্বং রজতাদিরূপত্বং তদ্ভ্রমেণ—ভ্রান্ত্যা প্রতিভাতি ইতি অয়ংন্যায় সার্ব্বলৌকিকঃ সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। যে পদার্থ প্রকৃত, প্রমাণ দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভ্রান্তি বশতঃ তাহা অন্যরূপ বিবেচিত হইতে পারে, ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত।

তাৎপর্য্যার্থ। সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে পদার্থের যে প্রকার ধর্ম্ম, তাহাই প্রমাণ দ্বারা সেই পদার্থের স্বরূপ প্রমাণীকৃত হয়; পরন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাহার বিপরীত অনুমানও হইয়া থাকে। যাহারা ভ্রমান্ধ, তাহারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থের গুণ আরোপিত করে, কারণ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম তাহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেনা। শুক্তিতে যে শুক্তিত্ব-প্রকাশক জ্ঞানের পরিবর্ত্তে রজত-জ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম-জ্ঞান। এইরূপে ভ্রান্তি দ্বারা বিপরীত জ্ঞান দর্শাইয়া, সেই প্রকৃত জ্ঞানের নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শনই করিতেছেন। ফলতঃ শুক্তিতে শুক্তিত্ব-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, প্রমাণ দ্বারা তাহাই সাব্যস্ত হয়; কিন্তু শুক্তিতে রজত-জ্ঞান ভ্রান্তি হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ঐ ভ্রম-নিবৃত্তির উপায় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

এবং শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ যদ্ যথা বস্তু ভাসতে।
বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিয়ৎ ॥৬০

টীকা। এবমুক্তেন প্রকারেণ শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ শ্রুত্যর্থ-বিচারাৎ পূর্ব্বং যদ্‌বস্তু যদ্রূপং ব্রহ্ম ভ্রান্ত্যা যেন গগনাদি রূপেণ বর্ত্ততে অতঃ শ্রুত্যর্থ-পর্য্যালোচনেন বিপর্য্যেতি গগনাদি ভাবং পরিত্যজ্য সদ্রূপং ব্রহ্মৈব ভবতি ততঃ শ্রুতিবিচারেণ বস্তুযাথার্থ্য দর্শন সম্ভবাৎ তদ্‌বিয়চ্চিন্ত্যতাং বিচার্য্যতাং ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বিচারের পূর্ব্বে যে বস্তু যেরূপ বোধ হয়, শ্রুতি-বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত অনুভূত হয়; অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, আকাশ কি বস্তু।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বিচারের পূর্ব্বে আকাশাদি যে সকল পদার্থের যেরূপ ধর্ম্ম প্রতীত হয়, পরে বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আকাশাদি পদার্থের পৃথক্ সত্তা নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় বেদান্ত-বিচার দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আকাশাদি বস্তু অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না।

ভিন্নে বিয়ৎ সতী শব্দ ভেদাদ্ বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ।
বায়্বাদি ষ্বনুবৃত্তং সৎ নতু ব্যোমেতি ভেদধীঃ ॥৬১

টীকা। ভিন্ন ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থে হেতুমাহ শব্দ-ভেদাদিতি। বিয়চ্ছব্দ সচ্ছব্দ-য়োরপর্য্যায়ত্বাদিত্যর্থঃ। হেত্বন্তরমাহ বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ ইতি। তমেব হেতুং বিষয়দতি বায়্বাদিষু ভূতেষু সদ্বায়ু সৎতেজ ইত্যেবম্প্রকারেণ অনুবৃত্তং ভাসতে ব্যোমতু নৈবং ভাসতে ইতি যজ্জ্ঞানং সা ভেদধীর্ভেদবুদ্ধিরিত্যর্থঃ।

অনুবাদ। সৎ এবং আকাশ শব্দ পৃথক্, যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতেঃসৎশব্দ অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ অনুবৃত্ত হয় না, ইহাই ভেদ-বুদ্ধি।

তাৎপর্য্য। বিচারপূর্ব্বক যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশাদির বিপর্য্যয় প্রতিপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আকাশ পৃথক্ পদার্থ; যেহেতু আকাশ ও সৎ, এই উভয় পদার্থের পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। আকাশের কার্য্য স্বরূপ সত্তা বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। বায়ু প্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্তা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন পদার্থেই আকাশ বর্ত্তমান থাকেনা, ইহাই সর্ব্বসাধারণের অনুমান।

সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মি ব্যোম্নস্তু ধর্ম্মতা।
ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকম্ ॥৬২

টীকা। রূপরসাদিষ্বনুবৃত্তস্য দ্রব্যস্য এব আকাশ বায়্বাদিষ্বনুবৃত্তস্য সতোধর্ম্মিত্বং রূপাদিভ্য ব্যাপৃতস্য স্বরূপস্যেব বায়্বাদিভ্য ব্যাপৃতস্য নভসো ধর্ম্মিত্বমিত্যর্থঃ। ননু তর্হি ঘটাদ্ভিন্নস্য রূপস্য যথা বাস্তবত্বং তথা সতোভিন্নস্য নভসোঽপি স্যাৎ ইত্যা-শঙ্ক্যাহ সদ্ ব্যতিরিক্তস্য নভসো দুর্নিরূপত্বাৎ নৈবমিত্যাহ ধিয়া সত ইতি।

অনুবাদ। সৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু ধর্ম্মী, আকাশ ধর্ম্ম; সৎবুদ্ধি পৃথক্ করিলে, আকাশের কি থাকে, বল।

তাৎপর্য্য। যিনি সৎস্বরূপ পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অতএব সেই পরমাত্মা জগতের আশ্রয়, আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্ম; এই প্রকার যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশ সদ্বস্তু হইতে পৃথক্। এইরূপ

স্থিরীকৃত হইলে পর, বল দেখি, আর কি আকাশের স্বরূপত্ব থাকে? বাস্তবিক কিছুই থাকে না।

অবকাশাত্মকং তচ্চেদসৎ তদিতি চিন্ত্যতাং।
ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্ব্যাহতিস্তব ॥৬৩

টীকা। তর্হি সতো বিলক্ষণত্বাদসদেবস্তাৎইতি পরিহরতি অসত্তাদিতি ইতি। সতো বিলক্ষণস্য অসত্ত্বং নাস্তীতি বদতো দোষমাহ ভিন্নমিতি।

অনুবাদ। আকাশ যখন অবকাশাত্মক, তখন ইহা অসৎ বলিয়া মনে করিও। যদি বল—সৎ হইতে ভিন্ন, অথচ অসৎ নহে, তাহা হইলে উহা অসংলগ্ন হয়, অর্থাৎ ঐরূপ দোষযুক্ত বাক্য হইতে পারেনা।

তাৎপর্য্য। যদি এইরূপে আকাশের স্বরূপ নির্ণয় কর যে, আকাশ অবকাশ-স্বরূপ, অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থ নাই, তাহাই আকাশ। তাহা হইলে সেই সৎ হইতে অবকাশস্বরূপ আকাশ বিভিন্ন হইল; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল; এই নিমিত্ত আকাশকে কথনই সৎস্বরূপ বলিতে পারনা। যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহা অসৎও নহে; একথা নিতান্ত অসম্ভবহেতু তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ যে বস্তু সৎ নহে, তাহাকে অসৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তুমি আপনিই আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছ, কিন্তু পুনরায় তাহাকে অসৎ স্বীকার করিতেছ না; ইহাতে তুমিই তোমার আপনার কথার ব্যাঘাত করিতেছ।

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।
যদসত্তাসমানস্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥৬৪

টীকা। অসত্বে ভানং নস্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য তুচ্ছবিলক্ষণত্বাদ্ ভানং ন বিরুদ্ধতে ইত্যাহ ভাতীতি চেদিতি। অবিরোধং দর্শয়িতুং মিথ্যাবস্তু লক্ষণং দৃষ্টান্তমাহ যদ্ অসত্তাসমানমিতি। যদ্ বস্তু স্বরূপেণ অবিদ্যমানমপি ভাসতে তৎ স্বপ্নগজাদিবৎ মিথ্যা ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ ভাসমান হয় বলিয়া উহা সত্য-নহে। মায়ার লক্ষণ এই যে, ঐ পদার্থ স্বপ্ন-গজাদিবৎ মিথ্যা।

তাৎপর্য্যার্থ। তোমরা এই কথা বল যে, প্রত্যক্ষরূপ ভাসমান আকাশ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে ইহা কথনই প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইতে পারে না, অতএব আকাশ অসৎ নহে; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু মায়িক পদার্থের লক্ষণ এই যে, অসৎ বস্তুও সৎস্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে যে বস্তু অসৎ, তাহাও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকার যে বস্তু অসৎ হইয়াও অবস্থাভেদে সৎ

স্বরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা জানিবে। তাহাকে কখনই সত্য বলা যায় না।

জাতিব্যক্তৌ দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোহত্র বিস্ময়ঃ ॥৬৫

টীকা। নন্থ নিয়মেন সহোপলভ্যমানয়োর্ভেদ ন দৃষ্টচর ইত্যাশঙ্ক্যাহ জাতি-ব্যক্তীতি।

অনুবাদ। জাতি-ব্যক্তি, দেহি-দেহ এবং গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ সৎ এবং আকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

তাৎপর্য্য। যে যে পদার্থ নিয়ত সহাবস্থান করে, সেই সেই পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা সহজে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত "আকাশের সত্তা আছে" এইবাক্যে আকাশ ও সত্তা, এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেছেন। যেমন জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ এবং দ্রব্য ও গুণ, এই সকল পদার্থ যেপ্রকার পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ইহাদিগের পরস্পরের বিভিন্নতা নিরূপণ করাও আশ্চর্য্য নহে। যেপ্রকার জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা অনায়াসে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে।

বুদ্ধোহপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা।
অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ্য ভাবোহস্য তে বদ ॥৬৬

টীকা। ভেদো যদ্যপি বুধ্যতে তথাপি নিশ্চিতো ন ভবতীতি শঙ্কাতে। বুদ্ধোহপীতি। তৎ পরিহারং বক্তুং নিশ্চয়াভাবে কারণং পৃচ্ছতি অনৈকাগ্র্যাদিতি।

অনুবাদ। সৎ আকাশের ভেদ বুঝিয়াও যদ্যপি চিত্তে নিরূঢ়িভাব না জন্মে, তবে তোমার চিত্তের একাগ্রতার অভাব বা সংশয় উহার কারণ নহে কি, বল দেখি?

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেহন্যস্মিন্ বিবেচনম্।
কুরু প্রমাণ যুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥৬৭

টীকা। আদ্যে পরিহারমাহ অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্য ইতি। আদ্যে প্রথমে বিকল্পে ধ্যানাৎ তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানমিত্যুক্তে লক্ষণাদপ্রমত্তো ভব—সাবধানমনা ভবেতি যাবৎ। দ্বিতীয়ে পরিহারমাহ অন্যস্মিন্ বিবেচনং কুর্বিতি। ততশ্চ কিম্ ইত্যতঃ আহ ততো রূঢ়তমো ভবেদিতি।

অনুবাদ। আদ্যে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাব বশতঃ যদি মন দৃঢ় না হয়, তবে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হও। আর যদি সংশয় হেতু না হও, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ এবং যুক্তি অবলম্বন কর, তাহা হইলে মন দৃঢ় হইবে।

৬৬। ৬৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। যেরূপে আকাশ ও সত্তার পরস্পর বিভিন্নতার

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রমাণ করা হইল, ইহা বোধগম্য হইলেও, যদ্যপি তাহাতে সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস না জন্মে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক মীমাংসা করিতেছেন। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতার প্রমাণ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে না, আমার মনে সর্ব্বদা ঐ বিভিন্নতা বিষয়ে সংশয় হইতেছে; কোনরূপেও সেই সংশয় নিবারিত হইতেছে না। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এক্ষণে যথার্থ বল দেখি, আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা বিষয়ে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ কি? উক্ত বিষয়ে অনবধানতাই যদ্যপি কারণ হয়, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ মনঃ সংযোগ কর নাই বলিয়া যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে সাবধানপূর্ব্বক ধ্যান-সাধন করিয়া, একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগ কর, তাহা হইলে উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা বিষয়ে সহজেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে। আর যদি বল, উক্ত বিভিন্নতার দৃঢ় বিশ্বাস না হইবার প্রতি তোমার সংশয়ই কারণ হয়, অর্থাৎ তোমার সংশয় নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার সংশয় বিদূরিত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে ও নিঃসংশয় হইতে পারিবে।

ধ্যানান্মানাদ্ যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদ বিয়ৎসতোঃ।
ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্তুচ্ছিদ্রবন্নচ ॥ ৬৮

টীকা—ততোঽপি কিং ইত্যত আহ ধ্যানাদিতি। ধ্যানং পূর্ব্ব লক্ষণং, মানং ভিন্নেবিষৎ সতী শব্দভেদাৎ বৃক্ষেশ্চ ভেদত ইত্যুক্তং, যুক্তিস্তু সদ্বস্তু অধিকবৃত্তিত্বাৎ ইতি আদৌ উক্তা, এতৈর্ধ্যানাদিভিঃ বিয়ৎ সতোর্ভেদে চিত্তে নিরূঢ়ং যাতে সতি বিয়ৎ কদাচিৎ ন সত্যং কিন্তু সর্ব্বদা মিথ্যৈব ভাসতে সদ্বস্তু অপিচ্ছিদ্রবৎ আকাশবন্নচ নৈব ভবতীতি শেষ।

অনুবাদ। ধ্যান (চিন্তা) প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সৎ এবং আকাশের ভেদ-জ্ঞান দৃঢ় প্রতীত হইবে; কদাচিৎ আকাশ সত্য এবং সদ্বস্তু ছিদ্রবৎ বোধ হইবে না।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইলে, এবং শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ও সদ্‌যুক্তি দ্বারা সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতা দৃঢ়তররূপে অবগত হইলে, আকাশকে সদ্বস্তু বলিয়া কখনই প্রতীতি হইবে না; সুতরাং তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই আকাশকে অসত্য বলিয়া বোধ হইবে। কোন সদ্বস্তুর আকাশ-ধর্ম্মিত্ব-জ্ঞান কদাপি সম্ভব হয় না; অর্থাৎ কোন সদ্বস্তুর যে আকাশই ধর্ম্ম এবং কোন সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও কখনও জন্মিতে পারে না।

জ্ঞস্য ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখ পূর্ব্বকম্।
সদ্‌বস্ত্বপি বিভাত্যস্য নিশ্ছিদ্রত্ব পুরঃসরম্‌ ॥ ৬৯

টীকা। বিয়ৎ সতোর্বিবেচন-ফলমাহ জ্ঞস্য ভাতীতি জ্ঞানবতো জনস্য আকাশং নিস্তত্ত্বং তত্ত্বশূন্যং ভাতি সদ্বস্তু অপিচ্ছিদ্রশূন্যং বিভাতি।

অনুবাদ। জ্ঞানীর নিকট আকাশ তত্ত্বশূন্য এবং সদ্বস্তু আকাশশূন্য প্রতীয়মান হয়।

তাৎপর্য্য। এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া, আকাশ ও সদ্বস্তুর বিভিন্নতা পরিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইতেছে। যাঁহারা প্রাজ্ঞ, সদ্বিবেচক ও প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ, তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত আকাশ সর্ব্বদাই অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাঁহাদিগের নিকটেই সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান কখনও জন্মিতে পারে না।

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎ সত্যত্ব বাদিনম্।
সন্মাত্রা বোধ যুক্তশ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ ॥ ৭০

টীকা। বিয়ন্মিথ্যাত্বং সতো বস্তুত্বঞ্চ সদা চিন্তয়তঃ কিং ভবতীত্যাহ বাসনায়ামিতি। বুধো বিয়ৎ সতোস্তত্ত্ববেক্ষা গগনস্য সত্যত্বং ব্রুবাণং নিরবকাশ সদ্বস্তুবোধরহিতং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্নোতীতি।

অনুবাদ। অত্যন্ত বাসনাপরায়ণ ব্যক্তি—যাহারা আকাশকে সত্য বলে, তাহাদের সৎ পদার্থের জ্ঞান নাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বিস্মিত হন।

তাৎপর্য্য। যাঁহারা উক্ত প্রকারে আকাশকে অনিত্য এবং সদ্বস্তুকে সত্যরূপে জানেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ তদ্বিপরীতবাদীকে, অর্থাৎ যাহারা আকাশকে সত্য বলিয়া জানে, সেই সকল অজ্ঞানীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন। যাহারা অসার সংসার-মায়ায় অন্ধ হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে অক্ষম, তাহারাই আকাশকে নিত্য বলিয়া থাকে, এবং তাহারাই পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-শূন্য, এই নিমিত্ত সেই সকল অজ্ঞ, তত্ত্বপরিজ্ঞানবিহীন মূর্খলোকদিগকে দেখিয়া যে আশ্চর্য্য বোধ হইবেক, তাহা অসঙ্গত নহে।

এবমাকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ বাসিতে।
ন্যায়েনানেন বায়্বাদেঃ সদ্‌বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্‌ ॥ ৭১

টীকা। উক্ত ন্যায়মন্যত্রাপ্যাতিদিশতি এবং অনেন প্রকারেণ আকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ প্রমাণিতে সতি অনেন ন্যায়েন বায়্বাদেঃ সদ্বস্তু ব্রহ্ম প্রবিবিচ্যতাং।

অনুবাদ। এই প্রকারে আকাশ মিথ্যা—সৎ সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, উক্ত প্রকার যুক্তি দ্বারা বায়ু প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তু বিচার কর।

তাৎপর্য্যার্থ। ইতি পূর্ব্বে বেদান্তাদি বহুবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা নানা প্রকার যুক্তি

প্রদর্শন পূর্ব্বক আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত করিয়া, সদ্বস্তুর নিত্যত্ব সাধন পূর্ব্বক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথগত্ব নিরূপণের বিচার শেষ হইল। এইক্ষণে বায়ু প্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণার্থ বিচার বিবৃত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীমঃ—লিখিত।]

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ৪।৫ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছেন, দেখ্‌তে যাবে ? তারা অমনি নানা ওজর করে, বলে, 'যাব না।' আর মনে মনে বলে, 'আমি এত বড় লোক, আমি যাব' ?

(সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ, ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায়)

তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার, অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়—তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ, তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন।" তমোগুণের আর একটি লক্ষণ ক্রোধ। ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে, সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ – কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু—এরাতো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার কর্‌তে হয়, এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইন্দ্রিয়-সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চোকের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ কর্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই। তখন ছয় রিপু আর কিছু কর্‌তে পারে না।

নারদ—প্রহ্লাদ, এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে বাপের হাত ধরে চলে, সে কখনও হাত ছেড়ে খানায় পড়্‌লেও, বাপ নিজে যাকে হাত ধ'রে চালান, সে কখনও খানায় পড়ে না। মহাপুরুষদের বালক-স্বভাব; ঈশ্বরের কাছে তাঁহারা সর্ব্বদাই বালক। তাঁদের অহঙ্কার নাই। তাঁদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি; নিজের কিছুই নয়।

(বিচারপথ ও আনন্দপথ। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।)

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চোকের দুদিকে ঠুলি না দিলে ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যা বলচো, ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞান-যোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলেন, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

আবার ভক্তিপথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম-গুণগান করতে ভাল লাগে, তাহাহইলে ইন্দ্রিয়-সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না; রিপু বশ আপনাআপনি হয়ে যায়।

যদি কাহারও পুত্রশোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পারে—না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখ্‌তে পায়, তা হলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

ডাক্তার। তা পুড়েই মরুক, সেও স্বীকার!

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

(জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।)

বিচারপথে,—জ্ঞানযোগের পথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত; আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা; কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে

যাচ্চে, দরদর করে রক্ত পড়্‌ছে, অথচ বলছি, কই, কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি; এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবেতো।

(বইপড়া-জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য—শিক্ষা-প্রণালী)

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন করা, অনেক তফাৎ।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর-চাল ব'লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী-লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান্; কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেল্‌চে, নিজেদের চাল ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

ডাক্তার। (ভক্তদিগের প্রতি) বই পড়্‌লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হতো না। Faraday communed with nature. প্রকৃতিকে বেড়িয়ে নিজে দর্শন করত, তাই অতো Scientific truth discover কর্‌তে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে, অত হ'ত না। Mathematical formulæ only throw the brain into confusion. Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

(ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে মাটীতে পড়ে পড়ে আমি মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে;—আরও কত কি, তা কি বল্‌বো।

"আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়।" এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।
এখন যোগ-নিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়া'য়েছি।

"আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি ব'লে, আমায় সবাই মানে। শম্ভুমল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং!

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব-চরিত অভিনয়ের কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার। (গিরিশের প্রতি) তুমি বড় বদ্‌লোক। আমায় কি রোজ থিয়েটারে যেতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলছো, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

(অবতারবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ঈশানের প্রতি) তুমি কিছু বল না, এ (ডাক্তার) অবতার মান্‌ছে না।

ঈশান মুখুয্যে। মহাশয় ! কি আর বিচার কর্‌বো। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, সঙ্গত কথা বল্‌বে না ?

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) অহংকারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন সূর্য্যলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখ্‌লে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হলো। রাম তখন তাহাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন ! ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে !

"অহঙ্কার চূর্ণ হলে, তবে কাক ভূষণ্ডী জান্তে পারিল যে, রামচন্দ্র দেখ্‌তে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁহারই উদরে ব্রহ্মাণ্ড ! তাঁহারই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত ; আবার জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

(LIMITED POWERS OF THE CONDITIONED)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ঐটুকু বুঝা শক্ত। তিনিই স্বরাট্—তিনিই বিরাট্। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বল্‌তে পারি ? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথার কি ধারণা হতে পারে ? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে ?

"তাই সাধু মহাত্মা—যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস কত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন ; যেমন উকীলেরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। তোমার কাক ভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয় ?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল, সেটুকু বিশ্বাস কল্লুম। ধরা দিলেই চুকে যায়; আর কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি ? প্রথম দেখ, বালী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হলো। এতো মানুষের কাজ নয়—ঈশ্বরই পারেন ! তারপর দেখ, সীতা-বর্জ্জন।

গিরিশ ঘোষ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বর পারেন, মানুষ পারে না।

(SCIENCE না মহাপুরুষের বাক্য)

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি অবতার মান্‌ছেন্ না কেন ? এই আপনি

বল্লেন, যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার; যিনি মন করেছেন, তিনি নিরাকার। এই বল্লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর Science এ (ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই; তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)।

"একটা গল্প শোন। একজন এসে বল্লে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ী হুড়্মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বল্লে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে। সে বল্লে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ী ভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, ওহে! তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। (সকলের হাস্য) কই, বাড়ী ভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই। ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)

গিরিশ ঘোষ। (ডাক্তারের প্রতি) শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ঈশ্বর মান্তে হবে আপনাকে মানুষ মান্তে দেব না। আপনাকে বল্তে হবে, either Demon or God.

(সরলতা—ঈশ্বরে বিশ্বাস।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হলে, ঈশ্বরে চট্ করে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর বিষয়-বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। বিষয়-বুদ্ধি থাক্লে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, এই সব। (জনৈক ভক্তের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ ঘোষ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, কি বলেন? কুচুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার। রাম বলো! তাও কখন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সরল ছিল! এক দিন ওখানে (রাসমণির কালী-বাড়ীতে) গিছিল; অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হ্যাঁগা, কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে? বিশ্বাস যত বাড়্বে, মানুষ তত সরল হবে। জ্ঞানও তত বাড়্বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক, পাতা, খোসা, ভুষি, জাব, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়, সে গরু হুড়্ হুড়্ করে দুধ দেয়।

"বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, ও তোর দাদা হয়—বালকের ওম্নি বিশ্বাস যে ও আমার ষোলআনা দাদা। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু আছে; তা ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজুই আছে। এইরূপ বিশ্বাস দেখ্লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার। (জনৈক ভক্তের প্রতি) গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম।

তখন ভাবলুম এর কারণ কি। অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম, গরু খুদ, আরো কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল। লক্ষ্ণৌ যেতে হোলো। শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হাস্য)

"কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে ৭ মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙড়ী কাসি (hooping cough)। আমি দেখতে গিছলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক কর্ত্তে পারি নাই। শেষে জানতে পাল্লুম, গাধা ভিজে ছিল! (সকলের হাস্য) যে গাধার দুধ সেই মেয়েটী খেতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) কি বলে গো! তেঁতুল তলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অম্বল হয়েছে! (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার। (হাসিতে হাসিতে) জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাস-ত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ কত্তে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা কত্তে হবে। সুপথ্যের দরকার।

ডাক্তার। সুপথ্যতেই সারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য;—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে! ঔষধ না খেলে, কেমন করে ভাল হবে? লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান্—যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোন আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

(স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন আচার—তেঁতুল। মনে কল্লে, মুখে জল সরে। আচার—তেঁতুল সম্মুখে আন্‌তে হয় না।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা সংসারী লোক, আপনারা যতদূর পার, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাক্‌বে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর-চিন্তা কর্‌বে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তার পর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে। ২।১টী ছেলে হলে, স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে ভাই-বোনের মত থাক্‌বে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়, আর ছেলে-পুলে না হয়।

একজন ভক্ত। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা রয়েছেন; কই, রোগীদের চিকিৎসা কত্তে যাবেন না?

ডাক্তার। আর ডাক্তারি—আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) দেখ, কর্ম্মনাশা বলে একটী নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। ডুব দিলে, সব কর্ম্ম নাশ হয়ে যায়—সে আর কোন কর্ম্ম কর্ত্তে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার। (মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হলে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর, তাহলে আমি তোমাদের।

(অহৈতুকী ভক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) একটী আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটী যদি হয়, তা হলে আর কথা নেই। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্তি বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহ, সুখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম করে; দেখেছি, ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকুরী করে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও, এই সব।

* * * * * * *

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তোমার যে অসুখ হয়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আস্‌বো, আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল করে দাও। দেখ, তাঁর নাম-গুণ কর্‌তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান কল্লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝালে, কখন ঝোলে, কখনও অম্বলে, কখনবা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখনবা ধ্যান, কখনবা তাঁর নাম-গুণ-গান করি, কখনবা তাঁর নাম করে নাচি।

ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

(অবতার না মানিলে কি দোষ আছে ?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তা ক্ষতি কি? ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়; আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটাই দরকার। মানুষতো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে। একসের ঘটীতে কি চারসের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাক, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই, তিনি ত অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে। মিছরীর রুটী সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্ট লাগবে।

"তোমার ছেলে অমৃতটী বেশ।

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমার কোনও শালা চেলা নাই, আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

"চাঁদা মামা" সকলেরই মামা! (সভাস্থ সকলের হাস্য)

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আত্মা যদি নির্গুণ সাক্ষীস্বরূপ হয়েন ও বুদ্ধ্যাদি সংযোগে আপনাকে সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করেন; যদি—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু॥ (গীতা।)

তবে তাঁর বুদ্ধির সহিত সংযোগের কারণ কি? এবং প্রকৃতিরই বা অস্তিত্বের আবশ্যকতা কি? শাস্ত্র বলেন,—

"সংহতপরার্থত্বাৎ"

প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য। যাহা কিছু দৃশ্য, সে সমস্তই পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের জন্য। পুরুষ দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ভোগ করেন এবং বিবেকী হইলে, দৃশ্য হইতেই অপবর্গ লাভ করেন।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।

(পাতঞ্জল)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যাহার কার্য্য. জ্ঞান, ক্রিয়া ও পোষণ, এই ত্রিবিধ শক্তি বা গুণযুক্ত দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানীর ভোগের নিমিত্ত ও জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য হইয়া থাকে।

যে প্রকৃতি অজ্ঞানী পুরুষের বন্ধনের কারণ, সেই প্রকৃতিই আবার জ্ঞানীর মোক্ষের কারণ; পুরুষ প্রকৃতিকে জানিয়া, তাঁহার স্বরূপ সম্ভোগ করিবে এবং প্রকৃতিও পুরুষের ধর্ম্ম সমস্ত ভোগ করিবে, এই নিমিত্তই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ।

স্বস্বামি শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতু-সংযোগঃ।

(পাতঞ্জল)

অতএব প্রকৃতির আবশ্যকতা ও পুরুষের সহিত সংযোগের কারণ কি, দেখিলেন, এবং ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আত্মা বা পুরুষ কখনও এক নহেন।

ভগবান্ কপিল বলেন;—

"জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ-পুরুষবহুত্বম্" ॥

(১৪৯, ১ম অধ্যায়, সাংখ্য)

যেহেতু একব্যক্তির মৃত্যু আদি হইলে, অন্য ব্যক্তির হয় না; অতএব তটস্থ লক্ষণে বা সৃষ্টি-ব্যাপারাবচ্ছেদে পুরুষ কখনই এক হইতে পারে না। পুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু উঁহার দেহের সহিত—প্রকৃতির সহিত সংযোগ বিয়োগ আছে। এখানে জন্মাদির অর্থ তাহাই; সুতরাং কপিলের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অজ্ঞান বশতঃ হয়। জ্ঞানের দ্বারা সে অজ্ঞান কাটিয়া গেলে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষ নির্ম্মুক্ত হয়েন। যদি পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে এক পুরুষের অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই সকলেরই মোক্ষ হইত, কেননা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ অজ্ঞানের অভাব হইত, এবং তাহা হইলেই সেই পুরুষের অন্যস্থলে প্রকৃতি-সংযোগ অসম্ভব হইত। যখন ইহা হয়না, তখন পুরুষও যে এই ভেদাত্মক সৃষ্টি-ব্যাপারে এক নয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

পতঞ্জলিও "একং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য সাধারণত্বাৎ" সূত্রে ঐ কথাই বলিয়াছেন। সাঙ্খ্যদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের বহুত্ব বিশদরূপে বিচারদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল এখানে তুলিলাম না। সাংখ্য অদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধ "নাদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধো জাতি-পরত্বাৎ" সূত্রের দ্বারা সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা এই যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতি, সাংখ্য ও বেদান্তের পরস্পর মতভেদ আমরা অজ্ঞান বশতঃই দেখিয়া থাকি, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কখনই এক সত্যকে লইয়া বিভিন্নমত প্রকাশ করেন নাই।

অত্যন্ত মনোনিবেশের সহিত শাস্ত্র-দর্শিত পথে চিন্তা করিলে দেখিবেন, বাস্তবিক জীব কি, জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধই বা কি? যে সম্বন্ধ জানিতে পারিলে জীব চরিতার্থ হয়, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকাল ভগবদ্রস ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে। প্রকৃতই জীব যদি অনিত্যই হইত, এবং জীবত্ব নাশের নাম মোক্ষ হইত, তবে মোক্ষ কখনই পরম পুরুষার্থ হইত না; কেননা "আমার" বিনাশ হউক, এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় নাই; বরং এরূপ ইচ্ছা সকলেরই হইয়া থাকে যে, আমি চিরদিন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অব্যাহতভাবে ভোগ করি, যে আনন্দ ভগবানের পূতধাম! সে আনন্দ ভোগের জন্য জীবের যখন এত স্পৃহা; তখন সেই চিদানন্দরস ভোগ করাই বৈধ ধর্ম্ম হইতেছে। যদি আমিত্ব না থাকে, তবে কে কাহাকে ভোগ করিবে? ভোগ্য ও ভোগকর্ত্তা স্বতন্ত্র হওয়া চাই; অতএব ভগবৎসেবাই জীবের ধর্ম্ম। নিত্য আমিত্বের নাশ কদাচই জীবের পরম পুরুষার্থ নহে। ব্রহ্মসূত্রের পবিত্র ভাব কাল-মাহাত্ম্যে মায়াবাদীগণের কূট ধাঁধায় পড়িয়া কলুষিত হইয়াছে; সেই জন্যই অজ্ঞানান্ধ অবিদ্যার অধীন ক্ষুদ্রজীব মায়াধীশ জগদেকনিয়ন্তা ক্লেশাদির দ্বারা অপরামৃষ্ট ভগবানের সহিত আপনার ঐক্য-ত্যাগ লক্ষণাদ্বারা করিতে যাইয়া, নীরস শুষ্ক হৃদয়ে গাঢ়-ঘন-তমিস্রা-পূর্ণ অজ্ঞান-কূপে পতিত হইয়া আত্মহারা হইতেছে। মায়াবাদ সম্বন্ধে পরম জ্ঞানী আদিগুরু ভগবান্ শঙ্করের বাক্য শুনুন;———

মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥৭

(২৫ অঃ, উত্তর খণ্ড পদ্মপুরাণ।)

কলিকালে মানব যখন স্বার্থান্ধ, দুষ্কর্ম্মে রত, যথেচ্ছাচারী হইবে, তখন নির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা যদি তাহাদের করতলগত হয়, তবে তাহারা স্বার্থপরতা বশতঃ আপনাপন সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তজ্জন্যই ভগবান্ জ্ঞানগুরু করুণাময় মহাদেব শঙ্করাচার্য্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করিয়া মায়াবাদ প্রচার করিলেন। একেবারেই ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করেন নাই; কিন্তু দয়ার্ণব ভগবান্ মায়াবাদের মধ্যেও যথেষ্ট

সঙ্কেত রাখিয়া গেলেন; যাহার মধ্যে নির্ধূতকল্মষ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন সংসার-বিরাগী নির্ম্মলচেতা ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধার সহিত,—ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত সুগম বর্ত্ম দর্শন করিয়া ভগবদভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে ভগবানের অপার করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে। মায়াবাদের বিষম গোলকধাঁধা মধ্যে পতিত হইয়া জীব যখন আবেগপূর্ণ হৃদয়ে কাতরে ভগবানকে ডাকিবে, যখন সংসার-জ্বালায় নিরন্তর সংদহ্যমান হইয়া বলিবে,—

"ন গতির্ব্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥
মোহিতো মোহ-জালেন পুত্রদারগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়াপীড্যমানোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

তখন দীনদয়াল করুণা করিয়া তাহাকে পথ দেখাইবার জন্য সদ্গুরু প্রেরণ করিবেন। নতুবা কাহার সাধ্য পবিত্রতা, দীনতা ও কাতরতা ব্যতিরেকে ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—এবম্ভূত পন্থা স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা দেখিয়া লয়? সেই জন্যই দীনের সানুনয় নিবেদন, পাঠকগণ জীবতত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ "আমিই ভগবান্" এরূপ না করিয়া, আমি নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-সিন্ধুর সোপাধিক বিন্দু চিন্ময় জীব, এরূপ করিয়া লইবেন। তাহাহইলে আর বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল; শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের বিরোধ থাকিবে না এবং যাহাতে হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাই করিবেন। 'ব্রহ্ম' শব্দটী অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ ও জ্যোতির্ম্ময় হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়, এই জন্যই দেখিবেন, শাস্ত্রে স্বরূপতঃ পুরুষও ব্রহ্ম, প্রকৃতিও ব্রহ্মময়ী। শাস্ত্রে মহত্তত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, অহংতত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হয়। জীবকেও ব্রহ্ম বলা হয়, জীবও আত্মস্বরূপে অতি বৃহৎ, চিন্ময়, নিত্যতত্ত্ব, কেননা তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইবে? সেই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন;— "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"

শাস্ত্রান্তরেও দেখিবেন, "যদ্ব্রহ্মতদস্য ভগবতঃ তনুভা"। আমি ভগবান্—এরূপ অর্থ করিলে অনর্থ হইবে; ভগবদ্রস কখনই আস্বাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আলোচিত এই অদ্বৈতে দ্বৈতাত্মক জীবতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিলাম; আশাকরি, আপনারা স্বীয়গুণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিয়া, অদূরে অর্থাৎ অচিরে দ্রষ্টা-দৃষ্টভাবে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে 'দুই আমি'ই দেখিবেন। যিনি দেখিবেন, তিনিও এক আমি, যাঁকে দেখিবেন। তিনিও এক আমি, জীবাত্মতত্ত্ব এই দুই আমিরই মায়া-মিলন মাত্র।

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ সংসর্গাৎ সহভোজনাৎ।
আসনাৎ শয়নাদ্ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং"॥
"একত্র শয়নং স্নানং ভোজনং বসতিং তথা।
ন কুর্য্যাৎ পাপিনাং সার্দ্ধং সর্ব্বনাশস্য কারণং"॥
"অকুর্ব্বতোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগ-হ্রদে যথা"॥

আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন এবং এক যানে গমন করিলে মনুষ্যে পাপ সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ যাহার সহিত সর্ব্বদা আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়। পাপীর সঙ্গ সর্ব্বনাশের কারণ, এ নিমিত্ত পাপিগণের সহিত শয়ন, স্নান, ভোজন ও বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎস্যগণ গরুড় কর্ত্তৃক নিহত হয়; সেইরূপ যাঁহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার সংসর্গে থাকিলে, তাহার পাপ জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন :—

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈডালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥
দূরাদপাস্তঃসম্পর্কঃ সহাসাপি চ পাপিভিঃ।
পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈঃ তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ (ঘ)

পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ, বিড়াল-ব্রতী, শঠ, হৈতুক এবং বক-বৃত্তিক, এই সকল মনুষ্যগণের সহিত কোন প্রকার সম্ভাষণ করিবে না। সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক, পাপিগণের সহিত অবস্থান করিলেও দোষস্পর্শ হয়; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ

(ঘ) ভ্রষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডঃ বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃৎ। যস্যাধর্ম্ম-ধ্বজো নিত্যং সুরাধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥
প্রচ্ছন্নানিচ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতং। প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং॥
ত্যক্তোপরোধ চেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ। সন্দেহকৃৎ হেতুভিশ্চ সৎকর্ম্মসু সহেতুকঃ।
অর্ব্বাগ্দৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ॥
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা নহ্যেতা নালপেদ্বুধঃ। পুণ্যংনশ্যন্তি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবং॥
ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং। কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং॥

যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। পুণ্যবানের সংসর্গই সর্ব্বথা বিধেয়; কারণ—

বস্ত্রমাপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা।
পুষ্পানামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ॥

বস্ত্র, জল, তিল এবং ভূমি, কুসুম-সংসর্গে থাকিলে, কুসুমের সৌরভ যেমন ঐসকল পদার্থকে সৌরভযুক্ত করে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করে।

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১) মুমুক্ষু ব্যক্তির সত্বর কিকর্ত্তব্য? গুরুর উত্তর—সাধুসঙ্গ, নির্ম্মমতা ও ঈশ্বরে ভক্তি।

মুমুক্ষুত্ব—"মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্বং"। মুক্তিতে অতি তীব্র ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব। অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইয়া জীব অনাত্ম-শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপ-ত্রয়ে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ এবং স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। মুক্তিলাভ করিলে আর দেহধারণ করিতে হয় না; সুতরাং ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়; মায়ামুক্ত জীব অখণ্ড আনন্দ—শাশ্বতী শান্তি উপভোগ করে। মুক্তিলাভে যাঁহার তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই মুমুক্ষু বলে। মায়াময় সংসার-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেরই দৃঢ় প্রযত্ন কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্য যত্ন না করে, শাস্ত্রে তাহাকে 'আত্মঘাতী' বলিয়াছেন।

ভাগবতে—নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

সর্ব্বফলের মূল, সুদুর্লভ অথচ সুলভ, গুরুরূপ পটুতর কর্ণধারবিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অনুকূল-বায়ুচালিত মনুষ্য-দেহরূপ তরণী পাইয়া, যে ব্যক্তি ভবসিন্ধু-পার না হয়, সে আত্মঘাতী। অতএব নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সকলেরই যত্ন করা বিধেয়। (ঙ)

মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

১। সাধুসঙ্গ।

সাধুর লক্ষণ—কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥

(ঙ) লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাগবত)
মহতা পুণ্যপুঞ্জেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্ত্বয়া। পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তর যাবন্ন ভিদ্যতে॥
(শান্তিশতক)

অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥
ভাগবত ১১। ১১। ২৯—৩২

যিনি কৃপালু (পরদুঃখাসহিষ্ণু) অকৃতদ্রোহ (জীবমাত্রের প্রতি হিংসারহিত) তিতিক্ষু (ক্ষমাশীল) সত্যসার (সত্য যাঁহার বল) অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদি দোষশূন্য) সম (সমদর্শী বা সুখ-দুঃখ-হর্ষ-বিষাদ-বিবর্জ্জিত), সর্ব্বোপকারক (যথাশক্তি সকলের উপকারী) কামে অহতধী (বিষয় সমূহ দ্বারা অক্ষোভিত-চিত্ত), দান্ত (সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়) মৃদু (কোমলচিত্ত), শুচি (সদাচারসম্পন্ন) অকিঞ্চন (অপরিগ্রাহী), অনীহ, (নিরীহ, দৃষ্টক্রিয়া শূন্য) মিতভুক্ (লঘ্বাহার, পরিমিতভোজী) শান্ত (সংযতান্তঃকরণ), স্থির (স্বধর্ম্মনিরত) মচ্ছরণ (মদেকাশ্রয়) মুনি (মননশীল) অপ্রমত্ত (সাবধান), গম্ভীরাত্মা (নির্ব্বিকার) ধৃতিমান্ (বিপদেও ধৈর্য্যশালী) জিতষড়্গুণ (ক্ষুৎপিপাসা, শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু, দেহের এই ষড়্বিধ ধর্ম্মকে যিনি জয় করিয়াছেন) অমানী (মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য), মানদ (অন্যের প্রতি মানপ্রদ) কল্য (পরকে বুঝাইতে দক্ষ), মৈত্র (অবঞ্চক), কারুণিক (করুণা বশতঃই যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন—লোভ-বশে নহে) এবং কবি (সম্যগ্ জ্ঞানী), সেই ব্যক্তিই সাধুশ্রেষ্ঠ। আর যিনি গুণ ও দোষ সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া, বেদ-রূপ আমার আদিষ্ট কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ আমাকেই ঐকান্তিকভাবে ভাবনা করেন, তিনিও ঐরূপ—অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ। (চ)

সাধু-মহিমা।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে নজানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ভাগবত ৯।৪।৫১
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥

(চ) "অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যমথার্জ্জবং। অদ্রোহো নাভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ॥
ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ। অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ॥"
"সৎকথাশ্রবণালাপসৎকর্ম্মনিরতঃ সদা। কামক্রোধাদিরহিতঃ সজ্জনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
"নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তঃ দম্ভাহংকারবর্জ্জিতঃ। নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃসাধুরিহোচ্যতে॥"

অন্নংহি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহং।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোর্ব্বাগ্ বিভ্যতো রণং॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংসি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেবচ॥ ভাগবত, ১১২৬।৩১-৩৪
বিচ্ছিন্ন গ্রন্থয়স্তজ্জ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তেহ্যুপায়া ভবাম্বুধৌ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কিছু জানেন না এবং আমিও সাধুগণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না। (ছ) যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে, লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুগণের সেবা করিলে, লোকের কর্ম্ম-জাড্য, আগামি-সংসারভয় এবং সংসারের মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। যাহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, নৌকা যেমন তাহাদের পরম আশ্রয় সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকলই প্রধান অবলম্বন। যেমন অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ, যেমন আমি আর্ত্তগণের শরণ, যেমন ধর্ম পরকালে মানবগণের ধন, সেইরূপ সাধুগণ সংসার-পতন-ভীত মনুষ্যগণের পরিত্রাণকর্ত্তা। সূর্য্য সমুত্থিত হইয়া একমাত্র বাহ্য চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ মনুষ্যগণকে অশেষ চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সগুন-নিগুর্ণ-জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মনের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেন। সাধুগণ দেবতা ও বান্ধব এবং সাধুগণই আত্মারূপী আমি। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুগণের সেবা করা কর্ত্তব্য। সাধুরাই ভব-সমুদ্র পারের প্রকৃত উপায় স্বরূপ।

'সাধূপদিষ্ট মার্গেণ যন্মনোহঙ্গ বিচেষ্টিতং।
তৎ পৌরুষং তৎ সকলং অন্যদুন্মত্ত চেষ্টিতং'॥ (যোগবাশিষ্ঠ)
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে।
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মোহান্ত স্বরূপে॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

সাধুগণের উপদেশ অনুসারে সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকেই পৌরুষ কহে; তদ্ভিন্ন সকল কার্য্যই উন্মত্ত-চেষ্টার ন্যায় বিফল। অন্তর্যামী গুরু চৈতন্যরূপ—অর্থাৎ চিত্ত মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং জীব তাঁহার সম্মুখ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। অতএব কৃষ্ণ মোহান্ত—অর্থাৎ সাধু ভক্ত-শ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু হয়েন।

(ছ) "যে দারাগার পুত্রাপ্ত প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে। ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
ভাগবত ৯।৪।৬৫।৬৬

"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। (জ)
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ"॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ হিতোপদেশ দ্বারা মনের সমস্ত সংশয় ছেদন করিবেন।

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য।

এ সংসারে মানবগণের অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় সাধুসঙ্গ। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,"॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥" (মোহমুদ্গর)

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং॥

ভগবান্ কহিলেন—সর্ব্বসঙ্গনিবর্ত্তক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে; যোগ (আসন-প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য (জ্ঞান, তত্ত্ববিবেক) ধর্ম্ম (অহিংসাদি), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), তপস্যা, ত্যাগ (সন্ন্যাস) ইষ্টাপূর্ত্ত (ইষ্ট—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, পূর্ত্ত—কূপ-আরামাদি নির্ম্মাণ) দক্ষিণা (দান) ব্রত (একাদশ্যুপবাসাদি) যজ্ঞ (দেবার্চ্চনা) ছন্দস্ (রহস্য মন্ত্র) তীর্থ-নিষেবণ, যম ও নিয়ম সকল আমাকে সেরূপ বশ করিতে পারে না।

"জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং,
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃপ্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাং"॥

সজ্জনের সহবাসে বুদ্ধির জড়তা দূর হয়, বাক্য সত্য হয়, মানোন্নতির উপদেশ লাভ হয়, পাপ দূর হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং সর্ব্বত্র যশঃ বিস্তারিত হয়। অতএব বল দেখি, সৎসঙ্গ পুরুষের কিনা উপকার করে?

"গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সর্ব্বং সাধুসমাগমঃ"॥

গঙ্গা পাপ হরণ করেন, চন্দ্র তাপ নষ্ট করেন, এবং দানশীলব্যক্তি দারিদ্র্য দূর করিয়া থাকেন; কিন্তু এক সাধুসঙ্গ পাপ-তাপ-দৈন্য সকলই হরণ করে।

(জ) "প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতং॥
"সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদ্ভুক্তপাপ্মনাং। আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ॥

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলা গ্ন স্থর্য্যৈর্বিনামহৎপাদ রজোভিষেকং॥
যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথা বিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোহনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে"॥

ভাগবত—৫।১২।১২।১৩

জড়ভরত কহিলেন—হে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞান (শ্রীবাসুদেবাখ্যবস্তু) মহাপুরুষগণের পদধূলির অভিষেক দ্বারাই মনুষ্য লাভ করিতে পারে। কি তপস্যা, কি বৈদিক কর্ম্ম, কি অন্নাদি সংবিভাগ, কি গৃহস্থ-কর্ম্ম দ্বারা পরোপকার, কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা কিছুতেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধুগণ গ্রাম্যকথার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা উত্তমশ্লোক হরির গুণানুবাদ-কীর্ত্তনে নিরত থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবানের সেই গুণানুবাদ শ্রবণাদি দ্বারা সেবন করিলে, বাসুদেবের প্রতি শুভাবুদ্ধি (প্রেম-ভক্তি) লাভ করিতে পারেন। (ঝ)

(ঝ) সাধুসঙ্গের দুর্ল্লভতা—"শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নৈব সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥
"বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থ ক্ষেত্রাদি যোগতঃ। দৈবাত্তবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনং॥
সাধুসঙ্গের সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা="যঃ স্নাতঃ শান্তি সিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিংতস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥
সর্ব্বেষ্টসাধকতা—"যানি যানি দুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎ কৃতাত্মনাং। দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্নোঃ সবিতুর্যথা॥
অনর্থস্যাপ্যর্থাপাদকতা—"সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতু রসৎসু বিহিতোঽধিয়া
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥
"তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতাঃ। সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষ হরাহি তে॥
সর্ব্বতীর্থাধিকতা="গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ॥
কোন ভক্তকবি বলিয়াছেন—"অতি মঙ্গলময় জানিয়ে সাধুসমূহ-সমাজ।
জয়সে জগকে বীচমে তীরথ তীরথরাজ॥———
রামভক্তি যঁহ সুর্ধুনী বাণী ব্রহ্ম বিচার। বিধি নিষেধময় কলিমল-হরণী যমুনা কর্ম্ম-প্রচার॥
জ্ঞান অক্ষয়বট সুভগজন অচল ধর্ম্মবিশ্বাস। পরহিতকারী সাধুজন অটল ভক্তি-নির্যাস॥
শুনি সমুঝহি জন মুদিত মন মজ্জহি অনুরাগে। লহহি চারি ফল অচ্ছতনু সাধুসমাজ-প্রয়াগে॥
"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥
অতএব—"সদ্ভিরাসীত সততং সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিং। সদ্ভির্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ না সদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ॥

২। নির্ম্মমতা।

"মমেতি মূলং দুঃখস্য নির্ম্মমেতি নিবর্ত্ততে।
দত্তাত্রেয়ো হ্যলর্কায় ইদমাহ মহামতিঃ॥ (গরুড়পুরাণ)
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥" (তন্ত্র)

অনাত্ম-দেহাদিতে আত্মাভিমান—অর্থাৎ এই বিকারী পরিণামী জড় শরীরই আমি এবং এই আমার গৃহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, ইত্যাদি 'আমার আমার' জ্ঞানকে মমতা বলে। মহর্ষি দত্তাত্রেয় অলর্ককে বলিয়াছিলেন, মমত্বই জীবের সংসার-দুঃখের কারণ এবং নির্ম্মমতাই সেই দুঃখের নিবর্ত্তক। মম-ভাব থাকিলে জীব সংসার-পাশে বদ্ধ হয় এবং নির্ম্মম হইলে, সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। মমতাই মোহ বলিয়া কথিত হয়।

"মমপিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কথ্যতে"॥ (ঐ)

আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ; এই প্রকার 'আমার আমার' জ্ঞানকেই মোহ কহে। সংসারে মমতা থাকিলে, মনুষ্যের মন সাংসারিক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, সুতরাং ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,———

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যাবালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথামামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়া ক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ং।
অতৃপ্তাস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ॥ (ভাগবত)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্ত, পুত্র ও ধন-চেষ্টায় কাতর, এবং স্ত্রৈণ ও কৃপণ, সেই মূঢ়-ব্যক্তি—'আমি আমার' ইত্যাকার জ্ঞানে বদ্ধ হয়। "অহো! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ, শিশুসন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা, এবং আমার পুত্রকন্যাগণ আমা ব্যতীত অনাথ ও দুঃখী হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?" এই প্রকারে গৃহ-বাসনায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অপরিতৃপ্ত

(ঐ) "অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্। গৃহক্ষেত্রোপশাখশ্চ পুত্রদারাদিপল্লবঃ॥ ধনধান্য মহা পত্রোহ শেষকালাহ'বর্দ্ধিতঃ। পুণ্যাপুণ্য সুপুষ্পশ্চ সুখ-দুঃখ মহাফলঃ॥ বিধিবৎ সুখ শাস্ত্রার্থং জাতোহজ্ঞান মহাতরুঃ। সংসারাধ্বপরিশ্রান্তা যেহত্রচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ। ভ্রান্তিজ্ঞানসুখাসীনাস্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ। (গরুড় পুরাণ)

মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য তাহাদিগকে অনুক্ষণ চিন্তা করতঃ মরণের পর অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

অতএব ————"কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥
পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থ-সঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো-নিদ্রানুগো যথা॥
ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥
কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ"॥

জ্ঞানী গৃহস্থব্যক্তি কুটুম্বী হইলেও কুটুম্ব বিষয়ে আসক্ত হইবেন না এবং ঈশ্বর-নিষ্ঠাবিষয়ে (ভগবৎ-স্মরণাদিতে) অমনোযোগী হইবেননা, এবং বিচার করতঃ অদৃষ্ট (পারলৌকিক) বিষয়কেও দৃষ্ট (ঐহিক) বিষয়ের ন্যায় নশ্বর দেখিবেন। পুত্র, কলত্র, স্বজন ও বন্ধুগণের সহিত যে মিলন, তাহা পান্থশালায় পথিকগণের সমাগমের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; কারণ স্বপ্ন যেমন নিদ্রার অনুগামী, মমতাস্পদীভূত পুত্রাদি সেইরূপ দেহানুবর্ত্তী, অর্থাৎ দেহনাশেই তাহারা বিযুক্ত হয়। এই প্রকার বিচার করিয়া, মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া, অতিথির ন্যায় উদাসীনভাবে গৃহে অবস্থিতি করিবেন, এবং গৃহ বিষয়ক আসক্তিতে আবদ্ধ হইবেন না। (ট)। ভক্তিমান্ ব্যক্তি বিধিবৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন দ্বারা আমার অর্চনা করতঃ গৃহাশ্রমেই থাকিবেন, অথবা বানপ্রস্থ হইবেন কিম্বা পুত্রবান্ হইলে, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন।

"মম এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
তস্মাত্তদেন সংযোজ্য পরাত্মনি সুখী ভবেৎ"॥ (বৃহন্নারদীয়ে)

মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ, উভয়েরই হেতু; অর্থাৎ সংসারের প্রতি মমতা বন্ধনের এবং ভগবানের প্রতি মমতা মোক্ষের কারণ। অতএব পরমাত্মরূপী ভগবানে মমতা ন্যস্ত করিয়া সুখী হইবে। (ঠ)। ভগবানের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতাই ভক্তি।

(ট) মহামায়া প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্ত্তময় মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হয়।
"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতি কারিণঃ॥ (দেবিমাহাত্ম্য)
গৃহাদিতে অনাসক্তি জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।
"অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু"। গীতা ১৩।৯
দারাপত্য-গৃহাদি পরমার্থ-প্রতীপ বিষয়ে প্রীতিত্যাগ এবং পুত্রাদির দুঃখাদিতে ঔদাসীন্য।
(ঠ) ঈশ্বরে মমতা—"অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥
ব্রজগোপীগণ প্রেমসংযুক্ত অনন্যমমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় দ্রষ্টব্য

৩। ঈশ-ভক্তি। (ড)

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে"। (ভাগবত)

ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার প্রতি ভক্তিই জীবগণের মুক্তিলাভের কারণ।

"ভজনাৎ ভক্তিরুচ্যতে"।

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী"॥

"ভজ্" ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা করা, অতএব "ভক্তিঃ সেবা ভগবতঃ" ভগবানের সেবার নামই ভক্তি।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবনের নাম ভক্তি। এই সেবা সকল উপাধি হইতে মুক্ত (পরম প্রেমাস্পদ ভগবানে তদন্য-অভিলাষ-বিবর্জ্জিত) এবং কেবল মাত্র কৃষ্ণপর (জ্ঞান-কর্ম্ম-বৈরাগ্যাদি দ্বারা অনভিভূত) হইয়া নির্ম্মল হইবে। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—

"সবৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম কাম্যয়া, যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ॥

ভাগবত ৯।৪।১৮।১৯।২০

তিনি (মহারাজ অম্বরীষ) কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ে মন, হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তনে বাক্য সকল, হরির মন্দির-মার্জ্জনাদি কর্ম্মে করদ্বয়, এবং অচ্যুতের পবিত্র কথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ-বিগ্রহের আলয় দর্শনে নেত্রদ্বয়, তাঁহার ভক্তের অঙ্গস্পর্শে অঙ্গ, ভগবৎপাদপদ্ম-সৌরভ-সংপৃক্ত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এবং তন্নিবেদিত অন্নাদির স্বাদগ্রহণে রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবৎক্ষেত্রগমনে পদদ্বয় এবং তাঁহার চরণ-বন্দনায় মস্তককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবন্নির্ম্মাল্য পুষ্প-চন্দনাদি-সেবা বিষয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, ভগবৎপ্রসাদ বোধে অঙ্গীকার করিতেন।

(ড) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

মহারাজ, অধিক আর কি বলিব, যেরূপে ভগবদ্ভক্তজনাশ্রিত রতি উৎপন্ন হয়, তিনি সেই রূপেই সকল কার্য্য করিতেন। এইরূপে ভগবানের সেবা করিতে করিতে—

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু,
দ্বিপোত্তম-স্যন্দন-বাজি-পত্তিষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণায়ুধাদি-
ষনন্তকোশেষ্বকরোদসন্মতিং ॥

গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্য, অক্ষয় রত্নাভরণ, অস্ত্রাদি, অনন্ত ভাণ্ডার, কিছুতেই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না। (ঢ)

ভক্তির লক্ষণ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সৌখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ (ভাগবত)

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা ও পূজা, তাঁহাকে বন্দনা বা নমস্কার, তাঁহার দাস্য ও সৌখ্য, এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন, ইহাই নবলক্ষণা ভক্তি। এই নয়টী অঙ্গের কোন একটী অঙ্গের ভজনেও মনুষ্য ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ-সেবনে লক্ষ্মী, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলি চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই একাঙ্গ-ভক্তি-যাজনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন।

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা" ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা মনুষ্য যেমন আমাকে সহজে লাভ করিতে পারে, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ধর্ম্ম, এ সকল দ্বারা তেমন পারে না। কারণ ভগবান্ ভক্তিপ্রিয়। বিদ্যা, জ্ঞান, রূপ, গুণ, ধন, আভিজাত্য, এ সমস্ত তাঁহার প্রীতির কারণ নহে। (ণ)

(ঢ) তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ। তৎকর্ম্ম যৎ তদর্থায় কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ। সা জিহ্বা যা হরিংস্তৌতি তচ্চিত্তং যৎ তদর্পিতং। তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎ পূজাকরৌ করৌ।

(ণ) "প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনং। (প্রহ্লাদোক্তি)

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রসেনস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের সদাচার কি ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল, সুদাম ব্রাহ্মণের ধন কি ছিল, বিদুরের বংশগৌরব কি ছিল, কুব্জার সৌন্দর্য্য কি ছিল এবং যাদবপতি উগ্রসেনের কি শৌর্য্য-বীর্য্য ছিল? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তি দ্বারাই প্রীত হন; সদাচারাদি গুণ দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন:—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"॥ (ত)

হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত, মদর্চ্চননিরত হও, এবং আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে দেহ, মন ও আত্মা আমাতে নিবেদন পূর্ব্বক মদেকাশ্রয় হইয়া, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মলোকগত জীবেরও পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। অতএব ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করাই মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

ভক্তি-সাধন।

"কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ"। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"॥

কপিল দেব কহিলেন, সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলন হইলে, হৃদয় ও কর্ণের আনন্দজনক আমার প্রভাবপূর্ণ কথা আলোচিত হয়; সে সকল কথা সেবন করিলে, অপবর্গ-পথ স্বরূপ (অবিদ্যানিবর্ত্তক) আমাতে অতি শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি, পর্য্যায়-ক্রমে জন্মিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃত কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥

(ত) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ (গীতা)

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণং।
ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং॥
মদর্থেঽর্থ পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যানাং উদ্ধবাত্মনিবেদিনাং।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ (ভাগবত)

"আমার অমৃত-কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তগণের বিশেষভাবে পূজা, সর্ব্বভূতে আমাকে উপলব্ধি করা, আমার জন্য অঙ্গ-চেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার গুণ-কথন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, মদন্য-সর্ব্বাভিলাষবর্জ্জন, আমাকে লাভ করিবার জন্য অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা; হে উদ্ধব! এই ভাবে যাঁহারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন, এই সকল ধর্ম্ম সাধন দ্বারা আমাতে তাঁহাদিগের ভক্তি জন্মে। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি জন্মে, এমন ব্যক্তির আর কি কার্য্যের অভাব থাকে? (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

—:০:—

দৃষ্ট হইতেছে কন্যা উষার জার আদিত্য প্রতিনিয়ত গমন করিতেছেন ঋক্ ১।১৫২।৪ আদিত্যের অশ্ব বা বল্গা নাই, তথাপি তিনি দ্রুতগতিতে আকাশের ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন। ঋক্ ১।১৫২।৫

রাশিচক্রের দ্বিতীয় বীথীস্থিত বৃষরাশিস্থ দহন-দৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র ও কমলজ-দৈবত রোহিণী নক্ষত্রের অনতিদূরে রাশিচক্রের ৩য় বীথীতে মৃগ-ব্যাধ কালপুরুষ-মণ্ডল অবস্থিত। কালপুরুষের মস্তকে মিথুন রাশির সোমদৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র, কালপুরুষের বামহস্ত-মূলে রুদ্রদৈবত আর্দ্রা নক্ষত্র, কটিদেশে বাণাকৃতি তারাত্রয় এবং কালপুরুষ-মণ্ডল ময়ূরপুচ্ছ চন্দ্রিকাবৎ তোরণাকৃতি সহস্র ক্ষুদ্র তারকায় পরিবৃত

কাল-পুরুষ মণ্ডলের অনতিদূরে "ইল্বলা তৎ শিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ" "ইল্বলা পঞ্চতারকাঃ" (অমরকোষ)। একদা ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা উষাদেবীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন ; এই পাপাচার দর্শনে রুষ্ট দেববৃন্দের সমবেত শক্তি হইতে ভগবান্ ভূতবৎ দেবের আবির্ভাব হয়, এবং দেববৃন্দের উপদেশে ভগবান ভূতবৎ ব্রহ্মার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মা ও উষাদেবী বাণভয়ে মৃগ ও মৃগীরূপ ধারণে উল্লম্ফন পূর্ব্বক আকাশে পলায়ন করিলেন। ভূতবৎদেব-বিক্ষিপ্ত বাণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ; তদবধি মৃগশিরানক্ষত্ররূপে ব্রহ্মা ও রোহিণীনক্ষত্ররূপে উষাদেবী আকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন। দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ভূতবৎদেব দেববৃন্দের বরে পশু-জাতির পতিত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আখ্যান পাঠে অনেকে নাসিকা বিকুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত বৃথা কল্পনামূলক, উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক-বিনিঃসৃত প্রলাপ-উক্তি মাত্র। কিন্তু উক্ত আখ্যানটী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। উষাদেবীর নাম সরস্বতী। রোহিণী নক্ষত্র কমলজদৈবত কি কারণে হইলেন, কি কারণে রাশিচক্রের তৃতীয় বীথীস্থ তারামণ্ডলের নাম মৃগব্যাধ কাল-পুরুষ হইল, কি কারণে দেবাদিদেব শিব 'পশুপতি' নাম পাইলেন, এবং তাঁহার বাণ 'পাশুপত' নামে খ্যাত হইল, এবং গ্রীকজাতি Orion the hunter নাম কোথা পাইলেন, এবং Belt of orionই বা কি ? এ সমস্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-উক্ত আখ্যান হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

বেদের আখ্যানটি সরলভাবে বিশদরূপে সুব্যক্ত বলিয়া এ আখ্যানের অর্থবোধে সন্দেহ বা মতভেদ সম্ভব নহে। পুরাণোক্ত আখ্যানগুলি যে সময়ে লিখিত, তৎকালে মহর্ষিগণ কাল-দেশ-পাত্র বিবেচনায় আখ্যানগুলি তাদৃশ সরলভাবে ও বিশদরূপে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে পুরাণোক্ত অর্দ্ধস্ফুট আখ্যানগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি-পূজা উপলক্ষে সমস্ত ব্রজবাসী সমবেত হইল ; তাহাদের অভ্যর্থনা জন্য যশোদাদেবী নিদ্রিত শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দধি-দুগ্ধাদি-গব্যপাত্রপূর্ণ শকট-তলে স্থাপন করিলেন, এবং ব্রজবাসীগণের অভ্যর্থনার্থে স্থানান্তরে গমন করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শকট-তলে স্থাপিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পদাঘাতে সগব্যপাত্র-শকট চূর্ণ করিলেন। আমরা বলি, কৃত্তিকা-ক্রোড় হইতে অয়নপথে যাত্রা করিয়া, শকটাকৃতি রোহিণী নক্ষত্রে আদিত্য-দেব শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইলেন, রোহিণী সূর্য্য-তেজে বিলুপ্ত হইলেন। ইহারই নাম শকট-ভঞ্জন-লীলা। এখন বাণ-বিজয় আখ্যান স্মরণ করুন। বলি-পুত্র শিবিধ্বজ বাণরাজের উষা নামে কন্যা ছিল। উষা প্রাপ্তযৌবনা হইলেও বাণরাজ তাহার বিবাহ দেন নাই। বাণরাজ-আলয়ে হরপার্ব্বতী বিহার করিতেন।

উষা ক্ষুব্ধ হইয়া পার্ব্বতীর সমীপে আত্মবেদন জানাইলেন। পার্ব্বতি প্রসন্না হইয়া বলিয়া দিলেন—"রাত্রে যাহাকে স্বপ্নে দেখিবে, সেই তোমার পতি হইবে।" উষা নিশা-স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের রূপ দর্শন পাইলেন। উষার সখি চিত্রা চিত্র-পটে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে, উষা স্বপ্নদৃষ্ট রূপ চিনিতে পারিলেন। চিত্রা চিত্রপট-লিখিত মূর্ত্তির অনুসন্ধানে ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে দ্বারকানগরে অনিরুদ্ধের দর্শন পাইয়া আত্মনিবেদন করিলেন। চিত্রা সহ গোপনে অনিরুদ্ধ বাণরাজ-ভবনে উপনীত হইয়া পরম সুখে উষার সঙ্গ ভোগ করিতেছিলেন। বাণরাজ টের পাইয়া, অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং শিব-সমীপে শিখিধ্বজ বাণরাজ সমযোদ্ধা প্রাপণের প্রার্থনা জানাইলেন। অন্তর্য্যামী শিব চিন্তা করিয়া বলিলেন, যখন দেখিবে, শিখিধ্বজ তিরোহিত হইয়াছে, তখনই সমযোদ্ধা আগত হইবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অনিরুদ্ধের তল্লাস লইয়া, নারদ-মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, অনিরুদ্ধের কারা-মোচন জন্য সসৈন্যে বাণরাজ-ভবনে সমাগত হইলেন।

পঞ্চাগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া শিখিধ্বজের ময়ূর-ধ্বজা দগ্ধ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে বাণরাজের সহস্র বাহু ছিন্ন হইলে, বরপুত্রের দুর্দশা দর্শনে রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সমরে রুদ্রদেব ত্রিভুবন-দহনক্ষম পাশুপত বাণ ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ-ধ্বংসন-শক্ত বৈষ্ণবাস্ত্র ছাড়িলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পবান্! অসময়ে মহাপ্রলয় উপস্থিত! দেখিয়া শুনিয়া সরকারি সালিষ স্বয়ং বিধাতা আসিয়া উপস্থিত। বৈরভাব দূর হইল। শ্রীকৃষ্ণও রুদ্রদেবে সখ্যস্থাপন হইল। উষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চন্দ্রিকা-পরিশোভিত ময়ূর-পুচ্ছপরিবৃত মৃগব্যাধ কালপুরুষ-মণ্ডল যাঁহার পরিচিত, মৃগব্যাধ কালপুরুষমণ্ডলের কটিদেশের পাশুপত বাণ যাঁহার পরিচিত, এবং তাহার উত্তরস্থ ইল্‌বলা নামক পঞ্চতারক যাহার পরিচিত, (স-উমা) সোম-দৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র যাঁহার পরিচিত, রুদ্রদৈবত আর্দ্রানক্ষত্র যাঁহার পরিচিত, পুরাণোক্ত বাণরাজ তাঁহার অপরিচিত হইতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি অবশ্যই জানেন, যখন কৃত্তিকা নক্ষত্র বাসন্তিক ক্রান্তিপাতে অবস্থিত ছিল, তখন মিথুনরাশিতে আদিত্যদেবের অবস্থিতিকালে গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য হইত, এবং এক্ষাকার জ্যৈষ্ঠমাসোচিত নির্ব্বাত গ্রীষ্ম তখন আষাঢ়ে অনুভূত হইত। সকলেই অবগত আছেন যে, উষার সহিত প্রভাত-বায়ুর নিত্য সম্বন্ধ, এবং বায়ুর গতি অপ্রতিহত ও বায়ু সর্ব্বতোগামী, সুতরাং বায়ুর নামই অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ মরুতের অধিপতি সূর্য্যরূপী দেবরাজ ইন্দ্র, ইহা বৈদিক সত্য, এবং সূর্য্যতেজে বায়ু সঞ্চালিত হয়, ইহাও বৈদিক সত্য, এবং বৈজ্ঞানিক সত্যও

বটে; তবে কেন শিব না যে, কালপুরুষ-মণ্ডলের বাণাকৃতি তারাত্রয়ই বাণরাজ। উষা তাহার কন্যা। প্রভাত-বায়ু অনিরুদ্ধ উষার প্রণয়ী। পূর্ব্বকালে আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে জ্যৈষ্ঠ মাসোচিত গুমটা হইত বলিয়া বাণরাজ অনিরুদ্ধকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। সূর্য্যদেব আসিয়া অগ্রে ময়ূরপুচ্ছস্থিত ক্ষুদ্র সহস্র তারাগুলি বালার্ক-প্রকাশে দগ্ধ করিলেন। ক্রমে বালার্ক প্রদীপ্ত হইলে, বাণরাজ সূর্য্যতেজে বিলীন হইলেন; কিন্তু সমুজ্জ্বল রুদ্রদৈবত আর্দ্রা সহজে সূর্য্যতেজে অভিভূত হইলেন না। সূর্য্য-কিরণ তীব্রভাবে বর্ষিত হইলে আর্দ্রাও লুপ্ত হইলেন। তবে রুদ্র-পরাজয়-বর্ণন পরিহার মানসে ব্রহ্মার মধ্যস্থতার সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যতেজ ক্রমে প্রখর হইতে লাগিল। পূর্ব্ববায়ু বহিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ মুক্ত হইল। বাণরাজ-বিজয় সাঙ্গ হইল।

বেদে কোনস্থলে উষা সূর্য্যের মাতা বলিয়া বর্ণিত আছে; কারণ উষা হইতে আমরা সূর্য্য প্রাপ্ত হই। আবার বেদে কোন স্থলে উষা সূর্য্যের ভগ্নী বলিয়া বর্ণিত; কারণ উষা ও সূর্য্য, উভয়কেই আমরা রাত্রি হইতে প্রাপ্ত হই। রাত্রি সূর্য্যের মাতা বলিয়া বর্ণিত। আবার বেদে উষা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া বর্ণিত আছে; কারণ সূর্য্য-কিরণেই উষার উৎপত্তি, এবং বেদে আদিত্যদেব উষার জার বলিয়াও বর্ণিত আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আদিত্যদেব রজোগুণাধার ব্রহ্মারূপে বর্ণিত। উষার নাম-পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল ভূতবৎদেব এবং পাশুপত বাণ, এই উভয়ের অবতারণা হইয়াছে। পুরাণে পাশুপত বাণ বাণরাজ হইলেন। তৎকন্যা উষা। সবিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণ, তৎপৌত্র বায়ুদেব অনিরুদ্ধ। চৈত্রমাস দক্ষিণানিলের প্রবর্ত্তক, এজন্য চিত্রা উষার নিকট অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন। তৎকালে আষাঢ় মাসের শেষে দক্ষিণানিল তিরোহিত হইত। পূর্ব্ব-বায়ু প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে বায়ুর সঞ্চালন রহিত থাকিত। এই বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রূপকে আদিত্য-পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণরাজ-কারাগারে বদ্ধ করা এবং আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের তেজ-বলে অনিরুদ্ধ কারামুক্ত হইয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। শাক্তপুরাণে মৃগব্যাধ কালপুরুষ 'কার্ত্তিকেয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারকাসুর বধ।

দ্বাদশ মন্বন্তরে তারক অসুর দেবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য-চ্যুত হইলেন। যজ্ঞভাগ স্বর্গরাজ তারক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া পাতালে—ভূতলে প্রচ্ছন্ন বেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, ব্রহ্মার সদনে উপনীত হইয়া, আত্মনিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণ সহ ক্ষীরোদসমুদ্র-তটে উপনীত হইয়া বৈকুণ্ঠপতির

স্তব আরম্ভ করিলেন। নিম্নোলিখিত উপেন্দ্রদেব ব্রহ্মাকে জানাইলেন "পরম বৈষ্ণব তারক নারায়ণের বরে বলীয়ান্। তারক দেবদ্বেষী হইলেও নারায়ণের অবধ্য, কারণ বিষবৃক্ষও রোপণ করিয়া ছেদন করিতে নাই। তোমরা রুদ্রদেবের শরণ লও। দেবাদি-দেব-পুত্র কুমার কার্ত্তিকেয় ভিন্ন অন্য কেহ তারক-বিনাশে সমর্থ নহে। দেবদেব হিমাচলে সমাধিমগ্ন ছিলেন এবং গিরিসুতা পতি-কামনায় তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন; ইন্দ্র-সখা কামদেব সম্মোহন-বাণে ত্রিনেত্রের যোগভঙ্গ করিয়া, ত্রিনেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন; দেব-কার্য্য সিদ্ধ হইল। হর-পার্ব্বতীর মিলনে কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন। দেব-বৃন্দ স্ব স্ব অস্ত্র দান করিয়া কুমারকে দেবসেনার নেতৃত্ব পদে সেনানীরূপে অভিষিক্ত করিলেন। কার্ত্তিকেয় সহ সমরে তারক অসুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (গরুড় পুরাণ)

শাস্ত্রমতে নিরক্ষরেখার উত্তরস্থ সুমেরুর শৃঙ্গত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আলয় এবং স্বর্গ এবং নিরক্ষ-রেখার দক্ষিণস্থ কুমেরু বলিরাজ-আলয় পাতাল। উভয় মেরুর মধ্য-ভূমি মর্ত্ত্য লোক। বিষুবরেখার উত্তরস্থ খ-গোলার্দ্ধ স্বর্গরাজ্য, এবং বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ খ-গোলার্দ্ধ অসুর রাজ্য।

রাশিচক্রের ৬ রাশি বিষুবরেখার উত্তরে ও ৬ রাশি বিষুবরেখার দক্ষিণে থাকে। কিন্তু রাশিচক্র সতত চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। ২৭০০০ বৎসরে একবার স্বকেন্দ্র আবর্ত্তন করে, এজন্য প্রত্যেক রাশি বিষুবরেখার উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছে, এবং দক্ষিণ হইতে আবার উত্তরে আসিতেছে।

শিবচতুর্দ্দশী-নিশার প্রদোষকাল হইতে উষাকাল পর্য্যন্ত গগণমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে দেখিবে, প্রদোষকালে পূর্ব্বাকাশে ধক্ ধক্ করিয়া প্রকাণ্ড অসুর-তারক উদিত হইবে। তাহার সুনির্ম্মল জ্যোতিতে গগণের তারাকুল (দেবকুল) নিষ্প্রভ হইবে; তারক ক্রমে গগণ-মধ্যভাগে আরোহণ করিবে; তখন দেখিবে, তারকের পশ্চিম-ভাগে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকা পরিবৃত সেনানী কুমার রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তারকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন! কুমারের কটি-বন্ধে চাকচিক্যময় তরবারি দোদুল্যমানা। কুমারের তীব্র তেজঃপুঞ্জে তারক পরাজিত। এই তারক অসুরকে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ লুব্ধক (Dog star) নাম দিয়াছেন, এবং সেনানী কুমারের নাম মৃগ-ব্যাধ কালপুরুষ (Orion the hunter) এবং যে স্তবক তরবারি তাহার নাম ছেফ্ (saiph)। যদি বিমল কল্পনাশক্তি ও বিশদ-কবিত্ব-প্রসূত মধুর রসাস্বাদে মন সরস করিতে ইচ্ছা হয়; যদি পৌরাণিক মহর্ষিগণের মনোমুগ্ধকর রূপকের রহস্য-ভেদে কৌতুহল জন্মে, এই শরৎ-নিশায় একবার মিথুনবীথীর দক্ষিণাংশ পর্য্যবেক্ষণ কর। জীবনে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও সমবেত দেখিতে পাইবেনা। পৌরাণিক মহর্ষিগণের রূপক-নৈপুণ্যের তাৎপর্য্য আপনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

যজুর্ব্বেদ।

ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণ—(১)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

——০:০:০——

পিতুন্নুস্তোষম্মহো ধর্ম্মাণন্তবিষীম্।
যস্যত্রিতোব্যোজসাবৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ ॥৭

পদপাঠঃ। পিতুং। নু। স্তোষং। মহো। ধর্ম্মাণং। তবিষীম্। যস্য। ত্রিতঃ। বি ওজসা। বৃত্রং। বিপর্বং। অর্দয়ৎ।

ব্যাখ্যা। পিতুং অন্নং অন্নরূপ পিতাকে। অন্নদ্বারা শরীর বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য অন্নকে পিতা বলা হইয়াছে। স্তোষং স্তৌমি, স্তুতি করি বা প্রশংসা করি। মহো মহসঃ অর্থাৎ মহৎ। তবিষীম্ তবিষ্যাঃ বলস্য বলের। বিভক্তি ব্যত্যয়—ষষ্ঠীস্থলে ২য়া হইয়াছে। ধর্ম্মাণং ধারয়িতারং ধারণকারী। যস্য যাহার। ত্রিতঃ ত্রিস্থান ইন্দ্রঃ অর্থাৎ ত্রিস্থানস্থিত ইন্দ্র বা সূর্য্য। বৃত্রং বৃত্র নামক দৈত্যকে। ওজসা বলেন বলদ্বারা বিপর্বং বিপর্ব্ব করিয়া—অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া। বি অর্দয়ৎ বিশেষরূপে অর্দন করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। আমি মহৎ বলের ধারয়িতা পিতৃরূপ অন্নের স্তুতি করি। অন্নের বলের দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে বিপর্ব্ব করিয়া অর্দন করিয়াছিলেন।

অন্বিদনু মতে ত্বম্মন্যাসৈ শঞ্চনস্কৃধি।
ক্রত্বে দক্ষায় নোহি নুপ্রণ আয়ুংষি তারিষঃ ॥৮

পদপাঠঃ। অনু। ইৎ। অনুমতে। ত্বম্। মন্যাসৈ। শম্। চ। নঃ। কৃধি॥ ক্রত্বে। দক্ষায়। নঃ। হিনু। প্র—। নঃ। আয়ুংষি। তারিষঃ।

ব্যাখ্যা। হে অনুমতে (চতুর্দ্দশীযুক্তা পৌর্ণমাসী) ত্বং তুমি। অনুমন্যাসৈ অস্মদুক্তং বুধ্যস্ব আমাদিগের উক্তি বোধগম্য কর। ইৎ নিপাতোহনর্থকঃ। শম্ মঙ্গলং মঙ্গল। নঃ আমাদিগের। কৃধি কর। ক্রত্বে ক্রতবে সংকল্পায়। দক্ষায় তৎ সমৃদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধির জন্য। নঃ আমাদিগকে। হিনু গময় প্রেরণ কর। নঃ আমাদিগের। আয়ুংষি আয়ু। প্রতারিষ বৃদ্ধি কর।

(১) ১৩০১ সালের অর্থাৎ প্রথমবর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় ব্রহ্মযজ্ঞ-প্রকরণের কতকাংশ প্রকাশিত, অবশিষ্ট অংশ এইক্ষণ প্রকাশিত হইল। পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ অংশটুকু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া লইবেন।

বঙ্গার্থ। হে অনুমতি দেবি! তুমি আমাদিগের উক্তি বোধগম্য কর। আমাদিগের মঙ্গল সম্পাদন কর। আমাদিগের সংকল্পসিদ্ধি কর এবং আমাদিগের আয়ুবৃদ্ধি কর।

অনুনোঽদ্যানুমতির্যজ্ঞন্দেবেষু মন্যতাম্।

অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতন্দাশুষেময়ঃ।৯

পদপাঠঃ। অনু। নঃ। অদ্য। অনুমতিঃ। যজ্ঞং। দেবেষু। মন্যতাম্। অগ্নিঃ। চ। হব্যবাহনঃ। ভবতং। দাশুষে। ময়ঃ।

ব্যাখ্যা। অনুমতি অদ্য আজ। নঃ আমাদিগের যজ্ঞং যজ্ঞ। দেবেষু দেবতাদিগেতে। অনুমন্যতাম্ অনুমত কর। অগ্নিশ্চ অগ্নিও। হব্যবাহনঃ হব্যবহনকারী। দাশুষে যজমানের জন্যে। ময়ঃ সুখরূপী। ভবতং ভবতাম্ হউন্।

বঙ্গার্থ। অনুমতী দেবী অদ্য আমাদের এই যজ্ঞকে দেবতাদিগের অনুমত করাও। হব্যবাহক অগ্নিও যজমানের মঙ্গল বিধান করুন।

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যাদেবানামসিস্বসা।

জুষস্বহব্যমাহুতম্প্রজান্দেবিদিদিড্‌ঢিনঃ।১০

পদপাঠঃ। সিনীবালি। পৃথুষ্টুকে। যা। দেবানাম্। অসি। স্বসা। জুষস্ব হব্যম্। অহুতং। প্রজাং। দেবি। দিদিড্‌ঢিনঃ।

ব্যাখ্যা। সিনীবালি (চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা)। পৃথুষ্টুকে হে পৃথুকেশভারে অর্থাৎ বহুকেশসংযুক্তে যামিনি (ত্বং) দেবানাম্ দেবতাদিগের স্বসা ভগিনী। অসি হও। সা (ত্বং) আহুতং হব্যং আহুত হব্যকে। জুষস্ব প্রীত্বা গৃহ্লাষ প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ কর। হে দেবি নঃ আমাদিগকে প্রজাং সন্তান দিদিড্‌ঢ দোহি দান কর।

বঙ্গার্থ। হে সিনীবালি, হে বহুকেশসংযুক্তে, তুমি দেবতাদিগের ভগিনী, এই আহুত হব্য তুমি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে সন্তান প্রদান কর। ১০

পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ।

সরস্বতীতু পঞ্চধাসো দেশেঽভবৎ সরিৎ॥১১

পদপাঠঃ। পঞ্চ। নদ্যঃ। সরস্বতীম্। অপিযন্তি। সস্রোতসঃ। সরস্বতী। তু। পঞ্চধা দেশে। সা। উ। অভবৎ। সরিৎ॥ ১১

ব্যাখ্যা। যা দৃষদ্বত্যাদ্যাঃ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমুপিযন্তি গচ্ছন্তি দৃষদ্বতী আদি (অর্থাৎ দৃশদ্বতী বা ইরাবতী শতদ্রু, বিতস্তা, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা) পঞ্চনদী সরস্বতীতে মিলিত হইয়াছে। সস্রোতসঃ সমানং স্রোতঃ। যাসাং তাঃ যাহাদিগের সমান স্রোত। সা উ সৈব সরস্বত্যেব পঞ্চধা দেশে সরিৎ নদী অভবৎ পঞ্চানি স্বনামানি ত্যক্ত্বা সরস্বত্যোবা-

ভবৎ সেই সরস্বতী নদীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল, অর্থাৎ পঞ্চনদী স্বীয় স্বীয় নাম পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী হইয়াছিল।

বঙ্গার্থ। তুল্যস্রোতস্বতী পঞ্চনদীই সরস্বতীতে মিলিত হয়, সরস্বতীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল। (এই জন্যই পঞ্চাপ বা পঞ্জাব প্রদেশের অন্য এক নাম সারস্বত প্রদেশ।)

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তবব্রতে কবয়ো বিদ্ম নাপসো জায়ন্ত মরুতো ভ্রাজ দৃষ্টয়ঃ॥১২

পদপাঠঃ। ত্বম্। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরা। ঋষিঃ। দেবঃ। দেবানাম্। অভবঃ। সখা। তব। ব্রতে। কবয়ঃ। বিদ্মনাপসঃ। জায়ন্ত। মরুতঃ। ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।১২

ব্যাখ্যা। হে অগ্নে ত্বং দেবানাং প্রথমঃ সখা অভবঃ, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা হও। কিন্তু তস্তম্—তুমি কিরূপ—না অঙ্গিরা-অঙ্গিভ্যঃ যজমানেভ্যঃ রাতি সুখমিত্য-ঙ্গিরা। ঋষি-দ্রষ্টা দেবঃ-দ্যোতমানঃ শিবঃ-কল্যাণঃ। তবব্রতে—তোমার কর্ম্মে। মরুতঃ—মরুৎ সকল অর্থাৎ ঋত্বিক সকল, কবয়ঃ—ক্রান্তদর্শিনঃ। বিদ্মনাপসঃ—বিদিতকর্ম্মাণ (অপাংসি-কর্ম্মাণি) ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ—ভ্রাজন্ত্যঃ শোভমানাঃ ঋষ্টয়ঃ আয়ুধানি যেষাং তে শত্রু-ঘাতকত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা, তুমি অঙ্গিরা অর্থাৎ যজমান-দিগকে সুখ দেও, তুমি ঋষি, তুমি কল্যাণরূপী, তুমি দ্যোতমান। তোমার ব্রতে কবি, কর্ম্মাভিজ্ঞ এবং উজ্জ্বল অস্ত্রধারী ঋত্বিকগণ জন্মিয়াছিলেন।

ত্বন্নো অগ্নে তবদেবপায়ুভির্মঘোনো রক্ষতন্বশ্চবন্দ্য।
ত্রাতাতোকস্যতনয়েগবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে॥ ১৩

পদপাঠঃ। ত্বং। নঃ। অগ্নে। তব। দেব। পায়ুভিঃ। মঘোনঃ। রক্ষ। তন্বঃ চ। বন্দ্য। ত্রাতা। তোকস্য। তনয়ে। গবাম্। অস্য। নিমেষং। রক্ষমাণঃ। তব। ব্রতে। ১৩

ব্যাখ্যা। হে অগ্নে হে দেব দ্যোতমান হে বন্দ্য স্তুত্য তবব্রতে বর্ত্তমানান্ মঘোনো ধনবতো যজমানান্ রক্ষ পালয়। নোঽস্মাকং শরীরাণি চ রক্ষ। কৈঃ তব পায়ুভিঃ পালনৈঃ তস্তমনিমেষং সাবধানং রক্ষমাণঃ, পালয়ন্ সন্ তোকস্য পুত্রস্য তনয়ে পৌত্রস্য (বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ) গবাং চ ত্রাতা রক্ষকোঽসি।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, হে দেব, হে বন্দ্য, তোমার পালন-শক্তির দ্বারা তোমার ব্রতানুষ্ঠানকারী ধনবান্ যজমানদিগকে এবং আমাদিগের শরীর রক্ষা কর। তুমি সাবধানতার সহিত পালনকরা-হেতু, তুমি আমাদের পুত্র, পৌত্র এবং গবাদির রক্ষক হইয়াছ। (ক্রমশঃ)

শতপথ-ব্রাহ্মণ।

স্বাধ্যায়-প্রশংসা।

পঞ্চ এব মহা যজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি। অহরহঃভূ‍র্তেভ্যোবলীং হরেৎ। তথা এতম্ ভূতযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহর্দদ্যাদা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ মনুষ্যযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বধাকুর্য্যাদা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ পিতৃযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বাহা কুর্য্যাদাকাষ্ঠাৎ তথা এতম্ দেবযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ তস্য বৈএতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগেব জুহূর্মনঃ উপভৃচ্চ চক্ষুর্ধ্রুবা মেধা স্রুবঃ সত্যমবভৃতঃ স্বর্গো লোকঃ উদয়নম্। যাবন্তম হবৈ ইমাম্ পৃথিবীম্ বিত্তেন পুরাণং দদং লোকং জয়তিত্রিস্তাবন্তম্ জয়তি ভূয়াংসং চ অক্ষযং যঃ এবং বিদ্যানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

(৪) পয়াহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদৃচঃ। সযঃ এবং বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়ম্ অধীতে পয়াহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্পযতি। তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্ব্বাত্মনা সর্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ সম্পাস্তিঃ ঘৃতকুল্যাঃ মধুকুল্যাঃ পিতৃণ্ স্বধা অভিবহন্তি। (৫) আজ্যাহুতযো হবৈ এতাঃ দেবনাম্ যদ্ যজুংষি। স যঃ এবং বিদ্বান যজুংষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে আজ্যাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ ইত্যাদি। ৬ সোমাহুতয়ো হবৈএতা দেবানাম্ যৎ সামানি। স যঃ এবম্ বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে সোমাহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্পয়ন্তি ইত্যাদি।

৭। মেদাহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। স যঃ এবং বিদ্বানথর্ব্বাঙ্গিরসোঽহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মেদাহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্পয়তি ইত্যাদি।

৮। মধ্বাহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদনুশাসনানি বিদ্যা বা-কোবাক্যমিতিহাস পুরাণম্গাথাঃ নারাশংস্যঃ স যঃ এবম্ বিদ্বান ইত্যাদি।

৯। তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য চত্বারো বষট্কারাঃ যদ্বাতোবাতি যদ্বিদ্যোততে যৎ স্তনয়ত্যভস্ফূর্জতি। তস্মাদেবম্ বিদ্বান্ বাতে বাতি বিদ্যোতমানে স্তনয়ত্যভস্ফূর্জত্যধীয়ীত এব বষট্কারাণামচ্ছম্বট-কারায়। অতিহবৈপুন র্মৃত্যুমমুচ্যতে গচ্ছতি ব্রহ্মণঃ সাত্মতাম। সচেদ্ অপি প্রবলমিব ন শক্নুয়াদপ্যেকম্ দেবপদম্ অধীত্য এব তথা ভূত্যেভ্যো ন হীয়তে।

১। অথাতো স্বাধ্যায়-প্রশংসা। প্রিয়ে স্বাধ্যায়ে প্রবচনে ভবতঃ। যুক্তমনাঃ ভবত্যপরাধীনোঽহরহরর্থান্ সাধয়তে সুখম্ স্বপিতি পরম চিকিৎসকঃ আত্মানো ভবতি। ইন্দ্রিয় সংযমশ্চ একারামতা চ প্রজ্ঞা বৃদ্ধির্যশো লোকপক্তিঃ। প্রজ্ঞাবর্দ্ধমানা চতুরো ধর্ম্মান্ ব্রাহ্মণানামভিনিষ্পাদয়তি ব্রাহ্মণ্যম্ প্রতিরূপচর্য্যম্ যশো লোক পক্তিম্। লোকঃ পচ্যমানশ্চতুর্ভিধর্ম্মৈর্ব্রাহ্মণমৃভুনক্ত্যর্চ্চযাচ দানেন চ অজ্যেয়তয়া চ অবধ্যতয়া চ।

২। যে হ বৈ কে চ শ্রমাঃ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেণ স্বাধ্যায়ো হবৈ তেষাম্ পরমতা কাষ্ঠা যঃ এবম্ বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

৩। যদ্ যদ্ হ বৈ অয়ং ছন্দসঃ স্বাধ্যায়মধীতে তেন তেনহএব অস্য যজ্ঞ ক্রতুনা ইষ্টম্ ভবতি যঃ এবম্বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽঅধ্যেতব্যঃ।

৪। যদি হ বৈ অপি অভ্যক্তঃ অলঙ্কৃতঃ সুহিতঃ সুখে শয়নে শয়ানঃ স্বাধ্যায়মধীতে আহ এব স নখাগ্রেভ্যস্তপ্যতে য এবম্ বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

৫। মধুহ বৈ ঋচো ঘৃতম্ হ সামান্যমৃতমৃযজুংষি। যদ্ উহ বৈ অয়ম্ বাকোবাক্যমধীতে ক্ষীরৌদন মাংসৌদনৌ হ এব তৌ।

৬। মধুনাহ্ বৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবম্ বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈর্ভোগৈঃ।

৭। ঘৃতেন হবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৮। অমৃতেন হবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ যজুংষ্য হরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৯। ক্ষীরোদন মাংসৌদননা ভ্যামহবৈ এস দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনমৃতৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

১০। যন্তি বৈ অপঃ। এত্যাদিত্যঃ। এতি চন্দ্রমাঃ। যন্তি নক্ষত্রাণি। যথা হ বৈ ন ইয়ুর্ন কুর্য্যুরেবম্ হ এব তদহব্রাহ্মণো ভবতি যদহঃ স্বাধ্যায়মনধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ। তস্মাদপ্যৃচম্ বা যজুর্ব সাম বা গাথাম্ বা কুম্ব্যম্ বা অভিব্যহরেদ্ ব্রাতস্য অব্যবচ্ছেদয়।

বঙ্গার্থ। মহাযজ্ঞের সংখ্যা পঞ্চ। তাহারা মহাসত্র বা যজ্ঞ। যথা ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। প্রত্যহ ভূত অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদিকে বলি দিবে, অর্থাৎ তাহাদের আহার্য্য বস্তু দিবে। এইরূপে ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ মনুষ্যকে দান করিবে; আর কিছু না থাকিলে জল প্রদান করিবে। এইরূপে মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ পিতৃপুরুষগণকে স্বধা মন্ত্রের সহিত পিণ্ডদান করিবে। এইরূপে পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অহরহ স্বাহা মন্ত্রের সহিত দেবতাদিগের পূজা দিবে, অন্ততঃ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তৎপরে ব্রহ্মযজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। স্বাধ্যায়কেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। (স্বীয় স্বীয় শাখান্তর্গত বেদাধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে—স্বাধ্যায়ঃ স্বশাখাধ্যয়নম্।) এই ব্রহ্মযজ্ঞে বাক জুহু (১) মন উপভৃৎ, চক্ষু ধ্রুবা, মেধা স্রুব, সত্য অবভৃত, এবং স্বর্গই শেষ গতি বা—উদয়ন।' যিনি অহরহঃ বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি ধনপূর্ণ পৃথিবী-দানকারী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ অক্ষয় লোক জয় করেন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ঋক্ সমূহ দেবতাদিগের নিকট পয়ঃ বা দুগ্ধের আহুতির ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্য

(১) জুহু, উপভৃৎ—ইত্যাদি যজ্ঞীয় পাত্র।

ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তিনি পয়াহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া বেদাধ্যায়ীকে যোগ-ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ), প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা, এবং সর্ব্ব প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। ঘৃতের নদী, মধুর নদী স্বধারূপে তাহার পিতৃগণের নিকট প্রবাহিত হয়।

ঘৃতের আহুতির ন্যায় যজুর্ব্বেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে আজ্য বা ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন, এবং দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যোগ, ক্ষেম, প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা এবং সর্ব্ব-প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। (পূর্ব্ববৎ)

সোমের আহুতির ন্যায় সামবেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়, যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ সামবেদ পাঠ করেন, তিনি হোমাহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি। (পূর্ব্ববৎ)।

মেদের আহুতির ন্যায় অথর্ব্বাঙ্গিরস দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া অহরহঃ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মেদাহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন এবং তাঁহারা ইত্যাদি—(পূর্ব্ববৎ।)

(৮) অনুশাসনগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, বাকোবাক্য, ইতিহাস-পুরাণ-গাথা, স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের নিকট মধুর আহুতির ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া প্রত্যহ এই সমুদয় পাঠ করেন, তিনি মধুর আহুতির দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।

(৯) এই বেদযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞের চারিটি বষট্কার আছে, যথা যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, যখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, যখন বজ্রধ্বনি হয়, যখন উহার অবস্ফূর্জন হয় অতএব যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, বজ্রধ্বনি হয়, উহার অবস্ফূর্জন হয়, তখনই যিনি ইহা জানেন, তিনি যেন বেদাধ্যয়ন করেন, যেন বষট্কারের বিরতি না হয়। যিনি এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহার দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয় না, তাঁহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। যদি তিনি অধিকও পাঠ না করিতে পারেন, একটি দেবপদও যেন পাঠ করেন; তাহা হইলে, তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং গো-অশ্বাদি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

তৎপর স্বাধ্যায়-প্রশংসা। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা অতিপ্রিয়। যিনি অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপনা করান, তিনি যুক্তমনা হয়েন এবং পরাধীন হয়েন না, তিনি নিত্য অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়েন, সুখে নিদ্রা যান, এবং নিজেই নিজের চিকিৎসক হয়েন। ইন্দ্রিয় সংযম, মনের একাগ্রতা, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি, যশ এবং জনগণকে শিক্ষা দিবার শক্তি, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ফল। প্রজ্ঞাবৃদ্ধির সহিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য, উপযুক্ত

চর্য্যা, যশ এবং জনদিগকে শিক্ষা দিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ এইরূপ শিক্ষিত হইলে, মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণকে চতুর্ব্বিধ অধিকার প্রদান করেন, যথা—সম্মান বা অর্চ্চনা, দানগ্রহণ, অত্যাচার হইতে মুক্তি এবং অবধ্যতা। (২) স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার শ্রম আছে, বেদাধ্যয়ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। (৩) যখনই মানব বেদাধ্যয়ন করেন, তখনই তিনি সমস্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

(৪) যখন কোন মানব দেহে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া, অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া, ক্ষুধা নিবারণ করিয়া, এবং সুন্দর শয়নে উপবেশন করিয়া, বেদ পাঠ করেন, তিনি তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত তপশ্চর্য্যা করেন। অতএব বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

৫। ঋগ্বেদ মধু, সামবেদ ঘৃত, যজুর্ব্বেদ অমৃত। যখন মানব বাকোবাক্য বা মহাজনদিগের কথোপকথন, এবং প্রাচীন কথা পাঠ করেন, তখন তিনি দেবতাদিগকে দুগ্ধ এবং মাংসের আহুতি দেন।

(৬) যিনি ইহা অবগত হইয়া ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে মধুর আহুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সকল কাম এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন।

(৭) যিনি ইহা জানিয়া সামবেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ।

(৮) যিনি ইহা জানিয়া যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে অমৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ

(৯) যিনি ইহা জানিয়া বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণাদি পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ক্ষীরের এবং মাংসের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ।

(১০) বারি সমূহ গতিশীল, সূর্য্য গতিশীল, চন্দ্র গতিশীল, নক্ষত্র সমূহ গতিশীল; ব্রাহ্মণ যদি কোন এক দিন বেদ পাঠ না করেন, তবে এই সমুদয় গতিশীল পদার্থ গমন না করিলে বা কার্য্য না করিলে যেরূপ হয়, তিনিও সেই দিন সেইরূপ হয়েন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, অতএব ঋক্, যজু, সাম, গাথা বা কুষ্য অধ্যয়ন করিবে, যেন ব্রতের ব্যবচ্ছেদ না ঘটে।



অন্তর্জ্যোতি।

(বৃহদারণ্যক শ্রুতি)-(৪-৩)

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিঃসদাসর্ব্বদাই জনক রাজার আলয়ে গমন করিতেন। উভয়ে একত্র হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইত। মধ্যে মধ্যে হাস্য-পরিহাসাদিও চলিত। কোন এক সময় যাজ্ঞবল্ক্য জনকের আলয়ে গমন করিলে, জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি উদ্দেশ্যে আগমন হইয়াছে? কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, না পশুদান গ্রহণ করিতে? ("পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিতি" ॥) যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন যে, উভয় উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। আর এক দিন সভায় উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মনে করিলেন যে, অদ্য কোন কথা বলিব না, দেখি জনক কি করেন। কিন্তু পূর্ব্বে কোন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ইচ্ছামত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, জনক পূর্ব্ব বর স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, মানব জগতে কোন্ জ্যোতির সাহায্যে তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে? (১)

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "আদিত্য-জ্যোতিঃ", সূর্য্যের জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন, গমন, প্রতিগমন, এবং কার্য্য করিয়া থাকে। (২)

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—"সূর্য্য অস্তমিত হইলে কি হয়?"। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "সূর্য্য অস্তমিত হইলে চন্দ্রের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে।" জনক—"চন্দ্র অস্তমিত হইলে কি হয়" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "অগ্নির সাহায্যেই মানব তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে।" জনক—"অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে কি হয়" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে "শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য্য

(১) কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি। কিমস্য পুরুষস্য জ্যোতির্যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি সোঽয়ং কিং জ্যাতিরয়ং প্রাকৃতঃ কার্য্যকারণ সংঘাতরূপঃ শিরঃপাণ্যাদিমানপুরুষঃ পৃচ্ছ্যতে। মূলে পুরুষের কি জ্যাতি, এই প্রশ্ন আছে। উহার অর্থ এই যে, কার্য্যকারণ সংঘাতরূপ শিরাদি-অবয়বযুক্ত প্রাকৃত পুরুষ অর্থাৎ মানব কোন্ জ্যোতি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন?

(২) আদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেত। উপবিশতি পর্য্যেতি কর্ম্ম কুরুতে বিপর্য্যেতি চ যথাগতম্।

সম্পাদন করে।" (৩) জনক—"বাক্যাদি উচ্চারিত না হইলে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য না করিলে, কোন্ জ্যোতির সাহায্যে বা কি উপায়ে মানব কার্য্য করে?" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ (৬।৩।৪ অধ্যায়)

তখন আত্মারূপ জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন করে, গমন করে, কার্য্য সম্পাদন করে এবং প্রত্যাগমন করে। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ আত্মা"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সহি স্বপ্নো (৪) ভূত্বেয়ং (৫) লোকমতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণি (৬) ॥ ৭।৩।৪

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময় যে পুরুষ এবং যিনি হৃদয়-নিহিত জ্যোতিঃস্বরূপ এবং যিনি হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া হৃদয় হইতে অভিন্নভাবে ইহলোক ও পরলোক, এই উভয়-লোকে বিচরণ করেন, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত বলিয়া তিনিই ধ্যান করেন, বিচরণ করেন, এইরূপ বোধ হয়। তিনিই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত অবস্থার তাবৎ কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই অবিদ্যা জনিত তাবৎ কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

সবা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ (৭) সংসৃজ্যতে (৮) স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি। ৮ (৯)

সেই পুরুষ জন্ম গ্রহণ ও শরীর গ্রহণ করিয়া পার্থিব কার্য্য-কারণের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মুক্তি লাভ করিলে, শরীর পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক কার্য্য-কারণ হইতে বিমুক্ত

---

(৩) মূলে "বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি॥ অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, বাক্‌রূপ জ্যোতি দ্বারা মানব উপবেশন, গমন, প্রতিগমন, এবং নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, এই উহার শব্দার্থ। কিন্তু 'বাক্' এই উপলক্ষণ মাত্র। উহা ঘ্রাণ, স্পর্শ ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। চক্ষুহীন ব্যক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাবৎকার্য্য সম্পাদন করে। বাগজ্যোতিষো গ্রহণং গন্ধাদীনামুপলক্ষণার্থম্।

(৪) স্বপ্নো ভূত্বা স্বপ্নবৃত্তিমবভাসয়ন্ ধিয়ঃ স্বাপ্নবৃত্ত্যাকারো ভূত্বা

(৫) ইমং লোকং জাগরিত ব্যবহার লক্ষণং কার্য্যকারণ সংঘাতাত্মকং।

(৬) মৃত্যো রূপাণি ক্রিয়াফলাশ্রয়াণি।

(৭) পাপ্মভিঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়ৈঃ কার্য্যকারণৈঃ।

(৮) সংসৃজ্যতে, সংযুজ্যতে।

(৯) বিজহাতি ত্যজ্যতে।

হয়। অর্থাৎ একই দেহে বিজ্ঞানময় পুরুষ যেরূপ জাগ্রত অবস্থা হইতে স্বপ্ন এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বেএব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ॥ ৯

এই পুরুষের দুইটী স্থান আছে—ইহলোক এবং পরলোক; এই উভয় লোকের সন্ধিস্থানকে স্বপ্নস্থান বলে। (দুইটী গ্রামের সীমা যেমন একটী স্বতন্ত্র গ্রাম নহে, তদ্রূপ স্বপ্নস্থান ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থান ব্যতীত একটী স্বতন্ত্র স্থান নহে)। সেই সন্ধিস্থানে থাকিয়া সেই পুরুষ ইহলোক এবং পরলোক, এই উভয় স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার আক্রম অর্থাৎ চেষ্টা অনুসারে তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন এই বিশ্বের ভৌতিক মাত্রা গ্রহণ করিয়া, স্বয়ংই এই দেহ পাত করিয়া—অর্থাৎ নিঃসংবোধ প্রাপ্ত হইয়া, নিজেই স্বীয় আভা ও জ্যোতির দ্বারা স্বপ্নদেহ প্রস্তুত করিয়া নিদ্রা যান, তখন পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি হয়েন—অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয়েন।

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দামুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ সৃজতে স হি কর্ত্তা। ১০ ॥

সেখানে রথ নাই বা অশ্ব নাই বা পথ নাই; তিনি রথ, অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ নাই, হর্ষ নাই, কিম্বা অত্যন্ত হর্ষ নাই; তিনি আনন্দ, হর্ষ ও অত্যন্ত হর্ষ সৃষ্টি করেন। সেখানে হ্রদ, পুষ্করিণী বা নদী নাই; তিনি হ্রদ, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করেন; কারণ তিনিই কর্ত্তা।

(ক্রমশঃ)

আর্য্য।

—০:০—

পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, ভারতবর্ষের যে স্থানটি এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট, তাহাকেই প্রাচীনকালে "আর্য্যাবর্ত্ত" বলা হইত। "আর্য" নামক জাতি এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া উহা আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মনু বলেন,—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ তয়োরেবান্তরং গির্য্যোঃ (হিমবদ্বিন্ধ্যয়োঃ) আর্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ। অমরকোষ বলেন—

"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যে বিন্ধ্য হিমাগয়োঃ"। "আর্য্যা আবর্ত্তন্তেহত্র"—এই স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন, এইজন্য আর্য্যাবর্ত্ত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, এই আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহেন; তাঁহারা মধ্য-আসিয়ার কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভারতবর্ষেই আপনাদিগের আধিপত্যের বিস্তার করেন। আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিমনিবাসীই হউন কিম্বা অন্যস্থান হইতে এখানে আসিয়া থাকুন, তাঁহাদের সহিত যে ভারতবর্ষের অন্য একটি জাতির অনেক দিন ধরিয়া একটি ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, তাঁহারা শ্বেতকায় ছিলেন ও বেদমার্গ অনুসরণ করিতেন, এবং তাঁহাদের শত্রুবর্গ কৃষ্ণ-কায় ও বেদমার্গের বিরোধী ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ১০৫ সূক্তে দৃষ্ট হয় "দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চপুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্ব্বাণি বর্হীৎ সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যোভিঃ সনৎসূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ"॥ অর্থাৎ ইন্দ্র অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল মরুৎগণের দ্বারা যুক্ত হইয়া, পৃথিবীনিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন। শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মণ্ডলের ১০১ ঋকে 'কৃষ্ণ' নামক একজন অসুরকে হনন করিয়া ইন্দ্র তাহার গর্ভবতী স্ত্রীদিগকে হরণ করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ঐ মণ্ডলের ১০৩ সূক্তেও দস্যু ও আর্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র যে দস্যুদিগের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন, উহাতে তাহার উল্লেখ আছে। ১০৪ সূক্তে দাস বা দস্যুদিগের উল্লেখ আছে। অনার্য্যেরা যজ্ঞবিহীন ছিল। বেদে তাহাদিগকে "অযজ্বান" বলা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১২১ সূক্তে অনার্য্যদিগের নাম যে "রাক্ষস" বা "রক্ষ," তাহা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১২ ও ২১ সূক্তেও রা

শব্দ পাওয়া যায়। তাহাদের বর্ণ যে কৃষ্ণ ছিল, তাহা ১র্থ মণ্ডলের ১৬সূক্তে পাওয়া যায়। "পঞ্চাশৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণনিবপঃ"। ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ সূক্তেও আর্য্য ও অনার্য্যদিগের যুদ্ধের উল্লেখ আছে; উহাতেও 'দাস' শব্দ ব্যবহৃত আছে। "বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" আর্য্য ও দস্যুদিগকে পৃথক্‌রূপে অবগত হইও ১-৫১-৮। "বিচিন্বান্ দাসমার্য্যম্"— আমি দাস ও আর্য্যদিগকে পৃথক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলাম ১০-৮৬-১৯ "হত্বী দস্যূন্ প্রার্য্যম্ বর্ণমাবৎ" ইন্দ্র দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ৩-৩৪-৯। এইরূপ বেদের বহুস্থানে আর্য্য ও দস্যুদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দেবতারা আর্য্যদিগের সাহায্য করিতেছেন এবং দস্যুদিগের নগর ধ্বংস এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। কখন কখন আর্য্যদিগের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ হইত এবং সম্ভবতঃ অনেক আর্য্য দস্যুগণের সহিত একতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বেদে তাহাদিগের বিনাশের জন্যও স্তোত্রাদি দৃষ্ট হয়। "দাসস্য বা মঘবনার্য্যস্য সমুতা যবয় বাধম্"। ১০— ১০২—৩ দাসের বা আর্য্যের অস্ত্র বিমুখ কর। "সহ্যোমদাসমার্য্যাম্ ত্বয়া যুগা" ১০-৮৩-১। তোমার সাহায্যে যেন দাস ও আর্য্যের আক্রমণ সহ্য করিতে পারি। "ত্বম্ তান্ ইন্দ্র উভয়ান্ অমিত্রাণ্ দাসান্। বৃত্রাণি আর্য্যা চ শূর বধীঃ" হে শূর! তুমি দাস ও আর্য্য-বৃত্রদিগকে, আমাদিগের উভয় শত্রুকে বধ করিয়াছিলে—৬-৩৩-৩ "যঃ নঃ দাসঃ আর্য্যঃ বা পুরুস্তুত অদেবাঃ ইন্দ্র যুদ্ধায় চিকেতাতি"। ১০-৩৮-৩ যে কোন দাস এবং দেব-হীন আর্য্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ বহুস্থানে দৃষ্ট হইবে যে, দাসদিগের বিরোধী বেদ-মার্গ অনুসরণকারী ভারতবর্ষের একটী জাতির নাম আর্য্য। যজুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয় "যচ্ছূদ্রে যদার্য্যে যদেন স চকৃমে বায়ম্।" আমরা আর্য্যের বিরুদ্ধে ও শূদ্রের বিরুদ্ধে যে সমুদায় পাপ করিয়াছি। এখানে ঋগ্বেদের "দাস" স্থলে "শূদ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতিতেই আর্য্য শব্দের প্রয়োগ হইত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় "অর্য্য" শব্দ পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়" ইত্যাদি। ২৬-২ এই "অর্য্য" শব্দের অর্থ বৈশ্য। লাট্যায়ন সূত্রেও অর্য্য শব্দ পাওয়া যায়—"অর্য্যাভাবে"; ইত্যাদি ৪-৩-৬। পাণিনিতেও অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য এবং প্রভু, কিন্তু পাণিনির বার্ত্তিকে দৃষ্ট হয় যে, যেস্থলে "অর্য্য" শব্দ "বৈশ্য" বুঝাইবে, সেস্থলে "অ" উদাত্ত হইবে; অর্থাৎ উহার উচ্চারণ "আর্য্য"র ন্যায় হইবে। এইটি দেখিয়া অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে "অর্য্য" ও "আর্য্য" শব্দ মূলতঃ এক। প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণেতেই অর্থাৎ সকল লোকেতেই আর্য্য শব্দ প্রযোজিত হইত, কিন্তু শেষে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় নির্ব্বাচিত হইলে, কেবল কৃষি-ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকেই অর্য্য বা আর্য্য বলা হইত। বৈশ্যের আর এক নাম বিশ (এইরূপেও কোন কোন উচ্চ জাতির মধ্যে বিট্ উপাধি পাওয়া যায়); ইহার অর্থ "গৃহ" এবং "লোক"ও ইহার এক অর্থ;

অর্থাৎ গৃহ ও গৃহবাসী উভয় অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ বেদে 'ক্ষিতি' বলিতে বাসস্থান ও বাসকারীকে বুঝায়, কৃষ্টি বলিতে ভূমিকর্ষণ ও কর্ষণকারীকেও বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় যদি ভূমি অর্থে "অর" শব্দ থাকিত, তাহা হইলে যেমন গো শব্দ হইতে গব্য শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তদ্রূপ ঐ "অর" শব্দ হইতে অর্য্য ও আর্য্য উৎপন্ন করা যাইত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ভূমি অর্থে অর শব্দ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দ পাওয়া যায়, এবং ইলা শব্দও পাওয়া যায়। "র" ও "ল" পরস্পর পরিবর্ত্তনীয়। এই দুই শব্দের অর্থই ভূমি, ইলাবৃত—ইলা পৃথিবী—বৃত যেন। ঋগ্বেদে (৫-৮৩-৪) ইরা শব্দে পৃথিবী-উৎপন্ন আহার্য্য বস্তুও বুঝায়। অথর্ব্ববেদেও (৪-১১-১০) ইরা শব্দের ভূমি বা পৃথিবী অর্থ আছে। এই সমুদায় দেখিয়া পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি পূর্ব্বে "অর" শব্দও সংস্কৃত ভাষায় ছিল। সংস্কৃত ভাষার সমজাতীয় ভাষা সমূহ দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাও বলেন যে, আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন কালের লোকেরা ভূমি হইতে নাম গ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে আর্য্য শব্দে ভূমি হইতে জাত বা ভূমি বা কৃষি ব্যবসায়ী বুঝাইবে। "অর" শব্দে সংস্কৃত ভাষায় কোন স্থানে ভূমিকর্ষণ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দে ভূমি পাওয়া যায়,—কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "অরিত্র" একটি শব্দ পাওয়া যায়, ইহার অর্থ হ'ল্, অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা যেরূপ ভূমি কর্ষণ করা হয়, তদ্রূপ হালের দ্বারাও সমুদ্র কর্ষণ করা হয়। আধুনিক সংস্কৃতেও অর্য্য শব্দের যে ধাতু, অরিত্র শব্দেরও সেই ধাতু। উভয়ই ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন; আর্য্য শব্দও ঐ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু অরিত্রের পক্ষে ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় গমন; এবং আর্য্য ও অর্য্য শব্দের বেলায় ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় "অর্ত্তুং প্রকৃতমাচরিতুং যোগ্যঃ"—অর্থাৎ প্রকৃত আচরণ করিতে যোগ্য। এই অর্থ যে ক্রমে ক্রমে আর্য্য শব্দে যোজিত হইয়াছে, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার সমজাতীয় প্রায় ভাষাতেই—অর্থাৎ গ্রিক, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অর ধাতু অর্থে কর্ষণ বুঝায়। ইংরাজি 'আরৎ' অর্থাৎ ভূমি এই অর ধাতু হইতে উৎপন্ন।

প্রাচীন পারস্য ভাষায় সংস্কৃত ভাষার ন্যায় আর্য্য শব্দ পূজ্য শ্রেষ্ঠ আদি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তদ্দেশবাসী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও যেমন কালে আর্য্য শব্দের পূজ্য—সদ্বংশজ আদি অর্থ হইয়াছে, পারস্য ভাষায়ও তদ্রূপ হইয়াছে। পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তাতেও "অনার্য্য" শব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন পারস্য-ভাষায় আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। ডেরায়স্ রাজা আপনাকে আর্য্য এবং আর্য্যচিত্র বা আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন। কালে আর্য্য স্থানে ইরান্ হইয়াছিল এবং অনার্য্য স্থানে অনিরান্ হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রিক ভূগোলবিৎগণ দক্ষিণে ভারত-সমুদ্র, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, উত্তরে হিন্দুকুশ—পামিসস্ পর্ব্বত ইত্যাদি এবং পশ্চিমে পারস্য-উপসাগর, এই স্থানকে "আর্য্যানা" নাম দিতেন।

প্রাচীন সংস্কৃতে একই শব্দে অনেকস্থলে কার্য্য ও কারণ বুঝায়। যেমন ইরা শব্দে ভূমি বুঝায়, তেমন ঐ শব্দে খাদ্যাদি এবং তৎপরে বলও বুঝায়। গো শব্দে গো, দুগ্ধ ও চর্ম্মও বুঝায়। এই সমুদয় দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "অর" শব্দ ছিল, এবং "ইরা" শব্দ উহারই রূপান্তর মাত্র। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, অর শব্দের অর্থ ভূমি ছিল, এবং ঐ শব্দ হইতে আর্য্য অর্থাৎ ভূমিপতি উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন বৈশ্যদিগের হস্তে কৃষিকার্য্য পড়িল, তখন তাহাদিগকে বিশেষভাবে আর্য্য বলা হইত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণের সাধারণ নাম আর্য্য হইলেও, ভূমিকর্ষণকারী বৈশ্যদিগকেই বিশেষরূপ আর্য্য বলা হইত। ঐ শব্দ তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগের সময় অর্য্য লেখা হইত, কিন্তু উচ্চারণ একরূপই হইত। কালে আর্য্য শব্দের পূজ্য শ্রেষ্ঠাদি অর্থও হইয়াছে।

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

এই শেষ অর্থ জাতি বিশেষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ কর্ত্তব্য-আচরণ করা এবং অকর্ত্তব্য আচরণ না করা যদি আর্য্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আর্য্যাতিরিক্ত জাতিতেও উহা প্রযোজ্য হইতে পারে। বেদাদি শাস্ত্রে উত্তর ও দক্ষিণে হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে সাগর, এই স্থানের বেদমার্গানুযায়ী জাতিদিগকে আর্য্য বলা হইয়াছে। শূদ্রাদিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতি লইয়া গঠিত হইয়াছে; বিশেষতঃ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'শ্বেতকায়' শব্দ স্মরণ করিলে, আব্রাহ্মণ-শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই যেরূপ বহুবিধ মানসিকগ্লানি উপস্থিত হয়, আর্য্য শব্দ তদ্রূপ বর্ণের পার্থক্যহেতু নানাবিধ অপব্যবহার ব্যঞ্জক। "আর্য্যংবর্ণমাবৎ"—ইন্দ্র আর্য্যবর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ঐরূপ কৃষ্ণদিগকে বধ করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুজাতিকে যদি আর্য্যশব্দের অন্তর্ভুক্ত না করা যায়, তাহাহইলে উহার পুনঃপ্রচলন করিয়া অনৈক্যপূর্ণ হিন্দুসমাজে অধিকতর অনৈক্যের বীজ রোপিত না করাই ভাল। হিন্দু শব্দ সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'হপ্তহিন্দু'ও 'সপ্তসিন্ধু' এক কথা। এই হপ্ত হিন্দু হইতেই হিন্দু, তৎপরে ইন্দ, ও তৎপরে ইণ্ডিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে এক সংখ্যা হিন্দুপত্রিকায় দেখান হইয়াছে। প্রাচীন পারস্য ভাষায় হিন্দুশব্দের কদর্থ নাই। 'গুমর খানিয়ম' প্রভৃতি গ্রন্থকার আধুনিক। মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে, পারস্যবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান হয়েন—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। যাঁহারা মুসলমান হয়েন নাই, তাঁহারা ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলিয়াছি, প্রাচীন পারসিক ভাষায় হিন্দু শব্দের কোন কদর্থ নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা গৌরাঙ্গ ছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন না; তাঁহাদিগকে প্রাচীন পারসিকদিগের কৃষ্ণাঙ্গ বলার কোনও

কারণ ছিল না। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকেই কৃষ্ণাঙ্গ বলিতেন; তবে যদি অনার্য্যদিগকেই পারসিকেরা কৃষ্ণাঙ্গ বলিতেন, এরূপ হয়, সে আলাহিদা কথা। কিন্তু হিন্দু শব্দ যে সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তর্কস্থলে যদি বলা হয় যে, সিন্ধু অর্থে যেরূপ নদী বুঝায়, তদ্রূপ সাগরও বুঝায়, এবং সাগর কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং সিন্ধু বা হিন্দু শব্দের দ্বারাই প্রাচীন পারসিকেরা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিতেন, তবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বেদে বহুস্থানে আর্য্যদিগের শ্বেতবর্ণের উল্লেখ আছে, এবং সিন্ধুনদের নামকরণ এই দেশের আর্য্যেরাই করিয়াছিলেন, পারসিকেরা করেন নাই। পারস্য ভাষার হিন্দু শব্দের কৃষ্ণবর্ণ অর্থ আছে, কিন্তু তাহার কোন কৃষ্ণবর্ণত্ব-সূচক ধাতু পাওয়া যায় কি না, জানিনা; যতদূর অবগত হইয়াছি, উহা পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ শব্দটি আদৌ পারস্য ভাষার নয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এদেশবাসীরা পারসিকদিগের দ্বারা হিন্দু বলিয়াই অভিহিত হইতেন, এবং উহার মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য দুই জাতিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালবশে মুশলমান ধর্ম্মের প্রচলনে এদেশবাসীরা পারস্যদেশবাসীদিগের দ্বারা বিধর্ম্মী বা 'কাফের' বলিয়া ঘৃণিত হইতে লাগিলেন। হইতে পারে এদেশবাসীদের মধ্যে অনার্য্য থাকাতে এবং আর্য্যদিগের বহুদিন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস হওয়াতে, তাঁহাদের বর্ণের বিকৃতি হওয়ায়, কালে পারসিকেরা সিন্ধুদেশ-বাস-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দে কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজনা করিলেন। "ঐ লোকটি যেন কাফ্রি," এইরূপ কথা আমরা সর্ব্বদাই শুনি, সুতরাং কালে কাফ্রি অর্থে বাঙ্গালা কাল হইবে। ইংরাজিতে Nigger শব্দের অর্থ কাল এইরূপে হইয়াছে। সুতরাং কাল বর্ণ-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দ হইতে হিন্দুশব্দ উৎপন্ন হয় নাই। হিন্দুশব্দ ছিল, উহা সিন্ধু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; হিন্দুদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ লোক থাকায়, কিম্বা পারস্যবাসী অপেক্ষা তাঁহাদের বর্ণ মলিন হওয়ায়, এবং তাঁহারা অন্যধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, কালে ঐ শব্দেই কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজিত হইয়াছে। আমরা যদি এইরূপ 'ইংরাজ' শব্দে কোন কদর্থ যোজনা করি, অর্থাৎ উহাতে শ্বেতকুষ্ঠাদি রোগার্থ যোজনা করি, তাহা হইলে কি ইংরাজেরা ঐ শব্দ পরিত্যাগ করিবেন? কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কোন পল্লীগ্রামে একটী মেলায় উপস্থিত ছিলাম, ঐ সময় একটি শব্দ উঠিল "সাহেব আসিয়াছে, সাহেব আসিয়াছে"—দেখিলাম, স্থানীয় কোন শ্বেতকুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত বালক ঐ স্থানে আসিয়াছে, এবং জানিলাম, উহার শ্বেতকুষ্ঠ থাকায়, সাধারণ লোকে উহাকে সাহেব বলে।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

——•:০:•——

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদার্শনিক সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত; আস্তিক এবং নাস্তিক। আপাততঃ অনেকেই এই দুইটি শব্দের অযথা প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য-মার্গ হইতে অনায়াসলভ্য বিচ্যুতিপ্রাপ্ত হয়েন। প্রাচীন সময় হইতেই অস্তিত্ববাদীই "আস্তিক" বলিয়া কথিত এবং অস্তিত্বাপলাপকারীই "নাস্তিক" সমাখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। এখন এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের সহিত কোন্ পদার্থের সম্বন্ধ হওয়া সমধিক সঙ্গত, তাহাই বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। দার্শনিক মাত্রেই কোনও না কোনও পদার্থের যে কোনও একরূপ অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; সুতরাং সামান্যতঃ অস্তিত্বাপলাপকারিত্ব কাহারও সম্ভব নহে। অতএব নাস্তিকসংজ্ঞারও প্রয়োগস্থল দুর্লভ হইল। এইজন্যই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয়রূপে একটি বিশেষ পদার্থ নির্ব্বাচন আবশ্যক হইয়াছে। তাহা কি? ইহাই বিবেচ্য। এইস্থানে দুইপ্রকার মতবাদ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলিত হইতেছে। কেহ বলেন, এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয় ঈশ্বর। কেহ বা উহাকে পরলোক অথবা জন্মান্তর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, যদি ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাসীর নাস্তিক সংজ্ঞা হয়, তবে কপিল, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিক-মহর্ষিগণও ঈশ্বরাঙ্গী-কার না করায়, তাঁহাদিগকেও নাস্তিকসংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন হইবে। শাস্ত্রে কোনও স্থানে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ এবং নিন্দা করা হয় নাই; সর্ব্বত্রই অতি বিশদ-ভাবে সাংখ্য এবং মীমাংসক-মত বহুমানে আদৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। মীমাংসা-রচয়িতা মহর্ষি জৈমিনি মহোদয়কে "নাস্তিক" বলিলে, বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ আর্য্যাচারও নাস্তিকতার পরিপোষক গণ্য হইয়া উঠে এবং ঐরূপ সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবকে "নাস্তিক" নামে অভিহিত করিলে, পবিত্র যোগতন্ত্রেরও ঐ পথের পথিক হইতে হয়। আবার সেই সেই মতের অনুষ্ঠাতৃগণ সাধু, ধার্ম্মিক, যোগী প্রভৃতি নামে কথিত না হইয়া "নাস্তিক" নামে খ্যাত হওয়াই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধহয়। তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে যে "নাস্তিক-নিন্দা" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্য-মীমাংসাদিতেও প্রযুক্ত হইত। যখন ইহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তখন তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-স্বীকার না করিবার জন্য "নাস্তিক" বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; বিশেষতঃ সাধারণ্যে অবিসম্বাদরূপে তাঁহাদের মতবাদ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত

হইতেছে; সুতরাং প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ কপোলকল্পিত মত নিরাস করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাইনা। পরন্তু সাংখ্য ও মীমাংসামতে ঈশ্বরানঙ্গীকার যে ঈশ্বর-সত্ত্বা-অস্বীকার নহে, তাহা পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায়েরই নাস্তিকাখ্যা দেওয়া প্রমাণসঙ্গত বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে; কেননা, সকল আস্তিকদর্শনেই তাঁহাদের মত নিরসনকালে তাঁহারা যে জন্মান্তরাস্তিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন, একথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেহাতিরিক্ত আত্মার বিদ্যমানতাও তাঁহারা অনেকে অস্বীকার করিতেন। সকলস্থানেই এরূপ মতের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতাবলম্বিগণও তৌষ্টিক, প্রাকৃত, লোকায়তিক প্রভৃতি নিন্দিত নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিকে 'যুক্ত্যাভাস' বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে। কপিলাদি আচার্য্যগণ জন্মান্তরস্বীকারে বদ্ধপরিকর, কাজেই তাঁহারা "নাস্তিক" নহেন। কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আলোড়ন করিলেও, তাঁহাদের প্রতি কোন নিন্দাবাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন না। পরিশেষে আরও একটি অভিমত আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। অনেক আধুনিক দার্শনিকের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা বেদের অসংশয়িত প্রামাণ্য স্বীকারে আপত্তি করেন না, তাঁহারাই "আস্তিক" ও বিরুদ্ধপক্ষ নাস্তিক। এপক্ষেও চার্ব্বাকাদিরই তাৎপর্য্যানুসারে নাস্তিক নাম যুক্ত; যেহেতু তাঁহারাই বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় বিপরীত পক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। যদিও চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" (আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন) এই শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার পূর্ব্বক নিজের "পুত্রাত্মবাদী" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন * এবং অপর চার্ব্বাক "সবা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" এই বেদবাক্যের বলে নিজের অভিমত দেহাত্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন,† তথাপি তাঁহারা উহার সর্ব্বাংশের প্রামাণ্যবাদে অনুমোদন করেন না। আংশিক প্রামাণ্য স্বীকার একটি উপহাসের সামগ্রী। কোনও একটি বেদবাক্য অসংশয়-প্রমাণ, আবার কোনও একটি অপ্রমাণ, এরূপ স্বেচ্ছানুমত বিশৃঙ্খল বাক্য বালকের অনর্থক আব্দার বলিয়া দার্শনিকেরা উপহাস করিয়াছেন। ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন মিথ্যাবাদীর অপর একটী বাক্যও মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ "প্রত্যগস্থূলোঽচক্ষুরপ্রাণোঽমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ" ইত্যাদি শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করায়, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদির প্রামাণ্য স্বীকার করা হইল না। এই দুইটিই বেদবাক্য; ইহার

* অতিপ্রাকৃতস্তু আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্বস্মিন্নিব স্বপুত্রেঽপি প্রেমদর্শনাৎ পুত্রে পুষ্টে নষ্টেঽহমেব পুষ্টো নষ্টশ্চেত্যাদ্যনুভবাচ্চ পুত্র আত্মেতি বদতি। বেদান্তসারঃ।

† চার্ব্বাকস্তু সবাএষ পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যাদি শ্রুতেঃ প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রং পরিত্যজ্যাপি স্বস্য নির্গমদর্শনাৎ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ স্থূল শরীরমাত্মেতি বদতি। বেদান্তসারঃ।

একটি ভুল এবং অপরটি সত্য বলিয়া অবধারণ অসঙ্গত; কেননা, যে কোনওটি বেদবাক্যকেই না কেন ভুল বলি, তাহাতে বেদবাক্যের ভুল বলা হইল। অন্যটিও যখন বেদবাক্য, তখন বেদবাক্যের ভুল বলায় স্বেচ্ছাক্রমেই ইষ্টসাধক অভিপ্রেত সেই বেদবাক্যটিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। সুতরাং যেটিকে সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহার সেই সত্যতা মনোরথমাত্রে পর্য্যবসিত হইল বলিয়া নিজের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের বাধ নিজে দেখিয়াও মৌনাবলম্বন করিতে হইল। উচ্চারক পুরুষের দোষ ও গুণ বাক্যে সংক্রমণ প্রাপ্ত হয়। বেদকে যদি অপৌরুষেয় বলা হয়, তবে তাহাতে পুরুষগত দোষ-সংস্পর্শ থাকা সম্ভব নয়। তাহা হইলে একটি বেদবাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে, অপরটি কোন দোষ না থাকিলেও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না; ইহার গূঢ় রহস্য বিবেচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিয়া মানেন, তাঁহাদের মতে উহা ঈশ্বর-প্রণীত। অশেষ-বিজ্ঞাননিধি ভগবানের রচিত বেদে একদিকে ভ্রম ও অপরদিকে সত্যতা অনুমান করিলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের উপরও আপত্তি হইয়া উঠে। কাজেই ঈশ্বরত্বও বাঙ্মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বস্তুতঃ অন্তঃসারশূন্য একটি জিনিষ হইয়া পড়ে। মহামতি চার্ব্বাক ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি একই বেদবাক্যরূপ বস্তুর উপর পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য, এই ধর্ম্মদ্বয় আরোপ করিয়া বাস্তবিক বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন না। আমরা ইহাতেই তাঁহাকে "নাস্তিক" সমাখ্যায় ভূষিত করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

কপিল জৈমিনি প্রভৃতি বেদকেই অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেদ-প্রমাণের অবধারণার্থে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া বেদানুরাগিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে নিরস্ত হইলাম। নাস্তিক-দর্শনের সমালোচনার সহিত এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই স্থলেই উহা পরিত্যক্ত হইল।

এখন ভারতীয় আস্তিক দর্শনের একটু আলোচনা করা যাউক। ভারতে আস্তিক-দর্শনের বিভাগ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদান্তদর্শন) কণাদ-দর্শন (বৈশেষিক) অক্ষপাদদর্শন (গৌতমকৃত ন্যায়) নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিলকৃত-সাংখ্যদর্শন) সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলিকৃত পাতঞ্জল বা যোগদর্শন)—এইরূপে তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাননীয় মাধবাচার্য্য রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশ-পাশুপতদর্শন, শৈবদর্শন, রসেশ্বরদর্শন প্রভৃতি আরও অনেক আস্তিক দর্শনের নামোল্লেখ এবং তাহাদের মত পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আস্তিক-দর্শনের পূর্ব্বোক্ত বিভাগ অনুপপন্ন হইল কি না, তাহা এখানে বিচার্য্য নয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহারা স্বতন্ত্র দর্শন নহে,

ষড়্‌দর্শনেরই অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল দর্শনের কোনও কোনও ভাষ্যকারের মত ও তৎশিষ্যগণের বিভিন্ন মত সকলই উহাদের উৎপত্তির কারণ। রামানুজদর্শন বেদান্ত-দর্শনের শ্রীভাষ্যের (রামানুজকৃত) মতসংগ্রহ। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনও মাধ্বভাষ্যের (আনন্দতীর্থরচিত) মতসংগ্রহ। জীবাণুত্ব প্রতিপাদন করায়, ইহাকে কেহ অণুভাষ্য বলেন। কেহ বা মাধ্বভাষ্যের কতকাংশকে অণুভাষ্য কেহ বা আনন্দতীর্থ-বিরচিত ভাষ্যকে অণুভাষ্য নাম দিয়া অংশ-বিশেষকে মাধ্বভাষ্য বলেন। ফলতঃ এইরূপে উহাদিগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করা যাইতে পারিবে। এই ষড়্‌দর্শনের প্রত্যেকের বিষয় এখানে সম্যক্‌প্রকারে আলোচিত হইবে না, তবে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্য্য অপর পাঁচটি আস্তিক দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। সেই প্রসঙ্গে গৌণরূপে অপর পাঁচটি দর্শনের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যমত নির্ব্বাচন আবশ্যক।

সাংখ্যদর্শনের অস্তিত্বও বর্ত্তমান সময়ে প্রমাণ-সাপেক্ষ পদার্থ; কারণ উহাতে বহুকাল হইতেই নানাবিধ মতভেদ রহিয়াছে। সাংখ্যপ্রণেতা কপিলাচার্য্যের সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। অগ্রে আমরা কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শনের বিষয় প্রমাণ করিয়া পরে কপিলদেবের পরিচয় সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। "সাংখ্যপ্রবচন" নামে ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কপিল-রচিত একখানি সাংখ্যদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহাত্মা বিজ্ঞানভিক্ষু এই গ্রন্থের ভাষ্যকার। তিনি এই গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অপর একখানি "সাংখ্যতত্ত্বসমাস" নামক কপিল-বিরচিত সাংখ্যদর্শন পাওয়া যায়; ঐ খানি সাংখ্যপ্রবচনের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া ভাষ্যকার অবধারণ করেন। "অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ" "অষ্টৌপ্রকৃতয়ঃ" ইত্যাদি কএকটি মাত্র সূত্রে এই ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। ইহাতে পর-মত নাই; কেবল সাংখ্যদর্শনকারের স্বীকৃত পদার্থ-তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহাকে সাংখ্যপ্রবচনের মূল বলিয়াছেন। ইহাতে যাহা বিষয় আছে, তাহাই পরমতোল্লেখপূর্ব্বক যুক্তি দ্বারা সাংখ্যপ্রবচনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনের পৌনরুক্ত্যশঙ্কায় সংক্ষেপ ও বিস্তার বলিয়া তত্ত্বসমাস ও প্রবচনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। * আরও বলিয়াছেন, কপিল-কৃত সূত্রেরও যোগদর্শনের ন্যায় "সাংখ্যপ্রবচন" সংজ্ঞা উপযুক্ত। তাঁহার বচন-রচনা দর্শনে অনুমান করা যায়, এ গ্রন্থখানি কপিলাচার্য্য শিষ্য-বুদ্ধি-সৌকর্য্যার্থে প্রণয়ন করেন। দেখিতেও পাওয়া যাইতেছে, এ গ্রন্থে কোনও একটি বিষয়ের যুক্তি দিয়াই নিরস্ত হওয়া হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা যথাসম্ভব

* ননু এবং তত্ত্বসমাসাখ্য সূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যং ইতি চেন্মৈবং সংক্ষেপ-বিস্তাররূপেণো-ভয়োরপি অপৌনরুক্ত্যাৎ। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য-ভূমিকা।

সহজ বোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উপনিষদে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, একই আত্মজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন রূপে বারম্বার বলা হইয়াছে। কেননা, একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া শিষ্য গুরুবাক্যের অখিল-তাৎপর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারে না; সুতরাং উপদেশ-বাহুল্যের আবশ্যকতা আছে। এ গ্রন্থে সেই সুচারু রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

আপত্তিকারীগণ বলেন, সাংখ্যপ্রবচন এবং তত্ত্বসমাস, ইহার একখানি গ্রন্থকেও কপিলাচার্য্য-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। প্রমাণ ব্যতীত কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, জগতের প্রমাণ-ব্যবহার আপাততঃই লোপ প্রাপ্ত হয়। অতএব উহার প্রমাণ আবশ্যক। আমরা উহার কপিল-প্রণীতত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই না; পরন্তু উহা যে কপিল-রচিত নয়, তাহারই বহুল প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কপিল অতি প্রাচীন কালে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সাংখ্যদর্শন তৎপরবর্ত্তিগণের পরিচিত হওয়া বিশেষ সম্ভব। সাহিত্য স্মৃতি ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের যে সমস্ত গ্রন্থকারগণ কপিলদেবের পরবর্ত্তীরূপে নিশ্চিত, তাঁহারাও কপিলাচার্য্যের সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাসের সংবাদ রাখেন না। পরন্তু সকলেই সাংখ্য-মত সংগ্রহে ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত কারিকাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। প্রথমে দেখা যাইতেছে, মাঘ-প্রণীত শিশুপালবধ কাব্যের ১ম সর্গে ৩৩ শ্লোকে

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহর্ষি নারদের উক্তি ঐ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)

সাংখ্যমতে আশঙ্কা করিয়া—সেই মতাবলম্বনেই সমাধান করা হইয়াছে। সেই শ্লোকটি এই—"উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈর্গৃহীতমধ্যাত্মদৃশা কথঞ্চন। বহির্ব্বিকারং প্রকৃতেঃ পৃথগ্বিদুঃ, পুরাতনং ত্বাং পুরুষং পুরাবিদঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, পুরাতত্ত্বজ্ঞ কপিলাদি নিগৃহীতচিত্ত যোগিগণের অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারা কথঞ্চিৎ গৃহীত, বিকার-বহির্ভূত, প্রকৃতি হইতেও পৃথক্, উদাসীন, পুরাণ পুরুষ বলিয়া তোমাকেই জানেন। প্রথমতঃ নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন "তমেব সাক্ষাৎ করণীয় ইত্যতঃ, কিমস্তি কার্য্যং গুরু-যোগিনামপি।" (অর্থাৎ তুমিই সাক্ষাৎকরণীয়, ইহাপেক্ষা যোগিগণেরই বা মহৎ কার্য্য কি আছে?) এখানে আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই যোগিগণের চির প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার অপেক্ষিত হয় না; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং প্রকৃতি—কিছুই নহেন। মহর্ষি এই অকিঞ্চিৎকর শঙ্কার সারবত্তা নাই, ইহাই দেখাইতে এই শ্লোকে বলিতেছেন, তাঁহাকেই কপিলাদি আচার্য্য গণও প্রকৃতির অতিরিক্ত পরম পুরুষ বলিয়া থাকেন। টীকাকার শব্দশাস্ত্রপারীণ মল্লীনাথ সূরি মহোদয় ব্যাখ্যায় সাংখ্যাচার্য্যানুমোদিত এবং পুরুষাদিতত্ত্ব প্রতিপাদক "কারিকা"-বাক্য (মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রকৃত্যাদি-প্রতিপাদক সাংখ্যপ্রবচন

ও তত্ত্বসমাসের কোনও সূত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকেরা "কারিকার" সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাসের তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এখন দেখা যাউক, নবীন স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের অভিমত কি? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত তিথিতত্ত্বে বৈধহিংসা-বিচার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সাংখ্যমতের সহিত গুরু-মতের বিরোধ উপস্থিত হয় দেখিয়া, তত্ত্বকৌমুদীর হিংসা-বিচার-স্থান উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। স্মার্ত্ত মহাশয় সেখানেও সাংখ্যমত লিখিতে গিয়া অনন্যোপায় হইয়া কারিকার টীকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুসন্ধান এবিষয়ে কতদূরে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে, তাহা একবার আলোচিত হউক। বেদান্তদর্শনের ১অ ৩পা ১১সূ ভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ" এই কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার সহিতও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের পরিচয় নাই। ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশাধ্যায়ের "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ" এই তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ।" এই কারিকারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের খোঁজ রাখেন না। বাচস্পতি বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যের "ভামতী" নাম্নী যে টীকা রচনা করেন, তাহাতেও "কারিকা" দ্বারা সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে; তাঁহার ভাগ্যেও কপিল-প্রণীত সাংখ্যগ্রন্থের দর্শন লাভ ঘটে নাই; তাহাহইলে তিনি অন্ততঃ একস্থানেও উহার উল্লেখ করিতেন।

অশেষ-ধিষণ মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" অপরাপর দার্শনিক মতের ন্যায় কপিলাভিপ্রেত নিরীশ্বর সাংখ্যমতও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত্যাদি পদার্থ-প্রতিপাদক-প্রমাণ বলিয়া কারিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচনের কথা দূরে থাকুক, কপিল-প্রণীত গ্রন্থেরই আদৌ উল্লেখ নাই। জৈমিনিদর্শন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে তাহার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এবং যোগ-দর্শন নির্ণয় প্রস্তাবে তাহার প্রথম সূত্র "অথ যোগানুশাসনং" ও কণাদ-দর্শন-নিরূপণে "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই আদিম সূত্র ও গৌতম-দর্শনাবধারণ সময়ে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শপদার্থ সংগ্রাহক তাহার প্রথম সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সামান্যতঃ গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহার গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়াদির আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনে সে রীতির অনুসরণ আদৌ উপেক্ষিত হইয়াছে। এখানে কারিকাদ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাচস্পতিমিশ্রের মতও অবলম্বিত হইয়াছে। "নিরীশ্বর-সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিণাং মতমুপন্যস্তং" এই বলিয়া পরিশেষে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন। ফলতঃ কারিকা অনেকস্থলে উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনাদির সূত্রোল্লেখ দূরের কথা, তাহাদের নামও প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের শ্রুতিগত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব অনুমান করা যাইতে

পারে, ইহা পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও মনীষা-প্রসূত। উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা যখন স্বেচ্ছায় উহা কপিলদেবের নামে প্রচারিত করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয়াদি অবগত হইতে চেষ্টা করিলে, সমীচীন ফল লাভ করা সম্ভব বোধ করি না। যখন মাধবাচার্য্যাদির সময়েও সাংখ্যপ্রবচন প্রচারিত ছিল না, তখন উহাকে আধুনিক বলিয়া অবধারণ করাই সঙ্গত হইতেছে। ঐ সাংখ্যপ্রবচনে সর্ব্বজনজ্ঞাত সাংখ্য-সিদ্ধান্তের বহির্ভূত মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবিষয় গুলির আন্দোলনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সাংখ্যাচার্য্য কপিল-প্রণীত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু যাহা সাংখ্য-প্রবচন নামে অধুনা জনসমাজে পরিচিত, তাহাও কারিকার এক একটি অংশকে সূত্রাকারে স্থাপন এবং ব্রহ্মসূত্রাদির দুই একটিকে কিঞ্চিৎ বিকৃতরূপে ব্যবস্থাপন দ্বারাই রচিত। মধ্যে মধ্যে স্বকপোল-বিলসিত দুই একটি যুক্তি প্রমাণাদি এবং অভিনব তাৎপর্য্যবিশিষ্ট সূত্রও গ্রন্থকার ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে মনোযোগ করিয়াছেন। এখানে আরও বলবত্তর প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গৌড়-পাদস্বামী একজন দার্শনিক সমাজে সুপরিচিত লোক। তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে। তিনিও সাংখ্যকারিকার এক-খানি "ভাষ্য" প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ গ্রন্থ দুর্লভ না হইলেও, উহা অদ্যাপি অনুসন্ধানাভাবে অনেকের দৃষ্টিপথ অলঙ্কৃত করে নাই। মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা গৌড়পাদ-প্রণীত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার "ভাষ্য" প্রণয়ন করিয়া উহাকে গৌড়পাদের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতেই গৌড়পাদকে পূর্ব্বকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গৌড়পাদ সাংখ্যপ্রবচনের কোনও সংবাদ রাখিতেন, একথা তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রকাশ নাই। ইহাহইতে শঙ্করের পূর্ব্বেও কারিকারই প্রচ-লন প্রমাণীকৃত হয়, এবং তৎকালেও কপিল-বিরচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এরূপ অনুমান করা যায়। কারিকা-ব্যাখ্যানে বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অপর সাংখ্যপ্রবচন অথবা তত্ত্বসমাসের অস্তিত্বশঙ্কাও লোকের মনে উদিত হয় না। কারিকার সাংখ্যমত বিবেচিত হইলে আশঙ্কা হইল, "এখানি প্রকরণ গ্রন্থ মাত্র, সাংখ্যশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ অর্থাৎ আচার্য্য-রচিত কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কি না?" বাচস্পতি মহাশয় সেই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন "নেদং প্রকরণং" "অপিতু শাস্ত্রমেবেদং" অর্থাৎ ইহা প্রকরণ গ্রন্থ নয়। ইহাই "শাস্ত্র"। যদি সাংখ্যপ্রবচনাদি কপিল-প্রণীত গ্রন্থ বিদ্যমান রহিত, তবে তাহাদেরই "শাস্ত্র" নামে উল্লেখ করা হইত। ইহাকে "প্রকরণ" অথবা "সংগ্রহগ্রন্থ" বলিলেই চলিত। কপিলাচার্য্য সাংখ্যতত্ত্ব শিষ্যকে বলিয়াছিলেন মাত্র। তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন না বলিয়াই আপাততঃ মনে করা যায়। মতপ্রবর্ত্তক গুরু বলিয়াই কপিলদেব সর্ব্বত্র

পরিচিত; গ্রন্থকার বলিয়া নহে। যদিও কপিল গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তবে সময়ের স্রোতে তাহা অদৃশ্য হইলে, কারিকাই তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্য্য ভাষ্য-ভূমিকায় সাংখ্যশাস্ত্রের রাহুগ্রাস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বাক্যের দ্বারাও আরও সাংখ্যশাস্ত্রের "কলাবশেষ" অবগত হওয়া যায়। তিনি উহাকে বাক্যামৃতে পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। * তাঁহার বাক্যে বুঝাইয়া দিতেছে, কপিলাচার্য্য-প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ হইয়াছে। যাহা অপর সাংখ্যপ্রবচনাদি গ্রন্থ আছে, তাহা অপরিচিত বলিয়া উহার দ্বারা শাস্ত্রের বিদ্যমানতা প্রমাণ হয় না। তবে তন্মতের প্রতিপাদক বলিয়া উহাকেই "কলাবশেষ" বলা হইয়াছে। নচেৎ মূল-আচার্য্য-রচিত দুইখানি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে প্রকরণ-গ্রন্থাদির বিনাশে "সাংখ্যশাস্ত্র ভক্ষিত" একথা সঙ্গত হয় না। সুতরাং উহার তাৎপর্য্য মূলগ্রন্থের বিলোপ প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "তবে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিলেই অনুমিত হইবে, ঐ গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধির একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সূত্র অবলম্বন না করিলে, তিনি ভাষ্যকার শঙ্কর এবং তত্ত্বকৌমুদীর বাচস্পতির মতে দোষারোপ করিতে সুযোগ পাইতেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিল-প্রণীত বাক্যাবলম্বনে কোনও মতবাদ প্রচার করিলে, তাহার অপ্রমাণ-শঙ্কা হয় না; এই বিশ্বাসই তিনি মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেন। তদনুসারে সাংখ্য-প্রবচনেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অমোঘ সুযোগ লক্ষিত হয় দেখিয়া, উহাকেই কপিল-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন। গ্রন্থকারও কপিল-রচিত গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তৎপূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ কপিলের নামে প্রচার করেন। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি দুই একজন লোক ইতি-পূর্ব্বে সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ঐ অভিনব কাপিল গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা এবং উহা কপিলাচার্য্য-রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া যান। শঙ্করের মতে দোষার্পণ করিলে অনেকদিন জগতে পরিচিত থাকা যাইবে, হয়ত এই প্রলোভনে এবং সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার স্বার্থ-পিপাসায় বিজ্ঞান উহা বুঝিতে পারিয়াও কপিলের নামে প্রচার করিলেন। স্বার্থসিদ্ধিতে মনুষ্য অন্যরূপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সত্য তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হয় না। তজ্জন্যই বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য তিনি গোপন করিতে পারিলেন না। 'সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ' তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। অতএব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে, কপিলদেব হয়ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই; করিলেও তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনাদির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির এইখানেই বিশ্রাম, সুতরাং এইখানেই, পূর্ব্বপক্ষের অবসান করা হইল।

(ক্রমশঃ)

যশোহর—ব্রহ্মচারি-আশ্রম। শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।

* কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং। কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।	কার্ত্তিক।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

বৈরাগ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পরিদৃশ্যমান জগতের নশ্বরতা এবং জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সুখের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রলোভন ও আসক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা এই শোক-দুঃখময় সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ। সংসারের আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন, আবির্ভাব এবং তিরোভাব, অভ্যুত্থান এবং অধঃপতন সন্দর্শনে স্বতঃই ভৌতিক জগতের নশ্বরতা এবং তৎপ্রসূত সুখের আবিলতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব ভাব কল্পনা-বেলা-ভূমি অতিক্রম করিয়া, প্রবলবেগে মানসক্ষেত্রে যাইয়া আঘাত করে। কল্য যাঁহাকে মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, গুণরাশি-বিভূষিত, অগণন নরনারী কর্ত্তৃক পূজিত হইতে দেখিয়াছি; অদ্য তাঁহার নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন বদন-কমল আর নেত্রগোচর হয় না; যে ব্যক্তি এক সময়ে কুবেরের ন্যায় ধনপতি ছিলেন, যাঁহার অট্টালিকা সর্ব্বদা লোক-কোলাহলে পরিপূর্ণ,—সঙ্গীতলহরী এবং বংশিধ্বনিতে মুখরিত থাকিত, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষের ভিখারী হইয়া শতশত লোক বাটীর বহির্ভাগে অবস্থিতি করিত, কালের কুটিলচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া অদ্য তিনি মুষ্টিমেয় ভিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী! কল্য যে নয়নাভিরাম কুসুম, তাহার অনুপম রূপলাবণ্যের গৌরবে হেলিয়া দুলিয়া, প্রেমিক এবং কবিকে তাহার পবিত্র সান্নিধ্যে যাইবার জন্য অস্ফুট মধুর আহ্বান করিত, অদ্য তাহার সে প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়াছে; আর যে সেই কুসুমাবলীর হার পরিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল, অদ্য সে আহাতে নিস্পৃহ হইয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

কুসুমের সে সুবাস নাই, সে লাবণ্য নাই, সুতরাং তাহারও তজ্জনিত মানাসুখ তিরোহিত হইয়াছে। যে বিটপী উন্নত মস্তকে স্পর্দ্ধাসহকারে সকল বৃক্ষের উপর নিজ শির তুলিয়া, শতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা আবর্ত্তনের মধ্যে স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, হঠাৎ প্রভঞ্জনের ভীম আক্রমণে সে নতশির—ভূতলশায়ী! আর বিহঙ্গকুল তথায় বিশ্রামলাভ করিবার জন্য আসে না, পথশ্রান্ত পথিক আর তাহার সুশীতল ছায়ায় ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারে না। সাংসারিক সকল সুখই এইরূপ ক্ষণস্থায়ী; কেন না জগতের সকল বস্তুই নশ্বর। পিতা-মাতার স্নেহ, গুরুজনের অনুগ্রহ, ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসা, প্রণয়িনীর প্রেম, প্রতিবাসীর মমতা, শিশুদিগের স্নেহ-স্নিগ্ধ অস্ফুট অমিয়-বাক্যাবলী; ধন-জন, জীবন-যৌবন, সকলই ক্ষণস্থায়ী—দুদিনের জন্য; কালের অতল গর্ভে সকলই ডুবিয়া যাইবে। এইরূপ ভাব যখন মনকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া বসে, তখনই তাহার নিভৃত কন্দর হইতে আপনিই প্রশ্ন হয়, আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? আমার গন্তব্য স্থানইবা কোথায়? আমার হস্ত-পদাদি কি আমি? কই, হস্তপদাদি নষ্ট হইলেও ত আমার 'আমিত্ব' যায় না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি কেবল পরমাণু-সমষ্টি,—না, ইহার অন্তরালে কোনও চৈতন্যরূপিণী শক্তি আছে? জীবনধারণ কি কেবল উদর পূরণের জন্য, না ইহার কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে? এই সকল তত্ত্ব বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে; আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মই এক মাত্র সৎ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হইবে। ভৌতিক জগৎ নশ্বর। আত্মজ্ঞান জন্মিলে সংসার-বন্ধন ঘুচিবে এবং মুক্তিলাভ হইবে।

সংসার-হৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ
কোমোক্ষহেতু কথিতঃ স এব।

(মনিরত্নমালা)

এই মুক্তি লাভ করাই মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। মুক্তি কি? বিষয়-বিরাগই মুক্তি।

কা বা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ। (মণিরত্নমালা)

এই মুক্তি এবং প্রকৃত বৈরাগ্য—একই কথা।

বৈরাগ্য কি? বিষয়ে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। রঞ্জ্ ধাতুর অর্থ—ভালবাসা (আসক্তি) বি উপসর্গের অর্থ—বিগত, শূন্য। আসক্তি-রাহিত্যকেই বৈরাগ্য বলে; কিন্তু এই আসক্তি-রাহিত্য অর্থে বিষয়-আসক্তি-রাহিত্য বুঝিতে হইবে; কারণ সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলে ব্রহ্মেও আসক্তিশূন্য হইতে হয়। সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অসম্ভব ও অসহনীয়। বিষয়ে অনাসক্তি এবং ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আসক্তিই প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের

বা ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি লাভ হয়না, এবং বিষয়-আসক্তি শূন্য না হইলেও সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না; সুতরাং বৈরাগ্য অবলম্বনে মুক্তিলাভ এবং তদ্ধেতু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভৌতিক শক্তির প্রভাবে সাংসারিকতা বা সংসার-প্রবণতাই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, এবং বৈরাগ্য উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তুমি বলিবে, সংসারে থাকিয়া লোকসেবা, দেশসেবা, পরহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করা কি ধর্ম্ম বা মহৎকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত নহে? ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, লুথার্, পার্কার্, লিভিংষ্টোন্, রিএঞ্জি, গারফিল্ড, কোসুৎ প্রভৃতির দ্বারা কি পৃথিবীর মঙ্গল সংসাধিত হয় নাই? তুমি তোমার নিজের আত্মজ্ঞান লইয়া ব্যস্ত, তোমার দ্বারা সংসারের কোন্ উপকার হইবে? এতদুত্তরে এই বক্তব্য যে, লোকসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি মহৎকার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মারা সকলেই সংসারের অল্প-বিস্তর পরিমাণে মঙ্গল করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত কার্য্যগুলি 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইতে পারে, কেননা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান এবং ধর্ম্ম, একই কথা। কিন্তু কোন বিষয়ে সমীচীনতা লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বৈরাগ্য সেই আদর্শ লাভের অনুকূল, সংসারাসক্তি তাহার প্রতিকূল; এইজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মাগণ দেবোপম চরিত্রের আদর্শ হইলেও পূর্ণ-আদর্শ তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে না—তাঁহারা মুক্তপুরুষ নহেন। মুক্তিলাভ করাই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। সংসারে বিশেষরূপে লিপ্ত থাকা এই মুক্তি লাভের পরিপন্থী। সংসারে লিপ্ত থাকিয়া যিনি যতই সাবধান হইয়া চলুন্ না কেন, অনাহত শরীরে কেহই তথা হইতে প্রত্যাগত হইতে পারেন না। তুমি কি চতুর্দ্দিকে মল-মূত্র-পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভাবিতে পার, যে তুমি চন্দন-পরিবেষ্টিত রহিয়াছে? এই জন্য ঋষি-মুনিগণ বনে গমন করিয়া, পূর্ণ আদর্শ লাভ করিবার জন্য যোগরত হইতেন। যে পরিমাণে তুমি সংসার বা বিষয়-জড়িত, সেই পরিমাণে তুমি পূর্ণ আদর্শ হইতে—মানব-জীবনের একমাত্র আদর্শ হইতে—দূরে অবস্থিত। ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, যাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন, এবং চরিত্রের বিমল সৌরভে পৃথিবীকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন। যে সকল মহাত্মা-দিগের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে যে, সংসার তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন। সংসার-প্রবণতা এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠান বা চরিত্রমাহাত্ম্য, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি, তাহা নিম্নে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুক্তি লাভ করা মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; সাংসারিকতা এই উদ্দেশ্য লাভের কণ্টকস্বরূপ।

"যস্য সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃকুতঃ।"

যাহার সাংসারিক চিন্তা প্রবল, চিন্তামণির চিন্তা তাহার কোথা হইতে আসিবে? এই চিন্তামণির চিন্তাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। সংসারের প্রতি অনাসক্তি না হইলে, তাহা সম্ভব নয়। আমাদের চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, একই সময়ে দুইটী বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ করা অসম্ভব। যে পরিমাণে এক বস্তুর উপর তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে অন্য বস্তুর প্রতি অনাকৃষ্ট এবং তাহা হইতে বিচ্যুত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান আদর্শ; সুতরাং যে পরিমাণে তোমার সংসারাসক্তি থাকিবে, সেই পরিমাণে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইবে। এক বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হইলেই তদ্বিপরীত বস্তুর প্রতি তাহার তৎপরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন মন ব্রহ্ম-সাগরের অমৃতাস্বাদনে একেবারে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, তখনই প্রকৃত বৈরাগ্য—তখনই মুক্তিলাভ—আত্মজ্ঞানলাভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জাগতিক সকল পদার্থই নশ্বর অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী; বিজ্ঞান-জ্ঞান-গর্ব্বিত যুবক এতদুত্তরে বলিবেন, পৃথিবীরকোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং জাগতিক পদার্থের নশ্বরতা-বোধ-জনিত বৈরাগ্যের কোনও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জাগতিক বস্তু সকলের সম্পূর্ণ ধ্বংস না হইলেও, রূপান্তর হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপান্তরই কি ফলিতার্থে ধ্বংস নহে? মনুষ্যদেহ ভস্মীভূত হইলে, সেই ভস্ম কালে মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। তবে কি ভস্ম হইবার জন্য এত বিড়ম্বনা, এত পাপ, এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ-ভোগ? যে ব্যক্তি সজীব মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট ছিল, সে কি ভস্মে বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকাতে, প্রকৃত বস্তুর ধ্বংস হয় নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ছিল তোমার সোনার দেহ, হল তাহা ভস্মরাশি বা মৃত্তিকা-স্তূপ; এই অবস্থান্তর বা রূপান্তর ভাবিলে, কে জাগতিক বস্তুর প্রতি—সংসারের প্রতি—বীতস্পৃহ না হন? এই ভীষণ অবস্থান্তরই দৃশ্যমান নশ্বরতা। যাহা ছিল, তাহাত আর নাই! সংসারের সকল বস্তুরই এই গতি; তাহাতে আসক্তি কেবল দুঃখের হেতু, সুতরাং তাহা পরিহর্ত্তব্য। এই আসক্তির পরিহারই বৈরাগ্যের নামান্তর মাত্র।

আসক্তিই সকল দুঃখের কারণ। কামনার চরিতার্থতা না হওয়া দুঃখ; সুতরাং কামনার অভাব বা অনাসক্তিই সুখ। কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইলেও কামনা পরিতৃপ্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ভোগে কামনার অবসান হয় না। ঘৃতাহুতিতে অনলের ন্যায় ভোগাহুতিতে কামনার

র্জ্জনই হয় যে বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি জন্মে, সেই বস্তুই নিজের করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের প্রস্রবণ।

মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নির্বৃতেঃ।
শুকস্য বিগমে দুঃখং ন দুঃখং গৃহমূষিকে॥

"আমার" এই জ্ঞানই দুঃখের মূল, "আমার না" এই জ্ঞানই সুখের মূল; কারণ, পোষিত শুকপাখীর অভাব হইলে, তাহাতে দুঃখ হয়; গৃহ-মূষিকের অভাব হইলে হয় না। এই আসক্তির বিষময় ফল ইয়ত্তা করা যায় না। আসক্তি বলিলেই, সাধারণতঃ বিষয়াসক্তি বা সংসারাসক্তি বুঝা যায়। এই বিষয়াসক্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর।

"বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশহরং বিষং" ॥

(যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষুপ্রকরণ।)

বিষয়-বৈষম্যই প্রকৃত বিষ; প্রকৃত বিষকে বিষ বলে না; কারণ, বিষ একজন্ম নাশ করে, বিষয় জন্মজন্মান্তর নাশ করে।

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষয়-বিষ-বিমর্দ্দ-ব্যক্ত-দুশ্চেষ্টিতানাং।
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নীধানাদমীষাং
সুখ-কণ-মণি-হেতোঃ সাহসং মাস্ম কার্ষীঃ।

(শান্তিশতক)

হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দন্তধারী বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে দূরে থাক; বিষয়-বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের কুভাব ব্যক্ত করে; সামান্য সুখরূপ মণির জন্য চেষ্টা করিও না।

সাংসারিক সুখ এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি লোকের আসক্তি প্রবলা; কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, সংসারের অধিকাংশ সুখই আবিলতা পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহার অসারতা এবং ক্ষণভঙ্গুরত্ব যেমন ইহার প্রতি ঔদাস্যের কারণ, ইহার আবিলতা ততোধিক। সংসারের ধন, মান, যশ, আত্মীয়তা, ভালবাসা, যেমন অসার এবং ক্ষণভঙ্গুর, তেমনই পাপমিশ্রিত, এবং অনেক সময়ে পাপ-প্রবর্ত্তক। ধনোপার্জ্জন যাঁহারা করেন, তাঁহারা অনেকেই নীতি এবং সততার মাত্রা অতিক্রম করিয়া থাকেন; এবং অনেকে ইহার জন্য অতি জঘন্য—লোমহর্ষণ,—পৈশাচিক কার্য্যেও লিপ্ত হয়েন। ইহার লালসা প্রবল হইলে, পাপের পথ প্রশস্ত হয়; এই জন্যই অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (Gold is the canker

of the breast)। আমরা যাহাকে যশ বা মান বলি, তাহা অনেক সময়েই ঘৃণিত উপায়ের দ্বারা অর্জ্জিত। অল্পসংখ্যক স্থলে ভিন্ন, সাধারণতঃ ইহা অপাত্রেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনেকে নিজের বা সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া, ইহ-পরকালের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মানী বা যশস্বী হয়েন; আর যাঁহারা প্রকৃত মান বা যশ পাইবার উপযুক্ত পাত্র, তাঁহারা সংসারের কুটিল চক্রের আবর্ত্তনের সহিত নিজ মতামত, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে যথাযথ বিঘূর্ণিত করিতে পারেন না বলিয়া, যশ এবং মান তাঁহাদের ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হয় না। সংসারের ভালবাসা অধিকাংশ স্থলেই স্বার্থ-গন্ধযুক্ত, এই জন্য স্থায়ী হয় না; কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা একেবারেই নিঃস্বার্থ, এই জন্য তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

সংসৃতির সকল সুখই সাপেক্ষ। ইহার দ্বারা বিমল প্রাণ-মনঃস্নিগ্ধকর সুখ লাভ হয় না; কেননা আসক্তি ইহার অন্তরালে রহিয়াছে। সাপেক্ষ সুখ নিকৃষ্ট জাতীয়। মনু বলেন,—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ ॥

শাস্ত্র যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃত বৈরাগ্য ভিন্ন তাহা কখনও সাধ্যায়ত্ত হয় না।

"ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥"

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচৌর্য্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইন্দ্রিয়ের সংযম, অক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। যাঁহার কোন প্রকার আসক্তি নাই, অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সত্য অপলাপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে সংসারবিরাগী, তাহার ক্ষমা-পক্ষেও কোন অন্তরায়ই দেখা যায় না। যাহার লোষ্ট্র-কাঞ্চনে তুল্যজ্ঞান, তাহার কখনও সন্তোষের অভাব হয় না। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, শরীর এবং মনের শুদ্ধি জন্মে, বিকার থাকে না, ইন্দ্রিয় সংযত হয়, ক্রোধ তাহার মনে স্থান পায় না। যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে, পরমার্থজ্ঞান লাভ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ঈদৃশ ব্যক্তির সহজেই তত্ত্বজ্ঞান এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যিনি সংসার-বিরাগী, তিনি শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, এবং বাক্যের দ্বারা কখনও পাপাচরণ করেন না, এই জন্য তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

Love is not love which alters when in alteration finds. (Shakespeare.)

যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বভূতেষু পাতকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা ॥

(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব)

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্মে ভক্তি হওয়া আবশ্যক। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। যিনি ব্রহ্মোপাসনা করিবার নিমিত্ত, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি এবং জ্ঞান, উভয়ই লাভ হইয়াছে। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এবং আত্মজ্ঞানের উপর। ইহা দ্বারা বিষয়াসক্তি রহিত হয়, বিমল এবং অনাবিল সুখ জন্মে; ধর্ম্ম অর্জ্জনের ইহা একমাত্র সোপান; ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-সংযম হয়। এক কথায়—ইহা মনুষ্যত্ব লাভ করিবার একমাত্র উপায়। এই জন্যই বৈরাগ্যের আবশ্যকতা।

পৃথিবীতে যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী; এমন কি, যাঁহারা সংসার-ক্ষেত্রকে কার্য্যস্থল মনে করিয়া চিরদিন তাহারই সেবায় রত ছিলেন, তাঁহারাও ইহার অরুন্তুদ-দংশনে ছট্‌ফট্ করিয়া, সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক। তাঁহাদের কথার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, সংসারে নির্ম্মল সুখ দুষ্প্রাপ্য, বিষয়-বাসনা পাপ-প্ররোচক; কৃতঘ্নতা, অসত্য, নিষ্ঠুরতা অশান্তি, সর্ব্বদা সংসারে বিরাজ করিতেছে। কামনা এবং আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে আর পরিত্রাণ নাই।

ঈশা, মুশা, নানক, চৈতন্য, দাউদ, কবির, তুলসীদাস, কার্লাইল, সক্রেটিস, লুথার, ডাইওজিনিষ্, প্রভৃতি সকলেই পরম বৈরাগী ছিলেন। ইহাদের বৈরাগ্য-প্রসূত দেবোপম চরিত্রের মাহাত্ম্যের নিকট ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব-মত্ত, বিলাসিতার কোমলাঙ্কে চির-লালিত পালিত, প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত ব্যক্তিরাও অবনত-শির হইয়া পদধূলি লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে আলেকজান্দার অলোকসামান্য বীরত্বে সমগ্র পৃথিবীকে সন্ত্রাসিত করিয়াছেন, তিনিও ডাইওজিনিসের স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য এবং নৈসর্গিক তেজঃসন্দর্শনে বিগলিতচিত্ত হইয়া, করুণস্বরে বলিয়াছিলেন, "Were I not Alexander the Great, I would be Diogenes the cynie"। মুনি-ঋষিগণ মাত্রেই, সাংসারিক সুখের অস্থিরতা এবং অসারতা উপলব্ধি করিয়া, ইহার প্রতি ভ্রূকুটি এবং বিতৃষ্ণা জানাইয়াছেন। শাক্যের মতে, এই সংসার দুঃখ-শোকময়; ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তিনি "অপবর্গের" প্রয়োজন প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈরাগ্য ভিন্ন সেই "অপবর্গ" অপ্রাপ্য। ষ্টোইক্ Stoic দার্শনিকগণ যে virtue (চরিত্রোৎকর্ষ) লাভ করিবার

জন্যই জীবনের প্রতি কঠোর শাসন করিতেন, তাহাও বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। শঙ্করাচার্য্যর চিরস্মরণীয় "নলিনীদলগত জলমতি তরলং, তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং। মাকুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং" ইত্যাদি, বৈরাগ্য-শতকের "তৃষ্ণেহধুনা মুঞ্চ মাং," যোগবাশিষ্ঠের "ভিনত্তি হৃদয়ং পুংসাং.........দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব রাক্ষসী," শান্তি-শতকের "ক্ষুধাব্যাধেঃ ফলমূলং অস্তি শমনং ক্লেশাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ," হিতোপদেশের "স্বচ্ছন্দবনজাতেন......অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ"—ইত্যাদি সকলই বৈরাগ্য-বাঞ্জক। সেক্ষপিয়র কখনও মনুষ্যকে "Quintessence of dust," কখনও মনুষ্য-জীবনকে "Full of sound and fury, signifying nothing" বলিয়াছেন। গ্রে-এর (Gray) "The paths of glory lead but to the grave," গোল্ড-স্মিথের "Man wants but little here below, nor wants that little long," এড্‌মণ্ড বার্ক (EdmundBurke) এর "what shadows we are, what shadows we Pursue!" দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সংসারের সুখ এবং যশ, মান, ইত্যাদিতে ইঁহারা সুখী হন নাই; বরং ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। সংসারের দুঃখ-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য কাউপার্ (Cowper) "O! for a lodge in some vast wilderness" এবং বায়রণ্ (Byron) "O! that the desert were my dwelling place," বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ভাবিয়া, ইয়ং (young) মনের আবেগে বলিয়াছিলেন, "How soon must he resign his very dusts;" Johnson's "Vanity of human wishes" এর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সংসারের ধন, মান, যশ প্রভৃতির অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সক্রেটিশ্ বলিয়াছিলেন, "যে, যে পরিমাণে অভাব-সংকোচ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দেবতা"। ফলতঃ যাঁহারা ঘোর সংসারী, তাঁহারাও ইহার বৃশ্চিক-দংশনে ব্যথিত হইয়া, বৈরাগ্যের জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়াছেন। কেহ কেহ একেবারে সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের পাপ-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য অরণ্যবাসী হইয়াছেন। জীবনের সার্থকতা কখনও বৈরাগ্য অবলম্বন ভিন্ন সংসাধিত হয় না। ইহা চির-সুখের উৎস, মহত্ত্বের প্রস্রবণ, সত্যতার নিলয়, ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্র নির্ঝর, জীবনের মান-সরোবর, চরিত্রের পবিত্রক্ষেত্র, পুণ্য সঞ্চয়ের পূত ভূমি,—ইহা সর্ব্বসুখাধার। যিনি অকিঞ্চিৎকর, পাপ-প্রবর্ত্তক, সংসার-সুখের ধূলা খেলায় মত্ত হইয়া, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় বৈরাগ্যকে একেবারে বিসর্জ্জন দেন, তিনি কাচের জন্য কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন; তাঁহার জীবন ধিক্-কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বিষয়-সুখে লিপ্ত হইয়া, পরমার্থে জলাঞ্জলি দিলে, পরিণামে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অবশ্যই বলিতে হইবে—

জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

সংসার-সুখে লিপ্ত হইয়া আমার মহামূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিয়াছি; হায়! আমি দেবদুর্লভ চিন্তামণিকে অকিঞ্চিৎকর কাচ-মূল্যে বিক্রয় করিয়াছি।

রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহাতে, সংসারে এবং বিষয়ে লিপ্ত হইলে যে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা, নিম্ খাওয়ালে, চিনি বলে, কথার ক'রে ছল।
ওমা, মিঠের লোভে, তিতো-মুখে, সারা দিনটা গেল॥
মা, খেল্‌বে ব'লে, ফাঁকি দিয়ে, নাবালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলালে, মাগো আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হ'লো,
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল॥

শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

আপত্তিকারীগণের অভিপ্রেত যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, সাংখ্যপ্রবচনের কপিল-প্রণীতত্ব সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ আছে কিনা। আমরা দেখিতে পাই, কপিলর্ষি আসুরি নামক এক ব্যক্তিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন; এ বিষয়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদন আছে। "পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কাল-বিপ্লুতং প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম-বিনির্ণয়ং" এই প্রথম স্কন্দের শ্লোক হইতেই আমরা ইহা অবগত হইতে পারিয়াছি। ভাগবতে কপিলদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমাবতাররূপে কথিত হইয়াছেন। ভগবান্ সত্যবতী-সুত বেদব্যাস মহাশয় [illegible]দশ অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অল্পপ্রজ্ঞপুরুষগণের সম্যক্ প্রকারে গভীর

বেদার্থ অবগত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মহান্ বেদ-বৃক্ষকে তিনি নানা শাখায় বিভক্ত করেন। "ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখাঃ দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ" এই শ্লোকে বেদব্যাসের অবতারভাব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায়, বেদব্যাসের বহুপূর্ব্বে ভাগবতোক্ত দেবহূতি-পুত্র কপিল আসুরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে যেরূপ নিয়মে গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের পরিচয় প্রকাশিত হইত, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সময় অবগত হওয়া যায় কিনা এবং আধুনিক অনুমান ভিত্তিশূন্য কিনা, তাহা পৃথক্ সময়ে আলোচিত হইবে। কপিল কে? কপিল বেদব্যাসের পরবর্ত্তী কি পুরাতন? কপিল নামক অনেকগুলি ব্যক্তি পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যকার কোন্ কপিল, তাহা "কপিল" শীর্ষক প্রবন্ধে নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করা যাইবে। ফলতঃ আমরা ভাগবতের শ্লোক হইতে অবগত হইতে পারিলাম, কপিল নামক ভগবানের পঞ্চমাবতার আসুরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। ঈশ্বর কৃষ্ণও বলিয়াছেন "এতৎপবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ আসুরিরপি, পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রং" অর্থাৎ এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ সাংখ্যতত্ত্ব মুনি (কপিল) আসুরিকে প্রদান করিয়াছিলেন, আসুরিও পঞ্চশিখকে দিয়াছিলেন, তাঁহার (পঞ্চশিখের) দ্বারা বহুবিধ গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এখানে "পঞ্চশিখের গ্রন্থ প্রণয়নই উক্ত হইয়াছে, কপিল বা আসুরির রচিত গ্রন্থের কোনও সংবাদ ইহা হইতে পাওয়া যায় না" এইরূপ আশঙ্কা উদিত হয়, তাহার সমাধানার্থে "তত্ত্বোপদেশ দেওয়া" "তত্ত্বকথন" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি, তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী বলেন, কপিল আসুরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন; তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নাই; তিনি সাংখ্যতত্ত্বের উপদেষ্টা মাত্র। বিশেষতঃ "অগ্নিঃ স কপিলোনাম সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ" এই শ্লোক হইতে জানা যায়, অগ্নিই কপিল নামধারী হইয়া সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করেন। এই প্রবর্ত্তক শব্দে গ্রন্থরচয়িতা বুঝায় না, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক আদিগুরুকে বুঝায়। কপিল সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। সেই মত শিষ্যাদি দ্বারা আলোচিত হইতেছিল; তখন গ্রন্থ-রচনা হয় নাই; পরে পঞ্চশিখের সময়ে গ্রন্থাকারে পরিণত হয়। তজ্জন্যই ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিতেছেন, কপিল সাংখ্যোপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু পঞ্চশিখ গ্রন্থরচনা করেন। কপিল-প্রণীত তত্ত্বসমাস বা সাংখ্যপ্রবচনাদি গ্রন্থের কথা তিনি কিছুই বলিলেন না; পরন্তু পঞ্চশিখের গ্রন্থ-বিরচন তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইল না। কাজেই অনুমান করা যায়, সাংখ্যপ্রবচনাদি কপিল-রচিত নহে। প্রতিপক্ষের বাক্যচ্ছেদ্য যুক্তির বিষয় আলোচনা করিলেই ইহার অসারতা প্রমাণীকৃত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ব্বকালে কাগজের উপর কালী দিয়া লিখিয়া অথবা

এইরূপে মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থ-প্রচার হইত না। কতকগুলি এক বিষয়ক তত্ত্ব বাক্যাকারে গ্রথিত হইলে, তাহাকে গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হইত। কাহাকেও কোনও বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে, দ্বিবিধ প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিজের যে বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান আছে, অপরের সেইরূপ বোধ জন্মাইতে হইলে, যে বাক্যটি শ্রবণ করিয়া তাহার ঐরূপ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ এক রীতি, অপর প্রণালী, তাদৃশ বাক্যের অভিজ্ঞান স্বরূপ অক্ষর-ব্যবস্থাপন দ্বারা লিপি রচনা করিয়া তাহাকে পাঠ করিতে দেওয়া। শেষোক্ত রীতি সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইতে পারে না, কারণ সকলেই অক্ষর গ্রহণে সক্ষম নয়; কিন্তু শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই উচ্চারিত বাক্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম। পুরাকালে লিপি-রচনার ব্যবহার ছিল না। তখন বাক্যোচ্চারণ দ্বারাই শিষ্যদিগের বোধ জন্মান হইত। বাক্যটি বিশেষ বিস্তৃত-রূপে রচিত হইলে, উহা স্মরণ রাখিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয়, এজন্য প্রাচীন আর্য্যমহোদয়েরা স্বল্পাক্ষর-সূত্র সকলের রচনা করেন। সূত্রের ব্যাখ্যাদি বুঝাইয়া দিয়া সেই সকল তত্ত্বের আকর স্বরূপ সূত্রটিকে অভ্যাস করান হইত। উহাকে যথাসম্ভব লঘু আকারে রচনা করিতে চেষ্টা করা হইত; এই সকল সূত্র শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখেই পঠিত ও অভ্যস্ত হইত। পরে যখন সময়-চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে ভারতের আর্য্যগণ পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি-সামর্থ্য প্রভৃতি গুণের সম্যক্‌রূপে অধিকারী হইতে অযোগ্য হইলেন, মস্তিষ্ক-শক্তির অল্পতা অনুভূত হইতে লাগিল, পূর্ব্ব-পুরুষগত সম্পত্তি রক্ষণে অক্ষম হইলেন, তখনই লিপিবদ্ধ করা প্রণালীর অবতারণা। পূর্ব্বে আচার্য্যেরা সূত্র রচনা করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন, বহুকাল পরে শিষ্যেরা মনে রাখিতে না পারিয়া লিখিয়া রাখিলেন। ঐ লেখা পূর্ব্বাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ নামে অভিহিত হইল। ফলতঃ কোনও শিষ্যই পূর্ব্বাচার্য্যের রচিত সূত্র ব্যতীত স্বকপোল-কল্পিত একটা কিছু লিখিয়া রাখিতেন না। এইরূপেই সকল গ্রন্থ প্রথম মুখে পঠিত— পরে লিপিবদ্ধ ভাব ধারণ করে। কপিলও ঐরূপে আসুরিকে প্রথমে সূত্র শিক্ষা দেন, তাহাই পঞ্চশিখের সময়ে লিখিত হয়; কাজেই ঈশ্বর কৃষ্ণ বলেন, পঞ্চশিখের দ্বারা গ্রন্থ রচিত হয়। এখানে পঞ্চশিখের নিজের দ্বারাও অনেক সূত্রাদি প্রণীত হয় বলিয়া বিশেষরূপে পঞ্চশিখের গ্রন্থ-রচনা লিখিত হইয়াছে। বেদান্ত প্রভৃতি সকল দর্শনই ঐরূপে সূত্রাকারে রচিত, পঠিত ও বহুকাল পরে লিখিত হইয়াও যদি সূত্রকারের নামেই প্রকাশিত হইতে পারে, তবে ঐভাবে রচিত হইয়া সাংখ্যদর্শনের কপিল-দেবের নামে প্রকাশিত হওয়ায় অপরাধ কি? বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালের গ্রন্থ-কর্ত্তৃত্ব এবং পুরাকালের "সূত্র দ্বারা তত্ত্বকথয়িতৃত্ব" একই পদার্থ। বিশেষতঃ লিখিত না হইলে অথবা মুদ্রিত না হইলে, গ্রন্থ হইবে না, ইহার কোনও তাৎপর্য্য নাই। অপরা-পর মুনিরা যেরূপে সূত্র রচনা পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন, কপিল তাহা হইতে

স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাও কোন বিশ্বাস্য বাক্য নহে। পঞ্চশিখের সময়ে সাংখ্যশাস্ত্র বিস্তৃতি লাভ করে; তজ্জন্যই ঐ সময় ঈশ্বর কৃষ্ণের নিকট বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পঞ্চশিখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি সূত্র আমরা দেখিতে পাই; উহা বিশেষ উপাদেয় বলিয়া ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চশিখ কপিল-সূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন, এবং নিজেও অনেকগুলি সূত্র প্রণয়ন-পূর্ব্বক সাংখ্যশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। পঞ্চশিখের সূত্র ঐরূপ সময়ে আবার অন্য কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। পঞ্চশিখ-সূত্রে সাংখ্য-প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

"সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ" একথা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি, তাহার অনুশীলন করা যাউক। শাস্ত্র-প্রবৃত্তি ও মূলসূত্র রচনা একই তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসনবাক্য। তাহা যে পূর্ব্বে সূত্রাকারে রচিত হইত, একথা বলা হইয়াছে। তাহাকে গ্রন্থ সংজ্ঞাও দেওয়া যাইতে পারে। তত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় শাস্ত্র শব্দে গ্রন্থই বুঝিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "নেদং প্রকরণং অপিতু শাস্ত্রমেবেদং" অর্থাৎ ইহা শাস্ত্র, প্রকরণ নহে। প্রকরণ গ্রন্থ-ভেদ। শাস্ত্র পদে তাঁহার যদি অন্য কিছু বুঝিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহাহইলে তিনি প্রকরণ নয়, একথা বলিতেন না। তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি "আর্য্যাসপ্ততি"কে প্রকরণ গ্রন্থ বলেন না; কেননা যাহাতে শাস্ত্রের একদেশ মাত্র সংগৃহীত হয় এবং বিচারিত হয়, সম্যক্‌রূপে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ের আলোচনা হয় না, তাহাই প্রকরণ গ্রন্থ।* এখানে সাংখ্যশাস্ত্রের ষষ্টিপদার্থ সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা প্রকরণ নহে, শাস্ত্র। আমরা জানিতে পারিনা, বাচস্পতি মহোদয় ইহাকে "সংগ্রহ" গ্রন্থ না বলিয়া "শাস্ত্র" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? সাংখ্যশাস্ত্রের সকলপদার্থ ইহাতে বলা হয় নাই, একথা স্বয়ং ঈশ্বরকৃষ্ণই বলিতেছেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সাম্প্রদায়িকতা হইতে আমরা ইহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিব। এপর্য্যন্ত দ্বারা অনুমান করিতে পারা যায়, কপিল সাংখ্যসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তবে সাংখ্যপ্রবচনই ঐ সূত্র-সমষ্টি কিনা, তাহার আন্দোলন করা আবশ্যক।

ঈশ্বরকৃষ্ণ "ষষ্টিতন্ত্র" নামক একখানি সাংখ্যদর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি মহাশয় নামমাত্র শুনিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন সাংখ্যদর্শনের অপর পরিচয় অবগত ছিলেন না, কাজেই তিনি সে কথার আদৌ উল্লেখ করেন নাই। "সপ্তত্যাং কিলযেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য, আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জ্জিতাশ্চাপি।" এই

* শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্র-কার্য্যান্তরে স্থিতং; আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।—প্রকরণ গ্রন্থের লক্ষণ।

কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিতেছেন, সমগ্র ষষ্ঠি-তন্ত্রে যে সমস্ত পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই আর্য্যাসপ্ততিতে তাহাই উক্ত হইয়াছে। এরূপ না বলিলে কারিকার পদার্থ-স্থাপন-প্রণালী তাঁহার কপোলকল্পিত বলিয়া জনসাধারণে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। এই আশঙ্কায়ই বলিতেছেন, মহামুনি-রচিত ষষ্ঠিতন্ত্র হইতেই ইহার পদার্থ সংগৃহীত। অতএব ইহা সাধারণের কথার ন্যায় উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সাংখ্যপ্রবচন ষষ্ঠিতন্ত্রের নামান্তর। ষষ্ঠিতন্ত্রের অর্থ—ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র, অথবা যাহাতে ষষ্ঠিপদার্থই প্রধান, এরূপ শাস্ত্র, কিম্বা ষষ্ঠিপদার্থের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র। (তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে)। সাংখ্যপ্রবচনেও ষষ্ঠিপদার্থের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্ঠিতন্ত্র শব্দের যেরূপ যোগার্থই গ্রহণ করা যাউক না, তাহাতে সাংখ্যপ্রবচন ভিন্ন অপর গ্রন্থ প্রতিপাদিত হইবে না। সাংখ্যকারিকা ব্যতীত ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক গ্রন্থ আর নাই, কেবল সাংখ্যপ্রবচনই আছে। সুতরাং সাংখ্যপ্রবচন যে কারিকার মূল এবং ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। পাতঞ্জলদর্শনে কৈবল্যপাদে ১৩সূ-ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব "তথাচ শাস্ত্রানুশাসনং। গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকং॥" এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। তত্ত্ববৈশারদীকার বাচস্পতি মহাশয় "অত্রৈব ষষ্ঠিতন্ত্রশাস্ত্রস্যানুশিষ্টিঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "গুণানাং পরমং রূপং', এই শ্লোকটীকে ব্যাসদেব শাস্ত্রানুশাসন বলিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহাকে ষষ্ঠিতন্ত্র-শাস্ত্রের অনুশাসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। টিপ্পনীরচয়িতা মহামান্য বালরাম শাস্ত্রী মহোদয় "বার্ষগণ্যাচার্য্য-প্রণীত ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রস্য" বলিয়া পরিস্ফুট-রূপে বুঝাইয়াদিলেন। ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রই ষষ্ঠিতন্ত্র। কপিলাচার্য্যই বার্ষগণ্য। অনেক মহোদয় বার্ষগণ্যকে যোগাচার্য্য এবং ষষ্ঠিতন্ত্রকে যোগগ্রন্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। যোগদর্শনে ঐ ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদিত হয় নাই। সেই ষষ্ঠিপদার্থ কি এবং তাহা যেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই যে ষষ্ঠিতন্ত্র, একথা ভোজরাজের বার্ত্তিক অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে। মহামতিরা বার্ষগণ্যকে যোগাচার্য্য বলিবার কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। তবে যোগদর্শনে ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদন করা হয় নাই, ইহাই এপক্ষের অনুকূলে প্রমাণরূপে পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্ঠিতন্ত্র কপিল-রচিত। আসুরি উহাই শিক্ষা করেন। অপরে উহা হইতে সংগ্রহ-শ্লোকাদি প্রণয়ন করেন, তাহাই ষষ্ঠিতন্ত্র-শাস্ত্রের অনুশাসন রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুশাসন শব্দের অর্থ শিষ্টের পুনর্ব্বার শাসন। বাচস্পতি তত্ত্ববৈশারদীতে লিখিয়াছেন, "শিষ্টস্য শাসনং অনুশাসনং" ষষ্ঠিতন্ত্রে যে পদার্থ শিষ্ট অর্থাৎ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার অন্যথা গ্রন্থা-কারে শাসনের নামই ষষ্ঠিতন্ত্রের অনুশাসন। যেরূপ যোগানুশাসন শব্দে হিরণ্যগর্ভাদি

কর্ত্তৃক উপনিষৎ ও সংহিতাদিতে যে যোগ শিষ্ট অর্থাৎ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাই অনন্তদেব যোগ-দর্শনাকারে পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপন করেন, এজন্যই পাতঞ্জলের নাম যোগানুশাসন। পাণিনীয় শব্দানুশাসনও সেইরূপ। পূর্ব্বাচার্য্য-গ্রন্থে যে সকল শব্দ যাদৃশরূপে সংস্কৃত অথবা ব্যুৎপাদিত হইয়াছিল, বররুচি প্রভৃতি তাহারই পুনর্ব্বার শাসন-বিধি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন, সুতরাং শিষ্টের পুনঃশাসনই অনুশাসন। অতএব ঐ অনুশাসন শাস্ত্রের শ্লোকটিকে সাংখ্যসূত্র বলিয়া ভ্রম হইবার কারণ নাই।

ষষ্টিতন্ত্র অপর একখানি সাংখ্যদর্শন এবং বার্ষগণ্য অপর একজন সাংখ্যাচার্য্য, এরূপ মতবাদও অযুক্ত; কেননা বার্ষগণ্য অপর কেহ হইলে, তিনি ব্যাসাদির পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরকালীন, ইহা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। যখন ব্যাসদেব তাঁহার গ্রন্থের—অনুশাসন গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যে তিনি বহুপূর্ব্ব-কালের, তাহাতে আর সন্দেহ পরলক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ প্রাচীন আচার্য্য হইলে, যেরূপ কপিলকে সাংখ্যাচার্য্য বলিয়া পুরাণাদিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে সেরূপ বলা হয় নাই কেন? ধর্ম্মবিপ্লবে তাঁহার গ্রন্থ বিলীন হউক, কিন্তু তাঁহার নামটিও পুরাতত্ত্ব হইতে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব। কপিল আসুরি পঞ্চশিখ ভিন্ন আর কোনও প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদব্যাস যাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনি ইদানীন্তন বার্ষগণ্য হইতে পারেন না; বিশেষতঃ সাংখ্যপ্রবচনেই ষষ্টিপদার্থ-বিচার বিদ্যমান। অনুশাসন শাস্ত্রের শ্লোকটি যে ষষ্টিতন্ত্রের (সাংখ্যপ্রবচনের) সূত্র হইতে সংগৃহীত, তাহা পরে বিবেচিত হইবে। আরও এখানে বলা আবশ্যক, বাচস্পতি মহোদয় ও বালরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত কয়েকটি অক্ষর বিন্যাস ব্যতীত "শাস্ত্র" শব্দে ষষ্টিতন্ত্র বুঝিবার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহাহউক, ঋষিগণের দুইটি নাম থাকা ও গ্রন্থের দুইটি নাম থাকা একান্ত অসম্ভব নয়। দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি গৌতম, তিনিই অক্ষপাদ ও অক্ষচরণ নামে খ্যাত, এবং কণাদ মহাশয় কণভক্ষ ও ঔলূক্য নামে অভিহিত। সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যসপ্ততি, আর্য্যাসপ্ততি, একই গ্রন্থের নাম। চণ্ডী ও সপ্তশতী একই গ্রন্থের নাম-ভেদ। বেদান্ত-দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র একই। বিশেষতঃ সাংখ্যপ্রবচনে ষষ্টিতন্ত্রের যোগার্থ লভ্য ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদকতাও রহিয়াছে। ইহা একটি সমীচীন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ঈশ্বরকৃষ্ণ ষষ্টিতন্ত্রের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। বাচস্পতি নামমাত্র শুনিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের বহুবর্ষ পূর্ব্বেই উহা অদর্শন-নগরের অধিবাসী হইয়াছিল। ষষ্টি-তন্ত্রের ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদন করিতে তিনি ভোজরাজকৃত রাজবার্ত্তিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ষষ্টিতন্ত্র তাঁহার পরিচিত হইলে, তিনি সম্ভবতঃ তাহাহইতেই যুক্তিপদার্থ

প্রদর্শন করিতেন। রাজবার্ত্তিকে যে ষষ্টিপদার্থ বলা হইয়াছে, তাহা ষষ্টিতন্ত্র-সম্মত ষষ্টিপদার্থ কিনা, এই সন্দেহ নিরাসের জন্য অন্ততঃ ষষ্টিতন্ত্রের একটী সূত্রও উল্লিখিত হইলে, বাচস্পতির দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ ঘটিত। বাচস্পতির সহিত ষষ্টিতন্ত্রের পরিচয় নাই, সুতরাং ঐ কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি নির্ব্বাক্ হইয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। যদি ষষ্টিতন্ত্র সাংখ্যপ্রবচন হইতে ভিন্ন, এরূপও তাঁহার জানা থাকিত, তাহাহইলে তিনি ষষ্টিতন্ত্রের পরিচয়ের আভাস দিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে উহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু নামটির অস্তিত্ব গিয়াছিল না; এইজন্য নাম জানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কারিকার "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি" এই অংশ ব্যাখ্যা করিলে, ষষ্টিতন্ত্র যে সাংখ্যপ্রবচন, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিবে না। ষষ্টিতন্ত্রের সমস্ত পদার্থ আর্য্যাসপ্ততিতে বলা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ষষ্টিতন্ত্রের আখ্যায়িকাধ্যায় ও পরপক্ষনির্জ্জয়াধ্যায়ের কিছুই তিনি আর্য্যায় লেখেন নাই, সুতরাং পক্ষান্তরে মিথ্যা কথাই বলা হইল দেখিয়া লিখিলেন, "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি"—অর্থাৎ আখ্যায়িকা এবং পরবাদ ব্যতীত সমস্তই আর্য্যায় লিখিত হইয়াছে। এই সাংখ্যপ্রবচন বা ষষ্টিতন্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে বিষয়-নিরূপণ, দ্বিতীয়াধ্যায়ে—প্রধানকার্য্য-নির্ব্বাচন, তৃতীয়ে—বৈরাগ্যস্থাপন; চতুর্থে—আত্মজ্ঞানোপযোগী আখ্যায়িকা সকলের উদাহরণ, পঞ্চমে—পরপক্ষ ও তন্নির্জ্জয়, ষষ্ঠে উক্তাংশের বিস্তার ও অনুক্ত যুক্ত্যাদির উপন্যাস দ্বারা সকল শাস্ত্রার্থের সঙ্কলন করা হইয়াছে। আখ্যায়িকাংশই সাংখ্যদর্শনের অসাধারণ চিহ্ন। অপর কোনও দর্শনে এরূপ আখ্যায়িকাধ্যায় দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ কারিকায় আখ্যায়িকাদি নাই। বাচস্পতি মহাশয় "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ" ইত্যাদি অংশের আদৌ ব্যাখ্যা করেন নাই। এখন বুঝা যাইতেছে, যে সাংখ্যদর্শন অথবা ষষ্টিতন্ত্রের কথা ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, তাহা কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন; যোগদর্শন অথবা অপর গ্রন্থ নহে। আখ্যায়িকা এবং ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদনই সাংখ্যদর্শনের ইতর-ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম; এই আশঙ্কা (যোগদর্শনকে ষষ্টিতন্ত্র অথবা সাংখ্যপ্রবচন বলিবার আশঙ্কা) নিরসনার্থই পাতঞ্জলদর্শনের পাদশেষে "পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে" লেখা হইতেছে; নচেৎ 'সাংখ্যপ্রবচন' বলিলেই চলিত। কাপিল সাংখ্যপ্রবচন অথবা ষষ্টিতন্ত্র নামে গ্রন্থের বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতেই ব্যাসদেব এরূপ লিখিয়াছেন।

আপত্তি হইতে পারে, ব্যাসদেব অনুশাসনের প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া ষষ্টিতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই পারিতেন। কিন্তু এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক, তাহাতে সূত্রের যতটুকু গৌরবের কথা বলা হইত, ইহাহইতে তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে। যে ষষ্টিতন্ত্রের অনুশাসনগ্রন্থ হইতে ব্যাসদেব প্রামাণ্যসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে কতদূর উচ্চতর সোপানে স্থান পাইবার যোগ্য, তাহা সহসাই বিবেচিত

হইতে পারে। বাচস্পতি ভোজরাজকৃত 'রাজবার্ত্তিক' নামক সাংখ্যবার্ত্তিকের ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বার্ত্তিকের শ্লোকটী অন্যত্র পাইয়াছিলেন, অথবা বার্ত্তিক দেখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। বার্ত্তিককার যেরূপ স্বাধীনভাবে মতবাদের সমালোচনা করেন, তাহাতে বার্ত্তিকদর্শনে মূলগ্রন্থের সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া দুষ্কর। ভাষ্য-মত দূরে থাকুক, বার্ত্তিককার স্থানে স্থানে মূলসূত্রের স্বারসিক অর্থ এবং মূলকারের মতও দুষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং স্বমত-সংস্থাপনে যুক্তির সন্নিবেশ করেন। বার্ত্তিকগ্রন্থে * স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলভাব দৃষ্ট হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই বার্ত্তিককার এই রীতির অনুসরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক, উদ্যোতকরকৃত ন্যায়বার্ত্তিক, সুরেশ্বরের ভাষ্যবার্ত্তিক এবং কাত্যায়নের পাণিনীয়-বার্ত্তিক, ইহার প্রত্যেকটী এইরূপ স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল। ফলতঃ যাহাহউক, সমগ্র বার্ত্তিকের সহিত দেখাশুনা থাকিলে, বাচস্পতি ষষ্টিতন্ত্রের খবর পাইতেন। বার্ত্তিককার যে গ্রন্থের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বহুবিষয় বার্ত্তিকে থাকা উচিত; কাজেই বাচস্পতি বার্ত্তিকের কিয়দংশ অথবা শ্লোকটী কোনও প্রকারে পাইয়াছিলেন।

ভোজরাজ সাংখ্যবার্ত্তিক রচনা করেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। এ আশঙ্কা সাধারণতঃই উদিত হইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি পাতঞ্জলের ভোজবৃত্তি নামক যে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন "শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা, বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে, বাক্‌চেতোপুষাং মলঃফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতস্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ॥" ইহা হইতে তাঁহার শব্দানুশাসন, পাতঞ্জলবৃত্তি ও রাজমৃগাঙ্ক নামক বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ন অবগত হওয়া যায়। সাংখ্যবার্ত্তিকের পরিচয় কিছুই নাই। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ভোজবৃত্তি রচনার পর রাজবার্ত্তিক রচিত হইয়াছে, সুতরাং বৃত্তিতে বার্ত্তিকের পরিচয় নাই। অথবা এ ভোজরাজ (বৃত্তিকার) হইতে বার্ত্তিককার ভোজরাজ অপর একজন ব্যক্তি। তত্ত্বকৌমুদীর ব্যাখ্যাকার "ভারতী যতি" মহোদয় "তথাচ রাজবার্ত্তিকং"—ইহার ব্যাখ্যায় ভোজরাজ-প্রণীত বার্ত্তিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বার্ত্তিকগ্রন্থ মূল-সূত্রাদির পরিচয় প্রদান করে, অতএব এ বার্ত্তিক হইতেও সাংখ্যপ্রবচনের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। সাংখ্যগ্রন্থই কারিকার মূলগ্রন্থ, অপর দর্শনের গ্রন্থ হইতে পারে না। তাহার অভিমত ষষ্টি পদার্থ দর্শনান্তরে বিবেচিত হওয়াও সম্ভব নয়। অপর দর্শনের বার্ত্তিক গ্রন্থও সাংখ্যশাস্ত্রাভিমত ষষ্টি পদার্থ প্রতিপাদনার্থে উদ্ধৃত হইতে পারে না। অতএব ভোজরাজ-বার্ত্তিক সাংখ্যবার্ত্তিক এবং ষষ্টিতন্ত্র সাংখ্যপ্রবচন, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

* উক্তানুক্তদুরুক্তাদি চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে, তং গ্রন্থং বার্ত্তিকম্প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞাঃ মনীষিণঃ। (বার্ত্তিকলক্ষণ।)

পূর্ব্বে যে আপত্তিকারীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, সাংখ্যপ্রবচন কপিল-রচিত সাংখ্যদর্শন হইলে, তাহা বিদ্যমান থাকিতেও সাংখ্যশাস্ত্র "কলাবশেষ"ও "ভক্ষিত" হইয়াছে বলা অসঙ্গত। তাহাতেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর অপরাধ বোধ হইবে না। যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদে, উপনিষদে, ইতিহাসে, পুরাণের সর্ব্বাঙ্গে, সমাদরে স্থান লাভ করিয়াছে, যাহার পূর্ব্বকালীন-গৌরবভাতি ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত অতিক্রম করিয়াও ছুটিতে ছিল; অদ্যাপি সমগ্র সভ্য-জগতের নির্ম্মল-গগনে যাহার বিমল প্রভা মধ্যে মধ্যে বিজলী-চমকের ন্যায় জনগণের নয়নরঞ্জন করে, এবং হৃদয়-স্তম্ভন করে, তাহারই,—যাহা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষে বিচারিত হইতেছিল, সেই সাংখ্যদর্শনেরই,—২।৩ খানি অপরিস্ফুট (টীকা ও মূলসমযোগে) গ্রন্থ-রূপে শেষিত হইয়া যাওয়াকে বিজ্ঞানভিক্ষু কি পূর্ণিমা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন? বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনাকালে তত্ত্বসমাস, সাংখ্যপ্রবচন, তাহার অনিরুদ্ধভট্টকৃত বৃত্তি এবং মহাদেবকৃত বৃত্তিসার ও কারিকা এবং তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি তাহার ২।১ খানি ব্যাখ্যা-পুস্তক, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি পঞ্চশিখ-সূত্র ব্যতীত আর কিছুই পাইয়াছিলেন না। তিনি "সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য" এবং "সাংখ্যসার" নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত যোগদর্শনের বার্ত্তিক রচনা করেন। ব্রহ্ম-মীমাংসার (বেদান্ত দর্শনের) ভাষ্য রচনা করেন, একথা তাঁহার সাংখ্যভাষ্য এবং যোগবার্ত্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্ম-মীমাংসা-ভাষ্য অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না। বিজ্ঞানভিক্ষু মহাশয় সাংখ্যশাস্ত্রকে কলাবশেষিত রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের সহিত উপমা করিয়া অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন জন্য প্রশংসিত হওয়াই উচিত। সুধাকরের রাহুগ্রাস—পরক্ষণেই তাঁহার চারু-চন্দ্রিকাময়-মূর্ত্তি-দর্শনে আমরা আনন্দে আপ্লাবিত হইয়া ভুলিয়া যাই, কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীন অমূল্যগ্রন্থ পঞ্চশিখ-সূত্রাদি—যাহা চিরদিনের জন্য নিয়তির ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছে,—যে অভাব এ জীবনে পূরিবেনা,—তাহার কথা অন্তরে উদিত হইলে, কোন্ আর্য্যসন্তান অশ্রু-বারি সম্বরণ করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানাচার্য্যের ভাষ্য-বাক্যামৃতে, উহা যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন—সজীব হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কঙ্কালমাত্রাবশেষিত-দেহের পূর্ণিমা বোধ হয় আর ঘটিবে না। সূত্রে সমস্ত পদার্থতত্ত্বই নিহিত আছে, কিন্তু তাহা আপনা হইতে স্ফুরিত হইবে না। সূত্র কামদুঘ, তাহাকে দোহন করিয়া পঞ্চশিখ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে অমৃতরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কত জীব কণিকামাত্রে অমরকীর্ত্তিভাগী হইয়াছে; দুর্ভাগ্য আমরা—দরিদ্র হইয়াছি। সূত্র হইতে অমৃত দোহনের সাধ্য নাই। নিষ্পেষণ করিতে জানি, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার উপযোগ নাই। কাজেই বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্র সত্ত্বেও সাংখ্যদর্শন-শাস্ত্রপাঠের দিকে তাকাইতে গিয়া হতাশ-প্রাণে বলিয়াছেন "কালার্কভক্ষিতং"? আবার

প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বপ্রতিভাবলে বলিয়াছেন,—"পুরুষিষো বচোহমৃতৈঃ।"

'সাংখ্যপ্রবচন' যে "ঈশ্বর-কৃষ্ণ" মহোদয়ের অনুমোদিত এবং নানা কারণে সমীচীন গ্রন্থ, তাহা দেখান হইয়াছে; তবে সম্প্রতি, সেই প্রবলতর তর্কের প্রতিকূলে ওই প্রমাণ-বাক্যাদি দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম কিনা, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম আপত্তিকারীর উপযুক্ত যুক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচক, নব্যস্মার্ত্ত ও প্রাচীন দার্শনিকগণ, কেহই সাংখ্যপ্রবচনের সংবাদ রাখেন না। ইহার কারণাবধারণ করিতে হইলে দেখা আবশ্যক, উঁহাদিগের আবির্ভাব-সময়ের সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রচার-সময়ের কত অন্তর। কপিলাচার্য্য ব্যাসাদির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, একথা স্বীকার্য্য। যৎকালে বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনের অটল-সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিল, তখনই অপর দর্শনের আধিপত্য-বিস্তার আরম্ভ হয় নাই। সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ তত্ত্বসমাসে পরমত উল্লিখিত হয় নাই। তৎকালে এদেশে অপর দার্শনিকগণের প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইন্দ্রিয়াদির "আহঙ্কারিকত্ব" কালক্রমে লোকের অশ্রদ্ধার দ্রব্য হইয়া পড়িল। তখন ভারতে ভূতবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। ইন্দ্রিয়গণ "ভূত" হইতে উৎপন্ন, এরূপ সিদ্ধান্ত ভৌতিক মতের চরম অবধারণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। সুশ্রুত-সংহিতায় স্থানে স্থানে সাংখ্যমতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দর্শনান্তরের মতবাদ পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাসের সময় হইতে বেদান্ত-মত পুরাণে প্রবিষ্ট হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই বেদান্ত এবং সাংখ্যমত ও উভয় মতের সমবায় দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপেই রচিত। প্রথমতঃ, চিকিৎসাশাস্ত্র—অর্থাৎ দেশীয় রসায়ন এবং ভূতবিজ্ঞান ও শারীরিক বিজ্ঞান একটু একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখনই সাংখ্যদর্শনের অবনতির আরম্ভ হয়; কারণ সাংখ্যাচার্য্যেরা দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের অতিশয় নিবৃত্তি হওয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা রোগোপশমের জন্য রসায়ন-ব্যবস্থা ভালবাসিতেন না। পুনর্ব্বার দুঃখ হইবে, এই ভয়ে বাহ্য উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আন্তর যোগোপায়—অর্থাৎ "প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বাবগম" তাঁহারা ভবরোগ-শান্তির উপায় বলিতেন। সুতরাংই দৃষ্ট-প্রতীকারেচ্ছু চিকিৎসক আপাততঃই সাংখ্যশাস্ত্রের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরলোকাদি অপ্রত্যক্ষ পদার্থের মঙ্গল-সাধন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, সাংখ্যদর্শনের অনুষ্ঠান আংশিক লোপপ্রাপ্ত হইল। সেই নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতে লাগিল। সমাজ ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া গেল। বেদান্তদর্শনও নিবু নিবু ভাবে আপন প্রভায় জ্বলিতে থাকিল। এই বিপ্লবে ধর্ম্মশাস্ত্র একরূপ অস্তিত্বশূন্য হইয়া গেল। তখন সুদূরদেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিজ্ঞানবাদ অকাতরে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। আমাদের দুরদৃষ্টের দুরন্ত পরিণাম উপস্থিত হইল। অমূল্য মুক্তারাজির ন্যায় গ্রন্থ সকল চিরদিনের জন্য কালের কবলে

বিলীন হইল। এই সময় অদম্য-উদ্যম ও অসাধারণ-প্রতিভা লইয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতে অবতীর্ণ হন; তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রতিভা-তেজঃ সহ্য করিতে অক্ষম বৌদ্ধেরা ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। তাহারা অনন্তকালের জন্য ভারতের আশা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল। শঙ্করাচার্য্য "ভাষ্য" প্রণয়নপূর্ব্বক বেদান্ত-দর্শনকে জীবিত করেন, উপনিষদের স্বমতে ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু শিষ্যাদি-সমভিব্যাহারে তিনি সমগ্র ভারতে বিজয়ার্থ ভ্রমণ করেন। প্রায় সমস্ত দেশেই তাঁহার প্রণীত ভাষ্য এবং তাঁহার সন্ন্যাসের নব-বিধান স্বীকৃত হয়। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী সন্ন্যাসীগণের গ্রন্থই বেদান্ত গ্রন্থ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধশূন্য অদ্বৈতবাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক দেখা যায় না। তাঁহার মত ভারতের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়।

প্রকৃতি-প্রধান সাংখ্যশাস্ত্র জড়তত্ত্বেরই পক্ষপাতী। চৈতন্যের অবস্থিতি ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারিতার বিলোপ হয়, চৈতন্যের সান্নিধ্যে জড় পদার্থের কম্পন; বস্তুতঃ জড়জগৎ চৈতন্যকে ছাড়িয়া আপনার সত্তাই হারাইয়া ফেলে। এইরূপ আনুগত্য সত্ত্বেও সাংখ্যশাস্ত্রে "চৈতন্য" একটি প্রধান তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয় নাই। জড়তত্ত্বকেই "প্রধান" সমাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ পরে বিবৃত হইবে। ফলতঃ বৌদ্ধসজ্বর্ষণে জড়বাদ বলিয়াই এ শাস্ত্র একেবারে অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। বেদান্ত-মত (শাঙ্করমত) বৌদ্ধ মতের সহিত বিশেষরূপে সংস্পৃষ্ট, এ কথা বিজ্ঞানভিক্ষুর মতাবলম্বনে প্রদর্শিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ যতদিন এদেশে ছিল, ততদিন বেদান্ত ব্যতীত অপর শাস্ত্রের সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ-পরাভবের সহিত ন্যায়-মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি হয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের সমসময়ে নহে। শঙ্করের সময় হইতেই বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করে, পরে অবসরে তাহারা বিচারার্থ ভারতীয়দিগকে বারম্বার আহ্বান করিত এবং অনেক সময় কর্ম্মিসম্প্রদায়ের (মীমাংসক) লোকদিগকে পরাভূতও করিত। শঙ্করের জ্ঞানবাদে বৌদ্ধগণের দ্বারা অপরাভূত কর্ম্মিগণ অনেকে অনুমোদন করিয়াছিল। অনেকে পুনর্ব্বার-বৌদ্ধ-সমাগমে পরাজিত হইয়া অর্দ্ধ-বৌদ্ধ হইয়া ভারতে অবস্থান করিতে লাগিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উপনিবেশ-পরিবর্ত্তনাদি নানা কারণে, গ্রন্থ প্রভৃতি অনেক সম্বল নষ্ট হইলে, ক্রমশঃ তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের যশোভাতি বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ বহিয়া গেলে দেশে বেদান্ত-দর্শনের আদর সম্ভব, কেননা বৌদ্ধমতের সহিত উহার নিকট সম্বন্ধ। লোকের নিকট তখন ঐরূপই ভাল লাগিতে লাগিল। বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য-মতের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই নৈষ্কর্ম্য শিক্ষা দিয়া বৌদ্ধানুমোদিত "কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করা" সমর্থন করেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিতে লোকের নূতন কিছু করিতে হইল না, কেবল মুখে মুখে গোটাকতক মতবাদ স্বীকার করিতে হইল।

এ অবস্থায় সাংখ্যদর্শনের আলোচনা দূরে থাকুক, উহার আরও প্রবলতর অনিষ্ট সাধিত হইল। ভগবান্ শঙ্কর সাংখ্যমতের ঘোর প্রতিপক্ষ ছিলেন। অপরাপর ভাষ্যকারেরা যে সকল সূত্রের ব্যাখ্যাদ্বারা স্বভাববাদ—মায়াবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি সেইসকল সূত্রদ্বারাই সাংখ্যমতে দোষার্পণ করিয়াছেন। তিনি যে সাংখ্যমতের প্রতিবাদী, তাহাতে বিশেষ সুযুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সামাজিক লোক জড়জগতের একটী পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তবে তাঁহার বিজ্ঞানবাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া যাইবে। পরন্তু সাংখ্যবাদে তাঁহার অনুমোদন থাকিতে পারে না। কেননা তিনি সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জড়জগতের ভ্রমকল্পিততাবাদী শঙ্করাচার্য্য সৎকার্য্যবাদীর শত্রু। তিনি প্রথমে ভাষ্যাদিপ্রণয়ন করিতে গিয়া সাংখ্যমতের খণ্ডন করিলেন। যদি সর্ব্বজ্ঞ আদি বিদ্বান্ কপিলর্ষি-প্রণীত একখানি গ্রন্থের অস্তিত্ব উঁহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহা-হইলে স্বমতস্থাপন কষ্টকর। কেননা সর্ব্বজ্ঞ ঋষি মহোদয় ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, একথা বলিলেই হস্ততাড়নে অভিনন্দিত হইতে হয়। পরন্ত ইহাকে স্বমতে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই শঙ্কর অবগত থাকিলেও সাংখ্যদর্শনের নামোল্লেখও করেন নাই। প্রাচীন কালে বিরুদ্ধমতবাদের গ্রন্থ নষ্ট করিবারও রীতি ছিল, কিন্তু অসাধারণ ধীমান শঙ্কর সে জঘন্য রীতির অনুসরণ করেন নাই। নামোল্লেখ না করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

শঙ্কর সাংখ্যমতের শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়া তাহার অনার্থ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। ইহাহইতেই তাঁহার সাংখ্যপ্রবচন জ্ঞাত থাকার আভাস পাওয়া যায়। কারিকায় শ্রুতিসমন্বয় করা হয় নাই। এজন্য যিনি শ্রুতি-প্রামাণ্যেরই অঙ্গীকার করিয়া অপর প্রমাণের লঘুতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সেই শঙ্কর মহোদয়ের ঐ গ্রন্থ হইতে "আর্য্যা" উদ্ধৃত করা একরূপ উপহাস করাই হইয়াছে। তিনি কারিকার শত্রু ছিলেন না বরং মিত্রই ছিলেন। কেবল মাত্র কারিকাই প্রচলিত থাকিলে, তিনি ভাষ্যে যাহার জন্য বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হয়। লোকে দেখিতে পাইবে যে, কারিকায় বাস্তবিকই শ্রুতি-সমন্বয় নাই। ইহাই আবার একমাত্র গ্রন্থ; সুতরাং সাংখ্যমত শ্রৌত নহে। ভাষ্যাবলম্বনে ইহার শ্রৌতত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। কারিকায়ও প্রচ্ছন্নভাবে শ্রৌত বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব। যাহাহউক, সাংখ্যপ্রবচনের নামোল্লেখ না করা এবং কপিল-প্রণীত গ্রন্থের বিষয় আলোচনা করিতেই বিরত থাকা এক কথা। শঙ্কর ইহাঁদিগের জন্য এরূপ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকার অস্তিত্বস্বীকারে তাঁহার লাভ ছিল, একথা বলা হইয়াছে। কাজেই আমরা শঙ্করের সময় হইতে কারিকা ভিন্ন কিছুই পাই না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময়ে সাংখ্যভাষ্য প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার কোনওখানি রচিত হইতে বাঁকি ছিল না। কিন্তু এদেশে তখনও নব্যন্যায়-চর্চ্চা ব্যতীত অপর দার্শনিক-চর্চ্চার আরম্ভ হয় নাই। কাজেই তিনি উহা প্রাপ্ত হন নাই। তত্ত্বকৌমুদীকে তিনি প্রকারান্তরে পাইয়াছেন। স্মার্ত্তমত-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি মৈথিলাদি স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহ করেন, তাঁহার সঙ্গেই বাচস্পতির স্মার্ত্তমত তিনি অনুসন্ধান করেন। প্রসঙ্গে তত্ত্বকৌমুদী প্রাপ্ত হন।

কাব্যাদির টীকাকারেরা সাংখ্যগ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলেও না পাইতে পারেন, কারণ উহা তাঁহাদের আলোচ্য নয়। শঙ্করের ধর্ম্মপ্রচারের সহিত সাংখ্যকারিকারও সর্ব্বত্র প্রচার হয়, তাহার কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্যাচার্য্য—স্মৃত্যাচার্য্য—কেহই উহাতে (কারিকায়) বঞ্চিত হন নাই।

শঙ্করদেবের মঠস্থাপনে ভারতবর্ষ ব্যূহরচনাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাঁহাদের প্রবলতাকালে সাংখ্যপ্রবচন আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। মাধবাচার্য্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের লোক। তিনি ওরূপ একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থ অস্বীকার করাই সম্ভব। দার্শনিকমতের স্থাপন-পারম্পর্য্য তাঁহার অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেয়। তিনি শেষে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলিতেছেন 'সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনং অন্যত্র লিখিতং"। যিনি সর্ব্বদর্শনের শিরোমণি বলিয়া শাঙ্করমত ব্যাখ্যা করিলেন, তিনি অবশ্যই সাম্প্রদায়িক লোক। তাঁহার নিকট নিরপেক্ষ আলোচনার আশা করা অন্যায়। তিনি যে সকল দর্শনের মতসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই অনেক উপাদেয় যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাঙ্করদর্শনে খণ্ডিত যুক্তি গুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষ হইতেই সকল দর্শনের অবনতি। বেদান্ত এবং ন্যায়-আচার্য্যেরা পরে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতেই তাহাদের পুষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যতীত সাংখ্য-সম্প্রদায়ে এরূপ লোক আর কেহই জন্মেন নাই। কাজেই তাঁহার পূর্ব্বে উহা কঙ্কাল-মাত্রাবশেষ হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। সময়-স্রোতে যখন আবার শঙ্কর-মঠের মধ্যে দুই একটি মঠ অপণ্ডিত সন্ন্যাসীর আবাসরূপে পরিণত হইল, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অন্যান্য অনেক স্থানে দর্শনালোচনা ছড়াইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর উপদ্রব অনেক কমিয়া গেল। এই সময় সাংখ্য ও মীমাংসার গ্রন্থ দুই একখানি করিয়া আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনা করেন। বস্তুতঃ শতশত গ্রন্থ—যাহার অস্তিত্বে বাদীর আপত্তি নাই, তাহাও মত-কথনে উদ্ধৃত হয় নাই, দেখা যায়; তাহাতে বিদ্যমানতার সন্দেহ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, সাংখ্যপ্রবচন অমূলক নয় এবং কপিল-প্রণীত। ধর্ম্মবিপ্লবে ইহার প্রচার বন্ধ হয়। অবশিষ্ট যুক্তি বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারিআশ্রম, যশোহর। শ্রীকেদারনাথভারতী-সাংখ্যতীর্থ

বিষ্ণুপুরাণ।

পুরাণ মধ্যে বেদব্যাস-পিতা মহর্ষি পরাশর-প্রণীত বিষ্ণুপুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের কাল নির্ণয়ে হিন্দুমাত্রেরই কৌতূহল জন্মে। প্রাচীন গ্রন্থের কালনির্ণয় করিতে গেলে তিনটী বিষয় তর্কক্ষেত্রে সমাগত হয়।

১। গ্রন্থেরভাষা। ২। গ্রন্থলিখিত সামাজিক আচার-ব্যবহার। ৩। গ্রন্থলিখিত কাল। তৃতীয়টী সাক্ষাৎ প্রমাণ, ১ম ও ২য় অনুমেয় প্রমাণ। বিষ্ণুপুরাণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণের অভাব নাই। জ্যোতিষ-অংশে সাক্ষাৎ প্রমাণ ভূরিভূরি আছে। যথা বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে এই জ্যোতিষতত্ত্ব বর্ণিত আছে,—

তুলা মেষ গতে ভানো সমরাত্রি দিনং তুতৎ। ৮। ৬২
কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।
উত্তরায়ণং অপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে। ৮। ৬৩
মেষাদৌচ তুলাদৌচ মৈত্রেয় বিষুবৎস্থিতঃ।
তদাতুল্যং অহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ। ৮। ৭০

অস্যার্থ।

ভানু তুলারাশি ও মেষ রাশিতে প্রবেশ করিলে সমরাত্রি-দিন হয়।

ভানু কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিলে দক্ষিণায়ন হয়।

দিবাকর মকর রাশিস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়।

হে মৈত্রেয়! মেষরাশির প্রথমাংশে এবং তুলারাশির প্রথমাংশে বিষুবৎস্থিত সূর্য্য অহোরাত্র তুল্য করেন।

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটী পাঠে শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুপুরাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহোদয়গণ মতামত ব্যক্ত করিবেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা। (১)

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে রেবতী নক্ষত্রের ধ্রুব ৩৫৯° ৫০′ এই রেবতী নক্ষত্র মীনরাশির সীমান্ত-নক্ষত্র এবং ইহার ১০′ পশ্চিমে মেষরাশি অবস্থিত। বর্ত্তমান ১৮২১ শকাব্দে রেবতী তারার ধ্রুব অনধিক ১৯° হিন্দুজ্যোতিষ-গণনানুসারে ৭৫বৎসরে ক্রান্তিপাত এক অংশ বিলোম গমন করে। সুতরাং অনধিক ১৯° বিলোম গমনে ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৪২৫ বৎসর মাত্র লাগিতে পারে। সুতরাং ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মীন ও মেষরাশির সন্ধিস্থলে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত-বিন্দু অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মেষরাশির আদিতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত তুলারাশির আদিতে শারদীয় ক্রান্তিপাত এবং কর্কট-রাশির আদিতে উত্তরায়ণান্ত-বিন্দু এবং মকর রাশির আদিতে দক্ষিণায়নান্ত-বিন্দু অবস্থিত হয়। এবং ১৪২৫ বৎসর মধ্যেই মেষরাশির ও তুলা রাশির আদিতে সমরাত্রি-দিন হইত। কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত এবং মকর রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ১৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে মেষরাশি ও তুলারাশির আদিতে ক্রান্তিপাতদ্বয় অবস্থিত ছিল না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ-লিখিত ক্রান্তিপাতদ্বয়ের অবস্থিতি বর্ণন ১৪২৫ বৎসরের পূর্ব্বে হইতে পারে না, এবং বিষ্ণুপুরাণ-উদ্ধৃত শ্লোকে 'করোতি' শব্দ বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত হওয়া গণ্য করিলে, উক্ত শ্লোক ১৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হওয়া অসম্ভব হয়।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্থন।

সমুদ্র-মন্থন উপাখ্যান মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৭ হইতে ১৯ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

একদা মহাত্মা দেবগণ সুমেরুপর্ব্বত-শৃঙ্গে একত্র সমবেত হইয়া অমৃত-প্রাপ্তির মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। এমত সময়ে পরমদেব নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন "পিতামহ! দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হউন। তদনুসারে দেবাসুরগণ মন্থনদণ্ডোপযোগী মন্দরপর্ব্বত উৎপাটন করিতে যত্ন করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরমদেব নারায়ণের আজ্ঞানুসারে অনন্তদেব মন্দর পর্ব্বত উন্মূলিত করিলেন, এবং দেবগণ মন্দর পর্ব্বত লইয়া সমুদ্র-কূলে উপনীত হইলেন। অমৃতাংশ প্রাপ্তির আশয়ে সমুদ্র স্বীয় মন্থনে সম্মত হইলেন, এবং কূর্ম্মরাজ মন্দরধারণে অঙ্গীকার করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে মন্দর স্থাপনপূর্ব্বক মন্থন-রজ্জু বাসুকি দ্বারা মন্দর বেষ্টন করিয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ বাসুকির গলদেশ ধরিলেন। দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন। বিলোড়নে মন্দর পর্ব্বতস্থ মহাদ্রুম ও ওষধিগণ হইতে নির্য্যাস ও রস সাগর-সলিলে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং অমৃত সদৃশ রস-স্রোতে ও কাঞ্চন-স্রোতে দেব-দেহ আপ্লুত হইলে, দেবগণ অমর হইলেন। অপূর্ব্বরসে মিশ্রিত হইয়া সমুদ্র-বারি দুগ্ধে পরিণত হইল, এবং দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

সমুদ্র-মন্থনে অগ্রে ঐ দুগ্ধ হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন, এবং ঘৃত হইতে লক্ষ্মীদেবী, সুরাদেবী, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা এবং অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি ক্রমে উৎপন্ন হইলেন। কৌস্তুভ-মণি পরমদেব নারায়ন হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পারিজাত ও সুরভি উৎপন্ন হইল। লক্ষ্মী, সোম, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, আদিত্য-পথে দেবগণের নিকট গমন করিল। অনন্তর ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে উত্থিত হইলেন, এবং দন্তে বেদ চতুষ্টয়-বিভূষিত ঐরাবত উত্থিত হইল। দেবরাজ ঐরাবত গ্রহণ করিলেন। অবশেষে কাল-কূট বিষ উৎপন্ন হইল। হলাহলের ঘ্রাণে ত্রিলোক মোহাভিভূত হইল। ব্রহ্ম-আজ্ঞায় মহাদেব বিষপান করিয়া ফেলিলেন। তদবধি মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' নামে খ্যাত। এদিকে অমৃত-পানাকাঙ্ক্ষী দেবাসুরে সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া, পরমদেব নারায়ণ মোহিনী-

মূর্ত্তি ধারণে অসুর-সমীপে উপনীত হইলেন। মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে বিমূঢ়চিত্ত অসুরগণ পরিবেশনার্থ অমৃত-ভাণ্ড মোহিনীর হস্তে সমর্পণে সম্মত হইল। অমৃত হরণ পূর্ব্বক মোহিনী সংগ্রাম মধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। সংগ্রামকালে দেবগণ মোহিনী-হস্তস্থিত অমৃত পান করিতে লাগিলেন। দেবরূপে পরিচ্ছন্ন রাহু অমৃতপানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর কপটতা ব্যক্ত করিয়া দিলে, পরমদেব নারায়ণ সুদর্শন দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন দানব-মস্তক নভোমণ্ডলে উঠিল। কবন্ধ ভূতলে পতিত হইল। বৈরনির্য্যাতনার্থে অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে রাহু চন্দ্র-সূর্য্য গ্রাস করিয়া থাকে। (এই গ্রাসকে গ্রহণ বলে)।

দেবাসুর-সমরে স্বয়ং নারায়ণ প্রবেশ করিয়া সুদর্শন দ্বারা অসুরদল ছিন্ন ভিন্ন ও বিদারিত করিলেন এবং অসুর-মুণ্ড ভূপৃষ্ঠ শোভিত করিল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ রণে পরাস্ত হইয়া মহীতলে ও সাগর-জলে প্রবেশ করিল। দেবরাজপ্রমুখ সুরগণ অমৃত-ভাণ্ড অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ৫ম হইতে ১১শ অধ্যায়ে সমুদ্র-মন্থন বর্ণিত আছে। ভাগবত-মতে যে যে স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। মহাভারতে দেবগণের অমৃত পানেচ্ছার কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, অত্রি-তনয় শঙ্করাংশ মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। অসুর-সমরে দেবসৈন্য পরাজিত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভূতলে ও পাতালে আশ্রয় লইলেন। অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিল। যজ্ঞাদি কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরুপায় হইয়া সুমেরু-শৃঙ্গে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন, এবং ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পরমদেব নারায়ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, অমৃত পানে সবল না হইলে অসুরগণকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেনা, এবং দেবাসুর সমবেত হইয়া সমুদ্রমন্থন ব্যতীত অমৃতলাভের উপায় নাই। অতএব অসুরগণের সহিত কপট-সন্ধি করিয়া উভয় দলে সমুদ্রমন্থন কর। সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন অমৃত পরিবেশন কালে আমি অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে অমৃতপান করাইব। নারায়ণ-আদেশে ইন্দ্র অসুরপতি রৈবত মনু-পুত্র বলিরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সমুদ্র-মন্থনের উদ্যোগ করিলেন। দেবাসুরগণ মন্দর উৎপাটন করিলেন, এবং গরুড়-পৃষ্ঠে মন্দর সমুদ্রকূলে নীত হইল। সমুদ্রমন্থনে অগ্রে হলাহল বিষ এবং ক্রমে সুরভি, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, অষ্ট দিগ্‌গজ এবং অভ্রমু প্রভৃতি অষ্ট করিণী, পারিজাত পুষ্প, অপ্সরা, কমলাদেবী, বারুণী, কলস-হস্ত ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন। রাহুবধ উপাখ্যান এই পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশ ৯ম অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ-মতে সমুদ্রমন্থনে প্রথমে সুরভি এবং ক্রমে বারুণী, পারিজাত, শীতাংশু চন্দ্রমা, হলাহলবিষ, কমণ্ডলুহস্ত ধন্বন্তরি ও শ্রীদেবী উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে রাহুবধ উপাখ্যান বর্ণিত নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৩৮ অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে সমুদ্রমন্থনে অগ্রে ধন্বন্তরি এবং ক্রমে অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা, নানারত্ন, ঐরাবত, লক্ষ্মী-দেবী, সুদর্শন চক্র উত্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুরাণেও সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে।

সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটী পুরাণে বর্ণিত আছে বলিয়া অশিক্ষিত লোকে এই ব্যাপারটীকে রূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। কিন্তু উপাখ্যানটীর সম্ভব-অসম্ভবত্ব বিষয়ে আলোচনা করিলে, ইহার রচনা অর্থবাদপূর্ণ বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ, মন্দরপর্ব্বত উৎপাটন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, মন্থন-রজ্জুভূত বাসুকি মন্থন-ব্যাপারে যে সময়ে মন্দর বেষ্টন করিয়াছিল, তৎকালে বাসুকি-অভাবে কে ধরা ধারণ করিয়াছিল? তৃতীয়তঃ, পৃথিবী-পৃষ্ঠ ২০ কোটী বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ১৫ কোটী বর্গ মাইল সমুদ্র বিস্তৃত। এই সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মন্থন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? চতুর্থতঃ, বিষ্ণুপুরাণ-মতে মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রদত্ত পারিজাত-মালা দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত-শিরে ন্যস্ত করিলে, ঐরাবত কর্ত্তৃক মহর্ষি-প্রসাদভূত ঐ পারিজাত-মালা ধরণী-পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং সেই ক্রোধ বশতঃ মহর্ষির অভিশাপ হয়। তৎপরে সমুদ্রমন্থনে আবার ঐরাবতের উৎপত্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পঞ্চমতঃ, মহাভারতে লিখিত আছে, সাগর-মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি আদিত্য-বর্ত্ম (অয়ন পথে) দেব সমীপে গমন করিল। যদি দেবগণ পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীস্থ মন্দর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া পৃথিবীস্থ সমুদ্রের উপকূলে থাকিয়া সমুদ্র মথিত করিয়া থাকেন, তবে মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি আকাশস্থ অয়ন-পথে কিরূপে দেব-সমীপে গমন করিতে পারে? সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উপাখ্যানের অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বর-মানা।

ঈশ্বরকে মানা না মানার কথাটা আধুনিক। প্রাচীনকালে এদেশে একথা ছিলনা। [illegible] ব ছিল না। প্রাচীন ভারতের নাস্তিকেরা এরূপ ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক [illegible] বিধি মানিতনা, বেদ মানিতনা; যাহারা পরলোক, পুনর্জ্জন্ম, অদৃষ্ট, [illegible] তনা; যাহারা কেবল স্থূল-প্রত্যক্ষবাদী ও বাহ্য-পুরুষকার-পূজক ছিল, [illegible] প্রাচীন ভারতের নাস্তিক। "চার্ব্বাক্" একটি প্রাচীন নাস্তিকের পূর্ণ নমুনা। প্রসিদ্ধ চার্ব্বাক-দর্শনেই তাহা প্রকট প্রমাণিত। উক্ত দর্শনে উপরোক্তরূপ নাস্তিকতারই

প্রগল্ভ-প্রচার; কিন্তু তাহাতে কোথাও ঠিক 'ঈশ্বর নাই,—ঈশ্বর-মানা ভুল' এরূপ কথা ঘোর ঘটায় ঘোষিত হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহা ঠিক ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকার নহে; ঈশ্বরে ঔদাস্য বা উপেক্ষা মাত্র,—অস্তিকতার অকিঞ্চিৎকরতা মাত্র।

আর্য্য-শাস্ত্রাচার্য্যগণের অনেকে বৌদ্ধগণকেও 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ-তত্ত্বাধিগম্য "বোধীসত্ত্ব" স্বরূপে ঈশ্বর মানেন, আত্মবিকাশ স্বরূপে ধর্ম্ম মানেন, কেবল বেদোক্ত কর্ম্ম মানেন না; অথচ তাঁহারা আর্য্যাচার্য্যের উক্তিতে নাস্তিক-পদবী পাইলেন। বেদাধীন হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত পার্থক্য-সূচক বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-বিশেষত্বটুকু আমাদের কবি-কোকিল জয়দেব গোস্বামীর ঝঙ্কারেই ব্যক্ত হইয়াছে —

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়-হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশবধৃত বুদ্ধ-শরীর জয়জগদীশ হরে।

হিন্দুর ঈশ্বরের অন্যতম অবতার বুদ্ধদেবই যাঁহাদের ধর্ম্মগুরু, বুদ্ধদেবই যাঁহাদের পরমাত্ম-গুরু এবং আনুষ্ঠানিক আরাধনায় চির-আরাধ্য, ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক তাঁহারা হইবেন কিরূপে? হিন্দুর ঈশ্বরের ষড়ৈশ্বর্য্য বুদ্ধদেবেই বর্ত্তমান। তবেই বুঝা গেল, স্থূলতঃ ও মূলতঃ বেদ-বিমুখতাই ভারতীয় নাস্তিকতা। জগন্মান্য গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানের মুখে "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" বাক্যে ভগবানের অবতার-স্বরূপে স্বীকৃত মহর্ষি কপিলদেব স্বীয় সাংখ্য-দর্শনে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্রের মূলতত্ত্ব প্রচার করিয়াও প্রাচীন ভারতে 'নাস্তিক' আখ্যা পায়েন নাই; পরন্তু পরমসিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগাবতার রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আধুনিক সাহেব-আচার্য্য ও বাবু-আচার্য্যগণই কপিলকে 'ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক' বলিতেছেন! এই জন্যই বলি, 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ এখন অন্য-রূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে তত্ত্বে আদৌ নাস্তিকতার স্থান বা অবসর অসম্ভব, তাহাতেই এখন নাস্তিকতার সমগ্র অর্থটুকু আসিয়া জমিতেছে! এ কৌতুক কাল-মাহাত্ম্যের ফল ভিন্ন আর কি বলিব? কাল-মাহাত্ম্যে ভারতীয় আস্তিকতা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হইতে "O God! save me, if there is any God" পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! ন+অস্তি=নাস্তি,—অর্থাৎ নাই; প্রাচীন ভারতের এই নাস্তিত্ব-সিদ্ধান্তে বেদের অভ্রান্ততা নাই, কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই; পরকাল-পুনর্জ্জন্ম-অদৃষ্ট নাই; এই সকল নাস্তিত্ব-বুদ্ধিই নাস্তিকতা। 'ঐশ-সত্তা-ন-অস্তি' এই-রূপ আধুনিক নাস্তিত্ববাদ স্বাধ্যায়-সন্দীপ্ত আর্য্য-দৃষ্টিতে সার্থক বা স্বাভাবিক নহে। আধুনিক নাস্তিকতাকে সুতরাং এইরূপে স্থাপন করিতে হয় যে, বেদ-বিধি বা পর-লোকাদি স্বীকার দূরে থাক্, সর্ব্বকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বরকেই অস্বীকার! এত দূর না পৌঁছিলে আর বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিক হওয়া যায় না; অথচ মানুষের মানুষ-জন্মেও বুঝি এতদূর পিছাইয়া যাওয়ার যো নাই। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

যাহারা বলিতে পারেন, 'আমরা ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক'—তাঁহাদের ঐ বলাতেই প্রকারান্তরে আপনাদের নৈসর্গিক আস্তিকতার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ প্রকটিত হয়। নাস্তিকতার স্বাভাবিক অর্থ এখন অনেকেই আলোচনা করেন না; অস্বাভাবিক অর্থ লইয়াই এখন তর্ক-তরঙ্গ চলিতেছে।

আমাদের বোধ হয়, 'নিরীশ্বরবাদ-নাস্তিকতা' বলিলে, বাক্যটি উচ্চশাব্দিক (High-sounding) হয় মাত্র, ফলিতার্থে সম্যক্ শূন্যগর্ভ। বর্ত্তমানে কথাটা তর্ক-সিন্ধুর তরঙ্গ-ভঙ্গ-সম্ভূত অসার ফেনাড়ম্বর মাত্র। উহার সযত্ন-অতল-গর্ভ-তল-রক্ষিত রত্ন অবশ্য অমূল্য আস্তিকতা। ফেনার নীচে জল, জলের নীচে রত্ন, এই ভাবে যথাক্রমে যাঁহারা ফেনা ও জল অতিক্রম করিয়া তল পাইয়াছেন, সেই লব্ধরত্ন ভাগ্যবানেরাই আস্তিক। "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"—তর্ক দ্বারা এই (ব্রাহ্মী) মতি-লাভ হয় না, এই বেদ-বাক্য;—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"—এই বঙ্গ-বিখ্যাত বৈষ্ণবীশিক্ষা-বাক্য, এ সকলেরই তাঁহারা অতীত! অথবা আমাদের ন্যায় ব্রহ্ম-বিমুখ বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য ওসব তাঁহাদেরই কৃপা-সিক্ত প্রসাদোক্তি।

ঈশ্বর-অস্বীকার বা জড়-জড়িত-চৈতন্য-সত্তার অস্বীকার প্রভৃতি যে সব পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিষয় এখন দর্শন দিয়াছে, এ সব ভারত-গৃহের নবীন অতিথি। এখানে দার্শনিক বিচারে 'ঈশ্বর-অস্বীকার' কথাটাই অদার্শনিক। ভারতীয় দার্শনিক পরীক্ষার কষ্টীপাথরে কথাটার দার্শনিক ধাতুত্বের কষ্ একেবারেই উঠে না। অতএব ভারতীয় দর্শনের প্রামাণিকনায়কত্ব (Authority) ধরিয়া, পাশ্চাত্য নাস্তিক্য-দর্শনের বিষয়কে পরিষ্কার নিরীশ্বরবাদ না বলিয়া, জড়বাদ, স্বভাববাদ, অনাত্মবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ বা পাশ্চাত্য-মায়াবাদ প্রভৃতি বলিলেই যেন অপেক্ষাকৃত সঙ্গত হয়। অবশ্য শব্দের ভৌতিক সত্তায় কিছু আসে যায় না, কিন্তু উহার অর্থগত ভাব-সংস্কার ধরিয়াই মানুষের বাগ্বিন্যাস করিতে হয়, তাই 'নিরীশ্বরবাদ' শব্দটাতেও আপত্তি-অনুভব অসম্ভব নয়।

ঈশ্বর-নামানা কথাটা ইদানীং যত্র তত্র যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে ভাবের নাস্তিক কে হইতে পারে? পাশ্চাত্য পুরাণের স্বয়ং "সয়তান"ও ঈশ্বর-বিরোধী মাত্র,—ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকারকারী নহে। একভাবে সয়তান বরং সর্ব্বপ্রধান আস্তিক! নচেৎ তাহার সয়তানত্বই অসিদ্ধ বা অসার্থক। ভারতের বড় বড় ঈশ্বর বিরোধী হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি 'ভয়ানক' আস্তিক! আস্তিকতার দৃঢ়তাতেই বিরোধিতার দৃঢ়তা,—নাস্তির সহিত আবার বিরোধ কি? আহা! ইহার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক-রহস্য বুঝিয়াই ভারতীয় পুরাণবেত্তা মহর্ষিগণ উক্ত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকে "শত্রুভাবের সাধক" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। আস্তিকতার উক্ত আতিশয্যের উদ্দীপ্ত উত্তেজনায় শত্রুভাবের সাধনায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি,"—ইহাও আর্য্যশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। (শত্রুভাবের সাধনারূপ

আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল) অতএব বলিতে ইচ্ছা হয়, পাশ্চাত্ত্য নিরীশ্বর-বাদের মতে ঈশ্বরের ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে! বিলাতীয় বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিয়া অবসর লইয়াছেন! অথবা "শত্রুভাবের সাধনা" থাকুক্ না থাকুক্, মাত্র বিরোধিতার হিসাবে নব্য নাস্তিকেরা হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন! ফলে আস্তিকদর্শনের আধ্যাত্মিক অণুবীক্ষণে তাঁহারা আদৌ নিরীশ্বরবাদীই নহেন; তাঁহারা জড়শক্তিবাদ প্রভৃতির অনাত্মান-অবলম্বী আস্তিক। তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শাক্ত। প্রাচীন স্বয়ম্ভু (শিব)-সীমন্তিনী শক্তির সাধক ও আধুনিক স্বয়ম্ভু (স্বভাব)-সীমন্তিনী শক্তির সাধক, উভয়েরই উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও, সূক্ষ্মবিচারে মূল ও স্থূল আস্তিকতাপক্ষে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

শুনিয়াছি, এক নব্য-নাস্তিক-সভাগৃহে "God is no where" লিখিত এক প্রকাণ্ড নিদর্শন-ফলক (Sign-board) স্থাপিত ছিল; একদিন এক বর্ণপরিচয়ের ছাত্র সরল বালক তাহাতে অকস্মাৎ "God is now here" পড়িয়া ফেলিল! এই নগণ্য ঘটনাতেই নাকি সেই সুগণ্য নাস্তিকসভায় আস্তিকতার আকস্মিক প্রবল প্রবাহ বহিল!—সভার অস্তিত্ব ভূত-সাগরে ভাসিয়া গেল। এ জাতীয় গল্প আরও অনেক শুনা যায়। কোন নাস্তিক নাকি কৌতুকে একটা কুকুরকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া, Dog উল্টাইয়া God দেখাইতে গিয়া, সেই কুকুরেরই তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে তৎক্ষণাৎ আস্তিক-চূড়ামণি হইয়াছিলেন! অতএব এ সব 'বাত-পত্র'বৎ নাস্তিকতা ও আস্তিকতার চিন্তা-চর্চ্চা কেবল মনের ও কালের অপব্যবহার মাত্র। ফলে জড়োন্নতিশালিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা জ্ঞানের বুভুক্ষায় যতই ভারতের সংস্রবে শনৈঃ শনৈঃ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকিতেছে, ততই তাহার জড়বাদ বা ভাববাদ-দর্শনাদির নিঃসত্ত্ব-নাস্তিকতা নীরবে তিরোহিত বা আস্তিকতায় পরিণত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে সংস্কৃতচর্চ্চা, গীতার প্রবল প্রচার, মোক্ষমূলর প্রভৃতির সন্দর্ভ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির বক্তৃতা, থিয়সফিষ্ট্ সম্প্রদায়ের কার্য্য, এই সমস্তের সমবেত অনুকূলতা অবলম্বনে অধুনা উক্ত প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ বেগে প্রসারিত হইতেছে।

একটু 'সেকেলে-ধরণের' একটি প্রবীণ পুরুষ একদিন আধুনিক নিরীশ্বরবাদিতার কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বাবা! ঈশ্বরকে অন্ততঃ পেশাদারী হিসাবেও মেনে রাখা ভাল। যেহেতু যদি ঈশ্বর মানি, আর ঈশ্বর না থাকেন, তবে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, আর না মানি, তবেইত গোলের কথা; অতএব এই ঈশ্বর-নামানাটা খাঁটি নাস্তিকতা হউক না হউক, গাঁটি বোকামী বটে।" আস্তিকতার কনিষ্ঠ শত্রু উনবিংশ শতাব্দীর এই নিরীশ্বরবাদের প্রতিকূলে এতদ্ভিন্ন আর কি অস্ত্র-প্রয়োগ হবে? "কনিষ্ঠ শত্রু" কেন বলিলাম? না প্রকৃতপক্ষে উক্তরূপ ঈশ্বরাস্তিত্ব

অস্বীকারের 'বোকামী' মানব-হৃদয়ে একরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। যিনি মুখে বলেন বা সদর্পে লেখেন "ঈশ্বর মানিনা"—তিনিও একটা কিছু জগতের হেতুরূপে মানেন। যাহা মানেন, তাহাই ঈশ্বর। "Unknowing—Unknowable" যে কেবল স্পেন্সার-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, তাহা নহে; তাহার বহু-যুগ যুগান্ত পূর্ব্বে আর্য্যঋষিদের "অবাঙ্মনসোগোচরম্" প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্য ঘোষিত হইয়াছিল। তবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞান-যোগে আত্ম-ব্রহ্মতত্ত্বের নির্গুণ-স্বরূপই অজ্ঞেয়, কিন্তু ভক্তি-যোগে স্বগুণ-স্বরূপ সতত সুজ্ঞেয়। আর পাশ্চাত্য দার্শনিক ব্রহ্মতত্ত্ব স্বগুণ-স্বরূপ-কল্পনাতেই অজ্ঞেয়; এইহেতু আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'পদোবেগ' তুল্য আধুনিক নিরীশ্বর-বাদ এই অজ্ঞেয়তা-বাদ প্রভৃতিরই নিরাশ-পরিণাম-বিশেষ। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মজ্ঞানের শৈশব-সন্তার সূতিকাগৃহে এরূপ অনেক "পেঁচো-পাঁচো"র অধিষ্ঠান! তবে কিনা, ভগবদিচ্ছায় ভারতীয় আর্য্যঋষি-ওঝার তন্ত্র-মন্ত্র ইদানীং দিন দিন ইহার বিলক্ষণ রক্ষা-কবচ হইয়া উঠিতেছে।

স্বভাবই সত্য ও স্বয়ম্ভু; অথবা জগৎ মিথ্যা, মায়িক, কাল্পনিক, ঐন্দ্রজালিক বা স্বপ্নাত্মক—মনোভাবাত্মক, ইত্যাদি যাহাই বলা হউক না কেন, ইহার কোন কথাই ভারতে নূতন নহে; কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-নির্ব্বিশেষ কার্য্য-কারণের অবাধ হেতু-সম্বন্ধতত্ত্ব নিত্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া, তৎসমস্তেরই কারণ-কল্পনা ঈশ্বরতত্ত্বে পর্য্যবসিত, বুঝিতে হইবে। না বুঝিলেও, এই কারণেই সাধারণ-আস্তিক্যবুদ্ধি মানবদেহধারী মাত্রেরই দুঃখহারিণী ও নৈরাশ্য-নিবারিণী। দ্বীপ-নিবাসী আমমাংসাশী উলঙ্গ পশু মানব হইতে সুসভ্য সুশিক্ষিত সমুন্নত দেব-মানব পর্য্যন্ত, সকলেরই জগৎ-কারণস্বরূপে কোন না কোন-রূপ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত ও সেবিত। তবে অসভ্য জাতির ঈশ্বর না হয় বিকটমূর্ত্তি ভূত, আর তোমার ঈশ্বর না হয় সৌম্যমূর্ত্তি ভূতনাথ। অথবা অসভ্যের ঈশ্বর জড়ত্বময়—অতি স্থূল; আর সভ্যতাভিমানী তোমার—আমার ঈশ্বর না হয় সূক্ষ্ম হইতে হইতে একেবারে 'নিরাকার' হইয়া পড়িয়াছেন! অবশ্য উপাসনাতীত নির্গুণ-ব্রহ্মেতত্ত্বে নিরাকারত্ব না বুঝিয়া, উপাস্য সগুণ-ঈশ্বর-তত্ত্বে নিরাকারত্ব-কল্পনাই এই কৌতুক-বাক্যের বিষয়ীভূত। সে যাহাহউক, এতাবতা নৈসর্গিক নিরীশ্বর-নাস্তিকের লক্ষণ-নির্দ্দেশ ন্যায়শাস্ত্র-সংসিদ্ধরূপে কদাচ সম্ভাবিত নহে।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব না মানিলেও ঈশ্বর-মানার বাধা হয় না। কারণ আত্মার দেহময়ত্ব বা দেহ-সর্ব্বস্বত্ব যাঁহার বিধান, তিনিই পরমাত্মা ঈশ্বর। ফলতঃ যে বুদ্ধি ঈশ্বরাভাব-প্রতীতি প্রসব করিবে, সেই বুদ্ধিরূপীই যে তিনি! "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" আর্য্যশাস্ত্রে কিছুই বাকি নাই। আর্য্যশাস্ত্র এই নিরীশ্বরবাদের দাঁড়াইবার স্থল রাখেন নাই।

চিন্তামাত্রেই চৈতন্য-জাত। চিৎ হইতেই চিন্তা; তবে ঈশ্বরাভাব-চিন্তার জনয়িতৃ চৈতন্য কি বিশ্ব-চৈতন্যের অংশীভূত নহে? এ অর্থে ত ঈশ্বরই ভাবেন "ঈশ্বর নাই"। অপিচ, জড়জগতের বস্তু-স্বাতন্ত্র্যগত কোনরূপ সোপাধিক ব্যষ্টি-চৈতন্যের তত্ত্ববোধ সাধারণ-মানব-বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেও, জড়জগতের স্থিতি, গতি, পরিবর্ত্ত, পরিণতি প্রভৃতির নিয়ন্তা সমষ্টি-চৈতন্য-শক্তির সত্ত্ববোধ মানব-জ্ঞান-ক্ষেত্রে নিত্য বিদ্যমান। অতএব যে দিক দিয়াই যাও, এই স্বাভাবিক আস্তিকতার বেড়া-জাল এড়াইবার যো নাই। এ অর্থে সকলেই আস্তিক। মানুষ নাস্তিক নাই।

এক্ষণে কথা এই যে, এরূপ আস্তিকতায় ঈশ্বর-মানার প্রকৃত ফল ফলে না। মাত্র অস্তিত্ব-স্বীকাররূপ ঈশ্বর-মানাকে প্রকৃত ঈশ্বর মানা বলা যায় না। "মান" শব্দের যথার্থ অর্থ-সাধন বা সার্থকতা-সম্পাদন তাহাতে সম্ভবে না। একজন কুভৃত্য বা কুছাত্র আপন প্রভু বা শিক্ষকের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ মানে না। আদেশ-উপদেশ না মানিলেই আদেষ্টা-উপদেষ্টাকে না-মানা হইল। বাধ্যতাই মানা, অবাধ্যতাই না-মানা। সংস্কৃত "মাননা" (মান্যকরা) হইতে অপভ্রংসে বাঙ্গালা "মানা" উৎপন্ন; অতএব মাননীয়ের সত্তা মাত্র স্বীকারেই তাঁহাকে মান্যকরা বা মানা হয় না। "ঈশ্বর-মানা" কথার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর-সত্তা-স্বীকার নহে,—পরন্তু ঈশ্বরের নিয়ম-বাধ্যতা, বিবেক-বাধ্যতা, শাস্ত্র-বিধান-বাধ্যতা। প্রকৃতির নিয়ম ঈশ্বরের বিধান, বিবেকের প্রেরণা ঈশ্বরের বাণী, বেদাদির আপ্তবাক্য-বিধি ঈশ্বরের আদেশ; সুতরাং মাত্রা বা পরিমাণ যাহাই হউক, মোটের উপর ঈশ্বরে ভক্তি ও অনুরক্তি ভিন্ন যথার্থ ঈশ্বর-মানা হয় না।

প্রকৃত পক্ষে পাপীরাই নাস্তিক, সাধুরাই আস্তিক। যাঁহারা বাহিরে ঈশ্বর মানেন, মুখে স্তব করেন, করে জপ করেন, মাথায় প্রণাম করেন, পায়ে দেবালয়ে বা তীর্থে যান, অথচ প্রবৃত্তির পরিতোষণে, রিপুর তর্পণে, স্বার্থের সাধনে, না করেন হেন কর্ম্মই নাই, তাঁহারা যদি আস্তিক, তবে প্রকৃত নাস্তিক কাহারা? আর যাঁহারা হয়ত বাহিরে (মতবাদ-তর্কে) ঈশ্বর মানেন না, পাশ্চাত্য জড়বাদী বা অনাত্মবাদী দার্শনিকের শিষ্য, অথচ সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, স্বার্থত্যাগী, পরার্থানুরাগী, উদারচেতা, সর্ব্বসৎকর্ম্ম-নেতা, তাঁহারা যদি নাস্তিক, তবে ঈশ্বরের প্রিয়কারী প্রকৃত আস্তিক কাহারা!

শ্রুতি বলেন,—"তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধনই ঈশ্বরোপাসনা। যাঁহারা বাহিরে ঈশ্বর-প্রীতি প্রদর্শন করেন, অথচ ঈশ্বরের অপ্রিয় কার্য্যে (পাপে) যাঁহাদের বিরতি নাই, তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতিই নাই, বুঝিতে হইবে। কারণ প্রীতিপাত্রের অপ্রিয়-সাধন প্রেমের ধর্ম নহে; সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরোপাসকই নহেন। মানুষের পক্ষে কখন কখন আপাত-

অপ্রিয়-সাধন প্রেম-ধর্ম্মের বিরোধী হয় না; কারণ সেস্থলে অপ্রিয়ত্ব-বোধ মানুষের অজ্ঞতার ফল মাত্র; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞানময়—স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরেত অজ্ঞতার কল্পনা সম্ভবে না; এই জন্য স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরের অপ্রিয়-সাধক কদাচ ঈশ্বর-প্রেমিক বা ঈশ্বরোপাসক হইতে পারে না। আর যাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতির বাহ্য-প্রদর্শন নাই, অথচ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিত্য নিরত, তাঁহাদের আন্তরিক ঈশ্বর প্রীতির অভাব নাই। তাঁহারা যেরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রেরণা-শক্তি বা অনুরক্তি-বশে পুণ্য-পরায়ণ হউন না কেন, ঈশ্বর ধর্ম্মস্বরূপ ও পুণ্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের সেই অনুরক্তিই ঈশ্বরানুরক্তি, সন্দেহ নাই। ফলকথা, প্রকৃত নিরীশ্বরবাদের নাস্তিক যেখানে তত্ত্বতঃ কেহই হইতে পারে না, সেখানে কার্য্যতঃ যে ঈশ্বরের অপ্রিয়সাধক বা পাপকর্ম্মা, সে-ই নাস্তিক—সে-ই ঈশ্বর মানেনা। নামাবলী বা মালার ঝুলী প্রভৃতি তাহাকে আস্তিক করিতে পারে না। আর যে (সংক্ষেপতঃ) তদ্বিপরীত, সে-ই আস্তিক—সে-ই ঈশ্বর মানে। 'মিল্-কম্‌টি-হক্স্‌লী-টিণ্ডাল্' বাটিয়া খাইলেও সে নাস্তিক হইতে পারে না। পরন্তু, উক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও কেহই অসম্ভব নিরীশ্বর-বাদের নাস্তিক হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রত্যক্ষ জগৎ-কার্য্যের কারণত্ব যিনি যেরূপে বুঝিয়াছেন, তিনি সেইরূপেই ঈশ্বরতত্ত্ব মানিয়াছেন, বলিতে হইবে। তবে যদি কেহ ঈশ্বরের অপ্রিয়-কার্য্য দোষে দোষী হইয়া থাকেন, তিনিই ঠিক ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক বটে।

উপাসনার লক্ষণ-জ্ঞাপক "তস্মিন্ প্রীতি—"ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় ঈশ্বর-মানা না-মানা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাশ্চাত্য হিতবাদ (Utilitarianism) অব্যাহত থাকিলেও এক হিসাবে উপাসনার মূলধন আস্তিকতার অস্তিত্ব থাকে। "পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পাপঞ্চ পরপীড়নম্" প্রভৃতি বহু আর্যবাক্যে হিতবাদের মূলসূত্র ভারতের চিরপরিচিত। হিতবাদ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ, কিন্তু ভজনের বৈধী দীক্ষা-শিক্ষারূপ বীজ-বপন। তাহাতে ভক্তি-বারি-সিঞ্চন হইলেই উপাসনার অমৃত-তরু উৎপন্ন হইয়া কালে মোক্ষ-ফল ফলে। ঈশ্বর-প্রিয়সাধক পুণ্যবান কর্ম্মযোগী যদি ঈশ্বরোপাসনার মহাজন-নির্দ্দিষ্ট ও শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থায় ভক্তিযোগে আনুষ্ঠানিক জপ, তপ, পূজা, আহ্নিক, স্বাধ্যায় ও শৌচাচার-পরায়ণ হন, তবে অবশ্য "সোণায় সোহাগা" হয়। তবেই ক্রমে তাঁহার পূর্ণ উপাসকত্ব, পূর্ণ মনুষ্যত্ব, পূর্ণ কৃতার্থত্ব লাভ হয়। সময়ে হয়ত তাঁহার বাহ্য-আনুষ্ঠানিকতা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি নাই; কারণ তখন যে পরিপূর্ণতা! সাধন যতক্ষণ, ক্রিয়া ততক্ষণ; সিদ্ধিতেই ক্রিয়ার পূর্ণতা বা নিবৃত্তি।

ঈশ্বর মানিলে, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিলে, আর পাপ করা চলে না। কোথায় পাপ করিবে? "এ জগতে হেন স্থান নাহিক কোথায়। যথায়

তাঁহার দৃষ্টি পরাভব পায়॥" বেদ-বিঘোষিত সেই "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সন্দীপ্যমান! একজন সাধু বলিয়াছিলেন—"বাবা! খুব পাপ কর, কিন্তু 'ভগা বেটা' যেন টের না পায়।" অতএব ভগবান টের পাইবেন, এ ভয় বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই ত আস্তিক। তিনি ঈশ্বরের অপ্রিয়-কার্য্য-বিমুখ; সুতরাং 'মানা' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে তিনিই ঈশ্বর মানেন। ঈশ্বরকে লুকাইয়া পাপ করা যায় না বলিয়া তাঁহার আর পাপ করা হয় না। এ হিসাবে আমরা প্রায় সাধাণতঃ সকলেই নাস্তিক। পাপকারী মাত্রেই নাস্তিক। পাপ না ছাড়িলে আর আস্তিকতার দাবী চলে না। যিনি দম-সাধনে (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহে) সিদ্ধ হইয়াও, শম-সাধনের (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহের) অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহারও দাবী তখন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য। পাপ বাহিরে আসিয়া কার্য্যতঃ ভৌতিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেই মানুষের দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভূত-চিৎ সমান, স্থূল-সূক্ষ্ম অভিন্ন, অন্তর-বাহির একাকার! কারণ তিনি যে দ্বন্দ্বাতীত।

আমরা পার্থিব গুরুজনের সাক্ষাতে সামান্য তামাকটুকুও খাইনা; অথচ বিশ্ব-গুরু ঈশ্বরের সাক্ষাতে কি পাপ না করিতেছি! যদি তাঁহার সত্তায় বা বিদ্যমানতায় যথার্থ বিশ্বাস থাকিত, অথবা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায়—অন্তর্যামিতায় যথার্থ প্রতীতি থাকিত, তবে কি আর আজ এত দীর্ঘ-শ্বাসে হা-হুতাশে পুড়িতে হইত?—এত হাহাকারে—অশ্রুধারে ভাসিতে হইত? মানব-সমাজের সমস্ত দুঃখই কেবল ঈশ্বরকে না মানার—অর্থাৎ ঈশ্বরকে মান্য না করার ফল মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র মানিলে এ ফলভোগ অতিক্রম করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ একটি আদুরে ছেলে-বাবুর গল্প মনে পড়িল। বাবু একদিন পল্লীস্থ তাঁহার এক গরিব জ্ঞাতি-জ্যেঠাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"জ্যেঠা মহাশয়! আপনি একটু বারান্দায় যাউন, আমি তামাক খাব।" তিনি অবশ্য উক্ত জ্যেঠা-বেচারীর অস্তিত্ব বিষয়ে পরিষ্কার আস্তিক, কিন্তু জ্যেঠাকে 'মানা'টি তাঁহার কেমন!! সেইরূপ আমরাও সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই আস্তিক; তারপর তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে বিস্মৃতির বারান্দায় বিদায় দিয়া পাপের ধুম লাগাইতেছি। সেই দয়াময়ের প্রতি দয়া করিয়া বাস্তবতঃ তাঁহার অস্তিত্বটি মাত্র স্বীকার করিতেছি। ইদানীং ইহাই আমাদের ঈশ্বর-মানা। এমন বিড়ম্বনাময় 'ঈশ্বর-মানা' হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

[৫৪ হইতে ৭১ শ্লোক পর্য্যন্ত সমালোচনা।]

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সত্যজ্ঞানরূপ অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যোপরি ভাসমানা কল্পনারূপিনী মায়া (শক্তি) কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ভাসমান হয়।* উহা সত্যজ্ঞানের সহিত অসংস্পৃষ্ট কল্পিত পদার্থ মাত্র; কিন্তু ভ্রান্ত জীবচৈতন্যের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকা হেতু জীবের ভ্রান্তজ্ঞানের নিকট উহা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বদৃষ্টান্তানুরূপ সুধা-ধবলিত সৌধোপরি রঞ্জিত চিত্রের সহিত ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তির বা ইষ্টকের কোন সংস্রব নাই; কিন্তু যদি ভিত্তিস্থ ইষ্টকের আভাস বা প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ সৌধোপরি প্রতিফলিত হয়, তাহাহইলে ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়ার সহিত রঞ্জিত চিত্রের সংস্রব থাকে; যেহেতু ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়া ঐ রঞ্জিত চিত্রের অন্তর্গত।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সত্যজ্ঞানাবলম্বনে মায়াশক্তি কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে, এবং ইহাও প্রমাণিত রহিয়াছে যে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব নহে, অথবা স্বয়ং অগ্নিও নহে,

* অনাদি অনন্ত নিরাকার সত্যজ্ঞান বা ব্রহ্মচৈতন্য এবং তাঁহার নিরাকার শক্তির বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সত্যজ্ঞানাবলম্বনে মায়া কর্ত্তৃক যখন বিষয় কল্পিত হয়, তখনই ঐ কল্পনার মধ্যে বিষয়ের আকার সূক্ষ্মভাবে প্রকটিত হয়, এবং তাহাই যে অবশেষে স্থূল-ভাবে জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

সেইরূপ মায়াশক্তি, সদ্ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব নহে অথবা স্বয়ং ব্রহ্মও নহে। অতএব মায়া নিস্তত্ত্বা কল্পনাশক্তি মাত্র, প্রমাণিত হইতেছে। ঐ কল্পনাশক্তির কার্য্যই এই কল্পিত জগৎ। উহা কথনই সত্য হইতে পারেনা। যে সত্যজ্ঞানাধিষ্ঠানে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানের সত্তাতেই বিশ্বের সত্তা ভিন্ন বিশ্বের পৃথক্ কোন সত্তা নাই; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক ব্যাখ্যা কালে জীবের বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ, এই সপ্তদশ তত্ত্ব পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ বা পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বাদি গুণোৎপন্ন; সুতরাং সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে স্থূল দেহ পর্য্যন্ত কল্পিত মায়িক জগদন্তর্গত উক্ত বুদ্ধিতে চৈতন্যের আভাস বা বুদ্ধিস্থ চিদাভাসই জীবচৈতন্য। ঐ জীবচৈতন্যই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ সংসৃষ্ট; অতএব কল্পিত মায়িক পদার্থান্তর্গত ও তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানও কল্পিত এবং ভ্রান্ত। এই জন্য জীবের নিকট মায়িক জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; অবকাশ অর্থাৎ শূন্যই উহার স্বভাব। আকাশ সৎপদার্থ নহে; সতের সত্তাতেই আকাশের সত্তা। অদ্বিতীয় সৎপদার্থের কেবল সত্তা মাত্র স্বভাব। আকাশে সতের সত্তা এবং তাহার নিজের অবকাশ, এই দুইটী স্বভাব আছে। তদ্ভিন্ন আকাশের প্রতিধ্বনি একটী গুণ আছে, কিন্তু সৎপদার্থে তাহা নাই। সৎপদার্থের একমাত্র সত্তা। ঐ সতের সত্তাতেই আকাশের সত্তা; তদ্‌ভিন্ন আকাশের নিজের গুণ প্রতিধ্বনি, অতএব আকাশে সত্তা ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশ কল্পনা করে, সেই মায়া সতের সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উভয়ের ধর্ম্মি-ধর্ম্ম কল্পনা করে; সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ হইলেও, আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার, উহা মায়াকল্পিত।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে:—

(১) আকাশের পৃথক্ সত্তা (অস্তিত্ব) নাই কেন এবং সতের সত্তাতেই (অস্তিত্বেই) আকাশের সত্তার তাৎপর্য্য কি?

(২) সৎপদার্থের প্রতিধ্বনি অর্থাৎ শব্দগুণ নাই এবং অবকাশ-স্বভাবও নাই। আকাশের যদি নিজের সত্তা (অস্তিত্ব) না থাকে, তবে তাহার প্রতিধ্বনি (শব্দ) গুণ ও অবকাশ-স্বভাব কোথা হইতে আসিল? কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অথচ তাহার গুণ ও স্বভাব আছে, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? উপরোক্ত দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা একত্রে হইবে।

মীমাংসা।

আকাশ যাহা, অবকাশ বা শূন্যও তাহাই; ঐ অবকাশ বা শূন্য একটি ভাব মাত্র। যথায় কোন পদার্থ নাই, এই ভাবের উপলব্ধিই শূন্য; ঐ শূন্য-ভাব-জ্ঞান চৈতন্য হইতে উপলব্ধ হয় এবং চৈতন্য বা জ্ঞানই উহার স্থিতিস্থান; অতএব জ্ঞান বা চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা-জ্ঞান হইতে যে ভাবের বিকাশ হয়, জ্ঞান অবিকাশিত হইলে, সেই ভাবও বিলীন হইয়া যায়। অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই জ্ঞান-গর্ভে স্থিত; উহা সত্য জ্ঞানাবলম্বনে কল্পনাশক্তির বিকার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপলব্ধি মাত্র। শক্তির বিকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শক্তি ব্যতীত বিষয়ের বিকাশ অসম্ভব। একটি শক্তি যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিণত হয়, উহা শক্তির প্রকৃত অবস্থা নহে, বিকৃত অবস্থা। পূর্ব্ববর্ণিত মত ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞানের ন্যায় আকাশজ্ঞান, বায়ুজ্ঞান, তেজজ্ঞান, আপজ্ঞান, ক্ষিতিজ্ঞান; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জড়, উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু প্রভৃতি জ্ঞান সত্যজ্ঞানের ছায়া অবলম্বনে কল্পনা-শক্তির এক একটি বিকৃত ভাবমাত্র। ঐ ঐ জ্ঞানের অস্তিত্বেই আকাশাদি বিশ্বের অস্তিত্ব। ঐ ঐ জ্ঞানের বিকাশেই বিশ্বের বিকাশ এবং অবিকাশেই বিশ্বের অবিকাশ; অতএব জ্ঞানের বা চৈতন্যের সত্তাই আকাশের সত্তা। জ্ঞান বা চৈতন্যের সত্তা ব্যতীত আকাশের পৃথক্ কোন সত্তা নাই, প্রমাণিত হইল। স্থূল কথা এই যে, যদি জ্ঞানের বিকাশ না থাকে, তবে আকাশাদি কোন পদার্থেরই বিকাশ থাকেনা।

এক্ষণে, যাহার সত্তা নাই, তাহার গুণ কিপ্রকারে সম্ভব, তাহাই কথিত হইতেছে। স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট দহ্যমান গৃহমধ্যে অবশ্যই অগ্নির প্রকাশভাব, উষ্ণ-স্পর্শ ও দহনের শব্দাদি গুণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। উহা আপনার জ্ঞান বা চৈতন্যের উষ্ণ-গুণ নহে। ঐ চৈতন্যের অবলম্বনে যে ভাবের বিকাশ হয়, গুণও সেই ভাবের অঙ্গ বা অন্তর্ভূত গুণমাত্র; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট অগ্নিময় ভাবের প্রকৃত সত্তা বা সত্যতা না থাকিলেও, ঐ ভাব-সংসৃষ্ট গুণ ঐ স্বপ্নকল্পিত ভাবের সহিত প্রকাশিত হওয়ার বাধা হয় না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, অবকাশ বা শূন্য অর্থে কিছুই নাই; সুতরাং কিছুই নাই, এই অভাবজ্ঞানই শূন্য; কিন্তু শব্দগুণ অভাবজ্ঞান নহে, উহা একটী ভাবের উপলব্ধি; অতএব শূন্য (অভাব) হইতে শব্দগুণ রূপ ভাবজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? বা তাহা হইতেই বায়ুরূপ ভাবোপলব্ধি কিরূপে হয়? অবশ্যই অভাব হইতে কখনও ভাবের উৎপত্তি হইতে পারেনা; যথা "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বটে, কিন্তু এস্থলে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় নাই; যেহেতু আকাশেরও যেরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, বায়ু প্রভৃতি কোন ভূতেরও

সেইরূপ পৃথক্ সত্তা নাই। সতের সত্তাতেই আকাশ ও বায়ু প্রভৃতির সত্তা, তদ্ভিন্ন আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়না। অনন্তজ্ঞান অবলম্বনে কল্পনারূপিণী মায়াশক্তি-প্রসূত একটী ভাবের মধ্যে অন্যান্য ভাব যথাক্রমে স্ফুরিত বা প্রকটিত হয় মাত্র; সুতরাং অভাব হইতে কখনও ভাবের উৎপত্তি হয়না। শূন্যও একটি ভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বস্তুর অভাবই শূন্যভাবের উপলব্ধি। আলোরূপ ভাবের অভাব অন্ধকার বটে, কিন্তু আলোর অভাবও একটি ভাবের উপলব্ধি, তাহার আর সন্দেহ নাই। আলো নাই, এই ভাবটি মনে হইলে, আলোর ভাব এবং তাহার নাস্তিত্ব, উভয়-সংসৃষ্ট ভাবের উপলব্ধি যেমন হয়, সেইরূপ শূন্য বা অবকাশ বলিলে, বস্তু এবং তাহার অভাব, এই সংসৃষ্ট ভাবের স্ফুরণ হয়। অতএব নাস্তিত্ব ভাবের সহিত অস্তিত্ব ভাব আপেক্ষিকরূপে বিজড়িত। অবকাশ বলিলে বস্তুর অবকাশ, নাস্তি বলিলে অস্তির নাস্তি, অভাব বলিলে, ভাবের অভাব বুঝায়। এইজন্য আকাশের সত্তা বায়ু প্রভৃতিতে অনুগমন করে, কিন্তু আকাশ অনুগমন করেনা, কথিত হইয়াছে। সাংখ্য, বেদান্ত-উপনিষৎ এবং পুরাণাদিতে প্রকাশ যে, (সাংখ্যোক্ত) অব্যক্ত প্রকৃতি, পুরুষ সংযোগে বা (উপনিষদ্ ও বেদান্তোক্ত) অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি মায়া চিদাভাসে ব্যক্ত ও মহত্তত্ত্বে (সমষ্টি-বুদ্ধি তত্ত্বে) পরিণত হইয়া, সৃষ্ট্যর্থে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সৃষ্ট্যভিমান বা অহঙ্কার, অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রবৃত্তি (Tendency) রূপে বিকাশিত হন; তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কার বা প্রবৃত্তি হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত কল্পিত হয়।

মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশ যে,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রত্যক্ষ ও অবিজ্ঞেয় অবস্থায় যেন সর্ব্বতঃ প্রসুপ্ত ছিল"। তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণে আবরিত, সুতরাং বোধাতীত, লক্ষণ দ্বারা অনির্দেশ্য, প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত, অবোধ্য (বোধের যোগ্য নহে) এতদ্রূপ নিদ্রিত অবস্থাপন্ন একটি ভাব ছিল। ঐ অবস্থার স্বয়ম্ভূ ভগবান অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়া, মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া তমনাশক রূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং বিবিধ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও সেই জলে বীজ অর্পণ করিলেন। সেইবীজ হইতে সহস্রাংশু-সমপ্রভ জ্যোতির্ম্ময় অণ্ড প্রসূত হইল। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন এবং দেবমান সহস্র বর্ষ সেই অণ্ড মধ্যে বাস করিয়া তপ বা ধ্যান-বলে ঐ অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গাদিলোক, অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি সপ্ত দ্বীপমধ্যে অষ্ট দিক্ নিত্য অপাংস্থান—অর্থাৎ অর্ণব যুক্ত আকাশ সৃষ্টি করিলেন।* "

* আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ইত্যাদি সৃষ্টি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বেদ-বেদান্তের মধ্যে ও মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টির আদিতে জল সৃষ্টির উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আকাশরূপ অর্ণব সমুদ্র হইতে বায়ুসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই রহস্য ক্রমে প্রকাশ্য, এবং সংস্কৃত সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি প্রবন্ধ শীর্ষক হিন্দুপত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১।২য় সংখ্যার ২৫ হইতে ... পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঋক্ ও সাম বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে প্রকাশ যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্য পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। সর্ব্বত্র রাত্র (তমোময় অর্থাৎ অব্যক্ত) ছিল; তদনন্তর "অভিদ্যাত্তপসঃ—অভিদ্যাৎ—প্রবৃদ্ধাৎ—তপসঃ তাপাৎ, অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক তাপ হইতে অর্ণব—সমুদ্র* উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অর্ণব—সমুদ্র হইতে বিশ্ব-প্রকটনকারী বশী অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা নিয়মপ্রণেতা বিধাতা উৎপন্ন হইয়া, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, (আকাশ) সূর্য্য, চন্দ্র, দিবা, রাত্র, অয়ন, বর্ষ প্রভৃতি সমস্ত যথাক্রমে কল্পনা (সৃষ্টি) করিয়াছিলেন। সাংখ্য ও বেদান্তমতে আকাশ-সৃষ্টির পূর্ব্বে মহত্তত্ত্ব এবং ত্রিবিধ অহঙ্কার, তিন প্রকার সৃষ্টির কার্য্যপ্রবৃত্তি (Tendency) এবং ঐ তিন প্রকার প্রবৃত্তির একতম প্রবৃত্তি হইতে আকাশ-সৃষ্টি দেখিতে পাই।

মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে ভগবানের মহাভূতে কার্য্যপ্রবর্ত্তন, তমনাশক জ্যোতি, অপ্, বীজ ও অণ্ড এবং অণ্ড মধ্যে বিধাতার উৎপত্তি; তদনন্তর স্বর্গ, দ্রবীভূত আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির সৃষ্টিপ্রকরণ দেখিতে পাই। বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যেও প্রায় তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। উপরোক্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি স্থূল পদার্থ সমূহ শক্তির বিকার হইলেও, শক্তির মধ্যে ঐ সকল পদার্থ সূক্ষ্মভাবে চিরকালই আছে। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ, গর্ভস্থ শুক্র-শোণিতের মধ্যে জীবের প্রকাণ্ড দেহ-বুদ্ধি-মন এবং মানসিক ও শারীরিক বৃত্তি ও ভাব সমস্তই সূক্ষ্মভাবে থাকে; যেমন নিদ্রাকালে জাগরণকালের সমগ্রভাব সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত শক্তি বা প্রকৃতির গর্ভে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জগৎ সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকে। পরে চিদাভাসে প্রকৃতি বা শক্তি জাগরিত এবং প্রকৃতির অন্তর ব্রহ্মতেজে দ্রবীভূত হইলে, ঐ চিদ্‌বীজ কর্ত্তৃক তাহার গর্ভাধান হয়; তখন শক্তি বা প্রকৃতিমাতা সূক্ষ্ম জগৎরূপ অণ্ড প্রসব করেন এবং সেই অণ্ড মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তিযুক্ত মানসিক তেজরূপী ধাতা কর্ত্তৃক আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিক স্থূল জগৎ কল্পিত ও দৃষ্ট হয়। পাঠক! একবার একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করুন যেন কিছুই নাই, আপনিও বিশ্বব্যাপী অচৈতন্যে বা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন; হঠাৎ যেন একটু কম্পনবৎ হইয়া ঐ অচৈতন্যের মধ্যে মানসিক তেজ হইতে ঈষৎ একটু জ্ঞানজ্যোতির আভাস বাহির হওয়ায়, ঐ তেজের আভাসে আপনার বিশ্বব্যাপী মানসিক ভাবময় দেহ যেন দ্রবীভূত

* ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক তাপ অর্থে ব্রহ্মশক্তি; ঐ 'অভিদ্যাত্তপসঃ' অর্থে পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তেজ নহে, উহাই ব্রহ্মতেজ, অর্ণব সমুদ্র অর্থে কারণ-বারি, ঐ কারণ-বারি পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ ভূতের চতুর্থ ভূত (জল) নহে। ঐ চতুর্থ ভূত জল আদি ভৌতিক পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত কারণ-বারি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানসিক ও ভৌতিক সমুদ্র পদার্থের কারণরূপিণী মাতৃস্থানীয়া বা সৃষ্টিপ্রবৃত্তির দ্রবীভূত অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উহা ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক সূক্ষ্ম উপাদান-কারণ হইতেছে। ঐ উপাদান-কারণই মনোময় বিধাতার যোনি স্বরূপ।

হইয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে আপনার মন যেন ঐ দ্রবীভূত ভাবের মধ্য হইতে ভাসিয়া উঠিল। তখন যেন আপনি ঐ নিদ্রার ঘোরে সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্রবীভূত অবকাশ দেখিতে লাগিলেন। ঐ দ্রবীভূত পরমাণুর মধ্যে অবকাশ থাকায়, উহাদের গতির প্রসার ও পরস্পরের মধ্যে (Friction) ঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ায়, ঐ অবকাশের মধ্যে শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। অবশ্যই বস্তুর মধ্যে অবকাশ বা ফাক না থাকিলে, পরস্পর সংঘর্ষণ বা শব্দের উৎপত্তি হইতে পারেনা। বস্তুর মধ্যে ফাক বা ছিদ্র না থাকিলে, সেই বস্তু কখনই গতিবিশিষ্ট হইতে বা নড়িতে পারেনা। নড়ার অর্থই গতি (Motion); ঐ গতি না হইলে বা নড়িতে নাপারিলে, সংঘর্ষণ বা শব্দ অসম্ভব; অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে ছিদ্র না থাকিলে, vibratory motion কখনই হইতে পারেনা। অতএব ছিদ্র বা আকাশ হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। আকাশেরই শব্দগুণ প্রমাণিত হইতেছে। আপনি যে নিদ্রার ঘোরে আকাশ ও শব্দ অনুভব করিলেন, উহা আপনার মানস-শক্তির বিকার বা মানসিক কল্পনা নহে কি? ঐ আকাশ-কল্পনার পূর্ব্বে যে মানসিক অস্পষ্ট ভাবের ঈষৎ বিকাশ হইয়াছিল, সেই মানসিক ভাব কর্ত্তৃক আকাশ-কল্পনা হয়নাই কি? এখন আপনার উপরোক্ত ভাবের সহিত বেদান্ত, সাংখ্য ও মনু প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব একবার মিল করিয়া দেখুন, তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আকাশ-কল্পনার পূর্ব্বে যে অস্পষ্ট ভাব, উহা মানস-শক্তির ভাব মাত্র; উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দগুণযুক্ত আকাশ বা অবকাশই আদিভূত। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী-ভাব আপনার বাহ্য ভাব নহে; উহা আপনার মানস-অন্তর্ভূত বা কল্পনাশক্তির অন্তর্গত; তদ্ধেতু মায়াশক্তির প্রথম কার্য্যই আকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে এবং উপরোক্ত শাস্ত্রাদির সহিত নিজের যুক্তি ও বিজ্ঞান খাটাইয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, আকাশের পৃথক্ সত্তা নাই; সতের অর্থাৎ চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা। ঐ আকাশ যে কল্পনারূপিণী মায়া-শক্তির প্রথম বিকাশ বা প্রথম কার্য্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অতএব আকাশ নিস্তত্ত্ব, সাব্যস্ত হইল। এক্ষণে বায়ু প্রভৃতির বিষয় কথিত হইবে। অর্থাৎ আকাশের সহিত ব্রহ্মের (চৈতন্যের) যেরূপ সম্বন্ধ, বায়ু প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈরাগ্যানুশাসনম্।

ন সংসারোৎপন্নে বিষয়মনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ
মহদ্ভিঃ পুণ্যৈর্মে শ্চিরমপি গৃহীতাশ্চ বিষয়া
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিবদাতুং বিষয়িণাম্ ॥১॥

সংসারোৎপন্ন দ্রব্যে কোন কুশলদ্রব্য দেখিতে পাইনা, পুণ্যের পরিণাম চিন্তা করিতে২ আমার ভয় উৎপন্ন হয়। মহৎ পুণ্যসমূহদ্বারা প্রচুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহা বিষয়ীদিগকে বিপদ দিবার জন্য আসিয়া থাকে। [শিখরিণী বৃত্ত]।১॥

ভ্রান্ত্বা দেশমনেক দুর্গ বিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে! জৃম্ভসি পাপকর্ম্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি ॥২॥

অনেক দুর্গম দেশ ভ্রমণ করিয়াও কিঞ্চিৎ ফল পাইলাম না; উচিত জাতিকুলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বৃথা প্রভুর সেবা করিলাম; পরগৃহে কাকের ন্যায় শঙ্কার সহিত মান ত্যাগ করিয়া আহার করিলাম; হে পাপকার্য্য-প্রলোভিনী তৃষ্ণে! এখনও তুমি উৎপন্ন হইতেছ? অদ্যাপি সন্তুষ্ট হইতেছনা? [শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ]। ২॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্যাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাম্পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্ত কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্ ॥৩॥

এই স্থানে ধন আছে, এই অনুধাবন করিয়া পৃথিবী খনন করিলাম, পর্ব্বতের গৈরিকাদি ধাতু আনিবার জন্য চিন্তা করিলাম, সমুদ্র পার হইলাম, যত্নে রাজাকে সন্তুষ্ট করিলাম; মন্ত্র আরাধন জন্য ব্যগ্রমন হইয়া শ্মশানে রাত্রি যাপন করিলাম, কিন্তু কাণা-কড়ীও প্রাপ্ত হইলাম না। হে তৃষ্ণে! এক্ষণ আমাকে ত্যাগ কর। [ঐ বৃত্ত]।৩॥

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ
নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেনমনসা।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে! মোঘাশে! কিমুপরমতো নর্ত্তয়সি মাম্ ॥৪॥

খল ব্যক্তির আরাধনায় তৎপর হইয়া তাহাদের বাক্য কোনরূপে সহ্য করিলাম, হৃদয়াভ্যন্তরে অশ্রুবারি অবরুদ্ধ করিয়া শূন্যমনে হাস্য করিলাম, মনে ধৈর্য্য ধারণ করিলাম; তাহাদের বাক্যে আমার বুদ্ধিও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপিও তাহাদিগকে অঞ্জলি করিলাম। হে আশে! হে বৃথা-আশে! এক্ষণও আমাকে কেন আর নৃত্য করাইতেছ? [শিখরিণী বৃত্ত]। ৪॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিন্নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসঙ্গমনসাং
কৃতং বীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥৫॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এই প্রাণের জন্য আমরা হতবুদ্ধি হইয়া কি না করিলাম, যেহেতু ধনমদে বিবেকশূন্য ধনী লোকের অগ্রে নির্লজ্জ হইয়া নিজগুণ-কথারূপ পাতকও করিলাম! [ঐ বৃত্ত] ॥৫॥

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেবভুক্ত-
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥৬॥

স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয় ভোগ করিলাম না, কিন্তু আমরা (কালদ্বারা) ভুক্ত হইলাম, কোন তপস্যাচরণ করিলাম না, কেবল আমরা সন্তাপ প্রাপ্ত হইলাম; কাল গেলনা, আমরাই গেলাম, অর্থাৎ জীবন শেষ করিলাম; তৃষ্ণা জীর্ণা (ক্ষয়প্রাপ্ত) হইলনা, আমরাই জীর্ণ হইলাম, অর্থাৎ জরাপ্রাপ্ত হইলাম। [উপজাতিবৃত্তম্] ৬॥

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥৭॥

মাংস-সঙ্কোচ-রেখাদ্বারা মুখ ব্যাপ্ত হইল, পলিত (জরাজনিত শুক্লতা) দ্বারা মস্তক অঙ্কিত হইল, গাত্র শিথিল হইল, কিন্তু একা তৃষ্ণা নিত্য-নবীনা হইতেছে! [অনুষ্টুব্ছন্দঃ] ৭॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষ বহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো দুষ্টঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ ॥৮॥

ভোগেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, মনুষ্যের বহুমানও নষ্ট হইয়াছে; প্রাণতুল্য সমবয়স্ক বন্ধুগণ এককালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; আস্তেং যষ্টিদ্বারা উত্থিত হইতেছি; চক্ষু ঘন অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইল, অর্থাৎ চক্ষে আর দেখিতে পাই না; অহো! দুষ্ট শরীর তথাপি মরণোপায় হইতে শঙ্কা প্রাপ্ত হয়! [শিখরিণী] ৮॥

আশানাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥৯॥

আশা নাম্নী নদী, উহাতে মনোরথ রূপ জল, উহা তৃষ্ণা রূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত, উহাতে বিষয়ানুরাগ রূপ জলজন্তু ও বিতর্ক রূপ পক্ষী আছে, উহা ধর্ম্ম রূপ বৃক্ষ-ধ্বংসিনী; অজ্ঞান রূপ আবর্ত্তদ্বারা সুদুস্তর ও অতি গভীর; উহাতে উন্নত চিন্তা রূপ তটী আছে; বিশুদ্ধমন যোগীশ্বরগণ উহার পারে গমন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। [শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ] ৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পঞ্চরত্নং।

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্ম্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা ॥ ১ ॥

মদদ্বারা হস্তী, পদ্মদ্বারা জল, পূর্ণচন্দ্রদ্বারা রাত্রি, স্বভাবদ্বারা স্ত্রীলোক, বেগের দ্বারা ঘোটক, নিত্যোৎসবে মন্দির, ব্যাকরণ দ্বারা কথা, হংসযুগলদ্বারা নদীসকল, পণ্ডিত দ্বারা সভা, সৎপুত্রদ্বারা কুল, রাজাদ্বারা পৃথিবী ও বিষ্ণুদ্বারা ত্রিলোক শোভা পায়। ১

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ শৃণিঃ।
ইত্থং তদ্‌ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাস্তি ভগ্নোদ্যমঃ॥ ২॥

দুস্তর সমুদ্র পার হইবার জন্য জাহাজ, অন্ধকারে দীপ, বায়ুশূন্যকালে ব্যজন, মদান্ধ হস্তীর দর্পনাশ জন্য অঙ্কুশ; পৃথিবীতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহার উপায় নাই; কিন্তু দুর্জন ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি হরণে বিধাতাও ভগ্নোদ্যম হইয়া থাকেন। ২॥

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ৩॥

পানরত বৈদ্য, কুশিক্ষিত নট, বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ, যুদ্ধে কাপুরুষ, বেগশূন্য ঘোটক, মূর্খ পরিব্রাজক, কুমন্ত্রিদ্বারা বেষ্টিত রাজা, উপদ্রুত দেশ, যৌবনগর্ব্বিতা পররতা ভার্য্যা, এই সকলকে জ্ঞানীলোক শীঘ্র ত্যাগ করেন। ৩॥

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্দেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলং।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনঃ কিমুধনৈর্বিদ্যানবদ্যা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণেন কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্॥ ৪॥

যদি ক্ষমাগুণ থাকে, তাহাহইলে কবচে আবশ্যক কি? যদি মনুষ্যের ক্রোধ থাকে, শত্রু আবশ্যক কি? যদি জ্ঞাতি থাকে, অগ্নি আবশ্যক কি? যদি সুহৃৎ থাকে, উত্তম ঔষধে প্রয়োজন কি? যদি দুর্জন থাকে, তাহাহইলে সর্পে আবশ্যক কি? যদি উত্তম বিদ্যা থাকে, তাহাহইলে ধনে প্রয়োজন কি? যদি লজ্জা থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি! যদি কবিতা থাকে, রাজ্যে প্রয়োজন কি? ৪॥

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলো দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ।
ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈরনুদিনং মন্ত্রপ্রভাবাদ্‌বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥ ৫॥

জলদ্বারা অগ্নি, ছত্রদ্বারা রৌদ্র, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশদ্বারা হস্তী, দণ্ডদ্বারা চঞ্চল গো-গর্দ্দভ প্রতিদিন বৈদ্যের ঔষধদ্বারা ব্যাধি, মন্ত্রপ্রভাবে বিষ, সকলেরই শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আছে কিন্তু মূর্খের ঔষধ নাই। ৫॥

ষড়্রত্নং।

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি পরিচিন্তনীয়ং
আরাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপেচ যুবতৌচ কুতো বশিত্বম্॥ ১॥

শাস্ত্রকে চিন্তা করিলেও পুনঃ২ চিন্তা করিতে হইবে, রাজাকে আরাধনা করিলেও শঙ্কা করিতে হয়, যুবতি অঙ্কস্থিতা হইলেও রক্ষা করিতে হয়; শাস্ত্র, রাজা ও যুবতিকে কে বশ করিতে পারে? ১॥

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদো নাগতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবং
কোবা দুর্জ্জনবাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্॥ ২॥

অর্থ প্রাপ্ত হইয়া কে গর্ব্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ীর আপদ না হয়? সংসারে স্ত্রীদ্বারা কার মন খণ্ডিত (আকৃষ্ট) না হয়? কোন্ ব্যক্তি রাজাদের প্রিয়? কোন্ ব্যক্তি শমনের দৃষ্টি-পথে পতিত না হয়? কোন্ প্রার্থী গৌরব প্রাপ্ত হয়? কোন্ ব্যক্তি দুর্জ্জনের জালে পতিত হইলে মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে? ২॥

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো ধনবান্ তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যঃ
লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি। ৩॥

ব্রাহ্মণ মূর্খ, বৃদ্ধ গৃহস্থ, দরিদ্র কামী, তপস্বী ধনবান, কুরূপা বেশ্যা, কদর্য্য নৃপতি, সংসারে এই ছয়টি বিড়ম্বনা। ৩॥

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ
যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্।
ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং
দয়াচ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি॥ ৪॥

দরিদ্রকে দান, প্রভুর (সামর্থ্যশালী ব্যক্তির) ক্ষমা, যুবার তপস্যা, জ্ঞানীর মৌন, সুখাসী ব্যক্তির ইচ্ছা-নিবৃত্তি, সর্ব্বজীবে দয়া, এই সকল গুণ স্বর্গভোগ করায়। ৪॥

দুর্ম্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্নদর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্ত্রীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি ॥ ৫ ॥

নীতিদোষ কোন্ দুর্ম্মন্ত্রি-রাজাকে না আশ্রয় করে? রোগ কোন্ কুপথ্যভোজীকে না পীড়া দেয়? ঐশ্বর্য্য কাহাকে উদ্ধত না করে? মৃত্যু কাহাকে নিধন না করে? স্ত্রী-নিমিত্ত বিষয় কাহাকে দুঃখিত না করে? ৫ ॥

লোভোহস্ত্যস্তি পরেণ কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচিমনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং
সদ্‌বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥৬॥

যদি লোভ থাকে, শত্রু তদধিক কি করিবে? যদি খলতা থাকে, অন্য পাতকের প্রয়োজন কি? যদি সৌজন্য থাকে, অন্য গুণের প্রয়োজন কি? যদি মহত্ত্ব থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি? যদি সত্য থাকে, তপস্যার প্রয়োজন কি? মন যদি শুচি হয়, তীর্থে প্রয়োজন কি? যদি সদ্‌বিদ্যা থাকে, ধনে প্রয়োজন কি? যদি অপযশ থাকে, মৃত্যুতে প্রয়োজন কি? ৬॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

পূর্ব্বসংখ্যায় পূর্ব্বপক্ষের প্রতিকূলে এবং সাংখ্যপ্রবচনের অনুকূলে যুক্তি-জালের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববাদীর আক্ষেপেরও আপেক্ষিক আলোচনা করা গিয়াছে। এখন আপত্তিকারীর অপরাপর যুক্তিগুলিরও একটু একটু রহস্যভেদ করিতে চেষ্টা করা যাউক। গৌড়পাদস্বামী সাংখ্যকারিকার একটী ভাষ্য রচনা করেন; তিনিও স্বকীয় গ্রন্থে সাংখ্যপ্রবচনের বিদ্যমানতা লিখেন নাই। ইহাতেও সাংখ্য-প্রবচন আধুনিক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই বাদীসিদ্ধান্তের সমাধানে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, গৌড়পাদ, সাংখ্যকারিকাই কপিল-নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এরূপ হওয়া নিতান্ত নির্যুক্তিক নয়, কেননা তিনি একজন বেদান্তিসম্প্রদায়ের লোক। পরমতে একখানিমাত্রগ্রন্থ দেখিতে পাইয়া তিনি

মনে করিলেন, সর্ব্বত্র "কপিল" সাংখ্যমত-প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; এই কারিকা-গ্রন্থে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সাংখ্য-সিদ্ধান্তই দেখিতেছি, অতএব ইহা কপিল-প্রণীত সাংখ্যকারিকা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ের মত মুদ্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইত না। উহা স্বসম্প্রদায়ের শিষ্যাদি-দ্বারা প্রচারিত হইত মাত্র। ভিন্ন-মতাবলম্বীরা কেবল বিচার কালে তত্তন্মতব্যাখ্যা অবগত হইতে পারিতেন। যত দিন তাঁহারা অকপটে ঐ গ্রন্থের পঠন-পাঠনাদি-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত না করিতেন, ততদিন ছাত্রত্ব স্বীকার করিলেও, তাঁহারা গ্রন্থের অধিকারী হইতেন না। কেননা ভিন্ন-সম্প্রদায়ের লোককে পুস্তক-প্রদান ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল। এই সকল কারণে গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকা প্রাপ্ত হইয়াও নিঃসংশয়রূপে উহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই; প্রত্যুত প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। গৌড়পাদ কারিকা-ব্যাখ্যানকে "ভাষ্য" নামে অভিহিত করিয়া আন্তরিক সংশয়ের আভাস প্রদান করিয়াছেন। প্রকরণ-গ্রন্থের ব্যাখ্যা "ভাষ্য" বলিয়া কথিত হয়না। ভাষ্য-গ্রন্থের লক্ষণ-পর্য্যালোচনায় * আমরা দেখিতে পাই, যেখানে সূত্রানুযায়ী পদদ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং (আবশ্যকানুসারে) স্বোক্তপদেরও ব্যাখ্যা করা হয়, তদ্বিদ্‌ পণ্ডিতেরা তাহাকে "ভাষ্য" বলিয়া জানেন। কারিকাকে যদি সূত্র বলিতে পারা যায়, তাহাহইলে গৌড়পাদের ব্যাখ্যান "ভাষ্য" নাম ধারণের কথঞ্চিৎ উপযোগী হইতে পারিবে; কিন্তু তাহার আবার মহান্‌ অন্তরায় উপস্থিত; "সূত্র" বলিলেই "সূত্র" হয় না; তাহা আবার "স্বল্পাক্ষর" "অসন্দিগ্ধ" এবং "সারবৎ" প্রভৃতি বিশেষণ ক্রান্ত হওয়া চাই। কারিকা যে কত স্বল্পাক্ষর-রচিত, তাহা যিনি "আর্য্যার" সহিত পরিচিত, তিনি সহজেই বুঝিবেন। গৌড়পাদ মহোদয়ের বিশ্বাসানুসারে উহাতে অসন্দিগ্ধতাও নাই। মাণ্ডুক্য কারিকায় তিনি তাহার অল্পাধিক পরিচয় দিতেও ত্রুটী করেন নাই, সুতরাংই তাঁহার "ভাষ্য" নাম দিবার কারণ অনুসন্ধেয়। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা—সূত্রের "ভাষ্য" দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি-সূত্রেরও "মহাভাষ্য" আছে। কারিকা "প্রকরণ" না হউক, "সংগ্রহ"—তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কারিকাকার স্বয়ংই উহাকে "প্রকরণ" বলিবার আভাস দিয়াছেন, পরে প্রমাণীকৃত হইবে।

গৌড়পাদ উহাকে সূত্রই মনে করিয়াছিলেন, তাহার বীজও আছে। সূত্রের লক্ষণ রক্ষা করিয়াই সর্ব্বত্র সূত্র রচনা করা হয়, এরূপ নহে। ন্যায়-বেদান্তাদি দর্শনে এরূপ সূত্র বিরল নহে, যাহার অক্ষর-সমষ্টি অনুষ্টুপ-ছন্দের শ্লোকগত-বর্ণ-সমূহ-অপেক্ষা অধিক। বিশেষতঃ স্বল্পাক্ষরের সংখ্যাও অবধারিত নহে। বেদমন্ত্রের ও গীতা-শ্লোকের ব্যাখ্যানকে "ভাষ্য" নামই দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু গৌড়পাদকৃত-

*সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।

মাণ্ডুক্যকারিকারও শঙ্করাচার্য্য "ভাষ্য" রচনা করিয়াছেন। তাহারা কেহই "সূত্র" নাম ধারণে যোগ্য নয়। শঙ্করদেবের সময় হইতে "ভাষ্য" নাম, লক্ষণের "গণ্ডী" মাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করে। তৎসময়ে ও পরবর্ত্তী সময়ে অনেক লোকের হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, "ভাষ্য" নাম দিলে "ব্যাখ্যান" গৌরবান্বিত হয়। পূর্ব্বতন-রাজকর্ম্মচারী—"আনন্দ রাম বড়ুয়া বাহাদুর"ও ভবাবর-ভবভূতি-বিরচিত মহাবীর চরিতের "রামজানকী ভাষ্য" রচনা করিয়া পূর্ব্বোক্তানুমানের সার্থক্য-সম্পাদন করিয়া ছিলেন। যাহাহউক, যদিও শঙ্করের সময় হইতে "ভাষ্য" পদের উচ্ছৃঙ্খল-প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি গৌড়পাদের সময়ে অত স্বচ্ছলতা ছিলনা, কাজেই তিনি কারিকাকে কপিল-রচিত-সূত্র বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলেন। গৌড়পাদ ভাষ্যারম্ভে কপিলাচার্য্যকে মাত্র নমস্কার করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন; বাচস্পতি মহাশয় কিন্তু 'ঈশ্বর-কৃষ্ণ" পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন।* গৌড়পাদ প্রথমে কপিলকে নমস্কার করিয়া, পরে কপিল ব্রহ্মার পুত্র, তিনি নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, ইহাও বলিয়াছেন। তদনন্তর ভাষ্যভূমিকা-রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যথা—"এবং সউৎপন্ন সন্ অন্ধে তমসি মজ্জজ্জগদালোক্য সংসার পারম্পর্য্যেণ সৎকারুণ্যো জিজ্ঞাসমানায় আসুরি গোত্রায় ব্রাহ্মণায় ইদং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং জ্ঞানমুক্তবান্ যস্য জ্ঞানাৎ দুঃখক্ষয়ো ভবতি। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। তদিদমাহুঃ, দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসেতি।" তৎপর কারিকা ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি যদি অবগত থাকিতেন যে, "ঈশ্বরকৃষ্ণ" এই কারিকার রচয়িতা, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশে একটী নমস্কার-বাক্য প্রয়োগ না করিয়া থাকিতেন না। প্রথমতঃ কপিল সাংখ্য-জ্ঞান বলেন, ইত্যাদি বলিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম মাত্রেরও উল্লেখ না করিয়া ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়াতে বোধ হয় কপিলই গ্রন্থকার। গৌড়পাদ-ভাষ্যের প্রত্যক্ষর অনুসন্ধান করিলেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়না। সকল টীকা-ভাষ্যকারগণই গ্রন্থকারের উদ্দেশে নমস্কারে সম্মান প্রকাশ না করিলেও, অগত্যা গ্রন্থকে তদ্রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অমনোযোগ করা প্রচলিত-প্রথাবহির্ভূত। সুতরাং অনুমান করা যায়, গৌড়পাদের বিশ্বাস, গ্রন্থকার কপিলাচার্য্য; কাজেই তিনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়াই কৃতজ্ঞতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, মনে ভাবিয়াছিলেন। গৌড়পাদের বাক্য হইতে আমরা ইহার নিভৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রথম বাক্য এই,——"কপিলায় নমস্তস্মৈ যেনাবিদ্যাম্বুধৌ জগতি মগ্নে, কারুণ্যাৎ সাংখ্যময়ী নৌরিব বিহিতা প্রতরণায়।" অর্থাৎ সেই কপিলকে নমস্কার করি, যিনি, জগৎ অজ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইলে, করুণাপরায়ণ হইয়া প্রতরণার্থে নৌকার ন্যায় সাংখ্যময়ী-কারিকা-নৌকা রচনা করেন। 'প্রতরণায় নৌরিব সাংখ্যময়ী

*কপিলায় মহামুনয়ে মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে, পঞ্চশিখায় তথেশ্বর কৃষ্ণায়েতে নমস্যামঃ। (সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী।)

বিহিতা' এইটুকুর সহিত অধ্যাহৃত "কারিকা" পদের অন্বয় করিতে হইবে। 'সাংখ্যময়ী বিহিতা' বলিলে 'কি' তাহা বলা হইলনা, বাক্য অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল।

যদি বলা যায় "প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা", তাহাহইলে "ইব" শব্দ দ্বারা যে সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হয়, তাহার উপায় কি? এখানে—নদ্যাদি প্রতরণায় নৌরিব অবিদ্যাম্বুধি-প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা, এইরূপ তাৎপর্য্যে পদপ্রয়োগ, বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, 'অবিদ্যাম্বুধৌ'—এই যে অবিদ্যাকে অম্বুধিরূপে রূপণ করা হইল, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষার্থে নৌকারূপে কোন কিছুর রূপণ আবশ্যক। নৌকায় অম্বুধি পার হওয়া যায়, কিন্তু অবিদ্যা-পারে কিছু একটা চাই; তাহা কারিকাদি সাংখ্যশাস্ত্র ভিন্ন আর কি? বলা যাইতে পারে, 'সাংখ্যময়ী' এই শব্দে স্বরূপার্থে "ময়ট্" প্রত্যয় করিয়া "সাংখ্যরূপ নৌকা" এই অর্থ করা যাউক, তাহা হইলে রূপক অব্যাহতই রহিল। এখানে বিচার্য্য এই যে, যদি 'সাংখ্য'শব্দে "আত্মানাত্মবিবেক" বুঝিতে হয়, তবে কপিল তাহার বিধান করা অসঙ্গত। আত্মানাত্মবিবেক অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মাদির নিকট পরিচিত। বিষ্ণুও যোগনিদ্রায় "আত্মানাত্মবিবেকার্থ"ই অবস্থান করেন। কপিল তাহার বিধান লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, অথবা অপরকে উপদেশ দিতে পারেন। তাহা হইলে সেই তত্ত্বোপদেশরূপ সাংখ্যকে আমরা গ্রন্থই বলিব, কেননা পূর্ব্বকালে সম্প্রদায়সিদ্ধ সূত্রোপদেশকে গ্রন্থ বলা হইত। এখন সেই গ্রন্থ কি, তাহার নির্দ্দেশ আবশ্যক। গৌড়পাদ "প্রবচনাদি গ্রন্থ" অবগত ছিলেন না, তাহাতে তাঁহার ভাষ্যই প্রমাণ সুতরাং তিনি কারিকাকেই "কাপিল সাংখ্য" বলিয়া জানিতেন, বলিতে হইবে। সত্য সত্যই কপিলাচার্য্য "আত্মানাত্মবিবেক-পূর্ণ নৌকা" গড়িয়াছিলেন না; কাজেই বলা যাইতে পারে, "সাংখ্যময়ী কারিকা নৌর্বিহিতা"।

আরও দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরকৃষ্ণ যে কারিকায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সে কারিকা গৌড়পাদ জানিতেন না। "শিষ্য পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ, সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনাসম্যগ্বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তিতং॥" এই কারিকার ব্যাখ্যা গৌড়পাদ আদৌ করেন নাই। তাহার পূর্ব্ব কারিকার (এতৎ পবিত্রমগ্র্যং ইত্যাদির) ও ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি ৬৯তম কারিকা ব্যাখ্যা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি অবশিষ্ট কারিকার সন্ধান রাখিতেন না। গ্রন্থ শেষে এরূপ উপক্ষিত হওয়া সঙ্গত নয়। আরও শাস্ত্রপ্রবৃত্তির-জ্ঞাপক ও গ্রন্থকারের-পরিচায়ক শ্লোক অবশ্যই ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যার পর গৌড়পাদ মহাশয় একবার "স্পষ্টং" লিখিয়াও দায়িত্বের কর হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেন, যদি তাঁহার নিকট অপর কারিকা পরিচয় রাখিত। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যানের পরই তিনি লিখিতেছেন, "সাংখ্যং কপিলমুনিনা প্রোক্তং সংসার-বিমুক্তি-কারণং যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যা ভাষ্যং চাত্র গৌড়পাদকৃতং।" এখানেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নামোল্লেখ

নাই। গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস থাকায়, তিনি "যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ" লিখিয়াছেন। তবে সর্ব্বাংশে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বলা যায় না। তাহাহইলে তিনি "প্রোক্তং" না বলিলেও পারিতেন। আমাদের অনুমানানুসারে "প্রোক্তং" বলাই যুক্ত হইয়াছে, কারণ তত্ত্বোপদেশকথন ভিন্ন পুস্তকাকারে কপিল-বাক্য কপিল স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান বলিয়া বোধ হয়না। এখানে সকলেরই মনে রাখা উচিত, গৌড়পাদের সংশয়-সমর্থনোদ্দেশেই একথা বলা হইল। কারিকাকারে তত্ত্বকথন-মতে আমাদের সহানুভূতি নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বয়ংই সে সংশয়াপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

এখন বিবেচনা করা উচিত, ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া গৌড়পাদ মহোদয় "যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ" একথা লিখিলেন কেমন করিয়া? ব্যাখ্যা করিলেন ৬৯টীর, লিখিলেন ৭০টীর কথা? এ অসামঞ্জস্য নিবারণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আশঙ্কার সমাধানে বলিব, তিনি ৭০তম কারিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু সাংখ্য-সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, ৭০তম কারিকায় কপিল হইতে সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়; ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য তিনি শেষ শ্লোকে "সাংখ্যং কপিল মুনিনা প্রোক্তং" ইত্যাদিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সমগ্র ৭০তম কারিকা জানা থাকিলে, তিনি কপিলের কথা লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পঞ্চশিখ পর্য্যন্ত বলা উচিত হইত।

কেহ কেহ এখানে বলিয়া থাকেন, ৭০তম কারিকা তিনি সম্পূর্ণই জানিতেন, কিন্তু আসুরি বা পঞ্চশিখ-কৃত গ্রন্থাদি না পাওয়ায়, তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। এ গ্রন্থকে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ৭০তম কারিকা কপিলের সময়ে রচিত নয়, উহার প্রণেতা পঞ্চশিখ। যখন সাম্প্রদায়িকতারক্ষা আবশ্যক হইল, পঞ্চশিখ বহুতর গ্রন্থ রচনা করিলেন, তখন তিনি কপিলর্ষি-মতানুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, স্ববুদ্ধি-বৈভবে নয়, ইহা প্রতিপাদনার্থই কপিল-রচিত কারিকা গ্রন্থের পশ্চাতে ৭০তম কারিকা যোজনা করেন। বাস্তবিক পক্ষে কারিকা-গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত নয়। উহা কপিল-প্রণীত। বেদান্তিসম্প্রদায় কপিলের নাম উঠাইয়া দিলে গ্রন্থের গৌরব থাকিবেনা মনে করিয়া উহা 'ঈশ্বরকৃষ্ণ" নামে প্রচার করেন। এই কার্য্য গৌড়পাদের পর সময়ে সংঘটিত হয়। তখনই ৭১তম কারিকার রচনা হয় এবং 'ঈশ্বরকৃষ্ণ" নাম তাহাতে যোজনা করা যায়। বলা অধিকন্তু এই সম্প্রদায় "সাংখ্য প্রবচনাদির" প্রামাণ্য এবং কপিল-কর্ত্তৃকত্ব স্বীকার করেন না আমাদের মতে উহা "আঁধার ঘরের সাপ"—প্রমাণ পাইয়া মত-প্রচার করিতে হইবে সকলেই উহাকে ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত বলিয়া মানিবেন। বেদান্তিসম্প্রদায়ের ঐরূপ কার্য্যের কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ অদ্যাপি সংগৃহীত হইতে পারে নাই। তবে সাম্প্রদায়িকতার মূলে কত কি দুর্ঘটনা নিহিত আছে, তাহা অবধারণ করা দুষ্কর

অনেকে স্বতন্ত্র পন্থাবলম্বনে শঙ্কা-সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতের যুক্তিযুক্ততা নির্ব্বাচন করিতে সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরই ভারার্পণ করিলাম। তাঁহাদের মত এই যে, ৬৯টী কারিকা সত্ত্বেও "সাংখ্যসপ্ততি" নামের ব্যাঘাত নাই। তখনও "সপ্ততিরার্য্যাঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। চণ্ডীর সংজ্ঞা "সপ্তশতী"। বাস্তবিক "চণ্ডী"তে সপ্তশত শ্লোক নাই; অনেক কম আছে। যদি "রাজোবাচ" "ঋষিরুবাচ" প্রভৃতিও একটী একটী শ্লোকরূপে পরিণত হয়, এবং দুই চরণেও শ্লোক-নিষ্পত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইচ্ছামত (৭০০) সাত শত অথবা (৮০০) অষ্টশত শ্লোকে "চণ্ডী"কে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা ঘটিল কৈ? শ্লোক যে আবার চতুশ্চরণ হওয়া চাই। "পদ্যং চতুষ্পদং তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা" এই প্রমাণ এবং "তত্র পদ্যং চতুষ্পদং" এই প্রমাণ-বলে চারি চরণ-বিশিষ্টকেই "পদ্য" বলা যায়। "পদ্য" ও "শ্লোক" একই কথা। "পদ্যো যশসিচ শ্লোক"—এই অভিধান-বাক্য ইহার প্রমাপক। অতএব চণ্ডীর "সপ্তশতী" নাম রূঢ় বলিতে হইবে; না হয় অপর শ্লোক গুলি সময়-বশে বিলুপ্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এপক্ষে কারিকাও দুই একটী বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। আর সামান্য একটু কমি-বেশীতে নামের অন্যথা হয় না, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। "শতক" গ্রন্থে (শান্তিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতিতে) শতাধিক শ্লোক (১০৮হইতে ১১২টী পর্য্যন্ত) বিদ্যমান থাকাতেও তাহার নামের অন্যথা ঘটিতেছেনা। এ সকল দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে, ৬৯ শ্লোক থাকিলেও "সপ্ততি" নাম অনর্থক নয়; কেননা আধিক্য সত্ত্বেও নাম অব্যাহত থাকিলে, ন্যূনতা সত্ত্বে থাকিবেনা কেন? পাঠক-মহোদয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতিভয়ে আমাদিগের বলিতে হইল—"যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ"—এইরূপ বিশেষ করিয়া লেখাতেই সন্দেহের উদয় হয় না। শতকগ্রন্থে শতাধিক শ্লোক থাকিলেও শত শ্লোক পরিচয়ের বাধা জন্মে নাই। সপ্তশতীতে বলা হয় নাই যে, এখানে সপ্তশত শ্লোক বিদ্যমান আছে। চণ্ডীর "সপ্তশতী" সংজ্ঞাকে "রূঢ়" বলিতেও পারা যায়; কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষরূপে ৭০টী উল্লেখ করিয়া আবার খুঁৎ খুঁৎ গিলিবার উপায় কি? কম হইলেও সংজ্ঞার অন্যমত হয়না, ইহার দৃষ্টান্ত মিলিল না বলিয়াই বোধ হইতেছে। একমাত্র স্থল "সপ্তশতী"—সেখানেও মহর্ষিগণ কি-রূপ প্রণালীতে শ্লোক গণনা করিতেন, তাহা আবিষ্কৃত না হইলে, নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতেছে না। "রূঢ়" সংজ্ঞা বলিলে ত সকল আপদ চুকিয়া গেল।

আমাদের অভিপ্রায়ানুসারে গৌড়পাদের নিকট শেষোক্ত কারিকাটী অনাবিষ্কৃত অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেই গৌড়পাদের সন্দেহ দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট গ্রন্থের অনেকাংশ অপরিচিত থাকিত, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন একখানি গ্রন্থের ৭।৮ জন ভাষ্যকার সূত্র লিখিতে ঐক-

মত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই, তখন বিভিন্ন দলের লোকের নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব কি? পাতঞ্জল দর্শনের চতুর্থ পাদের * একটী সূত্র ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৃত্তিকার ধারেশ্বর ভোজরাজ মহাশয় সূত্রটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহেন। এক সম্প্রদায়ের দুই জনের সাময়িক অগ্র-পশ্চাতে এত বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। যাঁহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্যটুকুও নাই, তাঁহাদের পক্ষে যে গ্রন্থকার সম্বন্ধেও বিভিন্নমততা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, গৌড়পাদস্বামী স্বয়ং যে কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃত রচনাকারী কে, ইহাও তাঁহার নিশ্চিতরূপে জানা ছিলনা! তিনি যে সংখ্যপ্রবচনের সংবাদ জানিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে প্রবৃত্তি জন্মেনা। প্রাচীন কালের যে সকল তত্ত্ব অতীতের গভীর তলে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সামান্য মাত্র স্ববুদ্ধি-খনিত্রে উদ্ধার করিতে যাওয়া হাস্যাস্পদ হওয়ার উপক্রম কিনা, জানিনা; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, ঋষিগণের হৃদয়ের অমূল্যরত্ন গুলি বিলীন হইয়াছিল, যদি পরভাগ্যে তাহার কথঞ্চিৎ উদ্ধার হয়, তবে তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন না করা কর্ত্তব্যের বাহিরে। এ মত উপহসিত হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। আগামীতে আমরা পূর্ব্ববাদীর অপর যুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

---

* কৈবল্য ভাষ্যমতে "নচৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণ কং স্যাৎ তদাকিং" এই সূত্র সন্নিবিষ্ট আছে। বৃত্তিকার এই সূত্রের উল্লেখ করেন নাই।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্থন।

——:•:——

বেদ পাঠে আমরা দেখিতে পাই, সমুদ্র ও সাগর শব্দ বেদে অধিকতরস্থলে আকাশ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (১) এবং বেদাঙ্গ নিরুক্তশাস্ত্রে (১৪। ১৫) "অন্তরীক্ষ নামানি সগর-সমুদ্র" উল্লিখিত আছে, এবং পুরাণে জল শব্দ কারণ-বারি অর্থে ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট (২) হয়; সুতরাং মহর্ষিগণ পুরাণে সমুদ্র-মন্থন বর্ণন কালে সমুদ্র ও সগর শব্দ আকাশ-অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, এবং সমুদ্র-মন্থন অর্থে আকাশ-মন্থন বুঝিলে, উপাখ্যানটী সঙ্গত ও সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়; এবং মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি দেব-সমীপে অয়নপথে গমন করিতে পারে। সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটীর প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রাচীন কালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জিত হইল। বেদ-বিহিত যাগ-যজ্ঞাদির কাল-নির্ণয় অভাবে যাগ-যজ্ঞ ভারতে লুপ্ত হইল। জ্যোতিষশাস্ত্রামৃতের পুনরুদ্ধার জন্য দেবাসুরে সন্ধি স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ সমবেত হইয়া আকাশ মন্থন করিলেন। মন্দরপর্ব্বত স্বরূপ ক্রান্তিপাত-বিন্দুতে সর্পাকৃতি বিষুবরেখা সংযোজিত হইল, এবং ক্রমান্বয়ে গোলার্দ্ধরূপী দিবারাত্রি আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া গোলক বিলোড়িত ও মথিত করিল। ক্রমে জ্যোৎস্নারূপিণী লক্ষ্মী সহ শশাঙ্কের অবস্থিতি-স্থান রাশি-চক্রে নির্ণীত হইল, এবং খগোল মধ্যে সুরভিরূপিণী পৃথিবীর অবস্থিতির স্থান নিরাকৃত হইল। কৌস্তভরূপ ধ্রুবতারা বিরাটমূর্ত্তির হৃদয়ে স্থাপিত হইল, এবং গ্রহ-নক্ষত্রগণ রাশিচক্রের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। আবার 'সাবন' কাল যথোচিতরূপে নির্ণীত হইতে লাগিল। যাগ-যজ্ঞাদি পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ধন্বন্তরিরূপে কুম্ভরাশি ধনুরাশির ত্রিশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।

---

(১) সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা। রয়িং সমুদ্রা দুত দিবস্পর্য্যস্মেধর্ত্তং পুরুস্পৃহম্॥ ১।৪৭।৬ ঋক্

(ক) সমুদ্রাৎ অন্তরিক্ষাৎ ইতি. সায়নঃ।

(২) উৎসসর্জ্জ চ তোয়েষু ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে। প্রকৃতি খণ্ড, ২। ৫০

মহর্ষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রমন্থনের উপসংহার বর্ণনায় অতি চাতুর্য্যের সহিত বলিতেছেন,—

ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা।
জ্যোতীংষিচ যথা মার্গং প্রযযুর্মুনিসত্তম॥ বিষ্ণুপুরাণ-১।৯।১১২

মহর্ষি ব্যাস-লিখিত সমুদ্রমন্থন-সমাপ্তি প্রতিভাশূন্য, যথা—

যতো দেবাস্ততো জগ্মুঃ আদিত্যপথমাশ্রিতাঃ।
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, অষ্টাদশ অধ্যায়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সর্ব্বজাতির মধ্যে সূর্য্য স্বামী এবং চন্দ্র পত্নী বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং বেদেও তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত আছে, যথা—

স মিথুনং উৎপাদয়তে রয়ীঞ্চ প্রাণঞ্চ এতে মে বহুধা প্রজাঃ পরিষ্যতঃ।
ইতি প্রশ্ন উপনিষৎ।৪।

অস্যার্থ।

প্রজাসৃষ্টি-কামনায় ব্রহ্মা, চন্দ্র-সূর্য্য দম্পতীরূপে সৃজন করেন, এবং সূর্য্য-চন্দ্র হইতে মনু, মনু হইতে মানব-জাতির সৃষ্টি হয়। ফলিতজ্যোতিষ-মতে যদ্যপি চন্দ্র স্ত্রী-গ্রহ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু চান্দ্রমাস গণনার্থে চন্দ্র, নক্ষত্র বা তারাপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং চন্দ্রের এই স্ত্রী-পুরুষ—উভয় প্রকৃতির রক্ষার জন্য পৌরাণিকগণ চন্দ্রবিম্ব ও চন্দ্রের জ্যোতিঃ স্বতন্ত্র করিতে বাধ্য হইলেন। সমুদ্রমন্থন হইতে চন্দ্রবিম্বের "লক্ষ্মী-সহজ" নাম হইল, যথা—

দাক্ষায়ণী-পতিঃ লক্ষ্মী-সহজশ্চ সুধাকরঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।

চন্দ্রবিম্ব তারাপতি হইলেন, এবং লক্ষ্মধারিণী জ্যোৎস্নারূপিণী চন্দ্রিমা লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণু-প্রিয়া বা সূর্য্য-পত্নী রহিলেন। বৈদিক প্রাচীন পদ্ধতি এবং পৌরাণিক নব পদ্ধতি, উভয়ের সামঞ্জস্য হইল।

অদ্যাপি গ্রীনল্যাণ্ডবাসী ইস্কিমো জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে, সূর্য্য স্বীয় পত্নী চন্দ্রিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুগ-যুগান্তর ধাবমান রহিয়াছেন, কিন্তু কখনও চন্দ্রিমা স্পর্শ করিতে পারেন নাই, এবং মিথুনদ্বয়ের এই ক্রীড়া উপলক্ষেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রি হইতেছে।

"সূর্য্যসিদ্ধান্ত" আদি জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণের যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অয়নবৃত্ত ও চন্দ্র-কক্ষাবৃত্ত পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। চন্দ্রের কক্ষাবৃত্তের এক অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের উত্তরে এবং অপর অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, এবং অয়নমণ্ডল ও চন্দ্র-কক্ষার ছেদ-বিন্দুদ্বয়কে 'পাত' বলে। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগরেখায় অমাবস্যার অবসানে চন্দ্র-সূর্য্য অবস্থিত হইলে সূর্য্য-গ্রহণ হয়। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগরেখার মধ্যস্থলে সূর্য্যবিম্ব অবস্থি-

থাকে; ঐ যোগরেখাকে রাহু কল্পনা করিলে, সূর্য্যবিম্বরূপ সুদর্শন দ্বারা রাহু দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে, এবং পাত-বিন্দুদ্বয়ের একটী বিন্দুকে রাহু ও অপর বিন্দুকে কেতু বলা যাইতে পারে; অথবা ঐ উভয় বিন্দুকে রাহু, এবং সর্পদেহবৎ পৃথিবীর ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে, চন্দ্রগ্রহণ হয় বলিয়া, ঐ ভূচ্ছায়াকে কেতু বলা অসম্ভব নহে। এইরূপ অর্থ করিলে, সমুদ্রমন্থনে রাহুর অমরত্বলাভ এবং সুদর্শন দ্বারা রাহু-ছেদন, উভয় ব্যাপারই সঙ্গত এবং বেদাঙ্গীভূত জ্যোতিষশাস্ত্রানুমোদিত হয়।

আর একটী কথা বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। মহামতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তের ৩য় মন্ত্র এবং ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্র হইতে পৌরাণিকগণ সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনুবাদ সহিত মন্ত্র দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ত্বংহ্যঙ্গ দৈব্যা সবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ।৩

অস্যার্থ।

হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতা-বংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক।

দিবঃ পীযূষং পূর্ব্যং যৎ উক্থ্যং মহঃ গাহাৎ দিবঃ মণিঃ অধুক্ষত
ইন্দ্রং অভি জায়মানং সম্ অস্বরন্।৮

অস্যার্থ।

প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের প্রিয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গ-ধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল।

বিশ্বাস ও কার্য্য।

———:o:———

ভগবানের কার্য্যময় জগতে বিশ্বাসই জীব-জীবনে সর্ব্বকার্য্যের পরিচালক। আবার বিশ্বাসও কার্য্যদ্বারাই পরিচালিত—পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হয়। কার্য্য হইতেই বিশ্বাস উৎপাদিত এবং বিশ্বাস হইতেই কার্য্য কৃত হয়। ফলিতার্থে কার্য্য ও বিশ্বাস পরস্পর সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বদ্ধ (co-relative); অতএব কার্য্য-বিরুদ্ধ যে বিশ্বাস, সে অবিশ্বাস, এবং বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কার্য্য, সে অকার্য্য।

কার্য্য-কারণ পরস্পর সাপেক্ষ। এরূপও বলা যায় যে, কার্য্যের কারণ 'কারণ' এবং কারণের কারণ 'কার্য্য'। ইহাই 'বীজাঙ্কুর-ন্যায়'। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে পর্য্যালোচিত হইবে যে, বিশ্বাসই কারণ এবং কার্য্যই কার্য্য; সুতরাং বিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই কার্য্য এবং অবিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই অকার্য্য উৎপন্ন হয়। অধুনা আমাদের এই অনাথ-অনভিভাবক দীন-দুর্ব্বল সমাজ উক্তরূপ অকার্য্য-ভারে প্রতিনিয়ত প্রপীড়িত হইতেছে। আমাদের এই জরা-জীর্ণ সন্তাপ-শীর্ণ সমাজ-শরীরে এইরূপ অকার্য্যের বিষাক্ত সংক্রামকতা বিষম বেগে বিস্তারিত হইতেছে।

বিশ্বাস একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ, সেই কার্য্যই অকার্য্য। কখনও ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার ফল 'সু' হইলেও, বিশ্বাস-বিরুদ্ধতা-জনিত কপটতা হেতুক সেই কার্য্য কর্ত্তার অশুভ-অদৃষ্ট-উৎপাদক অকার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরল বিশ্বাস-অনুরূপ কার্য্যের ফল কর্ত্তার উদ্দেশ্যাতীতভাবে 'কু' হইয়া পড়িলেও, তাহাতে তাঁহার অকাপট্যজন্যই অশুভ অদৃষ্ট সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ঘটেনা। এইজন্য একজন সরল-বিশ্বাসানুসারী মূঢ়কার্য্যকারী অসভ্যজাতীয়ের অপেক্ষা একজন বিশ্বাস-বিরুদ্ধাচারী বিষম কাপট্যকারী সভ্যজাতীয়ের অদৃষ্ট অধিকতর অপ্রসন্ন। সেরূপস্থলে সেই অসভ্য যদি যায় নরকে, তবে সেই সভ্য যান মহানরকে। অসভ্য যদি পায় পশুত্ব, সভ্য পান তবে কৃমি-কীটত্ব!

অধুনা আমাদের সভ্যতাভিমানী ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে, বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপটকার্য্য-কারীর—সোজা কথায়—কপটাচারীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কি ধর্ম্ম-নৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক, কি রাজ-নৈতিক, কি বৈষয়িক, প্রত্যেক বিভাগেই এই কপটাচারের প্রবল প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে। এই কপটাচারের করাল কালকূটে আমাদের জাতীয় জীবন জর্জ্জরিত হইতেছে। ইহাতে এ জাতির উঠিবার আশা উঠিয়া যাইতেছে; পড়িতে পড়িতে দেশময় পড়িবার আর্ত্তনাদই পড়িয়া গিয়াছে। তবলার চাটি, বেণু-বীণার তান, সংগীতের ঝঙ্কার, বক্তৃতার হুঙ্কার ভেদ করিয়া সে করুণ ক্রন্দন সাধু-সহৃদয়ের মানস-শ্রুতিপটে বজ্রবৎ বাজিতেছে।

যে জাতির মনে এক, মুখে আর, কাজে অন্য; যে জাতির অনেক বিষয়েই কায়মনোবাক্যে ঐক্য নাই, যে জাতির বিশ্বাস ও কার্য্য সামঞ্জস্যশূন্য বা পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতন একান্ত অনিবার্য্য। বিশ্বাস ও কার্য্যে পরস্পর প্রতিকূলতার প্রাবল্যই আসন্ন জাতীয় মৃত্যুর প্রকট পূর্ব্বলক্ষণ।

কোন কবি বলিয়াছেন,—

"বিশ্বাস-বনিতা চেষ্টা, তার গর্ভ-রসে,
জনমে জারজ কর্ম্ম কাপট্য-ঔরসে।"

বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কপট-কর্ম্ম, কবি তাহাকে "জারজ কর্ম্ম" বলিয়াছেন। জারজ যাম যেরূপ কুল-দূষক, জারজ কর্ম্মও তদ্রূপ সমাজ-দূষক; সুতরাং এই উক্ত

ভারনের জনয়িতাই প্রায় তুল্য পাপভাগী। হায়! সমাজে মূর্ত্তিমান কাপট্যরূপী জারজকর্ম্ম-উৎপাদয়িতাগণের উৎপাতে আমাদের এই ধুক্‌-ধুক্‌ জাতীয় জীবনটুকু যায় যায় হইয়াছে।

প্রথমেই ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের বিষয় আলোচ্য; কেননা ধর্ম্মই সত্য ও সরলতা-স্বরূপ। মানবাত্মার মহাশত্রু কাপট্যের একমাত্র সংহারক ধর্ম্ম; অতএব ধর্ম্মনৈতিক বিভাগেই যদি কাপট্য স্থান পাইয়া থাকে, তবে তদিতর বিভাগসমূহে যে তাহার একাধিপত্য হইবে, তাহা ত স্বতএব স্বীকার্য্য। কিন্তু হরি হরি! অধুনা সেই ধর্ম্ম-বিভাগেরই কপটাচার অন্য সকল বিভাগকে পরাস্ত করিয়াছে! ভাল জিনিস নষ্ট হইলে অতি মন্দই হয়। পচা মাছ খাইবার লোক অনেক আছে, পচা দুধ খাইবার লোক পাওয়া কঠিন। অন্তর্দর্শী সাধুগণ গৃহী-লোকালয়ে প্রকাশ্য ধর্ম্ম-বিভাগেই কাপট্যের প্রবল পৈশাচ লীলা দেখিয়া, কেবলমাত্র 'ঈশ্বরেচ্ছা" স্মরণ করিয়াই মনের সংক্ষোভ সংবরণ করেন।

ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের একটি উদাহরণ কল্পনা করুন। ধরুন, আমি নিরাকার-বাদী ব্রাহ্ম, আপনি সাকারবাদী হিন্দু। আপনি আপনার সরল বিশ্বাসানুসারে ঈশ্বরের মূর্ত্তি-বিগ্রহ ধ্যানে পূজাদি করিতেছেন; আমিও আমার সরল বিশ্বাসানুসারে সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণ ঈশ্বরত্বের আরোপ কল্পনা করিয়া, তাঁহারই গুণমাত্র চিন্তারূপ ধ্যানে ব্রহ্মোপাসনা হইল, ভাবিতেছি। এ স্থলে আমরা উভয়েই অন্ততঃ অকাপট্য জন্য অনিন্দিত। কিন্তু যদি ব্রাহ্ম-আমি ঠিক একটি আধুনিক কৌতুক-কবিতার বর্ণনার মত—

"নিরাকারবাদের ঝঙ্কার ঝাড়ি মুখে;
গোপনে মনসা-ঘটে আসি মাথা ঠুকে!
দুরন্ত বসন্তকালে শীতলার দ্বারে—
পলকে প্রণাম সারি চেয়ে চারিধারে।
কালীর করাল অসি করি দরশন,
কলেরা-সঙ্কটে স্মরি সে রাঙ্গা চরণ।"

ইত্যাদি অবস্থাপন্ন হই; অথবা হিন্দু-আপনি যদি কেবল ব্যবসায়ের খাতিরেই টিকী বাঁধেন, নামাবলী ছাঁদেন; স্ত্রীর অনুরোধে মন্ত্র লন, বায়ু-পরিবর্ত্তনের অনুরোধে তীর্থযাত্রী হন, দেনার তাগাদা এড়াইতে জপে থাকেন, দাদের দাগ ঢাকিতে চন্দন মাখেন, ব্যায়ামের প্রয়োজনে কীর্ত্তনে নাচেন, পাঁঠার প্রণয়ে শাক্ত সাজেন, তবে এই অহিন্দু-বিশ্বাসী হিন্দুকার্য্যকারী আপনি এবং সেই হিন্দু-বিশ্বাসী ব্রাহ্ম-কার্য্যকারী আমি, আমরা উভয়েই মূর্ত্তিমান কাপট্য, দেশের সাক্ষাৎশত্রু, সমাজোদ্যানের বিষ-বিপটী, জাতীয় জীবনের সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

উদাহরণ-বৈচিত্র্যের অভাব নাই। কয়েকটী কল্পনা করা যাউক। কেহ হয়ত বাল্যবিবাহের উপযোগিতা বিশ্বাস করেন না, অথচ স্বার্থবিশেষ-বশে সেই তিনিই স্বীয় সাতবছরের বালিকাটি দশবছরের একটি বালকের গলায় গাঁথিতেছেন! যিনি যৌবনে বিধবা বিবাহের বক্তৃতা দিতেন, তিনিই প্রৌঢ়াবস্থায় স্বীয় ভ্রাতৃবধূ বা ভগিনীকে বিধবা দেখিয়া "গোড়া হিন্দু" হইয়া পড়িতেছেন! কেহ কৌলিন্যের আবশ্যকতায় অতীব বিশ্বাস শূন্য, অথচ 'দাঁও' পড়িলে, নিজ প্রাপ্য "গণ-পণ" কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া নিতে আগ্রহে অগ্রগণ্য! কেহ পরকাল, পুনর্জন্ম বা প্রেততত্ত্ব মনে মানেন না, কিন্তু তিনি হয়ত "থিয়সফিষ্ট্" হইতেছেন, পরলোকতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখিতেছেন, "সার্কেলে" বসিয়া "মিডিয়ম্" বনিতেছেন! হয়ত গতকল্য কেহ ছাগ-শিশুর কোমলাঙ্গ-পক্ষপাতে ঘোর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, অদ্য হয়ত সন্দেশ-সরবতের সম্মোহিনী শক্তিতে কলিকাতার প্লেগ-সংকীর্ত্তনে ধূলি-ধূসরিতবেশী! কাহারও মূর্ত্তি-পূজায় বিশ্বাস নাই, কিন্তু বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ধুম, সাহেব-ভোজের সুদীর্ঘ ফর্দ্দ! কেহবা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দিহান, অথচ নিজে নিঃসন্তান বলিয়া, অব্যবহিত আত্মীয়কে 'কদলি-প্রদর্শন' পূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বসম্পত্তি পরম ভক্তিভরে (?) পৈত্রিক শিব-শালগ্রামের সেবার্থ উৎসর্গ করিতেছেন! কেহ কেহবা রসনা ও বিবিধ বাসনার দায়ে চৈতন্যদেবকে জাতিভেদের বিচার-আচারশূন্য বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কেহ কেহবা বিলাতী বাহবার ঐন্দ্রজালিক উত্তেজনায় বৈদান্তিক ধর্ম্মে খাদ্য-বিচার স্বীকার করিতেছেন না। কেহবা স্বয়ং কৃষ্ণকে লম্পট, বলরামকে মাতাল এবং শিবকে পাগল সন্দেহে "ঈশ্বর" বলিতে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু গৌরকে কৃষ্ণ, নিতাইকে বলরাম, ও অদ্বৈতকে শিব বলিয়া নাচিয়া—কাঁদিয়া—মাতিয়া যাইতেছেন! আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক; ফলে যদি এইরূপ অনেক স্থলেই বিশ্বাস ও কার্য্যে বৈপরীত্য না ঘটিত, তবে এসব কিছুই দোষের হইত না। তবে এসব কেবল ধর্ম্ম-জগতে বিবিধ অধিকার-ভেদে স্বাভাবিক রুচি-বৈচিত্র্যেরই পরিচয় স্বরূপ হইত। কিন্তু হায়! অস্মদ্দেশের এই সব সমাজ ও ধর্ম্মের আন্দোলনে বিশ্বাস ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য পদে পদেই প্রমাণিত হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতেছেন। দেশের অবস্থাজ্ঞ সমাজতত্ত্বজ্ঞ কে না জানিতেছেন যে, গত ৫০।৭ বৎসরের মধ্যে "হিন্দু" সংজ্ঞাকে পরিচয়ের মূল ভিত্তি করিয়া, অন্যূন ৫০।৭টী বিভিন্ন ধর্ম্মান্দোলনকারী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে! চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বা নাম করিয়া দেখাইবার দরকার নাই। এই "দুর্জ্জয় মানের দায়"এর দিনে কথা চালিতে বা কলম ডালিতে বিশেষ সাবধানতা চাই। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতেই আশাকরি, আমাদের স্বধর্ম্মানুরাগী স্বজাতি-হিতৈষী, সমাজ-শুভার্থী মহাত্মাগণ বুঝিবেন যে, বিশ্বাস ও কার্য্যের শোচনীয় বিচ্ছেদ ও ব্যভিচারে আমাদের জাতীয় জীবন কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। বর্ত্তমানের আপাত-শ্রুব্য ধর্ম্মান্দোলনের হুজুক বা আড়ম্বর-বৃদ্ধি কেবল সমাজ-শরীরের শোথের

জাতি! শোথ-স্ফীত রোগী যদি মূঢ়-বুদ্ধি বশে আপনাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ভাবিয়া উৎফুল্ল হয়, তবে তাহা যেরূপ উপহাস-বিষয়ীভূত, আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের উল্লাস-উচ্ছাসও তদ্রূপ। হায়! এইরূপে বিশ্বাস ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য-জনিত কপটাচারের কঠোর নিপীড়নে অধর্ম্মের অধঃশয্যায় শুইয়া আমরা ধর্ম্মোন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছি!

দ্বীপনিবাসী আমমাংসাশী, উলঙ্গ, উল্কী-চিত্রিতাঙ্গ, অসভ্য মানবজাতিরও একটা জাতীয় জীবন আছে। তাহারা ভূত-প্রেত-বৃক্ষ-প্রস্তরের পূজা করে, বিধবা বিমাতা বিবাহ করে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস খায়, কিন্তু এ সব পশূচিত বা পশ্বাধম কার্য্যও তাহারা সরল বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করে। তাহারাও মনে এক, কাজে আর নহে। তাহাদের এই লোমহর্ষণ-আচরণপূর্ণ মানবাধম জাতীয় জীবনেও যেটুকু দৃঢ়তা, সবলতা, স্বাবলম্বন, উদ্যম, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়, সুসভ্যতাভিমানী আমরা তাহাতেও বঞ্চিত! যে জাতির প্রত্যেক বিভাগের অগ্রণীগণের অধিকাংশই বিশ্বাসে ও কার্য্যে মিল রাখিয়া চলিতে পারেন না, সে জাতির অবস্থা কতদূর শোচনীয়! এইজন্য আমরা একটা জাতি হইয়াও জাতি নহি। গ্রাম্য উপমার ভাষায় বলিতে হইলে, আমরা ঠিকযেন "কাঁঠালের আমসত্ব" বা "সোণার পাথর-বাটী"!

অসভ্য জাতির বিবেক-বুদ্ধি নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহারা যাহা বিশ্বাস করে, ঠিক তাহাই করে। আমাদের অনেক বিষয়েই কার্য্য বিশ্বাসের অননুরূপ, বিশ্বাস কার্য্যের অননুরূপ। আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিক প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য জাতীয়েরা ভগবদিচ্ছায় উভয়তঃ উৎকৃষ্ট। তাঁহারা বিশ্বাসানুরূপ কর্ম্ম করিতে স্বতঃই সবল ও সুপ্রস্তুত এবং তাঁহাদের শিক্ষা-সভ্যতাও সুমার্জ্জিত। তাঁহারা যেমন বিশ্বাস ও কার্য্যের ঐক্য-বলে বলিষ্ঠ, তেমনই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা-গুণেও গরিষ্ঠ। তাই তাঁহাদের জাতীয় জীবন আজ এত গৌরবান্বিত। আমরা কেবল পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া "মানের কান্না" কাঁদিতে পারি; আপনাদের বর্ত্তমান অযোগ্যতা সংশোধনের যথার্থ শিক্ষা-সাধনার কাছেও যাইনা। জীর্ণ শীর্ণ দীন-দুর্ব্বল রোগী যদি স্বীয় রোগারোগ্যের চেষ্টা না করিয়া, কেবল তাহার পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য-সবলতা—পূর্ব্ব-হৃষ্ট-পুষ্টতার চিন্তায় ও হা-হুতাশে—দীর্ঘশ্বাসে কালক্ষেপ করে, তবে তাহার পরিণাম যেরূপ হয়, আমাদের এই রুগ্ন ভগ্ন মোহ-মগ্ন জাতীয় জীবনের পরিণামও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে।

আমাদের পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষেরা যে কেবল শিক্ষা-সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিবার বিপুল বল ধারণ করিতেন। রামের সীতা-নির্ব্বাসন, পাণ্ডবের রাজ্য-বর্জ্জন ও বন-গমন, ভীষ্মের চিরকৌমার্য্য গ্রহণ ও নিজ মরণোপায় বিজ্ঞাপন, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদান, শিবী-বিপশ্চিৎ প্রভৃতির আত্মদান ইত্যাদি ঘটনা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা-বলে

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ত্রিলোক বিপক্ষ হইলেও তৎসাধনে তিলমাত্র বিচলিত হইতেন না। তাঁহাদের জাতীয় জীবন যে মানবজীবনের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, সে কেবল এই বিশেষত্ব—এই মূলমন্ত্র-নিষ্ঠত্ব তাহার মূলে ছিল বলিয়া। আমরা সেই মূল হারাইয়াছি বলিয়াই এইরূপে নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছি।

রোগ চিনিলেই চিকিৎসার উপায় হয়, এ কথা সত্য; "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—এ কথাও সত্য। এই প্রসঙ্গে এই সব আন্দোলন-আলোচনা, চিন্তা-চর্চ্চা প্রভৃতিও সেই সত্যানুসরণেরই ফল মাত্র। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যকারিত্বই বীরত্ব এবং তদ্বৈপরীত্যই কাপুরুষত্ব; এই সত্যের শিক্ষা-বিস্তাররূপ পুরুষকারই এক্ষণে আমাদের অবলম্বনীয়। মূল কথা ভবিতব্যতাই সার। অতএব কাল-যবনিকার অন্তরালে ভবিতব্যতার প্রচ্ছন্ন ফলকে এই জাতির পরিণাম যে কিরূপ চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা সেই চিত্রকরই জানেন;—সেই ভবিতব্য-বিধাতা ভগবানই জানেন।

উপসংহারে "বিশ্বাস ও কার্য্য" প্রসঙ্গের তত্ত্বকথা স্বরূপে এই মাত্র নিবেদন যে, সকল বিশ্বাসের সার ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস ঠিক থাকিলে, অপর সর্ব্ববিধ বিশ্বাসই বিশুদ্ধ হয়, এবং কার্য্যও ঠিক বিশ্বাসানুসৃত ও সারল্য-সাধিত হয়। ধর্ম্মবিশ্বাস যাঁহার সুদৃঢ় ও প্রগাঢ়, তাঁহার অপর সর্ব্ববিধ বিশ্বাসই প্রায় স্বতএব অভ্রান্ত ও বলবন্ত। ধর্ম্মই তাঁহার বিশ্বাস ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন। বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপট-কার্য্যকারিতায় যে শোচনীয় দীনতা ও কাপুরুষতা, ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী বীরের জীবন্ত জীবনে তাহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবেই অস্মদ্দেশে বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপট কার্য্যের প্রভাব। একমাত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিশ্ব-বিজয়ী বলেই হিন্দুর জগদাদর্শ জাতীয় জীবনের অপূর্ব্ব কার্য্যাবলি মানব-জাতির ইতিহাসে অমর অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব বিশ্বাস ও কার্য্যের বিশুদ্ধ সামঞ্জস্য সাধন পক্ষে অপরাপর জাতির যে কোন মূল মন্ত্র হউক না কেন, হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা একদিন ধর্ম্মের দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং যাহা বর্ত্তমানে ধর্ম্মের অবনতিতেই অবনত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহা আবার পুনঃসংস্কৃত ও পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মই এক-মাত্র অবলম্বন। "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।" বিধির বিধানে ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র; সুতরাং কপটাচারের নিরাকারণ, অথবা বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য সম্পাদন পূর্ব্বক সেই ভারতের জাতীয় জীবন সমুন্নত করিতে হইলে, এক মাত্র ধর্ম্মের শিক্ষা-সাধনা দ্বারাই তাহা হইবে। ভগবান তাহাই করুন, ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা।

শ্রীশঃ—

সাংখ্য দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ।

পদপাঠঃ। কারণং। অস্তি। অব্যক্তং। প্রবর্ত্ততে। ত্রিগুণতঃ। সমুদয়াৎ। চ। পরিণামতঃ। সলিলবৎ। প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ।

ব্যাখ্যা। কারণং—উৎপাদক, জনক। অস্তি—আছে। অব্যক্তং—ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। প্রবর্ত্ততে—প্রবর্ত্তিত হয়। ত্রিগুণতঃ—তিন গুণ হইতে। সমুদয়াৎ—সমুদয় হইতে (সমুদয় অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে উদয় কি আবির্ভাব) চ—ও। পরিণামতঃ—পরিণাম নিবন্ধন। (অবস্থান্তরাপত্তি-হেতুক) সলিলবৎ—জলের মত। প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ—প্রত্যেক গুণ-অবলম্বন নিবন্ধন যে ভেদ, তাহা হইতে।

বঙ্গার্থ। (ব্যক্তকার্য্যের) অব্যক্ত কারণ আছে। এই অংশটুকু পূর্ব্বকারিকার সাধ্য; সেখানে "পরিমাণাৎ" ইত্যাদি যে সকল হেতু উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহারা কোন্ সাধ্য সমাধানার্থে প্রযুক্ত, এই চিন্তা আপাততঃ উপস্থিত হয়, কেননা তথায় সেই হেতুজালের সাধ্যনির্দ্দেশ করা হয় নাই; এই কারিকাংশ সেই অভাব পূরণ করিতেছে। (তাহা কিপ্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়, এই জিজ্ঞাসায় বলা যাইতেছে) ত্রিগুণ হইতে ও সমুদয় হইতে তাহা প্রবর্ত্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে) (সমুদয় হইতে প্রবর্ত্তিত হয় বলিলে শঙ্কা হয়, ত্রিগুণ প্রত্যেকে একবিধ, তাহার অনেকরূপ প্রবৃত্তি অসম্ভব। আবার একটী প্রধান, অপরটী গৌণ, এইরূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি না হইলেও সমুদয় সিদ্ধ হয়না, কেননা সমুদয়ই কোনও একটীর প্রধান হওয়া। (তাহার উত্তরে বলা হইতেছে।) (গুণগণের) পরিণাম হয় বলিয়া জলের মত প্রত্যেক এক একটী গুণকে আশ্রয় করিয়া অপরগুণ যে পরিণামবিশেষ উৎপাদন করে, তাহা হইতে (নানারূপে প্রবর্ত্তিত হয়)।

বিশদ ব্যাখ্যা। ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূয়মান পদার্থ নিচয়, ইহাদের কারণ অব্যক্ত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগোচর হওয়া আবশ্যক। ব্যক্ত হইলে, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, কেননা স্থূল পদার্থসকল বহু সূক্ষ্মকারণের সমষ্টি, অথচ পরিণামী; ইহা আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। ঘট একটী ব্যক্ত পদার্থ, উহাকে

আমরা সহস্র ২ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ; পরে যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাই ঘটের কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকি ; আবার সেই মৃত্তিকাখণ্ড গুলিকে বিভক্ত করিলে, তাহারও কারণ পাই ; এতদ্রূপ যতক্ষণ আমরা উহাকে ব্যক্তাবস্থায় লাভকরি, ততক্ষণ উহার কারণ আছে, বুঝি। কেননা তাহা যতই কেন সূক্ষ্ম হউক, আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর ভাব যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারিবে, ততদিন আমরা উহার ক অন্ত একটী বলিয়া অবধারণ করিতে পারিব। এই ব্যক্ত কার্য্যের ব্যক্ত কারণ হইলে, আমাদের কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি অনেক দূরে গিয়াও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেনা। ইহাই অনবস্থা। এই হতাশ-সাগরে অনন্ত যত্ন-চেষ্টা বিসর্জ্জন করিতে পারায়ায়না, কাজেই "অব্যক্ত" বলিতে হইল। অব্যক্তের প্রবাহ ঐরূপে চলিলে, আবার সেই ভীষণ অনবস্থা-রাক্ষসীর প্রচার বাড়িবে ; সুতরাং "অব্যক্তে" "চরম" চিন্তা নিবেশ করিয়া আমরা চরিতার্থ হই।

অব্যক্তের বিদ্যমানতা বর্ণন করিতে হইবে, নচেৎ "অব্যক্ত" বলিলে, আমরা তাহার অবস্থা-পরিণামাদির পরিচয় পাইনা। বিদ্যমানতা আবার কারণ মাত্রেরই দ্বিবিধ ভাবে। একটী অনুলোমক্রম, অপরটী বিলোম। স্বর্ণ দিয়া বলয় রচনা করিলাম, সে সময়ে কার্য্যে অনুস্যূত যে স্বর্ণ, তাহার বিদ্যমানতা বলয় হইতেই। যখন স্বর্ণ কেবল পিণ্ডাকারে রহিল, অর্থাৎ বলয়-ভঙ্গের পরে যে বিদ্যমানতা, তাহা কেবল স্বাভিন্ন-অবয়ব-সমষ্টিরূপে। এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে ; তজ্জন্যই সাংখ্যাচার্য্য "ত্রিগুণ" ও "সমুদয়" এই দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিগুণ-প্রবৃত্তি সৃষ্টির প্রলয়ে, তখন জাগতিক জিনিষের বিকাশ নাই। স্বর্ণের সুবর্ণাবয়ব-সমষ্টি পিণ্ডরূপে অবস্থানের ন্যায় অব্যক্তেরও স্বাভিন্ন-গুণত্রয়-সমষ্টিরূপে স্থিতি। তখন আর কিছুই নাই, ত্রিগুণ হইতেই অব্যক্তের বিদ্যমানতা। সৃষ্টিসময়ে যখন মহত্তত্ত্বজনক বৈষম্যব্যাপার গুণত্রয়ের উপর অবাধভাবে রাজত্ব করিতে লাগিল, তখন একটী গুণ প্রধান হইল ; অপর অপ্রধান হইল। প্রধান অপ্রধানকে পরাস্ত করিল। আবার অন্যটী প্রধান হইল, পরকে পরাভূত করিল। এই বৈষম্য-বঞ্ঝাবাতে গুণ বিকৃত হইয় মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইল। অব্যক্তের "সমুদয়" হইতে বিদ্যমানতা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রারম্ভে। সমুদয়, অপর গুণকে অভিভূত করিয়া কোনও গুণের উদয়লাভ ভিন্ন কিছুই নয়। ইহাদ্বারা কারণের কার্য্যকারিণীশক্তির বিকাশাবস্থায় সক্রিয় ভাবে এবং ঐ শক্তির সংযমাবস্থায় সংহৃতক্রিয় রূপে যে উভয় প্রকারে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ প্রবর্ত্তন বা বিদ্যমানতা, তাহাই বলা হইল।

কোনও একটি গুণ প্রধান হইল, অপর গৌণ থাকিল, আবার অপরে প্রধান হইল, এই বিভিন্ন প্রকার পরিণাম-প্রবৃত্তি কেমন করিয়া তিন প্রকারের তিনটি মাত্র গুণের সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক ; তজ্জন্যই বলা হইতেছে, গুণের

স্বভাবই পরিণাম। ইহারা পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রধানকে আশ্রয় করিয়া অপ্রধান গুণ পরিণাম-বিশেষ প্রবৃত্ত করে, ইহার দৃষ্টান্তও বড় বিরল নহে। যেমন একই জল আম্রবৃক্ষের সম্মিলনে তত্রত্য প্রধান মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া রসালের "রসাল" নামের সার্থকনামতা সম্পাদন করিল; এবং আমলক বৃক্ষে সংসৃষ্ট হইয়া তাহার প্রধান কষায়-রসাশ্রয়ণে আমলকফলে কষায় রস রূপে পৃথক্ পরিণাম প্রাপ্ত হইল। এইরূপে একই গুণ অপ্রধান ভাবে দুইবার দুইটি প্রধান গুণকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিণাম-প্রবৃত্তির নিদান হইল। এইরূপ ন্যূনাধিক্যের পরিবর্ত্তন বশতঃ সহস্র২ পরিণাম-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা সফল হইল।

সমুদয় ও ত্রিগুণ, এই উভয় প্রকারের প্রবৃত্তি বলিবার আরও গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। ইহার একটি ভোগমার্গের ও অপর মোক্ষমার্গের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে চিরকালই জাজ্বল্যমান। অব্যক্তের প্রবৃত্তি হইতে পুরুষের ভোগ ও মুক্তি নিষ্পন্ন হয়। "ত্রিগুণ" প্রবৃত্তি বলিলাম, তাহার লক্ষ্য মোক্ষ, "সমুদয়" প্রবৃত্তির সাধ্য ভোগ। ভোগসাধন সাধারণতঃ বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। "সমুদয়" প্রবৃত্তির পরিণাম মহত্তত্ত্বের বিকাশ। প্রকৃতি এই প্রবৃত্তিদ্বয় দ্বারাই অব্যক্ত জগদ্ব্যাপারে এবং অনন্ত শান্তি-সাগরে নিমজ্জনরূপ মুক্তির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, পুরুষের পরম পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন; তাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুই লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ অর্থের এবং তাৎপর্য্যের আবিষ্কার হয়। সেই জন্যই অনেকে প্রকৃতিকে জগন্মাতা ও পুরুষকে জগৎপিতা বলিয়া যেন অনেকটা ব্যবহার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

আমরা এই কারিকাস্থ প্রবৃত্ত্যাদি পদের তাৎপর্য্য অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যজননের নিদান বস্তুর সমবায়সিদ্ধ শক্তিবিশেষের বিকাশোন্মুখ "অব্যক্ত" কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু কারণের সহিত তাহার অবলম্বন অসাধারণ প্রবৃত্তি-শক্তির নির্ব্বাচনও চাই। যাহাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাত বর্ত্তমানই আছে। তবে সর্ব্বদা সকল কার্য্যের আবির্ভাব আমাদের অক্ষ-পথের পথিক হয় না কেন? আমি অবগত আছি, চম্পক বৃক্ষে চম্পককুসুম উৎপন্ন ও প্রস্ফুটিত হয়। অন্য বৃক্ষে উহার সদ্ভাব সম্ভব নয়। আবার চম্পক-বৃক্ষ বজ্রাগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইলেও আমরা সেই বৃক্ষের কুসুম-সন্দর্শনে চিরতরে বঞ্চিত হই। ফলতঃ ঐ বৃক্ষের বিদ্যমানতা সত্ত্বেই যে সর্ব্বদা ঐ নয়নরঞ্জক চম্পক কুসুমের প্রাণ-পাগলকারী সুবাসে আমাদের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরাশির উদয় হয়, এরূপ নয়। এই রহস্য-দুর্গের প্রাকার-ভেদ একান্ত আবশ্যকীয় নয় কি? তাহা নূতন কিছু নয়, সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষে পুষ্পজনন-শক্তির বিকাশ থাকেনা। তাহা আগন্তুক সময়াদি নানা কারণে উৎপন্ন হয়, এবং বৃক্ষের বিনাশের সহিত তদাশ্রিত ঐ শক্তিও লীলাসম্বরণ করে। এই মাত্র আমি বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইতে দেখিলাম, লোচন ঝলসিয়া গেল; কিন্তু ঐ চক্ষ্মা-

সঞ্চার কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল, তাহার খবর লইতে চেষ্টা করিলে, কি দেখা যায়? আর কিছুই নয়, কেবল উহার চারিটি অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি, এবং প্রত্যেক কার্য্যেই ঐ চারিটি অবস্থা আছে, তাহাও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাইব। চপলা পদার্থটী কি? বিদ্যুৎ বলিয়া যাহা জগতে পরিজ্ঞাত, তাহাই। প্রবৃত্তি উহার প্রথমাবস্থায় এবং দ্বিতীয়ে প্রবাহ বা ব্যাপার। তৃতীয়ভাব ফল অথবা পূর্ণ-প্রকাশ; তৎপরে নিয়মন বা অদর্শন। ইহার মধ্যে তিনটি অবস্থা সর্ব্বথা অনুভবসিদ্ধ; চতুর্থ অদর্শন-অবস্থার অনুভবে কেহ কেহ আপত্তি করিলেও, ইহা অধিক সমীচীন মত নয়। প্রথম প্রবৃত্তির প্রতি সকলেরই প্রায় সম মত। উহা অনুভবে আসেনা। অনুভব বলিলে, এখানে প্রত্যক্ষানুভব বুঝিতে হইবে। অনুমানের দ্বারাই প্রবৃত্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে তড়িৎ-প্রবৃত্তি। পরে যখন উহা মেঘস্তর ভেদ করিয়া ব্যাপারিত হইতে লাগিল, তখন উহার প্রবাহ। যখন লোচন-পথকে অলঙ্কৃত করিয়া আলোকমালাধারিণী সুরসুন্দরী বিরাজমানা হইল, তখন পূর্ণ বিকাশ; পরে যখন আবার কোথায় লুকাইয়া গেল, তখন নিয়মন বা অদর্শন। অব্যক্ত কারণ ব্যক্ত কার্য্য জন্মাইতে প্রথমে প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইল, পরে প্রবাহিত হইল। আবার পূর্ণ বিকসিত হইল; সর্ব্বশেষে অদর্শন রূপ নিয়মন অবলম্বন করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রবৃত্তি "ত্রিগুণ" হইতে প্রথম হয়। অব্যক্তের এই কার্য্যকারিণী শক্তির বিকাশোন্মুখতা ত্রিগুণ হইতেই হয়। কেননা অপর কিছু পদার্থই নাই। প্রথম প্রবৃত্তি সেই ত্রিগুণ অবয়ব গুলির উপরই হইয়া থাকে। সমুদয় হইতে দ্বিতীয় প্রবৃত্ত। সমুদয় অর্থ সমষ্টি; দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক সমষ্টি মহত্তত্ত্বই সাংখ্যশাস্ত্রে 'সমুদয়' শব্দে কথিত হওয়া উচিত। দ্রব্যশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, এই তিনশক্তি লইয়াই সংসারের অস্তিত্ব। এই তিনটীর যে কোনটী বিশ্রামলাভ করিলে জগৎ অস্তমিত হয়। এই তিন মহা-শক্তির পিণ্ডস্থান মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রবৃত্তি—অর্থাৎ অব্যক্তের তত্ত্বাকারে বিকাশোন্মুখতা ঘটে, এই জন্য ইহা তত্ত্ব-সৃষ্টি বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থান। প্রবৃত্তি, প্রবাহ ও পূর্ণ বিকাশ, এই তিনটি অবস্থারই অনুলোমক্রমে আবশ্যকতা। পূর্ণ-বিকাশের পরে নিয়মন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জগৎ-কারণের পূর্ণ বিকাশ সৃষ্টির চরম-পরিণতি। তদন্তেই প্রলয়-কালীন স্বরূপাবস্থান, যাহা প্রকৃত অব্যক্তভাব। জগৎ অশেষ কার্য্য-কারণের সমষ্টি; ইহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয় কিনা, তাহা বিবেচ্য। যেমন একটি ঘট-প্রবৃত্তি, তাহার প্রবাহ ও তাহার পূর্ণ বিকাশ, পরে অদর্শন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নিয়মন ঘটিল না বটে, কিন্তু ঘটাপেক্ষায় মৃত্তিকাভাবধারণই ঘটের নিয়মন। এইরূপ আপেক্ষিক নিয়মন সর্ব্বদাই সম্ভব। মূল কারণের নিয়মন উহা হইতে পৃথক্ জিনিষ, কেননা তাহা সমস্ত জগতের অপেক্ষায় অদর্শন। জাগতিক ক্ষেত্রে, ঘট গেল, ব্যক্ত মাটি থাকিল, তাহাও ঘট সদৃশ ব্যক্ত। এখানে ব্যক্ত

গেল, রহিল অব্যক্ত; ইহাই পার্থক্য। ত্রিগুণ হইতে যে প্রথম প্রবৃত্তি, উহা প্রকৃতির স্বরূপের উপর। গুণত্রয় প্রকৃতির স্বরূপ ভিন্ন কার্য্য নয়; এইজন্য ঐ প্রবৃত্তি বলিয়াও পৃথক্ সমুদয় প্রবৃত্তি বলিতে হইতেছে। "সমুদয়" প্রকৃতির কার্য্য উৎপাদ্যমান প্রথম তত্ত্ব। প্রথম প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ গুণগণের বৈষম্যভাব। দ্বিতীয় প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ অহঙ্কার নামক স্বতন্ত্র তত্ত্ব। তন্মাত্র পর্য্যন্ত পদার্থ সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গোচর নয়, এজন্য বিদ্যুৎ-প্রকাশ দৃষ্টান্তানুসারে কেহ চক্ষু দিয়া দেখা যায়, মনে করিবেন না। তবে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, যোগীর দৃশ্য। সে তত্ত্ব আমাদের আলোচনাৰ্হ নহে। অব্যক্ত কারণ প্রবৃত্তিসমন্বিত হইয়াই প্রবাহাদিক্রমে জগৎ-কার্য্যের প্রসব সম্পাদন করে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকার রচনা করিতে গিয়া কারণোল্লেখের পরে তাহার প্রবৃত্তি-প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম প্রবৃত্তি, পরে প্রবাহ, ইত্যাদি প্রকারে একই অব্যক্ত নানাকার ধারণ করে কেমন করিয়া? একই পদার্থ তাহার সহকারী অপর কোনও জিনিষকে অপেক্ষা না করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত নয়। এই শঙ্কাব নিরাসার্থে বলিতে হইতেছে পরিণাম স্বভাব বশতঃ এরূপ হয়। পরিণাম ঘটিবার অপর কোনও কারণ আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা এ প্রসঙ্গে অসঙ্গত। যেখানে কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আর কিছুই পাওয়া যায়না বলিয়া বিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, শত শত গবেষণাও অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইয়া যাইতে থাকে; মস্তিষ্ক ক্লান্ত, উদ্যম শান্ত ও চিন্তা বিশ্রান্ত হয়, তখনই লোকে স্বভাবের শরণাপন্ন হয়। প্রবাদও আছে—"স্বভাবে নাস্তি কারণং"। পরিণাম স্বাভাবিক, স্বীকার করিলেও, গুণত্রয়-সমষ্টিরূপ অব্যক্তের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত লাভ আবশ্যক। দৃষ্টান্ত—জলের ন্যায় অব্যক্তেরও পরিণামভেদ স্বীকার্য্য। পরিণাম স্বভাবতঃই হয় বটে, কিন্তু ভিন্ন ২ পরিণামের নিমিত্ত ভিন্ন ২ সহকারী কারণের আবশ্যকতা। জল সৌরকর-সন্তাপে বাষ্পরূপে পরিণত হইল। পরে ইহা লঘুতা হেতু গগনমার্গে উড্ডীন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ অনেক-পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া মেঘাকার ধারণ করিল। উত্তাপ-সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া পুনর্ব্বার ধারাকারে ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে যেমন সাময়িক তাপাদি-সংকারি-কারণের আবশ্যকতা হইয়াছে, অব্যক্তের পরিণামে কাল ও স্বভাব এবং ভোগ, মোক্ষ প্রভৃতি কারণান্তর সাহায্য করিয়া থাকে। এখানে আবার আশঙ্কার উদয় হইতেছে। প্রবৃত্তি, প্রবাহ ইত্যাদি চতুর্দ্ধাভাবে পরিণতির কারণ কি? এতদপেক্ষা নূতন কোন প্রকার অবস্থা হইতে স্বভাবের বাধা কি? যদি বলা যায়, স্বভাবের বাধা কি, এ কথা জিজ্ঞাস্য নয়; কেননা বিদ্যমান বস্তুর কারণানুসন্ধান আবশ্যক। বস্তু কল্পনা করিয়া, তাহা কল্পিত হয় নাই কেন, এটি ভ্রমাত্মক প্রশ্ন। তাহা হইলেও পূর্ব্বের প্রশ্ন "প্রবৃত্ত্যাদির কারণ কি?" ইহা অক্ষত। এখানে প্রবৃত্তির ও প্রবাহাদির কারণ অবধারণ করা হইতেছে। প্রত্যেক গুণ রূপ আশ্রয় (প্রবৃত্ত্যাদির প্রয়োগস্থল) বিশেষ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া। রজোগুণ সত্ত্ব হইতে ভিন্ন, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, সত্ত্বগুণে প্রবৃত্তি নাই, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ, তমোগুণেব ধর্ম্ম অদর্শন। প্রবাহ ও রজঃকার্য্য প্রবৃত্তির পরিণতি বিশেষ মাত্র। অতএব প্রবৃত্তির নিমিত্ত রজোগুণ, তাহার অপর গুণ হইতে ভিন্নতাই উহার নিয়ামক। ভিন্নতা সেই সেই ধর্ম্ম না থাকা মাত্র। রজঃ প্রকাশক নয় এবং নিয়ামক নয়, অতএব প্রবর্ত্তক। যাহা প্রকাশক, তাহা প্রবর্ত্তক নহে, যেমন সত্ত্ব; ঐরূপ যাহা নিয়ামক, তাহাও প্রবর্ত্তক নয়, যথা তমঃ, ইহা সিদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ।)

অথর্ব্ববেদ।

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানিগীর্ভিঃ সপর্যামিনাকম্॥ ১
সুহবং মে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।
পুনর্বসু সুনৃতা চারু পুষ্যো-ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘামে॥ ২
পুণ্যং পূর্বা ফল্গুন্যো চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতিঃ সুখো মে অস্তু।
রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্টং মূলম্। ৩
অন্নং পূর্ব্বা বসন্তাং মে অষাঢ়া উর্জং দেহ্যুত্তর আবহন্তু।
অভিজিন্মে বাসতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্॥ ৪
আমে মহচ্ছতভিষগ্বরীয় আমেদ্বয়া প্রোষ্ঠ পদা সুশর্ম্ম।
আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগংম আমে রয়িং ভরণ্য আবহন্তু॥ ৫

বঙ্গার্থ। যে সমুদয় উজ্জ্বল এবং মনোহর নক্ষত্র আকাশে অতি দ্রুতগমনে গমন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং দিবস ও আকাশমণ্ডলকে আমি অষ্টাবিংশ মণ্ডল প্রাপ্তির কামনার সংগীতের দ্বারা অর্চ্চনা করি। ১

কৃত্তিকা ও রোহিণী, মৃগশির ও আর্দ্রা আমার মঙ্গল বিধান করুন, পুনর্ব্বসু এবং সুনৃতা অর্থাৎ উষা, চারু পুষ্যা, সূর্য্য, অশ্লেষা এবং মঘা আমার অয়ন বা গতি স্বরূপ হউন। ২

ফল্গুনীদ্বয়, হস্ত, চিত্রা, স্বাতি আমার পুণ্য, মঙ্গল ও সুখস্বরূপ হউন। রাধা, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং সুনক্ষত্র মূলা আমার মঙ্গলস্বরূপ হউন। ৩

পূর্ব্বাষাঢ়া আমাকে অন্নদান করুন, উত্তরাষাঢ়া আমাকে বল প্রদান করুন, অভিজিৎ আমাকে পুণ্য প্রদান করুন, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠ আমাকে পুষ্টি প্রদান করুন। ৪

শতভিষক আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করুন, প্রোষ্ঠ পদদ্বয় আমাকে রক্ষা করুন, রেবতী এবং অশ্বযুজ আমাকে সৌভাগ্য প্রদান করুন, ভরণী আমাকে ধন প্রদান করুন। ৫

বৈদিক কালেই যে হিন্দুরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। কৃত্তিকা আদি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা ঘর, বা গৃহিণী বা ঘরণী। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে পথে পরিভ্রমণ করেন, এই নক্ষত্রগুলি ঐ পথে স্থাপিত। কৃত্তিকা Pleiades রোহিণী Aldebaran constellation এর প্রধান তারকা। মৃগশিরস lunar asterism containing orionis স্বাতি Arcturus. চিত্রা Spica Virginis হস্তা part of the constellation corvus, অশ্বযুজ the head of aries.

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।	পৌষ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

[শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সাক্ষাৎ ও পরমহংসদেব-প্রদত্ত যুগধর্ম্মাদি সম্বন্ধে উপদেশ।]

আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠনুঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুযোদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল, যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অতি বিনীত ভাব। ভক্তিভাবে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করেন।

নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বেশ! বেশ!" পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয়! আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ নহে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজ কালকার জ্বরে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগী এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার)

"কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল তো নেজামুড়ো বাদ দিয়ে বল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' ওসব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লে হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বল্‌তে পার।

(বিষয়ীলোক ও লেক্‌চার)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে, তবু দেয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে?

"সাধুর কমণ্ডলু (তুম্ব) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেতো—তেমনি তেতো। তাই বলি, তোমার লেক্‌চারে বিষয়ীলোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।

"তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পার্‌বে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়। তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

তুমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রবল ঝড় উঠলে, কোন্‌টা আম, কোন্‌টা তেতুল গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ)

এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের ধ্যানে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বল্‌তে যদি চক্ষে জল আসে, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো যে তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে; আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌তে হবে না।

ফল হইলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি ফল, কর্ম্ম—ফুল।

গৃহস্থের বৌ, পেটে ছেলে হ'লে, বেশী কর্ম্ম করিতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়লে শাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম করিতে দেয় না; ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম করিতে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়।

যেমন ঘণ্টার শব্দ টং। যোগী নাদভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন।

সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি)

সমাধির কথা বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। আর বাহ্য জ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগদম্বাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তারপর আমি আবার বলেছিলাম মা! আমি আর একজন পণ্ডিতকে দেখ্‌বো, তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

প্রভু শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি? তা তুমি

লোকের ভালর জন্য এসব কচ্ছো। (এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন)

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক-বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুন্‌লাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে? যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা হলে এমন শক্তি হয় যে, বড়-বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জাল্‌লে বাদলে পোকাগুলো ঝাঁকে ২ আপনি আসে—ডাকৃতে হয় না।

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাকৃতে হয় না। অমুক্ সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে খপর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে "আপনি কি লইবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল, এই সব এনেছি, আপনি কি লইবেন?" আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগেনা, আমি কিছু চাহিনা।"

চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।

"এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে; তা' ব'লে মনে ক'র না যে তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

"ও দেশে ধান মাপ্‌বার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ্ ঠেলে দেয়। তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোক শিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আবার জ্ঞানের অভাব থাকে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না।

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না আদেশ কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। না, আদেশ পান নাই বটে, তবে কর্ত্তব্য বোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি হবে?

"একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে বলেছিলে, "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্ত্তুম, তেন কর্ত্তুম। এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, 'শালা বলে কিরে, মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

"বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়ালা আমায় বলেছিল, "মহাশয় আপনি প্রচার কর্‌তে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা হ'লে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বল্‌লাম, ওগো একটা গল্প শোন। ওদেশে হাল্‌দার-পুকুর ব'লে একটি পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো, আর সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না। আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখতো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে যখন একজন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে, তখন কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হয়ে গেল!

তাই বল্‌ছি, হেঁজিপেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকলে, তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে,—তা'দের সঙ্গে তোমার লড়্‌তে হবে। এরা তঁ (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

"চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি হয়েছে, বল দেখি? আর যে আদেশ পায়, তা'র লেক্‌চারে কি উপকার হবে, আর কি ফলই বা থাক্‌বে?

(কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।—

(গান)

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন ॥
খুজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্‌ দিব্‌ দিব্‌ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ ॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে
কোন্ জন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুবলে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

(নরেন্দ্র * ও অমৃতের সাগর)

"আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—'ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব দিবি কিনা বল্। আচ্ছা মনে কর্, খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল্'? নরেন্দ্র বল্লে 'আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব। কেননা বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে'! তখন আমি বল্লাম, বাবা। এ যে সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই—এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান, তারাই বলে যে ভক্তি-প্রেমের বাড়াবাড়ি কর্তে নাই। ঈশ্বর-প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে?"

'তাই তোমায় বলি সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও'।

ঈশ্বর-লাভ হ'লে আর ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোকশিক্ষাও হ'বে।

(ঈশ্বর-লাভের নানা পথ)

"দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

"যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়্তে পার্লেই হ'ল।

"মনে কর, অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এর অমৃত একটু মুখে পড়্লেই অমর হ'বে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্; একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্লেই তুমি অমর হ'বে।

(যোগ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ)

"অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

"মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' আর 'ভক্তিযোগ'।

১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্তে চায়। 'নেতিনেতি' বিচার করে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করে—সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

* নরেন্দ্র—স্বামীবিবেকানন্দ।

২। কর্ম্মযোগ—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ; তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ, এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ।

"ঈশ্বর-লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

"৩। ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্ত্তন; এই সব ক'রে, তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম্ম।

(কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কলিযুগের পক্ষে কঠিন পথ)

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম করতে বলেছে, তার সময় কৈ?

"তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না করে, কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর-লাভ না করলে, ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জাননা, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

"আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তারপর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে, একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার।'

"যদি রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তা'হ'লে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছো, 'কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?'

(ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে)

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ, আর অন্যান্য পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি-পথ ধরে যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। ভক্ত-বৎসল মনে করিলেই ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন।

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?)

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায়না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তা হলে গড়ের মাঠ,সুসা-ইটী, সবই দেখতে পায়।

কথাটা এই, এখন কল্‌কাতায় কেমন করে আসি?

জগতের মাকে পেলে; ভক্তি পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব-সমাধিতে রূপদর্শন হয়, আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। তখন অহং থাকে না; নাম-রূপ থাকে না।

(ভক্ত ও কর্ম্ম, ভক্তের প্রার্থনা।)

ভক্ত বলে, মা সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে, সে কর্ম্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম করতে গেলে, তোমায় ভুলে যা'ব। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম করিতে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে, তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।

(তীর্থযাত্রার প্রয়োজন)

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থ কতদূর যাওয়া হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক কতক জায়গা দেখিয়াছি। হাজরা অনেক দূর গিছল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল—হৃষীকেশ গিছল। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠিনাই।

"চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা'হ'লে তীর্থে যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখিলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

"তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল, তা' হ'লে তীর্থ-যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল-শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়; আর বলে যে, শাস্ত্রে মেনে সকল কর্ম্ম করতে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এসব নিয়েই ব্যস্ত।

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি ফেলে, অন্য হীরা-মাণিক খুঁজে বেড়ানও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল হবে না।

'ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বলে, 'মা! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে বল্লেন, 'বাবা হাগাতেই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেবনা।"

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

তিনরকম বদ্যি আছে।

"এক রকম আছে, তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। কেবল মাত্র ব'লে যায় 'ঔষধ খেয়ো হে।' এরা অধম থাকের বদ্যি।

"সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

"কতকগুলি বদ্যি আছে, তা'রা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে, রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক ক'রে বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক করে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

আর উত্তম থাকের বদ্যি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা' হ'লে তা'রা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছেন। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত মহাশয়। যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয়না বল্‌লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে, কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বদ্যি কি কর্‌বে ? উত্তম বদ্যিও কিছু কর্‌তে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাওনা। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে, আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তোর কে আছে? মনে কর, বাপ নাই, হয়তো বাপের ঋণ আছে—তা' হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবে? শুন্‌ছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞে হাঁ, আমি সব শুন্‌ছি।

(ঈশ্বরের দয়া।)

তাহার পর ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুর বাড়ীতে কতকগুলি শিখ-সিপাই এসেছিল। মাকালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'লো। কথার মধ্যে একজন ব'ল্‌লে, ঈশ্বর দয়াময়, আমি ব'ললেম—বটে? সত্য নাকি? কেমন করে জান্‌লে? তারা ব'ল্‌লে—কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দাওয়াচ্ছেন, যত্ন কর্‌ছেন।

আমি ব'ললেম? সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ। বাপে ছেলেকে খাওয়াবে না ত কে খাওয়াবে? তবে কি ও পাড়ার লোকে এসে দেখ্‌বে নাকি?

নরেন্দ্র। ঈশ্বরকে দয়াময় ব'লবোনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোকে কি আমি দয়াময় ব'ল্‌তে বারণ কর্‌ছি? আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাশ জল রাখা হইয়াছিল সে জল খাইতে পারিলেন না। আর এক গ্লাশ জল আনিতে বলিলেন। প... শোনাগেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

(বিদায়)

পণ্ডিত। (হাজরাকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে)। আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখ্‌লাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বল্‌লাম, জান?

সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'তুমি পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ এর মানে বুঝিতে পারে নাই, তাই ভারী খুসী হ'য়েছিল। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত হবার, হয়েছে; এই বাক্যে দিনদিন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্র; তাঁর দিনদিন বৃদ্ধি হবে।"

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিত বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। প্রভু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাংখ্য দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

পদপাঠঃ। সংঘাতপরার্থত্বাৎ। ত্রিগুণ-আদি-বিপর্য্যয়াৎ। অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষঃ। অস্তি। ভোক্তৃভাবাৎ। কৈবল্যার্থং। প্রবৃত্তেঃ। চ।

ব্যাখ্যা। সংঘাতপরার্থত্বাৎ—সংঘাত অর্থাৎ সংহতভাবে অবস্থিত সমষ্টি, অপরের নিমিত্ত হেতুক। ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ—ত্রিগুণাদির বৈপরীত্য-নিবন্ধন। অধিষ্ঠানাৎ অধিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাপিয়া থাকা বশতঃ। পুরুষ—আত্মা। অস্তি—আছে। ভোক্তৃভাবাৎ—ভোক্তৃত্ব-প্রযুক্ত। কৈবল্যার্থ—দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত বিনাশরূপ মুক্তির জন্য। প্রবৃত্তেঃ—প্রযত্ন থাকা হইতে। চ—ও।

বঙ্গার্থ। সংঘাত সকল পর প্রয়োজন সিদ্ধকরে বলিয়া, অসংহত পদার্থে ত্রিগুণের অবিদ্যমানতা-হেতু, জড়-জগতের চেতনাধিষ্ঠিততা বশতঃ, ব্যবহারিক ত্রিগুণাত্মক পদার্থ-প্রকরের ভোক্তা আবশ্যক, এই জন্য, আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। মুক্তির জন্য জন-সমাজে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে বলিয়াও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা। জগতের মূলে বৈষম্যের বীজ নিহিত আছে। ইহার প্রতি অণু-রেণুও ঊর্দ্ধশিরে বৈষম্যের বিজয়-পতাকার পত্ পত্ শব্দের প্রতীক্ষায় আছে। সাংখ্য-শাস্ত্রের সর্ব্বজনসিদ্ধ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অব্যক্তেই পর্য্যবসান। পুরুষতত্ত্ব উহার অতিরিক্ত। সামান্যতঃ চৈতন্যের সত্তা অস্বীকার করা স্বাভাবিক লোকের

অসম্ভব, কিন্তু ঐ তত্ত্বকে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া কেহবা উহাকে গুণ অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম, কেহ বা শক্তি অর্থাৎ আকর্ষণ-শক্তি ইত্যাদিরূপে প্রমাণ করিতে গিয়া, উহাকে আবার জড়তত্ত্বের মধ্যে আনিয়া একটা পাকপাকি খিঁচুড়ী করিয়া বসেন। তাঁহারা চিন্তা করেন না যে, উহা শক্তি হউক, অথবা গুণই হউক, জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া জড়জগতের "তাগা" মাড়াইতে পারিলনা। জড়তত্ত্ব যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত আত্মসত্তাহারা হয়, তাহাও কি একবার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না? অব্যক্ত পর্য্যন্ত পদার্থ গুলির মধ্যে একটি অন্তঃসলিল স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, নিপুণ-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে অনেক আভাস পাওয়া যায়; তাহার নাম "কার্য্যকারণ ভাব।" এখানে সেই ভাবের সদ্ভাব নাই। ইহাই এ তত্ত্বের নূতনত্ব। ফলতঃ এটি কথঞ্চিৎ প্রমাণার্হ। এ কারিকায় তাহাই করা হইতেছে।

আমরা প্রতিপলে যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ সংঘাত মাত্র। কতকগুলি ক্ষুদ্র কণিকার সমবায়কে সংঘাত বলিলে, জগতের সাবয়ব জড়তত্ত্ব সবই তাহার ভিতরে পড়িল। যাহার অবয়ব প্রত্যক্ষ নয়, অনুমানগম্য, তাহাও সাবয়ব। অব্যক্ত পর্য্যন্তও এই ভাবে সংঘাত, কারণ গুণত্রয়-সমূহ। এই সংঘাত "পরার্থ" অর্থাৎ পরের জন্য, স্বতন্ত্র নহে। সাগরের অনন্ত নীররাশি কখনও বাষ্প, কখনও হিমশিলা, কখনও মেঘ আবার জলাকার ধারণ পূর্ব্বক, বারিনিবাসে, মেরুদেশে, আকাশে, পুনর্ব্বার বারিধির বিশাল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই কার্য্যচক্র কি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিতেছে? তাহা নয়। ইহা ইহার অনিবার্য্য পরতন্ত্রতার পরিজ্ঞাপক কতকগুলি অক্ষর-মসীও পত্রাদির সংঘাতের নামান্তর পুস্তক, উহা যে পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তক পুস্তকের জন্য নয়, পাঠকের নিমিত্তই উহার আবশ্যকতা। সূত্র-সংঘাত "বসন" নামে পরিচিত, তাহা বসনের নিমিত্ত নহে, পরিধানকর্ত্তার উদ্দেশেই বসন বিরচিত। যদি দেশে বসন-বয়ন-প্রণালী আবশ্যক-মূলক না হইত, তাহা হইলে যাহারা (অসভ্যেরা) বসন ব্যবহার-বিরত, তাহাদেরও প্রবৃত্তি হইত। বস্তুতঃ প্রয়োজনাপেক্ষা ব্যতীত জগতে প্রবৃত্তি নাই। বসনের দরকারই বসন বয়নের একমাত্র নিদান। যেমন পুস্তক পদার্থ, তাহাকে দেখিয়া পুস্তক যাহার জন্য তাহার অনুমান হয়, তদ্রূপ সংঘাত পরার্থ বলিয়া, ঐ পরার্থ সংঘাত যাহার জন্য তাহার অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। সংঘাত পরতন্ত্র, কিন্তু অপর একটী সংঘাত উহার দ্বারা অনুমিত হউক, কেননা দৃষ্টানুযায়িকল্পনারই বিধান। ব্যবহারক্ষেত্রে দৃষ্ট হইল "সংঘাত" "পুস্তক", ছন্দ-পদাদি সংঘাত রামের জন্য, তদ্রূপ অব্যক্ত মহদাদি

সংঘাত অপর একটী সংঘাতের জন্য হওয়া উচিত। এইরূপ তর্ক অকিঞ্চিৎকর, কেননা বরাবরই সংঘাতের প্রবাহ চলিতে লাগিলে "পেঁচপাঁচি"র ন্যায় সংঘাতে পড়িয়া রহিল। সংঘাতজাল ছিন্ন করিয়া, সংঘাত যাহার জন্য, তাহা "অসংহত" এইরূপ বলিতে হইবে। প্রকৃত বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, পুস্তক রাখের শরীর-সংঘাতের নিমিত্ত নয়; উহা রামের দেহ-মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আত্মার জন্যেই, অতএব আত্মা অসংহত সিদ্ধ হইল।

যদি সংহতত্ব নিবৃত্ত হইল, তাহাহইলে ত্রিগুণত্বাদি যে ধর্ম্ম সংহতত্বের সমব্যাপ্ত, তাহাদেরও নিবৃত্তি হইল; ত্রিগুণত্বাদির বৈপরীত্য অর্থৎ অভাব—যথা অত্রিগুণত্বাদি আত্মার অনুমাপক হইল। প্রাণিত্ব ও জন্মিত্ব যেমন পরস্পর ব্যাপক ও ব্যাপ্য তদ্রূপ ত্রিগুণত্ব এবং সংহতত্ব। যাহারা প্রাণী, তাহারা জন্মী। জন্মশীল নয়, একপ প্রাণী নাই। এখানে একের নিবৃত্তি হইলে অপরের নিবৃত্তি হইবে। সাধারণতঃ লোকে যাহার বৃত্ত বড়, তাহাকে ব্যাপক এবং তদন্তর্গত ছোট বৃত্তকে ব্যাপ্য বলে, উহা সমব্যাপ্তির স্থল নয়। উহারা পরস্পর পরস্পরের ব্যাপক এবং ব্যাপ্য নয়। একে অপরের ব্যাপ্য। যেমন বৃহৎ এবং তদন্তর্গত ক্ষুদ্রবৃত্তের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব, তদ্রূপ সমস্থানব্যাপী অর্থাৎ একস্থানবর্ত্তী বৃত্তদ্বয়ের ব্যাপ্য ব্যাপকভাব স্বীকৃত।

অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবস্থিতি। ত্রিগুণাত্মক পদার্থ মাত্রেই অপর দ্বারা অধিষ্ঠিত। যেমন রথের অধিষ্ঠাতা সারথি, সেইরূপ দেহাদি অব্যক্ত পর্য্যন্ত গুণময় পদার্থের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যরূপ আত্মা। জড়ের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব অত্যাবশ্যক। যদি বলি দৃষ্টান্তস্থানে সারথি সদৃশ অপর একটী জীবৎ জড়পিণ্ড অব্যক্তের অধিষ্ঠাতা হউক। এবাক্য বালকের মত। জীবৎপিণ্ডের অধিষ্ঠাতৃত্ব বাস্তবিক কিছুই নয়। মৃত্যুর পরে সেই দেহেরই জীবিততা থাকেনা, তাহার কারণ অধিষ্ঠাতা নাই। যাহা নিজে পরের অবস্থিতি নিবন্ধন ব্যাপারিত হয়, তাহা "অধিষ্ঠাতা" হওয়া সম্ভব নয়। ফলতঃ একই চৈতন্য, দেহ এবং রথ, উভয়েরই অধিষ্ঠাতা।

ভোক্তৃত্ব হইতে আত্মার অনুমান হয়। এই অনন্ত রত্নরাজি কিজন্য বিরাজিত? কোনও নরেশের শিরোভূষণ হইবার জন্য অথবা কোনও কামিনীর কমনীয় কণ্ঠহার হইবে বলিয়াইত? যদি ফুলের গন্ধে অন্ধ হইয়া অলিকুল আকুলভাবে চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া পীযূষপানে পরিতৃপ্ত না হইল, তবে উহার সার্থক্য কি? এখানে পরার্থতা ও ভোগ্যতা পরমার্থতঃ একপদার্থ হইলেও বোধের প্রকারভেদ আছে। পরার্থতা কেবল পরের জন্য, ইহা বুঝায়। ভোগ্যতা, পরের ভোগের জন্য, ইহা বুঝাইতেছে। সুখ-দুঃখের অনুভবই ভোগ শব্দের প্রতিপাদ্য। ভোগেরজন্য ভোক্তাই আবশ্যক। সুখের ভোক্তা সুখ নিজে নয়। সুখের সুখ হয় না, সুখীরই সুখ হয়। ঐ সুখানুভব শরীরের ও ইন্দ্রিয়াদির নহে, কেননা তাহারাও সুখ সাধন; যাহা সুখের করণ, তাহা

সুখের অনুভবিতা নয়। কর্ত্তা ও করণ এই দুইটী প্রসিদ্ধ পৃথক্ পদার্থ। সুখ-সাধনও সুখানুভবরূপ ভোগ হইতে ভোক্তার অনুমান হয়। ভোক্তার ভোগের বিষয় না হইলে তাহার ভোগনাম বিফল। ভোগ না করিলেও ভোক্তৃত্ব বৃথা। উহার এক একটী অপরের অনুমাপক।

আরও দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রে মুক্তির নির্ণয় আছে, বুদ্ধিমান লোকেরা তদর্থে প্রবৃত্তও হন। যদি প্রবৃত্তি-দ্বারা প্রয়োজন অনুমান করাগেল, তবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধির আবশ্যক। যদি আত্মা না থাকে, তবে মোক্ষপ্রবৃত্তি বিফল। মুক্তি দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ। (একান্ত অভাব।) যদি আত্মা না থাকে, তবে দুঃখনিবৃত্তি হইবে কাহার? জড়জগতের মূলকারণ গুণত্রয়রূপ অব্যক্ত। তাহার অর্থাৎ গুণের ধর্ম্ম সুখ-দুঃখ-মোহাদি, কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়। সুতরাং জড়জগৎ দুঃখময়। তাহাদের দুঃখনিবৃত্তি হইলে স্বরূপোচ্ছেদই হইল। অতএব নির্দুঃখ আত্মার কল্পনা আবশ্যক। তাহা দুঃখস্বভাব নয়, অতএব তাহার দুঃখবিনাশ সম্ভাবিত। দুঃখ নিত্য নয়, প্রতিক্ষণই আমরা তাহার নিবৃত্তি লাভ করিতেছি। কিন্তু আবার উৎপন্ন হয়। দুঃখ-বৃক্ষের মূলচ্ছেদার্থ বিজ্ঞান-কুঠার প্রয়োজনীয়। যখন জন্মশীল মাত্রেই নিবৃত্ত হইবে, তখন দুঃখের কথা কি? উহা নিশ্চয়ই যাইবে। তবে সেই মোক্ষার্থ প্রবৃত্তি যে নির্দুঃখ আত্মার অনুমাপক, তাহা নিঃসন্দেহ। আত্মা না থাকিলে দুঃখস্বভাব জগতের মুক্তি কি? দুঃখের অত্যন্তোচ্ছেদ দুঃখ-স্বভাব বস্তুর হয়না। কারণ, স্বভাবের একান্ত-বিনাশ দৃষ্ট হয় না। অনুমান বা অপর-প্রমাণ-লভ্যও নয়। অতএব মোক্ষপ্রবৃত্তি দুঃখময় জড়তত্ত্বের অতিরিক্ত নির্দুঃখ চৈতন্যরূপ পুরুষেরই গমক, ইহা প্রমাণিত হইল।

জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥

পদপাঠঃ। জনন-মরণ করণানাং। প্রতিনিয়মাৎ। অযুগপৎ। প্রবৃত্তেঃ। চ। পুরুষ-বহুত্বং। সিদ্ধং। ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াৎ। চ। এব।

ব্যাখ্যা। জনন-মরণ-করণানাং—জন্ম, মৃত্যু, ইন্দ্রিয় সমূহের। প্রতি—উপর। নিয়মাৎ—ব্যবস্থা আছে বলিয়া। অযুগপৎ—পৃথক্ সময়ে। প্রবৃত্তেঃ—প্রযত্ন দেখা যায় হেতুক। চ—ও। পুরুষ বহুত্বং—আত্মার অনেকত্ব। সিদ্ধং— নিশ্চিত হয়। ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াৎ—তিন গুণের অন্যথা ভাব হইতে। চ—এবং। এব— নিশ্চয়ই।

বঙ্গার্থঃ। জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়গণের প্রতি শরীরের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা থাকা বশতঃ আত্মার অনেকত্ব অনুমিত হয়। প্রতি দেহে যুগপৎ প্রযত্নাদি দেখা যায় না, ইহা হইতেও উহা বুঝা যায়। জীবজগতে ত্রিগুণের অন্যথা ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা নিশ্চয় পুরুষের (প্রতিদেহে ভিন্নতা রূপ) বহুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশদ ব্যাখ্যা। জন্ম এবং মরণ প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়গণও জ্ঞান-সাধন বলিয়া জগতে পরিচিত। ইহাদের ব্যবস্থা দর্শনে প্রত্যেক শরীরে স্বতন্ত্র আত্মা বিদ্যমান আছে, বুঝিতে হইবে। এই পুরুষ-বহুত্ব-নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার ব্যগ্র হইয়াছেন কেন, তাহা অনুসন্ধেয়। প্রতিপক্ষের আক্ষেপ তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। যেমন একটী লণ্ঠনের ভিতর একটী আলোক স্থাপন করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, এই চতুর্ব্বিধ কাচ দিয়া উহার আবরণ নির্ম্মাণ করিলে, একই আলোক আবরণের লোহিত্যাদি গুণ বশতঃ লোহিত্যাদি আকারে পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ বিচিত্র উপাধি-ভেদে একই আত্মা বিচিত্র রূপে প্রতি দেহে পরিদৃষ্ট হইতেছেন। এইরূপ বাদীবাক্যের নিরাসার্থই প্রবৃত্তি। নচেৎ প্রত্যক্ষতঃ শরীর ভেদে পরস্পরের কোনও সম্বন্ধ নাই, ইহা দেখা যাইতেছে; এখানে একাত্মের শঙ্কাই হয় না।

পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল, বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ জন্ম-মরণাদি হইতেছে। লণ্ঠনের আলোক নিবিয়া গেলে, সকল কাচের দিক হইতেই নিবে। একখানি হইতে নিবিয়া যায়, অপর খানিতে দৃষ্ট হয়, এরূপ নয়। এক আত্মা হইলে, একের জননে জগতের যাবতীয় জীব জন্ম গ্রহণ করা উচিত, এবং একের মৃত্যুতে অপর সকলেরই সেই পথের পথিক হওয়া আবশ্যক হয়। এক জন দেখিলে, সেই দর্শন-জ্ঞান সকলের হওয়া আবশ্যক এবং একের নয়নে অন্ধতা হইলে, সকলেরই চিরতরে দর্শন লাভে বঞ্চিত হওয়া উচিত। কিন্তু কই, তাহা ত হইতেছে না! অতএব প্রতিদেহে জীব ভিন্ন। যদি মরণাদি, দেহ রূপ উপাধি ভেদে ঘটে, অর্থাৎ উপাধির অনুগত হয়, তবে এক উপাধির গুণ অপর উপাধিতে সংক্রমিত হইতে পারে না বলিয়া, উহার কথঞ্চিৎ সমাধান করা যায়। সত্য বটে; কিন্তু দেহ উপাধি হইলে, দেহাবয়ব হস্তস্তনাদিও উপাধি হইবে, কিন্তু হস্তবিনাশে বা স্তন-বিনাশে জীবের মৃত্যু হয় না। স্তনোচ্ছেদে অথবা দন্তোদ্গমে জীবের জন্মও হয় না। বস্তুতঃ উপাধিভেদে বস্তুভেদ হয় না। উপাধিগণই পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া নিপুণ ভাবে অবলোকন করিলে বুঝা যায়। উপধেয়-ভেদ ও উপাধি-ভেদ, ইহাদের পরস্পর প্রয়োজ্য-প্রয়োজক-ভাব অসিদ্ধ। জীব-ভেদ কিন্তু সর্ব্বথা সর্ব্বকালে সার্ব্বজনীন অনুভব-সিদ্ধ। এক শরীরে প্রযত্ন উৎপন্ন হইল, অপর শরীরে তখন তাহার উদয় নাই, ইহাও পরস্পর ভেদ-জ্ঞাপক। ত্রিগুণের বিপর্য্যয় হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? একটি জীব সুখী, অপর দুঃখী। একে দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় শয়ন-সুখানুভব করিতেছে, অপরে মৃত্তিকা-শয্যায় শায়িত। একের হৃদয়ে প্রবল-পূতি-গন্ধময়-পাপ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, অন্যের অন্তঃকরণে কুসুম-সুবাসের ন্যায় ধর্ম্মামোদ বহিতে থাকে। এ বৈষম্য কি একই জীবের উপর উপযুক্ত? এক দেহে সেই একই জীব সুখভোক্তা ও অপর শরীরে দুঃখ-দগ্ধ হইতেছে ইহা কি সম্ভব? লোকে. দেখিতে পাওয়া যায়,

দুঃখে অনিচ্ছা ও সুখে প্রীতি সর্ব্বসিদ্ধ। যে আত্মার এক দেহে সুখে প্রীতি আছে, অপর দেহে দুঃখে তাহার অপ্রীতি থাকাই উচিত। ভোগ কিন্তু অপ্রীতিতে থামিল না। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায়, যিনি সুখভোগে প্রীত, তিনিই তৎ-সময়ে দুঃখে উদ্বিগ্ন, এ কথা অসম্ভব বলিয়া আত্মভেদ সিদ্ধ হইল। উপাধি ভিন্ন বটে, কিন্তু যিনি সুখ-দুঃখ-ভোক্তা তিনি এক হইলে, এককালীন একেরই বিরুদ্ধ-সুখ-দুঃখভোগ-সাঙ্কর্য-রূপ মহদ্দোষ ঘটে। অতএব প্রতি শরীরে পুরুষ পৃথক্, ইহা প্রতিপাদন করা আচার্য্যের অভিমত।

(ক্রমশঃ)।

শম্।

মীমাংসা-দর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্)

অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ।১

পদপাঠঃ। অথ। অতঃ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।

ব্যাখ্যা। অথ—(বেদাধ্যয়নের) অনন্তর। অতঃ—এই (অধীতবেদত্ব)-হেতুক। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা—ধর্ম্ম জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা। (কর্ত্তব্যেতিশেষঃ)।

বঙ্গার্থঃ। বেদাধ্যয়নানন্তর অধীতবেদত্ব নিবন্ধন ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

বিশদব্যাখ্যা। আর্য্যশাস্ত্রের প্রধান গৌরব অধিকার নির্ব্বাচন। এই সুচারু নিয়ম বন্ধন বিপ্লবিত হওয়ায়, অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতিকূল-স্রোতঃ ইহাতে অনবর প্রতিহত হইতেছিল, তাহাই আ'জ দারুণ দুর্দ্দিন। বেদাধ্যয়নের ত্রৈবর্ণিক অধিকা সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সা বেদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, ত্রৈবর্ণিক সমূহ বেদশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবা মানসে বেদার্থবিচার করিবেন। সূত্রে মহামুনি "জিজ্ঞাসা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা পদের প্রকৃতার্থ (জ্ঞাতুমিচ্ছা) জানিবার ইচ্ছা। এখানে জানিবার ইচ্ অধিকারিগণের করায়ত্ত নয় এবং জানিবার ইচ্ছায়ও বেদের অনুষ্ঠান-প্রামা পরিতৃপ্ত নহে। বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধাপনয়নপূর্ব্বক প্রামাণ পরীক্ষা-প্রত্যাশায় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান না করিলে, কেবল মাত্র "অগ্নিহোত্র স্ব

সাধক” এই বাক্যের বারম্বার আবৃত্তি প্রত্যাবৃত্তিতে গগনমণ্ডলে শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করিলে স্বর্গ-সম্প্রাপ্তি ঘটে না; বেদ প্রামাণ্য ও পরীক্ষিত এবং পরিরক্ষিত হয় না। কাজেই অনুষ্ঠান-সাপেক্ষবিষয়ে বিচারপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিভাবাদি সম্যক্ প্রকারে অবধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। অব্যাহতরূপে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে, স্বর্গ-প্রাপক অপূর্ব্বোৎপত্তি হয়, বেদ-প্রামাণ্যও রক্ষিত হয়। অনুষ্ঠান আবার বিচারাভাবে সুসম্পাদ্য নহে। অতএব জিজ্ঞাসা পদের অর্থ এখানে “বিচার” হওয়া আবশ্যক। তাহা লক্ষণাশক্তির সামর্থ্যেই বলিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন না করিলেও বেদার্থ-বিচার সম্পন্ন হইতে পারে না। সামান্যতঃ পদার্থ-পরিচয় না থাকিলে, বিচাররূপ বিশেষাবধারণ একেবারেই অসম্ভব। এই আশয়ে আচার্য্য মহোদয় “অতঃ” শব্দদ্বারা পূর্ব্ববৃত্ত বেদাধ্যয়নকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদাধ্যয়নকে হেতু বলা হইল, কিন্তু এখন প্রবল অনুপপত্তি-রাহু এই সিদ্ধান্ত-শশীর সন্নিকটে সমাগত হইতেছে। ভাষ্যকার শবরস্বামি-মহাশয় তাহার গতিপ্রতিরোধে কি বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা যাউক। সূত্রে “অথ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। “অথ” শব্দের মঙ্গল, আনন্তর্য্য ও অধিকার, এই অর্থত্রয় প্রসিদ্ধ। এখানে মঙ্গলার্থকতা স্বীকার করিলে, ইষ্টসিদ্ধির পথ কণ্টকিত বই পরিষ্কৃত হইলনা। আনন্তর্য্যার্থ অবলম্বন করিলেও আপাততঃ বিচার করা আবশ্যক, কিসের আনন্তর্য্য? বিচার কার্য্যবিশেষ। কার্য্য মাত্রই সসীম। বিচারের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি থাকা বিধেয়। “আরম্ভ” অপর কিছুর অনন্তর হইবে, সন্দেহ নাই। অগত্যা নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদির পরও হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টই প্রতীত হইবে, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও অপরকার্য্যের আনন্তর্য্য-বিধান আচার্য্যের অভিমত নহে। এই আনন্তর্য্যের অভ্যন্তরে অধিকার-নিরূপণের বীজ বিদ্যমান। তত্ত্বদর্শিমহর্ষিমণ্ডল অধিকারের ব্যবস্থা না করিয়া কোনও কার্য্যে কর্ত্তব্যতা বিধান করিতেন না। ধর্ম্মবিচার করিতে অধিকারী কে? ধর্ম্ম বেদ-প্রতিপাদিত। যাঁহারা সামান্যতঃ বেদার্থপরিজ্ঞাতা, তাঁহাদেরই বিচার-সামর্থ্য সম্ভব। তজ্জন্য এখানে বেদাধ্যয়নের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। এখন চিন্তনীয় এই যে, “বেদমধীত্যস্নায়াৎ” এই একটী শ্রুতিবাক্য শ্রুত হইতেছে। “বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে স্নান করিবে”—শ্রুতি নিরপেক্ষগম্ভীর রবে এই সত্যতত্ত্ব ঘোষণা করিয়া গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে “সমাবর্ত্তন” বিধান করিতেছেন। আবার মহর্ষি মহোদয় সূত্রে বলিতেছেন “বেদাধ্যয়নের পরে বেদার্থ-বিচার করিবে।” ব্রহ্মচারীর গুরুকুল বাস, বেদাধ্যয়ন, পর্য্যাপ্ত হইল; এখন তিনি সমাবর্ত্তন করিয়া দারপরিগ্রহাদি দ্বারা গৃহস্থ হইবেন; তাঁহার বেদার্থ-বিচারের অবসর রহিল কই? সমাবর্ত্তন না করিলেও বেদ-দর্শিত বিধি-বাক্যের অতিক্রম করা হইল। বিচার-বিধানে জৈমিনি-বচনই প্রমাণ, প্রতিকূলে প্রত্যক্ষাশ্রুতি দণ্ডায়মানা। এই

সম্প্রাপ্ত-সঙ্কটে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিতেছেন। আমরা সমাবর্ত্তন-বিধিকে অবমা-ননা করিতে প্রস্তুত আছি। যদি বেদাধ্যয়নের পরে সমাবর্ত্তন করিতে হইল, তবে বেদবিচার করা হইল না। বিচার না হইলে, অব্যাহত-অনুষ্ঠান হইতে পারিল না। না হইলে অননুষ্ঠান-জনিত অপ্রামাণ্য আপতিত হইল। সমস্ত বেদই বাগ্বিতণ্ডাকারে পরিণত হইল। অতএব প্রয়োজনবান্ বিচার-বাক্যেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাৎপর্য্যাধীন গুরুকুল হইতে অধীতবেদ ব্রহ্মচারী সহসা সমাবর্ত্তনানুষ্ঠান করিবেন না, বেদ বিচার করিবেন, এইরূপ সূত্রার্থ পর্য্যবসিত হইল। "অথ" শব্দের বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়া" এই আনন্তর্য্যার্থ সুসঙ্গত হইল। সূত্রে পঞ্চাঙ্গ অধিকরণের সন্নিবেশ আছে। ভাষ্যকার-বচন হইতে আমরা এই অভিপ্রায় অবগত হই। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি, এই পাঁচ প্রকারে অধিকরণ বিভক্ত। এই সূত্রে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাধিকরণ ব্যবস্থাপিত। শবরস্বামীর মতে বিষয়—ধর্ম্ম-বিচার। সংশয়—ধর্ম্মবিচার কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বপক্ষ—নির্ব্বিষয় এবং নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অকর্ত্তব্য। বিষয় ধর্ম্মবিচার, যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে ধর্ম্ম-বিচারও থাকেনা। ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অনাবশ্যক; অপ্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অসম্ভব। শশ-বিষাণ বা অশ্বডিম্বের বিচার কি? অতএব নির্ব্বিষয়। যদি ধর্ম্ম আছে, স্বীকার করিয়াই লওয়া যায়, তথাপি বিচারের প্রয়োজন নাই। উত্তর—ধর্ম্ম এবং বিচার, কিছুই অপ্রসিদ্ধ নয়, সামান্যতঃ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মে বিচার দ্বারা বিশেষ নির্ণয় করা হয়। অনেকে ধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে বিপ্রতিপন্ন; সুতরাং ধর্ম্মবিচার আবশ্যক ও প্রসিদ্ধ; সপ্রয়োজনও বটে। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুরুষ পরম-পুরুষার্থ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হন। বিচার বিনা অনুষ্ঠান অসম্ভব, সুতরাং প্রয়োজন আছে। এখানে কেহ কেহ "ধর্ম্ম" বিষয়, কেহবা "ধর্ম্ম বিচার শাস্ত্র" বিষয় ইত্যাদিরূপে অধিকরণ-ব্যবস্থাপন শবরস্বামীর অভিলাষ, বলেন পরে ইহার বিশেষ বিবেচিত হইবে। সঙ্গতি—অধ্যায়ের সহিত ও পাদের সহিত তৎপ্রতিপাদ্যার্থ-প্রতিপাদকত্ব। প্রথম সূত্রে অপর কিছুই পূর্ব্ববাক্য নাই; সুতরাং পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি এখানে থাকিতে পারেনা।

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ ॥২

পদপাঠঃ। চোদনালক্ষণঃ। অর্থঃ। ধর্ম্মঃ।

ব্যাখ্যা। চোদনালক্ষণঃ—ক্রিয়া-প্রবর্ত্তকবচন যাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ বা অনুমাপক। অর্থঃ—প্রয়োজনবান্ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স-প্রয়োজন-সম্পাদক। ধর্ম্মঃ—ধ নামে অভিহিত হয়।

রঙ্গার্থঃ। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের একমাত্র অলৌকিক সাধন বেদপ্রতিপাদ্য স্বরূপ 'ধর্ম্ম" বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অধীতবেদ-ব্রহ্মচারী বেদার্থ-বিচারে মনোনিবেশ করিবেন। বেদানুমোদিত অর্থ যে ধর্ম্ম, তাহাও সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আপাততঃ আশঙ্কা হইতেছে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—অর্থাৎ ধর্ম্মবিচার করিবেন, কিন্তু ধর্ম্ম কি, তাহা যতক্ষণ অব্যাঘাতভাবে নির্ব্বাচিত না হইতেছে, ততক্ষণ উহা আশার প্রসারেই পর্য্যবসিত। মহর্ষি এই শঙ্কাসমুদয়ের অবকাশকে নিরবকাশ করিবার মানসে বলিতেছেন; "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ।" পদার্থের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, যাহা বর্ত্তমানে লোচন-পথে পতিত, তাহাকেই "ইহা এইরূপ" এই প্রত্যক্ষপ্রকারে প্রতিপাদিত করা সম্ভব। যে বস্তু ভবিষ্যজ্ঞান-বিষয়, ইদানীং অক্ষিপথের অধীন হয় না, তাহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে হইলে লক্ষণ কথন আবশ্যক। ধর্ম্ম বর্ত্তমানে চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট নয়, কেননা তাহা সম্পাদ্য-ভবিষ্য বস্তু। কাজেই লক্ষণ-সমর্থনদ্বারা তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞানে প্রযত্ন বিধেয়। "চোদনালক্ষণঃ" ইহাই ধর্ম্মের সলক্ষণ স্বরূপ। চোদনা—অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচন। যদি কোনও ব্যক্তিকে বলা যায় "নদীতীরে অশেষ ফলরাশি সঞ্চিত আছে, আবশ্যক হইলে, গমন করিয়া গ্রহণ কর।" তাহাহইলে সেই ব্যক্তির ঐবাক্য শ্রবণানন্তর নদীতীরে গমনে প্রবৃত্তি হইল, অবশেষে ক্রিয়াসম্পাদন। এখানে অবহিতচিত্তে চিন্তা করিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন, পূর্ব্বোক্ত বাক্যই পরোক্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। এইরূপ প্রবর্ত্তকবাক্য এখানে 'চোদনা' নামে অভিহিত হইবে কিনা, তাহা বিচার্য্য এবং বক্তব্য নয়, তবে এইটুকু বলিলেই প্রকৃতপক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, চোদনা শব্দে এখানে প্রবর্ত্তক বেদবাক্য বলিতে হইবে। কারণ, স্নান-ভোজনাদি-লৌকিক ব্যবহারে জনগণকে প্রবৃত্ত করিতে যে বচনাবলী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্ম প্রতিপাদক হইতে পারে না। মহোদয় জৈমিনির মতে ক্রিয়ার্থক অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক বেদবাক্য প্রমাণ, অপরাংশ প্ররোচনাদিজনক অর্থবাদমাত্র। সমস্ত বিধিবাক্যই পুরুষ-প্রবৃত্তির নিমিত্ত, সন্দেহ নাই। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক-বিধিবাক্য-প্রতিপাদিত যাগাদি পদার্থ 'ধর্ম্ম' নামে আখ্যাত হয়। লৌকিক প্রবর্ত্তক-বচন সকল সর্ব্বদা প্রামাণ্যবান্ নহে, কিন্তু বৈদিক প্রবর্ত্তক বাক্য (অগ্নিহোত্র ও জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতির জ্ঞাপক) সার্ব্বজনীন প্রমাণ, তাহা বেদপ্রামাণ্য প্রতিপাদন-সময়ে বিশেষরূপে বিবেচিত হইবে। প্রবর্ত্তকবাক্য ধর্ম্মপ্রতিপাদন করুক্; কিন্তু এ ধর্ম্মে আমাদের ইষ্টসাধনতা আছে কিনা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। জগতের যত জিনিষ, "আমাদের কার্য্যে আসে" এরূপ না হইলে, তাহার কোনটির বিচারে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে মনুজকুলের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব প্রয়োজনের পরিচয় পাওয়া দরকার। তদুত্তরে বলা হইতেছে "অর্থঃ" অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন আছে। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন সামগ্রী। যাগাদিরূপধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি-

ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মের প্রয়োজন যে কেবল 'স্বর্গ' সংজ্ঞক সুখলাভ, তাহা নয়; আবার অশেষ অনিষ্টজালের উন্নতশির বজ্রতেজোহত-বৃক্ষমস্তকের ন্যায় দারুণ-দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার-মহোদয় এখানে অর্থ শব্দ প্রয়োগের যে কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহারও আংশিক আলোচনা আবশ্যক। বেদে প্রতিপাদিত পদার্থ অর্থ এবং অনর্থ, এই উভয়। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে অর্থ আছে, তেমনি শ্যেনযাগে অনর্থ অর্থাৎ পরবিনাশরূপ হিংসাও আছে। ইহার অর্থই ধর্ম্ম। অনর্থ ধর্ম্ম নহে। এখানে আপত্তি হইতে পারে, বেদে অর্থরূপধর্ম্ম প্রতিপাদিত হউক্, অনর্থ ধর্ম্ম নহে, তাহার প্রতিপাদন কিজন্য? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন, বেদের প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ বিধ্যংশের যেরূপ প্রামাণ্য, তাহাতে বিধ্যংশপ্রতিপাদিত পদার্থই ধর্ম্ম নামে কথিত হইবার যোগ্য। অনর্থপ্রতিপাদক বেদভাগ তত্তৎক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য নহে। কেবল তদিচ্ছুর উপায় কথন মাত্র। "যাহার বৈরিনির্য্যাতনে বাসনা আছে, তাহার শ্যেনযাগ উপায়।" এইরূপ অর্থ ভিন্ন "শত্রুবধেচ্ছু শ্যেনযাগ অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য" এরূপ নহে। এইসূত্রে বর্ণিত অধিকরণ "ধর্ম্মলক্ষণাধিকরণ" নামে বিখ্যাত। ইহার পঞ্চাঙ্গ বিচার পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অবধারণ করিতে হইবে। এই সূত্রের পূর্ব্বসূত্রের সহিত উপযুক্ত সঙ্গতিও আছে। অধ্যায় সমাপ্ত হইলে, আমরা সমস্ত অধিকরণের স্বরূপ ও সঙ্গতি প্রকাশ করিব।

তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ ॥৩

পদপাঠঃ। তস্য। নিমিত্ত পরীষ্টিঃ।

ব্যাখ্যা। তস্য—তাহার (ধর্ম্মের)। নিমিত্তপরিষ্টিঃ—নিমিত্তপরীক্ষা—অর্থাৎ চোদনাই তাহার নিমিত্ত, অথবা অপর কিছু, তাহার নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

বঙ্গার্থ। ধর্ম্মের প্রকৃত নিমিত্ত কি? তাহা নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশদব্যাখ্যা। বেদবিধিই ধর্ম্মপ্রতিপাদক, অপর ইন্দ্রিয়গ্রাম ধর্ম্ম প্রতিপাদক নয়। প্রত্যক্ষাদির অনিমিত্ততা প্রতিজ্ঞামাত্রে পরিতৃপ্ত নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষস্বরূপ ও সামর্থ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি নিমিত্ত-ভাব নিরাশ-করণার্থে পরসূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই অধিকরণ ধর্ম্মপ্রামাণ্যপরীক্ষ্যতাধিকরণ বলিয়া আচার্য্যেরা অভিমত প্রকাশ করেন।

সংসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষম্
অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ ॥ ৪

পদপাঠঃ। সৎসম্প্রয়োগে। পুরুষস্য। ইন্দ্রিয়াণাং। বুদ্ধিজন্ম। তত্। প্রত্যক্ষম্। অনিমিত্তং। বিদ্যমান—উপলম্ভনত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। সৎসম্প্রয়োগে—বিদ্যমান বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইলে। পুরুষস্য—পুরুষের অর্থাৎ জীবের। ইন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয়গণের। বুদ্ধিজন্ম—জ্ঞানোদয়। তত্—তাহা।

প্রত্যক্ষম্—প্রত্যক্ষ (বলিয়া কথিত হয়।) অনিমিত্তং—নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ নহে। বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ—বর্ত্তমানবস্তুর জ্ঞান হেতুক।

বঙ্গার্থ:। বিদ্যমান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সংঘটন হইলে, পুরুষের যে জ্ঞানোদয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে নিমিত্ত নয়; কেননা তাহা বিদ্যমান বস্তুর উপলম্ভক।

বিশদব্যাখ্যা। ধর্ম্মের নিমিত্ত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সমর্থ নহে কেন? জাগতিক বস্তুজালের প্রমিতি বিষয়ে প্রত্যক্ষাদির নিমিত্ততা সর্ব্বজনসিদ্ধ। যাহা প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধ নয়, তাহাকে শশবিষাণবৎ বলিলেই চলে। তজ্জন্য বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি-প্রমাণসিদ্ধ না হইলে পদার্থ-সিদ্ধি হয়না, এরূপ নহে। বেদও প্রমাণ। ধর্ম্মে প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা, কেননা যে পদার্থ শতবর্ষাবসানে জন্মগ্রহণ করিবে, অদ্যতন-প্রত্যক্ষ তাহার উপর কার্য্যকারী হয় না। ধর্ম্ম ভবিষ্যবস্তু। অনুষ্ঠানানন্তর তাহার স্বরূপোৎপত্তি হইবে। বর্ত্তমান সময়ে, শ্রুত বেদবচন তাহাতে প্রমাণ হইতে পারে। যাগরূপ ধর্ম্মের অবরোধক বলিয়াই বিধি-বাক্যের নিমিত্ততা। এখানে প্রত্যক্ষ-নির্ব্বচন প্রকৃতোপযোগী নয়। বুদ্ধিজন্ম অথবা বুদ্ধি, কিম্বা সন্নিকর্ষ, ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রত্যক্ষের স্বরূপ, তাহাও বিবেচ্য নয়। তবে এই মাত্র অনুসন্ধেয় যে, বিদ্যমান বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়; অবিদ্যমানের নহে। ধর্ম্ম ভবিষ্য, সুতরাং তদুপদর্শনে প্রত্যক্ষের পরাক্রম-প্রসর পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ম্মে প্রত্যক্ষের অনিমিত্তাধিকরণ এই সূত্রে সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ সূত্রের বৃত্তিকার মহোদয় অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা ৫ম সূত্র ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। বিস্তৃতি ভয়ে বিশ্রামলাভ করিতে হইল। ভাষ্যের স্থূল২ মর্ম্মগুলি ক্রমশঃ সূত্র ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন।
(যশোহর, ব্রহ্মচারিআশ্রম।)

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞান ভিক্ষু।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

যুক্তির যুগে আপত্তিকারীর অভাব অল্প মাত্রই অনুভূত হয়, কিন্তু সদ্বিদ্য সমাধানকারীর সংখ্যা সুখলভ্য নয়। অর্ব্বাক্‌মতি চার্ব্বাকের পোষ্যপুত্র হইতে পয়সাবায় চাই না। সাধুতার সমদর্শনরূপ সুচারু অলঙ্কারে ভূষিত হওয়া সকলের অদৃষ্টে সমভাবে সংঘটিত হয় না। প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাইতে প্রেয়-পথে পদার্পণ করিয়া পৈশাচ পানীয় লাভ করা প্রকৃত পক্ষে সুলভ। নিবৃত্তিরূপ নিশিত-নিস্ত্রিংশে আশা-পিপাসার পূতিগন্ধি-প্রবাহ স্বরূপ মোহপাশ ছেদ করিয়া নিরাশ-সুবাসে মানস-কানন আমোদিত করিবার অধিকারী কত কম, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

আবার একটী আপত্তির আক্রমণ আমাদের আংশিক বিপত্তির কারণ হইয়া উপস্থিত। শ্রদ্ধাস্পদ-বর্দ্ধমানমিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে প্রকাশ, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি-মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, সৃষ্টির প্রথমে আদিবিদ্বান্ মহামুনি ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন কপিল প্রাদুর্ভূত হন। * ইহাতে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থই প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। "সাংখ্যপ্রবচন" নামক যে গ্রন্থের অস্তিত্বের প্রমাণাদি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও যোগদর্শনের নামান্তর ব্যতীত অপর কিছুই নয়। কুসুমাঞ্জলিকার ন্যায়াচার্য্যবর্য্য উদয়ন বলিতেছেন "অনুশিষ্যতে চ সাংখ্য-প্রবচনে ঈশ্বর প্রণিধানং"। পাতঞ্জলসূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান বিধান করা হইয়াছে, সুতরাং প্রাক্ প্রদর্শিত সন্দিগ্ধ যুক্তির সারবত্তা বিশেষ বিশ্বাস্য হইতে পারে না। এই কর্কশ-তর্কের মর্কটায়মানতার প্রতিকূলে আচার্য্যগণের অভিমতানুগত প্রতিবাদ করিতে সহজেই সাধ হয়। "সাংখ্যপ্রবচন" সেশ্বর এবং নিরীশ্বর, উভয়বিধ সাংখ্যসূত্রের সাধারণ সংজ্ঞা বিশেষ বলিতে হইলে, কাপিল-সাংখ্যপ্রবচন এবং পাতঞ্জল সাংখ্যপ্রবচন ইহাই বলিতে হয়। উদয়ন, কপিল-পোষিত নিরীশ্বর সাংখ্যের মতনিরাশে অশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং পাতঞ্জলের ঈশ্বর-প্রণিধানে অনুমোদ করিয়াছেন। "কপিল মত" অথবা "সাংখ্য মত" এই নামেই সে সকল স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরসত্তায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাপিল সাংখ্যের সম্মতি নাই, ইহাই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ, সুতরাং ঈশ্বর-প্রণিধান-স্বীকারে

---

* যথোক্তং তত্ত্বকৌমুদ্যাং বাচস্পতিমিশ্রৈঃ সর্গাদাবাদিবিদ্বান্ অনুভবন্ কপিলোমহামুনিঃ ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ প্রাদুর্ব্বভূবেতি স্মরন্তি ॥

[illegible] না বলিয়া "সাংখ্য প্রবচন" বলাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বার্থসিদ্ধির সাধক ভাবিয়া উদয়নাচার্য্য মহাশয় তাহাই করিয়াছেন।

পরসম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণ অপর-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের প্রমাণ অথবা নাম উদ্ধৃত করিয়া স্বমতে তাহার খণ্ডন করিতেছেন, এরূপ কোনও দৃষ্টান্ত লাভ করা যায় না। মধ্যবর্ত্তি-সময়ে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে যদিও পরবাক্যের উদ্ধরণ ও নিরসন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিমাণে বিদ্বেষসূচক ব্যাজনিন্দার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীন কালের আচার্য্যবর্গ তাদৃশ অধৈর্য্যের অধীন হইয়া কর্ত্তব্য-কার্য্যের বহির্ভূত স্বগৌরব-বিজ্ঞাপক বাক্যাবলীর উদ্গীরণ ও সম্প্রদায়বিশেষের উপর সরোষরসদৃষ্টির প্রক্ষেপ-সাধনে যত্নবান্ হইতেন না। যে সকল মধ্যবর্ত্তিকালের মহাপ্রভুরা পরবাদের প্রকৃষ্টালোচনে মনোনিবেশ করিতেন, তাঁহারা পরমত বিকৃত ও স্বাভিলষিতরূপে স্থাপন করিয়া পরে স্বকপোলবিলসিতপরমতাভাসের সামর্থ্যানুসারে খণ্ডন করিতেন। বাচস্পতি-মিশ্রকে আমরা আপাততঃ দৃষ্টান্তস্থলরূপে উপস্থিত করিতেছি। তিনি তত্ত্বকৌমুদীতে বৌদ্ধগণের অভিপ্রেত "ধ্বংসের কারণতা" নিরাস করিয়াছেন, তাহাতে স্বেচ্ছানুসারেই লেখনী সঞ্চালন করা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, সূত্র সকলের বিনাশই বসনোৎপাদনের কারণ। যদিও সূত্র একেবারে বিনষ্ট হইল না, তথাপি 'সূত্র' শব্দে তাহার নামকরণ বন্ধ হইল; অর্থাৎ "বসন" এই নাম তাহাতে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইল, "সূত্র" সংজ্ঞা "গৌণ" অর্থাৎ বিশেষণীভূত হইয়া "সূত্র-নির্ম্মিত" এইরূপ ব্যবহারিক বোধ জন্মাইতে লাগিল। তন্নামে ব্যবহৃত হইবার চরমক্ষণ-সম্বন্ধই তাঁহাদের মতে ধ্বংস। সূত্র-সমষ্টির দগ্ধাবশেষকে "ধ্বংস" বলা অভিপ্রেত হইলে, তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদর্শন করিতেন না। রাশি রাশি সূত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক বহ্নিদেবের উদর-পূরণের বন্দোবস্ত করিলে যে ধ্বংস হয়, তাহাকে বস্ত্রের উৎপত্তি-কারণ বলিতে, বৌদ্ধ কেন, নির্ব্বোধ ব্যক্তিরও বিষম লজ্জার আবির্ভাব হয়। বাচস্পতি, ধ্বংস-কারণতায় দোষ দিলেন। পাঠকবর্গের পরিতৃপ্তির জন্য প্রকারের প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। তত্ত্ব-কৌমুদীকার বলেন, ধ্বংস যদি কারণ হয়, তবে ঘট-ধ্বংস বসনোৎপত্তির কারণ হইবে, কেননা ঘট-ধ্বংস ও তন্তু-ধ্বংস একই ধ্বংস, উভয় ধ্বংসে "ধ্বংসত্ব" সমান। এই মহান্ অনর্থ বৌদ্ধ-মতে আপতিত হয়। আমরা এখানে মূকতা অবলম্বন করিব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু "মুখরিত" করিয়া তুলিতে কোনও অনির্ব্বচনীয়শক্তি আমাদিগের উপর কার্য্য-কারিণী হইয়াছে। সেই মোহিনী শক্তির সম্মোহন-কুহকে আমরা পরিচালিত, সুতরাং উচিতবক্তার উপর শিষ্টবর্গের অসন্তুষ্টি হইবে না বোধ হয়। যদি ধ্বংস মাত্রের "ধ্বংসত্ব" থাকিলেই সাম্য উপস্থিত হইল, প্রতিযোগি-পদার্থ-প্রকর তবে কাহার "ব্যাগারে" গেল? ধ্বংসকে অতীতাবস্থা এবং প্রাগভাবকে অনাগতাবস্থা বলিয়া যিনি সাংখ্যগ্রন্থে বিষম বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রতনুবুদ্ধি বাচস্পতিমিশ্র মহাশয় বোধ হয় বুঝিতেন,

তিনি যে কৌশলে স্বাভিমত ধ্বংসাদির প্রতিযোগিভেদে ভিন্নতা বলিয়া থাকেন, সুবুদ্ধি বৌদ্ধের সে সুলভ উপায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল না। অসম্বদ্ধ-কারণ কার্য্যজননে কি-জন্য পর্য্যাপ্ত নয়, হইলেও সর্ব্বকারণ হইতে সর্ব্বদা সকল কার্য্যের আবির্ভাবরূপ অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, এই অসুবিধার পরিহার মানসে তিনি অনাগতাবস্থারূপ প্রাগ্‌ভাবের সহিত বস্তুর যেরূপ রীতিতে সম্বন্ধ-স্থাপন স্বীকার করিয়াছেন, সেই উপায়ে বৌদ্ধের পক্ষে ক্ষতি হইত না। এখানে এরূপ দোষে বৌদ্ধমতের কোনও কণিকা খসিল কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত না হইলে, বৌদ্ধ-সমরে জয়লাভ হয় বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয়। বৌদ্ধ মহাশয়ের ন্যায়াচার্য্যগণের মত "অমর ধ্বংস" লইয়া কারবার ছিল না; তিনি এক কথায়ই "অব্যবস্থার" মাথায় সুদৃঢ় বজ্রের ব্যবস্থা করিতেন।

যাঁহারা "অমর" হইব আশায় পরের মতের উপর 'পরতালজরীপ' করিয়া এক একজন অপ্রতিহতপ্রতিভ দার্শনিককে কাঁচাছেলে সাজাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহারাই "ভামতীর" প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে চিরাভিলষিত শত্রু সাংখ্যাচার্য্যের পুস্তকে প্রামাণ্যাঙ্গীকার করিবেন, ইহা সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে।

পরমতাবলম্বীরা স্বগ্রন্থে যখন মতখণ্ডন করেন, তখন "ইহা সর্ব্বজ্ঞমহর্ষি-প্রণীত অমুক গ্রন্থে আছে, তাহা ভ্রমাত্মক" একথা লিখিতে সাহস পাননা। কপিলকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলাম, তাঁহার মতে ভুল ধরিলাম, এটা বাতুলবৎ ব্যবহার, কাজেই পরগ্রন্থে প্রামাণিকগ্রন্থের পরিচয় থাকা প্রাচীনপ্রথা-বহির্ভূত।

যখন প্রাচীনবর্গের পুস্তকে নব্য-মহোদয়েরা টীকাপ্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে প্রতিপত্তিপ্রত্যাশায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, গ্রন্থে যে মত সমর্থিত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সমস্ত মতই কিছু নয় বলিতে হইবে। জানি বা না জানি, পারি বা না পারি, খণ্ডন করিলাম, লিখিতে হইবেই। অগত্যা মতকে বিকৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দুইএক লাইন্ বদরঙ্ ফলান গোছের অসম্বদ্ধ অথচ সহজগম্য নয়, এরূপ লিখিয়া, "মতং নিরস্তং" বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিতে হইবে এবং অকাণ্ড তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইতে হইবে! এই ধরণের পক্ষপাতী টীকাকারনিকর দার্শনিক-সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ায়, আর্য্যদর্শনশাস্ত্রের দারুণ দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়, সন্দেহ নাই।

সম্প্রদায়পীড়া হইতে গ্রন্থগৌরব অস্তমিত হওয়া অসঙ্গত নয়, তাহার উদাহরণ বোধহয় বিরল নহে। শাঙ্কর সন্ন্যাসীগণ জ্ঞানগুরু, তাঁহারা অনেকে সাংখ্যশাস্ত্রের অনেকগ্রন্থ পড়াইতেন না। বাচস্পতি মহাশয় ভামতীতে খণ্ডন করিলেন, বিদ্যার্থী তাহা অভ্যাস করিলেন; বুঝিলেন, সাংখ্যমত অসার। যখন তিনি আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন শিষ্যকে বলিলেন, এ মত শ্রুতির অনুমোদিত নহে। তাহার অশ্রদ্ধা আপনিই আসিল। অপ্রচলন আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ অদর্শনের অধিকার!! যিনি অল্পদিবস হইল, জ্বলদ্‌ধ্রুবতারার ন্যায় জগৎ-গগন হইতে অদর্শন লাভ করিয়া

অনন্তশান্তিসাগরের যাত্রী হইয়াছেন; যাঁহার অভাবে জীর্ণবিবর্ণপর্ণকুটীরবাসী হিন্দু-সন্তান ও অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া অন্তরের প্রবল আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন; সেই মহাত্মা ৺বিশুদ্ধানন্দস্বামী মহোদয় সাংখ্যপ্রবচন প্রভৃতি সাংখ্যগ্রন্থ পড়াইতেন না, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায়। আমরা তাহার পরকপোলকল্পিত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণ অবগত নহি। তত্ত্বকৌমুদী তিনি পড়াইতেন একথা তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তবে সাংখ্যদর্শন-সম্প্রদায়ের অধঃপতনের কারণ কি, তাহা অবধারণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

আরও একটী দৃষ্টান্তে অবগত হওয়া যায়, রক্ষকের ভক্ষকতাই মূলতত্ত্ব। মাননীয় বালরাম স্বামী মহাশয় যখন তত্ত্ববৈশারদীর টিপ্পণী রচনা করেন, তখন তিনি যোগবার্ত্তিক-রচয়িতাবিজ্ঞানভিক্ষুর মত যে লঘু, এরূপ প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন। * উক্ত মহামতি সে আশার প্রসারক্ষেত্রে সুখস্বপ্নাবেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অথবা যথার্থ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়-বিচারে আমাদের সামর্থ্য নাই, সুতরাং অধিকারও নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, তত্ত্ববৈশারদীর ব্যাখ্যা করিতে গেলে বিজ্ঞানভিক্ষুর উপর আক্রোশ উপস্থিত হয় কেন? যাঁহার নিকট সামাজিক-লোকে বিজ্ঞানাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইবার আশা করে, তিনিই অগ্রে "সঙ্কীর্ত্তনে শিবনিন্দা"র পথপ্রদর্শক হইলেন। বাচস্পতিমহাশয়ের তত্ত্ববৈশারদীতে তিনি অনেক উৎকর্ষ দর্শন করিয়াছেন, সত্যবটে, তবে "ভামতীর" বিমল বিভায় তাহা কতক্ষণ লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবে, বলা যায় না। দার্শনিক-ক্ষেত্রে শতশত মত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উপেক্ষিত হইতে পারে, আবার স্বকপ্রমাণ পরাজিত হইলে, সাধকের বলে বলীয়ান্ হইতে পারে। স্বাধীন প্রতিভার শৃঙ্খল-বিচরণ এখানে দেখা যায়, মুখস্থ বা কণ্ঠস্থের করতবে চিত্ত-চমৎকার অম্লান প্রসঙ্গে অসম্ভব। তবুও যে পোড়া মন না বুঝিয়া নির্ব্বন্ধের নিম্ন হয়, ইহাই জগতের চিত্র! এরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবেও অনেকে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়িকতার প্রকোপে সমাজ-শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শতধারে রুধিরস্রোতঃ বহিয়াছিল। র এ শ্বাসমাত্রশেষ অবস্থায় কত যাতনা সহ্য হয়! কোনও ঋষির দার্শনিকমত যুক্ত নয়। কারণ, তাঁহারা সকলেই অসাধারণ-ধিষণার অবতার বিশেষ। সংযত হা সমালোচনা করিলে "সমন্বয়" দেখা যাইবে। সহসাই সম্প্রদায়-বিশেষের শ্রেষ্ঠতা হা বসিয়া অমূল্যগ্রন্থ বিলোপ করা হইয়াছে। আর এ অভিনয়ের অবসর নাই। ! সাম্প্রদায়িকতা! তোমার কাছেই না স্বচরণে কুঠারঘাত করিতে শিখিয়াছি? হা সমন্বয়ের জন্য প্রয়াস পাইব।

* যোগবার্ত্তিককারক লঘয়িষ্যে সমুৎসুকঃ। বালরামস্বামী।

পরিশেষে আর একটী কথা বলিয়া এ যাত্রার মত নিরস্ত হইব। গ্রন্থ সকল যবন-বিপ্লবে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহবা পরে পরভাগ্যে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। কাহারও বা চিরজীবনের জন্যই অদর্শন কার্য্যেপরিণত হইয়াছে। কোনও একখানি পুস্তক বহুদিবসাবধি এদেশে পাওয়া গেলনা, তৎপরে অনুসন্ধানে ইংলণ্ড অথবা জর্ম্মণীতে পাওয়া যায়, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? উহাকে কৃত্রিম অথবা অনুপযুক্ত বলিবার কোনও উপযুক্ত কারণ নাই। অথর্ব্ববেদের শ্রুতি-বাক্য দেশীয়-গ্রন্থে প্রায়ই উদ্ধৃত হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশে দেশীয় মান্য গন্য অনেক পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম ও "অথর্ব্ববেদ মুসলমানদের" এইরূপ অযথার্থ বালবৎ "দিল খুশ আবদারের" আবিষ্কার করিত। যখন লুপ্তরত্নের উদ্ধার আরম্ভ হইল, তখন নিজের ভয়ানক ভ্রমের বিষয় বুঝিতে পারিয়া অনেকে অম্লান বদনে উহার প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন। কেহবা আন্তরিক সঙ্কীর্ণতার প্রকৃষ্ট-পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বলিলেন, উহা "সাহেব-প্রণীত অথর্ব্ববেদ।" এখনও অনেক পল্লী-সেবক-পণ্ডিত, অন্ধবিশ্বাস-বশবর্ত্তী অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদিগের কর্ণবিবরে ঐ রূপে মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। আধুনিকতার অবধারণ করিতে হইলে, ভাষা, বিষয়, বেদের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি কতকগুলি নির্ব্বাচন করিতে হয়। তদভাবে "খাম খেয়ালী" আধুনিকতা বলা সকল গ্রন্থের উপরই প্রায় সমান; কেন না, অল্প বিস্তর যে কোনও রকমের একটু ঝড় সকলের গায়েই লাগিয়াছিল। যাঁহারা কথায় কথায় রক্তিমলোচন দেখাইতে পারেন, সেই রক্তিমগণ্ড মহোদয়-মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাসা করি, "সূত-সংহিতা" যে ইউরোপে মুদ্রিত হইয়াছিল; অদ্যাপি ভারতে হয় নাই; এ সংবাদ কেহ রাখেন কি?

সাংখ্যপ্রবচনের বিষয় এবং সময় ও বিচারাদি প্রাচীন পদ্ধতিরই অনুমাপক, এ কথা পরে প্রমাণীকৃত হইবে। অপ্রচারেই আধুনিকত্ব-সন্দেহ উপযুক্ত নয়, কেননা স্বমতগুলি হইতে উহার প্রাচীনতা দেখান হইয়াছে। পুরাণ-প্রচারের সময়ে সাংখ্যমতের এত আলোচনা কেন হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত কারণ আছে। সেই উৎকর্ষটুকু সাংখ্য-প্রবচনেই বিদ্যমান। কারিকা প্রভৃতিতে উহা প্রচুর আন্দোলনেও পরিলক্ষিত হয় না পরে এ সকল বিষয় বিবৃত হইবে।

সাংখ্যভাষ্যকার-বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে দর্শন-সমন্বয় সাংখ্যশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধে মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য। সাংখ্যপ্রবচনের প্রাসঙ্গিক পরিচয় প্রদত্ত হইল। কপিলাচার্য্য কে? সাংখ্য-প্রণয়ন কোন্ সময় করেন? এই বিষয় আগামি-সংখ্যায় প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। পরে প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়ে লক্ষ্য করা যাইবে

(ক্রমশঃ)

যশোহর,
ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মহর্ষিগণ-বিরচিত যে সমস্ত জাতীয় গাথা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল প্রাচীন গাথা সঙ্কলিত, সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক এক খণ্ড পুরাণ হইয়াছে। এই জন্যই পুরাণ মধ্যে স্থানে স্থানে মতভেদ এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের পার্থক্য দৃষ্ট হয়; এবং বেদ ও বেদাঙ্গোক্ত কতকগুলি বৃত্তান্তে রূপক প্রয়োগ করিয়া, পৌরাণিক মহর্ষিগণ পুরাণোক্ত উপাখ্যান গুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই পুরাণ বেদ-মূলক বলিয়া গণ্য ও মান্য।

পুরাণ মতে দ্বাপর যুগের অবসানে বা কলিযুগের প্রারম্ভে, বসুদেব-গৃহে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্যন্ত লীলা ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারই অগোচর নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলা বেদাঙ্গভূত জ্যোতিষ হইতে কিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধানে হিন্দুমাত্রেরই কৌতুহল জন্মে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত (১) পাঠে আমরা দেখিতে পাই, আদিত্যদেব বেদে হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ বলিয়া পুজিত; এবং আদিভূত বলিয়া আদিত্য নামে, জগতের প্রসূতি বলিয়া সবিতৃ বা সূর্য্য নামে খ্যাত। যথা—

হিরণ্য গর্ভঃ ভগবান্ এষঃ ছন্দসি পঠ্যতে।
আদিত্যঃ আদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্যঃ উচ্যতে॥

জড় সূর্য্যই যে পূজ্য ছিলেন তাহা নয়। জড় সূর্য্যের মধ্যে যে অন্তর্যামি-পুরুষ তাহাই হিন্দুদের উপাস্য। শালগ্রামাদি শিলায় যেরূপ বিষ্ণুর উপাসনা, তদ্রূপ সূর্য্য-মণ্ডলে হিরণ্ময়-অন্তর্য্যামি-পুরুষের উপাসনা। গায়ত্রী চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যান্তর্গত এই পুরুষের উপাসনাই উহার লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী অন্তর্যামি-পুরুষের চিন্তা সূর্য্য-মণ্ডলে ব্যবস্থিত হইবার কারণ এই যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, এরূপ প্রতিনিধি দুর্লভ।

এই সূর্য্যদেবই ত্রিবেদময় ভগবান্, কালাত্মা, কালকৃৎ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোগামী ও সূক্ষ্ম এবং এই সূর্য্যদেবেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। যথা—

ত্রয়ীময়ঃ অয়ং ভগবান্ কালাত্মা কালকৃৎ বিভুঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বং অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।১৮

(১) অল্পাবশিষ্টেতু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।
আরাধয়ন বিবস্বন্তং তপ স্তেপে সুদুশ্চরং। সূর্য্যসিদ্ধান্ত।১।১-২।

এবং এই সূর্য্যদেব বেদোক্ত অষ্টবসুর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত। যথা—

বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম তৎমূর্ত্তিঃ পুরুষপরঃ।
অব্যক্তঃ নির্গুণঃ শান্তঃ পঞ্চবিংশাৎপরঃ অব্যয়ঃ॥ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত।১২।১২

এবং বেদে এই সূর্য্যদেব পাপরূপ-বিষধ্বংসকারী ও পাপরূপ-বিষহরণকারী বলিয়া বর্ণিত। যথা—

উৎ অপপ্তৎ অসৌ সূর্য্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্।১।১৯১।৯ ঋক্
অস্য যোজনং হরিষ্টা (১।১৯১।১০ ঋক্

এবং এই সূর্য্যদেব পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং স্বর্গে ত্রিপাদ বিক্ষেপকারী বলিয়া পূজিত। যথা— ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ। ১।২২।১৮ ঋক্। (২)

বেদে ইহাও বর্ণিত আছে, সূর্য্য সপ্তরশ্মি, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (৩) এবং এই অশ্বের নাম তার্ক্ষ্য এবং রশ্মির নাম সুপর্ণ। যথা—

সপ্তত্বা হরিতঃ রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। ১।৫।৮ ঋক্।
বি সুপর্ণঃ অন্তরিক্ষাণি অখ্যৎ গভীর বেপাঃ অসুরঃ সুনীথ॥ ১।৩৫।৭ ঋক্

বেদে সূর্য্য পক্ষশালী এবং গরুত্মান বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্।১।১৬৪।৪৬ ঋক্।

উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি কামনায় সূর্য্যকে পুরুষ এবং চন্দ্রকে স্ত্রী রূপে সৃজন করিয়াছিলেন। যথা—

স মিথুন মুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতৌ
মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ১। ৪, প্রশ্ন উপনিষদ্
আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ। বয়িঃ এব চন্দ্রমা।
১।৫, প্রশ্ন উপনিষদ্।

জ্যোতিষমতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অদিতি দৈবত বসুনক্ষত্র কর্কট-ক্রান্তিতে অবস্থিত ছিল; এবং ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিকাদি বৎসর গণনা হইত; তৎকালে

[২) বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ ত্রেধা নিদধে পদং। ইতি দুর্গাচার্য্য। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষেদিবি। ইতি শাকপূণিঃ সমারোহেণ উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং। নিধত্তে বিষ্ণুপদে মধ্যান্দিনে অন্তরিক্ষে গয়শিরসি অস্ত গিরৌ। ইতি ঔর্ণনাভঃ।

(৩) নিরুক্তশাস্ত্র অশ্বনামানি ১৪ তার্ক্ষ্য ২১ সুপর্ণ।
গরুত্মান্ গরুড়ঃ অর্ক্যঃ সুপর্ণঃ পন্নগাশনঃ ইত্যমর।

কৃত্তিকা নক্ষত্র বানস্তিক ক্রান্তিপাত স্থানে অবস্থিত ছিল, এবং রাধা নক্ষত্র শারদীয় ক্রান্তিপাত স্থানে অবস্থিত ছিল। রাধা নক্ষত্রে বাসুদেব সূর্য্য উপনীত হইলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথি সমাগত হয়।

শারদীয় ক্রান্তিপাত অর্থাৎ জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুতে দক্ষিণায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্য উপনীত হয়। তৎকালে আকাশ মেঘহীন হইয়া নির্ম্মল ও সুপ্রসন্ন রূপ ধারণ করে, এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের আলোক বিশদরূপে প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং তৎকালে বা তৎ সমকালে চন্দ্রমা পূর্ণ হইলে, চন্দ্রের আলোক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। বিশেষতঃ, এই সময়ে সূর্য্যের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের উদয় হয়, এজন্য এসময়ে নিশার তমসা বিলুপ্ত হয়, এবং পার্থিব জনগণ তমসা বিলোপে হর্ষে নিমগ্ন হয়। পার্থিব জনগণের হর্ষ উৎপাদিকা বলিয়া, এই কালের জ্যোৎস্নাকে কৌমুদী নাম দেওয়া হইয়াছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই শারদীয় জলবিষুপসংক্রান্তি দিবসে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এই জন্য তৎকালে কার্ত্তিকী জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম পাইয়াছিল। ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শারদীয় জলবিষুপ সক্রান্তি দিবসে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইতে লাগিল। তদবধি আশ্বিনী জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম অপহরণ করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ৭৫০ বৎসর পরে ভাদ্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম ৩(ক) গ্রহণ করিবে, এবং তখন দ্বিতীয় অমর সিংহ নব অভিধান প্রচার করিবেন।

প্রাচীনকালে এই পূর্ণিমার আলোকে সর্ব্বদেশীয় কৃষকগণ মহাহর্ষে দিবারাত্রি শরৎ-শস্য কর্ত্তন ও আহরণ করিত। সর্ব্বদেশের কৃষকগণের অদ্যাবধি এই বিশ্বাস আছে যে, দয়াময় ঈশ্বর কৃষক জাতির শরৎ-শস্য আহরণের পৃষ্ঠ-পোষকভাবে এই শারদীয় পূর্ণিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য সর্ব্বদেশীয় কৃষকগণ এই শারদীয় পূর্ণিমাকে শস্য-আহরণী পৌর্ণমাসী (Harvest-Moon) নাম দিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই পূর্ণিমা কোজাগরি-লক্ষ্মীপূর্ণিমা বলিয়া খ্যাত। ইহাই সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ফার্গুসন্ (৪) সাহেবের মত।

আমরা অধিকন্তু বিবেচনা করি যে, মানবজাতির কৃষিজীবী অবস্থার পূর্ব্বে, পশুজীবী অবস্থাতেই, রাখালগণ নিশাকালে সশঙ্কে হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর আক্রমণ হইতে পশুপাল সতর্কে রক্ষা করিত। এই শারদীয় পূর্ণিমার আগমনে কৌমুদীর জ্যোৎস্নার রৌপ্যময় ঔজ্জ্বল্য প্রভাবে তমসাপ্রিয় হিংস্র শ্বাপদ জন্তুগণ গোষ্ঠ হইতে তাড়িত হইত। এই পৌর্ণমাসী তিথিতে রাখালগণ গোষ্ঠ রক্ষার ভার মুক্ত হইয়া,

৩(ক) কৌমুদী কার্ত্তিকোৎ সবঃ ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ
আশ্বিনী পূর্ণিমা ইতি শব্দরত্নাবলী।

(৪) Fergussan's Astroonmy

নিঃশঙ্কে শুদ্ধচিত্তে শারদীয় পূর্ণিমা-রজনী পরমহর্ষে নৃত্য গীতে অতিবাহিত করিত; এবং এই শারদীয় পূর্ণিমার রজনীতে রাখালগণের নৃত্য-গীতময় উৎসব হইতে শারদীয় পূর্ণিমার রাসপূর্ণিমা নামের সূত্রপাত হইয়াছিল। ক্রমে পশুজীবী অবস্থা হইতে কৃষিজীবী অবস্থায় মানব জাতি সমাগত হইল। কৃষক-সমাজে রাসপূর্ণিমার নাম শস্য-আহরণী পূর্ণিমা হইল। কিন্তু রাখাল-সমাজে শারদীয় পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা নামে পরিচিত রহিল; এবং কৃষকগণ অবসর কালে রাখালগণের এই রাসলীলায় যোগ দিয়া, শস্য আহরণের শ্রান্তি দূর করিত।

ইহা বলা বাহুল্য যে, রাশিচক্রের মধ্যে সূর্য্যের অয়নপথ, গ্রহগণের কক্ষা এবং ১২রাশি ও ২৭নক্ষত্র অবস্থিত।

রাশিচক্র ও উপরিলিখিত জ্যোতিষিক জাতীয় উৎসব অবলম্বনে বেদ-বেদাঙ্গ-জ্যোতিষোক্ত বচনমূলে অয়নপথে বাসুদেব সূর্য্যের গতির রূপক বর্ণনাই, পুরাণে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" বলিয়া খ্যাত।

পৌরাণিক মহর্ষিগণের কল্পনাবলে সূর্য্যের বাসুদেব নামের অভিনব ব্যুৎপত্তি-ক্রমে সূর্য্য বসুদেবের তনয় হইলেন। যখন সূর্য্যের বা বিষ্ণুর বাসুদেব নাম প্রথম হয়, তখন তিনি অষ্ট বসু অর্থাৎ ধরা, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রত্যূষ এই অষ্ট বসুর মধ্যে প্রধান বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই অষ্ট বসুর মধ্যে বিষ্ণুই সূর্য্য। "নতু বসুদেবস্যাপত্যমিতি বিগ্রহঃ"

ক্রমে বাসুদেব শব্দের অর্থ "বসুদেবের পুত্র" করা হইল। আকাশমণ্ডল কর্কট ক্রান্তি স্থিত বসু নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যাইতে পারেন না, এবং ঐ স্থান পর্য্যন্ত উঠিয়াই তাহার দক্ষিণায়ন পথে পুনর্ব্বার গমন করিতে হয় বলিয়া, তিনি বসুদেব নক্ষত্রের অধীন কল্পিত হইলেন; এবং বসুদেবের অধীন হইয়া, তিনি বাসুদেব বলিয়া আখ্যাত হইলেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, এই বসুদেব নক্ষত্র ভিন্ন কিছুই নহেন। সূর্য্যের বিষ্ণুনামের ব্যাপকত্ব ও ধাত্বর্থ অনুবলে সূর্য্যের কৃষ্ণ নাম হইল। কৃষ্ণ শব্দের এক অর্থ এই যে, যিনি সর্ব্বজীবের আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অদিতি দেবমাতা বলিয়া, দেবকীনাম গ্রহণ করিলেন। বসু নক্ষত্র অদিতি দৈবত বিষুব রেখার উত্তরে যে অয়নার্দ্ধ তাহাতেই দেবতাদিগের বাস, এবং সেইজন্য ঐ অয়নার্দ্ধই দেবমাতা বা দেবকীকে বসু নক্ষত্রের স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া এই দেবমাতাকে বসুদেব ও দেবকীর পুত্র করা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ বা পরমানন্দ তনয় (৫) বাসুদেব সূর্য্য অংশাবতারে নন্দসূত হইলেন। নন্দ ও আনন্দ একই কথা। জ্যোতিষোক্ত বাসুদেব কর্কটক্রান্তিতে অদিতি রূপিণী দেবকী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেও, দ্বাপ

(৫) চন্দ্রমা মনসা জাতশ্চক্ষো: সূর্য্যো অজায়ত। ঋগ্বেদ

যুগের কার্ত্তিকাদি বর্ষের অনুরোধে জন্ম মাত্রেই আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ, কৃত্তিকা নক্ষত্ররূপিণী যশোদা-ক্রোড়ে স্থাপিত হইলেন। অয়নপথ (৬) অভিধান বলে ব্রজনাম ধারণ করিলেন। ব্রজ্ শব্দেও পথ, অয়ন শব্দেও পথ।

অভিধান বলে গো-পাল (সূর্য্যকিরণমালা) গো-পালক শ্রীকৃষ্ণের ধেনু-পাল হইল। রূপকবলে বেদোক্ত দ্বাদশ আদিত্য, ধাতা, ইন্দ্র, সবিতা, বিবস্বান্, ভগ, পর্জ্জন্য, ভাস্কর, মিত্র, বিষ্ণু, বরুণ, পূষা, ঈশ, নামক বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ সূর্য্য শ্রীদামন্‌-সুদামন্‌-সুবলাদি দ্বাদশ রাখাল সাজিলেন। কল্পনা-বলে বেদোক্ত সুপর্ণ (সূর্য্যরশ্মি) গরুত্মান্ (সূর্য্যবিম্ব) তার্ক্ষ্য (সূর্য্যাশ্ব) পক্ষী রূপ ধারণ করিয়া, গরুড় নামে আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইলেন। বাসুদেব আদিত্যের সপ্তরশ্মি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অসি, ধনু, শ্রীবৎস রূপে কল্পিত হইল, ও সূর্য্য সারথি অরুণদেব পুরাণে দারুক নাম পাইলেন। অসংখ্য দ্বারময় গোলকধাম শতদ্বার দ্বারকা নামে অবনীমণ্ডলে অভিহিত হইল। বৈদিক চৈত্রাদি বর্ষ গণনা মূলক মধুমাস মথুরাপুরী নাম পাইলেন, এবং জ্যোতিষোক্ত তিন সহস্র কোটি তারাময় আকাশ বৃন্দাবন আখ্যাত হইল। বৃন্দাবন শব্দের অর্থ অসংখ্য। ছায়াপথ (Milkyway) দেখিতে নদীর ন্যায়, উহা যমুনা নামে বর্ণিত হইল, এবং ছায়াপথের পূর্ব্ব তীরস্থ মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ পঞ্চ রাশি এবং ছায়াপথের পশ্চিম তীরস্থ মিথুনাদি সপ্তরাশি, এই দ্বাদশ রাশি পুরাণে দ্বাদশ মহাবন বর্ণিত হইল। ইহারাই বৃন্দাবনের দ্বাদশ মহাবন। যাঁহারা পার্থিব বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কর্কটরাশিস্থ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ গগনে কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাইতে হইলে, ছায়াপথ পার হইতে হয়, এইজন্যই মথুরা হইতে গোকুলে বা কৃত্তিকারূপিনী যশোদা গৃহে গমন করিতে বসুদেবের যমুনা পার হইতে হইয়াছিল। বৃষরাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসুদেব সূর্য্য সমাগত হইলে জ্যৈষ্ঠমাস হয়। যশোদা গৃহে বা কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য গমন করিলে গ্রীষ্মকাল হইল। গ্রীষ্মকালে দধি দুগ্ধ মন্থনে নবনীত অতি কম উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং কল্পনা বলে বাসুদেবকে ননীচোরা বলা হইয়াছে।

উদয়োন্মুখ বালার্কের নব-প্রসূত-কিরণ ব্রহ্ম মণ্ডলের ব্রহ্মহৃৎ আদি উজ্জ্বল তারাগণের কিরণ অদৃশ্য করিতে পারেনা। সূর্য্য উদিত হইলেও ঐ সমুদয় নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। অন্যান্য নক্ষত্র সূর্য্য উদিত হইলেই অদৃশ্য হয়। প্রকারন্তরে ঐ ব্রহ্ম-হৃৎ নক্ষত্র সূর্য্যের তেজ বা রশ্মি অপহরণ করিলেন বলা যাইতে পারে। এই জন্যই ব্রহ্মহৃৎ বা ব্রহ্মা গোবৎস (বালকিরণ) অপহরণ করিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অয়ন পথের দক্ষিণস্থ Hydra জলসর্পের মস্তক জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশ্লেষা নাম পাইয়াছে। অয়ন পথে

(৬) ব্রজো গোষ্ঠ অধ্ব বৃন্দেষু। ইতি বিশ্বঃ।

গমন কালে আদিত্যদেব অশ্লেষা নক্ষত্রে উপনীত হইলে, বাসুদেব কালীয় সর্পের মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও কালীয় দমন বর্ণনা রূপকমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এইরূপ রূপক বলে যম দৈবত পাপনক্ষত্র মঘা পুরাণে পাপিনী পুতনা রূপ ধারণ করিয়াছে। ফাল্গুনী বা অর্জ্জুনীদ্বয় নক্ষত্র বৃক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে। জ্যোতিষের চিত্রা পুরাণে চিত্ররেখা। জ্যোতিষের তুলা রাশিস্থ পবনদৈবত স্বাতি তারা পুরাণে ললিতা নাম পাইয়াছে, এবং পুরাণে অয়ন রেখাস্থ পদ্মাকৃতি সূর্য্যের প্রিয়তমা (৭) রাধা বা বিশাখা তারা বেদের রয়ি বা চন্দ্রমার স্থান অধিকার করিল। সূর্য্য রাশি চক্রে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া গমন করাতেই এক একটি লীলার সৃষ্টি হইল।

পুরাণে শক্রাগ্নি দৈবত বিদ্যুৎময়ী রাধানক্ষত্রের রাধানামের নূতন অভিনব ব্যাখ্যা হইল যথা—

রাসে সংভূয় রামাসা দধাব পুরতঃমম।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরা বিদ্‌ভিঃ প্রপূজিতা ॥ জন্ম খণ্ড ৬৮।

রাসে উৎপন্ন হইয়া আমার সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিল, ঐ রাসে শব্দের রা, এবং দধাব শব্দের ধা, এই দুই অক্ষর লইয়া রাধা নাম হইল।

শক্রাগ্নি দৈবত রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি " র (শক্রাগ্নি) অধীয়তে যত্র সা রাধা' এইরূপ বহুতর শব্দের আদিম ব্যুৎপত্তি লোপ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৭) বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিপরত্রবে।
নক্ষত্রং পরং অস্মাকং ইক্ষাকূনাং মহাত্মনাং। বাল্মীকি ৬।৪।৫০।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।	মাঘ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

সাংখ্যদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(ঈশ্বর কৃষ্ণকৃতকারিকা।)

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ। ১৯॥

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। চ। বিপর্য্যাসাৎ। সিদ্ধং। সাক্ষিত্বং। অস্য। পুরুষস্য। কৈবল্যং। মাধ্যস্থ্যং। দ্রষ্টৃত্বং। অকর্ত্তৃভাব। চ॥

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—সেই (তাহা হইতে)। চ—ও। বিপর্য্যাসাৎ—বিপর্য্যয়ভাব অর্থাৎ বৈপরীত্য হইতে। সিদ্ধং—সিদ্ধ হইতেছে। সাক্ষিত্বং—সাক্ষিতা অর্থাৎ অর্থিপ্রত্যর্থির বিবাদ বিষয়ের নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। অস্য—এই (ইহার)। পুরুষস্য—আত্মার। কৈবল্যং—কেবল ভাব অর্থাৎ তাপত্রিতয়রহিততা। মাধ্যস্থ্যং—মধ্যস্থতা অর্থাৎ দুঃখে দ্বেষ ও সুখে আতৃপ্তভাব প্রকাশ না করিয়া ঔদাসীন্যাবলম্বন। দ্রষ্টৃত্বং—দ্রষ্টৃভাব। অকর্ত্তৃভাবঃ—কর্ত্তৃত্বশূন্যতা। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। সেইগুলির (পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণত্ব অবিবেকিত্বাদির) বৈপরীত্যহইতে আত্মার সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্ত্তৃভাব সিদ্ধ হইতেছে।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে পুরুষের অস্তিত্ব ও বহুত্ব বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে, সম্প্রতি পুরুষের স্বরূপাভিন্ন ধর্ম্মগুলির পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক পার্থিব ব্যাপারেই প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং ইহার ও আবশ্যক মূলকতা প্রমাণকরা আবশ্যক। জাগতিক যাবতীয় অশান্তি উৎ-

পাতের উপশমনার্থে—পুরুষ, প্রকৃতির পার্থক্যজ্ঞানই প্রবল "রক্ষাকবচ" বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পার্থক্য আবার পারস্পরিক; একটীকে অপরটী হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করিতে হইলে, উভয়েরই সম্যকজ্ঞান আবশ্যকীয়। রাম এবং শ্যাম পৃথক্ একথা প্রমাণ করিতে হইলে, রামের গুণাদি ও শ্যামের গুণাদি এবং একের অন্যত্র সদ্ভাব সম্ভব নয় ইত্যাদির অনুসরণ করা সঙ্গত। রামের কণক-চম্পক-বিনিন্দিত-সুবর্ণ-শরীর, কমল-দল-কোমল-বিশাল-লোচন, অসাধরণ-ঔদার্য্য, সুজন-সুলভ গাম্ভীর্য্য বিপত্তি বাতাহত হইলেও অচলোপম ধৈর্য্য স্বীকার, এসকলই বিদ্যমান। শ্যামের তাদৃশ শরীর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব, সে অধৈর্য্যের অধীন, অনৌদার্য্যের আশ্রয় বলিয়া বিখ্যাত; অগাম্ভীর্য্যের আকর, এইরূপে গুণগরিমায় পারস্পরিক সমালোচনে রাম-শ্যামের পার্থক্য প্রতীত হয়। তদ্রূপ প্রকৃতিতে ত্রিগুণত্ব, অচেতনত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সাধারণত্ব ও প্রসবধর্ম্মিত্ব গুণগ্রাম বিদ্যমান। পুরুষে তাহার বিপর্য্যাস অর্থাৎ অত্রিগুণত্ব, চেতনত্ব, বিবেকিত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব ও অপ্রসবধর্ম্মিত্ব রহিয়াছে। এই ত্রিগুণত্বাদির বৈপরীত্য অর্থাৎ অত্রিগুণত্বাদি হেতুক আত্মার সাক্ষিত্ব দ্রষ্টৃত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে। পুরুষ চেতন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ; সুতরাং দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে, দ্রষ্টা চেতনই হইয়া থাকে; অচেতনের দর্শন সামর্থ্য সম্ভব নয়, ইহা হইতে চেতন পুরুষের দ্রষ্টৃতা অনুমিত হইল। চৈতন্য ও অবিষয়ত্ব হেতুক সাক্ষিত্ব সমর্থিত হইতেছে। যাঁহাকে বিষয় প্রদর্শন করা হয়, সেই নিরপেক্ষদর্শকই সাক্ষিসংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া থাকেন, অচেতনকে অথবা বিষয় অর্থাৎ গ্রাহ্যজড়তত্ত্বকে বিষয় দেখান যাইতে পারেনা; কাজেই অবিষয়ত্ব ও চেতনত্ব হইতে সাক্ষিত্ব অনুমিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। অত্রৈগুণ্য বশতঃ আত্মার কৈবল্য প্রতিপাদিত হয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণত্রয় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। পুরুষের ত্রৈগুণ্য নাই, অতএব সুখ-দুঃখ-মোহ-শূন্যতারূপ কৈবল্য স্বভাব সহজেই অনুমেয়। অত্রৈগুণ্য বলিয়া কোনও ধর্ম্ম পুরুষ নাই, "বেদ বাক্য" বিজয়রবে তাহার নির্গুণতা ঘোষণা করিতেছেন। যে সকল ধর্ম্ম বলা হইল, তাহার কোনওটী স্বরূপাভিন্ন ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বস্বভাবের অনতিরিক্ত, কোনওটী ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্মের অভাবাত্মক, ইঁহাদের মতে অভাব অধিকরণাত্মক; আত্মায় ত্রিগুণত্বের অভাব আছে, উহা ঐ অভাবের অধিকরণ আত্মাস্বরূপ ভিন্ন নূতন কিছুই নহে। অত্রিগুণতা হেতুক মাধ্যস্থ্যও প্রমাণীকৃত হইতে পারে, সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশাত্মক সুখ, রজঃ কার্য্য দুঃখ, তমঃকার্য্য মোহ। যেখানে ত্রিগুণকুজ্ঝটিকার ঘটায় নয়ন যুগল আচ্ছন্ন হয় না, সেই স্বপ্রকাশ আত্মার সুখ-দুঃখ-মোহে ঔদাসীন্য হইতে পারে। অহর্নিশ সুখ-সাগরে ভাসমান থাকিতে যাঁহার বাসনা, সুখে অথবা তৎসাধনে তাঁহার কতদূর মধ্যাস্থতাবলম্বন সম্ভব, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। আবার দারুণ দুঃখ-দবদহনে যিনি মনোমৃগকে দুর্দ্দশাপন্ন করিতে ইচ্ছাকরেন না; দুঃ

সাধনের উপস্থিতি সত্ত্বে তিনি যে দুর্দ্দমত্বের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারেন, তাহাতে স্বল্প মাত্রই সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট মাধ্যস্থের আশা নাই; সুখ-দুঃখ-মোহ রহিত ব্যক্তিই মধ্যস্থ অথবা উদাসীন বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন। পুরুষের সুখ-দুঃখাদি ও স্বভাবতঃই নাই, বিবেকী এবং অপ্রসব ধর্ম্মী বলিয়া অকর্ত্তা। কর্ত্তা হইলেই এসংসারে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়, কেননা, স্বাভিলাষিত সম্পাদনে তাঁহাকে অবশ্যই প্রয়াস পাইতে হইবে, কার্য্যক্রমে অবিবেকী বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অপ্রসবধর্ম্মিত্ব অর্থাৎ প্রসবরূপ ধর্ম্ম যাহার নাই, তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম অকর্ত্তৃত্বের পরিচায়ক। কর্ত্তৃত্বরূপ গুরুভার যাঁহার মস্তকে ন্যস্তকরা হইয়াছে, তিনি প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টি জনিত বিকারাদি নানা দোষে মলিন হইয়া পড়েন। এই কর্ত্তৃত্বের সহিত সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত পুরুষের ঔপচারিক মিথ্যা সম্বন্ধ ব্যতীত, বাস্তবিক কোনও সম্পর্ক নাই; অতএব কর্ত্তৃত্বের কঠোরতার প্রকোপে পুরুষকে বড় ব্যথিত হইতে হয় নাই। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব, আপনার আভায় আপনি আলোকিত হইয়া বসিয়া আছেন, কর্ত্তৃত্বের কালিমা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি অকর্ত্তা ইহা প্রতিপাদিত হইল।

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণকর্ত্তৃত্বেচ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ। ২০

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। তৎসংযোগাৎ। অচেতনং। চেতনাবৎ। ইব। লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে। চ। তথা। কর্ত্তা। ইব। ভবতি। উদাসীনঃ॥

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—তন্নিমিত্ত। তৎসংযোগাৎ—তাহার (পুরুষের) যোগনিবন্ধন। অচেতনং—চেতনশূন্যজড়। চেতনাবৎ—চেতনাযুক্তের অর্থাৎ চেতনের। ইব—ন্যায়। লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদি। গুণকর্ত্তৃত্বে—গুণগণের অর্থাৎ গুণাত্মক জড়তত্ত্বের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্ত্বে। চ—এবং। তথা—সেইরূপ। কর্ত্তা—ক্রিয়ানুকূল কৃতি (মানের) মান্। ইব—মত। ভবতি—হইতেছে। উদাসীনঃ—ঔদাসীন্যসম্পন্ন আত্মা॥

বঙ্গার্থঃ। সেইজন্য পুরুষ-সংযোগ হইতে অচেতন জড়তত্ত্বও চেতনের ন্যায় প্রতীত হয়। গুণগণের কর্ত্তৃত্বহেতুক (অন্যোন্যাধ্যাসবশতঃ) উদাসীন আত্মাও কর্ত্তার মত প্রতীয়মান হইতেছে। (এইরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।)

বিশদব্যাখ্যা। এই কারিকায় লৌকিকানুভব সিদ্ধ কৃতি ও চৈতন্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণতা ভ্রমমূলক বলিয়া প্রমাণ করা হইবে। লৌকিকানুভব শত শত যত্ন ও চেষ্টার সহিত সম্পন্ন হইলেও, তাহার ভ্রমসঙ্কুলতায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; কেননা, লৌকিক প্রমাণাপেক্ষায় অলৌকিক শ্রুতিবাক্যের বলবত্তা আছে; পরন্তু যুক্তিযুক্ততাও তাহার অপর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ব্যব-

হারিক নিয়মের অনুভবাত্মক ভিত্তি বড়ই সুদৃঢ়। চেতনব্যক্তির চৈতন্যবশতঃ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে প্রযত্নোদয়; তন্নিমিত্ত চেষ্টার আবির্ভাব, তদনন্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তি; এখানে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কর্তৃত্ব ও চেতনত্ব একাধিকরণে বিদ্যমান। কপিলমতে কর্ত্তৃত্বের বোঝা, জড়া; অচেতনা প্রকৃতি ঠাকুরাণীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, পুরুষ মহাশয় চৈতন্য স্বরূপ, তাহার কর্তৃত্ব একটা মনকে চোখ্‌ঠার্‌ দেওয়ার মত, পূর্ব্বোক্ত নিয়মের এখানে প্রসারনাই। এসিদ্ধান্ত প্রতিমা পরপক্ষের যুক্তিযষ্টির তাড়নে কতক্ষণ যে বিপত্তিজলে বিসর্জ্জিত না হইয়া পারিবে, তাহাই বর্ত্তমানে বিবেচ্য। এখানে বলা যাইতেছে, পরম্পরাধ্যাসবশতঃ কর্ত্তার চৈতন্য, এবং চেতনের কর্তৃত্ব এইরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যয় জন সমাজে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতেছে। যেমন বহ্নি-সংযোগবশতঃ লৌহ দাহ করিতে সক্ষম হয়, ফলতঃ উহা দহনেরই শক্তি, লৌহের নহে। তদ্রূপ "চৈতন্য" আত্মার স্বভাব সিদ্ধ স্বরূপ, অন্যোন্যাধ্যাস হেতুক জড়ে সংক্রান্ত হয়, তাহাহইতে জড়ও চেতন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা জড়ের গুণ নহে, জড় যেমন তেমনই জড় আছে। এখানে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, "তবে কর্তৃত্ব টুকুও জড়ের গুণ না হইয়া, আত্মার গুণ হউক না কেন"? আমরা যেরূপ আত্মার অনুমান করিয়াছি, তাহাতে যে কর্ত্তৃত্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহা পূর্ব্বেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, এখানে আমাদের স্বতন্ত্র উত্তর নাই। শ্রুতি মন্দ্রমধুররবে "অকর্ত্তাচিন্মাত্রং" এই মহাসত্য তথ্য ঘোষণা করিয়া, বাদিবরের সন্দেহ প্রাসাদের শিরোদেশে বজ্রপাত ব্যবস্থা করিয়াই রাখিয়াছেন। এই বিষম ভ্রমে উদাসীন পুরুষেরও কল্পিত কর্তৃত্বরেখা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইল, অচেতন অপ্রকাশস্বভাব-জড়ও প্রতিফলিত চৈতন্যপ্রকাশে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী হইল, চেতন বলিয়া জীবজগৎ ও তাহাকে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইল। লিঙ্গ বলিলে সাংখ্য শাস্ত্রে সাধারণতঃ মহত্তত্ত্বই বুঝা যাইয়া থাকে; কিন্তু এখানে অখিল অব্যক্তাদি জড়তত্ত্বের সমষ্টিপিণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইলে, আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির পন্থা পরিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এখানে যে সংযোগের কথা বলা হইল, তাহার অর্থ সন্নিধান অর্থাৎ সন্নিকর্ষ। অনেক টীকাকার মহাশয়েরা অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া, অশেষ সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই; আমরা সংযোগকে সন্নিধান বলিয়াই কার্য্যসিদ্ধিতে বিশ্বস্ত হইলাম।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধ বদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥ ২১

পদপাঠঃ। পুরুষস্য। দর্শনার্থং। কৈবল্যার্থং। তথা। প্রধানস্য। পঙ্গু-অন্ধ-বৎ। উভয়োঃ। অপি। সংযোগঃ। তৎকৃতঃ। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। পুরুষস্য—পুরুষের। দর্শনার্থং—দেখিবারজন্য। কৈবল্যার্থং—মুক্তিরজন্য। তথা—সেইরূপ। প্রধানস্য—প্রকৃতির। পঙ্গ্বন্ধবৎ—পঙ্গু (গতিশক্তিহীন) ও অন্ধের (দর্শনাশক্তের) ন্যায়। উভয়োঃ—দুইজনের। অপি—ও। সংযোগঃ—সম্পর্ক। তৎকৃতঃ—তদুৎপন্ন। সর্গঃ—সৃষ্টি।

বঙ্গার্থঃ। পুরুষের কৈবল্যার্থ ও প্রধানের পুরুষকর্তৃক দর্শনার্থ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ উপস্থিত হয়। যেমন পঙ্গু ও অন্ধের (সংযোগ।) মহদাদি সৃষ্টির সেই সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ জড়চিতের অন্যোন্যাধ্যাস বশতঃ ধর্ম্মাবভাস ভ্রমাত্মক, এ ভ্রান্তির একমাত্র নিদান উভয়ের সংযোগ। যদি এই সংযোগ প্রকৃত পক্ষে প্রমাণিত না হয়, তবে সে আশার কুসুম চিত্তশাখায়ই শুকাইল। এ দারুণ দুর্দ্দৈব যাহাতে উপশান্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টাকরা আবশ্যক। সংযাগের নিমিত্ত নির্দ্দেশ করাই এখন উদ্দেশ্য, "সংযোগ" "অপেক্ষা" ভিন্ন সম্ভাবনার সহিত পরিচিত হইতে পাবে না। অলিকুল আকুলভাবে রসালশাখায় সমাসীন হইল, এ সংযোগ কি জন্য? ইহাতে কি কাহারও প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে? অবশ্য কাহারও জুড়ান সম্ভব। মধুব্রতের স্বীয়নামের সার্থকতা সম্পাদনে "অপেক্ষা" আছে, তাই এ সংযোগ। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সংযোগের "অপেক্ষা" ও "উপহার" এই দুইটী মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, সুতরাং প্রকৃতি পুরুষসংযোগেও এ দুইটী থাকা বিধেয়, নচেৎ কল্পনার অসম্পূর্ণতা অপরিহরণীয়া। পুরুষকর্তৃক প্রধানের দর্শন আবশ্যক, দর্শন ভোগ। যাহার ভোগ্যতাসাধন আবশ্যক, তাহার সহিত ভোক্তার একটু সম্বন্ধ থাকাও চাই। নিজের আচরণাদি বিষয় প্রকৃতি পুরুষকে দর্শন করান; এই জন্যই প্রকৃতির পুরুষে "অপেক্ষা" আছে, উপকার আত্মপ্রদর্শন। এইরূপ পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করেন, উপকার তাপত্রয় বিগম। পুরুষ ভোগ্যবিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া জড়গত তাপানল, অজ্ঞান বশতঃ আপনাতেই অনুভব করেন, পরে ঔপচারিক দুঃখধূমকেতুর প্রশমন বিষয়ে প্রযত্নপর হয়েন। প্রকৃতি-পুরুষের অন্যথাজ্ঞান দুর্ব্বিপাক দমনের অসাধারণ কারণ, অন্যথাজ্ঞান তাৎপর্যতঃ ভেদজ্ঞান; ভেদজ্ঞান প্রতিযোগি-পদার্থের অপেক্ষা করে, সুতরাং পুরুষ, প্রকৃতির অপেক্ষী। তিনি দুঃখদহনে আপনাকে আহুতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না, শান্তিবারিবর্ষণে তাপাগ্নির নির্ব্বাপন তাহার অভিপ্রেত; সাধনানুসন্ধানে অনন্যোপায় হইয়া তিনি ভেদজ্ঞান ও প্রকৃতি সতীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরুষস্য কৈবল্যার্থং প্রধানস্য দর্শনার্থং, এইরূপ অন্বয় করিলে দূরত্ব দোষ ঘটে বটে, কিন্তু তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিপ্রেত; সুতরাং অস্মাদৃশ লোকের ও তাহাই স্বীকার্য্য বিষয়। সংযোগ বিষয়ে অপেক্ষা প্রয়োজন যুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যেমন পঙ্গুব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যক্তি পরস্পরের

অপেক্ষায় উপকার পাইতেই সংযুক্ত হইয়াছিল; তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ। বিধির বিধানে লোচনহীন ব্যক্তি গতিশক্তি সম্পন্ন হইলেও, স্বাভিপ্রেত স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে গমন করিতে সক্ষম হয়, গমনাসমর্থ চক্ষুষ্মান ও তথৈবচ। প্রয়োজন সত্ত্বই পথপ্রদর্শক, অন্ধের চক্ষুষ্মানের অপেক্ষা, গতিমানের অপেক্ষাও গতিহীনের স্বতঃই বিদ্যমান। চক্ষুষ্মান্ পথের পরিচয় দিলেন, গতিমান্ তাহাকে বহন করিয়া লইল, উভয়েরই উপকার ও অপেক্ষা হইতে সংযোগের সিদ্ধি হইল। প্রকৃতির জড়তাবশতঃ গত্যাদিজড়ধর্ম্ম তাহাতে আছে, পুরুষ দ্রষ্টা, তাহার দর্শনে সামর্থ্য আছে, দ্রষ্টার সংযোগে জড়ের গতিপরিণতি ঘটিল, প্রকৃতির স্বপ্রদর্শন সত্যই হইল, পরিণতিবলে দ্রষ্টার দুঃখরজনীর উষাকাল ক্রমেক্রমে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে লাগিল। সংযোগ হইতে ভোগ-মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়, সংযোগ ভোগের জোগাড় করিতে না পারিলে, মোক্ষের দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না; কাজেই সংযোগ হইতে সংসার প্রসারের আরম্ভ হইল। তারপর দুর্দ্দশার প্রপীড়নে পুরুষ বিবেকী হইয়া বিশ্লিষ্ট হইলেন, সকল সংসার জ্বালা জুড়াইয়া সুশীতল হইলেন, তখন স্ব-স্বরূপে অবস্থান। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে, যে সংযোগ ভোগাপবর্গার্থ সাধনের জন্য, তাহাতেই সৃষ্টির আবশ্যকতা, তৎপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ; অতএব সংসার সৃষ্টি সংযোগজ, সন্দেহ নাই। এরূপ মহদুপকার ও প্রবল অপেক্ষা সত্ত্বে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ অমূলক বলিতে প্রবৃত্তি হইবে বা কেন?

প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥২২॥

পদপাঠঃ। প্রকৃতেঃ। মহান্। ততঃ। অহঙ্কারঃ। তস্মাৎ। গণঃ। চ। ষোড়শকঃ। তস্মাৎ। অপি। ষোড়শকাৎ। পঞ্চভ্যঃ। পঞ্চভূতানি ॥

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি হইতে। মহান্—বুদ্ধিতত্ত্ব। ততঃ—তাহাহইতে। অহঙ্কারঃ—অভিমানাত্মক অন্তঃকরণপদার্থ। তস্মাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। গণঃ সমূহ। চ—ও। ষোড়শকঃ—ষোড়শটী (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র)। তস্মাৎ—সেই (তাহা হইতে)। অপি—ও। ষোড়শকাৎ—ষোড়শসংখ্যা পরিমিত সমূহের মধ্যে। পঞ্চভ্যঃ—পঞ্চতন্মাত্র হইতে। পঞ্চমহাভূতানি—পাঁচটী স্থূলভূতের (উৎপন্ন হইল।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতেও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ষোলটী; সেই ষোলটীর মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পাঁচটী স্থূলভূত উৎপন্ন হইল।

বিশদব্যাখ্যা। জড়জগতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূলতত্ত্ব কপিল মতে ক্রম বিকাশ। আধুনিক ক্রম বিকাশ মতের মত ইহার চরম বিকাশ অদ্যাপি পূর্ণতা লাভ করে

নাই, এমন নয়। বিকাশের শেষস্তর যখন গঠিত হইল, তখন মিশাইয়া জগত গড়া হইতে লাগিল; ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। প্রকৃতি এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থা বই আর কিছুই নয়; প্রকৃতি,মহত্তত্ব, ইহারা বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে, কার্য্যকারিতা ও সাময়িক অবস্থা বিশেষে বস্তুবর্গ স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। বীজের ভিতর অপ্রকাশিত ভাবে বৃক্ষ বিদ্যমান, বীজ যখন আরও একটু বিস্তৃতিলাভ করিল, সামান্যতঃ আকার পরিবর্ত্তন ও কার্য্যকারিতা অন্যরূপ হইল, তখন নাম দিলাম অঙ্কুর, ক্রমশঃ উহাই স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়া পত্র, কাণ্ড, শাখাদি সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া পরিশেষে বৃক্ষ বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিল। উহাতে যেরূপ অবাস্থান্তর কারণ বশতঃ অঙ্কুরাদি কয়েকটী স্তর কল্পিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি জগতের অব্যক্তাবস্থাস্বরূপ বলিয়া উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। রজঃ, সত্ব, তমঃ এই তিন জাতীয় মহাণুর বিবিধ সংযোগ-বিয়োগে এই বৃদ্ধাদি তত্ব অবস্থাবশে পরিণতি প্রকোপে নব নব আকার ধারণ করিয়া, আমাদের লোচনপথ অলঙ্কৃত করিতেছে। বৈষম্য অর্থাৎ কমিবেশীভাব হইতে পদার্থের পার্থক্য, যখন বৈষম্য ঘটে নাই, মহাণু অবিকৃত ভাবে পিণ্ডিত আছে, তাহারই নাম প্রকৃতি। মহত্তত্ব বৈষম্যের প্রথম পরিচয়ে ক্ষোভিত দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মক অন্তঃকরণ। জড়জগৎ আপনার স্বতন্ত্র সত্তা পায়না; কাজেই জ্ঞানে মিশিয়া ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া প্রকাশিত হয়। বহির্জ্জগৎ কপিল মতে ও অন্তর্জ্জগতের বিকাশ বই আর কিছুই নয়; তবে জ্ঞানৈকবাদী যেমন জ্ঞানের অবস্থা বিশেষও জ্ঞানের সঙ্গেই বিলীন একটী পদার্থ বলেন, ইহারা তাহা বলেন না, জ্ঞানের সহিত দ্রব্যাত্মক জড় মিশামিশি লাভ করিল, সান্নিধ্য বশতঃই ক্রিয়ার আবির্ভাব হইল, এই দ্রব্যজ্ঞান ক্রিয়াত্মক জড়চিৎ সক্রিয় অন্তঃকরণ পরিণতি স্বভাব বলিয়া কোনও স্থানে জড়াংশগত বৈষম্য, কোথাও বা চিদংশগত বৈষম্য, আর কোনওখানে ক্রিয়ার বৈষম্য হেতুক অনন্ত আকার গ্রহণ করিয়াছে। জড়চিতের ক্রিয়াশ্রয় জড়চিৎ কার্য্যেই দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের জড়াত্মক ছায়াময় কার্য্য বলিয়া, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিশ্বকে বিশ্বাস করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না, অহঙ্কারও ঐরূপ অন্তঃকরণ বস্তু বিশেষ, বেশীর ভাগে কেবল অভিমানটুকু সেখানে বিদ্যমান। বুদ্ধির অসাধারণ ব্যাপার ছিল অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান, অভিমান এখানে বুদ্ধির পরিণাম হইতে সংজাত স্বতন্ত্র ব্যাপার। সংযোগ-বিয়োগ অবস্থা পরিবর্ত্তনে নূতন গুণের আবির্ভাব অনুভব বলেই সিদ্ধ হয়; অধ্যবসায় না থাকিলে, তদ্বিষয়ে অহঙ্কারের উদয় হয়না। আমি যদি নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমি ভদ্রবংশজ, তবেই আমার তদ্বিষয়ে গর্ব্ব হইতে পারে; ভ্রমবিশ্বাসে ও গর্ব্বের আবির্ভাব হয়, এবং ঐ বিশ্বাসকে নিশ্চিত বলিয়াই তখন বিবেচনা করা হয়। ব্যাপার দ্বয়ের পরস্পর কার্য্যকারণ ভাব বলে অহঙ্কারের ও বুদ্ধির কার্য্যকরণভাব অনুমান করা যায়। অহঙ্কার হইতে একেবারেই এগারটী

ইন্দ্রিয় ও পাঁচটী তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতের সূক্ষ্মাবস্থা উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার ক্রিয়া-কারিতার অনেকাংশে নিমিত্ত, তজ্জন্যই অনেকগুলির তত্ত্ব অহঙ্কারের পরবর্ত্তী বিকাশ। ইন্দ্রিয় গুলি জ্ঞান ও ক্রিয়ার হেতুভূত অন্বংশ, সূক্ষ্মতা নিবন্ধন শক্তিমাত্র বলিয়াই বোধ হয়, সাংখ্য মতের ত্রিগুণ (সত্বরজস্তমঃ) বৈশেষিকের গুণ পদার্থ নহে, সূক্ষ্ম দ্রব্য মাত্র। তাহাদিগকেই এখানে মহাণু বা অণুশব্দ দ্বারা বলা হইতেছে, ইন্দ্রিয় গণের স্বরূপ নির্ব্বাচন যথাসময়ে করা হইবে। মনকে অনেকে ইন্দ্রিয় বলিতে নারাজ। জ্ঞান সাধক হইলে ইন্দ্রিয় শব্দটী প্রয়োগ করা অসঙ্গত নয়। ভগবদ্গীতার বচন প্রমাণ তুলিয়া শব্দের জন্য বিবাদ দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে কণ্টকাগার করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তন্মাত্র গুলি ভূতগণের অমিশ্র ভাব, "তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।" এই শ্লোকটীতে তন্মাত্র নামের হেতু বলাহইয়াছে। আকাশ যদি আকাশ মাত্রই রহিল, তবে আকাশ তন্মাত্র বলা যায়। এইরূপ পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের বেলায়। আকাশ অবকাশ মাত্র নয়, উহাতে আণাবিকতা রহিয়াছে, যাঁহারা মিশ্রণাদি স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অবকাশে বড় লাভ দেখিনা। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আচার্য্যগণের অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে আশা করা যায়। পঞ্চমহাভূত তন্মাত্রগণের পরাবস্থা। সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকল পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অপরাপরের গুণ পাইয়া, স্থূলাকারে একটী নূতন জিনিষের মত গঠিত হইয়া আমাদের অনুভূয়মান মাটী, জল, বাতাস ইত্যাদি নাম ধারণ করিল; তাহার উপর ক্রিয়া-জ্ঞান ও দ্রব্যাণুর বৈষম্যানুসারে স্ত্রী, পুত্র, বধু, বস্ত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ছত্র, পত্র, পাত্র ইত্যাদি সকলই উৎপন্ন হইল; সৃষ্টির সংযোগ নিবন্ধন এই কথার পর সৃষ্টির ক্রম জানা আবশ্যক, এই কারিকায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ—

মীমাংসা-দর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানং উপদেশোঽ-ব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।৫॥

পদপাঠঃ। ঔৎপত্তিকঃ। তু। শব্দস্য। অর্থেন। সম্বন্ধঃ। তস্য। জ্ঞানং। উপদেশঃ। অব্যতিরেকঃ। চ। অর্থে। অনুপলব্ধে। তৎ। প্রমাণং। বাদরায়ণস্য। অনপেক্ষত্বাৎ॥

ব্যাখ্যা। ঔৎপত্তিকঃ—নিত্য। তু—কিন্তু। শব্দস্য—শব্দের। অর্থেন—অর্থের-সহিত। সম্বন্ধঃ—সম্পর্ক। তস্য—তাহার (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণ ধর্ম্মের।) জ্ঞানং—নিমিত্ত (জ্ঞায়তেঽনেনেতিব্যুৎপত্ত্যা।) উপদেশঃ—বিশিষ্ট শব্দোচ্চারণ। অব্যতিরেকঃ—(জ্ঞানের) বিপর্য্যাস হয়না। চ—ও। অর্থে—পদার্থে। অনুপলব্ধে—(প্রত্যক্ষাদির দ্বারা) উপলব্ধির বিষয় যাহা নয় তাহাতে। তৎ—তাহা (নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎবাক্য)। প্রমাণং—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের জনক। বাদরায়ণস্য—বাদরায়ণ মহর্ষির (ও এই মত।) অনপেক্ষত্বাৎ—(পুরুষান্তর অথবা প্রত্যয়ান্তরের) অপেক্ষা করেনা বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। উহা প্রত্যক্ষাদির দ্বারা অনবগম্য অগ্নিহোত্রাদিরূপধর্ম্মের নিমিত্ত। বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণেও জ্ঞানের অবিপর্য্যয় দেখা যায় বলিয়া নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎবাক্য প্রমিতির উৎপাদক। অপর কাহারও অপেক্ষা করেনা বলিয়াও উহা প্রমান। বাদরায়ণ মহর্ষিরও এবিষয়ে এইরূপ অভিমত।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষপ্রমানের ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি নাই, অনুমানাদিও প্রত্যক্ষের অপেক্ষী; তাহাদের সকলেরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমান। যদি সকলেই ধর্ম্মাবরোধে অসমর্থ হইল, তবে প্রসিদ্ধ প্রমাণের অবিষয় বলিয়া শশশৃঙ্গাদিবৎ ধর্ম্ম মহাশয় ও অদর্শন নগরের অধিবাসী হইতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে ইষ্টসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত না হইয়া, বরং বিশেষরূপেই বন্ধ হইবে, অতএব এ অনিষ্ট পরিহারের জন্য প্রয়াস পাওয়া বিধেয়; কাজেই বর্ত্তমান সূত্রে ধর্ম্মে "শব্দপ্রমাণগম্যত্ব" ব্যবস্থাপিত হইতেছে। শব্দের সহিত তদর্থের নিত্যসম্বন্ধ। যেখানে শব্দ আছে, সেখানে তাহা তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের সহিত প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই বিদ্যমান থাকিবে। অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠানে অশেষ-সুখনিদান স্বর্গ লাভ সম্ভব, "বেদবাক্য" নিরপেক্ষভাবে এই তাৎপর্য্য প্রচার করিতেছেন। স্বর্গাদি শব্দের সহিত যদি স্বর্গাদি পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য হয়, এবং অগ্নিহোত্র শব্দের সহিত অগ্নিহোত্ররূপ ধর্ম্মের তদর্থ বলিয়া শাশ্বতিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তবে "বেদবাক্য" যে ধর্ম্মে প্রমাণ একথা সুসঙ্গত হইতে অসম্ভাবনা রহিল কি? নিত্যসম্বন্ধই সকল আশার মূলতত্ত্ব, প্রত্যক্ষাগম্য পদার্থ অনুমান দ্বারা প্রতীত হইতে পারে। অনুমাম বল যেখানে পরাভূত হয়, সেখানেও উপমানের পরাক্রম প্রভূতভাবে উপলব্ধ হয়। এখানেও প্রত্যক্ষাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং শব্দ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশয় সজ্জিত হইতে হইতেছে। উপদেশ পরম্পরা দ্বারাও নিমিত্ততা প্রমাণীকৃত হইতে পারে। প্রাচীন কাল হইতে যে সিদ্ধোপদেশ ব্যবহার চলিতেছে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তবে শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য সিদ্ধ সন্দেহ নাই। উপদেশ অনর্থক বলাও বিড়ম্বনা বিশেষ; অনন্তকাল ব্যবহার নিষ্পত্তির এক মাত্র মূলীভূত হেতু ঐ উপদেশ প্রবাহ। উহার অপলাপে ব্যবহার

বিরোধ অনুভূয়মান নিশ্চিত পরিণাম। শব্দজনিত অর্থাবগতিতে কোনও সময়ে অসম্পূর্ণতা ঘটেনা। জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয়না বলিয়া প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অগ্নিহোত্র স্বর্গসাধক এই শব্দ জ্ঞান অন্য সময়ে অন্যরূপে আভাত হয় না। বাক্য স্বর্গ হইলেও পারে, না হইলেও পারে, এরূপ সাংশয়িক প্রত্যয় উৎপাদন করেনা। কালান্তরে, দেশান্তরে, পুরুষান্তরে ইহার বিপর্য্যাস অসিদ্ধ। যে শব্দের স্বর্গ হয় এই অর্থবোধনে সামর্থ্য আছে, তাহা কখনও স্বর্গ হয় না এইরূপ বিপরীত জ্ঞানের নিমিত্ত হইবেনা। শব্দ চিরকালই "স্বর্গ হইবে" বলিতেছে, সে জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষানুভব। চার্ব্বাকচরণে শরণ লইয়া কাহার আশায় "স্বর্গ হয়না" এই অনুমানিক জ্ঞানের যথার্থতায় বিশ্বাস করিব? শব্দ অপর কাহার ও মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বীয় প্রমান্য প্রচার করিতে প্রস্তুত, অতএব তাহা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক।

ভাষ্যকৃৎশবর স্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তিকার মহোদয় "তস্যনিমিত্ত পরিষ্টিঃ" এই সূত্র হইতে "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি পঞ্চমসূত্র পর্য্যন্ত অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বচনাবলিতে নিপুণতরভাবে অন্তঃস্রোত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইতে হয়, পাঠক বর্গের পরিতুষ্টির জন্য তৎপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। "তস্যনিমিত্ত পরিষ্টিঃ" সূত্রের তদভিপ্রেত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মে যে শব্দগম্যত্ব বলা হইয়াছে তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। সূত্রের সহিত "ন কর্ত্তব্যা" এইটুকু পদ অধ্যাহার করিয়া অর্থকরাই তাঁহার অভিমত। চির প্রসিদ্ধ পদার্থে পরীক্ষা প্রযত্ন প্রকৃতোপযোগী নয়, প্রত্যুত তাহাতে বৃথা পরিশ্রম মাত্র পরিণাম। সন্দেহ কুহেলিকার নিরসন মানসে পরীক্ষারূপ অরুণ কিরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষাদির ন্যায় আগম ও সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ প্রমাণ, সুতরাং পরীক্ষিতব্য নয়। সর্ব্বদা ব্যবহার নির্ব্বাহক প্রত্যক্ষ প্রকৃত পক্ষে পদার্থ-যাথার্থ্য প্রতিপাদক কিনা এই শঙ্কা যেমন স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে উদিত হয় না, সেইরূপ শব্দ প্রমান কিনা এচিন্তা একান্তই অসম্ভব, কেননা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে প্রসিদ্ধের পরীক্ষাপরতা অনাবশ্যক। চেৎ প্রচলিত ব্যবহারের লোপাপত্তি।

এখানে আপত্তি হইতে পারেঃ—প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার দর্শন সর্ব্বসম্মত, সুতরাং পরীক্ষার দ্বারা উপযুক্তাবধারণ শ্রেয়ঃ। পৌর্ণমাসী নিশায় চারু-চন্দ্রমা যখন রুচির চন্দ্রিকামৃতচয়ে চকোরের পিপাসা মিটাইতে সুধা শীতল মানারম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগনমার্গে উদিত হন, তাঁহার বিমল বিভায় দশদিক্ চকাসিত হয়, বিটপিবৃন্দ অমল জ্যোৎস্নাজলে স্নান করিয়াও প্রকৃত পূত হইতে পারেনা, মাত অসাধুর অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞানের ন্যায় অন্ধকারকে আপন বক্ষে লুকাইয়া রাখে, এবং মন্দানিলের আন্দোলনে শিরঃ সঞ্চালন দ্বারা "অলঙ্কারে কলঙ্কঢাকে না" এই ব্যঙ্গোক্তি বিধুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে। তখন সেই শাখিশাখার লতা পাতার অন্তরালে

পথে রিফাইন্ করা যে জ্যোৎস্নাটুকু বাতাহত ঝোপের উপর পড়িয়াছিল, তাহাকে নর্ত্তনকারিনী পিশাচাঙ্গনার পরিধেয় শুভ্রবসন বলিয়া প্রত্যক্ষ করা কি অপ্রসিদ্ধ ? অমারজনীর সান্দ্রান্ধকারে চপলালোকে পথ মধ্যস্থ রজ্জুতেই প্রবীণ পথিকের সর্পদর্শন ঘটিয়া থাকে। এসকল স্থানে প্রত্যক্ষের প্রমাণ্য স্বীকার করিতে হইলে, ব্যভিচার আর কাহার কাছে দেখিতে চাহিব ? অনুমানদিকে ও ঈদৃশাপন্ন হইতে দেখা যায়, অতএব শব্দের সহিত স্বতন্ত্ররূপ সম্বন্ধে সম্ভবনা সত্য নয়। এখনে দোষাদির অনুসন্ধান না করিলে পদস্খলন সম্পূর্ণ সম্ভব; কাজেই প্রত্যক্ষাদিও শব্দ সকলেরই প্রামাণ্য পরীক্ষা করা উচিত, নচেৎ অনর্থ প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে।

প্রত্যুত্তরে বৃত্তিকার বলেন, যাহা প্রত্যক্ষ তাহার কদাচ বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হয় না; যাহার ব্যভিচার আছে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলি না; তদ্রূপ অনুমানাদিও শব্দ। প্রকৃত প্রত্যক্ষ কি ? এই প্রশ্নের সমাধানার্থে সূত্র "তৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম সৎপ্রত্যক্ষম্ ইত্যাদি। ভাষ্যকার সৎসম্প্রয়োগেও তৎপ্রত্যক্ষম্ এইরূপ সূত্রপাঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বৃত্তিকার "তৎ" শব্দের স্থানে "সৎ" শব্দ ও "সৎ" পদের স্থানে "তৎ" পদ বলিয়াছিলেন। বৃত্তিকৃৎপণ্ডিতের মতে সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যেবিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ থাকিলে ঐ প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে সর্পে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ জনিত সর্পজ্ঞানই সৎপ্রত্যক্ষ রজ্জুসংযোগজ জ্ঞান প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে সক্ষম হইলনা। যদি জিজ্ঞসা করা যায়, সর্পেন্দ্রিয় সংযোগজনিত সর্পজ্ঞান ও রজ্জুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সর্পজ্ঞান এতদুভয়ের স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই। তবে সর্পসংযোগও রজ্জুসম্প্রয়োগ কোথায় কি হইল কেমন করিয়া বুঝিব ? তবে বলাযাবে, যেখানে অন্যসম্প্রয়োগ ঘটে নাই, তথায়ই সর্পসন্নিকর্ষ বুঝিব। আমার যদি শঙ্কা হয়, রঙ্গে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষসত্ত্বে ও "আমার চক্ষুঃ রজত সন্নিকৃষ্ট" এইরূপ প্রতীতি হয়, এখানে অন্য সম্প্রয়োগ অবধারণ করিবার উপায় কি ? তবে সে আশার ও অবকাশ নাই; কেননা এবাম্পচ্ছেস্ততর্কে কর্কশতায় শঙ্কিত হইতে হইতেছেনা। যেখানে পরক্ষণে বিশেষদর্শন বশতঃ বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান অসারতা প্রমান করিয়া দেয়, সেখানেই অন্য সম্প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। রঙ্গে রজতজ্ঞান পরে রঙ্গের বিশেষদর্শনে বাধিত হয়। যদি পুনর্ব্বার আশঙ্কা করা যায়, বাধক জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্যাবধারণ করা কষ্টকর। তখন অন্যসম্প্রয়োগ অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং প্রকৃষ্টরূপে বিচারক আর কেহই রহিল না। তাহাহইলে আমরা সমধানে বলিব, বিষয় ও ইন্দ্রিয় উভয়ের যে কেহ দোষদুষ্ট না হইলে সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব, যদি বটাদি-বিষয় দূরত্বাদি দোষাক্রান্ত হয় অথবা চক্ষুঃ তিমির পিত্তাদি দোষ অভিভূত হয় তবে সৎপ্রত্যক্ষের আশা বৃথা। এখানে আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দুষ্টতার সন্ধান পাইতে

উপায় কি? প্রত্যুত্তরে অপর কিছুই বক্তব্য নাই; বলিবার বিষয় কেবল এইযে, বহু যত্নে ও যখন দোষ খুঁজিয়া পাইবনা তখন অদৃষ্ট বলিতে অতর্কিত ভাবে অগ্রসর হইব।

পূর্ব্ববাদীর আক্ষেপ তবুও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, বিশ্রামান্তে অবসর পাইয়া তিনি অকাতরে যুক্তিধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ লৌকিক বস্তু সাধন, তাহাদের বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির দোষানুসন্ধান সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়; উপযুক্ত প্রয়াস পাইলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। শব্দ প্রমাণের বিষয় ভবিষ্যবস্তু ধর্ম্ম। ইদানীং ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে না, সুতরাং বিষয় গত দোষ রহিল কিনা তাহা বুঝা গেলনা, এরূপাবস্থায় প্রমাণ্য পরীক্ষার আবশ্যক নতুবা শব্দ অপ্রমাণ। "অনিমিত্তং" এই সূত্রাংশ দ্বারা উক্ত অভিপ্রায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। অপ্রমাণ কিজন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে যে "বিদ্যমানোপলম্ভনত্বৎ।" অর্থাৎ যাহা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় অথচ উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই বলিয়া বলা যাইতে পারে। পশুকাম ব্যক্তি যজ্ঞের দ্বারা পশুফল প্রাপ্ত হইবেন এই তথ্য বেদবচনে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের পরক্ষণে পশ্বাগম দেখা যায় না। যদি বলা যায় পশু থাকে,—অথচ আমরা দেখিতে পাই না, তবে ইহাযে অশ্রদ্ধেয় বচন তাহা বুঝিতে কাহারও বহুযত্নের আবশ্যক নাই, কেননা পশু দর্শন যোগ্য সামগ্রী থাকিলে অবশ্যই দর্শন ঘটিত; যখন নয়ন অসমর্থ হইলেন তখন পশু নাই বলিয়াই নিশ্চয় করা গেল, যজ্ঞের পশুফলতা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। এখানে ও যদি বল যায়, কালান্তরে পশুফল প্রাপ্তি সম্ভব, সে আশাও নপুংসকের দেহবসানে ঔরস সন্তান জনন প্রত্যাশার ন্যায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ, কার্য্যকালে ফললাভ পরীক্ষিত; যখন মর্দ্দন করা যায়, তৎকালেই মর্দ্দন সুখের অনুভব, আবার যে সময় রসবদ্বস্তুর উপর রসনাব্যাপার উপস্থিত করা যায় তৎসময়েই রসাস্বাদ লাভ। যজ্ঞ মহাশয় বর্ত্তমান থাকিতে ফল প্রদানে সমর্থ হইলেন না, যখন কালের করাল কবলে কবলিত হইয়া সত্তাশূন্য হইলেন, তখন তাহার নিকট ফলের আশা অতিশয় অস্বাভাবিক। কালবিলীনের কাছে কোনও আশাই কাজে আসিতে পারে না। যদি যজ্ঞ কোনও অদৃষ্টফলের জনক বলিয়া বলা যায় তাহাতে ও স্বার্থসিদ্ধি পশ্চাতে রহিল, কারণ বেদ বলেন পশুফল হইবে, হইল একটী "অদৃষ্ট' ফল, আপনা হইতেই অপ্রমাণ্য আসিয়া পড়িল। অতএব ভূতলে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টায় যজ্ঞের "অদৃষ্ট" ফল কল্পনা করিয়া বেদ প্রমাণ্য ব্যবস্থাপনের যত্ন অতি হাস্যাস্পদ। বেদপ্রামাণ্যস্থাপনের আশা অন্তরে উঠিল, আবার তথায় নিবিয়া গেল, "অদৃষ্ট" স্বীকার তবে কি উপকারে আসিল তাহাও বিবেচ্য। বেদে বহুস্থানে সর্ব্বপ্রমান বিরুদ্ধ বাক্যাবলীর বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিচয়ন বিধান পূর্ব্বক

বেদ ঘোষণা করিতেছেন "স এষ যজ্ঞায়ুধী যজমানোঽঞ্জসা স্বর্গং লোকং যাতি"। কিন্তু যজমান সশরীরে স্বর্গে যায় কই? তাহার দেহ দৃশ্যভাবেই বহ্নিদেবতার বিকট বদনে আহুত হইয়া ভস্মভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব এজাতীয় বাক্যে বিশ্বাস করিবার কোনও সন্তোষ জনক কারণ নাই। অসম্ভব বিষয়ের অবরোধক বাক্যটি যে শুধু জনসমাজে অযত্ন বলিয়া উপেক্ষিত হয়, এমন নহে, তাদৃশ বচনের বক্তাও বাতুল বলিয়া অবধারিত হয়। "জলে শিলা ভাসে" "অলাবু সলিলে নিমগ্ন হয়" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিলে যে বচন রচনাকারী হস্ততাড়নে অভিনন্দিত হন, ইহা অনুভব সিদ্ধ। পূর্ব্ব পক্ষের এই সকল আপত্তি পরিহারার্থে—"ঔৎপত্তিকস্ত" ইত্যাদি পরসূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ অপৌরুষেয়, অনাদিকাল হইতে এরূপ শব্দার্থব্যবহার প্রণালী চলিতেছে, কোন সময়ে কোনও পুরুষ স্বপ্রতিভায় শব্দ ও অর্থকে পরস্পর সম্বন্ধ করেন নাই। এই অপৌরুষেয় সম্বন্ধ নিবন্ধন "চোদনাবাক্য" স্বার্থাববোধে সমর্থ, সুতরাং শব্দের প্রামাণ্য সংশয় অনুচিত। বাক্য সর্ব্বদাই প্রমাণ, তবে যে লৌকিক বাক্য অপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয় সে দোষ বাক্যের নিজস্ব না, পরের অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ বক্তার দোষ বাক্য সংক্রান্ত প্রাপ্ত হয়, বাক্য চিরদিন সমান, সর্ব্বদাই প্রমাণ। জ্ঞান কখনও মিথ্যা নয়, তবে দোষ অর্থাৎ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি অনুসন্ধান করা চাই; যদি কাহারও কোন অসামর্থ্য খুঁজিয়া না মিলিল, তবে বুঝিলাম প্রমাণ। বৈদিক শব্দের জ্ঞান বাধিত হইতেছেনা এবং সন্দিগ্ধ অথবা বিপর্য্যস্তভাবেও জন্মিতেছেনা, অতএব অসংশয় সত্য, শব্দ প্রমাণ।

শব্দ ও অর্থের অপৌরুষেয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত প্রাসাদের ভিত্তি। উহা প্রকৃত পদার্থ, অথবা কল্পনারাজ্যের মায়াদেবী আমাদের মানসনেত্রে মোহাঞ্জন দিয়া মরীচিকা রঙ্গ দেখাইতেছেন, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ আমরা শব্দার্থের সম্বন্ধ পরীক্ষা করিব। মনে করা হউক আপত্তিকারীর সঙ্গে সমস্বরে আমরা বলিব "শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ নাই।" শব্দ মহাশয় উচ্চারণের পরেই অসীম বায়ু-সাগরে ডুবিয়া কোথায় গেলেন খোঁজ নাই, অর্থ কিন্তু অদূরে ভূমির পরে যেমন তেমনি! ইহাদের আবার নিত্য সম্বন্ধ! যদি তাহাই হইত, তবে "রসগোল্লা" শব্দ বলিবা মাত্র সুরসে রসনায় পরিতুষ্টি হওয়া উচিত। আশ্রয় এবং আশ্রিতের যে সম্বন্ধ, তাদৃশসম্বন্ধ স্বীকার করিলে কুঠার শব্দোচ্চারণে মুখকর্ত্তন ও বহ্নি শব্দের কথনে আগুণ আবির্ভূত হইলে পবন-নন্দনের প্রিয়সদস্যের পদপ্রাপ্ত হইতে পারা যায়। অতএব "কিরূপ সম্বন্ধ?" নির্ব্বাচন করা উচিত। আচার্য্য বলেন, শব্দ অর্থপ্রত্যায়ক, অর্থ শব্দের প্রত্যায্য অর্থাৎ বোধ্য। পরস্পরের এরূপ সম্বন্ধ সত্ত্বে অনুপপত্তিও নাই, আর আবির্ভাব জনিত দুর্দ্দশা সম্ভাবনাও থাকিবে না। অনুভবসিদ্ধ সম্বন্ধ নাই বলিলে লাভনাই।

যে শব্দ কখনও শ্রুতিপথে আগত হয়নাই, তাহা প্রথমে শ্রবণ করিলে কোনওরূপ অর্থেরই অর্থবোধ জন্মেনা, যদি নিত্যসম্বন্ধ হয়, তবে এ ব্যভিচার দর্শনের অবসর কোথায়? ইহা হইতে অনুমান করাযায়, প্রথম শ্রবণের পর শব্দার্থসম্বন্ধ জন্মে, তৎপর ব্যবহার প্রবৃত্তি। এখানে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, "দৃষ্টমূলক অনুমানই গ্রাহ্য" যে সকল শব্দ অর্থপ্রত্যয়ের কারণ হইতেছে, তাহাদের সহিত সম্বন্ধাবধারণ করিতে যাওয়াই সঙ্গত। কোনও সময় একটী শব্দ অর্থজ্ঞানের কারণ হইল না, তাহাতে তাহার অপরাধ কি বুঝিনা? কারণ-কূটের একত্র সমাবেশ হইলে কার্য্যদর্শনের আশা, উপযুক্ত কারণও সহকারিগণের অপেক্ষা করে, চক্ষু প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ নয়ন, আলোক বিষয়ের যোগ্যতা ইত্যাদির সাহায্যেই কৃতকার্য্য হয়। অন্ধকারের আধিপত্য যে রাজ্যে অতিশয় প্রবল, সেখানে বিষয়ের চাক্ষুষজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া লোচন দোষী হইতে পারে না। শব্দ অর্থপ্রত্যায়ক, অসংশয়িত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় শ্রবণাদি সহকারিকারণের বশবর্ত্তী হইলে তাহার কারণতার ব্যাঘাত হয় কেমন করিয়া?

সম্বন্ধের অপৌরুষেয়তায় আপত্তি হইতে পারে, পরম পুরুষ পরমেশ্বর শব্দও অর্থের সম্বন্ধ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। সম্বন্ধ পুরুষকৃত। অসাধারণশক্তিসম্পন্ন জনের অসাধ্য কি? এরূপ সিদ্ধান্তে মীমাংসকাচার্য্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্মতি নাই। তাঁহাদের মতে সম্বন্ধকর্ত্তা পুরুষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, প্রাচীনকালে অনন্তসামর্থ্যের নিদান মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত ছিলেন ইহাতে সন্তোষজনক কারণ নাই। বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ মহাশক্তিমান্ বিদ্যমান আছেন এ কথায়ও বিশ্বাসস্থাপন কষ্টকর। যদি কোনও পুরুষ শব্দার্থসম্বন্ধ প্রবর্ত্তক হইতেন, তবে শব্দব্যবহার প্রণালীতে তাঁহার প্রতিভাময় সমুজ্জলচিত্র স্মৃতিফলক অলঙ্কৃতকরিয়াই সম্বদ্ধ থাকিত। এরূপ অসামান্যব্যাপারের আবিষ্কর্ত্তার "পবিত্রস্মৃতি" স্মরণসম্বল মানবজাতির হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হওয়া কি সম্ভব? যে মনুষ্যসমাজ ও তাহার অস্তিত্ব কতকগুলি অতীতস্মৃতির পরিণতিরূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা যে একটী অসামান্য স্মৃতি হারাইয়াও আত্মসত্তায় বঞ্চিত হয় নাই, ইহাও কি সামান্য আশ্চর্য্যের কথা! কেহ কোনও নূতনতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জাগতিক জীব লীলাশেষ করিলেও, যতদিন তাঁহার আবিষ্কৃত-সত্য মনুষ্য সমাজ একেবারে বিস্মৃত না হইতে পারে, ততদিন প্রসঙ্গে তাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি কল্পনাতুলিকায় আঁকিয়া হৃদয় ফলকেই স্থান নির্দ্দেশ করে। যিনি বহুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি লৌকিক পরিভাষা প্রকৃতোপযোগী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সেই শব্দপারাবার পারঙ্গত মহামুনি পাণিনি মহাশয়, "বৃদ্ধি" এবং "নদী" প্রভৃতি সংজ্ঞার অধ্যয়নকালে ব্যাকরণাধ্যায়ি—ছাত্র গণের দ্বারা স্মৃত হয়েন এটী অননুভূত নহে। তদ্রূপ ছন্দঃশাস্ত্র পাঠে 'ম' প্রভৃতিকে "তিনটী গুরুবর্ণ" ইত্যাদিরূপে যাঁহারা অবগত হন, তাঁহারা এই প্রথার প্রথম

আবিষ্কর্ত্তা আচার্য্যচূড়ামণি পিঙ্গলকেও সেই সঙ্গে জানিয়া থাকেন। শব্দার্থসম্বন্ধে তাদৃশ কোনও পুরুষের স্মরণ নাই, সুতরাং প্রবর্ত্তক পুরুষের প্রমাণগম্য একথায় বিশ্বস্ত হইতে প্রবৃত্তি হয় না।

কার্য্য অর্থাৎ সম্বন্ধ দর্শনে কর্ত্তার অনুমান করিতে গেলেও তাহা সম্ভবপর নহে। কার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে কর্ত্তার আবশ্যকতা। সম্বন্ধ যে কার্য্য তাহা কি মনোরথ মাত্রেই সিদ্ধ হইবে? অনাদিকাল হইতে জগতে শব্দার্থব্যবহার প্রবাহ একরূপে প্রবর্ত্তিত আছে। সিদ্ধোপদেশ দ্বারা গুরু-শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে ইহা সাধারণ্যে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। অনাদি সংসারে অনাদিব্যবহার প্রবাহের "কর্ত্তা" খুঁজিতে গেলে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনির্দ্দিষ্ট। বৃদ্ধব্যবহারে বালকের জ্ঞান জন্মিল, বালক আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপদেশ দিতে লাগিল, এইরূপে উপদেশ ও ব্যবহার সন্দর্শনে অপরের মধ্যে অবগতি ও ব্যবহারের বহুল প্রচার চলিতে লাগিল।

যখন ব্যবহর্ত্তা বা উপদেষ্টা কেহই ছিলেন না, অথচ কতকগুলি শব্দ ও সম্বন্ধশূন্য অর্থছিল। শব্দার্থ সম্বন্ধ বলা যায় না, পরে ব্যবহারানুরোধে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব পুরুষকৃত একথাও অকিঞ্চিৎকর শঙ্কার আবির্ভাব জন্মায়; এখানে সমাধানে বলা আবশ্যক ওরূপ "ছিলনা" সময়টাও "ছিলনা" বলাযায়। প্রথমব্যবহারনিষ্পত্তিতে ও সম্বন্ধের অপেক্ষা, সুতরাং অনাদি সম্বন্ধকে স্বেচ্ছামতরূপে রঞ্জিত করা যায়না। শব্দ অর্থাববোধ প্রত্যক্ষ, পৌরুষসম্বন্ধ পক্ষে তাদৃশপুরুষ, ব্যবহারের সাদিত্ব, ও অপ্রমাণ সময় ইত্যাদি কল্পনা-জালের অন্তরালে থাকিতে হয়, অনাদি ব্যবহার অনাদি সম্বন্ধের অনুকূল। উপদেশে সম্বন্ধের প্রচার সাধন মাত্র। সম্বন্ধ অপৌরুষেয়, উপদেশাদির দৃষ্টান্তান্বেষণে ব্যাগ্র হইতে হইবে না। নিজের বাল্যজীবন স্মরণ করিলে অনাদিসম্বন্ধই উপদেশদ্বারা ব্যবহারাপাদন করিতে পারিয়াছে বুঝা যাইবে, অন্যথাকল্পনা প্রয়োজন দেখি না।

আরও একটী হেতু-অব্যতিরেক। শব্দব্যবহার সর্ব্বত্রই সমান। একত্র যেরূপ শব্দার্থ সম্বন্ধ অপরত্র তাহার ব্যতিরেক দেখা যায় না, "গো"শব্দে জনপদবাসীরাও পশুবিশেষকে বুঝে, গ্রামবাসীরাও তাহাই; যদি নিত্যসম্বন্ধ না হইত, তবে দূরদেশস্থ সকল ব্যক্তি সে শব্দে সে অর্থ বুঝিত না। যদি বলাযায় প্রচারকেরা ভিন্ন২ দেশে এবং স্থানে অথবা একজনই এই বিপুল জনসমাজে শব্দার্থ সম্বন্ধ প্রচার করেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নয়, কেমনা, যে সময়ে ৺কাশীধামে যাইতে প্রস্তুত হইলে যাত্রীর জীবনশশী অচিরাৎ অস্তমিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইত, সে দিনে কি একজন ব্যক্তির সমগ্র-মানবসমাজে স্বকৃত সম্বন্ধের প্রচার করা সম্ভব; বহুল প্রচারকের ও প্রমাণ নাই। এখানে অনেক আধুনিক আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, "গো"শব্দে আমেরিকার অধিবাসীরা গরু বুঝে না, তবে নিত্যসম্বন্ধ কিরূপ? ইহা তাহারমধ্যে একটী। এপ্রসঙ্গে আচার্য্য-

চরণ চিন্তা করিয়া বলিব, একই শব্দ, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, অবস্থা অর্থাৎ শরীরের ভাবভেদে নানারূপে উচ্চারিত হয়। বিশেষকারণে এরূপভাবেই নীত হয় যে, পরিশেষে উহা পৃথক্ শব্দ বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতঃ উহা এক, সন্দেহ নাই। আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, একইশব্দ দেশীয় ভদ্রলোকেরা একভাবে ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা অন্যরূপে উচ্চারণ করেন, এমন কি পরস্পরের কথোপকথনে উভয়ের বাক্য একরূপ বলিয়াও বোধ হয়না, কিন্তু তাহা এক শব্দ বই ভিন্ন নহে। নদীয়া ও চট্টগ্রামনিবাসী ব্যক্তিদ্বয় যদি এক শব্দোচ্চারণ করেন, তাহাহইলেও উভয়ের উচ্চরিত শব্দ একবলিয়া শ্রোতার ধারণা হয়না। সংস্কৃত ভাষায় একটী শ্লোক পড়িলে বঙ্গবাসী ও উত্তর পশ্চিমবাসী একরূপই বুঝিবেন, কিন্তু পরস্পরের উচ্চারণে উভয়ের অর্থবোধে বাকি থাকে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সন্নিহিত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের উন্নতির দিনে আর্য্যমুখে উচ্চারিত "গো" শব্দ বিদেশীয় Cow শব্দ হইতে ভিন্ন হইতে নাপারে। বিশেষ২ কারণে ব্যতিক্রম হইতে পারে, নচেৎ শব্দের সাদৃশ্যও বস্তুতঃ একত্ব অসন্দিগ্ধ।

ইহার পর ও যদি কেহ সম্বন্ধ পুরুষকৃত বলিতে চাহেন, তবে "অব্যতিরেকঃ" শব্দের প্রকারান্তর ব্যাখ্যার দ্বারা যে পথেও কণ্টকার্পণ করিতে পারা যায়, যখন সম্বন্ধ কৃত তখন কেহ করিয়াছেন। যিনি সম্বন্ধ করিবেন, তিনি অবশ্য বাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাঁহার উচ্চরিত বাক্যের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ ছিল অথবা তিনি করিলেন, যদি তিনি করেন, তবে আবার পদপ্রয়োগ, আবার অর্থ সম্বন্ধ। এইরূপ অপ্রামাণিক অনবস্থা আসিয়া আক্রমণ করে, প্রাচীন ব্যবহার নির্ব্বাহক কতকগুলি শব্দ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, যদি করা হয় তবে প্রাচীন সময়ে যেরূপ ব্যবহার চলিত, বর্ত্তমানে ও তাহাই হউক, শব্দার্থ সম্বন্ধ বিহনে ব্যবহার উপপন্ন হয় না, সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, যাঁহাকে আমরা সম্বন্ধ কর্ত্তা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি ও শব্দ ব্যবহারার্থ অসম্বন্ধ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া সম্বন্ধেরই প্রয়োগ করিতেছেন। যদি তৎপূর্ব্বেও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে যাহা আমাদের অভিলষিত তাহাই সুসম্পন্ন হইল, তিনি সিদ্ধ সম্বন্ধের উপদেষ্টা মাত্র হইলেন। তাহা হইলে প্রতীত হইল, সম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত কাল হইতে পারিবেনা অর্থাৎ যে সময় শব্দ আছে, অর্থ ও আছে,—অথচ সম্বন্ধ নাই, এরূপ কাল নাই। কেহ সম্বন্ধ কর্ত্তা ও সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলেন না, ইহা বুঝাগেল সম্বন্ধ অপৌরুষেয়। পুরুষের দোষ শব্দ সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা এখ নাই, কাজেই ইহা প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ বলিয়া বাক্য ও প্রমাণ। বাক্য সমুদয় ভিন্ন নূতন কিছু নয়। আরও দেখা যায় শব্দ ইতরানপেক্ষ হইয়া স্বার্থবোধ সমর্থ, শব্দ যে প্রমাণ তাহা ব্যবস্থাপিত হইল। অতএব "চোদনালক্ষণঃ"

ধর্ম্মলক্ষণ দোষ নির্ম্মুক্ত। বেদের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে যে সকল বিগান দেখান হইয়াছে, প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি শঙ্কায় এখানে তাহার সমাধান করা হইল না। তত্ত্বধিকরণের ব্যাখ্যায় ও সকল শ্রুতিবাক্যের সার্থক্যসাধনে আচার্য্যগণ যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

যশোহর, শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন-সাংখ্যতীর্থঃ।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও সরলব্যাখ্যা।

—০:০:০—

ষড়্দর্শন ভাগের সময় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গৌতম ঋষি ন্যায় শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক এবং কণাদ ঋষি বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। উভয়েই উদ্দেশ্য, লক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারাই সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের নামকরণকে উদ্দেশ্য বলে; বস্তুর পরিচায়ক ধর্ম্ম বা গুণকে লক্ষণ বলা যায়; যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনকে পরীক্ষা বলে। গৌতমের প্রণীত ন্যায়সূত্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে এক এক অধ্যায় বলে, প্রত্যেক অধ্যায় দুই দুই আহ্নিকে বিভক্ত এবং প্রত্যেক আহ্নিকে কতকগুলি প্রকরণ আছে, প্রতি প্রকরণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনের প্রথম সূত্রে পদার্থের সাধারণতঃ উদ্দেশ করা হইয়াছে। গৌতমের মতে পদার্থ ষোলটী; যথা ১প্রমাণ, ২প্রমেয়, ৩সংশয়, ৪প্রয়োজন, ৫দৃষ্টান্ত, ৬সিদ্ধান্ত, ৭অবয়ব, ৮তর্ক, ৯নির্ণয়, ১০বাদ, ১১জল্প, ১২বিতণ্ডা, ১৩হেত্বাভাস, ১৪ছল, ১৫জাতি, ১৬নিগ্রহ স্থান।

(১) যাহা দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনিশ্চিত জ্ঞানকে সংশয় বলে। ঐ সংশয় নানাবিধ প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিলে সর্প বলিয়া সংশয় হয়, এই সংশয়ের কারণ এই যে, উভয়ের আকার প্রায় সমান এবং উভয়ই চক্র ভাবে লম্বমান রহিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ কারণে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, ইহার বিশেষ বিবরণ সংশয় নিরূপণ স্থলে উল্লিখিত হইবে।

(৪) উদ্দেশ্যকেই প্রয়োজন বলা যায়, কারণ উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য্য-প্রবৃত্তি হয়না। যেমন জল আনিতে বলিলাম, উদ্দেশ্য কি না পান করিব। এস্থলে পানই আমার প্রয়োজন।

(৫) লৌকিক পরীক্ষা স্থলকে দৃষ্টান্ত বলা যায়। যদি আমি বলি যে প্লেগ একটি মারাত্মক ব্যাধি, এবং যদি কেহ তাহার দৃষ্টান্ত চাহে, তাহাহইলে কলিকাতা ও বম্বে নগরে যে শত শত লোক এই রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে, দৃষ্টান্ত স্থলে ইহার উল্লেখ করিতে পারি।

(৬) কোন স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, যুক্তি ও শাস্ত্রাদি দ্বারা মীমাংসিত বিষয়কে সিদ্ধান্ত বলে।

(৭) বিচার স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রধানতঃ যে পাঁচ প্রকার বাক্য দ্বারা ঐ সংশয় নিরাকৃত এবং প্রতিপাদ্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, ঐ বাক্যগুলির প্রত্যেককে অবয়ব বলে। ঐ বাক্য গুলি এই—(ক) প্রতিজ্ঞা, (খ) হেতু, (গ) উদাহরণ, (ঘ) উপনয়, (ঙ) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা——রাম মর্ত্ত্য। হেতু——রাম মনুষ্য। উদাহরণ——মনুষ্যমর্ত্ত্য।

উপনয়——রাম মনুষ্য। নিগমন——রাম মর্ত্ত্য।

আমার প্রতিপাদন করিতে হইবে যে রাম মর্ত্ত্য, এইটী প্রতিজ্ঞা। কিসের দ্বারা আমি ইহা প্রতিপাদন করিব না রাম মনুষ্য, এইটী হেতু। রাম মনুষ্য বলিয়া যে মরিবে তাহা কোথায় পাইলাম, দেখিতে পাইবে মনুষ্য মাত্রেই মরিয়া থাকে অর্থাৎ মনুষ্য মর্ত্ত্য এইটী উদাহরণ, সুতরাং রামকে যে মর্ত্ত্য বলিয়া স্থির করিতেছি তাহার হেতু মনুষ্যত্ব, এবং মনুষ্য মাত্রেই মরিয়া থাকে ইহাও দৃষ্টিগোচর হয়, তৎপরে রামে মনুষ্যত্ব আছে এইটী উপনয়, অতএব রাম মর্ত্ত্য এইটী নিগমন।

৮। মিথ্যা সিদ্ধান্ত স্থলেই তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, যেমন এক জন যদি বলে যে সমস্ত বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে, রাম শ্যাম প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালার মধ্যে সত্যবাদী রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারাও মিথ্যা বাদী হইয়া পড়েন, এই প্রকার আপত্তি করাকে তর্ক কহে।

(৯)। উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক হইতে বিষয় অবধারণকরাকে নির্ণয় বলা যায়।

(১০)। সত্য নির্দ্ধারণ জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে বাদ বলে।

(১১)। তর্কে জয় লাভ করিবার জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে জল্প বলে।

(১২)। যে বাক্যে কেবল পরমত খণ্ডন করে, কিন্তু স্বমত সংস্থাপন করে না, তাহাকে বিতণ্ডা বলে।

(১৩)। দোষযুক্ত হেতুকে হেত্বাভাস বলে।

(১৪)। যে বাক্য যে অর্থে প্রয়োগ করা যায়, তাহার প্রকৃত অর্থ না লইয়া অন্যার্থ কল্পনা পূর্ব্বক দোষ দেওয়াকে ছল বলে।

(১৫)। বিচার স্থলে অনুপযুক্ত উত্তরকে জাতি বলে।

(১৬)। বিচার স্থলে পরাজয়ের যাহা প্রধান কারণ হয় তাহাকে নিগ্রহ স্থান বলে; হরি বলে যে সমস্ত বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, আমি দেখিলাম যে রাম নামক বাঙ্গালী সত্য কথা বলে, বক্তার সিদ্ধান্ত মিথ্যা স্থির হইল, তাহার ঐ মিথ্যা সিদ্ধান্তই তাহার নিগ্রহস্থান, এ নিগ্রহস্থান বহুবিধ; উহা যথা স্থানে ব্যাখ্যাত হইবে। (ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথমঅধ্যায়। ১ম আহ্নিক।

———:o:———

এই দুঃখ বহুল সংসারে মানবগণের নানা প্রকারে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ঐ দুঃখ সকল তিন ভাগে বিভক্ত, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আদিভৌতিক। আধ্যাত্মিক তাপ, শরীরাভ্যন্তরস্থ পদার্থ হইতে জন্মে; ইহা মানসিক ও শারীরিক ভেদ দ্বিবিধ। কামক্রোধাদির চরিতার্থতা সম্পাদন না হইলে যে দুঃখ জন্মে তাহাকে মানসিক তাপ বলে, এবং রোগাদিজনিত যে ক্লেশ হয় তাহা শারীরিক তাপ বলিয়া অভিহিত হয়। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই উভয়বিধ তাপই বাহ্য পদার্থ হইতে জন্মে; তন্মধ্যে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি বা গ্রীষ্মাদি প্রযুক্ত ক্লেশকে আধিদৈবিক, এবং হিংস্রজন্তু প্রভৃতি প্রাণ্যন্তর জাত দুঃখকে আধিভৌতিক বলাযায়। কেহ কেহ তাপ সমূহকে কায়িক, বাচিকও মানসিক ভেদেও ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন। এই দুঃখ সমূহের কোনও একটী উপস্থিত হইলে তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা সকলেরই সহজতঃ জন্মে; কিন্তু অনেকে উপস্থিত দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিতেই নিশ্চেষ্ট থাকেন, ভবিষ্যতেও যাহাতে ক্লেশের উৎপত্তি না হয়, তৎপক্ষে তাঁহাদের সাংসারিক বিষয়ে উৎকট বাসনা চেষ্টা করিতে অবসর দেয়না। একদা তাপ ত্রয় পরাহত বিবেকযুক্ত কতিপয় বিশ্বাসী শিষ্য, বেদাদি অধীত শাস্ত্র সমূহ হইতে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারকে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ বলিয়া অবধারণ করেন, পরে তাঁহারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পথ জিজ্ঞাসু হইয়া, পরম কারুণিক সংসার বিরক্ত তত্ত্বজ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন মহামুনি কণাদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করাতে, মুনি উক্তশিষ্য মণ্ডলীর পরিজ্ঞানের জন্য এই দর্শন

প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ে সাধারণতঃ পদার্থ সমূহের নির্ব্বাচন, দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্রব্যের নিরূপণ, তৃতীয়াধ্যায়ে যুক্ত্যাদিদ্বারা আত্মার ও মনের স্বরূপ নিরূপণ, চতুর্থাধ্যায়ে শরীর ও তদুপযোগি-পদার্থের বিচার পূর্ব্বক নির্দ্দেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে কর্ম্মের প্রতিপাদন, ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রৌত ধর্ম্মের বিচার, সপ্তমাধ্যায়ে গুণও সমবায়ের প্রতিপাদন, অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানোৎপত্তি ও তাহার কারণাদির নিরূপণ, নবমাধ্যায়ে বুদ্ধির প্রকার বিশেষের প্রতিপাদন, এবং দশমাধ্যায়ে সুখ দুঃখাদিরূপ আত্মগুণের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যদ্যপি এই গ্রন্থে পদার্থ নিরূপণেরই প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তথাপি ধর্ম্মই পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানের মূলীভূত কারণ; সুতরাং ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ইহা বিবেচনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে অগ্রে ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন॥

অথাঽতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥

পদব্যাখ্যা। অথ—অনন্তর, শিষ্যজিজ্ঞাসা করিবার পর। অতঃ—একারণ, অসূয়াদি দোষ রহিত শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম শিষ্যগণ উপদেশ প্রার্থী হইয়াছে এজন্য। ধর্ম্মং—ধর্ম্মকে। ব্যাখ্যাস্যামঃ—ব্যাখ্যা করিব, লক্ষণ ও স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরূপণ করিব।

অনুবাদ। অসূয়াদি দোষ রহিত শিষ্যগণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হওয়ায়, তাহাদের জিজ্ঞাসার পরে মহর্ষি বলিতেছেন তিনি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

তাৎপর্য্যার্থঃ। জিজ্ঞাসা ব্যতীত ধর্ম্ম নিরূপণ করিলে, তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বিধায় অর্থান্তর অর্থাৎ অজিজ্ঞাসিতাভিধানরূপ নিগ্রহস্থান ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া অন্যকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতে হয়, একারণ অথ শব্দের দ্বারা শিষ্য জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য দেখাইয়াছেন, পরন্ত অথ এই শব্দের উচ্চারণটী ও মাঙ্গলিক, তাই তদ্দ্বারা মঙ্গল সূচনা করিয়া, গ্রন্থারম্ভ সময়ে বিঘ্ননাশেরে নিমিত্ত শিষ্টেরা যে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে শিষ্যের জিজ্ঞাসাথাকাতেই ধর্ম্ম ব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; তবে অতঃ এই শব্দ দ্বারা হেতু দেখানের প্রযোজন কি? যদ্যপি এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তথাপি যাহাদের শ্রবণাদিতে পটুতা বা গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ নাই, তাহাদের নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপযোগি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করার কোনও ফল নাই, এনিমিত্ত গুনবান্ শিষ্যদিগের গুরুর নিকট উপস্থিতিই ধর্ম্ম নিরূপণের হেতু হইয়াছে, পরন্ত অসূয়াদি দোষ শূন্য শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণই মুক্তির পথপ্রদর্শক ও এই শাস্ত্রে যথার্থ অধিকারী, ইহাও সূত্রের হেত্বংশ প্রদর্শন দ্বারা সূচিত হইতেছে।

যতোঽভ্যুদয় নিঃ শ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ ॥২॥

পদব্যাখ্যা। যতঃ—যাহা হইতে। অভ্যুদয়—সুখ, স্বর্গাদিসুখ। নিঃশ্রেয়স—মুক্তি, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। সিদ্ধিঃ—উৎপত্তি। স—সেই। ধর্ম্মঃ—ধর্ম্মপদের প্রতিপাদ্য।

অনুবাদ। যাহা হইতে স্বর্গাদি সুখ জন্মে এবং যাহা হইতে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিরূপ মুক্তি উৎপত্তি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে।

তৎপর্য্যার্থঃ। পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ধর্ম্ম যদি কোনও অকিঞ্চিৎ কর পদার্থ হয়, তবে তাহার নিরূপণে প্রয়োজন কি? তন্নিবন্ধনই সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থের অসাধারণ কারণ রূপে ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ধর্ম্মের অতি প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে, নতুবা ধর্ম্ম এই পদের প্রতিপাদ্য যে সেইধর্ম্ম এইরূপ ও লক্ষণ হইতে পাবে। এস্থলে কোন্‌টী লক্ষ্য পদার্থ এরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলেই প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রুতিতে উক্ত আছে "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে, সুতারাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি সুখের সাধক ধর্ম্ম, এবং "আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মুক্তি উদ্দেশ্যে, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনঃ পরিশুদ্ধ হইলে, প্রথমতঃ বেদ বাক্য হইতে আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ করিবে, পরে বহুহেতু দ্বারা আত্মার অনুমান করিবে, অনন্তর একাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মার পুনঃ পুনঃ চিন্তন রূপ নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; তাহার পরে আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিবে "আত্মজ্ঞাতবোনসপুনবাবর্ত্ততে" যে আত্মা সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সে আর শরীর ধারণ করিবেনা মুক্ত হইবে। এই সকল শ্রুতিদ্বারা আত্মবিষয়ক শ্রবণ মননও নিদিধ্যাসনাদি এবং তাহার উপযোগি চিত্তেবপরিশোধক কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্তি, এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই সমস্ত মুক্তির উপযোগি-ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। সূত্রে সধর্ম্ম এই তৎপদই স্বর্গ সাধক ও মুক্তি সাধক উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের লক্ষ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এস্থলে ইহা বিবেচনীয় হইতেছে যে, সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি এই দুইটী পদার্থই আমাদের স্বতঃ প্রয়োজন, কেননা সুখের জ্ঞান হইলেই সুখের উৎপত্তি হউক, এবং দুঃখের জ্ঞান হইলেই দুঃখ না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে; অন্য যে কোন বিষয়েই ইচ্ছা হয়, তাহা সুখ কিম্বা দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া হইয়া থাকে; একারণ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া থাকে; এজন্য সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলে। পুরুষার্থ পদে পুরুষের স্বতঃ প্রয়োজন অর্থাৎ যাহাতে ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে, বস্তুতঃ অন্য কোন ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছার বিষয় যাহা হয় তাহাকে বুঝায়। এই স্বতঃ প্রয়োজনের অসাধারণ কারণ ধর্ম্ম; এতাদৃশ সাধারণ লক্ষণ অভিপ্রায় করিয়া গ্রন্থকার "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ" এই অংশ দ্বারা ধর্ম্মে স্বর্গাদি সুখ সাধকত্ব এবং মুক্তিরূপ দুঃখ নিবৃত্তির সাধকত্ব দেখাইয়াছেন, নতুবা যাহাতে সুখ হয় এই লক্ষণ মুক্তির উপযোগি ধর্ম্মকে বুঝায়না; কিম্বা যাহাতে মুক্তি হয় এলক্ষণও যাগাদি ধর্ম্মের বোধক হয়না। স্বর্গও মুক্তি এই

উভয়ের জনক একটী পদার্থ নাই, এজন্য উভয়ের জনক বলিয়া লক্ষণ সম্ভবে না সুতরাং ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ না বলা নিবন্ধন গ্রন্থকারের ন্যূনতা হয়। স্বতঃ প্রয়োজনের অসাধারণ কারণ ধর্ম্ম, এই সামান্য লক্ষণে অসাধারণ কারণ বলিতে; বলবদ নিষ্টের অজনক বেদবিধি বিহিত কারণ বুঝাইতেছে, অন্যথা পরপীড়ন পরস্ত্রী সম্ভোগাদি অসৎ কার্য্যও ক্ষণিক সুখের সাধক হইয়াছে বলিয়া, তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ গমনরূপ দোষ হইতে পারে, এবং "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদি শ্রুতি বিহিত অভিচারানুকুল শ্যেন নামক যাগাদিতে ও অতিব্যাপ্তি হয়, উক্ত বিশেষণ দেওয়াতে পরপীড়নাদি অসৎ কার্য্য শ্রুতি বিহিত নয়, এবং শ্যেন যজ্ঞাদি বলবদনিষ্টের অজনক নয়, এনিমিত্ত তাদৃশ অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ নাই; অতএব জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। চোদনা শব্দে প্রবর্ত্তক বাক্য অর্থাৎ প্রবৃত্তির জনক বেদস্থ বিধি বাক্যকে বুঝায়, তাদৃশ প্রবর্ত্তক বাক্য হইতে লক্ষিত যে অর্থ অর্থাৎ যজ্ঞাদি তাহাই ধর্ম্ম শব্দ প্রতিপাদ্য। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কার রচয়িতা শঙ্কর মিশ্র "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ" এই স্থলে প্রকারান্তরে ও অর্থ দেখাইয়াছেন। অভ্যুদয় শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান, যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় অর্থাৎ যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া তৎসহকারে মুক্তি জন্মায়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যগিগের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগি-নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মই এস্থলে লক্ষ্য; সুতরাং লক্ষণ দ্বারা তাহারই প্রতিপাদন করিতেছেন, এইরূপ সমাধান বুঝিতে হইবে। এপর্য্যন্ত লক্ষণাদি দ্বারা পুরুষের অনুষ্ঠেয় পদার্থকেই ধর্ম্ম বলাহইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলিতে হইবে যে, যজ্ঞাদিরূপ বিহিত ক্রিয়া সাধ্য অদৃষ্ট রূপ পুরুষের গুণ বিশেষের নাম ধর্ম্ম। "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা" দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া যায় যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম, সে অতিশয় অর্থাৎ স্বজনিত অদৃষ্টরূপ ব্যাপার ব্যতীত ফল সাধনে সমর্থ হয়না, উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলির এই কারিকাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যজ্ঞাদি কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তাহার ফল ভোগ হয়, এই ফলটী কে সম্পাদন করিবে? কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ নাথাকিলে কখনও কার্য্য জন্মেনা, এনিমিত্ত যাগাদি ক্রিয়াও স্বর্গাদি সুখ এই দুয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী অদৃষ্টরূপ পুরুষের গুণ বিশেষ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অতএব "বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসোগুণোমত" শাস্ত্রে বলিয়াছেন বিহিত ক্রিয়া হইতে জন্মে যে পুরুষের গুণ বিশেষ তাহাই ধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক ধর্ম্মে প্রমাণ কি; অদৃষ্ট পদার্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু অনুমান ও শব্দ এই দ্বিবিধ প্রমাণ বলতই ধর্ম্মের সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। দেখা যায় কোন ব্যক্তি স্বয়ং উপভোগ করিবার জন্য বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও নিজ অভীপ্সিত

বস্তুর সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরক্ষণেই রোগাদিপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন কারণে সেই সংগৃহীত বস্তু তাহার ব্যবহারে আসেনা, অন্য ব্যক্তি তাহা ভোগ করে। ভোগ্য পদার্থে এইরূপে পুরুষ বিশেষের উপভোগ দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছে যে, ইহার প্রতি কোন বিশেষ কারণ আছে, জগদীশ্বরই কারণ এমত বলিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি পুরুষ দিগের নিজ নিজ কর্ম্ম জনিত অদৃষ্টরূপ ফলানুসারেই তাহাদের ভোগাদি বিধান করিতেছেন; নচেৎ সাক্ষী স্বরূপ ঈশ্বরের পুরুষ ভেদে ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বিকার কল্পনা করিতে হয়। ধর্ম্মে আগমও বলবৎ প্রমাণ, "স্বর্গ কামোযজেত" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে বিধি প্রত্যয়ের পুরুষার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে যাগ জনিত অদৃষ্টই স্বর্গাদি ফলে সাধক ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং ॥৩॥

পদব্যাখ্যা। তদ্—ঈশ্বর। বচনাত্—বাক্যহেতুক। আম্নায়স্য—বেদের। প্রামাণ্যং—প্রমাজ্ঞানজনকত্ব অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানজন্মান।

অনুবাদ। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রম রহিতপুরুষের বাক্য বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে।

তাৎপর্য্যার্থঃ। তদ্ এই শব্দ দ্বারা প্রায়শঃ পূর্ব্বোপক্রান্ত বস্তুরই প্রতীতি জন্মে; কিন্তু তাৎপর্য্য বশতঃ স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধার্থও বুঝাইয়া থাকে। "তদপ্রামাণ্যমনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্তদোষেভ্যঃ" এই গৌতম সূত্রে অনুপক্রান্ত বেদকে বুঝাইয়াছে। এস্থলেও প্রসিদ্ধার্থক তদ্ শব্দদ্বারা ঈশ্বরই প্রতীত হইতেছেন, অথবা "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো-ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ওঁ, তৎ এবং সৎ এই তিনটী শব্দই ঈশ্বরের সংজ্ঞা, সুতরাং তদ্বচনাত্ এই স্থলে তৎ পদদ্বারা ঈশ্বরকে বুঝিবার কোনও বাধা নাই।

পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্মের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে, ধর্ম্ম যে স্বর্গাদির সাধক হয় কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া তৎ সহকারে মুক্তি জন্মায়, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবে; কিন্তু বেদ প্রমাণ কিনা? "তদ প্রামান্য মনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্ত দোষেভ্যঃ" অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বিহিতের নিন্দাপূর্ব্বক নিরাসরূপ ব্যাঘাত এবং কথিতের পুনর্ব্বার কথনরূপ পুনরুক্ত এই সমস্ত দোষ বেদে দেখা যায়, একারণ বেদের প্রামাণ্য নাই। বেদে বিহিত আছে "পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত" সন্তান কামনায় পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করিবে, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় ঐ যজ্ঞ করিয়াও সন্ততি লাভ হয় না, সুতরাং শ্রুতিতে মিথ্যাত্ব রূপ দোষ আছে। "উদিতেহোতব্যং" সূর্য্যের উদয় হইলে হোম করিবে। "অনুদিতে হোতব্যং" সূর্য্যের উদয় না হইতে হোম করিবে। "সময়া ধ্যুষিতে হোতব্যং" সূর্য্য উদয়ের আরম্ভ যখন নক্ষত্র দেখা না যায়, এমত সময়ে হোম করিবে। এরূপ বিধান থাকা সত্ত্বে পুনর্ব্বার তাহার নিন্দাকথন হইতেছে "শ্যাবোস্যাহুতিমভ্যব

হরতি যউদিতে জুহোতি" যে উদয় কালে হোম করে, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুক্কুর বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। "শবলোঽস্যাহুতিমভ্যবহরতি যোঽনুদিতে জুহোতি" যে অনুদয় কালে হোম করে, নানাবর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুক্কুর বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। "শ্যাব শবলাবস্যাহুতি মভ্যব হরতো যঃ সময়াধ্যুষিতে জুহোতি" যে সময়াধ্যুষিতে হোম করে, শ্যাব ও শবল তাহার আহুতি হরণ করে, ইহা দ্বারা শ্রুতিতে ব্যাঘাত দোষ প্রতীত হইতেছে, এবং "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমা মন্বাহ" এই শ্রুতি বাক্যে সামধেনী নামক একাদশ সংখ্যক ঋকের প্রথমটীর ও শেষের মন্ত্রটীর বারত্রয় উচ্চারণ করা বুঝাইতেছে, একটী মন্ত্রের নিরর্থক তিনবার পাঠ করিতে বলায় অবশ্য পুনরুক্ত দোষ বলিতে হইবে, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য নাই। এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য, "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, ইহা দ্বারা ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য, সাধারণতঃ এই মাত্র প্রতীত হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও আশঙ্কা এই যে, বেদ ঈশ্বর প্রণীত কিম্বা অন্য পুরুষ তাহার রচয়িতা। ঈশ্বরই বেদ রচনা করিয়াছেন এমত কোনও নিশ্চয়তা নাই, তদুত্তরে বলিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদ বেদান্তর্গত, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বলিয়া আধুনিক যে সকল গ্রন্থের ব্যবহার হয়, তাহা ঐ বেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ মূলক, যেরূপ শ্রুতি মূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র হইয়াছে, ঐ আয়ুর্ব্বেদ যে প্রমাণ তাহা উহার ব্যবহারেতেই জানা যায় এবং আয়ুর্ব্বেদের রচয়িতা যে তদুক্ত পদার্থে যথার্থ জ্ঞানী, তাহা উহার প্রামাণ্যই অনুমান করাইয়া দিতেছে। এইরূপ অনুমান করিব বেদ স্বপ্রতিপাদিত বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চরিত, যেহেতু তাহাতে বেদত্ব আছে, যে প্রকার আয়ুর্ব্বেদে বেদত্ব আছে, উহা বাস্তবিক যথার্থ জ্ঞান যুক্ত পুরুষোচ্চারিত ও বটে। বেদে নিখিল বিষয় বর্ণিত আছে, সুতরাং বেদ কারের নিখিল বিষয়ে যথার্থজ্ঞান থাকা নিবন্ধন অভ্রান্ততা নিশ্চয় হইতেছে। এইরূপ ভ্রম রহিত পুরুষ প্রণীত বলিয়া সমস্ত বেদের প্রামাণ্য অনুমিত হওয়ার বাধা নাই, এবং তাদৃশ অভ্রান্ততা মনুষ্যাদির মধ্যে থাকা সম্ভব নাই বিধায় ঈশ্বরই বেদের বক্তা ইহাও নিশ্চয় হইতেছে। এই স্থলে যদি এমত আপত্তি উপস্থিত হয় যে, আজ কালও অনেকে অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তবে কি বেদ মূলীয় অনুমান রীতিতে রচয়িতাকে অভ্রান্ত বলিতে হইবে, তাহাতে বক্তব্য এই যে প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা তাহার গ্রন্থোক্ত বিষয় গুলিতে অবশ্য অভ্রান্ত, তবে কিনা আধুনিক রচয়িতা যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিম্বা প্রামাণিক গ্রন্থান্তর হইতে উপদেশ পাইয়াছেন, তদ্বিষয়েই তাহার ভ্রমজ্ঞান নাই; অন্য বিষয়ে যে তাহার ভ্রম আছে তাহা প্রত্যক্ষাদি বলতঃ নিশ্চয় জানা যায়, কিন্তু বেদকারের আয়ুর্ব্বেদাংশে যথার্থ জ্ঞান থাকিয়া, অন্য অংশে যে ভ্রমজ্ঞান রহিয়াছে ইহার কোনও জ্ঞাপক নাই। পূর্ব্বোক্ত অনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্ত দোষ থাকাতেই বেদকারের ভ্রম সূচিত হইতেছে, এমত বলা

যায় না, কারণ উক্ত স্থল সমূহে বাস্তবিক অনৃতাদি দোষ নাই। পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিলেও যেখানে পুত্রোৎপত্তি দেখাযায় না, সেই স্থলে জন্মান্তরে ফল হইবে এমত কল্পনা করা হয়; বিশেষতঃ, সর্ব্বত্রই যে যজ্ঞাদি কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা নহে। এমতস্থলে কার্য্য বৈগুণ্যও কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু একমাত্র যজ্ঞফলই পুত্রসম্পাদন করেনা, সহকারিকারণেরও প্রয়োজন তাই; পুরুষের যথা-সময়ে স্ত্রী সহবাসাদি না করাও সন্তান না হওয়ার কারণ হইতে পারে। "উদিতে হোতব্যং" ইত্যাদি বিধানানুসারে সঙ্কল্প করিয়া অনুদিত কালে বিহিত যে হোম, তাহা উদিত কালে করিলে, কিম্বা উদিত কালে যে হোম, তাহা অনুদিত কালে করিলে, অথবা সময়াধ্যুষিত কালের হোম উদিত বা অনুদিত কালে করিলে তাহারই দোষ; "শ্যাবোহ স্যাহুতি মভ্যবহরতি যউদিতে জুহোতি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যদ্বারা দেখাইয়াছেন। "ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমা মন্বাহ" এইস্থলে একাদশ সংখ্যক সামধেনী ঋকের প্রথমোক্তটীরও শেষোক্তের বারত্রয় পাঠকরিতে বলায় প্রয়োজন আছে; নিষ্প্রয়োজন স্থলেই বাস্তবিক কথিতের কথনে পুনরুক্ত দোষহয়। "ইমমহংভ্রাতৃব্যং পঞ্চদশাবরেণ বাগ্বজ্রেণবাধে যোঽস্মান্ দ্বেষ্টিযঞ্চবয়ং দ্বিষ্মঃ" পঞ্চদশ সামধেনী রূপ বজ্রদ্বারা এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাধা-করিতেছি; যে আমাদিগের প্রতি দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহাকে দ্বেষকরি, এই মন্ত্রে পঞ্চদশ সামধেনীকে বজ্র বলিতেছে। একাদশ সংখ্যক সামধেনীর প্রথম মন্ত্রটীর তিনবার ও শেষটীর তিনবার পাঠহইলে একত্রে ছয় হইল, তাহা মধ্যবর্ত্তী অপর নয়টীর সহিত যোগকরিলেই পঞ্চদশ সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, এই প্রয়োজনেই ত্রিঃপ্রথমামিত্যাদি বাক্য বলাহইয়াছে। এই প্রকারে বেদের নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। মীমাংসক মতে শব্দ নিত্য, কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির অভিঘাত শব্দের অভিব্যঞ্জক মাত্র। একপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে, চিরদিন তাহাদ্বারা একবিধ অর্থই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বৃক্ষ এই শব্দটী দ্বারা আজ তরুকে বুঝাইতেছে, ইহার পূর্ব্বেও তাহাকেই বুঝাইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহাকে বুঝাইবে। শব্দের সহিত অর্থের এতাদৃশ নিত্য সম্বন্ধ থাকায় শব্দ যে নিত্য, তাহা প্রতিপাদিত হইতে বাধা নাই। শব্দ যদি নিত্য হইল, শব্দাত্মক বেদ, সুতরাং নিত্য, এই মতানুযায়ী পণ্ডিতগণ নিত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়া থাকেন। "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" এইসূত্রে তৎ পদদ্বারা সন্নিহিত পূর্ব্বোপক্রান্ত ধর্ম্মকেই বুঝাইতেছে, তাহাতে অর্থ হইতেছে যে, ধর্ম্মকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে। যে বাক্য প্রামাণিক অর্থকে প্রতিপাদন করে, সেই বাক্য অবশ্যই প্রমাণ। ধর্ম্মযে প্রামাণিক পদার্থ তাহা অনুমান গম্য স্থল বিশেষে সৎকার্য্যের ফলপ্রত্যক্ষ দেখাযায়। এতাদৃশ ভাবেও সূত্রের ব্যাখ্যা কেহকেহ করিয়া থাকেন।

সামবেদ

ইন্দ্র স্তুতি।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥১
ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ সমুদ্রব্যচসং গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিম্পতিম্ ॥২
ইমমিন্দ্র সুতম্পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে ॥৩
যদিন্দ্র চিত্রম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর ॥৪॥
শ্রুধী হবন্তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্য্যতি।
সুবীর্য্যস্য গোমতো রায়স্পূর্দ্ধি মহাং অসি ॥৫
অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবাগহি।
আ ত্বা পৃণক্তিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্য্যো ন রশ্মিভিঃ ॥৬
এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥৭
আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভি ত্বা সমনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥৮
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্বান্মমত্তু ॥৯
যো রয়িং বো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥১০

হে শতক্রতো (বহুপ্রজ্ঞ)! সাম-গায়কেরা উদ্গাতৃগণ, তোমার মহিমা গান করেন, হোতৃগণ পূজনীয় তোমাকে অর্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্য যাজ্ঞিকগণ তোমার স্তুতি দ্বারা তোমাকে উন্নত বা গৌরবান্বিত করেন। সুপুত্রেরা যেরূপ স্বীয় স্বীয় বংশ উন্নত করেন, তাঁহারাও তোমাকে তদ্রূপ উন্নত করেন। (১)

টীকা। বংশ বলিতে এস্থলে বংশ বাঁশও বুঝাইতে পারে। যাদুকরেরা যেরূপ ক্রীড়াকালে বংশ দণ্ড উন্নত করেন তাঁহারা তদ্রূপ তোমাকে উন্নত করেন; এরূপ অর্থও হইতে পারে।

শতক্রতু বলিতে যিনি শতযজ্ঞ করিয়াছেন, অনেক কার্য্য করিয়াছেন বা বহুপ্রজ্ঞ, এই কয় অর্থই হয়। উৎযেমিরে—উন্নত করেন।

ইন্দ্র আমাদের স্তুতি, গিবঃ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছে অর্থাৎ গৌরবান্বিত করিতেছে। ইন্দ্র কীদৃশ—সমুদ্র ব্যচসং অর্থাৎ যাহার প্রভা সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, সমস্তরথী বা যোদ্ধাদিগের মধ্যে যিনি প্রধান রথী, যিনি অন্নের (বাজানাম্) অধিপতি, আর যিনি সৎপতি অর্থাৎ সন্মার্গবর্ত্তীদিগের পালক। (২)

হে ইন্দ্র! তুমিং অভিষুত (সুতং), অতিশয় শ্রেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ), অমারক (অমর্ত্ত্যং), মদকর (মদং) সোমরস পানকর। যজ্ঞ (ঋতাস্য) গৃহে দীপ্তমান (শুক্রস্য) সোমের ধারা তোমার অভিমুখে সঞ্চালন করিতেছে (ত্বামত্যক্ষরণ)। (৩)

হে বজ্রধারি (অদ্রিব) বিচিত্র ইন্দ্র! যে ধন (রাধঃ) আমাদের নাই; তাহা তোমার দাতব্য। হে বিদদ্বসো! লব্ধধন উভয় হস্তের দ্বারা আমাদিগকে বিতরণ কর। (৪)

হে ইন্দ্র! যে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছে (স পর্য্যতি), সেই অঙ্গিরস্ বংশীয় তিরশ্চী ঋষির স্তুতি (হবং) শ্রবণ কর (শ্রুধি)। আমাদিগকে বীর্য্যবান্ পুত্র প্রদান কর, আমাদিগকে গবাদি পশু দান কর, এবং ধন দ্বারা (রায়) পূর্ণ কর (পূর্দ্ধি); যেহেতু তুমি মহান্। ৫

হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমরস অভিষুত হইয়াছিল, হে বলবান্ ওধর্ষয়িতা ইন্দ্র! (শবিষ্ঠ, ধৃষ্ণো) তুমি যজ্ঞ স্থানে আগমন কর (আগহি)। সূর্য্য যেরূপ কিরণ দ্বারা অন্তরীক্ষ (রজঃ) পূর্ণ করেন, সোমরসোৎপন্ন সামর্থ্য তোমাকে তদ্রূপ পূর্ণ করুক। ৬

হে ইন্দ্র! কণ্বের সুন্দর স্তুতির দিকে রশ্মিরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া আগমন কর, হে দিবাবসো! (দিন হইয়াছে বসু বা ধন যাহার) তুমি স্বর্গ লোকের শাসন কর্ত্তা; সেস্থানে আমারা সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ৭

হে গির্ব্বণ! (বাক্য দ্বারা স্তবনীয়) সোমরস অভিষুত হইলে আমাদের স্তুতি বাক্য রথীর ন্যায় ক্ষিপ্র গমন করিয়া তোমাকে আশ্রয় করুক, ধেনু সকল বৎস লক্ষ্য করিয়া শব্দ করে, আমাদিগের স্তুতি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ শব্দ করে (গমনুষত)। ৮

হে ইন্দ্র! আমরা বিশুদ্ধ সামের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রের স্তব করি, বর্দ্ধমান সেই ইন্দ্রকে বিশুদ্ধ উক্থ দ্বারা স্তব করি। আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ গব্যাদি দ্বারা মিশ্রিত সোমরস ইন্দ্রকে মত্ত করুক। ৯

[illegible] ধন সকল ধনের শ্রেষ্ঠ (রয়ি) যাহা অক্ষীণ যশস্বী, হে [illegible] সেই সোমরস রূপ ধন তোমার [illegible] মদকর হউক। ১০ [illegible]

জরাসন্ধ বধ।

বিষ্ণুপুরাণ মতে বৃহৎরথের পুত্র শকলদ্বয় বা খণ্ডদ্বয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। জরাকর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়া জরাসন্ধ নাম গ্রহণ করেন। বিষ্ণু পুরাণ ৪।১৯।১৯। বিষ্ণু পুরাণে আরও লিখিত আছে, কংশরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুহিতাদ্বয়ের পাণি গ্রহণ করেন, এবং গিরিব্রজ-পতি জরাসন্ধ জামাতৃ হন্তার বধ কামনায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরী অষ্টাদশ বার অবরোধ করেন, অবশেষে জরাসন্ধ-ভয়ে শ্রীহরি মথুরা হইতে পলায়ন করিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ২২ অধ্যায়। মহাভারতে জরাসন্ধের উপাখ্যান বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। মগধরাজ বৃহৎরথের পুত্রকামনায় কাক্ষিবান পুত্র মহর্ষিচণ্ড কৌশীকের আরাধনা করিয়া একটী আম্রফল প্রাপ্ত হয়েন। বৃহৎরথের মহিষীদ্বয় আম্রফল দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভক্ষণ করেন, এবং গর্ভবতী হইয়া যথা কালে মহিষীদ্বয় একজনে শিশুর বামাঙ্গ এবং অপরে দক্ষিণাঙ্গ প্রসব করিলেন। ধাত্রী খণ্ডিত গর্ভদ্বয় চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিল। জরানাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক খণ্ডদ্বয় শরীর যথাযথ সংযোজিত হইয়া শিশু মূর্ত্তি ধারণ করিল। সভাপর্ব্ব ১৩ অধ্যায়।

রাজা পুত্রের নাম জরাসন্ধ রাখিলেন, এবং কুমার জরাসন্ধকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া রাজা বন গমন করিলেন। হংস ও ডিম্বক জরাসন্ধের সহায় হইল। সর্ভাপর্ব্ব ১৭ অধ্যায়। কংশ জরাসন্ধ দুহিতা অস্তি ও প্রাপ্তির পাণি গ্রহণ করেন, এবং জরাসন্ধের সাহায্যে কংশ স্বীয় পিতৃদেব উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া মথুরার সিংহাসন আরোহণ করেন। কংশরাজের দৌরাত্মে ভোজবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ অক্রুকে অহূকের কন্যা সম্প্রদান করিয়া ও বলভদ্রকে সহায় করিয়া সুনামা কংশ রাজকে নিধন করিলেন। বিধবা কংশ-পত্নীদ্বয় পিতার শরণ লইল। জরাসন্ধ জামাতৃ ঘাতকের বধ কামনায় বারম্বার মথুরা অবরোধ করিতে লাগিলেন। সপ্তদশতম আক্রমণ কালে জরাসন্ধের পার্শ্বরক্ষক হংস ও ডিম্বক নিহত হইল। অষ্টাদশতম অবরোধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতেপলায়ন করিয়া রৈবত শৈলস্থ কুশস্থলী নগরীতে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু জরাসন্ধ তাহার অনুসরণে তথায় উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গোমন্ত পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ গোমন্ত পর্ব্বত অবরোধ করিলে, শ্রীহরি সাগর মধ্যস্থ দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিলেন, এবং ইন্দ্রপ্রস্থ-পতি যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করিয়া মহারাজ খ্যাতি লাভের বাসনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, জরাসন্ধ

কারাগারে ভূরি ভূরি রাজগণ কারাবরুদ্ধ আছে, তাহাদিগের মুক্তি না হইলে, রাজসূয়যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সভাপর্ব্ব ১৬ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, শিবমন্দিরে বলি প্রদানার্থে জরাসন্ধ ৮৬জন ভূপতি দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছে; আর ১৪জন ভূপতি জয় করিয়া বন্দি করিতে পারিলেই জরাসন্ধ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। সভাপর্ব্ব ১৪ অধ্যায়।

অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের মত সমর্থন করিলে ভীমার্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল রূপ মগধরাজ্যে উপনীত হইয়া, গোরথ পর্ব্বতের অধিত্যকাস্থ গিরিব্রজ দুর্গ দর্শন করিলেন। সভাপর্ব্ব। ১৮। ১৯ অধ্যায়।

তাঁহারা তিনজনে পঞ্চশৈলে রক্ষিত গিরিব্রজ পুরী চৈত্যক শৈলশৃঙ্গ ভেদ করিয়া, তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক যজ্ঞস্থ জরাসন্ধ সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন; জরাসন্ধ আদরসম্ভাষণ করিলেন, ভীমার্জ্জুন মৌন রহিলেন। অর্দ্ধরাত্রে জরাসন্ধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্রয়কে সৎকার গ্রহণে পরাঙ্মুখতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন শত্রুর পরিচর্য্যা গ্রহণীয় নহে। সভাপর্ব্ব ২০ অধ্যায়।

পরে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিলেন, মহাদেবের মন্দিরে শতরাজ বলি দিয়া ক্ষত্রিয় বংশ ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তোমার বিনাশ কামনায় আমরা ক্ষত্রিয়ত্রয় তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। মহাবীর জরাসন্ধ অযোগ্য বোধে কৃষ্ণার্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া, ভীমের সহিত যুদ্ধ স্বীকার করিল, মল্লযুদ্ধে উভয়ই সমকক্ষ হইল। মহাবীর ভীম শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ প্রার্থী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন প্রভঞ্জন হইতে প্রাপ্ত দৈববল বিস্তার কর। সাঙ্কেতিক বাক্যের মর্ম্মবোধে ভীম জরাসন্ধ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিলেন। সভাপর্ব্ব ২১। ২২। ২৩ অধ্যায়।

মহাভারতে লিখিত এই উপাখ্যানটীর সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের লিখিত জরাসন্ধ-বধ উপাখ্যান তুলনা করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, বৃহদ্রথের অন্ত ভার্য্যা দুই অণ্ড সন্তান প্রসব করেন। জননী সন্তান দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন, জরারাক্ষসী "জীব জীব" বলিয়া ক্রিড়া করিতেং শকলদ্বয় যথাযথ সংযোজনা করিলে, বালক সর্ব্বঅবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সজীব হইল, এবং জরাসন্ধ নাম গ্রহণ করিল। ৯মস্কন্ধ ২২ অধ্যায়।

ব্রজে বকাসুরের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে কংশরাজ সারথী অক্রূরকে বালক শ্রীকৃষ্ণের আনায়নার্থে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন, এবং বালক শ্রীকৃষ্ণের মথুরার রাজসভায় উপনীত হইয়া, কুবালয় পীড় হস্তী এবং অক্রূ বা চাণূড় ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় পরাজিত করিয়া, অবশেষে কংশরাজের বিনাশ সাধন করিলেন। ১০ম স্কন্ধ ৪৪অধ্যায়

জরাসন্ধের কারাগারে নিক্ষিপ্ত বিংশতি লক্ষ রাজন্যগণ মুক্তি কামনায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বারাবতী নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ভীমার্জ্জুনের সহিত

নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ত্রয় জরাসন্ধের গৃহে আতিথ্য বেলায় প্রবেশ করিলেন ও ব্রাহ্মণ সেবা যাচ্ঞা করিলেন, এবং আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অনুরোধ মতে যুদ্ধ প্রার্থী হইলেন। যুদ্ধে ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ইতর বিশেষ লক্ষিত হইলনা। শ্রীকৃষ্ণ একটী শাখা বিদারণ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা ভীমকে শত্রু বধোপায় বলিয়া দিলেন। ভীম সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া দেহ বিদারণ করিলেন। জরাসন্ধ সমরে নিপাতিত হইলে ২০০৮০০ কুড়ি লক্ষ আটশত রাজন্যগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১০ম স্কন্ধ ৭২।৭৩ অধ্যায়।

হরিবংশ পাঠে অবগত দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ-সমরে হংস পরাজিত হইয়া ভয়ে যমুনা-জলে দেহ বিসর্জ্জন করে, এবং ডিম্বক ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, যমুনাজলে নিপতিত হইয়া ক্রোধ ভরে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হওয়ায় যমুনা-বারি আন্দোলিত করিয়া তুলিলে, অবশেষে ডিম্বক সমূলে স্বীয় জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ভবিষ্য পর্ব্ব ৩১৮। ৩১৯ অধ্যায়

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে জন্ম খণ্ডে বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ বর্ণিত আছে।

পুরাণের এই উপাখ্যানটী হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। মহাভারতোক্ত রাজনৈতিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ, ও শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত রাখাল বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিত্যাগ করিলেও; এবং পুরাণের অপর অংশে সম্ভব যোগ্য হইলেও জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত এবং জীবন লাভ বৃত্তান্ত ও জরাসন্ধের দেহ দ্বিধাভূত বধবৃত্তান্ত কদাচ সম্ভব ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেনা, এবং মহাভারতেরও শ্রীমদ্ভাগবতের লিখিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ পৃথক। জন্ম বৃত্তান্ত প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইলেও জীবন লাভ বৃত্তান্ত একান্ত অনৈসর্গিক ও অসম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে অজেয় মহাবীর জরাসন্ধের করোটি মেরুদণ্ড খণ্ড যোগ্য ছিল, ইহা কল্পনা করা বড় কঠিন, কারণ নরদেহ তত্ত্বমতে সামান্য মানবের ও মেরুদণ্ড ও করোটি দ্বিধাযোগ্য হইতে পারেনা। বিশেষতঃ জরাসন্ধের গিরিব্রজ নগরে জরাসন্ধকে ভীমবধ করিলেন; কিন্তু জরাসন্ধের সৈন্যগণ বা আত্মীয়গণ ক্ষত্রিয়ত্রয়ের হিংসা না করিয়া পূজা করিল, ইহা সম্ভব পর নহে, ও একটী নগর মধ্যে বিংশতি লক্ষাধিক রাজন্য বন্দি থাকা একান্তই অসম্ভব। হংসের বিরহে ডিম্বকের দেহ ত্যাগ সন্দেহ হইলেও যমুনার জলে নিমজ্জিত হইয়া আবার ডিম্বকের স্বীয় জিহ্বা উৎপাটনের কোন প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

সুতরাং জরাসন্ধের উপাখ্যানের অবশ্যই কোন গূঢ় মর্ম্ম আছে। বৃহৎকা ইন্দ্রদেব, এবং বেদে মেঘ ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। সূর্য্যতেজে জল জরায় বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্য ভাবে আকাশে উত্থিত হয়, এবং ঐ বাষ্পকণা সকল সঙ্ঘ প্রাপ্ত বা সংযোজিত হইলে মেঘরূপ ধারণ করে। এইজন্য বেদে মেঘগণ ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, খগোলে প্রথমশ্রেণীর তারা ২০টী দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫৯টী, তৃতীয় শ্রেণীর ১৮২টী এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৫৩০টী তারা আছে। এতদ্ভিন্ন বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই পাঁচটী গ্রহ তারা বলিয়া খ্যাত, এবং রাহু কেতু এই সহ সপ্ত গ্রহ ; সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাসমষ্টি এবং এই সপ্তগ্রহ একত্রিত করিলে ৮৬তারা হয়। ঐ ৮৬তারা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর তারা সমষ্টি করিলে ৭৯৮সংখ্যক তারা হয়।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, বিষুপ রেখার উত্তরে অয়ন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত, এবং দক্ষিণে অয়ন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত। সূর্য্যরূপী বিষ্ণু মহাবিষুপ সংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া, বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে ঐ উত্তরান্ত অয়ন পথার্দ্ধে ভ্রমণ কালে বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬মাসে মেঘগণ সূর্য্যদেবকে বারংবার অবরোধ করিতে থাকে ; ক্রমে বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব উত্তর পূর্ব্ব গমনে মহা বিষুপ সংক্রান্তি হইতে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশি অতিক্রম করিয়া কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেন, এবং কর্কট ক্রান্তিতে উপনীত হন। এইক্ষণ উত্তরায়ন শেষ হয়, ও দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়। সূর্য্যদেব ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্ব পথে কর্কট রাশি অতিক্রম করিয়া সিংহরাশিতে প্রবেশ করেন, এবং পিতৃপতি দৈবত মঘানক্ষত্রের সহিত কিয়ৎ কালের জন্য মিলিত হন। তৎপরে সূর্য্যদেব অর্জ্জুনী নক্ষত্রের সহিত উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। সম্মুখে পঞ্চতারকাসম হস্তা নক্ষত্র, তৎপশ্চাতে চিত্রা নক্ষত্রের অনতিদূরে জলবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু বা আশ্বিন সংক্রান্তি বিন্দু অয়ন রেখায় অবস্থিত, এবং চিত্রানক্ষত্রের অনতিদূরে পবন দৈবত স্বাতি তারা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষুপ রেখার উত্তর অয়ন পথে যে অর্দ্ধাংশ অবস্থিত আছে, ঐ অর্দ্ধাংশ অয়ন পথে গমনকালে অষ্টাদশ মেঘ, মহিষ, বরাহ, মাতঙ্গ, জীমূত, বলাকা, গর্দ্দভ, পুষ্কর, আবর্ত্ত, সম্বর্ত্ত, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, পুণ্ডরিক, বামন, কুমুদ, পুষ্পদন্ত, অঞ্জন, সর্ব্বভৌম সুপ্রতিক, একে২ সকলে সূর্য্যরূপী বিষ্ণুকে অবরোধ করিতে থাকে। সকলেই অবগত আছেন শরতকালে মেঘমালা ঊষাকালে উদিত হইলে, হংস জাতীয় বকশ্রেণী উড্ডীয়মান হইয়া মেঘমালা শোভিত করে, এবং বক সখা তড়িন্মালা হইতে ডিম্ব বা ভ্রূণ নির্গত হইতে থাকে, ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বকশ্রেণী গিরিব্রজ বা মেঘপথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে নিমগ্ন হয়, এবং বক বিরহে বকসখা তড়িন্মালা ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় জিহ্বারূপী বজ্রবর্ষণ করিয়া আকাশে তিরোহিত হয়। ঐ ঊষাকালে প্রভাত বায়ু প্রবল হইলে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে মেঘরুদ্ধ তারকাবৃন্দ মেঘমুক্ত হইলেই সুপ্রকাশ হয়, সূর্য্যোদয়ে তারকাবৃন্দ বিলুপ্ত হয়, এবং আশ্বিনী সংক্রান্তি বা জল বিষুপ সংক্রান্তি অতীত হইলে, গিরিব্রজ বা মেঘপথ জরাসন্ধ বা মেঘ বিলুপ্ত হয়।

পুরাণ পাঠেও আমরা দেখিয়াছি যে, সপ্তদশতম অবরোধকালে জরাসন্ধের পার্শ্বরক্ষক হংস যমুনা-জলে দেহ বিসর্জ্জন করিল, ও হংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে ডিম্বক যমুনা-জলে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় জিহ্বা উৎপাটন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিল; এবং অষ্টদশতম অবরোধ কালে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া, অবশেষে দ্বারাবতী নগরীতে আশ্রয় লইলেন। আর্য্যাবের্ত্তের পশ্চিম দ্বারাবতী হইতে উত্তর পূর্ব্বগমনে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হয়েন। তথায় যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ও ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ রাজগৃহ নগরে উপনীত হইলেন। গিরিব্রজ বা রাজগৃহ নগর পঞ্চশৈলে রক্ষিত, এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈত্যক ভেদ করিয়া পবনপুত্র ভীমের সাহায্যে জরাসন্ধ দেহ ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া জরাসন্ধকে বধ করিলেন।

বুঝিতে হইবে যে সূর্য্যদেবই শ্রীকৃষ্ণ, মেঘই জরাসন্ধ, অষ্টাদশ মেঘকর্তৃক সূর্য্যদেবের অবরোধই জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ বার মথুর অবরোধ, বক শ্রেণীই হংস তড়িৎধ্বনিই ডিম্বক, বজ্র ডিম্বকের জিহ্বা, আকাশই যমুনা, মঘানক্ষত্রই যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনীনক্ষত্রই অর্জ্জুন, প্রভাত বায়ুই ভীম, পঞ্চতারাত্মিকা হস্তানক্ষত্রই রাজগৃহের পঞ্চশৈল, মেঘ পথই গিরিব্রজ, চিত্রা, তারা, চৈত্যক এবং মহাবিষুপ সংক্রান্তিই দ্বারকা নগরী, কর্কট ক্রান্তিই হস্তিনাপুরী, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দুই রাজগৃহ নগর। মেঘাবরুদ্ধ অসংখ্য তারাকুল, জরাসন্ধ কারাগারায় ২০০০৮০০ রাজন্যবর্গ এবং গ্রহসপ্তক সহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮৪ তারাগণই ৮৬জনই বন্দীকৃত রাজা। নক্ষত্রগ্রহ সহ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর তারাসমষ্টি ৬১৮, এই তারাগণই পুরাণলিখিত রাজান্তবর্গ বা রজনী মণি।

মহর্ষিগণের স্ব স্ব চিন্তাশক্তির ফলানুসারে মহাভারতকার মহর্ষি গর্ভদ্বয়ের বামাঙ্গ দক্ষিণাঙ্গের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, বিষ্ণু পুরাণাদিতে এক গর্ভে খণ্ডদ্বয়ের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, মহাভারতকার মহর্ষি দক্ষযজ্ঞে দক্ষ মুণ্ডরূপ কুম্ভরাশিস্থ শতভিষানক্ষত্রে ছেদন স্মরণ করিয়া ৮৬সংখ্যক তারাকে বন্দীকৃত করিয়াছেন, কেহবা গগনময় নক্ষত্র বৃন্দকে বন্দিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এইমাত্র প্রভেদ।

পৌরাণিক মহর্ষিগণের কল্পনা শক্তি প্রসূত অর্থবাদ ভারতে অনুনসাজ সহস্রবর্ষ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। ভারতবাসীর অন্ধবিশ্বাস, এবং মহর্ষিগণের গভীর কল্পনা, এই উভয়ের মধ্যে প্রবীণতায় শ্রেষ্ঠত্ব কাহার, এই প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ বটে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ১১দশ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

অথর্ব্ববেদ।

বাচস্পতি স্তোত্র।

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা-রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১
পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসাসেহ।
বসোষ্পতে নিরময় ময্যেবাস্তু ময়িশ্রুতম্ ॥ ২
ইহৈবাভিবিতনূভে আর্ত্নী ইবজ্যয়া।
বাচস্পতির্নিযচ্ছতু মজ্যেবাস্তু ময়িশ্রুতম্ ॥ ৩
উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বয়তাম।
সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। যে সমুদয় অসংখ্য দেবতারা বিবিধ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতেছে, হে বাচস্পতে! তুমি অদ্য আমাকে তাহাদের বল ও শক্তি প্রদান কর। (১)

হে বাচস্পতে! তুমি পুনর্ব্বার দৈব মন সংযুক্ত হইয়া আগমন কর। হে বসোষ্পতে! তুমি এইস্থানে রমন কর, আমি যেন জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। (২)

টীকা। বাচস্পতি বাক্ বা বাক্যের অধিপতি। ত্রিসপ্ত বলিতে অসংখ্য বুঝায়। বিশ্বের যে সমুদয় অসংখ্য ঐশীশক্তি দৃষ্ট হয় তাহা। বসোষ্পতি বলিতে বসুর বা যে ধনের অধিপতি তাহাকে বুঝায়, বেদে অন্যত্র এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না।

তুমি এইস্থানেই ধনুর দুইপ্রান্তভাগের ন্যায় বাহু বিস্তার কর। বাচস্পতি যেন এইরূপ বিধান করেন। আমি যেন জ্ঞানলাভার্থে সমর্থ হই। (৩)

বাচস্পতিকে আমরা আহ্বান করিয়াছি, তিনি যেন আমাদিগকেও আহ্বান করেন। আমরা যেন শ্রুতির সহিত সংগত হই, আমরা যেন শ্রুতি হইতে কখন বঞ্চিত না হই। (৪)

গোরক্ষণ।

---:o:---

গো-জাতিদ্বারা মানবের বিবিধ প্রকার উপকার সম্পাদিত হয় বলিয়াই, মহর্ষিগণ গোবধ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাপ-প্রধান ভারতবর্ষে গো-দুগ্ধই পুষ্টি কর খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য। কৃষি প্রধান ভারতে ভূমিকর্ষণ এবং ভার-বহনাদি কার্য্য, গোজাতি দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আদর্শ হিন্দুরা গো-জাতিকে সন্তান নির্ব্বিশেষে পালন করেন, এবং তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে আত্ম-প্রাণ সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। হিন্দুগণ গোবধকে মহাপাপ মনে করেন, এবং গোহত্যাকারিগণকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। যে দেশে গো-জাতির প্রতি এত আন্তরিক যত্ন, যে দেশে গো-জাতির উন্নতি আশা করা ন্যায্য ও স্বাভাবিক; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেইদেশেই গো-জাতি দিন দিন খর্ব্বাকার ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। হিন্দুগণ গোবধে বিরত হইলেও, অপালনে তাঁহারা যে গো-বংশ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করেন না। বঙ্গের কোন স্থানেই বলিষ্ঠ বলীবর্দ্ধ বা গাভী দৃষ্ট হয় না। গো-জাতি সর্ব্বত্রই অর্দ্ধাশনে জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর এবং সর্ব্বত্রই গো-জাতির আকার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতেছে। পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই গোচরণের জন্য যথেষ্ট ভূমি থাকিত; কিন্তু এইক্ষণ কোন গ্রামেই উহা নাই। আপাতঃ স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভূম্যাধিকারিগণ প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত ভূমিই কৃষিকার্য্যের জন্য প্রজাগণের মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি কৃষিব্যবসায়ী, কি অন্যবিধব্যাবসায়ী লোক, কেহই গোচরণের ভূমির অভাবে গোদিগকে যথেষ্ট আহার দিতে পারে না; এবং তজ্জন্য গো-জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

হৃষ্ট পুষ্ট ও বৃহৎকার ষণ্ডদ্বারা গাভীদিগের গর্ভাধান না হওয়ায়, এ দেশের গো-জাতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকার হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে দুই চারিটি বলিষ্ঠ বৃষ থাকে, তদ্বিষয়ে ও সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে উত্তম বৃষের বা গাভীর একোকের

অভাব হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ স্থলে উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে বলিষ্ঠ বৃষ আনিয়া, গো-জাতির উৎকর্ষ সাধন করা ধনশালী ভূম্যাধিকারগিণের অতীব কর্ত্তব্য।

গো-জাতি হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তাহাদের প্রতি হিন্দুদিগের ঔদাস্য দেখিয়া বিস্মিত এবং ব্যথিত না হইয়া পারি না।

গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন।

(সমালোচনা) (১)

হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত "গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। মনে করিয়াছিলাম, প্রবন্ধগুলি শেষ হইয়াছে; কিন্তু পৌষমাসের হিন্দু-পত্রিকায় আর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিলাম। লেখকের বক্তব্য শেষ হইলে মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ছিল; কিন্তু প্রবন্ধনিচয় তাদৃশ ধারাবাহিক নহে, সুতরাং সমুদয় প্রবন্ধ শেষ না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে দুই এক কথা বলা চলে।

---

(১) ইতঃ পূর্ব্বে "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" প্রবন্ধের কয়েকটী সমালোচনা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম ঐ সমুদয় সমালোচনা, সমালোচনা নামের যোগ্য নহে। ঐ সমুদয় সমালোচনায় প্রবন্ধের ভ্রম দেখান হইয়াছিল না, কেবল মাত্র বলা হইয়াছিল যে, প্রবন্ধকারের মত যথার্থ হইলে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি কুঠারাঘাত করা হয়; এই জন্য ঐ সমুদয় সমালোচনা প্রকাশিত করা হয় নাই। কটক রেভনসা কলেজের সুযোগ্য বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমালোচনা সাদরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি। জ্যোতিষ পুরাণের ভিত্তি হউক্ না হউক্, জ্যোতিষ যে পুরাণের একটী প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ্র পৌরাণিক দেবতা, ২৭টী নক্ষত্র পুরাণে চন্দ্রের ২৭ স্ত্রী, অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা গৃহিণী; এ স্থলে রূপক অতি জাজ্বল্যমান, কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু পুরাণে এমন অনেক রূপক আছে, যাহার রূপকত্ব ভাব সহসা উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া যে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, আমি এখনও এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য ও অন্তলীলা যে সমুদয়ই জ্যোতিষিক রূপক দ্বারা ব্যখ্যা করা যায়, তাহা বলিতে পারি না। বৈদিক কাল হইতে সূর্য্য হিন্দু উপাস্য হইয়া

অধিকাংশ প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কয়েকটি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রায় তিন বৎসর হইল, কয়েক খানি পুরাণ পাঠ করিবার সময় কোন কোন পৌরাণিকী কথার মূলে জ্যোতিষ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। তদনন্তর এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমার অনুমান দৃঢ় করিতে সচেষ্ট ছিলাম। যতটুকু আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা গ্রন্থান্তরে * প্রকাশের চেষ্টায় আছি। উক্ত গ্রন্থের অধ্যায় বিশেষের নাম 'পৌরাণিক জ্যোতিষ' রাখিয়াছি। দুঃখের বিষয়, 'পৌরাণিক জ্যোতিষ' লিখিবার সময় হিন্দু-পত্রিকার লেখকের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের ফল লাভ করিতে পারি নাই। এই আত্ম পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনধিকার চর্চ্চার দোষ হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎরূপে মুক্ত করিতে চাই। আর এক উদ্দেশ্য এই যে, অদ্যাবধি

আসিতেছেন, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল হিন্দুই এখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া থাকেন; সূর্য্যদেবেই গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। শালগ্রাম শিলাদি উপলক্ষ্য করিয়া যেমন ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা, সূর্য্য উপলক্ষ্য করিয়াও তদ্রূপ ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, দশাবতার সকলই বিষ্ণুর অবতার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়; তাহা হইলে তিনি যখন অবতার বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন তাঁহার জীবনের সহিত বিষ্ণুর বা সূর্য্যের (কারণ বেদে বিষ্ণু এবং সূর্য্য এক) লীলা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার সহিত যে সূর্য্যের লীলা মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাল্য-লীলা যদি এরূপ রূপকের উপর ন্যস্ত না করা যায়, তাহা হইলে পরম পবিত্র গীতাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তকের চরিত্রের উপরে পরদারাভিমর্শন দোষ স্পর্শে। পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের বাল্য-লীলা শ্রবণ করিয়া, শুকদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ছিলেনঃ——

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তাকর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥ আপ্তকামো যদু পতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভি প্রায় এতংনঃ সংশয়ং ছিন্ধিসুব্রত॥ যে সংশয় পরীক্ষিতের মন বিলোড়িত করিয়াছিল, সেই সংশয় এখনও অনেকের মনে উদিত হইয়া থাকে। স্বতঃই লোকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে এবং অধর্ম্ম প্রশমনের জন্য যাহার জন্ম; তিনি পরদারাভিমর্শনরূপ কার্য্যে কিরূপে প্রবৃত্তহইবেন? হয় ইহা কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার, নয় কোন জ্যোতিষিক রূপক, হয় রাধাকে হ্লাদিনী শক্তি করিতে হইবে, নয় রাধাকে রাধা নক্ষত্র করিতে হইবে, নতুবা অবতারের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়না। শুকদেবের মুখে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের

* "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" সম্প্রতি মুদ্রিত হইতেছে।

প্রকাশিত সমুদয় প্রবন্ধের আলোচনা করিবার অবসর নাই। অবসর থাকিলেও মুদ্রিত প্রায় প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, এ নিমিত্ত নিরস্ত হইতে হইল। তথাপি মোটের উপর দুই এক কথা বলিতে দোষ নাই। সমালোচনা ভিন্ন সত্য আবিষ্কৃত হয় না। জানি, গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গা সহজ, এবং ইহাও জানি, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাঙ্গিতে গিয়া অপ্রীতিকর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতেছি; কিন্তু গড়িতে পারি, না পারি, ভাঙ্গিলেও উপকার হইতে পারে।

যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কেহই সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈব আচরিতং কচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥ একথা বলিলে কাহারও মনের সংশয় যায় না; পরীক্ষিতেরও গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমি সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিব, তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্য করিও না; আমি যাহা বলিব, তাহাই করিও। একথা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মুখে শোভা পায় না। অবতারের প্রয়োজন কি? অবতারবাদীরা বলেন যে, মানবের শিক্ষাই অবতারের প্রয়োজন। যে কার্য্যে মানবের সুশিক্ষা না হইয়া কুশিক্ষা হয়, সেরূপ কার্য্য অবতারে আরোপ করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেরূপ ভাবেই দেখা যাউক্, কৃষ্ণের বাল্যলীলা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। বাল্য-লীলার নানাবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। মৎসম্পাদিত গোপালতাপনি উপনিষদের ব্যাখ্যায়, আমি বাল্য-লীলা আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় দেখাইতে চাহেন যে, বাল্য-লীলা জ্যোতিষিক রূপকের উপর ন্যস্ত। কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে রাসলীলা হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হন। কালী বাবু বলেন, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতেই সূর্য্য রাধা নক্ষত্রে প্রবেশ করেন; এবং যখন ঐ সময়েই রাসলীলার সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন আমারা কেন অনুমান করিব না যে, সূর্য্যের রাধা নক্ষত্রে প্রবেশই শ্রীকৃষ্ণের রাধার সহিত মিলন। এইরূপ তিনি অন্যান্য বাল্য-লীলার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং উহা হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই সত্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। যদি কালী বাবুর প্রবন্ধের কোন ভ্রম থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রদর্শিত হউক্; এবং ঐরূপ প্রবন্ধও হিন্দু-পত্রিকায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের ন্যায় সাদরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারের চরিত্রের কোন কোন অংশে রূপক অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিলে, তাঁহাদিগের সত্তা অসিদ্ধ হয় না; এবং তাহাতে তত্তদুপাসকদিগের ক্ষোভের কোন কারণ নাই। সর্ব্বজন আরাধ্যদিগের চরিত্রে যে কতকগুলি অর্থ বিহীন উপন্যাস বা কলঙ্ক আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্দোষ, সার্থক, রূপক মাত্র এবং তাহাতে অবতারদিগের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হয় না, ইহা দেখানই প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য।

সম্পাদক, হিন্দু-পত্রিকা।

পুরাণের অমানুষিক ও অতিপ্রাকৃত যাবতীয় উপাখ্যানের মধ্যে কল্পনা ভিন্ন অন্য মূল নাই, বোধ করি, কেহই ইহা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন না। কিন্তু তা বলিয়া 'জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি' বলিতে পারি না। এ কথা বলিতে হইলে সমুদয় উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। আপনার বা আমার অনুমানই যে ঠিক, তাহা বলিতে গেলে কেবল দৃঢ়োক্তি ফলদায়িকা হয় না। জানি. বিভিন্ন পাঠকের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রমাণ আবশ্যক, এবং স্বমতাভিমানী লেখক বা কথক সমুদয় প্রমাণ নাও দিতে পারেন। পুরাণাভিজ্ঞ-পাঠকের নিকট 'সমুদ্র মন্থন' নামক ব্যাপারটি বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু যখন তাহার অর্থান্তর করিতে হয়, তখন কেবল দৃঢ়োক্তি পাঠ করিয়া পাঠক প্রীত হইতে পারেন না। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ প্রবন্ধে দৃঢ়োক্তি প্রচুর আছে, কিন্তু উক্তির হেতু তত নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' দেখুন (৬ষ্ঠ বর্ষ ৬৫, ৬৬, ৬৭ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণলীলার জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে।

যে কোন পুরাণ-কথা হউক, তাহার মূল অনুসন্ধান বৃথা হয় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয়, সেই মূলের সহিত যথেষ্ট কবি কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। প্রকৃত মূল কতটুকু, এবং কবিকল্পনা কতটুকু, তাহা পৃথক্ করা বাঞ্ছনীয়; নতুবা আমাদের শাস্ত্রের কোন কোন 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার' ন্যায় 'গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন' উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িবে। নানা কারণে সকলের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সমান হইতে পারে না; কিন্তু যে ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকাংশ কথা সুবোধ্য বা সঙ্গত হয়, তাহাই গ্রাহ্য। অবান্তর বিষয়ে ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকিলেও, মূল বিষয়ে ভিন্নতা হইলে কোন ব্যাখ্যাই পাঠকের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গত অগ্রাহায়ণ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত সমুদ্র মন্থনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছি।

আমি স্বীকার করি, সমুদ্রমন্থন অর্থে পার্থিব সমুদ্রমন্থন নহে। অন্তরীক্ষের এক নাম সমুদ্র ছিল, এবং এই অন্তরীক্ষসমুদ্র অবলম্বন করিয়া পুরাণে সমুদ্রমন্থন নামক অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাখ্যার এইটুকু ছাড়া অন্যান্য অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দুই একটা আপত্তি জানাইতেছি।

(১) "প্রাচীন কালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জিত হইল।" কিন্তু এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবাদির উল্লেখ সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানে দেখিতে পাই না। সুরাসুর দ্বন্দ্বও রাষ্ট্রবিপ্লবের উল্লেখ কিংবা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জনের কথা নাই।

(২) "জ্যোতিষ শাস্ত্রামৃতের পুনরুদ্ধার জন্য দেবাসুরে সন্ধি স্থাপিত হইল।" ইহার কোন প্রমাণ পাইলাম না। জ্যোতিষ-শাস্ত্র অমৃততুল্য হইতে পারে, কিন্তু তাহারই উদ্ধারের নিমিত্ত দেবাসুরের সন্ধি হইয়া ছিল, অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয় নাই, তাহা বলিবার হেতু কি? কেবল অমৃত নহে, সমুদ্র মন্থনে অনেক দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছিল; সকল পুরাণের মতে এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যও সমান নহে।

(৩) "মন্দর পর্ব্বত স্বরূপ ক্রান্তি পাত বিন্দু"। বিন্দুকে পর্ব্বতের সহিত উপমা করিতে নিষেধ নাই, সত্য; কিন্তু মন্দর পর্ব্বতটী মন্থন যষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং একটি বা দুইটী বিন্দু, যষ্টির সমতুল্য মনে করিতে পারা যায় না। তদ্ভিন্ন, মেরু পর্ব্বতের পার্শ্বেই মন্দর পর্ব্বত দেখিতে পাই।

(৪) "দিবা রাত্রি + + গোল ঃ বিলোড়িত ও মথিত করিল।" কিন্তু দিবারাত্রির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য ঘটনা। ইহাদের সহিত মন্থনে সাদৃশ্য দেখিতে পাই না।

এইরূপ অনেক উক্তিরই বিশেষ আধার দেখিতে পাইলাম না। বাহুল্য ভয়ে, সমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না। লক্ষ্মী, শশাঙ্ক, কৌস্তুভমণি, ও ধন্বন্তরির কোন প্রকার অর্থ পাইলাম। কিন্তু অপ্সরা, হস্তী, অশ্বাদি, এবং অবশেষে হলাহলও উৎপন্ন হইয়াছিল। "ধন্বন্তরিরূপে কুম্ভরাশি ধনুরাশির ত্রিশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।" কিন্তু আমার বোধ হয়, যখনই মেষাদিরাশি কল্পনা হইয়াছিল, তখনই ধনুরপর মকর, এবং মকরের পর কুম্ভরাশি স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব ধন্বন্তরির উদ্ভবে কুম্ভরাশির নির্দ্দেশ মনে করিতে পারিতেছি না।

ব্যাখ্যাকার মহাশয় সমুদ্র মন্থনের একাংশ মাত্র লইয়াছেন। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হইতে পারে নাই। (১) দেবাসুরের চির বিবাদ, (২) তাহাদিগের সন্ধি, (৩) সমুদ্র মন্থন, (৪) রাহু-কেতুর গ্রহত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি প্রত্যেক স্থূল কথার ব্যাখ্যান আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত হইতে উদ্ধৃত প্রমাণে ঠিকই বলা হইয়াছে। মন্থন ব্যাপারের শেষ সূর্য্য 'প্রসন্নভা' হইয়া স্বীয় পথে চলিতে লাগিলেন। তবেই মনে হয়, যেন এমন কোন ঘটনা হইয়াছিল, যাহাতে সূর্য্য 'প্রসন্নভা' ছিলেন না। চলিতে ছিলেন কিনা, তাহাও বুঝিতে পারা যায় নাই। আমার বিবেচনায় সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে এই অনুমান সমর্থন করিবার সুযোগ নাই।

চন্দ্রের স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। প্রশ্নউপনিষদের উক্তি মান্য করি, কিন্তু পুরাণে বা অন্য শাস্ত্রে চন্দ্রকে স্ত্রীরূপে কল্পিত হইতে দেখি না। তিনি তারা-পতি, রোহিণী পতি, চন্দ্র বংশের আদি ছিলেন; রোহিণীর প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ তাঁহার যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি বিবরণ পুরাণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন; সুতরাং চন্দ্রকে স্ত্রী কল্পনা করিতে গেলে অনেক পৌরাণিকী কথার বিসম্বাদ হয়। প্রশ্ন-উপনিষদের উক্তির অর্থ অন্যবিধ কিনা, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। পুরাণে চন্দ্রকে দেব বলিয়াই জানি। ফলিত জ্যোতিষে তিনি স্ত্রীগ্রহ বলিয়া তিনি কদাপি স্ত্রী নহেন।* সুধাকরের এক নাম লক্ষ্মীসহজ হইবার কারণ কি চন্দ্রবিম্ব ও চন্দ্রজ্যোতিষ

* যোষিতাং চন্দ্রভার্গবৌ—অর্থে চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীজাতীয় নহেন, ইহার অর্থ, চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীদিগের অধিপতি বা স্বামী। সর্ব্বার্থ চিন্তামণি স্ত্রী গ্রহ, পুংগ্রহ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থ, স্ত্রীদিগের পুরুষদিগের গ্রহ।

পৃথক কল্পনা? একদা লক্ষ্মীর সহিত চন্দ্রও সমুদ্র মন্থনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।* যে দুই একখানি পুরাণ দেখিয়াছি, অন্ততঃ তাহাতে চন্দ্রবিম্বের ও চন্দ্রজ্যোতির পৃথক্ কল্পনা দেখিতে পাই নাই। সর্ব্বত্রই এক চন্দ্রদেবকেই দেখিতে পাই।

সোম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সোম শব্দে সোমলতা বুঝি, এবং দেবগণ সোমরস প্রিয় বলিয়া জানি। ঋগ্বেদের মধ্যে সোম কোথায় চন্দ্র, এবং কোথায় বা সোমলতা, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে সংশয় দূর হইতে পারে। এক সোম হইতে অন্য সোমে আসা বিচিত্র নহে।† 'গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন' নামক প্রবন্ধগুলির মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তে নূতন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। যে গুলিকে নূতন শব্দ মনে করিতেছি, সেগুলি লেখকের রচিত কি না, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। নূতন রচিত শব্দ হইলে তাহা পাঠককে স্পষ্ট বলা অবশ্যক, নতুবা যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে চর্চ্চার অবহেলায় "ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত" (৫ম বর্ষ। ৩৫২ পৃষ্ঠা), সেই বিভ্রাটই থাকিয়া যাইবে। অধিকন্তু বিভ্রাট বৃদ্ধি হইবে। এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করিতেছি।

গোলক শব্দের অর্থে লেখক বলেন, "তদুত্তরে (ধ্রুবলোকের) যে মণ্ডলে ধ্রুববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, সেই মণ্ডলকেই গো-লোক—বৃন্দাবন বলে।" (৬ষ্ঠ বর্ষ। ৬২ পৃঃ)। অন্যত্র আছে, "ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক।" (৫ম বর্ষ। ২৮৬ পৃঃ)। "পৃথিবীস্থ জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ধ্রুব বিন্দু রাখিয়াছেন; এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি-ষু-পৎ মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন।" (৫ম বর্ষ। ৩৫১ পৃঃ)। এখানে গোলক শব্দের অর্থ কি? দৃশ্য গোলক কি? বিষুবন্ মণ্ডল অর্থে সিদ্ধান্তে অন্য কথা বলে। "যেমন বি-ষু-প মণ্ডল পৃথিবীকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে" (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭পৃঃ)। প্রকৃত কথা বিষুবমণ্ডল করে না, নিরক্ষমণ্ডল করে। বিষুবন্ মণ্ডল আকাশে। এই ভুলটি অনেক লেখক করিয়া থাকেন।

"ঐ কেন্দ্র [রাশিচক্রের] হইতে দৃশ্য গোলক অয়ন মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা" হইয়াছে। রাশিচক্রের কেন্দ্র, পৃথিবী; পৃথিবীর চারিদিকে রাশিচক্র ঘুরিতেছে। সুতরাং লেখকের কথা আদৌ বুঝিলাম না। যদি মেরু শব্দের পরিবর্ত্তে কেন্দ্র বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও কথাটা বুঝিলাম না। অয়নমণ্ডল সংজ্ঞাটি লেখক কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। অপম ও ক্রান্তিমণ্ডল বা বৃত্ত শব্দদ্বয় সিদ্ধান্তে দেখিতে পাই। এই চির প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ ত্যাগকরিবার কারণ পাইলাম না। "পুরাণে

* চন্দ্রার্ঘ্যে আছে, লক্ষ্মী ভ্রাতঃ নমোস্তুতে।

† কয়েক মাস পূর্ব্বে "সাহিত্য" পত্রে এই বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিত হইয়াছিল।

অশ্বমণ্ডল নক্ষত্রাজ বলিয়া বর্ণিত।” (৬ষ্ঠবর্ষ, ৭পৃঃ) কোন্ পুরাণে ? “জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞেরা বলি চিত্রানক্ষত্র এবং ধ্রুবতারা। চিত্রাতারা বা ধ্রুবনক্ষত্র বলা রীতি নহে।” (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯পৃঃ)। বস্তুতঃ তাই কি ? চিত্রাতারা বলিলে চিত্রা নামক একটি তারা বিশেষকে বুঝিয়া থাকি। চিত্রা যোগতারা বলিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। লেখকও কয়েক পংক্তি পরে “রোহিনী তারা” লিখিয়াছেন।

“পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux) (৯পৃঃ)। অনলঅর্থে অগ্নি বুঝি। কিন্তু অগ্নি তারক Pollux নহে, অন্য একটি।

নক্ষত্রসমূহের নামের অর্থ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা আছে। “সুন্দর চিত্রিত আকৃতি বলিয়া চিত্রা নাম;” ধনুদ্বয় + + হইতে পুনর্ব্বসু নাম, অথবা অমনরেখা দ্বিখণ্ডক বলিয়া পুনর্ব্বসু নাম;” “তুর্ণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম;” ইত্যাদি নামের সার্থকতা বুঝিলাম না।

“এক্ষণে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটি তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম পরধ্রুব।” (৫ম বর্ষ, ২৮৯পৃঃ)। বলা বাহুল্য, যাম্যধ্রুব আমাদের ক্ষিতিজের নিম্নে অবস্থিত, সুতরাং আমাদের দৃষ্টির অতীত। উত্তর ধ্রুবতারার ন্যায় যাম্যধ্রুবতারাও খগোলে নাই।

“হৃৎমণ্ডলের নাম ঔরিকমণ্ডল (Auriga constellation)।” (৫বর্ষ, ২৯০পৃঃ)। এখানে হঠাৎ মনে হয়, যেন হৃৎমণ্ডল ও ঔরিকমণ্ডল—দুইটি নামই আমাদের শাস্ত্রে আছে। লেখক নক্ষত্রের পাশ্চাত্য নামের এইরূপ বাঙ্গালা নাম করিয়াছেন। বোধ করি, “পিনাক,” “অজার” প্রভৃতি নামগুলিও লেখকের রচিত। কিন্তু পাঠককে কিছু না বলিয়া এরূপ নাম করণ করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মণ্ডল শব্দের অর্থ নক্ষত্র (Constellation), কোথাও পাই নাই। জ্যোতিষে মণ্ডল শব্দে বৃত্ত বুঝিয়া থাকি। যথা বিষুবন্ মণ্ডল।

কোন কোন ব্যাখ্যানে লেখক মহাশয় অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন যে, (১) প্রাচীনগ্রীকেরা নক্ষত্রসমূহের (Constellation) যেমন রূপ কল্পনা করিত, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও ঠিক সেইরূপ কল্পনা করিতেন; (২) সেই পাশ্চাত্য রূপ কল্পনা করিয়া আমাদের পৌরাণিকগণ পুরাণকথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত অঙ্গীকারই প্রমাণ সাপেক্ষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল।

“ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর মেরুদেশে ঐ যে ভীষণ অজাগর (Draco) দেখিতেছ, যাহার কুণ্ডলে ... অলিতেছে, জগতের ঐ মূলাধার দেবতার নাম অনন্তদেব।” (২৯১পৃঃ)। যে নক্ষত্রকে গ্রীকেরা (Draco) বলিত। কিন্তু আমাদের পিতামহগণও যে তাহাকে Draco বা অনন্ত—অজাগর বলিতেন, তাহার প্রমাণ কি ? কিন্তু অনন্তশয্যায় শয়ান,—অর্থে ... লেখক মহাশয়,

আকাশের যে নক্ষত্রকে গ্রীকেরা Draco (অজাগর) বলিত, সেই নক্ষত্রের শিরোদেশে বিষ্ণু (কোন্ তারা?) শয়ান রহিয়াছেন। পুরাণ কথায় কবিকল্পনা নাই, সমস্তই জ্যোতিষিক রূপক বলিতে গেলে সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিতে হয়। লেখক মহাশয়ও স্থানে স্থানে কবিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। "ভীষণ অজাগর," "দীপ্তিমান মাণিক্য" ইত্যাদিতে কবিকল্পনা নাই, বলিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন কোন ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রীত হইবার একটি কারণ এই যে, লেখক মহাশয় যে অনুমানে আসিয়াছেন, আমিও সেই অনুমানে আসিয়াছিলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তারাহরণ উপাখ্যান উল্লেখ করিতেছি। জ্যোতিষিক বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমার বিস্তর মতভেদ আছে। যথা "চন্দ্র ২৭½ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ২৭½ দিনে একমাস গণনা হইত।" (৬ষ্ঠ, বর্ষ ৭১পৃঃ)। ২৭৷৷০ দিনে মাস গণনার কোনও উল্লেখ কোথাও পাই নাই। আমার বিবেচনায় প্রথমে চান্দ্রমাস গণনা প্রচলিত ছিল। বহুকাল পরে বার্হস্পত্যবর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। বেদ যতকালের, চান্দ্রমাস গণনাও ততকালের ন্যূন সময়ের নহে। কিন্তু বার্হস্পত্যবর্ষ সম্ভবতঃ চারিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিলনা। পরিশেষে, পাঠকের ও লেখকের অনুমতি লইয়া আমার পুস্তক হইতে তারা-হরণ-উপাখ্যান সম্বন্ধে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি। "এই উপাখ্যানে পুরাণকার প্রকৃতব্যাপার স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন।" সংগ্রামের নাম "তারকময়।" সিদ্ধান্তে সংগ্রাম বা যুদ্ধ অর্থে নক্ষত্র ও গ্রহের সমাগম বুঝায়; সুতরাং এই উপাখ্যানের মূলে যে কোন তারা ঘটিত ব্যাপার ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রাজমার্ত্তণ্ডে বুধের এই নামগুলি আছে,

বুধশ্চন্দ্রসুতো জ্ঞেয়ো বিবুধো বোধনস্তথা।
কুমারো রাজপুত্রশ্চ তারাপুত্র স্তথৈবচ॥

এখানে জ্ঞেয়, বিবুধ, বোধন নামগুলি বুধশব্দের প্রতিশব্দ। চন্দ্রসুত, কুমার, রাজপুত্র, ও তারাপুত্র নাম নামগুলির মূলে উক্ত উপাখ্যান।

কিন্তু কোন্ তারা লইয়া চন্দ্র ও বৃহস্পতির বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল? যে তারাই হউক, সেটি এমন যে, তাহার নিকটে চন্দ্র-বৃহস্পতি-শুক্রসহ দেবাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। পুষ্যার সহিত বৃহস্পতির ঘনিষ্টসম্বন্ধ ছিল ('বৃহস্পতি, দেখুন) পুষ্যার দেবতা বৃহস্পতি। সুতরাং এই উপাখ্যানের তারা পুষ্যা নহে। বুধের একটিনাম রৌহিণেয় আছে। এজন্য মনে হয় যে, রোহিণীতারা লইয়া বিবাদ। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। রোহিণী চন্দ্রের প্রেয়সী; তাহার সহিত বৃহস্পতির সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বুধ চন্দ্রের পুত্র, এবং রোহিণী চন্দ্রের [illegible]
[illegible]

তবে কোন্ তারার পতি বৃহস্পতি ছিলেন? মহাভারত-বনপর্ব্বে দেখা যায়, বৃহস্পতি-পত্নী তারারগর্ভে ছয়পুত্র এবং একপুত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই ছয় পুত্র ও তাহাদের পুত্র বিভিন্ন যজ্ঞের ও অন্যান্য অগ্নির নামান্তর। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টিতারা স্পষ্ট এবং অপর একটি দুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। + + + কার্ত্তিকাদি বার্হস্পত্যবর্ষ গণণায় কৃত্তিকা ও বৃহস্পতির সম্বন্ধ প্রকাশিত আছে। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কৃত্তিকাতারাই বৃহস্পতির পত্নী ছিলেন। এই জন্য বুধের নাম কুমার আছে। বেদে অগ্নি, কুমার। পুরাণে কার্ত্তিকেয়, কুমার। বুধ ও কার্ত্তিকেয় কৃত্তিকাস্তম্বে জাত। তারকাসুর বধ করিতে কার্ত্তিকেয়, পরাশর বলেন অসুর বধ করিতে বুধও জন্মিয়াছিলেন। গ্রহযজ্ঞতত্বে আছে, ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে বুধের জন্ম হইয়াছিল (শব্দকল্পদ্রুম)। ধনিষ্ঠার সহিত কৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে। ধনিষ্ঠায় রবির অয়ন নিবৃত্ত হইলে কৃত্তিকায় বিষুবন্ থাকে। + + + বৃহস্পতি ও শুক্র, উভয়েই দীপ্তিশালী। কৃত্তিকাও ক্ষীণপ্রভা নহে। সময় বিশেষে বুধ উজ্জ্বল দেখায়। নিকটে চন্দ্র, কিঞ্চিৎ দূরে ব্রহ্মাদৈবত রোহিণীনক্ষত্র। বস্তুতঃ এরূপ সমাগম দর্শনীয় ব্যাপার। এ বৎসর (শক ১৮২০, ৩ ভাদ্র) সায়ং সন্ধ্যার পর পশ্চিম আকাশে হস্তানক্ষত্রে বৃহস্পতি ও শুক্রের সমাগম অনেককেই চমৎকৃত করিয়াছিল। বোধ করি, কোন অতীত কালে উক্ত জ্যোতির্গণের সমাগম তৎকালের আর্য্যগণকে মোহিত করিয়াছিল, এবং কৃত্তিকাকে চন্দ্র ত্যাগ করিলে দেখিতে দেখিতে বুধগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।" ইত্যাদি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম, এ,।
বিজ্ঞান-অধ্যাপক, রেভেন্সা কলেজ
কটক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।]

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজি ২৬শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী-ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়ীটি চিৎপুর রোডের উপর, পূর্ব্বধারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেঙ্গল,

গোলা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েক খানি দোকানবাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দুতালা হলঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনা-গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষ-পল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মধ্যে মাঝে গৃহ-স্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শুভাগমন হইবে। পরমহংসদেবের ব্রাহ্মদের উপর বিশেষ দৃষ্টি। ব্রাহ্মদের তিনি বড় ভাল বাসেন, ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম-ভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা বর্জ্জন ও তৈল ধারার তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষ ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন "হ্যাঁগা শিবনাথ আসবেনা?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন "না আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে পারবেন না"। পরমহংসদেব বলিলেন "শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, আহা যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যা'কে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই। ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট

না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাহ্যে যাব, আর বাহ্যে যদি না পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই যে পাছে সত্যের আঁট যায় যখন আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লেছিলুম 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'—যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্‌তে পারি নাই 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'। সব মাকে দিতে পারলুম, কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারলুম না"।

(উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি)

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। এই প্রণব সংযুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইতে লাগিল। চিত্ত অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যেন আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটী মাত্র শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধি ভঙ্গের অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চরিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র; তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণের জন্য তাঁহারা হরিরস-মদিরা পান করিয়া বিষয়জ্ঞান ভুলিয়া গেলেন। [illegible] সুখের [illegible] করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে

আসন গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

(গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।)

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ (মজুমদার) বলেছিল, "মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরা তাই করিব"। আমি বল্লুম, "মনে কল্লেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক রাজা কত তপস্যা করেছিলেন। তিনি হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। জ্ঞান লাভ ক'রে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন।" তবে সংসারীর কি উপায় নাই? হাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জ্জনে সাধন ক'র্ত্তে হয়। নির্জ্জনে সাধন ক'রলে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রবে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাববে আমার কেহ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'রবে।

যদি বল, কতদিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাকব, তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল, তিন দিন থাকলে আরও ভাল। বা বারদিন, একমাস তিন মাস, এক বৎসর যে যেমন পারে, জ্ঞান-ভক্তি লাভ ক'রে সংসার করে আর বড় বেশী ভয় নাই।"

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আঁটা লাগে না।"

"চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই।"

একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও। সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাকবে। "মনটী" দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জলে মিশে যাবে তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মন-দুধ থেকে যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে, জ্ঞান-ভক্তি রূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনো সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসবে।

(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিয়াছেন

করিয়াছেন। অনন্যা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন "বিজয়! তুমি কি বাসা পাকড়েছ?"

"দেখ দু'জন সাধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এক সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, তখন অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী বল্লে, তুমি যে হাঁ ক'রে সহর দেখছ, তল্পী তাল্‌পা কোথায়? প্রথম সাধুটী বল্লে, আমি আগে বাসা পাকড়ে তল্পীতাল্‌পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয় প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাকড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি।) "দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কামকর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা এসে যোটে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধৌত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটী গুরু ক'রে ছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁমেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং এক সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগ্‌লো চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাক গুলাও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগ্‌লো শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়া বস্‌লো। বসে ভাব্‌তে লাগলো, "ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ মুখে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই নিবৃত্তি হয়, আর শান্তি হয়।"

"তবে নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে পারলে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে কচ্ছি, নিষ্কাম কর্ম্ম কচ্ছি, কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না।

আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের দ্বারা কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্মত্যাগ হয়; দুই একজন যেমন নারদাদি লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

(সঞ্চয়—'Take no thought for to-morrow')

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'রবে তাদের সঞ্চয় করতে নাই।

এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন করতে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়। পাখী আর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

(বিজয়ের প্রতি) "দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তাই'লে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায়* ঐরকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিন জন বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারের গল্প কচ্ছেন। ব'লছেন "আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া হায়, সাধুলোক্‌কো বহুত খিলায়া হ্যায়, পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপোয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া"। সকলের হাস্য। বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐরকম সাধু দেখেছি। গয়ায় লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য,)

[প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এ আসলে কর্ম্মত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে সব ছেড়ে তুমি ব'লো "মন তুই দ্যাখ্ আর আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে"।

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন:——

গান।

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি। রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো। জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)

* রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে।

[অষ্টপাশ ও জীব]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ভগবানের শরণাগত হ'য়ে, এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বল্‌বে,—এ সব ভাব ত্যাগ কর।

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। তিন থাক্‌তে নয়॥"

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান, এ সব জীবের পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হ'তে মুক্তি হয়।

(পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।)

ভগবানের প্রেম বড় দুর্লভ জিনিস। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়। তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ-মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

তারপর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়্‌বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস সব ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হ'য়ে যায়। এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেনঃ—

[গান।]

সে দিন কবে বা হবে?

হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্‌বে (সে দিন কবে বা হবে?)
সংসার-বাসনা যাবে (সেদিন কবে ......)
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে ......)

* * *

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনী নাথ রায়।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন। আরও বলিতে ছিলেন, "অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধিতেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, মাছের চোক ছাড়া মাছের আর কোন অঙ্গ দেখিতে পান নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়। ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে। উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

(পাণ্ডিত্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ—(অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে) "যাঁহারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" ব'লেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্চে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, তা কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে,' এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই। (সকলের হাস্য।)

(ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ)

কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করে—বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না।

(গান।)

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী ছড়া দিবে অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে;
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

আর টাকার অহঙ্কার কত্তে নাই। যদি বল, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।

সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠলো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো, আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি। কিছু পরে চন্দ্র উঠলে তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে কল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাঁসচে, আমি জগৎকে আলো দিচ্চি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হ'লো; সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল—খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না!

এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা' হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল; কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়ঃ—একঃ অবর্ণঃ নিহিতার্থঃ যঃ (পরমাত্মা) বহুধা শক্তিযোগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি, (যস্মাৎ) আদৌ বিশ্বম্ এতি (যত্র) চ অন্তে বি-এতি। স দেবঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা অবর্ণঃ—বর্ণরহিতঃ নিরাকার। বহুধা শক্তিযোগাৎ—অনন্ত শক্তিশালিতা হেতু। বিচৈতি—এতি, বি+এতি চ পদত্রয়ঞ্চৈতৎ। বর্ণান্—রূপরসগন্ধস্পর্শাদিবিষয়নিবহান্। শুভয়া—পরমহিতয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া পরম হিতকারী, সংযুনক্তু—সংযুক্ত করুন্। নিহিতার্থঃ—বিগত প্রয়োজন; স্বার্থনিরপেক্ষঃ ইতি ভাষ্যে। স্বার্থ—নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ।

বঙ্গার্থঃ—যিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার এবং স্বার্থনিরপেক্ষ, যিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে স্বকীয় অনন্ত মহিমা বলে অনন্ত বিষয় সৃষ্টি করিতেছেন, আদিকালে যে অনাদি পুরুষ হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয় এবং অন্ত কালে যাঁহার অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, সেই সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা পরম পুরুষ পরমাত্মা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে আত্ম-হিতকরী বুদ্ধি দান করিয়া অন্তরে বাহিরে মঙ্গল-আভা প্রকাশ করুন। তাঁহার চিরমঙ্গলময় জ্যোতিষ্প্রভাবে আমরা জ্যোতি-ষ্মান্ হই।

এই অনুশাসনে পরমাত্মাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া ভঙ্গ্যন্তরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সূত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রাচীন কবির নিম্নলিখিত সুমধুর দার্শনিক ভাবে বদ্ধ শ্লোকটি মনে পড়ে—তিস্রভিস্তিমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্ প্রলয়স্থিতিসর্গাণাম্ একঃ কারণতাংগতঃ।

২

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

অন্বয়—তৎ এব অগ্নিঃ তৎ এব আদিত্যঃ তৎ এব বায়ুঃ তৎ উ—এব চন্দ্রমাঃ তৎ এব শুক্রম্ তৎ এব ব্রহ্ম, তৎ এব আপঃ তৎ এব (চ) প্রজাপতিঃ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা-শুক্রম্—তেজঃ তদস্তি অস্য ইতি অর্শ আদিত্বাৎ অ—শুক্রম্ তেজোময় পদার্থজাতম্ নক্ষত্রাদিকমিত্যর্থঃ। শোকতি গচ্ছতি ইতি শুক গতৌরক্ শুক্রম্ তেজোরেতসীত বীজ বীর্য্যেন্দ্রিয়াণি চ॥ ইতি অমরঃ। শুক্রশব্দের অর্থ তেজময় পদার্থ অর্থাৎ নক্ষত্রাদি

ব্রহ্ম—ব্রহ্মন্—বৃংহতি বর্দ্ধতে প্রমাণাৎ ইতি বৃংহ+নন্ নকারস্য অকারশ্চ ইতি ব্রহ্মন্ তথাচ॥ বৃহৎ অস্য শরীরম্ অপ্রমেয়ম্ প্রমাণতঃ, বৃহদ্বিস্তীর্ণমিত্যুক্তম্ ব্রহ্ম তেনায়মুচ্যতে॥ ইতি শাস্ত্রপুরাণম্, বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎচ তদ্রূপম্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ ইতি চ- বিষ্ণুপুরাণম্—যিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রমাণাতীত।

বঙ্গার্থঃ—তিনিই পরম পাবন, বৈশ্বানর; তিনিই স্বপ্রকাশস্বরূপ আদিত্য এবং তিনিই রমণীয়-কান্তি চন্দ্রমা। দীপ্তিশালী জ্যোতিষ্ক নিকর বা বিশ্ব-জীবন সলিলরাশি, এ সমস্তই তাঁহার বিভূতির প্রকাশভেদ মাত্র, তিনি স্বয়ং রূপাতীত হইলেও তাঁহার স্বরূপ এই জগতের স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মা এবং তিনিই প্রজাপতি। এই সূত্রেরই তাৎপর্য্য গীতায় ভগবান্ ভঙ্গ্যন্তরে বলিয়াছেন, যথা—

আদিত্যানামহংবিষ্ণুর্জ্যোতিষাংরবিরংশুমান্
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥

৩

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী।
ত্বংজীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবাসি বিশ্বতোমুখঃ।

অন্বয়—ত্বম্ স্ত্রী, ত্বম্ (এব) পুমান্ অসি, ত্বম্ কুমারঃ উত বা কুমারী অসি ত্বম্ জীর্ণঃ (জরাযুক্তঃ সন্) দণ্ডেন বঞ্চসি (বিহরসি) ত্বম্ বিশ্বতঃ মুখঃ (ভূত্বা) জাতঃ ভবসি।

বিষমপদব্যাখ্যা—স্ত্রী স্তৃ।াতি আপ্যায়তি সংহতঃ গর্ভঃ যত্র ইতি স্ত্যৈ্যনাতেঃ ড্রুট স্ত্রিয়ামীঃ যত্র গর্ভস্থানি সন্তি সর্ব্বাণি ভূত নি জায়ন্তে স স্ত্রী প্রকৃতিরিতি বাস্তবার্থঃ। যাহাতে সংহত হইয়া গর্ভ কাঠিন্যযুক্ত হয়, অথাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতি

অর্থাৎ জগদুৎপত্তির মূল কারণ। পুমান্ পুনস্—পুনাতি পবিত্রয়তি বা প্রকাশয়তি জগৎ য সঃ—যিনি জগৎ প্রকাশক, বঞ্চসি—বিহরসি—বিহার কর বা বিচরণ কর। বিশ্বতোমুখঃ—বিশ্ববিষয়জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বব্যাপী। অথবা নানাপ্রকারে নব নব ভাবে উল্লাসিত হউক।

বঙ্গার্থঃ—হে ভগবান্! তুমিই স্ত্রী এবং তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী, তুমিই জরাজীর্ণ হইয়া দণ্ড ধারণ করিয়া বৃদ্ধরূপে বিচরণ করিয়া থাক, আবার তুমিই বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপীরূপে নব নব ভাবে নবীনতর হইয়া শিশুরূপে জন্ম-গ্রহণ করিতেছ। এই মহামণ্ডলে তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুমিই উৎপাদ্য এবং তুমিই উৎপাদক, আবার স্বাধীন মহিমা বলে তুমিই উৎপন্ন হইতেছ। এইব্যক্তি স্ত্রী, এইব্যক্তি পুরুষ, এই ব্যক্তি যুবক, এই ব্যক্তি যুবতী এবং এই ব্যক্তি বৃদ্ধ বা এই শিশু সদ্যোজাতঃ ইত্যাদি পার্থক্য জ্ঞান অজ্ঞানছায়াবৃত লোক-নয়নের অলীক অবলোকনের ফল মাত্র; বস্তুতঃ তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয় এবং তুমিই সমস্ত। আদিও তুমি, মধ্যও তুমি এবং অন্তও তুমি। জন্ম, বৃদ্ধি এবং বিনাশ, এই অবস্থাত্রয় তোমারই বিভূতির প্রকার ভেদ মাত্র। তুমিই অনন্ত এবং তুমিই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ।

বিশেষার্থ। পাঠক! এস্থলে এক বার এই উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১৬শ সূত্রটী স্মরণ করুন—

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ সউ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥
(পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)

আবার মনু বলিতেছেন—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহং অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥১।৩২

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আপনার দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাট্‌কে উৎপাদন করিলেন। অতএব ইহা দ্বারাও ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে, পুরুষ বা নারী, উৎপাদ্য বা উৎপাদক, এ সমস্ত আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার আত্ম-শক্তির বিভিন্ন প্রকার স্ফুরণ মাত্র।

এ দিকে দেখুন—ভগবান নিজেই বলিতেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ গীতা—১০।২০
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন! গীতা—১০।৩২

হে জিতেন্দ্রিয়! সর্ব্বভূতের অন্তান্তরস্থিত আত্মা আমিই। ভূত-নিবহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আমিই; এ সমস্ত আমারই বিভিন্নবদ্ভাসমানা অলৌকিকী অবস্থার বিকাশ। হে অর্জ্জুন! আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত; অর্থাৎ আমিই শিশুরূপে জাত হইয়া কৌমারে কুমাররূপে বর্দ্ধিত হই, আবার আমিই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধরূপে পরিণত হইয়া জীর্ণ কায়া পরিহার পূর্ব্বক জলৌকাবৎ দেহান্তর আশ্রয় করি। জন্ম-বৃদ্ধি-মরণ আমারই অবস্থাভেদ মাত্র। আমিই সমস্ত। মদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

৪

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষঃ
তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বম্ বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥

অন্বয়:—নীলঃ পতঙ্গঃ লোহিতাক্ষঃ হরিতঃ, তড়িদ্গর্ভঃ (জলদঃ), ঋতবঃ, সমুদ্রাঃ চঃ (ত্বম্ এব অসি)। অনাদিমৎ ত্বম্ বিভুত্বেন বর্ত্তসে, যতঃ (ত্বত্তঃ) বিশ্বাঃ (বিশ্বানি) ভুবনানি জাতানি।

বিষমপদব্যাখ্যা—হরিতঃ—শুকাদি পক্ষী। তড়িৎ-গর্ভঃ—তড়িৎ গর্ভে যস্য স মেঘঃ। বিদ্যুদ্দাম—বিকাশিত নেত্র-রমণীয় জলদশ্রেণী। অনাদিমৎ—আদিশূন্য অর্থাৎ অনাদি। ত্বম্—তুমি। বিভুত্বেন—ব্যাপকত্বেন সর্ব্বব্যাপিরূপেণেত্যর্থঃ—সর্ব্বব্যাপিরূপে। বিশ্বাঃ—বিশ্বানি (অত্র ক্লীবত্বভাগ্ভুবনশব্দস্য বিশেষণীভূত—বিশ্বশব্দস্য পুংস্ত্বম্ ছান্দসম্) সমগ্র

বঙ্গার্থ—নয়নরঞ্জন নীল পতঙ্গ নিবহ, মনোমোহকর লোহিতনেত্র শুকাদি সুকণ্ঠ পক্ষিকুল, বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতনেত্র রমণীয় জলদমালা, নবজীবনপ্রদ উল্লাসময় বসন্তাদি ঋতু নিকর এবং অনন্ত অতলস্পর্শ জলধি, এ সমস্ত তুমিই; তোমারই প্রকার-ভেদ মাত্র। তোমার আদি নাই, অথচ এই বিশ্বভুবনের সত্তা আদিকর্ত্তা তোমাতে বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ তুমি নিজে অনাদি হইয়াও জগতের আদি রূপে বিরাজ করিতেছ। তোমার অচিন্তনীয় শক্তি সন্নিধানে কার্য্যকারণের অবস্থা হইয়াছে। অনাদি কারণ তুমি অনাদিমান্ ভুবনের কর্ত্তা। তুমি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছ। যেহেতু এই বিশ্বভুবন তোমা হইতে উৎপন্ন হইতেছে তোমার ব্যক্তিত্বই এই বিশ্বোদ্ভাবনের নিদান।

বিশেষার্থ। চক্ষুমনোরম পতঙ্গ শ্রেণী, শ্রবণরঞ্জন সুকণ্ঠ শুক-পিকাদি বিহঙ্গম কুল তোমারই অংশ, তোমার করুণা-প্রস্রবণের সুশীতল সলিলকণা। হাস্যময়ী সৌদামিনীর ঘনকৃষ্ণ জলদ-ক্রোড়ে নর্ত্তন তোমারই বিভূতি। কল্পদ্রুমার রত্নাভরণ ভাতিনী প্রসূন ও সৌরভামোদিত বসন্তাদি ঋতু-সন্দোহ তোমারই মহিমার প্রতিকৃতি

সুনীল প্রশস্ত অনন্ত সমুদ্র তোমারই করুণা-বারিধির রূপান্তর মাত্র। এ জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রীতিময়, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, তাহা তোমারই অংশ। তুমি নিজে নিত্য সুন্দর, শুদ্ধ, শান্ত, নির্ম্মল, তাই তোমার অংশজাত পদার্থও তদ্রূপ। হে নাথ! তুমি নিজেই বলিয়াছ—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মমতেজোঽংশসম্ভবম্॥

এই ধরাধামে যা কিছু শ্রীমান্, যাকিছু বিভূতিমান বা যা কিছু প্রতিভাবান্, তাহা আমারই অপ্রতিহত তেজের অংশ-সম্ভূত। আমরা দৃষ্টিহীন—বিবেক-হীন, তাই সর্ব্বভূতে বিরাজমান তোমার বিরাট সত্তা অবলোকন বা মনে ধারণ করিতে সমর্থ হইনা। তুমি আমাদের নয়নে নয়নে নয়ন রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছ, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছিনা! যখন অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে অপ্রতিবুদ্ধভাবে শয়ান ছিলাম, তখন তুমিই তোমার সকরুণ করস্পর্শে আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিলে। আবার যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন তুমিই জননীরূপে তোমার সুকোমল স্নেহ-সিক্ত অঞ্চলে আমাদিগকে স্থান দান করিয়াছিলে। তৎপর হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তুমিই রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ; আবার হে নিরঞ্জন! তুমিই শুক-পিক-পতঙ্গাদি, শশাঙ্ক-তারকা-চন্দ্রিকা প্রভৃতি, তড়িন্মেঘাবলী ও শারদ বসন্ত প্রভৃতি দ্বারা নিয়ত আমাদের হৃদয়রঞ্জন করিতেছ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গীতার্থ।

ভূমিকা

(১। গীতার মুখ্য উপদেশ)

(১) লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর বশীভূত না হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত।

২। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য এক হইলেও জীবের প্রকৃতি (স্বভাব) এবং স্বাভাবিক জ্ঞানানুরূপ ধর্ম্মও স্বতন্ত্র হইয়া যায়। যাহার যেরূপ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম সম্পাদন করা তাহার কর্ত্তব্য এবং যাহার যে কর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা করা অকর্ত্তব্য।

৩। জ্ঞানালোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

৪। স্বভাবতঃ জীবধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ এবং মানবের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্নরূপ হইলেও সত্য ধর্ম্ম এক ; অতএব মানবের স্বধর্ম্ম (Duty) পালন দ্বারা কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে এবং লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য রূপ অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোকে ঐ নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সোপান দ্বারা সত্য-ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রাসাদারোহণ করা যায় ; উহা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

৫। প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তির ধ্বংস বা শক্তির হ্রাস কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম নহে। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না এবং ইন্দ্রিয় ধ্বংস হইলে কামনানল নির্ব্বাপিত হয় না ; মনঃসংযম ও মনোবৃত্তি বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিও বশীভূত হয় ; অতএব নিস্বার্থভাবে মনঃসংযম পুরঃসর ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম্ম নিষ্কাম হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়, উহারই নাম যোগাভ্যাস। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামনার অধিষ্ঠান ভূমি। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুর চিন্তা হইতে ঐ ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে, ঐ আসক্তি হইতে বস্তু-প্রাপ্তির কামনা বলবতী হয় ; কামনা বলবতী হইলে, স্বীয় স্বার্থের জন্য মানব দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়। জগতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা কামনা জনিত স্বার্থপরতা হইতে সম্পন্ন না হইতে পারে, এইজন্য সর্ব্বাগ্রে আসক্তি ও কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন করা উচিত। ঐ ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন হইলে, মন নিশ্চল ও বুদ্ধি স্থির হয় এবং মানব অনাসক্ত, নিষ্কাম এবং যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। কামনা-জনিত স্বার্থের বিঘ্ন হইলে, দুঃখ উপস্থিত হয়। কামনানল নির্ব্বাপিত (অর্থাৎ বিবেকাধীন) হইলে, কামনা-জনিত সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ থাকে না ; অতএব কামনানল নির্ব্বাপিত করিয়া স্বীয় স্বার্থপরিত্যাগ ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্বপতির বিশ্বসেবা দ্বারা ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চশিখররূপ জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ যাহাতে লাভ করা যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাই গীতার উপদেশ ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

(২। গীতার উচ্চনীতি।)

সত্যধর্ম্ম কি ? মানবের জ্ঞানাতীত ঈশ্বরে কর্ম্মফল কি প্রকারে সমর্পিত হইবে ! বা সচ্চিদানন্দ লাভ কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ?

এই কয়েকটি কঠিন প্রশ্নের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ এবং উচ্চনীতি যাহা গীতায় অতি সুকৌশলে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত আছে, তাহা যদিও শ্লোক ব্যাখ্যায় সমস্ত বিশদ হইবে তথাচ এই ভূমিকায় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশ করা আবশ্যক ; তদ্দ্বারা গীতা পূর্ব্বোল্লিখিত উপদেশ এবং উদ্দেশ্য বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি, শিব সংহারশক্তি এবং বিষ্ণুই বিশ্বের স্থিতি-শক্তি। এই ত্রিশক্তি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে ঐ ত্রিশক্তির আধারই ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে জীব ব্যষ্টি, ঈশ্বর সমষ্টি ; যথা—

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টি সমষ্টিতা॥
সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোহন্যেতু কথ্যন্তে ব্যষ্টি সংজ্ঞয়া॥
(পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক, ২৪। ২৫ শ্লোক।)

উপরোক্ত শ্লোক দ্বয়ের তাৎপর্য্যার্থ——ইতিপূর্ব্বে যে অবিদ্যা ও মায়ার বিবর কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্য গুণ পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাজ্ঞ, তিনি লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহাকে তৈজস বলিয়া থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান মায়ার অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর, তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহার নাম হিরণ্য-গর্ভ। পরন্তু তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও, এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। যিনি ব্যষ্টীভূত লিঙ্গশরীরের অভি-মানী, তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টীভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে হিরণ্য-গর্ভ বলে। হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি স্বরূপ এবং তৈজস জীব ব্যষ্টিস্বরূপ॥ ২৪

লিঙ্গশরীরোপাধি বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে। কিন্তু জীবের ঐরূপ একাত্মভাবের জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস জীবকে ব্যষ্টি বলিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে পৃথক্ রূপ জ্ঞান করে॥২৫ (সরল তাৎপর্য্য বা সার-নীতি) যাঁহার আপনার সহিত সর্ব্বপ্রাণীর অভেদজ্ঞান, যাঁহার আপনার ন্যায় সর্ব্ব-প্রাণীর সুখ দুঃখে সমবেদনা, যাঁহার জগতের হিতই আপনার হিত, তিনিই ঈশ্বর বা মুক্তপুরুষ। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর আপনার সহিত অভেদজ্ঞান নিশ্চয় হইলে, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যে শিবত্ব প্রাপ্তি বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। সমস্ত জীবের আত্মা এক; তবে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতে আত্মজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ আমিত্বের উপলব্ধি অর্থাৎ আপনাকে অন্য হইতে পৃথক্ জ্ঞান ও আপনার শারীরিক এবং মানসিক সুখ-দুঃখ অন্যের সুখ দুঃখ হইতে পৃথক্ উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিও পৃথক্ আমিত্বজ্ঞাপক ব্যষ্টিতত্ত্ব নহে। চিদ্বিম্বিতা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ঐ শক্তিই ঐশ্বরী-শক্তি এবং ঐশক্ত্যসহিত চিদ্বিম্ব বা চৈতন্যাকারই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। জীবের বুদ্ধি রজস্তম-মিশ্রিতা; কাম, কর্ম্ম, ভ্রান্তি ও মোহাদি-দূষিতা; অতএব মলিনসত্ত্বগুণোৎপন্না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের, রজো-গুণদ্বারা প্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত কর্ম্মের ও তমোগুণদ্বারা সত্তা জ্ঞানানন্দের আবরণ রূপ ভ্রান্তি, মোহ, অজ্ঞানতা ও জড়ত্বের বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধি, মন সত্ত্বগুণোৎপন্ন,

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি রজোগুণোৎপন্ন, পঞ্চভূত ও ভৌতিক জড়-জগৎ ও জীবদেহ তমোগুণোৎপন্ন। সত্ত্বগুণোৎপন্ন বুদ্ধি তত্ত্বচৈতন্যের দর্পণ স্বরূপ। ঐ দর্পণ নির্ম্মল হইলে, সমষ্টি-বুদ্ধি-দর্পণস্থ চৈতন্য অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ চৈতন্যাকারে বিম্বিত হয়। ঐ চিদ্‌বিম্বিত বুদ্ধি-দর্পণের উপরিভাগ কাম-রঙ্গে রঞ্জিত এবং তমোময় জড়াবরণে আবরিত হয়। ঐ আবরণ ভেদ করিয়া এক একটী পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন স্বচ্ছ বিন্দু প্রতিবিম্বিত মলিন চিদাভাস মাত্র বাহ্য জগতে প্রকাশিত হয়। ঐ আবরণই জড়জগৎ এবং বিন্দ্বাকারে প্রতিবিম্বিত পৃথক্ পৃথক্ মলিন চিদাভাসই জীব। ঐ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবই মনুষ্য, উদ্ভিদ এবং পশু-পক্ষ্যাদি। জীব-জগৎ তমোময় জড়াবরণে আবরিত—চিদগ্নি ধূমায়মান মাত্র। উদ্ভিদ্-জগতে বাহ্যজ্যোতির অপ্রকাশ। পশু পক্ষ্যাদি জীব-জগতে সামান্য অস্পষ্ট-প্রকাশ। অতএব ঐ জীবশ্রেষ্ঠ মানবে অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান-জ্যোতি কথঞ্চিৎ বিকাশিত হওয়ায়, মানব যদি স্বীয় কর্ত্তব্য সুসম্পাদন দ্বারা রজোগুণোৎপন্ন কর্ম্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বাভিমুখে করিতে পারে, তবে পূর্ব্বোক্ত দর্পণের তমাবরণের মধ্য দিয়া সত্ত্ব-জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ঐ সত্ত্ব-জ্যোতিতে তমাবরণ আলোকিত হইলে, বুদ্ধিরও মলিনত্ব দূরীভূত হয়। বুদ্ধির মলিনত্ব দূরীভূত হইলে, এক বিন্দুর সহিত অন্য বিন্দুর মধ্যে আবরণ জনিত ব্যবধান বা ব্যবচ্ছেদ অন্তর্হিত এবং ঐ বিন্দু-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সমষ্টি-বুদ্ধি-দর্পণ-বিম্বিত পূর্ণ চৈতন্যের সহিত একীভূত ও মিলিত হয়; অর্থাৎ বিন্দুতে অনন্ত প্রতিভাত হয়!

যখন সর্ব্বজীবের আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্ম-জ্যোতি, কেবল ভ্রান্তিরূপ আবরণ হেতু বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চিজ্জ্যোতি ক্ষুদ্র এবং মলিন প্রতিভাত হওয়ায়, জড় দেহই আমি এবং দেহের ও দেহ-সংসৃষ্ট মনের সুখ-দুঃখই আমার, অনুভূত হয়; তদ্ধেতু পৃথক্ আত্মা বলিয়া প্রতীতি হয়; তখন ভ্রান্তিরূপ আবরণ অন্তর্হিত এবং কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে, জ্ঞানালোক দ্বারা আপনাতে সমস্ত জীব এবং সমস্ত জীবে আপনাকে দৃষ্ট হয়। বর্ণনানুসারে বিশ্বের সমগ্র জীব এক ঈশ্বরে অবস্থিত বা সমগ্র জীবে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকায়, কর্ম্ম বিশ্বহিতের নিমিত্ত বা অন্ততঃ সাধারণ মানব-সমাজের হিতের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে* অবশ্য কর্ম্মফল ঈশ্বর-সমর্পিত হয়। বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম্মই যজ্ঞ; বিষ্ণু সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান থাকায় বা সর্ব্বজীব বৈষ্ণবী শক্তিতে অবস্থিত থাকায়, সাধারণের হিতজনক কর্ম্মই যে বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম বা যজ্ঞ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, জগতের সাধারণের হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে বিশ্বহিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে কর্ম্মও ঈশ্বরে সমর্পিত হয় এবং আপনার আত্মা বিশ্বের আত্মায় মিশাইতে পারিলে, সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

* সমগ্র মানবজাতির হিতের সহিত অন্যান্য জীব-জগতের হিত যে সংবদ্ধ আছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(৩। আসক্তি ও কামনাত্যাগ।)

আধুনিক ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবাগণের মধ্যে অধিকাংশই এই বলিয়া তর্ক করেন যে, "মানব আসক্তি বা কামনাশূন্য হইতে পারেনা। বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম কি কামনা-জনিত নহে? পরহিতে আসক্তি না জন্মিলে, কখনই পরহিতানুষ্ঠান হইতে পারেনা।" ইত্যাদি; ইহার উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে, মনের সমতা উপস্থিত হইলে এবং সমস্ত কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র বিশ্বহিত হইলে, তাহাকে কামনা বা আসক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারেনা। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় অন্য হইতে পৃথক্‌রূপে পরিচয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ চিনিবার নিমিত্ত তাহার একটী নাম বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তদনুসারে নিজের সুখের নিমিত্ত আপনার কি আত্মীয়, সুহৃদ্ ও পোষ্যবর্গের ভোগ্য বা কাম্য বস্তু প্রাপ্তি বা রক্ষার অভিলাষকে কামনা এবং অনুরক্তিকে আসক্তি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিশ্বহিত হইলে, যদি ঐ মহৎ উদ্দেশ্যকেই কামনা ও আসক্তি নামে অভিহিত কর, তবে তোমার নিজের ভোগ্য বস্তুর কামনা ও আসক্তিকে কি ঐ একই নামে অভিহিত করিবে? এই জন্য প্রাচীন ঋষিরা বিশ্বহিতজনক কর্ম্মের উদ্দেশ্যকে নিষ্কাম সংজ্ঞা দিয়াছেন, ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম বিশ্ব-হিতে নিয়োজিত হইলে, ঐ কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। ইহাই তাঁহাদের বর্ণনার অভিপ্রেত। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ কর্ম্মের ফলও বিশ্বহিতে নিয়োজিত এবং বিশ্ব-পতির চরণে সমর্পিত হয়। নিজের স্বার্থের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অধিকাংশস্থলে বিবেক, ন্যায় ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিগর্হিত; কেবল আসক্তি ও কামনা-প্রসূত হয়; যেহেতু বিষয় বিশেষে আসক্তি ও কামনা প্রবল হইলে, মন এবং বুদ্ধি ঐ আসক্তি এবং কামনার যন্ত্র-স্বরূপ হওয়ায়, ঐ আসক্তি ও কামনা মানবকে স্বীয় দাসত্বে নিয়োজিত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম-ভ্রষ্ট এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়া ঐ বুদ্ধিরূপ যন্ত্রদ্বারা অভীপ্সিত কার্য্য (যতই পরানিষ্ট ও দুষ্কর্ম্ম হউক না কেন) সম্পাদন করিয়া লয়; কিন্তু বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম তদ্রূপ বিষয় বিশেষে আসক্ত বা কামনা হইতে অনুষ্ঠিত হইতে পারেনা; কেবল বিবেক এবং স্বাধীন কর্ত্তব্য বুদ্ধিদ্বারা সম্পাদিত হয়। বিশ্বে বহু জীব থাকায়, বহু লোকের বা বহু সম্প্রদায়ের হিতজনক কর্ম্ম হইলেও, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের অহিতকর হইতেও পারে, অথবা এক পক্ষে হিতজনক, পক্ষান্তরে অহিত-জনক হইতেও পারে; এই জন্য প্রত্যেক কর্ম্ম হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-নির্ণীত এবং তদ্দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাচিত হইয়া অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যেমন একটী প্রবল মনোবৃত্তির বেগ বশতঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ কর্ম্ম কখনই জ্ঞানালোক দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত এবং ন্যায়বিচার-প্রসূত হইতে পারেনা। জ্ঞানালোকদ্বারা পর্য্য-বেক্ষিত অন্তর্দৃষ্টি, যুক্তি ও বিবেক-প্রণোদিত, ন্যায় ও বিচার-প্রসূত এবং কর্ত্তব্য-

বুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আসক্তি ও কামনার বেগ এবং নিজের স্বার্থের গন্ধ থাকিতে পারেনা, তদ্ধেতু ঐ কর্ম্মকে কখনই সকাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারেনা। মনে কর ধর্ম্মাধিকরণে যে বিচারকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ঐ কর্ম্মকে সাধারণের হিতজনক কার্য বলা যাইতে পারে, যেহেতু বিচার কার্য্য দ্বারা সমাজের অনিষ্ট নিবারিত এবং ই বা মঙ্গল সাধিত হয়। বিচার কার্য্যের উদ্দেশ্যই সাধারণের হিত। ঐ বিচার কা অবস্থা ও প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয়; উহাকেই বিবেক যুক্তি ও ন্যায়-বিচার-মূলক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঐ বিবেক ও যুক্তি মূলক ন্যায় বিচার দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়, তাহাতে নিজের বিশেষ লাভে হানি হইলেও ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। কাম্য ও ভোগ্য বস্তু লাভের অভিলাষ কেই কামনা বলে; অতএব নিজের লাভের বিরুদ্ধ কিম্বা যাহাতে নিজের লাভালাভ বি মাত্র নাই, তদ্রূপ ন্যায়বিচার-মূলক পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে কি সকাম বলিবে? অবশ্য স্থলবিশেষে ন্যায়, যুক্তি ও বিবেক-প্রণোদিত কার্য্যও কামনার অনুকূল হইতে পারে কিন্তু ঐ স্থানে কামনা গৌণ; বিবেক, যুক্তি ও ন্যায় মুখ্য; উহাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরি গণিত।* নিজের ভোগ-লিপ্সা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিলে, ঐ কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম বিশ্বহিতে নিয়োজিত হইলে ঐ কর্ম্মের ফলও ঈশ্বরে সমর্পিত হয়; তদ্দ্বারা যোগসিদ্ধি বা ব্রহ্মলাভ হয়।

জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তির উদ্দেশ্য।

গীতায় মুখ্যতঃ সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এই ত্রিবিধ যোগের বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু ঐ তিনটী পথ চরমে এক হইয়া এক গম্য স্থানে পৌঁছিয়াছে; অথবা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ত্রিবেণীর সঙ্গমের ন্যায় একী ভূত হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে। সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগের ফল যে এক, তাহা গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উভয়ের একই লক্ষণ ঐ ৫ম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। জ্ঞান-যোগীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে যোগারূঢ় বা যোগ-যুক্ত যোগী কহে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোক হইতে ৬৯ শ্লোকে এবং যোগীর লক্ষণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত আছে। ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সহিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। যিনি রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ও স্নেহের বশীভূত না হইয়া মনের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভাশুভ সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমূহ কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ ও অমুক্ত

* কাম্যকর্ম্মও নিষেধ অন্তর্গত; নিষিদ্ধ হিতের সহিত কাম্যকর্ম্মের হিতও সংশ্লিষ্ট, এই তত্ত্ব হইতে শ্রী শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, যথাস্থানে তাহার মীমাংসা হইবে।

করিতে এবং পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মন হইতে বিষয়-রস বা ভোগাভিলাষ নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। যিনি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না এবং সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করেন, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী ও মুক্ত। যিনি সর্ব কামনা হইতে নিস্পৃহ, যাঁহার অন্তর নিবাতস্থ দীপের ন্যায় স্থির, যিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই নিত্য সুখলাভ করায় যাঁহাকে গুরু দুঃখেও বিচলিত করিতে পারেনা, যাঁহার সর্বজীবের আত্মাই নিজ আত্মা যিনি জিতেন্দ্রিয় ও আত্মজয়ী, তিনিই যোগী। ঐ যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্বভূতে এবং আপনাতে সর্বভূত অবস্থিত দর্শন করেন। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত জ্ঞান ও কর্মরূপ দুইটী নদীর সঙ্গমস্থান একই প্রদর্শিত হইল; এক্ষণে গীতার ভক্তিরূপা নদীর উপরোক্ত সঙ্গমে মিলন প্রদর্শিত হইবে। যিনি সর্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা, (অর্থাৎ দ্বেষশূন্য) মৈত্র, কৃপালু, মমতাহীন নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, মদ্‌বিষয়ে (ঈশ্বর বিষয়) স্থিরসংকল্প অর্থাৎ ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি সমর্পণকারী, যাঁহা হইতে লোক উদ্‌বিগ্ন হয় না, যিনি লোক হইতে উদ্‌বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, যিনি সর্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, কার্যদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য এবং সর্বকর্মফলত্যাগী, যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, ইষ্ট নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী, যাঁহার শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, যিনি মানে অপমানে একরূপ, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ-বিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা-প্রশংসায় সম ভাবাপন্ন, বাক্-সংযমী এবং অল্পে সন্তুষ্ট, তিনি ঈশ্বরের ভক্ত ও প্রিয়। অতএব উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভক্তিরূপা নদীও উপরোক্ত জ্ঞান-কর্মরূপা নদীর সহিত মিলিত হইয়া ঐ ত্রিস্রোতে এক মহানদী রূপে পরিণত হইয়াছে। এখন বুঝিলাম যে, জ্ঞানী সংযতমনা, ইন্দ্রিয় ও কামজয়ী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিরবুদ্ধি হইয়া আপনাকে বিশ্ব এবং বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে আপনাকে দেখিয়া, বিশ্বহিতে আত্মসমর্পণ পূর্বক পরম জ্ঞান ও পরমানন্দ লাভ করেন। কর্মযোগী ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বভূত অবস্থিত দর্শন করিয়া সর্বভূতে সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া সর্বকর্ম বিশ্ব-হিতে নিয়োজিত ও বিশ্বেশ্বরের পদে সমর্পণ পূর্বক নিষ্কাম জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন দ্বারা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম সুখী হন।

ভক্ত সর্বভূতে অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, কৃপালু, শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞানী, নিন্দা-স্তুতি-মানাপমানে একরূপ, নির্মম, নিরহঙ্কার, শুচি, কর্মদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য, সদা সন্তুষ্ট ও সর্ববিষয়ে গতস্পৃহ হইয়া নির্লিপ্তভাবে ভক্তিপূর্বক বিশ্বেশ্বরের কর্ম জ্ঞানে সর্বকর্ম বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া বিশ্বপতির বিশ্ব সেবায় নিয়োজিত হইয়া পরা ভক্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক ব্যাখ্যা)

গীতায় পূর্ব্বোক্ত ত্রিস্রোতা এক মহানদীরূপে পরিণত হইয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। যেমন পার্ব্বতীয় সামান্য ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সমতল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে স্রোতের বেগ বশতঃ ঐ সমতল নিম্ন ভূমি ভেদ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করে, সেইরূপ গীতোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-রূপা নির্ঝরিণী স্বীয় বেগ বশতঃ সংসার-ক্ষেত্র ভেদ ও স্বীয় আয়তন পরিবর্দ্ধন করিয়া বিশ্বনাথের বিশ্ব-সাগরে মিলিত হয়। গীতায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-যোগের বিবরণ এবং জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্তের লক্ষণ যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত আছে, ঐ সকল যোগের কার্য্য-পদ্ধতি তদ্রূপ বিশদভাবে নাই, কেবল আভাষ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার প্রথমে সাংখ্যযোগের লক্ষণ-নির্ণয় মধ্যে কর্ম্মযোগে ও ভক্তি-যোগের বিশদ বর্ণনা, সর্ব্বশেষে পুনর্ব্বার জ্ঞানযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য যোগের তাৎপর্য্য আত্মানাত্ম-বিচার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়; কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্য অনা-সক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং ভক্তি-যোগের তাৎপর্য্য ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-সেবা দ্বারা বিশ্বে-শ্বরত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ। উপরোক্ত তিন প্রকার পথই কঠিন। সাধক নিজের স্বার্থ বা কামনা জনিত সুখাভিলাষশূন্য না হইলে, নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন বা প্রকৃত বিচার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়, কি ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ হয়না। এই জন্য শরীর ও মন আয়ত্তাধীন করা আবশ্যক। উহার পর্য্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া বা কার্য্যপদ্ধতি গীতায় বিশদভাবে নাই, তবে কিঞ্চিৎ আভাষ যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত পর্য্যায়ক্রমিক কার্য্যপদ্ধতি গীতায় না থাকার কারণ এই যে, গীতা-প্রণয়নের সময় ভারতবাসী আর্য্যগণের কালোচিত শিক্ষা ও কার্য্যপ্রণালী যাহা প্রচলিত ছিল, তৎব্যতীত উহার স্বতন্ত্র কার্য্যপদ্ধতি গীতায় সন্নিবেশ আবশ্যক হয় নাই; তবে যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার আভাষ গীতায় আছে। তৎকালে বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রম, বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রম প্রচলিত ছিল। বাল্যে গুরুগৃহে সংযমী ও নিয়মী হইয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, স্মৃতি, গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি পাঠ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বা তাৎপর্য্যার্থ বিশদরূপে পরিগৃহীত হইত এবং তাহার কার্য্যতঃ ব্যবহারোপযোগি শিক্ষাও প্রদত্ত হইত; সংযম বা যম অর্থে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (পরদ্রব্যাপহরণ হইতে নিবৃত্তি) ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ (বাসনা ত্যাগ); নিয়মার্থে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বর-প্রণিধান বুঝায়। তপস্যা তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। *

* গীতার ১৭ অধ্যায়ের ১৪। ১৫। ১৬ শ্লোকে ত্রিবিধ তপস্যার লক্ষণ আছে; উহা সম্পূর্ণ নীতি-শাস্ত্রমূলক। ঐ ঐ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার তপস্থার অন্তর্গত; অতএব আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অভ্যাস করা হইত। উপরোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহারকে পঞ্চাঙ্গ-যোগ বলে। ঐ পঞ্চাঙ্গযোগ অনুশীলন দ্বারা শরীর এবং মন আয়ত্তাধীন হয়। প্রণিধান দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূরীভূত এবং বুদ্ধি স্থির হয়। তদ্দ্বারা মনের ভাব-সংশুদ্ধি এবং আত্মপ্রসন্নতা লাভ হয়; তদ্ভিন্ন ধারণাশক্তিরও বিকাশ হয়। ব্রহ্মচারী বাল্যকাল হইতে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে উপরোক্ত শিক্ষা লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া, পূর্ণ যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। আর্য্য-সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু গীতা-প্রণয়ন কালে উহা কার্য্যতঃ বিকৃত হইলেও, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই; তজ্জন্য গীতায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-শিক্ষার স্বতন্ত্র কার্য্যপদ্ধতির পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশ আবশ্যক হয় নাই। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন মানবের শিশুকালে উপযুক্ত শিক্ষালাভ এবং চরিত্রগঠন হইলেও, যৌবনকালে ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে ও লোভ, মোহ, কামাদি-রিপু-প্রভাবে নীতিমার্গ হইতে বিচ্যুতি এবং পদস্খলন হইতে পারে; সেইরূপ শিক্ষা এবং উচ্চনীতি—পূর্ব্বসমাজের যৌবনাবস্থায় ঐশ্বর্য্য-মদ-মত্ততা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হেতু সমাজও নীতি-মার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে পারে। যখন পূর্ব্বোল্লিখিত শিক্ষিত যুবা নীতিভ্রষ্ট ও স্খলিতপদ হইয়া পাপ-পঙ্করূপ নরকে নিমজ্জিত ও ঘোর কষ্টে নিপতিত হয়, তখন ঐ কষ্ট তাহার অন্তরের অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মাকে জাগরিত করাইতে পারে; তদ্রূপ আত্মা জাগরিত হইলে, ঐ আত্মজ্যোতি-প্রতিবিম্বিত সদ্বুদ্ধি ও বিবেক উদিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রিপুগণকে ধ্বংস পূর্ব্বক নীতি-মার্গভ্রষ্ট যুবাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐ যুবার বাল্যকালের অধীত গ্রন্থাদি পুনঃ পাঠের বা তাহার কার্য্যপদ্ধতি পুনঃ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। একটী মানবের পক্ষে যে নিয়ম প্রযোজ্য, মানব-সমষ্টি লইয়া যে সমাজ স্থাপিত হয়, ঐ সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম প্রযোজ্য। মানব-দেহের যেরূপ শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকাল আছে, সমাজ-দেহেরও তদ্রূপ আছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানবের অন্তরের ন্যায় সমাজের অভ্যন্তরেও সদসদ্বৃত্তিরূপা দৈবী ও আসুরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে এবং অলক্ষ্যে তাহাদের সংগ্রাম চলিতেছে। ইন্দ্রিয়-পরবশ যুবার যৌবনকালের ন্যায় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত সমাজের যৌবন কালে আসুরী শক্তি দৈবী শক্তিকে পরাভব এবং সমাজনেতাগণকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় পরিণত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাজকে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট এবং পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে। যখন তদ্রূপে সমাজ পাপ-পঙ্করূপ নরকে নিমজ্জিত হয়, তখন সমাজের প্রধান এবং সমাজের নেতা ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অত্যাচারে এবং

পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি অপব্যবহার দ্বারা অধিকাংশ লোক প্রপীড়িত এবং ঘোর কষ্টে নিপতিত হইয়া তাহাদের (অর্থাৎ প্রপীড়িত সমাজের) অন্তরের বেদনা অন্তরের গূঢ়তম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সমাজের বিরাট আত্মা বা সমষ্টি-আত্ম-শক্তি জাগরিত করাইতে পারে; তদ্রূপে সমাজের আত্ম-শক্তি জাগরিত হইলে, সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-নিয়ামিকা জ্ঞান ও কার্য্য-শক্তি জাগরিত হয়, এবং তাঁহার সেই বিশ্ব-নিয়ামিকা পরমজ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত সমাজের আভ্যন্তরিক দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদ্ পুনঃ বিকাশিত এবং তৎকর্তৃক আসুরী শক্তি বা আসুরী সম্পদ্ বিনষ্ট হয়; অতএব পূর্ব্বোক্ত সমাজের বিরাট আত্মা-স্বরূপ পরমজ্ঞান-জ্যোতি বা পরমাত্মা-জ্যোতিই শ্রীকৃষ্ণ। সমাজের অন্তরের সদ্বৃত্তি-রূপা দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদ্ই পাণ্ডব-পক্ষ এবং অসদ্বৃত্তি রূপা আসুরী শক্তি বা আসুরিক সম্পদ্ কুরু-পক্ষ সাব্যস্ত হইতেছে। বিবেক সদ্বৃত্তির মধ্যে একটি প্রধান, যেহেতু বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় বিবেক ইন্দ্রিয় বা কামনার বশীভূত হইয়া কার্য্য করেনা, স্বাধীনভাবে কার্য্য করে; কিন্তু বিবেকে প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতিভাসিত না হইলে, কর্ত্তব্য বা সদ্ভ্রমে বিবেক কর্তৃক অকর্ত্তব্য ও অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে; অতএব অর্জ্জুনরূপ বিবেক প্রথমতঃ নিবৃত্তিরই ঔচিত্য বোধে প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন; তদনন্তর ঐ অর্জ্জুন রূপ বিবেক, শ্রীকৃষ্ণ রূপ পরমজ্ঞান কর্তৃক উপদিষ্ট বা ঐ জ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত হইয়া যে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই গীতার আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা। * এই আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা লৌকিক ইতিহাসের প্রতিকূল নহে এবং এই আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা দ্বারা ঐতিহাসিক কৃষ্ণার্জ্জুন ও কুরু-পাণ্ডবের সত্তা বিলুপ্ত হয় না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সমাজের অন্তরের বেদনা অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সমাজের বিরাট আত্মা জাগরিত হন; প্রকৃতপক্ষে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি বা পরম-জ্ঞান-জ্যোতি সমাজস্থ কোন আদর্শ মানববিশেষে ঘনীভূত ও প্রতিবিম্বিত হয়; তদ্রূপ না হইলে এবং তদাভাসে সমাজের কতকাংশ উচ্চমনা ব্যক্তির অন্তর প্রতিভাসিত ও উজ্জ্বল না হইলে, নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট এবং পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত সমাজ কখনই উদ্ধৃত এবং পুনঃ ন্যায় ও নীতিমার্গ-গামী হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতিভাসিত না হইলে, বিবেক কর্তৃক প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান হয় না। উত্তরের [illegible] কর্তৃক সংগৃহীত মনোবিজ্ঞান ও জ্ঞানযোগ—অন্তর্জগৎ প্রবন্ধে বিশদভাবে আছে। ১৩..র [illegible] পত্রিকা দ্রষ্টব্য। দস্যু কর্তৃক অর্জ্জুনের নিকট যাদব-পত্নী-হরণ ইহার একটী দৃষ্টান্ত।

श्रीहरिः ।

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

গীতার্থ।

ভূমিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিশ্বের প্রকৃতি-সমুদ্রের অভ্যন্তরে সদসদ্বৃত্তিরূপা দৈবী এবং আসুরী শক্তি না থাকিলেও, অন্তরে অনন্ত-জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং ঐ ভাণ্ডারস্থ বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি ও জ্ঞান না থাকিলে, সদসদ্বৃত্তির স্ফুরণ এবং তাহার নিয়ামিকা শক্তির অঙ্কুর রূপ জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ কখনই হইত না এবং সর্ব্বসামঞ্জস্য কখনই সুরক্ষিত হইত না। মানব, প্রকৃতি-সমুদ্রের বারি-বিন্দু সদৃশ; ঐ সমুদ্রের মধ্যে অমৃত ও বিষ উভয়ই অন্তর্নিহিত থাকায়, তাহার বিন্দুরূপ মানবেও অমৃত ও বিষ উভয়ই আছে। মানব-দেহ বিষ ও অমৃত উভয়েরই আধার; অতএব দম্ভাহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অসদ্বৃত্তির আধার দুর্য্যোধন-প্রমুখ কুরু-পক্ষ এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান, সৎসাহস, বিবেক, যুক্তি ও ন্যায় প্রভৃতি সদ্বৃত্তির আধার যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডব-পক্ষ সাব্যস্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-নিয়ামিকা শক্তির আধার ও সর্ব্বসামঞ্জস্য বা সর্ব্বজ্ঞানের অবতার, ইহা বলা বাহুল্য। গীতার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী হউক বা লৌকিকীই হউক, গীতার উপদেশের ন্যায় সারাৎসার নীতি-গর্ভ উপদেশ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব-জীবনের কঠিন রহস্যোদ্ভেদ গীতায় যেরূপ আছে, জগতের কোন ভাষার কোন গ্রন্থে তদ্রূপ থাকা দৃষ্টিগোচর হয় না। গীতা সংসার-যাত্রীর পথ-প্রদর্শক, জ্ঞানার্ণব-যাত্রীর ধ্রুবনক্ষত্র এবং কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের কষ্টিপাথর। ঐ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় এমন একটি প্রশ্ন লইয়াই গীতার প্রারম্ভ, যাহা জ্ঞানীর পক্ষেও মীমাংসা করা কঠিন।

(৬)

[কর্ত্তব্যকর্ম্মের ব্যাখ্যা।]

লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত না হইয়া অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করাই গীতার মুখ্য উপদেশ; কিন্তু ঐ উপদেশ কেবল গীতার নহে, বেদ, কোরাণ, বাইবেল, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি সকল গ্রন্থে [illegible]

বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, এমন কি, পদার্থবাদী বা নাস্তিক পর্য্যন্তও মানবকে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা কার্য্যকালে-নির্ব্বাচন ব্যতীত ইহার সাধারণ কোন সংজ্ঞা উপরোক্ত, কোন গ্রন্থে নাই; বস্তুতও উহার সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। আবশ্যকমত কার্য্যকালে বিবেক, যুক্তি ও নিঃস্বার্থ বিচার দ্বারাই যে কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়, ইহাই প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রের মত। কিন্তু বিবেক, যুক্তি এবং বিচার নিঃস্বার্থ হইলেও, মোহ বশতঃ, যাহা প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত বা কর্ত্তব্য নহে, তাহাই ধর্ম্ম-সঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অর্থাৎ কর্ম্মের উদ্দেশ্য সৎ হইলেও, ভ্রান্তি দ্বারা সদ্ভ্রমে অসৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সৎ কর্ম্মের মধ্যে অসৎ কর্ম্ম এবং অসৎ কর্ম্মের মধ্যে সৎকর্ম্ম আছে, উহা নির্ব্বাচন করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা অনেক স্থলে পণ্ডিতের পক্ষেও কঠিন; এইজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, যাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম হয় এবং যিনি সেই নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া খাটি কর্ত্তব্য পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান ও প্রকৃত পণ্ডিত। উপরোক্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় কঠিন প্রশ্ন লইয়াই গীতার প্রথম অবতারণা। নরহত্যা, বিশেষতঃ আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধুর বধ অতীব দুষ্কর্ম্ম; ঐ জ্ঞাতি-বন্ধুর বধ রূপ দুষ্কর্ম্ম সাধন দ্বারা নিজের রাজ্য, ধন-সম্পদলাভ এবং তাহা ভোগকরা ততোধিক ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম। আবার যে স্থলে ঐ বধ্য জ্ঞাতি-বন্ধুগণ সংখ্যায় অতিরিক্ত এবং স্বজাতি, স্বগোত্র ও স্বদেশের মধ্যে শক্তিমান, ক্ষমতাশালী এবং বীরশ্রেষ্ঠ হন, সে স্থলে তাঁহাদের ধ্বংসে বীরবংশ লোপ, জাতির বা কুলের ধ্বংস; ঐ কুল ধ্বংস হইতে—পরিণামে কুলস্ত্রীগণের অধর্ম্ম-মতি ও তৎপরিণাম সতীত্ব-নাশ হইতে—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে কুল-নাশক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি; ঐ বর্ণসঙ্কর হইতে কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মের বিনাশ; ঐ কুল-ধর্ম্ম এবং জাতিধর্ম্মের বিনাশ হইতে আর্য্যজাতির অধোগতি ও ঘোর অধঃপতন সম্ভব; তদ্ধেতু যুদ্ধে উপরোক্ত স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধুর বধ ঘোরতর অধর্ম্ম, ইত্যাদি চিন্তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনের মনে উদিত হওয়ায়, অর্জ্জুন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিপক্ষ জ্ঞাতিগণ যদি লোভোপহিত-চিত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কুলক্ষয় প্রভৃতি দোষ বিবেচনা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তথাচ এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ করিয়া রাজ্য, ধন ও সম্পদ উদ্ধার আমার কর্ত্তব্য নহে এবং ত্যাগ-স্বীকারই কর্ত্তব্য। আপাততঃ উপরোক্ত যুক্তি অতীব ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না কি? কিন্তু একটু গভীর চিন্তা অর্থাৎ উহার অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অর্জ্জুনের উপরোক্ত যুক্তি-তর্ক এবং সিদ্ধান্ত ধর্ম্ম-ন্যায়-সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য নহে। কণ্টকপূর্ণ ক্ষেত্র অপেক্ষা নিষ্কণ্টক ক্ষেত্র ভাল। ক্ষেত্রস্থ কুতৃণ দূর না হইলে, ক্ষেত্র ধন-ধান্যপূর্ণ হইতে পারে না। অর্জ্জুনের বিপক্ষ দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতি-

ক্ষত্রিয় নৃপতিবৃন্দ সমাজের অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, সাধু ও সাধ্বীগণের প্রতি আক্রমণকারী, পরাপমানকারী, ক্রূরকর্ম্মা, শঠ ও প্রবঞ্চক হওয়ায়, তাহাদের কর্ত্তৃক আর্য্য-সমাজ দূষিত, কলুষিত এবং ক্রমে অধঃপাতিত হইতেছিল; তদ্দ্বারা সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায়, ভারত-সমাজ ঘোর নরক সদৃশ পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং কয়েকজন পরস্বাপহারী ক্রূরকর্ম্মা দুর্নীতিপরায়ণ নৃপতি * ধর্ম্ম-রাজ্যের ও কোটি কোটি লোকের কণ্টকস্বরূপ হওয়ায়, ঐ কণ্টক দ্বারা রত্নগর্ভ ভারত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঐ কণ্টকবৃক্ষ ছেদন ব্যতীত ক্ষেত্র পরিষ্কার এবং পুনঃ ধন-ধান্যপূর্ণ হইতে পারে না। দশের ধর্ম্ম রক্ষার্থে একের বিনাশ ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত নহে। উহা রাজনীতি। যেস্থলে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট, সমাজ-কলুষকারী, রাজবিদ্রোহী এবং অধর্ম্মের নেতা কয়েকজন নৃপতির ধ্বংস ব্যতীত, ধর্ম্ম-রাজ্য রক্ষা, কোটি কোটি লোকের উদ্ধার ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন, পাপ-পঙ্ক হইতে জাতীয়জীবন-উদ্ধার,† সাধুগণের পরিত্রাণ এবং পুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপনের উপায় না থাকিলে, সেই স্থলে ঐ সমাজের কণ্টক স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্মের নেতা কতিপয় রাজ-বিদ্রোহী নৃপতির ধ্বংস সাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ স্থাপন পূর্ব্বক পাপপঙ্ক হইতে জাতীয় জীবন উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। যদি ধর্ম্মরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া ঐ অধর্ম্মের নেতারূপ বিষ-বৃক্ষ সমূহ ছেদন করিতে গেলে, তদানুষঙ্গিক লতা-গুল্মরূপ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক সৈন্যসামন্তবর্গও বিনষ্ট হয়, তথাচ লতা-গুল্মসহ বিষবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যরূপ উদ্যান রক্ষা করা প্রকৃত সম্রাট্ ধর্ম্মরাজের বা অর্জ্জুন প্রভৃতি রাজপুরুষগণের অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। ঐ বিষবৃক্ষ অবৈধ-মতে কোটি কোটি লোকের আশ্রয়স্থান হইলেই, ঐ বৃক্ষই ঐ কোটি কোটি লোকের প্রাণনাশক এবং ঘোরতর অপকারক বিধায়, তাহা ছেদন করা অতীব আবশ্যক। তৎ-কালের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের ধ্বংস দ্বারা জাতীয় জীবন নষ্ট হয় নাই। যে জাতীয় জীবনের ভিত্তি কেবল প্রবঞ্চনা, পাশব বল, অধর্ম্ম ও অত্যাচার ছিল, সে জাতীয় জীবন ক্ষণস্থায়ী। যাহার বল—ধর্ম্ম, অস্ত্র—জ্ঞান, যুদ্ধ—নিষ্কাম-কর্ম্ম,‡ সেনাপতি—বিশ্বপ্রেম, সৈন্য—

---

* উক্ত দুর্নীতি পরায়ণ নৃপতিবৃন্দের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনের অস্ত্রধারণ রাজবিদ্রোহ নহে; প্রকৃতপক্ষে যুধিষ্ঠিরই ভারত-সম্রাট্ ছিলেন। দুর্য্যোধন-প্রমুখ নৃপতিগণই রাজবিদ্রোহী; অতএব রাজবিদ্রোহী এবং সমাজ-কলুষকারীগণকে দমন করা ধর্ম্মসঙ্গত।

† প্রপীড়ন এবং সংক্রামকব্যাধি হইতে জাতীয় জীবন উদ্ধারও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বুঝাইবে। যেহেতু শ্রেষ্ঠদিগের অনুকরণ সকলের স্বভাবসিদ্ধ; অতএব কংস, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন শিশুপাল প্রভৃতির অনুকরণই সমাজের কিরূপ ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের নিদান, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমে বিশদ হইবে।

‡ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের নিষ্কামভাবে যুদ্ধের উপদেশ শ্লোক-ব্যাখ্যার সময় সমালোচিত হইবে। ঐ যুদ্ধ নিষ্কাম, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র—জ্ঞান, যুদ্ধ—নিষ্কামকর্ম্ম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার লৌকিক ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য আছে, তাহাও যথাস্থানে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

বিশ্বহিত, সে জাতীয় জীবন অক্ষয় ও অমর; সে রাজ্যের ধ্বংস নাই, এইজন্যই সুদর্শন-নীতি-চক্র-রূপ জ্ঞানাস্ত্রধারী বিশ্বপ্রেমের অবতার যে রাজ্যের সহায়, সেই রাজা ধর্ম্ম-রাজা ও রাজা ধর্ম্ম-পুত্র। যাহাহউক, সর্ব্বকালেই দেশ-হিতকর উন্নতি-বিধায়ক শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, সর্ব্বমঙ্গল বিধায়ক, সুখ-শান্তি-স্থাপয়িতা প্রজাবৎসল রাজা বা রাজ্ঞীই ধর্ম্মপুত্র বা ধর্ম্মপুত্রী এবং রাজাই ধর্ম্ম-রাজা। এই ধর্ম্মতত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার কর্ত্তব্য-নির্ব্বাচনের কষ্টিপাথর স্বরূপ জগৎ-পূজ্য ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করিয়া, যাহার যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। গীতার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা শ্লোক-ব্যাখ্যার সময় বিশদ হইবে। কিন্তু গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং তাহার ঐতিহাসিক ঘটনা কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক। তাহা বিবৃত না হইলে, পূর্ব্বোক্ত মতটি যে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন দর্শাইতে হইলে, ভারতবর্ষের তৎকালের এবং তৎপূর্ব্বের অবস্থার আলোচনা কিঞ্চিৎ আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চদশীব্যাখ্যা।

ভূতবিবেক।

সদ্বস্ত্বন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।
বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭২ ।

টীকা—নন্ু আকাশকার্য্যস্য বায়োরকারণভূতেন সদ্বস্তুনা তাদাত্ম্যপ্রতীত্য যোগাৎ সতো বিবেচনমপ্রয়োজকমিত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধাভাবেঽপি পরম্পরয়া সম্বন্ধোঽস্তী-ত্যাহ যথা সদ্বস্তুন্যেক দেশস্থা সদ্বস্তুনি—এক দেশস্থা মায়া, তত্র মায়ৈকদেশগমাকাশ-স্তত্রাকাশেঽপি একদেশগতো বায়ুঃ, প্রকল্পিতঃ—কল্পিতবান্ ইত্যর্থঃ। ৭২

বঙ্গানুবাদ—সদ্বস্তুর একদেশস্থিতা মায়া, মায়ার একদেশস্থিত আকাশ, আকাশের একদেশগত বায়ু কল্পিত হইয়াছে।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশ-ব্যাপিত-দুর্ভিক্ষকালে খুলনাজেলার দক্ষিণাংশে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুমূর্ষু প্রজাবর্গের জীবনরক্ষাকারী কোন রাজপুরুষের বিদায় উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধলেখকের সুত্র বক্তৃতার মধ্যে বিশ্বপতির হস্তে সর্ব্বমঙ্গল রূপ শঙ্খ, সুনীতি রূপ সুদর্শনচক্র, শাসনদণ্ড রূপ গদা এবং সন্ধ-শান্তি রূপ পদ্ম থাকায়, সেই বিশ্ব-পতির পালন-শক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী মঙ্গল-সুনীতি শাসন এবং সন্ধিশান্তির সহিত যে ভারতে বিকাশিতা হইয়াছেন, আজ তাঁহারই উপরোক্ত চতুঃশক্তির কিরণ প্রজাপুঞ্জে সংক্রমিত হওয়ায়, এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুমূর্ষু প্রজাবর্গের জীবনরক্ষা এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত গ্রামসমূহ পুনঃ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইত্যাদি কথা ছিল। উপরোক্ত বক্তৃতায় ধর্ম্মরাজা এবং ধর্ম্মপুত্র বা ধর্ম্মপুত্রী কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা বিশদ হইবে, সেইজন্য এই টীকাটি এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

তাৎপর্য্যার্থ—যদিচ আকাশের কার্য্যস্বরূপ বায়ুর সহিত সদ্বস্তুর কার্য্য-কারণতাদির কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি উক্ত বায়ু ও সদ্বস্তু, এই উভয় পদার্থ পরম্পরা-সম্বন্ধদ্বারা সম্বন্ধ আছে। কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু ও সদ্বস্তুর ঐক্য-সম্ভাবনা না থাকিলেও, পরম্পরা-সম্বন্ধে উক্ত উভয়ের ঐক্য-সম্ভাবনা আছে। অতএব সেই বায়ু হইতে সদ্বস্তু পরমাত্মার বিভিন্নতা নিরূপণার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত উক্ত উভয় পদার্থের পরম্পরা-সম্বন্ধ নিরূপণ করিতেছেন। মায়া সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপের একদেশ ব্যাপিয়া আছে, এবং আকাশ সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপের একদেশবর্ত্তী মায়ার একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; এইরূপে বায়ু সেই মায়ার একদেশবর্ত্তী আকাশের একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মার কার্য্য মায়া, মায়ার কার্য্য আকাশ এবং আকাশের কার্য্য বায়ু ; সুতরাং পরস্পর কার্য্যকারণ-রূপে পরম্পরা-সম্বন্ধে ন্যূনাধিক্যক্রমে বিদ্যমান আছে। অতএব সদ্বস্তু পরমব্রহ্মের সহিত বায়ুর পরম্পরায় কার্য্য-কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে, সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত বায়ুর ঐক্য কল্পনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয় ॥ ৭২

শোষস্পর্শৌ গতির্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগঃ ॥৭৩
বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্ কৃতে।
নিস্তত্ত্বরূপতা মায়া স্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ ॥৭৪।

টীকা—এবং সদ্বায়্বোঃ সম্বন্ধং প্রদর্শ্য তয়োর্ধর্ম্মতো ভেদজ্ঞানায় বায়ৌ প্রতীয়মানান্ দর্শনাহ বায়ৌ, শোষস্পর্শৌ গতির্বেগ ইমে ধর্ম্মাঃ কথিতাঃ সৎ মায়া ব্যোম্নাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবা-স্তেঽপি বায়ুগা বায়ৌ সন্তি যথা বায়ুঃ অস্তি—ইতি সদ্ভাব ব্যবহার হেতুঃ সদ্রূপত্বং সদ্বস্তুনোধর্ম্ম একঃ, সতিবায়ৌ পৃথক্ কৃতে সতি বায়ৌ সদ্বস্তুনো বিবেচিতে সতি নিস্ত-ত্ত্বরূপত্বং মায়াধর্ম্মো দ্বিতীয়ঃ শব্দঃ ব্যোম্নঃ সকাশাদাগতস্তৃতীয় ইত্যর্থঃ।৭৩।৭৪

বঙ্গানুবাদ—শোষ—(রসাকর্ষণ) স্পর্শ, গতি এবং বেগ, ইহা বায়ুর ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন সৎ, মায়া এবং আকাশের যে ত্রিবিধ স্বভাব, তাহাও বায়ুতে আছে, যথা বায়ু আছে (অস্তিত্ব), ইহা সতের ভাব ; সদ্বস্তু হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিলে, বায়ুতে মায়ার নিস্ত-ত্ত্বভাব এবং আকাশের শব্দও (বায়ুতে) আছে, ইহা আকাশের স্বভাব।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ুর সহিত সদ্বস্তু স্বরূপ পরমব্রহ্মের পরম্পর কার্য্য-কারণ রূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে ঐক্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ বায়ুর গুণ নিরূপণ করিতেছেন। স্বভাবতঃ বায়ুর চারিটি গুণ আছে, যথা রসাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। আর সদ্বস্তু, মায়া ও আকাশ, ইহা-দিগের যে তিনটি গুণ আছে, তাহাও বায়ুতে উপলব্ধ হয় ; যথা অস্তিত্বরূপ সদ্বস্তুর

গুণ যে সত্তা, তাহাও বায়ুতে অনুভূত হয়। মায়ার যে অনিত্যতারূপ গুণ দৃষ্ট হয়, বায়ুকে সত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিলে, তাহাও বায়ুতে স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, এবং আকাশের স্বভাবিক গুণ যে শব্দ, তাহাও বায়ুতে বর্ত্তমান আছে ॥৭৩॥৭৪॥

সত্যানুবৃত্তিঃ সর্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরোদিতম্।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং নব্যাহতং বচঃ ।৭৫।
ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তরধুনা ত্বিয়ম্।
শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ।৭৬

টীকা—সর্ব্বত্র সত্তাস্থানুবৃত্তি ব্যোম্নো ন অনুবৃত্তি পুরা কথিতং অধুনা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেব কথিতং তে তব বচো কথং নব্যাহতং সবিরোধং স্যাৎ। নমু ব্যোম-বিবেচন প্রস্তাবে বায্যাদিষনুবৃত্তং সৎ নতু ব্যোমেতি ভেদধীরিত ত্র বায্বাদাকাশানুবৃত্তিঃ নিবারিতা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেবাভিধীয়তে অতঃ পূর্ব্বোত্তর বিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য ছিদ্রা-নুবৃত্তির্নেতীতি আকাশস্য অনুবৃত্তি র্ন ইতীতি পূর্ব্বোক্তিস্তুপুনঃ অধুনা ইয়ম্ শব্দানুবৃত্তি-রেব কথিতা অতঃ কথং বচসো ব্যাহতিঃ বিরোধস্যাৎ পূর্ব্বমবকাশ লক্ষণানুবৃত্তির্নিবা রিতা ইদানীং ধর্ম্মানুবৃত্তিরেব অভিধীয়তে নতু স্বরূপানুবৃত্তির্ন ব্যাহতিঃ বিরোধ ইতি পরিহরতি।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে সত্তের অনুবৃত্তি কথিত হইয়াছে, ব্যোমের অনুবৃত্তি নহে, বলা হইয়াছে; এখন ব্যোমের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে; অতএব পরস্পর বাক্যের বিরোধ হইবে না কেন? (তদুত্তরে কথিত হইয়াছে), পূর্ব্বে আকাশের অনুবৃত্তি নহে, বলা হইয়াছে, এক্ষণে শব্দের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে, ইহাতে বাক্যের বিরোধ হইবে কেন?

তাৎপর্য্য—এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইতঃপূর্ব্বে আকাশতত্ত্ব বিচার প্রস্তাবে কথিত আছে যে, বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যভূত পদার্থে সত্ত্ব অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কখনও কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। পুনরায় এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ "শব্দ" বায়ুতে উপলব্ধ হয়, সুতরাং কার্য্য-কারণতারূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে আকাশও বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল। এক্ষণে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের বিরোধ স্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তের এইরূপ মীমাংসা করিলেই উপরি-উক্ত দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অবকাশ স্বরূপ আকাশে বায়ু প্রভৃতি কোনরূপ কার্য্যভূত পদার্থ অনুবৃত্ত হয় না, এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ কেবল মাত্র "শব্দ" বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত কোনরূপ বিরোধ সম্ভব হইতেছেনা, কারণ আকাশ আর বায়ু, উভয় এক পদার্থ নহে, উহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। অতএব এই বিভিন্ন

দার্থ আকাশ আর বায়ু উভয়ের মধ্যে কেবল আকাশের গুণ "শব্দ" মাত্র বায়ুতে অনুবৃত্ত হইলেই যে আকাশ বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ॥৭৫।৭৬॥

নন্বু সদ্বস্তু পার্থক্যাদসত্ত্বঞ্চেৎ তদা কথম্।
অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়ামরতাপি নো ॥৭৭।
নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।
সা শক্তিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥৭৮।
সদসত্ত্ব বিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ সচিন্ত্যতাম্।
অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্ ॥৮৯।

টীকা -নন্বু সদ্বস্তু পার্থক্যাৎ চেৎ যদি অসত্ত্বদসি তদা অব্যক্ত মায়া বৈষম্যাৎ কথং. মায়ামরতাপি ন বদসি? বায়োঃ সদ্ব্রহ্ম বিলক্ষণত্বাদসত্ত্ব লক্ষণ মায়ামরত্বং যদুচ্যতে ই অব্যক্তস্বরূপ মায়া-বৈলক্ষণ্যাৎ অমায়ামরত্বমপি কিং নস্যাৎ? ৭৭ তদুত্তরং—

অত্র তস্য বায়োঃ প্রযোজিকা নিস্তত্ত্বরূপতা যা মায়া সা এব কারণভূতা শক্তিরত্র বুচ্যতে ন অব্যক্তত্বং মায়ামরত্বে প্রযোজকং কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপত্বং তত্তু মায়ায়ামিব য্যো অপি অস্তিতা ন মায়ামরত্ব হানিরিতি পরিহরতি। ৭৮

নন্বু শক্তিকার্য্যয়োরপি নিস্তত্ত্বরূপতায়ামবিশিষ্টায়াং ব্যক্তাব্যক্তত্ব লক্ষণো ভেদঃ কুত-আশঙ্কা তদ্বিচারঃ প্রকৃতানুপযুক্ত ইতি পরিহরতি যথা—সদসত্ত্ববিবেক—অস্য স্তুতত্বাৎ সচিন্ত্যতাং অসতো মায়া তৎ কার্য্যরূপস্য অবান্তর ভেদ ব্যক্ত-অব্যক্তত্ব রূপ দ তৎ অত্র কিং চিন্তয় আস্তাং? ন প্রয়োজন ইত্যর্থঃ। ৭৯

বঙ্গানুবাদ—যদি সদ্বস্তু ইহতে পার্থক্যহেতু অসৎ বল, তবে অব্যক্ত মায়া-বৈষম্যহেতু মায়ামর কেন না বলিবে? ।৭৭

এস্থানে নিস্তত্ত্বরূপা মায়া ইহার প্রয়োজিকা মাত্র; সেই শক্তি এবং কার্য্য তুল্য, কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদমাত্র। ৭৮

সৎ-অসৎ বিবেচনা করিতে হইলে সদসতের মধ্যেই বিচার আবশ্যক। অসতের অন্তরস্থ ভেদ দেখা অনাবশ্যক। ৭৯

তাৎপর্য্যার্থ—অনন্তর অপর প্রশ্ন এইযে, যদি সদ্বস্তু পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্নতা হেতুঃ সেই বায়ুকে অসদ্বস্তু মায়িক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে বায়ুকে শক্তি-রূপ অব্যক্ত মায়া হইতে বিভিন্নতা হেতু অমায়িক পদার্থ বলিয়া কেন না স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, অব্যক্তস্বরূপা শক্তি অথবা ব্যক্তরূপ কার্য্য, ইহাদিগের মধ্যে কেহই মায়িকত্বের হেতু নহে, কেবল মিথ্যাস্বরূপই মায়িকত্বের কারণ। সেই মায়িকত্বের কারণীভূত মিথ্যাস্বরূপই কি শক্তির ন্যায় অব্যক্ত

কিম্বা কার্য্যস্বরূপ পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত? এস্থলে উভয় পক্ষেই সমান। প্রকৃত পক্ষে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন বস্তু অসৎ, এই বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, সৎ ও অসৎ, উভয়েরই বিবেচনা করা আবশ্যক। পরন্তু অসদ্বস্তুর অন্তরায় যে কতপ্রকার প্রভেদ আছে, এস্থলে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই॥ ৭৭। ৭৯

সদ্বস্তু ব্রহ্মশিষ্টোঽংশো বায়ুর্ম্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্ম্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ॥৮০

টীকা—বায়ৌ যঃ সদংশস্তদ্ ব্রহ্মরূপং শিষ্টোঽংশো নিস্তত্ত্বরূপাদি বায়োঃ স্বরূপং সচ বায়ু নিস্তত্ত্বরূপত্বাৎ এব আকাশবন্মিথ্যা ইত্থং বায়োর্ম্মিথ্যাত্বং চিরং বাসয়িত্বা মরুতং ত্যজেৎ মরুৎ সত্তা ইতি বুদ্ধিং ত্যজেৎ ইত্যর্থঃ। ৮০

বঙ্গানুবাদ—বায়ুতে যে সদংশ, তাহাই ব্রহ্ম—নিজাংশ আকাশের ন্যায় মিথ্যা; অতএব মিথ্যাত্ব হেতু মরুৎ ত্যাজ্য।

তাৎপর্য্যার্থ—বায়ুতে সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের যে সৎ অংশ আছে, তাহাকে পৃথক্ করিয়া লইলে, অবশিষ্ট যে অসৎস্বরূপ মায়িক অংশ থাকে, তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ অনিত্য। যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণও এই যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া বায়ুর অনিত্যত্ব প্রতিপাদন কর, কখনও বায়ুতে নিত্যত্ব-বুদ্ধি করিও না। ॥৮০॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মীমাংসা-দর্শনম্।

জৈমিনিসূত্রং।

(পূর্ব্বানুবৃত্তং)

কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ॥৬॥

পদপাঠঃ। কর্ম্ম। একে। তত্র। দর্শনাৎ॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্ম—কার্য্য। একে—কেহ কেহ (বলিয়া থাকেন।) তত্র—সেখানে। (প্রযত্নের উত্তর সময়ে।) দর্শনাৎ—দেখা যায় বলিয়া। (উপলব্ধি হয় এই নিমিত্ত।)

বঙ্গার্থ। কেহ কেহ বলেন, শব্দ কার্য্যপদার্থ। কেননা, উচ্চারণার্থ প্রযত্নের পরসময়ে উপলব্ধ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, শব্দ এবং অর্থ, ইহারা পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সম্বন্ধ নিত্য হইলে, সম্বন্ধিদ্বয় তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। সম্বন্ধ উভয়ের অপেক্ষা করে। সেই পদার্থদ্বয় যদি সহসাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা তাহার মধ্যে কোনওটি কৃতান্তের আতিথ্য গ্রহণ করে, তবে সম্বন্ধও যে সত্তায়

হইতে বাধ্য হয়, ইহা নিঃসংশয়। "শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য" এই প্রতিজ্ঞাপাশে চিত্তকে বদ্ধ করিতে হইলে, শব্দ এবং অর্থের নিত্যতাবধারণ অত্যাবশ্যক। পদার্থ-তত্ত্বনির্ণয় প্রতিজ্ঞা করিলেই পূর্ণতা লাভ করে, এমন নহে। কাজেই শব্দের প্রত্যক্ষানুভূত-কার্য্যতা-নিরসন প্রয়োজন।

প্রাচীন পণ্ডিত-মণ্ডলী পূর্ব্বপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক উত্তরপক্ষের স্থাপনে মনোনিবেশ করিতেন, এই রীতানুসারেই প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়ই বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। শব্দ ও অর্থ নিত্য হইলে, সম্বন্ধের নিত্যতাবিচার সঙ্গতির সহিত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারে, সুতরাং নিত্যত্বে প্রথমতঃ বিপক্ষের বিপ্রতিপত্তি বিনাশ বিধেয়।

শব্দ নিত্য, এ বিষয় এতই আশঙ্কাসঙ্কুল যে, অপর-প্রমাণের অপেক্ষা দূরে থাকুক, প্রমাণপটলের প্রধান প্রত্যক্ষেরও ইহাতে সাক্ষাৎসম্মতি নাই। উচ্চারণার্থ প্রযত্নের অব্যবহিত পরকালে শব্দের উপলব্ধি। কার্য্য-কারণভাবের অবধারণ করিতে হইলে, আপাততঃই পরবর্ত্তিপদার্থের কারণ বলিয়া অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিব্যাপার অথবা বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রযত্নের পরেই শব্দ শ্রবণ-পথের আতিথ্য অঙ্গীকার করে, পূর্ব্বে নহে। অন্বয় ও ব্যতিরেক-বলে বুঝিতে পারা যায়, প্রযত্ন জন্য শব্দ উৎপন্ন হয়। নিত্যত্বের আবাসে উৎপত্তির গতি নাই; বিনাশেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ; সুতরাং "শব্দ-নিত্যত্ব" কার্য্যক্ষেত্রে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া প্রলাপ মাত্রে পর্য্যবসিত হল। পূর্ব্বপক্ষের এই আপত্তির প্রতিপত্তি-প্রণাশের নিমিত্ত যদি সিদ্ধান্তী মীমাংসক-হাদয় বলেন, "শব্দের উৎপত্তি প্রযত্ন নিমিত্ত নয়, তবে অভিব্যক্তির কারণ প্রযত্ন হতে পারে। বিদ্যমানপদার্থ-প্রকর সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। ভিব্যক্ত বস্তু নিচয়েরই গ্রাহ্যতা সম্ভব আছে। শব্দ নিত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার বণ-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই। অভিব্যক্ত শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া বিবে-ত হইয়াছে।" তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, "অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রযত্নজ" এরূপ দ্ধান্তে উপনীত হইবার অগ্রেই শব্দের নিত্যত্বনির্দ্ধারণ প্রয়োজনীয়। শব্দ-নিত্যত্ব । প্রমাণান্তর-প্রসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যবস্তুর বিনাশ সম্ভব নাই বলিয়া অগত্যা আবির্ভাবে াতিপ্রদান করিতে হয়; নচেৎ প্রতিজ্ঞামাত্রে স্বার্থসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। ত্যক্ষাদি প্রমাণগণ ঐ অভিব্যক্তি অথবা আবির্ভাবের পূর্ব্বে শব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নুমোদন করে না। অপ্রমাণ-বিষয়-রূপ স্নেহকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মত-মঞ্জরী বিত থাকিতে চায়, গগণ-কুসুমের ন্যায় তাহার সত্তায় সততই অনাশ্বাস আসিয়া াস্থিত হয়। অতএব প্রযত্নই শব্দের উৎপাদক, অভিব্যঞ্জক নহে। উৎপত্তিশীল । নিত্যনামে কথিত হইতে নিতান্ত অনুপযুক্ত, সুতরাং শব্দের নিত্যতাসাধনের । অপূর্ণই রহিল।

অস্থানাৎ ॥৭॥

পদপাঠঃ। অস্থানাৎ—ন-স্থানাৎ।

ব্যাখ্যা। অস্থানাৎ—স্থিতির অভাববশতঃ, অর্থাৎ উৎপন্ন শব্দ দীর্ঘকাল স্থিতিলাভ করে না (বলিয়াও অনিত্য।)

বঙ্গার্থ। শব্দ (যেমন উৎপন্ন হয়,) পরে আর থাকে না, এই হেতুক উহা কার্য্যবস্তু। (নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। কোনও বিচারে বস্তুর স্বরূপ ও অসাধারণস্বভাব নির্ব্বাচন করিতে হইলে, কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়। জ্যামিতিকক্ষেত্রে অনেকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেখানে তাহাদের স্বতঃসিদ্ধতা-বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা বিবেচিত হয় না। স্বতন্ত্র প্রকারে যুক্তি-তর্কাদির দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উহারা সাধারণ্যে নির্ব্বিবাদে নিঃসন্দেহ-প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োগস্থলে উহার সত্যতায় বিবাদ উপস্থিত হয় না। দার্শনিক-স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম "যাহার কাল-কবলে কবলিত হইতে হয় না এবং উৎপন্ন বলিয়া অবনীমণ্ডলে অবধারিত হইতে হয় না, তাহাই নিত্য।" বিনাশী নিত্য নয়, উৎপাদশীলও ঐ নাম ধারণের যোগ্য নয়। এই তথ্য প্রমাণ-পরতন্ত্ররূপে এ প্রসঙ্গে উপস্থিত নয়। কেননা এটী প্রয়োগক্ষেত্র। এখানে বিনাশ দৃষ্ট হয় বলিয়াই কার্য্যতা বলা হইতেছে। পূর্ব্বসূত্রে উৎপত্তিনিবন্ধন অনিত্যতা দেখান হইয়াছে। শব্দ যে বিনাশী, তাহা অনুভবসিদ্ধ। শ্রবণ-বিবরে যে শব্দমহাশয় ইতঃপূর্ব্বে মহান্ গোলযোগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, সহসাই তিনি অনন্তের অনন্তপ্রাণে আত্মসমর্পণ করিলেন। যাহার নিষ্ঠুর তাড়নে শ্রবণাধিষ্ঠানের পেশীরাশি বিষমরূপে বিড়ম্বিত হইতেছিল, এখন তাহার সত্তাও খুঁজিয়া মিলে না। যদি বলা যায়, "বিদ্যমান শব্দও আমাদের শ্রবণপথে আরূঢ় হয় না; বিশেষবাধক তাহার কারণরূপে গণ্য।" তবে আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, সত্ত্বার অনুপলব্ধিবিষয়ে দূরত্ব, সূক্ষ্মতা প্রভৃতি কারণ। সে সমস্ত কারণের সদ্ভাব এখানে সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে। অবকাশেই শব্দের উপলব্ধি। এখানে মহান্ অবকাশ রহিয়াছে, শুনিবার উপকরণ কর্ণও যথাস্থানে সন্নিবেশিত। শব্দ থাকিলে, শ্রবণ-ব্যাপার অবশ্যই নিষ্পন্ন হইতে পারিত। যখন হয়না, তখন শব্দ যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সহজেই মনস্বীদিগের মানস-লোচনে এ দৃশ্য পতিত হইবে। অতএব শব্দের কার্য্যতায় সংশয় হয় না; কেননা, উৎপাদ-বিলয়-শালিত্বরূপ কার্য্যত্বের অসাধারণ পরিচায়ক বিদ্যমান।

করোতি শব্দাৎ ॥৮॥

পদপাঠঃ। করোতি—শব্দাৎ।

ব্যাখ্যা। করোতি—শব্দাৎ—"করিতেছে" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ হয় বলিয়া।

বন্ধার্থ। "করিতেছে" এইরূপ শব্দ ব্যবহার প্রচলিত আছে, এই হেতুক (শব্দ কার্য্যবস্তু।)

বিশদব্যাখ্যা। কার্য্য-পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই "কর" "করিতেছি" "করিওনা" ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেননা কার্য্য সম্পাদ্য বা সাধ্য-পদার্থ। নিত্য-বস্তু সিদ্ধ। ন্যায়মতে আকাশের নিত্যতা স্বীকার করা হয়, সেখানে "আকাশ করিতেছে" "করিয়াছিল" কিম্বা "কর" এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। কার্য্যপদার্থ ঘটকে লক্ষ্য করিয়া "ঘট করিয়াছিল" "করিতেছে" ইত্যাদি প্রয়োগ সর্ব্বদাই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। শব্দ যদি নিত্য হইত, তবে "শব্দকর" ইত্যাদি সজ্জন-বচনও উন্মত্তপ্রলাপ বোধে উপেক্ষিত হওয়া আবশ্যক। নিরপরাধের উপর এ শাস্তি সমুচিত নয়, সুতরাং সাধুলোকের মর্য্যাদা ও অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের প্রামাণ্য রক্ষার্থ অপ্রমাণ-কল্পনাপুষ্ট-স্বার্থ-দুষ্ট-শব্দ-নিত্যত্ব অস্বীকার করিতে দোষপঙ্ক-শঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ ॥৯॥

পদপাঠঃ। সত্ত্বান্তরে। চ। যৌগপদ্যাৎ ॥

ব্যাখ্যা। সত্ত্বান্তরে—দেশান্তরে, স্থানান্তরে অর্থাৎ নানাস্থানে। চ—ও। যৌগপদ্যাৎ—যুগপদ্ভাব—অর্থাৎ এককালীন বহুত্ব বশতঃ।

বঙ্গার্থঃ। নানাস্থানে যুগপৎ শব্দের উপলব্ধি হেতুক (কার্য্যতা সাধিত হইতে পারে)

বিশদব্যাখ্যা। দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত শ্যামল-ধরাতলে দণ্ডায়মান হইয়া পথিক তাররবে পঞ্চমে তান তুলিয়া গগণ-প্রাঙ্গণে সুমধুর-সঙ্গীত-সুধা-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গীত-লহরী দিগ্‌দিগন্তে বিধাবিত হইয়া চির-শক্র-নীরবতার নিবিড়-দুর্গ ভেদ করিয়া ফেলিল, চতুর্দ্দিকে বহু ব্যক্তির শ্রবণ-মার্গে সম সময়ে ঐ স্বর-স্রোত প্রবাহিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যক্তিভেদে একই নিত্য-শব্দ শ্রুত হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বিশেষ-ব্যতিরেকে নিত্য-বস্তুর অনেকত্ব অনুভব-সিদ্ধ নয়। যদি কণ্ঠ-তাম্বাদি স্থানে অভিঘাত-জনিত উৎপন্ন-শব্দ, "কদম্ব-কোরক" ন্যায় অথবা "বীচি-তরঙ্গ" ন্যায়ানুসারে পর পর যথানিয়মে শব্দ-প্রবাহ উৎপাদন করে, তবে বহুস্থানে বহু ব্যক্তির কর্ণপটহে উৎপন্ন বহুশব্দ একদা উপস্থিত হইতে পারে। কার্য্যত্ব স্বীকার করিলেই যৌগ-পদ্যের সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। প্রতিশব্দই সংযোগাদি বাহুল্যবশতঃ শব্দ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং নিয়তির নিভৃত-ক্রোড়ে শয়ন করিতে বাধ্য হয়। একই নিত্য-শব্দ অভিব্যক্ত হইলে, নানাদেশে যুগপৎ তাহার উপস্থিতি অত্যন্ত অসম্ভব। নিত্য-পদার্থ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বহুধা বিভিন্ন স্থানে অনুভূত হইলে, তাহার নিত্যত্ব "কথার কথা" বই আর কিছুই নয়। বিকার-প্রাপ্ত-বস্তু হইলে, শব্দের বিনাশ উৎপত্তিমত্ত্বরূপ কার্য্যত্ব আপনা হইতেই আপতিত হইল।

প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ ॥১৩॥

পদপাঠঃ। প্রকৃতি—বিকৃত্যোঃ। চ।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি-বিকৃত্যোঃ—প্রকৃতি এবং বিকৃতি, এই উভয়ের (বিদ্যমানতা-হেতুক।) চ—ও। (শব্দের কার্য্যতা ব্যবস্থাপিত হয়।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি ও বিকৃতির সত্তানিবন্ধনও (শব্দ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।)

বিশদব্যাখ্যা। বিকৃতি অর্থাৎ বিকার হইতে পদার্থের অনিত্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তরাপত্তি। যে বস্তু স্বাভাবিক রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাকার ধারণ করে, তাহাকে বিকারী বলা হয়। যদি বিকারতা প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যতাপ্রতিপাদনের বাসনা সুদূরপরাহত। মৃত্তিকা বিকার প্রাপ্ত হইয়া ঘটাকারে পরিদৃশ্যমান হইল। এখানে ঘট যে মৃত্তিকা-বিকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাকরণের সন্ধি সূত্রে "ই"কারস্থানে "য"কার হইবার বিধান আছে। "ই"কারই "য"কাররূপে পরিণত হইল, এইহেতু "ই"কার প্রকৃতি ও "য"কার বিকৃতি বলিয়া শিষ্ট-সম্প্রদায়ের ব্যবহার আছে। যাহা বিকৃতি, তাহা অনিত্য, সুতরাং "য"কার অনিত্য। যদি, প্রকৃতি-বিকারভাব কিরূপে অবধারিত হইল, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়, তখন আমরা অসঙ্কোচে বলিতে প্রবৃত্ত হইব যে, য-কারে ই-কার-সাদৃশ্য আছে; তাহাই উভয়ের প্রকৃতি-বিকৃতিভাবের পরিজ্ঞাপক। ইকার দেখিতে য-কারের মত নয়, সুতরাং আকার গত সাধর্ম্ম্য সাদৃশ্য নহে; উচ্চারণগত সমত্বই হইবে। বঙ্গে অন্তঃস্থ "য" কারের উচ্চারণে বর্গ্য "জ" কারাপেক্ষা সামান্য পরিমাণেও বৈষম্য ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু হিন্দুস্থানে অথবা দাক্ষিণাত্যে ঐ রীতি বহুমানে সর্ব্বত্র সমাদৃতা ও সযত্নে অনুষ্ঠিতা। তাঁহারা "য" কারের উচ্চারণে "ই+অ" উচ্চারণ করেন। আমাদের উচ্চারিত "আচার্য্য" শব্দ ও "আচার্জ্য" শব্দের উচ্চারণগত বিশেষত্ব কিছুই মিলেনা। অপর প্রণালীর উচ্চারক-সম্প্রদায় "আচার্য্য" শব্দে "জ"কারের উচ্চারণ করেনা, পরন্তু "আচারি+অ" এই রূপে "ই+অ" উচ্চারণ করেন। এই সাদৃশ্যটুকু এতদ্দেশ-প্রচলিত নিয়মে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, বিশেষরূপে লিখিত হইল। শব্দ বলিলে—সাধারণতঃ দ্বিবিধ পদার্থের অববোধ জন্মে। ধ্বনি ও বর্ণ। ধ্বনিরূপে শব্দের এক অভিব্যক্তি, বর্ণ-স্বরূপে অন্য। পরিজ্ঞানার্থ-চিহ্নগুলি শব্দ (বর্ণাত্মক) নহে। এই সূত্রে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতানিরাসার্থ—পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রয়াস পাইয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রগুলিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপর কার্য্যতা-ব্যবস্থাপনার্থ নিত্যতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করা হইয়াছে। অপর সূত্রের সহিত ইহার এই পার্থক্যটুকু সকলের স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক।

বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাঽস্য ॥১১॥

পদপাঠঃ। বৃদ্ধিঃ। চ। কর্ত্তৃভূম্না। অস্য।

ব্যাখ্যা। বৃদ্ধিঃ—বর্দ্ধিত হওয়া। চ—ও। কর্ত্তৃভূম্না—কর্ত্তার বহুত্ব দ্বারা। অস্য—ইহার। (শব্দের।)

বঙ্গার্থঃ। কর্ত্তার বাহুল্যদ্বারা শব্দের বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। (সুতরাং শব্দ অনিত্য।)

বিশদব্যাখ্যা। অল্পতা এবং আধিক্য, এই দুইটী পদার্থগত ধর্ম্ম। কারণবিশেষে উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত হয়। নিত্যপদার্থ চিরদিনই অবিচলিত—একাকারে অবস্থিত। শত শত বজ্রাঘাতেও তাহার একটী কণিকা স্থানভ্রষ্ট হয় না। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের তাড়নেও তাহা বিকারপ্রাপ্ত হয় না। উহা অদাহ্য, অচল, অটল। অনেক ব্যক্তি একদা শব্দোচ্চারণ করিলে, উহা একোচ্চারিত শব্দাপেক্ষায় মহান্ হয়। এরূপে উচ্চারয়িতার সংখ্যাধিক্য অনুসারে শব্দের অল্পতা ও মহত্ত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যদি নিত্য-শব্দের প্রযত্ন বশতঃ অভিব্যক্তিপক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহাহইলে এই প্রত্যক্ষানুভূত অল্পাধিক্য-জ্ঞান অনুপপত্তির করালগ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যদি শব্দের অভিব্যক্তি মাত্রই বলিতে হয়, তবে দশজনের উচ্চারণপ্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্তই হইক, একজনের প্রযত্ন দ্বারা আবির্ভূতই হউক, উহার স্বরূপ সমানই থাকিবে। শব্দ যেরূপেই অভিব্যক্ত হউক না কেন, তাহার স্বরূপের কিয়দংশ পরিত্যাগরূপন্যূনতা অথবা পররূপগ্রহণাধিকরূপ ন্যূনতা-আধিক্যের সম্ভব নিত্যপক্ষে দুর্ঘট। কখনও অনেকের প্রযত্নে মহত্ত্ব, কভু বা একের প্রযত্নে অল্পত্ব দেখিয়া কর্ত্তার আধিক্য মহত্ত্বে এবং অল্পত্ব ন্যূনতায় কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়। মহত্ত্ব পূর্ব্বাবস্থা হইতে অধিক অবয়বের উপচয় এবং অবয়বের অপচয়ই হ্রস্বতা। কর্ত্তার আধিক্যে প্রযত্নের অধিকতা; প্রযত্ন বাহুল্যে অবয়ব-বহুলতা, তাহাই বৃদ্ধি। স্বরূপে অল্পতার অবধারণ করিতে হইবে। এতদৃষ্টে অনুমিত হইতে পারিবে যে, প্রত্যেকের দ্বারা একটী একটী অবয়ব রচিত হইলে, বহুকর্ত্তার দ্বারা অবয়বোপচয়রূপ বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অবয়বের পরিবর্ত্তন নিত্য বস্তুর সম্ভব নাই। অবয়বোৎপত্তি দ্বারা শব্দের কার্য্যত্ব প্রমাণিত হইল। এইখানে পূর্ব্বপক্ষের অবসান। আগামীতে শব্দ-নিত্যতাব্যবস্থাপনে মীমাংসাচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইবে।

ক্রমশঃ—

ব্রহ্মচারি-আশ্রমস্থ বেদবিদ্যালয়। শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং ॥৪॥ সূত্রং॥

পদব্যাখ্যা। ধর্ম্মবিশেষ—ঐহিক বা জন্মান্তরীয় সুকৃত বিশেষ। প্রসূত—উৎপন্ন। (পুণ্যবিশেষ হইতে উৎপন্ন) এইটী তত্ত্বজ্ঞানাৎ—এই স্থলীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষণ, এজন্য পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া 'প্রসূতাৎ' এইরূপ হইয়াছে। দ্রব্য—ক্ষিতি-জল-তেজঃ ইত্যাদি, গুণ—রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি। কর্ম্ম—গমনাদি। সামান্য—জাতি। দ্রব্যত্ব—ক্ষিতিত্ব, মনুষ্যত্বাদি। বিশেষ—পরমাণুদিগের পরস্পর ব্যাবর্ত্তক পদার্থ বিশেষ। সমবায়—নিত্য সম্বন্ধ বিশেষ। অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ, দ্রব্যে গুণ-কর্ম্মের সম্বন্ধ, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির সম্বন্ধ এবং নিত্য দ্রব্য বিশেষের সম্বন্ধ। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়—ইহাদের। পদার্থানাং—এই স্থলীয় পদার্থের সহিত অভেদ অন্বয় হওয়াতে ষষ্ঠী বিভক্তি করিয়া 'সমবায়ানাং', এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পদার্থানাং—পদার্থদিগের। সাধর্ম্ম্য, সজাতীয়ের ধর্ম্ম, যথা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, পশুর পশুত্ব ইত্যাদি। বৈধর্ম্ম্য—বিরুদ্ধধর্ম্ম, যথা জলত্ব তেজের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং তেজস্ত্ব জলের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; ঐরূপ শরীরত্ব আত্মার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং—সজাতীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে,—গো পশুত্বরূপে অশ্বের সজাতীয়, কিন্তু গোত্বরূপে তাহার বিজাতীয়, এই প্রকারে। তত্ত্বজ্ঞানাৎ—যাথার্থ্যজ্ঞান হইতে। নিঃশ্রেয়সং—মুক্তি হয়।

অনুবাদ। ইহজন্মের কিম্বা জন্মান্তরের সৎকার্য্য জনিত সুকৃত বিশেষ থাকিলে, তাহা হইতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সমস্ত পদার্থের পরস্পর সজাতীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্ম সহকারে যাথার্থ্য জ্ঞান জন্মে এবং ঐ যাথার্থ্য জ্ঞান হওয়াতে মিথ্যাজ্ঞানাদির নাশ হয়, সুতরাং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের প্রয়োজন কি এবং কোন্‌টী, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ, এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, তাহার অধ্যয়নে বিবেচক পুরুষদিগের প্রবৃত্তি হয় না, এ কারণ মহর্ষি সম্প্রতি স্বরচিত শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক পদার্থদিগের নির্দ্দেশ করিতেছেন। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, পদার্থ সকল অভিধেয়—অর্থাৎ নিরূপণীয় বিষয় এবং মুক্তির সহিত এই শাস্ত্রের প্রয়োজ্য-প্রয়োজকভাবরূপ সম্বন্ধ। পদার্থদিগের যাথার্থ্যজ্ঞান না

হইলে মুক্তি হয় না; ঐ যাথার্থ্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা প্রয়োজনীয় হয়; সুতরাং মুক্তিই এস্থলে প্রযোজ্য এবং শাস্ত্রই প্রযোজক হইতেছে। এই শাস্ত্র পদার্থদিগের প্রতিপাদন করিতেছে বিধায়, পদার্থের সহিত শাস্ত্রই প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। প্রথম সূত্রের অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে যে, যাহারা শ্রবণাদিবিষয়ে সক্ষম এবং অসূয়াদি দোষরহিত, এতাদৃশ মোক্ষ-প্রার্থী ব্যক্তিগণই এই শাস্ত্রে অধিকারী। এই সূত্রে প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ দেখান হইল; সুতরাং বুঝাযাইতেছে যে, প্রবৃত্তির উপযোগী অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ, এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট থাকাতে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়নে বিবেচক-পুরুষদিগের প্রবৃত্তি হওয়ার কোনও বাধা নাই। অনেকের হয়ত শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্তিই জন্মে না এবং যাঁহারা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যেও সকলের সমান জ্ঞান হয়, এমন নহে। কাহারওবা শাস্ত্রকারের বাক্যে বিশ্বাস না থাকায়, প্রকৃত পদার্থের অবধারণ হয় না, এনিমিত্ত ধর্ম্ম-বিশেষকে অবশ্য পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিতে হইবে। তাই সূত্রে "ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূত" এইটি তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষণ দিয়াছিলেন। যাহার ইহজন্মের কিম্বা জন্মান্তরীয় শক্তিবিশেষ থাকে, তাহারই বস্তুতঃ পদার্থদিগের যাথার্থ্য জ্ঞান হইয়া থাকে। পদার্থ সকল প্রধানতঃ দুই প্রকার—ভাব ও অভাব। তন্মধ্যে ভাব-পদার্থ ছয় প্রকার,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। এস্থলে সূত্রে উক্ত ভাব-পদার্থেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরে দ্বিতীয়াহ্নিকে "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব" ইত্যাদি সূত্রে অভাব পদার্থের উল্লেখ থাকায়, ভাব ও অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থের সমষ্টিতে দ্রব্য প্রভৃতি সাতটি পদার্থ কণাদের সম্মত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকের লক্ষণ উত্তরোত্তর সূত্রে বলিবেন। সাধারণতঃ বুঝিতে হইলে, যাহাতে গুণ কিম্বা ধর্ম্ম থাকে, সেইগুলি দ্রব্য। যেমন মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের শরীরে রূপ আছে এবং গমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়। ঐরূপ তরু-লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের এবং ঘট, পট, জল, স্থল, তেজ প্রভৃতি জড়পদার্থের রূপাদি গুণ ও স্পন্দনাদি ক্রিয়ার উপলব্ধি হইয়াছে। বায়ুর রূপ নাই বটে, কিন্তু স্পর্শ ও চলন আছে। আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে কোনও ক্রিয়া নাই, কিন্তু আকাশে শব্দাদিগুণ আছে এবং কালে ও দিকে সংযোগ-বিভাগ প্রভৃতি ও আত্মাতে জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ রহিয়াছে। ঐরূপ মনে সংখ্যাদি গুণ ও গতিক্রিয়া আছে, সুতরাং এই সমস্তগুলিকে দ্রব্য বলিয়া জানিতে হইবে। স্থলবিশেষে প্রয়োগ করা যায় যে, একটি শ্বেতকায় দীর্ঘাকার মনুষ্য সুগন্ধ ও সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতেছে। এস্থলে মনুষ্য ও ফল, এই দুইটি দ্রব্য। মনুষ্যের একত্ব সংখ্যা, শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘপরিমাণ, এবং ফলের সুগন্ধ ও মধুর রস, এই সমস্ত গুণ। ভক্ষণ ও পদ-সঞ্চালন রূপ গমন, এই দুইটি কর্ম্ম। মনুষ্য-শরীরে মনুষ্যত্ব, ফলে ফলত্ব, একত্ব সংখ্যায় সংখ্যাত্ব, শ্বেতরূপে রূপত্ব, দীর্ঘপরিমাণে

পরিমাণত্ব, সুগন্ধে গন্ধত্ব, মিষ্টরসে রসত্ব ও গমনক্রিয়ায় গমনত্ব, এই সমস্ত সামান্য পদার্থ অর্থাৎ জাতি। মনুষ্য শরীরে মনুষ্যত্বরূপ জাতি আছে বিধায়, বিভিন্নপ্রকৃতির বঙ্গ, হিন্দুস্থান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নানাদেশের নিবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই মনুষ্য বলিয়া অভিহিত ও প্রতীত হয়েন, এবং আম, জাম, নারিকেল, বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতিতে ফলত্ব থাকায়, ঐ সকল ফল বলিয়া কথিত হয়। এইপ্রকারে রূপত্ব জাতি থাকাতে, শ্বেত, পীত, নীল প্রভৃতি সমস্ত বর্ণকেই রূপ বলে এবং সৌরভ ও অসৌরভ, উভয়েই গন্ধত্ব-জাতি আছে বলিয়া গন্ধ, আর মধুর-অম্ল-তিক্ত প্রভৃতিতে রসত্ব-জাতি থাকায়, ঐসকল রস বলিয়া ব্যবহৃত ও প্রতীত হয়। এইরূপে দ্রব্যত্ব-জাতি থাকায়, ক্ষিতি-জল-তেজ প্রভৃতি দ্রব্য, গুণত্ব-জাতি থাকায়, রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি গুণ ও কর্ম্ম-জাতি থাকায়, গমন, আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি কর্ম্ম বলিয়া কথিত ও জ্ঞাত হইয়া থাকে। উক্তস্থলে মনুষ্য-শরীরের সহিত তাহার শ্বেতরূপ, গমন ক্রিয়া ও মনুষ্যত্বাদি-জাতির অবশ্য কোন সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে; ঐ সম্বন্ধের নাম সমবায়। বস্তুর অবিভাজ্য ক্ষুদ্র অংশকে পরমাণু বলে; ঐ পরমাণুদিগের অবয়ব নাই এবং সকল পরমাণুই অনুপরিমাণ বিশিষ্ট। অবয়ব না থাকায় কিম্বা পরিমাণের কোন পার্থক্য না থাকায়, ঘট-পটাদি স্থূল দ্রব্যের ন্যায় অবয়বভেদে কিম্বা পরিমাণ ভেদে পরমাণুদের দুইটীর পরস্পর ভেদ থাকার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত পরমাণুদিগের পরস্পর বিশেষভেদক, প্রত্যেক পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং আকাশ, কাল, আত্মা, দিক, এই সমস্ত নিত্যদ্রব্যেরও অবয়ব নাই এবং প্রত্যেকেরই পরিমাণ অতি মহৎ, এজন্য তাহাদের ভেদক রূপেও বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশেষ পদার্থ নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সমবায় নামক একটিমাত্র সম্বন্ধ, উহা নিত্য। বৃক্ষাদি অবয়বী পদার্থের শাখা-পল্লব প্রভৃতি অবয়বে যে সম্বন্ধ আছে, ক্ষিতিপ্রভৃতি দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের যে সম্বন্ধ আছে এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উক্ত সমবায় ব্যতীত অন্য নহে। প্রত্যেকস্থলে সমবায়কে পৃথক্ পৃথক্ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই বিধায়, সর্ব্বত্রই উহাকে একই বলিয়াছেন। অভাব-পদার্থ দুইপ্রকার, অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। দুইটী পদার্থের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের যে অভাব থাকে, যেমন মনুষ্য বৃক্ষ নহে কিম্বা বৃক্ষ মনুষ্য নহে, ঐরূপ জল আগুণ নহে কিম্বা আগুণ জল নহে, এই প্রকার অভাবকে অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ বলে। ভেদ ভিন্ন অভাবের নাম সংসর্গাভাব; ঐ সংসর্গাভাব তিন প্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব। এইস্থলে ঘট জন্মিবে, এইরূপ বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যে ঘটের অভাব প্রতীত হয়, উহাকে প্রাগভাব বলে; ঐ অভাবটী ঘট জন্মিলে আর থাকে না। বিনাশরূপ অভাবকে ধ্বংসাভাব বলা যায়। এই ধ্বংসাভাবটী জন্য; সুতরাং যে অভাবটী জন্মে, তাহার নাম ধ্বংস। এইরূপ আকাশ মেঘশূন্য বায়ুতে রূপ থাকে না, আগুণ নীরস, জল গন্ধবিহীন, আত্মাতে কোন রূপ নাই, শরীর

জ্ঞানের কারণ হয় বটে, বস্তুতঃ তাহাতে জ্ঞান থাকে না; এইসকল প্রতীতিদ্বারা অত্যন্তাভাব স্থির হয়। সংসর্গাভাবের মধ্যে এই অভাবটীই নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ এই উভয় শূন্য; সুতরাং নিত্য সংসর্গাভাবকে অত্যন্তাভাব বলিতে হইবে। যে জাতির পদার্থে যে ধর্ম্মটি থাকে, সেই তাহার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সজাতীয়ের ধর্ম্ম, এবং যেখানে যেটী না থাকে, সেই তাহার বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্ম। প্রধানতঃ দেখিতে গেলে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার সাধর্ম্ম্য, শরীরের উহা বৈধর্ম্ম্য এবং বস্তু স্পর্শরূপ প্রভৃতি শরীরের সাধর্ম্ম্য; কিন্তু আত্মার বৈধর্ম্ম্য। এইপ্রকার জগতের সৃষ্টি ও রক্ষণাদি ঈশ্বরের ধর্ম্ম্য, উহা অস্মদাদি প্রাণীবর্গের বৈধর্ম্ম্য। এইরূপে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পদার্থদিগের তত্ত্বনিশ্চয় হইলে, পুনরায় আর মিথ্যা জ্ঞান জন্মিতে পারে না। মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংস্কারই জগতে জীবগণের অশেষবিধ দুঃখের মূলীভূত কারণ। কোন অন্ধকারাবৃত স্থানে সম্মুখে রজ্জু দেখিয়া তাহাতে যদি সর্পভ্রম জন্মে, তবে সর্পে দংশন করিবে বলিয়া, তখনই অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় দুঃখের অনুভূতি হয়। ভ্রমবুদ্ধিতে অন্ধকারে বিভীষিকাদর্শন করিয়া, ব্যক্তিবিশেষের চিরদুঃখের কারণীভূত কোনও রোগাদিও জন্মিতে পারে। প্রাণিগণ যদি দেহকে আমি বলিয়া না বুঝিত, কিম্বা সেই দেহ সম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদিতে আমার স্ত্রী আমার পুত্র ইত্যাদি প্রকারে সংস্কারপন্ন না হইত, তবে দেহের অপচয় সম্ভাবনায় অথবা স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগে কদাচ দুঃখ অনুভব করিত না। মিথ্যাজ্ঞান অনেকপ্রকার, আত্মা বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই; শরীরই আত্মা। এই শরীরকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারিলে, সুখভোগও অতিরিক্ত হইতে পারে। ধন ব্যতিরেকে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এ নিমিত্ত পরপীড়ন, পরদ্রব্যাপহরণ বা পরপ্রতারণাদি দ্বারাও অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। এই শরীরেই কার্য্যের ফলভোগ হইয়া থাকে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, যে কর্ম্মেরদ্বারা সুখভোগ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। সুন্দররূপ সন্দর্শনে চক্ষুর পরমপ্রীতি জন্মে, সুমধুরদ্রব্য আস্বাদন করিলে রসনার তৃপ্তি সাধন হয়। সুগন্ধ দ্রব্যজাতের সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরমপ্রীতি লাভকরে, সুকোমল বস্তুনিচয়ের স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয়ের চরিতার্থ জন্মে, শ্রুতি-মধুর-বাক্যাবলি শ্রবণ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, এবং সর্ব্বথা অভীপ্সিত বিষয়টী সিদ্ধহইলেই মনের সন্তুষ্টি জন্মিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়নিচয়ের পরিতৃপ্তি হইলেই আত্মতৃপ্তি জন্মে; সুতরাং সুন্দরীরমণিগণের রূপ-লাবণ্য কটাক্ষাদির অবলোকনদ্বারা নয়নের, সুগন্ধিদ্রব্য সম্পর্কিত শরীরের সুগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, আস্যকমলের পরিচুম্বনে রসনার, পরিপূর্ণসুমধুরবাক্যাবলিতে শ্রবণের, আলিঙ্গনাদিদ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের, কিম্বা প্রযত্নকৃতপরিচর্য্যাদিহইতে অন্তঃকরণে পরিতুষ্টি সম্পাদন করিতেহইলে, প্রমদাগণ সম্বন্ধে স্বকীয়ত্ব-পরকীয়ত্ব বিবেচনা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রাণিগণের জন্ম, কিম্বা মরণ, স্বভাব সিদ্ধ; তাহার প্রতি অন্য কোন

বিশেষ কারণ নাই, দেহাবসানেই মুক্তি হয়। বৈশেষিকদর্শন সম্মত মুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিষ, ঐ মুক্তিকালে কোন কার্য্যই থাকে না, সমস্ত কার্য্যের উপরতি হইলে সুখের সামগ্রী কিছুই থাকিল না। যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, বরং বৃন্দাবনে শৃগাল হইয়া থাকিব, তথাপি মুক্তিকে কখনই প্রার্থনা করিব না (বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নতুবৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন)। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান সম্ভতি, কদাচ তত্ত্বজ্ঞানীর সমক্ষে স্থান পায়না। তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভ্রান্তবুদ্ধির বিনাশ হইলে দেহাদির অনুকূল বিষয়ে উৎকট অনুরাগ, কিম্বা প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষরূপ দোষের উচ্ছেদ হয়। রাগদ্বেষাদিরূপ দোষের বিগম হওয়াতে, সদসৎ কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকেনা; সুতরাং কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপে অদৃষ্টের আর উৎপত্তি হয়না। অদৃষ্টের অভাব হওয়ায় কারণ নাথাকাতে, শরীরান্তরপরিগ্রহরূপ জন্মের সম্ভাবনা থাকেনা, এবং জন্ম নাহইলে পুনরায় দুঃখোৎপত্তিও হয়না; সুতরাং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ইহাই "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং" ইত্যাস্ত সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। নিঃশ্রেয়স শব্দে নিরতিশয়মঙ্গলরূপ মুক্তি অর্থাৎ দুঃখের অবসান বুঝায়। সাংসারিকদিগের পক্ষে সাময়িক দুঃখাপগমটী ঘটিয়া থাকে সত্য; কিন্তু সময়ান্তরে তাদের ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ ঐ ক্ষণিক দুঃখাপগমনকে মুক্তি বলা যায়না। পূর্ব্বে বলাহইয়াছে উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। মোক্ষদশাতে দুঃখের ঐ প্রাগভাবটী থাকেনা, কারণ পরে আর দুঃখ জন্মেনা; সুতরাং তৎকালীন দুঃখ নিবৃত্তিকে অবশ্য দুঃখের প্রাগভাব সমানকালীন বলিয়া বুঝাইতেছে, অতএব দুঃখ প্রাগভাব সমানকালীন দুঃখ ধ্বংসরূপ আত্যন্তিকীদুঃখনিবৃত্তিই, মুক্তি পদবাচ্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এতাদৃশ মুক্তিতে প্রমাণ কি? জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে বলিতে হইবে যে, মুক্তপুরুষ ব্যতীত তৎকালীন দুঃখনিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ জানিতে পুরুষান্তরের সামর্থ্য নাথাকিলেও, শ্রুতি ও অনুমানরূপ প্রমাণদ্বয়হইতে মুক্তির অস্তিত্বোপলব্ধি হইবার বাধা নাই। শ্রুতি বলিতেছেন "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি অশরীরংবাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে নস্পৃশতঃ" তত্ত্ব সাক্ষাৎকারানন্তর জীব দুঃখহইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার আত্যন্তকীদুঃখনিবৃত্তি জন্মে। তখন শরীরবিহীনআত্মাকে প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ অথবা দুঃখ, কেহই স্পর্শ করিতে পারেনা। মুক্তিতে অনুমানও প্রমাণ হইতেছে, দৃষ্টান্ত মূলকই অনুমান হয়। যেমত কোন দীপশিখা সন্ততি তাহার উপকরণ তৈলাদির অভাবে এককালে অত্যন্ত বিনাশপ্রাপ্তহয়, সেইরূপ আত্মাতে দুঃখসন্ততির ও উপকারণীভূত শরীর অদৃষ্ট প্রভৃতির অসদ্ভাবে অতিশয় ধ্বংস হইয়া থাকে। "দুঃখ সন্ততিরত্যন্ত মুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎ প্রদীপ সন্ততিবৎ" দুঃখ সন্ততির অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে, ইহা অনুমান লভ্য হইতেছে। এই অনুমানে সন্ততিত্বটী হেতু, কেননা, যাহাতে সন্ততিত্ব আছে, তাহারই অত্যন্তোচ্ছেদ দেখাযায়।

যেমন প্রদীপ প্রভৃতি। এই মুক্তি পদার্থটি সুখের বিরোধী, এজন্য ইহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এইরূপ আশঙ্কা অন্তঃকরণে স্থান পাইবার যোগ্য নহে; কারণ সুখের ন্যায় দুঃখনিবৃত্তিও আমাদের স্বতঃ প্রয়োজন হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পদার্থে প্রবৃত্তি জন্মিবার বাধা কি? অনশনজনিত দুঃখের নিবৃত্তিবাসনায় কদন্নাদির ভক্ষণেও পুরুষের প্রবৃত্তি দেখা যায়, কদন্ন ভক্ষণ যে সুখের সাধক নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? ভট্টমতাবলম্বিব্যক্তিগণ বলেন যে, নিত্যসুখের সাক্ষাৎকারই মুক্তি পদ বাচ্য, তাহাতে পুরুষ প্রবৃত্তির কোন অনুপপত্তি নাই। এই মতটী বিচারসহ নহে, কেননা, সুখের নিত্যত্বে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, দেখা যায় জন্যভাব মাত্রেই অনিত্য; সুতরাং মুক্তপুরুষের সুখ সাক্ষাৎকারটীও অনিত্য। যদি অনিত্য হইল, তবে সাংসারিকের সুখ সাক্ষাৎ হইতে তাহার কোন বৈষম্য থাকেনা। ঐ সাক্ষাৎকারের অপগমন হইলে পুনরায় মুক্তদশা হইতে জীব সংসার দশায় পতিত হউক, এই প্রকার আপত্তিও হইতে পারে। ত্রিদণ্ডিমতে ব্রহ্মাত্মাতে জীবাত্মার লয় হওয়াকে, মুক্তি বলে। জীবব্রহ্মের বস্তুগত্যা ভেদ না থাকিলেও, লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া আত্মা জীবভাব ধারণ করেন। যেমত ঘট বিনাশে ঘটাকাশ বিশুদ্ধাকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীরের বিগমে জীবেরও পরমাত্মাতে লয় হয়। এই লিঙ্গশরীর আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর স্থূল শরীরের বীজস্বরূপ, মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রা পঞ্চভূত সূক্ষ্ম একাদশেন্দ্রিয় সমষ্টি। এই লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট আত্মারই দুঃখভোগ হইয়া থাকে, এজন্য লিঙ্গশরীরের নাশে দুঃখের উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং ফলবলতঃ মুক্তি দুঃখনিবৃত্তিতে পর্যবসিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা।

২২

অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মোজ্ঞানংবিরাগ ঐশ্বর্য্যং।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥

পদপাঠঃ।— অধ্যবসায়ঃ। বুদ্ধিঃ। ধর্ম্মঃ। জ্ঞানং। বিরাগঃ। ঐশ্বর্য্যং। সাত্ত্বিকং। এতৎ। রূপং। তামসং। অস্মাৎ। বিপর্য্যস্তং।

ব্যাখ্যা। অধ্যবসায়ঃ—নিশ্চয়। (বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম) বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ সামান্য (বলিয়া অভিহিত হয়।) ধর্ম্মঃ—অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সাধন। জ্ঞানং—প্রকৃতি পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ পৃথগ্ভাবের অবধারণ। (সাংখ্যমতে।) বিরাগঃ—রাগ

অর্থাৎ আসক্তি, তাহার অভাব। ঐশ্বর্য্যং—ঈশ্বরভাব অর্থাৎ আধিপত্য। (অণিমাদি) সাত্ত্বিকং—সত্ত্বাংশকার্য্য। এতদ্রূপং—এইরূপ। (ইহা) তামসং—তমোগুণাংশকার্য্য। অস্মাৎ—ইহা হইতে। বিপর্য্যস্তং—বিপরীত।

বঙ্গার্থঃ। অধ্যবসায়ই বুদ্ধি। বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম্ম—ধর্ম্ম, (অভ্যুদয়াদিহেতু।) জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য। তামসধর্ম্ম ইহা হইতে বিপরীত।

বিশদ ব্যাখ্যা। অন্তঃকরণসামান্যকে সূক্ষ্মদর্শিসাংখ্যচার্য্যেরা সাধারণতঃ ত্রিধা কল্পনা করিয়াথাকেন। কোনও কোনও অসাধারণ কারণ অবলম্বন করিয়াই, ঐ জাতীয় কল্পনার লীলাতরঙ্গ দর্শনসম্প্রদায়ের অঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে।

অনেক অভিজ্ঞ-মহোদয়ের অভিমত, একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে কখনও বুদ্ধি, কখনও চিত্ত ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ সমাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। সংকল্প-বিকল্প বৃত্তিকঅন্তঃকরণ মন নামে, অভিমান বৃত্তিক অন্তঃকরণ অহঙ্কার আখ্যায়, নিশ্চয়-বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণ বুদ্ধি বলিয়া, ও স্মরণবৃত্তিক অন্তঃকরণ চিত্ত সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রে চিত্তকে বুদ্ধির অন্তর্গতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, স্বতন্ত্র সংজ্ঞার বিশেষ আবশ্যকতা স্বীকার করা হয় নাই। একই ব্যক্তির বৃত্তি বা ব্যাপার অথবা ব্যবসায় ভেদে নানা নামে আখ্যাত হওয়ার দৃষ্টান্ত নিতান্ত অসুলভ নহে। পাককালে পাচক, ধাবন সময়ে ধাবক, ও অধ্যয়ন দশায় পাঠক সংজ্ঞা এক ব্যক্তির দূষণীয় অথবা অসম্ভব বলিয়া বিচারিত হয় না।

এসন্দর্ভে চিন্তনীয় এই যে, স্মরণ বা সঙ্কল্প সামর্থ্যে সংজ্ঞাভেদ স্বীকার করিলে, সংশয়বিপর্য্যয় নিদ্রাক্রোধাদিরও ঐরূপ অভিধান পার্থক্যে নিমিত্ত রূপে পরিগণন উপযুক্ত হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ অন্তঃকরণ অনেক নামে হইতে থাকে। ঐ গৌরব দার্শনিক কল্পনা প্রসঙ্গে রৌরবের নিকটবর্ত্তী; বিশেষতঃ, উহাতে ইষ্টসিদ্ধির অপ্রশস্ত মার্গ আরও অতীব দুর্গম হইয়া উঠিবে। এখানে আচার্য্যেরা আরও একটু চিন্তার বীজ বচনাবলীর অন্তরালে নিহিত রাখিয়াছেন। একই পদার্থ গুণভেদে ত্রিধা, চতুর্ধা, অথবা যথেচ্ছারূপে কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাগ্ব্যবহারের পরিপুষ্টি সম্ভাবনা দেখাযায়না। পাচকতা ধাবকতাই পরস্পরের পার্থক্য প্রাণে পুষিয়া রাখিল। তাহাতে পাচক ও ধাবক এই বাক্য ব্যাপারের প্রবৃত্তি ব্যতীত পদার্থ অন্যরূপ হইতে পারিলনা। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার স্বতন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত। প্রকৃষ্ট-পরিশুদ্ধ-প্রতিভার প্রতিকৃতিস্বরূপ পরমর্ষি-সম্প্রদায়ও ঐ পদার্থ-ত্রয়ের কার্য্যকারণ-ভাব-প্রতিপাদনে প্রযত্ন-স্বীকার করিয়াছেন। যদি পরমার্থতঃ পৃথক্ না হইয়া নাম মাত্রই ভিন্ন হয়, তাহাহইলে নিমিত্ত নৈমিত্তিকতার চিন্তা হৃদয়ে উদয়লাভ করিয়া, সেইখানেই বিলয় পাইতে প্রস্তুত হইবে। অতএব বংশপর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতার পরিচয় মলে, একটীকে অপরের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সমুদয়েরনাম অন্তঃকরণ হইলেও

অবয়ব গুলি পরস্পর পৃথক হইতে বিশেষ বাধা নাই। অধ্যবসায়বৃত্তিক-অবয়ব বিশেষ বুদ্ধি, ঐরূপে অপরাপরের অবধারণ করিতে হইবে। সমগ্র অবয়বের নাম অন্তঃকরণসামান্য। অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় বুদ্ধি নহে। বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তই অধ্যবসায়। ধর্ম্মিপদার্থ ও অসামান্য ধর্ম্ম এতদুভয়ের অভেদ বিবক্ষায় ঐরূপ প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে* বস্তুতঃ, অসাধারণ ধর্ম্মই ইতর নিবৃত্তিপূর্ব্বক পদার্থের প্রকৃত ভাবের অনুমাপক। উহা লক্ষণ নামেও কথিত হয়। এখানে অধ্যবসায়ই বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া, "অধ্যবসায়" এই পদের সহিত "যস্যালক্ষণং" এই অধ্যাহৃত পদের সম্বন্ধ করিয়া "সা বুদ্ধি" এইরূপে অন্বয় করিলেই অনুপপত্তির প্রতিঘাৎ সহ্য করিতে হয় না; কোনও দার্শনিকের অভিপ্রায়ানুসারে এরূপ বলাও অসঙ্গত নয়।

পূর্ব্বে যে মতে বস্তুভেদ হইলনা বলিয়া কার্য্যকারণ ভাব অনুপপন্ন বলা হইয়াছে, তাঁহারাও বলেন বৃত্তিত্রয়ের কার্য্যকারণ ভাব নিবন্ধন একই পদার্থে সংজ্ঞাত্রিতয়কে আশ্রয় করিয়া, নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাব কল্পনা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃত্তিগুলিই যথাসম্ভব একে অপরের কারণ। তৎপ্রকারের অববোধ উদ্দেশ্য করিয়া পদার্থের কার্য্যকারণতা-ব্যবহার বিহিত আছে।

অব্যক্ত এবং ব্যক্ত এই দুই ভাগে সামান্যতঃ জড়জগতের বিভাগ। প্রকৃতিই অব্যক্ত। বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রকৃতির অপেক্ষায় প্রকটীভূত তত্ত্ব। কেননা, বিকার হইতে ক্রমশঃ প্রকটভাবের আবির্ভাব হয়। ঐ পদার্থগুলি পরবর্ত্তিবিকার বলিয়া বিবেচিত হইতে শ্রুতি-স্মৃতি ও অনুমানাদির অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির পরিচয় পূর্ব্বকারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাহইতে অব্যক্ত বিচার চরিতার্থতালাভ করিয়াছে। ব্যক্ততত্ত্বের বিশদানুসন্ধান বর্ত্তমান কারিকা হইতে আরব্ধ হইল। "প্রকৃতির প্রথম বিকার" এই হেতু বুদ্ধিতত্ত্বই সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তবৃন্দের মধ্যে বিবৃত হইবার যোগ্য। অপর তত্ত্বগুলিরও ঐ বুদ্ধি আবির্ভাব নিমিত্ত; সুতরাং সঙ্গতির অসদ্ভাব শঙ্কা বিষয় হইতে পারিল না। বুদ্ধির স্বরূপ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক অনধ্যাজ্ঞানের উপযোগিবিধায় সাত্ত্বিক ও তামস-বুদ্ধি ধর্ম্মগুলির প্রদর্শনে মনোনিবেশ করিতে কারিকাকার বাধ্য হইয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী অখিলবিকার-নিদানভূতা-প্রকৃতি-দেবীই জড়তত্ত্বের পরমোপাদান। কারণগুণানুসারে কার্য্যগুণের উৎপত্তি হয়, সুতরাং বুদ্ধি-তত্ত্বের সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, এই কারণাগত ভাবত্রিতয় সযুক্তিক। রজোগুণ কেবল সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্যজননে সহায়তা করে মাত্র। অপরের কার্য্যোন্মুখীকরণ ব্যতীত রজোগুণের স্বতন্ত্র কোনও কার্য্য নাই। যাহা উভয়ের কার্য্য, তাহাই রাজস। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই মতের পরিপোষক। তিনি তজ্জন্যই বুদ্ধির সাত্ত্বিক ও তামস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন।

* অধ্যবসায়োবুদ্ধিঃ এইপ্রয়োগ।

সাত্ত্বিকবুদ্ধি ধর্ম্মেরমধ্যে সর্ব্বোচ্চসিংহাসনে আসীন হইতে অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স জনক "ধর্ম্ম"ই সমর্থ, সুতরাং অগ্রেই তাহার কথন আবশ্যক হইয়াছে। ধর্ম্মই প্রধানতঃ ইষ্টসাধনরূপে জনসমাজে পরিচিত। স্বর্গরাজ্যের বিপুলসুখসম্ভোগের আশায় যাঁহার চিত্ত অত্যন্ত লালায়িত, সেই চিন্তাই যাঁহার অন্তঃকরণ-খাতে বিমল সন্তোষ-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তিনি নিরতিশয় প্রযত্ন সহকারে স্বর্গসুখসম্পাদক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্যাপৃত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হননা। এখানে স্বর্গসুখানুভব-রূপ অভ্যুদয়ের "যজ্ঞ"ই নিমিত্ত বলিয়া পর্য্যবসিত হইল; সুতরাং যজ্ঞ এখানে "ধর্ম্ম"পদবাচ্য। যাঁহারা শতশত শঙ্কাসঙ্কুল-তরঙ্গরঙ্গ-ঘাতিতকূল-রিপুগ্রাহ বিগ্রহ ভীষণ-দুস্তরতরণ-সংসার-সাগরের অপরপারে উপনীত হইয়া, অনন্তশান্তি সরোবরের নির্ম্মলনীরে অবগাহনপূর্ব্বক পাপপঙ্ক ধৌত করিয়া কৃতার্থ হইতে প্রার্থনা করেন, তাঁহারা যোগ-তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। "যোগ" নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত, এইজন্য "ধর্ম্ম" নামধারণের অধিকারী। সংসার-প্রান্তরের বিচরণকারী পথিক আপনার সম্বলরূপে "যাগ" অথবা "যোগ" কোনওটীকে গ্রহণ করিতে পারিলে, অভ্যুদয় অথবা নিঃশ্রেয়স ইহার একটীর উদ্দেশে যাত্রা করিতে পারেন। এই দার্শনিকতার একটু অন্তঃ-সলিল স্রোত দেশে পূর্ব্বস্মৃতির ধ্বংসাবশেষ রূপে এখনও বিরাজমান। লোকে অদ্যাপি বলিয়া থাকে, "যোগে যাগে ইষ্টসিদ্ধি" এই কথাটীর প্রকৃতার্থ এখন অপরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সামান্য চিন্তায়ই সত্য আবিষ্কৃত হওয়া সুকঠিন নয়।

আর একটী সাত্ত্বিক ধর্ম্ম, জ্ঞান। জ্ঞান পদার্থটী অবনীমণ্ডলে অন্ততঃ সামান্যরূপে পরিচিত নয়। আমরা অনবরত অশেষ পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, সুতরাং জ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই বলিতে পারাযায়না। এই বস্তুবিষয়ক সাধারণ জ্ঞান যাহা সর্ব্বদা জন্মিতেছে, উহাই এখানকার মুখ্যলক্ষ্য বলিয়া বিদ্বদ্বৃন্দের নিকট বিবেচিত হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানই এখানকার প্রতিপাদ্য। যোগচর্য্যার পরিণাম তত্ত্বজ্ঞানস্ফূর্ত্তি তাহাহইতেই জাগতিক বন্ধনজালের ঐকান্তিক নিবৃত্তি। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়ে ব্যগ্রচিত্ত ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ ঐক্যমত্য অবলম্বন করিয়া, প্রকৃতি পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ ভেদজ্ঞানই ঐ তত্ত্বজ্ঞান, এই সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতি জড়া, বহুবিকার বিশিষ্টা, সুখদুঃখমোহময়ী, পরতন্ত্রা, সুখ কুজ্ঝটিকা ভোগ্যা, এবং পুরুষ চিৎস্বরূপ বিকৃতিমেঘ সে চিদ্ঘনগগণে কোনক্ষণেও উদিত হয়না। কখনও সে শান্তআত্মার সমীপে উপস্থিত হয়না। দুঃখদবদহনে অন্তরের ন্যায় নিরন্তর তাঁহাকে দগ্ধীভূত হইতে হয়না, মোহময়ী তিমির রজনী সে চিরবিদ্যমান চিৎসূর্য্যের সন্নিকটে গমন করিতেও সক্ষম হয়না। পুরুষ স্বতন্ত্র। অখিল ভোগ্য প্রপঞ্চের একমাত্র ভোক্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বস্তুজাত পুরুষের পরিচর্য্যাকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া ভোগাপবর্গের সার্থকতা সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকে, এইরূপে উভয়ের বৈষম্য অর্থাৎ পারস্পরিক পার্থক্যের অবধারণই অন্যথাখ্যাতি।

বুদ্ধির অখর্ব সাত্ত্বিকধর্ম্ম বিনাশ। ইহার প্রত্যক্ষার্থ গ্রহণেই সার্থসিদ্ধি সম্পূর্ণ হইবে। রাগ অর্থাৎ আসক্তির অভাবই বৈরাগ্য। আমরা এই সংসার চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে অনন্তকাল ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। কখনও সুপসুবাসে মনমোহন সুরভিত, কখনও প্রমত্তপিশাচের অট্টহাস্যে বিকম্পিত। চপল চমকে চক্ষুঃস্থ পেশীগুলি কখনও বা অকর্ম্মণ্য হইয়া বিলাপ করে, আবার মানসমোহন রুচির দৃশ্যসংযোগে স্নিগ্ধতার স্রোতে আপ্লুত হয়। কখনও দুরন্ত দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র বিড়ম্বিত, প্রাণপক্ষী দেহগৃহের মায়াদয়া ত্যাগ করিতেই যেন উৎকণ্ঠিত। আবার অন্যসময়ে পুত্রপরিজনের প্রেমমাখা মুখদর্শনে তৃপ্ত, যেন নিরতিশয় আনন্দসরোবরের অমলকমলে বিমলজলে স্নান করিয়া শান্তিসুধায় সকলক্ষুধার অবসাদ মিটাইয়াছে। এই বাত্যাস বিপর্য্যাস কিসের জন্য? কাহার অনুগ্রহে সলিলসিঞ্চনে এইবিপত্তি লতিকা লাবণ্যমাখা শরীরে ধীরে২ বর্দ্ধিত হইতেছে? উত্তর—আসক্তির প্রতি ভক্তি ভাব ইহাইত বটে? আসক্তির বিনাশ সহসাই সংঘটন হয়না। সুদীর্ঘকাল সুনিয়মে সংবর্দ্ধিত সবলশাখা সুদৃঢ় মূলবৃক্ষকে কি অনায়াসেই উচ্ছিন্ন করাযায়? উহা আয়াস ও সময় সাপেক্ষ। আসক্তি কমাইয়া ক্রমে২ উহাকে নিঃশেষিত করা যাইতে পারে। এই ক্রম আশ্রয় করিয়া শিষ্ট মহাশয়েরা বৈরাগ্যের চারিটী স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার যে সংজ্ঞাগত স্বতন্ত্রতা আছে, তাহা সহজতঃই বুঝা যায়। প্রথমস্তর যতমান সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয়, চতুর্থ বশীকার। ইহাই শেষ সোপান। শাস্ত্রকারগণ ইহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমার নয়ন অনুক্ষণ প্রাণপ্রতিমপুত্রের বদন-সুধাকরের চকোর হইয়া থাকিতে চায়, সে সেই পীযূষেই প্রীত। এইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রযোজক কে? রাগ বই আর কিছুই সম্ভব হয়না। এই রাগ চিত্ত গত কষায় বলিয়া কথিত হয়। ইহার প্রভাবেই ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খল পরিচরণ। যদি বিষয়সংযোগ শ্লথ করা যায়, তবে রাগের প্রসার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইল সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়গণ যথেচ্ছ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হউক, এই রূপ প্রযত্নই যতমান সংজ্ঞা। এই খানেই রাগের পরিপাকার্থ প্রথম উদ্যম প্রবর্ত্তিত। ইহা-রাগোচ্ছেদের যত্ন মাত্র বলিয়াই যতমান এই সংজ্ঞার সার্থক্য সম্পাদিত হইতেছে।

পরে ব্যতিরেক। যত্ন বলে কোনও কোনও বিষয়ক আসক্তির পরিপাক অর্থাৎ শুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কতকগুলি যেমন তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে। এই পক্কাপক্ক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুলি পক্ষ্যমাণ অর্থাৎ ভবিষ্যতে পচন প্রাপ্ত হইবে, বর্ত্তমানে অপক্ক, তাহাদের হইতে পক্কগুলির পৃথগবধারণই ব্যতিরেক। দোষগুলির মধ্যে সংশোধিত এবং অসংশোধিতের ব্যতিরেকাবধারণ নিষ্ফল নহে। কেননা যাহাতে বিশেষরূপে প্রয়াস পাইবার একটী সমীচীন উপায় উপস্থিত হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এ স্তরে আংশিক শুদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে।

তদনন্তর একেন্দ্রিয়। লোচন আর অভীপ্সিত পদার্থের দর্শনে সন্তর্পিত হননা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রাগের বহি প্রবৃত্তি রুদ্ধ, আসক্তির কিন্তু অবসান নাই। দেখিনা, কিন্তু দর্শনের উৎসুকতা চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাপার অপারসাগরে ভাসিয়াছে, আসক্তির শক্তি এখনও কম নয়। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একই মন ইন্দ্রিয়ে ঔৎসুক্যরূপে অবস্থানই একেন্দ্রিয় নামের অন্বর্থতার কারণ।

পরিশেষে বশীকার। ঔৎসুক্যটুকু যাহা টিপটিপ করিয়া জ্বলিতে ছিল, তাহাও নিবিয়াছে। সহস্র সহস্র প্রলোভন ও এখন বিচিত্ত করিতে সমর্থ নয়। সুবাসিত সলিল সম্মুখেই সর্ব্বদা আছে, কিন্তু চায়কে ? পিপাসা যে ফুরাইয়াছে। মধ্যাহ্নগগণের অরুণ-কিরণের মত তরুণীর তীব্র কটাক্ষ অবিরতই আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, কিন্তু মনের আবিলতা আর নাই। শারদীয় সুন্দর জ্যোৎস্নাময় আকাশের ন্যায় সুবিমলতা আর এখন সুলভা বই দুর্ল্লভা নয়। ইন্দ্রিয় আর পরের কথায় আমার অনিষ্টে মনোযোগ করেনা, মন এখন আমার কথায় মন দেয়। কৃতঘ্নতা দোষে এখন আর সে কলুষিত নয়। সকলেই বশীভূত। সে উচ্ছৃঙ্খলতায় পৈশাবভাব কোন্ অজ্ঞাত লোকে অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে, এখন সর্ব্বত্রই সমতা, সকলস্থানেই শান্তি। বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যই প্রকৃতপক্ষে বিরাগপদ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য যুক্ত। এই বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, বিবেকী সংসারবিরাগী কবি কোকিল পঞ্চমে তান তুলিয়া গাহিয়াছেন,

"সর্ব্বংবস্তু ভয়ান্বিতং ভুবিনৃণাং বৈরাগ্য মেবাভয়ং।"

অপর যাত্বিক বুদ্ধি ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ শ্লোকে ঐশ্বর্য্যের অষ্টবিধত্ব পরিগণন করিয়াছেন। অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা। এই আটটীই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য। প্রথমতঃ অণিমা। যোগ চর্য্যা বিশেষের পরিণাম ফল অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য। অণুভাবাপত্তি অণিমা। সার্দ্ধত্রি হস্ত শরীরধারী মহাশয় এই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, অণুরূপে শিলার অভ্যন্তরেও প্রবে করিতে পারেন। দ্বিতীয় লঘিমা। লঘুভাব ধারণই এই ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ। জলে উপর বিচরণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ আমাদের শরীরের সমায়ত জলের ভার অপেক্ষা শরীরের ভার অনেক অধিক, তজ্জন্যই আমরা নীরতলে নিমজ্জি হই। যদি শরীরের লঘুভাব হয়, তবে জলে শরীর ডুবিবেনা। অনেক সাধু সন্ন্যা জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, এরূপ কিম্বদ এখন ও প্রচলিত আছে। পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক স্রোতস্বতীর পর পারে উপ হওয়ার বিষয় অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। প্রবাহের উপর পদচ লঘিমার প্রসাদে উপপন্ন হইতে পারে। প্রাপ্তিতৃতীয়, প্রাপ্তির ব্যাঘাত থাকে ভূমিস্থ ব্যক্তি করাগ্রে গগণমণ্ডলস্থ শীতরশ্মি মহাশয়কে স্পর্শ করিতে পারেন। দ্

ঐশ্বর্য্য নিবন্ধন প্রাপ্তির বাধা জন্মাইতে পারিলনা। পুরুষোত্তম মন্দিরে (পুরী) বসিয়া প্রাপ্তি সম্পন্ন সাধক বারাণসীস্থ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রভুর মস্তকে বিল্বপত্র প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলে অকৃতার্থ হইবেন না। চতুর্থ প্রাকাম্য। ইচ্ছার অনভিঘাত অর্থাৎ অবাধভাব। জল তরল পদার্থ। অবগাহন করিলে নিজেরা স্থানান্তরিত হইয়া ভদ্রলোকের মত আগন্তুকের স্থান প্রদান করে। স্নেহের আগার না হইলে এরূপ সরলতার পরিচয় কি অন্যত্র সম্ভব? এখানে উন্মজ্জন নিমজ্জন যাহার যেমন মন তেমনই করিতে পারেন। ভূমিতে উন্মজ্জনের চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যে কতদূর সম্ভব তাহা সকলেরই কল্পনা করিতে সামর্থ্য আছে। সে কঠিন স্থান! কাহারও প্রত্যাশা পূরণ সেখানে খাটেনা। প্রাকাম্যের মাহাত্ম্যে সাধকমহাশয় মাটীতে নিমজ্জিত হইবেন, বাধকনাই। পঞ্চম মহিমা, মহত্বই উহার স্বরূপ। আমি যেমন তাদৃশই আছি। ইচ্ছামাত্রেই শরীর মহত্ত্বের আবির্ভাব আমার আয়ত্ত নয়। অবতার বিশেষের অনুচর অঞ্জনাতনয় অন্য অঙ্গের কথায় কাজ কি একেবারে লাঙ্গুলটীকে পঞ্চাশ বা যাট যোজন বড় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কোন্ বিদ্যার পরিচয় বলিতে পারিনা তবে "মহিমার" মহিমায় নাগ নগরাদি পরিমিত বিশাল শরীর ধারণ করিতে পারাযায় ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করা উচিত, কাজের বেলায় কথায় কাটেনা। করিলে হয় কিনা তাহার বিচারে অনুষ্ঠাতারাই অধিকার, যাহাদের সহিত বাক্য ব্যয় ব্যতীত আর কোনও সম্বন্ধ নাই, বলিতে হইলে প্রতিবেশীর মত খাঁতির টুকুও মিলেনা, সেই আমরা, সেই বাগজাল পাতিবার শিক্ষাগুরু আমরা, প্রকৃত তত্ত্বের "হয় নয় বিচারে" একান্ত অনধিকারী। ঈশিত্ব ষষ্ঠ। ভূত ভৌতিক পদার্থের স্থিত্যুৎপত্ত্যাদির প্রভুত্ব। তক্ষক দষ্ট-বৃক্ষকেও পুনর্ব্বার যথাকারে স্থাপন করিবার সামর্থ্য সাধারণতঃ দুর্লভ। ঈশিত্বের অনুগ্রহে তাদৃশ ক্ষমতার সম্ভা বনা আছে। বশিত্ব সপ্তম। নিজের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় মন ইহারাই অধীনভাবে অবস্থিতি করিতে অমত প্রকাশ করে, প্রিয় পুত্রও বাক্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ। সামান্যতঃ আমরা পরাধীন। বশিত্বের বলে ভূত ভৌতিক সৃষ্টিতে বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হওয়া যায়। অপরের অপেক্ষায় সময় ক্ষেপ করিতে হয় না। স্বতন্ত্রতার আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া যথাগত সময়-স্রোতের চাতুর্য্যালোচনে অবসর জন্মে। কামাবসায়িতা অষ্টম। কাম অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ জাগতিক পদার্থের ব্যবস্থাপন সামর্থ্য। ইহা ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা নহে, মানস সঙ্কল্প মাত্রেই কার্য্যের নিষ্পত্তি। আমরা পদার্থ তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে যে পদার্থ যে রূপে উপলব্ধি করি তাহার তদ্রূপেই নিশ্চয় হয়, যোগী কামাবসায়িতার প্রসাদে যেরূপ সঙ্কল্প করিবেন বস্তু সেইরূপেই বিপরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার কামানুযায়ী পদার্থের নিশ্চয়। এই অষ্টৈশ্বর্য্য সাত্বিকবুদ্ধি ধর্ম্ম। তামস ধর্ম্ম ইহার বিপরীত। সাত্বিক—ধর্ম্ম, তামস অধর্ম্ম। সাত্বিক

জ্ঞান, তামস অজ্ঞান। সাত্ত্বিক বৈরাগ্য, তামস অবৈরাগ্য। সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্য, তামস অনৈশ্বর্য্য। বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তি এবং সাত্ত্বিকাদি ধর্ম্ম ভেদ প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল। এখন অহঙ্কারাদির নির্ব্বাচনে মনোযোগ দিবেয়।

অভিমানোঽহঙ্কার স্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চগণস্তন্মাত্র—পঞ্চকশ্চৈব ॥

পাঠঃ। অভিমানঃ। অহঙ্কারঃ। তস্মাৎ। দ্বিবিধঃ। প্রবর্ত্ততে। সর্গঃ। একাদশকঃ। চ। গণঃ। তন্মাত্র পঞ্চকঃ। চ। এব।

ব্যাখ্যা। অভিমানঃ—গর্ব্ব। অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার (নামে কথিত হয়।) তস্মাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। দ্বিবিধঃ—দুই—প্রকার। প্রবর্ত্ততে—প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ আরম্ভ হয়। সর্গঃ—সৃষ্টি। একাদশকঃ—একাদশ সংখ্যক। (ইন্দ্রিয় সমূহ।) চ—ও। গণঃ—সমূহ বা সমষ্টি। তন্মাত্রপঞ্চকঃ—তন্মাত্র অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্ম পাঁচটী। চ—এবং। এব—(অবধারণার্থে।)

বঙ্গার্থ। অভিমানই অহঙ্কার। তাহা হইতে দুই প্রকারের সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয়। (এক) ও (অপর) পঞ্চতন্মাত্র।

বিশদ ব্যাখ্যা। যেরূপ অধ্যবসায়কে অসাধারণ বুদ্ধি বলিয়া বুদ্ধির লক্ষণ অথবা কদাচিৎ বুদ্ধি বলিয়াই বলা হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারের অসামান্য ধর্ম্ম এই হেতু অভিমানকেও লক্ষণ কিম্বা অভেদ বিবক্ষায় অহঙ্কার বলা যাইতে পারে। এখানে আর এ বিষয় বিশদরূপে বলিবার বিশেষ কারণ দেখিনা। বুদ্ধির কার্য্য অহঙ্কার। অহঙ্কার একাদশেন্দ্রিয়ের উৎপাদক। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশটী পদার্থ এখানে "একাদশকঃ" শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে।

যাঁহাদের মতে রজোগুণের স্বতন্ত্র কার্য্য স্বীকৃত আছে, অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্য জননে প্রবৃত্তি প্রদান ব্যতীত যাঁহারা রজোগুণের স্বতন্ত্র তত্ত্বোপাদানত্ব প্রতিপাদন করেন; তাঁহারা বলেন "একাদশানাং পূরণং একাদশকং মনঃ। "সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ" ২অ-১৮সূ এই কাপিল সূত্র হইতে তাঁহারা মনকে অহঙ্কারের সাত্ত্বিক কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারের রাজস কার্য্য, ভূতসূক্ষ্ম তামস কার্য্য। তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ "বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহংত্রিধা। অহন্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ। বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনংযতঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি বৈ। তামসোভূত-সূক্ষ্মাদি র্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ। এই পুরাণ বাক্য। "রাজসাদিন্দ্রিয়াণ্যের সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ।' এই অধ্যাত্মরামায়ণীয় শ্লোকটী রজোগুণের রাজসাংশ কার্য্য দশেন্দ্রিয় এবং মন

সাত্ত্বিক কার্য্য এই সত্য ঘোষণা করিতেছে। একাদশক শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ-বিশেষ অর্থাৎ মন। পরবর্ত্তী গণশব্দ মনের বহুবৃত্তি ভেদে অথবা বাস্তব বহুত্ব লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত। রাজস কার্য্য দশেন্দ্রিয় একথা একারিকায় স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই তবে "চ"কার থাকায় উহা কথঞ্চিৎ সূচিত হইয়াছে! পরকারিকার তৈজস-ভূতয়ং" অর্থাৎ তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয় অহঙ্কারের দ্বিবিধ কার্য্য, এই আচার্য্যবচন ব্যর্থ হয় বলাযায়না, কেননা, মন ও ইন্দ্রিয়। সুতরাং উহার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী কল্পনা অনাবশ্যকীয়া।

আমরা কিন্তু মনে করি সাত্ত্বিক একাদশকঃ এই শব্দের প্রয়োগ, "গণঃ" শব্দব্যবহার ও দ্বৈবিধ্য কথন, ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রায় আবিষ্কার করে। রজোগুণের স্বতন্ত্রকার্য্য স্বীকার তাঁহার নিকট সমাদৃত নয় বলিয়া বোধ হয়। মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে সাধারণের অনেক আপত্তি আছে। আমরা উহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণে অদ্যাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিলামনা। ইন্দ্রিয় একটী সংজ্ঞাশব্দ, উহার ব্যবহারে বিবাদ কেন বুঝিনা। যৌগিক শব্দ হইলেও ব্যুৎপত্তিবিচারে বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে। ইন্দ্রিয় শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দশেন্দ্রিয়ের সমস্তই সমভাবে কার্য্যকারী হয়না। মনত গেল অনেক দূরে।

তন্মাত্রের কথা কথঞ্চিৎ বহুপূর্ব্বে বলাহইয়াছে। বর্ত্তমানে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই! যথা সময়ে স্বরূপবিচার প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়াই বলা হইতেছে, "এব"। এতদ্ব্যতীত অহঙ্কার তত্ত্বের সাক্ষাৎ বিকাশ আর কিছু নয়, এইখানেই তাহার পর্য্যবসান। এই নিশ্চয় বুঝাইতেই "এব" শব্দের ব্যবহার।

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্ত সংসার।

অনন্ত কাল অনন্তে ছুটিতেছি, কখনও শান্তির কমনীয় কান্তি দেখিয়া নয়ন-যুগলের পিপাসাশ্রান্তি করিতে পারিলাম না ত! বিশাল সমুদ্র বক্ষে বিষম ঝঞ্ঝাবাত তাড়িত সঙ্কুলতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কতকালই চলিতেছি; বারিরাশির গভীর গর্জ্জনে শ্রবণ বিবর ব্যথিত, পেশী সকল নিষ্পেষিত। লহরীমালার সাক্রোশ পদাঘাতে বুক ভাঙ্গিয়া গেল, মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইল, হৃৎপিণ্ডস্থ ধমনীগণ অমনি প্রতিশোধ-কলুষিত প্রাণে রক্তিমাকার ধারণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ক্ষণ কাল নিস্পন্দ রহিল, আবার ধৈর্য্য ধরিয়া সব সহিল, পরে কর্ত্তার কাছে সংবাদ দিতে চলিল, অমনি তাহার লোচনে জল গলিল; এত বিড়ম্বনা, এত যাতনা, এত বেদনা, এত তাড়না, এত ক্লেশ, শেষে আবার যা তাই! কিছুই যেন মনে নাই! এই যে বিপুল ঝটিকায় শ্বাসমাত্রশেষ হইতে হইয়াছে, এই যে অনাশ্বাস আসিয়া বিশ্বাস পাত্র হইতে চাহিয়াছে, কত মোহন

তাঁকে ভুলাইতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিছুই ত কার্য্যকর হইল না! কোনও আশার ত সুসার বাড়িল না! যন্ত্রণায় অধীর হইলে কৃপাভিক্ষার প্রার্থনা হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল, মলীমস সান্ধ্য আকাশে চপলাবালার বিমল হাঁসিটুকুর মত উহা আবার কোনও অদৃশ্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কোনও শিক্ষা দিয়া গেলনা! অধীরতার আবির্ভাবে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, নীরবতার নিবিড় রবে তাহার ক্ষীণ স্বর কর্ণপথে উঠিত না; যেন ঢাকিয়া গিয়াছিল! কিন্তু কই পলক না পড়িতে সবই যে নড়চড় হইয়া গেল! অধীরতার পরাভব, অভাবের বৈভব, সহসাই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! আবার শ্রবণরঞ্জক উদ্যমব্যঞ্জক ললিতের কোমল আলাপ! এ নির্লজ্জ উদ্যম এতক্ষণ কোথায় ছিল? নিশার শেষে উষার মত অকস্মাৎ কোন দেশ হইতে আসিল? কে আনিল? বলিয়াই বা কে দিল? কেন যাই? কিসের আশায় থামিয়াও যাই? তাড়িত লাঞ্ছিত দণ্ডিত ঘৃণিত হইয়াও যাই? যাহা নাই অথচ চাই, যদি তাহাই পাই জীবনের যত জ্বালা সবই জুড়াই, তবে কি কষ্টের মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিতে প্রাণের পোঁড়ায় তাড়ায় ভাঁজা ভাঁজা হইতে আবার যাই!

মোহকুহেলিকার প্রসার কমিল, সংসার বিকারের প্রবল পিপাসা অনেক পরিমাণে মিটিল, অন্ধকারের গর্ভে অপ্রকাশিত কত মণির খনি ফুটিল, নিবৃত্তিসুবাস ছুটিল, প্রবৃত্তির অমর গুমর আজ টুটিল, বুঝাগেল কেন যাই? পথ পাই বলিয়াই যাই। অকুল সাগরে আকুল হইয়া আবার কাহার বলে কোন্ ছলে চলি? দিঙ্‌-নির্ণয়ে গোল যোগ ঘটিল কি না, জানিনা, কিন্তু চলিতে ত বাধা নাই! সম্ভবতঃ লক্ষভ্রষ্ট হইনাই। "জীবনের ধ্রুবতারা" ঐ না! অপারবারিধিতে উহাইত এপর্য্যন্ত আমার দিগ্‌দর্শনের অভাব পূরণ করিতে ছিল। তবে ত আমি লক্ষ দুঃখেও লক্ষ্য ভুলি নাই, তাই আবার নবোদ্যমে প্রমত্ত! যদি ধ্রুব আমার লোচন পথে এতক্ষণও নিজের আলোয় জল্‌জল্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তবে আমার এ বিপত্তি কেন? এত কষ্টের পিষ্টপেষণে আমি ক্লান্ত কেন? দুর্দ্দৈবমেঘে সময় সময় আমার চক্ষে আবরণ দেয়, অমনি আমি কেমন কি হইয়া যাই, অবকাশে শত্রুগণের আক্রমণ! সে তীব্রবেগ অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া শূন্যমনে গগণ পানে চাহিয়া দেখি ধ্রুব আমার মেঘের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছে, তখন দ্বিগুণ বলে সকল ভুলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হই! শত বার সহস্রবার নির্লজ্জ বলিলেও উদ্যমের অঙ্গে আঘাত লাগেনা। ধ্রুব যে হৃদয়মন্দিরের ইষ্টদেবতা! দেখিতে দেখিতে কোথায় পলায়, পাইনা বলিয়া আশাত আমায় বিদায় দেয়না! কাজেই অপূর্ণ আশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাগলের মত ছুটিতেছি। শুধু কি আমি? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি দেখিতে পাই প্রত্যেক বস্তুই অভাবনীয় অভাবার্ণবে নিমগ্ন। যেন কি আঁধারের আলোক, পিপাসার পানীয়, বেদনার ঔষধ, কি সঞ্চিত ধন

হারাইয়াছে। কিছুতেই তৃপ্তি নাই। যেন প্রাণের উপর বিষাদের আগুণ দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, আত্মহারা দগ্ধপ্রাণ অনবরত ছোঁটাছুঁটী করিতেছে; এদিক্ ওদিক্ করিয়াই কাল যাপন করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সাজেই সাজিতেছে, কিন্তু কালের শাসন কি কঠোর, অমনিই বিষণ্ণ বদনে খুলিয়া ফেলিতেছে। বাল্যাবস্থায় অপরিতৃপ্ত বকুলতরু শাখা পত্রাদির বহুলতায়ও তাই। তখন মুকুলোদ্গমের আশা। কই? মুকুলেও ত আকুলতা কমিলনা! আবার প্রসূন প্রকাশের জন্য আয়াস, তাতেও ত আশার পর্য্যবসান হইলনা। বুঝাগেল—এবাসনা আরও অনেক দিন অসম্পূর্ণই থাকিবে, অগত্যা কুসুমে ইষ্টসিদ্ধি নাই বলিয়া অফল আসিল। অনাদরে ম্লানমুখ কুসুম অভিমানে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। তরুর অভাব যেমন তেমনি রহিল। কাজেই পুনর্ব্বার শত শত বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক ইষ্ট সাধনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল গমন। সরোবরের অমলকমলাকীর্ণ বিমলজলে চক্ষুঃ স্থাপন করিলে দেখা গেল সৌরসন্তাপে অনবরত বাষ্পাকার ধারণ পূর্ব্বক সলিল রাশি অনন্তের অনন্ত প্রাণে মিশিতেছে, আবার পরিণতিবশে মেঘাকার গ্রহণ; বর্ষণোন্মুখ জলধরে সহসা স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শ। হায়! সে সকল স্নেহ কোথায়? এ যে কাঠিন্যের কারাগার, নাম মাত্রেই চিত্তচমৎকার! সহসা শিলাকার! জীবন এ জীবন নাশক মূর্ত্তিগ্রহণেও তৃপ্ত হইতে পারিলনা কাজেই "ফিরে রাধাকমলিনী।" এই নানা চক্রে পরিভ্রমণ করিয়াও শান্তি নাই। সুনীল গগনে চাহিলাম, সন্মুখে শশী, কোথায়! যেন কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। একতিল ও বিরাম নাই সুতরাং আরাম নাই। যেন কোনও হারানিধি খুঁজিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। গতি মন্দ বই তীব্র নয়। বোধ হয় সে নিধি দেখা যায়, তবে ধরা দেয় না। সুতরাং অবিশ্রাম অনুগমন করিতে হইতেছে। চাঁদের পরে নজর দিয়া মনে করিতে ছিলাম, নক্ষত্র বুঝি তৃপ্ত। আঃ কপাল! সেটাও যে কথার কথা যেটী দশহাত তফাতে ছিল, এখন দেখি মাথার পরে। আর বুঝিতে বাঁকি নাই সকলেই অভাবসাগরে ভাসিল।

দুইহাতে এত কাল অকুল জল রাশি অতিক্রম করিয়া, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া, এতই চলিতেছি, এবার কারণ জানা গেল। এই জন্যই আমি আজীবন তৃপ্তিবিহীন। বাল্যকালের ধুলাখেলায় মনের জ্বালা জুড়াইল না। কিশোর সময়ের অননুভূত আনন্দের আশায় প্রাণ পর্য্যাকুল হইল, কিন্তু পাইয়াও পরিতৃপ্তি নাই। যৌবনের তরল প্রবাহ আবার নয়ন পথের পথিক হইল, কত বিলাস, কত লালসা, কত সাহস, ক্ষণেক সরস, ক্ষণে নীরস, কত ভাবই আবির্ভাব প্রাপ্ত হইল। কিছুতেই অভাব পুরিলনা। সুরূপ কুসুমে নয়ন ভৃঙ্গ লাগিয়া রহিল, বোধ হয় যেন আর ছাড়িবেনা, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিল। রসনার উপর রসগোল্লায় রস প্রবাহ বহান হইল; কত সাদর গ্রহণ!

অভ্যর্থনার বোধ হইল, আর ছাড়িতে পারিবেনা, স্বভাবের ব্যবহার কি নীরস, একেবারেই উদরসাৎ! যদি বুঝিল-শান্তি নাই, আবার দিলে কেন অগ্রসর হইয়া গ্রহণ করে? আশার মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ, তাই বুঝি ভাবে—"এবার পাইব।" শ্রবণ শ্রীরাগে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিল; অনুমান হয় সেই রসেই মজিয়াছে, কাজে কিন্তু কিছুই নয়, শান্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই একমাত্র নিদান। যে পোষাকে শান্তি নাই, তাহাকে কেন সুখসাধক বলিয়া বুঝা হয়। তৃষ্ণাদেবীর মুন্সীয়ানা ইত কারণ। নীরস মরুভূমির মধ্যে সুশীতল জলের অন্বেষণ করিতে যে শিক্ষা গুরুর নিকট শিখিয়াছি, শুষ্ক কুঞ্জকাননে যাহার উপদেশমতে ফুল ফলের লোভে সলিলসিঞ্চন করিতে করিতে স্বেদ জলে কপোল তল স্নান করাইতে অভ্যাস করিয়াছি, যাহার আদেশে অনিশ্চিত শস্যের জন্য কতবার কঠোর ভূমিতল কর্ষণ করিয়াছি, সেই তৃষ্ণা, সেই সংসার কুসুমের গ্রন্থি স্বরূপ তৃষ্ণা, সেই পঙ্কে কুকুম জ্ঞানের উপদেষ্ট্রী তৃষ্ণা আমাকে যা তাই দেখাইয়া ভুলাইতেছে। প্রমত্ত আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহাই বুকে রাখি, যখন অনল দ্বিগুণ জলিয়া উঠে, পাগল হইয়া দূরে ফেলিয়া দেই।

গভীর নিশায় নিদ্রার নির্ম্মল কোলে শয়ন করিয়া অনেকাংশে নিরুপদ্রব হইতে পারিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এ সুখ সুষুপ্তি বুঝি চিরস্থায়ী। সংসার কাননে দাবাগ্নি বুঝি আর আমায় আক্রমণ করিতে পারিবেনা। এই শান্তিনীরে নিমজ্জনেই বুঝি সকল অশান্তির অবসান হইবে। কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, গাছের প্রসূন ডালেই শুকাইল, কাণে কাণে কে আসিয়া কি কহিল, চমকিয়া জাগিলাম, যাহা দেখিলাম সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কবির ভাণ্ডারে তত কল্পনা নাই যে সে রূপের পরিমাণ করে চিত্রকরের তুলিকায় সে রঙ কখনও স্থান পায় নাই যে বর্ণে সে মূর্ত্তি শোভিত। কত কি মধুরতাময় জিনিস দেখিয়াছি, ইহার কাছে সকলই জঘন্য! এ যে সুষমার নিভৃত বাসস্থান। কলকণ্ঠের কোমল আলাপ প্রাণ ভুলাইল, উপদেশে অমনোযোগ করে কার সাধ্য? বাধ্য হইয়া যা বলে তাই করি! বল প্রকাশের আবশ্যক নাই, স্বেচ্ছায়ই সব করি। অনুবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলে কৃতার্থ হই, অনুগ্রহইচাই আগ্রহ আর লাগেনা যেন সঞ্চিত সমস্ত জিনিষই মহাজোয়ারে ধুইয়া গিয়াছে। কাজেই সম্বল শূন্য ভাবে যা দেখায় তাই লই, যা করে তাই সই। পিশাচীর পৈশাচ প্রবৃত্তি আমাকে ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত করিয়াছে রাক্ষসী হৃদয়ে সকল রক্ত শুষিয়া খাইল, হৃদয়াসনে চামুণ্ডা সাজিয়া বসিল, তবু সাধ পুরেনা। আমাকে বানর নাচাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে। আমোদে যেন গলিয়া যাইতেছে, উৎসবের উৎস যেন খুলিয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাচারের ভরপুর তুফান বহিয়া যাইতেছে, আর আমি ক্রন্দনের রোলে আকাশ কাঁপাইতেছি, শান্তি পিপাসায় অনবরত ধাবিত হইতেছি। কিন্তু ঐ তৃষ্ণার কুটিল কটাক্ষেও সুধাঢালে কাজেই যা দেখায়, তাহাকেই শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে করি।

জ্বালা সহিতে সহিতে, দুঃখভার বহিতে বহিতে, প্রাণের কথা কহিতে কহিতে, কুহকিনীর কাছে রহিতে রহিতে, কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে উপনীত হইয়াছি। তমাল ডালে কোকিলের কলকাকলীও কাণে লাগেনা, আরও প্রাণে যেন বিরক্তিবাণ বিদ্ধ করিয়া দেয়। মধুকরের মধুমাসের মধুর ঝঙ্কার মন মজাইতে পারেনা, আমার কর্ত্তব্য আমি তাতে ভুলিনা। পুত্রশোকাতুরা রমণীর আর্ত্তস্বরেও হৃদয় গলেনা, বালকের নধর অধরে মধুর হাসিতেও আপন হারা হইনা, আমার কাজে আমি অবিরত যাই, কাহারও দিকে চাইনা, কেবল তৃষ্ণা যাহা দেখায়, তাহার দিকেই ধিনা ওজরে নজর করি। একের অভাবেই সকল শূন্য। আজ বুঝিলাম শান্তির অভাবেই এসংসার এত আকুল! চারিদিকে অভাবের বিভীষণ মূর্ত্তি আমায় গ্রাস করিতে বদন ব্যাদন করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাই এ চিরন্তন পলায়ন! অভাব! তোমার এই অসাধারণ প্রভাব দর্শন করিয়া কি বেদান্তবিৎ তোমাকে অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন? বোধহয় এদারুণ দৃশ্য লোকলোচনে সহিবেনা বলিয়াই তোমার এ সংহারকমূর্ত্তির কথা লুকাইয়া তোমাকে ভাবরূপে বলা হইয়াছে। অনন্ত কাল আমি শান্তির জন্য লালায়িত, তুমি অনুসরণ করিতেছ যাতনায় কাতর করিতেছ, কিন্তু তাই বলিয়া আসল ভুলিব? কখনই নয়। যেমন যাইতেছি, তেমনিই যাইব। আমার পাওয়া চাই, তাই লইয়া কথা।

আর তোমার শঙ্কায় শঙ্কিত নাই। ঐ তৃষ্ণাপিশাচীর প্রলোভন কুয়াসায় নয়ন আর অন্ধনয়! মোহনিদ্রা যেন অপসৃত হইতে চলিয়াছে, ঘুমের ঘোর আছে, কিন্তু তাহাতে বিভোর নহি. ভোর সম্মুখে আসিয়াছে। তরুণ অরুণের মৃদু কিরণে দশ দিক্ প্রকাশিত, আলোক পাইয়া জীবজগৎ পুলকিত, তৃষ্ণার অত্যাচারে সংসার পরি-ভ্রমণে কত যে কদর্থনা ভোগ করিয়াছে, তাহা একেবারেই বিস্মৃত, পুরাতন অবস্থা—যাহা দুরদৃষ্টের দুরন্ত তাড়নে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সনাতন ভাব আবার আসিয়াছে দেখিয়া চমকিত, অদূরে শান্তিপুরের যাত্রী দর্শনে, গন্তব্যস্থানের নিকটে পৌঁছা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত, তৃষ্ণার সরসবদনে বিষাদ কালিমা দর্শনে চিন্তিত, কিন্তু এখনও উৎ-কণ্ঠার অনিবৃত্তিতে অপরিতৃপ্ত! তৃষ্ণাপাশচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে যে, সে অবিনাশি-তৃপ্তিলাভের উপায় নাই! পিশাচীর সহবাসে যে কলুষিত হইতে হইয়াছে, তাহার সেই কলঙ্কপঙ্ক মার্জ্জনে উঠাইয়া দিলাম বটে কিন্তু কারণ যে পরিত্যাগ করিতে পারিনাই। নেশা ছুটিয়াছে বটে, মাদক ত সঙ্গেই আছে, আবার আমার কখন কি বিনাশ ঘটে, কেমন করিয়া বলিব! যাক্-দূরে ফেলিয়া চলিয়া যাই! আঃ বিপদ হয় আমার পশ্চাদনুসরণকরে! বুঝিয়াছি পৈশাচ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় নাই। যাইনা বলিলেও যায় না, তিরস্কারকেও পুরস্কার বলিয়া মনে করে, পদাঘাতও "প্রেম-বাহন" ভাবে, বিরক্তিজ্ঞাপক নয়ননিঃক্ষেপও সপ্রেম কটাক্ষ বলিয়া আনন্দিত হয়

সম্মেলনের শেষ উপকরণও এই। হৃদয় সহিষ্ণু হইয়াছে, এখন এ আদরে নিজের "কদর বাড়িল" ভাবেনা। মনে করে—এইউৎপাত অতিক্রম করিলেই আমার চিরশান্তি, সকল অসুখের অবসান। এতদিন যে প্রসূনকে সুরভি বলিয়া ভাবিতাম, যে গন্ধে অন্ধ হইয়া কাচকাঞ্চনের বিনিময়ও সহিতাম, যেরূপের ফাঁদে পড়িয়া উন্মুক্ত নরকের দ্বারকেও নন্দন কাননের চারুতোরণ মনে করিতাম, এখন দেখি তাহা পূতিগন্ধি, সে গন্ধ ঘৃণিত, সেরূপ কুরুচির কদর্য্য আদর। যে বাহুবিক্ষেপকে মৃণালবল্লী সঞ্চালন জ্ঞান করিতাম, এখনে দেখিতে পাই তাহাকে বিষলতার আন্দোলন বলাই যুক্তিযুক্ত। এতকাল ভুজঙ্গিনীর বিষাক্তদংশনে মর্ম্ম স্থল জরজর হইয়াছে, আর অপেক্ষা কবিবন উপেক্ষাও অনুচিত। সত্বরে চতুরতার দুষ্কর পরিণাম ভোগ করিয়া পাপীয়সী পাপ বাসনার শেষ হউক। আমি তাহাতে ঔদাসীন্য করিলে চলিবে কেন? কাল সর্পীর দমনোপায় মহামন্ত্র "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" ত আমিই জানি। এ মহামণি থাকিতে এতদিন গাঢ় অন্ধকারে অন্ধ হইয়া ছিলাম! এ সুশীতল জল থাকিতেও পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল, এই অমূল্য ধন থাকিতেও দীন দরিদ্র ছিলাম! ওঃ! আমি কি মূঢ়! গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াও ভুলিয়াছিলাম! ঘুমের আবেশ আর নয়নে নাই। মন বলীয়ান, প্রাণ পরিতৃপ্ত প্রায়, নিরাশার আমোদ বড়ই ভাল লাগিয়াছে!

অকস্মাৎ বহ্নির উজ্জ্বলশিখা নয়ন পথ অলঙ্কৃত করিল কেন? পাপিনি! এই কি তোমার মনোহর মূর্ত্তির পরিণাম? প্রলয়! কিসের প্রলয়? আমার যাহা আছে, তাহা যে অক্ষয় ভাণ্ডারের অবিকৃত ধন, তাহার বিনাশ যে হাঁসির সমাচার! আগুন যাহা পোড়াইতে পারে, তাহার আর গুণ কি? বজ্রাঘাতে যাহার উন্নত চূড়া শত খণ্ড বিভক্ত হয়, তাহার আবার কাঠিন্য কি? যাহা সলিল সংযোগে আর্দ্রহয়, তাহাকে শুষ্ক বলায় লাভ কি? এ জিনিষ পোড়েনা নড়েনা গলেনা চলেনা, যেমন তেমনি। তবে আমার ভয় কি? কুহকিনি! এই সে ভয়ানক মূর্ত্তি, এইত তোমার শেষ। যে রাঙ্গাচখে জগৎ কাঁদিয়াছে তাহারও চরম ভাব এই? তুচ্ছ! এইত শেষ আকার। তৃণ রাশি দগ্ধ করিয়া আপনা আপনি নিবিয়া যাও। আমি শান্তি জলে অশান্ত মর্ম্মস্থল ধৌত করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়। ডা'ন্ তাড়ান "রক্ষাকবচ" যাহা কণ্ঠহার করিয়া রাখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। এখন তোমার চরম বিদায়। ঐ দেখ অদূরে শান্তি সরোবর। অম্লান কমলকুল। অমর মরালদল। কূজন ছলে অমোঘ সত্য গান গাহিতেছে "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম। প্রতিধ্বনি বহন পূর্ব্বক পবন কহিতেছে "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" এই পাইলেই তৃপ্তি মিলিবে জগৎ! ঐশুন নির্দ্দোষ আকাশবাণী। রসোবৈস রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।"

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ

যশোহর ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমস্থ বেদ-বিদ্যালয়

মঙ্গলাচরণ।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদুসুপ্তস্যতথৈবৈতি ।
দূরঙ্গমঞ্জ্যোতিষাঞ্জ্যোতিরেকন্তন্মেমনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু ॥১
যেনকর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণোযজ্ঞেকৃণ্বন্তিবিদথেষুধীরাঃ ।
যদপূর্ব্বংযক্ষমন্তঃ প্রজানান্তন্মেমনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু ॥২
যৎপ্রজ্ঞানমুতচেতোধৃতিশ্চযজ্জ্যোতিরন্তরমৃতম্প্রজাসু ।
যস্মান্নঋতেকিঞ্চনকর্ম্মক্রিয়তেতন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৩
যেনেদম্ভূতম্ভুবনম্ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্ ।
যেনযজ্ঞস্তায়তেসপ্তহোতাতন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৪
যস্মিন্নৃচঃ সামযজুংষিযস্মিন্প্রতিষ্ঠিতারথনাভাবিবারাঃ ।
যস্মিঁশ্চিত্তং সর্ব্বমোতম্প্রজানান্তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥
সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেভীশুভির্ব্বাজিনইব ।
হৃৎপ্রতিষ্ঠংযদজিরঞ্জবিষ্ঠন্তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরমাত্মাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। জ্ঞানের যতই বিকাশ হয়, মানব ততই বুঝিতে পারে যে, এই বিশ্বের অন্তরালে যে অদৃশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মহাশক্তির নিকট তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। মানবের ক্ষুদ্র-শক্তি, যদি সেই মহশক্তি লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে আদর্শ করিয়া আপনাকে গঠিত করে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব থাকে না; বিশ্ব সংসার তাহার করতলস্থ হয়। মানব কিন্তু এই মহাশক্তির শক্তিতে শক্তিমান্ হইবার চেষ্টা না করিয়া, অহঙ্কার প্রভাবে স্বীয় শক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, সেই মহাশক্তিকে তাহার অধীন করিতে চাহে। মানব যখন এইরূপ করিতে যায়, তখনই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। বিকৃত আত্ম-শক্তিতে প্রাধান্য দেওয়াতেই, সংসারে এত অশান্তি। বিশ্বনিয়ন্তা যে মূলমন্ত্র দ্বারা এই বিশ্বের পরিপালন করিতেছেন, সেই মন্ত্রই মানবের ইষ্ট-মন্ত্র হওয়া আবশ্যক, এবং যে ব্যক্তি সেই মন্ত্রকে যতদূর স্বীয় ইষ্ট-মন্ত্র করিতে পারে, তাহার জীবন ততদূর ফলপ্রদ হয়। বিগত ৬ ছয় বৎসর ধরিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু-শাস্ত্র, এবং হিন্দু-সমাজের পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি। আমাদের বিকৃত ব্যক্তিগত ইচ্ছা আপনাকে অতি সামান্যভাবেও বিশুদ্ধ বিশ্বজনীন-ইচ্ছার অধীন করিতে পারিয়াছে কিনা জানিনা। কিন্তু যে মহাশক্তি এই বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত রহিয়াছে, সেই

মহাশক্তি আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ। কার্য্য-সফলতা ভগবানের হস্তে, কর্ম্ম সম্পাদনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; এবং সেই কর্ত্তব্য হইতে আমরা কখন ভ্রষ্ট না হই, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

হিন্দু-জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেকসময়ে নৈরাশ্য-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু আশা-রবি ক্ষণকাল মধ্যে উহা ধ্বংশ করিয়া হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে। যখনই দিশা হারা হইয়া, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" হই, যখনই সহস্র সহস্র বিপদ আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করে; তখনই যেন হৃদয়াকাশে "দৈব-বাণী" নির্ঘোষিত হয় "ভয় নাই, এ প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না"। ভারতের ধর্ম্ম সত্তাই উক্ত দৈব বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করায়। ভারতবর্ষ যতই দুর্দ্দশাগ্রস্থ হউক না কেন, ভারতবর্ষ এখনও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয় নাই, এবং নানাবিধ অধর্ম্মাচরণের মধ্যেও এই জলন্ত জাতীয় আস্তিকতা এই জাতির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানের একমাত্র আশা ও অবলম্বন; এবং সেই আশা-সূত্র ধরিয়াই হিন্দু-পত্রিকা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। দিন দিন হিন্দু-পত্রিকার কার্য্য-ক্ষেত্রও প্রসারিত হইতেছে। হিন্দু-পত্রিকার পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহকগণ সকলের নিকটেই আমরা ঋণী; তাঁহাদের অনুগ্রহে হিন্দু-পত্রিকা নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, আপাতঃ নীরস কেবল মাত্র শাস্ত্রাদির বিষয় আলোচনা করিয়াও ৬ষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করতঃ, ৭ম বর্ষে পদার্পন করিল।

হিন্দু-পত্রিকাই ব্রহ্মচারি-আশ্রম এবং ব্রহ্মচারিন্ নামক ইংরেজী ধর্ম্ম বিষয়ক মাসিকপত্রের প্রসূতি, এবং ভগবৎ কৃপায় নবজাত শিশুদ্বয়ও এই অল্পকাল মধ্যে স্বদেশ-সেবায় স্বীয় জননীর ন্যায় দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের গতবর্ষের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ শীঘ্র স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া, সাধারণে প্রচারিত হইবে।

হিন্দু-পত্রিকার পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিও কৃপা-কটাক্ষ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখেন।

উপসংহারে ভগবানের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি, যে তাঁহার কৃপায় যেন হিন্দু-পত্রিকা ও হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় পূর্ব্ববৎ নিযুক্ত থাকেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

তত্ত্বান্বেষণ।

(সূচনা)

সনাতন আর্য্যসম্প্রদায়ের কিয়দংশ শাখানদীর ন্যায় মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত হইয়া দিগ্দিগন্তে প্রধাবিত হইয়াছে; কিন্তু পুনরায় জননীর পবিত্র অঙ্কে স্থান না পাইয়া, নূতন সম্প্রদায়ের সুখ-সমৃদ্ধি অনুভব করিয়াও, মাতৃদ্রোহী পরশুরামের ন্যায় সন্তপ্ত হৃদয়ে কাল যাপন করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মবিশেষাবলম্বীর স্বীয় ধর্ম্মমতের গূঢ় মর্ম্ম অজ্ঞাত থাকাই ধর্ম্ম-বিপ্লবের মূল। আজকাল আর্য্য-ধর্ম্ম-তত্ত্ব শিক্ষিতমণ্ডলী-মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত ও অনুশীলিত হওয়াতেই, পূত-জাহ্নবী-বারি-বিধৌত—প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ আর্য্যঋষিগণ-পরিসেবিত ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-বিপ্লবের বিকট মূর্ত্তি ক্রমশঃ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিতেছে। সমাজের উপস্থিত অবস্থায় যাজক ও অধ্যাপক-পুরিবদ্ যদি ধর্ম্মের নিগূঢ় আলোচনায় প্রবৃত্ত ও সমাজ মধ্যে তদ্বিবরণে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে আশা করা যায়, ধর্ম্মতত্ত্বের বিমলালোকে সমুদ্ভাসিত আর্য্যসন্তানের হৃদয়-দর্পণ হইতে ধর্ম্ম-সংশয়ের ভীষণ ছায়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া, ধর্ম্মানুশীলন তাঁহাকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিয়া, সমাজের আদর্শ-স্থানীয় করিয়া তুলিবে।

সূচিভেদ্য ঘনান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন থাকিলে, ক্ষণস্থায়ী ক্ষণপ্রভার ক্ষীণালোক-রেখাতেও চিত্ত যেরূপ প্রসন্ন ভাব অবলম্বন করে, জটিল সংশয়জালে জড়িত মানব-হৃদয়ও সংশয়-বিশেষের আংশিক নিরাসেও তদনুরূপ প্রসন্নতা অবলম্বন করে। মনুষ্য-জগতে একের প্রতি অপরের সাপেক্ষত্বই সমাজ-বৃক্ষের বীজ, সুখ-সৌকার্য্য তাহার ফল মাত্র। (সমাজ গঠনের মূল তত্ত্ব নির্ব্বাচন করা উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও, উদ্দিষ্ট প্রস্তাবের বোধ-সৌকর্য্যার্থে কথাটা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক) মনুষ্য-জীবন

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরনির্ভরতার একটী বিস্তৃত আখ্যায়িকা মাত্র। সামাজিক মানব যতই কেন চেষ্টা করুন না, এরূপ সময় তাঁহার জীবনে কখনও আসিবে কিনা জানি না, যে সময়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারিবেন, "আমি অন্যের অপেক্ষা রাখিনা"। নিরপেক্ষ স্বাবলম্বন আমাদিগের মতে কবি-কল্পনা মাত্র। এই অন্তর্নিহিত অপরিহার্য্য পরাপেক্ষিণীবৃত্তিই আমাদিগকে প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় পরতুষ্টি-সাধনরূপ মহৎ ব্রতে ব্রতী করিয়াছে। মানব যখন ধর্ম্মবিপ্লবের উদ্বেল তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান বা কূট ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চিত্ত-ক্ষোভকর সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান, যখন একটি মাত্র সংশয়-বিমোচনে তাঁহার হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয়সুখে সমুল্লাসিত হয়, সমাজের এই অবস্থায় সামাজিক ভ্রাতার নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া, পরম পবিত্র লোকহিতকর ব্রতসম্পাদনে তৎপর হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য।

সংশয়-বৃক্ষ মানব-হৃদয়-ক্ষেত্রে নানা কারণে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। শোক-তাপ-দুঃখ-দারিদ্র্যদগ্ধ মানবহৃদয়ে ধর্ম্ম-সংশয়ের অঙ্কুর স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে তাহাতে কাণ্ড-প্রকাণ্ড সমুদ্ভূত হয়, পরিশেষে ধর্ম্মদ্বেষীর পৌনঃপুনিক আক্রমণে উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কলেবরে ভীষণাকার মহান্ মহীরুহ রূপে পরিণত হয়। যাহাতে এইরূপ পরিপুষ্ট হইয়া এই বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বহু দূরে প্রসারিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক মানবেরই একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ ভীষণ ধর্ম্ম-সংশয়ের মর্ম্মস্পর্শী দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া জীবন অশান্তির ক্রীড়াস্থল হইয়া উঠে।

আজকাল ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা লোকমুখে প্রায়ই শুনা যায়; তাহাতে মনে স্বতঃই আশার সঞ্চার হয়, বুঝি সমাজ মধ্যে ধর্ম্মালোচনা বহুল পরিমাণে আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সমাজের প্রতি একটু সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই, আশা-কুহকিনীর সে কুহক অচিরেই ভাঙ্গিয়া যায়। কোন কোন উচ্চ শিক্ষিতের সহিত ধর্ম্মের স্থূল বিষয়ের আলাপ করিয়াও তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্গীতা ও ভাগবত, এই দুইখানি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে কোন পার্থক্য আছে কিনা, তাহা পর্য্যন্ত অবগত নহেন, গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয় ত দূরের কথা! চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনকে যদি যথার্থ শিক্ষা বলা যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ অপুষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তিমান্ উচ্চশিক্ষিতের শিক্ষাকে অপশিক্ষা বা অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যতীত আর কি বলিব? আমাদিগের শিক্ষা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেখানে ধর্ম্মানুশীলনের কোনও বিধান নাই। পিতামাতাও বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া সন্তানের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকেন; সুতরাং আমাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট না হইয়া, দিন দিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া আমাদিগকে কতকটা নাস্তিক ও ধর্ম্মহী

করিয়া দেয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনে প্রায়শঃ যে উচ্চশিক্ষিতদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে দেখা যায়, প্রাথমিক ধর্ম্মানুশীলনের অভাবই ইহার মূল কারণ। সামাজিক জীবের সমস্ত বিষয়ে সহানুভূতিই সমাজের জীবন; কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহানুভূতির অভাবই সমাজের অঙ্গহানি সম্পাদন করিয়া, সমাজ-শরীরে নানাবিধ ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করাইয়াছে। তাহাতে সমাজবন্ধন দিন দিন যেরূপ শিথিল হইয়া আসিতেছে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতেছেন। এক ধর্ম্মানুশীলনের অভাবেই সামাজিক জীবনের সহিত আমাদের নৈতিক জীবনও দিন দিন ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ধর্ম্মবিধি যে রাজ ও সমাজবিধি অপেক্ষা প্রবলতর, তাহা প্রত্যেক মানবেরই অনুভবসিদ্ধ। রাজা ও সমাজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপক; সুতরাং সে চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ মনুষ্য-চেষ্টায়ত্ত নহে। কথাটা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেহ রাজবিধি অতিক্রম করিয়াছে, জানিতে পারিলেই, রাজা তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; এবং যাহাতে কোন অপরাধী তাঁহার চক্ষু অতিক্রম করিতে না পারে, এইজন্য তিনি বহুসংখ্যক রাজপুরুষ ও বিচারালয়ে দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এত সতর্কতা, এত দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও অপরাধী দিন দিন বিচারালয় হইতে সানন্দে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আবার শত শত রাজবিধিলঙ্ঘনকারীকে রাজপুরুষের চক্ষুগোচর হইতে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সমাজই আমাদিগের নৈতিক জীবনের নেতা; অতএব নৈতিক পদস্খলনের প্রতি সমাজ খড়্গহস্ত। কিন্তু সমাজের সাগ্রহ দৃষ্টিও অতিক্রম করিয়া দিন দিন কত শত নীতিবিগর্হিত আচরণ সংসাধিত হইতেছে, তাহা সামাজিক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মবিধির সীমা অতিক্রম করিয়া, ধর্ম্মনিয়ন্তার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করতঃ সেই অপরাধোচিত দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করা কোন মতেই যুক্তি বা অনুভবসিদ্ধ নহে। ধর্ম্মজগতের নিয়ামক অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বপাতা স্বয়ং জগদীশ্বর। পরম কারুণিক এই শাসনভার সমাজ বা রাজশক্তির ন্যায় অসম্যগ্‌দর্শীর হস্তে অর্পণ না করিয়া, নিজের সর্ব্বব্যাপকতা ও সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির অধীন রাখিয়াছেন। তিনি জাগতিক কার্য্য-পরম্পরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া পরিমাণানুযায়ী সুকৃত বা সৎকার্য্যের পুরস্কার ও দুষ্কৃত বা পাপের দণ্ডবিধান করিয়া, অনতিক্রমনীয় অভ্রান্ত-বিচারে বিশ্বসংসারের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেছেন। দণ্ড-পুরস্কারের ভোগ জীবনব্যাপক সময় মধ্যে শেষ না হইলে, পরলোক বা পরজন্মেও কৃতকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসারিত হইয়া থাকে। এই অতিক্রমসম্ভাবনার অভাববশতই ধর্ম্মবন্ধন একইভাবে জগৎ-সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে মনুষ্যহৃদয়ে বিরাজমান। সুতরাং আমাদিগের জীবন সৎপথে পরিচালিত করিতে, কি রাজবিধি, কি সামাজিক বা নৈতিকবিধি, সকলেই ইহার নিকট পরাস্ত।

এইরূপ বিচারপরম্পরা দ্বারা আমরা ধর্ম্মানুশীলনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এক্ষণে বিবেচ্য, কি উপায় অবলম্বনে ধর্ম্ম সুচারুরূপে অনুশীলিত হইয়া, মনুষ্যজীবনকে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-জীবনে পরিণত করিতে পারে। আমাদিগের শিক্ষারম্ভের প্রথম বিদ্যালয় মাতৃক্রোড়। সর্ব্বপ্রথমে মাতা, পরে পিতা, অর্থাৎ সেই জগৎপূজ্য সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ আদি গুরু জনক-জননী দ্বারা শিক্ষা-বীজ আদৌ উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হয়; কালে তাহাই সমাজ-সাহায্যে ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় বহুদূর প্রসারিত হইয়া জগৎপাতার স্বর্গস্থিত-চরণ-স্পর্শনোন্মুখ হয়। যাহাতে আমাদিগের চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হয়, পিতা-মাতা আমাদিগকে তদনুরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেকে ধর্ম্ম-শিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া ভ্রান্তি-বশতঃ শিক্ষার বিভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ফল-বৈপরীত্যদর্শনে অনুতপ্ত হন। অপরাপর শিক্ষাদানের মধ্যে, পিতা-মাতার প্রধান কর্ত্তব্য, সন্তানকে ধারণার উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া, তাহার পরিণাম-জীবনকে সুখময় ও শান্তিময় করিয়া দেন। মাতৃস্তন্যের সহিত শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবেশ লাভ করিলে, সে শিক্ষা ক্রমে সুবদ্ধমূল হওয়ায় তাহার জীবন শান্তিদেবীর লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে।

আমাদিগের শিক্ষার দ্বিতীয়স্থল বিদ্যা-মন্দির। বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও, আক্ষেপের বিষয়, সেখানে ধর্ম্মানুশীলন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে; আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয়ই দেশীয়দিগের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত। তাঁহাদিগের দ্বারা অনায়াসে ছাত্র-বর্গের ধর্ম্মানুশীলনের সুবিধি সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে দেখিয়া, আমরা মর্ম্মাহত হই। আমরা বালক-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানু-শীলনের প্রয়োজনীয়তাবিষয়ে তাঁহাদিগকে গূঢ়রূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। আশা করি, এই চিন্তার ফলে, ধর্ম্মানুশীলন অচিরেই তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজের মহদুপকার সাধনে তৎপর হইবে। *

আমাদিগের শিক্ষার তৃতীয়স্থল সমাজ। প্রথম হইতেই সমাজ আমাদিগের শিক্ষা-কার্য্যে সহায়তা করিলেও, এই সময়ই শিক্ষা দানের সমস্ত ভারই নিজে গ্রহণ করেন। সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার সর্ব্বদেশেই ধর্ম্ম-যাজকের উপর ন্যস্ত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাজকেরা রাজকোষ হইতে বৃত্তি পান, তাই তাঁহারা জীবনযাত্রা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া স্বদেশে বিদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী নহি, সুতরাং আমাদিগের অভাব তাঁহাদিগের দ্বারা পূরিত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশতঃ বরং তাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্ম-মতের উপর কতকগুলি কাল্পনিক দোষা-রোপ করিয়া আমাদিগের মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া দেন। দেশীয় ভূস্বামী ও

* বারাণসীস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু-কলেজ ও কলিকাতার আর্য্যমিশন-ইন্স্টিটিউশন্‌কে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেখিয়া আ[illegible]।

ধনাঢ্যব্যক্তিগণ ধর্ম্মালোচনার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা অবধারণে সম্পূর্ণ উদাসীন। নচেৎ আমরা তাঁহাদিগকে যাজকদিগের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতে দেখিতাম। এবম্বিধ নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদিগকে ধর্ম্মচর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সমাজ মধ্যে সামাজিকগণের সমবায়-সংগঠিত সভা-সংস্থাপন ধর্ম্মালোচনার প্রধান সুযোগ। এ রীতি কতকটা বৈদেশিক হইলেও, আমাদিগের উপস্থিত সামাজিক অবস্থায় ধর্ম্মানুশীলনের উপায়ান্তর অভাবেই নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সভার অন্ততঃ সাপ্তাহিক অধিবেশনেও ব্যক্তিগত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া স্বাধীন ধর্ম্মচিন্তার উপযোগী হইয়া উঠে। ধর্ম্মসমিতির ঈদৃশী লোকহিতৈষিণীশক্তি অনুভব করিয়া, সমাজ-শুভানুধ্যায়ী মাত্রেই বোধহয় ইহার বৈদেশিক-আত্মীয়ত্ব ক্ষমা করতঃ সাদরে সমাজমধ্যে স্থান দিয়া সমাজের পুষ্টি ও ধর্ম্মালোচনার প্রসার সম্পাদন করিতে উদাসীন থাকিবেন না। এইরূপ সমিতি সংগঠিত হইলে, ধর্ম্ম সংশয়ের নিরাস ও সৎপার্থক্যের মীমাংসা করিবার জন্য একজন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আচার্য্যপদে সংস্থাপন করিলে ধর্ম্ম-চিন্তার পথ ক্রমশঃ সুগম হইয়া আইসে, এরূপ আশা করা যায়। আমাদিগকে এইরূপ মতের পোষকতা করিতে দেখিয়া, হয়ত অনেক পুরাতনপ্রিয় স্থিতিশীল সমাজনেতা আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি যদি তাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনের ইহা অপেক্ষাও সুখসাধ্য রীতি সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মালোচনা অপ্রতিহতরূপে প্রবহমান রাখিতে পারেন, তাঁহারা লোক-সাধারণের ধন্যবাদভাজন ও পূজাস্থানীয় হইবেন। আমরাও সমাজের ঈদৃশ সংস্কৃত অবস্থা দেখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র।

ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনেই মানব-জীবনের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, এবং এইরূপ সম্পূর্ণ মানবই ঈশ্বর-সামীপ্যলাভে সমর্থ হন;—অর্থাৎ ঈশ্বরে ও তাঁহাতে আর বহুদেশব্যাপী ব্যবধান থাকে না। তিনি জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই জগৎকর্ত্তার সত্তা অনুভব করিয়া বিমলানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্রকারেরা এই অবস্থাকে মুক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়াছেন—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৬ অঃ ২২।

বলা বাহুল্য, মানব-প্রাণ এই অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য লালায়িত। এই অন্তর্দাহী তৃষ্ণাবেগ সহনে অক্ষম হইয়াই, ইহারই পরিতৃপ্তিবাসনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান হওয়ায়, নয়নাকর্ষক মরীচিকার মোহজাত প্রবর্দ্ধিত-পিপাসা মানবগণকে জীবনকালব্যাপী হতাশায় নিক্ষেপ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, সমাজ সেই ধর্ম্ম-প্রস্রবণক্ষরিত জ্ঞানবারি পরিপূরিত শান্তি-হ্রদের পথপ্রদর্শক হইয়া, শত শত হৃদয়ের উৎকট তৃষ্ণা অপনয়ন করিয়া, যথার্থ লোকহিতসাধনে তৎপর হন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং এইজন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের

অবতারণা। দীর্ঘতার আশঙ্কায় বক্তব্য বিষয়ে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে; স্থানবিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প চিন্তাশীল পাঠকদিগের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বোধে একটু বিবৃত করিতে হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পাঠকগণ বোধহয় এ দোষগুলি ক্ষমা করিবেন।

--শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। বারাণসী।

ভূ-গোলপরিচয়।

উপক্রমণিকা।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

ব্রহ্মচারিগণ! তোমরা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ। কেহবা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সোপানে দণ্ডায়মান। তোমরা জানিতেছ—

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং
জ্যোতিষন্তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥
শব্দরত্নাবলী।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ, বেদের অঙ্গভূত এই ছয়টি শাস্ত্র বেদের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ষড়ঙ্গশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ব্যতীত বেদার্থ বোধে অধিকার জন্মে না। তোমরা জানিতেছ—

যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনি স্থিতং॥
মনুঃ।

মহর্ষি মনুর মতে ষড়ঙ্গ মধ্যে গণিত জ্যোতিষশাস্ত্রই প্রধান।

তোমরা জানিতেছ—

বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষং।
বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তং কর্ম্ম ন সিদ্ধ্যতি॥
তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
নারদঃ

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, জ্যোতিষ পাঠ দ্বিজগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্যোতিষ বিনা বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ নিষ্পন্ন হইতে পারে না; এজন্য স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তোমরা জানিতেছ—

জ্যোতির্জ্ঞানন্তু যো বেদ স যাতি
পরমাং গতিং। গর্গঃ

মহর্ষি গর্গ বলিয়াছেন, জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত পরম গতি লাভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ পাঠ যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন গণিত বা সিদ্ধান্ত কতগুলি ছিল, তাহার নির্ণয় করা কঠিন। যে কয়খানি প্রচলিত আছে বা উদ্ধরণ উপলক্ষে যাহাদের নাম উল্লেখ গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতির অধিক নহে; যথা—

১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। ২। নারদসিদ্ধান্ত।
৩। মরিচ সিদ্ধান্ত। ৪। কশ্যপসিদ্ধান্ত।
৫। সূর্য্যসিদ্ধান্ত। ৬। গর্গসিদ্ধান্ত।
৭। অঙ্গিরা সিদ্ধান্ত। ৮। বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত
৯। অত্রিসিদ্ধান্ত। ১০। সোমসিদ্ধান্ত।
১১। পুলস্ত্যসিদ্ধান্ত। ১২। বশিষ্টসিদ্ধান্ত

১৩। পরাশরসিদ্ধান্ত। ১৪। ব্যাসসিদ্ধান্ত
১৫। ভৃগুসিদ্ধান্ত। ১৬। চ্যবনসিদ্ধান্ত।
১৭। গর্গসিদ্ধান্ত। ১৮। পুলিসসিদ্ধান্ত।
১৯। লোমশসিদ্ধান্ত। ২০। যবনসিদ্ধান্ত।

আধুনিক সিদ্ধান্ত।

১। আর্য্যভট্টকৃত আর্য্যসিদ্ধান্ত।
২। বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।
৩। ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত।
৪। মুনীশ্বর কৃত সিদ্ধান্ত সার্ব্বভৌম।
৫। মাধবাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তচূড়ামণি।
৬। ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি।
৭। কালিদাস কৃত রাশিচক্রনিরূপণ।
৮। ... ... রত্নমালা।

টীকাকার জ্যোতির্বিদ।

পৃথুদকস্বামী, নৃসিংহ লল্ল, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, কেশব, গণেশ, শ্রীপতি।

১ম পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে বিশ্ব-গোলকের গঠন ও গোলক-ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্কগণের সংখ্যা, আকার প্রকার, অণুরাশি (Mass), আকর্ষণ, স্থিতি আদি বর্ণিত হয়—এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্য ও প্রকৃত স্থিতি, দূরত্ব, গতি ও কক্ষাদি গণনা দ্বারা নির্ণীত হয়, যে শাস্ত্রবলে সময় গণনা ও কালনির্ণয় হয়—যে শাস্ত্রবলে অন্তরীক্ষের দৃশ্য ঘটনাগুলির কারণ নির্দ্ধারিত হয় এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রকৃতির উপর জ্যোতিষ্কগণের ক্রিয়া মীমাংসিত হয়, সেই শাস্ত্রকে "জ্যোতিষশাস্ত্র" বলে এবং যে শাস্ত্রে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গতির ও ঘটনার মূল কারণ আলোচিত হয়, সেই শাস্ত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে। (১)

১ম পাঠ, ২য় প্রপাঠক।

ভূ-গোল।

দিবাভাগে নির্ম্মল প্রশস্ত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিবে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ একটী চক্রাকার সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং তোমার মস্তকের উপরে কটাহ-আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঐ চক্রাকার ভূমিস্থলকে চক্রবাল (Sensible Horizon) বলে, এবং ঐ কটাহ মধ্যগত বিন্দু ঠিক্ তোমার মস্তকের উপরিভাগে আছে; ঐবিন্দু তোমার "খ" বিন্দু (Zenith) তোমার চক্রবালের উত্তরবিন্দু ও দক্ষিণবিন্দু এবং খ বিন্দু সংযোগ করিয়া একটী রেখা টানিলে দেখিবে, রেখাটি একটি বৃত্ত-পরিধির অর্দ্ধভাগ, এবং ঐ রেখার নাম তুঙ্গরেখা (Meridian)। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে তোমার সমসূত্রে দণ্ডায়মান দর্শক দেখিতেছেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে তাঁহার দৃষ্টিস্থল ঐরূপ চক্রাকার সীমাদ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহার মস্তকের উপরে কটাহ আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এবং সেই দর্শকের চক্রবালের উত্তরবিন্দু, দক্ষিণ বিন্দু এবং সেই দর্শকের খ বিন্দু সংযোগ করিয়া তুঙ্গরেখা টানিলে, ঐ তুঙ্গরেখা

(১) হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্র ৫ভাগে বিভক্ত করেন) প্রশ্নতন্ত্র টীকাকার বলেন—

পঞ্চস্কন্ধমিদং শাস্ত্রং হোরাগণিত সংহিতা।
কেরলি শকুনঞ্চৈব প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

বৃত্তপরিধির অর্দ্ধেক হইবে। তোমার আকাশ-কটাহ ও অপর দর্শকের আকাশ যোড়া দিলে একটী বৃত্তময় বর্ত্তুলাকার গোলক হইবে (১) এই গোলকের নাম বিশ্বগোলক বা গোলক-ব্রহ্মাণ্ড (Celestial Sphere) এবং ঐ গোলকের কেন্দ্রে গোলাকার পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত। (২) ঐ গোলকের পৃষ্ঠদেশ চন্দ্র সূর্য্য-তারাগণ প্রভৃতি অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পরিবৃত ও পরিশোভিত। ঐ জ্যোতিষ্ক-পরিশোভিত গোলক-পৃষ্ঠকে ভ-গোল বলে। সূর্য্যের উদয়ে আকাশ-কটাহের তারাগণ অদৃশ্য হয়; কেবল সূর্য্যকেই দেখা যায়।

ভ-গোলের দৃশ্যগতি।

দিবাভাগে আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিবে, সূর্য্য সকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া উঠিতে থাকে; ক্রমে মধ্যদিনে সূর্য্য তোমার তুঙ্গরেখায় উপনীত হইবে এবং বিকালে সূর্য্য ক্রমে নামিয়া অবশেষে সায়ং-সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে।

সায়ংসন্ধ্যাকালে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, শুক্ল পক্ষে দেখিবে, অগ্রে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইবে; তারপর ১৮।২০টী বড় বড় তারা, তৎপরে ২৫। ৩০টী মধ্যম আকারের তারা, পরে তিন সহস্রাধিক ছোট তারা আকাশে ফুটিবে; পরে ক্ষুদ্র২ অগণ্য তারা উঠিয়া পড়িবে। ক্রমে দেখিবে, সচন্দ্র তারাগুলি দ্রুতগমনে পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছে। তোমার পশ্চিম চক্রবালের সন্নিহিত তারাগণ ক্রমে অস্তগত হইতেছে এবং তোমার পূর্ব্বচক্রবালের নিম্নদেশ হইতে তারাকুল চক্রবালের উপরে ক্রমে উঠিতেছে। কেবল উত্তর চক্রবালের উপরিস্থ একটী তারা অচল—অটল স্থিরভাবে রহিয়াছে। তোমার সমসূত্রস্থ এক দর্শকও পশ্চিমবাহিনী তারাস্রোত দেখিতেছেন এবং তাঁহার দক্ষিণ চক্রবালের উপরেও ঐরূপ অচল অটল স্থির এক তারা তিনি দেখিতেছেন। তুমি যে অচল তারা দেখিতেছ, ঐ তারা উত্তর-ধ্রুবতারা, দর্শক যে অচল তারা দেখিতেছেন, ঐ তারা দক্ষিণ-ধ্রুবতারা। তোমার চক্রবালের উত্তর-বিন্দু হইতে উত্তরধ্রুবতারা যত উচ্চ, দর্শকের চক্রবালের দক্ষিণ-বিন্দু হইতে দক্ষিণধ্রুব-তারা ঠিক তত উচ্চ। তুমি দেখিতেছ, যেন সমস্ত তারাগণ উত্তর বা ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দর্শক দেখিতেছেন যে, সমস্ত তারাগণ দক্ষিণ বা যাম্য ধ্রুবতারা প্রদক্ষিণ করিতেছে। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে তারা ধ্রুবতারার যত নিকটস্থ, সেই তারার গতি তত মৃদুমন্দ। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে, চক্রবাল হইতে আপন২ ধ্রুবতারা যত দূর, তাহা অপেক্ষা ধ্রুব হইতে কম দূরে স্থিত তারা অস্ত যাইতেছে না। এবং যে তারাগণ অস্ত যাইতেছে, পরদিন সায়ংসন্ধ্যার সময়ে প্রায় স্ব স্ব স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। তোমাদের উভয়ের পর্য্যবেক্ষণের ফল এই দাঁড়াইল, যেন ভ-গোল উত্তর ধ্রুবে

(১) কটাহ দ্বিতয়স্যেব সম্পুটং গোলকাকৃতিঃ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২। ১৯

কটাহ দ্বয়ের সম্পুট গোলকের আকৃতি।

(২) মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূ-গোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।৩২

ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত।

আবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত প্রতিদিন এক এক বার ঘুরিতেছে (১) এবং তোমরা উভয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থির ভাবে রহিয়াছ (১) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভ-গোলের কোন দৈনিক গতি নাই, ভ-গোল স্থির। দ্রুত-গামী মেল ট্রেনে গমন কালে আরোহী যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির গতি দর্শন করেন, এবং আপনাকে অচল স্থির জ্ঞান করেন, তোমরা অবিরত দ্রুত ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-পৃষ্ঠে থাকিয়া সেইরূপ ভ-গোলস্থ জ্যোতিষ্ক-গণকে গতিশীল দেখিতেছ, অথচ পৃথিবী প্রতি বিপলে প্রায় ৮ মাইল হিসাবে হোরায় ৬৪৮০০ মাইল চলিতেছে। পৃথিবীর এই দ্রুত দৈনিক আবর্ত্তন বশতঃ ভ-গোলের জ্যোতিষ্কগণের দৈনিক উদয়-অস্ত দেখিতেছ মাত্র। ২।

(১) সূর্য্য সিদ্ধান্তে ভ-গোলের দৃশ্য গতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—ভ-চক্রং ধ্রুবয়োর্ব্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ।

পর্য্যেত্যজস্রং। সূর্য্যসিদ্ধান্ত।১২।৭১

ভ-চক্র সৌম্য ও যাম্য ধ্রুব দ্বয়ে আবদ্ধ থাকিয়া প্রবহ নামক বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া সতত ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

(২) সূর্য্য সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা স্থলে জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন, ভ-পঞ্জরঃ স্থিরঃ। ভূঃ এব আবৃত্য আবৃত্য প্রাতি দৈবসিকং উদয়াস্তং ইবং সম্পাদয়তি গ্রহ-নক্ষত্রাণাং।

ভ-গোল স্থির! পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রগণের দৈনিক উদয় ও অস্ত প্রদর্শিত হয়। ইটালিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ গেলিলিও (খৃঃ—অঃ ১৫৬৪) মহাত্মার বহু পূর্ব্বে মহাত্মা আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হয়।

১ম পাঠ।

৩য় প্র-পাঠক।

ভূগোল।

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে দক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত যে কল্পিত রেখা ভূগোলের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত, ঐ রেখার নাম মেরুদণ্ড (axis), মেরুদণ্ড পৃথিবীর কটি দেশস্থ প্রকৃত ব্যাসের সমদীর্ঘ, সুতরাং ৭৯২৬ মাইল লম্বা; পৃথিবীর উত্তর সীমা বিন্দুর নাম উত্তর মেরু, এবং দক্ষিণ সীমা বিন্দুর নাম দক্ষিণ মেরু। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা এবং পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ সীমা বিস্তৃত ব্যাস পরিমাণ ৭৯০০ মাইল; সুতরাং মেরুদণ্ড পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় ১৩ মাইল হিসাবে ২৬ মাইল বিনির্গত পৃথিবীর এই উত্তরস্থিত বিনির্গত মেরুদণ্ডাংশকে সুমেরু ও দক্ষিণস্থিত মেরুদণ্ডাংশকে কুমেরু পর্ব্বত বলে। (১) এবং উহার বর্ণনায় যথেষ্ট কবিকল্পনা আছে।

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখিবে,

অনেক রত্ন নিচয়ো জাম্বূনদ ময়োগিরিঃ।

ভূ-গোল মধ্যগো মেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ ॥১২।৩৪

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে দক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত ভূগর্ভ ভেদ করিয়া পৃথিবীর সারাংশ বা অস্থির ন্যায় যে সুবর্ণ শৈল বাহির হইয়াছে, তাহার নাম মেরু বা মেরুদণ্ড।

এই কনকাচলের নাম লোকালোক পর্ব্বত।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে সুমেরু, মন্দর, মেরু মন্দর, সু-পার্শ্ব ও কুমুদ, এই চারি পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত।

উপরিষ্টাৎ স্থিতাঃ তস্য সেন্দ্রা দেবা মহর্ষয়ঃ।

অধস্তাদসুরাস্তদ্বৎ ॥১।৩৫

ঐ মেরু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ বা উত্তর ভাগকে সুমেরু বলে এবং ঐ সুমেরু ইন্দ্রাদিদেবগণ এবং মহর্ষিগণের নিকেতন, এজন্য সুমেরুর অপর নাম স্বর্গ এবং ঐ মেরু পর্ব্বতের নিম্ন বা দক্ষিণ ভাগস্থ প্রদেশে অসুরগণের আবাসভূমি।

ভূগোলের যে পরিধি উভয় মেরুর সমদূরে স্থিত, ঐ পরিধিকে নিরক্ষ-রেখা (Equator) বলে। নিরক্ষ-রেখা, ভূগোল উত্তর-দক্ষিণ সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। উত্তর খণ্ডকে উত্তর গোলার্দ্ধ বলে এবং দক্ষিণ খণ্ডকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ বলে (২)।

অবন্তি-নগরের দক্ষিণে ঐ নিরক্ষ রেখার যে বিন্দু, ঐ বিন্দুকে কীলক ধরিয়া, নিরক্ষ-রেখা সম ৪ খণ্ডে বিভক্ত কর এবং ঐ প্রত্যেক খণ্ডের বিবরে এক একটী নগর কল্পনা কর। প্রথম বিন্দু-কীলকে ভারত-বর্ষে লঙ্কানগর, লঙ্কানগরের পূর্ব্বে ২য় কীলকে ভদ্রাশ্ববর্ষে যমকোটি নগর। লঙ্কা নগরের পশ্চিমে ৩য় বিবরে কেতু-মালবর্ষে রোমক পত্তন এবং লঙ্কানগরের সমসূত্র ৪র্থ বিবরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুর। এই চারি নগরের উত্তরে সুমেরু, দক্ষিণে বড়বানল, মধ্যে কুমেরু। মলদ্বীপের সন্নিহিত লঙ্কানগর, সোসাইটী দ্বীপের নিকট যমকোটি, সেণ্টটমাস দ্বীপের সন্নিহিত রোমক পত্তন এবং কুইটোনগর সন্নিহিত সিদ্ধপুর। ভূপরিধির এক এক পাদ অন্তরে গোলবিদ্‌গণ এই ৪টী বিন্দু স্থাপন করিয়াছেন (৩)।

ভ-গোলে সূর্য্য যে চক্রাকার পথে এক বৎসরে একবার পরিভ্রমণ করেন, ঐ পথকে রবিমার্গ বলে। রবিমার্গ বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া রবিমার্গ-বৃত্তের সমকোণে যে যষ্টি কল্পনা করা যায়, ঐ যষ্টি ভ-গোলের উত্তর ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে কদম্ব বলে। এবং ঐ যষ্টি ভ-গোলের দক্ষিণ ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে পরকদম্ব বলা যাইতে পারে এবং ঐ যষ্টিকে কদম্ব-যষ্টি বলা যাইতে পারে।

ভ-গোলের যে কটিবন্ধ চক্রাকার রবিমার্গের উত্তর-দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে ১০অংশ করিয়া বিস্তৃত। ঐ চক্রাকার কটিবন্ধরূপ ভ-গোলাংশকে ভ-চক্র বলে। রবি-মার্গ সহ ভ-চক্রকে সমদ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক খণ্ডকে রাশি বলে। ঐ-রূপ রবিমার্গ সহ ভ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে নক্ষত্র বলে। (৪)

কল্পনা দ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, প্রসারিত পার্থিব মেরুদণ্ড ভ-গোলের যে ২

(২) ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেন অয়ং মহার্ণব মেখলে অবস্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুর বিভাগকৃৎ ॥১২।৩৬

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরে স্থিত মহার্ণব বা সাগর মালা ক্রমে পৃথিবীর পরিধিরূপে মেখলার ন্যায় ভূগোল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং দেব ও অসুর বংশের অধিকারের সীমান্ত রেখা রূপে বিরাজ-মান আছে। পৃথিবীর এই সাগর মধ্যস্থ পরিধির নাম নিরক্ষ রেখা। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ ভূগো-লার্দ্ধকে দেবভাগ বলে, এবং দক্ষিণ ভূগোলার্দ্ধকে অসুর ভাগ বলে।

(৩) লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটি অস্যাঃ প্রাক পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যে অথ যাম্যে বড়বা-নলশ্চ ভাস্কর ৩।১৭

কুবৃত্ত পাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষট্ গোল বিদো বদন্তি। ভাস্কর ৩।১৮

(৪) পুনর্দ্বাদশধাজ্ঞানং বিভক্তরাশি সংজ্ঞকং নক্ষত্র রূপিণং ভূয়ঃ সপ্ত বিংশাত্মকং বশী। সূঃ ১২।

বিপরীত বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ দুই বিন্দুকে ধ্রুব বিন্দু বলে। উত্তরস্থ বিন্দুকে উত্তর বা সৌম্য ধ্রুব বিন্দু বলে এবং দক্ষিণস্থ বিন্দুকে দক্ষিণ বা যাম্য ধ্রুব বিন্দু বলে, এবং উত্তর বিন্দুর সন্নিহিত তারাকে উত্তর ধ্রুব তারা বলে। এবং দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দুস্থিত বা দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দুর সন্নিহিত তারাকে দক্ষিণধ্রুব তারা বলে। দক্ষিণ ধ্রুব তারা ভারতবাসীগণের দর্শনাতীত বলিয়া ভারতবাসীগণ উত্তর ধ্রুবতারাকে খালি ধ্রুব বলেন।

কদম্ব বিন্দুর ২৩° ৩০´ দূরে উত্তর ধ্রুব বিন্দু অবস্থিত, এবং পর কদম্ব বিন্দুর ২৩° ৩০´ দূরে দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দু অবস্থিত (১)

আবার ঐরূপে পৃথিবীর পরিধিভূত নবক্ষ রেখার ক্ষেত্র বা বৃত্ত প্রসারিত করিলে, ঐ বৃত্ত ভ-গোল স্পর্শ করিয়া একটী গোলাকার রেখা ভ-গোলে উৎপন্ন করিবে। ভ—গোলস্থ ঐ গোলাকার রেখাকে বিষুবমণ্ডল বলে। বিষুব রেখা ভ-গোলকে সম দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবে। বিষুব রেখার উত্তরস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে উত্তর ভ-গোলার্দ্ধ বলে এবং বিষুব রেখার দক্ষিণস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে দক্ষিণ ভ-গোলার্দ্ধ বলে। বুঝিতে হইবে যে, রবিমার্গের অর্দ্ধভাগ বিষুব রেখার উত্তরে পড়িবে এবং রবিমার্গের অপর অর্দ্ধভাগ বিষুব রেখার দক্ষিণে পড়িবে, এবং রবিমার্গ বিষুব রেখাকে ২ বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে এবং বিষুব রেখা রবিমার্গকে সেই দুই বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে। এই দুই বিন্দুকে বিষুববিন্দু বা ক্রান্তিপাত বলে এবং রবিমার্গের উত্তরার্দ্ধের মধ্যবিন্দুকে কর্কট ক্রান্তি বলে এবং রবিমার্গের দক্ষিণার্দ্ধের মধ্য-বিন্দুকে মকরক্রান্তি বলে। পৃথিবী হইতে দর্শক দেখিবেন যে, বিষুবরেখা ভ-গোলে সরলভাবে বিরাজমান। কিন্তু রবিমার্গ সর্পাকৃতি বক্র ও জটিলভাবে বিষুব রেখাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

---

(১) একটি বৃত্তের পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে অংশ বলে। এবং এক অংশকে ৬০ ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভাগকে কলা বলে, ° চিহ্ন অংশ বাচক, ´ চিহ্ন কলা বাচক। "চিহ্ন বিকলা বাচক।

চিন্তা-লহরী।

কি করিতে এলে, কি করিয়া গেলে,
কি ধন লভিলে হায়!
শুধু কি হাসিতে——শুধু কি কাঁদিতে,
এসেছিলে এ ধরায়?
জীবন-যজ্ঞের, চরম-আহুতি,
অপূর্ণ রাখিয়া গেলে;
কু-কাচ-ভরমে, সিতাংশু-উপল,
হায়রে ত্যজিলে হেলে!
কতটুকু প্রাণ, কতটুকু জ্ঞান,
কতটুকু তার বাসা?
তারি' মাঝে হেন "আমিত্ব"-তিমির,
এ হেন মহতী আশা?
না না—রে অবোধ, ও তো আশা নয়,
ও যে মরীচিকা-ধাঁধা;
অই তো পাপের পয়োধি-লহরী,
সংসার-পারের বাধা!

অই যে পাপের পিপাসা প্রবল—
চাপিয়া রেখেছ বুকে।
ভেবে দেখ দেখি, ওর সহবাসে,
আছ কি সুখে না দুখে!
এ মর-জগতে অমরতা-সুখ
পাইতে যে রস-পানে,
সে রস নির্ম্মল হারে ভ্রান্ত! তুমি
ত্যজিলে পঙ্কিল জ্ঞানে!!
দু'দিনের তরে ধরায় আসিয়া,
ভুলিলে পূর্ব্বের স্মৃতি!
মুকুতা-ভরমে বদরী লভিয়া,
পাইলে পরম প্রীতি!!
কালের করাল চরম বিষাণ
এখনো বাজেনি' হায়!
যতনে রক্ষিত এখনো ও দেহ
মিশেনি' ধরার গায়।
এখনো জরায় শিথিল-শকতি
হয়নি তোমার কায়া;
এখনো অমল নয়ন-কমলে
পড়েনি' সমল ছায়া;
এখনো হৃদয় করেনি তেয়'গ
সুখের সম্ভোগ-কাম।
এখনো ও মুখ হয়নি বিমুখ
নিতে সে মধুর নাম!
তাই বলি ওরে! যায়নি সময়,
এখনো হইতে পারে।
অমর-বাঞ্ছিত সে রস বারেক
মাখরে প্রাণের তারে;—
মাখি' সযতনে, নিভৃত গুহায়
বসিয়া, খুলিয়া প্রাণ,—
হৃদয়-সেতার বাঁধিয়া পঞ্চমে,
গাওরে তুলিয়া তান,—

"জীবন যৌবন, দারা-পরিজন,
নিশার স্বপন সম;
জাগিলে হতাশ, ঘুমন্ত জীবনে
অনন্ত মানস-রম" !!
আবার যখন উদিবে মানসে
পাপের পঙ্কিল ছায়া,
মোহ চিত্রপট ধরিবে সমুখে
দুরাশা বিথারি মায়া।
গাহিও তখন "হরি হরি হরি"
মিশা'য়ে নয়ন-জলে,
"জীবন-কমল সতত চঞ্চল
সময়-সরসী-কোলে।
না ছিঁড়িতে এই সরোজ কোমল,
মধুটুকু লও তুলি।"
ছিন্ন কোকনদ মধুহীন, তাহে
ভ্রমে না ভ্রমর ভুলি'—
অথবা সঙ্গীতে কি কাজ, ভাবিয়া
দেখনা বারেক মনে,
দেখতো কি আঁকা, চাওত বারেক
বিবেক-মুকুর পানে।
এত যে "আমার" "আমার" বলি
মরিলে বিলাপ করে।
নিয়তির সহ এত যে সমর
করিলে যা'দের তরে!
তোমার লাগিয়া হৃদয়ে তা'দের
কতটুকু আছে স্থান!
তোমার যেমতি, তেমতি তা'দের
কাঁদে কি নিয়ত প্রাণ?
তুমি যথা সদা পাপ আচরিছ,
হায়রে তা'দের তরে;
দূরে আচরণ, বারেক কি তারা
তব তরে পাপ স্মরে?

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ

স্বমত ও পরমত।

——:০:——

ধর্ম্মের মূল লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রমাণ সমাধান বিষয়ে মনু বলেন,- "আত্মনস্তুষ্টিরেব চ" —"স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ" ইত্যাদি। যাহা স্বাভিমত-শুদ্ধ, তাহাই স্বীকার্য্য ও গ্রাহ্য। স্বাভিমত বা স্বমতের অনুমোদন (Self sanction) ভিন্ন সমস্ত জগতের সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য বা ত্যাজ্য। হিন্দু যে বেদ-বাক্য মানেন, তাহা বেদ-বাক্য মানার ঔচিত্য-বোধরূপ স্বতঃস্বমতশুদ্ধি তাহার মূলে আছে বলিয়া। পরমত-বেদ-বাক্য-প্রসূত কোন তত্ত্বই মানিনা। সে স্থলে বেদ-বাক্যের ব্যাখ্যাই সেই পর-মতানুরূপ নয় বলিয়া মনে হয়। গুরু-দেবের আদেশ-উপদেশ যে আমরা মানি, তাহার কারণও সেইরূপ বেদ-বাক্য মানার ন্যায় স্বতঃ-স্বমত-শুদ্ধির ফল মাত্র। ফলি-তার্থে শাস্ত্রাদির শিক্ষাতেই স্বমত গঠিত, আবার স্বমতের প্রেরণানুসারেই শিক্ষার গতি সাধিত ও শাস্ত্রার্থ পরিগৃহীত হয়।

এই স্বমতরূপ মানব-জীবনের বাহনটি কেবল ইহজন্মের শিক্ষা-সংস্কারেই সৃষ্টপুষ্ট হয় না ; জন্মান্তরীয় কর্ম্ম ইহার প্রধান উপাদান। এই ভাবে বলিতে হয়, স্বমতের মূল বড় দৃঢ় ; উহা জন্ম-জন্মান্তর-ভেদী! এ হেন স্বমত জীবের জীবন-গতি বা পুরুষকার-রতির সর্ব্বস্ব। পরমতের অতি সহজ ও সামান্য কার্য্যও ত্যাজ্য, কিন্তু স্বমতের অতি দুষ্কর ও দুরূহ কার্য্যও গ্রাহ্য। ভগবানের অন্যতম যুগাব-তার পরশুরাম যে মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল পিতৃআজ্ঞা বলিয়াই নহে ; পরন্তু পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনের অবশ্য-ঔচিত্য-বোধে উহা স্বমত-সম্মত হইয়াছিল বলিয়া।

পিতা পরম গুরু, কিন্তু স্বমত-বিরুদ্ধতা জন্য পিতা হিরণ্যকশিপুর হরি ভজন ত্যাগের আদেশ পুত্র প্রহ্লাদ মানেন নাই। মাতা কৌশল্যার বন-গমন-নিষেধক আদেশ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র মানিতে পারেন নাই। শাস্ত্র বলেন "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমঃ পিত্রা"। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের রাম-প্রতিপক্ষাবলম্বনের আদেশ বিভীষণ মানেন নাই। বামনরূপী ভগবানকে ত্রিপাদভূমি-দান নিষেধক গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশ শিষ্য বলিরাজ মানেন নাই। গুরু-আজ্ঞা অবহেলার এই সব পৌরাণিক উজ্জ্বল উদাহরণ কেবল স্বমত-বিরুদ্ধতার ফল মাত্র। স্বমতই অসম্ভব-সম্ভাবক, অসাধ্য-সাধক, পুরুষকারের প্রয়োজকরূপে জীব-জীবনের সর্ব্বক্রিয়া-সম্পাদক।

সংসার-কার্য্যালয়ের সকল কার্য্যের শেষ মঞ্জুরী (Sanction) আপনারই পড়ে। এ ক্ষেত্রে নিজের মনই সামান্য অর্থী-প্রত্যর্থী, আবার নিজের মনই সর্ব্বশেষনিষ্পত্তি-নিষ্পাদক প্রধানতম কার্য্যাধ্যক্ষ। পরমত-পরিচালনে আমরা যাহা কিছু করি, তাহাও স্বমত সম্মত বুঝিয়াই করি। স্বমতের নিকষে না কষিয়া আমরা কদাপি পরমত লইনা। কয়েদী যে ঘানী ঘুরায়, সেই ঘানী-ঘুরাইবার কষ্ট অপেক্ষা প্রহরীর বেত্রা-ঘাত-কষ্ট তীব্রতর, এই জ্ঞান-জনিত স্বমত-সম্মতিই তাহার প্রযোজক। স্বমত মুখ বাঁকাইলে সহস্র পরমত—সহস্র শাস্ত্র-শাসন

ভাসিয়া যায়; আচার্য্যোপদেশ, পিতৃ-মাতৃ-গুরু-আদেশও অবহেলিত হয়। স্বমতই সংসার-সমরের অস্ত্র, স্বমতই ভবের বাজারের কড়ী, এক কথায়—স্বমতই সর্ব্বস্ব। পরমত স্বমতের বিপরীত। আমরা যখন স্বমত-বোধে পরমত আত্মসাৎ করি, তখন তাহা স্বমতই হইয়া যায়। তখন তাহাকে পর-মত বলাই ভুল। যতক্ষণ "পরমত" শব্দের সার্থকতা, ততক্ষণ তাহা স্বমত-বিরুদ্ধ বিষয় বলিয়াই বোধ্য।

তথাপি পরমত একেবারে অবজ্ঞাত বা অনাদৃত হওয়া শিষ্টতা-সঙ্গত নহে। হৃদয়ে স্বমতের আসন অটল থাকুক, প্রকাশ্যে পরমতাবলম্বীর বা পরের মতের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কুৎসা, কোপ, কুভাষণ প্রভৃতির সংযম সযত্নে সাধিতব্য। যে দাম্ভিক স্বমতসর্ব্বস্ব তাহা ভুলিয়া যায়, বিজ্ঞজন-বিচারণায় সে "অসভ্য" বিশেষণের বিষয়ীভূত। অসভ্যতা মাত্রই অবোধ পর-মতোপেক্ষা ও স্বমতান্ধতার ফল। আমরা অনেক সময়ে চিত্তসংযমের অভাবে এ সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, বাহিরে "সভ্য" সংজ্ঞায় সুপরিচিত থাকিয়াই অন্তরে সজ্ঞান-অসভ্য হইতেছি।

পরমতের প্রতিকূলে বিশেষ বাড়াবাড়ি করিতেই নাই। পরমত কখন স্বমত হইয়া দাঁড়ায়, তাহারইবা ঠিক কি? আবার অদ্যকার স্বমত কল্য পরমতে পরিণত হওয়াই বা বিচিত্র কি? মানুষের বহুরূপী-সাজ কেবল বিকৃতিতে নহে, প্রকৃতিতেও বটে। আজ যে হিন্দু থাকিয়া পর-মত বোধে ব্রাহ্ম-মতকে ব্যঙ্গ করিতেছে, কাল সে-ই ব্রাহ্ম হইয়া বেদ-বেদান্ত কর্ম-নাশার জলে নিক্ষেপ করিতেছে। আবার চাইকি—পরশু হয়ত খ্রীষ্টান হইয়া পাদ্রী সাহেবের পুস্তকবাহক সাজিতেছে! বিজ্ঞ-জনের দৃষ্টিতে এইরূপ মুখস-বদল সংসার-রঙ্গালয়ের প্রহসনাভিনয় মাত্র।

স্বমতের স্বতঃপ্রিয়তার কুসুম-শয়নে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাওয়া সুবিবেচনা-সূচক নহে। পরমতের সংঘর্ষে স্বমতের পরীক্ষা ও পরিমার্জ্জনা প্রকৃতই প্রয়োজনীয়। কোন্ স্বমতটি আমরণ অব্যাহত থাকিবে পরমতের অপরিশ্রান্ত প্রতিঘাত পৌনঃ-পুন্যেই তাহা প্রতীত হয়। তাই বলি-তেছি, পরমত লইয়া বিরুদ্ধ ব্যাপকতা বাঞ্ছনীয় নহে। আবার স্বমত মাথায় করিয়া "লম্ফঝম্প ভূমিকম্প" করাও সুবুদ্ধি-সঙ্গত নহে। অধুনা অস্মদীয় সভ্যতাভিমানী—শিক্ষাভিমানী সমাজেও সময়২ সে সুবুদ্ধির শোচনীয় সংহার পরিলক্ষিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, ইদানীং যে সংবাদ-পত্র মাজের পবিত্র আসন সময় সময় কবির আসরে পরিণত হইতেছে, যে গরলোদ্গা-রের ঝাঁজে সাহিত্যের সাত্ত্বিক সজীবতাও ঝলসিয়া যাইতেছে, স্বদেশসেবী বিজ্ঞজন-মণ্ডলী কি তাহা বুঝিবেন না? নিরপেক্ষ সমাজ-সেবা সংবাদ-পত্রের পবিত্র ব্রত: তাহাতে এরূপ স্বমত-পরমত-বিদ্রোহের অবাধ-প্রশ্রয় বড়ই নৈরাশ্যপ্রদ। সংবাদপত্র সমাজের মুখ স্বরূপ; সেই মুখ যদি কেবল মনুক্তি মত—

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং"॥

এই পারবা, অনৃত, পৈশুন্য, আত্মশ্লাঘা প্রলাপ রূপ চাবি বায়ুর পাপেই অবিরত ক্রমাগত কলুষিত হইতে থাকে, তবে মনের দুঃখে সে মুখের "মুখে আগুন" বলিতে ইচ্ছা করে। যে ক্ষেত্রে মনে মনে "আপনার জন" ভাবিয়া, আব্দার করিয়া—দুঃখ করিয়া—দুটা মনের কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, আবার হয়ত সেই ক্ষেত্রেই—কখনবা মনের অর্দ্ধ-অজ্ঞাতসারে একটু তোষামোদের—একটু 'মুখ-সামালের' দুর্ব্বলতাও আসিয়া পড়ে। বলিতে কি, বর্ত্তমান "মান নাশ" বিভীষিকার বিকট তাণ্ডবের সময়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখনী চালন করিতে হয়। যে কোন সামাজিক স ঘটনার সমালোচনার স্থলে দুকথা লিখিতে হইলে, লেখনীর মুখ, সংযম, শিষ্টতা, বিনয়, মাধুর্য্য দ্বারা সংমার্জ্জনের একান্ত প্রয়োজন। ফলে আমাদের অধিক কথা বলিবার নাই। দেশের সাধারণ নৈতিক "আব্-হাওয়া" সংবাদপত্র ইত্যাদি দ্বারাই অধিকাংশতঃ পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব তাহাতে নৈতিক স্বাস্থ্যসংহারক স্বমত-পরমতের বিরোধ-বিপ্লবজনিত বিষাক্ত আত্মদ্রোহ বিসর্পিত হওয়া একান্তই আপত্তিজনক।

আমি যাহাতে স্বদেশ-হিতৈষিতা ভাবি, তুমি তাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভাব। আমি যাহা সমাজ-সংস্কার ভাবি, তুমি তাহা সমাজ-সংহার ভাব। আমি যাহাকে রাজভক্তি বলি, তুমি তাহাকে রাজ-তোষামোদ বল। আবার আমি যাহাকে রাজ-সাহায্য বিশ্বাস করি, তুমি তাহাকে রাজ-দ্রোহ সন্দেহ কর। হায়! আমার মতে যাহা স্বরূপবাদিতা, তোমার মতে তাহা দুর্ম্মুখতা। বিলোমভাবেও ঐরূপ। তুমি ভাব তেজস্বিতা, আমি ভাবি ধৃষ্টতা। তুমি সহৃদয়তা, আমি দুরাশয়তা; তুমি পরের দুখ, আমি আপন সুখ; তোমার আত্মপ্রসাদটুক, আমার মহারাণীর মুখ; তোমার হিতবাদ, আমার অহেতুবাদ; তোমার অমৃত, আমার গরল; তোমার আনন্দ, আমার বিষাদ। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। ফলে এই ভাবেই স্বমত-পরমতের প্রবল প্রতিযোগপ্রবাহ বহিয়া থাকে।

দেশের বিদ্বজ্জন-সমাজই দেশের বল। সেই বিদ্বজ্জন-মণ্ডলে ঐ প্রবাহের এরূপ পূতি-পঙ্কিল-প্রবহন নিতান্তই বিধাতার নিদারুণ অভিসম্পাত, সন্দেহ নাই। সবল, সমুন্নত ও সজীব দেশে ইহা তত অনিষ্টকর নহে; বরং স্থলবিশেষে ঐহিক উন্নতির আংশিক আলম্ব স্বরূপই হয়; কিন্তু এই দীন দুর্ব্বল দলিত দেশে মত-বিরোধের অন্তর্ব্বিবাদ ও উৎকট অসূয়তা একান্তই অহিতকর।

এই মত-বিরোধ-জনিত লজ্জাজনক আত্মদ্রোহে সমাজ-শান্তির হানি, সভ্যতার হানি, জাতীয় স্বার্থ ও সম্মানের হানি, অবশেষে সাহিত্যের হানি; হানি সর্ব্বদিকে। আমরা যদি এইরূপ অবোধ আত্মদ্রোহে ফেরু কুকুরেরও অধঃস্থানীয় হই, তবে আর আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের কথঞ্চিৎ পুনরভ্যুদয়ের আশাও দুরাশা মাত্র। অনসূয়তাই উন্নতি ও আনন্দের নিদান; এই সারতম শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের গীতাদি শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তিতেই বিঘোষিত; অথচ

ভাগ্যদোষে—কর্ম্মবশে আমরাই অধুনা সে শিক্ষায় শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত। ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার পতিত ভারতকে আবার সেই শিক্ষার বল দিয়া উদ্ধার করিবেন, এই আশা লইয়া মরিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রী শঃ—

গণেশ-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

১

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং
সিন্দূরপূরপরিশোভিতগণ্ডযুগ্মম্।
উদ্দণ্ডবিঘ্ন-পরিখণ্ডন-চণ্ডদণ্ড-
মাখণ্ডলাদি-সুরনায়ক-বৃন্দবন্দ্যম্ ॥

অনাথ জনের যিনি বন্ধু অবিরল,
সিন্দূরে শোভিত যাঁর দুটী গণ্ডস্থল,
প্রবল বিঘ্নের যিনি বিনাশ কারণ,
ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁর করেন বন্দন,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি,
সেই দেব গণেশের শ্রীচরণ স্মরি।

২

প্রাত র্নমামি চতুরাননবন্দ্যমান-
মিচ্ছানুকূলমখিলং চ বরং দদানম্
তং তুন্দিলং দ্বিরসনপ্রিয়যজ্ঞসূত্রং
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায় ॥

ব্রহ্মাও করেন যাঁর চরণ বন্দনা,
পূরণ করেন যিনি মনের বাসনা,
প্রদান করেন যিনি যত কিছু বর,
যাঁর মত কেহ আর নাই লম্বোদর,
সর্প যজ্ঞসূত্র যাঁর অতি প্রিয় ধন,
বিবিধ বিলাসে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ,
শঙ্কর জনক যাঁর, শঙ্করী জননী,
সুতরাং শিবময় বলি যাঁরে গণি,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠিয়াই আমি
সেই গণেশের পদ ভক্তিভরে নমি।

৩

প্রাতর্ভজাম্যভয়দং খলুভক্তশোক-
দাবানলং গণ-বিভুং বরকুঞ্জরাস্যম্
অজ্ঞানকাননবিনাশনহব্যবাহ-
মুৎসাহবর্দ্ধনমহং সুতমীশ্বরস্য ॥

করেন অভয় দান যিনি অবিরল,
দহিতে ভক্তের শোক যিনি দাবানল,
যিনি দেব গণপতি, যিনি গজানন,
নরের উৎসাহ যিনি করেন বর্দ্ধন,
ঘোর অজ্ঞানতা-বন দাহনের তরে
অগ্নি সম একমাত্র যিনি এ সংসারে,
শিবের পরম প্রিয় পুত্র যিনি হন,
প্রাতঃকালে বন্দি সেই গণেশ-চরণ।

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং সদা সাম্রাজ্য-
দায়কম্।
প্রাতরুত্থায় সততং যঃ পঠেৎ
প্রযতঃ পুমান্।
লভতে সকলান্ কামান্ ব্রহ্ম-
লোকে মহীয়তে ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যে জন
এই তিন পুণ্য শ্লোক করে উচ্চারণ,
সাম্রাজ্যাদি কাম্য বস্তু ভাগ্যে তার রয়,
ব্রহ্মলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

চণ্ডী-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

১

প্রাতঃস্মরামি শরদিন্দুকরোজ্জ্বলাভাং
সদ্রত্নবৎসকলকুণ্ডলহারশোভাম্।
দিব্যায়ুধোর্জ্জিতসুনীলসহস্রহস্তাং
রক্তোৎপলাভচরণাং ভবতীং পরেশাম্॥

রতন-কুণ্ডল আর রতনের হার—
কর্ণে আর গলে যাঁর শোভে অনিবার;
ধারণ করিয়া নিত্য দিব্যাস্ত্র সুন্দর,
সুনীল সহস্র কর যাঁর মনোহর;
শরচ্চন্দ্র সম যাঁর উজ্জ্বল বরণ,
রক্তপদ্ম সম যাঁর সুন্দর চরণ,
প্রাতঃকালে উঠি সেই পরম-ঈশ্বরী
চণ্ডিকার শ্রীচরণ মনে মনে স্মরি।

২

প্রাতর্নমামি মহিষাসুরচণ্ডমুণ্ড-
শুম্ভাসুরপ্রমুখদৈত্যবিনাশদক্ষাম্।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনিমোহনশীললীলাং
চণ্ডীং সমস্তসুরমূর্ত্তিমনেকরূপাম্॥

কিবা সে মহিষাসুর, কিবা চণ্ডমুণ্ড,
কিবা শুম্ভ, কি নিশুম্ভ অসুর প্রচণ্ড,
কিবা আর আর যত দুষ্ট দৈত্যগণ,
করিলেন রণে যিনি সবারি নিধন;
কিবা ব্রহ্মা, কিবা ইন্দ্র, কিবা মহেশ্বর,
কিবা এই ত্রিভুবনে যত মুনিবর,
পরম বিচিত্র লীলা করিয়া ধারণ,
করেন তাঁদের যিনি মানস মগন,
যিনিই ধরেন সর্ব্বদেবের মূরতি,
নানাকালে নানারূপে যাঁর অবস্থিতি,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠিয়াই আমি
সেই চণ্ডিকার পদ ভক্তিভরে নমি।

৩

প্রাতর্ভজামি ভজতামভিলাষদাত্রীং
ধাত্রীং সমস্তজগতাং দুরিতাপহন্ত্রীম্।
সংসারবন্ধনবিমোচনহেতুভূতাং
মায়াংপরাংসমধিগম্য পরস্যবিষ্ণোঃ॥

করেন ভক্তের যিনি অভীষ্ট সাধন,
ধারণ করেন যিনি এই ত্রিভুবন,
সমস্ত পাপের যিনি নিধন কারণ,
সংসার-বন্ধন যিনি করেন ছেদন,
স্বয়ম্ বিষ্ণুও যাঁর পড়ি মায়াজালে—
হইয়াছিলেন বদ্ধ এই ভূমণ্ডলে,
প্রাতঃকালে উঠি সেই ত্রিলোকতারিণী—
পূজি আমি চণ্ডিকার চরণ দুখানি।

৪

শ্লোকত্রয়মিদং দেব্যাশ্চণ্ডিকায়াঃ পাঠেন্নরঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

দেবী চণ্ডিকার এই পুণ্য-শ্লোকত্রয়
পাঠ করে যেই জন হইয়া তন্ময়,
সমস্তই ভোগ্য বস্তু ভাগ্যে তার রয়,
বিষ্ণুলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

———

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথমাধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

জাগতিক পদার্থসমূহ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই সাত ভাগে বিভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বিভাগে অনেকে বিরুদ্ধবাদী আছেন। তাঁহারা শক্তি কিম্বা সাদৃশ্য প্রভৃতিকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া থাকেন। অগ্নি মধ্যে তৃণাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অগ্নির সহিত যদি কোন মণি-বিশেষের যোগ করা হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর আর দাহ হইতে দেখা যায় না; এ নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, বহ্নিতে দাহের অনুকূল কোন শক্তি-বিশেষ আছে। মণি-বিশেষের সম্পর্কে ঐ শক্তির বিনাশ হয়। আবার যখন ঐ মণি-বিশেষকে অগ্নি হইতে অপসারিত করা হয়, তখন দাহিকাশক্তির পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শক্তি অবশ্য কোন অতিরিক্ত পদার্থ। পদার্থ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি, ইহাদের প্রত্যেকেই এইরূপ সাদৃশ্য আছে। 'চন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল' বলিলে মুখ রূপ দ্রব্যে চন্দ্রের সাদৃশ্য বুঝায়। ঐরূপ কস্তুরীর গন্ধের ন্যায় গোলাপফুলের ঘ্রাণ অতি মনোহর, এস্থলে গন্ধস্বরূপ গুণে, বাত-মৃগগণ বায়ুর গতির ন্যায় দ্রুতগমন করে, এখানে গমন রূপ কর্ম্ম পদার্থে এবং গোত্বের ন্যায় অশ্বত্বজাতি নিত্য, এস্থানে জাতি পদার্থে, সাদৃশ্য-প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। বিশেষ, সমবায় ও অভাব পদার্থেও নিত্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য প্রতীত হওয়া অননুভূত নহে। ঐ সাদৃশ্য যে অভাব নয়, অর্থাৎ ভাব পদার্থ, তাহা অনুভব-সিদ্ধ, অথচ উল্লিখিত ভাব পদার্থের মধ্যে কোনটীই সকল জাতীয় পদার্থে থাকে না; এবিধায় সাদৃশ্য উহাদের কাহারও স্বরূপ নহে, সুতরাং অতিরিক্ত। এই আশঙ্কার সমাধান এই—দাহের প্রতি মণি-বিশেষ প্রতিবন্ধক—অর্থাৎ দাহের প্রতি যেমন বহ্নি একটী কারণ, ঐরূপ মণি-বিশেষের অভাবও আর একটী কারণ; সুতরাং যে স্থলে বহ্নি আছে, অথচ মণি-বিশেষ নাই, সেই স্থলেই উক্ত কারণ দ্বয় থাকে বিধায়, দাহরূপ কার্য্যটী জন্মে। আর যে স্থলে মণি-বিশেষ রহিয়াছে, সে স্থানে মণ্যভাব রূপ কারণ না থাকাতে দাহ জন্মে না। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে বলিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা ঐ দাহের কারণতা মাত্র, নতুবা মণি-সমবধানে একবার দাহিকা-শক্তির নাশ হয়, মণির অপসারণে শক্ত্যন্তরের উৎপত্তি হয়, পুনর্ব্বার মণি-বিশেষ যোগে ঐ শক্তির ধ্বংস হয়, পুনশ্চ মণ্যপসারণে শক্ত্যন্তর জন্মে, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি ও ধ্বংস কল্পনায় অতিশয় গৌরব হয়। সাদৃশ্যও অতিরিক্ত পদার্থ নহে, "তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গত ভূয়ো ধর্ম্মবত্বং সাদৃশ্যং" মুখমণ্ডলে চন্দ্রমার ভেদ এবং চন্দ্রগত আহ্লাদকত্বরূপ ধর্ম্ম আছে, ঐ আহ্লাদজনকত্বরূপ ধর্ম্মই 'চন্দ্রবন্মুখ' ইত্যাদি স্থলে মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য; ইহা সর্ব্বত্র এক নহে, স্থলভেদে পৃথক্ পৃথক্। যাঁহারা সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিতে

চাহেন, তাঁহাদেরও উহা দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাদি আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন বলিতে হইবে, অন্যথা সকল পদার্থেই সকলের সমানভাবে সাদৃশ্য-ব্যবহারের আপত্তি হইতে পারে।

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং
কালোদিগাত্মা মন ইতি
দ্রব্যাণি ॥ ৫ ॥

পদব্যাখ্যা। পৃথিবী—ক্ষিতির ভাগ---অর্থাৎ যাহাতে গন্ধ আছে। আপঃ-জল, যাহা স্বতঃসিদ্ধ দ্রব পদার্থ। তেজঃ—বহ্নি, সূর্য্য-কিরণ ইত্যাদি—যাহাতে উষ্ণ স্পর্শ থাকে। বাতাস, যাহা হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া হয়। আকাশং—গগন, যাহার গুণ শব্দ। কালঃ—সময়, যাহা হইতে জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হয়। দিক্—পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধ, যাহা হইতে দূরত্ব নিকটত্ব ব্যবহার হয়। আত্মা—জ্ঞানের আশ্রয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনঃ—অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখাদি প্রত্যক্ষের কারণ। ইতি--ইহাই। দ্রব্যাণি—দ্রব্য পদার্থ।

বঙ্গার্থ। দ্রব্য পদার্থ সকল—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন, এই নয় ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ ক্ষিতিত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব, গগনত্ব, কালত্ব, দিক্ত্ব, আত্মত্ব, ও মনত্ব, এই নয়টীকে দ্রব্য বিভাজক ধর্ম্ম বলে। তন্মধ্যে গগনত্ব, কালত্ব ও দিক্ত্ব, এই তিনটী এক ব্যক্তিতে মাত্র থাকে, এ জন্য ইহারা জাতি নহে; গগনাদি আশ্রয়ের স্বরূপ ধর্ম্ম বিশেষ। অবশিষ্ট ছয়টী-জাতি পদার্থ।

তাৎপর্য্যার্থঃ। পৃথিব্যাদি নববিধ পদার্থের মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গুণের উৎপাদনে প্রাধান্য (সমবায়িকারণত্ব) আছে। ঐ প্রাধান্য সূচনা করিবার মানসে সূত্রে পদ সকলের অসমস্ত (সমাস না করিয়া) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইতি শব্দের অর্থ—অবধারণ। পৃথিবীত্ব প্রভৃতি নয়টী ধর্ম্মই দ্রব্যের বিভাজক, তদপেক্ষায় ন্যূনও নহে, অধিকও নহে, ইহাই অবধারণের বিষয়। যেখানে বিভাগ সূত্রে ইতি শব্দের প্রয়োগ নাই, সেস্থলে তাহার অধ্যাহার করিয়া অবধারণ অর্থ বুঝিতে হইবে।

পৃথিবী বলিলে, সাধারণতঃ যাহার উপর আমরা বসতি করি, তাহাকে বুঝায়; কিন্তু এখানে কেবল স্থূলভাগই পৃথিবী-পদবাচ্য নহে। যাহাতে পার্থিব পরমাণু-সমষ্টি আছে, অর্থাৎ যে দ্রব্যে গন্ধ আছে, তাহার নাম পৃথিবী। পাষাণে সহজতঃ কোন গন্ধের উপলব্ধি হয় না সত্য, কিন্তু তাহাকে দগ্ধ করিলে, তদীয় ভস্ম হইতে গন্ধ বহির্গত হইয়া থাকে, সুতরাং পাষাণে গন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হইবে। যাহাতে গন্ধের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অথবা অনুমিতি হয়, যথা মৃত্তিকা, প্রস্তর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, ফল, পুষ্প, বস্ত্র ইত্যাদি পার্থিব পরমাণু-সমুদ্ভূত দ্রব্য। জল পরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিলে, তাহাতে কোন গন্ধের উপলব্ধি হয়না। পরিষ্কৃত সলিলে কোন সুগন্ধি দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে, যেমত তাহাহইতে সুগন্ধের অনুভব হইয়া থাকে, ঐরূপ পচা মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্পর্কে দুর্গন্ধেরও উপলব্ধি হয়। বাস্তব জলে গন্ধ নাই।

এই প্রকার তেজ ও বায়ু গন্ধবিহীন পদার্থ। বায়ু গন্ধবিশিষ্ট পার্থিব অংশকে বহন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যোগ করাইয়া দেয়, এজন্য গন্ধবহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব গন্ধ স্বরূপ গুণই ক্ষিতির একমাত্র পরিচায়ক বুঝিতে হইবে। অপ শব্দের অর্থ জল। যে সমস্ত বাষ্পরাশি গগন-মণ্ডলে মেঘাকারে পরিণত হয়, ঐ বাষ্প এবং শিশির, তুষার ও করকা, নিশ্চয় এ সমস্তও জলীয় পদার্থ। স্নেহ নামে জলে একটি বিশেষ গুণ আছে। ঐ স্নেহ দ্বিবিধ, প্রকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। জলাশয়গত জলে অপকৃষ্ট স্নেহ থাকাতে, ঐ জল অগ্নির নির্ব্বাপক হয়। আর তৈল মধ্যে প্রকৃষ্ট স্নেহ আছে, এ নিমিত্ত দহনের অনুকূল হয়। অগ্নি, সূর্য্য, সুবর্ণ, প্রভৃতি তৈজস পদার্থ শুক্ল ভাস্বর (বিজাতীয় শুক্ল) রূপই তেজের পরিচায়ক। তেজের অপর একটী বিশেষ গুণ উষ্ণ-স্পর্শ। সুবর্ণ-মধ্যে ঐ উষ্ণস্পর্শ সুবর্ণ সন্নিষ্ট পার্থিব অংশ দ্বারা স্তম্ভিত থাকায়, সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। তেজ পদার্থে গুরুত্ব (ভারত্ব) নাই। সুবর্ণের গুরুত্ব প্রতীতি হয়, তাহা তদ্গত পার্থিব অংশের বুঝিতে হইবে। যেমন অল্প পরিমাণে কর্দ্দম কিম্বা মসী মিশ্রিত থাকিলে, জলের জলত্ব ব্যবহারের ব্যাঘাত হয় না, তদ্রূপ অত্যল্প পার্থিব অংশ সংমিশ্রণেও সুবর্ণের তৈজসত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। সুবর্ণে যে অতিরিক্ত পরিমাণে তৈল-অংশ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অগ্নি সংযোগ করিলেও তাহার প্রথমতঃ অগ্নি-সংযোগোৎপন্ন তারল্যের অপগম হয় না; পার্থিব পদার্থ শর্করাদি সেমত নহে। শর্করাকে কোন পাত্রে সংস্থাপন করিয়া নিম্নদেশে বহ্নি সংযোগ করিলে, প্রথমতঃ তরল হয়, সত্য, কিন্তু দীর্ঘকাল অগ্নি সংযোগে সেই তরলতা আর থাকে না, শেষে দগ্ধ হইয়া বিকৃত অবস্থা ধারণ করে। এইরূপ জলকে বিশেষ তাপ প্রদান করিলে, ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; পরন্তু সুবর্ণের তাদৃশী অবস্থা ঘটেনা, এজন্য উহা যে তৈজস পদার্থ, ইহা নিশ্চিত। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস পদার্থে উদ্ভূত (প্রত্যক্ষ বিষয়) রূপ ও স্পর্শ, এই দুই শ্রেণীর গুণ থাকাতে, উহারা চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, সুতরাং পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ রহিয়াছে; তবে ইহাদের অণুভাগে মহত্ব না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্বও একটী কারণ। বায়ু (বাতাস) পদার্থ অস্মদাদির জীবন, অতএব বায়ু 'জগৎপ্রাণ' নামে অভিহিত হয়। বাতাসে শ্বেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; তবে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং বৃক্ষশাখাদির পরিচালন দেখিয়া বায়ুর অনুমান করা হয়, ঐ অনুমানই বায়ুতে প্রমাণ। আকাশ শব্দে নভোভাগকে বুঝায়। 'নভঃ' বলিলে সাধারণতঃ আমাদের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু আকাশ যে কেবল ঊর্দ্ধদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, তাহা নহে, উহা ভূভাগের উপরি-অধঃ-মধ্য-পার্শ্ব-সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই আকাশ একমাত্র পদার্থ হইয়াও উপাধি-

(স্থান) ভেদে ঘটাকাশ—মঠাকাশ প্রভৃতি নানাবিধ আধার আধারিত হইয়া থাকে। কর্ণ-শস্কুলীরূপ উপাধ্যভ্যন্তরস্থ আকাশভাগ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া স্বকীয় বিশেষগুণ শব্দের শ্রাবণিক প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। শব্দাত্মক বিশেষ গুণই আকাশপদার্থের অনুমাপক। অনেকে হয়ত শব্দকে বায়ুর বিশেষ গুণ বলিতে চাহেন; বস্তুতঃ শব্দের উৎপত্তিতে ও তাহার শ্রবণে বায়ুর উপযোগিতা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাবলিয়া শব্দকে বায়ু-সমবেত গুণ বলা যায়না। দেখাযায়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের এক একটী ইন্দ্রিয় আছে। পার্থিব ইন্দ্রিয় নাসিকা হইতে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা রস গ্রহণ করে। তৈজস ইন্দ্রিয় নয়ন রূপ-প্রত্যক্ষের সাধক হয়। বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্ স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মায়। ঐরূপ আকাশের ইন্দ্রিয় শ্রবণ শব্দের প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মাইয়া থাকে। ঘ্রাণ-রসনা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভূতোপজীবী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গুণের প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। নাসিকা যেমত রসের গ্রহণ করেনা, অথবা রসনার গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য নাই, সেইপ্রকার বায়বীয় ত্বগিন্দ্রিয় কখনও শব্দের প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা, কিম্বা শ্রবণেন্দ্রিয়েরও স্পর্শের প্রত্যক্ষে অধিকার নাই, সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয় বায়বীয় নহে, এবং শব্দ-গুণও যে বায়ুর নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আকাশ পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণাদি উত্তর গ্রন্থে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে। কাল নামক পদার্থ হইতে মনুষ্যাদির পরস্পর জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হয়। জগতের আধার স্বরূপ একমাত্র কালকে উপাধি (সূর্য্যের ক্রিয়াদি) ভেদে ক্ষণ, দণ্ড, দিবা, রাত্রি, মাস, সম্বৎসর প্রভৃতি নানারূপে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। দিক্ পদার্থ থাকাতে দ্রব্যাদির অপেক্ষাকৃত দূরত্ব-নিকটত্ব ব্যবহার হয়। কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ অপেক্ষা করিয়া কাশীক্ষেত্র অতিদূরে অবস্থিত, অথবা কাশী হইতে কলিকাতা অপেক্ষা করিয়া বৈদ্যনাথ সমীপবর্ত্তিস্থান, এই প্রকার ব্যবহারের প্রতি দিকই কারণ। এই দিক্পদার্থ প্রাচী, অবাচী, প্রতীচী, উদীচী (অর্থাৎ পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর) প্রভৃতি নানা আধ্যায় (স্থানভেদে) আধারিত হইয়া থাকে।

আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। উভয় আত্মাই জ্ঞানের আশ্রয়। তন্মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য। জীবাত্মা নানা, মনুষ্যাদি প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত। এই জীবাত্মা সকল প্রত্যেকে নিজ নিজ শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক হইয়া ঐ ইন্দ্রিয়াদি জনিত ক্ষণিক জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ঈশ্বর পদ বাচ্য পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশের একমাত্র কর্ত্তা। কুলালের কৃতি (যত্ন) হইতে যেমত ঘটের উৎপত্তি হয় কিম্বা তন্তুবায়ের কৃতি হইতে বস্ত্র জন্মে, সেইরূপ ঈশ্বরের কৃতি হইতে ক্ষিত্যঙ্কুর বিশেষের (যাহা অস্মদাদি জীব-কৃতি-সম্ভূত নহে, অথচ জন্য, তাহাদের) উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জীবের দেহাদ্যতিরিক্তত্বাদি বিষয়ে অগ্রিম গ্রন্থে

বিচার পূর্ব্বক অনুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় হইতে যেমত বাহ্য ঘট-পটাদি দ্রব্যজাত ও তাহার রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় মন হইতে শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবগত সুখ-দুঃখাদি গুণের আশ্রয় রূপে জীবাত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য, উহা প্রত্যেক জীব-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। জীব যখন স্বকীয় কর্ম্ম ফল (অদৃষ্ট) বশতঃ এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীরান্তর গ্রহণ করে, তখন মন জীবের অনুবর্ত্তী হইয়া দেহান্তরে প্রবেশ করতঃ সেই নূতন দেহে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে মন পর্য্যন্ত যে নয় প্রকার দ্রব্যের এ স্থানে উল্লেখ করা হইল, ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণ দ্রব্য পদার্থের উপরোক্ত নয় ভাগে বিভাগ করাকে অসঙ্গত বোধ করেন। তাঁহাদের মতে তমঃ (অন্ধকার) নামে আর একটী দশম দ্রব্য আছে। অন্ধকারে কালিমা রূপ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় এবং দূর হইতে আলোক আসিতেছে দেখিলে, প্রতীত হয় যে, অন্ধকার রাশি দূরে সরিয়া যাইতেছে। কালিমা, বর্ণ ও চলন ক্রিয়া দ্রব্যে ভিন্ন অন্যত্র থাকে না, এ নিমিত্ত অন্ধকারকে অবশ্য দ্রব্য বলিতে হইবে, কিন্তু উহা ক্ষিতি নহে, যেহেতু অন্ধকারের কোন গন্ধ নাই। তাহা জল নহে, কারণ রস উহাতে নাই। উহা তৈজস নহে; কারণ তৈজস পদার্থ হইলে, উহাতে শুক্ল-ভাস্বর রূপ ও উষ্ণ স্পর্শ থাকিত এবং উহা বায়ুও নহে, কারণ বায়ুর কোন রূপ নাই। কালিমা বর্ণ থাকাতে, অন্ধকার আকাশাদি দ্রব্যান্তর্গতও হইতে পারে না; সুতরাং অতিরিক্ত দশম দ্রব্য, ইহাই সাংখ্যাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত। এই স্থলে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্যেরা বলেন যে, কৢপ্ত পদার্থের দ্বারা উপপত্তি হইলে, অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যে স্থলে তেজের একান্ত অসদ্ভাব, সেই স্থানেই বস্তুতঃ অন্ধকার-প্রতীতি হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত অন্ধকার তেজের অভাব মাত্র, অতিরিক্ত পদার্থ নহে। রাত্রিকালে গৃহ হইতে যখন আলোকমালাকে অপসারিত করা হয়, তখন বোধ হয়, যেন অন্ধকাররাশি আসিয়া গৃহ-প্রাঙ্গন আবৃত করিল। ইহা বস্তুতঃ অন্ধকারের গতি নহে। যেমত নৌকার গতি হইতে নৌকাস্থ পুরুষের নিকট তীরস্থিত পদার্থ নিচয়ের চলন প্রতীত হয়, সেইরূপ বাস্তবিকপক্ষে আলোকের অপসারণ প্রযুক্ত অন্ধকারের আগমন প্রতীত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অন্ধকারে কালরূপ আছে বলিয়া জন-সাধারণের ভ্রান্তি-বুদ্ধি জন্মে, নতুবা যখন নয়নদ্বয়কে মুদ্রিত করা যায়, তখনও কি এক বিজাতীয় অন্ধকার পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় ঐ অন্ধকার পদার্থ আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়ের গোচর? অবশ্য বলিতে হইবে যে, কোন ইন্দ্রিয়েরই নহে, অথচ এক প্রকার অন্ধকার প্রতীত হওয়া অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং উহা মন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব স্থির

হইতেছে যে, দীপালোক, সূর্য্যকিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রভৃতি তেজোরাশি নিজের প্রকাশক হইয়া অন্য পদার্থেরও প্রকাশক হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্ব-পর-প্রকাশক তেজের সামান্যাভাবই বস্তুতঃ অন্ধকার পদার্থ। কান্দলীকার নামে প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থকার, অন্ধকারকে ক্ষিতি পদার্থের অন্তর্ভূত বলেন। তাঁদের মতেও দ্রব্য পদার্থের পৃথিব্যাদি নববিধত্বের ব্যাঘাত নাই। সূত্রোক্ত পৃথিবী প্রভৃতি মনঃ পর্য্যন্ত নববিধ পদার্থের উপর দ্রব্যত্ব নামক একটী জাতি আছে, তাহাতে উক্ত সকলেই দ্রব্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সকল দ্রব্যই সংযোগ ও বিভাগের সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহাতে কোন সময়ে সংযোগ কিম্বা কোন সময়ে বিভাগের উৎপত্তি না হয়; এ নিমিত্ত যাবতীয় দ্রব্যে যে সমবায়িকরণতা আছে, দ্রব্যত্ব জাতি ঐ কারণতার অবচ্ছেদক। কারণতার অবচ্ছেদক বলিলে, কোন ধর্ম্মবিশেষকে বুঝিতে হইবে। যে ধর্ম্মবিশিষ্টটী থাকিলে কার্য্য জন্মে এবং যে ধর্ম্মবিশিষ্টটী না থাকিলে কার্য্য জন্মেনা, সেই ধর্ম্মের নাম কারণতাবচ্ছেদক। দ্রব্য (দ্রব্যত্ববিশিষ্ট) থাকিলে সংযোগ জন্মিতে পারে, না থাকিলে সংযোগও জন্মেনা, এনিমিত্ত সংযোগ রূপ কার্য্যের প্রতি দ্রব্য কারণ এবং দ্রব্যত্ব, কারণতার অবচ্ছেদক হইয়াছে; এই অবচ্ছেদকতা জাতি পদার্থে স্বীকার করা সম্ভব হইলে লাঘব হয়। কারণ ঐটী দ্রব্য, এইরূপ জ্ঞান হইতে গেলে, দ্রব্যে দ্রব্যত্বের স্বরূপতঃ ভানিত্বর, অর্থাৎ দ্রব্যত্বের উপর আর কোন ধর্ম্মের ভান হয় না। এই স্বরূপতঃ ভানটী জাতি পদার্থে হইয়া থাকে; সুতরাং জাতির যে কারণতাবচ্ছেদকতা থাকে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন হয়; এ নিমিত্ত সংযোগ কিম্বা বিভাগের সমবায়ি কারণতাবচ্ছেদক হইয়াছে বিধায়, দ্রব্যত্ব নামক জাতি সিদ্ধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

২৫

সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে-
বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সতামসস্তৈজ-
সাদুভয়ং ॥

পদপাঠঃ। সাত্বিকঃ। একাদশকঃ। প্রবর্ত্ততে। বৈকৃতাৎ। অহঙ্কারাৎ। ভূতাদেঃ তন্মাত্রঃ। সঃ। তামসঃ। তৈজসাৎ। উভয়ং।

ব্যাখ্যা। সাত্বিকঃ—সত্বাংশকার্য্য। (সত্বগুণসম্পন্ন।) একাদশকঃ—এগারটী ইন্দ্রিয়। (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন।) প্রবর্ত্ততে—উৎপন্ন হয়। বৈকৃতাৎ—বৈকৃত অর্থাৎ সাত্বিক হইতে। অহঙ্কারাৎ—অহঙ্কার হইতে। ভূতাদেঃ—তামসভাগ হইতে। (ভূতগণের আদি অর্থাৎ কারণ অহঙ্কারের তামসাংশ হইতে। তন্মাত্রঃ—সূক্ষ্মপঞ্চভূত [illegible]

তামসঃ—"তামস"নামে পরিচিত। তৈজসাৎ রাজস (অহঙ্কার) হইতে। উভয়ং—পূর্ব্বো-ক্তগুণদ্বয়। (জন্মিয়াছে)।

বঙ্গার্থ। একাদশেন্দ্রিয় অহঙ্কারের সাত্ত্বিকাংশ-কার্য্য; সুতরাং তাহারা সাত্ত্বিক। তামসাংশ হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহারাও তামস নামে বিখ্যাত। রাজস অহঙ্কারের কার্য্যদ্বয়। (পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বাংশ কার্য্য এবং তামসাংশকার্য্য, এতদুভয়ই রাজসাংশের কার্য্য।)

বিশদব্যাখ্যা। এই জড়জগৎ কেবল মাত্র গুণত্রয়ের বহুবিধ বিকার বই আর কিছুই নয়। জগতের মূলকারণ অব্যক্তকে যখন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই তিন-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তখন সমগ্র সংসার তিনভাগে বিভক্ত হইল, একথা বলিবার বিশেষ আব-শ্যকতা দেখিনা। অহঙ্কারের ভাগত্রয় আছে, কেননা উহা প্রাকৃত। তিনভাগের কার্য্য আবার তিনজাতীয়। সাত্ত্বিকাংশের ও তামসাংশের দ্বারা আমরা জাগতিক জিনি-ষের সংখ্যা একরূপ শেষ করিতেই পারিলাম। আণবিক জগৎ তন্মাত্র হইতেই আবিষ্কৃত হইল। অপর মনঃশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকিলেই সংসার-রচনা ও ব্যবহার নিষ্পত্তি অব্যাহত। রাজসাংশের স্বতন্ত্র কার্য্য নাই। সত্ত্বাংশ ও তমোংশ-কার্য্যে সহায়তা করাই রাজসাংশের কার্য্য। সত্ত্ব ও তমঃ অক্রিয়, রজোগুণ উহাদিগকে চালিত করে। অতএব উভয়ের কার্য্যই রজোংশের বলা যাইতে পারে। এখানে "সাত্ত্বিক একাদশকঃ" শব্দের বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত অর্থ মন। তিনি বলেন, একাদশের পূরণ মন একাদশক এবং সত্ত্বাংশ কার্য্য। যাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের একাদশ সংখ্যাপূর্ণ হইয়াছে, তাহা মন ভিন্ন আর অন্য হইতে পারে না। অথবা "একা-দশকঃ" অর্থ এগারটী, কিন্তু তাহা দশেন্দ্রিয় ও মন, এই কয়টী নয়। দশেন্দ্রিয়ের দশটী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও মনঃ, এই এগার। তিনি ইন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক কার্য্য বলেন না, কেবল মনকেই বলেন। "তৈজসাদুভয়ং" ইহার অর্থ তিনি বলেন, রাজসাহঙ্কারের কার্য্য; দশেন্দ্রিয়, জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে দুই প্রকার, তাহার পক্ষে "রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা-দেবতামনঃ", এই বাক্য প্রমাণ। বাগাদি দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দশজন, যথা, দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্র "কাঃ"। তাঁহারা সাত্ত্বিকাহঙ্কারের কার্য্য হইতে বাধা নাই। দশেন্দ্রিয়ের রাজসভাব অনুভব-বিরুদ্ধও নহে। বাচস্পতি মহাশয় স্বমতের ব্যাখ্যায় কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ অথবা উপযুক্ত অনুভব পাইয়াছেন কিনা, জানা যায় না, তবে তিনি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যায় আমাদিগকে চিন্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

২৮

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র-
ঘ্রাণরসন ত্বগাখ্যানি।
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ।

পদপাঠঃ। বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়াণি। চক্ষুঃ—শ্রোত্র—ঘ্রাণ—রসন—ত্বক্—আখ্যানি। বাক্—পাণি—পাদ—পায়ু—উপস্থানি। কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়াণি। আহুঃ।

ব্যাখ্যা। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি—বুদ্ধি জনক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদক ইন্দ্রিয়। চক্ষুঃশ্রোত্র ঘ্রাণ রসনত্বগাখ্যানি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ নামে অভিহিত। বাক্‌পাণিপাদ-পায়ূপস্থানি—মুখ, হস্ত, পদ, মলাপসারক ও প্রস্রাবনিঃসারক। (ইহাদিগকে) কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াণি--কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ (বাক্যকথন, চলন, মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, এই পঞ্চকর্ম্ম করে বলিয়া) কার্য্যজনকেন্দ্রিয়। (ইহারা চক্ষু-রাদিব ন্যায় দর্শনাদিজ্ঞান নিষ্পাদন করে না।) আহুঃ—বলিয়া থাকেন। (প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদ্বন্মণ্ডলী।)

বঙ্গার্থঃ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, উপস্থ, ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বিশদব্যাখ্যা। দর্শনাদি জ্ঞানবিশেষ এবং আদানাদি ক্রিয়াবিশেষ বলিয়াই জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পার্থক্য-প্রতীতি হয়। সাত্ত্বিক একাদশটীর কথা (বাচস্পতিমতে) বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই কারিকায় বাহ্যেন্দ্রিয় দশটীকে দেখাইয়া, পর কারিকায় মনের বিষয় ও তাহার ধর্ম্মাদি বিস্তারিত-রূপে প্রদর্শিত হইবে।

২৭

উভয়াত্মকমত্রমনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়-
ঞ্চসাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্য-
ভেদাশ্চ ॥

পদপাঠঃ। উভয়—আত্মকং। অত্র। মনঃ। সঙ্কল্পকং। ইন্দ্রিয়ং। চ। সাধর্ম্ম্যাৎ। গুণপরিণাম-বিশেষাৎ। নানাত্বং। বাহ্য-ভেদাঃ। চ ॥

ব্যাখ্যা। উভয়াত্মকং—জ্ঞানসাধন ও কর্ম্মসাধন, এই উভয় প্রকার। অত্র—এখানে (একাদশটীর মধ্যে) মনঃ—অন্তঃ-করণ। সঙ্কল্পকং—সঙ্কল্পধর্ম্মক। ইন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ জ্ঞান-ক্রিয়ার-কারণ। চ—ও। সাধর্ম্ম্যাৎ—সামান্য-ধর্ম্মতা হেতু। গুণ-পরিণাম--বিশেষাৎ—-গুণগণের--পরিণামের ভেদ নিবন্ধন। নানাত্বং—বহুত্ব। বাহ্যভেদাঃ—(যেমন) ঘট-পটাদি বহুবিধ ভেদ। চ—এবং।(বাহ্য ভেদাঃ এই অংশটুকু দৃষ্টান্তার্থ।) যদ্রূপ গুণ-পরিণামবিশেষ বশতঃ ঘট-পটাদি-নানা প্রকার বাহ্যভেদ অনুভূত হয়, এখানেও তাহাই, অর্থাৎ এক সাত্ত্বিকাহঙ্কারের একাদশটী কার্য্য (বাচস্পতি-মতে একা-দশেন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানাচার্য্যের মতে দশ দেবতা ও মন) হইতে পারিয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয় নিষ্পাদক। সঙ্কল্প তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের সহিত (জ্ঞান-করণত্ব ও কর্ম্মসম্পা-দকত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়) সমান বলিয়াও উহা ইন্দ্রিয়। গুণের পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম বশতঃ যেমন বাহ্য ঘটাদি পদার্থের নানাপ্রকারতা সিদ্ধ হয়, একই মনের সাত্ত্বিকাংশের সেই রূপ বহু কার্য্য অর্থাৎ এগারটী কার্য্য হইতে পারিল।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ই হউক, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই হউক, সকলেরই স্বকার্য্য সাধনে মন মহাশয়ের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়। যদি কখনও চিন্তাকুল-চিত্তে কোনও ব্যক্তি চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকেন, তবে তিনি চন্দ্রের দর্শনজ্ঞান সম্পূর্ণপ্রকারে

লাভ করিতে পারিবেন না। বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গ মনের নিকট পদার্থ-প্রতিবিম্ব উপস্থিত করে; মন তাহা বুদ্ধির কাছে, ইত্যাদি প্রকারে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়। মন যদি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তবে সে ঐ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করেনা। অনুভব আছে, সকলেই বলেন, অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া দেখি-নাই, শুনি নাই, ইত্যাদি। অতএব উভয় কার্য্য মন সহকারেই হইতে থাকে, সুতরাং মন উভয়াত্মক। সংকল্প মনের অসাধারণ ধর্ম্ম; অন্তঃকরণ সঙ্কল্প-বলেই স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বেদবাক্য ব্যতীত, মনঃসাধক প্রমাণ সংকল্পই আছে। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা পদার্থতত্ত্বনির্ণয় করিতে গেলে সঙ্কল্পকে মনোধর্ম্মই বলিয়াছেন। বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে কবি-কোকিল বাল্মীকি মহোদয় পঞ্চমে তান তুলিয়া প্রাণের প্রবল আবেগ জানাইতে গাহিয়াছেন, যথা———

সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাত্তু ভিদ্যতে।
যত্র সংকল্পনং তত্র মনোঽস্তীত্যবগম্যতাং॥

আচার্য্যগণের হৃদয়ের ধন অনন্ত জ্ঞানের আকর বেদ গভীর শান্ত-স্বরে প্রচার করিতেছেন,—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" সকল ইন্দ্রিয়ই মনের সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। এই সাধর্ম্ম্য বাচস্পতি মিশ্র মহাশয়ের মতে সাত্ত্বিকাহঙ্কার কার্য্যত্ব; অপরের অভিপ্রায়ানুসারে জ্ঞান-কর্ম্মনিষ্পাদকত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রকারগণের মতে মন মধ্যম-পরিমাণ এবং পারমার্থিক অনিত্য। এই মনকেই নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা অণুপরিমাণ ও নিত্য বলেন। তাঁহারা অনুমানাদি যুক্তির সাহায্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কপিলের মতে পরম প্রমাণ শ্রুতি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২। মু ১ খ ৩ শ্লোক।

বেদান্তবাদীরাও মনকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বস্তুতঃ সে সকল সাম্প্রদায়িকতায় আমাদের সম্বন্ধ নাই। এক মৃত্তিকা হইতে শরাব-ঘট-প্রাকারাদি নানাবিকার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

২৮

শব্দাদিষুপঞ্চানামালোচন-
মাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ-
পঞ্চানাং॥

পদপাঠঃ। শব্দাদিষু। পঞ্চানাং আলোচনমাত্রং। ইষ্যতে। বৃত্তিঃ। বচন-আদান-বিহরণ-উৎসর্গ-আনন্দাঃ। চ। পঞ্চানাং।

ব্যাখ্যা। শব্দাদিষু—শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধ, এই পাঁচ পদার্থে। পঞ্চানাং—পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ যথাক্রমে শ্রোত্র-ত্বক-চক্ষুঃ রসনা ও নাসিকা, ইহাদের। আলোচনমাত্রং-আলোচনা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত ভাবের জ্ঞানবিশেষ। ইষ্যতে—ইচ্ছা করেন। বৃত্তিঃ—বৃত্তি বলিয়া। বচনাদানাহরণোৎ-সর্গানন্দাঃ-কথাবলা, গ্রহণকরা, মলপরিত্যাগ-করা ও রতিসুখসম্ভোগ, এই সকল। চ—ও। পঞ্চানাং—অপর পাঁচটীর অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের। (বৃত্তি।)

বঙ্গার্থঃ। শব্দাদিপঞ্চকের আলোচন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বচনাদি কর্ম্মপাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

বিশদব্যাখ্যা। এ শ্লোকের বিষয়গুলি বারম্বার বলা হইয়াছে। এখানে আলোচন জ্ঞানের কথা বিশদরূপে বলা উচিত।

অস্তিহ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
বালমূকাদিবিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধ বস্তুজং॥
ততঃপরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাহবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥

ইহাই পূর্ব্বাচার্য্য কথিত আলোচন-জ্ঞানের স্বরূপ। আলোচন-জ্ঞানে বস্তুর জাতিধর্ম্মাদি বিশিষ্ট প্রতীতি জন্মে না। জাতি অথবা অপরাপর বস্তুধর্ম্মগুলি এখানে একই জ্ঞানে আভাত হয়, কিন্তু পরস্পরের বিশিষ্ট-বৈশিষ্টভাব অবগাহন করে না। এই জ্ঞানকে ন্যায়াচার্য্যেরা নির্ব্বিকল্পক বলিয়া থাকেন। ইহাতে বিকল্প অর্থাৎ জাতি-ব্যক্ত্যাদির বিশিষ্টভাব অনুভবগোচর হয় না। বিশিষ্টজ্ঞান হইতে গেলে বিশেষণজ্ঞান থাকা চাই, সুতরাং বিশিষ্ট প্রতীতির পূর্ব্বে ঐরূপ নির্ব্বিকল্পক স্বীকার করিতে হয়। ঐ জ্ঞান অস্ফুট, উহাতে অনুভব এই যে, অনেক সময় আমাদের এরূপ অনেক জ্ঞান হইতে পারে, যাহার প্রকারাদি আমরা বিশেষরূপে বলিয়া উঠিতে পারিনা। বিশেষ কোনও কারণে ঐ জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। ঐ জ্ঞানের পদার্থ সম্মুগ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইবার প্রকৃষ্ট যোগ্যতারহিত—বালকের জ্ঞানের মত। অতি বালকের জ্ঞান এরূপ হয়, সে তাহার প্রকার অর্থাৎ বিশেষণাংশাদি স্ফুটরূপে অবগত হইতে পারে নাই। এই জ্ঞান যে নির্ব্বিকল্পস্থানীয় অথবা নির্ব্বিকল্পক, তাহারপ্রমাণ শ্লোকস্থ "নির্ব্বিকল্পক" এই অংশটুকু। ঐ জ্ঞান যে সবিকল্পক জ্ঞানের পূর্ব্বে জন্মে, তাহার যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

সম্মুগ্ধং বস্তু মাত্রন্তু প্রাগ্‌গৃহ্ণন্ত্যবিকল্পিতং।
তৎ সামান্য বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ॥

এখানে সম্মুগ্ধবস্তুগ্রহণই আলোচন। "অবিকল্পিতং" এই পদ দ্বারা ইহার নির্ব্বিকল্পকতাও বলা হইয়াছে। সামান্য জাতি ও বিশেষ ব্যক্তি, ইহাদের বিশিষ্ট বোধই সবিকল্পক। জাতি বলাতে সবিকল্পকে অপর গুণ-ক্রিয়াদির কথাও বলা হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং সম্মুগ্ধ-বস্তুদর্শনমালোচনং" শব্দাদি বিষয়ের এই সম্মুগ্ধ গ্রহণই আপাততঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য। পরে মনের ও বুদ্ধির কার্য্য হইলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটীকে অনেকে ইন্দ্রিয় বলেন না. তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয় ৬টী। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। তদনুসারেই তাঁহারা ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি ত্বগিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত নহে, ইহা অনেকের অভিপ্রায়। এমতে অঙ্গীকৃত একাদশেন্দ্রিয়েরই কার্য্যাদি বলা হইল।

২৯

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষাভবত্যসামান্যা।
সামান্য করণ বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ পঞ্চ॥

পদপাঠঃ। স্বালক্ষণ্যং। বৃত্তিঃ। ত্রয়স্য। সৈষা (সা-এষা)। ভবতি। অসামান্যা। (ন-সামান্যা।) সামান্য করণ বৃত্তিঃ। প্রাণাদ্যাঃ। বায়বঃ। পঞ্চ।

ব্যাখ্যা॥ স্বালক্ষণ্যং—(ভাব প্রত্যয় স্বার্থিক এই হেতু) স্ব অর্থাৎ স্বীয় অসাধারণ লক্ষণ। (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, ইহাদের অসামান্য ব্যাপার অধ্যবসায়, অভিমান ও সংকল্প, ইহারাই।) বৃত্তিঃ—ব্যাপার। ত্রয়স্য—তিনটীর (তিন সংখ্যকগণ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, এই অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের।) সা—সেই। এষা—এইটী। অসামান্যা—অসাধারণী। সামান্যকরণবৃত্তিঃ—করণ অর্থাৎ অন্তঃকরণত্রয়ের সামান্য অর্থাৎ সাধারণী বৃত্তি। প্রাণাদ্যা—প্রাণ আদি (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটি।) বায়বঃ—বায়ু সকল। (বায়ুতুল্য সঞ্চার ও বায়ুদেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া বায়ু সংজ্ঞা—বস্তুতঃ বায়ু নহে) পঞ্চ—পাঁচটী।

বঙ্গার্থঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের অসামান্য বৃত্তি অধ্যবসায়াদি ও সামান্য বৃত্তি প্রমাণাদি পাঁচটী।

বিশদ ব্যাখ্যা॥ সামান্য অসামান্য ভেদে দুই প্রকার বৃত্তি। অধ্যবসায়াদি যে বুদ্ধ্যাদির অসাধারণ ব্যাপার, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সম্প্রতি অনাবশ্যক। বুদ্ধি আদি পঞ্চবায়ুকে (প্রাণাদিকে) আশ্রয় করিয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে; তাহাদের অভাবে সকলেরই অভাব ঘটে; সুতরাং উহা বুদ্ধ্যাদির সাধারণ ব্যাপার। প্রাণাদিকে কেহ কেহ (সাংখ্যকারেরা) বায়ু বলেন না, তাঁহাদের অভিপ্রায় "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খং বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু এবং প্রাণ পৃথক্ বলা হইয়াছে, সুতরাং প্রাণ বায়ু নহে। প্রাণের অভাবে শরীর চালন সম্ভব নহে বলিয়া, চালক প্রাণে বায়ুর ধর্ম্ম চালনাদি রহিল, সুতরাং বায়ু ধর্ম্মবৎ বলিয়া তাহাতে বায়ু নামের ব্যবহার। প্রাণাদির গণনা ও স্থান নির্দ্ধারণের সংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—

হৃদে প্রাণোগুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশেচ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

কেহ কেহ বলেন নাসাগ্রে প্রাণবায়ুর স্থান। "প্রাণো নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী প্রাগ্ গমনবান" ইত্যাদি তথাকার প্রয়োগ। "নাসাগ্রাদ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্তং প্রাণঃ প্রচরতি" এই রূপ যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র বলেন "প্রাণো নাসাগ্রনাভিপাদাঙ্গুষ্ঠবৃত্তিঃ।" "অপানঃ কৃকাটিকাপৃষ্ঠপাদপায়ূপস্থ পার্শ্ববৃত্তিঃ" "সমানোহৃন্নাভি সর্ব্বসন্ধিবৃত্তিঃ" "উদানো হৃৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধভ্রূমধ্যবৃত্তিঃ।" "ব্যানস্ত্বগ্বৃত্তিঃ॥" এইরূপ স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে তাহার কোনও আচার্য্যবচন-প্রমাণ আছে কিনা, জানা যায়না; তবে তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই ইহাই সন্দেহজনক। এই প্রাণাদির মধ্যে নাগ কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয় সংজ্ঞক পঞ্চ বায়ুর অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। নাগাদি কার্য্যসংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—

"উদ্গারো নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্মস্তূন্মীলনে স্মৃতঃ
কৃকরঃ ক্ষুৎকরোজ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভনে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥"

ইহাদের যথাযুক্ত অন্তর্ভাব স্বীকার করিলে

প্রাণাদি পঞ্চকের দ্বারাই উপপত্তি হইল, অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হইলনা। এই প্রাণাদি পঞ্চককেই কারিকায় অন্তঃকরণ-ত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বলা হইল। অন্তঃ-করণত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ইহারা বৃত্তি। অসাধারণ বৃত্তি একটী অপরের নহে, এইটুকু পার্থক্য। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়— বুদ্ধিরই, মনেরও নয়, অহঙ্কারেরও নয়। এই-রূপ অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সংকল্প অপরের নহে; এইটুকু ইহাদের অসাধারণতা।

৩০

যুগপচ্চতুষ্টয়স্যবৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকাবৃত্তিঃ॥

পদপাঠ। যুগপৎ। চতুষ্টয়স্য। বৃত্তিঃ। ক্রমশঃ। চ। তস্য। নির্দ্দিষ্টা। দৃষ্টে। তথা। অপি। অদৃষ্টে। ত্রয়স্য। তৎপূর্ব্বিকা। বৃত্তিঃ।

ব্যাখ্যা। যুগপৎ সমসময়ে চতুষ্টয়স্য চারিটীর। (ইন্দ্রিয়সহকৃত মন, কেবল মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের) বৃত্তিঃ – ব্যাপার। ক্রমশঃ—ক্রমেক্রমে অর্থাৎ পারম্পর্য্যানুসারে। চ- ও। তস্য তাহার। (পূর্ব্বোক্ত—চারিটীর) নির্দ্দিষ্টা নিরূপিত আছে। দৃষ্টে—প্রত্যক্ষে। তথা—সেইরূপ। অপি ও। অদৃষ্টে— পরোক্ষে। ত্রয়স্য (অহঙ্কার-মন-বুদ্ধি এই) তিনটীর। তৎপূর্ব্বিকা দৃষ্টপূর্ব্বিকা (বৃত্তিঃ)- বৃত্তি (হইয়া থাকে)।

বঙ্গার্থ। ইন্দ্রিয় সহিত মন, কেবল মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের যুগপৎ বৃত্তি হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃও হইতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়ক। অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন, এই তিনটীর অদৃষ্ট ও দৃষ্টপূর্ব্বক বৃত্তি হয়।

বিশদব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্পূর্ণতা অধ্যবসায়ে। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে আলোচনা করিল, মন সঙ্কল্প করিল, অহঙ্কার অভিমান করিল, তদন্তর বুদ্ধির অধ্যবসায় হইল। এখানে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল। অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের এবং ইন্দ্রিয়-সহকৃত মনের বৃত্তিগুলি যুগপৎ এবং ক্রমশঃ এই উভয় প্রকারেই হইতে পারে। নৈ-য়ায়িক মহাশয়দিগের মতে বৃত্তির যৌগপদ্য স্বীকার নাই। তাঁহাদের মতে মন অণু-পরিমাণ, সুতরাং একদা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়া মনের ক্ষমতায় কুলায়না। বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—

অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে।
ভাষাপরিচ্ছেদে।

এই মত সাংখ্য-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের নিকট স্বীকৃত হয় নাই। ইঁহারা বলেন, এককালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে। যখন দেখিতেছি, তখনই শুনিতেছি, আবার স্পর্শ করিতেছি, ইত্যাদি অনুভব এ অংশে প্রমাণ। প্রত্যুত্তর-বুদ্ধি ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন, অলাতচক্রভ্রমণের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে মন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া আবার অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়, আবার সেই ইন্দ্রিয়ে আসে ইত্যাদি। এত সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদিত হয় যে উহা আপাততঃ অনুভবে আসেনা, বোধহয় যুগপৎই হইতেছে। এখানে প্রত্যুত্তরে যৌগপদ্যবাদীরা বলেন, যদি সামান্য সময়ের জন্যও মনের বিচ্ছেদ কোনও ইন্দ্রিয় প্রাপ্তহয়, তবে ঐ ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে

অবিচ্ছিন্ন ভাবে জন্ম বলিয়া অনুভব করি কেন? যাহা অনুভবে পাইনা, এরূপ স্বল্প সময়ের কল্পনা করিয়া অনুভব-সিদ্ধ যৌগপদ্যজ্ঞানের অনঙ্গীকার করা অসঙ্গত। সম্প্রদায়সিদ্ধ ভিন্নমততায় আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ অনেকে জ্ঞানের যৌগপদ্য মানেন। এক সময়ে লোকের কতগুলি জ্ঞান হইতে পারে, তাঁহারা তাহার সংখ্যা করিয়াছেন। তাহার অল্পাধিক্যানুসারে মস্তিষ্কের সামর্থ্যের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। অমা-রজনীর নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া, চপলাবালার সুমধুর হাসির সাহায্যে সম্মুখে বিকট ব্যাঘ্র দর্শন করিয়া সহসাই পশ্চাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এখানে বিদ্যুল্লতাসঞ্চারের ন্যায় সহসাই আলোচন, সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়, এই বৃত্তি কয়টীর উদয় হইয়া পরে অপসরণ কার্য্য সম্পাদিত হইল। যৌগপদ্যের এই দৃষ্টান্ত বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন। অবিস্পষ্ট-জ্যোৎস্নায় দূরে একটা কিছু দেখা গেল, ঐ জ্ঞান মুগ্ধভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জন্মিল। তৎপরে প্রনিহিত চিত্তে স্থির করা গেল—করাল কালসর্প। তৎপরে অভিমান হইল—আমার দিকে আসিতেছে। পরে অধ্যবসায় হইল—অপসৃত হই। এরূপ ক্রমে ক্রমেও কার্য্য দেখাযায়। পরোক্ষে অর্থাৎ অনুমানাদিস্থলে যে দৃষ্টপূর্ব্বক বৃত্তি হয়, তাহা অনুমানাদির স্বরূপ বুঝিলে আর বুঝিতে বাকী থাকেনা।

৩১

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূত
হেতুকাং বৃত্তিং।
পুরুষার্থএব হেতুর্ন কেনচিৎ
কার্য্যতে করণম্॥

পদপাঠঃ। স্বাংস্বাং। প্রতিপদ্যন্তে। পরস্পর আকূত হেতুকাং। বৃত্তিং। পুরুষার্থঃ। এব। হেতুঃ। ন। কেনচিৎ। কার্য্যতে। করণং।

ব্যাখ্যা। স্বা স্বাং—স্বীয় স্বীয়। প্রতিপদ্যন্তে প্রাপ্ত হয়। পরস্পরাকূতহেতুকাং—পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক। বৃত্তিং—ব্যাপার। (কে) পুরুষার্থঃ—পুরুষ-প্রয়োজন (ভোগমোক্ষ)। এব-(নিশ্চয়ার্থে।) হেতুঃ—কারণ। ন—না। কেনচিৎ—কাহারও দ্বারা। কার্য্যতে—কারিত হয়। করণং—ইন্দ্রিয়াদি।

বঙ্গার্থঃ। করণগণ পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থ হেতুক করণগণের প্রবৃত্তি অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারেনা।

বিশদব্যাখ্যা। ক্রমশঃ এবং যুগপৎ, এই উভয় প্রকারের বৃত্তির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বৃত্তি কেবল করণ মাত্রের অধীন নয়। যদি করণ থাকিলেই বৃত্তি হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সর্ব্বদাই বৃত্ত্যুদয় সম্ভব। যদি অকস্মাৎ হয়, তবে পরস্পর সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। এই অনি[ষ্]টাশঙ্কা পরিহারের জন্য লিখিত হইতেছে উহারা পুরুষার্থ হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃ[ত্তি] প্রাপ্ত হয়। যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের মধ্যে ব[হু] পদাতিক, অনেক অশ্বারোহী ও গজারো[হী]

সৈন্য যথাক্রমে অসি, ভল্ল ও বাণ লইয়া যুদ্ধ করে। যখন তাহাদের অধিনায়কের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন অসিধারী সৈন্য চিরাগত অভ্যাসানুসারে অসিই গ্রহণ করে, বাণ গ্রহণ করেনা। অপরেও ঐরূপ। তাহাদের যেরূপ গ্রহণ-সাঙ্কর্য্য ঘটেনা, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সাঙ্কর্য্য হয়না। এখানে অপরাপরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াই অপর প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন বাণ-ধারী বাণই গ্রহণ করিবে, অতএব আমি আমার অসিই গ্রহণ করি, ইত্যাদি। সৈন্য-গণ চেতন, তাহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারে, ইন্দ্রিয় অচেতন, তাহা-দের সামর্থ্য কি? এ প্রশ্নে উত্তর এই যে, অচেতনও প্রয়োজন-বলে কার্য্য করিয়া থাকে; যেমন গোবৎসের ভোগের জন্য অচেতন দুগ্ধ আপনিই ক্ষরিত হইয়া থাকে। পুরুষার্থনিমিত্ত অচেতন করণের বৃত্তিপ্রাপ্তিও তদ্রূপ। এখানে একটী স্বতন্ত্রকর্ত্তা স্বীকার করিতে যাওয়া কাপিলমতে দেখা যায়না।

৩২

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণ-
ধারণ-প্রকাশকরং।
কার্য্যং চ তস্য দশধাহার্য্যং ধার্য্যং
প্রকাশ্যঞ্চ ॥

পদপাঠঃ। করণং। ত্রয়োদশবিধং। তৎ। আহরণ ধারণ প্রকাশকরং। কার্য্যং। চ। তস্য।দশধা। আহার্য্যং। ধার্য্যং। প্রকাশ্যং। চ।

ব্যাখ্যা। করণং—অসাধারণ কারণ। ত্রয়োদশবিধং—তের প্রকার। তৎ—তাহা আহরণ-ধারণ-প্রকাশকরং—আহরণ, ধারণ ও প্রকাশকর। কার্য্যং—কার্য্য। চ—ও। তস্য—তাহার। দশধা—দশপ্রকার। আহা-র্য্যং—আহার্য্য অর্থাৎ আহরণযোগ্য। ধার্য্যং—ধারণযোগ্য। প্রকাশ্যং—প্রকাশ-যোগ্য। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। করণ তের প্রকার—দশেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। তাহারা আহরণ, ধারণ, প্রকাশকর। তাহাদের কার্য্য দশ প্রকার, আহার্য্য, ধার্য্য, প্রকাশ্য।

বিশদব্যাখ্যা। ত্রয়োদশবিধ করণের কার্য্য--দশবিধ আহার্য্য, দশবিধ ধার্য্য, দশবিধ প্রকাশ্য। করণ বলিলেই ব্যাপার বলা দরকার হয়, তাহাই বলা হইয়াছে, আহ-রণ, ধারণ, প্রকাশ। বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আহরণ করে, অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহারা—প্রাণা-দিরূপ সামান্য বৃত্তিদ্বারা ধারণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বচন, আদান, বিহরণ—উৎ-সর্গ ও আনন্দ, এই গুলি কার্য্য। ইহারা দিব্য এবং অদিব্য ভেদে দুই প্রকার, সুতরাং দশবিধ। প্রাণাদির ধার্য্য শরীর, তাহা আবার পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। ভূত পাঁচটী দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার হইল। অতএব ধার্য্যকে দশবিধ বলা অযুক্ত হয় নাই। বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ। তাহারা দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার; অতএব প্রকাশ্যও দশধা সিদ্ধ হইল।

৩৩

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং
ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমা-
ভ্যন্তরং করণং ॥

পদপাঠ। অন্তঃকরণং। ত্রিবিধং। দশধা। বাহ্যং। ত্রয়স্য। বিষয়াখ্যং। সাম্প্রতকালং। বাহ্যং। ত্রিকালং। আভ্যন্তরং। করণং।

ব্যাখ্যা। অন্তঃকরণং—অন্তরিন্দ্রিয়। ত্রিবিধং—ত্রিপ্রকার। দশধা—দশপ্রকার। বাহ্যং—বহিরিন্দ্রিয়। ত্রয়স্য—তিনটী অন্তঃকরণের। বিষয়াখ্যং—সঙ্কল্প, অভিমান, ও অধ্যবসায়ের দ্বারীভূত হয়। সাম্প্রতকালং—বর্ত্তমান কাল বিষয়। বাহ্যং—বহিরিন্দ্রিয়। ত্রিকালং—বর্ত্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ, এই তিন কাল বিষয়ক। আভ্যন্তরং—অন্তরস্থ। করণং—(জ্ঞানের) অসাধারণ কারণ।

বঙ্গার্থঃ। অন্তঃকরণ ত্রিবিধ; বাহ্যেন্দ্রিয় দশটী অন্তঃকরণ তিনটীর সঙ্কল্পাদি ব্যাপারে সহায়তা করে। (দ্বারীভূত হইয়া) বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমানকাল বিষয়ক, অন্তরিন্দ্রিয় তিন কাল বিষয়ক।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধীন্দ্রিয়গণ আলোচনদ্বারা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যথাযথ ব্যাপার দ্বারা সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়ের দ্বারীভূত হয়। বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমান কালের বস্তুকে গ্রহণ করে, অতীত কালের ঘটকে চক্ষু দেখেনা ইত্যাদি। বাক্য ত্রিকালবিষয়ক হয় বলিয়া বাগিন্দ্রিয়কে বর্ত্তমান বিষয় বলা অসঙ্গত হয় নাই; কেননা যুধিষ্ঠির ছিলেন এবং কল্কি হইবেন, ইত্যাদিও বর্ত্তমান সামীপ্য বশতঃ বর্ত্তমান কাল বিষয়ক প্রয়োগ বলা অনেকের অভিপ্রায়। মন-বুদ্ধ্যাদির ত্রিকালতা অনুমানে দৃষ্ট হয়। নদীকূল ভাঙ্গিয়াছে, অতএব বৃষ্টি হইয়াছিল, এই অতীত কালের অধ্যবসায়। ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব অগ্নি আছে, ইহা বর্ত্তমানকাল বিষয়ক ও পিপীলিকারা অণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছে, অতএব বৃষ্টি হইবে, এই ভবিষ্যৎকাল বিষয়ক অধ্যবসায়াদি দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ।	১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

৫

অজামেকাম্ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

অন্বয়ঃ— একঃ হি অজঃ লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং, সরূপাম্ একাম্ অজাম্ (প্রকৃতিম্) জুষমাণঃ অনুশেতে। অন্যঃ অজঃ ভুক্তভোগাম্ (সতীম্) এনাম্ (প্রকৃতিম্) জহাতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—অজঃ—ন জায়তে ইতি শাশ্বতঃ পুরুষঃ, নিত্য আত্মা। লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্—তেজঃ, অপ্, অন্নঞ্চ ইতি ত্রিবিধলক্ষণাম্, যদ্বা—"লোহিতম্" রজঃ, "শুক্লম্"—সত্বম্, "কৃষ্ণম্"—তমঃ, এতেষাম্ ত্রয়াণাম্ আধারভূমিঃ ত্রিগুণাত্মিকা ইত্যর্থঃ। তেজঃ, অপ্ এবং অন্নরূপিণী অথবা সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা। সরূপাম্—বিকারমনাপদ্যমানাং—অবিকৃতা।

জুষমাণঃ—সেবমানঃ—সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ সেবকরূপে। অনুশেতে—অনুচরতি, ভজতে—ভজনা করিতেছে। অন্যঃ অজঃ—ভোগ-লালসা-পরিশূন্যঃ অপরঃ সাক্ষি-স্বরূপঃ পুরুষঃ। "ভুক্ত-ভোগাম্ এনাম্"—বিষয়-ভোগেন চরিতার্থবতীম্ আসক্তিশূন্যাম্। এনাম্—পূর্ব্বোক্তাং ভোগ-লালসাবতীম্ (ভোগাদিভিঃ পশ্চাৎ বিগতাসক্তিম্ ইতি কেচিৎ ব্যাচক্ষতে) জহাতি—পরিত্যজতি।

বঙ্গার্থ—অনাদি আত্মা, অগ্নি, জল এবং অন্নরূপিণী অথবা সত্ব, রজঃ এবং তমো-গুণশালিনী, অনন্ত প্রজার উৎপাদিনী অবিকৃত এক অনাদি প্রকৃতিকে ভজনা করিয়া থাকেন। আর ভোগলালসা-পরি-শূন্য অন্য আত্মা এই বিষয়-ভোগ-সঙ্কীর্ণা

প্রকৃতিকে পরিহার করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির নৈসর্গিক আকাঙ্ক্ষিত ভোগের অবসানে তত্ত্ব-জ্ঞান উপস্থিত হওয়ায়, জটিল বিষয়াসক্তি দূরীভূত হয়।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি এবং পুরুষ (আত্মা) এতদুভয়ই অনাদি। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-বিকার এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়, ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কার্য্য-কারণ এবং ইহাদের কারকতার অর্থাৎ কর্তৃত্বের একমাত্র হেতুও প্রকৃতি। পুরুষ মাত্র সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু, কেননা পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণ-সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণযুক্ত হয়েন, তখন "মন" উপাধি গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করেন এবং জীবরূপে নানাবিধ সদসৎ যোনিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। আত্মা অর্থাৎ পুরুষই "মন"রূপে যাবতীয় ভোগ্যবিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, আবার যখন ক্রমে ক্রমে ভোগ-লালসা ক্ষীণ হইয়া "মন" এই উপাধি দূরীভূত হয়, তখন আর ভোগাদির অনুভূতি কিছুই থাকেনা। ভোগী আত্মা এবং ভোগশূন্য আত্মা, এই লৌকিক সংস্কার তিরোধান হয়, উভয় এক হইয়া যায়। এই অনুশাসনই অন্যভাবে গীতায় উক্ত হইয়াছে। গীতার শ্লোক কএকটি আপাততঃ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, ফলতঃ ইহাদের তাৎপর্য্য এবং উপনিষদের এই সূত্রের তাৎপর্য্য এক, কোন তারতম্য নাই। গীতায় ভগবদ্বাক্য কএকটি এই—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্॥ ১৩—১৯
কার্য্য-কারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে
পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে
১৩—২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু
১৩—২১
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩—২

৬

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

অন্বয়ঃ—(রূপকেণ আহ) দ্বা (দ্বৌ) সযুজা (সযুজৌ) সখায়া (সখায়ৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ) সমানম্ বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে তয়োঃ অন্যঃ (সুপর্ণঃ) স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি অন্যঃ (সুপর্ণঃ) অনশ্নন্ অভিচাকশীতি (কেবলম্ সাক্ষিরূপেণ পশ্যতি)।

বিষমপদব্যাখ্যা॥ দ্বা-দ্বৌ—দুই। সযুজা-সযুজৌ সহচরৌ-একত্র বিহারকারী। সখা-সখায়ৌ সখ্যভাববিশিষ্ট। সমানম্—এক। বৃক্ষম্—শরীর। পরিষস্বজাতে—আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুপর্ণা—সুপর্ণৌ—শোভনৌ পর্ণৌ যয়োঃ তৌ পক্ষিণৌ—জীব এবং ঈশ্বর রূপ পক্ষিদ্বয়। তয়োঃ অন্যঃ—

তাহাদের উভয়ের মধ্যে জীব রূপ এক পক্ষী স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি—মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছে। অন্যঃ—অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর। অনশ্নন্—ভোগ না করিয়া। অভিচাকশীতি—কেবল সাক্ষিরূপে দেখিতেছেন। নির্লিপ্ত থাকিয়া মাত্র অবলোকন করিতেছেন। (ছান্দসং)।

বঙ্গার্থ—পরস্পর মিত্রতাপন্ন নিয়ত একত্র বিহরণশীল জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী দেহরূপ বৃক্ষে একত্রে বসিয়া থাকে। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে জীবরূপ পক্ষী মিষ্ট ফল—অর্থাৎ বিষয়াদিরূপ আপাততঃ মিষ্টবৎ আভাসমান ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর ঈশ্বররূপী অন্য পক্ষী ফল ভক্ষণ না করিয়া মাত্র সাক্ষীর ন্যায় ঐ জীবাভিধেয় পক্ষীর ভক্ষণ ব্যাপারাদি ক্রিয়া দর্শন করিতেছেন। জীবপক্ষী, আসক্ত, লিপ্ত এবং ভোগরত, আর ঈশ্বরাখ্যাত পক্ষী অনাসক্ত, নির্লিপ্ত ও ভোগলালসাশূন্য। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, উভয়েই দেহে বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা ভোগরত, পরমাত্মা ভোগাদিবিহীন। সাধারণতঃ মনে এবম্বিধ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, দুঃখাদি ক্লেশময় দেহে থাকিয়াও পরমাত্মা নির্লিপ্ত বা সুখ-দুঃখাদি-অনুভূতি-বিহীন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহাতে ত আধার-আধেয়তা গুণের ব্যত্যয় হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এস্থলে আমরা ভগবদ্বাক্যের স্মরণ করিলেই প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে পারিব।

অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ আকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ গীতা।—১৩—৩১,৩২,৩৩।

৭

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীত-শোকঃ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ—সমানে বৃক্ষে—নিমগ্নঃ (সন্) অনীশয়া মুহ্যমানঃ শোচতি। (সঃ) যদা অন্যজুষ্টম্ ঈশম্ (তথা) অস্য ইতি (ইমম্) মহিমানং (চ) পশ্যতি, (তদা) বীত-শোকঃ (ভবতি)।

বিষমপদব্যাখ্যা—পুরি শেতে ইতি—পুরুষঃ। জীবঃ—জীব। "সমানে বৃক্ষে"—একস্মিন্ এব বৃক্ষে—দেহ-রূপ এক মাত্র বৃক্ষে। অর্থাৎ দেহকেই এক মাত্র অবলম্বনীয় মনে করিয়া। অনীশয়া—শক্তি বিরহেণ—শক্তিহীনতা নিবন্ধন। মুহ্যমান বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ অংশ ভাবে বিমোহিত হইয়া। "শোচতি" শোক করিয়া থাকেন। যদা অন্যং জুষ্টং ঈশম্ পশ্যতি—যে সময়ে সেই জীব সাধক-জুষ্ট—অর্থাৎ তত্ত্ব-নিষ্ঠ কর্ত্তৃক সেবিত—পরমাত্মাকে দেখেন। "তথা অস্য ইমম্ মহিমানম্ চ"—এবং এই পরমাত্মার অখণ্ডনীয় মহিমাদি বিলোকন করেন। তদা বীত-শোকঃ সে সময়ে শোকমুক্ত হয়েন।

বঙ্গার্থ। পুরুষ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তর-শায়ী-জীবদেহরূপ বৃক্ষকেই আত্মার

প্রধান আলম্ব মনে করিয়া নিজের অজ্ঞতা এবং শক্তিহীনতা বশতঃ বিমুগ্ধভাবে প্রতিনিয়ত শোক করিতেছেন। আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান সেবিত পরমাত্মার প্রতি এবং তদীয় বিশ্বব্যাপী অখণ্ড মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখন আত্মার ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইতেছে। এই অনুশাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলে—প্রাচীন সাধকের নিম্নোদ্ধৃত কএক পংক্তি মনে পড়ে——

হৃদয় মন্দির-মাঝে মুগ্ধ তামসিক সাজে
ভ্রান্তজীব সদা নিদ্রাগত।
মোহ অবসানে হায়! কখনো বারেক চায়
আবার অমনি জ্ঞান-হত!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

—০•০—

চাই কি?

সংসারের অধিকাংশ লোক জানেনা যে তাহারা কি চায়। অভাবের রবে সংসার প্রপূরিত, কিন্তু অভাব কি, অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, ব্যক্ত অভাবটি বস্তুতঃ অভাব নয়। রুগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কোন বস্তুবিশেষ তাহার মুখরোচক হইবে, বিবেচনা করিয়া, তজ্জন্য প্রার্থনা করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইবামাত্র বস্ত্বন্তরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, ভ্রান্ত মানবও তদ্রূপ বস্তু হইতে বস্ত্বন্তর-প্রত্যাশী হয়, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিবোধ করেনা। পুত্র অভাবে বন্ধ্যার কতই মনোবেদনা, পুত্র হইলে যেন কতই আনন্দ উপভোগ করিবে, পুত্রার্থে কতই শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করিল; পুত্র চাই।—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও পুত্র চাই। পুত্র পাইল; কিন্তু পুত্র প্রাপ্তির পর দেখা গেল যে, তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় নাই; তাহার হৃদয় আরো কিছু চায়। দরিদ্র সর্ব্বদাই ধনাকাঙ্ক্ষা, ধনের জন্য কতই ক্লেশ, কতই চেষ্টা, কতইবা অপকর্ম্ম করিল; ধন আসিল। দরিদ্রের গৃহে ধন আসিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি আসিলনা। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন কোন বস্তুই প্রকৃত মুখরুচিকর হয়না, সেইরূপ সংসারী ব্যক্তিরও কোন সাংসারিক লাভেই তৃপ্তিলাভ হয় না। সুস্থ শরীরে কদন্নও অতি তৃপ্তিকর, কিন্তু অসুস্থ শরীরে অতিস্বাদু বস্তুও মুখ-রুচিকর নহে। সুতরাং রোগীর যে 'চাই—চাই'—তাহা স্বাদ-বাসনা মূলক। রোগী হয়ত মনে করিল, তিক্ত বস্তু আমার রুচিকর নহে, মিষ্ট বা অম্ল রস আমার তৃপ্তকর হইবে, কিন্তু মিষ্ট বা অম্লাদি রস আস্বাদ করিয়াও রোগীর আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তলাভ হইলনা; কারণ স্বাদুত্ব বা রুচিকরত্ব শুধু দ্রব্যে নাই, উহার মূল যন্ত্র ভোক্তার রসনা; কিন্তু রোগে এই রসনা-যন্ত্রের বিকৃতি উৎপাদন করায়, রোগীর আকাঙ্ক্ষিত কোন সুস্বাদু বস্তুই স্বাদ-গ্রাহ্য হইলনা কিন্তু

রোগী রোগমুক্ত হইলে, তাহার রসনা-যন্ত্রের অবিকৃতি সম্পাদিত হইলে, তখন তিক্ত-মিষ্ট-নির্ব্বিশেষে সকল বস্তুই রুচিকর ও তৃপ্তিজনক বোধ হইবে। রুচির আধার মানুষের অবিকৃত রসনা। তৃপ্তির আধার অবিকৃত স্বাস্থ্য। যাহাহউক, এইরূপে পুনঃ২ বিড়ম্বিত হইয়া রোগী বুঝিতে পারে যে, তাহার স্বাস্থ্য লাভ না হইলে, কোন বস্তুই তাহার আশা পূরণে সমর্থ হইবেনা। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, সে আহার্য্য বস্তুর প্রতি উদাসীন হইয়া, সর্ব্ব প্রথম স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা-করে, এবং স্বাস্থ্য লাভ হইলে, আর তাহার এইরূপে অতৃপ্তি-তাড়িত হইয়া বস্তু হইতে বস্তুন্তরের অভিলাষ থাকেনা। তখন সকল বস্তুই যথাযথ ভাবে তাহাকে প্রীতি দিতে সক্ষম হয়। তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পক্ষেও সাংসারিক কোন বস্তুতেই সুখ দিতে পারেনা। সে ইহা চায়, উহা চায়, কিন্তু যাহা চায়, তাহা পাইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। স্ত্রী-পুত্র কন্যা, গো-অশ্ব যান, ধন-মান-যশ ইত্যাদি কোন বস্তুতেই তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়না। যাহা যতক্ষণ না পাই, তাহা ততক্ষণ চাই, কিন্তু পাইলেও তাহাতে তৃপ্তি নাই, আবার অন্য জিনিস চাই! এইরূপ ‘চাই চাই’ করিয়া যখন কোন বস্তুতেই আশা পূর্ত্তি হয় না, তখনই আমাদের বিবেকবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তখনই বুঝিতে পারি যে, আমার আত্মা রোগগ্রস্ত; সুতরাং তখনই রোগোপশমনের চেষ্টা হয়। কাহারও ভাগ্যে এই বিবেক অতি অল্প বিড়ম্বনার পরেই উপস্থিত হয়, কাহারও বা [illegible] লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণ আলোচ্য, আত্মার রোগ কি? নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ—নিত্য পদার্থের আবার রোগ কি? রোগের সাধারণ লক্ষণ নির্ণয়-স্থলে আয়ুর্ব্বেদ বলেন, “রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা”। দোষের অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফের বৈষম্যই রোগ এবং উহাদের সাম্যই অরোগতা। সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী প্রকৃতির বৈষম্যেই আত্মা রোগগ্রস্ত হন। এই সত্ত্ব-রজ-তমোগুণেরই ভৌতিক পরিণতি আয়ুর্ব্বেদের বায়ু-পিত্ত কফ। যতক্ষণ প্রকৃতি গুণত্রয়ে সাম্যবতী, ততক্ষণ আত্মা নীরোগ। অসীম আকাশ যেরূপ গুহাবদ্ধ হইয়া সসীমে পরিণত হয়, তদ্রূপ অসীম নির্গুণ আত্মাও মায়া-প্রকৃতির পরিবেষ্টনে সসীম জীবাত্মায় পরিণত হইয়া, প্রকৃতির গুণত্রয়-বৈষম্যজনিত ভবরোগে আক্রান্ত হন। প্রকৃতির গুণ বৈষম্য হেতুই ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞান। এই ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞান হইতেই কামনা বা বাসনা। এই বাসনাই তাবৎ রোগের মূল। এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না হইলে, মানব কিছুতেই প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারেনা। এই রোগ হইতে মুক্ত হইলেই মানব “যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ” হইতে পারেন। যতক্ষণ রোগ থাকে, ততক্ষণই মানবের অতৃপ্তিজনিত “চাই চাই” থাকে। পাই-লেও “চাই চাই” ফুরায় না। উহা বস্তু হইতে বস্তুন্তর ক্রমে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু নীরোগতা লাভ না হইলে, তৃপ্তিলাভ কিছুতেই হইবার নহে। নীরোগতা ভিন্ন সে নিরবচ্ছিন্ন ‘চাই চাই”র বিড়ম্বনা

কদাপি নিদূরিত হইবার নহে। অতএব আমরা চাই আরোগ্য। আরোগ্যেই নিত্য তৃপ্তি। নিত্য তৃপ্তিতেই অভাব বোধের নিবৃত্তি; সুতরাং চাওয়ারও নিবৃত্তি। ফলিতার্থে আমরা চাহে না-চাওয়া। নিরাকাঙ্ক্ষতাই মানব-আত্মার যথার্থ আকাঙ্ক্ষার বিষয়। নিষ্কামতাই পারমার্থিক কাম্য। সকামতায় যাঁহার ঔদাসীন্য, তিনিই অভাববোধশূন্য। তিনিই "সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।" তাঁহারই 'নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টো-পপত্তিষু।' তিনিই "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ং। সুতরাং তাঁহার পক্ষে "চাই কি?" প্রশ্নের আর অবসর নাই। তিনি পূর্ণ, সুতরাং প্রার্থনা-প্রসূতি অপূর্ণতার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

"চাই কি" প্রশ্নের যথার্থ উত্তর যদি হয় না-চাওয়া, তবে আবার সেই 'না চাওয়া' পাওয়ার জন্য কি চাই, তাহাও অবশ্য আলোচ্য। শাস্ত্র বলেন, বিনা সাধনে নিষ্কামতা-লাভের অধিকার জন্মে না। যিনি ইহজন্মে সহজে নিষ্কাম ধর্ম্মে অধিকারী হয়েন, তিনি বহুজন্মের সাধন-সাধিত বলে বলী, বুঝিতে হইবে। এই সাধন চতুর্ব্বিধ। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থ—ফল-ভোগ-বিরাগ, শম-দম তিতিক্ষা-উপরতি-শ্রদ্ধা-সমাধানরূপ ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। এই সাধন-চতুষ্টয় * সম্পন্ন "প্রমাতা"ই বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞান বলে যথার্থ নিষ্কামতা লাভ পূর্ব্বক চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হন।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

* বারান্তরে প্রবন্ধান্তরে এই সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

(শ্রীবিবেকানন্দ, গিরীশ ঘোষ ইত্যাদির সহিত অবতার সম্বন্ধে কথা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের নানাবিধ ভাবাবেশ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(রাজপথে)

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত্র ৯টা হবে। বলরামও ঠাকুর খাবেন বলে রাত্রের খাবার প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন—বলরাম, তুমি খাবার পাঠিয়ে দিও।

তেতালা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল! সঙ্গে—নারায়ণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারায়ণ

হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারায়ণকে বলিলেন, হাত ধর্‌লে লোকে মাতাল মনে কর্‌বে। আমি অমনি চলে যাব।

বোস-পাড়ার তেমাতা পার হলেন— কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী।

এত শীঘ্র চল্‌ছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকচে। না জানি হৃদয়-মধ্যে কি অদ্ভুত দেব-ভাব হইয়াছে। বেদে যাঁহাকে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করেছেন। এই কি দেখ্‌ছেন—"যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়্‌।

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল। কৈ, নরেন্দ্র তো সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর তো কথা কহিলেন না! লোকে বলে এর নাম ভাব। এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। কে এ ভাব বুঝিবে?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বলিলেন, "ভাল আছ বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"— কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই, হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটী কথা—এই একটী (দেহী) ও একটী জগৎ!

জীবজগৎ—এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্‌ হয়ে দেখ্‌ছিলেন। দু-একটী কথা উচ্চারিত হইল—যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা,যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্‌ হয়ে দাঁড়ায়েছি, আর যেন অনন্ত তরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ভক্ত-মন্দিরে।)

দ্বারদেশে গিরীশ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে করিয়া দুতালার বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

(সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগচ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়-কথা, পরচর্চ্চা, তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগচখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নৃত্যগোপাল)

নৃত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নৃত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে—

নৃত্য। হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্?

নৃত্য। ভাল নয়——

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই এক গ্রাম নীচে থাকিস্।

নৃত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহবে বৈ কি। তোর সঙ্গে কে থাকে?

নৃত্য। তারক;* ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাংটা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল,—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গে যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হয়ে গিছ্‌লো।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, 'তুই এসেচিস? আমিও এসেছি!" এ সব কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

---

*তারক—শিবানন্দ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:০:—

[পার্ষদ-সঙ্গে।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন।নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার্ ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

(অবতার সম্বন্ধে বিচার)

নরেন্দ্র মানেন না, যে মানুষে ঈশ্বর অবতার হন্। এদিকে গিরীশের অনন্ত বিশ্বাস, যে তিনি যুগে যুগে অবতার হন্, আর মানব-দেহ ধারণ করে মর্ত্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, যে এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো—আমি দেখ্‌বো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণ করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত, আমরাও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, তবে একটা কথা আছে—শক্তি-বিশেষ। কোন খানে অবিদ্যা-শক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি

বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রামদত্ত। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিরক্তভাবে) না, ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুমি কেমন করে জান্‌লে, তিনি দেহধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই। ঋষিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা সেই শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) মানুষে অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান-ভক্তি দেবার জন্য তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃ। (সস্নেহে) হাঁ, হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন। তারপর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity, তার কি অংশ হয়? অমুপ বিষয়ে Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন, Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, এগুণ আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আমি এই সব দেখ্‌ছি! বিচার আর কি কর্‌বো? দেখ্‌ছি তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে—মন-বুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি কল্লে বল দেখি?—

গিরীশ। (হাসিতে হাসিতে) ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কিনা! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু'থাক্ না নাম্‌লে কথা কইতে পারিনা।

"বেদান্ত--শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন; তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী। যেমন একটী বেল। এক জন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটী কত ওজনে, জান্‌বার দরকার হয়েছিল; এখন শুধু শাঁসে ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস, সব এক সঙ্গে ওজন কর্‌তে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখ যে, যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়;—জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার কর্‌তে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যারই শাঁস, তারই খোলা-বীচি। যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীব-জগৎ।

যারই নিত্য (Absolute), তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ।

[ঈশ্বর-দর্শন (God-vision)]

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি তাই দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার কর্‌বো? আমি দেখ্‌ছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীব, তিনিই জগৎ হয়েছেন!

"তবে চৈতন্য না লাভ কর্‌লে চৈতন্য জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, এই আমি দেখ্‌ছি, তিনি সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ কর্‌লে সমাধি হয়; মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়; কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না; ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না; বিষয়-কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ কর্‌লে, তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

(অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ Revelation)

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন—

"দেখ্‌ছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মনুষ্য-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার কর্‌তে হয় না, কারুর বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘষ্‌তে ২ দপ্ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্ করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

(কালী * ও ব্রহ্ম †)

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল-প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) কৈ, কালী-ধ্যান তিন চার দিন কর্‌লুম, কিছুই তো হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌চো, তাঁকে কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাব্‌লে দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ভাব্‌লেই অগ্নি ভাব্‌তে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্‌লে কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। শক্তিই ঐ কালী, আমি বলি।"

* কালী—God in his relations to t[he] condition[ed]

† ব্রহ্ম—The unconditioned, the Absol[ute]

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটারে যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, 'ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস্, থিয়েটর্ যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) দেখিস্ যেন আনিস্।

হরিপদ। (হাসিতে হাসিতে) আমি আন্‌তে যাচ্চি—আর আন্‌ব না?

(ঈশ্বরলাভ ও কর্ম্ম; 'রাম ও কাম')

গিরীশ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনাকে ছেড়ে আবার এখন থিয়েটর্ যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্-উদিক্-দুদিক্ রাখ্‌তে হবে, জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।

(সকলের হাস্য।)

গিরীশ। থিয়েটর্ গুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই, মনে কর্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে।

নরেন্দ্র। এইতো—ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে; আবার থিয়েটরে টানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সমাধি-মন্দিরে)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) "মান কয়াল তো কর্‌লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)।"

(বিচার ও ঈশ্বর-লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি) যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার কর্‌ছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি-তরকারী পড়ে, অমনি বারআনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য), আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পড়্‌লে কেবল সুপ্ সাপ্। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি।

এই বলিয়া, নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া, আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।'

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতে ছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর-দর্শন?

কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ, বহির্জগতের হুঁশ চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—

আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন! এত গা টেপা, পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা কর্‌ছেন না শক্তি-সঞ্চার কর্‌ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত যোড় করে কি বল্‌ছেন!

বল্‌ছেন,—"একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব; নাহলে উঠ্‌তে পার্‌বো কেমন করে?—গোরা প্রেমে গর্গর—মাতোয়ারা—(নিতাই আমার)"---

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্ চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বল্‌ছেন,—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন,

সখি! সে বন কত দূর?
(যে বনে আমার শ্যামসুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ-গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

এখন জগৎ ভুল হয়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে মনে নাই—কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁস্ নাই। এখন-মন-প্রাণ ঈশ্বর-গত হয়েছে। "মদ্গত অন্তরাত্মা"।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে ২ হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন—

"ঐ একটী আলো আস্‌চে দেখ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌চে, এখনো বুঝ্‌তে পারছিনা।

—এইবার নরেন্দ্র গান গাইলেন—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ॥
সপ্ত লোক ভূলে শোক, তোমারে পাইয়ে।
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধি ভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন-কৃষ্ণা-দশমী—অন্ধকার-রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালী-বাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(সেবক-হৃদয়ে)

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশ গগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-ছবি—স্মৃতি মধ্যে ভক্তের মজ্‌লিস্—সুখ-স্বপ্নের ন্যায় নয়ন-পথে সেই প্রেমের হাট্! কলিকাতা রাজ-পথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।

মোহিলে প্রাণ॥

কেউ ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর "চৌদ্দ পোয়া" মানুষ কেমন করে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝ্‌লাম? বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝ্‌লাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ বল্লেন "যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তুলাভ নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।—তাও বটে, এই তো এক ছটাক বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝ্‌বো! ঈশ্বরের কথা? একসের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বল্লেন, ঈশ্বর যদি দপ্ করে দেখিয়ে দেন, তাহলেই এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন, তবে—

'ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"

যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

যদি দপ্ করে তিনি দেখান্, তা না হলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্‌ছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখায়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।—
"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাকো পথহারা॥"

আমার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাস হয়েছে—আমি বিশ্বাস কর্‌বো। অন্যে যা করে করুক্—আমি এই দেবদুর্ল্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়্‌বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চর্চ্চা ক'রে কি আর একটা Faust হব? আবার কি গভীর রজনীমধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে "হায়! কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম; এ জীবনে ধিক্" এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alstorএর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রাখিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না, আমি কি এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ কর্‌তে যাবো? প্রয়োজন নাই। আর একসের বাটীতে চার সের দুধ ধর্‌লো না বলে, মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবান্! আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধ ভক্তি হয়—অমলা, অহৈতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।'

আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন,

"কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে! শুধু তা নয়। এমনও বল্‌ছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর, আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম, সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি, এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়্‌লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন—ঘায়ের মামড়ী ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে—যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষণে সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

"আর গিরীশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, "প্রভু তুমিই ঈশ্বর, মানুষ-দেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য। গিরীশ ঠিক্‌তো বলেছেন, ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ না কর্‌লে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে? কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু? কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধরে তুল্‌বে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্‌ "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন। বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন। এ প্রেমতো মানুষ-জ্ঞানে নয়, এ প্রেম দেখ্‌ছি—ঈশ্বর-প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয়-কর্ম্ম ক'রে ক'রে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ; কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত, কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখ্‌লেই সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করেন। তাদের নাওয়ান্‌, খাওয়ান্‌, শোয়ান্‌;—তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন, কলিকাতায় ছুটিয়া যান্‌; লোকের খোসামোদ করে বেড়ান্‌—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না—বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেম?—প্রতিমাতে এতো * ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর-শুদ্ধনরদেহে হয় না?

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহ্যিক-মনুষ্যকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মনুষ্যকে) দর্শন কর্‌তে লাগলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল—যাঁকে

ধ্যান ক'রে কখনও অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তেন—কখনওবা ওঁ ওঁ বল্‌তেন, কখনও মা মা করে বালকের মত ডাক্‌তেন। নরেন্দ্রের ভিতর—তাঁর বেশী প্রকাশ দেখ্‌তেন, তাই নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল।

নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার আর কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্য চক্ষু, তিনি দেখ্‌লেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক; তিনি যে আপনার মা, "পাতানো" মা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন না? —তাই বুঝি ঠাকুর বল্লেন,

"মান করলি ত করলি, আমরাও তোর মানে আছি।"

আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়, তাঁর উপর অভিমান কর্‌বেন না ত কার উপর অভিমান কর্‌বেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

১

মন্দারকল্পহরিচন্দন পারিজাত
সন্তানচন্দ্রমণিমণ্ডিতবেদিসংস্থে।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিসুললাটষড়র্দ্ধনেত্রে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্॥

পারিজাত-কল্প-হরিচন্দন-সন্তান
মন্দার পাদপপঞ্চ কিবা শোভমান;
কিবা চন্দ্রকান্তমণি পরম সুন্দর,
সবাই করিছে তব বেদী মনোহর।
এ হেন বেদীর পরে নিত্য তব স্থিতি,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে তব পাইতেছে ভাতি।
পরম সুন্দর মাগো! ললাট তোমার,
ত্রিনেত্র ধরিয়া তুমি আছ অনিবার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সবাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

২

তালীকদম্বপরিশোভিতপার্শ্বভাগে
শক্রাদয়ো মুকুলিতাঞ্জলয়ঃ স্তুবন্তি।
দেবি ত্বদীয় চরণৌ শরণং প্রপদ্যে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

কিবা তালতরু, কিবা কদম্বের দল—
মহাশোভা পায় তব পার্শ্বে অবিরল।
ইন্দ্রাদি-দেবতা-গণ থাকি সন্নিকটে,
করিছে তোমার স্তুতি বদ্ধ-কর পুটে।
জগতের যত কিছু ত্যজিয়া জননি!
আশ্রয় করিনু তব চরণ-দুখানি।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৩

কেয়ূরহারমণিকঙ্কণকর্ণপূর
কাঞ্চিকলাপমণিকান্তিলসদ্দুকূলে।
দুগ্ধান্নপূর্ণবরকাঞ্চনদর্ব্বিহস্তে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

কেয়ূর কঙ্কণ কাঞ্চী কর্ণপূর হার
তোমার বক্ষের শোভা করে অনিবার।
সোনার হাতায় নিত্য দুগ্ধ-অন্ন ধরি,
ক্ষুধিতের প্রাণ রাখ, তুমিই শঙ্করি!
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৪

সদ্ভক্তকল্পলতিকে ভুবনৈকবন্দ্যে
ভূতেশহৃৎকমলমগ্নকুচাগ্রভৃঙ্গে।
কারুণ্যপূর্ণনয়নে কিমুপেক্ষসে মাং
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

তোমাকেই কল্পতরু বলে ভক্তজন,
তোমারি চরণ-পদ্ম পূজে ত্রিভুবন।
শঙ্করের হৃৎপদ্মে করি অধিষ্ঠান,
তোমারি কুচাগ্র-ভৃঙ্গ করে মধুপান।
যখন কারুণ্য-পূর্ণ তোমার নয়ন,
কেন মোরে অনাদর কর মা তখন?
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৫

শব্দাত্মিকে শশিকলাভরণার্দ্ধদেহে
শম্ভোরুরঃস্থলনিকেতননিত্যবাসে।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা।
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্॥

তোমাকেই শব্দময়ী বলে ত্রিসংসার,
শশিকলা অর্দ্ধদেহে শোভিছে তোমার।
তুমি মাগো! শঙ্করের হৃদয়বাসিনী,
তুমিই দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-নিবারিণী।
তুমি এই ত্রি-সংসারে একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাহি আর।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৬

লীলাবচাংসি তব দেবি ঋগাদিবেদাঃ
সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মরচনা ভবদীয়চেষ্টা।
ত্বত্তেজসা জগদিদং প্রতিভাতি নিত্যং
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

সাম-যজুঃ-ঋক্-অথর্ব্ব-বেদ চতুষ্টয়—
তব লীলাবাক্য বিনা কিছু আর নয়;
কিবা সৃষ্টি, কিবা স্থিতি, কিবা লয় আর,
সকলি তোমার খেলা, এই বুঝি সার।
স্থাবর-জঙ্গম-পূর্ণ এই ত্রিসংসার
তোমারি প্রভায় প্রভা পায় অনিবার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই

(৭)

বৃন্দারবৃন্দমুনিনারদকৌশিকাত্রি-
ব্যাসাম্বরীষকলশোদ্ভবকশ্যপাদ্যাঃ।
ভক্ত্যা স্তুবন্তি নিগমাগমসূক্তমন্ত্রৈ
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্ ॥

নারদ অগস্ত্য অত্রি ব্যাস তপোধন,
বিশ্বামিত্র অম্বরীষ কশ্যপাদিগণ,
কিবা ত্রিভুবনে যত দেবতা সকল,
সকলেই পূজে তব চরণ-কমল।
নিগম-আগম-মন্ত্র করি উচ্চারণ,
করে মা তোমার স্তুতি, দেখি সর্ব্বক্ষণ।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৮)

অম্ব ত্বদীয় চরণাম্বুজসেবনেন
ব্রহ্মাদয়োঽপি বহুলাং
শ্রিয়মাশ্রয়ন্তে।
তস্মাদহং তব নতোঽস্মি
পদারবিন্দে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তোমারি চরণ-পদ্ম সেবি সর্ব্বক্ষণ,
ব্রহ্মাদির হইয়াছে ঐশ্বর্য্য এমন।
তাই মাগো! যত কিছু সকলি ত্যজিয়া,
তোমারি চরণ-পদ্মে রহিনু পড়িয়া।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৯)

সন্ধ্যাত্রয়ে সকল ভূসুরসেব্যমানা
স্বাহাস্বধাসি পিতৃদেবগণার্ত্তিহন্ত্রী।
জায়া সুতাঃ পরিজনোঽতিথয়োঽ-
ন্নকামা
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তিন সন্ধ্যা ধরি মাগো! যতেক ব্রাহ্মণ,
লইয়া তোমারি পূজা ব্যস্ত হ'য়ে রন্।
তুমি স্বাহা দেবগণ-তর্পণকারিণী,
তুমি স্বধা পিতৃ-লোক-তৃপ্তি-প্রদায়িনী।
স্ত্রী-পুত্র-অতিথি আর যত পরিবার,
অন্নের লাগিয়া সদা করে হাহাকার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১০)

একাম্রমূলনিলয়স্য মহেশ্বরস্য
প্রাণেশ্বরি প্রণতভক্তজনায় শীঘ্রম্।
বামাক্ষি রক্ষিতজগত্ত্রিতয়েঽন্নপূর্ণে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

সকলেরি আত্মা যাঁরে বলে ত্রিভুবন,
সেই শঙ্করের মাগো! তুমি প্রাণধন।
পরম সুন্দর দুটী নয়ন তোমার,
তুমিই করিছ রক্ষা এই ত্রিসংসার।
জগতের যত কিছু করিয়া বর্জ্জন,
তোমারি শ্রীপদে মাগো! স'পিয়াছি মন।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১১)

ভক্ত্যা পঠন্তি গিরিজাদশকং প্রভাতে
ধর্ম্মার্থকামবহুপুণ্যজমোক্ষকামাঃ।
প্রীত্যা মহেশবনিতা হিমশৈলকন্যা
তেভ্যো দদাতি সততং মনসে-
প্সিতানি॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চারি ধন—
যে জন কামনা করে প্রাপ্তির কারণ,
সেই জন এই অন্নপূর্ণা-শ্লোকচয়,
পঠে যদি প্রাতঃকালে হইয়া তন্ময়,
তাহা হ'লে হিমালয়-সুতা মহেশ্বরী
অন্নপূর্ণা স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করি,
তাহার মনের বাঞ্ছা করেন পূরণ,
ইহার অন্যথা নাহি হয় কদাচন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ,

ভূ-গোল পরিচয়।

২য় পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

আমরা যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করিতেছি, ঐ ভূপৃষ্ঠে আমরা সর্ব্বত্র পদব্রজে, অশ্বারোহণে, বাষ্প-শকটে, নৌযানে বা বাষ্পপোতে সতত দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিতেছি। যেখানে সেখানে নির্ম্মল প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদিগের দৃষ্টির ক্ষেত্র সমতল ও চক্রাকার। চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রকে চক্রবাল বলে। কিন্তু উন্নত গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করিলে অথবা ব্যোমযান আরোহণে উর্দ্ধে উঠিলে আমরা দেখিতে পাই যে, চক্রাকার চক্রবাল সমতল নহে; কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় গোল বা বর্ত্তুলাকৃতি। (১) মানবদেহ খর্ব্ব বলিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা বশতঃ ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা ভূপৃষ্ঠের যে ক্ষুদ্র খণ্ড দেখিতে পাই, ঐ ভূখণ্ডের গোলত্ব দর্শকের পক্ষে উপলক্ষিত হয়না। কারণ কোন বৃত্তের পরিধির শতাংশ লইলে যেমন ঐ পরিধি-খণ্ড সরল রেখা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ চক্রবালের ব্যাস ভূগোল পরিধির ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া সরল রেখার ন্যায় দেখায় এবং চক্রবাল সমতল ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (২) পৃথিবীর গোলত্বের এই একটী বিশেষ প্রমাণ।

দর্শক সুবিস্তীর্ণ অবন্ধুর নির্ম্মল ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া সুদূরবর্ত্তী অশ্বারোহী বন্ধুর অনুসন্ধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দর্শক অগ্রে বন্ধুর উদ্দেশ পাইবেন না। ক্রমে বন্ধু নিকটে আসিলে, দর্শক বন্ধুর উষ্ণীষ মাত্র দেখিতে পাইবেন। ক্রমে বন্ধু নিকটতর হইলে, দর্শক অশ্বারোহী বন্ধুর দেহ দেখিতে পাইবেন। ক্রমে বন্ধু নিকটতম হইলে, দর্শক বন্ধুর বাহন দেখিতে পাইবেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই অবন্ধুর নির্ম্মল প্রান্তরে কে দর্শকের দৃষ্টি রোধ করিয়াছিল? ভূপৃষ্ঠের বর্ত্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার, চতুর্দ্দিক হইতে অশ্বারোহী

(১) অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতো মুখং। পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং
সূর্য্য ১২।৫৪

(২) সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ।
সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৩।১৩

বক্ষুগণ দর্শকের স্থিতি-স্থানে আসিতে লাগিলে, দর্শক অনুভব করিবেন যে, তিনি উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে বক্ষুগণ উচ্চে আরোহণ করিতেছেন ; কিন্তু ইহাও দর্শকের ভ্রম ; (৩) কারণ ভূগোলের যে কোন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিলে, দর্শকের ঐ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, দর্শক যে স্থানে দণ্ডায়মান, ঐ স্থানই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। ভূগোল বর্ত্তুলাকার না হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ভ্রম জন্মিতে পারিত না। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বলিয়াই এই ভ্রম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জন্মে। এই ভ্রম বশতঃ সুমেরুস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে, কুমেরুস্থ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে, এবং কুমেরুস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে, সুমেরুস্থ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে। (৪)

এমনকি, দর্শকের সমসূত্রপাতে ভূপৃষ্ঠের অপরাংশস্থিত আর দর্শক বিবেচনা করেন যে, তিনি ভূপৃষ্ঠের উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শক ভূপৃষ্ঠের নিম্নতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শকও ঐ ভ্রম-প্রমাদে পতিত। ভদ্রাশ্ববর্ষস্থ যমকোটি নগরবাসিগণ এবং কেতুমালবর্ষস্থ রোমকবাসী পরস্পর পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন এবং ভারতবর্ষস্থ লঙ্কাবাসিগণ এবং কুরুবর্ষস্থ সিদ্ধপুরবাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন। (৫)

উভয় পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন, শূন্যে স্থিত বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর উচ্চতম স্থানই বা কোথায়, নিম্নতম স্থানই বা কোথায়! (৬)

তরঙ্গহীন সমুদ্র-বক্ষে শত সহস্র জাহাজ বিচরণ করিতেছে, কিন্তু সুদূরস্থ জাহাজ একখানিও দৃষ্টিগোচর হয়না ; এমন কি, দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আগন্তুক জাহাজ চক্রবালের সীমাতলে উপনীত হইলে অগ্রে কেবল মাত্র জাহাজের জ্যেষ্ঠ মাস্তুলের পাইল দৃষ্টিগোচর হয়, জাহাজের কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্রমে জাহাজ নিকটস্থ হইলে, জাহাজের কনিষ্ঠ মাস্তুল, তৎপরে জাহাজের কাণ্ড দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। নির্ম্মল তরঙ্গহীন সমুদ্রবক্ষে কে জাহাজ দর্শকের দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল? সাগরপৃষ্ঠের বর্ত্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। (৭) ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

যেমন কদম্ব পুষ্পের উন্নত কেশরমালা কদম্ব পুষ্পের গোলত্ব নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র পর্ব্বত, বন, গ্রাম, দেবস্থলী সমূহে পরিবৃত থাকিলেও, পৃথিবী গোলাকার রূপ পরিত্যাগ করেনা।

(৩) সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং। সূর্য্য ১২।৫৩

(৪) উপর্য্যাত্মানমন্যোন্যং কল্পয়ন্তি সুরাসুরাঃ। সূর্য্য ।১২।৫১

(৫) অন্যেঽপি সমসূত্রস্থা মন্যন্তেঽধঃ পরস্পরং। ভদ্রাশ্ব কেতুমালস্থা লঙ্কাসিদ্ধপুরাশ্রিতাঃ সূর্য্য। ১২।৫২

(৬) যে যত্রো গোলঃ তস্যক ঊর্দ্ধং কেষামপি অধঃ সূর্য্য। ১২।৫৩

(৭) সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রাম চৈত্য চয়ৈশ্চিতঃ, কদম্বকুসুমাকারঃ-কেশর-প্রসরৈরিব। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ।৩।৩

ভূপৃষ্ঠ সমতল হইলে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকিয়া এক কটাহের সমগ্র নক্ষত্রই দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, নিরক্ষ রেখায় দর্শক দণ্ডায়মান হইলে, উত্তর ধ্রুব তারা ও দক্ষিণ ধ্রুব তারা, এই উভয় তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে এবং দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু দর্শক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ ধ্রুবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায়, গতিকে দক্ষিণ ধ্রুব তারা অদৃশ্য হয়, এবং উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। দর্শক নিরক্ষরেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায় এবং দর্শকের অদৃশ্য হয়। কিন্তু দক্ষিণ ধ্রুবতারা ক্রমে দর্শকের চক্রবালক্ষেত্রের উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। নিরক্ষ রেখা ত্যাগ করিয়া দর্শক যত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, ততই উত্তর ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, অবশেষে দর্শক সুমেরু-বিন্দুতে উপনীত হইলে, উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের মস্তকোপরিস্থ খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। দর্শক নিরক্ষ-রেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, দক্ষিণ ধ্রুবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্র হইতে তত উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। অবশেষে দর্শক কুমেরু বিন্দুতে উপনীত হইলে, দক্ষিণ ধ্রুব তারা দর্শকের মস্তকোপরিস্থ খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার না হইলে, ধ্রুব তারা দ্বয়ের দৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটনা কখনই হইত না। (৮) পৃথিবী সমতল ক্ষেত্র হইলে, সর্ব্ব-দেশবাসিগণ উভয় ধ্রুব তারা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ নিরক্ষ রেখা হইতে প্রায় ২২॥ অংশ উত্তরে অবস্থিত বলিয়া দক্ষিণ-ধ্রুবতারা কলিকাতাবাসীর দৃষ্টিগোচর নহে; কিন্তু দক্ষিণ-ধ্রুবতারা হইতে ৩৮ অংশ উত্তরস্থ অগস্ত্য তারা কলিকাতাবাসিগণ অনেক সময়ে দেখিতে পান, কিন্তু লণ্ডনবাসিগণ নিরক্ষ রেখার ৫০ অংশাধিক উত্তরস্থিত বলিয়া অগস্ত্য তারা কখনও দেখিতে পান না। আবার দেখ—

ভূচ্ছায়ার আকৃতি মোচক বা কদলী-ফুলের ন্যায়। এই মোচকাকৃতি ভূচ্ছায়া মধ্যে চন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব গমনে প্রবেশ করিয়া গ্রহণগ্রস্ত হয়। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার না হইলে, ভূচ্ছায়া সতত মোচকাকৃতি হইত না। (৯)

পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বলিয়া পৃথিবীর দারুক (Globe) বর্ত্তুলাকারে নির্ম্মিত হয় এবং পৃথিবী-মানচিত্র বৃত্তাকারে অঙ্কিত হয় এবং মানচিত্রে উত্তর বিন্দুতে সুমেরু শব্দ এবং দক্ষিণ বিন্দুতে কুমেরু শব্দ লিখিত থাকে এবং উভয় বিন্দুর মধ্যস্থলে নিরক্ষ রেখা অঙ্কিত থাকে।

(৮) ধ্রুবোন্নতির্ভচক্রস্থনাতিমেরুং প্রয়াস্যত নিরক্ষাভিমুখং যাতুঃ বিপরীতে নতোন্নতে। পূ ॥১২॥

উদক্ ধ্রুবং পশ্যতি চ উন্নতং ক্ষিতেঃ। ভাস্কর ॥৩॥

(৯) ভানোর্ভার্দ্ধে মহীচ্ছায়া তত্তুল্যে সমেহপিবা শশাঙ্ক পাতে গ্রহণং * * * সূর্য্য

২য় পাঠ ২য় প্রপাঠক।

পার্থিব গোলে ও পৃথিবীর মান চিত্রে দেখিবে, নিরক্ষ রেখা হইতে সুমেরু-বিন্দু পর্য্যন্ত পরিধির ১/৪ ভাগ সমান ৯০ বিভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রতি বিভাগের বিবরে নিরক্ষ রেখার সমান্তরাল ৯০টি অক্ষবলয় অঙ্কিত আছে; ঐরূপ নিরক্ষ-রেখা হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত ৯০টি বলয় অঙ্কিত আছে; ঐ বলয়কে অক্ষ-বলয় বা অক্ষরেখা বলে এবং বলয় গুলি ৬৯॥ মাইল অন্তরে অবস্থিত। নিরক্ষ-রেখার উত্তরস্থ অক্ষ-রেখাকে উত্তর-অক্ষ-রেখা এবং দক্ষিণস্থ অক্ষ-রেখাকে দক্ষিণ অক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখা দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ নগর দ্বয়ের উত্তর দক্ষিণ ব্যবধান নির্ণয় করা যায়।

পার্থিব গোলে এবং পৃথিবীর মান-চিত্রে আরও দেখিবে, জ্যোতির্ব্বিদের মান-মন্দিরে ভেদ করিয়া সুমেরু-বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত আছে, এই রেখাকে মূল দ্রাঘিমা বলে। এই দ্রাঘিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে, মান-মন্দিরে মধ্য দিন হয় বলিয়া এই রেখাকে মধ্য রেখা বলে। জ্যোতির্ব্বিদগণের মান-মন্দির অবন্তি নগরে। মূল দ্রাঘিমা নিরক্ষ-রেখাকে যে বিন্দুতে ভেদ করিয়াছে ঐবিন্দুতে লঙ্কা নগর অবস্থিত। ঐ বিন্দুকে কীলক ধরিয়া নিরক্ষ রেখা পূর্ব্বাভিমুখে ১৮০ ভাগে এবং পশ্চিমাভিমুখে ১৮০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ প্রত্যেক ভাগের বিবর দিয়া সুমেরু বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত এক একটি দ্রাঘিমা অঙ্কিত আছে। ভূমধ্য বা মূল দ্রাঘিমার পূর্ব্বস্থ দ্রাঘিমগণকে পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিমস্থ দ্রাঘিমাগণকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে। নিরক্ষ দেশে দ্রাঘিমা-গুলি পরস্পর ৬৯॥ মাইল ব্যবধানে স্থিত এবং সুমেরু ও কুমেরু বিন্দুতে উহাদিগের ব্যবধান শূন্য এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থলে অক্ষ রেখা-দ্বয়ের ব্যবধান ক্রমে ন্যূন হইয়াছে। দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ নগরদ্বয়ের পূর্ব্ব-পশ্চিম ব্যবধান নির্ণয় করা যায়। অক্ষরেখা দ্বয়ের ও দ্রাঘিমারেখা দ্বয়ের ব্যবধানকে অংশ বলে। বুঝিতে হইবেক, ৯০ অংশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় যমকোটি নগর এবং পশ্চিম দ্রাঘিমায় রোমকপত্তন নগর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ১৮০ অংশ দ্রাঘিমায় লঙ্কা নগরের অধঃস্বস্তিকস্থিত সিদ্ধপুর নগর পড়িল।

পার্থিব গোলকে এবং পৃথিবীর মান-চিত্রে আরও দেখিবে যে, নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ২৩॥ অংশ ব্যবধানে দুইটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে। উত্তর বিন্দুবলয়কে কর্কট-ক্রান্তি-বলয় বলে এবং দক্ষিণ বিন্দুবলয়কে মকর-ক্রান্তি বলয় বলে এবং সুমেরু বিন্দুর ২৩॥ অংশ দক্ষিণে একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম উত্তর শীত বলয় এবং কুমেরু-বিন্দুর উত্তরে ২৩॥ অংশ ব্যবধানে আর একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম দক্ষিণ শীত বলয়।* মহাবিষুপ সংক্রান্তি

* এখন দেখিবে ভারতবর্ষস্থ যমকোটি নগরের দ্রাঘিমার উপরি সূর্য্য উপনীত হইলে ভারত বর্ষস্থ লঙ্কা নগরে

হইতে পরবর্ত্তী মহাবিষুপ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন লঙ্কা নগরে সূর্য্যের উদয় অস্ত দর্শক পরীক্ষা করিলে দেখিবেন, মহা বিষুপ সংক্রান্তি দিনে প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে যমকোটি নগরে দ্রাঘিমা হইতে উদয় হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য দর্শকের মস্তকোপরে খবিন্দুতে উপনীত হইবে এবং সায়ং সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিমদিকে রোমকপত্তনের দ্রাঘিমার অস্তগত হইবে। সূর্য্যের এই উদয় বিন্দুকে উদয়-লগ্ন এবং অস্ত বিন্দুকে অস্ত-লগ্ন বলে এবং ঐ উদয় ও অস্তলগ্ন নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত, এবং এই দিন সূর্য্য বিষুপ-রেখায় পরিভ্রমণ করিবে। এই দিন দিবা রাত্রি সমান হয়, এবং এই মহাবিষুপ সংক্রান্তি দিনের। উদয় বিন্দুকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বা বাসন্তিক বিষুপ বা সম-রাত্রি বিন্দু বলে। এই দিন সূর্য্য বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন বলিয়া এই দিনে মহা বিষুপ সংক্রান্তি হয়। পঞ্জিকানুসারে এই দিন চৈত্র-সংক্রান্তি। তৎপর দিন ১লা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার প্রায় ১৫ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। ২রা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার ৩০ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। এইরূপে প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া সরিয়া সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া আষাঢ় সংক্রান্তির দিনে সূর্য্য যে বিন্দুতে উদয় হয়, ঐ বিন্দুকে উত্তর ক্রান্তি বিন্দু বা কর্কট ক্রান্তি বিন্দু বলে এবং আষাঢ় সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে, এবং ঐ দিন সূর্য্য নিরক্ষ রেখার ২৩৷৷০ অংশ উত্তরে উদিত ও অস্তগত হয়। ১লা শ্রাবণ দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া উদয়াস্তগত হয় এবং তিন মাস গতে পুনরায় সূর্য্য-নিরক্ষ-রেখার উপরে আসিয়া উদয় হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্য-জল বিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দুতে উদয়া-স্তগত হয়। এবং ১লা কার্ত্তিক হইতে পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত—সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া সরিয়া উদয়াস্তগত হয়। পৌষ-সংক্রান্তি—বা মকর-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্যের দক্ষিণ-গমনের শেষ হয়। ঐ জন্য পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলে। ১লা মাঘ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া উদয় ও অস্তগত হয়, এবং চৈত্র সংক্রান্তি দিনে পুনরায় বিষুপ রেখায় উপনীত হয়।

সূর্য্যের উদয় হইবে এবং কেতুমাল বর্ষস্থ রোমকপত্তন নগরের উপর-দ্রাঘিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি হইবে এবং কুরু বর্ষস্থ সিদ্ধপুরের দ্রাঘিমার উপরে সূর্য্য উপনীত হইলে লঙ্কায় মধ্যরাত্রি হইবে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি পাঠে দেখিবে

> ভদ্রাশ্বোপরিগঃ কুর্য্যাস্তারতে তূদয়ং রবিঃ।
> রাত্র্যর্দ্ধং কেতু মালেতুকুরাবস্তময়ং তদা॥
> সূর্য্য ১২৷৭০

যখন লঙ্কাপুরে সূর্য্যের উদয় হইবে, তখন যমকোটি পুরীতে মধ্য দিন হইবে। অধঃস্বস্তিকস্থ সিদ্ধপুরে তখন সূর্য্যাস্ত হইবে এবং রোমক নগরে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে।

> লঙ্কা- পুরেঽর্কস্ত যদোদয়ঃ স্যাত্তদা
> দিবার্দ্ধং যমকোটি পুর্য্যাং।
> অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃস্যাদ্রোমকে
> রাত্রি দলং তদৈব॥ ৩৷৪৪

দুর্ভিক্ষ।

ত্যজি মোহঘুম, জাগরে হৃদয়,
বিষাদের গাথা চির অভিনয়!
দুঃখের পাথারে আজীবন ভ'রে
ভাস কেন, আজ দেও পরিচয়।

যে করাল ছায়া সুখ-সুধাকরে
আবরি, ভারতগগনে বিহরে;
যাহে প্রীতি-গতি-শান্তি-মতি-রতি—
নাপাও দেখিতে বারেকের তরে;—

আঁধারে আলোক, পিপাসায় জল,
রোগে রসায়ন, ক্ষুধায় সুফল,
বিলাপে সান্ত্বনা, মোহে উদ্দীপনা,
যে রাহু-কবলে মিশেছে সকল;—

চিন কি উহারে? যাহার দাপটে
ক্রন্দনের রোল কোটীকণ্ঠে উঠে,
বহু নরনারী শুধু আঁখি-বারি
সম্বল লইয়া ধুলায় লুটে।

বিবর্ণ বিশাল জীর্ণ দেহ-ছবি,
মরিরে যেমন মেঘাবৃত রবি!
উদাম-মূরতি যুবক সুমতি
নিরাশ-সাগরে যাইছে ডুবি!

অনশনে, আহা! ক্ষীণ কলেবর,
কমল বদন বিষাদে ধূসর,
শোক-কালীমাখা ভালে চিন্তারেখা,
অবাক্, কপোলে ন্যস্ত দুটী কর!

নাসাপথে বহে ক্ষীণ উষ্ণশ্বাস,
বিপদে—জীবনের একটি আশ্বাস।
গণ্ডস্থলপরে চুপে চুপি ক'রে
অকৃতজ্ঞ আঁখি ঢালে জলোচ্ছাস!

প্রাণের আরাম—প্রেমের পুতলি
পুত্র প্রিয়তম—দীনভিক্ষা-ঝুলি,
"বড় ক্ষুধা" ব'লে ছুটে আসে কোলে,
স্নেহের নিগড় ভুজযুগ তুলি।

কি দিবে বদনে, হৃদয়ের ধনে
কি উত্তর দিবে হতভাগা, মনে
এই চিন্তা কুল রহিয়া আকুল,
অনুকূল যেন মরণেরে গণে!

সাহস-আশ্বাস-প্রয়াস-বর্ত্তনে
ধরি প্রাণে পুনঃ দুঃখবেগ সনে,
দাঁড়াইছে হায়! ঘন কাঁপে কায়,
অমনি পড়িছে বাধি দুচরণে!

ওইযে, অদূরে নবনিতম্বিনী,
সরলতাভরা চারুতার খনি,
এবে যেন ধনী নিদাঘে তটিনী;—
অঙ্গ-অলঙ্কার অকলঙ্কমণি—

ক্ষুধায় আতুর, নহে ব্যক্তভাষ,
মনের আভাস আননে প্রকাশ,
কত সমাদরে ধরি দুটী করে
শুষ্কচর্ম্মসম নিতান্ত নীরস—

মাতৃপয়োধর, কত আশা ক'রে
চুষিছে সে শিশু হায়! দুঃখভরে,
বিষণ্ণবদন—আকুল ক্রন্দনে
ফেলিছে ঠেলিয়া অতীব কাতরে!

অভাগিনী মাতা প্রাণের জ্বালায়,
কপাল হানিছে করে, হায় হয়!
বলে, "বিশ্বময়! হৃদে কত সয়,
মরণ আমার চরম আশ্রয়"।

হেথা ভূমিতলে ধূলি-বিলুণ্ঠিত,
দশম দশায় এবে উপস্থিত—
বৃদ্ধ অস্থিসার—লোচনে আঁধার,
আরো তারপর ক্ষুধায় পীড়িত।

হেতা বৃক্ষতলে গাভীটী দাঁড়িয়ে;
কে দেয়বা তৃণ তার মুখচেয়ে!
কৃশ অনাহারে বৎস অদূরে,
হাম্বারব শুনি বিদরিছে হিয়ে।

আদরে পালিত মার্জ্জার সুদীন,
উপবাসী প্রায় পাঁচ ছয় দিন;
ভেটি আরশলা উদরের জ্বালা
নিবায় তাহার—দেহ যষ্টি ক্ষীণ।

নদী-হ্রদ-কূপ হ'ল বারিহীন,
আকাশের পানে চেয়ে দৃষ্টি দীন,
এবে ধরা হ'তে স্নেহে চ'লে যেতে
চায়, তাই বুঝি এ ঘোর দুর্দ্দিন!

প্রতিঘরে হেরি বিষাদ—রোদন—
হাহাকার রবে আকুল গগন।
এ দুঃখ দেখিলে, নয়ন-সলিলে
পাষাণেরো বুক ভাসে অনুক্ষণ।

হে দগ্ধ ভারত, কতকাল আর
পরিবে গলায় কলঙ্কের হার?
পবিত্র বিমলে জাহ্নবীর জলে
কর বিসর্জ্জন বৃথা দেহ ভার।

হে ভারতবাসি! জাগ একবার,
এ ঘোর নিদ্রার কর পরিহার।
কেন ধন-জন মাণিক রতন
নাই? শূন্য কেন সাধের ভাণ্ডার?

বহুবর্ষ গত আছহে নিদ্রিত,
এ কাল নিদ্রার নাহি কি লয়?
যুগ-যুগান্তর—বর্ষ-মাস বার
যায় পিছু ফিরে—কথা না কয়।

"নীচ" বলি তোমা করে অবহেলা,
(কুকুরে যেমন গৃহস্থের বালা)
সবে পদে দলে, সবে কটুবলে;
কেমনে সহিছ এ বিষম জ্বালা!

কেন তুমি ভবে ঘৃণার ভাজন?
কেন নাহি তব গ্রাস-আচ্ছাদন?
অকর্ম্মণ্য ব'লে কেন ধরাতলে
ঘোষে অপযশ জগতের জন?

সিংহের ঔরসে জনমে শৃগাল,
"ভীরু" চিহ্নে তাই অঙ্কিত কপাল।
উপহাস বাণী বিষতুল্য গণি,
ক্লান্ত কর্ণ বল সবে কতকাল?

সত্য কি সে কথা অথবা কল্পনা,
ঈর্ষাভরে শুধু অসার জল্পনা,
ভেবে দেখ এবে মনেতে তাই।

আকাশে তারকাদল পাতালে সাগরজল
এ বিশাল ভূমণ্ডল মত্ত যার গুণগানে,
প্রতিভার অবতার কীর্ত্তির চারু আগার,
হেন আর্য্যবংশে জন্ম তান একথা পুরাণে;
হায় হায়! লজ্জা হয় কহিতে সে কথা,

আর্য্যবংশধর-পরে প্রাণির বারতা!
গেছে বন-রক্ত আসি; আর্য্যের শোণিত যদি
বিন্দুমাত্র থাকে দেহে, তবু নিরুদ্যম—
ঘৃণিত লাঞ্ছিত আজো এ বড় বিষম!

প্রকৃতির গতি নববিধি নয়,
কভু অস্তমন কভু অভ্যুদয়;
কত পরাজয় কত বা বিজয়,
হের ইতিহাসে শত অভিনয়।

শত শত বর্ষ সহি নানা ক্লেশ,
দুঃখ-রজনীর দেখিয়াছে শেষ,
কত শত জাতি কত শত দেশ;
একভাবে কেন তুমিই রও?

শরীরের বল শুধু কি সম্বল?
সাহস উদ্যম সবকি বিফল?
জ্ঞানের গরিমা—শিক্ষার মহিমা
নহে কি জগতে দৃষ্টান্তের স্থল?

পদচিহ্নে যাঁর আঁকা এ অবনী,
জিজ্ঞাস তাঁহারে, শুনিবে অমনি—
সাহসের বলে দীনতা-বিলয়,
সাহসের বলে জগৎ-জয়।

এ দারুণ ক্লেশ তবে কেন সও?
বুকে করি ভর উঠিয়া দাঁড়াও।
দেখ দেখি শান্তি পাও কি না পাও;
ঘুমে দিন কেটে কি ফল বল?

দেখহ আকাশে বিমল তপন,
জগৎ লভিছে আনন্দ-কিরণ,
বহে মৃদু বায়—ব্যাকুলতা যায়,
সবাই রাখিছে আপন আপন।

অন্ধকারে ছিল যারা চির দিন,
অসভ্য বর্ব্বর নীচ দীনহীন,
এবে আলোকিত সম্মানে প্রবীণ,
তবু তুমি কেন মলিন বেশে?

উদ্যমে হৃদয় সুদৃঢ় বাঁধিয়া,
জাতীয় পতাকা দেও উড়াইয়া,
দেখ তারপরে, জ্বলন্ত অক্ষরে;—
সুষুপ্ত ভারত প্রবুদ্ধ আ'জ।

ধনি-সুতগণ! ঘুমে কেন আর?
নিধন-সাধন ধন কোন্ ছার?
জগতের তরে হেসে নিজ করে,
দীন জনে দান কর অনিবার।

আফ্রিকা প্রদেশে সুবর্ণের খনি,
গোলকুণ্ডা-ব্রহ্মে রত্ন-মণি-চুনি;
মুকুতা সিংহলে—অতল সলিলে,
কতকি কোথায় জগতে না জানি।

সে সকলে তব কোন অধিকার
আছে কি হে ব্যয় নাকরিলে তার?
গৃহে অর্থ যত আছে রাশীকৃত,
সদ্ব্যয় বিহনে সম সে সবার।

চিরকাল কভু থাকেনা আঁধার,
সব বিশ্ব নহে মরীচিকা সার;
জলদের দলে বিমান-মণ্ডলে
সতত ঢালেনা বরিষার ধার।

রোগান্তে সুকান্তি, উষা নিশাশেষে,
রাহু-গ্রাস-পরে পুনঃ শশী হাসে;
বরষা-বিগতে শরতে আগতে
হেরি বিশ্বজন সুখ-স্রোতে ভাসে।

চিরদিন দেখ রবেনা এ দিন,
রজনী পোহালে আসিবে সুদিন;
কিন্তু সুনিশ্চয় আসিবেনা হায়!
দানের সুযোগ হেন কোন দিন।

পরের কল্যাণে আপন মঙ্গল,
পর-উপকার করহ সম্বল।
শুধু উদাসীন তুমি এতদিন,
জগৎ তোমার সাধিছে কুশল।

সুদূর রুসিয়া, তুরস্ক, জর্ম্মণ,
এ দেশের দুঃখে মলিন-বদন;
তোমায় লইতে কর্ত্তব্যের পথে,
করে অর্থব্যয়, কর নিরীক্ষণ।

সূর্য্য সমকালে কভু আলোদান—
তব সনে যারে করেনা সমান;
বিজ্ঞান—দর্শন প্রকাশে নূতন,
হের আমেরিকা তোমা করে দান।

সহোদর সম মাতৃভূমি-সুত
করে হাহাকার—দুঃখে অভিভূত;
আলস্য-কিঙ্কর তুমি শয্যাপর,
ভ্রমেও ভাবনা মরে কত শত!

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দধীচি ব্রাহ্মণ
পরতরে করে আত্মবিসর্জ্জন;
কপোতে রাখিতে স্বীয় মাংস দিতে
অকুণ্ঠিত-চিত শিবি মহামন।

দেহের তনয়ে দিয়া বলিদান,
রাখে দান-বীর যাচকের মান;
পরউপকার ভিন্ন স্বার্থ আর
না চিনিত কভু ভারত-সন্তান।

সে দেশেকি হায়! মোদের জনম!
তবে কেন মোরা এত নরাধম?
স্বার্থমদে মত্ত, ভুলি পুরাতত্ত্ব,
সত্য ত্যজি কেন মিথ্যা মনোরম?

বুঝেছি এবার ভুলে আর্য্যাচার,
ভারত ভরিয়া প্রেত-ব্যবহার!
হারায়ে স্বধর্ম্ম—জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম,
সোনার ভারত হ'ল ছারখার।

পর-দুঃখে দুঃখী কর ধনি! হিয়া,
প্রাণ দিতে শিখ পরের লাগিয়া।
ভ্রাতৃঅশ্রুজলে আপন অঞ্চলে—
সস্নেহ অন্তরে দেও মুছাইয়া।

বিষম বিপদে, ভারত-সন্তান!
ভুলে যাও, দ্বেষ-হিংসা-অভিমান,
ধনী কি নির্ধন, সামর্থ্য যেমন,
অন্ন-ক্লিষ্টে দিয়া কর প্রাণদান।

দীনদুঃখিজনে অন্ন-বস্ত্র-দান,
আর্য্যধর্ম্মে এই শাশ্বত বিধান;
উপেক্ষি এ নীতি ঘৃণ্য নীচমতি—
চরমে—নিরয়ে লভে নিজস্থান।

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
ব্রহ্মচারিআশ্রম।
যশোহর।

কর্ম্ম-গীতা।

("ব্রহ্মচারিণ্" পত্রে প্রকাশিত
"Gospel of Work"
প্রবন্ধের পদ্যানুবাদ।)

১। শুন মম নিবেদন ভারত-সন্তান।
কর্ম্ম কর, কর্ম্মে তব মুক্তি বর্ত্তমান॥

২। তোমরা কি ক্রীতদাস—অথবা স্বাধীন?
ক্রীতদাস যদি হও, অলস—অবশ রও,
স্বাধীন যদ্যপি, কর্ম্ম কর অনুদিন।

৩। তব পূর্ব্বপিতৃগণ সাধি কর্ম্ম সাধুতম,
গড়েছিলা প্রাচীন ভারত।
তোমরাও তাঁহাদের যোগ্য বংশধর সম,
কর্ম্মযোগে হও সবে রত॥

৪। বেঁচে আছ যতক্ষণ, রহ কর্ম্মরত।
যেহেতু মরণ তব সম্মুখে সতত॥

৫। কর্ম্মকর, ঊর্দ্ধে-অধে-চৌদিকে তোমার,—
সর্ব্বময় কর্ম্মস্রোত বহে অনিবার।

৬। কর্ম্মকর, কর্ম্মই তোমার—
ঈশ্বরের উপাসনা-সার।

৭। অদ্যকার কর্ম্ম যাও তুমি করে'।
কল্যকার চিন্তা রাখ কল্য-পরে॥

৮। এ জন্মের কর্ম্মযোগ যাও তুমি করে'।
পরজন্ম-চিন্তা রাখ পরজন্ম-পরে॥

৯। "কর্ম্ম নীচ" নির্ব্বোধেরা কয়।
কর্ম্ম ধন্য—ঘৃণ্য কভু নয়।
কর্ম্ম-শক্তি স্বর্গীয় নিশ্চয়॥

১০। কর্ম্মকর, যে ভাবেই চলে,
লেখনীতে অথবা লাঙ্গলে।

১১। কর্ম্মকর যেভাবেই বলে,
মস্তিষ্ক বা অঙ্গ-সঞ্চালনে।

১২। কর্ম্মকর, অকর্ম্মাই অলস—অধম।
রাজপথ-সম্মার্জ্জক কর্ম্মীও উত্তম॥

১৩। কর্ম্ম কর, ঘটে যেইরূপে;
দাসত্ব বা প্রভুত্ব-স্বরূপে।

১৪। কর্ম্মকর, গলগ্রহ হ'ওনা পরের।
হ'ওনা প্রত্যাশী জ্ঞাতি-বন্ধু-কুটুম্বের॥

১৫। কর্ম্ম কর, কভু যেন ভিক্ষা করিওনা।
অলস ভিখারীকেও প্রশ্রয় দিওনা॥

১৬। কর্ম্মকর, কর্ম্মই জীবন।
অলসতা জীবনে মরণ॥

১৭। কর্ম্মকর, মানব-জীবন—
নিরর্থক নহে কদাচন॥

১৮। কর্ম্মকর, নির্ব্বোধেই ভাবে—
এ জীবন নিরর্থক ভবে।

১৯। কল্য যদি সত্য হয় তবে,
অদ্য ত নিশ্চয় সত্য হবে।
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে॥

২০। পরলোক সত্য যদি ভবে,
এ লোক নিশ্চয় সত্য হবে।
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে॥

২১। অসত্যেতে সত্যলাভ কভুনা সম্ভবে।
তাইবলি কর্ম্মকর কর্ম্মকর সবে॥

২২। যেমন বুনিবে বীজ, ফলিবে তেমন;
তাইবলি সাধু-কর্ম্ম সাধ অনুক্ষণ।

২৩। যেমন সাধিবে, সিদ্ধি হইবে তেমন;
তাইবলি কর্ম্মযোগ সাধ অনুক্ষণ।

২৪। কর্ম্মকর বীরবৎ প্রভু-শক্তি লয়ে।
দিওনা ভাগ্যের দোষ ক্রীতদাস হয়ে॥

২৫। কর্ম্ম না করিও শুধু আত্ম-স্বার্থ চেয়ে।
সার্থক পরার্থ-কর্ম্ম নরজন্ম পেয়ে॥

২৬। দুঃখ নাশে সুখদানে, অশান্তিতে
শান্তি আনে

অন্ধকারে আলো আনে, দীনতায় ধন,
যে কর্ম্ম, সে কর্ম্মযোগ সাধ অনুক্ষণ।

২৭। দীন-দুঃখী-আর্ত্তলোকে—
সেবা কর কর্ম্মযোগে।

২৮। ব্যবসা-বাণিজ্য ধর।
স্বদেশ সম্পন্ন কর॥
স্বজাতি-হীনতা হর।
কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর॥

২৯। কর্ম্মকরি স্বদেশে যা পাবে,
তদর্থে বিদেশে কেন যাবে?
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে।

৩০। সিন্ধুর তুফাণ তুচ্ছকর।
পর্ব্বতের কাঠিন্য বিস্মর।
বীরবৎ কর্ম্মযোগ ধর॥

৩১। ভোল পরদোষ,পর-দুরাচার সও।
শুভার্থে দুরাচারীর কর্ম্মযোগী হও॥

৩২। সাধু-সত্যপরায়ণ-পরিশ্রমী হয়ে,
সার্থক করহ জন্ম কর্ম্মযোগ লয়ে।

৩৩। কর্ম্মকর সাবধানে রহি অনিবার,
কুচিন্তা পশেনা যেন মস্তকে তোমার।

৩৪। কর্ম্মকর, (যেন আলস্য ধরেনা।)
অঙ্গে যেন তব মরিচা পড়েনা॥

৩৫। কর্ম্মকর, কর্ম্মযোগে মজ।
গল্পগাছা—পরচর্চ্চা ত্যজ॥

৩৬। কর্ম্মকর; অন্যের সৎকর্ম্ম-সমাধানে,—
সহযোগী হও সদা সাহায্য প্রদানে।

৩৭। কর্ম্ম কর, হ'ওনা হিংসুক।
পরদুঃখে পেওনাকো সুখ॥

৩৮। কর্ম্মকর, কিন্তু যেন হায়!
অট্টালিকা গ'ড়না হাওয়ায়!

৩৯। কর্ম্মকর, কিন্তু সাবধান,
পরছিদ্র ক'রনা সন্ধান।

৪০। কর্ম্মকর, হয়ে কর্ম্ম-ধীর,
সম্মুখে আদর্শ রাখ স্থির।

৪১। কর্ম্মকর, সৎকর্ম্ম-সাধন-পথে সদা—
জাতি-কুল-বর্ণের মেননা কোন বাধা।

৪২। যদি কর্ম্মযোগ-সাধক হও,
কায়-মন-বাক্যে পবিত্র রও।

৪৩। যদি কর্ম্মযোগ সাধন ধর,
দেহ-মন দু-ই সবল কর।

৪৪। সাধ কর্ম্মযোগ, কিন্তু সঙ্গে তার,
করিলে অভ্যাস ধ্যান-ধারণার,
কর্ম্মের সুসিদ্ধি হইবে তোমার।

৪৫। কর্ম্ম কর, শ্রেষ্ঠে দিও মান;
নিকৃষ্টে করিও দয়া দান।

৪৬। সুপিতা-সুভ্রাতা,আর সুপুত্র-সুপতি হ'য়ে
সু হ'য়ে সম্বন্ধ সর্ব্বে সুকর্ম্ম-সাধনে রও।

৪৭। প্রজা হ'য়ে রাজভক্ত,
হও কর্ম্মযোগ-যুক্ত।

৪৮। যোগ্য জানপদ হও।
যোগ্য কর্ম্মযোগ লও॥

৪৯। কর্ম্ম কর, রাজবিধি মান।
যে বিধি কুবিধি তুমি জান,
পার, তায় পরিবর্ত্ত আন॥

৫০। দলি দুষ্ট রিপুদলে,
কর্ম্ম কর ধর্ম্ম-বলে।

৫১। নাহি হবে তীব্র ত্যাগী,
না হবে বিলাসভোগী;
এ দুয়ের মধ্যভাগে হতে হবে কর্ম্মযোগী।

৫২। দয়াল-প্রেমিক-নম্র হও।
নিরন্তর কর্ম্মে রত রও॥

৫৩। কর্ম্মকর, হও উপাসক;
হইওনা বাহ্যপ্রদর্শক।

৫৪। কর্ম্ম কর, সাধ এই ভবে—
ভ্রাতৃভাব সমগ্র মানবে।

৫৫। সেধনা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-বিয়োগ,
হও'না নিষ্ঠুর, সাধ কর্ম্মযোগ।

৫৬। যে ধর্ম্মের যে প্রথা, সে ধর্ম্মেই তা রোক্।
সর্ব্বধর্ম্ম-সার এক কর্ম্মযোগ হোক্।

৫৭। কর্ম্মকর, প্রতিবাসি-ধনে,
কভু লোভ করিওনা মনে।

৫৮। কর্ম্ম কর, শুধু মুখের কথায়,
মোক্ষপদ কেহ কভু নাহি পায়।

৫৯। কর্ম্মকর, শুধু কথার লহর
খোসামোদে খুসী না হন ঈশ্বর।

৬০। রক্ষাকর ক্ষীণ জনে।
কর্ম্মকর কায়-মনে॥

৬১। দম অত্যাচারী জনে।
কর্ম্ম কর কায়-মনে॥

৬২। সম্মান, প্রশংসা কিম্বা পুরস্কার-তরে,
করিওনা কর্ম্ম, কর্ম্ম কর ধর্ম্মভরে।

৬৩। সেইমত কর্ম্ম তুমি চাহ পর হতে,
পর-প্রতি কর্ম্ম তুমি কর সেইমতে।

৬৪। যে কিছু কর্ত্তব্য আসে সম্মুখে তোমার,
যথাশক্তি কর্ম্ম কর সম্পাদনে তার।

৬৫। কর্ম্ম কর, কর্ম্মযোগ-বলে সুনিশ্চয়
নরের জীবন-ব্রত সুসম্পন্ন হয়।

৬৬। কর্ম্মপথ চিনে লওহে ত্বরায়,
অন্তর-নিহিত-বিবেক-বিভায়।

৬৭। কর্ম্ম কর, যেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্ম-ফলে,
সেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্ম-সাধন-সম্বলে।

৬৮। কর্ম্ম কর নিষ্কামে এ ভবে,
ফল তার যা হবার হবে।

৬৯। কর্ম্ম কর ধর্ম্ম-ভাবাবেশে,
শিরোপরে স্বর্গ পরমেশে।

৭০। কর্ম্মকর দেব-ভাব-ভরে,
লভ তার দেবত্ব অন্তরে।

প্রেম-গীতা।

("ব্রহ্মচারিণ্" পত্রে প্রকাশিত "Gospel of Love" প্রবন্ধের পদ্যানুবাদ।)

১। এ দীন দাসের শুন নিবেদন,
ভারত-সন্ততি সবে।
কর্ম্মেতেই ফল হবেনা কেবল,
ভালবাসিতেও হবে॥
ভালবাসা ধর্ম্মের জীবন।
ভালবাসা কর্ম্মের শোধন॥

২। শুন দীন-নিবেদন, ভালবাস নিরন্তর।
ভালবাসা কেন্দ্র করি ঘোরে বিশ্বচরাচর॥

৩। ভালবাসা হতে হয় জগৎ-সৃজন।
ভালবাসাতেই হয় জগৎ-পালন॥
ভালবাসা-তত্ত্বে পুনঃ জগতের লয়।
ভাল যদি চাহ, ভালবাসিতেই হয়॥

৪। ভালবাস, হাসে ভানু ভালবাসা-তরে।
ভালবাস, বহে বায়ু ভালবাসা-তরে॥
ভালবাস, দহে বহ্নি ভালবাসা-বশে।
ভালবাস, বহে নদী ভালবাসা-রসে॥

৫। ভালবাস, এক মাত্র ভালবাসা-তরে,
প্রতি বস্তু ক্রিয়াশীল বিশ্বচরাচরে।

৬। নর! কর ভালবাসা সার।
ভালবাসা স্বভাব তোমার॥

৭। ভালবাস, ভালবাসা-শূন্য হলে তুমি,
এ জীবন হবে তব মহা মরুভূমি।

৮। ভালবাস, না থাকিলে ভালবাসাবাসি।
মানব-জীবন যেন শশী-শূন্য নিশি।

৯। ভালবাস, ভালবাসা ছাড়িওনা কভু।
ভালবাসা জীবের যে জীবনের প্রভু॥

১০। ভালবাস, বিনা এই ভালবাসা-ধন,
ধরিবে ধরায় হায়! বৈধব্য-জীবন।

১১। ভালবাস, ভালবাসা কর্ম্ম-শুদ্ধি করে।
ভালবেসে ভালবাসা বিজ্ঞান বিতরে॥
১২। ভালবাস, ভালবাসাহীন হলে হবে,
কর্ণহীন অর্ণব-তরণী ভবার্ণবে।
১৩। বাস—ভালবাস, ভালবাসা-হারা
জীবন জগতে হায়!
নিষ্পত্র পাদপ, নির্গন্ধ কুসুম,
নিঃস্রোতা নদীর ন্যায়।
১৪। ভালবাস, ভালবাসাবিহীন যে জন,
ভার মাত্র সার তার মানব-জীবন।
১৫। ভালবাস মিথ্যাবাদী নরে।
ঘৃণা কর মিথ্যাবাদিতারে॥
১৬। ভালবাস হত্যাকারী জনে।
ঘৃণা কর হত্যাকার্য্য মনে॥
১৭। ভালবাস সর্ব্বপাপী জনে।
ঘৃণা কর সর্ব্বপাপ মনে॥
১৮। ভালবাস বাপ-মায়।
তাঁরা তব নিজাত্মায়॥
১৯। ভালবাস ছেলে-মেয়ে।
তারা আত্ম আত্মচেয়ে॥
২০। ভালবাস প্রতিবাসীকুল।
তাঁরা তব আত্মসমতুল॥
২১। ভালবাস শত্রুকেও তব।
শত্রুকেও আত্মতুল্য ভাব॥
২২। ভালবাস এ বিশ্বসংসার।
বিশ্বময় আত্মা যে তোমার॥
২৩। ভালবাস, ভালবাসা তব
জীবনের সারাংশ-সৌরভ।
২৪। ভালবাস, ভালবেসে মনে,
দণ্ড দেও অপরাধী জনে।
২৫। ভালবাস, ভালবাসা-তরে,
পরিহর পাপিষ্ঠ পামরে।

২৬। ভালবেসে ছাত্র-শিষ্যদলে—
শিখাউন আচার্য্য সকলে।
২৭। ভালবাসা-বশে ভৃত্যগণ—
প্রভুগণে করুন্ সেবন।
২৮। ভালবেসে চিকিৎসকজন—
চিকিৎসুন্ নিজ রোগীগণ।
২৯। সতী-পতি ভালবাসা নিঃস্বার্থ-অহেতু
৩০। সত্য ভালবাসা শুধু ভালবাসা-হেতু।
৩১। ভালবাসা শাসন করুক্ কারাগার,
কার্য্যালয়, দীনবাস দরিদ্রজনার।
৩২। ভালবাসা-বশে যোদ্ধাগণ—
যুদ্ধ-কার্য্য করুন্ সাধন।
৩৩। একমাত্র ভালবাসা করুক্ শাসন,
সিংহাসন, ব্যাসাসন, ধর্ম্মাধিকরণ।
৩৪। ভালবাসা বশে প্রজাগণ—
রাজভক্ত হোক্ সর্ব্বজন।
৩৫। হত্যাও করিতে যদি হয় প্রয়োজন
ভালবাসা তরে কর তা'ও সম্পাদন।
৩৬। ভালবাসা অহেতুক হলে,
অমৃত উপজে হলাহলে।
৩৭। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
কামজ বিকার কভু ভালবাসা নয়।
৩৮। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
রূপজ মোহও কভু ভালবাসা নয়।
৩৯। ভালবাস, ভালবাসা পদ্মপত্র-প্রায়—
নীর-মাঝে নির্লিপ্ত হইয়ে শোভা পায়।
৪০। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-বশে,
গোলাপ-কলিকা বিলাসে বিকসে।
৪১। ভালবাস, শুধু ভালবাসা তরে,
ললিত-পঞ্চমে কোকিল কুহরে।
৪২। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-তরে,
জননীর স্তনে ক্ষীর-ধারা ঝরে।

৪৩। ভালবাস, ভালবাসা হইতে উদ্ভবে
কবি, ঋষি, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি এ ভবে।

৪৪। ভালবাস, ভালবাসা-ধন
মানবের যথার্থ জীবন।

৪৫। ভালবাস, ভালবাসা হয়
সত্যজ্ঞান স্বরূপ নিশ্চয়।

৪৬। ভালবাসা-মহিমায় বোবায় সংগীতগায়,
কালায় শ্রবণ সুখে করে।
খোঁড়ায় আনন্দে নাচে, এ ভব-ভবন-মাঝে,
ভালবাসা মহাশক্তি ধরে॥

৪৭। ভালবাস, ভালবাসা ব্রহ্ম-শক্তি ধরে,
জাতি-কুল-বর্ণের বিচার নাহি করে।

৪৮। ভালবাস, ভালবাসা-ধারে,
মোহ-পাশ কাটে এ সংসারে।

৪৯। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
জীবনের ধ্রুব-নক্ষত্র নিশ্চয়।

৫০। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অনিত্য সংসারে নিত্যসাম্যময়।

৫১। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অসত্য সংসারে সত্যধর্ম্মময়।

৫২। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
দুঃখ-কষ্ট-শোক-নাশক নিশ্চয়।

৫৩। ভালবাসা-অভয়-তরীতে করি স্থান,
বাঙ্গকর ভব-সিন্ধু-তরঙ্গ-তুফাণ।

৫৪। ভালবাস, ভালবাসা রক্ষিবে তোমারে,
জরায়ু যতনে ভ্রূণে রক্ষে যেপ্রকারে।

৫৫। বাস কর, চর ফের ভালবাসা-বশে,
জীবন সরস কর ভালবাসা-রসে।

৫৬। ভালবাস, ভালবাসা নিজ মহিমায়,
মেষ-শিশু সম শান্ত, সিংহ সম পরাক্রান্ত,
সুনিশ্চয় করিবে তোমায়।

৫৭। ভালবাস, ভালবাসা আত্মায় অভয়।
ভালবাসা নাহি জানে কারে বলে ভয়॥

৫৮। মনোদুঃখে হলে ম্রিয়মাণ,
ভালবাসা করে শান্তিদান।

৫৯। নিরাশায় হলে নিমগন,
ভালবাসা করে উত্তোলন।

৬০। ভালবাস, ভালবাসা পূরে সর্ব্ব আশা।
ভালবাসা হয় স্বর্গ, স্বর্গ ভালবাসা॥

শ্রীশঃ——

মীমাংসাদর্শনম্।

(জৈমিনিসূত্রম্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

সমন্তু তত্র দর্শনম্। ১২

পদপাঠঃ। সমং। তু। তত্র। দর্শনম্।

ব্যাখ্যা। সমং—সমান অর্থাৎ তুল্য। তু—(পক্ষান্তরের পরিজ্ঞাপক।) তত্র—সেখানে অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে। দর্শনম্—যুক্তি-তর্কাদি। (দৃশ্যতেঽনুমীয়তে যেন তৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।)

বঙ্গার্থ। শব্দের নিত্যতা নির্ণয়ে উভয় পক্ষেই পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্ত্যাদির সমতা দেখা যায়।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি-জালের পরিসমাপ্তি হইয়াছে; সম্প্রতি সিদ্ধান্তী মীমাংসাচার্য্য স্বীয় মত সংস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সূত্রে পূর্ব্ববাদীর সুদৃঢ় তর্কের নিরসন জন্য কোনও প্রয়াস পাওয়া হয়নাই, কিন্তু বলা হইতেছে যে,

যদি কোনও সুচারু সবল যুক্তির দ্বারা শব্দের নিত্যতা নির্দ্ধারণ করাযায়, তখন পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রমাণ-পটল অনিত্যতাপক্ষের ন্যায় নিত্যত্ববাদেও সমানই উপযোগী হইবে। "শব্দ নিত্য" এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, "প্রযত্নে জন্মে" না বলিয়া, "প্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হয়" বলাযাইতে পারে; অতএব প্রযত্নের পরবর্ত্তিসময়ে শব্দের উপলব্ধিরূপ প্রমাণ উভয়পক্ষে—অর্থাৎ উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি, এই মতদ্বয়ে সমান কার্য্যকারী হইল; অতএব শব্দের নিত্যতায় প্রযত্ন প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানা-
গমাৎ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। সতঃ। পরং। অদর্শনং। বিষয়-অনাগমাৎ।

ব্যাখ্যা। সতঃ—বিদ্যমান পদার্থের। পরং—তদনন্তর। অদর্শনং—অনুপলব্ধি (হইয়া থাকে)। বিষয়-অনাগমাৎ—বিষয়ের অনাগম অর্থাৎ অনুপস্থিতি অথবা অপ্রাপ্তি হইতে।

মর্ম্মার্থঃ। বর্ত্তমান বস্তুগুলিরও উপলব্ধি-জনক ব্যাপারের অবসানে অপ্রাপ্তি নিবন্ধন অনুভূতি হয়না।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, উপলব্ধির পরেই অনন্ত বায়ু মণ্ডলে আত্মসত্তা বিসর্জ্জন করিয়া কোনও অনুভবাতীত প্রদেশে গমন করে, তাহার বিনাশ অবধারিত; সুতরাং "শব্দকে অবিনাশী বলিতে শব্দা নাই" এতাদৃশ বাসনা মানসেই বিলীন হইতে বাধ্য হইল, এ সূত্রে সেই সিদ্ধান্তে সারবত্তা নাই, ইহাই দেখা যাইতেছে। শব্দ উচ্চারিত হইয়া পরক্ষণেই বিধ্বস্ত হইল, এবিষয়ে প্রমাণ আর কিছুই নয়, কেবল অনুভূতি হয় না, এই মাত্র। কিন্তু তাহা হইতে শব্দের ধ্বংস অনুমিত হওয়া অতীব অসম্ভব। জগতের যাবতীয় সামগ্রীজাত সর্ব্বদা আমাদিগের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় না, সুতরাং শব্দের দোষ কি? চন্দ্রমণ্ডলস্থ প্রতিফলিত সৌরকিরণকণা যে সময়ে আমার অক্ষিপথ অলঙ্কৃত করিয়া, আভাত হইতে পারিয়াছিলনা, এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; অথচ উহা যথার্থই তথায় বিদ্যমান ছিল, তখন কি আমি অবগত ছিলাম না বলিয়া, উহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিব? রাম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরক্ষণেই দ্রুতচরণচালনে আমার লোচনমার্গ অতিক্রম করিল, আমি কি অনুমান করিব যে, জীব-রঙ্গাঙ্গণে তাহার অভিনয়-যোগ্য নাট্যের শেষাঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে? অন্য প্রমাণ-বলে তাহার বর্ত্তমানতা পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর,
ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

মীমাংসা দর্শনম্।

জৈমিনি-সূত্রম্

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

শব্দাভিব্যঞ্জক সংযোগ-বিভাগ সত্ত্বে শব্দের অনুভূতি, তদভাবে অনুভবেরও অভাব। অতএব কল্পনাকরা যাইবে, শব্দের উপলব্ধিতে সংযোগ-বিভাগ প্রকৃষ্ট কারণ। যদি বলা যায়, সংযোগ-বিভাগ বিনষ্ট হইলেও শব্দ শ্রবণপথে উপস্থিত হয়, তখন আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, শব্দের উপলব্ধি আছে বলিয়া সংযোগ-বিভাগও বিদ্যমান, এরূপ অনুমান করিব। সংযোগ-বিভাগ প্রত্যক্ষ পদার্থ নয়, কার্য্যদ্বারা অনুমান করা হয়। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, "সংযোগ-বিভাগ আকাশপ্রদেশে শব্দের অভিব্যক্তি ও উপলব্ধি সম্পাদন করে, কিন্তু কর্ণবিবরে যে শ্রোত্রাকাশ, অপর দেশস্থ আকাশও তাহাহইতে অস্বতন্ত্র, এই হেতু যশোহরের আকাশে সংযোগ-বিভাগদ্বারা অভিব্যক্ত শব্দ রাজসাহীস্থ পুরুষের অনুভবে আসিতে পারে; কেননা আধার গগন একই, উপলব্ধিকারণ সংযোগ-বিভাগও সশরীরে উপস্থিত, অববোধের বোধক কে?" "উৎপত্তিবাদ অঙ্গীকার করিলে এ আপত্তির প্রতিপত্তিতে বিপত্তি-প্রাপ্তি ঘটে না। কেননা বায়্বাশ্রিত সংযোগবিভাগ বায়ু-প্রবাহেই শব্দের অভিব্যক্তি জন্মায়। মৃত্তিকাসমূহ মৃত্তিকায়ই কুম্ভ উৎপাদন করিয়া থাকে। তন্তুসংযোগ সূত্রেই বসন প্রস্তুত করে, অন্যত্র নয়। তাহা—হইলে একদেশস্থ বায়ু-স্রোতঃ অপর প্রদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তথাকার সংযোগবিভাগ জন্য শব্দ অন্যত্র শ্রুত হওয়া অযুক্ত। অতএব অভিব্যক্তিপক্ষ হইতে উৎপত্তিবাদ রম্যতর।" সমাধানে বলা যাইবে, অভিব্যক্তিমতে অনিষ্টশঙ্কা দেখিনা। যে প্রদেশেই না কেন শব্দের অভিব্যক্তি হউক, উহা কর্ণশস্কুলী প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেই শ্রোত্রের শব্দ গ্রহণ কার্য্যে সাহায্য করিবে। অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দূরস্থ সংযোগ-বিভাগ কর্ণের সহায় হইলে, সমসময়েই দূরবর্ত্তী ও সন্নিকটস্থ শব্দের গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠে। সেটী

আবার চিরপ্রসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ। যদি অপ্রাপ্ত সংযোগবিভাগ শব্দ-গ্রহণে উপকারক না হইল, তবে সংযোগবিভাগ মাত্রই শব্দোপলম্ভক, এ কথা বলা যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, অভিঘাত প্রেরিত সবল পবন স্তিমিতবায়ুরাশিকে বাধিত করিয়া সর্ব্বদিকে সংযোগবিভাগ উৎপাদন করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহার বেগ মন্দীভূত না হয়, তাবৎকাল ঐরূপই হইতে থাকে। যে স্থানে সংযোগবিভাগ দ্বারা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তথায় ও বায়ু-প্রচারের সম্বন্ধযুক্ত প্রদেশেই শব্দের উপলব্ধি হয়। সংযোগ-বিভাগ বায়ুতে উৎপন্ন। বায়ু মহাশয় স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং তদাশ্রিত সংযোগ-বিভাগেরও সেইদশা। শব্দোপলব্ধি সংযোগবিভাগের বিদ্যমান অবস্থায়ই হয়, অতএব অনুপপত্তি নাই। গভীর তামসী নিশায় নিবিড় অন্ধকার-স্তূপ অতিক্রম করিয়া কলকণ্ঠের সঙ্গীত-ধারা দূরদেশেও অনুকূল বায়ু বলে সংযোগবিভাগের দ্বারা অভিব্যক্তাবস্থায় আগমন পূর্ব্বক অনুভূতির সহিত পরিচিত হয়; সুতরাং সংযোগবিভাগ শব্দের উপলম্ভক, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অভিব্যক্তি পক্ষে অনুপলব্ধি দূষনীয় নয়, সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রয়োগস্থপরং ॥১৪॥

পদপাঠঃ। প্রয়োগস্থ। পরং।

ব্যাখ্যা প্রয়োগস্থ—প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহারের। (প্রয়োগকর—এই অর্থের) পরং বোধক। (প্রতিপাদন প্রত্যাশায় ব্যবহৃত)

বঙ্গার্থঃ। শব্দকর, শব্দ করিওনা, ইত্যাদি স্থলে "কর" এই পদ "প্রয়োগ-কর" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনে বলা হইয়াছে, কার্য্য অর্থাৎ "অনিত্য বস্তু" পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া "কর" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়, নিত্যকে লক্ষ্য করিয়া হইতে পারেনা। "শব্দকর" এই ব্যবহার আছে বলিয়া শব্দ কার্য্য। তাহার নিত্যতা-সাধন প্রত্যাশা মরুভূমিতে তরুতলে উপবেশনের বাসনার ন্যায় অন্তঃসাররহিত। এই সূত্রে দেখান হইতেছে যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তবেও "শব্দকর" এই বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরার অনুপপত্তি নাই; কেননা, শব্দের নিত্যতা অবধারণ করা হইলে, "কর" এই পদের "প্রয়োগকর" অর্থ হইবে। অতএব এ যুক্তিও উভয়ত্র তুল্য।

আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যং ।১৫।

পদপাঠঃ। আদিত্যবৎ। যৌগপদ্যং।

ব্যাখ্যা॥ আদিত্যবৎ—সূর্য্যের ন্যায় যৌগপদ্যং—যুগপৎভাব অর্থাৎ সমসাময়িকতা। শব্দেরও।

বঙ্গার্থঃ। শব্দের যুগপদ্ভাবের যে অনুভূতি হয়, তাহাও আদিত্য দেবের যৌগপদ্যের ন্যায়। (ভ্রমাত্মক।)

বিশদব্যাখ্যা॥ পূর্ব্বপক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে, শব্দের নিত্যতাবাদ স্বীকার করিলে, একই নিত্য শব্দের বিশেষ কারণ ব্যতীত নানাদেশে যুগপৎ উপলব্ধি অসঙ্গত হয়। এখানে সেই কলঙ্কপঙ্ক প্রক্ষা-

নের প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। একই সূর্য্য যেমন দূরত্ব হেতুক নানাস্থানে যুগপৎ উপলব্ধ হন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ মোহবশতঃ একদেশস্থ সূর্য্যেও ঐরূপ জ্ঞান হইতেছে। তদ্রূপ শব্দেও ভ্রমাত্মিকা বহুদেশে যুগপদুপলব্ধি। যদি বলা যায় আদিত্যের একদেশে বিদ্যমানতায় প্রমাণ কি? তখন বলা যাইবে প্রমাণপ্রধান প্রত্যক্ষের ইহাতে সাক্ষাৎসম্মতি রহিয়াছে। তরুণ অরুণের চারুকিরণে যখন প্রাচীবালার প্রশান্ত বদন-কমলে ললিত লাবণ্যের বিমলবিভা উদ্ভাসিত হয়, তখন যদি পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গগনমণ্ডলে নয়ন নিঃক্ষেপ করি, দেখিতে পাইব, সম্মুখে দেদীপ্যমান দিনমণি অন্ধকারের সৈন্যসামন্তগণকে প্রবল সংগ্রামে পরাজিত করিয়া অপূর্ব্ব বিজয়শ্রী ধারণ করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে একই দেখিলাম, প্রত্যাবৃত্ত নয়ন পশ্চাৎ ভাগে নিঃক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম পশ্চিমাকাশে সূর্য্য নাই। তির্য্যগ্ ভাগে বক্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দক্ষিণে বামে কোনও পার্শ্বে সূর্য্যের দর্শন পাইলামনা। বুঝিলাম এই বিশাল গগণে একই সূর্য্য। অতএব আদিত্য একদেশস্থ এক। যদি কর্ণেন্দ্রিয় সংযোগ বিভাগ দেশে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করিত, তাহা হইলে শব্দের অনেকদেশতা সম্ভব ছিল। বেদান্তি-সম্প্রদায়ের কোনও কোনও প্রৌঢ়তাভিমানী প্রকরণকার, "শ্রবণ" শব্দস্থানে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করে বলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, সেখানে ভেরীশব্দ শুনিয়াছি, এই অনুভবকে প্রমাণ রূপে উপন্যস্ত করা। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত "লিখিয়াছেন চক্ষুঃশ্রোত্রেজু স্বত এব বিষয়দেশংগত্বা স্বস্ববিষয়ং গৃহ্ণীতঃ শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুরাদিবৎ পরিচ্ছিন্নতয়া ভের্য্যাদিদেশ গমন সম্ভবাৎ অতএবানুভবো ভেরীশব্দোময়া শ্রুতঃ।" ইত্যাদি। শ্রবণেন্দ্রিয় স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া শব্দাদিগ্রহণকরে, এসিদ্ধান্তে মহামুনি জৈমিনি সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁহার অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রোত্র আর কিছুই নয়, উহা কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশ মাত্র। কর্ণ শষ্কুলী স্বে স্থান পরিত্যাগকরে না, ইহা প্রত্যক্ষতঃই অনুভূত হইতেছে। তদবচ্ছিন্ন নভোভাগের গমনাগমন বিচার কতদূর স্বাভাবিক, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য আছে। যদি শব্দ নিত্য, একথা স্বীকার করিতে হয়, তবে শব্দের নানাদেশে উপলম্ভ আদিত্য দৃষ্টান্তে ভ্রমাত্মক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। শব্দের পক্ষে বস্তুতঃ নানাদেশ সম্ভাবনাই নাই। আকাশই এক মাত্র শব্দের দেশ। আকাশ আবার অদৃষ্ট ক্রমে এক, অতএব নানাদেশে শব্দের উপলব্ধি হয়, ইহা অসম্ভব। যদি দেশে একরূপতা বলিয়াই একতাজ্ঞান, এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে দেশ পরস্পর ভিন্ন হউক, কিন্তু শব্দ ভিন্ন হইতে পারিলনা; অতএব যুগপদুপলব্ধি ভ্রমবশতঃ, সুতরাং তাহা হইতে নিত্যতার পথে কণ্টকার্পণ করিতে পারাগেলনা।

বর্ণান্তরমবিকারঃ। ১৬।

পদপাঠঃ। বর্ণ-অন্তরং। ন-বিকারঃ।

ব্যাখ্যা। বর্ণান্তরং—অন্য অর্থাৎ পৃথক্‌বর্ণ। অবিকারঃ বিকার অর্থাৎ কার্য্যনহে। (যকারাদি।)

বঙ্গার্থঃ। (যকার ও ইহার) ভিন্ন বর্ণ, (উহারা একে) অপরের বিকার হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। আপত্তি প্রদর্শন সময়ে বলা হইয়াছে, ইকার যকারাদির প্রকৃতি-বিকার-ভাব হইতেও অনিত্যতা আবিষ্কৃত হয়। এ সূত্রে সেই শঙ্কার পরিহার করা হইতেছে, "ই"কারের বিকার "য"কার নয়, উহা ইকার হইতে একটী স্বতন্ত্র বর্ণ। কেন না "য"কার ব্যবহর্ত্তা "ই"কার প্রয়োগ করেন না। যেমন কটকর্ত্তা বীরণ অর্থাৎ তৃণ বিশেষ সংগ্রহ করে, তদ্রূপ যকার-প্রযোক্তা ইকার আদান করে এ দৃষ্টান্ত অপ্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ সাদৃশ্য সন্দর্শনেই পদার্থদ্বয়ের প্রকৃতি বিকৃতি ভাব অবধারণ করিতে হইলে, সুপরিষ্কৃত শর্করা ও বালুকার প্রকৃতি-বিকার ভাব সিদ্ধ হইতে পারিত। ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে বিজ্ঞেরা এ বাক্যে অনুমোদন করেন না, সুতরাং সাদৃশ্য থাকিলে, প্রকৃতিও বিকার বলিয়া বোধ করা অনুপযুক্ত। শব্দ নিত্যতায় সাদৃশ্য-বাধক নহে।

নাদবৃদ্ধিপরা॥ ১৭

পদপাঠঃ। নাদ-বৃদ্ধি পরা—

ব্যাখ্যা। নাদবৃদ্ধি পরা—নাদবৃদ্ধিতেই শব্দ বর্দ্ধিত হইয়া মহান্ আকার ধারণ করিল বোধ হয়।

বঙ্গার্থঃ। নাদ অর্থাৎ সংযোগ-বিভাগের বস্তুতঃ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে বোধ হয়, শব্দের বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশদ ব্যাখা। পূর্ব্বমত সমর্থনে বলা হইয়াছে, একত্র বাদ্যমান পটহনিকরের ধ্বনি ও একমাত্র পটহ ধ্বনিত হইলে, শব্দ যথাক্রমে মহান্ ও অল্পরূপে অনুভূত হয়, ইত্যাদি কারণে শব্দ অনিত্য অর্থাৎ সকারণক। সেই সিদ্ধান্তমস্তবীর মস্তকে এখানে যুক্তিরূপ বিদ্যাদগ্নির ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাহা অবয়ব-বিশিষ্ট পদার্থ, তাহারই মহত্ত্ব ও লঘুত্ব সম্ভব আছে, শব্দের অবয়ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়া উহার মহত্ত্বাদি হইতে পারে না। শব্দকে যে মহান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার উপায় চিন্তা করা দরকার। ঐ মহত্ত্ব শব্দের নহে, নাদ অর্থাৎ শব্দাভিব্যঞ্জক সংযোগ-বিভাগেরই ধর্ম্ম। একের দ্বারা উচ্চার্য্যমান শব্দের অভিব্যঞ্জক সংযোগবিভাগ অপেক্ষা বহু ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দের শষ্কুলী প্রদেশে অনুভূত সংযোগবিভাগ মহান্, তজ্জন্যই শব্দ মহান্ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ উহা একইরূপ। সংযোগ-বিভাগের কর্ণশষ্কুলীদেশে নিরন্তর ভাবে গ্রহণই মহত্ত্বের কারণ। অতএব বারম্বার প্রতিপাদিত হইল, নাদবৃদ্ধিতে শব্দ-নিত্যত্বের অপলাপ হয় না।

নিত্যস্তুস্যাদ্দর্শনস্যপরার্থত্বাৎ॥১৮।

পদপাঠঃ। নিত্যঃ। তু। স্যাৎ দর্শনস্য। পরার্থত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। নিত্য।—শব্দ নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত। তু—(পূর্ব্ববাদীর মত হইতে অপর পক্ষ বোধক পদ। অথবা কিন্তু এই অর্থে।) স্যাৎ—হয়। দর্শনস্য উচ্চারণের। পরার্থত্বাৎ অর্থকে বুঝাইবার নিমিত্ততা বশতঃ।

বঙ্গার্থঃ। শব্দ নিত্য, কেন না উহা অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইবার জন্যই উচ্চারিত হয়। (শব্দ নিত্য না হয়, তাহা হইলে উহার উচ্চারণ দ্বারা অর্থ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এই তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে)।

বিশদব্যাখ্যা॥ জনসমাজে বাক্য ব্যবহার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার অবশ্যই কোনও অসাধারণ উদ্দেশ্য আছে, তাহা কি? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, পারম্পরিক মনোভাব বিজ্ঞাপনই আপাততঃ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। নিজের অন্তঃকরণের ভাব অপরকে বুঝান অর্থাৎ তাহার মনে তদ্রূপ প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই স্ফুটবাক্য জীবগণের ভাষার আবিষ্কার। রাম শ্যামকে জল আনিতে অনুমতি করিবে, তখন যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্যাম বুঝিতে পারে যে, তাহাকে জল আনিতে বলা রামের অভিপ্রায়, রাম নিশ্চয়ই সেরূপ বাক্য (শ্যাম জল আন) উচ্চারণ করিবে। যদি শব্দ উচ্চারণের পর-সময়েই বিনষ্ট হইল, তবে শ্যাম কাহার দ্বারা ঐরূপ বোধ প্রাপ্ত হইবে? যদি শব্দ বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তবে উহা বারম্বার উপলব্ধ হইয়া অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইতে পারে অতএব অর্থ-প্রতীতির জন্য শব্দকে নিত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যদি আপত্তি করা যায় যে, ঐ শব্দটী বিনষ্ট বলিয়া উহার স্বরূপতঃ অর্থাবগতিতে কারণতা নাই, তবে উচ্চারণ সময়ে উহাতে অর্থবৎ শব্দের সাদৃশ্য অনুভূত হয়, তাহা হইতেই অর্থজ্ঞান জন্মে। উহাতে নিত্যতা স্বীকার করিবার স্বতন্ত্র কারণ আবিষ্কার হয় না। তখন আমরা বলিব, তাহাতে অশেষ অনিষ্ট প্রসঙ্গ আছে। কেননা, কোনও শব্দই অর্থাবগতিতে সমর্থ নয়, কারণ উচ্চারণ কালে সকল শব্দই নবভাবে জন্মিল। পূর্ব্বে সে যখন ছিলনা, তখন অর্থ-সম্বন্ধ কাহার সহিত হইবে? যখন ঐ শব্দ জন্মিল, তাহার পর সময়ে নাশ প্রাপ্ত হইল, অর্থ সম্বন্ধ কখন হইবে? একই উচ্চারণ প্রযত্ন দ্বারা শব্দ সংব্যবহার এবং অর্থ-সম্বন্ধ উভয় উৎপন্ন হইতে পারেনা। বস্তুতঃ অর্থবৎ সাদৃশ্য অর্থবোধ হইলে, কদাচিৎ ব্যামোহ বশতঃ জ্ঞান অন্যরূপ হইতে পারে, কিন্তু যে শব্দ যাদৃশার্থ বোধনের জন্য উচ্চারিত, সে তাহাই বুঝায়, ইহাই শব্দ-স্বভাব। অতএব পর-প্রত্যায়নার্থ উচ্চারিত শব্দকে নিত্য বলিয়া না মানিলে অর্থাবগতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়।

সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ ।১৯॥

পদপাঠঃ। সর্ব্বত্র। যৌগপদ্যাৎ।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র—সকল স্থানে। যৌগপদ্যাৎ—যুগপৎ অর্থাৎ এককালে অনুভব হয় বলিয়া (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। সকল ব্যক্তিতে অর্থপ্রত্যয়োৎপাদন একই শব্দের দ্বারা সমান সময়ে

জন্মিতেছে, এই হেতু শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়।

বিশদব্যাখ্যা। গো-শব্দ উচ্চারণ করিলে, বাটীর সেই খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী সবৎসা গাভিটীকে যেমন বুঝিয়া থাকি; তদ্রূপ অপরের আলয়ের অরুণাক্ষী মৃত-পুত্রা লোহিতবর্ণা দীর্ঘাকৃতি গরুটীকেও বুঝা হইয়া থাকে। গোশব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে সকল দেশস্থ সকল কালস্থ সকল গরুর সমানই সামর্থ্য আছে। এখানে পক্ষপাতের প্রত্যাশা নাই। যদি শব্দ নিত্য হয়, তবে তাহা আকৃতি অর্থাৎ জাতি বোধক্ হইতে পারে। অনিত্যতা পক্ষে সকল গরুকে বুঝা অসঙ্গত হইবে। কেননা গো-শরীরে যে জাতি আছে, তাহার সহিত গোশব্দের সম্বন্ধ করা দরকার; নচেৎ অসম্বন্ধ বস্তুকে বুঝাইতে অসম্বন্ধ পদ স্বতই অপারগ, এবং তাহা অঙ্গীকার করিলে, ঘট শব্দের দ্বারা বস্ত্র বুঝাইতে বাধানাই; অসম্বন্ধ সহজেই অনুমানযোগ্য। এই মাত্র যে গো শব্দ উচ্চারিত ও তখনি আবার বিনষ্ট হইল, তাহার সহিত জগ-তের যাবতীয় গরুর সম্বন্ধ করাটা বড় কষ্ট-কর কার্য্য। যদি নিত্য বলিয়া বলা যায়, তবে অনন্তকালস্থায়ীগোশব্দ সকলের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে এবং অন্বয় ব্যতিরেক বলে বহু গোব্যক্তিতে অর্থ-প্রত্যায়ক প্রকারে ব্যবহৃত হইতেও সক্ষম হয়। বারম্বার উপলব্ধ একই গো শব্দের যত বারই না কেন অভিব্যক্তি হউক, একই প্রকারে বোধ জন্মাইতে পারে। যুগপৎ যাবতীয় গোপিণ্ডে ও নিত্য গোশব্দের নিত্য আকৃতির সহিত শাশ্বতিক-সম্বন্ধ সহজেই স্বীকার করিতে হয়। শব্দ জাতিবোধক বলিয়া উহাকে অবিনাশী বলিতে হইবে, নচেৎ জাতি-প্রত্যয় উৎপন্ন-শব্দের দ্বারা সম্ভব নয়, ইহা প্রদর্শিত হইল।

———

সংখ্যাভাবাৎ ॥২০॥

পদপাঠ। সংখ্যা- ভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। সংখ্যাভাবাৎ—সংখ্যাভাব অর্থাৎ আটবার গোশব্দ উচ্চারণ কর, ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা বুঝাযায়। (যে শব্দ নিত্য।) কেননা যদি জন্য হইত, তবে আটটী গো শব্দ উচ্চারণ কর এরূপ প্রয়োগ হইত, অত এব একই নিত্যশব্দের আটবার অভিব্যক্তি উচ্চারণ প্রযত্নের দ্বারা সম্পা-দিত হইলে, "অষ্টবার উচ্চারণ কর" এই বাক্যব্যবহার অপ্রমাদ হয়।

বঙ্গার্থঃ॥ সংখ্যাভাব হইতে শব্দের নিত্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারে। (সংখ্যা-ভাব অষ্টআদি সংখ্যার ব্যবহার।)

বিশদ ব্যাখ্যা। একই শব্দের বহুবার উচ্চারণ, নিত্যত্বপক্ষে অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেই সমধিক যুক্তি-যুক্ত হইতে পারিবে। বিগতকল্য যে গো শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম, অদ্যকার উচ্চারিত গোশব্দ যদি তাহাহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তবে অনন্ত গো-শব্দের পরিকল্পনা উপস্থিত হয়। একই নিত্যশব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা এককালে বিভিন্ন প্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিলে, অনন্তকল্পনারূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ আর আমাদিগকে আতঙ্কিত করিতে পারে না। সুতরাং নিত্যশব্দের

অভিব্যক্তি ও প্রত্যভিজ্ঞা বলিলে সকল উৎপাতের শান্তি হইতে পারে। অতএব আটবার গো শব্দ উচ্চারণ কর, এবাক্য হইতে আমরা একই গোশব্দের পুনঃ প্রত্যভিজ্ঞা বুঝিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের ইন্দ্রিয়গত দূষণ দেখিতে পাইনা, তাহাদের অপাটব নির্ণয় সুতরাং ঘটিলনা। যেরূপ আমরা প্রত্যভিজ্ঞা করি, তদ্রূপ অপর সকলেরই প্রত্যভিজ্ঞা সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন, গত কল্য উচ্চারিত গো শব্দ অদ্যতন "গো" পদ অপেক্ষা পৃথক, কিন্তু সাদৃশ্য হেতুক আমাদের "এ সেই গোশব্দ" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও, সাদৃশ্যহেতুক সজাতীয়তাই ভ্রম হইবার অসাধারণ কারণ। মনে করা যাউক, চতুর্ম্মুখ নামক ঔষধ সেবন করিয়া কোনও লোকের প্রবলবায়ু প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে, সে সময়ে আমি একবার ঐ ঔষধ দর্শন করি, পুনর্ব্বার ঐ ঔষধ কদাচিৎ কোন ও প্রকারে দেখিতে পাইলে, আমি বলিয়া থাকি, "ইহা সেই ঔষধ," এখানে প্রত্যভিজ্ঞা তজ্জাতীয়তাবিষয়িনী। শব্দের বেলা তাদৃশ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা অতিশয় আবশ্যক। ন্যায়াচার্য্য-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ বলিয়াছেন ;—"সোঽয়ংক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে।" এবং, "তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপিদর্শনাৎ।" এখানে সমাধানে বলিতে হইবে যে, সে ঔষধ ভক্ষিত হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান নাই। এই হেতুক, সে এই ঔষধ এইবাক্য সেখানে প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞাপক নহে, তজ্জাতীয়তার প্রত্যভিজ্ঞা, ঔষধের নহে। তাহার অভিনব প্রত্যক্ষ। "এ সেই শব্দ" এখানে তৎসজাতীয় বা তৎ সদৃশ এরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছেনা। তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তৎসদৃশের নহে। বিশেষতঃ সজাতীয়ের দর্শনে সজাতীয়ে স্মৃতি প্রকৃত পক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেপারেনা। একের দর্শন অন্যের স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞানহে! একই পদার্থের এককালে দর্শন, ও অন্যকালে যে দর্শন হইয়াছিল, তৎ সংস্কৃত-স্মৃতিই প্রত্যভিজ্ঞা নাম পাইবার যোগ্য। সজাতীয়তা প্রত্যভিজ্ঞার পদার্থ নহে। তাহা হইলে "সেই আমি" প্রত্যভিজ্ঞাকেও প্রকারান্তরে স্থাপনকরা আবশ্যক হইবে। জ্ঞান হইতেছে "সে এই," বুঝিব "ইহা তজ্জাতীয়," এরূপ হইতে পারেনা। যদি কেহ আপত্তি করেন, প্রত্যভিজ্ঞানুসারে নিত্যতাস্থাপন করিতে হইলে আরও বহুবিধবস্তু নিত্যনামের রাজটীকা মস্তকে ধারণ করিতে পারিবে। এখানে প্রত্যুত্তর এইযে, অপরের প্রত্যক্ষপ্রমাণে অনিত্যতা অবধারণ করা যায়। দশ বৎসর পূর্ব্বে পিতাকে দর্শন করিয়া ছিলাম, অদ্য আবারপ্রত্যভিজ্ঞা হইল, কিন্তু আর দশ বৎসরপরে প্রত্যক্ষতই বিনাশ অবধারিত হইবে, প্রত্যভিজ্ঞাপ্রবাহ ভঙ্গ হইলেই অনিত্যত্ব আসিল, শব্দের প্রত্যভিজ্ঞা অনন্তকাল সমান। যদি বলাযায় পূর্ব্বে উচ্চারিত শব্দ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার প্রত্যভিজ্ঞা কিরূপ? তখন উত্তর এই যে, যখন পুনর্ব্বার তাহাকে অনুভব করিতেছি তখন বিনাশটা স্বীকার করায় আপত্তি করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। যাহাকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়া ছিলাম

দশ দিন তাহাকে নয়নের পথে না পাইলে তাহার বিনাশ নিশ্চয় করিতে মন অগ্রসর হয় না। যদি তাহাই করিতে হয়, তবে, বিদেশে থাকিয়া প্রিয়তমপরিজন বর্গের উপর মরণ নিশ্চয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যেখানে অপর কোনও প্রমাণ তাহার অনুকূলে উপস্থিত হইয়া আকুলতা নিবারণ করেনা, সেখানেই ঐ মতে অগত্যা সম্মতি দিতে সজ্জিত হই। এখানে তাহাকে পুনর্ব্বার উপলব্ধি করিতেছি। "ছিলনা" বলিতে কাজেই সাধ হয় না। তবে এইমাত্র অবধারণ করা যাইতে পারে, যে সময় উহাকে দেখি নাই, তখন উহা আমার অনুভবযোগ্য স্থানে ছিলনা। থাকিলেও আমার অনুভবের কারণ কূট একত্র সংগৃহীত না থাকায়, অনুভূতির আলোকে অজ্ঞানান্ধকার নিবৃত্ত হইতে পারিয়া ছিলনা। অভিব্যক্ত শব্দকে আমি গ্রহণ করিতে পারি। কেবল শব্দকে পারিনা। আমার জ্ঞান-বিষয় না-হওয়া-সময় শব্দ অভিব্যক্ত ছিলনা এই কথা বলিলেই চরিতার্থতা। অনন্তশব্দ, তাহার ধ্বংস, অনন্ত প্রাগভাব এবং অনন্ত কারণ স্বীকারাপেক্ষা, একই শব্দের বহুবার অভিব্যক্তি বলিলে ক্ষতি নাই। বরঞ্চ পদার্থ সংখ্যার আধিক্য কল্পনা-পক্ষে মহান্ গৌরব, লঘুকল্পনায় স্বার্থসিদ্ধি হইলে গুরুতর নানাপদার্থকল্পনা অযথ স্থানে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যভিজ্ঞা-প্রবাহ হইতে শব্দ-নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল।

অনপেক্ষত্বাৎ ॥২১॥

পদপাঠঃ। ন—অপেক্ষত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। অনপেক্ষত্বাৎ—কাহারও অপেক্ষা করে না বলিয়া অর্থাৎ কোনও কারণ নাই বলিয়া। (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। কোনও কারণকে অপেক্ষা না করিয়াই শব্দ বিদ্যমান আছে এই হেতুক (উহা নিত্য পদার্থ।)

বিশদব্যাখ্যা। পদার্থের অনিত্যতানিশ্চয় দুইপ্রকারে হইয়া থাকে, উৎপত্তিদর্শনে ও বিনাশদর্শনে। যে সুদৃঢ় সুরম্য চারু কারু-কার্য্য-পরিচিত হর্ম্ম্যটীর উৎপত্তি আমি জন্মগ্রহণ করিবার শতবর্ষ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে, অধুনা তাহার ভ্রষ্ট ইষ্টকরাশি ও বিশ্রংসিত কাষ্ঠকলাপদর্শনে অনিত্যতা নিশ্চয় করা গেল। আবার যে বসন খানি আমি বয়ন করিতে দেখিলাম, অথচ বিনাশ সময় আমার সাক্ষাৎ নাই, তাহাও উৎপন্ন বলিয়া বিনাশশীল ইহা অনুমান করিব। শব্দের বিনাশ নাই প্রদর্শিত হইয়াছে, উৎপত্তি ও নাই এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। শব্দের এরূপ কোনও কারণ আমরা অনুভব করিনা, যাহার অপেক্ষায় শব্দ অপেক্ষী। কাহারও মুখাপেক্ষী নহে বলিয়া শব্দ অকারণক অর্থাৎ নিত্য।

প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য ॥২২॥

পদপাঠঃ। প্রখ্যাঅভাবাৎ। (প্রখ্যাভাবাৎবা।) চ। যোগস্য।

ব্যাখ্যা। প্রখ্যাভাবাৎ—প্রখ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের (প্রকর্ষেণ খ্যায়তে জনয়াইতিব্যুৎপত্ত্যা)

অভাববশতঃ। চ—ও। যোগস্য—যোগের অর্থাৎ সন্নিবেশবিশেষের। (এই হেতু ইহার কারণ বায়ু বা অপর কিছু হইতে পারেনা, সুতরাং শব্দ নিত্য অকারণক।)

বঙ্গার্থঃ। (শব্দে) অবয়ব বিশেষের জ্ঞান হইতেছেনা বলিয়াও। (অকারণ অর্থাৎ নিত্য।)

বিশদব্যাখ্যা॥ এই সূত্রটী অপর একটী মনোনিহিত আপত্তির নিরাসার্থে আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। শব্দের কারণ নাই বলা হইল, কিন্তু আপত্তি হইতে পারে, যে বায়ুই উহার কারণ, ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ু, আঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা শব্দরূপে পরিণত হয়। প্রাচীন আর্য্যমহোদয়গণের মধ্যে অনেকে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। শিক্ষাকার বলেন, "বায়ুরাপন্থতে শব্দতাং"॥ অতএব শব্দ বায়ুজ, তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং নিত্যত্ববাদ প্রমত্ত-প্রলাপ। সমাধানে বলা হইতেছে, শব্দ বায়ু-পরিণাম হইলে, বায়বীয় পরমাণুপ্রচয় ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারিবেনা। যেমন বস্ত্র তন্তুকার্য্য, তন্তুসকলের সমষ্টি, অর্থাৎ সুকৌশল সম্পন্ন অসাধারণ সংস্থিতি ভিন্ন কিছুই নহে। অথবা যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাপ্রচয় মাত্র, তদ্রূপ শব্দও বায়ুবিকার মাত্র হইতে পারিবে, কিন্তু শব্দে কোনও বায়বীয় অবয়ব অনুভূত হয়না। যদি বলাযায়, বায়বীয় অবয়বাবলী শব্দে রহিয়াছে। শব্দও তৎসমষ্টি মাত্র। তখন বিজয়-রবে মীমাংসকের সবলকণ্ঠ উত্তর করিবে, "তবে শব্দ স্পর্শগ্রাহ্য নয় কেন?" কারণগুলি যে যে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাদের সমষ্টি কার্য্য তত্তদিন্দ্রিয়েরই বিষয়, এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করে। মৃত্তিকার যে যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা আছে, ঘটেরও তাহাই। শব্দের এমনকি দুর্ভাগ্য যে, সে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইয়া অন্যের অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হইবে? যদি না হইল, তবে শব্দ বায়ু-কারণক নহে, সিদ্ধ হইল। অন্য কারণও অনুসন্ধানে আসিল না, অতএব নিত্য।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৩ ॥

পদপাঠঃ। লিঙ্গদর্শনাৎ। চ।

ব্যাখ্যা॥ লিঙ্গদর্শনাৎ—(শাস্ত্রীয় প্রমাণ রূপ) হেতু দেখা যাইতেছে বলিয়া। চ—ও (শব্দের নিত্যত্ব নির্দ্ধারিত হয়।)

বঙ্গার্থঃ॥ প্রমাণ আছে বলিয়াও (শব্দকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে নিবিষ্টচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে।)

বিশদব্যাখ্যা॥ আমাদের সকল যুক্তি-তর্ক বিচারের পর্য্যবসান সেই অগাধ অপৌরুষেয় বেদবাক্য। সহস্র যুক্তি-তর্কও যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তথাপি আর্য্যমহর্ষিগণ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং উপেক্ষা করিয়াছেন। শব্দের এই নিত্যতা-বিচারে যাঁহারা পূর্ব্ববাদী, তাঁহারাও বেদের অমোঘ-অটল- প্রামাণ্য স্বীকারে কটিবদ্ধ হইয়া অগ্রসর; অতএব এখানে শেষ কথা—একটী বেদবাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা। তাহাহইলে বেদ স্বীকারকারী আস্তিকপক্ষের "সর্ব্বচূর্ণ গদা" হইয়া যায়। শ্রুতি বলেন, "বাচাবিরূপনিত্যয়া," যদিও এই শ্রুতিবাক্য অন্য উদ্দেশ্যে উচ্চা-

স্রিত এবং ব্যবহৃত, তথাপি ইহার অর্থ শব্দের (বাক্যের) নিত্যতা প্রকাশ করে। ভাষ্যকার শবরস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন—"অন্যপরং-হীদং বাক্যং বা:চানিত্যতামনুবদতি"। আমরা তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই কৃতার্থ। এ অধিকরণের এইখানেই অবসান। ইহার নাম শব্দ-নিত্যতাধিকরণ। পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, বিষয় ও সংশয় দেখান হইয়াছে। যথাক্রমে সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধব্যবস্থাপক পূর্ব্বাধিকরণের সাধক বলিয়া, এই অধিকরণে পূর্ব্বসঙ্গতি আছে। অধ্যায়সঙ্গতিও পাদসঙ্গতি সকল অধিকরণেই আছে, তাহা প্রদর্শিত হওয়া অনাবশ্যক। শব্দের নিত্যতাবাদ মীমাংসকাচার্য্যের হৃদয়ের ধন। অপরের ইহাতে বিশেষ বিবাদ। ফলতঃ ইহা দৃঢ়-যুক্তিক বলিয়া বিদ্বদ্বর্গ অনুমোদন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।
(ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ বেদ-বিদ্যালয়।)
যশোহর।

ভূগোল-পরিচয়।

—•:০:•—

৩য় পাঠ, ১ম প্রপাঠক।
ধ্রুবক ও বিক্ষেপ।

ভূপৃষ্ঠস্থ নগর নিরক্ষ রেখাস্থিত লঙ্কা নগর হইতে কত দূর পূর্ব্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত, এই দূরত্বের নির্ণয় জন্য পৃথিবীর গোল (globe) ও ভূচিত্রে দ্রাঘিমা অঙ্কিত করা হয়। রবিমার্গের উপরিস্থ যোগ-তারা রেবতীর ১০´ পূর্ব্বে স্থিত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব্ব দূরত্বকে ধ্রুবক বলে, এবং এই ধ্রুবক নির্ণয় জন্য ঐ বিন্দুকে মূল কীলক ধরিয়া রবি-মার্গকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই এক এক ভাগকে অংশ বলে। প্রতি অংশের সীমাবিবর ভেদ করিয়া সৌম্যধ্রুব হইতে যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, এই রেখার নাম ক্ষেপ-সূত্র। এই ৩৬০টী ক্ষেপ-সূত্রের দ্বারা মূল কীলক বিন্দু হইতে তারাগণের দূরত্ব বা তারাগণের ধ্রুবক নির্ণীত হয়, যথা—মূলকীলকভেদী ক্ষেপসূত্রস্থ তারার ধ্রুবক শূন্য। মূল ক্ষেপ সূত্রের পূর্ব্বস্থিত ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ধ্রুবক ১ এক এবং মূল কীলক হইতে দশম ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ধ্রুবক ১০´ অংশ ইত্যাদি। রবিমার্গ হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে তারার দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে। সৌম্যধ্রুব হইতে রবিমার্গস্থিত মূল কীলব

পর্য্যন্ত মূলক্ষেপসূত্রের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগের সীমা-বিবর ভেদ করিয়া রবি-মার্গের সমান্তরালভাবে যে গোলাকার রেখা গোলক-পৃষ্ঠে অঙ্কিত করা যায়, ঐ রেখা, গুলিকে উত্তর-বিক্ষেপরেখা বলে, এবং মূল কীলক হইতে যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত মূল-ক্ষেপসূত্রের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সীমান্তর-বিবর ভেদ করিয়া, ঐ মার্গের সমান্তরাল ভাবে গোলক-পৃষ্ঠে যে মণ্ডলাকার রেখা অঙ্কিত করা যায়, ঐ ৯০ টী মণ্ডলাকার রেখাকে দক্ষিণ-বিক্ষেপরেখা বলে। বিক্ষেপরেখা দ্বারা রবিমার্গ হইতে তারা-গণের উত্তর-দক্ষিণ দূরত্ব গণনা করা যায়। যথা রবিমার্গের উত্তরে তৃতীয় বিক্ষেপ-রেখাস্থিত তারার বিক্ষেপ তিন অংশ।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ উত্তরমেরু-বিন্দু, দক্ষিণ-মেরুবিন্দু এবং নিরক্ষরেখার ন্যায় ভগোলস্থ সৌম্যধ্রুববিন্দু, যাম্যধ্রুববিন্দু এবং বিষুবরেখা গতিবিহীন বা স্থায়ী নহে। এজন্য তারাগণের দূরত্ব-গণনায় বিষুবরেখা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কদম্ববিন্দু, পরকদম্ব-বিন্দু এবং রবি-মার্গ অবলম্বন করিয়া ক্ষেপসূত্র ও বিক্ষেপরেখা গোলকে অঙ্কিত করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি ধ্রুবদ্বয়েরও ক্রান্তিপাতের বিলোমগতি বশতঃ তারা-গণের ধ্রুবক ও বিক্ষেপে অয়নাংশ যোগ করিয়া যথাসময়ে সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

৪র্থপাঠ, ১মপ্রপাঠক।

সংজ্ঞা।

জ্যোতিষ্ক। স্বকীয় বা পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় যে সমস্ত পদার্থ আকাশে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নাম জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীও জ্যোতিষ্ক, কারণ অন্য জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথিবীকেও জ্যোতির্ম্ময় দেখায়।

বিশ্ব। আকাশ (স্থির বায়ু)—চঞ্চল বায়ু, বাষ্প ও জ্যোতিষ্ক সমূহের সাধারণ নাম বিশ্ব। বিশ্ব অসীম। গোলাকৃতি ভিন্ন অসীম বস্তুর অন্য আকৃতি কল্পনা করা যায় না এবং দেখিতেও বিশ্ব গোলা-কৃতি, এজন্য বিশ্বের নাম ব্রহ্মাণ্ড বা গোলক, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব-গোলক বা গোলক-ব্রহ্মাণ্ড।

জগৎ। বিশ্ব সতত ভ্রাম্যমান, এজন্য বিশ্বের নাম জগৎ, বিশ্ব-জগৎ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড।

খগোল। বিশ্বময় গোলাকার নীলবর্ণ আকাশের সংজ্ঞা খগোল।

ভগোল। ভ অথবা জ্যোতিষ্ক-পরিবৃত্ত শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার ক্ষেত্রকে ভপঞ্জর বা ভগোল বলে।

তারা। আমাদের সূর্য্যচন্দ্র ব্যতীত যে জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার জ্যোতিষ্কগণ আকাশে সন্তরণ করে, তাহাদিগকে তারা বলে।

সবর্ণতারা। তারা শুক্লবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণযুক্ত হইলে, সেই তারাকে সবর্ণ-তারা বলে।

বহুরূপতারা। যে তারার জ্যোতির বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি বা অবস্থান্তর হয়, সেই তারাকে বহুরূপ তারা বলে।

নবতারা। তারা কখনও দৃশ্য এবং প্রায়শঃ অদৃশ্য থাকিলে, সেই তারাকে সাময়িক তারা বা নব তারা বলে।

গুচ্ছক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে গুচ্ছক বলে।

তারাস্তবক। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরবচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে তারাস্তবক বলে।

ছায়াপথ। যে সুবিস্তৃত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় শুভ্র নদীরূপা তারাস্তবক ভ-পঞ্জর বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে ছায়াপথ, দেবপথ, সোমধারা, নভঃসরিৎ, অংশুমতী নদী বা বিরজা বলে।

বাষ্পস্তবক। বাষ্পময় স্তবককে বাষ্প-স্তবক বলে।

উত্তরধ্রুবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ড কল্পনা দ্বারা উত্তরে প্রসারিত করিলে, উহা ভ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুস্থিত তারাকে উত্তর ধ্রুবতারা বা সৌম্য ধ্রুবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে কোন তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সন্নিহিত স্থানস্থিত তারাকে উত্তর ধ্রুবতারা বা সৌম্যধ্রুবতারা বলে।

দক্ষিণ ধ্রুবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ড কল্পনা দ্বারা দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, ভ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুস্থিত তারাকে দক্ষিণ ধ্রুবতারা বা যাম্য ধ্রুবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সন্নিহিত স্থানস্থিত তারাকে দক্ষিণ-ধ্রুবতারা বা যাম্য ধ্রুবতারা বলে।

নক্ষত্র। সূর্য্য ও চন্দ্রাদির গতি-পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য ভগোলে যে তারা-কীলক সকল নির্ব্বাচিত আছে, ঐ তারা-কীলকের নাম নক্ষত্র। নক্ষত্রস্থ তারার বর্ণ বা গুণ অথবা তারাগণের সংহতির আকার অনুসারে নক্ষত্রের নাম-করণ হইয়াছে। যথা অশ্ব-মুখাকৃতিক ত্রিতারকময় অশ্বিনী নক্ষত্র এবং বিচিত্র বর্ণময় চিত্রা নক্ষত্র, ইত্যাদি।

যোগতারা। নক্ষত্র একাধিক তারাময় হইলে, জ্যোতিষ গণনায় যে তারাটি ব্যবহৃত হয়; সেই তারাটীকে যোগতারা বলে। যথা অনুরাধা নক্ষত্রস্থ পারিজাত তারাকে যোগতারা, অনুরাধা নক্ষত্র এক তারাময় হইলেও সেই তারাকে শিষ্টাচার বশতঃ যোগতারা বলা হয়। যথা এক তারকাময় আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতীনক্ষত্রের আর্দ্রা, চিত্রা ও স্বাতী তারা।

মণ্ডল। নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ তারা ও স্তবকাদির সংহতিকে মণ্ডল বলে। মণ্ডলস্থ তারা-সংহতির বর্ণ বা আকৃতি অনুসারে মণ্ডলের নামকরণ হইয়াছে। যথা শিশুমার-মণ্ডল, চিত্রশিখণ্ডিমণ্ডল; ইত্যাদি।

ঘনআয়তন। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ পরস্পর গুণ করিলে যে সারা কালী হয়, তাহাকে ঘন-আয়তন বলে।

পৃষ্ঠক্ষেত্রফল। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রকালী হয় তাহাকে পৃষ্ঠক্ষেত্রফল বলে।

অম্বুরাশি। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর (প)রমাণু সংখ্যাকে অণুরাশি বলে।

ঘনত্ব। পরমাণুর সন্নিকর্ষকে ঘনত্ব (ব)লে।

আকর্ষণ। যে শক্তি দ্বারা এক পরমাণু অন্ত পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে চাহে, সেই শক্তিকে আকর্ষণ বলে।

মাধ্যাকর্ষণ। যে শক্তিদ্বারা অম্বুরাশি-ময় বস্তু স্বীয় কেন্দ্রে স্বীয় পরমাণু আকর্ষণ করে অথবা দূরস্থ অপর অণুরাশিময় বস্তু আকর্ষণ করে, ঐ শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ বলে।

সৌরজগৎ। স-সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-সংহতিকে সৌরজগৎ বলে।

উল্কা। বজ্র ভিন্ন যে ক্ষণস্থায়ী আলোক সময়ে সময়ে আকাশ হইতে স্খলিত হয়, ঐ আলোককে উল্কা বলে।

তারাস্খলন। উল্কা ক্ষুদ্র ও তীব্র বেগ-বিশিষ্ট হইলে তাহাকে তারাস্খলন বলে।

অগ্নিপিণ্ড। উল্কা বৃহৎ পিণ্ডবৎ হইলে তাহাকে অগ্নিপিণ্ড বলে।

শৈলউল্কা। উল্কা ধাতুময় রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে তাহাকে শৈলউল্কা বলে।

রাশি। যে দ্বাদশ মণ্ডল মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের কক্ষা অধিষ্ঠিত আছে, সেই মণ্ডলগণকে রাশি বলে।

যুগলতারা। যে দুই তারা চাক্ষুষ দৃষ্টিতে একতারা বলিয়া বোধ হয়, ঐ তারা দ্বয়কে যুগল তারা বলে।

যৌথতারা জগৎ। যে তারাদ্বয় উভয়ে কোন শূন্যস্থ কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে, ঐরূপ তারা-সংহতিকে যৌথতারা-জগৎ বলে; এবং এক বা বহুতারা এক তারাকে পরিভ্রমণ করিলে, সেই তারা-সংহতিকেও যৌথতারা-জগৎ বলে।

গ্রহ। ভগোলস্থ যে জ্যোতিষ্ক বা বিন্দুর গতি পরিগণিত হয়, তাহাকে গ্রহ বলে। যথা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু, কেতু।

গ্রহপঞ্চক। গ্রহগণের মধ্যে যে জ্যো-তিষ্ক পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় ও যে জ্যোতিষ্ক সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ঐমৌলিক বুধাদি ৫।৬টী গ্রহকে গ্রহ-পঞ্চক বলে।

উপগ্রহ। পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতি-র্ম্ময় যে জ্যোতিষ্ক কোন গ্রহ পরিভ্রমণ করে, ঐ জ্যোতিষ্ককে উপগ্রহ বলে;—যথা চন্দ্র, কোবস্, যোসিমাস্ এরিয়োল ইত্যাদি।

ধূমকেতু। ধূমময় পুচ্ছযুক্ত বা ধূম-বেষ্টিত জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। যথা হেলির ধূমকেতু, ডোনটীর ধূমকেতু ইত্যাদি।

সূর্য্য। যে দীপ্যমান বৃহৎ জ্যোতিষ্ককে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু আদি প্রদক্ষিণ করে, সেই জ্যোতিষ্ককে সূর্য্য বলে। যে তারাকে অন্য তারা বা তারাগণ প্রদক্ষিণ করে, ঐ তারাকেও সূর্য্য বলা যাইতে পারে।

বিম্ব। সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহগণের পিণ্ড বা দেহকে বিম্ব বলে। যথা সূর্য্য-বিম্ব, চন্দ্র-বিম্ব, ইত্যাদি।

পরম প্রেম বা ভক্তি।

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে ভক্তির আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের যেমন বিভিন্ন দুইটী স্রোত বহুকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ভক্তিরও সেইরূপ একটী স্বতন্ত্র প্রবাহ আছে। প্রত্যেকটীই সময়ে ২ প্রবল ভাবে, কখনওবা প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বল ভাবে আমাদের অনুভবে আসে। নিপুণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একে অপরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রত্যেকেই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে অপরকে সাহায্য করে। একটীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে, অপরের সত্তা আদৌ থাকে না; কার্য্যকারিতারও সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ হয়। ব্যবহারিক জগতে অজ্ঞদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখাযায়, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে বহু ব্যবধান। জ্ঞানের গরিমায় উপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ; বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়—জীবের উর্দ্ধে, অধোদেশে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অনন্তকর্ম্ম। কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে জীববুদ্বুদ কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য, কখনও স্থির, কখনও ঘূর্ণায়মান। বেদের জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় কাণ্ডের মধ্যে একটী অন্তঃস্রোতও দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ভক্তির। অনেক বেদমন্ত্র পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ভক্তির অদৃশ্যস্রোতে বিশ্ব-সংসার ভাসিয়া চলিতেছে। বেদের মন্ত্রে ভক্ত বা সাধকের আত্মসমর্পণ ও নয়নে অশ্রুমিলন, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কুসুমের হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্না, নিশার শিশির, এ সকলের মজ্জায় মজ্জায় ভক্ত ভক্তির স্রোত দর্শন করিতেন, সুতরাং প্রকৃতি-সেবক ভক্তির সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত তিনটীর মধ্যে কোনওটী ভারতের অভিনব-অতিথি নহে। তবে সন্ন্যাসের নবনিয়মের পরিণাম—পথে ঘাটে জ্ঞানচর্চ্চার ছড়াছড়ি, এবং ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ভক্তি সব বৃথা, কেবল প্ররোচক নিরর্থক বাক্য, কর্ম্মই পবিত্র, এইরূপ অজ্ঞানী অভক্তের কর্ম্মাচরণ; ও কেবল ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান-কর্ম্মে যাঁহার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই সাম্প্রদায়িকপীড়ার বীজস্বরূপ গোঁড়ামিতেই যিনি অভ্যস্ত, বস্তুতঃ যাঁহার হৃদয় অপবিত্র, এরূপ ভক্তের ভক্তি, কখন সার্ব্বজনীন বা পুরাকালের হইতে পারে না। কাজেই প্রাচীন ভারতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল। অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার গীতা, কর্ম্মীকে কর্ম্মফল ঈশ্বরোদ্দেশে অর্পণ করিতে উপদেশ দেন, কর্ম্মযোগীকে জ্ঞানী হইতে বলেন, জ্ঞানীকে ভক্তিমান হইতে অনুরোধ করেন। কর্ম্মহীন জ্ঞানী, ভক্তিহীন কর্ম্মী ও জ্ঞানহীনকর্ম্মীকে তিনি ভালবাসেন না, আবার অজ্ঞানী ভক্তের উপরও তিনি কোনও অধিকার দেন নাই। বস্তুতঃ ভক্তিহীন কর্ম্ম অকর্ম্ম, ভক্তি-

শূন্য জ্ঞান নীরস বিশুষ্ক, সুতরাং জ্ঞানীই হউন, আর কর্ম্মীই হউন, সকলেরই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ভক্তিকে প্রেম বলা যায় কিনা, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সকল-শাস্ত্রেই ভক্তির কথা আছে, তবে কোনও স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বক্তব্যবিষয়ের অন্তরালে, কোথাও বা তীব্রবেগে জন-সমাজের সম্মুখে; আমরা এই বিস্তৃত বিষয়টীকে সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

পুরাকালে ভারতে ভক্তির নাম ছিল পরম প্রেম। পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে চিরকৌমার্য্য ও ভক্তির পূর্ণাবতার ভক্তিবীর নারদ "ভক্তিসূত্র" অথবা "নারদ সূত্র" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সা কস্মৈ পরম-প্রেমরূপা।" ভক্তি কাহারও (ভগবানের) * উদ্দেশে পরম প্রেম স্বরূপ। ব্যবহারিকপ্রেম হইতে ইহার স্থান সহস্রযোজন উর্দ্ধে। ভ্রাতার প্রতি সামাজিক নিয়মে ভগিনীর অভ্যস্ত প্রেম, পুত্রের প্রতি উপকার প্রত্যাশায় অথবা মোহবশে পিতার প্রেম, পতি-পত্নীর প্রেম ও অন্যান্য কলুষিত প্রেম, ভক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে না; কেননা এই সকল প্রেমে "পরমত্ব" নাই। ব্যবহারিক প্রেমে একজনকে দেখিলে অপরের হাসি আসে, কখনওবা চ'খের জলে বুক ভাসে। প্রেমিক জানে, ঐ হাসি-কান্না দুর্ব্বলতার পরিচয়, কাজেই সে তাহা লুকাইতে চায়। ভক্ত ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিয়া আনন্দে ভাসেন ও হাসেন, কখনও আনন্দে কাঁদেন। তাঁহার প্রাণ সবল, সুতরাং জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত, তাই তিনি জগৎকে প্রেমভরে হাসিতে কাঁদিতে শিখান, গোপন করেন না। তিনি সমাজের নিন্দাভয় যেমন উপেক্ষা করেন, প্রশংসারও তেমনি অপেক্ষা করেন না।

লৌকিক কান্নায় এক জাতীয় অভাব ও ব্যবহারিক হাসিতে একপ্রকার দুর্ব্বলতা-মূলক সামান্য সন্তোষ বুঝাইয়া দেয়। ভক্তের হাসি-কান্না নিত্যানন্দ ভগবানের পবিত্র দর্শন লাভে তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে প্রাণের আবেগভরে দ্রবীভূত হৃদয়ে সংঘটিত হয়। উভয়ত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন প্রকার। লৌকিকপ্রেমের অভিনেতা দুইটি ব্যবহারিক জ্ঞানান্ধ জীব, আর পরম প্রেমের বেলা সত্যানন্দ চিন্ময় পরমেশ্বর ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ পবিত্র জীব। প্রেমে প্রেমিকদ্বয়ের শরীরগত ধর্ম্ম সকল অবাধে বিদ্যমান, মানসব্যবহারে তাহারা তৃপ্ত হয় না, কেননা শরীর তাহাতে অনুমোদন করে না। কাজেই প্রেমতরঙ্গ সমল হইয়া দাঁড়ায়। ভক্ত ভক্তিতে পরমেশ্বরের চিন্মূর্ত্তি জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া মনোমত সাজাইয়াছে; সে চিন্ময় অথবা কল্পনাময় বিগ্রহে শারীর ধর্ম্ম নাই, কাজেই শরীর-সম্বন্ধজনিত কলুষিতভাব এ প্রেমে সম্ভব নয়, ইহাই পার্থক্য। লৌকিকপ্রেম কেবল প্রেম, আর ভক্তি পরম-প্রেম। প্রেমে

* ক শব্দে সুখ স্বরূপ ভগবানকেই বুঝায়। বেদভাষ্যে সায়ন বলেন। বস্তুতঃ পরমপ্রেম বিষয়ে ভিন্ন অন্যত্র হয় না; এইজন্য "কাহারও" কথার অর্থও পরমেশ্বরের।

প্রেমিকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। কারণ উভয়েই অপূর্ণ কামনার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। ভগবান্ পূর্ণকাম, মোহের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কাজেকাজেই মুগ্ধ হন না। বলা যাইতে পারে, লৌকিক প্রেম এক-জাতীয় মোহ অথবা মোহজ বিকার। আর পরমেশ্বরে নির্লিপ্ত নির্দোষ অথবা অহেতুক ভালবাসা পরম প্রেম বা ভক্তি। ভক্তি ও লৌকিকপ্রেমের বাহ্য পরিচয় অনেকটা একপ্রকার।

ভক্তকুল-চূড়ামণি মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তির লক্ষণে বলেন ;—"সাপরানুরক্তিরীশ্বরে।" ঈশ্বরের প্রতি শ্রেষ্ঠাঅনুরক্তিই ভক্তি। নারদের "কস্মৈ" এই অস্পষ্ট অংশটুকু, শাণ্ডিল্যের "ঈশ্বরে"এই কথায় প্রকারান্তরে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। প্রেম আর অনুরক্তি একই কথা। সুতরাং ঋষিদ্বয়ের পরম-প্রেম ও পরানুরক্তি একই হইল। লৌকিক অনুরাগ প্রতিদান ও আশাদ্বারা পরিপুষ্ট। ভক্তের পরানুরাগ আপনাতেই সন্তুষ্ট, তাহাতেই পরিতৃপ্ত, কেবল ভজনীয় ভগবানকে চায়। সাধারণ অনুরাগ জড়-জগৎ লইয়া। জড়ের কার্য্য উভয় সাপেক্ষ। পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। ভক্তি চিন্ময় ঈশ্বর লইয়া, এখানে আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণ নাই ; পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় নির্লেপ চিজ্জড়ের রহস্যময় মৌলিক-ভালবাসা পরম-প্রেমে পরিস্পষ্ট। লৌকিকপ্রেমে প্রেমিক চাঁদ চায়, চাঁদের মিষ্ট হাসিটুকুও চায়, মোহের গুণে চাঁদের কলঙ্কটুকু ভুলে গিয়ে, চাঁদকে সকল সংসার আঁধার ক'রে শয়নঘরে আস্‌তে বলে ; না এলে অসন্তুষ্টও হয়। মোট কথা, লৌকিক প্রেমিক কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে ভালবাসাটুকু পরীক্ষা করে ও তাহার প্রতীক্ষা করে। ভক্ত ভালবাসাও উপেক্ষা করে, তাহার অপেক্ষা রাখেনা। আর কিছুই চায়না, কেবল ভজনীয় ভগবান্‌কে চায়। তাহাও শুধু নিজে ভালবাসিবার জন্য, ভালবাসা পাইবার জন্য নয়। ভক্ত বলে,

"চাইনা অভয়,
চাই হে তোমায়,
চাইনা তোমার ভালবাসা।
আপন বিক'ই,
কেনা হয়ে র'ই,
ভালবাসিলেই পূরে আশা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে "ভগবদুদ্ধব-সম্বাদে" স্বয়ং জগন্নাথ কৃষ্ণ বলিতেছেন, "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং, ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবংবা, মষ্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাহন্যৎ।"

নাচায় ব্রহ্মত্ব ইন্দ্র-সিংহাসন,
পাতলে ভূতলে রাজত্বস্থাপন,
যোগফল—মুক্তি ভক্তমহাজন,
আমাতে অর্পিয়া নিজপ্রাণ-মন,
আমাবিনা আর কিছু না চায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধ্রুবোপাখ্যানের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। ভগবান্ বলেন—ধ্রুব, বর নেও। ধ্রুব বলিতেছে, "স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যং, কাচংবিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"। দেবের মুনীন্দ্র গণের দুষ্প্রাপ্য তোমাকে পাইয়াছি,

...ান প্রত্যাশায় তপস্যা করিয়া তো-...াকে পাইলাম, কাচ খুঁজিতে রত্ন মিলিল, ...কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাহিনা। এই ...সময়ে ধ্রুবের অন্তরে প্রকৃত ভক্তির স্রোত উদ্বেলিত হইয়াছে। কাজেই ভগবানকে চাহে। ভালবাসিয়া ভগবান বর দিতে চাহি-লেন, সে তাহা চাহে না। ভক্তির অনেক লক্ষণ আছে।

শাস্ত্রকারেরা ভক্তির বিকাশ নয় প্রকার দর্শন করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহারা "নবধা ভক্তি" বলিয়া থাকেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।" শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকার লক্ষণ ভক্তির ...াণ, তজ্জন্যই ইহাদিগকে ভক্তি বলে।

প্রথম লক্ষণ শ্রবণ ; এলক্ষণ লৌকিক প্রেমেও আছে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার কার্য্যকলাপ অথবা নাম যদি কেহ বলিতে থাকে, তবে আগ্রহের সহিত শুনিতে ইচ্ছাহয়, যেন শুনিলে প্রাণের উপর দিয়া ...কি সুখস্রোত বহিয়া যায়, যেন কত ...হারান-জিনিষ মনে জাগিয়া উঠে! ভক্ত ...তকথার মধ্যে ভগবানের নাম অথবা ...াহাত্ম্য শুনিলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। দ্বিতীয় কীর্ত্তন ; শুধু শুনিলে প্রাণ ...ানেনা, নিজের যেন কহিতে ইচ্ছাহয়। ...াধহয় যেন নিজে বলিয়া শুনিলে কতই ...ধুর লাগিবে। লৌকিক প্রেমেও এ লক্ষণ আছে, তবে একটু ভিন্নভাবে, অপরকে ...কহিয়া নির্জ্জনগৃহে একা একা এদিক্ ওদিক্ ...চাহিয়া ভয়ে ভয়ে আবেগভরে ভালবাসার লোকের নামটি উচ্চারণ করিতে পারিলে প্রেমিকের কত শান্তি! ভক্ত বলেন,—

"সুধাহ'তে সুমধুর নাম!
অতৃপ্ত রসনা, অপূর্ণ বাসনা,
করিতে চাহে যে পান!
সে কথাকহিতে, সে গান গাহিতে,
হৃদয়-তন্ত্রীতে উঠে যে তান!"

পাঠক মনে করিবেননা, আমি উভয়কে তুল্য বলিতে চাহি, এই জন্যই লৌকিক প্রেমর কথা তুলিয়াছি। জাগতিক সমস্ত প্রেমেই যে ভাগবত প্রেমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মলিন ছায়া-বিকাশ মাত্র, তাহাই বলিতে চাহি। পূর্ণচন্দ্রের সমল সলিলগত অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব জলের দোষের অংশী হইয়া অন্যরূপ হয়। নির্ম্মল মুখের মলিন দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় কলুষিত লৌকিক প্রেম ভগবানের বিমল প্রেমের প্রতিবিম্ব রূপ অবস্থাবিশেষ। পাত্র, ক্ষেত্র ও মাত্রার ন্যূনাধিক্য বশতঃই লৌকিক প্রেমের ভিন্ন ভাব। ভক্ত কহেন,—

"পুত্র-প্রেম, প্রীতি পত্নী-প্রতি,
ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুজনে রতি ;
আর যত ভাবের উচ্ছ্বাস,
সে প্রেমের এ সব বিকাশ।"

তৃতীয় স্মরণ। মনে চিন্তা করা। ধ্যানাত্মক প্রকাশ। একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে অন্তঃকরণে তদ্‌ভাবের আবির্ভাব হয়। তন্ময়তাই ইহার মূল মন্ত্র। কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুলের কাব্য-নাটকের প্রসিদ্ধ নায়ক-নায়িকারা স্মরণের অভিনয় করিয়াছেন ; তাহা লৌকিক ক্ষেত্রের স্মরণ, তাহার উদ্দেশ্য অন্য। ভক্তের স্মরণ পূর্ণা-

ন্দের নির্লিপ্ত প্রকাশের অহেতুক রহস্য। কৃষ্ণ-চিন্তায় ব্রজ-গোপিকারা কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। রাধা ও অপর সকল গোপিকা কৃষ্ণ সাজিয়া কৃষ্ণের অসুর-বধাদি লীলার অভিনয় করিয়াছিল। স্মরণের পরিণাম এতদূরও উপস্থিত হইতে পারে। চতুর্থ পাদসেবন। পরিচর্য্যা। প্রেমিক তাহার প্রেম-পাত্রের কতকি পরিচর্য্যা করে। ভক্ত ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তির পরিচর্য্যায় নিজের সমস্তই নিযোজিত করিয়াছে। তাহার পর অর্চ্চন। পূজা। লৌকিক প্রেমিকের পূজোপহার বাহ্যবস্তু ও কলুষিত আভ্যন্তরিক বস্তু। ভক্তের উপহার চিত্ত-কুসুম, ভক্তি-চন্দন, সন্তোষ-সলিল ইত্যাদি পবিত্র মানসোপচার ও পবিত্র বাহ্যবস্তু। মানস-পূজার শাস্ত্রোক্ত নিয়ম- এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বন্দন প্রণাম। এটী ভাবাবেশের পরিচয়। প্রবল জ্যোতির সম্মুখে অবনত হইয়া প্রকৃতির ভক্ত সর্ব্বময় ভগবানকে দেখিয়া প্রাণের আবেগে গলিয়া পড়েন, তখনই প্রণাম করেন। তারপর দাস্য। দাস্য সমস্ত কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করার নামান্তর। দাস্য অর্থাৎ দাসত্ব। যদি আমি মৎকৃত কার্য্যের ফল গ্রহণ করিলাম না, ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিলাম, তাহাহইলে আমি তাঁহার দাস বই আর কি? ভৃত্য কার্য্য করে, ফল চিরদিনই প্রভুর হস্তে। "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং।"

যাহা কর, যাহা খাও,
যাহা হোম কর, আর অপরে যা দেও;
হে কৌন্তেয়! যত তপ কর অনুদিন,
সব ফল দেও মোরে থেকে উদাসীন,"

এই মহাশিক্ষা—এই ভক্তির পরিস্ফুট লক্ষণ গীতায় দেখাযায়। আমাদের দেশে সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে মন্ত্রপাঠ সহকারে সমর্পণ করিবার নিয়ম অদ্যাপি আছে। এই ভাবের ভাবুক বলেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সখ্য দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। যাঁহাকে বিশ্বাস করাযায়, সে-ই প্রকৃত সখা। সখার কাছে প্রাণের কথা গোপন করা যায়না। নিজের দুর্নীতি (ভগবানকে সখা বলিয়া মনেকরিলে) তাঁহার কাছে লুকান যায়না। কাজেই সখিত্বের পরিণাম আত্মোন্নতি; শেষ লক্ষণ আত্ম-নিবেদন। (আত্মশব্দের শরীর ও মন এই দুই অর্থ লইয়া লিখিত হইতেছে।) দেহ ও মন সমর্পণ করা। দেহ সমর্পণে প্রেমিক বলেন,—

"এ দেহ তোমার বঁধু।
ওটীযে আমার"

আর পরম প্রেমিক বলেন,—

বিনিময় শিখিনাই হরি!
জানি শুধু এদেহ তোমারি।

এইরূপ সকল স্থানেই প্রেমিক প্রতিদান চান, ভক্ত চাননা, কাজেই তিনি পরম প্রেমিক। যে দ্রব্য অপরকে দান করা হইয়াছে, তাহার ভরণ-পোষণ জন্য বড় উৎকট বাসনা থাকেনা, যেমন তেমন করিয়া শরীর-যাত্রা চলিলেই হয়। এ ভাবটী ভক্তের শরীরে পরিস্ফুট। কেননা তিনি ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়াছেন। ভগবানের কার্য্যেই তাঁহার দেহ ব্যাপৃত হয়। মন সমর্পণে

সাধারণ প্রেমিক নেওয়া দেওয়া ব্যবসায় করেন। ভক্ত বলেন,—

"দয়াময়, নেওহে মিশায়ে প্রাণে প্রাণ,
বারি-বিন্দু আমি, জলনিধি তুমিই,
এখানে কোথায় তোমার স্থান।
চাইনা হৃদয়, সম্ভব (ও) ত নয়,
মিশেযাই, ব(হু)ক্ প্রেমতুফান।"

নয়টী লক্ষণের উদয় হইলে ভক্তের প্রাণে আনন্দ-স্রোত বহিতে থাকে। মুহুর্ম্মুহু ভগবানের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শনে ভক্ত আনন্দময় হইয়া যান।

শরীরে রোমাঞ্চ, আলুথালু প্রাণ,
নয়ন সলিলে ভাসে বয়ান,

ইহাই তখনকার প্রায়শঃ অবস্থা। ভাগবতে ভগবান বলিতেছেন, "কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা, বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।" আর বলিতেছেন, "বাগ্গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ, বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতেচ, মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।"

বাণীগদগদ প্রাণ গ'লে যায়,
কভু হাসে কভু কাঁদে উভরায়।
ত্যজি লাজ ভয়, উচ্চ রবে গায়,
কভু নাচে, ধরা পবিত্রিত তায়।।

ভক্তের স্পর্শে জগৎ পবিত্র, ভক্তিযোগে অন্তঃকরণ সরস, ভক্তিশূন্য প্রাণ শ্মশানের মত। ভক্তিতত্ত্ব দুরবগাহ। সাধনমার্গে সর্ব্বত্রই ভক্তি চাই। বুঝিবার দোষেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। ভগবান ভক্তির রহস্য বুঝাইয়া সম্প্রদায়পীড়া নিবারণ করুন, ইহাই তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

(কস্যচিৎ ভক্তিকামস্য।)

রাধাবিনোদিনী।

—:০:—

প্রকৃতি বিশ্বসংসারের প্রসূতি। আমরা জগতে যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি, বিশ্বমাতা প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে নানাবিধ লীলা-মূর্ত্তিতে বিরাজিত। কি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, কি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-সঙ্কুল বিশাল বারিধি, কি দুর্ব্বাদল-সমাকীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, কি স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, কি মরীচিকাময় মরুক্ষেত্র, কি শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ভূমি, কি ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন তামসী নিশা, কি রুচির চন্দ্রিকা-সহচরী, রজনী যাহাই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সমস্তই প্রকৃতির লীলা।

তত্ত্বপিপাসিত প্রাণে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতির দুইটী ভাব পরিস্ফুট—একটী ভৈরব, অপরটী মধুর। বিশ্বমাতাকে আমরা কখনও বলি, "কালী করালী ভৈরবী শ্যামা" এবং কখনও বলি "রাধাবিনোদিনী।"

এ জগতে চিরদিন কোনও ভাবই থাকে না। পরিবর্ত্তন এ বিশ্বের প্রাণ।

কাজেই কখনও আমরা শ্যামা ভালবাসি, কখনও রাধা চাই। যখন হৃদয়ে উগ্রতার আবির্ভাব হয়, হৃদয় রৌদ্ররসে পরিপূর্ণ হয়, তখন আমরা উগ্রতা ভালবাসি। করাল কাল মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ-ভীষণ মূর্ত্তিকেই তখন প্রাণ চায়। তখন তাঁহার গলদেশে বিশাল ভয়াল নরকপাল-মালা, বিকটবদনের ভয়াবহ অট্টহাস, করে নরমুণ্ড ও দর্পখর্ব্বকারী খর্পর ও কটিদেশে রক্তাক্ত ছিন্ননরহস্তরচিত কিঙ্কিণী আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করে। লোলজিহ্বা তখন প্রীতিকর হয়। দারুণ দন্তে রিপু-মস্তক চর্ব্বণ করায় দরদর রুধির-ধারায় সর্ব্বশরীর রঞ্জিত। লম্বিতকেশ। প্রচণ্ড প্রতপ্ত নিশ্বাস। জীবকুল শঙ্কাকুল। তর্জ্জন গর্জ্জনে প্রাণ-মন চমকিত। এদৃশ্যও তখন প্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করে। শবাসন। শব-শিবের পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। মস্তকে বিশাল বিষম বিষধরবেষ্টিত জটাজাল। নয়ন ঈষন্নিমীলিত। হস্তে ভীষণরব বিষাণ ও অম্বরবিদারী ডমরু এবং বিশ্বসংহারক ত্রিশূল। এদৃশ্য দেখিলেও তখন প্রাণে আনন্দ হয়। আভরণ রুদ্রাক্ষমালা। অঙ্গরাগ চিতা-ভস্ম। পানপাত্র নরকপাল! ইহা দেখিলেও তখন শান্তির আবির্ভাব হয়। যেস্থান জনসমাগমশূন্য, প্রবল পবন হুহুরবে বহিতেছে, চিতানল ধূধূ করিতেছে, অস্থিরাশি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, পূতিগন্ধে নাসারন্ধ্র বিদীর্ণ হয়, অঙ্গাররাশি অতীতের সাক্ষ্য দিতে চায়; এহেন শ্মশানে শ্যামাকে দেখিলে প্রীত হই। সঙ্গিনী ডাকিনী হাকিনী প্রেতিনীর মেলাও তখন ভাল লাগে, অমাবস্যার নিশীথসময়ে এ মূর্ত্তির পূজা করিলে প্রাণ সুখী হয়। দেবীর প্রধান প্রীতিকর কার্য্য ধ্বংসও তখন প্রিয় হয়।

আবার যখন মধুর রসের স্রোত হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন আমরা কনকচম্পকবরণী, সুচারুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী রাধাবিনোদিনীকে ইষ্টদেবতা বলিয়া আনন্দিত হই। পরিহিত নীলাম্বরী তখন নয়নরঞ্জন করে, কণ্ঠদেশের কনকমালা তখন ভাল বোধ হয়। চরণযুগলের মণিমঞ্জীর তখন শ্রবণে সুধা ঢালিয়া দেয়। বাহুবল্লীতে প্রসূনবলয় তখন চক্ষুঃপ্রীতিকর বোধ হয়। সঙ্গিনী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী হৃদয়ে সুখের উৎস ফুটাইয়া দেয়। মধুরা দেবীর দক্ষিণদেশে নবঘন শ্যাম তনু—মোহনমূর্ত্তি! তাঁহার ললাটে অলকাতিলকা, গলে গুঞ্জমালা, শরীরে অগুরু চন্দন, অধরে মধুর স্বনাবসম্ব শ্রীরাগ আলাপকারী প্রাণ-মনোহারী মুরলী, পরিধান পীতাম্বর, উচ্চ শিখি-পুচ্ছগুচ্ছের চারুচূড়া শিরোদেশ চুম্বন করিতে উদ্যত। দর্শনেই তখন প্রাণে হারান-সুখ জাগিয়া উঠে। প্রাণারাম যমুনাপুলিনে প্রাণ তখন পরিতৃপ্ত হয়। তমাল-ডালে কোকিলকুলের মন-মাতান কলকাকলি, প্রফুল্ল প্রসূনের মধুগন্ধে অন্ধ অলিকুলের আকুল বিচরণ ও একতানে গুণ গুণ রবে গান, মুকলিত চূতলতিকা, পুষ্পরাশি-বিরাজিত কেলীকদম্ব, কুসুম-পরিমলবাহী মন্দ মন্দ মলয়ানিলান্দোলিত লতিকাকুল-সমাকুল মঞ্জুতর কুঞ্জবন, এ সকলই তখন হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। পূর্ণচন্দ্রের পবিত্র চন্দ্রিকা

যেদিন ধরাতল ধৌত, চকোরের পিপাসা যে দিন পরিপূর্ণ, সেই জগন্মনোহর রাস-পূর্ণিমাতেই এই মধুর মূর্ত্তি পূজা করিলে শান্তি-রসে প্রাণ আপ্লুত হয়।

একদিকে ভীষণতার ভয়ানক দৃশ্য, অপর-দিকে মাধুর্য্যের ললিত মৃদুল প্রবাহ। এক-দিকে তরুণ অরুণের চারুকিরণে জগৎ পুলকিত ও আলোকিত, অপরদিকে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের খরতর করে কলেবরে স্বেদনীর গলিতে থাকে, পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত, শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভীত।

যখন হৃদয় মধুর রসে সিক্ত, তখন রৌদ্র মূর্ত্তির ভীষণতাদর্শনে কম্পিত-কলেবরে ভগ্নস্বরে বলিতে ইচ্ছা হয় "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।" আবার মধুর মূর্ত্তি দেখিলে প্রীতচিত্তে বলি, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

রৌদ্ররসের পূর্ণাবির্ভাব; বিষম ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত। প্রবল পবনের পৈশাচ ক্রীড়া, কখনও সম্মুখস্থ উচ্চশির তরুকে মহা বলে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। আঘাতে তরুকুল ধরাশায়ী। উৎপীড়নে জীবজন্তু নিরাশ্রয়—অনুপায়, "হায় হায়" করিতেছে। মেঘগণ গর্জ্জন পূর্ব্বক বিজয়-ডঙ্কার কার্য্য করিতেছে, মুষলধারে বারিবর্ষণ, করকা-নিকরের শব্দে শ্রবণ ব্যথিত, কুলী-শকশাণের তীব্রাগ্নিতে কত বৃক্ষ দগ্ধ হইতেছে, গুড়ুম্ গুড়ুম্ রবে প্রাণ আতঙ্কিত, মধ্যে মধ্যে বিজলীস্ফুরণ অট্টহাস্য, রৌদ্রী প্রকৃতির এই ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শন করিলেই তখন মনে হয়, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন লতাকুলে কেলী-পরবশ ধীর স্থির মলয় সমীর শরীরে লাগে, যখন বজ্রাগ্নি, চপলাচমক, শিলাপাত, কিছুই নাই, বারিবর্ষণও নাই, তরুকুল শান্তভাবে দণ্ডায়মান; যখন এই মধুরা প্রকৃতির লীলা দেখি, তখন হৃদয়-তন্ত্রীতে একটী ঝঙ্কার উঠে—"চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

বিশাল অতল বারিনিধি, ঝটিকারঙ্গে প্রমত্ত তরঙ্গভঙ্গে তীরদেশ গ্রাস করিবার জন্য বিকট বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর, সে গর্জ্জন শ্রবণ করিলে হৃৎকম্প হয়; ঝটিকা-তাড়িত পোত সকল কখনও কখনও বিলীন হইতেছে, কখনও আবার দেখা যাইতেছে; বিপন্ন কণ্ঠের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! দেখিতে দেখিতে চিরকালের জন্য পোত-খানির বিলয়। ভীষণ আবর্ত্ত। মধ্যে মধ্যে বাড়বাগ্নির ভয়ঙ্কর খেলা। এ করালী মূর্ত্তি দর্শন করিলে শঙ্কায় প্রাণ বলে, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

এদিকে কুঞ্জবনমধ্যস্থা পূতসলিলা কালিন্দীর নিস্তরঙ্গ বক্ষ। মলয়পবন-তাড়িত নয়ন-সুভগ-লহরীমালা প্রেমভরে তীরস্থ তমাল-তরুর চরণ ধোয়াইয়া দিতেছে! কুল কুল রবে একে অপরের কানে প্রাণের কথা কহিতেছে, সারি সারি তরি চলিতেছে, বাহক সবে মধুর রবে সারি গাইতেছে, কূলে মরালদল জলকেলি করিতেছে, জলে কমল কতই না শোভা করিয়াছে! মৃদু বাতাসে একে অপরের গায় গড়াইয়া পড়িতেছে, এ মধুর শান্ত-দৃশ্য দেখিলে প্রাণে তান উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

ভয়াবহ মরুস্থান! তরুরাজির দেখা নাই, বারিলাভের আশাও দুরাশা! অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত বালুকারাশি প্রবল বায়ুবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত! দৃষ্টি-শক্তি বিলোপ করিতে উদ্যত! ক্লান্ত পথিক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ—ছট্ ফট্—শীতল ছায়ার অভাবে হাহাকার করিতেছে, কি কঠোর ব্যাপার! পবন অঙ্গে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রী প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব! প্রাণ যায়! এ দৃশ্য সন্মুখীন হইলে সভয়ে বলি, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন, সুরম্য কুসম-কানন, কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটীর, সুরস ফল ভরে অবনত বৃক্ষ সমূহ, শ্যামল-দুর্ব্বাদল, মধুর যমুনা-জল, মৃদু মন্দ গন্ধবহ, স্নিগ্ধ যমুনাতট, অদূরে সুচ্ছায় প্রাচীন বট, এই প্রকৃতির মধুর মূর্ত্তি নয়ন-পথে পতিত হয়, হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। মন বলে, "চায় প্রাণ রাধা-বিনোদিনী।"

যোধবৃন্দ রণরঙ্গে প্রমত্ত। ভয়ঙ্কর শব্দে রণঢক্কা, দামামা, দুন্দুভি, ভেরী, তুরী বাজিতেছে। অসূয়া-হিংসা-দ্বেষ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত। কামানের ভীষণ শব্দ। তরবারির ঝন্‌ঝনা। "মার মার" বিকট চীৎকার। "উহুঃ উহুঃ" তীব্র হাহা-কার। শুণ্ডধরের শুণ্ড-সঞ্চালন। বাজি-রাজির গভীর গর্জ্জন। মুহুর্মুহুঃ বীরগণের দম্ভকড়মড়ি। সক্রোধ ভীম উচ্চ হাস। রুধির-স্রোতে মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত। ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ, ছিন্ন মস্তক রাশি রাশি পতিত, ফেরুদলের আনন্দ-ধ্বনি। শকুনি-গৃধিনার বিকট রব। সৈন্যগণের সাহঙ্কার হুহুঙ্কার। দিগ্‌বসনা রণচণ্ডী। কি ভীষণতা! এই ভীমা প্রকৃতির দিকে চাহিলেই প্রাণ কাঁপে। বলিতে হয় "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

এ দিকে গোপাল-দল গোচারণে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট; মূর্ত্তিমান শান্ত-মধুর-দাস্য ও সখ্য ভাব! দাম, সুদাম, বসুদাম, শ্রীদাম আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। গো-বৎসের হাম্বারব, নবতৃণপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর। বৃন্দাবনের ময়ূর-ময়ূরী—শুক-শারীর আনন্দ-নৃত্য। প্রেমের পূর্ণপ্রকাশ। স্নেহ, ভক্তি, সখিত্ব, সরল-তার পরাকাষ্ঠা। মুখের ফলটী মিষ্ট বলিয়া বোধ হইলে অপরকে দেওয়া। কত ভালবাসা। বংশী-রব, বালক্রীড়া, কত মধুর। এ দৃশ্য চখে পড়িলে প্রাণ আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যায়। প্রেমের তুফান বহিতে থাকে। বলিতে হয় "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

প্রবলভূমিকম্প। প্রাচীন মন্দিরের অভ্র-ভেদী চূড়া ভূপতিত। সুরম্য প্রাসাদ ধরা-শায়ী। ভবন শ্মশানে পরিণত। সাগরের জল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াও উচ্ছলিত; ধরণী সঘনে কাঁপিতেছে। উন্নত স্তম্ভ, বিশাল বৃক্ষ ও গ্রাম-নগর ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার কত প্রোথিত পর্ব্বত গাত্রোত্থান করিতেছে। নদীর জল গড়াইয়া গ্রামের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়াছে। দাঁড়াইলে পড়িয়া যাই। কোলাহল ও ক্রন্দনে আকাশ শব্দায়মান। কেহ পতিত, কেহ পীড়িত, কাহারও হস্ত-পদ ভগ্ন, কাহারও প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়াছে। ঐ উলঙ্গিনী করালী

প্রকৃতি দর্শন করিলে সভয়ে বলি, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন দেখি, চরাচর স্থির। অট্টালিকা যেন আনন্দে দণ্ডায়মান। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। ভূমিতল যেমন তেমনি শান্তিময়। নদী আপন মনে বহিতেছে। কুসুমবন প্রাণ-রঞ্জন ভাবে সজ্জিত। চতুর্দ্দিকে শান্তির বিজয়-পতাকা উড়িতেছে। দর্শন মাত্রেই মনে উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

একদিকে করাল দুর্ভিক্ষের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি, অন্নাভাব, জলাভাব, ঘরে ঘরে হাহাকার! বেদনা—যাতনা—লাঞ্ছনা। নয়ন-জল, মর্ম্মপীড়া, দীর্ঘ নিশ্বাস! শরীর অস্থি-সার! চক্ষুঃ কোটরগত। বদন বিবর্ণ! কণ্ঠ শুষ্ক। হৃদয়বিদারক দৃশ্য! অভাবের পর অভাব! বিসূচিকা! প্রবল পিপাসা! হিমাঙ্গ! কণ্ঠরোধ! দৃষ্টিহীনতা ছটফটি, শিরোলুণ্ঠন। জ্বর-জ্বালা, প্রলাপ-বাক্য, তন্দ্রা, কাতরোক্তি! গৃহ জনশূন্য অরণ্য প্রায়! শৃগাল-কুকুরের রাজত্ব। পূতিগন্ধ! শবের উপর শব! এই প্রকৃতির নৃমুণ্ডমালিনীরূপ চিন্তা করিলে প্রাণ আকুল হয়। অমনি হৃদয়ে জাগে, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

অন্যদিকে সুবৃষ্টি, দেশ শস্য-সম্পন্ন। প্রতিগৃহে আনন্দ-গীতি, শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা! হাসির লহরী! আমোদ—আশ্বাস—স্বাস্থ্য—উৎসাহ, কার্য্যসম্পাদন। সর্ব্বত্র উৎসব। আনন্দ-বাদ্য! দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, তোরণে তোরণে শুভ্র কদলীস্তম্ভ। বিষাদের দেখা নাই, বিবাদের পরিচয় নাই। কি মধুরতা! মনে ভাবিলেও প্রীত হই, আর অন্তরে উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

নিদাঘের নির্দ্দয় তাড়ন, স্নেহ-শূন্য ধরা-বক্ষ শত খণ্ডে বিভক্ত, নদী-গর্ভে সলিল নাই, কেবল বালুকা-রাশি! পবন অতিশয় উত্তপ্ত! গ্রীষ্মের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবারি—তরঙ্গ বহিতেছে, ভানুদেব প্রচণ্ড কিরণ অকাতরে বর্ষণ করিতেছেন। বন উপবন দগ্ধ প্রায়! পত্র-ছায়া নাই! আকাশে মেঘের দেখা নাই, নদীর জল উত্তপ্ত প্রায়। প্রাণ ব্যাকুল! রৌদ্রী প্রকৃতির এ মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভয়ে বলি "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

বসন্তবায়ু। উদ্যানে কুসুম-সুষমা, প্রাণ-মন হরণ করিতেছে। দিবাবসানের রমণীয়তায় মুগ্ধ হইতে হয়। কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন। বাহ্যদৃশ্য লাবণ্য-পরিপূর্ণ। সকলই যেন মধুর। এ মধুরা প্রকৃতির মাধুর্য্য প্রাণে উদিত হইলে মন মুগ্ধ হয়, বলিতে থাকে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী"।

যোগাচল, ভৈরবতার বাসস্থান! জীবজন্তুর দর্শন নাই। নীরবতার রাজ্য। পদ্মাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য অভিনয়। যোগী ঊর্দ্ধবাহু। পত্রাহার, অনাহার, বায়ুভক্ষণ, জীর্ণশরীর, নিমীলিত নেত্র, ঊর্দ্ধপদে, অধোমুখে। গ্রীষ্মে ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড চতুর্দ্দিকে, মধ্যে অবস্থান। শীতে জলমজ্জন। বর্ষায় অনাবৃত স্থানে অবস্থান। স্বহস্তে মস্তকের কেশোৎপাটন। প্রবল

বায়ুতে অনাবৃত শরীরে অবস্থিতি। অস্ত্রদ্বারা নিজমস্তক ছেদন পূর্ব্বক স্বহস্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! করে ও গলে রুদ্রাক্ষমালা। ভালে ত্রিপুণ্ড্র! সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম—উলঙ্গ। এ কঠোর সাধকের রৌদ্রী প্রকৃতিকে দেখিলে মন বলে,—"ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

অন্যদিকে সংকীর্ত্তনের অঙ্গন। আনন্দ-কোলাহল। মধুর মৃদঙ্গ, সঙ্গে মৃদুল করতাল, রামশিঙ্গা। প্রেমভরে ধূলায় গড়াগড়ি। নয়নে প্রেমবারি। আবেগ-আবেশ ভরে মুখে হরি হরি! প্রেমে নাচা, প্রেমে কাঁদা, প্রেমে প্রাণ-বাঁধা! কি মধুর! কি শান্তি! কি ললিত! দর্শনমাত্রেই প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশের গভীর রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হয়, উহার উপরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে,—"চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

(বিশ্ব-মাতা—চরণাশ্রিতস্য
কস্যচিৎ—।)

স্তোত্র।

——:•:——

অনন্ত অজ্ঞেয় অনাদি কারণ,
সৃজন করিছ, করিছ পালন;
নাশিছ সময়ে, হে বিশ্বপাবন!
সকলি তোমার নিয়মবশে।

নিয়মে তোমার রবি-শশধর—
গ্রহ আদি করি ফিরে নিরন্তর;
নক্ষত্র নিকর রচনা তোমার,
তোমারি মহিমা গগনে ভাসে।

অণু হতে তুমি হও ক্ষুদ্রতর,
আকাশ জিনিয়া তব কলেবর;—
তুমি হে স্বয়ম্ভু জনক সবার,
তোমাতে আবার সকলি লয়।

পুত্ররূপেতে স্নেহ করিছ গ্রহণ,
পত্নীরূপে প্রেম কর বিতরণ,
সর্ব্বভূতে তুমি আছ সর্ব্বক্ষণ;
তথাপিও তোমা দেখা না যায়।

তুমিই পুরুষ—তুমিই প্রকৃতি,
সত্য শান্ত তুমি—তুমিই নিয়তি,
সদানন্দময় চিন্ময় মূরতি,
নিদান তোমার কেহ না পায়।

তুমি নিরাকার, তুমিই সাকার,
তুমিই আলোক, তুমিই আঁধার,—
তুমি গুপ্ত, তুমি বিদিত সবার,
ডুবিয়া অবনী তব মায়ায়।

অনন্ত আকাশ মস্তক তোমার,
দুই চক্ষু তব শশী-দিবাকর,
তুমিই করেছ তব কলেবর;—
নিশ্বাস পবন নিয়ত বয়।

কটীতে সাগর পরিধান বাস,
তুমিই প্রকাশ তুমিই বিনাশ,
না জানি তোমার কিবা অভিলাষ,
কি উদ্দেশ্য তব কে জানে তায়!

জগত জনমে বাসনার বলে;
বাঁধিয়াছ সবে মরি কি কৌশলে!

কে চিনে তোমায় এ জগতীতলে?
লক্ষ্যহীন সবে কোথায় ধায়?
কোথা বা ছিলাম, কোথাবা এলাম!
ওহে দয়াময়! কেন আসিলাম?
ভাসিতে ভাসিতে কোথা চলিলাম!
না জানিহে প্রভু কিসের তরে?

দেও পদাশ্রয় সর্ব্বশক্তিময়,
স্বরূপ তোমার বুঝাও আমায়,
তত্ত্বমসি বাক্য বেদের নির্ণয়——
সেই তুমি আমি এক শরীরে!

তবে কেন মন! আছরে ঘুমায়ে?
আত্মজ্ঞান লভি উঠরে জাগিয়ে।
বিবেকের কথা শুন স্থির হয়ে,
অচিরে সুফল ফলিবে তোর।

অজ্ঞান-আঁধার রহিবে না আর,
যাবে ভ্রান্তি—শান্তি আসিবে আবার,
সর্ব্বভূতে আমি—সকলি আমার,
আমার জীবন তাঁহাতে ভোর।

মোহান্ধ মানব, জাগরে জাগরে——
কর্ম্মক্ষেত্র এই, এসেছ সংসারে,
থেকনা ঘুমায়ে জাগিয়ে উঠরে
জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও হৃদয় মাঝে।

দেহ-রাজ্য তব ক'রে অধিকার,
রিপুগণ সদা করিছে বিহার,
কেমনে সহিছ হেন অত্যাচার,
পোড়াও সে সবে জ্ঞানাগ্নি তেজে।

হে বিভো! দুর্ব্বল সন্তানে তোমার
করুণ নয়নে চাও একবার,
দেও-শক্তি—শিক্ষা আত্মদান আর,
নিবেদি হে ঈশ! তব চরণে।

ডুবিয়া রয়েছে, উঠিবে কি আর
অকৃতজ্ঞ মূঢ় তনয় তোমার?
পতিত আমরা তরিব কি আর
পতিতপাবন নামের গুণে?

ব্রহ্মচারি আশ্রম। } শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী।



আপস্তম্বীয়-গৃহসূত্র।

(প্রথম খণ্ড)

বৈদিক কালের আর্য্যগণের আচার ব্যবহারাদির পরিচয় পাইতে হইলে গৃহসূত্র অধ্যয়ন করা অতীব আবশ্যক। প্রাচীন ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশে ঐ সমস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়েও অনুশীলন উঠিয়া গিয়াছে। দুষ্প্রাপ্য দুই এক খানি গৃহসূত্র উহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কয়জনের অবকাশ আছে? পুরাকালের আচার ব্যবহার সময়ের স্রোতে পতিত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কোনওটী বা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, গৃহসূত্র পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়। গোভিল, আশ্বলায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতির গৃহসূত্র গুলির মধ্যে আপস্তম্বের গৃহসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমরা

আপস্তম্ব-প্রণীত গৃহ্যসূত্রখানির আলোচনা করিব। আপস্তম্বের প্রথম সূত্র।—

অথ কর্ম্মাণ্যাচারাদ্যানি গৃহ্যন্তে। ১

ইহার বৃত্তিকার-সম্মত অর্থ এই যে, অতঃপর বিবাহাদি যে সকল কর্ম্ম আচার-পরম্পরায় হওয়া যায়, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম বিষয়ক অগ্নির প্রত্যক্ষশ্রোত বিধান প্রায়ই দেখা যায় না, সেই সকল কর্ম্মের বিষয় বলিতেছি। এ সূত্রটী প্রতিজ্ঞাবোধক। এই সূত্রে "গৃহ্যন্তে" এই পদের দ্বারা গ্রন্থের নাম "গৃহ্যসূত্র" এ কথাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, "গৃহ্যসূত্র" কাহাকে বলে। বেদের ছয়টী অঙ্গ আছে, যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। ইহার মধ্যে কল্প, নামক অঙ্গ গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র নামে অভিহিত হয়। কল্প অর্থাৎ মহর্ষিগণের রচিত বেদাঙ্গ শ্রৌত ও গৃহ্যগ্রন্থ সূত্রকারের গ্রথিত, এজন্য উহাদের নাম শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। শ্রৌতসূত্রভাগে শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত শ্রৌতাগ্নি-সাধ্য অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। শ্রৌত অগ্নির বিষয় বেদের ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রভাগে আচারপ্রাপ্ত স্মার্ত্তাগ্নিসাধ্য বিবাহাদিকর্ম্ম বলা হইয়াছে। গৃহ্য অথবা স্মার্ত্ত অগ্নির বিষয় বেদে থাকিলেও, স্পষ্টরূপে শ্রৌত অগ্নির ন্যায় তাহার ব্যবহার প্রণালী প্রদর্শিত হইতে পারে নাই। এই "গৃহ্য" অথবা স্মার্ত্ত অগ্নিও তদ্বিহিত কর্ম্মাদির প্রকাশক বলিয়া সূত্রগ্রন্থ ও "গৃহ্যসূত্র" নাম প্রাপ্ত হয়। গৃহ্য শব্দের অর্থ দুই প্রকার, (গৃহায় হিতং ইত্যর্থে) অগ্নি এবং ভার্য্যা। "গৃহ্য অগ্নি"-সাধ্য কর্ম্ম, গৃহ্য কর্ম্ম, তৎ-প্রতিপাদক সূত্রগ্রন্থ গৃহ্যসূত্র। আবার ভার্য্যার্থ অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদনের জন্য বিবাহ কর্ম্মাদি গৃহ্যকর্ম্ম, তৎপরিজ্ঞাপক শাস্ত্রও গৃহ্যসূত্র। প্রতিজ্ঞায় গোভিল বলেন,—গৃহ্যকর্ম্মাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তাঁহার মতে বিবাহাদি গৃহ্যকর্ম্ম। পত্নী-পুত্র-কন্যাদির নাম গৃহ্য। তৎসংস্কারার্থকৃত সমস্ত জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারকর্ম্ম গৃহ্য। তদ্বোধিক সূত্র তাঁহার মতে "গৃহ্যাসূত্র" অথবা "গৃহ্যসূত্র" নাম ধারণ করিবে, ইহা বিবেচ্য। "গৃহ্য-সংগ্রহ" গ্রন্থে তাঁহার মত-পোষক বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—"পত্ন্যঃ পুত্রাশ্চ কন্যাশ্চ জনিষ্যাশ্চাপরে সুতাঃ। গৃহ্যা ইত সমাখ্যাতা যজমানস্য দয়কাঃ। তেষাং সংস্কারযোগেন শান্তিকর্ম্মক্রিয়াসুচ। আচার্য্য-বিহিতং কল্পস্তস্মাদ্‌গৃহ্যা ইতি স্থিতিঃ।"

গৃহ্যাসংগ্রহঃ ১। ৩৫। ৩৬।

আশ্বালায়নীয় গৃহ্যসূত্রের প্রথম সূত্র "উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যানি বক্ষ্যামঃ।" এখানেও কর্ম্মের নাম গৃহ্য দেখা যায়। গর্গনারায়ণের বৃত্তিতে দেখা যায় "গৃহ-নিমিত্তোঽগ্নির্গৃহ্যঃ।" অর্থাৎ বিবাহ উৎপন্ন অগ্নি গৃহ্য। তাহাতে কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্যই গৃহ্যকর্ম্ম। তিনি বলেন, গৃহশব্দের অর্থ ভার্য্যা ও শালা। যাহা হউক, প্রত্যেক মতেই আচার পরিজ্ঞাত বিবাহ কর্ম্ম গৃহ্য কর্ম্ম, তৎশাস্ত্র "গৃহ্যসূত্র" ইহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রতিজ্ঞাবসানে, আপস্তম্ব যে সকল র্ম্ম বলিবেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে কতক-গুলি সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সাধারণতঃ কিরূপ সময়ে কি নিয়ম করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলিলেন,—

উদগয়ন পূর্ব্বপক্ষাহঃ পুণ্যাহেষু কার্য্যাণি। ২।

অর্থাৎ উদগয়ন (উত্তরায়ণ) পূর্ব্বপক্ষহ (শুক্লপক্ষদিন) পুণ্যাহ, এই সকল সময়ে কার্য্য সকল করিতে হইবে। এই নিয়ম যেখানে বিশেষরূপে কিছু বলা হইয়াছে, সেখানকার জন্য নহে, বুঝিতে হইবে। উত্তরায়ণে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা প্রায়শঃ দেব বিষয়েই অধিক দেখাযায়। শাস্ত্রের ঘোষণা—উত্তরায়ণে দেবগণ জাগ্রত ও দক্ষিণায়নে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। তজ্জন্যই শ্রীরাম চন্দ্রের অকালে বোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল। মহাত্মা ভীষ্মদেব দক্ষিণায়নে জীবন ত্যাগ করিতেও স্বীকার করেন নাই। উত্তরায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। পূর্ব্বপক্ষ বলিলে শুক্লপক্ষ বুঝিবার কারণ এই যে, গণনায় শুক্লপক্ষই প্রথম ধৃত হয়। শুক্লপ্রতিপদ হইতে আমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস গণনার নিয়ম। শুক্লপক্ষীয় দিবসে কার্য্যানুষ্ঠান সুবিধা জনক। পুণ্যাহ শব্দের অর্থ বৃত্তিকার বলেন' জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সকল পুণ্যাহ বলিয়া বিখ্যাত, তাহাই। কেহ বলেন দিন—অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়কে সমান নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, এই পাঁচ ভাগকে পুণ্যাহ বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনও ভাগ বার বেলা ইত্যাদি হইলে পরিত্যাজ্য। এই পাঁচ ভাগের পাঁচটী নাম আছে। প্রাতস্তন, সংগব, মধ্যন্দিন, অপরাহ্ন, সায়ং। কাহার-মতে কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে বিশাখানক্ষত্র পর্য্যন্ত যত গুলি নক্ষত্র, ঐ গুলির নাম পুণ্যাহ দেবনক্ষত্র। ঐ সকল নক্ষত্র যে যে দিনে থাকিবে, সেই সকল দিনের বিধান বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও নব্যব্যাখ্যাকারের মতে যে দিনে মেঘ, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাতাদি উপসর্গ নাই, সেই দিনই পুণ্যাহ। এই কয়টী দিনেই করিতে হইবে। উওরায়ণ প্রভৃতি সকল গুলি অর্থাৎ উত্তরায়ণ পূর্ব্বপক্ষ-দিন ও পুণ্যাহের একত্র সমুচ্চয় হইলেই কর্ম্মযোগ্য সময় হইল। কোনও একটী হইল, অপরটী হইল না, এরূপভাবে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়। বৃত্তিকার বলেন—উদগয়নাদীনং সমুচ্চয়োন বিকল্প।

তৃতীয় সূত্রে কর্ম্মকর্ত্তার, যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম বলা হইতেছে।

যজ্ঞোপবীতিনা। ।৩।

যজ্ঞোপবীতী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে গোভিল বলেন,—"যজ্ঞোপবীতং কুরুতে বস্ত্রং বাহপি বা কুশরজ্জুংএব। সূত্র-বস্ত্র অথব কুশরজ্জু যজ্ঞোপবীত হইবে। যথন যেরূপ সুলভ, তদনুসারেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যত্র "অজিন নির্ম্মিত" যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের প্রমাণও পাওয়া যাইতে পারে।

যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম আছে। দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় সব্যেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং যজ্ঞোপবীতী ভবতি।" অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, মস্তক অবনত করিয়া বামস্কন্ধের উপর যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে। দক্ষিণ কক্ষের অধোভাগে লম্বমান রাখিবে; এইরূপ করিলে তাহাকে যজ্ঞোপবীতী বলে। আমরা সর্ব্বদা এই নিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকি; এ নিয়মটী দৈবকার্য্য বুঝিতে হইবে। কেননা পৈত্র্য কর্ম্মে বিশেষ বিধান আছে। এখানে যজ্ঞোপবীতের নবগুণাদির বিষয় ও পরিমাণাদি বলা হইল না। সময়ান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইতেছে;—

প্রদক্ষিণং।৪।

অর্থাৎ প্রদক্ষিণভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। বৃত্তিকার মহোদয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা করাকেই "প্রদক্ষিণ" বলেন। (দক্ষিণং পাণিং প্রতি গতং ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) দক্ষিণ অঙ্গের প্রাধান্য বলাই এখানে তাৎপর্য্য। দক্ষিণ হস্ত কার্য্যসম্পাদক, বামহস্ত তাহার সহকারী মাত্র, এই নিয়ম প্রায় দৈব পৈত্র্য সাধারণ হইলেও দৈব কার্য্যে দক্ষিণ জানু পাতিবার ব্যবস্থা দেখাযায়। পৈত্র্যে তাহার বিপরীত। ব্যবহারই এখানে প্রবল প্রমাণ, কেননা ইহা আচারপ্রধান শাস্ত্র। দৈবকার্য্যের এই নিয়ম শ্রৌতসূত্রে বলা হইয়াছে। তথাপি জাতকর্ম্মাদি মনুষ্যকর্ম্মেও ইহার ব্যবহার আছে জানাইবার জন্য এখানে আবার বলা হইতেছে

অতঃপর কোন্‌দিকে সম্মুখ রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে; যথা;——

পুরস্তাদুদগ্বোপক্রমঃ। ৫।

পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া কার্য্যের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ করিতে হইবে। কোনও কোনও কার্য্যে অন্য প্রকার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং এনিয়ম সাধারণতঃ। কদাচিৎ সন্দিগ্ধরূপেও ইহার ব্যভিচার করাহয়।

কার্য্য সমাপ্তি সময়ে ঐ নিয়ম অতিক্রম করা যাইবে কিনা, তাহা লিখিত হইতেছে।

তথাপবর্গঃ। ৬।

অপবর্গ অর্থাৎ সমাপ্তি সময়েও পূর্ব্বাভিমুখ অথবা উত্তরাভিমুখ হইয়া করিতে হইবে। পুরাকালের এই সমস্ত নিয়ম অদ্যাপি জনসমাজে আদৃত রহিয়াছে। ভাগ্যদোষে আমরা ইহার প্রচলনের সময় পর্য্যন্তও অবগত নহি।

সাধারণ নিয়মানুসারে পৈত্র্য কার্য্য হইবে কিনা, এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলা হইতেছে।

অপরপক্ষেপিত্র্যানি। ৭।

যে সকল কর্ম্ম পিতৃপুরুষগণকে উদ্দেশ করিয়া করা হয়, তাহাকে পৈত্র্য কর্ম্ম কহে। জীবিত পিতাদির প্রতি এরূপ ব্যবহার নহে। পরলোকগত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি যাহা করা হয়, তাহাই এখানে লক্ষ্য। ঐ সমস্ত কর্ম্ম কৃষ্ণপক্ষে করা উচিত। কৃষ্ণপক্ষে

একাদশী অথবা অমাবস্যাই শ্রাদ্ধাদির কাল। "অপরপক্ষ" নামক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণপক্ষে আমাদের দেশে তিলতর্পণ করা হইয়া থাকে। এইসকল কার্য্য কৃষ্ণপক্ষেই বিহিত ও অনুষ্ঠিত। অতএব এ প্রচলিত নিয়মটীর বিষয়ে বেশী বলিবার প্রয়োজন দেখিনা।

পৈত্র্যকার্য্য যজ্ঞোপবীতী হইয়া অথবা অন্যথা করিবার বিধান আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা————

প্রাচীনাবীতিনা। ৮।

পিতৃকাকার্য্যের সময়ে প্রাচীনাবীতী হইতে হইবে। গোভিলও বলিয়াছেন, "পিতৃযজ্ঞেস্বের প্রাচীনাবীতী ভবতি।" প্রাচীনাবীতী হও। কাহাকে বলে, এ কথায় আপস্তম্ব আপাততঃ কিছু বলেন নাই। গোভিল বলেন, "সব্যবাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় দক্ষিণেঽংসে প্রতিষ্ঠাপিয়তি" সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।„ বাম হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া মস্তক অবনত করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে, দক্ষিণ কক্ষদেশে লম্বায়মান করিয়া দিবে, এই প্রকারে যজ্ঞোপবীতধারণ করিলে, তাহাকে "প্রাচীনাবীতী" বলে। শ্রাদ্ধাদিতে এই নিয়ম এখনও রক্ষিত হয়। মালাকারে উত্তরীয় ধারণের নাম নিবীত। যিনি ঐরূপ করেন, তিনি নিবীতী। অনেকে বলেন, দৈবকার্য্যে যজ্ঞোপবীতী ও পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইবার ব্যবস্থা থাকিলে তাৎপর্য্যতঃ বুঝা যায়, সাধারণ সময়ে নিবীতী থাকাই উচিত। ব্যবহার এ কথায় অনুমোদন করে না। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ের বিশদ আন্দোলন করিব। কোন প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত বলেন, গোভিলোক্ত সূত্রে অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী বিজ্ঞাপক সূত্রদ্বয়ে "দক্ষিণংকক্ষমন্ববলম্বং" ও "সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং" এক দুইটী বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, কক্ষ পর্য্যন্ত হইলেই সামবেদীয় কৌথুমশাখার ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীতের উপযুক্ত পরিমাণ হইল। সর্ব্বদা যেরূপ দীর্ঘ প্রমাণ সামবেদীয়েরা ব্যবহার করেন, তাহা প্রাচীন নিয়ম নহে। আমরা দেখিতে পাই, ঐ সূত্রে যজ্ঞোপবীত-পরিমাণের কথা বলা হয় নাই, কেবল যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী হইবার প্রকারই বলা হইয়াছে। সামবেদীয়গণের ঐরূপ হ্রস্ব প্রমাণ স্বীকার করিলে ব্যবহার ও অনেক ঋষিবাক্য ভুল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা সময়ে ইহার আলোচনা করিব।

নবম সূত্রে বলা যাইতেছে—

প্রসব্যং। ৯।

সব্য অর্থাৎ বামাঙ্গের এখানে প্রাধান্য পিতৃকর্ম্মে প্রয়শঃই পাতিত বামজানুর ব্যবস্থা ও ব্যবহার। প্রদক্ষিণ ও প্রসব্য এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, নিজের বক্ষঃস্থলের সমসূত্রপাতে সম্মুখে যে স্থান, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের স্থানের নাম প্রদক্ষিণ ও বামের স্থানের নাম প্রসব্য। দৈবকার্য্যে প্রদক্ষিণ স্থানের অধিক উপযোগিতা। পৈত্র্যে প্রসব্যের অধিক ব্যবহার। সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। সুধীগণের উপর উৎকর্ষ বিচারের ভার অর্পণ করিয়া অদ্য আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। অবসরে এবিষয় আলোচ্য।

পিতৃকার্য্যের অপর বিশেষ নিয়ম বলা হইয়েছে।

দক্ষিণতোঽপবর্গঃ। ১। ১০।

পিতৃ কার্য্যের পরিসমাপ্তি দক্ষিণাভিমুখে হইবে। আরম্ভ সর্ব্বত্র সমান নয়, এজন্য বিশেষ বলা হইল না। যথাযথ তত্তৎ প্রকরণে কথিত নিয়মে করিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত যে সকল কাল বিধান উক্ত হইল, উহা নৈমিত্তিক কর্ম্মে নহে, ইহা বর্ত্তমান সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে।

নিমিত্তাবেক্ষানি নৈমিত্তিকানি।১১।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা কোন একটী নিমিত্তকে উদ্দেশ করিয়াই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা নিমিত্তকেই অপেক্ষা করে, উদগয়নাদি পূর্ব্বোক্ত কালের অপেক্ষা করে না। পুত্রের জাতকর্ম্ম পুত্র জন্মিলেই করিতে হইবে, নচেৎ নহে। পুত্র যদি অশুদ্ধ কালে কৃষ্ণপক্ষে দুর্দ্দিনে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে জাত কর্ম্ম শুক্লপক্ষের অপেক্ষায় বন্ধ থাকিবে না। নিমিত্ত সংঘটিত হইলে, তদনন্তরই নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হয়। দীর্ঘকাল পরে নয়। অগারস্থূণা-বিরোহণ নৈমিত্তিক কর্ম্ম বৃত্তিকার বলেন। গৃহ প্রবেশকে কেহ নৈমিত্তিক বলেন, কেহ বলেন না। আতিথ্য কর্ম্ম পাকনিষ্পন্ন হইলে করিতে হয়, সুতরাং উহা নৈমিত্তিক। সীমন্তোন্নয়নাদি নৈমিত্তিক, ইহা বৃত্তিকার মহোদয়ের মত। আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য সমস্ত গৃহকর্ম্ম যথা নিয়মে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাবিত্রি তত্ত্ব— শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মুল্য কাপেড় বাঁধাই ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র, কাগজে বাঁধাই এক টাকা মাত্র। কলিকাতা ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গসাহিত্য জগতের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। মাতৃভাষা তাঁহার নিকট অনেক প্রকারে ঋণী, সাবিত্রিতত্ত্ব লিখিয়া তিনি মাতৃ-ভাষাকে একটি নুতন ঋণে আবদ্ধ করিলেন। গ্রন্থ খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। এক কথায় গ্রন্থ খানির সমালোচনা করিলে এই বলা যাইতে পারে, যে গ্রন্থ খানি চন্দ্রনাথ বাবুর লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু যে কেবল সুলেখক তাহা নহে, তিনি ধার্ম্মিক বিনয়ী ও স্বদেশ-বৎসল। তাহার গ্রন্থে ও তাহার স্বদেশ প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-সমাজে সাবিত্রীর পবিত্র-চরিত্র চিরদিনই নারী জাতির আদর্শ রূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নানাবিধ সমাজ বিপ্লব হেতু এই আদর্শটীর স্থানচ্যুতি হওয়ার আশঙ্কা নাই এমতও নহে, এই জন্যই সাবিত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মুলতত্ত্বগুলি হিন্দু-সমাজকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যে চন্দ্রনাথ বাবু এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যেরা পতি-পত্নীর যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্ব স্ব গ্রন্থে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাহা অদ্যাপি অনেকটা কেবল কথায় নহে, কার্য্যেও আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই সম্বন্ধ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পতি-পত্নি সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অন্য জাতীয়। পতি হিন্দু-রমণীর নিকট দেবতার ন্যায় পুজ্য, অথচ তাঁহার অন্তরের অন্তরাত্মা, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ আর কেহ নাই। পতি উচ্চাসনে সমাসীন হইলেও তাহার নিকট পত্নীর গোপনীয় কিছুই নাই। ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত হইয়া যে অপূর্ব্ব একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই

হিন্দু-রমণীর পতি-ভক্তি অথবা পতি-প্রেম। এই ভাবটী হিন্দু জাতির নিজস্ব। অপর কোনও জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। চন্দ্রনাথ বাবু এই ভাব তাঁহার গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। পতিই হিন্দু-রমণীর সর্ব্বস্ব। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, সকলই পতি; পতি ভিন্ন নারীর অন্য গতি নাই। এই ভাবটী হিন্দু-জাতির মজ্জায় মজ্জায় বিশেষরূপে জড়িত, এবং ইহাই আমাদের মতে হিন্দু জাতিকে ধ্বংসের করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অনেকে মনেকরেন, হিন্দু-শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষের প্রতি আদৌ কোনও নিয়ম সংস্থাপন করেন না। পুরুষের যথেচ্ছাচারটা যেন সমাজের পক্ষে সহনীয়। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হ'যন যে, যে মনু লিখিয়াছেন "নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞঃ ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং, পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে", সেই মনুই লিখিয়াছেন।

যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ,
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ,
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং।

পত্নী সহধর্ম্মিণী, পত্নী পতির গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মনু বলেন,

যাদৃগ্ গুনেন ভর্ত্রা স্ত্রীসংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।

পত্নী অপকৃষ্টা হইলেও পতির গুণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। মনু বলেন,

অক্ষমালা বশিষ্টেন সংযুক্তা হধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম।

সুতরাং এতৎসমুদয় দ্বারাই স্পষ্ট পরিস্ফুট হইতেছে যে, পতি যদি স্বীয় জীবনকে উচ্চাদর্শ দ্বারা পরিচালিত না করেন, তাহাহইলে পত্নীও উচ্চাদর্শ ভ্রষ্টা হইবেন।

সাবিত্রী চরিত বড়ই মনোহর। এই আদর্শ-চরিত্র স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য গুলি অতি সংক্ষেপে অথচ যথেষ্ট কার্য্য কারিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সাবিত্রী রাজার কন্যা, বিপুল ঐশ্বর্য্য মধ্যে লালিত পালিত, কিন্তু বিধি-নিবন্ধন রাজ্য-ভ্রষ্ট অন্ধ দ্যুমৎ সেনের পুত্র সত্যবানের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য পবিত্র পরিণয় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এই বিবাহ তাঁহার স্বাভিমত, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে যে তিনি দরিদ্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন তাহা নহে। ধন বানের কন্যা হইয়াও তিনি দরিদ্র পতির গৃহে গিয়া ধন বা বিলাস অভাবে কখনও ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় তিনি প্রফুল্ল চিত্তে পতি শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিতেন দরিদ্র গৃহোচিত দ্রব্যাদিতেও সন্তুষ্ট থাকিতেন। পিতৃ-গৃহের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভ্রমেও স্মরণ করিতেন না। পতির অকাল মৃত্যু হইবে এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানিয়াও তিনি কখনও বিচলিত-চিত্ত হয়েন নাই। এক মাত্র ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন। পতির যে গতি হইবে, তাঁহারও সেইগতি হইবে, এই ধারণা করিয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের ভিত্তি ছিল, এবং তাহারই সাহায্যে তিনি স্বীয় পতিকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। নব্যেরা বলেন, মানুষ মরিলে কি বাঁচে? সাবিত্রী যে সত্যবান্‌কে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহা একটি গল্প-কথা, তবে গল্পটী ভাল। ইঁহা-দিগকে আমরা কবি সেক্সপীরের কথায় বলিব,

There are more things in Heaven
and Earth, Horatio,
Than are dreamt of in your Philosohy.

লৌকিক অলৌকিক ব্যাপারের সীমা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। যাহা আমরা বুঝিনা, তাহাকেই অলৌকিক বলি; বুঝিতে পারিলেই তাহার অলৌকিকত্ব লুপ্ত হয় ও তাহা লৌকিক হইয়া দাঁড়ায়। সাবিত্রী স্বীয় ধর্ম্ম প্রভাবে মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিনা। ভগবানের কৃপায় না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। তাঁহার কৃপা হইলেই

পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, চক্ষুহীনও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়, মূকও কথা বলিতে পারে, বধিরেও শ্রবণ করে। কিন্তু কৃপার উপযুক্ত পাত্রেই এই কৃপা হইয়া থাকে।

সাবিত্রীর যেরূপ পতির প্রতি তন্ময়তা ছিল, তিনি যেরূপ যমের সহস্রবর পরিত্যাগ করিয়া একপতির জীবনই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান যে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মৃত পতির জীবন পুনঃ প্রদান করিবেন, ইহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? —

যাঁহারা জীবনে কখনও পাপ করেন না, তাঁহাদের এক অমানুষিক শক্তি জন্মে, এবং সেই অমানুষিক শক্তি-বলে তাঁহাদের কিছুই অসাধ্য থাকেনা। আমরা এই বিশ্বের মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া এইরূপে অনেক ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি। ফলে যম-সাবিত্রী-সংবাদ ব্যাপারটির ঐতিহাসিক সংস্থান যিনি যে ভাবেই সম্ভব বিবেচনা করুন, সাবিত্রীর সাধনায় সত্যবানের জীবন লাভরূপ মূল ঘটনাকে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ভাবিবার হেতু নাই।

সাবিত্রী চিরদিনই হিন্দুর গৃহে আদর্শ থাকুন ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সাবিত্রী-চরিত হিন্দু-গৃহের ভিত্তি স্বরূপ। যেদিন সাবিত্রীর পুণ্যচরিত হিন্দুগৃহস্থল হইতে অন্তর্হিত হইবে, সেই দিনেই হিন্দু-গৃহের পতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা এই সাবিত্রীচরিত হিন্দু-সমাজে বহুল-প্রচারের জন্যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ।

বিজয়গীতিকা-বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মহতাপ বাহাদুর কর্ত্তৃক রচিত। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

কবি বলিয়াছেন "যত্রাকৃতিস্তত্রগুণা-বসন্তি," এই কথাটী সকলস্থলে সত্য না হইলেও বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান ভূপতিতে সম্পূর্ণ সত্য। যুবা মহারাজের প্রণীত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ সম্ভোগ করিলাম। বিজয়গীতিকা গ্রন্থে মহারাজের কবিত্ব ও সঙ্গীত বিদ্যায় পরিদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গীতে যেরূপ চপলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহারাজের সঙ্গীতে সেরূপ নাই। সঙ্গীতগুলির রাগ রাগিণী গভীরভাব সম্পন্ন, এবং বিষয়গুলিও আধ্যাত্মিকতা স্বদেশবৎসলতা, ও ঈশ্বরভক্তি, এবং প্রকৃতি-প্রেমব্যঞ্জক। সঙ্গীত পাঠ করিলে বোধহয় যেন মহারাজ অল্প বয়সেই "বৃদ্ধত্বং জরসাবিনা"এই বাক্যের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন। গুণ সর্ব্বত্রই আদরনীয়, কিন্তু পদস্থব্যক্তিদিগেতে অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারি কপূর ও শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দত্ত মহাশয়দিগের স্নেহ ও উপদেশে ধর্ম্মের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন থাকেন, ও স্বদেশের উপকারে রত থাকিয়া বঙ্গদেশের আদর্শ জমিদারের স্থানলাভ করুন।

কৃষিতত্ত্ব।

১২০৬ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা।
কৃষিতত্ত্ববিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশানুসারে "ইম্পিরিয়াল-নর্সারি" (১২০নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট্) হইতে প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। দেশে বাণিজ্যের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু কৃষির অবহেলা করাও কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। ধর্ম্মভাবে ধন উপার্জ্জন করিতে গেলে বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষি প্রশস্ততর। বাণিজ্যের এক নাম "সত্যানৃত" অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বাণিজ্য করিতে গেলে একেবারে সত্য-পথে থাকা চলেনা। কথায় বুঝান সহজ নহে। কিন্তু যাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাঁহারা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় বাণিজ্যে সত্য-পথে থাকা চলেনা। কৃষি-জীবন দোষ-স্পর্শশূন্য। কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষ কিন্তু চাকরী-প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রামের মধ্যবর্ত্তী ভদ্রলোক চাকরীর জন্য কতই লাঞ্ছনা, কতইনা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। এণ্ট্রান্স্, এল্ এ পাশ করিয়াও আপিসে আপিসে গ্রামসিংহের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে হয়; কিন্তু তথাচ চৈতন্য হয় না। কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পৈত্রিক জমির উন্নতি করিলে, কাহারও নিকট অবমানিত হইতে হয় না, বরঞ্চ সম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে না জন্মে, এমন জিনিষ নাই। আমাদের কৃষকেরা সেই সত্য যুগ হইতে যিনি যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তদ্ভিন্ন নূতন উপায় কেহ কিছু অবলম্বন করেননা। মধ্যবর্ত্তী ভদ্র লোকেরা যদি কৃষি-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নূতন বীজ বপন, নূতন নূতন বৃক্ষাদি রোপণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনুকরণে সাধারণ কৃষকেরাও ক্রমশঃ নিজেদের উন্নতি করিতে পারে। "কৃষিতত্ত্ব" মাসিকপত্রখানিতে কৃষি বিষয়ক নানা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে; দেশীয় বিদেশীয় বীজ, বৃক্ষ, ফুল, লতা ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ থাকে। কিরূপ জমিতে কোন্ সময়ে কি বীজ রোপণ করিতে হয় ও উহাতে কিরূপ সার দিতে হয়, কোন্ চাষে কিরূপ লাভ হয়, এই মাসিক পত্রে তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত থাকে। নৃত্যগোপাল বাবুর অভিজ্ঞতার দ্বারা এই মাসিক পত্র যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছে। আশা করি, বঙ্গের গৃহে গৃহে কৃষিতত্ত্ব গৃহীত হইবে এবং হিন্দুসন্তানকে চাকরী-রোগ হইতে কতকটা মুক্ত করিবে। পল্লীগ্রামের মধ্যবর্ত্তী অনেক ভদ্রলোক আলস্যময় জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষে কৃষিতত্ত্ব গ্রহণ ও তাহার উপদেশানুসারে পৈত্রিক জমির উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, কৃষিব্যবসায় করিতে গেলে কেবল

বেতনভোগী কৃষাণের উপর নির্ভর করিলে চলিবেনা। নিজেরও সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শ্রম করিতে হইবে। কোদাল লাঙ্গল ব্যবহারে বাঙ্গালীর কিছু ভারি অপমান; চর্ম্মকার ইংরেজের সাসঙ্গ হইতে কোদাল লাঙ্গল ধরা তাঁহারা অপমানজনক বোধ করেন। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ অপসারিত না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই।

স্বাধীন জীবিকা। মাসিক পত্রিকা। শ্রীপ্রতুল চন্দ্র সোম সম্পাদিত, ২০৮। ২ কর্ণওয়ালিষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বৈশাখ, ১৩০৭ সাল।

এই পত্রিকাখানি সময়োপযোগিনী হইয়াছে। ছাপা ভাল; কাগজ ভাল, উদ্দেশ্য ও বিষয়ও ভাল, চাকুরি-প্রবল দেশে এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই সংখ্যায় বোম্বে বিভাগান্তর্গত আহমদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর স্বর্গীয় রঞ্জলাল ছোট লাট সি, আই, ই, মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও একটী সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। ইনি কাপড়ের কল সংস্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলে প্রত্যহ ১৬০০ লোক আপন জীবিকা অর্জ্জন করে। বাঙ্গালা দেশে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ধনে কোম্পানীর কাগজই খরিদ হয়, শিল্পাদিতে নিয়োজিত হয় না; ইহা বড় দুঃখের বিষয়। প্রথম সংখ্যাখানি যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলি সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইলে, ইহা দ্বারা দেশের অনেক উপকারের আশা করা যাইবে।

সাহিত্য-সংহিতা। সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা, ১৩০৭ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। সাহিত্যপরিষৎ-সভার মুখপত্র সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা; সাহিত্য-সংহিতাও সাহিত্য-সভার মুখপত্র। শুনিতে পাই, সাহিত্যপারিষৎসভার কতকগুলি সভ্যই সাহিত্যপরিষৎসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহিত্য-সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা ভিতরের কথা জানি না, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন ভিতরে ভিতরে কিছু গোল হইয়াছে। এই গোলের কারণ জানিতে সাধারণের কৌতূহল জন্মে। সাহিত্যপরিষৎসভা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং মফঃস্বলবাসিদের সংশ্রব না থাকিলেও, কলিকাতার অনেক মান্য গণ্য কৃতবিদ্য লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন; সাহিত্যসেবার মধ্যেও কি সূত্র লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; কাহার দোষ আমরা জানি না, কিন্তু দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যে স[illegible] বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের কোনই কার[illegible] নাই, তাহাতেও আমাদের মধ্যে নানাবি[illegible] গোলযোগ উপস্থিত হয়; যাহাহউ[illegible] আমরা আশা করি, নূতন সংস্থাপি[illegible] সাহিত্যসভা বঙ্গভাষার উন্নতি বর্দ্ধনা[illegible] সচেষ্ট হইবেন।

প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য এবং চিন্তা প্রসূত [illegible] অবতরণিকায় দেখিলাম, সাহিত্যই সাহি[illegible] সংহিতার আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য। ইহ[illegible] কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করি[illegible]

না। অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাও একখানি; কিন্তু তাইবলিয়া যে ইহার কার্য্যের ক্ষেত্রের অভাব রহিয়াছে, তাহা নহে; বাঙ্গালায় সাহিত্য বিষয়ক পত্রিক যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সাহিত্য-সংহিতা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের উপকার করিতে নিরত থাকুন।

পঞ্চদশী ব্যখ্যা।

ভূত-বিবেক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

চিন্তয়েদ্বহ্নি মস্যেবং মরুতো ন্যূনবর্ত্তিনম্।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেষাং ন্যূনাধিক বিচারণা। ৮১।

বয়োর্দ্দশাং-শতোন্যূনো বহ্নি-র্ব্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ।
পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈ-র্ভূতপঞ্চকে। ৮২।

টীকা। বায়াবক্ত বিচারং তেজস্যাতিদিশতি চিন্তয়েৎ বহ্নিমিতি। ননু সদস্তন্যোক দেশান্ধা মায়াতত্রেত্যাদিনা—বিয়দাদীনা ন্যূনাধিক্য ভাব উক্তঃ সলোকেন ক্বাপি দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু এষাং ন্যূনাধিক বিচারণা। ৮১।

বঙ্গানুবাদ। অগ্নি ও বায়ুর ন্যূনবর্ত্তি মনে করিও। এই ভূত সকল ন্যূনাধিক রূপে আবরণ রূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে।৮১

টীকা। ননু বায়োঃ কিয়দংশেন ন্যূনো বহ্নিরিত্যত আহ বায়োর্দশাংশতো ন্যূনঃ বহ্নি ইতি তস্য বাস্তবত্ব শঙ্কা বারয়তি বায়ৌ প্রকল্পিতঃ ইতি . নন্বয়ং ন্যূনাধিক ভাবঃ স্বকপোল কল্পিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ পুরাণোক্ত ইতি। ৮২।

বঙ্গানুবাদ। বায়ুর দশাংশ ন্যূন অগ্নি বায়ুতে কল্পিত হইয়াছে, পুরাণানুযায়ী পঞ্চভূত যথাক্রমে একের দশাংশ অল্প এইরূপ তারতম্য আছে। ৮২।

উপরুক্ত ৮১। ৮২ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

যেরূপ যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা বায়ুর অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া অগ্নির অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অগ্নি বায়ুর কার্য্যস্বরূপ বায়ুতে অগ্নি প্রকল্পিত হইয়াছে, এবং ইহা বায়ু হইতে অল্প স্থানব্যাপী। সুতরাং অগ্নির অনিত্যতা বিষয়ে অন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, কেবল এই যুক্তি দ্বারাই অগ্নির অনিত্যত্ব সবিশেষ প্রমাণীকৃত হইবে। আকাশাদি পঞ্চভূত এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে উপর্য্যুপরি আবরণ করিয়া আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সকল বস্তুতেই সেই সকল ভূত ক্রমশঃ ন্যূনাধিকারূপে বর্ত্তমান থাকে। বায়ুর দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি বায়ুতে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে উক্ত প্রকারে সকল ভূতেই তাহাদিগের প্রত্যেকের দশাংশ পরিমাণে তারতম্য আছে॥ ৮১। ৮২॥

ক্রমশঃ।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মচারিআশ্রম।

উদ্দেশ্য—ব্রহ্মচারিআশ্রমের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুল্যরূপে উহা পুনর্ব্বার বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুসন্তানগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় উপযোগিতা অনুসারে অস্মদ্দেশীয় এবং বিদেশীয় নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যাহাতে স্বদেশের হিতসাধনে আপনাদিগের শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করেন, তৎপক্ষে চেষ্টা করা।

——:০:——

যশোহরে ব্রহ্মচারিআশ্রম-সংস্থাপন—এই উদ্দেশ্য সাধনের বাসনায় যশোহরে একটী ব্রহ্মচারিআশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তাদি ষড়্‌দর্শন, ও স্মৃতি-সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী এবং বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বিজ্ঞানাদির মৌখিক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

———

ব্রহ্মচারি আশ্রমের ছাত্র—সচ্চরিত্র অথচ দরিদ্র ছাত্রদিগকে আশ্রম হইতে মাসিক বৃত্তি এবং ভৃত্যের ও কাষ্ঠাদির খরচ দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রবর্গ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করি। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েন। অধ্যয়নে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের একটী স্তব পাঠ করেন, তৎপরে সকলেরই গীতা ও বেদসূক্ত বা উপনিষৎ পাঠ। তৎপরে ছাত্রগণ স্বীয় স্বীয় বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সন্ধ্যাকালেও ঐরূপ সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের স্তব পাঠ করেন এবং তৎপরে মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া অভ্যাগত ভদ্রলোক অথবা অধ্যাপকদিগের সহিত বিবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন। গগন মেঘাবৃত না থাকিলেই কীর্ত্তনান্তে ছাত্রদিগকে গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেখান ও সঙ্গে সঙ্গে গণিত জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রমের বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা ১৪টী, তন্মধ্যে ৮টী বৃত্তিধারী। যাঁহারা ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন এবং আশ্রমের নিয়মানুসারে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, এরূপ সচ্চরিত্র ছাত্র দরিদ্র হইলে আশ্রমের বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইবেন। আশ্রমের ছাত্রদিগকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিয়ম করা হয় নাই, অথচ দেশ কাল-পাত্রানুযায়ী সংযমের বিধান করা হইয়াছে, এবং তদনুসারেই তাঁহাদের আহার নিদ্রা, ব্যায়াম, অধ্যয়নাদি করিতে হয়।

———

ব্রহ্মচারি আশ্রমের গৃহ—ব্রহ্মচারি-আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থান এবং রন্ধনশালার জন্য প্রথমে কয়েকখানি খড়ের ঘর প্রস্তুত হয় এবং ঐ ঘরেই অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। গত বৈশাখ মাসে অধ্যাপনার জন্য একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে। সেই স্থানে বর্ত্তমান সময়ে অধ্যাপনা কার্য্য হইতেছে। ব্রহ্মচারিআশ্রমের প্রাঙ্গণে এইক্ষণ ১৫।১৬ বিঘা জমি হইয়াছে, এবং উহাতে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের পুস্তকালয়-ব্রহ্মচারি আশ্রমে একটী পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এই পুস্তকালয়ে বেদাদি নানাবিধ শাস্ত্র ও সম্পাদক মহাশয়ের অন্যান্য ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকালয়ে হিন্দুপত্রিকা ও ইংরেজী মাসিক পত্র ব্রহ্মচারিণের পরিবর্ত্তে যে সকল সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র পওয়া যায়, তাহাও রাখা হয়। উহা ও অন্যান্য পুস্তকাদি সাধারণে পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু আশ্রম হইতে পুস্তকাদি অন্যত্র লইবার নিয়ম নাই। আশ্রমে কেহ কোন পুস্তকাদি দান করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ছাত্রদিগের অধ্যাপনা-গৃহেই এই পুস্তকাদি রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে, আশ্রমের পুস্তকালয়ে যতগুলি পুস্তক আছে, তাহার মূল্য ২৫০০৲ টাকার কম নহে, কিন্তু এখনও অনেক টাকার সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তকের অভাব।

ব্রহ্মচারিআশ্রমের আয়—ব্রহ্মচারি-আশ্রমের এইক্ষণ পর্য্যন্তও কোন স্থায়ী আয় হয় নাই। হিন্দু-পত্রিকার আয়ের উপরই অধিক আশা স্থাপন করা যায়, কিন্তু হিন্দু-পত্রিকায় আশানুরূপ আয় হইতেছে না; হিন্দুপত্রিকার গ্রাহক ও আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আয় বৃদ্ধির সহিত আশ্রমের উন্নতির আশা করা যায়। হিন্দু-পত্রিকা প্রেসের আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রেসেও এ পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই, কিছু ক্ষতিই হইয়াছে। হিন্দুপত্রিকা-প্রেসে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত টাইপ আনা হইয়াছে, এবং সাধারণে ক্রমে প্রেসের বিষয় অবগত হইলে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। গত জানুয়ারি মাস হইতে "ব্রহ্মচারিন্" নামে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, ইহার আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা কিরূপ আয় হইবে, বৎসরান্তে বুঝা যাইবে। ব্রহ্মচারিন্ ও হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণ যদি নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাহা হইলে যে কেবল পত্রিকার উপকার করা হইবে, এমত নহে, আশ্রমেরও পক্ষান্তরে মহোপকার করা হইবে। আশা করি, হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণের গ্রাহকগণ এই পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইবেন।

হিন্দুপত্রিকার কোনও কোনও গ্রাহক

অনুগ্রহ করিয়া আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আশ্রম অনুগৃহীত; আশাকরি, হিন্দু-পত্রিকার সকল গ্রাহকই হিন্দুপত্রিকার মূল্য প্রদানের সময় আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিবেন।

স্থানীয় অনেক ভদ্রলোকে আশ্রমের সাহায্যার্থে মাসিক চাঁদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং অনেকে দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। যিনি যে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিয়মিতরূপে করিলে, আশ্রমের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। "আমিত্বের প্রসার" ও "শাণ্ডিল্যসূত্র" এই দুইখানি গ্রন্থের আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

বিশেষ সুসংবাদ—অত্র জেলাস্থ মলডাঙ্গার রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুর ব্রহ্মচারিআশ্রমের অভিভাবকতা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতি রাজা বাহাদুরের অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচারিআশ্রম তাঁহার অনুগ্রহের জন্য তাঁহার নিকট যথেষ্ট ঋণী। অস্মদ্দেশীয় অনেক ধনবান ব্যক্তি রাজকর্ম্মচারিগণের অসংসৃষ্ট কোনও সৎ-কার্য্যে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। রাজাবাহাদুর এই দূষণীয় প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের ধন্যবাদের পাত্রই হইয়াছেন। আশা করা যায়, যে তাঁহার কৃপায় আশ্রম তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

আশ্রমের ব্যয়—এই পর্য্যন্ত আশ্রমের আয়ের কথাই বলিলাম। আয় অনিশ্চিত, অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ব্যয় সুনিশ্চিত; মাসে মাসে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের বৃত্তি দিতেই হইবে। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে সঞ্চয় আশা পরিত্যাগ করিলেও, বর্ত্তমান ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই হয়। ব্যয়ের আবশ্যক হইলেই প্রথমে আশ্রমের মাসিক চাঁদা বা এককালীন দানের তহবিলে হাত দেওয়া হয়; সেখানে না কুলাইলে হিন্দুপত্রিকার তহবিলে যাওয়া হয় এবং সেখানেও অভাব হইলে, "আমিত্বের প্রসার" ও "শাণ্ডিল্যসূত্রের" তহবিলে হাত দিতে হয়, ঐ সকল তহবিল যখন শূন্য থাকে, তখন মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে ঐ ব্যয়-ভার নিজ হইতেই বহন করিতে হয়।

বর্ত্তমান বৎসর—একটী মোটামুটি এষ্টীমেট্ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে আশ্রমের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অন্ততঃ ২০০০৲ দুই হাজার টাকার প্রয়োজন, এই দুই হাজার টাকার দ্বারা আশ্রমের নূতন কোনও উন্নতি সংসাধিত হইবে না; যাহা আছে, তাহাই সংরক্ষিত হইবে মাত্র।

সাহায্য প্রার্থনা।—হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে প্রতিগ্রাহক স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে বৎসর বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও দুই হাজার টাকার অনেক বেশী হইতে পারে। ১০, ৫, ২, ১ যিনি যাহা পারেন, তাহা দিলে এই সদনুষ্ঠানটী জীবিত থাকে। এবৎসর হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট হইতে বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই হাজার টাকা পাইলেই যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব, এবং ঐ দুই হাজার টাকা সম্পূর্ণ হইলে আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এবৎসর আর কোনও গ্রাহকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিব না। এই দুই হাজার টাকার মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৮৬৸৴১০ একশত ছিয়াশী টাকা সাড়ে এগার আনা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিজের চাঁদা ১০০৲ একশত টাকা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বতন্ত্র স্থলে প্রকাশিত হইল। এই দুই মাসের সমস্ত আয় দেওয়া হইল, কিন্তু ব্যয় আরও প্রায় ৮০৲ টাকা লাগিবে। অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাহা দেওয়া হয় নাই।

——:০:——

ব্রহ্মচারিআশ্রমের অভাব— আশ্রমে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার এবং পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটটীর সংস্কার ও একটী নূতন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করা আবশ্যক। ইহাতে প্রায় ২০০০৲ দুই সহস্র টাকার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমের একটী মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহার এষ্টিমেট্ প্রায় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা, এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থানের জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহেরও প্রয়োজন। উহাতেও ৪০০০।৫০০০ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই সমুদয় কার্য্যই অর্থ-সাপেক্ষ। সম্পাদক মহাশয় হিন্দুপত্রিকা-প্রেস ও অফিসের জন্য নিজ হইতে প্রায় ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা দিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত এই সকল অভাব পূরণের আর অন্য সম্ভাবনা নাই। আশ্রম পরিচালনার্থ বর্ত্তমান বৎসর ২০০০৲ দুই হাজার টাকা এষ্টিমেট করা হইয়াছে; ইহার অধিক যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারা ইহার কোনও একটী অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। আশ্রমের পুস্তকালয়েও অনেক টাকার পুস্তকের আবশ্যক।

———

বিশেষত্ব—সাধারণ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী হইতে আশ্রমের বিশেষত্ব কি? সাধারণ চতুষ্পাঠীতে কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হইয়াথাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ছাত্রদিগের চরিত্র সংগঠিত হয়, ভগবানে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, স্বদেশবৎসলতা জন্মে এবং স্বদেশের অভাবাদি পরিগ্রহ করিয়া যাহাতে

তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুসারে স্বদেশের সেবায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পাশ্চাত্যদর্শন ও বিজ্ঞানাদিরও আলোচনা হইয়া থাকে। আশ্রমের আয় বৃদ্ধি অনুসারে প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। সংক্ষেপে ব্রহ্মচারিআশ্রমকে হিন্দুধর্ম্ম ও সাহিত্য-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থান করাই আমাদের অভিপ্রায়।

উপসংহার—উপসংহারে নিবেদন এই, ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই সমুদয় কার্য্যে ব্রতী হওয়া গিয়াছে; আশাকরি, তাঁহাদ্বারা পরিচালিত হইয়াই দেশের মহানুভবগণ এই আরব্ধ সৎকার্য্যের স্থায়িত্ব সাধনে যত্নবান হইবেন। কার্য্য লঘু ভাবেই আরম্ভ করা হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে ভগবানের কৃপায় ইহার যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আশ্রমের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করাই এইক্ষণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই হিন্দু-পত্রিকার সমুদয় গ্রাহকের নিকট সাম্নুনয়ে এই নিবেদন করি যে, বর্ত্তমান বর্ষের নির্দ্ধারিত ব্যয় ২০০০৲ দুই হাজার টাকার মধ্যে যিনি যতদূর পারেন, তাহা দিয়া আশ্রমের আনুকূল্য করিলে আশ্রম তাঁহাদের নিকট বিশেষ অনুগৃহীত হইবে।

প্রতিমাসে হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণ্ নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় আশ্রমের আয় ব্যয় প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা অনর্থক কত অর্থই ব্যয় করিয়া থাকেন, অথচ তাহার অতি সামান্য অংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে অনেক বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারও সংসাধিত হইতে পারে। কেহ যেন ইহা মনে করেন না যে, তাঁহার সামান্য দানে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

অর্থাৎ সামান্য সামান্য তৃণ একত্রিত করিয়া যে রজ্জু প্রস্তুত করা যায়, তাহা দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বদ্ধ করা যাইতে পারে। যে সমুদায় মহাত্মারা আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। ভগবান তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ কুশলে রাখুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

পঞ্চদশী ব্যাখ্যা।

ভূতবিবেক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বহ্নিরুষ্ণ প্রকাশাত্মা পূর্ব্বানু
গতিরত্র চ।
অস্তি বহ্নিঃ সনিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্
স্পর্শবানপি॥ ৮৩।

সন্মায়া ব্যোম বায়ংশৈর্যুক্ত-
স্যাগ্নের্নিজো গুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্
বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্॥ ৮৪।

টীকা—বহ্নেঃ স্বরূপমাহ—বহ্নিরুষ্ণ ইতি অত্রাপি বায়োরিব কারণ ধর্ম্মে অনুগতা ইত্যাহ পূর্ব্বানুগতিরিতি। কে তে ধর্ম্মা ইত্যাশঙ্ক্যাহ অস্তি বহ্নিরিতি। ৮৩।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বানুরূপ অগ্নি উষ্ণ এবং প্রকাশক; তদ্ভিন্ন অগ্নি আছে (সত্তা) নিস্তত্ত্ব শব্দবান ও স্পর্শবান। ৮৩।

টীকা—এবমগ্নৌ কারণ ধর্ম্মানুগত্যানুবাদ পূর্ব্বকং স্বকীয় ধর্ম্মং দর্শয়তি সন্মায়েতি ইত্যং সবিশেষণং বহ্নিস্বরূপং ব্যুৎপাদ্য ইদানীং সদ্বস্তুনো বহ্নিং বিবিনক্তি তত্র সত ইতি। তত্রতেষু মধ্যে সতঃ সদ্বস্তুনো হন্যৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম জাতং মিথ্যেতি বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাং পৃথক্ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ৮৪।

বঙ্গানুবাদ—সৎ মায়া ব্যোম্ ও বায়ুর অংশ অগ্নিতে আছে এবং অগ্নির নিজ গুণ রূপও অগ্নিতে আছে। সৎ হইতে অন্য সমস্ত পৃথক্ (মিথ্যা) জানিও। ৮৪।

উপরোক্ত ৮৩। ৮৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ যথা—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশ ও বায়ুর স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ অগ্নির স্বরূপ ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। অগ্নির স্বীয় গুণ প্রকাশকতা। পরন্তু তাহার অপর চারিটি গুণ আছে, যথা—সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ এবং উষ্ণস্পর্শ। এই গুণ চতুষ্টয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা তাহার কারণ হইতে আগত গুণ। অগ্নির উক্ত চারিটি গুণ তাহার কারণীভূত সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ

ও বায়ু হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্নির কারণীভূত সদ্বস্তু হইতে সত্তাগুণ, মায়া হইতে অনিত্যতা, আকাশ হইতে শব্দ এবং বায়ু হইতে স্পর্শ-গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ুর গুণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রকাশকতা গুণযুক্ত সেই অগ্নিকে সৎ হইতে পৃথক্ করিলে, তাহার অনিত্যতা-সিদ্ধি হয় কি না, বিবেচনা কর, অর্থাৎ অগ্নিকে সৎ, মায়া, আকাশ এবং বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, ইহার অনিত্যতা সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার সদ্‌যুক্তির দ্বারা অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চই অগ্নি যে অনিত্য পদার্থ, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে॥ ৮৩। ৮৪।

সতোবিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে
সতি বাসিতে।
আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ
কল্পিতা ইতি চিন্তয়েত্। ৮৫।
সন্ত্যাপোঽমূঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দ
স্পর্শসংযুতাঃ।
রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুবৃত্তা স্বীয়
রসো গুণঃ॥ ৮৬।

টীকা—এবং বহ্নের্ম্মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ানন্তরমপাং মিথ্যাত্বং চিন্তয়েদিত্যাহ সতো বিবেচিতে বহ্নিরিতি। ৮৫।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্ বিবেচনায় অগ্নির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। ঐ অগ্নির দশাংশ ন্যূন আপ (জল) অগ্নিতে কল্পিত হইয়াছে জানিও। ৮৫।

টীকা—অপ্ স্বপি কারণ ধর্ম্মান্ স্বধর্ম্মাংশ্চ বিভজ্য দর্শয়তি সন্ত্যাপ ইতি শব্দেন সহ বর্ত্তমান সশব্দ সশব্দাশ্চাসৌ স্পর্শস্তেন যুক্তা ইত্যর্থঃ। ৮৬।

বঙ্গানুবাদ—জলে সত্তা, তত্ত্বশূন্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ আছে; এই সকল অন্য ধর্ম্মানুবৃত্য এতদ্ভিন্ন জলের স্বীয় রস-গুণ আছে। ৮৬

উপরোক্ত ৮৫। ৮৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য।

এই প্রকারে অগ্নির স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, জলের স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূত অনিত্য অগ্নি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন জল সেই অগ্নিতে কল্পিত হয়। জলেতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ, এই পাঁচটি কারণ গুণ বর্ত্তমান আছে, এই পাঁচটি জলের স্বাভাবিক গুণ নহে। জলের স্বাভাবিক গুণ রস। সমুদায়ে জলেতে ছয়টী গুণ বিদ্যমান আছে। এইরূপে উক্ত সত্তাদি পঞ্চ কারণ গুণবিশিষ্ট এবং স্বীয় রস-গুণ যুক্ত জলকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অনিত্যত্ব বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইবে॥ ৮৫। ৮৬॥

সতো বিবেচিতা স্বপ্সু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে।
ভূমির্দ্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপ্‌স্বিতি চিন্তয়েৎ। ৮৭।
অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাঃ শব্দস্পর্শৌ স্বরূপকৌ।
রসশ্চ পরতো নৈজো গন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যতাম্। ৮৮

টীকা—বিবেক ধ্যানাভ্যাম্ অপাং মিথ্যাত্বং নিশ্চিত্তানন্তরং ভূমের্মিথ্যাত্বং চিন্তনীয়মিত্যাহ সতো বিবেচিতাস্বিতি। ৮৭।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্ করিলে জলের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়; ঐ জলের দশাংশ ন্যূন ক্ষিতি জলের মধ্যে আছে জানিও। ৮৭।

টীকা—তস্যা মিথ্যাত্ব চিন্তনীয় তদ্ধর্ম্মানপি বিভজ্যতে অস্তিভূস্তত্বশূন্যেতি। তেভ্যঃ সত্বমাত্রং পৃথক্ কর্ত্তব্যমিত্যাহ সত্তা বিবিচ্যতামিতি। ৮৮।

বঙ্গানুবাদ—ভূমিতে সত্তা, তত্ব শূন্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস গুণ আছে; ঐ সকল 'পরতো' অর্থাৎ অন্য হইতে প্রাপ্ত, তদ্ভিন্ন তাহার নিজের গন্ধ-গুণ আছে বিবেচনা করিও। ৮৮।

উপরোক্ত ৮৭। ৮৮ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্ব শ্লোকে সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা বিচার পূর্ব্বক জলের গুণ ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, এইক্ষণ ভূমির গুণ নিরূপণপূর্ব্বক তাহার স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূত অনিত্য জল অপেক্ষা দশাংশ পরিমাণে ন্যূন ভূমি জলে কল্পিত হয়। সেই ভূমিতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই ছয়টি কারণ গুণ বিদ্যমান আছে। এই ছয়টি ভূমির স্বাভাবিক গুণ নহে। ভূমির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। ভূমিতে সমুদায়ে সাতটী গুণ আছে॥ ৮৭। ৮৮ ॥

পৃথক্ কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্মিথ্যা বশিষ্যতে।
ভূমের্দ্দশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৮৯।
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ভুবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহা যথাযথম্ ॥ ৯০॥

টীকা—সত্তা পৃথক্ করণে ফলমাহ পৃথক্ কৃতায়ামিতি ইদানীং ভৌতিকেভ্যো—ব্রহ্মাণ্ডাদিভ্যঃ সতো বিবেচনায় তদবস্থান প্রকারং দর্শয়তি ভূমের্দ্দশাংশতো ন্যূনমিত্যাদি যথাযথমিত্যন্তেন সার্দ্ধেন। ৮৯। ৯০।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্ করিলে ভূমি মিথ্যাত্বে পরিণত হয়। ঐ ভূমির দশাংশ ন্যূন ব্রহ্মাণ্ড ঐ ভূমির মধ্যে আছে। ঐ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত আছে। ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ঐ ভুবনানুরূপ প্রাণিদেহ বাস করে। ৮৯। ৯০।

৮৯। ৯০ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ—এইক্ষণ সদ্‌যুক্তি দ্বারা ষট্ কারণ গুণ বিশিষ্ট ও স্বীয় গন্ধ গুণ সমন্বিত ভূমিকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ভূমির অনিত্যতা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে প্রমাণ দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আকাশাদি পঞ্চভূতের কারণ, গুণ এবং অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ সেই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সদ্বস্তুর পার্থক্য নিরূপণার্থ [illegible]

ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত অনিত্য ভূমি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন—তন্মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কল্পিত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন আছে। সেই চতুর্দ্দশ ভুবনে যথাযোগ্য লোক বসতি করে। সকল ভুবনে এক প্রকার প্রাণীর বসতি নাই। যে ভুবন যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভুবনে তদুপযুক্ত প্রাণী বাস করিয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্ কৃতে।
অসন্তোহণ্ডাদয়োভান্তু সদ্ভাবেহপীহ কাক্ষতিঃ। ৯১।
ভূত ভৌতিক মায়ানামসত্ত্বে হত্যন্ত বাসিতে।
সদ্বস্তুদ্বৈতমিত্যেষা ধীর্ব্বিপর্য্যেতি ন ক্বচিৎ। ৯২।

টীকা—তেষু সদ্বিবেচনে ফলমাহ ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেষ্বেতি। ৯১।

বঙ্গানুবাদ—সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে, ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেতে সত্তাশূন্য অণ্ডাদয় মাত্র প্রকাশ পায়; ঐ রূপ প্রকাশ পাওয়ায় ক্ষতি কি? ৯১।

টীকা—তদ্ভানে কাক্ষতিরিত্যুক্তমেবার্থ স্পষ্টী করোতি ভূত ভৌতিক মায়ানামিতি। ভূতানামাকাশাদীনাং ভৌতিকানাং ব্রহ্মাণ্ডাদীনাং মায়ায়াশ্চ তৎকারণভূতায়ামিথ্যাত্বে বিবেক ধ্যানাভ্যাং চিত্তে দৃঢ় বাসিতে সতি সদ্বস্তুনোহদ্বৈতবুদ্ধি কদাচিন্ন বিপর্য্যেৎ ইত্যর্থঃ। ৯২।

বঙ্গানুবাদ—ভূত ভৌতিক এবং মায়ার অসত্ত্ব (অনিত্যতা) চিত্তে দৃঢ়ীভূত হইলে সদ্বস্তু অদ্বৈত এবং ভূতাদি মিথ্যা জ্ঞানের কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। ৯২।

উপরোক্ত (৯১। ৯২ শ্লোকের) তাৎপর্য্যার্থ।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনে যে যে প্রকার প্রাণী বসতি করে, তাহাদিগের শরীর চতুর্ব্বিধ। ঐ চতুর্ব্বিধ শরীর হইতে সদ্বস্তু বিবেচনার প্রকার ও সেই বিচারের ফল নিরূপণ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত প্রকার প্রাণী বাস করে, তাহাদিগের ভৌতিক শরীর হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া লইলে, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ড অসৎ রূপে পরিজ্ঞাত হইবে। যদিও ব্রহ্মাণ্ড অসৎরূপে বিবেচিত হইয়া দেদীপ্যমান থাকে, তথাপি সেই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যমানতাতে অদ্বৈত পদার্থের অদ্বৈতত্বের কোন হানি হয় না। ভূত ও ভৌতিক পদার্থ এবং মায়া, ইহাদিগের অসত্তা অনিত্যতা বিষয়ে বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাতে সদ্বস্তুর অদ্বৈত জ্ঞানের কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। ৯১। ৯২।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ-গোল পরিচয়।

৪র্থ পাঠ। ২য় প্রপাঠক।

সংজ্ঞা (জের)

কটাহ (Celestial hemishere)

কটাহ আকারের যে আকাশ খণ্ড পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ দর্শকের মস্তকোপরি ঝুলিতে থাকে, ঐ আকাশ খণ্ডকে কটাহ বলে। এই কটাহ এবং দর্শকের সমসূত্রস্থ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠস্থ দর্শকের দৃশ্য কটাহ, এই উভয় কটাহের সম্পুটকে গোলক বলে।

দর্শকের অবস্থিতি-বিন্দুকে স্বস্তিক বলে। দর্শকের মস্তকের ঠিক উপরি ভাগে গোলকের যে বিন্দু অবস্থিত ঐ বিন্দুকে খ—বিন্দু, খমধ্য-বিন্দু বা উৰ্দ্ধ স্বস্তিক (Zenith) বলে।

যে সরল রেখা খ-বিন্দু হইতে স্বস্তিক পর্য্যন্ত লম্বমান, ঐ রেখাকে লম্ব (Vertical line) বলে।

দর্শকের লম্ব ভূকেন্দ্র ভেদ করিয়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যে বিন্দুকে স্পর্শকরে, ঐ বিন্দুকে সমসূত্র বিন্দু বা কুদলান্তর বিন্দু (Antipodal) বলে।

দর্শকের লম্ব কুদলান্তর বিন্দু ভেদ করিয়া প্রসারিত করিলে, গোলকের অপর কটাহের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে অধঃ স্বস্তিক (Nadir) বলে।

দর্শকের মস্তকোপরিস্থ কটাহ যে ভূমির (Base) উপরে স্থাপিত দৃষ্ট হয়, ঐ ভূমিকে চক্রবাল (Sensible Horizon) বলে।

বুঝিতে হইবে, লম্ব চক্রবাল কেন্দ্রের সমকোণে অবস্থিত। লম্বের সম-কোণে চক্রবাল ভূ—কেন্দ্রে স্থাপিত হইলে, চক্রবালকে ক্ষিতিজ বলা যায়। ক্ষিতিজ বৃত্তের পরিধিকে ক্ষিতিজরেখা বলে।

কক্ষা (Orbit)

যে ডিম্বাকার পথে গ্রহগণ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ঐ পথকে কক্ষা বলে। কক্ষা মধ্যে যে বিন্দুতে সূর্য্য অবস্থিতি করে, ঐ বিন্দুকে কুণ্ড-কেন্দ্র (Focus) বলে। কক্ষার পরিধিকে পরিণাহ বলে, এবং পরিণাহের যে বিন্দু কুণ্ড-কেন্দ্রের দূরতম, ঐ বিন্দুকে শীঘ্রোচ্চ (Perihelion) বলে, এবং পরিণাহের যে বিন্দু কুণ্ড-কেন্দ্রের নিকটতম, ঐ বিন্দুকে মন্দোচ্চ (Aphelion) বলে। যথা বুধের কক্ষা, শুক্রের কক্ষা, পৃথিবীর কক্ষা—

অপমণ্ডল, ক্রান্তি বৃত্ত, ক্রান্তি মণ্ডল। (Ecliptic) জ্যোতিষ গণনার সুবিধা জন্য পৃথিবীকে স্থির কল্পনা করা প্রয়োজন। এ জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সৌর জগতের কেন্দ্রভূত সূর্য্যস্থানে পৃথিবীকে বসাইয়া, পৃথিবীর কক্ষায় সূর্য্যকে বসাইয়া, সূর্য্যের গতি কল্পনা করেন। পৃথিবীর যে কক্ষায় ঐ কল্পিত সূর্য্য—পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, ঐ কল্পিত সূর্য্য-পথকে অপমণ্ডল, ক্রান্তি-বৃত্ত বা ক্রান্তি মণ্ডল বলে। চলিত কথায় অপমণ্ডলকে রবিমার্গ বা অয়ন মণ্ডল বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে দুই বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে দিবারাত্রি সমান হয়, ঐ দুই বিন্দুকে বিষুব বা ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে দীর্ঘতম দিবা ও হ্রস্বতম রাত্রি হয়, ঐ

বিন্দুকে কর্কট ক্রান্তি (Tropic of cancer) বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে, হ্রস্বতম দিবা ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়, ঐ বিন্দুকে মকর ক্রান্তি (Tropic of capricorn) বলে। কর্কট-ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি বিন্দুদ্বয়কে অয়ন (Solstitial points) বলে, এবং ঐ ক্রান্তিদ্বয়ের নাম অয়নান্ত (Solstices)। যে সরল রেখা ক্রান্তিবৃত্তের সমকোণে ও ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত, ঐ রেখাকে কদম্বযষ্টি (Axis of the pole of the Ecliptic) বলে। কদম্বযষ্টির উত্তর বিন্দুকে কদম্ব—(Pole of the Ecliptic) বলে এবং দক্ষিণ বিন্দুকে পরকদম্ব-বিন্দু বলা যাইতে পারে।

যে বৃত্ত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের সমকোণে ও পৃথিবীর উত্তর মেরুর (সুমেরু) ও দক্ষিণ মেরুর (কুমেরুর) সমদূরে থাকিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠ সম দুই খণ্ডে বিভক্ত করে, ঐ বৃত্তকে নিরক্ষ বৃত্ত বলে। নিরক্ষ বৃত্তের পরিধিকে নিরক্ষ রেখা (Terrestrial Equator) বলে। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ পৃথিবীর গোলার্দ্ধকে দেব ভাগ বলে। নিরক্ষ রেখার দক্ষিণস্থ পৃথিবী-গোলার্দ্ধকে "অসুর-ভাগ" বলে।

কল্পনাদ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, ঐ মেরুদণ্ড উত্তরে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ বিন্দুকে সৌম্য ধ্রুব বিন্দু বলে এবং দক্ষিণে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ বিন্দুকে যাম্য ধ্রুব বিন্দু বলে, এবং প্রসারিত মেরুদণ্ডকে ধ্রুবযষ্টি বলে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত কল্পনাদ্বারা প্রসারিত করিলে, গোলক স্পর্শ করিয়া গোলকে যে মণ্ডলাকার রেখা উৎপাদন করিবে, ঐ মণ্ডলাকার রেখার উপরে বিষুপদ্বয় অবস্থিত থাকে, এ জন্য ঐ মণ্ডলাকার রেখাকে বিষুব-মণ্ডল বলে এবং বিষুব মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রকে বিষুব বৃত্ত বলে। বিষুববৃত্ত ধ্রুব-যষ্টির সম কোণে থাকিয়া—গোলক ও ধ্রুব-যষ্টি সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। গোলকের উত্তরার্দ্ধকে দেব ভাগ এবং দক্ষিণার্দ্ধকে অসুর ভাগ বলে।

ক্রান্তি মণ্ডল ও বিষুব মণ্ডল, এই উভয়ের সংযোগ বিন্দুদ্বয়কেই বিষুব বলে। পশ্চিমস্থ বিষুবকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বলে এবং পূর্ব্বস্থ বিষুবকে শারদীয় ক্রান্তিপাত বলে।

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুব বৃত্ত পরস্পর তির্য্যক্-ভাবে অবস্থিত; উভয়ের ক্ষেত্র সমতল নহে।

ক্রান্তিবৃত্তের অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের উত্তরে অবস্থিত এবং অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত। ক্রান্তি মণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুপ রেখার উত্তরে অবস্থিত, ঐ অংশকে উত্তর ধনু বলে এবং ক্রান্তিমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ অংশকে দক্ষিণ ধনু বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও ক্রান্তিপাতদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে ক্রান্তি-পাত বলয় (Equinoctial colure) বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও অয়ন বিন্দুদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে অয়নান্ত বলয় (Solstitial colure) বলে।

বৃত্ত পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে অংশ বলে। এক

অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে কলা বলে। এক কলাকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে বিকলা বলে। ° চিহ্ন অংশ বোধক। ´ চিহ্ন কলা বোধক। ″ চিহ্ন বিকলা বোধক। দর্শকস্বস্তিক বা ভূকেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া উভয় ধ্রুব বিন্দু ও খ বিন্দু ও অধঃস্বস্তিক ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে যাম্যোত্তর মণ্ডল (Meridian) বলে। ক্ষিতিজ বৃত্তের উপরিস্থিত ঐ মণ্ডলের অর্দ্ধকে তুঙ্গরেখা এবং নিম্নস্থ ঐ মণ্ডলার্দ্ধকে অতুঙ্গ রেখা বলে।

ঊর্দ্ধ স্বস্তিক, স্বস্তিক ও অধঃস্বস্তিক, এই তিন বিন্দুর যোজক সরল রেখাকে স্বস্তিক রেখা বলে।

স্বস্তিক রেখাকে ব্যাস করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, ঐ বৃত্তকে দৃগ্বলয় (Vertical circle) বলে। দৃগ্বলয়ের উপর যে তারা বা গ্রহ অবস্থিত থাকে, ঐ তারার বা গ্রহের নামে দৃগ্বলয় পরিচিত হয়। দৃগ্বলয় দক্ষিণোত্তর ধ্রুববিন্দু ভেদী হইলে, দৃগ্বলয়কে যাম্যোত্তর মণ্ডল বলে; পূর্ব্ব পশ্চিম স্বস্তিক ভেদী হইলে, দৃগ্বলয়কে সম মণ্ডল (Prime Vertical) বলে। দৃগ্বলয় বিদিক্‌ভেদী হইলে দৃগ্বলয়কে বিদিক্ দৃগ্বলয় বলে।

দক্ষিণোত্তর ধ্রুব বিন্দুদ্বয় ও পূর্ব্ব-পশ্চিম স্বস্তিকভেদী মণ্ডলকে উন্মণ্ডল বলে। উন্মণ্ডল দিবা রাত্রির ক্ষয়-বৃদ্ধিকারী।

তারা ও ক্ষিতিজের মধ্যবর্ত্তী দৃগ্বলয় খণ্ড দ্বারা তারার উন্নতি (Altitude) পরিমিত হয়। এবং দৃগ্বলয় খণ্ডের অংশ পরিমাণে উন্নতি ব্যক্ত করা হয়।

ধ্রুব বিন্দুর উন্নতিকে অক্ষোন্নতি (elevation of the pole) বলে। কারণ উহা দর্শকের অক্ষাংশের সমান।

দর্শকের খ বিন্দু হইতে তারার দূরত্বকে দৃক্ (Zenith distance) বলে।

তারার উদয় বিন্দুকে উদয় লগ্ন, অস্তবিন্দুকে অস্তলগ্ন বলে (Ascending and descending points)

তারা যে বিন্দুতে যাম্যোত্তর মণ্ডল পার হয়, ঐ বিন্দুকে মধ্যলগ্ন (Culminating point) বলে। মধ্যলগ্নে তারা উন্নতির চরম সীমা ভোগ করে।

মধ্য লগ্নস্থ তারার দৃক্‌কে নতাংশ (Meridian zenith distance) বলে।

উভয় ধ্রুববিন্দু, তারা ও অপমণ্ডল ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে অপক্রমমণ্ডল বলে। অপমণ্ডল ও অপক্রম মণ্ডলের শেষ বিন্দুকে তারার সংযোগ বিন্দু বলে অপ মণ্ডল হইতে তারার উত্তর দূরত্ব বা দক্ষিণ দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে।

তারা ও সংযোগ বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অপক্রম মণ্ডল খণ্ডদ্বারা বিক্ষেপ পরিমিত হয়। এবং অপক্রম মণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে বিক্ষেপ—ব্যক্ত করা হয়।

বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব্ব দূরত্বকে ধ্রুবক বা ধ্রুব বলে। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ও তারার সংযোগ বিন্দু, এই উভয় বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অপমণ্ডল খণ্ডদ্বারা ধ্রুবক পরিমিত হয়, এবং অপমণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে ধ্রুবক ব্যক্ত করা হয়।

ধ্রুবক পরিমাণ জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে যোগতারা রেবতীর ১০ পূর্ব্বস্থ বিন্দুকে স্থায়ী বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ধরিয়া লওয়া হয়।

তারা ও গ্রহের ধ্রুবক সমান হইলে, ঐ মিলনকে যুতি বা যুদ্ধ(conjuction)বলে।

যুতিতে চন্দ্র পক্ষ হইলে যুতিকে সমাগম (Occultation) বলে। যুতিতে সূর্য্য-পক্ষ হইলে যুতিকে অস্তমন (heliacal setting) বলে।

তারা বা গ্রহ অস্তমনগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তারা বা গ্রহ ম্লান হয়, তৎকালে তারা গ্রহের বৃদ্ধত্ব হয়।

অস্তমনগত তারা বা গ্রহের উদয়কে হেলীক উদয় (heliacal rising) বলে। অস্তমন মুক্ত ম্লান তারা বা গ্রহের অবস্থাকে বাল্যত্ব বলে। সূর্য্যগ্রহণ—চন্দ্রবিম্বদ্বারা সূর্য্য-বিম্ব আচ্ছাদিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। ভূচ্ছায়াদ্বারা চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

তারা বা গ্রহদ্বয়ের বিক্ষেপে ১৮০° পার্থক্য হইলে, উভয়ের অবস্থিতিকে বৈপরীত্য (opposition) বলে।

সূর্য্যের বিপরীত গ্রহ ও উপগ্রহের বিম্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ ভাবে কিরণময় লক্ষিত হয়। গ্রহ ও উপগ্রহের এই উজ্জ্বলতাকে পূর্ণমা বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর শীর্ষোচ্চ বিন্দুস্থিত, গ্রহ ও উপগ্রহের পূর্ণিমাকে পরম পূর্ণিমা বলে।

অপমণ্ডলের উত্তরে ১০° দূরে ও দক্ষিণে ১০° দূরে অপমণ্ডলের সমান্তরাল দুইটী মণ্ডল অঙ্কিত করিলে, উভয় মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী চক্রাকার ভ-গোলখণ্ড গোলকের কটিবন্ধরূপে অবস্থিতি করিবে। ঐ কটিবন্ধকে ভ-চক্র বা রাশি-চক্র (Zodiac) বলে।

স্থায়ী বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে অর্থাৎ যোগ তারা রেবতীর ১০° পূর্ব্বস্থ বিন্দু হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অপমণ্ডল ও ভ-চক্র ৩০° হিসাবে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইলে, ভ-চক্রের এক এক ভাগকে রাশি বলে। এই দ্বাদশ রাশি মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ নামে পূর্ব্বাদি-ক্রমে খ্যাত।

তারা ও গ্রহগণের পূর্ব্বদিকে উদয়-লগ্নে উদয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত-লগ্নে অস্তগমন নিত্য যে উপলক্ষিত হয়, এই দৃশ্য গতিকে দৈনিক গতি (Diver nalimotion) বলে। যে গতিবলে গ্রহগণ অল্প অল্প করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয়, ঐ গতিকে বাস্তব গতি (Proper motion) বলে।

যে গতি বলে ক্রান্তিপাতদ্বয় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া যায়,ঐ গতিকে বিলোম গতি (Precession) বলে।

গ্রহ পঞ্চক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অল্প অল্প অগ্রসর হইতে উপলক্ষিত হইলে ঐ গতিকে বক্র (Retrograde) গতি বলে।

এক সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে সাবন দিন বলে।

চন্দ্র যে সময়ে সূর্য্য হইতে ১২° দূরে গমন করিতে পারে, ঐ সময়কে তিথি (Lunar day) বলে।

যে তিথিতে চন্দ্র অস্তমন প্রাপ্ত হয়—ঐ তিথিকে অমা বলে। যে তিথিতে চন্দ্র বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পূর্ণিমা বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র উদিত হয়, ঐ পঞ্চদশ দিনকে শুক্ল পক্ষ বলে। অমার পর তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে শুক্লপক্ষ বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র অদৃশ্য থাকে, ঐ পঞ্চদশ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। পূর্ণিমার পর তিথি হইতে অমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ বলে।

অমাতিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট হইলে, অমাকে সিনীবালী বলে। অমা তিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট না হইলে অমাকে কুহূ বলে।

পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কলাহীন চন্দ্র উদিত হইলে, পূর্ণিমাকে অনুমতি বলে, এবং যুগপৎ পূর্ণচন্দ্র-উদয় ও সূর্য্য অস্তগত হইলে, পূর্ণিমাকে রাকা বলে।

এক তিথিতে চন্দ্রের যে খণ্ড বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ঐ খণ্ডকে কলা বলে।

অমাতিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের পূর্ণ সাক্ষাৎ হয় বলিয়া অমাকে দর্শ বলে।

নাক্ষত্রিক দিন।—যে সময়ে ভ-চক্র পৃথিবীকে নিত্য পরিভ্রমণ করে—ঐ সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে। অর্থাৎ যে সময়ে একটী স্থিরতারা দর্শকের খ বিন্দু হইতে পশ্চিম গমন করিয়া পুনরায় দর্শকের খ-বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে।

সৌর—দিন।—যে সময়ে সূর্য্য দর্শকের খ বিন্দু হইতে পশ্চিমে গমন করিয়া পুনরায় দর্শকের খ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌরদিন বলে।

মধ্যদিন।—সমগতিবিশিষ্ট কল্পিত সূর্য্য বিষুপ মণ্ডলের এক অংশ যে সময়ে ভ্রমণ করে, তাহাকে মধ্যদিন বলে।

চান্দ্রমাস।—চন্দ্রের ৩০ তিথিকে ১ এক চান্দ্রমাস বলে।

মুখ্যচান্দ্র মাস।—শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে মুখ্য চান্দ্রমাস বলে।

গৌন চান্দ্রমাস।—কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে, গৌণ চান্দ্রমাস বলে।

সৌর-মাস।—যে সময়ে সূর্য্য মেষাদি দ্বাদশ রাশির একরাশি সংক্রমন করেন, সেই সংক্রমনকালকে সৌর-মাস বলে।

অক্ষুণ্ণ।—যে দিনে সূর্য্য কোন রাশিতে প্রবেশ করেন, সেই দিনকে অক্ষুণ্ণ বলে।

সংক্রান্তি।—রাশ্যন্তর-সংযোগানুকূল ব্যাপারকে সংক্রান্তি বলে; কিন্তু সাধারণ ভাষায় মেষ-সংক্রান্তিকে চৈত্র-সংক্রান্তি বলে, মকর-সংক্রান্তিকে পৌষ-সংক্রান্তি বলে।

চান্দ্র বৎসর।—দ্বাদশ অমাবস্যায়—এক চান্দ্র বৎসর হয়।

সৌর বৎসর।—যে সময়ে পৃথিবী স্বীয়-কক্ষার কোন এক বিন্দু হইতে পূর্ব্বগতিতে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌর বৎসর বলে। অর্থাৎ যে সময়ে সূর্য্য ভগমণ্ডলের কোন বিন্দু হইতে পূর্ব্ব গমনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত দৃষ্ট হয়, সেই সময়কে বৎসর বলে।

ভগণ।—যে সময়ে কোন গ্রহ বাসন্তিক-ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্বগতিদ্বারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতঃ পুনরায় ঐ বাসন্তিক ক্রান্তি-পাতে উপনীত হয়,সেই সময়কে ভগণ বলে।

সম্বৎসর।—যে সময়ে বৃহস্পতি এক রাশি সংক্রমণ করেন, সেই সময়কে সম্বৎসর বলে।

দেবদিবা।—যে ছয় মাস সূর্য্য উত্তর গোলার্দ্ধে ভ্রমণ করিয়া সুমেরু প্রদেশে অবি-চ্ছেদে আলোক প্রকাশ করেন,সেই ছয়মাস সময়কে দেবদিবা বলে।

দেবরাত্রি।—যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ভ্রমণ করিয়া সুমেরু প্রদেশে অদৃশ্য থাকেন, সেই ছয়মাস সুমেরু প্রদেশ অবিচ্ছেদে অন্ধকারময় থাকে, সেই ছয়-মাসকে দেবরাত্রি বলে।

দেবদিন।—এক বৎসরে এক দেব-দিন হয়।

অসুররাত্রি।—দেবদিনে সুমেরুপ্রদেশে-রাত্রিহয়; ইহাকে অসুররাত্রি বলে।

অসুরদিবা।—দেব-রাত্রিতে সুমেরু প্রদেশে দিবা হয়, ইহাকে অসুর-দিবা বলে।

সামুদ্রিকবেলা।—প্রতি তিথিতে দুই বার স্থানীয় যে জল বৃদ্ধি হয় ঐ জল বৃদ্ধিকে সামুদ্রিকবেলা বলে। সাধারণভাষায় বেলাকে জোয়ার বলে।

জলসংকোচ।—প্রতি তিথিতে স্থানীয় জলের যে হ্রাস হয়; ঐ হ্রাসকে জলসংকোচ বলে। সাধারণ ভাষাতে জল-সঙ্কোচকে ভাটা বলে। (ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখ-দুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।৬

পদব্যাখ্যা—

রূপ—শ্বেত, পীত, রক্ত, শ্যাম, নীল, হরিৎ, ইত্যাদি নানাবিধ।

রস—মধুর, অম্ল, তিক্ত, ক্ষার, কষায়, কটু, এই ছয় প্রকার।

গন্ধ—সৌরভ ও অসৌরভ (অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ) এই দুই প্রকার।

স্পর্শ—শীতল, উষ্ণ, অনুষ্ণাশীত (অর্থাৎ শীতলও নয় উষ্ণও নয়) এই তিন প্রকার।

সংখ্যা—একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, ইত্যাদি।

পরিমাণ—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি।

পৃথক্ত্ব—পার্থক্য বোধের হেতু গুণ-বিশেষ, যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি হইতে পৃথক্।

সংযোগ—বিভিন্ন স্থান স্থিত বস্তু দ্বয়ের একত্রীভাব (অর্থাৎ সংলগ্নতা)।

বিভাগ—সংযুক্ত বস্তু দ্বয়ের পরস্পর ব্যবধান।

পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব।

অপরত্ব—কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব।

বুদ্ধি—জ্ঞান।

সুখ—অনুরাগ।

দুঃখ—ক্লেশ।

ইচ্ছা—অভিলাষ।

দ্বেষ—অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি বিশেষ।

প্রযত্ন—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি (অর্থাৎ যে যত্ন হইতে শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করা হয়)

চ—ও, (এই চকারের অর্থ সমুচ্চয়; ইহাতে এইটি সমুচ্চিত হইতেছে যে, রূপ অবধি প্রযত্ন পর্য্যন্ত যে সপ্তদশটি গুণের নাম উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্নও গুণ পদার্থ আছে, যথা—গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই সাতটি; সুতরাং উক্ত ও সমুচ্চিত উভয়ের সমষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতিটী গুণ পদার্থ।)

অনুবাদ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিংশতিটীকে গুণ বলে। ইহাদের মধ্যে গুরুত্ব অবধি শব্দ পর্য্যন্ত শেষোক্ত সাতটী গুণ পদার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায়, সূত্রে নাম উল্লেখ না করিয়া, সমুচ্চয়ার্থ চকারের প্রয়োগে উহাদিগকে সমুচ্চিত করা হইয়াছে।

তাৎপর্য্য—রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি সূত্রোক্ত পদার্থ নিচয়, দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ দ্রব্য হইতে ইহাদের পৃথক্ভাবে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহারা দ্রব্যের অভিব্যঞ্জকও (প্রকাশক) হয়, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে গুণ পদার্থ বলে। যেমন রক্ত পুষ্প, এইস্থলে পুষ্পের রক্তিমা-গুণ কদাচ পুষ্পকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ভাবে থাকিতে পারে না এবং ঐ রক্তরূপ পুষ্পের প্রকাশকও বটে, অর্থাৎ পুষ্পে যদি রূপ না থাকিত, তবে উহাকে আমরা দেখিতে পাইতাম না। বায়ুতে শ্বেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য বায়ুকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; বৃক্ষ প্রভৃতিতে শাখা-পল্লবাদির সঞ্চালন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। রক্ত জবা কুসুমের রক্তিমাগুণই শ্বেত-পীতাদি-জবা পুষ্প হইতে তাহার ভিন্নশ্রেণীত্ব প্রতিপাদন করিতেছে; কারণ তাহাদের আকৃতিগত পার্থক্য নাই। এইরূপ রস গন্ধ প্রভৃতিও দ্রব্যকে দ্রব্যান্তর হইতে পৃথক্ শ্রেণীয়ত্ব বুদ্ধি জন্মায়। ইক্ষুরস ও খর্জ্জুররসে আকৃতিগত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু মাধুর্য্যবিশেষ কিম্বা গন্ধবিশেষের দ্বারা তাহাদের বিভিন্ন জাতীয়ত্ব প্রতিপত্তির কোন বাধা নাই। গুণ পদার্থ নিচয় যেমন দ্রব্যের অভিব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ দ্রব্যও গুণের প্রকাশক হইয়া থাকে। আম্রাদি সুমধুর ফলনিচয় রসনা সংযুক্ত না হইলে, তাহার মাধুর্য্যের উপলব্ধি হইতে পারেনা। দ্রব্যের সহিত গুণের এতাদৃশ নিকট সম্বন্ধ থাকায়, দ্রব্য নিরূপণের পর গুণ-পদার্থের নিরূপণ করা হইতেছে। পরসূত্রে গমনাদি কর্ম্ম পদার্থের বিভাগ করা হইবে। যদিচ গুণের ন্যায় কর্ম্ম পদার্থেরও দ্রব্যের সহিত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি ঘট-পটাদি দ্রব্য নিষ্ক্রিয় (চলনাদিশূন্য) অবস্থায় সময় বিশেষে দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে এবং গমনাদি ক্রিয়ে

কদাচিৎও কোন ক্রিয়া জন্মে না; কিন্তু ঐ গগনাদি নিত্য দ্রব্য সকল কদাচিৎ গুণশূন্য অবস্থায় থাকে না এবং ঘট-পটাদি জন্য দ্রব্যেও উৎপত্তির পরক্ষণ হইতে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত একটী না একটী গুণ অবশ্যই অবস্থান করে, এনিমিত্ত কর্ম্ম পদার্থ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই গুণের উল্লেখ করা হইতেছে। কেহ কেহ ক্রিয়াকে সংযোগাদি গুণ পদার্থের মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট করেন, কিন্তু সেই মতটী সম্যক্ নহে; কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ফল বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হইয়া ভূতলে সংলগ্ন হইল; অব্যবহিত পরক্ষণেই ফলের চাঞ্চল্য আর থাকিলনা, কিন্তু মৃত্তিকার সহিত তাহার সংযোগ দীর্ঘকাল থাকিয়া গেল; সুতরাং সংযোগ ও পতন যে দুইটী পৃথক পদার্থ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সূত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থসমূহের মধ্যে যে যেটী যে যে সময়ে জগতের মঙ্গলের জন্য সদনুষ্ঠানের প্রযোজক হয়, তখন তাহাদিগকে আমরা গুণ বলিয়া অভিহিত করি, এবং যে যেটী কুৎসিৎ ক্রিয়ার জনক হইয়া বিশ্বের অপকার সাধনের মূলীভূত হইয়া পড়ে, তাহারা তখন গুণ নামের সর্ব্বথা অযোগ্য, এনিমিত্ত দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গুণ ও দোষ উভয়ই উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত অথবা তজ্জনিত সদাচরণ ও অসদাচরণের নামান্তর মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে বুঝিতে হইবে, দয়ালু ব্যক্তিগণ পরদুঃখে কাতর হইয়া অন্যের দুঃখ বিমোচনে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইয়া থাকেন। দয়া একটী প্রধান গুণ—কয়েকটী গুণের সমষ্টি স্বরূপ। দয়াশীলদিগের প্রথমতঃ অন্যের ক্লেশ দেখিয়া নিজের দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহারা পরোপকার করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐ জ্ঞান হইতে পরদুঃখমোচনে ইচ্ছা জন্মে এবং পরক্ষণেই তাঁহারা তাহাতে সাধ্যানুসারে যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে কৃপালু পুরুষের ক্রমশঃ উৎপন্ন দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন, সূত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত এবং ইহারা বাস্তবিক গুণ বলিয়া সর্ব্বসম্মতও বটে; কিন্তু পক্ষান্তরে পরশ্রীতে কাতরতাপন্ন ব্যক্তিগণের ঐ কাতরতা (দুঃখ), পরের অনিষ্ট করাকে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ, পর-গুণাদিতে দোষারোপ করিবার ইচ্ছা এবং পরের অনিষ্টাচরণাদিতে যত্ন, এই সকল গুণ নামের অযোগ্য হইয়া পুরুষের দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সূত্রে উল্লিখিত গুণ-পদার্থগুলির বিশেষ পরিচয় অগ্রিম গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। শ্বেত-পীত-নীল প্রভৃতি রূপ সকল এক মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অর্থাৎ নয়ন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ দেখা যায় না। এই প্রকার মধুর, অম্ল, তিক্ত প্রভৃতি রসকে এক মাত্র রসনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। সৌরভ ও অসৌরভ অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) দ্বারা অনুভূত হয় এবং শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত (শীতও নয় উষ্ণও নয়) এই তিন প্রকার স্পর্শের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের কোন উপযোগিতা

নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইহারা প্রত্যেকে এক একটি বহিরিন্দ্রিয় হইতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। ইহাদের আরও বিশেষ আছে যে, সূর্য্য-কিরণাদির দ্বারা দ্রব্যের পাক হইলে, রূপাদিরও পার্থক্য হয়। অনেক প্রকার আম যখন অপক্ক (কাঁচা) থাকে, তখন তাহার শ্যামরূপ, অম্লরস, একবিধ গন্ধ ও কঠিন স্পর্শ থাকে, পরে ঐ আমের সুপক্ক দশায় বর্ণ লাল হয়, রস সুমধুর হয়, তখন তাহার সুগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্মে এবং তাহার স্পর্শও সুকোমল হয়। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, ইহারা প্রত্যেকে উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার। স্থূল দ্রব্যে যে সমস্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, তাহারা অনুদ্ভূত এবং তদ্ভিন্নের নাম উদ্ভূত। কোন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে, তন্মধ্যে যে বহ্নিরাশি প্রবেশ করে, সেই বহ্নির রূপ অনুদ্ভূত; চক্ষু দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ সেই পাত্র মধ্যে শুষ্ক বস্ত্র খণ্ডাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে, ঐ বস্ত্র খণ্ড তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইতে দেখা যায়। কোন দিন রাত্রি কালেও অসম্ভব গ্রীষ্ম বোধ হইয়া থাকে। ঐ গ্রীষ্মে উষ্মার রূপ উদ্ভূত নহে, অথচ তাহার উষ্ণ স্পর্শ হইতে শরীরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয়, এজন্য তাহাকে তেজের অংশ বলিতে হইবে; কিন্তু ইহাতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখা যায় না। পাষাণে উদ্ভূত রূপ আছে বটে; কিন্তু তাহার রস ও গন্ধ অনুদ্ভূত। ঐ রসের ও গন্ধের সহজতঃ উপলব্ধি হয় না বলিয়া পাষাণে যে রস কিম্বা গন্ধ নাই, এমত নহে; কারণ প্রস্তরকে দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে গন্ধ নির্গত এবং উহার ভস্ম রসনাসংলগ্ন হইলে, এক প্রকার রসেরও অনুভব হইয়া থাকে। সুবর্ণ এক প্রকার তৈজস পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্তিত, উহার উষ্ণ স্পর্শটী অনুদ্ভূত, এ নিমিত্ত সুবর্ণখণ্ড হস্তে গ্রহণ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল দৃষ্টান্তে অনুদ্ভূত রূপাদি বুঝিতে হইবে এবং অনুদ্ভূত ব্যতীত অন্যান্য রূপ প্রভৃতিকে উদ্ভূত বলিয়া বুঝিবারও কোন বাধা নাই। সূত্রে "রূপ রস গন্ধ স্পর্শাঃ" এই চারিটী গুণবাচক শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া একটী মাত্র বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ "সংখ্যাঃ পরিমাণানি" ইত্যাদি স্থলে সমাস করা হয় নাই; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত প্রকারে রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ, এই গুণচতুষ্টয়ের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন "সংযোগ বিভাগৌ" "পরত্বাপরত্বে" "সুখ দুঃখে" "ইচ্ছা দ্বেষৌ" এই সকল স্থলেও দুই দুইটী গুণবাচক পদে সমাস করা হইয়াছে, কারণ ইহারাও দুই দুইটী এক এক শ্রেণীর গুণ। পক্ষিগণ উড়িতে উড়িতে বৃক্ষশাখায় যখন পতিত হয়, তখন পাখীর সহিত বৃক্ষের সংযোগ হয়, আবার পাখী উড়িয়া গেলে অমনি তাহার সহিত বৃক্ষের বিভাগ জন্মে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সংযোগ বিভাগ, এই উভয় গুণই চলন-জনিত, সুতরাং এক শ্রেণীস্থ।

জ্যেষ্ঠত্ব স্বরূপ পরত্ব ও কনিষ্ঠত্ব স্বরূপ অপরত্ব, এই উভয়ের প্রতীতির প্রতি কাল

(সময়) কারণ, এবং দূরত্ব রূপ পরত্ব ও নিকটত্ব রূপ অপরত্ব, এই উভয়েরই প্রতীতি দিক্ হইতে জন্মে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পরত্ব ও অপরত্বের প্রতীতিতে কারণগত সাম্য আছে। সুখ ও দুঃখ, এই উভয়টী সদসৎ কর্ম্ম জনিত অদৃষ্টবিশেষের ফল। তন্মধ্যে সৎ কার্য্য হইতে সুখ ও কুকার্য্য হইতে শেষে দুঃখ জন্মে। এই সুখ ও দুঃখ উভয়ই কর্ম্মজনিত, সুতরাং এক জাতীয়। ইচ্ছা ও দ্বেষ, এই দুইটী গুণও এক শ্রেণীর; ইচ্ছা জন্মিলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় এবং বিদ্বেষ জন্মিলে তাহাতে নিবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই প্রযত্ন পদার্থ, সুতরাং প্রযত্নের কারণ বলিয়া "ইচ্ছাদ্বেষৌ" এই রূপ এক সমাসান্তর্গত করা হইয়াছে।

সূত্রে "প্রযত্নাশ্চ" এইস্থলে যে সমুচ্চয়ার্থ চকারের প্রয়োগ আছে, তাহাদ্বারা গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই প্রসিদ্ধ সাতটী গুণ পদার্থের সূচনা বুঝিতে হইবে। যে পদার্থে কিঞ্চিন্মাত্রও ভার থাকে, তাহাতেই গুরুত্ব আছে। এ নিমিত্ত গুরুত্বের ন্যায় লঘুত্ব একটী পৃথক্ গুণ নহে। গুরুত্ব নামক গুণ পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তোলা-মাসা-মণ প্রভৃতি পরিমাণ হইতে পৃথক্। এই গুরুত্বই পতন রূপ ক্রিয়ার প্রতি কারণ। বায়ুতে কিম্বা রশ্ম্যাদি তেজে গুরুত্ব নাই, পৃথিবী ও জল ইহার আশ্রয়; দ্রবত্ব অর্থাৎ তরলতা গুণ জলে স্বভাবতঃ থাকে, ঘৃত প্রভৃতিতে সময়বিশেষে জন্মে। স্নেহ গুণ থাকাতে বস্তু সকল স্নিগ্ধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তৈলাদিতে স্নিগ্ধ গুণের প্রকর্ষতা আছে। সংস্কার তিন প্রকার—ভাবনা, বেগ ও স্থিতি-স্থাপক। ভাল করিয়া কোন বিষয়টী পড়িলে অথবা উপেক্ষা না করিয়া কোন বস্তু দেখিলে বা স্পর্শ করিলে, আত্মায় যে সংস্কার জন্মে, অর্থাৎ যাহা হইতে সময়ান্তরে সেই অনুভূত বিষয়গুলির স্মরণ জন্মিতে পারে, ঐ সংস্কারের নাম ভাবনা। বেগাখ্য সংস্কার থাকা প্রযুক্ত ঘটাদি বস্তুর সঞ্চালন হয়। গাছের ডাল কিম্বা বাঁশের অগ্রভাগ নোয়াইয়া ছাড়িয়া দিলে ঐ শাখা কিম্বা বাঁশ পুনর্ব্বার যথাস্থানে যায়, শাখা প্রভৃতির ঐ সংস্কারকে স্থিতি স্থাপক সংস্কার বলে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুয়ের নাম অদৃষ্ট। সকল সময়ে সদাচরণের কিম্বা অসদাচরণের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না, দীর্ঘকাল পরে পাইতে হয়, এজন্য সৎক্রিয়া-জনিত শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং কুকার্য্য জনিত দুরদৃষ্ট অর্থাৎ অধর্ম্ম নামক গুণদ্বয় স্বীকার করিতে হয়। এই গুণদ্বয় হইতে ভবিষ্যতে সুখ ও দুঃখ জন্মে। শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। মৃদঙ্গাদি হইতে যে শব্দ শুনা যায়, উহার নাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং কণ্ঠ তালু প্রভৃতির আঘাত জনিত ক খ প্রভৃতিকে বর্ণাত্মক শব্দ বলে। জলের তরঙ্গমালার ন্যায় এক শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তি হওয়াতে শব্দ সকল ক্রমশঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইয়া শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন, কদম ফুলের কলিকার ন্যায় একটী শব্দ হইতে দুইটী, এবং দুইটীর প্রত্যেক হইতে দুই তিনটী শব্দ জন্মে, তাহাতে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বহু শব্দে

...ৎপত্তি হওয়ায় উহা বহু পুরুষের ...ক্ত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ।

গীতার্থ।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

ভারতীয় আর্য্যগণ হিমালয়ের উচ্চতম শিখরস্থ বৈজয়ন্তবাসী সুর বা দেবগণের বংশোদ্ভূত; ঐ বৈজয়ন্তবাসী সুরগণ সুমেরু-বাসী ব্রহ্মের মানস-পুত্র মরীচি, দক্ষ প্রভৃতি দশ প্রজাপতিগণের সন্ততি। প্রকৃতিদেবী, ক্রমোন্নতির নিয়ম অনুসারে মানবকুল সৃষ্টি করিয়া, জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের উপযোগী স্বভাব রূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া-ছিলেন। মানবকুলের অতি শৈশবকালে প্রকৃতি মাতা স্বয়ং শিক্ষয়িত্রী না হইলে মানবের চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে কাল যাপন করিতে হইত; মানব জীব-জগতে শ্রেষ্ঠ হইত না। কিন্তু সমস্ত মানবকুলই যে প্রথমে প্রকৃতিমাতার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে স্বভাবতঃই জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছিল, এমত নহে, তবে অনন্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে মহত্তত্ত্ব বা বিশ্বনিয়ামিকা বিরাট মানস-শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, সেই বিরাট মানস-শক্তির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে অন্ততঃ কতিপয় মানব (দেশ, কাল, অবস্থা এবং প্রকৃতির অনুকূলতা ও কঠোরতার সংঘর্ষণে) কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান-রত্ন লাভ না করিলে, মানবকুলের প্রথম অন্য-শিক্ষক অভাবে ঐ মানব জাতির চিরকাল অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতে হইত। যে কতিপয় আদর্শ মানবে ব্রহ্মের বিশ্ব নিয়ামিকা মহামানসশক্তির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরত্ন স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহারাই ব্রহ্মের মানসপুত্র। পুরাণে বর্ণিত আছে, সুমেরুস্থিত মানসপুত্র—প্রজাপতি দক্ষের ঔরষে এবং অপর মানসপুত্র মনু-কন্যা প্রসূতির গর্ভে বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, লজ্জা, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, নীতি ও সতী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল তন্মধ্যে ত্রয়োদশটীর সহিত ধর্ম্মের এবং দশটীর সহিত দেবাসুরের পিতামহ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের এবং সতীর সহিত সর্ব্বমঙ্গলময় শিবের বিবাহ হইয়াছিল; ঐ সতীই যে দেবাসুরের পিতৃ-পিতামহগণের সর্ব্বমঙ্গলালয়া, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সুনীতিপূর্ণা সমবেত সৎশক্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই। দক্ষ হইতে সতীর জন্ম স্বাভাবিক, ঐ দক্ষের পতনেই সতীর পতন। যাহাহউক, দক্ষযজ্ঞে আর্য্য-পিতামহগণ সেই সমবেত সৎশক্তি হারাইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা দিগ্‌ দেশ অতিক্রম করতঃ হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গারোহণ পূর্ব্বক সুরসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে, ঐ সতী পুনর্ব্বার হিমালয়পর্ব্বতজাতা সেই সুরগণের দিগন্তব্যাপী প্রভাশালী অপরিমেয় সমবেত তেজ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণা হইয়া অসুর-জয় পূর্ব্বক বিজয় সূচক বৈজয়ন্ত ধাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ বৈজয়ন্তবাসী সমবেত আর্য্যপিতামহ—সুরগণের মধ্যে কুমার দেব সেনাপতি কার্ত্তিক, বুদ্ধিতে দেবগুরু

বৃহস্পতি, জ্ঞানে বাগ্‌দেবী সরস্বতী, ধনৈশ্বর্য্যে স্বয়ং লক্ষ্মী, সিদ্ধিতে গণেশ, তেজে সূর্য্য, ধর্ম্মে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, গতিতে পবন এবং সমবেত শক্তিতে স্বয়ং মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি অসুরনাশিনী দুর্গমনিবারিণী দুর্গা ছিলেন। যাঁদের অস্ত্র বৈদ্যুতিক, যান বিমান, গতি বায়ু; যাঁহাদের উদ্যান নন্দনকানন, সম্পত্তি কামধেনু, রত্ন পারিজাত, ভাণ্ডারী কুবের ছিলেন, যে জাতির প্রত্যেকের শক্তি ও তেজ একত্রিত ও মিলিত হইয়া উচ্চস্পর্শ তেজরাশি দিগন্তব্যাপী জ্বলনশীল পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়াছিল এবং যে জাতির দেহ ও মানসোৎপন্ন দিগন্তব্যাপী প্রভাশালী অপরিমেয় তেজরাশি মিলিত হইয়া মহা শক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়া ছিলেন, সে জাতির বীরত্ব, ঐশ্বর্য্য, একতা, এবং মহাপ্রাণতা কি আশ্চর্য্যজনক! সেই জাতি যদি দেবতা না হইবে, তবে দেবতা আর কাহাকে বলা যাইতে পারে? সেই দেবকুলের বংশধরগণই সূর্য্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত নৃপতিবৃন্দ। ঐ দেব কুলের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় প্রকার ব্যাখ্যা গীতার শ্লোকার্থ ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত দেবকুলোদ্ভূত আর্য্যপিতামহগণ হিমালয় হইতে অবতরণ এবং ভারতাগমন পূর্ব্বক ভারতবাসী অনার্য্য রাক্ষস, দৈত্য ও নাগ প্রভৃতি ক্রূর অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে জয় এবং তাহাদের মধ্যে কতকাংশ বশীভূত ও কতকাংশ বিতাড়িত করণান্তর প্রাকৃতিক নিয়মে কর্ম্ম বিভাগ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতের উত্তর ভাগে আর্য্যাবর্ত্ত নামে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও জ্ঞানযোগে মহর্ষি বশিষ্ট, কপিল, গৌতম, ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য, ভক্তিযোগে নারদ, সাণ্ডিল্য প্রমুখ দেবর্ষি ও মহর্ষিবর্গ; কর্ম্মযোগে বিশ্বামিত্র জনক প্রমুখ রাজর্ষিবর্গ; বল, বীর্য্যে রঘু প্রমুখ নৃপতি বৃন্দ; কীর্ত্তিতে ভগীরথ প্রমুখ রাজেন্দ্রবৃন্দ ছিলেন এবং সর্ব্ব সামঞ্জস্যের আধার সুদর্শন-নীতিচক্রধারী উদার অথচ রক্ষণনীতির পূর্ণ অবতার রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সমসাময়িক কালে যেরূপ কতকগুলি আসুরী প্রকৃতি নৃপতিবৃন্দের অভ্যুদয় হওয়ায়, গৃহবিবাদ, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, রামাবতারের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকারঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মকলহ উপস্থিত হইয়ার প্রায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়াছিল, তদ্ধেতু রাক্ষস প্রভৃতির পুনঃ অভ্যুত্থান হওয়ায় ঐ অনার্য্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আর্য্যসমাজ ঘোর উৎপীড়িত এবং মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়া ধ্বংসনীতির কবলাগত প্রায় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকার ঘটিত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ স্বরূপ বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদ, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্টের শত পুত্র নাশ, গায়ত্রীর শাপ ও উদ্ধার, নহুষ রাজা কর্ত্তৃক রথে অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ যোজনা ও ব্রাহ্মণের মস্তকে পদাঘাত; ব্রাহ্মণের অভিশাপ, রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণের পরাজয় বেদের ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞের পরিবর্ত্তে উপনিষদুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার, কপিল ঋষি কর্ত্তৃক সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞো

অশ্বাপহরণ, সগর-পুত্রগণ কর্ত্তৃক ঐ কপিল ঋষির অবমাননা, তৎকর্ত্তৃক সগরবংশ ধ্বংস, পরশুরামের মাতৃবধ, পরশুরাম কর্ত্তৃক এক বিংশতি বার ক্ষত্রিয় নাশ ইত্যাদি রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ সমূহের মধ্যে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আত্মকলহ হইতে ক্ষত্রিয় কুলধ্বংস প্রায় হওয়ায় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আর্য্য-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রপ্রণেতা ও ব্যবস্থাপক মহর্ষি প্রমুখ সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ ও সমাজের শাসনকর্ত্তা রক্ষক শস্ত্রপাণি ক্ষত্রিয়গণ উৎপীড়িত এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিঘ্ন হওয়ায়, আর্য্যসমাজ বিশৃঙ্খল এবং জাতীয় জীবন অকালে ধ্বংস নীতির কবলাশ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে ঐ কৈশোর আর্য্যসমাজের মনঃপীড়া ও মরম আর্ত্তনাদ অন্তর-আত্মা ভেদ করিয়া মহাকারণক্ষেত্রে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের বিশ্বনিয়ামিকা শক্তির নিকট পৌঁছিয়া অকালবোধন দ্বারা সেই মহাশক্তি জাগরিত করিয়াছিল, তাহাতে ঐ আর্য্যসমাজের ঘোরতর পীড়ারূপ মহা শত্রু বিনাশের নিমিত্ত সেই সর্ব্বজ্ঞান ও মঙ্গলময়ের সুদর্শন-নীতি-চক্র স্বয়ং ভিষক্ স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া বহুকালব্যাপী অন্তর্জাতীয় বিদ্বেষমূলক ভেদনীতিরূপ প্রাচীন হরধনু ভগ্ন পূর্ব্বক সেই হিমালয়-মাতা সর্ব্বমঙ্গলাময়ী সর্ব্বার্থসাধিকা শিবনিয়ামিকা মহাশক্তিসম্ভূতা আর্য্যসমাজের মহা প্রাণদাত্রী সমবেত শক্তিরূপিণী আর্য্যমহালক্ষ্মীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ-নীতির পূর্ণ-অভ্যুদয় সংহারক, তৎপক্ষে প্রধান, দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্য জাতিকে ধ্বংস পূর্ব্বক অবশিষ্ট অনার্য্য জাতিকে বশীভূত করিয়া আর্য্যানার্য্য-শক্তি-সম্মিলনে ভারতভূমিকে এক ছত্র এবং একটী সর্ব্ব প্রধান রাজশক্তি ও ক্ষমতার বশে আনয়ন করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। *

ভারতে ঐ ধর্ম্মরাজ্য বহুকাল অক্ষুণ্ণভাবে ছিল। কিন্তু কাল কখনও নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না; কালের অভ্যন্তরে যে দৈবী ও আসুরী শক্তির অলক্ষ্য সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে একতর শক্তিকে পরাজয় করিয়া অন্যতর শক্তি প্রবলা হয়। যেমন বালকের বাল্য ক্রীড়ার সহিত বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৈশোরে বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যৌবনে ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও নীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৃদ্ধের কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। সেইরূপ আর্য্যসমাজে শৈশব দেব যুগ হইতে বর্ত্তমান বার্দ্ধক্য কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। দেবযুগে শৈশব-আর্য্যসমাজে দেবাসুরের যুদ্ধে শক্তি বা বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা.† কৈশোর আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সরল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছিল; ‡ উদার

* প্রাচীন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্ব্বোপরি রাজশক্তির পরিচায়ক; উহাতে সগর দিলীপ প্রভৃতি অকৃতকার্য্য হন; পরে উহা রামকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

† দেবযুগে শক্তিই নায়িকা। সার্ব্বভৌমচক্রী মহেশ।

‡ আর্য্য জাতির বা আর্য্য সমাজের যৌবনাবস্থাতেই বিষয় ঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কৌরব-যুদ্ধ; প্রৌঢ়ে বুদ্ধের ধর্ম্মনীতির এবং এখন বৃদ্ধাবস্থায় কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে।

রক্ষণ নীতির পূর্ণ অবতার রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনের পর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানাধিকার ঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিম্বা আর্য্যানার্য্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিরোধ বা সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। অনার্য্য জাতির শক্তির হ্রাস এবং তাহারা আর্য্য জাতির অধীন হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণগণ ধনৈশ্বর্য্যের প্রত্যাশী না হওয়ায়, যৌবন-উদ্দীপ্ত আর্য্যসমাজের উদ্যমী ক্ষত্রিয় জাতি ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং (ঐ ক্ষত্রীয় সমাজ) প্রভুত্ব ও যৌবন মদে মত্ত হইয়াছিল। যে কালে মনুষ্যের—বিশেষতঃ ধনৈশ্বর্য্য-বল-বীর্য্যশালী সমাজের বহিঃশত্রুর কি ভিন্ন সমাজের সহিত বিরোধ না থাকে, সেই কালে সমাজে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, ধন এবং সম্পত্তির গরিমায় আসুরী শক্তি প্রবল হইলে, বহিঃশত্রু অভাবে অন্তর্ব্বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। রামচন্দ্রের পর সূর্য্যবংশীয় সম্রাটদিগের ছত্রতলে ও অন্যান্য নৃপতিগণের সুশাসনে আর্য্যসমাজ নির্ব্বিঘ্নে বহুকাল সুখ-সমৃদ্ধি ভোগের পর সূর্য্যবংশীয়গণ রাজশক্তিহীন এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রবল হওয়ায়, ভারতবর্ষ বহুতর স্বাধীন খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। যে মহাজাতি সর্ব্ব প্রধান একই রাজশক্তি বা শাসন শক্তির অধীন একই আইন, একই ধর্ম্ম, একই ভাষা, একই শিক্ষা, একই সামাজিক নীতি ও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া একত্র, সুনীতি ও সুনিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর সৌভ্রাত্ররূপে বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতিদ্বারা জ্ঞান ও ধন অর্জ্জন পূর্ব্বক বিপুল মহাদেশ ভোগ করিতে পারেন, সেই জাতি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অতি প্রাচীন কালে আর্য্য পিতামহগণ উপরোক্ত মহা নীতির অধীনে প্রথমে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। যদিও সুবিধার নিমিত্ত সমাজে কর্ম্মবিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তথাচ সমবেত আর্য্যসমাজের শীর্ষস্থানীয় মহর্ষিগণের কৃত একই ধর্ম্ম একই নীতি, একই শাস্ত্র এবং একই আইন ও নিয়মের অধীনে অবনত মস্তকে সমগ্র নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় রাজ্য শাসন ও পালন করিতেন। তৎকালে সমগ্র আর্য্য জাতির মধ্যে একই সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত এবং পরস্পরের মধ্যে অন্ন ভোজন ও অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে পূর্ব্ববর্ণিতমত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকার ঘটিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া সমাজ বিশৃঙ্খল হওয়ায়, মহারাজ রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বিরোধ শান্তি ও ভেদনীতি দূরীভূত করিয়া, মহর্ষিগণের কৃত ধর্ম্মনীতি ও ব্যবস্থার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজশক্তির উপরে এক উচ্চতম মহারাজশক্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভূত করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ঐ মহা শক্তির অধীন করতঃ জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষ পূর্ব্বোক্ত মত বহুখণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া ঐ খণ্ড খণ্ড রাজ্য সমূহের নরপতিবৃন্দ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশীভূত এবং নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া সিংসানল প্রজ্বলিত করতঃ আর্য্যলক্ষ্মীকে দগ্ধ এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত বিকট গৃধ্র শকুনির ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক একের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া লইতেছিল;

তৎকালে মথুরাধিপ কংস পিতাকে রাজ্যচ্যুত, ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কারারুদ্ধ, জ্ঞাতি-বর্গ, আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবর্গের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিয়া, আর্য্যলক্ষ্মীকে পদদলন করিতেছিল, মগধের অধীশ্বর জরাসন্ধ পর রাজ্য অন্যায় আক্রমণ এবং ভারতের ষড়শিতি নৃপতি বৃন্দকে বলিদান দিবার নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিয়া ভারতমাতা আর্য্যলক্ষ্মীর হস্ত-পদাদি-অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, চেদীশ্বর শিশুপাল ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া গোপনে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা নগরে অগ্নিপ্রদান এবং যাদবগণকে বিনা কারণে হত্যা করিয়া দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন ধন ও যৌবনোন্মাদে মত্ত হইয়া বামনের চন্দ্র ধরার ন্যায় উদার ধর্ম্মনীতি সংস্থাপক স্থিতি-শক্তির আধার সুদর্শননীতিচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের ভাবী পত্নী ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণীকে হরণ করিতে উদ্যত এবং ঐ উদার ধর্ম্মনীতির অবতার শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃ বর্গকে বিনাশের চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত ঘোরতর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া হিংসানল প্রজ্বলিত করতঃ ভারতমাতা আর্য্যলক্ষ্মীকে ঐ হিংসানলে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ উপনিষদুক্ত সাম্যনীতি ও সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্ম এবং বিষ্ণু প্রীত্যর্থে বিশ্বহিতকর সাত্ত্বিক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে ভেদনীতি, স্বার্থমূলক জীবনঘাতক রাজসিক ও তামসিক যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্ম কাণ্ড প্রবর্ত্তিত করতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ-ভ্রষ্ট হইয়া আর্য্য জাতিকে ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছিলেন; প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায়, সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতীদিগের ধ্বংস পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য বিশ্বনিয়ামক পূর্ণ জ্ঞান ও মঙ্গলের অবতার শ্রীকৃষ্ণ রূপ মঙ্গল; চক্র রূপ সুদর্শন বা সুনীতি, গদারূপ দণ্ড বা শাসন এবং পদ্মরূপ শক্তির সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্বে, সংসার-বন্ধনের চারিটী রজ্জু যথা—সন্তানের স্নেহ, পতি বা পত্নী প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি; এই স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও ভক্তি নিঃস্বার্থ, উদার ও বিশ্বব্যাপী হইলে বিশ্বের বন্ধন অতিক্রম করিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ বন্দন করা যাইতে পারে। যাঁহার গৃহই বিশ্ব, যাঁহার বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে যথাক্রমে নিঃস্বার্থ সন্তানস্নেহ, পতি বা পত্নীপ্রেম, বন্ধু প্রীতি, পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি বিস্তৃত হয়, সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বা স্ত্রী বিশ্বেশ্বরে লীন হয়েন। আবার যিনি, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সাধারণ জনগণের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ পুত্রস্নেহ, পতি বা পত্নী-প্রেম, বন্ধু-প্রীতি, পিতৃ বা মাতৃভক্তি সমস্তাকে প্রাপ্ত হন, তিনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর স্বরূপে বিশ্বে লীন হন। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর কালে গোপ ও গোপিনীদিগের নিকট অকৃত্রিম পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, নিঃস্বার্থ পতিপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি ঐ কৈশোর কালে পূতনা ও বকাসুর প্রভৃতি বিনাশ; কালীয় নাগ দমন প্রভৃতি গোকুলের কয়েকটী অশুভ নাশ করিয়া

বৃন্দাবনে চিরপ্রচলিত সকাম ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন ধারণরূপ সাধারণের হিতকর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া উদার নীতির পোষণ ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ মাত্রেই নিঃস্বার্থে সাধারণের হিতার্থে দেশের কণ্টকস্বরূপ কংসরাজকে ধ্বংস পূর্ব্বক তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে পুনঃ রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ব্রজ ও মথুরাবাসী জনগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তদনন্তর মৃত কংসরাজের শ্বশুর ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা বারম্বার আক্রমিত হওয়ায় এবং যাদব সৈন্যাপেক্ষা জরাসন্ধের সৈন্য শতগুণ বিধায়, বিশেষতঃ মথুরার দুর্গ উত্তমরূপ সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় না থাকা প্রযুক্ত জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে অন্ধ, ভোজ, বিষ্ণি ও যদুকুল এবং সাধারণ প্রজাবর্গকে রক্ষা, জীবহত্যা ও সৈন্য ক্ষয় নিবারণ এবং আত্মবল সঞ্চয় ইত্যাদি জন্য পশ্চিম ভারতে সিন্ধুতীরে রৈবতক পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত শত্রুগণের অনধিগম্য দুশ্ছেদ্য ও দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং সৌধমালা-পরিশোভিত দ্বারকা নাম্নী মহানগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সপ্রজা অন্ধ-ভোজ-বিষ্ণি ও যদুকুল সহিত তথায় যাদব রাজ্য সংস্থাপন করণান্তর ভেদ ও রক্ষণনীতির পরিবর্ত্তে উদার সাম্য নীতির প্রবর্ত্তন, খণ্ড রাজ্যের পরিবর্ত্তে অদ্বিতীয় অখণ্ড মহান্ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং বেদোক্ত সকাম যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্ম কাণ্ডের পরিবর্ত্তে অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে বিশ্বহিতকর যজ্ঞ প্রবর্ত্তন এবং সাম্য ও উদার নৈতিক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার যাহাতে হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। উপরোক্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, জ্ঞান এবং বাহুবল, উভয়ই আবশ্যক, এই জন্য বাহুবলের সহায় নীতি-ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে অবলম্বন করিয়া উপরোক্ত শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, বিনা যুদ্ধে বা বিনা রক্তপাতে কৌশলে উপরোক্ত শুভকার্য্যগুলি সম্পন্ন করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল। পঞ্চাল নগরে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর বিবাহের সভায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। যখন সমবেত রাজগণ লক্ষ্যভেদী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের উদ্ধত বাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে এবং দ্রৌপদীকে বল পূর্ব্বক হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রাজগণকে কতিপয় নীতিগর্ভ বাক্যদ্বারা ঐ অন্যায় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন এবং ঐ স্থানেই রাজগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের বীরত্ব ও গৌরব সূচিত হইয়াছে এবং দরিদ্র বিপন্ন পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার করুণা ও সদ্ব্যবহারদ্বারা যথোপযুক্ত সমদৃষ্টি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিবাহ-সভায় পাণ্ডবগণের নীতিধর্ম্মপরায়ণতা, বীরত্ব ও কৌশল ইত্যাদি দৃষ্টি করিয়া, উঁহারাই যে তাঁহার অভীপ্সিত শুভ কার্য্য সম্পাদন করিবার ভাবী আশার একমাত্র অবলম্বন, ইহা যে তিনি তৎকালেই স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী কার্য্যদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ঐ সভায় সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

ঐ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপধারী পাণ্ডবগণ প্রথম প্রকাশিত হন, তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বুঝিতে পারায়, ঐ ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শানুযায়ী ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আহ্বান করেন; ঐ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শেই পাণ্ডবগণ হস্তিনা গমনে স্বীকৃত হইলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদ প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের সমভিব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় গমন করেন এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবগণকে যে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদত্ত এবং ইন্দ্রপ্রস্থে তাহাদিগের রাজধানী নির্ণীত হইয়াছিল, তাহার প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ। ঐ ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের রাজধানী সংস্থাপনের পর অর্জ্জুনের সহযোগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী নিবিড় সুবৃহৎ খাণ্ডবারণ্য দহন এবং তথাকার অসভ্য-বন্য-অনার্য্য ক্রূর সর্পের ন্যায় তক্ষক অশ্বালন প্রভৃতি নাগ ও দানবগণকে বিতাড়িত এবং শিল্পী ময় নামক দানব প্রমুখ কতকাংশকে বশীভূত করিয়া তদ্দ্বারা কারুকার্য্য খচিত ও অতি উৎকৃষ্ট সৌধমালা পরিশোভিত মহানগরী নির্ম্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সৌরাজ্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ঐ খাণ্ডব দাহনের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ বলরাম প্রমুখ যাদবগণের বিরুদ্ধমত সত্ত্বেও অতি সুকৌশলে সর্ব্বসম্মতিমতে স্বীয় ভগ্নী সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের সহিত বিবাহ দিয়া পাণ্ডবগণের সহিত অধিকতর গাঢ় বন্ধুত্ব সংস্থাপন করনান্তর সমগ্র পৃথিবীতে একই রাজনীতি, সমাজনীতি এবং উদার ধর্ম্ম বা সাম্যনীতি প্রচারার্থে ভারতের নৃপতি সমূহের এবং ভারতের চতুর্দ্দিগস্থ অন্যান্য দেশ ও মহাদেশ সমূহের রাজন্যবর্গের উপর সর্ব্বোপরি একটী উদার নৈতিক সাম্রাজ্য বা ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ঐ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর করিবার নিমিত্ত ঐ যুধিষ্ঠির দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষে হস্তিনাপেক্ষা মগধের অধর্ম্মার্জ্জিত প্রধান উচ্চতর রাজশক্তি শনৈঃ শনৈঃ সংস্থাপিত এবং মগধেশ্বর অন্যায়রূপে ভারতের একাধিপতি সম্রাটের ন্যায় হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য সংস্থাপন সূচক রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় ঐ মগধেশ্বর জরাসন্ধ ছিলেন। তিনি ভারতের ষড়শিতি নৃপতিকে বলিদান করিবার নিমিত্ত কারারুদ্ধ ও অধিকাংশ নৃপতিবর্গকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ভারতে একাধিপত্য সংস্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন; এতএব দেশের কণ্টক স্বরূপ জরাসন্ধকে ধ্বংস বা পরাজয় ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কৃষ্ণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, সমবেত পাণ্ডব ও যাদব সৈন্য কর্ত্তৃক মগধেশ্বর জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুর আক্রমণ করিয়াও তাঁহার রাজ্য জয় করা সুদূরপরাহত, এই জন্য সুকৌশলী ও সুদর্শন-নীতিচক্রধারী মহামহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ বিনা সৈন্যক্ষয়ে একটী সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একটী দ্বৈরথ-যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তুল্য বলশালী কোন ক্ষত্রিয় কোন ক্ষত্রিয় বীর পুরুষকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলে, কখনও প্রত্যাখ্যান করা হইত না। শ্রীকৃষ্ণ অনেক চিন্তায়

পর কেবল মাত্র ভীমার্জ্জুনের সহিত স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশে অতি দুরারোহ পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া উদার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার দৌরাত্ম্যে রাজগণের অন্যায় কারাবরোধ ও তাঁহাদিগকে ধ্বংসের কল্পনা ইত্যাদি কুটিল নীতি সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তিন জনের মধ্যে যদিচ্ছামত এক জনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঐ ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ দিবস দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়। ঐ চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে জরাসন্ধ পীড্যমান হইলে, উদার-নীতিজ্ঞ মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে পীড়ন করিতে নিষেধ করেন। ঐ যুদ্ধে জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক হত হওয়ায়, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কারারুদ্ধ নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনন্তর জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিপন্ন রাজগণকে উদ্ধার এবং বিনা সৈন্য-ক্ষয়ে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সূচক রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত করিলেন। তৎপরে, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব দ্বারা উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ (বর্ত্তমান রুসিয়ার উত্তর ভাগ) পূর্ব্বে চীন রাজ্য, দক্ষিণে লঙ্কা দ্বীপ, পশ্চিমে শাকদ্বীপ (তুরুস্ক, আরব, পারস্য) পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৎকালের পৃথিবীর সমগ্র মানব, গন্ধর্ব্ব, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসাদি দিগ্‌বিজয়* করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ রাজসূয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানীতে সমগ্র নৃপতিবৃন্দ আহূত এবং মহাসভা সমিতি হইলে, ঐ সভায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পিতামহাগ্রজ সর্ব্বশাস্ত্র ও শস্ত্র-বিশারদ মহাজ্ঞানী সর্ব্বপ্রাচীন ভীষ্মদেবের প্রস্তাবানুসারে মহামহিমাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হওয়ায়, কৃষ্ণবিদ্বেষী চেদীশ্বর শিশুপাল তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ অর্ঘের অনুপযুক্ত বলিয়া বারম্বার তাঁহাকে বহু নিন্দা এবং প্রাচীন ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ মহাবীর ভীষ্মকে বহু তিরস্কার ও অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তৎ সত্ত্বেও মহানীতিজ্ঞ ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণ নিস্তব্ধভাবে পরম শত্রু শিশুপালকে বারম্বার ক্ষমা করিয়াছিলেন। পরে যখন ঐ শিশুপাল কএকটী দুর্নীতিপরায়ণ নৃপতির সহিত এক যোগে সভাস্থ অন্যান্য নৃপতিগণকে উত্তেজিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ ভঙ্গের ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপনের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শিশুপালকে ধ্বংস ব্যতীত উপস্থিত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের উপায়ান্তর না থাকায় এবং শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব সমক্ষে দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করায় কর্ত্তব্যপরায়ণ মহানীতিজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা সম্মুখ-যুদ্ধে

* মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্‌বিজয়ে কিম্পুরুষ বর্ষে (তিব্বৎ ও তাতারে) কিম্পুরুষ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বের সহিত, হরিবর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষে (সাইবেরিয়া—রুসিয়া) দৈত্য গন্ধর্ব্বের সহিত অন্যান্য দিগ্‌বিজয়ে কিরাত, দানব, রক্ষ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা আছে।

শিশুপালকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বৈরথ্য যুদ্ধে† শিশুপাল নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সুকৌশলে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রবৎ উত্তেজিত ও ক্ষোভিত নৃপতিবৃন্দ শান্ত হওয়ায়,রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অভিলষিত সর্ব্বোপরি সসাগরা উচ্চতম রাজশক্তি বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অধর্ম্মের ভিত্তি-উৎপাটন না হইলে যে তদুপরি ধর্ম্মাট্টালিকা কখনই স্থির থাকিতে পারে না, তাহা ঐ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের কিছু পরেই উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ঐ রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন এবং সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে প্রস্থান করিলে,দ্যূতক্রীড়ার অছিলায় শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি, কূটচক্র, প্রবঞ্চনা ও কৌশলে মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডবের নির্ব্বাসন, সাম্রাজ্ঞী দ্রৌপদীর অপমান এবং নবস্থাপিত ধর্ম্মরাজ্য ছারখার করিয়াছিল। যদিও সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য দুর্যোধনের হস্ত-গত হইয়াছিল,কিন্তু ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি কর্তৃক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দিগ্‌বিজিত রাজ্যের সমগ্র নৃপতিবৃন্দ দুর্যোধনকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে নাই। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য দুর্য্যোধনের হস্তে পাপরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন কালে দুর্য্যোধন স্থানে স্থানে পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন; এমন কি, ঐ নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণের সাহায্য না পাইলে, সপরিবারে শত্রুহস্তে বন্দী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবঞ্চনা মূলে ঐ পঞ্চ পাণ্ডবকে নির্ব্বাসন এবং ধর্ম্মরাজ্য ধ্বংস করিয়াও দুর্য্যোধন ক্ষান্ত হন নাই; বনবাস কালেও তাঁহাদিগের ধ্বংসের নিমিত্ত নানাপ্রকার কূট জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়া মৎস্যাধিপ বিরাটের গোধন হরণের নিমিত্ত সসৈন্যে মৎস্য দেশ আক্রমণ করিয়া ঐ ছদ্মবেশী মহারথী অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; তদনন্তর নির্ব্বাসনান্তে অসহায় পাণ্ডবগণ মৎস্যাধিপ বিরাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ যাদব ও দ্রুপদ পঞ্চালগণকে আহ্বান করিয়া পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সমবেত যাদব, পাঞ্চাল ও বিরাট প্রভৃতি বন্ধুবর্গের মতানুযায়ী কর্ত্তব্যাবধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাদবশ্রেষ্ঠ বলদেব, দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, সাত্যকি দ্রুপদ প্রভৃতি অধিকাংশ সভ্যমণ্ডলী বলদেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ এবং সাহার্য্যার্থে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট দূত প্রেরণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপরোক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে এবং তদ্রূপ প্রস্তাবে সন্ধির নিমিত্ত দুর্য্যোধনে নিকট উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিতে উপদেশ দেন। যদি তদ্রূপ সন্ধি দুর্য্যোধন স্বীকার না করেন, তজ্জন্য অন্যান্য নৃপতির নিকট যুদ্ধের সাহার্য্যার্থে দূত প্রেরণ করিতেও সম্মতি প্রদান করেন।

† যুদ্ধকালে সুদর্শনচক্র স্মরণ বা আহ্বানের ও দ্বারা শিশুপালের মস্তকচ্ছেদের গূঢ় রহস্য ক্রমে প্রকাশ হইবে।

কিন্তু নিজে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিতান্ত নিরুপায় ব্যতীত লোকক্ষয়কর যুদ্ধ তাঁহার নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল। যাহা হউক, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং পরিণামদর্শী আদর্শ পুরুষ ছিলেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভবিষ্যতের যবণিকা-অন্তরালে অদৃষ্টের গভীর অন্ধকার ভেদ করিতে সক্ষম ছিল, এই জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকার করিয়া সন্ধির নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক এবং চেষ্টিত হইলেও, যুদ্ধের উদ্যোগ এবং সৈন্য সংগ্রহের উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে, যাহাতে যুদ্ধ না হইয়া সন্ধি হয়, তজ্জন্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও বিন্দুমাত্র ক্রটী করেন নাই। দুর্য্যোধন পূর্ব্বোক্ত সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় পর উভয় পক্ষ তাঁহার নিকট যুদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করায়, তিনি উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টিমান্ হইয়া, কোন পক্ষকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তিনি দুর্য্যোধনের প্রার্থনা মত তাঁহাকে নিজের দশ সহস্র নারায়ণী সৈন্য প্রদান করিয়া ছিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রার্থনামত পাণ্ডবপক্ষে স্বয়ং নিরস্ত্র-বৃত্ত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ধির জন্য স্বয়ং শুভ দিনে ইষ্ট দেবার্চ্চনা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক সাত্যকি প্রমুখ কতিপয় সেনাপতি ও যাদব সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া অতি উৎকৃষ্ট বেগগামী অশ্বযুক্ত গরুড়-ধ্বজরথে আরোহণ করিয়া কুরু-সভায় গমন করিয়াছিলেন, এবং সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সর্ব্বসাধে সর্ব্বহিতকর সুযুক্তিপূর্ণ নীতিগর্ভ ওজস্বী বক্তৃতাদ্বারা ভীষ্মাদি ধৃতরাষ্ট্র-

প্রমুখ সভাসদ্‌বর্গকে মোহিত করায়, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত নীতিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, এমনকি স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র পর্যান্ত এক বাক্যে দুর্য্যোধনকে সন্ধির জন্য অনুরোধ করায় দুর্য্যোধন ঐ সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিবার জন্য গোপনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন! ঐ ষড়যন্ত্র কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট গোপন না থাকায়, তিনি সর্ব্বজন সমক্ষে ঐ ঘৃণাকর ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া, ঐ ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান নেতা কর্ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন! কর্ণও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সহিত গমন করিলেন। এই সভা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় 'দুর্য্যোধনের সাধ্য থাকে, আমাকে বন্দী করুক' ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে এই কথা বলিয়া সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কতিপয় গুপ্ত বিষয় কর্ণকে জানাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ শ্রীকৃ সন্ধির নিমিত্ত যতদূর সম্ভব, চেষ্টা করিয়াছিলেন। নররক্তে বসুন্ধরাকে বিধৌত করিবে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। একান্ত অনন্যোপায় হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও অধর্ম্মের মূলো চ্ছেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য পুনঃস্থাপ করিবার নিমিত্তই পাণ্ডবদিগকে যু অনুমোদন দান করিয়াছিলেন। যু যীশুখ্রীষ্ট ও গৌরাঙ্গদেব যেরূপ জ্ঞান, ভ ও প্রেম শিক্ষাদ্বারা সমাজকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলে শ্রীকৃষ্ণের সমরে রাজসিক তেজস্বী মহা উদ্ধত ক্ষত্রিয়সমাজকে তদ্রূপ উদ্ধার কা

সম্ভব ছিল না। সর্ব্বপ্রকার রোগে এক ঔষধ প্রয়োজ্য হয়না। রোগের অবস্থানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রাজপুত্র বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ও পার্থিব সুখ-সম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্যাগস্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে, সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া শত শত উপদেশ বা শত যুদ্ধ জয়দ্বারা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই সুনীতি বলে কদাচ সমাজে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন জ্ঞাতি-হিংসা-বিমুখ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপীনধারী হইলে, কদাচ সাধুগণের পরিত্রাণ, অধর্ম্ম দূরীভূত এবং ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপিত হইত না, অথবা ঐ অধর্ম্মের নেতা বিপুল ক্ষমতাশালী, উদ্ধত, মদমত্ত, কামী ও স্বার্থান্ধ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ধ্বংস বিনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের ন্যায় কোপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও লোক-হিত-কর নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে কখনই সক্ষম হইতেন না। শত বর্ষ পূর্ব্বে ইউরোপে সাম্যবাদ প্রচারার্থ নেপলিয়ন বোনাপার্ট বসুন্ধরা নররক্তে প্লাবিত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎকালে তাঁহার কল্পিত সাম্যবাদ সময়োচিত না হওয়ায়, তিনি ইউরোপীয় সমাজে অশান্তি আনয়ন পূর্ব্বক পরিশেষে স্বয়ং বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। আজ সেই সাম্যবাদ ইউরোপে বিনা চেষ্টা ও রক্তে স্বভাবতঃ শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত ও শান্তির কারণ হইয়া উঠিতেছে।

জগৎ বিবর্ত্তন-নীতির মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে শত শত উত্থান ও পতন আছে। ঐ উত্থান পতনের অধীনতায় জগৎ মণ্ডলাকারে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে। মধ্যে মধ্যে যখন কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি কর্তৃক পথ-ভ্রষ্ট হয়, তখন পুনর্ব্বার কেন্দ্রানুসারিণী শক্তির সাহায্য ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তে পৌছঁছিতে পারে না। ঐ উভয় শক্তির সংগ্রামকালে যে কত প্রকার ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে? এবং ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কৈন্দ্রিকী শক্তির যে কত প্রকারের কার্য্য প্রসূত হয়, তাহাইবা কে নির্দ্দেশ করিতে পারে?

রোগী বিশেষে এবং রোগীর অবস্থানুসারে কোন স্থলে উগ্র বিষ প্রয়োগদ্বারা রোগী তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়; আবার কোন স্থলে ঐ বিষ প্রয়োগদ্বারা আশু রোগী নিরাময় হয় না বটে, বরং রোগের ভিন্ন উপসর্গ উপস্থিত হইয়া, রোগীকে ঘোর কষ্টে নিপতিত করে, ক্রমে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারা বা ঔষধ বিনা শনৈঃ শনৈঃ রোগী উপশম পায়; এরূপ স্থলে বিষ প্রয়োগ আশু অপকারক হইলেও, রোগীর জীবন রক্ষার শেষ অমোঘ উপায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ স্থলে বিষ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারা কখনই রোগের উপশম হয়না; রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। পক্ষান্তরে, রোগের অবস্থা-বিশেষে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারাই রোগী নিরাময় হইয়া থাকে। বিষ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না; বরং ঐ অবস্থায় বিষপ্রয়োগই রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়।

অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বহুতর স্নিগ্ধ সুখসেব্য ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগ শান্তি করিতে অপারক হইয়াই অবশেষে বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! কিন্তু আসন্ন সময়ে অর্জ্জুন ঐ বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্জগতের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নিদান এবং ঔষধের ব্যবস্থাস্বরূপ জগৎপূজ্য ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়া জগতের ঐ ত্রিবিধ ভব-রোগ-মুক্তির উপায় করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ভারত-যুদ্ধে ভারতের সমগ্র নৃপতিবর্গ কেহ ধার্ত্তরাষ্ট্র ও কেহ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সসৈন্যে সমাবেত হওয়ার পর ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষে ভীষ্ম এবং পাণ্ডব পক্ষে অর্জ্জুন সেনাপতি-পদে বরিত হয়েন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল; অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধে অনুমোদন করিলেও, স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নিষ্ঠুর হত্যা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হন নাই। পূর্ব্ববর্ণিতঃ মত উভয় পক্ষ তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করায়, এক পক্ষে যুদ্ধার্থে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিবেন, অন্য পক্ষে স্বয়ং নিরস্ত্র থাকিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিবেন, প্রকাশ করেন; তাহাতে দুর্য্যোধন প্রথমোক্ত সৈন্য-সাহায্য ও অর্জ্জুন শেষোক্তমত স্বয়ং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, অর্জ্জুনের প্রার্থনা মতে পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেনাপতি অর্জ্জুনের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালে সারথ্য-কার্য্য অতীব গুরু-তর কার্য্য ছিল। রাজার সহিত রাজমন্ত্রীর যেরূপ সম্বন্ধ, যুদ্ধ কার্য্যে সেনাপতি রথীর সহিত সারথির তদ্রূপ সম্বন্ধ। রাজমন্ত্রীর সুমন্ত্রণায় রাজার রাজ্য যেরূপ রক্ষা হয়, তৎকালে যুদ্ধে সারথির সুমন্ত্রণায় ও কার্য্যে তদ্রূপ রথীর জীবন রক্ষা ও যুদ্ধ জয় হইত, এই জন্য সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সারথির নাম সুমন্ত্র ছিল। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে আর্য্য-সমাজে একাধারে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মন্ত্রণা-কুশল, শস্ত্র ও শাস্ত্র-বিশারদ, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজনীতিজ্ঞ, নিষ্কামী, অপক্ষপাতী, পরহিতরত, স্বার্থ-ত্যাগী ও সর্ব্বকর্ম্মবিশারদ পুরুষ যে আর দ্বিতীয় ছিল না, তাহা তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গত ভগবদ্গীতাতেই প্রকাশ; তদ্ভিন্ন সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানের সময় ভীষ্ম ও শিশু-পালের বাদানুবাদের মধ্যে এবং মহাভারতের অনেক স্থানে প্রকাশ আছে। যেমন মানস-রাজ্যের রাজা বা রথী মন, মন্ত্রী বা সারথি বুদ্ধি; যেরূপ অধ্যাত্মরাজ্যে রথী জীবাত্মা, সারথি পরমাত্মা, তদ্রূপ পাপ-পুণ্যরূপ কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে রথী অর্জ্জুন, সারথি শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্ববর্ণিত মত যুদ্ধারম্ভ সূচক রণবাদ্য নিনা-দিত হইলে, পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জ্জুন বিপ-ক্ষের নেতা ও সেনাপতি ভীষ্মপ্রমুখ কৌরব-গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাঁহা-দিগকে অবলোকন করিয়া স্নেহ বশতঃ অন্তর দ্রবীভূত, শোক-মোহে হৃদয় বিচলিত এবং করুণায় হস্ত শ্লথ হওয়ায়, জ্ঞাতিবধ-জনিত পাপাশঙ্কায় ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশদ্বারা তাঁহার শোক ও মোহাদি দূরীভূত ও তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথে চালিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, সে

জ্ঞানগর্ভ উপদেশই জগতের সাররত্ন স্বরূপ এই ভগবদ্গীতা। হিন্দু-পত্রিকার আগামী সংখ্যা হইতে আমরা মূল গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্ত-সূত্র।

("ব্রহ্মচারিন্" পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ মহাশয়ের লিখিত "Vedanta Sutras" প্রবন্ধের স্বল্প-পরিবর্ত্তিত বঙ্গানুবাদ।)

১। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেতি।

২। জন্মাদ্যস্য যতইতি।

৩। শাস্ত্র যোনিত্বাদিতি॥

৪। তত্তু সমন্বয়াৎ॥

১। অতএব তৎপর ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা।

২। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব বিকাশিত, যাঁহা দ্বারা পালিত ও যাঁহাতে সংহৃত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

৩। জ্ঞানোপায়স্বরূপ শাস্ত্র হইতে ইহাই প্রতিপ্রাদিত হয় যে ব্রহ্মই জগতের কারণ।

৪। সর্ব্বশাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল উৎস, তাঁহাদের অর্থ-সমন্বয়ে ব্রহ্ম-তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়।

"কুতশ্চ কোঽহং" আমি কোথা হইতে আসিলাম এবং আমিইবা কে? এই চিন্তা যেদিন মানবের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রথম উদিত হয়, সেই দিন হইতেই তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। মানবের অতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যখন জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসার্থ কোন চেষ্টারই উন্মেষ ছিলনা, তখন এই আত্মচিন্তার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা ঠিক অনুমান করা কঠিন; কিন্তু মানবের বিবর্ত্ত-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উন্নতির ক্রম-পরম্পরায় ক্রমশঃ যে ঐ আত্মচিন্তা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মানুষ কি, মানুষের অদৃষ্ট কি" এই জ্ঞান-পিপাসার প্রবল প্রেরণায় মানুষ কবি হয়, মুনি ঋষি হয়, ভবিষ্যৎবেত্তা হয়। এরূপ মনে করা ভুল, যে অসভ্য জাতির চিন্তা কেবলই বহিঃপ্রকৃতি-বিষয়িণী, এবং উহা মোটেই অন্তঃপ্রকৃতিঅভিমুখিনী নহে। মানব যেকোন দেশীয় বা জাতীয়ই হউক না কেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন তাহার স্বপ্নাতীত বিষয়, তৎপূর্ব্বকাল হইতেও অহংতত্ত্বের বা আমিত্বের আধ্যাত্মিক রহস্য-মীমাংসায় সে কোন না কোনরূপে সচেষ্ট। এরূপ না হইলে, সেটি অস্বাভাবিকতাজনিত বিস্ময়ের বিষয় হইত, সন্দেহ নাই।

মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখ-সঙ্কুল ও ইহার আদ্যন্ত দুর্জ্জের রহস্য-সমাকুল। মানবের যদি পুনর্জ্জন্ম না থাকে, যদি কেবল মরিবার জন্যই বাঁচিতে হয়, তবে মানব কি পরিণাম

লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করিবে? মানবের "মাটির দেহ" যদি কেবল মাটি হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহার ভোজন সাধনার্থে শস্যোৎপাদন, বাসার্থে গৃহ-পত্তন, আবরণার্থে বস্ত্র-বয়ন, আভরণার্থে অলঙ্কার-গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে কেন মানব এত বিব্রত হইবে? ইহা যদি এতই অসার, তবে ইহার জন্য কে এত "ভূতের বেগার" খাটিতে চায়? অতএব "মানব-জীবনে এই দেহ অপেক্ষা কি স্থায়ী পদার্থ বা সারতত্ত্ব আর কিছুই নাই?" এইরূপে প্রথমে আত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। "এই দেহই কি "আমি" না এই দেহ "আমার?" এইরূপ বিতর্কে মানব ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসা-বর্ত্মে অগ্রসর হয়, ক্রমে তত্ত্ব-চিন্তার চালনায় মানব মনের মোহাবগুণ্ঠন ধীরে অপসারিত হয়, ধীরে অধ্যাত্মালোক উদ্ভাসিত হয়; সেই আলোকে ধীরে মানব আত্মদর্শনের আভাস পায় এবং তখন মনে মনে বলে "আমি দেহ নই; দেহই আমার; আমি দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছু, নচেৎ আমার এই "আমি"র জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? "আমি নাই" বা "আমি কিছুই না" এরূপ চিন্তাত কখনও আমার আসেনা। আমিই হই এই "আমি"—আর আমার এই দেহ "আমি"র আধার মাত্র; অতএব আমার এই আধার স্বরূপ দেহটারই মৃত্যু ঘটে, আধেয় "আমি"র মরণ নাই।

মানুষ এইরূপে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, দেহীই বিষয়ী (Subject) এবং দেহ ও অন্য যে কোন পদার্থ, সমস্তই বিষয় (Object); মানুষের আমিত্ব বা আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতা এবং আর সমস্তই জ্ঞেয়। মানুষ ক্রমে স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে, তাহার এই দেহ একখানি রথস্বরূপ, মন প্রগ্রহস্বরূপ, এবং আত্মস্বরূপ সে স্বয়ং তাহাতে রথীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়া অপর সমস্তের শাসন-পরিচালনাদি সাধন করিতেছে। শাস্ত্র স্পষ্ট তাহাই বলিয়াছেন।—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্ব্বিষয়াস্তেষু গোচরাণ্॥"

এতাবতা মানুষ বুঝিতে পারে যে, মৃত্যু কেবল তাহার দেহকেই অধিকার করিতে পারে, তাহার আত্মাকে নহে। মানুষ ক্রমে "নায়ংহন্তি ন হন্যতে"—গীতোক্ত এই পরম তত্ত্বের আভাস পায়।

"তবে কি আত্মা চিরসৎ বা চির নিত্য"—(আপেক্ষিক সৎ বা আপেক্ষিক নিত্যের অতীত) তখন এই প্রশ্নের উদয় হয় ও সমাধান-সাধনের চেষ্টা হয়। "আত্মা জন্মিলে আর মরে না" এ সিদ্ধান্ত ন্যায়-নিকষে টিঁকেনা। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। জন্মিলেই মরিতে হইবে। "জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।" (গীতা) আত্মা যদি জন্মেন, স্বীকার করা যায়, তবে তিনি মরেনও বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যিনি মরেন না, তিনি জন্মেনও না। আত্মার যদি মৃত্যু নাই, তবে জন্মও হয় নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ॥
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥(গীতা)

কিন্তু আত্মার মৃত্যু অপ্রতিপন্ন হইলে, জন্মও যে অপ্রতিপন্ন, অপ্রাপ্ত-অধ্যাত্মালোক মানব তাহা না বুঝিয়া আত্মাকে 'জাত' মনে করে। সে মনে করে যে, তাহার আত্মা "ঈশ্বর" নামক এক উচ্চতর আত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, এবং অপরাপরের আত্মা সমূহ হইতে তাহার নিজাত্মা সংপূর্ণ স্বতন্ত্র।

জ্ঞান-বৃদ্ধি সহকারে মানব বুঝিতে পারে যে, আমাদের পরস্পরের আমিত্বের পার্থক্য-বোধ কেবল মায়া-মোহের ফল মাত্র। যদি উপাধির অপগম হয়, তবেই সেই পার্থক্য-বোধের অপগম হইবে। এককে অনেক, অখণ্ডকে খণ্ড, নিরবয়বকে সাবয়ব রূপে কেবল অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিজন্যই উপলব্ধি হয়। এই আত্মায় ভেদ-বোধ পরমার্থতঃ প্রকৃত নহে, উহা কেবল উপাধি-ভেদের আপাত-উপলভ্য ফল মাত্র।

জ্ঞানোন্নত মানব জন্ম-মৃত্যুর অচ্ছেদ্য আপেক্ষিকত্ব পরিষ্কার অনুভব করিতে পারেন। উহার একের অপ্রতিপন্নতায় অপরের অপ্রতিপন্নতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "ন জায়তে ম্রিয়তে" শ্লোকের তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। আত্মার একত্ব ও অবিনশ্বরত্ব তিনি বুঝিতে পারেন। এতাবতা তিনি বুঝিতে পারেন, আত্মা যদি নিশ্চয় অমর, তবে অবশ্য অজ; অতএব আত্মা অজ হইলে, তাঁহার (সৃষ্টিকর্ত্তারূপ) উচ্চতর আত্মার কল্পনাও অসিদ্ধ হইতেপারে।

জ্ঞানোন্নতির সহিত মানব বুঝিতে পারেন যে, যেমন একই সূত্র বিবিধ আকৃতি, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ গন্ধবিশিষ্ট বিবধ জাতীয় পুষ্প-সমষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকায়, এক বিচিত্র পুষ্প-মালা রচিত হয়, তদ্রূপ এক আত্মা বিবিধ ভেদ-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাধিসমূহে অবস্থিত থাকায়, এই বিচিত্র বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে। কেবল মানব-দেহ বলিয়া নহে, এক সার্ব্বভৌম আত্মতত্ত্ব বা বিশ্ব-আমিত্ব বিশ্বের চেতনাচেতন সর্ব্ব পদার্থেই বিরাজিত; তবে উহার ঐশ ভাব কোথাও জাগ্রত, কোথাও সুপ্ত; কোথাও বিকসিত, কোথাও অন্তর্নিহিত; কোথাও অঙ্কুরিত, কোথাও বীজীভূত। ক্রমে যখন এই বিশ্ব-বৈচিত্র্য-বোধক অবিদ্যাজাত উপাধি সমূহের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ স্বরূপ এক আত্মাই অবধারিত হন, তখন সৃষ্ট ও স্রষ্টার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হয়; তখন আত্মজ্ঞানী মানব মহাবাক্যের অধিকারী হইয়া বলেন—'তত্ত্বমসি।'

এই ভৌতিক জগৎ তখন তাঁহার নিকট আর স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বোধ হয়না; উহা বিশ্ব-আমিত্বেরই এক বিবর্ত্তন-বিকাশ বোধ হয়। উহা স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, এই ভেদত্রয়-শূন্য বোধ হয়। দ্বৈতত্ব অন্তর্হিত হয়। তখন আত্মজ্ঞানী দেখেন যে, "সর্ব্বভূতেই আত্মা এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত।"

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি
চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা)

(অনুবাদ)

আত্মাকে সমস্তভূতে সমস্ত ভূত আত্মায়।
সমদর্শী আত্মযোগী সর্ব্বদা দেখিতে পায়॥

যদি সর্ব্বভূতই আত্মময়, তবে এক মাত্র আত্মজিজ্ঞাসাই সর্ব্বজিজ্ঞাসার সার-নিষ্কর্ষ, সন্দেহ নাই; সুতরাং অন্য সর্ব্ববিধ জিজ্ঞাসাই প্রকৃত পক্ষে অনর্থক ও অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। কারণ পরিজ্ঞাত হইলে, কার্য্যও অতএব পরিজ্ঞাত হয়। ঘটত্ব-জ্ঞান মৃত্ত্বজ্ঞানেরই অন্তর্ভূত।

বৈদান্তিকেরা এই আত্মতত্ব বা বিশ্বআমিত্বকেই ব্রহ্ম বলেন। কারণ ইহাই বৃহৎ—বিশ্বময়—অসীম; ইহা হইতেই বিশ্বপদার্থের বিকাশ। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ"—"ব্রহ্ম" শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থই বৃহত্ববোধক।

অজ্ঞানাবস্থাতেই মানব বিবেচনা করে যে, জগতের কিছুই স্থায়ী নহে। তাহার নিজস্ব বোধের সীমান্তর্গত সকল বস্তুরই অনিত্যত্ব সে অনুভব করে। ধন-মান, স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্র, ঐহিক যা কিছু তাহার প্রিয়, তাহার সে অজ্ঞাত-দেশ-যাত্রায় কিছুই তাহার "সঙ্গের সাথী" নহে, ইহা বুঝিয়া তাহার নৈরাশ্য-নিপীড়িত অন্তরাত্মা আর্ত্তস্বরে বলিতে থাকে "তবে কি এ জীবন অলীক—অকিঞ্চিৎকর ও একটি তামাসার অভিনয় মাত্র? যদি কোন নিত্য পদার্থই ইহার লক্ষ্য না হয়, এবং যাহা কিছু ইহার লক্ষীভূত, তাহাই অলক্ষ্যে অনিত্যে পরিণত, তবেকি মানব-জীবন কেবল 'ফাঁকিজুকির কারখানা?' আমার কি আগে পাছে কেবল মরণের মেলা? তবে আর এ নিমেষস্থায়ী নিরর্থক জীবন-বুদ্বুদের জন্য এত চেষ্টা বেষ্টনের—স্বার্থ-সংগ্রামের কি প্রয়োজন? ফলিতার্থে তবে "আমি" কেন? এ বিড়ম্বনাময় "আমি" থাকা অপেক্ষা "আমি" আদৌ না হওয়াই কি ভাল ছিল না?"

এইরূপে নৈরাশ্যে মুহ্যমান ও বিষাদে রোরুদ্যমান হইয়া অজ্ঞান মানব যখন বুঝিতে পারে না যে, তাহার কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, তখন "কিংকরোমি কগচ্ছামি" অবস্থায়—সেই কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু জীবের 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়'তার ঘোর ঘনান্ধকারে ভারতীয় আর্য্যর্ষিই বেদান্ত-বিজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করেন এবং বলেন "জীব! আশ্বস্ত হও।"

বৈদান্তিক ঋষি বলেন—বৎস! শোক করিও না। অমৃতের সন্তান তুমি,—শুধু তাই কেন? তুমি স্বয়ংই অমৃত। তুমি আপনাকে চিনিতে শেখ, তবেই তোমার সর্ব্বসন্দেহ দূরীভূত হইবে, সর্ব্ব বন্ধন ছেদিত হইবে ও অবিদ্যার ইন্দ্রজাল অপসারিত হইবে। যখন তুমি তোমাকে চিনিবে, তখন তোমার জীবন সত্য ও সার্থক হইবে, উহা আর অলীক বা অনর্থক বোধ হইবে না। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

যাহাহউক, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় উপনীত হইতে সর্ব্বসাধারণেরই গমনাধিকার-বিবর্জ্জিত কোন একটি পন্থা নাই। উক্ত পন্থালাভ উপযুক্ত অধিকার সাপেক্ষ—কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। আত্ম-বিজ্ঞান-দীপকে যাঁহার আত্মদীপনের অভিলাষ, তিনি অবশ্য ইন্দ্রিয়-দমন ও চিত্ত সংযম করিবেন, তিনি অবশ্য শান্ত, সমাহিত, ইহ-পারলৌকিক কর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষাশূন্য হইবেন। মানুষের এমন অনেক আচারানুষ্ঠানের অভ্যাস আছে যে, তাহা ধর্ম্মকার্য্যবিশেষ বলিয়া বোধ হইলেও, তদ্দ্বারা বাস্তবিক আত্মবিকাশের বাধকতা জন্মে; সে সমস্ত অভ্যাসও শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারদ্বারা অপসারিত করিবেন। অবশেষে আত্মদীপন-সাধন-সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে কৃতার্থ বা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) দম (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) তিতিক্ষা (দ্বন্দসহিষ্ণুতা,) উপরতি (ভোগ-বৈরাগ্য,) শ্রদ্ধা (গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস,) সমাধান (ঈশ্বরে চিত্তাভিনিবেশ,) গুরুর কৃপায় সাধ্য এই ষট্‌সম্পত্তি" অর্জ্জন ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভো-পযোগী পূর্ণচিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই জন্য "অথ" শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্তশুদ্ধ্যাদির পর সাধকের যথার্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা আত্মবিজ্ঞান-শিক্ষায় অধিকার সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে কথা এই যে, কি কারণে মানব ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার সাধনে ও অনুশী-লনে রত হইবে? কারণ এই যে, তদ্ভিন্ন মান-বের শান্তিলাভ সুদূরপরাহত। মানবের হৃদয়ে স্বতঃই ও সততই প্রবল ঔৎসুক্যময় অদম্য জিজ্ঞাসা-প্রবাহ বহিতেছে যে "সে কি? সে কোথা হইতেআগত এবং কোথায়-ইবা যাত্রী?" অতএব এই কারণেই (অতঃ) মানবের ব্রহ্ম-বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা নিহিত রহিয়াছে।

আত্মানুশীলনের দ্বারাই মানব বুঝিতে পারে যে, আত্মাই জীবের সর্ব্বস্ব, আত্মাই কর্ত্তা বা প্রভু। তাহার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই যন্ত্রস্বরূপ। আত্মজ্ঞান-সাধক দেখেন যে, আত্মস্বরূপ তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা বা বিষয়ী, অপর সমস্তই জ্ঞেয় বা বিষয়।

এই যে জ্ঞাতা, ইনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। ইঁহার বহুত্ব-বোধ অজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। তরঙ্গ-হিল্লোলিত বারি-বক্ষে যেমন এক সূর্য্য বহু সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞান-বিক্ষেপ-বিকৃত মনে এক ব্রহ্মে বহুত্ব কল্পিত হয়। মনকে শান্ত সমাহিত কর। জল থিতাইলে সূর্য্য এক, মন থিতাইলে ব্রহ্মও "একমেবা-দ্বিতীয়ম্।" তুমি আত্মজ্ঞানালোকে আলো-কিত হও, সমস্ত ভেদ-বোধ চলিয়া যাইবে, জাতি-কুল-বর্ণ-বাধকতা বিলুপ্ত হইবে; সমস্ত জগৎ তোমার আপনার হইবে। "বসুধৈব কুটুম্বকং" বাক্য তোমাতেই সার্থক হইবে। হর্ষ তোমাকে চঞ্চল করিবে না, বিষাদ তোমাকে অবসন্ন করিবে না। জয় তোমাকে উত্তেজিত করিবে না, পরাজয় তোমাকে অভিভূত করিবেনা। জীবন তোমাকে উৎ-সাহিত করিবে না, মরণ তোমাকে ভীত করিবে না। তখন তোমার হইবে——

"নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপ-পত্তিষু।" (গীতা)

তখন তুমি সর্ব্বশান্তিপ্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

মাত্র বুদ্ধিগত আত্মপ্রতীতিতেই যথেষ্ট হইবে না, আত্মার অদ্বৈতত্ব জ্ঞানগতভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-
মনুপশ্যত।"

হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়,
কোথা মোহ—কোথা শোক রয়?

যে বুদ্ধিতে যে ভাবে আমরা বাহ্য বিষয় সমূহ অবগত হই, "আমি"—আত্ম ও ব্রহ্মতত্ব সে বুদ্ধিতে—সে ভাবে অবগত হইবার বিষয় নহে। যে মুহূর্ত্তে তুমি 'আমি'কে জানিবে, সেই মুহূর্ত্তেই 'আমি' তুমি হইয়া যাইবে। বিষয়ীই বিষয়ীভূত হইবে। "আমি" সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু "আমি" জ্ঞেয় নহি। যাহাহউক, সাধন বলে এই আত্মার অলৌকিক অনুভূতি হয়।

"যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য
নবেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-
বিজানতাং॥" (কেনশ্রুতি)

বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরও বুঝাইয়া দেন যে, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শুনা যায় না, ভাবনার ভাবককে ভাবা যায় না, জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানা যায় না।

"নেতি—নেতি" ভাবের অনুসন্ধানে,—ব্রহ্ম ইহা নহেন, উহা নহেন, যাহা কিছু আমরা জানিতে পারি, তাহা নহেন; এই ভাবের অনুসন্ধানে অবান্তরক্রমে আমরা ব্রহ্মতত্ব লক্ষ্য করিতে পারি মাত্র।

যাহাহউক, মোটামুটি আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, নির্গুণ ব্রহ্ম মানব-জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইলেও, সগুণ ব্রহ্মকে আমরা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে বা অন্ততঃ মানিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞানের এই আপাততঃ গৌরব যে, জগৎ-কারণের বহুত্ব-স্থলে ক্রমে এক্ষণে তদ্দ্বারা একত্ব-সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। এই বিশ্বের অনন্ত কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-প্রবাহ কল্পনায় অতিক্রম করিলে, মূলে মূলকারণ ব্রহ্মকেই পাই।

এই বিশ্ব ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে বিকাশিত। ইহার ভৌতিক সত্তা ব্রহ্মেই বিলীন ছিল; ব্রহ্মের সগুণত্ব-জনিত ইচ্ছা শক্তির স্ফুরণে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়াছে। মহামহীরূহ বটবৃক্ষের শুণ্ড শাখা-প্রশাখাকাণ্ডাদি-সমন্বিত প্রকাণ্ড দেহায়তন একদিন ক্ষুদ্রতম বট-বীজেই সূক্ষ্মতমভাবে নিহিতছিল; ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতির অনুকূলতায় ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে বিশাল বটবিটপীরূপে পরিণত হইল! বৃক্ষ বীজে নিহিত, কার্য্য কারণে নিহিত; সুতরাং কার্য্য হইতে কারণ স্বতঃই সূক্ষ্ম। সমগ্র সংসারের মূল কারণ ব্রহ্ম। বিরাট বিশ্ব-বিটপীর বীজ ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্ম পদার্থ সর্ব্বময়রূপে বৃহৎ হইলেও কারণরূপে সুসূক্ষ্ম-অব্যক্ত—অননুভবনীয়। কারণ-ব্রহ্ম কার্য্য-বিশ্বরূপে বিকাশিত। ফলিতার্থে কারণ ও কার্য্য এক। এতাবতা অব্যক্ত কারণ-ব্রহ্ম আমাদের অজ্ঞেয় হইলেও, সুব্যক্ত কার্য্য হইতে আমরা ইহার সত্তা অনুভব করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর ব্যাপার আমরা প্রতি-নিয়ত আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। একদিকে সৃষ্টি-স্থিতি, অপরদিকে লয়; এইরূপে সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। মৃত্যু ভিন্ন জন্ম নাই, জন্মভিন্ন মৃত্যু নাই। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। একের অনুভূতি ভিন্ন অপরের অনুভূতি অসম্ভব। সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, ভাল-মন্দ, শৈত্য-উষ্ম, পাপ-পুণ্য, এইরূপে জগৎ দ্বন্দ্বাত্মক।

জগতের সর্ব্ব পদার্থেরই জীবন-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব জগৎ-কারণেও জীবন-মরণ উভয়েরই কারণতা রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। কতকগুলি বীজ বপন কর; কতক অঙ্কুরিত হইবে, কতক অঙ্কুরিত হইবেনা। অনঙ্কুরিত গুলিতে যথোচিত জীবন-শক্তির অপ্রতিষ্ঠাই অনঙ্কুরণের কারণ, সন্দেহ নাই। জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদির সমব্যবস্থা সত্ত্বেও এই বৈষম্য কেবল বীজগত উক্ত বিষম শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াফল মাত্র। এইরূপে কারণের বহুত্ব হইতে আমরা একত্বে উপনীত হই। মূল কারণে ঐ দুই বিপরীত শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি। উহার একটি জনন-শক্তি, অপরটী মরণ-শক্তি। এই শক্তিদ্বয় পরস্পর সাপেক্ষ বিধায়, একের সত্তায় অন্যের সত্তা অবিচ্ছেদ্য। এই শক্তিদ্বয় জগতে অনবরত কার্য্যশীল। বৈদান্তিকেরা এই শক্তি-দ্বয়ের আধারকে সগুণ ব্রহ্মের মায়াতত্ত্ব-রূপিণী বলেন। এই শক্তি-দ্বয়ের অন্তর্ভূতই ত্রিগুণ। সত্ত্ব ও রজোগুণ জীবন-শক্তির অন্তর্ভূত এবং তমোগুণ মরণ-শক্তির অন্তর্ভূত; অথবা জীবনশক্তি সত্ত্ব-রজোময়ী ও মরণশক্তি তমোময়ী। বিকাশ ও বৃদ্ধিই সত্ত্ব ও রজোগুণের ফল, সংহার বা অন্ধকারই তমোগুণের ফল। মনেকর, তুমি একটি ভাবতত্ত্ব ভাবিতেছ, কিন্তু সিদ্ধান্ত-নিষ্পত্তি হইতেছেনা। তুমি তোমার মস্তিষ্ক খাটাইতেছ, ক্রমে সিদ্ধান্ত জমিয়া আসিতেছে, ইহাই রজোগুণের কার্য্য বা জন্ম ও বৃদ্ধি। পরে ভাবটী সুসম্পন্নভাবে সিদ্ধান্ত-পূত হইয়া

দাঁড়াইল, সেই অবস্থাই সত্ত্বগুণের কার্য্যফল বা বিকাশ ও স্থিতি; আর যদি ভাবটি শতচিন্তার ব্যায়ামেও বিকসিত বা সিদ্ধান্তসংস্থিত না হইল, তবে তাহাই তমোগুণ বা লয়শক্তির কার্য্যফল।

দীপালোক-বিভা বিমল স্বচ্ছ চিম্‌নী দিয়াই বিকাশিত হয়, কিন্তু একটি মেটে হাঁড়ীর ভিতর আলো জ্বালিলে, তাহার বিভা কদাচ বাহিরে বিকাশিত হইবে না। যদি চিম্‌নী অমল ধবল হয়, অমল ধবল আলো বাহির হইবে; যদি রঞ্জিত চিম্‌নী হয়, রঞ্জিত আলো বাহির হইবে। এইরূপ আমাদের অধ্যাত্মালোক যখন আমাদের জীবনে বিকাশিত হয়না, তখন উহা তমোগুণরূপ মেটে হাঁড়ী-ঢাকা বুঝিতে হইবে। আর যখন রঞ্জিত অর্থাৎ একটু বিকৃত—বাহ্যবস্তু-মিশ্রিত-ভাবে বিকাশিত হয়, তখন উহা রজোগুণরূপ রঞ্জিত চিম্‌নী-আবৃত; আর যখন উহা বিশোধিত বিমল বিভায় বিকাশ পায়, তখনই তদুপরে সত্ত্বের সেই অমল ধবল চিম্‌নী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

স্বচ্ছ—সত্ত্ব-স্ফাটিকাধারে কাহার অধ্যাত্মালোক জ্বলে? যাহার পূর্ব্বোক্ত "শম-দমাদি ষট্ সম্পত্তি" অর্জ্জিত, মন কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত। সেস্থলে আত্মার স্বকীয় স্বাধীন সমুজ্জ্বল অবিকৃত আলোকই অতুল্য প্রভায় প্রকাশিত।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তিই বিশ্ব-ব্যাপার-বিধাত্রী হইয়া আছেন। এই শক্তি-ত্রয় বা গুণত্রয় যখন ব্রহ্মে সাম্যাবস্থায় বিলীন থাকেন, তখন সেই ত্রিগুণ-সাম্য-মূলশক্তি বা আদ্যাশক্তিই "প্রকৃতি" পদবাচ্য হন। এই প্রকৃতি হইতেই গুণত্রয় যোগে সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়। ব্রহ্ম স্ব-ইচ্ছায় সগুণ হইয়া, প্রকৃতির এই গুণত্রয় যোগেই রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে শিব হইয়াছেন এবং সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে রত আছেন। ব্রহ্মকে আমরা নির্গুণ অব্যক্ত তত্ত্বে জানিতে পারি না সত্য, কিন্তু এই ত্রিগুণাবতার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্যে তাঁহাকে সগুণ ব্যক্ত তত্ত্বে উপলব্ধি করিতে পারি। ব্রহ্মের বিশ্ব-মূল-কারণত্ব এই ত্রিগুণাশ্রিত সগুণভাবেই জ্ঞাতব্য।

ব্রহ্মের বিশ্বকারণত্ব যে কেবল দার্শনিক যুক্তি-তর্ক-বিচারেই বোধ্য, তাহা নহে; স্মরণাতীত কাল হইতে—মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে স্বতএব উহা স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। বিশ্বকারণত্বরূপে ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিশ্বাস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি।

ভৃগুবারুণী পিতৃসকাশে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলে, পিতা বরুণ বলিলেন "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ব্রহ্মেতদ্বিদ্ধি।"

এই ভূতগ্রাম যাঁ হ'তে জনিত,
জন্মিয়া রহিছে যাঁহাতে জীবিত,
লয়ে হয় পুনঃ যাঁহাতে নিহিত,
তিনি ব্রহ্ম, তুমি হওহে বিদিত।

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ-৩-১) আনন্দস্বরূপ হইতে ভূতগ্রাম সম্ভূত, আনন্দস্বরূপেই জীবিত এবং প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই নিহিত হয়।

প্রাচীন ভারতের ঋষি-মুখ-নির্গত তপ-বং-প্রত্যাদিষ্ট দিব্যবাণী সমূহের সমষ্টিই সনাতন সত্যপূত বেদশাস্ত্র। উহা ব্রহ্মের প্রতি

পাদক। কেবল আমাদিগের শাস্ত্রই যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে, এমন নহে; সর্ব্ব জাতির সর্ব্ববিধ শাস্ত্রও ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মই বিশ্বকারী, ব্রহ্মই বিশ্বধারী, ব্রহ্মই বিশ্বহারী, ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত সার সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। যেখানেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বর্ণনা, জগৎ-কারণ-আলোচনা, সেইখানেই ঐ অর্থ মূর্ত্তিমান। সকল শাস্ত্রে আপাততঃ নানাবিধ বিভিন্ন বিষয় উক্ত এবং ব্যক্ত থাকিলেও, সকলের সমন্বয় ব্রহ্মেই, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র মাত্রেরই সমন্বয় সেই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

**বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চবিশেষাবিশেষ বিষয়াণি।
বাগ্‌ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণিতু পঞ্চ বিষয়াণি ॥ ৩৪ ॥**

বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াণি। তেষাং। পঞ্চ-বিশেষ-অবিশেষ-বিষয়াণি। বাক্। ভবতি। শব্দ-বিষয়া। শেষাণি। তু। পঞ্চ-বিষয়াণি।

ব্যাখ্যা ॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ। তেষাং—তাহাদের (দশেন্দ্রিয়ের) মধ্যে। পঞ্চবিশেষা বিশেষ বিষয়াণি—পঞ্চ-বিশেষ অর্থাৎ স্থূল ও পঞ্চ অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রকাশক। বাক্—বাগিন্দ্রিয়। ভবতি—হইতেছে। শব্দবিষয়া (স্থূল) শব্দ গ্রহণ সমর্থা। শেষাণি—অবশিষ্ট (চারিটী) ইন্দ্রিয়। তু। কিন্তু। পঞ্চবিষয়াণি—পাঁচটী বিষয়-গ্রাহক।

বঙ্গার্থঃ। দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী স্থূল এবং সূক্ষ্মপদার্থ-বিষয়ক। বাগিন্দ্রিয়ের স্থূলশব্দ বিষয়। অপর চারিটী অর্থাৎ পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ, ইহারা পঞ্চবিষয়ক।

বিশদব্যাখ্যা ॥ বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমান-সময়ে উপস্থিত পদার্থকে গ্রহণকরে, অতীত অথবা অনাগত বস্তু গ্রহণে তাহার সামর্থ্য নাই, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই কারিকায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে কে কোন পদার্থ গ্রহণে সক্ষম, তাহা বলা হইতেছে। দৃশ্যমান ভৌতিকজগতের প্রতিবস্তুই দ্বিবিধ অবস্থাশালী, ইহার একটী সূক্ষ্ম, অপরটী তদপেক্ষায় স্থূল। আমাদের চক্ষু যে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই আমাদের বিবেচনায় স্থূল। আবার যেখানে (অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতিতে) আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় পরাজিত, সেখানে যোগীর দর্শন-শক্তি অপ্রতিহত। বস্তুতঃ দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে একটী জগতের ভৌতিক স্থূল ভাব, অপরটী আণবিক তন্মাত্রভাব। এই তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। কেননা উহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই। উহা ভৌতিক অণুমাত্র। বিজাতীয় অণুর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ জনিত নূতন গুণ, নূতন আকার প্রকার বিশিষ্ট স্থূল ভূত গুলির তুলনায় উহা যথেষ্ট সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরস্পর সংযোগ বর্জ্জিত

নানাবিধ গুণ-ক্রিয়ার বিকাশ হইতে দেখা যায়, স্থূল ভূতে সেইটুকুই বিশেষত্ব। আমাদের দৃশ্যমান স্থূল জলে জলের রস, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, অগ্নির রূপ, ভূমির গন্ধ, সকলই বিদ্যমান। এই জলটী পঞ্চ তন্মাত্রের সম্মিলনজনিত। এই জলকে বাষ্পোৎপন্নতা হেতুক যৌগিক পদার্থ বলিতে পারিয়াই আজ কাল অনেকে আর্য্যমহোদয়গণের পদার্থ-নির্ণয়ে দোষ খলিলাম, মনে করেন। ইহাকে দুর্দ্দশা ব্যতীত আর কি বলে? শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহারা পঞ্চস্থূল এবং পঞ্চসূক্ষ্ম বিষয়কে গ্রহণ করে। আমাদের চক্ষু স্থূল-পদার্থ দর্শন করে, ঐরূপ শ্রবণাদি স্থূলই গ্রহণ করে। যোগিগণের চক্ষু তন্মাত্র বা অণু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আপাততঃ এগুলি আমাদের সাধারণ-বুদ্ধির বিষয় নহে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত বস্তু মাত্রকেই প্রায়শঃ অস্বীকার করিতে পারিলেই ক্রটি করিনা। এই ভ্রম অপনোদনের জন্য আমাদিগকে বিশ্বাস অবলম্বন করিতে হইবে। বাক্ স্থূল-শব্দ-বিষয়িণী। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় সূক্ষ্মশব্দ বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় নয় বলিয়াছেন। সূক্ষ্ম শব্দ, শুনিবার যোগ্য হইলেও বলিবার যোগ্য নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ, এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের-বিষয় যে সকল পদার্থ, তাহারা শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটীর সম্মিলনজাত, কাজেই তাহারা পঞ্চবিষয়ক। পাণির ক্ষমতা গ্রহণ করা। মনে করা যাউক, গ্রহণ করিবার বিষয় ঘটটী; ঐটী শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ ... সমবায়, সুতরাং পাণি অর্থাৎ হস্ত নামক কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ক। অপর তিনটীও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সান্তঃ করণাবুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি॥ ৩৫॥

পদপাঠঃ। স-অন্তঃকরণা। বুদ্ধিঃ। সর্ব্বং। বিষয়ং। অবগাহতে। যস্মাৎ। তস্মাৎ ত্রিবিধং। করণং। দ্বারি। দ্বারাণি। শেষাণি।

ব্যাখ্যা॥ সান্তঃকরণা—অন্তঃকরণ সহিতা। বুদ্ধিঃ—অহঙ্কারের কারণ—মহত্তত্ত্ব। সর্ব্বং—সকল। বিষয়ং—বিষয়কে। অবগাহতে—অবগাহন করে। তস্মাৎ—সেই জন্য। ত্রিবিধং—তিন প্রকার। করণং—জ্ঞানের সাধন। দ্বারি—প্রধান। দ্বারাণি—দ্বার অর্থাৎ অপ্রধান। শেষাণি—অবশিষ্ট কয়টী। (করণ)

বঙ্গার্থঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি সকল প্রকার বিষয় গ্রহণ করে, সেই জন্য ত্রিবিধ করণ প্রধান, অবশিষ্ট সকল অপ্রধান।

বিশদব্যাখ্যা॥ বাহেন্দ্রিয়গণ ও অন্তরিন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ জ্ঞান সাধনের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্ গুলির বা কোন্টীর প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য, তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই কারিকা রচিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বস্তু আলোচনা করেন, তার পর মন সঙ্কল্প করেন, অহঙ্কার অভিমান করেন, তৎপরে বুদ্ধি নিশ্চয় করেন। এখানে অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকেই প্রধান বলা

হইতেছে; কেননা দশেন্দ্রিয়গণ দ্বারা জ্ঞান অপরিস্ফুটরূপে উপস্থিত হয়। অন্তঃকরণে গিয়া পুষ্ট হয়, বুদ্ধিতে গেলে সংশয়-শঙ্কা দূর হয়, সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হওয়া সঙ্গত। দ্বারি শব্দের অর্থ প্রধান। (দ্বারং অস্যাস্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা।) অর্থাৎ যাহার দ্বার অর্থাৎ কার্য্য নিষ্পাদনের একটী অবান্তর স্তর আছে। বাহ্যেন্দ্রিয়গণ অধ্যবসায়রূপ বুদ্ধি কার্য্যে সহায়তা করে, কিন্তু আলোচনায় (ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে।) বুদ্ধির সাহায্য সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধির আজ্ঞাবহ, বুদ্ধি-স্বতন্ত্রা, সুতরাং প্রধানা।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর
বিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য
বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥ ৩৬ ॥

পদপাঠঃ। এতে। প্রদীপকল্পাঃ। পরস্পর বিলক্ষণাঃ। গুণ বিশেষাঃ। কৃৎস্নং। পুরুষস্য। অর্থং। প্রকাশ্য। বুদ্ধৌ। প্রযচ্ছন্তি।

ব্যাখ্যা॥ এতে—এই সকল। প্রদীপকল্পাঃ প্রদীপসদৃশ। পরস্পর বিলক্ষণাঃ—পরস্পর পৃথক্। গুণ বিশেষাঃ—গুণ সকল প্রত্যেকে। কৃৎস্নং—সকল। পুরুষস্য—পুরুষের। অর্থং—বিষয়। প্রকাশ্য—প্রকাশ করিয়া। বুদ্ধৌ—বুদ্ধিতে। প্রযচ্ছন্তি—পৌঁছিয়া দেয়। (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আলোচিত বিষয় তাহারা অন্তঃকরণে দেয়, ঐরূপ অন্তঃকরণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, সেইখানে বুদ্ধির অধ্যবসায় হইলে, বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাত হইল, অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল।)

বঙ্গার্থঃ। প্রদীপের মত পরস্পর বিরোধী এই সকল গুণ (ইন্দ্রিয় হইতে অহঙ্কার পর্যন্ত) সমস্ত পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে লইয়া উপস্থিত করে।

বিশদ ব্যাখ্যা॥ বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তঃকরণ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই তিনটীর প্রাধান্য পূর্ব্বে বলা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও অহঙ্কার হইতেও শ্রেষ্ঠা। (ঐ দুইটীও বুদ্ধির ব্যাপারে দ্বার মাত্র হইবে।) মনে করা যাউক, যেমন কৃষক প্রজাগণের নিকট হইতে গোমস্তাগণ কর আদায় করেন; তিনি নায়েব মহাশয়কে দেন; নায়েব মহাশয় সদর নায়েবের কাছে দেন; তিনি দেওয়ানকে দেন; দেওয়ান রাজামহাশয়কে অর্পণ করেন, ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়, বিষয়ের আলোচনজ্ঞান লইয়া মনকে দেন, মন অহঙ্কারকে, অহঙ্কার বুদ্ধিকে, বুদ্ধি আবার আত্মায় প্রদান করিয়া তাঁহার ভোগ সম্পাদন করেন। এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজার নিকট উপস্থিত করেন বলিয়া যেমন দেওয়ান, নায়েব ও সদরনায়েব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বুদ্ধি সাক্ষাৎ আত্মার ভোগ নিষ্পাদন করেন বলিয়া, মন ও অহঙ্কার হইতে প্রধানা।

এখানে একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য এবং কার্য্যপ্রণালী পরস্পর বিভিন্ন, মনের কার্য্যের সহিতও ইহাদের মিল নাই। একরূপ বুদ্ধির কার্য্য ও কাহারও সহিত মিলে

না। এই ত্রয়োদশটী করণের মধ্যে প্রত্যেকেই পৃথক্ প্রকৃতির। কিন্তু এই বিরুদ্ধধর্ম্মশীল পদার্থসকল পরস্পর বিরোধ করিয়া পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিতে আপত্তি প্রকাশ করে না কেন? চক্ষু যখন কোনও পদার্থের দর্শনজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, তখন শ্রবণ চুপ করিয়া না থাকিয়া, দর্শনজ্ঞানে বাধা জন্মাইবার জন্য শ্রবণজ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা করে না কেন? মনই বা আলোচিত বস্তুর সংকল্প করে কেন? প্রত্যেকে অপরের সহায়তা করা ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায় না, কিন্তু ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মা। আর একটু উপরে উঠিলে বুঝা যাইবে, ত্রিগুণের বিভিন্ন প্রকার বিকাশ ব্যতীত এই ইন্দ্রিয়াদি আর কিছুই নয়; কিন্তু গুণত্রয়েরও পরস্পর বিভিন্ন ভাব। কেহ লঘু, কেহ গুরু, কেহ প্রকাশ, কেহ অপ্রকাশ, কেহ সচল, কেহ অচল, ইহারাই বা কেমন করিয়া একে অপরের সহায়তা করে? এই তর্কের প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে—"প্রদীপকল্পাঃ।" যেমন প্রদীপে তিনটি বিরুদ্ধপদার্থ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তা সম্পাদন করে, কেহ কাহারও বাধা জন্মায় না, এখানেও সেইরূপ। প্রদীপের তৈল, প্রদীপের সলিতা ও আগুন, এই তিনটি যে ভিন্নধর্ম্মা, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্ধকার বিনাশ ও প্রকাশ-কার্য্য সম্পাদনের জন্য, ইহারা বিরোধী হইয়াও একে অপরের অনিষ্ট অর্থাৎ কার্য্যে প্রতিবাদ করে না। এখানেও ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহারা পুরুষার্থ নিষ্পাদনের জন্য বিরোধিতা ভুলিয়া যাইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই তিনটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহারা একে অপরকে আক্রমণ না করিয়া কেমন সমভাবে শরীর রক্ষা করে! কাহারও কার্য্যে কেহ আপত্তি করিয়া বিষম বিভ্রাট ঘটাইয়া বসে না।

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টিপুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং। ৩৭।

পদপাঠঃ। সর্ব্বং। প্রত্যুপভোগং। যস্মাৎ। পুরুষস্য। সাধয়তি। বুদ্ধিঃ। সা। এব। চ। বিশিনষ্টি। পুনঃ। প্রধান—পুরুষ—অন্তরং। সূক্ষ্মং।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বং—সকল। প্রত্যুপভোগং—তচ্ছায়াপত্তিরূপভোগ। যস্মাৎ—যে হেতুক। পুরুষস্য—পুরুষের। সাধয়তি—সম্পাদন করে। বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। সা—সেই। এব—ই। চ—আরও। বিশিনষ্টি—সম্পাদন করে। প্রধান—পুরুষ—অন্তরং—প্রকৃতি—পুরুষের পার্থক্য। সূক্ষ্মং—দুর্জ্ঞের অর্থাৎ যাহা সাধারণ অপরিষ্কৃতচিত্তের বোধবিষয় নহে।

বঙ্গার্থঃ। বুদ্ধি, পুরুষের সকলভোগ নিষ্পাদন করে। আরও সেই বুদ্ধিই প্রকৃতি-পুরুষের সূক্ষ্ম পার্থক্যজ্ঞান উৎপাদন করে।

বিশদব্যাখ্যা॥ অহঙ্কার বা মন প্রধান নহে, কেননা তাহারা বুদ্ধিতে বিষয় সমর্প

করে। এটি ভোগসম্পাদনে বুদ্ধির প্রাধান্য বলা হইল, মোক্ষেও যে বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা, ইহা এই কারিকাতে প্রদর্শিত হইতেছে।

কার্য্য মাত্রেরই কতকগুলি কারণ থাকা চাই। একটী কারণ হইতে একটী কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি উহা স্বীকার করা হয়, তবে তর্কশাস্ত্রে তাহাকে এক-কারণ-শেষাপত্তি দোষ বলা হয়। পুরুষের ভোগ সম্পাদনে অনন্ত পদার্থ কারণ, কিন্তু সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া বুদ্ধিই প্রধান কারণ। মোক্ষের বেলাও ঐরূপ। প্রকৃতি অচেতনা প্রসবধর্ম্মিনী ত্রিগুণা, পুরুষ চেতন, অপ্রসবধর্ম্মা, নির্গুণ। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা। এই যে ভেদজ্ঞান, ইহাতেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির কারণতা, সুতরাং প্রাধান্য। যে প্রকৃতির ও পুরুষের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়াই জীবকুল অবিরত ত্রিতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, সে পৃথগ্‌ভাব বুঝাইলেন বুদ্ধি। অতএব বুঝাযাইতেছে, মোক্ষ এবং ভোগে প্রধান সাধন বুদ্ধি; মন ও অহঙ্কার হইতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। গুণাগুণ বিচারেও দেখা যায়, মনের সংশয় অপেক্ষা বুদ্ধির গুণ নিশ্চয় কত উৎকৃষ্ট। অহঙ্কার এবং অধ্যবসায়, এতদুভয়ের তুলনা করিলে, কোন্‌টীকে শ্রেষ্ঠ বলিতে ইচ্ছা হয়? ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, দশেন্দ্রিয় ও মন এবং অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই ত্রয়োদশবিধ করণের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার্য্য। করণের গুণ-ক্রিয়া-বিভাগাদি প্রদর্শিত হইল।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যোভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।

এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ। ৩৮॥

ব্যাখ্যা। তন্মাত্রাণি—ভূতগণের সূক্ষ্মাবস্থা। অবিশেষাঃ——শান্তত্ব-ঘোরত্ব-মূঢ়ত্বাদিশূন্য। তেভ্যঃ—তাহাদিগের হইতে। ভূতানি—স্থূল ভূত। পঞ্চ—পাঁচটী। পঞ্চভ্যঃ—পাঁচহইতে। এতে—ইহারা। স্মৃতাঃ—কথিত হয়। বিশেষাঃ—বিশেষ। শান্তাঃ—শান্ত। ঘোরাঃ—ঘোর। চ—এই হেতু। মূঢ়াঃ—মূঢ়। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। তন্মাত্র গুলি অবিশেষ, তাহা-হইতে অর্থাৎ সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এই স্থূল ভূতেরা বিশেষ নামে কথিত হয়, যে হেতু ইহারা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ়।

বিশদব্যাখ্যা। তন্মাত্রে বিশেষত্ব নাই। মহাভূতের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক শান্তত্ব, ঘোরত্ব, মূঢ়ত্ব আছে, তাহারা ইহাদ্বারাই পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে অনুভূত হয়, কাজেই ইহাদের বিশেষ নাম হয়। সূক্ষ্মভূত আমরা পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে অনুভব করিতে পারিনা, কাজেই তাহার বিশেষত্ব আমাদের নিকট অপরিচিত, সুতরাং উহাকে আমরা "অবিশেষ" বলি। এ কারিকার তাৎপর্য্য ও রহস্য পূর্ব্বে অন্যান্য কারিকা-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্ত্রি-ধাবিশেষাঃ স্যুঃ।

সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে। ৩৯।

ব্যাখ্যা। সূক্ষ্মাঃ—সূক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান চক্ষুর অদৃশ্য। মাতাপিতৃজাঃ—মাতাপিতার

লোহিতরেতঃ সম্ভূত। সহ—সহিত। প্রভূতৈঃ-মহাভূতের। ত্রিধা—তিন প্রকার। বিশেষাঃ-পূর্ব্ব কারিকায় কথিত বিশেষ। স্যুঃ—হইবে। সূক্ষ্মাঃ—সূক্ষ্মগণ। তেষাং—তাহাদের মধ্যে। নিয়তাঃ—নিত্য অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। মাতাপিতৃজাঃ—যাহারা পিতা হইতে উৎপন্ন, তাহারা। নিবর্ত্তন্তে—নিবৃত্তি অর্থাৎ অচিরে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। (সত্ত্বই অন্য প্রকার হইয়া যায়, জলই হউক আর মাটীই হউক।)

বঙ্গার্থঃ। বিশেষ তিন প্রকার, সূক্ষ্ম অর্থাৎ লিঙ্গশরীর। মাতাপিতৃজ অর্থাৎ ষাট্‌কৌশিকশরীর এবং মহাভূত। (ঘটাদি), তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ষাট্‌কৌশিক নিবৃত্ত হইবে।

বিশদব্যাখ্যা॥ বিশেষের অবান্তর বিভাগ বলা হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীর অনুমানগম্য মানব-চক্ষুর অবিষয়। অনুমান পরে প্রদর্শিত হইবে। মাতাপিতৃজ এই আমাদের প্রত্যক্ষ শরীর। মাতৃভাগ হইতে রোম, রক্ত, মাংস, পিতৃভাগ হইতে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, এই তিনটী সঙ্কলনে এই ছয়টি মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, এই শরীরের নাম ষাট্‌কৌশিক। লিঙ্গশরীর সৃষ্টির প্রথমে উৎপাদিত, প্রলয় পর্য্যন্ত থাকিবে। ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে যাইতে হইলে, আত্মা যে শরীর মাত্র অবলম্বন করেন, তাহারই নাম লিঙ্গশরীর। ষাট্‌কৌশিক শরীর যদি পচিয়া যায়, তবে তাহার পরিণতি রসাত্মা; আর যদি দাহ করা হয়, তবে তাহার পরিণতি ভস্মাত্মা। আর যদি কুকুর প্রভৃতিতে ভোজন করে, তবে তাহার পরিণাম মলরূপ প্রাপ্ত হওয়া। এই প্রকারেই ইহার নিবৃত্তি।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং
মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তং।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈ-
রধিবাসিতংলিঙ্গং। ৪০

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোৎপন্নং—সৃষ্টি সময়ে প্রত্যেক পুরুষের জন্য একএকটী উৎপাদিত। অসক্তং—অব্যাহত অর্থাৎ শিলার অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারে। নিয়তং—প্রলয় পর্য্যন্ত থাকে। মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তং—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, এই গুলির সমষ্টি (ইহাতে শান্তত্ব-ঘোরত্ব-মূঢ়ত্ব যুক্ত ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া ইহা বিশেষ) যদি বলা যায়, এ শরীর থাকিতে ষাট্‌কৌশিক শরীর সৃষ্ট হইবার উদ্দেশ্য কি? তাহাতেই বলা হইতেছে) সংসরতি—ষাট্‌কৌশিক শরীর পরিত্যাগ করে এবং অন্য ষাট্‌কৌশিক গ্রহণ করে। (যদি বলা যায়, যে কেন? তদুত্তরে কথিত হইতেছে) নিরুপভোগং—যখন ষাট্‌কৌশিক শরীর পরিত্যাগ করিলে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ নাই, কাজেই। ষাট্‌কৌশিকের একটি নাম ভোগায়তন শরীর। আমাদের ভোগ্যবস্তু স্থূল, গ্রহণ উপায় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্থান স্থূল, কাজেই স্থূল অধিষ্ঠান ছাড়িলে ইন্দ্রিয়ের ভোগ অনুপপন্ন হইয়া উঠে। সংসারের কারণ বলিতে গে

বলা যাইতে পারে) ভাবৈরধিবাসিতং—"ভাবৈঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রভৃতি দ্বারা অধিবাসিত অর্থাৎ সম্পর্কিত। (এই হেতু সংসার হয়।) যেমন সুগন্ধচম্পককুসুম বস্ত্রের সহিত সংসৃষ্ট হইলে, বস্ত্রে উহার গন্ধ থাকিয়া যায়, তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ যে সকল ভাব বুদ্ধিতে আছে, তাহা, লিঙ্গ শরীরে বুদ্ধি আছে বলিয়া লিঙ্গ শরীরেই আছে। লিঙ্গং—লিঙ্গশরীর।

বঙ্গার্থঃ। লিঙ্গ-শরীর সৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন, অব্যাহত, মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত তাহার উপকরণ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির দ্বারা সংসৃষ্ট হইয়াই উহা একটী স্থূলশরীর পরিত্যাগ ও অপরটী গ্রহণ করে, কারণ স্থূলশরীর বিনা ভোগ অসম্ভব।

বিশদ ব্যাখ্যা। লিঙ্গ শরীরের কথা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। অপর কথা ব্যাখ্যায়ই শেষ হইয়াছে। এখানে মতভেদাদি কিছুই বিস্তার ভয়ে বিবৃত হইলনা। লিঙ্গ শরীরের উপাদান সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ তন্মাত্র, বুদ্ধি প্রভৃতিও তাহাতে আছে, এই সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবের যে পরিণাম, তাহা লিঙ্গ-শরীরকে বাধ্য হইয়াই প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই শরীরের নাম 'লিঙ্গ" হইবার প্রধান কারণ (লয়ংগচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) ইহা লয় প্রাপ্ত হয়। যদি বলা যায়, স্থূল শরীরও লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহারও ঐরূপ নাম হউক, তখন উত্তরে বলা হইবে, স্থূল শরীরের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অনুমানগম্যলিঙ্গশরীরের বিনাশ আছে কিনা, ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক। 'লিঙ্গ' শব্দের অনেক প্রকার অর্থ অনেকে করেন, বিস্তার ভয়ে সে সমস্ত পরিত্যাগ করা গেল। এই কারিকার ৩ প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাও বলা হইল না, কেবল তত্ত্বকৌমুদীকারের মত বলা হইল।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদি-
ভ্যোবিনা যথা চ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি
নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা। চিত্রং—ছবি অর্থাৎ আলেখ্য। যথা—যেরূপ। আশ্রয়ং—আধার। ঋতে—বিনা। স্থাণ্বাদিঃ—স্থাণু প্রভৃতি। (শুষ্ক-কাষ্ঠ অর্থাৎ পোঁতা খুঁটাকে স্থাণু বলে।) বিনা—ব্যতীত। যথা—যেমন। ছায়া—প্রসিদ্ধ ছায়া। তদ্বৎ—সেইরূপ। বিনা—ব্যতীত (বই)। বিশেষৈঃ—সূক্ষ্ম শরীর। নতিষ্ঠতি—থাকিতে পারে না। নিরাশ্রয়ং—আশ্রয়হীন। লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব। (লিঙ্গন অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাপন করে বলিয়া বুদ্ধ্যাদিকে লিঙ্গ বলে।)

বঙ্গার্থঃ। চিত্র যেমন আধার বিনা থাকিতে পারে না এবং ছায়া যেরূপ স্থাণু (যাহার ছায়া) ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর ছাড়িয়া নিরাশ্রয় লিঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি অবস্থান করিতে সক্ষম নহে।

বিশদ ব্যাখ্যা। বুদ্ধি অহঙ্কারের ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংসরণ অর্থাৎ লোকান্তর গমন করে, এরূপ স্বীকার করিলেই সূক্ষ্মশরীর অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না, এইপ্রকার আপত্তি এখানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই

কারিকার অবতারণা। ছবি আঁকাইতে হইলে তাহার অধার চাই। বুদ্ধি প্রভৃতি এক একটী সূক্ষ্মপদার্থ ইহাদের একটী আণবিক আধার (যাহা ইহাদের অপেক্ষা স্থূল) আবশ্যক, কাজেই পঞ্চসূক্ষ্মভূতময় আধারের উপর ঐ সকলকে স্থাপন করা দরকার। যখন বুদ্ধ্যাদি লোকান্তরে গমনকরে, তখন তাহারা একটী সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, নতুবা নিরাশ্রয় গমন করিতে পারে না। ইহাদ্বারা অনুমান করা যায়, লিঙ্গ শরীর আছে। শাস্ত্রেতে লিঙ্গ শরীরের কথা আছে। সাবিত্র্যুপাখ্যানে লিঙ্গশরীরের লোকান্তরগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, "ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাৎ যমঃ।" সত্যবানের দেহ হইতে যম অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অর্থাৎ স্থূল শরীররূপ পুরে যে বাস করে, এমন সূক্ষ্মশরীর বাহির করিয়াছিলেন। এখানে আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হইতে পারে না। উহা লিঙ্গ শরীরের পরিমাণ, এই কথা আচার্য্য বাচস্পতি বলেন। এই কারিকায় লিঙ্গশরীর অনুমিত হইল।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্ত-
নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যব-
তিষ্ঠতে লিঙ্গং ।৪২।

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থহেতুকং—পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ—হেতু প্রযুক্ত। ইদং—ইহা। নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন—নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ও ষাট্‌কৌশিক শরীর গ্রহণ, এই উভয় বিষয়ে যে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ প্রসক্তি, তাহার দ্বারা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির অর্থাৎ প্রধানের। বিভুত্ব যোগাৎ—বিপুল সামর্থ্য আছে বলিয়া। নটবৎ—অভিনেতার ন্যায়। ব্যবতিষ্ঠতে—বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত হইয়া থাকে। লিঙ্গং—সূক্ষ্মশরীর।

বঙ্গার্থঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুরুষার্থ সম্পাদন করিবার উদ্দেশেই লিঙ্গ শরীর নানাভাবে অবস্থিত হয়, এই ব্যাপারের একমাত্র কারণ প্রকৃতিদেবীর অসাধারণ সামর্থ্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। সূক্ষ্মশরীর প্রমাণ করিয়া, তদনন্তর কেন সূক্ষ্মশরীর লোকান্তরগমনাদি করে এবং তাহাতে তাহার ক্ষমতাইবা কি, এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে। লিঙ্গ শরীর পুরুষার্থ অর্থাৎ ভোগাদি সম্পাদনের জন্যই নানালোকে গমন করে। পুরুষার্থই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। যেরূপ কোনও অভিনেতা কখনও রাম, কখনও কর্ণ, কখনও বসুদেবের বেশ ধারণ করিয়া সভ্যগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে, তদ্রূপ লিঙ্গ-শরীর কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও কীটাদি আকার অর্থাৎ স্থূলশরীর ধারণ করিয়া পুরুষের তৃপ্তি সম্পাদন করে। লিঙ্গ-শরীরের ক্ষমতা আসিল কোথাহইতে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা। শাস্ত্র বলেন, "বৈশ্বরূপ্যাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ।" প্রকৃতির নানারূপতা-নিবন্ধন এইপ্রকার আশ্চর্য্য পরিণাম সংঘটিত হয়। বাচস্পতি-মতানুসারে বলা হইল।

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবা প্রাকৃতিকা
বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।

দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িনঃ কার্য্যাশ্রয়িনশ্চ
কললাদ্যাঃ। ৪৩।

ব্যাখ্যা। সাংসিদ্ধিকাঃ—স্বাভাবিক। চ—ও। ভাবাঃ—ধর্ম্মাদি। প্রাকৃতিকাঃ—প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। বৈকৃতিকাঃ—উপায় অনুষ্ঠানদ্বারা উৎপন্ন। চ—এবং। ধর্ম্মাদ্যাঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য এই আটটী। দৃষ্টাঃ—দেখাযায়। করণাশ্রয়িনঃ—বুদ্ধিতে আশ্রিতা কার্য্যাশ্রয়িনঃ—শরীরাশ্রিত। চ—ই। কললাদ্যাঃ--কলল বুদ্বুদ ইত্যাদি অবস্থা গর্ভস্থের এবং প্রসূতের বাল্য-কৌমার-যৌবন-বার্দ্ধক্য ইত্যাদি।

বঙ্গার্থঃ। সাংসিদ্ধিক এবং বৈকৃতিক, এই দুইপ্রকারে প্রাকৃতিক ভাবের বিভাগ করা হয়, তাহারা বুদ্ধিতে আশ্রিত। কললাদি অবস্থাই শরীরাশ্রিত।

বিশদব্যাখ্যা। ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক, কাহারওবা অনুষ্ঠান প্রাপ্ত। মহর্ষি কপিলের ধর্ম্মজ্ঞানাদি স্বাভাবিক। প্রাচেতস প্রভৃতি ঋষিগণের জ্ঞানাদি যোগানুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন। অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, ইহারা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া হয়. কেবল শুক্রশোণিতের সম্মিলন হইতে কললবুদ্বুদাকৃতি ও করণ্ড প্রভৃতি অবস্থা এবং বাল্য, বার্দ্ধক্য ও যৌবনাদি অবস্থা শরীরের আশ্রিত, বুদ্ধির নহে। ধর্ম্মাদির মত ইহারাও বুদ্ধিগত কি না, এ বিষয় বিবেচনা করিবার আবশ্যক বলিয়াই ইহারা শরীরাশ্রিত, একথা বলা হইল। নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের বিভাগ করা এই কারিকার উদ্দেশ্য। নিমিত্ত ধর্ম্মাদির বিষয় বলিয়া, পরে নৈমিত্তিক-শরীরের ধর্ম্মও বলা আবশ্যক, তাহা বলা হইল।

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্
ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গোবিপর্য্যয়াদিষ্যতে
বন্ধঃ। ৪৪।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মেণ—ধর্ম্মের দ্বারা। গমনং—যাওয়া। ঊর্দ্ধং--(স্বর্গলোকে অথবা) শ্রেষ্ঠ। গমনং—যাওয়া। অধস্তাৎ—(পাতালাদি স্থানে অথবা) নিম্ন। ভবতি—হইতে পারে। অধর্ম্মেণ—অধর্ম্মের দ্বারা। জ্ঞানেন—জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের অন্যথা খ্যাতিদ্বারা। চ—(নিশ্চয়ার্থে।) অপবর্গঃ—পরিসমাপ্তি (মোক্ষ।) বিপর্য্যয়াৎ—অজ্ঞানের দ্বারা। ইষ্যতে—প্রাপ্ত হওয়া যায়। বন্ধঃ—অর্থাৎ সংসার-যন্ত্রণা ভুগিতে থাকা। (জ্ঞান-চক্ষু নির্মীলিত থাকার নাম বন্ধ, অথবা সংসার-দুঃখে বন্দী হওয়ার নাম বন্ধ অথবা ঘৃণা-লজ্জা প্রভৃতিতে আবদ্ধ থাকার নাম বন্ধ।)

বঙ্গার্থঃ। ধর্ম্মেরদ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ ও অধর্ম্মেরদ্বারা অধোগতি প্রাপ্ত হওয়াযায়। জ্ঞান হইতে মুক্তি এবং অজ্ঞান হইতে বন্ধ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। কিরূপ নিমিত্তে কিরূপ নৈমিত্তিক হয়, তাহা এই কারিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। বন্ধ তিনপ্রকার। প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক, দাক্ষণিক। প্রকৃতিকে যাহারা আত্মা বলিয়া মনেকরে, তাহাদের প্রাকৃতিক বন্ধ। "পূর্ণং শতসহস্রংতু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ" এই প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, যাহারা প্রকৃতির উপাসক, তাহারা শতসহস্র

মন্বন্তর প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, তৎপরে আবার আবির্ভূত হয়। যেমন বর্ষাবসানে ভেক সকল মৃত্তিকার মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করে, আবার পুনর্ব্বার বর্ষার উপস্থিতিকালে তাহারা যেমন তেমনি হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ প্রকৃতি-লীন ব্যক্তি উপযুক্ত সময়াবসানে আবার জাগিয়া সংসারে আসে। যাহারা বিকৃতি অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে উপাসনা করে,তাহারাও তাহাতে লীন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করে। "দশমন্বন্তরানীহতিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ।' বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ॥" এই বচনগুলির দ্বারা অবগত হওয়া যায়,ইন্দ্রিয়োপাসক দশমন্বন্তর পর্য্যন্ত নিরাপদ্‌ভাবে থাকে, ভূতোপাসক শত মন্বন্তর, অহঙ্কারোপাসক সহস্র মন্বন্তর, বুদ্ধির উপাসক দশসহস্র মন্বন্তর স্ব স্ব উপাস্যতত্ত্বে লীন থাকে, কালান্তরে আবার তাহাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয়। আত্মার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র অগ্ন্যাদি সাধ্য 'ইষ্ট' ও পুষ্করিণ্যাদি খনন প্রভৃতি 'পূর্ত্ত' নামক কার্য্য করিলে সে সাধকের দাক্ষণিক বন্ধ হয়। তাহাদের দক্ষিণায়ন পথে ধূমময় গতি হয়, একথা শাস্ত্রে আছে। অপর কোনও বিষয়ের বিশদীকরণ এখানে আবশ্যক হইতেছে না। কারণ সুবোধ্য।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ। ৪৫

ব্যাখ্যা। বৈরাগ্য—বৈরাগ্য অর্থং ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে বিরক্তভাব, তাহা হইতে। প্রকৃতিলয়ঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ অব্যক্তে লীন হওয়াযায়। সংসারঃ—জন্মাদি। ভবতি—হয়। রাজসাৎ—রজোগুণাত্মক। রাগাৎ—আসক্তি হইতে। ঐশ্বর্য্যাৎ—অণিমাদি হইতে। অবিঘাতঃ—সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব। বিপর্য্যয়াৎ—ঐশ্বর্য্যের অভাবে। তদ্বিপর্য্যাসঃ—তাহার বিপরীত অর্থাৎ সর্ব্বত্র ইচ্ছাবিঘাত হয়।

বঙ্গার্থঃ। পুরুষের তত্ত্ব না জানিয়া ঐহিক-পারত্রিক বিরাগ উপস্থিত হইলে, প্রকৃতিতে লীন হওয়া যায়। রাজস অনুরাগ হইতে সংসার উপস্থিত হয়। ঐশ্বর্য্য হইতে সর্ব্বত্র অপ্রতিঘাত হয় এবং ঐশ্বর্য্য না থাকিলে সকলপ্রকারে ইচ্ছার ব্যাঘাত সংঘটিত হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা। যদি পুরুষের তত্ত্ব অবগত না হইয়া, শুধুমাত্র প্রকৃতিরই তত্ত্ব জানিয়া প্রাকৃত পদার্থেই বিরক্তি ঘটে, তবে প্রকৃতি লয় হয়, মোক্ষ হয় না; কারণ শুধু প্রকৃতিকে জানিলে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইল না। প্রকৃতি শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও ভূত সকল। ইহারা বাহ্য জগতের কারণ, তবে কেহ সন্নিকৃষ্ট, কেহ বা বিপ্রকৃষ্ট। "রাজসরাগ" বলায় রজোগুণের শক্তি দুঃখ সংসারে বিদ্যমান, একথা বলা হইয়াছে। রাজস রাগ—কারণ, কার্য্যসংসারও কারণের গুণ দুঃখ পাইতে অধিকারী। প্রকৃতি প্রভৃতি জড়ের স্বভাব দুঃখ, তাহাদের চিন্তা করিলে দুঃখের একান্ত বিনাশ হওয়া অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য যোগসিদ্ধ

শক্তিবিশেষ, উহা ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ নিজস্ব নহে, একথা এখানে বলা হইল, অপরত্র ঈশ্বর সম্বন্ধেও কিছু বলা হইবে।

এষঃ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়া-শক্তি-
তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু
পঞ্চাশৎ। ৪৬।

ব্যাখ্যা। এষঃ—এই প্রত্যয় সর্গঃ—প্রত্যয় অর্থাৎ (প্রতীয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা।) বুদ্ধিতত্ত্বের সৃষ্টি। বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্যঃ—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই গুলির নাম। গুণবৈষম্য বিমর্দ্দাৎ-গুণ—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম, ইহাদের বৈষম্য অর্থাৎ এক একটীর অধিক বলতা অথবা দুইটীর অধিক বল লাভ করা এবং বিমর্দ্দ অর্থাৎ একের দ্বারা অপরের অভিভূত হওয়া, এই উভয় কারণে। তস্য—তাহার (বুদ্ধি সৃষ্টির।) চ—ই। ভেদাঃ—অবান্তর প্রকার অর্থাৎ অবয়ব। তু—('কিন্তু' অর্থে।) পঞ্চাশৎ—৫০টী।

বঙ্গার্থঃ। এই প্রত্যয়সর্গ: সংক্ষেপতঃ বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি এই নামে কথিত হয়, গুণের বলাবল ও অভিভূত ভাব হইতে তাহার বিস্তরতঃ ৫০ প্রকার বিভাগ করা যাইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধি ধর্ম্ম গুলির সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে কথন এই কারিকার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অষ্টবিধ ভাব বলা হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। বিপর্য্যয় অজ্ঞান—তাহা বুদ্ধি-ধর্ম্ম। অশক্তি—করণবিকলতাহেতুক হইলেও বুদ্ধি-ধর্ম্ম। তুষ্টি এবং সিদ্ধিও বুদ্ধির ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যেই 'ধর্ম্ম' ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটী বুদ্ধি ধর্ম্মের অন্তর্ভাব। সিদ্ধিতে জ্ঞানের অন্তর্ভাব। অল্প কথায় বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, ইহাই প্রত্যয়সর্গের বিভাগ। ইহাদের প্রত্যেকের আবার সংখ্যাধিক্য আছে, যথা বিপর্য্যয় পঞ্চবিধ। এরূপভাবে গণনা করিতে গেলে, প্রত্যয়সর্গ ৫০ ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রমশঃ তাহাদের স্বরূপ ও অবান্তর বিভাগ প্রদর্শিত হইবে।

পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ
করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতি ভেদাস্তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা
সিদ্ধিঃ। ৪৭।

ব্যাখ্যা। পঞ্চ—পাঁচটী। বিপর্য্যয় ভেদাঃ—বিপর্য্যয়ের বিভাগ। ভবন্তি—হইতেছে। অশক্তিঃ—অশক্তি। চ—ও। করণবৈকল্যাৎ—করণের বুদ্ধির (ইন্দ্রিয় সহকৃত) বিকলতা অর্থাৎ কার্য্যনিষ্পাদনে অসামর্থ্য হইতে। অষ্টাবিংশতি ভেদাঃ—২৮—প্রকারের। তুষ্টি—তুষ্টিনামক বুদ্ধি ধর্ম্ম। নবধা—নয় প্রকার। অষ্টধা—আট প্রকার। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি সংজ্ঞক বুদ্ধিধর্ম্ম।

বঙ্গার্থঃ। বিপর্য্যয় ৫ ভাগে বিভক্ত। করণের অপটুতাবশতঃ অশক্তি ২৮ প্রকার। তুষ্টি ৯ প্রকার। সিদ্ধি ৮ প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। বিপর্য্যয় পাঁচপ্রকার, তাহাদের নাম যথা, অবিদ্যা ১, অস্মিতা ২, রাগ ৩, দ্বেষ ৪, অভিনিবেশ ৫, ইহাদের স্বতন্ত্র নাম যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। অশক্তির সংখ্যা

২৮টী ক্রমশঃ বলা হইতেছে, যথা...বাধির্য্য ১, কুষ্ঠিতা ২, অন্ধত্ব ৩, জড়তা ৪, অজিঘ্রতা ৫, মূকতা ৬, কৌণ্য ৭, পঙ্গুত্ব ৮, ক্লৈব্য ৯, উদাবর্ত্ত ১০, মুগ্ধতা ১১, প্রকৃত্যাখ্যা বৈকল্য ১২, উপাদান বৈকল্য ১৩, কাল বৈকল্য ১৪, ভাগ্য বৈকল্য ১৫, পার বৈকল্য ১৬, সুপার-বৈকল্য ১৭, পারাপার বৈকল্য ১৮, অনুত্তমাম্ভ বৈকল্য ১৯, উত্তমাম্ভ বৈকল্য ২০, তার বৈকল্য ২১, সুতার বৈকল্য ২২, তার তার বৈকল্য ২৩ (কাহারও মতে ভাববৈকল্য ২১, স্বভাববৈকল্য ২২, ভাবাভাব বৈকল্য ২৩) বিবেক বৈকল্য ২৪, শুদ্ধি বৈকল্য ২৫, প্রমোদ বৈকল্য ২৬, মুদিত বৈকল্য ২৭, মোদমান বৈকল্য ২৮। তুষ্টি নবধা যথা—প্রকৃতি ১, উপাদান ২, কাল ৩, ভাগ্য ৪, পার ৫, সুপার ৬, পারপার ৭, অনুত্তমাম্ভ ৮, উত্তমাম্ভ ৯। প্রকৃতিতুষ্টির নামান্তর অম্ভ, উপাদানের নামান্তর সলিল, কালের অন্যনাম ওঘ, ভাগ্যের অপর নাম বৃষ্টি। সিদ্ধি আট-প্রকার যথা ;...উহ ১, শব্দ ২, অধ্যয়ন ৩, সুহৃৎ প্রাপ্তি ৪, দান ৫, প্রমোদ ৬, মুদিত ৭, মোদমান ৮। ইহাদিগের লক্ষণাদি পরে বলা হইবে। এখানে শুধু নাম বলাগেল মাত্র

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্যচ
দশবিধোমহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধ-
তামিস্রঃ। ৪৮।

ব্যাখ্যা। ভেদঃ—বিভাগ। তমসঃ—তমনামক বিপর্য্যয়ের। অষ্টবিধঃ—আট-প্রকার। মোহস্য—মোহের। চ—ও। (আট প্রকার।) দশবিধ—দশপ্রকার। মহামোহঃ—মহামোহ নামক বিপর্য্যয়। তামিস্রঃ—অর্থাৎ দ্বেষ। অষ্টাদশধা—আঠারপ্রকার। তথা—সেইরূপ। ভবতি—হইতেছে। অন্ধতামিস্রঃ—অভিনিবেশ।

বঙ্গার্থঃ। তম ৮ প্রকার। মোহও ৮ প্রকার। মহামোহ ১০ প্রকার। তামিস্র ১৮ প্রকার। অন্ধতামিস্রও ১৮ প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। এই প্রকারগুলির নামোল্লেখ নাই। বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃই উহাদের সংখ্যাধিক্য। ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রে আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা অথবা তমঃ। অবিদ্যার নানাপ্রকার লক্ষণ আছে, তাহা এখানে বলা বিশেষ দরকার নহে। ফলতঃ অষ্টবিধ জড় পদার্থে আত্ম বুদ্ধি আট প্রকার অবিদ্যা। বিষয়ের সংখ্যানুসারেই বিভাগ করা হইল। দেবতারা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মনেকরেন, আমাদের এই ঐশ্বর্য্য চিরকাল স্থায়ী, এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যবিষয়ক আটপ্রকার মোহই বিষয়ভেদে অষ্টবিধা অস্মিতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী পদার্থ দিব্য এবং অদিব্য ভেদে সমষ্টিতে দশ প্রকার। এই দশবিধ বিষয়ের প্রতি যে রাগ অর্থাৎ আসক্তি, তাহা বিষয় ভিন্নতায় দশবিধ মহামোহ বলিয়া কথিত হইতেছে। দিব্যাদিব্য দশবিধ শব্দাদি বিষয় এবং অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, এই সমষ্টিতে অষ্টাদশ বিষয়ে ভোগের পারস্পরিক ক্রমবশতঃ যে ব্যাঘাত, তাহাতে দ্বেষের উদয় হয়। বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে দ্বেষেরও সংখ্যা অষ্টাদশ। ইহাই ১৮ প্রকার তামিস্র। দেবতারা

দশবিধ বিষয় এবং অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাঁহাদের এইগুলি অসুরদিগেরদ্বারা পাছে অপহৃত হয়, এই জন্য ভীত হন। এই ভয়ের বিষয় ১৮টী, সুতরাং ১৮ প্রকার (বিষয়ভেদে) অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ ইহা প্রতিপাদিত হইল। অতঃপর কারিকায় অশক্তি প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদর্শিত হইবে। পাঁচপ্রকার বিপর্য্যয় অবান্তর ভেদে ৬২ প্রকার হইল—যথা,তমঃ৮, মোহ ৮, মহামোহ ১০, তামিস্র ১৮ ও অন্ধতামিস্র ১৮। যতগুলি একারিকায় বলা হইল,সকলগুলি বিভিন্নভাবে বস্তুতঃ একতাৎপর্য্যে পাতঞ্জলে বিবেচিত হইয়াছে।

একাদশেন্দ্রিয় বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈর-
শক্তিরুদ্দিষ্টাঃ।
সপ্তদশবধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধী
নাম্। ৪৯।

ব্যাখ্যা। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ—একাদশ ইন্দ্রিয়ের অপাটব। সহ—সহিত। বুদ্ধিবধৈঃ—বুদ্ধির বৈকল্যের। অশক্তিঃ—অশক্তি। উদ্দিষ্টা—কথিতা। সপ্তদশ—১৭ প্রকার। বধঃ—বিকলতা। বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির (স্বরূপতঃ।) বিপর্য্যয়াৎ—বৈপরীত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকলতা হইতে। তুষ্টি সিদ্ধীনাং—তুষ্টি এবং সিদ্ধি, ইহাদের।

বঙ্গার্থ। একাদশ ইন্দ্রিয়ে যে অপটুতা, তাহা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ বলিয়া, বুদ্ধিরই একাদশেন্দ্রিয়ের বৈকল্য। হেতুক একাদশ অশক্তি। আর তুষ্টি ও সিদ্ধির বিপর্য্যয় সপ্তদশবিধ বুদ্ধির নিজের অশক্তি, এই ২৮ প্রকার অশক্তি।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন। যদি ইন্দ্রিয়ের বিকলতা উপস্থিত হইল, তবে বস্তুতঃ বুদ্ধির সেই বিষয়ে অশক্তি আসিয়া দেখাদিল। অশক্তি শব্দের অর্থ অসামর্থ্য অর্থাৎ ক্ষমতা না থাকা। ইন্দ্রিয়গণ অসমর্থ হইলে, বুদ্ধির ক্ষমতা স্ফুরিত হইতে পারে না; কাজেই তাহাকে বুদ্ধির ইন্দ্রিয়াপাটব নিমিত্ত অশক্তি বলাযায়। কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা,নাসিকা, বাক্, পাণি, চরণ, উপস্থ, পায়ু ও মন, এই একাদশেন্দ্রিয়ের একাদশপ্রকার অপটুতা যথাক্রমে বাধির্য্য [বধিরতা] কুষ্ঠিতা, অন্ধত্ব, জড়তা, অজিঘ্রতা, মূকতা, কৌণ্য, পঙ্গুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত ও মুগ্ধতা বলিয়া কথিত হয়। তুষ্টি নয়প্রকার, তাহার বিপর্য্যাসও নয় প্রকার। তুষ্টির নাম প্রকৃতি; আবার অশক্তির নাম প্রকৃতি-বৈকল্য, এইরূপ অপরগুলির বেলায়ও হইবে। সিদ্ধির সংখ্যা ৮; বিপর্য্যয় ৮ হইবে। সিদ্ধির নাম প্রমোদ; অশক্তি অর্থাৎ প্রমোদের বিপর্য্যয়ের নাম প্রমোদ, বৈকল্য। ঐরূপ মুদিত ও মোদমানেরও বুঝিতে হইবে। (উহ সিদ্ধির আর এক নাম তারতার, শব্দ সিদ্ধির নামান্তর সুতার; অধ্যয়নের অন্য নাম তার, সুহৃৎ প্রাপ্তির অন্য নাম রম্যক। দানের অপর নাম সদামুদিত।) তার, সুতার, তারতার ইহাদের উপর বৈকল্য বসাইলেই এই তিনটী সিদ্ধির বিপর্য্যয় যে অশক্তি, তাহার নাম হইল। সুহৃৎ প্রাপ্তির বিপর্য্যয়ের নাম বিবেকবৈকল্য এবং দানের বিপর্য্যয়ের নাম শুদ্ধিবৈকল্য; এই দুইপ্রকার ও অশক্তির মধ্যে। কারণ, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে এই দুইটী,

যে দুইটীর বিপর্য্যয়, তাহারা গণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান-
কাল ভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যাবিষয়োপরমাৎপঞ্চ নবতুষ্টয়ো-
ঽভিমতাঃ। ৫০।

ব্যাখ্যাঃ। আধ্যাত্মিকাঃ—আধ্যাত্মিক। চতস্রঃ—চারিপ্রকার। প্রকৃত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ভাগ্য, এই চারিনাম কথিত হয়। বাহ্যাঃ—বাহ্য তুষ্টি। বিষয়োপরমাৎ—বিষয় ত্যাগ হইতে। পঞ্চ—পাঁচ প্রকার। নব—নয় রকম। তুষ্টয়ঃ—তুষ্টি। অভিমতাঃ—অভিপ্রেত।

বঙ্গার্থঃ। তুষ্টিসাধারণতঃ দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। আধ্যাত্মিক ৪ প্রকার, যথা, প্রকৃতি, উপাদান; কাল, ভাগ্য। বাহ্য পাঁচপ্রকার। তাহা বিষয় পরিত্যাগ হইতে জন্মে। সঙ্কলনে তুষ্টি নয় প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতি ব্যতীত অপর আত্মা আছে, এইরূপ জানিয়া যে আত্মার শ্রবণ-মননাদিতে মনোযোগ করে না, তাহার আধ্যাত্মিক চতুর্ব্বিধ তুষ্টি হয়, অসদুপদেশে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহার এই তুষ্টি হয়। প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত আত্মাকে অধিকার করিয়া যখন এই তুষ্টি হয়, তখন ইহারা আধ্যাত্মিক নাম পাইতে পারে। বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতির পরিণাম, প্রকৃতি হইতেই হইবে; ধ্যানাভ্যাসাদি বৃথা, এইরূপ উপদেশে যে প্রকৃতির প্রতি তুষ্টি, তাহারই নাম প্রকৃত্যাখ্যাতুষ্টি। বিবেক খ্যাতি প্রকৃতি-কার্য্য হইলেও প্রকৃতি হইতে হইবে না, সন্ন্যাস হইতে হইবে, ধ্যানাভ্যাস বৃথা, এই উপদেশজনিত সন্ন্যাসোপাদানে তুষ্টিই উপাদান তুষ্টি। সন্ন্যাস বৃথা, সময়েই সকল হয়, এইরূপ উপদেশে কালে যে তুষ্টি, তাহাই কালাখ্যাতুষ্টি। কালে সামর্থ্য কি? ভাগ্যই প্রধান। এই উপদেশমূলক ভাগ্যের প্রতি তুষ্টিই ভাগ্যাখ্যা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব ইত্যাদিকে আত্মা বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা এই বাহ্যবিষয়ে তুষ্টিপান বলিয়া সে তুষ্টির নাম বাহ্য। বিষয় অর্থাৎ শব্দাদির অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ, হিংসা; এই পাঁচপ্রকার দোষ দর্শন জনিত যে বিষয় হইতে উপরতি অর্থাৎ বিরক্তি, সেই বিরক্তি হইতে যে তুষ্টি জন্মে, তাহাই বাহ্যতুষ্টি পাঁচটী। বিষয়ের অর্জ্জন দুঃখকর, এই নিমিত্ত বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির যে সন্তোষ, তাহার নাম পার। অর্জ্জিত ধনাদি রক্ষা করা কষ্টকর, এই জ্ঞানে বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির তুষ্টির নাম সুপার। বড় কষ্টের বিষয় ভোগে ক্ষয় হয়। এই বিবেচনায় বিষয় বিরক্তের সন্তোষ পার-পার। বিষয় ভোগে কাম বৃদ্ধি হয়, অপ্রাপ্তিতে আবার দুঃখ হয়, এই বিষয়-দোষ চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য হইলে, বিরক্ত ব্যক্তির যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভ। প্রাণি-হিংসা ব্যতিরেকে বিষয়ভোগ সম্ভবে না, এই বিবেচনায় বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে সন্তোষ জন্মে, তাহার নাম উত্তমাম্ভ তুষ্টি। তুষ্টির সংখ্যা ও লক্ষণ-কথন এই কারিকায় প্রদর্শিত হইল।

(ক্রমশঃ—)

মীমাংসাদর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্।)

উৎপত্তৌ বাহবচনাঃ স্যুরর্থস্যা-
তন্নিমিত্তত্বাৎ। ২৪॥

পদপাঠঃ।—উৎপত্তৌ। বা। অবচনাঃ। স্যুঃ—। অর্থস্য। অতন্নিমিত্তত্বাৎ॥

ব্যাখ্যা।—উৎপত্তৌ—ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে। বা—(চকারার্থে) ও। অবচনাঃ—অর্থপ্রত্যয়-অজনক। স্যুঃ—হইতেছে। অর্থস্য—(পদের) অর্থের। অতন্নিমিত্তত্বাৎ—তাহার (বাক্যার্থের) নিমিত্ততা নাই বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ।—শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও,বেদ-বাক্যের অর্থবোধনে সামর্থ্য নাই; কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। (বেদ-বাক্য অর্থাৎ কর্ম্মবোধক বিধিই প্রমাণ, কিন্তু বাক্যের অর্থ বোধ জন্মাইবার ক্ষমতা নাই; যদি বলা যায়, পদার্থই বোধ জন্মাইবে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর, কারণ, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত হইতে পারে, ইহার কোনও উপযুক্ত যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।)

বিশদব্যাখ্যা।—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের মত বলা হইতেছে। ধর্ম্মের প্রমাণ বলা হইয়াছে, 'বেদবাক্য'। যদি বেদবাক্য কোনও রূপ অর্থবোধ জন্মাইতে অপারগ হয়, তবে বেদবাক্য যে ধর্ম্মের প্রমাণ, এ কথা বৃথা হইয়া যাইবে। এই তর্ক এ সূত্রে মীমাংসকের প্রতিকূলে বলা হইতেছে। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করে, সে অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠান করিবে। এখানে "অগ্নিহোত্রং" এই পদের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, এরূপ বুঝায় না। "জুহুয়াৎ" এই পদেরদ্বারাও ঐরূপ অর্থের প্রতীতিজন্মে না, "স্বর্গকামঃ" এপদও ঐরূপ অর্থ বুঝাইতে অক্ষম। অপর কোনও পদ এখানে নাই, যদ্দ্বারা আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ বুঝিতে পারি, এই তিনটী পদের অতিরিক্ত "বাক্য" নামক নূতন কিছু নাই, যাহাদ্বারা ঐরূপ জ্ঞান আমাদের জন্মিতে পারে। তিনটীপদ অর্থপ্রকাশ করিতে পারে,কেন না তাহাদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, কিন্তু এই তিনটী পদের কোনওটী বাক্যার্থ বুঝাইতে সামর্থ্য রাখে না। 'অগ্নিহোত্রং' শব্দ অগ্নিহোত্র বুঝায়। "জুহুয়াৎ" শব্দ হোম বুঝায়। 'স্বর্গকামঃ'শব্দ স্বর্গাভিলাষীকে বুঝায়। অগ্নিহোত্র হোমে স্বর্গ হয়, এই অর্থ বুঝাইতে ইহারা কেহই সমর্থ নয়। অতএব পদ সমুদয়ের একটা অর্থ কল্পনা করা এবং তাহাকে বাক্যার্থ নাম দেওয়া অমূলক। পদ সকলের অর্থই বাক্যার্থ, একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা পদ সামান্যবাচী। বাক্য বিশেষবাচী, সামান্য ও বিশেষে আকাশ পাতাল প্রভেদ, সুতরাং সামান্যবাচী পদের অর্থ বিশেষবাচী বাক্যের অর্থ হইতে পারে না। পদার্থ হইতে বাক্যার্থের জ্ঞান জন্মে, ইহাও বলা যায় না। যাহার সহিত সম্বন্ধ, সে তাহার অববোধক হইতে পারে। যেমন পদ পদার্থের বোধক। পদার্থে ও বাক্যার্থে—কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি পদার্থে, সম্বন্ধশূন্যবাক্যার্থও বুঝাইতে পারে, তবে

অন্যপ্রকার অর্থ বুঝাইতেও পারে; কেন না, উভয়ত্রই অসম্বন্ধ সমান। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" এখানে পদার্থ, যদি অগ্নিহোত্রে স্বর্গ হয়, এই অসম্বন্ধ বাক্যার্থ বুঝাইল, তবে অন্ন আহার করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, এরূপ অসম্বন্ধ অর্থ বুঝাইতে বা তাহাতে আপত্তি কি? ইহাদ্বারা বুঝাগেল, পদার্থ ও বাক্যার্থে কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং একে অপরের নিমিত্ত নহে। যদি বলা যায়, যাহারা পদের অর্থ অবগত আছে, তাহারাই বাক্যার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অগ্নিহোত্রং, জুহুয়াৎ এবং স্বর্গকামঃ, এই তিনটী পদের অর্থ যে জ্ঞাত আছে, সে এই তিনটী পদ উচ্চারণ করিবামাত্রই বুঝিবে যে, অগ্নিহোত্রহোম স্বর্গসাধন। তখন এ আপত্তির উত্তরে বলা যাইবে, যদি বাক্যের শেষ বর্ণটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণজ সংস্কার সহিত পদার্থ হইতে অর্থান্তর বুঝাইয়া দেয়, তবেই পদার্থ বাক্যার্থের জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। যখন তাহা হইতেছে না, তখন বাক্যার্থ-কল্পনা ভ্রমমূলক অথবা কল্পনার লীলাতরঙ্গ মাত্র। যদি বলা হয়, "বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ।" 'কৃষ্ণা গৌর্গচ্ছতি' এই বাক্যটী প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, কৃষ্ণবর্ণ গোরু যাইতেছে। এখানে 'গোঃ' শব্দের অর্থ গোত্বজাতি, যাইতেছে, এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া, গোব্যক্তির অববোধক হইল, কিন্তু কৃষ্ণা এই পদের অর্থ যে কৃষ্ণগুণ, তাহাদ্বারা যখন এই গো শব্দের অর্থ গো-ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল, তখন কৃষ্ণবর্ণ গোরু যাইতেছে, এইরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মিবে।—এই বিশিষ্ট বোধই বাক্যার্থ-জ্ঞান, এবং পদার্থ বাক্যার্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত।" তাহা হইলেও ইষ্টসিদ্ধি হয় না, 'গো'পদের অর্থ গোত্বজাতি, গচ্ছতি এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলেই গোত্বজাতির আশ্রয় গোব্যক্তিকে বুঝাইবে, ইহার তাৎপর্য্য কি? ক্রিয়াপদ নিকটে থাকিলে প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর অর্থ বুঝাইবে, ইহাবটবা রহস্য কি? গো শব্দে যখন শুক্ল কৃষ্ণ লোহিত ইত্যাদি সর্ব্ববিধবর্ণের গোক বুঝিলাম, তখন আবার নিকটে "কৃষ্ণ" পদ আছে বলিয়া অপর সকল গো বুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া কেবল কৃষ্ণবর্ণ গো মাত্র বুঝিবার হেতু কি? যদি কৃষ্ণ পদের অর্থ শুক্ল-নীলাদির নিবৃত্তি হয়, তবে এরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 'কৃষ্ণ' পদের, অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, শুক্ল প্রভৃতি বর্ণের নিবৃত্তি তাহার অর্থ নহে। এরূপ অবস্থায় পদের অর্থ বাক্যার্থ অর্থাৎ বিশিষ্টার্থের নিমিত্ত নহে। বাক্য পদসংঘাত মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছু নয়। লৌকিক শ্লোকাদি যেরূপ পুরুষ-রচিত, এগুলিও তদ্রূপ। অতএব এই সকল বাক্যের অর্থপ্রত্যয় নির্দ্দোষ নহে, কল্পনা মাত্র।

তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥২৫

পদপাঠঃ। তদ্‌ভূতানাং। ক্রিয়ার্থেন। সমাম্নায়ঃ। অর্থস্য। তৎ-নিমিত্তত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। তদ্‌ভূতানাং (তেষু পদার্থেষু বিদ্যমানানাং) সেই সকল পদার্থে বাচকরূপে বিদ্যমানপদসমূহের। ক্রিয়ার্থেন—কার্য্যার্থে। সমাম্নায়ঃ—সমুচ্চারণ। অর্থস্য—অর্থের। (বাক্যার্থের।) তন্নিমিত্তত্বাৎ—পদার্থ নিমিত্ততা নিবন্ধন।

বস্তার্থঃ ॥—পদার্থ বোধক পদের ক্রিয়োদ্দেশেই উচ্চারণ, কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত। (অতএব বেদবাক্য অর্থপ্রত্যায়ক, ইহা অবধারিত, সুতরাং "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" এই ধর্ম্মের প্রমাণ-লক্ষণ অভ্রান্ত।)

বিশদ ব্যাখ্যা। এই সূত্র উত্তরপক্ষের মতপ্রতিপাদক। "অগ্নিহোত্রং" ইত্যাদি পদত্রয়ের উচ্চারণে প্রবৃত্তি হইবার উদ্দেশ্য কি? এ বিষয় অনুসন্ধান করিলে বুঝাযায়, ক্রিয়া প্রতিপাদনই মুখ্য তাৎপর্য্য। বাক্যার্থবোধ পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে হইতে পারে না, এবং বাক্যার্থজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, এই অন্বয়-ব্যতিরেক বলে বুঝাযায়, পদার্থ-জ্ঞান বাক্যার্থ অবগতিতে কারণ। বাক্যের শেষবর্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণজ সংস্কার সহিত হইয়া, পদার্থকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র একটা বাক্যার্থ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয়, ইহাতে প্রমাণ নাই। বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ। পদার্থ ব্যতিরিক্ত নূতন বাক্যার্থ বলিয়া একটা কিছু নাই। যদি কেহ বলেন যে, পদার্থ হইতে পৃথক্ বাক্যার্থ অবগত হইতেছি, এইরূপ অনুভব হয়, অতএব বাক্যার্থ পদার্থভিন্ন। শক্তি ব্যতীত এরূপ সম্ভব হয় না, অতএব বাক্যেরও একটী স্বতন্ত্র শক্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। এ যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না, শক্তি থাকুক, আর নাই থাকুক্, পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানে নিমিত্ত। অপর একটী কারণ সত্বে শক্তি কল্পনাই বৃথা। পদ সকল স্ব স্ব অর্থ বুঝাইয়া নিবৃত্ত হয়। অবগত পদার্থ, তদনন্তর পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া বাক্যার্থরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মাইয়া দেয়। 'কৃষ্ণ আছে' এই শব্দ উচ্চরিত হইবা মাত্র গুণবাচক কৃষ্ণ শব্দ গুণবৎ প্রত্যয়োৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাতেই বিশিষ্টবোধ জন্মিল। বিশিষ্টার্থবোধই বাক্যার্থজ্ঞান। ইহাদ্বারা বুঝাগেল, পদার্থজ্ঞান হইতেই বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে। পদসমুদয়ের কল্পিত শক্তি, অন্য প্রকারে উপপত্তি হইলেও, কে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে? আরও দেখা যাইতেছে, কোনও একটী বাক্য উচ্চারণ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ অবগত নহেন, তিনি বাক্যার্থ বোধে সমর্থ হন না। পূর্ব্বপক্ষে যে বলা হইয়াছে 'বাক্যানুরোধে পদ স্বার্থ সামান্যরূপে বুঝাইয়া বিশেষে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা অসম্ভব।' বস্তুতঃ তাহা হইতেছে না; সমস্ত গো হইতে নিবৃত্ত হইয়া কোনও বিশেষ গো-ব্যক্তিকে বাক্যানুরোধে গো শব্দ বুঝাইতেছে, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে, প্রথমে মনে করা আবশ্যক যে, যেখানে কেবল পদার্থ প্রযুক্ত হইয়া প্রয়োজনাভাব বশতঃ অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়, সেইখানে বিশিষ্টার্থ কল্পনা আবশ্যক হয়। ইহাতে বুঝাগেল "কৃষ্ণাগৌঃ" বলিলে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট গোকে বুঝিব। শুক্লাদির নিবৃত্তি ফলবলতঃ হইয়া দাঁড়াইল। তাহা শব্দার্থ না হইলেও, তাৎপর্য্যতঃ উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। কৃষ্ণবর্ণ এবং গোরু, এই সন্নিহিত পদার্থদ্বয় স্বার্থ বুঝাইবাও অনর্থক হয়, সেই জন্য আকাঙ্ক্ষাবশে পরস্পর সম্বন্ধ হয়। পরস্পর সম্বদ্ধ হইলেই এক বিশিষ্ট অপর হইয়া বিশিষ্টার্থবোধসম্পন্ন হয়, তাহাই বাক্যার্থ। এইরূপে পদার্থ বাক্যার্থবোধে কারণ হয়। বিশেষতঃ "গো" শব্দের অর্থ গোত্ব সামান্য

হইলেও দ্বিতীয়াদি বিভক্তি তাহার বিশেষিকা। বিভক্তি প্রাতিপদিক অর্থাৎ শব্দের সামান্যার্থে—বিশেষ উৎপাদন করে, ইহাই আচার্য্যগণের অভিমত।

পূর্ব্বপক্ষের "বেদবাক্য পুরুষকৃত" এই সিদ্ধান্তটীও একান্ত ভ্রান্তিমূলক। বেদের কর্ত্তা যে কোনও পুরুষ হইতে পারে না, তাহা আমরা পঞ্চম সূত্রে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ বৃথা।

লোকে সন্নিয়মাৎ প্রয়োগ-সন্নিকর্ষঃস্যাৎ। ২৬।

পদ পাঠঃ। লোকে। সন্নিয়মাৎ। প্রয়োগ-সন্নিকর্ষঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। লোকে—ব্যবহারে। সন্নিয়মাৎ—প্রত্যক্ষদ্বারা পদের অর্থ অবগত হইয়া তন্নিমিত্তই। প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ—বাক্য প্রয়োগরূপ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ পদ সকলের পরস্পর নিকটভাবে অবস্থান বা স্থাপন করা। স্যাৎ—হইয়া থাকে।

বঙ্গার্থঃ। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যক্ষদ্বারা পদার্থ অবগত হইয়া বাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ পদ-সমূহ স্থাপন করা হইয়া থাকে। (বৈদিক বাক্যেও তদ্রূপ অর্থাৎ পদার্থ অবগত হইয়া বাক্যজনিত-অর্থের জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।)

বিশদব্যাখ্যা। এ সূত্রে মীমাংসক লৌকিক ও বৈদিক উভয় ক্ষেত্রে বাক্যার্থবোধের প্রকার একরূপ বলিতেছেন। লোকেও পদের দ্বারা তৎপ্রতিপাদ্যার্থের জ্ঞান, তদনন্তর বিশিষ্টার্থবোধ, তাহাই বাক্যার্থজ্ঞান। অতএব পদার্থজ্ঞান হেতুক বাক্যার্থজ্ঞান, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য। তাহা হইলে বৈদিক পদের অর্থ-প্রত্যায়কতা-বলেই বেদ বাক্যেরও অর্থজ্ঞানে সামর্থ্য আছে, একপ্রকার প্রমাণ করা হইল; অতএব বেদবাক্য ধর্ম্মের প্রমাণ, এই পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা অনর্থক হইল না। বেদের অর্থপ্রত্যায়কতাধিকরণই এই অধিকরণের নাম। বেদবাক্যের অর্থ-বোধনে ক্ষমতা নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়। বেদবাক্যে পদার্থজ্ঞানমূলক বাক্যার্থজ্ঞানসম্ভাবনা সুনিশ্চিত, অতএব পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা বৃথা, ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষের তাৎপর্য্য।

বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ। ২৭

পদ পাঠঃ। বেদান্। চ। একে। সন্নিকর্ষং। পুরুষাখ্যাঃ।

ব্যাখ্যা। বেদান্—(অধিকৃত্য ইত্যধ্যাহার্য্যং) চারি বেদকে। চ—ও। একে—কেহ কেহ (বলিয়া থাকেন।) সন্নিকর্ষং—(দৃষ্ট্বা ইত্যধ্যাহার্য্যং) সম্বন্ধমূলক সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সমাখ্যা দেখিয়া। পুরুষাখ্যাঃ—("ইতি" ইত্যধ্যাহার্য্যং) পুরুষ কর্ত্তৃক আখ্যাত অর্থাৎ রচিত (এই কথা।)

বঙ্গার্থঃ। কেহ কেহ বেদের সমাখ্যা দেখিয়া মনে করেন যে, বেদ সকল পুরুষরচিত অর্থাৎ অপৌরুষের নহে। (ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর বেদরচয়িতা নহেন, এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু আপাততঃ ঐ উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া সমাখ্যামূলক বেদ-মন্ত্র রচনার কথা বলিতেছেন।)

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে। মীমাং-

সক মহাশয়েরা বেদকে নিত্য বলেন, বেদের রচয়িতা কোনও পুরুষ নহেন, কেননা বেদ নিত্য। শব্দ যখন নিত্যপদার্থ হইল, তখন শব্দ-সমষ্টিস্বরূপ বেদবাক্যও নিত্য হইবে। এমতে সাধারণতঃ ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বলিয়াই বিশ্বাস। যদিও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শত শত যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়া সাঙ্খ্যদর্শনের মত এ দর্শনে ঈশ্বর-নিরসনে প্রযত্ন পাওয়া হয় নাই, তথাপি বেদরচয়িতা পুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় ও শব্দার্থ-সম্বন্ধ পুরুষকৃত নহে, এই কথা বলায়, ঈশ্বরেই কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান-ভক্তির কথা দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া কেবল কর্ম্মজ অপূর্ব্বই ফল-দায়ক, একথা বলিলে ভগবানের সর্ব্বশক্তি-মত্ত্ব অতলজলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় বলিয়া বুঝা যায়। সূত্রের বচনভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়, নৈয়ায়িক মহাশয়ের পরমেশ্বর-বিরচিত বেদকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। "বেদানাং নিত্য সর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বর-রচিতত্বেন প্রামাণ্যং ইতি নৈয়ায়িকাঃ।" এইসকল পর-বাক্য এবং কুসুমাঞ্জলির অনুমানবাক্য পাঠ করিলে বুঝাযায়, ঈশ্বর বেদকর্ত্তা, এই কথা ন্যায়ের। এখানে সেই মতই লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। "সন্নিকর্ষং" শব্দের অর্থ বোধ-হয় 'অনুমান-বেদ্যত্ব' হইবে। ভাষ্যকার শবর স্বামীর মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে গেলে বলিতে হয়, কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরাই বেদ রচনা করেন। সমাখ্যা অর্থাৎ যোগার্থই উহাতে প্রমাণ। "কাঠক" সংজ্ঞা হইবার কারণ কি ? বোধহয় 'কঠ' এই অংশ রচনা করেন। অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও ঐরূপ। যদিও বলাযায় যে, কঠ, পিপ্পলাদ, প্রভৃতি সকলেই রচনা করেন, এমত নহে, উঁহারা ঐ ঐ অংশের প্রচারক মাত্র ; তাহা হইলেও অন্ততঃ একটী কর্ত্তা এবং কতকগুলি প্রচারক স্বীকার দরকার হইয়া উঠে। রচয়িতা পুরুষের নাম স্মরণ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই যে বিরত হইতে হইবে, এমন নহে। কার্য্য দেখিয়াই কর্ত্তার অনুমান করা সঙ্গত। ভাষ্যকার মতে যে কোনও পুরুষ বেদের রচয়িতা, এই প্রকারে এবং অন্য মতে ঈশ্বর বেদকর্ত্তা, এই উভয়প্রকারেই এই সূত্রের ব্যাখ্যাকরা যাইতে পারে ; কিন্তু কোনও প্রসিদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করেন বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ নাই। এখন কথা এই যে, যদি বেদ কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গের বাক্যই হইল, তবে ধর্ম্মে বেদ-প্রামাণ্য অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল।

অনিত্য দর্শনাচ্চ। ২৮।

পদপাঠঃ। অনিত্য-দর্শনাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। অনিত্য-দর্শনাৎ—অনিত্য বলিয়া প্রমাণ দেখা যাইতেছে। চ— এই বলিয়াও। (বেদ অনিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। (বেদের অনিত্যতা বিষয়ে) বেদেই বহু প্রমাণ দেখা যাইতেছে বলিয়াও (বেদ নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। বেদে যে সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনাবলী উক্ত হইয়াছে,তাহারা যদি অনিত্য হয়, তবে তৎপ্রতিপাদক বেদ, বাক্যগুলিও অনিত্য হইবে, সুতরাং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বারাই বেদের অনিত্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারিতেছে। বেদে

লিখিত আছে "ঔদ্দালকিবকামরত" অর্থাৎ উদ্দালক ঋষির পুত্র কামনঃ করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন যে, রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা বুঝিব, 'জন্মিয়াছিলেন' এই বাক্যদ্বারাই রামের অতীতকালে বিদ্যমান থাকাই পরে অপর কাহারও দ্বারা কথিত হইল। এরূপ "ঔদ্দালকি" কামনা করিয়াছিলেন বলিলে বুঝায়, উদ্দালক পুত্রের কামনার পরে ঐ কথা অপর কোনও ব্যক্তির বাক্যদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে। এই অতীতকালের প্রয়োগ দেখিলে মনে হয়, ঔদ্দালকি জন্মগ্রহণ করিবার পরে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মনে করা যাউক, বেদে যুধিষ্ঠিরের নামোল্লেখ আছে। যদি যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান থাকিত, তবে যুধিষ্ঠিরের সংবাদ বেদ কোথায় পাইলেন? অতএব বেদের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝাযায়, বেদ অনিত্য, সুতরাং বেদ নিত্য বলিলে মনের আশা মনেই মিলিল, তাহাতে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এ সূত্রটীও পূর্ব্বপক্ষের মত সুদৃঢ় করিতেছে। অতঃপর মীমাংসকের নিজস্ব বেদের নিত্যতা প্রমাণকরা হইতেছে।

উক্তস্তু শব্দ-পূর্ব্বত্বং। ২৯।

পদপাঠঃ। উক্তং। তু। শব্দপূর্ব্বত্বং।

ব্যাখ্যা।—উক্তং—বলা হইয়াছে। শব্দপূর্ব্বত্বং—শব্দপূর্ব্বকতা। (অধ্যেতৃবর্গের সম্বন্ধে।)

বঙ্গার্থঃ। পাঠকগণের বেদ—পূর্ব্বকত্ব—অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপে নিত্য শব্দ অধ্যয়ন ও শিষ্যপরম্পরা ক্রমে প্রচার করিতেন, তাহা বলা হইয়াছে। বেদ তাঁহারা রচনা করেন নাই, কেবল জন-সমাজের মঙ্গলার্থ প্রচার করেন মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রটীতে মীমাংসাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বেদ-বিষয়ক উত্তর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। এখানে স্বমতের সংস্থাপনজন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই স্মরণ করান হইল। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক তাহা পরবর্ত্তিসূত্রে ক্রমশঃ হইতেছে।

আখ্যা প্রবচনাৎ। ৩০।

পদপাঠঃ। আখ্যা। প্রবচনাৎ।

ব্যাখ্যা। আখ্যা—নাম। প্রবচনাৎ—প্রকৃষ্টরূপে বলা হেতুক।

বঙ্গার্থঃ। কাঠক প্রভৃতি নাম প্রবচন নিমিত্ত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্ববাদী বলিয়াছেন কাঠক নাম হইবার কারণ 'কঠ' ইহার রচয়িতা। কঠ কর্ত্তৃক যাহা প্রচারিত হয় তাহাও কাঠক নাম প্রাপ্ত হইতে পারে ইহাই এখানে উত্তর। কঠ নিজে যে শাখা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই চর্চ্চা ও প্রচারাদি করেন, তাহারই নাম কাঠক। অপরে ঐ শাখা অধ্যয়ন করিলেও কঠ প্রচারবিষয়ে প্রধান, তজ্জন্যই তাঁহার নামানুসারে শাখার নাম হইল। বেদে লিখিত আছে "বৈশম্পায়নঃ সর্ব্বশাখাধ্যায়ী কঠঃ পুনরেকাং শাখামধ্যাপয়াং বভূব।" বৈশম্পায়ন সকল শাখা অধ্যয়ন করেন, কঠ কেবল এক মাত্র শাখা অধ্যয়ন করেন। "বহুশাখাধ্যায়ী বৈশম্পায়নকে পরিত্যাগ করিয়া, এক শাখাধ্যায়ী কঠ মহাশয়ের নামেই তাঁহার পঠিত শাখার নাম হওয়া সঙ্গত। — কঠ শব্দে

শব্দের নাম, রচনা করা বা প্রচার করা ইত্যাদির এখানে (অর্থাৎ এইরূপ নাম ব্যবহারের কারণরূপে গৃহীত হইবার) কোনও উপযোগিতা নাই। একরূপ হইলেই হইতে পারে। কেন না, উভয় প্রকারেই সম্ভাবনা আছে। যে জিনিস যিনি রচনা করেন, তাঁহার নামে ঐ জিনিষের নাম হইতে দেখা যায়। আবার যাহা যিনি জনসমাজে জানাইয়াছেন, তাঁহার নামেও ঐ জিনিষের নাম হয়। গ্রন্থের নাম "হর্শেল" শেষোক্ত প্রথার দৃষ্টান্ত। এরূপ আরও বহুবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সূত্র উত্তরবাদীর।

পরন্তু শ্রুতিসামান্য মাত্রং। ৩১।

পদপাঠঃ। পরং। তু। শ্রুতি সামান্যমাত্রং।

ব্যাখ্যা। পরং—আর যাহা (বলা হইয়াছে।) তু—তাহাও। শ্রুতিসামান্যমাত্রং—শ্রবণসামান্যমাত্র।

বঙ্গার্থঃ। আর ঔদ্দালকি প্রভৃতি ব্যক্তির ঘটনা থাকায় তাহার পরবর্ত্তিবেদ অনিত্য বলিয়া যাহা পূর্ব্বপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাহাও শ্রবণসামান্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। ঔদ্দালকি, প্রাবাহণি ইত্যাদি নাম যে বেদে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তি-ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ নহে। কোনও সত্য প্রকাশ করিতে হইলে শ্রোতা ও বক্তা থাকা আবশ্যক। বেদ কখনও পুত্ররূপে পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন, কখনও গুরু, কখনও শিষ্য, নানাভাবে উক্তি প্রত্যুক্তি। ঐ সকল আখ্যায়িকাংশের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তি-প্রতিপাদন নহে, ওগুলি কেবল বাক্যমাত্র। শ্রোতার অভিনিবেশের জন্য আখ্যায়িকা সমাবেশ আবশ্যক। নিত্যবেদে এই জগতের হিতকর সুলভ উপায় অনাদিকাল হইতেই আছে। উহা পূর্ব্ব সময়ের সংবাদ নহে। ওগুলি কেবল কথার কথা মাত্র। ঐ শব্দ সকল কোথাও বা অনুকরণে কোনও স্থানেবা যোগার্থ-বলে কর্ম্ম-প্রতিপাদক অথবা তত্ত্বপ্রকাশক হইতে পারিবে। উহার মধ্যে গূঢ় রূপক রহস্যও আছে বোধ হয়।

কৃতে বা বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাৎ। ৩২।

পদপাঠঃ। কৃতে। বা। বিনিয়োগঃ। স্যাৎ। কর্ম্মণঃ। সম্বন্ধাৎ।

ব্যাখ্যা। কৃতে—কার্য্যে। বা—(অবধারণে অথবা পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পক্ষান্তর-বোধনে।) বিনিয়োগঃ—সন্নিবেশ। (প্রয়োগ) স্যাৎ—হয়। কর্ম্মণঃ—কর্ম্মের। সম্বন্ধাৎ—সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ। কর্ম্মসম্বন্ধ হেতুক বেদের কর্ম্মেই বিনিয়োগ হইবে। (উত্তরোত্তর কর্ম্মবোধক অঙ্গাদির উপদেশ এবং ক্রম প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া, বেদ বিধির কার্য্যার্থেই বিনিয়োগ, ঘটনার্থে নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। বেদবাক্যের অতীত ঘটনা লিপিবদ্ধ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বেদ-কর্ম্ম প্রতিপাদক। কর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে হইলে, অঙ্গ এবং ফলাদির যথাযথ উপদেশ এবং ইতিকর্ত্তব্যতার বিশদীকরণ আবশ্যক হয়। বেদ তাহাই করিয়াছেন। বেদ বলিলেন, জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে। কিজন্য করিবে, কিরূপ অধিকারী ব্যক্তি করিবে, কোন্ সময়ে করিবে, কি প্রকারে করিবে, একে একে সমস্তই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ-

বিধিবাক্য কর্ম্মপ্রতিপাদক, অপর সকল অংশ যেরূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহাও পরে বলা হইতেছে। বেদে বলা হইয়াছে, 'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত।' অর্থাৎ বৃক্ষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল বৃক্ষেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং বেদের ঐ অংশ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত। এখানে আমরা বলিব, ইহা কেবল প্ররোচক বাক্যমাত্র। যেমন কোনও ব্যক্তিকে দর্শন বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে বলিতে হয় যে, 'এ জিনিষ এতই স্পষ্ট যে অন্ধেরাও দেখিতেপায়, আপাততঃ দেখা যায়, অনেকে পুত্রকে পড়াইতে গিয়া বলেন "এযে চক্ষু বুজিয়াও পাড়া যায়।" এখানে বুঝা উচিত, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার প্রতি উপযুক্ততা এবং একান্তকর্ত্তব্যতাই বলা হইতেছে। যখন বৃক্ষেরা পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল, তখন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান-ব্রাহ্মণেরা এই যজ্ঞানুষ্ঠানে অবশ্যই যত্ন করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আবার লিখিত আছে, "সর্পাঃ সত্রমাসত" সর্পেরা যজ্ঞ করিয়াছিল, এখানেও ঐরূপ বুঝা আবশ্যক। বেদে লেখা আছে, "জরদ্গবো গায়তি মত্তকানি" জরদ্গব গান করা অসম্ভব হইলেও, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে এই সকল বেদবাক্যের উপপত্তি করা যাইতে পারিবে। বেদবাক্য বৃথা নহে, চিরদিনই কর্ম্ম-প্রতিপাদক। কোনও কোনও স্থানে কর্ম্ম-প্রশংসাদিও করিয়াছেন। বেদবাক্য উন্মত্তবাক্য নহে, কর্ম্মবোধক, অতএব প্রমাণ। এ অধিকরণের বিষয় বেদ অপৌরুষেয়, এই কথা বলা মাত্রই। পূর্ব্বপক্ষ—নানাযুক্তি আছে বলিয়া বেদ অনিত্য, পুরুষ-সৃষ্ট। উত্তর পক্ষ—ঐ সকল যুক্তির অন্যথা উপপত্তি করিতে পারাযায়, এবং শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধ নিবন্ধন ও অন্যান্য বহুবিধ যুক্তি আছে বলিয়া বেদ নিত্য—অপৌরুষেয়। এমত মীমাংসকেরই, অপর কোনও দার্শনিক বেদকে এরূপ নিত্য বলেন না, যাঁহারা অপৌরুষেয় বলেন, তাঁহারাও নিত্য বলেন না, যথা বেদান্তদর্শনকার ও কপিল। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণ, কিন্তু উৎপত্তি শ্রুতি আছে বিধায় উহা জন্য। তাঁহারা এই কথা বলেন। এ পাদের এইখানে শেষ হইল। ইহার নাম তর্কপাদ। মীমাংসাদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়স্য

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

(অর্থবাদ প্রামাণ্য নিরূপণং)

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য মতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে। ১।

পদপাঠ। আম্নায়স্য। ক্রিয়ার্থত্বাৎ। আনর্থক্যাৎ। অতদর্থানাম্ তস্মাৎ। অনিত্যাৎ। উচ্যতে।

ব্যখ্যা। আম্নায়স্য—বেদের। ক্রিয়ার্থত্বাৎ—কর্ম্মপ্রতিপাদকতাবশতঃ। আনার্থক্যাৎ—ব্যর্থতা। অতদর্থানাং—যাহা কর্ম্মপ্রতিপাদক নহে, তাহাদের। তস্মাৎ—সেই হেতুক। (কর্ম্মবোধক নহে বলিয়া) অনিত্যং—অপ্রমাণ। উচ্যতে—বলাহয়।

বঙ্গার্থঃ। বেদবাক্য যাগাদি কর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াই প্রমাণ। কেওি

কর্ম্মবোধক নহে, সেই ভাগ অপ্রমাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্তসূত্রগুলিতে বিধি-বাক্যের প্রামাণ্যই নিরূপিত হইয়াছে। এখন যেগুলি বিধিশেষ অর্থাৎ বিধিবোধিত বিষয়ের স্তাবক (অর্থবাদ যাহাদের নাম) সেইগুলির প্রামাণ্য আছে কিনা, তাহা বিচারিত হইতেছে। এই সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ মতের জ্ঞাপক। বেদবাক্য ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে, কিন্তু অর্থবাদবাক্য ধর্ম্মপ্রতিপাদনে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না, অতএব উহার প্রামাণ্য-পরীক্ষার অভিলাষ আপাততই হয়। বেদে উক্ত হইয়াছে—"সোঽরোদীৎ, যদরোদীৎ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং" সে রোদন করিয়াছিল, যে রোদন করিয়াছিল, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব। এখানে কোনও প্রকার যাগকর্ম্ম কথিত হইল না। কেবল রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা গেল। যদি বলা যায়, অধ্যাহারাদি দ্বারা অথবা বিপরিণাম কিম্বা ব্যবহিত কল্পনানুসারে কোনও প্রকার অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাও বৃথা, কেন না "রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, অন্যেরও রোদন করা উচিত" এইরূপ একটী অসার অর্থই ঐরূপে কল্পিত হয়। সকলের রোদনকরা বেদের আদেশানুসারে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব এবং অনুচিত। অতএব এ সকল বাক্য অপ্রমাণ। আবার দেখা যাইতেছে, বেদে আছে, "স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ" "সেই প্রজাপতি নিজের বপাউৎখেদ করিয়াছিলেন।" এখানেও অর্থ কল্পনা করিতে হইলে, "প্রজাপতি আত্মবপাউৎখেদ করিয়াছিলেন, অতএব অপরকেও ঐরূপ করিতে হইবে" এতাদৃশ একটী অর্থ কল্পিত হইতে পারে। ঐই ব্যাপারের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে, একথা বলিতে পারা যায় না। প্রজাপতির দৃষ্টান্তে যজমান যদি নিজের বপা উৎখেদ করেন, তবে তখনই সকল যজ্ঞের অবসান হইল। রুদ্রের মত যজমান কাঁদিতে লাগিলেও প্রায় তথৈবচ, অতএব এগুলির সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। বেদবাক্য আরও বলিতেছেন,—'দেবাবৈ দেব-যজনমধ্যবসায় দিশোন প্রজানন্' দেবতারা দেবযজন অধ্যবসান করিয়া দিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন না, অর্থাৎ তাঁহারা দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এখানে অর্থকল্পনাদ্বারা, "দেবতাদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, অতএব অন্যেরও হওয়া উচিত" এরূপ বুঝিয়া লাভ নাই। কাহার দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইতে ইচ্ছা হয়? আত্মীয়-মরণাদি উপলক্ষ্য না থাকিলেও কে রোদন করিতে চাহে? নিজের বপা উৎখেদ করিতেইবা কাহার অভিসন্ধি আছে? অতএব পূর্ব্বোক্ত অর্থ কল্পনাও বৃথা, ঐ সকল অর্থবাদবাক্য প্রমাণও হইতে পারে না। এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ষ্ঠ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষেরই মত।

শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধাচ্চ। ২।

পদঃপাঠঃ। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাৎ—শাস্ত্রবিরোধ এবং দৃষ্টবিরোধহেতুক। চ—ও। (অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। (অর্থবাদ বাক্য) শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দৃষ্টবিরুদ্ধ-অর্থবোধক বলিয়াও প্রমাণ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি ক্রমে ক্রমে

সঙ্কলিত হইতেছে। শ্রুতি বলেন "স্তেনং মনঃ" মন স্তেয়কারী। "অনৃত বাদিনীবাক্" বাণী মিথ্যাবাদিনী। এরূপ অর্থ ভূতানুবাদ মাত্র। কর্ম্মবোধক নহে, সুতরাং অপ্রমাণ। যদি বিপরিণামাদিদ্বারা অর্থ কল্পনা করিয়া কর্ম্ম সম্বন্ধ বজায় রাখিতে ইচ্ছাহয়, তাহাতেও কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। মন যখন স্তেয়-কারী, তখন যজমানের স্তেয়ানুষ্ঠান আবশ্যক। ঐরূপ মিথ্যাবাক্য যজমানের ব্যবহার্য্য, এতাদৃশ এক একটি অর্থ কল্পিতহয়। তাহাতে ইষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ অসম্ভাব। কেননা, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকালে মিথ্যাকথা বলা ও চৌর্য্য শত শতবার নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বলা যায়, কখনও মিথ্যা বলা কখনও না বলা, এইরূপ বিকল্প হউক, তাহাও অন্যায়। কেননা, প্রত্যক্ষ ও কল্পিত বিধির বিকল্প হয়না, কারণ তুল্য বল পদার্থেরই বিকল্প। সুতরাং কোনও প্রকারে ঐ বাক্য গুলির ক্রিয়াবোধকত্ব কল্পনা করা যায় না, অতএব উহার প্রামাণ্য নাই। শাস্ত্রবিরোধ দেখান হইল, সম্প্রতি দৃষ্ট-বিরোধও প্রদর্শিত হই-তেছে। "তস্মাদ্ধূম এবাগ্নেৰ্দিবাদদৃশে নার্চ্চিঃ, তস্মাদর্চ্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূমঃ।" সেই জন্য অগ্নির ধূম দিনে দেখা যায়, অর্চ্চি দেখা যায়না, সেইজন্য অর্চ্চি রাত্রিতে দেখা যায়, ধূম দেখা যায় না। এখানে "সেইজন্য" এই অংশদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, এই লোক হইতে অগ্নি আদিত্যে যায় (দিবসে) এবং রাত্রিতে আদিত্য অগ্নিতে যায়। এই নিমিত্তই দিনে ধূম দেখা যায়, অর্চ্চি দেখা যায় না, রাত্রিতে অর্চ্চি দেখা যায়, ধূম দেখা যায় না। এই অর্থ একান্ত অসম্ভব, দৃষ্টবিরুদ্ধ। অগ্নি আদিত্যে যায়, ইহার প্রতিকূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অগ্নিকে কেহ কখনও আদিত্যে যাইতে দেখে নাই, দিনে অর্চ্চি দেখা যায় না, ইহাও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, কেননা সকলেই দিবসে অগ্নির অর্চ্চি অর্থাৎ দীপ্তি দর্শন করিয়া থাকে। বেদ বলেন "দেখে না।" সুতরাং বেদের এ অংশ অপ্রমাণ। আরও দৃষ্ট-বিরোধ বেদে লিখিত আছে। "ন চৈত দ্বিদ্মোবয়ং ব্রাহ্মণাবাস্মঃ অব্রাহ্মণাবাইতি।" আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, ইহা আমরা জানিতে পারি না। এইবাক্য ক্রিয়াবোধক নহে, তাহা স্পষ্টতই প্রতীত হইতেছে। যেরূপ অর্থ বুঝাগেল, তাহাও প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট-বিরুদ্ধ। আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, ইহা আমরা জানি না, একথা আদৌ হইতে পারে না। লোকতঃ দেখাযায়, সকলেই ইহা অবগত থাকে, বিশেষতঃ ক্রিয়াদিদ্বারা প্রকৃষ্ট-নির্ণয়ই হইতে পারে। এরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপর একটী বেদবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—"কোহিতদ্বে যদমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা নবাইতি" "কে তাহা জানে, যাহা এই লোকে আছে অথবা নাই" যদি প্রশ্নবোধক হয়, তবে ক্রিয়া-বোধক নহে বলিয়া আপাততই অপ্রমাণ। কে তাহা জানে, এই অংশ যদি "কেজানে তাহা বুঝিতে পারি না" এই অর্থে প্রযুক্ত হয়, তবে শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরোধ, এবং যা "এখানে আছে অথবা নাই" এরূপ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, আবার "কে তাহা জানে জানি না" ইহাও শ্রুত্যাদির বিরুদ্ধ, সুতরাং এ বাক্যের কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতেছে না অতএব অপ্রমাণ।

তথা ফলাভাবাৎ। ৩।

পদপাঠঃ। তথা। ফল-অভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। তথা—সেইপ্রকার। ফলাভাবাৎ—ফল নাই বলিয়া (অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ নহে।)

বঙ্গার্থঃ। সেইপ্রকার ফল নাই বলিয়াও অর্থবাদ অংশের প্রামাণ্য নাই। (বিধিবাক্যের ফলশ্রুতি আছে, অর্থবাদের ফল নাই, কোনও কোনও স্থলে যে সকল ফল বলা হইয়াছে, তাহা একান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, অতএব ফল নাই বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক।)

বিশদব্যাখ্যা। যেরূপ শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরুদ্ধ বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক ও অপ্রমাণ, তদ্রূপ ফলাভাব বশতঃ অপ্রমাণ। গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে, "শোভতেঽস্যমুখং য এবং বেদ" যে ইহা জানে (পাঠ করে,) তাহার মুখ শোভাপায়। এ কথা অযুক্তিক। কোনও পুস্তকের অংশ পাঠ করিলে মুখ শোভা পাইবার কারণ নাই। কালান্তরে মুখ শোভা পাইবে, ইহাতেও কোন প্রমাণ নাই। ইহাকে বিধিবাক্যও বলিতে পার না, কেন না বিধিশ্রুতি নাই। অতএব অযুক্তিক ফল বলিয়া, অফল অর্থবাদের প্রামাণ্য পরিগ্রহ করা একান্ত অনুচিত ব্যবহার।

অন্যানর্থক্যাৎ। ৪।

পদপাঠঃ। অন্য আনর্থক্যাৎ।

ব্যাখ্যা। অন্যার্থক্যাৎ—অপরের আনর্থক্য অর্থৎ অনাবশ্যকতা অথবা ব্যর্থতা হয় বলিয়া। (অর্থবাদ অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। অপর সকলের অনাবশ্যক হয় বলিয়াঅর্থবাদ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। অপর কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, অপর অনেকগুলি কর্ম্ম অনর্থক হয়। সুতরাং উহা স্বীকার করা যায় না। "পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি" পূর্ণাহুতিদ্বারা সকল অভিলষিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ কথা একান্ত অন্যায়, কেননা এক পূর্ণাহুতি দিলেই যদি সকল ফল পাওয়াগেল, তবে এই যাবজ্জীবন অনন্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কোন্ বোকচন্দ্রের প্রবৃত্তি হয়? "পশুবন্ধযাজী সর্ব্বান্ লোকানভিজয়তি" পশুবন্ধযাজী সকল লোক জয় করেন। যদি সকল লোকই পশুবন্ধ-যাজীর হইল, তবে অন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা দেখি না। "তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজেতে, য উ চৈনমেবং বেদইতি।" যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে মৃত্যু এবং ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হয়, যে ইহা অবগত আছে, সেও উত্তীর্ণ হয়। এটী একেবারে প্রমাদবাক্য। না জানিয়া কেহ কখনও অশ্বমেধ করে না। বেদ অধ্যয়ন করিবার সময়ই অশ্বমেধ জানা হইয়াছে। তাহার পরে যজ্ঞাধিকার হয়। যদি জানা থাকিলেই সব ফুরাইয়া গেল, তবে যজ্ঞ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যখন জানা আছে, তখন ফল পাওয়া যাইবে, অশ্বমেধ করা না করা উভয়ই সমান। এরূপ অবস্থায় কে করে? শাস্ত্রকারগণ বলেন;—"অর্কে (অক্কেইতিবা) চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতংব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ।" অর্থাৎ যদি পথের মাঝে অর্ক বৃক্ষে (অক্কে অর্থ গৃহকোণে) মধু পাওয়া যায়, তবে সেই মধুর জন্য আবার

পর্ব্বতে যাইবে কেন? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অভিলষিত অর্থ সিদ্ধ হইলেও বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করেন?

অভাগিপ্রতিষেধাচ্চ। ৫।

পদপাঠঃ। ন-ভাগি-প্রতিষেধাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। অভাগি প্রতিষেধাৎ—অসম্ভবের নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া। চ—ও। (অর্থবাদ অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। যাহা সম্ভব নহে, তাহাই আবার নিষেধ করা হইয়াছে, সুতরাং অর্থবাদ অপ্রমাণ।

বিশদ ব্যাখ্যা। ন্যায় বলেন "প্রাপ্তেহি প্রতিষিধ্যতে" যাহার প্রাপ্তি আছে তাহারই প্রতিষেধ করা যায়। যাহা সম্ভব নাই, তাহার স্বভাবতঃ নিষেধ আছে। আবার নিষেধ করা কিজন্য? অগ্নিচয়নে শ্রুত হইতেছে, "ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যোনান্তরীক্ষে নদিবি।" পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না, অন্তরীক্ষে নয়, স্বর্গেও নয়। অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়ন করা যায় না, ইহা সকলেই অবগত আছে, পুনর্ব্বার বলা বৃথা। স্বর্গে-অগ্নিচয়ন করা পৃথিবীতে থাকিয়া হয় না, সেখানে যাইতে হয়, কিন্তু স্বর্গে যাইতে পারিলে আর অগ্নি চয়নেরও আবশ্যকতা থাকেনা। অতএব এ উক্তিরও মূল্য নাই। পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না বলিলে, অগ্নিচয়নের নিষেধই করা হইল, কারণ পৃথিবী ছাড়িয়া অগ্নিচয়ন করিবে কোথায়? এবাক্য অপ্রমাণ হইলে সব নিষ্পত্তি হয়। যাহা নিজেও আকুল হয়, পরকেও আকুলিত করে, তাহা কিরূপ প্রমাণ? এই শ্রুতির তাৎপর্য্য "চয়ন করিবে না।" শ্রুত্যন্তরে দেখাবায় "হিরণ্যং নিধায় চেতব্যং" "স্বর্ণ রাখিয়া চয়ন করিবে" বিধি আকুলিত না হউক, এই জন্যই অর্থবাদ অপ্রমাণ। যথাক্রমে এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর বলা হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষের আর দুই একটী কথা আছে, পরে সিদ্ধান্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রম, বেদবিদ্যালয়।

আপস্তম্বীয় গৃহ্য সূত্র।

প্রথম খণ্ড।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমানে পরিস্তরণাদি অগ্নি সাধারণ বিধানগুলির বিশদীকরণার্থে আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

অগ্নিমিদ্ধাপ্রাগগ্রৈর্দর্ভৈরগ্নিং পরিস্তৃণাতি। ১২।

অগ্নিকে কাষ্ঠাদিদ্বারা উত্তমরূপে প্রজ্জ্বলিত করিয়া পূর্ব্বাগ্র অর্থাৎ তাহার অগ্রভাগ পূর্ব্বদিকে থাকিবে এইরূপ কুশের দ্বারা পরিস্তরণ করিবে। কুশা ছড়াইয়া দেওয়ার নাম পরিস্তরণ। "অগ্নি মিদ্ধা" এই সূত্র ভাগের রহস্য এই যে, যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিও উপস্থিত থাকে, তথাপি তাহাকে (সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে) আবার প্রজ্জ্বলিত অর্থাৎ সমিধাদি প্রদান পূর্ব্বক অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইতে হইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন "বচনাদিদ্ধমপীন্ধীত" অর্থাৎ বচন আছে বলিয়া, প্রজ্জ্বলিতকেও আবার প্রজ্জ্বলি

করিতে হইবে। "অগ্নিমিন্ধা" এখানে গোভিল বলেন, "অগ্নিমুপসমাধায়," আবার আপস্তম্বীয় সূত্রের বৃত্তিকার হরদত্ত বলেন, "অগ্নিমিদ্ধেতি তদেবেকপসমাধানং ইত্যুচ্যতে তচ্চকর্ম্মাঙ্গং।' অগ্নিমিন্ধা ইহাদ্বারা যাহা বলা হইল, তাহার নাম অগ্নির উপসমাধান—তাহা কর্ম্মাঙ্গ। এদিকে গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে "অগ্নিমুপসমাধায়" অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া, এই কথা লিখিত আছে। ইহদ্বারা বুঝা যাইতে পারে, অগ্নিপ্রজ্বলনই অগ্নির উপসমাধান অথবা অগ্নির ইন্ধন।

পূর্ব্বমুখ ব্যতীত অন্যপ্রকার অর্থাৎ যাহার অগ্র উত্তর দিকে থাকে, এরূপ কুশার দ্বারা অথবা অন্যবিধ কুশ দিয়া পরিস্তরণ করা যায় কিনা, অথবা কখনও পূর্ব্বাগ্রকুশা গ্রহণ, কখনও উত্তরাগ্রকুশাগ্রহণ পরিস্তরণে উপযোগী কিনা, তাহা বলা হইতেছে।

প্রাগুদগগ্রৈর্ব্বা। ১৩।

সকল স্থানে পূর্ব্বাগ্র কুশার দ্বারা পরিস্তরণ করিতে হইবেই এমন নহে। উত্তরাগ্র কুশারদ্বারা ও পরিস্তরণ করা যাইতে পারে। হরদত্ত বলেন, এই পরিস্তরণে উত্তরাগ্র কুশার ব্যবহার অগ্নির সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্‌ভাগে হইবে। অন্যভাগে পূর্ব্বাগ্র কুশার ব্যাবহার করিতে হইবে, তাঁহার এরূপ নির্দ্দেশের কারণ কোনও স্থানের ব্যবহারানুরোধ হইতে পারে, কিন্তু আপস্তম্বের বচনে তাহা নাই।

দৈবকার্য্যে এবং পিতৃ কার্য্যে উভয়ত্রই এই নিয়ম সমান কিনা, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক, তজ্জন্য বলা হইতেছে,—

দক্ষিণাগ্রৈঃ পিত্র্যেষু। ১৪।

পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিতে) দক্ষিণাগ্রকুশের দ্বারা সকল দিকে পরিস্তরণ করিতে হইবে। পিত্র্য শব্দে বৃত্তিকার বলেন মাসিক শ্রাদ্ধ।

এখানে পক্ষান্তর আশ্রয় করা যাইতে পারে কিনা, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে;—

দক্ষিণাপ্রাগগ্রৈর্ব্বা। ১৫।

দক্ষিণাগ্র অথবা পূর্ব্বাগ্রদ্বারাও পরিস্তরণ করা যাইতে পারে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, দক্ষিণাগ্রকুশদ্বারা অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে, পূর্ব্বাগ্রকুশদ্বারা অগ্নির সম্মুখভাগে, এবং দক্ষিণাগ্রকুশদ্বারা উত্তর দিকে, পূর্ব্বাগ্রকুশের দ্বারা দক্ষিণদিকে পরিস্তরণ করিতে হইবে। এই বিকল্পটীকে কেহ কেহ পিত্র্যকার্য্য বিষয়ক বলেন, কেহ কেহ আবার সাধারণবিধির পক্ষান্তর বলিয়াছেন, মধ্যে পিতৃকার্য্যের বিধানটীই যত সন্দেহের একমাত্র কারণ। এই পরিস্তরণ-কার্য্য আহুতিবিশিষ্ট অনুষ্ঠান মাত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্যান্য আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, পরিস্তরণ বৃত্তাকারে, ত্রিকোণাকারে ও চতুষ্কোণাকারে হইতে পারে, এখানে তাহার বিশেষ কোনও পরিচায়ক বাক্য নাই, কেবল পরিস্তরণ মাত্র বিহিত। বস্তুতঃ কুশগুলির অভিমুখ নির্দ্দেশ করায় চতুষ্কোণাকারে পরিস্তরণই এখানকার লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ অন্যবিধপরিস্তরণে কুশার তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিতি ও কোণে অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব্বের মধ্যকোণে ইত্যাদি স্থানে কুশার অগ্রভাব পতিত হওয়া সম্ভব। সমস্ত কুশা পূর্ব্বাভিমুখ অথবা সমস্ত উত্তরাভিমুখ করিয়াও বৃত্তাকারে স্থাপন করা যায়, কিন্তু

ভাবে ছড়াইলে ত্রিকোণাকারেও স্থাপন করা যাইতে পারে; তবে বৃত্তিকারের অভিপ্রায় সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, তিনি বারম্বার অগ্নির সম্মুখে, অগ্নির পশ্চাতে, ইত্যাদিরূপে নির্দ্দিষ্টদিকে অগ্রভাগবিশিষ্ট কুশের ব্যবস্থা করিতেছেন, যাহাহউক ব্যবহার বশতঃ চতুষ্কোণাকারে স্থাপনই অধিকতর প্রধান কল্প।

পবিস্তরণানন্তর পাত্রপ্রয়োগার্থ কুশ সংস্তরণাদি কার্য্য কথিত হইতেছে। পাত্রের বিষয়ও একটু বিবৃত হইতেছে।

উত্তরেণাগ্নিং দর্ভান্ সংস্তীর্য্য দ্বন্দ্বং ন্যঞ্চি পাত্রাণি প্রযুনক্তি দেবসংযুক্তানি। ১৬।

অগ্নির উত্তরদিকে কুশ পাতিয়, তাহার উপর ন্যগ্‌ভূত পাত্র প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ পাত্র রাখিয়া দিবে। দেব সংযুক্ত পাত্র দুটী দুটী স্থাপন করিবে; এখানে কেহ কেহ বলেন, এক পাত্রই দুইবার স্থাপন করিবে। ক্রিয়াদ্বিত্ব, বস্তু একই। এক দ্রব্যের দুইবার স্থাপন অনেক স্থানে দেখাযায়। পরসূত্রে "সকৃৎ" থাকাতে দুইবারই প্রকৃত অর্থ বলিয়া বোধ হয়। বৃত্তিকার বলেন, এখানে পূর্ব্বাগ্রকুশ পাতিবার ব্যবস্থা। পাত্র শব্দে এখানে প্রয়োজনবিশিষ্টসামগ্রীসকলই বুঝিতে হইবে। সেই জন্যই উপনয়নে মেখলার সাদন অর্থাৎ স্থাপন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেখলা পাত্র নহে। যজ্ঞায়ুধ বলিলেই আপাততঃ পাত্র বুঝাযায়। স্রুব, স্রুক্ ইত্যাদির নামই পাত্র। দেব—সংযুক্ত দর্ব্বী প্রভৃতি অধোবিল অর্থাৎ নিম্নগর্ত্ত পাত্র সকল দুইবার স্থাপন করিবার বিধান করায় তাৎপর্য্যাধীন অনুষ্ঠানে বিশেষ নিয়ম আছে বুঝাযায়। পরে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সকৃদেব মনুষ্যসংযুক্তানি। ১৭।

মনুষ্যসংযুক্ত দ্রব্য দুইবার স্থাপন করিতে হইবে না। একবার মাত্র স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ভঙ্গীক্রমে একটী মাত্র স্থাপন করিবার অনুমতিই দেওয়া হইল। বিবাহোপনয়নাদি কর্ম্ম মনুষ্য কর্ম্ম, তৎসংযুক্ত দ্রব্যাই মনুষ্যসংযুক্ত, তাহা দুটী করিতে হইবে না। তাৎপর্য্যতঃ একবার স্থাপন করিবার আদেশেই একটী স্থাপন করিবার কথা আসিল। দুইটী দ্রব্য স্থাপনের চেষ্টা একবারে অসম্ভব না হইলেও অনেকাংশে কষ্টসাধ্য এবং প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত সুতরাং একবার বলায় একটীর কথাই আসিয়াছে, মনুষ্য-কর্ম্ম-সংযুক্ত মেখলা দ্রব্য একটী এবং স্থাপনও একবার। যদি একটী দ্রব্য দুইবার স্থাপন অর্থাৎ ক্রিয়ার আবৃত্তি পক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণকরা আবশ্যক হয়, তবে আমরা তাহার অনুকূলে একটী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। বৃত্তিকার সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "মনুষ্য সংস্কারযুক্তানি অশ্ম বাসো মেখলাজিনানি সকৃদেব ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-পরিহারেণ প্রযুনক্তি।" মনুষ্য সংস্কারযুক্ত অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর, বাস অর্থাৎ বস্ত্র, মেখলা এবং অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্ম, এই সমস্ত দ্রব্য, ক্রিয়ার আবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একবারই স্থাপন করিবে। ইহাতে বোধহয় দেবসংযুক্ত পাত্রে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলাই উদ্দেশ্য, কেনন এখানে সূত্রে যখন "সকৃৎ" অর্থাৎ এক বার লেখা আছে, তখন "ক্রিয়ার আবৃ

যাহাতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৃত্তিকারের বলিবার একটু উদ্দেশ্য চিন্তা করা আবশ্যক। ক্রিয়াবৃত্তির কথা যদি পূর্ব্বসূত্রে না উঠিয়া থাকে, তবে তিনি কোথায় পাইবেন ? যদি বলা যায় "সকৃৎ" শব্দের অর্থ লিখিতে একথা লেখা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাকেও সঙ্গত উক্তি বলিতে পারি না। কেন না তিনি বলিতেছেন "সকৃদেবক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-পরিহারেণ" ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে সকৃৎ স্থাপন ছাড়া আর হইতে পারে না। ক্রিয়া একবার, স্থাপনও একবার। অতএব এরূপ স্পষ্টার্থে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া প্রাচীনগণের নীতির একটু বাহিরে। ঐ কথার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি দ্বারাই দুইবারের উপপত্তি করা হইয়াছে, এই রহস্য প্রকাশ করা। সূত্র যখন পরে 'সকৃৎ' বলিয়াছেন, তখন পূর্ব্বে দুইবারের কথাই বলিয়াছেন, দুইটীর নহে। দুইটী বলিলে যদি দুইবার আসে, তবে একটী বলিলেও একবার আসিতে পারিত।

পিতৃপক্ষে বিশেষ আছে কিনা, ইহা সকল স্থানেই অনুসন্ধেয়।

একৈকশঃ পিতৃসংযুক্তানি। ১৮।

পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে প্রত্যেকের নিমিত্তই এক একটী পাত্রের ব্যবস্থা বলা হইল। পিতৃপুরুষের মধ্যে যে কয়জন যেখানে উদ্দিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী, পৃথক্ পাত্রের বন্দোবস্ত। তাঁহাদের পাত্রের স্থাপনও একবার, পাত্রও এক। ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি এখানে নাই। ব্যবহারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরসূত্রে কতকগুলি কার্য্যের প্রতি একস্থানে কথিত ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইতেছে।

পবিত্রয়োঃ সংস্কার আয়ামতঃ পরিমাণং প্রোক্ষণীসংস্কারঃ পাত্রপ্রোক্ষ ইতি দর্শপূর্ণমাসবত্তূষ্ণীম্। ১৯।

পবিত্রদ্বয়ের সংস্কার, আয়াম পরিমাণ, প্রোক্ষণী সংস্কার এবং পাত্রপ্রোক্ষ দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মত তূষ্ণীং অর্থাৎ চুপ করিয়া, মন্ত্রাদি পাঠ না করিয়া করিতে হইবে। দর্শপূর্ণমাসে এই সমস্ত কার্য্য চুপ করিয়া করার নিয়ম আছে। দর্শপূর্ণমাস শ্রৌতকর্ম্ম। এখানে অর্থাৎ গৃহ্যকর্ম্মেও সেই ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত হইতেছে। পবিত্রের লক্ষণ কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত আছে "অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেবচ, প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ।" যাহার অন্তর্গর্ভ নাই, এরূপ অগ্রসহিত কুশের দলদ্বয় প্রাদেশ প্রমাণ হইলে তাহাকে পবিত্র বলিয়া জানিবে। সাধারণতঃ পুরোহিত মহাশয়েরা যেরূপ আকারের পবিত্র ব্যবহার করেন, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন, ইহাতে নূতনত্ব নাই। শ্লোক তাঁহাদের পরিচিত-পবিত্রের কথাই বলিল, নূতন এক রকমের কিছু বুঝাইতেছে না। পবিত্রদ্বয়ের আয়াম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ, (পবিত্র দুইটীকে প্রাদেশমাত্র করিয়া মাপিয়া রাখা) প্রোক্ষণী সংস্কার (প্রোক্ষণী হস্ত প্রক্ষালনার্থ জলপূর্ণ পাত্র বিশেষ) এবং পাত্র প্রোক্ষণ। (উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং।) উত্তান হস্তদ্বারা জলের ছিটা দেওয়ার নাম প্রোক্ষণ।) "পাত্র" এখানে অগ্নিহোত্রহবণী

ব্যতিরিক্ত অন্য পাত্র, একথা কেহ কেহ বলেন। এই সকল কার্য্যই তুষ্ণীম্ভাবে করিতে হইবে।

অতঃপর অন্তবিধ কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।

অপরেণাগ্নিং পবিত্রান্তর্হিতে পাত্রে হপ আনীয়, উদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং ত্রিরুৎপূয়,সমং প্রাণৈর্হৃত্বা, উত্তরেণঅগ্নিংদর্ভেষু সাদয়িত্বা দর্ভৈঃ প্রচ্ছাদ্য। ২০।

পাত্র-প্রোক্ষণের পরে অগ্নির অপরদিকে 'প্রণীতা' পাত্রের মধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয় স্থাপন করিয়া, পরে জল আনিয়া ঐ উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয়দ্বারা জল তিনবার উৎপবন করিবে। (জলে তৃণাদি অপবিত্র থাকিলে তাহা পবিত্রদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ফেলিয়া দেওয়ার নাম উৎপবন।) তাহার পর ঐ জল প্রাণের সহিত হরণ করিবে। (প্রাণৈঃ সমং এ কথার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলেন, মুখেন তুল্যং অর্থাৎ মুখেরদ্বারা যেরূপ ভাবে জল হরণ করাযায়,তদ্রূপ ঐ জল পবিত্রেরদ্বারা হরণ অর্থাৎ ছিটাইয়া দিবে।) ('প্রাণৈঃসমং' শব্দের অর্থ "প্রাণ স্থানাভ্যাং মুখ নাসিকাভ্যাং সমুদ্ধৃত্য" প্রাণের স্থান যে মুখ এবং নাসিকা, তাহারদ্বারা "সমুদ্ধৃত্য" অর্থাৎ তুলিয়া) তাহারপর অগ্নির উত্তরদিকে সংস্তীর্ণ অর্থাৎ পাতিত কুশগুলির উপর স্থাপন করিয়া (প্রণীতা পাত্রকে) কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অগ্নির উত্তরে জলপূর্ণ রক্ষিত স্রুবকে প্রণীতা বলাযায়, জলপূর্ণ করিবার পূর্ব্বক্ষণেও উহাকে প্রণীতাই বলে।)

অনন্তর কর্ত্তব্য পরসূত্রে উপদিষ্ট হইতেছে।

ব্রাহ্মণং দক্ষিণতো দর্ভেষু নিষাদ্য। ২১।

ব্রাহ্মণকে অগ্নির দক্ষিণদিকে কুশের উপর বসাইয়া। এখানে পাঠান্তর আছে, "ব্রহ্মাণং" তাহার অর্থ ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা যজ্ঞীয় ঋত্বিগ্ বিশেষ। ব্রহ্মার বরণবস্ত্র মান্য গণ্য অথবা দৌহিত্র সন্তানেই সর্ব্বত্র আমাদের দেশে পাইয়া থাকেন। কাজের ভার ভগবানেই অর্পিত আছে। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতেন। আজকাল "দর্ভময় ব্রাহ্মণ"ই প্রায়শঃ ব্যবহৃত। ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ততামাত্রই বোধহয় পরিবর্ত্তনের কারণ।

(ক্রমশঃ)

কশ্চিৎ ব্রহ্মচারি।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

আপস্তম্বীয় গৃহ্য সূত্র।

প্রথম খণ্ড।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ্যং বিলাপ্য উত্তরেণাগ্নিং পবিত্রান্তর্হিতায়ামাজ্যস্থাল্যাং আজ্যং নিরূপ্য উদীচোঽঙ্গারা-ন্নিরুহ্য তেষ্বধিশ্রিত্য জ্বলতা-বদ্যুত্য দ্বে দর্ভাগ্রেপ্রত্যস্য ত্রিঃ পর্য্যগ্নিকৃত্বা উদগুদ্বাস্য অঙ্গারান্ প্রত্যূহ্য উদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং পুনরাহারং ত্রিরুৎ-পুয় পবিত্রেঽনুপ্রহৃত্য। ২২

আজ্য অর্থাৎ ঘৃতকে বিলাপ্য অর্থাৎ গলাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে 'পবিত্র' যাহার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, এরূপ আজ্যস্থালীতে অর্থাৎ ঘৃত-রক্ষণের পাত্রে ঘৃত রাখিয়া দিয়া, অঙ্গারগুলিকে উত্তরদিকে পৃথক্ করিয়া, তাহাদের উপর ঘৃত-পাত্র স্থাপন করিয়া, জ্বলৎকাষ্ঠের অধোগামিনী দীপ্তিদ্বারা আলো-কিত করিয়া, দুই কুশাগ্র পবিত্রের অগ্র সংস্কৃত করিয়া ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহার পর ঐ আজ্য-পাত্রের চতুর্দ্দিকে তিন-বার অগ্নিদ্বারা প্রদক্ষিণ করিবে। পরে উহা অর্থাৎ ঘৃত-পাত্র উত্তরদিকে নামাইয়া রাখিয়া অঙ্গারগুলিকে পুনর্ব্বার অগ্নিসংসৃষ্ট করিয়া উত্তরাগ্রপবিত্রদ্বয়দ্বারা বারম্বার আহরণ পূর্ব্বক তিনবার উৎপবন অর্থাৎ পবিত্রদ্বারা ঘৃত আলোড়ন করিয়া তাহার মধ্যগত তৃণাদি ফেলিয়া দেওয়ারূপ কার্য্য করিবে, তাহার পর পবিত্রদ্বয়কে আচারানু-মতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

এই সূত্রে আজ্য-সংস্কার-ক্রম (যজুর্ব্বে-দীয় নিয়মে) বলা হইতেছে। আজ্য শব্দে ঘৃত, তৈল, দধি, দুগ্ধ, যবাগু, এই সকল পদার্থই বুঝাযাইতে পারে। গৃহ্যসংগ্রহে লেখা আছে "অগ্নিনাচৈব মন্ত্রেণ পবিত্রেণ চ চক্ষুষা। চতুর্ভিরেব যৎপূতং তদাজ্যং ইত্যরং-স্মৃতং" অগ্নি, মন্ত্র, পবিত্র, এবং চক্ষু, এই চারি-টীরদ্বারা যাহা পূত হইয়াছে, তাহাকে (সেই ঘৃতকেই) আজ্য বলাযায়; অপর সাধারণ অসংস্কৃত ঘৃতের নাম ঘৃত। আমরা অনুবাদে আজ্য শব্দের বোধনার্থে ঘৃত শব্দ ব্যবহার

করিতেছি। পাঠক মহাশয়! ভুলিবেন না। আরও লেখা আছে যে, 'ঘৃতম্বা যদিবা তৈলং পয়োবা যদি যাবকং, আজ্যস্থানে প্রযুক্তানাং আজ্য শব্দো বিধীয়তে, ঘৃতই হউক, তৈলই হউক, আর দুগ্ধই হউক,আর যবাগুই হউক, যাহারা আজ্যের কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই আজ্য শব্দ প্রয়োগের লক্ষ্য হইতে পারে। এখন আজ্য-স্থালীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আজ্য সহিত যে আজ্যপাত্র, তাহাকেই আজ্যস্থালী বলিতে হয়। কর্ম্মপ্রদীপে দৃষ্ট হয়;—আজ্যস্থালীচ কর্ত্তব্যা তৈজস-দ্রব্য সম্ভবা,মহীময়ী বা কর্ত্তব্যা সর্ব্বাস্বাজ্যাহুতীষুচ॥ আজ্য স্থাল্যাঃ প্রমাণন্ত যথাকামং প্রকল্পয়েৎ। সুদৃঢ়ামব্রণাং ভদ্রামাজ্যস্থালীং প্রচক্ষতে॥ ধাতু দ্রব্যের দ্বারা আজ্যস্থালী প্রস্তুত করিতে হয় অথবা অভাবে মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রও আজ্যস্থালী নাম পাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার আজ্যাহুতিতে আজ্যস্থালীর দরকার। ইচ্ছাস্বরূপ আজ্যস্থালীর প্রমাণ হইবে। উত্তমরূপে দৃঢ় এবং ছিদ্রশূন্যভাবে আজ্যস্থালী নির্ম্মাণ করিতে হয়। অগ্নির উত্তরদিকে অঙ্গার পৃথক্ করিবার কথা, উত্তরদিকে পাত্র নাবাইবার কথা,পিত্র্য কর্ম্মেও অনুরূপ হইবে না। পিত্র্যকর্ম্মে প্রদক্ষিণভাবেপর্য্যগ্নিকরণ হইতেপারে,আচার্য্যেরা এরূপবলেন। পর্য্যগ্নিকরণ জলৎকাষ্ঠ অথবা জলত্তৃণ-দ্বারা করিতে হইবে। যদি ঘৃতপূর্ব্বেই গলান থাকে, তথাপি কর্ম্মার্থ বিধানানুসারে তাহাকে হোমার্থক অগ্নিতে পুনর্ব্বার গলাইয়া লইবে।

জলদোত্তন জলৎকাষ্ঠের অথবা তৃণের অধোমুখা দীপ্তিদ্বারা দ্যোতিত করা। তাৎপর্য্য একবার পাত্রস্থ ঘৃতকে ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া। অঙ্গারগুলিকে পুনর্ব্বার অগ্নিসংসৃষ্ট করার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঐ অঙ্গারগুলি অগ্নিতে পূর্ব্বে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের সেই স্থানে পুনর্ব্বার রাখিয়া দেওয়া। বৃত্তিকার বলেন, "পুনরায়তনস্থানাগ্নিনা সংযোজ্য" 'পুনর্ব্বার সেই আয়তন স্থানের অগ্নির সহিত সংযুক্ত করিয়া, এইরূপ ব্যাখ্যা হইতেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রমাণিত হয়।

এইখানে প্রথমখণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

যেনজুহোতি তদগ্নৌ প্রতিতপ্য দর্ভৈঃ সংমৃজ্য পুনঃ প্রতিতপ্য প্রোক্ষ্য নিধায় দর্ভানদ্ভিঃ সংস্পৃশ্য অগ্নৌ প্রহরতি। ১।

(পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবার পর) যাহাদ্বারা হোম করিবে অর্থাৎ দর্ব্বীই হউক, স্রুবই হউক, অথবা হস্তই হউক, তাহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ করাইয়া, কুশেরদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার পর জলের ছিঁটা (হস্ত উত্তানভাবে রাখিয়া) দিয়া স্থাপনপূর্ব্বক কুশগণকে জলস্পর্শ করাইয়া পরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। স্রুব ঘৃতহোমে সাধন। প্রত্যেক দ্রব্য সাধ্য হোমে স্বতন্ত্র হোমপাত্র কল্পনা করা হইয়াছে। (দধিদ্রব্যক হোমে পূর্ব্বোক্ত অধিশ্রয়ণাদি নাই।)

শম্যাঃ পরিধ্যর্থে বিবাহোপনয়ন-সমাবর্ত্তন-সীমন্ত-চৌলগোদান প্রায়শ্চিত্তেষু ।২।

পরিধিকার্য্যে অর্থাৎ যেখানে পরিধি ব্যবহৃত হয়, সেই থানেই শম্যা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিবাহ, উপনয়ন,সমাবর্ত্তন, সীমন্তোন্নয়ন, চৌল, (চৌড়) গোদান, প্রায়শ্চিত্ত,এই সকল কার্য্যেই এ নিয়ম,সর্ব্বত্র নহে। পরিধি বলিলে সাধারণতঃ বহিঃসীমা বুঝায়। কর্ম্মপ্রদীপে পরিধির লক্ষণ আছে,যথা—'বাহুমাত্রাঃ পরিধয়ঃ ঋজবঃ সত্বচোঽব্রণাঃ। ত্রয়োভবন্ত্যা শীর্ণাগ্রা একৈকাস্ত চতুর্দ্দিশং। প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাদুদর্গগ্রমথাপরং। ন্যসেৎ পরিধিমন্যন্তদুদগগ্রঃ সপূর্ব্বতঃ।" ইহার অর্থ এই যে——

পরিধিগণ বাহু পরিমাণ হইবে, উহাদের ত্বক্ (ছাল্) থাকা চাই। গাত্রে ব্রণ না থাকা চাই। উহারা ঋজু অর্থাৎ সরল হইবে। তিনটী এমন হওয়া চাই, যাহাদের অগ্রভাগ শীর্ণ হয় নাই। চারিদিকে এক একটী পরিধি থাকিবে। পূর্ব্বাগ্র পরিধি দুইটী উত্তরে ও দক্ষিণদিকে রাখিতে হইবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র একটী এবং পূর্ব্বদিকে উত্তরাগ্র একটী ব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ পরিধি অগ্নির চতুর্দ্দিকস্থ কাষ্ঠ বেষ্টনের নামান্তর মাত্র। তাহার স্থানে উপনয়নাদিতে শম্যার বিধান করা হইতেছে। (পরিধি পলাশ অথবা শমীকাষ্ঠ রচিত হওয়াই নিয়ম। আচার্য্য গোভিলও বলেন, "পরিধীনপ্যেকে কুর্ব্বন্তি শামীলান্ পার্ণান্ বা।" শমীকাষ্ঠ অথবা পলাশ কাষ্ঠ-রচিত সীমা স্থাপনও কোনও কোনও আচার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাই গোভিল-বাক্যের তাৎপর্য্য। শম্যা লোক প্রসিদ্ধ বলিয়া বৃত্তিকার বলেন। "যুগপ্রান্তয়োশ্ছিদ্রেষু কীলরূপা কাষ্ঠ বিশেষাঃ।" দুই পার্শ্বের ছিদ্র গুলিতে কীলকরূপ কাষ্ঠবিশেষ থাকিলে, তাহাকে শম্যা বলে। বিবাহাদির অন্যত্র অর্থাৎ পার্ব্বণাদিতে পরিধিই ব্যবহৃত হয়। তথায় শম্যা-নহে। প্রায়শ্চিত্ত (সূত্রস্থ) শব্দের অর্থ আকস্মিক কোনও অদ্ভুত উৎপাত আপতিত হইলে তজ্জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাই। এসকল কার্য্যেও দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের নিয়মের অতিদেশানুসারে তুষ্ণীম্ভাব বিজ্ঞাতব্য।

অপর অনন্তর কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।

অগ্নিং পরিষিঞ্চত্যদিতেঽনুমন্যস্বেতি দক্ষিণতঃ প্রাচীনং,অনুমতেঽনু মন্যস্বেতি পশ্চাদুদীচীনং সরস্বত্যনু মন্যস্বেতি উত্তরতঃ প্রাচীনং দেব সবিতঃ প্রসুবেতি সমন্তম্। ৩

এই সূত্রে উদক অর্থাৎ জলেরদ্বারা অগ্নিপর্য্যুক্ষণ কথিত হইতেছে। অগ্নিকে পরিষেচন অর্থাৎ উদকদ্বারা পর্য্যুক্ষণ করিবে। "অদিতেঽনুমন্যস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব জলের দ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "অনুমতেঽনুমন্যস্ব" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পশ্চিমে উত্তরে জলদ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "সরস্বতি অনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রদ্বারা উত্তর হইতে পূর্ব্ব দিকে জলদ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "দেব সবিতঃ

প্রসুব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা চারিদিকে জলদিয়া অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। পর্য্যুক্ষণ এবং পরিষেচন একই। সাধারণতঃ আমাদের দেশে এইরূপ বিধিই প্রচলিত আছে।

পিতৃকার্য্যে বিশেষানুসন্ধান অনেক স্থলেই আবশ্যক হইবে।

পিতৃকেষু সমন্তমেব তুষ্ণীং। ৪।

পৈতৃক কর্ম্মে চারি দিকেই জলের দ্বারা অগ্নির পরিষেচন করিতে হইবে। তথায় দক্ষিণ পূর্ব্বাদি নিয়ম কিছুই নাই। মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থাও নাই, কেবল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃকর্ম্মে ঐ অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিতে হইবে। বৃত্তিকার হরদত্তের মতানুসারেই বলা হইতেছে, পরিষেচন অগ্নিপর্য্যুক্ষণ। "পরিষেচনমুদকেন পর্য্যুক্ষণং" ইহাই তাঁহার বাক্য।

ইধ্মমাধায়াঘারাবাঘারয়তীতি দর্শপূর্ণমাসবত্তূষ্ণীম্। ৫।

ইধ্ম রাখিয়া আঘার সংজ্ঞক হোমদ্বয় দীর্ঘধারায় করিবে। এখানেও দর্শপূর্ণমাসোক্ত নিয়মে নির্ব্বাক্ হইয়া করিতে হইবে, মন্ত্রাদি নাই। আঘার শব্দে হোম (আঘার সংজ্ঞক হোম) বুঝায়। আঘার শব্দের কর্ম্মকাণ্ড প্রসিদ্ধ এই অর্থই গ্রাহ্য। ইধ্ম শব্দে পাত্রবিশেষ বুঝায়। কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে "প্রাদেশদ্বয়মিধ্মস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতং।" দুই প্রাদেশইধ্মের প্রমাণ কথিত হয়। এই পাত্র 'মেক্ষণের'মত। (মেক্ষণ শব্দে হাতার মত যে পাত্রে চরু গ্রহণ করিয়া হোম করা হয়, তাহাকেই বুঝায়।) ইধ্ম ও মেক্ষণ এক জাতীয় হইলেও মেক্ষণ ইধ্মের অর্দ্ধ পরিমাণ। ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ" এ কথা কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে। দর্ব্বী, মেক্ষণ, ইধ্ম, ইহারা সকলেই এক জাতীয়, প্রায়শঃ একাকার, সামান্য মাত্র পরিমাণ অথবা কার্য্যপার্থক্যই ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞার কারণ হইয়াছে। এতাদৃশ ইধ্ম পাত্র স্থাপন করিয়াই আঘার হোম করিতে হইবে। আঘারয়তি শব্দের অর্থে সুদর্শনাচার্য্য বলেন "আঘারয়তি দীর্ঘধারয়া জুহোতি" দীর্ঘধারায় হোম করার নাম আঘার।

অথাজ্য ভাগৌজুহোত্যগ্নয়ে স্বাহেত্যুত্তরার্দ্ধপূর্ব্বার্দ্ধে সোমায় স্বাহেতি দক্ষিণার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে সমং পূর্ব্বেণ।৬

তাহার পর আজ্যভাগ হোমদ্বয় করিবে। একটী উত্তর পূর্ব্ব কোণে 'অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অপরটি দক্ষিণপূর্ব্বকোণে 'সোমায় স্বাহা, এই মন্ত্রে করিবে। এবং তাহা পূর্ব্বের সহিত সম করিয়া করিবে। অগ্নির উত্তর ভাগের নাম উত্তরার্দ্ধ, এবং পূর্ব্বভাগের নাম পূর্ব্বার্দ্ধ, তাহাদের অন্তরালবর্ত্তিদিক্ অর্থাৎ কোণের নাম উত্তরার্দ্ধ-পূর্ব্বার্দ্ধ। এই হোমদুইটি "সম" ভাবে করিতে হইবে, বিষম ভাবে নহে। যেখানে আঘার সংভেদ হইয়াছিল, সেখান হইতে যতদূরে পূর্ব্ব-হোমটি করিতে হইবে, ততটুকু অন্তরেই পরবর্ত্তি হোম করিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা নিকটে অথবা দূরে নহে। আঘার নামক হোম সম্পাদন পূর্ব্বক প্রয়োজন অথবা তাৎপর্য্যাধীন যে সকল কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা না করিয়াই আজ্য ভাগ হোম করিতে হইবে, একথা

বৃত্তিকার মহাশয় বলেন। হরদত্ত বলেন, উত্তরভাগঃ উত্তরার্দ্ধঃ পূর্ব্বভাগঃ পূর্ব্বার্দ্ধঃ তয়োরন্তরালং উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধঃ। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যথোপদেশং প্রধানাহুতীর্হুত্বা জয়াভ্যাতানান্ রাষ্ট্রভৃতঃ প্রজাপত্যাং ব্যাহৃতীর্ব্বিহৃতাঃ সৌবিষ্টিকৃতীমিত্যুপজুহোতি, যদস্য কর্ম্মণোহত্যরোচিষং যদ্বান্যূনমিহাকরম্, অগ্নিষ্টং স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু স্বাহা। ৭

উপদেশানুসারে প্রধানাহুতি প্রদান করিয়া, তাহার পর জয় অভ্যাতান রাষ্ট্রভৃত প্রজাপত্য ব্যাহৃতি হোম করিয়া পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। তাহার মন্ত্র 'যদস্য' ইত্যাদি 'স্বাহা' পর্য্যন্ত। উপদেশানুসারে এ কথার অর্থ এই যে, যে কর্ম্মে যেটিকে অথবা যে কয়টি প্রধান আহুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (আচার্য্যেরা,) তাহাই সেখানকার প্রধানাহুতি। যে মন্ত্র বিবাহাদি কর্ম্মে হবির্ব্বিধানানুসারে প্রধানাহুতি উপদিষ্ট হইহইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিবে, তাহার পর 'জয়'সংজ্ঞক ত্রয়োদশটি হোম করিতে হইবে। তদনন্তর 'অভ্যাতান' নামক অষ্টাদশ হোম নিষ্পন্ন করিয়া, তাহার পর 'রাষ্ট্রভৃত' নামক দ্বাবিংশতিটী হোম করিবে। পরে ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, এবং স্বঃ স্বাহা এই তিনটী মন্ত্রে ব্যাহৃতি হোম করিয়া, পরে স্বিষ্টকৃৎ হোম করিবে। (সু ইষ্টি) ইষ্টির শোভনতা সম্পাদনার্থে এই হোম করিতে হইয়া থাকে। যদস্য ইত্যাদি ঋক্‌টী স্বিষ্টকৃৎ হোমের মন্ত্র। উহার অর্থ এই যে, এই কর্ম্মের যাহা অতিরিক্ত (অর্থাৎ বিহিতের বহির্ভূত) করিয়াছি, অথবা যাহা ন্যূন (প্রকৃতাপেক্ষায় অসামর্থ্য। অথবা অজ্ঞতাবশতঃ অল্প করিয়াছি) করিয়াছি, তৎ সমস্তই ইষ্টি দোষোপশমনকারী বিদ্বান্ অগ্নি সু-ইষ্ট এবং সুহুত করুন। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্ব্বত্রই যদি সাধারণ্যে প্রধানহোমানন্তর জয়াদির বিধান হইল, তবে স্থানে স্থানে জয়াদির জন্য বিশেষ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে উত্তর এই যে, এই বিধি যেখানে যাইবে না, অথচ বিশেষ বচনও নাই, সেখানে জয়াদিও নাই, যথা পার্ব্বণাদিতে। এই বচন যেখানে গেল, সেখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই। অন্যত্র বিশেষ বিধান আবশ্যক, কাজেই বিশেষোক্তির সার্থকতা সংরক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ জয়াদি প্রধানের পরে কর্ত্তব্য। যেখানে প্রাপ্ত, সেইখানেই ক্রমবিচার; যেখানে তাহা নাই, সেখানে ক্রমবিচার অনুসারশূন্য।

পূর্ব্ববৎ পরিষেচনং অন্বমংস্থাঃ প্রাসাবীরিতি মন্ত্রসংনামঃ। ৮।

পরিষেচন অর্থাৎ উদকের দ্বারা পর্য্যুক্ষণ পূর্ব্ববৎ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, (পিতৃকার্য্যে চতুর্দ্দিকে মন্ত্র শূন্যভাবে একবার, এবং অপরকার্য্যে চারিটী সমন্ত্রক পরিষেচন, যাহা উক্ত হইয়াছে) তাহাই করিতে হইবে। কেবল 'অনুমন্যস্ব' ইহার স্থানে 'অন্বমংস্থাঃ' এইরূপ বলিতে হইবে। 'প্রসুব' এই শব্দের স্থানে 'প্রাসাবীঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে

হইবে। তাহাহইলে 'অদিতে অনুমন্যস্ব ইহার স্থানে' অদিতে অন্বমংস্থাঃ' এইরূপ সংনাম অর্থাৎ উহ করা হইল। সমস্ত গৃহ্যকর্ম্মের হোম বিষয়ক সাধারণ নিয়ম বলা হইল। (যাহা স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।) ইদানীং বিবাহাদি কর্ম্মে যে সমস্ত শ্রৌত-বৈকল্পিক-বিধি আছে, তাহাও বলা হইতেছে।

লৌকিকানাং পাকযজ্ঞশব্দঃ। ৯

লৌকিকগণের পাক যজ্ঞ শব্দ। 'পাক যজ্ঞ' এই শব্দটী লৌকিকগণের অর্থাৎ লৌকিকের মধ্যে বিবাহাদিতে প্রসিদ্ধ। হরদত্ত বলেন, লোক বলিলে যাঁহারা শিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহাদের বুঝায়। তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রসকলের পাকযজ্ঞশব্দ বিবাহাদিকর্ম্ম-বাচী। "পাকযজ্ঞইতি বিবাহাদীনাং সংজ্ঞা বিধীয়তে।" ইহা হরদত্তের কথা। "পাক-যজ্ঞ শব্দঃ বিবাহাদিষু বর্ত্ততে।" এইরূপ অন্বয় তাঁহার অভিমত। পাকশব্দে অন্ন। যাহাতে অন্ন যজ্ঞ আছে, সেই বিবাহাদি কর্ম্মই পাক-যজ্ঞ। পাকগুণবিশিষ্ট যজ্ঞ বলিলে, কেবল আজ্যহোমেই এই সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। সুদর্শনাচার্য্য মহাশয় বলেন, "লোকয়ন্তি বেদে বেদার্থান্ ইতি লোকা স্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ শিষ্টাঃ দ্বিজন্মানঃ। তৈরাচর্য্যন্তে যানি কর্ম্মাণি তানি লৌকিকানি তেষাং মধ্যে সপ্তানামৌপাসন-হোমাদীনাং পাকযজ্ঞ-শব্দঃসংজ্ঞাত্বেন প্রসিদ্ধঃ।' যাঁহারাবেদে বেদার্থ দর্শন করেন অথবা আচরণ করেন, এরূপ শিষ্ট বেদজ্ঞ দ্বিজাতির নাম লোক; তাঁহাদের দ্বারা আচরিত কর্ম্মের নাম লৌকিক, তাহা-দের মধ্যে ঔপাসন-হোমাদি সাতটীর নাম পাকযজ্ঞ। বিবাহাদির ঐনাম নহে, ইহারা শ্রৌত-কর্ম্ম। পক্কচরুর দ্বারা সাধ্য যজ্ঞ পাক-যজ্ঞ। এই সংজ্ঞা-বলেই অগ্নিহোত্র বিধিতে চরুই হবি, আজ্যাদি নয়, এই নিয়ম জানা হইতেছে।

তত্রব্রাহ্মণাবেক্ষোবিধিঃ। ১০।

পাকযজ্ঞে পরবিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে প্রমাণ বলিয়া অবেক্ষা অর্থাৎ দর্শন করে। ব্রাহ্মণাবেক্ষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দৃষ্ট। পূর্ব্বে যে কতকগুলি বিধি বলা হই-য়াছে, তত্তৎ কর্ম্মের প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস যাগ। এটীর প্রকৃতি অগ্নিহোত্র, অতএব বিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ। অতএব উভয়ের বিকল্প। যেখানে পাক-যজ্ঞেতে আঘারবান্ তন্ত্রের প্রবৃত্তি, সেইখানেই ইহার বিকল্পে প্রাপ্তি। সেই জন্য পণ্য-হোমাদিতে এ বিধির প্রবৃত্তি নাই। এখানে হরদত্তের মতানুসারেই লিখিত হইল।

দ্বির্জুহোতি দ্বির্নির্ম্মার্ষ্টি দ্বিঃ প্রাশ্নাত্যুৎ-সৃপ্যাচামতি নির্লেঢ়ীতি। ১১।

দুইবার হোম করিবে, দুইবার লেপ-নির্ম্মার্জ্জনা করিবে। দুইবার অঙ্গুলি প্রাশন করিবে। তৃতীয় প্রাশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন করিবে। স্রুক্ দ্বারা অথবা স্রুক্ই দুইবার নির্লেহণ করিবে। দুইবার হোম এখানে অগ্নিহোত্রের আহুতি দ্বয়ের ধর্ম্ম পাক-যজ্ঞে প্রধানাহুতি এবং স্বিষ্টিকৃৎ আহুতি, এই উভয়কে অধিকার করিয়া বিহিত হইতেছে। এই সমস্তই সেখানে উক্ত হইয়াছে, এখানেও হইতেছে।

সর্ব্বঋতবো বিবাহস্য শৈশিরৌ মাসৌ পরিহাপ্যোত্তমং চ নৈদাঘং। ১২।

সকল ঋতুই বিবাহের কাল। শিশির ঋতুর মাসদ্বয় ও নিদাঘের উত্তমমাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবাহ করিবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "শিশিরৌ মাঘৌ মাঘফাল্‌গুনৌ" নিদাঘের অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তম অর্থাৎ অন্ত্যমাস অর্থাৎ আষাঢ় সুদর্শন বলেন "গ্রীষ্মস্য উত্তমোহষা আষাঢ় ইতি।" ইহাদের মতে মাঘ,ফাল্‌গুন ও আষাঢ় মাস বিবাহে নিষিদ্ধ। উদগয়ন, পূর্ব্বপক্ষ হঃ, পুণ্যাহ ইত্যাদির অপবাদার্থ এই সূত্র। ইহাতে প্রতিপাদিত হইল যে, রাত্রিতে, অপরপক্ষে বিবাহ হইতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন, বিহিত পূর্ব্ব-পক্ষাদি এখানে গ্রাহ্য, তবে অপর পক্ষাদি নিষিদ্ধ নহে, ইহাই প্রদর্শনকরা এখানকার উদ্দেশ্য। পুণ্যাহ এখানে সম্ভব নহে,কেননা দিনের মধ্যে প্রাতস্তনাদি কালের নামই পুণ্যাহ। বিবাহ আবার দিনে নিষিদ্ধ। শাস্ত্র বলেন, "বিবাহেতু দিবভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।" দিবাভাগে বিবাহ করিলে সেই বিবাহিতা কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা হয়; কথাটা বড় বিষম। যদি পুত্র-রত্নেই বঞ্চিত হইতে হয়, তবে কোন্ পুরুষ বা কোন্ স্ত্রী বিবাহে সম্মত হয়, জানি না। প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি দিবাবিবাহ ভদ্র-লোকের বাটীতে হয় না। মাসের বিধান একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মাঘ-ফাল্‌গুনের নিষেধক কোনও ঋষিবচন পাওয়া যাইতেছে না। "দশমাসাঃ প্রশস্তে চৈত্র-পৌষ বিবর্জ্জিতাঃ" চৈত্রমাস এবং পৌষমাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর দশমাস বিবাহে প্রশস্ত অর্থাৎ উক্ত। এখানে মাঘ, ফাল্‌গুনের প্রতিষেধ পাওয়া গেলনা। আবার "আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে,বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষেচ মরণং রোগা-ন্বিতা কার্ত্তিকে, পৌষে প্রেতবতী বিয়োগ-বহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী, অন্যেষেব বিবা-হিতা সুতবতী নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ।" আষাঢ় মাসে, ধন ধান্য ভোগ দুর্ল্লভ। শ্রাবণ মাসে বিবাহ করিলে, সন্তান মরিয়া যায়। ভাদ্র মাসে বেশ্যা হয়। আশ্বিনমাসে বিবাহ হইলে মরিয়া যায়। কার্ত্তিকমাসে রোগান্বিতা হয়। পৌষমাসে বিবাহ করিলে বিধবা হয়। চৈত্র মাসে অহঙ্কারিণী হয়। অন্যমাসে বিবাহিতা নারী পুত্রবতী এবং সমৃদ্ধি-শালিনী হয়। এখানে মাঘ-ফাল্‌গুন নিষিদ্ধ নহে, বরং সুফলপ্রদ বলিয়া বিহিত। এ সূত্রে যে সকল মাস পরিত্যজ্য, অর্থাৎ হয় কন্যা মরিবে, না হয় জামাতা মরিবে, এই গুরুতর দোষ যে সকল মাসে থাকিল,তাহাও বিহিত। পরন্তু নির্দ্দোষ মাস মাঘ-ফাল্‌গুনের উপর যত দোষ। বর্ত্তমান সময়েও মাঘ ফাল্‌গুন নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে। গৃহ্যসূত্রের আদেশ আজকাল এবিষয়ে আদৌ প্রতিপালিত হই-তেছে না; শেষোক্ত বচনানুসারে সময় নির্দ্ধা-রণই অদ্যকার দিনে প্রচলিত। কম পরি-বর্ত্তন নহে। অন্যান্য বহুল ঋষি-বচনানুরোধে শেষোক্ত বিধানই আদৃত। পরন্তু,জ্যোতিষ-শাস্ত্র শেষোক্তবিধির পরিপোষক।

সর্ব্বানি পুণ্যোক্তানি নক্ষত্রাণি।১৩

পূর্ব্বোক্ত সকল পুণ্য-নক্ষত্রও বিবাহের কাল। হরদত্ত বলিতেছেন,"যানি পুণ্যানি নক্ষত্রাণি যানি পুণ্যোক্তানি মুহূর্ত্তানি তানি সর্ব্বানি বিবাহস্য যথাস্যুঃ।" যে সকল পুণ্য-

নক্ষত্র, (কৃত্তিকাদি বিশাখা পর্য্যন্ত) এবং যে সকল পুণ্য-মুহূর্ত্ত প্রাতস্তনাদি, তাহা সমস্তই বিবাহের কাল। সুনক্ষত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। 'প্রাতস্তন সংগব মধ্যন্দিনাপরাহ্নঃ সায়ং ইত্যেতে সুমুহূর্ত্তাঃ।" এই বাক্যের দ্বারা দিবসে বিবাহের একটু পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাতস্তন প্রভৃতি সুমুহূর্ত্ত, ঐগুলি দিনের বেলায় হইতে পারে, রাত্রিতে সংগব বা প্রাতস্তন নামক সময় নাই। কাজেই দিবা-বিবাহ অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে। হরদত্ত স্পষ্টাক্ষরে সুমুহূর্ত্ত-প্রাতস্তনপ্রভৃতির বিধান করিয়াছেন। অবশ্য ভাবিবার বিষয়। আমরা পুণ্যাহ বলিতে অকালাদি দোষশূন্য, মেঘ-বর্ষণাদিউৎপাতশূন্য দিনকেই বলিব। দিন বলিলেই রাত্রিতে কার্য্যকরিতে নিষেধ করা হয় না। বিবাহে বার-বিচারও করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতস্তন বলিলে আর রাত্রিতে যাওয়া যায় না। কারণ রাত্রিতে প্রাতস্তন নাই। তবে অমুক দিনে করিতে হইবে বলিলে, সেদিন রাত্রিতে করিলেও দোষ হয় না। নক্ষত্রের কথায় তিথ্যাদির কথাও আসিয়াছে। সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "তিথ্যাদীন্যপি" অর্থাৎ শুভ তিথিও থাকা চাই। এবিষয় আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এখানে বিস্তারভয়ে আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিলাম, পরে স্বতন্ত্র সময়ে আলোচনা করিব।

তথামঙ্গলানি। ১৪।

তদ্রূপ স্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ মঙ্গলকার্য্যানুষ্ঠানও করিবে। হরদত্ত বলেন, ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্য প্রদান করা এবং আশীর্ব্বাচন, এ সকল মঙ্গল কার্য্য। স্নান করা, হরিদ্রা-মাখা, নূতন বস্ত্র পরিধান করা, স্নানের পূর্ব্বে নাপিত-কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর হওয়া, গন্ধানুলেপন, মাল্যধারণ, ইত্যাদি লোক ব্যবহার প্রসিদ্ধ মঙ্গলকার্য্য। স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি প্রদানও একটা ব্যবহারিক মঙ্গল কার্য্য। সুদর্শনাচার্য্যের মতে শঙ্খবাজান, দুন্দুভি বাজান, বীণা বাদন, অপরাপর তত্তৎকাল-দেশ-প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের বাদন ও কুলমহিলাগণের মঙ্গলগান, ধ্বজ-পতাকাদির সমাবেশ ইত্যাদি শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত মঙ্গল কার্য্য। এই সকল মঙ্গল অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে কুলমহিলাগণের গীত এখনও সমাদৃত; তবে সর্ব্বত্র এ নিয়ম যত্নের সহিত পালিত হয় না। বিবাহ অন্নাশনাদি কার্য্যে, রামের বিবাহ রামের অন্নাশনাদি বিষয়ক গানই স্ত্রীগণের অভিপ্রায়ানুসারে উত্তম।

আবৃতশ্চাস্ত্রীভ্যঃ প্রতীয়েরন্। ১৫

আবৃত ক্রিয়া সকল স্ত্রীদিগের নিকট হইতেও জানিয়া লইবে। হরদত্ত বলেন, আবৃত বলিলে অমন্ত্রক ক্রিয়া বুঝায়, যথা নাগবলি, যক্ষবলি ইত্যাদি। যে দেশে যে বংশে যে সময়ে যে সকল আবৃত ক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহাই করিতে হইবে। এখানে কেবল মাত্র আচারেরই প্রামাণ্য। সুদর্শনাচার্য্যের মতে বৈবাহিকী ক্রিয়াগুলির নাম আবৃত। সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি অমন্ত্রক, কতকগুলি সমন্ত্রকও বটে। ইহা স্ত্রীলোকের—এমনকি সকল জাতীয় লোকের নিকট হইতে বরগণ জ্ঞাত হইতে পারেন। গৃহপূজা, অঙ্কুরারোপণ ইত্যাদি

আচার সিদ্ধ কর্ম্মও সমন্ত্রক করিতে হয়। আবার নাগবলি, যক্ষবলি ইত্যাদি ব্যবহার-সিদ্ধ হইলেও অমন্ত্রক। এই সকল কার্য্য, যে যে জাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবহার, যে যে কুলে যেরূপ আচার ও যে স্ত্রী এবং যে পুরুষ যেরূপভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সময়ানুমতে তাহাই কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছানুসারে নহে, কেননা এখানে আচারই প্রমাণ।

ইম্বকাভিঃ প্রস্থজ্যন্তে তেবরাঃ প্রতিনন্দিতাঃ। ১৬।

কন্যার আলয়ে বিবাহার্থ গমন করিতে হইলে যে সকল বর ইম্বকা নক্ষত্রে বাটী হইতে রওনা হন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হন, এবং কন্যার পিতার দ্বারা প্রতিনন্দিত হন। ইম্বকা কাহাকে বলে, তাহা সূত্রকারই পরে বলিতেছেন। হরদত্ত বলেন, এই সূত্রটী মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন নাই, উহা দেশ-প্রচলিত গাথা মাত্র। অপরের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহাহউক, সূত্রই হউক, প্রাচীন গাথাই হউক, বর্ত্তমানে এ নিয়ম উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

এখানে দ্বিতীয় খণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

মঘাভির্গাবোগৃহ্যন্তে। ১।

মঘানক্ষত্রে গো গ্রহণ করিবে। আর্ষ বিবাহে বর কন্যার পিতাকে উপঢৌকন স্বরূপ দুইটী গরু দিবেন, এই ব্যবস্থা আছে। "আদায়ার্ষস্তু গোমিথুনং" বরের নিকট হইতে কন্যার পিতা দুইটী গরু লইয়া বিবাহ দিলে, তাহাকে আর্ষবিবাহ বলে। মঘানক্ষত্রে আর্ষ-বিবাহ হওয়া উচিত, একথা সুদর্শনের মতানুযায়ী। তিনি লিখিতেছেন "আর্ষং বিবাহং মঘাস্বেব কুর্য্যাৎ, ন ব্রাহ্মাদিবন্নক্ষত্রান্তরেষপীতি।" মঘা নক্ষত্রে আর্ষ বিবাহ করিবে, ব্রাহ্মাদি বিবাহ যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ সুনক্ষত্রে করা উচিত, আর্ষ তাহা নহে। আর্ষ-বিবাহে এরূপ বিশেষ অপর কোনও ঋষি-বচনে অবগত হওয়া যায় না। আপস্তম্ব-বাক্যের তাৎপর্য্য ওরূপ নহে বলিয়া বোধহয়।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন "বরপক্ষ হইতে গো ক্রয় করিয়া দিতে হইলে, সেই গো মঘায় মূল্য দিয়া গ্রহণ করা উচিত, তাহাহইলে কন্যার পিতা আনন্দ সহকারে ঐ গো গ্রহণ করেন।" হরদত্তও বলেন যে, "মঘাভির্গাবঃ ক্রয়াদিনা গৃহ্যন্তে" ক্রয় করিয়া মঘায় গো গ্রহণ করিবে। এ গ্রহণ বর-পক্ষের। পরে সেই গো, কন্যার পিতাকে দিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র আর্ষবিবাহ মঘায় হইবে, একথা বলেন কই? কাজেই পূর্ব্বোক্ত মতে সম্মতি প্রদান করিতে আপত্তি আছে।

ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে। ২।

ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে বধূ বাটী লইয়া যাইবে। (ব্যূহ্যতে—নীয়তে ইতি সুদর্শনাচার্য্যঃ) কেহ কেহ বলেন, বিবাহের পরেই বাটী লইয়া যাইবে; এখানে ব্রাহ্মে ও আর্ষে কিছুই পার্থক্য নাই। সুদর্শন বলেন, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী, এই দুই নক্ষত্রই বধূকে বাটী লইয়া যাইবার সময়। বিবাহের পরেই ব্রাহ্মাদি মতে লইবার বিধান থাকিলেও আর্ষ বিবাহে এই নিয়মই প্রশস্ত। হরদত্ত বলিতেছেন, "ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে। সেনা।

ফল্‌গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে সেনা ব্যূহিত করিবে। যুদ্ধার্থ সেনা-ব্যূহ রচনায় ফল্‌গুনী নক্ষত্রই উপযুক্ত কাল। "তস্মাৎ সেনা ব্যূহে প্রশস্তে ফল্‌গুন্যৌ" সেনা-ব্যূহ রচনায় ফল্‌গুনীই প্রশস্ত। আর্য্যবিবাহপ্রসঙ্গে গোগ্রহণ-কাল সূত্রিত করিয়া, তাহার পর ব্যূহরচনার কথা আপস্তম্ব বলিতেছেন,এরূপ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। ঋষি এতই বিহ্বল ছিলেন না যে, তিনি অগ্রে পশ্চাতে উভয় দিকে বিবাহ-নিয়ম লিখিতেছেন, অথচ মধ্যে একটী সূত্রে ব্যূহ রচনার বিধি লিপিবদ্ধ করিতেছেন! হরদত্তের কথা চিন্তার বিষয়। বারান্তরে আমরা অপর গৃহ্যকর্ম্ম আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ—)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

—

মায়ের কোলে ছেলে।

সুন্দর সংসারে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার—
মায়ের কোমল কোলে শিশু সুকুমার।

নীল নভের কোলে চাঁদের খেলা সুন্দর, শ্যাম শাখীর কোলে পাখীর মেলা সুন্দর, তরু-লতার কোলে ফলের দোল—ফুলের হাসি সুন্দর; আর ততোধিক সুন্দর মায়ের কোলে ছেলে!

মায়ের কোলে ছেলে সকল দৃশ্যের সার দৃশ্য। উহা আমাদের আদর্শ-দৃশ্য; কারণ ঐ দৃশ্যই জীবনে সাধিত ও জীবন্ত করিতে হইবে। যে দৃশ্য কেবল স্থূল বা বাহ্য দৃষ্টির বিষয়ীভূত,তাহা স্থূল বা বাহ্য দৃশ্যের ক্ষণভঙ্গুরত্বের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণভঙ্গুর আদর্শ অমৃততীর্থের যাত্রী মানবের সাধনাদর্শ হইতে পারে না। তবে কিনা, নিত্য ও অনিত্যে সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বদ্ধতা থাকাতেই অনিত্যের মধ্য দিয়া আমরা নিত্যের নিদর্শন পাই। নিত্য আধ্যাত্মিক, অনিত্য ভৌতিক, এ তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা হইতেই স্থূল ভৌতিকতা প্রসূত বা কল্পিত হইয়াছে। আর ইহা যদি মায়ার কার্য্য হয়,তবে অনিত্যের বীজরূপিণী মায়া নিত্য-বীজ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, নিত্যানিত্যের ন্যায় ব্রহ্ম-মায়াও মানব-বোধাধিকারে পরস্পর আপেক্ষিক সম্বন্ধবদ্ধ।

বেদান্তাদির ব্রহ্ম-মায়া,সাংখ্যাদির পুরুষ-প্রকৃতি, ন্যায়াদির চৈতন্য-শক্তি, পাশ্চাত্য দর্শনাদিরও প্রায় সেই চৈতন্য-শক্তি, এসব ফলিতার্থে একই কথা। ব্রহ্ম, পুরুষ,চৈতন্য, একই তত্ত্ব; মায়া-প্রকৃতি-শক্তিও একই তত্ত্ব। এতাবতা নিত্য ও অনিত্যের অচ্ছেদ্য আপেক্ষিকতা উপলব্ধ হইতেছে। অতএব জগতে 'মায়ের কোলে ছেলে'—এই অনিত্য ভৌতিক দৃশ্যের অন্তরালে জগন্মায়ের কোলে সাধক ছেলে,এই নিত্য আধ্যাত্মিক দৃশ্য নিত্য বর্ত্তমান। তাই বলিতেছিলাম,'মায়ের কোলে ছেলে' দৃশ্যটি আমাদের সার দৃশ্য ও আদর্শ-দৃশ্য। যে মানব স্বীয় দুর্লভ জীবনে এ দৃশ্য সাধিত, জাগ্রত ও জীবন্ত করিতে পারিয়াছে, যে মানব-মণি মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে বসিতে পাইয়াছে, সে-ই ধন্য, সে-ই কৃতার্থ।

সমস্ত বাহ্যিক দৃশ্যেরই একটা আধ্যাত্মিক পিঠ আছে। সে পিঠটা যেন ঈশ্বরের দিকে ফিরানো, আর ভৌতিক পিঠটা যেন

আমাদের দি.ক ফিরাণো। "মায়ের কোলে ছেলে' যদি বাহ্যিক দৃশ্যের সুন্দরতম অবস্থা বা ব্যবস্থা ধরা যায়, তবে উহার আধ্যাত্মিক পিঠেও "মায়ের কোলে ছেলে" সুন্দরতম দৃশ্য হইবে,তাহাতে সন্দেহ কি ?

আহা ! মায়ের কোলে ছেলের কি নির্ভর—কি নির্ভরতা—নিশ্চিন্ততা, আর কিবা নিত্যানন্দশীলতা ! মায়ের কোলে ছেলে দেখিলে, আবার মায়ের কোলে ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। একবার অনিত্য মায়ের কোলে অজ্ঞান ছেলে ছিলাম, এখন আবার নিত্য মায়ের কোলে সজ্ঞান-ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। অবশ্য ছেলের এ সজ্ঞানতাও সেই জ্ঞানরূপিণী মায়ের কাছে অজ্ঞানতা। অথবা সেই পরম জ্ঞানেই পরম বাল্যতা।

বালভাবস্তথাভাব,ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।' (তন্ত্র)

জগতে যদি মানবের কোন অভয়-দুর্গ থাকে, তবে সে মায়ের কোল। দুস্পার পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দৃঢ়তম দুর্গেও শত্রু প্রবেশ করিয়া বিপদ ঘটায়, কিন্তু মায়ের কোলের কাছে স্বয়ং শমনও বুঝি শঙ্কিত পাদক্ষেপে অগ্রসর হন। ফলে পার্থিব মাতৃঅঙ্কে যম শঙ্কা তত না থাকিলেও অন্ততঃ শমন-ভয় আছে; কিন্তু জগন্মাতার অপার্থিব আধ্যাত্মিক অঙ্কে যে স্থান পাইয়াছে, সে-ই অমর; সে যে সর্ব্বময়ীর সোহাগের শিশু ! সেই সোহাগে মায়ের কোলে বসিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

মায়ের অভয় কোলে স্থান পেয়েছি,
না রাখি শমনের ভয়।
যাঁর চরণতলে শরণ পেয়েছি
অন্নপূর্ণা মহেশ্বর ॥

মায়ের কোলে স্থান পেলে, সে ছেলের কাছে শিবত্ব-পদ—ব্রহ্মত্ব-পদও অকিঞ্চিৎকর।

'না পারমেষ্ঠ্যং ন মাহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধি র্নপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

কিবা সে ব্রহ্মত্ব-পদ—কিবা সে ইন্দ্রত্ব,
কিবা সার্ব্বভৌমিকত্ব—কি রসাধিপত্য,
যোগ-সিদ্ধি—মুক্তিতেও নাহি অভিলাষ,
মদর্পিত চিত্তে নাই আমাছাড়া আশ ॥

এই অমূল্য ভগবদ্ভক্তির মহিমা ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্য কে বুঝিবে? মায়ের কোলের মহিমাও "মায়ের কোলের" ছেলে ভিন্ন অন্যের বোধগম্য নয়। মায়ের কোল যে কি বস্তু ছিল, তাহা আমরা এখন "বুড়ো ছেলে" হইয়া যেন ভুলিয়া গিয়াছি। শিশু সংসারে যত বাড়ে, ততই ক্রমে মায়ের কোল ছাড়ে। অহঙ্কার-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পুর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কোলের সঙ্গ কমিয়া আসে। ক্রমে সংসার-সলিলের পূর্ণাভিষেকে অহংতত্ত্ব পূর্ণ পরিণত হইলে, মায়ের অমৃত-কোল ছাড়িয়া মানুষ মৃত্যুময় বিষয়-বিষ-ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যবিশং বিশন্তি,
তদ্ ব্রহ্মং বিদ্ধি।"

ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ মূল তত্ত্বেরই রহস্যোদ্ঘাটন হইতেছে। প্রকৃতির ত্রিগুণ-বৈষম্যে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। সেই অহঙ্কারকে সর্ব্বস্ব করিয়াই জীবের সংসৃতি।

পার্থিব মায়ের কোল হইতেও বয়ঃপুষ্ট বালক অহঙ্কারে আত্মনির্ভর করিয়া নামিয়া,

আসে ; জগন্মায়ের কোল হইতেও আমরা অহঙ্কারকে লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। অহঙ্কারেরই ঐন্দ্রজালিক কুহকে ব্রহ্মে জগৎ-বুদ্ধি, নিরাকারে সাকার-বুদ্ধি, অনন্তে সান্ত-বুদ্ধি, অদ্বৈতে দ্বৈত-বুদ্ধি এবং সর্ব্বভূত হইতে আমার আমিত্বে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি অনুভব করিতেছি।

"প্রাপ্তি হবে কবে? 'আমি' যাবে যবে।" রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্ত এই মহা-সত্য সাধকের সার সম্পত্তি। অহঙ্কারের আক্রমণে মায়ের কোল ছাড়িয়াছি, আবার অহঙ্কারের নির্গমনে মায়ের কোলের পুনঃ-প্রাপ্তি ঘটিবে। এই অহঙ্কারকে মাতৃভক্তি-মহাদ্রাবকে গলাইয়া, সর্ব্বভূতে সঞ্চারিত করিয়া সংহার করিতে পারিলেই আবার সেই মাতৃনির্ভরশীলত্ব বা শিশুত্ব সম্পাদিত হয়। মায়ের কোল পাইবার আর ভাবনা থাকে না। অনন্য-মাতৃ-নির্ভর অপত্য "মা" বলিয়া কাঁদিলে কি মা আর থাকিতে পারেন? অমনি কোমল কোলে তুলিয়া, তৃষিত কণ্ঠে অমৃত-স্তন্য ঢালিয়া অমৃতীভূত করেন। একটি গান আছে—

মা! আবার আমি শিশু হব।
মা তোর কোলে উঠে মেহু খাব।
ওমা! আমি আর মা জগৎ-যোড়া,
তো ছাড়া আর না জানিব। ১
আমার কেবল ক্ষুধার রোদন,
চিনব কেবল মায়ের বদন,
(আমার) ভাবে টলে, মেহে গলে,
কেবল কোলে ঝাঁপাব। ২
বিরেমে ... ছুটে,
... কোলে ...
(দিয়ে) স্তনামৃত এ তাপিত
জীবন মন জুড়াব। ৩

গানটি মাতৃভক্ত সাধকের হৃদয়ের ধন। গানটির তত্ত্ব জীবনে জীবন্ত ও ফলবন্ত করিতে পারিলেই "মায়ের ছেলে" কৃতার্থ হয়।

ঈশ্বরে নির্ভরশীলতাই নবধা ভক্তির চরম ও পরম পরিণতি আত্মনিবেদন-সিদ্ধির সাধন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীভগবানের শ্রীমুখের এই সর্ব্বসার-তত্ত্ব অতুল্য উপদেশ নির্ভরশীল সাধকের আত্মনিবেদনই শিক্ষা দিতেছে।

শিশুর মাতৃনির্ভরশীলতা স্বতঃসিদ্ধ। জগতে যদি শান্তি ও নিশ্চিন্ততা থাকে, তবে সে সুবিশ্বস্ত নির্ভরশীলতায়। মায়ের কোলের ছেলে কেবল মাতৃনির্ভরতার মহীয়সী শক্তিতেই নিশ্চিন্ত ও নিত্যানন্দময়। জগতের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, নির্ভরশীলের কাছে সমস্তই জগন্মাতার প্রসাদ। তাঁহার ইচ্ছা নিত্যমঙ্গলময়ী, সুতরাং তৎপ্রসূত সর্ব্ব ঘটনাই ছেলের মঙ্গলানুকূল। "ঈশ্বরের দণ্ডই অনুগ্রহ" এ মহাসত্যের তত্ত্বরসাস্বাদে নির্ভরশীলই অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মা যশোদা আমার করে ক্ষীর-ননী দিলেও আমার যে আনন্দ, রজ্জু-বন্ধন দিলেও সেই আনন্দ; কারণ সবই যে মায়ের আমাতে "নির্হেতু বাৎসল্য-রসের ফল।" এই ভগবদুক্তির তত্ত্ব-মূর্ত্তি নির্ভরশীল সাধকের নিত্যধের ভগবান ... মায়ের কোলের ছেলে সাজিয়া এ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। একটি গোষ্ঠ কীর্ত্তনের ... পড়িল—"ও ভাই

শ্রীরাম! আমি মায়ের আজ্ঞাকারী। মা যা ভাবেন আমার ভাল, তাই ভাল আমারি।" ইত্যাদি। মাতৃনির্ভর-সাধনার উপদেশ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

মাতৃসর্ব্বস্ব শিশুর সকল 'আখুটি—আব্দার' মায়ের কাছে। নির্ভর-সাধক ছেলের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, আয়োজন-প্রয়োজন মায়ের কাছে। মায়ে যাহার পূর্ণ-আত্মসমর্পণ, সেই ছেলেই মায়ের কোলের সার্থক শোভা।

উপসংহারে, মাতৃভক্ত পাঠকমহাশয়-গণকে একটি মাতৃসাধক সন্তানের আত্মসমর্পণ-সংগীত শুনাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

ওমা! আমিত পার্‌বনা।
মা তুই আপ্‌নি করে' কর্ম্মে'নে মা॥
ও যেমন হ'তে হবে—র'তে হবে এই ভবে,
ওমা! 'তুইমা আমার সে ভার নেনা॥ ১
(যা যা) কর্ত্তে হবে—ধর্ত্তে হবে,
ছাড়তে হবে—নেড়তে হবে,
নিতে হবে—দিতে হবে মা!
চেতে হবে—পেতে হবে,—
(ওতো) আমিত জানিনে তারা। দিশেহারা—
মা তুই জানিয়ে শুনিয়ে বানিয়ে নেনা॥ ২
(আমার) যেখানে যে সাজটি সাজে,
(আমায়) সাজিয়ে দে মা সেই সাজে,
(আমি) আপ্‌নি সাজতে জানি না যে,
(গলার) হার পরে পায় মরি লাজে;
(দেখে) আড়াল থেকে হাস্‌ছ যাঁরা,
[illegible] আস্‌ছ নাকো,
যদি না সাজাস্, সাজ খুলে নে মা॥ ৩
(মাথায়) তুলেছি বোঝা পাঁচটা ঝুড়ী,
(আমি) কোথায় উঠতে কোথায় পড়ি;
(ক্ষমা) ভর মানে না ভাঙ্গা নড়ী,
(এবার) খাই বুঝি মা গড়াগড়ি;
(এখন) ক্ষমা যদি না হয়ে থাকে—
অন্ধ দেখে,
(আমার) হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেনা! ৪
(অসার) সংসারেরি ধূলো খেলায়,
(এমন) সাধের দিন কাটালেম হেলায়,
(এখন) মনে প'ল সন্ধ্যে বেলায়,
(আমার) মায়ের কথা গায়ের জ্বালায়,
(এখন) দয়া যদি না হয়ে থাকে—
মলিন দেখে,—
(আমার) ধূলো ঝেড়ে কোলে নে মা॥ ৫
শ্রীশঃ——

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

৮

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্,
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

অন্বয়ঃ—ঋচঃ অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি) নিষেদুঃ। যস্মিন্ (অক্ষরে) বিশ্বে দেবা অধিনিষেদুঃ; যঃ তম্ ন বেদ, ("সঃ") ঋচা কিম্ করিষ্যতি? যে ইৎ (ইত্থম্) তৎ বিদুঃ তে ইমে সমাসতে॥

বিষমপদব্যাখ্যা—"ঋচঃ"—ঋচাদ্যে অর্চা-ষে আভিঃ দেবা ইতি—ঋচ স্তোত্রং [illegible]।

দেবতাগণকে যাহার দ্বারা স্তব করা যায়, তাহা, অতএব এস্থলে ঋক্ শব্দ সমস্ত বেদের উপলক্ষণ, অর্থাৎ ঋগাদি সমস্ত বেদ। "ঋগাদি সর্ব্বে বেদা" ইতি বিজ্ঞানভগবৎ। "অক্ষরে"—অবিনশ্বর অথবা ব্যাপক কারণ। "ব্যাপিনি কারণে" ইতি শঙ্করানন্দঃ। ন ক্ষরতি ইত্যক্ষরম্ সর্ব্বম্ অশ্নুতে ইতি বা, ক্ষরম্।

"পরমে"—নিরতিশয় উৎকৃষ্ট, বস্তুতঃ অনবচ্ছিন্ন নিত্য শুদ্ধ। "ব্যোমন্"—ব্যোম্নি ইত্যর্থঃ; অত্র লুপ্তসপ্তম্যেকবচনম্ ছান্দসাৎ সোঢ়ব্যম্, আকাশ-শব্দ-বাচ্য পরমাত্মাতে; এস্থলে ব্যোম অর্থাৎ আকাশ শব্দ পরমাত্মা, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আকাশ শব্দের অর্থ যে "পরমাত্মা" "পরব্রহ্ম"—তাহা "আকাশো বৈ নাম নামরূপ "যোনির্বহিতা" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। "বিশ্বে"—সমস্ত "নিষেদুঃ" আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল। "যঃ"—যে অধিকারী। "তম্" শব্দার্থাধিষ্ঠান ভূতম্ পরমাত্মানম্, শব্দ এবং অর্থের একমাত্র অধিষ্ঠানভূমি সেই পরমাত্মাকে। "ন বেদ" জানে না। সেই ব্যক্তি, "ঋচা"—ঋগাদি দ্বারা অর্থাৎ অপ্রবিষ্টভাবে মাত্র ঋগাদির উচ্চারণ দ্বারা "কিম্ করিষ্যতি"—কি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে? এস্থলে "কিম্" শব্দ আক্ষেপার্থে প্রযুক্ত। "যে" যে সকল অধিকারিবর্গ। "ইৎ"—ইথং—এই প্রকারে অর্থাৎ বেদোদিত উপদেশানুসারে। "তম্ বিদুঃ" তাঁহাকে জানেন। "তে ইমে" এবম্বিধ বিদ-বিহিত ক্রিয়ানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন সেই মহাত্মবৃন্দ। "সমাসতে" সম্যগুপবেশনং কুর্বোতি; সম্যক্ প্রকারে সেইব্রহ্মে উপবেশন করেন, অর্থাৎ আনন্দাত্মস্বরূপে সর্ব্বব্যাপী হয়েন।

বঙ্গার্থঃ—ঋগাদি সমস্ত বেদ, সেই অবিনশ্বর, ব্যাপক, নিরতিশয় উৎকর্ষভাক্, অনবচ্ছিন্ন এবং নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, বেদ-ত্রয়ের এক মাত্র প্রতিপাদ্য সেই চিৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম। যে পরমাত্মার সমস্ত দেবগণ সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ভাবে আশ্রিত রহিয়াছেন। দেবতারা যাঁহার দিব্য জ্যোতির বিকাশস্থল, সেই সর্ব্ব-বেদবেদ্য পরাৎপর-পরমাত্মাকে না জানিয়া, তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের প্রতি উদাসীন থাকিয়া—যে ব্যক্তি অপ্রবিষ্টভাবে এবং অবুদ্ধি সহকারে মাত্র কর্ম্ম-লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া বেদাদি উচ্চারণ করে, সেই আহিতুণ্ডিকবৎ অর্থবিহীন-ভাষণশীল ব্যক্তির ঋগাদি বেদোচ্চারণে কোনই ফল হয় না। তাঁহার বেদপাঠ ব্যর্থ হয়। আর যাঁহারা বেদ-বিধি অনুসারে তাঁহাকে মনোরাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার চিন্তা করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদের বেদপাঠই যথার্থ বেদপাঠ। এই অনুশাসনের আরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

বিশেষব্যাখ্যা—বেদে পরমাত্মারই বিভূতি, তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় ও তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানের নিদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসন সমূহে কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্মার কীর্ত্তনে—শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়; অধুনা সেই কীর্ত্তনাদির প্রকার প্রকটন করা যাইতেছে।

যাঁহার কথা চিন্তা করিলে জীবন নিষ্কলঙ্ক হয়, জীবনের ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়, সেই সর্ব্বভ্রান্তিহর পরমপুরুষের যখন চিন্তা বা কীর্ত্তন করা যায়, তখন যদি তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা থাকে, তবে তাদৃশী অর্থ-হীনা ভাবনা বা কীর্ত্তনায় কোনই ফল হয় না; অর্থ না বুঝিয়া সাপের মন্ত্রের ন্যায় বেদমন্ত্রের উচ্চারণে পাপক্ষয় হয় না, বা বেদগানজনিত অপূর্ব্ব আনন্দ লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁহার চরণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যে তাঁহার উপাসনা করে, সে-ই বাস্তবিক অনুপম আনন্দলাভের অধিকারী, তাঁহার একমাত্র প্রিয়;—তাই ভগবান নিজেই বলিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনোযে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে"।
"শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ"।

আসল কথা—জ্ঞান। যখন যাহা কর, জ্ঞানপূর্ব্বক করিও; অজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ভাব-বিহীন হইয়া যে কার্য্যই করনা কেন, তাহাতে সফলকাম হইতে পারিবে না। কর্ম্ম কর, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক করিও, অবুদ্ধভাবে কোন কার্য্য করিও না। বুদ্ধির স্থিকারণ সমাধি, অতএব সমাধি অবলম্বন কর; সমাধিহীন ক্রিয়া ফল-পুষ্পবিহীন লতিকার ন্যায়। সে ক্রিয়ার ফল মাত্র শারীরিক এবং মানসিক গ্লানি, অন্য কিছুই নয়।

৯

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি,
ভূতং ভব্যং যচ্চবেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ॥

অন্বয়ঃ—ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবঃ ব্রতানি, ভূতম্ ভব্যম্ যৎ চ (যদিতিবর্ত্তমানং) বেদাঃ বদন্তি (যেষাং বেদা এব প্রমাণত্বেন গৃহ্যন্তে) তৎ সর্ব্বম্ অস্মাৎ প্রকৃতাৎ অক্ষরাৎ ব্রহ্মণঃ সমুৎপদ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ" (শঙ্করঃ)। (কথম্ অবিকারিব্রহ্মণঃ জগ-দুৎপাদনত্বম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ) মায়ী এতৎ বিশ্বম্ সৃজতে, তস্মিন্ অন্যঃ ইব—মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ সন্ সংসার-সমুদ্রে ভ্রমতি"—শঙ্করসম্মতঃ অন্বয়ঃ। শঙ্করানন্দ-নারায়ণ-বিজ্ঞান-ভগবদাদয়ঃ ব্যাখ্যাতারঃ পক্ষান্তরাণি ব্যাখ্যাতবন্তঃ, বিস্তৃতিভিয়া পরিহৃতম্ তৎসর্ব্বম্॥

বিষমপদব্যাখ্যা—"ছন্দাংসি" ঋগ্-যজুঃ সামাথর্ব্বাঙ্গিরসনামধেয় বেদাদি। "যজ্ঞাঃ" দেবপূজা প্রভৃতি এবং দানাদি, "যজ দেবার্চ্চাদান সঙ্গকৃতৌ ইতিধাতো ন"। "ক্রতবঃ"—জ্যোতিষ্টোমাদি, "ব্রতানি"—চান্দ্রায়ণ অনশন প্রভৃতি যম নিয়ম সমূহ। "ভূতম্" অতীত। "ভব্যম্" ভবিষ্যৎ। "যৎ চ" এবম্ বর্ত্তমান। "বেদাঃ বদন্তি"—বেদ বলিয়া থাকেন, বেদে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্য অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানরূপে অবস্থিত, এই যে জগৎ-প্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণ বেদ, অর্থাৎ বেদ যাহার প্রমাণ করিতেছে। "তৎ সর্ব্বম্" সেই সমস্তই। "অস্মাৎ" এই বর্ণিত অবিনাশী এবং অবিকারী ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। বিকারবিহীন ব্রহ্ম হইতে কিরূপে বিকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে—"মায়ী"—মায়া-উপাধিবিশিষ্ট হইয়া। "সর্ব্বং সৃজতে"

সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন। তিনি কূটস্থ হইয়াও মায়ারূপ উপাধি পরিগ্রহ নিবন্ধন স্বকীয় মায়াময়ী শক্তির বলে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, মায়া-পরিগ্রহই তাঁহার সৃষ্টিকারিতার নিদান। "তস্মিন্" সেই সমষ্টি এবং ব্যষ্টিভাবাপন্ন কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে। "অন্য" অন্য ইব ইত্যর্থঃ, অন্যের ন্যায় অর্থাৎ সিসৃক্ষা-বশবর্ত্তী, অতএব ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্যের সদৃশ। "মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ" মায়াপাশবদ্ধ হইয়া। "সংসার সমুদ্রে ভ্রমতি" —এই সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন।

বঙ্গার্থঃ—পরমদেব পরমেশ্বর স্বকীয় মায়া-শক্তি দ্বারা পুরুষার্থ সাধন প্রতি-পাদক বেদাদি, এবং বেদ-প্রতিপাদ্য যাগাদি ও যাগাদি সাধ্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান প্রপঞ্চজাত সৃষ্টি করিয়া নিজের মায়াশক্তির বিবর্ত্তীভূত সমষ্টি এবং ব্যষ্টি-অর্থ কার্য্য-কারণাত্মক উপাধিতে জলে চন্দ্রের ন্যায় প্রবেশ করিয়া, বস্তুতঃ নির্লিপ্ত ভাবে অবিদ্যা-সম্ভূত কামকর্ম্মাদি দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া "জীব" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই প্রকটিত করিবার জন্য পঠ্যমান অনুশাসনের অবতারণা করা হইয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণস্বরূপ বেদ, তৎসমস্তই এই অবিনাশী বিকারবিরহিত অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। অক্ষর অবিকারী ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে ক্ষর এবং বিকৃত প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইল, এই আশঙ্কার পরিহার বাসনায় বলা যাইতেছে যে, তিনি মায়া পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই বিশ্ব-বিরচন ব্যাপার নির্ব্বাহিত করিতেছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চে স্বকীয় মায়াপাশ কর্ত্তৃক সংবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষ "জীব" এই আখ্যা গ্রহণ পুরঃসর অন্যের ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত ভাবে জীবরূপে অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় মায়া-পরি-কল্পিত সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তরঙ্গিনীর তরঙ্গ নিকরে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় বস্তুতঃ এই জগৎ-প্রপঞ্চে প্রতিনিয়ত অনুমেয়মান সেই বিশ্বনাথ প্রকৃতপক্ষে জগৎ হইতে নির্লিপ্ত, অবিদ্যা-রূপ পারদাবৃত বিশ্বমুকুরে তাঁহার প্রতি-বিম্বন হইতেছে সত্য, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দর্পণ-কল্পিত পদার্থের ন্যায় বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভূত। এস্থলে ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন—"প্রকৃতিম্ স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ। ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসী-নমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥"

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু
মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং
জগৎ॥

অন্বয়ঃ—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরং বিদ্যাৎ। তস্য (মহেশ্বরস্য) অবয়বভূতৈঃ, ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—অবয়বভূতৈঃ—কল্পিত সর্পাদিস্থানীয়ৈঃ মায়িকৈঃ স্বকার্য্যৈঃ অংশৈঃ—

সেই মহেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরের কল্পিত বস্তুাদিতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় সে মায়াময় অঙ্গ বা একদেশ, তদ্দ্বারা। "তু" "তু" "তু" এই অনুশাসনে তিনটি "তু" কারই অবধারণার্থ।

বঙ্গার্থ—যে মহামায়ার আশ্রয়হারা হইয়া সেই মহিমময় পুরুষ এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই মায়াকেই প্রকৃত বলিয়া জানিবে। আর সেই পরমা মায়া বা পরমা প্রকৃতির বশতাপন্নকে মহেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিয়া জানিও। তাঁহার মায়াকঞ্চুকাবৃত অবয়ব দ্বারা অর্থাৎ সেই মহাপুরুষের মায়াজড়িত অবয়ব স্বরূপ জীব দ্বারা এই বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মায়াময় জীবের আত্মানুবৃত্তির সহিত এই জগৎ পরিবৃত্ত হইতেছে। ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মুকুন্দ-মালা।

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং,
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপ-
বেশম্॥
ইন্দ্রাদিদেবগণ-বন্দিত-পাদপীঠং,
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥১॥

নেত্র অরবিন্দ, শঙ্খ-ইন্দু-কুন্দ-
তুল্য শ্বেত বর্ণে যাঁর-
শোভিত দশন, সেবিত চরণ
ইন্দ্র আদি দেবতার;
শিশু গোপ বেশী, বৃন্দাবন বাসী,
বসুদেব-সুত হরি,
বন্দি সে মুকুন্দে সতত আনন্দে
ভব-ভীত-ভয়হারী॥১॥

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি,
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবি-
দেতি!
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং
মুকুন্দ॥২॥

লক্ষীকান্ত দয়াময় হে বরদ!
ভক্তিপ্রিয় ভবলুণ্ঠন কোবিদ,
নাথ নাগশায়ী হে জগন্নিবাস!
মুকুন্দ নাম নিত্য করাও প্রকাশ॥২॥

জয়তু জয়তু দেবো দেবকী-
নন্দনোঽয়ং,
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-
প্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কো-
মলাঙ্গো,
জয়তু জয়তু পৃথ্বী-ভারনাশো
মুকুন্দঃ॥৩॥

দেবকী-নন্দন দেব জয় হ'ক তাঁর।
বৃষ্ণিবংশ-দীপ কৃষ্ণ জয় জয় তাঁর॥
শ্যামল কোমল কায় নবীন নীরদ প্রায়।
পৃথিবীর ভার যিনি করেন হরণ,
মুকুন্দ—তাঁহার জয় হ'ক সর্ব্বক্ষণ॥৩॥

মুকুন্দ মূর্দ্ধা প্রণিপত্য যাচে-
ভবন্তমেকান্ত মিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে ভবে-
ভবে মেঽস্তু তবপ্রসাদাৎ ॥৪॥

প্রণতশিরে বলি তোমারে,
শুনহে মুকুন্দ এ চির কিঙ্করে,
একান্ত মনে প্রার্থনা হরি!
জন্ম হয় হ'ক্ কি দুখ আমারি?
প্রতি জন্মে যেন থাকে হে স্মরণে
তোমারি প্রসাদে তোমারি চরণে ॥৪॥

শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজমধুনো-
মহদদ্ভুতম্,
তৎপায়িনো নমুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি-
যদপায়িনঃ ॥৫॥

গোবিন্দের চরণ-সরোজে
মহৎ অপূর্ব্ব মধু রাজে,
পিয়ে যেই একবার,
পিয়ে সেই বারম্বার;
কভু যেই করে নাই পান,
ত্যাগে নহে কাতর পরাণ॥ ৫ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব
হেতুং,
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি
রন্তুম্,
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাব-
য়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

মুক্তির কারণ চরণ বন্দন
করিনাই হরি করি নিবেদন,
কিম্বা কুম্ভীপাক নিবারণ তরে,
অথবা নন্দন কানন মাঝারে
রম্যারামা সনে খেলিতে পুলকে
ডাকি নাই হরি! কখন তোমাকে;
হৃদয়ে রাখিয়া কখন তোমায়
চিন্তিনাই ওহে হরি দয়াময় ॥ ৬ ॥

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু-নিচয়ে নৈব
কামোপভোগে,
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব-
কর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-
জন্মান্তরেঽপি,
ত্বৎ পদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা
ভক্তিরস্তু ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মে আস্থানাই—ধনে নাহিক যতন,
কাম-উপভোগ বাঞ্ছা নাহি করে মন;
যাহবার হ'ক্ পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে,
করি এ কামনা বিভো! কাতর অন্তরে,
চরণ-সরোজে তব অচলা ভকতি
জন্মজন্মান্তরে যেন থাকে হে শ্রীপতি ॥৭

দিবিবা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্ত! প্রকামম্।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ
তে মরণে বিচিন্তয়ামি ॥৮॥

ত্রিদিবে অথবা মর্ত্ত্যে কিম্বা নরকেতে
বাস হয় হ'ক্ হরি নাহি দুঃখ তাতে
শারদ সরোজ সম তোমার চরণে—
নরকান্তকারি! চিন্তি জীবনে মরণে ॥৮

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি
মা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্

সুখতরমপরং ন জাতু জানে হরি-
চরণ-স্মরণাহমৃতেন তুল্যম্ ॥৯॥

মুরঅরি হরি সরোজনয়ন
শঙ্খচক্রীরূপে করিতে রমণ
বিরত হ'য়োনা মনরে আমার,
হরি-পদস্মৃতি-সুধা ভিন্ন আর
সুখ-সম্ভাবনা কি আছে এমন
কোথায়—আমি তা জানিনা কেমন ॥ ৯ ॥

মাভৈর্ম্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা
যামীশ্চিরং যাতনা,
নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ
স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং
ধ্যায়স্ব নারায়ণং,
লোকস্যব্যসনাপনোদনকরো
দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

কেন ভ্রান্ত মন, কাতর এমন,
কেন চিন্তানলে সন্তাপিত ?
যমের যাতনা, রবেনা রবেনা,
রিপুগণ রবে পরাভূত।
অলসতা ছাড়ি, ভজ ভক্তি করি
ভকতি-সুলভ নারায়ণ ;
জগৎ-ব্যসন তিনিই নাশন
দাসের কি তিনি ন'ন ॥ ১০ ॥

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতা-
নাম্।
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতা-
নাম্।
বিষম-বিষয়-তোয়ে মজ্জতা-
মপ্লবানাং,
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো
নরাণাম্ ॥ ১১ ॥

দুহিতৃ কলত্র সুত ত্রাণ ভারাবৃত,
বিষম বিষয়-তোয়ে ভব-সিন্ধুগত,
মগ্ন যারা-দ্বন্দ্ব-বাতাহত যত আর,
বিষ্ণুই আশ্রয়-তরী হউন সবার। ১১।

রজসি নিপতিতানাং মোহজালা-
বৃতানাং
জনন মরণ দোলা দুর্গ সংসর্গ-
গানাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং,
কুশলপথ-নিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরা-
ণাম্ ॥১২॥

ধূলি-বিলুণ্ঠিত কিম্বা মোহজালাবৃত,
জন্ম-মৃত্যুজ্বালাগ্রস্ত অথবা পীড়িত,
সে সবের হিতপথ প্রযোজকরূপে
চক্রপাণি নিরাশ্রয়-আশ্রয় স্বরূপে
একমাত্র বিষ্ণু সদা বিদ্যমান ॥১২ ॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং
ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া
কেবলমাত্মসাৎকুরু ॥১৩॥

পতিত আমি যে ভীম ভব-সিন্ধুনীরে,
অপরাধ সহস্র যে আমার শরীরে ;
হে হরি! শরণাগত গতিহীন জনে
প্রদান সাযুজ্য-মুক্তি নিজ কৃপাগুণে ॥১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মাচমেস্যাৎ কুভাবো,
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যা দৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ,
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো
ভবেয়ম্ ॥১৪॥

মূর্খের স্বভাব অথবা কুভাব,
নাস্তিকতা কিম্বা রমণীর ভাব
কুদেশে জনম মিথ্যা-দৃষ্টি আর
যেন ওহে হরি! না হয় আমার!
জন্মে জন্মে যেন বিষ্ণুভক্ত হই ॥ ১৪ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ,
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতি স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ,
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥১৫॥

শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ব্বস্মৃতি বা মানসে,
বাক্য বুদ্ধি আত্মা যোগে অথবা অভ্যাসে
যাহা করি, নারায়ণে সমর্পিনু সব ॥১৫॥

যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি তৎ সর্ব্বং
ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব
মধুসূদন ॥১৬॥

যাহা করিয়াছি হরি! নয় হে আমার,
করিব যাহাও হরি! তাহাও তোমার;
যাহা করাইছ তার্ তুমিই কারণ,
তুমি তার্ ফলভোগী হে মধুসূদন ॥১৬॥

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমিমমিতি চেতো মাস্ম গাঃ
কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তি-
রেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্য-
বশ্যম্ ॥১৭॥

সুবিস্তীর্ণ গভীর সংসার-সাগর
কিসে হবে পার ভাবিয়া কাতর
হয়োনারে মন সরোজ-নয়ন
হরিতে নিমগ্না—নরক ভীষণ
উদ্ধারকারিণী পরমাভকতি
অবশ্যই তোমা দিবেন মুকতি ॥১৭॥

তৃষ্ণাতোয়েমদন-পবনোদ্ধূত-
মোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে-তনয়সহজগ্রাহ সঙ্ঘা-
কুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং
ন স্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তি-
ভাবং প্রসীদ ॥১৮॥

তৃষ্ণারূপ জলেপূর্ণ সংসার-পাথার,
মদন-বায়ুতে যাহে উঠে অনিবার—
মোহের তরঙ্গ মালা, ওহে ত্রিধামন্!
নারীরূপ জলাবর্ত্ত যাহে সর্ব্বক্ষণ,
পুত্র-ভ্রাতৃ কুম্ভীরাদি যাহে সদা রয়,
ডুবিয়া রয়েছি তাহে বলিহে তোমায়,
তব পাদপদ্মে ভক্তি-ভাব্ কর দান,
প্রসন্ন বরদ হও হ'য়ে কৃপাবান্ ॥১৮॥

পৃথ্বী রেণু রেণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ
ফল্গুস্ফুলিঙ্গোঽলঘুঃ, তেজো
নিঃশ্বসনংমরুত্তনুতরং রন্ধ্রং
সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ
কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ, দৃষ্টা যত্র
স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদ-ধূলি-
কণঃ ॥১৯॥

পরমাণু প্রায় হয় এ অবনী,
সিন্ধু জলকণা সম মনে গণি,
ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ প্রখর কিরণ,
নিশ্বাস স্বরূপ ভীম প্রভঞ্জন,

গগণমণ্ডল ছিদ্র সূক্ষ্মতম,
রুদ্র পিতামহ ক্ষুদ্র জীবসম,
দেব সমুদয় কীটের প্রমাণ
তার কাছে; যেই পেয়েছে সন্ধান
চরণ তাঁহার—জয় হ'ক তাঁর
শ্রীপাদ-সঞ্জাত সে ধূলি-কণার ॥ ১৯ ॥

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্র-
ব্রতান্যন্বহং, মেদচ্ছেদপদানিপূর্ত্ত-
বিধয়ঃ সর্ব্বংহুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং-
বিনা যৎপদ, দ্বন্দাম্ভোরুহসংস্তুতিং
বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ। ২০।

বিনা যাঁর চরণ চিন্তন
বেদাভ্যাস অরণ্যে রোদন,
কষ্ট সাধ্য ব্রত আদি তার
শরীর-শোষক মাত্র সার,
পূর্ত্তকার্য্য আদি যে সকল,
ভস্মে হোম সম সে বিফল,
তীর্থ-স্নান গজস্নান সম
নিরর্থক বৃথা পণ্ডশ্রম;
যাঁর চিন্তা ভিন্ন বৃথা সব,
কর তাঁর জয় জয় রব ॥ ২০ ॥

আনন্দ-গোবিন্দ-মুকুন্দ-রাম-নারা-
য়ণান্ত নিরাময়েতি। বক্তুংসমর্থো-
ঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং
ব্যসনানি মোক্ষে ॥ ২১ ॥

আনন্দ গোবিন্দনাম মুকুন্দ অনন্ত রাম;
নারায়ণ আর নিরাময়,
বলিবার শক্তিধ'রে তবু কেহ বলেনারে!
বুদ্ধিভ্রংশ মোক্ষের বিষয় ॥ ২১ ॥

ক্ষীরসাগরতরঙ্গ-শীকরাসারতারকিত
চারু মূর্ত্তয়ে। ভোগি ভোগ
শয়নীয় শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বি-
ষেনমঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকুলশেখরেণ রাজ্ঞা বিরচিতা
মুকুন্দমালা সম্পূর্ণা।

ক্ষীরোদ সাগর লহরী লীলার
অম্বুকণা দিয়া যাঁর
তারকা মণ্ডল মণ্ডিত মোহন
সম শোভে কলেবর;
অনন্ত শয়নে শয়ন যাঁহার,
যিনি মধুনিসূদন,
বন্দি ভক্তিভাবে আমি বারম্বার
মাধবের সে চরণ ॥ ২২ ॥

শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী। ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

শিব-লীলা রহস্যম্।

মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়াছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন:—

ভিক্ষয়াঽসম্ভবং নিত্যমুদরদ্বয় পূরণম্।
অতো বিচক্ষণো ভিক্ষুরর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ ॥

প্রতিদিন ভিক্ষা করে দিন হীন জন
ভরাতে না পারে দুটী উদর কখন;
পরম ভিক্ষুক তাই বুদ্ধিমান্ হর
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে অর্দ্ধনারীশ্বর!

মহাদেব বিষপান করিয়াও কিরূপে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আছেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন:—

পার্ব্বতীমোষধীমেকামপর্ণাং রোগনাশিনীম্।
লব্ধ্বা বিষমপি পীত্বা শূলী মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্থিতঃ ॥

একে শূলী, তায় জলে গলায় গরল,
যন্ত্রণায় তাই শিব হইয়া বিহ্বল,
অপর্ণা পার্ব্বতী মহারোগ-বিনাশিনী
একমাত্র ঔষধিরে সার মনে গণি,
মহানন্দে লইলেন তাঁহারি আশ্রয়,
সে অবধি হয়েছেন ভবে মৃত্যুঞ্জয়!

মহাদেব কালীর চরণ চিরকাল বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

দেবৈর্মন্থিত দুগ্ধ-সাগরতলাদুত্থাপিতং ভীষণং
পীত্বা ভূরি বিষং পুনঃ পশুপতিস্তৎজ্বালয়া বিহ্বলঃ।
বিন্যস্তোরসি কালিকাপদযুগং কৈবল্যদং শীতলং।
সংপ্রাপ্যাতুলনির্বৃতিঞ্চ ধহুলামদ্যাপি তন্নো-জঝতি॥

দেবগণ করে যবে সমুদ্র মন্থন,
পরম প্রচণ্ড বিষ উঠিল তখন।
চক্ চক্ করি সেই বিষপান করি,
ছট্‌ফট্ করে হর বহুকাল ধরি।
অবশেষে বুঝে কালী-চরণ-কমল
একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল;
আনন্দে মাতিয়া তাই দেব দিগম্বর
কালী পদ-যুগ নিজ বক্ষের উপর
রাখিয়া পরম সুখে বিভোর হইয়া
দুর্জ্জয় বিষের জ্বালা গিয়াছে ভুলিয়া।
ছাড়িলে বিষের জ্বালা পুনঃ বেড়ে যায়,
অদ্যাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায়!

মহাদেব বিষপান-কালে কিছুমাত্র প্রাণের আশঙ্কা করেন নাই কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

হরতা মম সুরতটিনী—
ব্যতিকর মরণেঽপি তুলৈব।
গঙ্গাধর ইতি গরলং
করতলতরলং নিজগ্রাস॥

এখন স্বয়ং শিব আছি এই ভবে,
বিষপানে মৃত্যু হ'লে শিবত্বই রবে।
পবিত্র জাহ্নবী-জল স্পর্শ যদি করে,
শবের শিবত্ব হয়, জানি এসংসারে!
যে শিবত্ব সে শিবত্ব থাকিবে আমার,
বিষপানে তবে মোর ভয় কিবা আর?
গঙ্গাধর মনে মনে ইহাই বিচারি
বিষপান করিলেন আশঙ্কা না করি!

অন্নদান করিয়া এই ত্রিসংসার রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে কি কারণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

সীমন্তিনী যস্য গৃহেঽন্নপূর্ণা
ত্রিলোকরক্ষাকরণেঽন্নদানৈঃ।
সংভিক্ষতে সোঽপি কপালপাণি
ল'লাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥

অন্নদানে ত্রিসংসার রাখিবার তরে
ভগবতী অন্নপূর্ণা নিত্য যাঁর ঘরে,
লইয়া মড়ার মাথা তবু সেই হর
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হইয়া কাতর!
এই ত্রিভুবনে হেন কেবা কোথা রয়,
ললাটের-বিধিলিপি যেবা করে লয়?

মহাদেব কি কারণে গঙ্গাদেবীকে মস্তক হইতে নামাইতে চাহেন না, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কণ্ঠে গরলমত্যুগ্রমগ্নেঽহিরলিকে শিখী।
ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গামুত্তমাঙ্গান্ন মুঞ্চতি॥

চল্ চল্ করে কণ্ঠে দুর্জ্জয় গরল,
শন্ শন্ ভ্রমে সর্প দেহে অবিরল,
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট উপর,
এসব উত্তাপে দগ্ধ সদা গঙ্গাধর।
পাছে আরো জ্বালা বাড়ে ছাড়িলে গঙ্গায়,
তাই শিব মাথা হ'তে নামাতে না চায়!

মহাদেবই দরিদ্রের একমাত্র উপাস্য দেবতা কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

মূর্ত্তি মৃদা বিল্বদলেন পূজা,
অযত্নসাধ্যং বদনেন বাদ্যম্।
ফলঞ্চ সাযুজ্য-পদ-প্রদানং
নিঃস্বস্য বিশ্বেশ্বর এব দেবঃ॥

মূর্ত্তিটী গড়িতে চাই মৃত্তিকা কেবল,
পূজা করিবারে চাই শুধু বিল্বদল,
ঢাক ঢোল বাদ্যযন্ত্রে কিবা প্রয়োজন?
গালবাদ্যে সেই কার্য্য হইবে সাধন।
তথাপি সাযুজ্য-ফল দেন নিরন্তর,
দরিদ্রের একমাত্র দেব দিগম্বর।

মহাদেবের যথেষ্ট সহায় থাকিলেও তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

স্বয়ং সুরেশঃ শ্বশুরো নগেশঃ
সখা ধনেশস্তনয়ো গণেশঃ।
তথাপি ভিক্ষাটনতে মহেশঃ
কপালবন্ধেরিয়মেব রীতিঃ॥

স্বয়ং সুরেশ, যাঁর শ্বশুর নগেশ,
সুহৃদ্ ধনেশ, যাঁর তনয় গণেশ,
ভিক্ষার ঝুলিটী তবু লইয়া মহেশ
ঘুরে ঘুরে পান কত যন্ত্রণা অশেষ।
হায়রে! সংসারে পোড়া কপাল যাহার,
যতই সহায় থাকু, সুখ নাহি তার!

মহাদেব নিজ দেহে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

একা ভার্য্যা সমররসিকা নিম্নগা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রো জ্যেষ্ঠো দ্বিরদবদনঃ ষণ্মুখোঽতঃ কনিষ্ঠঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী চ কপিবদনং বাহনং পুঙ্গবেশঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ॥

এক ভার্য্যা ভালবাসে করিবারে রণ,
দ্বিতীয়টী নিম্নগামী তায় সর্ব্বক্ষণ,
জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের হস্তিমুখ আর,
কনিষ্ঠ কার্ত্তিক যেটী, ছটী মুখ তার,
নন্দীর ভৃঙ্গীর মুখ বানরের প্রায়,
বাহন গরুটী বটে, দুধ নাহি তায় ;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
ছাই ভস্ম মাখে শিব পাগল হইয়া।

মহাদেব কি কারণে বিষ পান করিয়াছিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতিদিনং সিংহাবলোকাদ্ভিয়া,
পশ্যন্ মত্তময়ূরমস্তিকচরং ভূষাভুজঙ্গব্রজঃ।
কৃত্তিং কৃন্ততি মূষিকোঽপি রজনৌ ভিক্ষাম্ন মাভক্ষয়ন্,
দুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরো হলাহলং পীতবান্॥

সিংহ দেখি বৃদ্ধ বৃষ নিত্যই পলায়,
ময়ূর দেখিয়া সর্প পলাইয়া যায়,
ইন্দুর ভিক্ষান্ন খায় হ'লে রাত্রিকাল,
চর্ম্মবস্ত্র কাটি পুনঃ বাড়ায় জঞ্জাল ;
লোকে বলে দিগম্বর না দেখি বসন,
স্মরহর হলো নাম বধিয়া মদন ;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
বিষ খেয়েছেন শিব মরিবার তরে!

মহাদেব মস্তকে চন্দ্রকলা ধারণ করিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

গঙ্গাজল নয়নানল—
মিলনাদেকত্র নৈব কল্যাণম্ ।
তৎ কিং ধূর্জটি মূর্দ্ধনি
মধ্যস্থা বৈধবী লেখা ॥

টল্ টল্ করিতেছে শিরে গঙ্গাজল,
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে নয়নে অনল ।
জল অনলের শত্রু, পাছে তথা গিয়া
নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, ইহাই ভাবিয়া,
চন্দ্রকলা গিয়া সেই শঙ্করের শিরে,
মধ্যস্থ হইয়া আছে চিরদিন ধ'রে !

মহাদেব উলঙ্গ হইয়া থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

সহস্রাস্যো নাগঃ প্রভুরপি মতঃ পঞ্চবদনঃ
ষড়াস্যো হৈমেক স্তনয় ইতরো বারণমুখঃ ।
চিরং ভৈক্ষ্যাং নিত্যং প্রভবতু কথং বর্ত্তনমিতি
বদন্ত্যাং পার্ব্বত্যাং স্মরহর উলঙ্গঃ সমভবৎ ॥

বাসুকি হাজার মুখে করিছে আহার,
তোমারো পাঁচটী মুখ, ভেবো একবার ;
কার্ত্তিক ছয়টী মুখে করিছে ভক্ষণ,
গণেশের মুখ খানি হাতীর মতন ;
ভিক্ষা ক'রে চিরকাল কাটিল তোমার,
দিন দিন ভিক্ষা ক'রে চলে কি সংসার ?
পার্ব্বতীর এই সব দুর্ব্বাক্য শুনিয়া,
অদ্যাপি আছেন শিব উলঙ্গ হইয়া !

মহাদেব কি কারণে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

অত্তুং .... আহ্বানং ... গণপতেরাখুং
.... ক্ষুধার্ত্তঃ ফণী,
তঞ্চ ক্রৌঞ্চপতেঃ শিখী চ গিরিজাসিংহোঽপি নাগাননম্ ।
গৌরী জহ্নুসুতামসূয়তি কলানাথং কপালানলো
নির্ব্বিন্নঃ স পিয়ঃ কুটুম্বকলহাদ্ মূর্ত্তিং চকার মৃন্ময়ীম্ ॥

গণেশের ইন্দুরটী করিয়া দর্শন
ছুটে ছুটে যায় সর্প করিতে ভক্ষণ ।
কার্ত্তিকের ময়ূরটী সর্পকে দেখিয়া
অমনি ছুটিয়া যায় খাইবে বলিয়া ।
গজানন গণেশকে চক্ষে যদি হেরে,
পার্ব্বতীর সিংহটাও যায় ধরিবারে ।
সপত্নী গঙ্গারে যদি করেন দর্শন,
পার্ব্বতীর মহাক্রোধ অমনি তখন ।
শিবের কপালে অগ্নি ধক্ ধক্ জ্বলে,
চন্দ্রকে পাইয়া কাছে খেতে যায় গিলে ।
এইসব দেখি শুনি হ'য়ে জ্বালাতন,
মাটি হ'য়ে গিয়াছেন দেব ত্রিলোচন !

মহাদেব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্মশান-বাসী হইয়াছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কিং গোত্রং কিমু জীবনং কিমু ধনং ব...
জন্মভূঃ কিং বয়...
কা বিদ্যা কিমু সদ্ম কে সহচরাঃ কে বংশজ...
প্রাঙ্গনাঃ
কা মাতা চ পিতা ভবেতি শুরুণা পৃ...
বিবাহে শি...
মালিন্যেন হৃদঃ স্বকীয় ভবনং ত্যক্ত...
শ্মশানস্থিতঃ

কিবা তব গোত্র, কিসে জীবিকা অর্জ্জন !
কোথা তব জন্মস্থান, কিবা তব ধন ?
কিবা তব বয়ঃক্রম, কি বিদ্যা তোমার

কেমন গৃহটী, কে কে সহচর আর ?
তোমার বংশীয় পূর্ব্বলোক কে কে রয় ?
পিতা মাতা কেবা তব, দাও পরিচয়।
শিবের বিবাহকালে বসিয়া সভায়,
কুলগুরু জিজ্ঞাসেন এসব তাঁহায়।
প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম হইয়া,
লাজে অধোমুখ হ'য়ে রহেন বসিয়া।
মনের দুঃখেতে তাই দেব ত্রিলোচন
অদ্যাপি শ্মশানে নিত্য করেন ভ্রমণ !

মহাদেব চিরকাল শ্মশানবাসী হইয়াও কি কারণে গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

উজ্ঝিত্বাদিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানশ্চিরং
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাস-
হর্ম্ম্যাশ্রয়ঃ।
ত্যক্ত্বা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগনিচয়ঃ শ্রীখণ্ডসারদ্রবৈ-
র্দেবেশো হিমাদ্রিজা পরিণয়ং কৃত্বা
গৃহস্থঃ শিবঃ॥

শিবারে করেন শিব বিবাহ যখন,
অমনি হ'লেন শিব গৃহস্থ তখন ;—
দিগ্বসন পরিহরি দেব ত্রিলোচন
পরিধান করিলেন সুন্দর বসন ;
ত্যজিয়া শ্মশান-ভূমি দেব পশুপতি
সুরম্য কৈলাসে গিয়া করেন বসতি ;
চিতাভস্ম পরিহরি অমনি সত্বর
চন্দনেতে অঙ্গরাগ করিলেন হর।
ধন্য ধন্য শিবানীর শুভ পরিণয়,
গৃহস্থ-আশ্রম শিব করেন আশ্রয় !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

—

ওঁতৎসৎওঁ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

(বঙ্গানুবাদিতা।)

প্রথমাবল্লী।

যজ্ঞফল-কামনায় রাজশ্রবা ঋষি
করিলা সর্ব্বস্ব দান ; নচিকেতা নামে
ছিল তাঁর পুত্র এক ; বিভাগের কালে
দক্ষিণা প্রদান জন্য গাভীসমূহেরে,
শ্রদ্ধার আবেশ হ'ল সাধু সে বালকে। ১।২
ভাবিতে লাগিলা সেই, যেই যজমান
পীতোদক, ভুক্তভৃণ, ইন্দ্রিয়বিহীন
দুগ্ধ-দোহ গাভীগণে করয়ে প্রদান,
অনন্দা লোকেতে তার হয় অধিষ্ঠান। ৩।
"আমায় কাহাকে দিবে ?" সুধিলা জনকে
একে একে তিনবার ; হয়ে ক্রোধান্বিত,
"তোমায় মৃত্যুকে দিব" বলিলেন পিতা। ৪

১। রাজশ্রবা বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; ঐ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে হইলে দক্ষিণারূপে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়। তাই তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। ১।

২। শ্রদ্ধা—আস্তিকী বুদ্ধি, ধর্ম্মভাব।

৩। পীতোদক—যাহাদের জল পান শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা পুনর্ব্বার জল পান করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবে।

ভুক্তভৃণ···যাহাদের তৃণভক্ষণ শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা পুনর্ব্বার তৃণ ভক্ষণের পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিবে।

ইন্দ্রিয়বিহীন···সন্তান-জনন-শক্তিহীন (অত্যন্ত বার্দ্ধক্যাদি বশতঃ)

দুগ্ধদোহ···যাহার দুগ্ধ-দোহন কার্য্য শেষ হইয়াছে।

৪। নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন, পিতা এরূপ জীর্ণ গোসমূহ দক্ষিণাজন্য প্রদান করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার যজ্ঞফল সকলই বৃথা হইল ; তাঁহাকে আনন্দশূন্য স্থানে বাস করিতে হইবে। অতএব পুত্র হইয়া

অনেক তনয় মধ্যে হইব প্রথম;
না হই প্রথম যদি, অন্ততঃ মধ্যম;
(অধম না হ'ব কভু এ কথা নিশ্চয়)
কি কাজ যমের আছে, জানি না, যা পিতা
সম্পাদিত মোরে দিয়ে করিবেন আজ। ৫
(ভাবিতে ভাবিতে ইহা কহিলেক পুনঃ)
পূর্ব্ব মহাজনগণ করেছেন যাহা,
আলোচনা কর; তথা দেখহ ভাবিয়া,
করেছেন যাহা পরবর্ত্তিসাধুগণ;
মানব মরিয়া যায় শস্যের মতন
জীর্ণ হয়ে; পুনঃ করে জনমগ্রহণ। ৬।
(তাইবলি কর পিতঃ সত্যাবলম্বন,
পাঠাও আমারে এবে শমন-সদন।)
(শুনি মুনি বাজশ্রবা সত্য পালিবারে
প্রেরিলা শমনালয়ে তনয়ে আপন।
না ছিলা আলয়ে যম, তাই একে একে
যাপিলা যামিনী তিন সেথা নচিকেতা।
আসিলে আলয়ে যম, যমাত্মীয়গণ
কহিলা সম্বোধি তাঁরে)—ওহে বৈবস্বত!
অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহে বৈশ্বানর সম
প্রবেশেন, তেঁই তাঁর পাদ্যাসন দিয়া
শান্তির বিধান করে; আনহ উদক। ৭।

অভুক্ত ব্রাহ্মণ যার গৃহে করে বাস,
হারায় সে অল্পবুদ্ধি—অজ্ঞাত বিজ্ঞাত
আশার সকল ফল; সাধু-সহবাস,
সুনৃত বচন, যজ্ঞ, কূপাদি খনন-
সম্ভূত বিমল পুণ্য, পুত্র, পশুগণ। ৮।
(তখন কহিলা যম ঋষি-তনয়েরে)
হে ব্রাহ্মণ, নমস্কার; (তোমার কৃপায়)
হউক মঙ্গল মোর; তিন রাত্রি তুমি—
নমস্য অতিথি, তবু করিয়াছ বাস
অনশনে গৃহে মোর; করহ প্রার্থনা,
নিশা প্রতি একবর, সমুদায়ে তিন॥ ৯।
(কহিলেন নচিকেতা) "ওহে যমরাজ,
তব অঙ্গীকৃত বর তিনটীর মাঝে
প্রথম প্রার্থনা এই—জনক আমার
গৌতম হয়েন যেন উৎকণ্ঠারহিত;
বীতমন্যু, সুপ্রসন্ন আমার উপর;
পরিত্যক্ত হয়ে যবে তব গ্রাস হ'তে
ফিরিয়া যাইব গেহে, চিনেন আমায়,
সাদরে সম্নেহে পুনঃ সম্ভাষেণ মোরে। ১০
(কহিলেন যম) "শুন, তোমার জনক
ঔদ্দালকি আরুণি র'বেন পূর্ব্ববৎ

আত্মপ্রদান করিয়াও পিতার যাহাতে যজ্ঞফল লাভ হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য; এই ভাবিয়া তিনি পিতার নিকট গিয়া কহিলেন "কোন্ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা-রূপে আমায় দিবেন" ইহাতে উত্তর না দেওয়ায় তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

৫। যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করে, সে প্রথম পুত্র, যে পুত্র পিতার আদেশ পাইবা-মাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করে, সে মধ্যম পুত্র; যে পুত্র পিতার শাসনের ভয়ে কার্য্য করে, সে অধম পুত্র।

৬। এই শ্লোকে নচিকেতা অতীত ও বর্ত্তমান কালের সাধুগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পিতাকে বলিতে-ছেন যে, তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী; আপনিও সত্যানুষ্ঠান করুন। মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা কেহ কখনও অজর ও অমর হইতে পারে না, শস্যের মত মানুষও উৎপত্তি এবং বিনাশের অধীন, অতএব মিথ্যাচরণে প্রয়োজন কি? আপনার সত্য পালন করুন ও আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন।

৮। এই শ্লোকে মূলে আছে "ইষ্টাপূর্ত্তে" শাঙ্কর ভাষ্যে ইহার অর্থ ইষ্টং··· যাগজম্। পূর্ত্তং— আরামাদি ক্রিয়াজং ফলম্।

আমি পূর্ত্তের প্রচলিত অর্থ···জলাশয়াদি খননই গ্রহণ করিয়াছি।

"বাপীকূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্ন-প্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥

৯। সমুদায়ে তিন···অর্থাৎ তিন রাত্রির জন্ত তিনটী বর।

১০। বীতমন্যু···বিগতক্রোধ।

স্নেহপূর্ণ তব প্রতি, চিনিবেন তোমা
আমার আদেশে ; হেরি প্রমুক্ত তোমায়
মৃত্যুমুখ হ'তে, বীতমন্যু—সুখে তাঁর
নিশিতে হইবে নিদ্রা, হে ঋষিকুমার ! ১১
(কহিলেন নচিকেতা——)
হে মৃত্যো, নাহিক স্বর্গে কিছুমাত্র ভয় ;
না বিরাজ তুমি তথা, জরা না বিরাজে ;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রমি, শোকশূন্য হ'য়ে
স্বর্গলোকে চিরানন্দ ভুঞ্জে নরগণ। ১২।
হে মৃত্যো, যে অগ্নি-কথা জ্ঞান সবিশেষ,
যে অগ্নি সাধনভূত স্বর্গ গমনের ;
যে অগ্নির বলে লোক স্বর্গবাসী হ'য়ে
অমৃতত্ব করে লাভ ; শ্রদ্ধাবান্ আমি—
দ্বিতীয় বরেতে চাহি সে অগ্নি-বিজ্ঞান। ১৩
(উত্তরিলা যম——)
স্বর্গের সাধনভূত সে অগ্নির কথা
জানি আমি নচিকেতঃ, জানি সবিশেষ ;
কহিবও সবিশেষ—শুন মন দিয়া।
অনন্ত লোকাপ্তি হেতু, জগৎ-আশ্রয়,
গুহায় নিহিত বলি জানিবে ইঁহারে। ১৪।
লোকাদি অগ্নির কথা কহিলেন যম,
যে ইষ্টকা আবশ্যক অগ্নি চয়িবারে,
যেরূপে করিতে হয় অগ্নির চয়ন,
বলিলেন সবিশেষ ; নচিকেতা তার
করিলেন পুনরুক্তি, শুনি তুষ্ট হ'য়ে
বলিলেন যম পুনঃ "ওহে নচিকেতঃ !
এ বিষয়ে পুনঃ তোমা দিব একবর।
—এ অগ্নি তোমারি নামে হবে পরিচিত ,
লও এই বহুরূপা সৃঙ্কা মনোহরা। ১৫।১৬।
মাতা পিতা-আচার্য্যের আদেশ লইয়া,
তিনবার করে যেই অগ্নির চয়ন,
যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, করে কর্ম্ম তিন,
জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে সেই জন ;
লভয়ে পরম শান্তি—বিদিত হইয়া—
নেহারিয়া তথা পূজ্য ব্রহ্মজজ্ঞ দেবে॥ ১৭
যে প্রকার—যতগুলি ইষ্টকা লাগিবে
অগ্নির চয়ন তরে, চয়নের রীতি,
জানি এই তিনে, যেই বিদ্যাবান জন
ত্রিবার করেন নিজে অগ্নির চয়ন,
শরীরপাতের পূর্ব্বে মৃত্যুর বন্ধন
দূর করি, এড়াইয়া শোকের যাতনা,
ভুঞ্জেন অপূর্ব্বানন্দ স্বর্গলোকে থাকি॥ ১৮
এইত দ্বিতীয় বর—প্রার্থিত তোমার—
স্বর্গের সাধনভূত অগ্নি বিষয়ক ;
তব নামে অভিহিত করিবেক লোকে
এ অগ্নিরে, নচিকেতঃ ! মাগহ তৃতীয়। ১৯
(কহিলেন নচিকেতা)—"বিরাজে সংশয়
মৃত-নর-বিষয়ক ; কেহ কহে থাকে,
থাকে না—কেহবা কহে, মরিলে মানব ;
চাহি তাহ জানিবারে শেষ বরে তব ;
এই বিদ্যা লাভ করি তব উপদেশে। ২০

১৩। অমৃতত্ব...অমরত্ব, দেবত্ব।

১৪। অনন্তলোকাপ্তি-হেতু যাহা স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। গুহায়...বিদ্বান্ গণের বুদ্ধিতে।

১৫।১৬। লোকাদি অগ্নি—সৃষ্ট বস্তুর আদি অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট অগ্নি। ইষ্টকা যজ্ঞাদি কার্য্য। সৃঙ্কা শব্দবতী রত্নময়ী মালা ; (অথবা) অকুৎসিতা কর্ম্মময়ী গতি।

যম বলিলেন, অগ্নির একটী নাম "নচিকেতা" হইবে।

১৭। ব্রহ্মজজ্ঞদেব—ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—জ্ঞ—যিনি সমুদয় বস্তু জানেন,—সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্মজ ও জ্ঞ=ব্রহ্মজজ্ঞ; যে দেব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ।

১৮। মৃত্যুর বন্ধন—মৃত্যুর বন্ধন স্বরূপ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি।

২০। এই শ্লোকে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মৃত মানব দেহ হইতে

(কহিলেন যম——)
পুরাকালে দেবগণ ছিলেন সংশয়ী
এ বিষয়ে ; এই ধর্ম্ম নহে সুবিজ্ঞেয়।
সূক্ষ্ম ইহা, নচিকেতঃ! চাহ অন্যবর ;
করিওনা উপরোধ, ত্যজহ ইহারে। ২১।
(কহিলেন নচিকেতা)
নিশ্চয় সন্দেহযুক্ত ছিলা দেবগণ—
এ বিষয়ে ; কহিতেছ—নহে সুবিজ্ঞেয়
ধর্ম্ম এই ; কিন্তু তব সম বক্তা আর
নহে লভ্য ; অতএব ইহার সমান
নাহি অন্য কোন বর প্রার্থনীয় মোর। ২২
(কহিলেন যম)
করহ প্রার্থনা—পুত্র-পৌত্র দীর্ঘজীবী,
বহুপশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, ভূমিচয়,
স্বয়ং বাঁচিয়া থাক যথেচ্ছ বৎসর। ২৩।
যদি অন্যকোন বর ইহার সমান
বিত্ত বা চিরজীবিকা, রাজত্ব অথবা
প্রশস্ত ভূমির পরে, কর অভিলাষ,
কামনার কামভাগী করিব তোমায়। ২৪।
মর্ত্ত্যলোকে সুদুর্লভ কামনা যে সব,
প্রার্থনা করহ তাহা ইচ্ছা অনুরূপ।
সরথা সতূর্য্যা রামা—ইহার মতন
প্রাপণীয়া মনুষ্যের নহে কদাচন ;
আমার প্রদত্ত এই রমণী-নিকরে
সেবিত হইয়া থাক ; করোনা জিজ্ঞাসা
মরণ-সম্বন্ধী সেই প্রশ্ন গুরুতর। ২৫।

(কহিলেন নচিকেতা)
হে অন্তক, ভোগাচয় তব উক্ত যাহা,
থাকে বা না থাকে কল্য, সন্দেহ-বিষয় ;
মর্ত্ত্য-সর্ব্বেন্দ্রিয়-তেজঃ এরা করে নাশ,
থাকুক্ তোমারি অশ্ব, নৃত্য-গীত তব। ২৬
বিত্তে নহে তর্পণীয় মানব কখন ;
যখন দেখেছি তোমা, লভিব নিশ্চয়
বিত্ত, তুমি প্রভুভাবে রবে যতদিন,
বাঁচিয়া থাকিব ; কিন্তু চাই সেই বর। ২৭
জরাধীন কোন্ মর্ত্ত্য করিয়া গমন
অজর অমর কাছে ; জেনে শুনে, আছে
প্রয়োজনান্তর আর প্রাপ্তব্য মহান্
এ আত্মার, চিন্তাকরি রূপ-রতি-সুখ
ক্ষণস্থায়ী, অতিদীর্ঘ চাহেরে জীবন
স্বর্গচেয়ে নিম্নতর ভবধামবাসী ? । ২৮।
হে মৃত্যো, যে পরলোক-বিষয়ে মানব
সর্ব্বদা-সংশয়াকুল, আছে যাহা—তাহে
প্রকাশিয়া বল, গূঢ় পরলোক-ভাবে
অনুপ্রবেশিতে পারে কেবল যে বর,
তাহাভিন্ন নচিকেতা না চাহে অপর। ২৯

(ইতি প্রথমা বল্লী।)

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

একটী সংশয় আমার মনে রহিয়াছে ; কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পর শরীর, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, দেহান্তর-সম্বন্ধিত "আত্মা" নামে একটী পদার্থ থাকে ; কেহ কেহ বলেন, এরূপ পদার্থ থাকেনা। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার কোন্‌টী সত্য, তাহা বলুন। নচিকেতার এই প্রশ্ন হইতে প্রকৃত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইল ও উপনিষৎ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় বল্লীতে ইহার উত্তর সংক্ষেপ বলা হইয়াছে।

২১। যম ২১, ২৩, ২৪ ও ২৫শ্লোকে—নচিকেতা প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কিনা, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

২৫। সরথা সতূর্য্যা রামা——রথযুক্তা ও বাদ্যযন্ত্রধারিণী রমণীগণ।

২৬। শঙ্করাচার্য্য বলেন, সকলেরই আয়ু অল্প, এমন কি, ব্রহ্মারও আয়ু অল্প—সুতরাং আমাদিগের ত কথাই নাই।

২৯। মূলে "সাম্পরায়ে" আছে—সাম্পরায়ে অর্থাৎ পরলোক বিষয়ে।

নচিকেতা এই শ্লোকে যমকে বলিতেছেন—পরলোকে যাহা আছে, তাহা আমাদিগকে বলুন, অর্থাৎ মনুষ্যের মৃত্যুর পর "আত্মা" থাকে অথবা দেহের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা সবিশেষরূপে বলুন। অনুপ্রবেশিতে পারে—অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ যে বর লাভ করিলে পরলোক-ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইতে পারে।

নীতিসারঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

দাতৃণাং ধার্ম্মিকানাঞ্চ শূরাণাং কীর্ত্তিং সদা।
শৃণুয়াৎ তু প্রযত্নেন তচ্ছিদ্রং নৈব লক্ষয়েৎ ॥ ১০১ ।
কালে হিতমিতাহার-বিহারী বিঘসাশনঃ।
অদীনাত্মা চ সুস্বপ্নঃ শুচিঃ স্যাৎ সর্ব্বদা নরঃ ॥ ১০২ ।
কুর্য্যাৎ বিহারমাহারং নির্হারং বিজনে সদা।
ব্যবসায়ী সদা চ স্যাৎ সুখং ব্যায়ামমভ্যসেৎ ॥১০৩
অন্নং ন নিন্দ্যাৎ সুস্বস্থঃ স্বীকুর্য্যাৎ প্রীতিভোজনম্।
আহারং প্রবরং বিদ্যাৎ ষড়্‌রসং মধুরোত্তরম্ ॥১০৪
বিহারং চৈব স্বস্ত্রীভি র্বেশ্যাভির্ন কদাচন।
নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং ব্যায়ামং নতিভির্বয়ম্ ॥ ১০৫ ।
হিত্বা প্রাক্ পশ্চিমৌ যামৌ নিশি স্বাপো বরোমতঃ।
দীনান্ধপঙ্গুবধিরা নোপহাস্যাঃ কদাচন ॥ ১০৬ ।
নাকার্য্যে তু মতিং কুর্য্যাৎ দ্রাক্ স্বকার্য্যং প্রসাধয়েৎ
উদ্‌যোগেন বলেনৈব বুদ্ধ্যা ধৈর্য্যেণ সাহসাৎ।
পরাক্রমেণার্জবেন মানমুৎসৃজ্য সাধকঃ ॥১০৭॥
যদি সিধ্যতি যেনার্থঃ কলহেন বরস্তু সঃ।

দাতা, ধার্ম্মিক, শূরব্যক্তিদিগের গুণানুবাদ যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে, কিন্তু তাঁহাদের ছিদ্র অন্বেষণ করিবেনা। ১০১।

মনুষ্য যথাসময়ে পথ্য ও পরিমিত আহার-বিহারী, দেবাদি নিবেদিত অন্নভোজী, অদীনাত্মা, সুনিদ্র ও সর্ব্বদা শুচি থাকিবেন। ১০২।

নির্জনে আহার-বিহার ও মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবেন, সর্ব্বদা উদ্‌যোগী ও স্বচ্ছন্দে ব্যায়াম করিবেন। ১০৩।

সুস্থ শরীরে অন্ন নিন্দা করিবেনা, প্রীতি ভোজন স্বীকার করিবেন; মধুররসশেষযুক্ত ষড়রস-ভূয়িষ্ঠ আহার শ্রেষ্ঠ জানিবেন। ১০৪।

নিজের স্ত্রীর সহিত বিহার করিবে, বেশ্যাদি সঙ্গ কখনও করিবেনা; নিপুণ ব্যক্তির সহিত নতিদ্বারা বরং ব্যায়াম রূপ যুদ্ধ করিবে। ১০৫।

রাত্রির পূর্ব্ব ও শেষ প্রহর পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইবে; দীন, অন্ধ, পঙ্গু, বধির দেখিয়া কখনও হাস্য করিবে না। ১০৬।

অকার্য্যে মতি দিবেনা, উদ্‌যোগে, বল, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, পরাক্রম ও সরলতা দ্বারা সাহস পূর্ব্বক কার্য্যার্থী মান ত্যাগ করিয়া শীঘ্র স্বকার্য্য সাধন করিবেন। ১০৭।

অন্যথায়ুর্ধন সুহৃদ্ যশঃ সুখহরঃ
স্মৃতঃ ॥১০৮।
নানিষ্টং প্রবদেৎ কস্মিন্ ন ছিদ্রং
কস্য লক্ষয়েৎ।
আজ্ঞা ভঙ্গস্তু মহতাং রাজ্ঞঃ
কার্য্যো ন বৈ ক্বচিৎ ॥১০৯
অসৎ কার্য্য নিযোক্তারং গুরুং
বাপি প্রবোধয়েৎ।
নাতি ক্রমেদতিলঘুং ক্বচিৎ সৎ-
কার্য্য বোধকম্ ॥ ১১০।
কৃত্বা স্বতন্ত্রাং তরুণীং স্ত্রিয়ং
গচ্ছেন্ন বৈ ক্বচিৎ।
স্ত্রিয়ো মূলমনর্থস্য তরুণ্যঃ কিং
পরৈঃ সহ ॥ ১১১ ॥
নপ্রমাদ্যেন্মদদ্রব্যৈর্ন বিমুহ্যেৎ
কুসন্ততৌ।

যদি কলহে কোন অর্থসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে বরং কলহ ভাল; নতুবা কলহে আয়ু, ধন, সুহৃদ, যশ ও সুখ নষ্ট করে, ইহা কথিত হইয়াছে। ১০৮।

কোন লোককে দুর্ব্বচন বলিবে না; কাহারও দোষ লক্ষ্য করিবেনা। মহৎ ব্যক্তির অথবা রাজার আজ্ঞা-ভঙ্গ কদাচ করিবেনা। ১০৯।

অসৎ কার্য্যে নিযোক্তা গুরুকেও উপদেশ দিবে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও কখনও সৎকার্য্য-বোধক কর্ম্মে অতিক্রম করিবেনা, অর্থাৎ ইতর ব্যক্তিকেও উপদেশ দিবে। ১১০।

স্ত্রীকে অরক্ষিত রাখিয়া কখন কোথাও যাইবেনা; স্ত্রী অনর্থের মূল; তাহাতে যদি যুবতী স্ত্রী পরের সহিত থাকে, তাহা হইলে যে অনর্থের মূল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি? ১১১।

সাধ্বী ভার্য্যা পিতৃপত্নী মাতা
বালা পিতা স্নুষা ॥১১২
অভর্তৃকানপত্যা যা সাধ্বী
কন্যা স্বসাপি চ।
মাতুলানী ভ্রাতৃভার্য্যা পিতৃ-
মাতৃ স্বসা তথা ॥ ১১৩ ॥
মাতামহোঽনপত্যশ্চ গুরু-
শ্বশুর-মাতুলাঃ
বালোঽপিতা চ দৌহিত্রো
ভ্রাতা চ ভগিনীসুতঃ
এতেঽবশ্যং পালনীয়াঃ প্রযত্নেন
স্বশক্তিতঃ ॥১১৬॥
অভিভবেঽপি বিভবে পিতৃ-
মাতৃ কুলং সুহৃৎ।
পত্ন্যাঃকুলং দাসদাসী ভৃত্য-
বর্গাংশ্চ পোষয়েৎ ॥১১৭॥
বিকলাঙ্গান্ প্রব্রজিতান্ দীনা-
নাথাংশ্চ পালয়েৎ।

ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্যে কখনও মত্ত হইবে না এবং কুপুত্রে কখনও মমতা করিবে না। সাধ্বী স্ত্রী, বিমাতা, মাতা, অবিবাহিতা কন্যা, পিতা, পুত্রবধূ, বিধবা অপুত্রা সাধ্বীকন্যা, ভগিনী, মাতুলানী, ভ্রাতৃজায়া, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, অনপত্য মাতামহ, গুরু, শ্বশুর, মাতুল, পিতৃহীন বালক, দৌহিত্র, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, এই সকল স্বশক্তি অনুসারে যত্ন পূর্ব্বক পালন করা কর্ত্তব্য। ১১২-১৬।

সম্পত্তি না থাকিলেও এই সকলকে পালন করা কর্ত্তব্য; ধন থাকিলে, শ্বশুর-কুল, দাস-দাসী, ভৃত্যবর্গকেও পোষণ করা কর্ত্তব্য। ১১৭।

কুটুম্বভরণার্থেষু যত্নবান্ন ভবেচ্চ
যঃ, তস্য সর্বগুণৈঃ কিন্তু জীবন্নেব
মৃতশ্চ সঃ ॥ ১১৮ ॥
ন কুটুম্বং ভৃতং যেন নাশিতাঃ
শত্রবোঽপি ন।
প্রাপ্তং সংরক্ষিতং নৈব তস্য কিং
জীবিতেন বৈ ? ১১৯॥
স্ত্রীভির্জিতো ঋণী নিত্যং সু-
দরিদ্রশ্চ যাচকঃ।
গুণহীনোঽর্থহীনঃ সন্ মৃতা
এতে সজীবকাঃ ॥১২০॥
আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুন-
ভেষজম্।
দানমানাপমানং চ নবৈতানি
সুগোপয়েৎ ॥১২১॥
দেশাটনং রাজসভাবেশনং শাস্ত্র-
চিন্তনম্।
বেশ্যাদি দর্শনং বিদ্বন্মৈত্রীং
কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥১২২॥

বিকালঙ্গ, সন্ন্যাসী, দীন, অনাথকেও পালন করিবে; কুটুম্ব-পোষ্য ভরণ জন্য যিনি যত্ন না করেন, তিনি সর্ব্বগুণী হইলেও জীবিত থাকিলেও মৃত। ১১৮।

যিনি পোষ্যবর্গ ভরণ না করেন, শত্রু নাশ না করেন, যিনি প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা না করেন, তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি ? ১১৯

যিনি স্ত্রীজিত, নিত্যঋণী, দরিদ্র, যাচক, গুণহীন, অর্থহীন, তিনি জীবিত থাকিলেও মৃত। ১২০।

আয়ু, ধন, গৃহ-ছিদ্র, মন্ত্র, মৈথুন, ঔষধ, দান, মান ও অপমান, এই নয়টি দ্রব্য গোপনে রাখিবে। ১২১।

দেশপর্য্যটন, রাজ সভায় গমন, শাস্ত্র-চিন্তন, বেশ্যাদি দর্শন ও মৈত্রী, জ্ঞানীপুরুষ

অনেকাশ্চ তথা ধর্ম্মাঃ পদার্থাঃ
পশবো নরাঃ।
দেশাটনাৎ স্বানুভূতাঃ প্রভবন্তি
চ পর্ব্বতাঃ। ॥১২৩॥
কীদৃশা রাজপুরুষা ন্যায়ান্যায়ং চ
কীদৃশং।
মিথ্যাবিবাদিনঃ কে চ কে বৈ
সত্যবিবাদিনঃ ॥১২৪॥
কীদৃশী ব্যবহারস্য প্রবৃত্তিঃ শাস্ত্র-
লোকতঃ।
সভাগমনশীলস্য তদ্বিজ্ঞানং
প্রজায়তে ॥১২৫॥
নাহঙ্কারী চ ধর্ম্মান্ধঃ শাস্ত্রাণাং
তত্ত্বচিন্তনৈঃ।
একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাৎ
কার্য্যনির্ণয়ম্ ॥১২৬॥
স্যাদ্ বহ্বাগমসন্দর্শী ব্যবহারো
মহানতঃ।
বুদ্ধিমানভ্যসেন্নিত্যং বহুশাস্ত্রা-
ন্যতন্দ্রিতঃ ॥১২৭॥

এই সমুদায় আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিবে। ১২২।

এক্ষণে দেশভ্রমণের ফল কহিতেছেন। নানা বিধ ধর্ম্ম, পদার্থ, পশু, মনুষ্য, পর্ব্বত, দেশভ্রমণে জানিতে পারাযায়। ১২৩।

কীদৃশ রাজপুরুষ, কিরূপ ন্যায় ও অন্যায়, কে মিথ্যাবিবাদী, কে সত্যবিবাদী, শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ কীদৃশ ব্যবহারের (ঋণদানাদি বিবাদী বিষয়ের) প্রবৃত্তি, সভাগমনকারী ব্যক্তি জানিতে পারেন। ১২৪ ১২৫।

শাস্ত্র সকলের তত্ত্বচিন্তনে অহঙ্কারী ও ধর্ম্মান্ধ হইবেনা। এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কার্য্য নির্ণয় করিতে পারাযায় না। ১২৬।

বহুশাস্ত্রদর্শী অত্যন্ত লোকতত্ত্বদর্শী হইয়া

তদর্থংতু গৃহীত্বাপি তদধীনা ন
জায়তে।
বেশ্যা তথাবিধা বাপি বশীকর্ত্তুং
নরংক্ষমা।
নেয়াৎ কস্য বশং তদ্বৎ স্বাধীনং
কারয়েজ্জগৎ ॥১২৮॥
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানামর্থ-বিজ্ঞান-
মেব চ।
সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পণ্ডা
প্রজায়তে ॥১২৯॥
দেবপিত্রতিথিভ্যোঽন্নমদত্বা
নাশ্নীয়াৎ কচিৎ।
আত্মার্থং যঃ পচেন্মোহান্নরকার্থং
সজীবতি ॥১৩০॥
মার্গং গুরুভ্যো বলিনে ব্যাধিতায়
শবায়চ।
রাজ্ঞে শ্রেষ্ঠায় ব্রতিনে যানগায়
সমুৎসৃজেৎ ॥১৩১॥

শকটাৎ পঞ্চহস্তং তু দশহস্তং
তু বাজিনঃ।
দূরতঃ শতহস্তং চ তিষ্ঠেন্নাগাদ্
বৃষাদ্ দশ ॥১৩২॥
শৃঙ্গীনাং চ নখিনাংচ দংষ্ট্রীণাং
দুর্জ্জনস্য চ।
নদীনাং বসতৌ স্ত্রীণাং বিশ্বাসং
নৈব কারয়েৎ ॥১৩৩॥
খাদন্নগচ্ছেদধ্বানংনচ হাস্যেন
ভাষণম্।
শোকং নকুর্য্যান্নষ্টস্য স্বকৃতেরপি
জল্পনম্ ॥১৩৪॥
স্ব-শঙ্কিতানাং সামীপ্যং ত্যজেদ্
বৈ নীচ সেবনম্।
সংলাপং নৈব শৃণুয়াদ্ গুপ্তঃ
কস্যাপি সর্ব্বদা ॥১৩৫॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(ক্রমশঃ)

থাকেন, তজ্জন্য আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু শাস্ত্র অভ্যাস করিবেন।১২৭।

বেশ্যা কোন লোকের ধন লইয়াও তাহার অধীন হয় না; বেশ্যা ঐরূপ করিয়াও মনুষ্য সকলকে বশ করিয়া থাকে, কিন্তু সে কাহারও বশ হয় না; মনুষ্য জগৎকে ঐরূপ নিজের অধীন করিবে। ১২৮

পণ্ডিতের সহবাসে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলের অর্থজ্ঞান ও উজ্জ্বল বুদ্ধি হইয়া থাকে।১২৯।

দেবতাকে, পিতৃলোককে ও অতিথিকে অন্ন না দিয়া কখনও ভোজন করিবে না। যিনি নিজের জন্য মোহ বশতঃ পাক করেন, তিনি নরকের জন্য জীবন ধারণ করেন। ১৩০

গুরুকে, বলশালীকে, পীড়িতকে এবং শব, মান্যব্যক্তি, ব্রতী ও যানগামীকে পথ ছাড়িয়া দিবে। ১৩১।

শকট হইতে পঞ্চহস্ত, ঘোটক হইতে দশ হস্ত, হস্তী হইতে শত হস্ত ও বৃষ হইতে দশ হস্ত দূরে থাকিবে। ১৩২।

শৃঙ্গী, নখী, দণ্ডধারী, দুর্জ্জন, নদী ও স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না। ১৩৩

খাইতে খাইতে পথে চলিবেনা, হাস্য করিয়া কথা কহিবে না, নষ্ট দ্রব্যের শোক করিবে না ও নিজকার্য্য কীর্ত্তন করিবে না। ১৩৪।

নিজ হইতে শঙ্কিত লোকের নিকট গমন করিবে না ও নীচ লোকের সেবা করিবে না; কোন লোকের গুপ্ত আলাপ শ্রবণ করিবে না।১৩৫।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

সামবেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অথ তৃতীয় খণ্ডে সেয়ং প্রথমা।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩৭ ২ ৩ ২
অগ্নিং বোবৃধন্তমধ্বরাণাং পুরুতমম্।
২৩ ২ ৩ ১২
অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥১॥

নপ্ত্রে—বন্ধুং—বন্ধুকে।

সহস্বতে—বলবন্তং—বলবান।

বৃধন্তং—জ্বালাভির্বর্দ্ধমানং—জ্বালায় দ্বারা বর্দ্ধিত।

পুরুতমম্—অতিশয়েন বহুমগ্নিং—অধিক অগ্নিকে।

বঃ—যূয়ং—তোমরা (ঋত্বিক্ সকলকে-সম্বোধন)

অচ্ছা—অভিগচ্ছত—প্রাপ্ত হও।

(হে ঋত্বিক্‌গণ!) যিনি যজ্ঞসকলের বন্ধু, বলবান, জ্বালা বর্দ্ধিত ও অধিক পরিমিত (১) সেই অগ্নিকে তোমরা প্রাপ্ত হও।১।

(১) অধিক পরিমিত; কারণ অধিক সমিধাপূ-বায়া বর্দ্ধিত।

অথ দ্বিতীয়া।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষাষ(ং) সদ্বিশ্বংন্য-
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩
ত্রিণম্। অগ্নি র্নো বংসতেরয়িং ২॥

তিগ্মেন—তীক্ষ্ণেণ। শোচিষা—তেজসা—তেজদ্বারা।

অত্রিণং—অত্তারং রাক্ষসাদিকং—রাক্ষসাদি ভক্ষককে।

নিরংসৎ—নিহন্তু—বধ করুন।

নঃ—অস্মভ্যং—আমাদিগকে। রয়িং—ধনং। বংসতে—দদাতু—দেন।

অগ্নি নিজ তীক্ষ্ণ তেজদ্বারা রাক্ষসাদি প্রাণীভক্ষক সকলকে বধ করুন ও আমাদিগকে ধন দান করুন।

অথ তৃতীয়া।

(বামদেব ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অগ্নে মৃড় মহা (ং) অস্য য আ দেব
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যুঞ্জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্ ।৩॥

হে অগ্নে! মৃড়—অস্মান্ সুখময়—আমাদিগকে সুখী-কর। মহান্ অসি—প্রভৃতে ভবসি—প্রভূত হও—উন্নত হও। যঃ—যে তুমি। অয়ঃ—গন্তা—গমনকারী। দেবযুং দেবানাং কাময়িতারং—দেবতা সকলের নিকট কামনাকারীকে। জনং—যজমানং-যজমানকে। বর্হিঃ—দর্ভং—দর্ভাসনকে। আসদম্—(যজ্ঞে) আসত্তুং—গ্রহণ করিবার জন্য। আইয়েথ (১)—আগচ্ছসি—আগমন করিতেছ।

হে অগ্নি! তুমি মহান্ হইতেছ; তুমি এই যজ্ঞে আগমনশীল হইয়া দেবতাদিগের কাময়িতা যজমান প্রদত্ত দর্ভাসন গ্রহণ করিতে আসিতেছ। তুমি আমাদিগকে সুখী কর। ৩॥

অথ চতুর্থী।

(বশিষ্ঠ ঋষি।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে রক্ষাণোঅ(ং) হসঃ প্রতি
৩ ২ ১ ২ ৩ ১
স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈ রজ-
২
রোদহ ॥ ৪ ॥

হে অগ্নে! ত্বং নঃ—অস্মান্। অংহসঃ পাপাৎ। রক্ষা (২) পাহি—রক্ষা কর। (অপিচ হে মহাদেব! দ্যোতমানাগ্নে! অজরঃ—জরারহিতত্বং—তুমি জরা রহিত। রীষতঃ—হিংসতঃ শত্রূন্—হিংসাকারী শত্রুগণকে।

(১) যদি ও লিটের প্রয়োগ কিন্তু লড়ের অর্থ হইবে। যথা "ছন্দসি লঙ্ লুঙ্ লিটঃ।"

(২) সংহিতায়াং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ।

তপিষ্টৈ—অতিশয়েন তাপকৈস্তেজোভিঃ—অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজদ্বারা। প্রতিদহস্ম—ভস্মীকুরু—ভস্মকর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে দ্যোতমান অগ্নি! তুমি জরা রহিত, হিংসাকারী শত্রুগণকে অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজ সকল দ্বারা ভস্ম কর। ৪॥

অথ পঞ্চমী।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১
অগ্নে যুঙ্ক্ষ্বা হিযে তবাশ্বাসো-
২
দেব সাধবঃ।

২ ১ ২ ৩ ১ ২
অরংবহং ত্যাশবঃ। ৫॥

হে দেব!—দ্যোতমান! অগ্নে! (ভাসমান্) যুঙ্ক্ষ্ব—আত্মীয়ে রথে যোজয়—নিজরথে যোজনাকর।

যে তব—ত্বদীয়া। সাধবঃ—সাধকাঃ। অশ্বাসঃ—অশ্বাঃ। আশবঃ—ক্ষিপ্রগামিনঃ শীঘ্রগামী। অরং—অলং-পর্য্যাপ্তং (ত্বদীয়ং রথং) বহন্তি।

হে দ্যোতমান! হে অগ্নে! যাঁহারা তোমার সাধন করেন ও যাঁহারা তোমার রথ উত্তমরূপে বহন করেন, সেই সকল দ্রুতগামী সাধকরূপ অশ্বগণকে নিজ রথে যোজনা কর। ৫॥

এই ঋকের এই রূপ অর্থ হইতে পারে—হে দেব! যে সকল সাধক স্ব স্ব ভোগায়তন স্থূল শরীর রূপ তোমার রথ

যথাবিহিত সৎকর্ম্ম-দ্বারা বহন করিতেছেন, অর্থাৎ নিয়ত তোমার নিকট অগ্রগামী হইতেছেন, তাঁহাদিগকে তুমি স্বস্ব ভোগায়তন স্থূল শরীরেই সোঽহং রূপ জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা, অর্থাৎ "সেই অগ্নি আমি" এই জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা যোজনা করিয়া দাও, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত করিয়া দাও।

অথ ষষ্ঠী।

(বশিষ্ঠ ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২
নিত্বা লক্ষ্য বিশ্পতে দ্যুমন্তং
৩ ২
ধীমহে বয়ম্।
৩ ১২
সুবীরমগ্ন আহুত। ৬॥

লক্ষ্য!—উপগন্তব্য! ব্যাপক! বিশ-পতে—বিশাংপতে। মনুষ্য সকলের পতি!

আহুত—সর্ব্বৈর্যজমানৈরভিহুত! হে অগ্নে! দ্যুমন্তং—দীপ্তিমন্তং। সুবীরং—কল্যাণস্তোতৃকং তোমার শুভদস্তবকারী আছে। ত্বা—ত্বাং। বয়ং নিধীমহে—নিহিত-বন্তঃ—নিহিত করিলাম।

হে ব্যাপক! হে মনুষ্য সকলের পতি! সকল যজমান কর্ত্তৃক অভিহুত! হে অগ্নে! তোমার উত্তম স্তবকারী আছে। দীপ্তিমন্ত তোমাকে আমার এই যজ্ঞে নিহিত করিলাম। ৬॥

অথ সপ্তমী।

(বিরূপ ঋষিঃ)

৩২ ৩২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩২
অগ্নি মূর্দ্ধাদিব ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা
৩ ২
অয়ম্।
৩১ ২র
অপা(ং) রেতা(ং)সি জিন্বতি। ৭॥

মূর্দ্ধা—দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ। দিবঃ—দ্যুলোকস্য ককুৎ—উচ্ছ্রিতঃ—উন্নত স্থান। পৃথিব্যাচ পতিঃ। অয়ং অগ্নিঃ। অপাং রেতাংসি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি। জিন্বতি—প্রীণয়তি—পরিতৃপ্ত করেন।

অগ্নি দেবগণের শ্রেষ্ঠ দ্যুলোকের ককুৎ স্বরূপ ও পৃথিবীর (মনুষ্য-লোকের) পালনকর্ত্তা। ইনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

[দ্যুলোকের ককুৎ স্বরূপ অর্থাৎ বৈশ্বানরাগ্নি সূর্য্যরূপে দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে এরূপ প্রকাশিত হইতেছেন, যেন তিনি একটি ককুৎ স্বরূপ, অর্থাৎ যেরূপ ককুৎ বৃষের পরিচায়ক, তদ্রূপ বৈশ্বানরাগ্নি সূর্য্যও দ্যুলোকের পরিচায়ক।]

[সূর্য্য মনুষ্যের পালনকর্ত্তা, কারণ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" সূর্য্য দ্বারা জলাকর্ষণ, তাহা হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য শস্য হইতে প্রজা-পালন।]

অথাষ্টমী।

(শুনঃ শেপ ঋষিঃ।)

৩২ ৩২উ ৩১২ ৩১ ২৩ ২র
ইমমূষুত্বমস্মাক(ং) সনিং গায়ত্রং
২র
নব্যা(ং) সম্।

১২ ৩২৩ ১২
অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ। ৮॥

হে অগ্নে! ত্বং অস্মাকং—অস্মাৎ সম্বন্ধিনং—আমাদের সম্বন্ধীয়। ইমম্ভূষু—পুরোদেশে অনুষ্ঠীয়মানমপি অগ্রে অনুষ্ঠীয়মান ও অনিং—হবির্দানং—ঘৃত প্রদানকে। নব্যাসং—নবতরং। গায়ত্রং—স্তুতিরূপং বচোপি—স্তুতিরূপবাক্যকে। দেবেষু—দেবানং অগ্রে—দেবতাদিগের অগ্রে। প্রবোচঃ প্রব্রূহি—বল।

অগ্নি! তুমি আমাদের অগ্রে অনুষ্ঠীয়মান নূতনতর হবিঃ প্রদান ও স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের অগ্রে বলিয়া দাও।

অথ নবমী।

(গোপবনঃ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
তং ত্বা গোপবনোগিরা জনিষ্ঠদগ্নে
অঙ্গিরঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
সপাবক শ্রুধীহবম্।

হে অগ্নে! তং ত্বং—ত্বাং। গোপবনঃ—গোপবন ঋষি। গিরা-স্তুত্যা—স্তুতিদ্বারা জনিষ্ঠৎ—জনয়তি—বর্দ্ধয়তি। অঙ্গিরঃ—সর্ব্বত্র গন্তঃ, অঙ্গিরসাং পুত্রোবা—সর্ব্বত্রগন্তঃ অথবা অঙ্গিরসের পুত্র। হে পাবক—হে শোধক! হবং—গোপবনস্য আহ্বানং—গোপবনের আহ্বানকে—শ্রুধি—শৃণু। অগ্নি! তোমাকে গোপবন ঋষি স্তুতিবাক্য দ্বারা বাড়াইতেছে। হে অঙ্গির! হে শোধক! তুমি একণে গোপবনের আহ্বান শ্রবণ কর। ৯॥

অথ দশমী।

(বামদেব ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যাঃ ন্যক্রমীৎ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥১০॥

বাজপতিঃ—বাজানামন্নানাং পতিঃ পালকঃ ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষাকর্ত্তা। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী মেধাবীবা—মেধাবী। দাশুষে—হবির্দত্তবতে যজমানায়—হবিঃ দানকারী যজমানকে রত্নানি—রমণীয়ানি ধনানি দধৎ প্রযচ্ছন্—দান করিয়া। অগ্নিঃ। হব্যানি—হবীংষি—হবিকে। পর্য্যাক্রমীৎ—পরিক্রামতি—ব্যাপ্নোতি।

অগ্নি সমুদায় ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষাকর্ত্তা মেধাবী অথবা দূরদর্শী। তিনি হবিদাকারী যজমানকে রমণীয় ধন দান করি তাঁহাদের হবি সকলে ব্যাপ্ত হইয়া রয়াছেন।

---

(১) ঊরু পাদপূরণ।

অথৈকাদশী।

(কণ্বঋষিঃ)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২ ২
উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি
৩ ১ ২
কেতবঃ।
৩ ১র ২র৩ ১ ১
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্। ১১ ॥

কেতবঃ—প্রজ্ঞাপকাঃ,সূর্য্যং—সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং—সকলের প্রেরক আদিত্যকে। উদ্বহন্তু—উর্দ্ধংবহন্তি—উর্দ্ধে বহন করে। উ—পাদপূরণে। বিশ্বায়—বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায়—সকল বিশ্বকে। দৃশে—দ্রষ্টুং। ত্যং—তং প্রসিদ্ধং—সেই প্রসিদ্ধকে। জাতবেদসং—জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং, জাতধনং বা—প্রাণিসকলের জ্ঞাতাকে। দেবং—দ্যোতমানং।

সেই প্রসিদ্ধ জাতবেদা অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের জ্ঞাতা অগ্নিরূপী সূর্য্য সমুদায় বিশ্বকে দর্শনজন্য অর্থাৎ আলোকিত করিবার জন্য তাঁহার রশ্মিরূপী ঘোটক সকলকে উর্দ্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

অথ দ্বাদশী।

(মেধাতিথি ঋষিঃ)

৩ ২ ৩ ১র ১র৩ ১২ ৩ ২
কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবমমীবচাতনম্। ১২ ॥

হে স্তোতৃসঙ্ঘ! অধ্বরে—ক্রতৌ—যজ্ঞে। অগ্নিং। উপস্তুহি—উপেত্য স্তুতিং কুরু—আসিয়া স্তব কর।

কবিং—মেধাবিনং। সত্যধর্ম্মাণং—সত্য বচন রূপেণ ধর্ম্মেণোপেতং—সত্যবচনরূপে ধর্ম্মাক্রান্ত। দেবং দ্যোতমানং। অমীবচাতনং—অমীবানাং হিংসকানাং শত্রূণাং বা ঘাতকং—হিংস্রক জন্তুর অথবা শত্রুঘাতক।

হে স্তোতৃগণ! তোমরা যজ্ঞে সত্যধর্ম্ম-হিংস্রক জন্তুগণ-ঘাতক অগ্নিদেবের নিকট আসিয়া স্তব কর।

[অগ্নি "সত্যধর্ম্মা" বলিলে, এ অগ্নি পঞ্চমহাভূতের তৃতীয় মহাভূতাগ্নি হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, কারণ সে অগ্নি জড়। বেদের মন্ত্রভাগে অগ্নি. বায়ু প্রভৃতি "যে সকল জড়পদার্থের মধ্যে যে সর্ব্বময় পরমাত্মা বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাকে দেখিবার অন্য উপায় নাই, তাঁহাকে যে কোন জড়পদার্থ অবলম্বন করিয়া হউকনা কেন, যে কোন রূপ ও নাম দিয়া হউকনা কেন, একবার সমাধিপূর্ব্বক দর্শন করিতে পারিলেই বাসনা পূর্ণ হইবে। এই দৃঢ় নিশ্চয় আর্য্যজাতির বৈদিক সম্প্রদায় হইতে পুরাণ-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।]

অথ ত্রয়োদশী।

(সিন্ধু দ্বীপোঽম্বরীষো বা ত্বত-আপ্ত্যো বা ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শন্নো দেবী রভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু-
৩ ১ ২ ২উ ৩ ১ ২
পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ। ১৩।

নঃ—অস্মাকং (পাপাপনোদদ্বারেণ) শং—সুখং। ভবন্তু। দেবীঃ—দেব্যঃ আপঃ-

জলদেবীগণ। অভিষ্টয়ে—অস্মদ্‌যজ্ঞায় ভবন্তু—আমাদের যজ্ঞের জন্য হউন। নঃ—অস্মৎ সম্বন্ধিনে, পীতয়ে—পানায়। শং—সুখং ভবন্তু। তথা, শং—উৎপন্নানাং রোগানাং শমনং। যোঃ—যাপনং অনুৎপন্নানাং পৃথক্‌করণং চকুর্ব্বন্তু। নঃ—অস্মাকং। অভি—উপরি স্রবন্ত, শত্যার্থং সিঞ্চন্তু।

জলদেবী আমাদের পাপ দূর করিয়া আমাদের যজ্ঞের জন্য সুখদায়িনী হউন। আমাদের পানের জন্য সুখ-প্রদায়িনী হউন। উৎপন্ন রোগের শমন ও অনুৎপন্ন রোগ (১) নিবারণ করুনও আমাদের উপর সর্ব্বদা শান্তিজল সেচন করুন।

অথ চতুর্দ্দশী।

(উশনা ঋষিঃ)

১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২
কস্য নূনং পরীণসিধীয়োজিন্বসি-
১ ২ ৩ ১ ২ ৩
সৎপতে। গোষাতা যস্য তে
১ ২
গিরঃ ।১৪।

হে সৎপতে—সতাংপতে! অগ্নে! নূনং—ইদানীং। কস্য—কীদৃশস্য জনস্য। পরীণসি—ব্রহ্মণি। ধিয়ঃ—কর্ম্মাণি। জিন্বসি—প্রীণয়সি। যস্য তে—তব সম্বন্ধিন্যঃ গিরঃ—স্তুতয়ঃ। গোষাতা—গোসাতৌ—গবাং লাভে ভবন্তু খলু। তস্মাৎ- ত্বং কুত্র তিষ্ঠসি? অস্মাকং ইদানীং গবিচ্ছা প্রবর্ত্ততে।

হে সৎপতে অগ্নে! এক্ষণ কিরূপ যজমান ব্রাহ্মণে কর্ম্ম সকল সফল করিতেছে? তোমার সম্বন্ধীয় স্তবগুলি গোধন লাভে সমর্থ হউক। তজ্জন্য তুমি কোথায় আছ? আমাদের এক্ষণ গোধন-লাভেচ্ছা হইতেছে।

ইতি তৃতীয়া দশতি। †

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১) রোগ তিন প্রকার, যথা—অতীত, আগত ও অনাগত।

† 'দশতি' বলিতে দশটি মন্ত্র বুঝায়, কিন্তু এ স্থানে ১৪টি মন্ত্র হইয়াছে; এরূপ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে।

স্মরণ-মাহাত্ম্যম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।—

দৃষ্ট্বা তস্মৈন দেবেশি স্মরাম্যেনং তু নিত্যশঃ।
তৃষ্ণাতুরো যথৈবাম্ভস্তদ্বদ্ বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ১ ॥
হিমেনাকুলিতং বিশ্বং স্মরত্যগ্নিং যথা তথা।
স্মরন্তি সততং বিষ্ণুং পিতৃ-দেবর্ষি-মানবাঃ ॥ ২ ॥
পতিব্রতা যথা নারী পতিং স্মরতি নিত্যশঃ।
তথা স্মরামি দেবেশি বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥
দূরস্থোঽপি যথা গেহং চাতকো জলদং যথা।
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মবিদস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৪ ॥
হংসা মানসমিচ্ছন্তি ঋষয়ঃ স্মরণং হরেঃ।
ভক্তাশ্চ ভক্তিমিচ্ছন্তি তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৫ ॥
বৈষ্ণবাশ্চ যথা ভক্তিং পশবশ্চ যথা তৃণম্।
ধর্ম্মমিচ্ছন্তি বৈ সন্তস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৬ ॥
যথা ব্যসনিনো মারং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্।
প্রাণিনাং বল্লভো দেহো যত্র আত্মাঽবতিষ্ঠতে ॥
আয়ুর্বাঞ্ছন্তি বৈ জীবাস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
ভ্রমরাশ্চ যথা পুষ্পং চক্রবাকা দিবাকরম্।
যথাত্মবল্লভাঃ ভক্তিং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ৮ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে দেবর্ষি! তৃষাতুর ব্যক্তি যেরূপ জল বাসনা করে, আমিও তদ্রূপ যাথার্থ্যদর্শন করিয়া প্রতিদিন বিষ্ণু স্মরণ করিয়া থাকি। ১।

বিশ্ব শীতে আকুলিত হইলে, লোক যেরূপ অগ্নি স্মরণ করে, তদ্রূপ পিতৃ-দেবর্ষি-মানবগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। ২।

যেরূপ পতিব্রতা নারী সর্ব্বদা স্বামীচিন্তা করেন, তদ্রূপ আমি বিশ্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে চিন্তা করি। ৩।

যেরূপ দূরস্থ ব্যক্তি গৃহকে, চাতক যেরূপ মেঘকে, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম-বিদ্যাকে স্মরণ করেন, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ৪।

যেরূপ হংস সকল মানস-সরোবর, ঋষিকুল হরির স্মরণ, ভক্তসকল ভক্তি ইচ্ছা করেন; যদ্রূপ বৈষ্ণব সকল ভক্তি, পশু সকল তৃণ, সাধু সকল ধর্ম্ম, ব্যসন-প্রাপ্ত যেরূপ কন্দর্পকে বাসনা করেন, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। জীবের প্রিয় দেহ—যাহাতে আত্মা থাকেন, সেই দেহকে ও আয়ুকে জীব যেরূপ বাসনা করে, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ভ্রমর সকল যেরূপ পুষ্পকে, চক্রবাক দিবাকরকে, যেরূপ আত্মারাম ভক্তিকে, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ৫—৮।

অন্ধেনাকুলিতা লোকা দীপং
বাঞ্ছন্তি বৈ যথা।
তথৈব পুরুষা লোকে স্মরণং
কেশবস্য চ ॥ ৯ ॥

যথা শ্রমার্ত্তা বিশ্রামং নিদ্রাং
ব্যসনিনো যথা।
যথালস্যোজ্ঝিতা বিদ্যাং তথা
বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ১০॥

মাতঙ্গাঃ পার্ব্বতীং ভূমিং সিংহা
বনগজাদিকম্।
তথৈব স্মরণং বিষ্ণোঃ কর্ত্তব্যং
পাপভীরুভিঃ ॥ ১১ ॥

সূর্য্যকান্তরবের্যোগাদ্বহ্নিস্তত্র প্র-
জায়তে।
এবং বৈ সাধুসংযোগাদ্ধরৌ ভক্তিঃ
প্রজায়তে ॥ ১২ ॥

তামসাবৃত জগৎ যেরূপ দীপ ইচ্ছা করে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ কেশবের স্মরণ করেন। ৯।

শ্রমার্ত্ত যদ্রূপ বিশ্রামকে, ব্যসনগ্রস্ত যেরূপ নিদ্রাকে, যেরূপ অলস ব্যক্তি ত্যক্ত বিদ্যাকে বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ১০।

মাতঙ্গ যেরূপ পার্ব্বত্য ভূমিকে, সিংহ যেরূপ বন ও গজাদিকে বাসনা করে, তদ্রূপ পাপ-ভীত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবেন। ১১।

সূর্য্যকান্তমণি যেরূপ সূর্য্য-সংযোগে বহ্নি উৎপাদন করে, তদ্রূপ সাধু-সংসর্গে শ্রীহরিতে ভক্তি উৎপন্ন হয় ১২ ॥

শীতরশ্মি-শিলা যদ্বচ্চন্দ্র-
যোগাদপঃ স্রবেৎ।
এবং বৈষ্ণবসংযোগাদ্ভক্তির্ভবতি
শাশ্বতী ॥ ১৩ ॥

কুমুদ্বতী যথা সোমং দৃষ্ট্বা পুষ্পং
বিকাশতে।
তদ্বদ্দেবে কৃতা ভক্তির্মুক্তিদা
সর্ব্বদা নৃণাম্ ॥ ১৪ ॥

যথা নলস্য সংত্রস্তা ভ্রমরী
স্মরণং চরেৎ।
তেন স্মরণ-যোগেন নল-সারূপ্য-
তামিয়াৎ ১৫ ॥

গোপীভির্জারবুদ্ধ্যা চ বিষ্ণোশ্চ
স্মরণং কৃতম্।
তাশ্চ সাযুজ্যতাং নীতাস্তথা বিষ্ণুং
স্মরাম্যহম্। ১৬ ॥

চন্দ্রকান্তমণি যদ্রূপ চন্দ্র-সংযোগে জল স্রাব করে, তদ্রূপ বৈষ্ণব সংযোগে শাশ্বতী ভক্তি উৎপন্ন হয়।১৩।

কুমুদফুল যদ্রূপ চন্দ্র দর্শন করিয়া বিকশিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।১৪।

যদ্রূপ নলের ত্রাসে ভ্রমরী তাহার স্মরণ করে ও সেই স্মরণ বলে তদাকারতা প্রাপ্ত হয়।১৫।

গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে বিষ্ণুর স্মরণ করিয়াছিলেন ও সেই স্মরণ-বলে বিষ্ণু-সাযুজ্যতা প্রাপ্ত হইলেন, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণু স্মরণ করি।১৬।

কেহপিবৈ দুষ্টভাবেন ছদ্মভাবেন কেচন।
কে চাপি লোভভাবেন নিঃস্পৃহা-শৈচব কেচন।
ভক্ত্যা বা স্নেহভাবেন দ্বেষভাবেন বা পুনঃ ॥ ১৭ ॥
কেহপি স্বামিত্ব ভাবেন বুদ্ধ্যা বা বুদ্ধি-পূর্ব্বকৈঃ।
যেন কেনাপি ভাবেন চিন্তন্তি জনার্দ্দনম্। ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্। ১৮।
অহো বিষ্ণোশ্চ মাহাত্ম্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
যদৃচ্ছয়াহপি স্মরণং ত্রিধামুক্তি-প্রদায়কম্ ॥ ১৯ ॥

কেহবা দুষ্টভাবে, কেহবা ছদ্মভাবে, কেহবা লোভে, কেহবা স্পৃহভাবে, কেহ ভক্তিতে, কেহ স্নেহভাবে, কেহবা দ্বেষভাবে, কেহ স্বামিভাবে, কেহবা বুদ্ধিপূর্ব্বক, যিনি যে কোন ভাবে জনার্দ্দনকে চিন্তা করুন না কেন, তিনি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া সনাতন বিষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকেন। অহো! বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ! যদৃচ্ছা ক্রমে স্মরণ করিলেও তিন প্রকারে মুক্তি লাভ হয়। ধন, ঐশ্বর্য্য কিম্বা বিপুল বুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত

ন ধনেন সম্বন্ধেন নবৈ বিপুলয়া ধিয়া
একেন ভক্তি-যোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ।
সান্নিধ্যেহপি স্থিতোদূরে নেত্রয়োঃ রঞ্জনং যথা ॥ ২০ ॥

হওয়া যায় না, একমাত্র ভক্তিযোগে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দর্শন করিতে পারা যায়! তিনি নিকটে থাকিলেও দূরে থাকেন,—যেরূপ চক্ষের অঞ্জন।১৭—২০।

[শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে চিন্তা করুন না কেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যথা—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥
(শ্রীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ১ অঃ ২৯)

শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষ করিয়াও যদি মনুষ্য তাঁহার পদ লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরায়ণজন যে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরণ্।
শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিং পুনস্তৎ-পরায়ণঃ ॥
(গরুড় পুরাণে ২৩৫ অধ্যায় ১৯)

এই নাম পরিহাসে, সঙ্কেতে, অনাদরে, হেলায় গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ নষ্ট হয়।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভ-
হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘ-
হরং বিদুঃ ॥১৪॥

(শ্রীভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে—২ অধ্যায়ে।)

অন্যত্র পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে—

নামৈকং যস্যবাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলংগতং বা। শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ॥

একনাম প্রসঙ্গ ক্রমে যাঁহার বাক্যে, স্মরণপথে আইসে, অথবা শ্রবণমূলে আইসে, উহা শুদ্ধ, অশুদ্ধবর্ণ, ব্যবহিত রহিত হইলেও মনুষ্যকে ত্রাণ করে, ইহা সত্য। ("ব্যবহিত রহিত" অর্থাৎ নারায়ণ শব্দ কিঞ্চিৎ উচ্চারণান্তর প্রসঙ্গক্রমে অন্য শব্দ ব্যবধান রহিত) এইজন্য অজামিল মৃত্যু-সময়ে পুত্রের নাম 'নারায়ণ' উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন। এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতে দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পাছে অন্যের সংশয় হয়, এইজন্য মহাত্মা পরীক্ষিৎও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পাপ-সংশয় তাঁহার পবিত্র মনে কখনও উদয় হয় নাই, কারণ তিনি বিষ্ণুরাত নামে খ্যাত। নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণে পরীক্ষিৎ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ-
ভবদ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুপূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কলিপতি
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥

(পদ্যাবল্যাং।)

যিনি শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও তাঁহার লীলা শ্রবণ জন্য সপ্তাহকাল নিরম্বু ছিলেন—

নৈষাতিদুঃসহাক্ষুন্মাং ত্যক্তো-
দমপিবাধতে।
পিবন্তংত্বন্মুখাম্ভোজ চ্যুতংহরি-
-কথামৃতম্ ॥

(১০স্ক ১অ ১১।)

সে পরীক্ষিতের মনে কখনও ঈদৃশ পাপ-সংশয়ের উদয় হইতে পারে না এবং যে শুকদেব—যাঁহার শ্রীকৃষ্ণনামে পদে পদে অশ্রু-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ হইতেছে, সে মহাত্মা শুকদেব যে শ্রীকৃষ্ণচরিতে অশ্রাব্য কথার যোজনা করিবেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদের পাপ-বুদ্ধি, সুতরাং পাপকথা—পাপসংশয় প্রথমেই মনে হয়; ভক্ত-হৃদয়ে কখনও এরূপ সংশয় হয় না। পাছে সভাস্থ অন্যের মনে পাপ-সংশয়-উদয় হয়, তজ্জন্যই পরীক্ষিৎ মহাশয়ও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়ে-
তরস্যচ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন
জগদীশ্বরঃ
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভি
রক্ষিতা।

প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্ষণং ॥ ২৭ ॥
আপ্তকামো যদুপতিঃকৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃসংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥

ইহাতে বৈষ্ণবতোষণী বলেন—

"তস্মাৎ তত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ সন্দেহ বিতর্কা তেষামেব হিতার্থং তমুত্থাপ্য স্বসন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি।"

তিনি নিজের সন্দেহ ছলে সেইস্থানে কোন কোন লোকের মনে সন্দেহ-তর্ক হরিয়া, তাঁহাদেরহিতার্থ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু এ সন্দেহ ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না; ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাস করিয়া থাকেন; সে পবিত্র স্থানে কখনও পাপ-সন্দেহ-উদয় হইতে পারে না। এইজন্য ভক্তের প্রাধান্য অধিক।

পৃথ্বীতাবদিয়ং মহৎসু মহতী-তদ্বেষ্টনং বারিধিঃ
পীতোঽসৌ কলসোদ্ভবেন মুনিনা স ব্যোম্নি খদ্যোতবৎ।
তদ্বিষ্ণো র্দনুজারিনাথমথনে-পূর্ণং পদংনাভবৎ।
তদ্দেবো বসতি ত্বদীয় হৃদয়ে তত্তো মহাত্মাপরঃ ॥ (১)

অর্থাৎ পৃথিবী অত্যন্ত বড়, কিন্তু তাহাকেও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে; ঐ সপ্ত সমুদ্রকেও অগস্ত্য মুনি পান করিয়াছিলেন, সেই মুনিও আকাশে খদ্যোতবৎ; সেই আকাশও বলি-মথনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণপদ প্রাপ্ত হন নাই; (কারণ বলি রাজা ত্রিপদ-ভূমি শ্রীকৃষ্ণকে দান করিয়াছিলেন; একপদে মর্ত্ত ও অন্যপদে স্বর্গ, তৃতীয় পদের স্থান-অভাব হইয়াছিল); সেই দেব তোমার (কোন সাধুর) হৃদয়ে বাস করেন, সুতরাং সাধু অপেক্ষা মহৎ আর নাই।

তজ্জন্য পূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিয়াছেন "কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহ সমুদ্ভূতমালক্ষ্য তচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি"—

কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি লোকের হৃদয়ে সন্দেহ সমুদ্ভুত দেখিয়া, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী পুরুষদিগের মাত্র এ সন্দেহ হইয়া থাকে; ভক্তের এ সন্দেহ হয়না; কারণ তিনি ভক্তের ধন। এক্ষণে দেখা যাউক যে, শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ দেহের লীলা। তাহা কি প্রাকৃত দেহ অথবাঅপ্রাকৃত দেহ; তাহা কি আমাদের ন্যায় মাংসাসৃকপূযবিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিময় দেহ অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১) এই শ্লোকটি আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর পিতৃস্বসার "গুরুমার" মুখে প্রথম শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বার্দ্ধক্য বশতঃ সমুদয় কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিনাই। যাহা বুঝিয়াছিলাম, লিখিলাম, কোন পাঠক মহোদয়ের এই শ্লোকটি জানা থাকিলে ও ইহা অশুদ্ধ বোধহইলে, কৃপাকরিয়া আমায় সংবাদ দিলে পরমোপকৃত হইব। এই শ্লোকটি এই ভাবেই পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ভ-গোল পরিচয়।

৫ম পাঠ—১ম প্রপাঠক।

তারা।

নাম।—পরিচয়ের সুবিধার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক অট্টালিকা, পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর, পৃথক্ পৃথক্ নাম পাইয়াছে। যথা বিশ্ববিদ্যালয় চেৎলা, কালীঘাট, ভবানীপুর, কলিকাতা এবং সন্নিহিত পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর সংহতির দেশ-বাচক এক এক নাম হইয়াছে, যথা—বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা।

পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভ-গোলের প্রধান প্রধান তারাগণের ও গুচ্ছক ও তারকাস্তবকের এবং বাষ্পস্তবকের নামকরণ হইয়াছে, যথা—ধ্রুবতারা, গুচ্ছক, কৃত্তিকা এবং তারকা-স্তবক, মধুচক্র, বাষ্পস্তবক, স্তবকরাজী ইত্যাদি। প্রত্যেক সন্নিহিত তারাগণ, গুচ্ছক, তারকাস্তবক ও বাষ্পস্তবক-সংহতির এক এক মণ্ডলবাচক নাম আছে। যথা শিশুমার মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল ইত্যাদি। ভ-চক্রস্থিত ১২টী মণ্ডলের বিশেষ নাম রাশি এবং ঐ ১২টী মণ্ডল রাশি নামে পরিচিত। মেষরাশি, বৃষরাশি ইত্যাদি। ১২টী রাশির সাধারণ নাম ভ-গণ।

সংখ্যা।—ভ-গোলে চন্দ্র-সূর্য্য ব্যতীত যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্ক আছে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে তাহাদের মধ্যে ৭১২১ তারা এবং কয়েকটী তারকাস্তবক এবং ২১টী বাষ্পস্তবক মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চাক্ষুষ দৃষ্টিতে তারাগুলির আকার টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানির মত, গুচ্ছকগুলির আকার বয়ট চক্রবৎ এবং তারাস্তবক ও বাষ্পস্তবকগুলির আকার মেঘখণ্ডবৎ, ধূমকেতুগুলির আকার সম্মার্জ্জনী বৎ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ভ-গোলের তারা-সংখ্যা ৩ সহস্র কোটি গণনা করা যায়।

জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, ঘন আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চতুর্দ্দশ লক্ষগুণ বড়, এবং সূর্য্য অপেক্ষা বহুতর তারা অতি বৃহত্তর। কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা শতগুণ বড়, কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বড়।

ঘন আয়তন অনুসারে তারাগণ বিভাগ করিলে, দেখা যায় যে, মৃগব্যাধ লুব্ধক তারা, যোগতারা অভিজিৎ, পদতারা, প্রভাসতারা এবং যোগতারা শ্রবণা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এবং এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ নীলাভ শ্বেত বর্ণ। এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ উজ্জ্বলতম এবং অধিকতম চাকচিক্যময়। লুব্ধক ভ-গোলের শিরোমণি। আয়তনে লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা অন্যূন ৫০০গুণ বড়।

ঘন আয়তন অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ পীত বর্ণ; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ চাকচিক্যময় নহে। সুতরাং ব্রহ্মহৃৎ তারা, যোগ তারা, রোহিণী ও স্বাতী প্রভৃতি এই শ্রেণীর তারা এবং আমাদিগের সূর্য্যও এই নিম্ন-শ্রেণীর তারা।

৩য় শ্রেণীর তারাগণের পৃষ্ঠদেশ সাময়িক কলঙ্কে আবৃত হয় এবং ইহাদিগের কলঙ্কের সংখ্যা ও বিস্তৃতি অধিকতর। এ জন্য এই ৩য় শ্রেণীর তারাগণের উজ্জ্বলতার অধিকতর পরিবর্ত্তন ঘটে। কলঙ্কের প্রাদুর্ভাব হইলে তারা মলিন ও ম্লান-দৃক। আবার কলঙ্কের

অভাব হইলে, তারা উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ তারা বহুরূপ তারা। এই শ্রেণীর তারাগণ লোহিত বর্ণ, এবং সম্ভবতঃ আমাদের সূর্য্যাদি পীতবর্ণ তারা অপেক্ষা ইহাদের উত্তাপ ন্যূনতর।

তারা-জগতে এই তিন শ্রেণীর তারাই প্রধান; চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। সুতরাং আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ অবশ্যই ঘন আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি সহকারে অপর বহু শ্রেণীর তারা আবিষ্কৃত হইবেক। যতদূর আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতেই বিদিত হয় যে, তারাগণের নির্ম্মাণ-প্রকার এক নহে। গ্রহগণ মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে, সূর্য্যগণ (তারাগণ) মধ্যে তদ্রূপ নানাবিধ প্রকার-ভেদ আছে। আয়তন-ভেদ, অবস্থা-ভেদ, আলোক-ভেদ, উত্তাপ-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, গতি-ভেদ ইত্যাদি নানাবিধ ভেদ-লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ঘন আয়তন অনুসারে তারাগণের তালিকা।

১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	২য় শ্রেণী পীত বর্ণ।	৩য় শ্রেণী লোহিত বর্ণ।
লুব্ধক।	পুলস্ত্যতারা।	ব্রহ্মহৃৎ।	যোগতারা অনুরাধা।
যোগতারা অভিজিৎ।	পুলহ তারা।	যোগতারা স্বাতী।	যোগতারা আর্দ্রা।
পদ তারা।	অত্রি তারা।	যোগতারা রোহিণী।	মার তারা।
যোগতারা শ্রবণা।	বশিষ্ট তারা।	ধ্রুবতারা।	কালিয় তারা।
যোগতারা চিত্রা।	মরীচি তারা।		লোপামুদ্রা।
মৎস্যমুখ তারা।	অঙ্গিরা তারা।		
যোগতারা মঘা।			
বিষ্ণুতারা।			
স্পর্শমণি।			

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সমস্তরে অবস্থিত বোধ হয়।

দূরত্ব।—জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র গড়ে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত, সূর্য্য প্রায় ১০ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু তারাগণ কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা শত গুণ দূরে, কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা সহস্র গুণ দূরে, কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা লক্ষ গুণ দূরে, কোনটীবা ৫০ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত।

আলোক প্রতি ২।৷ পলে (এক সেকেণ্ডে) ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গমন করে। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীতে আসিতে ২১ পল (৮৷৷ মিনিট) সময় লাগে। কিন্তু কোন তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে তিন বৎসর, কোন তারা হইতে ৪ বৎসর, কোন তারা

হইতে দশ বৎসর, কোন তারা হইতে বিশ বৎসর, কোন তারা হইতে ত্রিশ বৎসর, কোন তারা হইতে ৪০ বৎসর, কোন তারা হইতে প্রায় ৫০ বৎসর সময় লাগে। আবার কোন তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে শত-সহস্র বৎসর লাগিতে পারে! ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মানবের চাক্ষুস দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। তিন সহস্র কোটী তারা মধ্যে আমরা ৭১৯১টী তারা মাত্র দেখিতে পাই। পৃথিবী অপেক্ষা শত সহস্রগুণ বড় জ্যোতিষ্ককে আমরা সিকি দুয়ানির আকারে দেখি; এবং শত সহস্র কোটী মাইল দূরস্থিত তারাকে আমরা ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরস্থিত চন্দ্রের সমদূরে দেখি।

পৃথিবীর সন্নিহিত তারাগণের দূরত্বের তালিকা।

তারার নাম।	দূরত্বের পরিমাণ, সূর্য্য দূরত্বের কতগুণ।	তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিবার সময়।	দূরত্বের মাইল।
জয় তারা।	২ লক্ষ ৭৫ হাজার।	৪' ৩ বৎসর।	২৫½ শত কোটি।
৬১ বকমণ্ডল।	৪ ,, ৬৯ ,,	৭' ৪ ,,	৪৩½ ,,
লুব্ধক।	৬ ,, ২৫ ,,	৯. ৯ ,,	৫৮ ,,
প্রভাস তারা।	৭ ,, ৬১ ,,	১২. ,,	৭০½ ,,
যোগতারা রোহিণী।	৮ ,, ৭৪ ,,	১৩' ৮ ,,	৮১ ,,
যোগতারা শ্রবণা।	১০ ,, ৮৬ ,,	১৭' ১ ,,	১০৩ ,,
যোগতারা অভিজিৎ।	১৩ ,, ৭৩ ,,	২১' ৭ ,,	১২৭ ,,
ব্রহ্মহৃৎ তারা।	১৮ ,, ৭৫ ,,	২৯' ৬ ,,	১৭৪ ,,
যোগতারা স্বাতী।	২১ ,, ৯৪ ,,	৩৬' ,,	২০৩ ,,
ধ্রুব তারা।	২৩ ,, ১৮ ,,	৩৬' ,,	২১৫ ,,

পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন হেতু আমরা চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণের যে দৈনিক গতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে অনুভব করি এবং স্বীয় কক্ষায় পৃথিবীর বার্ষিক গতিদ্বারা তারাগণের অবস্থিতি স্থানের যে বৈলক্ষণ্য আমরা অনুভব করি, তদ্ভিন্ন সূর্য্য ও তারাগণের কোন গতি আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে ভ-গোলে তারাগণের যে গতি, অবস্থিতি-স্থান বর্ণিত আছে, সেই অবস্থিতি-স্থানের সহিত ভ-গোলের তারাগণের বর্ত্তমান অবস্থিতি-স্থান তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তারাগণ স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তারাগণের গতি আছে এবং দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণ করিলেও সূর্য্য ও তারাগণের গতির প্রত্যক্ষ হয়। কয়েকটী প্রধান তারার গতির তালিকা সংযোজিত হইল।

তারাগণের গতির তালিকা।

তারার নাম।	প্রতি সেকেণ্ডে গতির পরিমাণ ক'ত মাইল।
জয় তারা।	২৭
ব্রহ্মহৃৎ।	৩০
লুব্ধক।	৩২
৬১ বক মণ্ডল।	৪০
যোগতারা অভিজিৎ।	৫০
যোগতারা স্বাতী।	৭০

স্থূলত্ব।—তারাগণের জ্যোতির উজ্জ্বলতাকে স্থূলত্ব বলে, তারাগণের স্থূলত্বের তারতম্য অনুসারে তারাগণকে বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময় তারাগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর তারাগণ সর্ব্বপ্রধান। প্রথম শ্রেণীর তারা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় তারাগণকে ২য় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে জ্যোতির তীব্রতা ও ক্ষীণতা মূলে ৩য় শ্রেণী, ৪র্থ শ্রেণী ৫ম, শ্রেণী ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ও ২০তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারাগণ মানবের চক্ষুর গোচর। ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারা সংখ্যা ৭১৯১ মাত্র। সুতীব্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ৬'৫ স্থূলত্ব পর্য্যন্ত দর্শনক্ষম।

স্থূলত্ব অনুসারে তারাগণের তালিকা।

প্রথম শ্রেণী।		দ্বিতীয় শ্রেণী।		তৃতীয় শ্রেণী।	
তারার নাম।	স্থূলত্ব।	তারার নাম।	স্থূলত্ব।	তারার নাম।	স্থূলত্ব।
লুব্ধক।	—১'৪	যোগতারা পুনর্ব্বসু।	১'১	যোগতারা উঃ ভাঃ।	২'১
যোগতারা স্বাতী।	০'১	যোগতারা চিত্রা।	১'২	যোগতারা অশ্বিনী।	২'১
যোগতারা অভিজিৎ।	০'২	যোগতারা মঘা।	১'৪	সৌম্য ধ্রুবতারা।	২'২
ব্রহ্মহৃৎ।	০'২	যোগতারা মূলা।	১'৭	যোগতারা উঃ ফাঃ।	২'২
অগস্ত্য।	০'৪	আশ্বিনী তারা।	১'৯	যোগতারা উঃ আঃ।	২'৩
যোগতারা আর্দ্রা।	০'৯	অঙ্গিরা তারা।	১'৯	বশিষ্ট তারা।	২'৪
যোগতারা রোহিণী।	১'০	ক্রতু তারা।	২'০	পুলহ তারা।	২'৬
যোগতারা অনুরাধা।	১'০	মরীচি তারা।	২'০	পুলস্ত্য তারা।	২'৬
যোগতারা শ্রবণা।	১'০			যোগতারা উঃ পূঃ ভাঃ	২'৬
				যোগতারা পূঃ ফাঃ।	২'৮
				যোগতারা হস্তা।	২'৮
				যোগতারা পূঃ আঃ।	[illegible]

৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	স্থূলত্ব।	৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	স্থূলত্ব।
যোগতারা অশ্লেষা।	৩·৩	যোগতারা ভরণী।	৩·৮
অত্রি তারা।	৩·৪	যোগতারা পুষ্যা।	৩·৫
যোগতারা মৃগশিরা।	৩·৫	যোগতারা রেবতী	৫·১
যোগতারা ধনিষ্ঠা।	৩·৭	অরুন্ধতী।	৬
যোগতারা শতভিষা।	৩·৮		

৭ম শ্রেণী হইতে ২০তম শ্রেণীর তারা মানব-চক্ষুর অগোচর,তবে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানব-দৃষ্টির গোচর হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর তারা-সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথম হইতে বিংশতিতম শ্রেণীর তারা সংখ্যার তালিকা।

তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।	তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।
১	২০	১১	১০০০০০০
২	৫৯	১২	৩০০০০০০
৩	১৮২	১৩	১০০০০০০০
৪	৫৭০	১৪	৩০০০০০০০
৫	১৬০০	১৪	৯০০০০০০০
৬	৪৮০০	১৬	২৭০০০০০০০
৭	১৩০০০	১৭	৮২০০০০০০০
৮	৪০০০০	১৮	২৫০০০০০০০০
৯	১০০০০০	১৯	৭০০০০০০০০০
১০	৪০০০০০০	২০	২২০০০০০০০০০

সবর্ণতারা।—শুভ্র বর্ণ ভিন্নঅন্য বর্ণে রঞ্জিত তারাকে সবর্ণ তারা বলে।

সবর্ণতারা-তালিকা।

নীলবর্ণ।	পীত বর্ণ।	লোহিত বর্ণ।
যোগতারা অভিজিৎ।	সূর্য্য।	যোগতারা অনুরাধা।
বিষ্ণুতারা।	ব্রহ্মহৃৎ।	যোগতারা আর্দ্রা।
	যোগতারা রোহিণী।	কালিয়তারা।
	যোগতারা স্বাতী।	লোপামুদ্রা :তারা।

নৈসর্গিক কারণে তারাগণের জ্যোতি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, ইহাই বাস্তব হ্রাসতা। আবার পৃথিবীর স্বীয় কক্ষায় পরিভ্রমণ জন্য তারাগণের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, আমরা তারাগণের জ্যোতির তারতম্য অনুভব করি এবং দৈনিক আবর্ত্তনকালে চাক্ষুষ ; আকাশে মধ্যবিন্দু হইতে পূর্ব্ব চক্র পাদবিন্দু পর্য্যন্ত ভ্রমণকালে জ্যোতিষ্ক মাত্রের জ্যোতি

ক্রমে গাঢ়তর হয়, এবং পূর্ব্বচক্র পাদবিন্দু হইতে তুঙ্গ-রেখা পর্য্যন্ত অধিরোহণকালে তারাগণের জ্যোতি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। তুঙ্গ-রেখা হইতে পশ্চিম চক্রপাদ-বিন্দু পর্য্যন্ত অবরোহণ কালে তারাগণের জ্যোতি পুনরায় ক্রমে গাঢ়তর হইতে থাকে এবং পশ্চিম চক্রপাদ বিন্দু হইতে অস্তবিন্দু পর্য্যন্ত তারাগণ নিমজ্জন কালে ক্রমে ম্লান হইতে থাকে। যে বায়ুরাশি পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে, ঐ বায়ুরাশি তারাগণের জ্যোতির ক্ষীণতার কারণ, এবং তারাগণের এই জ্যোতি-পরিবর্ত্তন অবাস্তব।

কিন্তু সময় ভেদে কোন কোন তারার স্থূলত্বের বিশেষ ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। এমনকি প্রথম শ্রেণীর তারা প্রথম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নামিয়া যায়; এবং সময়ে সেই তারা পুনরায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল তারাগণকে বহুরূপ তারা বলে। বহুরূপ তারা ৪ ভাগে বিভক্ত।

১। প্রথমতঃ যে বহুরূপ তারার জ্যোতির তীব্রতা ও ক্ষীণতা চন্দ্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত দৃষ্ট হয়; যথা পরশুমণ্ডলে মায়াবতী তারা। এই প্রথম ভাগের তারা প্রায় উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে। অল্প সময়ের জন্য ক্ষীণপ্রভ হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ বহুরূপ তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জ্বল ও ম্লান হয়; কিন্তু কিছু দিন মাত্র উজ্জ্বল থাকে। সময়ে অদৃশ্যভাব ধারণ করে, বলিতে হয়। যথা—তিমি-মণ্ডলের মার তারা।

৩। তৃতীয়তঃ বহুরূপ তারা প্রায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জ্বল ও ম্লান হয় বটে, কিন্তু প্রতিবারে স্বীয় নিম্নতম শ্রেণীতে অবরোহণ করে না, অথবা প্রতিবারে স্বীয় উচ্চতম শ্রেণীতে আরোহণ করেনা। অর্থাৎ একবারে যে ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, পরবারে তাহার ন্যূনতর ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়; এবং একবারে যেরূপ ম্লান হয়, পরবারে তত ম্লান হয় না, যথা—শূলফল।

৪। চতুর্থতঃ বহুরূপ তারা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অনিয়মিত ভাবে উজ্জ্বল ও ম্লান হয়। জ্যোতির পরিবর্ত্তনের সীমা অধিক, যথা—মরীচি তারা।

বহুরূপ তারার তালিকা।

১ম শ্রেণী।	মায়াবতী।	পরশুমণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন	২·২ হইতে	৩·৭ পর্য্যন্ত।	৩দিন।
	রেণুকা।	”		৩·৪	৪·১	
২য় শ্রেণী।	মার	তিমি মণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন	১·৭ হইতে	৯·৫ পর্য্যন্ত।	৩৩১দিন
	লোপামুদ্রা।	স্বর্ণ মণ্ডল।		৫·০	৬·৫	
৩য় শ্রেণী।	শূলফল।	বীণা মণ্ডল।		১·০	৭·০	৭০বৎসর
৪র্থ শ্রেণী।	মরীচি।	অর্ণবযান মণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন	৩·৪ হইতে	৪·৫ পর্য্যন্ত।	২০দিন

ভূগোলের কোন কোন তারা সময়ে তীব্র জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়া সুদৃশ্য হয়; আবার কখনও সেই তারা অদৃশ্য হয়। এই তারাগণকে সাময়িক বা নব তারা বলে। সাময়িক তারাগণের দর্শনাদর্শনের কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সাময়িক তারার সহিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুরূপ তারার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

সাময়িক তারার তালিকা।

তারার নাম।	যে মণ্ডলে স্থিত।
টাইকো।	কাশ্যপীয় মণ্ডল।
কেপলার।	সর্পধারী মণ্ডল।
চিন্তামণি।	উঃ কিরীট মণ্ডল।

টাইকো তারা ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাশ্যপীয় মণ্ডলে আবির্ভূত হয় এবং লুব্ধক তুল্য তেজস্বী হয়। ১৫৭৩ সালে মার্চ্চ মাসে এই তারা পীত বর্ণ ধারণ করিয়া ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে এবং একবৎসর পরে রক্তবর্ণ অবস্থায় বিলীন হয়। এই তারাকে মধ্যাদিনে তীব্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইতেন।

কেপলার ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হয়। ১৬০৬ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার তিরোভাব হয়।

খৃঃ অঃ ১৮৬৬ সালে মে মাসে চিন্তামণির উদয় হয়। এবং ৫ সপ্তাহ মধ্যে ২য় শ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণীতে অবনত হইয়াছে।

৫ম পাঠ। ২য় প্রপাঠক।

যৌথ তারা।

আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যত তারা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কতকগুলি তারা যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটী দেখায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে প্রকাশ হয় যে, দুই, তিন, চারি, পাঁচটী তারা একত্রীভূত হইয়া একটী মাত্র দেখায়। জ্যোতির্ব্বিদ্ হক্ সাহেব ১৬৬৪ খৃঃ অশ্বিনী নক্ষত্রের রশ্মি তারা-দূরবীক্ষণে দর্শন করিয়া দ্বিতারকময় দেখেন। এইরূপ তারা-সংহতিকে যৌগতারা বলে। জগতে বহুতর যৌগতারা আছে। তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। যৌগতারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ১। দ্রষ্টব্য যৌগতারা। ২। তারা-জগৎ। ৩। সৌরতারা-জগৎ।

দ্রষ্টব্য যৌগতারা দ্বয়ের মধ্যে কোন নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই। কেবল প্রায় এক ধ্রুবক ও বিক্ষেপে পরস্পর বহু দূরে স্থিত তারাদ্বয় মানবের ক্ষীণ দৃষ্টিতে এক তারা বলিয়া বোধ হয়। তারা-জগতে দুই তুল্য প্রকাণ্ড তারা উভয়ের সাধারণ ভারকেন্দ্র পরিভ্রমণ করে, এই তারা-সংহতি প্রকৃত যৌথ তারা। যথা নাভিতারা, সৌরতারা-জগৎ। যখন কোন তারা বা তারাগণ কোন প্রকাণ্ড তারা পরিভ্রমণ করে, ঐ তারা-সংহতিকে সৌর-যৌগতারা-জগৎ বলে, এবং পরিভ্রমণকারী তারা বা তারাগণকে তারাগ্রহ বলে। যথা লুব্ধকের তারাগ্রহ।

তারা-জগতের ও সৌরতারা-জগতের তারাগণ প্রায়শঃ মনোহর বর্ণে রঞ্জিত; কিন্তু পরস্পর সুরঞ্জক বর্ণে রঞ্জিত। তারাজগৎ ও সৌর তারাজগতের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

যৌথতারার তালিকা।

যৌথ তারার নাম।	মণ্ডল বা রাশি।	স্থূলত্ব।	তারার সংখ্যা।	পরিভ্রমণ-কাল।	
জয় তারা।	মহিষাসুর।	১·০ + ২·০	২	৭৭·৪	বৎসর।
বিষ্ণু তারা।	কর্কট রাশি।	২·৫ + ২·৮	২	৯৯৭	”
নাভিতারা।	কন্যারাশি।	৩·০ + ৩·২	২	১৮৫	”
স্কন্ধতারা।	সিংহরাশি।	২·০ + ৩·৫	২	৪০৭	”

গুচ্ছক।

ভ-গোল পর্য্যবেক্ষণ করিলে ভ-গোলের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকামালা সমবেত-ভাবে স্থিত দৃষ্ট হয়। এই সমবেত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা-মালাকে গুচ্ছক বলে। গুচ্ছক মধ্যে কৃত্তিকা উজ্জ্বলতম। এই মনোহর গুচ্ছক বৃষ রাশিতে অবস্থিত। চাক্ষুষ দৃষ্টিতে কৃত্তিকা-গুচ্ছকে সাতটী মাত্র তারা দেখাযায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ৪০০ তারা গণনা করা যায়।

গুচ্ছক-তালিকা।

গুচ্ছক নাম।	যে মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	গুচ্ছকের পাশ্চাত্য নাম।
কৃত্তিকা।	বৃষ রাশি।	Pleiades.
করিমুণ্ড।	করিমুণ্ড মণ্ডল।	Coma.
চিত্ৰবৰ্ণ।	পরশু মণ্ডল।	M 34.
তরবারি।	কালপুরুষ মণ্ডল।	B 376.

স্তবক।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ভ গোল পর্য্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য স্তবক দৃষ্টিগোচর হয়। কতক-গুলি স্তবক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাময়। এই স্তবকগুলিকে তারকাস্তবক বলে। তারকা-স্তবকগুলি দূরবীক্ষণে অতি মনোহর দেখায়। অপর স্তবকগুলি দূরবীক্ষণের অভেদ্য। এই স্তবকগুলি বাষ্পময় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এজন্য ইহাদিগকে বাষ্প-স্তবক বলিতে হয়। কিন্তু সময়ে বিজ্ঞানের উন্নততর অবস্থায় এই স্তবকগুলি কি দাঁড়ায়, কেহই বলিতে পারে না। বাষ্পস্তবক সংখ্যা সপ্ত সহস্রাধিক। প্রধান প্রধান তারকাস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

তারাস্তবক-তালিকা।

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারা-সংখ্যা ও নাম।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
	কাশ্যপীয় মণ্ডল।	৪		M 103.	
	পরশুমণ্ডল।			212. 221.	
	মিথুন রাশি।	৭, ইলবলা ২।		M 35.	

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারা-সংখ্যা ও নাম।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
মধুচক্র।	কর্কট রাশি।	৩, সুমিত্রা।	Bee-hive.		
	হরকুলেশ মণ্ডল।	৭		M. 31.	
		২		H52.	চাক্ষুষদৃশ্য।
	মহিষাসুর মণ্ডল।	৭		H.3531.	চাক্ষুষদৃশ্য।

আকার ভেদে বাষ্পস্তবকগুলি ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। বৃত্ত-আকার। ২। ডিম্ব-আকার। ৩। অঙ্গুরীয়ক-আকার। ৪। চূড়া-আকার। ৫। বক্র-আকার। ৬। বিবিধ-আকার। প্রধান প্রধান বাষ্পস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

বাষ্পস্তবক-তালিকা।

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারার নাম।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
রাজ্ঞীস্তবক।	ধ্রুবমাতা মণ্ডল।	মীনমুখ তারা।	Queen.	M31.	চাক্ষুষদৃশ্য।
জটাভার-স্তবক।	সারমেয় যুগল-মণ্ডল।	মরীচি তারা।	Spiral.	M51.	
অঙ্গুরীয়ক-স্তবক।	বীণা মণ্ডল।	শুনঃশেফ তারা।	Annular.	M57.	
ডম্বরু।	শৃগাল মণ্ডল।	বকমুখতারা।	Dumb Bell.	M.27	
কুলীরক।	বৃষ রাশি।	ইলবলা ১তারা।	Crab.	M1.	
পুলি।	সিংহরাশি।	অর্জ্জুনতারা।		M65. 66.	
জটাভার।	কন্যারাশি।		Spiral.	M88.	
বৃহৎ।	কালপুরুষ মণ্ডল।	৮	Great.	M42.	

ছায়াপথ।

সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-রাত্রিতে ভ-গোল দর্শন করিলে ভ গোলের এই শুভ্র মেখলা অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয়। এই শুভ্র মেখলার বিস্তৃতি স্থূল দৃষ্টিতে গড়ে আট হাত। এই সুবিমল দুগ্ধফেণনিভ স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়ী মেখলা দেবপথ, ছায়াপথ নভঃসরিৎ, সোমধারা এবং বিরজা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা উপবীতরূপে বিশ্ব বেষ্টন করিয়াছে। উত্তর ভ-গোলে ছায়াপথ মিথুন রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃষ রাশি, ব্রহ্ম মণ্ডল, কাশ্যপীয় মণ্ডল, শেফমণ্ডল, বকমণ্ডল, বা মণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে উপনীত হইয়াছে এবং দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে সর্পমণ্ডল হইতে ধনু রাশি, বৃশ্চিক রাশি, বেদী মণ্ডল, মহিষাসুর মণ্ডল, ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, অর্ণবযান মণ্ডল, লুব্ধক মণ্ডল ভেদ করিয়া মিথুন রাশিতে আসিয়া মিশিয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ছায়াপথ মানবজাতির মন আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, এবং সকল জাতিই ছায়াপথের তত্ত্ব

নিরূপণের যত্ন করিয়াছে। শতাব্দী হইতে শতাব্দী বৈজ্ঞানিকগণ এই বিচিত্র বিস্ময়কর ছায়াপথের তথ্য অনুসন্ধানে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন এবং প্রতি রাত্রে ছায়াপথ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি-বিন্দু আচ্ছাদন করিয়াছে; কিন্তু ইহার তত্ত্ব-নির্ণয় হয় নাই। ইদানীন্তন কালে জ্যোতির্বিদের পর জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণের পর দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথ লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু বিশ্ব-জগতের এই প্রকাণ্ড বন্ধনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনগণ কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন যে; ছায়াপথই স্বর্গ। প্রাচীন গ্রীকগণ ছায়াপথ অগণ্য ক্ষুদ্র তারকা-নির্ম্মিত অবধারণ করিয়া বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রোমক কবি ওবিদ ছায়াপথের যে বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ বর্ণনা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকের শ্লাঘাজনক; যথা—

পত্তন তারকা কুলে সুবিস্তীর্ণ পথ
অবাধে লইবে তোমা বজ্রীর সদন।

প্রাচীন হিন্দুগণ ছায়াপথকে দেব-পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবি-কল্পনা লক্ষ্যভেদী হইলেও ইহা কল্পনা মাত্র। ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মানব স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে অদ্ভুত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বলে ছায়াপথের রহস্য-ভেদ হইবেক। জগৎ-পূজ্য রোমক গালিলীয় চিরস্মরণীয় নবনির্ম্মাণে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাই আজ ছায়াপথের রহস্য-ভেদ হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পারেন যে, দুগ্ধফেণনিভ ছায়াপথ্‌ অগণ্য অস্ফুটপ্রভ তারকাবলী মাত্র। জগৎবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌ স্যার উইলিয়ম হর্শেল গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, ছায়াপথে দুই কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা আছে। কিন্তু তথাপি ছায়াপথের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণও সমুৎকীর্ণ করিতে পারে নাই।

ছায়াপথ স্তরবৎ দেখাইলেও ইহার তারকা-কণাগুলি ভূগোলের দৃশ্য তারকা-মালা হইতে পরস্পর বহু বিচ্ছিন্ন; এবং দূরত্ব প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, ছায়াপথের সহিত তুলনা করিলে, আমাদিগের এই প্রকাণ্ড সৌর জগৎ সমুদ্র তুলনায় শিশির-বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর! এবং এই ধূলিকণা সদৃশ পৃথিবীতে যখন দুইশত কোটী বুদ্ধিমান জীব বাস করিতেছে, তখন এই অসীম প্রকাণ্ড ছায়াপথ কেবল আবর্ত্তনে শোভা বিতরণ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কোন জীবের আবাসভূমি নহে, ইহা কে বলিতে পারে?

ছায়াপথ মধ্যস্থিত শনৈশ্চর গ্রহ ছায়াপথ হইতে নির্গমন করিলে গ্রহ বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তদবধি এই গ্রহের নাম ছায়াপুত্র।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী।

ভূতবিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্‌ভূতে দ্বৈতে
ভূম্যাদিরূপিণি। তত্তদর্থ ক্রিয়া
লোকে যথাদৃষ্টা তথৈবসা ।।৯৩।।

টীকা। ননু ভূম্যাদিনাং অসত্ত্বে বিদ্বদ্বাং ব্যবহার লোপঃ প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য

বিবেকেন মিথ্যাত্বে নিশ্চয়েঽপি ভূম্যাদেঃ স্বরূপ মর্দনা ভাবান্ন ব্যবহারো লুপ্যতে- ত্যাহ সদদ্বৈতাদিতি। । ৯৩॥

বঙ্গানুবাদ। সৎ অদ্বৈত হইতে পৃথক্ করিলে ভূম্যাদি দ্বৈত অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ লৌকিক ব্যবহার আছে, তাহাই থাকুক, অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে দোষ হয় না ॥ ৯৩॥

উপরোক্ত ৯৩ শোকের তাৎপর্য্যার্থ।

সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তত্ত্ব-নির্ণয় দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈত পদার্থ হইতে আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থকে পৃথক্ করিলে, ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অনিত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব বর্ণিত হয়। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাত্ব বর্ণিত হইলেও, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সত্তাব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহারিক বিষয়ের ব্যবহারেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থের মিথ্যাস্বরূপে পরিজ্ঞান হইলেও, তাহারা বিদ্যমান থাকে; অতএব পণ্ডিতবর্গের ব্যবহার হইতে কোন বাধা নাই, সুতরাং তাঁহারাও যে অসদ্বস্তুর সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এইপ্রকার ব্যবহারও যে হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল ॥৯৩॥

সাংখ্য কাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগ-
দ্ভেদো যথা যথা। উৎপ্রেক্ষতে-
ঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা।
॥৯৪॥

টীকা। নম্বদ্বৈতস্য দ্বৈতরূপস্য সাংখ্যাদিভিরভিধীয়মানস্য ভেদস্য কুতো নিরাসঃকৃতয়ঃ ইত্যাশঙ্কা ব্যবহারিক ভেদস্যাস্মাভিরভ্যুপগতত্বান্ন নিরাসায় প্রযত্নাত ইত্যাহ সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈরিতি ॥৯৪॥

বঙ্গানুবাদ। সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধগণ বিবিধ যুক্তি দ্বারা যেরূপ জগদ্ভেদ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভেদ হউক।

উপরোক্ত ৯৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

সাংখ্যমতবাদী, কণাদমতাবলম্বী ও বৌদ্ধবাদীরা বিবিধ যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা যে যে প্রকারে জগতের সত্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা করুন; কিন্তু সেই সকল সাংখ্যবাদী প্রভৃতিকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন ব্যগ্রতা বা করিয়া বৃথা প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ব্যবহারিক বিষয়ে কোন বাদীর সহিত আমাদিগের বিবাদ নাই, এই নিমিত্ত ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা বিবাদের ইচ্ছা করি না; কেবল পারমার্থিক সত্তার বিচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে আমরা সবিশেষ যত্নবান্ হইয়া থাকি। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তির মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে পরমার্থের কোন হানি হয় না। সেই জন্য আমরা পরমার্থ স্থির রাখিতে যত্নবান আছি; লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টিপাত করিনা ॥৯৪॥

অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্য-
বাদিভিঃ। এবংকা ক্ষতিরস্মাকং
তদ্দ্বৈতমবজানতাং। ৯৫॥

টীকা। নমু প্রমাণ সিদ্ধস্য সতত্ত্বস্যাভাব আহ্নুপপন্না ইত্যাশঙ্ক্যাহ অবজ্ঞাতমিতি

যথা অদ্বৈতবাদিভিঃ সাংখ্যাদিভির্নিশঙ্কৈঃ শ্রুত্যাদিসিদ্ধস্যাপি যদদ্বৈতস্যাবজ্ঞা ক্রিয়তে যথা শ্রুতি যুক্ত্যনুভবাবষ্টম্ভেনাস্মাকং তদীয় দ্বৈতানাদরেণ কিংহীয়তে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। অদ্বৈতবাদীগণ যেমন সৎ-অদ্বৈতকে নিঃশঙ্কে অবজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদিগের দ্বৈতকে অবজ্ঞা করায় ক্ষতি কি?

সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বীরা যদি নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সদ্বস্তুর অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অনাদর করে, তাহাতে আমাদিগের কোন হানি নাই। সাংখ্যবাদী প্রভৃতিরা যদি কেবল লৌকিক ব্যবহারাদির প্রতি নির্ভর করিয়া সদ্বস্তুর দ্বৈতত্ব স্বীকার পূর্ব্বক অপথে পদার্পণ করে, তাহা করুক, আমরা তাহাতে বিরক্ত নহি। কিন্তু আমরা শ্রুতি ও শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং অনুভব দ্বারা বিচার পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকে অনিত্য জানিয়া তাঁহাদিগের সদস্তুর দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। তাঁহারা যেমন অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, আমরাও সেই প্রকার তাঁহাদিগের দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে ঘৃণা করিয়া থাকি॥ ৯৫॥

দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতা ধীঃ-স্থিরা ভবেৎ। স্থৈর্য্যেতস্যা পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে॥৯৬

টীকা। নম্বনিষ্প্রয়োজনেয়ং দ্বৈতাবজ্ঞত্যাশঙ্ক্য জীবন্মুক্তি লক্ষণ প্রয়োজন সত্তান্নৈবমিত্যাহ দ্বৈতাবজ্ঞেতি ৯৬।—

বঙ্গানুবাদ। যখন দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিলে অদ্বৈত-বুদ্ধি স্থির হয়; অদ্বৈত-জ্ঞান স্থির হইলে সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে, তখন দ্বৈতাবজ্ঞা অনুচিত নহে। ৯৬।

তাৎপর্য্যার্থ। দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে এই প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে। তাহাতে বিশেষ ফল আছে। কারণ পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা দ্বারা দ্বৈত বিষয়ের অবজ্ঞাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, অদ্বৈত-জ্ঞান ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যেহেতু দ্বৈত-জ্ঞান তিরোহিত হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা দ্বৈত-মতকে অনাদর করিবার জন্য বিবিধ যুক্তি ও অনুভব দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজ্ঞানকে নিদূরিত করিয়া অদ্বৈত-মতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়॥৯৬॥

এষাব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং-প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালে-ঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৯৭॥

টীকা। ন কেবলং জীবন্মুক্তিরেব প্রয়োজনম্, অপিতু বিদেহ-মুক্তিরপি ইত্যভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যমুদহরতি "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি।" অস্যার্থ যথা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা) এষা এনাং স্থিতিং প্রাপ্য নবিমুহ্যতি সংসার-মোহং ন প্রাপ্নোতি অন্তকালে (মৃত্যু সময়ে) অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী, ইহা পাইলে সংসার-মোহ থাকেনা। মৃত্যুকালেও ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ৯৭।

উপরোক্ত ৯৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বৈতমতে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্বৈতমতে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে যে কেবল জীবন্মুক্তি মাত্র ফল লাভ হয়, এমত নহে; উক্ত প্রকারে অদ্বৈত-মতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে, নির্ব্বাণ-মুক্তিও হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিসপ্ততিতম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে পার্থ! যাঁহারা উক্ত প্রকার জ্ঞানবান ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও সংসার-মোহে পুনঃ পুনঃ মোহিত হন না; তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তকালে সংসার-মায়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। ॥ ৯৭ ॥

সদদ্বৈতেঽনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্। তস্যান্তকালস্তদ্ভেদ-বুদ্ধিরেব নচেতরঃ ॥৯৮।

যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগস্তু প্রসিদ্ধিতঃ। তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ। ৯৯ ॥

৯৮শ্লোকের টীকা—অন্তকাল শব্দেন বর্ত্তমান-দেহপাতোঽভিধীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য বাবয়িতুং বিবক্ষিতমর্থমাহ সদদ্বৈত ইতি। সদ্রূপে অদ্বৈতে অনৃতরূপে দ্বৈতেচ যদন্যোন্যাধ্যাস-লক্ষণমৈক্য-জ্ঞানমস্তি তস্যৈক্যভ্রমস্যান্ত-কালোনাম তয়োর্দ্বৈতয়োঃ সত্যানৃতরূপেণ ভেদ-বুদ্ধিরেব না পরো বর্ত্তমান দেহপাত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮।

বঙ্গানুবাদ। সৎঅদ্বৈত-মিথ্যাদ্বৈতে ঐক্য-জ্ঞান থাকে; যে কালে সেই ঐক্য-জ্ঞান-ভেদ হয়, সেই কালকে অন্তকাল বলে; তদ্ভিন্ন অন্তকালকে অন্তকাল বলে না। ৯৮।

৯৯ শ্লোকের টীকা—ইদানীং লোকপ্রসিদ্ধার্থ স্বীকারেঽপি নদোষ ইত্যভিপ্রায়েনাহ যদ্বান্তকালে ইতি ॥ ৯৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রাণবিয়োগকালও অন্তকাল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই অন্তকালেও জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান থাকে না ও পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৯৯ ॥

উপরোক্ত ৯৮। ৯৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বশ্লোকে যে "অন্তকাল" শব্দের উল্লেখ হইল, এই শ্লোকে সেই অন্তকালের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন। ব্যবহার-কালে বিষয়-বাসনাদ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈত-বস্তু ও অসৎস্বরূপ দ্বৈতবস্তু, এই উভয় পদার্থের ঐক্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে যে সময়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা সৎ ও অসৎ, এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞান জন্মে, সেই সময়কে অন্তিমকাল বলা যায়। অথবা লৌকিক ব্যবহারে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সময়ে প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সময়কে অন্তকাল বলিয়া থাকে। অন্তিমকালে সেই তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান উপস্থিত হয় না। ৯৮। ৯৯ ॥

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুঠন্ ভুবি। মূর্চ্ছিতো বা ত্যজেদেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥১০০।

টীকা—উক্তমেবার্থ বিশদয়তি নীরোগ ইতি ॥ ১০০ ॥

বঙ্গানুবাদ। নীরোগ, উপবিষ্ট, রুগ্ন, ভূমি-বিলুণ্ঠিত বা মূর্চ্ছিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ হইলেও ভ্রান্তি থাকে না। ১০০।

উপরোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অন্তকালে নীরোগ শরীরে প্রাণ পরিত্যাগ করুন, কিম্বা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করুন, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করুন, কোন প্রকারেই তাঁহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। জীবন্মুক্ত পুরুষ কোন কালেও মোহের বশীভূত হন না, সর্ব্বকালেই তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান থাকে ॥ ১০০ ॥

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্। পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাৎ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি ॥১০১॥

টীকা। ননু প্রাণ বিয়োগ কালে মূর্চ্ছাদিনা জ্ঞান নাশে ভ্রান্তিঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞাননাশাভাবে দৃষ্টান্তমাহ দিনে দিনে ইতি যথা প্রত্যহমধীতে বেদে স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থায়াং বিস্মৃতেঽপি পরেদ্যুরনধীতবেদত্বং নাস্তি মৃতিকালে তত্ত্বানুসন্ধানাভাবেঽপি জ্ঞাননাশাভাব ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যেমন প্রত্যহ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে পূর্ব্বাধীত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও, পরে জাগরিত কালে স্মরণ হয়, সেইরূপ মৃত্যু-মূর্চ্ছাদি কালান্তে তত্ত্ববিদ্যা নষ্ট হয় না।১০১॥

১০১ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও, দেহত্যাগ কালে সেই ব্যক্তির অদ্বৈত জ্ঞান কখনই বিস্মৃত হয় না। যেমন সামান্য ব্যক্তির প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কালে তাহার পূর্ব্বাধিত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখন পুনর্ব্বার তাহার সেই চৈতন্যের উদয় হয়, তখন আর সেই বিদ্যা বিস্মৃত থাকেনা, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় পুনরায় যে প্রকার তাহার পূর্ব্ব পঠিত বিদ্যা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দেহত্যাগ কালে মূর্চ্ছিত হইলেও, তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না।১০১॥

প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা। ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষতে ॥১০২॥ তস্মাৎ বেদান্ত সংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে। অন্তকালেঽপ্যতো ভূতবিবেকান্নিবৃতিঃস্থিতা ॥ ১০৩॥

টীকা। জ্ঞাননাশাভাবমেব উপপাদয়তি প্রমাণোৎপাদিতেতি ॥১০২

১০২র বঙ্গানুবাদ। প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ ব্যতীত নষ্ট হয়না। বেদান্ত হইতে প্রবলতর প্রমাণ দৃষ্ট হয় না ॥১০২॥

টীকা। উৎপাদিত মর্ম্ম উপসংহরতি, তস্মাৎ বেদান্তসংসিদ্ধমিতি।১০৩।

বঙ্গানুবাদ। তদ্ধেতু বেদান্ত-সংসিদ্ধ সৎঅদ্বৈতের কিছুতেই বাধা হয় না, অন্তকালেও এই ভূতবিবেক হইতে নিবৃত্তি লাভ হয়।১০৩।

উপরোক্ত ১০২।১০৩।শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ॥

কোন প্রমাণ দ্বারা একটি বিষয়ের নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মিলে, তদপেক্ষা অন্য একটি প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই সেই

নিশ্চয় জ্ঞানের অন্যথা হয় না। যে পর্য্যন্ত প্রবল প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের পূর্ব্ববৎ নিশ্চয় জ্ঞান অবিস্মৃত থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা অন্তঃকরণে যে অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অন্তকালেও সেইজ্ঞানের বিপর্য্যয় হয় না, যেহেতু বেদান্ত-প্রমাণ হইতে তত্ত্ববিচার-বিষয়ক প্রবল প্রমাণ আর নাই। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বেদান্ত-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত ভূত-বিবেক দ্বারা অলীক বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে, নিশ্চয়ই তখন আর কোন প্রকার দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে না॥১০২।১০৩॥ (ক্রমশঃ)

ইতি ভূতবিবেক সমাপ্ত।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গানুবাদিতা

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ।

দ্বিতীয়া বল্লী।

শ্রেয় অন্য প্রেয় হ'তে; প্রেয় শ্রেয় হ'তে
পৃথক্; উভয়ে বদ্ধ করে পুরুষেরে
ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে; যে করে গ্রহণ
শ্রেয়, তার সুমঙ্গল; যে চাহে প্রেয়েরে,
ধ্রুব সে বিচ্যুত হয় পরমার্থ হ'তে ॥ ১

শ্রেয়, প্রেয় উভয়েই করয়ে আশ্রয়
মনুষ্যে, মনেতে তাই বিচারি সম্যক্,
জ্ঞানী জন এ উভয়ে জানেন পৃথক্।
প্রেয় হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি শ্রেয় লন তিনি,
মন্দমতি মাগে প্রেয় যোগক্ষেম হেতু ॥ ২

প্রিয়—আর প্রিয়রূপ অভিলাষচয়
অসার—চিন্তিয়া তুমি করিয়াছ ত্যাগ;
গ্রহণ করনি এই সৃঙ্কা বিত্তময়ী;
যাহাতে নিমগ্ন হয় মানব নিচয়। ৩

বিদ্যা ও অবিদ্যা বলি জ্ঞাত আছ যাহা—
বিপরীত, ভিন্ন গতি এরা পরস্পর,
তোমারে বিদ্যার্থী বলি মানি নচিকেতঃ!
পারে নাই কাম্য বস্তু প্রলোভিতে তোমা॥৪

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্ত্তমান,
আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত,

১। শ্রেয়—যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর, যাহাদ্বারা পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয় ও অনন্ত শান্তিলাভ হয়, তাহাই শ্রেয়।

প্রেয়—আপাতসুখকর দ্রব্য। যাহা উপভোগ সময়ে সুখকর বোধ হয়, কিন্তু পরিণাম-বিরস।

২। যোগ ক্ষেম হেতু—অলব্ধ বস্তুর লাভ বিষয়িণী চিন্তার সহিত লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের নাম যোগক্ষেম, তজ্জন্য অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ জন্য।

যোগ—অলভ্যার্থ লাভ চিন্তা।
ক্ষেম—লব্ধবস্তু রক্ষণ।

৩।—প্রিয়—পুত্র-কলত্রাদি রমণীয় কাম্যবস্তু।
প্রিয়রূপ—অপ্সরা প্রভৃতি প্রিয়রূপ কাম্য বস্তু, যাহা যম নচিকেতাকে প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমবল্লীর ২৩, ২৪ ও ২৫ শ্লোক দেখ।
সৃঙ্কা—সৃতি, পথ।
সৃঙ্কা বিত্তময়ী—এই বিত্তময় অর্থাৎ ধন-প্রাপণ-পথ, এই মূঢ়জন-প্রবৃত্ত কুৎসিত পথ।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—হে নচিকেতঃ! তুমি পুত্রাদি প্রিয় বস্তু ও অপ্সরাদি প্রিয়রূপ বস্তু সমূহের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া তৎসমুদায় ত্যাগ করিয়াছ, এই ধনলাভকর পথ অবলম্বন কর নাই, যাহা বহুলোকেই অবলম্বন করে।

৪। বিদ্যা ও অবিদ্যা—শ্রেয় ও প্রেয়।
বিদ্যার্থী—শ্রেয়পথাবলম্বী; শ্রেয়লাভেচ্ছুক।
কাম্য বস্তু—অপ্সরা প্রভৃতি।

কুটিল বিভিন্ন পথে সেই মূঢ়গণ
ভ্রময়ে,অন্ধ-চালিত যথা অন্ধজন। ৫

তার কভু নাহি হয় পরলোক-বোধ,
যে জন প্রমাদগ্রস্ত—বিত্ত-মোহে মূঢ়;
ইহলোক মাত্র আছে, নাহি পরলোক,
এরূপ বিশ্বাস যার,সেই অবিবেকী
আমার বশতাপন্ন হয় বার বার। ৬

না পায় অনেকে যাঁরে করিতে শ্রবণ,
না পায় জানিতে যাঁরে করিয়া শ্রবণ,
দুর্ল্লভ কুশলবক্তা জেনো সে আত্মার—
ততোধিক সুদুর্ল্লভ বিজ্ঞাতা তাহার। ৭

হীনজন যদি এঁর দেয় উপদেশ,
সুবিজ্ঞেয় তাহা হ'লে না হন কখন;
অনেকে অনেকরূপে এঁরে চিন্তাকরে,
কিন্তু শ্রেষ্ঠাচার্য্য ছাড়া কে পারে বুঝাতে—
অণু হ'তে অণীয়ান্ অতর্ক্য আত্মারে? ৮

যে মতি পেয়েছ তুমি ওহে নচিকেতঃ!
নহে তাহা প্রাপণীয়া তর্কেতে কখন।
অভিজ্ঞ আচার্য্য-প্রোক্ত হলে প্রিয়তম,
হয় ইহা সুবিজ্ঞেয়; পাই যেন মোরা
সত্যধৃতি প্রশ্নকার তোমার মতন। ৯

শেবধি অনিত্য, ইহা জানিয়াছি আমি;
অধ্রুবের বিনিময়ে নাহি পাওয়া যায়
ধ্রুব সেই পরমাত্মধনে; অতএব
নাচিকেত অগ্নি আমি করিয়া চয়ন
অনিত্য দ্রব্যেতে, লভি নিত্যপ্রায় পদ। ১০

কামনাসমাপ্তি আর জগৎ-আশ্রয়—
ক্রতুর অনন্ত ফল, অভয়ের পার—
অতীব প্রশংসনীয়া সুবিস্তীর্ণা গতি,
আত্মার প্রতিষ্ঠা তুমি দেখিয়াই ধীর!
ধৈর্য্য সহ (প্রেয় পথ) করিয়াছ ত্যাগ। ১১

জ্ঞানীজন বুদ্ধিস্থিত নিহিত দুর্গমে—
অতএব গূঢ় আর প্রচ্ছন্ন দুর্দ্দর্শ
পুরাতন সে আত্মারে অধ্যাত্মযোগেতে
জানিয়া,ধীমান্ জন ত্যজে হর্ষ-শোক। ১১

এই পরমাত্মতত্ত্ব শুনিয়া মানব—
সম্যক্ বুঝিয়া, তথা করিয়া পৃথক্,
ধর্ম্ম্য এ আত্মারে বিনশ্বর কায় হ'তে—
লভিয়া সুসূক্ষ্ম হর্ষণীয় এঁরে পুনঃ

৮। এই শ্লোকে যম বলিতেছেন যে, আত্মতত্ত্ব অতি কঠিন বিষয়; আত্মা অণু হইতেও অধিক সূক্ষ্ম এবং ইহা তর্কদ্বারা পাইবার বিষয় নহে। কোন হীনবুদ্ধি আচার্য্যের উপদেশে ইঁহাকে জানা যায় না, কারণ শিষ্যের মনে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হয়, ইহা আছে অথবা নাই? ইহা কর্ত্তা বা অকর্ত্তা? ইহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ইত্যাদি। যিনি এই সমস্ত তর্ক ভঞ্জন করিয়া দিতে না পারেন, তিনি কিরূপে ইহার উপদেষ্টা হইবেন? অতএব যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, সেই অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্য যদি আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেন,তাহা হইলেই কেবল শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

৯। সত্যধৃতি…স্থির সঙ্কল্প, সত্য সঙ্কল্প।
মতি…ব্রহ্মবিষয়িণী মতি।

১০। শেবধি—নিধি, ধন; কর্ম্মফল-লভ্য ধন।
এই কবিতার শেষ লাইনটী কিছু অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে। উহার স্ফুটার্থ এই… যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, দেখ আমি অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া নিত্য পদ প্রাপ্ত হই নাই অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই, তবে নিত্যপ্রায় পদ যমত্ব লাভ করিয়াছি। মূলে যে "প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং" আছে, ঐ "নিত্যং" অর্থ…"আপেক্ষিক নিত্য" বা 'নিত্য প্রায়, যাহা অনিত্য হইলেও, পার্থিব ধনের তুলনায় নিত্য বলিয়া বোধ হয়।

১১। কামনা-সমাপ্তি…দেখিয়াই ধীর——ব্রহ্মপদে এই সমস্ত আছে দেখিয়াই তুমি তাহা জানিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছ এবং অনিত্য সুখাদি ত্যাগ করিয়াছ।

১২।…অধ্যাত্ম যোগেতে…চিত্তকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মায় সমাধান করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে, তদ্দ্বারা।

হয় আনন্দিত ; আমি করি অনুমান,
ব্রহ্মদ্বার অবারিত নচিকেত-কাছে। ১৩
কহিলেন নচিকেতা—কহ ওহে যম!
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কৃতাকৃত, ভূত-ভবিষ্যৎ,
পৃথক্ এ সব হ'তে দেখিয়াছ যাহা। ১৪।
কহিলেন যম :—
চারিবেদ যে পদের করিছে কীর্ত্তন,
তপস্যার অনুষ্ঠান হয় যাঁর তরে,
লভিতে যাঁহারে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান
করে লোকে, সংক্ষেপেতে কহিব তোমায়—
ওঁ এই নাম মাত্র সে পদের হয়। ১৫
এ অক্ষরই ব্রহ্মরূপী, পরব্রহ্ম এই;
ইঁহারে জানিয়া যেবা যাহা ইচ্ছা করে,
প্রাপ্তব্য তাহার তাহা হইবে নিশ্চয়। ১৬
এ অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, ইহা উচ্চতম,
ইঁহারে জানেন যিনি, তিনি ব্রহ্মলোকে
মহত্ত্ব করিয়া লাভ বিরাজেন সদা। ১৭
না জন্মে, না মরে এই আত্মা বিপশ্চিৎ,
উৎপন্ন হয়নি ইহা কোন বস্তু হ'তে;
উৎপন্ন হয়না কিছু ইহা হ'তে পুনঃ।
অজ নিত্য পুরাতন আত্মা এ শাশ্বত—
শরীর বিনষ্ট হ'লে বিনষ্ট না হয়। ১৮
হন্তা যদি ইচ্ছাকরে করিতে হনন,
হত যদি মনে করে—হত "আত্মা" তার,
ভ্রান্ত উভয়েই তবে—না করে হনন,
নাহি হয় হত এই আত্মা সুমহান্। ১৯
অণু হ'তে অণীয়ান্, মহৎ হইতে
মহীয়ান্ আত্মা এই জন্তুর হৃদয়ে
আছয়ে নিহিত, নিষ্কামী বীতশোক
জনগণ দরশন করেন আত্মার
মহিমারে, হ'লে পরে ধাতুর প্রসাদ। ২০
আসীন হলেও আত্মা যান দূরে চলি,
ভ্রমেন সর্ব্বত্র তিনি হলেও শয়ান;
আমাছাড়া কেবা আর পারে জানিবারে
(আপাত-বিরুদ্ধধর্ম্মী) হর্যাহর্য-দেবে? ২১
অনিত্য শরীরে স্থিত অশরীরী এই
মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মারে জানিয়া,
ধীর জন শোক কভু না করে প্রকাশ। ২২
এই আত্মা নহে লভ্য বেদ-অধ্যাপনে,
মেধা কিম্বা বহুশাস্ত্র-জ্ঞানে লভ্য নয়।
করেন বরণ যাঁরে পরআত্মা নিজে,
লভেন তিনিই তাঁরে, আত্মাও তাঁহার
স্বরূপ তাঁহার কাছে করেন প্রকাশ। ২৩
যেজন বিরত নহে পাপকার্য্য হতে,
ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা ঘোচেনি যাহার,
নহে যে একাগ্রমনা ; অশান্ত-মানস,
সেজন জ্ঞানেতে কভু আত্মা নাহি পায়। ২৪
ব্রহ্ম ক্ষত্র উভয়েই যাঁহার ওদন—
মৃত্যুপকরণ যাঁর, সেই আত্মা কোথা—
সাধনবিহীন কেবা পারে লভিবারে,
যথোক্ত সাধনবান্ জ্ঞানীজন যথা। ২৫

ইতি দ্বিতীয়া বল্লী।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

১৪। কৃতাকৃত···কার্য্য-কারণ।
১৮। বিপশ্চিৎ···মেধাবী, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানবান।
অজ···যাহা জন্মে না।
শাশ্বত···অপক্ষয়বর্জ্জিত।

২০। অণীয়ান্···সূক্ষ্মতর।
মহীয়ান্···মহত্তর।
ধাতুর প্রসাদ···মন আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা।
২৫। ওদন···অন্ন।

লম্বোদর-জননী-স্তোত্রম্।

ও

(তাৎপর্য্যদীপন নামক ভাবানুবাদ।)

শিশৌনাসীদ্বাক্যং জননি! তব মন্ত্রং প্রজপিতুং,
কিশোরে বিদ্যায়াং,বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ,
ইদানীন্ত্বেদ্ ভীতো মহিষ-গলঘণ্টা-ঘনরবাৎ,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্।১

জপিতে তোমার মন্ত্র ছিল না বচন,
জননি গো! শৈশব সময়।
যখন কিশোর কাল, (কহিতাম কথা)
বিদ্যাচর্চ্চা কেবল আশ্রয়।
যৌবনে ভ্রময়ে মন বিষম বিষয়ে ;
এখনযে প্রাণে হয় ভয়!
(বিকট-বরণ ওই মহিষ উপরে,
আসিতেছে আদিত্য-তনয়।)
মহিষের গলঘণ্টা কাঁপাইয়া দিক্,
ঘনরবে ওই গরজয়।
লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব ?
আমি যে হয়েছি নিরাশ্রয়!

হরিঃ শেতে শেষে নমু কমলজো নাভিকমলে,
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথন দেবঃ প্রতিদিনম্,
ভবাদ্ভীতো মাতঃ! পদকমল যুগ্মং তব বিনা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্। ২

অনন্ত শয্যার পরে যোগনিদ্রা-অভিভূত,
শায়িত আছেন নারায়ণ।
নাভিপদ্মে পদ্মযোনি তপমগ্ন, প্রতিদিন—
সমাধিতে ভুজঙ্গ-ভূষণ।
ভবভয়ে ভীত মাতঃ চরণকমলযুগ
বিনা তব, কি করি আশ্রয় ?
লম্বোদরমাতঃ! বল, কাহার শরণ লব ?
আমি যে হয়েছি নিরাশ্রয়!

পরিত্যক্তা দেবাঃ কঠিনতর সেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্।৩

দেবতা তেত্রিশ কোটী সেবা করা সুকঠিন,
ত্যজিয়াছি আকুল হইয়া।
পঞ্চাশীতি বর্ষ হায়! বিফলে অধিক তারো
চলিগেল, না পাই খুঁজিয়া!
এবে মা করুণাময়ি! যদি এ দীনের প্রতি,
তোমার করুণা নাহি হয়,
লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব ?
আমিযে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

নমে বাক্যং যুক্তং নহি যদনুরক্তং জপবিধৌ,
ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধরকন্যে! মম মনঃ,
প্রসীদ ত্বং মাতগুণরহিত পুত্রেহধিকদয়া,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্।৪

বচন আমার শিবে! উপযুক্ত নয়,
জপে নাই বিন্দুমাত্র রতি।
নগেন্দ্রনন্দিনি! তব পাদপদ্ম-পূজা,
কিম্বা ধ্যানে রত নয় মতি।
জননি! প্রসন্না হও, নির্গুণতনয়ে—
জানি মা'র বড় দয়া হয়।
লম্বোদর মাতঃ! বল, কাহার শরণ লব ?
আমি যে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপিচ ন জানে স্তুতিকথাঃ,
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপিচ ন জানে বিলপনম্,
ন জানে তত্ত্বক্তিং নচ ভজনশক্তি গিরিসুতে!
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্! ৫

না জানিগো মন্ত্র তব, তন্ত্রমতে যন্ত্র আর
নাহিজানি স্তবন-বচন।
জানিনা তোমার মুদ্রা,জানিনা জননি! আমি—
কভু করিবারে বিলপন।

জানিনা মা তব ভক্তি, নাহিমা ভজন-শক্তি,
শুন ওগো গিরিবর-বালা!
এইমাত্র জানি সার, আনুগত্যে মা তোমার—
দূরে যায় যত ক্লেশ-জ্বালা।

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি! বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
বরং তেষাং মধ্যে দুরিতসহিতোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে।
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি। ৬

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, জননি! তোমার
আছে সুত কত শত সরল সুজন।
তাহাদের মাঝে মাগো! দীন মূঢ়-মন—
দুরিতচরিত আমি—জঘন্য সবার।
আমাকে ত্যজিবে শিবে! এ তব উচিত নয়।
কুপুত্র জনমে বহু, কুমাতা কি কভু হয়?

জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি! দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে—
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি। ৭

মাগো! ওগো বিশ্বমাতঃ! বিমল চরণ তব,
সেবি নাই কভু ভক্তিভরে।
দেবি! দেই নাই হায়! রতন-কাঞ্চন-মণি
কখনো তোমায় যত্ন ক'রে।
তবু কর অনুপম স্নেহ মোরে জননিগো!
ইহা হ'তে বুঝিনু নিশ্চয়।
কুপুত্র জনমে কত—কুলের কণ্টক,
কুমাতা কখনো নাহি হয়!

স্বয়ম্ভুস্ত্বৎ পাদাম্বুজ ভজন কর্ত্তৈব জগতাং
অভূৎ কর্ত্তা ধর্ত্তা হরিরপি তথৈবাদ্য জগতঃ,
সদা ভঙ্গী শম্ভুঃ পদকমলমেতাদৃশমৃতে,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণং। ৮

বিরিঞ্চি ও পদযুগ সেবিয়া যতনে
প্রাণপণে,
সৃজিলা সংসার সেই বলে চরাচর
জীবজনে।
পালনে পারগ হরি বিশাল বিশ্বের,
শুধু তব পদ-সেবা ফল।
উড়াইয়া সংহার-নিশান,
বাজাইয়া প্রলয়-বিষাণ,
করেন যে ধ্বংস বৃষযান,
তারো মাগো ও চরণ বল।
বিনা ও পবিত্রপদে, বল না আমায়,
লম্বোদর-মাতঃ! লব কাহার শরণ?
আমি যে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি! ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটী ফলমিদং। ৯

চিতাভস্ম অঙ্গরাগ, কালকূট ক্ষুধাবিনাশন,
দিক্‌ পরিধেয় বাস, জটাজাল শিরে সুশোভন!
গলে খেলে ফণিকুল, (অনাকুল তায় পঞ্চানন।)
করেতে নরকপাল পশুপতি প্রমথ-পালন।
(এইত ঐশ্বর্য্য সার!) জগদীশপদে
তবু শিব অধিষ্ঠিত!
তব পাণিগ্রহ ফল এই ভবানি গো!
মনে হয় সুনিশ্চিত।

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা নচ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে।
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি! সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি! জননং যাতু মম বৈ
মৃড়াণী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ ১০

মোক্ষলাভে আকাঙ্ক্ষা ত নাই,
বিভবের বাঞ্ছা নাহি মোর।
বিজ্ঞানে অপেক্ষা নাই শশিমুখি!
সুখ-বাসনায় নহি ভোর।

এই জন্য করিহে প্রার্থনা,
জননিগো! যাউক জীবন,
রুদ্রাণী-মৃড়াণী-শিবশিবা,
ভবরাণী—এই নাম
জপিতে জপিতে অনুক্ষণ।

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ,
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব। ১১

নানা উপচারে বিধি অনুসারে,
করিনাই তব আরাধনা।
রুক্ষচিন্তাপর বাক্য ব্যবহারে,
ওগো মা করেছি কি'না?
ওগো শ্যামা তুমি এ অনাথে যদি,
বিতর করুণা-কণা।
তবে দয়াময়ি! হইবে উচিত,
মহিমা যাইবে জানা।

আপৎসু মগ্নঃ শরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে! করুণার্ণবেশি!
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ,
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি। ১২

ও দুর্গে দুর্গতিহরা! বিপদে মগন,
করি তব চরণ চিন্তন।
করুণাসিন্ধুরূপিণি! (শুনগো দীনের
এই আন্তরিক আবেদন।)
শঠতা বা চাটুবাণী গণি, (সন্তানের দুঃখে)
ক'রো না মা অযতন।
ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লিষ্ট হ'লে (ওগো স্নেহময়ি!)
পুত্র মা'য় করয়ে স্মরণ।

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং
পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধপরংপরাবৃতং,
নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং। ১৩

জগৎজননি! যদি দীনে
করুণা করগো বিতরণ
পূর্ণরূপে, নাহি হায়!
কিছু তায় বিস্ময়-কারণ।
(জানে জগজ্জনে,) পুত্র যদি
অপরাধপরিপূর্ণ হয়,
স্নেহময়ী মাতা সে সন্তানে
উপেক্ষা করিয়া নাহি রয়।

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি,
পাপঘ্নী ত্বৎ সমা নহি,
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি!
যথেচ্ছসি তথা কুরু। ১৪

আমা সম পাপী নাই, জননি গো!
জগৎ-মাঝারে,
কলুষনাশিনী নাই তব সম
এ তিন সংসারে।
মহাদেবি!
জানি মনে করিয়া বিচার,
যথাযোগ্য,
কর তাহা, যা ইচ্ছা তোমার।

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত লম্বোদরজননীস্তোত্র
সমাপ্ত।)

ষট্পদী স্তোত্রম্।

ও

(রহস্যাভাস নামক বঙ্গানুবাদসহ)

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো!
দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাং।
ভূতদয়াং বিস্তারয়
তারয় সংসার-সাগরতঃ॥ ১

অবিনয় কর অপনয়,
ওহে বিশ্বময় হরি!
দম মম মূঢ় মন; কর প্রশমিত,
এ বিষয়-মরীচিকা চিরমোহকরী।১
দিব্য ধুনী মকরন্দে,
পরিমল পরিভোগ সচ্চিদানন্দে
শ্রীপতি-পদারবিন্দে
ভবভয়-খেদচ্ছিদে বন্দে। ২
ভবভয়ে হ'য়ে খিন্নমন,
সে খেদ করিতে নিবারণ
বন্দি সে সুন্দর পদপঙ্কজ যুগল
কমলাপতির।
সুরধুনী মকরন্দ যাহে,
সচ্চিৎআনন্দ যেথা রহে—
পরিমল-পরিভোগহরির। ২
সত্যাপি ভেদাপগমে
নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ
কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।৩
অপগত হ'লে ভেদ, আসিবে অভেদ,)
কিন্তু নাথ! রহিব তোমারি আমি,
কভু মম হবে নাহে তুমি।
সাগরের—তরঙ্গনিচয়,
(জানি চিরদিন প্রভো!)
বিশাল জলধি কভু তরঙ্গের নয়! ৩
উদ্ধৃতনগ! নগভিদনুজ!
দনুজকুলামিত্র মিত্র শশিদৃষ্টে!
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি
ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ! ৪
নগারি-অনুজ! ওহে গোবর্দ্ধনগিরিধর!
দনুজদলনকারি-দেবকুল মিত্রবর।
হে দেব! শশাঙ্ক সম বিমল দৃষ্টি তোমার।
অতুল প্রভাব তব, হেরিলে তোমারে
হয়নাকি ভব তিরস্কার? ৪
মৎস্যাদিভিরবতারৈ-
রবতারবতাহবতা সদা বসুধাং।
পরমেশ্বর! পরিপাল্যো
ভবতা ভবতাপভীতোহহং। ৫
অবতরি ধরাধামে, অবনী পালিতে
মৎস্য আদি অবতার ক'রেছ গ্রহণ।
তুমি প্রভু পরম ঈশ্বর,
ভবতাপে ভীত আমি নর,
প্রতিপাল্য সর্ব্বথা তোমার। ৫
দামোদর! গুণ-মন্দির!
সুন্দরবদনারবিন্দ! গোবিন্দ!
ভবজলধি-মথন-মন্দর!
পরমন্দরমপনয় ত্বং মে।৬
অশেষ গুণ-মন্দির! ওহে দামোদর!
বদনসরোজ তব, (এ মহীমণ্ডলে)
সর্ব্বসৌন্দর্য্য-আকর!
এ সংসার-পারাবার মথনের তরে—
তুমিহে মন্দর, নাথ!
সংহর পরম দুঃখ কৃপায় সত্বরে।৬
নারায়ণ! করুণাময়!
শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ—
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে
বদন-সরোজে সদা বসতু।৭
নারায়ণ! করুণানিলয়!
তব পদযুগে আ'জ লইনু আশ্রয়।
এই "ষট্‌পদী" স্তব করুক্ নিবাস
বদনে সতত, মম শেষ অভিলাষ। ৭

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত "ষট্‌পদী" স্তোত্রং সমাপ্তং। কস্যচিৎ—
ভক্তিকামস্য।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ।	১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

বিবাহ-নক্ষত্র-নিরূপণ একান্ত আবশ্যক, তজ্জন্য পরবর্ত্তিসূত্রে পরমর্ষি আপস্তম্ব গভীর রহস্যময় ভাবব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা ঐ বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।

যাং কাময়েত দুহিতরং প্রিয়া স্যাদিতি তাং নিষ্ঠ্যায়াং দদ্যাৎ প্রিয়ৈব ভবতি নৈবতু পুনরাগচ্ছতীতি ব্রাহ্মণাবেক্ষো বিধিঃ। ৩

যে কন্যাকে পতির ভালবাসার পাত্রী করা আবশ্যক হইবে, সেই কন্যাকে নিষ্ঠ্যা নক্ষত্রে দান করিবে, তাহাহইলে সেই কন্যা নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইবে। পুনর্ব্বার পিতার গৃহে (অভাবগ্রস্তা হইয়া) আসিবে না। এখানে ব্রাহ্মণাবেক্ষ বিধি বুঝিতে হইবে। আপস্তম্বের এই সূত্রটী পাঠ করিলে হৃদয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার উচ্ছ্বাস উঠে। পিতা মাতার চিরদিনই এ কামনা থাকে যে, তাঁহাদের কন্যাটী স্বামি-সুখে সুখিনী হইবে, কখনও একমুষ্টি অন্নের জন্যে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, অভাবে পড়িয়া কোনও সময়ে আবার নিজেদের নিকটও ফিরিয়া না আসে। কন্যার এই সমস্ত ভবিষ্যদ্দুঃখ দূর করিবার বাসনায়ই পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতেন। কন্যার মতামতের উপর একটা নির্ভর করিতেন না। বলিতে গেলে তাহার একপ্রকার অপেক্ষাই রাখিতেন না। এই সূত্রে ঋষি বলিতেছেন, নিষ্ঠ্যানক্ষত্রে কন্যাদান করিলে কন্যার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। তাহাকে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, কষ্ট পাইয়া অথবা অযথারূপে পীড়িত হইয়া আবার পিতার কাছেও আসিতে হইবে না। ইহাতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, এই নক্ষত্রে কন্যাদান করি। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বিবাহের নক্ষত্র লিখিতেছেন। বিবাহের নক্ষত্র নিরূপণে জ্যোতিষ বলিতেছেন ;—

রেবত্যুত্তর রোহিণী মৃগশিরোমূলানু-
রাধা মঘা,

হস্তাস্বাতিষু তৌলি ষষ্ঠ মিথুনেষূ-
দ্যৎসু পাণিগ্রহঃ।

অর্থাৎ রেবতী, উত্তরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা, স্বাতি, এই সকল নক্ষত্রে এবং তুলা,মিথুন,কন্যালগ্নে পাণিগ্রহণ করিবে। নিষ্ঠ্যা স্বাতিনক্ষত্রের নাম, ইহা আপস্তম্ব নিজেই বলিবেন। এই নক্ষত্রের এত শ্রেষ্ঠতা, অর্থাৎ বিবাহে এত কল্যাণকারিতা জ্যোতিষ বলেন কই? আরও দেখা যাইতেছে, আপস্তম্ব যজুর্ব্বেদোক্ত গৃহ্যকর্ম্ম সূত্রিত করিয়াছেন, ঐ যজুর্ব্বেদীয় বিবাহে, চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, এই কয়টী নক্ষত্র প্রশস্ত, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই গুলির প্রশস্ততা আপদ্বিষয়ে অর্থাৎ বিপত্তিকালে বিবাহ দিতে হইলে। "চিত্রাশ্রবণাধনিষ্ঠাশ্বিনী নক্ষত্রং যজুর্ব্বেদি বিষয়ং" ইহাই আচার্য্য-বাক্য। পারস্কর সূত্রেও "স্বাতৌ চ মৃগশিরসি রোহিণ্যাম্বা" এইরূপ দেখা যায়। স্বাতিনক্ষত্র বিবাহে প্রশস্ত, কিন্তু স্বাতির পূর্ব্বোক্ত গুণানুকীর্ত্তন অন্যত্র পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান করা যায়,আপস্তম্বের সময়ে যজুর্ব্বিবাহ স্বাতিনক্ষত্রেই প্রশস্ত বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছিল। মনুষ্য-শরীরের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ আছে, যাহাতে মনুষ্যের বহুবিধ শুভাশুভ গ্রহ-নক্ষত্রগণের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। নক্ষত্রাদির সহিত মানবের কর্ম্মকাণ্ডের দৃঢ় সম্বন্ধ রাখিতে আর্য্যমহর্ষিগণ এই যুক্তিকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয়টী জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রতিপাদিত। পরিবর্ত্তনের বেগে অনেক সময় শাস্ত্র ছাড়িয়াও ব্যবহার শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। বহুদিন পরে ঐ দৃঢ় প্রচলিত ব্যবহার-পরম্পরাও শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়া যায়। স্বাতির প্রাধান্য জ্যোতিষের অনুমোদিত না হইলেও, ব্যবহার-বশে গৃহ্যসূত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি গোভিলের সময়ে ব্যবহার-প্রাধান্য শাস্ত্রকে পরাজিত করে নাই। গোভিল বলেন,—

"পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্ব্বীত"

অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত পুণ্য নক্ষত্রে দারাগ্রহণ করিবে। অনেকে বলেন, আপস্তম্ববাক্যের তাৎপর্য্য স্বাতিনক্ষত্রের প্রশংসাকথন নহে। স্বাতির প্রাধান্য সেই সময়ে প্রচলিত ছিল, ইহা জ্ঞাপন করাই উদ্দেশ্য। তিনি অপর সকল জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পুণ্যনক্ষত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণাবেক্ষাবিধিঃ" বলায়,ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বিধায়ক বেদবাক্যে যে সমস্ত নক্ষত্র কর্ম্মোপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা এ বিধানে করিতে হইবে। পুণ্য-নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ উচিত। ফল উক্ত নক্ষত্রে একরূপই সর্ব্বত্র, তবে স্বাতির ব্যবহারিক প্রাধান্য অব্যাহত, এই টুকু আপস্তম্বের সূত্রের রহস্য। হরদত্ত বলেন, এখানে একথা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না বলিলে বোধহয় যে, পুংসবনের মত বিবাহও একমাত্র স্বাতি নক্ষত্রে বিহিত হইয়া উঠে, কিন্তু ব্যবহার তাহার বিরোধী, অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত।

ইম্বকাশব্দো মৃগশিরসি নিষ্ঠ্যাশব্দঃ
স্বাতৌ। ৪

"ইম্বকাভিঃ প্রস্থজ্যন্তে" বলা হইয়াছে। ইম্বকা শব্দ প্রসিদ্ধ নহে। আর নিষ্ঠ্যা শব্দের

অর্থও সাধারণে অবগত নহে, কাজেই আপস্তম্ব স্বয়ংই ইল্বকা শব্দের অর্থ মৃগশিরা নক্ষত্র এবং নিষ্ট্যাশব্দের অর্থ স্বাতিনক্ষত্র, একথা বলিতেছেন। সাধারণতঃ অপ্রচলিত কোনও অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, অর্থটী বলিয়া দেওয়া গ্রন্থরচয়িতার প্রধান কর্ত্তব্য। এই গুরুতর দায়িত্বের কর হইতে অনেক প্রাচীন লেখক মুক্তি পান নাই। আপস্তম্ব প্রশংসার্হ। ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতির অনেকটা প্রকট পরিচয় পরসূত্রে পাওয়া যাইবে। যাহা পরসময়ের শাস্ত্রকারগণ অধর্ম্ম—অকর্ত্তব্য—মহাপাপের কার্য্য মনে করিয়াছেন, তাহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিহিত নিয়ম। ভগবন্ কাল! তোমার কুক্ষিতে যে জগতের কত পরিবর্ত্তন-পরিপাক হইয়া গিয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের অগম্য। তোমার মাহাত্ম্য-নির্ণয় দুরূহ। আজ যাহা ধর্ম্ম, সভ্য সমাজে গৃহীত, আদৃত, পূজিত, কা'ল তাহা ঘৃণ্য, জঘন্য, অকর্ম্মণ্য!

বিবাহে গৌঃ। ৫

বৃত্তিকার হরদত্ত বলিতেছেন "বিবাহে গৌরালব্ধব্যা দুহিতৃমতা" অর্থাৎ কন্যার পিতা বিবাহে গোবধ করিবেন। আজকাল ভারতীয় হিন্দু-সমাজে "গোবধ" শব্দ উচ্চারণ করাও দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কার্য্য ত বহুদূরে। বহু বর্ষ পূর্ব্বে আচারব্যবহারের নির্দ্দেষ্টা আপস্তম্ব মহর্ষি বলিতেছেন, বিবাহে গোবধ করিতে হইবে। জগতে কোনও নিয়ম চিরদিন প্রচলিত থাকিতে পারে না, এবং থাকিলেও সমাজের মঙ্গলকর হয় না। অদ্য আমরা যে আইন বলে শাসিত হইতেছি, আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সামাজিক জীবন এবং জাতীয় জীবনের এক একটী একটী দৃশ্য অভিব্যক্ত হইলে, স্বতন্ত্র প্রকার আইন-বন্ধনের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তন চিরদিনই হইতেছে। জাতীয় স্রোত অথবা সামাজিক স্রোত ফিরান সাধারণ লোকের কার্য্য নয়। প্রবল বেগের সমক্ষে সুদৃঢ় বাঁধ দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। যে সময় সমাজের যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ নেতা, তাঁহারাই সামাজিক স্রোতকে অন্য দিক্ দিয়া প্রবাহিত করিবেন। এই পরিবর্ত্তন বিধাতার অভিপ্রেত এবং জগতের মঙ্গলকারক। সকল সময় কোনও একটী জিনিষ ভাল লাগে না। শীতল জল গ্রীষ্মের সময় ভাল লাগে, শীতকালে বহ্নিসেবন সুখকর। এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ব্যবহার-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠে। আর্য্যগণের দেশপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন, স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি ও অন্যান্য আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের একটী কারণ হইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজের অবস্থা বহু পূর্ব্ব হইতেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা গোবধাদি নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই বাক্য দৈববাণীর ন্যায় কার্য্যকর হইয়াছে। আদিপুরাণে দেখা যাইতেছে;—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনং,

* * * * *

প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং,

সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, সজল কমণ্ডলু-ধারণ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিবাহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া, অসবর্ণ কন্যা বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু-ব্রাহ্মণ-হিংসা * * * ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপে সংসর্গ-দোষ, মধুপর্কে পশু(গবাদি) বধ, দত্ত ও ঔরস ব্যতীত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের গ্রহণ, এই সকল কার্য্য বলিয়া পরে বলিতেছেন,—

এতানিলোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ,
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।

অর্থাৎ এই সকল কার্য্য কলির প্রথমে পণ্ডিতেরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিষেধ করিবেন। অতএব বুঝাগেল, গোবধ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এবং শাস্ত্রানুমত।

গৃহেষুগৌঃ। ৬

অপর একটী গরুকে গৃহে সন্নিহিত করিবে। তাৎপর্য্যাধীন তাহাকে বধ করিবার ব্যবস্থাই করা হইল। এই দুইটী (বিবাহস্থানে একটী এবং গৃহে অপরটী) গোবধের উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তিসূত্রে আপস্তম্ব মহোদয়ই বলিতেছেন। সুদর্শনাচার্য্যের মতে এই গোবধটী শাস্ত্রসঙ্গত না হইলেও, ব্যবহার-প্রসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবাহ স্থানে গবালম্ভন প্রথা অস্মদ্দেশে একটু বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। একটী গরুকে বিবাহস্থানে উপস্থিত করা গোবধ-প্রথা রহিত হইলে পরেও প্রচলিত ছিল। তখন নাপিত 'গৌর্গৌ' অর্থাৎ "গরু গরু" এই কথাটী বলিয়া উঠিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বরের অভিপ্রেত হইলে, এই গরু আছে, হত্যাকরা যাইতে পারে। এই সময়ে প্রথার সম্পূর্ণ নিষেধ হয় নাই, বরের অভিপ্রায়াধীন; কাজেই আদেশ গ্রহণ করা হইত। যখন প্রথা নিষিদ্ধ হইল, তখন গরুর মোচনার্থে দুই একটী মন্ত্রের ব্যবস্থাও হইল। অতঃপর বহুকাল গত হইলে গরু আনয়ন বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু "গৌর্গৌঃ" উচ্চারণ বজায় থাকিল। উহা একটী বিবাহাঙ্গ মন্ত্র বলিয়াই সাধারণ লোকে মনে করে। আজ কাল বঙ্গের অনেক পল্লীতে নাপিত "গৌব গৌব" বলিয়া থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা, উহা গৌরচন্দ্রের পবিত্র নাম। একদা কোনও পল্লীবাসী লোক আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বিবাহে গৌরচন্দ্রের নাম বলা হয় কেন? আমি প্রকৃত কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া হার মানিলাম, এবং তাঁহার নিকট উপহাসাস্পদও হইলাম, পরে তিনি আমাকে বলিলেন,— ইহা একটী উপদেশ। গৌরচন্দ্র বিবাহ করিয়াও সংসারে আসক্ত হন নাই। অতএব তোমরাও তদ্রূপ সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে। ব্যাখ্যাটী শুনিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আধিক্য হওয়াতেই আমাদের অনেক কাজ আসলের সঙ্গে অমিল থাকে, এই চিন্তায় একটু দুঃখিতও হইলাম। এই দুইটী গোবধের পরিণাম পরসূত্রে দেখা যাইবে।

তয়াবরমতিথিবদর্হয়েৎ। ৭

সেই গো দ্বারা বরকে অতিথির ন্যায় অর্হণা অর্থাৎ সম্মাননা সৎকারে সৎকৃত

করিবে। যথাক্রমে দুইটী গোবধ বলা হইয়াছে, দুইটীর পরিণামও যথাক্রমে বলা হইয়াছে। প্রথম বিবাহ স্থানে যে গোবধ করা হইয়াছে, তাহা বরের মধুপর্ক দিবার জন্যই। অতিথিকে যেরূপ মধুপর্কাদি দান প্রাচীন পদ্ধতি ছিল, তদ্রূপ এই নব জামাতাকেও দেওয়া হইত। শাস্ত্র বলেন;—"গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ" বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তি আতিথ্য স্বীকার করিলে, তাঁহাকে গোসংযুক্ত মধুপর্ক দেওয়া উচিত। মধুপর্ক-উদ্দেশ্যেই গবাদি পশুর বধ হইত। "মধুপর্কেপশোর্ব্বধঃ" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য এখানে আবার স্মরণ করা উচিত। মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ উত্তর চরিত নাটকে মহামুনি বশিষ্ঠের "বৎসতরী ভক্ষণ" ব্যাপারটা একটু রহস্যরূপেই পরিণত হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকে ব্যাঘ্র বলিয়াও কেহ কেহ উপহাস করিয়াছে। যাহাহউক, বেদজ্ঞ (বর) গোসংযুক্ত মধুপর্ক পাইতে অধিকারী বলিয়াই পূর্ব্বে বিবাহে গোবধ হইত। এখন উভয়ই নাই, বেদাধ্যয়ন দূরে, গোবধও বহুদূরে; সুতরাং কাহারও অপেক্ষায় কাহারও কষ্ট পাইতে হয় নাই। মঙ্গলের বটে।

যোঽস্যাপচিতস্তদ্গিত-রয়া। ৮

বরের পূজা আচার্য্যাদি যে কেহ তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অপরটী অর্থাৎ গৃহে যে গরুটী বধ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা মধুপর্কাদি দানে সংকৃত করিবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, বিদ্যাসম্পন্ন বলিয়াই হউক, চরিত্রবান্ বলিয়াই হউক, সম্পত্তিশালী বলিয়াই হউক, সৎকুলজাত বলিয়াই হউক, আর পিতা বা আচার্য্য বলিয়াই হউক, ইহার কোনও প্রকারে যে ব্যক্তি বরের পূজ্য, তাঁহাকেই ঐরূপে গৃহে হত গরুটীর দ্বারা মধুপর্কাদি দিতে হইবে। এ নিয়মের কোনও অনুকল্প ব্যবস্থা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি না। বরের পক্ষে সাদা মধুপর্ক ও "গৌর গৌর" বলাই অনুকল্প।

এতাবদ্ গোরালম্ভস্থানং অতিথিঃ পিতরো বিবাহশ্চ। ৯

এই তিন সময়েই গবালম্ভ করিতে হইবে। অতিথি এবং পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ মাংসাষ্টকাদি ও বিবাহ, এই তিনটী ব্যতীত ব্যবহারসিদ্ধ গৃহ্যকর্ম্মে প্রায়শঃ গোবধ নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে আছে। মাংসাষ্টকা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও গোমাংসদ্বারা করিবার বিধান দেখিতে পাই। এই তিন কর্ম্মের মধ্যে বিবাহে বিকৃত অনুকরণ ব্যবস্থা চলিতেছে। আতিথ্য এবং পিতৃকর্ম্মে মাংস ব্যবহার ত দূরের কথা, গরুর নামটী উচ্চারণ করিতেও শুনাযায় না।

সুপ্তাং রুদতীং নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ। ১০

বিবাহের কন্যাবরণে যে কন্যা নিদ্রিতা এবং যে কন্যা রোরুদ্যমানা ও যে কন্যা গৃহ হইতে নির্গত হইয়া দৌড়াইয়া যাইবে, সেই সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করিবে। পিতামাতা কন্যার মতামত লইয়া অথবা তাহাদের অভিপ্রায়ের অধীন থাকিয়া বিবাহাদি দিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত আর্য্যশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও যে বিবাহে কন্যার অথবা পুত্রের উপস্থিত অথবা ভাবী অনু-

খের কারণ থাকে, সেইরূপ বিবাহ দিতে পুত্র-কল্যাণকামী পিতার এবং মাতার কোন দিনই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ ছিল না। যে কন্যা বরণ জন্য গ্রহণ করিতেগেলে শুইয়া পড়ে, অথবা রোদন করে, কিম্বা ছুটিয়া পলাইতে চায়, সে কন্যার ঐ বিবাহ দেওয়া অসঙ্গত, কারণ ঐ বিবাহে সে নিজের কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছে। রোদনাদি অলক্ষণ সংঘটিত হইলে, শুভ কার্য্যে বাধা উপস্থিত হয়, আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ কথা অনেক স্থানে আছে। অতএব সর্ব্বথা ঐ কন্যাকে বিবাহে বরণার্থে গ্রহণ করিবে না। বৃত্তিকার বলেন "পরিগ্রহণ মত্যার্থপ্রতিষেধার্থং" বর্জ্জয়েৎ বলার উদ্দেশ্য তিনি বুঝাইতে চাহেন। ত্যাগ করিবে বলিলেই যথেষ্ট হইত, পরিত্যাগ পর্য্যন্ত বলিবার হেতু এই যে, কখনও ঐরূপ কন্যা গ্রহণ করিবে না। একান্ত দৃঢ়রূপে নিষেধ করাই এখানকার তাৎপর্য্য। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ক্ষুব্ধচিত্ত সত্ত্বে বিবাহ দিলে, তাহার দুঃখের কারণ হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ আমার মঙ্গলজনক কার্য্য করিতেও চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সংস্কার বলে ঐ কার্য্যে আমি প্রকৃতরূপে মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিব না। উহার গুণও আমার চ'খে দোষ দেখাইবে।

বিবাহে অপর নিষিদ্ধ কন্যার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নিয়মগুলির পূর্ব্বে বিচার করা হইত বলিয়া বোধ হয়, ব্যভিচারের সংবাদ জানা যায় না, তবে অধুনা, ইহার মধ্যে অনেকগুলি সম্ভব হইলে প্রতিপালিত হয়, আবার স্থান বিশেষে, অনেকগুলিই উপেক্ষিত হয়, দেখিতে পাই। ফলতঃ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরিত্যাগ করাই ভাল।

দত্তাং গুপ্তাং দ্যোতাম্ ঋষভাং শরভাং
বিনতাং বিকটাং মুণ্ডাং মণ্ডূষিকাং
সাংকারিকাং রাতাং পালীং মিত্রাং
স্বনুজাং বর্ষকরীং চ বর্জ্জয়েৎ।১১

যে কন্যা দত্তা অর্থাৎ অপরকে দান করা হইয়াছে, সেই কন্যা বিবাহে পরিত্যাগ করা উচিত। ঐরূপ যে কন্যা গুপ্তা অর্থাৎ প্রযত্নরক্ষিতা (যাহাকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করা হয়, তাৎপর্য্যতঃ যাহার প্রতি দুর্নীতির আশঙ্কায় শাসনে রাখিবার কঠোর বন্দোবস্ত হইয়াছে) তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। আর যে কন্যা দ্যোতা অর্থাৎ বিষমদৃষ্টি (যাহাকে সাধারণতঃ টেরা বলা হয়) আর যে কন্যা ঋষভা অর্থাৎ ঋষভশীলা (ঋষভের মত অর্থাৎ যাহার পুরুষের মত চরিত্র; অনেক স্ত্রীলোকের আচার-ব্যবহার পুরুষের মত, তাহাতে স্ত্রীস্বভাব সুলভ ধর্ম্মগুলি নাই) এবং যে কন্যা শরভা, (যাহাকে লাভ করিবার জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষেরা সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, এবং যে নিজেও মনে মনে দুশ্চরিত্র পুরুষের সঙ্গ প্রার্থনা করে, তাহার নাম শরভা) তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। বিনতা অর্থাৎ নতগাত্রা (কুঁজো) কিম্বা কুব্জা কন্যাও পরিত্যাজ্যা। যে কন্যা বিকটা অর্থাৎ যাহার জঙ্ঘাদেশ অতি স্থূল এবং বিস্তীর্ণ কিম্বা যে কন্যা দেখিতে ভয়ঙ্করা, বিবাহে তাহার পরিত্যাগ আবশ্যক। যে কন্যা মুণ্ডা (মুণ্ডিতকেশা,

অর্থাৎ যাহার মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।) এবং যে কন্যা মণ্ডূকিকা (যাহার শরীরের চর্ম্ম মণ্ডূক অর্থাৎ ভেকের মত অমসৃণ) ও যে কন্যা সাংকারিকা (কুলান্তরে জাতা অথবা যে কুলান্তরের অপত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অপরের পালিতা পুত্রী) কিম্বা যাহাকে রাতা অর্থাৎ রতিশীলা (কামুকী) বলিয়া নিশ্চয় করাযায়, সে সকল কন্যাব বিবাহে পরিবর্জ্জন আবশ্যক। পালী অর্থাৎ পশুপালয়িত্রী (প্রাচীন কালে কন্যাগণের উপর পশু প্রভৃতির পালন-দোহনাদি ভার অনেক সময়ে অর্পিত থাকিত) কন্যাকে ত্যাগকরা আবশ্যক। যে কন্যার অনেকগুলি মিত্র,তাহাকেও পরিত্যাগ করা একান্ত দরকার। আর যে কন্যা স্বনুজা, অর্থাৎ যাহার অনুজা (ছোট ভগিনী) বড় সুন্দরী, তাহাকেও বিবাহ করিতে নাই। এখানে সূত্রকার মহাশয়ের অভিপ্রায় অম্লেই আবিষ্কৃত হয়। বৃত্তিকার সুদর্শনাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "শোভনায়ামনুজায়াং কদাচিৎ প্রমাদঃস্যাৎ"যদি শ্যালিকাটী সুন্দরী হয়, তবে ভগিনীপতি অনায়াসে একটী প্রমাদ ঘটাইয়া বসিতে পারেন। সমাজে শ্যামাঙ্গীর ছোট-গৌরাঙ্গী-ভগিনী ভগিনীপতির সহিত প্রমাদ সংঘটন করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অসম্ভব নহে। মোটের উপর বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া করাটা ঠিক নহে। বর্ষকরী কন্যার পরিবর্জ্জন আবশ্যক। বর্ষকরী কথাটার অর্থ লইয়া একটা গোলযোগ আছে। তাহাতে বিবাহও উলটিয়া যায়। যে কন্যা বরের জন্মগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, তাহাকে অনেকে বর্ষকরী বলেন। তাঁহাদের মতে জন্মের ২।৪ মাস পূর্ব্বে জন্মিলেও বিবাহ হয়, কিন্তু তাহা অশাস্ত্রীয়, অতএব এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না; ইঁহা অনেকে বলেন। তাঁহাদের মতে বর্ষ অর্থাৎ বরের জন্মের পূর্ব্বে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যে বরের বয়োজ্যেষ্ঠা (১মাস, ৫দিন, এক বৎসরের বিশেষ নাই) তাহার বিবাহ সে বরে দিতে নাই। কেহ কেহ বলেন,বরের জন্ম বৎসরে যে কন্যা জন্মে,সেবর্ষকরী। ইঁহাদের অভিপ্রায়মত ব্যবহার সমাজে অধিক স্থানে সংঘটিত হয় না। বয়োজ্যেষ্ঠার সহিত বিবাহও সুচারুকৌলিন্য প্রথার কল্যাণে আমাদিগকে দর্শন করিতে হইতেছে। সম্বৎসরত দূরের কথা, দশবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ কন্যাপেক্ষা দশবর্ষ ন্যূন বয়স্ক পাত্রের দ্বারা হইতেছে! শাস্ত্র আর জীবিত থাকিয়া কষ্ট পান কেন? বর্ষকরীর আর একটী অর্থ আছে। স্বেদশীলা অর্থাৎ যাহার অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, সে কন্যাও বিবাহে পরিত্যজ্যা। অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে শরীরে দুর্গন্ধ এবং তাহা দ্বারা রোগ অনুমান করাযায় ইহাই ত্যাগের কারণ। সুদর্শনাচার্য্য দত্তা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, অন্যের প্রতি বাগ্‌দত্তা অথবা হাতে জল লইয়া দান করিলাম, এইরূপে প্রতিপাদিতা। ফলতঃ ঐ কন্যার পূর্ব্বে বিবাহার্থ সম্প্রদান সিদ্ধ হউক, অথবা বাগ্‌দান পর্য্যন্ত হইয়াই থাকুক, সে কন্যা বিবাহে বর্জ্জনীয়া। আ'জ কা'ল বাগ্‌দান উঠিয়া গিয়াছে। আসন হইতে বিবাহ-সভায় বর উঠিয়া চলিলেন, অপরের সহিত বিবাহ হইল, ইহাও দেখা যাইতেছে।

সুদর্শনাচার্য্য দোতা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, পিঙ্গাক্ষী (যাহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ) কন্যাকেই দোতা বলা শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত। তিনি আরও বলেন, যাহার গমন ঋষভ অর্থাৎ বৃষের মত সে ঋষভা, অথবা যাহার ঘাড়ে বৃষের মত ককুদ আছে, সে ঋষভা। শরভা শব্দে তিনি নিস্প্রভা অথবা নীলবর্ণ লোমবিশিষ্টা নারীকে বুঝিয়াছেন। মুণ্ডা বলিলে,যাহার চুল উঠে নাই,তাহাকেও বুঝা উচিত, ইহা সুদর্শনের সূক্ষ্মদর্শন। ইনি "বামনা"শব্দটী সূত্রে নিবিষ্ট করেন এবংদগ্ধাঙ্গা- (যাহার শরীর পুড়িয়া গিয়াছে) কে বামনা বলেন। সাংকারিকা অর্থে তিনি বলেন, যে কন্যা গর্ভস্থ থাকাসত্বে মাতা স্বামি-বিয়োগ প্রাপ্ত হন,তাহার নাম সাংকারিকা। "কন্দুকা" শব্দটীও তিনি সূত্রে পাঠ করেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় বলেন—কন্দুক-ক্রীড়াশালিনী অথবা ঋতুস্নাতা কন্যাকে কন্দুকা বলা যায়। মহর্ষি মনুর সময়েও নিষিদ্ধ কন্যাগণের মধ্যে ইহার দুইচারিটীকে দেখিতে পাই।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং, নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং।

মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

কপিলা অর্থাৎ যাহার কেশ কপিলবর্ণ, সেই কন্যা এবং যাহার অঙ্গ-বৃদ্ধি আছে, (যেমন একহাতে ছয় আঙ্গুল) সেই কন্যা ও চিররোগিণী, ইহাদিগকে বিবাহ করিবে না। যাহার শরীরে অধিক লোম,তাহাকে, এবং লোম নাই, এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না। যে পুরুষের সহিত বেশী কথা বলে, তাহাকে এবং পিঙ্গলাক্ষী নারীকে বিবাহ করা অন্যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র-রচয়িতা মহর্ষিগণের আদেশ শিরোধার্য্য ও সর্ব্বথা প্রতিপালনীয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে একটু চিন্তায় আকুল হইতে হইতেছে। যে সমস্ত লক্ষণ নিষিদ্ধ, মহর্ষিগণের মতে সেই সকল কন্যাকে বিবাহে পরিত্যাগ করা হইল; এখন বিবেচনাকরা আবশ্যক, এই সকল লক্ষণের অন্ততঃ একটীও যাহাতে আছে, সে কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা। দেখিতে গেলে,এই সকল দোষ-লক্ষণ একেবারে একটীও নাই,এমন কন্যা পাওয়া দুর্ঘট; পাইলেও বিবাহ-যোগ্যস্থানে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় পুরুষ কি ঈশ্বরের পবিত্র আজ্ঞা প্রতিপালনে উদাসীন থাকিবে? না—এই সকল কন্যা আজীবন অবিবাহিতভাবে কাল অতিবাহিত করিবে? সমাজ এ আদেশ শুনিতে প্রস্তুত নহেন; শুনিতেগেলে, বহুসংখ্যক নারী এবং বহু নর জাগতিক ব্যাপারে সংসৃষ্ট থাকিয়াও বিবাহসংস্কারে বঞ্চিত থাকে। এই বিবাহবিভ্রাট শাস্ত্রকারেরা চিন্তা করিয়াছিলেন কি? আমরা বলি, ভাবিয়াই লিখিয়াছেন। তাঁহারা সমাজকে বিবাহে বঞ্চিত হইতে বলেন না। তবে বলেন, এইরূপ কন্যা-বিবাহ সমাজের মঙ্গলের জন্য নহে। ঐ সকল নিষিদ্ধা কন্যার বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকায়, সামাজিকেরাও অনবরত তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছেন। ঋষিরা বলেন, যদি এরূপ কন্যা বিবাহ না করা হয়, তবে এ সকল বিপত্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। ঋষিগণের আরও অভিপ্রায়, তাঁহাদের অভিপ্রেত আচারবান,

বিধান, সদ্বংশজ সুপুরুষ বর এরূপ কন্যা-গণকে বিবাহ করিলে দোষের হয়। যদি যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়, তাহা অনিবার্য্য, শাস্ত্র সেখানে নিরুত্তর। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বিকলাঙ্গী নারীকে বিবাহ করে, তাহাতে শাস্ত্রের মতামত নাই। শাস্ত্র বলেন, পূর্ণাঙ্গবর সুন্দরাবয়বিনী নারীকে বিবাহ করিবে, বিকলাঙ্গীকে নহে। ইহাতে বিকলাঙ্গ পুরুষের বিকলাঙ্গী কন্যা বিবাহ করার নিষেধও নাই, বিধানও নাই। ঋতুমাতার বিবাহ নিষেধ করায় আমাদের আবার সেই "গৌরী" "রোহিণী"র কথা মনেপড়ে। প্রকৃতপক্ষে ঋতুস্নাতার প্রতিসন্দেহ হইবার কথা। রাতা রমণীকে পরিত্যাগ করা সঙ্গত। কামুকীর বিবাহের পরিণাম অনেক স্থানে বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়। অধিক বয়স্কাকে বিবাহ করিলে নানা রোগ ও অশান্তির কারণ থাকে, ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত। পুরুষ সমবয়স্কার সহিত বিবাহিত হইলেও অপেক্ষাকৃত আশঙ্কার কারণ। বরের অপেক্ষা কন্যার বয়স কম হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। আপত্তি হইতে পারে যে, বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে বিবাহ করিয়াও অনেকে অনেক সুপুত্র উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন। বিবাহ পুত্রার্থে; যদি সেই মুখ্য উদ্দেশ্যই রক্ষিত হইল, তবে এ কন্যার বিবাহে বর্জন যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা ইহার প্রত্যুত্তরে বলিব, বয়োজ্যেষ্ঠা, ভিন্ন জাতীয়া, বিধবা অথবা কুলটাকে বিবাহ করিয়াও অনেকে সুপুত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনও স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইলে, তাহা নিয়মের ব্যভিচার মাত্র, তাহা স্বতন্ত্র নিয়ম নহে। ঐরূপ একটী দুইটীর অনুকরণ করিতে সমাজ চাহে না। অনেককে লইয়া অনেক স্থানে যে নিয়ম খাটিতেছে, সমাজ তাহাকেই আদর্শ করিবে। নিয়মের দুই একটী ব্যভিচারকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে, সমাজের আচার ব্যভিচারে পরিণত হইবে মাত্র। বারান্তরে অপর কথা বলাযাইবে। (ক্রমশঃ)

কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারিণঃ।

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চসিদ্ধয়োঽষ্টৌসিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ। ৫১

পদপাঠঃ। ঊহঃ। শব্দঃ। অধ্যয়নং। দুঃখবিঘাতাঃ। ত্রয়ঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানং। চ। সিদ্ধয়ঃ। অষ্টৌ। সিদ্ধেঃ। পূর্ব্বঃ। অঙ্কুশঃ। ত্রিবিধঃ।

ব্যাখ্যা। ঊহঃ—সিদ্ধির নামবিশেষ। শব্দঃ—একপ্রকার সিদ্ধি। অধ্যয়নং—ইহাও সিদ্ধির নাম। দুঃখবিঘাতাঃ—দুঃখের বিনাশ। ত্রয়ঃ—তিনপ্রকার। সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ—সিদ্ধির এটীও একটী নাম। দানং—সিদ্ধির নাম। চ—এবং। সিদ্ধয়ঃ—সিদ্ধি সকল। অষ্টৌ—আটপ্রকার। সিদ্ধেঃ—সিদ্ধির। পূর্ব্বঃ—পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ প্রথমে কথিত। (তিনটী) অঙ্কুশঃ—আকর্ষক অথবা বিক্ষেপক। ত্রিবিধঃ—তিনপ্রকার।

বঙ্গার্থঃ। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, সুহৃৎ-প্রাপ্তি, দান, এবং ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ—তিন প্রকার (সিদ্ধি)—এই অষ্টবিধ সিদ্ধি। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পদার্থ (অশক্তি, তুষ্টি, বিপর্য্যয়) সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

বিশদব্যাখ্যা।—তুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, এখন সিদ্ধির বিষয় কথিত হইতেছে। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, দান, সুহৃৎপ্রাপ্তি, প্রমোদমুদিত, মোদমান, এই আটপ্রকার শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধি। ইহারমধ্যে গৌণ-মুখ্য ভেদ আছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই দুঃখ-ত্রয়ের বিনাশরূপ সিদ্ধি তিনটীই মুখ্যসিদ্ধি। কেন না জগতের জীব প্রধানতঃ দুঃখ নিবারণই প্রার্থনা করে। ঐ দুঃখবিনাশই জীব-জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম শান্তিকর। শাস্ত্রে উহাই মুক্তি নামে পরিচিত হইতেছে। অপর যে সকল সিদ্ধি জীবের অদৃষ্টগুণে সংঘটিত হয়, তাহারা কেহই ঐ প্রধান সিদ্ধির তুল্য নহে। অনেকেই দুঃখ বিনাশের উপায় মাত্র। অপর পাঁচটী গৌণ সিদ্ধির মধ্যে কেহ কাহারও কারণ এবং কেহ কাহারও কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। অধ্যয়ন-সিদ্ধিই প্রথমা-সিদ্ধি। যথাবিধি গুরু-মুখ হইতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার অক্ষরস্বরূপ গ্রহণই অধ্যয়ন। সমস্ত সিদ্ধির প্রথমেই অধ্যয়ন আবশ্যক। অধ্যয়ন-সিদ্ধির অন্য নাম তার। তাহার পর শব্দসিদ্ধি। অধ্যয়নে অক্ষরগ্রহণ, শব্দসিদ্ধিতে ঐ শব্দের অর্থজ্ঞান। শব্দ সিদ্ধির নাম 'সুতার।' অক্ষর-পাঠ ও তাহার অর্থজ্ঞান, এই উভয় প্রকারে অধ্যয়নকে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশের নাম অধ্যয়নসিদ্ধি ও শেষাংশের নাম শব্দসিদ্ধি। তৃতীয় সিদ্ধির নাম উহ। উহ শব্দের অর্থ তর্ক। শাস্ত্রের অনুমোদিত তর্কের সাহায্যে শাস্ত্রীয় পদার্থের প্রামাণ্য বিচারের সিদ্ধান্ত করার নাম এখানে উহসিদ্ধি। বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে, পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির আলোচনা ও তাহার সংশয়াদি নিরসনকরা আবশ্যক। ইহাকে মনন বলা যায়। মনে মনে তর্ক-বিতর্কদ্বারা কোনও বিশ্বাসকে হৃদয়ে সুদৃঢ় করিতে পারিলেই মনন করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, স্বতঃসিদ্ধ অনুভবসিদ্ধ পদার্থে সংশয় না থাকিলেও, তদর্থে যুক্ত্যাদির অবতারণা কেবল মনন মাত্র। এই উহ সিদ্ধির নাম 'তারতার।' চতুর্থ সিদ্ধি—সুহৃৎপ্রাপ্তি। নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্কেরদ্বারা যে মীমাংসা করা যায়, অনেক সময়ে স্বীয় সামর্থ্যে বিশ্বাস না থাকাবশতঃ, সেই মীমাংসায়ও অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয় না। তখন কোনও সুবিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ বিষয়টীর সত্যতা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎই সুহৃৎপ্রাপ্তি। জ্ঞানী সকলেরই আত্মীয়, তাঁহার অন্তঃকরণ সুন্দর, কাজেই তিনি জগতের সুহৃৎ। এরূপ সুহৃদের (মহাপ্রাণ সাধকের) নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ সুহৃৎপ্রাপ্তি-সিদ্ধি। ইহার অপর একটী নাম 'রম্যক।' সাধকের নিকট এই সিদ্ধি বড় রমণীয়। পঞ্চম সিদ্ধি—দান। বিবেকের প্রবাহ যখন স্বচ্ছভাব ধারণ করে, তখন বিবেকের বিমলতা স্বরূপ সেই সিদ্ধিকে দান-সিদ্ধি বলা যায়। নিরন্তর অভ্যাসবশে জ্ঞানের পরিপক্কতাই এই অবস্থা। যখন বারম্বার আলোচনা করায়, জ্ঞানের আলোকে

অন্তঃকরণের অন্ধকার রাশি বিলীন হয়, তখন সেই নিরাবাধ নির্ম্মল বিবেকস্রোত বহিতে থাকে, উহাই সাধকের প্রাণের বল—প্রধান অবলম্বন। এই সিদ্ধির নামান্তর 'সদামুদিত।' পাঁচটী গৌণ সিদ্ধির নাম রাখিতেও শাস্ত্রকারগণ অসাধারণ ধিষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম সিদ্ধির নাম—তার। (তারয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা) সাধককে বিপজ্জাল হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই 'তার' নাম। তাহার পর সুতার। তারণ বিষয়ে 'তার' অপেক্ষা এ সিদ্ধির সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্য আর একটু অধিক, কাজেই নাম—সুতার। তদপেক্ষা তারতারের স্থান আর একটু উচ্চে। তারসিদ্ধি হইতেও তার অর্থাৎ উন্নত অথবা উৎকৃষ্ট, ইহাই নামের রহস্য। তাহার পর চতুর্থ সিদ্ধির নাম 'রম্যক' রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধকের মন এই সিদ্ধিতে আগ্রহের সহিত রমণ করে। পঞ্চম সিদ্ধির নাম সদামুদিত; সাধকও তখন সদা মুদিত অর্থাৎ সদানন্দ। মুখ্য সিদ্ধি কয়টীর নাম,—প্রমোদ, মুদিত, মোদমান রাখাই সুবিবেচকের কার্য্য হইয়াছে, কারণ যদি ত্রিবিধ দুঃখেরই বিনাশ হইল, তখন সাধকের আনন্দ বই আর রহিল কি? আনন্দময় সাধক তখন আনন্দসলিলে হৃদয়ের ত্রিতাপ-দহন নির্ব্বাপিত করিয়া সুশীতল হইয়াছেন। বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, এই তিনটী সিদ্ধির অঙ্কুশ। তাহার কারণ, বিপর্য্যয় বিবেক-জ্ঞানের চির শত্রু, কাজেই বিপর্য্যয় সিদ্ধির বাধা জন্মায়। অশক্তি সকল সিদ্ধিরই প্রতিবন্ধক। সামর্থ্য না থাকিলে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তুষ্টিও সিদ্ধির প্রতিকূলাচরণ করে। কোনও বিষয়ে তুষ্ট হইলে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া উঠা যায় না। যাহা আমার কাছে ভাল লাগে, স্বভাবের শক্তিতে আমি তাহার গুণে মোহিত, তাহার দোষের ভাগ আমার চখে পড়ে না। কিছুর উপর তুষ্ট হওয়াই অন্যায়। আসক্তিতে মোহ উৎপাদন করে। কোনও কোনও আচার্য্যের মতানুসরণ করিলে সিদ্ধির অন্য প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহ অর্থ স্ফুরণ। অভ্যাসাদি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মবলে যে পরিস্ফুরণ, তাহার নাম উহ। শাস্ত্রে এরূপ অনেক আখ্যায়িকা আছে, যাহাতে অবগত হওয়া যায়, ইহজন্মে অভ্যাসাদিরহিত ব্যক্তিরও স্বয়ং জ্ঞানোদয় হইয়াছে। অপর কেহ গুরুর নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ঐ পাঠ শ্রবণ করিলে, যদি সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া, কাহারও কখনও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তবে সেখানে সেই জ্ঞানস্ফুরণসিদ্ধি শব্দ শ্রবণ করিয়াই হইয়াছে বলিয়া, তাহারও নাম হয় শব্দসিদ্ধি। তাহার পর অধ্যয়ন; রীতিমতভাবে শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার প্রতিপালন করিতে করিতে গুরুর নিকট স্বাধ্যায়াভ্যাস করাই অধ্যয়ন। অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে, সেই সিদ্ধিকে অধ্যয়নসিদ্ধি বলে। আত্মতত্ত্ববিৎ সুহৃৎকে প্রাপ্ত হইয়া দৈবাৎ ভাগ্যক্রমে কাহারও জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইলে, সেই সিদ্ধির নাম সুহৃৎপ্রাপ্তি। দানসিদ্ধির লক্ষণে এ আচার্য্যের মতে একটু নূতনত্ব আছে। ইনি বলেন, দান সিদ্ধির কারণ, দাননিমিত্ত যে জ্ঞান হয়, তাহাকে দানসিদ্ধি বলে। কোনও জ্ঞানীকে আমি বহু অর্থ দান

করিলাম,তিনি আমার সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া আত্মতত্ত্বের যথাযথ রহস্য আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এ জ্ঞানপ্রাপ্তির কারণ—দান। অনেকে এ সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন। জ্ঞানীর আবার দানের আকাঙ্ক্ষা কি? পাইলেইবা পরিতুষ্টি কি? শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, যিনি লাভে এবং অলাভে সমান চিত্ত, পাইলেও হৃষ্ট হননা, না পাইলেও ক্লিষ্ট অথবা রুষ্ট হন না—তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। এখানে একটু প্রণিধান আবশ্যক। মনেকরা দরকার, আপনার কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকুক,জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য জ্ঞানীর আকাঙ্ক্ষা আছে। আপ্তকাম পরমেশ্বরও জীবের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া দুঃখ বিনাশের ব্যবস্থা করেন, এ কথা আস্তিক শাস্ত্রে অনেক স্থানে আছে; জ্ঞানী ত পরে। যেসকল সাধু সন্ন্যাসী নিজের জন্য অর্থ গ্রহণ করা বিষ্ঠা-গ্রহণের মত অকর্ত্তব্য মনে করেন,শুনাযায়,দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারাই দুর্গম পর্ব্বত-প্রদেশের পথ ও সেতু প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পরহিতৈষণা উদ্দীপিত না হইলে জ্ঞানীর জ্ঞান বৃথা। যাহা জগতের কোনও কাজে আসে না, এরূপ জ্ঞান আর্য্য-শাস্ত্রে আদৃত নহে। আর্য্য-শাস্ত্রে মহামহিম কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমেলোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।
শঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে আমার দৃষ্টান্তে এই জগতের সকলেই বৃথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লোক উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। শঙ্করের (কুনীতির পরিণাম অবৈধ সন্তান উৎপাদন,তাহাই শঙ্কর প্রথার মূল) কর্ত্তা আমিই হইব। এই সকল প্রাণিগণ আমা হইতে কলুষিত—অর্থাৎ না বুঝিয়া আমার পথে চলিতে যাইয়া জগৎকে মলিন করিয়া তুলিবে। বস্তুতঃ জগতের ইহাই একটী নিয়ম,শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম দেখিয়া অপর সকলে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যের অবধারণ করে। দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থানে কোনও একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি স্থানীয় আচারের হর্ত্তাকর্ত্তা, সেখানকার লোকে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাদের নেতার অনুসরণ করে। হয়ত অপরের পক্ষে তাহাদের সেই ব্যবহার যারপরনাই অযস্ক বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ফলতঃ ভগবান্‌ও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম্ম করেন। সাধু-কর্ম্ম করিলে দোষ কি? পরোপকার ব্রত অবলম্বন না করিলে জ্ঞানীর জ্ঞানের গরিমা কি? অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় দোষাশঙ্কা নাই। "পূর্ব্বোহঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ" এই অংশের ব্যাখ্যায় এই আচার্য্য বলেন, পূর্ব্ব তিনটী, অর্থাৎ উহ, শব্দ ও অধ্যয়নরূপ ত্রিবিধ সিদ্ধি মুখ্য সিদ্ধির আকর্ষক। অঙ্কুশদ্বারা আকর্ষণ করিয়া কোনও বস্তু নিকটে আনা যায়। এই তিনপ্রকার সিদ্ধিও পরবর্ত্তিশ্রেষ্ঠসিদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। ইঁহার এরূপ ব্যাখ্যার মূল রহস্য আর কিছু নয়, কেবল পূর্ব্বোক্ত মতের অনুপযুক্ততা বিবেচনাই কারণ। তুষ্টি সিদ্ধির বিরোধী, তুষ্টির অভাব অশক্তিও সিদ্ধির প্রতিবন্ধক। কোনও পদার্থ এবং তাহার অভাব, এই দুইটীই একটী কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, এরূপ কল্পনা অন্যায়, ইহা মনে করিয়াই

আচার্য্য মহোদয় পূর্ব্বোক্তমতের অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রত্যয়সর্গ বর্ণিত হইল।

ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্ব্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যোভাবাখ্যশ্চ তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ। ৫২

পদপাঠঃ। ন। বিনা। ভাবৈঃ। লিঙ্গং। ন। বিনা। লিঙ্গেন। ভাবনির্ব্বৃত্তিঃ। লিঙ্গাখ্যঃ। ভাবাখ্যঃ। চ। তস্মাৎ। দ্বিবিধঃ। প্রবর্ত্ততে। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। ন—হয়না। বিনা—ব্যতীত। ভাবৈঃ—প্রত্যয়সর্গ। লিঙ্গং—তন্মাত্রসর্গ। ন—হয়না। বিনা—ভিন্ন। ভাবাখ্যঃ—ভাব এই নামক প্রত্যয়সর্গ। চ—ও। তস্মাৎ—সেই নিমিত্ত। দ্বিবিধঃ—দুই-প্রকার। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয়। সর্গঃ—সৃষ্টি। (পরস্পরের অপেক্ষা আছে বলিয়া দ্বিবিধ সৃষ্টিরই আবশ্যকতা আছে।)

বঙ্গার্থঃ। বুদ্ধিসৃষ্টি ব্যতীত তন্মাত্র অর্থাৎ ভৌতিক সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না, আবার তন্মাত্রসৃষ্টি ভিন্নও বুদ্ধিসৃষ্টির স্বরূপ-নিষ্পত্তি হয় না,তজ্জন্যই উভয়বিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। এখানে আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে যে, উভয়প্রকার সৃষ্টির আবশ্যকতা কি? পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি। সৃষ্টি না হইলে ভোগ ও মোক্ষ, এই উভয়-বিধ পুরুষার্থের কোনওটী সুসিদ্ধ হইতে পারে না, সত্যবটে; কিন্তু তন্মাত্রসৃষ্টি অথবা বুদ্ধিসৃষ্টি, ইহার যে কোনটীর দ্বারা পুরুষার্থ-সম্পাদন চলিতে পারে; দ্বিবিধ সৃষ্টি কেন? কারিকায় এই প্রশ্নের উত্তরই দেওয়া হই-তেছে। এই দুইটী সৃষ্টি পরস্পরকে অপেক্ষা করে। তন্মাত্র-রচিত শরীরাদি না থাকিলে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল থাকিবে কোথায়? লিঙ্গ শরীর অনুমান করিবার সময় প্রদর্শিত হইয়াছে,বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের একটী ভৌতিক আধার চাই,নচেৎ তাহাদের কার্য্যকারিতার বিলোপ হয়; অতএব বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধি-সৃষ্টি তন্মাত্রসৃষ্টিকে অপেক্ষা করে। আবার বুদ্ধিশূন্য শরীরের কিছুই কার্য্য থাকিতে পারে না বলিয়া তন্মাত্রসৃষ্টিও বুদ্ধিসৃষ্টির সহানুভূতি প্রার্থনা করে। শব্দাদি বিষয় ও বিবেক-বৈরাগ্যাদি—উভয়েরই আবশ্যকতা। ভোগ ও মুক্তি, উভয়েই সৃষ্টিদ্বয়ের দরকার। একটী ছাড়িলে অপরটী থাকে না; সুতরাং দুইটী চাই।

অষ্টবিকল্পোদৈব স্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ। ৫৩।

পদপাঠঃ। অষ্টবিকল্পঃ। দৈবঃ। তৈর্য্যগ্‌-যোনঃ। চ। পঞ্চধা। ভবতি। মানুষ্যঃ। চ। একবিধঃ। সমাসতঃ। ভৌতিকঃ। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। অষ্টবিকল্পঃ—অষ্টপ্রকারের বিকল্প অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিভাগ যাহাতে আছে। দৈবঃ—দেব জাতীয় সৃষ্টি। তৈর্য্যগ্‌যোনঃ—তির্য্যগ্‌যোনির সম্বন্ধে। পঞ্চধা—পাঁচ প্রকার। ভবতি (সৃষ্টিঃ)—সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ্যঃ—মনুষ্য সম্বন্ধীয় সৃষ্টি। চ—এবং। একবিধঃ—একপ্রকার। সমাসতঃ—সংক্ষেপে। ভৌতিকঃ—মূলভূত বিষয়ক (প্রাণি সম্বন্ধীয়) সর্গঃ—সৃষ্টি।

বঙ্গার্থঃ। দেবতাসৃষ্টি আট প্রকারের। পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌যোনির সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টি এক প্রকার। সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সৃষ্টি।

বিশদ ব্যাখ্যা। স্থূলভূত হইতে যাহাদের দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সৃষ্টিই ভৌতিক সর্গ। দেবতাদিগের মধ্যে আট প্রকার বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন সম্প্রদায় আছে। টীকাকারগণ বলেন, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই অষ্টবিধ দেবতা-সর্গ। এই আট প্রকারের আকৃতিগত মিলন নাই। কোনও সম্প্রদায়ের তিন পা, কাহাদের বা চারিহাত, কোনও দলের তিন চক্ষু ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আকার ইহাদের দলবিভাগের একমাত্র কারণ হইয়াছে। পশু, পক্ষী মৃগ, সরীসৃপ, স্থাবর, এই পাঁচপ্রকার তির্য্যগ্‌যোনির বিভাগ। পশু এবং মৃগ জাতীয়তায় একটু বিভিন্ন। মৃগ এখানে হরিণ নহে। পশু শ্রেণীকে বিশেষ লক্ষণদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একটীকে পশু, অপরটীকে মৃগ নাম দেওয়া হইয়াছে। পক্ষীর অবয়ব পশুর অপেক্ষা স্বতন্ত্র, সুতরাং উহা ভিন্ন জাতীয়। সরীসৃপ সর্পাদি সম্প্রদায় সাধারণের পরিচিত। মানুষ সর্ব্বত্রই একপ্রকার। তিনখানি চরণ অথবা তিনখানি হাত কিম্বা চারিটা চক্ষু কোনও দেশীয় কোনও মানবজাতির দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থাবরকে তির্য্যগ্‌যোনির মধ্যে ফেলিবার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃষ্ট চৈতন্য নাই, তির্য্যগ্‌ জন্তু পক্ষী-পশ্বাদিরও তদ্রূপ। ভৌতিক সৃষ্টির বিস্তার বলিতে গেলে সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। প্রত্যেক পক্ষী পশু প্রভৃতির শ্রেণীর অন্তর্গত অবান্তর বিভাগ অথবা উপবিভাগগুলি অনেক অধিক হওয়া সম্ভব।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ
মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্ব
পর্য্যন্তঃ। ৫৪

পদপাঠঃ। ঊর্দ্ধং। সত্ত্ববিশালঃ। তমোবিশালঃ। চ। মূলতঃ। সর্গঃ। মধ্যে। রজোবিশালঃ। ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তঃ।

ব্যাখ্যা। ঊর্দ্ধং—উপরিতন দ্যুপ্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকে। সত্ত্ববিশালঃ—সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃ সুখবহুল। তমোবিশাল—তামস গুণের আধিক্য হেতুক মোহসঙ্কুল। চ—এবং। মূলতঃ—মূলদেশে অর্থাৎ অধোদিকে পশু প্রভৃতি। সর্গঃ—সৃজন ব্যাপার। মধ্যে—সাত্ত্বিকগুণের নিম্নে এবং তামসিক গুণের উপরে, এই মধ্যভাগে অর্থাৎ রাজস মনুষ্যাদিতে। রজোবিশালঃ—রজোগুণপ্রাবল্যবশতঃ দুঃখবহুল (সৃষ্টি।) ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ—সংক্ষেপে ত্রিবিধ জীব-সৃষ্টির পরিচয় অথবা সীমাবধারণ—ব্রহ্মা হইতে অপকৃষ্ট চৈতন্যস্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত।

বঙ্গার্থঃ। ঊর্দ্ধলোক সত্ত্ববহুল, অধঃসৃষ্টি তমোবহুল, মধ্যে মনুষ্যসৃষ্টি রজোবহুল। সংক্ষেপে ত্রিবিধ সৃষ্টির পরিচয় ব্রহ্মা হইতে তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত।

বিশদ ব্যাখ্যা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, প্রাকৃত জগতে জীব সৃষ্টিবিভাগও ত্রিবিধ কাহারও সত্ত্বাংশের আতিশয্য বশতঃ সুখাধিকা, কাহারও তামসতা প্রযুক্ত অজ্ঞানভাব, কাহারও বা রাজস প্রকৃতি বশতঃ দুঃখ-

স্বভাব। জগন্নাথ কৃষ্ণ গীতার অমৃতাক্ষরে বলিতেছেন,—রজসস্ত ফলং দুঃখং অজ্ঞানং তমসঃ ফলং। অর্থাৎ দুঃখ রজোগুণের ফল এবং অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় থাকা তমোগুণের কার্য্য। মনুষ্য-সমাজ মুহুর্মুহুঃ নানাবিধ প্রতিবিধান করিয়াও দুঃখের কর হইতে তিলার্দ্ধ নিষ্কৃতি পায় না। দুঃখ এই শ্রেণীর সাধারণ গুণ—তাহাকে পরিত্যাগ করিতে এসে যাইতে চাহে না। মানব কর্ম্মজীব, সংসারে কর্ম্মকরাই যত কষ্টকর। পশ্বাদির মোহ প্রযুক্ত সুখ-দুঃখের সম্যক্ আলোচনা হয় না; দেখাযায়,তাহারা অনেক সময়ে সুখ-দুঃখের পার্থক্য ও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহাদের সাধারণ বিষয়ে সুখ-দুঃখের অজ্ঞতা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। আংশিক সাত্ত্বিক ভাব মনুষ্যেও দেখা যায়, তবে তাহার পরিমাণ রজোগুণের অনুপাতে অকিঞ্চিৎকর; কখনও একটু অধিক হইলে, সে মনুষ্যকে দেবপ্রকৃতি বলা হইয়া থাকে। সত্ত্ববহুল উর্দ্ধসৃষ্টি আমাদের চক্ষুর বিষয় নয়।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি
চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ তস্মাৎ দুঃখং
স্বভাবেন। ৫৫

পদপাঠঃ। তত্র। জরামরণকৃতং॥ দুঃখং। প্রাপ্নোতি। চেতনঃ। পুরুষঃ। লিঙ্গস্য। অবিনিবৃত্তেঃ। তস্মাৎ। দুঃখং। স্বভাবেন।

ব্যাখ্যা। তত্র—সেখানে অর্থাৎ উর্দ্ধে, অধোদেশে ও মধ্যে। (দেবসৃষ্টি পশ্বাদিসৃষ্টি ও মনুষ্য-সৃষ্টিতে) জরামরণকৃতং—জরা অর্থাৎ শরীরের অকর্ম্মণ্যাবস্থা—জীর্ণভাব এবং মরণ—অর্থাৎ দেহ-পতন বা মৃত্যু, এই উভয় ব্যাপার জনিত। দুঃখং—দুঃখ। প্রাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়। চেতনঃ—চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষঃ—জীব (পুরি—লিঙ্গশরীরে শেতে—তিষ্ঠতি তদাশ্রয়ণেন লোকান্তরগমনং সাধয়তি চ, ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) লিঙ্গস্য—লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের। অবিনিবৃত্তেঃ—নিবৃত্তি—অর্থাৎ বিনাশ পর্য্যন্ত। তস্মাৎ—সেইজন্য। দুঃখং—দুঃখ। স্বভাবেন—স্বভাব বশতঃ। (প্রকৃতির গুণ প্রাকৃত পদার্থের স্বভাব।)

বঙ্গার্থঃ। সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই জীবগণ জরা-মরণজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, যাবৎ লিঙ্গ-শরীরের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই দুঃখ হয়,সেইজন্য দুঃখই সৃষ্টির স্বভাব।

বিশদব্যাখ্যা। সত্ত্ববহুল সৃষ্টিই হউক, আর রজোবহুল সৃষ্টিই হউক, দুঃখ সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর আছে। কেন না, গুণত্রয় পরস্পর কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, তবে কাহারও আধিক্য ও কাহারও অল্পতা সংঘটিত হয় মাত্র। সাত্ত্বিক শরীরেও রজো-গুণ-কার্য্য দুঃখ আছে; দেব-শরীরের দুঃখ-সংবাদে পুরাণ সাক্ষ্য দিতেছে। চিরদিন কেহই থাকিবে না। জীর্ণতা ব্রহ্মারও হইবে। ব্রহ্মা হইতে কৃমি পর্য্যন্তেরও "আমি মরিয়া যাইব" এইরূপ একটী ত্রাস রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দিনাবসানে শরীর অকর্ম্মণ্য হইলে, শরীরী মাত্রেরই দেহপাত হইবে, এ দুঃখ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে "লিঙ্গস্যাবিনি-বৃত্তেঃ" এ অংশটুকুর অন্য অর্থ করা যাইতে পারে। অজ্ঞানবশতঃ পুরুষ লিঙ্গ-শরীরের সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম নিজের বলিয়া মনে করে,

এই জন্যই দুঃখ। লিঙ্গ শরীর হইতে নিজে পৃথক্, এ জ্ঞান স্ফুরিত না হওয়াই দুঃখের কারণ। অথবা এই অংশের দ্বারা দুঃখ কতকাল? এই প্রশ্নের উত্তর করা হইতেছে। যতদিন লিঙ্গদেহ আছে, ততদিন। লিঙ্গদেহ গেলে মুক্তি। তখন ভোগ থাকে না; কাজেই দুঃখের সম্ভাবনা তখন নাই।

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদি-
বিশেষভূত পর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থইব
পরার্থ আরম্ভঃ। ৫৬

পদপাঠঃ। ইতি। এষঃ। প্রকৃতিকৃতঃ। মহদাদিবিশেষভূত পর্য্যন্তঃ। প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং। স্বার্থে। ইব। পরার্থে। আরম্ভঃ।

ব্যাখ্যা। ইতি—(পূর্ব্বোক্তস্মারক ইতি শব্দ এখানে ব্যবহৃত।) এষঃ—এই। প্রকৃতি-কৃতঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ উপনিষদুক্ত প্রধানের কার্য্য মহদাদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ—মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত। (স্থূলভূত পর্য্যন্ত বলিবার হেতু এই যে, ঐ স্থানেই সৃষ্টির শেষ। ভৌতিক চরাচর ভূতের গুণ ব্যতীত নূতন কিছু গুণ পায় নাই, কাজেই তাহাকে স্থূলভূত হইতে পৃথক্ বলিতে পারি না। এইজন্য স্থূলভূতসৃষ্টিই পদার্থসৃষ্টির শেষসীমা।) প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং—প্রত্যেক পুরুষ অর্থাৎ জীবের মোক্ষ-সম্পাদনের জন্য। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভোগ এবং মোক্ষ, উভয়বিধ পুরুষার্থ সৃষ্টির দ্বারা সাধিত হয়; এখন দেখান যাইতেছে, বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া পুরুষ মুক্তির পথে পদার্পণ করিবে, এইজন্যই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। স্বার্থে—নিজের প্রয়োজনে। ইব—ন্যায়, মত, সদৃশ। (যেমন নিজ প্রয়োজনে, সেইরূপ) পরার্থে—পর প্রয়োজনে। আরম্ভঃ—প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টির প্রথম উদ্যম। (সৃষ্টি তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরের জন্য।)

বঙ্গার্থঃ। মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত এই সৃষ্টি প্রকৃতির কার্য্য। প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। লোকে নিজের প্রয়োজনের জন্য যেরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়, প্রকৃতি পরের দরকারেও তদ্রূপ সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। (আরম্ভ নিজের কার্য্যের মত ভাবে, কিন্তু কার্য্য পরের জন্য।)

বিশদব্যাখ্যা। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া পরে অনেকানেক বিপক্ষ মতের প্রতিবাদ ও স্বমতের যুক্তি প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। এই জগৎ সর্ব্বশক্তিমান্ অগাধজ্ঞানার্ণব পরমেশ্বর কর্তৃক রচিত। তিনি জীবকুলের কর্ম্মানুসারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের ব্যবস্থা করেন। সেশ্বর-সম্প্রদায়ের এই একটী প্রসিদ্ধ মত। আবার কোনও কোনও ঈশ্বরবাদীর অভিপ্রায় এই যে, জগৎ প্রকৃতিকার্য্য হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎপন্ন। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগৎ জন্মে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বিহনে অথবা তাঁহার অধিষ্ঠান বিনা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ অথবা সৃষ্টি, কিছুই হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদীর মত, জগৎ কল্পনা মাত্র, ইহাতে কিছু বাস্তব বস্তু নাই। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় কারণই ব্রহ্ম। এই সকল মত নিরাস করিতে না পারিলে, "প্রকৃতি জগৎকারণ"

এ সিদ্ধান্ত স্থির থাকে না। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সৃষ্টি প্রকৃতিরই কার্য্য। কেন না, ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার দরকার কি? তিনি যদি একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বসম্পন্ন হন, তবে কি অভাবে সৃষ্টি করিবেন, বুঝি না। নিজের কোনও কামনা নাই, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য কেহই নাই, কাহার জন্য অথবা কাহাকে কর্ম্মফল দিবার জন্য সৃষ্টি করিবেন? সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহার কর্ম্ম ছিল? যে সময় জগৎ জন্মে নাই, তখনকার কর্ম্ম একটা কি? আবশ্যক ব্যতীত কে কার্য্য করে? ঈশ্বরের কিছু দরকার প্রমাণ করা যায় না, অতএব ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, এটা বৃথা কথা; আর ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের জন্য ইচ্ছুক হইবেন কেন? কামনা না থাকিলে তিনি নির্ব্যাপার; নির্ব্যাপার সূত্রধর কি বাস্তু নামক-ছেদন সাধনের অধিষ্ঠান সম্পাদন করে? যে কাষ্ঠচ্ছেদন করার কামনা করে, সেই সূত্রধারণ করে, বস্তুতঃ আপ্তকাম ঈশ্বরের প্রকৃতির অধিষ্ঠান অসম্ভব। জগৎ মিথ্যা নহে, প্রত্যক্ষ বস্তু, তবে বিকারী। ব্রহ্ম যদি উপাদান-কারণ হন, তবে তিনিও বিকারী হন, তাহার অক্ষত বাক্‌মাত্র। অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে; অচেতন প্রকৃতি পরের কাজ নিজের কাজের মত করে। দুই বস্তুর ভোগ জীবের; বিরক্ত হইলে মুক্তিও জীবের, প্রকৃতির কেবল তাহা সত্তা। অচেতনের কামনা থাকে না, কিন্তু কার্য্য থাকে। অচেতনের কামনা না থাকিলে কার্য্য প্রবৃত্ত হইতে পারে না। চেতনের ইচ্ছা হইতে চেষ্টা হয়। ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানটা আছেই, থাকা চাই। প্রকৃতির (অচেতনের) ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান নাই, কিন্তু কার্য্য আছে; অতএব ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিলে যে দোষ হয়, প্রকৃতিকে বলিলে, তাহা হয় না। নিরীশ্বর-বাদের অনেক ভাল যুক্তি-তর্ক আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। কপিল নিরীশ্বর ছিলেন, মনে হয় না। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই কেন? এবিষয়ের রহস্য সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

(ক্রমশঃ—)

মীমাংসাদর্শনম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্।)

অনিত্যসংয়োগাৎ। ৬।

পদপাঠঃ। অনিত্য-সংযোগাৎ।

ব্যাখ্যা। অনিত্যসংযোগাৎ—অনিত্য পদার্থের সহিত সংযোগ আছে বলিয়াও। (অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ)

বঙ্গার্থঃ। অর্থবাদ বাক্যে কতকগুলি অনিত্য অর্থাৎ অচিরস্থায়ী পদার্থ প্রতিপাদিত হয়, এইজন্যও অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বেও একবার অনিত্য-সংযোগ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, কিন্তু বিধিবাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করায় সেই প্রশ্ন আবার অর্থবাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এটীও পূর্ব্বপক্ষের সূত্র। এখানেই পূর্ব্বপক্ষের অবসান। আগামিসূত্রে সিদ্ধান্তীর মত অর্থাৎ অর্থবাদ বাক্যগুলিরও প্রামাণ্য আছে, উহারা অনর্থক নহে, এই পক্ষ প্রতিপাদিত হইবে।

বিধানা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ। ৭

পদপাঠঃ। বিধিনা। তু। একবাক্যত্বাৎ। স্তুত্যর্থেন। বিধীনাং। স্যুঃ।

ব্যাখ্যা। বিধিনা—বিধির সহিত। তু—কিন্তু। একবাক্যত্বাৎ—একবাক্যতা আছে, এই জন্যই। স্তুত্যর্থেন—স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসার্থ দ্বারাই। বিধীনাং—বিধিবাক্য সকলের। স্যুঃ—হইতেছে। (অর্থবাদ বাক্য সকলের প্রমাণ)

বঙ্গার্থঃ। বিধির সহিত একবাক্যতা আছে বলিয়া বিধিস্তাবক অর্থবাদ-বাক্যের প্রামাণ্য আছে।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদ নিরর্থক নহে, উহার আবশ্যকতা আছে। যে বেদে বহু-কাল্যবসানে ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই বেদে অর্থবাদ বাক্য বৃথা প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব। চিন্তা করিলে, অনুসন্ধান করিলে, অনায়াসেই ঐ সকল বাক্যের রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে দেখা যাইবে, অর্থবাদবাক্য বিধির স্তাবক। কোনও কার্য্যে কাহাকেও প্রবোচিত করিতে হইলে, বলিতে হয়, এ কার্য্য অতি উত্তম, ইহার পরিণাম বিশেষ সুখপ্রদ ইত্যাদি। আপাততঃ বহুব্যয়সাধ্য এবং নানা ক্লেশে নিষ্পাদনযোগ্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে বলিলে লোকের তাহাতে সহজতঃ প্রবৃত্তি হয় না। তাহাকে প্রবোচিত করিবার জন্য যাগ-কর্ম্মের দেবতার প্রশংসা অথবা উদ্যোগ প্রশংসা, কোনও স্থানেবা কর্ম্ম কর্ত্তার প্রশংসাও আবশ্যক হইয়া উঠে।

অর্থবাদ বাক্যগুলি বিহিত কর্ম্মে লোকের অতিশয় আগ্রহ জন্মাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। মনে করা যাউক, আমার কতকগুলি গাভী বিক্রয় করিবার দরকার আছে। বাজারে যাইয়া ক্রেতাকে প্রবোচিত করিবার জন্য আমাকে বলিতে হইবে, এ গাভী এখনও অনেককাল জীবিত থাকিবে। বিশেষতঃ কালোবর্ণে ইহার পরিষ্কার চেহারা দেখায়। আর এ গাভীটী গত বৎসর যে প্রসব করিয়াছিল, তাহাতে অনেক পরিমাণে দুগ্ধ দান করিত। ইহাদের বংশে প্রায়শই স্ত্রীবৎস (বকনাবাছুর) প্রসবকরা নিয়ম। গুণানুসারে বিচার করিতে গেলে ইহার মূল্য অনেক অধিক হওয়া উচিত, কিন্তু আপনি লইলে অতি অল্পমূল্যে দিতে পারিব। আপনি সামান্য খড় (বিচালী) খাইতে দিলেই ইহার পরিতুষ্টি হইবে। খৈল অথবা অন্যান্য মোসলাদি ইহাকে খাইতে দিতে হইবে না। এসকল উক্তি শ্রবণ করিলে ক্রেতার মন নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম চরমে পরম সুখদ হইলেও আপাততঃ নানা কষ্টকর বলিয়া ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না। রোগী তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহিবে না, তাহাকে বলিতে হইবে, "ইহা মধুর, খাইলে সকল অসুখ সারিয়া যায়, ঔষধ খাইলেই তোমাকে ভাত দিব, সন্দেশ দিব"—যিনি মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারই এরূপ করা কর্ত্তব্য। বেদ জগ মঙ্গলের চিন্তায় পরিপূর্ণ, কাজেই শত শত প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন। অর্থবাদ বিধিবাক্যের শেষভাগে যে বাক্যাংশ

বিভক্ত হইলে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা করে এবং সকলে মিলিয়া একটী মাত্র কার্য্য অথবা প্রয়োজন বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে 'একবাক্য' বলা যায়। এরূপ একবাক্যতা অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের আছে। কোনও স্থানে বলা হইল, বৃক্ষগণ যজ্ঞ করিয়াছিল, অপর স্থানে বলা হইল "যজ্ঞ করিবে।" এই দুইটী বাক্যের সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একবাক্য। অচেতন বৃক্ষাদিও যখন যজ্ঞ করিয়াছে, তখন মনুষ্যের করা একান্ত উচিত, এইরূপ অর্থের একাংশ অর্থবাদ বাক্য দ্বারা প্রশংসারূপে প্রদর্শিত হইল, সুতরাং একার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া উহা একই বাক্য। কোন্ বাক্যে কোন্ বাক্যের শেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া একবাক্যতাপন্ন হইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। এরূপ অর্থবাদবাক্য মহাভারত গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত হইতেছে। মস্তকশূন্য কবন্ধের কথা আছে। সেই কবন্ধ যুদ্ধ করিয়াছে, এ কথাও লেখা আছে।

"উদ্যদায়ুধদোর্দ্দণ্ডাঃ পতিতস্বশিরোঽক্ষিভিঃ।
পশ্যন্তঃ পাতয়ন্তি স্ম কবন্ধা অপ্যরীনিহ॥"

অর্থাৎ উদ্যত অস্ত্রধারী কবন্ধগণ (ছিন্নমস্তক) ভূমিতলে পতিত যে নিজের মস্তক, তাহাতে যে চক্ষু আছে, সেই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়াই শত্রুগণকে পাতিত করিতে লাগিল। ভূমিতলে পতিত মস্তকের চক্ষুদ্বারা দেখিয়া মস্তকশূন্য দেহের হস্ত অস্ত্রাঘাতে শত্রুবিনাশ করিতে পারে, এ ধারণা অনেকের অন্তঃকরিতে আসিলেও, সূক্ষ্মদর্শিশাস্ত্রকারগণ ইহাতে [illegible] সম্পাদনে অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত ছিলেন। মহাভারতের ঐ বাক্যকে অর্থবাদ অর্থাৎ যোদ্ধৃগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য প্ররোচনা বাক্য (অর্থবাদ) ভিন্ন অন্য কি বলিব? প্রকৃত বিষয় অসঙ্গত হইলে, স্বকার্য্যদ্বারা উপপত্তি করা উচিত। কপোল-কল্পিত কথা নহে। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তবিৎ "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ" নামক সুবৃহৎ যুক্তিপূর্ণ বেদান্ত গ্রন্থের রচয়িতা মহানুভব অপ্পয়-দীক্ষিত মহাশয় ঐ সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থে লিখিতেছেন,- শিরশ্ছেদানন্তরং মূর্চ্ছামরণয়োরপাত-রাবশ্যম্ভাবেন দৃষ্টবিরুদ্ধার্থস্য তাদৃশবাক্যস্য কৈমুত্য ন্যায়েন যোধোৎসাহাতিশয়প্রশংসা-পরত্বাৎ। অর্থাৎ মস্তকচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে মূর্চ্ছা এবং মরণ, ইহার যে কিছু একটা অবশ্যই উপস্থিত হইবে, এই জন্য ঐ সকল দৃষ্টবিরুদ্ধ বাক্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, অতএব ঐসকল বাক্য যোদ্ধাগণের উৎসাহাতিশয় প্রশংসার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। মস্তকবিহীন হইয়াও শত্রুনিপাত করিয়াছিল, অতএব প্রত্যেক সশিরস্ক ব্যক্তিকেই শত্রু-নিপাতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এইরূপ তাৎপর্য্যে ঐ বাক্যের প্রয়োগ। অতএব এ সকল বাক্য অনর্থক বলিতে ইচ্ছা হয় না। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যেখানে অর্থবাদ বাক্য পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বিধিবাক্যই আছে, তাহার অর্থবাদ নাই, সেখানে প্ররোচনা জন্মাইবে কে? সেখানে বিধিবাক্যে যে ফলের উদ্দেশে যে কার্য্য করিতে আদেশ করা হইয়াছে, সেই ফলের আকাঙ্ক্ষাই প্ররোচনা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। যদি বলা যায়, বিধি স্বয়ংই যদি প্ররোচনা জন্মাইল, তবে অর্থবাদ কেন? ভাবিয়া দেখিলে, এ আশঙ্কা অত্যন্ত অসঙ্গত। কেননা যেখানে অর্থবাদ আছে

সেখানে তাহা প্রশংসার্থ; যেখানে নাই, সেখানে স্তুতি নাই। যেগুলি আছে, তাহারা অনর্থক নহে, তাহাদের কার্য্য আছে, ইহাই অর্থবাদের প্রামাণ্য। যদি অর্থবাদ না থাকিত, তবে বিধি দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রবোচনা ঘটিত। যেখানে অর্থবাদ আছে, সেখানে ঐ অর্থবাদের আনর্থক্য পরিহারার্থে উহাকে ব্যবহারদৃষ্ট প্রশংসার্থে বলাই যুক্তিপূর্ণ। যেখানে কোনও ব্যক্তির অর্থবাদ বাক্য নাই, সেখানেও গাভী দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ক্রেতার ইচ্ছা হইতে পারে, আর যেখানে সর্ব্বগুণবতী গাভী থাকিলেও প্রশংসাবাক্যদ্বারা ক্রেতার মন আকৃষ্ট হয়, সেখানেও ঐ অর্থবাদ বাক্যের সফলতা কল্পনা করা যাইতে পারে। যে যাগের দেবতা অথবা দ্রব্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অর্থবাদ বাক্য স্তুতি করে নাই, সেখানে স্বর্গফল অথবা পুত্রফল এবং সম্পত্তি-ফলাদির কথা শ্রবণ করিয়া সেই সেই কামনাশীল ব্যক্তির সহজেই প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অর্থবাদ বাক্য বিধিসেবক; সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্য আছে। এই সূত্রে মীমাংসক-মত বলা হইল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববাদীর এক একটী যুক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে। কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে পর পর প্রদর্শিত হইতেছে।

তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকম্। ৮

পদপাঠঃ। তুল্যং। চ। সাম্প্রদায়িকং।

ব্যাখ্যা। তুল্যং—সমান, একরূপ। চ—ও। সাম্প্রদায়িকং—সম্প্রদায়নিষ্ঠ পঠন-পাঠনাদি।

বঙ্গার্থঃ। সাম্প্রদায়িক পঠন-পাঠনাদি অর্থবাদে ও বিধিবাক্যে উভয়ত্রই সমান।

বিবরব্যাখ্যা। অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপনজন্য আরও অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। বিধিবাক্য যেরূপ নিয়মে গুরু-শিষ্যাদিক্রমে সেবিত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে, অর্থবাদ বাক্যও তদ্রূপ। যদি অর্থবাদ বাক্যগুলি অনর্থক প্রলাপ মাত্র হইত, তবে বিধিবাক্যের সহিত এইগুলি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আচার্য্যগণ শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন কেন? ছাত্রগণইবা নিরর্থক এই অর্থবাদ বাক্যরাশি মনে রাখিয়া কষ্ট পাইয়াছেন কেন? অনর্থক প্রমাদ-বাক্য যুগ যুগান্তর মনে করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব বলা যাইতে পারে, বিধিবাক্যের যেরূপ আবশ্যকতা আছে, অর্থবাদ বাক্যগুলিও তদ্রূপ। নচেৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা সমমানে অভ্যস্ত হইত না। যদি অর্থবাদ প্রমাণ হয়, তবে বিধিবাক্যের সম্মান বর্দ্ধিত হয়, এবং বিধিপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মেও লোকের আগ্রহ হইবার একটা উপযুক্ত কারণ আবিষ্কৃত হয়। ঐ সকল অর্থবাদ সাম্প্রদায়িকতায়ও বিধিবাক্যের ন্যায়, অতএব প্রমাণ, এ কথা বলা হইল।

অপ্রাপ্তাচানুপপত্তিঃ প্রয়োগেহি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতত্বস্মাদুপপদ্যেত। ৯

পদপাঠঃ। অপ্রাপ্তা। চ। অনুপপত্তিঃ। প্রয়োগে। হি। বিরোধঃ। স্যাৎ। শব্দার্থঃ। তু। অপ্রয়োগভূতঃ। তস্মাৎ। উপপদ্যেত।

ব্যাখ্যা। অপ্রাপ্তা—(পাইতেছে না) অনুপযুক্ত অথবা অনুপস্থিত। চ—আরও।

অনুপপত্তিঃ—উপপত্তির অসদ্ভাব। প্রয়োগে—অনুষ্ঠানে। হি—যেহেতু। বিরোধঃ—বিরুদ্ধভাব। তস্মাৎ—সেইনিমিত্ত। উপপদ্যেত—উপপন্ন হইতেছে।

বঙ্গার্থঃ। পূর্ব্বে যে অনুপপত্তি অর্থাৎ শাস্ত্র দৃষ্ট বিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাও আমাদিগের সিদ্ধান্তবাদের উপর উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। যেহেতু কার্য্যের অনুষ্ঠানে ঐ সকল ব্যবহৃত হইলে, শাস্ত্র ও দৃষ্ট বিরোধ হইতে পারিত। শব্দের অর্থ প্রয়োগ নহে; সেইজন্য উপপন্ন হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং দৃষ্টবিরুদ্ধপদার্থ প্রতিপাদক বেদের অর্থবাদবাক্য প্রমাণ নহে, এই যে একটী অনুপপত্তি সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেই অনুপপত্তি দোষ সিদ্ধান্তের সহিত কোনই সংস্রব রাখে না। মন স্তেয়কারী অর্থাৎ চোর, একথা বলায় কাহারও (কোনও যজ্ঞাধিকারী পুরুষের।) প্রতি চৌর্য্যের বিধান করা হয় নাই। যদি বলা হইত যে, যজ্ঞে স্তেয়ানুষ্ঠান করিতে হয়, তখন চৌর্য্য-নিষেধজ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইত। বেদ ঐসকল বাক্য দ্বারা কাহারও কর্ত্তব্য বিধান করেন নাই। শব্দের অর্থ প্রয়োগ নহে, প্রয়োগ না হইলে বিরুদ্ধও হইল না। অতএব সিদ্ধার্থবোধক শব্দগুলিও বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া কখনও নিন্দাদ্বারা স্তুতি, কখনও আধিক্য কথনের দ্বারা স্তুতি করে মাত্র। উহা অনুষ্ঠান নহে, বিরোধও নাই।

গুণবাদস্তু। ১০

পদপাঠঃ। গুণবাদঃ। তু।

ব্যাখ্যা। গুণবাদঃ—গৌণার্থ প্রয়োগঃ। তু—কিন্তু (সেখানে।)

বঙ্গার্থঃ। যেখানে একটী বিধেয়, অপর কোনওটী স্তুত হইতেছে, সেখানে গৌণার্থ দ্বারা স্তুতি বুঝিতে হইবে।

বিশদ ব্যাখ্যা। এই সূত্রটীর চারি প্রকার ব্যাখ্যা ভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভট্টশবর স্বামী মহাশয় করিয়াছেন। ক্রমে, সেই চারিটী অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। বঙ্গার্থে যাহা বলা হইয়াছে, উহা ১ম প্রকারের অর্থ। সূত্র রচনার উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডনই এখনকার প্রধান লক্ষ্য। প্রমাণ করাগেল, অর্থবাদবাক্য সকল বিধির স্তাবক। তাৎপর্য্যতঃ বিধিবোধিত (বিধেয়) পদার্থের স্তুতিই উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু আপত্তি করা যাইতে পারে, অর্থবাদ সকল স্থানে বিধেয় পদার্থের স্তুতি করে না। এক পদার্থ বিধেয়, অপরের স্তুতি করে; এরূপ হইলে, বিধেয়র স্তাবক বলিয়া অর্থবাদের প্রামাণ্য, এ কথা বৃথা হয়। "বেতসশাখয়াঽবকাভিশ্চাগ্নিং বিকর্ষতি" বেতসশাখা ও অবকাদ্বারা অগ্নিকে বিকর্ষণ করিবে। এখানে অগ্নি-বিকর্ষণ কার্য্যে বেতসশাখা ও অবকার বিধান আছে। ইহার শেষে অর্থবাদ দেখিতে পাই। "আপো-বৈ শান্তাঃ" জল শান্তিকারক। বিধান হইল বেতসশাখা ও অবকার, স্তুতি হইল জলের। অতএব বিধিস্তাবক অর্থবাদ, এ কথা মিথ্যা। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই "গুণবাদস্তু" সূত্রের রচনা। এক বিহিত, অপর স্তুত, এ দোষ

এখানে হয় নাই। জলের স্তুতি করাতেই গৌণভাবে বেতসশাখার স্তুতি করা হইয়াছে; যেহেতু জলে জন্মে, জলের প্রশংসায় তাহারও প্রশংসা হয়। পিতার প্রশংসা করিলে গুণভাবে তাঁহার অপত্যগণেরও প্রশংসা সম্পাদিত হয়। ককুৎস্থ এবং রঘু রাজার প্রশংসা করায়, নানাস্থানে রামাদির প্রশংসা হইয়া গিয়াছে। সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে (কাব্যাদিতে) ইহার বহুল পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও আমাদের দেশে ৺বিষ্ণু ঠাকুরের প্রশংসা করিলে, তদ্বংশজাত ব্যক্তিরা আপনাদিকে প্রশংসিত ও আদৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে; সুতরাং বুঝা গেল, জলের প্রশংসায় বেতসশাখা ও অবকার গুণানুকীর্ত্তন করা হইয়াছে। (১ম প্রকার ব্যাখ্যা)

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বপক্ষী প্রশ্ন করিতেছেন, "অর্থবাদ বিধিশেষ হইলে, সোঽরোদীৎ ইত্যাদি অর্থবাদটী কোন্ বিধির শেষ? সিদ্ধান্তে বলা হইল "তস্মাদ্ বর্হিষি রজতং ন দেয়ং" (সেই জন্য যাগে রজত-দক্ষিণা দিবেনা) এই বিধিবাক্যের। "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদির পরে দেখা যাইতেছে, "তস্য যদশ্রু অশীর্য্যত" (তাহার যে অশ্রুপাত হইয়াছিল।) ইহা দেখিলে নিশ্চয়ই বুঝা যায়, রোদন করার কথায় "সে" এই শব্দদ্বারা যাহাকে বলা হইয়াছে, "তস্য" এইখানে ষষ্ঠ্যন্ত তৎ শব্দদ্বারাও তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত দ্বারা (তৎশব্দ পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি বস্তু প্রভৃতিকে আবার স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দেয়, এই কারণে) এখনও প্রতিপাদিত হইল যে, "তস্য যদশ্রু অশীর্য্যত" ইহার অর্থ রুদ্রের যে চ'খের জল পড়িয়াছিল। তাহার পর দেখা যাইতেছে "তদ্ রজতমভবৎ" তাহাই রজত হইয়াছিল। রুদ্র রোদন করিলে, তাঁহার নেত্র হইতে যে জল বাহির হইয়াছিল, তাহাই রজত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ এখন স্থির হইল। আবার অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে—যোবর্হিষি রজতং দদাৎ, পুরাস্য সম্বৎসরাৎ গৃহে রোদনং ভবতি (যে যজ্ঞে রজত-দক্ষিণা দান করে, সম্বৎসর মধ্যে তাহার ঘরে কান্নার রোল উঠে,) এই রজত-নিন্দা-শ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব রজত দান করিবে না, এই বিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যতা হইল। এখন আপত্তি হইতেছে, ঐ অর্থবাদ বিধির উপকার করিল কিরূপে? (নিষেধের বেলায় নিন্দা দ্বারাই নিষেধশ্রুতির উপকার করা অর্থবাদের স্বভাব, এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া) সূত্রে উত্তর দিতেছেন "গুণবাদস্তু" গুণবাদ দ্বারা উপকার করিবে, ইহাই উত্তর। রজত যদি রোদনজাত হইল, তবে রোদনগুণ। রজত দান করিলেও রোদন উপস্থিত হয়। রোদনজাত রজত দান করিলেও রোদন হইবার কথা। এখানে গুণবাদ স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিষেধের গুণ রোদন না করা। রোদন না করিলেও রোদন করিয়াছিল, একথা বলা হইল কেন? রজত অশ্রুজাত না হইলেও তাহাকে অশ্রুজাত বলা হইয়াছে কেন? সম্বৎসর মধ্যে রোদন হইবে, বলা হইল, কিন্তু হইবে কেন? এই কয়টী প্রশ্ন হইতে পারে। বাস্তবিক কাঁদিলে রজত

রূয়ে না, রুদ্রকেও কেহ কাঁদিতে দেখে নাই, কাজেই এ কথা কয়টীর সাধারণ উত্তর হইলে চলিবে না। তজ্জন্য গুণবাদে উত্তর দেওয়া হইতেছে। রুদ্র শব্দ প্রয়োগ গৌণভাবে রোদন নিমিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (রোদনাৎ রুদ্রইত্তিভাবঃ) যখন নাম বলা হইল রুদ্র, তখন রোদন না করিলেও রোদন করিয়াছিল বলাযায়। চক্ষু-জলের সহিত বর্ণসাদৃশ্য আছে বলিয়া রজত অশ্রুজাত বলাযায়। সাদৃশ্য হেতুক গৌণ প্রয়োগ। (সাদৃশ্যাত্তু মতাগৌণাঃ।) রজত দান করিলে ধনক্ষয় জনিত দুঃখ অনিবার্য্য, রোদন হইতেও পারে। ঐ সকল বাক্যের আপাততঃ অর্থ যাহাই হউক, উহাদের উদ্দেশ্য রজত দিতে নিষেধ করা। (২য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

তৃতীয়প্রকার ব্যাখ্যায় "স আত্মনো বপামুদখিদৎ" এই অর্থবাদ "যঃপ্রজাকামঃ পশুকামোবা স্যাৎ স এবং প্রাজাপত্যং তূপরমালভেত" (যে প্রজা অথবা পশু কামনা করে, সে এই প্রজাপতি দেবতাকপবিত্র পশু আলভন করিবে) এই বিধির শেষ ইহা বলা হইতেছে। সে সময় পশু একেবারেই ছিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া প্রজাপতিকে নিজের বপা উৎখেদ করিতে হইয়াছিল। পশুর বপার অভাবে নিজের ব্যবহার। যজ্ঞের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে, বপা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে অগ্নি হইতে পবিত্র পশু উত্থিত হইল। এইরূপে অনেক পশু হইল। এখানে একথাদ্বারা কর্ম্মসামর্থ্য ও পশুপ্রাপ্তি প্রকারান্তরে বলা হইল। বপা উৎখেদ না হইলেও হইয়াছিল, একথা বলা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, যাহা হয় নাই, এরূপ বৃত্তান্ত বলায় প্রকারান্তরে কর্ম্মপ্রশংসা হয়। কর্ম্মের পশু মিলাইতে না পারিয়া প্রজাপতি নিজেই নিজ বপাদ্বারা কার্য্য করেন। ইহা প্রশংসা বটে। ব্যক্তিবিশেষের নাম ও কর্ম্মাদি লেখায় লোকের প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ, একটা কিছু হয়। বস্তুতঃ আখ্যায়িকা বেদের জিনিষ নহে। যে সকল গল্প দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য অন্যদিকে। এ কথা বলিলে কোনও ঘটনার পর সময়ে রচিত বলিয়া বেদ অনিত্য হইয়া যায়। তবে আখ্যায়িকা কি নিরবলম্ব? তাহা নহে। জাগতিক জিনিষ লইয়া গৌণভাবে ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি বলিলে, বায়ু, আকাশ অথবা সূর্য্য বুঝা যাইতে পারে। বপা, বৃষ্টি, বায়ু, রশ্মি, একই হইতে পারে। তাহাকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা বিদ্যুদগ্নিতে দেওয়া, আর্চ্চীসাগ্নিতে দেওয়া, লৌকিকাগ্নিতে দেওয়া এক পদার্থ হওয়া উচিত। তাহাহইলে অগ্নির যে অজ, অন্ন ও বীজ এবং বিদ্যুৎ, ইহাকে আলভন অর্থাৎ গ্রহণ করিলে, প্রজা অর্থাৎ জীবগণ পুত্র ও পশ্বাদি প্রাপ্ত হন। এখানে শব্দ গৌণীবৃত্তি দ্বারা ঐ ঐ পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া সত্য অর্থের আবিষ্কার করিতেছে। (৩য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

চতুর্থ ব্যাখ্যায়—দেবাবৈদেবযজনমধ্যবসায় দিশোন প্রজানন্—এই অর্থবাদ "আদিত্যঃ প্রাপণীয়শ্চরুঃ" (আদিত্য দেবতাক প্রাপণীয় চরু) এই বিধির শেষ ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। আদিত্যচরু সকল মোহ নাশক, দিঙ্মোহ প্রভৃতি নাশ

করিতে সক্ষম, এইরূপে প্রশংসা প্রতিপাদন এ বাক্যের তাৎপর্য্য। প্রকৃত ঘটনা যে এখানে কিছু নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়, দিঙ্‌মোহ শব্দ কেন প্রযুক্ত হইল? দিঙ্‌মোহ ছিল না বটে, কিন্তু বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় অনবকাশ ও অনুধ্যান করিতে না পারাই এখানে মোহ। মোহ শব্দ অনবধানে গৌণরূপে ব্যবহৃত। অবিজ্ঞ দেবতাকে বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও অনবধানাদি বিনাশ করে, ইহাই এখানকার রহস্যময় প্রয়োজন। অর্থবাদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক যুক্তি আছে; পর পর প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর, বেদবিদ্যালয়।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(২য়)

৫। ঈক্ষতে র্না শব্দম্‌।

৬। গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।

৭। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।

৮। হেয়ত্বা বচনাচ্চ।

৯। স্বাপ্যয়াৎ।

১০। গতিসামান্যাৎ।

১১। শ্রুতত্বাচ্চ।

৫। "ঈক্ষতে" শব্দ থাকায় শ্রুতি-প্রতিপাদ্য জগৎ-কারণ প্রকৃতি বা প্রধান অশব্দের হইতে পারে না।

৬। "আত্ম" শব্দ থাকাতে "ঈক্ষণ" শব্দের গৌণার্থ অগ্রাহ্য, মুখ্যার্থই গ্রাহ্য।

৭। শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, আত্মনিষ্ঠই মোক্ষাধিকারী, সুতরাং "আত্মা" শব্দ প্রধান বা প্রকৃতিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

৮। "সৎ" বা "আত্মা" পদে প্রধানকে বুঝায় না; যেহেতু প্রধান বা প্রকৃতির পরিত্যক্ত হইবার কোন বচন নাই।

৯। "আত্মা" প্রধান বা প্রকৃতি হইতে পারে না, যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়।

১০। ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে উপনিষৎ সমূহের এক মত।

১১। শ্রুতিতেও স্পষ্ট-উক্তি থাকাহেতু ব্রহ্মই জগৎ-কারণ বুঝিতে হইবে।

(৫ম সূত্র।)—সাংখ্যমতানুসারিগণের মতে জড়া প্রকৃতিই জগতের কারণ। বৈদান্তিকগণের মতানুগত যে সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মকে উদ্দেশ করে, তাহাও তাঁহাদের মতে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতেই অবিরোধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

সাংখ্যমতানুসারে পুরুষ বা জীবাত্মা ব্যতীত অন্য সর্ব্ব পদার্থই জড়ের আদিম সত্তা প্রকৃতি হইতে প্রসূত। এই প্রকৃতিই পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রবর প্লেটোর মতানুসারিগণের মতে এক অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম [illegible] বা বিশ্বপ্রাণ, এবং ইহা হইতেই সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি।

প্রকৃতি হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি; তদ্দ্বারাই পুরুষ বা জীবাত্মার বহির্জগৎ-জ্ঞান জন্মে। ফলে ভৌতিকতার সূক্ষ্মতম মূল অবস্থাই মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অহংবোধ, অহঙ্কার বা আমিত্বের উদ্ভব। অহঙ্কারই অন্তর্বোধের সত্তা স্বরূপ। ইহাকে মনস্তত্ত্বের মূল তত্ত্ব বা সর্ব্বজীবত্ব তত্ত্বের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে। অহঙ্কার হইতেই ভৌতিক জগতের হেতুভূত পঞ্চতন্মাত্রার উৎপত্তি। এই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা হইতে স্থূল সৃষ্টির মূল সত্তা স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন। অহঙ্কার হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরিক গ্রহণ-বিচারণক্ষম অন্তরিন্দ্রিয় বা মন সমুৎপন্ন।

সাংখ্য-মতে আমিত্ব পদার্থটি ব্যক্তিগত জীবাত্মতত্ত্ব। উহা অমুৎপন্ন ও অনুৎপাদনশীল অন্তর্জ্যোতি স্বরূপ। উহা কেবল প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞান হইতেই জীবাত্মার আত্মজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই জীবাত্মা দুঃখমুক্ত হন। প্রকৃতি জ্ঞানশূন্য-অন্ধশক্তি-স্বরূপিণী, কিন্তু ক্রিয়াময়ী এবং আত্মা অক্রিয়, অশক্ত অথচ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন। এই আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সান্নিধ্যেই এই সকম্ভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ সমুদ্ভূত।

এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা উপলক্ষে শাস্ত্রে "অন্ধ-খঞ্জ-গতি"র একটী সুন্দর উদাহরণ উক্ত হইয়াছে। খঞ্জ অন্ধের স্কন্ধে চড়িয়া সুস্থ নেত্রে দিগ্দর্শন পূর্ব্বক অন্ধকে চালাইতে লাগিল; অন্ধ খঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সুস্থ পদে অভীষ্ট দেশে চলিল। এইরূপ অজ্ঞানান্ধ ক্রিয়াশীল প্রধানের সহযোগিতায় নিষ্ক্রিয় জ্ঞানময় পুরুষের অভীষ্ট এই জগৎ-কার্য্য চলিতেছে।

সাংখ্যকার কপিলোক্ত পুরুষ বা আত্মাই বৈদান্তিক জীবাত্মা। তবে কিনা, বৈদান্তিকগণ সর্ব্ব আত্মার একত্ববাদী, কিন্তু সাংখ্য মুনিগণ তাহাদের চিরপৃথগত্ববাদী অর্থাৎ বহুজীবাত্মাবাদী। বৈদান্তিক মতে উপাধির সসীমত্ব বা সাবয়বত্ব জন্যই আত্মায় আত্মায় আপাত-পার্থক্য-বোধ; কিন্তু উপাধির অপগমেই সর্ব্বাত্মার একত্ব-পরিণতি। সাংখ্যবাদী এক অদ্বৈত বিশ্বাত্মসত্তা স্বীকার করেন না; কিন্তু বৈদান্তিক বুঝেন যে, সেই বিশ্বাত্মা হইতেই প্রতি পদার্থ প্রকাশিত, এবং ব্যক্তিগত জীবাত্মাসমূহ এই মায়া-প্রপঞ্চ পরিকল্পিত জগতে আপাত-সত্যরূপে আভাসমান, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহাদের তথাবিধ বহুত্ব-সত্তা অসিদ্ধ।

সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অসীম বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা মায়িক উপাধিগত সসীমত্ব-ফলে বহুবৎ প্রতীয়মান। যদি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূলতত্ত্ব সহ বেদান্তোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব যোগ করা যায়, আর তৎসঙ্গে যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মই প্রত্যেক পদার্থ, অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং এই প্রত্যেক পৃথক্প্রতীয়মান জীবাত্মাও সোপাধিক সীমাবচ্ছিন্ন সেই এক ব্রহ্ম, তাহা হইলেই বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ও সাংখ্যদর্শনের সহিত তদ্বিভিন্নত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

জগদেককারণস্বরূপে স্বীকৃত প্রধান বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার সাধ্য সাংখ্যের নাই। বৈদান্তিক বলেন যে, অন্ধশক্তিময়ী

প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব সম্ভাবিত নহে, পরন্তু কোন চৈতন্যসত্তাতেই নিখিল সৃষ্টির মূল কারণত্ব নিহিত। বৈদান্তিক ও সাংখ্য উভয়মতেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক তত্ত্বে জগতের উপাদান-কারণত্ব বর্ত্তমান; কিন্তু নিখিল বিশ্বের নিয়ামিকা বা নায়িকারূপে প্রকৃতির যে প্রকৃষ্ট স্বাধীনসত্তা সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত,বেদান্তে তাহা অস্বীকৃত। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যাচার্য্যগণ উপনিষৎ হইতে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু বৈদান্তিক মতে ঐ সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলীর লক্ষ্যীভূত সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্মই বটে।

পঞ্চম সূত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ঈক্ষণ'শব্দ জগৎ-কারণে প্রযুক্ত হওয়ায়,জড়া প্রকৃতি বা প্রধানের জগৎ-কারণত্ব সূচিত হয় না। 'ঈক্ষণ' শব্দ চিন্তন-অর্থেই উপনিষদে প্রযুক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬-২) দৃষ্ট হয়।——

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ংতত্তেজোঽসৃজত।"

হে সৌম্য! আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন, তিনি দেখিলেন (চিন্তাকরিলেন) আমি প্রজা উৎপাদনার্থে বহু হই। তৎপরে তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে (২১। ৪-১-২) দেখিতে পাই "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা, স ইমাল্লোঁকানসৃজত।" এক মাত্র আত্মাই এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। আর নিমেষকারী কিছুই ছিল না। পরে "আমি জগৎ সৃষ্টি করিব" ব্রহ্ম এই চিন্তা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত এবং আরো অনেক ঔপনিষদী শ্রুতি-দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতি বা প্রধান জগৎ-কারণ নহে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু পরমাত্মা পরমেশ্বরই জগৎ-কারণ।

সাংখ্য এইরূপ তর্ক করেন যে "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব জ্ঞান-পদার্থ সত্ত্বগুণাত্মক; এবং প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণময়ী, সুতরাং প্রকৃতি কেননা "সর্ব্বজ্ঞা" আখ্যায় অভিহিতা হইতে পারিবেন? এরূপ স্থলে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যেমন সত্ত্ব প্রকৃতির গুণ, তেমনি রজস্তমও প্রকৃতির গুণ। রজোগুণ প্রবর্দ্ধক ও উদ্দীপকরূপে ইন্দ্রিয়-উত্তেজক তমোগুণনাশকরূপে ও অন্ধকারস্বরূপে জ্ঞানাবরক; সুতরাং এতদুভয়ের ক্রিয়া-প্রভাবে প্রকাশক সত্ত্ব অভিভূত হওয়ায়, উহার জ্ঞান-শক্তিও অভিভূতা হয়। অতএব প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞা বলিলে, অল্পজ্ঞাও বলিতে হয়। ফলিতার্থে চৈতন্যসত্তা দ্বারাই জ্ঞানবত্তা প্রমাণিতব্য। সুতরাং চৈতন্যাভাব বশতঃ প্রকৃতি বা প্রধানে কোন তত্ত্ববোধের সাক্ষিত্ব সম্ভবেনা। "ন চেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি।"আস্তিক সাংখ্যবাদিগণের অর্থাৎ পাতঞ্জলবাদিগণের মতানুমত এক জগৎকর্ত্তার বিদ্যমানতা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি বা যে প্রধানের জ্ঞান ঈশ্বরেরই জ্ঞান-সাপেক্ষ। যেমন অগ্নিবর্ণ তপ্ত লৌহ-গোলকে প্রকাশিত দাহিকা শক্তি লৌহ-গোলকের প্রতি পরমাণুস্থ অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি, তদ্রূপ চৈতন্যময় ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি অচেতনা

প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইতে পারে। তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, লৌহ-গোলকের দাহিকা যেমন অগ্নিরই দাহিকা, তদ্রূপ প্রকৃতির জ্ঞানময়তা বা সর্ব্বজ্ঞতা আত্মা বা ব্রহ্মেরই জ্ঞানময়তা ও সর্ব্বজ্ঞতা মাত্র।

সাংখ্যবাদিগণ আর একটি নূতন তর্ক ধরেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি এক নিত্যজ্ঞান-শক্তি বা সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞাতব্য বস্তুর অধীন হইয়া পড়ে, স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বলা যায় যে, সূর্য্যের রশ্মিপ্রভা যেরূপ সৌরকর-দীপ্ত বা রৌদ্রতপ্ত পদার্থ-সমূহের সাপেক্ষ নয়, উহা সর্ব্ব পদার্থেই নিত্যনিরপেক্ষভাবে স্বয়ম্প্রকাশিত ও স্বতঃ-অনুভূত হয়, সর্ব্ববিষয়-নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞানময়ত্বও তদ্বৎ।

যাহাহউক, যদি তর্কস্থলে ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমিরূপে কোন স্থায়ী বিষয় অঙ্গীকারে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নাম-রূপাত্মক উপাধিই সেই বিষয়। উহা অব্যক্ত অথচ বিকাশোন্মুখ। ('নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে') অথবা অন্যকথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, মায়াই সেই বিষয়, যাহা জগদ্বীজরূপ জগৎকর্ত্তার জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমি। ব্রহ্ম স্বয়ং মায়া হইতে ভিন্নও নহেন, অভিন্নও নহেন; অথচ মায়া ব্রহ্মেই বিলীনা বা ব্রহ্মময়ী। এতাবতা সমগ্র বৈদান্তিক সন্দর্ভই ব্রহ্মবাচক, কিন্তু প্রকৃতি বা প্রধান-বাচক নহে।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(অনুবাদ)

কার্য্য বা করণ নাহিক তাঁহার।
তুল্য বা অধিক কিছু নহে তাঁর।
বহুরূপে তাঁর শক্তির বিকাশ।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রকাশ॥
অকর-চরণে গ্রহণ-গমন।
অনেত্র-অশ্রো'ত্রে দর্শন-শ্রবণ॥
তিনি সমস্তের বেত্তা, তাঁর বেত্তা নাই।
প্রধান আদিপুরুষ বলে তাঁরে তাই॥

(৬ষ্ঠ সূত্র)—সাংখ্যবাদী আবার এক অভিনব তর্ক উদ্ভাবন করিয়া বলেন যে, জগৎ-কারণত্বে প্রকৃতি বা প্রধানই লক্ষীভূত, যেহেতু 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকভাবেই উহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ "অগ্নি চিন্তা করিলেন"—"আপ চিন্তা করিলেন" এইরূপ উক্তি-সমূহ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এবং তত্তৎস্থলে অগ্নি-জল প্রভৃতি ভূত সচেতনভাবেই কল্পিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই সূত্রেই উক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎ-কারণত্ব নির্দ্দেশস্থলে "সৎ" শব্দ উক্ত হওয়াতে, 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত নয়, বুঝিতে হইবে। উক্ত শাস্ত্রোক্তি পূর্ব্বে এক বার উদ্ধৃত হইয়াছে "স দেব সৌম্য ইদমগ্র

আসীৎ" ইত্যাদি। অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার সৃষ্টি বর্ণনান্তে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকাদিকে 'দেবতা' এবং ঐ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাত মূলতত্ত্বকেও "দেবতা" শব্দে নির্দ্দেশ করা হইতেছে; যথা—"সেয়ং দৈবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" ঐ দেবতা চিন্তা করিলেন যে, আমি এই জীবাত্মা দ্বারা উক্ত তিন দেবতা মধ্যে প্রবেশ করিব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই প্রথমোক্ত 'দেবতা' পদ কদাপি অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ "জীবাত্মা" শব্দের স্বতঃ পরিচিত ও পরিগৃহীত অর্থে দেহের পরিচালক এক সজীব ও সচেতন আত্মতত্ত্বই প্রতীত হয়। এবম্ভূত চৈতন্যস্বরূপে অচেতন প্রধানের সত্তা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ফলে কেবল চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ প্রতীয়মান হইলেই সমগ্র অধ্যায়টির পূর্ণ তাৎপর্য্য পরিষ্কার পরিগৃহীত হয়। তৎপরে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬৮-৭) দেখিতে পাই—

"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"—ইহাই বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম সারতত্ত্ব, সমস্তই সেই আত্মা। সেই আত্মাই সত্য। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাই। এখানেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মারই নির্দ্দেশ হইতেছে——অচেতন প্রধানের নহে।

সাংখ্য পুনরপি একটি নূতন আপত্তি উপস্থিত করেন। সাংখ্যোক্ত দার্শনিক প্রণালী অনুসারে প্রকৃতিতত্ত্ব পুরুষ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেই পুরুষ বা জীবাত্মা মুক্তিলাভ করেন; প্রকৃতি বা প্রধান ভৃত্যাবৎ পুরুষের সেবা করেন; এবং প্রভু যেমন প্রিয় ভৃত্যকে "আমার অপর আত্মাস্বরূপ" বলিতে পারেন, তদ্রূপভাবে পুরুষের প্রিয়পরিচারিকা প্রকৃতিকে পুরুষের আত্মাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। পরন্তু সাংখ্যে এরূপও উক্ত হয় যে, "ভূতাত্মা" শব্দে পঞ্চভূত; সুতরাং যেস্থলে জগতের ভৌতিক মূল পদার্থ সমূহকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক "আত্মা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেস্থলে সেরূপ ভাবেও প্রধানকে আত্মা বলা অসঙ্গত নহে; সুতরাং ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মবাচিকা না হইয়া প্রকৃতিবাচিকাই হইবে।

(৭ম সূত্র)—সপ্তম সূত্রে উপরোক্ত সাংখ্যোক্তি নিরস্ত হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতকেতু-প্রাসঙ্গিক বাক্যে শ্বেতকেতুর ন্যায় একটী চৈতন্যময় জীবকে "তত্ত্বমসি" "তুমি তাহাই" এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং উক্ত 'আত্মা' শব্দে অচেতন প্রধানকে না বুঝাইয়া চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে; কারণ চেতন জীবকে অচেতন হইবার উপদেশ নিতান্ত অস্বাভাবিক। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে একটি অনুপেক্ষণীয় অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে অনেক পদ রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে তত্তৎ পদের প্রশস্ত মৌলিক অর্থ উজ্জ্বলভাবে সঙ্গতি পায়, সে ক্ষেত্রে রূপকত্বের আরোপ কষ্টকল্পিত ও অসঙ্গত। পঞ্চভূত সম্বন্ধে 'আত্মা' শব্দ রূপকভাবে বা গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ঐরূপ রূপকার্থ বা গৌণার্থভিন্ন উহা নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। সমগ্র অধ্যায়টির তাৎপর্য্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয়ে

এস্থলে উক্ত শব্দটি উহার যৌগিক অর্থে বা মুখ্যার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; কারণ যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই মুক্তি-সাধনার বা মুমুক্ষুত্বের অধিকারী, কিন্তু অচেতন প্রধানকে অবলম্বন করিয়া কাহারও কদাপি সে অধিকার লাভ সম্ভবে না। যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে স্ব-সর্ব্বস্ব করিয়া পরের আত্মাকে স্বতন্ত্রিত ও সুদূরস্থিত জ্ঞান করে, বিশ্বের সহিত তাহাদের সন্ধি-সংস্থাপন সুদূর-পরাহত। যিনি স্বীয় আত্মাকে অপরের আত্মাসহ স্থূলতঃ স্পষ্টপার্থক্যবিশিষ্ট দেখিয়াও মূলতঃ এক বা অপৃথক্ দেখিতে পারেন, বিশ্বের সর্ব্বপদার্থেই তাঁহার সেবার্থ শান্তি-সুধা সঞ্চিত। বিশ্বাত্মতত্ত্বের আশ্রিত হইয়া তিনি ঐশানুগ্রহে আনন্দ-রাজ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সন্দেহজাল ছেদিত, মোহাবরণ অপসারিত, কর্ম্মবন্ধ বিমোচিত হয় ; তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে কৃতার্থ হন। শাস্ত্র স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

ফলে তিনি বিশ্বাত্মায় স্বীয় জীবাত্মা একীভূত বা সমীকৃত উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অধিকারী। এই অধিকারেই যথার্থ মুক্তি বা শান্তি। স্বর্গভোগ-কল্পনা ইহার নিকট দকিঞ্চিৎকর।

(৮ম সূত্র)—প্রধান যে "আত্মা" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না, তাহার আর একটি কারণ এই সূত্রে সূচিত হইয়াছে। "অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়" একটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রবচন। সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ 'বশিষ্ঠ' নামক একটি বড় তারার নিকটে 'অরুন্ধতী' একটি ক্ষুদ্র তারা। আমাদের পুরাণশাস্ত্র অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূক্ষ্মের পরিচয় স্থূল-পরিচয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ক্ষুদ্র তারা অরুন্ধতীকে দেখাইতে হইলে, অগ্রে বৃহত্তারা বশিষ্ঠের প্রদর্শন আবশ্যক। অর্থাৎ প্রথমতঃ বশিষ্ঠই যেন অরুন্ধতী, এইভাবে বশিষ্ঠের প্রদর্শন ব্যতীত তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুবৎ প্রকৃত অরুন্ধতীর প্রদর্শন সুসাধ্য নহে ; সুতরাং অরুন্ধতী দর্শনের উহাই প্রণালী। অতএব এই "অরুন্ধতী দর্শন" রূপ ন্যায়-প্রবচন অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দ্দেশার্থ অগ্রে স্থূল প্রকৃতিতত্ত্ব নির্দ্দেশ আবশ্যক। এই জন্য প্রকৃতি বা প্রধানকে অগ্রে "আত্মা" বলিয়া পরে যথার্থ আত্মা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায়। ফলিতার্থে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ নক্ষত্রবৎ প্রধানের অগ্র নির্দ্দেশ এবং অরুন্ধতীবৎ ব্রহ্মের পশ্চাৎ-নির্দ্দেশ হয় নাই ; অর্থাৎ প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ হয় নাই।

এই সূত্রে 'চ' (ও) শব্দ একটি অতিরিক্ত কারণ সূচনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি প্রধানকে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িক প্রবচন মতে বশিষ্ঠস্থানীয় ধরা যায়, তাহা হইলেও তৎপ্রতি 'আত্মা' পদ প্রয়োগ বিসদৃশ হইয়া উঠে। অধ্যায়-প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে, কারণের পরিজ্ঞানে প্রতি বস্তুই পরিজ্ঞাত হয়। শ্বেতকেতুকে তৎপিতা বলিলেন—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্।" অর্থাৎ—তুমি কি কদাপি সেই উপদেশ

প্রার্থনা করিয়াছ, যদ্দ্বারা আমরা অশ্রুত বিষয় শুনিতে,অবুদ্ধ বিষয় বুঝিতে ও অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারি ? তখন পুত্র সেই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পিতা উত্তর করিলেন—"যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ—"হে সৌম্য ! একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড-জ্ঞানেই সর্ব্ব মৃণ্ময় বস্তুর পরিজ্ঞান হয়। ব্যবহারিক জগতে মৃত্তিকার বিবিধ বৈকারিক গঠন ভেদে সংজ্ঞাবাক্যের ভেদ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বে যে মাটিসেই মাটি !" যিনি মাটিকে জানেন, তিনি মাটি-গঠিত সর্ব্ব দ্রব্যই জানেন, অথবা যেখানে যেভাবে যে আকারেই পরিণত হউক না কেন, তিনি মাটিকে চিনিবেনই। মৃৎপাত্র ভাঙ্গিলে আবার মৃত্তিকাতেই পরিণত ; অতএব মৃণ্ময়ের তুলনায় মূল মৃত্তিকাই নিত্য ও যথার্থ ; আর মৃণ্ময়ের আকারগত বিভিন্ন মৃত্তিকার ব্যবহারিক জগতে সত্য হইলেও তত্ত্বতঃ অনিত্য ও অযথার্থ।

অতএব জগতের যদি এক মাত্র মূলকারণ হয় এবং তাহা পরিজ্ঞাত হয়,তবে জাগতিক প্রতি বস্তুই পরিজ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে উৎপাদক কারণই কেবল যথার্থ, কিন্তু উৎপন্ন কার্য্য অযথার্থ। যে স্থলে সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই অবিতর্কিত ভাবে সূচিত হইতেছে যে, মূল কারণ পরিজ্ঞাত হইলে প্রতিপদার্থই পরিজ্ঞাত হয়, সে স্থলে 'আত্মা' পদে যদি প্রধানকে বুঝায়, তবে প্রধানকে জানিলে সমস্তই জানা যাইতে পারে ; কিন্তু সাংখ্যমতেই প্রধান-জ্ঞান সহ পুরুষ-জ্ঞান লাভ হয় না ; কারণ পুরুষ প্রধানের বিকার নহে। অতএ জগদেককারণ 'আত্মা' বা 'সৎ' শব্দে প্রকৃতি বা প্রধানকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

(৯ম সূত্র)—অবশেষে ৯ম সূত্রে আ একটি নবযুক্তি অনুসারে দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা প্রধান উপনিষদসমূহের "আত্মা" পদ-বাচ্য হইতে পারে না। এই সূত্র সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, যে স্থলে জীবের চরম ও পরম গতি আত্মা, সে স্থলে প্রধান কখনও সেই আত্মা হইতে পারে না। এই সূত্রে আমাদের অন্তর্ব্বোধ বা জ্ঞানের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা সূচিত হইয়াছে। ঐ ত্রিবিধ অবস্থার আত্মতত্ত্বকে জাগরিত অন্তর্ব্বোধ, স্বপ্নশীল অন্তর্ব্বোধ ও সুষুপ্ত অন্তর্ব্বোধ বলা যায়।

জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা মনন দ্বারা বাহ্য জগতের বিষয়-বৈচিত্র্যে সম্বন্ধবদ্ধ থাকে। উহাতে আত্মার উপাধি কল্পিত হয়। এই প্রকারে অনিত্য বাহ্য-পদার্থ-বিশেষ এই স্থূল জড় দেহেতেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। আত্মার স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধ দেহাধীনত্ব ছাড়াইয়া মাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ে বা মনে সংস্কাররূপে নিবদ্ধ থাকে, এবং এইরূপে মনেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। অবশেষে যখন স্বপ্নের নিবৃত্তি হয়, তখন আত্মায় গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি আসে এবং আত্মা পূর্ণাত্মস্বরূপে নিমজ্জিত বা নিলীন হয়। যখন কেহ গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, তখন,সে যে সুগভীর সুখ-নিদ্রায় সুনিদ্রিত ছিল, এ অন্তর্ব্বোধ স্পষ্ট অনুভব করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধলেশশূন্য অবস্থায়ও অন্তর্ব্বোধ বা জ্ঞান অন্তর্হিত হয়

না। যদি সুষুপ্তি সময়ে অন্তর্বোধের অভাব থাকিত, তবে জাগ্রদবস্থায় বিগত-সুষুপ্তি-সম্ভোগের জ্ঞান আমরা কোথায় পাইতাম? এতাবতা আত্মার সহিতই 'আত্মা'র সঙ্গতি সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এই আত্মা কদাচ প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না; কারণ প্রকৃতি বা প্রধান কেবল বাহ্যজ্ঞানের বিষয় মাত্র। সচেতন আত্মা কখনও অচেতন প্রকৃতিতত্ত্বে লীন হইতে পারেন না।

(১০ম সূত্র)—দশম সূত্রে উক্ত হইতেছে যে, সমগ্র ঔপনিষদী শ্রুতিই এক বাক্যে অবিসংবাদী সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ নির্দেশ করিতেছে। এ বিষয়ে যদি প্রকৃতি বা প্রধান-বাচিকা কোন শ্রুতি উপনিষদে থাকিত, তবে অবশ্য অপরাপর শ্রুতির সহিত তাহার অর্থ-সামঞ্জস্য সম্পাদনের সুসঙ্গত কারণও থাকিত। সে যাহাহউক, ফলে সমগ্র উপনিষদেরই সর্ব্বশ্রুতি-সমন্বিত সার সিদ্ধান্ত এইযে, ব্রহ্মই বিশ্বের মূল কারণ। আমরা এইরূপ শ্রুতি দেখিতে পাই,—'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। (তৈঃ উঃ ৩.৩) "আত্মন এবেদং সর্ব্বং" [ছাঃ উঃ ৭।২৬] "আত্মন এষঃ প্রাণো জায়তে।" [প্রঃ উঃ ৩।৩] অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন, আত্মা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন, আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন, ইত্যাদি। ফলে এই মর্ম্মের বহু বচন-পরম্পরা সমস্ত উপনিষদেই দৃষ্ট হইবে।

(১১শ সূত্র)—একাদশ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুস্পষ্ট ও সরলভাবেই "ব্রহ্মই বিশ্ব-কারণ" এই মহাতত্ত্ব ও মহাসত্য সংঘোষিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৬.৯) বলেন,— "স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।" অর্থাৎ তিনিই কারণ, তিনিই ইন্দ্রিয়েশ্বরেশ্বর; তাঁহার কেহই জনয়িতা বা প্রভু নাই। অতএব যাঁহারা প্রধানকেই শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জগৎ-কারণ-রূপে প্রমাণিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক-বিচারাদি সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ——

সুচিন্তা-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

কর কর সুচিন্তা চিন্তন।
বাক্যরূপে সাবয়ব চিন্তাই স্বয়ম্। ১

কর কর সুচিন্তা চিন্তন।
কর্ম্মরূপে পরিণত চিন্তাই স্বয়ম্। ২

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
যেমন চিন্তিবে, তুমি হইবে তেমন। ৩

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চর্ম্মে বর্ণে কিছু নয়, চিন্তা অনুসারে হয়
সুরূপ বা কুরূপ-ধারণ। ৪

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
গঠনেতে কিছু নয়, চিন্তা অনুসারে হয়
সুরূপ বা কুরূপ ধারণ। ৫

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সুচিন্তা সুরভি-ফুল, সৌরভেতে সমাকুল
করিবেক তোমার জীবন

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
তোমার সুচিন্তা গুণে অগণ্যে অন্যের মনে
হইবে সুচিন্তা-উদ্দীপন। ৭

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
দেবেরা সুচিন্তাকারী—'সুমনসঃ' আখ্যাধারী,
দানবেরা 'দুর্ম্মনসঃ' দুশ্চিন্তা-কারণ। ৮

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সুচিন্তা সম্ভাব কিবা বিকাশে বিমল বিভা,
হারাইয়া হীরক-রঞ্জন। ৯

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সংসার-সংগ্রামে হবে সন্ধি-সংস্থাপন। ১০

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
স্বাস্থ্যরক্ষা তরেও সুচিন্তা-প্রয়োজন। ১১

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
ইহোন্নতি তরেও সুচিন্তা-প্রয়োজন। ১২

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
হবে শান্ত সমাহিত প্রফুল্লিত মন। ১৩

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
হবে তুমি পুণ্যাত্মার প্রিয় নিকেতন। ১৪

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
কুচিন্তায় হ'তে হয় পশুর অধম। ১৫

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
কালা-খোঁড়া-বোবা-অন্ধ,
দৈহিক বিকারে মন্দ;
ততোধিক মানসিক কুচিন্তক জন।

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
যেহেতু সুচিন্তাবর্গ মর্ত্ত্যে আনে সত্য স্বর্গ
কুচিন্তা নরক সত্য করে সংস্থাপন। ১

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
ক্লেদ-মলে তত নয়, কুচিন্তায় যত হ
কলুষিত মানব-জীবন। ১৮

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
পরমেশ-কৃপাপ্রাপ্ত সুচিন্তক জন। ১৯

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চিন্তার তোমার উত্তরাধিকার
করিবে সন্ততিগণ। ২০

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চিন্তা অনুসারে ইহলোকান্তরে—
পুনঃ দেহ-সংগঠন। ২১

শ্রীশঃ—

—

"ব্রহ্মচারি-আশ্রমে"র নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব।

১৩০৭ আষাঢ়।

জমা।

বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর *মাঃ চাঃ চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ ১৩০৭ ১৲

" নিবারণচন্দ্র দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ১৲

" প্রিয়নাথ দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্গুন ১৩০৬ ॥০

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ চৈত্র ১৩০৬ ১৲

" অম্বিকাচরণ বসু উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্গুন ১৩০৬ ১৲

রাজা জনার্দ্দন সিংহ মর্দ্দরাজ জগদ্দেব, হিন্দোল, কটক ‡এঃ দাঃ ৩০৲

রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন, তালচের, কটক এঃ দাঃ ১৫৲

রাজা বৈকুণ্ঠনাথ বালেশ্বর এঃ দাঃ ১৫৲

বাবু ব্রজনাথ চৌধুরী জিয়ালগড়, ঝরিয়া এঃ দাঃ ॥০

" মহাতাপচন্দ্র বড়াল ৯৮ চাঁপাতলা ২য় লেন কলিকাতা এঃ দাঃ ॥০

" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় পাহারপুর, মতিগঞ্জ, শ্রীহট্ট এঃ দাঃ ১৲

৬৬॥০

জের

বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গাল সেক্রেটরীয়েট ষ্টল্ ডিপার্টমেণ্ট এঃ দাঃ ॥০

রাজা ঊর্দ্ধবচন্দ্র সিংহ মানভূম এঃ দাঃ ২৲

বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী গৌরীপুর, ময়মনসিংহ এঃ দাঃ ৩।০

" হরমোহন গুপ্ত উকীল মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা এঃ দাঃ ৵০

" শশধর সরকার হাটকোরা, জামিত্রা, পাবনা এঃ দাঃ ১।৵০

" ব্রজেন্দ্রনন্দন দত্ত ষ্টেট্‌মাষ্টার, ময়ূরভঞ্জ, বারিবাদগড় এঃ দাঃ ।০

" কিশোরীমোহন চৌধুরী উকীল রাজসাহী এঃ দাঃ ১৲

" যদুপতি চট্টোপাধ্যায় কাটোয়া এঃ দাঃ ॥০

" কুঞ্জবিহারী গোস্বামী ঢোলপুর এঃ দাঃ ৷৷০

" সি, কে, মজুমদার শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং এঃ দাঃ ॥০

" কালীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ৪৲

" দক্ষিণাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪২ টালিগঞ্জ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা এঃ দাঃ ১৲

" কালিদাস ভট্টাচার্য্য নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ১৩০৭ ॥০

৮৫৲

* মাঃ চাঃ = মাসিক চাঁদা। ‡ এঃ দাঃ = এককালীন দান।

জের ৮৫৲
বাবু তারাপ্রসন্ন সেন্ জজকোর্ট যশোহর মা: চা: মাঘ ১৩০৬ ।০
" শ্রীশচন্দ্র গুহ জজকোর্ট যশোহর মা: চা: জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ।০
" শ্যামলাল ঘোষ জজকোর্ট যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ ১৩০৭ ॥০
" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নায়েব নাজীর যশোহর মা: চা: জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ।০
" অশ্বিনীকুমার মজুমদার নাজীর যশোহর মা: চা: আষাঢ় ১৩০৭ ॥০
" লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ জজকোর্ট যশোহর মা: চা: বৈশাখ ১৩০৭ ।০
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ডি: ইঞ্জিনীয়ার যশোহর মা: চা: বৈশাখ ১৩০৭ ॥০
" রামচন্দ্র ঘটক মোক্তার যশোহর মা: চা: মাঘ ১৩০৬ ।০
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মা: চা: বৈশাখ ১৩০৭ ১৲
" হাজারীলাল সিংহ মোক্তার যশোহর মা: চা: ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৬ ১৲
" অতুলচন্দ্র রায় জজকোর্ট যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ।০
" অমৃতলাল রায় একাউণ্টেণ্ট মুনসেফ-কোর্ট তমলুক মেদিনীপুর এ: দা: ॥০
" ভুবনমোহন ঘোষ বরহোগাকুঠি আমা-বাজার এ: দা: ॥০
" অমৃতলাল রায় ৩৫ বারওয়ারীতলা রোড্ বালিয়াঘাটা কলিকাতা এ: দা: ২৲

৯৩৲

জের ৯৩৲
বাবু রামগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় একাউণ্টেণ্ট জজকোর্ট যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ ১৩০৭ ১৲
" যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস এলাহাবাদ এ: দা: ।৶০
" গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু সোণারপুরা বেণারেস এ: দা: ১।৶০
" হরিচরণ দত্ত মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট সিমলা এ: দা: ॥০
" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মা: চা: পৌষ ১৩০৬ ১৲
" জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী সম্পাদক হরিসভা সবজীবাগ, বাঁকীপুর এ: দা: ॥০
" প্রসন্নকুমার মিত্র সবজীবাগ, বাঁকীপুর এ: দা: ॥০
" লালবিহারী চট্টোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ্ আফিস শিলচর এ: দা: ॥০
" শশিভূষণ শীল ৭ নিতাইবাবুরলেন চাঁপাতলা কলিকাতা এ: দা: ১॥০
" অম্বিকাচরণ বসু উকীল যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ১৲
" পরমানন্দ সাহা নিমতলা, কোটবাজার, মেদিনীপুর এ: দা: ॥০

১০১৸০

"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে ১০৲

১১১৸০

জ্যৈষ্ঠমাসের খরচবাদে অবশিষ্ট জমা ১৩৶

মোট ১২৪৸৶।

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি ২৪৮৯০
ছাত্রদিগের বৃত্তি ২২॥০
ভৃত্য ব্যয় ৬।১৫
আশ্রমসম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয় ৫৫।।৶১৫

মোট ১০৯।১০

১৩০৭ শ্রাবণ।

জমা।

বাবু যামিনীকান্ত রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩০৭ ১৲
ডি, রায় স্বর্য্যর মুন্সেফ যশোহর এঃ দাঃ ৫৲
বাবু রজনীকান্ত ঘোষ উকীল যশোহর মাঃ চাঃ মাঘ ১৩০৬ ১৲
" দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩০৭ ১৲
" কেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ॥০
" অক্ষয়কুমার মিত্র জমিদার যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭ ২৲
" বাবু অতুলচন্দ্র রায় জজকোর্ট যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ॥০
" করুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারস্ আফিস, যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ॥০
" কৃষ্ণপ্রসাদ জানা কাঁথি, মেদিনীপুর এঃ দাঃ ১৲
" ধরণীধর শর্ম্মা ব্রজবল্লভপুর, ময়না, মেদিনীপুর এঃ দাঃ ॥০
" শশিভূষণ সেন নাজীর নীলফামারী এঃ দাঃ ৶০

১৩৶০

জের ১৫৶০
বাবু ধরণীমোহন রায় জমিদার রোয়াইল, ছোটহিস্যা, ঢাকা এঃ দাঃ ৫৲
" দুর্গাচরণ সেন রেকর্ডকীপার যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭ ১৲
" রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ।০
" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ।০
" অশ্বিনীকুমার মজুমদার নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ॥০
" লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোষ নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ।০
" শ্যামলাল ঘোষ জজকোর্ট যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ।০
" দুর্গাদাস রায় জিলাস্কুল ময়মনসিংহ এঃ দাঃ ২৲
" বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী পেশকার যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭ ॥০
" মাখনলাল ঘোষ ভবানীগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর এঃ দাঃ ॥০
" কালীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ৪৲
" নিবারণচন্দ্র দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ১৲
" কেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ॥০
" সীতানাথ মিত্র পেশকার যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ১৩০৭ ১৲
রায় সাহেব শশিভূষণ বসু খুলনা এঃ দাঃ ২৲

৩২৶০

জের	৩২৵০
বাবু অক্ষয়কুমার বসু যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭	৵০
" কালিদাস মুখোপাধ্যায় রাধানগর, মাদারীহাট, জলপাইগুড়ী এঃ দাঃ	।০
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭	১৲
" প্রিয়নাথ দত্ত উকীল যশোহর মাঃ চাঃ চৈত্র ১৩০৬	।।০
" কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭	৪৲
	৩৮৲
"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে	৩৫৲
"শাণ্ডিল্য-সূত্রে"র তহবিল হইতে	১৬৲
"আনিষ্কের প্রসারে"র তহবিল হইতে	৩৲
	৯২৲
আষাঢ়মাসের খরচ বাদে অবশিষ্ট জমা	১৫।।৵১৫
মোট	১০৭।।৵১৫

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি	৩৪৸০
ছাত্রদিগের বৃত্তি	৪১৲
ভৃত্য-ব্যয়	৬।।০
আশ্রম সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয়	১৭।৶৫
	৯৯।।৶৫

১৩০৭ ভাদ্র।

জমা।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ হিলিকা টি ষ্টেট্, ডিব্রুগড় এঃ দাঃ	১৲
" প্রসন্নগোপাল রায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ মাঘ ১৩০৬	১৲
" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, বারাসত এঃ দাঃ	২৲
শ্রীযুত কমলানন্দ বড়ুয়া খুমটিয়া টিষ্টেট্, শিবসাগর এঃ দাঃ	১৲
পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য জামালপুর, বর্দ্ধমান এঃ দাঃ	।।০
বাবু রজনীকান্ত নন্দী মঙ্গলকোট, বিদ্যানন্দকাঠী এঃ দাঃ	।০
" প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মঙ্গলকোট, বিদ্যানন্দকাঠী এঃ দাঃ	।০
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ সাংরাইল পোঃ, পাঁশাডাঙ্গা এঃ দাঃ	১৲
" আকিঞ্চন রায় ঠগী ডাকাইতি আফিস হাইদারাবাদ, ডেকান এঃ দাঃ	।।০
" বাবু হরিনাথ রায় উকীল মজঃফরপুর এঃ দাঃ	।।০
" কালিদাস ভট্টাচার্য্য নাজীর সাতক্ষীরা মাঃ চাঃ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭	১।০
কে, পি, চাটার্জ্জি স্কয়ার ম্যানেজার সাপুর টি ষ্টেট, শিলিগুড়ী এঃ দাঃ	।।০
বাবু রামচরণ লাল সুলতানগঞ্জ, গদাগাড়ী, রাজসাহী এঃ দাঃ	৫৲
" বিন্দুমাধব সেন রায় যশোহর মাঃ চাঃ মাঘ ১৩০৬	১৲

জের ১৬৲

" দেবেন্দ্রনাথ দত্ত দেওয়ান এবং য়্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, হাতুয়া রাজ এঃ দাঃ ৩।৷৹

" কুঞ্জবিহারী কর ম্যানেজার, নিউচামটা টি ষ্টেট, সিলিগুড়ী এঃ দাঃ ৷৷৹

" বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী পেশকার যশোহর মাঃ চাঃ ভাদ্র ১৩০৭ ।৹

" সতীশচন্দ্র দত্ত শিক্ষক, জিলাস্কুল, যশোহর মাঃ চাঃ ভাদ্র ১৩০৭ ।৹

" রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ।৹

" শরচ্চন্দ্র রায় মুন্‌সেফ যশোহর এঃ দাঃ ৫৲

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ১৲

" দুর্গাচরণ সেন রেকর্ড কীপার যশোহর মাঃ চাঃ ভাদ্র ১৩০৭ ৷৷৹

" গোপালচন্দ্র বিশ্বাস উকীল বরিশাল এঃ দাঃ ২৲

" জ্ঞানচন্দ্র রায় য়্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার পরিক্ষা, নৈহাটী এঃ দাঃ ১৲

" রাসবিহারী সেন এসেসর পূর্ণিয়া এঃ দাঃ ৷৷৹

শ্রীমতী অনুশীলা দেবী এঃ দাঃ ৷৷৹

বাবু মাধবচন্দ্র মজুমদার উকীল যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্‌গুন ১৩০৬ ১৲

" যামিনীকান্ত রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ৷৷৹

" মন্মথনাথ বসু ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ৩৲

৩৫৸৹

জের ৩৫৸৹

" দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারস্ আফিস শিবসাগর এঃ দাঃ ৷৷৹

" প্রাণকৃষ্ণ দত্ত গ্রেহামস্ অয়েল ডিপোট বাজবাজ এঃ দাঃ ১৲

" হরিহর চট্টোপাধ্যায় কীটগঞ্জ, এলাহাবাদ এঃ দাঃ ৷৷৹

" অম্বিকাচরণ বসু উকীল যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ২৲

" কেশব লাল রায় চৌধুরী উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ১৲

" যদুনাথ মজুমদার উকীল যশোহর মাঃ চাঃ বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ১৩০৭ ৫০৲

" ষষ্ঠীবর ভট্টাচার্য্য হুদসরা কোটচাঁদপুর এঃ দাঃ ৩০৲

" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ১৲

" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ শ্রাবণ ১৩০৭ ।৹

" নর্ম্মদচন্দ্র ঘোষ নায়েব নাজীর যশোহর মাঃ চাঃ আষাঢ় ১৩০৭ ।৹

" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল তমলুক এঃ দাঃ ৷৷৹

" অমরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মোক্তার যশোহর মাঃ চাঃ ফাল্‌গুন ও চৈত্র ১৩০৬ ১৲

" বনহরি ঘোষ চৌধুরী জমিদার শ্রামনগর যশোহর এঃ দাঃ ৷৷৹

" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদগাঁও, ঢাকা এঃ দাঃ ৷৷৹

১২৪৸৹

জের ১২৪৸০

"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে ৩৫৲

আশ্রামের খরচ বাদে অবশিষ্ট জমা ৭৮৷৵১০

মোট ——

১৬২৸৵১০

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি ৯১৲

ছাত্রদিগেরবৃত্তি ১৯॥৵০

ভৃত্য-ব্যয় ৬॥০

আশ্রম সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয় ৩৮৷৵১০

——

১৫৫॥৵১০

১৩০৭ আশ্বিন।

বাবু রামচরণ ঘটক মোক্তার যশোহর মা: চা: চৈত্র ১৩০৬ ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় ১৩০৭ ২৲

" চন্দ্রনাথ চৌধুরী হস্‌পিটেল য়্যাসিষ্টাণ্ট, ওয়াটীগ্‌ পোঃ,আসাম এ: দা: ।৵০

" রজনীকান্ত ঘোষ উকীল যশোহর মা: চা: ফাল্‌গুন ১৩০৬ ১৲

" অমৃতলাল ঘটক পোষ্টমাষ্টার বাগভোগরা এ: দা: ৷৷০

" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ডি: ইঞ্জিনীয়ার যশোহর মা: চা: জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ৷৷০

" রজেশ্বর রায় য়্যাসিষ্টাণ্টসার্জন গোরক্ষপুর এ: দা: ১॥০

" আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় উকীল বাগেরহাট এ: দা: ৷৷০

——

৫।৵০

জের ৫।৵০

" কার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী কটক এ: দা: ১৲

" কালীনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল যশোহর মা: চা: ভাদ্র ১৩০৭ ৪৲

" কালীগোপাল মজুমদার জমিদার যশোহর মা: চা: পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৩০৬ ২৲

" জয়গোপাল মজুমদার জমিদার যশোহর এ: দা: ৩৲

" ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর এ: দা: ॥০

জনৈক ভদ্রলোক মাং বাবু অন্নদাচরণ রায় এ: দা: ২৲

বাবু নিবারণচন্দ্র দত্ত উকীল যশোহর মা: চা: শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭ ২৲

" কেদারনাথ সেন উকীল যশোহর মা: চা: আষাঢ় ও শ্রাবণ ॥০

" হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কাদাই, বহরমপুর এ: দা: ॥০

" বিজয়লাল দত্ত ২৩।৩ চক্রবাড়ী রোড্‌, দক্ষিণ ভবানীপুর কলিকাতা এ: দা: ॥০

" শ্রীনাথ প্রধান ম্যানেজার দেভোগ, মেদিনীপুর এ: দা: ।০

" রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কন্‌ট্রাক্টর পি, ডব্‌লিউ, ডি, শিলচর এ: দা: ১৲

" শ্রীকান্ত রায় জমিদার হরিপুর, টিপরা এ: দা: ॥০

" বিপিন বিহারী ঘোষ উকীল মেদিনীপুর এ: দা: ।৵০

" শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ডি: মাজিষ্ট্রেট, কালনা, বর্দ্ধমান এ: দা: ॥০

——

২৫৲

জের	২৪৲
"হিন্দু-পত্রিকা"র তহবিল হইতে	
	৩৫৲
	৫৯৲
ভাদ্র মাসের খরচবাদে অবশিষ্ট জমা	১২/০
মোট	৭১/০

খরচ।

অধ্যাপকদিগের বৃত্তি	৫২॥০
ভৃত্য-ব্যয়	৬।০
আশ্রম সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাবিধ ব্যয়	১০॥১০
মোট	৬৯॥১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"ব্রহ্মচারি-আশ্রমে"র বর্ত্তমান বর্ষের (১৩০৭ সালের) ব্যয়ের জন্য ২০০০৲ দুই-সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিগত বৈশাখ হইতে গত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত; স্বদেশ বান্ধব উন্নতমনা মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন,তাঁহাদের সাহায্য সমষ্টি ৪৭০৵১০টাকা এখনও১৫২৯৶১০টাকার আবশ্যক। ভগবৎ কৃপায় ধর্ম্ম-প্রাণ, বিদোৎসাহী, বদান্য মহাত্মাদিগের অনুগ্রহে অবশিষ্ট টাকা সংগৃহীত হইতে হইলে এবৎসরের আশ্রম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় স্থিরীকৃত বিষয়গুলি অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম

(সংবাদ)

বিগত ২৪শে ভাদ্র রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে যশোহর "ব্রহ্মচারি-আশ্রমে"দুর্ভিক্ষ-প্লেগ-প্রপীড়িত ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের শান্তিকামনার্থ,আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী প্রমুখ অধ্যাপকগণ ও ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া উক্ত রবিবার দিবস পূর্ব্বাহ্নে যথাক্রমে স্তোত্র-পাঠ, হোম, শান্তি-যজ্ঞ, বেদ-পাঠ এবং সংকীর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলময় মহোৎসব পবিত্রভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ দিবস অপরাহ্নেও ক্রমান্বয়ে হোম, শান্তি-যজ্ঞ, বেদ-পাঠ কবিতা ও প্রবন্ধ-পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা-ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ইত্যাদি শুভকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। আশ্রমের জনৈক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ,এবং এই সহরের সুপরিচিত বক্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র মহাশয়দ্বয় শান্তি এবং অশান্তির প্রভেদ, ও কি উপায়ে শান্তিলাভ হয় এতৎ সম্বন্ধে সুমধুর গম্ভীর ভাবপূর্ণ সাধারণের সুবোধ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। আশ্রমের উল্লিখিত দেশ-হিতকর উৎসবাদি দর্শনার্থে স্থানীয় হাকীম, উকীল, ডাক্তার, জমিদার, শিক্ষক, মোক্তার আমলা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকই আশ্রমে যথাকালে আগমন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে লোক-সংখ্যা এতই অধিক হইয়াছিল যে, আশ্রমস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত নূতন সুবৃহৎ হল এবং তাহার চতুষ্পার্শস্থ স্থান সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; এমনকি যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়াছিলেন,তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই স্থানাভাবে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। আশ্রমের কার্য্যে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের আন্তরিক সহানুভূতি ও অদম্য উদ্যোগ পরিলক্ষিত হওয়ায়, পরম প্রীতির কারণ

হইয়াছে। ভরসা করি, তাঁহাদের এই অকৃত্রিম উৎসাহ হইতে "ব্রহ্মচারি আশ্রম" কখনই বঞ্চিত হইবে না।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অটল অধ্যবসায় এবং বহুল চেষ্টার ফলস্বরূপ; কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যদুন্নতি স্বদেশ হিতাকাঙ্ক্ষী, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য, উন্নতমনা মহাত্মাদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে; কেন না, ব্রহ্মচারি-আশ্রমের ন্যায় একটী ব্যয়-সাধ্য-কার্য্য যদুবাবুর পক্ষে একাকী বহন করা, অতীব অসম্ভব। যদু বাবু এ পর্য্যন্ত আশ্রমের জন্য প্রায় ১০০০০ দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ আশ্রম স্থাপনের জন্য ১৬ বিঘা ভূমি ক্রয় ও খোলা খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তদনন্তর ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ পাঠাগার নির্ম্মাণ, করিয়া দিয়াছেন, এবং প্রায় চারি সহস্র টাকা মূল্যের পুস্তকালয় ও একটী সুদীর্ঘ পুষ্করিণী দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আশ্রম স্থাপন হইতে এযাবৎ আশ্রম পরিচালনার্থ অধিকাংশ ব্যয়ই ইহার নিজ হইতে বহন করিতে হইতেছে। যদিও স্বদেশ শুভানুধ্যায়ী মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিতেছেন, তথাপি ঐ সাহায্যসমষ্টি এরূপ নহে, যাহা দ্বারা আংশিক ব্যতীত অন্ততঃ অর্দ্ধেক ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে, আশ্রমে মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় সুবিখ্যাত বেদাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী প্রমুখ ৪জন পণ্ডিত এবং ১৬টী ছাত্র বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, কাব্য, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করিতেছেন। আশ্রমের মাসিক ব্যয় প্রায় ২০০৲ দুইশত টাকা। এ বৎসরের (১৩০৭ সালের) ব্যয়ের জন্য ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্যক্তি মাত্রেরই কত সময়ে কত রকমে অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে, অথচ যদি সকলেই দয়া করিয়া, এই গরিব ব্রহ্মচারি-আশ্রমকে কিছু কিছু সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই মহদনুষ্ঠান অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আশ্রমের অধ্যাপক এবং ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করারও চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আমরা ভগচ্চরণ ভরসা করতঃ আশ্রমের ব্যয়ভার দেশীয় ধর্ম্ম-প্রাণ, বিদ্যোৎসাহী, সৎকার্য্যের সহায়, সদনুষ্ঠানের সাহায্যদাতাদিগের কৃপার উপর ন্যস্ত করিলাম। নির্দ্দিষ্ট ২০০০ দুই সহস্র টাকা পূর্ণ হইলে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যথাকালে এ শুভ সংবাদ সাহায্যদাতাদিগের নামের তালিকা ও সাহায্যের পরিমাণসহ সাধারণের অবগতির জন্য হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবে। ঐ দুইসহস্র টাকা পূর্ণ হইলে বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়ের জন্য আর কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে না। আশা করি, সহৃদয় মহোদয়গণের উৎসাহ এবং সাহায্যে এ দরিদ্র আশ্রম ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ, দেশের ও ধর্ম্মের মহান্ কল্যাণ সাধন করিবে।

বিনীত

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

...ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ...ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

দুর্গাস্তোত্রম্।

...: কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং
...দেবি জগত্রয়ে বহুযুগৈ র্দেবোঽথবা মানুষঃ।
...ঞ্চিৎ স্বল্পমতি র্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈ গুণৈ-
...াং মোহর মায়য়া পরময়া বিশেশি তুভ্যং নমঃ॥

...দেব, কিবা নর, এই ত্রিসংসারে
...দি করে যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
...পি তোমার গুণ, বিশ্বরূপ আর,
করিতে পারে, হেন সাধ্য কার?
ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপ করিয়া
করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!
...গুণে কৃপাবিন্দু করিয়া বিতার,
...পাশে বদ্ধ মোরে করিও না আর।
... সমুদ্রে আছি মগ্ন অবিরাম,
বিশেশ্বরি! তব চরণে প্রণাম।

প্রপন্ন ভীতিনাশিকে প্রসূন মাল্যকন্ধরে
ধিয়স্তমোনিবারিকে বিশুদ্ধবুদ্ধিকারিকে।
সুরার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে প্রচণ্ড বিক্রমেঽক্ষরে
বিশাল পদ্মলোচনে নমোঽস্তুতে মহেশ্বরি!

ভয় নাশ তার মাগো! ভীত যেই জন,
কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা করহ ধারণ;
অজ্ঞানতা-অন্ধকার ঘেরিয়াছে যারে,
জ্ঞানালোক দিয়া তুমি তরাও তাহারে।
করিতে হইলে মাগো! বুদ্ধি সুনির্ম্মল,
তোমা বিনা কেহ নাই এ কার্য্যে কুশল!
পাদপদ্ম সেবে তব যত সুরবর,
প্রচণ্ড বিক্রম তব, তুমি অনশ্বর।
বিশালাক্ষী তুমি মাগো! দীর্ঘ নেত্র ধরি;
চরণে প্রণাম তব করি মহেশ্বরি!

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

পিতা নাই, মাতা নাই, নাই বন্ধুগণ,
পুত্র নাই, কন্যা নাই, নাই দাতা জন।

ভৃত্য নাই, কর্ত্তা নাই, ভার্য্যা নাই তার,
বিদ্যা নাই, নাই কোন জীবন-উপায়!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

বিবাদে বিষাদে কিংবা প্রবাসে, অনলে,
প্রমাদে, পর্ব্বতে, শত্রুমধ্যে কিংবা জলে,
কিংবা অরণ্যেও যদি পড়ি গো জননি!
উদ্ধার করিও মোরে উদ্ধারকারিণি!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অপার অগাধ ঘোর বিপৎ-সাগরে
যেন জন ডুবিয়া মাগো! হাহাকার করে,
তখনি হইয়া তার নিস্তার-তরণী,
বিপৎ-সাগর হ'তে তরাও জননি!
ত্রাণ করিতেছ মাগো! এই ত্রিসংসার,
আমারেও কর ত্রাণ, করি নমস্কার!

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্॥

চিতাভস্ম দেহোপরি মাখে সর্ব্বক্ষণ,
নিরন্তর ক'রে থাকে গরল ভক্ষণ,
কণ্ঠে সর্প জড়াইয়া করে কণ্ঠহার,
মাথায় ধরিয়া রয় নিত্য জটাভার,
সর্ব্বদাই থাকে নর-কপালে লইয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সদা ভূত নাচাইয়া,
উলঙ্গ হইয়া রহে সদা পশুপতি,
তুমিই শিবের দুর্গে! একমাত্র গতি।
ধন্য শিবে পাণিদান করিলে শঙ্করি!
তাই শিব জগদীশ-পদ-অধিকারী!

অশেষব্রহ্মাণ্ড প্রলয় বিধিনৈসর্গিক মতিঃ
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকৃপয়া
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে।

অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কারণ
পড়িয়া রয়েছে যাঁর মন সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বদাই রন্ যিনি শ্মশানে পড়িয়া,
নিজ দেহে দেন যিনি ভস্ম মাখাইয়া,
সেই পশুপতি পৃথ্বী-রক্ষার কারণ
করিলেন কণ্ঠে দেখ গরল ধারণ
কেবল তোমারি সঙ্গে রহি অনিবার,
শিবের সুবুদ্ধি হেন, বুঝিলাম সার!

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননী জঠরগস্তাবদালম্বনে(?)
ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্ম্মদেহস্বরূপা
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থাঽহংপ্যহমপি, ভবিতা সর্ব্ব-
মেতৎ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

পিতার শরীর হ'তে জনম লভিয়া,
মাতৃগর্ভে রহিলাম শয়ন করিয়া।
তার পর তথা হ'তে দেখিনু সংসার,
যত কিছু দেখা যায়! সকলি তোমার
তুমি দয়াময়ী, কর্ম্ম-দেহ-স্বরূপিণী,
তুমি বুদ্ধি, তুমি চিত্ত-সংস্থান-কারিণী।

তথাপিও অহং-বুদ্ধি গেল না আমার,
যাহা কিছু করি মাগো! সকলি তোমার!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাস-
কাশাতিসারৈঃ
কর্ম্মানর্হোঽক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎ-
পিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং
ন চাস্তৎ।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

বৃদ্ধকালে বুদ্ধিটুকু না রহিল আর,
আসিয়া জুটিল শ্বাস কাশ অতিসার,
অবশ হইল অঙ্গ,—হ'ল অতি ক্ষীণ,
হইলাম অকর্ম্মণ্য তায় দৃষ্টিহীন,
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা আসি মোরে চাপিয়া ধরিল,
অনুতাপানল শেষে দহিল আমায়,
চিন্তিনু মরণ-চিন্তা না চিন্তি তোমায়!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

প্রাপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি॥

করুণা-সাগর দুর্গে! তুমিই ধরায়,
তব নাম স্মরে যেই, তরাও তাহায়।
বিপৎ-সাগরে মাগো, নিমগ্ন হইয়া,
স্মরিতেছি তব নাম বিপদে পড়িয়া।
যাহা কিছু বলিতেছি, সত্য সমুদয়,
শঠ বলি যেন মোরে মা! কর প্রত্যয়।

সন্তান ব্যাকুল হ'লে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
অমনি স্মরণ করে তাহার মাতায়!

জগন্মাতর্ম্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥

জগৎ-জননি দুর্গে! জননি আমার,
নাহি সেবিলাম কভু চরণ তোমার।
তোমার উদ্দেশে মাগো! ভুলেও কখন
দান নাহি করিলাম কভু কিছু ধন।
তথাপি অতুল স্নেহ আমার উপর
প্রদর্শন করিতেছ তুমি নিরন্তর।
পুত্র করিতেও পারে মন্দ আচরণ,
মাতা কিন্তু না করেন কখন তেমন!

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখিসুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ॥

নাহি মোর কিছু মাত্র মোক্ষের বাসনা,
নাহি মোর কিছু মাত্র ধনের কামনা,
তত্ত্বজ্ঞান হেতু মোর নাহি অভিলাষ,
সুন্দরী-সম্ভোগ-সুখে নাহিক প্রয়াস।
শিব-শিব-শিব-শম্ভু-শিবাণী-ভবানী,
মৃড়ানী রুদ্রাণী দুর্গা উমা কাত্যায়নী,
এই সব নাম মাগো! করি উচ্চারণ
জীবন কাটিয়া যায়, প্রার্থনা এখন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

জ্ঞান-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
আলো জ্ঞান, আঁধার অজ্ঞান। ১

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
জ্ঞান লয় ধর্ম্মে, অধর্ম্মে অজ্ঞান। ২

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
জ্ঞান দেয় শান্তি, অশান্তি অজ্ঞান। ৩

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
পশু হতে নরকে পৃথক্ করে জ্ঞান। ৪

জ্ঞানানুসন্ধান কর,
যত জ্ঞান, তত আরো
বিনয়-বিনম্র হবে,
সবায় সম্মান্য রবে। ৫

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
অসত্য হইতে সত্য, অনিত্য হইতে নিত্য,
বাছিয়া তোমায় দিবে জ্ঞান। ৬

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন,
কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে ভুল হবে না কখন। ৭

কর জ্ঞান উপার্জ্জন সবে ;
কার্য্য-বিষয়ের ব্যর্থ শ্রম না রবে। ৮

কর জ্ঞান উপার্জ্জন সবে,
অনিবার্য্য বিষয়েতে বিষাদ না হবে। ৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
নিরখিবে নর সবে সোদর-সমান। ১০

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
নির্ভয় নিশ্চিন্ত তোমা করিবেক জ্ঞান। ১১

কর কর জ্ঞান অধিকার ;
মরণে ত্রাসিত, জীবনে হর্ষিত
কভু না হইবে আর। ১২

কর কর জ্ঞান অধিকার ;
হবে সদ্য নির্ব্বাসিত অজ্ঞান-সংস্কার। ১৩

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
হবে সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপ দর্শন। ১৪

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
জ্ঞানে হবে কর্ম্ম-প্রেম—দুয়েরি সাধন। ১৫

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
বৈষম্যে করিবে তুমি সাম্য দরশন। ১৬

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
প্রতি দ্রব্যে দেখিবে একেরি প্রকটন। ১৭

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
আত্মায় নিজাত্মা, নিজাত্মায় আত্মা
করিবেক দরশন। ১৮

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
দূর হবে সর্ব্ব-দুঃখ-মূল দ্বৈতজ্ঞান। ১৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
পাইলে একের জ্ঞান, পাবে সর্ব্বজ্ঞান। ২০
জ্ঞান-উৎস হতে কর জ্ঞান অধিকার ;
জ্ঞানে পরানন্দ লাভ হইবে তোমার। ২১

পঠন-পাঠন-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।)

(ঋতঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ।

শমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবতা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদগল্যঃ। তদ্ধি তপ-স্তদ্ধি তপঃ।)

স্বায়-নিষ্ঠা শিক্ষা কর।
পঠন-পাঠন ধর। ১

সত্যের সাধন লও।
পঠন-পাঠনে রও॥ ২

তপস্যা-সাধনে রহ,
পঠন-পাঠন সহ। ৩

দমিবে ইন্দ্রিয়সবে,
পঠন-পাঠনে রবে। ৪

শমগুণে চিত্ত বাঁধ,
পঠন-পাঠন সাধ। ৫

তেজোগ্নি জ্বালিবে রঙ্গে,
পঠন-পাঠন সঙ্গে। ৬

যজ্ঞ কর, বাধা নাই;
পঠন-পাঠন চাই। ৭

অতিথি-সেবায় থাক;
পঠন-পাঠন রাখ। ৮

নরের কর্ত্তব্য লহ;
পঠন-পাঠনে রহ। ৯

সাধিবে গৃহস্থ-ধর্ম্ম;
সন্তানে শিখাবে কর্ম্ম।
[illegible] বংশ বাড়িবার,
পঠন-পাঠন [illegible]। ১০

সত্যপর "রথীতর"-সুত
সাধনে হইলা সত্যপূত। ১১

অনুতপ্ত "পুরুশিষ্ট"-সুত
সাধিলা কঠোর তপ-ব্রত। ১২

"নাক" নামে "মুদ্গল"-নন্দন
সেধেছিলা পঠন-পাঠন। ১৩

পঠন-পাঠন জেনো তবে—
তীব্র তপ—তীব্র তপ তবে। ১৪

—— শ্রীঃ—

সনৎসুজাতপর্ব্ব।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় শাঙ্করভাষ্য সমেত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া আমাদিগের পরম উপকার করিয়াছেন; কারণ উহাতে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা জানিতাম না। তিনি প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে "সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত"; কিন্তু মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে দেখিতে পাই যে, উহা পাঁচ অধ্যায়ে (৪১ হইতে ৪৫ অধ্যায়ে) সম্পূর্ণ। ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায় ক্রমান্বয়ে ৪১, ৪২ ও ৪৩ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। মধ্যে ৪৪ অধ্যায়টি উহাতে নাই। ঐ অধ্যায়টির শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছিলেন কিনা, জানি না, সুতরাং কেবল মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। যদি কোন মহাত্মার নিকট শাঙ্কর ভাষ্য থাকে, কৃপাকরিয়া প্রকাশ করিবেন অথবা আমায় জানাইবে তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

সনৎসুজাত উবাচ।

শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কাম-
মানঃ পরাসুতা।
ঈর্ষা মোহো বিধিৎসা চ কৃপা-
সূয়া জুগুপ্সতা ॥১॥
দ্বাদশৈতেমহাদোষা মনুষ্যপ্রাণ-
নাশনাঃ।
একৈকমেতে রাজেন্দ্র মনু-
ষ্যান্ পর্য্যুপাসতে।
যৈরাবিষ্টো নরঃ পাপং মূঢ়-
সঙ্গো ব্যবস্যতি ॥২॥
স্পৃহয়ালুরুগ্রঃ পরুষো বদান্যঃ
ক্রোধং বিভ্রন্মনসা বৈ বিকত্থী।
নৃশংসধর্ম্মাঃ ষড়িমে জনা বৈ
প্রাপ্যাপ্যর্থং নোত সভাজয়ন্তে-
॥৩॥

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মান, নিদ্রা-পরতা, ঈর্ষা, মোহ, বিধিৎসা, মেহ, অসূয়া ও জুগুপ্সা, মনুষ্যের প্রাণনাশকারী; এই দ্বাদশটি মহাদোষ। ইহাদের মধ্যে এক একটি, মনুষ্যসকলকে (আশ্রয় করিবার-জন্য) উপাসনা করে, মনুষ্য ঐ সমস্ত দোষে আবিষ্ট ও মূঢ়সঙ্গ হইয়া পাপাচরণ করে।২॥ স্পৃহয়ালু, উগ্র, পরুষ (কটুবাক্য), বদান্য (বহুভাষী), মনে মনে ক্রোধকারী ও বিকত্থী, এই ছয়টি নৃশংসধর্ম্মা, মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার মান্য করেনা, অপিতু সৎ লোকের অপমান করে।৩ সম্ভোগ-সম্বিদ্-

সম্ভোগ সম্বিদ্ বিষমোঽতিমানী
দত্ত্বা বিকত্থী কৃপণো দুর্ব্বলশ্চ।
বহুপ্রশংসী বনিতাদ্বিট্ সদৈব
সপ্তৈবোক্তাঃ পাপশীলা নৃশংসাঃ
॥৪॥
ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপোদমশ্চ অমাৎ-
সর্য্যংহ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমাচ
মহাব্রতাদ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥৫॥
যোনৈতেভ্যঃ প্রচ্যবেদ্দ্বাদশেভ্যঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং চ শিষ্যাৎ।
ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকতো বার্থিতো যো
নাস্য স্বমস্তীতি চ বেদিতব্যম্ ॥৬॥

বিষম (স্ত্রীসঙ্গে পুরুষার্থ-বুদ্ধিবশতঃ অব্যবস্থিত) অভিমানী, দানকরিয়া আত্মশ্লাঘাকারী, দুর্ব্বল বলদ্বারা অন্যের অমঙ্গলকারী, বহুপ্রশংসী (নিজের সুখ্যাতিকারী) ও সর্ব্বদা বনিতাবিদ্বেষী, এই সাত প্রকার মনুষ্য পাপশীল ও নৃশংস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।৪।

ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত, ধৃতি ও ক্ষমা, এই দ্বাদশ ব্রাহ্মণের মহাব্রত।৫॥

যিনি এই দ্বাদশ গুণ হইতে স্খলিত না হন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। এই সকল গুণের মধ্যে যিনি দুই বা তিনটী গুণ অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার আপনার কোন দ্রব্যই নাই, ইহা তাঁহার জানা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তিনি সমুদায় ত্যাগ করিতে [illegible]

দমস্ত্যাগোঽথাপ্রমাদ ইত্যেতে-
ষ্বমৃতং স্থিতম্।
এতানি ব্রহ্মমুখ্যানাং ব্রাহ্মণানাং
মনীষিণাম্ ॥ ৭ ॥
সত্যাসত্যা পরীবাদো ব্রাহ্মণস্য ন
শস্যতে।
নরক প্রতিষ্ঠাস্তেস্যুর্য এবং
কুর্ব্বতে জনাঃ ॥ ৮ ॥
মদোঽষ্টাদশদোষঃ স স্যাৎ পুরা
যোঽপ্রকীর্ত্তিতঃ।
লোকদ্বেষ্যং প্রাতিকূল্যমভ্যসূয়া
মৃষাবচঃ ॥ ৯ ॥
কামক্রোধৌপারতন্ত্র্যং পরিবা-
দোথ পৈশুনম্। অর্থহানির্বিবাদশ্চ
মাৎসর্য্যং প্রাণিপীড়নম্ ॥ ১০ ॥
ঈর্ষা মোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানা-
শোভ্যসূয়িতা।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো নমাদ্যেতে সদা-
হ্যেতদ্বিগর্হিতম্ ॥ ১১ ॥

দান, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এক্ষটি দ্রব্যে অমৃত থাকে; এই কয়টি দ্রব্য মনীষী ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণেরই হইয়া থাকে। [বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৫ অ-২ ব্রাহ্মণ ৩মন্ত্র— এতৎ ত্রয়ংশিক্ষেত্ দমংদানং দয়ামিতি] ৭ ॥

সত্যই হউক, অথবা মিথ্যাই হউক, পরনিন্দা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহার নরকে স্থান হয়। ৮ ॥

পূর্ব্বে যে মদ প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে—লোকদ্বেষ্য (পরদার হরণাদি (প্রাতিকূল্য, (ধর্ম্মবিষয়ে বাধা দেওয়া), অভ্যসূয়া, মিথ্যাকথা, কাম, ক্রোধ, পারতন্ত্র্য (মদ্যাদির বশ হওয়া) পরিবাদ, পরদোষ কথন, অর্থহানি, (নৃত্য-বেশ্যাদিতে ধনক্ষয়) বিবাদ মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষা, মোহ অতিবাদ (মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য বলা), সংজ্ঞানাশ, (কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্যতা) ও অভ্যসূয়িতা, (পরের অত্যন্ত দ্রোহিতা) এই সকল দোষে প্রাজ্ঞব্যক্তি কখনও মত্ত হইবেন না; কারণ এই সকল সর্ব্বদা বিগর্হিত। ১১॥

কর্ম্মগীতা।

১—২

কর্ম্মানুষ্ঠীয়তাম্ নিত্যংতত্রৈব মুক্তিরুত্তমা।
স্বাধীনেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু কথমালস্যমাশ্রিতম্?

৩

যৎপূর্ব্বপিতরো যস্মাৎ কৃত্বা কৃতামমুত্তমম্।
পুরাতনমিদং দিব্যম্ ভারতম্ প্রাণয়ন্ মুদা ॥
তেষাং বংশাবতংসাঃ কিম্ যূয়ম্ কর্ম্ম-পরি-
চ্যুতাঃ?
সদা কর্ম্মানুশীলেন সংরক্ষ কুলসদ্রত্নম ॥

৪

যাবজ্জরা-জীর্ণ-শরীর-পঞ্জরাৎ
নৈবোৎপতন্তি হ্যসু-পক্ষিণস্তব।
তাবৎ সুকৃতাম্ সততম্ সমাচর
কাস্থা শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে বদ ॥

৫

কুরু কৃতামহোরাত্রম্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সমস্তাৎ পশ্যতে বেগাৎ কর্ম্ম-স্রোতোঽভি-
বর্ত্ততে ॥

৬

কুরু কর্ম, বিনা কর্ম প্রাণ্তীশোপাসনং কচিৎ।
কর্ম্মোপাসনয়া শশ্বৎ ঈশ্বরঃ পরিতুষ্যতি ॥

৭

সন্ততং শত্রুনীমচিন্তাম্ কার্য্যমস্ততনং কুরু।
স্মরনিত্যমিদং মূঢ়! শরীরম্ ক্ষণ-ভঙ্গুরম্ ॥

৮

কর্ম্মণো ন বিরন্তব্যম্ পরজন্ম-বিচিন্তয়া।
বিধারয় মনস্যেতৎ চিন্তা সর্ব্ব-বিনাশিনী ॥

৯

নীচাৎ-তিহেয়ম্ কর্ম্মেতি মন্তে মূঢ়-বিকল্পনম্।
দিব্য-শক্তিপ্রদম্ কর্ম্ম সর্ব্বতঃ সম্পদাবহম্ ॥

১০—১১

সীরেণ ক্রিয়তাম্ কর্ম্ম লেখনী-চালনেন বা।
কায়েন মনসা বাপি নগরে বা বনে সদা ॥

১২

কুরু কর্ম্ম সদা, কর্ম্মহীনঃ সর্ব্বত্র নিন্দিতঃ।
অকর্ম্মণো রাজ-মার্গ-মার্জ্জকোহি বিশিষ্যতে ॥

১৩

কর্ম্ম-প্রভুতয়া শশ্বৎ চর দাসতয়াঽপি বা।
যেন কেনাপি ভাবেন যথা ভবতি যাদৃশম্ ॥

১৪

কুরু কর্ম্ম, কদা মাভূহেঁয়ঃ পরপদগ্রহঃ।
জাতিবন্ধুকুটুম্বানাম্ অথবা ভাগ্যজীবনঃ ॥

১৫

চর্য্যতাম্ সর্ব্বদা কর্ম্ম ভিক্ষা সন্ত্যজ্যতাম্ সদা।
ন কর্ম্মতীয়বে দৈন্যঃ প্রশ্রয়ো ভিক্ষুকায়চ ॥

১৬

কুরু কর্ম্ম, মরে দেহে কর্ম্মৈব জীবনং ধ্রুবম্।
নৈষ্কর্ম্যমবসাদস্যাম্ জীবনে মরণাদিকম্ ॥

১৭

ইদম্ শাস্ত্রবাক্যম্ বিদ্ধি জীবনংহি সুদুর্লভং।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রকারেণ যত্নাৎ কর্ম্ম সমাচর ॥

১৮

নিরর্থকমিদম্ জন্ম মূর্খৈরিতিবিকল্পিতম্ ॥

১৯

যদি সত্যম্ ভবেৎ কদা সত্যমদ্য তদা ধ্রুবম্।
অতঃ কুরু সদা কর্ম্ম—কালাকালমচিন্তয়ন্ ॥

২০

যদি জন্মান্তরম্ সত্যম্ ইদম্ জন্ম তদা ধ্রুবম্।
অতোঽনুষ্ঠীয়তাম্ কর্ম্ম নির্ব্বিকল্পেন চেতসা ॥

২১

নাঽসত্যাৎ জায়তে সত্যম্ সত্যাৎ সত্যো-
তরয়বা।
অতো জন্মান্তরে সত্যে বিদ্ধি সত্যমিদম্
জনুঃ।
জন্মনি শাশ্বতে তস্মাৎ কর্ম্ম শাশ্বতমাচর।

২২

যাদৃশম্ বপতে বীজম্ ফলম্ ভবতি তাদৃশম্।
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধু কর্ম্মানুশীলয় ॥

২৩

যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
তস্মাৎ সমাধিমাস্থায় নিয়তম্ কর্ম্ম সাধয় ॥

২৪

সমরে বীরবৎ শশ্বৎ উৎসাহম্ হৃদয়ে বহন্।
অনুতিষ্ঠ সদা কর্ম্ম মা দৈব-দোষদো ভব ॥

২৫

আত্মার্থে কেবলম্ কর্ম্ম বিধেয়ম্ ন মনস্বিভিঃ
পরার্থে সকলম্ কর্ম্ম ফলতে নর-জন্মনি ॥

২৬

দুঃখং বিনাশয়তি যৎ জনয়েচ্চ শর্ম্ম,
ক্লেশানপাস্য সততম্ বিতনোতি শান্তিম্,
দারিদ্র্য-ঘোর-তিমিরম্ প্রবিনাশকারী,
দূরীকরোতি তদিদা কুরু তদ্ধি কর্ম্ম

২৭

কুরু যত্নাদনুদিনম্ কাতরাতুর-সেবনম্।
যেন কেনাপি ভাবেন কর্ম্মব্রতিরতো ভব ॥

২৮

মাতৃভূমিসমৃদ্ধিমতীম্ কুরু বাণিজ্য-কর্ম্মণা।
সজাতীনুন্নতান্ যত্নাৎ কুরু সৎকর্ম্মণা সদা ॥

২৯

স্বদেশে কর্ম্মণা লব্ধম্ যদত্র শক্যতে কথম্।
দেশান্তর গতিস্তস্য লাভায়, ভব কর্ম্মঠঃ ॥

৩০

তরঙ্গনিকরানন্দে কস্তুঙ্গাচলশেখরম্।
সমতিক্রম্য পৌরুষ্যাৎ কর্ম্মব্রতিরতো ভব ॥

৩১

পরদোষাননালোচ্য পরাচারমনিন্দয়ন্।
সক্তাং ছন্দতাম্যাপি হিতং নিরতমাচর ॥

৩২

কর্ম্মণা মনসা বাচা হ্যসাধুত্বম্ বিগর্হয়ন্।
সত্যব্রতরতো ভূত্বা জন্মেদম্ কুরু সার্থকম্ ॥

৩৩

ষ্টা বিষধরীম্ তীব্রাম্ কর্ম্ম-মন্ত্রৈঃ পরাভবন্।
বিধানমহোরাত্রম্ কর্ম্মব্রতিরতো ভব ॥

৩৪

স্রোতস্যতাপঙ্কে নিপতেন্ন যথা বপুঃ।
থা সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ম্ম-যোগ-রতো ভব ॥

৩৫

নিন্দাম্ বৃথাভাষম্ বৃথা গোষ্ঠীনিবন্ধনম্।
ত্যজ্য কর্ম্মতীর্থে স্বাভিষেকং সদা কুরু ॥

৩৬

ত সৎকর্ম্মনিষ্ঠো ... কুরু
ইন মনসা বাচা ... ভব ॥

৩৭

হিংসাংহি পাশবীম্ বৃত্তিম্ পর-দুঃখে স্বকম্
সুখং।
নারকীয়মিদং ত্যক্ত্বা সৎ-কর্ম্ম-নিরতো ভব ॥

৩৮

কুরু কর্ম্ম, পুরঃ পৃষ্ঠং বিলোক্য নয়-চক্ষুষা।
আকাশে হর্ম্ম্য-রচনম্ মা মূঢ়ধীতয়া রচ ॥

৩৯

কুরু কর্ম্ম, পরচ্ছিদ্রং মা সন্ধেহি কদাচন।

৪০

মহাজনানামাদর্শম্ বিলোক্যানুপদম্ পুরঃ।
সমাচর সদা কর্ম্ম ধৈর্য্যোৎসাহ-সমন্বিতঃ ॥

৪১

লিঙ্গং বয়স্তথা বংশং অবিচার্য্য নিরন্তরম্।
যস্মিন্ কস্মিন্নপি সদা কর্ম্মাভ্যাস-রতো ভব ॥

৪২

যদ্যস্মিন্ জননে কর্ম্ম-যোগী ভবিতুমিচ্ছসি।
কায়েন মনসা বাচা সুপবিত্রস্ততো ভব ॥

৪৩

যদ্যত্র কর্ম্ম-যোগেন শান্তিম্ সমধিগচ্ছসি।
সবলং কুরু তদ্ যত্নাৎ হৃদয়ং চ কলেবরম্ ॥

৪৪

ধ্যানং তথা ধারণাদি যশ্চরেৎ কর্ম্মণা সমম্ ॥
করস্থামিব জানীহি তস্য সিদ্ধিমসংশয়ম্ ॥

৪৫

শ্রেষ্ঠে মানং নিকৃষ্টেচ দয়াদানং প্রযত্নতঃ।
বিতরন্ সর্ব্বদা ধামন্ কর্ম্মযোগরতো ভব ॥

৪৬

পুত্রাণাং "সু-পিতা" ভূয়াঃ ভ্রাতৃণাঞ্চ "সু-
সোদরঃ।"
সর্ব্বদা। পিতৃণাং "সু-সুত" স্ত্রীণাং "সু-পতি" র্ভব
সর্ব্বদা ॥

সম্বন্ধিষুচ সর্ব্বেষু "স্ব-"পূর্ব্ব-পদ-ত্যাগ্ ভব।
সর্ব্বেষামুপকারায় স্বকর্ম্মাণি সদাচর॥

৪৭

দুঃখিনাং রক্ষণে যুক্তো ভব প্রকৃতি-ধর্ম্মতঃ।

৪৮

শ্রেষ্ঠো জ্ঞানপদো ভূত্বা বসতিং স্বামলঙ্কুরু।
সৎ-কর্ম্মণি মহোৎসাহে সর্ব্বদা দীক্ষিতো ভব॥

৪৯

কৃত্বা বাজ [illegible] মূর্ত্তি কুরু কর্ম্ম নিরন্তরম্।
[illegible] কুর্ব্বিং পরিবর্ত্তয়ন্॥

৫০

কুরু কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধ্যা নির্ম্মমঃ পরিপন্থিনঃ॥

৫১

ন শ্রেয়ান্ কেবলং ত্যাগঃ শ্রেয়সী ন বিলাসিতা।
এতয়োর্ভয়োর্মধ্যস্থঃ কর্ম্মযোগং সদা চর।

৫২

বিনয়েন তথা প্রেম্না দয়ার্দ্রেণ চ চেতসা।
স্বকর্ম্মণি মহ যত্নে নিরতোঽনুদিনং ভব।

৫৩

ভব কর্ম্মকরো নিত্যম্ উপাসকবরো ভব।
ত্যজ সর্ব্বপ্রকারেণ ধর্ম্ম কাপট্য-কঞ্চুকম্॥

৫৪

কুরু কর্ম্ম, সমগ্রেঽস্মিন্ ভুবনে সর্ব্বমানবে।
দিব্যং শান্তিময়ং চিত্ত ভ্রাতৃভাবমহর্নিশম্॥

৫৫

ইদং বিধাতৃসৃষ্টৌ নিসর্গবৎ মনোরমং।
সৌন্দর্য্যং নিষ্ঠুরতয়া মা হংসি—ভব কর্ম্মঠঃ॥

৫৬

বহুলেষু চ ধর্ম্মেষু প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ।
তেষামেক এব সারঃ কর্ম্ম-যোগো বিশিষ্যতে॥

৫৭

[illegible]তীনাং নিস্পৃহো বিত্তৌ প্রতিবেশিধনে- তথা।
ক্লৈব্য-কৃপণং লোভং ত্যক্ত্বা কর্ম্মরতো ভব॥

৫৮

[illegible] বিজ্ঞানে ন [illegible]।
[illegible] তাং মোক্ষপদং তস্মাৎ কর্ম্মরতো ভব॥

৫৯

কেবলং চাটুবাক্যেন নতুষ্যতি পরাৎপর
তস্মাৎ বিশ্বজনীনেন কর্ম্মণা প্রীণয়েশ্বর

৬০

দুর্ব্বলং বা বিপন্নং বা দীনং বা শরণাগত
রক্ষ প্রণিহিতাত্মা সন্ সদা কর্ম্মব্রতী ভ

৬১

অত্যাচারপরং দুষ্টং হিংস্রকং চাততায়িনং
দমযন্ নিত্যশো বীর্য্যাৎ কর্ম্ম-ব্রত-রতো ভ

৬২

সম্মানলাভতের্বাপি পুরস্কারস্য লিপ্সয়া
কর্ম্ম [illegible] কৃতনাশঃ স্যাৎ অতো ধর্ম্মায় তৎকু

৬৩

যাদৃশং যাচসে কর্ম্ম ত্বং পরেষাং সমীপ
তান্ প্রত্যনারতং কর্ম্ম যত্নেনাচর তাদৃশ

৬৪

যৎকিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যং যদি স্যাৎ পুরতঃস্থিত
সম্পাদয় প্রযত্নেন হৃদ্ যথা-শক্তি সত্বরম্

৬৫

কুরু কর্ম্ম, কর্ম্মযোগ বলেন নিশ্চিতং নৃণা
ভবেৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণং দুশ্চরং জীবনব্রত

৬৬

বিবেকনিভয়া শশ্বৎ কর্ম্মক্ষেত্রং বিনির্ণ
বিঘ্নামুৎসার্য্য বীর্য্যেণ কর্ত্তব্যং প্রতিপাল

৬৭

কুরু কর্ম্ম ফলং তস্য পরিণামংচ চিন্তয়ন্
সাধনানিচ সর্ব্বাণি যত্নেন চ বিবেচয়ন্

৬৮

বিহায় ফলসন্ধানং কুরু কার্য্যমহর্নিশং
বস্তুবেদ্ ভবতু স্বাস্থ্যে ফলং তস্য বিধা

৬৯

পরমেশং পরং ধ্যেয়ং হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠি
চিন্তয়ন্ নিয়তং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা কর্ম্মপরো

৮০

সদৈবাত্মর ভাবেন ভব কর্ম্মসু তৎপর
লভস্ব [illegible] কর্ম্মণা দিব্যার্থং সেবকং মনজ

(ইতি কর্ম্ম-গীতা *)

* [illegible] প্রকাশিত হ

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ।

(তৃতীয়াবল্লী)

এজগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম স্থানে
গুহায় প্রবিষ্ট থাকি ভুঞ্জে দুই জন
সুকৃত কর্ম্মের ফল, ধ্রুব যাহা হয়;
ব্রহ্মবিৎ ত্রিনাচিকেত পঞ্চাগ্নিকগণ
যে জন ব্রহ্মেরে ছায়াতপ তুল্য ক'ন। ১
যেই নাচিকেত অগ্নি, যাজ্ঞিকগণের
সেতুর সমান; যেই পরম অক্ষর
ব্রহ্ম, ভয়শূন্য পার, ত্রাণার্থীবর্গের;
আমরা সক্ষম হই সে দু'য়ে জানিতে। ২
আত্মারথী, দেহরথ, বুদ্ধিরে সারথি,
মনকে লাগাম বলি জানিবে নিশ্চয়। ৩

ইন্দ্রিয়গণেরে অশ্ব, তাহাতে গৃহীত
বিষয় সমূহে পথ, ইন্দ্রিয় ও মন,
এ উভয় যুক্তাত্মারে মনীষী সকল
ভোক্তা বলি (রূপকেতে) করেন বর্ণন। ৪
যে নহে বিজ্ঞানবান্; মানস যাহার
কভু নহে সমাহিত; সারথি সমীপে
দুষ্টাশ্বের মত তার ইন্দ্রিয় অবশ। ৫
সমাহিত মন যার, বিবেকী যে জন,
ইন্দ্রিয় বশেতে তার—সদশ্ব যেমন। ৬
যেইজন অবিবেকী, নহে সমাহিত
মন যার; নিরন্তর অশুচি যেজন,
পায় না সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই আসে। ৭
যেজন বিজ্ঞানবান্, সমনস্ক সদাশুচি,
সে পায় সে ব্রহ্মপদ, যাতে না জন্মিতে হয় ৮
বিজ্ঞান সারথি যার, প্রগ্রহ মানস,
বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে সেই।
সংসার-পথের যাহা পারের স্বরূপ। ৯
ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থ সমুদয়;
অর্থ হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃ, বুদ্ধি মনঃ হ'তে,
বুদ্ধি হ'তে হয় শ্রেষ্ঠ আত্মা সুমহান্। ১০

১। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম স্থানে—মূলে আছে "পরমেপরার্দ্ধে।" শঙ্করাচার্য্য বলেন—পরস্য চ ব্রহ্মণো ...ং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্। অতএব ...হৃদয়াকাশে।"
...হায়—বুদ্ধিতে।
...পঞ্চাগ্নিকগণ—গৃহস্থগণ—
...ছায়াতপ তুল্য কন—জীবাত্মা ছায়াতুল্য, পরমাত্মা ...আতপ তুল্য। প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীবাত্মা সাক্ষাৎ কর্ম্ম...ভোগ করে। পরমাত্মা কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষী ...ত্র। শঙ্কর বলেন—
একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্‌ক্তে নেতরস্তথাপি ...তৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ বিত্যুচ্যেতে পুত্রিস্থায়েন।"
...শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্রুতি "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি দেখুন।

২। সেতুর সমান—দুঃখরূপ জলের পারে যাই-...র সেতু। এই সেতু অবলম্বন করিলে যাজ্ঞিক-...কে আর দুঃখজলে সাঁতার দিতে হয় না।
...দু'য়ে—"অগ্নি" ও "ব্রহ্ম" এই উভয়কে।

৩। আত্মার সংসার-গমনের প্রধান সাধন শরীর ...রথ। এই শরীর রূপ রথের মনরূপ লাগাম ...ও ইন্দ্রিয়-অশ্ব বুদ্ধিরূপ সারথিদ্বারা পরি-...চালিত হয়।

৪। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয় ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ বলিয়া জানিবে।

৭। সংসারেই আসে—সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

৮। বিজ্ঞানবান্—বিবেকী।
সমনস্ক—সমাহিতমনা।

৯। প্রগ্রহ—লাগাম।
বিষ্ণুর—সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯, শ্রুতিতে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে।

১০, ১১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থূল, এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি হইতে মনঃ, মনঃ হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহৎ হইতে জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে

মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত; তা হ'তে
পুরুষ, তাহ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি আর কিছু;
তাহাই পর্য্যবসান, তাহা শ্রেষ্ঠ গতি। ১১
সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে র'ন আত্মা এই;
প্রকাশ না হন; কিন্তু সূক্ষ্মবোদ্ধাগণ
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে দেখেন ইঁহারে। ১২
সংযত করিবে প্রাজ্ঞ, বাক্য মনোমাঝে,
মনেরে করিবে জ্ঞানরূপী আত্মামাঝে,
জ্ঞানকে আত্মায়, পুনঃ আত্মারে সংযত
করিবে বিকারশূন্য পরমাত্মমাঝে। ১৩
উঠ, জাগ, জীবগণ! মোহ-নিদ্রা হতে,
শ্রেষ্ঠাচার্য্য কাছে হ'তে হও অবগত
পরমাত্ম তত্ত্ব; শুন কহে কবিগণ—
ক্ষুরের শাণিত ধার যথা দুরত্যয়,
তদ্রূপ দুর্গম তত্ত্ব-জ্ঞান-পথ হয়। ১৪
অশব্দ, অস্পর্শ আর অরূপ, অব্যয়,
অরস ও নিত্য, গন্ধহীন; আদি হীন,
অন্তহীন, যাহা শ্রেষ্ঠ মহৎ হইতে,
ধ্রুব সে ব্রহ্মেরে জ্ঞাত হইয়া সাধক,
মৃত্যু-মুখ হ'তে মুক্ত হ'ন সুনিশ্চিত। ১৫
মৃত্যুপ্রোক্ত নচিকেত-প্রাপ্ত উপাখ্যান
বলিয়া, শুনিয়া তথা, মেধাবী মানব
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবৎ হ'ন মহীয়ান্। ১৬
যেজন প্রযত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-সভায়
কিম্বা শ্রাদ্ধ কালে এই গুহ্য উপাখ্যান
শুনায় করিয়া পাঠ, তাহার নিকট
অনন্ত ফলদায়ক সেই শ্রাদ্ধ হয়। ১৭

ইতি তৃতীয়াবল্লী,

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; তাহাই শেষ, তাহাই পরমগতি।

১৪। দুরত্যয়—দুরতিক্রমণীয়।

(চতুর্থী বল্লী)

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমাবল্লী।

স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়-দ্বার বহির্ম্মুখ করি
সৃজন করিলা, তেঁই মানবসকল
বাহ্য বিষয়ের প্রতি করে দৃষ্টিপাত;
না দেখে অন্তরাত্মারে; কোন কোন ধীর
নিবৃত্ত করিয়া চক্ষু বিষয় হইতে,
অমৃতত্ব লাভেচ্ছায় দেখে সে আত্মায়। ১
অল্পবুদ্ধি জন করি কাম্যানুসরণ,
মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে হয় নিপতিত,
জানি ধ্রুব অমৃতত্ব কিন্তু ধীর জন
অধ্রুব বস্তুর মাঝে কিছুই না চায়। ২
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ মৈথুনজ—
যাঁর বলে জানা যায়, হেথায় তাঁহার
কিবা আছে জানিবার? ইনি আত্মা সেই। ৩
যাঁহার বলেতে লোক দেখে বস্তুচয়
স্বপনে ও জাগরণে; জ্ঞানীজন জানি
মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী যে আত্মস্বরূপ—
মুক্ত হ'ন সংসারের শোক-তাপ হ'তে। ৪
যিনি এই কর্ম্মফল ভোগী জীবাত্মারে
জানেন নিয়ন্তা বলি ভূত ও ভব্যের,

২। মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে—জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ইত্যাদিতে
ধ্রুব অমৃতত্ব—পরমাত্ম স্বরূপাবস্থানরূপ অমৃতত্ব।

৩। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আত্মাবিহীন পাঞ্চভৌতিক দেহ জড় মাত্র; যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত হইলে লৌহও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই অগ্নিতাপ অপগত হইলে আর লৌহের সেই দাহিকা শক্তি থাকে না তদ্রূপ এই জড় দেহে আত্মার অধিষ্ঠান হইলেই ইন্দ্রিয় সকল রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারে আত্মার অপগমে শরীর জড় মাত্র থাকে। সেই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। হে নচিকেত তুমি যে আত্মার [illegible] করিয়াছ, সে আত্মা এইরূপ।

তথা বিদ্যমান সদা আপন নিকটে ;
না লুকান তিনি এঁরে—ইনি আত্মা সেই ।৫
প্রথম উৎপন্ন ব্রহ্ম তপঃ হ'তে যিনি
প্রবেশি হৃদয়াকাশে প্রাণীসমূহের
অবস্থিত পঞ্চভূত সহ ;—যিনি জাত
জলের—সৃষ্টির পূর্ব্বে—তাঁহারে যেজন
জানেন—জানেন তিনি—ইনি আত্মা সেই ।৬
সম্ভূতা অদিতি যেই সর্ব্বদেবময়ী
প্রাণরূপে ; সমুৎপন্না পঞ্চভূত সহ ;
জীবের হৃদয়াকাশে প্রবেশিয়া যিনি
রহেন, তাঁহারে যিনি করেন দর্শন,
দেখেন ব্রহ্মেরে তিনি—ইনি আত্মা সেই । ৭
অরণি-নিহিত সেই অগ্নি জাতবেদা
সুরক্ষিত গর্ভতুল্য গর্ভিণী কর্তৃক ;
পূজ্য যেই প্রতিদিন, জাগরণশীল
আজ্যবান্ জনে; জেনো—ইনি আত্মা সেই ।৮
যাঁ'হ'তে উদিত সূর্য্য, অস্ত যাঁ'তে যান,
তাঁহাতেই অবস্থিত দেবতা সকল,
অতিক্রম তাঁরে কেহ না পারে করিতে ;
(জানিবে নিশ্চয় তুমি)—ইনি আত্মা সেই ।৯
যিনি হেথা অবস্থিত, তিনিই সেথায় ;
যিনি সেথা অবস্থিত, তিনিই হেথায় ;

যেই জন নানারূপে ভাবয়ে ইঁহারে,
পুনঃ পুনঃ মৃত্যুবশ হয় সে নিশ্চিত ।১০
প্রাপ্তব্য মনের দ্বারা এই আত্মা ; ইথে
নাহি কিছু নানাভাব, যেই জন এঁরে
দেখে নানারূপে, সেই হয় পুনঃ পুনঃ
মৃত্যুর অধীন (সত্য কহিনু তোমায়) । ১১
আছেন পুরুষ এক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ,
শরীরের মাঝে, যিনি ভূত ও ভব্যের
নিয়ামক ; এঁরে যদি জানেন সাধক,
গোপন থাকেনা কিছু ; ইনি আত্মা সেই ।১২
ধূমহীন জ্যোতি তুল্য, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ;
ভূত-ভব্য-নিয়ামক, অদ্য বর্ত্তমান,
কল্য ও র'বেন যিনি—ইনি আত্মা সেই । ১৩
দুর্গম পর্ব্বতে বৃষ্ট সলিল যেমতি
ধায় নানা দিকে, নিম্ন পার্ব্বত্য ভূমিতে,
সেরূপে পৃথক্ যিনি জানেন ধর্ম্মেরে
আত্মা হ'তে, পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় তাঁর । ১৪
হে গৌতম, শুদ্ধোদকে শুদ্ধোদক যথা
বৃষ্ট হ'লে এক(ই) রূপ করয়ে ধারণ,
সেরূপ জানেন যিনি একত্ব আত্মার,
পরমাত্মা সহ তাঁর আত্মা এক হয় । ১৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাবল্লী ।
চতুর্থীবল্লী সমাপ্তা ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র ।
সংস্কৃত বিদ্যালয়, কাটেখালী ।
(যশোহর)

৫। কর্ম্মফল ভোগি—মূলে আছে "মধ্বদং"—মধু—অদং, মধুপাতারং, কর্ম্মফলভুজং ইতি ভাষ্যকারঃ।

৬। জলের ও সৃষ্টির পূর্ব্বে—কেবল জলের পূর্ব্বে নহে, জল সহিত পঞ্চভূতের ও সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

৮। অরণি—দুইখানি কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিতে হইত, এই উৎপাদিত অগ্নিই যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। অগ্ন্যুৎপাদক সেই কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয়ের নাম "অরণি" [illegible]
জাগরণশীল—অপ্রমত্ত।
আজ্যবান্ জনে—মূলে আছে "হবিষ্মদ্ভিঃ ; [illegible] কর্ত্তৃক"।
৯। [illegible]

১০। হেথা—এই শরীরে। [illegible]
সেথায়—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে।

১১। মনের দ্বারা—যে মন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশে [illegible] হইয়াছে, সেই মনের [illegible]

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

প্রাকৃতিক জগতে অনিষ্টের প্রশমনে সকলেরই স্বভাবতঃ বাসনা হওয়া নিয়ম; সুতরাং শুভাশুভ বিচার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট স্থির করিতে এবং নিকৃষ্ট পরিবর্জ্জন ও উৎকৃষ্ট গ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্যগণ এই অভিপ্রায়েই নিষিদ্ধ কন্যালক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব সংখ্যায় অনেকগুলি নিষিদ্ধা কন্যা ও তাহাদের নিষেধের অনুকূলে মূল যুক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান সংখ্যায় অবশিষ্টনিষিদ্ধ কন্যার বিবরণ সর্ব্বাগ্রে লিপীবদ্ধ করা হইতেছে। আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

নক্ষত্রনামা নদীনামা বৃক্ষনামাশ্চ
গর্হিতাঃ। ১২

নক্ষত্রের নামে যাহার নাম,সেই কন্যা ও নদীর নামে যাহার নাম,সেই কন্যা এবং বৃক্ষের নামে যাহার নাম, সেই কন্যাকে বিবাহের বরণে গ্রহণ করা গর্হিত কর্ম্ম, অতএব পরিত্যাগ একান্ত কর্ত্তব্য। চিত্রা,স্বাতী,বিশাখা, রোহিণী ইত্যাদি নক্ষত্র-নাম স্ত্রীলোকের থাকিতে পারে। গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীনামেও রমণীর নাম শুনা যায়। বৃক্ষ-নামের মধ্যে শিংশপা প্রভৃতিও স্ত্রীগণের নামরূপে পুরাকালে ব্যবহৃত হইত। বৃত্তিকার মহাশয় এবং পরবর্ত্তিধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রাহক মহোদয়েরা পূর্ব্বোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। শিংশপা নাম ইদানীং শুনা যায় না। নর্ম্মদা, যমুনা, গঙ্গা, বিশাখা, [illegible] [illegible] অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়, তবে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত সমস্ত উপকরণই নূতন আকার ধারণকরে; এই জন্য আ'জ কাল ঐ সকল নাম বিরল-প্রচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "নক্ষ বৃক্ষনদীনাম্নীং" ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্য হইতেও আপস্তম্বীয় সূত্রের রহস্য আবিষ্কৃত হইতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, নাম বিবাহের অনুপযুক্ততা বুঝায় কেমন করিয়া? পিতা-মাতা স্বজনে কন্যার নাম রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশাখা রাখিলেও কন্যা আপত্তি করিতে পারে না; আর রাধা রাখিলেও কন্যার সামর্থ্যে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বিশেষতঃ পিতা-মাতার নাম রাখিবার দোষে সন্তান বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাও অত্যন্ত অযুক্তিক। কন্যার নাম গঙ্গা থাকিলে, তাহাকে বিবাহ করাটা দোষের বলিয়া সহসা ধারণা হয়না। প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতে চাহি, পিতা মাতার দোষেই হউক, অথবা নিজ দোষেই হউক, বর যাহাতে অনিষ্টজনকতা আশঙ্কা করিবেন; অর্থাৎ যে কন্যাকে বিবাহ করিতে ক্ষতি বোধ করিবেন, সেই কন্যাই তাঁহার পক্ষে পরিবর্জ্জনের যোগ্য। সর্ব্বদা বরগণ নিজেদের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারেন না, কাজেই নিরপেক্ষ মহর্ষিগণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্য সেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিতেন। যে সময়ে সর্ব্বপ্রথমে এই বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তখন যে সমস্ত কারণেই হউক না কেন, ঐগুলি সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। ঐ সময় বিশেষে কতক গুলি বিভিন্ন [illegible] প্রচার হইয়া দাঁড়ায়। [illegible] সাধা-

গণের নিকট অপ্রকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল বিবাহ একটী গুরু-গম্ভীর রহস্যময় পদার্থ। মানব-জীবনের অধিকাংশ শুভাশুভ ইহার সহিত সম্বদ্ধ, এটী নিশ্চিত। দাম্পত্য প্রেম এই বহুদুঃখসঙ্কুল সংসারের একটী অতি পবিত্র শান্তির সামগ্রী, ইহাকে দুঃখ মরীচিকার শান্তির শীতল ছায়া বলিতেও অনেক ভাবুক কুণ্ঠিত হন নাই। নাম আবার ভালবাসার একটী উপকরণ। অনেকের নাম শুনিবা মাত্র তাহার উপর একরূপ অনির্বাচ্য স্নেহ, ভক্তি ও প্রেম হইতে দেখাযায়। আবার, কোনও শত্রুতা নাই, কত উপকার--আদর করে—কত আপন ভাবে, এরূপ লোকেরও নামটী শুনিলে প্রাণটী জলিয়া উঠে! ফলতঃ নামের ভিতর যে কি, বুঝা যায়—অথচ বলা যায় না, এমন মাধুর্য্য আছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইলেও অনুভব করা সকলের হৃদয়েই হইতে পারে। সমাজে বর্ত্তমান সময়ে কালী, শ্যামা, তারা, সারদা, মোক্ষদা, গঙ্গা, কমলা, বগলা, সর্ব্বমঙ্গলা প্রভৃতি নামের আদর নাই। গোলাপকামিনী, সরোজবাসিনী, সুরবালা, ইন্দুবালা, সরলা, মালতী, চাঁপা, যূথী, বেলী, চামেলী, চিনি, মিছরী ইত্যাদির অসদ্ভাব নাই,—ঘরে ঘরে, থরে থরে সাজান। "রামমণি" শুনিলে হাসির চোটে খোলবোল বাধিয়া যায়! তখনও এইরূপ ঐ সকল নাম লোকে ভাল বাসিত না; কাজেই কন্যার পিতা-মাতা সমাজের প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া এরূপ নাম রাখিতে পারেন; রাখিলেও জামাতার মনস্তুষ্টি হইবে না এইরূপ চিন্তা করিয়া আনার্থক দুঃখিত হইতে। ঐ সকল নাম রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ বিধানের স্থায়িত্ব নাই। কিছুদিন পরে এই সকল বিধানের এক একটী প্রতিপ্রসব বচনও সমাজ রীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আপস্তম্বের সময়ে প্রায়শঃ এই সকল নাম আদৃত ছিল না, ইহাই অনুমান করা সঙ্গত। গোভিলের সময়ে এ সকল বিষয় লইয়া একটা বিশেষ কিছু আন্দোলন হইত না বোধহয়। ঋষি এইবার বিবাহকে আরও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। এবার অনেকগুলি নাম পাত্রীর বিবাহযোগ্যতার বাধক হইতে গেল। বর্ত্তমান কালের রীতির দিকে নজর করিয়া পাঠক মহাশয়েরা বিনা ওজরে সিদ্ধান্ত করিলেই আমরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইব। মহর্ষি সূত্রে বলিতেছেন,—

সর্ব্বাশ্চ রেফলকারোপান্ত্যা বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ। ১৩

যাহাদের নামের উপান্ত্য অর্থাৎ শেষ বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ "র" অথবা "ল" হইবে সেই সমস্ত কন্যাকে বরণে পরিত্যাগ করিতে হইবে। হরদত্ত বলেন "বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ" এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, 'বরণমপ্যাসাং ন কর্ত্তব্যং" অর্থাৎ ইহাদের বরণও করিবে না। অন্যান্য বিবাহে নিষিদ্ধকন্যা বরণ পর্য্যন্ত করিয়া পরে ত্যাগ করাযায়; এইগুলির বরণও করিতে নাই! কলা, সুশীলা, আরা, এই সকল নাম হরদত্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সুদর্শনাচার্য্য গৌরী, কল্যাণী ইত্যাদি লিখিয়াছেন। সরলা, বিমলা, তাঁর প্রভৃতিও এই উপান্ত্যের হইয়া পড়িয়াছে।

এ সকল নিয়ম পূর্ব্ববৎ অধুনা প্রতিপালিত হয় না, হওয়ারও আবশ্যকতা দেখা যায় না।

ইতঃপর "লক্ষণ সম্পন্নামুপযচ্ছেৎ" এইরূপ যে বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করা দরকার হইয়াছে। লক্ষণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে অন্যরূপে পরীক্ষা করা উচিত। সেই পরীক্ষা-প্রণালীই আপাততঃ বিধিবদ্ধ করা হইতেছে।

শক্তি বিষয়ে দ্রব্যাণি প্রতিচ্ছন্নান্যুপনিধায় ব্রূয়াদুপস্পৃশেতি ॥ ১৪

শক্তি অর্থাৎ কন্যার বিবাহযোগ্যতারূপ সামর্থ্য আছে কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে, পরোক্ত দ্রব্যগুলি মৃত্তিকাপিণ্ডের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া, ইহার একটীকে স্পর্শকর, এরূপ আদেশ করিতে হইবে। স্পৃষ্ট পদার্থের গুণ এক একটী বিশেষ ফল প্রদান করে; তাহা দ্বারা বিবাহের কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পর পর সূত্রে এই সমস্ত বিষয় ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। গোভিলের সময়েও পিণ্ড-পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় প্রপাঠকে বিবাহপ্রকরণে—"অলাভে পিণ্ডান্" এই তৃতীয় সূত্রে গোভিল বলিতেছেন, যদি কন্যার লক্ষণপরীক্ষণ না জানা থাকে, তবে এই পিণ্ডগ্রহণরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে। কিরূপে কন্যাকে মৃৎপিণ্ড প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা গোভিল বলিতেছেন, "বেদ্যাঃ সীতায়া হ্রদাদ্‌ গোষ্ঠাচ্চতুষ্পথাৎ আদেবনাৎ আদহনাৎ ইরিণাৎ সর্ব্বেভ্যঃ সম্ভার্য্যাৎ ... সমান্ ... কৃতলক্ষণান্ ... পাণাবাধায় কুমার্য্যা উপনাময়েদৃতমেব প্রথমং মৃতং নাত্যেতি কশ্চনর্ত্তে ইয়ং পৃথিবী শ্রিতা সর্ব্বমিদমসৌ ভূয়াদিতি তস্যানাম গৃহীত্বৈবমেকং গৃহাণেতি ব্রূয়াৎ পূর্ব্বেষাং চতুর্ণাং গৃহ্ণতী মুপযচ্ছেৎ সম্ভার্য্যমপীত্যেকে।" অর্থাৎ যজ্ঞবেদী হইতে, হলদ্বারা কৃষ্ট ভূমি হইতে, অগাধ জল হ্রদ হইতে, চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) হইতে, দ্যূতস্থান হইতে, শ্মশানভূমি হইতে ও উষর ভূমি হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া, দেখিতে একপ্রকারের আটটী পৃথক্ পিণ্ড প্রস্তুত করিবেক, এবং আট প্রকারের মৃত্তিকা কিছু কিছু মিশাইয়া একটি পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। পরে যে কন্যা বিবাহার্থ পরীক্ষণীয়া হইবে, তাহার নিকটে উপস্থিত করিবে এবং ঋত ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিবে, "এই পিণ্ড কয়টীর মধ্যে ইচ্ছামত একটী গ্রহণ কর।" তখন সে যদি পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ বেদী-কর্ষিত ভূমি, হ্রদ ও গোষ্ঠ হইতে আনীত মৃত্তিকাদ্বারা রচিত পিণ্ড গ্রহণ করে, তবে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, মিশান মাটির পিণ্ডকে গ্রহণ করিলেও বিবাহ করা যাইতে পারে। আপস্তম্বের মত ঠিক এরূপ নয়। শুদ্ধ মাটির পিণ্ডে পরীক্ষা আপস্তম্ব বলেন নাই, মৃৎপিণ্ডের মধ্যে বীজাদি গোপনে রাখিয়া পিণ্ড স্পর্শ করিতে বলিয়াছেন। গোভিলের মতে ৯টী পিণ্ডের কথা। আপস্তম্ব ইহার অধিক লেখেন নাই। উপকরণগুলিও উভয় মতে একরূপ নহে; পরসূত্রে প্রকাশ পাইবে। এরূপ পরীক্ষা বহুদিন নাই, ইহার উদ্ভব ... অনুমান করা যায় না। ...

আপস্তম্ব মতানুসারে মৃত্তিকাপিণ্ডের অভ্যন্তরে যে সকল পদার্থ লুক্কায়িত রাখা নিয়ম, তাহার একটী তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা গোভিল-মতের সহিত সম্পূর্ণ একরূপ নয়, সুতরাং বলা যাইতে পারে, পরীক্ষার রীতি একটু বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল।

নানাবীজানি সংসৃষ্টানি বেদ্যাঃ পাংসূন্ ক্ষেত্রাল্লোষ্ট্রং শকৃচ্ছ্মাশান-লোষ্ট্রমিতি। ১৫॥

সংসৃষ্টব্রীহি যবাদি, বেদী-পাংসু (ধুলি), ক্ষেত্রলোষ্ট্র (ঢেলা) শকৃৎ (গোময়) শ্মশান-লোষ্ট্র, এই কয়টী পদার্থই মৃৎপিণ্ড মধ্যে অদৃশ্যভাবে রাখিতে হইবে। অতঃপর কোন্‌টী স্পর্শ করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহাও বলা হইতেছে।

পূর্ব্বেষামুপস্পর্শনে যথা লিঙ্গ-মৃদ্ধিঃ। ১৬

পূর্ব্বোক্ত চারিটী বস্তুর স্পর্শনে লিঙ্গানুরূপসমৃদ্ধি বুদ্ধি হয়, অতএব যে কন্যা এই গুলি স্পর্শ করে, তাহাকে বিবাহ করা শাস্ত্রের অনুজ্ঞাধীন। ব্রীহি যবাদি বীজ, বেদীপাংসু, ক্ষেত্র লোষ্ট্র, গোময়, এই কয়টী পদার্থযুক্ত-পিণ্ড স্পর্শে যাহার যেরূপ সামর্থ্য, তদনুরূপ সমৃদ্ধি হয়। বীজ জনন কার্য্যেরই উপযোগী অতএব সন্তান কৃত অভ্যুদয় উহার দ্বারা সূচিত হয়। বেদীপাংসু (ও) যজ্ঞদ্বারা শুভ স্থাপন করে। বেদীতে যজ্ঞই হয়, যজ্ঞ শুভ ফল প্রসব করিতে সক্ষম; কাজেই বেদী-পাংশু যজ্ঞজাত অভ্যুদয়ের সূচক হইতে পারে। ক্ষেত্রলোষ্ট্র হইতে ক্ষেত্রজাত ধান্যাদি সম্পত্তির দ্বারা সমৃদ্ধি বর্দ্ধন অনুমান করা হয়। গোময় দ্বারা পশুলাভজনিত উন্নতির বিষয় ধারণা করা অসঙ্গত নহে। ইহাতে সামর্থ্যানুরূপ ফলই বলা যায়। অবশিষ্ট পিণ্ডটী স্পর্শ করিলে দোষ হয় কি গুণ হয়, তাহা এখন চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছে। আপস্তম্ব তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

উত্তমং পরিচক্ষতে। ১৭॥

শেষ দ্রব্যটী অর্থাৎ শ্মশান লোষ্ট্র সকলেই নিন্দা করেন। "পরিচক্ষতে" কথার অর্থে বৃত্তিকার বলেন "গর্হন্তে" অর্থাৎ নিন্দিত মনে করেন। এখানেও যথালিঙ্গ নিন্দা বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র নিন্দা করেন বলিলে, তাহার ফল মন্দ, একথা বুঝা যায়, কিন্তু নির্দ্দেশ আবশ্যক। সেই জন্য সামর্থ্যানুমতে ফল বুঝা উচিত। শ্মশান-লিঙ্গে মরণই ফল জানা যায়। মরিলেই শ্মশানে যাইতে হয়। আপস্তম্ব মতের পঞ্চপিণ্ডের ফল বর্ণনা সমাপ্ত হইল। বিবেচনা পূর্ব্বক অবধারণ করিতে হইলে, এ সকল নিয়ম এখন পরীক্ষারূপে গ্রহণ করা হয় না।

পূর্ব্বে নিষিদ্ধ কন্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, বিহিত কন্যার লক্ষণ নির্ব্বাচনও আবশ্যক। তজ্জন্য সূত্রে দেখা যায়—

বন্ধুশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেৎ। ১৮।

কুলশীলসম্পন্না তৃপ্তিকিৎস্যরোগশূন্যাকে বিবাহ করিবে। বন্ধু শব্দে হয়দত্ত বলেন কুল। যে কন্যা সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে বিবাহ্যা। যাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে তাহারা সদ্গুণের আশ্রয় হয় বটে, কিন্তু আমরা অদ্যাপি নীতিবিদ্যাবিশারদের শিক্ষা-

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই অব্যর্থ বচন ভুলিতে পারি নাই। যাহা হউক, সদ্বংশে বিবাহ ভাল কথা, বন্ধু শব্দে বন্ধুজন বুঝাও আবশ্যক। বিবাহ একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের আবিষ্কারক। কন্যার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুজন না থাকিলে, আত্মীয়তা এবং পারস্পরিক উপকার প্রত্যাশা প্রভৃতিও থাকে না, সুতরাং ব্যক্তি মাত্রেরই উহা প্রার্থনীয়। শীলবতী কন্যাকে বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নারী জগতে দুশ্চরিত্রতার ন্যায় দুরপনেয় ব্যাধি আর নাই। দৌঃশীল্য বশতঃ বিবাহের পর বিষময় ফল ঘটিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অধুনাতন সমাজে বিরল নহে। ইহাতে জগতের মহদনিষ্ট সংঘটিত হয়। শীল শব্দে কেহ কেহ "আর্য্যাচার" বুঝিয়াছেন। আর্য্যগণের পক্ষে আর্য্যাচারানুরক্তা রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। পত্নীর একটী নাম "সহধর্ম্মিণী"--সে স্বধর্ম্মানুরূপ আচারবতী না হইলে চলিবে কেন? লক্ষণ নিরূপণে সমাজ-প্রচলিত নারী-লক্ষণই গ্রাহ্য। সুদর্শন বলেন, "গূঢ়গুল্ফত্বাদিনারীলক্ষণযুক্তাং" গুল্‌ফদেশ গূঢ় থাকা, কপাল দেশ অনুন্নত থাকা, দন্তাবলীর অতিশয় সুস্পষ্টতা না থাকা, কেশের অনল্পতা মধ্যদেশের ক্ষীণতা ইত্যাদি প্রচলিত লক্ষণই সুলক্ষণ। ইহার বিপরীত হইলে "খড়মপেয়ে" 'উঁচকপালী' প্রভৃতি বর্জ্জনীয়তা-বোধক বিশেষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। অরোগা অর্থাৎ ক্ষয়কাস, অপস্মার, কুষ্ঠ ইত্যাদি অচিকিৎস্য রোগাক্রান্তা নহে, এরূপ কন্যা বিবাহ্যা। আর উপরোক্ত-রোগ-ক্লিষ্টা গুলির বিবাহ অনাবশ্যক, কেননা উহাদের দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্মাচরণের সাহায্য করা পূর্ব্বকালে পত্নীর প্রধান কার্য্য ছিল। উহারা ঐ কার্য্যে অসমর্থা। অপত্যোৎপাদনও উহাদের ক্ষেত্রে অনেকাংশে অসঙ্গত ও অসম্ভব। বংশানুক্রমে অচিকিৎস্যরোগ জন্মিবার উপায় আপনা হইতে সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। "নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং" স্মৃতিবাক্য মনে করুন। এরূপ কন্যা বিবাহ করিলে বিবাহবৃক্ষে কুফলই ফলে, ইহা সাধারণের সমস্বরে স্বীকর্ত্তব্য মনে করি।

কন্যা-লক্ষণের পর বর লক্ষণও কথিত হইতেছে, যথা,--

বন্ধুশীল লক্ষণসম্পন্নঃ শ্রুতবান-
রোগইতি বরসংপৎ। ১৯।

বন্ধুশীল, লক্ষণসম্পন্ন, বেদাধ্যায়ী, নীরোগ ব্যক্তিই উপযুক্ত বর। যে সমস্ত গুণ থাকা একান্ত অভিপ্রেত, ইহাতে তাহাদের সকল গুলিরই সংগ্রহ হইল। এরূপ বরে কন্যা দান বিহিত। আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যধর্ম্মের মূল বেদ, বেদাধ্যয়নকারী বরই আর্য্যরীতির বিবাহে প্রশস্ত পাত্র। বন্ধু, চরিত্র, লক্ষণ ও অরোগিতা, কন্যা এবং বরে সমানই উপযোগী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এরূপ সুলক্ষণ বরের বিবাহেই পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ কন্যার উল্লেখ। এরূপ গুণসম্পন্ন, তাৎপর্য্যতঃ রূপগুণবান্ বরের সহিত নিষিদ্ধকন্যার বিবাহ দেওয়া অতীব অন্যায় কার্য্য।

বন্ধুশীল লক্ষণাদি নির্ব্বাচন করিবার একটী গূঢ় রহস্য আছে, তাহা কেবল বর-বধূর মানসিক প্রীতির দ্বার পরিষ্কৃত করার উপায় চিন্তা মাত্র। সুলক্ষণ বর সুলক্ষণা কন্যাতেই অনুরক্ত হইতে পারেন। [illegible] সহিত ব্যবহার [illegible] এক [illegible]; আমার

মনোবৃত্তি যাহার মনোবৃত্তির সহিত অনেকাংশে মিলে, আমি তাহাকেই ভালবাসিতে পারি। কাজেই দম্পতীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার একরূপ হওয়া আবশ্যক। পরিণয় প্রণয়শূন্য হইলে উহা মরুভূমির ন্যায় ভয়ঙ্কর। সংসারের পথে জীবনের ব্রত প্রতিপালনে যে দুইটি জীবন সমদুঃখসুখ হইয়া এক সঙ্গে চলিতে পারে, তাহাই জায়াপতি। এই গভীর রহস্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, কাজেই বিবাহ অনুরাগমূলক হওয়াই উপযুক্ত, এ কথা বলিতে তিনি একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন, যথা,———

যস্যাংমনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধি-
র্নেতরদাদ্রিয়েতেত্যেকে। ২০॥

যে কন্যায় বরের মন এবং চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিলেই মঙ্গল হয়, লক্ষণাদির আদর করিবার দরকার নাই, কোনও কোনও আচার্য্য একথা বলেন। হরদত্ত লিখিতেছেন "নেতরৎ দত্তাদিগুণদোষাদিকং আদরণীয়ং"—লক্ষণের শেষ কথা পরস্পরের সন্তুষ্টি, যদি তাহাই ঘটিল, তবে উঁচুকপালে দোষ কি? উঁচু কপাল দেখিয়া জামাতা যদি কন্যার প্রতি অনাকৃষ্ট হন এবং কন্যাও যদি জামাতাকে কৃষ্ণ দেখিয়া পছন্দ না করেন, তবেই দোষ। মনোমিলন হইলে বর্ণের বৈষম্য কতক্ষণ থাকে? এই বিধান পূর্ব্বকালে বিশেষরূপে আদৃত হইত। বর যদি কন্যা দেখিতে চাহেন, তবে তাহা আজকাল একটু নির্লজ্জতার পরিচায়ক। অনেককে আশাস্ত্রীয় গ্রহণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কন্যা দেখিতে যাইতে শুনি। নব্যশিক্ষার প্রসরের সহিত এই রীতি অনেকটা অপসৃত হইতেছে। আপস্তম্ব-বচন হইতে বুঝাযায়, পূর্ব্বে কন্যা দেখিয়াই বরেরা বিবাহ করিতেন। গুণ শ্রবণে মন পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু ঋষি নয়নের পিপাসাটুকুও মিটাইতে অনুমতি দিয়াছেন; এরূপ অমূল্য শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিয়া দেশাচারের প্রাদুর্ভাবে কতজনে যে কত অন্ধঝঞ্ঝাবাত সমাজের উপর বহাইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হিন্দুর এই দুর্ল্লভরত্ন শাস্ত্রগুলি যদি দেশের দশজনের কার্য্যোপদেশক থাকিত, তবে আর দেশে অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের এত প্রবল স্রোত চলিত না। নামে শাস্ত্র রক্ষা, ব্যবহারে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করাই এদেশের সর্ব্বনাশের মূল। যদি রোরুদ্যমানা কন্যার পরিত্যাগ দেশে প্রচলিত থাকিত, তবে বোধহয় কবির হৃৎপিণ্ড-বিদারী—"কেহবা করিছে বর-মালা দান, মুমূর্ষুর গলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ, নয়নে মুছিয়া গলিত বারি" ইত্যাদি বাক্য শুনিতে হইত না। এ নিয়ম এখনও ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, ধূলিধূসরিত। এক কথায়, বিবাহ-প্রস্তাবে এপর্য্যন্ত যে সকল মহামান্য আদেশ বলা হইল, তাহার একটিও এদেশে স্থানপাইতেছে না। বিবাহসম্বন্ধে গুণাগুণ বিচার শেষ হইল। এখানে এই খণ্ড এবং এই পটলের অবসান, অতঃপর খণ্ডে বিবাহ-প্রক্রিয়া, কন্যার বরণাদি ও অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

প্রথম পটল সমাপ্ত।

———

চতুর্থ খণ্ড।

দ্বিতীয় পটল।

সর্ব্বাগ্রে কন্যার বরণ-বিধি বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বরণে পরিবর্জ্জনীয়া কন্যার কথা বলা হইয়াছে, অধুনা বরণের প্রণালী লেখা আবশ্যক।

সুহৃদঃ সমবেতান্ মন্ত্রবতো বরান্ প্রহিণুয়াৎ। ১ ॥

সুহৃৎসঙ্গত মন্ত্রবান্ বরগণকে কন্যাবরণ করিতে পাঠাইবে। এখানে বর শব্দে যিনি সেই কন্যা বিবাহ করিবেন, তিনি নহেন, যাহারা কন্যা বরণ করিতে যাইবে, তাহাদেরই নাম এখানে বর। হরদত্ত লিখিতেছেন—"বরান্ কন্যা বরয়িতৄন্ প্রহিণুয়াৎ প্রস্থাপয়েৎ যূয়মমুষ্মাৎ কুলাৎ মহ্যং কন্যাং বৃণীধ্বং" অর্থাৎ এই কুল হইতে তোমরা আমার জন্য কন্যাবরণ করিয়া আইস, এই কথা বলিয়া (ব্রাহ্মণ) মন্ত্রবান্ কন্যা-বরয়িতাগণকে পাঠাইবে। সুদর্শনাচার্য্য লিখিয়াছেন, "মন্ত্রবত ইতি ব্রাহ্মণানাং এব গ্রহণং তেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োরপি ব্রাহ্মণা বরাঃ।" অর্থাৎ মন্ত্রবান্ এই কথা বলায় ব্রাহ্মণ বরয়িতা পাঠানই নিয়ম। ইহাদ্বারা বুঝাযায়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিবাহেও কন্যাবরণ-কার্য্য ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই কন্যা বরণার্থ বর প্রেরণ আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে কথঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশীর্ব্বাদই এই কন্যাবরণ। ইহা কন্যা দেখা নহে, পাকা দেখার সঙ্গ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা। এই নিয়মে অদ্যাপি পশ্চিমবঙ্গে জন্যত্র আত্মীয় ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা কিছু পাইয়াও থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত "পান পত্র" অনেকাংশে এই রীতির (কন্যাবরণের) স্মৃতি-চিহ্ন হইলেও তাহার প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবহৃত। পূর্ব্ব বঙ্গে "পানপত্রে" ব্রাহ্মণ পাঠান নিয়ম নাই, নিজেরাই করা হয়। কন্যাবরণ কন্যার পিত্রালয়ে হওয়া উচিত, আশীর্ব্বাদও কন্যার পিত্রালয়ে (কন্যা যেখানে বাস করে; মাতুলালয়েও হইতে পারে) হইয়া থাকে। কিন্তু "পান পত্র" এ নিয়ম সর্ব্বদাই উল্লঙ্ঘন করে। এই জন্য বলিতেছিলাম "স্মৃতিচিহ্ন" মাত্র হইলেও অন্ততঃ পক্ষে বিকৃত প্রতিনিধি বলিব।

তানাদিতো দ্বাভ্যামভিমন্ত্রয়েত ।২॥

সেই কন্যাবরণকারী ব্রাহ্মণকে দুইটী ঋক্মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্র সমমায়ে প্রদর্শিত প্রথম দুইটি ঋকই অভিমন্ত্রণের মন্ত্র। "অভিবীক্ষ্য মন্ত্রোচ্চারণং অভিমন্ত্রণং" হরদত্ত এইরূপ অভিমন্ত্রণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হরদত্ত আরও বলিয়াছেন, এই অভিমন্ত্রণান্তর কন্যাকুলে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কন্যার পিতাকে বলিবে, অমুক গোত্রের অমুককে তোমার কন্যা সম্প্রদান করিবে কি? তিনি বলিবেন, আচ্ছা ভাল কথা দিব। তাহার পর বিবাহের দিন স্থির হইবে। ইহা হইতে বুঝা গেল, পান-পত্র ও কন্যাশীর্ব্বাদ, দুইটিই কন্যাবরণের প্রতিনিধি, তবে নিকট এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী, এই টুকুই পার্থক্য।

স্বয়ং দৃষ্ট্বা তৃতীয়াং জপেৎ। ৩ ॥

বর স্বয়ং কন্যাকে দর্শন করিয়া মন্ত্রসমাম্নায় পঠিত তৃতীয় ঋক্ পাঠ করিবে। এই দর্শন কখন কর্ত্তব্য, তাহাও বিবরণ সূত্রে

কিছুই নাই। বৃত্তিকার মহাশয়দিগের অনুগ্রহে উহা আমরা অবগত হইতে পারি। জরদত্ত বলেন, এই কন্যার সহিত এই পাত্রের বিবাহ অমুক দিনে দেওয়া হইবে, বর-কন্যা উভয় পক্ষ হইতেই এরূপ নিশ্চয় করা হইলে পর, যখন সেই বিবাহের অবধারিত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন (পূর্ব্বের দিনে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হইবে) ব্রাহ্মণ-ভোজন, আশীর্ব্বচনাদি কার্য্য সম্পাদনান্তে বর বিবাহার্থ বধূকুলে অর্থাৎ কন্যার পিতৃভবনে গমন করিবেন। মধুপর্কাদি দ্বারা বরের অর্চনা সম্পাদন পূর্ব্বক "এই কন্যাকে পুত্র-জননাদি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তোমাকে অর্পণ করিলাম" বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তাহার পর বর কন্যাকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কন্যাকে দর্শন করিয়াই তৃতীয়া (অবগ্নতীমিত্যাদি) ঋকটী পাঠ করিবেন।

চতুর্থ্যা সমীক্ষেত ৷ ৪ ॥

চতুর্থী ঋক্ পাঠ করিয়া সমীক্ষণ অর্থাৎ সন্দর্শন করিবে। বর কন্যাকেই স্বয়ং ইতি পূর্ব্বে দর্শন করিয়া তৃতীয়া ঋক্ পাঠ করিয়াছেন, তখনও বধূ বরকে দর্শন করে নাই। চারিচক্ষু-সম্মিলন তখনও ঘটে নাই। এই সমীক্ষণই শুভ দৃষ্টি। পরস্পরের অবলোকন, সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "বধ্বা দৃষ্টৌ স্বদৃষ্টিং নিপাতয়েৎ।" অর্থাৎ "সমীক্ষেত" শব্দে বধূর দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টিপাত। "স্বয়ং" শব্দ তৃতীয় সূত্রে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে বরের দেখা, এখানে বধূ-বরের দেখাদেখি। সুদর্শনের নিকট আমরা আরও জানিতে পাই, কুশাসনে বর ও বধূ এই সময়ে উপবেশন করিয়া কুশধারণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, আমাদিগের দুই জনে মিলিত হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদন এবং প্রজা অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনাদি করিতে হইবে। কোনও কোনও আচার্য্য নাকি এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন। ব্যবহার এখানে বিশেষ কিছুরই প্রামাণ্য বুঝাইতেছে না। সুদর্শন মহাশয় মতের আবিষ্কর্ত্তার নামটীও প্রকাশ করেন নাই।

অঙ্গুষ্ঠেনোপমধ্যময়া চাঙ্গুল্যাদর্ভং সংগৃহ্য উত্তরেণ যজুষা তস্যা ভ্রুবোরন্তরং সংমৃজ্য প্রতীচীনং নিরস্যেৎ। ৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠ এবং উপমধ্যমা অঙ্গুলিদ্বারা কুশ গ্রহণ করিয়া বর উত্তর অর্থাৎ পূর্ব্বব্যবহৃত মন্ত্রের পরবর্ত্তী "ইদমিদং" ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র দ্বারা বধূর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে মার্জ্জিত করিয়া ঐ কুশাকে প্রত্যাগ্ভাবে শিরোদেশের উপরে পরিত্যাগ করিবে। উপমধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলীর নাম। "মধ্যমাসমীপে বর্ত্তকে ইত্যুপমধ্যমা।" মধ্যমার নিকটে থাকে বলিয়াই ইহার নাম উপমধ্যমা। তর্জ্জনীও মধ্যমার সন্নিকটেই আছে, তাহাকে কিজন্য উপমধ্যমা বলি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৃত্তিকার মহোদয় বলিতেছেন, "অনামিকেত্যুপদেশঃ"—তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে গৃহ্যসূত্রের তাৎপর্য্য অনেকস্থলেই অগ্রাহ্য হইয়া উঠে, অতএব ব্যবহার দর্শনেই তিনি ঐরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মনে করিতে পারি।

প্রাপ্তে নিমিত্তে উত্তরাং জপেৎ ॥ ৬ ॥

রোদনাদি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলে, উত্তরা

ঋক্ পাঠ করিতে হইবে। সেই ঋক্ "জীবাং রুদন্তি" ইত্যাদি। যদি বধূ অথবা বধূর কোনও আত্মীয় স্বজন কোনও কারণে রোদন করেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারে রোদন নিমিত্ত ঋক্ পাঠের ব্যবস্থা। সাধারণতঃ রোদনে নহে, তাৎকালিক রোদনে। সূত্রে আছে "প্রাপ্তেনিমিত্তে" অর্থাৎ নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলে। ব্যাখ্যায় বলিতে হইতেছে "রোদনাদি নিমিত্ত।" এখানে নিমিত্ত শব্দে রোদন বুঝিবার কারণ কি? এরূপ প্রশ্ন অনুসন্ধিৎসু প্রাণে উদিত হইতে পারে। তজ্জন্য আমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। মহর্ষি জৈমিনিপ্রমুখ বেদার্থ-নির্ণায়ক মহাজনগণ "অঙ্গাঙ্গীভাব" অর্থাৎ কে কাহার অঙ্গ, ইহা বুঝিবার জন্য শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা, এই ছয়টি প্রমাণ বলিয়াছেন। ঋক্ একটী মন্ত্র, মন্ত্র কার্য্যের অঙ্গ। কার্য্যোদ্দেশেই মন্ত্র পঠন। এখন বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক "জীবাং রুদন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রটী কোন্ কার্য্যের অঙ্গ— অর্থাৎ কোন্ কার্য্যে পঠিত হইবে। লিঙ্গ নামক প্রমাণ বলে তাহা রোদন নিমিত্তেই ব্যবহৃত হইবে। "লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যং" শব্দের সামর্থ্যকে লিঙ্গ বলে। যে শব্দের যে পদার্থ বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, সেই কার্য্যে সেই শব্দযুক্ত মন্ত্রের ব্যবহার হইলে, তাহাকে লিঙ্গ-প্রমাণে অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রয়োগ হওয়া বলা-যায়। আমরা এই মন্ত্রে "রুদন্তি" শব্দের দ্বারা রোদন বুঝিয়াছি। অতএব এখানে নিমিত্ত রোদনই হওয়া উচিত। মীমাংসা-শাস্ত্রের [illegible] [illegible] পাঠকমহোদয়বর্গের অবগতির জন্য আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য ইত্যাদির প্রামাণ্য এবং এইগুলির দ্বারা কিরূপে অঙ্গাঙ্গীভাব-সিদ্ধি হয়, তাহা মীমাংসাদর্শনে যথাসময়ে হিন্দু-পত্রিকায় পাঠক দেখিতে ও জানিতে পারিবেন। অধুনা আমরা তাঁহাদের জন্য আভাস ও আশ্বাস ভিন্ন অন্য কিছুই দিতে পারিলাম না। আশাকরি, পাঠকগণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিবেন।

যুগ্মান্ সমবেতান্ মন্ত্রবত উত্তরয়া-হদ্যঃ প্রহিণুয়াৎ। ৭

সমবেত মন্ত্রবান্ যুগ্ম তৎপরবর্ত্তিঋক্ মন্ত্রদ্বারা জলাহরণের জন্য প্রেরণ করিবে। উত্তরা ঋক্ "ব্যক্ৎকুরং" ইত্যাদি ঋক্। এখানে মন্ত্রবান্ পাঠাইবার উদ্দেশ্য বধূর স্নানার্থ জলাহরণ। ইহাদের দ্বারা আনীত জলের দ্বারা যে বধূর স্নান সম্পাদিত হইবে, তাহাতে সূত্রের সম্মতি আছে; ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে।

উত্তরেণ যজুষা তস্যাঃ শিরসি দর্ভেণ্ডুং নিধায় তস্মিন্নুত্তরয়া দক্ষিণং যুগচ্ছিদ্রং প্রতিষ্ঠাপ্য ছিদ্রে সুবর্ণং উত্তরয়াহন্তর্দ্ধায় উত্তরাভিঃ পঞ্চভিঃ স্নাপয়িত্বা উত্তরয়া হতেন বাসসাচ্ছাদ্য উত্তরয়া যোক্ত্রেণ সংনহ্যতি৮

তদনন্তর তাঁহাদের দ্বারা জল আনীত হইলে, বধূর শিরোদেশে দর্ভ অর্থাৎ কুশদ্বারা পরিকল্পিত [illegible] "[illegible] অগ্নিং" ইত্যাদি [illegible] স্থাপন করিয়া তাহার [illegible] স্থাপন

করিয়া (যেনম ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) সেই ছিদ্রে "শংতে হিরণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সুবর্ণ দিয়া ঐ ছিদ্র ঢাকিয়া দিয়া (জল নির্গত হইতে পারে, এরূপ ভাবে ঢাকা আবশ্যক, নচেৎ ছিদ্র একেবারে ঢাকিয়া গেলে, জল না পড়িলে স্নান করানই হইতে পারিবে না) সেই পূর্ব্বোক্ত আনীত জলদ্বারা 'হিরণ্য বর্ণা' ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্রদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঁচবার স্নান করাইবে। (কেহ কেহ বলেন, পাঁচ মন্ত্রের পাঠান্তে স্নান একবারই করিতে হইবে।) অতঃপর সেই স্নাতা বধূকে পরিত্বা গিৰ্ব্বণোগির" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আহত অর্থাৎ অখণ্ড বস্ত্র স্বয়ং বর পরাইয়া দিবেন। স্বয়মের মন্ত্রমুক্ত্বা পরিধাপয়তি ইতি বৃত্তি-কারঃ) তাহার পর (আচমন করাইয়া) আপনাদি "সৌমনসং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যোক্ত্র (সাধনবিশেষ) স্পর্শ করাইবে। দর্ভেণ্ড শব্দে কুশরচিত ইণ্ড অর্থাৎ মণ্ডলাকার বস্তুবিশেষ। (দর্ভৈঃ পরিকল্পিতমিণ্ডং পরিমণ্ডলাকারমিত্যর্থঃ) প্রয়োগে অবগত হওয়া যায় "ইণ্ডং নাম কুম্ভ ধারণার্থং তৃণপুঞ্জং" তৃণরচিতমণ্ডল অথবা তৃণপুঞ্জ, যাহাই হউক, ফলতঃ এই স্নানকার্য্যে ইণ্ডের আবশ্যকতা। তৃণমণ্ডল মস্তকের উপর স্থাপিত হইবে এবং তৃণপুঞ্জ হইলে কুম্ভ ধারণে ব্যবহৃত হইবে। ঋষির কথায় মস্তকে স্থাপিত সচ্ছিদ্র কুশ-রচিত মণ্ডলকেই ইণ্ড বলিবার ইঙ্গিত আছে। অনন্তর কি করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে,—

অথৈনাং উত্তরা দক্ষিণে হস্তে গৃহীত্বাগ্নিমভ্যানীয়াপরেণ অগ্নিমুদগগ্রং কটমাস্তীর্য্য তস্মিন্নুপ-বিশতঃ উত্তরোবরঃ।৯

তাহার পর এই বধূকে "পূষাতেত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণহস্তে ধারণপূর্ব্বক অগ্নির অভি-মুখে আনয়ন করিবে, অগ্নির অপর দিকে উত্তরাগ্র একটী কট (মাদুর) আস্তৃত করিয়া (বিছাইয়া) বর এবং বধূ তাহাতে যুগপৎ উপবেশন করিবে। বর উত্তরদিকে, বধূ দক্ষিণ দিকে বসিবে। "উত্তরা" এই শব্দদ্বারা অবগত "পূষাতেত" এই মন্ত্রটী আনয়নেই প্রযুক্ত, হস্ত ধারণে নহে। হস্ত-ধারণ মন্ত্রবিহীন। হরদত্ত লিখিয়াছেন "হস্তগ্রহণং তূষ্ণীমেব" অর্থাৎ হাত ধরাটা নীরবে (চুপ করিয়া) করিতে হইবে। বর-বধূর উপবেশন সম সময়ে সম্পাদিত হওয়া উচিত, একথা সূত্রে নাই। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "যুগপদুপবিশতঃ যথোত্তরো বরঃ দক্ষিণাচ বধূঃ।" বর উত্তর দিকে অর্থাৎ বধূর উত্তরদিকে বসিবে, তাৎপর্য্যাধীন বধূ বরের দক্ষিণেই বসিল। অর্থাৎ সিদ্ধ হয় বলিয়া বধূর দক্ষিণে উপবেশন আচার্য্য মহর্ষি মহোদয় সূত্রে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। বর-বধূপবেশনেই আমাদের এসংখ্যার গৃহ্যসূত্রের বিশ্রাম। (ক্রমশঃ—)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

সদাচার—শৌচবিধি।

সদাচার সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অসাময়িক হইবেনা, কারণ সদাচার আজ কাল সর্ব্বদাই দেখিতে হইতেছে উত্তেজনায়

কারণ থাকিলে বস্তুর প্রকাশ সহজেই হইয়া পড়ে। সদাচারই ধর্ম্মের মূল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন।—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং-
স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচার-
মতন্দ্রিতঃ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত, ধর্ম্মের কারণ, অধ্যয়নাদি স্বস্ব কর্ম্মের অঙ্গ যে সদাচার, তাহা আলস্যশূন্য হইয়া একান্ত যত্নে সেবা করিবে। ঋষিরা যখন মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম পালন করিয়াও কেন অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন?

ভৃগু উত্তর দিলেন,—

অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্য চ
বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যু বিপ্রান্
জিঘাংসতি॥

অর্থাৎ বেদ অভ্যাস না করায়, সদাচার পরিত্যাগ করায়, সামর্থ্য থাকিলেও অবশ্য কর্ত্তব্য না করায় অভোজ্য অন্নাদি ভোজন করায় মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা করিয়া থাকেন। সদাচার কাহাকে বলা যায়?

সাধবঃ ক্ষীণ দোষাশ্চ সচ্ছব্দঃ
সাধু বাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স
উচ্যতে॥

(কূর্ম্মপুরাণ।)

অর্থাৎ নির্দ্দোষ সাধুরা যে আচার পালন করেন, তাহা সদাচার বলিয়া কথিত হয়। কিংবা যে আচার পালন করিলে সৎ হওয়া যায়, তাহাকে সদাচার বলা যাইতে পারে।

এখন এক আপত্তি হইতে পারে যে এক এক দেশের সাধুরা এক এক প্রকারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কাহার নিয়ম পালন করিয়া চলিব? আর্য্যশাস্ত্র যখন সকল বিধির উৎপত্তি-স্থান, তখন যে সাধু, যে স্থানে যে আচার অনুষ্ঠান করুন না কেন, সকলই শাস্ত্রসম্মত, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সকল শাস্ত্রেরই সামঞ্জস্য আছে, বিজ্ঞেরা তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। তথাপি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আচারের কিছু পার্থক্য সম্ভব এবং অজ্ঞদিগের সুবিধার জন্যই সর্ব্বজ্ঞ মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ
পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গস্তেন
গচ্ছন্নরিষ্যতে॥

অর্থাৎ শাস্ত্রের নানা প্রকার পথ থাকিলেও, যে শাস্ত্রার্থ পিতৃপিতামহাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; সেই সৎপথ; সে পথে গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারিবে না।

সদাচারের কি অসাধারণ প্রভাব শাস্ত্র বলেন,—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্য-লক্ষণম্॥ (মনু।)

অর্থাৎ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি বেদোক্ত আয়ু (শত বর্ষ), অভিমত পুত্র-পৌত্রাদি প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন; এমন কি, শরীরে অশুভ ফল সূচক অলক্ষণ থাকিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। আচার সকল অলক্ষণই নষ্ট করে।

পুনশ্চ——

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচার-বান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥

অর্থাৎ যে পুরুষ সদাচারসম্পন্ন, বেদে শ্রদ্ধান্বিত ও পরের দোষ কীর্ত্তন করেন না, তিনি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক শুভলক্ষণহীন হইলেও শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, এক সদাচার পালনেই বাঞ্ছিত সমস্ত ঐহিক বস্তু লাভ হয়। অতএব ধর্ম্ম-পিপাসুর ত কথাই নাই, ইহসর্ব্বস্ব নাস্তিকও সর্ব্বদা সদাচারী হইলে অশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারে। "সদাচার" বলিতে অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান বুঝায়। আমাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কার্য্যের বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠানের নাম সদাচার। অশাস্ত্রীয় ও স্বেচ্ছামত কার্য্যে কোন ফল হয় না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে আহার-বিহার—এমন কি, প্রতি পদক্ষেপটি পর্য্যন্ত গুরু-বাক্য ও শাস্ত্রসম্মত হওয়ার কঠিন বিধি আছে। তদপেক্ষা অত্যধিক গুরুতর—এমন কি—গুরুতম জীবন-সংগ্রামে শিক্ষালাভ করিতে হইলে কি কোন নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই?

শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কার্য্য শৌচ। অতএব প্রথমে আমরা শৌচ-বিধির আলোচনা করিব। এক কথায় বলিতে, অশুচি ব্যক্তি সদাচারী নহে। তজ্জন্য উপনয়নের পরই আচার্য্য শিষ্যকে প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌ-চমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসন-মেবচ॥ (মনু)

অর্থাৎ গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া, প্রথমতঃ তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ শিক্ষা দিবেন, পরে স্নান, আচমন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং সায়ং প্রাতঃ হোমের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিবেন; কারণ—

শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তাঃ নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।

অর্থাৎ যাহার শৌচাচার নাই, তাহার

সন্ধ্যাবন্দনাদি—পূজাদি সমস্ত কার্য্যই বিফল হয়। শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বলিয়াছেন——

ত্যাগং সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মেপ্রিয়ঃ॥

(স্কন্দপুরাণীয় লক্ষ্মীচরিত)

অর্থাৎ দান, সত্যপালন ও শৌচ, এই তিনটি মহাগুণ। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির এই তিনটি গুণ আছে, সেই আমার প্রিয়।

শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ এবং বহিঃশৌচ। অন্তঃশৌচ অর্থে ভাবশুদ্ধি, অর্থাৎ মনকে কাম-ক্রোধাদি হইতে দোষশূন্য করিয়া নির্ম্মল করণ। বাহ্যশৌচ বলিলে মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদের নখাগ্র পর্য্যন্ত শরীরের শুদ্ধি বুঝিতে হইবে। আর্য শাস্ত্রের বিহিত সকল কার্য্যেই প্রথমে স্থূলের অনুষ্ঠান, পরে তদ্দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্মে উপস্থিত হওয়া যায়।

প্রথমে বাহ্যশৌচ আবশ্যক। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কার্য্য মল-মূত্র ত্যাগ। পূর্ব্বকালে বোধ হয় সকলেই মাঠে মল ত্যাগ করিতেন এবং এখনও নগর ভিন্ন প্রায় সকল গ্রামের লোকেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। সকল নগরেই এখন পায়খানা'র ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই সে গুলি এক প্রকারের নরক বলিলে হয়। অতএব পায়খানায় যাইয়া ভাল করিয়া শুচি হওয়া একান্ত আবশ্যক। শৌচের নিয়ম যথা——

উত্থায় পশ্চিমে রাত্রে তত আচম্য চোদকং।
অন্তর্দ্ধায় তৃণৈ র্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা॥
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্র পুরীষন্তু শুচৌদেশে সমাহিতঃ॥

(আহ্নিকতত্ত্ব)

অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া, মুখ ধুইয়া, ঘাসের দ্বারা স্থান পরিষ্কার করিয়া, মস্তক কাপড়ের দ্বারা আবৃত করিয়া, কথা বন্ধ করিয়া, থুথু ফেলা, হাঁইতোলা প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাসের কার্য্য না করিয়া, শুচিস্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে।

তৎপরে শৌচ কার্য্য করিবে। তাহার নিয়ম যথা——

একালিঙ্গে গুদে তিস্র স্তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥ (মনু।)

অর্থাৎ বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া, লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম করে দশ বার, উভয় হস্তে সাতবার মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে। এই শ্লোকের টীকাতে কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন, যদি উপরি সংখ্যক মৃত্তিকা লেপে দুর্গন্ধ দূর না হয়, তবে অধিক সংখ্যায় লেপন করিবে। আবার যদি অল্প সংখ্যক শৌচিতে

গন্ধ দূর হয়, তাহা হইলেও শ্লোকোক্ত সংখ্যা মত ধৌতি করিতে হইবে। তাহার কারণ আছে। কোন কোন সময় দেখা যায়, দুই তিনবার হস্ত ধৌত করিলেই হয়ত গন্ধ তখনই দূর হয় বটে, কিন্তু হস্ত শুষ্ক হইলে আবার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

পদতলেও তিনবার মৃদ্বারি দিতে হইবে, যথা——

ত্রিস্তু পাদয়োর্দেয়া শুদ্ধিকামেন
নিত্যশঃ ॥ (আহ্নিকতত্ত্ব।)

কারণ——

মেধ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমলক্ষ্মী-
কলিনাশনং।
পাদয়ো র্মলমার্গানাং শৌচাধান-
মভীক্ষ্ণশঃ ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত রাজবল্লভ বচন।)

অর্থাৎ পদদ্বয় ও মলনির্গমনের পথ সকল বারম্বার ধৌত করিলে মেধা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, শরীর শুদ্ধ হয় এবং অলক্ষ্মী ও কলির প্রভাব নষ্ট হয়।

দেখা যাইতেছে, ঋষিরা মল-মূত্র ত্যাগের বড় দৃঢ় নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ কি, একবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভাবিয়া দেখুন, পায়খানার ভিতরটা কি? মল-মূত্রের সূক্ষ্ম রেণুতে পরিপূর্ণ বাতাস। কেহ তাহার মধ্যে যাইলে, সেই বাতাসে ডুবিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল রেণু [illegible]

কর্ণ, নাসা, মুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়া সেই সকল ত্যক্ত-বিষবৎ পদার্থ পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল; ইহাতে নিশ্চয়ই শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা; অতএব যতদূর সম্ভব, সেই সকল রেণু যাহাতে চর্ম্মে না লাগে এবং দ্বার সকল দিয়া শরীর মধ্যে না যায়, তাহা করা উচিত। ঋষিরা সেই ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অপবিত্র রেণু সকল ধূলি-কণার ন্যায় কেশে ও খরস্পর্শ বস্তুতে অধিক লাগিয়া যায় এবং বায়ু-মিশ্রিত বলিয়া শূন্যস্থান পাইলেই তাহাতে প্রবেশ করে। এখন দেখুন, মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ প্রত্যেক দ্বারের চতুর্দ্দিকে ও সম্মুখে কত কেশ আছে। প্রতি কেশের চারিদিকে শূন্য স্থান আছে। তাহা হইলে, পায়খানায় যাইলে, কত অপবিত্র রেণু আমাদের সর্ব্বঙ্গে লাগিয়া গেল! বাস্তবিক ভাবিলে আতঙ্ক হয় এবং কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকি, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। কারণ যে পায়খানায় অধিক লোক যায়, সেখানে মল-মূত্রের সহিত কত প্রকার রোগের বীজ প্রত্যহ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সেই সকল বীজ রেণু আকারে পায়খানার বাতাসে সর্ব্বদা মিশ্রিত হইতেছে। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, সেই সকল রেণু যাহাতে কেশে ও চর্ম্মে না লাগে এবং দ্বার সকল দিয়া শরীরে প্রবেশ না করে, স্বাস্থ্যার্থে তাহাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্ব প্রযত্নে তদ্বিধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী, সর্ব্বলোকহিতকামী ঋষিরা

স্থূলদর্শীদিগের জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, কাপড় দিয়া মস্তক বেষ্টন করিবে, এমন কি, অবগুণ্ঠন করিবে। ইহাতে দূষিত রেণু সমূহ লগ্ন হইবার প্রধান স্থান মস্তকের কেশ ও উপরিস্থ ইন্দ্রিয়-দ্বার-গুলি বদ্ধ হইল। আবার বলিয়াছেন, কথা কহিবেনা এবং থুথু কিংবা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না। বুকের মধ্যে বাতাস শূন্য হইলেই তাহা পূরণের জন্য তৎক্ষণাৎ তথায় বেগে বায়ু প্রবেশ করে। কথা বলা, থুথু ফেলা, হাই তোলা, হাঁচি প্রভৃতি সকল কার্য্যেই বেগে শ্বাস বহির্গত হইয়া যায়; সুতরাং পূরণের জন্য মুখ ও নাসিকা দিয়া বেগে বায়ু বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে। এখন পায়খানায় কথা কহিলে বা থুথু ফেলিলে, কত মল-কণা মুখ ও নাসা দিয়া শরীরে প্রবেশ করে, একবার চিন্তা করুন। বাস্তবিক তাহাতে বিষ্ঠা ভোজনই হইল! তবে যার সকলের মুখে কেশ থাকাতে, অনেক কণা তাহাতে বাধিয়া যায় এবং শীঘ্র ভিতরে যাইতে পারেনা। এই জন্য মলত্যাগ কালে কাপড় দিয়া মাথা, কাণ ঢাকিয়া, মুখ ও নাসিকার সম্মুখে তিন ভাঁজ পুরু কাপড় হাত দিয়া ধারণ করা উচিত এবং বাহিরে আসিয়া হস্তপদে মৃত্তিকা লেপনের পর মুখমণ্ডল উত্তম করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত ও বারম্বার কুলি করিতে হইবে।

আমার বোধ হইতেছে, যেন কলেজের কোন নব্য যুবা উৎসাহ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "কেন? জুতা, মোজা, জামা পরিয়া পায়খানায় যাওয়া ভাল"। আমি বলি, বিচার করিয়া দেখ, তাহা ভাল নহে। প্রতিবার পায়খানা হইতে আসিয়া সমস্ত পোষাক ধৌত করিতে হইবে, অর্থাৎ পায়খানায় যাওয়ার জন্য এক প্রস্থ পোষাক আবশ্যক। বাড়ীর সমস্ত লোকের ঐ রূপ এক এক প্রস্থ করিয়া পোষাক রাখা বড় সামান্য কথা নহে। পোষাক আবার শীঘ্র শুষ্ক হয় না, বর্ষাকালে হয়ত সমস্ত দিনেও শুষ্ক না হইতে পারে। অতএব পায়খানার জন্য ২।৩ প্রস্থ স্বতন্ত্র পোষাক প্রত্যেকের রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা রাখিলেই বা লাভ কি? যে গুহ্য স্থান সকলে মৃত্তিকা ও বারি লেপন আবশ্যক, পোষাকে তাহার নিবারণ হইতেছে না, কেবল পদতলের ৩ বার ধৌতিটা বাঁচিতেছে। এখন বিচার করিয়া দেখা যায়, বিনা পয়সায় তিনবার জল মাটি দিয়া ধৌত করা ভাল, কি ২।৩ প্রস্থ পোষাক রাখা ভাল? আর সাধারণ লোকে (দরিদ্রের ত কথাই নাই) কি সেই পোষাক প্রত্যেকে রাখিতে সমর্থ? আর্য্যশাস্ত্রোক্ত সকল কার্য্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যতদূর সম্ভব, অভাব দূর হয় ও পরের অধীন না হইতে হয়, তাহা করা। তাহা হইলে, আত্মচিন্তনের অবসর পাওয়া যায় ও সুখ লাভ হয়। পোষাক করিয়া কত অভাব বৃদ্ধি করিতে হয় ও পরের অধীন হইতে হয়, একবার ভাব দেখি। এবং তাহাতে সেই পরিমাণ তোমার দুঃখ ও অশান্তিরই বৃদ্ধি হইল। যদি পোষাক ধৌত না কর, তবে পায়খানার বহু মল-রেণু ঘরে আনিলে এবং

সকল পোষাক একত্র হইলে, ক্রমে বাসের ঘর পায়খানা হইল। আজ কাল দেশ-ব্যাপী অস্বাস্থ্যতার ইহা একটী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

দুর্গন্ধ নিবারণ ও মল-মূত্রের কণা সর্ব্বদা ধৌত করা কত উপকারী, সুতরাং আবশ্যক, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতার প্লেগ রোগেতে গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তম বুঝিতে পারা-গিয়াছে। বাড়ীর সমস্ত নর্দ্দামা ও পায়খানা সর্ব্বদা চুণ, আলকাতরা, রসকর্পূর প্রভৃতি গন্ধ ও রোগবীজ নাশক দ্রব্য দ্বারা ধৌত করার আজ্ঞা হইয়াছিল। আমাদের এই বিকারযুক্ত শরীর হইতে ৯। ১০ টি দ্বার দিয়া অনবরত মলক্ষরণ হইতেছে। অতএব স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি শুচি থাকিয়া এই শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমাদের অদৃষ্টগুণে ইদানীং ভারতবর্ষে নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি, প্লেগ, এই সকল বিদেশীয় রোগ জাহাজ করিয়া এই দেশে আসিয়াছে। জাহাজে যাতায়াত অনেকদিন হইতে হইয়াছে, কিন্তু রোগের আগমন এতদিন তত ছিল না। প্লেগ ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত নানা স্থানে দেখাগিয়াছে; সকল স্থানেই অল্প মাত্রায় হইয়াই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বোম্বাইকে যেমন ছারখার ও কলিকাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। আমার বোধ হয়, আমাদের শরীর রোগের বীজ অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত ভূমি হইয়াছে, নতুবা ভারতবর্ষে রোগ আসিলেই থাকিয়া যাইতেছে কেন? উপযুক্ত সরস ভূমি পাইলেই বীজের তথায় অঙ্কুর হয়। অনেকে জানেন যে, বাতাসে নানা প্রকার পীড়ার বীজ সর্ব্বদা বেড়াইতেছে, অনুকূল শরীর পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করে। শৌচাচার-বিহীন হইয়া আমাদের শরীর দিন দিন পীড়ার উত্তম আবাস স্থান হইতেছে। কারণ তাহাতে সত্ত্বগুণের হ্রাস করিয়া তমোগুণের বৃদ্ধি করিতেছে। তমোরূপী শ্লেষ্মা শরীরকে সরস করিয়া রোগ-বীজের পোষণ ও অঙ্কুর জন্মাইতেছে। শাস্ত্রীয় শৌচ দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়াগিয়াছে। অসংযমী উদরসর্ব্বস্ব হওয়ায়, এখন পায়-খানার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করিতে হয়। কতবার বিধিরক্ষা করিবে? এখন সকলেই এক প্রকার রোগী বলিলেই হয়। "আতুরে নিয়মো নাস্তি"। বিধি সকল সুস্থ ব্যক্তির জন্য এবং তাহা রক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যক।

কেবল শীতল জল একটী উত্তম দুর্গন্ধ-নিবারক বস্তু। শীতল জলে গন্ধ আকর্ষণ করে। সম্প্রতি আমেরিকার একখানি চিকিৎসা-পত্রে এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার অনুবাদ এই—"বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রভাবে আজ কাল নানা প্রকার দুর্গন্ধ-নিবারক ও রোগের বীজনাশক পদার্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে যাইয়া আমরা অনেক পুরাতন অথচ বাস্তবিক উপকারী এবং সুলভ দ্রব্য সকলের কথা ভুলিয়া

যাই—যেমন শীতল জল। সকলেরই জানা উচিত যে, শীতল জলে গ্যাস (gas) অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাই যে সকল গৃহে বায়ু সহজে যাতায়াত করিতে পারে না, সেই সকল স্থান উত্তম করিয়া ধৌত করা উচিত। (Medical Envoy) অতএব শৌচকার্য্যে প্রভৃত জল ব্যবহার কত উপকারী! সর্ব্বদাই দেখা যায়, কোন দুর্গন্ধময় স্থানের ভিতর দিয়া আসিলে বোধ হয় যেন মুখ ও নাসিকাতে সেই গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। সেই সময় শীতল জলের দ্বারা মুখ ও নাসিকা ধুইয়া দুই একবার কুলি করিলে আর গন্ধ অনুভব হয় না, অর্থাৎ শীতল জল সেই গন্ধ আকর্ষণ করিয়া লইল।

শুষ্ক মৃত্তিকা যে অতি উত্তম ও সুলভ দুর্গন্ধনিবারক বস্তু, তাহা সকলেরই জানা উচিত। কোন পচা বস্তুকে মাটি চাপা দিলে আর তাহার দুর্গন্ধ জানিতে পারা যায় না। কোন কোন জেলখানায় গভর্ণমেণ্ট-বিধি আছে যে, চোরেরা মলত্যাগ করিয়া তাহা শুষ্ক ও চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে। প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্ববেত্তা ডাঃ পার্কস্ (Dr. Parkes) তাঁহার পুস্তকে (Practical Hygiene) দুর্গন্ধনিবারক পদার্থের মধ্যে শুষ্ক মৃত্তিকার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বলিতে পার, কার্ব্বলিক এসিড্ (Carbolic acid) রসকর্পূর, ফিনাইল (Phenile) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধনিবারক বস্তুর একবার প্রয়োগেই যখন সমস্ত গন্ধ দূর হইতে পারে, তখন কেন ১০ দশ বার মাটি লেপন করিয়া সময় নষ্ট করি? এই আপত্তি বড় দুর্ব্বল। প্রথমতঃ উহারা প্রত্যেকেই বিষ, নিত্য ব্যবহারে পরিণামে নানা প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে, এবং ঘরে রাখাও নিরাপদ নহে, ভ্রমক্রমে কেহ খাইলে আশু প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। ২য়তঃ ব্যয়সাধ্য ও কষ্টলভ্য—ডিস্‌পেন্সারি ভিন্ন কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

আজ কাল শৌচকার্য্যে অনেকে সাবান (Soap) ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাও ভাল নয়। প্রথমতঃ উহা ব্যয়সাধ্য। সাধারণতঃ সস্তা যে সকল সোপ্ বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাদের সর্ব্বদা দীর্ঘ ব্যবহারে বর্ণের হানি হয়। ভাল সোপের অনেক মূল্য—এ দরিদ্র দেশে কখনই তাহার প্রচলন হওয়া উচিত নহে। ২য়তঃ—এক সাবান অনেকবার ব্যবহার করিলে, কিম্বা এক জলে তাহা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করিলে শুচি হওয়া হইল না, কারণ অশুচি দ্রব্য বারম্বার ব্যবহার করিতে হইল। পায়খানার মধ্যে প্রত্যেকে এক একখানি সোপ রাখা অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য।

অতএব শৌচকার্য্যে শীতল জল ও শুষ্ক মৃত্তিকা যেমন উপযোগী, তেমনই অনায়াসলভ্য ও ব্যয়শূন্য। ঋষিদিগের ব্যবস্থা কি সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ, অনায়াসসাধ্য ও সর্ব্বজন-উপযোগী, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা এই বিচার করিলাম, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শীতল জল ও মৃত্তিকার হয়ত আরও নানা গুণ থাকিতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য, প্রত্যহ নিত্যকার্য্যের অধিকারী হইতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়ম

পালন করা উচিত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া, বেগ হইলে, মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে। বিধি পূর্ব্বক মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথা স্থান ধৌত করিয়া দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য; তৎপরে প্রাতঃস্নান করিতে হইবে। যাঁহারা প্রাতঃস্নান করিতে অসমর্থ, তাঁহারা অশিরস্ক স্নান করিবেন, অর্থাৎ ২।৩ ঘটি শীতল বা উষ্ণ জল বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঢালিয়া দিবেন, তাহাতে মস্তক ভিন্ন সমস্ত শরীর এক প্রকার ধৌত হইবে। তাহাও যাঁহার সহ্য হয় না, তিনি ভিজা গামছা দিয়া মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিবেন এবং ধৌত বা পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীসত্যজীবন লাহিড়ী।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৩য়)

১২। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।

১৩। বিকারশব্দান্নেতি চেন্নপ্রাচুর্য্যাৎ।

১৪। তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ।

১৫। মন্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে।

১৬। নেতরোঽনুপপত্তেঃ।

১৭। ভেদব্যপদেশাচ্চ।

১৮। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা।

১৯। তস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি।

১২। ব্রহ্ম বোধার্থে "আনন্দ" পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতু "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা।

১৩। "আনন্দময়" শব্দের "ময়" প্রত্যয়টি বিকারার্থে প্রযুক্ত নহে, পরন্তু প্রাচুর্য্য বা পূর্ণত্ব অর্থেই প্রযুক্ত।

১৪। "আনন্দময়" পদের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত, যেহেতু ব্রহ্মই আনন্দের মূল কারণ বলিয়া উক্ত।

১৫। আনন্দময়ই ব্রহ্ম; কারণ বেদের মন্ত্রভাগে যে ব্রহ্ম বর্ণিত, ব্রাহ্মণভাগেও সেই ব্রহ্মই গীত।

১৬। ব্যক্তিগত জীবাত্মাও ইহার লক্ষ্য নহে; কারণ তাহাতে সিদ্ধান্তপক্ষে অনুপপত্তি উপস্থিত হয়।

১৭। পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য উক্ত থাকায়, "আনন্দময়" কদাপি জীবাত্মা নহেন।

১৮। আনন্দময়ে কামবত্তার অস্তিত্ব উক্ত হওয়ায়, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ-সিদ্ধান্তও অপ্রতিপন্ন।

১৯। আনন্দময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন শ্রুতি-সিদ্ধান্ত সম্মত।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, পঞ্চকোষগত ভাবে আত্মা পঞ্চভাবে লক্ষিত হন: যথা অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়; অর্থাৎ অন্নগত আত্মা, প্রাণবায়ুগত আত্মা, মনোগত আত্মা, বুদ্ধিগত আত্মা ও আনন্দগত আত্মা। যদিও এই অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি,

এই চারিটীই আত্মার বাহ্য পরিচ্ছদ বা বাহ্যস্তর, কিন্তু আমাদের মোহমুগ্ধ চিত্তের স্বভাবই এই যে, আমরা ঐ সমস্তকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সর্ব্বদা আত্মার বস্ত্রস্বরূপ অন্তর্ব্বোধকেই ভ্রমবশতঃ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। ফলে আনন্দময়ই প্রকৃত আত্মা।

আনন্দময় কোষাত্মক আত্মাই পরব্রহ্ম, অথবা অন্নময়াদি কোষাত্মক আত্মার ন্যায় তাহা হইতে কিঞ্চিদ্বিভিন্ন, এই বিষয়ের বিচারই ১২শ সূত্রের বিষয়। ফলে পরমাত্মার নির্দ্দেশ সূচনায় "আনন্দ" পদ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায়, ইহা পরব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নহে।

"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানমনন্দং ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩।৬) ইত্যাদি ঔপনিষদী শ্রুতি এবং এইরূপ সমতাৎপর্য্যসূচিকা অন্যান্য শ্রুতিও "আনন্দ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছেন। মানুষ সাধারণতঃ অন্নময় স্থূল শরীর বা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরকেই অসাধক অবস্থায় আত্মা বলিয়া বুঝিয়া বসে, সুতরাং ঔপনিষদী শিক্ষাও মানব-প্রকৃতির স্বতঃ অনুগতি অনুসারে ক্রমশঃ সাধককে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উপনীত করে। ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মরহস্য-ভেদিনী, ব্রহ্ম বিদ্যা-বোধিনী বা ব্রহ্মবার্ত্তা-বাহিনী; সাধককে তাহার স্ববোধানুরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উপহার দেওয়াই তাঁহার কার্য্য; সুতরাং মানবীয় অধিকার-ক্রমের অনুবর্ত্তনে তিনিও ব্রহ্ম-বোধন-বিষয়ে আদৌ স্থূল অড়ায়া হইতে আরম্ভ করেন। যদিও উহা বাস্তব আত্মা নহে, তথাপি স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মে সঞ্চরণই আত্মানুসন্ধানের ক্রম। সুতরাং স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মান্তরে বা ক্রমসূক্ষ্মে অগ্রসর হইতে হইতে চরম পরিণামে সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত ভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র অরুন্ধতী-নক্ষত্রকে দেখাইতে হইলে, তোমাকে তৎপার্শ্ববর্ত্তী বশিষ্ঠ নামক একটী উজ্জ্বল বড় নক্ষত্রকে (তাহাই যেন অরুন্ধতী, এই ভাবে) অগ্রে দেখাইয়া, পরে তন্নিকটস্থ যথার্থ অরুন্ধতী-বিন্দু দেখাইতে হইবে।

যদি প্রতিপক্ষবাদী এইরূপ তর্ক উপস্থিত করেন যে, "তস্যপ্রিয়মেব শিরঃ" আনন্দই তাঁহার মস্তক, ইত্যাদি বাক্যে আনন্দময় পরমাত্মায় নির্দ্দেশিত হইতে পারেন না, কারণ তিনি হর্ষ-বিষাদের অস্পৃশ্য বা অতীত। এ স্থলে তদুত্তর স্বরূপ এই বলা যায় যে, উহা কেবল সৌষ্ঠবরক্ষার্থ রূপক কল্পনা মাত্র। এই আনন্দময় আত্মতত্ত্বেও একটী শরীর বা কোষ আরোপিত হইয়াছে। যেহেতু বেদান্তোক্ত ঐ সমস্ত কোষ বা শরীর-পরম্পরার অন্যতম রূপেই এই আনন্দময় কোষও কল্পিত হইয়াছে। উক্ত কোষ-পরম্পরার আরম্ভ অন্নময়কোষে অর্থাৎ অন্ন-পরিণাম-গঠিত ভৌতিক শরীরে এবং চরম বা পরম পরিণতি এই আনন্দময় বা প্রকৃতআত্মময় কোষে।

(ক্রমশঃ)

—:•:—

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

———

১৩শ সূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে, যদিও অন্ন-য়, প্রাণময় ইত্যাদি পদে 'ময়' প্রত্যয় বিকা-র্থেই প্রযুক্ত বুঝায়, কিন্তু আনন্দময়ের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত। ব্রহ্ম আনন্দময়, কারণ অনন্ত আনন্দেই তাঁহার সর্ব্বময় সত্তার সম্পূর্ণতা। শ্রুতি বলেন "পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম"।

১৪শ সূত্রে ইহাই সুব্যক্ত যে—"আনন্দ-ময়" শব্দের "ময়" পূর্ণার্থকই বটে, যেহেতু শ্রুতি "এবহ্যেবানন্দয়তি" প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মকেই আনন্দের মূল উৎস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব যিনি আনন্দ-মূলাধার, আনন্দের অভাব বা অপূর্ণতা তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে? তিনি স্বরূপ-রূপে পূর্ণানন্দসত্তাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৫শ সূত্রে অপর একটী যুক্তিবাদ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "আনন্দময়" পদে ব্রহ্মই বাচ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।১) বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ব্রহ্মজ্ঞ জন পরমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরের মন্ত্রেই বলিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। অতঃপর শ্রুতি বুঝাইয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্ব এই ব্রহ্ম হইতে বিকাশিত। তৎপর অধিক-তর সমীচীন ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধনার্থে "অন্নময়কোষ" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিজ্ঞানময় কোষ" পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বের বাহ্য চতুঃস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশেষে মন্ত্রে যে ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই পরব্রহ্মই "ব্রাহ্মণে "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত বাহ্য চতুষ্কোষাত্মক আত্মা হইতে অতিক্রান্ত বা অতীত অন্তরাত্মা আনন্দময় কোষাত্মক, এই বলিয়া গীত হইতেছেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয় ভাগের বাক্যাবলীই পরব্রহ্ম-প্রমাণিকা।

যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, পরবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মাতিরিক্ত অন্যবিধ আত্মা আভাবিত হইয়াছেন, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয়; কারণ তাহা হইলে

শ্রুতিবাক্যের মূল আলোচ্য বিষয়টিই বিপর্যস্ত হইয়া যায়; তাহা হইলে শ্রুতিকে এক নূতন অভিধেয় বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। ফলে আনন্দময় আত্মাতিরিক্ত অন্যান্তরাত্মার অস্তিত্বই অসিদ্ধ; অতএব আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।

আনন্দই ব্রহ্ম, ইতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
আনন্দ-সম্ভূত সর্ব্বভূত সুনিশ্চয়॥
আনন্দে সঞ্জাত ভূত আনন্দে জীবিত।
চরমে পরমগতি আনন্দে মিলিত॥
ব্রহ্মবিদ্যা এই ভার্গবী বারুণী।
পরম ব্যোমেতে প্রতিষ্ঠিতা ইনি॥

অর্থাৎ যিনি ভৃগুবরুণের উপরোক্ত এই আনন্দ-ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিজ্ঞাত হন, তিনি পরব্যোমে (অন্তরাকাশে, ফলিতার্থে অন্তরাত্মার) প্রতিষ্ঠিত হন। এতাবতা "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

১৬শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, "আনন্দময়" আত্মা ব্যক্তিগত জীবাত্মা নহে। শ্রুতি বলেন—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" (তৈঃ উঃ ২।৬)

'বহু হয়ে জনমিব' এই ইচ্ছা করি,
আত্মতপে তপ্ত হয়ে সগুণত্ব ধরি,
এ সমস্ত যাহা কিছু—(অখিল ভুবন)
স্বইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিলা সৃজন।

এই বিশ্ব-সৃষ্টি-বিধায়িনী শক্তির অসাধারণ স্বাভাবিক বিশেষত্ব পরমাত্মা ব্যতীত কোন সোপাধিক জীবাত্মায় সম্ভবে না।

১৭শ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিরুপাধিক পরমাত্মা ও সোপাধিক জীবাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য শ্রুতিবাক্যে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশিত থাকায়, পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মা কদাপি "আনন্দময়" আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বুঝাইতেছেন যে, "আনন্দময়" আত্মা রসস্বরূপ; সেই রসাস্বাদ-সাধনাতেই জীবের আনন্দলাভ হয়। অতএব সেই আস্বাদিত বা বিদিত রসস্বরূপই পরমাত্মা এবং আস্বাদক বা বেত্তাই জীবাত্মা। যদিও তত্ত্বতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন, তথাপি যতদিন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা অবিদূরিত, ততদিন পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক্রূপেই প্রতীত। সুতরাং জীবাত্মা অবাধ অখণ্ড সত্তা-গৌরবে পরমাত্মা হইতে পরমার্থতঃ প্রভিন্ন না হইলেও, জীবের মায়া-মোহ-ভ্রান্তির ক্ষান্তি পর্য্যন্ত প্রভিন্ন প্রতীয়মান হইবেই। ১৬শ ও ১৭শ—উভয় সূত্রেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য সুপ্রচারিত হইয়াছে।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু "ইচ্ছাবত্ত্ব দ্বারাই ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং তাহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল-কারণ তত্ত্ব, সেহেতু ব্রহ্মই "আনন্দময়" হইতে পারেন, কিন্তু সাংখ্যোক্ত ইচ্ছাদি-কর্ত্তৃত্ব-বিশূন্য অচেতন জড়া প্রকৃতি বা প্রধান কদাচ হইতে পারে না।

শ্রুতি বলেন,—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ উঃ ২।৬) জড়া প্রকৃতিতে কামনা সম্ভবে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেই সম্ভবে। যদিও শ্রুতিবাক্য-বিচারে সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ববাদ ইতঃপূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাও তদুদ্দেশ্য-পোষক একটি অতিরিক্ত যুক্তিবাদ বলা যাইতে পারে।

১৯শ সূত্রের তাৎপর্য্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, "আনন্দময়" আত্মা প্রধানও হইতে পারেন না, ব্যক্তিগত জীবাত্মাও হইতে পারেন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবাত্মা "আনন্দময়" পরমাত্মার সম্মিলন লাভ করেন।

শ্রুতি বলেন,—

"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" (তৈঃ উঃ ২।৭)

অশরীরী, অনির্দ্দেশ্য, অদৃশ্য ও অবিশেষ্য
আত্মার অভয়-স্থিতি যার,
সেইত অভয় পায়; বিন্দু-ভেদ-বোধে হায়!
ভয়ের কারণ ঘটে তার।

দ্বৈতজ্ঞানের রাজ্যেই এই ভয়ের অধিকার। দ্বৈতজ্ঞানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়েরও তিরোধান হয়; কারণ তখন কে আর কাহাকে ভয় করিবে? এক্ষণে কথা এই, ইতঃপূর্ব্বেই যেস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সাংখ্যমতানুসারেও প্রধানের সহিত জীবাত্মার চির-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট, সেস্থলে এতদুভয়ের অভিন্নত্ব বা একত্ব একান্তই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। অতএব যখন শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জীবাত্মা ও আনন্দময় আত্মার অভিন্নত্ব বা সম্মিলন সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তখন উক্ত "আনন্দময়" আত্মা অবশ্যই পরমাত্মা বা ব্রহ্মই বটেন।

উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাৎপর্য্যতঃ ইহাই অববোধিত হয় যে, যিনি অখণ্ড সাম্য-জ্ঞান দ্বারা "আনন্দময়" আত্মায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই তৎসহ অভেদ-মিলন-লাভে মোক্ষপদের অধিকারী হন।

জীবাত্মা আর কিছুই নহে, উপাধ্যবচ্ছিন্ন পরমাত্মা। যেমন "ঘটাকাশ" ঘট ভাঙ্গিলেই মহাকাশ, তেমনই জীবোপাধি বা জীবত্ব-ঘট ভাঙ্গিলেও জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত বা প্রলীন।

অজ্ঞ জনেরা স্বভাবতঃ এই ভয়ে ভীত হয় যে, পাছে তাহাদের জীবাভিমান-সর্ব্বস্ব ক্ষুদ্র আমিত্বটুকু হারাইয়া যায়! তাহার সান্ত ক্ষুদ্র আমিত্বটুকুরই যেন অস্তিত্ব আছে, আর অনন্তস্বরূপতাই যেন অস্তিত্বশূন্যতা বা শূন্যে বিলীনতা! জীবনের দৈনন্দিন সামান্য ব্যাপারেও মানব উদার সমবেদনা ও উন্নতলক্ষ্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত ভাব বা ব্যবহারকে হেয় জ্ঞান করে। অতএব এরূপ ধারণা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয় যে, মানবের আত্মোন্নতি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সীমায়ই আবদ্ধ থাকিবে, উহা চরম ও পরম রাজ্যে পঁহুছিবে না! তোমার সংকীর্ণ আমিত্বের

গণ্ডী ভেদ কর, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার উদার আশ্রয় অবলম্বন কর। তোমার ব্যক্তিগত আমিত্ব বা আত্মস্বরূপ ভঙ্গপ্রবণ; উহা অচিরেই ভগ্ন হয়; কিন্তু সত্য কখনও ভগ্ন হয় না; অতএব সত্যের শরণ লও—সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। তোমার সর্ব্বভয়ের হেতু তোমার ক্ষুদ্র আমিত্বে নিহিত। বিশ্ব-সাম্য-সাগরে তোমার ক্ষুদ্র আমিত্ব বিসর্জ্জন কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মায় আত্মসমর্পণ কর; আর শোক-মোহ-ভয়ের ভয় থাকিবে না। ইহাই নিত্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। ইহা অনন্ত—অক্ষয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ——

সাধন-পঞ্চকম্।

বেদোনিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং, তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্। পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভব-সুখে দোষোহনুসন্ধীয়তাম্, আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজ গৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাং। ১

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্। শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংত্যজ্যতাম্। সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাম্। ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্। ২

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম্। দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্। ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্। দেহেঽহম্মতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্। ৩

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং বিধিবশাৎপ্রাপ্তেন সংতুষ্যতাম্। শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং নতু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্। ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপা-নৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্। ৪

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্—পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্কর্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাম্। প্রারব্ধন্ত্বিহ ভুজ্যতাং অথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্। ৫

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ, সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য, তদাশু সংসৃতি-দাবানল-তীব্র-ঘোর-তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ।

ছায়ানুবাদ।

বেদ অধ্যয়ন কর অনুক্ষণ—
সদা রাখ মন করিতে পালন—
বেদ মত কর্ম্ম, (সেই সার ধর্ম্ম)
কর্ম্ম দিয়া কর ঈশ-সন্তোষণ।
কাম্যকর্ম্ম-মতি কর পরিত্যাগ।
অপসৃত কর যত পাপভাগ
সংসারের সুখে করিয়া বিচার,
দোষানুসন্ধান কর বারম্বার।
আত্মইচ্ছা ব্যবসায়,
কর, (ত্যজি মমতায়)
বাহির স্বগৃহ হ'তে হওহে সত্বর।
সাধুসঙ্গ কর সদা,
দৃঢ় ভক্তি কর ভগবানে।

শান্তি আদি পরিচিত
হ'ক্, ত্যাগ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।—
কর হে সুশীঘ্রতর,
জানি দৃঢ় বন্ধক তাহায়।
জ্ঞানবান-কাছে যাও,
রাখি যত্নে পাদুকা মাথায়,
প্রতিদিন সেবহ সে গুরু-পাদুকায়।
ব্রহ্মতত্ত্ব করহ সন্ধান,
একমনে করি প্রণিধান,
শুন সদা বেদান্ত-বিজ্ঞান॥ ২
মহাবাক্য "তত্ত্বমসি"—নাশিতে অজ্ঞানরাশি,
কর তার তাৎপর্য্য বিচার।
অটল বেদান্তপক্ষ, তাহাতে করিয়া লক্ষ্য,
আশ্রয় লওহে তুমি তার।
কর্কশ কুতর্ক যত, কর ত্যাগ, শ্রুতিমত-
তর্ক মনে খুঁজ অনিবার।
অনাদি অনন্ত শুদ্ধ নিরীহ অপাপবিদ্ধ)
"ব্রহ্মআমি" ভাব এই সার।
[illegible]র্ব্ব কর পরিহার, দেহে"আমি"ও"আমার"
এই মতি ত্যজহ সত্বরে।
[illegible]ভু বুধগণ সনে, বাদ-বিতণ্ডা-জল্পনে,
করিওনা মন, ত্যজ তারে॥ ৩।
ক্ষুধা নামে আছে ব্যাধি ভয়ানক,
করে যদি আক্রমণ,
ভিক্ষা নামে তার অব্যর্থ ঔষধ,
তখনি কর সেবন।
সুস্বাদু ভোজন কভু অন্বেষণ,
ক'রোনা ভ্রমের বশে।
শুধু দৈববলে যা পাবে যেকালে,
তাতেই রবে সন্তোষে।
শীত উষ্ণ আদি সহি নিরবধি
রহিবে, অধীর হবেনা তায়।
(তত্ত্বকথা ভিন্ন বৃথাবাক্য অন্য)
কভু উচ্চারণ করোনা হায়।
ঔদাসীন্যে কর অভিপ্রায়; জনে কৃপা,
নিষ্ঠুরতা, ছাড়হ উভয়॥ ৪।
নিরজনে সঙ্গোপনে, করহে পরম সুখে
অবস্থান।
পরতর নারায়ণে, যোগে কর স্বীয় চিত্ত
সমাধান॥
পূর্ণতম পরমাত্মা, বিশ্ব তাহে কল্পিত—
বাধিত—
দেখ, কর বিলাপিত, পূর্ব্বকর্ম্ম যত
রাশীকৃত॥
জ্ঞানবলে হয়ে বলী, পরকর্ম্মে লিপ্ত
না হইও।
প্রারব্ধের ভোগ কর, ব্রহ্মরূপে সুস্থির
রহিও॥ ৫।
যে মানব প্রতিদিন এই পঞ্চশ্লোক
"সাধনপঞ্চক" নাম—করয়ে পঠন,
অথবা যে চিন্তাকরে স্থিরভাবে সদা,
সত্বর সে সংসারের তীব্র দাবানল-
সম-ঘোর-তাপ-শান্তি সুখে প্রাপ্ত হয়
(জ্ঞানের গরিমা গুণে) চৈতন্য প্রসাদে।
(কস্যচিদ্ দীনস্য।)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

উত্‌ক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং
প্রসারণং গমনমিতিকর্ম্মাণি ॥৭॥

অনুবাদ।—কর্ম্মপদার্থ পাঁচপ্রকার, যথা—উত্‌ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

বিশদব্যাখ্যা।—উর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপের নাম উত্‌ক্ষেপণ। হস্তস্থিত লোষ্ট্রকে যখন উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত করা হয়, তখন মনুষ্যের প্রযত্ন হইতে হস্তে যে ক্রিয়া জন্মে, ঐ জাতীয় ক্রিয়াকে উত্‌ক্ষেপণ বলে। ঐরূপ অধোভাগে নিক্ষেপের নাম অবক্ষেপণ। উলূখলে (তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার পাত্র বিশেষে) ধান্যাদি সংস্থাপন করিয়া তুষ-বিমুক্তির নিমিত্ত তাহাতে উত্তোলিত মুষলকে পাতিত করিতে যত্নশীল পুরুষের হস্তে যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ঐ জাতীয় কর্ম্মই অবক্ষেপণ পদের প্রতিপাদ্য। বালকেরা বল খেলিবার সময় সমতল ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঐ বলকে যখন সমভাবে ক্ষেপণ করে, তখন ঐ ক্ষেপণকে সমক্ষেপণ বলাযাইতে পারে। কিন্তু এই সমক্ষেপণ অতিরিক্ত ক্রিয়া নহে, উল্লিখিত অবক্ষেপণের অন্তর্গত; ফলে উৎক্ষেপণ ব্যতীত ক্ষেপণ মাত্রই অবক্ষেপণ বলিতে হইবে। প্রসারিত বস্তুর সঙ্কোচ-ক্রিয়া আকুঞ্চন এবং সঙ্কোচিত পদার্থের বিস্তারণকে প্রসারণ বলে। পুষ্প সকল যখন বিকশিত, তখন তাহাদের দলের প্রসারণ হয় এবং পুনরায় পর্য্যুষিত হইলে দল সকল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ঐরূপ পরিধেয় বস্ত্রাদিকে আমরা কখন প্রসারিত—কখনবা আকুঞ্চিত করিয়া থাকি। এই আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়াদ্বারা পদার্থের আরম্ভক সংযোগের নাশ হয় না। তন্তু হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময়ে, তন্তু সমূহের পরস্পর যে সংযোগ হইতে বস্ত্র জন্মে, ঐ সকল সংযোগকে বস্ত্রের আরম্ভক সংযোগ বলে। এই আরম্ভক সংযোগ সকল বিদ্যমান থাকিতেই বস্ত্রকে কদাচিৎ আকুঞ্চিত কখনবা প্রসারিত করা হয়। যে ক্রিয়াদ্বারা বস্তুতঃ দ্রব্যের আরম্ভক সংযোগের নাশ হইয়া যায়, তাহা আকুঞ্চন বা প্রসারণ পদের প্রতিপাদ্য নহে। একারণ দুগ্ধ রাশিকে উত্তাপদ্বারা ঘনীকৃত করিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিলে, তাহাতে "আকুঞ্চিত" শব্দের ব্যবহার হয়না এবং ঐ ঘনীভূত অংশকে পুনর্ব্বার জল-সংমিশ্রণে দ্রবীভূত করিলেও উহা প্রসারিত বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে না। উত্‌ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ ব্যতীত অন্য চলন মাত্রকেই গমন বলে। সাধারণতঃ গমন বলিলে আমরা পাদ বিক্ষেপ করাই বুঝি, কিন্তু রথ, শকট, নৌকা প্রভৃতির চলন স্থলেও 'যাইতেছে' প্রভৃতি পদের ব্যবহার হইতেছে; সুতরাং একমাত্র পাদবিক্ষেপই গমন পদের প্রতিপাদ্য নহে।

কেহ কেহ কর্ম্ম পদার্থকে দশভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে সূত্রে উল্লিখিত উত্‌ক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটী ক্রিয়া ব্যতীত ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, উর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন নামক আরও পাঁচটী কর্ম্মপদার্থ রহিয়াছে।

ভ্রমণ—কুলাল-চক্রাদির ঘূর্ণন। রেচন—অভ্যন্তর হইতে তরল পদার্থের বহির্গমন। স্পন্দন—ক্ষরণ। উর্দ্ধজ্বলন—প্রজ্বলিত বহ্নি-শিখার উর্দ্ধদিকে উত্থিতি। তির্য্যগ্‌গমন—সর্পাদির বক্রভাবে গমন। উত্‌ক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব, আকুঞ্চনত্ব, প্রসারণত্ব ও গমনত্বের ন্যায় ভ্রমণত্ব, রেচনত্ব, উর্দ্ধজ্বলনত্ব ও তির্য্যগ্‌গমনত্ব, এই পাঁচটী ধর্ম্মও কর্ম্ম পদার্থের বিভাজক হইয়াছে, সুতরাং সমষ্টিতে কর্ম্ম [illegible] দশটী, কিন্তু

এই প্রকার বিভাগে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের সম্মতি নাই, কারণ ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় গমনের অন্তর্গত। নতুবা নিক্রমণ,প্রবেশন প্রভৃতি ভেদে কর্ম্ম পদার্থকে বহু ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। কোন পুরুষ গৃহের এক দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এস্থলে পুরুষের এক মাত্র গমন ক্রিয়াই প্রথম দ্বারে নিক্রমণ ও দ্বিতীয় দ্বারে প্রবেশন আখ্যা ধারণ করিতেছে,সুতরাং বুঝিতে হইবে, নিক্রমণ-প্রবেশনাদি গমনেরই অন্তর্গত—অতিরিক্ত কর্ম্ম পদার্থ নহে।

এইক্ষণ বিবেচ্য হইবে—জপ, যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি সাধকের কর্ম্ম, প্রজাবর্গের সংরক্ষণ, সুবিচার, সুনীতি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি রাজকীয় ও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদি শ্রমোপজীবিগণের কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত ও সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-বিভাজক সূত্রে উৎক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটী মাত্র কর্ম্ম পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল ; তবে কি যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত উল্লিখিত সূত্রোক্ত কর্ম্ম পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই? না থাকিলে ঐ জপ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া কোন্ পদার্থের অন্তর্গত, এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে একটু নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিলে, সহজতই প্রতীত হইবে যে, যাগ-যজ্ঞাদি জাগতিক কর্ম্ম নিচয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা পদার্থান্তর কিম্বা অন্ততঃ মনকে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবশ্য চালিত করিতে হয়; অতএব চলনরূপ কর্ম্ম পদার্থ যে প্রত্যেক পুরুষের প্রতি কার্য্যে বিরাজ করে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যজ্ঞানুষ্ঠানস্থলে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিতে হয়। ঈশ্বর চিন্তায় নিরত হইতে হইলে মনকে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়। রাজ্য রক্ষার জন্য রাজার অথবা রাজকর্ম্মচারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অসি প্রভৃতির সঞ্চালন করিতে হয়। কাহাকেও উপদেশ দিতে হইলে,শব্দ প্রয়োগের জন্য কণ্ঠ-তালু আদির পরিচালন করিতে হয়; কৃষিকার্য্যে শরীর ও হলাদি সঞ্চালন অতীব প্রয়োজনীয়। বাণিজ্যে পণ্য দ্রব্যের একস্থান হইতে স্থানান্তরে আনয়ন, ক্রয়-বিক্রয়াদি করিতে হয় এবং শিল্প কার্য্যও শরীর ও অঙ্গের পরিচালন ভিন্ন হয় না; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, স্থলবিশেষে গুণবিশেষ প্রযুক্ত সঞ্চালনসমষ্টি যজ্ঞাদি নানা আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

সদনিত্যং দ্রব্যবত্ কার্য্যং কারণং সামান্য বিশেষ বদিতি দ্রব্যগুণ কর্ম্মণামবিশেষঃ। ৮॥

পদব্যাখ্যা।—সৎ—সত্তানামক জাতির আশ্রয়। অনিত্যং—নাশের প্রতিযোগি অর্থাৎ যাহার ধ্বংস আছে। দ্রব্যবৎ—দ্রব্যস্বরূপ-সমবায়িকারণে আশ্রিত। কার্য্যং—প্রাগভাবের প্রতিযোগি অর্থাৎ উৎপন্ন। কারণং—কার্য্যান্তর জননে হেতু। সামান্য বিশেষবৎ—যে ধর্ম্মটী সামান্য (কোন জাতিস্বরূপ সাধারণের ধর্ম্ম) হইয়া, বিশেষ (অন্য কোন ব্যাপক ধর্ম্ম হইতে অল্পস্থানবৃত্তি) হয়, সেই প্রকার জাতিবিশিষ্ট। ইতি—এইরূপ প্রত্যয়। দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মণাং—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম,

এই তিন প্রকার পদার্থের। অবিশেষ—বৈলক্ষণ্যশূন্য অর্থাৎ সমান।

অনুবাদ।—সত্তার আশ্রয়, বিনাশী, দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণে অবস্থিত, উৎপন্ন, কার্য্যান্তরের জনক এবং অন্য কোন জাতি হইতে অল্পস্থানবৃত্তি কোন জাতির আধার বলিয়া দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ পদার্থে সমান ভাবেই প্রত্যয়টী জন্মে। দ্রব্য যে সৎ অর্থাৎ সত্তার আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, ঐরূপ গুণ, মন, কর্ম্ম সৎ, এইভাবে গুণ কর্ম্মও প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনিত্যাদি ব্যবহারও দ্রব্যের ন্যায় গুণ ও কর্ম্মে তুল্য ভাবেই হয়, এমত বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্য্য—পদার্থের উদ্দেশ সূত্রে ব্যক্ত আছে যে, সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যদ্বারা পদার্থ নিচয়ের তত্ত্বনিশ্চয় করা মুমুক্ষু পুরুষের প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম নামক পদার্থত্রয়ের বিভাগানন্তর তাহাদের সাধর্ম্ম্য (সজাতীয়ের ধর্ম্ম) বলা হইতেছে। সত্তানামে একটী জাতি, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিন পদার্থেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, এ জন্য দ্রব্য সৎ; গুণ, মন ও কর্ম্ম সৎ, এতাদৃশ ব্যবহার হইতেছে। ঐ সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, তিনেরই সাধর্ম্ম্য। সত্তার ন্যায় অনিত্যত্ব, দ্রব্যবত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণাশ্রিতত্ব, কার্য্যত্ব (উৎপন্নত্ব) কারণত্ব (কার্য্যান্তর জনকত্ব) এবং সামান্য বিশেষবত্ত্ব, অর্থাৎ সত্তা হইতে অল্পস্থানস্থায়ী জাতিবিশেষবত্ত্ব, এই কয়েকটী ধর্ম্মও দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য। অনিত্যত্ব বলিলে, যে পদার্থ চির দিন না থাকে, তাহার ধর্ম্ম বিনাশকে বুঝায়। ঐ বিনাশ দ্রব্য, প্রকার, কর্ম্মে আছে বটে, কিন্তু গগন প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে এবং গগনৈকত্ব প্রভৃতি নিত্য গুণে থাকে না, অথচ ঐ অনিত্যত্বকে দ্রব্য কিম্বা গুণের ও সাধর্ম্ম্য ব[illegible] হইল। যে ধর্ম্মটী সকল দ্রব্যে কিম্বা সক[illegible] গুণে না থাকে, তাহাকে দ্রব্যের কিম্বা গুণে[illegible] সাধর্ম্ম্য বলা অসঙ্গত। এই প্রকার কার্য্যত্ব[illegible] দ্রব্যবত্ত্ব অনুৎপন্ন গগনাদিতে নাই এবং কার[illegible]ণত্ব ও পরমাণুর পরিমাণে থাকে না, সুতরাং ই[illegible] দিগকেও দ্রব্যগুণের সাধর্ম্ম্য বলা যাইতে পা[illegible] না, এমত আশঙ্কাস্থলে বক্তব্য এই যে, সূত্রে [illegible] অনিত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদে[illegible] অর্থগুলি পরিভাষিত—অর্থাৎ শাস্ত্রকারে[illegible] সাঙ্কেতিক। যথা—অনিত্যত্ব—অনিত্যবৃত্তি জাতিমত্ত্ব। দ্রব্যবত্ত্ব—দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণা[illegible]শ্রিতবৃত্তি জাতিমত্ত্ব। কার্য্যত্ব—উৎপন্ন বৃ[illegible] জাতিমত্ত্ব। কারণত্ব—কারণবৃত্তি জাতিমত্ত্ব[illegible] দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব নামক জাতিত্রয়ে[illegible] প্রত্যেকেই অনিত্যবৃত্তি, কার্য্যবৃত্তি ও দ্রব্য[illegible] সমবায়িকারণাশ্রিত বৃত্তি, হইয়াছে। ঐ দ্রব্য[illegible] সকল দ্রব্যেই আছে ঐ গুণত্ব সকল গুণেই আ[illegible] এবং ঐ কর্ম্মত্ব সকল কর্ম্মেই রহিয়াছে; সুতর[illegible] পরিভাষিত অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্যা[illegible] সাধর্ম্ম্য হইতে অযোগ্য নহে।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যং। ৯

ব্যাখ্যা।—দ্রব্যগুণয়োঃ—দ্রব্য এবং গুণে[illegible] সজাতীয়ারম্ভকত্বং—সজাতীয়ের প্রতি, আ[illegible] ভাবে কিম্বা আশ্রয়ে আশ্রিতভাবে উৎপা[illegible]কত্ব। সাধর্ম্ম্যং—স্ববৃত্তিধর্ম্ম।

অনুবাদ। সজাতীয় কার্য্যান্তরের প্র[illegible] সমবায়িকারণতুটী দ্রব্যের এবং সজাতী[illegible] প্রতি অসমবায়িকারণতুটী গুণের সাধর্ম্ম্য।

দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং । ১০ ॥

অনুবাদ।—একটী দ্রব্য দ্রব্যান্তরকে জন্মায় এবং একটী গুণ অপর একটী গুণের উৎপাদক হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধর্ম্ম্য বলিলে সজাতীয়ের ধর্ম্মকে বুঝায়। মনুষ্যত্ব রূপে সকল মনুষ্য সজাতীয় হইলেও, ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদিরূপে সকলে সজাতীয় নহে। বহু স্থান বৃত্তি ব্যাপক ধর্ম্ম পুরস্কারে অনেককে সধর্ম্মা বলা যায়, কিন্তু অল্পস্থানস্থায়িব্যাপ্য ধর্ম্ম অল্পসংখ্যকেরই সাধর্ম্ম্য প্রতিপাদন করে। সদনিত্যাদি অষ্টম সংখ্যক সূত্রে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এ তিনের সাধর্ম্ম্য দেখাইয়া উপরোক্ত সূত্র দ্বয়ে দ্রব্য এবং গুণ, এই দুয়ের মাত্র সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহারোপযোগী ধর্ম্মটী দেখান হইতেছে; ঐ ধর্ম্মের নাম সজাতীয়ারম্ভকত্ব। কুলালেরা দুই দুই কপাল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের পরস্পর সংযোগে ঘট প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ কপালদ্বয় কিম্বা তদারব্ধ ঘট, উভয়ই দ্রব্য পদার্থ, তন্মধ্যে একটী অবয়ব, অপরটী অবয়বী; একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত, একটী কারণ অপরটী কার্য্য অর্থাৎ কপাল স্বরূপ দ্রব্য পদার্থ সজাতীয় (দ্রব্যান্তর) ঘটের উৎপাদনে সমবায়িকারণ (সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয়রূপে উৎপাদক) হইয়া থাকে। গুণান্তরের উৎপাদনে গুণের আশ্রয়রূপে হেতুতা নাই, কিন্তু অসমবায়ি হেতুত্ব আছে। কপালদ্বয়ের রূপ হইতে ঘটের রূপ জন্মে। কপালের রূপের আশ্রয় কপাল, ঘটাদির কপালে আছে আশ্রিত, এ নিমিত্ত স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে কপালের রূপ ঘটে থাকে, এমত বলা যায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘটীয় রূপের আশ্রয়ে ঘটে কপালীয় রূপ স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া ঘটীয় রূপের জনক হইতেছে। গুণের সজাতীয় (গুণান্তর) জননে এতাদৃশ অসমবায়ি কারণত্বকে সজাতীয়ারম্ভকত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিমিত্ত কারণস্থলে আরম্ভ শব্দ ব্যবহার্য্য নহে। ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ড চক্রাদি নিমিত্ত কারণ হওয়ায়, ঘটে দণ্ডারব্ধ, চক্রারব্ধ, এইরূপ ব্যবহার হয়না। এই প্রসঙ্গে সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ ভেদে কারণত্বকে ত্রিবিধ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে । ১১ ॥

পদব্যাখ্যা। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণ গমনাদি। কর্ম্মসাধ্যং—কর্ম্মজনিত। ন—না। বিদ্যতে—প্রমাণিত হয়।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম পদার্থের একটীও কর্ম্মান্তরারব্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না, সুতরাং কর্ম্ম পদার্থ সজাতীয়ারব্ধ নহে।

তাৎপর্য্য। ঘটাদি সাবয়ব দ্রব্য যেমত তদীয়াবয়বীভূত কপালাদি দ্রব্যান্তরারব্ধ হইতেছে এবং ঘটীয় রূপাদি গুণনিচয় যেমত কপালীয় রূপ প্রভৃতি গুণ হইতে জন্মিতেছে, তদ্রূপ একক্রমে দীর্ঘকাল চলনশীল বস্তুর প্রথমোৎপন্ন চলনক্রিয়া হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, এইরূপে একটী গমন ক্রিয়া হইতে অপর গমনটী উৎপন্ন হইতেছে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে কেবল মাত্র দ্রব্যের ও গুণের সজাতীয়ারম্ভ-

কর্ম্ম সাধর্ম্ম্য বলা অসঙ্গত হয়, এই আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত এই একাদশ সূত্রের উত্থাপনা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মে কর্ম্মান্তরারম্ভকত্বের প্রমাণ নাই, এইটিই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। এই সূত্রে বিদ্‌ধাতু সত্তার্থক নহে—জ্ঞানার্থবাচী। এস্থলে বক্তার অভিসন্ধি এইরূপ—কর্ম্ম পদার্থ সকল ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী। প্রথম ক্ষণে দ্রব্যে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে ঐ দ্রব্যের সহিত পূর্ব্ব সংযুক্ত স্থানের বিভাগ জন্মে, তৃতীয় ক্ষণে ঐ বিভাগ হইতে পূর্ব্ব সংযোগের বিনাশ হয়, চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়াশ্রয়ীভূত ঐ দ্রব্যের সহিত উত্তর দেশের সংযোগ জন্মে; পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ার নাশ হয়। দীর্ঘকাল চলনশীল দ্রব্যে প্রথম ক্রিয়ার বিনাশ ক্ষণে যে দ্বিতীয় চলন-ক্রিয়া জন্মে, তাহার প্রতি প্রথম চলন-ক্রিয়া কারণ নহে, কিন্তু ঐ প্রথম ক্রিয়া প্রযুক্ত দ্রব্যে যে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, ঐ বেগাখ্য সংস্কার প্রভৃতিই দ্বিতীয় ক্রিয়ার কারণ, নতুবা যদি প্রথম ক্রিয়াই দ্বিতীয় ক্রিয়ার উৎপাদনে সমর্থ হইত, তবে ঐ প্রথমক্রিয়া নিজের উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়াকে জন্মাইতে পারিত; কেমনা সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণ বিলম্বে সামর্থ্য কল্পনা করা কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণান্তরের সহায়তাবশতঃ চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়ান্তর জননে প্রথমক্রিয়ার সামর্থ্য কল্পনাও অন্যায্য, কারণ তাহা হইলে সেই কারণান্তর হইতেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে; সুতরাং প্রথম ক্রিয়ার কারণতা স্বীকারে কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বলা যায় যে—দীর্ঘকাল [illegible] পদার্থে ক্রিয়া উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে দ্বিতীয় চলন ক্রিয়া হয়, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় চলন ক্রিয়া জন্মে, এই প্রকার কর্ম্মধারা স্বীকারে দোষ কি? তবে উত্তরবাদীও এস্থলে অবশ্য বলিবেন যে, তাহাহইলে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন কর্ম্ম হইতে কোনওরূপ বিভাগ জন্মে না, যেহেতু পূর্ব্ব দেশের সহিত বিভাগ ত প্রথমোৎপন্ন ক্রিয়া হইতেই জন্মে; চতুর্থ ক্ষণ ব্যতীত উত্তরদেশ-সংযোগ জন্মে না; সুতরাং মধ্যে বিভাগান্তরের সম্ভাবনা নাই। এইরূপে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন দ্বিতীয় ক্রিয়া যদি কোন বিভাগই না জন্মাইল, তবে তাহার কর্ম্মত্বেরই অনুপপত্তি হয়, কেন না সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণই কর্ম্ম পদার্থ। ইহা ১৭সূত্রে কর্ম্মলক্ষণাবসরে ব্যক্ত হইবে। যাহাতে বিভাগজনকত্ব নাই, তাহাতে কর্ম্মত্বও নাই, সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণে কর্ম্মের উৎপত্তিই অলীক হইতেছে। এতাবতা কর্ম্মে সজাতীয়ারম্ভকত্ব নাই বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বৎসবিবৃদ্ধি নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা-
প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃ-
ত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭

পদচ্ছেদঃ। বৎস বিবৃদ্ধি নিমিত্তং। ক্ষীরস্য। যথা। প্রবৃত্তিঃ। অজ্ঞস্য। পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্তং। তথা। প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।

ব্যাখ্যা। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং—বৎসের (বাছুরের) বৃদ্ধির জন্য। ক্ষীরস্য—ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধের। যথা—যেমন। প্রবৃত্তিঃ—প্রবর্ত্তনাব্যাপার। অজ্ঞস্য—অজ্ঞের অর্থাৎ অচেতনের। পুরুষবিমোক্ষনিমিত্ত—পুরুষের মুক্তির জন্য। তথা—সেইরূপ। প্রবৃত্তিঃ-প্রবর্ত্তন। প্রধানস্য—প্রধানের। (সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির প্রধান সংজ্ঞাটী পারিভাষিকী, যোগার্থ নহে)

বঙ্গার্থঃ। বৎসের বৃদ্ধির জন্য যেমন অচেতন দুগ্ধও প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অচেতনা প্রকৃতি পুরুষের মুক্তির জন্য প্রবর্ত্তিত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি হইতেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, পরমেশ্বর এই সকল জাগতিক কার্য্যের কোনওটীর কারণ হইতে পারেন না, কেননা পরমেশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয় নহেন। সেশ্বরবাদীরা ঈশ্বর-সমর্থনের অনুকূলে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহার কোনওটী কপিলের তীব্র প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না। সম্প্রতি আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি বিশ্বসংসার প্রসব করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি অচেতনা, চৈতন্যব্যতিরেকে জড়পদার্থের কোনও কার্য্যকারিতা সম্ভবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি স্বয়ংই জড়া। জগৎকার্য্য নিষ্পাদন করিতে হইলে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চেতন চাই। জীবিত মনুষ্য, জীবিত গবাদি প্রাণিগণ কার্য্য সম্পাদন করে, মরিয়া গেলে কেহই কিছু করিতে পারে না। সেই জড় শরীর বিদ্যমান রহিল বটে, কিন্তু জড়ের ... চৈতন্য আর জড়শরীরে অধিষ্ঠিত নাই, কাজেই চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠাতাকে হারাইয়া জড়দেহ অসাড় হইল, সমস্ত কার্য্য বিলুপ্ত হইল। এ দৃষ্টান্তে এক মহাসত্য আবিষ্কৃত হয় "জড়কার্য্যে অধিষ্ঠাতা চেতন চাই।" পুরুষগণ অর্থাৎ জীবসমূহ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেনা। কেননা তাহারা কেহই প্রকৃতির স্বরূপ অবগত নহে। যে যাহার স্বরূপ জানেনা, সে তাহার অধিষ্ঠাতা হওয়া অসম্ভব। রথের অধিষ্ঠাতা সারথি রথের যথাযথ সমস্তই অবগত আছে, এইজন্য তাহার অধিষ্ঠানে রথ চলে। যে রথের স্বরূপ জানে না সেইরূপ একজন চেতনমনুষ্য দ্বারাও রথচালনা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারেনা; ইহাতে মনে হয়, অধিষ্ঠাতা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। জীবগণ প্রকৃতিদেবীর অঞ্চল ধরিয়াই আছেন, তাঁহার একাংশ মাত্রই তাহারা অবগত; সুতরাং তাহাদের দ্বারা প্রকৃতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রকৃতি বিশ্বপ্রসূতি হইলেও পরমেশ্বর উপেক্ষার বিষয় নহেন। এই আশঙ্কা যোগবাদীর (পতঞ্জলিমতের।) এই কারিকার রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য যোগবাদীর প্রদর্শিত আশঙ্কার প্রত্যুত্তর দেওয়া মাত্র। উত্তরে বলা হইতেছে, কোনও একটী উদ্দেশ্যলক্ষ্য করিয়া অচেতন প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে স্বরূপাভিজ্ঞ অধিষ্ঠাতার আবশ্যক হয় না। চেতন মাত্র হইলেই হইল। পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনার্থেই প্রকৃতি প্রবৃত্তা, তাহার প্রযোজক একমাত্র পরার্থতা। পরার্থই প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের মূল রহস্য। দুগ্ধ অচেতন পদার্থ, বৎসের বৃদ্ধিরূপ পরার্থতাবশেই

দুগ্ধ আপনি প্রবৃত্ত হয়; প্রকৃতিও পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রবৃত্ত হয়। যদি বলা যায়, দুগ্ধও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত বলিয়া প্রবৃত্ত হয়, অতএব দৃষ্টান্তাসিদ্ধি নিবন্ধন অনুমান ব্যর্থ হইল। তখন প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারিবে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব একেবারে অসম্ভব এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বীকার করিলে, ঈশ্বরবাদিগণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই স্বীকার করেন; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের প্রকৃতি পরিচালনা নিরর্থক। জ্ঞানীলোকের কার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ দুই প্রকার। স্বার্থ এবং করুণা। যদি পরমেশ্বর করুণাপ্রযুক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানে জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে সে করুণা কাহার প্রতি? প্রকৃতি-অধিষ্ঠানের পরে সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহার দুঃখে পরমেশ্বরের হৃদয় গলিয়াছিল? করুণার পাত্র চাই। যখন জীব-জগতের মনুষ্যাদি তৃণ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই, তখন কাহার উপর করুণা? সৃষ্টি করিলে পর দুঃখিত জীবগণের প্রতি করুণাবান্ হইয়া পরমেশ্বর দুঃখ নিবারণের উপায় করিতে পারেন বটে, কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বরের দুঃখময় জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া পরে দুঃখ বিনাশের উপায় চিন্তা করা অপেক্ষা সুখী করিয়াই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করা উচিত ছিল। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই সামান্য বিবেচনাটুকুও ছিল না, একথা বড়ই বিস্ময় উৎপাদন করে। আর যদি বলা যায়, বিশ্বসৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বার্থ আছে। তিনি করুণা বশতঃ করেন নাই; স্বার্থবশেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা হইলেও আশা পুরিল না। পরমেশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি করিতে চাহেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপূর্ণ। যিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের আকর, তিনি আবার কোন্ স্বার্থ সাধনের জন্য জগৎ রচনা করিবেন? যাহার কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার কোনওপ্রকার অভাব আছে, ইহা নিশ্চয়। যাহা নাই, তাহাই চাই, ইহা হইল জগতের সাধারণ রীতি। আশা পুরিয়াগেলে আর কেহ কিছু চায় না। যদি জগৎ সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কোনও আশা না থাকিত, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন কেন? অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, স্বার্থ এবং করুণা, কোনওটীই ঈশ্বরের প্রবৃত্তির কারণ হইল না। ইহা ব্যতীত প্রেক্ষাবান্‌দিগের প্রবৃত্তির অন্যবিধ কারণও নাই। অতএব ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভব নহে। সুতরাং ঈশ্বরানুমানও নিরর্থক। অচেতনের প্রবৃত্তিতে স্বার্থও চাই না, করুণারও আবশ্যক নাই। কেবল পরার্থতা মাত্র প্রয়োজক স্বীকার করিলেই সকল উৎপাত নিরস্ত হয়। এখানে আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণমহোদয় সংক্ষেপে ঈশ্বরাস্বীকার করিতে অনুমতি জানাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনেও স্থানে স্থানে ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেকানেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে তাহা আলোচনা করা প্রসঙ্গানুগত হইলেও অনাবশ্যকীয়। কেন না নিরীশ্বরবাদের এত আড়ম্বরযুক্ত বিচার সম্পূর্ণ বৃথা। কপিলাচার্য্য নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু লিখিবার রীতি দেখিলে বোধহয় উহা "অভ্যুপগম বাদ" মাত্র। কেহ কেহ ইহাকে "প্রৌঢ়িবাদ" "দুর্জ্জনতোষ ন্যায়" বলিয়া থাকেন। দার্শনিক ক্ষেত্রে অনেক

সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্বমতের পরিপোষক নহে, আপাততঃ স্বমতের উপকারক বলিয়া বোধ হয়, সেই গুলিই স্বীকার করা হয়, তদ্বিরুদ্ধ মতের প্রতিকূল যুক্তির উল্লেখও করা হয়। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, ঐ সকল মত গ্রন্থকারের নিজস্ব নহে। কেননা ঐ সকল পক্ষ আশ্রয় ব্যতিরেকেও তাঁহারা স্বমত স্থাপন করিতে পারেন। পাতঞ্জলমত অবলম্বন করিলেও প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্বে বাধা পড়ে না; অথচ সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিতে হয় না। নিরীশ্বরবাদ সর্ব্বত্র নিন্দিত। ভগবানের অবতার কপিল মহোদয় যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা বিশ্বাস হয় না। গীতাশাস্ত্রের ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" আবার সাংখ্য প্রবচনে কপিল বলিতেছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, এখানে ঈশ্বর-নিরাস কপিলের উদ্দেশ্য নহে; কেননা তাহা হইলে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করাই সঙ্গত ছিল। কপিল প্রৌঢ়িবাদ আশ্রয়ে ঈশ্বরাস্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যতীত অপর সকল অংশ গ্রন্থকারের মতবহির্ভূতও হইতে পারে। মুখ্য বিষয় লইয়াই প্রামাণ্য। সেই বিষয়টীই গ্রন্থকারের নিজস্ব, তদ্ব্যতীত অংশ সকল গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হইলেও গ্রন্থের প্রামাণ্যহানি হয় না। যাহা হউক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তদপেক্ষা এ যুক্তি অনেকাংশে দুর্ব্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরীশ্বরবাদের যে সকল দৃঢ় যুক্তি আছে, তাহাও কপিল [illegible] নাই। প্রকৃতি-পুরুষ প্রতিপাদনই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গে তিনি এরূপ অনেক মত উপেক্ষা করিয়াছেন, যাহা আপাততঃ সাংখ্য মতের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহার পরিপন্থী নহে। প্রত্যক্ষের লক্ষণটী টিকেনা দেখিয়া অগত্যা ঈশ্বর অস্বীকার করাই কপিলের গ্রন্থে দেখা যায়; তাহাতে যথার্থতঃ ঈশ্বর অস্বীকার করা হয় নাই।

ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু
প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে
তদ্বদব্যক্তম্ ॥ ৫৮

পদপাঠঃ। ঔৎসুক্য—নিবৃত্ত্যর্থং। যথা। ক্রিয়াসু। প্রবর্ত্ততে। লোকঃ। পুরুষস্য। বিমোক্ষার্থং। প্রবর্ত্ততে। তদ্বৎ। অব্যক্তম্।

ব্যাখ্যা। ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং—আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য। যথা—যেরূপ। ক্রিয়াসু—কার্য্যে। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয়। লোকঃ—মনুষ্যসমাজ। (তাৎপর্য্যতঃ প্রাণিমাত্র) পুরুষস্য—পুরুষের (জীবের আত্মার।) বিমোক্ষার্থং—মোক্ষ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ বিগমের জন্য। প্রবর্ত্ততে—ব্যাপারিত হয়। তদ্বৎ—সেইরূপ। অব্যক্তং—প্রকৃতি বা প্রধান।

বঙ্গার্থঃ। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য যেমন লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত (আপনা হইতেই) প্রবৃত্ত হয়। (পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে সেই পুরুষের নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়।)

বিশদব্যাখ্যা। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যে উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই

তাহার প্রয়োজক। মনুষ্য আদি জীবগণ নিজের ঔৎসুক্য নিবৃত্তি করিবার জন্যই কার্য্যে মনোযোগ করে। প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে ঔৎসুক্য আছে, তজ্জন্যই সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির অনিবার্য্য প্রবৃত্তি। দরকার থাকিলেই তদ্বশে প্রবৃত্তি হয়, এই লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে খাটে, এই কথা বলাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ। ৫৯

পদপাঠঃ। রঙ্গস্য। দর্শয়িত্বা। নিবর্ত্ততে। নর্ত্তকী। যথা। নৃত্যাৎ। পুরুষস্য। তথা। আত্মানং। প্রকাশ্য। বিনিবর্ত্ততে। প্রকৃতিঃ

ব্যাখ্যা। রঙ্গস্য—রঙ্গমঞ্চের। (সমীপে ইত্যধ্যাহার্য্যং) দর্শয়িত্বা—দেখাইয়া। নিবর্ত্ততে—বিরতা হয়। নর্ত্তকী—নৃত্যকারিণী নটী। যথা—যেরূপ। নৃত্যাৎ—নৃত্য (নাচ) হইতে। পুরুষস্য—পুরুষের (অত্রাপি সমীপে ইত্যস্য অধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ।) তথা—সেই প্রকার। আত্মানং—নিজেকে। (তাৎপর্য্যাধীন নিজের সমস্ত কার্য্যাদি।) প্রকাশ্য—প্রকাশিত, করিয়া। বিনিবর্ত্ততে—নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতিঃ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান জড়তত্ত্ব।

বঙ্গার্থঃ। যেমন রঙ্গস্থানস্থ সভ্য অথবা দর্শক মণ্ডলীকে নিজের নৃত্যাদি দেখাইয়া পরে নর্ত্তকী নৃত্য হইতে বিরতা হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষের সমীপে নিজের সমস্ত কার্য্যাদি ভালরূপে দেখাইয়া পরে নিবৃত্ত হয়। (প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হইলেই প্রকৃতির সৃষ্টি (তৎপুরুষের প্রতি) নিবৃত্ত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির কথা বলিলে একটা আশঙ্কা সহজতই আসিয়া উপস্থিত হইল। যে কারণ বলা গেল, তাহা অনুসারে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হউক, কিন্তু নিবৃত্তি হইবার একটা উপায় থাকা চাই। যাহারা চেতন, তাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইতে জানে, অচেতনা প্রকৃতি চিরদিনই প্রবৃত্তা হইতে পারে, কেননা তাহার বিবেচনা করিবার সামর্থ্য নাই। প্রকৃতির নিবৃত্তি না হইলে সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্ত সৃষ্টি বন্ধনে পুরুষ ক্রমশঃ আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। মুক্তি ক্রমশঃই সম্ভাবনা অতিক্রম করিল। এ সকল অনুপপত্তি নিরাস করিতেই এই কারিকার রচনা। যেরূপ উদ্দেশ্যে যে কেহ প্রবৃত্ত হয়, সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে আপনা হইতেই নিবৃত্তি উপস্থিত হয়। নর্ত্তকীর কার্য্য সভাস্থ দর্শক মণ্ডলীর পরিতৃপ্তি সাধন, যখন তাহা নিষ্পন্ন হইল, তখন নৃত্য হইতে আপনা আপনিই নিবৃত্তি হইল। প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষের মোক্ষ, যখন যে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির আত্মপ্রদর্শন সমাপ্ত হয়, প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিয়া পারিয়া বিরক্ত পুরুষ তাহা হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। তখন প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি-সঙ্গ পরিত্যাগজনিত ত্রিবিধদুঃখবিনাশ উপস্থিত দেখিয়া স্বতঃই ঐ পুরুষের প্রতি আর সৃষ্টি করেন না। আবশ্যক বশেই প্রবৃত্তি। দরকার ফুরাইলে প্রবৃত্তিরও নিবৃত্তি উপস্থিত হয়।

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥ ৬০

পদপাঠঃ। নানাবিধৈঃ। উপায়ৈঃ। উপকারিণী। অনুপকারিণঃ। পুংসঃ। গুণবতী। অগুণস্য। সতঃ। তস্য। অর্থং। অপার্থকং। চরতি।

ব্যাখ্যা। নানাবিধৈঃ—নানাপ্রকারের। উপায়ৈঃ—উপায়ের দ্বারা। উপকারিণী—উপকার করিতে প্রবৃত্তা। অনুপকারিণঃ—উপকার করিতেছে না, তাহার। পুংসঃ—পুরুষের। গুণবতী—সত্ত্বাদিগুণসম্পন্না (ত্রিগুণময়ী)। অগুণস্য—যাহার গুণ নাই, তাহার। সতঃ—নিত্যের। তস্য—তাহার। অর্থং—জন্য। অপার্থকং—বৃথা, অর্থাৎ নিজের লাভ না থাকিলেও। চরতি—আচরণ করে। (পুরুষের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কার্য্য সম্পাদন করাই প্রকৃতির অনর্থক আচরণ।)

বঙ্গার্থঃ। গুণবতী প্রকৃতি উপকার-প্রবৃত্তা কিঙ্করীর ন্যায় নানাবিধ উপায়ে অনুপকারী নির্গুণ পুরুষের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কার্য্য করে।

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষার্থ সম্পাদনেই প্রকৃতির প্রবৃত্তি, একথা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, নর্ত্তকী সভ্যগণের সন্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া যেরূপ স্বার্থ লাভ করে, প্রকৃতি যেমন নানারূপ পরিচর্য্যা করিয়া পুরুষ হইতে উপকার প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ হইতে কোনরূপ উপকার পায় কি না? যদি উপকার না থাকে, তবে নর্ত্তকী-দৃষ্টান্তে নিবৃত্তিও হওয়া অনুচিত। স্বার্থ-সিদ্ধি বশেই নর্ত্তকীর প্রবৃত্তি, কেবল সভাস্থ পুরুষগণকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য নহে। অতএব প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে কোননা কোনপ্রকার স্বার্থ আছে, সন্দেহ নাই। প্রশ্নানুসারে এই নবশঙ্কা উদিত হইলে, প্রত্যুত্তর দিবার জন্য এই কারিকার অবতারণা। সর্ব্বত্রই যে স্বার্থসিদ্ধি একটা স্বতন্ত্র চাই, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। সভ্য পুরুষদিগকে সন্তুষ্ট করাই স্বার্থ হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রবৃত্ত হইতেও পারে। আবার নিজের কোনও জাতীয় উপকার না থাকিলেও অপরের উপকার প্রত্যাশায় নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করা জগতে অসম্ভব নয়। পুরুষ প্রকৃতি-সঙ্গ জনিত দুইটী ফল প্রাপ্ত হন। অনুরক্ত হইলে ভোগ, বিরক্ত হইলে মোক্ষ। গুণবান্ ব্যক্তি গুণহীনের জন্য নানা উপায়ে উপকার-চেষ্টা করিতে পারে, তাহাতে স্বার্থের সংস্রব না থাকাই দরকার। প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনই আবশ্যক। পুরুষ হইতে ফলপ্রাপ্তির আশা নাই। উৎকৃষ্ট কিঙ্করীর লক্ষণ প্রকৃতিতে বিদ্যমান। প্রভুর কার্য্য করিতে হইবে, তজ্জন্য কিছুই প্রার্থনা নাই, এরূপ প্রবৃত্তির ইহাই মূলমন্ত্র। পরের উপকার স্বার্থ হইলেও স্বার্থ নয়, কেননা তাহার ফল পরগত। এজন্যই প্রকৃতির আচরণকে অপার্থক অর্থাৎ স্বার্থবিহীনা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ পরার্থে কার্য্য করা নিঃস্বার্থ বটে।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদ...
...স্তীতি মে মতির্ভবতি...

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি
পুরুষস্য। ৬১

পদপাঠঃ। প্রকৃতেঃ। সুকুমারতরং। ন। কিঞ্চিৎ। অস্তি। ইতি। মে। মতিঃ। ভবতি। যা। দৃষ্টা। অস্মি। ইতি। পুনঃ। ন। দর্শনং। উপৈতি। পুরুষস্য।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির চেয়ে। সুকুমারতরং—অতিশয় কোমল স্বভাব। ন—না। কিঞ্চিৎ—কিছু। অস্তি—আছে। ইতি—এইপ্রকার। মে—আমার। মতিঃ—মনে। ভবতি—হয়। যা...সে (প্রকৃতি।) দৃষ্টা—অপর কর্ত্তৃক দৃষ্টা। অস্মি—হইয়াছি। ইতি—এই প্রকার মনে করিয়া। পুনঃ—আবার। ন...না। দর্শনং...দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া। উপৈতি...প্রাপ্ত হয়। পুরুষস্য—পুরুষের। (একবার পুরুষ কর্ত্তৃক ভাল-রূপে দৃষ্টা হইলে পুনর্ব্বার দৃষ্টিতে উপস্থিত হয় না, এইটুকু প্রকৃতির বিশেষত্ব!)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি অপেক্ষা অপর কোনও সুকুমার কিছুই নাই, এইরূপ মনে হয়। কেন না, প্রকৃতি একবার পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টা হইয়া "আমাকে দেখিয়াছে" এইরূপ মনে করিয়া আবার পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হয় না।

বিশদব্যাখ্যা। নর্ত্তকী-দৃষ্টান্তে প্রকৃতির নিবৃত্তি বলা হইয়াছে; এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, একবার নৃত্য হইতে বিরতা হইয়াও নর্ত্তকী পুনর্ব্বার নৃত্যে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে; প্রকৃতিরও যদি তাহাই হয়, তবে ত মোক্ষের আশা রহিল না। এই কারিকায় এই চিন্তারই উত্তর দেওয়া হইতেছে। যদিও প্রকৃতি নর্ত্তকী, তথাপি প্রকৃতির স্বভাব কুল-[illegible] কোনও কুলকামিনী অনবধান বশতঃ অসংযত বস্ত্রাদি সত্ত্বে পর-পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে সে যেমন দ্বিতীয়বার পুরুষ-সমক্ষে উপস্থিত হইতে চায় না, প্রত্যুত দূরে থাকিতেই ভাল বাসে, তদ্রূপ প্রকৃতিও নিজের স্বরূপ পুরুষের নিকট বিবৃত করিয়া পুনর্ব্বার সে পুরুষের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। কাজেই পুনঃ পুনঃ সংসার-নৃত্য উপস্থিত হয় না। মুক্তির পথও অকণ্টক থাকিয়া যায়। প্রকৃতির এই পেশল স্বভাবেই প্রকৃতির সহিত কুলাঙ্গনার তুলনা।

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি
সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানা-
শ্রয়া প্রকৃতিঃ।

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। ন। বধ্যতে। অদ্ধা। ন। মুচ্যতে। ন। অপি। সংসরতি। কশ্চিৎ। সংসরতি। বধ্যতে। মুচ্যতে। চ। নানাশ্রয়া। প্রকৃতিঃ।

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—সেইজন্য। ন—না। বধ্যতে—বদ্ধ হয়। অদ্ধা—সাক্ষাৎ। ন—না। মুচ্যতে—মুক্ত হয়। ন—না। অপি—ও। সংসরতি—সংসরণ লাভ করে। বধ্যতে—বদ্ধ হয়। মুচ্যতে—মুক্ত হয়। চ—ই। নানাশ্রয়া—নানাবিধ আশ্রয়া হইয়া। প্রকৃতিঃ—প্রধান বা অব্যক্ত।

বঙ্গার্থঃ। যেহেতু প্রকৃতি নানাশ্রয়া হইয়া বদ্ধ হয়, মুক্তিপথ ও সংসরণ-লাভ কর[illegible] সেইজন্য পুরুষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে বদ্ধ হন না, [illegible] মুক্তি লাভ [illegible] করেন না, [illegible]

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষ অগুণ অপরিণামী হইলে তাঁহার বন্ধইবা কি? মোক্ষইবা কি? পুরুষের মোক্ষ বলিলে কি বুঝিব? মুচ্ ধাতু হইতে মোক্ষ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুচ্ ধাতুর অর্থ বন্ধ-বিশ্লেষণ। পুরুষের যদি প্রকৃত পক্ষে বন্ধ না থাকে, তবে মোক্ষইবা কি? আবার বন্ধ থাকিলে, অপরিণামী কেমন করিয়া? বন্ধ গুণ-সঙ্গের পরিণাম বিশেষ। এ তর্কের প্রত্যুত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ-মোক্ষাদি নাই। উহা উপচারিক—অর্থাৎ কল্পিত মাত্র। যুদ্ধে যদি সৈন্যেরা পরাজিত হয় অথবা জয় লাভ করে, তাহাদের সেই জয়পরাজয় রাজার উপর গিয়া পড়ে। তদ্রূপ প্রকৃতির বন্ধ-মোক্ষাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষের বলিয়াই বলা হয়। বাস্তবিক তাঁহার বন্ধাদি হইতেই পারে না।

রূপৈঃসপ্তভিরেবতু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ। ৬৩

ব্যাখ্যা। রূপৈঃ—ধর্ম্মাদি ভাবের (দ্বারা) সপ্তভিঃ—সাতটীর দ্বারা। (এব—নিশ্চয়ার্থে।) তু—কিন্তু; বধ্নাতি—বন্ধকরে। আত্মানং—আপনাকে। আত্মনা—(নিজেথেকে) প্রকৃতিঃ—প্রধান। সা—সেই প্রকৃতি। এব—ই। চ—আবার। পুরুষার্থং প্রতি—ভোগ এবং [illegible] প্রতি। বিমোচয়তি—বিমুক্ত করে। একরূপেণ—একটী ভাব(জ্ঞান) দ্বারা।

[illegible] প্রকৃতি আপনা হইতে আপনাকে [illegible] রূপ দ্বারা বন্ধ করে, আবার একমাত্র জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে আপনাকে মুক্ত করে। (প্রকৃতির বন্ধ-মোক্ষ পারমার্থিক।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতিগত বন্ধ-সংসার-মোক্ষ ইত্যাদি পুরুষে উপচরিত অথবা আরোপিত হয়, কিন্তু প্রকৃতি কি উপায়ে বন্ধমোক্ষ অথবা সংসার প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বলা আবশ্যক। এশ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম,অজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, এইগুলিই শ্লোকোক্ত সাতটী রূপ। এইগুলির দ্বারাই বন্ধ হয়। আবার একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ নামক পরমপুরুষার্থ সম্পন্ন হয়। জ্ঞানোদয় হইলে পুরুষার্থের শেষ প্রকৃতির কর্ত্তব্য সমাপনান্তে অবসর।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মিনমে নাহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং। ৬৪

ব্যাখ্যা। এবং—এইপ্রকারের। তত্ত্বাভ্যাসাৎ—তত্ত্ব অভ্যাস হইতে। ন—না। অস্মি—ক্রিয়াযুক্ত আছি। ন—নাই। মে—আমার অর্থাৎ মন্নিষ্ঠ স্বামিত্ব। ন—নহি। অহং—(কর্ত্তৃত্ববান্) আমি। ইতি—এইরূপ। অপরিশেষং—যেজ্ঞানে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবিপর্য্যয়াৎ—বিপর্য্যয়ের অভাব বশতঃ। বিশুদ্ধং—দোষস্পর্শশূন্য। কেবলং—বিপর্য্যয়াদি পরিহীন। উৎপদ্যতে—আবির্ভূত হয়। জ্ঞানং—তত্ত্বজ্ঞান [illegible]

বঙ্গার্থ। এইরূপে তত্ত্ব বিষয়ক [illegible] বশতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে, [illegible]

ব্যর না থাকায় আমার ক্রিয়া নাই। "আমার কর্তৃত্ব নাই" "আমার স্বামিত্ব নাই" এই প্রকার বিশুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়। (এই জ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশহেতু।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতিগত বন্ধ-মোক্ষাদি পুরুষে উপচরিত, পুরুষ নির্লিপ্ত, এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে হয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, তত্ত্ববিষয়ক অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বিশুদ্ধ, কারণ তাহাতে কর্তৃত্ব স্বামিত্ব এবং সক্রিয়ত্ব আত্মায় স্থান পায় না। কর্তৃত্বাদির অপগম হইলে, আত্মার নিত্যবিশুদ্ধতা উপস্থিত হইলে, ত্রিতাপ আরোপ বন্ধ হয়, তাহাকেই মুক্তি বলা যায়। এই জ্ঞান অপরিশেষ, অর্থাৎ নিখিল জ্ঞেয় বস্তু এই সার্ব্বভৌম জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়। এই তত্ত্ব জ্ঞানোদয় তত্ত্বাবগমের ফল।

তেন নিবৃত্ত প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাং।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ। ৬৫

ব্যাখ্যা। তেন—সেইহেতুক। নিবৃত্ত প্রসবাং—যাহার প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে সেই প্রকৃতিকে। অর্থবশাৎ—বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যবশতঃ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাং—ধর্ম্মাদি (জ্ঞান ব্যতীত) অবশিষ্ট সপ্তভাব নিবৃত্তি হইয়াছে যাহার, তাহাকে। প্রকৃতিং—প্রকৃতিকে। পশ্যতি—দেখে। পুরুষঃ—আত্মা। প্রেক্ষকবৎ—সাক্ষীস্বরূপ। অবস্থিতঃ—স্বরূপে অবস্থিত। স্বচ্ছঃ—নির্ম্মল।

বঙ্গার্থ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে, প্রকৃতি আর [illegible] (ভোক্তা পুরুষের প্রতি) [illegible]

হয়; কারণ বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যই ঐরূপ। তখন সাক্ষীপুরুষ নির্ম্মল ভাবে স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিকে দর্শন করেন।

বিশদব্যাখ্যা। ভোগ এবং মোক্ষ প্রকৃতির কার্য্য, উহা হইলেই অধিকার সমাপ্ত হইল। অতএব প্রসব করাও নিবৃত্ত হইল। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব (ভ্রমজ্ঞান) বশতঃই ধর্ম্মাদি সপ্তভাব বিদ্যমান থাকে। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়া ভ্রমজ্ঞান দূর হইলে সপ্তভাবও নিবৃত্ত হইবে। কারণ বিনাশ হইলে কার্য্যও সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। স্বচ্ছ বা নির্ম্মল বলিলে রজস্তমোবৃত্তি-কলুষিতা বুদ্ধির সংশ্রবশূন্য বুঝিতেহইবে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সম্পর্ক চাই, নচেৎ প্রকৃতি দর্শন ঘটে না।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতিসংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য। ৬৬

ব্যাখ্যা। দৃষ্টা—অবলোকিতা। ময়া—আমাকর্তৃক। ইতি—এই জন্য। উপেক্ষকঃ—অবহেলাকারী। এক—একজন। (পুরুষ) দৃষ্টা—(পূর্ব্ববৎ) অহং—আমি। ইতি—এই রূপে। উপরমতি—বিরত হয়। অন্যা—অপর। (প্রকৃতি।) সতিসংযোগেহপি—সংযোগ থাকিলেও। তয়োঃ—তাহাদে উভয়ের। (প্রকৃতিপুরুষের।) প্রয়োজন—দরকার। নাস্তি—নাই। সর্গস্য—সৃষ্টির।

বঙ্গার্থ। "আমি দেখিয়াছি" ম[illegible] করিয়া পুরুষ উপেক্ষা করেন, প্রকৃতি "আমাকে দেখিয়াছে" জানিয়া বিরতা [illegible] [illegible] সংযোগ থাকিলেও [illegible]

বর্গ অন্তই সৃষ্টি, সংযোগ সত্বে হয় বলিয়া অনাবশ্যক স্থলে সংযোগ থাকিলে হইবে না)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ জন্য সৃষ্টি হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন আবার বলা হইতেছে, পুরুষের অপবর্গ হইলে প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্য নিবৃত্ত হয়। ইহা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। সংযোগ হইল প্রকৃতির ভোগ্যত্ব—যোগ্যতা, ও পুরুষের ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা। এতদুভয়ের যোগ্যতার নিবৃত্তি নাই, সৃষ্টির নিবৃত্তি হইবার কারণ কি ? এ শঙ্কার প্রত্যুত্তর এই কারিকায় দেওয়া হইল। সংযোগ থাকিলেই সৃষ্টি হইবে এমন নহে, পুরুষার্থ হেতুক সংযোগই সৃষ্টির কারণ। পুরুষার্থ সম্পূর্ণ হইলে শুধু সংযোগে সৃষ্টি হইতে পারে না। পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করিলে আর প্রাকৃতিক কার্য্যে সংসৃষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না। প্রকৃতিও সুকুমারতা বশতঃ একবার দেখাদিলে আর নিকটস্থ হইতে চাহেন না, কাজেই সৃষ্টি হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবশ্যক থাকিলেই প্রবৃত্তি। পুরুষার্থ ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যকও নাই।

সম্যগ্‌ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ। ৬৭

ব্যাখ্যা। সম্যক্‌ জ্ঞানাধিগমাৎ—সম্যক্‌ [illegible] তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে। ধর্ম্মাদীনাং—ধর্ম্মাদি [illegible] অকারণপ্রাপ্তৌ—অকারণত্ব প্রাপ্তি [illegible] [illegible] এই প্রকার অর্থই হয়। তিষ্ঠতি—থাকিবে। সংস্কার বশাৎ—সংস্কার থাকে বলিয়া। (বাচস্পতি মতে সংস্কার শব্দে অবিদ্যা জনিত সংস্কার।) চক্রভ্রমিবৎ—চাকার ভ্রমণের মত। ধৃতশরীর—শরীর ধারণ করিয়া।

বঙ্গার্থঃ। সম্যক্‌ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মাদির বন্ধজন্মাইবার কারণত্ব বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পরিসমাপ্ত্য সংস্কারবশে জ্ঞানী শরীর ধারণকরেনা। যেমন কুলালের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলেও বেগাখ্য সংস্কারবশতঃ কুমারের চাকা আপনাআপনি ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মাদির বন্ধ্যত্ব হইলেও অবিদ্যাসংস্কার বশে শরীর ধারণ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে শরীর কারণ ধর্ম্মাদির ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, তখন দেহ পতনই সম্ভব। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। কেন না জ্ঞান হইলে জীবন থাকা সম্ভব নয়। যদি বল, কর্ম্মভোগের জন্য শরীর ধারণ, তবে অনন্ত কর্ম্ম ভোগে অনন্তকাল কাটিল, তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইল। এতাদৃশ শঙ্কার সমাধানার্থে এই শ্লোক। ধর্ম্মাদির সামর্থ্য লোপ হইলেও শরীর ধারণ প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ হয়। জ্ঞানে প্রারব্ধ ব্যতীত অপর কর্ম্ম বিনষ্ট হয়, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগে অতিবাহিত করিতেছে।

প্রাপ্তে শরীর ভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যান্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি। ৬৮

[illegible]

চরিতার্থত্বাৎ—প্রয়োজন সমাপ্ত হয় বলিয়া। প্রধান বিনিবৃত্তৌ—সেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হইলে। ঐকান্তিকং—অবশ্যম্ভাবী। আত্যন্তিকং—অবিনাশী। উভয়ং—দুইপ্রকার। কৈবল্যং—মুক্তি অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ-বিগম। আপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থঃ। শরীর বিনাশের পর প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলে অবশ্যম্ভাবী অবিনাশী মোক্ষ প্রাপ্ত হন (পুরুষ।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রারব্ধ ভোগের পর শরীর পতন, তৎপরে বিদেহ মুক্তি। এই ক্রম বলা হইতেছে। জ্ঞানের পরেও শরীর থাকিলে কোন্ সময়ে মোক্ষ হইবে? এই প্রারব্ধ ভোগান্তে দেহপাত, পরে চির শান্তি।

পুরুষার্থ জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা
সমাখ্যাতং।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র
ভূতানাম্। ৬৯

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থ জ্ঞানং—পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) প্রতিপাদক সাংখ্য-শাস্ত্র। (লক্ষণয়া।) ইদং—এই। গুহ্যং—গোপনীয় অথবা দুরধিগম্য। পরমর্ষিণা—ঋষিপ্রবর কপিল কর্ত্তৃক। সমাখ্যাতং—বিস্তৃতরূপে কথিত। স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াঃ—স্থিতি, উৎপত্তি, এবং প্রলয়। চিন্ত্যন্তে—অর্থাৎ বিবেচিত হয়। যত্র—যেশাস্ত্রে। ভূতানাং—প্রাণিগণের। (তাৎপর্য্যতঃ বিশ্বভুবনের।)

[illegible] এই মোক্ষ-কারণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক [illegible] মহামুনি কপিল [illegible]

স্থিতি, ভঙ্গ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। সাংখ্য-জ্ঞানের আদি আচর্য্য ভগবানের পঞ্চমাবতার কপিল। অতএব ভগবদ্বাক্য বলিয়া এই শাস্ত্র পরম শ্রদ্ধেয়। স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া লোকে উপেক্ষা করিতে পারে, এই জন্য গ্রন্থকার নিজের দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়াছেন।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়ে-
ঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ
বহুধাকৃতং তন্ত্রং।
শিষ্য পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ
চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্‌বিজ্ঞায়
সিদ্ধান্তিতং। ৭০—৭১

বঙ্গার্থঃ। এই পবিত্র শ্রেষ্ঠ সাংখ্যশাস্ত্র কপিল মুনি আসুরি নামক ঋষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। আসুরি পঞ্চশিখাচার্য্যকে দান করেন। পঞ্চশিখ কর্ত্তৃক অনেকগুলি গ্রন্থও রচিত হয়। শিষ্যপরম্পরায় ঈশ্বর কৃষ্ণ পর্য্যন্ত আসিলে মতিমান্ ঈশ্বর কৃষ্ণ সম্যক্ প্রকারে জানিয়া আর্য্যাছন্দে সংক্ষেপে নিবদ্ধ করেন।

বিশদব্যাখ্যা। মুনি-বাক্যে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ঈশ্বর কৃষ্ণের কথায় প্রামাণ্য কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে, শিষ্য পরম্পরা ক্রমে ঋষি হইতে ঈশ্বর কৃষ্ণ মন্ত্রের অধিকারী হইয়াছেন। এ দুইটী শ্লোক ঈশ্বর কৃষ্ণের রচিত [illegible] [illegible]

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎ-
স্নস্য ষষ্ঠিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা বিরহিতাঃ পরবাদ
বিবর্জ্জিতাশ্চাপি। ৭২

বঙ্গার্থঃ। সপ্ততিতে (৭০ শ্লোক বিশিষ্ট এই কারিকা গ্রন্থে) যে সকল পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে, ষষ্ঠিতন্ত্র নামক সাংখ্য-প্রবচনের প্রতিপাদিত পদার্থও সেইগুলি, তবে সাংখ্য-প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায়ে যে সকল আখ্যায়িকা বলা হইয়াছে এবং পঞ্চ অধ্যায়ে (পরপক্ষ নির্জ্জয়াধ্যায়ে) যে সকল পরমত বলা হইয়াছে, তাহা এ গ্রন্থে বলা হইল না।

বিশদব্যাখ্যা। এই শ্লোক হইতে মূল সাংখ্যদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। সাংখ্য-প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায় ও পঞ্চমাধ্যায়ের পূর্ব্বপক্ষমত এ গ্রন্থে নাই। অপর সাংখ্য-রহস্য সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতা অনেকে অস্বীকার করেন। তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকায় ষষ্ঠ বর্ষের "সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। এখানে বিস্তৃত বলিয়া সে সকল কথার অবতারণা করা গেল না। কারিকা গ্রন্থ প্রামাণ্যযুক্ত, সমাজের আদরেরও বটে। ঈশ্বর কৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ-কারিকা ব্যাখ্যায় আমরা অনেক স্থলেই তত্ত্বকৌমুদী রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্রের মত গ্রহণ করিয়াছি; গৌড়পাদ অথবা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত গ্রহণ করি নাই; তবে স্থানে স্থানে সংক্ষেপে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। কারিকাগ্রন্থের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

সাংখ্যদর্শন সমাপ্ত।

ধন্যাষ্টকম্।

১

তজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং
তজ্জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থং
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থ নিশ্চিতেহাঃ—
শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি।

২

আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহ রাগ
দ্বেষাদি শত্রুগণ মাহৃতযোগরাজ্যাঃ—
জ্ঞাত্বাঽমৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা—
কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ।

৩

ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমধো গতিহেতু ভূতং
আত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তাঃ
ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ॥

৪

ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধ করে পদে দ্বে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ—
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি—
কুর্ব্বন্তি কর্ম্মপরিপাক ফলানি ধন্যাঃ॥

৫

ত্যক্ত্বৈষণাত্রয়মবেক্ষিত মোক্ষমার্গাঃ
ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিত দেহযাত্রাঃ
জ্যোতিঃ পরাৎ পরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি॥

৬

নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু—
ন স্ত্রী পুমান্ ন চ নপুংসকমেকবীজং
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিত মেকচিত্তৈঃ—
ধন্যা বিরেজু রিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ॥

৭

অজ্ঞানপঙ্ক পরিমগ্নমপেতসারং
দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবসক্তং
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যাঃ
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চয়ন্তি।

৮

শান্তৈরনন্যমতিভির্মধুরস্বভাবৈঃ
একত্বনিশ্চিতমনোভিরপেতমোহৈঃ—
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং
তদ্বস্তু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ।

৯

অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জয়েদ্ যঃ
কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তকামো বিরাগী—
বিষমিব বিষয়ান্ যঃ মন্যমানো দুরন্তান্
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি॥

১০

সংপূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতি শিরো বারাণসী মেদিনী—
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং ধন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

ছায়ানুবাদ।

১

শাসিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণেরে—
সেই জ্ঞান, সেই প্রকৃত জ্ঞান।
উপনিষদেরে, যথাবিধিমতে—
[illegible]

ধন্য তারা—পরমার্থে বিনিশ্চল চেষ্টা যাহাদের।
শেষ যারা,—ভ্রমময় সংসারেতে ভ্রমে ভুলে ফের।

২

করিয়া বিষয় জয়, কামআদি রিপুচয়
বীর্য্যবশে পরাজিয়া, যোগরাজ্য সংগ্রহিয়া
জানিয়া মোক্ষের তত্ত্ব, অনুভব করি সত্য,
আত্মবিদ্যাকান্তা ল'য়ে, সুখে পরিতুষ্ট হ'য়ে
ভবনে বিচরে যারা, তারাইত ধন্য।

৩

ত্যজি গৃহ ক্ষেত্র-রতি, যা'হতে চরমগতি
সেই বেদান্তার্থ-রস পানকরি স্বেচ্ছা বশ,
বাসনা বিসর্জ্জি মুক্ত, বিষয়ভোগে বিরক্ত,
সব দিয়া বিসর্জ্জন, বিজনে বিনষ্ট মন,
বিচরে সানন্দ যারা তারাইত ধন্য!

৪

'আমি'ও'আমার' জ্ঞান জীবের বন্ধনিদান
ত্যজিয়া এ দুটি রঙ্গে ভাসিয়া জ্ঞানতরঙ্গে,
মানে আর অপমানে মনে মনে সম জানে,
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট দুয়ে, সমচ'ক্ষে নিরখিয়ে,
নিজ হ'তে কর্ত্তা অন্য জানিয়া, আপনি ধন্য
কর্ম্মপরিপাক মত লভিয়া ফল সতত,—
জগৎকর্ত্তার মত (দাসভাব বা প্রভুত্ব)
সুখমনে করেন পালন।

৫

পুত্রাদি ইষণাত্রয় পরিহরি স্বইচ্ছায়,
মোক্ষমার্গে মিরীক্ষণ করিয়া, (প্রফুল্ল মন)
ভিক্ষান্নে ক্ষুধা [illegible] সমাপিয়া,
পুরয়াম [illegible] পরম[illegible]প্রকার
[illegible]
নিরমনে [illegible] নিকর।

সৎ বাহা নয়, অসত্ ও যা নয়।
নহে সদসৎ, না হ্রস্ব মহৎ,
অণু পরিমাণ— নহে তার মান,
পুরুষ রমণী কিছুই নয়।
নহে নপুংসক, কিন্তু তাহা হায়
বিশাল বিশ্বের বীজ বলে যায়;
অনির্ব্বাচ্য হেন ব্রহ্ম উপাসনা করিয়াছে যারা,
একচিত্ত ধন্যগণ্য বিরাজিছে।
ভবপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ আছে
ধন্য হ'তে স্বতন্ত্র তাহারা।

৭

অজ্ঞান কর্দ্দমে সুনিমগ্ন হায়! সারহীন,
জন্মজরামৃত্যু-সম্মিলিত দুঃখালয় দীন,
অনিত্য সংসার-বন্ধ করি দরশন,
জ্ঞান-অসি আঘাতনে করিয়া ছেদন,
পাশমুক্ত করে বিচরণ, ধন্যই তাহারা।

৮

অনন্তমানস যাঁরা—শান্তিরসে প্লাবিত অন্তর,
অদ্বৈত নিশ্চয়ে মন, অপগত মোহ-তমোবর;
মধুর স্বভাব, যাঁরা ত্যজিয়া বিভব বনবাসী—
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব-
অভিলাষী
রাত্রি দিন বিচারনিরত,
আত্মজ্ঞান-আশে পিপাসিত
ভবধামে ধন্য তাঁরাইত।

জনসমাগম আশীবিষ সম—
যে জন সতত করে পরিহার,
হরিণনয়না ললনা নিরখি
শব সম মনে জ্ঞান হয় যার,
দুরন্ত বিষয়দল বিষের সমান
বিরাগে বিরক্তচিত্ত করে অনুমান
মোক্ষভাবে অধিষ্ঠিত সেই জ্ঞানালয়
"পরহংস" নামধারী, তার হ'ক্ জয়॥

১০

সকল জগৎ হয় নন্দন কানন,
কল্পপাদপের সম সর্ব্ব শাখিগণ
গাঙ্গেয় সলিল জলাশয়ে বারিচয়
সকল ক্রিয়াই পুণ্য কার্য্য পুণ্যময়।
প্রাকৃত সংস্কৃত কিম্বা সমস্ত বচন
বেদান্ত-বাদের সম; নিরখে নয়ন
এই যে মেদিনী পুণ্যতীর্থ বারাণসী,
জগতের বস্তুজাত ব্রহ্ম অবিনাশী,
পূর্ণ হ'লে সাধকের ব্রহ্ম দরশন,
এইমত চিন্তা চিত্তে উপজে তখন।
পরমহংস শঙ্করাচার্য্যবিরচিত
ধন্যাষ্টক সমাপ্ত।
কস্যচিৎ দীনস্য।

ভূ-গোল পরিচয়।

৬ পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

মণ্ডল বর্ণন।

বাদশ রাশি ব্যতীত অপর মণ্ডলগণের কোন উল্লেখ প্রচলিত হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থে
হয় না। [illegible] পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বিবেচনা করেন যে হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ

ভ-চক্র ব্যতীত ভ-গোলের অপর অংশ পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। এই নিন্দাবাদ্ কলঙ্কের কথা বটে। হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদগণের এই কলঙ্ক আচ্ছাদনার্থে মহামতি ব্রেনাও বলেন যে, বেদ-বিহিত ক্রিয়া কলাপের ক্ষণ নির্ণয়ে গ্রহগণের গতি পরীক্ষায় রাশিচক্রে হিন্দু-চিত্ত সতত নিবিষ্ট থাকিত। প্রাচীন চীন জাতির ন্যায় ভ গোলের অপর ভাগের সুশোভন তারকামালার তালিকা প্রকটনে হিন্দু চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি রাশি নক্ষত্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইলে বিনা যান্ত্রিক সাহায্যে হিন্দু গণিত শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ মূলে সুবিশুদ্ধ ফলপ্রদ হইত না। মহামতি ব্রেনাও পূর্ব্বপক্ষের নিন্দাবাদ স্বীকারে উত্তর পক্ষ সমর্থনে অতি বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুমার মণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ব্রহ্মমণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, কাল পুরুষ মণ্ডল আদি কয়েকটী অপর মণ্ডল নাম পুরাণাদিতে পরিলক্ষিত হয়। কোন হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে এই সকল মণ্ডলের নাম গৃহীত হইয়া থাকিবে। তবে হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রায়শঃ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত হিন্দু-জ্যোতিষগ্রন্থাদিতে মণ্ডলগণের নামের অভাব দৃষ্ট হয় বলিয়া পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা সুসঙ্গত নহে।

দ্বাদশ রাশি ব্যতীত উত্তর ভ-গোলার্দ্ধে ২১টী ও দক্ষিণ ভ-গোলার্দ্ধে ১২টী মণ্ডল এই ৩৩টী প্রাচীন মণ্ডল নাম পাশ্চাত্য গ্রন্থে লক্ষিত হয়। ইদানীং দিনেমার-কুল-তিলক টাইকো নব নব মণ্ডল নাম সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেন এবং রো বেয়ার বোড প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ তৎপথাবলম্বী হইয়া ক্রমে ৫৯টী নব মণ্ডল নাম যোগ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ নব মণ্ডল নাম ব্যবহৃত হয় না। মণ্ডল তালিকায় নব মণ্ডলগুলি তিল চিহ্নিত রহিল।

পাশ্চাত্য মণ্ডল তালিকা। (১)

I.	II.	III.	IV.
১। পরশুমণ্ডল।	১। চিত্রক্রমেন*	১। মিথুন।	১। বনমার্জ্জার*
২। ত্রিকোণ মণ্ডল।	২। ব্রহ্মমণ্ডল।	২। কালপুরুষ।	২। কর্কট রাশি।
৩। মেষরাশি।	৩। বৃষরাশি।	৩। শশ মণ্ডল।	৩। শুনকা মণ্ডল।
৪। তিমিমণ্ডল।	৪। ঘটিকা মণ্ডল*	৪। কপোত*	৪। একশৃঙ্গী মণ্ডল*

(১২) ১২ রাশি ২৮ নক্ষত্র এবং ইল্বলা নক্ষত্র এবং শিশুমার মণ্ডল চিত্র-শিখণ্ডি মণ্ডল ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল কাল পুরুষ মণ্ডল মৃগব্যাধ মণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল এবং তারাগণ মধ্যে ধ্রুব তারা প্রজাপতি তারা ব্রহ্মহৃৎ তারা অগ্নি তারা লুব্ধক তারা অগস্ত্য তারা আপতারা অপাংবৎস তারা এই কয়েকটী হিন্দু নামে প্রচলিত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশিষ্ট লেখকের কল্পিত বা অনুবাদিত।

I.	II.	III.	IV.
৫। যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল।*	৫। স্বর্ণাশ্রমমণ্ডল*	৫। মৃগব্যাধ।	৫। কৃকলাশমণ্ডল।*
৬। ষামীমণ্ডল।	৬। আঢ়ক মণ্ডল।*	৬। অর্ণববান।	৬। পতত্রীমীনমণ্ডল*
		৭। চিত্রপটু।*	
		৮। অভ্র।*	
		৯। টেবিল।*	

V.	VI.	VII.	VIII.
১। সিংহশাবকমণ্ডল*।	১। সপ্তর্ষি মণ্ডল।	১। শিশুমার মণ্ডল।	১। স্বরকুলেশমণ্ডল।
২। সিংহরাশি।	২। সারমেয়মণ্ডল*	২। ভূতেশ মণ্ডল।	২। কিরীট মণ্ডল।
৩। হ্রদসর্প মণ্ডল।	৩। কপিমুণ্ডমণ্ডল*	৩। তুলারাশি।	৩। সর্প মণ্ডল।
৪। ষষ্ঠাংশ মণ্ডল।*	৪। কন্যারাশি।	৪। শার্দ্দূল মণ্ডল।	৪। বৃশ্চিকরাশি।
৫। বায়ুযন্ত্র।*	৫। করতল মণ্ডল	৫। মহিষাসুর মণ্ডল।	৫। মানদণ্ড মণ্ডল*
	৬। কাংস্য মণ্ডল।	৬। বৃত্তমণ্ডল।*	৬। দক্ষিণ ত্রিকোণ* মণ্ডল
	৭। ত্রিশঙ্কু মণ্ডল*	৭। ধূম্রাট মণ্ডল।*	
	৮। মক্ষিকা মণ্ডল।*		

IX.	X.	XI.	XII.
১। তক্ষক মণ্ডল।	১। বক মণ্ডল।	১। শেফালি মণ্ডল।	১। কাশ্যপীয় মণ্ডল
২। বীণামণ্ডল।	২। শৃগাল মণ্ডল*	২। গোধা মণ্ডল*	২। ধ্রুবমাতা মণ্ডল।
৩। সর্পধারী মণ্ডল।	৩। বাণ মণ্ডল*	৩। পক্ষীরাজ মণ্ডল।	৩। মীনরাশি।
৪। ধনুরাশি।	৪। গরুড় মণ্ডল।	৪। অশ্বতর মণ্ডল।	৪। ভাস্কর মণ্ডল।*
৫। দক্ষিণকিরীট*	৫। শ্রবিষ্ঠা মণ্ডল।	৫। কুম্ভরাশি।	৫। সম্পাতি মণ্ডল।
৬। দূরবীক্ষণ মণ্ডল*	৬। মকররাশি।	৬। দক্ষিণমীন মণ্ডল।	৬। হ্রদমণ্ডল।
৭। বেদি মণ্ডল।	৭। অনুবীক্ষণমণ্ডল*	৭। সারস মণ্ডল।*	৭। প্রার মণ্ডল।*
	৮। সিন্ধু মণ্ডল।*	৮। চঞ্চভূৎ মণ্ডল।*	
	৯। ময়ূর মণ্ডল।*		
	১০। অষ্টাংশ মণ্ডল।*		

I. ১ম বিথী।

পর্শু মণ্ডল Perseus.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণণ।
১	কুঠারপৃষ্ঠ	Alpha.	Merfek.	২'০	১০৪৩	
২	মায়াবতী	Beta.	Algol.	২'২-৩'৭	৯৯৩	বহুরূপ

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
৩		Gamma.		৩·১	৯৫৭	
৪		Epsilon.		৩·১	১২১৯	বহুরূপ
৫		Zeta.		৩·১	১২০৭	
৬		Delta.	Capout.	৩·২	১২২৯	বহুরূপ
৭	বৈণুকা	Rho.	Meduci.	৩·৭	৯৫১	বহুরূপ
৮		Eta.		৪·০	৮৬১	
৯		Nu.		৪·০	১১৩৯	
১০		Omicron.		৪·০	১১৩৮	
১১		Tau.		৪·০	৮৮৫	
১২		Iota.		৪·১	৯৬২	
১৩		Theta.		৪·৩	৮২৭	
১৪		Upsilon				
১৫		Phi.				
১৬		Psi.				
M.৩৪		M. 34				তারাস্তবক
		ত্রিকোণ মণ্ডল Triangulium.				
১		Beta.		৩·১	৬৫৬	
২		Epsilon.		৩·৬	৫৫৯	
৩		Gamma.				
		পাশ্চাত্য মেষরাশি Arus.				
১	অমল যোগ তারা অশ্বিনী	Alpha.	Hamal.	২·১	৬৪৮	
২	শিরস্ত্রাণ	Beta.	Sheratap.	২·৮	৫৭৭	
৩	যোগ তারা ভরণী			৪·৩	৮৭২	
৪	মুণ্ডরশ্মি	Gamma.	Mesarthim.	৪·৪	৫৭২--৭৩	প্রথম আবিষ্কৃত
৫		Delta.		৪·৫	৯৮৬	যোগ তারা
৬		Mu.				
৭		Epsilon.				

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
৮		Zeta.				
৯		36.				
১০		Tau.				
মন্তব্য	(১) ১।২।৪ তারা = অশ্বিনী নক্ষত্র					
	(২) ৩।৬।৯ তারা = ভরণী নক্ষত্র (Musca.)					
		তিমিমণ্ডল Cetus.				
১	মার	Omicron.	Mira.	২·০--৭·০	৭২০	
২		Beta.	Dephda.	২·১	১৯৬	
৩	মীনকেতন	Alpha.	Mencar.	২·৭	৯৪৯	
৪		Gamma.	Kaffald-hina.	৩·৬	৩৩২	
৫		Eta.	Dheneb.	৩·৬	৩৩২	
৬	তিমিপুচ্ছ	Iota.	Dheneb Koitos.	৩·৬	৬২	
৭		Tau.		৩·৬	৫৩৬	
৮		Theta.		৩·৮	৪২০	
৯		Upsilon		৩·৮	৬১৮	
১০		Zeta.	Bebukoi tos.	৩·৯	৫৬৫	
১১		Delta.		৪·১	৮১১	
১২		Pi.		৪·৩	৮৪৭	
১৩		Xiz.		৪·৫	৭৬০	
		যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল Fornax.				
১		Alpha.		৬·৮	৯৯৭	
২		Beta.				বহুরূপ
৩		Nu.				

(ক্রমশঃ)

যোগী কে ?

(Brahmacharin পত্র হইতে
পদ্যানুবাদিত)

মস্তকে নিবিড় জটা,
সুদীর্ঘ শ্মশ্রুর ঘটা,
ভস্ম-মাখা অঙ্গ-ছটা,
সেও যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ১

অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড,
শুষ্ক-শ্মশ্রুশূন্য তুণ্ড,
গেরুয়া-করোয়া-দণ্ড,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ২

প্রাণায়ামে প্রাণ-অন্ত,
আসন-মুদ্রায় শ্রান্ত,
নয়নে নিমেষ ক্ষান্ত,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৩

বিভূতি দেখায় কত,
ভোজ-ভেল্কী জানে শত,
করে চিত্ত চমৎকৃত,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৪

মঠে রাজপূজা যার,
দানে রাজ-ব্যবহার,
শিষ্য রাজা-জমিদার,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৫

সাধি সদা তীব্র তপ,
দেহ দহি যে মানব
লভে খ্যাতি-স্তুতি-স্তব,
সেও যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৬

কি দারিদ্র্য কি সম্পদ,
নগ্নতা কি পরিচ্ছদ,
যথার্থ যোগিত্ব-পদ
কিছুতে না হয়।
মন-বাক্য-ব্যবহার
শমিত দমিত যার,
যোগ-মার্গে অধিকার,
তাহারি নিশ্চয়। ৭

আমিত্বের প্রসারার্থ
পরার্থে মিলায়ে স্বার্থ,
লভি যেবা পরমার্থ,
প্রেমানন্দভোগী;
সুখেতে যে অচঞ্চল,
দুঃখেতে যে অবিহ্বল,
শুভাশুভে অবিকল,
সেই বটে যোগী। ৮

তিরস্কার পুরস্কার,
নিগ্রহানুগ্রহ আর,
কিছুতে না চিত্ত যার
সুপথ-বিয়োগী,

পরমার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই বটে যোগী। ৯

মিত যার পানাহার,
মিত কার্য্য—নিদ্রা আর;
কায়-মন-বাক্য যার
সুমিত সংযত,
সত্যস্বরূপেতে আর
আত্মসমর্পণ যার,
"যোগী" অভিধান তার
সত্য সুসঙ্গত। ১০

আত্মা সর্ব্বভূতময়,
সর্ব্বভূত আত্মময়,
আমিত্ব-প্রসারে হয়
যাহার প্রেক্ষণ;
ব্যষ্টিগত সর্ব্ব আত্মা
সমষ্টিতে পরমাত্মা,
যে পায় এ ব্রহ্ম-বার্ত্তা,
যোগী সেই জন। ১১

সংসার-সংগ্রামে যার
আগত উপসংহার,
শান্তি-ধাম-সমাচার
প্রাপ্ত যেই জন;
স্বেচ্ছা-সত্তা নাহি যার,
"প্রভোহে! ইচ্ছা তোমার
পূর্ণ হক্" উক্তি যার,
যোগী সেই জন। ১২

শ্রীশঃ——

সাধকের হরি।

সাধকের হরি বিশ্বময়। সাধক তাঁহাকে ইচ্ছাময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়, পরিশেষে সর্ব্বময় বলিয়াই প্রাণে তৃপ্তি পান, অপার আনন্দ রসে নিমজ্জিত হন। সাধকের হরি অনলে, অনিলে, সলিলে, মরুতলে, তরুমূলে, ফুলে, ফলে সর্ব্বত্র। ভক্তিরসের পূর্ণাবতার প্রহ্লাদ বলিলেন, "হরি যে কেবল বৈকুণ্ঠে বাস করেন তাহা নহে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থেই তাঁহার অধিষ্ঠান।" ক্রোধপ্রজ্বলিত হিরণ্যকশিপু কহিলেন, "আরে মূর্খ! তোর হরি যদি সর্ব্ব স্থলেই থাকেন, তবে এই স্ফটিকস্তম্ভেও আছেন।" প্রহ্লাদ বিনয়াবনত বদনে উত্তর করিলেন, "জগতের প্রতি পরমাণুতে যাঁহার চিন্মূর্ত্তি বিরাজিত, সেই হরি এখানে আছেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?" প্রহ্লাদের দৃঢ় বিশ্বাস হরি জগন্ময়। বস্তুতঃ ও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু পরিশেষে প্রহ্লাদকে "কুলভূষণ" বলিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু যে একজন ভক্তি ভাবের সাধক নহেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তিনি শত্রুভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির উচ্চতম আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের হরি প্রাপ্তি শাস্ত্রের অবিসম্বাদীমত। কি কি ভাবে হরি প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা আমরা শাস্ত্র পাঠে অবগত হইতে পারি। "গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎকংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।" নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, গোপীগণ কামভাবে ভগবানকে ভজনা করিয়া তৎপদ

প্রাপ্ত হইয়াছে। কংস ভয়ে ভজনা এবং অচ্যুতদ্বেষিনৃপতিবৃন্দ শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষভাবে চিন্তা করিয়া ভগবচ্চরণে স্থানলাভ করিয়াছে। বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভগবৎ কৃষ্ণকে আত্মীয় (ভ্রাতৃ পুত্রাদিরূপে) রূপে গ্রহণ করিয়া চরমে তদ্‌গতি লাভ করিয়াছে। তোমরা ভগবানকে ভালবাসিয়াই তাঁহার হইতে পারিয়াছ, আমরা ভক্তি সাধনা সমাধান করিয়া ভগবানের কৃপাকণিকা লাভে সমর্থ হইয়াছি। গোপীগণ কৃষ্ণকে চাহিত. "কান্ত" বলিতেই চাহিত। ভ্রাতা, পুত্র বা ভগবদ্‌ভাবে তাহারা কৃষ্ণের অর্চ্চনা করে নাই। তাহারা "জগন্নাথ" কৃষ্ণকে "প্রাণনাথ" বলিয়াই অতুল সুখসাগরে ভাসিত। কৃষ্ণের উদ্দেশে তাহাদের অনিবেদিত কিছুই ছিল না। লৌকিক সঙ্কীর্ণতার আবরণ বিদূরিত হইলে যে বিশ্বময় নির্ম্মল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে ভগবান্‌কে লজ্জা, ভয়, করিবার অবকাশ থাকে না। গোপীগণ জানিয়াছিল তাহাদের প্রাণেশ্বর ব্রজেশ্বর হরি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে। তাহারা যেদিকে চাহিত, সেই দিকেই কৃষ্ণ; কাজেই লজ্জা করিয়া কোথায় লুকাইবে, ভয় করিয়াইবা কোথায় পালাইবে! নবধা ভক্তিলক্ষণের শেষ লক্ষণ "আত্মনিবেদন" তাহাদের আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহারা, সুখ, দুঃখ, সম্পৎ, বিপৎ, প্রাণ, মন, কুল, মান, সবই কৃষ্ণের উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিল। কৃষ্ণের সুখ দুঃখ ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র একটা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান ছিল না। তাহাদের জগৎ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণময় হইয়াছিল। এই তন্ময় ভাবে মিত্রতা, শত্রুতা, স্নেহ ও নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি ইত্যাদি সকল মার্গেরই চরম পরিণতি। কংস ভয়ে ও শিশুপাল হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিরা দ্বেষভাবে সর্ব্বস্থানে হরিদর্শন করিতেন। কংসের বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাই, "আসীনঃ সংবিশন্ তিষ্ঠন্ পর্য্যটন্ প্রবদন্ পিবন্। চিন্তয়া নো হৃষীকেশং অপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ।" কংস বসিয়া আছেন, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ, গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, গৃহের সর্ব্বস্থানে কৃষ্ণ। দাঁড়াইয়া থাকিয়াও দেখিলেন সমস্ত স্থানে কৃষ্ণ বিরাজিত। বিচরণ করিতে, বাক্যালাপ করিতে—পান ভোজন করিতে—সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা অন্তরে উদিত থাকায় যেন জগৎই কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এখানে তন্ময়তা পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। শিশুপালাদির অন্তঃকরণে সর্ব্বদা হরিনির্য্যাতন বাসনা বলবতী ছিল, তাহারা দ্বেষ্য ভগবান্‌কে অনবরত চিন্তাকরিয়া তন্ময় হইয়াছিল। বৃষ্ণিগণের আত্মীয় জ্ঞান এবং পাণ্ডবের স্নেহ ভগবান্‌কে বাস্তবিক বাধ্য করিয়াছিল। পাণ্ডবের আনুগত্য ভগবান্ আপনার অলঙ্কার স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। পুরাণের পাঠককে এ কথা বলিতে হইবে না। ভক্তিতে নারদ, শুক, শাণ্ডিল্য প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইত্যাদি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা ভগবান্‌কে ভগবান্ বলিয়াই ভাবিতেন সকল সাধকই ভক্ত, কেননা পুত্র ভাবেই হউক আর শত্রু ভাবেই হউক এবং মহামহিম পরমেশ্বর মনে করিয়া হউক, সকলেই ভগবানের চিন্তায় একান্ত অনুরক্ত হইয়া তন্ময়তা এবং পরিণামে তৎপরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধনার রীতি ভিন্ন হইলেও গতি একপ্রকার

জগতের যাবতীয় বস্তুজাত ভগবানের বিভূতি। পুত্র, মিত্র, শত্রু, সকল ভাবেই ভগবান্‌কে ভাবা যাইতে পারে। যে সাধক যে ভাবে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ তাহার সম্মুখে সেই ভাবেই আবির্ভূত হন। ভগবানের মূর্ত্তি সাধকের ভাবময়। সাধকের মনে কৃষ্ণ, সম্মুখেও কৃষ্ণ। আবার ভিতরে কালী বাহিরেও তাহাই। সাধক ভগবান্‌কে যেমন পুত্র, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি রূপে ভাবিতে পারেন, তদ্রূপ শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, রক্ত ইত্যাদি বিবিধ বর্ণে এবং দ্বিহস্ত,চতুর্হস্ত, দশহস্ত, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, স্ত্রী, পুরুষ, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে ভাবিতে পারেন। স্বতন্ত্র ভূষণে স্বেচ্ছামত সাজাইতে পারেন। শ্বেত, নীল, সকলই ভগবানের স্ফূর্ত্তি। সে সমসাগরে অসাম্য তরঙ্গ নাই, শ্বেত, কৃষ্ণ সেখানে একই বস্তু। সাধক ভগবানের জলদনীল বর্ণ কল্পনা করিলেন, জগতের "নীল" দেখিলেই তিনি ভগবদ্ ভাবে বিভোর হন। নীল জল দেখিতে তৃপ্তি পান, নীল আকাশে চাতকের মত তাকাইয়া থাকেন। রাধা কৃষ্ণবিরহিণী হইয়া কতবার যে কত কৃষ্ণবর্ণ মস্তকে হৃদয়ে রাখিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, পরিশেষে কিছুতেই প্রবল পিপাসার তৃপ্তি না হওয়ায় স্বয়ংই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সখীগণকে রাখাল সাজাইয়াছিলেন। ভক্তচূড়ামণি উদ্ধব স্বয়ং কৃষ্ণবেশে প্রণিপাত করিতেন। ভক্তের চক্ষে ভগবানের মূর্ত্তি অথবা প্রতিমা। ভক্তের পদ্মপলাশলোচন খুঁজিতে অনেক লাগিয়াছে; কিন্তু যখন ভগবানের অসীম করুণাজলধর ধ্রুবের মস্তকে গলিয়া পড়িল, তখন ধ্রুব বিশ্বময় ভগবানকে দেখিয়াছিল। আর পদ্মপলাশলোচনের অনুসন্ধানে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য বাস করিতে হয় নাই। সাধকের হরি, মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জায় বশীভূত ও ক্ষুদ্র নহেন, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ইচ্ছাময়। ভক্তের পন্থা বড় পরিষ্কৃত। ভক্ত স্বয়ং ভগবানের মহিমামাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হইয়া বিষয়ী হইলেও সন্ন্যাসী। জ্ঞানমার্গের সাধনা, যম নিয়ম, প্রাণায়াম, বেদবিচার.কষ্ট কঠোরতা পরিপূর্ণ, তাহাতে বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই,আরও কতকি দরকার হয়। ভক্তির স্রোত জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বই ভাসাইয়া দেয়, চণ্ডাল ব্যাধ বিচার করে না, প্রাণ গলিলেই মিলিল। বেদার্থবিচার বিষমঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। কেবল সাধকের হরিকে প্রাণ খুলিয়া চিন্তা করা চাই। তাহাতে প্রেমানন্দ আবির্ভূত হইবে। জগদ্দুর্লভ অমৃত-রস আস্বাদনে সাধকের ভবপিপাসা শান্ত হইবে। ভক্তবীর চিনি খাইয়া সেই রাজ্যে রাজত্ব করিতে চাহেন। নির্ব্বাণ পাইতে ভক্তের বাসনা নাই, তিনি সচ্চিদানন্দসমুদ্রে সুখে বাড়বাগ্নির ন্যায় জলিতে চাহেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।" ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান বৃথা, আবার জ্ঞানহীনের ভক্তি হইতে পারে না। যাহাকে না চিনি,তাহাকে কি ভাল বাসিতে পারি? যাহার কোনও খবর জানি না তাহাকে কি আত্মসমর্পণ করা যাইতে পারে? যে দিকেই কেন যাই না, জ্ঞান এবং ভক্তি দুই চাই। যে পথের জ্ঞানে পরিনিষ্ঠা ভক্তির স্রোত সেখানে ফল্গু নদীর ন্যায়। যে পথের ভক্তিতে পরিসমাপ্তি, সে পথে জ্ঞান মেঘান্তরস্থ বিদ্যুতের মত। প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দেখিয়া দুর্ব্বল সাধক

মুণ্ডপাত করিয়া ফেলেন। সাম্প্রদায়িকতা সাধকের হরি আদর করেন না। তাঁহার নিকট অটল সাম্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। বড় ভক্তি সাধকের জ্ঞান, অগাধ অতলস্পর্শী; যখন ভক্তির জলে দেশ ডুবিয়া গেল, তখন জ্ঞান ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। জ্ঞানপ্রচারক ভগবান্ শঙ্কর যে কতদূর ভক্তিসম্পন্ন ভক্তিসাধক ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত স্তবগুলির দুই একটী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। জ্ঞানবাদের প্রসিদ্ধ মহামহিম আচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তির কথা বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গের অন্যতম গুরু মহামুনি ব্যাসদেব যোগভাষ্যে ভগবদ্ ভক্তির অনুমোদন করিয়াছেন। ভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্য শাণ্ডিল্যও জ্ঞানকে উপেক্ষা করেন নাই, তবে ভক্তির স্রোতে জ্ঞান মার্গ—লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু উভয়েরই আবশ্যক আছে, এ কথা তিনি মুহুর্মুহঃ বলিতে ভুলেন নাই। ভক্তাচার্য্য শিরোমণি দেবর্ষি নারদ কেবল ভক্তি বিরহিত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির সোপানে একপদও অগ্রসর হওয়া দুষ্কর বলিয়াছেন। ভক্তিরসিক শুকদেব জ্ঞানীর উচ্চতম শিখরে সমাসীন হইতে যোগ্য। ভাগবতে আছে; "দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং, দেব্যোহ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রং, তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি, স্ত্রীপুংভিদা নতু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ।" একদা ভগবান্ শুকদেব নগ্নাবস্থায় গমন করিতেছিলেন, তৎপশ্চাৎ বস্ত্র পরিধান করিয়া তৎপিতা আচার্য্য ব্যাসদেব তাঁহার অনুসরণে গমন করিতেছিলেন। অপ্সরাগণ কোনও সরোবরে উলঙ্গাবস্থায় জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়া বস্ত্র পরিধান করিল না, কিন্তু বস্ত্রধারী ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জায় নতমুখে বস্ত্র ধারণ করিল। তখন বিস্মিত ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এরূপ করিলে কেন? তাহারা অম্লান বদনে উত্তর করিল, শুকদেব যুবা এবং নগ্ন হইলেও স্ত্রীপুরুষ পার্থক্য তাঁহার মনে আসে না; সে লজ্জা হইতে দূরে অবস্থিত এবং আপনি স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, লজ্জাকেও বিদায় দেন নাই।" যাঁহার স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহাকে অদ্বৈত ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে, এই উচ্চতম জ্ঞানধনে প্রধান ভক্তেরা ধনী ছিলেন। অনবরত যেখানে ভগবৎচিন্তা, সেখানে অপর জ্ঞানের অবকাশ কই? ভক্তেরা প্রকৃত পক্ষেই অদ্বৈত জ্ঞান সম্পন্ন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তজ্জন্য অতত্ত্বজ্ঞ আমরা গোল বাধাইয়া বসি। প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া থাকেন। সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য সম্প্রদায় সিদ্ধ ঘৃণা জিঘাংসাবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া সার্ব্বজনীন "সাধকের হরি"কে ভজনা করে। যেদিন ভক্তিবাদী এবং জ্ঞানবাদী আনন্দে মাতিয়া কোলাকুলি করিবে, গলাগলি হইবে, সেইদিনই প্রকৃত ভক্ত এবং প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিবাদ বিসম্বাদ সাধকের হরি ভাল মনে করেন না। সাধক মাত্রেই জ্ঞানী হউন, ভক্ত হউন, কর্ম্মী হউন, সকলেরই চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে, এক অপূর্ব্ব সমরসানন্দে মাতিতে হইবে, সমরস স্রোতে ভাসিতে হইবে। সাধকের হরি! দগ্ধ ভারতে আর সম্প্রদায় বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইও না। দীন লেখক শ্রীচরণে প্রার্থনা করে, সুমতি দেও হরি! মনের মলা মুছাইয়া দেও, প্রাণের জ্বালা ঘুচাইয়া দেও, সুমতি দেও, ভারতে প্রীতি সদয় হও। দয়াময় নাম যে ডুবিতে চলিল!! অশান্তি উৎপাতে শান্তি দাও ভ্রান্তি ঘুচাইয়া শান্তি দাও!! বিপদে সম্পদে শান্তি দেও!!

শ্রীভারতী

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১১দশ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

মীমাংসা দর্শনম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

রূপাৎপ্রায়াৎ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। রূপাৎ। প্রায়াৎ।

ব্যাখ্যা। রূপাৎ—রূপ অর্থাৎ গুণবাদ-রূপ পূর্ব্বসূত্রোক্তহেতুনিবন্ধন। প্রায়াৎ—(প্রায়িকাৎ ইত্যর্থে) প্রায়িকত্ব হেতুকও। ("স্তেনংমন" ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টবিরোধ নাই)।

বঙ্গার্থঃ। "স্তেনংমনঃ" "অনৃতবাদিনী বাক্" এই স্থলে দৃষ্ট বিরোধের শঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক। বস্তুতঃ গুণবাদ এখানে বক্তব্য। প্রায়িকত্ব গুণযোগে অনৃত-বাদিনী বাক্ এই স্থান সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং দৃষ্টবিরোধ দোষ এখানকার যোগ্য নহে।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদ বাক্য বিধিশেষ হওয়াই চাই। "স্তেনংমনঃ" এই অর্থবাদ বাক্যে "হিরণ্যং ভবতি অথ গৃহ্লাতি" এই বিধির শেষ ভাগ। হিরণ্য ধারণ হস্তেই কর্ত্তব্য, এই তাৎপর্য্যে হিরণ্য প্রশংসা আবশ্যক হওয়ায়, মন স্তেন না হইলেও তাহাকে স্তেন এবং বাক্ অনৃতবাদিনী না হইলেও তাহাকে মিথ্যাবাদিনী বলা হইতেছে। এইরূপ প্রশংসা লোকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "গুরুদেবে কাজ নাই, রামকে ভোজন করাইলেই ভাল হইবে" এখানে রামের প্রশংসা করিবার জন্য এই রাম-প্রশংসা ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অসংসৃষ্ট গুরুদেবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইল। ইহাতে গুরুদেবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত নয়, কেন না, ঐ বাক্যের দ্বারা রামের প্রশংসা ব্যতীত অপর কিছুই হইতেছে না। আচার্য্যেরা কেহ বলিয়াছেন, হিরণ্য প্রশংসা, কেহ বলেন হস্ত প্রশংসা। মন স্তেন বাণী মিথ্যাবাদিনী, অতএব হিরণ্য ধারণ হস্তেই করা উচিত, এই ভাবে কেহ ব্যাখ্যা করেন। অপরে বলেন হিরণ্য গ্রহণই কর্ত্তব্য, মনস্তেন, হিরণ্যই পবিত্র। এই উভয়বিধ ব্যাখ্যার মধ্যে পণ্ডিতগণ বিচার পূর্ব্বক সুবর্ণের

আশ্রয় করিবেন, আমরা ব্যাখ্যাতামাত্র সমালোচক নহি। একের নিন্দা করিলে তাৎপর্য্যতঃ অপরের প্রশংসা হয়, ইহা স্বাভাবিক। পূর্ব্বাচার্য্য মীমাংসকগণ বলেন "নহিনিন্দানিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে ইতরচ্চ প্রশংসিতুং।" নিন্দা করার সেই নিন্দিত বস্তুর প্রকৃত নিন্দনীয়ত্ব বুঝায় না, অপর কোনও বিহিত বস্তুর প্রশংসা বুঝাইয়া দেয়। সেই নিন্দার প্রয়োগ গুণবাদ আশ্রয় করিয়াই করিতে হয়। মন স্তেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপ; এই প্রচ্ছন্নরূপতা হস্তে নাই, অতএব হস্ত প্রশস্ত। এখানে মনকে প্রকৃত পক্ষে চৌর্য্যদোষে দোষী বলা উদ্দেশ্য না হইলেও, পরন্তু হস্তকে প্রশংসা করা এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও, প্রচ্ছন্নরূপগুণযোগ লক্ষ্য করিয়া হস্ত-প্রশংসার পরিচারক স্বরূপ মনকে স্তেয়কারী বলা হইয়াছে। ঐরূপ বাক্ অনৃত বাদিনী, এখানেও প্রায়িকত্ব গুণ অবলম্বন করিয়া মিথ্যাবাদ দোষ অর্পিত হইয়াছে। প্রায়শঃ বাক্ মিথ্যাবাদিনী ইহা নিশ্চিত। অতএব তাৎপর্য্য বিষয়ে লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট বিরোধাদি কিছুই নাই। অর্থবাদের গম্ভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই লোকে সহসা বীতশ্রদ্ধ হয়, কিন্তু নিপুণ নয়নে অবলোকন করিলে দেখা যাইবে, বিধির সমর্থন ব্যতীত অর্থবাদ আর কিছুই করে না। অর্থবাদ বিধির ভৃত্যবৎ কার্য্য করে। বৈধ পদার্থের উপকার করিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহাতে অপর অবিহিত বস্তুর নিন্দা করিতে হয়, কিম্বা সেই বৈধ বস্তুর প্রশংসার্থ তাহার গুণ বাড়াইয়াই বলিতে হয়, যাহা হউক না কেন, অর্থবাদ তাহা করিতে ব্যগ্র। এই মূল রহস্যটুকু ধারণা করিলে অর্থবাদের অর্থ বুঝিতে বিশেষ গোল হইবে না। তবে অর্থবাদগুলি চিনিতে পারা চাই, বিধিশেষ অর্থবাদ, এইটুকু মনে রাখিলেই সে কার্য্য সহজ সাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। অপর যে স্থানে দৃষ্টবিরোধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর ইহা জানাইবার জন্য পরসূত্রে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

দূরভূয়স্ত্বাৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। দূরভূয়স্ত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। দূরভূয়স্ত্বাৎ—দূরবাহুল্য বশতঃ। (নদদৃশে এই বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত অদর্শন গৌণ। অতএব দৃষ্ট বিরোধ হইল না।)

বঙ্গার্থঃ। বহু দূরতানিবন্ধন অদর্শন বলা হইয়াছে। (বস্তুতঃ বহু দূরত্ব গুণ যোগে ঐ অদর্শনের অর্থ দর্শনাভাস মাত্র, কাজেই দৃষ্টবিরোধ এ স্থানে প্রযোজ্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। তস্মাৎ ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চ্চিঃ, তস্মাৎ অর্চ্চিরেব অগ্নের্নক্তং দদৃশে নধূমঃ এই বাক্যে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ বিরোধ মনে করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, বেদে আছে দেখা যায় না, কাজেই এ বেদবাক্য অপ্রমাণ, কেননা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বিষয় ইহার প্রতিপাদ্য। পূর্ব্ববাদীর এই কথারই বর্ত্তমান সূত্রে উত্তর দেওয়া হইতেছে। প্রথমতঃ অর্থবাদ বাক্য কোন্ বিধির শেষ তাহা নাবাক্ষ

করা দরকার তাহার পর উহার প্রতি-পাদ্য বস্তুর আলেচনা করা যায়, নচেৎ বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃস্বাহা ইতি সায়ং জুহোতি সূর্য্যো জ্যোতি জ্যোতিঃ সূর্য্যঃস্বাহা ইতি প্রাতঃ, এই দুইটী বিধান আছে। প্রাতঃকালে সূর্য্য মন্ত্রে হোম এবং সায়ং-কালে অগ্নিমন্ত্রে হোম করা এই বিধিযুগ-লের বোদ্ধব্য বিষয়,। এই বিধির শেষ পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদ। এই বিধিদ্বয়ের স্তুতি ...রা অর্থবাদের রহস্য। দিবসে অগ্নির ...র্চ্চি দেখা যায় না বলিয়া অগ্নিমন্ত্র ...রিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যমন্ত্র দ্বারাই প্রাতঃ-...লীন হোমসম্পাদন করিতে হইবে এই ...পে স্তুতিকরাই অর্থবাদের অন্তস্তত্ত্ব। ...বার রাত্রিতে অর্চ্চিঃ ই দেখিতে পাওয়া ...য় অতএব রাত্রিতে অগ্নি মন্ত্র প্রয়োগ ...রিতে হইবে এইরূপে প্রয়োগের উপ-...ক্ততা অবধারণ করাই অর্থবাদের স্তুতি বা ...শংসা। এখন চিন্তার বিষয় এইটুকু অর্চ্চি দেখা যায় না কই? দেখা ...ইত! এ তর্ক সুদৃঢ় নহে, কেননা ...া যায় না বলিবার উদ্দেশ্য দুর্দ্দৃশ্যত্ব। ...রে পর্ব্বতাগ্রে আমরা যেসকল বৃক্ষাদি ...খতে পাই তাহাদের দর্শন যে প্রকৃত ...া বলিতে পারি না। শতহস্ত দীর্ঘ ...ল বৃক্ষ তখন আমার নয়নে ক্ষুদ্রাদপি তৃণরূপে দৃশ্যমান। আকার পরিমাণ ...দির অবধারণা শূন্য অসম্পূর্ণ দর্শনকে না বলিয়া দর্শনাভাস বলাই যুক্তি ...। এখানেও তাহাই। বহুদূরস্থ ...ল অগ্নিশিখাদর্শন প্রকৃত দর্শন নহে। অগ্নির প্রকৃতরূপ তখন অনেক দূরে অবস্থিত। যদি অদর্শন অর্থ দুর বাহুল্য বশতঃ দর্শনাভাস বলা গেল তবে আর আপত্তির গতি কি? অর্থ-বাদ নির্দ্দোষ। অন্য দৃষ্ট বিরোধ পরিহা-রের জন্য সূত্র রচনা করা হইয়াছে যথা।

অপরাধাৎকর্ত্তুশ্চ পুত্র দর্শনম্।১৩॥

পদপাঠঃ। অপরাধাৎ। কর্ত্তুঃ। চ। পুত্র দর্শনম্।

ব্যাখ্যা। অপরাধাৎ—ব্যভিচারাদি অপরাধ জনিত। কর্ত্তুঃ—জনককর্ত্তা অর্থাৎ উপপতির। চ—ও। পুত্র দর্শনম্—পুত্রদেখা যাইতেছে। (অতএব অন্তের অর্থ দুর্জ্ঞেয়।)

বঙ্গার্থঃ। রমণীগণের চরিত্র গত ব্যভি-চারাদি অপরাধ বশতঃ উপপতিরও পুত্র দেখা যাইতেছে, অতএব পিতৃতত্ত্ব অবিজ্ঞাত না হইলেও দুর্বিজ্ঞেয় বটে সুতরাং দৃষ্ট-বিরোধ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা॥ "নচৈতদ্বিদ্মোবয়ংব্রাহ্মণা বা অব্রাহ্মণাবাস্মঃ" এই অর্থবাদ বাক্যে সুবুদ্ধি বাদী দৃষ্টবিরোধ বুঝিয়া ব্যাকুল হইয়া ছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণকি অব্রাহ্মণ এ সন্দেহ তাঁহার অন্তঃকরণে অবকাশ পায় নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণোচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালন জন্য ব্রাহ্মণ গত বিশেষত্ব লাভ করিবে তাহাতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিবে। ব্রাহ্মণের অসাধারণ নিয়ম তাহাকে পালন করিতে হয় শূদ্রাদি করেনা। ইহাতে সে আপনাকে নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিবে। প্রশ্নকারী মহাশয়ের প্রধান যুক্তিই এই। শাস্ত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষি ...লেন ... অর্থবাদ

প্রবরে প্রব্রিয়মাণে ব্রূয়াৎ দেবাঃ পিতর ইতি।" অর্থাৎ প্রবরানুমন্ত্রণ সময়ে যজমান "দেবাঃ পিতর" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারাপ্রবরানুমন্ত্রণ করিবেন এই বিধির শেষভাগ। এই মন্ত্র দ্বারা প্রবরাণুমন্ত্রণ করা উচিত, এবিষয়ে এই অর্থবাদ বাক্য বিধির দৃঢ়তার্থ বিধানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতেই বলা হইতেছে "আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ তাহা জানিনা"। একথার তাৎপর্য্য এই যে যদি ও আমরা অব্রাহ্মণ হই তথাপি এই মন্ত্রে প্রবরানুমন্ত্রণ করিলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পাদিত হইবে। বিধানের এত দূর সামর্থ্য এ মন্ত্রদ্বারা প্রবরানুমন্ত্রণে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয় অর্থবাদ এই কথা জানাইতেছেন। যদি কেহ বলেন যে এরূপ করিবার দরকার কি? তখন অর্থবাদের চির মিত্র যুক্তি জাল আসিয়া বলিবে, প্রত্যেকেরই জন্মতত্ব দুর্জ্ঞেয়। সন্তান নিজের জন্ম দোষশূন্য অথবা ব্যভিচারপঙ্ককলঙ্কিত এ: বিষয়ে কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেনা। কেন না তাহার পরীক্ষাকরিবার সময়ের বহুপূর্ব্বে তাহার জন্ম সময়। নিজে নিজজন্মের নির্দ্দুষ্টতা প্রমাণ করিতে গেলে প্রত্যেকেরই অন্ধকারে পড়িতে হয়। স্ত্রীগণের ব্যভিচার একান্ত সম্ভব, যজমানের জন্ম তাহার মাতৃজার হইতে অথবা পিতা হইতে এ সন্দেহ চিরদিনই আছে, এতত্ব চিরদুর্জ্ঞের, কাজেই পরমপূজনীয় বেদের আদেশ প্রতিপালন করা সঙ্গত। ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম কি না এই সন্দেহে জানিনা বলা হইয়াছে। নিজের [illegible]

দ্বারা পরিজ্ঞাত ব্রাহ্মণত্ব নিষেধউদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্বেপক্ষে যে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ দেখান হইয়াছে, তৎপরিহারার্থে পুনর্ব্বার সূত্ররচনা করা হইয়াছে, সেইসূত্র——

আকালিকেপ্সা।১৪॥

পদপাঠঃ। আ:কালিকেপ্সা।

ব্যাখ্যা। আকালিকেপ্সা—অকালের ইচ্ছা, অর্থাৎ যে ইচ্ছা বহুকালপরে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, অধুনা হইবার নহে। তাদৃশী ইচ্ছাকেই লক্ষ্যকরিয়া "কে তাহা জানে যাহা এলোকে আছে অথবা না আছে" এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ॥ বহুকাল ব্যবহিতা সন্দিগ্ধা-ইচ্ছা (ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য।)

বিশদব্যাখ্যা। "কোহিতদ্বেদ" ইত্যাদি যে অর্থবাদবাক্যটী শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা "দিক্ষুতীকাশান্ করোতি" এই প্রাচীনবংশমণ্ডপের দ্বারবিধির শেষভাগ। ঐ ভাগদ্বারা দ্বারবিধির স্তুতিকরা দরকার। অর্থবাদের উহাই পরমপ্রয়োজন। দ্বারবিধির প্রত্যক্ষ ফল ধূম ইত্যাদিনির্গমন। এই দ্বারবিধি প্রকারান্তরে স্বর্গসাধক হইতে পারিলেও অর্থবাদবাক্য বলিতেছে যে বহুদিবসাবসানে অনিশ্চিত স্বর্গাদিকে দ্বারবিধির ফল বলা অনাবশ্যক, কারণ তাহা গৌণ অর্থাৎ বিলম্বে প্রাপ্ত। আপাততঃ সুলভফল ধূমনির্গমনই ইহার উদ্দেশ্য। দ্বারবিধির এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে বিপ্রকৃষ্ট অনির্দ্দিষ্ট স্বর্গাদি ফলের প্রত্যাশায় আবদ্ধ রাখেনা, [illegible] ধূমনির্গমনাদি দৃষ্টফলদ্বারাই [illegible] উপকার করে। বহুবর্ষাবসানে আমার [illegible] প্রকার [illegible]

অথবা পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং তাহার দ্বারা এবম্বিধ প্রকারে উপকৃত হইব ইত্যাদি বার্ত্তা যেমন বর্ত্তমান পুত্রের উপকারের অপেক্ষায় প্রত্যক্ষফল নয় বলিয়া অনাশ্বাসের কারণ হয়, তদ্রূপ ভাবিকালীন স্বর্গ ও প্রত্যক্ষ ধূমাপগম ফলের বর্ত্তমানতাসত্বে আশ্বাসের বিষয় নহে। (যেখানে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেখানেই অপ্রত্যক্ষ ফলের অনাদর, প্রত্যক্ষফল না থাকিলে অগত্যা অপূর্ব্ব স্বর্গের আশায় তাকাইয়া থাকিতে হয়।)

অতঃপর ১ম ২পা ৩সূত্রে (তথা ফলাভাবাৎ ইত্যত্র) যে বলা হইয়াছে "শোভতেঽস্যমুখং" ইত্যাদি স্থলেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ মিথ্যাফল প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব মিথ্যা সমর্থক ঐ অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ পদবীতে পদস্থাপন করিতে যোগ্য নয়। এ সূত্রে সেই আপত্তির সমাধান প্রদত্ত হইতেছে।

বিদ্যাপ্রশংসা। ১৫ ॥

পদপাঠঃ। বিদ্যাপ্রশংসা।

ব্যাখ্যা। বিদ্যাপ্রশংসা—বিদ্যারপ্রশংসা করাই এখানকার উদ্দেশ্য।

বঙ্গার্থঃ। বিদ্যাপ্রশংসার্থই পাঠফল ঐ রূপে উপন্যস্ত করা হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা॥ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার মুখ শোভিত হইবে, একথা কেবল বিদ্যা গ্রহণে প্রশংসা মাত্র। বস্তুতঃ গর্গত্রিরাত্র বিধানের শেষ ভাগ "শোভতেঽস্যমুখং য এবং বেদ" এই অর্থবাদ বিবিধ উপকার প্রদর্শিত পাঠ তাহার প্রকাশ করিয়া বেদাধ্যয়নের প্রশংসার্থে দিগের অনুষ্ঠানাং শের প্রশংসাসম্পাদন করিতেছে। ও বস্তুতঃ পাঠ করিলে পাঠকের মুখ পরিশোভিত হয় তাহার অনুষ্ঠান না জানি কতই সুফল প্রদ এইরূপে স্তুতিনিষ্পাদন অর্থবাদের রহস্য। মুখ শোভাসম্পাদন বিষয়ে যদি বাদী একান্তই অধীরতা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত আমাদিগের বলিতে হইবে পাঠক আচর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন শিষ্য মণ্ডলীর নিকট শ্রুতির গভীর রহস্য জালের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে লাগিবেন। তখন চতুর্দ্দিকে উপবিষ্টশিষ্যবৃন্দ গুরুবদনে নয়নযুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক আহ্লাদ সহকারে শ্রুতিতত্ব শ্রবণ করিবে। সেই সময়ের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক আগ্রহ সহকারে দৃষ্ট আচার্য্যমুখ যে অনির্ব্বচনীয় শোভা সমূহের বিকাশ করিতে থাকিবে, তাহা সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ে অনুভূত হইতে পারে। অথবা অধ্যাপনা সময়ে কিম্বা অধ্যয়নকালে রসজ্ঞ পাঠক অথবা ব্যাখ্যাতার অন্তঃকরণে যে পরমানন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে তজ্জনিত অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তৎকালীন তাহার মুখমণ্ডল এক অভিনবশোভার আবিষ্কার করে। যাহাহউক মুখশোভাটা একবারে অসম্ভব নহে। আর একটী বাক্যে ও পূর্ব্বপক্ষবাদী বিফলতা প্রদর্শন করিতে বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা: "আহস্ত প্রজায়াং বাজীজায়তে" বেদ পাঠকের বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিরা ও [illegible] হইবে। এইটুকু ও আপত্তিকারীর [illegible] হয় নাই। পুরুষানুক্রমে যাহারা [illegible] হয়, শাস্ত্র চর্চ্চা এবং [illegible]

হয়, তাহারা সমাজের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই। বংশক্রমে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিকাচার পরিপালন নিয়ম থাকিলে বেদানুবর্ত্তী আর্য্য সমাজে তাহাদের অন্ন-সংস্থান বিশেষ কষ্টকর হয় না। এখানে মনে করা উচিত বেদজ্ঞ পিতার বেদজ্ঞ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভাবনায় বলা হইয়াছে, এতটুকু সাধারণ চিন্তাও যে মহোদয়ের মনে উদিত হইতে পারে না, তিনি বেদার্থতত্ত্বের বিচার বিস্তায় উপযুক্ত আপত্তিকারীই বটেন। মহর্ষির প্রতিদ্বন্দী সংগ্রহ করিতে এতদূর ও অবতরণ করিতে হইয়া থাকে এইটুকুই আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত।

অন্যানর্থক্য সম্বন্ধে বাদিবর দুই চারিটী উত্তমতর্কেরই অবতারণা করিয়াছেন। যদি পূর্ণাহুতিতেই সব সফল হইল তবে ক্রিয়া কাণ্ড, করিয়া কাজ কি? তাঁহার আপত্তি উত্তম, শুনিতে ভাল, বুঝিলে কিন্তু কিছুই থাকেনা। মীমাংসাচার্য্য প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিতেছেন সব শব্দটার অর্থটা না বুঝিয়াই যত গোলযোগ হইয়াছে।

সর্ব্বত্বং আধিকারিকম্। ১৬।

পদপাঠঃ। সর্ব্বত্বং। আধিকারিকং।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্বং—সকলত্ব। আধিকারিকং—অধিকার বিষয়ে অর্থাৎ প্রস্তাব মাত্র লইয়া, জগতের অগণিত পদার্থ নিচয় তাহার বিষয় হইতে পারে না।

বলার্থঃ। "পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি" এই স্থলে "সর্ব্বত্ব" পদার্থ প্রস্তাবিত বিষয় লইয়াই বুঝিতে হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া নহে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল ফল পাওয়া সম্ভব হইলে, অবশিষ্টাংশ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু অপরাপর কার্য্যকলাপের উপদেশ আপনা হইতেই অপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। এই চিন্তায় বাদিমহাশয় ব্যাকুল হইয়া, অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য মানিলে আর আর উপদেশ ব্যর্থ হয় এজন্য উহা অপ্রমাণ বলিয়া বসিয়াছেন। সিদ্ধান্ত পক্ষের কথা এই যে, "পূর্ণাহুতিং জুহুয়াৎ" এই বিধিবাক্যের শেষাংশ প্রোক্ত অর্থবাদ। পূর্ণাহুতি হইতে সমস্ত ফল হয়, ইহার অর্থ যে কর্ম্মের যে ফল বেদ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে তৎ তৎ কর্ম্মের পরি সমাপ্তিরূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই উক্ত ফলসমস্তই পাওয়া যায়। কেবল কর্ম্মটী করিলে ফল হয় না, ঐ কার্য্য বিধানানুমতে শেষ করা চাই, পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মই ফলদায়ক, পূর্ণাহুতিই কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, তাহা বাঁকী থাকিলে কার্য্য অসম্পূর্ণ,। পূর্ণাহুতি যখন কার্য্য সম্পাদন করিল, তখন সমস্ত ফল পূর্ণাহুতিরই বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, তবে আগেকার কিছু না করিয়া পূর্ণাহুতিমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিলেই হইল, তাঁহারা চিন্তা করিতে অবকাশ পান না যে, কোনও কর্ম্মের পরিসমাপ্তিজ্ঞাপক আহুতি বিশেষ পূর্ণাহুতি নামে অভিহিত হয়, পূর্ব্বের কর্ম্মটী যদি না থাকিল তবে কিসের কিরূপ পূর্ণাহুতি? যেখানে যাহা অধিকৃত বিষয়, সেখানে তাহার কিছু অবশেষ না থাকিয়া নিঃশেষ হইবে।

তাহাকেই "সর্ব্ব" শব্দের দ্বারা বলা যাইতে পারে। অস্থ আমার আবশ্যকীয় ৪০ খানি পুস্তক কিনিতে হইবে। ঐ চল্লিশ খানি সম্পূর্ণ হইলে আমি বলিতে পারি "সমস্ত পুস্তক কিনিয়াছি।" জগতের যাবতীয় গ্রন্থরাশির তুলনায় আমার ৪০ খানি পুস্তক অণুমাত্র হইলেও আমার আবশ্যক লইয়াই আমার "সমস্ত" শব্দের প্রয়োগ। এখানেও তত্তৎকর্ম্মের সমগ্র ফল "সর্ব্ব শব্দের" প্রতিপাদনার্হ বস্তু। দর্শপূর্ণমাসযাগীয় পূর্ণাহুতিদ্বারা জ্যোতিষ্টোমের ফল পাওয়া যাইবেনা। দর্শপূর্ণ মাসেরই শাস্ত্রোক্ত সম্পূর্ণ ফল লাভ করা যাইতে পারে। দর্শ পূর্ণমাসীয় ফলের সম্পূর্ণতাই 'সমস্ত' শব্দের লক্ষ্য, পূর্ণাহুতি আধানাদি কর্ম্মাঙ্গ। যেখানেই (যে কাজেই) পূর্ণাহুতি দেওয়া হউক না কেন উহা কর্ম্মের অন্তিম অঙ্গ বলিতে হইবে, যদি অঙ্গই হইল তবে "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গং" অর্থাৎ ফলবান্ প্রধান কর্ম্মের সমীপে পঠিত অফল কর্ম্মাদি ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় এই নিয়মানুসারে পূর্ণাহুতির ফলবাক্য বৃথা, এইরূপ বিনিশ্চিত হইলে "দ্রব্যসংস্কার কর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদ ইতি" এই সূত্রানুসারে পরার্থ অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম্মের ফলশ্রুতি অর্থবাদ ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে পূর্ণাহুতি অঙ্গ কর্ম্ম ইহা সর্ব্ব সিদ্ধান্ত। অতএব এখানে পূর্ণাহুতির ফলকে অর্থবাদ বলিতে পারিলেও, পশুবন্ধযাগ সর্ব্বলোক প্রদ কবে এই বাক্যে পঠিত সর্ব্বলোকাভিজয় ফল অর্থবাদ বলা যাইবেনা। কারণ উহা অঙ্গ কর্ম্ম নহে, উহার ফলশ্রুতিকে মুখ্য ফলশ্রুতি বলিতেই হইবে, অর্থবাদের ন্যায় গৌণফল কল্পনা করা এখানে উচিত হয় না, তাহা হইলে সর্ব্বত্র বিধি বাক্যের ফলসম্বন্ধ অর্থবাদই হইয়া দাঁড়ায়, ফলবিধি উচ্ছিন্নই হইয়া যায়। অতএব এখানে অস্থানর্থক্য দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পক্ষ বাদীর এই সুন্দর তর্কের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার জন্যই মহর্ষি জৈমিনির বিজয় ডিণ্ডিমে ঘোষিত হইতেছে।

ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাৎ। ১৭।

পদপাঠঃ। ফলস্য। কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ। তেষাং লোকবৎ। পরিমাণতঃ। সারতঃ। বা। ফলবিশেষঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ফলস্য-ফলের। কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ—কর্ম্ম হইতে নিষ্পত্তি হয় এই জন্য। তেষাং-তাহাদের। লোকবৎ—লোকে যেরূপ দেখা যায় তাদৃশ। পরিমাণতঃ—পরিমাণানুসারে সারতঃ—ভোগসারত্বানুযায়ী। বা—(বিকল্প) অথবা। ফলবিশেষঃ—বিশিষ্টফল। স্যাৎ—হয়।

বঙ্গার্থঃ। ফলের নিষ্পত্তি কর্ম্ম হইতে হয়, কিন্তু সেই সকল ফলের পরিমাণ-বাহুল্য অথবা প্রকৃষ্টরূপে ভোগের বিষয় হওয়া ইত্যাদিরূপ প্রকৃষ্টফল অঙ্গ কর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হয়। পশুবন্ধযাগ দ্বারা সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইলেও তাহা সামান্য রূপে, ঐ ফল গুলি বিশেষ প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া

অথবা সেই ফলই অধিক. পরিমাণে পাই বার জন্য অন্য কর্ম্ম করিতে হয়, অতএব-সেই কর্ম্ম বৃথা হইলনা। লোকে ইহার দৃষ্টান্তানুসন্ধান করিলে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশদব্যাখ্যা। পশুবন্ধযাজী পৃথিবী অন্তরীক্ষাদি যে কোনও লোক সাকল্যে জয় করিলেন ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বলোক জয় হইল, কেননা, সমগ্রভাবে কোনও লোক জয় করিলে তাহাতেই আমাদের "সর্ব্ব শব্দ" অনুগৃহীত হইল। অন্যকর্ম্ম দ্বারা তিনি অবশিষ্ট লোক জয় করিতে পারেন, কাজেই ইতর কর্ম্মগুলি বিফল হইলনা। অথবা পশুবন্ধ দ্বারা স্বর্গাদি যে কোনও লোক জয় করিয়াও তাহাতে দেববৎ স্বতন্ত্রস্বচ্ছন্দভাবে অব্যাহত উপভোগ হইল না, তজ্জন্য অন্যকর্ম্ম দ্বারা আবশ্যক এক কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে সুখভোগ হইল, কিন্তু তাহা স্বর্গ সুখের পরাকাষ্ঠা নহে। ঐ শেষ সীমায় উপনীত হইবার জন্য কর্ম্মান্তরের সেবা করিতে হয়। কোনও স্থানে রাজা হওয়া অপেক্ষা সেখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা সম্রাট হইতে স্বতন্ত্র কর্ম্ম আবশ্যক। এই রূপে পরিমাণের প্রসার ও ভোগের বিস্তার লইয়াই সকল কার্য্য উপযোগী হইতে পারে। ফলের দৃঢ়তা সম্পাদনই এখানকার প্রকৃত উত্তর। লোকে যেরূপ দর্চ-[illegible] দেখিতে পাওয়া যায়; কোনও ভূমি খণ্ড জমা করিয়া লইলে নিজের তাহাতে [illegible] স্বামিত্ব জন্মে, কিন্তু ঐ ভূমি [illegible] তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজের [illegible] হইলে উহা [illegible] করা [illegible]

হয়, সেইরূপ পৃথিবীতে কোনও কর্ম্ম দ্বারা আধিপত্য প্রচারিত হইলেও তাহাকে তদপেক্ষা নিরাপদ করিবার জন্য অনেক অন্যান্য কর্ম্ম করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিম্বা কোনও রাজা কোনও দেশ জয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অন্তর্গত অনেক গুলি রাজা স্বাধীন রহিয়াছে তাহাদিগের বিশেষ কোনও জাতীয় কর্ত্তৃত্ব অধিকারীর নাই; এখানে এই সমগ্র দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রভুশক্তি লাভ করিবার জন্য যেমন তাঁহাকে আরও অনেক কর্ম্ম করিতে হয়। তদ্রূপ পশুবন্ধযাজীর কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ নহে, উহা প্রকৃত ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা নিষ্পাদন করে; তবে উহা অত্যাবশ্যক বই উপেক্ষণীয় হইতে পারিল না। যে এই অশ্বমেধ অবগত আছে তাহারও ব্রহ্মহত্যাপাপ বিদূরিত হয়। এই স্থলে যে পূর্ব্বপক্ষী মহাশয় বলিয়াছেন, তাহা হইলে অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করাটা বেজায় বোকামী। আমরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিতে বাধ্য হইব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞপ্রকরণ পাঠ করিয়া তাহার যথার্থতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পাঠকের মানস-পাপবৃত্তি প্রশমিত হইতে পারে। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহার শরীরপরমাণুর প্রত্যেকটী পাপের দাগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার রূপে বলিতে হইলে বলা উচিত যে মনে মনে ব্রহ্মহত্যা করিবার প্রগাঢ় বাসনা ও ব্রহ্মহত্যা পাপ, তবে উহাকে মনোগত পাপ বলিতে হয়। আর শরীর(হত্যাদি) দ্বারা [illegible] ব্রহ্মহত্যা [illegible] করা শরীর

ব্রহ্মহত্যা পাপ। এই উভয়বিধ পাপের জন্য উভয়বিধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। উভয়ের গুরুত্ব সমান নহে, কাজেই সমান প্রতীকার উচিত হইতে পারে না। তজ্জন্য মানস ব্রহ্মহত্যা পাপ মনে মনে অশ্বমেধ অবগত হইলে সারিতে পারে কেন না ঐ পবিত্র যজ্ঞের মাহাত্ম্য পাঠে অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত বিমল হইলে আর অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত গড়ায় না। মনে হয় আমার সঙ্কল্পিত কার্য্য একান্ত গুরুতর অপরাধ, কেন না তাহার প্রতিকারের জন্য এই একটী প্রকাণ্ড যাগ বিহিত হইয়াছে। অতএব এত বড় গুরুতর দোষ অনুষ্ঠান করা ভাল নয়। এরূপে নিবৃত্ত হইলে তাহা অধ্যয়নের ফল বই আর কি বলা যাইতে পারে। আর যজ্ঞানুষ্ঠান যে কঠোর নিয়মে করিতে হয়, সেই সকল দুঃসাধ্য প্রয়োগ অনুষ্ঠান করিলে শারীরিক পাপ উত্তেজনা ও মানসিক পাপ প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রশমন সংঘটিত হয় সুতরাং অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত ব্রহ্মহত্যা নিবন্ধন শারীরিক ও মানস কলুষ কলঙ্ক দুইই যাইবার কথা। মানসিক আন্দোলনে মনঃ প্রবৃত্তিরূপ পাপ নিস্তেজ হইতে পারে, কিন্তু শারীর ধর্ম্ম তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না। সময়বশে মানস প্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য শরীর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে, যদি শরীরের সংস্কার করা হয় তবে আর শরীর ধর্ম্ম সন্দীপ্ত হয় না, কাজেই নিস্তেজ মনঃ প্রবৃত্তিরূপ পাপ আর সহায় অভাবে বৃদ্ধি হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন পাপের দ্বিবিধ শক্তি একশক্তি শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে স্থূলরূপে লাঞ্ছন উৎপাদন করে, অপর শক্তি মনের উপর আধিপত্য প্রচার করে, ঐ শক্তি সূক্ষ্মরূপে বিলীন ভাবে থাকে। ব্রহ্মহত্যা অনুষ্ঠান করিলে মনে ঐরূপ পাপ শক্তির ক্রিয়া হইল। অশ্বমেধ অবগত হইলে মনের কালী ঘুচিয়া যায়, শরীরের পাপ বিদূরিত করিতে হইলে অনুষ্ঠান চাই। উভয় মতের পার্থক্যটুকু এই যে প্রথম মতের মানস পাপ কেবল ইচ্ছা মাত্র, অনুষ্ঠান জনিত মনের মলা নহে। দ্বিতীয় মতে উহা ইচ্ছা মাত্র নহে অনুষ্ঠান জনিত মনে যে পাপ কালিমা পতিত হয় তাহাই এতাবৎ পর্য্যন্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইল অন্যানর্থক্য হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যে "পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না, স্বর্গে করিবে না, আকাশে করিবে না, ইত্যাদি স্থানে অনুপযুক্তের ব্যর্থ নিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশেঅথবা স্বর্গে অগ্নিচয়ন হইতে পারে না সেই অপ্রসক্তের প্রতিষেধ কেন? এই আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহার উত্তরে এখানে বলা যাইতেছে, আর ববরঃ প্রাবাহয়ণিঃ ইত্যাদি স্থলে যে অনিত্য সংযোগ বলা হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর এখানে সূত্রে আছে। ঐ উত্তর পূর্ব্বেই বেদ প্রামাণ্য পরিচিন্তনে বলা হইয়াছে, আবার তাহাই স্মরণ করা হইতেছে।

অন্ত্যয়োর্যথোক্তম্। ১৮।

পদপাঠঃ। অন্তয়োঃ। যথা।। উক্তম্।

ব্যাখ্যা। অন্তয়োঃ—শেষ দুইটী প্রশ্নের। যথা—যেরূপ। উক্তম্—বলা হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। শেষ দুইটী আপত্তির উত্তর আগে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাই এখানে পুনর্ব্বার বলা হইল।

বিশদব্যাখ্যা। পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করা যায় এ হেতু স্বর্গ রাখিয়া চয়ন করিবার বিধান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা হইতেছে। আকাশে করিবে না ইত্যাদি স্বভাবতঃ সিদ্ধ নিষেধের অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ মাত্র। যাহা সিদ্ধ, তাহা বলিলে অনুবাদ করা হয়। ঐ অংশ নিত্যানুবাদ। এখানে একটী বিষয় অগ্নিচয়নের বাক্য। অপরটী ববর শব্দ সম্পন্ন প্রবহণশীল বায়ুকে বুঝাইবার বাক্য। একটীতে উত্তর স্তুতি ও অপ্রসক্তের নিত্যানুবাদ। অপরটীতে ব্যবহার দশায় নিত্য বায়ুই প্রতিপাদ্য, অতএব দোষ নাই অর্থবাদের একশ্রেণীর প্রামাণ্য চিন্তা শেষ হইল।

ক্রমশঃ——

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ।

——

বৈষেশিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়। প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণঞ্চ বধতি ।১২

পদব্যাখ্যা। ন—না। দ্রব্যং—ঘট পটাদি দ্রব্য পদার্থ। কার্য্যং—স্বজনিত দ্রব্যান্তরকে। কারণঞ্চ—স্বকীয় কারণকেবা। বধতি—নষ্টকরে।

অনুবাদ। দ্রব্য পদার্থ নিচয় স্বজনিত দ্রব্যান্তরকে কিম্বা স্বকীয় কারণকে নাশ করে না অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাবাপন্ন দ্রব্য দ্বয়ের মধ্যে বধ্যঘাতক ভাব নাই।

তাৎপর্য্য। উল্লিখিত সূত্রে দ্রব্যের, গুণ ও কর্ম্ম হইতে বৈধর্ম্ম্য দেখান হইতেছে। কোন গুণ স্বজনিত গুণান্তরের কিম্বা স্বকীয় কারণ গুণান্তরের নাশক হয় পর সূত্রে তাহা দেখান হইবে এবং কর্ম্মও স্বকীয় কার্য্য উত্তর দেশ সংযোগ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু দ্রব্যে কার্য্যনাশ্যত্ব কিম্বা কারণনাশ্যত্ব নাই। কপাল দ্বয়ে যে ঘটের আরম্ভক সংযোগ থাকে ঐ সংযোগের নাশ হইলে কিম্বা কপালের নাশ হইলে ঘট নষ্ট হইয়া যায় তদ্ভিন্ন কপাল কখনও ঘটকে নষ্ট করে না কিম্বা ঘটও কপালকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়না। সুতরাং কার্য্য নাশ্যত্ব কিম্বা কারণনাশ্যত্বটী দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য হইতেছে॥

উভয়থা গুণাঃ। ১৩॥

পদব্যাখ্যা। উভয়থা—উভয় প্রকারে অর্থাৎ কার্য্যকে নাশ করিতে কিম্বা কারণকেও নাশ করিতে। গুণাঃ—শব্দাদি গুণ পদার্থ সমর্থ হয়॥

অনুবাদ। গুণ পদার্থের মধ্যে কোনটী কার্য্যনাশ্য কোনটীবা কারণ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রে কার্য্যবধ্যত্ব কিম্বা কারণ বধ্যত্ব এই উভয়টীকে দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য বলা হইয়াছে। ঐ উভয়টীই যে গুণে আছে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আছে যে এতন্মতে শব্দ সকল উৎপন্ন ও বিনাশী। কণ্ঠতাল্বাদির আঘাত জনিত বর্ণাত্মক শব্দের কিম্বা মৃদঙ্গাদি সমুত্থিত ধ্বন্যাত্মক শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপস্থিত

হইতে তরঙ্গমালার ন্যায় কিম্বা কদম্ব কুসুমের কলিকার ন্যায় ঐ সকল শব্দ হইতে চর্দ্দিতুকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বহু শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত শব্দরাশির মধ্যে প্রথমোৎপন্নটী দ্বিতীয়োৎপন্ন শব্দ হইতে এবং দ্বিতীয়টী তৃতীয় হইতে নষ্ট হইয়া যায় এই রূপে উপান্ত্য শব্দটী অন্তিম্ শব্দকে জন্মাইয়া তাহার নাশকও হয় যেহেতু অন্তিম শব্দের আর নাশকান্তর নাই। তবেই দেখা-যাইতেছে যে প্রথম শব্দটী স্বজনিত দ্বিতীয় শব্দ হইতে নষ্ট হয় এবং চরম শব্দটী স্বকীয় জনক উপান্ত্য (অন্তিন শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব) শব্দ হইতে হত হইতেছে এ নিবন্ধন গুণে কার্য্য নাশ্যত্ব এবং কারণ নাশ্যত্ব উভয়টীই থাকে।

কার্য্য বিরোধি কর্ম্ম। ১৪

পদব্যখ্যা। কার্য্যবিরোধি—কার্য্য হইয়াছে বিরোধি যাহার এতাদৃশ অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্যনাশ্য। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়া।

অনুবাদ। কর্ম্ম পদার্থ নিচয় স্বকীয় কার্য্যনাশ্য অর্থাৎ স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ হইতে ক্রিয়ার নাশ হয়।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব সূত্রে গুণে কার্য্যকারণোভয় বিরোধিত্ব আছে দেখান হইয়াছে। সেইরূপ কর্ম্মেও উভয়টী আছে কিনা এই সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত এই সূত্রের উল্লেখ হইতেছে। উৎপন্ন ও বিনাশী পদার্থের উৎপত্তির প্রতি ও বিনাশের প্রতি অবশ্য কোন না কোন কারণ আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় নতুবা সকল সময়ে একটী পদার্থের উৎপত্তি কিম্বা সকল সময়ে তাহার বিনাশ হয় না কেন? ঘটাদিতে প্রথম ক্ষণে ক্রিয়া জন্মে দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্ব্ব সংযুক্ত দেশের সহিত ঘটের বিভাগ হয়। তৃতীয় ক্ষণে ঐ পূর্ব্ব সংযোগের নাশ হয়। চতুর্থ ক্ষণে উত্তর দেশের সহিত ঘটের সংযোগ জন্মে পরক্ষণে ঘটের ঐ ক্রিয়ার নাশ হয়। এই নাশের প্রতি ফল বলতঃ ঐ উত্তর দেশ সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে যেহেতু ঐ উত্তর দেশ সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া নষ্ট হয় না অথচ উত্তর দেশ সংযোগ জন্মিলেই পরক্ষণে ক্রিয়া আর থাকে না সুতরাং অন্বয় ব্যতিরেক বলতঃই ক্রিয়াতে স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ নাশ্যত্ব রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইবার বাধা নাই।

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়িকারণ মিতি দ্রব্য লক্ষণম্। ১৫

পদব্যখ্যা। ক্রিয়াগুণবৎ—কর্ম্মের ও গুণের আশ্রয়। সমবায়ি কারণং—কার্য্যের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া যেটী কারণ। ইতি—এইটী। দ্রব্যলক্ষণম্—দ্রব্য পদার্থের বোধক লক্ষণ।

অনুবাদ। কর্ম্ম বিশিষ্ট এবং গুণ বিশিষ্ট যে পদার্থ নিচয় কার্য্যের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া কারণহয় তাহাদিগকে দ্রব্য বলে। এইটী দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। শিষ্যদিগের আকাঙ্ক্ষানুরোধে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থের সাধর্ম্ম্য বলিয়া ইহাদের লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করতঃ প্রথমতঃ দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ করিতেছেন। লক্ষণ বলিলে যে চিহ্ন দ্বারা পদার্থকে চিনিয়া লওয়া যায় কিম্বা যে ধর্ম্মটী ইতরের ব্যাবর্ত্তক হয় তাহা বুঝায়। দ্রব্য লক্ষণে ক্রিয়াবৎ এই অংশ দ্বারা দ্রব্যের চিহ্ন দেখান

হইতেছে। ঘটাদিতে ক্রিয়া জন্মিলে প্রত্যক্ষ দেখা যায় সুতরাং ক্রিয়ার আধার বলিয়া দ্রব্যকে চিনিয়া লওয়ার বাধা নাই। যদ্যপি গগনাদি দ্রব্যে কোন ক্রিয়া জন্মে না তথাপি ক্রিয়াবৎ এই শব্দ দ্বারা ক্রিয়াশ্রয় বৃত্তি যে পদার্থ বিভাজক ধর্ম্ম, (দ্রব্যত্ব) তদ্বৎ এই নিষ্কৃষ্টার্থের বোধ হওয়াতে গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে লক্ষণের অব্যাপ্তি হওয়াব সম্ভাবনা নাই যেহেতু ক্রিয়ার আশ্রয়ী ভূত ঘটাদিতে যে পদার্থ বিভাজকী ভূত দ্রব্যত্ব আছে ঐ দ্রব্যত্ববৎ হইতে সকল দ্রব্যই হইয়াছে। অথবা ক্রিয়াজনিত সংযোগবৎ কিম্বা ক্রিয়াজনিত বিভাগবৎ এইরূপই ক্রিয়াবৎ শব্দের নিষ্কৃষ্টার্থঃ। গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে ক্রিয়া না থাকিলেও তজ্জনিত ঘটাদি-সংযোগের কিম্বা ঘটাদি বিভাগের গগনাদিতে অসম্ভাব নাই। গুণবৎ এই বিশেষণে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তক্রমে দ্রব্যের ইতরের ব্যাবৃত্তি দেখান হইয়াছে অর্থাৎ যে দ্রব্য নয় সে গুণের আশ্রয়ও নয় যেমত গুণ কর্ম্ম সামান্য প্রভৃতি। যদিচ উৎপন্ন দ্রব্যে আদ্য ক্ষণে গুণের সম্বন্ধ নাই কারণ, জন্যগুণের জনকী ভূত দ্রব্য একক্ষণ পূর্ব্বে না থাকিলে তাহাতে গুণের উৎপত্তি হয় না। কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ না থাকিলে কার্য্য জন্মে না ঐটীই কার্য্য কারণ ভাবের নিয়ম। এমত অবস্থায় গুণবৎ এই লক্ষণ ঘটাদিতে আদ্য ক্ষণে অব্যাপ্ত হইতেছে তথাপি গুণবৎ শব্দ দ্বারা গুণাত্যন্তাভাবের বিরোধি যে যে পদার্থ (অর্থাৎ গুণ গুণের প্রাগভাব ও গুণের ধ্বংস) তাহার অন্যতম বৎ এইরূপ নিষ্কৃষ্টার্থটী প্রতিপাদিত হওয়ায় ঘটাদিতে আদ্যক্ষণে গুণাত্যন্তা ভাবের বিরোধীভূত গুণ প্রাগভাব থাকা নিবন্ধন অব্যাপ্তি সম্ভাবনা নাই। অত্যন্তাভাবের বিরোধী পদার্থ তিনটি প্রতিযোগী তাহার প্রাগভাব এবং প্রতিযোগীর ধ্বংস। যেমত গুণ যেখানে আছে সে স্থলে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না সেইরূপ গুণের প্রাগভাব কিম্বা গুণের ধ্বংস যে স্থানে আছে সে স্থলেও গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না এই মতটীই এখানে অবলম্বনীয় হইয়াছে। সূত্রে ইতি শব্দের অর্থ ইহারা। যেমত কর্ম্মবৎ কিম্বা গুণবৎ এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকই দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে সেইরূপ সমবায়ি কারণং দ্রব্যং এই অংশ মাত্রও দ্রব্য লক্ষণ হইলে কোন অব্যাপ্তি কিম্বা অতিব্যাপ্তি হয় না কারণ সমবায়ি কারণত্বটী একমাত্র দ্রব্যে থাকে অন্য কেহ সমবায়ি কারণ হয় না এবং গুণবৎ এই স্থলে সংযোগবৎ কিম্বা বিভাগবৎ অথবা পৃথকত্ববৎ এই সমস্তও প্রত্যেকে দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্ সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণ মনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্। ১৬

পদব্যাখ্যা। দ্রব্যাশ্রয়ী—দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান অর্থাৎ দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত। অগুণবান্—যাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন। সংযোগবিভাগেষু—সংযোগ ও বিভাগ এই গুণদ্বয়ের প্রতি অকারণ অনপেক্ষঃ—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া যে কারণ [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible]। ইতি—

এইটী। গুণলক্ষণম্—গুণ পদার্থের লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক।

অনুবাদ। দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত অথচ গুণের অনাশ্রয় (অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন) যে পদার্থ নিচয় নিজের উত্তর কালজাত অন্য কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিকারণ হয় না তাহারা গুণ পদার্থ। এইটী গুণের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। উদ্দেশ সূত্রে দ্রব্যের উদ্দেশানন্তর গুণের এবং তদনন্তর কর্ম্মের উদ্দেশ করা হইয়াছে এইক্ষণ দ্রব্যাদির লক্ষণ নির্ব্বাচনাবসরেও প্রথমতঃ দ্রব্যের লক্ষণ বলিয়া এই সূত্রে গুণের লক্ষণ বলিতেছেন এবং পরসূত্রে কর্ম্ম পদার্থের লক্ষণ বলাহইবে। দ্রব্যাশ্রয়ী এই বিশেষণ দ্বারা গুণ সকল যে দ্রব্যেই থাকে অন্যত্র থাকে না এইটী দেখান হইয়াছে। যদিচ সামান্যতঃ প্রতীত হয় যে দ্রব্যাশ্রয়ী হইতে দ্রব্যত্ব ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি জাতি পদার্থ হইয়াছে অথচ তাহারা গুণবান্‌ও নয় এবং সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিও কারণ নহে সুতরাং দ্রব্যত্বাদি জাতিতে (অলক্ষ্যে) গুণ লক্ষণের গমন হেতুক অতি ব্যাপ্তিরূপ দোষ হইতেছে। তথাপি বিশেষতঃ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে শ্রেণীস্থ আশ্রিত পদার্থ একমাত্র দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে অন্যত্র থাকে না তাহারাই বস্তুতঃ দ্রব্যাশ্রয়ী পদ প্রতিপাদ্য। জাতি পদার্থের মধ্যে দ্রব্যত্ব ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি এক মাত্র দ্রব্য বৃত্তি হইলেও গুণত্ব কর্ম্মত্বাদি জাতি গুণ কিম্বা কর্ম্মে থাকে বলিয়া জাতি পদার্থান্তর্বর্ত্তি সকলে দ্রব্যাশ্রয়ী নহে; কিন্তু সকল গুণই দ্রব্যে থাকে এজন্য দ্রব্যাশ্রয়ী হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বিবেচ্য যে উক্ত প্রকারে দ্রব্যাশ্রয়ী পদে গুণকে গ্রহণ করা যাইবে কিন্তু জাতি পদার্থ গ্রাহ্য নহে ইহার অনুভব মাত্র দেখান হইল বস্তুতঃ লক্ষণে নিবেশাবসরে দ্রব্যাশ্রয়ী পদে জাত্যাশ্রয় এই নিষ্কৃষ্টার্থ লক্ষণামূলক বুঝিতে হইবে জাত্যাদি পদার্থে আর জাতি থাকে না সুতরাং লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অগুণবান্ এই বিশেষণটী দ্বারা দ্রব্যের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। সাবয়ব দ্রব্য সকল স্ব স্ব অবয়ব রূপ দ্রব্যে আশ্রিত এজন্য দ্রব্যাশ্রয়ী হওয়ায় তাহার ব্যাবৃত্তি করা আবশ্যক। দ্রব্যভিন্ন অন্য কেহ গুণবান্ হয় না সুতরাং গুণবান্ এই শব্দ হইতে গুণবদ্ভিন্ন এই যোগার্থমূলক দ্রব্য ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থটী লাভ হইতেছে নতুবা যে অগুণবান্ অর্থাৎ গুণবান্ নয় সেই গুণ এইরূপ ভাবে লক্ষণে প্রবেশ করা হইলে প্রথমতঃ গুণ পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে আর লক্ষণ বাক্য দ্বারা গুণের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় না এজন্য লক্ষণে আত্মাশ্রয় নামক দোষ হয়। যে পদার্থের লক্ষণ করা হয় পূর্ব্বে ঐ পদার্থের জ্ঞানটী না থাকিলে যদি লক্ষণ প্রতিপাদ্য পদার্থের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব হয় তবেই লক্ষণটী আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বকীয় জ্ঞান সাপেক্ষ জ্ঞানকত্বের নাম আত্মাশ্রয়ত্ব। সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণ মনপেক্ষঃ এই অংশদ্বারা কর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। অন্যথা কর্ম্ম পদার্থ সকল দ্রব্যাশ্রয়ীও বটে এবং অগুণবান্ অর্থাৎ দ্রব্য ভিন্নও হইয়াছে সুতরাং তাহাতে গুণ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণ

মনপেক্ষঃ এই অংশ লক্ষণে থাকিলে আর কর্ম্মে অতিব্যাপ্তি হয় না কারণ ঘটাদি দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মিলে তাহা হইতে পূর্ব্ব সংযুক্ত স্থলের সহিত ঘটাদির প্রথমতঃ বিভাগ হয় পরে উত্তর দেশের সহিত ঐ ঘটের পুনঃ সংযোগও হইয়া থাকে ঘটের ঐ চলনাদি ক্রিয়া উক্ত ঐ বিভাগও সংযোগ জন্মাইতে স্বোত্তর জাত কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সমর্থ হয় এ নিবন্ধন কর্ম্ম পদার্থ সংযোগ কিম্বা বিভাগ জন্মাইতে নিরপেক্ষ হইয়া কারণই হইয়াছে অকারণ নহে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতি যেটী কারণ নয় এমত বলিলেই কর্ম্ম পদার্থের ব্যাবৃত্তি হয় তবে লক্ষণে অনপেক্ষ এই অংশ বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার উত্তর এই—পূর্ব্ব সংযুক্ত পদার্থ দ্বয়েরই বিভাগ হয় এবং বিভক্ত পদার্থ দ্বয়েরই পুনর্ব্বার সংযোগ হইয়া থাকে এজন্য বিভাগের প্রতি পূর্ব্ব সংযোগের এবং উত্তর সংযোগের প্রতি পূর্ব্ব বিভাগের কারণতা আছে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু ঐ সংযোগ ও বিভাগ স্বোত্তর জাত ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত বিভাগ ও সংযোগ জননে সক্ষম নহে সুতরাং অনপেক্ষ শব্দদ্বারা একমাত্র কর্ম্মেরই ব্যাবৃত্তি হইয়াছে সংযোগও বিভাগরূপ গুণে লক্ষণ গমনের বাধা হয় নাই। নতুবা সংযোগ ও বিভাগের অকারণ নয় বিধায় বিভাগে ও সংযোগে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইত। বস্তুতঃ সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণ মনপেক্ষঃ এই অংশের, কর্ম্ম পদার্থ ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থে তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রের নিষ্কৃষ্টার্থ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যেসমস্ত পদার্থ দ্রব্য ও কর্ম্ম ভিন্ন হইয়াজাতির আশ্রয় হয়, তাহাদিগকে গুণ বলে। অতএব সংযোগ বিভাগ ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতি কোন গুণেরই অসংগ্রহ নাই এবং দ্রব্যে কিম্বা কর্ম্মাদিতে ও লক্ষণের অতিব্যাপ্তি (অলক্ষ্য সংগ্রহরূপ দোষ) নাই।

একদ্রব্য মগুণং সংযোগ বিভাগেষ্বনপেক্ষ কারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্॥ ১৭।

পদব্যাখ্যা। একদ্রব্যং—একটী মাত্র দ্রব্য হইয়াছে আশ্রয় যাহার অর্থাৎ যাহারা প্রত্যেকে একএকটী মাত্র দ্রব্যে আশ্রিত। অগুণং—যাহাতে গুণ নাই অর্থাৎ গুণপদার্থের অনাশ্রয়। সংযোগ বিভাগেষ্বনপেক্ষ কারণং—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া যাহারা সংযোগ ও বিভাগ জন্মাইতে সমর্থ হয়। ইতি—এইটী। কর্ম্মলক্ষণং—পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কর্ম্মপদার্থের লক্ষণ।

অনুবাদ। যে পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে থাকে না অর্থাৎ এক একটী মাত্র দ্রব্যে অবস্থান করে ও যাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ যাহারা দ্রব্য ভিন্ন এবং যাহারা প্রত্যেকে নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরের সহায়তা ব্যতিরেকেই সংযোগ ও বিভাগকে জন্মাইতে সমর্থ হয় তাহারা কর্ম্ম পদার্থ। এইটী কর্ম্মের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। উদ্দেশ সূত্রের ক্রম অবলম্বন করিয়া গুণ লক্ষণের পর কর্ম্মের লক্ষণ বলা হইতেছে। গুণের মধ্যে সংযোগ ও বিভাগ

প্রত্যেকে একে থাকে না দুইটী দ্রব্যে থাকে আর দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে দুইটী দ্রব্য তিনটী দ্রব্য প্রভৃতিতে থাকে এবং ঘটাদি সাবয়ব দ্রব্য ও অবয়বদ্বয়ে কিম্বা অবয়ব ত্রয়াদিতে অবস্থিত এজন্য দ্রব্যকে কিম্বা গুণকে এক দ্রব্য বলা যায় না কিন্তু কর্ম্ম পদার্থ সকল প্রত্যেকে এক একটী মাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ঘটের চলন ক্রিয়া কদাচ পটে—থাকে না কিম্বা পটের পরিচালনও মঠাশ্রিত নহে সুতরাং কর্ম্মকে এক দ্রব্য বলিতে হইবে। একাধিক দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে নাথাকে অথচ সত্তার সাক্ষাৎ ব্যাপ্য যেজাতি তদ্বত্বই এক দ্রব্যত্ব এইটী ফলিতার্থঃ। পূর্ব্বে প্রকাশ আছে যে সত্তা নামক জাতি দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ে থাকে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব নামক জাতি ত্রয়ের প্রত্যেকই ঐ সত্তার সাক্ষাৎ ব্যাপ্য (সত্তার একাধিকরণে বৃত্তি অথচ তাহা অপেক্ষা অল্প স্থানে স্থায়ি হইয়া তাদৃশ অল্পস্থান স্থায়ি জাত্যন্তর হইতে অল্পস্থান স্থায়ি না হয় এমত) জাতি হইয়াছে। ঐ দ্রব্যত্বাদি জাতি ত্রয়ের মধ্যে একমাত্র কর্ম্মত্বই একাধিক দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে অবৃত্তি হয় অর্থাৎ উভয় দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে থাকে না এ নিমিত্ত ঐ কর্ম্মত্বকে আদান করিয়া কর্ম্মে লক্ষণের সমন্বয় করিতে হইবে। দর্শিত রীত্যনুসারে অগুণ শব্দেরও গুণবত্তিন্ন বৃত্তি গুণাবৃত্তি জাতিমত্ব এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে গুণবত্তিন্ন অর্থাৎ গুণশূন্য-কর্ম্ম পদার্থে, কর্ম্মত্ব জাতি বৃত্তি হইয়া গুণেও অবৃত্তি (অনবস্থিত) হইয়াছে সুতরাং ঐ কর্ম্মত্ব জাতি দ্বারা কর্ম্মে লক্ষণ সমন্বয়ের বাধা নাই। সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ এইটী কর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ। ক্রিয়া স্বাশ্রয়ে পূর্ব্বদেশ বিভাগ এবং উত্তর দেশ সংযোগ জন্মাইতে সমবায়ি কারণ—দ্রব্যকাল, অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি কারণান্তরকে অপেক্ষা করিলেও স্বোত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের সমবায়ি কারণীভূত দ্রব্য, কাল অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি কারণান্তরের মধ্যে কেহই ক্রিয়ার উত্তর কালোৎপন্ন নয় এজন্য কর্ম্মে লক্ষণের সঙ্গতি হইতেছে।

দ্রব্যগুণ কর্ম্মাণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যং। ১৮

পদব্যাখ্যা। দ্রব্য গুণ কর্ম্মণাং দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের প্রতি। দ্রব্যং—দ্রব্যপদার্থই। কারণং —সমবায়িকারণ। সামান্যং—সমান অর্থাৎ এক।

অনুবাদ। দ্রব্য যে সমবায়ি কারণ হয় তাহা দ্রব্য গুণ কিম্বা কর্ম্ম এই তিনের প্রতিই সমান। অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য দ্রব্যান্তর গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ের প্রতি সমবায়িকারণ হয়।

তাৎপর্য্য। সমান শব্দের উক্ত স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া সূত্রস্থ সামান্য শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা তুল্যার্থবাচী হইয়াছে। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিনেরই দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণগত সাম্য আছে। সাবয়ব দ্রব্যের প্রতি যেমত তদীয় অবয়বাত্মক দ্রব্য সমবায়ি কারণ হয়। সেইপ্রকার জন্যগুণের এবং কর্ম্ম পদার্থ মাত্রের প্রতিও তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ দ্রব্যই সমবায়ি কারণ হইয়া থাকে। ঘটীয়

অবয়ব কপালদ্বয়, যেমত ঘটের প্রতি সমবায়ি কারণ,সেইরূপ কপালে উৎপন্ন রূপাদি গুণ ও চলনাদি ক্রিয়াবও সমবায়িকারণ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দ্রব্যরূপ সমবায়ি কারণ জন্যত্বটী দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম্ম্য বলা হইল। যদিচ নিত্য দ্রব্যে কিম্বা নিত্য-গুণে দ্রব্য-জন্যত্ব নাই তথাপি দ্রব্য জনিত পদার্থে থাকে এমত যে পদার্থ বিভাজক ধর্ম্ম (অর্থাৎ দ্রব্যত্ব কিম্বা কর্ম্মত্ব) তদাশ্রয়ত্ব স্বরূপ তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত ধর্ম্মকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য বলাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই কেন না তাদৃশ ধর্ম্ম হইতে দ্রব্যত্ব গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রত্যেকই হইয়াছে, এবং সকল দ্রব্যে সমস্ত গুণে ও যাবতীয় কর্ম্ম পদার্থে উক্ত ধর্ম্ম ত্রয়ের কোননাকোনটী অবশ্যই রহিয়াছে।

তথাগুণঃ। ১৯

পদব্যাখ্যা। তথা—সেইরূপ। গুণঃ—গুণ পদার্থ।

অনুবাদ। দ্রব্যের ন্যায় গুণ ও দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিনের প্রতি কারণ হয়।

তাৎপর্য। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ে যেমত দ্রব্য জন্যত্ব আছে তদ্রূপ গুণজন্যত্বও আছে তবেকিনা উক্ত দ্রব্যাদি ত্রয়ের প্রতি দ্রব্য সমবায়ি কারণ হয় আর গুণ অসমবায়ি কারণ এই পার্থক্য। যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যটী থাকে তাহার নাম সমবায়িকারণ এবং ঐ সমবায়ি কারণে থাকিয়া কার্য্যের জনক অথচ যাহার নাশে কার্য্যটীও নষ্ট হয় সেই অসমবায়ি কারণ; অবয়ব দিগের সংযোগ হইতেই অবয়বী জন্মে। কপালদ্বয়ের সংযোগ ব্যতীত ঘট জন্মে না—এজন্য ঘটাত্মক দ্রব্যের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ স্বরূপ গুণকে অবশ্য কারণ বলিতে হইবে। এইপ্রকার অবয়বীর রূপরসাদি গুণ যে অবয়বের রূপরসাদি জনিত তাহা অননুভূত নহে। এবং ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতাদি বশতঃই বৃক্ষে শাখা পল্লবাদির সঞ্চালন ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে ঐ অভিঘাতাদি সংযোগরূপ গুণবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পূর্ব্ব সূত্রোক্তবৎ এস্থলেও গুণাত্মক সমবায়ি কারণ জন্যত্ব অর্থাৎ গুণজন্য বৃত্তি পদার্থ বিভাজক ধর্ম্মবত্ত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম্ম্যান্তর বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সংযোগ বিভাগ বেগানাং কর্ম্ম সমানম্। ২০

পদব্যাখ্যা। সংযোগ বিভাগ বেগানাং—সংযোগবিভাগ এবং বেগাখ্য সংস্কার এই গুণ ত্রয়ের প্রতি। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়াপদার্থ। সমানম্—এক। এ স্থলে কারণ পদের পূরণ করিয়া অথবা পূর্ব্ব হইতে অনুষঙ্গ লইয়া অন্বয় করিতে হইবে।

অনুবাদ। এক কর্ম্ম সংযোগ বিভাগ ও বেগ এই গুণত্রয়ের প্রতিকারণ।

তাৎপর্য্য। দ্রব্য কিম্বা গুণের ন্যায় কর্ম্মেরও অনেক কার্য্যকারিত্ব আছে ইহাই এ স্থলে প্রতিপাদ্য। ধনুর্ব্বাণধারী পুরুষ শর নিক্ষেপ করিলে শরের যে চলন ক্রিয়া জন্মে ঐ চলনক্রিয়া হইতে ধনুর সহিত শরের বিভাগ হয় এবং শরের সহিত উত্তর দেশের সংযোগ জন্মে আর ঐ শরে বেগও জন্মিয়া থাকে সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণের এক

চলনক্রিয়া বিভাগ সংযোগ ওবেগ এই গুণ ত্রয় স্বরূপ অনেক কার্য্য জন্মায়।

নদ্রব্যাণাং কর্ম্ম। ২১

পদব্যাখ্যা। ন—নয়। দ্রব্যাণাং—দ্রব্যের প্রতি। কর্ম্ম—উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়া (কারণ পদের পূরণ অথবা অনুষঙ্গ বুঝিতে হইবে।)

অনুবাদ। দ্রব্যের প্রতি কর্ম্মের কারণতা নাই। অর্থাৎ উৎক্ষেপনাদি কর্ম্ম পদার্থ কোন দ্রব্যেরই কারণ হয় না।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব সূত্রে কর্ম্ম পদার্থকে সংযোগ বিভাগ ওবেগ এই গুণত্রয়ের প্রতি কারণ বলা হইয়াছে কিন্তু দেখাযায় দ্রব্যের উৎপত্তিতেও কর্ম্মের উপযোগিতা আছে। ঘট প্রস্তুত করিবার সময়ে কপালদ্বয়কে সংযুক্ত করিতে তাহাদের পরস্পর নৈকট্যের সম্পাদক যে সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় ঐ ক্রিয়া ব্যতীত ঘটারম্ভক সংযোগ (অর্থাৎ কপালদ্বয়ের সংযোগ) না জন্মাতে ঘট জন্মিতে পারে না এ নিবন্ধন ঘটাত্মক দ্রব্যের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ-সম্পাদক ঐ চলন ক্রিয়াকে কারণ বলা উচিত তবে সংযোগ প্রভৃতি গুণ ত্রয়ের ন্যায় দ্রব্যের প্রতিও কর্ম্মকে কারণ বলিলেন না কেন? এতাদৃশ প্রশ্নমূলক "নদ্রব্যাণাং কর্ম্ম" এই সূত্রের উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্রব্যের প্রতি কর্ম্মের কারণতা নাই ইহাই এ স্থলে প্রতিপাদ্য। এতৎ পক্ষে যুক্ত্যাদি পর সূত্রে প্রকাশিত হইবে।

ব্যতিরেকাৎ। ২২

পদব্যাখ্যা। ব্যতিরেকাৎ—ব্যতিরেক অর্থাৎ নিবৃত্তি নিবন্ধন।

অনুবাদ। দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কর্ম্মের নিবৃত্তি (বিনাশ) এ নিবন্ধন কর্ম্মকে দ্রব্যের প্রতি কারণ বলাযায় না।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তিতে অবয়বের সংযোগ জনকীভূত ক্রিয়ার উপযোগিতা থাকা সত্বেও কর্ম্ম যে দ্রব্যের কারণ নয় তৎপক্ষে হেতু কি? এই আপত্তির নিরাসার্থ "ব্যতিরেকাৎ" এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তিকে অর্থাৎ দ্রব্যোৎপত্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মের অস্থায়িত্ব অকারণত্বের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কপাল দ্বয়ের ক্রিয়া তাহাদের পরস্পর সংযোগ জন্মাইয়া ঘটোৎপত্তি ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় (যেহেতু সর্ব্বত্র উত্তর দেশ সংযোগই কর্ম্মের নাশক) তাই কার্য্য ক্ষণে থাকেনা বলিয়া অবয়বের ক্রিয়া অবয়বির প্রতি কারণ হইতে পারে না। এস্থলে ইহা বিবেচ্য যে কার্য্যাধিকরণে কারণের অবস্থিতি সম্পর্কে মতভেদ দেখাযায়। একমতে পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়া কার্য্যক্ষণ পর্য্যন্ত কারণের থাকা চাই। অন্যমতে কার্য্যোৎপত্তিক্ষণে না থাকিলেও চলে অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়াই কার্য্য জন্মাইতে কারণের সামর্থ্য আছে এই উভয় মতের মধ্যে পূর্ব্বমত অবলম্বন করিলে দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কর্ম্মের ব্যতিরেক তাহার অকারণত্বের হেতু হইতে পারে কিন্তু পরমতে ঘটোত্পত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ি-অবয়বকর্ম্মের কারণতায় বাধা হয়কৈ? মতবিশেষ অবলম্বন করিয়া উক্ত কারণত্বের খণ্ডন করিলে তাহাতে বাদীর নিরাস হয় না এজন্য পরমতেও উক্ত ব্যতিরেক কর্ম্মের দ্রব্যাকারণত্বে হেতু হইতেছে দেখাইতে হইবে মহাপট খণ্ড জনিত পট

পটই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অবয়বির প্রতি অবয়বের ক্রিয়াকে কারণ বলিতে হইলে (পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের পর মতেও) সর্ব্বত্র অবয়ব পদার্থোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে তাহার অবয়বে আরম্ভক সংযোগানুকূল ক্রিয়া থাকা চাই। কিন্তু একখানা লম্বায়মান বস্ত্রকে খণ্ড করিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রস্তুত করিলে ঐ ক্ষুদ্র পটের আরম্ভকীভূত-তন্তু সন্ততি সংযোগের অনুকূল কোন ক্রিয়া ঐ খণ্ড বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে বাস্তবিক পক্ষে থাকে না সুতরাং কর্ম্মের ব্যভিরেক অর্থাৎ অভাবই দ্রব্যাকারণত্বে হেতু হইতেছে। বস্তুতঃ যেটী কারণের কারণ তাহাতে জনকতা স্বীকার নাই। কালিদাস রচিত পুস্তকে কালিদাসের পিতা যে কারণ নহে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেননা। কার্য্যোৎপত্তিতে জনকের জনককে (নিষ্প্রয়োজনবিধায়) অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়। অন্য দ্রব্যস্থলেও জনকী-ভূত অবয়ব সংযোগের জনক বিধায় কর্ম্ম দ্রব্যের প্রতি অন্যথা সিদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম জনিত অবয়ব সংযোগ হইতেই দ্রব্যোৎপত্তি সম্ভাবনা হওয়ায় কর্ম্মকে কারণ বলিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না।

ক্রমশঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ।

প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

(মূলম্)

ব্রহ্মাদেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥ ১
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা—
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২
শৌনকো হবৈ মহাশালোহঙ্গিরসং
বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে
সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩
তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে
বেদিতব্য ইতি হস্মযদ্
ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা
চৈবাপরা চ॥ ৪
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষ মিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে॥ ৫
যত্তদদৃশ্য মগ্রাহ্য মগোত্র মবর্ণম্
অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং
তদ্ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। ৬
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথাসতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি
তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। ৭
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম
ততোহন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং
লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥ ৮
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্
যস্য জ্ঞান ময়ং তপঃ

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মনাম-
রূপমন্নঞ্চ জায়তে। ৯

(বঙ্গানুবাদ)

এ বিশ্বের রচয়িতা ভুবন পালক
ব্রহ্মা, দেবগণ মাঝে জন্মেন প্রথম;
জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে, কহিলেন তিনি,
সকল বিদ্যার সার, ব্রহ্ম বিদ্যা জেন।
বলিয়া ছিলেন ব্রহ্মা অথর্ব্বকে যাহা
অথর্ব্বা তাহাই কহিলেন অঙ্গিরসে;
তিনি পুনঃ ভারদ্বাজ সত্যবাহে কন;
তাঁ'হতে সে পরাবরে আঙ্গিরস লন। ২
যথাবিধি উপস্থিত হ'য়ে মহাশাল—
শৌণক, করেন প্রশ্ন ঋষি অঙ্গিরসে
—"কৃপাকরি ভগবন্, কহ মোরে তবে
কি জানিলে এ সকল জানা মোর হবে? ৩
বলিলেন তিনি, কহেন ব্রহ্মবিদ্‌গণ
বেদিতব্য দুই বিদ্যা পরা ও অপরা। ৪।
ঋক্ যজু সামাথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয়
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,
ছন্দঃ পুনঃ, ছয় জেনো সে বিদ্যা অপরা
অক্ষর পুরুষ বেদ্য যাহে সেই পরা। ৫
অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, মূলহীন, বর্ণহীন,
চক্ষুঃ, কর্ণ, হস্ত, পদ, নাহি যাঁর কিছু—
নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম অব্যয়—
সর্ব্বভূত-যোনি বলি জানে জ্ঞানিগণ। ৬
আপন শরীর হ'তে উর্ণনাভ যথা
বাহির করয়ে তন্তু, লয় পুনরায়;
ওষধি জনমে যথা এই পৃথিবীতে,
জীবিত পুরুষ হ'তে কেশ লোম যথা—
সে অক্ষর হ'তে জন্মে এই বিশ্ব তথা। ৭
হইলেন ব্রহ্ম যবে তপঃ উপচিত
তাঁহা'তে জন্মিল অন্ন; অন্ন হ'তে প্রাণ,
মনঃ, সত্য লোকচয়, কর্ম্ম অমৃত
(একে একে, ক্রমে ক্রমে) হইল উদ্ভূত। ৮
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ হন যেই জন
তপঃ যাঁর জ্ঞানময়, জনমে তাঁ হ'তে
ব্রহ্ম, নাম, রূপ, অন্ন তাঁহারি ইচ্ছাতে। ৯

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেৎ সত্যং
মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়োযান্যপশ্যং
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্তানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃপন্থা সুকৃতস্য লোকে। ১
যদালেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে
তদাজ্য ভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদ—
য়েচ্ছ্রদ্ধয়াহুতম্। ২
যস্যাগ্নিহোত্র মদর্শ মপৌর্ণমাস
মচাতুর্ম্মাস্য মনাগ্রয়ণ মতিথি বর্জ্জিতঞ্চ
অহুত মবৈশ্বদেব মবিধিনা হুত
মাসপ্তমাং স্তস্য লোকান্ হিনস্তি।
কালী করালীচ মনোজবাচ
সুলোহিতা যাচ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচীব দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ। ৫
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্যঃ
এষবঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ। ৬

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ
জরা মৃত্যু তে পুনরেবাপি যান্তি। ৭
অবিদ্যায়া মন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। ৮
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি
রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণ লোকাশ্চ্যবন্তে। ৯
ইষ্টা পূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
না কস্য পৃষ্ঠেতে সুকৃতেহনুভূত্বে—
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি। ১০
তপঃ শ্রদ্ধে যেহ্যপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাংচরন্তঃ।
সূর্য্য দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা। ১১
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু মেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং। ১২
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্। ১৩

(বঙ্গানুবাদ)

সত্য ইহা—
বেদমন্ত্রে জ্ঞানিগণ কর্ম্ম যে সকল
দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবিধ রূপেতে
ত্রেতাতে বিস্তৃত; সবে হয়ে সত্যকাম
নিয়ত করহ তাহা; ইহা তোমাদের
হয় ফলপ্রাপ্তিপথ স্বকৃত কর্ম্মের। ১

সমিদ্ধ হইলে হব্যবাহন, তাঁহার
শিখা যবে লক্ লক্ করে, সে সময়
আজ্যভাগ মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত
আহুতি করিবে দান; ইহা তোমাদের
হয় ফল প্রাপ্তি পথ স্বকৃত কর্ম্মের। ২

যার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, দর্শ পৌর্ণমাস
আগ্রয়ণ যাগ হীন, অতিথি বর্জ্জিত;
অকালানুষ্ঠিত, বৈশ্বদেব কর্ম্মহীন,
অনুষ্ঠিত অবিধিতে, তাহার নিশ্চয়
হেন যজ্ঞফলে সপ্তলোক নষ্ট হয়। ৩।

কালী ও করালী, মনোজবা, সুলোহিতা,
সুধূম্র বরণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী—
দীপ্তিময়ী, লক্ লক্ এই জিহ্বা সাত
আহয়ে অগ্নির; ৪।

এরা হলে দীপ্যমান্
করে যেই যথাকালে অগ্নিহোত্রাদির
অনুষ্ঠান, তারে এই আহুতি সকল
সূর্য্যরশ্মি দিয়া সেই স্থানে লয়ে যায়
একমাত্র দেবপতি রহেন যেথায়। ৫

দীপ্তিময়ী আহুতিরা সেই যজমানে
"এস, এস, তোমাদের সুকৃতির ফলে
লব্ধ পুণ্য ব্রহ্মলোক এই, হেন রূপ
প্রীতিকর বাক্য কহি, অর্চ্চনা করিয়া,
বহন করিয়া লয় সূর্য্যরশ্মি দিয়া। ৬

এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলা
অদৃঢ়, কথিত যাহে অশ্রেষ্ঠ করম;
এরে শ্রেষ্ঠ মনে করে যেই মূঢ় গণ
লভে তারা পুনরায় জরা ও মরণ। ৭

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্ত্তমান
আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত
জরা রোগাদিতে তারা হ'য়ে পীড়মান
ক্রমে অধোনীয়মান অন্ধের সমান। ৮
নানারূপ অবিদ্যায় থাকি বর্ত্তমান,
"কৃতার্থ আমরা" হেন করে অভিমান
অজ্ঞানীরা; কর্ম্মিগণ রাগবশে
কর্ম্মফলে, ব্রহ্ম বিদ্যা জানে না বিশেষে;
অতএব কর্ম্মফল হইলেক ক্ষয়
দুঃখার্ত্ত হইয়া তারা স্বর্গচ্যুত হয়। ৯
মূঢ় যারা ইষ্টাপূর্ত্তে শ্রেষ্ঠভাবে মনে,
নাহি জানে অন্য শ্রেয়ঃ, সুকৃতির কলে
স্বর্গে যেয়ে কর্ম্মফল অনুভব করি,
এইলোকে কিম্বা হীনতরে আসে ফিরি। ১০
যে সকল শান্ত জ্ঞানী ভিক্ষাবৃত্তি ধরি,
অরণ্যে করিয়া বাস করেন সাধন
তপঃ আর শ্রদ্ধা, তাঁরা হয়ে রজোহীন,
সূর্য্যদ্বার দিয়া সেথা করেন প্রয়াণ
পুরুষ—অমৃতাব্যয় যথা বর্ত্তমান। ১১
পরীক্ষা করিয়া কর্ম্ম লব্ধ লোকচয়,
ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদ ভাবধরিবেন নিজে;
কর্ম্মে লভ্য নহে নিত্য পদার্থ যখন
অতএব নিত্যবস্তু জ্ঞান লাভ তরে
শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম নিষ্ঠ গুরু সন্নিধান
সমিধ্ লইয়া করে করিবে প্রয়াণ। ১২
সে বিদ্বান্ গুরু শান্ত চিত্ত শমান্বিত
তদীয় সমীপ গত জনেরে তত্ত্বতঃ
বলিলেন ব্রহ্ম বিদ্যা, যাহা প্রকাশয়
সে অক্ষর, সেই সত্য পুরুষ বিষয়। ১৩

ইতি প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

ইতি প্রথম মুণ্ডকং সমাপ্তম্।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

আমিত্বের প্রসার।

(মায়া)

মায়া! মায়া! মায়া! সর্ব্বত্রই মায়া। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, সর্ব্বত্রই মায়ার সাম্রাজ্য। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া ছিলাম, তোমার মায়া-পাশ ছিন্ন করি, হিন্দু-পত্রিকাকে বিস্মৃতির গর্ভে পাতিত করি, কিন্তু পারিলাম কই? মায়া, সেই বিশ্ববিমোহিনী মায়া, সেই ব্রহ্ম-বিমোহিনী মায়ার হস্তে বন্দী হইয়া পুনর্ব্বার তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এদীনকে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি অবহেলা করিও না। আমিত আমি, আমার অপেক্ষা কত শত মহাজন, মুনি, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা কেহই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। স্বয়ং ব্রহ্মই মায়ার হস্তে নিস্তার পান নাই। কল্পান্তে মায়া তাঁহাতে লীন হয়েন বটে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হন না। স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি আবার ব্রহ্মের চিদাকাশে উদিত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত করেন। ব্রহ্ম একজন বড় গৃহস্থ, তোমার আমার গৃহ ক্ষুদ্র, কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের গৃহ, আর এই ব্রাহ্মী মায়াই তাঁহার গৃহিণী স্বরূপা। ব্রহ্ম যেন সারাদিন গৃহস্থলীর কার্য্য করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং দিনান্তে গৃহস্থলী বিস্মৃত হইয়া নিদ্রাভিভূত হন। এত যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, সৃষ্টি করিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি। বিরক্ত গৃহস্থের, এইরূপ মনোভাব দেখিয়া মায়া গৃহিণী তখন সঙ্কুচিত হয়েন; আমি

অতি চতুরা গৃহিণী, স্বামীর মনের বিরক্তভাব দেখিয়া তিনিও বলেন, তাইত এত ঝঞ্ঝাট কি আর সহ্য হয়, চল আমরা বিশ্রাম করিগিয়া। সুচতুরা তখন ব্রহ্মের কর্ণকুহরে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে সংসারের নানাবিধ সুমিষ্ট কথা প্রবেশ করান রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, নির্গুণ ক্লীব ব্রহ্মের সংসার বাসনা পুনর্ব্বার জাগরুক, তিনি পুনর্ব্বার ঘোর সংসারী সগুণপুং ব্রহ্মা। তোমার আমার দিন রাত্রি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু ব্রহ্মের দিন রাত্রি এক এক বৃহৎ কল্প, তোমার আমার গৃহিণী সকল ক্ষুদ্র মায়া ললনা, কিন্তু ব্রহ্মের গৃহাঙ্গনা সেই আদ্যাশক্তি জগৎজননী, ব্রাহ্মী মহামায়া। স্বয়ং ব্রহ্ম যখন এই সংসারের মায়া এড়াইতে পারেন না, তখন আমরা ত কোন্ কীটাণুকীট। আর ব্রহ্মের এই সংসার কি যথার্থই অধম? সংসার যদি যথার্থই অশান্তি ময় তাহা হইলে ইনি ব্রহ্মেরই হউন আর যারই হউন, উহা সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। সংসারে যে অশান্তি, সে কি সংসারের নিজের না আমাদের কৃতকার্য্যের। সংসারে তৃষ্ণা আছে সত্য, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলাশয়ও আছে। তুমি বলিতে পার, তৃষ্ণা না থাকিলেই হইত, কেবল জল থাকিলেই চলিত। কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে জলের প্রয়োজন কোথায়? জল পানে যে সুখটুকু তাহা তৃষ্ণা আছে বলিয়া। ভাবিয়া দেখ তুমি যাহা কিছুকেই দুঃখ অভিধানে অভিহিত করিবে, তাহাই বস্তুতঃ তোমার সুখের উপাদান মাত্র। রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয় হইতেই সুখ দুঃখ আসিতে পারে। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রকৃতির নিয়মানুসারে হইবে, তোমার তাহা পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু তুমি তোমার কার্য্যাবলী এমনি ভাবে নিয়মিত করিতে পার, যে রৌদ্র ও বৃষ্টি তোমার পক্ষে সুখকর হয়। সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যাপারেই অনন্ত মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, মানব অজ্ঞান বশতঃ তাহাদিগকে অমঙ্গলে পরিণত করে। জ্ঞানের বিকাশের সহিত সর্প বিষও মানবের মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। মঙ্গল, অমঙ্গল বস্তুসত্বাতে নহে, প্রয়োগের বিভিন্নতায়। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, আপাত প্রতীয়মান অবশ্যম্ভাবী অতীব দুঃখ জনক ব্যাপারকেও আত্মার শান্তির উপকরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। জগতে পিতার পুত্রাদিমৃত্যু জনিত শোক অপেক্ষা অন্য কোন ক্লেশই বলবত্তর নহে, কিন্তু পিতা জ্ঞানী হইলে সে ক্লেশ অনুভব করেন না। মৃত্যু কি? এই দেহের বিনাশ। পুত্র পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র, যাহা আর পরিধান করা যায় না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে, পিতার সুখ না দুঃখ হয়? সুখই হয়। তবে মৃত্যু কেবল দেহান্তর প্রাপ্তি, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখ হইবে কেন? ভগবানের বিধানে যে দেহ কার্য্যক্ষম সে দেহের ধ্বংস হয়না। মৃত্যু অতিশয় দয়ালু। জীবের কষ্টে তিনি অতি ক্লিষ্ট। জীবের কষ্ট তিনি সহ্য করেন না। তাই জীব যখন নানাবিধ অপকার্য্যে নিজের দেহকে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন, মৃত্যু তখন অনুকম্পা করিয়া তাহার দুঃখের অবসান করিয়া দেন। ভাবিয়া দেখ, মৃত্যু না থাকিলে, [illegible] শান্তিময় হইত। [illegible] কার্য্যে রোগ দেহে উপ-

ম্বিত, কিছুতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এদেহের উপকরণ আরকর্ম্মণ্য করা অসম্ভব। এই বিপদের সময় মৃত্যু উপস্থিত হয়েন এবং অভয় প্রদান করেন, "ভয় নাই, আমি তোমার দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছি, নূতন দেহ ধারণ করিয়া, নূতন উপকরণ লইয়া নূতন বলে বলীয়ান হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর।" কত সময় আমরা, "হা মৃত্যু তুমি কোথায়" বলিয়া আর্ত্তনাদ করি, কত অনুনয়ে বিনয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করি, কিন্তু মৃত্যু দেখা দেন না। সময় হয় নাই, এখনও দেহের উপকরণ তত অকর্ম্মণ্য হয় নাই, যখন নূতন দেহের প্রয়োজন। এ বস্ত্র এখনও ব্যবহার করা যায়, পিতা নূতন বস্ত্র দিলেননা। বালক কাঁদিল, পিতা তাহা শুনিলেন না। কেনা দেখিয়াছেন, পুত্রশোকে কত জনক জননী দিবানিশি মৃত্যুর সাধ্য সাধনা করিতেছেন, কেনা দেখিয়াছেন কত পত্নী পতির শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু কৈ, মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু দয়ালু বটে, কিন্তু অজ্ঞানীর প্রার্থনায় কর্ণ দেন না। আবার বিনা আহ্বানেও তিনি আসিয়া উপস্থিত হয়েন; যে পুত্রকে চক্ষুর অন্তরাল করিলেই প্রাণান্ত হয়, তাহাকেও তিনি বলপূর্ব্বক লইয়া যান। আর্ত্তনাদে কর্ণও দেন না। মৃত্যু অপেক্ষা জগতে আর কোন পদার্থই অধিকতর দুঃখজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু সেই মৃত্যুও আমাদের মঙ্গলের জন্য। আর এই মৃত্যু জনিত যে দুঃখ, তাহার মূল কোথায়? মৃত ব্যক্তির স্বার্থ, না নিজের? জানিয়া দেখ, স্বীয় স্বার্থই উহার মূল। তুমি চলিয়া গেলে আমার কি হইবে, কিম্বা আমি আকাশে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা কোথায় গেল, আমি দুঃখ ভোগ করিব, কিম্বা আমার কতক গুলি আশা পূর্ণ হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ। শাস্ত্র বলেন যে আত্মীয় স্বজন অশ্রুবর্ষণ করিলে, দেহ—বিমুক্ত আত্মার ক্লেশ হয়। হইবারই কথা। আমি পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেছি, আমি দুঃখ বিমুক্ত হইয়া সুখে প্রবেশ করিয়াছি, তুমি স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিলে! আমাকে যদি যথার্থই ভালবাস, তবেত তোমার দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। বৌদ্ধেরা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অনেকপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করে। সমাজ বিশেষের চক্ষে শোক চিহ্ন ধারণ না করিয়া এইরূপ সময় হর্ষ চিহ্ন ধারণ উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে মৃত্যু যথার্থই কি আনন্দের জিনিষ নহে। এখন ভেবে দেখ মায়া কি? মায়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা আপাততঃ ভুলিয়া যাও। ব্রহ্মের অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তি ক্ষণ কালের জন্য বিস্মৃত হও। নির্গুণ ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সগুণ ব্যবহারিক জগতের দিকে নেত্রপাত কর। সন্তানের প্রতি মাতার মায়া, এ মায়া কি মধুময়! মাতা নিজের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মায়ার প্রভাবে পুত্রেতে আত্মহারা হন। তুমি কি বল যে এই মায়া পরিত্যাজ্য? কখনই না। তুমি বলিবে যে এ মায়া স্বর্গীয় মায়া, এজগতে যদি কেহ স্বর্গ সুখ অনুভব করেন, তবে

সন্তান বৎসলা মাতা। তাহাই যদি হইল তবে এ মায়া পাশ ছেদন কেন করিব, উহার বিনাশ না করিয়া প্রসার করিয়া অনন্ত স্বর্গ সুখ কেন উপভোগ না করি? বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সন্তানের প্রতি যে মমতা, উহা যদি সে প্রসার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মায়া ব্রাহ্মী মায়া বা মহামায়াতে পরিণত হইল। ক্ষুদ্র আত্মার ক্ষুদ্র মায়া, কিন্তু মহাত্মা বা পরমাত্মার মহা বা পরম মায়া। ক্ষুদ্র মায়া যতই প্রসার করিতে পারিবে, ততই তোমার ক্ষুদ্র আত্মা ক্ষুদ্র উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে। তোমার আত্মা যে ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তোমার মায়া ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তুমি নিজ পুত্র কন্যাদি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি মায়া করিতে জান না, তোমার মায়াকে মহামায়ায় পরিণত কর, তোমার আত্মার ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না, উহা মহা বা পরমাত্মায় পরিণত হইবে। অতএব পুত্র কন্যার প্রতি যে মায়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে না, উহার প্রসার করিতে হইবে। উহার প্রসার করিলেই আমিত্বের প্রসার হইবে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিবে আর মায়া পরিত্যাগ করিতে চাহিলেই কি করা যায়? করাও যায় না, করিতে চেষ্টা করাও অমঙ্গল জনক। স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিলাম, ধনৈষণাদি পরিত্যাগ করিলাম, অরণ্যে গমন করিলাম। সেখানেও সেই বিশ্ব বিজয়িনী মায়া। হয়ত শকুন্তলা আসিয়া জুটিল, না হয় হরিণ শিশু আসিয়া জুটিল। তাহাদিগেতেই তন্ময়ত্ব জন্মিল। শকুন্তলা বা হরিণ শিশু আবার আমাকে সংসারে প্রবেশ করাইল। রাজ্যাদি পরিত্যাগের পর এক হরিণ শিশুতেই ভরতের তাবৎ সংসার হইয়াছিল। শকুন্তলা পতি গৃহে যাইবার সময় বৃদ্ধ কণ্ব মহর্ষি কতই না কাঁদিলেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্প ভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদী দৃশামপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ।

শকুন্তলা অদ্য পতি গৃহে গমন করিবে, হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অভ্যন্তরীণ দুঃখ হেতুক মুখে যেন কথা সরিতেছে না! জড়তা আসিতেছে, চিন্তা হেতু চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছি, আমি বনবাসী, তথাপি কন্যা স্নেহে আমার এতদূর বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছে না জানি কন্যা পতিগৃহে প্রথম গমন করিবার সময় গৃহিদের কতই না দুঃখ উপস্থিত হয়। হরিণ শিশু বা শকুন্তলা না থাকিলেও আশ্রমের তরুলতা তাহাদের স্থান অধিকার করে, তাহারাই পুত্র কন্যা হইয়া দাঁড়ায়। এড়াইবার উপায় নাই, আবশ্যকও নাই, লাভও নাই, এড়াইতে গেলেও সমূহ অনিষ্ট। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া আশ্রয় সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হয়েন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড গৃহের গৃহস্বামী, মহামায়া তাহার গৃহিনী। গৃহিনীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কে কখন গৃহস্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে! অসম্ভব। মাতৃদ্বেষী পুত্রকে পিতা কি কখন ভাল বাসেন? কখনই না। গীতায় ভগ

বান্ বলিয়াছেন যে মায়া আশ্রয় করিয়া তিনি জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহামায়া আমাদের মাতা স্বরূপা, তিনিই জননীরূপে আমাদিগকে লালন পালন করেন। পিতার নিকট কি সব সময় যাওয়াযায়, যত কিছু আবদার সব না মায়ের কাছে। মা জগদম্বে! মহামায়ে একবার আমাকে ক্রোড়ে লও, তাহা হইলেই আমার জীবন স্বার্থক হইবে। তোমার কৃপায় পিতৃ পদ লাভ হইবে, আর তোমার অকৃপা হইলে আমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

মায়ার প্রসার বহুবিধ ভাবে করা যায়। ভগবানকে পিতৃরূপ এবং মহামাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া আমিত্বের প্রসার সাধন করা যায়। সাধারণ সাধকের পক্ষে ইহাই সহজ প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবান্ পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ। তাহাকে পিতৃভাবে দেখিতে চাও দেখ, সখাভাবে দেখিতে চাও দেখ, পুত্র ভাবে দেখিতে চাও দেখ, পতিভাবে দেখিতে চাও তাহাও পার। সর্ব্ববিধ ভাবেই মায়ার প্রসার। মায়ার প্রসার না করিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্রমায়ায় তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা জীবাত্মা, মহামায়ায় তিনি মহা বা পরমাত্মা। নন্দরাজা ও যশোদা ঠাকুরাণী ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করিয়াছিলেন। মনে করিওনা যে নিজের পুত্রের প্রতি ঐকান্তিক মায়া বা স্নেহ থাকিলেই ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করা যায়। স্বীয় পুত্রের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা, তাবৎ বিশ্বে সেইরূপ স্নেহ মমতা দেখান চাই। যাহার স্নেহ মমতা যতদূর প্রসারিত, তিনি ভগবানের নিকট ততদূর অগ্রসর। যাহার পুত্র প্রেম বিশ্ব প্রেমে পরিণত হয়, তিনি ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া মহামায়োপাধি আশ্রয় করিয়া আনন্দধামে চিরানন্দ ভোগ করেন। সখার প্রতি সখার যে প্রেম, তাহাও প্রসারিত করিতে হয়, তাবৎ বিশ্বে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই, শ্রীদাম, সুদাম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজনীন মায়োপাধি আশ্রয় করিয়া মহামায়াধীশ্বর পরব্রহ্ম সন্নিধানে যাওয়া যায়। পিতা হইয়া যেরূপ বিশ্বে পুত্র প্রেম প্রসার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে পিতৃ প্রেম প্রসার করিতে পার। মাতা হইয়া যেরূপ বিশ্বে পুত্রপ্রেম বিস্তার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে মাতৃ প্রেম বিস্তার করিতে পার। বহুবিধ ভাবের মধ্যে পতি পত্নী ভাবে সাধনা বড়ই কঠিন ও বিপজ্জনক। এই ভাবকে সাধারণতঃ মধুর ভাব বলা যায়। নিজেকে মহামায়া করিয়া ভগবানের আরাধনাই মধুর বা গোপী ভাব বা বামাচার। আমি নিজেই সেই মহামায়া, সেই প্রকৃতি। বস্তুতঃ এই জগতই মহামায়াময়। আমরা সকলেই মায়ার উপাধি মাত্র। মহামায়া যেভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও আমার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া সেইভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তাবৎ বিশ্বে পতি-প্রেম প্রসার করিব। ঐরূপ তাবৎ বিশ্বেই পত্নী প্রেম প্রসার ও একবিধ উপাসনা। পতি-প্রেম বা পত্নী প্রেম প্রসারের সহিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কোন সংস্রব নাই, অজ্ঞান বশতঃ ভ্রান্ত-জীব ইহাতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংসৃষ্ট করিয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়। ঋষি

যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে পতি যে পত্নীকে ভালবাসে, সে পত্নীত্বের জন্য নহে, পত্নীর মধ্যে আত্মা বিরাজিত বলিয়া, এবং পত্নী যে পতিকে ভালবাসে সে পতিত্বের জন্য নহে, পতির মধ্যে আত্মা আছে বলিয়া। ;আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি হওয়া চাই। আত্মাই যে একমাত্র নিত্য বস্তু তাহাও উপলব্ধি করা চাই। মানব উপাধি জড়িত। পার্থিব নিম্ন উপাধি হইতে ক্রমে তাহার উচ্চ উপাধিতে আরোহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এজন্য তাহার পতি, পত্নী, পুত্র, পিতা মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি কতকগুলি জ্ঞাত মায়োপাধি আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধে মহামায়ার নিকট গমন করিতে হয়। ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় উর্দ্ধে গমন করা যায় না, নিম্নে পতিত হইতে হয়। বামাচার ও গোপীভাবের অন্তরালে আমাদের দেশে যে কত ব্যভিচার, কত ভ্রূণ হত্যা আদি পাপ-স্রোত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সমুদায় ভাব নির্দ্দোষ ভাবে প্রসারিত করা বড়ই কঠিন। মাতৃভাব পিতৃভাব বা পুত্র ভাবাদি প্রসারিত করা সহজ ও সুকর এবং তাহাতে আপদের আশঙ্কা নাই। গোপীভাব বা বামাচারে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। এইজন্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ফল কথা এই যে যিনি যে ভাবেই বিশ্বে বিরাজ করুন, তাহার মায়া প্রসারিত করিতেই হইবে, এবং এই মায়া প্রসারিত করিতে পারিলেই, তিনি তাহার ক্ষুদ্র অহংকে বা আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে সেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারেন। নিজের প্রতি এবং যাহাদিগকে নিজ বা আত্মীয় জ্ঞান করি, তিনিই পতি পত্নীই হউন, পিতা মাতা পুত্র বা বন্ধুই হউন, তাহাদের প্রতি যে মমতা, তাহা প্রসারিত করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত করা চাই, তাহা হইলেই আমিত্বের প্রসার সাধন করা হয়। হে জীব! তুমি যদি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে আমিত্বের প্রসার কর, এবং যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত কর। মাতঃ জগদম্বে! দীনের প্রতি দয়া কর, বিশ্বের প্রতি তোমার যে মায়া তাহার অণু প্রমাণ অধম সন্তানকে দান করিয়া কৃতার্থ কর। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

সাংসারিক সুখে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিবর্গের মানস দর্পণ নানাবিধ মিথ্যা জ্ঞান জনিত কুসংস্কার কালিমায় আবৃত থাকায় তাহাতে সহজতঃ সৎপদার্থের প্রতিভা পড়ে না সুতরাং ধারণা হয় যে শরীর ব্যতীত অন্য কোন আত্মা নাই; আমি গৌরবর্ণ আমি হৃষ্ট পুষ্ট অথবা আমি রুগ্ন কৃশ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি প্রতীতি নিচয় শরীরেরই আত্মত্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে। পুত্র কলত্রাদি হইতে যাদৃশ সুখের অনুভূতি হয় তদতিরিক্ত জগতে বিশেষ সুখের আর কি হইতে পারে। আজ আমি রাজকীয় নিয়ম বিরু অথবা পর পীড়ন করিয়াও রাজদ্বারে প্রশ

শাভাব বশতঃ পরিত্রাণ পাইলাম। পরকীয় অর্থরাশি বলে ছলে অথবা কৌশলে গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা হইতে সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইতে পারে, সুতরাং শাস্ত্র প্রণেতাগণ ভ্রম বশতঃ ঐ গুলি নিষিদ্ধ শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। কার্য্যের ফলাফল এই শরীরেই ভোগ করিতে হয়। পরলোক বলিয়া অন্য কিছু নাই এবং অদৃষ্ট নামক কোন ক্রিয়া-ফলেরও অস্তিত্ব অসম্ভব। স্ত্রী পুরুষ হইতে শরীরান্তরের উৎপত্তি ও জরা অবস্থায় কিম্বা তৎপূর্ব্বেও ধাতুবৈষম্য সমুত্থিত কঠিন রোগাদি জনিত ঐ শরীরের পতন স্বভাবসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রকারেরা যে অপবর্গ (মুক্তি) পদার্থ নির্ব্বাচন করেন তাহা কি ভয়ানক! যে সময়ে কল্যাণ কর কার্য্যাদি কিছুই থাকে না। ঐসর্ব্ব কর্ম্ম শূন্যাবস্থায় কিসে ভদ্র হইতে পারে? সুতরাং ঐরূপ মুক্তিতে কাহারও রুচি জন্মিতে পারে না। এইরূপ ভ্রমরাশি পরিপূর্ণ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন মানবগণ বস্তুতঃ অকল্যাণীয় বিষয়গুলিকে কল্যাণার্হ মনে করিয়া তাহার অনুকূলে অনুরাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ রাগ দ্বেষ হইতে মায়া লোভ ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি দোষ নিচয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। দোষাশ্রিত হইলে মনুষ্য শরীরদ্বারা হিংসাচৌর্য্য অবৈধ মৈথুনাদি আচরণ করিয়া থাকেন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা মিথ্যা কিম্বা অন্যের মর্ম্ম-পীড়াদায়ক পরুষ বাক্যের প্রয়োগ করেন, এবং মনদ্বারা পরদ্রোহ পর দ্রব্যলিপ্সা প্রভৃতি নিন্দনীয় বৃত্তির প্রশ্রয় দানে কুণ্ঠিত হয়েন না এই সমস্ত পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি অবশ্য অধর্ম্মের জন্য হইয়া থাকে; ঐ অধর্ম্ম হইতে দুঃখ দায়ক পুনঃ শরীরান্তর-পরিগ্রহ হয় এবং ক্রমশঃ দুঃখ রাশিও উপভুক্ত হইতে থাকে। যদিচ ধার্ম্মিক পুরুষেরা ইহ জন্মে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দশায় উপনীত হইতে না পারিলে, শরীরদ্বারা দান পরিত্রাণ পরিচর্য্যা প্রভৃতি, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা সত্যহিত প্রিয় বাক্য প্রয়োগ ও স্বাধ্যায়াদি, এবং মনদ্বারা দয়া অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সম্পাদন করিলেও তজ্জনিত ধর্ম্ম বশতঃ শরীরান্তর গ্রহণ করাতে জন্ম মৃত্যু জনিত ক্লেশ উপভোগ করিয়া থাকেন অধর্ম্মার্জ্জিত শরীরের ন্যায় প্রতি নিয়ত তাঁহাদিগকে দুঃখরাশি ভোগ করিতে হয় না এবং তাহাদের মুক্তিপথও সন্নিকটে উপস্থিত হয়। ফলতঃ যতদিন শরীর পরিগ্রহ থাকিবে ততদিনই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে এনিমিত্ত দুঃখ জনকীভূত পুনঃ জন্মের নিরাকরণে চেষ্টিত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুনর্জন্ম নিবৃত্তি করিতে হইলে তৎ সাধনীভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পাদিকা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা প্রয়োজন হয়। রাগ দ্বেষ সমুত্থিত দোষের অপসারণ ব্যতীত উক্ত প্রবৃত্তির নিরাকরণ সম্ভবে না সুতরাং অবশ্য নিরাকরণীয় দোষ নিচয়ের নিরাস মানসে পূর্ব্বোল্লিখিত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে দূরীভূত করিতে হইলে পদার্থ নিচয়ের তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। মিথ্যা জ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ ক্রমশঃ উৎপন্ন এই পাঁচটী পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া সংসারচক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা ঐ পাঁচের মূলীভূত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে অপসারিত করিতে পারিলে মনুষ্য

দিগকে আর সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে রাগ দ্বেষাত্মক দোষের বিনাশ হয়, দোষ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়, প্রবৃত্তি না থাকিলে জন্ম সম্ভাবনা হয় না এবং পুনর্জন্ম না হইলে দুঃখও আর জন্মে না সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিতে মানব মোক্ষ দশায় উপনীত হইতে পারেন। আমাদের এই নশ্বর দেহ আত্মা নহে; আত্মা অবিনাশী জ্ঞাতা সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়; ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট, সদসৎ ক্রিয়ার ব্যাপার মাত্র; তাহা হইতে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া লোকে সুখ দুঃখের উপভোগ করিয়া থাকেন; সুখের ন্যায় দুঃখ নিবৃত্তিও আমাদের একান্ত অভীপ্সিত স্বতঃ প্রয়োজন, তাই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ (মুক্তি) ভীষণ পদার্থ নহে; ইত্যাদি বিষয়গুলি কেবল বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না কারণ লোকের মনে যে সমস্ত কুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহারাও স্বকীয় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, একারণ যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা ঐ সমস্ত সৎপদার্থের যথার্থতা প্রতিপাদন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। প্রায়শঃ পরোক্ষ বিষয়ে প্রত্যক্ষ মূলক অনুমানই বলবৎ প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন, প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের প্রথমতঃ উদ্দেশ অনন্তর প্রত্যেকের লক্ষণ, অবান্তর বিভাগ ও বিচার পূর্ব্বক ব্যবস্থা করতঃ অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থ নিশ্চায়ক অনুমানাত্মক প্রমাণ ও তদনুকূল তর্কাদির পথ প্রদর্শক হইয়া মোক্ষোপযোগি তত্ত্ব জ্ঞানের প্রযোজক হইয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে আত্মার ক্রমশঃ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার সম্পাদিত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। শ্রবণের পশ্চাৎ ঈক্ষ (উন্নয়ন) অন্বীক্ষা পদের প্রতিপাদ্য; তৎসম্পাদক তর্ক বিদ্যা [ন্যায় বিদ্যা] আন্বীক্ষিকী পদে অভিহিত হইয়া থাকে শাস্ত্রকারেরা বলেন শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত বিষয় যিনি শাস্ত্র বিরোধি তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ তিনিই বস্তুতঃ ধর্ম্মজ্ঞ। মোক্ষ ধর্ম্মে উক্ত আছে শাস্ত্র প্রধান আন্বীক্ষিকী রূপ মন্থন দণ্ডদ্বারা উপনিষৎ সমুদ্র মথিত হইলে তাহা হইতে অমৃত (মোক্ষ) লাভ হয়; অর্থাৎ উপনিষদের ন্যায়ানুসারী অর্থটাই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান ভ্রম ও যথার্থভেদে দ্বিবিধ। এক পদার্থকে অন্য বলিয়া জানার নাম ভ্রম যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিল কোন সময় সর্প বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে; এই ভ্রম জ্ঞান উত্তর কালে বাধিত হয় অর্থাৎ রজ্জু সমীপে আলোক লইয়া ভালরূপ দেখিলে যখন জানাযায় যে উহা সর্প নহে রজ্জু তখন পূর্ব্বকার সর্প বলিয়া জ্ঞানটী যে মিথ্যা তাহা নিশ্চিত হইয়া যায়। ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলে। যেমন মনুষ্য দেখিলে এইটী মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে এইটী বৃক্ষ, অথবা রজ্জু দেখিলে ইহা রজ্জু ইত্যাদি। যথার্থ মিথ্যাভেদে যেমন জ্ঞানকে বিভাগ করা যায় সেইমত অনুভব এবং স্মরণ ভেদেও জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অনুভব চারিপ্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপ

মিতি ও শব্দ (শব্দজনিত) প্রত্যেকের বিবরণ ক্রমশঃ প্রকটিত হইবে। এই চতুর্ব্বিধ অনুভবের মধ্যে যথার্থ জ্ঞান গুলিই বস্তুতঃ প্রমাপদবাচ্য এবং করণ অর্থাৎ যাহাদিগের দ্বারা প্রমাজ্ঞান জন্মে তাহারা প্রমাণ বলিয়া কথিত সকলেই জানেন যে, পূর্ব্বে যে বিষয়টী জানা ছিল না তাহার কখনও স্মরণ হয় না ভালরূপ অভ্যস্ত বিষয়টী কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তখন স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় কিম্বা উপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থটীই স্মরণের বিষয় হইয়া থাকে সুতরাং স্মরণাত্মক জ্ঞানে অগৃহীত গ্রাহিত্ব না থাকাতে অর্থাৎ:অজ্ঞাত কোন পদার্থকে বিষয় না করতে পারিভাষিক প্রমাত্ব নাই; অতএব স্মরণের কারণীভূত পূর্ব্বানুভব কিম্বা তজ্জনিত সংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করা হয় না। এতাবতা স্থির হইতেছে যে প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শব্দে এই চতুর্ব্বিধ প্রমাজ্ঞানের করণীভূত প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণ পদার্থ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি পদার্থের সন্নিকর্ষ হইলে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি বলে এবং ঐ প্রত্যক্ষ প্রমার করণীভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ এই ছয়টী ইন্দ্রিয় ভেদে প্রত্যক্ষ ও ছয় ভাগে বিভক্ত। চক্ষুঃদ্বারা ঘটাদি দ্রব্য তাহার রূপ ও পরিমানাদির প্রত্যক্ষ হয় এই প্রত্যক্ষকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। কর্ণ দ্বারা ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ শব্দ ও তদগত ধ্বনিত্ব বর্ণত্বাদির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাকে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ কহে। নাসিকাদ্বারা গন্ধ ও তদগত সৌরভাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহা ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস ও তদ্‌গত মধুরত্ব অম্লত্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহাকে রাসন প্রত্যক্ষ বলে। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্য তাহার স্পর্শ ও তদগত শীতত্ব উষ্ণত্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহাত্বাচ প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হয়। এবং মনঃ দ্বারা জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণও সেই জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া জীবাত্মারও প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ মানস প্রত্যক্ষ নামে কথিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় কেবল বাহ্য পদার্থের গ্রাহক,এনিমিত্ত উহাদিগকে বহিরিন্দ্রিয় এবং মনঃদ্বারা জ্ঞানাদি অভ্যন্তরস্থ পদার্থের জ্ঞান হয় বিধায় মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। বাহ্য কিম্বা অভ্যন্তরস্থ যেকোন পদার্থের প্রত্যক্ষ করা হউক সর্ব্বত্রই জ্ঞাতব্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়া প্রয়োজন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে পুরোবর্ত্তি কোন পদার্থের দর্শন হয় না কিম্বা চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য এই উভয়ের মধ্যে কোন আবরণ থাকিলেও সেই দ্রষ্টব্য পদার্থটীকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সুতরাং সন্নিকর্ষের উপযোগিতা রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য পদার্থের যে সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন তাহাই এ স্থলে সন্নিকর্ষ পদবাচ্য। এই সন্নিকর্ষ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সচরাচর লোকে চক্ষু দ্বারা রূপাদি দর্শন করে ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে রসনা দ্বারা রসের আস্বাদন লয় ত্বক দ্বারা স্পর্শা-

মুভব করে শ্রবণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে এবং মনদ্বারা আমি বুঝিতেছি আমি সুখ পাইতেছি ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞানাদির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ লৌকিক সন্নিকর্ষজাত। এই লৌকিক সন্নিকর্ষ ষড়্‌বিধ। সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযোক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় এবং বিশেষণতা (স্বরূপ সম্বন্ধ)। দ্রব্যের প্রত্যক্ষে দ্রব্যের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগই সন্নিকর্ষ। সম্মুখস্থ বৃক্ষাদি দর্শন কালে বৃক্ষাদির সহিত নয়নের একপ্রকার সংযোগ জন্মে। এবং দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়াও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে হস্তাদি দ্বারা গৃহীত পুস্তকাদির অনুভব হইয়া থাকে। দ্রব্যে অবস্থিত রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ উপযোগী। দ্রব্যগুলি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্তরূপ রসাদি ঐ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সুতরাং রূপ রসাদিতে চক্ষু রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবায়ই সন্নিকর্ষ। রূপে শুক্লত্ব পীতত্বাদি রসে মধুরত্ব অম্লত্বাদি, গন্ধে সৌরভত্ব অসৌরভত্বাদি এবং স্পর্শে শীতত্ব উষ্ণত্বাদি যে যে ধর্ম্ম আছে ঐ সমস্ত জাতি পদার্থ রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, ইহাদের প্রত্যক্ষকালে দ্রব্যটী ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হয় ঐ দ্রব্যে, রূপাদির সমবায় সম্বন্ধ শুক্লত্বাদি ধর্ম্মে আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ কালে শুক্লত্বাদি ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবেত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ থাকে বুঝিতে হইবে। আমরা এখন শব্দ শ্রবণ করি ঐ শব্দ দূরবর্ত্তী থাকিলেও ক্রমশঃ কর্ণে আসিয়া উপনীত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় গগনাত্মক এবং উহাতে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত এজন্য শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায়ই সন্নিকর্ষ। শব্দের কোনটী ধ্বনি কোনটী বা বর্ণাত্মক, শব্দগত ঐ ধ্বনিত্ব, বর্ণত্ব, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায়াত্মক সম্বন্ধই ব্যাপার; কেননা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত এবং ঐ সমবেত শব্দের আবার সমবায়, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি জাতি স্বরূপ ধর্ম্ম রহিয়াছে। এস্থলে যে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইল ঐ ধর্ম্ম শব্দে আধেয় পদার্থকে বুঝায় অর্থাৎ যে পদার্থটী কোন স্থানে থাকে তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে গগণ প্রভৃতি পদার্থ আধেয় হয় না এজন্য গগন কালদিক আত্মা ইহাদিগকে কাহারও ধর্ম্ম বলা যায় না। আধার ও আধেয় এই দুয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাদের আধারাধেয়ভাবের উপপত্তি হয় না। আমি আসনে উপবিষ্ট আছি এস্থলে আমার সহিত আসনের সংযোগ নামক সম্বন্ধ আছে বিধায় আমি আধেয় ও আসন আধার হইতেছে। মনুষ্যে গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি কোন একটী রূপ গমনাদি ক্রিয়া ও মনুষ্যত্বাদি জাতি আছে এস্থলে মনুষ্য ও তাহার রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধ থাকাতে মনুষ্য আধার ও রূপ ক্রিয়া জাতি প্রভৃতি আধেয় বলিয়া প্রতীত হয়। দ্রব্য ব্যতীত অন্যত্র সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না এবং দ্রব্যগুণ কর্ম্ম ও জাতি পদার্থ ব্যতীত অন্য কেহ সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধীয় হয় না সুতরাং অভাবাদিতে আধে প্রতীতি স্থলে বিশেষণতা নামক সম্বন্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়। বিশেষণতার অপর নাম স্বরূপ। অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধটী আধার আধেয়েরই স্বরূপ। সংসর্গ ব্যতীত আ

রাধের ভাবের উপপত্তি হয় না বিধায় বিশেষণতার সম্বন্ধত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে। এইক্ষণ এই গৃহে কোন শব্দ নাই অর্থাৎ গৃহ মধ্যবর্ত্তি আকাশে শব্দের অভাব আছে; শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা এইরূপ প্রত্যক্ষ স্থলে গগনাত্মক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাভাবের সন্নিকর্ষের নাম বিশেষণতা এবং এইক্ষণ এই বৃক্ষে ফল কিম্বা দল নাই অর্থাত্ ফল ও পুষ্পের অভাব আছে, চক্ষুরদ্বারা এইপ্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এস্থলে বৃক্ষের আধারতাও ফল পুষ্পাভাবের আধেয়তা নিয়ামক বিশেষণতারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদিচ শব্দাভাবের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশেষণতা মাত্র সন্নিকর্ষ। একিন্তু চক্ষু সংযুক্ত বৃক্ষে যে ফল পুষ্পের অভাব আছে ঐ অভাবের সহিত চক্ষুর কেবল মাত্র বিশেষণতা সম্বন্ধ নহে পরন্তু সংযুক্ত বিশেষণতাই তত্রত্য সন্নিকর্ষ এমত অবস্থায় বিশেষণতাকে নানাপ্রকার বলাযায় তথাপি প্রত্যক্ষোপযোগী সন্নিকর্ষের বিভাগ স্থলে সমস্ত প্রকার বিশেষণতাকে বিশেষণতাস্বরূপ অনুগত ধর্ম্মদ্বারা একপ্রকার ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধত্বের অবতারণা করা হইয়াছে।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার। সামান্য লক্ষণ জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ। সম্মুখীন বৃক্ষে বৃক্ষত্ব দর্শন করিয়া সেই বৃক্ষত্বের আশ্রয় বলিয়া যাবতীয় বৃক্ষের একপ্রকার অলৌকিক অনুভব হইয়া থাকে এইস্থলে ঐ জ্ঞাত বৃক্ষত্বই সন্নিকর্ষ এই সন্নিকর্ষের নাম সামান্য লক্ষণ কেন না এই সন্নিকর্ষটী বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের স্বরূপ হইতেছে। জ্ঞান লক্ষণাত্মক সন্নিকর্ষ জ্ঞানের স্বরূপ; রক্ত রূপাত্মক বিশেষণ জ্ঞানটী যে কোন প্রকারে থাকিলে তৎপরে রক্তরূপ বিশিষ্ট বলিয়া অনেকগুলি পদার্থের অলৌকিক অনুভব হইতে পারে এইস্থলে বিশেষণীভূত রক্ত রূপের জ্ঞানই লক্ষণাত্মক সন্নিকর্ষ। যদিচ সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ জনিত ও জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ জনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বয়কে সাধারণতঃ একবিধ বলিয়াই প্রতীতি হয় তথাপি বিশেষ দৃষ্টিতে উহাদিগের পার্থক্য জানা যায়। চক্ষুঃ দ্বারা সম্মুখীন বৃক্ষে বৃক্ষত্বের প্রথমতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষ না জন্মিলে সেই বৃক্ষত্বের আশ্রয়ীভূত যাবতীয় বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না এস্থলে আরও বিশেষ এই আছে যে বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত অন্যের (বৃক্ষ ব্যতীত পদার্থের) অনুভব হয় না কিন্তু জ্ঞান লক্ষণাস্থলে প্রথমতঃ বিশেষণের প্রত্যক্ষ অপেক্ষা করে না যে কোন প্রকারে জ্ঞান থাকিলেই চলে এবং বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে বস্তুতঃ যে বিশেষণের আশ্রয় নয় তাহারও অনুভব হইতে পারে আর বিশেষ্য কোন স্থলে একটী কোন স্থলে দুইটী কোন স্থলে বা বহু পদার্থ অনুভব হইয়া থাকে। যোগজ সন্নিকর্ষটী যোগি পুরুষ সাধ্য; তাঁহারা যোগবলে একস্থানে থাকিয়া নানা স্থানের বিষয়গুলি জানিতে পারেন এই জ্ঞানটী অলৌকিক প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি নহে। যোগি পুরুষদিগের যোগ যে অলৌকিক ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জন্মে তাহারই নাম যোগজ সন্নিকর্ষ।

(ক্রমশঃ)

স্বরজ্ঞান।

(সূচনা।)

অনন্ত রত্নপূর্ণ রত্নাকরে কোন্ রত্নের অভাব? প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি, প্রকৃতি-গত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি রাজ্ঞীর ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার ভারতবর্ষে অমূল্য ঐশ্বর্য্যের অপ্রতুল নাই। নিখিল-রস-বিলাসিনী জীব-হৃদয়-বিনোদিনী ভারতভূমির কৃতী সন্তান—আর্য্যজাতি জ্ঞানধনে অতুলনীয় ধনী ছিলেন। তাঁহাদের অলোক সামান্য জ্ঞানালোকের স্তিমিত জ্যোতিঃ এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নয়ন ঝলসিত—মন বিমোহিত করিতেছে। সেই আর্য্য জাতির অনন্ত-জ্ঞান-প্রসূত অনন্ত-শাস্ত্রের মধ্যে স্বরোদয় শাস্ত্রখানি অতি উপাদেয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং গুহ্যাদপি গুহ্য। কিন্তু সর্ব্বনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, বিভিন্ন জাতির বারম্বার নিষ্পেষণে, সর্ব্বগ্রাসী যুগের অপ্রতিহত প্রচলনে—অপূর্ব্ব মাধুর্য্য পূর্ণ, অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বর-শাস্ত্র আজ লুপ্ত প্রায়। দুর্ভাগ্য ভারতের—বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের শাস্ত্র-ব্যবসায়ী "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" আখ্যাধারী মহাশয়দিগের স্বরজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দূরে থাক্, স্বরোদয় শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত অনেকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগিগণের অত্যাবশ্যক যোগবিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া, ইহার গৌরব যোগী মহাত্মারাই এখনও রক্ষা করিতেছেন। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগ সাধনের অপূর্ব্ব কৌশল ও সহজ পন্থা ব্যক্ত আছে। কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিরহিত যোগিগণের ন্যায়, নিয়ত বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত গৃহস্থলোকেরও স্বরোদয় শাস্ত্র অতীব প্রয়োজনীয়।

একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অনুসারে সকল কার্য্য করিবার ব্যবস্থা যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে স্বরশাস্ত্র বা স্বরোদয় কহে। স্বরশাস্ত্র কাহারও স্বকপোল-কল্পিত নহে। ইহা পঞ্চানন-আনন নির্গত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

স্বদেহস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া-স্বরশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে সংসারে প্রত্যেক কার্য্যে সুফল লাভ করা যায়। দৈনন্দিন সুখ দুঃখ এবং ভাবী আপদ বিপদ ও মঙ্গলামঙ্গল প্রত্যহ জানিতে পারাযায়। একপক্ষ (১৫ দিন) মধ্যে নিজ দেহে শ্লেষ্মা ঘটিত কি গরম-জনিত কোন পীড়া হইবে কিনা, তাহা প্রতি প্রতিপদ তিথিতে জানিতে পারাযায় এবং বিনা ঔষধে সহজে পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; ডাক্তার কবিরাজের খোসামোদ কি অর্থব্যয় করিতে হয় না। এক কথায় বলি, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ অবধি সাংসারিক, বৈষয়িক সমস্ত কার্য্যে সুফল হয়। স্বরশাস্ত্রের নিয়মে যে কার্য্যে গমন করিবে, তাহা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু যোগী ও গৃহস্থের নিত্য সহচর অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বরশাস্ত্র যেমন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ, তেমনি স্বরজ্ঞ উপযুক্ত গুরুরও অভাব। আজ্ কাল্ ব্যবসায়ের অনুরোধে কেহ কেহ "পবন বিজয় স্বরোদয়" নামক একখানি পুস্তক কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ ও অবিশুদ্ধ এবং ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ। তদ্ভিন্ন 'সূক্ষ্ম স্বরোদয়' 'যোগ স্বরোদয়' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। আর সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত এবং বিবিধ শাস্ত্রে মহাজ্ঞানী হইলেও স্বরশাস্ত্র পড়িয়া বুঝিতে বা স্বরশাস্ত্রের অনুবাদ করিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্ট্রী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১২দশ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

স্বরজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

স্বরজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত, কেবল শাস্ত্রদৃষ্টে বুঝিবার কি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। এ দেশে শাস্ত্র গ্রন্থ দুর্লভ এবং স্বরজ্ঞ গুরুরও অভাব। এজন্য প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অমূল্য স্বরশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আমি তীর্থ পর্য্যটন সময় পবিত্র পঞ্চবটী তীর্থে তৈলঙ্গ দেশীয়া এক ভৈরবী মাতার নিকট স্বরজ্ঞানের শিক্ষা কিঞ্চিৎ পাই। সেই আমার প্রথম। তৎপূর্ব্বে স্বরজ্ঞানের কথা কখন জ্ঞানে আসে নাই এবং স্বর শাস্ত্রের কথাও কর্ণে পৌছে নাই। তৎপরে পুণ্য-সলিলা নর্ম্মদা তীর-বাসী জনৈক যোগী মহাত্মার নিকট হস্ত লিখিত স্বরোদয় শাস্ত্র দেখিয়াছিলাম। সেই মহাজ্ঞানী মহাতপা যোগী মহাত্মার অনুসেবা করিয়া সেই জীর্ণ পুথি পড়িয়া তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়াছিলাম। শেষে আমি হরিদ্বারে গমন করিয়া জনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট স্বরজ্ঞানের বহু-বিষয় এবং গূঢ়তত্ত্ব সকল শিখিয়াছিলাম*। কিন্তু ক্রমাগত ৮ বৎসর নানা তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বরজ্ঞ উপযুক্ত গুরুদর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। এবং অদ্যাপি সমগ্র স্বর শাস্ত্র ও গুরুযোগ্য স্বরজ্ঞ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইল না। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, স্বরশাস্ত্র কিরূপ দুষ্প্রাপ্য ও স্বরজ্ঞ গুরুর কেমন অভাব।

* আমি তীর্থ পর্য্যটন কালীন হরিদ্বারে অবস্থিতি সময় জনৈক মুসলমান ফকির দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জন্মস্থান বোম্বে প্রদেশান্তর্গত সুরাট (সৌরাষ্ট্র) নামক প্রসিদ্ধ দেশে। তিনি মুসলমানের তীর্থ মক্কা বহুবার দর্শন করিয়া, শেষে হিন্দুর তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। মৌলবী উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া, মৌলবি সাহেব নামে তিনি পরিচিত। জ্ঞানে ও যোগ সাধনে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত সাধু খুব কম দেখিয়াছি। মুসলমানের ন্যায় নমাজ, কি হিন্দুর ন্যায় পূজার্চ্চনাদি বাহ্যিক ক্রিয়া কিছুই করিতেন না। কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগ সাধনে করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগের প্রভাব এবং তজ্জনিত অলৌকিক ক্ষমতা হরিদ্বার, রুড়কি, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে তদানীন্তন প্রবাসী উচ্চপদস্থ কতিপয় বাঙ্গালী বাবু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি যোগবলে ভূত ভবিষ্যৎ বেত্তা, এবং যোগ-বলে অন্তর্যামী ও মুহূর্ত্তমাত্রে শূন্যে বহুদূরে গমনাগমন ক্ষমতাবিশিষ্ট ভক্তিগুণে বিশেষ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহাত্মা মুসলমান মৌলবী সাহি

যোগী, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কচিৎ কোন স্বরজ্ঞ যোগীর নিকট স্বরশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সহস্র সহস্র যোগিগণের মধ্যে একজন স্বরোপদেশ ও শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমার পূর্ব্ব শিক্ষা ব্যতীত যাহা অভাব আছে এবং যে বিষয়—সহস্র সহস্র শাস্ত্র পাঠে বুঝিয়া কার্য্য করা যায় না,—গুরু-মুখে শিখিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি উপযুক্ত স্বরজ্ঞ গুরুলাভ আমার ভাগ্যে হইল না। যাহউক স্বরানুসারে কার্য্য করিলে স্বরবলে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়। জগদ্‌গুরু মহাদেব বলিয়াছেন—

"শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলৈ স্তথা মিত্রসমাগমঃ।
লক্ষ্মী প্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্ত্তিঃ স্বরবলৈস্তথা।

* * * *

স্বরবলৈর্দ্দেবতা সিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ ক্ষিতিপোবশঃ

* * * *

* * * *

সর্ব্ব শাস্ত্র পুরাণাদি স্মৃতিবেদাঙ্গর্ব্বপূকম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিদ্বরাননে।'

শত্রুবিনাশ, বন্ধু সমাগম, লক্ষ্মী প্রাপ্তি, কীর্ত্তি সঞ্চয়, দেবতা সিদ্ধি, বশীকরণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই স্বরবলে সুসিদ্ধ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র ও স্মৃতি, বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র স্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মিত্র আর কিছুই নাই। বাস্তবিক স্বরোদয় অনুসারে সংসারে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়। ভগবান বলিয়াছেন——স্বরজ্ঞানের অপেক্ষা মিত্র, ধন ও গোপনীয় বিষয় কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। যথা—

"স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরং ধনম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন বা শ্রুতম্॥

স্বর শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্।'

অর্থ—এই স্বরোদয় শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা উত্তম।

স্বরানুসারে যাত্রাদি কোন কার্য্য করিলে, জ্যোতিষ মতে মন্দ তিথি, বার, কু-যোগ, বিষ্টি প্রভৃতি অন্যান্য বিরুদ্ধ যোগাদিতে ঐ কার্য্য হইলেও একমাত্র স্বরবলে শুভ হয়। যথা—

"ন তিথি র্নচ নক্ষত্রং ন বার গ্রহ দেবতাঃ।
ন বিষ্টি র্ন বাক্যীপাতো বিরুদ্ধ্যাদ্যাস্তথৈবচ।

আমিও উপরোক্ত স্থানে একত্রে অনেকদিন বেড়াইয়াছি। আমরা উভয়েই সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী হইলেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কেমন একটা স্নেহ, ভক্তির বন্ধন পড়িয়াছিল অতি স্নেহ চক্ষে অপত্য বাৎসল্য চক্ষে অপত্য বাৎসল্য ভাবে আমাকে দেখিতেন এবং দয়া পূর্ব্বক আমাকে স্বর শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব ও শ্বাস প্রশ্বাসের কয়েক প্রকার ক্রিয়া, যোগ সাধনের কৌশল, যোগাসনে বসিয়া অগ্রে মনঃস্থির করিবার চমৎকার সহজ উপায়, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি অতি গুহ্য ও দুর্লভ বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ ও শিক্ষাগুণে আমি এতাধিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেষ ছাড়াছাড়ির দিনে বালকের ন্যায় কাঁদিয়াছি। তাহাতে সেই দিন হইতে ১৫ বৎসরান্তে—আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে দর্শন দিবেন বলিয়াছিলেন।—একথা বিশ্বাস করি। তিনি যেরূপ সত্যবাদী, ধার্ম্মিক যোগী এবং আমার স্তবিষ্য জীবনের ভাগ্যলিপী যাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে, আর যেরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াছি। তাহাতে আমার অবস্থিতি স্থান অন্তর্ব্বলে জানিয়া দর্শন দিবেন অসম্ভব কি? তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, স্বর বলে সমস্ত কার্য্য যোগ সাধনে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির সমান অধিকার আছে।

কুযোগো নৈব দেবেশি! প্রভবন্তি কদাচন।
প্রাপ্তে স্বরবলে সিদ্ধিং সর্ব্বমেবফলং শুভম্॥"

আমরা পঞ্জিকা দৃষ্টে ব্যতীপাত, বৃষ্টি দোষ এবং মন্দ তিথি নক্ষত্রযুক্ত মন্দ দিনে স্বরানুসারে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিয়া র্ব্বিঘ্নে সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে রাদয় শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও প্রত্যক্ষ ফল খিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এই জন্যে ়দেব বলিয়াছেন—"আশ্চর্য্যং নাস্তিকে াকে।" অর্থাৎ স্বর শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ ফল খিয়া শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন অবিশ্বাসী নাস্তিক ক্তিরও আশ্চর্য্য বোধ হয়।—কথাটা অতি ত্য। এই ক্ষুদ্র লেখক বহু কার্য্যে প্রত্যক্ষ ল দেখিয়াছে। এক্ষণ পাঠকগণের উপকার্থে—যোগের আনুকূল্য জনক, যোগীর শিক্ষণীয় গূঢ়তত্ত্ব সকল আপাততঃ প্রকাশ না করিয়া, নিয়ত কর্ম্মশীল সংসারী লোকের উপকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় বলিব। ইহাতে শব্দের ঘটা, ভাবের ছটা; অলঙ্কারের চকচকাণি, ইংরাজী বুক্‌নী নাই। শাস্ত্র লিখিত সংস্কৃতাংশ* অনুবাদ সহ এবং কেবল-গুরু-মুখ-গত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়-শ্রীশ্রী গুরু দেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যাহা শিক্ষা করিয়াছি, সাধারণের বোধগম্য জনক সরল ভাষায় তাহাই লিখিব। হিন্দু-পত্রিকার হিন্দু পাঠকগণ লেখার দোষ গুণ না ধরিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের গতি জানিয়া যথানিয়মে যে কোন কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি দেবাদি দেব মহাদেবের বাক্য মিথ্যা না হয় এবং পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাস আসিয়া স্থান পায়, তাহাহইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন নিশ্চয়! নিশ্চয়!! নিশ্চয়!!!

শ্বাসের পরিচয়।

"কায়—নগর মধ্যেতু মারুতো রক্ষ পালক।"

দেহ-নগর মধ্যে বায়ু রক্ষ পালক, অর্থাৎ জীবন। এই জীবন বায়ু মনুষ্যের নিশ্বাস প্রশ্বাস। ইহার উচ্চগতি এবং নীচগতি দ্বারা বর্ণের যে উচ্চারণ ভেদ, তাহাকে সচরাচর লোকে শ্বাস বলিয়া থাকে। এই শ্বাস দুই প্রকার। যথা—উচ্ছ্বাস ও নীচ শ্বাস।

১ম, উচ্ছ্বাস।—বায়ু আকর্ষণ বা গ্রহণের নাম। অর্থাৎ নাসিকার দ্বারায় যে বায়ু টানিয়া লওয়া যায়। ইহার অন্য নাম—নিশ্বাস।

২য়, নীচশ্বাস।—বায়ু বিকর্ষণ বা পরিত্যাগের নাম। অর্থাৎ যে নিশ্বাস পরিত্যাগ করা যায়। ইহার অন্য নাম—প্রশ্বাস।

মনুষ্য শরীরে দিবা রাত্র শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার কৃপায় মানবের—জাগ্রদবস্থায়, নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়েই অনবরত শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। শ্বাসের বিরাম নাই। মায়াপুট

* নর্ম্মদা তীরে যে যোগীর নিকট স্বর শাস্ত্র দৃষ্টে শিখিয়াছিলাম, সে অতি অসুবিধাজনক স্থান। দাতন করিবার কাঠি একটী হাতে ভাঙ্গিয়া সরু করিয়া লইয়াছিলাম। আর প্রথমে কয়লা ঘসিয়া জলবৎ তরলং কালি, শেষে সিন্দূর গুলিয়া লাল কালি করিয়া লইয়াছিলাম। এই কালি কলমের দ্বারায় অযত্ন কাগজে ও কতক তদ্দেশীয় একপ্রকার বৃক্ষের পাতায় স্বরশাস্ত্রের সংস্কৃতাংশ নকল করিয়া ছিলাম। স্বরের উপদেশ ও স্বরমতে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রণালী মৌখিক যাহা শিখিয়াছিলাম, তাহা মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। কি কালি কলমের জন্য সংস্কৃতাংশ অল্পদিন মধ্যেই অস্পষ্ট ও অদৃশ্য হইয়াছিল, এ কারণ এই প্রবন্ধের লিখিত সংস্কৃতাংশ কোন স্থানে যদি অবিশুদ্ধ ও অসংলগ্ন হয়, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

দিয়া প্রতিনিয়ত নিশ্বাস প্রশ্বাস গতায়াত করিয়া থাকে। শ্বাস বাহির হইয়া যদি দেহের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ না করে, কিম্বা দেহ হইতে পুনঃ বাহির না হয় তাহা হইলেই জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। ইহাতে নিঃসন্দেহ বুঝা যাইতেছে যে শ্বাসই জীবের প্রাণ। এজন্য শাস্ত্রেও একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' সংজ্ঞা দিয়াছেন। একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ (প্রাণ) হিসাব ধরিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে পল, দণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' বলে। ইহার ৬ প্রাণে অর্থাৎ ৬ বার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে এক পল হয়; ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক দিবা রাত্র হয়। এই সময়নিরূপণের সহিত স্বর ও যোগশাস্ত্রের মিলন রহিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, একদিবা রাত্রে মনুষের ২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। যথা—

৬ × ৬০ × ৬০ = ২১৬০০

এক দিবা রাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহাকে অজপাজপ কহে। একবার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে 'হংস' শব্দ হয়। উপনিষদ বাক্যদ্বারা উহা পরব্রহ্ম 'হংস' উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, এই তিনের কারণ। এই হংস বিপরীত সোহং জীবের স্বাভাবিক সহজাত সাধনা। ইহার বিবরণ এখানে বলিব না।

হিন্দুর গণনানুসারে ৬ প্রাণে একপল হয়। ইংরাজী হিসাবে ঐ এক প্রাণ বা একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ৪ সেকেণ্ড সময়ে হয়, আর ১৫ প্রাণে ১ মিনিট।

এখন স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাসই প্রাণ। প্রাণ বা স্বরের দ্বারায় যেরূপ কালের প্রভেদ এবং মনুষ্যের প্রাণের সহিত দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও এক সূত্রে গ্রথিত, তাহা নিম্নের লিখিত তালিকায় প্রকাশ করিতেছি।

একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে নাম।	প্রাণ
৬ প্রাণে	১ পল হয়।
৬০ পলে	১ দণ্ড।
৬০ দণ্ডে কিম্বা ২১৬০০ প্রাণে	১ দিবা রাত্র।
১৫ দিনে	১ পক্ষ।
২ পক্ষে	১ মাস।
৩ ঋতুতে	১ অয়ন।
২ অয়নে বা ৩৬৫ দিনে†	১ বৎসর।
মনুষ্যের ১ মাস	
পিতৃলোকের	১ দিন
মনুষ্যের ১ বৎসরে দেবতার	১ দিন।
মনুষ্যের ৩৩২০০০০০ বৎসরে	১ মহাযুগ।
৭১ মহাযুগে	১ মন্বন্তর।
১৪ মন্বন্তরে	ব্রহ্মার ১ দিন।
১০০ মহাযুগে	১ কল্প।
২ কল্পে	ব্রহ্মার ১ দিবারা[illegible]
ব্রহ্মার ১০০ বৎসরে	বিষ্ণুর ১ দিন।
বিষ্ণুর ১০০ বৎসরে	মহাদেবের ১ দি[illegible]

† সচরাচর ৩৬৫ দিনে বৎসর ধরা হয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ সূক্ষ্ম গণনা করিয়া ৩৬ ৬ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩০ সেকেণ্ডে পূর্ণ এক বৎসর বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় জ্যোতির্ব্বি মতে ইহা মিলিবে কিনা জানি না।

এই কাল পরিমাণ দৃষ্টে ও অন্যান্য অনেক কারণে বুঝা যায় যে, প্রাণ ভগবানের অংশ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে,—

'প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।"

এই প্রাণ যে মনুষ্যের শ্বাস বায়ু, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'প্রাণোবায়ুরিতি ধাতঃ।' এই প্রাণ বায়ু নখাগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়া শরীরে বল প্রদান ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে এবং উদর মধ্যগত অন্ন জলাদি ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া রসাদি রক্ত ও বীর্য্যরূপে পরিণত করে। ঐ প্রাণ-বায়ু দশ নামে কথিত হয়; কিন্তু তাহা একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বিশিষ্ট প্রাণ-বায়ুর অবস্থা বিশেষ মাত্র। সুতরাং প্রাণ-বায়ুই প্রধান। এই প্রাণ বায়ু নাসাপুট দিয়া যাহা নিয়ত গতায়াত করিতেছে। তাহারই নাম নিশ্বাস প্রশ্বাস।

শ্বাসের গতি।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে, দুই নাসিকায় সমান ভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়; কিন্তু তাহা খুব ভ্রম। মনুষ্যের দুই নাসিকায় এককালে বায়ু বহন হয় না। কখন দক্ষিণ নাসিকায়, কখন বাম নাসিকায় বহিয়া থাকে। প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয়ের সময় হইতে এক ঘণ্টা (আড়াই দণ্ড) কাল বাম নাসিকায়, আবার এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবা রাত্র মধ্যে ১২ বার বার বাম নাসিকায়, ১২ বার দক্ষিণ নাসিকায় বহন হয়। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় কোন্ দিন কোন নাসিকায় প্রথমে নিশ্বাস বহিবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। যথা—

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা—এই কয় তিথিতে সূর্য্যোদয় কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। পরে বাম নাসিকায় শ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা বহন হইবে। আবার দক্ষিণ নাসিকায় আসিয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। এইরূপে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টা দক্ষিণ ও ১২ ঘণ্টা বাম নাসিকায় উপরোক্ত নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী দশমী, একাদশী দ্বাদশী—এই ছয় তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয় এবং উপরোক্ত নিয়মে এক ঘণ্টা হিসাবে ক্রমান্বয়ে একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহে। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী; ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা—এই নয় দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী; দশমী, একাদশী, দ্বাদশী—এই ছয় দিন সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা স্থিতি থাকে। পরে উপরোক্ত নিয়মে আবার বাম নাসিকায় আসিয়া এক ঘণ্টা ও পুনঃ এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র শ্বাস বহিবে। এইরূপ নিয়মে শ্বাস বহন

মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক। কিন্তু শ্লেষ্মা ও কফের পীড়ার জন্য ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মে—যে তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। যথা—

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রে চন্দ্রোদয়ো ভবেৎ।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্ব কার্য্যানি দিবা রাত্র গতান্যপি।"

(সূক্ষ্ম স্বরোদয়)

অর্থাৎ—যেদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম বহন হইবার নিয়ম এবং যে দিন বাম নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইবার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে। সেই দিন সেই সেই নির্দ্দিষ্ট নাসিকায় বহন হইলে কি দিবা কি রাত্রিকালে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়!

যদি কোন দিন সূর্য্যোদয়ের সময় কাহারও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যে তিথিতে যে নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইবার নিয়ম, সে দিন যদি তাহার বিপরীত নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে সেদিন অমঙ্গল জনক হইবে। যথা—

"যদা প্রত্যুষকালে তু বিপরীতোদয়ো ভবেৎ।
চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবি স্থানে চ চন্দ্রমাঃ।
প্রথমে মানসোদ্বেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে গমনং প্রোক্ত মিষ্টনাশং চতুর্থকে।
পঞ্চমে রাজ্য বিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থ নাশনং।
সপ্তমে ব্যাধি দুঃখানি, অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ॥"

প্রত্যুষকালে যদি নিশ্বাসের বিপরীত বহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা, দ্বিতীয় সময়ে ধনহানি, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে ইষ্টনাশ, পঞ্চম সময়ে বিত্তবিধ্বংশ, ষষ্ঠ সময়ে সর্ব্বার্থ নাশ, সপ্তমে ব্যাধি ও দুঃখ, অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়।*

উভয় পক্ষের প্রতিপদ তিথি ব্যতীত আর সমস্ত তিথিতে বিপরীত উদয় হইলে ঐরূপ ফল ফলিবে। প্রতিপদ তিথিতে বিপরীত বহন হইলে যে দোষ হয়, তাহা পরে বলিব।

যদিচ তিথির নিয়মে বিপরীত নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইলে উপরোক্ত ফল হয়; কিন্তু বারবিশেষে তিথির নিয়মের বিপরীত হইলেও অশুভ হয় না। তদ্ যথা—

সূক্ষ্ম স্বরোদয়ে——

"গুরু শুক্র বুধেন্দূনাং বাসরে বামনাড়িকাঃ।
অর্ক অঙ্গার শৌরাণাং বাসরে দক্ষ নাড়িকা
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্ব কার্য্যেষু।" ইত্যাদি।

অর্থ—শুক্ল পক্ষের সোমবার ও বুধ বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে সেই দিন সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হইবে এবং সর্ব্বত্র জয়লাভ হইবে। (ভারতের নারীরত্ন বিদুষী খনার বচনে একথার প্রমাণ আছে যথা—"সোম, শুক্র গুরু, বুধে বাম, হেলায় লঙ্কা জিতেন রাম।")

আর কৃষ্ণ পক্ষে শনি, রবি ও মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইলে, সেইদিন সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারায় স্থির হইতেছে যে, শুক্ল পক্ষে যে তিথিতে প্রথম দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইবার নিয়ম, সেদিন যদি বাম

* মৃত্যু বলিলে একেবারে জবলীলা সাঙ্গ বুঝিতে হইবে না। গুরুতর অপমান, দুষ্ট প্রভৃতি মৃত্যুবৎ ঘটনা।

নাসিকায় প্রথম শ্বাসবহন হয়, আর সেই দিন প্রথমোক্ত চারি বারের কোন বার হয়, তাহা হইলে তিথির নিয়মের বিপরীত বশতঃ কোন হানি হইবে না। ঐ চারিবার মাত্র শুক্ল পক্ষে ফলদায়ক হইবে।

ঐ নিয়মে শনি, রবি, মঙ্গলবার কেবল মাত্র কৃষ্ণ পক্ষে ফলদায়ক হইবে। কৃষ্ণপক্ষে ঐ তিন বারে তিথির নিয়মের বিপরীত বহন হইলেও কোন হানি হইবে না। প্রত্যুত শুভ হইবে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে পাঠকগণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের পরিচয় ও গতি অবশ্যই বুঝিয়াছেন। এক্ষণ শ্বাসের গতি অনুসারে সাংসারিক সকল কার্য্য কিরূপে করিলে সুফল পাওয়াযায়, তাহা বলিব। কিন্তু বিষয় বড় গুরুতর; স্বরশাস্ত্র ও কঠিন। বিনা গুরূপদেশে কেবল মাত্র স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই। এজন্য দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—"জ্ঞায়তে গুরু বাক্যেন, ন বিদ্যা শাস্ত্র কোটিভিঃ।" এ হেন বিষয়ের গুরুগিরি করিবার ক্ষমতা ও সাহস আমার নাই। শ্রীশ্রী গুরুদেবের কৃপায় আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও শিক্ষানুসারে স্বরমতে যে সকল কার্য্য করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন এবং স্বর শাস্ত্রের সফলতা ও শ্রেষ্টত্ব দেখিয়া মোহিত হইবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।

—— যশোহর।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

বর বধূ কটে উপবেশন করিলে পর যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিবে যথাক্রমে মহর্ষি বলিতেছেন—

অগ্নেরুপসমাধানাৎ আজ্যভাগান্তে-হথৈনামাদিতোদ্বাভ্যাং অভিমন্ত্র-য়েত। ১০

অগ্নির উপসমাধান (ইহা পূর্ব্বে পরিস্কৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) হইতে আজ্যভাগ হোম পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া বর বধূকে প্রথম হইতে দুইটী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। বর উত্থিত প্রায় হইয়া বধূকে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে, বধূ উপবিষ্টাই থাকিবে। তৃতীয় অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্র "সোমঃ প্রথমঃ" ইত্যাদিই এখানকার অভিমন্ত্রণের মন্ত্রদ্বয়। অতঃপর পাণিগ্রহণ নামক কর্ম্মটী বিবৃত হইবে। মহর্ষি পাণিগ্রহণের রীতি বলিতেছেন—

অথাস্যৈ দক্ষিণেন নীচা হস্তেন দক্ষিণমুত্তানং হস্তং গৃহ্ণীয়াৎ। ১১

তদনন্তর বর দক্ষিণ হস্ত ন্যগ্‌ভূত করিয়া বধূর উত্তান দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিবে। ইহাকে আচার্য্যেরা পাণিগ্রহণ কর্ম্ম নামে অভিহিত করেন অস্যৈ শব্দ এখানে অস্যাঃ (ইহার অর্থাৎ বধূর) এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণি গ্রহণ ব্যাপার যে অদ্যাপি অব্যভিচারিতরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন এবিষয়ে অধিক

বলিবার আবশ্যক দেখি না। বিশেষ কামনায় কর গ্রহণেরও কিঞ্চিৎ বিশেষ উপস্থিত হইবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কাময়েত স্ত্রীরেব জনয়েয়ং ইতি অঙ্গুলীরেব গৃহ্নীয়াত্। ১২

বর যদি কামনা করেন যে স্ত্রী প্রজা (কন্যা) ই জন্মাইব, তবে অঙ্গুলী গ্রহণ করিবেন। অঙ্গুষ্ঠ অথবা করতল গ্রহণ করিবেন না। অঙ্গুলী গ্রহণ করিলে সেই সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোনও যুক্তি আছে কিনা বলাবায় না। অগাধ জ্ঞানার্ণবমহর্ষিগণের বাক্য অবশ্যই মূল শূন্য নহে, তবে সাধারণ বুদ্ধি লেখকের অথবা পাঠকের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। অন্যরূপ কামনা থাকিলে গ্রহণ প্রথা অন্য আকার ধারণ করিবে যথা—

যদি কাময়েত পুংসএব জনয়েয়ং ইত্যঙ্গুষ্ঠমেব। ১৩

যদি কামনা থাকে যে পুরুষ (পুত্র) উৎপাদন করিব তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিবে। এখানে পূর্ব্ব সূত্র হইতে "গ্রহণ করিবে" এই অংশ লইয়া অর্থ করিতে হইবে। বিশেষ কিছু কামনা থাকিলে যেরূপ করিবে তাহা কথিত হইতেছে—

সোহভীবাঙ্গুষ্ঠ মেভীব লোমানি গৃহ্নাতি। ১৪

যে পাণি গ্রহণে পুত্রোৎপাদন অথবা কন্যাজননরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট কামনা করে না, সে হস্তজাত লোম সকল ঈষদভিস্পৃষ্ট হয় এবং অঙ্গুষ্ঠ ও ঈষদভিস্পৃষ্ট হয়, তদ্রূপে গ্রহণ করিবে।

গৃভ্ণামি ইত্যেতাভিশ্চতসৃভিঃ। ১৫

গৃভ্ণামিতে (তোমার হস্ত গ্রহণ করিলাম) ইত্যাদি চারিটী মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিবে। এখানেও "গৃহ্ণীয়াৎ" এই অর্থ বোধক "গৃহ্নাতি" পদের অনুবৃত্তি আবশ্যক। পাণিগ্রহণে মন্ত্র চারিটী। প্রত্যেক মন্ত্রদ্বারা একবার পৃথগ্ভাবে পাণিগ্রহণ করিতে হইবে না। মন্ত্র চারিটী পাঠ করিতে হইবে ও চারি মন্ত্রে শেষে একবার মাত্র পাণি গ্রহণ করিতে হইবে। "প্রত্যেকমাবৃত্তির্ম্মাভূৎ" প্রত্যেক মন্ত্র পাঠে পাণি গ্রহণ পুনঃ পুনঃ করা না হউক এই বৃত্তিকার বাক্য পূর্ব্বোক্ত রহস্যের আবিষ্কারক। ব্যবহারও একটী প্রমাণ।

অথৈনা মুত্তরেনাগ্নিং দক্ষিণেন পদা প্রাচীমুদীচীং বা দশমভিপ্রক্রময়ত্যেকমিষ ইতি। ১৬

তাহার পর অগ্নির অদূরে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া নব বধূকে দক্ষিণ পদের দ্বারা প্রাচী (পূর্ব্ব) অথবা উদীচী (উত্তর) দিকে সপ্তপদ গমন করাইবে। ইষেত্বা ইত্যাদি সাতটী মন্ত্র ঐ সপ্তপদ গমনে ক্রমে (একপদ গমনে একটী) ব্যবহৃত হইবে। ইহাকে সপ্তপদী গমন কহে। সপ্তপদীগমনের রহস্য অতি গভীর। তাহা মন্ত্রগুলির অর্থ পাঠ করিলে বুঝা যায়। সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি দম্পতীর পরস্পরের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর ও অন্যান্য অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে এবং চিরন্তন অধিকার দানাদি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেয়। হিন্দু পত্রিকায় বহুদিন হইল সপ্তপদীগমনের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে এ প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সখেতি সপ্তমে পদে জপতি। ১৭

সপ্তমপদে "সখাসপ্তপদাভব" ইত্যাদি মন্ত্রটী জপ করিবে। সপ্তম পদ ভূমিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, ব্যবহার ও শাস্ত্র উভয়েরই সম্মত।

চতুর্থখণ্ড সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রাগ্‌হোমাৎ প্রদক্ষিণমগ্নিং কৃত্বা। ১

হোম মন্ত্রের পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র নিবদ্ধ আছে, সেই সকল মন্ত্র হোমকালের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জপ করিবে। জপ সমাপনান্তে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে। হোমের পূর্ব্বে বর ও বধূ উভয়েই করিবে। বধূর দক্ষিণ হস্ত বর গ্রহণ করিয়া পরিক্রমা করিবে কোনও টীকাকারের অভিপ্রায় এইরূপ।

যথাস্থানমুপবিশ্যান্বারব্ধায়ামুত্তরা আহুতীর্জুহোতি সোমায় জনিবিদে স্বাহা ইত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং। ২

প্রদক্ষিণ করিবার পর বর ও বধূ পূর্ব্বে যে স্থানে যিনি উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্থানেই পুনর্ব্বার উপবেশন করিয়া বধূ অন্বারব্ধবতী হইলে পরবর্ত্তি ষোড়শ প্রধান আহুতি প্রদান করিবে। "সোমায়জনিবিদে স্বাহা" ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্রে এক একটী দিতে হইবে।

অথৈনামুত্তরেণাগ্নিং দক্ষিণেন পদা অশ্মানং আস্থাপয়ত্যাতিষ্ঠেতি। ৩

অনন্তর অগ্নির উত্তরাংশে দক্ষিণ পদের দ্বারা পাষাণখণ্ড (লোড়া) টানিয়া লইয়া স্থাপন করিবে, ইহাকে পদদ্বারা আক্রমণ কর এই বলিয়া স্থাপন করিতে হইবে। এই অশ্মাক্রমণ ব্যাপার বিলুপ্ত হয় নাই তবে কোনও স্থানে একটু আধটু অন্যরূপ হইয়াছে।

অথাস্যা অঞ্জলাবুপস্তীর্য্য দ্বির্লাজা নোপ্যাভি ঘারয়তি। ৪

তাহার পর বধূর অঞ্জলি বিস্তার করিয়া দুইবার লাজ দ্বারা (খই দিয়া) হোম করিবে। হোম বর স্বয়ংই করিবেন। বধূর হস্ত হোমীয় বস্তু রক্ষার পাত্র স্বরূপ "ইয়ং-নারী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ বরকেই করিতে হইবে। বর হোমকর্ত্তা হইলেও বধূ হস্তই এখানে বিধান বলে হোম সম্বন্ধি লাজ দ্রব্যের আধার।

তস্যাঃ সোদর্য্যোলাজান্ আব পত্যোকে। ৫

বধূর সোদর্য্য খইগুলিকে লইয়া বধূ হস্তে ঢালিয়া দিবে, তাহার পর বর হোম করিবেন, কোনও কোনও আচার্য্য এই কথা বলিয়া থাকেন—সর্ব্বত্র ব্যবহার এ নিয়ম সমর্থন করে না, তবে কোথাও বা দেখিতে পাওয়া যায়।

জুহোতীয়ং নারীতি। ৬

"ইয়ংনারী" ইত্যাদি মন্ত্রে লাজ হোম করিতে হয়।

উত্তরাভিস্তিসৃভিঃ প্রদক্ষিণমগ্নিং কৃত্বাশ্মান-মাস্থাপয়তি যথা পুরস্তাৎ। ৭

পরবর্ত্তি "তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া লোড়া-টীকে পূর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। বর বধূর হস্ত ধারণ করিয়া মন্ত্র তিনটী পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রদক্ষিণার্থে প্রক্রমণ আরম্ভ

করিবেন। হরদত্ত মহাশয় বলেন, 'তিসৃণা-মন্ত্রে পরিক্রমণারম্ভঃ" তিনটী মন্ত্রের শেষে পরিক্রমণ আরব্ধ হইবে। যে কোনওটীর পরে অথবা পড়িতে পড়িতে ভ্রমণ নহে।

হোমশ্চোত্তরয়া। ৮

অর্য্যমণং নু দেবং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিতে হইবে।

পুনঃ পরিক্রমণমাস্থাপনং হোমশ্চোত্তরয়া। ৯

পুনর্ব্বার পরিক্রমণ অশ্মাস্থাপন ও ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা হোম করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইল তদ্রূপই আবার করিতে হইবে। এখানে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বারম্বার, নিয়ম মন্ত্রাদি সকলই একরূপ।

পুনঃ পরিক্রমণম্। ১০

আবার পূর্ব্ববৎ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

জয়াদি প্রতিপদ্যতে। ১১

জয়াদি হোম সকল এখানে করা আবশ্যক।

পরিষেচনান্তং কৃত্বা উত্তরাভ্যাং যোক্ত্রং বিমুচ্য তাং ততঃপ্রবা বাহয়েৎ প্রবাহারয়েৎ। ১২

জয়াদি হোম করিয়া তৎপরে পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া "প্রত্বা মুঞ্চামি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যোক্ত্র বিমোক করিবার পরে বধূকে রথারোহণ পূর্ব্বক লইয়া যাইবে অথবা শিবিকাদি মনুষ্য বাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া লইবে। পরিষেচনের পরেই যোক্ত্র বিমোক করিতে হইবে প্রস্থান কালে নহে। রথাদি দ্বারা লইয়া যাওয়া পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার দৃষ্টান্ত মিলে না। শিবিকাবাহনে বধূকে লইয়া যাওয়া আ'জ কা'ল প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এ নিয়ম সহসা উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভবও নাই।

সমাপ্যোতমগ্নিমনুহরন্তি। ১৩

এই বৈবাহিক অগ্নি উথাতে (ধূপদানীর ন্যায় পাত্র বিশেষ ইহাতে অগ্নি স্থাপন করা হইত) তুলিয়া গমনশীল বরবধূর পশ্চাতে তদীয় লোকেরা লইয়া যাইবে। "পশ্চাতে" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অগ্রে লইবেনা। সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেলে কোনও দোষ হয় না। এই বৈবাহিক অগ্নি হইতেই সাগ্নিকদিগের সমস্ত আগ্নের কাণ্ডের প্রথম সূত্রপাত হইতে থাকে।

নিত্যোধার্য্যঃ। ১৪

এই বৈবাহিক অগ্নি পত্নী সম্বন্ধি কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ গৃহস্থদিগের পক্ষে আশ্রমোচিত হোমাদির নিমিত্ত সর্ব্বদা ধার্য্য। পাণিগ্রহণ হইতে আচার লক্ষণ সমস্ত কর্ম্ম এই অগ্নিতে করিতে হইবে। ইহাকে গৃহ্য অগ্নি কহে। প্রাচীনকালে এই অগ্নি উথায় তুলিয়া গলদেশে বাঁধিয়া রাখা হইত, অথবা মস্তকে রাখা হইত। কোনও স্থানে গমন করিতে হইলেই এই উপায়ে লইতে হইত। সর্ব্বদা গলে ধারণ নিয়ম ছিল না, কুণ্ডেই রাখা হইত। এই অগ্নি ধারণ সম্বন্ধে কোনও গৃহ্যকার বিকল্প বিধান করিয়াছেন। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে তাহা অন্যায়।

অনুগতো মন্থ্যঃ। ১৫

শ্রোত্রিয়াগারাদ্বাহার্য্যঃ। ১৬

অরণি নির্ম্মথনদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। যদি বৈবাহিক অগ্নি কোনওরূপে

নষ্ট হয় তখন এইরূপ বিধান অনেক আচার্য্যের মত। মথন দ্বারা উৎপাদন কিম্বা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে যে অগ্নিদ্বারা পাকাদিক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাও আনা যাইতে পারে। উভয় পক্ষেই বৈবাহিক অগ্নি তত্তদুপায়ে উৎপন্ন বুঝিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, মন্থন দ্বারা উৎপাদন করিতে হইবে তাঁহাদের মতে বিবাহের অগ্নি ও মন্থনোৎপন্ন হওয়া চাই। শ্রোত্রিয় গৃহ হইতে আনয়নপক্ষেও বৈবাহিক অগ্নি সেই রূপে সংগৃহীত বুঝিতে হইবে। শ্রোত্রিয় শব্দটী আ'জ কা'ল বড় গৌরব বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্র বলেন—একাংশাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্যচ, ষট্ কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ। সমগ্র বেদশাখাধ্যায়ী অন্ততঃপক্ষে এক শাখাও যিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহণ এই বিপ্রোচিত ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলে। কেবল বিদ্বান্ হইলে চলিবে না। অনুষ্ঠানও করিতে হইবে। পবিত্র কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয়। বাল্যকালে ৮ পিতৃদেবের নিকট শুনিতাম "ষট্ কর্ম্মকালিতং ব্রাহ্মণত্বং।" সম্প্রতি ষট্ কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণ সন্তান জাতীয় গৌরবে উন্মত্ত। বেদের নাম যাহারা শুনে নাই তাহারা শ্রোত্রিয়। অধ্যয়নসম্পন্ন হইলেও কৌলিন্যের চ'খে "শ্রোত্রিয়" নিম্ন স্তরে। আর সমাজ মস্ত করা অক্ষর না শিখিয়াও গৌরবান্বিত! কালমাহাত্ম্যে কেবল যে আচারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নহে, বাহ্য ব্যবহার (শব্দব্যবহারও) নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়টী এইখানেই পরিত্যক্ত হইল।

উপবাসশ্চান্ততরস্যভার্য্যায়াঃ পত্যুর্ব্বাগ্নুগতে। ১৭।

অগ্নি অনুগত হইলে ভার্য্যা এবং পতি উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে। যে কেহ করিতেও পারে। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে অন্যতর কালের জন্য অর্থাৎ দিনে অথবা রা'ত্রে কোনও কালের জন্য উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে। এই উপবাস অগ্ন্যুৎপত্তির প্রায়শ্চিত্তার্থ। কাহারও মতে একের উপবাস কাহারও মতে উভয়েরই উপবাস। কেহ বলেন বিকল্প, কাহারও মতে সমুচ্চয়।

অপিবোত্তরয়া জুহুয়ান্নোপবসেৎ। ১৮

কিম্বা "অযাশ্চাগ্ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা একটী আহুতি প্রদান করিবে, উপবাস করিতে হইবে না। হরদত্ত বলেন "প্রায়শ্চিত্তমিদং অপহরণাদিনাগ্নিনাশেঽপি দ্রষ্টব্যম্" অর্থাৎ অগ্নি সমেত উখা যদি কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহাহইলেও এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অগ্নির অপহরণ অথবা অন্য কোনও উপায়ের অগ্নি বিনাশ করিল তখন শত্রুতা সাধন সম্পন্ন হইত। গৌরুবিপ্লবের সময়েও অনেক উপায়ে গৃহে সুরক্ষিত অগ্নি নষ্ট করা হইয়াছিল এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

উত্তরা রথস্যোত্তম্ভনী। ১৯

"সত্যেনোত্তভিতা" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা রথের উত্তম্ভন করিতে হইবে। এই

বিধান বর বধূর প্রস্থান কালীন রথারোহণের মন্ত্র ক্রমাদি জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যে কতক-গুলি অগ্নিবিষয়ক বিধি লিপীবদ্ধ করায় আপাততঃ তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যবিশেষের কর্ত্তব্যোপদেশ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই জন্যই টীকাকার বলিতেছেন 'দম্পত্যোঃ প্রস্থান বিশেষ ধর্ম্ম উচ্যতে" দম্পতীর দ্বিবিধ গমনের মধ্যে রথারোহণ দ্বারা সম্পাদনীয় গমন বিশেষের ধর্ম্মই এখানে বলা হইতেছে। পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্বে বলা এবং পূর্ব্ববর্ত্তি কার্য্য পরে লেখা, গৃহ্যসূত্রের অপরাধ নহে, কারণ গৃহ্যসূত্র মন্ত্রকাণ্ডানুসারে প্রবৃত্ত, অনুষ্ঠান ক্রমানুসারে নহে।

বাহাবুত্তরাভ্যাং যুনক্তি। ২০

রথবহনকারী অশ্ব অথবা বৃষকে বাহ বলাযায়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের পরস্থ মন্ত্র দুইটী দ্বারা রথে বাহ যোজনা করিতে হইবে। কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে মন্ত্র দুটী এক-কালীন দুইটী বাহ ধুরায় বাঁধিতে হইবে। কেহবা বলেন 'যুজ্ঞন্তি" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণের বাহ সংযুক্ত করিবে। 'যোগে যোগ" ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা অন্যটী প্রত্যেক বাহই মন্ত্রদ্বয় পাঠান্তে পৃথক রূপে বাঁধিতে হইবে, এ কথাও কোনও আচার্য্য বলিয়াছেন। যাহাহউক আজ কাল রথারোহণপূর্ব্বক বরবধূকে গৃহে গমন করিতে হয় না, সুতরাং ব্যবহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে পারিল না। রথে গরু যোজনা করা তৎকালে শাস্ত্রীয় নিয়মই ছিল। বৃত্তি-কার হরদত্ত বলিয়াছেন "বাভ্যামূহ্যতে রথ-স্তৌবাহৌ অশ্বাবনড়ুহৌবা" যে দুইটী রথ বহিয়া লইবে তাহারা বাহ, অশ্ব অথবা বৃষভ।

ইহার বহু পূর্ব্ব কালে গোযান ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করিতেন এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আ'জ কা'ল উহা জঘন্য পদ্ধতি বলিয়া গণ্য। যদিও বঙ্গের অনেক স্থানেই ভদ্র লোকের গোযানে চলিতে হয়, তথাপি আরোহীরা ঐ কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া মনে করেন না। প্রত্যুত অগত্যা ঐ কার্য্য করিতে হয় ইহাও ব্যক্ত করেন। গরুতে যে রথ টানে তাহা গরুর গাড়ী বই আর কি? গঠন প্রণালী হয়ত একটু বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু গোবাহ্যযান বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যবহার শাস্ত্র তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, অনন্ত ব্রতের কথায় দেখা যায় গোযানে আরোহণ করিয়া বিবাহান্তে বর বধূ গৃহে গমন করিতেছেন, এ কথাটী সাধারণের গোচরীভূত হইলেও অনেকেই ইহা ভালরূপে অবগত নহেন। গৃহ্যসূত্রের বৃত্তিকার মাননীয় হরদত্ত বলেন, পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, আরও অনুকূলে প্রমাণ সুলভতা। গোবধ নিবৃত্তির সময় হইতেই গোযানে গমন দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতে গোজাতির উপর আরও অনেক জাতির সহানুভূতি উপস্থিত হয়। যেখানে যত আদর, সেখানে ততই অকর্ম্মণ্যতা, সুতরাং ভারতীয় গোসমাজ দেব পূজা পাইয়াও বলহীন দুগ্ধহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। বস্তুতঃ গোযান ব্যবহার পুরাতন সমাজে আদৃত ছিল সন্দেহ নাই।

দক্ষিণমগ্রে। ২১

প্রথমে দক্ষিণ দিকের বাহটী যোজনা করিতে হইবে।

আরোহতী মুত্তরাভিরৃগ্ভিমন্ত্রয়তে। ২২

বাহ যোজনার পরে রথে আরোহণ কারিণী বধূকে "সুকিংশুকং" ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্র "সুচক্রং" ইত্যাদি পদ থাকায়, তাহার দ্বারা বুঝাবার মন্ত্র পাঠ রথেই করিতে হইবে। মন্ত্রস্থ পদের দ্বারা অর্থ বুঝিয়া তৎ সামার্থ্যানুসারে সেই কার্য্যে মন্ত্র নিয়োগ করিলে তাহাকে "লিঙ্গ" প্রমাণানুমতে নিয়োগ বলা যায়। মীমাংসাদর্শনে এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। গৃহ্য সূত্রেও পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। কাহারও মতে এ মন্ত্র বধূর অভিমন্ত্রণে নিযুক্ত এই হেতুক উহা রথ বুঝাইবার সামর্থ্য অর্থবান, কর্ত্তব্যের উপদেশ নহে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, বধূ রথে আরোহণ করিতে থাকিলে এই মন্ত্র অভিমন্ত্রণে ব্যবহৃত হইবে, কারণ "সুচক্রং" ইত্যাদি রথ লিঙ্গ মন্ত্রে আছে। যদি অশ্বাদি আরোহণ কালে বধূকে অভিমন্ত্রিত করা হয়, তবে প্রথম তিনটী মন্ত্রদ্বারা। চতুর্থ মন্ত্রেই রথলিঙ্গ "সুচক্র" শব্দ আছে। এ সকল মতামতের সমালোচনায় বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা দেখি না।

সূত্রে বর্ত্মনোর্ব্বস্ত্রণাতূ ত্তরয়া নীলং দক্ষিণস্যাং লোহিত মুত্তরস্যাং। ২৩

রথের উভয় বর্ত্মে নীল এবং লোহিত দুইটী সূত্র "নীললোহিতে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্তৃত করিবে। সেই সূত্র দুইটীর মধ্যে যেটী নীল সেটী দক্ষিণ বর্ত্মে যোজনা করিবে, লোহিতটী উত্তর অর্থাৎ অপর বর্ত্মে।

যে উত্তরাভিরভিয়াতি। ২৪

সেই সূত্র দুইটী "যেবধ্বশ্চন্দ্রং" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্রদ্বারা উপরি যাইবে।

তীর্থস্থাণুচতুষ্পথব্যতিক্রমেচোত্তরাং জপেৎ। ২৫

তীর্থ, স্থাণু, ও চতুষ্পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে বর উত্তরা ঋকটী জপ করিবেন। পুণ্যা নদী, গঙ্গা যমুনা, প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ স্থান এখানে তীর্থ শব্দবাচ্য, গরুদিগের গাত্র কণ্ডূয়নের জন্য প্রোথিত কাষ্ঠ দণ্ডকে স্থাণু বলা হয়। সাধারণতঃ খুঁটার নামই স্থাণু। কাহারও মতে গরুর শয়ন জন্য যে গর্ত্তযুক্ত নিম্নভূমি তাহাই স্থাণু। চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) সাধারণের পরিজ্ঞাত। এই সকল স্থানের উপর দিয়া যাইতে হইলে "তামন্দসান্য" ইত্যাদি মন্ত্র বর জপ করিবেন। যদি এতাদৃশ স্থান বারম্বার অতিক্রম করিতে হয় তবে বারম্বারই জপ করিতে হইবে। যেখানে নিমিত্ত উপস্থিত হয় সেখানে নৈমিত্তিক কার্য্য করাই দরকার। নিমিত্ত না হইলে যে টেই করিতে হইবে না।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

নাবমুত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে। ১

"অয়ংনো মহ্যাং পারং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা নৌকা অনুমন্ত্রণ করিতে হইবে। এ বিধানটীর উদ্দেশ্য এই যে, পথে গমন করিতে যদি বৃহৎ নদী পার হইতে হয় তখন নৌকা ব্যতীত আর গতি নাই, সুতরাং নৌকায় পার হইতে হইবে, তৎকালে নৌকার অনুমন্ত্রণ করিতে হইবে। পৃষ্ঠের দিকে থাকিয়া পশ্চাদ্ দর্শন করিতে করিতে মন্ত্র পাঠ করার নাম অনুমন্ত্রণ।

অণুসরণ করিয়া পরে বর ও বধূ সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া পার হইবেন।

ন চ নাব্যাং স্তরতী বধূঃ পশ্যেৎ। ২

নৌকায় পার হইবার কালে বধূ নৌকা-বাহকদিগকে দর্শন করিবে না। নৌকাতে (নাবিভবানাব্যাঃ) যাহারা থাকে তাহারা নাব্য। তাহাদিগকে (নাব্যান্) দেখাই বধূর নিষিদ্ধ কর্ম্ম। নীচজাতীয় কৈবর্ত্তাদি নাব্য একথা বৃত্তিকার বলিয়াছেন। তাহা-দিগকে দর্শন করা নব বধূর পক্ষে সুলক্ষণ নহে। ইহাতে অনেকটা লজ্জা রক্ষার কথা আসিয়াছে। কেহ বলেন নাব্য শব্দে নৌকার জল, কিন্তু তাহা পুংলিঙ্গ হইতে পারে না, তজ্জন্য তাদৃশ ব্যাখ্যায় সারবত্তা দেখি না। বিশেষতঃ নৌকায় জল দর্শন করা বধূর পক্ষে কোনও অন্যায় কাজ নহে। নৌকা-স্থিত নীচ শ্রেণীর লোক দর্শন করা স্ত্রীলো-কের পক্ষে বিশেষতঃ নববিবাহিতার অন্যায়। "তরতী" প্রভৃতি অনেক ছান্দস প্রয়োগ গৃহ্য-সূত্রে আছে। অর্থবোধে বিশেষ কষ্ট হয় না, এই জন্য সেগুলির বিশদ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

তীর্ণোত্তরাং জপেৎ। ৩

পার হইয়া পরে বর "অশ্ম পাব" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র জপ করিবেন। উত্তীর্ণ হইয়া মন্ত্র পঠন, নৌকায় থাকিয়া নহে।

শ্মশানাধি ব্যতিক্রমে ভাণ্ডে রথেব রিষ্টেঽগ্নে-রুপসমাধানাদাজ্যভাগান্তেঽন্বারব্ধায়ামুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে পরিষেচ-নান্তং করোতি। ৪

শ্মশানভূমির উপরিভাগে ভোজনার্থ ভাণ্ড কিম্বা বধূর অলঙ্কারাদি পূর্ণ ভাণ্ড অথবা রথ নষ্ট হইলে পরোক্ত হোম কর্ম্ম করিতে হইবে। অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্য-হোম পর্য্যন্ত ও বধূ অন্বারব্ধা হইলে 'যদৃতে-চিৎ" ইত্যাদি সপ্ত আহুতি প্রদান করিবে, জয়াদি হোম করিবে, পরিষেচনান্ত সমস্ত করিবে। এখানে অধি শব্দের যোগ থাকায় (শ্মশানাধি) শ্মশানেরই উপর দিয়া গমন করা এবং তথায় ভাণ্ডাদি নষ্ট হওয়ার কথা আসিল। শ্মশানের উপর দিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, তথায় দ্রব্য নষ্ট হইলে এই হোম প্রায়শ্চিত্ত। তীর্থ স্থানাদির উপর দিয়া না গিয়া নিকট দিয়া গেলেও পূর্ব্বোক্ত প্রায়-শ্চিত্ত করিতে হইবে। অনেক স্থলে নিকট গমনই সম্ভব।

ক্ষীরিণামন্যেষাং বা লক্ষণানাং বৃক্ষাণাং নদীনাং ধন্বনাংচ ব্যতিক্রম উত্তরে যথা লিঙ্গং জপেৎ। ৫

ক্ষীরিবৃক্ষ ("উডুম্বরো বটোঽশ্বত্থো বেত-সঃ প্লক্ষ এবচ পঞ্চৈতে ক্ষীরিণোবৃক্ষাঃ সংজ্ঞাবাং সমুদাহৃতাঃ ইত্যায়ুর্ব্বেদে" যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, বেতস, পাকুড় এই পাঁচটী ক্ষীরিবৃক্ষ।) গণের অথবা অন্যান্য লক্ষণযুক্ত প্রসিদ্ধ শমীবৃক্ষা-দির নদীর (জলপূর্ণাইহউক জলহীনাই হউক) ও নির্জ্জল অরণ্য প্রদেশের অতিক্রম হইলে পরোক্ত মন্ত্র লিঙ্গানুসারে পাঠ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে মন্ত্রে যে স্থানের অবোধক কোনও শব্দ আছে সে স্থানের অতিক্রম হইলে সেই মন্ত্রটীই পাঠ করিবে, অন্যটী নহে।

বৃক্ষাতিক্রমে যে গন্ধর্ব্বা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হরদত্ত বলেন, নদী অতিক্রম করিলে "যা ওষধয়ঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ তাঁহার অভিপ্রেত। ধন্ব ব্যতিক্রম করিতে

হইলে "যানি ধম্বানি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ আবশ্যক। সুদর্শনাচার্য্যের মতে দুর্গাদি তিস্তিনীকা সীমাকদম্ব ইত্যাদি লক্ষণ বৃক্ষ। গ্রাম্য পশু যে অরণ্যে বাস করে না এতাদৃশ দীর্ঘারণ্যের নাম ধন্ব ইহা সুদর্শন বলেন।

গৃহানুত্তরয়া সংকাশয়তি।৬

উত্তরা ঋক্ মন্ত্র "সংকাশয়ানি" ইত্যাদি পাঠ করিয়া গৃহ সংকাশিত করিবে। বাটী আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রাপ্ত যৌতুকাদি লভ্যধন স্থাপন করিয়া তাহার দ্বারা গৃহ বিকাশ বিশিষ্ট করিবে। সুদর্শনাচার্য্যের মতে গৃহ শব্দের অর্থ জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি। তাহাদিগকে দেখাইবে। নব বিবাহিতা বধূকে সঙ্গে লইয়া জামাতা স্বগৃহে গমন করিয়া শ্বশুরালয় হইতে লভ্যধনাদি আত্মীয় বর্গকে দেখাইবেন, অথবা তাহার দ্বারা গৃহ সুশোভিত করিবেন এ আদেশ সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। কিন্তু মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুমতে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বকার দিনে লোকে নিজের বয়স ও অর্থাদি গোপন করিত, সেদিনে অর্থাদি আত্মীয়দিগকে দেখান একটা বিধি সাপেক্ষ কার্য্য ছিল, অধুনা সামাজিক স্রোতের পরিবর্ত্তনে উহা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সুতরাং বিধির অপেক্ষা নাই। এমতাবস্থায় মন্ত্র কার্য্য উঠিয়া যাওয়ায় প্রকৃত কার্য্যের কোনও হানি হইতেছে কিনা তাহা ভগবান্ জানেন। মন্ত্রাদিদ্বারা সম্পাদিত সংস্কারকার্য্য ফলপ্রসূ আর্য্য ভূমিতে অনেক দিন হইতে এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে। গূঢ় রহস্য অনুসন্ধেয়।

বাহাবুত্তরাভ্যাং বিমুঞ্চতি দক্ষিণমগ্রে।৭

"আ বামগন্নয়ং নোদেবঃ সবিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় দ্বারা রথের বাহু দুইটী মোচন করিবে তাহার মধ্যে দক্ষিণ বাহুটী অগ্রে মোচন করিতে হইবে। বাহুযুগল রথ বহনে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণ ও ভোজনাদি দান উচিত, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মোচনই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছে।

প্রপাদয়ন্ উত্তরাং বাচয়তি দক্ষিণেন পদা।৮

বর বাহু মোচন করিয়া পরে সায়ংকালে গৃহে প্রবেশ করিয়া দম্পতীর যেখানে বাসস্থান সেই গৃহের মধ্যে লোহিত বর্ণ বৃষচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া পাতিবে। যাহার গ্রীবা পশ্চিমে থাকে ও লোম উত্তরাভিমুখ সেই রূপে চর্ম্ম পাতিতে হইবে। শর্ম্ম বর্ম্ম ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া বিস্তৃত করিতে হয়। তাহার পর দক্ষিণ পদের দ্বারা বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবে। দক্ষিণ পদ প্রথমে গৃহে নিঃক্ষেপ করিবে ইহাই তাৎপর্য্য। তাহার পর বধূকে গৃহান্ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে। প্রাচীনকালে বধূকে মন্ত্র পড়ান হইত বলিয়া বোধ হয়, কেন না অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিজে পড়িয়া তাহাকে শুনাইলে তাহাতে বোধহয় "বাচয়তি" শব্দের গৌরব রক্ষিত হয় না যাহাহউক "বাচয়তি" শুনিলে মনে হয় ঐ মন্ত্র নিজে প্রযোজক হইয়া তাহার দ্বারা বলাইবে। এ বিষয় প্রিয় পাঠক! স্বমতানুরূপ সমর্থন করিয়া লইও। দীন লেখকের ততদূর আলোচনা করার ক্ষমতা নাই।

ন চ দেহলীমভি তিষ্ঠতি।৯

দেহলী আক্রমণ করিবে না। দরজার চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনী কাষ্ঠের নাম দেহলী। কাহারও মতে দরজার চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনী কাষ্ঠের (যে চতুষ্কোণাকৃতি কাষ্ঠের অভ্যন্তরের অবকাশ দরজা সেই কাষ্ঠের) মধ্যে যে কাষ্ঠটী মৃত্তিকার উপর স্থাপিত তাহাকেও দেহলী বলেন। মোটের উপর অনেকে "চৌকাঠ" কে দেহলী বলিয়া থাকেন, কেহবা তাহার নিম্নের কাষ্ঠ খানি বলেন এইরূপ বুঝিতে হইবে। বধূ গৃহে যাইবার সময় দেহলী কাষ্ঠে তাহার পদ সংস্পর্শ না হয় এরূপে যাইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন দেহলীতে পদ সংস্পর্শ হওয়া বরেরও নিষিদ্ধ। "চকারদ্বারাহপি" ইহাই তাঁহার কথা। সূত্রে "নচ" এই এক চ আছে তাহার দ্বারা বরও সমুচ্চিত হইতেছেন এই রূপই তাঁহার অভিপ্রায়।

উত্তর পূর্ব্ব দেশেহগারস্যাগ্নেরুপসমধানাদাজ্য ভাগান্তেহগ্রাবন্ধর মুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে পরিষেচনান্তং কৃত্বা উত্তরয়া চর্ম্মণু পবিশত উত্তরো বরঃ। ১০

যে স্থানে চর্ম্ম আস্তৃত আছে সেই স্থানের উত্তর পূর্ব্ব দিকে বৈবাহিক অগ্নি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্য ভাগান্ত সম্পাদন করিয়া পরবর্ত্তি ত্রয়োদশ প্রধানাহুতি "আগন্‌গোষ্ঠং" ইত্যাদি মন্ত্র যোগে বর দিবেন। জয়াদি হোমান্তে পরিষেচনান্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া "ইহগাবঃ প্রজায়ধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মে উপবেশন করিবে। তাহাতে বর উত্তর দিকে। তাৎপর্য্যাধীন বধূর দক্ষিণভাগে বসিতে হইবে ইহাও সূচিত হইল। এই কার্য্যটীকে অনডুচ্চর্ম্মোপবেশন বলে। স্মার্ত্ত কুল চূড়ামণি রঘুনন্দন লিখিয়াছেন বৃষচর্ম্মোপবেশন পর্য্যন্ত যজুর্ব্বেদীয়গণের বিবাহ। যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ড আপস্তম্ব মহোদয় সূত্রিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই সূত্রিত চর্ম্মোপবেশন যজুর্ব্বেদীয় বিবাহের পরিসমাপ্তিরূপ অনুষ্ঠান।

অথাস্যাঃ পুংস্বোজীব পুত্রায়াঃ পুত্রমঙ্ক উত্তরয়া উপবেশ্য তস্মৈ ফলান্যুত্তরেণ যজুষা প্রদায় উত্তরে জপিত্বা বাচং যচ্ছত্যানক্ষত্রেভ্যঃ। ১১

তাহার পর যে নারী কেবল পুত্রই প্রসব করিয়াছে কন্যা প্রসব করে নাই এবং যাহার পুত্র সকল জীবিত আছে সেই স্ত্রীর পুত্রকে নব বধূর ক্রোড়ে "সোমেনাদিত্যা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপবেশন করাইয়া উপবিষ্ট পুত্রকে প্রস্বস্থ ইত্যাদি যজুর্মন্ত্রদ্বারা ফলাদি দান করিতে হইবে। তাহার পর "ইহপ্রিয়া সুমঙ্গলী" ইত্যাদি ঋক্‌দ্বয় জপ করিয়া সেই বৃষচর্ম্মাসনে বর ও বধূ কথা বলা বন্ধ করিয়া নীরবে নক্ষত্র উঠিবার সময় অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে। ফল গ্রহণান্তে পুত্রটী যথেচ্ছা গমন করিতে পারে হরদত্তের কথায় অবগত হওয়া যায়। অপরিচিতা নব বধূর কোলে বসাইয়া কুমারকে ফলাদি না দিলে সে কাঁদিতেও পারে, সুতরাং ভুলাইবার ব্যবস্থা। যে স্ত্রী কখনও পুত্র শোক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার পুত্রকে স্পর্শ করিলে নব বধূও সন্তান শোকে কাতর হইবে না এইরূপ অভিপ্রায়েই বোধহয় এ নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। নব বধূ পুত্রই গর্ভে ধারণ করিবে এই জন্যই যে পুত্রপ্রসূতির পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে দেওয়া হয়। প্রাচীন সংস্কার কর্ম্ম আর্য্য

মহর্ষিগণের গভীর গবেষণার ফল, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার যুক্তি অনুসন্ধান করা ঘটে না। কোনও প্রাচীন টীকাকারের মতে বধূ একাই নীরবে থাকিবে, মতান্তরে উভয়েরই নীরবতা অবলম্বন বিধেয়।

উদিতেষু নক্ষত্রেষু প্রাচীং উদীচীং বা দিশং উপনিষ্ক্রম্য উত্তরাভ্যাং যথা লিঙ্গং ধ্রুবং অরু-ন্ধতীং চ দর্শয়তি। ১২

নক্ষত্র উদিত হইলে পূর্ব দিকে বা উত্তর দিকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া "ধ্রুবক্ষিতিঃ সপ্তর্ষয়ঃ" এই মন্ত্র দুইটীর দ্বারায় সামর্থ্যানুসারে (যে মন্ত্রের যে দর্শন প্রতিপাদনে ক্ষমতা আছে, সেই মন্ত্রদ্বারা সেইটী দেখা) ধ্রুব ও অরুন্ধতী বধূকে দেখাইবে। অরুন্ধতী দর্শন ও ধ্রুব দর্শন যুক্তিমূলক বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর জীব ধ্রুবকে একস্থানেই দর্শন করিবে। ভ-চক্রের পরিবর্ত্তনে পৃথিবীবাসী গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্থান ত্যাগ দেখিলেও ধ্রুবের একস্থানে স্থিতি দেখিবে। ধ্রুব পৃথিবীর সমসূত্রে। মেরুদণ্ডকে বৃদ্ধি করিয়া উত্তর দিকে চালাইলে তাহা ধ্রুবের সমীপে উপ-নীত হইবে, সুতরাং ধ্রুবের গতি পৃথিবীর লোকের পক্ষে দৃশ্য নয়। এই জন্য ধ্রুব অনড় বলা হয়। শ্বশুর-কুলে সকল নড়চড় হইলেও তুমি ধ্রুবের মত অনড় থাকিও, এই উপদেশ ধ্রুব দর্শনে লাভ হয়। "পতি কুলে ধ্রুবাসি" ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ। অরু-ন্ধতীও যেমন বশিষ্ঠের সহিত মিলিয়া আছেন, তাঁহাকে লোকে সহসা দেখিতে পায় না, তদ্রূপ তোমাকেও তোমার স্বামীর সহিত মিলিয়া এবং সাধারণের সহিত অসং-স্পৃষ্ট হইয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া হই-য়েছে। অরুন্ধতী দর্শন এই উপদেশ আবি-ষ্কার করে। দুইটী মন্ত্রদ্বারাই ধ্রুব দর্শন ও অরুন্ধতী দর্শন করিতে হয়, অথবা যাহাতে ধ্রুব শব্দ আছে, সেই মন্ত্র দ্বারা ধ্রুব দর্শন এবং অপরটী দ্বারা অরুন্ধতী দর্শন করিতে হয়, এইরূপ মন্ত্র বিভাগ ভবদেবের অভিপ্রেত। লিঙ্গানুরূপ মন্ত্র বিনিয়োগ আপনা হইতেই হইতে পারে, সূত্রে বলা অনাবশ্যক, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি উক্তবিধ বিকল্পার্থে সূত্রে বলা হইয়াছে, এরূপ বলেন। অপরের মতে "যথালিঙ্গং" এই অংশটুকু ভ্রম বশতঃ সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে, বস্তুতঃ উহার মৌলিকতা নাই। কেহ বলেন, উহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বারা অরুন্ধতী, সপ্তর্ষি ও কৃত্তিকার সংদর্শন প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঐ গুলিকেই ঐ মন্ত্রদ্বারা দেখাইতে হইবে; কেবল অরুন্ধতীকে নহে, কোনও আচার্য্য এ কথা বলেন। মতান্তরের সমালোচনা পাঠক স্বয়ং করিবেন। সন্ধ্যাকালে ধ্রুব দর্শন সর্ব্বদা ঘটিতে পারে, কিন্তু অরুন্ধতী বা সপ্তর্ষি অথবা কৃত্তিকা দেখা সকল সময়ে সন্ধ্যাকালে হইতে পারে না। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হয়, তখন সন্ধ্যাগগণে অরুন্ধতী থাকে না। অনেক সময় শেষ রজনীতে সপ্তর্ষি উদিত হয়। অরুন্ধতীও সপ্তর্ষির মধ্যে বশিষ্ঠের গায় গায় আছে। সে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে দেখার ব্যবস্থা কিরূপে সমর্থিত হইবে, বুঝি না। যাহা হউক, যখন দেখা যাওয়া সম্ভব, তখনই দেখিবে, এইরূপ অর্থে বিধান রচিত বলিয়া বুঝিতে বোধহয়

অনেকের আপত্তি নাই। বারান্তরে অন্য বিষয় আলোচিত হইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

কস্যচিদ্ ব্রহ্মচারিণঃ।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪র্থ)

২০। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।

২১। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।

২২। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।

২৩। অতএব প্রাণঃ।

২৪। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।

২৫। ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ নিগদাত্তথাহি দর্শনং।

২৬। ভূতাদি পাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং।

২৭। উপদেশ ভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ।

২৮। প্রাণস্তথানুগমাৎ।

২৯। নবক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম সম্বন্ধ ভূমাহ্যস্মিন্।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেব বৎ।

৩১। জীব মুখ্য প্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহতদ্যোগাৎ।

২০। ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দ্দেশ থাকায় আদিত্য ও অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

২১। ভেদের ব্যপদেশ থাকায় আদিত্যাদি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন।

২২। ব্রহ্মের লক্ষণ থাকায় "আকাশ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৩। ঐরূপে (পূর্ব্বসূত্রোক্ত কারণে) 'প্রাণ' পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৪। "চরণ" শব্দের উল্লেখ থাকায় "জ্যোতিঃ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৫। "ছন্দ" অভিধান ব্রহ্ম-বাচক নহে বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ ছন্দ দ্বারা ব্রহ্মাভিমুখে চিত্ত পরিচালিত হয় এবং এরূপ প্রয়োগ শ্রুত্যন্তরেও পরিদৃষ্ট হয়।

২৬। ভূতাদি কারণ স্বরূপ উল্লিখিত হওয়ায় "গায়ত্রী" পদ ব্রহ্ম বাচক হইলেই উপপত্তি সিদ্ধ হয়।

২৭। ভেদ হেতু ব্রহ্ম লক্ষ্য হইতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি, তাহা অসঙ্গত; কারণ তাহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

২৮। যাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে, তদ্দ্বারাই প্রমাণিতব্য যে "প্রাণ" পদ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

২৯। বক্তার স্বীয় আত্মাকে উদ্দেশ করা হেতু ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তর এই যে, বহু স্থানে "প্রাণ" শব্দ প্রয়োগে ব্রহ্মকেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্টি হেতুই ইন্দ্রের "অহং ব্রহ্ম" উক্তি বামদেবের উক্তির ন্যায় বুঝিতে হইবে।

৩১। জীব এবং প্রাণের লক্ষণ থাকা ব্রহ্মবোধকতা অনুপপন্ন এই আপত্তি অসঙ্গত

কারণ অন্যরূপ অর্থ করিলে,প্রথমতঃ ত্রিবিধ-উপাসনার প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ যে অর্থ করা হইয়াছে, অন্য শ্রুতিপরাম্পরাতেও সেই অর্থ দৃষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ ইহাতে ব্রহ্ম-লক্ষণও ব্যক্ত।

——

২০শ ও ২১শ সূত্র ৭ম অধিকরণের অন্তর্ভূত। ২২শ সূত্র ৮ম, ২৩শ সূত্র ৯ম, ২৪শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত ১০ম এবং ২৮শ হইতে ৩১শ সূত্র পর্য্যন্ত ১১শ অধিকরণের অন্তর্ভূত।

এই সমস্ত অধিকরণে উপনিষদে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ বা পদ-বিশেষের বিচার-বিতর্ক মীমাংসিত হইয়াছে। "আকাশ" ও "প্রাণ" শব্দ পরমাত্মা-বোধক হইয়াই তৎপর্য্যায় শব্দরূপে উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে; অথচ উক্ত শব্দদ্বয়ে ভৌতিক আকাশ ও ভৌতিক প্রাণবায়ুও বুঝায়; অতএব উহা বিচার-বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

(২০শ ও ২১শ সূত্র)—ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১।৬।৬) নিম্নস্থ বাক্যাবলী দৃষ্ট হয়;—

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত, উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ইত্যাদি দৈবতং অথাধ্যাত্মমপ্যথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে।

হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত।
কেশ-শ্মশ্রু হয় তাঁরে হিরণ্যমণ্ডিত॥
পদনখ পর্য্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময়।
অরুণারবিন্দ সম শোভে নেত্রদ্বয়॥
"উৎ" অভিধানে তিনি অভিহিত হন।
যেহেতু সর্ব্বপাপের ঊর্দ্ধে তিনি রন॥
এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে জন,
তিনিও পাপের ঊর্দ্ধে অবস্থিত হন।
ইতি তত্ত্ব দেবপক্ষে; অধ্যাত্ম পক্ষেতে,
সে পুরুষ দৃষ্ট অন্তরক্ষি-দর্পণেতে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যিনি আদিত্যাসনে ও অক্ষিস্থানে অধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মা ব্রহ্ম, না তিনি অপর কোন পরমপূজাস্পদ পুরুষ-বিশেষ।

পরমাত্মা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঃ উঃ ১।৩।১৫) শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও ক্ষয়-রহিত। তিনি নিরাধার—আত্মমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, অনাদি-অনন্ত-নিত্য। যথা—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত কতিস্বেমহিম্নি আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।" (কঃ উঃ ৭।২৪) এই সমস্ত এবং অপরাপর ঔপনিষদী উক্তিসমূহ দ্বারাও ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা সর্ব্বোপাধিপরিশূন্য। অতএব বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত পুরুষ এই নিরুপাধিক ব্রহ্ম-লক্ষণান্বিত না হইয়াও কিরূপে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, "য আত্মা অপহত পাপ্মা" (ছাঃ উঃ৮।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাই পাপাতীত পরমাত্ম-সত্তারই অববোধ হইতেছে; সুতরাং বিচার্য্য স্থলেও উক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষের পাপাতীতত্ব স্পষ্ট পরিব্যক্ত থাকায়,উহা দ্বারা

সেই "শুক্রমপাপবিদ্ধম্" ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণান্বিত নির্গুণতত্ত্ব বর্ণন স্থলে তাঁহাকে "নিরুপাধিক" বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উপাস্য স্বরূপে তাঁহার তটস্থ লক্ষণান্বিত সগুণতত্ত্ব শ্রুতি-সিদ্ধান্ত-সম্মত। যদিও প্রকৃতপক্ষে অরূপ ব্রহ্ম তাঁহার স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এ স্থলে সাধকের ধ্যান-ধারণার উপযোগিতা বিধানার্থ আদিত্যাসনে ও অক্ষি-দর্পণে তাঁহার সরূপসত্তা কল্পিত হইয়াছে। নেত্রের বিষয় রূপ, রূপের মূলতত্ত্ব তেজঃ, তেজের মূলতত্ত্ব আদিত্য; অতএব উপাসকের ধ্যান-ধারণাবিগম্য ভাবেই সগুণ ব্রহ্ম হিরণ্ময় পুরুষরূপে তৈজসাধিষ্ঠানে কল্পিত। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সর্ব্বময় নিরাকার ব্রহ্মের আকার ও আধার কল্পনা ভিন্ন উপাসনাই অসম্ভব হয়। পরবর্ত্তী ২১শ সূত্রে এই তত্ত্বই নিরূপিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩-৭-৯) অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

আদিত্য-আধারে, আদিত্য অন্তরে,
অধিষ্ঠান হয় যার,
যার পরতত্ত্ব না জানে আদিত্য;
আদিত্যই তনু তার।
আদিত্য-অন্তরে রহি যেবা করে
আদিত্যেরে নিয়মিত;
আদিত্যস্থ সেই আত্মারূপী এই—
অন্তর্যামী নিত্যামৃত।

উপর্য্যুদ্ধৃত বাক্যে আদিত্যোদ্দীপক আত্মা-পুরুষ যে পরমাত্মা নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই আপাততঃ অববোধিত হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৃহদারণ্যকোক্ত এই অন্তর্যামী পুরুষই ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যদিও পরমাত্মা প্রতি জীবাত্মারই মূলতত্ত্ব, তথাপি উপাধির অধিকার-কালাবচ্ছিন্নভাবে সর্ব্ব জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্রবৎ সুপ্রতিপন্ন।

(২২শ সূত্র)—ছান্দোগ্য উপনিষৎ (১।৯) নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করিতেছেন, যথা—

"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং ইতি।

কিবা হয় মূলতত্ত্ব এই জগতের?
উত্তর—আকাশ হয় মূলতত্ত্ব এর।
যেহেতু আকাশ হতে সর্ব্ব-ভূতোদয়;
আকাশেই হয় পুনঃ সর্ব্বের বিলয়।
সর্ব্বভূত হতে হয় আকাশ মহান্;
আকাশেই সবের পরম পরিণাম।

এখানে "আকাশ" পদে পরমাত্মা বোদ্ধব্য; যেহেতু ব্রহ্মের লক্ষণ-বিশেষ এখানে বিস্পষ্ট ব্যক্ত। সমুদয় উপনিষদের ইহা অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বভূতের সম্ভূতি; অতএব উপর্য্যুদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যে আকাশকেই যে স্থলে সর্ব্ব ভূতের সম্ভূতিবিষয়ক মূল কারণ বলা হইয়াছে

সে স্থলে উক্ত "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। উহা ভৌতিক আকাশ নহে; কারণ ভৌতিক আকাশস্বয়ংই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ ইত্যাদি॥
(তৈঃ উঃ ২)

এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন; আকাশ হইতে বায়ু,বায়ু হইতে জল উৎপন্ন,ইত্যাদি। এতদ্রূপ অন্যান্য ঔপনিষদী শ্রুতিতেও "আকাশ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নিবহিতা" (ছাঃ উঃ ৮।১৪) আকাশই নাম-রূপের প্রকাশক। এ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণই লক্ষিত। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। (ঋগ্বেদ ১-১৬৪।৩৯) ক্ষর-লয় রহিত পরম ব্যোমে বেদসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও দেব সমূহ অধিষ্ঠিত।

"সৈষা ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।" (তৈঃ উঃ ১।৬) ভৃগু বরুণের এই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিতা।" ওঁং ক ব্রহ্ম, ওঁং খং ব্রহ্ম।" ব্রহ্মই ক,ব্রহ্মই খ (আকাশ) (ছাঃ উঃ ৪ ১০।৫)

(২৩শ সূত্র) ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।" এই সমস্ত ভূতই প্রাণে নিমজ্জিত, প্রাণে সমুদ্ভূত এবং প্রাণেই শ্বাস-সঞ্জীবিত। এ উক্তিও ব্রহ্মলক্ষণেরই বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপনী। এতাবতা পূর্ব্ব সূত্রানুসারিণী মীমাংসা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "আকাশ" পদ যেরূপ ব্রহ্মবোধক, এই "প্রাণ" পদও সেইরূপ ব্রহ্ম-বোধক, ইহা ভৌতিক বায়ু নহে।

২৪শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত যে "জ্যোতি" পদ আলোচিত হইয়াছে, উহাও সাধারণ ভৌতিক জ্যোতি নহে; উহাও পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক। এতদ্বিচারবিষয়ীভূত উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩-১৩।৭) এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্যদিদম স্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।"

যে আলো বিকাশে এই আকাশ উপর।
মহর্লোক-সর্ব্ব হতে যাহা মহত্তর॥
যাহার অতীত আর নাহি অন্য লোক।
পুরুষের অন্তর্জ্যোতি এই সে আলোক॥

এ স্থলে "জ্যোতিঃ" শব্দ সামান্য ভৌতিক আলোক বুঝাইতেছে না, পরন্তু সর্ব্বান্তর্জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সমূহের সিদ্ধান্তে আদিত্যাসনে ও অক্ষিদর্পণে অধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষসত্তা যদ্রূপ ব্রহ্ম-বোধক, বক্ষ্যমাণ সূত্র নিচয়ে "জ্যোতি" পদও তদ্রূপ ব্রহ্ম-বোধক।

অপর, "গায়ত্রী" পদের প্রয়োগেও ব্রহ্ম তত্ত্বই বিজ্ঞাপিত। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং।" (৩-১২।১) এই সমস্ত ভূতই গায়ত্রী, অথবা গায়ত্রীই সর্ব্বভূতাত্মিকা।

এই অধিকরণে ইহাও প্রকাশিত যে, এই সমস্তই তাঁহার মহত্ব; ইহার অতীত মহত্তর তত্ত্বই পরম পুরুষ। তাঁহার এক পাদে সর্ব্বভূত-সত্তা; অমৃত স্বরূপ অপর ত্রিপাদ ত্রিদিবে প্রতিষ্ঠিত। যথা—এতাবান

নস্য মহিমা জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোস্য সর্ব্ব-ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অতএব "ত্রিপাদ" পদের উল্লেখেই বুঝিতে হইবে, সূত্রোক্ত "জ্যোতিশ্চরণ" পদ পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক; সুতরাং এ জ্যোতি সামান্য ভৌতিক জ্যোতি নয়; ইহা সমগ্র ভৌতিক বিশ্বের বিধাতা জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ বা চতুরংশ উক্ত হইয়াছে। ইহার ত্রিপাদ অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠ এবং অবশিষ্ট চতুর্থ পাদে এই মায়িক জগৎ সৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচ্য, বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই যে স্থলে ব্রহ্ম, সে স্থলে "জ্যোতি" পদে ব্রহ্ম না বুঝিয়া সাধারণ আলোক মাত্র বুঝিলে, আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক নূতন বিষয়ে অবতরণরূপ মহাভ্রমে পতিত হইব; যে হেতু অধ্যায়টী একান্তই ভৌতিক জ্যোতিঃ-প্রসঙ্গপরিশূন্য। ব্রহ্মই এস্থলে "জ্যোতি" রূপে উক্ত হইয়াছেন; কারণ তিনিই সর্ব্বজ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"
তিনি জ্যোতি, সর্ব্ব জ্যোতি তাঁরি অনুসৃত।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত।

ধর্ম্মভাবের ক্রম বিকাশ ক্ষেত্রে কার্য্য-ফলকেই মূল কারণরূপে কল্পনা অনেক স্থলে বিরল নহে। আকাশেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি, সুতরাং অজ্ঞানাবস্থায় নিম্ন-অধিকারী মানব আদৌ আকাশকেই ভৌতিক জগতের মূল কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎপর ক্রমে সাধনোন্নতিসহকারে সে ভ্রমের অপনোদন হইল, মানব জগতের যথার্থ মূল-কারণের যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইল, তখনও সেই কার্য্য-ফলের অভিধানেই প্রকৃত কারণকে অভিহিত করিতে লাগিল। এই রূপেই মানব সমাজে একদা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ভৌতিক সূর্য্যই জগৎ-প্রসবিতা "সবিতা" নামে জগৎ কারণরূপে গৃহীত ও পূজিত হওয়ার পরে, সেই সবিতার সবিতা পরম কারণের যথার্থ জ্ঞান লাভ হইলেও 'সূর্য্য,' শব্দেই তাঁহার অভিধান অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল। ব্রহ্মের "আকাশ" "জ্যোতি" "প্রাণ" প্রভৃতি অপরাপর অভিধানেরও এই ভাবে উৎপত্তি। সূর্য্যের ন্যায় কোন কোন সময়ে আকাশ, জ্যোতি, প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিই জগৎ-কারণ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল; পরে কালে মানব-জ্ঞানের উচ্চাধিকার কালে যখন সূর্য্যের সূর্য্য, আকাশের আকাশ, জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ পরব্রহ্মের পরম জ্ঞান লাভ হইল, তখন ঐ সমস্তকে এক মাত্র মূল কারণের কার্য্য জানিলেও, কার্য্য-পরিচয়ের সহিত কারণ-পরিচয় সম অভিধানে অভিন্নরূপে প্রচলিত রহিল। আলোচ্য সূত্র সমূহে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, উপনিষদে যদিও ভৌতিক সংজ্ঞায় পরমাত্মা অভিহিত হইয়াছেন, তথাপি তত্ত্বার্থতঃ ইহা অভ্রান্তরূপেই অববোধিত হয় যে, উক্ত ভৌতিক সংজ্ঞা সকল ব্রহ্ম-বোধক, পরন্তু নামানুরূপ বাস্তব ভৌতিক-সত্তা-বোধক নহে।

২৫শ সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের সমর্থক ও তাৎপর্য্য-পোষক মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের টীকায় উল্লিখিত "গায়ত্রী" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত, কিন্তু বৈদিক ছন্দ বিশেষ নহে। "গায়ত্রী

খা ইদং সর্ব্বং" এই শ্রৌত বাক্যই বিচার-বিষয়ীভূত। অনন্তর গায়ত্রী, পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য, নিশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ ভৌতিক তত্ত্বে বর্ণিত হইতেছে। তৎপর এইরূপ বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রীর চতুষ্পাদ ও ষড় ব্যাহৃতি বা বিভাগ আছে। সর্ব্বশেষে আমরা এই বাক্য প্রাপ্ত হই যে, এ সমস্ত তাঁহারই মহিমা স্বরূপ। এখানে 'গায়ত্রী' শব্দ বৈদিক ছন্দ মাত্রকেই বুঝাইতে পারে না, কারণ উহা কেবল কতিপয় শব্দ-বিশেষ বা বর্ণ-বিশেষের সমষ্টি মাত্র; সুতরাং উহা কদাপি সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব "গায়ত্রী" শব্দ বিস্পষ্ট ব্রহ্ম-বাচক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিবিধ নাম-রূপ-উপাধ্যবচ্ছিন্নভাবে সগুণ স্বরূপে ব্রহ্ম বিবিধ সাধকের উপাস্য হইয়া থাকেন; অতএব "গায়ত্রী" শব্দের উল্লেখ কেবল ছন্দ-গীত গায়ত্রীর তত্ত্বার্থ-বলে ব্রহ্মের প্রতি চিত্তের রতি-গতি সম্পাদনার্থই হইয়াছে। অপর, অন্যরূপ সরল ভাবেও গায়ত্রীকে ব্রহ্মবোধিকা বলা যাইতে পারে; কারণ ষড়ব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী চতুষ্পদী এবং ব্রহ্মও চতুষ্পাদ।

২৬ সূত্রের নির্দ্ধারণ এই যে, গায়ত্রী ব্রহ্ম-বাচিকা না হইয়া মাত্র ছন্দবাচিকা হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে শাস্ত্র যে পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ভৌতিক সত্তাই তাঁহার "চরণ" রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। সমস্ত অধ্যায়ের মূল বিষয় ব্রহ্ম, সুতরাং 'সর্ব্বভূতাত্মিকা গায়ত্রী" এরূপ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণ সূচিত হওয়ায়, উহা তত্ত্বার্থতঃ ব্রহ্মই বটে, কিন্তু সামান্য ছন্দবিশেষ নহে।

২৭শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত বাক্যে (তাঁহার অমৃত-তত্ত্বাত্মক পাদত্রয় আকাশে প্রতিষ্ঠিত) আকাশ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান রূপে বর্ণিত এবং পরবর্ত্তী শ্রৌতবাক্যে (সেই জ্যোতি আকাশের ঊর্দ্ধে উদ্ভাসিত) আকাশ ব্রহ্মের অব্যবহিত সীমাস্বরূপে কথিত হইয়াছে, সে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য কিরূপে তাৎপর্য্যতঃ পরবর্ত্তীর সহিত সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে? যেহেতু একতঃ 'আকাশ' ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, অন্যতঃ আকাশ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী মাত্র! এতদুত্তরে বলা যায়, যথা একটি বাজ-পক্ষী "তরু শিরের উপরে" দৃষ্ট হইতেছে বলাও যাহা, "তরু-শিরে" দৃষ্ট হইতেছে বলাও তাহাই। অতএব প্রকৃত পক্ষে যে ব্রহ্ম "আকাশের অতীত বা ঊর্দ্ধস্থ"—তাঁহাকে "আকাশস্থ" বলিলেও বিরোধ-বোধ কষ্ট-কল্পনা মাত্র; ফলিতার্থে উহাতে বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

২৮শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, "কৌশিতকী ব্রাহ্মণ" উপনিষদে ব্যবহৃত "প্রাণ" শব্দ ব্রহ্ম-বাচক বা ভৌতিক প্রাণ-বায়ু-বাচক। পূর্ব্বোক্ত ২১শ সূত্রের বিচারিত বিষয়ের সহিত ইহা সমবিষয়ীভূত। নিম্নোক্ত রূপ বাক্যাবলী কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে দৃষ্ট হয়, যথা—

দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র কহিলেন, "আমিই প্রাণ—আমিই চিদাত্মা; জীবন স্বরূপ—অমৃত স্বরূপ আমাতে ধ্যান-পরায়ণ হও।" প্রাণই গৌণতঃ চিদাত্মা, আনন্দ, অবিনশ্বর, অমৃত রূপে উক্ত। এ

স্থলে অমৃতত্ব, চিদাত্মকত্ব, আনন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মেরই বিশেষ লক্ষণ সমূহ প্রাণে আরোপিত হওয়ায়, "প্রাণ" পদ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুরই বাচক হইতে পারে না।

২৯শ সূত্রের বিচার্য্য বিষয় এই যে, যখন ইন্দ্র বলিয়াছেন, আমিই প্রাণ, আমিই চিদাত্মা ইত্যাদি, তখন তদ্বাক্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-প্রতিপাদক কিরূপে হইতে পারে? এতদুত্তরে বলা যায়, এই একই অধ্যায়ে যে স্থলে ঐরূপ ব্রহ্ম-বিনির্দ্দেশের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, সেস্থলে "প্রাণ" পদও তদ্রূপেই ব্রহ্ম-বিনির্দ্দেশক হইয়াছে। যদি এ উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তবে ৩০শ সূত্রানুসারে এই উত্তর-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইন্দ্র যেখানে স্বীয় উক্তিতে স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপতাই ব্যক্ত করিতেছেন, সেখানে শ্রুত্যুক্ত বামদেব ঋষির ব্রহ্ম-পরিণতির ন্যায় তাঁহারও সমাধি-সিদ্ধি-সঞ্জাত ব্রহ্ম-পরিণতি স্বীকার করিতে হইবে। যখন কাহারও সমাধি-সিদ্ধি-ফলে অবিদ্যার অপগম হয়, তখন তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্মের সহিত একীভূত উপলব্ধ হয়, তখন সেই সিদ্ধ পুরুষ "সোঽহং" মহাবাক্যের অধিকারী হন, যে হেতু "ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি" "ব্রহ্ম জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে।" যখন ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাজ্ঞ আত্মা" ইত্যাদি, তখন তিনি আত্ম ব্রহ্মত্বই বিজ্ঞাপন করিলেন; অতএব ইহাতে অনুমাত্র অসঙ্গতি নাই।

৩১শ সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, উপর্য্যুক্ত ঔপনিষদী শ্রুতি-পরম্পরায় ব্যক্তিগত জীবাত্মা ও প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিরও প্রাকৃতিক লক্ষণাবলি লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তদ্দ্বারা ততৎ সত্তার সপ্রমাণতা সঙ্গত না হইয়া পরব্রহ্ম-প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর এই যে, সমগ্র অধ্যায়টি ব্রহ্মতত্ত্বেই সমাহিত, অতএব যদি উপরোক্ত শ্রৌত বাক্যাবলীর অর্থ ভৌতিক প্রাণবায়ু প্রভৃতি রূপেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একব্রহ্ম-সাধকের উপাসনাগতধ্যান-ধারণাদির ত্রিধা-বিভক্ত বিষয় কল্পিত হইয়া পড়ে, যথা—জীবাত্মা, প্রাণ বায়ু এবং ব্রহ্ম; সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অতীব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন, সন্দেহ নাই। একাভিধেয়-লক্ষিত একটি মাত্র বাক্যে তিনটি বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার কল্পনা অসম্ভব। যাহাহউক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত মতে এই সমস্ত শ্রৌত বাক্যের অর্থই ভাবান্তরে পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম-লক্ষণের বিশেষত্বই বিস্পষ্ট ব্যক্ত হওয়ায়, ভৌতিক "প্রাণ" ইত্যাদিই কদাচ ব্রহ্ম-পরিবর্ত্তে পরিগৃহীত ও প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

অনার্য্য কে?

মসী-বর্ণ দেহ-চর্ম্ম, হীন ব্যবসায়-কর্ম্ম,
নীচ জন্ম, অনার্য্য সে নয়।
মসীময় মন যার, হীনাচার-ব্যবহার,
হীনাশয়, অনার্য্য সে হয়॥ ১

উপজীব্য আপনার— অর্জ্জনে অশক্তি যার
অকর্ম্মণ্য অলস যে জন;
পর-গলগ্রহ হয়ে, আগ্রহে নিগ্রহ সয়ে,
জীবিত যে, অনার্য্য সে জন॥ ২

পত্নী-পুত্র আপনার, বৃদ্ধ পিতা-মাতা আর,
পালনে উপেক্ষা যার হয়;
স্বোপার্জ্জিত অর্থ যত নেশায় বেশ্যায় গত,
সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয়॥৩

পরস্ত্রী পাইলে পথে, কলুষ-কটাক্ষপাতে
পরিহরে পাপেচ্ছা সংযম;
হেন ক ম-কিঙ্কর যে, নরকের অতিথি সে,
নিশ্চয় সে অনার্য্য অধম। ৪

ইন্দ্রিয়-সেবন-গত বিষয়-বিলাস যত,
তাই যার জীবনের সার;
অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে যার একান্ত অনধিকার,
যথার্থ "অনার্য্য" আখ্যা তার। ৫

শুদ্ধ-সরলতাবৃত সুদৃষ্টি সম্ভ্রম-পূত—
নারী-প্রতি নাহি যার হয়;
যে ভাবে নারী কেবল "ইন্দ্রিয়-সেবার কল"
সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয়। ৬

শুধু স্বার্থ-সিদ্ধি তরে যে জন জীবন ধরে,
পরার্থে অনর্থ ভাবে যেই;
সর্ব্ব রসাতলে যাক্, নিজার্থ বজায় থাক্,
যে চায়, অনার্য্য হায় সেই॥ ৭

প্রত্যক্ষে মিত্রতাকারী, পরোক্ষে পরম অরি,
"বিষকুম্ভ পয়োমুখ" যেই;
পর-দুঃখে চক্ষু ভাসে, কিন্তু যে অন্তরে হাসে,
অনার্য্যের অগ্রগণ্য সেই। ৮

দরিদ্র-দুর্ব্বলে যার সুপ্রবল অত্যাচার,
নরমের প্রতি যে গরম;
অথচ "শক্তের ভক্ত," শ্রীপদ-লেহনাসক্ত!
সেই সত্য অনার্য্য অধম। ৯

স্বার্থ-ভয়-জয়-তরে, অথবা পরার্থ-তরে,
বাহিরে বা বিচার-আগারে;
কয় যে অসত্য বাক্য, দেয় যে অসত্য সাক্ষ্য,
যথার্থ অনার্য্য বলি তারে। ১০

ডাকাতী-চুরী-চাতুরী, জালিয়াতী জুয়াচুরী,
নানা শাঠ্য সাধিয়া যে জন—
নিজস্ব পূরণ তরে পরস্ব হরণ করে,
এ সংসারে অনার্য্য সে জন। ১১

অনার্য্য যে ব্যভিচারী, অত্যাচারী-হত্যাকারী,
অনার্য্য বিশ্বাসহারী যত;
হিংসুক-দুর্ম্মুখ শঠে অনার্য্যত্ব সত্য বটে,
অনার্য্যত্ব নহে জাতিগত। ১২

অনার্য্য নিষ্ঠুর-ক্রূর, অনার্য্য যে লোভাতুর,
ক্রোধাবিষ্ট-কাম-ক্লিষ্ট-অশিষ্ট নিচয়,—
সমাজের শত্রু যারা, কার্য্যতঃ অনার্য্য তারা,
নীচজাতি-জন্মগত অনার্য্যত্ব নয়। ১৩

কার্য্যদোষে অনার্য্যত্ব—চণ্ডালত্ব ঘটে।
কার্য্যগুণে ব্রাহ্মণত্ব—আর্য্যত্ব প্রকটে॥
ব্রাহ্মণত্ব—চণ্ডালত্ব, আর্য্যত্ব বা অনার্য্যত্ব,
কার্য্যাকার্য্য বিচারে বিদিত।
উচ্চ-কুল-অভিমান আর্য্যত্ব না করে দান;
উচ্চ কার্য্যে আর্য্যত্ব নিশ্চিত॥ ১৪

অনার্য্যত্ব কার্য্যতঃ জীবনে যার ঘটে,
তার সঙ্গ অবশ্যই পরিহার্য্য বটে।
সনাতন ধর্ম্মভরে, স্বদেশের শুভতরে,
থাকুক্ এ সত্য নিত্য চিত্তে সর্ব্বময়,—
অযথার্থ অনার্য্যেরা পরিহার্য্য নয়॥ ১৫

কঠোপনিষৎ।

(বঙ্গানুবাদিতা)

পঞ্চমী বল্লী।

আছয়ে নগর এক একাদশদ্বার;
তাহাতে করেন বাস আত্মা জন্মহীন,

নিত্য ও চৈতন্যদশী, তাঁরে করি ধ্যান,
সাধক না পান শোক; বিমুক্ত হইয়া
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে, মুক্তি পান তিনি।
(নিশ্চয় জানিও তুমি) ইনি আত্মা সেই ১

সে আত্মাই হ'ন সূর্য্য আকাশনিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন বায়ু অন্তরীক্ষবাসী ॥
সে আত্মাই হ'ন অগ্নি পৃথিবীনিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন সোম কলসাধিবাসী ॥
সে আত্মা মানবে দেবে, যজ্ঞে ও আকাশে।
সে আত্মা জলজ রূপে জলেতে প্রকাশে ॥
সে আত্মা ভূতলরূপে ব্রীহি-যবাদিতে।
সে আত্মা যজ্ঞাঙ্গরূপ জনমে যজ্ঞেতে ॥
সে আত্মা নদ্যাদি রূপে শৈলে বর্ত্তমান।
তিনিই কেবল মাত্র সত্য ও মহান্ ॥ ২

সে আত্মা প্রাণেরে ঊর্দ্ধে, নিম্নে অপানেরে
করেন প্রেরণ, মধ্যে আসীন বামনে
সকল দেবতাগণ করে উপাসনা। ৩

শরীরস্থ ভ্রমমান, আত্মা দেহ হ'তে
বিমুক্ত হইলে হেথা কিবা থাকে আর?
——ইনি আত্মা সেই। ৪

প্রাণ কিম্বা অপানেতে না থাকে জীবিত
কোন মর্ত্ত্য; থাকে মাত্র জীবিত কেবল
অন্য আশ্রয়ে, যাতে এ দুই আশ্রিত। ৫

এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয়,
তথা মরণের পর আত্মা যাহা হয়,
এখন বলিব তোমা শুনহে গৌতম। ৬

কর্ম্ম, জ্ঞান অনুসারে আত্মা কোন কোন
শরীর গ্রহণ জন্য প্রবেশে যোনিতে,
স্থাবরত্ব প্রাপ্ত অন্য কেহ কেহ। ৭

সুপ্ত হ'লে প্রাণিগণ, থাকিয়া জাগ্রত
নিষ্পন্ন করেন যিনি কাম্য বস্তু চয়,
শুক্র তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তিনিই অমর;
পৃথিব্যাদি সর্ব্ব লোক তাঁতেই আশ্রিত;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে;
(নিশ্চয় জানিবে তুমি) ইনি আত্মা সেই। ৮

ভুবনে প্রবিষ্ট যথা একই অনল
দাহ্যবস্তু-রূপ-ভেদে হয় ভিন্ন রূপ;
তথা এক অন্তরাত্মা সর্ব্বভূতগত—
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ;
রহে না অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে। ৯

ভুবনে প্রবিষ্ট যথা একই পবন
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
তথা অন্তরাত্মা এক সর্ব্বভূতগত—
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ;
রহে না অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে। ১০

যথা নহি লিপ্ত হ'ন সর্ব্বলোকচক্ষুঃ—
সূর্য্য, বাহ্য দোষ সহ, চক্ষু গ্রাহ্য যাহা,
তথা এক অন্তরাত্মা সর্ব্বভূতগত—
লোক-দুঃখ সহ কভু নাহি লিপ্ত হন;
যেহেতু নির্লিপ্ত তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব। ১১

এক মাত্র নিয়ামক সকলের যিনি,
সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা; যিনি এক রূপে
করেন বহু প্রকার, যে সকল জ্ঞানী
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে, লভেন তাঁহারা
ধরায় শাশ্বত সুখ, না পায় অপরে। ১২

অনিত্য বস্তুর মাঝে শুধু নিত্য যিনি,
চৈতন্য-কারণ যিনি চেতন বস্তুর,
একমাত্র যিনি পূর্ণ করেন কামনা,
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে যে সকল জ্ঞানী,
নিত্য শান্তি তাঁহাদের, নহে অপরের। ১৩

"তিনি এই"—এরূপেতে জানিয়া যাঁহারে

১। নগর এক একাদশ দ্বার—এই কবিতায় শরীরকে নগর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চক্ষুদ্বয়, নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, উপস্থ, গুহ্য এবং সূক্ষ্ম রন্ধ্র, এই একাদশ স্থানই শরীরের একাদশ দ্বার।

অনির্দ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ সুখ ক'ভে রক্ষ নিৎ,
কিরূপে জানিব তাঁরে ? তিনি দীপ্তিমান্—
অপনারজ্যোতিঃ কিম্বা অন্যজ্যোতিঃ ভাসে ? ৪
সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র তারা না দেয় কিরণ,
অথবা বিদ্যুৎ সেথা না পায় প্রকাশ ;
এ অগ্নি কোথায় লাগে ?— এরা সকলেই
তাঁহারি দীপ্তিতে শুধু হয় দীপ্তিমান্ ॥ ১৫

ইতি পঞ্চমী বল্লী।

ষষ্ঠী বল্লী।

ঊর্দ্ধমূল, নিম্নশাখ, এই সনাতন
সংসার পাদপ, এর মূল হ'ন যিনি,
——শুদ্ধ তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তিনিই অমর ;
পৃথিব্যাদি সর্ব্বলোক তাঁতেই আশ্রিত ;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে ;
(নিশ্চয় জানিবে তুমি) ইনি আত্মা সেই । ১
প্রাণরূপ ব্রহ্ম হ'তে নিঃসৃত হইয়া
সমস্ত পদার্থচয় – সকল জগৎ
চলিতেছে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদিয়া ;
উদ্যত বজ্রের তুল্য মহা ভয়ানক
তাঁহারে যে জন জানে, সে হয় অমর । ২
যাঁরি ভয়ে অগ্নি, সূর্য্য তাপ করে দান,
যাঁরি ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু ধাবমান । ৩
শরীর-পাতের পূর্ব্বে যদি নাহি পারে
ব্রহ্মেরে জানিতে জীব, তা'হলে নিশ্চয়
জীবের আবাসভূমি পৃথিব্যাদি লোকে
শরীর ধারণ করি আসে পুনরায় । ৪
আপনার প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমতি
দেখে লোক, করে তথা ব্রহ্ম দরশন
নির্ম্মল আত্মায় ; দেখে স্বপনে যেমতি
জাগৎ বাসনাজাত কার্য্যাবলী তা'র,
তথা পিতৃলোকে করে ব্রহ্ম দরশন।
জলে যথা আত্মরূপ করে দরশন,
গন্ধর্ব্বলোকেতে তথা নিরখে ব্রহ্মেরে ;
ছায়াতপে হেরে যথা, তথা ব্রহ্মলোকে । ৫
আত্মা হ'তে ভিন্নরূপে উৎপন্ন যাহারা,
সে ইন্দ্রিয় সমূহের জেনে ভিন্ন ভাব,
জেনে আর উদয়াস্ত, জ্ঞানীজন কভু
শোক নাহি প্রকাশেন, শুন নচিকেতঃ । ৬
ইন্দ্রিয় সমূহ হ'তে শ্রেষ্ঠ জেনো মনে;
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হ'তে পুনঃ
মহান্ সে আত্মা শ্রেষ্ঠ ; মহৎ হইতে
অব্যক্ত জানিবে শ্রেষ্ঠ ; তা হ'তেও পুনঃ
ব্যাপক সংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত পুরুষ —
হ'ন শ্রেষ্ঠ ; যাঁরে জেনে জীব মনুষ্যায়
করে মুক্তিলাভ, তথা অমরতা পায় । ৭।৮
না হয় ইঁহার রূপ দর্শন-বিষয়,
চক্ষুতে কেহ না পারে দেখিতে ইঁহারে ;
হ'ন তিনি প্রকাশিত, সংশয়রহিত
হৃদয়স্থ বুদ্ধিবলে ; মননেতে পুনঃ
তাঁহারে জানিলে লাভ হয় অমরতা । ৯
যে সময় রহে স্থির মনের সহিত
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বুদ্ধি চেষ্টা নাহি করে,
তাহারে পরমাগতি কহে জ্ঞানীগণ । ১০
স্থিরভাবে ইন্দ্রিয়ের ধারণাই যোগ ;
যে হেতু যোগের আছে উৎপত্তি অপায়,
অতএব অপায়ের পরিহারতরে
যোগিগণ অপ্রমত্ত র'ন যোগ কালে । ১১
বাক, মনঃ, কিম্বা চক্ষু নাহি পাওয়া যায়
সেই পরমাত্মধনে, আস্তিক ব্যতীত
অন্যে তাঁর উপলব্ধি পারে কি করিতে ? ১২
(উপাধিসংযুক্ত আর উপাধিবিহীন,
এ উভয় ভাবে তিনি জ্ঞাতব্য জীবের।)
"আছেন" এরূপে তাঁর উপলব্ধি করি,

তত্ত্বভাবে করিবেও উপলব্ধি তাঁর;
"আছেন" এরূপ ভাবে যে জানে তাঁহারে,
তার কাছে "তত্ত্বভাব" হয় প্রকাশিত। ১৩

মর্ত্ত্য-জীব-হৃদয়েরে আশ্রয় করিয়া
থাকে যে কামনা সব, তাহারা যখন
বিনষ্ট হইয়া যায়, মর্ত্ত্যও তখন
অমর হইয়া যায়, ব্রহ্মে পায় তথা। ১৪

ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি যবে
ছিন্ন হয়, মর্ত্ত্য করে অমরতা লাভ।
এই মাত্র এ শাস্ত্রের জেনো উপদেশ। ১৫

হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী মাঝে
সুষুম্না নির্গত, ভেদ করিয়া মস্তক;
অন্তকালে উর্দ্ধে এসে এই নাড়ী যোগে
লভে জীব অমরত্ব; অন্য নাড়ী যত—
বহুবিধ গতিশালী, ঘটায় তাহারা
সংসারেতে যাতায়াত জীবের কেবল। ১৬

সে পুরুষ অন্তরাত্মা, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ
সন্নিবিষ্ট হৃদয়েতে সকল জনের,
মুঞ্জা হ'তে ইষীকার গ্রহণ সমান
আপন শরীর হ'তে ধৈর্য্য সহ তাঁরে
করিবে পৃথক্; তাঁরে শুদ্ধ ও অমৃত
জানিবে—জানিবে তাঁরে শুদ্ধ ও অমৃত। ১৭

শুনি নচিকেতা যমের কথিত—
ব্রহ্মবিদ্যা, জেনে যোগবিধি যত
হ'ল ব্রহ্মপ্রাপ্ত নির্ম্মল অমর!
অন্যে জানিলেও লভিবে এ বর। ১৮

ইতি ষষ্ঠীবল্লী।

কঠোপনিষৎ সমাপ্ত।

শ্রীমনোমোহন মিশ্র।

প্রকৃতি-বিজয়।

যেবা কেহ চিন্তা করে কর্ম্ম মানবের,
জ্ঞান-শক্তি করি দৃষ্ট, হয় সে বিস্ময়াবিষ্ট,
যে শক্তিতে পরাভূত শক্তি স্বভাবের।
মহতী শকতি অতি প্রকৃতির বটে;
কিন্তু মহত্তরা শক্তি নরের নিকটে।

সত্যবটে হেন শক্তি আছে স্বভাবের,
বহু সাধে বাদ সদা সাধে মানবের;
তবু নর আপনারে সামালি রাখিতে পারে,
স্ববশে স্বভাবে আনে প্রভাবে জ্ঞানের।

আপাততঃ এ সিদ্ধান্ত বুঝে উঠা ভার,
কিন্তু এ অভ্রান্ত সত্য, নর-প্রতিকূলে নিত্য
স্বাধীন স্বভাব সাধে শত্রু-ব্যবহার।
অথচ বিজ্ঞান-বলে বাধ্য বশীভূত হলে,
তার তুল্য মানবের মিত্র নাহি আর।

প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তি-নিচয়ের
প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিতে উন্নতি নরের।
কিন্তু বজ্র-বৃষ্টি-বাত, ভূমিকম্প-অগ্ন্যুৎপাত,
জলপ্লাবনাদি যত অনর্থ-অপায়,
আজিও মানবী শক্তি পরাভূত তায়।
অক্লান্ত-সাধন-ফলে, বিবৃদ্ধ বিজ্ঞান বলে
তাওবা জিনিবে নর! তাই বা কে কবে,
বিজ্ঞানের শক্তি কোথা সীমাবদ্ধ হবে?
তবে কিনা এই সব অনর্থ যা ঘটে,
ভাবান্তরে তাও দেখি আবশ্যক বটে।
বৃদ্ধি করে সবলতা, সিদ্ধিকরে সতর্কতা,
পূর্ণসাবলম্বনতা তূর্ণ করে দান।
করে নরে নিসর্গের নিরপেক্ষাবান॥

শক্তের ভক্ত সবাই, নরের নিকটে তাই,
বিপক্ষের বেশে এসে নিসর্গ নির্ম্মম,

ভাবান্তরে হয় পরে বান্ধব পরম।
ব্যক্তিগত ভাবে নর ধ্বংস পায় সুবিস্তর,
স্বভাব-সংগ্রামে হায়! হয়ে পরাজিত;
কিন্তু জাতিগত ভাবে প্রকৃতি বিজয় লভে
স্বভাবের প্রভু হয়ে বসে সে নিশ্চিত।

প্রকৃতির সহ রণে হ'লে পরাজিত,
মনুষ্যের মনুষ্যত্ব না হয় অর্জ্জিত।
হয় সে মরিবে রণে বিশেষত্ব বিসর্জ্জনে,
নয় সে করিবে রণে প্রকৃতি-বিজয়।
এ দুয়ের অন্যতর নিয়তি নিশ্চয়॥

সুপ্তশক্তি প্রকৃতি করিয়া সম্বোধন,
মানব-সমাজে সাধে দৌরাত্ম্য ভীষণ;
দুর্ব্বল মানব তবু প্রবলা-প্রকৃতি-প্রভু
হইয়া বসেছে আজ সাধি কি সাধন!
বেদে ব্যক্ত এ রহস্য-ভেদ বিবরণ।

প্রকৃতির নিয়ন্তা যে পুরুষ পরম,
মানব-হৃদয় তাঁর প্রিয় নিকেতন।
মানবের এ মহত্ব, বিশ্বেতে এ বিশেষত্ব,
জীব-রাজ্যে এ রাজত্ব, তাঁরি বলে হয়।
তাঁরি বলে মানবের প্রকৃতি-বিজয়॥

ভূ-গোল পরিচয়।

৬ পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

মণ্ডল বর্ণন।

বাহী মণ্ডল Eridanus. 18.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা। (a)	তারা বর্ণন।
১	নদীমুখ	Alpha.	Achornar.	•৫	৫০৭	অতু জ্বল।
২		Theta.		২·৭	৯১৭	
৩		Beta.	Cursa.	২·৯	১৫৮৮	
৪		Gamma.	Zaurok.	৩·০	১২৩৪	
৫		Upsilon 4.		৩·৩	১৩৩৩	
৬		Phi.		৩·৬	৭১৭	
৭		Delta.	Rana.	৩·৭	১১৪৮	
৮		Epsilon.		৩·৭	১১০০	
৯		Tau 4.		৩·৮	১০১৭	
১০		Upsilon 2.		৩·৮	১৪৩৩	
১১		Upsilon,		৩·৯	১৪২৯	
১২				৩·৯	১৪৪১	
১৩		Eta.	Azha.	৪·০	৯১০	
১৪		Upsilon 3.		৪·০	১৩৭২	

(a) বিটিশ এনোমিয়ান কালেণ্ডার লিখিত সংখ্যা

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্ফুরত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন
১৫		Kapha.		৪·০	৫৯৬	
১৬		Omicron.	Beid.	৪·১	১১৯০	
১৭		Tau 3.		৪·১	৯৫৪	
১৮		Mu.		৪·৩	১৪২৯	
১৯		Pi.				
২০		Zeta.	Zebal.			
২১		41.	Themim.			
২২		Psi.				নীলবর্ণ।
H৮২৬		H826				বাষ্পস্তবক

মন্তব্য (১) ৪। ২০। ৭। ৮। ২১। ১৪। ১৮। ৯ ইত্যাদি তারা = বিগ্রমুণ্ড।

হ্রদমণ্ডল Hydrus.

II ২য় বিথী 25

চিত্রক্রমেল মণ্ডল Cameleopardalis.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্ফুরত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১		Beta.				
২		Alpha.				
৩		Gamma.				
৯৪০		940				তারাস্তবক

ব্রহ্ম মণ্ডল Auriga. (*b*)

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্ফুরত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১	ব্রহ্মহৃৎ	Alpha	Capella.	০·২	১৬১৬	যৌথ তারা অতু অরুণ পাণ্ডবর্ণ
২	উরঃ	Beta.	Menkalinaw.	২·১	১৮৯৫	
৩		Theta.		২·৭	১৯০০	
৪		Iota.		২·৭	১৫২০	
৫		Epsilon.		৩·২	১৫৪০	
৬		Eta.		৩·৩	১৫৫৮	
৭	প্রজাপতি	Delta.		৩·৮	১৮৮৫	
৮		Zeta.	Sudutomi.	৪·০	১৫৪১	
১০৬৭		1067				তারাস্তবক
M. ৩৭		M37.				তারাস্তবক

মন্তব্য (১) ৫ ৬৮ তারা = মৃগশিশু (Kids)

(*b*) ব্রহ্মরাশিঃ বিশুদ্ধশ্চ। রামায়ণ ৬ ৪:৫৮

পাশ্চাত্য বৃষরাশি Taurus 14.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১	জলদীবর্ণ	Alpha.	Aldebaran	১·০	১৪৭০	
২	অগ্নি	Beta.	Nath.	১·৯	১৬৮১	
৩	ইল্‌বলা (c)	Zeta.		৩·০	১৭৬৭	
৪	দেবসেনা	Eta.	Alcyone.	৩·০	১১৬৬	
৫		Theta.	Alya.	১·৬	১৩৮১	
৬		Lambda		১·৬	১২৪১	
৭		Epsilon		৩·৭	১৩৭৬	
৮		Xi.		৩·৮	১০০৮	
৯		Omicron.		৩·৮	১০৫৮	
১০				৩·৮	১১৪৭	
১১				৩·৮	১১১৬	
১২	শকটমুখ	Gamma.	Hyadum primus.	৩·৯	১৩২৮	

(ক্রমশঃ)

৺ভারতেশ্বরী।

"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বরষে,
প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিবসে,
অপরাহ্ণ ষষ্ঠ ঘটিকার শেষে—
পড়িল কি কাল নিশার ছায়া!

অস্তাচলগত দেব দিনমণি,
সন্ধ্যার আধার গ্রাসিল অবনী,
সে আঁধারে করি আঁধার ধরণী—
মহারাণী মাতা ত্যজিলা কায়া। ১

পলকে পলকে তাড়িত ঝলকে—
এ শোক সংবাদ ভরিল ভূলোকে,
"মহারাণী আর নাই ইহলোকে"—
বিলাত—ভারত মা-হারা হায়!

শুধু তাই নয়, এসিয়া-আফ্রিকা,
সমগ্র য়ুরোপ, যুগ-আমেরিকা,
অষ্ট্রেলিয়া—শতদ্বীপা সাগরিকা,
শোক-পর্ব্ব সর্ব্ব ভুবনময়! ২

শত শত তোপ ছাড়ি আর্ত্তনাদ—
(শোক দুর্য্যোগের অশনি-সম্পাত!)
ঘোষিল এ ঘোর অশুভ সম্বাদ;
নব বরষের হরষ নয়!

(c) ইল্‌বলাঃ তচ্ছিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যে॥ অমরকোষঃ
(d) ইল্‌বলাঃ পঞ্চ তারকাঃ। ইতিস্বামী।
(e) ইল্‌বলা সোম দৈবত্যা। গরুড়পুরাণ ১৭৫।৯।২

অশ্রু মুখে এল এ বিংশ শতাব্দ,
নৃত্য-গীতোৎসব সব হল স্তব্ধ,
হাট ঘাট-বাট বিষাদে বিশব্দ,
শোক-কৃষ্ণ-চিহ্ন চৌদিকময়! ৩

কি বিচারালয়, কিবা কার্য্যালয়,
কিবা পণ্যালয়, কি বিদ্যা-আলয়,
সব রুদ্ধ--শুদ্ধ শোকের নিলয়!
নীরব —নিচেষ্ট—নিরাশপ্রাণ!

প্রাণায়ামে যেন করি শ্বাস বদ্ধ,
বিশাল বিরাট বৃটিশ্-রাজত্ব,
যোগে সংযমিয়া শোকাকুল চিত্ত,
মহারাণী মায় করিল ধ্যান! ৪

———

"মহারাণী নাই"—একি অকস্মাৎ
নিদারুণ শোক-সম্বাদ নির্ঘাত্!
বিনা মেঘে হায় যেন বজ্রাঘাত!
বিনা বাতে সিন্ধু উথলে যেন!

কোটি কোটি প্রজা নেত্র-নীরে ভাসে,
হা-হুতাশে হায়! দুখ-দীর্ঘশ্বাসে;
হারায়ে নিঠুর নিয়তির বশে—
স্নেহ-দয়াময়ী জননী হেন। ৫

মহারাণী-রাজ্য রাম-রাজ্য প্রায়,
নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত প্রজা সমুদায়,
জাতি-ধর্ম্মে থেকে সুখে নিদ্রা যায়,
শান্তি-সমীরণ শীতলে সবে।

এহেন সৌরাজ্য সুচরিতে যাঁর,
সে চরিতে আজ্ চিরোপসংহার!
হেন রাণী-মায়ে হারায়ে প্রজার
মাতৃশোকভার কেন না হবে? ৬

যাঁর রাজ্যে রবি অস্ত নাহি যান,
ছয় মহাদেশে যাঁহার রাজ-স্থান,
যে রাণী মর্ত্ত্যের ইন্দ্রাণী সমান,
সে রাণীমা আর নাহি ধরায়।

শূন্য সিংহাসন খসিল ভূলোকে,
পুণ্য-সিংহাসন বসিল দ্যুলোকে;
পতি-পুত্র-পৌত্র লইয়া পুলকে—
বসিলা মোদের রাণীমা তায়! ৭

তবে কেন আর শোকের বিকার?
ঈশ্বরেচ্ছা বুঝি মুছি অশ্রুধার;
পিতৃ মাতৃশোকে নয়ন-আসার
বর্ষিতেও হিন্দু-শাস্ত্রে বারণ।

শাস্ত্রাদেশে তাই মাতৃশোক স'য়ে,
পরমেশ-পদে প্রণত হৃদয়ে
এ প্রার্থনা, যেন শ্রীপদ-আশ্রয়ে
মা মোদের চির শান্তিতে র'ন। ৮

———

মায়ের প্রসাদী রাজাসনে আজ
রাজুন্ মোদের প্রিয় যুবরাজ,
ভারত-সম্রাট্ ইংরাজের রাজ—
বিশ্বরাজ-কৃপা করুন লাভ।

হ'ন দীর্ঘজীবী—পালুন পৃথিবী,
স্মরি সদা হৃদে সেই মাতৃদেবী;
শীতল-শাসন-সমীরণ সেবি
জুড়াক্ প্রজার প্রাণের তাপ। ৯

এ প্রার্থনা পূর্ণ কর ভগবান;
রাজা-দেবতায় অভিন্নতা-জ্ঞান
প্রাচীন ভারতে ছিল দীপ্যমান;
সে শিক্ষা-উপেক্ষা যেন না হয়।

স্বর্গে হ'ক্ জয় শ্রীমহারাণীর,
মর্ত্ত্যে হ'ক্ জয় নব ভূপতির,
এ বাসনা দীন ভারতবাসীর
পুরাও দয়ায় হে দয়াময়! ১০

শ্রীশঃ—

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৮ সালের সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণম্।

হে দেবদেব করুণামৃতবারিবাহ!
নিঃসীমমঙ্গলময় প্রাণৈতকবন্ধো!
কামং ভবন্থিহ নরাঃ সুবিচক্ষণস্তু
মন্যের এব নিতরামপি তৎসমীপে। ১

যাবন্তি সন্তি নিগমাগমদর্শনানি
পন্থাঃ সুবৈক সদনাস্থপি সীপ্রদানি
সর্বাণি তানি ভগবান্! তব সন্নিধানে
বাচং নিয়মা মনসা স্থিতিমাচরন্তি। ২

জানাতি কেবলমসীতি নরস্ত্বমীশ!
এবং ভবান্ বিবিধ শক্তিভিরারচয্য
সৃষ্টৈর্জনি স্থিতিলয়ান্নরমঙ্গলায়
তাঃ স্বীয়মঙ্গলময়স্পৃহয়া নিযুংক্তে। ৩

নমামি পাদপঙ্কজং সুরার্চ্চিতং শিবং সদা
সমাশিষং সদামুদা বিধেহি বিশ্বকামদাং
সুমঙ্গলপ্রদায়িকা ভবৎকৃপা-সুধারিকা
জগদ্ধিতেহি পূর্ব্ববৎ-রতাহস্তু হিন্দুপত্রিকা। ৪

পুনঃ সমাশিষং মিথঃ প্রমুক্তলোভহিংসনাঃ
পরস্পরং সুমঙ্গলপ্রসাধনৈকতৎপরাঃ
যথামরা নরা যথা ভবেয়ুরত্র সর্ব্বদা
তথাদয়াং বিধায় নো সমার্চ্চনং গৃহাণবৈ। ৫

বিচিত্রজাতিমাশ্রিতা বিভিন্নবর্ণসংশ্রিতা
বৃথাভিমানতাপিতাঃ পরস্পরং নিরন্তরং
নরাঃ সুশান্তিশালিনঃ সহোদরব্রতস্পৃহা
যথা ভবেয়ুরত্রৈব তথাশিষং দদস্ব নঃ। ৬

ভরদ্বর্ষসস্মিন্নবীনেহু বর্ষে, সদানন্দসান্দ্রং
সুভিক্ষানুরক্তং
তথা ব্যাধিমুক্তং পরেশ! ক্ষমায়িন্! কুরুষ
প্রকামং ধিয়া মঙ্গলং বৈ॥ ৭

অয়ং হিন্দুসার্থঃ সমস্তান্নিতান্তং কৃতিং পূর্ব্ব-
জানাং তথাসং তনোতু
যথাদর্শকার্য্যং বিধাতা জগত্যামশেষেষু
কার্য্যেষ্বপি স্থানুরেষু। ৮

ভবৎ পাদপঙ্কেরুহাগং চিরংবৈ মধুপ্রাপ্তমত্তো
মনঃষট্পদো মে
সলীলং সমস্তানপি প্রেমমত্তান্ বিদধ্যাৎ
যথাদৌ তথা মাং প্রসীদ। ৯

বয়মিহ মনুজাস্তাং সাদরং প্রার্থয়ামঃ।
কুশলদ পরমাত্মন্! মঙ্গলং নো বিধেহি,
সততমভিরতাস্তে পাদসেবাস্বকার্য্যে
চরণকমললীনান্ পাহি দীনান্ পরেশ!১০

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদেব! হে কৃপামৃতবর্ষণকারী মেঘ! হে অনন্ত কল্যাণময়! হে প্রণতগণের একমাত্র বন্ধু! মনুষ্য যতই না কেন বিচক্ষণ হউক, তথাপি তুমি তাহার নিকট অজ্ঞেয়। ১

হে ভগবন্! সুখপ্রদ ও জ্ঞানপ্রদ যে সকল নিগম ও আগম ও দর্শনশাস্ত্রাদি আছে, তাহারা সকলেই তোমার সমীপে নীরবে অবস্থিতি করে। ২

মানব জানে যে, তুমি আছ এবং তুমি নিজের বিবিধ শক্তিদ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সাধন করিয়া, স্বকীয় মঙ্গলময় ইচ্ছাদ্বারা সেই সকল শক্তিকে মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়াছ। ৩

সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত মঙ্গলকর তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি। আনন্দের সহিত সর্ব্বদা জগতের কামনাপূর্ণকারী আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। তোমার করুণা ধারণ করিয়া কুশলদায়িনী "হিন্দু-পত্রিকা" পূর্ব্বের ন্যায় জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত হউক। ৪

পুনর্ব্বার এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, মনুষ্যগণ যেরূপে পরস্পর লোভ-হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়া পৃথিবীর দেবতার ন্যায় হয়, আমাদিগকে সেই ভাবে দয়া করিয়া পূজা গ্রহণ কর। ৫

সর্ব্বদা পরস্পর অনর্থক অভিমানে তাপপ্রাপ্ত নানা বর্ণের বিভিন্ন জাতীয় নরগণ যাহাতে সহোদরব্রত গ্রহণ করিয়া শালী হইতে পারে, আমাদিগকে ... আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। ৬

হে পরমেশ্বর! হে মায়ারহিত! এ... বর্ষে ভারতবর্ষকে আনন্দপূর্ণ, সুভি... এবং পীড়াশূন্য ও বুদ্ধিযুক্ত কর। ৭

মনুষ্যসমাজে বহুবিধ কার্য্যের মধ্যে যা... হিন্দুগণ সকলের আদর্শকার্য্য স... করিতে পারে এবং পূর্ব্বপুরুষগণের ... কলাপ সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিতে পারে, সে... আশীর্ব্বাদ কর। ৮

এই আশীর্ব্বাদ কর, আমার মন-... তোমার চরণ-কমলের মধু-পানোন্মত্ত ... যেন সকলকে ঐ মধুপানে মত্ত কর... পারে। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৯

হে কুশলপ্রদাতা! হে পরমাত্ম... আমরা সাদরে তোমার নিকট প্রা... করিতেছি, আমাদিগের কল্যাণ বিধান ক... হে পরমেশ! তোমার চরণ-সেবারূপ স্ব... যাহারা সতত নিরত, সেই পাদপদ্মলীন ... জনগণকে রক্ষা কর। ১০

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২য় পাদ। (৫ম)

১। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।
২। বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ।
৩। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।
৪। কর্ম্মকর্ত্তৃ ব্যপদেশাচ্চ।

৫। শব্দ বিশেষাৎ।

৬। স্মৃতেশ্চ।

৭। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ন নিচায্যত্বা দেবং ব্যোমবচ্চ।

৮। সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ।

১। "মনোময়"ই যে ব্রহ্ম,ইহা সর্ব্বোপনিষদ্-প্রসিদ্ধ।

২। "মনোময়"এর যে সমস্ত গুণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই উপপন্ন হয়।

৩। "মনোময়"এর গুণাদি জীবাত্মায় প্রযুক্ত হইলে অনুপপত্তি দোষ ঘটে।

৪। কর্ম্ম ও কর্ত্তার ব্যপদেশ থাকাতেও "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৫। শব্দের প্রভেদ থাকাতেও, "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৬। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও উহাই প্রতিপাদ্য।

৭। অধিষ্ঠান ও আকারের ক্ষুদ্রত্ব বিষয়িণী আপত্তির উত্তর এই যে, আকাশবৎ ব্রহ্ম চিন্তনীয়।

৮। তত্ততঃ জীব-ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও, [ব্র]হ্মের বিশেষত্ব হেতু জীবের ন্যায় ব্রহ্মের [স]ম্ভোগপ্রাপ্তি হয় না।

প্রথমসূত্র ও তৎপরবর্ত্তী সপ্ত সূত্র [ছা]ন্দোগ্য উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ১৪শ [প্রপা]ঠক অবলম্বনে রচিত। উক্ত প্রপাঠকের [বিষ]য় "শাণ্ডিল্য বিদ্যা" নামে সাধারণতঃ অভিহিত। উহাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। শান্ত-উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুং কুর্ব্বীত। ১

এই সমস্তই ব্রহ্ম—ব্রহ্মেতে জনিত।
ব্রহ্মে বিসর্জ্জিত বিশ্ব—ব্রহ্মেই পালিত।
শান্ত সমাহিত চিত্তে সাধন যাহার।
ব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার তার॥
মানব কর্ম্মের জীব—কর্ম্মবশে সৃষ্ট।
ইহজন্ম-কর্ম্ম পরজন্মের অদৃষ্ট॥
অতএব কর্ম্মফলবিধানজ্ঞ যাঁরা।
শাস্ত্রমর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করিবেন তাঁরা॥ ১

অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাহাকে বলা যায়?—যিনি নিরতিশয় মহৎ। (বৃদ্ধতমাৎ ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। (তজ্জলানি—তজ্জঞ্চ—তল্লঞ্চ—তদনঞ্চ—তজ্জলান—অবয়বলোপশ্ছান্দসঃ। সেই ব্রহ্ম হইতে জাত "তজ্জং"—তাঁহাতে লীন "তল্লং"—তাঁহাদ্বারা রক্ষিত—তদনং। তস্মাদ্ জাতং, তস্মিন্ লীয়তে, তস্মিন্নেব স্থিতিকালে অনিতি প্রাণিতি ইতি।) জিতেন্দ্রিয়—জিতচিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে চিত্তে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাঁহার উপাসনা, এইজন্যই মানবকে "ক্রতুময়" বলে। ইহলৌকিক কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক অদৃষ্টফল নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব কর্ম্মফলজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। (যথা ক্রতু যথা অস্য পুরুষস্য ক্রতু, প্রেত্য—মরিয়া

—স ক্রতুং কুর্ব্বীত, স এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীত।)

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ। ২

মনোময় জ্যোতিরূপ, সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ,
প্রাণদেহ, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা যিনি।
সর্ব্বকাম, সর্ব্বাবাস, সর্ব্বরস, সর্ব্ববাস,
অবাক্য ও অনাদর ব্রহ্ম হন তিনি ॥ ২

সেই ব্রহ্ম মনোময়—অর্থাৎ মনঃপ্রায়। (যদ্দ্বারা মনন করা যায়, তাহাই মন; কিন্তু মন যখন কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত, তখন আত্মাও প্রবৃত্তবৎ উপলব্ধ হন; তদ্রূপ মন কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে, আত্মাও নিবৃত্তবৎ উপলব্ধ হন; এইরূপে আত্মা মনের ন্যায় প্রতীয়মান হন বলিয়াই মনঃপ্রায়—সুতরাং "মনোময়"। তিনি প্রাণশরীর—অর্থাৎ প্রজ্ঞাশরীর (যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা, স প্রাণ, ইতিশ্রুতেঃ) তিনি চৈতন্যস্বরূপ (ভা দীপ্তিশ্চৈতন্য লক্ষণং) তিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম—রূপাদিবিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তাঁহারই কার্য্য। (স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেতি শ্রুতেঃ) তিনি সর্ব্বকাম—(ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মীতি—গীতা।) তিনি সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, (রসোঽহমপ্সু—পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ, ইত্যাদি—গীতা) তাঁহাদ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অবাকী (বাক্য এস্থলে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বোধক রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-বিরহিত—অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ) তিনি অনাদর, অর্থাৎ কোন বস্তুতে তাঁহার আদর বা অনুরাগ নাই।

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩

ব্রীহি-যব-সর্ষপ বা শ্যামাশস্য-কণ,
সব হতে অণু মম অন্তরাত্মা হন।
পৃথিবী-আকাশ-স্বর্গ—বিশ্বচরাচর,—
সব হতে মম অন্তরাত্মা বৃহত্তর। ৩

এ স্থলে অধিক কিছু বলিবার নাই। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" শ্রুতির এই ব্রহ্মতত্ত্বোক্তিই এই শাণ্ডিল্য-উপদেশে ব্যক্ত হইয়াছে। অতি সূক্ষ্ম ও অতি বৃহৎ, উভয়ই উপলব্ধির অযোগ্য। ব্রহ্মতত্ত্ব এত সূক্ষ্ম—যে অনুভবে আসে না, এবং এত বৃহৎ—যে ধারণাই হয় না।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ। ৪

"সর্ব্বকর্ম্মা-সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস সর্ব্বঘ্রাণ,
এ বিরাট বিশ্বব্যাপী যিনি।
অবাকী ও অনাদর, আমার হৃদয়েশ্বর
পরাৎপর পরব্রহ্ম তিনি।
এ দেহের পরিহারে, অবশ্য পাইব তাঁরে
এ দৃঢ় বিশ্বাস যার হয়।
শাণ্ডিল্যের উক্তি সার—স্বকর্ম্মের ফলে তার
ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে নিশ্চয়। ৪

২য় উক্তির ব্যাখ্যাস্থলে "অবাক্য" ও "অনাদর" পদের তাৎপর্য্য আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তৎপুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব। অন্যান্য অংশ পদ্যানুবাদেই পরিস্ফুট হইয়াছে, আশা করি। "শাণ্ডিল্য" পদের দ্বিরুক্তি-প্রয়োগ কেবল গৌরব প্রকাশ বা আদরার্থক মাত্র। যদিও ব্রহ্ম এস্থলে "মনোময়" ইত্যাদি পদে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তথাপি সমগ্র প্রপাঠকটীই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-প্রাসঙ্গিক, পরন্তু জীবাত্মা-প্রাসঙ্গিক নহে। এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মে যেখানে মনের বা প্রাণের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, (যথা—মঃ উঃ ২—১।২) সেখানে উপরোক্ত শ্রৌত বাক্য ব্রহ্মবাচক হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং উহা জীবাত্মাবাচকই বটে। এস্থলে উত্তরপক্ষে ইহাই বক্তব্য যে, ব্রহ্মতত্ত্বই যেস্থলে মূল বিচার্য্য বিষয়, সেস্থলে নববিষয়ান্তরের আলোচনা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। যদিও চিত্তশুদ্ধির আদেশ-উপদেশই উক্ত প্রপাঠকে পরিব্যক্ত, কিন্তু সেই চিত্তশুদ্ধি সাধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ উপাসনা ও ধ্যান-ধারণার বিষয় ব্রহ্মতত্ত্বই এস্থলে ব্যক্ত বা বিবৃত, পরন্তু উপাসনাদির অবিষয় জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে। সমগ্র বৈদান্তিক সন্দর্ভের সারভূত সিদ্ধান্তই এই যে, ব্রহ্মই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ এবং ব্রহ্মতত্ত্বের এই অসাধারণ বিশেষ লক্ষণ এখানেও বিস্পষ্ট ব্যক্ত।

২য় সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈদান্তিক উক্তিতে যে সমস্ত লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে; তাহা পরমাত্মা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই সুসঙ্গত ও সমুপপন্ন হয়, কিন্তু জীবাত্মায় তৎসমুদায়ের প্রয়োগ কল্পনা করিলে, উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়, সন্দেহ নাই।

এ স্থলে এইরূপ লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে যথা—ইনি পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, ইনি শস্যকণা হইতে সূক্ষ্মতর, ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, ইনি সর্ব্বকাম, ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্রহ্মেরই লক্ষণ। ব্রহ্মই "অণোরণীয়ান্—মহতো মহীয়ান্।" ব্রহ্মেই অবাধিত বিশ্বকর্তৃত্ব ও বিশ্বকারণত্ব। ব্রহ্মেই বিশ্বের সত্তা, ব্রহ্মেই বিশ্বের সমাধান। ব্রহ্মই বিশ্ব। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

তুমিই পুরুষ, তুমিই রমণী।
তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী।
তুমিই প্রাচীনরূপে দণ্ডপাণি,
তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বজন্মধারী।

এতাবতা দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী পরমাত্মায়ও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী কদাচ জীবাত্মায় প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মুণ্ডকোপনিষদের উক্তিমতে পরমাত্মা অমনঃপ্রাণসত্ত, শুদ্ধ, শান্ত ইত্যাদি বটে, কিন্তু উহা তাঁহার নির্গুণ সত্তার স্বরূপ লক্ষণ, আর তাঁহার সগুণ সত্তার তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ জীবাত্মার সর্ব্বলক্ষণসমন্বিতই বটেন। অতএব জীবাত্মার লক্ষণে পরমাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু পর-

মায়ার লক্ষণে জীবাত্মা কদাচ লক্ষিত হইতে পারেন না।

৩য় সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণিত লক্ষণাবলী ব্রহ্মেই প্রযোজ্য এবং এই বক্ষ্যমাণ ৩য় সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত লক্ষণাবলী জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য—অনুপপান্ন। যেহেতু—"আকাশাত্মা" "সর্ব্ব-কর্ম্মা" "সর্ব্বব্যাপী" প্রভৃতি বিশেষণ উপাধ্যবচ্ছিন্ন সসীমগুণ জীবাত্মায় কদাচ সম্ভাবিত নহে। যদি বলা যায় যে, পরামাত্মা ত জীব-দেহেও অবস্থিত; তদুত্তর এই যে, তাহা হইলেও তিনি কেবল মাত্র জীব-দেহেই অবস্থিত নহেন, তিনি সর্ব্বস্থিত। "পৃথিবী হইতে বৃহত্তর" "আকাশ হইতে বৃহত্তর" "সর্ব্বাধার" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই ব্যক্ত, কিন্তু জীবাত্মার অস্তিত্ব দেহ বা উপাধি-অবচ্ছিন্নই বটে; সুতরাং জীবাত্মা কদাচই উক্ত উক্তিসমূহের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না।

৪র্থ সূত্র।—"মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণে এ স্থলে জীবাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে বিষয়-বিষয়ী ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। প্রথম সূত্রের আলোচনায় এইরূপ ঔপনিষদী উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—"ইনিই সেই ব্রহ্ম" "ইহলোকান্তরে আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইব" ইত্যাদি। এই "ইনি" কে? "ইনি" যদি জীবাত্মা হন, তবে ইঁহাকে পাইবে যে, সে আবার কে? যে প্রাপক, সে-ই প্রাপ্য হইবে কিরূপে? পূর্ব্বোক্ত "মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণের বিষয়ীভূত বস্তুকে "আমি পাইব" এরূপ উক্তি জীবাত্মার ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে? অদ্বৈততত্ত্বে পরমার্থতঃ জীবাত্মা পরমাত্মার (প্রাপ্য-প্রাপকের) একত্বসিদ্ধ হইলেও "শাণ্ডিল্য বিদ্যার" লক্ষ্যীভূত সগুণ ব্রহ্মোপাসনাস্থলে দ্বৈততত্ত্বেই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ-রূপে পরমাত্মা-জীবাত্মার (প্রাপ্য-প্রাপকরূপে) পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। অতএব উপাসক জীবাত্মাই ইহ-লোকান্তরে সেই "মনোময়" "প্রাণ-শরীর" "আকাশাত্মা" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য উপাস্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

৫ম সূত্র।—পরমাত্মা ব্রহ্মই যে উপাসনার বিষয়, এস্থলে অপর একটি হেতুবাদে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০—৬।৮।২) এইভাবের উক্তি দৃষ্ট হয় যে,—"তণ্ডুল বা যবশস্য-কণার তুল্য কিম্বা শ্যামাক-শস্য বা শ্যামাক-তুষ তুল্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে এই হিরণ্ময় পুরুষ আত্মায় অধিষ্ঠিত," ইত্যাদি। এ স্থলে "আত্মা" পদ অধিকরণ কারক-রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে, উহা জীবাত্মাবাচক এবং কর্ত্তৃপদ "হিরণ্ময়" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেছেন। অতএব জীবাত্মাতে পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত, এই তাৎপর্য্য বোধনার্থ কারকার্থ-ভেদে স্পষ্টতঃই শব্দ-বিভিন্নতায় জীবাত্মা-পরমাত্মায় বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

৬ষ্ঠ সূত্র।—কেবলমাত্র শ্রুতি বা বেদই জীবাত্মা-পরমাত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদ প্রতিপাদন করেন নাই; পরন্তু স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতাশাস্ত্রেও (১৮—৬১) উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

অর্জ্জুন! ঈশ্বর হয়ে সর্ব্বভূত-হৃদিগত।
মায়ায় ঘুরান সবে কলের পুত্তলী মত॥

বস্তুতঃপক্ষে কোন আত্মাই পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩—৭.২৩) এইরূপ বলেন——

দ্রষ্টা কেহ নাহি আর সেই এক ভিন্ন।
সেই এক ভিন্ন আর শ্রোতা নাহি অন্য॥

ফলে যদি আমরা অদ্বৈতবাদের কৈবল্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, আমরা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অধিকারী হইতে পারি, তবেই আমরা উক্ত তত্ত্বোপলাভে শক্ত হই। কিন্তু যাবৎ আমরা উক্ত চরম-পরমার্থ-সত্য সম্বোধে সমর্থ না হই, তাবৎ আমাদিগের নিকট সর্ব্ব-সারতম সত্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর অভিন্ন; স্রষ্টা ও সৃষ্ট স্ব স্ব সত্তায় স্বতন্ত্র! আকাশ অনন্ত, ঘটাদিরূপ উপাধির অবচ্ছিন্নতাফলে উহা "ঘটাকাশ" প্রভৃতি অভিধানে সান্তরূপে প্রতিপন্ন। যতদিন ঘট, ততদিন ঘটাকাশ; যেই ঘটের অস্তিত্ব হত, সেই ঘটাকাশ মহাকাশগত! মনের সগুণত্ব, দেহের সাবয়বত্ব এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যগত সান্তত্ব ইত্যাদির সমষ্টিই উপাধি। এই উপাধিই অনবচ্ছিন্ন অনন্ত আত্মার সান্তত্ব-সাধক অবচ্ছেদ। বস্তুতঃ তোমাতেও যে আত্মা, আমাতেও সেই আত্মা। আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদিই এস্থলে ঘটতুল্য। এই ঘট সংপূর্ণ ভাঙ্গিতে পারিলে—অর্থাৎ সাধন-বলে মানসেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহ পর্য্যন্ত নিরস্ত করিয়া সিদ্ধি-সমাধি লাভ করিতে পারিলে, আমাদের জীবাত্মারূপ ঘটাকাশ পরমাত্মারূপ মহাকাশে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

ভেদ-বোধ বিদূরিত হউক, জীবাত্মার প্রসার প্রবর্দ্ধিত হউক, সর্ব্বভূতাত্মায় জীবাত্মার আত্মসমর্পণ হউক, তখন কেবল "একমেবা-দ্বিতীয়ম্!"

ভেদ-বুদ্ধির নিরাকরণার্থে কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন নাই, সাংসারিক কর্ত্তব্য-অবহেলারও আবশ্যকতা নাই, অথবা (তথাকথিত) বৈরাগ্যা-বলম্বনেরও কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। সব দিক্ বজায় রাখিয়াই আমিত্বের প্রসার-সাধন চলে এবং তদ্দ্বারাই উক্তরূপ ভেদবোধ নিরাকৃত হয়। তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতায় সমর্পণ কর, তোমার সংকীর্ণ স্বার্থসমূহের উপসংহার কর, তোমার সমগ্র কর্ত্তব্য ভেদ-বোধ-নিরাকরণে বা আমিত্বের সম্প্রসারণে কেন্দ্রীভূত কর। ইহাই যথার্থ যোগ-সাধন।

অনেক লোক মোক্ষসাধনার্থী হইয়া কেবল অন্ধকারে লম্ফ প্রদান করেন। তাঁহারা অনেকেই নানারূপ দৈহিক তপস্যা দ্বারা দেহকে কষ্ট দিয়াই মোক্ষাধিকার লাভের আশা করেন; কিন্তু ওরূপ ধারণা ও সাধনা সমীচীন নহে। মোক্ষার্থী মানব যথাবিহিত "শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে" নিরত রহিবেন ও পূর্ণপরার্থপরায়ণ হইবেন।

উপনিষদের অনন্ত সত্য সমূহ স্বীয় জীবনে জীবন্ত ও জাগ্রত কর। বেদান্ত-বিচারে নিযুক্ত রও, বেদান্তবিজ্ঞানে আসক্ত হও। ফলে যতদিন তুমি পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন অথবা পর-আমিত্বে আত্ম-আমিত্বের সম্প্রসারণ না করিতে পারিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। আমিত্বের প্রসার সাধনেই তোমার সংকীর্ণ জীবাত্মসত্তা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মসত্তায় উৎসর্গীকৃত হইবে এবং তাহা হইলেই তোমার উপাধি-ঘট ভাঙ্গিবে।

তোমার সোপাধিক আত্মারূপী ঘটাকাশ নিরুপাধিক পরমাত্মারূপ মহাকাশে পরিণত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

৭ম সূত্র।—"আত্মা আমার অন্তরস্থ, আত্মা শস্য-কণা হইতেও সূক্ষ্ম" ইত্যাদি বাক্যে যে আত্মার ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশিত হইতেছে, সে আত্মা ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারেন?" এইরূপ তর্কোক্তি উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে এই বলা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে সান্ত বা ক্ষুদ্র পদার্থকে আবার "সর্ব্বব্যাপী" বলা হইয়াছে কিরূপে? ফলে নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপীকে সান্ত অবচ্ছেদাত্মক ভাবেও স্থলবিশেষে উপলক্ষিত করা যাইতে পারে। উহা কেবল সাধকের ধারণার্থ করিবার অনুকূলতা মাত্র।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাণ্ডিল্য-বিদ্যার ১ম উক্তিতেই ব্রহ্মের ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপ-লক্ষণে নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণাতীত; কিন্তু তটস্থ লক্ষণে সগুণ ব্রহ্মই ধ্যান-ধারণাধিগম্য—অতএব উপাস্য। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত—সুতরাং হৃদয়েও উদিত। অতএব হৃদয়স্থ অন্তরাত্মারূপে তাঁহার উপাসনায় কোন অসঙ্গতি বা আপত্তির অবকাশ নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম আকাশাত্মা; অনন্তবিস্তারিত আকাশ ধারণাতীত হইয়াও ঘটাকাশরূপে সান্ত,আয়ত্তীভূত ও ধারণাধিগত।

৮ম সূত্র।—৮ম সূত্রের আলোচ্য বিষয় এই যে, যদি ব্যক্তিগত আত্মা জীব ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ একই হন, তবেত ব্রহ্মেরও কর্ম্মফল-ভোগ স্বীকার ঘটিয়া উঠে! কিন্তু জীবই সুখ-দুঃখ রূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা, পরম নহেন। পরম সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র, ইহাই বেদোক্তি। অথচ "জীব-পরম এক" বলিলে, পরমের সুখ-দুঃখ-ভোগ কিসে নিরাকৃত হয়? ফলকথা, জীব ও পরমে একত্ব কখন? না যখন সর্ব্বোপাধির অপগম। কর্ম্ম-ফল-ভোগ কতদিন? না জীবের অবিদ্যোপাধি যতদিন। এই বাসনা-বিকারে ভব-রোগী কর্ম্মফলভোগী জীবের কর্ম্মভোগ সেই নির্গুণ নির্লেপ নিরুপাধিক ব্রহ্মে কিরূপে স্পৃষ্ট হইবে? ব্রহ্ম "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্মে পাপ-মলিন জীবের কর্ম্ম-কলঙ্ক কিরূপে লাগিবে? অনন্ত আকাশ-ঘটাধারে সান্ত, তাই ঘটের অস্তিত্বকাল ব্যাপিয়া, নিত্যমুক্ত অনন্ত বহিরাকাশ হইতে সাময়িকভাবে বদ্ধ সান্ত ঘটাকাশ স্বতন্ত্রই হইল। এই স্বাতন্ত্র্য যতদিন, অবশ্য একত্বও অসিদ্ধ ততদিন। ঘটত্বের বিনাশেই একত্ব, সুতরাং সেই অনন্ত একে সান্ত ঘটের গুণ বা ঘট-ধর্ম্ম কিরূপে বর্ত্তিবে? জীবের কর্ম্মফলভোগ তাহার অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানতার ফল মাত্র; কিন্তু পরমে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা সম্ভবে না, যেহেতু নিরুপাধিকতায় তিনি উহার অতীত; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মফলভোগ কল্পিতার্থে সম্ভাবিত নহে।

অজ্ঞান-চক্ষু আকাশকে গাঢ় নীলবর্ণ দেখে, কিন্তু বিজ্ঞান-চক্ষু অবর্ণই দেখে। বর্ণের হেতু অন্য—বিষয় অন্য। বিজ্ঞানমতে উহা বৈদ্যুতিক ব্যাপারের বিকার বিশেষ, ইত্যাদি। ফলে সূত্রের সার সিদ্ধান্ত এই যে, পারমার্থিক একত্ব সত্ত্বেও ঐহিক ভিন্নত্ব অনুসারে জীবের ঐহিক কর্ম্মাদির ফলভোগ কখনও ব্রহ্ম-সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না; যেহেতু উপাধিগত বিভিন্নতা বিস্পষ্ট বিদ্যমান। এই বিভিন্নতাটি কি? জ্ঞান ও অজ্ঞান—অর্থাৎ

বিদ্যা ও অবিদ্যা, এ দুয়ের পার্থক্য-সিদ্ধান্ত কিসে সিদ্ধ? এতদুত্তরে বক্তব্য, পার্থক্যের অবস্থায় ফলভোগই অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য, আর একত্ব-জ্ঞান বা বিদ্যার কার্য্যই ভোগাতীতত্ব বা মোক্ষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যম্
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ একঃ (দেবঃ) যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি। যস্মিন্ (দেবে) ইদং সর্ব্বং সম্-এতি চ, বি-এতি চ। (সাধকঃ) তম্ ঈশানং বরদং ঈড্যং দেবং নিচায্য ইমাং শান্তিং অত্যন্তং এতি।

বিষম পদব্যাখ্যা।—"যঃ" মায়াবিনির্ম্মুক্তঃ আনন্দৈকঘনঃ। "দেবঃ" জ্যোতিষ্মান্ পরমেশ্বরঃ। "যোনিং যোনিং" মায়াময়ং কারণং কারণং প্রতিকারণং; (বীপ্সয়া দ্বিরুক্তিঃ)। "অধিতিষ্ঠতি" অন্তর্য্যামিরূপেণ অধিষ্ঠায় বর্ত্ততে, অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠান করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। "যস্মিন"—মায়াদীনাং অধিষ্ঠাতরি পরমেশ্বরে, মায়া প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা যে পরমেশ্বরে। "ইদং সর্ব্বম্" এই সমগ্র জগৎ। "সম্-এতি"—উপসংহার কালে প্রলীয়তে, অন্তকালে প্রলয় প্রাপ্ত হয়। "চ" অত্র প্রথম চকারঃ ধাতু-সমুচ্চয়ার্থঃ, দ্বিতীয়শ্চকারঃ স্থিতিপ্রলয়য়োঃ কারণসমুচ্চয়ার্থঃ—ইতি শঙ্করানন্দঃ। "বি-এতি চ" বিবিধ রূপেণ প্রকাশতে—পুনরায় সৃষ্টিকালে বিবিধরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। "ঈশানম্" নিয়ন্তারং নিয়মকর্ত্তা। "বরদং" মোক্ষপ্রদ। "নিচায্য"—নিশ্চয়েন 'ব্রহ্মাহমস্মীতি' সাক্ষাৎ কৃত্য, নিশ্চয়রূপে "আমিই—ব্রহ্ম" এই প্রকারে দর্শন করিয়া। "ইমাং" সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তাং সুখঘনাং—সর্ব্বদুঃখ-রহিত নিরবচ্ছিন্ন সুখময়ী। 'শান্তিং' হৃদয়ের নির্ব্বিকল্প আনন্দভোগ। "অত্যন্তং" পুনরাবৃত্তিরহিতং 'চিরদিনের মত, এতি' —প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থঃ।—যে অদ্বিতীয়, জ্যোতিষ্মান্, পরম পুরুষ জগতের মায়াময় প্রত্যেক কারণে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মায়ার অধিষ্ঠাতা যে পরম পুরুষে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উপসংহার সময়ে অর্থাৎ প্রলয় কালে বিলীন হয়, এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় বিবিধ আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্ব নিয়ন্তা, মোক্ষপ্রদ, বেদাদি পূজিত সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরকে নিশ্চয়রূপে 'তিনিই আমি" এইভাবে প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারিলে, সাধক সর্ব্ববিধ দুঃখবিনির্ম্মুক্তা নিরন্তর সুখস্বরূপিণী চিরন্তনী শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে আর সংসার যাতনা—ভোগ করিতে হয় না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি,

মাস্তঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহয়নায়।" প্রলয়-কালে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই আদি কারণে পুনর্মিলিত হয়, ইহা শাস্ত্রান্তরেও এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—যথা,—

"সংহৃত্য সর্ব্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥

সমগ্র ভূতগ্রাম আত্মায় সংহৃত করিয়া, জগতকে এক মহা সমুদ্রে পরিণত করিয়া যে বালকমূর্ত্তি পরম দেবতা নিদ্রিত হয়েন, সেই কৃষ্ণাত্মার উদ্দেশে নমস্কার। ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজ মব্যয়ম্॥"
গীতা ৯—১৮

আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, স্রষ্টা সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং অব্যয় বীজ অর্থাৎ অক্ষয় মূলকারণ।

১২

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়।—যঃ (পরমেশ্বরঃ) দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবশ্চ। "যঃ" বিশ্বাধিপঃ, রুদ্রঃ, মহর্ষিশ্চ, (ভো মুমুক্ষবঃ!) হিরণ্যগর্ভং জায়মানং (তম্) পশ্যত (অবলোকয়ত) স নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু॥ এই শ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থী শ্রুতির সমরূপা তাহাই দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থঃ।—যে অনন্ত শক্তি মহিমময় পুরুষ শক্তিশালী দেববৃন্দেরও শক্তির কারণ, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও জগতের সংহর্ত্তা বা রুদ্র, হে মুক্তি লিপ্সুগণ, তোমরা সেই সনাতন পুরুষকে অবলোকন কর; আত্মায় তাঁহার সত্তা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। তিনি আমাদিগকে মোক্ষাভিমুখী শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

১৩

যো দেবানা মধিপো
যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পাদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

অন্বয়ঃ—যঃ (দেবঃ) দেবানাং অধিপঃ। যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ। যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ চ (জীবস্য) ঈশে, ঈষ্টে ইত্যর্থঃ, অত্র "তলোপশ্ছান্দসঃ" ইতি ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যঃ) (তস্মৈ) কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

বিষম পদব্যাখ্যা।—"দেবানাম্" ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দের। যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ" সর্ব্ব কারণস্বরূপ যে পরমেশ্বরে "ভূঃ" প্রভৃতি সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে। "যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদশ্চ ঈশে" যে পরমেশ্বর মনুষ্য প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণি সমূহের এবং চতুষ্পা পশ্বাদির প্রতি স্বীয় ঐশী শক্তির পরিচালনা করিতেছেন অর্থাৎ ইহাদিগকে প্রাক্তনিয়মে নিয়মিত করিতেছেন। "কস্মৈ"—আনন্দরূপায়—আনন্দ স্বরূপকে এখানে ক শব্দের অর্থ আনন্দ, বৈদিক নিয়মানুসারে চতুর্থী এক বচনে "স্মৈ" হইয়াছে, নচেৎ "কায়

হইত। "হবিষা" চরুপুরোডাশাদি পবিত্র দ্রব্যদ্বারা। "বিধেম"—পরিচরেম—পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা এবং অনুসন্ধান করিব॥

বঙ্গার্থঃ।—যে পরম ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দেরও অধিপতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অনন্ত সত্তার আশ্রিত রহিয়াছে, কি দ্বিপদ মনুষ্যাদি কি চতুষ্পদ পশ্বাদি জীবীয় প্রাণীই যে সর্ব্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব নিয়মে প্রতিনিয়ত নিয়মিত হইতেছে, সেই সচ্চিদানন্দময় পরম দেবতাকে পরম পবিত্র দ্রব্য চরু এবং পুরোডাশাদিদ্বারা পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করিব।

বিশেষ ব্যাখ্যা।—যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক "আমার" বলিতে যাহা বুঝায়, তৎ সমস্তই সেই যজ্ঞেশ্বর তাঁহার উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বস্ব তাঁহাতে উৎসর্গীকৃত করিয়া, আমি দিবানিশি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। একটু অনুধাবন করিলে এই শ্রুতির আরও মধুরতার উপলব্ধি করা যায়।—অনন্ত শক্তিশালী অচিন্ত্য-প্রভাব ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যাঁহার অধীন, সমগ্র জগৎ যাঁহার বিরাট্ সত্তায়—আশ্রিত, জগতের যাবতীয় জীবই যাঁহার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী, আনন্দ যাঁহার প্রতিকৃতি, সৎ যাঁহার স্বভাব এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রকাশিকাজ্যোতি যাঁহার সত্তা, তাঁহাকে যদি আমি আমার যথা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারি, কায়মনোবাক্যে যদি তাঁহার দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহার চিন্তায় আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারি, তবে জগতে আমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী কে? যাঁহার অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডারে কোন বিষয়েরই অপ্রতুল নাই, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক, যদি "আমার" বলিয়া ধরিতে পারি, তবে আর আমার—দুঃখ কি? অপ্রমেয় আনন্দ নির্ঝর, যে মহোচ্চ পুরুষ হইতে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, যদি সেই চিরানন্দ নিকেতনের চরণে মন প্রাণ বলি দিতে পারি, তবে আর আমার অভাব কিসের? আনন্দের জন্যইত জগৎ উদ্ভ্রান্ত! সদ্যোজাত শিশু মায়ের স্তন্য প্রার্থী, শুধু আনন্দের জন্য। মাতা পুত্রগত-জীবনা, শুধু আনন্দের জন্য। বালা দয়িত প্রার্থিনী, শুধু আনন্দের জন্য। প্রাপ্তাধিকার পুরুষ বনিতাভিলাষী, শুধু আনন্দের জন্য। শুধু মনুষ্য কেন, অপরাপর তির্য্যগ্ জাতির মধ্যেও আনন্দস্রোতঃ নিরন্তর প্রবাহিত। অতএব আনন্দই যখন জীবনের প্রধান লভ্য পদার্থ, তখন, যাঁহার—আশ্রিত হইতে পারিলে আমার অভিপ্রেত পরিমিত তুচ্ছ আনন্দ অপেক্ষা কোটি গুণে অধিক অমরা অধিক অপরিমিত অনন্তকাল স্থায়ী অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতে পারিব, যে করুণাময়ের কারুণ্য কল্প-লতিকার ছায়ায় সংসারতাপ দগ্ধ দেহখানি বিশ্রান্ত করিতে পারিলে হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ যাতনা চিরদিনের মত তিরোহিত হইবে, আমি আনন্দের কমনীয় অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িব হায় এতাদৃশ মহনীয় পুরুষের চরণে যদি আশ্রয় প্রার্থী না হই তবে আমার ন্যায় ধৃষ্ট, আত্মদ্রোহী আর কে আছে? এমন সনাতন আনন্দে কখন শক্তিমান্ স্বামীর চরণে "অহং" জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক যদি সর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান না করি তবে আমার ন্যায় অভাগ্য আর কে? সম্মুখে প্রসন্নসলিলা

পতিতপাবনী মন্দাকিনী প্রবাহিতা, তুমি যদি তাহাতে অবগাহন না কর,বল দেখি তোমার তুল্য পাপও তোমার তুল্য হৃদয় বিহীন দুরদৃষ্ট পুরুষ আর কে ? তাই ক্রান্তদর্শী সাধক বলিতেছেন, "আমার সর্ব্বস্ব যজ্ঞের চরু এবং পুরোডাশাদির ন্যায় সেই পরম দেবতার চরণে অর্পণ-পূর্ব্বক, তাঁহাকে নিয়ত অনুধ্যান করিব।" ইহাই বোধহয় এই শ্রুতির গূঢ় অর্থ।

১৪

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

অন্বয়ঃ।—সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে (বর্ত্তমানম্) বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপম্, বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারং, শিবম্ জ্ঞাত্বা (সাধকঃ) অত্যন্তম্ শান্তিম্ এতি ॥

বিষমপদব্যাখ্যা।—"কলিলস্য মধ্যে" "অবিদ্যাতৎ কার্য্যাত্মকদুর্গম গহনস্য মধ্যে" ইতি ভগবচ্ছঙ্করঃ অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত অতীত দুর্গম গহনের মধ্যে।

"নারী বীর্য্যেণ সঙ্গতং পৌরুষং বীর্য্যং অল্পকালস্থঃ কলিল মিত্যুচ্যতে, অথবা জগদাদ্যবস্থানাং অপাং বুদ্বুদস্য পূর্ব্বাবস্থা কলিল মিত্যুচ্যতে, ফেনিস্থানি উদকানি ইত্যর্থঃ ইতি শঙ্করানন্দঃ। শঙ্করানন্দ নামক ব্যাখ্যাতা বলেন যে নারী বীর্য্যের সহিত পুংবীর্য্য মিশ্রিত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থানের পর কলিল সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অথবা জগতের আদ্যকারণ বারির বুদ্বুদ সংঘটনের পূর্ব্বাবস্থার নাম কলিল, অর্থাৎ ফেন যুক্ত যে কারণ বারি, তন্মধ্যে।

"কলিলস্য মধ্যে"—"তমসো মধ্যে গূঢ়ং" ইতি—নারায়ণঃ। নারায়ণ বলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অনন্ত তিমির থাকে, সেই তিমির মধ্যে নিগূঢ়।

"প্রকৃতি-প্রাকৃতাখ্যস্য সংসারদুর্গস্য গহনস্য মধ্যে সাক্ষিরূপেণ অবস্থিতং" ইতি বিজ্ঞানভগবৎ। বিজ্ঞান ভগবৎ বলেন যে "প্রকৃতি এবং তৎসমুদায়ের সংসার গহনের মধ্যে সাক্ষিরূপে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, এই ব্যাখ্যাই ভগবান্ শঙ্করের মতের সমীচীনও বটে।

"শিবম্"—মঙ্গলস্বরূপ।

বঙ্গার্থঃ।—যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সাক্ষিরূপে যিনি নিরন্তর প্রকৃতির অতীব গহন কার্য্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, যাঁহার অধ্যক্ষতা ব্যতীত প্রকৃতির কার্য্য সমাহিত হইতে পারে না, সমস্ত পদার্থের উৎপাদক, উপাদান উপাদেয় এবং নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রভৃতি ভেদ বিশিষ্ট অতএব অনেকরূপ জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ পরিব্যাপক সেই পরম মঙ্গল নিধানকে জানিতে পারিলে, সাধক চিরদিনের মত শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি যে অধ্যক্ষরূপে প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা গীতায় এইভাবে উক্ত হইয়াছে।—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
মেট্রোপলিটান কালেজ, কলিকাতা।

পঞ্চদশী।

ভূতবিবেক ৭২ শ্লোক হইতে ১০০ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা।

এই ভূতবিবেকের প্রথমেই কথিত হইয়াছে যে অদ্বৈত সৎ পদার্থ পঞ্চভূত বিচার দ্বারা হৃদয়াঙ্গম হয়, এই জন্য পঞ্চভূত বিচার আবশ্যক। এক্ষণে কি প্রকারে পঞ্চভূত বিচারদ্বারা অদ্বৈত সৎপদার্থ হৃদয়াঙ্গম হইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে।—

ইতিপূর্ব্বে উপরোক্ত ভূতবিবেকের ৫৪ শ্লোক হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকের সমালোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে নিরাকার একমাত্র সত্য জ্ঞানই সৎ পদার্থ বা ব্রহ্ম চৈতন্য, ঐ চৈতন্য পরি ভাসমানা কল্পনারূপিণী মায়া (শক্তি) কর্তৃক কল্পিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান হয় ‡। প্রকৃতপক্ষে সত্য জ্ঞানের ছায়াবলম্বনে অব্যক্তা শক্তি এক একটী ব্যক্তভাবে পরিণত হইয়া আকাশ, বায়ু, তেজাদিরূপে ক্রমে বিকাশিত হয়, ভাষান্তরে বলিতে হইলে প্রকৃত জ্ঞানের ছায়াবলম্বনে অব্যক্তা প্রকৃতি বিকৃতভাবে (অর্থাৎ আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থ) প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়েন। যে জ্ঞান বা চৈতন্যে ভূত বা ভৌতিক জগৎ ভাসমান হয় সেই চৈতন্য বা জ্ঞানই সত্য। উপলব্ধভাবসমূহ (অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক জগৎ) বিকৃত বা মিথ্যা। ইতিপূর্ব্বে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মিথ্যা ভাব মিশ্রিত সত্যের ছায়াই জীব চৈতন্য। উহা ঐ বিকৃত ভাব সংস্কৃষ্ট অর্থাৎ ভৌতিক দেহ সংসৃষ্ট * হইয়া ঐ ভাবের মধ্যে (ভৌতিক দেহে) স্ফুরিত হওয়ায় তাহার নিকট ঐ বিকৃত ভাব সমূহ স্থূল জগদাকারে প্রকটিত এবং সত্যের ন্যায় উপলব্ধ হয়। উপরোক্ত বিকৃতভাবের প্রথম বিকাশই আকাশ অর্থাৎ শূন্য কিছুই নাই এইরূপ ভাবের উপলব্ধি। অতএব ঐ শূন্য বা আকাশ একটি ভাবের উপলব্ধি মাত্র হওয়ায় আকাশ যে সত্য পদার্থ নহে তাহা ইতিপূর্ব্বে (অর্থাৎ উপরোক্ত ৫৪ শ্লোক হইতে ৭১ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা কালে) বিশদরূপে প্রদর্শিত ও প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে যুক্তি প্রমাণদ্বারা আকাশ মিথ্যা সৎ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে সেই যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সৎ পদার্থ ভিন্ন পৃথক বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি কোন ভূত বা ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব নাই প্রমাণিত হইবেক। সত্য জ্ঞান অনন্ত তাহার সীমা নাই ঐ জ্ঞান গর্ভে বা জ্ঞানের মধ্যে যে ভাব কল্পিত বা স্ফুরিত হয় তাহা জ্ঞানের অন্তর্ভূত বা সীমাবদ্ধ কিন্তু, জ্ঞান তাহার অন্তর্ভূত বা সীমাবদ্ধ নহে। জীবের জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ বলিয়া কথিত হয় তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে জ্ঞানের ছায়াধারী বিকৃত বুদ্ধি কর্তৃক মায়াচ্ছন্ন জীবের নিকট নানা প্রকার ভাবের বিকাশ হয় মাত্র, সত্য জ্ঞানের বিকাশ হয় না। যখন জীবের অজ্ঞানরূপ আবরণ ভেদ করিয়া সত্য জ্ঞানের বিকাশ হয় তখন ঐ ভাব সমূহ (অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক জগৎ) এবং তাহা-

‡ হিন্দু-পত্রিকা ষষ্ঠবর্ষ ষষ্ঠ খণ্ড ৮ম সংখ্যা ২২৫ হইতে ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিবিধ শরীরই ভৌতিক দেহ।

দিগের জননী মায়া জ্ঞান গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে মায়া শক্তি অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী নহে এক দেশ বর্ত্তিনী। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে সত্তা জ্ঞানাবলম্বনে জগৎ কল্পনা কারিণী যে শক্তির বিকাশ হয় অর্থাৎ জ্ঞানের ছায়াশায়িনী যে অব্যক্তা শক্তি ব্যক্ত বা ভাসমানা হইয়া ভূত বা ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয় সেই শক্তির নামই মায়া।

অতএব মায়াশক্তি অনন্ত সত্তা জ্ঞানের ছায়াবলম্বিনী, সুতরাং অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী নহে যে অব্যক্তা শক্তি ব্যক্ত ভাব (অর্থাৎ আকাশাদি ভাব) রূপে প্রকটিতা হয়েন সেই শক্তি কখন অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী হইতে পারেন না বা অনন্ত সত্তা জ্ঞান কখন জগৎ কল্পনা কারিণী মায়া শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে যে হেতু মায়ার অতীত সত্তা জ্ঞানই শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্য, কেবল সেই সত্তা জ্ঞানের উপরি ভাগে মায়া শক্তি ঐ জ্ঞানের ছায়াবলম্বনে একের পর অন্য ভ বরূপে স্তরে স্তরে প্রকটিত হয় মাত্র যেমন কল্পনারূপিণী মায়া শক্তি অনন্ত সত্তা জ্ঞানের এক দেশ ব্যাপিনী সেইরূপ ঐ কল্পনা শক্ত্যুদ্ভূত ভাবরূপ শূন্য বা আকাশ সমগ্র শক্তি ব্যাপী নহে ঐ শক্তির অন্তর্ভূত এক দেশ ব্যাপী মাত্র। যদিও কল্পনা শক্তিই কল্পিত ভাবে বিবর্ত্তিত হয় তথাচ সমগ্র কল্পনা শক্তি কখন একটী কল্পিত ভাবে বিবর্ত্তিত ও প্রকটিত হইয়া নিঃশেষিত হয় না অতএব মায়ার এক দেশ ব্যাপী আকাশ—অর্থাৎ কল্পিত ভাব কল্পনা শক্তির এক দেশ ব্যাপী—প্রমাণিত হইল। আবার ঐ আকাশ ব্যতীত গতি বা বেগের প্রসার হইতে পারে না যেমন অন্তর্জগৎ অবকাশ (Vacant.) না থাকিলে কল্পনার বিস্তার বা তাহার গতির প্রসার হয় না বাহ্য জগতেও তদ্রূপ অবকাশ বিনা গতির উপলব্ধি অসম্ভব সুতরাং আকাশরূপ ভাবের মধ্যেই বায়ু প্রকটিত হয় ঐ বায়ু সমস্ত আকাশ ব্যাপী নহে ঐ আকাশের মধ্যে যথায় গতি (Motion.) উৎপন্ন হয় তথায় বায়ুর বিকাশ হয় অতএব বায়ু আকাশের একদেশ ব্যাপী গতি বিশিষ্ট কোন বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষণ (Friction.) উপস্থিত হইলে উষ্ণতার বা তেজের বিকাশ হয় সুতরাং বায়ুর আণবিক সংঘর্ষণে উষ্ণতা বা তেজ বায়ুর মধ্যে ব্যাপী নহে বায়ুর মধ্যে যথায় আণবিক সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তথায় অগ্নি বা তেজের বিকাশ হয় ঐ তেজ বা অগ্নির মধ্যে অণু সকল দ্রব ও দ্রবীভূত হওয়ায় ঐ তেজের মধ্য হইতে জল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উষ্ণতা হইতে বিয়োজিনী শক্তির বিকাশ হয় তৎপ্রভাবে যে সকল অণুদ্রব ও দ্রবীভূত হয় তাহাই জলে পরিণত হয়। পূর্ব্ব সংঘর্ষণহেতু ঐ জলের মধ্য হইতে উষ্ণতা বা তৈজসাংশ বাষ্পীভূত এবং ঊর্দ্ধে বিকীরিত (Evaporuted.) হওয়ায় ঐ জলের—নিম্নাংশ শীতল ও আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতি বা মৃত্তিকায় পরিণত হয় এতাবতায় প্রমাণিত হইতেছে যে আকাশের একাংশে বায়ু বায়ুর একাংশে তেজ, তেজের

হিন্দু-পত্রিকা ষষ্ঠ খণ্ড ১ম সংখ্যা শ্রাবণ মাসের সংখ্যার ৪র্থ পৃষ্ঠা হইতে ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৩০৬ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ।

একাংশে জল, জলের একাংশে মৃত্তিকা পরিকারত হইয়াছে। সত্তা জ্ঞানই সৎ পদার্থ, সৎ অর্থে অস্তিত্ব যাহা চিরকাল আছে, এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে কোন ভাবেরই বিকাশ হয় না অতএব চৈতন্য বা জ্ঞানই চির অস্তিত্ববান্. ঐ সত্তা জ্ঞানাবলম্বনে যে যে ভাবের বিকাশ হয় সেই সেই ভাব এক একটী গুণের বিকাশক ঐ প্রথম ভাবের বিকাশই আকাশ বা অবকাশ ঐ আকাশে শব্দগুণ আছে কিন্তু সৎপদার্থে তাহা নাই ইহার তাৎপর্য্য এই যে চির অস্তিত্ববান্ চৈতন্য সমুদ্রে এক একটী ভাব বা গুণ ভাসমান হয় চৈতন্যই তাহা অনুভব করেন সুতরাং অনুভাবক বা জ্ঞাতা কখন অনুভূত বা জ্ঞাত পদার্থ নহেন ঐ ভাবময় পদার্থ চৈতন্য বা জ্ঞান সমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞাতার নিকট অনুভূত হয়। যে চৈতন্যের শক্তি কর্ত্তৃক ভাবের বিকাশ হয় তাহাই চিচ্ছক্তি বা জ্ঞান শক্তি যে চৈতন্য বা জ্ঞানের নিকট ঐ ভাব অনুভাব হয় সেই জ্ঞানই জ্ঞাতা অতএব স্বয়ং চৈতন্যই—জ্ঞান ও জ্ঞাতা উহাই সৎ পদার্থ শব্দাদি গুণ চৈতন্যে ভাসমান হইয়া ঐ চৈতন্যের নিকট অনুভূত হয়।

যে সৎ পদার্থ অবলম্বনে শক্তির বিকাশ হয় ঐ শক্তি বিকাশের-পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় সৎ বা সত্তামাত্রই থাকেন সেই সৎ বা সত্তাই নির্গুণ ব্রহ্ম। ঐ সৎ পদার্থে শক্তির বিকাশ হইলে চিৎ সমুদ্রেরও গুণময় হইয়া উঠে ঐ গুণময় চিৎ সমুদ্রই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যখন ঐ গুণময় চৈতন্য সমুদ্রে জ্ঞান বিকাশিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও ভাব বিকাশক সঙ্কল্পাত্মক মন, ভাসিয়া উঠে তখন ঐ মন কর্ত্তৃক সৃষ্টি কল্পনা সূচক এক একটী ভাবের বিকাশ হয় এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক তাহা উপলব্ধ ও সুব্যবস্থিত হয়। যে চৈতন্য, এভাব উপভোগ করেন সেই সমষ্টি চৈতন্যই জীবঘন হিরণ্যগর্ভ, ব্যাষ্টি, চৈতন্যই তৈজস জীবাত্মা। ঐ হিরণ্যগর্ভরূপ পূর্ব্বোক্ত চিৎসমুদ্রে গুণ সকল ভাসমান ও স্থূল ভাবাপন্ন হইয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড দ্বীপে পরিণত হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম ও জীব সাকার। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সূক্ষ্ম চৈতন্যে যখন কোন ভাবের বিকাশ না হয় তখন চৈতন্য নিষ্ক্রিয় নির্গুণ কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত থাকেন যখন চৈতন্যে গুপ্ত বা নিদ্রিত ক্রিয়াশক্তি জাগরিত হয় তখন ঐ শক্তি প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য করেন বলিয়া প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়েন ঐ প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃই মহত্তত্ত্বের অর্থাৎ-সমষ্টি বুদ্ধি তত্ত্বের বিকাশ হয় ঐ মহত্তত্ত্ব ভাবময় মানসাকারে (Jdeal form এ) পরিণত হয় এবং প্রকৃতির গর্ভে নানাভাব প্রকটিত হয়। মনে করুন যখন আপনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন তখন কোন ভাবেরই বিকাশ থাকে না কিন্তু অব্যক্ত শক্তি কর্ত্তৃক নিদ্রোত্থিত হইলে স্মৃতিও জাগরিত এবং তৎসহ যে কোন প্রকার একটি মনোভাব (Idea.) অন্তরে গঠিত হইতে থাকে এবং তাহা মানসাকারে——পর্য্যবসিত হয় ঐ মানসাকার কখন নিরাকার নহে ঐ সূক্ষ্ম মানসাকারই স্থূল আকার বা রূপের আদর্শ অতএব উঁহা সাকার ঐ মানসিক ভাব বা মানসাকারের মধ্যে গুণের স্ফূর্ত্তি হয় গুণ ব্যতীত ভাবের

এবং জ্ঞান ব্যতীত গুণের স্ফুরণ অসম্ভব, অবশ্যই নিদ্রোত্থিত কালে আপনার মস্তিষ্ক মধ্যে মধ্যে ভাবের স্ফুরণ বা মানসিক ক্রিয়া হইতে থাকে এবং বুদ্ধি কর্তৃক ঐ সকল ভাবের নিশ্চিত জ্ঞান বা উপলব্ধও হয় কিন্তু স্বয়ং মস্তিষ্ক ঐ সকল ভাবের বা বোধের জনক নহে নিরাবলম্বন প্রকৃতির এবং প্রাকৃতিক পঞ্চভূতের ভৌতিক পদার্থের মধ্যেও মন বুদ্ধি আছে। অতএব চৈতন্য নাই ভাবের বা জনক, শক্তিই জননী, মস্তিষ্ক মন বুদ্ধি প্রকাশের যন্ত্র মাত্র ঐ মস্তিষ্কস্নায়বীয় পদার্থ উহা যেহেতু উত্তমাংশ হইলেও দৈহিক পদার্থ। দেহ পিতা মাতার শুক্র শোণিত সংযোগে উৎপন্ন হয় ঐ শুক্র শোণিত অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) উদ্ভিদ ও খনিজ প্রভৃতি পদার্থ হইতে, ঐ সকল পদার্থ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয় আকাশ বা অবকাশ ব্যতীত কোন বস্তুর সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ হইতে পারে না। যদি কোন বস্তুর মধ্যে ছিদ্র বা অবকাশ না থাকে তবে সেই বস্তুর যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ অসম্ভব ইহা বোধহয় প্রমাণ করিতে হইবেক না যেমন একটী রেখাকে দুই বা বহু বিন্দে পরিণত করিতে হইলে ঐ উভয় বিন্দুর বা বিন্দু সমূহের মধ্যে ছেদ বা অবকাশ আবশ্যক সেইরূপ কোন বস্তু বিশ্লেষণ দ্বারা দুই বা বহু উপাদানে পরিণত করিতে হইলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের পার্থক্যসূচক ব্যবচ্ছেদ অবশ্যই আবশ্যক উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক উপাদান ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ মরুৎ হইতেছে ঐ চতুর্বিধ উপাদানের মধ্যে ছিদ্র বা আকাশ আছে, অতএব সমস্ত বস্তুই পঞ্চভূতোৎপন্ন পদার্থ যখন এই পঞ্চভূত বা পঞ্চ ভৌতিক পরমাণু সমষ্টি হইতে সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তখন জীবের প্রাণ মন প্রভৃতির সূক্ষ্ম উপাদান যথাক্রমে শুক্র শোণিতের মধ্যে এবং ঐ শুক্র শোণিতের মূল উপাদান পঞ্চভূতের মধ্যে লুক্কায়িত আছে বীজের মধ্যে বৃক্ষ না থাকিলে বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ অসম্ভব এবং অবৈজ্ঞানিক। ঐ জীবের দৈহিক দৈবিক এবং মানসিক উপাদান এরূপ অবিচ্ছিন্ন ওতপ্রোত ভাবে সংসৃষ্ট যে তাহা কোন ক্রমে পৃথক বা বিশ্লেষ করা যায় না দেহের সপ্ত ধাতুর মধ্যে জীবাণুসকল ওতপ্রোতভাবে আছে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা এক বিন্দু রক্তের মধ্যে সহস্র জীবাণুদৃষ্ট হয় অথবা ঐ সহস্র জীবাণুসমষ্টিই একবিন্দু রক্ত, জীবাণু ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে বায়ুর গতি রোধ, উত্তাপ অভাব ও ধাতু বিকৃত হয় এবং রক্ত জলীয় ভাগ মাত্র পর্য্যবসিত হইয়া শরীরের পোষণ ক্রিয়াও রহিত হয়। অন্ন হইতে জৈবোপাদান প্রস্তুত হয় এবং তদ্বারা ধাতু সকল পুষ্ট, শরীর পোষিত ও বলশালী হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যেমন বীজের মধ্যে একজাতীয় সূক্ষ্ম আটাল পদার্থ (যাহাকে প্রোটোপ্লজম্ কহে) থাকায় সরসমৃত্তিকার মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত এবং পোষিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষাকারে পরিণত হয় সেইরূপ শুক্র শোণিতের মধ্যে জীবাণু থাকায় মাতৃগর্ভে জীবদেহ অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়া মনুষ্য গো প্রভৃতি আকারে বিবর্ত্তিত হয়) এখন বুঝিলাম যে পঞ্চভূতের মধ্যে জীবাণু বা জৈবোপাদান অথবা প্রকৃতির মধ্যে পোষণ শক্তি আছে।

জৈবোপাদান বা পোষণশক্তি দ্বারা দেহ পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়; কিন্তু জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্লীহা, যকৃৎ, অণ্ড, ধমনী, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্র (Organs) প্রভৃতি যেখানে যাহা আবশ্যক, তাহার গঠন এবং তন্মধ্যে শারীরিক শক্তি এবং মানসিক জ্ঞানের বিকাশ, মস্তিষ্ক মধ্যে কল্পনা, চিন্তা, বিবেক, যুক্তি প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি কেবল জৈবোপাদান বা প্রকৃতির পোষণশক্তি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। সংকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যতীত উপরোক্ত মত সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব; এতাবতা সাব্যস্ত হইতেছে, প্রকৃতির মধ্যে মানসাকারে (Ideal form এ) সৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে কল্পিত হইয়া প্রকৃতির পোষণশক্তি কর্ত্তৃক স্থূলে পরিণত হয়। প্রকৃতির মধ্যে যাহা আছে, প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেও তাহা আছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে চৈতন্য সূক্ষ্ম মানসাকারে সূক্ষ্মরূপে কল্পিত হইয়া স্থূলে পরিণত হয়। সমুদ্র যেমন আবর্ত্ত, ফেন ও বুদ্বুদে পরিণত হয়, তদ্রূপ সৎ পদার্থই সূক্ষ্ম মানসাকারে পরিণত হইয়া ভূত ও ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। যেমন সমুদ্রের স্রোত আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত, ঘূর্ণিত ও মন্দীভূত হইয়া ফেন বুদ্বুদে পরিণত হয় এবং ঐ বুদ্বুদ ও ফেনরাশি ক্রমে ঘনীভূত হওয়ায় সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকার সঞ্চার হইতে থাকে, পরে উহা দ্বীপরূপে বিবর্ত্তিত হয়।

সেইরূপ চিৎশক্তি মায়াবর্ত্তে নিপতিত ও ঘূর্ণিত হইয়া মানসাকারে—পরে সূক্ষ্মাকারে তন্মাত্রে বা পাঞ্চভৌতিক পরমাণুময় সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়েন এবং তাহাই ভূত হইয়া স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। অনেকেই অবগত আছেন যে, হাইড্রজন্ ও অক্সিজন, এই দুই জাতীয় অদৃশ্য বাষ্প যন্ত্রবিশেষে একত্রিত করিয়া তন্মধ্যে তড়িৎ পাস্ করিলে, ঐ অদৃশ্য বাষ্প দ্রব পদার্থে অর্থাৎ জলাকারে পরিণত হয় এবং ক্রিয়াবিশেষদ্বারা ঐ জল এক এক খানি বরফে পরিণত করা যাইতে পারে; অতএব অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে স্থূল পদার্থের বিকাশ অবৈজ্ঞানিক নহে। যেমন আবর্ত্ত, ফেন, বুদ্ বুদ্, জল ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে এবং ঐ আবর্ত্ত মধ্যে উহাদিগের মৃণ্ময় দ্বীপে বিবর্ত্তনও জলের বিকার মাত্র, সেইরূপ মানসাকারে কল্পিত (পঞ্চতন্মাত্র বা পাঞ্চভৌতিক পরমাণুময়) সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্য ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে এবং উহাদিগের এই দৃশ্য স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তনও চৈতন্যের বিকার মাত্র; অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের নিকট ভ্রান্ত বা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মাত্র।

এতাবতা প্রমাণিত হইতেছে যে, আবর্ত্ত, ফেন, বুদ্ বুদ্ প্রভৃতির ন্যায় পঞ্চভূত বা ভৌতিক জগৎ মিথ্যা। পরমার্থ-জ্ঞানে ভূত ও ভৌতিক জগৎ মিথ্যা হইলেও, লৌকিক ব্যবহারে মিথ্যা নহে; যেহেতু পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধনাদ্বারা উহা লাভ করিতে হয়। এ সাধনা কর্ম্মও বিচারমূলক এবং তাহাতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে না; অতএব সাধনাদ্বারা বিষয় জ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞানে এবং জীবচৈতন্য "অনন্তব্রহ্মচৈতন্যে" লীন না হইবে, ভূত বা ভৌতিক জগৎ যে

মিথ্যা, ইহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি হয় না। ঐরূপ পরমাত্ম জ্ঞানের উদয় হইলে, জীব জীবন্মুক্ত হয় এবং ভাবী কর্ম্মের বীজ নষ্ট ও বিদেহ-মুক্তি লাভ হয়। ঐ মুক্ত পুরুষের দেহ-ত্যাগ যেরূপেই হউক, তাঁহার পরমাত্ম-জ্ঞানের ধ্বংস হয় না। সাধনা দ্বারা পরমাত্ম-অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই জগৎ মিথ্যা—মায়াময় বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতি সর্ব্বদা অনাস্থা প্রদর্শন আবশ্যক। যাহা সর্ব্বদা চিন্তা করা যায় এবং যুক্তি ও বিবেক দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, কার্য্যও তদনুরূপ হয়। একাগ্র-চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে মনও তদাকার ধারণ করে এবং অন্তরে তাহা বদ্ধমূল হয়। দেহ-ত্যাগ দ্বারা এ বদ্ধমূল অদ্বৈত জ্ঞান নষ্ট হয় না। এজন্য সর্ব্বদা দ্বৈত জ্ঞানের এত অবজ্ঞা ও শোকতাপপূর্ণ মায়াময় মিথ্যা জগতের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন আবশ্যক; তদ্দ্বারা হৃদয়ে শান্তিলাভ ও অদ্বৈত জ্ঞান বদ্ধমূল হয়। অতএব পঞ্চভূত বিচার দ্বারা যে ভূত এবং ভৌতিক জগৎ মিথ্যা, একমাত্র পরমাত্মজ্ঞানই সত্য, তাহা প্রমাণিত হইল।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চদশী

পঞ্চকোষ বিবেক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুহাহিতং ব্রহ্ম যত্তৎ পঞ্চকোষ
বিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোষপঞ্চকং
প্রবিবিচ্যতে ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষত্তাৎপর্য্যব্যাখ্যানরূপং পঞ্চকোষ বিবেকস্য প্রকরণমারভমাণ গুহাহিতমিতি। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমব্রহ্মন্নিত্যাদি শ্রুত্যা গুহাহিতত্বে—নাভিহিতং যদ্ ব্রহ্মাস্তি তদ্ গুহা শব্দ—বাচ্যান্নময়াদি কোষপঞ্চকবিবেকেন জ্ঞাতুং শক্যতে যতঃ ততস্তেষাং কোষাণাং পঞ্চকং প্রত্যগাত্মনঃ সকাশাত্ বিভজ্য প্রদর্শ্যত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। গুহাগত যে ব্রহ্ম, তাহা পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা বুঝা যায়; তদ্ধেতু পঞ্চ-কোষ বিচার করা আবশ্যক।

তাৎপর্য্যার্থ। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পঞ্চ-কোষরূপ গুহাগত অদ্বৈত পরম ব্রহ্মকে জানিয়া, সেই অনাদি সর্ব্বময় পরম পিতা পরম পুরুষের সহিত একীভাবে অনির্ব্বচনীয় অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু "গুহা" শব্দবাচ্য পঞ্চকোষ বিবেকদ্বারা তাহারি স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষবিবেক কথিত হই-তেছে; যেহেতু পঞ্চকোষরূপ গুহাগত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান আবশ্যক হইলে, সেই পঞ্চকোষ বিচার আবশ্যক।

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং
মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা
সেয়ং পরম্পরা। ২॥

নম্ন কেয়ং গুহা যস্যা নিহিতং ব্রহ্ম কোষপঞ্চকবিবেকেনাবধুনাত ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুত্যা গুহা শব্দেন বিবক্ষিতমর্থমাহ দেহাদভ্যন্তর প্রাণ ইতি। দেহাদন্নময়াৎ প্রাণঃ প্রাণময়ঃ অভ্যন্তরঃ আন্তরঃ। প্রাণাৎ প্রাণময়াৎ মনঃ মনোময়ঃ অভ্যন্তরঃ আন্তরঃ। ততো মনোময়াৎ কর্ত্তা—বিজ্ঞানময়ঃ আন্তরঃ ইত্যনুষজ্যতে। ততো বিজ্ঞানময়াৎ ভোক্তা আনন্দময়ঃ সোঽপি পূর্ব্ববদান্তর ইত্যর্থঃ। দেহাদন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তানাং পরম্পরা গুহা শব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরে মন, মনভ্যন্তরে কর্ত্তা এবং তদভ্যন্তরে ভোক্তা এই সকলই গুহা-পরম্পরা।

তাৎপর্য্যার্থ। এই অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ আছে। সেই প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে মনোময় কোষ, মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ আছে। এইরূপে পরম্পরা ক্রমে বর্ত্তমান অন্নময়াদি পঞ্চকোষ গুহা শব্দের বাচ্য, অর্থাৎ এইস্থলে "গুহা" শব্দদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে বুঝাইতেছে।

পিতৃ ভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে। দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্‌চোর্দ্ধ্বং তদভাবতঃ॥৩

ইদানীমন্নময়স্য স্বরূপং তদনাত্মত্বঞ্চ দর্শয়তি পিতৃভুক্তান্নজাৎইতি। পিতৃভুক্তান্নজাৎ পিতৃ মাতৃভ্যাং ভুক্তাদ্‌ব্রীহ্যাদি লক্ষণাদন্নাজ্জায়মানং যদ্ বীর্য্যং তস্মাদ্ বীর্য্যাদ্ যোদেহঃ জাতঃ যশ্চ জননানন্তরং ক্ষীরাদ্যন্নেনৈব বর্দ্ধতে সদেহোঽন্নময়োঽন্নস্য বিকারঃ স আত্মা ন ভবতি। কুতঃ ইত্যত আহ প্রাক্‌চোর্দ্ধ্বমিতি। জননাৎ প্রাক্ মরণাদূর্দ্ধ্বঞ্চ তদভাবিতস্তস্য দেহস্য অভাবাদিত্যর্থঃ। দেহ আত্মা ন ভবতি কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ—ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়; সেই বীর্য্যোৎপন্ন দেহ অন্নদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়; সেই অন্নময় দেহ পূর্ব্বে ছিল না; পরেও থাকিবে না, তদ্ধেতু উহা আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে পঞ্চকোষের নাম মাত্র উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই কোষপঞ্চকের প্রত্যেকের স্বরূপ ও তাহাদিগের অনাত্মত্ব প্রকাশ মানসে প্রথমতঃ অন্নময় কোষের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মত্ব নিরূপণ করিতেছেন। পিতা মাতা যে সকল অন্ন আহার করেন, সেই সকল অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে শুক্র-শোণিত হইতে শরীর উৎপন্ন হইয়া, অন্নময় রসদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শরীর—অর্থাৎ স্থূল দেহ, এইরূপে অন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারাই বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সেই স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে, কিন্তু এই স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষ জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না এবং মরণের পরেও থাকিবে না, অতএব এই কোষকে নিত্যশুদ্ধ অবিনাশী বা আত্মার স্বরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ উহা অনিত্য।

পূর্ব্বজন্মন্যসত্ত্বে তজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্।

ভাবিজন্মন্যসৎকর্ম্ম স ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪

এতদ্দেহরূপস্যাত্মনঃ পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি অসত্ত্বাৎ এতজ্জন্ম-হেত্বদৃষ্টাসম্ভবেঽপি অস্য জন্ম যোঽঙ্গীক্রিয়মানত্বাদকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যেত তথা ভাবিজন্মন্যপি অস্য দেহরূপস্যাত্মনোঽসত্ত্বাদভাবাদিহানুষ্ঠিতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ফলভোক্তৃরভাবেন ভোগমন্তরেণাপি কর্ম্মক্ষয় প্রসজ্যেতায়ং কৃতনাশ এবং অকৃতাভ্যাগমকৃতনাশরূপ বাধক সদ্ভাবাদাত্মনঃ কার্য্যত্বং নাঙ্গীকর্ত্তব্যমিতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বজন্ম অভাবহেতু তাহার কি প্রকারে জন্ম হইতে পারে? ভাবী জন্মের অভাবহেতু ইহজন্মের কর্ম্মফল ভোগ অসম্ভব।

তাৎপর্য্যার্থ। যদি বল, উৎপত্তি-বিনাশশালী স্থূল দেহ অনিত্য হইলেও তাহাকে আত্মা স্বীকার করিলে হানি কি আছে? তদ্বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিতেছেন,—পূর্ব্ব জন্মে যে স্থূল দেহ অসৎ ও অনিত্য ছিল, ইহজন্মে সেই অনিত্য স্থূল দেহের কি প্রকারে জন্ম হইতে পারে? যে বস্তু একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহার জন্ম কখনই হইতে পারে না। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলভোগার্থ ইহকালে জন্ম হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত কর্ম্মভোগের অনুরোধ ব্যতিরেকে কাহারও ইহকালে জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। আর পর জন্মে যে পদার্থ অসৎ হইবে, সে ইহকালে যে সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাহাও অসম্ভব। কারণ জন্মান্তরের কারণীভূত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্তই পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিয়া ইহজন্মে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্য বর্জ্জনাৎ ॥৫

এবমন্নময় কোষস্যানাত্মত্বং প্রদর্শ্য প্রাণময় কোষ স্বরূপং তদনাত্মত্বঞ্চ দর্শয়তি পূর্ণো দেহে বলমিতি। যো বায়ুঃ দেহে পূর্ণঃ পাদাদি মস্তক পর্য্যন্তং ব্যাপ্তঃসন্ বলং যচ্ছন্ ব্যানরূপেণ সামর্থ্যং প্রযচ্ছন্নক্ষাণাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকঃ প্রেরকো বর্ত্ততে স বায়ুঃ প্রাণময় ইত্যুচ্যতে। অসাবপ্যাত্মা ন ভবতি। জড়ত্বাৎ ঘটবদিতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত যে বায়ু দেহের বল প্রদান করে এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক হয়, সেই বায়ু প্রাণময় কোষ; ঐ বায়ু চৈতন্যাভাব হেতু আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইরূপে স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রাণময় কোষের অনাত্মত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু অন্নময় কোষরূপ শরীরের বলাধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে নিয়োজিত করে, সেই পরিপূর্ণ স্বভাব বিশিষ্ট প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে প্রাণময় কোষ বলে। সেই প্রাণময় কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু সেই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু জড় পদার্থ, তাহাদিগের চৈতন্য নাই।

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।

কামাদ্যাবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬

ইদানীং মনোময়স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বকং তস্যাপ্যনাত্মত্বমাহ অহন্তাং মমতামিতি। দেহে অহন্তাম্ অহম্ভাবং গৃহাদৌ মমতাং মদীয়ত্বাভিমানং চ যঃ করোতি অসৌ মনোময় আত্মা ন ভবতি। কুত ইত্যত আহ কামাদ্যাবস্থয়া ভ্রান্ত ইতি হেতু দর্শিতং বিশেষণং কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিমত্ত্বে—নানিয়ত স্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ মনোময় আত্মা ন ভবতি বিকারিত্বাদ্দেহবদিতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহ আমি, গৃহাদি আমার, যে বোধ করে এবং যে কামাদি অবস্থাদ্বারা ভ্রান্ত, সেই মনোময় আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইক্ষণ মনোময় কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অহঙ্কারের বশীভূত যে মন, তাহাকে মনোময় কোষ বলে। সেই মন ভ্রান্তিজ্ঞানের বাধ্য হইয়া অন্নময় কোষ স্বরূপ শরীরকে অহং জ্ঞান করে এবং পুত্র-মিত্র-গৃহ-ধনাদিরূপ অসার সংসারে আত্মবোধ করে, কিন্তু সেই মনোময় কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা সেই মনোময় কোষের বিকার জন্মিয়া থাকে। আত্মা নির্ব্বিকার ও অভ্রান্ত, তাহার কোন কারণে বিকার হয় না বা ভ্রান্তি-জ্ঞানও জন্মে না। সুতরাং ভ্রান্ত ও বিকৃত পদার্থ মনোময় কোষ কখনই আত্মা হইতে পারে না।

লীনা সুপ্তৌ বপুর্ব্বোধে ব্যাপুয়া-দানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময় শব্দভাক্। ৭

অনন্তরং কর্ত্তৃ শব্দবাচ্যস্য বিজ্ঞানময়স্য স্বরূপং প্রদর্শয়ন্ তদনাত্মত্বং দর্শয়তি লীনাসুপ্তাবিতি। যা চিচ্ছায়োপেতা ধীঃ চিদাভাসসহিতা বুদ্ধিঃ সুপ্তৌ সুষুপ্তিকালে লীনা বিলীনা সতী বোধে জাগরণকালে আনখাগ্রগা নখাগ্র পর্য্যন্তং বর্ত্তমানা সতী বপুঃ শরীরং ব্যাপুয়াৎ সংব্যাপ্য বর্ত্ততে সা বিজ্ঞানময় শব্দভাক্ বিজ্ঞানময় শব্দেনোচ্যমানা অসাবপ্যাত্মা অসৌ-অপি আত্মা ন ভবতি। বিলয়াত্মবস্থাবত্ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে সুপ্তিকালে লীনা জাগরণ কালে নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, সেই চিচ্ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ কহে। ঐ বিজ্ঞানময় কোষ আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইক্ষণ বিজ্ঞানময় কোষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যে বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং পুনরায় জাগরবস্থায় নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে, এই বুদ্ধি চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট। উক্ত প্রকারে এই বুদ্ধির উৎপত্তি-বিনাশ হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি উৎপত্তি বিনাশ বা প্রলয়শীল পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে ঘটাদি জড় পদার্থকেও আত্মা বলিতে পার।

কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্।

বিজ্ঞান মনসী অন্তর্ব্বহিশ্চৈতে
পরস্পরম্। ৮

নতু মনোবুদ্ধ্যোরন্তঃকরণাত্মা বিশেষাৎ মনোময় বিজ্ঞানময় স্বরূপেণ কোষদ্বয় সমানানুপপন্না ইত্যাশঙ্কা কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং ভেদসদ্ভাবাৎ ঘটত এব মনোময়ত্বাদি ভেদ ইত্যাহ কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যামিতি। অন্তরিন্দ্রিয়মন্তঃকরণং কর্ত্তৃত্ব করণত্বাভ্যাং কর্ত্তৃরূপেণ করণরূপেণচ বিক্রিয়েত পরিণমত ইত্যর্থঃ। এতে কর্ত্তৃকরণে বিজ্ঞানমনসী বিজ্ঞানমনঃ শব্দ বাচ্যে ভবতঃ। এতেচ পরস্পরমন্তর্ব্বাহ্য ভাবেন বর্ত্তেতে অতঃ কোষদ্বয়মুপপদ্যত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তৃত্ব ও করণত্ব দ্বারা অন্তর-ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়—বিজ্ঞান অন্তর মন বাহ্যে পরস্পর বিকৃত হয়।

তাৎপর্য্যার্থ। মন এবং বুদ্ধি, উভয়ই অন্তঃকরণ হইতে বিভিন্ন হইলেও, সামান্যতঃ উক্ত পদার্থদ্বয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হয়। অতএব এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্যার্থ কি? যদি উভয়ই এক পদার্থ হইল, তবে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিলেন কেন? উভয় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্য এইযে, একই অন্তঃকরণ কর্ত্তৃত্বরূপে ও করণতারূপে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি কর্ত্তৃত্বরূপে বিকৃত হইয়া বিজ্ঞানময় শব্দে অভিহিত হয় এবং মন বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময় কোষ শব্দের বাচ্য হয়। আপাততঃ উভয়ের একত্বরূপে প্রতীতি হইলেও, কর্ত্তৃত্ব ও করণত্ব রূপে বিভিন্নতা আছে।

কাচিদন্তর্মুখী বৃত্তিরানন্দ প্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে। ৯
কাদাচিত্কত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতে॥ ১০

ইদানীং ভোক্তৃ শব্দ বাচ্যস্যানন্দময়স্যানন্দত্বং দর্শয়িতুং তস্য স্বরূপমাহ কাচিদন্তর্মুখীবৃত্তিরিতি। পুণ্যভোগে পুণ্যকর্ম্ম ফলানুভব কালে কাচিদ্ধীবৃত্তিরন্তর্মুখী সতী আনন্দ প্রতিবিম্ব ভাক্ আত্মস্বরূপস্য আনন্দস্য প্রতিবিম্বং ভজতে সৈব ভোগশান্তৌ পুণ্যকর্ম্মফলভোগোপরমে সতি নিদ্রা রূপেণ লীয়তে বিলীনা ভবতি সা বৃত্তিরানন্দময় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

অস্যানাত্মত্বমাহ কাদাচিৎ কত্বতইতি। অয়মানন্দময়োঽপি কাদাচিৎকত্বাৎ আত্মা ন স্যাদভ্রাদি পদার্থবৎ ইত্যর্থঃ নমু বিম্বমানানামানন্দ ময়াদীনাং সর্ব্বেষ মৃ আত্মত্ব নিরাশে নৈরাত্ম্যং প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্যাহ বিম্বভূতো য ইতি। বুদ্ধ্যাদৌ প্রতিবিম্বতয়া অবস্থিতস্য প্রিয়াদি শব্দ বাচ্যস্যানন্দময়স্য বিম্বভূতঃ কারণভূতো য আনন্দ অসাবেবাত্মা অসৌ এব আত্মা ভবতি কুত ইত্যাত আহ সর্ব্বদা স্থিতেরিতি। নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ বিবাদাধ্যাসিত আনন্দ আত্মা ভবিতুমর্হতি নিত্যত্বাৎ য আত্মা ন ভবতি নাসৌ নিত্যো যথা দেহাদিঃ। গগনাদেরুৎপত্তিমত্ত্বেনানিত্যত্বাৎ নৈকান্তিকতেতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে অন্তর্মুখী বৃত্তি পুণ্য-ভোগকালে আনন্দের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগান্তে নিদ্রারূপে বিলীনা হয়, তাহাকেই আনন্দময় কোষ কহে।

আনন্দময় কোষও আত্মা নহে; উহা অন্নাদিবৎ-- উহার বিম্বভূত যে আনন্দ, সেই আনন্দই নিত্য আত্মা রূপে স্থিত।

তাৎপর্য্যার্থ। আনন্দময় কোষকে ভোক্তা বলা যায়, এ ভোক্তৃ শব্দবাচ্য আনন্দময় কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যে বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ কালে আত্মার অন্তর্গত সুখ স্বরূপ হইয়া সেই চিদানন্দময় আত্মাস্বরূপের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগাবসান কালে নিদ্রারূপা প্রকৃতিতে লীন থাকে, সেই আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তিকে আনন্দময় কোষ বলিয়া থাকে। এই আনন্দময় কোষ ক্ষণভঙ্গুর, চিরকালস্থায়ী নহে। এই নিমিত্ত উক্ত আনন্দময় কোষকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষীভূত অন্নময় কোষাদির মধ্যে কোন একটীকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তবে আত্মাও স্বীকার করিও না; এই আশঙ্কায় আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যিনি অন্নময়াদি পঞ্চ কোষের অতিরিক্ত আনন্দময়ের প্রতিবিম্বভূত সৎস্বরূপ অখণ্ড চিদানন্দময় বুদ্ধ্যাদির আশ্রয়, তিনিই আত্মা। সেই আত্মা নিত্য দেহাদির ন্যায় তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যং ।২৩

পদব্যাখ্যা। দ্রব্যাণাং—দুই কিম্বা বহু অবয়বরূপ দ্রব্যের। দ্রব্যং—অবয়বিস্বরূপ দ্রব্য। কার্য্যং—জন্য। সামান্যং—এক।

অনুবাদ। দুইটী অবয়ব হইতে অথবা ততোধিক অবয়বসমষ্টি হইতে একটী অবয়বী স্বরূপ দ্রব্য জন্মে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, একটী পদার্থে নানাকার্য্যের আরম্ভকত্ব আছে। এক্ষণে এক জাতীয় একাধিক পদার্থে যে একটি মাত্র কার্য্যের আরম্ভকত্ব থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। দুইখানি কপালের সংযোগে যেমত একটি মাত্র ঘট জন্মে, তদ্রূপ কতকগুলি তন্তু-সমষ্টি হইতে একখানা মাত্র বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে জন্য দ্রব্য মাত্রেই দুই বা ততোধিক অবয়বাশ্রিত হইয়াথাকে।

গুণবৈধর্ম্ম্যান্ন কর্ম্মণাং কর্ম্ম ॥ ২৪

পদব্যাখ্যা। গুণবৈধর্ম্ম্যাৎ—গুণেতে না থাকে, এতাদৃশ ধর্ম্ম থাকাপ্রযুক্ত। ন—নয়। কর্ম্মণাং—দুই বা বহু কর্ম্মের। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়াপদার্থ (এস্থলে পূর্ব্বানুষঙ্গিক কার্য্য পদের অন্বয় হইবে।)

অনুবাদ। কর্ম্মেতে গুণের বৈধর্ম্ম্য আছে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সাধর্ম্ম্য নাই, এনিমিত্ত সজাতী-

মারত্যা-গুণের ন্যায়:কর্ম্ম যে অন্যান্য কর্ম্ম-জনিত নয়, তাহা অসঙ্গত নহে।

তাৎপর্য্য। নানা অবয়বের নানারূপ হইতে অবয়বীয় একটী মাত্র রূপ জন্মে; যেমত কপালদ্বয়ের রূপ হইতে ঘটীয় রূপ; এ ঘটীয় রূপ গুণ পদার্থের অন্তর্বর্ত্তী; সুতরাং গুণে যে সজাতীয় অনেক জন্যত্ব আছে, ইহা স্থিরীকৃত। ঐ গুণ এবং কর্ম্ম উভয়ে একমাত্র দ্রব্যাশ্রিত বলিয়া পরস্পর সমানধর্ম্মীও হইয়াছে। সধর্ম্মীদের মধ্যে একে যে ধর্ম্মটী থাকে, অন্যেতেও অবশ্য সেই ধর্ম্মটী থকিবার সম্ভাবনা; তাই গুণের ন্যায় সজাতীয় জন্যত্বটী কর্ম্মেতে না থাকিবে কেন? এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তর স্থলে সূত্রে বলা হইতেছে যে, কর্ম্মেতে গুণের কেবল সাধর্ম্ম্যই আছে, এমত নহে, গুণ-ধর্ম্ম-কর্ম্মত্ব নামক ধর্ম্মটী যে কর্ম্মে থাকে, তাহা কেহই অস্বীকার করেনা। এমত অবস্থায় কর্ম্মে সজাতীয় জন্যত্ব নামক অর্থাৎ সজাতীয় জন্যত্বাভাব রূপ গুণবিরুদ্ধ ধর্ম্মটি থাকা দোষবহ নহে, কারণ একটী ধর্ম্মের আশ্রয়ে বৈধর্ম্ম্যান্তর থাকায় কোন আপত্তি কিম্বা অনুপপত্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। কর্ম্মকে সর্ব্বাংশে গুণের সমান বলিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। কর্ম্মের প্রতি ক্রিয়ান্তরের যে জনকতা নাই, তাহা পূর্ব্বেই "কর্ম্ম কর্ম্ম সাধ্যং নবিদ্যতে" এই সূত্রে বলা হইয়াছে; এই স্থলে তাহারই সুস্পষ্টতার নিমিত্ত কর্ম্মেতে গুণের ধর্ম্ম থাকাকেও হেতুরূপে বর্ণন করিয়া উল্লিখিত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল।

দ্বিত্ব প্রভৃতয়ঃ সংখ্যা পৃথকত্ব সংযোগবিভাগাশ্চ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। দ্বিত্ব ত্রিত্ব প্রভৃতি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা, দ্রব্যদ্বয়েস্থিত পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ, ইহারাও অনেক দ্রব্যারব্ধ অর্থাৎ প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে আশ্রিত।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্যের ন্যায় গুণের মধ্যেও অনেকাশ্রিত গুণ আছে। একটী মাত্র দ্রব্যে দুই কিম্বা তিন বলিয়া ব্যবহার হয়না। দ্রব্যদ্বয়ে কিম্বা দ্রব্যত্রয়ে যথাক্রমে দুই কিম্বা তিন বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যার অবস্থিতিই উক্ত ব্যবহারের কারণ; সুতরাং দ্বিত্বাদি সংখ্যাকে অনেকাশ্রিত বলিতে হইবে। সূত্রে উল্লিখিত পৃথক্ত্ব পদটী দ্বিপৃথক্ত্বপর, যেমন পশু ও পক্ষী, মনুষ্য হইতে পৃথক্, এস্থলে মনুষ্যকে অপেক্ষা করিয়া পৃথকত্ব গুণটী পশু ও পক্ষী, এই দুইনিষ্ঠ হওয়াতে, ঐ দ্বিগত পৃথকত্বকে অনেকাশ্রিত বলিতে হইবে। সংযোগ এবং বিভাগ, এই গুণদ্বয় অনেকাশ্রিত বলিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দুই কিম্বা ততোধিক দ্রব্য একত্রিত হইলে সংযোগ জন্মে এবং সংযুক্ত পদার্থদিগেরই পরস্পর বিভাগ হইয়া থাকে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, লম্বায়মান রজ্জু প্রভৃতির এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তকে সংযুক্ত করিয়া, পরে বিভক্তও করা যায়; ঐ সংযোগ ও বিভাগ একমাত্র রজ্জুতেই থাকে; সুতরাং সকল সংযোগ কিম্বা সকল বিভাগ অনেকাশ্রিত গুণ নহে। এতৎপক্ষে সমাধান এই, রজ্জু প্রভৃতির এক প্রান্তকে অপর প্রান্তে সংলগ্ন করিতে যে ক্রিয়ায় আবশ্যক হয়, ঐ সঞ্চালনাদি

বণতঃ রজ্জুর অবয়বদিগের পরস্পর বিশ্লেষজন্যে; এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের যে সংযোগ কিম্বা বিভাগ জন্মান যায়, তাহা ক্রিয়ান্বিতরজ্জুর বিশ্লিষ্ট এক অবয়বের সহিত অবয়বান্তরেরই হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন একমাত্র রজ্জুতেই তাদৃশ ভাবে সংযোগ কিম্বা বিভাগ হইতেছে বলিয়া প্রত্যয়টী সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অসমবায়াৎ সামান্যকার্য্যং কর্ম্ম নবিদ্যতে ॥ ২৬ ॥

পদব্যাখ্যা। অসমবায়াৎ—সমবায়সম্বন্ধে অভাব থাকা প্রযুক্ত। সামান্যকার্য্যং—সাধারণের জন্য অর্থাৎ দুই কিম্বা বহুদ্রব্যের কার্য্য। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়া। নবিদ্যতে হয় না।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়াপদার্থের কোন একটীও সাধারণের (দুই কিম্বা বহু দ্রব্যের) কার্য্য নয়, যেহেতু প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্য ও সংযোগ প্রভৃতি গুণের ন্যায় কর্ম্মপদার্থও অনেক দ্রব্যারভ্য কিনা? এতাদৃশ প্রশ্ন মূলক স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্ম্ম সাধারণের কার্য্য নহে, কারণ একাধিক দ্রব্যে একটী ক্রিয়ার সত্তা নাই। মনুষ্যদিগের গমনসময়ে প্রত্যেক পুরুষে পৃথক্ পৃথক্ প্রযত্ন হইতে ভিন্ন ভিন্ন চলন ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধনই একের স্থৈর্য্যে সকলের স্থিতি কিম্বা একের চলনে সকলের গমন তৎকালে দৃষ্ট হয়না।

সংযোগানাং দ্রব্যং ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। বহু সংযোগ স্বরূপ কারণ হইতে একটী দ্রব্য স্বরূপ কার্য্য জন্মে।

তাৎপর্য্য। পুনরায় গুণান্তর্গত বহু ব্যক্তির একটী দ্রব্য স্বরূপ কার্য্য দেখান হইতেছে। তন্তুদিগের পরস্পর বহু বহু সংযোগ ব্যক্তি হইতে এক একখানি বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

রূপাণাং রূপং ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। একটী রূপ নানারূপের কার্য্য অর্থাৎ নানা অবয়বের নানাবিধরূপ হইতে অবয়বীর একটী মাত্র রূপ জন্মিয়া থাকে।

তাৎপর্য্য। কিয়দংশ চূণের সহিত কিয়ৎ পরিমিত হরিদ্রার গুঁড়া মিশাইলে ঐ মিশ্রিত পদার্থে যে অভিনব লোহিত রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার প্রতি চূণের এবং হরিদ্রার রূপই কারণ; এই প্রকার সর্ব্বত্রই অবয়বের নানারূপ রস গন্ধ প্রভৃতি হইতে অবয়বীর এক একটী রূপ রস গন্ধাদি জন্মে ইহা অনুভব সিদ্ধ। সূত্রোক্তরূপ পদদ্বয় উপলক্ষক হইয়া রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, স্বতঃসিদ্ধ দ্রবত্ব, একত্ব, পৃথকত্ব, পরিমাণ, বেগ, স্থিতিস্থাপক সংস্কার এবং গুরুত্বকেও বুঝাইতেছে, তাহাতে নানারূপ হইতে যেমত একটী রূপ জন্মে, সেই প্রকার নানা গন্ধ হইতে একটী গন্ধ, নানা গুরুত্ব হইতে একটী গুরুত্ব জন্মিয়া থাকে। এতাদৃশভাবে উল্লিখিত গুণের প্রত্যেক লইয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

গুরুত্বপ্রযত্নসংযোগানামুৎক্ষেপণম্। ২৯ ॥

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাত্মক একটী কর্ম্ম-পদার্থ, গুরুত্ব, প্রযত্ন ও সংযোগ, এই ত্রিবিধ গুণের কার্য্য।

তাৎপর্য্য। যখন কোন পুরুষ লোষ্ট্রা-দিকে উৎক্ষিপ্ত করে তখন লোষ্ট্রের গুরুত্ব, পুরুষের যত্ন এবং হস্তের সহিত লোষ্ট্রের নোদন [শব্দের অজনক সংযোগ] এই গুণত্রয় লোষ্ট্রের ঐ উৎক্ষেপণের হেতুভূত হয়। এস্থলে উৎক্ষেপণ পদটী অবক্ষেপণাদির উপ-লক্ষক। পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদিত একটী গুণে বহু গুণ-জন্যত্বের ন্যায় একটী কর্ম্মেও বহু গুণ জন্যত্বদেখান, এই সূত্রের উদ্দেশ্য।

সংযোগ বিভাগাশ্চ কর্ম্মণাং। ৩০

অনুবাদ। সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কর্ম্মের কার্য্য; অর্থাৎ চলনাদি ক্রিয়া পদার্থ হইতে সংযোগ বিভাগ ও বেগ জন্মে।

তাৎপর্য্য। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করা হয়; যেমন ধুম দেখিলে বহ্নির অনুমান করাযায়, সেইরূপ গৃহস্থিত পুরুষ ঘন-গর্জ্জন শুনিয়া মেঘের, এবং বাহিরে খাত প্রভৃতিতে জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টিরও অনুমান করিয়া থাকেন, যে পদার্থের কোন কার্য্য দেখাযায় না, তাহার অনুমান করাও সুকঠিন এ নিমিত্ত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির যে অতীন্দ্রিয় গতি আছে, তাহাতে প্রমাণ কি? ঐ গতির কোন কার্য্যবিশেষ প্রত্যক্ষীভূত না হওয়ায় অনুমানের সম্ভাবনা নাই। এই আশঙ্কার নিরাসের জন্য সংযোগ বিভাগ প্রভৃতিকে কর্ম্মের কার্য্য বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত "সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম্ম" এই সূত্রের বিবরটীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সংযোগ বিভাগরূপ কা[র্য্য] দেখিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গতি অবধারণ করাযায় গগনমণ্ডলে চন্দ্রকে আজ ভরনী নক্ষত্র সমীপে দেখিতেছি, গত কল্য তাহাকে অশ্বিনী নক্ষত্রে দেখিয়াছিলাম; আগামীকল্য তাহাকে কৃত্তিকা নক্ষত্র সমীপে দেখিব, এই ভাবে তত্তৎ স্থলীয় সংযোগ-বিভাগদ্বারা চন্দ্রের গতি অবধারিত হয়। দিনে সূর্য্য-কিরণে নক্ষত্রমালা অদৃশ্য হইলেও, অস্তের পরক্ষণেই পশ্চিম গগনে একদিন যেন নক্ষত্রটীকে দেখা-গেল কিম্বা পূর্ব্বগগনে উদয়ের পূর্ব্বক্ষণেই যে নক্ষত্রটী দৃষ্ট হইল, কিছুদিন পরে ঐ সময় পূর্ব্ব পশ্চিম গগনে আর সেই সেই নক্ষত্রকে দেখা গেল না; তৎ পরিবর্ত্তে নক্ষত্রান্তরের পরিদর্শন হইল এইরূপে তত্তৎ নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তিস্থানে সূর্য্যের সংযোগ কিম্বা বিভাগ অনুভূত হওয়ায়, তাহাহইতে সূর্য্যের গতি-ক্রিয়া অবধারণকরা অসম্ভব নহে।

কারণ সামান্যে দ্রব্য কর্ম্মণাং কর্ম্মা-কারণমুক্তম্। ৩১॥

পদব্যাখ্যা। কারণ সামান্যে——কার-ণের সাধারণপক্ষে অর্থাৎসমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত, এইতিনপ্রকার কারণপক্ষেই। দ্রব্য কর্ম্মণাং—দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের প্রতি। কর্ম্ম —ক্রিয়াপদার্থ। অকারণম্—কারণ নয় অর্থাত্ কারণ ভিন্ন বলিয়া। উক্তম্—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ। দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মকারণ নয় বলিয়া পূর্ব্বে যে কথিত হই-য়াছে, তাহা সর্ব্ববিধ কারণ পক্ষে বুঝিতে হইবে, অর্থাত্ ক্রিয়া পদার্থনিচয় দ্রব্য কিম্বা

কর্ম্মান্তরের প্রতি [সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ এবং নিমিত্তকারণ এই ত্রিবিধ কারণের মধ্যে] কোনরূপ কারণই হয় না॥

তাৎপর্য্য। সংযোগ নিচয় কর্ম্মজনিত বলিয়া স্থিরীকৃত। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে যে,চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে যেমত স্বজনিত সন্নিকর্ষকে [ঘটাদি বস্তুর সহিত চক্ষুরাদির সংযোগকে] দ্বার করিয়া কারণ হয়, সেইপ্রকার ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও কপালাদি অবয়বের ক্রিয়া, অবয়বদিগকে সংযুক্ত করিয়া দিয়া, তদ্দ্বারা কারণ হইতে পারে এবং হস্তের ক্রিয়া হস্তের সহিত লোষ্ট্রের সংযোগ জন্মাইয়া লোষ্ট্রোৎক্ষেপণে হেতুভূত হইতেছে বলাযায় ; তবে কর্ম্মকে যে দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের অকারণ বলা হইয়াছে,তাহাকি অসমবায়ি কারণপর ? অর্থাৎ কর্ম্মেতে দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের অসমবায়ি কারণতা নাই বটে, কিন্তু নিমিত্ত কারণতা থাকিবার বাধা নাই ; এই কি তাহার তাত্পর্য্য ? যেহেতু সমবায়ি কিম্বা অসমবায়ি কারণনাশে কার্য্য নষ্ট হওয়া নিয়ম থাকিলেও নিমিত্ত কারণ নাশে কার্য্যের নাশ হয় না ; সুতরাং অবয়বের ক্রিয়ার নাশ হইলেও অবয়বী থাকাতে, অবয়ব ক্রিয়াকে অবয়বীর নিমিত্ত কারণ বলাতে কোন বাধা দেখাযায় না,এইরূপ জিজ্ঞাসুমূলক ভাবে বলা হইতেছে যে,দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মের নিমিত্তকারণত্ব নাই। প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ চক্ষুর ব্যাপার, যেহেতু চক্ষুকে নিমীলিত করিলে ঐ সন্নিকর্ষও থাকে না এবং প্রত্যক্ষও জন্মে না; কিন্তু দ্রব্যোৎপত্তি বিষয়ে অবয়ব সংযোগটী আবার ক্রিয়ার ব্যাপার হইতে পারে না; কারণ অবয়বদ্বয়ের সংযোগ জন্মিবার পরক্ষণে অবয়বে আর ক্রিয়া থাকে না। অথচ অবয়ব সংযোগ এবং তদারব্ধ অবয়বী দ্রব্যটী বাচিকাই থাকে, তাই প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারদ্বারা চক্ষুরাদির অন্যথা সিদ্ধত্ব হয় না সত্য, কিন্তু দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের উৎপত্তিতে স্বজনিত সংযোগই ক্রিয়াকে অন্যথাসিদ্ধ করিয়া দেয় কারণ কারণের কারণ নহে,পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং ব্যবহার সিদ্ধও বটে।

ইতি বৈশেষিক দর্শন প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

বালাকি অজাতশত্রু সংবাদ।

পুরাকালে অজাতশত্রু নামে কাশীর এক নরপতি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় বিভূষিত ছিলেন, ভারতবর্ষের বিবিধ স্থান হইতে মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার জন্য তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। একদা বালাকি নামক এক ঋষি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিব। বালাকি নিজে ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন, এবং তজ্জন্য বড়ই গর্ব্বিত ছিলেন। অজাতশত্রু বলিলেন,আপনি ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করুন আপনি সহস্র গাভী দক্ষিণা পাইবেন।

বালাকি বলিলেন আমি আদিত্যান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, ব্রহ্মকে জানিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব করিওনা। আমি তাঁহাকে সর্ব্বভূতের মূর্দ্ধা

তাহাদিগের রাজা বলিয়া তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নয়, বালাকি বলিলেন আমি চন্দ্রান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া, তাহাকে বৃহৎ, শুক্লবাস, সোম রাজা অন্নদাতা বলিয়া উপাসনা করি। বালাকি বলিলেন আমি বিদ্যুতান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তেজস্বী রূপে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্মবলিয়া নয়। বালাকি বলিলেন আমি আকাশান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে পূর্ণ বলিয়া উপাসনা করি, কিন্তুব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি অনিলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে জয়শীল ইন্দ্র বলিয়া উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি অনলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে ধ্বংস শক্তিরূপে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে, বালাকি বলিলেন আমি সলিলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন যে আমিও তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে বালাকি বলিলেন আমি হৃদয়ান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি গুণান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত-শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি দিগন্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া, উপাসনা করি অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি ছায়ান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, কিন্তু অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। অজাতশত্রু বলিলেন তোমার ব্রহ্মজ্ঞান কি এই পর্য্যন্ত? বালাকি বলিলেন হাঁ এই পর্য্যন্ত। অজাতশত্রু বলিলেন এই জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম বিদিত হন না; বালাকি বলিলেন আমি তোমার শিষ্য হইব।

অজাতশত্রু বলিলেন ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, এ রীতি প্রতিলোম, যাহাহউক আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিব। অজাত শত্রু বালাকির হস্ত ধরিয়া একটি নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলেন, এবং তাহাকে ডাকিলেন, সে জাগৃত না হওয়ায়, তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে জাগাইলেন। সুপ্ত অবস্থায় এই বিজ্ঞানময় পুরুষ কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতে আসিল বালাকি এ তত্ত্ব জানিবেন না। অজাত শত্রু বলিলেন বিজ্ঞানময় পুরুষ ব্রহ্মে সুপ্ত ছিলেন, যখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইন্দ্রিয়াদি বহিঃপ্রদেশ হইতে অন্তরের দিকে আকর্ষণ করেন, তখন তিনি নিদ্রিত হয়েন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি মহারাজার ন্যায় হয়েন। তিনি ইচ্ছানুসারে অনু-

চর বর্গকে দেহ রাজ্য মধ্যে প্রেরণ করেন। যখন তিনি সুষুপ্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মে লীন হয়েন, এবং ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন। এই ব্রহ্ম হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা সকল ভূত উদ্ভূত হয়েন তিনি সত্যের সত্য।

ভ-গোল পরিচয়।

৭ম পাঠ।

প্রদর্শন। (১)

মণ্ডল (২) নক্ষত্র (৩) তারা (৪)

ভগোলের উজ্জ্বলতর তারাগণ ও গণিত শাস্ত্রের কীলকভূত তারাগণ এবং অসাধারণ রূপ গুণ সম্পন্ন তারাগণ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা— লুব্ধক, শতভিষক, ধ্রুব ইত্যাদি। এই নামগুলি জাতীয় প্রবাদজনিত, ইতিহাসমূলক, অথবা তারার অবস্থিতিস্থানসূচক। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মণ্ডলে বা রাশিতে অবস্থিত তারাগুলির স্থূলত্বের তারতম্য অনুসারে মণ্ডলস্থ প্রত্যেক তারা ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। যথা— মেষ রাশির ১ তারা বলিলে, মেষ রাশিস্থ তারাগণ মধ্যে সর্ব্ব উজ্জ্বল তারা অমলতারা বুঝাইবে। বৃষ রাশিস্থ ২ তারা বলিলে, বৃষ রাশিস্থ তারাগণ মধ্যে উজ্জ্বলতায় ২য় তারা অগ্নি তারক বুঝাইবে।

১। শিশুমার মণ্ডল।

রাত্রিকালে ভগোলের তারকামালায় প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দর্শক দেখিবেন যে,সমস্ত তারাগণ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ধাবমান রহিয়াছে; কিন্তু উত্তরাস্যোদণ্ডায়মান হইয়া সরলভাবে নেত্রপাত করিলে দর্শক দেখিবেন যে, একটী পীতবর্ণ মধ্যমাকৃতি অনুজ্জ্বল তারা স্থিরভাবে অচল ও অটল রহিয়াছে। ভগোলের অবশিষ্ট জ্যোতিষ্কগণ মণ্ডলাকার পথে ঐ তারা প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই পীতবর্ণ তারাটীর নাম ধ্রুব, কারণ এই তারা অটল ও অচল।

---

(১) কলিকাতাস্থ দর্শক ও মধ্য রেখাস্থ তারা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবের লিখিত দূরত্ব-পরিমাণ প্রযোজ্য।

(২) মণ্ডল শব্দ তারা-সংহতি অর্থে ব্যবহার করিতে কেহ কেহ আপত্তি করেন। কিন্তু তদর্থে বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—

রবেরূর্দ্ধং স্থিতঃ সোমঃ সোমান্নক্ষত্র মণ্ডলং।
তস্মাৎ শনৈশ্চর শ্চোর্দ্ধং তস্যোর্দ্ধং ঋষিমণ্ডলং॥
ইতি দেবীপুরাণে গ্রহগতিঃ

নক্ষত্র মণ্ডলং কৃৎস্নংউপরিষ্ঠাৎ প্রকাশতে।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৭৬

(৩) কেহ কেহ তারা ও নক্ষত্র শব্দদ্বয় একই অর্থে অভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র শব্দ ২৭টী বা ২৮টী নির্দ্দিষ্ট তারানিচয় বোধক, এবং এই পারিভাষিক অর্থের প্রতি কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। যথা—

পূর্ব্বাদিশধাম্নানং বিভজৎ রাশিসংজ্ঞকং
নক্ষত্ররূপিণং ভূয়ঃ সপ্তবিংশাত্মকংবশী।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।২৫

গ্রহনক্ষত্র তারাণাং ভূমে র্বিশ্বস্যবাবিভুঃ।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।২৮

পুরাণে ও কাব্যে নক্ষত্র শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। যথা—

স্থ্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রানি গ্রহৈঃ সহঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।৩

নক্ষত্র তারা গ্রহ সঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চান্দ্রমসীব রাত্রিঃ।
রঘুবংশ ৬।২২

নক্ষত্রগণ চন্দ্র গৃহ; চন্দ্র ১দিন এক নক্ষত্রে বাস করেন। কবিকল্পনায় নক্ষত্র চন্দ্র-গৃহিণী ও দক্ষসুতা বলিয়া বর্ণিত। যথা—

অশ্বিন্যাদ্যাস্তু দক্ষস্য উপযেমে সুতাবিধুঃ
পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে।

(৪) তারাগণ দেবনিবাস ও সিদ্ধ পুরুষগণের স্থূল দেহ বলিয়া বর্ণিত হয়

আধুনিক লোকপ্রবাদে তারাগণ দ্যুলোকগত পুরুষের চক্ষু এবং খদ্যোতগণ পৃথিবীচর গতাসুগণের চক্ষু বলিয়া কথিত।

যেকোন ঋতুতে রাত্রিকালের যে কোন সময়ে দর্শক যথাস্থানে দৃষ্টিপাত করিলে, দর্শকের সম্মুখে ধ্রুব তারা থাকিবে। ধ্রুব তারা যে মণ্ডলে অবস্থিত, ঐ মণ্ডলে ১০টী তারা প্রধান। তন্মধ্যে ৮টী তারা হলদী (হ'লদী) গাছের পাতার আকৃতি গঠন করিয়াছে। অবশিষ্ট ২টী তারা হলদী পত্রের অগ্র ভাগের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। এই দুইটী তারার মধ্যে দক্ষিণস্থ তারাটী উজ্জ্বলতর। সমস্ত মণ্ডল অবলোকন করিলে দেখাযায় যে, ১০টী তারারদ্বারা একটী শিশুমারের আকৃতি গঠিত হইয়াছে। এই শিশুমার দৈর্ঘ্যে ৮ হাত প্রস্থে প্রায় ৪ হাত। প্রাচীন হিন্দুগণ এইজন্য এই মণ্ডলকে শিশুমার নাম দিয়াছেন। (৫) ধ্রুব তারা তারাময় শিশুমারের পুচ্ছদেশে অবস্থিত। (৬)

শিশুমার মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দর্শক দেখিবেন যে, ভূপৃষ্ঠস্থ শিশুমারের পুচ্ছদেশ বিদ্ধ করিয়া একখানি শড়কী মাটিতে পুঁতিলে শিশুমার যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সড়কী প্রদক্ষিণ করে, ভগোলস্থ শিশুমার ধ্রুব তারায় বদ্ধ হইয়া তৈলী চক্রবৎ ধ্রুব তারাকে সেইরূপ প্রদক্ষিণ করিতেছে। (৭)

শিশুমার মণ্ডলস্থ ১—১০ তারা = শিশুমার আকৃতি।

(৫) তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবিরূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।১

(৬) সতারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।৫

(৭) মেধীভূত সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্যবৈধ্রুবঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৭।১০

যাবত্যশ্চৈব তারা স্তাস্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তিতম।
বিষ্ণু ২।১২।২৬

এই মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম ক্ষুদ্র ভল্লুক [Eng] The little bear. [Lat] Ursaminor. [Gr] Arctos.

চিত্র শিখণ্ডিমণ্ডল।

শিশুমার মণ্ডলের দক্ষিণে চিত্র শিখণ্ডি মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলস্থ ৪উজ্জ্বল তারাদ্বারা একটী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই তারাময় চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বমান। উত্তর বাহু ৬হাত এবং দক্ষিণ বাহু ৫ হাত দীর্ঘ। পূর্ব্ব বাহু ২॥০ হাত ও পশ্চিম বাহু ৩ হাত দীর্ঘ। এই চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ঈশান কোণে বক্রভাবে ৩টী তারা অবস্থিত। বক্র রেখার পরিমাণে ৯ হাত। এই সমস্ত তারা একটী ময়ূর আকৃতি গঠন করিয়াছে।

তারাময় এবং বক্র রেখা ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের বায়ু কোণস্থ তারার নাম ক্রতু, নৈঋত কোণস্থ তারার নাম পুলহ। অগ্নি কোণস্থ তারার নাম পুলস্ত্য এবং ঈশান কোণস্থ তারার নাম অত্রি। ময়ূরের শিখাগ্রে ক্রতু, কণ্ঠে পুলহ, নাভিদেশে পুলস্ত্য এবং পৃষ্ঠে অত্রি তারা। ময়ূরের পুচ্ছাগ্রস্থিত তারার নাম মরীচি, পুচ্ছ মধ্যস্থিত তারার নাম বশিষ্ঠ এবং পুচ্ছমূলস্থ তারার নাম অঙ্গিরা। বশিষ্ঠ তারার ঈশানকোণে দুই অঙ্গুলি দূরে একটী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষুদ্র তারা আছে, ঐ ক্ষুদ্র তারার নাম অরুন্ধতী। (৮)

(৮) আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি ধ্রুব তারা ও অরুন্ধতী তারা এবং কৃত্তিকা নক্ষত্র দেখিতে পান না, ইহাই প্রাচীন প্রবাদ। যথা—

অরুন্ধতীং ধ্রুবংচৈব বিষ্ণো স্ত্রীণি পদানিচ।
আসন্নমৃত্যু র্ন পশ্যেৎ চতুর্থং মাতৃমণ্ডলং॥
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ১২।১৩

বিবাহকালে বর কন্যাকে এই তারা প্রদর্শন করেন। যথা—

প্রাচীনকালে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য তারা অত্রির ন্যায় অনুজ্জ্বল ছিল।

ক্রতু ও পুলহ তারা যোগ করিয়া ঐ যোগ রেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে, বর্ত্তমান ধ্রুবতারা স্পর্শ করে, এই জন্য এই দুই তারাকে "প্রদর্শক" বলে (৯)

চিত্রশিখণ্ডি মণ্ডলস্থ ১—৬। ১১ তারা-চিত্রশিখণ্ডি আকৃতি (১০)
চিত্রশিখণ্ডি মণ্ডলের অপর নাম ঋক্ষ (১১)
সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং পরমর্ষি মণ্ডল (১২)
এই মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎ ভল্লুক। [Eng] The great bear. [Lat] Ursa maior [Gr] Arctos magus.

ব্রহ্মমণ্ডল।

অত্রি ও ক্রতু তারা যোগ করিয়া ঐ যোগ রেখা পশ্চিমাভিমুখে প্রসারিত করিলে, একটী প্রথম শ্রেণীর গাঢ় পীতবর্ণ অত্যুজ্জ্বল তারা স্পর্শ করিবে। ঐ তারাটীর নাম ব্রহ্মহৃৎ। ব্রহ্মহৃৎ যে মণ্ডলে অবস্থিত, ঐ মণ্ডলের নাম ব্রহ্মমণ্ডল [১৩]। তারাব্রহ্মের হৃৎপদ্মে অবস্থিত বলিয়া উহাকে ব্রহ্মহৃৎতারা বলে। ব্রহ্মহৃৎ তারার ২ ফুট অন্তরে নৈর্ঋত কোণে একটী ক্ষুদ্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া ৩টী ক্ষুদ্র তারা অবস্থিত আছে। ঐ তারা ত্রিভুজ "রামবাণ" নামে খ্যাত। ব্রহ্মহৃত্ তারার ৪ ফুট পূর্ব্বে উরঃ তারা তারা ব্রহ্মের ফুস্‌ফুস্ স্থানে অবস্থিত। তারা ত্রিভূজের ভুমি রেখার পূর্ব্ব ভাগের কোণস্থ তারা ও ব্রহ্মহৃৎ তারা যোগ করিয়া ঐ যোগরেখা ঈশানকোণে প্রসারিত করিলে প্রজাপতি তারা স্পর্শ করিবে। প্রজাপতি তারাব্রহ্মের শিরোদেশে অধিষ্ঠিত।

ব্রহ্মমণ্ডলস্থ ১-৭ তারা = তারাব্রহ্ম দেহ। ব্রহ্মমণ্ডলের অপর নাম ব্রহ্মরাশি (১৪) ব্রহ্ম মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম শকটবাহক। [Eng] wagonner [Lat] Auriga. (Gr) Heniocleus. তারা ত্রিভুজের পাশ্চাত্য নাম The kids.

বৃষরাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্র।

ইদানীন্তন কালে রাশিচক্রের আদি রাশি মেষ এবং আদি নক্ষত্র অশ্বিনী। কিন্তু প্রাচীন কালের রাশি চক্রের আদি রাশি। এবং আদি নক্ষত্র কৃত্তিকা ছিল এবং কার্ত্তিকাদিমাস গণনা হইত (১৫) এই জন্য আমরা বৃষ রাশির কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে পরিচয় আরম্ভ করিলাম।

ব্রহ্মহৃৎ তারা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রামবাণ নামক তারা ত্রিভুজের শীর্ষ কোণস্থ বাণমুখ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা নৈর্ঋত কোণে প্রসারিত করিলে একটী মনোহর তারাগুচ্ছে দর্শকের নেত্র-নীত হইবে! ঐ তারাগুচ্ছের আকার ক্ষুর সদৃশ। এইজন্য তারাগুচ্ছের নাম কৃত্তিকা। তারাক্ষুর লম্বে ১ফুট এবং ভগোলে উত্তরাস্য নাপিত দক্ষিণাস্য যজমানকে ক্ষৌরী করিতে বসিলে, যে ভাবে ক্ষুর অবস্থিত থাকে কৃত্তিকা ঠিক সেই

ততো জামাতা অমুং মন্ত্রং পাঠয়ন্ বধূমরুন্ধতীং দর্শযতি প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ বধূর্দেবতা অরুন্ধতী দর্শনে বিনিয়োগঃ ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।

(৯) Pointers. ভবদেবঃ।

(১০) সপ্তর্ষয়ো মরীচ্যাত্রিমুখাঃ চিত্র শিখণ্ডিনঃ। ইতি অমরঃ।

(১১) অমীয ঋক্ষাঃ। ঋক্ ১।২৪।১০
ভল্লুক
শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৪।

(১২) সপ্তর্ষি মণ্ডলং তস্মাৎ লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম। বিষ্ণুপুরাণ।

(১৩) ব্রহ্মাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। বাল্মীকি ৬।৪।৪৮

মহাত্মা রামানুজ স্বামীর মতে ব্রহ্মরাশি অর্থে ধ্রুব তারা বাল্মীকি ৬।৪।৪৮ টীকা দ্রষ্টব্য।
কিন্তু যে মণ্ডলের শিরোভাগে "প্রজাপতি" তারা, মধ্যভাগে ব্রহ্মহৃৎ তারা সেই মণ্ডলই ব্রহ্মমণ্ডল।

(১৪) রাশি শব্দ মণ্ডল অর্থে ব্যবহৃত।

(১৫) অথর্ব্ব ১৯।৭।২

ভাবে অবস্থিত দৃষ্ট হয়; এই তারাগুচ্ছ অতি সুন্দর ও তড়িন্ময়। ইহার তারা-সংখ্যা প্রায় ৪০০। তন্মধ্যে প্রধান ৭টী দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহত্তম তারাটীর নাম দেবসেনা (১৬) অপর ৬টী তারা কৃত্তিকা নক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

সাধারণতঃ এই তারাগুচ্ছের তারাগুলি ঝাপ্সা দেখায়; কিন্তু শরদাগমে এই গুচ্ছ অতি মনোহররূপ ধারণ করে এবং কৃষ্ণ-রাত্রিতে কৃত্তিকা ঝলকে ঝলকে তড়িৎ বিকীর্ণ করিতে থাকে। এই নক্ষত্র তারাবৃষের ককুদ্ [ঝুট]।

বৃষরাশিস্থ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১ তারা = কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং ২০ তারা—যোগ-তারা কৃত্তিকা।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের অপর নাম বহুলা (১৭) মাতরঃ [১৮] এবং মাতৃমণ্ডল [১৯] এই নক্ষত্রের গ্রাম্য নাম সাতভেয়ে। গ্রীসে কৃত্তিকাগণ Pleiades নামে অভিহিত [২০]

রোহিনী নক্ষত্র (Hyades)

কৃত্তিকা নক্ষত্রের অগ্নিকোণে—৭ ফুট অন্তরে রোহিণী নক্ষত্র অবস্থিত। এই নক্ষত্রস্থ ৫টী তারা শকটাকৃতি। আরোহিণী [শকট] শব্দ হইতে এ নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে [২১] শকটের বাহুযুগল লম্বে ১ফুট, শকট-পৃষ্ঠ প্রস্থে ১ বিতস্তি [বিঘৎ] শকট শীর্ষে "শকটমুখ তারা"। শকট ধুর-স্কন্ধের [ধুরা] প্রান্তদ্বয়ে ২তারা এবং শকটের পশ্চাৎভাগের পার্শ্বদেশে ২ তারা। শকট নৈঋত কোণাভিমুখ।

শকটের পশ্চাৎভাগের পূর্ব্বকোণস্থ তারার নাম হলদ্দাবর্ণ। এই তারাটী গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং প্রথম শ্রেণীর তারা, অপর ৪টী ক্ষুদ্র তারা।

পাশ্চাত্য বৃষরাশিস্থ ১।৪।৭।১২।১৩ তারা = রোহিণী নক্ষত্র

১ তারা = যোগতারা।

পাশ্চাত্যে রোহিণী নক্ষত্র Hyades নামে খ্যাত। (২২)

এই নক্ষত্র তারা বৃষের মুণ্ড।

---

(১৬) প্রধানাংশ স্বরূপা সা দেবসেনাচ নারদ
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সাচ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিত
শিশূনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিণী
তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্ত্তিকেয়স্য কামিনী।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ১।১৩-৪

কার্ত্তিক শুক্ল ষষ্ঠী তিথি হইতে বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত।

(১৭) প্রাচীনকালে নক্ষত্র মধ্যে ষট্তারকময় কৃত্তিকা নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা অধিকতম ছিল, এজন্য কৃত্তিকার বহুলা নাম;

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।৬
শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।১।

(১৮) প্রাচীনকালে কৃত্তিকা ভ-চক্রের আদি নক্ষত্র ছিল। কৃত্তিকা বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থানীয়। বিশ্বজগৎ কৃত্তিকা প্রদক্ষিণ করে। ইহাও অনুমিত হয়।

ষট্ কৃত্তিকা ও অরুন্ধতি সপ্তর্ষি-ভার্য্যা। এই কারণে কৃত্তিকা লোকমাতরঃ ও মাতৃমণ্ডল বলিয়া বর্ণিত। যথা—

সংভূতি রনুসূয়াচ ক্ষমা প্রীতিশ্চ সন্নতিঃ
অরুন্ধতিঃ তথা লজ্জা তৎপত্ন্যো লোকমাতরঃ
ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে। ১১

(১৯) অপবাদ বশতঃ ষট্ কৃত্তিকা পতি পরিত্যক্ত হইয়া স্বামী সহবাসে বঞ্চিত এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্থান পায় নাই। যথা—

অথ সপ্তর্ষয়ঃ শ্রুত্বা জাতং পুত্রং মহৌজসম্।
কার্ত্তিকেয়ং।
তত্যাজুঃ ষট্ তদা পত্নী বিনা দেবীং অরুন্ধতিং।
মহাভারত। ২২৫।৮

(২০) Gr plein to sail হইতে Pleiades নাম। গ্রীক জাতি কৃত্তিকার উদয়ে নৌ যাত্রার শুভক্ষণ জ্ঞান করিতেন।

গ্রীক প্রবাদে কৃর্ত্তিকার সপ্ততারা অট্লস্ দেবের (অতলস্) সপ্তকন্যা। মিকরী প্রবাদে কৃত্তিকা "সপ্ত-সনীষি" "Seven sages." বলিয়া খ্যাত। হিন্দুজাতির সপ্তর্ষিমণ্ডল স্বতন্ত্র।

(২১) হিন্দু প্রবাদ বিদ্যায় [Hindu mytholoy] রোহিণীর নামার্থ অন্যরূপ। মৃগশিরা নক্ষত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

(২২) *Gr.* uein to rain. রোহিনী তারার হেলীক উদয়ের অর্থাৎ অস্তমণ কালে বর্ষা হইত এ জন্য Hyades নাম।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্ট্রী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

রাধা-ভাব-কান্তি-বিলাসরূপায়
হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহা-প্রেমরস-প্রদায়
শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥

"শ্রীগৌরাঙ্গ" ধ্বনি আবার ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে উত্থিত হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নামের সঙ্গে তাঁহার প্রেম, লীলা, প্রচার প্রভৃতি প্রসঙ্গও ক্রমশঃ পুস্তকে, প্রবন্ধে, কবিতায়, বক্তৃতায়, সংগীতে, সংকীর্ত্তনে, আলাপে, আলোচনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

যে "গৌর-ভক্তি" বস্তুটি এতদিন প্রায়শঃ ভেকধারী বাউল-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সংগোপিতপ্রায় ছিল, তাহা এখন দেশের মুখ-পাত্র কৃতবিদ্য সমাজে সাদরে অভ্যর্থিত ও প্রার্থিত হইতেছে। সংপ্রতি গৌরতত্ত্ব-সেবক সুধীবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের "Lord Gouranga" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রচার ফলে গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গ, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্লাবিত বিলাস-বিমোহিত বিলাত-প্রদেশেও আলোচিত—আস্বাদিত হইতে চলিল। ফলে আধুনিক গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গীগণ সকলেই যে ঠিক গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার বা "স্বয়ং কৃষ্ণ" বিশ্বাস করিয়া গৌরভক্তিতে আকৃষ্ট হইতেছেন, তাহা নহে। কেহ তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান গৌরাঙ্গাবতার, কেহ অংশাবতার বা গুণাবতার, কেহবা ভগবদ্ভক্ত মাত্র জানেও গৌরভক্তির ভাবক, সেবক ও যথাসম্ভব সাধক হইতেছেন।

অস্মদ্দেশে অনেকেই জানেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের "হাত-চালা" পরীক্ষায় এই বাক্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ।"

ইহার তিনপ্রকার অর্থ হয়, তাহাও অনেকে জানেন।

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ,নচ পূর্ণঃ,নচ অংশকঃ।(১)

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ নচ,পূর্ণঃ নচ,অংশকঃ।(২)

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ নচ,পূর্ণঃ,নচ অংশকঃ।(৩)

এই বাক্যটির প্রথম ত্রিধাভেদান্বয়ে গৌরাঙ্গকে ভগবদ্ভক্ত মাত্র বুঝায়; দ্বিতীয় ত্রিধাভেদান্বয়ে তাঁহাকে অংশাবতার বুঝায়; তৃতীয় ত্রিধাভেদান্বয়ে পূর্ণ অবতার স্বয়ং ভগবান বুঝায়। তবে কিনা, সংস্কৃত ভাষার সহজ রীতি-প্রকৃতি অনুসারে প্রথমান্বয়ই স্বতঃসঙ্গত বোধহয়; কিন্তু জনরব-জাবিত ঐ "হাত-চালা" সংবাদটির উপরেই গৌরতত্ত্ব-নিরূপণ-নির্ভর সম্ভবেনা। উহার বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিছু নাই; বিশেষতঃ উহাতে প্রত্যক্ষ,অনুমিতি ও আপ্ত, এই ত্রিবিধ শাস্ত্র-সম্মত-প্রমাণের অবিতর্কিত অস্তিত্ব অসিদ্ধ। যাহাহউক, শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে উক্ত ত্রিবিধ মতভেদই চলিয়া আসিতেছে, সত্য। বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ; তবে ইদানীং দিন দিন গৌরাঙ্গের প্রতি ঐশী-ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেছি। মোটের উপর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অতি মহীয়ান মান ও পরম প্রীতি-গৌরবের ভাব অধুনা দিন দিন স্পষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ-গরিষ্ঠ হইতেছে, সন্দেহ নাই। আশা করি, ইহা অতি শুভফলপ্রসূ সুলক্ষণই হইবে।

গৌরাঙ্গের লীলা বা জীবনচরিত অপূর্ব্ব। গৌরাঙ্গের রূপ অতুল্য, গুণ অনন্ত। গৌরাঙ্গের শিক্ষা, শক্তি, প্রেম, ভক্তি, ভাব, প্রভাব, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই অসাধারণ—অলৌকিক—অনুপম! এই জন্যই গৌরাঙ্গ-চরিত বা গৌরাঙ্গ-লীলার বিবরণ বিশিষ্টরূপে অবগত হইলে, তাঁহার প্রতি "ভগবান"—"অবতার" বা অন্ততঃ "মহাপুরুষ"-বুদ্ধি স্বতএব বিকসিত হইয়া উঠে। সুতরাং গৌরাঙ্গ-মহিমার মহামাননা সম্বন্ধে সাধারণতঃ মতদ্বৈধ নাই বলিলেই হয়। প্রকাশ্য-পরধর্ম্ম-প্রনিন্দুক "পাদ্রী" প্রচারকেরাও কষ্ট-কল্পনা করিয়া আমাদের "নিখুঁত্ গৌরাঙ্গ-সুন্দরে" কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সর্ব্বধর্ম্ম-সার শিক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গের চারু চরিতে সর্ব্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকগণই মুগ্ধ।

ধার্ম্মিক হিন্দুদের ত কথাই নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের ত সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরাঙ্গ। আর শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, এই অপর চতুঃ-সম্প্রদায়ের উপাসকগণও গৌরাঙ্গ-শিক্ষায় স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক উপাসনার অনুকূল সাধন-শক্তি ও প্রেম ভক্তি লাভ করিতে পারেন। হিন্দুধর্ম্ম-সংস্পৃষ্ট বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরাও গৌরভক্তির শক্তিতে স্ব স্ব ধর্ম্মসাধন-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। এমন কি, খ্রীষ্টিয়ান্, মুসলমান, ইহুদী, পার্শিক প্রভৃতি অভারতীয় মূল বৈদেশিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরাও গৌরাঙ্গকে অন্তত মহাত্মা বা মহাপুরুষরূপে মানিয়াও, তাঁহা[র] অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন স্বর্গীয় শিক্ষা-প্রসা[দে]র স্বাধিকারানুযায়ী অংশভোগে সম[র্থ] হইয়া আত্মোন্নয়নের অনুত্তম অনুকূলতা লা[ভ] করিতে পারেন। অতএব মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক সম্পত্তি কবিত্ব সম্বন্ধে যদ্র

"ভারতের কালিদাস! জগতের তুমি" এইরূপ কবি-উক্তি প্রচারিত আছে, তদ্রূপ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানবাত্মার সাধারণ ও স্বাভাবিক সম্পত্তি ভগবদ্ভজন লক্ষ্য করিয়াও ভাব-ভরে-তারস্বরে—অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলা যায়——"ভারতের শ্রীগৌরাঙ্গ! জগতের তুমি!"

ভক্তিই ভগবদুপাসনা-সিদ্ধির একমাত্র শক্তি, এ সত্য সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের উপাসকগণেরই অবিসংবাদ-স্বীকৃত। এ তত্ত্ব বেদ-পুরাণ, বাইবেল্-কোরাণ, ইঞ্জিল-জব্বুর, আবেস্তা মানস্যুর ইত্যাদি সর্ব্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই একতানে গীত—এক সিদ্ধান্তে সমন্বিত। সেই ভক্তির চরম আদর্শ, পরম পরাকাষ্ঠা, অনুপম ও অসাধারণ উদাহরণ শ্রীগৌরাঙ্গের মহামহিমাময় জীবনে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত বা থরে থরে সজ্জিত! শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন সাধক-সাধারণের হৃদয়ের ধন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত কথা সাধন-নন্দনের কল্পলতা।

সত্য হইতেই কল্পনার উদ্ভব। সত্যের ছায়াতেই কল্পনা পালিত। অতএব কল্পনা ফলিতার্থে সত্যকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ। "Truth is often stranger than fiction" ইত্যাদি কবি-বাক্যে পাশ্চাত্য জগতেও এ তত্ত্ব স্বীকৃত। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এ তত্ত্ব গৌরাঙ্গ-জীবনে পরম প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত। দ্বিপাদ-ধর্ম্মময় দ্বাপরে মহাভারতের মহাকবি ব্যাসদেব মহাপুরাণ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-প্রসঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের যে লোকোত্তর লীলা-বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, এই পাদধর্ম্মাবশিষ্ট কলিযুগে গৌরাঙ্গ চরিতে তাহাও অতিক্রান্ত হইয়াছে! ভগবদ্ভক্তির মূর্ত্তি কোন যুগে কেহ কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই মূর্ত্তি দেখাইয়া জগৎ মোহিত করিয়াছেন। এইজন্যই আজিও অনেক বঙ্গীয় "কথক" মহাশয় কর্ত্তৃক

"অনর্পিত চরীংচিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

গৌর-লীলার প্রত্যক্ষসাক্ষী ভাগবতপ্রবর ও ভক্তি-দর্শন-কবিবর শ্রীরূপগোস্বামীর বিখ্যাত "বিদগ্ধমাধব" গ্রন্থের গৌরবন্দনা সূচক এই সুমধুর শ্লোকটিদ্বারা গৌর-লীলার অসাধারণ বিশেষত্ব কীর্ত্তিত বা গীত হইয়া থাকে।

"লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যু দশাদশঃ॥"

অথবা—

অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যালম্বশূন্যতা।
জড়তা ব্যাধিরুন্মাদো প্রলাপো মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিরহীর এই যে দশ দশা বর্ণিত আছে, তাহা সেই কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা রাধিকার কৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব জীবনেও পূর্ণপ্রকটিত হয় নাই। শ্রীরাধার নবমী দশা পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহাই পৌরাণিক ইতিহাসের সাক্ষ্য। অনেকের মতে সে ইতিহাসও অর্থবাদ, অতিকল্পনা ও রূপক-রঞ্জনাপূর্ণ। কিন্তু শতাব্দী-চতুষ্টয় মাত্র পূর্ব্বের ঘটনা গৌরাঙ্গ-লীলায় ইতিহাসের সমুজ্জ্বল সত্যালোকে সুস্পষ্টরূপে উক্ত দশ দশাই পূর্ণ পরিণামে প্রকটিত বা পরিস্ফুটিত! গৌরাঙ্গের গভীর গোবিন্দ-বিরহ তাঁহার শ্রীমুখের শ্লোক-বাক্যেই সুব্যক্ত, যথা——

''যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥''
পলকে প্রলয় মম—বর্ষাসম ঝরে আঁখি।
সমস্ত সংসার শূন্য গোবিন্দ-বিরহে দেখি॥

বাস্তবিক গৌরাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির অলৌকিক অসামান্য ব্যাপার-পরম্পরা—'নভূত ন ভবিষ্যতি"বাক্যের বিশিষ্ট বিষয়ীভূত বলিলেইযেন যথার্থ বলা হয়। আবার বলি,কোন দেশের, কোন জাতির,কোন ধর্ম্মের, কোন ভগবদুপাসকই ভক্তির এমন অনন্ত-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অসামান্য আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনুষ্যের তেমন ভাষা নাই, ভাষায় তেমন শব্দ নাই, শব্দে তেমন অর্থ-প্রকাশ-শক্তি নাই, যদ্দারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির সম্যক্ বর্ণনা সম্ভবে। সাধে কি বৈষ্ণবাদি সাধকেরা গৌরাঙ্গকে "ভগবান" বলিয়া জানেন?—"অবতার" বলিয়া মানেন? এবং অপর—সাধারণেরা অন্ততঃ "মহাপুরুষ" জ্ঞানে ভক্তি করেন? অতি প্রচণ্ড পাষণ্ড নাস্তিকও গৌরাঙ্গ-জীবনী অধ্যয়ন করিয়া, তাহার ঐতিহাসিক সত্যতায় অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস করিলেও বোধহয় গৌরভক্ত না হইয়া পারেন না। অতএব গৌরাঙ্গ জীবনী সকলেরই অবশ্য অধ্যেয় ও একান্ত আলোচ্য।

আমাদের এ ক্ষুদ্র নগণ্য প্রবন্ধে গৌরাঙ্গ-মহিমার অণু-কণাও প্রকাশিত হইতে পারে না। ভাষায় উহার বর্ণন-চেষ্টা উহার অবর্ণনীয়তা ও অনির্ব্বচনীয়তায় অবিশ্বাস-সূচিকা হয় মাত্র। পাঠক মহাশয়গণকে আমাদের সানুনয় অনুরোধ,তাঁহারা(যাঁহাদের প্রয়োজন)গৌরাঙ্গ-চরিতের ইতিহাস "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" "চৈতন্য ভাগবত"ও"চৈতন্য-মঙ্গল"প্রভৃতিগ্রন্থ পাঠে স্বয়ং অবগত হইবেন। "মুরারী গুপ্তের কড়চা"প্রভৃতি আরও বিস্তর প্রামাণিক গৌর-লীলাসন্দর্ভ বর্ত্তমান। যাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রকৃত ও প্রায়সমসাময়িক,যাঁহারা স্বচক্ষে বা স্বগুরু-চক্ষে গৌর-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,তাঁহাদের স্বরচিত সন্দর্ভ সাক্ষ্যে (আশাকরি) অন্ততঃ অনেকেরই গৌর মহিমা বিষয়ে সন্দেহ-অন্ধকার অন্তর্হিত হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদি যাঁহারা সংগ্রহ পূর্ব্বক অধ্যয়ন আলোচনাদি করিতে অসুবিধা বোধ করেন,তাঁহারা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "অমিয় নিমাই চরিত" পুস্তক পাঠ করুন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ। এ পুস্তক একাধারে গৌর-লীলার, ইতিহাস, কাব্য ও দর্শন স্বরূপ।

এক্ষণে কথা এই যে, গৌরাঙ্গ যদি অবতার হন, তবে তাঁহার অবতারত্বের মাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হিন্দুর বিচারে সিদ্ধান্ত-সমাধান পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপ্ত বা শাব্দ প্রমাণ—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণই তৎসম্পূরণে সমর্থ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণে গৌরাঙ্গকে অবতার স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎসম্বন্ধে আপ্ত প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের যোগ সিদ্ধ-জ্ঞান-দর্পণে অবশ্যই উহা অপ্রতিফলিত রহে নাই। অবশ্যই আর্য শাস্ত্রে উহার অন্ততঃ কিছু না কিছু উল্লেখ বা প্রমাণ পরিচয় আছেই। সুতরাং গৌরাঙ্গ যে ভগবান,গৌরাঙ্গ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের "রাধা-ভাব কান্তি-বিলাসরূপী"অবতার,অস্মদ্দেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ তৎসমর্থক কতিপয় শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণাদি সংগ্রহ করি

য়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"গৌরাঙ্গ ছন্ন অবতার, সুতরাং তাঁহারই ইচ্ছায় শাস্ত্রে তদ্বিবরণ একটু প্রচ্ছন্ন আছে; অর্থাৎ বিশদ-বিস্তৃতভাবে নাই; অথচ খুঁজিয়া বুঝিয়া দেখিলে, বিভিন্ন শাস্ত্রেই তাহার আভাষ, ইঙ্গিত, সংক্ষিপ্ত সংবাদ এবং কোথাও কোথাওবা নিস্পষ্ট বিবৃতিও দৃষ্ট হয়।" প্রাচীন গৌরাঙ্গ চরিতাখ্যায়ক বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকারগণ কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎপর এযাবৎকাল আরও কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা তাহার কতিপয় সংখ্যক বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এ দীন লেখক অশাস্ত্রজ্ঞ—অপণ্ডিত, সুতরাং উদ্ধৃত করিয়াই গৃহীতাবসর; ফলে লেখক-পক্ষ হইতে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমাধানের চেষ্টা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অতএব নিম্নোদ্ধৃত বচন-প্রমাণগুলির উপক্রম-উপসংহার-সমন্বয়, ব্যাখ্যা-বিবৃতি, বিচার বিতর্ক, খণ্ডন-সমর্থন, পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্তপক্ষ, এ সমস্তই গৌরাঙ্গাবতার-বাদের স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ পণ্ডিত-পাঠক-মণ্ডলীর জন্যই প্রতীক্ষিত রহিল।

গীতায়—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

(গৌরাঙ্গাবির্ভাব-কালে এতদ্দেশে শুষ্ক জ্ঞানমার্গীয় ন্যায়-তর্কের প্রবল প্রভাব, তান্ত্রিক "পঞ্চমকারাদির" অতি অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে ভক্তিমার্গীয় "ভাগবতধর্ম্মের" অত্যবনতি ঘটিয়াছিল।)

ভাগবতে—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ॥"

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

বায়ুপুরাণে—

"শুক্লো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহ্যো ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥"

স্কন্দপুরাণে—

"অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়া-মানুষ-কর্ম্মকৃৎ।"
"শ্বেতঃ সত্যযুগে বর্ণঃ রক্তস্ত্রেতা যুগে পুনঃ।
দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণোঽহং পীতঃ কলিযুগে স্মৃতঃ॥"

বামনপুরাণে—

"কলৌ ঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥"

ভবিষ্য পুরাণে—

"আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসরূপিণং॥"
"কলৌ সন্ন্যাসরূপেণ বিচরামি চরাচরম্॥"

গরুড়পুরাণে—

"কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥"
"অহমেব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
হরের্ণাম কীর্ত্তনেন তারয়ামি কলৌ নরান্॥"

কূর্ম্মপুরাণে—

"কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় সমুদ্ভবঃ।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু।"

লিঙ্গপুরাণে—

"ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য নামধৃক্॥"

শিবপুরাণে—

"কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

"অহমেব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
গ্রাহয়ামি হরৌ ভক্তিং কলৌ পাপহতান্নরান্॥"

ব্রহ্মপুরাণে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ইতি মুখাতমং প্রভোঃ।
হেলয়াশ্রদ্ধয়ারাধ্য সর্ব্বমার্থফলং লভেৎ।"

অগ্নিপুরাণে—

"শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।"

বিশ্বসার তন্ত্রে—

"গঙ্গায়া দক্ষিণেভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ॥
জনিষ্যতে প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥

কপিল তন্ত্রে—

"জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥"

মুক্তসঙ্কলিনী তন্ত্রে—

"কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতং।
দ্বাপরে নৈমিষারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল।
যথা দ্বিজমণি গৌরঃ সাক্ষাদবতরিষ্যতি॥"

কৃষ্ণযামলে—

"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।"

অনন্ত সংহিতায়—

"রাধিকাবল্লভঃকৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয়কাম্যয়া।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গরূপেণ নবদ্বীপে বিরাজতে॥
গোপীভাব প্রদানার্থং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ॥

মনুসংহিতায়—

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণুষ্বপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং॥"

[টীকা—"রুক্মাভং—(উপাসনাবিশেষে) শুদ্ধ স্বর্ণাভং। স্বপ্নধীঃ—আত্মধীঃ।"]

ভাগবতে—প্রহ্লাদস্তবে—

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং।
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ সত্বং॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।"

মুণ্ডকোপনিষদে—

"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং।
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়।
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

গোপালোপনিষদে—

"নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ॥"

ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ সহস্রনামে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।"

ইত্যাদি।

———

গৌরাঙ্গাবতারের বচন-প্রমাণ উপরে যেগুলি উদ্ধৃত হইল, তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি আছে। আমরা আপাততঃ সকলগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ফলে যাহা কিছু সংগৃহীত হইল, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, সর্ব্ব শাস্ত্র হইতেই গৌরাঙ্গাবতারের প্রমাণ-প্রয়োগ হইতেছে। এ সমস্ত হাসিয়া উড়াইবার বস্তু নহে।—উদাস্য উপেক্ষার বিষয় নহে। তিনটি মাত্র মৌখিক বর্ণ-ব্যয়ে "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া একটানে বিচারের বাহিরে নিক্ষিপ্ত করার জিনিস নহে। তবে কিনা, "গৌরাঙ্গ" "কৃষ্ণচৈতন্য" "শচী" "নবদ্বীপ" প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল-প্রমাণক পদগুলিযুক্ত বচনগুলিতে প্রক্ষিপ্ততার সন্দেহ আপাততঃ

হয়ত আসিতে পারে কিন্তু কথা এই যে, "এই সেদিনকার আমাদেরই বাঙ্গালী নিমাই চাঁদ মিশ্র কখনও অবতার হইতে পারেন না" এইরূপ অলংকৃত 'একগুঁয়ে' বিশ্বাস ভিন্ন নিশ্চয় "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া বুঝিবার কারণ নাই। গৌরাঙ্গের অবতার হওয়া যদি অসম্ভব না হয়, তবে উক্ত বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত না হওয়ারইবা অসম্ভাবনা কোথায়? যে ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধর্ষিগণ কলির অন্ত্য-সন্ধ্যায় সুদূর ভবিষ্যতের যুগাবতার কল্কীদেবের লীলা-বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, গৌরাঙ্গের অবতারত্ব সত্য হইলে, তাঁহারা কি কলির প্রথমসন্ধ্যার ছন্নরূপী সেই ভক্তি শিক্ষয়িতা ভক্তাবতারের বিষয়ে কিছুই বলিবেন না? বিশ্ব-দর্শন আর্য্যশাস্ত্রে কি তাহার অন্ততঃ আভাষ-ইঙ্গিত বা সংক্ষিপ্ত সংবাদও থাকিবে না? গৌরাঙ্গের কথা ঠিক খাটিয়া গিয়াছে, এই অপরাধেই কি উক্ত বচনগুলিকে 'প্রক্ষিপ্ত' জ্ঞান করিতে হইবে? বুঝিয়া দেখিলে, ইহা একরূপ হাস্যকর সিদ্ধান্ত। রাম-কৃষ্ণাদির অবতারব্যাপার বহুকাল হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্য ঐতিহাসিক সত্য; আর কল্কী অবতার অনেক দূরে। অতএব ঋষিদের তদ্বিষয়িণী ভবিষ্যদ্বাণি নিশ্চয় সত্য হওয়া সম্ভব; কিন্তু গৌরাঙ্গাবতার এই সেদিন বাঙ্গালায় হইয়া গিয়াছে, অতএব তৎপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কোন আর্ষ ভবিষ্যদ্বাক্যই অসম্ভব; এরূপ অর্থশূন্য "অতএব" গুলির আনীত সিদ্ধান্ত কখনও অবতারবিশ্বাসী হিন্দুর অনায়াস-গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মোটকথা, যদি স্বতঃসিদ্ধভাবে বা অনুমানাদি প্রমাণান্তর-প্রভাবে গৌরাঙ্গাবতার প্রকৃত বোধ হয়, তবে উক্ত বচনগুলিও প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে, অর্থাৎ গৌরাঙ্গাবতার-প্রতিপাদক আপ্ত প্রমাণ বলিয়া মানিতে বাধা নাই। আর যদি গৌরাঙ্গাবতার অপ্রকৃত মনে হয়, তবে ওগুলিও কাজেই প্রক্ষিপ্ত বা ভিন্নার্থক মনে হইবেই। কিন্তু তাই বলিয়া, গৌরাঙ্গাবতারে ঠিক বিশ্বাস হইলেই বচনগুলি ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা যেন কতকটা "সাঁতার শিখিয়া জলে পা দিব" বা "রোগমুক্ত হইয়া ঔষধ খাইব" এইরূপ প্রতিজ্ঞার ন্যায়! কেননা বচনগুলিতে বিশ্বাসই গৌরাঙ্গাবতারে পূর্ণ বিশ্বাসের প্রয়োজক; কারণ আপ্ত বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণে হিন্দুর মনস্তুষ্টি হয় না। শাস্ত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠতম আসন দিয়াছেন। ফলকথা, যদি গৌরাঙ্গাবতার বিশ্বাসের সাপেক্ষতায় তৎপ্রতিপাদক প্রমাণগুলি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ন্যায়শাস্ত্রের মস্তক ভক্ষণ করা হয়; অর্থাৎ তাহাহইলে প্রমাণকেই প্রমেয়দ্বারা প্রমাণিত করিতে হয়! তাহাহইলে অবস্থাটি এইরূপ দাঁড়ায়, যেন উক্ত বচনগুলির খাতিরেই গৌরাঙ্গকে অবতার হইতে হইয়াছে! যেন ঋষি বেচারিরা সোমরসের নেশার ঝোঁকে বচনগুলা শাস্ত্রে বসাইয়া প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন, কাজেই দয়াল ভগবানকে অগত্যা গৌরাঙ্গ সাজিতে হইয়াছে!

যাহাহউক, বিষয় অতি গুরুতর। বিষয়টি ধর্ম্মার্থী—ভগবদ্ভজনার্থী—জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশিষ্ট মানব মাত্রেরই আলোচ্য। বিশেষতঃ

হিন্দুমাত্রেরই, এবং সুবিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু-মাত্রেরই আলোচ্য যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালী ছিলেন। এই দীন কৃষ্ণাঙ্গ বাঙ্গালীকুলেই দীনবন্ধু গৌরাঙ্গ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত বচন-প্রমাণগুলির মধ্যে যে গুলিতে আপাততঃ প্রক্ষিপ্ততার সন্দেহ আসিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেগুলিকে মাত্র মনের বিশ্বাসেই "প্রক্ষিপ্ত" না বলিয়া, শাস্ত্রীয়তা সহযোগে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন, এবং যাহাতে একটু আবরিত ভাবে—অর্থাৎ আভাষে—ইঙ্গিতে বা অন্ততঃ সুসংক্ষিপ্ত সংবাদে "গৌরাঙ্গাবতার" সূচিত হইয়াছে, এরূপ অবশিষ্ট বচনগুলি ভিন্নার্থবাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এরূপ পণ্ডিত কেহ আছেন কিনা, জানিনা; কিন্তু অদ্যাপি সেরূপ কোন প্রতিবাদ-ব্যাখ্যাদি শুনি নাই বা সাহিত্যের বাজারেও প্রকাশিত দেখি নাই। যদি সেরূপ কিছু থাকে, তবে বোধহয় তাহার স্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট আলোচনা আবশ্যক। খাঁটি সোণার আগুণে ভয় কি? পরন্তু দ্বিধা-মনে সুধা খাইলেও ক্ষুধা যায় না। বিশেষতঃ এ বিংশ শতাব্দী, জড়-বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তি-তর্কের যুগ। এ যুগে লোক অন্ধকারে সন্দেশ খাইতেও চায় না, হাতে সোণা দিলেও লয়না! আলো চাই, প্রমাণ-পরীক্ষা চাই। তা প্রমাণ-পরীক্ষারইবা বাধা কি?—আপত্তি কি? একটি গ্রাম্য প্রবাদ এই যে, "সাচা গুড় আঁধারেও মিঠা।" প্রমাণ-পরীক্ষার বিচার-বিতর্ক আপাততঃ ভক্তি-বাধক বোধহইলেও, এই বিচার-বিতর্কের যুগে উহা অপরিহার্য্য বলিয়া, তদধিকৃত করিয়াও, ভক্তির আলম্বকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে হইবে। উহাকে বিতর্ক-বিজয়ী করিয়া নিতে হইবে।

"নৈষাতর্কেণ মতিরাপনীয়া" ইত্যাদি বেদ-বাক্য এবং "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি চিরপ্রচলিত বঙ্গীয় মহাজন-বাক্যের প্রতিবর্ণে—প্রতিমাত্রায় সত্য জ্যোতি সমুৎকীর্ণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবদ্বিষয়ে তর্ক-সংস্পর্শশূন্য স্বতঃসরল বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে অতি অল্প লোককেই ভাগ্যবান করে। যিনি সহজ বিশ্বাস ও তর্কানুশীলন, দুয়ের বাহির, তাঁহার আশা কোথায়? বরং বিশ্বাসের মূলভিত্তি ভাগ্যে না থাকিলেও, অন্ততঃ "তর্কে বহুদূর" বলিয়া একদিন না একদিন কিছু না কিছু হইলেও হইতে পারে। অনেক স্থলে, সরল সত্যজিজ্ঞাসুর তর্ক-ফলে অনুকূল সিদ্ধান্ত-সমাধান লাভ হইয়া, ভক্তি-বিশ্বাস অর্জ্জনের আনুকূল্য হয়, কিন্তু দুয়ের বাহির হইলে কোন আশা নাই। এইজন্য প্রমাণ-পরীক্ষার কথা কহিলাম। অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সহজ জ্ঞানের অভাবস্থলে বরং প্রমাণ-পরীক্ষা-লভ্য জ্ঞান গ্রাহ্য, কিন্তু উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য একান্ত অন্যায্য ও ত্যাজ্য।

গৌরাঙ্গাবতার বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বচন প্রমাণগুলি যদি তত্ত্বান্তরনিষ্ঠ বা অসত্য প্রতিষ্ঠ হয়, তবে আমাদের (বুঝিয়া দেখিলে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি সত্যপ্রতিষ্ঠ গৌরতত্ত্বনিষ্ঠই হয়, এবং আমরা উপেক্ষা নিদ্রায় নিদ্রিত থাকি, "হেলায়ে রতন হারাই" বা "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি," তবে বিশেষ ক্ষতির কথা বটে। অপিচ, সামান্য মানুষকে অবতারবোধে গ্রহণের ক্ষতি অপেক্ষা অবতারকে

সামান্য মানুষবোধে ত্যাগের ক্ষতি মহত্তর, সন্দেহ নাই। অবতারতত্ত্বে অবিশ্বাসী অহিন্দুর নিকট এ যুক্তি নগণ্য বা ন-কিঞ্চিৎ-কর হইলেও হিন্দুর পক্ষে কদাচ তাহা নহে। হিন্দু বুঝিবেন যে, অবতার জ্ঞানে মানুষের সাধনা করিলে, সাধকের তাহাতে সাধন-শক্তি বা প্রেম-ভক্তির অপচয় হইবে না, বরং স্থলবিশেষে সাত্বিক অনুশীলনে তাহার বর্দ্ধন-পোষণই হইবে এবং তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রণিহিত ইষ্ট বিষয়ে কিছুই অনিষ্ট হইবেনা ; কিন্তু অবতারকে সামান্য মানুষবোধে উপেক্ষা করিলে, তাহাতে অনেক করামলকবৎ লক্ষিত ইষ্টে বঞ্চিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তর্কস্থলে বলা যায় যে, যদি গৌরাঙ্গাবতার অলীক হন, তবে বহু-অবতার-সেবী হিন্দুর তাহাতে নিতান্ত নিরাশার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কলিযুগ পাবনরূপে—— সুলভ শান্তিবিধাতা স্বরূপে গৌরাঙ্গাবতার যদি সত্য হন, আর আমরা দুর্ভাগ্যদোষে দুর্বুদ্ধি-বশে তাঁহার শুদ্ধ শীতল আশ্রয় হারাইয়া ক্রমাগত কলিকল্মষ-কলঙ্কিত ও ত্রিতাপ-তাপিত হইতে থাকি, তবে তাহার ন্যায় নিদারুণ নিরাশা, ক্ষতি ও খেদের কারণ আর কি হইতে পারে ? এইজন্যই বলি, গৌরলীলার বিশেষ বিবরণাদি অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, অনুধ্যান আমাদের একান্ত আবশ্যক। এই দুর্লভ—অথচ চঞ্চল জীবনে ইহাতে আলস্য বা ইতস্ততঃ করা সুবুদ্ধিসঙ্গত বোধ হয় না।

অবশ্য "ঘষে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে পীরিত" হয় না সত্য ; কিন্তু স্বতঃসুরূপমূর্ত্তি কালী ঝুলী-মাখা হইলেও, যেমন ঘষে মেজে নিলে আবার রূপ হাসে, তেমনি স্বতঃসর্ব্ব-মনোহর পাত্রের শুভসঙ্গ ধরে বেঁধে করাই-লেও তাহাতে আপনি মনের অনুরাগ আসে; নচেৎ "মনোহর" শব্দের অর্থই যে অসিদ্ধ হয়। অতএব ভগবৎকৃপায় স্বতঃ-সম্ভাব-সুন্দর হিন্দু-হৃদয়ে কুশিক্ষা-কলঙ্ক না থাকিলে এবং স্বতঃসর্ব্বমনোহর গৌরাঙ্গচরিত অনুশীলিত হইলে, তাহাতে গৌরাঙ্গানুরাগ স্বতঃই সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা।

অপর, যদি হিন্দুর বিশ্বাসে যোগ্য মানুষে ঈশ্বরাবতারত্ব অশাস্ত্রসঙ্গত ও অস্বাভাবিক না হয়, তবে গৌরাঙ্গের ন্যায় অমন যোগ্যাতিযোগ্য পাত্রে ঈশ্বরাবতারত্বেরইবা অশাস্ত্রসঙ্গতি ও অসম্ভাবনা কি ? বাঙ্গালী জাতি কি এতই অভিশপ্ত যে, এ জাতিতে ঈশ্বরের অবতার হওয়া একান্তই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ? বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া, বাঙ্গা-লীর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া, বাঙ্গালা কথা কহিয়া কি ঈশ্বরের অবতার হওয়া একান্তই হিন্দুর দর্শন-বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ? বোধকরি অব-তারবাদী কেহই তাহা প্রমাণ করিতে পারি-বেন না। ঘরের লোককে ভগবানরূপে পাওয়া বড়ই ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। ঘরের লোক উপাস্য ঈশ্বরাবতার, ঘরের লোক ভোগ-মোক্ষ-দাতা, শান্তি বিধাতা, এ অপেক্ষা সুখ, সুবিধা ও সুকৃতির বিষয় সাধকের আর কি হইতে পারে? এ কথায় অবতার-অবিশ্বাসী অহিন্দু-মণ্ডলে হয়ত হাস্য-রসের তরল তরঙ্গ বহিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর-পক্ষে তদ্বিপরীত। ভাবিয়া দেখিলে, ব্যাপার বড় গুরুতর। যে ধর্ম্মার্থী হিন্দু প্রয়োজন-লাঘব-বোধে এবিষয়ে উদাসীন রহিবেন, তিনি সংসারে

অপর সহস্র গুণ-বিশেষণে বিভূষিত হইলেও তাঁহাকে "প্রকৃত বুদ্ধিমান" বলা যায় কিনা, সন্দেহ। ফলকথা, আমরা ঠকিয়া না যাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার অসার অভিমান-মোহে মজিয়া আমরা আত্মপ্রতারিত না হই। স্বর্ণ ফেলিয়া শূন্য অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন না করি। অধর-ধৃত সরল সুধাপাত্র স্বকরে সরাইয়া, কুটিল কালকূট গরল গলাধঃকৃত না করি, ইহাই প্রার্থনীয়।

শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, প্রধানতঃ এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ে হিন্দু-জাতি বিভক্ত। ইহার মধ্যে বৈষ্ণবের (বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবের) গৌরাঙ্গাবতারে বিশ্বাস একরূপ স্বাভাবিক, বলাযায়। ইহার ব্যতিক্রমে কলিতে কৃষ্ণভজনের অধিকারই অসম্ভব, ইহাও গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস। কৃষ্ণমন্ত্রে ইষ্ট সাধন এবং গৌরভক্তিতে তাহারই শক্তি-সঞ্চারণ ও সিদ্ধি সম্পাদন, ইহাই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের তত্ত্ব-সাধন-নীতি। বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গে একাধারে রাধা-কৃষ্ণ-যুগল মিলনের সমাবেশ! শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-বিলাস-লীলারূপী শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ, অস্মদ্দেশে আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব সাধক-সমাজে এই গুহ্য তত্ত্বের নিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাই গৌর-ভজনের ভিত্তিভূমি। অতএব গৌর-ভজন সম্বন্ধে বৈষ্ণবের পথ পরিষ্কার। তবে শৈব-শাক্ত প্রভৃতি সমাজস্থ স্থূলাধিকারিগণের আপাততঃ তদ্বিষয়ে একটু জটিলতা বোধ হইতে পারে।

বৈষ্ণবেতর অপর সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অনেকে হয়ত গৌরাঙ্গকে বড় জোর "ভগবদ্ভক্ত" মাত্র বলিতে প্রস্তুত। গৌরাঙ্গাবতার-বাদের পক্ষ হইতে ইহাকে "মন্দের ভাল" বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের "Second Edition" বলিয়া কৌতুকোক্তি করা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত বলা মন্দ নহে। "ভগবদ্ভক্ত" বিশেষণটি মানুষের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোত্তম, সন্দেহ নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে? উত্তর—ভগবদ্ভক্ত যে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-চরিত অবগত হইয়া, তাঁহাকে অতুল্য অসাধারণ ভগবদ্ভক্ত—সুতরাং মানবশ্রেষ্ঠ——নরোত্তম বলিয়া বুঝিতে পারিলেও উপকার আছে। ভক্ত ও ভগবানে বিশেষ নৈকট্য। রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি মানব মূর্ত্তিতে যেখানে অবতারত্ব, সেখানেই আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ মানবত্বই অবতারত্বের আধাররূপে প্রতিপন্ন। গৌরাঙ্গও ভক্তরূপী অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং ভগবদ্ভক্তের চূড়ান্ত আদর্শ স্বরূপ শ্রেষ্ঠতম মানবত্বে অবতারত্বের অসম্ভাবনা কোথায়? অতএব আদৌ "ভক্তশ্রেষ্ঠ" বোধে গৌরাঙ্গে ভক্তিমান হইয়া, ক্রমে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা-বিলাসের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা, তাঁহার সমসাময়িক দেশপ্রসিদ্ধ পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের স্বহস্ত-লিখিত গৌরতত্ত্ব সিদ্ধান্তের অবধারণা এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণাদির বিচারণা ইত্যাদিতে "গৌরাঙ্গবতার" বিশ্বাস-বিষয়ীভূত হন কিনা, তাহার অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাও ধর্ম্মসাধনার্থী মানব (বিশেষতঃ হিন্দু) মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। ফলে গৌরাঙ্গাভিমুখিনী চিদ্বৃত্তির কথঞ্চিৎ প্রাকৃতিক প্রেরণা ভিন্ন গৌরতত্ত্বানুসন্ধানে কাহারও প্রবৃত্তিই অসম্ভব। সকলের মূলেই প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠা;

তদ্ভিন্ন সহস্র চেষ্টাতেও কিছুই হয় না। মূলে যাহা নাই, ডালে তাহা কখনও ফলে না।

যে হেতু মূলেই হউক,গৌরাঙ্গের অবতারত্বে বিশ্বাস হইলে, বৈষ্ণব ব্যতীত অপর চতুরুপাসক সম্প্রদায় কিরূপে তাঁহার ভজনা করিবেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা যেরূপে ভজেন,সেইরূপেই গৌরাঙ্গ ভজিবেন। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষ হিন্দুমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস স্বাভাবিক। বৈষ্ণব বিশেষভাবে বিষ্ণু-উপাসক হইলেও সাধারণভাবে হিন্দুমাত্রেই বিষ্ণু-উপাসক। শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণুবিগ্রহ সর্ব্ব সম্প্রদায়স্থ হিন্দুরই গৃহ-দেবতা। এই বিষ্ণু ও কৃষ্ণ যেমন তত্ত্বতঃ একই বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস, গৌরাঙ্গাবতারে বিশ্বাস হইলে,কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গও তদ্রূপ একই বলিয়া হিন্দুর মানিতে হয়। যাঁহারা গৌরাঙ্গাবতার বিশ্বাসী, তাঁহারা সেই রূপই মানিতেছেন। গৌরাঙ্গ যদি স্বয়ং ভগবানই হন, তবে তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাসবান হইলে, তিনি বৈষ্ণবের বিষ্ণু-উপসনা যেমন সিদ্ধ করিবেন, শাক্ত-শৈবাদির শিব-শক্তি উপাসনাদিও তিনি তদ্বৎ সিদ্ধ করিবেন, সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ "ভক্তাবতার" (ভক্তরূপী অবতার) বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত, অতএব তাঁহার কৃপায় তাঁহার অবতারত্বে আন্তরিক বিশ্বাসকারী উপাসকমাত্রেরই ইষ্টভক্তি সুপুষ্ট ও ইষ্টসাধন সুসিদ্ধ হইবে, আশা করা যাইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তবে পঞ্চোপাসনাত্মক হিন্দু-শাস্ত্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে না,এবং তাহা হইলে গৌরাঙ্গকে হিন্দু-শাস্ত্র-বিপ্লাবী একাকারকারী বলিয়াবুঝিতে হয়; কিন্তু বোধহয় অনেকেরই সেরূপ বিশ্বাস নয়। অবতারের উপাসনাজনিত কার্য্যফল বিশেষভাবে সম্প্রদায়-বিশেষে বিকাশিত হইলেও, সাধারণভাবে উহা জাতি-সাধারণেরই সম্পত্তি। এই সাধারণতা অধিকার ও আবশ্যকতার অনুপাত অনুসারে অল্পাধিক পরিমাণে সমগ্র মানব জাতিতেই বিস্তারিত হয়। মনে করুন, রামাবতারের বিশেষ উপাসনা রামায়ৎ ("রামাৎ") বৈষ্ণব সমাজে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলেও, উহা হিন্দুমাত্রেরই সাধারণ অধ্যাত্ম সম্পত্তি। "রাম" হিন্দু-সাধারণেরই "তারকব্রহ্ম নাম।" কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধেও সেই কথা। অধিক বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন; সেই রাম—সেই কৃষ্ণই যদি কলিতে সেই গৌরাঙ্গ হইলেন, তবে গৌরভক্তিও অবশ্য হিন্দু-সাধারণের জাতীয় অধ্যাত্ম সম্পত্তি হইবে, সন্দেহ কি? গৌরাঙ্গের সমসাময়িক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত পুরীর রাজ-অধ্যাপক শ্রীমৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বচক্ষে স্বগৃহ কক্ষে গৌরাঙ্গ অঙ্গে রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ, এই তিন অবতারের একত্ব নিদর্শনস্বরূপ ধনুঃশর, মুরলী ও দণ্ড-কমণ্ডলুধারী "ষড়ভুজ" মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তি-বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে যে স্তব রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব-সন্দর্ভে প্রকাশিত আছে। প্রধানতঃ সেই ঘটনা-বিশ্বাস হইতেই যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌরাঙ্গ, এই বিশ্বাস বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌরলীলায় এ বিশ্বাসের প্রবর্ত্তক ও প্রবর্দ্ধক কারণান্তরেরও অভাব নাই। বিশেষতঃ গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ,ইহা প্রতিপন্ন হইলে, গৌরাঙ্গই রাম, এতৎপ্রতীতি অনায়াসসিদ্ধ; যেহেতু রাম-কৃষ্ণের একত্ব-প্রতীতি হিন্দু-হৃদয়ে স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতিরিক্ত-

শাস্ত্রের প্রথম স্বতঃসিদ্ধেই সুসিদ্ধ। অতএব গৌরাঙ্গাবতার সত্য হইলে, তিনি রামকৃষ্ণের ন্যায় হিন্দুজাতির সাধারণ উপাস্য কেন না হইবেন? অধিকন্তু, গৌরাঙ্গ ভক্তরূপী অবতার হওয়ায়, তিনি শুধু হিন্দুর নহেন, ভগবদ্ভজনার্থী মানব মাত্রেরই আদর্শ গুরুরূপে আরাধ্য হইবার যোগ্য।

আমরা গলাগলি ছাড়িয়া দলাদলিতেই তৎপর। ঈশ্বরের কাছে দলাদলি নাই। সকলই তিনি, তবে তিনি কি আপনার সঙ্গে আপনি দলাদলি করিবেন? শাক্ত-বৈষ্ণবে দলাদলি হইতে পারে, কিন্তু শক্তি ও বিষ্ণুতে দলাদলি সম্ভবে না; কারণ উভয়েই তত্ত্বতঃ একত্ব; কেবল রূপ নামের বা ধ্যান-মন্ত্রের ভিন্নত্ব, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতএব গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিলে, ইহাও মানিতে হইবে যে, তিনি স্বয়ং ভক্ত-বৈষ্ণব-ভাবে লীলা বিস্তার করিলেও, তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাসবান যে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসকেরই তিনি পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করিবেন। কেবল নাম-সাধন ও ভক্তি-ভজনই দীন হীন অল্পপ্রাণ অল্পজ্ঞান কলির জীবের উদ্ধারের উপায়, গৌরাঙ্গের শিক্ষায় ইহাই বিবৃত; সুতরাং গৌরাঙ্গভক্ত যে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসকই গৌরাঙ্গ-প্রসাদে স্বীয় ইষ্ট-পদে ভক্তিলাভ ও ইষ্টনাম-মন্ত্র-সাধনে শক্তিলাভ করিবার আশা কেন না করিবেন? অতএব গৌরাঙ্গাবতারের সত্যতায়, সর্ব্বসম্প্রদায়-নির্ব্বিশিষ্ট গৌরাঙ্গনিষ্ঠ মাত্রই স্বীয় ইষ্টভক্তির প্রকৃষ্ট পরিপুষ্টতায় চরিতার্থ হইতে পারেন।

অধিক কি, আত্মার অমরত্বে, পরলোকের অস্তিত্বে ও ভগবানের ভক্তিপ্রিয়ত্বে যাঁহার বিশ্বাস, তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, যথার্থ ধর্ম্মার্থী হইলেই তিনি গৌর ভজন-প্রয়োজনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। গৌরলীলা অনতিদূরবর্ত্তীকালের ঐতিহাসিক সত্যে সমুদ্ভাসিত, অতএব ওরূপ ধারণাতীত—চিন্তাতীত—কল্পনাতীত অসাধারণ ভক্তি লীলা দেখাইয়া যিনি জগৎকে চমকিত—স্তম্ভিত—মোহিত করিয়াছেন, তিনি যিনিই হউন, তিনি আজ তাঁহার অতুল অমৃত সত্তায় পরলোকে বা যে কোন লোকে যে কোন লীলায়ই বিরাজিত থাকুন, তাঁহার ভক্তের আধ্যাত্মিক উপকার তাঁহার মহিমায়——তাঁহার কৃপায় অবশ্যই সম্পাদিত হইবে। ধর্ম্মজগতে তিনি পূর্ণ আদর্শপুরুষ, অতএব ধর্ম্মার্থী বা ভগবদ্ভজনার্থী মানব তাঁহার ন্যায় ওরূপ ভক্তি-পথ-প্রদর্শক গুরু আর কোথায় পাইবেন? সামান্য শাক্ত-বৈষ্ণবে, হিন্দু-ব্রাহ্মে বা খ্রীষ্টিয়ান-মুসলমানে ধর্ম্ম বিতর্ক-বিবাদ বাধিতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদ-তুলসীদাসে, রামকৃষ্ণে-বিজয়কৃষ্ণে, ওমরে-লুথরে কখনও বিবাদ বাধিবে না। ধর্ম্মার্থী মানব (হিন্দুর ন্যায় অবতারতত্ত্ব না মানিলেও) যীশু, মহম্মদ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, ইঁহাদের সকলকেই অন্ততঃ "মহাপুরুষ" বোধে অবশ্যই মানিবেন। তবে অবশ্য নিজের মতে—নিজের পথে—আত্ম ইষ্টে একান্তনিষ্ঠ হইবেন। রাম-সর্ব্বস্ব হনুমান বলিয়াছিলেন,——

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥"

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"সব্‌সে পশিয়ে সব্‌সে রসিয়ে,
সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহিয়ে
বৈঠে আপ্‌না ঠাম॥"

ফলে উপাসক মাত্রেই স্বেষ্ট-সাধনে দৃঢ়-নিবিষ্ট থাকিলেও গৌরভক্তির ফলে তাহাতে আশাতীত উন্নতিলাভ করিবেন, এ আশা অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, গৌরাঙ্গের লীলা-সাক্ষ্যেই সুপ্রমাণিত হয় যে, তাঁহার ন্যায় ভক্তিসাধক—পরমার্থ-শিক্ষা-প্রচারক আদর্শ ধর্ম্মসংস্কারক কোন যুগে কোন দেশে কোন জাতিতে আর হয় নাই। হইবে কিনা, ভগবান জানেন।

গৌরাঙ্গের ভগবৎসত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রোক্তি সমূহ, গৌরাঙ্গের ভাগবতী চরিত-লীলা, তাৎকালিক ভারতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থদ্বয় পুরুষোত্তম ও কাশীধামের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতদ্বয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য ইত্যাদির অনুকূলতায়, সর্ব্বোপরি ভক্তিভাব-প্রবণ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণায় যিনি গৌরাঙ্গকে "ভগবান" ভাবিতে পারেন, তাঁহার ত কথাই নাই, কিন্তু যিনি অন্ততঃ "পূর্ণ ভগবদ্ভক্ত" "মহামহিম পুরুষ" "আদর্শধর্ম্মসংস্কারক বা ধর্ম্ম-প্রচারক" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্যভাবেও তাঁহাতে ভক্তিমান হইবেন, তাঁহারও বোধ হয় নিরাশ হইবার কারণ নাই। আশাকরি, তিনিও কৃপা-সিন্ধু গৌরাঙ্গের কৃপায় বঞ্চিত হইবেন না। গৌর-কৃপায় যথার্থ গৌরতত্ত্ব-বোধে তিনিও ক্রমশঃ অধিকারী হইবেন।

গৌরাঙ্গ তখনও ছিলেন, এখনও আছেন তিনি স্বীয় অনন্ত অমৃতসত্ত্বে ও ভক্তের হৃদ্‌পদ্মে চিরবিরাজিত থাকিবেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে একটি পরমাদৃত মহাজন-প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে,—

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

ভক্তিমানের তুল্য ভাগ্যবান আর কে? যে ভাগ্যবান ভক্ত গৌরলীলা-রসে নিত্য নিমগ্ন, গৌরতত্ত্ব-বোধার্থী তাঁহার সঙ্গ করিলেই সিদ্ধকাম হইবেন। আমাদের ন্যায় অধম অভক্তের শত প্রবন্ধ ও সহস্র বক্তৃতাতেও সে আশা নাই। "স্বয়মশুদ্ধঃ কথং পরান্ শোধয়তি?" আপনি অশুদ্ধ যে, অন্যে কি শোধিবে সে? তবে যদি ভগবৎ কৃপায় এই সব আলোচনায় আমাদেরই পাষাণ-প্রাণে একটু উদ্দীপনার আনুকূল্য হয়, এইমাত্র আশা। আমাদের ব্যক্তিগত মত এ ক্ষেত্রে আকিঞ্চিৎকর।

যাহাহউক শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়িণী আলোচনায় এপ্রবন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, তাহার সুসংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এইরূপ—

গৌরাঙ্গ ভগবানই হউন বা ভক্তই হউন, তিনি ভজনীয়। গৌরাঙ্গ শুধু বৈষ্ণবের নহেন, তিনি শাক্ত-শৈব প্রভৃতিরও বটেন। গৌরাঙ্গ সমগ্র হিন্দু-জাতির। গৌরাঙ্গ শুধু হিন্দুর নহেন, কিন্তু মানবজাতির। গৌরাঙ্গ প্রেমিকের প্রাণ, কিন্তু পাষণ্ডের ত্রাণ। গৌরাঙ্গ ভক্তের জীবন—তথা ভাক্তের পাবন। গৌরাঙ্গ সাধুর আনন্দ—পাপীর আশা। ফলে গৌরাঙ্গ যে কি, তাহা গৌরাঙ্গই জানেন! কবি ঠিক গাহিয়াছেন,—

গোরার তুলন গোরা—অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী-পূজন যথা জাহ্নবীর জলে॥

উপসংহারে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান-বোধে ভজনা করেন, তাঁহাদের সেই গৌরাঙ্গ-পদ কমলসেবী কর কমলে নিম্নের গৌরাঙ্গবিষয়িণী কবিতাটি নিবেদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

[বাঙ্গালীর সৌভাগ্য।]

(১)

জাননা বাঙ্গালি! তুমি কত ভাগ্যবান,
উদিত তোমারি ঘরে স্বয়ং ভগবান!
তোমারি বাঙ্গালীরূপে, তোমারি ধরণে,
তোমারি মতন ধুতি-চাদর পরণে।
শ্রীঅঙ্গে তোমারি মত কোঁচার বাহার,
শ্রীপদে তোমারি মত চটী ব্যবহার!
শ্রীমুখে বাঙ্গালী-বুলি তোমারি মতন;
ভাব-ভঙ্গি তোমারি—তোমারি আচরণ।
তোমারি মতন ঠিক তেলে জলে নেয়ে,
তোমারি মতন ঠিক শাক-ভাত খেয়ে,
বিকাশি বাঙ্গালী-রূপ—বাঙ্গালী-শ্রীছাঁদ,
ধরিলা বাঙ্গালী-নাম শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ!

(২)

এ হতে বাঙ্গালি! তব সৌভাগ্য কি আর?
তব নবদ্বীপে সপ্তদ্বীপার উদ্ধার!
তোমারি "স্বজাতি" নরজাতি-ত্রাণকারী,
জন্মিলা তোমারি কুলে অকুল-কাণ্ডারী!
ধন্য ধন্য বাঙ্গালার পুণ্য-পুরস্কার,
বিরিঞ্চি—বাঞ্ছিত নিধি বঙ্গের কুমার!
দেখুক্ ভুবনবাসী ভক্তি-আঁখি মেলে,
দেবের দুর্ল্লভধন বাঙ্গালীর ছেলে!
বাঙ্গালায় জগতের শুভ আশীর্ব্বাদ.
বাঙ্গালী "জগন্নাথের" ঘরে জগন্নাথ!
দেখ আসি ভববাসি! যদি ভাগ্য খোলে,
যশোদা-দুলাল দোলে শচীমা'র কোলে!

(৩)

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেও যোগীন্দ্র-জীবন,
কলিতে বাঙ্গালিনীর যাদু-বাছা-ধন!
যুগ-তপস্যায় যোগী যে পায় না পায়,
শচীমা সে বাঙ্গাপায় হলুদ মাখায়!
নাহেন নদীয়া গঙ্গা-নীরে গোরারায়,
নিজ পদোদক দেন নিজেই মাথায়!
কমলা-কোলে যে পদ-কমল-সুন্দর,
সে পদ এ নদীয়ার ধূলায় ধূসর!
কালো বাঙ্গালীর কোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
কলিতে শ্রীরাধাকান্ত রাধা-কান্তিধর!
গহন মোহন গৌরলীলা-তত্ত্ব-বোধ,—
প্যারীর পরম-প্রেম-ঋণ-পরিশোধ।

(৪)

কলিতে অল্পায়ু নর, অল্পবুদ্ধি-বল,
তাইসে অল্পেতে হয় সাধন সফল।
অল্পায়াসে অল্পকালে সিদ্ধির বিধান—
করুণায় করিলেন করুণানিধান।
বিশেষ অশেষ কৃপা-কৌমুদী বিতরি,
গৌরচন্দ্র রূপে বঙ্গে অবতীর্ণ হরি!
হরিনাম—হরিনাম—হরিনাম সার,
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর।
গোলকবিহারী হরি গৌরহরি সেজে,
দিলা হেন হরিনাম আচণ্ডালে যেচে।

নিতাই-অদ্বৈত সঙ্গে নিত্য নবরঙ্গে,
ভাসাইলা বঙ্গ হরি-প্রেমের তরঙ্গে!

(৫)

বহু তপস্যায় যায় জনম-মরণ,
দু অক্ষরে কলিতে এ দুয়েরি হরণ!
সেই দু-অক্ষর শুধু "হরি" নাম-ধ্বনি,—
বিলাইলা বাঙ্গালার গৌর গুণমণি।
দুর্লভ হরিনামের সুলভ সাধন
শিখিলা বাঙ্গালা হতে জগতের জন!
বাঙ্গালীর শিষ্য হ'ল সর্ব্বদেশী লোক;
বঙ্গ-ঋণে বদ্ধ হল সমগ্র ভূলোক!
এক গৌর-রূপে—আর এক হরিবোলে,
আদরে বসিল বঙ্গ বসুধার কোলে!
সে বঙ্গের কোলে বসি বঙ্গ-সুতগণ!
জাগাও শ্রীহরি-ধ্বনি—জাগাও ভুবন!

(৬)

তুচ্ছ ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ প্রান্তে পৃথিবীর,
প্রেমলীলা-ক্ষেত্র হ'ল পৃথিবী-পতির!
কলিকালে বঙ্গ-ভালে কি সৌভাগ্য-যোগ!
হারা'ও না বঙ্গবাসি! এ স্বর্ণ-সুযোগ।
অশিলক্ষ যোনি ভ্রমি মানব হয়েছ,
কর্ম্মভূমি এ ভারতে জনম পেয়েছ;
তাহে গৌর লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে ঘর;
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য আছে এর পর?
তাই বলি হে বাঙ্গালি! সব দুঃখ ভুলে,
গৌর-প্রেমানন্দে মজ মনোপ্রাণ খুলে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে কভু এ কলি-দুর্দ্দিনে,
কারো না হইবে শক্তি গৌরভক্তি বিনে।

(৭)

তাই বলি হে বাঙ্গালি! গৌরাঙ্গ-সজাতি!
গৌর প্রেমে মজ—গৌর ভজ দিবারাতি।
ভক্তিভরে ধর করে করতাল-খোল,
গৌর প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল।
গৌর ভেবে গৌরভাবে হইয়ে বিভোল,
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল!
গৌরহরি-ভাবে ভবে দেও সবে কোল,
ভ'ব হরি, জপ হরি, বল হরিবোল!
গৌরহরি ধ্বনি ধন্য বাঙ্গালার কোল;
বাঙ্গালি! হওহে ধন্য বলে হরিবোল!
গৌরহরি হয়ে হরি বলে হরিবোল,
হরি সহ অহরহ বল হরিবোল!

— —

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শুনঃশেপ।

হরিশ্চন্দ্র নামে ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার শত জায়া ছিল, কিন্তু কাহারও গর্ভে পুত্র জন্মে নাই। তাঁহার গৃহে নারদ ও পর্ব্বত নামক দুই ঋষি বাস করিতেন। রাজা একদিন নারদকে বলিলেন যে, হে নারদ! মনুষ্য, এমনকি পশুরাও পুত্র কামনা করিয়া থাকে; পুত্রের দ্বারা কি লাভ হয়, আমাকে তাহা বলুন। নারদ বলিলেন যে, পিতা পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্ন জীবন রক্ষা করে, বস্ত্র শীত নিবারণ করে, সুবর্ণ দ্বারা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, জায়া বন্ধুর সমান, কন্যা দয়ার পাত্রী কিন্তু পুত্র জ্যোতিঃস্বরূপ। পতিই পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করেন, এবং দশম মাসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। পতি পত্নীতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, পত্নীকে "জায়া" বলা হয়। (তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ) পুত্রাভাবে রাজা বড়ই দুঃখিত ছিলেন। নারদ রাজাকে

বরুণ সন্নিধানে পুত্র প্রার্থনা করিতে এবং পুত্র জন্মিলে, তাহাকে বরুণের নিকট বলিপ্রদান করিতে উপদেশ দিলেন। হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন, এবং পুত্র জন্মিলে, উহাকে বলি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম রাখা হইল রোহিত। তখন বরুণ রাজাকে বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এখন উহাকে আমার নিকট বলি প্রদান কর। রাজা বলিলেন, পশ্বাদি দশম দিবসের পূর্ব্বে বলির উপযুক্ত হয় না। দশ দিন গত হইলে তবে বলি প্রদান করিব। দশ দিন গত হইল, তখন বরুণ পুনর্ব্বার চাহিলেন, রাজা বলিলেন যে, দন্ত না উঠিলে বলি দেওয়া যায়না। দন্ত উঠিলে বরুণ পুনর্ব্বার আসিলেন, কিন্তু রাজা বলিলেন, দন্ত না পড়িলে বলি দেওয়া যায় না। দন্ত পড়িল, তখন রাজা বলিলেন, দন্ত পুনর্ব্বার না উঠিলে বলি দেওয়া যায় না। দন্ত পুনর্ব্বার উঠিল, তখন রাজা বলিলেন যে, ক্ষত্রিয় সন্তান অস্ত্র-সজ্জিত না হইলে বলির উপযুক্ত হয় না। রোহিত অস্ত্র-সজ্জিত হইলেন, বরুণ পুনর্ব্বার বলি প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা পুত্র রোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন যে, হে পুত্র! যিনি তোমাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আমি তোমাকে বলি প্রদান করিব। রোহিত তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি ধনুর্গ্রহণ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।

বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে আশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহার উদর স্ফীত হইল; অর্থাৎ রাজা জলোদরী রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। এদিকে রোহিত ছয় বৎসর ধরিয়া অরণ্য-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অরণ্যে তিনি অজী-গর্ত্ত নামক এক ঋষির দেখা পাইলেন। অজী-গর্ত্ত অন্নাভাবে সপরিবারে উপবাস করিতে-ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল, তাহাদিগের নাম শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ, শুনোলাঙ্গুল। রোহিত ঋষিকে বলিলেন যে, আমি তোমাকে শত গাভী প্রদান করিব, আমার পরিবর্ত্তে তোমার এক পুত্রকে বলি দিতে হইবে। অজীগর্ত্ত বলিলেন যে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না; তাঁহার পত্নী বলিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না। উভয়েই মধ্যম পুত্রকে দিতে সম্মত হইলেন। রোহিত তাহাদিগকে শত গাভী প্রদান করিয়া শুনঃশেপকে লইয়া পিতৃসমীপে গেলেন এবং বলিলেন, আমার পরিবর্ত্তে ইহাকে বলি প্রদান করুন। হরিশ্চন্দ্র বরুণকে ঐ কথা বলিলেন এবং বরুণ তাহাতে সম্মত হইলেন। রাজা রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং ঐ যজ্ঞের অভিষেচনীয় দিনে পশুস্থানে নর-বলি দিবার ব্যবস্থা হইল।

এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়াস্য উদ্গাতা ছিলেন। বলি দিবার সময় শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিতে লোক পাওয়া গেল না। তখন শুনঃশেপের পিতা অজীগর্ত্ত বলিলেন, আমাকে আর এক শত গাভী দেও, আমি উহাকে বন্ধন করিব। তৎপরে তাহাকে হত্যা করে, এমন লোকও পাওয়া গেলনা। তখন অজীগর্ত্ত বলিলেন, আমাকে আর এক শত গাভী দেও, আমি উহাকে বধ করিব। তিনশত গাভী প্রাপ্ত হইয়া অজীগর্ত্ত স্বীয়

পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিতে চলিলেন। তিনি যখন অসি শাণিত করিতে লাগিলেন, তখন শুনঃশেপ বুঝিতে পারিলেন যে,তাঁহাকে পশুর মত বধ করা হইবে। তখন তিনি দেবতাদিগকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতাদিগের স্তব করিতে করিতে তিনি বন্ধন বিমুক্ত হইলেন. এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগবিমুক্ত হইলেন।

এই সময় ঋত্বিকেরা শুনঃশেপকে বলিলেন যে, তুমিও এ যজ্ঞের কার্য্য সম্পন্ন কর, এবং তিনি তাহা করিলেন। যজ্ঞান্তে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের কোলে গিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার পিতা অজীগর্ত্ত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,হে ঋষি! আমার পুত্র আমাকে পুনর্ব্বার দান কর। বিশ্বামিত্র বলিলেন,দেবতারা ইহাকে আমাকেই দিয়াছেন। তদবধি শুনঃশেপের নাম দেবরাত হইল। তখন অজীগর্ত্ত শুনঃশেপকে বলিলেন যে, তোমার মাতা এবং আমি তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি বাটীতে ফিরিয়া আইস। শুনঃশেপ উত্তর করিলেন, আমা অপেক্ষা তিনশত গাভী তোমার নিকট বড় হইল,এবং শূদ্রও যে কার্য্য করিতে না পারে, তুমি তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে! অজীগর্ত্ত বলিলেন যে, আমি যে পাপ-কার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি, তোমাকে শত গাভী প্রদান করিব, তুমি ফিরিয়া আইস। শুনঃশেপ বলিলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য একবার করিতে পারে, সে তাহা পুনর্ব্বারও করিতে পারে। তুমি এখনও শূদ্রজনোচিত নৃশংসতা পরিত্যাগ করিতে পার নাই; তোমার সহিত পুনর্ব্বার মিলন হইতে পারে না। বিশ্বামিত্রও বলিলেন যে, এ কার্য্যের পর মিলন অসম্ভব। বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন,অজীগর্ত্ত যখন অসি হস্তে করিয়া পুত্রবধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল,তখন তাহার কি ভীষণমূর্ত্তিই হইয়াছিল। হে শুনঃশেপ! তুমি ইহার পুত্র হইওনা, আমি তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব। শুনঃশেপ বলিলেন, আমি অঙ্গিরস-বংশ-সমুৎপন্ন, তোমার পুত্র হইব কিরূপে? বিশ্বামিত্র বলিলেন, তুমি আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্র হইবে, এবং আমার দৈব ধন সমুদায়ই তোমার হইবে। বিশ্বামিত্র তখন মধুচ্ছন্দা, ঋষভ, রেণু,অষ্টক প্রভৃতি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন,হে পুত্রগণ! দেবরাত তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন।

শুনঃশেপের আখ্যান ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে সংক্ষিপ্তভাবে গৃহীত হইল। অতি প্রাচীন কালেই যে ভারতবর্ষ হইতে নরবলি প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, শুনঃশেপের বৃত্তান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শুনঃশেপ একজন বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা এবং ঋগ্বেদ তাঁহার মন্ত্রদৃষ্ট হয়। এই বৃত্তান্তটি পাঠ করিলে, বিশ্বামিত্রই যে শুনঃশেপের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন,তাহা বোধহয়। যখন অজীগর্ত্ত শুনঃশেপকে লইতে চাহিলেন, তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তাঁহাকেই দেবতারা শুনঃশেপকে দিয়াছেন, এবং পরে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের অন্তিকে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার পুত্ররূপে গৃহীত হইলেন। ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়দিগের দত্তক-পুত্ররূপে গৃহীত হইতেন, এতদ্দ্বারা তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে। যে ধন যে প্রাচীন ভারতে পরম ধন ছিল, এ প্রবন্ধে তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। এইপ্রকার বৈদিক আখ্যানগুলিই প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য সমাজের অবস্থা পরিজ্ঞানের ঐতিহাসিক উপায় স্বরূপ।

মীমাংসা দর্শনম্।

[জৈমিনি সূত্রং]

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া, অতঃপর মীমাংসাচার্য্য মহর্ষিপ্রবর জৈমিনি "বিধিবন্নিগদ" নামক বেদবাক্যাবলীর বিচার করিতেছেন। এই সমস্ত বাক্য আপাততঃ বিধিবাক্যের ন্যায় প্রতীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহারা বিধিবাক্য নহে, স্তাবক মাত্র। বিহিতবস্তুর স্তুতিকরাই উহাদিগের উদ্দেশ্য। "বিধিবৎ নিগদ্যতে" (বিধির ন্যায় কথিত হইতেছে) এই জন্যই ইহাদের নাম "বিধিবন্নিগদ।" ঐ সকল বাক্যে বিধিভ্রম উপস্থিত হওয়ায় উহারা বিধি, কি অর্থবাদ, তাহা নিশ্চয়করা আবশ্যক, সুতরাং উহাদিগকে বিধিবাক্য বলিয়াই "পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে। যুক্তিবলে উহাদিগের অর্থবাদত্ব প্রমাণীকৃত হইলে আর বিধি বলিয়া ভ্রান্তি হইবে না!

পূর্ব্বপক্ষাবলম্বীর প্রথম সূত্র যথা,—

বিধির্ব্বাস্যাদপূর্ব্বত্বাদ্বাদমাত্রংহ্যনর্থকং। ১৯

পদপাঠঃ। বিধিঃ। বা। স্যাৎ। অপূর্ব্বত্বাৎ। বাদমাত্রং। হি। অনর্থকং।

ব্যাখ্যা। বিধিঃ—বিধি অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য। বা—(পক্ষান্তরে) স্যাৎ—হইবে। অপূর্ব্বত্বাৎ—অপূর্ব্ব পদার্থ প্রতিপাদন করিতেছে এইজন্য। বাদমাত্রং—অর্থবাদ হইলে উহা বাদমাত্র। (যেহেতু অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থবোধনে তাৎপর্য্য নাই।) হি—যেহেতু। অনর্থকং—ব্যর্থ হইয়া যায়। (নিষ্ফল হইয়া যাওয়া অপেক্ষা অপূর্ব্ব বিধি বলিলে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় এবং মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং বিফল অর্থবাদ বলা যায় না "বিধি"—বলাই সর্ব্বদিক সঙ্গত। পূর্ব্বপক্ষের এই একটী সাধারণ যুক্তি।)

বঙ্গার্থঃ। বিধির ন্যায় প্রতীত বিধিবন্নিগদ নামক বেদবাক্যগুলি বিধিই হইবে কিম্বা অর্থবাদ বলা যাইবে এইরূপ সংশয় সম্মুখীন হইলে বাদী বলিতেছেন, উহারা বিধি। যেহেতু অপূর্ব্ব অজ্ঞাত অর্থ বিধান করাই বিধির কার্য্য,ইহাতেও তাহাই দেখিতে পাইতেছি। যদি ঐগুলিকে অর্থবাদ বলা হয়, তাহারা উহা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে, কেন না অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। আর অর্থবাদ হইলে উহারা অনর্থক।

বিশদব্যাখ্যা।—"বা" শব্দেরদ্বারা পক্ষান্তর সূচিত হইয়াছে। "বিধির্ব্বা উত অর্থবাদঃ" এইরূপ সংশয় (অধ্যাহারদ্বারা) প্রদর্শিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সন্দেহ দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষের নির্ণয় বলিতেছেন "স্যাৎ" বিধিরেব।" উহাকে বিধিবাক্যই বলিব। অপূর্ব্বত্বাৎ—পূর্ব্বে যাহা কোনও

প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই তাহাই যাহা-দ্বারা জানা যায় তাহাকে বিধি বলে। এই বিধিই এখানকার পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রেত। বেদে যে সকল যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড বিহিত-হইয়াছে তৎসমস্তই অপূর্ব্ব পদার্থ। যাগ করিলে স্বর্গ হয় ইহা লোকতঃ জানা যায় না, বেদবাক্যের দ্বারাই অবগত হইতে হয়। যেসকল পদার্থ অপূর্ব্ব, তৎপ্রতিপাদনই বিধির কার্য্য, সুতরাং নিগদবাক্য পূর্ব্বে সর্ব্বথা অজ্ঞাত পদার্থ জ্ঞাপক বলিয়া উহাকে বিধিই বলিব।

বাক্যটী আলোচনা করিলে ইহার রহস্য অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। "ঔদুম্বরো যূপোভবতি ঊর্গ্বা উডুম্বর ঊক্‌পশবঃ ঊর্জ্জৈবাস্মা ঊর্জ্জং পশূনাপ্নোতি ঊর্জ্জোবরুদ্ধ্যৈ।" ইহা একটী বিধিবন্নিগদ। উডুম্বর যূপ করিলে পশ্বাদি প্রাপ্তিফল হইবে। এইরূপ ফলবিধান এবং প্রয়োজনাদিও এই বাক্যে শ্রুত হইয়াছে। যূপ-কাষ্ঠ সাধারণের অপরিচিত নহে। পশুযাগে পশুবন্ধনের জন্য যূপ কাষ্ঠ আবশ্যক হইত। ঐ যূপকাষ্ঠ খদিরাদি বৃক্ষ হইতেই গ্রহণ করা হইত। এখানে বলা হইতেছে, উডুম্বর বৃক্ষজাত যূপ-কাষ্ঠ যজ্ঞে ব্যবহার করিলে পশুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এই পদার্থটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উডুম্বর বৃক্ষের যূপকাষ্ঠের এরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য আছে ইহা লোকতঃ অবগত হওয়া যায় না। ইহাকে বিধিবাক্য বলিলে কোনও দোষ হয় না। যদি ঐ বাক্য অর্থবাদ মাত্র হয়, তবে উহা বৃথা হইয়া গেল। অর্থবাদ স্তুতি করুক আর নাই করুক তাহাতে বিধের কিছু আসে যায় না, কারণ অনেক বিধানের স্তাবক অর্থবাদ নাই। বিধিবাক্যে যদি উহার ফলবত্তা অবগত হওয়া যায়, তবে ফলার্থী পুরুষ অবশ্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যে কর্ম্মের যে বিহিত ফল, তাহা দেখিয়াই লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। স্তুতি করিবার বিশেষ দরকার দেখা যায় না। সুতরাং অর্থবাদ পক্ষে ঐ বাক্য একেবারে নিষ্ফল। যদি বলা যায় যে, অর্থবাদ প্রবৃত্তির দৃঢ়তা জন্মায়। প্রশংসা শ্রবণ করিলে কার্য্যে সম্যক্‌ উৎসাহ হয়। এইজন্য অর্থবাদের আবশ্যকতা থাকায় উহাকে অনর্থক বলা অনুচিত। তাহার উত্তরে বলিতে হইবে। বিধিপক্ষে শ্রুতিবলেই বিধানের জ্ঞান জন্মে। অর্থবাদ পক্ষে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। কেননা, প্রশংসাবোধক কোনও শব্দ নাই। ইহা এই-রূপ ফলপ্রদান করে, অতএব প্রশস্ত, সুতরাং ইহা করা উচিত। এইপ্রকারে প্রশংসা কল্পনা করিতে হয়। লক্ষণা অপেক্ষা শ্রুত পদার্থ সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ, অতএব লক্ষণা স্বীকার করিয়া উহাকে অর্থবাদ বলারচেয়ে শ্রুতিবলে সকল বিধিবাক্য বলাই বিশেষ সঙ্গত।

ইহার পরে পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা উত্থিত হইতেছে যথা—

লোকবৎ ইতিচেৎ। ২০

পদপাঠঃ। লোকবৎ। ইতি। চেৎ।

ব্যাখ্যা। লোকবৎ—লোকে যেরূপ দেখা-যায় সেইরূপ। ইতি—ইহা। চেৎ—যদি-বলা যায়। (অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না এইরূপ প্রতিবাদাংশটুকু পরসূত্রে রহিয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। স্তুতি ব্যর্থ নহে, ইহার উপ-যোগিতা সাধারণতঃ লোক দৃষ্টান্তেই অবগত

হওয়া যায় এইরূপ যদি বলা হয়। ("তাহাও হইতে পারে না" এই টুকু পরসূত্রে আছে ; পরসূত্রের সহিত ইহার অন্বয় করিতে হইবে।)

বিশদব্যাখ্যা।—প্রশংসা অনর্থক নহে, কারণ লৌকিক বাক্যগুলির রহস্য অন্বেষণ করিলেও তাহাকে প্রেরোচনার কারণ প্রশংসা ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। দেবদত্তের এই গরুটী দুগ্ধবতী, স্ত্রীবৎস (বকনাবাছুর) প্রসব করে, ইহার বৎস কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, অল্পমাত্র আহারেই ইহার তৃপ্তি সংসাধিত হয়, অতএব ইহাকে ক্রয় করা উচিত।" এই লৌকিক বাক্যে প্রশংসার কার্য্য কারিতা দেখা যাইতেছে। শুদ্ধ মাত্র "এই গরু ক্রয় করা উচিত" বলিলে তাহাতে ক্রেতার আকর্ষণের কোনও জিনিষ নাই বলিয়া আগ্রহ হয় না। কিন্তু উহার গুণগ্রাম শুনিলে তাহাতে আপনা হইতে ক্রেতা আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। বৈদিক বাক্যেও সেইরূপ হইতে পারে। কতকগুলি ঔদুম্বর যূপের প্রশংসা শুনিলে অবশ্যই অনুষ্ঠাতা উহাতে প্ররোচিত ও প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই, সুতরাং প্রশংসার অভ্যন্তরে আবশ্যকতা রহিয়াছে। অর্থবাদ পক্ষের এই কথা বিধিপক্ষ (পূর্ব্বপক্ষবাদী) অনুপযুক্ত বলিতেছেন।

বর্ত্তমান সূত্রে আশঙ্কার মূল্য নাই ইহা বলা হইতেছে।

ন, পূর্ব্বত্বাৎ। ২১

পদপাঠঃ।—ন। পূর্ব্বত্বাৎ।

ব্যাখ্যা।—ন—প্রশংসা অনর্থক নহে ইহা বলিতে পারাযায় না (কেননা) পূর্ব্বত্বাৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তে যে সকল প্রশংসা বাক্য শুনিয়া লোকে দৃঢ় প্রযত্ন ও প্ররোচনা প্রাপ্ত হয় তথায় সেই সকল প্রশংসা তাহারা পূর্ব্বে জানিত বলিয়া আকৃষ্ট হয়। (এখানে তাহা নহে, কেননা এখানে যে সকল গুণের কথা বলা হইতেছে সে সকল গুণের বিষয় কেহই অবগত নহে, সুতরাং অজ্ঞাত গুণোল্লেখের দ্বারা প্রশংসাই হইতে পারে না, হইলেও তাহাতে প্ররোচিত হইবার কারণ নাই।)

বঙ্গার্থ।—স্তুতি ব্যর্থ নহে, একথা সত্য নয়, কারণ লৌকিক দৃষ্টান্ত এখানে খাটিতে পারে না। লোকে পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত গুণগুলীর উল্লেখ করিয়াই গরুর প্রশংশা করা হইয়াছে, এখানে তাহা নহে।

বিশদব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি অবগত আছে "বকনাবাছুর প্রসব করিলে সে গরু ভাল, অল্প খাইলে বেশী দুগ্ধ দিলে তাহা সুলক্ষণ, বাছুর না মরিলে শীঘ্র গরুর দল বৃদ্ধি হয়" তাহারই ঐ গুণ গুলি বোধহওয়ায় প্রবৃত্তি হয়। ঐ সকলগুলি লোকে পরিচিত, পূর্ব্বে অনুভূত। বৈদিক প্রশংসায় যে সকল গুণের উল্লেখ করা হয়, তাহা লৌকিক পদার্থের ন্যায় সাধারণের জ্ঞাত বিষয় নহে, সে সকল গুণ শুনিয়া আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। বিধিবাক্যদ্বারা "কর্ম্মকরা উচিত" ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদি "ইহা উচিত" শুনিয়া কেহ প্রবৃত্ত না হয়, তবে অজ্ঞাত কতকগুলি গুণের কথা তাহাকে বলিলে সে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে এরূপ হইতে পারে না। বিধিবাক্যে যদি সন্দেহ থাকে, অর্থবাদের সে সন্দেহ ভঞ্জনে সামর্থ্য নাই। বিধিবাক্য নিঃসন্দেহ বলিয়া ধারণা

হইলে তদ্দ্বারাই প্ররোচনা হইতে পারে, অর্থবাদের আবশ্যক কি ? আরও দেখা যাইতেছে, যেহেতুত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, "উর্গ্বা উডুম্বরঃ" উডুম্বর অন্ন এইজন্য উডুম্বর কাষ্ঠজাত যুপ করা উচিত, এই হেতুত্ব একান্ত অনুচিত ও অসম্ভব। উডুম্বরবৃক্ষ অন্ন হইতে পারে না, এ বচন নিশ্চয় মিথ্যা, অতএব ইহাতে যে প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে তাহাও মিথ্যাবলিয়া বলাযাইতে পারে, সুতরাং অর্থবাদ বলিলে ঐ বাক্য অনর্থক উহাদ্বারা প্রশংসা বোধন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং অগত্যা মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ফলবিধি বলা উচিত। পূর্ব্বপক্ষবাদী এখানে বিশ্রামগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মীমাংসাচার্য্যের মধুর গম্ভীররব কি ঘোষণা করে আলোচনা করাযাউক।

উক্তন্তু বাক্য শেষত্বং। ২২

পদপাঠঃ।—উক্তং। তু। বাক্যশেষত্বং।

ব্যাখ্যা।—উক্তং—বলাহইয়াছে। তু—(পক্ষান্তর অববোধক শব্দ।) বাক্যশেষত্বং—বিধিবাক্যের শেষভাগ অর্থবাদ ইহা।

বঙ্গার্থঃ।—বিধিবাক্যের শেষভাগ অর্থবাদ একথা পূর্ব্বেই "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। বিধির জন্য অর্থবাদ চাই এরূপ নহে, আছে বলিয়াই বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া উহার সার্থক্য সম্পাদন করাহয়।)

বিশদব্যাখ্যা।—বিধির শেষ হইলে তাহা অর্থবাদ, ঐ অর্থবাদ যেরূপে বিধির উপকার করে এবং তাহার প্রামাণ্য যেরূপ তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। এখানে ফলবাক্য আছে বলিয়া উহাকে বিধি বলিতে এত আগ্রহ কেন? ঔডুম্বরযূপের ফলবাক্য এখানে বিধি হইতে পারে না কেন না, অবিহিত ঔডুম্বরের ফল কল্পনা অনুচিত, অবশ্যই বিহিত ঔডুম্বর যূপের ফল বলিতে হইবে। ফলবত্তা বুঝাইলে জানাযায় ইহার ফল আছে, ফল থাকিলে অবশ্য তাহা প্রশস্ত, কেননা নিষ্ফল অপেক্ষা চিরদিনই ফলবান্ আদৃত। সুতরাং ফল বচনের দ্বারা প্রশংসাই কথিত হইতেছে। প্রশংসা বুঝাইবার জন্য লক্ষণাস্বীকার দোষাবহ নহে, কারণ লক্ষণা লোক প্রসিদ্ধ পদার্থ। একটী অপ্রসিদ্ধ অযুক্তিক ফল কল্পনা করা অপেক্ষা লোকপ্রসিদ্ধ লক্ষণাস্বীকার অসঙ্গত নহে, উডুম্বর বৃক্ষ অন্ন নহে সত্য বটে, কিন্তু সাদৃশ্যনিবন্ধন ঐরূপ গৌণ ব্যবহার হয় ইহা গুণবাদের প্রতিপাদনে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অন্ন যেরূপ প্রীতি সাধন ও তৃপ্তিকর সেইরূপ উডুম্বর বৃক্ষ পক্কফল দ্বারা অন্নের ন্যায় তৃপ্তি সাধন হইতে পারে। এতাদৃশ সাদৃশ্য মনে করিয়াই উডুম্বরকে অন্নবলা হইয়াছে। ফলবচনই স্তুতিবোধক, প্রকৃত ফল সম্বন্ধবোধক নহে কেন না তাহাতে বাক্যভেদ প্রভৃতি গুরুতর দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

সিদ্ধান্তে স্তুতি সম্ভব ইহাই দেখান হইয়াছে। ফলবিষয় অসম্ভব। সম্প্রতি ইহা দেখাইবার জন্য অন্য একটী বিধিবল্লিগদ বাক্যের বিচার করা হইতেছে।

বিধিশ্চানর্থকঃ কচিৎ তস্মাৎ স্তুতিঃ

প্রতীয়েত, তৎ সামান্যাৎ ইতরেষু তথাত্বং। ২৩

পদপাঠঃ।—বিধিঃ। চ। অনর্থকঃ। ক্বচিৎ। তস্মাৎ। স্তুতিঃ প্রতীয়েত। তৎসামান্যাৎ। ইতরেষু। তথাত্বং।

ব্যাখ্যা।—বিধিঃ—বিধান। চ—(হেত্বর্থে) যেহেতু। অনর্থকঃ—বৃথা। ক্বচিৎ—কোনও কোনও স্থানে। তস্মাৎ—সেইজন্য স্তুতি—প্রশংসা। প্রতীয়েত—বুঝা যাইতেছে। তৎসামান্যাৎ—সেই সাদৃশ্য [বিধির সম্ভাবনা না থাকা এবং স্তুতির সম্ভাবনা থাকা] বশতঃ। ইতরেষু—অপরগুলিতে অর্থাৎ তৎ সজাতীয় সমস্ত স্থানে। তথাত্বং—তদ্রূপতা অর্থাৎ স্তাবকত্ব।

বঙ্গার্থঃ। কোনও কোনও স্থানে বিধি-সম্ভব নহে, কিন্তু প্রশংসার সম্ভাবনা আছে সেইজন্য তৎসদৃশ সকল স্থানেই স্তাবকত্ব বলিতে হইবে। [কেননা সর্ব্বত্র বিধি অসম্ভব, কিন্তু কোন স্থানে প্রশংসা অসম্ভব নহে। অসম্ভব বস্তু প্রতিপাদন করিলে বাক্যের গৌরব রক্ষিত হয় না, বরঞ্চ ঐ বাক্য প্রলাপবাক্য বলিয়া উপেক্ষিত হয় অর্থবাদ পক্ষে সে দোষ সম্ভবই নহে, অতএব ঐ শ্রেণীর বাক্যগুলি অর্থবাদ একটীও বিধি নহে।]

বিশদব্যাখ্যা।—একটী বিধিবন্নিগদ আছে—"অপ্সুযোনির্বা অশ্বো অপ্সুজো বেতসঃ" এখানে আর বিধি বলাযায় না, কেন না অপ্সুযোনি (জলজ) অশ্ব করা যায় না, তাহা অসম্ভব। মুখে বলিলে অসম্ভব সম্ভব হইবে না, বিধি বলে অশ্বকে অপ্-যোনি করা সাধ্যায়ত্ত নয়, সুতরাং বাধ্য হইয়া এখানে বিধিপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্তুতি পক্ষের স্তুতি করিতে হইবে, শময়িতৃজলের সহিত অশ্বের সম্বন্ধ যজমানের কষ্ট প্রশমিত করে ইত্যাদি রূপ একটী স্তুতি বোধন পথ অবশ্যই আশ্রয় করিতে হইবে। যখন এখানে বিধিসম্ভব নয়, স্তুতি সম্ভব আছে, তখন এই জাতীয় সমস্ত বাক্যেই অন্বেষণ করিলে দেখা-যাইবে বিধি হয়না স্তুতিই প্রতিপাদিত হয়। অতএব ইহারা সকলেই স্তাবক অর্থাৎ, বিধিভ্রম উৎপাদন করিয়া নিজেদের বিধিবন্নিগদ নামের সার্থকতা সংরক্ষণ করে এইটুকু-মাত্র সাধারণ অর্থবাদ অপেক্ষা ইহাদের বিশেষত্ব। এইজন্যই ইহাদের স্বতন্ত্র অধিকরণে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আরও একটী বিধিবন্নিগদ বাক্য আলোচনা করিয়া দেখান যাইতেছে বিধান অত্যন্ত অসম্ভব সর্ব্বথা স্তুতিই ইহাদের অর্থ।

প্রকরণে সম্ভবন্ অপকর্ষো নকল্প্যেত, বিধ্যানর্থক্যং হি তং প্রতি। ২৪

পদপাঠঃ। প্রকরণে। সম্ভবন্। অপকর্ষো নকল্প্যেত, বিধ্যানর্থক্যং। হি। তং। প্রতি।

ব্যাখ্যা।—প্রকরণে—প্রস্তাবে। সম্ভবন্—সম্ভব হইলে। (তাহার) অপকর্ষঃ—অন্যত্র উঠাইয়া লওয়া। ন—না। কল্প্যেত—কল্পিত হয়। [কল্পিত হয় না এইরূপ অর্থ।] বিধ্যানর্থক্যং—বিধানের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়। তং প্রতি—সেই প্রকরণ প্রতিপাদিত কার্য্যের প্রতি। [অতএব স্তুতিবাদেই আনর্থক্য নিবারণ করিতে হইবে।]

বঙ্গার্থঃ।—অনেক স্থানে বিহিত পদার্থ-প্রকরণে স্থান পায় না, কিন্তু উহাকে অর্থবাদ

বলিলে প্রকরণেই সম্ভব হয়, সেখানে প্রকরণের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য অর্থবাদই বলিতে হয়, কারণ প্রকরণপ্রতিপাদ্য পদার্থের প্রতি বিধানের সার্থকতা নাই। অতএব উহাকে অর্থবাদ বলিতে আপত্তি না থাকা উচিত।

বিশদব্যাখ্যা।—দর্শ পূর্ণমাস যজ্ঞের প্রকরণে "যোবিদগ্ধঃ সনৈর্ঋতঃ যে হশৃতঃ সরৌদ্রঃ যঃ শৃতঃ সদৈবতঃ তস্মাদবিদহতা শ্রপয়িতব্যং সদৈবতত্বায়" এই বাক্য আছে। ইহার অর্থ যে পুরোডাশ—দগ্ধ হইয়াছে তাহা নির্ঋতির যাহা অশৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পক্ক হয় নাই তাহারুদ্রের যাহা শৃত অর্থাৎ সম্যক পক্ক (অদগ্ধ) তাহাই দেবতার অতএব যাহাতে দগ্ধ না হয় এরূপ ভাবে শ্রপণ (উষ্ণকরণ) করা উচিত, তাহা হইলে তাহা দেবতার উপযোগী হয়। এখানে বিধান বলা যায় না, কেন না তাহা হইলে নৈঋত পুরোডাশ বিদগ্ধ করিতে হইবে, এইরূপ অর্থ হয়, কিন্তু দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে নির্ঋতি দেবতা নাই, এ প্রকরণে সে কথা বলিবার কোনও কারণ দেখা-যায় না, বস্তুতঃ এখানে উহা সম্পূর্ণ অনর্থক, উহাকে অন্য কোনও স্থানে লইয়া যাওয়াও অনুচিত, কারণ তাহাতে প্রকরণ প্রমাণ বাধিত হয়। শ্রুতি, অথবা লিঙ্গ কিম্বা বাক্য-বলে প্রকরণ প্রমাণের বাধ সংঘটিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এখানে ইহাকে অপরত্র লইবার কোনও শ্রুতিলিঙ্গ অথবা বাক্য প্রমাণ নাই। অতএব ইহার গতি নাই। অন্যত্র যাইবার সামর্থ্য নাই, থাকিবারও যোগ্যতা নাই, বেদবাক্যটী ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে অর্থবাদ বলাযায় তবে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় শৃত পুরোডাশকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য দগ্ধ ও অপক্কের কথা বলা হইয়াছে। শৃত পুরোডাশ দৈবত তাহাই প্রশস্ত অশৃত ও বিদগ্ধ—দৈবত নহে, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এইরূপে শৃত প্রশংসা বলিলে আর গোল নাই। বিধিপক্ষে ব্যর্থতা, সুতরাং ইহারা বিধি নহে, স্তাবক অর্থবাদ মাত্র।

অন্য প্রবল যুক্তির উল্লেখ করা হইতেছে—

বিধৌ চ বাক্যভেদঃ স্যাৎ। ২৫

পদপাঠঃ। বিধৌ। চ। বাক্যভেদঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। বিধৌ—বিধিস্বীকার করিলে। চ—আরও দোষ। বাক্যভেদঃ—বাক্যভেদ নামক দোষ। স্যাৎ—হয়।

বঙ্গার্থঃ। বিধি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষে তাহা অসম্ভব হয়।

বিশদব্যাখ্যা।—ঔডুম্বর যূপের যে বাক্য প্রথমে কথিত হইয়াছে, তাহাতে বিধান বলিলে বাক্যভেদ হয়। "ঔডুম্বরোযূপঃ প্রশস্তঃ সচউর্জ্জোরুদ্ধ্যৈ" ঔডুম্বর বৃক্ষজাত যূপ প্রশস্ত ভাবটীর উর্জ্জ (বল অথবা অন্ন) অবরোধ করে এই ভিন্ন বাক্যতা দোষ উপস্থিত হয়। বাক্যভেদ অনুচিত ও অশেষ দোষের মূলীভূত। শবর স্বামিরমতে বাক্যভেদ প্রকার প্রদর্শিত হইল। ভট্টপাদ বলেন "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্য ভেদোনবেষ্যতে" একবাক্যতা করিতে পারিলে বাক্যভেদ করা উচিত নয়। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে একবাক্যতা প্রতীত হয় সুতরাং বিধি নহে। অর্থবাদ বলিলে বাক্যভেদাদি দোষ হয় না। সুতরাং সেই পক্ষই শ্রেয়ঃ। অতএব বিধিবন্নিগদ

অর্থবাদ মাত্র। তথায় বিধির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ইহা প্রতিপাদিত হইল। পরে অপর অর্থবাদের বিষয় বলা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

আমিত্বের প্রসার।

বৈরাগ্য।

মানুষ সুখের আশায় কতই কিনা করিতেছে,কিন্তু সুখ লাভ করিতে পারিতেছেনা। সুখের আশায় ঘর বাঁধিতেছে, কিন্তু তাহা আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে। সুখের আশায় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতেছে.সাগর পার-হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই সুখ হস্তগত হইতেছে না। প্রাসাদ কি কুটীর, লোকালয়, কি বিজনবন সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ, যুবা সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান, সুখের জন্য কত যত্ন কত চেষ্টা, এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, কিন্তু সুখ স্বর্ণমৃগের ন্যায় কিছুতেই ধরা-দিতে চাহে না। মানবজীবন বিড়ম্বনা পরিপূর্ণ। কোথাহইতে কে আসিয়া মানবের সমস্ত গণনীয় ভুল করিয়া দেয়। যখন চাই রৌদ্র, তখন হয় বৃষ্টি, যখন চাই বৃষ্টি তখন হয় রৌদ্র। নীল নভোমণ্ডল—মেঘ মাত্র নাই, কিন্তু হঠাৎ মানবের শিরে বজ্রপাত হইতেছে। কন্যার বিবাহ উৎসবে গৃহ আনন্দ পরিপূর্ণ, কিন্তু বাসরঘরেই কন্যা বিধবা; আনন্দধ্বনি হৃদয়বিদারি আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। বলিবার কিছুই নাই। মানবের পদে পদে বিপদ, ভয়ে জড় প্রায়। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রের জন্য কত লালায়িত, কত তপ, জপ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিল, পুত্রও জন্মিল তখন কত আনন্দ, কিন্তু সেই পুত্র পিতা মাতাকে দুঃখের পাথারে ভাসাইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিল। কত যত্ন করিয়া গোলাপ গাছটি রোপণ করিলাম, মুকুলও দেখাদিল কিন্তু ফুল ফুটিতে না ফুটিতে কোথাকার এক কীট আসিয়া তাহাকে দংশন করিয়া গেল। সব আশা ফুরাইয়া গেল। সর্ব্বত্রই মানব জীবন অবিচ্ছিন্ন বিষাদে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। যাহাকে বড়ই সুখী বলিয়া বিবেচনাকর না কেন. তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ খুলিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে সেখানে একটি দুঃখের উৎস নিয়ত বিষাদ উদ্গীরণ করিতেছে। মানুষ যে আত্মহত্যা করে না, সে কেবল আশার প্ররোচনায়। আশাই মানবের দুঃখের কারণ কিন্তু ঐ আশাই আবার মানবকে দুঃখসহ্য করিবার শক্তি প্রদান করে। এইজন্যই আশাকে কুহকিনী বলে। কুহকিনীর কুহকে পড়িয়াই মানব দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। কুহকিনীকে পরিত্যাগ কর, দেখিবে দুঃখ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই বলি আশাতে পরম-দুঃখ, নিরাশায় পরম সুখ। আশার পরিত্যাগ করিতে পারিলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং বৈরাগ্যে আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আশার কুহকে জীব কতই না কি করিতেছে! সুখ, দুখ, সম্পৎ, বিপৎ, সকলই আশারূপ সুদৃঢ়-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আশার মোহনবীণাধ্বনি যখন কর্ণবিবরে প্রচুর সুধা বর্ষণ করে জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে

তখন আনন্দময়ের ভরপুর তুফান বহিয়া যায়। জীব আত্মহারা হয়। কর্ত্তব্যের পথ আপনা হইতে কণ্টকিত রহিয়াছে। মুগ্ধ-জীবের অন্ধ নয়ন তাহা দেখিতে পায় না। কাজেই পদে-পদে বিপদ জালে জড়ীভূত হয়। যখন আশাকে বিদায় দিয়া জীব আপনাতেই আপনি তুষ্ট হন, তখন কর্ত্তব্যের সঙ্কীর্ণ বিপৎ সঙ্কুল কণ্টকিত পন্থাও বিবেক-খড়্গোর দ্বারা তিনি অকণ্টক করিতে পারেন। আশার অপগমে আশার সমস্ত চাতুরীও বিদূরিত হয়। জীবের নয়ন হইতে ঘুমের ঘোর ঘুঁচিয়া যায়। জীবের হৃদয়ের কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যায়। দর্পণ পরিস্কৃত হইলে তাহাতে কোনও বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে বাধা হয় না। আশার কালী মাখিয়া হৃদয় কাল হইয়া গিয়াছিল। আশার অন্তর্দ্ধানে কালিমা ও কালের কবলে বিলীন হইল। বিমল হৃদয় দর্পণে—পরম জ্যোতি আপনা হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেঘের আবরণ আর নাই, নির্ম্মল আকাশে ভাস্কর কেন দেখা দিবে না? তত্বজ্ঞানালোকে অবিদ্যা তিমির দূরেগেল। রহিল সেই শাশ্বত নির্ম্মল জ্যোতি, আমি যাহাছিলাম তাহাই হইলাম, আর কি আশার আশ্বস্ত হইব? না নৈরাশ্যে ব্যথিত হইব? আর কি সুখে প্রাণ পাগল হইবে? না, দুঃখে দগ্ধ হইবে? দৈব দুর্ব্বিপাকে আমাকে আমি চিনি-য়াও চিনিতাম না। এখন যে শান্তির কমনীয়-কান্তি দেখিতেছি, কাহার প্রসাদে? বৈরা-গ্যের। আশার মূল উৎপাটিত হইলে অশা-ন্তির নিবৃত্তি হইল। এই আশা ত্যাগ বৈরাগ্যের পরিচয়। বৈরাগ্য জীবকে দেখাইতে চায়—বুঝাইতে চায়—জানাইতে চায়, কুহকিনীর প্রলোভনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ উহাকে পরিত্যাগ করিলেই তোমার নিকট শান্তিকুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে। স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্র ধন ধান্য পরিত্যাগ করাই বৈরাগ্য নহে। বৈরাগ্য ইহার কিছুইত ত্যাগ করিতে বলেনা। ইহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে বলে। পুত্রাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিলে আর পুত্রজনিত সুখ দুঃখ হৃদয়কে ব্যথিত করিবে না। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করাই জীবের নির্দ্দোষ সন্ন্যাস, কর্ম্ম পরিত্যাগকরা সন্ন্যাস নহে; ভগবদ্ভক্তিতে দেখাযায়। "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ। ধন জনের বৃথামোহমূলক মমতা ত্যাগই বৈরাগ্য। রাগ অর্থাৎ আসক্তি না থাকাই বৈরাগ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। আসক্তি গেলে কর্ত্তব্য কার্য্য যায় না। অথচ সকল গোল মিটিয়া যায়, শান্তির বাতাস একটু একটু ক্রমশঃ বহিতে থাকে বৈরাগ্য আমিত্বের প্রসারের সন্নিকৃষ্ট। আমার শরীর স্ত্রী পুত্র ধন সম্প-ত্তির প্রতি অযথা আসক্তিতেই আমার আমিত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছে। আসক্তির বন্ধন কাঁটিয়া গেলে জগৎজোড়া-আমিত্ব দেখা-দিবে। সর্ব্বভূতে আত্ম দর্শন সকল সাধনারই ত মূলমন্ত্র। বৈরাগ্য তাহার পরম আত্মীয়। বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভ্রান্তসংস্কারই আমাদের অনিষ্ট-জনক। স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিলাম, কুশাসনে শয়ন, কিন্তু কুশাসন খানি ছিঁড়িয়া-গেলে যেন হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়, ইহা কি বৈরাগ্য? বৈরাগ্য বলেন, কুশাসনেও আসক্ত

হইও না, স্বর্ণাসনেও আসক্ত হইও না। আমরা এই উপদেশের অপব্যবহার করি। নিজের বিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করি, প্রজা-পুঞ্জের প্রতি অনাসক্ত হই অরণ্যের ক্ষুদ্র আশ্রম-রাজ্যে রাজা হইয়া মৃগশাবক প্রজার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হই। ইহা প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য নহে। প্রজাপুঞ্জ আর মৃগশাবক যেই হউক না কেন কেহই আমার বৈরাগ্যে সহায়তা করে না। একটীর প্রতি বিরক্ত হওয়ায় আর অপরের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় বৈরাগ্য হইতে পারে না। কোটী কোটী প্রজার প্রতি যে বিপুল স্নেহ বা আসক্তি তাহাকে চাঁপিয়া এক মৃগশিশুর উপর দেওয়াহইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই কমে নাই। তুলারাশিকে একটী থলিয়ায় আবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাই অনবরত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছি, মাটীতে রাখিলেও যেন ভাল লাগে না। এরূপ বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য নহে, কেবল বৈরাগ্যের প্রথম সোপান। আসক্তিকে কলসী হইতে তুলিয়া ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে রাখা ভিন্ন ইহা কিছুই নয়। সকল বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগই প্রকৃত বৈরাগ্য তাহাতেই আমিত্বের প্রসার।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে আশাই আমাদের তাবৎ দুঃখের কারণ। স্বার্থই আশার জনয়িতা। যেখানে স্বার্থ নাই সেখানে আশা নাই, আছে কেবল কর্ত্তব্য, এবং যেখানে কর্ত্তব্য সেখানে ফল প্রাপ্তি হেতু সুখ নাই কিম্বা ফলাপ্রাপ্তি হেতু দুঃখ নাই আছে কেবল কর্ত্তব্যসম্পাদনজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ। পুত্রের মৃত্যুজনিত যে দুঃখ তাহার মূল কোথায়? তাহার মূল আমার হৃদয়ের পোষিত-বাসনায়। বাসনা পূর্ণ না হওয়াতেই আমার দুঃখ। পুত্র যদি জীবিত থাকিত এবং ঐ পুত্র হইতে যদি আমার পোষিত বাসনাগুলি পূর্ণ না হইত, তাহা হইলেও আমার দুঃখ হইত। কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইত না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কোন কার্য্য করিলে এরূপ হয় না। আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি করিলাম, ফল যাহা হইবার তাহা হউক। রাজা যুধিষ্ঠির নিরতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু আজীবন ধর্ম্মে নিরত থাকিয়াও, তাঁহার সহস্র সহস্র বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল; অন্য লোক রাজার দুঃখে কতই দুঃখিত হইত কিন্তু রাজার বিন্দুমাত্রও দুঃখ ছিল না। কেন না তিনি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। যখন যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃবর্গও দ্রৌপদীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলেন তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে কি লাভ হইল, দুর্য্যোধন নানাবিধ অন্যায় কার্য্য করিয়াও সুখে অবস্থান করিতেছেন এবং যুধিষ্ঠির নানাবিধ সুকার্য্য করিয়াও দুঃখে কালযাপন করিতেছেন ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি হিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবা চেষ্টা করাতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন—

"নাহং কর্ম্ম ফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত
দদামি দেয়মিতি যজে যষ্টব্যমিত্যুত।
অস্তু বাত্র ফলং মাবা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ
ধর্ম্মঞ্চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্ম ফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥

ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবশ্চৈব মে ধ্রুবম।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম॥

হে দ্রৌপদি! আমি কর্ম্মফল অন্বেষণ-করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না! দান করা কর্ত্তব্য তাই আমি দান করি, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য তাই আমি যজ্ঞ করি। ফল হউক বা না হউক, গৃহে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য আমি তাহা যথাশক্তি করিয়া থাকি। হে সুশ্রোণি! আমি সাধুজনের ব্যবহার ও শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু ধর্ম্মের ফল কামনা করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না। হে কৃষ্ণে! আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মে আবদ্ধ। আমি ধর্ম্মের বণিক নহি, যাহারা ধর্ম্মের বণিক তাহারা ধর্ম্মবাদীদিগের নিকট জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। বাহিরের লোক দেখিতেছে যুধিষ্ঠিরের কতই দুঃখ, কিন্তু যুধিষ্ঠির কর্ত্তব্য সম্পাদন জনিত আনন্দে বিহ্বল; সে দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোস্ত্ব কর্ম্মণি॥

কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে ফলে তোমার অধিকার নাই। ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়াও থাকিও না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে আত্মার বিকাশ হয়। যে পর্য্যন্ত বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত আমাদের মন কার্য্যই রঞ্জিত ভাব ধারণ করে এবং তাহাহইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয় না। নিস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে সাত্বিকতা লাভ হয় এবং সাত্বিকতা লাভ হইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয়।

ট্রান্সভালে ইংরেজদিগের সহিত বুয়রদিগের তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। প্রেসিডেন্ট ক্রুগার যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য না করিয়া স্বীয় স্বার্থের অভিসন্ধিতে এ ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তাহাহইলে আজ তাঁহার কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত। তাহাহইতে স্বীয় আত্ম-গ্লানি এবং সমগ্র জগতের নিন্দা তাঁহার জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিত কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট, দেশ ভ্রষ্ট, পরিবার ভ্রষ্ট হইয়াও ক্রুগার অচল অটল, ও বলীয়ান এবং তাঁহার শত্রুগণও শতমুখে তাঁহার অচল ভগবৎভক্তি বিশ্বাসে প্রশংসা না করিয়া পারিতেছেন না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিলে ফল লাভ না হইলেও, হৃদয় বিষণ্ন বা উৎকণ্ঠিত হয় না কিন্তু স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল সর্ব্বত্রই বিষময় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে গেলেই আত্ম-জ্ঞানের আবশ্যক তোমার আত্মা ও আমার আত্মা এক ইহা উপলব্ধি না করিতে পারিলে নিস্বার্থ-ভাবে কার্য্য করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই দেহ আত্মার উপাধি মাত্র কিন্তু দেহ মধ্যবর্ত্তী অন্তর্য্যামী পুরুষ এক মাত্র এই জ্ঞান দৃঢ় করিতে না পারিলে নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে পারা যায় না এবং নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য সম্পাদন হয় না। বৈরাগ্য ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না। ধন-জন জায়া সুত পার্থিব তাবৎ পদার্থই

অনিত্য। তাহাদিগের দ্বারা কেহ কখন অমৃতত্বের অধিকারী হইতে পারে না; তাহারা কখনও বিশুদ্ধ নিত্যানন্দ প্রদান করিতে পারে না এই জ্ঞান দৃঢ় না হইলে কেহ কখন আত্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয় না। তোমার পিতা পিতামহ কোথায়, তুমি বা কিছুদিন পরে কোথায় যাইবে, কে তোমার পুত্র কে তোমার কন্যা, তুমি কে কোথাহইতে আসিয়াছ এই সমুদয় প্রশ্ন হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ভৌতিক জগতের ঊর্দ্ধে গমন করা যায়। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে করিতে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থে বিরাগ উপস্থিত হয় এবং আত্মাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হয়। হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জগতের তাবৎ পদার্থের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যই আত্মার দিকে লইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান জন্মিলে আবার তাবৎ বস্তুতেই স্বীয় আত্মা অনুভূত হওয়ায় তাহারা আত্মীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে কর্ত্তব্য থাকে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই সময়ে সুখে স্পৃহা থাকে না, দুঃখে উদ্বেগ জন্মে না, চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হয়। যাঁহার যত বৈরাগ্য তাঁহার তত মায়া, কেন না এই বিশ্ব তাঁহার বাহিরে নয়। অতএব হে জীব, যদি আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে চাও, তাহাহইলে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে তোমার আত্ম জ্ঞান হইবে এবং আত্ম জ্ঞান হইলেই তোমার সর্ব্বত্রই আত্মোপলব্ধি হইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শোকোচ্ছ্বাস।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

বিধাতার বিচিত্রকৌশলপূর্ণ বিশ্বচক্র প্রতিনিয়ত আপনা আপনি আবর্ত্তিত হইতেছে। অযাচিত ভাবেই সুখের পর দুঃখ শান্তির উপর অশান্তি আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমরা চাহি না বলিলেও যাইবে না, প্রীতিপ্রফুল্লমনে সাদর সম্ভাষণে অভিনন্দিত করিলেও চিরদিন রহিবে না। জগতের এই গতি, এই প্রকৃতি এই পদ্ধতি। পূর্ব্ববঙ্গের গগণে যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রটী আপন আভায় আপনি আলোকিত হইয়া আকাশতল বিমল করিতেছিল—যাহার অদর্শনে অচিরকাল মধ্যেই বিষম বিষাদ তিমিরে বঙ্গ আবৃত হইয়াছে সেই প্রভাময়নক্ষত্রটী আর আমাদিগের নয়নের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিবে না। পাঠকমহোদয়গণ! সেই ভীষণ শোককথা কহিতে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যায়, প্রাণ যেন খিন্ন অবসন্ন হইতেছে, জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে কি বিষম শোক সংবাদ! ভাওয়ালের সর্ব্বজনপ্রিয় গুণগণ-নিকেতন অসাধারণ দানশক্তি-সম্পন্ন বঙ্গ সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ মান্যবর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে আমরা হারাইয়াছি। বঙ্গ শোকে ম্রিয়মান আত্মীয় স্বজনের ও প্রজাপুঞ্জের

আকুল আর্ত্তনাদে আকাশ পূর্ণ ও উষ্ণ অশ্রুতে ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে বঙ্গের এক একটী রত্ন না জানি বিশ্বপতির কোন্ অকৃপাবলে অকালে কাল সাগরের অতলজলে ডুবিয়া যাইতেছে। বলিতে পারি না, বিধাতার মনে আর কি আছে? রাজাবাহাদুরের অসামান্য সাহিত্যানুরাগ ও দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না প্রতিবৎসর ৫০ খণ্ড হিন্দু পত্রিকা রাজাবাহাদুর গ্রহণ করিতেন। হিন্দু-পত্রিকা একজন অকৃত্রিম আশ্রয়দাতা হারা হয়া শোকার্ণবে নিমগ্না। হিন্দু-পত্রিকা রাজাবাহাদুরকে হারাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্নেহ জীবনে ভুলিবে না। স্বর্গত রাজাবাহাদুরের শোকাকুল স্বজন-বর্গের নয়নজলের সহিত হিন্দু-পত্রিকা স্বীয় অশ্রু মিশাইয়া চরিতার্থা। সংসারের অনাচার অত্যাচার ঘাত প্রতিঘাত দুঃখদুর্দ্দিন বেদনা তাড়না যাতনাময় মর্ত্ত্যরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাবাহাদুর মহাযাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গের চির-শান্তিময় রাজ্য তাঁহার জন্য রহিয়াছে। যেখানে ঈর্ষা প্রতিহিংসার প্রবল পৈশাচক্রীড়া নাই, অশান্তি অত্যাচারের নামগন্ধও নাই, সর্ব্বদা যেখানে শান্তির সুবাতাস ঝির ঝির রবে ধীরে ধীরে বহিতেছে সেই রাজ্যই তাঁহার যোগ্য। পাপের সংসারে পর দুঃখে যাঁহার প্রাণ কাঁদে এরূপ মহাত্মার স্থান স্বল্প সময়ের জন্যই। অতি দুঃখিত অন্তরে তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি, যেখানে ভগবানের অনন্ত করুণার উৎস তাঁহার জন্য প্রসারিত আছে, সেই স্থানে তিনি শান্তি লাভ করুন। আশ্রিতের আর্ত্তধ্বনি আর সেখানে তাঁহার কর্ণবিবরে পৌছিতে পারিবে না, কিন্তু শত শত নিরাশ্রয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবাকরিবে। রাজাবাহাদুরের অশেষ গুণগ্রাম বঙ্গের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, বঙ্গ তাহা ভুলিবে না। আমরা বঙ্গসাহিত্যের মহারথী বাগ্মিবর ধীশক্তির অবতার রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আশাকরি, বিশাল ভাওয়াল রাজ্যের সুব্যবস্থাপক ও রাজকুমার ত্রয়ের অভিভাবক তিনি থাকিলে ভাওয়াল সিংহাসনে রাজেন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর আমরা সেইরূপ গুণনিলয় তিন রাজেন্দ্র দেখিয়া আমাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। অতীতের অনুশোচনা কেবল ক্লেশকর। রাজাবাহাদুরের শোকাকুল পরিবারবর্গকে সংসারের নশ্বরতা দেখাইয়া আমরা সান্ত্বনা করিতে চাহি। ক্ষণ ভঙ্গুর শরীর সংস্থান কোনওনা কোন দিন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। প্রকৃতির সে প্রবল বেগ অনিবার্য্য। কিন্তু সৎকার্য্য জগতে আপনার প্রতিভূ রাখিয়া যাইবে। রাজা বাহাদুর নরদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গ সমস্বরে বলিবে কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

শরীর রক্ষার্থ সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান।

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য
শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং
সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাং

এ জগতে মানবমাত্রেই চতুর্ব্বর্গের ফল কামনা করিয়া থাকে, চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করিতে হইলেই সর্ব্বতোভাবে শরীর সুস্থ রাখা আবশ্যক। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ লাভের প্রধান কারণই শরীর, এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বভাবঃ শরীরিণাং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমং
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ॥

অর্থাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরীর রক্ষা-করা আবশ্যক, কেন না শরীর অভাব হইলে সকল কার্য্যই বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম র্থকাম-মোক্ষের মূল কারণই সুস্থতা। কিন্তু রোগ স্বাস্থ্য এবং শরীর বিনাশ করে, শরীর রক্ষা বিষয়ে হঠযোগবলেন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনং।" কেবল যে পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলেই শরীর রক্ষা হইবে তাহাও নহে ঐ সঙ্গে ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বেদাদি শাস্ত্রে যেমন সদাচার অনুষ্ঠানের বিধান আছে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও সেরূপ সৎকার্য্যানুষ্ঠানের নিয়ম আছে। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনকে বশীভূত করা আবশ্যক, যেহেতু "মনঃপুরঃসরাণী ন্দ্রিয়াণ্যর্থগ্রহণ-সমর্থানি ভবন্তি" মনই চক্ষু আদি পঞ্চ জ্ঞানে-ন্দ্রিয় এবং জিহ্বাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে প্রেরণ করে, মনব্যতীত কখনই ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, মন যে সময় যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে তখন সেই ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান হয়, অন্য ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ মন যদি চক্ষুকে আশ্রয় করে চক্ষু জনিত জ্ঞান হয় এইরূপ কর্ণাশ্রিত হইলে শ্রবণ জন্য জ্ঞান হয়, এইজন্য একদা উভয় ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না, ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনই সমস্ত সুকার্য্য দুষ্কার্য্যের একটী প্রধান কারণ, সত্ব, রজঃ তম গুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মন সুকার্য্য দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, রজওতম গুণাক্রান্ত হইয়া কুপথে রত হয় মন যদি সত্বগুণাধিকা হয় তাহাহইলে কখনই গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না কেন না "রজস্তমোভ্যামাবিষ্টং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে" রজ এবং তমগুণেরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়, এই রজ এবং তম গুণই শরীরের অস্বাস্থ্যের প্রতি একমাত্র কারণ, রজওতমগুণাক্রান্ত হইয়া মানবগণ নানাপ্রকার অসদনুষ্ঠানে আসক্ত হয়। ক্রমে সেই কুকার্য্যরূপপাপ হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া শরীরকে অসার জড়পিণ্ডের ন্যায় মনে করে দেহিনং নহি নির্দ্দোষং রোগঃ সমুপসেবতে"।পাপবিনাকখ-নই রোগ হয় না, পাপ কার্য্যের আদি কারণ ভূত রজওতমগুণকে বশীভূত করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাহইলেই মানব জীবনের কার্য্য সাধিত হয় এবং শরীরও অসুস্থ হয় না। এই উদ্দেশ্যে আত্রেয় মুনি

স্বীয় শিষ্য অগ্নিবেশকে বলিয়াছেন যে হে অগ্নিবেশ! যাহাতে মন সৎপথগামী হয় এবং ইন্দ্রিয় জয় হয় আমি তোমাকে সেই সকল সদ্বৃত্ত উপদেশ দিতেছি, এই সদাদার পালন করিলে ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ ভোগ হইবে।

তত্ সদ্বৃত্তমখিলেনোপদেক্ষ্যামি। তদ্ যথা—দেব গো ব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যা-নর্চ্চয়েত্। অগ্নিমনুচরেত্। ওষধীঃ প্রশস্তা ধারয়েত্। দ্বৌকালাবুপস্পৃশেত্। মলায়নেষ্ব ভীক্ষ্নং পাদয়োশ্চ বৈমল্যামাদধ্যাত্। ত্রিঃ পক্ষস্যকেশশ্মশ্রুলোমনখান্ সংহারয়েত্ নিত্য-মপনুহত বাসাঃ সুমনঃ সুগন্ধিঃ স্যাত্। সাধুবেশঃ প্রসাধিতকেশো মূর্দ্ধশ্রোত্রঘ্রাণ-পাদতৈলনিত্যো ধূমপঃ পূর্ব্বাবভাষী সুমুখঃ চুর্গেষভ্যুপপত্তা হোতা যষ্টা দাতা চতুষ্প-থানাং নমস্কর্ত্তা বলীনামুপহর্ত্তা অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃণাং পিণ্ডদঃ কালে হিতমিত-মধুরার্থবাদী বশ্যাত্মা ধর্ম্মাত্মা হেতাবীর্ষুঃ নিশ্চিন্তো নির্ভীকো ধীমান্ হ্রীমান্ মহোত-সাহো দক্ষঃ ক্ষমাবান্ ধার্ম্মিক আস্তিকো বিনয় বুদ্ধি বিদ্যাভিজন বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যা-মুপাসিতা। ছত্রী দণ্ডী মৌনী সেপানত্কো যুগমাত্রদৃগ্ বিচরেৎ। মঙ্গলাচারশীলঃ কুচে লাস্থি কণ্ঠকামেধ্যকেশতুষোত্কর ভস্মক-পাল স্নানবলিভূমীনাং পরিহর্ত্তা, প্রাক্ শ্রমাদ্ব্যায়ামবর্জ্জী স্যাৎ। সর্ব্বপ্রাণিষু বন্ধুভূতঃ স্যাৎ, ক্রুদ্ধানামনুনেতা ভীতানামাশ্বাসয়িতা দীনানামভ্যুপপত্তা সত্য সন্ধঃ সাম প্রধান-পরপরুষবচনসহিষ্ণুঃ অমর্ষঘ্নঃ প্রশমগুণ দর্শী রাগদ্বেষহেতুনাং হন্তা। নানৃতং ব্রূয়াৎ। নান্যস্বমাদদীত। নান্যস্ত্রিয়মভিহরেৎ। নান্য-শ্রিয়ং নবৈরং রোচয়েৎ। ন কুর্য্যাৎ পাপং নপাপেঽপিপাপী স্যাৎ। নান্যদোষান্ ব্রূয়াৎ। নান্যরহস্যমাগময়েত্। নাধার্ম্মি-কৈর্ন নরেন্দ্রদ্বিষ্টৈঃ সহাসীত, নোন্মত্তৈর্ন পতিঃ তৈর্ন ভ্রূণ হন্তৃভির্নক্ষুদ্রৈর্ন দুষ্টৈঃ। নদুষ্টয়া নান্যারোহেৎ। নজানুসমং কঠিনমাসনম-ধ্যাসীৎ। নানাস্তীর্ণ মনুপহিতমবিশালমসমং বা শয়নং প্রপদ্যেত। নগিরিবিষমমস্তকেষু অনুচরেৎ, নদ্রুমমারোহেৎ, কুলচ্ছায়াংনোপা-সীৎ। নোচ্চৈর্হসেৎ। শব্দবতং মারুতং মুঞ্চেৎ।

সদাচার সমস্ত উপদেশ দিব।

যথা—

দেবতা গো ব্রাহ্মণ গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ আচার্য্যদিগেকে অর্চ্চনা করিবে, যজ্ঞাদি হোম কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত মণি মুক্তা প্রবলাদি ধারণ করিবে, প্রাতঃ এবং সায়ং কালে স্নান করতঃ উপাস্য দেবতার আরাধনা করিবে। মলায়েনের স্থান সমস্ত অর্থাৎ মেঢ্র গুহ্যদ্বার চক্ষুদ্বয় কর্ণদ্বয় নাসিকা দ্বয় মুখ এবং রোমকূপ সমস্ত পাদদ্বয় সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। পক্ষের মধ্যে তিনবার কেশ শ্মশ্রু লোম নখ কর্ত্তন করিবে জীর্ণ বস্ত্র এবং দুর্জ্জন সংসর্গ পরিত্যাগ করতঃ সুমন সুগন্ধি হইয়া চিরুণী দ্বারা কেশ পরিষ্কার করিবে মস্তক চক্ষু নেত্র এবং পায়ে নিয়মমত তৈল ব্যবহার করিবে ধূমপায়ী এবং মিষ্টভাষী হইবে দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান করিবে ধনীদিগকে দান করিবার আবশ্যক হয়না মহাভারতে মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া

ছেন। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।

হে যুধিষ্ঠির দরিদ্র দিগকে দান কর ধনবান ব্যক্তিদিগকে দান করিবার কেন আবশ্যক নাই রোগীরই ঔষধ পথ্য নীরোগের ঔষধের প্রয়োজন হয় না। অতিথি সৎকার করিবে পিতৃলোককে পিণ্ডদান করিবে, কালে অর্থাৎ যে সময় যেরূপ যোগ্য সেই সময়ে জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মাত্মা হয়ে হিতকর প্রমিত এবং মধুর বাক্য বলিবে, সর্ব্বদা কার্য্যকারণের প্রতি দৃষ্টিরাখিবে, সহসা কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভীক হইবে, সাধুবিগর্হিত কোন কার্য্য করিয়া অপ্রতিভ হইলে লজ্জিত হইবে। জ্ঞানবান্ কার্য্যদক্ষ ক্ষমাবান্ বুদ্ধিমান্ এবং ঈশ্বরভক্ত পরায়ণ হইয়া বিনীত বুদ্ধিমান্ সৎকুলজ বয়োবৃদ্ধসিদ্ধ এবং পূজ্য ব্যক্তিদিগকে উপাসনা করিবে। কোন স্থানে গমন করিতে হইলে সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ছত্র, যষ্টি এবং পাদুকা গ্রহণ করিয়া গমন করিবে, কদাচ অমঙ্গলজনক কার্য্য করিবে না, উপযুক্ত পরিশ্রম হওয়ার পূর্ব্বেই ব্যায়াম হইতে নিবৃত্তি হইবে। সকল প্রাণিকে বন্ধুর ন্যায় দেখিবে ক্রুদ্ধব্যক্তিদিগকে বিনয়েরদ্বারা বাধ্য করিবে, কোন ব্যক্তি দুর্ব্বাক্য বলিলেও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে না রাগ দ্বেষাদির কারণ সমস্ত বিনাশ করতঃ কদাচ মিথ্যাকথা বলিবে না। অন্যের ধনে এবং অন্যের সম্পত্তি অভিলাষ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না, স্বপ্নেও পরস্ত্রীর বিষয় চিন্তা করিবে না, পাপ সংসর্গে থাকিয়াও পাপ কার্য্যে রত হইবে না, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকিবে। অপরের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবে না, অধার্ম্মিক, রাজদ্বেষ্টা উন্মত্ত ভ্রূণহত্যাকারী ক্ষুদ্র এবং দুষ্ট লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ বিধেয়। অতিশয় উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না, আবরণ রহিত অবিস্তৃত এবং অসম শয্যায় শয়ন করিবে না। পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং বৃক্ষে আরোহণ করিবে না! জলের অত্যন্ত স্রোতে অবগাহন এবং নদ্যাদির তীরে বসিয়া উপাসন করিবেনা, কারণ তাহাতে উপরের মৃত্তিকা শরীরের উপর পতিত হইতে পারে, উচ্চৈঃস্বরে হাসিবে না। কদাচ প্রবল ঝটিকা সম্মুখে যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ।

আশ্রমবার্ত্তা।

পৃথিবীপাতাপরমেশ্বরের পবিত্র করুণা বলে, স্বধর্ম্ম পরায়ণ মহোদয় মণ্ডলীর অনুগ্রহ সম্বলে ব্রহ্মচারি-আশ্রম পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইতেছে। বিপৎপাত অতিক্রম করিয়া অনটনের আঘাত সহ্য করিয়াও স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রকে প্রসারিত ভিন্ন সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করে নাই। আশ্রমে পূর্ব্বমত বেদ, ষড়্দর্শন, সাহিত্য, মহারাষ্ট্র দেশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী প্রভৃতি অধ্যাপক বর্গ অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আশ্রমে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত মতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ কবিরাজ মহাশয়কে অধ্যাপক নিযুক্ত

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।	আষাঢ়।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৬ষ্ঠ ও ৭ম)

দ্বিতীয় পাদ।

৯। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

১০। প্রকরণাচ্চ।

১১। গুহাম্প্রবিষ্টাবাত্মা নৌহিতদর্শনাৎ।

১২। বিশেষণাচ্চ।

১৩। অন্তর উপপত্তেঃ।

১৪। স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ।

১৫। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ।

১৬। শ্রুতোপনিষৎক্ গতাভিধানাচ্চ।

১৭। অনবস্থিতেরসম্ভাবাচ্চ নেতরঃ।

১৮। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।

১৯। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।

২০। শারীরশ্চোভয়েঽপি ভেদে নৈনমধীয়তে।

২১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।

২২। বিশেষণ ভেদব্যপবদেশাভ্যাঞ্চনেতরৌ।

২৩। রূপোপন্যাসাচ্চ।

২৪। বৈশ্বানরঃ সাধারণঃ শব্দবিশেষাৎ।

২৫। স্মর্য্যমানমনুমানং স্যাদিতি।
২৬। শব্দাদিভ্যোন্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন, তথা দ্রষ্টূপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।
২৭। অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ।
২৮। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।
২৯। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।
৩০। অনুস্মৃতের্ব্বাদরি।
৩১। সম্পাত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।
৩২। আমনন্তি চৈনমস্মিন্।

৯। "চরাচর" পদের প্রয়োগ হেতু অত্তা (খাদক) শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১০। প্রকরণ অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় অনুসারেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১১। "গুহা-প্রবিষ্ট দ্বয়" বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে; কারণ এক বস্তুর দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিলে, লৌকিক ব্যবহারে তাহার সমজাতীয় বস্তুই বুঝায়।

১২। বিশেষণ হেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৩। উপপত্তি হেতু "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৪। অধিষ্ঠানাদির বর্ণনা থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৫। "সুখবিশিষ্ট" অভিধানহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৬। বেদান্ত-বিদের পরমগতি-নির্দ্দেশ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৭। "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা বুঝায় না; যেহেতু অন্য আত্মা [অন্যতাত্মক ভাবে] অনিত্য এবং বর্ণিত অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের গুণ তাহাতে অপ্রযোজ্য।

১৮। গুণ-সমন্বয় হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৯। গুণ-বিরোধ-হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে সাংখ্যাদি-স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদ্য নহে।

২০। "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে "শরীরী" অর্থাৎ জীবাত্মা প্রতিপাদ্য নহে; কারণ আরণ্যকের উভয় শাখাতেই লক্ষণ-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

২১। অদৃশ্যতাদি লক্ষণ বর্ণিত থাকায় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২২। বিশেষণ-ভেদ বর্ণিত হওয়ায়, পরমাত্মা ব্যতীত প্রধান বা জীবাত্মা অপ্রতিপাদ্য।

২৩। রূপের উপন্যাস থাকাহেতু ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৪। বৈশ্বানর ও আত্মা, এই দুই পদে যুগতরূপে দুয়ের লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, "বৈশ্বানর" পদে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য।

২৫। অপিচ, স্মৃতির বর্ণনা আমাদিগকে শ্রুতির অর্থ-সম্বোধে সমর্থ করে।

২৬। যদি এই পূর্ব্বপক্ষ লওয়া যায় যে বৈশ্বানর পদের অর্থ-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট থাকা এবং জঠরাগ্নির লক্ষণ পুরুষান্তর্ব্বর্ত্তিতা উল্লেখ থাকায়, উক্ত পদে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য নহেন; সিদ্ধান্ত এই যে, স্বর্গলোক জঠরাগ্নির মস্তক হওয়া অসম্ভবহেতু এ

বাজসনেয়িগণ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি-পক্ষে অপ্রযোজ্য "পুরুষ" পদের প্রয়োগহেতু উক্ত পদে পরব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৭। উপরোক্ত হেতুবাদে 'বৈশ্বানর' অগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবও নহে, ভৌতিক অগ্নিও নহে।

২৮। জৈমিনির মতে বৈশ্বানররূপে পরব্রহ্মের স্বরূপোপাসনার কল্পনাতেও কোনরূপ আপত্তি বা অনুপপত্তির হেতু নাই।

২৯। ঐশ্বরিক প্রকাশহেতু আশ্মরথ্যের মতেও তাহাই বটে।

৩০। অনুস্মরণহেতু বাদরির মতেও তাহাই বটে।

৩১। কাল্পনিকনির্দ্দেশন হেতু জৈমিনির মতে পরব্রহ্মই "প্রাদেশ মাত্র" বাক্যে বিজ্ঞেয়; বিশেষতঃ উহা শ্রুত্যুক্তি-সম্মত।

৩২। অপিচ, [জাবালমতে] মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান-ব্যাপিত্ব-কল্পনাহেতু "প্রাদেশমাত্র" বাক্যে পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়।

৯ম ও ১০ম সূত্র।—নবম ও দশম সূত্র অনুসারে কঠোপনিষদুক্ত "অত্তা" (খাদক) পদে পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কঠোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রশ্চোভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্ কইথা বেদ যত্র সঃ।"

কেমনে কেজানে, কোন্ অধিষ্ঠানে
অধিষ্ঠিত তিনি হন।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র যাঁর উভয়ে আহার,
মরণ উপকরণ॥

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, এতদুক্তি পরমাত্মা-প্রতিপাদক কিনা? উত্তর, বিশ্বের তাবৎ পদার্থই যে স্থলে ব্রহ্মে প্রলয়-প্রাপ্ত হয়, সেস্থলে ব্রহ্মকেই বিশ্বগ্রাসক বলা যায়। অতএব কঠবল্লী বলিতেছেন যে, তিনি সেই খাদক, এই বিশ্বচরাচর যাঁর খাদ্য। "ব্রহ্ম-ক্ষত্র" সমবেত সর্ব্বভূতেরই উদাহরণ-উপলক্ষ্য স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মই অত্তা বা খাদক। অগ্নি এ খাদক হইতে পারেন না; কারণ অগ্নি "অন্ন-খাদক" পদে স্পষ্টই শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত। যথা—"অগ্নিরন্নাদঃ।" (বৃঃ উঃ ১।৪।৬) কিন্তু "সর্ব্বাদঃ" বা সর্ব্বখাদক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এস্থলে "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং" বাক্যেই ব্রহ্মের বিশ্ব-খাদকত্ব ব্যক্ত হইতেছে।

যদি এরূপ তর্ক ধরাযায় যে, নিরাকার পরমাত্মা নির্লেপ—নির্ভোগ, তাঁহার খাওয়া সম্ভবে না, এই তাৎপর্য্যই সচরাচর শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, পরন্তু জীবাত্মাই ভোগী বা খাদক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা—

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি (মঃ উঃ।৩।)

উত্তর এই যে, জীবাত্মার এই যে ভোজন, ইহা জগৎ-গ্রাসন নহে, ইহা কর্ম্ম-ফল-ভোজন মাত্র; কিন্তু পরমাত্মা নির্লেপ—সুতরাং নির্ভোগ, কারণ তিনি কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা নহেন; তিনি সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র। জীবাত্মাই কাম-কর্ম্মী ও ভোগী, অর্থাৎ যাচক ও খাদক। আর সমগ্র জগৎ-সমষ্টির খাদক বলিলে, ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে; কারণ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মেই বিশ্ব বিলীন হয়। অতএব সূত্রোক্ত "অত্তা" পদের ব্রহ্মবাচকত্ব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন নহে।

কঠোপনিষদের আলোচ্য বিষয়ের ব্রহ্মই অবলম্বন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ",

[কঃ উঃ ১।২।১৮] অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা যিনি, অজ ও অমর তিনি। এস্থলে যদি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মা বুঝিতে হয়, তবে আলোচ্য-বিষয়ের মূল-বিবৃতি-বিপর্য্যয়-জনিত স্থূল অনুপপত্তি দোষ ঘটে; কিন্তু তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব; সুতরাং পরমাত্মা ব্রহ্মই অজ ও অক্ষর।

১১শ ও ১২শ সূত্র।—এই দুই সূত্রে কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত সমাহিত।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ।"

[কঃ উঃ ১ ৩.১]

দুয়ে ভবে সুকৃতের সুধারস পিয়ে।
সে পরম ধামরূপ গুহাগত দুয়ে॥
সে দুয়েরে 'ছায়াতপ' বলে ব্রহ্মবিদ্জন।
ত্রিনাচিকেতাগ্নিযাজী তথা পঞ্চাগ্নিকগণ॥

কোন্ দুয়ের বিষয় এস্থলে বলা হইয়াছে? এ দুই কে কে? অবশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বটে; কিন্তু ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? যেস্থলে মুণ্ডকোপনিষদ্ স্পষ্টতঃ পরমাত্মা ব্রহ্মকে জীবাত্মার কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ অভোক্তা দ্রষ্টারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম এস্থলে আবার সুকৃত-কর্ম্মের সুফল-সম্ভোগী বলিয়া ব্যক্ত হইবেন কিরূপে? উত্তর এই যে, যদিও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ কর্ম্মফলের অতীত, কিন্তু এস্থলে পরমাত্ম-বাচকত্ব ঔপমিকভাবেই ব্যবহৃত। এস্থলে বিশদরূপেই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, জীবাত্মাই নিশ্চয় কর্ম্মফল-ভোক্তা বটে, কিন্তু দ্বিবচনের প্রয়োগহেতু আমাদিগকে অবশ্য আর একটি আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুইটি মাত্র "আত্মা" সংজ্ঞক আপাত-সমধর্ম্মী চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ-সত্তা স্বতঃসংবদ্ধ থাকায়, ঐ অপরাত্মা পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে।

অপর, "গৌর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্য।" এই গরুর দ্বিতীয়টি চাই, এ কথায় কিছু আমরা ঐ দ্বিতীয়টির পূরণার্থ গরু ব্যতীত কোন মনুষ্য বা ঘোটকের অনুসন্ধান করিব না; কারণ সাধারণতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, একাধিক বচনের পদ-প্রয়োগে সেই পদ-প্রবোধিত পদার্থের একজাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, পরমাত্মাকে কিরূপে গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ হৃদয়প্রবিষ্ট বলা যাইতে পারে? ফলে উক্ত বাক্য রূপক-ভাবেই বিন্যস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদিও ব্রহ্ম বিশ্বময় বটেন, তথাপি সগুণাধিকারীর সসীম জ্ঞান জনিত বিশদ-বোধার্থে তাঁহার সসীম স্থিতি-স্থানবিশেষ কল্পিত হইতেছে। যথা বিষ্ণু বিশ্ব-বিনিবিষ্ট হইয়াও, সগুণ-সাধন-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শালগ্রাম-শিলাধারে পূজিত হইয়া থাকেন। যাহা-হউক, জীব ও পরম, এই দুই আত্মাই ছায়া ও আতপরূপে কথিত হইয়াছেন। জীবাত্মা অজ্ঞানান্ধতমোরূপিণী অবিদ্যার অধীন, কিন্তু পরমাত্মা অবিদ্যার অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপ, অতএব অবিদ্যাযুক্ত অজ্ঞ জীবাত্মা ছায়া এবং অবিদ্যামুক্ত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা আতপ।

১২শ সূত্রের সমাধেয় এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, এই দ্বিবিধ আত্মাই এ স্থলে অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে।

কঠোপনিষদে (১।৩।৩) উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥"
আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগহ॥

এই স্থলে আত্মা পদে জীবাত্মাই বুঝাইতেছে। আবার আমরা উক্ত কঠবল্লীর ষষ্ঠ শ্লোক এইরূপ দেখিতে পাই,—

"বিজ্ঞান সারথির্যস্য মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥"
বিজ্ঞান-সারথি, আর মানস-প্রগ্রহ যার পরিবদ্ধ রয়।
পার হয়ে ভ্রাম্য পথ, বিষ্ণুর পরম পদ সেই প্রাপ্ত হয়॥

এ স্থলে বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ পরমধাম সেই পরমাত্মতত্ত্ব। অতএব তৃতীয় বল্লীর তৃতীয় ও নবম শ্লোক দ্বারাই প্রথম শ্লোকের অর্থ বিশদীভূত হইতেছে।

অতঃপর মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) দৃষ্ট হয়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানংবৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়াশোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

প্রেমবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে এক বৃক্ষ-পর॥
সে দুটির একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায়॥
এক বৃক্ষে করি বাস বঞ্চিতাত্ম পাখী।
শোকে ক্ষুণ্ণ আপনাকে শক্তিশূন্য দেখি॥
যবে সে পরাত্মা দেখে হয়ে যোগযুক্ত।
মহিমা বুঝিয়া হয় শোক-মোহ-মুক্ত॥

এখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি ও জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই। ফলে অনেকে এ স্থলে বুদ্ধি ও জীবাত্মা ভাবিয়া ভুল করেন।

১৩শ হইতে ১৭শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৫) দৃষ্ট হয়,—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচৈ তদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। তদযদ্যপাস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।"

সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম অভয় অমর॥
যে পুরুষ অধিষ্ঠিত অক্ষি-অভ্যন্তর।
সর্পি বা সলিল ইথে হলে সুসিঞ্চিত।
পথদ্বয় বাহি হয় বহির্ব্বিনিঃসৃত॥

এস্থলে এই "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে অপরের অক্ষি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত কোন পুরুষবিশেষের প্রতিকৃতি প্রতিপাদিত হইবে না, পরন্তু তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য। পরমাত্মা ব্রহ্মই অভয় ও অমৃত। অতএব অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অভয় ও অমৃত, এ কথায়, উক্ত পুরুষ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারাই বিরোধের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তের সদুপপত্তি

সম্পাদিত হইবে। অক্ষিমণ্ডলে ব্রহ্মের অবস্থান রূপককল্পনা মাত্র। উহাদ্বারা ব্রহ্মের পরমাত্মধর্ম্মের পরম নৈর্ম্মল্য ভাবই আভাষিত হইতেছে। অক্ষি-মণ্ডলে কিছুরই স্পর্শাঙ্ক প্রলিপ্ত থাকে না, উহা সতত সমুজ্জ্বল ও সুনির্ম্মল; এইজন্যই রূপক ভাবে অক্ষিমণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান রূপে কল্পিত ও কথিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র অক্ষি-মণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান-স্থান রূপে উক্ত হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৭) আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-স্থানরূপে পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত ভৌতিক মহৎ পদার্থই কল্পিত ও কথিত হইয়াছে। বহু নাম-রূপ-উপাধিই তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। এবম্বিধ উপাধির অবলম্বই ধ্যান-ধারণার অনুকূল উপায়।

১৫শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্মকেই বুঝায়, তাহা "ক" অর্থাৎ সুখ, এই শ্রৌতবাক্যবিশেষ দ্বারাও প্রতিপন্ন। সত্যকাম-জাবাল নামক ঋষির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া উপকোশল নামক জনৈক ব্রহ্মবিদ্যার্থী দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল ব্রহ্মচারীরূপে উপস্থিত ছিলেন; তথাপি তাঁহার উক্ত গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। অবশেষে গুরুদেবের আরাধিত আহিত অগ্নিস্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।" "প্রাণ" অর্থাৎ প্রাণবায়ু [শ্বাস] ব্রহ্মস্বরূপ, "ক" অর্থাৎ সুখ ব্রহ্ম-স্বরূপ, "খ" অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মস্বরূপ।

গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিগণ তাঁহাকে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে এ বিষয়ে আরো শিক্ষা দিবেন। পরে গুরুও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের ব্রহ্মত্ব এবং তাঁহার অমরত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এস্থলে গুরু সেই ব্রহ্মতত্ত্বই শিখাইলেন, যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত অগ্নিগণ "ক" শব্দাত্মক শ্রুতি উল্লেখে শিখাইয়াছিলেন। অতএব "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞাপিত।

"ক" (সুখ) শব্দ ভৌতিক সুখকে বুঝায় না, পরন্তু ব্রহ্মানন্দই বুঝায়; "খ" শব্দে ভৌতিক আকাশ বুঝায় না, কিন্তু উক্ত ব্রহ্মানন্দের আধারতত্ত্ব বুঝায়। এইরূপ আধার-আধেয়ত্ব ভাবেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত। "যদ্বা কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং।" যাহা ক, তাহাই খ; যাহা খ, তাহাই ক। এইরূপে 'খ'এর সমবায়িতায় 'ক'তত্ত্ব ভৌতিক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখবোধের অতীত আধ্যাত্মিক সুখ বা ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইয়াছে এবং 'ক'এর সমবায়িতায় 'খ'তত্ত্ব ভৌতিক ব্যোম বা আকাশের অতীত ব্রহ্মানন্দাধার স্বরূপ হইয়াছে। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়িত্ব বা পরস্পর-সাপেক্ষত্ব ভাবজনিত মৌলিক একত্ব "নীল-লোহিত ন্যায়" অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। যথা কোন বস্তুকে "নীল-লোহিত" বলিলে, তাহাকে নীলও বলা হয় না, লোহিতও বলা হয় না; ফলিতার্থে নীল-সাপেক্ষ লোহিত বা লোহিত-সাপেক্ষ নীলই বলা হয়। তৎপর, "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যের পর উক্ত হইতেছে, যথা—"এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে

এতং হি সর্ব্বাণি বামন্যভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়ন্তি। এষ উ ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি।”

সর্ব্ব পবিত্রতা তাঁতে থাকে।
সংযদ্বাম বলে তাই তাঁকে॥
সর্ব্বাশীষ তাঁহা হতে ফলে।
তাই তাঁকে বামনীও বলে॥
সর্ব্ব লোক তাঁতে দীপ্তি পায়।
তাই বলে ;ভামনীও তাঁয়॥

এই বর্ণনা শুদ্ধ মাত্র পরমাত্মাতেই প্রযোজ্য।

১৬শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্ম, তাহা এইরূপেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে ব্রহ্মকে জানে, সে মোক্ষ লাভ করে, এইরূপ শ্রুতি আছে এবং যে অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে জানে, সে মোক্ষলাভ করে, এরূপও শ্রুতি আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যেখানে মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা নাই, সেখানে উক্ত উভয় মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা স্থলে সেই একই ব্রহ্ম সূচিত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে।

১৭শ সূত্র।--অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ ছায়াত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, দেবাত্মা প্রভৃতি অন্য কোনবিধ আত্মা হইতে পারেন না। তাঁহারা ‘আত্মা’ পদবাচ্য হইলেও অনিত্য। ‘অভয়’ ‘অমর’প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিরুপাধিক নিত্য পরমাত্মা ব্যতীত উপরোক্ত অপরবিধ কোন সোপাধিক অনিত্য আত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারেনা। অপরের অক্ষি-দর্পণে কোন পুরুষবিশেষের প্রতিবিম্বরূপ ছায়াত্মা, বা ভয় ও মৃত্যুর আস্পদীভূত বিজ্ঞানাত্মা বা সূর্য্য প্রভৃতি জনন মরণশীল দেবত্মা,[যাঁহাদের তথাকথিত অমরত্ব সুদীর্ঘজীবীত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে] ইঁহারা কেহই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ হইতে পারেন না, কারণ উক্ত পুরুষের অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, দেবতারাও ভয়াতিক্রান্ত নহেন।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি
সূর্য্যঃ ভীষ স্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম।’

এঁর ভয়ে ভয়ে, বায়ু সদা বহে,
এঁর ভয়ে সূর্য্য উঠে।
এঁর ভয়ে ভয়ে বহ্নি বিশ্ব দহে,
চন্দ্রফুটে—মৃত্যু ছুটে॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণেই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই হইতেছেন।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৩।৭) কথিত “অন্তর্যামী পুরুষ” সেই পরমাত্মাই বটে। সেই অন্তর্যামী পুরুষ পৃথিবীতে, জলে, অনলে, পবনে, তপনে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, দেহে, মনে, ইত্যাদি সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তৎসমস্তকে নিয়মিত করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, ইহাই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা কি না? এতদুত্তরে বলা যায় যে, উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণই সূচিত হইতেছে। অন্তর্যামীত্বের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি ব্রহ্ম-লক্ষণেই সমন্বিত। অতএব ব্রহ্মই উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ।

বৃহদারণ্যক [৩৭] উপসংহারভাগে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—তিনি "অদৃষ্ট হইয়াও দৃষ্টিকরেন, অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ করেন, অমনোগত হইয়াও মনন করেন এবং অজ্ঞানিত হইয়াও জানেন। কেহ দেখে না, তিনি দেখেন। কেহ শুনে না, তিনি শুনেন। কেহ মনন করে না, তিনি মনন করেন। কেহ জানিতে পারে না, তিনি জানেন। তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমর—অর্থাৎ নিত্য। তদিতর যাহা কিছু, সমস্তই মর্ত্ত্য অর্থাৎ অনিত্য।" এতাবতা ইহা বিশদীভূত যে, অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনোক্ত "প্রধান" উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ কেন হইতে পারে না? প্রধানও অপ্রকাশ্য এবং অজ্ঞেয়। প্রধানও বিশ্বের কারণরূপে পরিগণিত, অতএব অন্তর্যামী পুরুষের লক্ষণে প্রধান কেন লক্ষিত হইতে পারে না? এ তর্কের সমাধান এই যে, অন্তর্যামী পুরুষের এরূপ লক্ষণবিশেষও বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রানুসারেও তাহা কদাপি প্রধানে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলাযায়, যথা—প্রধান জ্ঞানশূন্য, সুতরাং দর্শন-শ্রবণ-মনন ইত্যাদি জ্ঞান-ক্রিয়া প্রধানে কদাচ সম্ভবে না, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মায় সম্ভবে। অতএব অন্তর্যামী পুরুষের দর্শন-শ্রবণাদি উল্লিখিত হওয়ায়, উহাতে পরমাত্মাই সূচিত হইতেছেন।

২০শ সূত্র।—অতঃপর আর একটি এইরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে যে, জীবাত্মা দেহাভ্যন্তর্ব্বর্ত্তী রহিয়া দৈহিক ক্রিয়াদি নিয়মন ও পরিচালন করিতেছেন। তিনি চেতন স্বরূপ ও অদৃষ্ট; কারণ ক্রিয়া-নিষ্পাদনের সহিত যুগপৎ কর্ত্তার কর্ম্মত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব। "ন দৃষ্টে র্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ।" দৃষ্টের দ্রষ্টা স্বয়ং দ্রষ্টব্য নহেন; অতএব জীবাত্মাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে পারেন। উত্তর এই যে, যদিও জীবাত্মা উপাধিদ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং যদিও দেহাভ্যন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া দেহকে নিয়মিত করেন, কিন্তু ইনি বৃহদারণ্যক-বর্ণিত অন্তর্যামী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করেন না। অতএব ইনি কিরূপে সেই অন্তর্যামী পুরুষ হইবেন? দ্বিতীয়তঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই স্ব স্ব সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও অন্তর্যামী পুরুষের স্পষ্ট পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। কাণ্ব (বৃঃ আঃ উঃ ৩।৭।২২) বলেন যে, "যিনি স্বয়ং জ্ঞানাধিষ্ঠিত, জ্ঞান যাঁহাকে জানে না, জ্ঞানই যাঁহার দেহস্বরূপ; যিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে জ্ঞানকে নিয়মিত বা পরিচালিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা।" ইহাই কাণ্বোক্ত সিদ্ধান্ত। আর যদি আমরা এস্থলে জীবাত্মাকেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানাত্মার স্থানীয় ধরি, তবেই আমরা মাধ্যন্দিনোক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই। কাণ্বোক্ত বিজ্ঞানতত্ত্ব মাধ্যন্দিনোক্ত জীবাত্মতত্ত্ব দ্বারাই অববোধিত। এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এইরূপে পার্থক্য পরিসূচিত হইতেছে।

তৎপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অন্তর্যামী পুরুষ দুইটি কিনা। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা নিয়ামক জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, এই দুইটি কিনা?

কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্বতঃ একত্ব শ্রুতিসম্মত। এস্থলে উত্তর এই যে, আত্মা মোটে একটি মাত্র। উপাধির অবচ্ছেদবশে বহুবৎ প্রতীয়মান। যথা- ঘটাকাশ ঘটোপাধি-অবচ্ছিন্ন মহাকাশ। মায়িক জগতে এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মা হইতে এবং পরমাত্মা হইতে প্রভিন্ন; কিন্তু সাধনবলে যাঁহার অন্তশ্চক্ষুর অম্বিক হইতে অবিদ্যার গুণ্ঠন অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পরমাত্মা মাত্র প্রকাশিত। তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য — জ্ঞাতা জ্ঞেয় একত্বে পরিণত। শ্রুতি বলেন, "যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ।" অর্থাৎ— দ্বৈতজ্ঞান যেখানে, দেখাদেখি সেখানে। অদ্বৈতাত্মজ্ঞান যথা, কেবা কারে দেখে তথা?

২০শ সূত্র।---মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,— "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তঃ ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"

পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা হন।
এ দুয়ে জানিতে হবে ব্রহ্মজ্ঞেরা কন॥
ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্ব চারি বেদগ্রন্থ।
শিক্ষা কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত ও ছন্দ॥
জ্যোতিষ সহিত এই বেদ-অঙ্গ ছয়।
এ শিক্ষা অপরা-বিদ্যা-বলে সিদ্ধ হয়॥
পরাবিদ্যা বলেতে অক্ষর হন জ্ঞাত।
অদৃশ্য অগ্রাহ্য যিনি অবর্ণ অজাত॥
অচক্ষু অশ্রোত্র যিনি অপাণি অপদ।
নিত্য বিভু সুসূক্ষ্ম অব্যয় সর্ব্বগত॥
যাঁহাতে সর্ব্বভূত সমুদ্ভূত হবে।
পরাবিদ্যাবলে জ্ঞানী তাঁর জ্ঞান লভে॥

বক্ষ্যমাণ সূত্রের সমাধেয় এই যে, পূর্ব্ব-বর্ণিত সর্ব্বভূত-সমুৎপাদয়িতা অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি বিশেষণ-বেদ্য যিনি, তিনি পরমাত্মা বা জীবাত্মা। সিদ্ধান্ত এই যে, "সর্ব্বভূত-সমুৎপাদক" বলিলেই পরমাত্মা বুঝায়; অন্যান্য বর্ণিত বিশেষণের বিচার বাহুল্য মাত্র। যে সমস্ত গুণ বা লক্ষণ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্যতীত দেহোপাধি-অবচ্ছিন্ন অবিদ্যাধীন জীবাত্মা বা মাত্র জড়-তত্ত্বস্বরূপ অচেতন প্রধানে কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এস্থলে আরও একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, প্রধানও অদৃশ্য তত্ত্ব এবং ইহা হইতেই সর্ব্বভূত উদ্ভূত, বলা যাইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, মুণ্ডকোপনিষদে যে পুরুষের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শুধু অদৃশ্যত্বই মাত্র তাঁহার গুণ বা লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞত্ব - সর্ব্বান্তর্যামিত্ব প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপগত বিশিষ্ট লক্ষণাবলীও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি। [মুঃ উঃ ১।১ ৯] পরমাত্মা ব্যতীত উক্ত বিশেষণগুলি স্বভাবানুসারে কদাচ প্রধান বা জীবাত্মার যোগ্য নয়। তারপর, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" [মুঃ উঃ ১।১৩]

হে আর্য্য! জানিলে কাহে।
সমস্ত জানিতে পারে?

এই শ্রুত্যুক্তিদ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হই-তেছে যে, সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মই সর্ব্বথা সুপ্রতিপন্ন।

২২শ সূত্র।—সর্ব্বভূতযোনি যে পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন, তাহা এই দ্বাবিংশ সূত্রে একটি অতিরিক্ত সুযুক্তি সহযোগে সমর্থিত হই-য়াছে। এক পক্ষে পরমাত্মার তত্ত্বলক্ষণা-বলী ও অপরপক্ষে প্রধানের তত্ত্ব-লক্ষণাবলী পরস্পর স্বতন্ত্র ও সুবিশদ। মুণ্ডকোপনিষৎ (২।১।২) বিস্পষ্ট বলিতেছেন,—"দিব্যো-হ্যমূর্ত্তপুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হি অজোহ-প্রাণো অমনা শুভ্রঃ।"

যে দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ যিনি,
বাহ্য-অভ্যন্তর অজ ও অমর,
অপ্রাণ অমন-অমল তিনি।

এ বর্ণনার বিষয়ীভূত বা অধিকারাস্পদ হওয়া প্রধান বা জীবাত্মপুরুষের যোগ্যতা-বহির্ভূত।

অতঃপর সেই সর্ব্বভূত জনয়িতার একরূপও লক্ষণ লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা—'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সৃষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য বিধায়, এই সৃষ্ট বিশ্বের ভৌতিক সুসূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব প্রধানকে এস্থলে "অক্ষর" বলা হইয়াছে। এই প্রধান স্বয়ং পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত থাকিয়া বিবিধ জাগ-তিক নাম-রূপ বা পরমাত্মার বিবিধ উপাধি কল্পনা করে। তর্কস্থলে যদি প্রধানকে স্বায়ত্ত বা স্বাধীনসত্ত্বও কল্পনা করা যায়, তথাপি "শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" এ কথায় স্পষ্টই প্রধান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থান্তর সূচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই; অতএব সেই পদার্থান্তর প্রধান হইতেও প্রধান—পরাৎপর পরমাত্মা।

২৩শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, যেরূপ রূপোপন্যাস উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রধান কখনই সর্ব্বভূত-জনয়িতা-রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। "অগ্নি-র্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

অগ্নি মূর্দ্ধা, রবীন্দু নয়ন।
দিক্ শ্রুতি, বেদোক্তি বচন॥
বায়ু যাঁর নিশ্বাস-নিস্বন।
হৃদি যাঁর এ বিশ্বভুবন।
চরণে ধরণীধর যিনি।
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা তিনি॥

এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মেরই সম্ভবে, কিন্তু প্রধানের বা জীবাত্মার নহে; কারণ অজ্ঞান প্রধান কখনও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হইতে পারেন না; আর উপাধিবদ্ধ অবিদ্যা-বাধ্য জীবাত্মাও জগজ্জনয়িতা হইতে পারেন না।

পরমাত্মা ব্রহ্মের রূপ প্রদর্শন জন্যই যে এরূপ রূপ বর্ণনা হইয়াছে, তাহা নহে; উহা রূপকোক্তি মাত্র। উহাদ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বভূতান্তরাত্মস্বরূপতাই সুপ্রকাশিত হই-য়াছে।

ঋগ্বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপেও পরমাত্মা সূচিত হন না।"

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে,
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং,

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

সমুদিত সর্ব্বাগ্রে—হিরণ্যগর্ভ যিনি।
একমাত্র জাত ভূত-পতি হন তিনি॥
স্থাপিলেন তিনি এই আকাশ পৃথিবী।
কোন্ দেবোদ্দেবশে মোরা নিবেদিব হবিঃ॥

এই হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা নহেন; কিন্তু পরমাত্মা হইতে সম্ভূত দেবপুরুষ বা ঈশ্বরবিশেষ। ইনি ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপাত্মক অবতার স্বরূপ। শ্রুত্যন্তরে ইঁহাকে 'ব্রহ্মা' বলা হইয়াছে। ঔপনিষদী উক্তি অনুসারে ইঁহাকে "সর্ব্বভূতাত্মা" বলিলেও অনুপপত্তি হয় না; কিন্তু তিনি সমস্ত সৃষ্টির আদিকারণ নহেন।

২৪শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদের (১২) একটি উক্তিতে আত্মা "বৈশ্বানর" পদে উক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রশ্ন এই যে, এই বৈশ্বানর পদে জঠরাগ্নি, বাহ্য-জড়াগ্নি অগ্নি অধিষ্ঠাতা দেবপুরুষবিশেষ ইত্যাদিই বুঝাইবে না পরমাত্মা বুঝাইবে। অপিচ, উক্ত পদ আত্মার সাধারণ লক্ষণ-বিশেষত্বে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহাদ্বারা "জীবাত্মা" বুঝাইবে কিনা, তাহাও আলোচ্য।

উত্তর এই যে, উহাদ্বারা পরমাত্মাই অভিহিত হইতেছেন। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম, সুতরাং এতদ্বারা ইতর পদার্থান্তর সূচিত হওয়া সম্ভবে না। অতএব যদিও "বৈশ্বানর" পদে জঠরাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিতত্ত্ব সূচিত হইলেও, অন্যান্য প্রসঙ্গানুসারে আত্মতত্ত্বও সূচিত হয়; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-সাদৃশ্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, উক্ত আত্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্বই বটে, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি, তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয় ইতি।"

প্রাদেশমাত্রাভিমানী বৈশ্বানর-আত্মা এই।
সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বাত্মসম্ভোগী সেই॥
এই বৈশ্বানরাত্মার মস্তক সুতেজোময়।
বিশ্বরূপ নেত্র তাঁর—প্রাণ পৃথগ্বর্ত্ম হয়।
সন্দেহ বহুল তাঁর—বস্তি রয়ীরূপ।
চরণদ্বয় পৃথ্বী—বক্ষ বেদিকা স্বরূপ॥
লোমাবলী বেদিকার তৃণরূপী হয়।
গার্হপত্য অগ্নিরূপী তাঁহার হৃদয়॥
অন্বাহার্য্য অগ্নিরূপী হয় তাঁর মন।
যে অগ্নি আহবনীয়, সে তাঁর আনন॥

উপরোক্ত বর্ণনায় ব্রহ্মতত্ত্বই বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত। প্রাচীন আর্য্যজাতি ব্রহ্মমূর্ত্তি স্বরূপেই অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাত্মা বোধক ভাবেই 'অগ্নি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা কদাপি একের স্থলে অন্যের সূচনাদ্বারা প্রমাদ-পাতিত হন নাই।

২৫শ সূত্র।—স্মৃতিও পরমাত্মার বর্ণন করিতেছেন উহা উপরোক্ত বৈশ্বানরাত্মা-বর্ণন-প্রণালীতেই বর্ণিত। স্মৃতিদ্বারাই শ্রুতির অর্থ আমাদের অধিগত হয়।

স্মৃতির পরমাত্মবর্ণন এইরূপ,—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ, সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূত-প্রণেতা।"

বলেন ব্রাহ্মণবর্গ, মস্তক যাঁহার স্বর্গ,
অন্তরীক্ষ নাভি যাঁর, রবীন্দু নয়ন ;
দিক্ যাঁর শ্রোত্ররূপ, পৃথিবী পদস্বরূপ,
তিনি হন সর্ব্বভূত-অনাদিকারণ।

এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, বৈশ্বানর শব্দেও সর্ব্বভূত কারণই সূচিত হন।

২৬শ সূত্র।—এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, বৈশ্বানর শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও কি কারণে উহা অন্যার্থে প্রযুক্ত হইবে? অনন্তর বৈশ্বানর বলিলে, উহা বৈশ্বানরের স্বভাব-বিশেষত্ব হেতু উহা-দ্বারা জঠরাগ্নিরই প্রতিপন্ন হয়, এবং এই হেতুই উহা পরমাত্মা-প্রতিপাদক হইতে পারে না। উত্তর এই যে পরমাত্মতত্ত্ব এই-রূপেই বোধবিষয়ীভূত হন। সসীম-উপাধ্য-বচ্ছিন্নত্ব ব্যতীত অসীম পরমাত্মার বোধ-বিষয়িত্ব সম্ভবে না; এই হেতুই এ স্থলে বৈশ্বানরত্ব তাঁহার উপাধি স্বরূপ।

চতুর্দ্দিশ সূত্র একবণে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বাহ্য জড়াগ্নি বা জঠরাগ্নি প্রভৃতি বুঝিতে হইলে, উহা ফলিতার্থে অর্থশূন্যই হইয়া পড়ে। যদি তদ্দ্বারা মাত্র জঠরাগ্নিই বুঝাইত, তবে "পুরুষাভ্যন্তরবর্ত্তী অগ্নি" বাক্যেই তাহা সিদ্ধ হইত; কিন্তু বাজসনেয়িগণ কর্ত্তৃক তাহা "পুরুষ" পদেও অভিহিত হইয়াছে, অতএব উক্ত বর্ণনায় অগ্নি বা জঠরাগ্নি বুঝাইবে কিরূপে? বাজসনেয়িগণ তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—

"স যো হৈতমেব অগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ।"

যেই জন জানে এই অগ্নি বৈশ্বানরে।
পুরুষস্বরূপে আর পুরুষ-অন্তরে॥

২৭শ সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সমূহের আলোচিত হেতুবাদ বশে "বৈশ্বানর" মাত্র ভৌতিকাগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাতা কোন দেব পুরুষ বিশেষ হইতে পারেন না।

২৮শ সূত্র।—ষড়্বিংশ সূত্রের আলোচনায় "পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং" এই বাক্যে জঠরাগ্নির অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু উহাদ্বারা অন্তঃসাক্ষাত্ব স্বরূপে পরমাত্মাও বুঝা যাইতে পারে। যেহেতু পরমাত্মা প্রতি-পুরুষান্তরে অফলভোগী থাকিয়া সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষীস্বরূপে সংস্থিত, 'এইরূপ শ্রুত্যুক্তি আছে। অতএব মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, জঠরাগ্নিকে উপাধিস্বরূপ মধ্যবর্ত্তীরূপে কল্পনা না করিয়া, উক্ত ঔপনিষদী উক্তিদ্বারা স্বয়ং সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদ্রষ্টা পরমাত্মাই সংপূজ্য, এইরূপ সহজ উপপত্তিই গৃহীত হইতে পারে। এই শ্রুত্যুক্তি যেস্থলে বৈশ্বানরকে পুরুষান্ত-র্ব্বর্ত্তী—অথচ স্বয়ং পুরুষস্বরূপ বলিয়াছেন, সেস্থলে তদ্দ্বারা পরমাত্মাই পরিস্ফুটরূপে প্রতিপাদিত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। "বৈশ্বানর" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, যথা—

"বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি, বিশ্বেষাং বা অয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বিশ্বানর পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ তদ্ধিতো নঞর্থঃ।"

যিনি বিশ্বরূপ, যিনি নররূপ,
বিশ্বনররূপ যিনি,
বিশ্ব-জীব-আত্মা, নরাত্মা পরাত্মা
"বৈশ্বানর" বটে তিনি।
বিশ্বানর পদ, বৈশ্বানর পদ,
সমার্থসূচক হয়।
তদ্ধিত প্রত্যয় প্রযোগে নিশ্চয়
ভিন্নার্থবাচক নয়।

২৯শ হইতে ৩২শ সূত্র। —আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন, যদিও পরমাত্মা সর্ব্বমিতি-মানাতীত তথাপি তাঁহার ধ্যানাধিগম্যতা-মূলক প্রকাশ কল্পনায় তাঁহাকে "প্রাদেশ মাত্র" বলা হইয়াছে। সাধকগণের হিতার্থে পরব্রহ্ম হৃদয়, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে ধ্যানাধিগম্যভাবে প্রকাশিত। বাদরি বলেন,— পরব্রহ্মকে "প্রাদেশ মাত্র" বলার হেতু এই যে, তিনি অনন্তমাত্রায় বা মাত্রাতীত সত্তায় "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্"— কিন্তু মনের উপাস্য হইতে হইলে, তাঁহাকে সাত্ত্বমাত্র ও মনের ধ্যানাধিগম্য বা স্মরব্য স্বরূপে প্রকাশিত হইতে হইবে। এজন্যই তিনি শাস্ত্র-কথিত হৃদয়স্থ প্রাদেশমাত্রাত্মক— অর্থাৎ মনের আয়ত্তিযোগ্যভাবে স্বয়ংই "প্রাদেশমাত্র" রূপে কল্পিত হইয়াছেন। অথবা সরলভাবে এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে "প্রাদেশ মাত্র" না হইলেও, "প্রাদেশ মাত্র' রূপেই তিনি যোগী-হৃদয়ের যোগ-ধ্যানাধিগম্য হইয়া থাকেন।

আচার্য্য জৈমিনিও বলেন, "প্রাদেশ মাত্র" বিশেষণ ব্রহ্মের কাল্পনিক নির্দ্দেশ মাত্র। বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণ আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদিকে বৈশ্বানরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়াছেন শিরোদ্ধ দেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান প্রাদেশ-পরিমিত; ইহার মধ্যস্থলে ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্রে—দ্বিদলে" যোগীর ধ্যানাস্পদ ঐশতত্ত্ব অবস্থিত। অতএব ত্রিভুবনাত্মা ভগবান প্রাদেশমাত্রাত্মকরূপে ঐ স্থানে বিদ্যমান। "বৈশ্বানর" পুরুষের তথাবিধ প্রাদেশমাত্রাত্মক বিদ্যমানতা বর্ণিত হওয়াতে, তদ্দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই প্রতিপাদন হইতেছে। জাবাল তাঁহাকে মূর্দ্ধা ও চিবুক দেশের ব্যবধান-মধ্যবর্ত্তী বলেন। ফলে নাসিকাগ্র অর্থাৎ ভ্রূমধ্যই পরমাত্মার যোগধ্যানাধিগম্য স্বরূপের অধিষ্ঠান স্থান।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশঃ—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১৫

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥

অন্বয়ঃ— সএব কালে অস্য ভুবনস্য গোপ্তা, বিশ্বাধিপঃ, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবতাঃ চ যুক্তাঃ। তম্ এবম্ জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা— "স এব" পূর্ব্বপূর্ব্ব-

শ্রুতি-সমূহে, যাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী-রূপে বর্ণনা করাহইয়াছে, তিনিই, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরই। "কালে" — অতীত কালেষু, জীবসঞ্চিতকর্ম্মপরিপাকসময়ে ইতি-ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ; স্থিতিকালে ইতি-শঙ্করানন্দঃ জীবের সঞ্চিত কর্ম্মের পরিপাক-সময়ে, অথবা স্থিতিকালে। "ভুবনস্য গোপ্তা" জগতঃ তদ্বৎ কর্ম্মানুগুণতয়া রক্ষিত — জগতের যাবতীয় কর্ম্মের অনুগুণতা-নিবন্ধন জগতের অদ্বিতীয় পরিপালক। "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু সাক্ষিরূপেণাহ-বস্থিতঃ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয়-পদার্থে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত। "যস্মিন্"—চিদ্ঘনা-নন্দবপুষি যে চিদ্ ঘন-আনন্দময় পরমপুরুষ। "ব্রহ্মর্ষয় সনকাদি-ব্রহ্মর্ষিগণ। "দেবতাশ্চ" ব্রহ্মাদি-দেবতাগণও। "যুক্তা" — ঐক্যং প্রাপ্তাঃ ইতি শঙ্করাচার্য্যঃ, যে গং আশ্রিতা প্রবৃত্তাঃ ইতি নারায়ণঃ "জ্ঞাত্বা" ব্রহ্মাহমস্মীতি অপরোক্ষীকৃত "তিনিই আমি" এতৎপ্রকারে প্রত্যক্ষকরিয়া। "মৃত্যুপাশান্" মৃত্যুঃ অবিদ্যা, তমঃ, রূপাদয়শ্চ" মৃত্যু শব্দের অর্থ অবিদ্যা, মহামোহ এবং রূপাদি, পাশঃ—পাশ্যতে বধ্যতে অনেন ইতি পাশঃ, যদ্বারা বন্ধন করে, মৃত্যুরেবপাশঃ মৃত্যুপাশঃ তান্ অবিদ্যা রূপ মহাপাশ অর্থাৎ প্রধান বন্ধন। 'ছিনত্তি' নাশয়তি—ঐক্যরূপ স্বপ্রকাশাগ্নিনা দহতী-ত্যর্থঃ—ঐক্য অর্থাৎ তৎসাযুজ্যরূপ স্ব-প্রকাশঅনলের দ্বারা দহন করেন।

বঙ্গার্থঃ— সেই পরমদেবতা পরমেশ্বর (যিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্রুতি সমূহে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন) জীবের সঞ্চিত কর্ম্মফলভোগ সময়ে এই বিশ্ব রক্ষাকরিয়া থাকেন, তিনিই বিশ্বের অদ্বিতীয় অধিপতি, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের তিনি সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে পরমপুরুষে সনকাদিব্রহ্মর্ষিগণ এবং ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ একতাপ্রাপ্ত হইয়া মিলিয়া রহিয়াছেন, সেই আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত পদার্থের আশ্রয়ভূমিকে সেই অপায়বিহীন করুণা নিধানকে "তিনিই আমি" এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সাধক অবিদ্যা, মহামোহ প্রভৃতি সংসারের দুশ্ছেদ্য-বন্ধন ছেদনে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর প্রতি-নিয়ত অবিদ্যার কঠিনতম-শৃঙ্খলে নিষ্পিষ্ট হইতে হয়না।

বিশেষব্যাখ্যা—আমাদের যে অবস্থাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহা প্রকৃত-মৃত্যু নহে। প্রকৃত-মৃত্যু অবিদ্যাচ্ছন্নতা, তাঁহার হৃদয়শ্বাস প্রশ্বাস-যুক্ত থাকিয়াও অবিদ্যামুক্ত নহে। তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত। এই মহা-মোহ বা প্রগাঢ় "তমঃ"ই শ্রুতিতে মৃত্যু নামে আখ্যাত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃত্যুর্বৈ তমঃ" "তমঃ"ই মৃত্যু। এই তমো বিনাশেই নামান্তর মৃত্যুবিনাশন। মায়া বিনী-অবিদ্যার মায়ার কুহকে আত্মহারা হইয়া জীব ইতস্ততঃ উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে বাসনা-পরিতৃপ্তির লুব্ধ-আশ্বাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিদ্যার কুহক-সম্ভূত এই বাসনার বিনাশ-সাধনের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-চিন্তা-ভগবদ্-বিষয়িণী রতি। ভগবানের চরণ-নখময়ূখের মনোরম দীপ্তিতে যে হৃদয় পরিদীপ্ত, অবিদ্যা-রূপিণী নিশাচরীর তিমির-পূর্ণা-বাসনাছায়া সে হৃদয়ে কদাচও প্রবেশ করিতে পারেনা। শশী। কৌমুদীর সুষমায় কি নারকীয়

অন্ধকার স্থান পায়? তাই শ্রুতি বলিতে-ছেন যে, যদি হৃদয়ের অশান্তিদায়িনী অবিদ্যার করাল-কবল হইতে পরিত্রাণ-লাভ করিতে চাও, তবে সেই সর্ব্বশক্তিমানের চিন্তা কর; তদীয় দিব্য-বিভূতি স্বীয় উবর-হৃদয়ে ধারণা করিতে অভ্যাস কর। নতুবা অবিদ্যার কঠোরবন্ধকরালহস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

১৬

ঘৃতাৎপরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্—
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অন্বয়ঃ— ঘৃতাৎপরং মণ্ডমিব অতিসূক্ষ্মং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্, শিবং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ দেবং জ্ঞাত্বা (সাধকঃ) সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "মণ্ডম্"— সারঃ মণ্ড শব্দের অর্থ সার। "সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ম্" এ পূর্ব্ব শ্রুতিতেই অনুবাদিত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—ঘৃতের উপরিভাগে বিদ্যমান অতিসূক্ষ্মতম-মণ্ডের ন্যায় যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্রতমতৃণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থে যাঁহার দিব্যবিভূতি অনু-স্যূত রহিয়াছে, নিয়ত মঙ্গলময়, সেই জগ-তের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক পরমদেবকে আত্মার সহিত অভিন্নভাব জানিতে পারিলে সাধক দুশ্ছেদ্যসংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীব-নের শান্তিপথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন জন্মের মত তিরোহিত হয়।

১৭

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্বয়ঃ—এষ দেবঃ বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা চ, (স্বয়ং) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। (এষঃ) হৃদা মনীষা (মনীষয়া ইত্যর্থঃ অত্র ছান্দসাৎ বিভক্তি-বিপর্য্যয়ঃ) মনসা (চ) অভিক্লৃপ্তঃ (ভবেৎ)। যে এতদ্ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা— "বিশ্বকর্ম্মা" —"মহৎ" আদি বিশ্বং "কর্ম্ম" কার্য্যং যস্য ইতি বিশ্ব-কর্ম্মা। বিশ্বস্থ যাবৎপদার্থের আদি কর্ত্তা। "মহাত্মা"—সর্ব্বব্যাপী। "দেবঃ"—দ্যোত-নাত্মক। "মনীষা"—বিবেকবুদ্ধিরদ্বারা। "হৃদা"—নেতি নেতি নেতি নিষেধোপ-দেশেন—ইহা নয়, ইহা নয়, ইহা নয়, এই প্রকারে প্রতিবিষয়ে তিতিক্ষা পুরঃসরী যে বুদ্ধি, তাহা দ্বারা। "মনসা"—বিচার পরি-পূত-জ্ঞানদ্বারা (অর্থাৎ অন্ধবুদ্ধি বশতঃ নয়) "অভিক্লৃপ্তঃ" প্রকাশিতঃ—প্রকাশিত হয়েন।

বঙ্গার্থঃ—বিশ্বের আদিকর্ত্তা সেই সনা-তন-পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে পরিব্যাপ্ত রহিয়া-ছেন। জীবহৃদয় ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার অধিষ্ঠান-বিচ্যুত হয়না। তিনি নিরন্তর সর্ব্ব-জীবেরঅন্তঃকরণে সন্নিবেশ করিয়া আছেন। বিবেক-মার্জ্জিত--প্রতিভা তিতিক্ষাপূর্ব্বিকা বুদ্ধি এবং আত্ম বিচার-পরিপূত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে স্বস্ব হৃদয়াভ্যন্তরে উপলব্ধি করা-যায়। যাঁহারা ঐ সমুদয় দুশ্চর সাধনা-

সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তাঁহাদের সংসার-যাতনা চিরদিনেরমত তিরোহিত হয়। অনন্তশান্তিসংস্পর্শে তাঁহাদের মনপ্রাণ জুড়াইয়া যায়।

১৮

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥

অন্বয়ঃ—যদা অতমঃ (ভবতি) তৎ (তদা) দিবা ন (ভবতি), রাত্রিঃ ন (ভবতি), সন্ ন (ভবতি), অসৎ চ ন (ভবতি)। কেবলঃ শিবঃ এব প্রকাশতে, তৎ অক্ষরং, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, তস্মাৎ (হি) পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা।

বিষমপদব্যাখ্যা—"যদা"—যস্যাং অবস্থায়াং, যে অবস্থায়। "অতমঃ" তমোনিবৃত্তিঃ অজ্ঞানের ধ্বংস হয়। "তৎ" তদা, সেই সময়ে। "দিবা ন ভবতি"- দিন-কল্পনা থাকেনা। 'রাত্রিঃন ভবতি' রাত্রি-কল্পনা থাকেনা। "সৎ ন ভবতি" সৎ অর্থাৎ কারণ বা ভাব কল্পনা থাকেনা। "অসৎ ন ভবতি" অসৎ অর্থাৎ কার্য্য বা অভাব--কল্পনাও থাকেনা, "কেবলঃ"—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশূন্য নির্ব্বিকার। "শিবঃ" চিদ্রূপ অবিদ্যাস্পর্শরহিত জ্ঞানময় আনন্দাত্মা। "তৎ"—সেই প্রসিদ্ধ-বিজ্ঞানময় পরম-জ্যোতিঃ। "অক্ষরং ব্যাপক বা সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য। "সবিতুঃ" প্রাণিনাং উৎপাদকস্য সর্ব্বজনকস্য ইতি শঙ্করানন্দঃ, সমস্ত প্রাণীর জনক সবিতৃদেবের "বরেণ্যং" সম্যক্‌প্রকারে ভজনীয়। "পুরাণী প্রজ্ঞা"—পুরাঽপি নবীনা সর্ব্বদা একরূপা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বাক্যজন্যা ইত্যর্থঃ—ইতি শঙ্করানন্দঃ, প্রাচীনতমা হইলেও সর্ব্বদা একরূপা অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার জ্ঞান জন্য নিত্যা আত্মবিদ্যা।

বঙ্গার্থঃ—যখন "তমঃ" অর্থাৎ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া সুবিমল স্বপ্রকাশজ্ঞানালোকের সমুদ্ভাস হয়, তখন কি দিন, কি রাত, কি ভাব, কি অভাব, কিছুরই কল্পনা থাকেনা। সমস্ত কল্পনাই অবিদ্যার কুহকবিজৃম্ভিত, সেই অবিদ্যার ধ্বংসে তাহার ক্রিয়াবলীরও ধ্বংস হয়। সেই সময়ে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদপরিশূন্য, নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ, অবিদ্যাস্পর্শরহিত জ্ঞানময় আনন্দ জ্যোতিঃই ইতস্ততঃ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সেই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানময় পরমজ্যোতিঃ ব্যাপক—অর্থাৎ সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য; সর্ব্বপ্রাণীর জনক পরমধ্যেয় সবিতৃদেবও তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই, প্রাচীনতমা হইলেও সর্বদা অবিকৃতা "আমিই ব্রহ্ম" এবংবিধা নবীনা অধ্যাত্মবিদ্যা বিনির্গতা হয়। তিনিই সর্ব্ববিধ বিকল্পের একমাত্র পারচ্ছেত্তা তাঁহাকে জানিলে সমস্ত বিকল্পই দূরীভূত হয়। যে অবস্থার কথা বর্ণিত হইল, তখন যে কোনপ্রকার কল্পনাই থাকেনা; তাহা অপরাপর শ্রুতিতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে — "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তম আসীদিতি"।

১৯

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে
পরিজগ্রভৎ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম
মহদ্-যশঃ ॥

অন্বয়ঃ— (কশ্চিদপি) এনং উৰ্দ্ধং ন পরিজগ্রভৎ, তির্য্যঞ্চং ন পরিজগ্রভৎ, (বা) মধ্যে ন পরিজগ্রভৎ, তস্য প্রতিমা ন অস্তি, যস্য নাম মহৎ যশঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ কুত্রচিৎ কেনাঽপি অগ্রাহ্যত্বং, অদ্বিতীয়ত্বাৎ নিরুপমত্বম্ সর্ব্বেভ্যঃ সমধিকযশঃস্বরূপঞ্চ প্রকটয়তি ইয়ং শ্রুতিঃ।

পরিজগ্রভৎ—পর্য্যগ্রহীৎ বা পরিগ্রহীতুম্ শক্নুযাৎ, পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। "তস্য প্রতিমা ন অস্তি"—অদ্বিতীয়ত্বাৎ তস্য উপমা নাস্তি। অদ্বিতীয়তানিবন্ধন তাঁহার উপমা নাই, অর্থাৎ তিনি কোন পদার্থেরই সহিত উপমিত হইবার যোগ্য নহেন। যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।— যাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত যশোরাশি জগতের প্রতিস্তরে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। "নাম"—প্রসিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—সেই কূটস্থব্রহ্ম কি উৰ্দ্ধ কি অধঃ, কি মধ্য, কোথায়ও কাহার পরিগ্রাহ্য নহেন, কেহ তাঁহাকে পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। (তবে তাঁহাকে কি করিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? তাঁহার স্বরূপ কিপ্রকার? এতদুত্তরে কথিত হইতেছে যে) তাঁহার উপমা নাই, (অতএব তিনি অমুক পদার্থের ন্যায়, ইহাও বলা যাইতে পারে না; তবে তিনি কিরূপ? কি করিয়া তাঁহাকে বুঝিব? এতদুত্তরে উক্ত হইতেছে) তাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত প্রসিদ্ধযশঃ বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থেই বিরাজিত রহিয়াছে, জগতের যাবতীয় বস্তুই যাঁহার কীর্ত্তিমেখলায় বিমণ্ডিত। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপদার্থে তাঁহার কীর্ত্তি-সত্তা-পরিগ্রহ করিতে প্রথমতঃ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। ভূতভৌতিক প্রপঞ্চজাত তদীয় সনাতনী কীর্ত্তি। সমাহিত হৃদয়ে দেখিতে চেষ্টা করিলে, প্রতি পদার্থেই সেই কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কৌমুদী অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হওয়া যায়; কিন্তু সকলের মূল সমাধি, সেই সমাধিবর্জ্জিতহৃদয়ে তদুপলব্ধির আশা কদাচ সম্ভবপর নহে।

২০

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনম্
এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবতি ॥

অন্বয়ঃ—অস্য রূপম্ সন্দৃশে ন তিষ্ঠতি, কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে এনং হৃদিস্থং হৃদা মনসা চ এবং বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"সন্দৃশে"—(সম্যক্ প্রকারেণ দৃশ্যতে অত্র ইতি সম্+দৃশ্+ক, চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্য প্রদেশঃ—তত্র,) চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্থানে। "হৃদা"—শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা। "মনসা"—মননধর্ম্মক মনের দ্বারা। "হৃদিস্থং"—হৃদাকাশগুহাস্থ। "তে অমৃতাঃ ভবন্তি"—ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—এই পরম ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ অখণ্ডানন্দ স্বরূপ চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানে অবস্থান করে না, অর্থাৎ ইহার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, ইহাকে কেহ

চক্ষুদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেনা। যে সাধনচতুষ্টয়াদিযুক্ত যোগাধিকারি-সন্ন্যাসিগণ সুপরিশুদ্ধ-সমাধিমার্জ্জিত বিমলবুদ্ধি ও নিশ্চলমনের দ্বারা হৃদাকাশগুহাস্থ এই পরমপুরুষকে "ব্রহ্মাহমস্মি" "ব্রহ্মই আমি" এই ভাবে জানিতে পারেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা অপরোক্ষীকরণ-মহিমা বলে অমৃতত্ব লাভ করেন। মরণের হেতু অবিদ্যাদি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলের দ্বারা দগ্ধীভূত হওয়ায়, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী-দিগকে আর পুনরায় দেহান্তরভজনা করিতে হয়না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইতি।"

২১

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ ভীরুঃ
প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং
পাহি নিত্যম্।

অন্বয়ঃ— ত্বম্) অজাতঃ ইতি এবং (কশ্চিৎ) ভীরুঃ (সন্) (ত্বাম্ এব শরণম্) প্রতিপদ্যতে। হে রুদ্র! যৎ তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং নিত্যং পাহি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"অজাতঃ" জন্ম-জরা-অশন-পিপাসাধর্ম্মবর্জ্জিত। "ভীরুঃ"— সংসার হইতে ভীত হইয়া। "ত্বামেব শরণং প্রতিপদ্যতে" তোমাকে শরণপ্রাপ্ত হইতেছে। "দক্ষিণংমুখং"—উৎসাহজননং রূপং তোমার উৎসাহজনন আহ্লাদপূর্ণ চিন্ময়রূপ। "পাহি"—রক্ষা কর।

বঙ্গার্থঃ—সাধক জন্ম, জরা, মরণ, অশন, পিপাসা, শোক, মোহ প্রভৃতি অনন্ত-ক্লেশ-পরিপূর্ণ সংসার হইতে ভীত হইয়া, তদ্বৎ ক্লেশাত্মক-ধর্ম্মবর্জ্জিত তোমাকে একমাত্র নিরপায় সংশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়েন। হে রুদ্র অর্থাৎ হে অবিদ্যাবিনাশক! তোমার নিয়তানন্দময় উৎসাহজনক রূপদ্বারা তুমি সর্ব্বদা আমাকে অবিদ্যার করাল-কবল হইতে রক্ষা কর। হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার অনুপমজ্যোতি প্রকাশিত করিয়া, আমার মনের চিরান্ধতমসের বিনাশসাধন কর। তুমি জন্ম-জরা মরণ প্রভৃতি অকল্যাণ সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত; তাই হে রুদ্র! অর্থাৎ হে অবিদ্যাধ্বংসক! তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি, তুমি তোমার চিরোৎসাহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমার জড়তাপন্ন জীবন পুনরুৎসাহিত করিয়া দাও।

২২

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু
রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো—
বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥

অন্বয়ঃ— হে রুদ্র! (ত্বম্) নঃ তোকে, তনয়ে, আয়ুষি গোষু অশ্বেষু (চ) মা রীরিষঃ। ভামিতঃ (সন্) বীরান্ নঃ মা বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ (বয়ং) সদম্ইত্ত্বাহবামহে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "তোকে"— পুত্রে— অর্থাৎ পুত্রকে। "তনয়ে"— পৌত্রকে "আয়ুষি"— আয়ুঃ। "অশ্বেষু"—অপরাপর শরীরিসমূহকে। "মা ন রীরিষঃ" বধং মা কার্ষীঃ— বধ করিও না। "ভামিতঃ

বীরান্ নঃ মা বধীঃ"—অত্র শঙ্করঃ—"যে চাস্মাকং বীরা বিক্রামন্তো ভৃত্যা, হে রুদ্র! তান্ "ভামিতঃ ক্রোধিতঃ সন্ মা বধীঃ',—হে রুদ্র! আমরা তোমার বিক্রমশালী অর্থাৎ ঔদ্ধত্যযুক্ত ভৃত্য; তুমি ক্রোধিত হইয়া, তোমার এই সকল ভৃত্যকে বিনষ্ট করিওনা। "হবিষ্মন্তঃ" হবিযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ নিয়ত হোমপরায়ণ হইয়া। "সদমিং"—সদা সর্ব্বদা, "ত্বা" ত্বাম্—তোমাকে। "হবামহে"—রক্ষার্থং আহ্বয়ামঃ—রক্ষারনিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গার্থঃ—হে রুদ্র! হে অনন্তশক্তে! তুমি আমাদের পুত্র, পৌত্র, জীবন, হবিঃ-সাধন গো এবং অন্যান্য শরীরধারীদিগকে বিনাশকরিও না। আমরা শত উদ্ধত হইলেও, তোমার ভৃত্য; হে নাথ! তুমি তোমার ভৃত্যের প্রাণ-সংহার করিও না। আমরা প্রতিনিয়ত হবিরাদি সাধন দ্বারা তোমাকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।
মেট্রপলিটান কালেজ।

এক ও অনেক।

এক চন্দ্র অন্ধকার হরে;
অনেক তারায় কিবা করে?। ১
রাজ্যরক্ষা একটি রাজায়;
নাহি হয় অনেক প্রজায়। ২
এক সেনাপতির শাসনে,
অনেক সৈনিক রত রণে। ৩
এক শিক্ষিতের শিক্ষামত—
সম্প্রদায় হয় সমুন্নত।
মিলিয়া অনেক মূর্খজন,
কোন শিক্ষা না করে সাধন। ৪
ভাল এক বাক্যও সার্থক,
অনেক প্রলাপ অনর্থক। ৫
একটি সুখাদ্য স্বাস্থ্যময়,
অনেক কুখাদ্য কিছুনয়। ৬
সুপুত্রৈকে সুখ-সম্ভাবনা,
কুপুত্র-অনেকে বিড়ম্বনা। ৭
সুপঠিত এক গ্রন্থ সার,
কুপঠিত অনেক অসার। ৮
সুকৃত এক কাজেও হিত,
কুকৃত অনেক বিপরীত। ৯
একটি সরিৎ সুনিশ্চয়—
অনেক কূপের শ্রেষ্ঠ হয়। ১০
অনেক কুসুম উপেক্ষিত,
একটি গোলাপ সমাদৃত। ১১
অনেক দিনের দাসত্বের তুলনায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ প্রায়। ১২
দিনেকের তরে ধর্ম্ম-জীবন সার্থক;
অধর্ম্মে অনেক দিন বাঁচা অনর্থক। ১৩
ঘৃণিত অধর্ম্মার্জ্জিত কনক অনেক,
সমাদৃত ধর্ম্মার্জ্জিত কপর্দ্দক এক। ১৪
সুপাত্রে একটি পাই দানও সার্থক;
অপাত্রে অনেক অর্থদান অনর্থক। ১৫
সুকৃত ব্যবসা এক ধনপ্রদ বটে;
কুকৃত অনেকে মাত্র অপহ্নব ঘটে। ১৬
তরুর একটী মূলে জল দিলে ফল,

অনেক শাখায়-পত্রে সেচন নিষ্ফল। ১৭
সুসিদ্ধ একটি লক্ষ্যে শুভ ফলোদয়,
অসিদ্ধ অনেক লক্ষ্যে বৃথা কালক্ষয়। ১৮
অনেক নাস্তিক শুধু ধরণীর ভার ;
এক ভগবৎভক্ত ভুবনালঙ্কার। ১৯
একেকে যে সার করে অনেক সে পায়,
অনেক যে চায়, তার এক পাওয়া দায়। ২০

হিন্দু ও অহিন্দু।

সত্য হিন্দু হতে যদি চাও,
সত্যপর-ন্যায়বান হও। ১
যদ্যপি প্রকৃত হিন্দু হও,
কায়মনোবাক্যে শুচি রও। ২
স্বার্থত্যাগী পরার্থানুরাগী,
সেই সত্য হিন্দু নামভাগী। ২
সুখে শান্ত দুখে অবিহ্বল,
হিন্দু নাম তাহারি সফল। ৪
ভ্রাতৃভাবে ভাবে যে মানবে,
হিন্দু আখ্যা তাকেই সম্ভবে। ৫
সদা যে কর্ত্তব্য কাজে রত,
হিন্দু সংজ্ঞা তাহারি সঙ্গত। ৬
মূকজীবে যেবা দয়াবান,
সত্য তার হিন্দু অভিধান। ৭
সর্ব্বধর্ম্মে ধীর-দৃষ্টি যার,
হিন্দু নাম ন্যায্য বটে তার। ৮
ঈশে যার রতি-গতি-নতি,
হিন্দু সংজ্ঞা সাজে তারি প্রতি। ৯
খুটিনাটি ত্রুটি আচারের—
হেতু নয় "অহিন্দু" নামের।
স্বার্থপর অধার্ম্মিক যেই,
যথার্থ অহিন্দু বটে সেই। ১০
খাদ্য-বিচারের অঙ্গহানি,
তাতেই না যায় হিন্দুয়ানী।
সুচিন্তা সুবাক্য-সুকর্ম্মের—
হানিতেই হানি হিন্দুত্বের। ১১
সর্ব্বভূতে আত্ম প্রসারণ,
সনাতন ধর্ম্মের সাধন।
যে জাতি সে ধর্ম্মে আস্থাবান,
সিন্ধুতীরে যার আদিস্থান।
সে জাতীয় যে জন্মে যথায়,
সাধে ধর্ম্ম যেবা সুবিধায়,
তাহারেই "হিন্দু" নামে মানি ;
তদিতর "অহিন্দু" বাখানি। ১২
আহার-বিচার-ভিন্নত,
জল-যানে সমুদ্র-যাত্রায়,
সত্যজ্ঞানে নহে অহিন্দুত্ব ;
অহিন্দুত্ব অসত্যেই সত্য। ১৩
চোর দস্যু লোলুপ লম্পট,
নিপট কপট ক্রূর শঠ ;
হত্যাকারী অত্যাচারী তথা,
গৃহদাহী মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ;
জালিয়াৎ দাঙ্গাবাজ ঠক,
প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক ;
কামুক ও হিংসুক দুর্ম্মুখ,
মিথুক ও বিশ্ব-বিনিন্দুক ;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসবিহীন,
চিত্ত যার দীন হীন ক্ষীণ ;
নাস্তিকতা নীরস-পরাণ,
মন যার মহাশ্মশান ;

নাহি যার স্নেহ দয়া-বিন্দু,
ইহারাই প্রকৃত অহিন্দু। ১৪
(শুধু) ——
অন্নাদি-আচার-ভেদে,
বর্ণাদি-বিচার-ভেদে,
হিন্দু বা অহিন্দু হয়,
এ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ নয়;
বিশ্বাস ও কার্য্যে বদ্ধ
হিন্দুত্ব ও অহিন্দুত্ব। ১৫

সেকাল ও একাল।

আয়কর।

ইনকম্ টেকস বা আয় অনুসারে প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণ, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইহা একালে ইংরাজ রাজ্যের একটী উৎপীড়ন বলিয়া যে সাধারণের ধারণা আছে তাহা ভ্রমমূলক। বিজিত জাতি বলিয়া রাজা আমাদের নিকট অতি উচ্চহারে এই কর গ্রহণ করেন বলিয়া যে অনেক লোকের সংস্কার আছে, তাহাও ভ্রমমূলক। বাস্তবিক সেকালের "রামরাজ্যেও" ইনকম্ টেক্‌স ছিল এবং তাহার হার একালের অপেক্ষা বেশী ছিল। একথা কেবল বলিলে পাছে লোকের বিশ্বাস না হয়, এজন্য দুএকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি।

মনু, ৭ম অধ্যায়।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো-দাপয়েৎ করান্॥ ১২৭

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তাচ কর্ম্মণাম্;
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ১২৮

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকো বৎস ষট্‌পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥ ১২৯

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশু-হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশ-এব বা॥ ১৩০

আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংস-মধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধি রসানাঞ্চ পুষ্পমূল ফলস্য চ॥ ১৩১

পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥ ১৩২

যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ কর-সংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্ জনম্॥ ১৩৭

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥ ১৩॥

বাণিজ্য দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে ক্রীত হইয়াছে, এবং ঐ দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, আনিতে পথে বিপদাদির কিরূপ সম্ভাবনা, পথে ব্যয়, মাসুল প্রভৃতি কত দিতে হইয়াছে, চোরদস্যু প্রভৃতি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কত ব্যয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে লাভালাভের কিরূপ সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখিয়া কর ধার্য্য হইবে। যাহাতে রাজা উচিত মত কর পান ও বণিক্ সম্যক্ রূপে আপন কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারেন, উভয় বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া কর সংস্থাপিত হইবে। যেরূপে জলৌকা (জোঁক) রক্ত পান করে বা গোবৎস দুগ্ধ পান করে অথবা ভ্রমর মধু পান করে সেই প্রকার রাজা ও মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অল্প অল্প কর গ্রহণ করিবেন। যাহাতে মূলধনের প্রতি কোন ব্যাঘাত, বা উৎপাদিত ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া বণিকের বাণিজ্যে অনুৎসাহ জন্মে, এরূপ একেবারে অধিক কর রাজা গ্রহণ করিবেন না। পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ; ধান্য শস্যাদি সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬, ৮ বা ১২ ভাগের এক ভাগ; বৃক্ষ, মাংস, মধু, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, বৃক্ষাদির রস, ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, শাক, তৃণ, বংশনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র, মৃৎপাত্র, বা প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্য সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬ ভাগের ১ ভাগ, রাজার গ্রহণীয়।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন দুঃখী প্রজা, যাহারা শাকাদি সামান্য বস্তু বিক্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রাজা তাহাদিগের নিকট ও কিঞ্চিৎমাত্র কর বর্ষে বর্ষে গ্রহণ করিবেন। কারু ও শিল্পজীবিগণ—যথা, পাচক, মালাকার, কাংস্যকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, চিত্রকর, ভাস্কর এবং যে সকল শূদ্র নিজের শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।

মনুর দশম অধ্যায়ের ১১৮। ১১৯ এবং ১২০ শ্লোকেও এই বিষয়ের কথা আছে। আপৎকালে রাজা শস্যাদির ৪ভাগের এক ভাগ, সুবর্ণাদির ২০ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন, শূদ্র এবং কারু ও শিল্প কার্য্যোপজীবিগণের নিকট কর গ্রাহ্য নহে, তাহাদিগের দ্বারা (সাধারণকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে) কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

মনুর ন্যায় হারীতও " * * * ষড়্ভাগার্হঃ সদানৃপঃ" (২য়অধ্যায় ৩য়শ্লোক) বলিয়াছেন। বশিষ্ঠও একোনবিংশ অধ্যায়ে প্রায় এইরূপ বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ যে মনুর পরবর্ত্তী, ঐ অধ্যায়েই তাহার নিদর্শন অন্তর্নিহিত (internal evidence) আছে। এই বশিষ্ঠ যে রামচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী বশিষ্ঠ নহেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখি নাই।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে দেখা যায় যে, ভূমি ও ব্যবসায়ের উপর কর সেকালে সাধারণতঃ ⅙ হইতে ⅛ পর্য্যন্ত ছিল এবং

আপৎকালে ¼ পর্য্যন্ত উঠিত। অর্থাৎ এখন যেমন আফগান যুদ্ধাদিতে লবণাদির শুল্ক বর্দ্ধিত হয় তখনও সেইরূপ হইত। তখনও এই "ঘৃণিত" বনকর ছিল। এখন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনে কাষ্ঠ, মধু, "গোল" পাতা এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে; তৃণ (১) লাক্ষা (২) "মহুয়া" মধুপুষ্প প্রভৃতি হইতে বন বিভাগের যে শুল্ক আদায় হইয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে লোকে নানা আপত্তি ও দোষারোপ করে, কিন্তু এ কর নূতন নহে। বঙ্গের সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুশাসিত (Regulation District) দেশে "বেগার" নাই; কিন্তু ছোটনাগপুর অঞ্চলের (non regulation) বন্য প্রদেশে "বেগারের" কুলিদিগকে কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার (অবশ্য কাজ করিলে পয়সা দিবার) প্রথা আছে। "বেগার" প্রথা সেকালে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; একালে উহা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে বলিলেই চলে। অতি দরিদ্র লোকেও ৩০ ভাগের এক ভাগ কর দিত, ইহাদিগকে এখন কিছুই দিতে হয় না। বিদ্যার উপর কর ছিল না (মনু ৭ম অঃ ১৩৫—১৩৬) বরং বিদ্যাদানের ও লাভের পথ যাহাতে প্রশস্ত হয় তজ্জন্য বৃত্তি প্রভৃতি দান করা হইত। রাজা এখনও বিদ্যাদানে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন।

[১] "সাবাই" ঘাস (দড়ি ও কাগজের জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং পশুচারণার্থ ঘাস গবর্ণমেণ্ট জঙ্গলে "বিলি" হয়।

[২] পলাসবৃক্ষে কীট বিশেষের উৎপাদিত নির্য্যাস।

করবহনক্ষম সকল ব্যক্তির উপর সমান-ভাবে কর হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি যত দরিদ্র তাহার আয়ের তত বেশী ভাগ ভরণ পোষণে ব্যয় হয়, অথবা ভরণ পোষণে যে ব্যক্তির বা জাতির ব্যয় আয়ের অনুপাতে যত বেশী সে ব্যক্তি বা জাতি তত দরিদ্র। ছোটনাগপুরের প্যালামৌ অঞ্চলের মফঃস্বলে ৪ হইতে ৮টী গোরক্ষপুরী পয়সা (প্রচলিত ২¼ হইতে ৪½ পয়সা) দিলে স্ত্রীলোকে ও পুরুষে ৭।৮ঘণ্টা কাজ করে, অনেকস্থলে পাকি দেড়সের মকাই বা নিকৃষ্ট চাউল পাইলে এক ব্যক্তি সমস্ত দিন কাজ করে। এই আয়ে উঁহাদের উদর পূর্ত্তি হইয়া কষ্টে বস্ত্রাদির জন্য কিছু থাকে, বোধ হয় শতকরা ৯০ ভাগ আহারে ব্যয় হয়। কলিকাতার নিকট যে সকল ভদ্র লোকের কেবল মাত্র চাকুরীই সম্বল, তাঁহাদের ৪২।৪৩, আয় হইতে ১৲ টাকা টেকস্ দেওয়া বড় কষ্টকর। নিজেদের কথা দূরে থাকুক, বালক বালিকাগণও শরীর পোষণার্থ অত্যাবশ্যকীয় দুগ্ধ ঘৃতাদি উপযুক্ত পরিমাণে পায় না। এস্থলে ঐ ৪২৲।৪৩৲ টাকা হইতে যদি ১৲ টাকা না দিতে হইত, তাহা হইলে কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য ঐ টাকাটী ব্যয় হইত এবং সেই পরিমাণে ঐ পরিবারের সুখ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইত।

এক্ষণে চাকরিতে বার্ষিক ৫০০৲ বা ততোধিক ২০০০৲ পর্য্যন্ত আয়ের উপর টাকায় ৪ পাই বা $\frac{1}{48}$ ভাগ এবং ব্যবসায়ে ৫০০৲ আয়ের উপর প্রায় $\frac{1}{50}$ ভাগ এবং বার্ষিক ২০০০৲ আয়ের উপর সর্ব্বত্র ১ টাকায় ৫

পাউণ্ড বা প্রায় $\frac{1}{৪০}$ ভাগ কর ধার্য্য আছে। আমাদের রাজার নিজের দেশে গত বৎসর পাউণ্ডে ১ শিলিং বা ২০ ভাগের একভাগ আয় কর ছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে অনেক কোটী টাকা ব্যয় হওয়ায় আয়কর বর্দ্ধিত হইয়া পাউণ্ডে ১ শিলিং ২ পেন্স বা প্রায় ১৯ ভাগের এক ভাগ হইয়াছে। ইংলণ্ড ধনী, ভারত দরিদ্র' ইংলণ্ডে এই বর্দ্ধিত করে আপত্তিও হয় নাই। ইংলণ্ডে যথেষ্ট টাকা, মূলধনের অভাব নাই, বার্ষিক ৩৲ হারে ধার দিতেও লোকে উৎসুক। ভারতে ব্যবহার যোগ্য মূলধন বড় অল্প, সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা প্রায় দেখা যায়। ব্যবসায়ের উপর কর এদেশে অনেকস্থলে মূলধনে আঘাত করে; মূলধনে আঘাত লাগিলে ধনী প্রথমতঃ ঐ কর দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দ্রব্য ব্যবহারকারীর উপর এবং তৎপরে শ্রমজীবিগণের উপর চাপাইতে চেষ্টা করেন; উহাতে ও ঠিক না হইলে ব্যবসায় বন্ধ হয়। দরিদ্র দেশে আরও দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় ধনশালী দেশে অনেক লোকের ২০০০০৲ আয়। তাঁহারা টেক্স দিয়াও যথেষ্ট খায়দায় ও বাবুয়ানী করে। টেক্স কমিলে তাহাদের সেই টাকা যে টাকা জমিতেছিল, তাহাই কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিবে মাত্র। অর্থাৎ ধার দিবার বা কোম্পানির কাগজ কিনিবার অর্থ কিছু বাড়িবে। টেক্স বাড়িলে স্বল্প সংখ্যক টাকা জমিল না মাত্র— ঐরূপ টাকা না জমায় সুখস্বাস্থ্যের কিছু প্রতিবন্ধক হয় না, সুতরাং লোকে বিশেষ আপত্তিও করেনা।

প্রত্যেকের আয়, সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য কিরূপ অভাব পূরণের আবশ্যক, তৎপরে রাজাকে দিবার মত কত থাকে, ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য, পথের ব্যয় ক্লেশ ও বিপদ, কিরূপে জাতীয় বাণিজ্যাদির বিস্তার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সকল সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া একালের মত সেকালেও করবহন ক্ষমতা নির্দ্ধারণের রীতি ছিল। যে ব্যক্তি অধিক সম্পত্তির অধিকারী, তাহার সুখ শান্তির জন্য রাজার সামান্য চৌকি পাহারার বন্দোবস্তও অধিক প্রয়োজন, তাহার করদানের ক্ষমতাও অধিক। কিন্তু যাহার কিছুই নাই, যে শাক বেচিয়া, কাঠ কুড়াইয়া বা সামান্য মজুরী করিয়া কষ্টে খাদ্যের সংস্থান করে, তাহার কর দানের ক্ষমতা নাই, তাহার উপর আয় কর হওয়া অকর্ত্তব্য। ইংরাজ রাজ সেকালের মত এইরূপ দীন দরিদ্র ব্যক্তি বর্গের নিকট আয় করগ্রহণ করেন না, ইহা আমাদের রাজার দয়া, মহানুভবতা ও গভীর অর্থনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে হারে আয়কর আছে, তাহা ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও ভারতের ব্যক্তিগত ও জাতিগত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজা উহার হার বর্দ্ধিত করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। বরং বার্ষিক ৫০০৲ আয়ের উপর কর এক বারে তুলিয়া দিয়া যদি ১০০০৲ আয়ের উপর হইতে কর সংস্থাপন সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে আমাদিগের রাজা সচেষ্ট আছেন ইহা একাধিকবার প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত

মন্তব্য।

রাজা প্রজাদিগের স্বদেশবাসী হইলে, তিনি যে করগ্রহণ করেন, তাহা অধিক হইলেও প্রজাদিগের মধ্যে ব্যয়িত হওয়ায়, তাহারা যথেষ্ট উপকৃত হয়। বিদেশীয় রাজার সংগৃহীত কর অল্প হইলেও উহার অধিকাংশই বিদেশে ব্যয়িত হওয়ায় প্রজাদিগের উহা হইতে কোন প্রত্যুপকার পাইবার সম্ভাবনা থাকেনা, এবং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে থাকে, রাজা বিদেশীয় হইলে বিদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রভাবে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের অবনতি না হইয়াও পারেনা এবং তাহাতে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়ে।

হিঃ পঃ সম্পাদক।

ভ-গোল-পরিচয়।

৭ম পাঠ।

বৃষ-রাশি।

কৃত্তিকানক্ষত্রের ¾ অংশ ও রোহিণী-নক্ষত্র এবং মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের ½ অংশ দ্বারা বৃষরাশি গঠিত। কিন্তু বৃষরাশির আয়তন মধ্যে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ও রোহিণী নক্ষত্রের তারা গুলি অবস্থিত। (১)

কৃত্তিকা নক্ষত্র দ্বারা তারাময় বৃষের ককুৎ গঠিত এবং রোহিণী নক্ষত্র দ্বারা তারা-বৃষের মুণ্ড গঠিত।

বর্ত্তমান সময়ে বৈশাখাদি বর্ষগণনা হয়; রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেষ এবং প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী। প্রাচীনকালে কার্ত্তিকাদি বর্ষগণনা হইত,এবং রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র কৃত্তিকা এবং প্রথম রাশি বৃষরাশি ছিল। (২)

বৃষরাশিস্থ তারাগণ মধ্যে...

(১) হলদ্দীবর্ণ তারা বৃহত্তম, এবং লোহিতবর্ণ এই তারাটী দেখিতে অতি মনোহর। এই তারা রোহিণী নক্ষত্রের যোগতারা; রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা, এজন্য রোহিণীর অপর নাম ব্রাহ্ম বা কমলজ দৈবত। (৩)

(২) হলদ্দীবর্ণ তারার প্রায় ৮ হাত উঃ পূঃ কোণে অগ্নিতারক অবস্থিত।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের তারাগণ মধ্যস্থিত দেবসেনা তারা। দেবসেনা বৃষরাশির ৪র্থ তারা। ইহার পাশ্চাত্য নাম Alcyone

কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগশিরা নক্ষত্র।

দেবসেনা ও হলদ্দীবর্ণ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা অগ্নিকোণে পরিবর্দ্ধিত করিলে, হলদ্দীবর্ণ তারা হইতে ১০ ফুট অন্তরে একটী ২য় শ্রেণীর তারা দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবেক। এই তারাটীর নাম কার্ত্তিকেয় তারা। কার্ত্তিকেয় তারা হইতে ২ফুট অন্তরে ঈশানকোণে একটী ক্ষুদ্র তারাগুচ্ছ আছে; ঐ তারাগুচ্ছের তিনটী মাত্র ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়। তারাগুচ্ছের উত্তরস্থ তারাটী ৪র্থ শ্রেণীর এবং ঐ তারার নাম এনকতারা। অপর ২টী তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর। তারাত্রয় বিড়াল পদাকৃতি; ঐ তারাগুচ্ছের নাম মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ (৪)

কালপুরুষমণ্ডলস্থ ১১।১৩।১৭তারা=মৃগশিরা নক্ষত্র। এণকতারা-যোগতারা(মৃগশিরা)

কালপুরুষ মণ্ডলস্থ আর্দ্রা নক্ষত্র।

কার্ত্তিকেয় তারার ৪ হাত পূর্ব্বে এবং এণকতারার ৩ হাত অগ্নিকোণে যে একটী

১। সাধারণতঃ নক্ষত্র শব্দে রবিমার্গের ৩৬০° অংশের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ১৩⅓° অংশ বুঝিতে হইবে। তারা বর্ণনকালে নক্ষত্র শব্দে তারাসংহতি বুঝিতে হইবে।

২। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতার বাহন বৃষ।
"শিবাধিদৈবতং দেব অগ্নি প্রত্যভি দৈবতং"
ইতি গ্রহযাগতত্ত্ব।

৩। রোহিণীর অধিপতি ব্রহ্মমণ্ডলস্থ ব্রহ্মা অথবা মৃগরূপী কালপুরুষ।

৪। কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগরূপী প্রজাপতির মস্তক।

৫। আর্দ্রানক্ষত্রে সূর্য্য প্রবেশ করিবামাত্র অম্বুবাচির সূচনা হয়। অম্বুবাচির স্থিতি ৩ দিন ২০ দণ্ড। অম্বুবাচির সূচনার ৪র্থ দিনে দীর্ঘতম দিবা এবং হ্রস্বতম রাত্রি হয় এবং বর্ষাঋতুর আবির্ভাব হয়।

১ম শ্রেণীর রক্তবর্ণ তারা দর্শক দেখিবেন, ঐ তারাটীর প্রাচীন নাম বিশাখা আধুনিক নাম আর্দ্রা। আর্দ্রা কালপুরুষমণ্ডলস্থ ২ তারা। সৌন্দর্য্য-বলে আর্দ্রা স্বপ্রকাশে সমর্থ। এজন্য আর্দ্রা তারা এককই নক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

বিশাখ তারা = আর্দ্রা নক্ষত্র

বিশাখ তারা = আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ তারা। আর্দ্রাতারা নামের সার্থকতা আছে।

মৃগব্যাধ মণ্ডলস্থ লুব্ধক তারা পূর্ব্বে আর্দ্রানক্ষত্র ছিল। পৌরাণিক সময়ে অয়নাংশগতি বলে লুব্ধক তারার আর্দ্রানক্ষত্রত্ব লোপ হয়। কালপুরুষ মণ্ডলস্থ বিশাখ তারাকে আর্দ্রানক্ষত্র পদে (৬) অভিষিক্ত করা হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লুব্ধক আর্দ্রালুব্ধক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (৭)

৬। যে তারা অয়নান্ত বিন্দুর সহিত এক ধ্রুবকে অবস্থিতি করে, ঐ তারায় সূর্য্য উপনীত হইলে, বর্ষাগম হয় এবং ঐ তারাকে আর্দ্রা বলা হয়। অয়নান্তবিন্দু বিলোমগতিবলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সরিতেছে এবং ক্রমে আর্দ্রা নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অতি প্রাচীনকালে সরমা তারা (আধুনিক প্রভাষতারা) আর্দ্রানক্ষত্র ছিল, পরে তৎপুত্র শ্বা (লুব্ধক) আর্দ্রা হইয়াছিল; এক্ষণে বিশাখাতারা আর্দ্রানক্ষত্র।

৭। একই তারার আর্দ্রানাম, এবং লুব্ধক নাম, অথবা অগ্রে আর্দ্রানাম পশ্চাৎ লুব্ধক নাম, এই অর্থে আর্দ্রা-লুব্ধক। কিন্তু পণ্ডিতবর হলায়ুধ স্বীয় কোষে বলেন—"আর্দ্রালুব্ধকঃ কেতুগ্রহঃ।"

মিথুন রাশি।

মৃগশিরা নক্ষত্রের $\frac{1}{2}$ অংশ, ও আর্দ্রা নক্ষত্র এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের $\frac{3}{4}$ অংশ দ্বারা মিথুনরাশি গঠিত। কিন্তু মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে তারামিথুন (অশ্বিদ্বয় = বিষ্ণুতারা + সোমতারা) অবস্থিত নহে। মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে মৃগশিরা নক্ষত্রের তারাগণ এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের তারা অবস্থিত। আদিমতারামিথুন কর্কটরাশিতে অবস্থিত। রাশিচক্রের আদিগঠনকালে তারা মিথুন অবশ্যই মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে অবস্থিত ছিল। পুনর্গঠনকালে বাহিরে পড়িয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ঋশ্য-মৃগরূপী প্রজাপতি কালপুরুষ ও রোহিৎ মৃগরূপিণী রোহিণী, এই মিথুন হইতে বর্ত্তমান মিথুন রাশির নামের (৮) সার্থকতা কতকাংশে রক্ষা পাইয়াছে। কারণ মৃগশিরা

৮। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৫—৯ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বদুহিতার প্রতি ধাবমান হইলেন।

(কেহ বলেন দুহিতা অর্থে দিব কেহ বলেন উষা।) প্রজাপতি ঋশ্য মৃগরূপ ধারণ করিয়া রোহিৎমৃগরূপধারিণী স্বদুহিতার অনুসরণ করেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, প্রজাপতি অকার্য্য করিতেছেন, ইঁহাকে কে বধ করিবে। দেবগণের যে ঘোরতম আকৃতি ছিল তাহা সমবেত হইয়া এক দেবরূপ সম্ভূত হইল। ঐ সম্ভূতরূপ ভূতবৎদেব নামে অভিহিত। দেবগণ ভূত

নক্ষত্র মিথুন রাশির আয়তনের মধ্যগত বলিলেও বলাযায়; কিন্তু রোহিণী নক্ষত্র মিথুন রাশির আয়তন বহির্গত।

বৎকে বলিলেন প্রজাপতি অকৃতপূর্ব্ব কর্ম্ম করিলেন। ইঁহাকে বধকর। তিনি বলিলেন—তথাস্তু। তিনি পশুপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ-বরে তিনি পশুমান্ (বা পশুপতি) হইলেন। বাণবিদ্ধ প্রজাপতি উর্দ্ধে উঠিলেন। ইঁহাকে মৃগ বলে। ভূতবৎ মৃগব্যাধ। রোহিৎরূপ ধারিণী রোহিণী। সেই ইষু ত্রিসন্ধিময় -লিয়া তাহার নাম ত্রিকাণ্ড।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৩৩

শত পথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়:—

প্রজাপতি স্বদুহিতার প্রতি আসক্ত হইলেন; স্বদুহিতা দিব বা ঊষা তাঁহার সহিত ামি মিলিত হই,এই [চিন্তা করিয়া] তিনি াসক্ত হইলেন। দেবগণের চক্ষে ইহা াপ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইল। দেবগণ স্তা করিলেন, যিনি স্বদুহিতার,আমাদিগের গ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, নি পাপে লিপ্ত। দেবগণ তখন পশুপতি রুদ্র] দেবকে বলিলেন, যিনি স্বদুহিতার, ামাদিগের ভগ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার রিতেছেন তিনি পাপে লিপ্ত। নিশ্চয়ই বাণে বিদ্ধ কর।" রুদ্র শর সন্ধানপূর্ব্বক াহাকে বিদ্ধ করিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৭ ৪।১—৩

মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে গৃহী অগ্নি স্থাপন করিতে ারেন, কারণ মার্গশীর্ষ নিশ্চয়ই প্রজাপতির ির:। শির:ই শ্রী। শির: অর্থেই শ্রেষ্ঠ।

মিথুন রাশির তারাগণ মধ্যে —

১। স্বাহা তারা, অগ্নিতারার প্রায় ৫ হাত দূরে,অগ্নি কোণে অবস্থিত। এই স্বাহা তারা আদিম ইল্বল নক্ষত্রের যোগতারা। পঞ্চতারাত্মিকা প্রাচীন ইল্বল নক্ষত্রের অপর তারাচতুষ্টয় স্বাহা তারার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। (৯)

২। স্বাহা তারার উত্তরেই পূতনা নামক কর্কটাকৃতি তারাস্তবক অবস্থিত।

এই জন্য সমাজপতিকে শ্রেষ্ঠী বলে। অর্থাৎ তিনি সমাজের প্রধান। এতৎ সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়া যিনি মৃগশিরা নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করেন,তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

অপরপক্ষে বলিতেপারেন, মৃগশীর্ষনক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন ব্যবস্থা নহে। সত্য বটে মৃগশীর্য প্রজাপতির দেহ, কিন্তু যখন দেবগণ তদবস্থায় তাঁহাকে ত্রিকাণ্ড বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন,তখন তিনি ঐ দেহ ত্যাগ করেন। শরীর আবরণ মাত্র, অপবিত্র ও নির্বীর্য্য; সুতরাং গৃহস্থের মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান বিধেয় নহে।

যাহাহউক, তিনি মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করিতে পারেন। কারণ প্রজাপতির দেহ শব বা অপবিত্র নহে।

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৮-১০

আমরা কেবল একটী কথা বলিতে চাই, এই ত্রিকাণ্ড বাণ পুরাণোক্ত পাশুপত বাণ।

৯। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত মৃগরূপী কালপুরুষের মস্তক নক্ষত্র মধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে ইল্বলনক্ষত্র মৃগশীর্ষ স্থানীয় ছিল। "ইল্বলা: তৎশিরোদেশে তারকা: নিবসন্তি যে।"

ইতি অমরকোষ:।

"ইল্বলা: সোমদৈবত্যা:।"

ইতিগরুড়পুরাণ ১।৫৯

কালপুরুষমণ্ডল।

মৃগশিরা নক্ষত্রের দক্ষিণে একটী তারাময় চতুর্ভুজক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তারাচতুর্ভুজের উত্তর বাহু ৪ হাত, দক্ষিণ বাহু ৫ হাত, পূর্ব্ব বাহু ৮ হাত এবং পশ্চিম বাহু ১০ হাত দীর্ঘ। তারাচতুর্ভুজক্ষেত্রের অগ্নিকোণে কার্ত্তিকেয় তারা, ঈশান কোণে আর্দ্রা তারা, বায়ুকোণে কার্ত্তবীর্য্য এবং নৈঋত কোণে একটী প্রথমশ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ তারা। ঐ তারার নাম বাণতারা। ঐ তারা চতুর্ভুজক্ষেত্রের মধ্যদেশে শরাকৃতি উজ্জ্বলতারাত্রয়। মৃগশিরা নক্ষত্র সহ এই তারা চতুর্ভুজক্ষেত্র কালপুরুষমণ্ডল নামে অভিহিত। কালপুরুষ মণ্ডল দেখিলে বোধহয়,নাভিদেশে শরবিদ্ধ মৃগ লম্ফপ্রদানে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকে কালপুরুষমণ্ডলকে ত্রিশঙ্কুরাজ বলে। (১০)

মৃগব্যাধ মণ্ডল।

কালপুরুষ মণ্ডলস্থ তারাময়শর অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে ১২ হাত দূরে একটী নীলাভ শুভ্রবর্ণ অতি বৃহৎ তারা দর্শক দেখিবেন। ঐ তারার আদি নাম তিষ্য, প্রাচীন নাম স্বন্ ও লুব্ধক এবং এক সময়ে লুব্ধক আর্দ্রা নাম পাইয়াছিল। লুব্ধক ও তৎসন্নিহিত তারাচতুষ্টয় একটী তারাময় মহিষশৃঙ্গ গঠন করিতেছে। যে মণ্ডলে এই তারাশৃঙ্গ অবস্থিত, ঐ মণ্ডলের নাম মৃগব্যাধ মণ্ডল। লুব্ধক তারা মৃগব্যাধমণ্ডলের ১ তারা। লুব্ধক তারা তারাকুলের শিরোমণি। আয়তনে লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা ৫০০ গুণ বৃহত্তর। প্রাচীনকালে লুব্ধক রক্তবর্ণ ছিল। কালবশে লুব্ধকতারা হীনাভ শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে লুব্ধকতারা আর্দ্রানক্ষত্র বলিয়া গণ্য ছিল, এজন্য ইহার অপর নাম আর্দ্রালুব্ধক। কিন্তু লুব্ধক নামেই পরিচিত। মৃগব্যাধমণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎকুক্কুর Canis majoris.

লুব্ধক গ্রীস দেশে Cyon. (১১)
রোমকে Canis বা Canicula. (১২)
মিসরদেশে Sirus. "জ্বলন্ত"
ইংলণ্ডদেশে Dog star.
ইরাণে তিস্ত্র্য নামে খ্যাত। (১৩)

শুনী মণ্ডলস্থ ও কর্কটরাশিস্থ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র।

আর্দ্রাতারা এবং লুব্ধক তারা পরস্পর ১২ হাত দূরে অবস্থিত। আর্দ্রা তারারপূর্ব্বে ১২ হাত দূরে আর একটী ১ম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন; ঐ তারাটীর

"ইল্বলাস্তু মৃগশিরঃ শিরস্থাঃ পঞ্চতারকা।"
ইতি হেমচন্দ্র।

১০। মহর্ষি বাল্মীকির মতে কালপুরুষ মণ্ডলই ত্রিশঙ্কুমণ্ডল। এই জন্য এই মণ্ডল জন-সাধারণে্য ত্রিশঙ্কুরাজ বলিয়া খ্যাত। রামায়ণ ১.৬০

১১। সংস্কৃত শ্বন্ শব্দে কুকুর, Gr. cyon.

১২। কুকুর তারা হইতে কুকুর দিন (Dog days) শব্দ হইয়াছে। গ্রীকগণ Dies caniculares, হিন্দুগণ অম্বুবাচি বলেন।

১৩। তিষ্য তারা ইরাণে তিস্ত্র্য নামে খ্যাত।

নাম প্রভাষ তারা। প্রভাষ তারা শুনীমণ্ডলে অবস্থিত। আর্দ্রা তারা, লুব্ধক তারা ও প্রভাষতারা এই তারাত্রয়ে একটী সুদৃশ্য সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করিতেছে। ঐ প্রভাষ তারা ও তাহার বায়ুকোণস্থ ৪ হাত দূরস্থিত এবং উহা দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সদৃশ। প্রত্যুষ তারা এবং প্রভাষ তারার উত্তরে ১২ হাত দূরস্থিত পাশ্চাত্য সোমতারা নামক একটী ১ম শ্রেণীর তারা ( ) ঐ সোমতারার ৪ হাত অন্তরে বায়ুকোণে হরিদ্বর্ণ বিষ্ণুতারা নামক যে তারা আছে, ঐ বিষ্ণুতারার দক্ষিণস্থ ৫ হাত দূরস্থিত অনিল তারা এবং অনিল তারার ৪ হাত দূরে নৈর্ঋত কোণস্থ অনল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন। সোমতারা, অনিলতারা, অনলতারা, প্রত্যুষতারা, ও প্রভাষ তারা, এই পঞ্চতারায় একটী ধনুকাকৃতি গঠন করিতেছে। ঐ তারাময় ধনুকের নাম পুনর্ব্বসুনক্ষত্র। এই নক্ষত্রের দেবতা অদিতি। (ক)

কর্কট রাশিস্থ তিষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্র।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে মণ্ডলাকৃতি তারাস্তবক আছে, ঐ তারাস্তবকের আকার মধুচক্র সদৃশ, এজন্য উহার নাম মধুচক্র তারাস্তবক। এই তারাস্তবক ঈষৎ রক্তাভ এবং ইহার তারাগুলি ধূলি সদৃশ সূক্ষ্ম। তারাস্তবকের ব্যাস প্রায় ১ ফুট প্রভাষতারা ও সোমতারা হইতে মধুচক্র ৮ হাত দূরে অবস্থিত। তারাস্তবকের তারাপুঞ্জ এত ঘন ও ক্ষুদ্র যে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও নির্ব্বাচন করিতে অশক্ত। এই তারাস্তবকের ১ফুট দূরে অগ্নিকোণে ও ঈশান কোণে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর দুইটী ক্ষুদ্র তারা আছে; তারাদ্বয়ের নাম সুমিত্রা ( ) ও খর ( )। এই তারাদ্বয়ের যোগরেখা অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে, একটী ৪র্থ শ্রেণীর তারার পশ্চিম দিয়া ঐ সংযোগরেখা চলিয়া যাইবে। এই তারার নাম তোমর। তোমরতারা সুমিত্রা তারা হইতে ৪ হাত দূরে স্থিত। পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ২ তারার নাম তোমর, ৩ তারার নাম সুমিত্রা এবং ৪ তারার নাম খর, এই তারাত্রয় শরাকৃতি।

পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ১।৩৪ তারা = পুষ্যানক্ষত্র।

সুমিত্রাতারা।—যোগতারা, পুষ্যা = এই নক্ষত্রের নাম তিষ্য। তিষ্য পূষণদেবতা বলিয়া তিষ্য পুষ্যা নামে খ্যাত।

পাশ্চাত্য কর্কটরাশিস্থ ৩।৪ তারা + মধুচক্র = কর্কটাকৃতি এবং এই কর্কট হইতে কর্কট রাশির নামকরণ হইয়াছে। কর্কটটী পূর্ব্বাভিমুখ।

কর্কটরাশিস্থ অশ্লেষানক্ষত্র।

খরতারা ও সুমিত্রা তারার সংযোগরেখা তোমরতারা অতিক্রম করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিলে দর্শকের নেত্র একটী তারাগুচ্ছে নীত হইবে। এই তারাগুচ্ছে ৬ টী ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়, তারাগুচ্ছের আকার।—

কর্কটরাশি।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের ১ পাদ এবং পুষ্যা ও

(ক) অদিতির্দেবকী হ্যভূৎ। হরিবংশ। দেবমাতাচ দেবকী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে।

অশ্লেষা নক্ষত্রদ্বারা কর্কটরাশি গঠিত। কিন্তু এই রাশিস্থ মধুচক্র নামক তারাস্তবক এবং পুষ্যানক্ষত্রের খর ও সুমিত্রাতারাদ্বারা কর্কট দেহ গঠিত। (১৪)

ক্রমশঃ।

আর্য্য কবিতা।*

ওঁ অগ্নি মীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং। ১
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভি
রীড্যোনূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি। ২
অগ্নিনা রয়ি মশ্নবৎ
পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমং॥ ৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং
বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪
অগ্নি র্হোতা কবিক্রতুঃ
সত্যশ্চিত্র শ্রব স্তমঃ।
দেবো দেবেভি রাগমৎ। ৫
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে
ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমং গিরঃ। ৬
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরন্ত এমসি। ৭
রাজং তমধ্বরাণাং
গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে। ৮
স নঃ পিতেব সূনবে
অগ্নে সুপায়নো ভব।
স চ স্বা নঃ স্বস্তয়ে॥ ৯

অগ্নিদেবে করি আমি স্তব;—
যিনি যজ্ঞ পুরোহিত, যিনিদীপ্তিমান্।
যিনি সে ঋত্বিক্ হোতা বহুরত্নবান॥ ১
যিনি পূর্ব্ব ঋষিগণ-স্তুতির ভাজন,

১৪। কর্কট দশপদযুক্ত, এজন্য কর্কট উৎকলে দশরথ বলিয়া খ্যাত; আবার উঃপঃ অঞ্চলে সারস পক্ষী দশরথ নামে খ্যাত।

* আর্য্যগণই জগতের আদি কবি এবং তাঁহাদের কাব্যই জগতের প্রথম মহাকাব্য এ কথা এখন সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সেই আদি কাব্য ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটী এইবার অনুবাদ করিয়া দিলাম; শিক্ষিত মণ্ডলী যদি ইহা পাঠোপযোগী মনে করেন। তবে ক্রমশ অগ্রসর হইব নচেৎ এই পর্য্যন্ত। পাঠকবর্গের এস্থানে মনেরাখা কর্ত্তব্য যে, আর্য্যগণ যদিও অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে স্তব করিতেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে একেশ্বরবাদী ছিলেন। একথা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের তৃতীয় ঋকে ব্যক্ত হইয়াছে:—

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সং প্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা॥

পরবর্ত্তী মনুসংহিতাতেও ইহা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে:—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনু মন্যে প্রজাপতিম্
ইন্দ্র মেকে পরে প্রাণ মপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
মনুসংহিতা ১২। ১২৩

যাঁহারে করয়ে স্তুতি নব ঋষিগণ,
তিনি দেবগণে হেথা করুন বহন ॥ ২
অগ্নি যজমানে ধন করেন প্রদান
—প্রতিদিন পুষ্যমাণ হেতু বর্দ্ধমান্,
যশঃ আর বীর শ্রেষ্ঠে করে যেই দান। ৩
হে অগ্নি, সর্ব্বতঃ থাক যে যজ্ঞ অধ্বরে,
নিশ্চয় সে যজ্ঞ যায় দেবতৃপ্তি তরে ॥ ৪
হোতা, যজ্ঞকারী, আর সত্য পরায়ণ
বিচিত্রকীর্ত্তিসংযুত, সহ দেবগণ
করুন এ যজ্ঞে অগ্নিদেব আগমন ॥ ৫
যে কল্যাণ কর তুমি হব্য প্রদাতার,
অগ্নে, অঙ্গিরস, তাহা সত্যই তোমার ॥ ৬
আসিতেছি দিনে দিনে নিকটে তোমার,
দিবা রাত্র মনঃ সহ করি নমস্কার ॥ ৭
যজ্ঞের রক্ষক তুমি, তুমি দীপ্যমান্
যজ্ঞ দীপ্তিদাতা যজ্ঞাগারে বর্দ্ধমান ॥ ৮
পুত্র কাছে পিতৃবৎ, অনায়াস গম্য হও।
মোদের কুশলতরে মোদের সমীপেরও ॥ ৯

কস্যাচিৎ বৈদিকস্য।

স্বরজ্ঞান

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

স্বরশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইলে এবং স্বরশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অগ্রে দুইটি বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ১ম—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর বিষয়। ২য়,—পঞ্চতত্ত্বের বিষয়। যেমন ব্যাকরণ না পড়িলে সংস্কৃত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার কি বুঝিবার উপায় নাই; তেমনি ঐ নাড়ী তিনটি ও পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ অগ্রে প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইলে, "অব্যাকরণ জনস্বরঃ" সদৃশ স্বরশাস্ত্রালোচনা বিফল। কেবল হাতড়ান সার। অধিক কি, ক, খ, ইত্যাদি অক্ষর পরিচয় না হইলে এবং স্বরবর্ণ ত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ অবলম্বন ভাষা পড়িতে চেষ্টা করা যেমন হাস্যাস্পদ, তদ্রূপ নাড়ীজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অগ্রে উত্তমরূপে না হইলে স্বরশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা ও বিফল প্রয়াস এবং পক্ক বিল্বফলে বায়স-চঞ্চু-পুটাঘাতের ন্যায় উপহাসাস্পদ ও পণ্ডশ্রম মাত্র। একারণ এই দুই বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। পরে অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠান বলিব। এবার এই অংশটি পাঠকগণের কিছু নীরস বোধ হইবে; কিন্তু ইহাদ্বারা পরে সরসরস উপভোগ করিবার সুবিধা হইবে।

এখানে আর একটি কথা বলি। বেদান্ত শাস্ত্র ও স্বরশাস্ত্রে অধিক প্রভেদ নাই; ইহাতে অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, স্বর হইতে ঋক্, যজু, সামাদি বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ এবং স্বর হইতে গান্ধর্ব্বাদি সঙ্গীত বিদ্যা ও স্বর হইতেই তল, অতল, বিতল, রসাতল, পাতালাদি চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে এবং স্বরই আত্মার স্বরূপ। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয় *। এই 'হং' শাস্ত্-

* হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ, সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥
মনুষ্যের শ্বাসপতন কালে হং ও শ্বাস

রূপী, আর 'স' শক্তিরূপিণী। এই প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলনে হংস পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। বৈদান্তিকদিগের মতেও ইহাকে পরমব্রহ্ম এবং হংস বীজরূপেউল্লেখ হইয়া থাকে। "যতোবা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য দ্বারা পরমব্রহ্ম হংসই উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই তিনের কারণ।

[ক্রমশঃ।]

গ্রহণ সময়ে স উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী ও স শক্তিরূপিণী।

এই হংসো বিপরীত উচ্চারিত হইলে সোঽহং বুঝায়, জীব সর্ব্বদা তাহাই জপ করিতেছে।

সোঽহং হংসপদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

সোঽহং অর্থে সেই আমি, অর্থাৎ শিবশক্তিরূপ পরমব্রহ্ম আমি। হংস প্রতিপাদক পরমব্রহ্ম অভেদ শিবশক্তিরূপ। হংসের দুইপক্ষ আগম ও নিগম, পদদ্বয় শিবশক্তি, কণ্ঠ ও নেত্র কামকলারূপ। কামকলাতত্ত্ব অতি গুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য। যোগী ও অধিকারী সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে, প্রকাশকের সর্ব্বনাশ হয়; ইহা শিববাক্য ও প্রত্যক্ষফল দৃষ্ট। কামকলাতত্ত্ব যথা সম্ভব প্রকাশযোগ্য, তাহা ও হংসের গূঢ় রহস্য মৎপ্রণীত "যোগের সোপান" নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

হংস এই পরমমন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। গতবারে বলিয়াছি যে, এক দিবা রাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহাকে অজপাজপ কহে।

"একবিংশতি সহস্রং ষট্ শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাং।
বিনা জপেন দেবেশিজপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশ নিকৃন্তনী।"

যতবার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার 'হংস' পরমমন্ত্র অজপাজপ হয় এবং প্রত্যেক মনুষ্যের ২১৬০০ বার অজপাজপ হইয়া থাকে। ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপ ও সাধনা। ইহা জানিতে পারিলে মালাঝোলা লইয়া আর জপ করিতে হয় না এবং উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। দুঃখের বিষয় ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ও সঙ্কেত না জানায় ও উপদেশাভাবে এমন সহজ জপ সাধনা কেহ বুঝেনা। মুখে 'সোঽহং' বলিয়া বাহিরে কাছা খুলিয়া পরম হংস সাজো, কি রাজহংস সাজিয়া বেড়াও, ভিতরের হংসের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিলে বাহিরে আড়ম্বর বৃথা। বড় বড় পেটমোটা নামজাদা পরমহংস দেখিতেছি যে, প্রকৃত হংসের কোন অংশ জ্ঞাত নহে, তাহাপেক্ষা হংস পরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র পাতিহংস সাদা কাপড়ে আবদ্ধ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

মোক্ষদায়িনী অজপা দ্বিবিধ। যথা— ব্যক্তা ও গুপ্তা। ব্যক্তা অজপাজপের অঙ্গন্যাসাদি আছে; কিন্তু গুপ্তা অতি গুপ্ত, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ যোগার্ণব ও দক্ষিণমূর্ত্তি সংহিতা এবং কুল মূলাবতার কল্পসূত্র টীকায় বিবৃত আছে; কিন্তু অনেক বিষয় গুরুমুখগত। সুতরাং যোগিগুরুর নিকট শিক্ষা না করিলে কোন কায হয় না, এবং প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৮৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

স্বরজ্ঞান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

"হংসঃ পরংব্রহ্মরূপঃ সাকারঃ শিবরূপকঃ। হকারঃ শম্ভুরূপঃস্যাৎ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥" ইহাতে দেখাযাইতেছে যে, হং—চিৎকলা, চৈতন্য। সঃ সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণময়ী শক্তি, মায়া ও জড়-স্বরূপা। এই শক্তিরূপিণী মায়ার শক্তি দুইটি। একটি বিক্ষেপ শক্তি; আর একটি আবরণ শক্তি। মায়াময়ী প্রকৃতি আবরণ শক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে তাহাকেই জগদাকারে দেখাইয়া থাকেন। চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর বিশ্ব উদ্ভূত হইবার একমাত্র কারণ, ঐ মায়া-রূপিণী শক্তি প্রকৃতির বিক্ষেপ শক্তি সত্তা স্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ আভাষিত করিতেছে। প্রকৃতির শক্তি চৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে ব্রহ্ম চৈতন্য থাকিতেও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতির সঙ্গে চৈতন্য সংমিলিত না হইলে, প্রকৃতি চৈতন্য-হীনা জড়স্বরূপা। এই জন্য প্রকৃতি-পুরুষ অভেদ একাকার। শক্তিরূপিণী মায়া সত্ত্ব, রজ, তম গুণে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা নামে অভিহিত হয়েন এবং তদুপহিত চৈতন্য বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

বেদান্ত ও স্বর, যোগাদি-শাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকার প্রণালী পৃথক হইলেও মূল উদ্দেশ্য ও বিষয় এক পরমব্রহ্ম। পরম-ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষরূপে নানা নামে কথিত হইয়া থাকেন এবং উপাসনার প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা তান্ত্রিক-সাধক শুনিলেই—মদ্য মাংসাদি পঞ্চমকারের সেবক মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ সাধক ও তন্ত্র এবং পঞ্চমকারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কত কথাই বলিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক

পণ্ডিত নামে সমাজে পরিচিত হইলেও বাস্তবিক অতিমূর্খ মহাপাপী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা রীতিমত তন্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই, তাহারাই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে। কোন শাস্ত্রে রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া মতামত প্রকাশ করা মূর্খতার পরিচয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র আদ্যাশক্তি-কালীর সাধনাই ব্রহ্ম সাধনা এবং ব্রহ্মজ্ঞানই উপাসনার শ্রেষ্ঠতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রে "হংস" পরমব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাধনা যোগাদি ক্রিয়ার অতিচমৎকার উপদেশ আছে। যে তন্ত্রে মূর্ত্তি পূজার বিধি ও পঞ্চমকার সহযোগে সাধনের উপদেশ আছে, সেই তন্ত্র বলিতেছেন—

"কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঘৃতং।
দেহমধ্যে তথাদেবঃ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ।"
(গায়ত্রীতন্ত্র।)

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি, ফুলে গন্ধ ও দুগ্ধে ঘৃত যেরূপ আছে, মানব দেহের মধ্যে সেইরূপ পাপপুণ্য বর্জ্জিত দেবতা রহিয়াছেন।

গায়ত্রী তন্ত্রোক্ত ঐ একটী মাত্র কথায় তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উহাতেই বেদান্ত ও যোগের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। আর "হংস" স্পষ্টতঃ বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাহা অগ্রে বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় আজ কাল সমগ্র তন্ত্র ও তন্ত্রজ্ঞ-গুরু দুষ্প্রাপ্য। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের কতকাংশ প্রচলিত আছে, তাহার সমস্ত বিধি সর্ব্বদেশে ব্যবহার্য্য নহে। উহা বিষ্ণুক্রান্তাদি দেশভেদে এবং অধিকারী ভেদে প্রযোজ্য। আমরা তাহা বুঝিনা এবং কালের গতি অধিকারী ও লোকের মতি গতি, শরীর ও রুচি অনুসারে সাধন বিধি, পঞ্চমকারের উদ্দেশ্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অথচ মদ্য মাংসাদির উল্লেখ দেখিয়া শুঁড়ির দোকানের মদ, জলের মাছ, কশাইয়ের দোকানের মাংস ইত্যাদি স্থির করিয়া বসি। সুতরাং কেহ-বা তান্ত্রিক সাধনার নামে মদ্য, মাংস উদরগত ও শক্তি-রূপিণী-বেশ্যা ক্রোড়গত করিয়া বসেন। কেহবা তন্ত্রের নিন্দা ও মহাযোগী মহেশ্বরকে পাপাচারের পথ প্রদর্শক অপদার্থ মনে করিয়া থাকেন। হায়! কালমাহাত্ম্যে তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্র দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। তন্ত্র, যোগ ও স্বরশাস্ত্র* এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ ফলদায়ক সফল শাস্ত্র। শেষোক্ত দুই শাস্ত্রের সফলতা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রথমোক্ত তিন শাস্ত্রের সফলতা ও প্রত্যক্ষতা বর্ত্তমান কালে কলির গৃহস্থ সাধক বৃন্দের ভাগ্যে অতীব দুর্লভ। সুলভ হইবেই বা কিসে?

---

* স্বরোদয়শাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও নানা কারণে এখন পৃথক শাস্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছে। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভিন্ন, তন্ত্র শাস্ত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। পারাদি ভস্ম ও দ্রব্যগুণে অতি সহজে স্বল্প সময়ে ধাতু আদি ভস্ম করিবার ও রসায়নাদি করিবার উপায় যাহা তন্ত্রোক্তমতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা অতি আশ্চর্য্য।

"মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ।"

সর্ব্বশাস্ত্রের সারভাগ যোগীরা গ্রহণ করেন; আর পণ্ডিতগণ ঘোল আহার করেন। —অসার ভাগ লইয়া বৃথা কচ্ কচি করিয়া বেড়ান্। সুতরাং কূপমণ্ডুকের ন্যায় সহস্র বৎসর গৃহে বদ্ধ থাকিলে কিম্বা বায়ান্ন কোটী টোলে পড়িলেও উহা শিখিবার উপায় নাই। কেহ যদি পর্য্যটন করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায়, বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া যোগী ও সাধকের নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া গৃহে আইসে, তবে সে ব্যক্তি সংসারী সদাশয়মহাশয়গণের নিকট দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিচিত হয়। অধিকন্তু তাহার অন্নচিন্তা-চমৎকারিত্ব-গুণে সব হজম হইয়া যায়। তৎপ্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই, কাহারও শিখিবার আগ্রহও নাই। বিশেষতঃ—

"স্বদেশ জাতস্য জনস্য লোকে গুণাধিকস্যাপি ভবেদবজ্ঞা।
গৃহাঙ্গনা যদ্যপি চারুরূপা তথাপি পুংসাং পরদারবার্ত্তা।"

স্বদেশস্থ কোন ব্যক্তির গৃহস্থ জন দুর্লভ কোন বিদ্যা বা গুণ আয়ত্ত থাকিলে, তাহা দেশীয় লোকের উপেক্ষণীয় ও অনাদরণীয় হয়। এ বিষয়ের অধিক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। অনুতাপে মর্ম্ম-দাহে ব্যথিতান্তঃকরণে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কেহ হয় তো বলিবেন, ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত কেন? স্বরমতে কার্য্য করিবার কথা বলিব, তাহাতে পেনেল সাহেবের রায়ের মত অবান্তর কথা কেন? ইহাতে পেনেলের মতন আমারও কৈফিয়ৎ।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার পরিচয়।

মানব দেহের মধ্যে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ী সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া আছে। যথা—

'সার্দ্ধ লক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।'

সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী এইরূপ ভাবে রহিয়াছে যে,—

"যথাশ্বত্থদলে তদ্বৎ পদ্মপত্রেষু বা শিরাঃ।
নাড়ীভিস্তাসু সর্ব্বাসু বিজ্ঞাতব্যাস্তপোধন॥"

অর্থ।—অশ্বত্থ কি পদ্মপত্রে যে প্রকার শিরা সকল বিন্যস্ত থাকে, দেহমধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী তদ্রূপ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

মনুষ্য-শরীরে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে দেখাযায়, তাহা ঐ নাড়ী সকলের মুখ হইতে ক্ষরণ হয়। যথা—

"নাড়ী মুখানি সর্ব্বাণি ঘর্ম্ম-বিন্দুং ক্ষরন্তি চ।"

শরীরাভ্যন্তরস্থিত নাড়ীর ঘর্ম্ম সকল বাহিরে ত্বকের উপর প্রত্যেক লোমকূপের সহিত সংমিলিত এবং নাড়ী-মুখ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে।

সার্দ্ধ তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে নাভির অধোদেশে কুণ্ডলীস্থানকে * আশ্রয় করিয়া সর্পাকার বিংশতি নাড়ী অবস্থিত আছে। উহাদের মধ্যে ১০টি উর্দ্ধমুখী ও দশটি নিম্নমুখী রহিয়াছে। যথা—

* নাভির অধোদেশে যে কুণ্ডলী স্থানের কথা বলিলাম। ইহাতে কেহ যেন মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি না বুঝেন। কুণ্ডলী ও কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক এবং অব-

"নাভ্যধঃ কুণ্ডলী--স্থানে ভুজঙ্গাকার নাড়িকাঃ।
উদ্ধগা দশ নাড্যস্তু দশৈবাধস্ততাঃ স্থিতাঃ॥"

এই বিংশতি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ৭২০০০ নাড়ী সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া জীবনের আধারভূতা হইয়া আছে। এই সকল নাড়ীদ্বারা সর্ব্বদেহে বায়ু ও ভুক্ত-দ্রব্যের রস সঞ্চার হয়। তন্নিমিত্ত ইহাদিগকে ভোগবহা নাড়ী কহে। মনুষ্য অন্নাদি যাহা

স্থিতির স্থান বিভিন্ন। আজ্ কাল্ দেশ-কাল পাত্র সব নূতন রকম কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরকাল পক্ষী পাখালী খাইয়া স্বেচ্ছাহার বিহার করিয়া কেহ হঠাৎ মিগুলিরূপ শীকা মস্তকে রাখিয়া, কি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া হঠাৎ একেবারে গোঁড়া হিন্দু সাজিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাহিরে শীকা ভিতরে ফক্কা! উদ্দেশ্য—বক্তৃতার কেতায় লোক ভুলাইয়া ডঙ্কা মারিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ'—দৃষ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ বা যোগের যো পর্য্যন্ত না জানিয়া কলিকাতা সহরে যোগে যাগে যোগের দোকান খুলিয়া আপামর সাধারণকে যোগ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই পঞ্চমুদ্রা প্রণামি না দিলে, যোগের দোকানে প্রবেশ করিবার যো নাই। অনেকেই আবার বাপের বাপের দেওয়া নাম ত্যাগ করিয়া প্রেমানন্দ, কেবলানন্দ, ভুঁবিয়া-নন্দ প্রভৃতি বিশ্রী, বিতিকিচ্ছি নাম গ্রহণ করিয়া গৈরিক বসন পরিধানে কাচা খুলিয়া যথেচ্ছাচার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছে। আবার একদল রাতারাতি 'স্বামী' উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সাধু হইয়াছে; কিন্তু নিত্য প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে দুগ্ধ চিনি সংযুক্ত বা মোহনভোগ প্রচুর ভোজন; প্রাতঃ ভোজন রূপে পরিণত হয়। এই দল অতি চতুর চালাক! এই দলের অর্থোপার্জ্জন ও উদর-পোষণ ও শরীরের তোয়াজ করাই প্রধান কারণ। ইহাদের গৈরিক বসন ও মুখের বচন শুনে অনেকগুলি গবারাম ধনীর টাকায় এই স্বামী দলের সম্পদ ও বিলাসিতা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন নগরে, গ্রামে, হাটে, বাজারে, রেলগাড়ীতে, পথে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী যুবক যোগী, সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বিনা গুরূপদেশে আপনাপনি একেবারে মহাযোগী ও তত্ত্ব-জ্ঞানী সাধু হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার মূল, ব্যবসায়ীর প্রকাশিত 'ঘেরণ্ডসংহিতা' প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু কি গীতা একটু ঘরে বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ স্বয়ম্সিদ্ধ মহাযোগী! পাঠকগণ! এই সকল কথা আমার কল্পিত বা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য। বিনা গুরূপদেশে আপনাপনি মহা-যোগী ২।১ জনের জ্বালায় আমি মধ্যে মধ্যে জ্বালাতন হইয়া থাকি এবং অনেকের যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও গুরূপদেশ বিনা স্বয়ং যোগীর পাগলামী অনেক দেখিয়াছি। যাহউক ঐ শ্রেণীর যোগী ও সবজান্তা পণ্ডিতগণ কুণ্ডলিনী একই জিনিষ বুঝিয়া না বসেন। এই জন্য কুণ্ডলীর পরিচয় ও অবস্থিতির স্থান সংক্ষেপে বলিতেছি। বলা বাহুল্য কালে এই প্রবন্ধের শেষে পাঠকগণেরও লাগিবে।

"* * * * * নাভৌ চক্র সমুদ্ভবঃ।
দ্বাদশারযুতং তচ্চতেন দেহং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্যোর্দ্ধ্বং কুণ্ডলীস্থানং নাভেস্তির্য্য-
গধূর্দ্ধতঃ।

অষ্ট প্রকৃতিরূপা সা অষ্টধা কুণ্ডলাকৃতিঃ।'

নাভি হইতে এক চক্র সমুদ্ভব হইয়াছে। উহার দ্বাদশ অর (পত্র) এবং উহাতেই সমস্ত শরীর প্রতিষ্ঠিত। এই চক্রের উর্দ্ধ-দিকে এবং নাভির তির্য্যক্, উর্দ্ধ ও নিম্ন-

আহার করে, তাহা অপানবায়ু-কর্ত্তৃক শরীর-মধ্যগত অগ্নির দ্বারায় পরিপাক ক্রিয়ার সম্পন্ন হইলে, প্রাণ বায়ু সমান নামক বায়ুর সহিত একত্র হইয়া ভুক্ত-অন্নাদির রস-সমূহকে অগ্নির সহিত ঐ ৭২০০০ নাড়ী-পথে শরীরের সর্ব্বস্থানে পরি-চালিত করিয়া থাকে।

এই নাড়ীপুঞ্জ মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের নাম যথা—

"সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া
সুষুম্নিকাঃ।"

সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। আবার এই তিন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই সর্ব্ব-প্রধান ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিমার্গে সাধনার প্রধান অবলম্বন।

দিকে কুণ্ডলীর স্থান। এই কুণ্ডলী অষ্ট প্রকৃতিরূপ অষ্ট কুণ্ডলাকৃতি।

নরপতি জয়চর্য্য। স্বরোদয়ে উক্ত আছে যে,—

"শরীর পুষ্ট্যর্থমেব নাভৌ কুণ্ডলী মাহ।
মহাশক্তিঃ কুণ্ডলী নাড়ীসাহি স্বরূপিণী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশ চাধোগতা
স্তথা।"

অর্থাৎ শরীরের পুষ্টির জন্যই নাভিতে কুণ্ডলী রহিয়াছে এই কুণ্ডলীস্থান হইতে দশটি নাড়ী উর্দ্ধমুখী ও দশটি নাড়ী অধো-মুখী হইয়া রহিয়াছে।

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ব্যতীত অপর একাদশ নাড়ী চক্ষু, কর্ণ, মুখ, উপস্থ প্রভৃতি এক এক স্থান অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। তদ্বিষয় চিকিৎসাপ্রকরণে বলিব। এক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনায় প্রধান তিন নাড়ীর কথা বলিতেছি।

মনুষ্যের প্রাণবায়ু (শ্বাস-প্রশ্বাস) যাহা নাসাপুট দিয়া বাহির হয় ও ভিতরে পুনঃ প্রবেশ করে, তাহা ঐ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী-পথে গতায়াত করিয়া থাকে। ঐ নাড়ী ও তত্ত্বের দোষ-গুণেই যাত্রাদি সাংসারিক বৈষয়িক সকল কার্য্যের ভাল ও মন্দ ফল হইয়া থাকে। এই তিন নাড়ীর পরিচয় জানিয়া স্বরশাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে, শরীর সুস্থ থাকে ও মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

মানবদেহের পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড দেখা যায়, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। আর মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে ইড়া নাড়ী ও দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ী রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বস্থিত ইড়া নাড়ী বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ইড়া নাড়ী—শক্তিরূপিণী এবং ইহাতে চন্দ্র অবস্থিতি করে। এজন্য ইহা সুধা-স্বরূপা ইড়া নাড়ীর গুণ শীতল, স্থির-প্রকৃতি, স্ত্রীরূপা, এবং উত্তরায়না। বর্ণ, শঙ্খচন্দ্রাভা। শুক্লপক্ষ, সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিবারের এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি ইড়া নাড়ী। মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে স্থিত ইড়া নাড়ী

বামনাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং বামনাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ ইড়া নাড়া পথে প্রবাহিত হয়। এজন্য বামনাসিকায় শ্বাসবহন সময় "ইড়ারবহন" "চন্দ্রচার" প্রভৃতি নামে কথিত হয়। পিঙ্গলানাড়ী সূর্য্যস্বরূপ, পুরুষ, দক্ষিণায়না। ইহার গুণ উষ্ণ, চর প্রকৃতি, বর্ণ-সিত-রক্তাভা, কৃষ্ণপক্ষ ও শনি, রবি, মঙ্গল এই তিন বারের এবং পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি। পিঙ্গলানাড়ী মেরুদণ্ডের দক্ষিণ-পার্শ্বে থাকিয়া দক্ষিণ নাসিকাপর্য্যন্ত গিয়াছে এবং দক্ষিণ নাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ পিঙ্গলা নাড়ী-পথে গতায়াত করে। তদ্ধেতু দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালের নাম "পিঙ্গলার বহন" 'সূর্য্যবাহ' ইত্যাদি নামে কথিত হয়

সুষুম্নানাড়ী—অগ্নি স্বরূপা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণুশিবাত্মিকা। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নানাড়ী রহিয়াছে। ক্ষণে বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে, তাহাকে 'সুষুম্নার বহন' বলা যায়। এই সুষুম্নার বহন বড় অমঙ্গল জনক।

ইড়া ও পিঙ্গলার বহন সময় অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যে২ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ সুষুম্নার বহন কাহাকে বলে এবং সুষুম্নার বহন সময়ের কর্ত্তব্য নিম্নে বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, একবার বাম নাসিকায় এক ঘণ্টা ও একবার দক্ষিণ নাসিকায় এক ঘণ্টা পর্য্যায় ক্রমে শ্বাস বহন হইয়া থাকে। এই নিয়মে যখন এক নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তখন অন্য নাসিকায় নিশ্বাস খুব কমতেজে মৃত্ত বহিতে থাকে। আর এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন এক ঘণ্টা পূর্ণ হইয়া যখন অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হয়, তখন অতি অল্প সময়ের জন্য কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় ক্ষণিক নিশ্বাস বহন হয়, কিম্বা ঐ সময়ে ক্ষণকালের জন্য একেবারে দুই নাসিকায়ও সমানরূপে নিশ্বাস বহিতে থাকে। ইহাকে 'সুষুম্নার উদয়' বা সুষুম্নার বহন বলে। এরূপ সময় মনুষ্যের বিবিধ বিপদ, কলহ ও ক্ষতি নিশ্চয়ই হয় এবং যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তাহার ফল বিপরীত হইবে। মনুষ্য-জীবনে যত কিছু অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হয়।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরাশুভা॥"

ক্ষণে বাম নাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণ নাসিকায়, নিশ্বাস বহিলে সুষুম্নার বহন বলা যায়। এরূপ সময় সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় ও অশুভ জনক।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীত ফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥"

যদি কখন, নিশ্বাস একবার বাম ও একবার দক্ষিণ নাসায় ক্ষণে ক্ষণে বহন হয়, তবে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে।

যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ী দ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥

যাহার শ্বাসের নিয়ম ব্যতিক্রম হইয়া ইড়া ও পিঙ্গলায় বহন হয়, অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ উভয় নাসিকায় একেবারে নিশ্বাস বহন হইলে, তাহার অশুভ উপস্থিত জানিতে হইবে।

"উভয়োরেব সঞ্চারে বিষুবস্থং সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

যখন দুই নাসিকায় এককালীন নিশ্বাস বহন হয়, তখন বিষুব যোগ বলে। এরূপ সময় ক্রূর কিম্বা সৌম্য কোন কার্য্যই করিবেনা, করিলে সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, দুই নাসিকায় সমানভাবে নিয়ত নিশ্বাস বহন হয়, তাঁহারা সে ভুল সংস্কারটী একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন। দুই নাসিকায় সমানভাবে সর্ব্বদা নিশ্বাস বহিলে, বিঘ্নসঙ্কুল-সংসারে বিবিধ বিঘ্নজালে সতত জড়িত থাকিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়, কচিৎ কখন দুই নাসায় নিশ্বাস বহন হইয়া থাকে, সে সময় কষ্ট, ক্ষতি, কার্য্যধ্বংশ, আশানাশ, বিবাদ প্রভৃতি যাহা কিছু অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘটিবে। এজন্য সেরূপ সময়ের কর্ত্তব্য এই—

ঈশ্বর স্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মসু।
অন্যৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥

কচিৎ এক আধ মুহূর্ত্তের জন্য যদি ঐরূপ সুষুম্নার প্রবাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সময় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ ও যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম করিবে। ঐরূপ সময় অন্য কোন কার্য্য করিবে না, কাহারও নিকট যাইবে না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেনা।

উত্তান ভাবে শয়ন করিলে সুষুম্নার বহন হয়, এজন্য চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নাই, কারণ, মনুষ্যের ক্ষতি, অনিষ্ট, বিপদ প্রভৃতি যত কিছু অনিষ্টকর ঘটনা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হইয়া থাকে *। রাগের মত বালাই আর নাই, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে কত অকার্য্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটির শত্রু ক্রোধ।

"অপরাধিনি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধঃ কথং নহি।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥"

বাস্তবিক, ক্রোধোদ্দীপ্ত ব্যক্তি নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করে, কিন্তু সুষুম্নার বহনের সময়ই চতুর্ব্বর্গের শত্রু ক্রোধ উপস্থিত হয়, একারণ কোন বিষয়ে বা কোন কারণে রাগ উপস্থিত হইলে, দক্ষিণ নাসিকা

* বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি পুরুষ যিনি বাগ্দী রাজা নামে বিখ্যাত, তিনি বিষ্ণুপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিয়া গোচারণ করিতেন। এক দিন রাজোচিত কোন শুভ ঘটনা দৃষ্টে ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বালক সামান্য নয়, ভবিষ্যতে রাজা হইবেন। সেই দিনই নিজ স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল বালককে কোন প্রকার উচ্ছিষ্ট খাইতে দিও না এবং এই বালকের উপর কোন রূপ অসদ্ব্যবহারাদি করিও না, আর ঐ বালককে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ স্বরজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বারণ করিয়াছিলেন। কারণ, সুষুম্নার বহন সময় শুভক্ষণ, লগ্ন নষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে রাজসিংহাসন প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবে। সত্যই, ঐ বাগ্দী নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় বালক বিষ্ণুপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া টীকাধারী রাজা হইয়াছিলেন এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠিতা।

বন্ধ করিয়া, বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করিবে। তাহা হইলে খুন করিবার মত মহাক্রোধ উপস্থিত হইলেও অতি শীঘ্রই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, আর কোন অনর্থ ঘটিবে না।

(নিশ্বাস পরিবর্ত্তনের উপায়াদি পরে বলিব।)

যে পর্য্যন্ত বলা হইল, ইহাতে পাঠকগণ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অবস্থিতির স্থান, বহন ইত্যাদি বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। শারীরিক ও বৈষয়িক সমস্ত কার্য্য কোন নাড়ার বহন সময় কি ভাবে করিলে, সকল কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ ঐ নাড়ী সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বলিতেছি।

ইড়া নাড়ীকে পিতৃযান ও পিঙ্গলা নাড়ীকে দেবযান বলে যথা—

ইড়া চ বাম নিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযান মিতিজ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।'

যে নাড়ী দ্বারায় বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ইড়া। ইহাকে পিতৃযান কহে।

যে যোগী ইড়া নাড়ীতে সাধনা করেন, তিনি জীবনান্তে পিতৃলোক পথে গমনকরিয়া চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পিঙ্গলা নাড়ীকে পিতৃযান কহে। যথা—

দক্ষিণ পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্যমণ্ডলগোচরা।
দেবযান মিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী।

যে নাড়ী দ্বারায় দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম পিঙ্গলা। ইহা সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তেজোময় এবং পু কর্ম্মানুসারিণী। ইহাকে দেবযান কহে।

যে সাধক পিঙ্গলা নাড়ীতে সাধনা করে তিনি দেবলোক পথে ক্রমে ক্রমে যাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কি পিঙ্গলা সাধকের বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তজী আবার মর্ত্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ করি হইবে। কেন না, ব্রহ্মলোকও অনিত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জু
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে

"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সম লোকই অনিত্য, সুতরাং তত্তৎ লোকগ জীবের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কি হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

গীতা বাক্যেও ব্রহ্মলোক অনিত্য প্রতি পন্ন হইতেছে। কিন্তু কোন হঠাৎযো গীতার অনুবাদে ওস্তাদি করিয়া বলিয়াছে যে—'পিঙ্গলা সাধনকারী ব্রহ্মলোকপ্রা সাধকের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না' ইত্যাদি ঘরে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তক একটু আধ পড়িয়া আপনাপনি জ্ঞানী যোগী সাজি উঁহার অধিক তত্ত্ব জানিবার ও জ্ঞান লা করিবার উপায় নাই।

যাহাহউক, যোগিগণ কঠোরজঠা যন্ত্রণাভয়ে পিঙ্গলা সাধন ও ব্রহ্মলোক কাম করেন না। তাঁহারা সুষুম্নার সাধন করি থাকেন। কারণ—

মুক্তিমার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী
(যোগ স্বরোদয়

সুষুম্নাই মুক্তির মার্গ স্বরূপ। যে বা

পূর্ব্ব-সুকৃতি বলে উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া সুষুম্নার সাধন শিখিয়াছেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ সুষুম্না সাধনকারী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষঃ" সুষুম্না যে মোক্ষ-দায়িনী ইত্যাদি যোগ-স্বরোদয়ে অনেক বার উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুক্তি মার্গে সুষুম্না নাড়ী। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি মুক্তির সোপান বলিয়া যে সকল শাস্ত্র বাক্য আছে, তাহা প্রবৃত্তি ও ভক্তি-উদ্দীপক মাত্র। নিষ্কামী হইলে মুক্তি হয় বটে; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নিষ্কামী ও নির্ম্মম কেহ আছে কি? জটাধারী সন্ন্যাসী সুদূর নির্জ্জনবনে বসিয়া আছেন, তিনি কি মুক্তির উপযোগী-কামনা ও মায়া শূন্য হইয়াছেন? কখনই না। যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিকদেহে জীবাত্মা বাস করিবেন, ততক্ষণ জীব-কামনা ও মায়া শূন্য হইতেই পারে না এবং কাম, ক্রোধাদি রিপুনিচয় কখনই ধ্বংশ হইতে পারে না। সুতরাং সুষুম্না সাধন ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। এই সুষুম্না ও শম্ভুরূপাচ, শম্ভুর্হংসঃ রূপক। হংসের পরিচয় অগ্রে বলিয়াছি।

সুষুম্না সম্বন্ধে যাহা ইঙ্গিত করিলাম, রসের রসজ্ঞ (যোগী ও স্বরসাধক) ঠিক বুঝিয়া লইবেন। যাঁহারা ঐ রসে বঞ্চিত, তাঁহারা স্বরজ্ঞ—যোগী গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। ফলকথা, পূর্ব্ব সুকৃতি ফলে প্রাণের ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা হইলে, গুরুর কৃপায় উপযুক্তগুরু আপনিই ধরা দেন। তদ্ভিন্ন প্রকৃত গুরু লাভ হয় না। অতএব প্রাণের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা চাই।

সুষুম্নাকে জ্ঞানজননী নাড়ী কহে।

সুষুম্না বাক্যের ঈশ্বরী, এজন্য সুষুম্নার নাম বাগীশ্বরী এবং জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কথা কহিতে পারে না, তাহার কারণ, সুষুম্নার বিকাশাভাব। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে সুষুম্না হইতে শ্লেষ্মা অপসারিত হয়, আর সেই সঙ্গে সুষুম্নার ক্রমবিকাশ হইয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

নাড়ী সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত প্রকাশ যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণ দশ বায়ুর রূপ বলিব।

দশ বায়ুর রূপ।

১। প্রাণ,—"ইন্দ্রনীলপ্রতী কাশং
প্রাণ রূপং প্রকীর্ত্তিতং।"

প্রাণ বায়ুর রূপ পদ্মরাগমণি নামক বিখ্যাত মণির বর্ণ ও জ্যোতির ন্যায়। পদ্মরাগমণির বর্ণ ইন্দ্রনীল সদৃশ। বিশ্বসারে উক্ত আছে, "প্রাণ আদৌ হৃদিস্থানে পদ্মরাগ-সমদ্যুতিঃ।"

২। অপান—ইন্দ্রগোপ প্রতীকাশঃ (১)
সন্ধ্যা-জলদ—সন্নিভঃ।

অপান বায়ু কাপাসিয়া পোকার ন্যায় রক্ত বর্ণ, কিম্বা সূর্য্যাস্ত হইবার সময় সন্ধ্যা

---

(১) ইন্দ্রগোপো—রক্ত বর্ণ কীট বিশেষঃ। কাপাসিয়া পোকা ইতি ভাষা।

বর্ষাকালে কাপাসিয়া পোকা অধিক দৃষ্ট হয় এবং রক্তবর্ণ কাপাসিয়া পোকা একস্থানে অনেক গুলি একত্রিত থাকে, পল্লীবাসী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ধান্যের গাছের তক্তা করিতে অভিলাষী থাম-সহুরে বাবুর অদৃষ্টক্রমে অদৃষ্ট ও জ্ঞানাতীত।

কালে পশ্চিম আকাশে যে রক্তবর্ণ মেঘ দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট।

৩। সমান—গোক্ষীর সদৃশাকারঃ সর্ব্ব-
দেহে ব্যবস্থিতঃ।

সমান নামক বায়ু গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলাকার।

৪। উদান—উদানো নাম মারুতঃ বিদ্যুৎ
পাবক-বর্ণঃ স্যাৎ।

উদান বায়ুর রূপ বিদ্যুদগ্নি সদৃশ।

৫। ব্যান—মহারজত সঙ্কাশঃ (২)
সর্ব্বব্যাধি প্রকোপনঃ।

ব্যান বায়ুর রূপ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বব্যাধি প্রকোপক।

৬। ন্যাগ—উদ্গারে নাগ ইত্যুক্তো
নীলজীমূত সন্নিভঃ।

নাগ বায়ুর রূপ নীলমেঘের ন্যায়।

৭। কূর্ম্ম—উন্মীলনে স্থিতঃ কূর্ম্মো
ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভঃ।

কূর্ম্ম নামক বায়ুর রূপ গাঢ় কজ্জলের সদৃশ।

৮। কৃকর—ক্ষুৎকর শ্চৈব জবাকুসুম-
সন্নিভঃ।

কৃকর নামক বায়ুর রূপ জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। এবং ইহার কার্য্য ক্ষবথু (হাঁচি)

৯। দেবদত্ত—বিজৃম্ভণে দেবদত্তঃ শুদ্ধ-
স্ফটিকসন্নিভঃ।

দেবদত্ত বায়ুর রূপ বিশুদ্ধস্ফটিকের বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনুষ্যের মুখে যে হাই উঠে, তাহাই এই বায়ুর কার্য্য।

১০। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয় স্তথা ঘোষে মহারজত-
বর্ণকঃ।

ধনঞ্জয় নামক বায়ুর রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ সদৃশ। (৩)

এই দশ বায়ু মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবশরীরে রহিয়াছে। আর প্রথমোক্ত পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব জীব-দেহের ন্যায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থে বিদ্যমান আছে। অধিক কি, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব রহিয়াছে। যথা—

"ককারস্যোর্দ্ধকোণেষু প্রাণবায়ুঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ।

অপানো বামভাগেচ সংস্থিতশ্চ সদা
প্রিয়ে।

সমানো দক্ষিণে কোণে শুদ্ধস্ফটিক-
সন্নিভঃ।

উদানস্ত্বঙ্কুশাকারে মাত্রায়াং ব্যান এব
চ॥"

ককারের উর্দ্ধ কোণে প্রাণ বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিত। বামভাগে আপন বায়ু ও দক্ষিণ কোণে শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ সমান বায়ু এবং অঙ্কুশে উদান বায়ু, আর ব্যান বায়ু মাত্রাতে অবস্থিত।

---

(২) মহারজতং—কাঞ্চনং।

(৩) ধনঞ্জয় ও ব্যান বায়ুর রূপ একই প্রকার স্বর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। ইহাতে অনেকের মনে তর্ক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, আবশ্যক সময়ে ব্যান কি ধনঞ্জয় বায়ু নির্দ্দিষ্ট করিবার উপায় কি? কিন্তু এখনকার প্রচলিত ধরণে পুঁথিগত বিদ্যা কিম্বা বিনা গুরুপদেশে স্বয়ং যোগী হইলে উপায় নাই। এই স্বরোদয় শাস্ত্র ও যোগাদি যোগীগুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। গুরু মুখে শিক্ষা হইলে, শরীরের স্থান ও কার্য্য বিশেষে এক বর্ণ বিশিষ্ট ঐ দুই বায়ুর পার্থক্য বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন মুদ্রিত শাস্ত্র পড়িয়া কি স্বয়ং হঠযোগী সাজিলে বুঝিবার উপায় নাই।
দশ বায়ুর কার্য্য ও অবস্থিতির স্থান চিকিৎসা প্রকরণে বলিব।

পাঠকগণের অবগতির জন্য কেবল 'ক' অক্ষরের পঞ্চ বায়ু বলিলাম। প্রত্যেক অক্ষরে এইরূপ পঞ্চবায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব আছে। তদ্বিস্তারিত বিষয় বর্ণোদ্ধার তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে আছে; কিন্তু ইহার গুঢ়রহস্য তত্ত্বজ্ঞ যোগীর নিকট জানিতে হয়।

উপরে দশ বায়ুর রূপ বলিয়াছি; কিন্তু সকলেই জানেন বায়ুর কোন রূপ নাই। এখন বিজ্ঞান বলে কত কি আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু বায়ুর রূপজ্ঞান কিম্বা রূপদর্শন বর্ত্তমানবিজ্ঞানবিদগণের জ্ঞানাতীত। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দশ বায়ুর রূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যদি কোন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলেন যে, উহা ঋষিগণের কল্পনা প্রসূত; উহার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একথা কেমন করিয়া বলিব?

মনুষ্য শরীরে কোন চর্ম্মরোগ হইলে, চিকিৎসকগণ রক্ত বিকৃতি কারণ বলিয়া তৈল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং বহুদিন তৈলমর্দ্দন ও ঔষধ ব্যবহার করাইয়া থাকেন। তাহার ফল নিঃসন্দেহ ভাবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ, হয় তো কিছু দিন রোগ অদৃশ্য হইয়া যাপ্য থাকে। কিন্তু স্বরজ্ঞ যোগিগণ বায়ুর রূপানুসারে রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং যে বায়ুর রং বিকৃত হইয়া কিম্বা যে বায়ুর স্বল্পাধিক্য বশতঃ পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন এবং রোগ সমূলে নির্ম্মূল হয়। ডাক্তার ও কবিরাজগণ যে সমস্ত পীড়ার কারণ বায়ু কি রক্তের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ঐ সকল এবং অন্যান্য বাতজ, রক্তজ পীড়ায় যোগিগণ দশ বায়ুর রূপ ও পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের রূপ ও গুণানুসারে আশ্চর্য্য উপায় দ্বারা অতি সহজে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন। তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুতরাং কিরূপে বলিব যে, বায়ুর রূপ কল্পনা প্রসূত। প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যাস করিলে, দশ বায়ুর ও পঞ্চতত্ত্বের রূপ যখন প্রত্যক্ষ করা যায়; তখন কোন্ সাহসে বলিব যে উহা কল্পনা মাত্র। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাত্মগণ সংসারের সুখ ও ভোগৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল গহনবনে ও সুদূর হিমালয়ের হিম-গহ্বরে অবস্থিতি করিতেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ আমাদের জন্য শাস্ত্রে কল্পনাবলে মিথ্যাকথা বলিয়া গিয়াছেন কি? এখন পাশ্চত্য দেশে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ক্রমোপ্যাথি প্রভৃতি কত রকম বিরকম চিকিৎসা তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের বনবাসী ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য কোন দেশবাসী সভ্যগণ অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, বায়ুর রূপ জানিতে পারিলে চর্ম্ম পীড়া (Skin deases) ও চক্ষু পীড়া অতি সহজে আরোগ্য করা যায় *। আজ কাল ইউরোপ

---

* দুঃখের বিষয়, বায়ুর রূপ ও পীড়ার কারণ নির্ণয় ইত্যাদি শিক্ষা ও সাধ্যায়ত্ত হইলেও চিকিৎসা বিষয়টী সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। পারি নাই সাধ্যাতীত বলিয়া নহে। পরমারাধ্য জনক জননীর অপার্থিব স্নেহ মমতা অন্তরায় হইয়া

ঐদেশে কোন একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে আমরা বাহবা বলি, আর সেই দিকে দৌড়িয়া মরি! আমাদের ঘরে কি আছে, তাহা দেখি না; দেখিতে বুঝিতে চেষ্টাও করি না। ইংলণ্ডের অস্তিত্ব প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতবাসী কর্ত্তৃক গ্যাসালোক বিদিত ছিল এবং গ্যাসের নাম 'পূতীষ্ঠ অগ্নি' বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যের 'চলাপৃথ্বী স্থিরাভাতি' ইত্যাদি ভারতবাসীর অবিদিত ছিল না। অধুনা ইহা কয়জনে জ্ঞাত আছেন? ভারতে না ছিল কি? জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, শিল্পাদি যাহা ছিল, তাহার তুলনায় পৃথিবীর কোন দেশ অদ্যাপি সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু হায়! বিজাতীয় শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, চাল চলন অশন, বসন সবই বিকৃত, আর্য্য-তেজ, কার্য্য বল, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম, ভক্তি, শাস্ত্র, অনুষ্ঠান সকলি বিদূরিত। আমাদের ঘরে কি আছে দেখিনা, নিজস্ব মহার্ঘ জিনিষের মূল্য জানি না—গৌরব বুঝি না, দেবোপম পূর্ব্ব পুরুষগণের অলৌকিক ক্ষমতা জানি না, তাঁহাদের বিধি নিষেধ মানি না। কি পরিতাপ! জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনন্তভাণ্ডার সর্ব্বদেশের শীর্ষস্থানীয় ভারতবর্ষে এখন বিদেশী বিজাতি বিধর্ম্মী কেহ কচিৎ হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্রের এক আধটুক চুটকী ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা শুনিয়া আমরা মোহিত স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আমরা কশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণের গোত্রোৎপন্ন। শাস্ত্র অশ্রদ্ধা করিয়া শাস্ত্র বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া শারীরিক মানসিক বল, ধর্ম্ম হারাইয়া ক্রমে কিম্ভূত কিমাকার ঘৃণিত জীব হইতেছি এবং সর্ব্বজাতি অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় হইতেছি। একি কম বিড়ম্বনা! আহা! কালের গতি অতি কুটিল, ঘাট অঘাট ও অঘাট ঘাট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কি ছিল কি হলো, আরো বা বা কি হয়! ভারতবাসিগণ! আগে ঘর রক্ষা কর, পরে বাহিরে চেষ্টা কর। আর্য্য শাস্ত্র বিশ্বাস কর, লুপ্ত প্রায় গুপ্তশাস্ত্রের উদ্ধার কর, ধর্ম্ম-বন্ধন দৃঢ় কর, ধর্ম্মে মতি রাখিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া শিথিল সমাজ, ছিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, অস্তমিত জাতীয় আচার ব্যবহার প্রকৃতিস্থ কর, দেখিবে সর্ব্ব বিষয় ক্রমোন্নতি হইবে, হিন্দু বংশের গৌরব রক্ষা

দুঃখ-সন্তাপ-হারিণী জড়-জীবনের মহাশক্তি-স্বরূপিণী সদাসরলা সহধর্ম্মিণীর অপ্রতিম ভক্তি, ভালবাসা, আত্মিক অংশ মায়ার-পূর্ণ বিকাশ প্রদায়িকা কন্যার মায়া ভুলিয়া, সংসারের প্রচুর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য-পথে চিরদিন বিচরণ করিব আশা ছিল। সুতরাং ঐ বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়োজন ততোধিক মনে করি নাই, সংসারে পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু হায়! মনুষ্যের সব ইচ্ছা কবে পূর্ণ হয়? আর যাহা কখন চিন্তা করি নাই, কল্পনায় আইসে নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই হইয়াছে। সন্মুখে বসিয়া জীবনের সর্ব্বস্ব শ্মশানে বিসর্জ্জন দিব বলিয়াছি, বিধাতা বুঝি আবার সংসারের প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন। এখন ভাবিতেছি, তখন যদি যত্ন পূর্ব্বক উহা শিখিতাম, তবে অনেক কার্য্যে লাগিত। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। যৎটুকু দেখা শুনা আছে, তাহা চিকিৎসা প্রকরণে বলিবার ইচ্ছা আছে।

হইবে, হিন্দু নামের মহিমা পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।

পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এক ঘণ্টা করিয়া এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন হয়; কিন্তু সেই ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় যথাক্রমে হয়। যথা—

এক নাসিকায় এক ঘণ্টা শ্বাস বহন সময় প্রথমে পৃথিবীতত্ত্ব ৫০ পল ইংরাজী ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত থাকে; পরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল, ইং ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল, ইং ১২ মিনিট থাকে। পরে বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, ইং ৮ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্বশেষে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল, ইং ৪ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ পলে ২॥০ দণ্ড ইং এক ঘণ্টা পঞ্চতত্ত্ব যথাক্রমে উদয়ে ঐ নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিয়া এক নাসিকায় শ্বাস বহন একঘণ্টা পূর্ণ হয়।

যখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই নাসিকায় ঐরূপ পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত এক এক তত্ত্বের স্থিতি হয়।

এই তত্ত্ব বিচার করিয়া নিশ্বাসের অনুকূলে কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই সুফল হয়। পরন্তু সাংসারিক বৈষয়িক কোন কার্য্য বিফল হইল বলিয়া হতাশ্বাস চিত্তে দুঃখ প্রকাশ করিতে হয় না।

তত্ত্ববিচার করিয়া কার্য্য করার গুণে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ও পাণ্ডবকুল-ধূরন্ধর অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বিপরীত তত্ত্বে যাত্রা করিয়া কৌরবগণ বিহস্ত হইয়াছিলেন।

তত্ত্বে রামো জয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবা নিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ব বিপর্য্যয়ে॥

দেখিলেন! স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র ও বিষ্ণুসখা অর্জ্জুন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কৌরবগণ অমিত তেজা কর্ণের বীরত্বের উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া মহা অহঙ্কারে অন্ধ বশতঃ তত্ত্ব বিচার করেন নাই, সেজন্য ভীষ্ম-প্রমুখ বীরপুঞ্জ সহায়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বিঘ্ন সঙ্কুল সংসারে তত্ত্ব বিচার করিয়া স্বরানুকূলে কার্য্য না করিলে হতাশাস হইব বৈচিত্র্য কি?

কোন্ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়, কোন্ তত্ত্বের উদয় কালে কিরূপে কার্য্য করিলে, সমস্ত কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় এবং তত্ত্ব চিনিবার যে সহজ উপায়াদি, তাহা বারান্তরে বলিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয় ফল পাইবেন, কোন কার্য্যে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ জনিত হাহুতাশ করিতে হইবে না। আরও দেখিবেন যে, দয়াময় মহেশ্বর মোকদ্দমায় জয়লাভ, ক্রুদ্ধ প্রভুকে সন্তোষ ও দুষ্ট শত্রু ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার জন্য—মন্ত্র ও ঔষধ ব্যতীত কেমন সহজে বশীকরণ এবং সাংসারিক বৈষয়িক সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। যদি চিরপূজ্য হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্য মিথ্যা না হয় এবং পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাস

স্থান পায়, তাহা হইলে পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণের নাম স্মরণ করিয়া উন্নত কণ্ঠে বলিতেছি প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন নিশ্চয়! নিশ্চয়!!

প্রসঙ্গাধীন বলিতে হইতেছে যে, স্বর-জ্ঞানের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত মহাত্মা উৎসুক চিত্তে আমার পূর্ব্ব পরিচয় ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর আমার পূর্ব্বাপর পরিচয় এবং সাংসারিক অবস্থা—যে অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি—শুনিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তির হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই বলি, যে হতভাগা কিঞ্চিৎ ন্যূন পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা মাতা, ভগ্নী ও কন্যা, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি—জীবনের সর্ব্বস্ব শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া উদাসমনে, আকুল হৃদয়ে, আশা আকাঙ্ক্ষা শূন্য প্রাণে লক্ষ্য হারা ধূমকেতুর ন্যায় বেড়াইতেছে; তাহার আবার পরিচয় কি? বর্ত্তমান বয়ক্রম অতিপ্রৌঢ় অতিক্রম করিবার উপক্রম—এখন কন্যা ক্ষীরোদবাসিনী, জামাতা অমরনাথ তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধায় অন্ন দিবার স্থল এবং অন্ধের নড়ি সম্বল। ইহার পর যাহা হইবে, তাহা ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গভীর-গহ্বরে গাঢ়-প্রোথিত।

স্বর সম্বন্ধে কাহারও কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে, কিম্বা কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান শিক্ষা যাহা আছে, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।
বাবু অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
যশোহর।

বস্ত্র ও সভ্যতা।

প্রত্যেক সমাজেই বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার, আহার বিহার ইত্যাদিতে কতকগুলি আদর্শ থাকে এবং যে কার্য্যগুলি সেই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত না হয়, সেই কার্য্যগুলিকে আমরা সাধারণতঃ অসভ্য আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। সমাজ বিশেষে এই আদর্শ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন সমাজে যে কার্য্য সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্য সমাজে তাহা হয় ত অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদয় সমাজে বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সমুদয় সমাজে যদি কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া থাকে, অথচ সে উন্মাদ নয় কিংবা নিতান্ত শিশুও নয়, তাহা হইলে তাহাকে অসভ্য বলা হইয়া থাকে। আবার যে সমুদয় দেশে বস্ত্র পরিধান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সমাজ বিশেষে কোথায়ও বা সমুদয় অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়, কোথায়ও বা কেবল মাত্র অধমাঙ্গ আবৃত করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কেহ নাভির ঊর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখিলে

আমরা তাহাকে অসভ্য বলি না। কিন্তু ইউরোপ বাসীদিগের নিকট উহা ভয়ানক অসভ্যতা। এই জন্য আমাদের দেশের ভদ্র লোকেরা সাহেব দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, সমস্ত দেহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া যান। একজন অতি অনক্ষর ইংরাজও কখনও তাহার দেহ অনাবৃত রাখিবে না। কিন্তু আমাদের দেশের বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-বিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও তাঁহাদের দেহের ঊর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখিতে কিছু মাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। আবার যাঁহারা গার্হস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তম ও অধম উভয় অঙ্গই অনাবৃত রাখেন এবং আমাদের সমাজের চক্ষে তাঁহাদিগের ঈদৃশ ব্যবহার অসভ্য বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। উলঙ্গ তৈলঙ্গ স্বামীকে যুবতী স্ত্রী লোকেরাও অসঙ্কুচিতচিত্তে যাইয়া প্রণাম করিত। এবং উহা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনেরা কিংবা সমাজ কিছু মাত্র দূষ্য বিবেচনা করিত না। এক দিকে মিশমি, নাগা, কুকি, খন্দ উলঙ্গ, আর এক দিকে তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী উলঙ্গ। ইংলণ্ডে কার্ডিন্যাল নিউম্যান ভাস্করানন্দের ন্যায় যদি দিগম্বর-বেশ ধারণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উন্মাদ—আগারে রাখা হইত। ভাস্করানন্দ কিন্তু মিশমি নাগাও ছিলেন না কিংবা উন্মাদও ছিলেন না। যে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এদেশে আসিতেন, তিনি কাশী না গিয়া থাকিতেন না; এবং কাশীতে গিয়া ভাস্করানন্দকে দর্শন করাই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য হইত। ভূতপূর্ব্ব ভারত সেনাপতি লকহার্ট প্রভৃতি উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ ভাস্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করা অতীব শ্লাঘাজনক বিবেচনা করিতেন। বস্ত্রাবৃত ইংরাজ অনাবৃত হিন্দু সন্ন্যাসীকে মিশমি নাগার ন্যায় অসভ্য বিবেচনা করিতেন না। সুতরাং সভ্যতাসভ্যতার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, কেবল বস্ত্র ব্যবহার রীতি পর্য্যালোচনা করিলে, ভাস্করানন্দ মিশমি বা নাগার ন্যায় অসভ্য হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহাকে কিছুতেই অসভ্য বলা যায় না।

যখন মানব বস্ত্রধারণ প্রণালী জানিত না, তখন বৃক্ষবল্কল বা পশুচর্ম্ম দ্বারা দেহকে শীতাদি হইতে রক্ষা করিত, এবং ক্রমে বস্ত্রধারণ প্রণালী প্রথা অবগত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। শরীর রক্ষার্থই বোধ হয় বস্ত্রাদি প্রথম ব্যবহৃত হয়। লজ্জা নিবারণ ও শরীরের সৌন্দর্য্য বিধান হেতু ও ক্রমে বস্ত্র ব্যবহৃত হইতে থাকে। শীত প্রধান দেশ সমূহে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহ অপেক্ষা বস্ত্র ব্যবহারের আধিক্য দৃষ্ট হয় এবং বহুকালের সংস্কার ও অভ্যাস হেতু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকিলেও শীত প্রধান দেশের লোকেরা তাহাদের দেশোচিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা কোন সমাজের সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্ব্বাচিত করা যায় না। আজ যদি সমস্ত মিশমি জাতিকে ইংরাজদিগের ন্যায় কোট প্যাণ্টুল্যান্ পরিধান করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা কি ইংরাজ জাতি অপেক্ষা

অধিক সুসভ্য হইয়া পড়িবে? আমরা যদি ইংরাজ দিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞানাদিতে নিকৃষ্ট হই, তাহা হইলে কি কোট প্যাণ্টালুন পরিধান করিলেই সভ্যতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব, কিম্বা ঐ সব বিষয়ে আমরা যদি তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হই, তাহা হইলে আমাদের দেহ অনাবৃত থাকে বলিয়াই কি আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িব? প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বস্ত্র দ্বারা কাহারও সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্দ্ধারিত হইত না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মানুষের গুণ দেখিয়া সভ্য বা অসভ্য আখ্যা দিতেন, বস্ত্র দেখিয়া না। অধুনা বস্ত্রই হিন্দু সমাজের মানদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অতিকষ্টে চটি জুতা ও মোটা চাদর দিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর চলে না। কোট প্যাণ্টালুন না হইলে নানাবিধ ভাবে বিড়ম্বিত না হইয়া কাহারও পক্ষে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আদালতের চাপড়াশি, কনেষ্টবল, রেলওয়ের গার্ড বা দ্বারবানের নিকট কত ভদ্রলোকের যে কত অপমানিত হইতে হয়, তাহা বলা যায় না। হিন্দু সমাজে বেশ বিন্যাসের এক মহাতরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং সকল শ্রেণীর হিন্দু নর নারী তাহাতে হাবুডুবু খাইতেছেন। কত রকম কোট, কামিজ, বডি কত কি যে হইতেছে, তাহার নামও মনে থাকে না। দেশের ধনবানেরা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতেছেন, এবং দরিদ্রেরা তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। নিত্য নূতন ফ্যাসিয়ান আসিয়া সমগ্রদেশকে সভ্যতার দিকে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ নিতান্ত দরিদ্র। আমরা বস্ত্রাদি সম্বন্ধে কখন ইংরাজদিগের সমকক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইংরাজদিগের সংসর্গে পড়িয়া তাহাদের মত চাল চলন করিতেছি, অথচ রীতি নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ধুতি চাদরও রাখিতে হয়, হ্যাট কোট ও রাখিতে হয় ফরাশও রাখিতে হয়। আমরা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে আমাদের ইংরাজদিগের বিলাসিতা সাজে না।

বঙ্গভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই ইহাদিগের বর্ণমালা। প্রত্যেক বর্ণই শব্দবিশেষের পরিচায়ক। ক, খ ইত্যাদির ন্যায় একটি একটি শব্দ প্রকাশ করিবার জন্য একাধিক বর্ণের প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ণ ও দন্ত্য ন একইভাবে অর্থাৎ উভয় বর্ণই দন্ত্য ন এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। একই ভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়াই; মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য এই দুই বিশেষণের দ্বারা উহাদের পার্থক্য সূচিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা যেরূপ র, ড় ও ঢ় এর পার্থক্য শব্দদ্বারা সূচিত করিতে অশক্ত হইয়া ব শূন্য র, ড এশূন্য র ও ঢ এ শূন্য র, বলিয়া সূচিত করেন, সমগ্র বঙ্গদেশে সেইরূপ মূর্দ্ধণ্য ণ ও

দন্ত্যান ন, বর্গীয় ব ও জ, অন্তস্থ ব ও য, তালব্য শ মূর্দ্ধন্য ষ, ও দন্ত্য স এর পার্থক্য শব্দদ্বারা সূচিত না করিয়া উৎপত্তিস্থান উল্লেখ করিয়া সূচিত করেন। এক বঙ্গদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষেই এই সমুদায় বর্ণ পৃথক শব্দ দ্বারা উচ্চারিত হয়। বঙ্গদেশ-বাসী সংস্কৃতভাষা উচ্চারণ করিতে ও ঐ সমুদায় বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করেন না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বঙ্গদেশে শ, স ও ষ এই তিন বর্ণই শ এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। দন্ত্য স এর উচ্চারণ S এর ন্যায়, তালব্য শ এর Sh এর ন্যায় এবং ষ এর hh এর ন্যায়। স এর প্রকৃত-উচ্চারণ সৃষ্টি, স্রাব, স্নান ইত্যাদি স্থলে পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বর্ণই যদি এক তালব্য শ এর ন্যায় উচ্চারিত হইল, তাহা হইলে তিনটি বর্ণের প্রয়োজন কোথায়। ঐরূপ বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব এই দুই বর্ণই বর্গীয় ব এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। বর্গীয় ব এর উচ্চারণ ইংরাজি b এর ন্যায় এবং অন্তস্থ ব এর ইংরাজি v এর ন্যায়, ভ এর উচ্চারণ ইংরাজি v এর ন্যায় নহে bh এর ন্যায়। অন্তস্থ ব যখন অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহার উচ্চারণ ইংরাজি W এর ন্যায়। বাঙ্গালা ভাষায় য ফলা ও ব ফলা একই প্রকারে উচ্চারিত হয়। য ও ব যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তাহার দ্বিত্ব করা হয় মাত্র। অর্থাৎ ক ও ক্ব ক্যএর উচ্চারণের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না, তিন স্থানেই ক্ক এর ন্যায় উচ্চারণ করা হয়। সেকালের গুরু মহাশয়েরা পড়াইতেন ক, ক, ক্য ক্ ই য় ক ক উ অ, আজ'কালের নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষিত-পণ্ডিত মহাশয়েরা পড়ান ক ক, ক্য, ক ক। য ও য় এর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের উচ্চারণই হয়। বাঙ্গালা ভাষায় "য" কে দুই ভাগে বিভক্ত-করা হইয়াছে। যথা-য ও য়। য় স্থলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ রাখা হইয়াছে, কিন্তু য এর স্থলে উচ্চারণ উহাকে জ এর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাদব, যোগেন্দ্র প্রভৃতি উচ্চারণ করিবার সময় আমরা 'জ' এর উচ্চারণই করি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, উহারা ইয়াদব, ইয়োগেন্দ্র এইরূপ উল্লেখিত হয়। জ, য প্রভৃতির উচ্চারণগত প্রভেদ না থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় এখনও তাহাদের আকারগত প্রভেদ আছে; কিন্তু বর্গীয় ব অন্তস্থ ব এর আকারগত প্রভেদ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেই বাঙ্গলা ভাষায় এই দুই বর্ণের আকারগত ও উচ্চারণগত দুই প্রভেদই ছিল। সেকালের গুরুমহাশয়েরা বর্ণমালা পড়াইবার সময় পেট-কাটা ব বলিয়া বর্গীয় বয়ের পরিচয় দিতেন ও অক্ষরের মধ্যস্থলে একটী সরল রেখা অঙ্কিত করাইতেন। প্রাচীন পুঁথিতেও বর্গীয় "ব" এর এরূপ আকার দৃষ্ট হয়। অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ চাই একাকীই উচ্চারিত হউক, চাই অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হউক, উহার উচ্চারণ পূর্ব্বে বঙ্গ-ভাষায় উক্ত হইত। স্বামী (সোয়ামি) দ্বারিকা (দোয়ারিকা) দ্বার (দোয়ার) ইত্যাদি উচ্চরণ এখনও শুনা যায়। ন, ণ এর উচ্চারণ লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। আমরা এই উভয় বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ করি, তাহাতে ন এর উচ্চারণ হইয়া থাকে, ণ এর উচ্চারণ

কথকটা ড় য়ে ৮ সংযুক্ত করিলে যেরূপ হয়, সেই প্রকার। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তাহা না শুনিলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ বুঝা কঠিন। বিসর্গের উচ্চারণ বাঙ্গালাভাষায় আদৌ করা হয় না। তবে ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু বাঙ্গালাভাষায় পদান্ত বিসর্গের ব্যবহার বিরল। ক্ষ এর উচ্চারণও বঙ্গ ভাষায় আদৌ হয় না। উহার উচ্চারণ খ এর সহিত ষ সংযুক্ত করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয়, সেইরূপ করা হইয়া থাকে। ম পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে, স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয়, এবং স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয় না; যথা—জন্ম; বাল্মীকি প্রভৃতি স্থলে ম উচ্চারিত হয় এবং আত্মা, পদ্ম, রুক্মিণী প্রভৃতি স্থলে উচ্চারিত হয় না; কেবল যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, সেই বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় ম বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্বত্রই উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালাভাষায় ঋকারের আদৌ স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই, উহা রকারে ই বা ঈ যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিলে যেরূপ উচ্চারণ করা হয়, তাহাই করা হয়। ঋষি ও রিষ্ট, কৃত ও ক্রীত ইত্যাদির ঋ ও র এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ করা হয় না। বস্তুতঃ ঐ দুই বর্ণের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক। ণ এর উচ্চারণে স্বায় ঋ এর উচ্চারণ লিখিয়া বুঝান কঠিন। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞ এর প্রকৃত উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণতঃ গ কে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় যুক্ত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণেরই স্বতন্ত্র উচ্চারণ হইয়া থাকে। বাঙ্গালাভাষায় স্বরবর্ণের মধ্যে ই ঈ উ, ঊ ইত্যাদির উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ করা হয় না। যে বর্ণ যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত, তাহা না হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সাধারণতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি হয়। কোন্ স্থানে কোন্ স লাগিবে কোন্ ন লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ ব লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ য লাগিবে, তাহা বালকদিগের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। যে বালকের বর্ণজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে অচল শব্দ লিখিতে বলিলে, তাহার কোন ভ্রম হইবে না, কেন না, অ, চ, ল এই তিন বর্ণই বিভিন্ন শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। কিন্তু মনে করুণ, এক বালককে বিস্মরণ লিখিতে বলা হইল। যে ভাবে আমরা বিস্মরণ উচ্চারণ করি, তাহাতে বালক যে কোন 'স' ও যে কোন "ন" লিখিতে পারে এবং ম ফলার পরিবর্ত্তে ব ফলা, য ফলা দিতে পারে, কিম্বা ঐরূপ কোন ফলা না দিয়া, যে কোন স দ্বিত্ব করিয়া লিখিতে পারে। কিন্তু ঐ কথাটি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্থলে যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহাতে কোনরূপ বর্ণাশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালী বালকের ঐ বর্ণাশুদ্ধি পরিহারের জন্য কোন্ ন, কোন স, ও সঙ্গে কোন ফলা, ইহা তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয় "কামিনী" কথাটি যেভাবে আমরা উচ্চারণ করি, তাহাতে লিখিবার সময় ম এ এবং ন এ যে কোন ইকার দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা এই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ প্রচলিত

থাকিলে, ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে কষ্ট পাইতে হয় না, এবং স্মৃতিশক্তিকেও অযথা কষ্ট দিতে হয় না।

সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন কালে উহার যথাযথ উচ্চারণ প্রবর্ত্তিত করা তত কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রদেশের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিলেই বর্ত্তমান দূষণীয় উচ্চারণ সংশোধিত হইতে পারে। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় স্কুল পরিদর্শনের সময় বালকদিগের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অত্যল্প সময়েই এ দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। স্কুল কলেজ ও টোলাদির সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় সার্কুলার জারি করিলে এ দেশের উচ্চারণ শীঘ্রই তিরোহিত হইতে পারে।

বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত করা নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু বিদ্যালয়াদিতে পড়িবার কালে বালকদিগকে প্রথম হইতেই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষা দিলে কালে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্ত্তমান উচ্চারণ যে বিশুদ্ধ নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহা পরিবর্ত্তিত হওয়া যে উচিত, তাহা অস্মদ্দেশীয়-পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। অধুনা বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ উন্নতি ও প্রসার হইতেছে, তাহাতে ইহার উচ্চারণের এরূপ দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনার্থ সাহিত্য-সভা, সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি যে সমস্ত সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের এবং অস্মদ্দেশের সাহিত্য-সেবক ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার ভাষার উন্নতি সাধন করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা ভাষায় শ, ষ, স তিন বর্ণেরই উচ্চারণ শ এর ন্যায় হইলেও কোন কোন স্থলে শ এর উচ্চারণ স্থলে স এর উচ্চারণ প্রচলিত আছে, যথা.—শৃঙ্গ শ্রী শ্রবণ ইত্যাদি। অর্থাৎ ত, থ, ন, র, ঋকারের সহিত যুক্ত হইলে স এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়, অন্য স্থলে শ এর মত উচ্চারণ হয়; এবং ঋকারও র সংযুক্ত হইলে শএর উচ্চারণ স এর ন্যায় হয়।

শরীর-রক্ষার্থ সদ্বৃত্তের-অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুংহাস্যং বা প্রবর্ত্তয়েৎ। ন নাসিকাং কুষ্ণীয়াৎ। ন নখান্ বাদয়েৎ। ন ভূমিং বিলিখেৎ। ন ছিন্দ্যাত্তৃণং। জ্যোতীংষ্যনিষ্টামেধ্যমশস্তঞ্চ নাভিবীক্ষেত। নচৈত্যধ্বজগুরুপূজ্যাশস্তচ্ছায়ামাক্রামেৎ। ন ক্ষপাস্বমরসদন চৈত্যচত্বর-চতুষ্পথোপবন শ্মশানায়তনান্যা-সেবেত। নৈকঃ শূন্যগৃহং নচাটবীমনু-প্রবিশেৎ। ন পাপবৃত্তান্ স্ত্রী মিত্র ভৃত্যান্ ভজেৎ। নোত্তমৈর্বিরুধ্যেৎ। নাবরানুপাসীত। ন জিহ্মং রোচয়েৎ। নানার্য্যমাশ্রয়েৎ। ন সাহসাতিস্বপ্নপ্রজাগর-স্নান পানাশনান্যা-

সেবেত। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ। ন ব্যালানুপসর্পেৎ ন দংষ্ট্রিণো ন বিষাণিনঃ। পুরোবাতাতপাবশ্যায়াতিপ্রবতান্ জহ্যাৎ। কলিং নারভেত। ন স্নানশাট্যা স্পৃশেদুত্তমাঙ্গং। নাস্পৃষ্ট্বা রত্নাজ্যপূজ্য মঙ্গল সুমনসোঽভিনিষ্ক্রামেৎ। ন পূজ্য মঙ্গলান্যপসব্যং গচ্ছেৎনারত্নপাণির্নাস্নাতো নোপহতবাসা না জপিত্বা না-হুত্বা, দেবতাভ্যো গুরুভ্যঃ পিতৃভ্যোনা তিথিভ্যো নোপাশ্রিতেভ্যো নাপুণ্যগন্ধো নামালী না প্রক্ষালিত পাণিপাদ বদনো ন্যাশুদ্ধমুখো নোদঙ্মুখো ন বিমনা নপাত্রীষ্বমেধ্যাসু নাদেশে নাকালে, নাকীর্ণে না দত্তাগ্রে হগ্নয়ে নাপ্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈর্ন মন্ত্রৈরনভিমন্ত্রিতং ন কুৎসিতং ন প্রতিকূলোপহিতমন্নমাদদীত। নাশেষভুক্ স্যাদন্যত্র দধিমধুলবণসক্তুসর্পিভ্যঃ। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত। ন সক্তূনেকানশ্নীয়াৎ নানৃজুঃ ক্ষুয়াৎ নাস্যাৎ নশয়ীত। নবেগিতোঽন্যকার্য্যং কুর্য্যাৎ। ন বায়্বগ্নি সলিলসোমার্কদ্বিজ গুরুপ্রতিমুখং নিষ্ঠীবিকা বর্চোমূত্রাণ্যুৎসৃজেৎ। নপন্থানং অবমূত্রয়েৎ ন জনবতি নান্নকালে। ন জপ্য হোমাধ্যান বলি মঙ্গলক্রিয়াসু শ্লেষ্মসিঙ্ঘাণকং মুঞ্চেৎ। ন স্ত্রিয়মবজানীত নাতি বিশ্রম্ভয়েৎ নাতিগুহ্যমনুপ্রবেশয়েৎ নাধিকুর্য্যাৎ। ন রজস্বলাং নাতুরাং নামেধ্যাং নাপ্রশস্তাং নাকামাং নান্যকামাং নান্যস্ত্রিয়ং, নশ্মশানায়তন সলিলোবন দ্বিজগুরু সুরালয়েষু সন্ধ্যয়োর্ন নিষিদ্ধতিথিষু নাশুচির্না জগ্ধভেষজো নানুপস্থিত-প্রহর্ষো নাভুক্তবান্ ন মূত্রোচ্চারপীড়িতোনশ্রম-ব্যায়ামোপবাস ক্লমাভিহতো ব্যবায়ং গচ্ছেৎ। ন সতো ন গুরূন্ পরিবদেৎ। না শুচিরভিচার কর্ম্ম পূজ্যাধ্যয়নমভিনির্বর্ত্তয়েৎ। ন বিদ্যুৎসু ন ভূমিকম্পে নোল্কাপাতে ন নষ্টচন্দ্রায়াং তিথৌ ন সন্ধ্যয়োর্ন মহোৎসবে না মুখাদ্গুরোর্নাতিমাত্রং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈঃ স্বরৈরধ্যয়নং কুর্য্যাৎ। নাতিসময়ং জহ্যাৎ ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ। ন নক্তং নাদেশে চরেৎ। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারাধ্যয়ন স্ত্রী স্বপ্নসেবী স্যাৎ। ন বাল বৃদ্ধ লুব্ধ মূর্খ ক্লিষ্ট ক্লীবৈঃ সহ সখ্যং কুর্য্যাৎ। ন মদ্য দ্যূত বেশ্যা প্রসঙ্গরুচিঃ স্যাৎ। নগুহ্যং বিবৃণুয়াৎ। নকঞ্চিদবজানীত। নাহংমানী স্যাৎ ন বৃদ্ধান্ নগুরূন্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ, ন চাতিব্রূয়াৎ। নাভৃতভৃত্যো নাবিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃ সুখী ন সর্ব্ববিশ্রম্ভী নসর্ব্বাভিশঙ্কী ন কার্য্যকালমতিপাতয়েৎ। নচাতিদীর্ঘসূত্রী স্যাৎ নক্রোধহর্ষাবনুবিদধ্যাৎ ন শোকমনুবিশেৎ। ন সিদ্ধাবৌৎসুক্যং গচ্ছেৎ নাসিদ্ধৌদৈন্যং।

মুখ বন্দ করিয়া জৃম্ভা (হাই) ক্ষবতু (হাঁচি) ত্যাগ কিংবা হাস্য করিবে না, চরকে উক্ত আছে, "বায়ুর আধিক্য হইলে জৃম্ভা ও ক্ষবথু হয়।" সেই বায়ুকে নির্গমন করাই তাহার চিকিৎসা, সেই বায়ুকে নির্গমন হইতে না দিয়া যদি তাহার বেগরোধ করা যায়, তাহাহইলে, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শিরঃশূল, অর্দ্ধাবভেদক, (অর্দ্ধেক মাথা ধরা) কম্প, শরীরের শিথিলতা উৎপন্ন হয়। চরকে উক্ত আছে যথা—

মন্থাস্তম্ভশিরঃ শূলমর্দ্দিতার্দ্ধাভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌবর্ল্যং ক্ষবথোঃস্যাৎ
বিধারণাৎ।

যদি মুখ বন্ধ করিয়া ক্ষবথু এবং জৃম্ভা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কুপিত বায়ু নিঃশেষ রূপে বহির্গত না হওয়ার দরুণ, কুপিত বায়ু জন্য শিরোরোগ প্রভৃতি ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্যই মুখ বন্ধ করিয়া জৃম্ভাদি পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নি এবং গ্রহাদি দর্শন করিবে না। (শ্মশানাদি স্থানের যে অগ্নি, ধূমকেতু প্রভৃতিযে গ্রহ, তাহাকেই অপবিত্র অগ্নি ও অপবিত্র গ্রহ বলে।) জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অমঙ্গলজনক গ্রহাদির দর্শন নিষেধ আছে। ধূমকেতু উদয় হইলে জগতের অমঙ্গল উপস্থিত হয়। যে অমঙ্গলময় তাহার দর্শনে যে লোকের অমঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই মহাত্মা শূদ্রক কবি মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ধূমকেতুকে অমঙ্গলের কারণ বলিয়া উপমা দিয়াছেন যথা।

অঙ্গারকবিরুদ্ধস্য প্রক্ষীণস্য বৃহস্পতেঃ
গ্রহোঽয়মপরঃ পার্শ্বে ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ॥

মঙ্গল বিরোধী হইলে, বৃহস্পতি ক্ষীণবল হয়, তাহাতে পার্শ্বে আবার অপর ধূমকেতু উপস্থিত। ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণ অমঙ্গলজনক বলিয়াই ইহাদিগকে দর্শন করা নিষেধ। নাসিকা সংকোচ করিবে না।

চতুষ্পথস্থিত বৃক্ষ, গুরু এবং পূজ্যাদিগের ছায়া অতিক্রম করিবে না। রাত্রিতে দেবমন্দির, উঠান, চতুষ্পথ, (চৌরাস্তা) উপবন ও শ্মশানে থাকিবে না, একাকী গৃহ মধ্যে থাকিবে না, এবং অরণ্যে গমন করিবে না। কারণ; একাকী গৃহেঃথাকিলে এবং একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিলে, যদি সহসা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা করা বড়ই কষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে নির্জ্জনগৃহে শয়ন করিয়া মুখচাপা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যারপর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সে সময় যদি কেহ নিকটবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে মুখচাপাগ্রস্তব্যক্তি মৃত প্রায় হয়। এই জন্যই একাকী নির্জ্জনগৃহে থাকা অনুচিত। পাপাসক্ত স্ত্রী, বন্ধু ভৃত্য পরিত্যাগ করিবে। সজ্জনের সহিত বিরোধ এবং নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে না। নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিলে স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হয় না, বরং তৎসহবাসে সংসর্গজ দোষই হইয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন যখন, দেবাদিদেব মহাদেবের সন্তোষার্থ ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন, তখন দেববিরোধী মূকদানব অর্জ্জুনকে দেবতা মনে করিয়া শূকর বেশে নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মহাদেব এই বিবরণ অবগত হইয়া ব্যাধ রূপ ধারণ করতঃ ঐ বরাহের উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ও ঠিক সেই সময় বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, উভয় বাণে বরাহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, ব্যাধ-বেশধারী মহাদেবের চর ছদ্মবেশে বাণগ্রহণেচ্ছু অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার প্রভু কর্ত্তৃক তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, নতুবা বরাহ কর্ত্তৃক আজ তোমার জীবন বিনাশ হইত; তোমার প্রত্যুপকার স্বীকার করা উচিত; প্রত্যুপকার স্বীকার করা,

দূরে থাকুক ; তুমি আমার প্রভুর বাণ অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ।

আমার প্রভুকে সামান্য লোক বিবেচনা করিও না। ইনি এই অরণ্যের একমাত্র অধীশ্বর। যদি তোমার বাণের নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রভুর সহিত মিত্রতা করিয়া যাচ্ঞাকর, যদি তুমি পৃথিবী প্রার্থনাকর, তাহাও তোমাকে অম্লানচিত্তে সমর্পণ করিবেন। তখন অর্জ্জুন ছদ্মবেশধারী দূতের "মিত্রতা কর" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে দূতকে বলিলেন যে, হে ব্যাধদূত! তোমার প্রভুর ন্যায় লোকের সহিত আমার ন্যায় ব্যক্তির মিত্রতা সম্ভব হয় না, কেন না—

যদা বিগৃহ্ণাতি হতং তদাযশঃ
করোতিমৈত্রী মথ দূষিতা গুণাঃ ॥
স্থিতিং সমীক্ষ্যোভয়থা পরীক্ষকঃ
করোত্যবজ্ঞোপহতংপৃথগ্ জনং ॥

নীচ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিলে যশ নষ্ট হয়, মিত্রতা করিলেও স্বকীয় সমস্ত সদ্গুণ দূষিত হয়, অতএব বিবেচক ব্যক্তি উভয় কার্য্যেই দোষ বিবেচনা করিয়া হীন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা কিম্বা বিরোধ করেন না ; এই হেতুই নীচলোকের সহিত মিত্রতা করা বিধেয় নয়। খলের সহিত মিত্রতা করিবে না এবং দুর্জ্জনকে আশ্রয় করিবেনা। অতি সাহস, অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি স্নান, অতি জলপান, অতি ভক্ষণ পরিত্যাগ বিধেয়। মোটের উপর সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং। বিপদ-সঙ্কুলস্থানে অতিশয় সাহস পূর্ব্বক কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, জীবন পর্য্যন্ত নাশ হইতে পারে। অধিক নিদ্রাতুর হইলে অর্দ্ধাবভেদক ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হওয়ার বিশেষ সম্ভব। চরক এবং সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, অলস এবং নিদ্রা সুখরতব্যক্তিদের প্রমেহ হইয়া থাকে। অতিশয় জাগরণ করিলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া তজ্জন্য উন্মাদাদি রোগ হইতে পারে। অধিক জলপান এবং অধিক ভোজন করিলে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে।

অত্যম্বুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ
কালেপিসাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্তং
অন্নং ন পাকং ভজতে জনস্য ॥
অনাত্মবন্তঃ পশুবৎ ভুঞ্জতে যেহপ্রমাণতঃ
রোগাণীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তিহি ॥

অধিক জলপান, বিষমাশন, (দধি মৎস্য একত্র ভোজন এবং অনিয়ত সময়ে ভোজন) মল মূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এই অজীর্ণ উপস্থিত হইলে যথা সময়ে যদি লঘু আহারও করা যায়, তাহাও পরিপাক হয় না। যাহারা পশুর ন্যায় অপরিমাণ আহার করে, তাহাদের সমস্ত রোগের কারণ ভূত অজীর্ণ উপস্থিত হয়। অনেক সময় ঊর্দ্ধজানু হইয়া বসিবে না। মহিষ, হস্তি, সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর নিকট গমন করিবে না। অতি রৌদ্র, অতি হিম, অতি রৌদ্র, অতি বায়ু সেবা পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করিবেনা,

শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখাই স্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিধানবস্ত্রের দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করিলে; বস্ত্রে ময়লা মাথায় যাওয়ার সম্ভব, সেই জন্যই পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করা বিধেয় নয়। স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে রত্ন, ঘৃত, পূজ্য, মঙ্গল-জনকপুষ্প স্পর্শ করিয়া গমন করিবে, পূজ্যদিগকে এবং মঙ্গলকর দ্রব্যাদি বাম দিকে রাখিয়া গমন করিবেনা, অকালে অস্থানে, অপবিত্র পাত্রে আহার করিবেনা। দেবতা, গুরু, অতিথি এবং আশ্রিতদিগকে সংকার করিয়া হস্ত, পদ, মুখ ধৌত পূর্ব্বক মালাধারণ করতঃ স্বীয় অভীষ্ট দেবতার জপ করিয়া প্রসন্নান্তঃকরণে আহার করিবে, আহার কালে অন্যমনস্ক হইবে না। দধি, মধু, লবণ, ঘৃত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিবে না, রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। সরলভাবে ক্ষবথু পরিত্যাগ করিবে। বক্রভাবে শয়ন করিবে না। মল মূত্রের বেগ রোধ করিয়া অন্য কোন কার্য্য করিবে না, মল মূত্রের বেগ রোধ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে পারে, চরক বলিয়াছেন মল মূত্রের বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, বিষমাশন, অতি সাহস এই সমস্ত কারণে যক্ষ্মা হইয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্বিজ, গুরু, ইহাদে সম্মুখে নিষ্ঠীবন (মুখেরছেপ-ফেলা) মল, মূত্র পরিত্যাগ করিবে না, পথে, লোকসঙ্কুলস্থানে এবং ভোজন-সময়ে মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিবে না এবং অতিশয় বিশ্বাসও করিবে না। স্ত্রীকে অতি গোপনীয় কথা কখনও বলিবে না এবং কোন কার্য্যের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবে না।

রজস্বলা, পীড়িতা, অপবিত্রা অন্য পুরুষা-সক্ত স্ত্রী গমন করিবে না। নিষিদ্ধ তিথিতে (অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতিতে) সন্ধ্যাকালে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, গুরু জনের নিন্দা করিবে না। অপবিত্রাবস্থায় পূজাদি কোন কার্য্য করিবে না। ভূমিকম্পে, বিদ্যুৎপাত সময়ে, নষ্টচন্দ্রায়, মহোৎসবে, সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন করিবে না। অতি-দ্রুত অতিধীরে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। অনর্থক বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সন্ধ্যা-কালে ভোজন, অধ্যয়ন, স্ত্রীসংসর্গ, নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, মূর্খ, ক্লীব ইহাদের সহিত মিত্রতা করিবে না। মদ্য, অক্ষক্রীড়া এবং বেশ্যাসক্ত হইবে না। অনর্থক অধিক কথা বলিবে না। একাকী সুখী হইবার ইচ্ছুক হইবে না, যাহাতে অন্যে সুখী হয় তাহাও চেষ্টা করিবে, দীর্ঘ সূত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসময় কার্য্যাদি সমাধা করিবে। কোন কার্য্য সিদ্ধ হইলে অহ্লাদিত হইবে না এবং অসিদ্ধ হইলেও দুঃখিত হইবে না, ক্রোধ, হর্ষ শোকের বশীভূত হইবে না। ভগবান্‌ও গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি নকাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ সমেপ্রিয়ঃ॥

১২ অঃ ১৭ শ্লোক।

যিনি হৃষ্ট হয়েন না, কাহারও প্রতিদ্বেষ করেন না, যিনি শোকাকুল হন না, কোন

বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রী মতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ
যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রম।

পূনর্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দেহের উপাদানের সূক্ষ্মত্ব, স্থূলত্ব এবং নির্ম্মলত্ব ও মলিনত্ব হেতু জ্ঞান বা চৈতন্যের ন্যূনাতিরেক বিকাশ বা অবিকাশ হয়। সূর্য্য * হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় বিশুদ্ধ তেজ প্রধান উপাদানে নির্ম্মিত; সুতরাং সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী পুরুষ ও তদংশভূত জীব সমূহ নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময় সূক্ষ্মদেহ ধারী, উহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর দেবতা হইতেছেন। পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষে তৈজস, দ্রবীয়, বাষ্পীয় ও বায়বীয় সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্মদেহধারী জীব সমূহ আছে। উহারা গুণ ভেদে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও অতি নিকৃষ্টতম জীব হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের সহিত তুলনায় উহাদিগের অধিকাংশই জীব পদ বাচ্য নহে, জীবাণুপদ বাচ্য। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আমাদের শরীরের ও কতকগুলি আমাদের মনের বড়ই অনিষ্ট কারক। যেমন বসন্ত বিসূচিকা বীজের মধ্যে অনিষ্ট কারক জীব বা জীবাণু আছে সেইরূপ, নিদানোক্ত দেবগ্রহ গন্ধর্ব্বগ্রহ পিশাচগ্রহ ইত্যাদি গ্রহজুষ্ট অনেক উন্মাদ রোগ আছে উহারা শরীর ও মনের অনিষ্ট কারক। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বা ভাবাংশ একত্রিত সম্মিলিত হইয়া এক একটী ভাবের বিকাশ হয় এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদার্থ একত্রকটী ভাবের আধার, পরমাণু যে অতি সূক্ষতম পদার্থ তাহাও ভাব শূন্য নহে, তবে পার্থিব অণু বা জড় পদার্থে চৈতন্যের বিকাশ না হওয়ায় তাহারা স্বয়ং কোন ভাব প্রকাশ করিতে পারেনা। * পৃথিবীস্থ জল,

---

* সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে সবনাৎ প্রেরণাচ্চৈব সবিতা তেন উচ্চতে। ঈশ্বরের স্থূল ত্রিমূর্ত্তির প্রধান মূর্ত্তি যে সূর্য্য তাহা সৃষ্টিতত্ব ত্রিমূর্ত্তি শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ৩য় খণ্ড ১৫। ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

টীকা * ইয়ুরোপীয় তার্কিকগণ একটি বৃহৎ কাচপাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ কাচ পরকলা দিয়া দুইটি কুটরীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি কুটরির মধ্যে একটি জলাধারে কতকগুলি মৎস্য অন্য কুটরিতে মৎস্যভোজী একটা জীব (ধাড়ে) বন্ধ করিয়া রাখায়, ঐ মৎস্য ভোজীজীব ঐ মৎস্য ধরিতে যাওয়ায়, বারম্বার ঐ পরকলায় বাধা প্রাপ্ত ও মস্তকে আঘাত লাগিয়া প্রতি নিবির্ত্ত হওয়া সত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা বিস্মৃত হইয়া আবার ধরিতে আঘত লাগিয়া প্রতি বিবির্ত্ত হয়। এইরূপে বহুবার আঘাতিত হইয়া অবশেষে সংস্কারের ন্যায় বাধা জনিত ভাবটি সামান্য উপলব্ধি হয়, ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তির্য্যগ্ জাতির স্মৃতি ও ধৃতির বিকাশ অতি অল্প।

তেজ, বায়ুর মধ্যে বহুতর জৈবোপাদান আছে, এমন কি, একটী বৃক্ষপত্র বা ক্ষুদ্রঘটস্থ জল উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, জীবাভাসময় শত শত কীটের ন্যায় জীবাণু পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ঠা, গোময় হইতে বহুতর কীট উৎপন্ন হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, জগতে জীব শূন্য স্থান নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধিতত্ত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, ঐ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাভাসই আমি পদ বাচ্য জীবাত্মা। ঐ বুদ্ধিতে গুণ ক্ষোভ হেতু যে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ভাবের স্ফুরণ হয়, ঐ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ভাব রূপ তত্ত্বই (Thinking Entity) মন হইতেছে। যেমন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জল দ্বারা ডাইলিউট করিলে ঔষধের গুণ ও শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, ক্রমে ক্রমে বহু শতবার বা বহু সহস্র বার ডাইলিউট করার পর ঔষধের গুণ লুপ্ত হইয়া শুদ্ধ জলে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাটমনের এক একটী চেতন ভাব তমগুণ কর্ত্তৃক ক্রমে সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থে পরিণত হইয়া চেতন ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যেমন জল দ্বারা অনেক বার ডাইলিউট হেতু ঔষধের গুণ অপ্রকাশ হইলেও ঔষধের অতি সামান্য অণুপরমাণু অবশ্যই জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু প্রায় সমস্তই জলীয় অংশ হওয়ায় জলের গুণ দ্বারা ঔষধের গুণ আবরিত হইয়া যায়, সেইরূপ জড়ের স্বাভাবিক (কেবল মাত্র তম) গুণ দ্বারা তদভ্যন্তরস্থ রজ ও সত্ব গুণ সম্পূর্ণ রূপে আবরিত হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মাত্র রজ গুণের অতি-সামান্য ক্রিয়া (অর্থাৎ ক্ষয় বৃদ্ধির ক্রিয়া মাত্র) প্রকাশ পায়, যেমন কাচপোকা কর্ত্তৃক ধৃত আরসুল্যা কীটের (ভয় বৃত্তি দ্বারা) ক্ষুদ্র শরীর কাচপোকা ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া দেহ তদাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাট মনের চেতন ভাব মৃত্তিকা বা পর্ব্বত রূপে কল্পিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষিতি জাতীয় অণু হইতে স্থূলতম মৃত্তিকা বা পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। যেমন অক্‌সিজন, হাইড্রোজন দুই জাতীয় অদৃশ্য বাষ্প একটী কাচ যন্ত্র বিশেষে পূরিয়া তন্মধ্যে যদি তড়িৎ পাস্ করা যায়, তাহা হইলে ঐ অদৃশ্য বাষ্প দ্বয় সংমিশ্রিত হইয়া সামান্য বাষ্পীয় জ্যোতি অর্থাৎ এক একটী রেখার ন্যায় প্রকাশ হয়, পুনর্ব্বার উহাতে অন্য প্রকারে তড়িৎ পাস দ্বারা ঐ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর ঐ জল অন্য যন্ত্র বিশেষে প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফাকারে পরিণত করা যাইতে পারে অর্থাৎ যেমন সূক্ষ্ম হাইড্রজন্ ও অক্‌সিজন্ প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ মহৎ ক্ষেত্রে কল্পিত সূক্ষ্ম মনোভাব (তড়িৎ পাসের ন্যায়) তম গুণের প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূলদৃশ্যজগতে পরিণত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত মত মৃৎপাষাণাদিতে যেমন আদৌ জীবত্বের বিকাশ নাই, সেইরূপ কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতিতে জীবত্বের ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইলেও স্বাধীনভাবে মন ও বুদ্ধির বিকাশ হয় না। জড় পদার্থে যে সকল জড়ীয় প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া (যথা, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, তাপের স্ফুরণ) ইত্যাদি

আছে, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি তীর্য্যগ্ জাতিতে (জীবত্বের স্ফুরণহেতু) ঐ সকল আকর্ষণ বিক্ষেপণ আদি রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। পশ্বাদির বুদ্ধি ও মানবের সামান্য অঙ্কুর যাহা মস্তিস্কে প্রকটিত হয়, তাহা ঐ রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতির অন্তর্ভূত হইয়া তদাকার ধারণ করে, ঐ সকল প্রবৃত্তি পশ্বাদিকে যে ভাবে চালিত করে; উহারা সেই ভাবে চালিত হয়। পশুদিগের স্বাধীন বিবেক বা যুক্তির বিকাশ না হওয়ায়, উহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও সদসদ্ বিবেচনা করিতে পারেনা।

বস্তুত উহাদের অন্ধ প্রবৃত্তি দমন করিবার শক্তি নাই। এবং উহাদের ধৃতি ও স্মৃতি শক্তি অতিঅল্পমাত্র বিকাশ হয়। মানবের সহিত তুলনায় ধৃতি ও স্মৃতিশক্তি উহাদের এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয় *। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন আমিত্বের অর্থাৎ স্বাধীন কল্পনাকারী মন ও নিশ্চয়কারী বুদ্ধির বিকাশ উহাদের হয় নাই। যেমন গর্ভস্থ-শুক্র ও শোণিত সংযোগে গর্ভেজীবসঞ্চার হয় এবং যত দিন ভ্রূণ গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার অস্তিত্বেই ভ্রূণের অস্তিত্ব, মাতার আহারের দ্বারায় ভ্রূণের শরীর পোষিত হয়, কিন্তু জীব প্রসূত হওয়ার পর স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট হইলেও উহার স্বতন্ত্র আহারের প্রয়োজন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় সেইরূপ উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি, প্রকৃতি মাতার গর্ভস্থ ভ্রূণ সদৃশ। অর্থাৎ স্বাভাবিক লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির অস্তিত্বেই উহাদের অস্তিত্ব, স্বভাবের বিরুদ্ধে স্বাধীনচিন্তা ও ন্যায়ান্যায় বিচার দ্বারা উহারা কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি মাতার স্তন্যপায়ী শিশু পুত্র সদৃশ হইলেও (অর্থাৎ স্বভাবের অধীন হইলেও) স্বাধীনভাবে চিন্তা যুক্তি ও ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে সক্ষম। বর্ণিত আছে, মনু প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং মনুই মানবের আদি পুরুষ, যে হেতু মানবের মন বুদ্ধি সেই বিরাট মনের ভাব-বিশেষ, উহা এই পঞ্চভূতোৎপন্ন দেহে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বিকাশিত হইয়াছে। শিশু মাতৃ গর্ভ—প্রসূত হইয়া যেমন প্রতিদিন দিবা ভাগে জাগরিত অবস্থায় পার্থিব অভিজ্ঞতা ও নানা ভাব শিক্ষা ও তাহা অন্তরে সঞ্চয় করিয়া নিশিতে নিদ্রা যায় এবং পর দিন নিদ্রোত্থিত হইলে ঐ পূর্ব দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ অস্পষ্ট সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া নূতন অভিজ্ঞতা ও নূতন ভাব সঞ্চয়ের ভিত্তি স্বরূপে পরিণত হয় এবং ঐ প্রতিদিনের নূতন নূতন সংগৃহীত ভাব সমূহ তাহাতে যোগ করিয়া লওয়ায় ক্রমে ক্রমে নানাভাব ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া মালার ন্যায় গ্রন্থিত হয় অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় নূতন নূতন ভাবে পরিণত হয়। সেইরূপ সূত্রাত্মা তাঁহার ত্রিগুণ সূত্রে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতারূপ এক একটী পুষ্প মালাকারে গ্রন্থন করিতে থাকে অর্থাৎ মানবাত্মা এক জন্মে যে অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ সঞ্চয়

* এই স্থানের টীকা ভ্রমক্রমে ১২০ পৃষ্ঠার নিম্নে বসিয়াছে, উক্ত পৃষ্ঠার ৩৩ পংক্তিস্থিত * চিহ্ন উঠিয়া যাইবে (হিং সঃ)

করে, পর জন্মে তাহার সারাংশ সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া অভিজ্ঞতা ও নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হয়। বালক যেমন শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ. করিয়া স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় ও বয়প্রাপ্ত হইয়া মাতার স্তন্য ত্যাগ পূর্ব্বক মাতার প্রতিপালনাধীন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং আবার অন্য বালকের পিতৃ স্থানীয় হয়, মানবও সেইরূপ জন্ম জন্মান্তরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সাধনা দ্বারা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং মহাত্মা বা মহাপুরুষে পরিণত হয় ও তাহার ক্ষুদ্র মনও বিরাট মনে পরিণত হয়।

উপরোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন প্রণালী (যাহাকে ইংরেজীতে descending এবং Ascending cycle কহে.) ও সংস্কৃতে কালের অবসর্পিণী ও উপসর্পিণী প্রণালী কহে) বুঝা আবশ্যক, ইতিপূর্ব্বে হোমিও-প্যাথি ঔষধের ডাইলিউসন্ এবং অদৃশ্য বাষ্প বরফে পরিণতি ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত দ্বারা বিরাটমনের এক একটী সূক্ষ্ম ভাব তমগুণাক্রান্ত হইয়া বা তামসিক অহঙ্কারাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে মৃৎ-পাষাণাদি স্থূল জড় পদার্থে ক রূপে পরিণত হয়, তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী যাহা কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে, দ্বারা পাঠকগণ কালের বা প্রকৃতির অব-ন প্রণালীর সামান্য আভাস কিঞ্চিৎ হইতে পারেন, তদ্‌ভিন্ন যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি া ভয়ঙ্কর কঠিন। এক্ষণে উন্নয়ন প্রণালী া কথিত হইবে, তাহাও সহজ নহে। বিজ্ঞানভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে কালের নয়ন ও উন্নয়ন উভয় প্রণালীই ভয়ঙ্কর কঠিন। তবে ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকগণ যাঁহারা ডারউইনের সৃষ্টিবিবর্ত্তবাদ (Evolution theory) মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৃষ্টির উন্নয়ন প্রণালী অর্থাৎ ক্রমোন্নতির নিয়ম বুঝার কিছু সুবিধা হইতে পারে। মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদিতে যে ক্রিয়া শক্তি আছে, তদ্দ্বারা বহুকালে উহাদিগের অন্তরোপাদানের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কথঞ্চিৎ তেজের স্ফুরণ হয়, তদ্দ্বারা আভ্যন্তরীণ উপাদান অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ক্রিয়া শীল দ্রবীভূত হয়। ঐ দ্রবীভূত উপাদান সকল কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট বা শ্লথ হইয়া উহাদের আভ্যন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে আকর্ষণ শক্তি কর্ত্তৃক যখন ঐ সকল অণু পুঃনসংশ্লিষ্ট হয়, তখন উহাদের গুণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় ঐ মৃত্তিকা প্রস্তরের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া ধাতবো-পাদানে পরিণত হয়। কিন্তু উপাদান লৌহ, তাম্র, সীস প্রভৃতি আকরজ ধাতুতে পরিণত ও ঐ সকল ধাতুর সংমিশ্রণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস, পিত্তল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পুনর্ব্বার উক্ত আকরজ ধাতব ঔপাদানিক অংশ সহস্র সহস্র বর্ষে আভ্যন্তরীণ তেজের স্ফুরণ হইতে দ্রবীভূত হইয়া তাহাতে উষ্মার বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে বিকৃত হইয়া উদ্ভিদ ও জৈবো-পাদানে পরিণত হয় * চিকিৎসা ও রাসায়-নিক শাস্ত্রে জীবে ও উদ্ভিদে যে লৌহ প্রভৃতি

টীকা * আভ্যন্তরীণ তেজ বিশেষ হইতে যে, জীবত্বের বিকাশ হয়, ইহা আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচীন আর্য্যবিজ্ঞান সম্মত।

ধাতব উপাদান আছে। ইহা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে, আবার ঐ উদ্ভিদের উপাদানিক অংশ বিকৃত হইয়া তদ্দ্বারা যে কীটাদি জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা কেবল শাস্ত্রের প্রমাণ নহে, অনেক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গলিত ও বিকৃত বৃক্ষ—পত্র=বিশেষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কীট ও ক্ষুদ্র চিঙ্গড়া মৎস্য প্রভৃতি কীট উৎপন্ন হয়, কাঁচোয়ার যে তাম্র ভাগ অধিক ইহা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ও অথর্ব্ব বেদোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা এক ধাতুর সহিত পত্র বিশেষের রস সংযোগে অন্য ধাতু উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতির উৎপত্তি হইতে পারে। ভিন্ন জাতীয় ঔদ্ভিদ্য উপাদান দ্বারা আর এক জাতীয় উদ্ভিদ যে প্রস্তুত হইতে পারে ইহা পরীক্ষিত। যদিও অদ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিকপণ্ডিতেরা ধাতব। ঔদ্ভিদ্য উপাদানে কিম্বা কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদান দ্বারা স্বেদজজীব ব্যতীত পশু পক্ষ্যাদি জরায়ুজ বা অণ্ডজ বৃহৎ জীব নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই * কিন্তু উদ্ভিদ ও ধাতু বিশেষ দ্বারা সর্প দংশিত মৃত জীব যে পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং জীবের মস্তিষ্ক রক্ত মেদ ও মাংস প্রভৃতিতে বহুতর ধাতু উদ্ভিদতত্ব এবং অন্য জৈবোপাদান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জৈবনিক বা জীবাণু আছে। ইহা বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রানুমোদিত ও পরীক্ষিত। প্রাচীন পাশ্চাত্য ক্যা-বেলিষ্টগণের মতে আকরজ ধাতব-উপাদান বিকৃত হইয়া উদ্ভিদে, ঔদ্ভিদ্য উপাদান বিকৃত হইয়া পতঙ্গ ও কীটাদির জৈবোপাদানে. ঐ কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদন বিকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পশু পক্ষীর জৈবোপাদানে বিবর্ত্তিত এবং উচ্চতর জীবের অর্থাৎ বানর উল্লুক ও বন মানুষের জৈবোপাদান বিকৃত হইয়া মানবের দৈহিক জৈবোপাদানে পরিণত হয়। তদনন্তর মানবের জৈব ও মানসোপাদান * সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল বিশুদ্ধ দেবোপাদানে বিবর্ত্তিত হয় এবং ঐ বিশুদ্ধ দেবোপাদান ঈশ্বরতত্বে পরিণত হয়। যথা Kabalistic aphorism runs "A stone becomes Plant, a plant a beast, the beast a man, a man Deva and Deva himself becomes God." পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পশু জগৎ পর্য্যন্ত প্রকৃতি

The caloric heat is as Heracletus widely taught the Primordial Principel of life, আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং হৃদয়ে সর্ব্ব ভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি।

টীকা * কিন্তু প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষিগণ যোগ বলে অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব মানস শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* মানবের মানস সোপান উচ্চতর লোকস্থ দেবাংশ। কিন্তু দৈহিক জৈবোপাদান প্রস্তুত হইলে ঐ তৈজস দেবোপাদান আকর্ষিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ব ও তাহাদের সার সংগ্রহ স্বরূপ মন ও বুদ্ধিতত্বের বিকাশ হয়। ঐ দেবোপাদান পঞ্চ ভূতের সত্বাংশ। তবে পার্থিব তম রজগুণের সহিত মিশিয়া তদনুরূপ হয়।

মাতার গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় বা ভ্রূণ সদৃশ। তবে ৫ দিনের গর্ভস্থ বীর্য্যাপেক্ষা এক মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণ এবং তদপেক্ষা ৬। ৭। ৮ ৯। ১০ মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণের যেরূপ দেহ ও চেতনার ন্যূনাতিরেক প্রভেদ হয়, সেইরূপ উদ্ভিদাপেক্ষা কীটাদি ও কীটাপেক্ষা পশ্বাদির দেহ ও চেতনার অধিকতর উন্নতি হওয়ায় উহাদের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। শক্তি-উপাধিধারি ব্রহ্মই স্বয়ং ঈশ্বর এবং কোষোপাধিধারীই জীব - যথা

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেববিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং
ব্রজেৎ॥
কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব
জীবতাম্।
পিতা পিতামহ শ্চৈকঃ পুত্র পৌত্রৌ
যথা প্রতি॥

বঙ্গার্থ। চৈতন্যেরছায়ায় শক্তি চেতন বৎপ্রকাশ হয়েন। শক্তি উপাধিধারি ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে ও কোষাপধারি ব্রহ্মই জীব নামে অভিহিত হন। পরব্রহ্মই পিতামহ তাঁহার পুত্র স্বরূপ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুত্র (পরব্রহ্মের-পৌত্র) স্বরূপে জীব হইতেছেন। ইহার পর শ্লোকেই বর্ণিত আছে যে—

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তি কোষা-বিবক্ষণে॥

যেমন পুত্র ও পৌত্রাভাবে পিতা ও পিতামহ নাম থাকেনা, সেইরূপ শক্তি ও কোষাভাবে ঈশ্বর বা জীবের অভাব হওয়ায় পর ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। অর্থাৎ কেবল তাঁহতেই তিনি থাকেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে সত্ত্বগুণ মলিন হওয়ায় ঐ মলিন সত্ত্বগুণই এক একটি ভাবের কারণ রূপে পরিণত হয়, উহাই জীবের কারণ শরীর। ঐ কারণ শরীরে আনন্দ প্রতিভাত হওয়ায় উহাকে আনন্দময় কোষ বলে, তদুপরি বুদ্ধিতত্ত্বকে বিজ্ঞানময় মনস্তত্ত্বকে মনোময় জৈবতত্ত্বকে প্রাণময় ও স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে। যেমন গুটি পোকা স্বীয় লালা দ্বারা সূত্রের ন্যায় পদার্থ বাহির করিয়া তদ্বারা কোষ রূপ গুটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়, সেইরূপ সূত্রাত্মা স্বভাব হইতে ত্রিগুণ সূত্র বাহির করিয়া তদ্বারা পঞ্চ কোষ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে বদ্ধ হন। প্রকৃত পক্ষে সদাত্মা বদ্ধ হন না। তাঁহার আভাস চৈতন্য স্বীয় ভাবে মগ্ন হইয়া কোষোপাধি জীব অভিমানী হন। ঐ আনন্দময় কোষকে কারণ দেহ বলে, যে হেতু শুদ্ধচিৎই আনন্দ এই জন্য কারণ দেহে আনন্দ মাত্র প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং প্রাণময় কোষকে সূক্ষ্ম দেহ বলে. যে হেতু, বিজ্ঞানময়কোষে বুদ্ধি ও অহঙ্কার রূপে অর্থাৎ আমিত্বকারে, মনোময় কোষ কল্পনা ও কামরূপ দেহাকারে এবং প্রাণময় কোষে বায়ুরূপ দেহাকারে আভাস চৈতন্য প্রতিভাত হয় এবং অন্নময় কোষকে স্থূল দেহ বলে। পূর্ব্ব বর্ণিত মত কালের অবনয়ন প্রণালী অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাব সমূহ তমগুণাক্রান্ত হইয়া যখন পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হয় এবং তমগুণের প্রাধান্য হেতু মৃত্তিকা ও পাষাণাদিতে পরিণত হয়, তখন ঐ মৃৎ পাষাণাদি স্থূল জড়তত্ত্ব ভেদ করিয়া

বুদ্ধি মন প্রাণ ইত্যাদির বিকাশ হয় না, কেবল রজ গুণের কিঞ্চিৎ মলিনাভাস তমগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত আকর্ষণ বিয়োজনাদি জড় ধর্ম্মাক্রান্ত—কর্ম্ম সমূহ ঐ মৃৎ পাষাণাদির অন্তরোপাদানকে ধাতবোপাদানে এবং ধাতবোপাদানকে উদ্ভিদোপাদানে উদ্ভিদোপাদনকে জৈবোপাদানে পরিণত করে, তদনন্তর ঐ জৈবোপাদান মধ্যে রজগুণ জনিত জান্তব-উষ্মা (Animal magnetism উদ্দীপিত হইয়া ঐ জৈবোপাদান বা জীবাণু সকলকে পরস্পর সংযোগ করিয়া অন্নময় কোষ অর্থাৎ সপ্ত ধাতু ও জৈব যন্ত্র (organs সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকে, ঐ যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইলে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের সামান্য কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র রজগুণাক্রান্ত হইয়া ঐ রজগুণের কিঞ্চিৎ সাহায্যকারি হওয়ায় রজগুণই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া জীবের প্রাণময় কোষ প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়, এই সম্মিলিত কোষদ্বয় অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ মনুর স্মৃতিতে ভূতাত্মা বলিয়া বর্ণিত আছে ; ঐ ভূতাত্মাই তীর্য্যগ্ অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদির আত্মা। পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ জাতির মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সম্পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় উহাদের জীবাত্মার সম্যক বিকাশ হয় না। উহাদের জীবনান্তে প্রাণময় কোষ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ কোষস্থ জীবাণু সকল ভূলোকে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে অবশ্যই উক্ত জীবাণু সকলের মধ্যেও প্রাণময় কোষের অঙ্কুর আছে। যাহাহউক, উহাদের অন্তস্তরস্থ রজতমগুণ জনিত রাগ বা আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে উহারা পুনঃ সংশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া স্বজাতীয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করে। অবশ্যই পশু পক্ষ্যাদির মধ্যেও আনন্দ বিজ্ঞানও মনোময় কোষ আছে, তবে ঐ কোষত্রয় মুদ্রিত থাকায়, পশ্বাদিতে আত্ম জ্যোতি বিকাশ হয় না। উহাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পর ক্রমে ক্রমে উহাদের জৈবোপাদান সংস্কৃত ও তাহাতে সত্ত্ব গুণের বিকাশ হয়, সত্ত্ব গুণের বিকাশ হইলে ঐ জৈবোপাদানের মধ্যে উচ্চতর লোকস্থ সত্ত্ব গুণময় দেবতত্ত্বের স্ফুরণ হয় এবং তদ্দ্বারা মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হয় ঐ মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হইলে বিজ্ঞানময় কোষের কিঞ্চিৎ বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষে আত্মাভাস প্রতিবিম্বিত হয় ঐ প্রতিবিম্ব মনোময় কোষে পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করে এবং তদ্ গুণাক্রান্ত ও তদনুরূপ দেহেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া তাহাতে প্রতিভাত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। আত্রেয় উপনিষদে প্রকাশ আছে "প্রজাপতি ব্রহ্ম প্রথমে কীট পতঙ্গ ; পরে ক্ষুদ্র পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিষ্টাত্রী দেবতাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন কিন্তু দেবতাগণ ঐ দেহ তাঁহাদের উপযোগী নহে বলিয়া প্রবেশ করিতে অস্বীকার করায় গবাশ্বাদি বৃহৎ পশু সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগের প্রতি পুনর্ব্বার ঐরূপ আদেশ করিলেন, দেবতাগণ ঐ পাশব দেহও অনুপযুক্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করায় প্রজাপতি মানব দেহ সৃষ্টি করিবা মাত্র অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আহ্লাদের সহিত

মানবেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইলেন দেবগণ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র মহৎ সমভিব্যাহারী পুরুষ দ্রবীভূত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইলেন”।

বেদান্তোক্ত মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই মনুর মহৎ সংজ্ঞক জীব। উহাই আত্মার সমভিব্যাহারী। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আভাস মনোময় হইয়া ইহপরলোক গতায়াত পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে।

ঐ মহৎ সমভিব্যাহারী জীবাত্মা ইহলোক পরিত্যাগ কালে ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সার সংগ্রহ সমভিব্যাহারে লইয়া পরলোক গমন করেন।

তথায় উহা পরিপাক ও বুদ্ধি কোষে দ্রবীভূত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সংস্কার পরজন্মের বীজরূপে পরিণত হয়। পরজন্মে ঐ বীজ হইতে ঐ সকল প্রবৃত্তি ও বিষয় জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও বিকাশিত হওয়ায়, তাহার সহিত নূতন নূতন ভাব ও অভিজ্ঞতা যতই সঞ্চিত হইতে থাকে বুদ্ধি কোষস্থ জ্ঞান মণ্ডল ততই বিস্তৃত হইতে থাকে, ঐ জ্ঞানালোকে বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে প্রকৃত সুখের বা জ্ঞানানন্দের বিকাশ হয় এবং ভ্রান্ত জ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা ধ্বংস হইলে চিন্ময়ি বিদ্যা দেবীর বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষে বিলীন এবং আনন্দময় কোষ অবিদ্যার অঙ্গীভূত হইয়া স্বরূপ জ্ঞানানন্দে পরিণত হয়। পূর্ব বর্ণিত ঐ স্বরূপ জ্ঞানের মহদ্দর্পণ সদৃশ ঐশ্বরিক শক্তিই যে বিদ্যা তাহা বলা বাহুল্য অতএব অবিদ্যারাজ্য হইতে জীব মুক্ত হইলে বিদ্যা রাজ্যান্তর্গত হইয়া সর্ব্ব-শক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরের অঙ্গীভূত হয়। তখন মুক্তাত্মা আর জীব বা জীবাত্মা পদ বাচ্য থাকে না। যে হেতু অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর বা চিত্ত ঐ কারণ শরীরস্থ চিদাভাসই প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধি তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইলে তৈজস জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চিত্ত-দর্পণ মহৎ চিদ্দর্পণে পরিণত হইলে প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বা সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ মহাপুরুষ পদে উন্নীত হইয়া সর্ব্বেশ্বরের সমাঙ্গীভূত হন। ইহাই বেদান্ত মতের সার সংগ্রহ *

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* আমাদের বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ, যাহা চিত্ত-দর্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে অথবা মনু যাঁহাকে আত্মার সমভিব্যাহারী মহৎ সংজ্ঞক জীব বলিয়াছেন এ মহৎ এবং পূর্ব্বোক্ত মহদ্বুদ্ধি সমষ্টি বুদ্ধিরূপ ঈশ্বরের চিদ্দর্পণ এক নহে। উক্ত মহদ্বুদ্ধি সমষ্টি ভাবাপন্ন অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্য বা জ্ঞানের মহৎ চিদ্দর্পণ স্বরূপ। আমাদের বুদ্ধি ব্যষ্টি ভাবাপন্ন পৃথক ২ চিত্তের পৃথক ২ মলিন চিত্ত দর্পণ স্বরূপ। শেষোক্ত বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষকে মনের উচ্চ অঙ্গ বলিলে ভাল হয়। সঙ্করাচার্য্য “মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমান” শ্লোকে যে দর্পণের কথা বলিয়াছেন, উহা শেষোক্ত চিত্ত-দর্পণ।

সামবেদীয়া
কেনোপনিষৎ।
প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[মূল]

ওঁ কেনেষিতং পততিপ্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি। ১
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্
বাচো হবাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি
নবাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতা
দথো অবিদিতা দধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং
যেনস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩
যদ্ বাচা নভ্যুদিতং
যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৪
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৫
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি
যেন চক্ষূংষি পশ্যতি
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৬
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি
যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৭
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি
যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৮ ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ

[অনুবাদ]

শিষ্য। প্রেরিত হইয়া কাঁহা কর্ত্তৃক মানস
ধায় নিজ বিষয়েতে? কার নিয়োজনে
প্রথম স্বরূপ প্রাণ হয় অগ্রসর?
কাহার ইচ্ছায় লোকে বাক্য উচ্চারয়?
কোন্ দেবতারা চক্ষু কর্ণে নিয়োজয়? ১

আচার্য্য।
শ্রোত্রেরও শ্রোত্র তিনি, মনের ও মন:
বাক্যেরওবাক্য তিনি প্রাণের ও প্রাণ।
চক্ষুরও চক্ষু তিনি; এই জ্ঞানে ত্যজি
শ্রোত্রাদিতে আত্ম বোধ, সব ধীরগণ
এলোক হইতে যেয় লভে অমরণ। ২
চক্ষু কিম্বা বাক্যমন-গম্য তিনি নন;
জানি না তাঁহারে, পুনঃ তাঁর উপদেশ
কিরূপে অন্যেরে দেয় তাহাও না জানি।
"জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হ'তে ভিন্ন তিনি হন"
এরূপ কহেন সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ
যাঁহাদের উপদেশ করেছি শ্রবণ। ৩
নাহি হন প্রকাশিত বাক্যে যেই জন
কিন্তু বাক্য প্রকাশিত যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৪
না পারে করিতে যাঁরে মনেতে মনন
কিন্তু মন চিন্তা করে যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৫
না পারে করিতে যারে চক্ষুতে দর্শন
চক্ষের দর্শন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৬
নাহি পারে কর্ণে যাঁরে করিতে শ্রবণ
কর্ণের শ্রবণশক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৭
না পারে করিতে যাঁরে প্রাণেতে প্রাণন
প্রাণের প্রাণন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাঁহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৮

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।	ভাদ্র।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

শ্রীসূর্য্য-স্তোত্রম্।

কার্য্যজাত দীপনৈক দীপভূতমংশুভি।
যামিনীপ্রসুপ্তপুণ্ডরীকদীপ্তিহর্ষকারিণম্।
রক্তগন্ধভূষিতাঙ্গ রক্তপুষ্পধারিণম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরম্। ১

খোদয়েন জাত মোদকোকযুগ্ম-সংস্তুতং।
পদ্মগর্ব্বতাম্রকান্তিদারিতান্ধকারজম্।
সানুরাগপূর্ব্বদিগ্বধূবিচুম্বিতাননম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরম্। ২

চণ্ডরশ্মিদীপ্রদেহ বিপ্রমুখ্যদৈবতম্।
শস্যপুষ্টিবৃষ্টিহেতু ঘৃষ্টি-তুষ্টি-দায়িনম্।
ছায়য়োসঙ্গমার্থমশ্বরূপ ধারকম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৩

বেদমন্ত্রজপ্যমান সৌরভর্গভূসুর।
প্রত্ত অর্ঘ্যবারি দিব্য শস্ত্রনাশিতাসুরম্।
প্রাজ্ঞমুক্তিমার্গদং পুরাতনং জগৎপতিং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৪

মন্ত্রবর্ণ লব্ধ সূর্য্য দেবতা নিবর্ত্তিত।
শ্রৌতকর্ম্মনক্তবিপ্রহূয়মান জোহবম্।
কুঙ্কুমাভহস্তজাল সজ্জিহীর্ষু মুদ্গতং
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৫

বেদতত্ত্ব বোধনেষ্ট সিদ্ধ্যুপায় কোবিদে।
মার্গাবর্য্যশঙ্করেণ দত্তভাষ্য-ভূষিতং।
অস্তরাদিত্যায়গমাহেমদেহদীপিতং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৬

যোগিবর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য মুস্ম্যনুষ্ঠিতস্তুতি
প্রসাদিতঃ সমাদদৌহি দিব্যবেদবৈভবম্।
যাজুষস্তমস্ত্বাসন স্থিতং দয়াঘনং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৭

শান্ত-দান্ত কান্ত-দেহ-যোগীবৃন্দ-সেবিতম্
স্বপ্রকাশমদ্বিতীয়মংশুজাল ভাস্বরং।
স্থাবরাদিসৃষ্টিকার্য্য-মূলকারণংপরম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৮

উদয়গিরিশিখায়াং দিব্যরত্ন প্রভাভঃ।
সুর-নর-মুনিসঙ্ঘৈর্ব্বন্দিতোঽভীষ্টসিদ্ধ্যৈ।

অরুণকিরণজালৈর্ব্বোধয়ন্ সর্ব্ব জন্তূন্।
দিনমণিরতি ভক্ত্যাস্তূয়তাং ভোঃ সমস্তাঃ ৯
ইতি শ্রীনরহরি শাস্ত্রি-বিরচিতম্ দিবা-
করাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

১। যিনি নিমীলিত পদ্মসমূহকে প্রস্ফুটিত করতঃ হর্ষ প্রদান করেন, রক্তগন্ধদ্বারা শোভিত শরীর, রক্তপুষ্পধারী, সুখ এবং জ্ঞানপ্রদ, কার্য্য সমূহের প্রকাশে দীপের স্বরূপ, সেই সূর্য্যদেবকে নমস্কার করি।

২। যে সূর্য্যদেব পদ্মগর্ভের ন্যায় তাম্রকান্তিদ্বারা অন্ধকার জন্য দোষ সমূহ নিরাকরণ করিয়া উদিত হইলে, চক্রবাক চক্রবাকীগণ আনন্দে যাঁহার স্তব করিয়া থাকে, এবং যিনি অনুরক্তা পূর্ব্বদিক্‌রূপা বধূর মুখ সাদরে চুম্বন করেন, বুদ্ধি এবং সুখদাতা সেই সূর্য্যদেবকে আমি প্রণাম করি।

৩। হে প্রচণ্ডকিরণশালিসূর্য্যদেব! তুমিই দ্বিজগণের মুখ্য আরাধ্য দেবতা, তুমিই বৃষ্টি হেতু ধান্যাদির বৃদ্ধির জন্য কিরণের দ্বারা ধান্যাদির সন্তোষ দানকর, তুমিই স্বীয় পত্নীর জন্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলে, হে সুখদ জ্ঞানদ দিবাকর! আমি তোমাকে বন্দনা করি।

৪। বিপ্রগণ বেদমন্ত্রেরদ্বারা জপ করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে, যে সূর্য্যদেব সেই অর্ঘ্য দানের জলরূপ দিব্যাস্ত্রদ্বারা অসুর সমূহকে নাশ করিয়াছিলেন, প্রাজ্ঞদিগের মুক্তিমার্গদাতা জ্ঞানদায়ী জগৎপতি সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৫। বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণ সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিলে, যে সূর্য্যদেব কুঙ্কুম সদৃশ হস্তদ্বারা সেই হোমীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার জন্যই যেন উদয় হন, আমি সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৬। বেদের তত্ত্ব-জ্ঞানান্বেষণে তৎপর আর্য্যশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য দান করিয়া যাঁহাকে শোভিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শরীর অস্তরাদি ন্যায় দ্বারা দেদীপ মান, আমি সেই সূর্য্যদেবকে বন্দনা করি।

৭। যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য যজুর্ব্বেদ দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানদাতা পদ্মাসনস্থ দয়ালু সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৮। যোগিগণ যাঁহাকে আরাধনা করিয়া দান্ত কান্ত শান্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি অদ্বিতীয় হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছেন এবং যিনি কিরণ সমূহের দ্বারা প্রকাশমান, স্থাবরাদি জগতের মূল কারণ স্বরূপ সুখদাতা সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৯। হে জীবগণ! সুর, মানব, মুনিগণ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য উদয়াচলের শিখরে দিব্য রত্ন প্রভা সদৃশ যাঁহাকে আরাধনা করেন, এবং যিনি অরুণ-কিরণ সমূহদ্বারা সমস্ত জীবকে জাগরিত করেন, সেই সূর্য্যদেবকে আরাধনা কর।

বৈদান্তিক-মতের সমালোচনা।

বিগত বর্ষের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় উপাধ্যায় ব্রহ্ম বন্ধু ৮ই ডিসেম্বর বুধবার তারিখে আপন

বার্টহলে (Albert Hall) বেদান্ত সম্বন্ধে যে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ বক্তৃতায় তিনি আধুনিক বৈদান্তিকদিগের ও থিয়সফিষ্টগণের প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অমূলক, ইহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐ বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় কথিত এবং ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা হিন্দু, আমাদিগের পত্রিকার নাম হিন্দু-পত্রিকা, বিশেষতঃ বিষয়টীও হিন্দুদিগের মৌলিক বেদান্তদর্শন-মূলক; অতএব হিন্দুদিগের ভাষা ব্যতীত বিজাতীয় ভাষা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, এজন্য তাঁহার অতিরঞ্জিত ইংরাজি বক্তৃতার কায়দাটী পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না; সুতরাং তাঁহার বক্তৃতার সার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উপরোক্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

"বৈদিক কালে ক্রমে ক্রমে হিন্দুদিগের অধ্যাত্মজ্ঞান উচ্চতর হইতে উচ্চতম সীমায় অধিরোহিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ সান্ত সসীম ব্যষ্টিজ্ঞান এক অদ্বিতীয় অসীম অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইয়াছে। হিন্দু জাতির বর্ত্তমান শোচনীয় অধঃপতন দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা তাহাদের ভ্রান্তিজনিত অপরাধের দণ্ড ভোগ মাত্র; যেহেতু ন্যায়বান ঈশ্বর বিনা কারণে কাহাকেও দণ্ড প্রদান করেন না। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুরা বেদান্তদর্শনোক্ত অভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্তমত অবলম্বন করায় এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বেদান্তদর্শনে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের এক মাত্র কারণ আছে; সেই আদি কারণই পরব্রহ্ম; তিনিই সৎ (পবিত্র), তিনিই চিৎ (জ্ঞান), তিনিই আনন্দ (সুখ)। আর্য্যঋষিগণ সেই সচ্চিদানন্দ রূপ মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহাদের উত্তর বংশীয়গণকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই মূল্যবান রত্ন যাহাতে অপহৃত না হয়, তৎপক্ষে আধুনিক হিন্দুগণের সাবধান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। আধুনিক থিয়সফিষ্টগণ পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীকার না করায়, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতির শত্রুরূপে পরিগণিত। ঐ থিয়সফিষ্টগণ হিন্দুদিগের সহিত এক মতাবলম্বী বলিয়া মৌখিক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা প্রাচীন বেদান্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরোক্ত একমেবাদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হওয়ার পর হিন্দুগণ তাহাদের (পূর্ব্ববিশ্বাসরূপ) বহু দেব দেবীর সহিত ঐ অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সামঞ্জস্যের সন্ধি-স্থানে শনৈঃ শনৈঃ ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, যদিও ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নিরংশ ও অবিচ্ছিন্ন, তথাচ এক ব্রহ্ম আবশ্যক মত সৃষ্টির নিমিত্ত বহু হইয়া থাকেন।

তদ্ধেতু সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহুরূপে বিবর্ত্তিত হওয়ায়, "এই বহু-জন-সংশ্লিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের ঐ উক্তি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। যদি ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ ব্যষ্টি-জীবে পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাকে আর অসীম অনন্ত বলা যাইতে পারে না। অথবা একই সময় তিনি অসীম অনন্ত এবং সসীম সান্ত জীব, উভয়ই পরিগণিত হইয়াছেন, বলিতে হয়। ঐ পরবর্ত্তি-বৈদান্তিকগণ এই অসংলগ্ন ভ্রান্তমত সংস্থাপনের কোন উপায় করিতে না পারিয়া অর্থাৎ এক ব্রহ্মের সহিত বহুত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অপারক হইয়া, ঐ অসংলগ্নতা দূরীভূত ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মের "মায়া" কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত মায়া-কল্পনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসংলগ্নতা দোষ সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তদপেক্ষা আরও জঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ উহা দ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্মে যে কেবল সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিত্বের আরোপণ হইয়াছে, তাহা নহে; তদপেক্ষা গুরুতর দোষ ব্রহ্মের মায়া—অর্থাৎ কপটভাব আরোপিত হইয়াছে। উক্ত মতবাদ হইতে পৌত্তলিকতা—অর্থাৎ বহুদেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হওয়ায়, হিন্দুদিগের নৈতিক অবনতি ও ন্যায়অন্যায়-বিচারশক্তি এককালে তিরোহিত হইয়াছে।" ইত্যাদি।

বক্তা অবশেষে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে বহু দেব দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সেই অনাদি একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দ হইতে এই বহু জীব-জন্তু-সমন্বিত জগৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তর্ক বা যুক্তি দ্বারা তাহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। উহা কেবল সেই অন্তরাত্মার—অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তরতম স্তরের ভাব দৈববাণীর ন্যায় স্ফুট হইলে, মানবের ঐ আশা পূর্ণ হইতে পারে; তদ্‌ভিন্ন সৃষ্টিতত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই। তিনি স্বীয় অন্তরাত্মা হইতে উহার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঙ্গিতে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, এই ব্যষ্টি জগতের সহিত ব্রহ্মের যে সংস্রব আছে, তদ্দ্বারা অনন্ত ব্রহ্ম সান্ত রূপান্তরিত বা ব্যষ্টিত্বে পরিণত হন নাই। এই জগৎ তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অনাদি কাল হইতে তাঁহার আত্মার স্বরূপাংশের সহিত এই জগতে সম্পূর্ণ সংসৃষ্ট আছেন, এবং তাঁহার আত্মা উক্ত প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে স্থিত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ কার্য্য-জগৎকে সম্পূর্ণ জানেন ও ভালবাসেন এবং প্রতিদানে জ্ঞান ও প্রেম পাইয়া থাকেন। এইরূপে বহুত্বের অর্থাৎ ব্যষ্টি জগতের সহিত অনাদি অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্মের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

উপরোক্ত বক্তৃতার সমালোচনা।

বক্তার উপরোক্ত বক্তৃতার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ (Later Vetantists) অনন্ত ব্রহ্ম বহুরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন বলায়, ব্রহ্মের প্রতি সসীম ব্যষ্টিত্ব দোষ আরোপিত হইয়াছে এবং জগৎ তাঁহার মায়া বলাতে, তাঁহার প্রতি ভ্রান্তি-

উৎপাদক কপটতার আরোপ হইয়াছে। কিন্তু তৎপরেই বক্তা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি; এই প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার আত্মা স্থিত হইয়া জগতের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। বক্তা বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ বৈদান্তিকদিগকে (Later Vetantists) পরবর্ত্তি বৈদান্তিক বলিয়া তাঁহাদিগের বেদান্ত-ব্যাখ্যার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ—অসীম অনন্ত ব্রহ্ম যে সসীম সান্তজীব রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা কোথাও বলেন নাই। এই জগৎ যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, এই ভাবটী বক্তা তাঁহার অন্তরাত্মার নিকট হইতে দৈববাণীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দৈববাণী. তাঁহার কথিত পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া যে সকল অমূল্য দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন, বক্তার অন্তরাত্মা বক্তার প্রতি বোধ হয় ততদূর অনুগ্রহ করেন নাই, যথা—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু॥
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব (বিম্বভূত) মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নয়। সেইরূপ জীবাত্মা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র; পৃথক্ বস্তু নয়। আমি নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মা।

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়; তখন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ মাত্র থাকে; সেইরূপ যিনি অন্তঃকরণের বিয়োগে প্রতিবিম্বশূন্য (অর্থাৎ "জীব" এই উপাধিশূন্য) হন, আমিই সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা।

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যিনি এক (অর্থাৎ যাঁহার সদৃশ বস্তু নাই।) প্রকাশ স্বরূপ হইলেও শুদ্ধচিত্তে স্বতঃ যাঁহার প্রকাশ; যেমন শরাব প্রভৃতি বিবিধ জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্য এক হইলেও (পাত্র ভেদে) ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও, নানা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হওয়ায়, নানা বলিয়া বোধ হয়, সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

যথানেক চক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ণ
ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং।
অনেকাধিয়ো যস্তথৈক প্রবোধঃ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া অনেক চক্ষুর প্রকাশ্য বিষয় যুগপৎ প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক প্রবোধ (আত্মা) অনেক অন্তঃকরণ (অর্থাৎ যিনি এক হইয়া অনেক অন্তঃকরণের বিষয়কে) এককালে প্রকাশ

করেন, ক্রমে নয়; সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

যথা সূর্য্য একোঽপ্যনেকশ্চলাষু।
স্থিরাস্বপ্যনন্যবিভাব্যস্বরূপঃ॥
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেব এবং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া সচল জলে অনেক এবং অচল জলে একরূপ দৃষ্ট হন, সেইরূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়া চঞ্চল নানা বুদ্ধিতে নানা প্রকার প্রতিভাত হন, নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি।

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং
যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন অতি মূঢ়ব্যক্তি, নয়ন-পথ আবৃত হইলে, সূর্য্যকে মেঘাবরণে অপ্রকাশস্বরূপ বিবেচনা করে, সেইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হইলে, অতিমূঢ় স্বপ্রকাশস্বরূপ যে চৈতন্যকে অপ্রকাশত্ব রূপের ন্যায় বিবেচনা করে, সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং
সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধ স্বচ্ছস্বরূপং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যিনি সমস্ত (নানা) বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে অনুগত, অথচ এক, সমস্ত বস্তু যাঁহাকে স্পৃষ্ট (লিপ্ত) করিতে পারেনা এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত হইলেও যিনি—শুদ্ধ (রোগাদি-দোষশূন্য) এবং অমূর্ত্তস্বভাব নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি।

পাঠক! একবার দেখুন যে, বক্তার অন্তরাত্মার দৈববাণীর বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে বক্তার কথিত পরবর্ত্তিবৈদান্তিক—অর্থাৎ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টির সহিত অনন্ত ব্রহ্মের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে দর্শাইয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা অনন্ত অসীম ব্রহ্মে কি সান্ত সসীম দোষ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়?

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৪।৫।৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

অনুবাদ। অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চরাচর ভূত সমুদয় কারণীভূত আমাতে অবস্থিত, আমি নির্লিপ্ত বলিয়া সে সকলে অবস্থিত নহি।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

অনুবাদ। আমি নির্লিপ্ত, এজন্য ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ, আমি ভূত-ধারক ও ভূতপালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

অনুবাদ। সর্ব্বব্যাপী এবং মহান বায়ু যেরূপ অসংশ্লিষ্ট ভাবে আকাশে অবস্থিত, সমুদয় ভূতও সেইরূপভাবে আমাতে অবস্থিত, ইহা জানিও।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।

অনুবাদ। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।

পাঠক! দেখিবেন, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্ম সসীম বা সান্ত হন নাই এবং সংসৃষ্ট-দোষেও দোষিত হন নাই। কিম্বা বক্তার কথিতমত একই সময় অসীম অনন্ত ও সসীম সান্ত হন্ নাই; তিনি অনাদি কাল হইতে অসীম অনন্তস্বরূপে বিরাজিত ছিলেন ও আছেন ও থাকিবেন; জগৎ-প্রকাশ দ্বারা তাঁহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বক্তার অন্তরাত্মার দৈববাণীর—বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ এবং তৎপর-বর্ত্তিবৈদান্তিকগণ ঐ দৈববাণী নানারূপ রূপক ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বৈদান্তিকগণ অনন্তের সহিত ব্যষ্টি জগতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া কোথাও ভ্রমে পতিত হন নাই, এবং ঐ সামঞ্জস্যের সন্ধি-স্থানে বক্তার উক্তমত শনৈঃ শনৈঃ ভ্রান্তি আসিয়া অধিকার করে নাই। উহা বক্তার কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

বক্তা পরবর্ত্তিবৈদান্তিকদিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দোষে কোন অংশে দোষী নহেন। মহাত্মা-শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের শারীরক ভাষ্যে বক্তার বর্ণিত মত দোষ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া, অতি সুন্দররূপে তাহার মীমাংসা এবং দোষক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

আপত্তি—

বিশুদ্ধ কারণ রূপ ব্রহ্মে অশুদ্ধ কার্য্যরূপ জগতের বীজ থাকায় কারণও অশুদ্ধ হয়।

মীমাংসা—

কারণ-ব্রহ্ম স্থিতি কালে বা লয়কালে অর্থাৎ কোন কালেই কার্য্য ধর্ম্মাক্রান্ত হন না। উভয় কালেই অবিকৃত থাকেন। কারণে কার্য্য-জগৎ থাকে না। যেমন স্বর্ণে কুণ্ডল, মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুত হইলেও স্বর্ণ, কুণ্ডলধর্ম্মাক্রান্ত কি মৃত্তিকা ঘটধর্ম্মা-ক্রান্ত হয় না। তবে স্বর্ণে কুণ্ডল প্রস্তুতির শক্তি বা মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুতির শক্তি গুহ্য থাকে; সেইরূপ ব্রহ্মে শক্তির বীজ গুহ্য থাকে। তাহাতে কারণ-ব্রহ্ম অশুদ্ধ হইবে কেন? (বেদান্তদর্শন।)

আপত্তি—

ব্রহ্মে যদি তপ্য-তাপক বিকার থাকে, তবে তিনি অশুদ্ধ হন। অর্থাৎ তিনি মুক্ত পুরুষ হওয়া অসম্ভব। যদি তাঁহাতে তপ্য-তাপক বিকার না থাকে, তবে নিত্য ব্রহ্মের পক্ষে তপ্য-তাপকভাব কোথা হইতে আসিবে?

মীমাংসা—

ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত, তাঁহাতে তপ্য-তাপক ভাব নাই। সত্ত্ব রজোগুণে ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব পতিত হইলে, প্রকৃত পক্ষে সেই সত্ত্বগুণই তপ্য, রজোগুণই তাপক হয়। বেদান্ত দর্শন ২য় পাদ ৬ হইতে ৯ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের সাংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ঐ ২য় পাদের ১৭১ হইতে ১৭৩ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাতে ব্রহ্মের অনন্তত্ব ও জগতের সান্তত্ব বা ব্যষ্টিত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, সত্ত্ব-রজ-গুণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সত্ত্বগুণ তপ্য ও রজোগুণ তাপক হয়। প্রশ্ন-ঐ সত্ত্ব-রজো-গুণ কোথা হইতে আসিল?

এই প্রশ্নের মীমাংসা যদিও মৎকৃত 'পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে বিষদরূপে ব্যাখ্যাত ও সিদ্ধান্তীত হইয়াছে, তথপি বক্তার কৃত অন্যায় আরোপিত দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত সংক্ষেপে উহার উত্তর প্রদান আবশ্যক।

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব সমন্বিতা,
তমো রজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্ব শুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তেমতে,
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্ বৈচিত্র্যাদনেকধ,
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রজ্ঞস্তত্রাভিমান-বান্।
তমঃ প্রধান প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া
বিয়ৎ পবন তেজোঽম্বু ভূবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥

অনুবাদ। আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহার কারণ স্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় এবং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা স্বরূপ। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধা, মায়া ও অবিদ্যা। যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন সাত্ত্বিক ভাবাপন্না হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে। ঐ প্রকৃতি যে সময়ে ঐ সত্ত্বগুণের মালিন্য ভাব আশ্রয় করে, তখন তাহাতে প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যা স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যা রূপে বিভিন্ন হইয়াছে, তাহা এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি মায়াকে বশীভূতা করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর ঈশ্বর নামে খ্যাত আছেন।

উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, যিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া 'জীব' নামে কীর্ত্তিত হয়েন, সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্য প্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞগণ সেই স্থূল শরীরকে 'বৈশ্বানর' জ্ঞান করিয়া অবিনাশী কারণ-শরীরকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণ-শরীরকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির নিদান এবং স্থূল শরীর—কেবল জীবের সুখাদি ভোগার্থ; সেই স্থূল শরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত, তাহা প্রাজ্ঞ জীবের ভোগার্থ। ইহা তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চ ভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত। ইহা হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে।

এখন এই তর্ক উঠিতে পারে, ব্রহ্ম-

প্রতিবিম্বিতা প্রকৃতি ত্রিগুণবিশিষ্টা; ঐ ত্রিগুণের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা উভয়ই আছে। কিন্তু ব্রহ্ম সৎ—চিৎ—আনন্দ, তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতি অবিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

ইহার উত্তর অতি সহজ। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি, ঐ শক্তি; কর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য কৃত হয় বলিয়া উহাকে প্রকৃতি কহে। চৈতন্য শক্তির অধীন নহেন, শক্তিই চৈতন্যের অধীন। তুমি জ্ঞানবান পুরুষ, শক্তি এবং কার্য্য তোমার সম্পূর্ণ অধীন। তুমি বিবেচনা ও ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার শক্তি ও কার্য্য যে ভাবে পরিচালন করিবে, সেই ভাবে পরিচালিত হইবে। যাহা-হউক, যখন তিনি অনন্ত, তখন তাঁহার শক্তিও অসীম। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড, জীব, বস্তু, মানব, সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ জীব জন্তু সমন্বিত জগৎ তাঁহার বিভূতি বা তাঁহার প্রকৃতির ভাব-প্রবাহ। ঐ ভাবের মধ্যে তাঁহার স্বরূপের যে কিঞ্চিৎ আভাস পতিত হয়, তাহাই জীব-চৈতন্য।'

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার শক্তির অধীন নহেন; শক্তি তাঁহার অধীন, তিনি অনন্ত; সুতরাং তাঁহার শক্তি হইতে আবশ্যক মত সমস্ত ভাবের বা গুণের স্ফূরণ বা বিকাশ হইতে পারে। কোন ভাব বা গুণ তাঁহার শক্তির বহির্ভূত নহে। বহির্ভূত হইলে তাঁহার অনন্তত্ব থাকেনা। মনে করুন আপনি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, কার্য্যদক্ষ ও সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। আপনি জন-সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত "মডেল্‌ভগিনী" উপন্যাসের ন্যায় এক-খানি উপন্যাসে পাপরূপ নরকের চিত্র অতি রঞ্জিত করিয়া মানবের কর্ম্মানুরূপ ফলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সমাজকে শিক্ষা দিলেন। ঐ পাপচিত্রগুলি আপনার কল্পনা-প্রসূত ভাবের প্রবাহ মাত্র; কিন্তু ঐ পাপ-চিত্র রঞ্জন দ্বারা আপনাকে কি কোন পাপ স্পর্শ করিল? অথবা আপনি স্বয়ং কি সেই পাপে লিপ্ত বা অবিশুদ্ধ হইলেন? কখন না, কখন না; অথচ ঐ "মডেল্‌ভগিনী" উপন্যাসোক্ত পণ্ডিত রাধাশ্যাম ও বেহারের রাজা আপনার কল্পিত ভাবের বিশুদ্ধ চিত্র বা স্বর্গ এবং কমলিনী, তাহার গৃহ-শিক্ষক নগেন্দ্র, গৃহ-চিকিৎসক মহেন্দ্র এবং খান-সামা কপিল অবিশুদ্ধ চিত্র বা নরক। ঐ উপন্যাসটী আপনার ভাবের প্রবাহ, ঐ ভাবের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম, ত্রিগুণ বিদ্যা-মান আছে। সত্ত্বগুণের চিত্র পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত রাধাশ্যাম, বেহারের রাজা এবং পরে কৈলাসচন্দ্রও বটে; রজ-তমমিশ্রিত গুণের চিত্র পূর্ব্বোক্ত কমলিনী, নগেন্দ্র, মহেন্দ্র, কপিল প্রভৃতি; আবার সামান্য রজমিশ্রিত তমঃপ্রধান গুণের চিত্র কমলিনীর পিতার ঘোড়ার ঘাসিয়াড়। * ঐ গ্রন্থে মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত কাশীর উলঙ্গ সন্ন্যাসী। নির্ম্মল জ্ঞান, নির্ম্মল সুখ, শম, দম, দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য্য

* কেবল তম-গুণের চিত্র না বলিয়া সামান্য রজমিশ্রিত তম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তম-গুণ হইতে জড় বস্তুর উৎপত্তি হয়; অতএব জীব যতই অজ্ঞান ও জড়-ভাবাপন্ন হউক না কেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ

প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি এবং কর্ম্মের অসমস্পৃহা ইত্যাদি রজগুণের কার্য্য; ভ্রান্তি, মোহ, জড়তা, তম গুণের কার্য্য।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আপনার ভাবের প্রবাহ আপনার মন, হস্ত, কাগজ, কালী ও কলম সংযোগে যেরূপ পুস্তকাকারে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের ভাব-প্রবাহ কি প্রকারে স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, (১) ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার মহামানস বা মহতী ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিও অনন্ত। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে ভাবের বিকাশ এবং ক্রিয়াশক্তি হইতে এই ভাবময় জগৎ উৎপন্ন বা ভাবসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জড়জীবজন্তুসমন্বিত অসংখ্য জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কালী, কলম, কাগজের ন্যায় পরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে সূক্ষ্ম স্থূলত্বে ও স্থূল সূক্ষ্মত্বে পরিণত হইয়া, এই বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ বিক্ষেপণ ও আকর্ষণাদির মূলে ঈশ্বরের হস্তস্বরূপ একটী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে; ঐ শক্তিই ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্মের মহামানস স্বরূপই চিন্ময়ী ইচ্ছাশক্তি (Intelectual force) হইতে ঐ ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়; ঐ শক্তিকে যে চিন্ময়ী শক্তি ভিন্ন অন্ধশক্তি বলা যাইতে পারে না, জগতের যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ সর্ব্বসামঞ্জস্যই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) যেমন অদৃশ্য হাইড্রজান—অক্সিজান বাষ্প কাচ-যন্ত্র বিশেষে পূর্ণ করিয়া তাহাতে তড়িৎ পাস্ করিলে, উহা দৃশ্য তৈজস বাষ্প রূপে বিবর্ত্তিত ও তাহা দ্রবীভূত হইয়া বিন্দু২ নীহারের ন্যায় ক্ষরিত হয়; পরে ঐ বারি বিন্দু সকল একত্রিত হইয়া যে বারি-রাশি উৎপন্ন হয়, তাহা যন্ত্রবিশেষে প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূল কঠিন বরফাকারে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির ভাব-প্রবাহ তমোগুণ দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রে (পঞ্চ ভূতে) বা পঞ্চগুণবিশিষ্ট পরমাণু রূপে বিবর্ত্তিত হয় এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণাদি ও রাসায়নিক ক্রিয়াদি দ্বারা সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইয়া রূপান্তরিত হয় এবং ঐ রূপান্তরিত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া বিচিত্র ভাবময় স্থূল জগতে পরিণত হইয়াছে।

৩। যেমন হোমিওপ্যাথি ঔষধ, যত অধিক ডাইলিউসন্ করা হয়, ততই ঔষধের তেজ ও গুণ অপেক্ষাকৃত স্ফূর্ত্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ চিদাভাসময় সূক্ষ্ম ভাবসমূহ পূর্ব্বোক্ত মত স্থূল জড়জগতে পরিণত হইয়া, তদভ্যন্তরস্থ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হেতু জীবদেহের উৎপত্তি হয় এবং বহু জন্মের পর ঐ জীবের মস্তিষ্কে মানস ও বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যন্ত্র প্রস্তুত এবং কল্পনা-চিন্তা, যুক্তি, বিচার, ন্যায়-অন্যায় ও সদসদ্বিবেচনার বিকাশ হয়। অর্থাৎ জড় ভাবের মধ্যে হইতে চিদাভাস স্ফুরিত হয়।

রজ-গুণের বিকাশ আছে; এমন কি, সত্ত্বগুণের কিঞ্চিৎ আভাসও আছে; কিন্তু কার্য্যতঃ সত্ত্বগুণের ক্রিয়া তমোভাবাপন্ন হওয়ায় উহা ধর্ত্তব্য নহে।

যেমন অন্ধকার গৃহে একটী দীপ মৃন্ময়-হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখিলে, ঐ দীপালোক প্রকাশিত হয় না; কিন্তু যদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মৃন্ময়পাত্র কাচপাত্রে পরিণত হয় কিম্বা স্বচ্ছ কাচের চিম্‌নির মধ্যে আলোক রক্ষিত হয়, তবে ঐ কাচের চিম্‌নি মধ্যস্থ আলোক-জ্যোতি বিকাশিত হইয়া গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ মৃত্তিকা পর্ব্বত প্রভৃতিতে জ্ঞান বা চৈতন্যের বিকাশ হয় না, কিন্তু জীব জন্তুতে কিঞ্চিৎ চিদাভাস—বিশেষতঃ মানবে জ্ঞানাভাস বিকাশিত হয়।

৫। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ এক হইলেও যে পদার্থের উপর পতিত হয়, সেই পদার্থাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, আমরা অসংখ্য আকার বা রূপ দর্শন করি, সেইরূপ ব্রহ্মের চিদাভাসময় জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্কে (ঐ মস্তিষ্কের গুণানুসারে) ভিন্ন ২ রূপে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আমরা অসংখ্য জীব জন্তু রূপে ব্যক্ত হই। যেমন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে অসংখ্যাকারে প্রতিবিম্বিত হইলেও সূর্য্য বিকৃত বা বহু হন না, সেইরূপ চিদাভাস অসংখ্য জীব-দেহে প্রতিবিম্বিত হইলেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিকৃত বা বহু হন না। সূর্য্য-কিরণ অপবিত্র বিষ্ঠার উপর পতিত হওয়ায় ঐ বিষ্ঠা-প্রতিবিম্বিত-জ্যোতি চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইলে বিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা যেমন সূর্য্য বা সূর্য্য কিরণ অপবিত্র হয় না, সেইরূপ চৈতন্যের জ্যোতি কুৎসিৎ পদার্থে বা হিংস্র জীব-দেহে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ব্রহ্মচৈতন্য কখনও অপবিত্র হন না। * এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ কোন ভ্রমে পতিত হন নাই, বরং প্রকৃত তত্ত্ব অতি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বক্তা তাঁহার স্বদেশীয়গণকে বহুদেব-দেবীর উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনার কার্য্য-পদ্ধতি কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। ব্রহ্ম অসীম—অনন্ত ও নিরাকার। আমরা সসীম সান্ত আকারবিশিষ্ট জীব এবং আমাদের জ্ঞানও সান্ত ও সসীম; ঐ জ্ঞান এক একটী ভাবের আকারে বিকাশিত হয়; অতএব সসীম সান্ত জ্ঞান কিরূপে অসীম অনন্ত নিরাকার ধারণা করিবে? অবশ্যই তিনি সচ্চিদানন্দ, সুতরাং পবিত্র সত্য জ্ঞানানন্দের উপাসনাই তাঁহার উপাসনা; অর্থাৎ আত্মায় সত্য পবিত্র ভাব উচ্ছলিত হইলে, সতের উপাসনা; প্রকৃত চৈতন্য উদিত, অন্ত বিজ্ঞান স্ফুরিত ও দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হইলে চিতের উপাসনা এবং আত্মা লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, দুঃখ, প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিময় হইলে আনন্দের উপাসনা হয়। প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত উপাসনাই যথার্থ উপাসনা, কিন্তু ঐ প্রকার উপাসনার কার্য্যপদ্ধতি আবশ্যক। ঐ উপাসনা বেদান্তদর্শনে ও যোগদর্শনে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত আছে, অর্থাৎ বেদান্তোক্ত

* বালস্য বা বিষয় ভোগ রতস্য বাপি, মূর্খস্য সেবকজনস্য গৃহস্থিতস্য, এতদ্ গুরোঃ কিমপিনৈব ন চিন্তনীয়ং, রত্নং কথং ত্যজতি কোহপ্যশুচৌ প্রবিষ্টম্।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি এবং পাতঞ্জলোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধিই উহার কার্য্যপদ্ধতি। শ্রবণ অর্থে বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রাদি শ্রবণ বা পাঠ দ্বারা তাহার অর্থোপলব্ধি, মনন অর্থে শ্রবণ দ্বারা যে অর্থোপলব্ধি হয়, চিন্তা দ্বারা তাহার প্রকৃত তত্ত্বাবিষ্কার, নিদিধ্যাসনার্থে ঐ তত্ত্ব অন্তরে প্রত্যক্ষ দর্শনের নিমিত্ত একাগ্রতার সহিত অবিচ্ছেদচিন্তা, সমাধি অর্থে ঐ অবিচ্ছেদ-চিন্তা দ্বারা অন্তরে যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তন্ময়ত্ব বুঝায়। ঐ সমাধি দ্বারা প্রথম স্থূল তত্ত্বে, তদনন্তর সূক্ষ্ম তত্ত্বে, অবশেষে সর্ব্ব কারণের কারণ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্ষ ও তাহাতে তন্ময়ত্ব লাভ হয়। কিন্তু শম (অন্তর্বৃত্তির শমতা), দম (ইন্দ্রিয়ের দমন), তিতিক্ষা শীতোষ্ণ প্রভৃতি সহিষ্ণুতা উপরতি (এক বস্তুর প্রতি মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ পূর্ব্বক অন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষাভাব) শ্রদ্ধা (ভক্তি), সমাধান (একাগ্রতা), বিবেক (সদসৎ বিবেচনা), বৈরাগ্য (ত্যাগ স্বীকার) ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ-মনাদির অধিকার হয় না। পাতঞ্জলোক্ত যম-নিয়মাদির একই উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপদ্ধতিও প্রায় এক রূপ। ঐ সকল কার্য্যপদ্ধতি অতীব কঠিন ; ঐ শম-দমাদির সাধন করিতে হইলে, বিষয়ের ত্যাগ ও লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির দমন আবশ্যক ; কিন্তু ভক্তি ও মনের উচ্ছ্বাস ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ত্যাগ ও দমন অসম্ভব। উপরোক্ত কার্য্যপদ্ধতি ভিন্ন আর এক প্রকার কার্য্যপদ্ধতি আছে। ব্রহ্ম জগন্ময়, অতএব ভেদ-নীতিরহিত ও হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের হিত সাধন, প্রাণী মাত্রের উপকার, পরিতুষ্টি এবং সাম্য-নীতির অনুসরণ দ্বারা তাঁহার উপাসনা হয়। উপরোক্ত কয়েক প্রকার উপাসনাই উচ্চ অধি-কারীর পক্ষে ব্যবস্থেয়। এই ভারতবর্ষে উচ্চ মহর্ষি ও রাজর্ষি হইতে নীচ জাতীয় বন্যগারো কুকির পর্য্যন্ত বাস আছে। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে বেদান্তোক্ত বা পাতঞ্জলোক্ত যোগ দ্বারা আত্মোন্নতি অতীব দুষ্কর, এই জন্য সিদ্ধ মহর্ষিগণ সাধারণ জনগণের ভক্তি-প্রণোদনের নিমিত্ত ঈশ্বর-প্রেরণায় এক একটী শক্তির বা তত্ত্বের গুণানুরূপ এবং কোন২ স্থানে উচ্চতর জীবের পবিত্র চরিত্রানুরূপ (রূপক বা আদর্শ স্বরূপ) এক একটী ঐশী মূর্ত্তি আবিষ্কার ও ধ্যান প্রচার এবং পূজা-পদ্ধতির নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

যদি পবিত্রতা, জ্ঞান ও শক্তি লাভই উদ্দেশ্য হয়, তবে অজ্ঞানীর পক্ষে এক একটী ঐশী শক্তি বা সদ্গুণের প্রতিমা বা উচ্চতর সদ্ব্যক্তির আদর্শ চরিত্র বা গুণের উপাসনা বা পূজা অযৌক্তিক উপা-সনাই নহে। মানবের স্বীয় স্বভাবানুসারে প্রকৃতিসঙ্গত। স্বভাবকে হঠাৎ কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দেবোপাসনা বা মূর্ত্তিপূজা দ্বারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় উন্নতি সংসাধ্য। একটী একটী পূজা উপলক্ষে শত্রু-মিত্র অভেদ জ্ঞান, সকলকে আহ্বান, তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ভোজনাদি দ্বারা সৎকার করা হয় এবং বিনয় ও সদ্-ব্যবহার দ্বারা মনস্তুষ্টি করা হয় এবং তদ্দ্বারা অন্তরে কতকটা শান্তি লাভ হয়। ঐ দেব-

মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজাদি দ্বারা মন পবিত্র হয়। ঐ মূর্ত্তিময়ী ঐশী বিচ্ছক্তির কৃপা লাভ হয়।

মূর্ত্তিপূজা, বা সাকারউপাসনার প্রকৃত ফল আমার কৃত "উপাসনতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে (যাহা "অনুসন্ধান" নামক মাসিক পত্রে ১৩০১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল) বিশদভাবে ব্যাখ্যাত আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পুনঃ বর্ণনায় নিরস্ত হইলাম। যাহাহউক, সাকার উপাসনার যথেষ্ট ফল আছে; উহা বক্তার কথিত মত ন্যায়-অন্যায়-বিচার রহিত অন্ধ-বিশ্বাসের কার্য্য নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বক্তা থিয়সফিষ্ট-দিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, উহা ভিত্তিশূন্য, যেহেতু থিয়সফিষ্টগণ তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অস্বীকার করেন নাই। তবে জগতের সর্ব্ব প্রকার কারণ পরব্রহ্ম, অনাদি, অব্যক্তের অব্যক্ত এবং মন-বুদ্ধির অতীত। ঐ প্রথম কারণ সৎও নহে, অসৎও নহে, অথচ ঐ প্রথম কারণ হইতে সদসৎ সমস্তই বিকাশিত হইয়াছে। সৎই চিৎশক্তি, উহাকেই থিয়সফিষ্টগণ সমগ্র উদ্যমের কেন্দ্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, উহাই সৎ, চিৎ ওআনন্দ। যাহাহউক, থিয়সফিষ্টদিগকে সমর্থন করা এবং তাহাদের গ্রন্থাদির সমালোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবেএই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, থিয়সফিষ্টগণ প্রাচীন বেদান্ত-মতের বিরোধী নহেন এবং বক্তার উল্লিখিত মত হিন্দুদিগের শত্রুও নহেন। তাঁহারা বেদান্তপ্রমুখ দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের সহিত মিল করিয়া অতি সরল ভাবে প্রকাশ করায়, তাঁহারা হিন্দুদিগের পরম মিত্র এবং ধন্যবাদের পাত্র, তাহার সন্দেহ নাই। বক্তা যদি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি-প্রণীত "সিক্রেট্ ডকট্রিন্" নামক গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থখানি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে উঁহা-দিগকে প্রাচীন বেদান্ত মতের বিরোধী বলিতে সাহসী হইতেন না। উক্ত গ্রন্থ উপনিষদ্ ও বেদান্ত প্রমুখ দর্শন ও তত্ত্ব-শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত অতি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহাহউক, উক্ত গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা শঙ্করাচার্য্যের মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যযুক্ত। উক্ত শঙ্করাচার্য্যের মত যে প্রাচীন বেদান্তসম্মত, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে; অবশেষে বক্তব্য এই যে, শঙ্করা-চার্য্যের ভাষ্যোল্লিখিত মায়াবাদ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। ঐ মায়াবাদ বেদের অতি প্রাচীন নাবদীয় সূক্তে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে এবং ঐ সূক্তে মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ঐ মায়াবাদ যে স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত, তাহা উক্ত "সিক্রেট্ ডক্ট্রিন্" গ্রন্থ (গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা) পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তদ্ভিন্ন এই হিন্দুপত্রিকার 'পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। বক্তা বোধ হয় মায়ার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, এই জন্যই উক্ত মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি দোষ আরোপিত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাহউক, উহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি যে কোনরূপ দোষ আরোপিত হইতে

পারে না, তাহা এই প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে ; অলমতিবিস্তরেণ।

দার্শনিক মীমাংসা-প্রণেতা
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক কি ? শ্রীগৌরাঙ্গদেব-কৃত ও 'পদ্যাবলী'-ধৃত বৈষ্ণব-সারশিক্ষা-স্বরূপ শ্লোকাষ্টক। এই শ্লোকাষ্টক তাঁহার স্বরচিত, স্বয়মাস্বাদিত এবং জীব-শিক্ষা-ছলে শ্রীমুখনির্গত। কলির জীব দীন মানবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি কলি-ক্লিষ্ট আর্ত্ত মানব-সমাজের ভগবদ্ভজনের কৃপা-কল্পতরু গুরু হইয়া আসিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অলৌকিক ও অনুপম কৃষ্ণভজন জীবকে দেখাইয়া, শিখাইয়া, লিখাইয়াও গিয়াছেন। স্বনাম-বরণীয় প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর বৈষ্ণব-হৃদয়-রত্নস্বরূপ সন্দর্ভ-সমূহ শ্রীগৌরাঙ্গেরই আদিষ্ট, উপদিষ্ট ও স্বশিক্ষাবিনিবিষ্ট। তৎ সমস্তেরই সার-নিষ্কর্ষ (Extract) গৌরাঙ্গেরই স্বমুখ-বিবৃত এবং স্বয়ংসাধিত ও আস্বাদিত ঐ 'শিক্ষাষ্টক'। গৌরাঙ্গ-শিক্ষা-ক্ষীরাব্ধির মন্থনোৎপন্ন সুধাস্বরূপ এ শিক্ষাষ্টক। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ স্বরূপ—কলির জীবের হরি-তত্ত্ব-চিন্তামণি-হারের মধ্যমণিই এ শিক্ষাষ্টক। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" বলিতেছেন,—

"পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক-শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক যে আপনে আস্বাদিল ॥
প্রভু-শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥"

কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। যে শিক্ষাষ্টকের শ্রবণ-কীর্ত্তন মননাদিরূপ সাধনে সে সম্পদের আস্পদ হওয়ার আশা করা যায়, তাহা যে কিরূপ প্রাণ-প্রিয় বস্তু, বলাই বাহুল্য।

ভাবুক ভক্ত বুঝিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই শিক্ষাষ্টকই মানবের সমস্ত অধ্যাত্ম-প্রয়োজনের সম্যক্ আয়োজনে সুসম্পন্ন। এই শ্লোকাষ্টকেই গীতা, ভাগবত, ভক্তি-সূত্র, উপনিষৎ সমস্তই বর্ত্তমান। বলিতে কি, বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, সর্ব্বশাস্ত্রের সার-সৌরভ(Essence)স্বরূপ "শিক্ষাষ্টক"আখ্যাত ঐ সুবিখ্যাত শ্লোকাষ্টক। আপাততঃ অতি স্থূল দৃষ্টিতে এ শ্লোকাষ্টক বিভিন্ন ভাবের কতিপয় বৈষ্ণবী কবিতা মাত্র বোধ হইতে পারে ; কিন্তু ভাবুক উপাসক উহার তত্ত্বার্থ-রস-কূপে যত পশিবেন, ততই রসিবেন; উহার তলাও পাইবেন না, উঠিতেও চাহিবেন না। অন্ততঃ গোস্বামী প্রভুগণের এই সাক্ষ্য। "অন্ততঃ" বলিলাম এই জন্য যে, আমাদের সুসংকীর্ণ হৃদয় হয়ত সে ভাব-সিন্ধুর বিন্দু-বিসর্গেই প্লাবিত হইয়া যায়, সুতরাং পূর্ণ প্রতীতির আশা পরিষ্কার দুরাশা। তবে কিনা, সুপক্ক সৌরভ-গৌরবিত সুরস অমৃত-ফলের ঈষদাঘ্রাণও আনন্দপ্রদ, মনোহর ও স্বাস্থ্যকর। কথাই আছে,— "ঘ্রাণেন চার্দ্ধভোজনং"। যার আপাততঃ ভোজনের আশা নাই, তার এবম্বিধ অর্দ্ধ-ভোজনও একটু উপকারী। অন্ততঃ ইহাতে ভোজন-লালসা বর্দ্ধিত হয়। লালসা হইতে

চেষ্টা, চেষ্টা হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে ফল। যাহাহউক, আমরা এইরূপ আশার বিচার অবলম্বন করিয়াই "শিক্ষাষ্টক" বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন ও নিবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম। বৈষ্ণব-সমাজে এই শিক্ষাষ্টক সুপরিচিত। তন্মধ্যে স্বতঃসাধু-মণ্ডলে ইহা স্বতএব আস্বাদিত ও সাধিত। তবে কি না, ব্যবহার না জানিলেও যেমন সুন্দর জিনিসটি নাড়াচাড়া করিতে শিশুর সাধ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই শিক্ষাষ্টক লইয়া আমাদের নাড়াচাড়া করাও তদ্বৎ। যাহাহউক, নিম্নে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইল।

(১)

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং
বিদ্যাবধূ-জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণা-
মৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

অন্বয়।—(এ শ্লোকের অন্বয় প্রায় ইহার পুনরাবৃত্তি মাত্র; কেবল শেষ চরণে "শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং পরং বিজয়তে" এইরূপ করিলেই হয়।)

পদ্যানুবাদ।—

চিত্ত-দরপণ হয় মার্জ্জিত যাহায়।
ভব-মহাদাবদাহ নির্ব্বাপিত যায়॥
কুশল-কুমুদে যাহা কৌমুদী-বর্ষণ।
যাহা হয় বিদ্যারূপা বধূর জীবন॥
আনন্দ-অমৃতসিন্ধু যাহাতে বর্দ্ধিত।
প্রতিপদে পূর্ণামৃত যাতে আস্বাদিত॥
সর্ব্বাত্মা সুস্নিগ্ধ অভিসিঞ্চনে যাহার।
সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয়জয়কার॥

(২)

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন
কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্ মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অন্বয়।—নাম্নাম্ বহুধা অকারি। তত্র নিজ সর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা; স্মরণে কালঃ ন নিয়মিতঃ। ভগবন্! তব এতাদৃশী কৃপা, মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং, ইহ অনুরাগঃ ন অজনি।

পদ্যানুবাদ।—

আপনার বহুনাম করি বিস্তারিত।
নিজ সর্ব্বশক্তি তায় করিলা অর্পিত॥
সেই নাম সকলের স্মরণ কারণ।
না করিলা কোনরূপ কাল-নির্দ্ধারণ॥
ভগবন্! হেন দয়া তব, কিন্তু হায়।
আমারো দুর্দ্দৈব হেন, রতি নাহি তায়॥

(৩)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি
সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ॥

অন্বয়।—(আর সমস্তই যথাবৎ; কেবল শেষে—হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ (ভবতি), এই মাত্র।)

পদ্যানুবাদ।—

তৃণ হতে নীচ হয়ে, সহিষ্ণু তরুর চেয়ে,
আপনি অমানী হয়ে, অন্যে যে মানদ।
তারি দ্বারা কীর্ত্তনীয় শ্রীহরি সতত॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি॥

অন্বয়।—জগদীশ! ধনং ন, জনং ন, সুন্দরীং ন, কবিতাং বা (ন) কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ত্বয়ি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ।

পদ্যানুবাদ।—

জগদীশ! ধন, জন, সুন্দরী, কবিত্ব,
এ সকল কামনা না করে মম চিত্ত।
তুমি হে ঈশ্বর, যেন তোমাতে নিশ্চয়—
জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি মোর হয়।

(৫)

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-
সদৃশং বিচিন্তয়॥

অন্বয়।—অয়ি নন্দতনূজ! বিষমে ভবাম্বুধৌ পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।

পদ্যানুবাদ।—

হে নন্দতনুজ! ভীম ভব-পারাবার-
নীরে নিপতিত এই কিঙ্কর তোমার।
তব পদপঙ্কজের ধূলি-কণা প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করি রাখ (হরি) পায়।

(৬)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-
রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-
গ্রহণে ভবিষ্যতি।

অন্বয়।—তব নাম গ্রহণে, গলদশ্রুধারয়া নয়নং, গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা বদনং, পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ (চ) কদা ভবিষ্যতি।

পদ্যানুবাদ।—

গলদশ্রুধারে কবে ভাসিবে নয়ন।
বদনে গদ্গদ রুদ্ধ হইবে বচন॥
কবে হবে পুলকেতে রোমাঞ্চিত গাত্র।
(হরি হে!) নামটি তব উচ্চারণ মাত্র॥

(৭)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃ-
ষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-
বিরহেণ মে॥

অন্বয়।—গোবিন্দ-বিরহেণ মে (মম নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং (ভবতি)।

পদ্যানুবাদ।—

নিমেষে যুগান্ত মম, বর্ষা সম ঝরে আঁখি
সমস্ত জগৎ শূন্য গোবিন্দ-বিরহে দেখি॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনার্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

অন্বয়।—পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য পিনষ্টু বা, অদর্শনাৎ (মাং) মর্ম্মহতাং করোতু বা; লম্পটঃ যথা তথা বা বিদধাতু; তু (কিন্তু) সঃ মৎপ্রাণনাথঃ এব, ন অপরঃ।

পদ্যানুবাদ।—

প্রেমাবেশে বাহুপাশে বাঁধিয়া সে জোরে।
পেষণ করুক্ এই পদরতা মোরে॥
অথবা দর্শনদান না করিয়া তায়।
পরম মরমহতা করুক্ আমায়॥
সে লম্পট যা খুসি তা করুক্ বিধান।
আমারি সে প্রাণনাথ—নহে কভু আন॥

প্রথম শ্লোকে সাধকের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। একটী প্রাচীন নাম-সংকীর্ত্তন-পদে আছে—"হরি হৈতে হরির নাম বড় ধন"। কথাটি লইয়া শুষ্ক তর্ক উঠাইলে রস পাওয়া যাইবে না—লাভ কিছু হইবে না। মোটামুটি এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, তত্ত্বরূপী হরিকে কে পায়? কিন্তু নামরূপী হরিকে অর্থাৎ হরি-নামকে সকলেই পাইতে পারে; এই নামস্বরূপ হরি সকলের সুলভ; অথচ নাম ও নামী অভিন্ন।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মান্নাম-
নামিনোঃ।"

"হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে ইহার ভাবানুবাদ, যথা—

'কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অনাদিচিন্ময়।
যেই কৃষ্ণ সেই নাম—এক তত্ত্ব হয়॥
চৈতন্যবিগ্রহ নাম—নিত্য মুক্ততত্ত্ব।
নাম-নামী ভিন্ন নয়, পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্ব॥

ফলে পুরাণাদি বহু শাস্ত্রবাক্যেই হরি ও হরিনামের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত।

"সেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত র'ন আপনি শ্রীহরি॥"

এই তত্ত্বামৃত বৈষ্ণবসমাজে সাদরে আস্বাদিত।

"বিশ্বব্যাপী সে হরি, নরে করুণা করি,
হরিনামের মাঝে নাগর-সাজে নাচে আমরি!"

শ্রীহরির বিশ্বব্যাপী একান্ত-ঐশ্বর্য্য-সত্তার সারতত্ত্ব পরিমিতগ্রাহী ক্ষুদ্র জীবের জন্য মাধুর্য্য-সত্তায় ক্ষুদ্ররসনায়ত্ত নামে বিরাজিত! ইহা অপেক্ষা কৃপা আর কি হইতে পারে? নামে ঐশ্বর্য্য-শক্তিও অপরিসীম। নাম-বলে কি না হইতে পারে? অধিক কথায় কাজ কি, নামেই যখন নামীকে পাই, তখন আর কি চাই? নামে নামীর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, উভয় তত্ত্বই উপেত।

"নাম ধর, নাম স্মর, নাম কর ভাই।
নামে কৃষ্ণ বিনিবিষ্ট, নামে কৃষ্ণ পাই॥"

আবার শাস্ত্র বলেন, "জপাৎ সিদ্ধিঃ।" মন্ত্রজপ—নামজপ একই। নামই মন্ত্র, মন্ত্রই নাম। 'বীজ' সকল উপাস্য ঐশতত্ত্বেরই রাশি-নাম স্বরূপ, অথবা সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক নাম বা 'বর্ণ-ব্রহ্ম'ও বলা যায়।

জপ-সাধনে—নাম-মন্ত্রের প্রত্যেক বিশুদ্ধ মননে ভগবদাকর্ষণ হয়।

"নাম সেব, নাম ভাব, নাম জপ ভাই।
নাম-সূত্র ধরি ধরি হরিধনে পাই॥
নাম লও, নাম কও, নাম গাও ভাই।
কীর্ত্তনে মিলান কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই॥"

এতাবতা সিদ্ধান্ত এই যে, স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভিন্ন হইলেও, নামে সুলভতা-

রূপ ভাবটি অধিক বলিয়াই "হরি হইতে হরির নাম বড় ধন।"

পৌরাণিক উদাহরণেও এ তত্ত্ব প্রমাণিত। সত্যভামার ব্রতে হরিনামের সহিত হরির তুলাযন্ত্রে আরোহণ ও নামের গৌরব-প্রতিষ্ঠাপন-লীলার বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। ইহাতে ফলিতার্থে হরির লাঘব হয় নাই; কারণ নামের যে গৌরব, তাহা তাঁহার নাম বলিয়াই, এবং তাঁহারই সর্ব্বশক্তি নামে সঞ্চিত বলিয়াই।

"তোমাতে মজিনি শ্যাম! মজেছি বাঁশীতে।
কুটিল কটাক্ষে আর মধুর হাঁসিতে॥"

এ কথায়, শ্যামের কুটিল কটাক্ষ, মধুর হাসি, আর সেই "কুল-মজানো" মোহন বাঁশী, এ সবের গৌরব-ঘোষণায় কি বস্তুতঃ শ্যামের লাঘব হইয়াছে? ফলে ও সব শ্যামের বলিয়াই এত গৌরবের! নামের বিষয়টি তাহারও অধিক; কারণ এস্থলে শ্যামের হাসি, বাঁশী, কটাক্ষ ইত্যাদি সমস্ত উপকরণ সহ সমগ্র শ্যামতত্ত্বই নাম-নিবিষ্ট! অতএব কেবল হরির নাম বলিয়াই "হরিনাম" এত গৌরবের নয়; পরন্তু নাম স্বয়ং হরি বলিয়াই এ গৌরব। হরির ইচ্ছাতেই হরির সহিত হরিনামের চির-একীভবন এবং হরির কৃপাতেই "হরি হইতে হরির নাম বড় ধন!" তবে কিনা, শুধু কথায় আলোচনায় এ তত্ত্ব হৃদ্গত হইবার নহে। শুধু বাগ্বিস্তার-বিচারণায় এ সিদ্ধান্ত সমাহিত হইবার নহে; কার্য্যতঃ সাধনা চাই। যেমন কোন রসময় বস্তুর রসবোধ আস্বাদন ব্যতীত কেবল দর্শন-স্পর্শনাদিতেই হইতে পারে না, তদ্রূপ সাধ্য বস্তুর তত্ত্ববোধ সাধনা ভিন্ন কেবল বচন-রচনা বা তর্কালোচনা দ্বারা সম্ভাবিত নহে। এই জন্যই কলির অনন্য-আরাধ্যসত্ত্ব ভগবন্নাম-তত্ত্ব লাভার্থে সংকীর্ত্তন দ্বারা তৎসাধনার ব্যবস্থা।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হরি-নাম হরি-নাম হরি-নাম সার।
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর॥

কলিতে হরি-নাম অর্থাৎ হরির নাম ভিন্ন গতি নাই। মূলেও "হরের্নাম" (হরির নাম) এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ আছে। অর্থাৎ হরির যে কোন নাম-মন্ত্র এস্থলে লক্ষিত। কেবল "হরি" এই শব্দাত্মক নামটি মাত্র নয়; কিন্তু হরি, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোবিন্দ, গোপাল, বাসুদেব, ইত্যাদি নামগুলি সমস্তই পরিত্রাতা, মোক্ষদাতা, শাশ্বতশান্তিবিধাতা;—আবার (নাম-বিশেষে) নাম মোক্ষাধিক ধন মধুর আত্মসমর্পণ ও তদ্গত সাক্ষাৎ-সেবা-প্রেমানন্দপ্রদাতা। ফলে ভগন্নামনিচয় সমস্তই মন্ত্রময়। সমস্তই 'ইষ্ট' ও ভক্তের কাছে সমস্তই সুমিষ্ট। তারপর, যার যে নামাত্মক মন্ত্রে উপাসনা, তার সেই নামই একান্ত আত্মবনিষ্ঠ। তাহার মনোপ্রাণ তাহাতেই নিতান্ত নিষ্ঠ ও নিত্য-নিবিষ্ট। আবার এক ভাবে তত্ত্বতঃ অভিন্নত্ব থাকিলেও, ভাবান্তরে অভ্যান্তরে নাম-ভেদে মন্ত্র-ভেদ, মন্ত্রভেদে ভজন-ভেদ, ভজন-ভেদে ভাবাশ্রয়-ভেদ, ভাবাশ্রয়-ভেদে সিদ্ধি বা প্রাপ্তি-ভেদ ব্যবস্থিত।

"যে ভাবে যে ভাবে, সে ভাবে সে পাবে।
ভবে ভাবময় ব্যক্ত ভক্ত-ভাবে॥"

শ্রীভগবান স্ব-শ্রীমুখে গীতায় গাহিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শ্রীচরিতামৃতকার এবিষয়ে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যেহ যৈছে ভজে কৃষ্ণে, কৃষ্ণ ভজে তৈছে॥"

ফলে আমাদের এতৎপ্রসঙ্গে অধিক অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। গূঢ় ভজনতত্ত্বের আলোচনা অস্মদীয় অধমাধিকারের অতি দূরবর্ত্তী।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

সত্যযুগে ধ্যানযোগে বিষ্ণুর ভজন।
ত্রেতায় যজ্ঞেতে যজ্ঞেশ্বরের যজন॥
দ্বাপরে হরি-সাধন সিদ্ধ অর্চ্চনায়।
কলিকালে হরিসঙ্কীর্ত্তনে হরি পায়॥

অপিচ—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

সত্যযুগে ধ্যান ধরি, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করি,
দ্বাপর যুগেতে অর্চ্চনায়।
পায় নর যেই ফলে, কেশব-কীর্ত্তন-ফলে
সেই ফল কলিযুগে পায়।

কলিযুগের ভগবদ্ভজন বিষয়ে নাম সংকীর্ত্তনের ঐকান্তিক আবশ্যকতা আরও অনেক শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে; বাহুল্য-ভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না।

কলির জীবের সামর্থ্য স্বল্প, আয়ু অল্প, স্বাস্থ্য ভগ্ন, দেহ রুগ্ন, বুদ্ধি দুর্ব্বলা, প্রবৃত্তি প্রবলা। স্বভাবতঃই "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—" বিশেষতঃ এই কলিযুগে। এ যুগে কুসঙ্গ যত্র তত্র, পাপ-প্রলোভন সর্ব্বত্র। এ যুগে ধরিয়া তুলিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্তু ঠেলিয়া ফেলিতে প্রায় প্রত্যেকেই পটু! এমন অবস্থায়, এত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, কলির এই সুদীনসত্ত মানব কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? কিরূপে পরমার্থসাধনে সমর্থ হইবে? তাই দয়াল ভগবান জীবের অবস্থা বুঝিইয়াই এমন সুলভ উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রোগ সাংঘাতিক, রোগী 'এখন তখন'—এই সময়ে কবিরাজ মহাশয় ঔষধ-বকালের প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দাখিল করিলেই প্রতুল! তাহাতে যে "নুণ আনিতেই পান্তা ফুরায়"! তখন সুসংক্ষিপ্তপদ—অথচ মহাশক্তিসম্পন্ন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা যিনি করিতে পারেন, তিনিই সুচিকিৎসক। ভব-ব্যাধি বৈদ্য ভগবান কলির মুমূর্ষু জীবের জন্য তাহাই করিয়াছেন।

"ভব-ব্যাধি বিকারের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ।
হরিনামামৃত-বিন্দু মহামুষ্টিযোগ॥"

সর্ব্বৌষধি-সার এই হরিনাম-রস। আমরাও ভব-রোগে 'এখন তখন'! অতএব "শুভস্য শীঘ্রং"। স্বয়ং কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদ্যরাজ হইয়া, স্বহৃদয়-শুক্তিতে মাড়িয়া, স্বভক্তি-রসে গুলিয়া, স্বপ্রেম মধুর প্রক্ষেপ দিয়া, স্ব-শ্রীহস্তে কলি-জীব-কণ্ঠে এ মহৌষধ ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা শুধু ঢোক্ গিলিতেই 'ওক্' তুলিতেছি! বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? যিনি গিলিলেন, তিনি উঠিয়া বসিলেন; যিনি

ফেলিলেন, তিনি চলিলেন! একটী মেয়েলী প্রবাদ আছে, "বড় সুহৃদ্ হয়, গালে তুলে দ্যায়, না গিল্‌লে কে গিলায়?" কাতর রোগীর কণ্ঠে ঔষধ ঢালিয়া দিতে হয়; দয়াল গৌরাঙ্গ তাহাই দিয়াছেন! কিন্তু আমরা না গিলিয়া মারা গেলে আর চারা কি?

ঔষধে ভক্তি ও গিলিবার শক্তি বর্দ্ধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীমুখে সুবিখ্যাত শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই কলির ভব-রোগ-রসায়ন; অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যই বিবৃত ও বিতরিত হইয়াছে।

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং"। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন স্বরূপ। অমার্জ্জিত মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। মনের আরসিখানি ময়লা থাকিলে, মনোমোহনের হাসি-মুখটি তায় ফোটে না। মন ঠিক আরসিই বটে। "আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত" সমগ্র বিশ্বই ইহাতে বিম্বিত হয়। কিন্তু দর্পণের মার্জ্জন চাই; নচেৎ ইহার প্রতিবিম্ব-গ্রাহিণী প্রতিভা বিনষ্ট হয়। অতএব এই মহাদর্পণ মনের মোহ-মল-মার্জ্জনই মানবের প্রধান সাধন। ইহাকেই শাস্ত্র "চিত্তশুদ্ধি" বলিয়াছেন। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—পুরাণের ভাষায় 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' ভগবদুপাসনা। এই ভগবদুপাসনার প্রবেশ-দ্বার এই চিত্তশুদ্ধি সাধন। এই সাধনের সাধনার্থেও আবার ভজন চাই। সেই ভজনই এই কৃষ্ণ কীর্ত্তন। ইহাই "চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং।"

চিত্ত শুদ্ধি ও উপাসনায় পরস্পর জন্য জনকতা সম্বন্ধ; অর্থাৎ পরস্পর আপেক্ষিক (Co-relative)। চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন উপাসনা হয় না, এবং উপাসনা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। প্রথমতঃ এই চিত্তশুদ্ধির জন্যই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ পরমোপাসনা। আবার চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইলে, এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-উপাসনায়, প্রতি কৃষ্ণনামে কৃষ্ণকে পাইয়া প্রাণ জুড়াইবে; জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক হইবে; জীব কৃষ্ণদাসত্ব রূপ 'হারানিধি' পাইয়া কৃতার্থ হইবে। কৃষ্ণপদ-সেবক-পদই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। এই পদ হারাইয়াই জীবের বিপদ। দুশ্চেদ্যমায়া-শৃঙ্খল-ভার, ভীম ভব কারাগার, কামাদির অসহ্য অত্যাচার; সুতরাং হাহাকার—অশ্রুধার! অন্তরে নিরন্তর ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার! এ বিপদে এক মাত্র উপায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

চিত্তশুদ্ধির জন্য অগ্রেই শ্রবণ-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনে শ্রবণও হয়; সুতরাং যুগপৎ-উভয়-সিদ্ধি-হেতুক কীর্ত্তনই চিত্তশুদ্ধির পরম সাধন। এতৎফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই শুদ্ধচিত্তে "স্মরণ" অর্থাৎ ধ্যানের বয়স্থাপন হয়। পরে ক্রমে পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও নবলক্ষণা ভক্তির নবম বা চরম-লক্ষণ আত্মনিবেদনে ভক্ত কৃতার্থ হন।

প্রাথমিক কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনরূপ সাধনা-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সিদ্ধ হওয়ার পরে, সেই শুদ্ধ চিত্তের কৃষ্ণনাম-সাধন ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব-রসাস্বাদন একই কথা। এই জন্যই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন দ্বারা

কৃষ্ণ সাধন-ব্যবস্থা। ফলিতার্থে যাহা সাধন, তাহাই সাধ্য; যাহা ঔষধ, তাহাই খাদ্য। এমন সুখাদ্য ঔষধও আর নাই, এমন ঔষধ-ময় খাদ্যও আর নাই! অতএব "চেতো-দর্পণমার্জ্জনং" ইত্যাদি গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে জীবদুঃখ-দয়ার্দ্র গৌরাঙ্গদেব ইহা জীবের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন!

"ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।" শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ সংসারকে অনেকস্থলে অরণ্য-সাদৃশ্যে "ভবাটবী" "ভবারণ্যং ঘোরং" ইত্যাদি বলিয়াছেন। বনের প্রধান বিপদ দাবাগ্নি বা বনাগ্নি। তাহাতেই বন ও বনবাসী, উভয়েরই সর্ব্বনাশ। আমরাও "ভবাটবিনিবাসিনঃ"—সুতরাং বিষয়-বাসনা-দাবানলে আমরা অহরহ দহ্যমান। শাস্ত্রেও বাসনাকে বহ্নিশিখা সহই উপমিতা করা হইয়াছে; আর উপভোগকে বলা হইয়াছে বিষয়রূপ ঘৃতাহুতি। মনু বলেন,—

"ন জাতু কামঃকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"
উপভোগে বাসনা হয় না প্রশমিত।
ঘৃতাহুতিযোগে বহ্নি শিখাই বর্দ্ধিত॥

বাসনার লক্ষ লক্ষ বহ্নিশিখা বিশ্বলেহন করিয়াও নির্ব্বাপিত হয় না; অবশেষে নিজের আগুণে নিজে পুড়িয়া মরে। দাবাগ্নি বনের বৃক্ষ-কাষ্ঠে আশ্রয় নিয়া, বন পোড়াইতে পোড়াইতে—নিজের আধার বিস্তৃত ও অধিকার বর্দ্ধিত করিতে করিতে—বনবাসী প্রাণী-গণকে পোড়াইয়া, অবশেষে নিজের আশ্রয় সমেত নিজে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। দাবাগ্নির এই প্রকৃতি বাসনাগ্নিরই অনুরূপ। বাসনাগ্নি জীবকে কোটিকল্প পোড়াইয়া, অবশেষে ভোগাবসানে নিজে পুড়িয়া ভস্ম হয়। সেই ভস্ম মাখিয়াই জীব শিব সাজে! যাহাহউক, ভীষণ ভবারণ্যে বিষম-বিষয়-বাসনা দাবদাহ। এ দারুণ দাবানলে জীবের ইহকাল-পরকাল সব পুড়িল—জীবের কপাল পুড়িল! এ দিগ্‌দাহ—সর্ব্বদাহ নির্ব্বাপণের কি কোন উপায় নাই? দয়াল গৌরাঙ্গ বলেন,—আছে—কৃষ্ণকীর্ত্তন! উহাই "ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।"

"দহে ভব-দাব-জীব বাসনা-দাবদাহন।
হরিনাম-বরিষায় পায় সর্ব্ব-নির্ব্বাপণ॥"

হরিনাম সুধা রস সিঞ্চনে ভবের সকল জ্বালা জুড়ায়। হরিনাম-বর্ষাধারা বর্ষণে ভব-দাবানল নির্ব্বাপিত হয়। এই ভবদাবানল নির্ব্বাণকেই ভক্তি-মার্গীয় ভাগবত-ধর্ম্মের 'নির্ব্বাণ' বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণ বা সাযুজ্য-নির্ব্বাণ ভক্তের পিপাসার জল নহে। শাক্তভক্তচূড়ামণি শ্রীরামপ্রসাদ কি মনোহর ও মোহকর কথাই বলিয়াছেন—"চিনি হতে চাইনে মা। চিনি খেতে ভাল-বাসি।"

ভবতাপ-প্রতাপ প্রশমিত নাহইলে, যথার্থ ভগবৎসেবার অধিকারই হয় না। নিজের একটা জ্বালা-যন্ত্রণা লইয়া, তজ্জনিত একটা প্রকাণ্ড নিজত্ব-(আমিত্ব) বোধের বোঝা লইয়া কি প্রাণেশ্বরের সেবা করা যায়? জ্বালায় প্রাণ দিলে আর 'কালায়' প্রাণ দিতে প্রাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? তবে কি না, কালায় প্রাণ দিলে যে জ্বালা, সে ত ভক্তের গলার মালা! বিষয়-বাসনা থাকিতে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হয়না। অহৈতুকী

ভক্তি ভিন্ন আত্মনিবেদন হয় না। আত্মনিবেদন ভিন্ন প্রকৃত ভজন বা কৃষ্ণ-সেবনও হয় না। একটি পদে আছে,—

"না পেলে প্রেম ষোলআনা,—
(আমার) ষোলকলা কালোশশীর মন ত ওঠেনা"

অতএব কৃষ্ণ-কীর্ত্তনামৃতসিঞ্চনে ভবমহা-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলে, ষোলআনা মনটি কৃষ্ণে সমর্পণ—অর্থাৎ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্ম-নিবেদন কদাচ সম্ভাবিত নহে।

"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং।"

অর্থাৎ জীবের কুশলরূপ কুমুদ বিকসিত করিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনই চন্দ্র-কর-বর্ষণ স্বরূপ। তাপ ও প্রভা, বহ্নির এই দুটি ধর্ম্ম। প্রভার আলোক-আহ্লাদন ক্রিয়া, তাপের দহন-নির্যাতন-ক্রিয়া। চন্দ্রিকার প্রভা আছে, কিন্তু তাপ নাই। চদি ধাতুর অর্থই আহ্লাদন। আহ্লাদময়ী চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ সম্ভাষণে আহ্লাদে কুমুদ হাসিয়া উঠে। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের চিরসুধাময়ী চন্দ্রিকাচুম্বনে জীবের জীবন-সরোবরে প্রেমানন্দভরে কুশল-কুমুদ-রাশিও হাসিয়া উঠে।

আবার চন্দ্রকে শাস্ত্রে 'মন' বলিয়াছেন। বেদ পুরাণাদিতে বিরাট পুরুষের দেহ বর্ণন-স্থলে চন্দ্রকে তাঁহার 'মন' বলা হইয়াছে। আরো বহুশাস্ত্রের বহুস্থানে মনকে চন্দ্র এবং চন্দ্রকে মন বলা হইয়াছে। এই তত্ত্ববাদিনী একাধিকা ঔপনিষদী শ্রুতিও রহিয়াছে। ফলে চন্দ্রতত্ত্ব ও মনস্তত্বে আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক একত্ব-সম্বন্ধ-রহস্য বর্ত্তমান। অতএব মনশ্চন্দ্র-কিরণেই কুশল-কুমুদরাশি বিকাশিত হয়। যখন মনশ্চন্দ্র অবিদ্যা-মেঘাবৃত, তখন তাঁহার কিরণ-সুধাবর্ষণ ও কুশল-কুমুদ-হর্ষণ, উভয় কর্ম্মই স্থগিত।

কিন্তু—"সেই চাঁদ-মুখ হেঁসে ওঠে।
অমনি জলে কুমুদ ফোটে॥"

ফলে আমাদের মনটি মোহ-মেঘ-মুক্ত দিব্য প্রভাযুক্ত না হলে আর কুশলের আশা নাই। সোঝা কথা—মন ভাল না হলে মঙ্গল নাই। মঙ্গল কেবল সাত্ত্বিক মনঃপ্রসন্নতার ফল। এই মায়া-মোহ, পাপ-তাপ, রোগ-শোক, জরা-মৃত্যুময় সংসারে মঙ্গল কোথায়? যে ভাগ্যবান ভগবদ্ভক্ত জগতের প্রতিকার্য্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-হস্ত দর্শন করেন; যিনি ঈশ্বরের "করালবদনাং ঘোরাং" কাল-শক্তিকে "স্মেরাননসরোরুহাং" দর্শন করেন, যিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ঈশ্বরের প্রচণ্ড দণ্ডকেও অনুগ্রহ স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মনস্বী ও যথার্থ শ্রেয়োলাভের অধিকারী। একটি বঙ্গীয় প্রবাদ-পদ্য এই—

"মন যার ভাল, সেই আছে ভাল।
নিত্য হয় আয়ুক্ষয়, কুশল কোথা বল?"

আর কিছু অকুশল হঠাৎ না বুঝিলেও "কুতঃ কুশলমস্মাকমায়ুর্যাতি দিনে দিনে" বাক্যটীর সত্যতা আমরা কতকটা স্বতঃই বুঝিতে পারি। কিন্তু আয়ুক্ষয়ও ভগবানের প্রাকৃতিক বিধান; অতএব ভক্তের দৃষ্টিতে তাহাও অকুশল নহে। "সাধুর জীবন-মৃত্যু একই সমান।" এই অনিত্য পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকে চির রক্ষা করাই "শমন দমন" নহে। জীবন-মৃত্যু যাঁহার কাছে সমান হইয়া গিয়াছে, যিনি "নৈবোদ্বিজেৎ মরণে জীবনে না ভিনন্দতি" শমন দমন

তাঁহারই হয়; তিনিই মর্ত্ত্যে "মৃত্যুঞ্জয়!" অথবা ভগবদ্ভক্তের অল্পায়ুষ্মত্তায়ইবা আক্ষেপ কি?

"জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানিচ।
নতু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥"

(ভাবানুবাদ)

পাঁচদিনো বাঁচা ভাল কৃষ্ণভক্ত হয়ে।
বিফল অভক্ত হয়ে কোটিকল্প রয়ে॥

অপর, যথার্থ দীর্ঘজীবীত্ব কালগত নয়, উহা কার্য্যগত।

সে যাহাহউক, জীবন থাকুক বা যাউক, ভক্তের মোহমুক্ত মন সদাই প্রসন্ন, সুতরাং তাঁহার কুশলাকুশলও অভিন্ন। মনের অপ্রসন্নতাই অকুশল-বুদ্ধির ফল; উহা তমোগুণের কার্য্য; আর নিত্য-চিত্ত-প্রসন্নতাই সর্ব্বমঙ্গল-প্রতীতির পরিণাম; উহা শুদ্ধ সত্বগুণের ফল। সত্বগুণ চন্দ্র-কিরণবৎ, প্রকাশক—অথচ সুস্নিগ্ধ। অতএব মনই চন্দ্র, সত্বগুণ তাহার কৌমুদী, চিত্ত-প্রসন্নতা সেই কৌমুদীর বিমল বিভা। সেই বিভায় কুশল-কুমুদের বিকাশ। অবিদ্যা-মেঘ-মোচন দ্বারা মনশ্চন্দ্রকে সত্বজ্যোতির্ম্ময় করিয়া ভক্ত সাধকের কুশল-কুমুদ বিকাশিত করাই কৃষ্ণকীর্ত্তনের কার্য্য। এই জন্যই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে বলা হইয়াছে—"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং।"

অপিচ, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" মহাপ্রভুরই অভিপ্রেত এইরূপ উপদেশোক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের্ হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।"

অতএব এই যে সর্ব্বশ্রেয়ঃসার সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, তাহাও কৃষ্ণ-কৃপায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে সুলভ হয়। যেখানে ফুল ফোটে, সেইখানেই মধুকর যোটে। যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তন, সেইখানেই কৃষ্ণভক্ত-সমাগম। অতএব—"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

"বিদ্যা-বধূ-জীবনং।" কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিদ্যারূপা বধূর জীবনরক্ষার অনন্যসাধন, অথবা জীবনস্বরূপ সর্ব্বস্বধন। "বিদন্তি অনয়া" এই ব্যুৎপত্তিতেই অভিধানে "বিদ্যা" শব্দের নানার্থ। অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান, তত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, মন্ত্রতত্ব, ইষ্টদেবতত্ব, গুণ-কলা-তত্ত্ব, সরস্বতী, শক্তি-দেবী ভগবতী, ইত্যাদি। আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয় এই যে, ইহার যে কোন অর্থ গ্রহণ করা যায়, তদ্দারাই কৃষ্ণকীর্ত্তনকে "বিদ্যাবধূজীবনং" বলা যায়। সাধিলে, অধ্যয়নাদিজনিত জ্ঞানের চরম পরিণতি বা পরম সারস্বতী সিদ্ধি কৃষ্ণভক্তের করতলগত; এই সত্যটি স্বয়ং সরস্বতীকান্ত স্বরূপে সম্পূজিত আমাদের "নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত" শ্রীয় চৈতন্যাবতারের কৃষ্ণকীর্ত্তন-সর্ব্বস্ব চারুচরিতে বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান ত কৃষ্ণ-নামের গৌণ-ফল, কারণ তাহার পরিণাম মোক্ষ; কিন্তু—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ-সাম্রাজ্য লক্ষ্মীঃ।"

(ভাবানুবাদ)

মুকুন্দের পাদপদ্মে সান্দ্রানন্দা ভক্তি যাঁর।
মোক্ষ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী লুটে পাদপদ্মে তাঁর॥

অতএব মোক্ষ-সাধন ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞানরূপা বিদ্যা-বধূর জীবন যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন,

তাহা বলাই বাহুল্য। অশুদ্ধ চিত্তে মোক্ষ-কারণ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়না; সংসারে চিত্ত-শুদ্ধির প্রধান সাধনই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। মন্ত্রতত্ত্ব-রূপিণী বিদ্যারও জীবন এই কৃষ্ণকীর্ত্তন। অন্যান্য মন্ত্রের কথা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বলিব না। কলির সর্ব্বজন-সাধারণের সংসার-ত্রাণ-মন্ত্র সেই তারকব্রহ্ম মন্ত্র স্মরণ করুন।—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মহাপ্রভু শিখাইয়াছেন যে, এই মহামন্ত্র স্বতএব জীবন্ত—জাগ্রত, নিত্য-শুদ্ধ-সাধিত; এমন কি, গুরুদীক্ষা-নিরপেক্ষিত। এই তারকমন্ত্র বৈষ্ণব-শৈব-শাক্তাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই আরাধ্য; কারণ অন্তে তারক-ব্রহ্মনাম সকলেরই সম্বল। "অদ্য মে কালিকাদেবী রামরূপা ভবিষ্যতি" ইত্যাদি শাক্ত-ভক্ত-মুমূর্ষূক্তি স্বরূপ সুপ্রচলিত শ্লোকার্দ্ধের ভাবও ঐ তাৎপর্য্যানুগত। সাধক-সমাজে স্ব স্ব কুলধর্ম্ম-ভেদে কুলমন্ত্রোপাসনা-ভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও, তারকমন্ত্র সকলেরই সাধ্য, আরাধ্য, জপ্য, ভাব্য, সেব্য। এ মন্ত্র নিত্যসিদ্ধ স্বতঃসাধারণ-ইষ্টতত্ত্ব। ইহাতে গুরুকরণ—পুরশ্চরণাদিরও অপেক্ষা নাই। এ মন্ত্র সম্বন্ধে "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে" শ্রীচৈতন্যোক্ত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, যথা—

"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥"

অপিচ, কৃষ্ণকীর্ত্তন-জনিত সত্ত্বগুণোদয়ে সর্ব্বমন্ত্রই সজীব হয়। অতএব ইষ্ট বা মন্ত্রতত্ত্বরূপিণী বিদ্যা-বধূর জীবন কৃষ্ণ কীর্ত্তন, সন্দেহ নাই। গুণতত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, দেবীতত্ত্বরূপিণী এই বিদ্যাবধূ। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব নির্গুণ বা গুণাতীত হইলেও, উপাস্য সগুণ ঐশতত্ত্বের সারতম তত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বগুণের গুণমণি! ইহা গুণ-ক্রিয়াশক্তি মহাদেবী যোগমায়া সর্ব্ব গুণতত্ত্ব-সঞ্জীবনী। সুতরাং কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গুণতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব বা দেবীতত্ত্বরূপিণী বিদ্যা-বধূর জীবন।

কৃষ্ণ কীর্ত্তন জগৎ-জীবন। ভৌতিক মারীভয়ে জীবনরক্ষা হইতে আধ্যাত্মিক মারীভয়ে আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত এই কৃষ্ণকীর্ত্তন-সাধ্য। কৃষ্ণনামে মরা জগৎ বাঁচে। মাথুর-লীলায় কৃষ্ণহারা মরা-বৃন্দাবন কেবল কৃষ্ণ-নামে বাঁচিয়া ছিল। এ মরা-ভারত যদি কোন দিন বাঁচে, তবে কৃষ্ণনামেই বাঁচিবে "নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরিল, বোল হরিবোল!" ইত্যাদি কৃষ্ণকীর্ত্তন পদ আমরা মুখে গাইয়া থাকি বটে, কিন্তু নামের সর্ব্বসঞ্জীবনী শক্তি না বুঝিলে, উহার যথার্থ অর্থ বুঝা যাইবে না। কামাসক্তির সঙ্কোচক শৈত্যে হৃদয় অতীব সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু নামাসক্তির নব-বসন্ত-সমাগমে উহা নবজীবিত ও সংবর্দ্ধিত হয়। এ নাম জগৎ-জীবন—বিশ্বরসায়ন। এ নামে রত্নাকরের হৃদয়-শ্মশানে ফুল ফুটিয়াছে, জগাই-মাধাইর মনোমরুভূমে বান ডাকিয়াছে! ফলে যে ভাবে ভাবুন, যে অর্থে বিচার করুন, কৃষ্ণ কীর্ত্তন "বিদ্যাবধূ-জীবনম্।"

"আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং।" আহা! এ বাক্যের স্মরণে—উচ্চারণেও আনন্দ! একে অপার অম্বুধি—তাতে আবার তাহা বর্দ্ধন, সে নাজানি কেমন! চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, ইহাই জানা আছে

কবি কালিদাস "কুমারসম্ভবে" উমা-শশী সন্দর্শনে সমুদ্র গম্ভীর শিবের চকিত-চিত্ত-চাঞ্চল্য বর্ণন-ছলে এইরূপ বলিয়াছেন,—

ঈষৎ চঞ্চল হল মহেশের মন।
যবে মাত্র চন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন॥

চন্দ্রোদয়ে সিন্ধু-হৃদয়োচ্ছ্বাস যেরূপ স্বাভাবিক, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, হৃদয়-গগনে, কৃষ্ণ-চন্দ্রের শুভসন্দর্শনে, আনন্দসিন্ধুর সমুচ্ছ্বাসও ততোধিক—স্বাভাবিক।

"(নামে) দুখ-বিন্দু না রহিবে, বোল্ হরিবোল।
(নামে) সুখ সিন্ধু উথলিবে, বোল্ হরিবোল্॥"

আনন্দময়ের নাম আনন্দময়। তাহার স্মরণে-মননে, শ্রবণে কীর্ত্তনে, জপনে-স্তবনে, পঠনে-রটনে, সর্ব্ববিধ আস্বাদনেই আনন্দ! তবে "কীর্ত্তন" শব্দের বিশেষত্বে এই তাৎপর্য্য পাওয়া যায় যে, কীর্ত্তনে স্মরণ-মনন শ্রবণাদি সমস্তই যুগপৎ সিদ্ধ হয়। অন্য সর্ব্ববিধ আস্বাদনই এক কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত। কৄৎ—বর্ণনে; অতএব গানে, কথনে, স্তবনে, আলোচনে, ভগবন্নাম রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণনই আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দ-অম্বুধি। তাঁহার উচ্ছ্বাসে এক দিন সমস্ত ভারত প্লাবিত হইয়াছে। আজিও সে প্লাবন-তরঙ্গের প্রসার প্রশমিত হয় নাই; ধীরগতিতে ক্রমে জগৎ ব্যাপ্ত হইতেছে। সভ্য মানব-সমাজ যদি যথার্থ সত্য-পিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু হয়, তবে এক দিন না এক দিন জগৎ গৌরপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণ ভজিবে। গৌরাঙ্গের কৃষ্ণভজন কেবল হিন্দুরই এক চেটিয়া নহে, তাহা গৌরাঙ্গ নিজ লীলাতেই দেখাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন; তবে কি না, অধিকার-ভেদে পরিণাম-(বৈষ্ণবী ভাষায় 'প্রাপ্তি') ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। আধ্যাত্মিকতায় হিন্দুর অধিকার অবশ্য অগ্রগণ্য এবং ভারতীয় প্রকৃতির সাহায্যে সুসম্পন্ন। প্রাকৃতিক অনুকূলতা-বলেই কৃষ্ণ-ভজনের গূঢ়তম রসতত্ত্বের আস্বাদনে হিন্দুরই উপযোগিতা বা অধিকার অধিক। তবে হিন্দু যদি কিছু না করে, আপন দোষে আপনি মরে, তাহার ফল সে পাইতেছে—পাইবে। হিন্দুর যেন হইয়াছে "ময়রার সন্দেশ-বৈরাগ্য।" দেশ শুদ্ধ লোককে সন্দেশ খাওয়াইয়া এখন নিজের বেলায় শুধু চাউল জল; কারণ সন্দেশে অরুচি! আমাদেরও এখন হইয়াছে সেই দশা।

সে যাহাহউক, কৃষ্ণ কীর্ত্তনানন্দ-সিন্ধু দীনবন্ধু গৌরাঙ্গের প্রেম-প্লাবন-তরঙ্গ-রঙ্গ আমরা কি বুঝিব? আমরা বিষয়-বিষাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জীব, আমরা আনন্দাম্বুধির ভাব কিরূপে ধরিব? আমাদের হৃদয় গোষ্পদ সিন্ধুর বিন্দুপাতেই বিপ্লাবিত হইতে পারে। সামান্য, স্বল্পসত্ত, অনিত্য বিষয়ানন্দই আমাদের সুপরিচিত; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দের অসাধারণত্ব কিরূপে ধারণ করিব?

শুনিয়াছি, সে আনন্দে কুষ্ঠরোগের চর্ম্মভেদ বা পুত্রশোকের মর্ম্মচ্ছেদ—কোন যাতনা থাকেনা। সে আনন্দ বিত্তনাশ বা সর্ব্বনাশেরও অপেক্ষা রাখে না! সে আনন্দের কণার জন্য রাজা কৌপীন পরে, বিলাসী ভস্ম মাখে, কৃপণ ধন-কুম্ভ ফেলে, যুবক যুবতী-মুখ ভোলে। অধিক কি,—সে আনন্দে ব্রহ্মা তপস্বী, শিব

শ্মশানবাসী; কলিতে স্বয়ং কৃষ্ণ নাকি গৌর-সন্ন্যাসী! পার্থিব ভোগের সহিত তাহার তুলনা বাতুলতা মাত্র। উহা অপার্থিব চরম পরমার্থ। উহা জগজ্জীবের প্রতি শ্রীগোলকের মহাপ্রসাদ! যে উহার অণু-কণা বা অন্ততঃ অমৃতাঘ্রাণও পাইয়াছে, তাহারও আনন্দ-সিন্ধুতে তরঙ্গ উঠিয়াছে!

"সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরে যায় যথা।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দে নিরানন্দ তথা॥"

ফলে নিরানন্দের কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার আছে, (নচেৎ তাহার উপায়ইবা কি?) কিন্তু কৃষ্ণানন্দরসাস্বাদের অধিকার বহু দূরে। কৃষ্ণতত্ত্বের দিকে একটু অগ্রসর হইতে হইলেও অন্তঃকরণে একটু সাত্ত্বিক উল্লাস-ঔজ্জ্বল্য চাই। সে আনন্দময়ের দরবারে বিষাদ-বিমলিনচিত্তের প্রবেশ-নিষেধ।—এক পাগ্‌লা বৈষ্ণব গাইয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ আমার বড় বাবু, তাঁর দরবারে।
যাবি যদি, মন জল্‌দি ধোপাবাড়ী দে॥"

হায়! ভাবিতে অশ্রু অসম্বরণীয় হয়, আমাদের মসী-মলিন-মন, আমরা আপন দুর্গন্ধে আপনি কুণ্ঠিত, আমাদের আশা কোথায়? তবে সাধু-গুরুর কৃপায় আমরা অন্তরে দীন ভিখারী হইতে পারিলে, বুঝি কৃষ্ণ-দরবারের দ্বারে আঁচল পাতিতে পারি। ভগবদ্গীতার "অপিচেৎ সুদুরাচারো" পড়িলে বড় আশা হয়, আবার "ভজতে মামনন্যভাক্" পড়িলেই যেন হতাশ হইয়া পড়ি! অতএব উপায় কি? উপায় কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন। কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দই কৃষ্ণভজনে অনন্যচিত্ততা জন্মায়। সে আনন্দে চিত্তের পূর্ব্বানুভব-অভ্যস্ত ইতরানন্দ সমূহ চন্দ্র-কিরণে খদ্যোৎ-দ্যুতিবৎ অভিভূত ও অলক্ষিত হইয়া যায়। আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ দয়াল-গৌরাঙ্গ এই আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন কৃষ্ণকীর্ত্তন কলির জীবের দ্বারে দ্বারে বিলাইয়াছেন। আমরা তৎফলে আনন্দ-সিন্ধুর বিন্দু পাইলেও বাঁচিয়া যাইব।

"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।"

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদ লাভ হয়; অথবা প্রতিপদে অমৃতের পূর্ণাস্বাদ লাভ হয়। আবার "পূর্ণামৃত" শব্দে প্রকৃত অমৃত বুঝায়। অমৃতের লক্ষণ যাহাতে পূর্ণ, এমন অমৃতই পূর্ণ বা প্রকৃত অমৃত। সাধারণতঃ "অমৃত" সংজ্ঞক অনেক বস্তুই হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে দুগ্ধকে এবং জলকেও আমরা অমৃত বলি। বৈদ্যক ভাষায় বিষও "অমৃত"। "আম্র" নামক একটা ফলেরও নাম "অমৃত-ফল"। যাহা একটু বেশি ভাল লাগে, তাহাকেই আমরা 'অমৃত' বলিয়া অমৃত-সেবার সাধ মিটাই। "শিশিরে বহ্নিঃ" হইতে "বালভাষিতম্" পর্য্যন্ত আমাদের অমৃত। একটি কৌতুক-কবিতা আছে—

"কেচিৎ বদন্ত্যমৃতং সুরেশলোকে।
কেচিৎ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু॥
ব্রুমো বয়ং সকলশাস্ত্র-বিচারদক্ষাঃ।
জম্বীর-নীর-পরিপূরিতমৎস্যখণ্ডে॥
ইহার ভাবানুবাদ-পদ্য এইরূপ হয়—
কেহ বলে স্বর্গে সুধা, কেহ নারী-মুখে।
মোরা বলি "টকের মাছে" সর্ব্বশাস্ত্র দেখে॥

ফলে আসল সুধা দুর্ল্লভ হইলেও আমাদের ঘরে নকল সুধার ছড়াছড়ি। তবে আসল সুধা কি সেই সুরেন্দ্র-লোক-বিদ্যমান সুরাসুর-দ্বন্দ্ব-নিদান সুধাকেই বলিব? তাহাই কি পূর্ণ বা প্রকৃত অমৃত?

সাধু গুরু-মুখে শুনা যায়, কৃষ্ণ-প্রেমামৃতই প্রকৃত অমৃত। তাহাই কৃষ্ণ পারিষদ দেবগণ পান করিয়া অমর বা অমৃতীভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণ-বিমুখ বিষম বিষয়ভোগ-কামুক অবিদ্যা-মদমত্ত অসুরগণ তাহাতে বঞ্চিত। তাহাদের ভাগ্যে বিষ। তাহারা বিষয়-বিষ-বিলাসী। আর আমরা—দেবও নহি, দানবও নহি, আমরা মানব; কিন্তু যদি গুরু-কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-কণা পাই, তবে দেবত্বও চাই না; আর যদি কেবল বিষয়-বিষ খাই, তবে দানবত্বও পাই না! অর্থাৎ দানবেরও অধম হই। পুরাণকর্ত্তারা অনেক বড় বড় দানবের ইতিহাস বলিয়াছেন। তাহারা বিষ্ণু-বিরোধী হইয়া, শত্রু-ভাবে সাধিয়াও তাঁহার কৃপা পাইয়াছে। আর আমরা একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া বিষয়-বাসনা-বিষার্ণবে আকুল হইয়া ভাসিতেছি।

বিষয়-বিষে বিরক্ত ও ভীত হইয়া ভাগবতামৃতের ভিখারী হইতে হইবে। কেহ বলেন, স্বর্গের অমৃত মর্ত্ত্য মানবে পায় না। সে কোন্ অমৃত, আমরা তাহা বুঝি না; কিন্তু সাধু গুরু বলেন, স্বর্গামৃতের কথা কি, মোক্ষামৃতও মর্ত্ত্য মানব তুচ্ছ করিতে পারে, যদি কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পায়! অতএব কৃষ্ণ-প্রেমামৃতই সর্ব্বামৃত-সার প্রকৃত অমৃত বা পূর্ণামৃত। দয়াল গৌরাঙ্গ সেই দেব-দুর্ল্লভ অমৃত কলির জীবের সুলভ করিয়া দিয়াছেন! কলিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রতি পদে পদে সেই পূর্ণামৃত আস্বাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ বস্তু হন চারি ধর্ম্মে পরিচিত।
নাম-রূপ-গুণ-কর্ম্ম অনাদিবিহিত॥"
"নাম-রূপ-গুণ-লীলা কৃষ্ণ-তত্ত্ব চারি;
একাধারে নামে এই চারি পেতে পারি॥"

কৃষ্ণনামের এই অসাধারণ বিশেষত্বই নামের স্বয়ংকৃষ্ণত্ব। এহেন কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের প্রতিপদেই যে কৃষ্ণচন্দ্র বিরাজমান! সুতরাং প্রতিপদই সুধার আধার।

সংগীত-কীর্ত্তনের পদাবলী সমূহের কোন পদ নাম-প্রধান, কোন পদ রূপ-প্রধান, কোন পদ গুণপ্রধান ও কোন পদবা লীলা-প্রধান থাকে; বিমিশ্রভাব-প্রধানও থাকে। পূর্ণভাবের পদগুলিতে প্রায় ইহার সকল তত্ত্বই অল্পাধিক থাকে। অতএব কীর্ত্তনের প্রতি পদেই নামাদি (এক নাম থাকিলেই অপর ত্রিতত্ত্বও থাকিল) আছেই এবং তৎসর্ব্বগত সুনির্ম্মল তত্ত্বাকাশে আমাদের শ্যাম-সুধাকর সমুদিত আছেনই! সুধার আর ভাবনা কি? অতএব "প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই বিশিষ্ট বিশেষণ স্বরূপ সত্যসুধাময় বাক্যটি শ্রীগৌরাঙ্গের বদন-সুধাকর বিগলিত।

"সর্ব্বাত্মস্নপনং"—কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বাত্মা রসাভিষিক্ত করেন; অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রসে সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ অন্তরাত্মার অভিসেচন বা আর্দ্রীকরণ হয়। সোজা কথায় বলা যায়—হরিসংকীর্ত্তনে দেহ-মন-প্রাণ যেন গলে যায়! গলে যাওয়া এবং স্নপন—অর্থাৎ ভিজে যাওয়া অবশ্য এক কথা নহে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ স্থলে এক বলিলেও বোধ হয় ভাবানুবন্ধে আঘাত বা রসাস্বাদে ব্যাঘাত না হইতে পারে।

সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ ভগবানের সেবা কর্ত্তব্য। সর্ব্বেন্দ্রিয় যে বিষয়-সেবা হইবে, তাহা

বিরক্তভাবে; কিন্তু যে ভগবৎসেবা হইবে, তাহা অনুরক্তভাবে। আসক্তি-অনুরক্তি বিষয়মুখী হইলেই জীবের বন্ধন, আর ভগবৎ-মুখী হইলেই মোচন। ভক্তি—"পরানুরক্তি-রীশ্বরে"। সেই অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতার সঙ্ মাত্র; ফলি-তার্থে উহা প্রকৃতির অতি-অধীনতা—প্রবৃত্তির কৃতকিঙ্করতা। শ্রীচরিতামৃত বলেন—

"নিত্যকৃষ্ণদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

যাহাহউক, আমাদের সেই হারানিধি কৃষ্ণদাসত্ব প্রার্থনীয় হইলে, কৃষ্ণ-সেবানন্দ-রসে "সর্ব্বাত্মস্নপন" প্রয়োজন। ভক্তের ভক্তি-গদগদ কীর্ত্তনে ভক্তবৎসল হরি সেবিত ও সুপ্রীত হন। বুঝি সেই লোভেই ভক্ত-গীত-কীর্ত্তনে ভগবান না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"
মম ভক্ত যথা আমারে গায়।
হে নারদ! আমি রহি তথায়॥

হরি-সংকীর্ত্তনে যে ভাগ্যবান ভক্ত ভগবদাবির্ভাব অনুভব করেন, তিনিই সার্থক সর্ব্বাত্মস্নপন লাভে যথার্থ কৃতার্থ হন। সংকীর্ত্তনে তাঁহারই 'দশা' (ভাব-সমাধি) হয়। সেই সময়ে তিনি কীর্ত্ত্যমান পদের ভাব-ভাবিত চিত্তে জগৎ ভুলিয়া, কেবল সেই জগচ্চিন্তামণি কৃষ্ণধনের দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি দ্বারা সর্ব্বাত্মস্নপিত ও অমৃতীভূত হন।

সংকীর্ত্তনে 'দশা' হওয়া প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। যদি তাহাতে কালধর্ম্ম-কৃত কৃত্রিমতা বা আভিনয়িকতা না থাকে তবে তাহা যে শত-সহস্র জন্মের সুকৃতি-সৌভাগ্যার্জ্জিত ফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেরূপ দশা একদিন একবার যাহার হয়, তাহার বোধ জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যথার্থ ভাব-সমাধি-ফলে ক্ষণকাল জন্যও সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ-সেবানন্দরসে তাহার সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মস্নপন হওয়ায়, সে নূতন মানুষ হইয়া যায়!

অপর, 'দশা' ব্যতীতও কৃষ্ণকীর্ত্তনে একটু ভাবাবেশ হইলেও যেন সর্ব্বাত্মস্নপন অনুভূত হয়। তখন মদনমোহনের মাধুর্য্য-রসে মনোপ্রাণ একটু মগ্ন হইলেই বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ বিরাম পায়। সকলেই যেন যুগপৎ স্ব স্ব ভোগ্য বিষয় পাইল, এইরূপ ভাবানুবন্ধ হয়। তখন ক্ষুধা থাকে না—তৃষ্ণা থাকে না। প্রেয়সীর রূপরাশি, শিশুর মধুর হাসি, সুন্দরের মুখ-শশী তখন মনে থাকে না। তখন সকল মোহাকর্ষণ, সকল চিত্তোত্তেজনা, সকল ভোগ-প্রলোভন, সকল বিলাস-বাসনা,—এক কথায়—সর্ব্বাত্মার সর্ব্ব-পার্থিব সন্তর্পণ-ভাব-কামনা যেন কিঞ্চিৎ কালের জন্যও কেন্দ্রীভূত হইয়া সেই যোগীন্দ্র-হৃদয়ানন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দনে আকৃষ্ট ও বিনিবিষ্ট হয়।

ভক্তগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহিরঙ্গ সাধনে বাহিরে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই করেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরঙ্গ কৃষ্ণসেবানন্দ রসে পূর্ণ সাত্ত্বিক সর্ব্বাত্মস্নপন লাভ করেন। এই বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বাহ্যান্তর দুই হয় ইহার সাধন।
বাহ্যেতে সাধক-দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয় গোবিন্দে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গোবিন্দ-সেবনই ভক্তির লক্ষণ।

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"
(নারদ-পঞ্চরাত্র)

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়েশ্বরের সেবা ভিন্ন সর্ব্বাত্মস্নপন কিরূপে সম্ভবে? শ্রীচরিতামৃত বলেন—

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।"

বড় শক্ত কথা। এই কলিকালে জ্ঞান, যোগ বা কর্ম্মমার্গে ইহা দুঃসাধ্য সাধন। ভক্তিমার্গেই ইহা সুসাধ্য। ভক্তিভাবন কৃষ্ণকীর্ত্তনই ইহার সাধন এবং তাহাই সাধকের অনন্য অবলম্বন। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন "সর্ব্বাত্মস্নপনম্"।

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।" এ হেন যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, তাহার পরম বিজয়—অর্থাৎ জয়জয়কার! শ্রীকৃষ্ণের নামের জয়, প্রেমের জয়, রূপের জয়, গুণের জয়, লীলা-বিলাসের জয়! আর এই সমস্ত তত্ত্ব-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পরম বিজয়! এই স্থানে একটি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন নিবেদন করিল'ম।

মন!
কর হরেকৃষ্ণ-হরিনাম।
স্মর হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
১। ধর হরেকৃষ্ণনাম, কর কৃষ্ণরূপ ধ্যান,
২। কৃষ্ণ-গুণ-গান, (কর) কৃষ্ণলীলা-রস পান॥
৩। কলিতে কৃষ্ণনাম বিনে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ
পাবিনে;
এই বেলা মন! বুঝে শুনে, নামে সঁপ প্রাণ॥
৩। কৃষ্ণনাম যে প্রাণাধিক, তাহতে কি
প্রাণ অধিক?
তেমন প্রাণে ধিক্!
(ছার) প্রাণের ভাগো, যা হয় হ'ক্‌গে,
তুমি ছেড়নারে নাম॥
৪। (কৃষ্ণ) নামের মাঝে নাগর-সাজে,
ব্রজেন্দ্রনন্দন্ বিরাজে,
রাধারাণী বামে রাজে, বিচিত্র বিধান!
কর হরে কৃষ্ণ হরিনাম॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ভূ-গোল পরিচয়।

৯ম পাঠ।

সিংহ রাশিস্থ মঘানক্ষত্র (Sickle)(১)

প্রভাষতারা ও তোমর তারা সংযোজিত করিয়া যোগরেখা পূর্ব্বাভিমুখে বর্দ্ধিত করিলে, তোমর তারা হইতে ৪ হাত দূরে অবস্থিত একটী শুভ্রবর্ণ ২য় শ্রেণীর তারা দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইবে। এই তারাটীর নাম "খ্যাতি"। [২]। এই খ্যাতি তার পাশ্চাত্যে সিংহহৃৎ—(Regulus) নামে অভিহিত। খ্যাতিতারা মধুচক্র নামক

---

[১] বরাহমতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঋষিরেখা মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। দ্রষ্টব্য—

[২] এই খ্যাতির গর্ভে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে শ্রী বা লক্ষ্মীর জন্ম হয়। দ্রষ্টব্য—

"দেবৌধাতা বিধাতারৌ ভৃগোঃখ্যাতিঃ সমুদ্ভব।
শ্রিয়ঞ্চ দেব দেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা"
ইতি বিষ্ণুপুরাণ ১।৮।১৩

তারান্তরকের পূর্ব্বভাগে ৮ হাত অন্তরে অবস্থিত। প্রভাবতারা ও সোমতারা এই তারাদ্বয়ের সংযোগরেখাকে ভূমিকল্পনা করিলে এবং খ্যাতিতারাকে শীর্ষকোণস্থ তারা কল্পনা করিলে, একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বিমানে অঙ্কিত করা যায়। খ্যাতি-তারা এবং সিংহরাশিস্থ অপর তারা চতুষ্টয়ের সংহতিকে মঘা নক্ষত্র বলে।

খ্যাতি তারার এবং তাহার ২ হাত উত্তরস্থ ৪র্থ শ্রেণীর একটী তারা এবং এই ২য় তারার ২।০ হাত দূরে ঈশান কোণস্থিত "সিংহককুৎ" নামক ৩য় শ্রেণীর একটী তারা এবং সিংহককুৎ তারার ৪ হাত দূরে বায়ুকোণস্থ "মণি" নামক ৫ম শ্রেণীস্থ তারা, এবং মণিতারার নৈর্ঋৎ কোণস্থ ১ ফুট দূরস্থিত ৪র্থ শ্রেণীস্থ একটী তারা, এই তারা-পঞ্চকে লাঙ্গলাকৃতি মঘা নক্ষত্র গঠিত হয়। খ্যাতিতারা মঘানক্ষত্রের যোগতারা। মঘা নক্ষত্র পাশ্চাত্যে কর্ত্তনাস্ত্র (Sickle) নামে অভিহিত। মঘা নক্ষত্র দ্বারা তারাময় সিংহের সম্মুখভাগ গঠিত। মঘা নক্ষত্র হইতে শুক্র গ্রহ "মঘাভূ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। [৩]

সিংহ রাশিস্থ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র।

তারাদ্বয়ে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র গঠিত। তারাদ্বয় উত্তর-দক্ষিণভাবে অবস্থিত, এবং পরস্পর ৩ হাত অন্তরে স্থিত। উত্তরস্থ তারাটীর নাম "শিবা" এবং দক্ষিণস্থ তারা-টীর নাম অর্জ্জুন। [৪]

শিবাতারা এই নক্ষত্রের যোগতারা। শিবা সিংহককুৎ তারার পূর্ব্বভাগে ৪ হাত অন্তরে স্থিত। এই নক্ষত্রে তারাময় সিংহের পশ্চাৎভাগ গঠিত।

সিংহরাশিস্থ ৪। ৬ তারা = পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। অর্জ্জুন ও শিবা তারার যোগরেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে ধ্রুবতারা উপলক্ষিত হইবে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র হইতে বৃহস্পতি গ্রহ পূর্ব্বফল্গুনীভব নামে খ্যাত। [৫]

সিংহ রাশি (Leo)।

কর্কট রাশির পূর্ব্বভাগস্থ ৩০ অংশে সিংহ রাশি অবস্থিত এবং মঘানক্ষত্রের ১৩.২০ এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের ১৩.২০ এবং উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের ৩.২০ এই

[৩] শ্রীক্ষেত্রে, গ্রহগণের প্রস্তরময়ী যে সকল মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে শুক্রগ্রহের স্ত্রীমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। শুক্রগ্রহ মঘাভূ, সুতরাং কবিকল্পনায় একই গ্রহ শ্রী বা লক্ষ্মী এবং শুক্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৌ-রাণিকগণ উভয়বিধ রূপের সামঞ্জস্য করণার্থে শুক্রের 'লক্ষ্মীসহজ' নাম দিয়াছেন।

দ্রষ্টব্যঃ—

[৪] পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের অপর নাম অর্জ্জুনী নক্ষত্র।

দ্রষ্টব্যঃ---

ঋক্‌বেদ ১০। ৮৫। ১৩

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের ১০° অংশ উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ লক্ষা নামক যৌথতারাজগৎ অবস্থিত। এই যৌথতারাজগৎ সপ্তর্ষি মণ্ডলস্থ ১৭ তারা।

[৫] অঙ্গিরা-পত্নী শিবার গর্ভ হইতে বৃহস্পতির জন্ম হয়।

দ্রষ্টব্যঃ—

মহাভারত বনপর্ব্ব।

রাশির অন্তর্ভুক্ত। সিংহের সম্মুখভাগ মঘানক্ষত্রে এবং পশ্চাৎভাগ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গঠিত এবং পাশ্চাত্যমতে উত্তর ফল্গুনীর যোগতারা তারাময় সিংহের পুচ্ছাগ্রে অবস্থিত।

সিংহরাশিস্থ সিংহককুৎ নক্ষত্রের পশ্চিম ভাগ হইতে সৈংহিক নামক উল্কা-বৃষ্টি পতিত হয়। এই উল্কা-বৃষ্টি অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে হইয়া থাকে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সৈংহিক উল্কাবৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল।

কন্যারাশিস্থ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র।

খ্যাতিতারা এবং অর্জ্জুন তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ-রেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, অর্জ্জুন তারার ৪ হাত পূর্ব্বভাগে যে একটী ২য় শ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল তারকা দৃষ্ট হয়, ঐ তারার নাম "সিংহলাঙ্গুল"। সিংহলাঙ্গুল তারা এবং তৎদক্ষিণস্থ পাশ্চাত্য কন্যা রাশিস্থ দ্রুপদ তারা, এই তারা-সংহতিকে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র বলে। সিংহলাঙ্গুল তারা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের যোগতারা।

সিংহলাঙ্গুল তারা পাশ্চাত্যে সিংহলাঙ্গুল (Denebola) নামে খ্যাত। পর্জ্জন্য দেব এই নক্ষত্রের অধিপতি।

কন্যা রাশিস্থ হস্তা নক্ষত্র।

ধ্রুব ও অভিজিতারা সংযোজিত করিয়া, ঐ সংযোগ-রেখা অসুরভাগে প্রসারিত করিলে, ঐ রেখা একটী ক্ষুদ্রতারা-মণ্ডলে পতিত হইবে। এই তারামণ্ডলের নাম করতল মণ্ডল। করতল মণ্ডলের পঞ্চতারা করতলমণ্ডলাকৃতি। এই পঞ্চতারাসংহতির নাম হস্তা নক্ষত্র। তারাময় করতল বায়ুকোণে প্রসারিত লক্ষিত হয়। অঙ্গুষ্ঠ তারা এই নক্ষত্রের যোগতারা, তর্জ্জনী, অনামিকা কনিষ্ঠা এবং মণিবন্ধ হস্তার অপর নক্ষত্রচতুষ্টয়ের নাম। পাশ্চাত্যে করতল মণ্ডল কাক (corvus) নামে অভিহিত।

কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্র।

তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ তারার যোগরেখা পূঃ পূঃ উঃ দিকে প্রসারিত হইলে, অঙ্গুষ্ঠ তারার ৮ হাত দূরে একটী ১ম শ্রেণীর তারকা, দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। এই তারার নাম চিত্রা [৬]। কেবল মাত্র

---

[৬] শতপথব্রাহ্মণমতে চিত্রা নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে যে,—

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২

১৩। সুর এবং অসুরগণ উভয়ে প্রজাপতির সন্তান, এবং প্রত্যেকেই স্বর্গরাজ্যের আধিপত্যের জন্য ব্যাকুল। স্বর্গরাজ্যে অধিরোহণ জন্য অসুরগণ 'রৌহিণ' নামক যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

১৪। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তদ্দৃষ্টে চিন্তামগ্ন হইলেন, কারণ অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলেই সুরগণের স্বর্গচ্যুতি হইবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ইন্দ্র ১খণ্ড আষাঢ় বা ইষ্টক হস্তে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

১৫। এবং অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শুন, আমার নিজের জন্য আমি এই ইষ্টক যজ্ঞকুণ্ডে দিতেছি; তৎশ্রবণে অসুরগণ বলিলেন—ভাল, দিতে পার। এই রূপ যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ সমাপ্তপ্রায় হইল।

১৬। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র কহিলেন, আমার ইষ্টক আমি বাহির করিয়া লইব। এই বলিয়া ইন্দ্র স্বীয় ইষ্টক ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ কুণ্ডের

চিত্রাতারা দ্বারা চিত্রা নক্ষত্র গঠিত [৭] এবং চিত্রাতারা চিত্রানক্ষত্রের যোগতারা।

বিশ্বকর্ম্মা বা ইন্দ্র এই নক্ষত্রের অধিপতি।

আকারে এই তারা শস্যশীর্ষবৎ। এজন্য পাশ্চাত্যগণ এই তারাকে শস্যশীর্ষ (Spica) নাম দিয়াছেন।

কন্যারাশি।

সিংহ রাশির পূর্ব্বস্থ রবিমার্গরেখার ৩০°তে কন্যারাশি অবস্থিত।

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের ১০°, হস্তানক্ষত্রের ১৩.২০ এবং চিত্রানক্ষত্রের ৬.৪০ কন্যা রাশির অন্তর্ভুক্ত। তারাময় কন্যাগঠনে উত্তরফল্গুনী বা হস্তানক্ষত্র উপাদানরূপে গৃহীত নহে। চিত্রাতারা তারাময় কন্যার মস্তকে অবস্থিত এবং এই রাশিস্থ অপর তারাগণ দ্বারা কন্যাদেহ নির্ম্মিত। কন্যা রাশির পাশ্চাত্য নাম কুমারী (Vergenes বা Virgo) [৮]

করিমুণ্ড মণ্ডল।

কন্যারাশির উত্তরভাগে যে বিস্তীর্ণ অতি ক্ষুদ্র তারকারাশি দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ তারকারাশি আকারে করিমুণ্ড সদৃশ, এজন্য এই তারকামণ্ডল করিমুণ্ডমণ্ডল নামে অভিহিত হইতে পারে। করিমুণ্ড উত্তর শিরে পূর্ব্বাস্যে স্থাপিত।

পাশ্চাত্যে এই তারামণ্ডল মিসর রাজ্ঞী বেরিনীর কেশ পাশ (Coma Berenices) নামে খ্যাত।

সারমেয় যুগল মণ্ডল।

চিত্রশিখণ্ডির পুচ্ছতলে এবং করিমুণ্ড-মণ্ডলের উত্তরে একটী ক্ষুদ্র তারামণ্ডল আছে, এই তারামণ্ডলের নাম—সারমেয় যুগল-মণ্ডল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মধ্যভাগস্থ ইষ্টক আকৃষ্ট হইলে, যজ্ঞকুণ্ড পতিত হইল এবং সেই সঙ্গে ২ নির্ম্মাণকারী অসুরস্থপতিগণ ভূপতিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রচ্যুত ইষ্টক সকল লইয়া তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা অসুরবধ করিতে লাগিলেন।

১৭। তদ্দৃষ্টে সুরগণ ইন্দ্রসন্নিধানে সমবেত হইয়া বলিলেন, "চিত্রং" অর্থ আশ্চর্য্যং।

এই ঘটনা হইতে এই তারার নাম চিত্রা হইল।

[৭] পঞ্জিকায় চিত্রানক্ষত্রের দশভুজা মূর্ত্তি লক্ষিত হয়।

[৮] গ্রীস্ দেশস্থ আথেন্স্ নগরে 'আইকেরিয়াস্' নামে এক ব্যক্তি বাস করিত এবং তাহার 'এরিগনি' নামে একটী কন্যা ছিল। মদিরাদেব বাকাস তাঁহার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মদিরাদেব দ্রাক্ষা-রোপণ শিক্ষা দেন।

এই দ্রাক্ষাজাত মদ্য পানে উন্মত্ত কৃষকগণ আইকেরিয়াস্কে হত্যা করে। কন্যা "এরিগনি" সারমেয় "মৈরা" সাহায্যে পিতার কবর অন্বেষণ করিয়া মৃত পিতৃদেহ দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া কবর সন্নিহিত বৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করেন। স্বর্গপতি জুঃ (বৃহস্পতি) কুমারী এরিগনিকে কন্যা রাশি রূপে বিমানে স্থাপন করেন এবং তৎপিতা আইকেরিয়াস্কে ভূতেশ (Bootes) এবং সারমেয় 'মৈরাকে' "প্রোসায়ন" (সরমা) নামে স্বর্গে স্থাপন করেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	আশ্বিন।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

ভূ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সারমেয় যুগল মণ্ডল।

এই তারামণ্ডলের ২টী তারা প্রধান। সর্ব্ব-প্রধান তারাটী ৩য় শ্রেণীর এবং ইহার নাম জ্যেষ্ঠকালকাঞ্জ। [৯] অপরটী ৫ম শ্রেণীর এবং উহার নাম কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ: ক্রতু ও পুলস্ত্যতারা সংযোজিত করিয়া সংযোগরেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ তারা, পুলস্ত্য তারার ৮ হাত পূর্ব্ব-দিকে লক্ষিত হইবে।

কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ তারার পূর্ব্বদিকে ৪ ফুট দূরে, জ্যেষ্ঠ কাল কাঞ্জ তারা অবস্থিত। এই তারামণ্ডলে "রৌহিণ" নামক বক্রাকৃতি একটী বাষ্পস্তবক আছে। ঐ বাষ্পস্তবক পাশ্চাত্যে M. 51. সংখ্যায় চিহ্নিত।

অথর্ব্ববেদে কালকাঞ্জগণের আদি উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। [১০]

---

[৯] কালকাঞ্জ নামে অসুরগণ স্বর্গা-রোহণ মানসে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। প্রত্যেকে এক এক খানি ইষ্টক প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ-বেশধারী ইন্দ্র তাহাতে ১খণ্ড ইষ্টক স্থাপন করিয়া বলিলেন, এই ইষ্টক চিত্রা এবং এই ইষ্টক আমার। অসুরগণ আকাশে উঠিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্র স্বীয় ইষ্টক বাহির করিয়া লওয়ায় অসুরগণের সোপান স্খলিত হইল। যাহারা নিপতিত হইল তাহারা ঊর্ণনাভিরূপে রহিল কিন্তু ২টী কালকাঞ্জ আকাশে উড্ডীয়মান হইল এবং তাহারা সারমেয় যুগলরূপে বিমানে বিরাজমান রহিল। দ্রষ্টব্য—

কালকাঞ্জাঃ বৈনাম অসুরাঃ আসন্। তে সুবর্গায় লোকায় অগ্নিং অচিন্বত। ইতি প্রক্রম্য স ইন্দ্র ইষ্টকাং আবৃহৎ। তে ঊর্ণনাভয় অভবন্। দ্বৌ উদপতত্তাম্। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাম্।

ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—
১।১।২।৬

[১০] কালকাঞ্জত্রয় আকাশ মার্গে

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ-লিখিত উপাখ্যান দ্বারা সারমেয় যুগলের স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্যে সারমেয় যুগল (Canis venatici) নামে খ্যাত এবং জ্যেষ্ঠ কালকঞ্জ (cor caroli) নাম খ্যাত।

পাশ্চাত্যে সারমেয় যুগল (Canis Venatici) নামে খ্যাত এবং জ্যেষ্ঠ কালকাঞ্জ (cor caroli) নামে খ্যাত।

সারমেয় যুগলের উপাখ্যান তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা [১১]

উড্ডীন হইল এবং বিমানে তাহারা দেবভাবে স্থিত রহিল।

দ্রষ্টব্যঃ—

যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জাঃ দিবি দেবাঃ ইব শ্রিতাঃ।

ইতি অথর্ব্ববেদ ৬।৮০।২

[১১] কালকাঞ্জ নামে এক অসুর জাতি ছিল। তাহারা স্বর্গারোহণার্থ এক সোপান নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক অসুর এক এক খানি ইষ্টক সোপানে অর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ-বেশ-তিরোহিত দেবরাজ এই বলিয়া নিজের এক খণ্ড ইষ্টক সোপানে স্থাপন করিলেন, "এই চিত্র ইষ্টক (চিত্রা-তারা) আমার রহিল।" ক্রমে সোপান নির্ম্মাণ শেষ হইলে অসুরগণ স্বর্গারোহণে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণছদ্মবেশী ইন্দ্র নিজের ইষ্টক সোপান হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইলেন। তখন সোপান ভূপতিত হইতে লাগিল। অসুরগণ আকাশে বিক্ষিপ্ত হইল। ভূপতিত অসুরগণ ঊর্ণনাভি হইল। দুইটী মাত্র অসুর লম্ফ প্রদানে স্বর্গে উঠিল। ইহারাই সারমেয় যুগলরূপে অবস্থিত।

তুলারাশির স্বাতি নক্ষত্র।

করিমুণ্ড মণ্ডল ও সারমেয় যুগল মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে ভূতেশ মণ্ডল। ভূতেশ মণ্ডলের সর্ব্ব প্রধান তারার নাম নিষ্ঠা। চিত্রশিখণ্ডি-

---

দ্রষ্টব্য

যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জাঃদিবি দেবাঃ ইবশ্রিতাঃ
ইতি অথর্ব্ববেদ ৬।৮০।২

দ্বৌ উদপততাং। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাম।
ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।১।২।৬

কালকাঞ্জা বৈ নাম অসুরাঃ আসন্। তে সুবর্গায় লোকায় অগ্নিং অচিন্বত। পুরুষ ইষ্টকাং উপাদধাৎ পুরুষ ইষ্টকাং। স ইন্দ্রঃ ব্রাহ্মণঃ ব্রুবাণঃ ইষ্টকাং উপাধত এষামে চিত্রা নাম ইতি। তে সুবর্গলোকং আপ্রারোহন্। স ইন্দ্রঃ ইষ্টকাং আবৃহৎ তেবা কীর্য্যন্ত। যে বা কীর্য্যন্ত। তে ঊর্ণনাভয়ঃ অভবন্। দ্বৌ উদপততাম্। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাং।

ইতি তৈঃ ব্রাঃ। ১। ১। ২। ৭৬।৪।৬

গ্রীক দেশে এই উপাখ্যান রূপান্তরে চলিত ছিল। যথা—অসুরদ্বয় ওতস্ এবং এফিয়ল্তেস্, স্বর্গারোহণ জন্য অলিম্পস্ পর্ব্বতোপরি অশ্শ পর্ব্বত এবং অশ্শ (অশ্ব ?) পর্ব্বতোপরি পিলিয়ন পর্ব্বত স্থাপন করিল। তদ্দৃষ্টে আপল্লন (Apollon) দেব অসুর দ্বয়ের বিনাশ সাধন করিলেন। হিব্রু বাইবেলে ও এই উপাখ্যান রূপান্তরে লক্ষিত হয়। যথাঃ—

সৃষ্টি অধ্যায় ১১।

১। মানব জাতির এক মাত্র ভাষা ছিল।

২। পশ্চিমাভিমুখ মানব জাতি সিনার দেশে সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন।

৩। তাহারা পরামর্শ করিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ ও দগ্ধ করিল।

৪। তাহারা নগর ও ত্রিদিবস্পর্শী সোপান

মণ্ডলের শিখণ্ডের বক্র রেখা প্রসারিত করিলে বর্দ্ধিত বক্র রেখা প্রথম শ্রেণীর কুঙ্কুমবর্ণ তারা ভেদ করিয়া চিত্রাতারায় মিলিবে এবং ধ্রুব তারা ও কংস তারা সংযোজিত করিয়া ঐ যোগ রেখা বর্দ্ধিত করিলে ঐ প্রথম শ্রেণীর কুঙ্কুম বর্ণ তারায় দর্শকের নেত্র নীত হইবে। ঐ তারার নাম নিষ্ঠ্যা [১] এবং এই তারাকেই স্বাতি নক্ষত্র বলে। এই তারা স্বাতি নক্ষত্রের যোগ তারা, রোমে এই তারা (Arcturus) নামে বিদিত। এই তারা কুঙ্কুম বর্ণ ও অতি উজ্জ্বল। এবং দেখিতে অতি সুন্দর, নিষ্ঠস্থির তারা হইলেও অতিদ্রুতগামী। প্রতি বিপলে ২৮ মাইল গমন করে।

তুলারাশিস্থ রাধা বা
বিশাখা নক্ষত্র।

কন্যা রাশির দঃ পূঃ কোণে তুলারাশি। মরিচী ও নিষ্ঠ্যা তারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা বর্দ্ধিত করিলে, চিত্রতারার অগ্নিকোণস্থ একটী শুভ্রবর্ণ—দ্বিতীয় শ্রেণীর তারায় দর্শকের দৃষ্টি নীত হইবে। এই তারার নাম যাম্যকীলকা। যাম্যকীলক তারার ৪।৫ হাত দূরে অগ্নিকোণে ও ঈশান কোণে দুইটী তারা দৃষ্ট হইবে। এই তারাত্রয়ে একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত রহিয়াছে ; যাম্য কীলক তারা এই ত্রিভুজের শীর্ষ দেশে অবস্থিত। এবং এই ত্রিভুজের ভূমি রেখায় আর একটী তারা অবস্থিত আছে। এই তারা চতুষ্টয়ে রাধা নক্ষত্র গঠিত [২] ; মতান্তরে পঞ্চ তারায় রাধা নক্ষত্র গঠিত। ক্রান্তি মণ্ডল এই রাধা

নির্ম্মাণে কৃত-সংকল্প হইল।

৫। মানব-নির্ম্মিত নগর দর্শনাভিলাষে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে পৃথিবী তলে অবতরণ করিলেন।

৬। ঈশ্বর বলিলেন; দেখ মানব জাতি এক এবং তাহাদের ভাষা এক। তাহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহা ; হইতে নিবৃত্ত হইবে না।

৭। চল; মর্ত্তে যাই, এবং মানবের ভাষা বিপর্য্যয় সাধন করি।

৮। ঈশ্বর মানবজাতি ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিলেন। মানব নগরনির্ম্মাণে বিরত হইল।

৯। নগর বাবেল Babel নামে খ্যাত হইল, কারণ তথায় ভাষা বিপর্য্যয় ঘটিল।

পুষ্পিকা ১। অসুরগণের ভাষা বিপর্য্যয়ের উল্লেখ বেদে দৃষ্ট হয়। যথা :—শত পথ ব্রাহ্মণ ৩। ২। ১। ২৩।

পুষ্পিকা ২। কৃত্তিবাসের রামায়ণে লিখিত রাবণের স্বর্গ-সোপান-নির্ম্মাণ-কল্পনা মৌলিক নহে।

[২] সূর্য্য সিদ্ধান্ত লিখিত যোগ তারাগণের ধ্রুবক ও বিক্ষেপ দৃষ্টে বোধ হয়, এই তারা চতুষ্টয়ের পূর্ব্বস্থ তারা চতুষ্টয়ই বিশাখা নক্ষত্র। কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতির্ব্বিদগণ এই নব নক্ষত্রের স্থাপন করিয়া সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত বৃশ্চিকরাশিস্থ চতুস্তারকময় রাধা নক্ষত্রকে অনুরাধা নক্ষত্র নাম দিয়াছেন এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত অনুরাধা নক্ষত্রের জ্যেষ্ঠা নাম দিয়াছেন। এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারা ত্রয় দ্বারা ধনুঃরাশিস্থ মূলা নক্ষত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। গণক কালিদাস সূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারাত্রয় আধুনিক অনুরাধা নক্ষত্র ভুক্ত করিয়া আধুনিক অনুরাধা নক্ষত্রের কলেবর সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যথা স্থানে রাখিয়াছেন, এজন্য কালিদাস মতে অনুরাধা সপ্ত তারাত্মিকা সর্পাকৃতি।

নক্ষত্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অবস্থিত। রাধা নক্ষত্রের এক অংশ বা শাখা ক্রান্তি মণ্ডলের উত্তরে অবস্থিত এবং অপর অংশ বা শাখা ক্রান্তি মণ্ডলের দক্ষিণে অবস্থিত, এই জন্য রাধা নক্ষত্রের অপর নাম বিশাখা নক্ষত্র। পৌরাণিক জ্যোতির্বিদের গূঢ় অভিসন্ধি ক্রমে এই নক্ষত্রের রাধা নাম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে এবং অধুনা এই নক্ষত্র বিশাখা নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত, এই নক্ষত্রের উত্তরস্থ তারার নাম সৌম্যকীলক এবং দক্ষিণস্থ তারার নাম তড়িত্।

তুলারাশি।

(Libra)

তুলারাশি কন্যা রাশির দঃ পূঃ কোণে অবস্থিত এবং চিত্রা তারা হইতে আধুনিক বিশাখা নক্ষত্রস্থ সৌম কীলক তারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তুলা পঞ্চ তারায় গঠিত। ধট মস্তকে কীলক তারা। ধটযুগের উভয় পার্শ্বস্থ ধটকর্কটদ্বয়ে কীলক তারা ও তড়িৎ তারা দ্বয়। শিকাদ্বয় তলে সর্প মণ্ডলস্থ "৩" তারা ও শার্দ্দূল মণ্ডলস্থ তারা। এই রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে দিবা মান ও রাত্রিমান সমান হয় বলিয়া এই রাশির নাম তুলা বা মানদণ্ড।

বৃশ্চিক রাশিস্থ অনুরাধা নক্ষত্র।

তুলার দঃ পূঃ কোণে একটী সুদৃশ্য বৃশ্চিক দর্শক দেখিতে পাইবেন, এই বৃশ্চিকের বক্ষদেশে পারিজাত নামক একটী অত্যুজ্জ্বল রক্ত বর্ণ তারা। তারাটী দেখিতে মঙ্গল গ্রহ সদৃশ, এজন্য এই তারা গ্রীকে মঙ্গলসম (Antares) নামে খ্যাত। পারিজাত তারার ৪ হাত উঃ পঃ কোণে বালি তারা। তারাটী তৃতীয় শ্রেণীস্থ এবং শুভ্রবর্ণ। এই বালি তারার ২ হাত দঃ পঃ কোণে দিব্যচঞ্চলা তারা, এই তারাটী ২য় শ্রেণীর ও শুভ্রবর্ণ। এই দিব্য চঞ্চলা অনু-রাধা নক্ষত্রের যোগতারা। দিব্য চঞ্চলা তারার ২ হাত দক্ষিণে বয়ী তারা, তারাটী শুভ্রবর্ণ। বয়ী তারার ২ হাত দক্ষিণে বিদ্যুৎ তারা, তারাটী পঞ্চম শ্রেণীস্থ ও শুভ্র বর্ণ। বালি দিব্যচঞ্চলা, রয়ী ও বিদ্যুৎ এই তারা চতুষ্টয়ে অনুরাধা নক্ষত্র গঠিত। রাধা (= বিশাখা) নক্ষত্রের পরবর্ত্তী বলিয়া এই নক্ষত্রের অনুরাধা নাম। এই অনুরাধা নক্ষত্রে বৃশ্চিকের বাহু দ্বয়, 'হাত' গঠিত।

বৃশ্চিক রাশিস্থ

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

রক্তবর্ণ পারিজাত তারা ও তাহার ১ হাত দূরে দ্রোণ তারা ও অগ্নি-কোণস্থ সুগ্রীব তারা, এই তারা ত্রয়ে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র গঠিত, নক্ষত্রটী দেখিতে কর্ণভূষণ (পাশক) সদৃশ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বৃশ্চিকের বক্ষ দেশে অবস্থিত। পারিজাত তারা দেখিতে অতি মনোহর। এ জন্য বেদে জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্র বলিয়া বর্ণিত [৩] কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে জ্যেষ্ঠা রোহিণী নামে কথিত। [৪]

জ্যেষ্ঠা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ হইতে পারে। অথর্ব্ববেদ মতে জ্যেষ্ঠার পূর্ণ নাম জ্যেষ্ঠঘ্নি [৫]। তৈত্তি রীয় ব্রাহ্মণে এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

[৩] জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রং অরিষ্ট মূলং ইতি অথর্ব্ববেদ ১৯। ৭। ৬

[৪] কৃষ্ণ যজুঃ বেদ ৪। ৪।

[৫] জ্যেষ্ঠঘ্ন্যাং জাত বিচৃতো যমস্য। ইতি অথঃ বেঃ ৬। ১১০। ৫।

[৬] এবং সায়ণাচার্য্য এই মত বিকশিত করিয়াছেন [৭] কিন্তু এই নক্ষত্রের প্রাচীনতম নাম ইন্দ্র ছিল [৮] এবং জ্যেষ্ঠা ইন্দ্রের নামান্তর মাত্র। আবার ইন্দ্রই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের দেবতা। কেহ বা বলেন, নক্ষত্র মালার আদি নক্ষত্র এক সময়ে এই নক্ষত্র ছিল এবং সেই জন্য ইহার জ্যেষ্ঠা নাম [৯] রক্তবর্ণ পারিজাত তারার গ্রীক নাম মঙ্গলসম (Antares) (রক্তবর্ণ,) এবং ইহার লাটীন নাম বৃশ্চিকহৃৎ (cor scorpionis)। বেবিলনে এই নক্ষত্রের নাম রাজ নক্ষত্র (Kekkab Dar lugal) ছিল এবং ইহার অধিপতি দেব কামরাজ।

বৃশ্চিক রাশি।

অনুরাধা নক্ষত্রের তারা চতুষ্টয়ে বৃশ্চিকের বাহুদ্বয় গঠিত। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারা ত্রয়ে বৃশ্চিকের বক্ষ গঠিত। এবং জ্যেষ্ঠা তারার পরবর্ত্তী তারাত্রয়ে বৃশ্চিকের উদর গঠিত। এবং ধনুঃরাশিস্থ মূলা নক্ষত্র বৃশ্চিকের পুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মূলা নক্ষত্র ধনুঃরাশির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রে মূলাকে বৃশ্চিকপুচ্ছ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

(ধনুঃ রাশিস্থ)

মূলা নক্ষত্র

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্ব সীমার পূর্ব্বে দৃশ্য-বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেশে যে পঞ্চ তারা আছে, ঐ তারাপঞ্চকের আকার অরিষ্ট- (=লশুন) মূল বা মাত্রাহীন "ব" কার সদৃশ। তারা পঞ্চককে শঙ্খাকৃতি বলিলেও বলা যায়। এই অরিষ্ট মূলাকৃতি বা শঙ্খাকৃতি তারাপঞ্চকে মূলা নক্ষত্র গঠিত। মূলার পূর্ণনাম অরিষ্ট মূল [১০] বা মূলবর্হণী [১১]। মূলা নক্ষত্রের স্কন্ধদেশস্থ অর্থাৎ উত্তরস্থ তারাদ্বয় অতীব চাকচিক্যময় এবং দেখিতে নৃচক্ষু সদৃশ [১২]। পূর্ব্বস্থ তারার নাম শুক, পশ্চিমস্থ তারার নাম সারণ (১৩)। এবং মূলার পঞ্চ তারার পূর্ব্বস্থ তারার নাম পঞ্চজন। এই পঞ্চজন মূলার আধুনিক যোগতারা এবং শুক তারা মূলার প্রাচীন যোগতারা [১৪]। মতান্তরে মূলা ক্রুদ্ধ-সিংহ-লাঙ্গুল সদৃশ এবং নব বা একাদশ তারায় গঠিত। মূলার দেবতা নির্ঋতি (=রাক্ষসেশ্বর)। বেবিলনে এই নক্ষত্র সাবউন ও সারগাজ নামে খ্যাত ছিল। (সার=কুকুর)।

[৬] জ্যেষ্ঠং এষাম অবধিষ্মেতি তৎ জ্যেষ্ঠঘ্নী ইতি তৈঃ ব্রাঃ ১।৪।২।৮

[৭] তস্যাং জ্যেষ্ঠায়াং জাতিঃ পুত্রঃ জ্যেষ্ঠস্য পিতৃ ভ্রাতৃ আদেঃ হন্তা ভবতি। ইতি সায়ণ।

[৮] ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ। ইতি শত পথব্রাহ্মণ ৫।৩।৩।৮

[৯] Bentley

[১০] জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রং অরিষ্ট মূলং। ইতি অথঃ বেঃ ১৯।৭।৬

[১১] মূলং এষাং অবৃক্ষাম্ ইতি তৎমূলবাহিণী ইতি তৈঃ ব্রাঃ ১।৪।২।৮

[১২] বেদমতে মূলার তারাদ্বয় যমের সারমেয় দ্বয় এবং দেখিতে নৃচক্ষু সদৃশ যথা যৌতে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতু রক্ষৌ নৃচক্ষুসৌ। ইতি ঋক ১০।১৪।১১

[১৩] বিচৃতৌ নক্ষত্রৌ পিতরৌ দেবতা আষাঢ়া নক্ষত্রং আপো দেবতা, ইতি। তৈঃ সং ৪।৪।১০।২।

[১৪] বৈদিক কালে নক্ষত্রগণের তারা সংখ্যা অধিক ছিল না, মূলা নক্ষত্রের তারা সংখ্যা দুইটী মাত্র ছিল।

প্রাচীন ইরানে এই নক্ষত্রের নাম বনন্ত ছিল। এবং ইহার দেবতা নারগন। (নরক রাজ)।

বনন্ত নক্ষত্র হইতে ইরানে ছায়া-পথ বনন্ত নামে অভিহিত ছিল। [১৫]

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

শ্রাবণ ও পঙ্কজন তারা সংযোজিত করিয়া ঈশান কোণাভিমুখে রেখা টানিলে পঙ্কজন তারা হইতে ১০ হাত ঈশান কোণে একটী ৩য় শ্রেণীর শুভ্র বর্ণ তারা দৃষ্টিগোচর হইবে, এই তারার নাম তুলসী এবং এই তারা পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের যোগতারা। তুলসী তারার ২। হাত পশ্চিমে ৩য় শ্রেণীর অপর একটী তারা দেখিবে। ঐ তারার নাম বিভীষণ। তুলসীর ৩ হ.৩ দক্ষিণে ২য় শ্রেণীর একটী তারা ও বিভীষণের ৬ হাত অগ্নিকোণে ৩য় শ্রেণীর আর একটী তারা এই তারা চতুষ্টয় ইষ্টকাকৃতি এই জন্ত ইহার নাম আষাঢ় নক্ষত্র [১৬] কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতিষিকগণ এই নক্ষত্রকে সূর্পাকৃতি বলেন।

ধনুঃ রাশিস্থ।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র।

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের পূঃ উঃ দিকে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। এই নক্ষত্র ৪ তারায় গঠিত। বিভীষণ ও তুলসী তারাদ্বয় সংযোজিত করিয়া ঐ যোগ রেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, তুলসী তারা হইতে ৬ হাত পূর্ব্বে সূর্পনখা তারা। তারাটী ২য় শ্রেণীর ও শুভ্রবর্ণ। তারা চতুষ্টয়ের অপর তারাত্রয় মধ্যে একটী তারা সূর্পণখার ১॥ হাত পশ্চিমে, অপর ২টী ১হাত পূঃ দঃ। তারা চতুষ্টয় ইষ্টকাকৃতি বলিয়া আষাঢ় নাম পাইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতিষিকগণ আষাঢ় নক্ষত্রের রূপ সূর্পাকৃতি বলেন।

ধনুঃ রাশি।

মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই নক্ষত্রত্রয়ে ধনুঃরাশি গঠিত। মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রদ্বয়ে অশ্বারোহী পুরুষ, এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনু গঠিত। কেহ২ বলেন পুরুষের জঙ্ঘা দেশ অশ্বাকৃতি। [১৭]

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমাদিগের ধর্ম্মের মূল কি?

বিংশ শতাব্দীর এই উন্নত সভ্যতার দিনে, বঙ্গীয়-সমাজের এই সুপরিমার্জ্জিত-পাঠক-মণ্ডলী মধ্যে, এই বিজ্ঞান-প্রসাদলব্ধ অনুবাদ, জড়বাদ, জীববাদ, হিতবাদ প্রভৃতি বহুবাদের দিনে, বদ্যুক্তিবাদ বলে যাহা বহু দিন হইল, অজ্ঞানাচ্ছন্ন-কুসংস্কার বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই পুরাতন কথার নূতন অবতারণা দেখিয়া শিক্ষিত-সমাজে হয়ত কেহ উপহাস করিতেও পারেন। এ স্থলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বোধ হয় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়, আমরা আর্য্য-সন্তান, দেবকল্প মনিষী পূর্ব্ব পুরুষগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া যে ধর্ম্মমত মানব-স্মৃতির অতীত-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, বিধর্ম্মীদিগের বিষমবিদ্বেষবহ্নি

[১৫] শুক ও সারণ তারার মধ্যে শুকতারা ও যোগ তারা বলিয়া গণ্য ছিল।

[১৬] আষাঢ়—ইষ্টক। ইতি শত পথ ব্রাহ্মণ ৭।১।২।৩২

[১৭] ধনুঃ তুরঙ্গ জঘনঃ ইতি।

প্রয়োগেও, একই মাতৃস্তন্যে পোষিত সনাতন ধর্মদ্রোহী ভ্রাতৃদিগের অস্বাভাবিক আক্রমণে মুখে কেবল মাত্র 'আর্য্য' নাম স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্যতঃ আমাদিগের অন্তঃসার শূন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারে জাতীয় ও ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সাংসারিক-অবস্থা, দেশ, কালাদিও বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহার লোপ সাধনে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান হইলেও আজও যাহা অপ্রতিহত প্রভাবে অনুবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; এমন কি, বিপক্ষ পক্ষ যতই কেন প্রবল হউক না, দূরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কালেও যাহার উচ্ছেদ সাধন সংঘটিত হইবে না বলিয়া এখনও আমাদিগের বিশ্বাস, তাহা কেবল ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ, এধারণা আমাদিগের নাই। সুতরাং নিতান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াই বহুবার খণ্ডন সমর্থনের পরও এই পুরাতন প্রশ্নের অবতারণা 'আমাদিগের' ধর্ম্মের মূল্য কি?

আমরা অল্প শক্তিবিশিষ্টমানব। জীব-নের প্রায় সমস্ত কার্য্যেই আমরা পরের মুখাপেক্ষী। পরের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবনের একদণ্ড কালও অতিবাহিত হওয়া অসম্ভব। এ সাহায্য আমরা দুই কারণে গ্রহণ করি। প্রথমতঃ, আমরা নিজের সুবিধার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থী হই। হয়ত, কোন একটা কাজ আমি নিজে করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনাকে তজ্জনিত ক্লেশ বা পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য অপর কাহাকেও দিয়া সেই কাজটা করাইয়া লইলাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা অনন্যোপায় হইয়াই সাহায্যের আশায় অপরের শরণাপন্ন হই। একটা সাধারণ দৃষ্টান্তেই বিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে, মনে করুন, কোন একটা কূট গাণিতিক প্রশ্নের বিশেষ চেষ্টাতেও সমাধান হইতেছে না, তখন অগত্যা বিনীত-মস্তকে একজন বিজ্ঞতর-গণিতবিদের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই; নচেৎ তাহা অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। সাংসারিক কার্য্য প্রতিক্ষণেই আমাদিগকে পরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় মুখ তুলিয়া থাকিতে হয়, অন্তর্জ্জগতের জটিল-প্রশ্ন সমূহের সমাধানের আশায়ও আমাদিগকে সেইরূপ সর্ব্বদা মহাজনদিগের উপদেশ বাক্যের জন্য উন্মুখ থাকিতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের মুহুর্মুহু উদীয়মান-সংশয়সমূহ নিরাসের উপযোগী সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বিশেষতঃ মানব মাত্রেই অল্প বিস্তর ভ্রমাকুল; তাই মঙ্গল নিদান করুণাময় পরমেশ্বর স্থান, কাল, বা অবস্থাভেদে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য, সেই ২ সম্প্রদায়-প্রচলিত ধর্ম্ম-তত্ত্বের-কূট সংশয় সমূহের মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম জগতের নিয়ামক রূপে,—নিরপেক্ষণ ভাবে স্বয়ং বা কোন মনস্বী মহাত্মার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া, পৃথক্ ২ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ ২ ধর্ম্ম গ্রন্থ-প্রচার করিয়াছেন। তাই ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া খৃষ্টীয়ের পবিত্র বাইবেলের প্রতি এত আদর, ত্রিপেটক বৌদ্ধের জীবন সর্ব্বস্ব, জেন্দ আবেস্তা পার্শীর প্রাণ প্রিয় বস্তু, মুসলমানদিগের কোরাণ-শরিফ প্রাণাধিক প্রিয়তর। ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরও সুতরাং এই জাতীয় একটা কিছু আছে। কাহারও আপত্তি থাকিলেও,

সত্ত্যের অনুরোধে অগত্যা আমাদিগের বলিতে হইবে—শ্রুতি ও স্মৃতি। অন্ততঃ এক বেদ বলিলেই আর অধিক কিছু বলিতে হয় না। কোন ২ উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকেরও 'শ্রুতি কোরাণের ন্যায় একখানি গ্রন্থ বিশেষ, ও স্মৃতি কেবল অশৌচ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা মাত্র। আর পুরাণাদি জনব্যানিয়ান-লিখিত পিল্‌গ্রিমস্ সংপ্রগ্রেস্ জাতীয় কতিপয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা মূলক পুস্তক মাত্র, এই অপূর্ব্ব ধারণা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময়ে কেহ ২ উদ্ধতভাবে এই মতেরই পোষকতা করিতে অণুমাত্রও লজ্জিত হ'ন না। সুতরাং আজ কালকার সুশিক্ষিত ও সুসভ্য বঙ্গীয় সমাজেরও এই চিরপ্রচলিত শ্রুতি-স্মৃত্যাদির বোধ হয় একটা স্থূল ব্যাখ্যার প্রয়োজন। শ্রুতিশব্দে ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎ শ্রুত যে প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি, তাহাই অভিহিত। কেহ ২ বলেন, ত্রিকালদর্শী দেবকল্প ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যাদিতে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হইয়া যে সমস্ত উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতি পদবাচ্য। শ্রুতি ও বেদ একার্থবোধক শব্দ। দর্শন শাস্ত্রাদির প্রকরণ প্রয়োগগত পরস্পর কিঞ্চিৎ বিসংবাদ থাকিলেও 'শ্রুতি বা বেদ অনন্তকাল ব্যাপক ও অপৌরুষেয়' ইহাই চির প্রসিদ্ধমত। সাম, শুক্ল ও কৃষ্ণযজুঃ, ঋক ও অথর্ব্বরূপ মন্ত্র, সংহিতা চতুষ্টয় ও তাহাদিগের আনুষঙ্গিক-ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষদ্ সমস্তই সাধারণতঃ শ্রুতি নামে নির্ব্বাচিত। স্ত্রী শূদ্রাদির শ্রুতি উপদেশ গ্রহণের অধিকার না থাকায় ও কোন ২ শ্রৌত অর্থের, সাধারণ লোক বুদ্ধিতে ধারণা না হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে শ্রুতি রহস্যাভিজ্ঞ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধ-মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক, সার সংগ্রহ পূর্ব্বক বেদার্থের অনুবাদরূপে লোক বা দেশাচার সাপেক্ষ বা সাধারণ লোক বুদ্ধির গ্রাহ্য আখ্যায়িকা মূলক যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই সাধারণ নাম স্মৃতি ও পুরাণ। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ-বিরচিত বিংশ ধর্ম্ম সংহিতা ও তাহাদিগের সমন্বয় ও ব্যাখ্যা রূপে রঘুনন্দনাদি-বিরচিত ধর্ম্ম শাস্ত্র; পুরাণ, ইতিহাস, ও কণাদ প্রবর্ত্তিত বৈশেষিক, গৌতম প্রবর্ত্তিত ন্যায়, কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্য, পতঞ্জলি প্রবর্ত্তিত যোগ, জৈমিনী প্রবর্ত্তিত পূর্ব্ব মীমাংসা ও বাদরায়ণ ব্যাস প্রবর্ত্তিত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত আচার্য্যগণ স্থাপিত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন, সাধারণতঃ দর্শন নামেই পরিচিত। দর্শনগুলি যুক্তি বহুল হইলেও তাহাতে বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত ও তাহাদের উপকরণও শ্রুতি হইতে সংগৃহীত; সুতরাং বেদমূলক ও ক্রান্তদর্শী ঋষি—প্রণীত বলিয়াই ইহারা শ্রুতি প্রকোষ্ঠে সন্নিবেশিত। বস্তুতঃ মীমাংসা দর্শনদ্বয় শ্রুতিবৎ পূজিত ও আদৃত। শিবোক্ত তন্ত্র সাধন শাস্ত্র। উহা কলিকালে শ্রুতিবৎ প্রামাণ্য ও অগ্রগণ্য।

সাধারণ ভারতবাসীর ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি হইলে কি হয়, আজ কাল বঙ্গীয় সমাজের যাহারা অগ্রণী, সেই উচ্চশিক্ষিত-মণ্ডলী হইতে হয়ত আপত্তি উঠিবে, 'বাঙ্গলা ভারতীর অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সভ্যতা সৌধের উচ্চতম

শিখরে সমুত্থিত; সুতরাং সাধারণ ভারতবাসীর অপেক্ষা বাঙ্গালীর,—অন্ততঃ উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর কিছু বিশেষত্ব থাকা চাই। এ অবস্থায় অন্য সাধারণ ভারতবাসীর সহিত একতানে 'আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি' বলিলে, সেই বিশেষত্বের অপলাপ করা হয় বলিয়াই, বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সনাতন সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করণানন্তর মিল, হকস্‌লে কোমৎ প্রভৃতিকে নবীন ধর্ম্ম গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের নব প্রচারিত মত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহারই ঘোষণায় বদ্ধ পরিকর হন। এরূপ নব প্রচারকের সংখ্যা অধিক না হইলেও, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট ও প্রবেশেচ্ছু নব্যযুবক দলের নেতা ও মুখপাত্র। শেষোক্তগণ তাহাদিগের নবীন বৈজ্ঞানিক-মতে বিশেষ সারবত্তা উপলব্ধি না করিয়াই, পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্মবিশ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও কুসংস্কারমূলক জ্ঞানে, তাহারই জয়ঘোষণায় সমাজ-শরীরে তুমুল আলোড়ন বিলোড়ন উত্থাপিত করিয়া, সনাতন ধর্ম্মে সাধারণের আস্থা অপনয়নে উদ্যত হন। অথচ স্বপ্রচারিত ভিত্তিহীন মতেও কোনমতে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ না হইয়া সমাজ-কলেবরে ভীষণ ধর্ম্মহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত করেন। তাই আজ মৃত্তিকা খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন-তৃণরাজির ন্যায় বঙ্গীয়-সমাজ ধর্ম্মবিশ্বাসের গুরুত্ব শূন্য অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান হইয়া কি দুরবস্থাই না সহ্য করিতেছে। তাই বাঙ্গলায় সমাজ-বন্ধন একান্ত যেরূপ শিথিল, ভারতীয় অপর কোন প্রদেশে সেরূপ কিনা, সন্দেহ। যথেচ্ছাচার বাঙ্গলায় দিন ২ কি পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা সমাজ-চিন্তাশীল-মাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ।

হোটেলে আহারের ন্যায় তৃপ্তি বোধ হয় জগতে আর কোন জাতীয় আহারে নাই বলিয়া এক জাতীয় যুবকের বিশ্বাস। * অপর এক শ্রেণীর, প্রকাশ্য স্থানে বারবনিতার নৃত্যগীত লালসা বিলাসাদিতে কৌতুক অনুভব ও মাদকাদি সেবন অণুমাত্রও দোষাবহ বলিয়া যেন ধারণা হয় না। এইরূপ নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ও অন্যায়াচার পর্যাবেক্ষণ করিলে বাঙ্গালার সমাজ-বন্ধন কোন কালে সুদৃঢ় ছিল কি না, এইরূপ বিষম-সন্দেহ উপস্থিত হয়। এক ধর্ম্মানুশাসনের শৈথিল্যেই যে এই বিষাদ কালিমাময়সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেরই অনুভব সিদ্ধ। সেই ধর্ম্মানুশাসন ঈশ্বর-প্রণীত ও ঈশ্বর প্রণোদিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে সংকলিত না হইলে, উহা মূলচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় হইয়া কোন মতেই একেবারে অনেকের আশ্রয়রূপে উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না †।

* হিন্দু-হোটেল, হিন্দু-আশ্রম, হিন্দু-নিবাস জাতীয় আহার নিকেতনের সংখ্যা দিন ২ কিরূপ মাত্রায় লাভ বৃদ্ধি হইতেছে। দেখিয়া সমাজ-চিন্তক মাত্রেই কাতর হইতেছেন। কেহ ২ ইহাদিগের 'হিন্দু' নাম দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, অনেক স্থলে হিন্দু আবরণের অন্তরালে করাল-মূর্ত্তি ম্লেচ্ছাচার লুক্কায়িত।

† বিস্তৃত যুক্তি জিজ্ঞাসুকে অধ্যাপক ফ্লিন্টের Theism নামক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে অনুরোধ করি।

সুতরাং আমাদিগের ধর্ম্ম রাজ্যের নিয়ন্তা হক্সলি, কোমৎ, ডারুইন বা অপর কেহ হইতে পারেন না। এ অবস্থায় অনন্তকাল প্রচলিত শ্রুতি স্মৃতি আমাদিগের হৃদয়ের যে স্থান টুকু অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে কোন্ যুক্তি বলে তাঁহাদিগকে অপসারিত করিব?

শ্রুতি স্মৃতিই আমাদিগের ধর্ম্মের মূল; এ বিষয়ের সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ বিসংবাদ না থাকিলেও, কেহ২ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-পুঙ্গবের সহিত সমস্বরে দুই একটি যুবকধুরন্ধর মুখ বিনিসৃত 'বেদ জড়োপাসক কৃষকের গান, স্মৃতি কুবমতি-ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপর বিধি নিষেধ মাত্র, এইরূপ শ্রুতিস্মৃতির লক্ষণ নির্দ্দাচন শ্রুতিগোচর হয়। আর্য্য-দিগের ভাগ্যহীন দেশের ন্যায় তাঁহা-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রও পৌনঃপুনিক আক্রমণের বিষয়ীভূত, মহৎকে নিম্নপদবীতে আনয়ন জন্য এবম্বিধ পিশুন-প্রয়াস, বোধ হয়, চির-প্রচলিত ও সর্ব্বজনীন। এরূপ হেয় নিন্দার প্রতিবাদও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইলেও, ইহা আমাদিগেরই অনুমোদিত কুশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল জানিয়া, পরমত চর্ব্বিত চর্ব্বনকারী করুণার্হ যুবকবৃন্দকে দোষ না দিয়া, আমাদিগেরই অদূরদর্শিতার জন্য দুর্ব্বিবহ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। আজ যদি বঙ্গদেশে সমাজ-বন্ধন এত শিথিল না হইত, সামাজিক শিক্ষার গুরুত্বে আজ যদি লোকের অণুমাত্রও আস্থা থাকিত, যদি গৃহমধ্যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোচনা ও ধর্ম্ম শিক্ষার কিছু মাত্র প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, আজ বাঙ্গালী জাতিকে ভারতীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা অন্যান্য-বিষয়ে অভ্যুদয়শীল হইলেও, ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ গতিশূন্য, নির্জ্জীব অথচ স্বেচ্ছাচারে উচ্ছৃঙ্খল থাকিতে হইত না।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তি যদি নিতান্ত শিথিলই হইত, তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া এই বিজ্ঞান সাম্রাজ্যের নবযুগেও, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী স্বীয় ধর্ম্ম-মতকে এরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ হইতেন না। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় জনকের বিনাশ সাধনে দৃঢ় রত হওয়ায়, সেই পাপে মাতৃ-ভূমি হইতে চির নির্ব্বাসিত হইয়া, দেশান্তরের আশ্রয় লইয়া এক ভারত-বর্ষ ব্যতীত সমস্ত পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডেই সুবিশাল রাজ্য-বিস্তার করিয়াছে। পুরা-তত্ত্ব সমালোচনা করুন, প্রাচীন জাতির ইতি হাস পাঠ করুন, জগৎ তন্ন২ করিয়া অনু-সন্ধান করুন, দেখিবেন প্রতিদ্বন্দ্বী নবীন-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রাচীন ধর্ম্মগুলি ক্ষোভে লজ্জায় কিরূপে বিস্মৃতির সর্ব্বাচ্ছাদক অঞ্চলের অন্তরালে অপসৃত হইয়া অনন্তকালের জন্য তাহরই ক্রোড় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ভারত-প্রতিবাসী অনাদিসভ্য চীন স্বীয়-প্রাচীন ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া অভিনব-বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া তাহারই কেন্দ্র স্থানীয় হইয়াছে। সেই অতি প্রাচীন কালের সুসভ্য মিশর (ইজিপ্ট) পুরাতন প্রকৃতি-পূজা ত্যাগ করিয়া, এক্ষণে মহম্মদীয় ধর্ম্মেই বিশেষ গর্ব্বিত। পারস্য তৈজসোপাসনা পদ-দলিত করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। গ্রীস্ রোমের অভ্যুদয়-

সূর্য্য অস্তমিত হইতে না হইতেই, যিশু খৃষ্ট ধর্ম্মের ক্রীড়া ক্ষেত্ররূপে পরিণত হওয়ায় পিথাগোরস্ প্লেটো প্রিসবো-সম্পূজিত দেবমণ্ডলী হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অনন্তকালের জন্য জগতীতল পরিত্যাগ করিয়াছেন; উঁহাদের মাহাত্ম্য খ্যাপনকারী ধর্ম্ম গ্রন্থ, তদ্দেশবাসী কর্তৃকই ভূতপ্রেতোপাসনামূলক বলিয়া ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই ভাবতবাসী, সেই অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, কোনও বিজাতীয় ধাতুও প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার বিকৃতি বা উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহা হইয়াছে, তাহাতে অদ্যাপি মূল ভিত্তি টলিত হয় নাই, ঈশ্বরের নিতান্ত প্রকোপ উপস্থিত না হইলে হইবেও না—ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক বিশ্বাস। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমরা অনেক সময়ে, খৃষ্ট ধর্ম্ম-পরায়ণ অধ্যাপক মোক্ষমূলরের আমাদিগের বেদ শাস্ত্রে জীবনব্যাপী অনুরাগ দর্শনে, জর্ম্মণ-পণ্ডিত শোপেনহাবের উপনিষৎ শ্রুতির প্রতি আলোচিত শ্রদ্ধা অনুভব করিয়া * বিদুষী আনিবেশান্তের, আমাদিগের শাস্ত্রাদির প্রতি ঐকান্তিক আস্থা দর্শনে পুলকিত হইও; আমাদিগের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্মরণ তাহকা লিক বিমল-চিত্ত-প্রসাদ লাভ করি। পরক্ষণেই ক্ষুদ্র গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণে অসমর্থ ব্রাহ্মণকুমারের মুখ অনেক সময়ে শুষ্ক হইতে দেখিয়া, আমাদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিষয়ক অজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া, বিষাদ-সাগরে নিমজ্জমান হইয়াও, তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় জীবনীশক্তির অণুমাত্রও চালনা করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না—আমরা এতই নিস্তেজ ও গতি হীন! অথচ আমরা দর্প করিতে ত্রুটি করি না। 'আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুসভ্য জাতি।' যাহাহউক, আমাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি শ্রুতি-স্মৃতির আদর ইদানীং দিন ২ একটু বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছি; ইহা যদি নির্ব্বাণ কালের দীপ সন্দীপ্তি না হয়, তবে অবশ্য পুনর্জীবনের আশা আছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
(বারাণসী)

* Schopenhauer writes, 'In the whole world, there is no study so benificial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.

Vide Max mullers India, what can it teach us. Lec VII.

আহার।*

—•:০:•—

(সূচনা।)

ভারতবর্ষের পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র ধর্ম্মানুশীলন-যুগে, কুসুমিত-তরুরাজি শোভিত, হোম-ধূমগন্ধ-মোহিত, সামগানমুখরিত, শ্যামল-দর্ম্ম-কুঞ্জে তপ্ততপোজ্জ্বলকান্তি স্বধর্ম্ম-নিরত ঋষিগণ যখন তদ্গত-চিত্তে

* প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে যে সকল সামগ্রী ভোজন করা নিষেধ, শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্ক প্রয়োগে তাহারই হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিবার কথা গত পৌষ

তাঁহাদিগের অন্তরের দেবতার চরণ-মূলে হৃদয়-কুসুম-গ্রথিত ভক্তিপুষ্পহার সমর্পণ করিতেন, তখন তাঁহাদিগের দিব্যজ্ঞানোদ্ভিন্ন বিমল-বদনমণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব পুণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া যেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ের তত্ত্বালোচনা করিয়া সেই সকল তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তাঁহাদিগের সংসার চিন্তাশূন্য অনাবিল ধর্ম্ম-জীবন আরও পবিত্র করিয়াছেন এবং সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতের হৃদয়ে এমন কতক-গুলি বদ্ধমূল সংস্কার রোপিত করিয়া গিয়াছেন যে, কোন দিনই তাহার আর উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিয়া ভারত-বর্ষকে কতবার আঘাত করিয়াগিয়াছে, সেই আঘাতে কত ধর্ম্মের উন্নত সুদৃঢ় স্তম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের বিলুপ্তির কথা এখনও স্বপ্নের অগোচর—তাহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সেই মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত—সেই যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা—সেই যম, আপ-

---

মাসের হিতবাদী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ-প্রবন্ধ-লেখককে কলিকাতার কালীঘাটস্থিত সত্য-সমাজ হইতে মহিমানাথ পদক পুরস্কার দিবার কথা হয়। মহিমানাথ পদক প্রাপ্ত সেই প্রবন্ধ হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমি আজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছি। প্রবন্ধটী অতিশয় দীর্ঘ। তাই তাহার "সূচনা" ও "প্রথমাধ্যায়" আপনার নিকট পাঠাইলাম। প্রবন্ধটী যেরূপভাবে বিভক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা খুবই দীর্ঘ। যাহাহউক, আর অধিক কি লিখিব। অনুগ্রহ করিয়া পত্রোত্তরে বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

আমি যে উপায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধটী ভাগ করিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

১। সূচনা।

প্রথমাধ্যায়।

১। তিথি প্রকরণ।
২। তিথিগত ধাতু বিকার।
৩। প্রতিপদাদি তিথিতে নিষিদ্ধ-দ্রব্য সমূহের তালিকা।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

১। হিন্দু জাতির রসায়ন।
২। রসগুণ ও দ্রব্যগুণ।
৩। রসোৎপত্তি।
৪। কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির গুণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

১। খাদ্যাখাদ্যের সাধারণ বিভাগ।
২। নববিভাগ ও তৎসংক্রান্ত খাদ্য বিভাগ।

চতুর্থাধ্যায়।

তালিকা ও তুলনা।

(অর্থাৎ সাধারণ সমুদয় খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ এবং প্রতিপদাদি তিথিতে কয়েকটী নিষিদ্ধ খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণের সহিত তাহাদিগের তুলনা)

পঞ্চমাধ্যায়।

১। কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মের বিশদ যুক্তি।

ষষ্ঠাধ্যায়।

১। শাস্ত্রকারদিগের নিষেধ অন্ধ বাতুলতা নহে।
২। নিষেধ প্রতিপালনার্থ শপথ বাক্যের আবশ্যকতা কি?

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

ভৃগু, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন—সেই বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ—সেই লিখিত, দক্ষ গৌতম, সেই শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যাহা ভারত-বক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—যত দিন ভারত থাকিবে, ততদিন তাহার অস্তিত্ব ও জীবন থাকিবে—যতদিন ভারতবাসী আছে, তত দিন তাহার পূজা হইবে। শত সহস্র বৌদ্ধ—বিপ্লব, লক্ষ লক্ষ মুসলমান-বিপ্লব, কোটী কোটী হিন্দু-বিদ্বেষী ধর্ম্মত্যাগী কালাপাহাড়—কিছুতেই কিছু হইবে না। ভারতবাসীর অধীত অধ্যয়নীয় সেই সকল পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ—সেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতির স্মৃতি—ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন—সেই কল্পসূত্র, আরণ্যক-উপনিষৎ প্রভৃতি ভারত-হৃদয়ের শোণিততুল্য অমূল্য গ্রন্থরাশির কোন দিনই বিনাশ নাই। গ্রন্থ বিশেষের লিপির গ্রন্থি হয়ত ছিঁড়িয়া যাইবে—কিন্তু ভারতের রক্তের সহিত, মজ্জার সহিত, মাংসের সহিত, সেই সকল গ্রন্থের সম্বন্ধ, তাই তাহাদিগের বিনাশ নাই। গ্রন্থের মর্ম্ম, ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত হইয়াছে—গ্রথিতই থাকিবে। ধর্ম্মের বন্ধন—ভক্তির বন্ধন—স্নেহের বন্ধন কি কখনও ছিঁড়িয়া যায়?

পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারাই সেই পূর্ব্বতন ভারতের পুরাতন সমাজের নেতা, শিক্ষক, গুরু—আদর্শ। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত-বিধি নিয়মেই তখনকার সমাজ চলিত—রাজা চলিত—পৃথিবী শাসিত হইত। অধ্যয়ন করিবার অধিকার তখন সকলের ছিল না। তাঁহারাই শাস্ত্র ভাঙ্গিতেন, তাঁহারাই আবার তাহা গড়িতেন—তাঁহারাই বিধিব্যবস্থার স্রষ্টা, তাঁহারাই তাহার পরিবর্ত্তক, আবার তাঁহারাই তাহার পরিমার্জ্জক ও সংশোধক। তখনকার জনসাধারণ তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত—ধর্ম্মের মত শ্রদ্ধা ও ভয় করিত—বেদবাক্যের মত তাঁহাদিগের কথায় প্রাণপাত করিয়াও বিশ্বাস করিত—রাজাজ্ঞার ন্যায়, নির্ম্মল-হৃদয়ের তপ্ত-শোণিত ঢালিয়াও তাঁহাদিগের অনুশাসন প্রতিপালন করিত। হেতুবাদ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস, ইচ্ছা, বা প্রয়োজন, তখন কাহারও ছিল না। যে যাহার আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিত। তাহাই তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম ছিল। তাই—শাস্ত্রকারগণও কোন বিধির কোন হেতু প্রদর্শন করিয়া যান নাই। তখনকার যুগ বিশ্বাসের যুগ ছিল—এখন যুক্তির যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে সকল বিধি নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সে সমুদায়ের ভিতর যে কোনটীর মূলেই যুক্তি নাই, তাহা নহে। তবে আবার ইহাও সত্য যে, অনেক নিয়মের মূলে যুক্তির অভাব আছে বলিয়া সচরাচর বোধ হয়। এই সকল বিধি ব্যবস্থা প্রধানতঃ দ্বিজবর্ণের জন্যই প্রচলিত হইয়াছিল। দ্বিজেতর জাতি আপন আপন অবস্থা ভেদে তাহা গ্রহণ এবং প্রতিপালন করিত।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিকতায় পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহারা সকল কার্য্যই সেই চক্ষে দেখিতেন! প্রাতরুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় প্রাতরুত্থান পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই তাঁহাদিগের সর্ব্বদর্শী চক্ষুর তীক্ষ্ণ পরীক্ষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। মানবজীবনের সকল কার্য্যকেই তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অংশের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু একবার বলিয়াছিলেন :—

"আহার শরীর ও আত্মা উভয়ের মঙ্গলের জন্য। অতএব আহার একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া আহার করিবে। আহারকে একটি ধ্যানস্বরূপ করিয়া তুলিবে, তবেই আহার করিয়া দেহ ও আত্মার মঙ্গল হইবে। আহার অতি গুরুতর, অতি পবিত্র কার্য্য। এই জন্য শাস্ত্রে নির্জ্জনে মৌনী হইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে প্রফুল্লান্তঃকরণে আহার করিবার ব্যবস্থা আছে।" * আমরা সেই সকল পবিত্রমনা ঋষিদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝি না বলিয়া তাঁহাদিগের কৃত-কার্য্যের অপলাপ করিবার অধিকার আমাদিগের নাই, আমরা মূর্খ বলিয়া তাঁহাদিগের সেই নিষ্কলঙ্ক গৌরবরবির শাস্ত্রোজ্জ্বল-কিরণ-রাশি কলঙ্কের কালিমা-চিহ্নিত অন্ধকার-আবরণে আচ্ছাদিত করিবার অন্যায় অধিকার আমাদিগের নাই— আমরা কিছু বুঝি না বলিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিবার গুরুতর ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগের কৃত কোন শাস্ত্রেই কোন একটি বিধিনিয়মেরও হেতুবাদ দেন নাই। ইহারও যে কোন উদ্দেশ্য নাই তাহা নহে। যে সকল লোক তাঁহাদিগের এই সকল বিধি নিয়ম মানিয়া চলিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহার হেতুবাদ জানিলেও তাহা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আরও একটি কথা আছে— অনেক সময় হেতু প্রদান করিলে বিজ্ঞাপিত তথ্যের মূল্য কমিয়া যায়। লোকে মনে করে, "এই—!" , ইহারই জন্য আবার "এই" করিতে হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।' এতদ্ভিন্ন, হেতুবাদ না দিলেও তখন চলিত। যে উদ্দেশ্যে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হইত, সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য হেতুবাদের আবশ্যক হইত না। বিনা কারণ প্রদর্শনেই লোকে তাহা মানিয়া লইত।

একজনকে লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। 'সমাজ মানব জীবনের স্বচ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়, অপরিহার্য্য, অবশ্য-কর্ত্তব্য নিয়ম-পত্র। কোন কোন দার্শনিক বলেন 'মানুষ-জন্মাবধিই স্বাধীন'—অর্থাৎ জন্মাবধিই সমাজের রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, ব্যবহার এবং শাসনের অন্তর্ভূত নহে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে—কেবল তাহাদিগের উচ্চমস্তিষ্কের স্বেচ্ছাকৃত কল্পিত মতামাত্র।..........জন্মের পর হইতেই যদি আমরা একটি শিশুর চরিত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সেই চরিত্রের প্রত্যেক অঙ্গ—প্রত্যেক চিত্র—এমন কি, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

* সাহিত্য—অগ্রহায়ণ ১২৯৮।

বিন্দু পর্য্যন্ত কোন জাতীয়, স্থানীয় এবং পারিবারিক ঘটনাবলীর অমানুষিকী ক্ষমতার ছায়া মাত্র। মানুষ, সমাজের অনুলিপি—প্রতিবিম্ব—নিখুঁৎ অবিকৃত চিত্র।......... ....পাঁচ জনে মিলিয়া একটি ব্যবসা আরম্ভ করিলে, সেই ব্যবসায়ে তাহাদের প্রত্যেকেরই যেমন এক একটি অংশ থাকে—তাহাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টা যত্ন ও উদ্যমে যেমন সেই আরব্ধ কার্য্য দিন দিন উন্নতি লাভ করে—মনুষ্য বিশেষ বা জাতি বিশেষের স্বেচ্ছাকৃত সমাজবন্ধনেও তাহাদিগের তেমনি এক একটি অংশ আছে। সেই সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, উন্নতি অবনতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদিগের অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশিত্ব যে শুধু জীবিত-মনুষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভক্ত, তাহা নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালকে সমাজ এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের এক একটি নিয়ম—মানব সাধারণের সেই অলঙ্ঘনীয় বন্ধনের অনুবর্ত্তী—বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগৎ, বর্ত্তমান মানবমণ্ডলী এবং এখনও যাহারা ভবিষ্যতের অন্ধকার-যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসের সংযোগ-সূত্র। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সূত্র সমষ্টি তাহাদিগের নৈতিক ও প্রাকৃতিক বন্ধনের স্বেচ্ছা-শৃঙ্খল। সমাজ অতীতের জীবন্ত স্মরণ-চিহ্ন—বর্ত্তমানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল—ভবিষ্যতের সত্যপথ-প্রদর্শক, ধ্রুবতারা। যত দিন মানুষ, ততদিন সমাজ—যতদিন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ততদিন সমাজের আয়ু এবং বিস্তৃতি।" * এই সমাজ—এই সমাজ-বন্ধন। সেই সমাজের যাঁহারা নেতা ছিলেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা যে সকল বিধি নিয়ম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক সমাজ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল না—দিতে পারেও নাই, কারণ সকলেই জানিত যে, যাঁহাদিগের নেতৃত্বের অধীনে তাহারা সৈনিক—তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী—তত্ত্বান্বেষী—সাধুপুরুষ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক জনকে লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেকেই যে বিদ্বান্ হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে—এবং সে সিদ্ধান্ত ও ভ্রমাত্মক। শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আবার একজনের জন্য নহে—তাঁহাদিগের নেতৃত্বাধীন সমাজের মঙ্গলের জন্য—সমাজের প্রত্যেকের জন্য। কারণ তাহাদিগের প্রত্যেকের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। কিন্তু এরূপ স্থলে, যখন সমাজের সকলেই সমান শিক্ষিত নহে—যখন কতক শিক্ষিত, কতক অর্দ্ধশিক্ষিত, আর কতক বা একেবারেই নিরক্ষর, তখন, কোন একটি বিধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার সময় সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি যুক্তি তর্ক দিয়া প্রস্তাবিত বিধির উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে বিধি ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত দিবার

* নব্যভারত। মালাখত "মানুষ ও সমাজ"

জন্ম অধিক দূর যাইতে হইবে না। যখন কোন একটি রাজানুশাসন লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন কি ভারতবাসী সকলকেই আহ্বান করিয়া যুক্তির সাহায্যে, তর্কের সাহায্যে সেই প্রস্তাবিত রাজ—বিধির উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহা পালন করিবার আদেশ দেওয়া হয়? তাহা করিতে হইলে রাজ-বিধি প্রণয়নে অসম্ভব হইত। দেশের যাঁহারা নেতা, কেবল তাঁহারাই ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এবং ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহার পর তাহা বিধিবদ্ধ হয়—আর সেই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-অনুসারে সমগ্র-ভারতবাসী শাসিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি সে রাজবিধির মূলে কোন যুক্তি বা হেতু নাই? যুক্তি আছে। তবে সকলের জন্ম সে সকল হেতুবাদ আবশ্যক করে না। শুধু এই টুকু জানা থাকিলেই হইল যে, দেশের যাঁহারা মুখপাত্র—সকলের যাঁহারা নেতা, তাঁহারাই যুক্তি তর্ক দিয়া সেই বিধি-বিশেষের উপকারিতা বা অনুপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বুদ্ধি, ক্ষমতা ও শক্তির অনুরূপ বিচার করিয়াই উক্ত বিধির প্রচলন করিয়াছেন। সাধারণ সমাজের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সমাজ ইহা অপেক্ষা আর অধিক আশা করে না—আশা করিতেও পারে না।

"এখন অনেকে বলেন, আমাদের সমাজ কুসংস্কার ও যুক্তিবিহীন অন্ধবিশ্বাস পরি-পূর্ণ—আমাদের সমাজ ভ্রমান্ধ। তাঁহাদিগের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কুসংস্কার কিছু থাকিতে পারে—সকল দেশের সকল সমাজেই তাহা আছে। কিন্তু সেই জন্ম সমাজকে পদদলিত করা—অতলজলে নিক্ষেপ করা—আপনাকে সেই সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় শৃঙ্খল—বন্ধনের বহির্ভূত মনে করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে—মূর্খের কার্য্য। অন্ধ বিশ্বাস দুর্ব্বল-হৃদয়ের ধর্ম্ম। কুসংস্কার যদি কিছু থাকে, তবে, তাহা থাকিতে দাও। যদি সম্ভব হয়, ধীরে ধীরে তাহা দূর কর। তাই বলিয়া একেবারে গোড়া কাটিয়া ফেলিও না—অংশ বিশেষ যদি দূষিত হইয়া থাকে, তবে তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা দেখ—সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিও না। তাহা করিতে গেলে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। ভগ্ন প্রসাদ সংস্করণের মত, ভালটুকু যেমন আছে, তেমনি রাখিয়া তাহারই সহিত বেশ মিলাইয়া মিশাইয়া মন্দের স্থানে ভাল আনিয়া বসাও। আমাদের সমাজ কত পুরাতন। কত ঝড় তুফান ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যাহা পুরাতন—যাহা কালের তীক্ষ্ণ-অঙ্কুশাঘাত সহিয়াও টিকিয়া আছে—অসময়ের অগ্নি পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্ত কৃত-কার্য্যই হইয়াছে—তাহার ভিতর কিছু না কিছু সত্য অবশ্যই আছে।............কত অতীত বংশ—কত অতীত সম্প্রদায়ের বিচক্ষণতার ফল বর্ত্তমান সমাজ। যদি তাঁহাদিগের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে, তবে তোমার সমাজকে ভক্তি কর—নষ্ট করিও না। উন্নত কর—সে তোমাদেরই উন্নতি। যদি তোমরা এখন পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত বিধি নিয়মগুলি অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগকে অপমান করিতে কুণ্ঠিত না হও—তবে তোমদিগের পরে যাহারা আসিবে, তাহারাও যে আবার তোমাদিগকে "অন্ধ, বাতুল"

ধরিয়া তোমাদেরই মস্তকে পদাঘাত করিবে। তাই সমাজকে সম্মান করিয়া তোমার অতীত পুরুষকে সম্মান কর।"*

ধর্ম্মের বন্ধন দুশ্ছেদ্য বলিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া, আর্য্য তপোধনগণ আমাদিগের প্রাত্যহিক জীবনেরও সকল কার্য্য ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের দেশের রমণীগণই অধিক ধর্ম্মপরায়ণ—পুরুষ জাতি আপনার অভাব-অভিযোগ বাধিত কার্য্য-ক্লান্ত জীবনের কুটিল কুহেলিকা লইয়াই ব্যস্ত। অবসর সময়েও তাহার চিন্তা সহস্র পথে ধাবিত। কিন্তু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন দেবচরণবিনিঃসৃতা সন্ধ্যার শান্ত-অন্ধকার নিঃশব্দ মানবচরণ-সঞ্চারে স্বর্গের সুবর্ণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া পল্লীগ্রামে সহস্রকোলাহল চঞ্চল সজীব গৃহ-প্রাঙ্গনে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে, তখন শুভ্রবেশপরিহিতা গৃহস্থ-কুলবধূগণ প্রজ্বলিত মৃন্ময়-প্রদীপ হস্তে সুপুরশিঞ্জিত কোমল-চরণে সমান ভক্তির সহিত তুলসী বেদীকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নারায়ণস্থানে তুলসী-চরণ প্রান্তে প্রদীপটী রাখিয়া ভক্তিপূর্ণ অগাধ বিশ্বাসে গললগ্নবাসে প্রণাম করিয়া ধন্যা হয়। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োজ্যেষ্ঠা বঙ্গ হিন্দু-ললনাগণ অবগাহন-স্নানান্তে, আবক্ষনিমজ্জিতা হইয়া আর্দ্র বসনা-ঞ্চলে ভাসমান কলসী আবৃত করিয়া নিমিলিত নেত্রে, মুক্ত-বেশে, সিক্ত-কেশে যুক্তকরে স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অসহনীয় শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও হিন্দুরমণীগণ সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সুদূরতীর্থক্ষেত্রে দেবদর্শনে যাত্রা করেন—এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রত-নিয়মাদির জন্য দীর্ঘ-উপবাসান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া তাঁহারা জল গ্রহণ করেন না—ধর্ম্মের জন্য অনশন বা অর্দ্ধাশনে হিন্দুরমণী কাতরা নহেন। প্রাত্যহিক জীবনে, ধর্ম্মের অগণিত কঠোর অনুশাসন সমক্ষেও তাঁহারা ভক্তিবিমিশ্রিত ভয়ের সহিত হেটমুণ্ডে, যুক্ত-করে অবস্থান করিয়া থাকেন। হয়ত আধুনিক পরিমার্জ্জিত-রুচি নব্য সভ্য আমরা এই সকল দেখিয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিব, ইহা অন্ধকুসংস্কারপূর্ণা লজ্জাহীনা বর্ব্বরতা মাত্র!

তাই প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ—আমরা এখন তাহা মানিতে চাহি না। আমরা শিক্ষিত—আমরা পরিমার্জ্জিত-রুচি—আমরা হেতুবাদের পরিপোষক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখনকার যুগ বিশ্বাসের যুগ ছিল, আর এখনকার যুগ যুক্তির। সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এখনও বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ সেই সকল পুরাতন বিধি নিয়ম ধার্য্য বলিয়া মানিয়া চলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অন্ধ (!!) বিশ্বাস যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত প্রদীপের মত প্রভাহীন হইয়া যাইতেছে। অন্ধতমোরাশিসমাচ্ছন্না নিস্তব্ধা সুপ্তারজনীতে স্বল্প-খদ্যোত শোভিত-তরুরাজিপরিবেষ্টিত শান্ত-বাপী জলে যেমন খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক এক একবার জ্বলিয়া উঠে, আবার পার্শ্বস্থ

* নব্যভারত। "মল্লিখিত মানুষ ও সমাজ"

নিশিথিনীর তামসময়ী অন্ধকারের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়, সেই প্রকার রমণীদিগের যাহারা গুরু—রমণীদিগের যাহারা শিক্ষক, তাহারা উক্ত বিধি নিয়ম যথার্থত চাহে না, বরং উহাদিগকে উন্মাদগ্রস্ত বিকৃত-মস্তিষ্কের অর্থহীন-প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে। মানব অনুকরণ-প্রিয় এবং শিষ্য বা শিষ্যা গুরুদেবেরই অনুকরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু * "মনের সহিত দেহের যে অতি-ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আহারের তারতম্য বা ভিন্নতা অনুসারে আমরা কেবল যে শারীরিক অবস্থা ভিন্নতা অনুভব করি, তাহা নহে, মানসিক অবস্থার ভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। ফলতঃ আমাদের মানসিক-অবস্থা যে বহুল পরিমাণে আমাদের শারীরিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আহারের ফলে উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি শারীরিক অবস্থার নানাবিধ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকলেই জানেন যে, সে বিকৃতি শুধু শরীরে সম্বন্ধ না থাকিয়া মন পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উদরাময় বল, শিরঃপীড়া বল শারীরিক যে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই মনের অবস্থারও ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয় ঘটে, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি স্বল্পাপাধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা যেসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি, সে সমস্তের সমান গুণ নয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ভক্ষ্য দ্রব্যে গুণাগুণের যে আলোচনা আছে, তা পাঠ করিলে জানা যায় যে, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি আমরাও নানাবিধ দ্রব্য ভক্ষণ করি একবার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকি কিন্তু বায়ু, পিত্ত প্রভৃতি বৃদ্ধি হইলে মানসি অবস্থারও বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটি থাকে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে মানসিক উগ্র ও চঞ্চলতা জন্মে, পিত্ত বৃদ্ধি হইলে রাগ যাদি বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে মানসি অবসাদ ও অলসতা হইয়া থাকে। এসক নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়, অস্বীকার করিবা যো নাই। কিন্তু এ সকল অতি-স্থূল-কথা—ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্বও আছে। ... ... কিন্তু স্থূলতত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, কেবল মা তদ্দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায় যে, আহার ভে মানসিক অবস্থার ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে আহার-বিশেষে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হ মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। কি যেখানে রাগদ্বেষাদি প্রবল, বা মনে শা স্থৈর্য্য প্রভৃতির অভাব, সেখানে ধ্যান ধার যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মচর্য্যার বিশেষ ব্যাঘা ঘটিয়া থাকে। চিত্ত-স্থৈর্য্য ও চিত্ত শু ব্যতীত ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। অতএব যে আহা চিত্ত-স্থৈর্য্য ও চিত্ত-শুদ্ধির বিরোধী, সে আহার ধর্ম্মচর্য্যারও বিরোধী। এবং যা ধর্ম্মচর্য্যার বিরোধী, তাহা আত্মারও বিরোধী ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথ বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না

* সাহিত্য—ফাল্গুণ, ১২৯৮।

এবং এই জন্যই আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহার ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।" এইত গেল আহার সম্বন্ধে স্থূল কথা। কিন্তু তিথি ভেদে আহার্য্য-সামগ্রীর মধ্যে কতকগুলি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আছে। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলেই প্রথমে বুঝিতে হয় "তিথি" কি।

প্রথমাধ্যায়।

তিথি প্রকরণ। তিথি কি, কেমন করিয়াই বা তাহার উৎপত্তি এবং ক্রমাভিব্যক্তি, সে সকল কথা সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নহে। তবে সেই সম্বন্ধে সাধারণ দুই চারিটি কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক।

তিথি—১। তন-ইথিন্ বাহুলকাৎ। নাদিলোপশ্চ

২। অত (সাতত্য গমনে) + ইথিন্। উনাদি।

তিথি—১। তনোতি বিস্তারয়তি চন্দ্রকলাং ইতি।

২। তন্যতে চন্দ্র কলা ইতি বা।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া, পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ পর্য্যন্ত দিন দিন চন্দ্রের যে জ্যোতি, তাহারই নাম তিথি ও চান্দ্রমাস।

"যে কাল বিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলারে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি।" "অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশিকলার নাম তিথি।"*

তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা। অমাবস্যার পর প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হ্রাস হয় তাহাকে কৃষ্ণ এবং যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল পক্ষ বলে। সূর্য্যমণ্ডল-বিনিঃসৃত চন্দ্র যে ত্রিংশদ্ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশ ভাগ গমন করিয়া থাকেন, তাহাই এক এক তিথি। রাশির পরিমাণ ১৫০ দণ্ড। তাহারই ১২ এর ৩০ ভাগে (অর্থাৎ ত্রিশ ভাগের বার ভাগে) ৬০ দণ্ড হয়। সুতরাং এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

* "চন্দ্রের প্রথম-কলা অগ্নি, দ্বিতীয়-কলা রবি, তৃতীয় বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষট্‌কার, ষষ্ঠ বাসব, সপ্তম ঋষি সকল, অষ্টম অজএকপাদ, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে

---

* "অমাষোড়শ ভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥
অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে॥"
সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

* বিশ্বকোষ।

ষোড়শ কলা সর্ব্বদা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে সোম ওষধিকে প্রাপ্ত হয়, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গো সকল তাহা পান করে, সেই গো সম্ভূত ক্ষার সমূহ অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক মন্ত্রঃপূত হইয়া যজ্ঞীয় অগ্নিতে পূত হয়, তাহাতে শশী পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।”

এখন দেখা যাউক কেমন করিয়া প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শীঘ্রগামী-চন্দ্র * সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নে এবং মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধ প্রদেশে অমাবস্যার দিন অবস্থান করে। সেই জন্যই সমুদয় সূর্য্যরশ্মি চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়। চন্দ্রের নিম্ন বা পার্শ্বদেশ—কোনও দিক্ দিয়াই আর রবিরশ্মি প্রকাশিত হইতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের এইরূপ গতিবিশেষের জন্য এবং সূর্য্যের কিরণ সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয় বলিয়াই আর চন্দ্রমণ্ডল একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরে শীঘ্রগতি দ্বারা সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়া চন্দ্র পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া থাকে এবং সূর্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং এই সময়েই চন্দ্রের সেই পঞ্চদশ অংশের একাংশ দর্শনযোগ্য হয়। সেই প্রথম ভাগ দিয়া সূর্য্যরশ্মি বহির্গত হইবার নিমিত্ত সকলেই সেই ক্ষীণ নবোদিত চন্দ্রের প্রথম কলা দেখিতে পায়। ঐ কলানিষ্পত্তি পরিমিত কালই প্রতিপদ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতেও এইরূপ হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বেদ পণ্ডিতগণ স্ফুটগণনা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে পর এক একটী তিথি হয়। এই প্রকারে ৩৬০ অংশ গমন করিলে পর প্রতিপদাদি একটী তিথি হইয়া থাকে।

চন্দ্রের যে অর্দ্ধাংশ আমরা দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন তপনকিরণ-সম্পাতে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত এবং উজ্জ্বল থাকে, সেই সময় তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিনই পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল রবিকরোদ্ভাসিত অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই জন্যই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছে।

তিথিগত ধাতু বিকার

প্রতিপদাদি-তিথির উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পাই যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন তিথির সহিত মনুষ্যশরীর সম্বন্ধবদ্ধ; অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত

* সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামী চন্দ্রঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী সূর্য্যঃ তথা সতি তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্রমণ্ডলং অন্যূনমনতিরিক্তং সূর্য্যমণ্ডলস্যাধোভাগে ব্যবস্থিতংভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেনাভিভূতত্বাৎ চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপরিতনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশৌ দ্বাদশভিরংশৈঃ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তথা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভাগেষু দর্শনযোগ্যঃ ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধীয়তে। তৎকলানিষ্পত্তি পরিমিতকালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি এবং দ্বিতীয়াদিষ্বপ্যবং।”

সিদ্ধান্তশিরোমণি।

কফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন তিথিতে কোন ধাতু হয়ত অতিশয় উষ্ণ হয়, কোন ধাতু অতিশয় স্নিগ্ধ হয়—কেহ বা অতিশয় উগ্র, কেহ ঈষদুষ্ণ—আর কেহ বা অতিশয় চঞ্চল এবং কেহ ঈষচ্চঞ্চল ভাব ধারণ করে। ভিন্ন ঋতুতেও মানবশরীরে এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। কেন যে মানবধাতু এই প্রকার বিকার ভাবাপন্ন হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইরূপই যে হইয়া থাকে ইহা জানা থাকিলেই হইল। * তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে,

প্রতিপদে—শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণ রসাশ্রিত হয়।

দ্বিতীয়ায়—পৈত্তিক-ধাতু অতীব উষ্ণ হয় এবং বায়ুও রুক্ষ হয়।

তৃতীয়াতে—শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু ক্রুর ভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রুরতায় ধমনীতে অতিশয় শারীরিক রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।

চতুর্থীতে—শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উভয় ধাতুই রুক্ষ হয়, সেই সঙ্গে বায়ুও ক্রুর ভাব ধারণ করে। এতদুভয় ধাতুর রুক্ষতায় এবং বায়ুর ক্রুরতায় মলাধারস্থ মল যথাযথরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না। তাই বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়। ধাতুদ্বয়ের উক্ত বিকার-নিবন্ধন কোষ্ঠ সমুচিত পরিষ্কার না হওয়ায়, মলাধারে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় এবং "উদ্বেগ" অর্থাৎ আমরোগোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে।

পঞ্চমীতে—পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হয়।

ষষ্ঠীতে—শৈত্যের ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সপ্তমীতে—রক্ত এবং পিত্ত উভয়ই তরল হয়।

অষ্টমীতে—পাকস্থলী দুর্ব্বল হয়, সুতরাং অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

নবমীতে—শ্লেষ্মা উষ্ণ হয় ও সেই সঙ্গে বায়ুও কুপিত হয়।

দশমীতে—অম্লের সহিত ক্রুরপিত্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একাদশীতে—শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরোৎপাদক-রসের সঞ্চার হইয়া নাড়ী ভারাক্রান্ত হয়।

দ্বাদশীতে—রক্ত এবং ক্রুরশ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বায়ু ক্রুর ভাব ধারণ করে।

ত্রয়োদশীতে—বায়ু মন্দগামী এবং রক্ত অত্যন্ত গাঢ় হয়। বায়ু মন্দগামী হইবার জন্য সেই গাঢ় শোণিত যথোপযুক্তরূপে মানব-শরীরে চালিত হইতে পারে না, স্থানে

---

* "পক্ষদ্বয়ে প্রতিপদি কফ ধাতুভবেৎ পুনঃ।
লবণেন সমাযুক্তো দ্বিতীয়ায়াং তথৈবচ।
পিত্ত ধাতুশ্চ বায়ুশ্চ ক্রমাচ্চ ভৃশ মুষ্ণতাং।
তীক্ষ্ণত্বঞ্চ সমাপ্নোতি তৃতীয়ায়াঞ্চ শোণিতং॥
অত্যন্তমুষ্ণতাং প্রাপ্তং বায়ুশ্চ ক্রুরতাং গতঃ।
ক্রুরেণ বায়ুনারক্তং নাড়ীভাবেন চালিতং॥
চতুর্থ্যাং পিত্ত ধাতুশ্চ শ্লৈষ্মিকো ধাতুরেবচ।
দ্বৌধাতূরুক্ষতাং প্রাপ্তৌ বায়ুশ্চক্রুরভাবগঃ॥
রুক্ষাভ্যাঞ্চ তদা তাভ্যাং ক্রুরভাবেন বায়ুনা।
মলাধারান্মলং সর্ব্বং নিঃসৃতং ন যথোচিতং॥
তেনৈব হেতুনাধীরবেদনোদ্বেগ এবচ।
ভবেৎ তেনাহ লোকানাং আমরোগস্য লক্ষণং।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।
তান্ত্রিক চিকিৎসা শাস্ত্র।

স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্যই দূষিত ভাব ধারণ করে।

চতুর্দ্দশীতে—"অপান বায়ু" (গুহ্যদেশস্থ বায়ু) উর্দ্ধগামী হওয়ায় "আনাহ" (কোষ্ঠবদ্ধ ও মূত্ররোধক রোগ) রোগ এবং উদর ও স্তম্ভিত হইবার সম্ভাবনা।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়—চন্দ্রের ষোড়শকলার ক্রিয়া কাল পূর্ণতালাভ করায়, শৈত্যের পর উষ্ণতা এবং উষ্ণতার পর শৈত্যের সঞ্চার হয়।

[কৃষ্ণ পক্ষে উষ্ণতা ও শুক্লপক্ষে শৈত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাস ও উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত শৈত্যের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। শীতোষ্ণতায় এই হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় বিনা অত্যাচারেও স্বভাবতঃই কিছু অধিক পরিমাণ কফ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। নাড়ীতে এই প্রকার কফ সঞ্চার নিবন্ধন পাচিকা শক্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে এবং শরীরে কফোৎপত্তি লক্ষণও আংশিক প্রকাশিত হয়।

প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিতে ধাতুবিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় পক্ষের তিথি সম্বন্ধে ঐ একই কথা।

তিথিগত ধাতুবিকার হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিকার (অর্থাৎ স্বাভাবিক ধাতুর অস্বাভাবিক-ভাবপ্রাপ্তি) উপশমের চেষ্টা করিয়া উপশম করিতে পারিলে অনাময় এবং না পারিলে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিলে, অগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত ভিন্ন নির্ব্বাপিত হয় না। আহার বিহার প্রভৃতি দ্বারাই আমরা আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগুলির পোষকতা করিয়া থাকি। বিহারের কথা এখন ছাড়িয়া দিতেছি। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, কিরূপে আহারের দ্বারা ধাতুবিকারের পোষকতা করা হয়? কথাটী অবশ্য নিতান্তই সহজ ও সরল। তত্রাচ তাঁহাদিগের জন্য বলিতে হয় যে, যে দ্রব্যের সহিত যে বিকারের পরিপোষকতা সম্বন্ধ আছে, সেই দ্রব্য সেই বিকারের পোষকতা করে! স্থূলভাবে উত্তর দিতে গেলে ইহার অধিক আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিপদাদি তিথিতে নিষিদ্ধ, দ্রব্য সমূহের তালিকা।

যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য আছে, তেমন পৃথিবীর সকল দ্রব্যেরই আপন আপন নিজ স্বগুণ আছে সুতরাং আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার (পান ভোজন ইত্যাদি) করিয়া থাকি, তাহার সমস্তই এই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। অন্যান্য দ্রব্যের কথা পরিত্যাগ করিয়া আহার্য্য সামগ্রীর বিচারে অগ্রসর হওয়া যাউক।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদিগের আহার্য্য সামগ্রীর সংখ্যা বড় কম নহে। পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন খাদ্য সামগ্রীর সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ "গোলালুর" নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ১৭৯২ সালে গোলালু প্রথমে ভারতে আনীত হইয়াছে। যাহাহউক, আমাদিগের আহার্য্য সকল দ্রব্যগুলির গুণাবধারণ করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নয়। তাই, প্রতিপদাদি তিথিতে যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, কেবল তাহাদিগেরই গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

গুণনির্দ্ধারণ করিবার অগ্রে, কোন্ তিথিতে কোন্ সামগ্রী ভক্ষণ করা অবৈধ, তাহাই স্থির করা আবশ্যক। নিম্নলিখিত তালিকাটী "তিথি-তত্ত্ব" হইতে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা হইতেই, কোন্ তিথিতে কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজন করা অনুচিত, তাহা জানা যাইবে।

(তালিকা)

পক্ষ	তিথির নাম	নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম	ঐ সকল দ্রব্যের সাধারণ নাম
শুক্ল এবং কৃষ্ণ	প্রতিপদ	কুষ্মাণ্ড	কুম্ড়া
ঐ	দ্বিতীয়া	বৃহতী	বিলাতি
ঐ	তৃতীয়া	পটোল।	পটোল
ঐ	চতুর্থী	মূলক।	মূলা
ঐ	পঞ্চমী	বিল্ব।	বেল
ঐ	ষষ্ঠী	নিম্বক।	নিম
ঐ	সপ্তমী	তাল।	তাল
ঐ	অষ্টমী	নারিকেল।	নারিকেল
ঐ	নবমী	তুম্বা বা অলাবু।	লাউ
ঐ	দশমী	কলম্বা।	কল্মি শাক
ঐ	একাদশী	শিম্ব।	সিম
ঐ	দ্বাদশী	পুতিকা।	পুঁইশাক
ঐ	ত্রয়োদশী	বার্ত্তাকু।	বেগুণ
ঐ	চতুর্দ্দশী	মাষকলায়।	মাষকলায়
ঐ	অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা	মাংস।	মাংস

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই স্থানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, জীবের মুক্তি অর্থে কাহার মুক্তি হইল, অর্থাৎ চিত্তের ও বুদ্ধিতত্ত্বের মুক্তি, অথবা চিত্ত ও বুদ্ধিস্থ-চিদাভাসের মুক্তি হইল? আপত্তিকারিগণ এইরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, যদি চিত্ত বা বুদ্ধিতত্ত্বের মুক্তি হয়, তাহা হইলে যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ অস্তিত্ব (যাহা চিরকাল আছে) কখন নাস্তিত্ব (তাহা নাই) বা নাস্তিত্ব কখন অস্তিত্ব হইতে পারে না, এক চৈতন্য ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, সমস্তই কল্পনা বা কল্পনার ছায়া মাত্র, সুতরাং ঐ কল্পনা বা কল্পিত-বুদ্ধির মুক্তি অসম্ভব। যদি চিদাভাস বা চৈতন্যের প্রতিবিম্বের মুক্তি বলা হয়, তাহা হইলেও নিতান্ত হাস্যজনক হয়, যেহেতু চৈতন্য বা জ্ঞানের আভাস বা প্রতিবিম্ব কোন বস্তু নহে। উহাও চৈতন্য বা জ্ঞানের ছায়া মাত্র, সুতরাং প্রতিবিম্ব বা ছায়ায় উন্নতি, অবনতি, বন্ধ, মুক্তি, ইহার তুল্য হাস্যজনক বিষয় আর কি হইতে পারে?

অতএব জীবের অবনতি, উন্নতি, বন্ধ, মুক্তি প্রভৃতি আকাশ-কুসুম ও মরিচিকার জলভ্রান্তি তুল্য। বেদান্তও তাহাই বলেন যে ঘটাকাশ ও যাহা মহাকাশ ও তাহাই এবং দর্পণাভাব হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না, তৎকালে যাহার প্রতিবিম্ব সেই প্রকৃত বস্তু থাকে (এই প্রবন্ধের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মহর্ষি দত্তাত্রেয় তাঁহার অবধূতগীতায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে এক ব্রহ্ম ব্যতীত জীব বা জড় কোন পদার্থ নাই যথা—

আত্মানং সততং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈকং নিরন্তরম্।
অহং ধ্যাতা পরং ধ্যেয়ং অখণ্ডং খণ্ড্যতে কথং॥
ন জাতো ন মৃতোঽসি ত্বং ন তে দেহঃ কদাচন।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ॥
জন্ম মৃত্যুর্ন তে চিত্তং বন্ধমোক্ষৌ শুভাশুভৌ।
কথং রোদিষি রে বৎস নাম রূপং ন তে ন মে॥

বঙ্গার্থ। সমস্তই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই। যখন আত্মা অখণ্ড, তখন আমি ধ্যানকারী, তিনি (ব্রহ্ম) ধ্যেয়, এক আত্মা দুই ভাগে কিরূপে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ অখণ্ড বস্তু কি প্রকারে খণ্ডিত হইবে? তুমি জন্ম গ্রহণও কর নাই, মরিবা না এবং দেহও কিছুই নহে, সমস্তই যে ব্রহ্ম, ইহা বহু শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। তোমার জন্ম মৃত্যু বা চিত্তের বন্ধ মোক্ষ শুভ ও অশুভ কিছুই নাই এবং নাম রূপ তোমার বা আমার নহে, অতএব বৎস! কেন রোদন কর।

হরি বোল হরি! সমস্ত মীমাংসা করিয়া আসিয়া আবার ফিরে গণ্ডুষ! সুতরাং মীমাংসার সার মর্ম্ম সরল ভাবে এস্থানে

উদ্ধৃত না করিলে ঐ কুটতর্কের মীমাংসা কঠিন হইবে, মীমাংসার সার এই—

১। এক জ্ঞান বা চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, ইহাই সচ্চিদানন্দব্রহ্ম।

২। জ্ঞান বলিলে জ্ঞানের এক দিকে জ্ঞাতা, আর এক দিকে জ্ঞেয় বস্তু চাই এবং উভয়ের সংযোজক জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তিও চাই। যেমন আমাদের হৃদয় ও পৃষ্ঠ-পঞ্জরের মধ্যে মেরুদণ্ড আছে, উহার এক পার্শ্বে হৃদ-পদ্ম সহিত বক্ষ ও অন্য পার্শ্বে অস্থিময়-পৃষ্ঠ হইতেছে, সেইরূপ জ্ঞানক্রিয়া শক্তির এক দিকে জ্ঞাতা, অন্য দিকে জ্ঞেয় রহিয়াছে। জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তি থাকিতে পারে না, আবার জ্ঞাতা যাহা জ্ঞাত হইবে, সেই জ্ঞেয়-বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তিরও কোন অর্থ থাকে না অতএব এক জ্ঞান বলিলে তাহার তিনটী অঙ্গ জ্ঞাতা, জ্ঞানের ক্রিয়া, শক্তি এবং জ্ঞানের বিষয়, এই তিনটী আবশ্যক।

৩। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই পরিবর্ত্তন শীল, অর্থাৎ বিষয় মাত্রেই পরিবর্ত্তন-শীল, কল্য যাহা জল ছিল, অদ্য তাহা বাষ্প হয়, আবার অদ্য যাহা বাষ্প দেখ, কল্য তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু ঐ জল-জ্ঞান, বাষ্প-জ্ঞান, বায়ু-জ্ঞান পৃথক পৃথক হইলেও উহার জল, বাষ্প, বায়ু বাদ দিলে জ্ঞাতাই জ্ঞান, উহা অদ্বিতীয় উহার পরিবর্ত্তন নাই।

৪। যখন এক নিত্য-জ্ঞাতা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন জ্ঞেয়-বিষয় কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং জ্ঞেয়-বিষয় জ্ঞাতার জ্ঞান ক্রিয়া শক্তির ভাব প্রবাহ মাত্র।

৫। জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি অর্থে; এক দিকে জ্ঞানানুভূতি-প্রকাশ-শক্তি, অন্য দিকে জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ বা সৃষ্টি শক্তি বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে দুইটিই এক শক্তি জ্ঞানানুভূতির বাহ্য বিকাশ, যাহা জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ্য তাহাই।

৬। জ্ঞানানুভূতির প্রকাশ বলিতে হইলে কোন একটী ভাবকে বোধ বা অনুভব করা বুঝায়, মনে কর একটী সিংহ কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু আমার যদি কখন সিংহ জ্ঞান বা বোধ না থাকে, তবে আমি কি কখন চিন্তা দ্বারা সিংহ কল্পনা করিয়া একটী সিংহ মূর্ত্তি জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি? কিন্তু চিন্তা বা কল্পনা ব্যতীত ভাবের বিকাশ হয় না। অতএব ঐ জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি প্রথমতঃ বোধ বা অনুভূতি রূপে প্রকাশ হইয়া মানসক্ষেত্রে চিন্তা বা কল্পনা রূপে ভাবের আকার নির্ম্মাণ করে, আবার ঐ আকার প্রথমোক্ত অনুভূতি বা বোধ রূপে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করেন। ঐ আদি ভাবসমূহই বিষয়-বীজ, উহাই দৃশ্যজগতের বীজস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র। যখন মূল বিষয় পাঁচটী, তখন অনুভূতি মূলে পাঁচ প্রকার হওয়া আবশ্যক, ঐ পাঁচ প্রকার অনুভূতির দ্বার-স্বরূপ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্ব। যখন জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে, তখন ঐ বিষয় রূপ ভাব সমূহ এবং তাহার অনুভূতি, মূল-শক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, ঐ জ্ঞান বুদ্ধি ও মনের অগোচর ও অপর পারস্থিত। যেহেতু, জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তি

হইতে ভাবগ্রাহি বুদ্ধি মন, এবং বুদ্ধি মনের দ্বার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-তত্ত্বের বিকাশ হয়। যখন ঐ ভাব-সমূহ শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত হয়, তখন ঐ ভাব গ্রাহি বুদ্ধি মনও ঐ ক্রিয়া শক্তির মধ্যেই বিলীন হয়। কেবল মাত্র নিত্য জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্র; যাহা অবশিষ্ট থাকে, ঐ নিত্য জ্ঞানই জ্ঞাতা (সৎ-চিৎ-আনন্দ) নিত্যই সৎ (অস্তিত্ব) জ্ঞানই চিৎ ঐ জ্ঞাতাই স্বয়ং চিদানন্দময়, অতএব বিষয় রূপ ভাব সমূহ জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তির কল্পনা মাত্র। নিত্য জ্ঞানানন্দের (জ্ঞাতার) বন্ধ মুক্তি কিছুই নাই।

৭। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কল্পিত ভাবের মধ্যে জ্ঞানাভাস আছে এবং ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রিয়া শক্তি ত্রিগুণান্বিতা, তন্মধ্যে তমোগুণ কর্ত্তৃক ঐ ভাব সমূহ মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থে পরিণত হইলে তদভ্যন্তরস্থ জ্ঞানাভাস অপ্রকাশ হয়। তদনন্তর ঐ জড়স্থ গূঢ় সত্ত্ব ও রজোগুণের বিকাশ হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত মত প্রাণ মন ও বুদ্ধি তত্ত্বের বিকাশ হয়, অর্থাৎ যেন প্রস্তর বা মৃত্তিকা নানা জাতীয় উজ্জ্বল তৈজস-তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া লইয়া উহাদের রাসায়নিক শক্তি প্রভাবে উজ্জ্বল মণি বা উজ্জ্বল কাচে পরিণত হইয়া তদ্বারা যেন বুদ্ধিরূপ দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতে (ব্রহ্মাণ্ডে) যত প্রকার ভাব (অর্থাৎ ভাবময় সূক্ষ্ম ও স্থূল তত্ত্ব) আছে, সেই সেই সমগ্র-ভাবের (অর্থাৎ ভাবময় সূক্ষ্ম ও স্থূল তত্ত্বের) এক এক কণা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রিত হইয়া একটী সংশ্লিষ্ট ভাবময়-কেন্দ্রে পরিণত হয়। উহাতে দৈব, আসুরিক, পৈশাচিক, পাশব, জাড্য প্রভৃতি সমস্ত ভাবের কণা অর্থাৎ কিয়ৎ-পরিমাণ অংশ থাকায়, উহাকে পূর্ণের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলা যায় (উহাই মানব তত্ত্ব) এই জন্য মানবকে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলে।* ঐ সংশ্লিষ্ট-ভাবময় কেন্দ্রিক-দর্পণে যে চৈতন্য বা জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাও তদাকারে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, মানবাত্মা ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা তাঁহার পুত্র-স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ছায়া বা প্রতিবিম্ব এই দুইটী বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, ছায়া দ্বারা বস্তু আবৃত হয়, কোন স্থূল-বস্তুর ছায়া সূক্ষ্ম-বস্তুর উপর পড়িলে ঐ সূক্ষ্ম-বস্তু স্থূল-বস্তুর ছায়ায় ঢাকিয়া যায়, কিন্তু প্রতিবিম্ব সেরূপ নহে, ইংরাজিতে ছায়াকে Shed ও প্রতিবিম্বকে Refliction কহে, অস্পষ্টবস্তুর আলোকে বস্তুর যে যৎসামান্য স্থূল আভাস পড়ে, তাহাই ছায়া এবং উজ্জ্বল-দর্পণে বস্তুর যে পূর্ণাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, উহাকে প্রতিবিম্ব কহে! পার্থিব অন্যান্য-জীব দুই চারিটার ভাবের ছায়া মাত্র এবং মনুষ্য পূর্ণ ভাবময় জ্ঞানাভাসের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার ভাব আছে, সেই সমস্ত ভাব অংশতঃ মনুষ্যে আছে, তবে ভাবের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার পরিমাণের ন্যুনাতিরেক অনুসারে বুদ্ধিরূপ কেন্দ্রিক-দর্পণের উজ্জ্বলতা ও

* হিন্দু-পত্রিকায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৩।৪।৫।৬ সংখ্যায় ৫৩ পৃষ্ঠায় আমার কৃত মুক্তি ও অমরত্ব প্রবন্ধের প্রারম্ভে ১হইতে ৪ ছত্র এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

মলিনতা নির্ভর করে, তদ্ধেতু প্রতিবিম্ব ও (Refliction) স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হয়। এই জন্য মনুষ্যের মধ্যে কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী, কেহ বিষয়ী ইত্যাদি।

৯। উপরোক্ত এক একটী ভাবময়-তত্ত্ব মানুষের মানসিক ও শারীরিক এক একটী বৃত্তির এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা-তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বাদশ আদিত্য, জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অংশুমান্ রবি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কোন কোন মতে মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য—* স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিকপাল, রসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ইত্যাদি। দয়া, ক্ষমা, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি অন্তবৃর্ত্তির অধিষ্ঠাতা দেব, অসুর, পিশাচ প্রভৃতি আছে, উহারাই মানবের শারীরিক ও মানসিক এক একটী বৃত্তি প্রকাশের সাহায্য-কারক। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মানবে তাহার ক্ষুদ্র ২ অংশ থাকায় এ সকল অংশ একত্রিত হইয়া মানবের বুদ্ধি-মন-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইয়াছে। ঈশ্বর যেমন সমগ্র-জগতের কেন্দ্র, মানব সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ২ অংশ বা ভাব সমষ্টির কেন্দ্র। ঈশ্বর জ্ঞান বা চৈতন্যময়, এই জন্য চিৎ-দর্পণই তাঁহার জ্ঞান-প্রকাশের শক্তি, মানব ঐ জ্ঞান বা চৈতন্যের ভাবরূপ চিত্ত বা অন্তঃকরণময়, এই জন্যই চিত্ত-দর্পণে এ চৈতন্যের ভাবময় প্রতিবিম্ব বিকাশ হয়।

১০। উজ্জ্বল দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ার সংক্ষেপ হেতু এই যে, যেমন শব্দ কম্পনগতি (Vibration of sound) দ্বারা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। রূপ (অর্থাৎ বস্তুর বর্ণ বা রং) কম্পনগতি (Vibration of colour) দ্বারা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ বস্তুর তৈজসরূপ বা বর্ণ এ কম্পন গতি দ্বারা দর্পণেও প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এ দর্পণস্থ-বিম্ব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, প্রকৃত-বস্তুর মুখ যে দিকে থাকে, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের মুখ তাহার বিপরীত দিকে থাকা চক্ষে অনুভূত হয়, প্রথমতঃ বস্তুর রূপ বা আকৃতি জিনিষটা কি স্থির হইলে উহার প্রতিবিম্ব যে কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পদার্থে যে সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, এ আলোক সেই পদার্থের অণুসকলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তদাকার ধারণ করে, উহাকেই রূপ বা আকৃতি বলে। এ আকৃতি পূর্ব্বোক্ত অণুপ্রতিবিম্বিত জ্যোতি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এ আণব জ্যোতি পূর্ব্বোক্ত কম্পন দ্বারা জ্যোতির ফোকস্ (Focus) স্বরূপ যে চক্ষু, এ চক্ষুতে প্রতিভাত হয়। জ্যোতিও তৈজস, চক্ষুও তৈজস, দর্পণও তৈজস, তদ্ধেতু দর্পণেও এ অণুবিম্বিত জ্যোতি প্রতিভাত হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, প্রতিবিম্ব পদার্থ শূন্য নহে, ঐ প্রতিবিম্ব পদার্থের অণুমিশ্রিত

* সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভেদে বিষ্ণু এবং সূর্য্য, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র একই তত্ত্ব মৎকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, হিন্দু-পত্রিকায় ৩য় খণ্ডের ১ম ২য় সংখ্যা ২১ পৃঃ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা।

জ্যোতি হইতেছে অতএব উহা তৈজস অণু।

১১। এখন ভয়ানক কঠিন-সমস্যা, যাহাকে আমরা রূপ বা জ্যোতি বলি, জ্ঞানের বা চৈতন্যের সেই প্রকার রূপ বা দৃশ্য-পদার্থ প্রতিবিম্বত জ্যোতি নাই, উহা নিরাকার, তবে উহার (অর্থাৎ নিরাকার চৈতন্যের) প্রতিবিম্ব কিরূপ হইবে? এই জন্য এই প্রবন্ধের প্রথমেই কথিত হইয়াছে যে, অন্তর্জগতের ভাষা নাই, বাহ্য-জগতের ভাবের যে সকল ভাষা আছে, তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলনা হয় না, তবে বাহ্য দৃষ্টান্তের সহিত অংশতঃ কিঞ্চিৎ মিল থাকায় সেই সেই বাহ্য জগতের একদেশ ব্যাপী দৃষ্টান্ত খাটাইয়া লইতে হয়, তদ্ভিন্ন ভাষা দ্বারা প্রকাশের উপায় নাই।

১২। যেমন সূর্য্যের আলোক কোন বাহ্য-বস্তুর উপর পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করিয়া দর্পণে সেই আকার প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানাভাস অন্তঃকরণে যে ভাবের আকার ধারণ করে, তাহা বুদ্ধিতে তদাকারে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ যেমন জ্যোতির ফোকস্, বুদ্ধি সেইরূপ জ্ঞানের ফোকস্। সূর্য্যের জ্যোতি বাহ্য বস্তুর ভাব প্রকাশ করে, জ্ঞানের জ্যোতি অন্তরের আধ্যাত্মিক-ভাব প্রকাশ করে, উভয়ই প্রকাশ স্বরূপ * অতএব বুদ্ধিস্থ জ্ঞান-বিম্ব একেবারে অবস্তু নহে,* উহা বুদ্ধিস্থ সমূহের সহিত অবিমিশ্রত থাকায়, বুদ্ধি যতই নির্ম্মল হইবে, ভাবময় জ্ঞান-বিম্বের ততই অধিক বিকাশ হইবে।• এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত ভাব-জ্ঞানই জীবাত্মা, সুতরাং বুদ্ধি যতই নির্ম্মল হইবে ও অণুবীক্ষণ দর্পণের ন্যায় হইবে ভাব জ্ঞানময় জীবাত্মার ততই অধিক বিকাশ হইবে (অর্থাৎ জ্ঞানমণ্ডল বৃহৎ ও স্পষ্টীকৃত হইবে) ও জীব মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে।

১৩। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট ভাব সমষ্টির কেন্দ্রই মানবত্ব, যখন ঐ কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন চিত্ত দর্পণরূপ বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও জ্ঞান জ্যোতি ধারণোপযোগী হইয়া নিত্য জ্ঞান প্রকাশরূপিণী (চিদ্দর্পণ সদৃশা) বিদ্যার অঙ্গীভূত হইবে এবং জীবাত্মাও পূর্ণ ভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া মুক্ত ও সর্ব্বেশ্বরের অঙ্গীভূত হইবেন।

১৪। এক্ষণে জীবাত্মার দিক দিয়া দেখিলে জীবের অবনতি, উন্নতি, বদ্ধ মুক্তি, সমস্তই আছে, পরমাত্মার দিক দিয়া দেখিলে

টীকা * সূর্য্যের জ্যোতি দ্বারা ভূর্ভুবস্ব অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ বিকাশিত হয় এবং সেই দেবের অর্থাৎ দীপ্তিমান সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ ভর্গ হইতে বুদ্ধি প্রেরিত অর্থাৎ বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, অতএব ভৌতিক-জ্যোতি ও আধ্যাত্মিক-জ্যোতি উভয়ই প্রকাশ স্বভাব।

* চৈতন্য নিরাকার হইলেও জীবের বুদ্ধি মন একেবারে নিরাকার নহে। তবে ঐ বুদ্ধি মনের রূপ আমাদের স্থূল-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, মন বুদ্ধির সূক্ষ্ম জ্যোতি বা বর্ণ আছে; যোগ বলে তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আধুনিক কোন যোগী মানস জ্যোতি বা বর্ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনেও অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিলে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় দেবতা-দিগের রূপ দর্শন হইতে পারে বর্ণিত আছে। (বেদান্ত দর্শন পাদ সূত্র পৃষ্ঠা)

এক নিত্য জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই কেন না, এই জগৎ তাঁহার শক্তির ভাব প্রবাহ মাত্র। ঐ এক একটী ক্ষুদ্র ২ ভাবের মধ্যে জ্ঞানাভাস যাহা অণুর ন্যায় * প্রবিষ্ট হইয়া সেই ভাবের অধীন হয়, সেই অনুপ্রবিষ্ট ভাবরূপ অন্তঃকরণে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা ও নানাভাব সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বুদ্ধি ও উজ্জ্বল হয়। ও ঐ বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞান-মণ্ডল পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা কল্পিত ভাবের আবরণাংশ দূরীভূত এবং নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ প্রকাশাংস সত্তা-জ্ঞানের অধীন হয়। যত দিন ভাবের কল্পিত আবরণ অর্থাৎ ভ্রান্ত-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয়, তত কাল বুদ্ধিতে ভাবময় জ্ঞানাভাস সেই সেই ভাবে বা ভাবাকারে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু কল্পিত আবরণ দূরীভূত হইলে ভ্রান্ত জ্ঞান দর্পণ-রূপা বুদ্ধির ভ্রান্তি দূরীভূত হয় এবং তাহা নিত্য জ্ঞান দর্পণের সহিত মিলিত হয় ঐ নিত্য—জ্ঞান—দর্পণই বিদ্যা বা মহাশক্তি, উহাই ভগবদ্গীতোক্ত মহদ ব্রহ্ম, উহাই পুরাণোক্ত মহৎ বুদ্ধিরূপা ভবানী।

যত কাল জীবাত্মা মুক্ত না হয়, ততকাল দিবা রাত্রের ন্যায় ইহ পরলোক গতায়াত করে, পরলোকই পূর্ব্বোক্ত পিতৃলোক। কিন্তু সাধনা দ্বারা জীবে সুখময়—স্বর্লোকস্থ বিশেষ—কোন (উচ্চতর) দেবত্বের অধিক বিকাশ হইলে তাহার আকর্ষণে জীব (মরণান্তে) পিতৃলোকের পরিবর্ত্তে স্বর্লোকে গমন করিয়া যে পরিমাণ সুখের বিকাশ হয়, সেই পরিমাণ কাল স্বর্গসুখানুভব করিয়া ঐ সুখ ভোগান্তে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার লইয়া পুন জন্ম গ্রহণ করে* এবং ক্রমে ২ সাধনা দ্বারা যতই জ্ঞান জ্যোতি বিকাশ হয়, জীবাত্মা ততই মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

এতাবতায় সাব্যস্ত হইল বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত ধী মনোময় জ্ঞানই জীবাত্মা, উহারই ইহ পরোলোক গমন, উন্নতি, অবনতি, বন্ধ, মুক্তি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ঐ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জ্ঞানাভাস মনোময় হইয়া স্নায়ুযোগে ইন্দ্রিয় ও দেহের প্রত্যেকাংশে ব্যাপ্ত হওয়ায় দেহাত্ম-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ দেহেই আমি এই জ্ঞান হয় ও দেহের সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ জ্ঞান হয়। ক্রমে সাধনা দ্বারা যতই অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞানের বিকাশ হয়; ততই দেহাত্ম জ্ঞান মানসাত্ম-জ্ঞানে মানসাত্মজ্ঞানে বুদ্ধ্যাত্ম এবং বুদ্ধ্যাত্ম জ্ঞানে সত্যপরমাত্ম জ্ঞানে পরিণত হয়। এক্ষণে একটী তর্ক উঠিতে পারে যে, সাংখ্য মত খণ্ডনের সময় কথিত হইয়াছে যে, সাংখ্যের পৃথক ২ পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া কীটাণু হইতে মানব যোনি ভ্রমানান্তর মুক্তি লাভ করিয়া যাহা ছিল

* উহা ভৌতিক পদার্থের অণুর ন্যায় নহে, যেমন আমাদের মনে যে সামান্য এক একটী ভাব বা চিন্তা উদিত হয়, উহা আমাদের মূল জ্ঞান প্রতিবিম্বিত সমষ্টি ভাবের এক একটী ক্ষুদ্র অংশ বা অনুরূপ প্রোক্ত অণু তদ্রূপ।

টীকা * তেজ, জ্যোতি, আকর্ষণ বিক্ষেপণ প্রভৃতির প্রকৃত মৌলিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে স্বর্গের রহস্য ভেদ হইতে পারে, কিন্তু যোগবল ব্যতীত জড় বিজ্ঞান দ্বারা উহার প্রকৃততত্ত্ব আবিষ্কার হইতে পারে না।

তাহাই হয়, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য শূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন বিপক্ষবাদীরা বলিতে পারেন যে, তোমার বেদান্তোক্ত নিত্য-জ্ঞানের আভাস ও ভাব সংযুক্ত হইয়া জন্ম জন্মান্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনঃ নিত্য জ্ঞানে পরিণত হয়, অতএব চিদাভাসরূপী জীবের মুক্তি দ্বারা নিত্য জ্ঞান কি এক মাত্রা বৃদ্ধি হয়? যদি তাহাই হয়, তবে জ্ঞান নিত্য সত্য শাশ্বত অনন্ত ইত্যাদি বাক্যের অর্থ থাকে না, যদি জীবাত্মার মুক্তি দ্বারা নিত্য জ্ঞান পরবর্দ্ধিত না হয়, তবে সাংখ্যের মতের প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে; বেদান্ত মতেরও সেই দোষ দাঁড়ায়; তাহা হইলে এত লেখা লিখি বকা বকির আবশ্যক কি?

উপরোক্ত প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা এই পুনর্জন্ম তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, এই পুনর্জন্ম তত্ত্বে উহার এইরূপ উত্তরই যথেষ্ট, যে, সমুদ্রের জলবিন্দু কখন সমুদ্র পদ বাচ্য হইতে পারে না এবং আপনার দেহস্থ এক বিন্দু শুক্র কখনই আপনার পূর্ণ-দেহ নহে। এখন যদি অনন্ত সমুদ্রের একটি জলবিন্দু কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদ্র বিশেষে পরিণত হয় কিম্বা এক বিন্দু বীর্য্য পূর্ণ একটী মানুষ হয়, তবে ঐ অণুর বৃদ্ধিত্ব ও উন্নতি স্বীকার করিব না কেন? সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ঠিক যে অবস্থায় ছিল, মুক্ত হইয়াও ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু বেদান্তোক্ত জীবাত্মা তদ্রূপ নহে—বেদান্তোক্ত জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রতিবিম্ব একেবারে অবস্তু নহে, যেমন কোন বস্তুর প্রতিবিম্বে পূর্ব্ব বর্ণিত মত ঐ বস্তুর তৈজস অণু আছে, সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্বে চিদ্বীজ আছে, শাস্ত্রেও উহাকে চিদ্‌বীজ বলে, ঐ চিদ্‌বীজ প্রকৃতির গর্ভস্থ হইয়া শিশু জীবাত্মা রূপে প্রসূত হয়, সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আত্মজ সম্বন্ধ। প্রকৃত পক্ষে পুত্র পিতা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তবে পুত্র যেরূপ পিতার অংশ, জীবাত্মা পরমাত্মার তদ্রূপ অংশ নহে, উহা স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, এই জন্য আভাস বা প্রতিবিম্ব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কল্পিত ভাবের মধ্যে কল্পনাকারীর জ্ঞানের আভাস থাকে উহা দৃশ্য বস্তুর অণু বা অংশের ন্যায় নহে অথচ জ্ঞানের আভাস ও জ্ঞানের ন্যায় প্রকাশ স্বভাব, ঐ আভাস পূর্ণ প্রকাশ হইলে উহাই পূর্ণ জ্ঞান। অতএব জীব মুক্ত হইলে নিত্য সত্য—জ্ঞানময় হয়। অনন্ত নিত্য জ্ঞানের অংশাংশি বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এই জন্যই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, জীবাত্মার পক্ষ হইতে দেখিলে জীবের উন্নতি, বন্ধ, মুক্তি সমস্তই সম্ভব, নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মার পক্ষ হইতে দেখিলে আত্মার উন্নতি, বন্ধ, মুক্তি অসম্ভব, যেহেতু সত্য জ্ঞানের বিকাশ হইলে সমস্তই মায়াময় বন্ধ মুক্তি মায়ার কল্পনা মাত্র দৃষ্ট হইবে।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এই সৃষ্টি কল্পনা বা সৃষ্টি ক্রিয়া ও জীবের বন্ধ মুক্তি কি উদ্দেশ্য শূন্য ইহা কি ঈশ্বরের ক্রীড়া মাত্র অনন্ত কালই কি তিনি উদ্দেশ্য শূন্য ক্রীড়া করিতেছেন? এক এক সৃষ্টির প্রারম্ভও যাহা সমাপ্তও কি তাহাই? আ-

দার পুনরাবস্থা কি ঠিক সেই প্রকার? সৃষ্টির মূলতঃ উন্নতি, অবনতি কি কিছুই নাই?

ইহার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রশ্নের উত্তর পুনর্জ্জন্ম তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্গত। ঐ সৃষ্টিতত্ত্ববিশদরূপে লিখিতে হইলে একখানি গ্রন্থের ন্যায় প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ফলতঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মানব বুদ্ধির অগম্য হইলেও যখন মানবাত্মা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা তাঁহার নিত্য জ্ঞানের আভাস স্বরূপ (কেবল পার্থিব-ভাবের সহিত মিশিয়া ম্লান হইয়াছে) তখন সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্যজ্ঞান কিয়দংশ মানব মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইতে পারে, যাহাহউক এই ক্ষুদ্রতর জীব চিন্তারূপ সাধনা দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা পৃথক সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে যথাসাধ্য বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিব। *

তবে এখন সংক্ষেপতঃ এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট, যে অনন্ত সত্য জ্ঞানে এক অদ্বিতীয় নিত্য শাশ্বত, উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু সৃষ্টি পরিবর্ত্তন শীল এবং তাহার উন্নতি অবনতি থাকায়, কার্য্যে যাহা আছে, কারণেও তাহা আছে, অতএব বস্তুর যেরূপ উন্নতি আছে, সৃষ্টি ক্রিয়া শক্তিরও তদ্রূপ উন্নতি আছে। ঐ ক্রিয়া শক্তিই পূর্ব্ব বর্ণিত মত জ্ঞানের সৃষ্টি প্রকাশ্য (সত্ত্বময়) মহদ্দর্পণ স্বরূপ। মানবাত্মার মুক্তি বলিলে পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হওয়া এবং বিশুদ্ধ-ভাবের সহিত উজ্জ্বল বুদ্ধি (সূর্য্য উদয়ে যেমন প্রদীপের আলোক সৌরালোকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ) পূর্ণজ্ঞান জ্যোতিতে বিলীন হইয়া যাওয়া বুঝায়। বিশুদ্ধ ভাবময়-নির্ম্মল-বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞান জ্যোতি সেই মহজ্জ্যোতিতে মিলিত হওয়ায় ঐ মহদ্দর্পণের উজ্জ্বলতা পরিবর্দ্ধিত হয়। ধূমকেতু সৌরাকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া সূর্য্যে মিলিত হইলে যেমন সূর্য্য তেজের বৃদ্ধি অর্থাৎ উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ একটী জীব মুক্ত হইয়া জ্ঞানময় হইলে জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তিরূপ জ্ঞান দর্পণের উজ্জ্বলতা ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। যেমন ইহলোকে একজন জ্ঞানী মহাত্মা জন্মিলে তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা মানব-সমাজ উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান জ্যোতির অণু সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজে জ্ঞান চর্চ্চা ও সমাজ সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়। সেইরূপ একজন জ্ঞানী মুক্তি লাভ করিলে জ্ঞানের দর্পণরূপ কারণ শক্তি যে উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হইবে ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যেমন বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির জ্ঞান-জ্যোতিতে সমাজ বিশুদ্ধ হইয়াছিল এখনও তাঁহাদের সেই জ্ঞান-জ্যোতিতে স্বদেশ ও বিদেশস্থ সমাজ উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই সেইরূপ মহাত্মার মুক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সত্ত্বময় জ্ঞান দর্পণ উজ্জ্বল হইলেও নিত্য জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, জগতের জ্ঞানের বিকাশ অধিক হইতেছে ও হইবে, তবে ইহার মধ্যে কালের অবনমন ও উন্নমন প্রণালী-অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু মোটের উপর সৃষ্টির এক এক আবর্ত্তনে জগতে সত্ত্বগুণের পরিবর্দ্ধন হেতু জ্ঞানমণ্ডল যে বৃদ্ধি হইতেছে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে

টীকা * বিগত বর্ষের ১ম ২য় সংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিমূর্ত্তির ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব তৎপরে এপর্য্যন্ত আর লিখিত হয় নাই, ভবিষ্যতে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে। যদি এই ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা ঐ গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা হওয়া সেই ইচ্ছাময় সঙ্কল্প-নিয়ন্তার অভিপ্রেত হয়, তবে অবশ্যই ইচ্ছা সফল হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশঙ্কর-স্তোত্রং।

১। যৎপাদপঙ্কজরজঃ স্মরণেন পুং...
মিষ্টার্থ-সিদ্ধিরচিরাৎকরবিল্বতুল্যা।
সঞ্জায়তে তমমলং সুপচিৎস্বরূপং
শ্রীশঙ্করং গুরুবরং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ১।

লোকানামভয়ঙ্কর শ্রুতিশিরোবাক্যোদ্ধৃত-
জ্ঞানতঃ।
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকারজাত কুমলং নির্ম্মূলমুন্মূ-
লয়ন্।
নাম্নোঽস্বর্থকতামপি প্রকটয়ন্ যোজ্ঞানি-
নামগ্রণীঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ সমু-
জ্জৃম্ভতাং ২।

চার্ব্বাকাদিভিরার্য্যগর্হ্যচরিতৈঃ সম্মোহিতে
ক্ষমাতলে।
কার্পণ্যেন পরিপ্লুতে নরচয়ে মিথ্যাফলা-
ন্বেষণাৎ।
স্বাংশেনাবিরভূৎ জনান্ সুখয়িতুং—
যোযোগী সর্ব্বজ্ঞঃ
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ
সমুজ্জৃম্ভতাং ৩।

শ্রীমদ্ব্যাসমহর্ষি-নির্ম্মিত পরব্রহ্মাববোধাবহং
সূত্রাণাং নিচয়ং সুভাষ্যকলনে নালঙ্কৃতং
যোব্যধাৎ।
দেবৈরপ্রতিমপ্রভাবিলসিতৈঃ সানন্দমারা-
ধিতঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ
সমুজ্জৃম্ভতাং ৪।

দুস্তর্কপ্রকর প্রকামবিগলৎ দানাম্বু গণ্ডোৎ-
কটান্।
বেদান্তোপবনোপমর্দ্দন দুরাধর্ষ কৃতো-
দ্যতান্।
দ্বৈতীভ-প্রবরান্ মমর্দ্দ নিতরাং যঃ সিংহ-
বৎ নির্গতঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ
সমুজ্জৃম্ভতাং ৫।

যাঁহার পাদ-পদ্মের রজঃ স্মরণে হস্তস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায় মানবদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, সেই নির্ম্মল, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, গুরুবর শ্রীশঙ্করকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি ১।

জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ যে শঙ্কর লোকদিগের অভয়-দাতৃ শ্রেষ্ঠ বেদবাক্যের দ্বারা উদ্ধৃত জনিত-অজ্ঞান-সমূহকে সমূলে নাশ করতঃ স্বীয় নামের (অর্থাৎ শং মঙ্গল করেন যিনি এই নামের) স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ২।

পৃথিবীস্থ মানবগণ সমস্ত সজ্জন-বিগর্হিত-চার্ব্বাকদিগের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মিথ্যাফলান্বেষণে রত হইলে, যিনি মানবদিগকে সুখী করিবার জন্য স্বীয় অংশে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, ৩।

যিনি মহর্ষিবেদব্যাস-নির্ম্মিত সূত্র সমূহকে স্বীয় রচিত-ভাষ্য দ্বারা শোভিত করিয়াছিলেন, অসীমপ্রভাবশালী দেবগণের আরাধ্য, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। ৪।

যিনি কুতর্ক সমূহের দ্বারা বিগলিত মদজল, বেদান্তরূপ উপবন মর্দ্দনে নিরত, দ্বৈতবাদীরূপ গজ সমূহকে সিংহের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ৫।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরহরি শাস্ত্রী।

শ্রী শ্রী হরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।	কার্ত্তিক।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

"স্বরজ্ঞান" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

আমি হিন্দু-পত্রিকার একজন গ্রাহক। শ্রাবণ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বরজ্ঞান' নামক প্রবন্ধ-লেখকের বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমার এক অভিযোগ আছে। প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না; কিন্তু উহাতে যে "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" গীত হইয়াছে, তাহাই আমার প্রতিবাদের বিষয়।

আমার প্রথম প্রতিবাদ এই যে, আমার গুরুদেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিনা কারণে আক্রমণ করা হইয়াছে।

প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন—"কেহ বা যোগের 'যো' পর্য্যন্ত না জানিয়া কলিকাতা সহরে যোগে যাগে যোগের দোকান খুলিয়া আপামর সাধারণকে যোগ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই পঞ্চ মুদ্রা প্রণামী না দিলে যোগের দোকানে প্রবেশ করিবার যো নাই।" ইহার আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিবাদ করিতেছি।

আমার গুরুদেব যোগ জানেন কি না এসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা প্রবন্ধকারের নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার অর্ব্বাচীনতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমার গুরুদেব যোগ-সিদ্ধ কৈবল্য পদস্থিত সাধু। পরলোকগত কাশীর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার গুরু ছিলেন। আমার গুরুদেব ব্যতীত উক্ত মহাত্মার আরও কয়েক জন যোগসিদ্ধ শিষ্য উপদেশ দিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই আধ্যাত্মিক সাধনে পারদ্রষ্টা। (স্বয়ং সিদ্ধ না হইলে অন্যকে উপদেশ দিবার আদেশ

লাহিড়ী মহাশয় কাহাকেও দিতেন না)। ভগবান্ স্বয়ং ইঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ থাকিয়া ইঁহাদিগকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমার ন্যায় অধমগণকে উদ্ধার করিতেছেন।

এম্ ডি, এল্ এম্ এস্, এম্ এ, বি এল্, বি এ, প্রভৃতি উপাধিধারী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, অনেক মুন্সেফ, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি, অনেক সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত, অনেক সাধু সন্ন্যাসী ইঁহাদের নিকট বিশেষতঃ আমার গুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি যোগে পারদ্রষ্টা কিনা তাঁহার শিষ্যবর্গই তাহার প্রমাণ।

তিনি যে ভূতভবিষ্যৎবেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ—তিনি যে যোগ দ্বারা দুঃসাধ্য রোগ আরাম করেন, তিনি যে যোগ প্রভাবে দূর দেশ গমনক্ষম—ইহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। বিশেষতঃ তিনি যে "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন" এই লক্ষণাক্রান্ত সদ্‌গুরু তাহা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়।

আমার গুরুদেব যে যোগের দোকান খুলিয়াছেন বলা হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তিনি সভায় বক্তৃতাদি করিয়া কখনও ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই; তিনি কাহাকেও অযাচিতভাবে গায় পড়িয়া উপদেশ দেন না। তিনি স্বস্থানে আত্মানন্দে বিরাজ করিতেছেন; যে কেহ সংসারতাপে তপ্ত হইয়া তাঁহার চরণ-তলে আইসে তিনি তাহাকেই উপদেশ দিয়া শীতল করেন। পরেশ মণির ন্যায় লৌহবৎ মলিন জীবকে স্পর্শ দ্বারা স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল শিবস্বপদ দেখাইয়া দেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্যমিশন্-ইনষ্টিটিউশন্ নামক বিদ্যালয়কে যোগের দোকান বলা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী (এণ্ট্রান্স্) শিক্ষার সহিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পড়ান হয়। ইহাতে দোষের বিষয় কি?

তিনি যে আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বটে। ইহাই তাঁহার গৌরবের বিষয়। তিনি যদি আমার ন্যায় অধমকে না উদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইত?

শিষ্যের নিকট যে পঞ্চ মুদ্রা গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বলিতেছি। আমরা যে সাধনে দীক্ষিত, সেই পথের পথিক অনেক সিদ্ধ, সাধু, সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে এই পথে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে ৫৲ টাকা দিবার প্রথা আছে। আমার গুরুদেব কিম্বা অন্য কোনও উপদেষ্টা ঐ টাকা হইতে এককপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। ঐ টাকা সমস্তই সাধু সেবার জন্য প্রেরিত হয়। ইঁহারা শিষ্যগণের নিকট কখনও কোনও কারণে কোনওরূপে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না।

যাহা বলা হইল তাহাতেই বোধ হয় লেখকের ভ্রান্ত-ধারণা নষ্ট হইবে। তবে যদি জানিয়া শুনিয়া সাধুনিন্দা দ্বারা স্বমাহাত্ম্য-খ্যাপনের চেষ্টা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। 'কাঠকুড়ানী' 'রাজার মাকে ডাইন' বলিলে রাজার মা

কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে ডাইন হয় না, কিম্বা সেই সুযোগে কাঠকুড়ানী কথনও রাজ-মাতার স্থানে উন্নীত হয় না।

আমার দ্বিতীয় প্রতিবাদ এই যে "রাম কৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য বিবেকা-নন্দস্বামী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের অযথা নিন্দা করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত সাধু মহাত্মা আছেন। ইঁহারা অনেক সৎকার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের অযথা নিন্দা করা হইয়াছে। ইঁহাদের নিন্দা করিয়া লেথক অন্ততঃ নিজের এক-দেশ দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

আপনার হিন্দু-পত্রিকা ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসর্গীকৃত। ইহা যে সাধুনিন্দার যন্ত্র-স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। প্রবন্ধটীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ সাধুনিন্দা, পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা ও স্বমা-হাত্ম্যখ্যাপনে ব্যয়িত হইয়াছে। সাধু-নিন্দারূপ ব্যাথ্যা দ্বারা প্রবন্ধকারের মূল আলোচ্য-বিষয় যে কতদূর সহজ বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে "সব শেয়ালের এক ডাক" অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে মতভেদ হয় না। সুতরাং যিনি সাধু-নিন্দা দ্বারা নিজের সাধুত্ব প্রমাণে প্রয়াসী তিনি নিশ্চয়ই নিজে অসাধু। ভবিষ্যতে যেন আর সাধুনিন্দা হিন্দু-পত্রিকায় স্থান না পায় সে বিষয়ে সাবধান হইবেন।

আমার তৃতীয় প্রতিবাদ এই যে, প্রব-ন্ধের আর এক স্থানে আমার গুরুদেবকে আক্রমণ করা হইয়াছে। গুরুদেব তাঁহার স্বকৃত-গীতার টীকায় লিথিয়াছেন যে, "পিঙ্গলাসাধনকারী দেবলোক পথে উত্ত-রোত্তর গমন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ গুণাতীতঅবস্থা প্রাপ্ত হন। সে অবস্থা হইতে তাঁহার আর পতন (অর্থাৎ সংসারে পুনরাগমন) হয় না। ইহার উপর প্রবন্ধকারের বড়ই রাগ। তিনি বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মলোক অনিত্য, 'কিন্তু কোন হঠাৎযোগী গীতার অনুবাদে ওস্তাদী করিয়া বলিয়াছেন যে, পিঙ্গলা-সাধনকারী ইত্যাদি"। ঘরে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু পড়িয়া যোগী সাজিলে ইহার অধিক তত্ত্ব জানিবার ও জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই।" ইহারও আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিবাদ করিতেছি। আর বনে দৌড়াদৌড়ি করিয়া হস্ত লিখিত পুঁথি রাশি রাশি উদরস্থ করিয়া প্রবন্ধকার যে কিরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিতেছি। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন:—

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতাযান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরত-র্ষভ। ২৩॥

এখানে ভগবদ্ বাক্যে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, এককালে অনাবৃত্তি এবং অন্য কালে আবৃত্তি (পুনরাগমন) হয়, ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন। তৎপরে শুনুন;—

অগ্নির্জ্যোতি রহঃশুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো-জনাঃ॥২৪॥

এখানে দেখুন ভগবান্ বলিতেছেন যে, দেবযান পথগামী ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্ম লাভ করেন। তৎপরে আবার শুনুন;—

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য-
নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

এখানে ভগবান্ বলিতেছেন যে, পিতৃযান-গামী পুনরাবর্ত্তন করেন। সুতরাং দেবযান-সাধক যে পুনরাবর্ত্তন করেন না তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। পরিশেষে ভগবানের স্পষ্ট উক্তি শুনুন।—

শুক্লকৃষ্ণগতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়াযাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

দেবযানগমী অনাবৃত্তি ও পিতৃযানগামী যে পুনরাবৃত্তি লাভ করে, তাহা ভগবান্ নিঃসংশয়রূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় দেখুন যে আমার গুরুদেবের কথা ঠিক, না প্রবন্ধকারের কথা ঠিক। গীতার উপর কে ওস্তাদী করিয়াছেন বিচার করিবেন।

গুরুদেব তাঁহার ব্যাখ্যার পোষক-ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন; যথা—"এতেন (দেবযানেন) প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"। অর্থাৎ দেবযানগত আর মানব আবর্ত্তে (জন্মমৃত্যুরূপ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ইহাতেও প্রবন্ধকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই। গুরুদেবের মতের পোষক-অনেক-শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উদাহরণ রূপে কয়েকটী দিতেছি—

১। প্রশ্নোপনিষদ্ ১। ১০—"অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি।"

২। মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩। ১। ৬—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥"

কিছু দিন "অরণ্যে রোদন" করিয়া প্রবন্ধকার যে "স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" লাভ করিয়াছেন, তাহারই ভরসায় বুক বাঁধিয়া গীতার শ্রীভগবদ্বাক্যের বিরুদ্ধে ও শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে অতি সাহসী হইয়াছেন। গুরুদেব শ্রুতিসম্মত বাক্যই বলিয়াছেন। সাধুর বাক্য কখনও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না,—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি"
অসাধুর বাক্যই শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়।

আমার বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়ের অসাবধানতা বশতঃই শাস্ত্রের নামে অশাস্ত্র হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে। মহাশয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হইবেন।

আরও কিঞ্চিৎ বলিতে চাই; তাহা অনাবশ্যক হইলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" গীতার এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ-বোধে অসমর্থ হইয়াই প্রবন্ধকার ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইহার অর্থ নির্ণয় করা উচিত।

পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। আরও দেখুন;—"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৮। ২। ১৫)। আবার দেখুন;—অথৈহষোঽনন্তমপারমক্ষয্যং লোকং জয়তি যঃ পরেণাদিত্যম্।"(তৈত্তিরীয় স-

ক্ষণ ৩।১১।৮)। তবে ভগবান্ কি এখানে শ্রুতি বিরুদ্ধে ও পরবর্ত্তী নিজ উক্তির(২৬ শ্লোক) বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছেন? তাহা কখনই নয়; তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে; সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা ও অপেক্ষাকৃত আরও নিকৃষ্টাবস্থা ব্রহ্মলোক নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যে স্থলে সাযুজ্য লাভার্থে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলা হইয়াছে, সেখানে বলা হইয়াছে যে, পুনরাবর্ত্তন নাই। আর যেখানে অন্য অর্থে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলা হইয়াছে সেখানে অবশ্যই পুনরাবর্ত্তন আছে। সুতরাং ভগবানের এই উক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ উক্তির (২৬শ্লোক) কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্মলোক গত ব্যক্তি সাযুজ্য লাভ না করিলেও মানব আবর্ত্তে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না। ব্রহ্মলোকাখ্য বিবিধ লোকে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অর্থাৎ ভ্রমণ করে। "তেষু ব্রহ্মলোকেষু" বৃহদারণ্যকের পূর্ব্বোদ্ধৃত এই বচনে ব্রহ্মলোকাখ্য বিবিধ লোক থাকা প্রমাণিত হইতেছে। দেবযান ও পিতৃযান উভয়ের চরম গতিস্থান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ই প্রশ্নোপনিষদে ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা—"তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্"। এখানে পিতৃযান রূপ চন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পরেই আবার দেবযান রূপ সূর্য্যলোক ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা;—"তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি"। (প্রশ্নোপনিষদ্ ১।১৬।১৭) সুতরাং কোনও স্থলে ব্রহ্মলোক ক্ষয়িষ্ণু আবার কোথাও অক্ষয় বলিয়া কথিত হইলে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।৬।৭ শ্লোকে ক্ষয়িষ্ণু ব্রহ্মলোকের কথা দেখুন;—

"এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥৬॥
প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া-যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এত চ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি ॥৭॥

অবার ঐ উপনিষদেই ১১ শ্লোকে অক্ষয় ব্রহ্মলোকের কথা দেখুন;—

"তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্য-দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥১১॥

(পুরুষঃ = হিরণ্যগর্ভ ইতি)

(উদ্ধৃত শ্রুতি-বচনগুলির ভাষ্যকার-সম্মত অর্থই গ্রাহ্য)।

সুতরাং ভগবান্ ব্রহ্মলোককে প্রথমে ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া পশ্চাৎ যে আবার অক্ষয় বলিলেন, তাহাতে অসামঞ্জস্য নাই।

কিন্তু ব্রহ্মলোক শব্দে যাহাই লক্ষিত হউক না কেন, দেবযানগতসাধক যে পুনরাবর্ত্তন করেন না, তাহা শ্রুতি সম্মত কথা। ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রে কোথাও কোনও প্রমাণ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, বি, এ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

স্বরজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম-প্রবন্ধ আমি দেখিয়াই হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত করি, আমি নানাবিধ কার্য্যে বিব্রত থাকায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ দেখিতে পারি নাই। কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা করা হিন্দু-পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে, প্রবন্ধ লেখকগণ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হইলে আমরা সুখী হইব। কোন মত ভ্রমাত্মক বিবেচিত হইলে তাহা দেখাইবার অধিকার আমার আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরকে নিন্দা করার অধিকার আমার নাই, একথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যদিগের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করেন এটি শুনিয়া ছিলাম, কয় মুদ্রা জানিতাম না। স্বরজ্ঞান-প্রবন্ধ, লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ৫৲ মুদ্রা না দিলে কাহাকেও যোগ শিক্ষা দেওয়া হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন যে, টাকা লওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধু সেবার জন্য প্রেরিত হয়। ৺ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় না কি ঐরূপ কয় মুদ্রা লইয়া যোগ শিক্ষা দিতেন এবং তজ্জন্য অনেক লোকে অনেক কথা বলিত। যে সমুদায় সাধুর সেবা হয়, তাঁহারা কোথায়, মুদ্রা কাহার নিকট প্রেরিত হয়, কে তাহা ব্যয় করেন, কে তাহার হিসাব রাখেন, ঐ সিহাব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করায় বাধা কি? ইত্যাদি অনেক কথা লাহিড়ী মহাশয়ের জীবিত অবস্থায়ই উঠিয়া ছিল। এইক্ষণও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বন্ধে এইরূপ কথা উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু এই টাকা সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত করিলে, সাধারণের একটি বিশেষ উপকার হয়। যদি এ কথা বলা হয় যে, যাঁহারা টাকা দেন তাঁহাদেরই ঐ টাকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, অপরের নাই; তাহা হইলে আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই। আমি টাকা লই বা না লই, অপরে দিউক বা না দিউক, তাহাতে আপনার কি? কিন্তু যদি বলি যে টাকায় আমার কোন অধিকার নাই, আমি দেশের উপকারার্থ উহা লই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমার পক্ষে উহার হিসাবাদি সাধারণকে দেখানই কর্ত্তব্য।

বিষয়টি যখন প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইয়াছে, তখন উহার মীমাংসা হইলে মন্দ হয় না।

"স্বরজ্ঞান" প্রবন্ধ অনেক কথার সহিত আমাদের মতের পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রবন্ধ শেষ না হইলে আমরা কিছু বলিব না। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ইহাও অনুরোধ করি যে, তিনি যেন ব্যক্তি বিশেষকে শ্লেষ বা বিদ্রূপ না করিয়া, যদি তাহার কোন ভ্রম থাকে, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দেন।

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমি উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই বিদ্রূপাংশ উঠাইয়া দিতাম, এবং উহা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। আশা করি পাঠকগণ এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

হিঃ পঃ সঃ।

ভাব

(বাৎসল্য)

—•:০:•—

ভাব বিশ্বের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডে ভাবেরই বিভিন্ন জাতীয় বহি-র্বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। জগতের ভাব অবাক্ত অপ্রকট অদৃশ্য অস্পৃশ্য, আর জাগতিক পদার্থ অথবা জগদ্‌ভাবের বহিঃ-সত্তা ব্যক্ত প্রকট দৃশ্য সম্যক্‌ প্রকারে গ্রহণ যোগ্য। রামকে আহ্বান করিবার যে ভাবটী অনভিব্যক্ত-অবস্থায় মনে ছিল, তাহাই উত্তেজক কারণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়-শক্তি সমযোগে "রাম! এস" এই শ্রবণ-যোগ্য শব্দাকারে পরিস্ফুট হয়। কোনও কবির মনোভাবের অন্তর্বিধ অবস্থাই তাঁহার কাব্য। একটী শাখাকাণ্ড পত্রাদি প্রচুর বিশাল-বৃক্ষকে দর্শন করিলে ও যেমন তদ্দ্বারা আমরা ঐ বৃক্ষের বীজভাব পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, সেইরূপ কবির কাব্য দেখিয়া পড়িয়া তাঁহার অন্তরস্থভাব অর্থাৎ যাহা ঐ কাব্যের অপ্রকট অবস্থা, যাহাকে সাধারণতঃ কবিহৃদয়ের কবিত্ব বলা যাইতে পারে, তাহা অনুমান করা যায়। যেহেতু ঐ ভাবই কাব্যের অসাধারণ কারণ। নিবিষ্ট-চিত্তে একখানি চারুচিত্র সন্দর্শন করিলে, তাহাতে বিশদরূপে পরিস্ফুট, চিত্রকরের মনের ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্র রচয়িতার মনের ভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত না হইলে চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যতক্ষণ চিত্রে নিজের মনের ভাব স্পষ্টরূপ প্রতিভাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রকর আরাম পান না, যখন তুলিকায় মনের ভাবটী ফুটাইতে পারিলেন, তখনই বিরাম লাভ করিলেন, শ্রম সার্থক হইল। বালক আকুল-ক্রন্দনে কর্ণপীড়া জন্মাইতেছে। ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। চক্ষু দুটী জলভারে কাতর! দুই একটী ধারা গণ্ডদেশ দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে! এরূপ দেখিলে আমরা কি মনে করি? তাহার অন্তরস্থ অতৃপ্তি দুঃখ যেন সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া বিদ্য-মান, ইহাইত মনে করি। যে দুঃখ যে অতৃপ্তি তাহার অন্তঃকরণে ভাবরূপে বাষ্পা-কারে অল্পে অল্পে কম্পিত হইতে ছিল, তাহারইত জল ঝড় সদৃশ পরিণতি স্বরূপ এই বাহ্যদৃশ্যটী! অধরে হাসির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, এ হাসি কি? আন্তরিক সন্তো-ষের মূর্ত্তি বিশেষইত। যে সন্তোষ ভাবা-কারে অন্তরে ছিল, তাহাই বদনমণ্ডলে হাসির আকারে দেখা দিয়াছে। আবার মুখ পাংশুবর্ণ, ললাটদেশ অ কুঞ্চিত, কপো-লদেশে করতল বিন্যস্ত, এ ক্লান্তদৃষ্ট নয়ন পথের পথিক হইলে চিন্তাভাব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই উপস্থিত এমন মনে হয় নাকি? দুরভিসন্ধিব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী চপলচাহনী দে-খিলেই বুঝা যায়, মনের কলুষভাব ব্যবহারে লোচনে বদনে আপনিই ফুটিয়া পড়িতেছে। বস্তুতঃ বলিতে গেলে জাগতিক দৃশ্য ভা-বেরই প্রতিমামাত্র। যেমন প্রতিমার প্রতিপরমাণুতে সাধক প্রকৃত দেবতার উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ ভাব গ্রহণে সমর্থ ভাবুকব্যক্তি জগতে যাবতীয় বস্তুতে ভাবেরই

অন্তঃস্রোত অনুভব করিয়া ভাবভরে গলিয়া পড়েন।

সংসার ভাবেরই প্রতিনিধি। দৃশ্য ও ভাবের পার্থক্য এই যে, ভাব সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য অথচ সর্ব্বব্যাপী, আর ভাবের বাহ্যবিকাশ স্থূলগ্রাহ্য সীমাবদ্ধ সামগ্রী। ভাবের সামর্থ্যে শত শত চিত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু চিত্রের সাহায্যে সেই চিত্র সম্বন্ধীয় ভাবের পরিজ্ঞান হয় মাত্র। ভাব অদৃশ্য হইলেও লক্ষ লক্ষ চিত্র ব্যাপিয়া আছে, আর চিত্র ভাবস্ফূর্ত্তি স্বরূপ হইলেও নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিশ্ব অর্থাৎ আত্মভাবের স্থূলবিকাশ সসীম গ্রাহ্য, আত্মভাব অনন্ত অসীম দুরবগাহ। সখা সামান্য স্থানে অবস্থান করেন, সখ্যভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইতে পারে। পুত্র দৃশ্যমান ক্ষুদ্র, কিন্তু বাৎসল্য-ভাব বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। পুত্র যেমনই হউক না কেন, আয়তনে সংসার আবৃত করিতে কখনও পারিবে না, পুত্রভাব কিন্তু অসংখ্য জীব জন্তুর উপর বিদ্যমান থাকিতে পারে।

এই ভাবের উদ্দীপনই ভবের উপায়। ভাবুক সাধকগণ বলেন, ভাবেই ভগবানকে লাভ করা যায়। সর্ব্বভূতে আত্মভাব অথবা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনই অনন্তজ্ঞানের ও অক্ষয়ভক্তির অসীমভাণ্ডার গীতাশাস্ত্রে অধ্যাত্মরাজ্যের প্রধান শিক্ষা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বভূতে আত্মভাব আর কিছুই নহে, কেবল এই বিরাট বিশ্বের সমস্তই আত্মভাবের বিকাশ মাত্র এই টুকু অবধারণ করা। মুখের হাসিতে অথবা চখের চাহনীতে যেমন মনের ভাব প্রকটিত; এই বিশাল সংসারের তাবৎ বস্তুতে আত্মভাব অথবা ভগবদ্ভাব তদ্রূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত। জগতের বস্তু নিচয় সেই মহাভাবের সেই ভগবদ্ভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই টুকু ধারণা করিতে পারিলেই আত্মভাব প্রাপ্তি অথবা ভগবদ্ভাবাবাপ্তি সংঘটিত হয়। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ সেই বিরাট আত্মভাব বা ভগবদ্ভাব বিশ্বের প্রতিপদার্থে এমন কি সেই স্ফটিক স্তম্ভেও দেখিয়াছিলেন, কাজেই সহর্ষে উৎসাহের সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন "জগতের সর্ব্বত্র সেই ভগবান্ আছেন, জগৎ তাঁহার অধিষ্ঠানভূত প্রতিমা, স্ফটিকস্তম্ভে তিনি কেন থাকিবেন না! অবশ্যই আছেন।" হিরণ্যকশিপুর জ্ঞাননেত্র তখন ও উন্মীলিত হইয়া ছিল না। তিনি এই বিশ্বব্যাপী ভাবও দর্শন করিতে না পারিয়া বৃথা আড়ম্বর করিয়াছিলেন। অতএব সাধনার পথে ভাবের অভাব হইলে চলিবে না।

ভাবের সৌলভ্যসংঘটনমানসে ঐ অসীমভাবও সাধক কর্ত্তৃক শান্ত দাস্য বাৎসল্যাদি রূপে পরিগৃহীত হয়। অনবধারিত বা অনির্দ্দিষ্ট পদার্থ গ্রহণ করা কষ্টকর, কাজেই শ্রেণীবিভাগ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান-প্রবন্ধের আলোচ্য বাৎসল্যভাব। এই ভাবের রহস্য পুত্রে ভগবদ্ভাব অথবা ভগবানে পুত্রভাব। সান্তকে অনন্ত চিন্তা করিতে সসীমকে অসীমচিন্তা করিতে পারাই আত্মভাবের প্রকৃত লক্ষ্য। ক্ষুদ্র-বটবীজ বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত ও বিস্তৃত হইতে চায়। সামান্যাকার ডিম্ব প্রকাণ্ড-প্রাণিশরীর রূপে পরিণত হইতে

চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে নিপুণনেত্রে অবলোকন করিলে সংসারের সকল পদার্থের অভ্যন্তরেই ব্যাপিত্ব লাভের চেষ্টা দেখা যাইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সসীম অসীম হইতে চায়, ইহাই বিশ্বের মূলতত্ত্ব। সঙ্কীর্ণতার অপনোদন এই সংসারের মজ্জাগত চেষ্টা। মহাসিন্ধু-বারিবিন্দু মন্ত্রবলে কমণ্ডলু মধ্যে আবদ্ধ, আবার সে যাহা ছিল, তাই হইতে চায়। প্রকৃতি তাহাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করে, যেহেতু চিরন্তন ভাবের সহকারিণী বই প্রকৃতির গতি আর কিছুই নহে।

সর্ব্বভূতাত্মা হওয়াই জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলেরই মূললক্ষ্য। আমার পুত্রটীতেই যদি আমার পুত্রভাব আবদ্ধ থাকিল, তবে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজনীন উদ্দেশ্যের আর অনর্গল হইল কৈ? অপরের পুত্রেও পুত্রভাব প্রসারিত করা আবশ্যক। এইরূপে সমস্ত জগতে পুত্রভাব উপস্থিত হইলে পুত্রবাৎসল্য লাভে জগতের কিছুই বঞ্চিত হইল না। তখন মনে হইবে, জগৎ পুত্রময় বা পুত্র জগন্ময়, পুত্র ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই, বিশ্বই যেন পুত্ররূপে উপস্থিত। এইরূপ ভাবই জগতে জগত বাৎসল্য ভাবের প্রণেতা। আমি আমার পুত্রটীকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, যাহা কিছু সংসারের সার সুন্দর মনোহর সমস্তই যদি আমার পুত্রকে দিতে পারি, হৃদয়ের আবেগ যেন তাহা হইলে নিবৃত্ত হয়। সরস সুখাদ্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে নিজে না খাইয়াও পুত্রকে দিতে ভালবাসি, সে খাইলেই যেন নিজের পরিতৃপ্তি হয়। যদি অপরের পুত্রের উপরও এইভাব অর্পিত হয়, তবে পুত্রজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা অনেক অপগত হয়। এই প্রসারই জগতের প্রার্থিত বস্তু। আমি পরপুত্রের কল্যাণ কামনা করি না, পরের পুত্র যদি বাৎসরিক পরীক্ষায় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, আমার পুত্র না পায়, তবে আমি হৃদয়-বিদারি দারুণ-দুঃখশেলের আঘাতে কাতর হই। অপরের পুত্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি ব্যথিত মর্ম্মপীড়িত। সে পরের ছেলে সোনার চাঁদ হইলেও কোলে করিয়া আনন্দ পাই না, প্রাণ যেন ফাকা ফাকা বোধ হয়। নিজের আবলুশ কাষ্ঠের মত মনোরম (!) বর্ণবিশিষ্ট নাসিকাবন্ধে কফ-লাঞ্ছিত পুত্রটীকেও কোলে করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়ায়, চব্বিশ ঘণ্টার অস্থি পীড়াপ্রদ পরিশ্রমও যেন কোন্ অজ্ঞাতলোকে পলায়ন করে। অপর বাটীর নির্ম্মলচন্দ্রকে দেখিলেও মুখের উপর অমাবস্যার অন্ধকারের আবির্ভাব হয়, আপন বাটীর অন্বর্থনামধেয় কৃষ্ণ আসিলেও আঁধার হৃদয়ে নবজ্যোৎস্নার উদয় হয়। জগতের এই মহামোহ এই অসাধারণ সঙ্কীর্ণতা বিনাশ করিবার জন্যই বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব। পুত্রে সর্ব্বাত্মভাব অথবা সকলে পুত্রভাবই উক্ত যন্ত্রণার শান্তিবারি। শ্রীনন্দ ও শ্রীমতী যশোমতী ভগবান্‌কে পুত্রভাবে ভাবিতেন, তাঁহারা পুত্রে জগতের যাবতীয় ব্যাপার স্থাপন করিয়াছিলেন। জগতে তাঁহাদের যাহা কিছু সমস্তই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এই জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কৃষ্ণের অদর্শন সময়ে তাঁহারা জগৎ ভুলিয়া যাইতেন কেবল

ভাবিতেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণই তাঁহাদের জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শয়নে ভোজনে জাগরণে বিচরণে স্বপনে মনে মনে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতেন না। নন্দ যশোদার মনে জগতের জন্য যত টুকু স্থান ছিল; তাহা পূর্ণ করিয়াই কৃষ্ণ বিরাজমান থাকিতেন এবং নন্দের পাদুকামস্তকে বহন করিয়া বাৎসল্য-ভাবের উদার রহস্য মধুর পরিণাম জগৎকে শিক্ষা দিয়াগিয়াছেন। এ জগৎ আর কিছুতেই নমেনা দমেনা টলেনা চলেনা গলেনা, বারম্বার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিতে অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান। সংসার কেবল স্নেহে গলিয়া যায়। প্রভু ভাবে শঙ্কা সঙ্কোচ সবই আছে। প্রভুকে যতই কেন আপন ভাবি না, তাঁহার কাছে প্রাণ খুলিতে পারি না, সখার কাছে প্রাণের কথা মনের ব্যথা বলি বটে, কিন্তু প্রতিদানের জন্য প্রাণ লালায়িত। বন্ধু যদি হৃদয়ের দ্বার আমার কাছে খুলিয়াছেন, আমি ও তাঁহার জন্য অর্গলবন্ধ করি না, সখার জন্য ইহার অতিরিক্ত হয় না, কিন্তু বাৎসল্য ভাব বড় সুন্দর! বড় সরস! শঙ্কা নাই সঙ্কোচ নাই। গালি দিলেও কোলে করিয়া বাৎসল্য চরিতার্থ হয়, আমিত্ব কিন্তু তাহাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাণ অকপট-স্নেহ-রসে গলিতে থাকে। একটুও আপত্তি করে না আর ভবিষ্যৎ ভাবে না! নন্দ পাদুকা-বহনের আদেশ দিতেন, যশোদা রজ্জু দিয়া বন্ধন করিতেন, বিন্দু মাত্র সঙ্কোচও ছিলনা। প্রভুকে তুমি বলিলে বিপদ্ অদূরবর্ত্তী, সখাকে বলিলেও যেন কত কি মনে উৎকণ্ঠা সখাকে। এত সরল ব্যবহার করিতে বাৎসল্য ভাবই শিক্ষা।

বাৎসল্যের বিজয়পতাকা নন্দ যশোদা প্রভৃতির কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। পুত্রে সর্ব্বাত্মভাব বা ভগবদ্ভাব তাঁহাদের যথাযথ উদিত হইয়াছিল। পুত্র সসীম সর্ব্বাত্মভাব (যাহা প্রচ্ছন্নভাবে পুত্রভাবরূপে প্রকাশিত) উদিত হইলেই মূল উদ্দেশ্য সমর্পিত হইল। বাৎসল্য ভাব এই সম্বন্ধনীনতার পরিপোষক। যে ভাবেই হউক ভগবান্‌কে ভাবিতে পারিলে ভাবুকের ভব-যন্ত্রণা দূর হয়, কবে এ মরুভূমিতে ভাবের কুসুম ফুটিবে, ভগবান্ জানেন, তাঁহার ভাব তিনিই বুঝেন, ভবের ভাবনায় আর যেন কাতর হইতে হয় না। ভাবময়! এই টুকুই সর্ব্বান্তঃকরণে পবিত্রচরণ-প্রান্তে মনে কামনা করি।

ভক্তিকাম

শ্রী——ভারতী—

ব্রহ্মচারি-আশ্রম

যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

২০০ দুইশত বৎসরের অধিক হইল, যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন মহম্মদপুর নামক স্থানে রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। সীতারাম স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না, তৎকালীন মহম্মদপুরের কোন ইতিহাসও নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালী কুলতিলক, পুণ্য-

শোক, কীর্ত্তিমান্ স্বাধীন রাজার কোন জীবন-চরিত পাওয়া যায় না। শ্রুতি পরম্পরায় অনেকটা অবগত হইবার কথা, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ মহম্মদপুরে মহামারীতে জন-পদটী একরূপ লোক শূন্য হইয়া যায়। সত্য-ঘটনা জানিবার কোন বিশেষ সুবিধা নাই। স্থানীয় বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাই লিখিত হইল। সকলে একরূপ বলেন না। সীতারামের জীবন বৃত্তান্ত এক্ষণে উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। প্রাচীন-লোকের নিকট বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাই বর্ণিত হইল। যে যে স্থানে মতদ্বৈধ আছে, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল।

সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস রাঢ় দেশে গিধোন নামক স্থানে ছিল। তাঁহার পিতা মুরসিদাবাদের নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন, তিনিই এই প্রদেশের কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং মহম্মদপুরের উত্তর দিকে ৬। ৭ ক্রোশ দূরে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানেবাস করেন। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে উমা চরণ দাস নামক এক ব্যক্তি বলেন যে, তাঁহার পিতা ৺গিরীশ চন্দ্র দাস, সীতারামের প্রপৌত্র ৺রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্র। তিনি বলেন যে, সীতারামের পিতার নাম উদয় নারায়ণ রায়। উদয় নারায়ণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মী নারায়ণ, কনিষ্ঠ সীতারাম। লক্ষ্মী নারায়ণ হরিহর নগরে বাস করিতেন, অদ্যাপি সেই স্থানকে রাজবাড়ী বলে। সেই বংশে দেবনারায়ণ রায় নামক একটী দত্তক পুত্র এক্ষণেও আছেন। সীতারামের শ্যামসুন্দর ও শূর নারায়ণ নামক দুই পুত্র থাকেন, শ্যাম সুন্দরের কোন সন্তান ছিল না। শূর-নারায়ণের প্রেমনারায়ণ নামে একটী পুত্র ছিলেন। প্রেমনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত রায়, তাঁহার পুত্র থাকে না, একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, সেই কন্যার একমাত্র সন্তা-নই পূর্ব্বোক্ত ৺গিরিশ চন্দ্র দাস। সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় খাসবিশ্বাস কুলোদ্ভব ছিলেন। নিজে রাজা হইয়া রায় উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কিছু পাওয়া যায় না। বাল্যজীবন বৃত্তান্ত ও কিছু অবগত হওয়া যায় না।

সীতারামের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা ছিল, তাঁহার পিতার চাকুরীর সময় হইতেই তাঁহার স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি তখন হইতেই সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ক্রমশঃ কতকগুলি শিখ, হিন্দু-স্থানী ও পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করেন। মহম্মদপুর একটী গ্রামের নাম নহে। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সমূহের নামই মহম্মদপুর। যেস্থানে সীতারামের রাজধানী ছিল, তাহার নাম নারায়ণপুর। রাজবাড়ীকে সাধারণ লোকে মামুদপুরের রাজার বাড়ী বলিয়া থাকে।

কথিত আছে যে, সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ৺দশভুজার বাটির নিকটে মহম্মদ আলি নামে একটি ফকিরের একটি আশ্রম ছিল, উক্ত ফকির একজন উত্তম সাধক ছিলেন। সীতারাম বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত

ফকিরকে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। ফকির সীতারামের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্য স্থানে গমন করেন এবং সীতারামকে তাঁহার নামানুসারে নগরের নাম করণ করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম ফকিরকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং ফকিরের নামানুসারে রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখেন। সীতারাম তাঁহার রাজধানীর নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রামের নাম দেবতা-দিগের নাম-অনুকরণে রাখেন, উক্ত ফকিরের কবর-স্থান অদ্যাপি মহম্মদপুরে দৃষ্ট হয়। মহম্মদপুরের বর্ত্তমান-অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থা দেখিলে সহজে অনুমিত হয় যে, সীতারাম পুণ্যাত্মা, উদারচেতা ও স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ভূষণায়ও তাঁহার একটী রাজধানী ছিল। তথায় তাঁহার একটী সেনানিবেশ ছিল। এক্ষণে ঐ বাড়ী ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। মেনাহাতী ও হামলাবাঘ নামক তাঁহার দুইটী প্রধান সেনাপতি ছিল। ইহাদিগের অন্য কি নাম ছিল তাহা অপ্রকাশিত। সীতারাম তাহাদিগকে এই নামে অহ্বান করিতেন। মেনাহাতী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বীর ছিলেন, তাঁহারই ভুজবলে সীতরাম এতদূর উন্নতি সাধন করেন। ইনি জাতিতে শিখ ছিলেন। রাজধানীর মধ্যে অনেক হিন্দু-স্থানীর বাস ছিল, অদ্যাপি সে স্থানকে কায়েপটী বলে। এক্ষণেও ৮।১০ ঘর রাজপুত ও তাহাদের পুরোহিত কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণের বাস আছে। উক্ত রাজপুতদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সীতারামের সৈনিক শ্রেণী ভুক্ত ছিল। রাজধানীর অন্তর্গত ঘুষইচ গ্রামে কতকগুলি পাঠানের বাস আছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও সীতারামের সৈনিক শ্রেণীভুক্তছিল এরূপ প্রকাশ। তিনি যুদ্ধার্থে অস্ত্র শস্ত্র স্বীয় রাজধানীতে প্রস্তুত করিতেন, রাজধানীতে কর্ম্মকার পটী বলিয়া একটী স্থান আছে, তথায় অনেক কর্ম্মকারের বাস ছিল। ১৮৩৬ সালে মহামারীতে এ স্থানের অধিকাংশ লোকই কালের করালকবলে পতিত হয়, শেষে অবশিষ্ট সকলে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের পাকাবাড়ী ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে।

সীতারামের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও আছে। অট্টালিকাদি অধিকাংশ ভগ্ন হইয়া স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে দেওয়ালগুলি কতকটা ভাল আছে। বাড়ীটী ভয়ানক জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে। তথায় যাওয়াও কঠিন, যাইতেও সহসা কাহারও সাহস হয় না। রাজবাড়ীর পার্শ্বে তাঁহার নির্ম্মিত গড় অদ্যাপি আছে।

সীতারামের রাজত্ব সময়ে এই রাজধানীতে সমস্ত জাতিরই বাস ছিল। অনেক ধনী ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যথেষ্ট ছিলেন এবং এই স্থান একটি বিদ্বৎ-সমাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তিনি মহম্মদপুরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান। তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর ও দেবসেবার জন্য অনেক লোককে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া অক্ষয়পুণ্যসঞ্চার ও চিরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি

সে সমস্ত তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ ভোগ দখল করিতেছেন। সীতারাম-প্রদত্ত সনন্দও তাঁহাদের নিকট আছে। ন্যায়বান্ বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত সম্পত্তি খাস করেন নাই, সীতারামের সেই সনন্দ দেখিয়া জমি নিষ্কর বন্দোবস্ত ঠিক রাখিয়াছেন সীতারাম উদারচিত্তে যাচকের যাচ্ঞা পূর্ণ করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে যাহাতে প্রজার কোন কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ চেষ্টা করিতেন। তিনি জল-কষ্ট নিবারণের জন্য মহম্মদপুরে রামসাগর, সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি বহু সংখ্যক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য অনেক স্থানে ও তিনি অনেক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। জলাশয়ই তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি। প্রবাদ আছে যে, জলাশয় খননের জন্য তাঁহার সহিত সর্ব্বদা ২২০০ দ্বাবিংশ শত লোক থাকিত। যেখানে জল কষ্ট শুনিতে বা বুঝিতে পারিতেন, তথায় জলাশয় খনন করাইতেন। মহম্মদপুরে অনেক পুষ্করিণী রহিয়াছে। শুনা যায় যে, কোন গৃহস্থের জলের জন্য অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। এই সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে মহম্মদপুরের রামসাগর অত্যন্ত প্রধান দীর্ঘিকা, সম্ভবতঃ এরূপ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা যশোহর জেলায় আর নাই, অন্যান্য জেলায়ও খুব কম থাকিতে পারে। বর্ত্তমান সময় মহম্মদপুরে জলকষ্ট নিবারণের এই এক মাত্র জলাশয় রহিয়াছে। অন্যান্য পুষ্করিণীর মধ্যে কতকগুলিতে জল থাকে না, কতকগুলির জল খারাপ হইয়া যায়। রামসাগরের জলে অনেক লোকের উপকার হইতেছে। এই জলাশয়ের জন্য প্রত্যহ লোকে মহাত্মা সীতারামের নাম স্মরণ করিতেছে ও তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছে। রামসাগরে প্রতিবৎসর ৺ দশহরা স্নানের দিন ৺ গঙ্গা পূজা হইয়া থাকে এবং অনেক দূরের লোকে গঙ্গাস্নান ফল-কামনায় এখানে স্নান করিয়া থাকে। ইহার উত্তর-তীরে মহম্মদপুর-পোষ্ট আফিস স্থাপিত। কৃষ্ণ সাগরের জলে ধূপাইল বা ধোয়াইল ও তন্নিকটবর্ত্তী ৩। ৪ ক্রোশের লোকের উপকার হইতেছে। কৃষ্ণসাগরও খুব বড় পুষ্করিণী। তাহার জল ও ভাল থাকে। সুখসাগরের জলে কোন উপকার হয় না। তিনি এই সুখসাগরে পুষ্করিণীর মধ্যে অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া তহাতে গ্রীষ্মকালে সপরিবারে বাস করিতেন। এক্ষণে সেই অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তদুপরি বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে, চতুর্দ্দিকে জল রহিয়াছে।

তিনি মহম্মদপুরে রাজবাড়ীর উপরে ৺দশভুজা ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজধানীর অন্তর্গত কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায় (শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি) ও তাহার অনতিদূরে ৺ গোপাল পুরে ৺ বুড়াশিব স্থাপনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। প্রত্যেক বিগ্রহের স্বতন্ত্র মন্দির ও প্রাঙ্গণ আছে। মন্দিরগুলি দেখিতেও অতি মনোহর। তিনি এই সমস্ত বিগ্রহের সেবার জন্য অনেক ভূমি নিষ্কর বৃত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সেই সম্পত্তি হইতে মন্দিরে রীতিমত দেবসেবা, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, রাস, রথ, দোলযাত্রা ইত্যাদি সমস্ত পর্ব্বই সম্পাদিত হইতেছে।

পূর্ব্বে খুব সমারোহের সহিত সমস্ত-পর্ব্ব হইত, এক্ষণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তিনি আরও অনেক দেবমন্দির ও দেব-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বৃত্তি না থাকায় সেবা বন্দ হইয়া যায়, এক্ষণে তাঁহাদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। দুই একটী ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে উপরি উক্ত বিগ্রহগুলির সেবাইত নাটোরের বড় তরফের মহারাজা।

৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ীর উত্তর দিকে একটী পুষ্করিণী আছে, উক্ত পুষ্করিণীর নিম্নদেশ হইতে চারিধার সমস্তই ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান। প্রবাদ আছে যে, উক্ত পুষ্করিণী সীতারামের গুপ্ত-কোষাগার ছিল, তিনি অনেক সময় ইহার মধ্যে ধনরত্নাদি রাখিতেন। এই পুষ্করিণীতে এক্ষণও সকল সময় জল থাকে; অনেক-লোকে স্নানাদি করেন। দেবসেবা অদ্যাপিও রীতিমত চলিতেছে, দ্বিপ্রহরে অন্ন ও রাত্রিতে রুটি পায়স ইত্যাদি ভোগ প্রত্যহ দেওয়া হয়। এই ভোগের প্রসাদ অতিথিদের পাইবার ব্যবস্থা আছে। পুণ্যশ্লোক সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল যে, মহম্মদপুরে অতিথিগণের কোন কষ্ট না হয়। তিনি সেইরূপ ভোগেরও বন্দোবস্ত করিয়া যান, ভোগের বন্দোবস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে, তথাপি যথেষ্ট অতিথির উদর পূর্ণ হইতেছে, ৺দশভুজার বাড়ীতে রীতিমত দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজা ইত্যাদি ও ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে রীতিমত রথ, ঝুলন, রাস, গোষ্ঠ দোলযাত্রা ইত্যাদি সমস্ত পর্ব্বই রীতিমত হইয়াথাকে সমস্ত ব্যয়ই মহাত্মা সীতারাম-দত্ত সম্পত্তি-আয় হইতে চলিতেছে। পরে নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ দয়াময়ী দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা ৺রাণী ভবানী মহম্মদপুরে শ্রীরাম চন্দ্র ও কানাই নগরে বলরামজী স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ পূজা ও ভোগ চলিতেছে। উক্ত মহারাণী কৃত একটী গড় এখানে রহিয়াছে। সীতারামের স্থাপিত-দেব-মন্দিরগুলি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থান-গুলিও অত্যন্ত জঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে। ৺দশভূজা, লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরেকৃষ্ণ রায়ের ৩ তিনটী মন্দিরে তিনটী সংস্কৃত কবিতা পাথরে খোদা আছে, উক্ত তিনটী কবিতা নিম্নে লিখিত হইল।

৺দশভুজার মন্দিরে

১ ২ ৬ ১

১। মহী ভুজ রস ক্ষৌণী শকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতা সীতারাম রায়েন মন্দিরং॥

৺লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে

৬ ২ ৬ ১

২। লক্ষ্মীনারায়ণ স্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে
নির্ম্মিতং পিতৃ পুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরং॥

৺হরেকৃষ্ণরায়ের মন্দিরে

৫ ২ ৬ ১

৩। বাণ দ্বন্দ্বাঙ্গ চন্দ্রৈঃ-পরিগণিত শকে কৃষ্ণ-
তোষাভিলাষী
শ্রীমদ বিশ্বাস খাসোদ্ভব কুল কমলোল্লাসকো-
ভানুতুল্যঃ
প্রাজ্যৎশিল্পৌঘযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং
বিচিত্রং
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতি নগরে ভক্তি-
মান্নুৎ সসর্জ্জ॥

কবিতা তিনটীতে প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে যে, সীতারাম কর্ত্তৃক ৺দশভুজার মন্দির ১৬২১, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ১৬২৬ ও হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দির ১৬২৫ শকে স্থাপিত হয়। শ্লোকাঙ্কিত-প্রস্তর তিন খণ্ডের মধ্যে ২ দুই খণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর প্রস্তরখণ্ড অট্টালিকা হইতে স্খলিত হওয়ায় মহম্মদপুরের ৺বৃত্তির কাছারীতে রহিয়াছে। উক্ত প্রস্তরখণ্ড অপরিষ্কার থাকাতে সমস্ত পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং কবিতাগুলি শুনিয়া লিখিত হইল। এখানে কয়েক জন ভদ্রলোকের উক্ত শ্লোকত্রয় কণ্ঠস্থ আছে।

সীতারাম ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। নিজে সামান্য-অবস্থা হইতে রাজত্ব লাভ করেন। সুতরাং অনেক সময়ে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত ও শাসন-প্রণালী ইত্যাদি চিন্তায় কাটাইতে হইত। এরূপ অল্পসময়ের মধ্যে তিনি যে অনেক-কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াগিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। তাঁহার কীর্ত্তিআদি দর্শন করিলে এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলে স্বভাবতঃ মন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়।

সীতারাম বিলাসী ছিলেন। সুখসাগর তাঁহার বিলাসিতার প্রধান পরিচয়। রাজধানীর অনতিদূরে চিত্তবিশ্রাম বলিয়া একটী গ্রাম আছে, উক্ত গ্রামের নিম্নে পশ্চিম দিকে তখন ছত্রাবতী নদী প্রবাহিত ছিল, এক্ষণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে উহার প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বে মধুমতী নদী প্রবাহিত আছে। উক্ত গ্রামের স্বাভাবিক-শোভা অতি মনোহর ও শান্তিপ্রদ ছিল বলিয়া, তিনি উক্তগ্রামের নাম চিত্তবিশ্রাম রাখেন, অনেক সময়ে তিনি তথায় থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে কতকগুলি মুসলমানের বাস, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তথায় সীতারামের একটী বাড়ী ছিল, এক্ষণ তাহার কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত মহম্মদপুরের নিকট শ্যামগঞ্জ, সূর্য্যকুণ্ড ও হরিহরনগরে তাঁহার বাড়ী অদ্যাপি আছে। সীতারাম বিলাসী ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মাতিক্রম করিতেন না। তিনি কোন ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন এরূপ শুনা যায় না, বস্তুতঃ এরূপ পবিত্রচেতা পুণ্যাত্মার চরিত্রে কোন দোষ থাকা সম্ভবনহে, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি নির্ম্মল চরিত্র নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। অজ্ঞলোকেরা তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারে, কিন্তু তাহা মিথ্যা। জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান্ লোকে কেহ এরূপ বলেন না।

সীতারামের রাজ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন যে, তিনি প্রথমে নবাবের কার্য্যকারক "রায় রহিয়া" হইয়া আসেন, ক্রমশঃ নিজে সমস্ত অধিকার করিয়া স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, নবাব সীতারামের উপর বিশেষ কোন কারণে সন্তুষ্ট হইয়াই হউক, অথবা এ প্রদেশ অনাবাদী জঙ্গলময় থাকাতে কয়েক বৎসরের জন্য জায়গীর স্বরূপ সীতারামকে এ প্রদেশ ভোগ দখল করিতে দেন, শেষে নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করিবার কথা ছিল, কিন্তু সীতারাম ইত্যবসরে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, এইরূপে ক্রমশঃ অধিকার স্থাপনা করিয়া

নবাবের অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। শেষে নবাব সমস্ত জানিতে পারিয়া সীতারামের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। কয়েক বার যুদ্ধ ঘটে, কিন্তু সীতারাম নবাব-সেনাদিগকে পরাস্ত করিয়া জয় লাভ করেন। নবাবের জামাতা আবুতারা একবার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ভূষণার নবাবের সেনা নিবেশ ছিল, তথায় তিনি থাকিয়া সাধারণ লোকের উপর অনেক অত্যাচার করেন। সীতারাম তাহার অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তক কাটিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া তদীয় সেনাপতি মেনাহাতী যুদ্ধে আবুতারাকে পরাস্ত করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া সীতারামের সমীপে আনয়ন করেন। নবাব ইহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতারামের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। সীতারাম ও মেনাহাতীর যুদ্ধ কৌশল অত্যন্ত বেশী থাকায়, নবাব-সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হন। মেনাহাতী থাকিতে সীতারামকে পরাস্ত করা সহজসাধ্য নয়, মনে করিয়া নবাব পক্ষ হইতে তাঁহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়। মেনাহাতীকে সম্মুখ-সমরে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য, এজন্য নবাব পক্ষ হইতে একটী সৈনিক গোপনে ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে মেনাহাতীকে হত্যা করে। মেনাহাতীর সমাধি অদ্যাপি মহম্মদপুরে আছে। অপর সেনাপতি হামানাবাধার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মেনাহাতীকে যখন গোপনে হত্যা কার হয়, তখন নবাব-সেনা ভূষণায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকে এবং সীতারামের সৈন্য ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধার্থ ভূষণাভিমুখে যাত্রা করে, এদিকে মহম্মদপুরে মেনাহাতীকে নবাব-সেনা গুপ্তভাবে হত্যা করে, সৈন্যদের শ্রেণী ভঙ্গ হইবে বলিয়া সীতারাম তখন এই হত্যা-সংবাদ প্রকাশ করেন না, অন্য সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠাইয়া অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া নবাব-সৈন্যকে সে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মেনাহাতীর মৃত্যুতে সীতারাম একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। অপরদিকে নবাবসৈন্য মেনাহাতীর হত্যাসংবাদে উল্লাসিত হইয়া হঠাৎ সীতারামের মহম্মদপুরের রাজধানী অবরোধ করেন। তখন সীতারামের অধিকাংশ সৈন্য ভূষণায় ছিল। সৈন্যসংখ্যাও তত বেশী ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সীতারাম অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নবাবসেনার সম্মুখীন হন। অবশেষে নবাবসেনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীতারামকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে নবাব গোচরে লইয়া যায়।

সীতারাম মুরসিদাবাদে নীত হইলে নবাব স্বয়ং তাঁহার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। তথায় মণিরাম রায় নামক একটী উকীল সীতারামের অনুকূলে তর্ক বিতর্ক করেন। বিচারকালে সীতারাম নবাবের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। নবাব কিছু কর্কশভাবে সীতারামের সহিত ব্যবহার করেন। বীরের হৃদয়ে তাহা অসহ্য, তিনি তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। প্রবাদ আছে যে, যবনের অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে

শ্রেয়ঃ এই বিবেচনায় স্বাধীনচেতা মহাত্মা সীতারাম নিজ অঙ্গুরী সহিত বিষাক্ত-অঙ্গুরী চুষিয়া নিজের জীবন নিজেই নাশ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি মহম্মদপুরে আত্মহত্যা করেন; কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদেই আত্মহত্যা করেন, অধিকাংশ লোকেই এইরূপ বলে। সম্ভবতঃ তিনি ঢাকাতেই নীত হয়েন, কারণ এই সময়েও ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, ইহার দশ বৎসর পরে মুর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, সীতারামের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণে নবাব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে তদীয় রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন। এ দিকে নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ রঘুনন্দন তখন নবাব-সরকারের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। তিনি নাকি ঐ জমিদারী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে সীতারামের মৃত্যুর পরেই মহম্মদপুরে লোক পাঠাইয়া ঘোষণা করিয়া দেন যে, নবাব সীতারামকে হত্যা করিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে, সীতারামের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সমস্তই মুর্শিদাবাদে লইয়া হত্যা করিবেন। তচ্ছ্রবণে সীতারামের স্ত্রী পুত্রাদি সকলে নৌকারোহণে জলমগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হন। তাঁহার বংশে কেহই জীবিত থাকেন না, এইরূপ প্রকাশ। কিন্তু ইহাও পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন। শূরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যশোহরের ইতিবৃত্তে প্রেমনারায়ণকেই সীতারামের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর ও অন্যান্য পরিবারবর্গ আত্মহত্যা করেন; শূরনারায়ণ লুক্কায়িত অবস্থায় থাকেন। তিনি জীবিত না থাকিলে এরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যাইত না। সূর্য্যকুণ্ড নিবাসী উক্ত ঈশ্বরচরণ দাস মহাশয়কে মহম্মদপুর অঞ্চলের সকলেই সীতারামের দৌহিত্র-বংশীয় বলিয়া থাকেন। সীতারামের পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। রঘুনন্দন সীতারামের বংশে কেহই নাই বলিয়া স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে সীতারামের সমস্ত সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লন। সেই হতে এ দেশ অর্থাৎ ভূষণা প্রদেশ নাটোর রাজার অধীন হয়; শেষে ঐ বংশের রাজা ৺রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের সময় এখানকার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হওয়ায়, অন্যান্য জমিদারগণ খরিদ করেন। এক্ষণ মহম্মদপুরে নাটোরের বড় তরফের মহারাজের কেবল দেবোত্তর স্বত্ব মাত্র আছে। সীতারাম তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগের যে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি তাঁহার অধীনে আছে। তদ্দ্বারা সেবা আদি চলিতেছে।

জনশ্রুতিপরম্পরায় এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, যখন ব্রিটীশগবর্ণমেণ্ট ভূষণা বন্দোবস্ত করেন, তখন সীতারাম-প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির সনন্দ দেখিয়া ও তদ্বিবরণ অবগত হইয়া প্রকাশ করেন যে, সীতারামের উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, তাঁহার সহিত জমিদারী বন্দোবস্ত করা হইবে এবং একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আদেশ করেন যে, এই

নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, উপস্থিত হইবেন। তখন সীতারামের সম্পত্তি নাটোরের রাজার হাতে ছিল; তখন ৺রাণী ভবানী রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, সীতারামের পৌত্র প্রেমনারায়ণ তখন জীবিত ছিলেন; ৺রাণী ভবানী প্রেমনারায়ণকে তখন নাটোর লইয়া যাইয়া যত্নপূর্ব্বক রাখেন। প্রেমনারায়ণ গভর্ণমেণ্টের আদেশ অবগত ছিলেন না। নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে ৺রাণী ভবানীই সমস্ত সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লন; প্রেমনারায়ণকে দৈনিক ১৲ এক টাকা ভাতা দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, এরূপ কিছু সম্পত্তি তাঁহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং তাঁহার চাকর ইত্যাদির আবশ্যক বলিয়া তদুপযুক্ত কতকগুলি লোককে কিছু চাকরাণ জমি দিয়া তাঁহার কার্য্য করিতে আদেশ দেন। শেষে নাটোরের জমিদারী বিক্রীত হইলে সে বন্দোবস্ত আর থাকে না। প্রেমনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিতেন, অদ্যাপি তাহাকে রাজবাড়ী বলে। প্রেমনারায়ণ সম্বন্ধে এই ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা জানা যায় না। সীতারামের দৌহিত্র-বংশীয় উল্লিখিত উমাচরণ দাস মহাশয়ের নিকট শুনিয়া লেখা হইল। অদ্যাপি সেই বাড়ী ও কিছু সম্পত্তি উক্ত দাস মহাশয়ের দখলে আছে। সীতারামের পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বোধ হয়। তিনি শেষে সামান্য সম্পত্তি লইয়া সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে সীতারামের বংশে কেহই নাই, কেবল উক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আছেন; তাঁহারও সন্তানাদি কিছুই নাই।

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[৮ম ও ৯ম]

১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ।

১। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ।
২। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।
৩। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ।
৪। প্রাণভৃচ্চ।
৫। ভেদব্যপদেশাৎ।
৬। প্রকরণাৎ।
৭। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ।
৮। ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।
৯। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।
১০। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ।
১১। সা চ প্রশাসনাৎ।
১২। অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ।
১৩। ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ।
১৪। দহর উত্তরেভ্যঃ।
১৫। গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ।
১৬। ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ।

১৭। প্রসিদ্ধেশ্চ।

১৮। ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ।

১৯। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।

২০। অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ।

২১। অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্।

২২। অনুকৃতেস্তস্য চ।

২৩। অপি চ স্মর্য্যতে।

১। 'স্ব' শব্দের প্রয়োগ হেতু স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠান উক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

২। মুক্ত পুরুষেরাই সে স্থান প্রাপ্ত হন, ইহার উল্লেখ থাকাতে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৩। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান দ্বারা সাংখ্য-প্রতিপাদিত প্রধান সূচিত হন না; কারণ ঐ সমুদায় শব্দ দ্বারা প্রধানকে বুঝায় না।

৪। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মাকেও বুঝায় না।

৫। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য পরিব্যক্ত থাকাতেও জীবাত্মাকে বুঝায় না।

৬। প্রকরণের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম হওয়াতেও জীবাত্মা বুঝায় না।

৭। ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষীত্ব, এই দুই বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না।

৮। সম্প্রসাদ বা সুষুপ্তির অতিরিক্ত তত্ত্ব-নির্দ্দেশ হওয়ায় "ভূমা" শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৯। ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও ভূমার ধর্ম্ম অভিন্নরূপে উপপন্ন হওয়ায়, 'ভূমা' পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১০। 'অক্ষর' পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; যেহেতু ইহা আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতেরই আধার।

১১। অক্ষরের প্রশাসনই এই আধারের হেতু।

১২। শাস্ত্রে অক্ষরকে অন্যান্য (অনিত্য) পদার্থ হইতে প্রভিন্ন করাতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩। ঈক্ষণের বিষয় হওয়াতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৪। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে তদনুসারে "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৫। "ব্রহ্মে গতি" এবং "ব্রহ্মলোক" পদের শ্রৌত উল্লেখ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; ইহাই একটী "লিঙ্গ" অর্থাৎ চিহ্ন।

১৬। "ধৃতি" হেতুও "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; কারণ বিশ্ব-ধৃতি-মহিমা ব্রহ্মেই উপলব্ধ হয়।

১৭। দহরের এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ থাকাতেও তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৮। জীবাত্মার উল্লেখ থাকাতেও অসম্ভবত্ব হেতু দহর পদে জীবাত্মা বুঝায় না।

১৯। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২০। "জীবাত্মা" পদের অভিপ্রেত অর্থ স্বতন্ত্র।

২১। অল্প বা সূক্ষ্মাকাশ পদে বিশ্ব-

ব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্ববোধজনিত অনুপপত্তি-আশঙ্কার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

২২। ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপতার অনুকৃতি হইতেও ব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত।

২৩। ঔপনিষদী স্মৃতিতেও বিশ্বজ্যোতি-ভাবে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১ম সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষৎ (১১—২। ৫) বলেন,—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাং বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

স্বর্গ, পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ আর।
অনুস্যূত সত্তায় যাঁহার॥
মনঃ প্রাণ সমস্তই যিনি।
জান তাঁরে, পরমাত্মা তিনি॥
অপর প্রসঙ্গ পরিহরে।
অমৃতের সেতু জান তাঁরে॥

ব্রহ্মই এস্থলে অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত পরিষ্কৃত। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" এই বাক্যের প্রয়োগেই ইহা স্বীকৃত।

"সেতু" শব্দের প্রয়োগে পদার্থান্তরের অপেক্ষা সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে। যাহা এক কূল হইতে অপর কূল সহ সংযোজিত হয়, তাহাই সেতু; অতএব "সেতু" এক কূল হইতে অপর কূল রূপ পদার্থান্তর-প্রাপ্তির অপেক্ষা সূচনা করে; কিন্তু ব্রহ্ম "অনন্তমপারম্"; তিনি আবার কোন্ সান্ত সপারের দুইপার-সংযোজক হইবেন? ফলে "সি" ধাতু-নিষ্পন্ন "সেতু" পদের প্রকৃত অর্থ সংযোজন বা একত্রীকরণ বটে, কিন্তু পারদ্বয়-সংযোজন-সেতুত্ব অবশ্য এখানে অভিপ্রেত নয়; কেবল সংযোজকত্ব বা মিলনত্বই এখানে অভিপ্রেত। অতএব যাঁহাতে জীবের অমৃতত্ব-সম্মিলন সংসিদ্ধ হয় তিনিই অমৃতের সেতু। "বিধরণত্বমাত্রমত্র সেতু শ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবত্ত্বাদি।"

সমস্তই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যেমন লবণ-সমষ্টির অন্তর্বাহ্যভেদ-বিশেষত্ব নাই; উহা মোটের উপর আস্বাদবিশেষের সমষ্টি মাত্র; তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বেরও জ্ঞেয়ত্বের অন্তর্বাহ্য-ভেদ-ভাব নাই; উহা মোটের উপর জ্ঞান-সমষ্টি স্বরূপ। যথা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৭—৫। ১৩) বলিতেছেন—"স যথা সৈন্ধব-ঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।"

সৈন্ধব-সমষ্টিসার, নাহি তাহে যে প্রকার,
অন্তর্বাহ্য-ভেদ বিশেষত্ব;
আস্বাদ-সমষ্টিসার; ব্রহ্মতত্ত্ব সে প্রকার,
প্রজ্ঞান-সমষ্টি মাত্র সত্য।

সমস্তই ব্রহ্ম,—অর্থাৎ "ব্রহ্মই সর্ব্বপদার্থ" বলিলে, ব্রহ্মের বহুরূপত্ব বুঝায় না; পরন্তু প্রকৃতি-রূপত্ব বুঝায়। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রকৃতি ব্রহ্মেরই রূপ।

২য় সূত্র।—স্বর্গ-পৃথিবী ইত্যাদির আধার বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির সম্বন্ধ-স্থাপিত মুক্ত পুরুষও ব্রহ্মতত্ত্বেই যুক্ত; অতএব মুক্তের মিলনাধিকরণ ব্রহ্মতত্ত্বগত। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

হৃদয়ের হয় গ্রন্থিভেদ।
হয় সর্ব্ব সংশয়ের ছেদ॥
সমস্ত কর্ম্মের হয় ক্ষয়।
পরাবর দর্শনে নিশ্চয়॥

এস্থলে "পরাবর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। অপিচ,—"যথাবিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ, পরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্।"

নামরূপ-বিমুক্ত বিজ্ঞানবান জন।
প্রাপ্ত হন পরাৎপর পুরুষ পরম॥

এই সমস্ত উক্তিগুলিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মই মুক্ত পুরুষের আশ্রয়, কিন্তু প্রধান বা অন্য কোন তত্ত্ব নহে।

৩য় সূত্র।—স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আধার-তত্ত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি কখনও হইতে পারে না; কারণ উক্ত সূত্রোক্ত শব্দেই তাহা সূচিত হইবার নহে। পরম পূত শাস্ত্র সমূহের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, চিৎসত্তই বিশ্ব-কারণ; সুতরাং অচিৎসত্ত্ব প্রধান তাহা কিরূপে হইবে? এই চিৎ-সত্তই ব্রহ্ম।

৪র্থ।—জীবাত্মাও সেই কারণবশেই স্বর্গ-পৃথিব্যাদির আধারতত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। পবিত্র শাস্ত্র সকল ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বস্থ বলেন, কিন্তু জীবাত্মা চিৎসত্তা প্রভৃতি ব্রহ্ম-সমধর্ম্মিতা পাইলেও তাঁহাকে তাহা বলা হয় নাই।

৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্র।—অপিচ, শাস্ত্র বলেন, একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হও। এই স্থলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য সূচিত হইতেছে। আত্মাকেই এ স্থলে 'জ্ঞেয়' এবং জীবকে 'জ্ঞাতা' বলা হইয়াছে। আত্মাই স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির আধার, কিন্তু জীব কদাচ নহে। বিশেষতঃ আলোচ্য অধ্যায়টির বিষয়ই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। মুণ্ডকোপনিষদে (১।১।৩) দৃষ্ট হয়,—"কিস্মন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"—অর্থাৎ—

"হেআর্য্য! জানিলে কারে,
সমস্ত জানিতে পারে?"

যদি ঐ উক্তিটি দ্বারা জীবাত্মাকেই বুঝায়, তাহা হইলে আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয় বিপর্য্যাই ঘটিয়া যায়। তাহা হইলে যাহা হয়, তাহা অদ্ভুত ও অসঙ্গত।

৭ম সূত্র।—বেদান্তসূত্রের ১ম পাদের প্রথম অধ্যায়ের ১১শ সূত্রের আলোচনায় যাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিচারিত হইয়াছে, সেই মুণ্ডকোপনিষদের (৩।১।১) উক্তি এইরূপ,—

"প্রেমেবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে একবৃক্ষ-পর॥
সে উ'য়ের একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায়॥

এই পাখীদুইটির মধ্যে ভোক্তাটি জীব ও দ্রষ্টাটি ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আলোচ্য বিষয়ের মূলতত্ত্ব; তবে জীবাত্মার উল্লেখ কেবল অবান্তরভাবে কৃত অতএব স্বর্গ-পৃথিব্যাদির আধারতত্ত্ব ব্রহ্ম। যদি তর্কচ্ছলে বলা যায় যে, ব্রহ্মের উল্লেখই অবান্তরভাবে কৃত হইয়াছে, তবে তাহা অসঙ্গত হয়; যেহেতু অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিধায় উহার সমাধানে আনুষঙ্গিক বা অবান্তর আলোচনায় কুলায়না; পরন্তু অধিকতর বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনারই প্রয়োজন। জীবাত্মার অনুভূতি সকলেরই সর্ব্বসাধারণ-পরিচিত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক বিধায়, উহার অবান্তর উল্লেখ আপত্তিজনক হয় নাই।

৮ম সূত্র।—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত (৭।২০।২৪)

"ভূমা" শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য কি না, তদালোচনাই এই সূত্রের বিষয়।

নারদ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন। আমরা তদুপলক্ষে নারদের প্রশ্নাবলী ও সনৎকুমারের উত্তরাবলী শাস্ত্রে দেখিতে পাই। নারদ জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভগবন্! নামের অধিক কিছু আছে কি?"

উত্তর—"নামের অধিক বাক্য।"

প্রশ্ন—বাক্যের অধিক কিছু আছে কি?

উত্তর—"বাক্যের অধিক মন।"

এইরূপে উভয়ের প্রশ্নোত্তর-প্রবাহ চলিয়া, উক্ত "প্রাণ"-পদার্থে উপনীত হইল। এই "প্রাণ" হইতে অধিক আর কিছুরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সূত্রের মূল আলোচ্য বিষয় ছান্দোগ্য-উপনিষদের উক্তি এই—

"ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।"

হে আর্য্য! ভূমার জ্ঞান বাঞ্ছে মম মন।
যাঁহাতে দেখেনা অন্য, শুনেনা জানেনা অন্য,
যিনি পূর্ণ, ভূমা তিনি হন॥
যাহা হতে দেখে অন্য শুনে অন্য—জানে অন্য,
সে অপূর্ণ, 'অল্প' পদে তাহারি গণন॥

এই ভূমানির্ব্বচনী উক্তির পরেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, আশা হইতেও প্রাণ গরীয়ান্; সুতরাং এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রাণই বুঝি ভূমা, যেহেতু প্রাণাপেক্ষা অধিকতর গরীয়ান্ আর কিছুরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বিচার্য্য বিষয়ই ব্রহ্ম, কিন্তু প্রাণ নহে। নারদ সেই জ্ঞানই পাওয়ার প্রার্থী হইয়াছিলেন, যে জ্ঞানে "অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তি" রূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়; কিন্তু (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন) প্রাণ-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরমপুরুষার্থদায়িনী শক্তির উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না; অতএব প্রাণ কদাচ 'ভূমা' হইতে পারে না। নারদকে সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার শেষে "আশা হইতে প্রাণ অধিক" এইরূপ সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইলেই নারদ নীরব হইলেন; আর প্রশ্ন করিলেন না। তখন সনৎকুমার ব্যাখ্যা করিলেন যে, "অতিবাদী" হওয়ার উপযোগিতা কেবল প্রাণতত্ত্ব-জ্ঞানে নির্ভর করিলে, উহা অন্তঃসারশূন্য হয়; যেহেতু তত্ত্বতঃ প্রাণ স্বয়ংই মিথ্যা; এবং তৎপরে বলিলেন যে, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যজ্ঞানসম্পন্ন। এই স্থলে নারদ একটি নবতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রচ্ছক হইলেন এবং সনৎকুমারও তাঁহাকে বুদ্ধি হইতে ভূমা-তত্ত্ব পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলেন। এই ভূমাতত্ত্ব প্রাণ-তত্ত্বের অতিরিক্ত শিক্ষার স্থানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলিতার্থে এই উভয় তত্ত্বে পরস্পর প্রকৃত সংস্রব নাই।

সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সম্প্রসাদতত্ত্বের পরে ভূমাতত্ত্ব উক্ত হওয়ায়, প্রাণ কদাচ ভূমা নহে। "সম্যক্ প্রসীদত্যস্মিন্নিতি" এই অর্থে "সম্প্রসাদ" পদে সুষুপ্তি বুঝায়; কারণ সুষুপ্তিতেই সম্যক্ প্রসন্নতা হয়। সুষুপ্তিকালেও প্রাণ জাগ্রত থাকে; সুতরাং এই সূত্রে "সম্প্রসাদ" শব্দে প্রাণ বুঝাইলেও ভূমা শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়, কিন্তু প্রাণ বুঝা

না; কেননা ভূমাতত্ত্ব প্রাণতত্ত্বের পরে অতিরিক্ত তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"আত্মতঃ প্রাণ" (ছাঃ উঃ ৭ ২৬।১।১) প্রাণ স্বয়ংই আত্মা হইতে উৎপন্ন। আত্মাই মূল পদার্থ; আত্মা পদার্থান্তরসাপেক্ষ নহে। অতএব "ভূমার প্রতিষ্ঠা কোথায়?" নারদের এইরূপ প্রশ্নে উত্তর হইল যে,— "স্বে মহিম্নি" অর্থাৎ স্বমহিমায়। ইহাতেই সর্ব্বসংশয়ের নিরাকরণ হইতেছে। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ভূমা সেই বিশ্বকারণ পরমাত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

৯ম সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পবিত্র শাস্ত্রবাক্যে ভূমার যেরূপ লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, অতএব ভূমাই ব্রহ্ম। "যাহাতে অন্য আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, (ইত্যাদি ইত্যাদি,) তাহাই ভূমা" এই বাক্যের সহিত "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ৪ ৫।১) এই বাক্যের তুলনা করিলেই বুঝাযাইবে যে, যখন আত্মাই সমস্ত, তখন তাহাতে আর অন্য কি দৃষ্ট হইতে পারে?

ছান্দোগ্যোপনিষদের এই আলোচ্য অধ্যায়টীতে ভূমাকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, এবং অমৃততত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বকেও আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। অতএব লক্ষণসাম্য হেতু ভূমাই ব্রহ্ম, তাহাতে সংশয় নাই।

১০ম সূত্র—এ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩—৮।৭।৮) উক্ত "অক্ষর" শব্দে অবিনাশী ব্রহ্মকে বুঝায় বা অক্ষর পদেই বাচ্য অ-উ-ম-প্রকটিত প্রণব বুঝায়।

"কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।"

কিসে ওতঃপ্রোত এই অনন্ত অম্বর?
কন (যাজ্ঞবল্ক্যযোগী), অবধান কর গার্গি!
বর্ণন করেন হেন ব্রাহ্মণনিকর,—
যে অম্বর এ ভুবন যা হতে করে পোষণ,
আধার সে অম্বরের সেই সে অক্ষর।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে অম্বর সর্ব্বাধার, তাহার আধার ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এই অম্বর যে অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বিশ্বের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতেছে, তাহাই 'অক্ষর' অর্থাৎ অবিনাশী ব্রহ্ম। "ওঁকারং এবেদং সর্ব্বং" অর্থাৎ প্রণবই এই সমস্ত বিশ্ব, এইরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনুপপত্তি নাই; কারণ উক্ত বাক্য ওঙ্কারের স্তুত্যর্থক; যেহেতু প্রণব সাধনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

১১শ সূত্র।—এ সূত্রের বিচার এই যে, 'অক্ষর' কদাচ অচিৎসত্ত্ব প্রধানের প্রতিপাদক নহে। "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি। বৃঃ উঃ ৩-৮।৯)।

হে গার্গি এ অক্ষরের প্রশাসনবলে।
চন্দ্র-সূর্য্য স্ব স্ব কার্য্য সাধে নভস্থলে॥

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, চিৎস্বরূপ হইতেই প্রশাসন সম্ভব; সাংখ্যোক্ত অচিৎস্বরূপ প্রধান হইতে তাহা অসম্ভব। অচিৎসত্ত কর্দ্দমের প্রশাসনে কদাচ ঘটাদির সংগঠন সাধিত হয় না।

১২শ সূত্র।—এ সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ ব্রহ্ম এই ভূত-প্রপঞ্চ হইতে

স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ, তদ্রূপ অক্ষরকেও শব্দে ভূতপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম ও অক্ষরে যে কেবল লাক্ষণিক তত্ত্ব-সাম্য-জনিত একত্ব, তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য অনিত্য-ভূত-প্রপঞ্চের সহিত পার্থক্য-সাম্য-জনিত একত্ব ফলেও অক্ষরই ব্রহ্ম।

প্রধান ও জীবাত্মা হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিভিন্ন, অপিচ সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত, এবং অক্ষরও তাহাই বলিয়া বর্ণিত; অতএব অক্ষরই ব্রহ্ম।

"অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ, অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্তৃ, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" (বৃঃ উঃ, ৩-৮। ৮৮ অর্থাৎ (হে গার্গি!) অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দেখেন, অশ্রুত হইয়াও শুনেন, অমত হইয়াও মনন করেন, অজ্ঞাত হইয়াও জানেন, ইত্যাদি।

স্থলান্তরে, উক্ত অক্ষর চক্ষু-কর্ণ-বাক্য-মনের অতীত অসঙ্গ, অথচ উহাতে বস্তুৎ শক্তির কারণ-তত্ত্ব নিহিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা অক্ষরেরও সর্বোপাধিশূন্যতা সিদ্ধান্তিত হওয়ায়, "অক্ষর" পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩শ সূত্র — প্রশ্নোপনিষদের (৫।২) একটি উক্তির বিচার এই সূত্রের বিষয়। উক্তিটি এই,—

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতীতি প্রকৃত্যা শ্রূয়তে। যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীতেতি।"

সত্যকাম! এ ওঙ্কার প্রণব-ব্রহ্ম অপর।
ইহাকে জানিলে লভে এ দুয়ের অন্যতর॥
ত্রিমাত্র প্রণব এই, এতে ধ্যান ধরে যেই,
সেই পায় পরম পুরুষ পরাৎপর।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই ত্রিমাত্র-প্রণবের ধ্যান-ধারণায় যে পরমপুরুষের প্রাপ্তি হয়, তাহা পরমাত্মা ব্রহ্ম বা অপর কোনরূপ আত্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্ব।

সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, ধ্যান-ধারণার বিষয় পরমাত্মা ব্রহ্ম। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষ, সুতরাং ধ্যেয়; কিন্তু অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং অধ্যেয়। "স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরুষং পুরিশয়মীক্ষতে"।

দেহ দুর্গবাসী সেই পরম পুরুষে।
জীবঘন-আত্মা হতে প্রধান হেরে সে॥
(জ্ঞানেন্দ্রিয়—আর তার বিষয়নিকর।
তদতীত তিনিই পুরুষ পরাৎপর॥)

উপরোক্ত ঔপনিষদী উক্তিটি ফলিতার্থে এক তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিতেছে। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, এই হেতুই একমাত্র প্রকৃত বস্তু ব্রহ্মই উক্ত উক্তিদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্রাণ নহে। প্রাণ যদিও দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, কিন্তু ফলিতার্থে মায়াকল্পিত অবস্তু। গৌণ-ব্রহ্ম, "হিরণ্যগর্ভ" বা "সূত্রাত্মা"ও প্রকৃতই অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু। বেদান্তের সার সিদ্ধান্তই এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই বিশ্ব; ব্রহ্মই "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

১৪শ সূত্র।—এই সূত্রেরও বিচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্রুতিবাক্য। নিম্নে সেটি উদ্ধৃত হইল।

"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরিকং বেশ্ম দহরস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদ সত্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।"

ব্রহ্মপুরী এই দেহ, সূক্ষ্ম হৃদ্‌পদ্ম গেহ,
তাহে সূক্ষ্ম অন্তর-আকাশ।
আশ্রয়ি সে সূক্ষ্মধাম, যে তত্ত্ব বিরাজমান,
আবশ্যক সে তত্ত্বজিজ্ঞাস।

বিচার্য্য এই, শাস্ত্র যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মপুরী এই দেহে সূক্ষ্ম হৃদ্‌পদ্মধামে সূক্ষ্ম-অন্তরাকাশতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইহার সারভূত তত্ত্ব বা লক্ষ্য কি, তাহাই অনুসন্ধেয়। উহা কি কেবল ভূতভৌতিক সূক্ষ্মব্যোম মাত্র? অথবা উহা জীবাত্মা কিম্বা সেই পরাৎপর পরমাত্মা? পরবর্ত্তী বিচারমতে শাস্ত্রোক্তি অনুসারেই "সূক্ষ্ম অন্তরাকাশ" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়। নিম্নোক্ত বর্ণানুসারে অন্তরাকাশ গৌণপদ্য।

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।

শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, অজর অমর নিত্য,
অশোক—অক্ষুৎ-তৃষ্ণ যেই।
যিনি সদা সত্যকাম, সত্যের সঙ্কল্পবান,
হন সত্য এই আত্মা সেই॥

এই বর্ণনা ভৌতিক আকাশ বা জীবাত্মা, এ দুয়ের কোনটীতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। শালগ্রাম শিলায় যদ্বৎ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, ধ্যানধারণাধিগম্যভাবে "ব্রহ্মপুর" দেহমধ্যে হৃদ্‌পদ্মে তদ্বৎ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।

১৫শ সূত্রে।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম বা পরব্যোম ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরব্যোমে বা ব্রহ্মলোকে জীবের প্রাত্যহিক গতিবিশেষ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুগভীর সুষুপ্ত সময়ে জীবাত্মার ব্রহ্মগতি বা ব্রহ্মলোকে গতি এবং জাগরণে পুনরাবৃত্তি হয়। ব্রহ্মলোক ব্রহ্মের আধিকরণিক তত্ত্ব, সুতরাং পরমার্থতঃ ব্রহ্মসহ অভিন্ন, ইহাই এস্থলে বিবৃত।

১৬শ সূত্র।—এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্মব্যোমের জগদ্ধৃতি-লক্ষণ উক্ত হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বোধব্য, যেহেতু ব্রহ্মেরই জগদ্ধৃতি-লক্ষণ শ্রুতি-বিশ্রুত। শাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম ব্যোমতত্ত্বকে কেবল মাত্র পাপাতীতই বলা হয় নাই; অপিচ বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা এরূপ নিয়মিতভাবে জগৎ-পোষণ হইতেছে যে, যাহাতে জগৎ বিপ্লুত না হইয়া যায়। যথা "য আত্মা সঃ সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি"। "বৃহদারণ্যক" বলেন, একমাত্র সেই অমৃতস্বরূপের আদেশেই আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য যথাব্যবস্থিতভাবে স্বকার্য্য সাধনার্থ সমুদিত রহিয়াছেন। মূলব্রহ্মত্ব বশেই বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থই স্ব-সত্তায় সংস্থিত। অতএব "সূক্ষ্মাকাশ" বা "পরব্যোম্" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বোধিত।

১৭শ সূত্র।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধক; যেহেতু ইহার অন্যান্য অবান্তর অর্থ থাকিলেও এস্থলে মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থই ব্রহ্ম। "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা" (ছাঃ উঃ ৮। ১৪)

আকাশপদেতে হন পরিব্যক্ত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥

"সর্ব্বাণি বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।" (ছাঃ উঃ ১। ৯)

আকাশপদেতে যাঁর পরিচয় জ্ঞাত।
এই সর্ব্বভূত হয় তাঁহ'তেই জাত॥

আকাশপদে অবশ্য জীবাত্মা বুঝায় না, ইহা ভৌতিক ব্যোমকেই বুঝায়; কিন্তু সূক্ষ্মব্যোমের যে লক্ষণাদি শাস্ত্রোক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মতত্বই বিজ্ঞেয়; নচেৎ উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়।

১৮শ সূত্র।—ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্মব্যোম কদাচ জীবাত্মাবোধক হইতে পারে না; যেহেতু শাস্ত্রোক্তিমতে উহা অসম্ভব। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮-৩। ৪) উক্ত হইয়াছে, "অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি নিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ।"

এই যেই 'সম্প্রসাদ'—দিব্য-বিভাসিত।
এ মর্ত্ত্য শরীর হতে হয়ে সমুত্থিত॥
পরজ্যোতিরূপে পরে পরিণতি পায়।
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আত্মা বলে তায়॥

এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বা আপাততঃ জীবাত্মা'ই সমর্থিত বোধ হয়; কিন্তু (এই পাদেরই) পরবর্ত্তী ২০শ সূত্রে নিষ্পন্ন হইবে যে, মুখ্যার্থকভাবে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গই পরমাত্মাবোধক। ফলিতার্থে উপরোক্ত উপনিষদ্-বাক্যেও পরমাত্মাই পরম লক্ষ্য। কারণ স্বরূপস্থ আত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু উপাধি-নির্ম্মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মা সোপাধিক ও সসীম; এবং "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বা "অপহতপাপ্মা" প্রভৃতি বিশেষণ জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য। জীবাত্মা অবিদ্যোপাধিগত; অবিদ্যাতেই অজ্ঞান, অজ্ঞানেই পাপ; অতএব সূক্ষ্মব্যোমসহ জীবাত্মা তুলনীয় নহেন; পরন্তু পরমাত্মাই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জীবাত্মার বিষয় কথিত হওয়ায়, "সূক্ষ্মব্যোম্" জীবাত্মাবোধক কেন না হইবে? এরূপ তর্ক উত্থাপিত হইলে, তদুত্তর এই যে, উহাতে মুক্ত জীবাত্মার বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে; মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক তত্ত্ব। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জীবাত্মা যখন অবিদ্যামুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ হন, তখন তিনি ব্রহ্মই হন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রজাপতি কর্ত্তৃক জীবাত্মার প্রকৃত-তত্ত্ব-বিকাশ বিবৃত হইয়াছে। মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তত্ত্বপক্ষে প্রভেদ নাই। যদি "সূক্ষ্মব্যোম" মায়াপাশ-মুক্ত জীবাত্মাকে লক্ষ্য করে, তবে তাহা পরমার্থতঃ পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করে, বলা যায়।

২০সূত্র।—এ সূত্রের বিচার এই যে, যদি সূক্ষ্মব্যোম জীবাত্মাকে বুঝায়, তবে তাহার অর্থ-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য; অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রকৃত-পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপ-নির্ণয় অভিপ্রেত নয়; পরন্তু পরমাত্মার স্বরূপনির্ণয়ই অভিপ্রেত।

২১শ সূত্র।—যদি এরূপ তর্ক ধরা যায় যে, সূক্ষ্মব্যোমের সূক্ষ্মত্বরূপ লক্ষণটি বিশ্বব্যাপী পরমাত্মায় কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যায় যে, তিনি এই রূপেই ধ্যানাধিগত হইয়া থাকেন।

ঔপনিষদী শ্রুতি কেবল আমাদিগকে

আমাদের ধারণাধিগমাভাবে সূক্ষ্ম হৃৎপদ্মে ব্রহ্মচিন্তার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষুদ্রস্বরূপ সূক্ষ্মত্ব জ্ঞাপন করেন নাই।

২২শ সূত্র —মুণ্ডকোপনিষদ্ ও কঠোপনিষদুক্ত একটি শ্রুতিবাক্যের বিচার এই সূত্রের বিষয়। শ্রুতি যথা---

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (মুঃ উঃ ১১-২।১০)

সূর্য্য তথা নাহি জ্বলে, নাহি চন্দ্র-তারা তথা।
নাহি ঝলে এবিদ্যুৎ, অগ্নিআর লাগে কোথা॥
তিনি ভাস্ত, সর্ব্বভাতি তাঁরে অনুসরি বয়।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত হয়॥

এই স্থলে এই ভাতি বা জ্যোতি কোন ভৌতিক জ্যোতিষ্ককে লক্ষ্য করিতেছে না; এস্থলে জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মই লক্ষিত। শাস্ত্রে ব্রহ্মই "জ্যোতিষাং জ্যোতি" বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মই মৌলিক আলোচ্য বিষয়; অতএব সিদ্ধান্তিত তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব,—অপর কোন ভৌতিক তত্ত্ব নহে।

২৩শ সূত্র।—ঔপনিষদী স্মৃতিও ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্যোতির অপ্রকাশ্য স্বয়ংপ্রকাশ—অর্থাৎ "জ্যোতির জ্যোতি" ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন; যথা গীতা—

"নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে—তদ্ধাম পরমং মম॥"

রবি না বিভাসে তাহা, না চন্দ্র না অগ্নিতথা।
সে মম পরমধাম, নাহি ফেরে গেলে যথা।

অপিচ।—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।"

আদিত্যগত যে তেজ বিকাশে বিশ্ব-সংসার।
যে তেজ চন্দ্রে—অনলে, সে তেজ জান আমার॥

এতবতা জ্যোতির জ্যোতি ভাবে অন্য কোন ভৌতিক জ্যোতিই প্রতিপাদিত নহে; পরন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

(ক্রমশঃ)

দুর্গামূর্ত্তি—দুর্গোৎসব।

(ধ্যান)

"জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।
আপাদলম্বিতা-মালাং সর্ব্বরত্নবিভূষিতাং।
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং॥
ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং দক্ষিণেন বিচিন্তয়েৎ॥
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
অধস্তান্ মহিষং তদ্বৎ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ দানবং খড়্গপাণিনং॥
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্রবিভূষিতং।
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং॥

বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটিভীষণাননং।
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমংসিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথাবামঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥"

জটাজুট কেশপাশে, অর্দ্ধেন্দু ললাটে ভাসে,
ত্রিনয়না পূর্ণেন্দুবদনা।
তপ্তস্বর্ণ-সুবরণা, সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা,
সুনবীনা সর্ব্বসুভূষণা॥
সুচারু-দশন-ধরা, পীনোন্নত পয়োধরা,
শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গি ধরে।
মহিষ-মর্দ্দিনী মা'র আপাদলম্বিত হার,
সর্ব্বাঙ্গ তাহে শোভা করে॥
ললিত নাল-নিন্দিত দশবাহু সুশোভিত,
দশঅস্ত্র তাহে ঝলমলে।
ত্রিশূল দক্ষিণ করে, খড়্গ চক্র তৎপরে,
তীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি সমুজ্জ্বলে॥
খেটকাস্ত্র বামকরে, পূর্ণ চাপ তারপরে,
পাশ ও অঙ্কুশ পরে তার।
সর্ব্বশেষ-সব্য-করে ঘণ্টা বা পরশু ধরে,
(রণরঙ্গময়ী মূর্ত্তি মা'র।)
নিম্নদেশে ছিন্নমুণ্ড মহিষস্ক সুপ্রকাণ্ড,
তদুদ্ভূত খড়্গী সুররিপু।
শূলে হৃদি বিদারিত, নির্গতান্ত্র-বিভূষিত,
রক্তে রক্তময় বীরবপু॥
বিস্ফারি আরক্ত আঁখি, নাগপাশে বদ্ধ থাকি,
ভ্রুকুটি ভীষণ মুখভঙ্গি।
দংশিয়া অসুর-অঙ্গ, দেবীর বাহন সিংহ,—
বদন-বমন-রক্তরঙ্গী॥
দেবীর দক্ষিণ পায়, সিংহ-পৃষ্ঠে শোভা পায়,
তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদেশে।
শ্রীপদের বামাঙ্গুষ্ঠ, মহিষের অঙ্গে স্পৃষ্ট,
(অসুর কৃতার্থ কৃপালেশে!)
প্রসন্নবদনা সদা, দেবী সর্ব্বকামপ্রদা,
সাধকের শত্রুবিনাশিনী।
দৈত্য-দানবের দর্প সগর্ব্বে করিয়া খর্ব্ব,
সর্ব্বদেব-স্তুতি-বিলাসিনী॥

যে রূপটি বর্ণিত হইল, সে কেবল রণ-রঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিনীর রূপ। এ রূপের ধ্যানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ নাই; কেবল দনুজ-দলনী সিংহবাহিনী দশভুজা মা! ধনদা লক্ষ্মী, জ্ঞানদা বাণী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, বল-বীর্য্য ও বংশবিধাতা কার্ত্তিকের, এই সমস্ত দেব-দেবিতত্ত্ব সর্ব্ব-শক্তিময়ী মা দুর্গারই বিভিন্ন শক্তির মূর্ত্ত-বিকাশ মাত্র। ফলে দুর্গোৎসব-পদ্ধতিতে উহাঁদের পৃথক্ ২ ধ্যান-মন্ত্র সমন্বিত পৃথক্ ২ পূজা আছে; আবার মহাদেবীর মহাপূজার সমষ্টীভূত ভাবেও উহাঁদের পূজা সর্ব্বদেবতত্ত্বময়ী দুর্গাপূজার অন্তর্ভূত। কোন্ পূজাইবা দুর্গোৎসবের অন্তর্ভূত নয়? দুর্গোৎসবে অনন্ত পূজা। পূজা না কার? "অজ্ঞানায় নমঃ, অধর্ম্মায় নমঃ, চৌরেভ্যো নমঃ, বেশ্যাভ্যো নমঃ" পর্য্যন্ত নমস্কার-মন্ত্রগুলি সমন্বিত যে সব পূজা, তাহা কেবল দুর্গোৎসবেরই বিশোদার ক্রোড়ে স্থান পায়! সংসারের ধবল পৃষ্ঠটি ঈশ-সৃষ্ট, আর কৃষ্ণ পৃষ্ঠটি কি বাস্তবিক "সয়তান"-সৃষ্ট? এ সমস্যার সমাধানে হিন্দুশাস্ত্রে 'সয়তান' কল্পনা আবশ্যক হয় নাই। "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম"। শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ একই

চাঁদের লীলা। শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, শ্বেত-কৃষ্ণ, আলো-অন্ধকার বা স্বর্গ-নরক, সব এক তত্ত্বেরই যেন পরস্পর-সাপেক্ষ দুটা পিঠ,—মূল বস্তু এক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্য সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। তবে যে দ্বৈত-দ্বন্দ্ব-বোধ, তাহা অবিদ্যার ঐন্দ্রজালিক কুহকমাত্র! তাহা সেই মায়াতীত মায়াময়ের মায়া-মোহেরই মহিমা! তাই বলি, দুর্গোৎসবে—দুর্গাপূজায় মহাপূজা—বিশ্ব-পূজা। "চাঁদের পূজা—বেশ্যার পূজা" না থাকিলে, এই বন্ধনহীন ব্রহ্মপূজার সর্ব্ব-ময়ত্ব এবং মহামহত্ব সাধারণ মানবীয় দর্শন-শাস্ত্র কিরূপে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? মানুষের বেদ-বেদান্ত ও মহাপুরাণ মূর্ত্তিমন্ত।

আর একটি নিবেদন, এই মহাশক্তি-পূজা শত্রু-বিজয়ার্থ—তথা আত্মবল বিধা-নার্থ শ্রীভগবান রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্বোধিত। তৎপূর্ব্বে বসন্তে বাসন্তী-দুর্গোৎসবেও এই সিংহবাহিনী মহিষ-মর্দ্দিনীর পূজা হইত; এখনও হইয়া থাকে; কিন্তু "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ" হেতু-মূলে শারদীয় দুর্গোৎসবই শক্তিসাধনায় সুপ্রতি-ষ্ঠিত। বঙ্গে এই শারদীয়া মহাপূজারই বহুল প্রচার। এই পূজার বলেই বাঙ্গালী একদিন শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্থানীয় প্রকৃতি উদ্ভিদের পক্ষে যেরূপ অনুকূল, মানুষের পক্ষে সেরূপ নহে। জল-বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতির গুণগত প্রাকৃতিক পোষণ-শক্তি উদ্ভিদ্ ও মনুষ্যের পক্ষে পরস্পর প্রভিন্ন এবং বিরোধী, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। উদ্ভিদ্‌বিরল বালু-কঙ্করাদিপূর্ণ উচ্চ ও শুষ্ক ভূমির প্রকৃতিই মানবের স্বাস্থ্য-পক্ষে পরম অনুকূল। যাহা হউক, বোধহয় এই জন্যই বাঙ্গালার মানুষ স্বভাবতঃ মৃদু, দুর্ব্বল, রোগ প্রবণ, অলস অকর্ম্মঠ ও অকষ্ট-সহিষ্ণু হইবার কথা। প্রায় হয়ও তাহাই। তবে বাঙ্গালীর যে উন্নতি হইয়াছে, আমাদের বোধহয় সে কেবল দুর্গোৎসবের ফল। অনেকে হয়ত একথায় হাসিতে পারেন; কিন্তু নিরুপায়! "মনের কথা খুলিলে লোকে পাগল বলে" এরূপ প্রবাদ-বাক্যও প্রচলিত আছে। আমরা না হয় কোথাও "পাগল" গণিত হইব, কিন্তু এই মনের কথাটি নিবেদন না করিয়া পারিব না। বাঙ্গালীর যা কিছু উন্নতি, তাহার অন্ততঃ প্রধান কারণ দুর্গোৎসব। ইদানীং সেই দুর্গোৎসবের অবনতি;—হায়! বাঙ্গা-লীরও অবনতি। শরীরের বিষয়ে যাহাই হউক, মস্তিষ্ক বিষয়ে বাঙ্গালী সুপ্রশংসিত। সমগ্র ভারতের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা বঙ্গেই চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তারপর হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চাতেও বঙ্গ অগ্রগণ্য। ভগবদ্ভক্তিই হৃদয়-বৃত্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণতি। দেখুন বঙ্গের শ্রীগৌরাঙ্গ! স্থলবিশেষে অধিক বলিতে গেলেই ফলিতার্থে কম বলা হয়; অতএব গৌরাঙ্গসম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। আজ সমগ্র সভ্যজগৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গৌরাঙ্গ-চরিত্রের দিকে চাহিয়াছে! এই জগদারাধ্য গৌরাঙ্গ বঙ্গেরই সন্তান। আমাদের বোধ হয় ইহা দুর্গোৎসবের ফল! মহাশক্তি যোগমায়া কাত্যায়নী দ্বাপরে বৃন্দা-বনে রাধা-কৃষ্ণ লীলা আনিয়াছিলেন, সেই মহাশক্তি যোগমায়া দুর্গা কলিতে বঙ্গে গৌরাঙ্গ-লীলা আনিয়াছেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-

মণ্ডলে শুনা যায়, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শিবাবতার, তাঁহারই সাধনাকর্ষণে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। উত্তম কথা; কিন্তু শিবই তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, তিনি মহাশক্তি-সহযোগেই 'শিব'—নতুবা 'শব' মাত্র! অতএব শিবের সাধনে কৃষ্ণচৈতন্যের আগমন ফলিতার্থে শক্তি-সাধনেরই ফল বলিতে হয়। বলিতে কি, বঙ্গের যতকিছু উন্নতি—যতকিছু গৌরব, তাহার অন্ততঃ প্রধান কারণ মহাশক্তিসাধনময় দুর্গোৎসব।

কেবল যে, বুদ্ধিবল বা হৃদয়-বলেই বাঙ্গালী বিখ্যাত, তাহা নহে; একদিন বাহুবলেও বাঙ্গালী বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য—বাঙ্গালী সীতারাম ইতিহাসের পবিত্র মন্দিরে বীরপূজায় পূজিত। বাঙ্গালী সেনাপতি মৃণ্ময় (মেনাহাতী) গালীকরাজ, মাণিকচাঁদ; আর আমাদের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরও আদরাভিনন্দিত বীর মোহনলালের বীরত্বাভিনয় সেদিনও বাঙ্গালীর বাহুবলের সাক্ষ্য দিয়াছে। তারপর হইতেই বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান নির্জীবতার আরম্ভ। প্রায় সেই হইতে বাঙ্গালীর জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসবও নির্জ্জীব হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে ২ বাঙ্গালী হিন্দুর সগুণব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত পক্ষেই পৌত্তলিকতায় দাঁড়াইয়াছে। মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব দেখে কে? সে চক্ষু আর কৈ? আমরা পাশ্চাত্য জড়সর্ব্বস্ব শিক্ষার মোহে মজিয়া, জড়াভিভূত চিত্তের প্রত্যক্ষে—জড়-চক্ষের সাক্ষ্যে জড়ময়ী প্রতিমায় কেবল পুত্তলিকাই দেখিতেছি। আমরা পৌত্তলিক না ত কি? এইরূপ সজ্ঞান-পুতুল-পূজা একরূপ প্রহসন বিশেষ। জড় পুতুলে ভক্তি আসে না; সুতরাং ভক্তি-শূন্য প্রহসন-গণ্য পূজায় শক্তিসাধনা কিরূপে সম্ভবে? কাজেই বাঙ্গালী বিকল, দুর্ব্বল, অলস, বিবশ, মৃত ও ম্লান। মা দুর্গার দয়ায় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব আধ্যাত্মিকতায় ও ভক্তি-বিশ্বাস-প্রবণতায় পুনঃসঞ্জীবিত না হইলে, বাঙ্গালীর শক্তি-সাধন বা সজীবতা-সম্পাদনের আর আশা নাই।

যে বাঙ্গালী একদিন বনের বাঁশের লাঠি কাটিয়া অপূর্ব্ব সমর-বীরত্ব দেখাইয়াছে, সে বাঙ্গালীর বাহুবলও নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় নহে। লাঠিই বাঙ্গালীর জাতীয় অস্ত্র বা দণ্ড। "যার লাঠি, তার মাটি"—ইহা বঙ্গেরই প্রবাদবাক্য। শুনা যায়, বাঙ্গালী "লাঠিয়াল" একদিন অপূর্ব্ব শিক্ষার গুণে লাঠির ঘূর্ণনে তীর-তরবারি—এমন কি—বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত নাকি ফিরাইয়াছে। লৌহ নাই, বারুদ নাই, শুধু কাষ্ঠদণ্ডে যে জাতির এ বীরত্ব, রাজা সে জাতিকে রীতিমত রণবিদ্যায় দীক্ষিত ও অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করিলে, তাহারও বাহুবল বোধহয় জগতের অন্যান্য সামরিক জাতির বাহুবলের নিকট নিতান্ত হীনপ্রভ হইত না। কিন্তু বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দশা দেখিলে, সে কথা আর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বাঙ্গালী ভাত চিরকাল খায়, কিন্তু "ভেতো বাঙ্গালী" তাহার প্রাচীন পরিচয় নয়। কেন এমন হইল? এতদুত্তরে যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বিশ্বাসানুরূপ উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মনোহর চক্রবর্ত্তী, মহাদেব ঘোষ, শ্রীমন্ত

মিত্র, কার্ত্তিক সর্দ্দার, রঘুরাম দাস প্রভৃতি ভীমতুল্য বলশালী বাঙ্গালীর কাহিনীও বেশি পুরাতন নহে। ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গে কৃচিৎ কেহ হয়ত এখনও বীর আছেন। সুরেশ বিশ্বাস এখনও পাশ্চাত্য রণরঙ্গ-ভূমে সেনাপতিত্ব করিতেছেন; এখনও কেহ হয়ত বিনা অস্ত্রে বাঘ মারিতেছেন; কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। ফলে জাতিগত-ভাবে বাঙ্গালীর বাহুবলের পতন বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তিসাধনোৎসব দুর্গোৎসবের পতন হইতেই প্রধানতঃ সূচিত; পরে আনুষঙ্গিক অপর বিবিধ অপুরুষকারিতায় উহা পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অধুনা শোচনীয় কাপুরুষতায় পরিণত। সমাজের রুচিরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এখন যেন বঙ্গাঙ্গনাও আর বীরপুরুষ পক্ষপাতিনী নহেন। বোধ হয়, এখন তাঁহারাও অনেকে "যাত্রার দলের ছোকরা" জাতীয় মেয়েলী পুরুষের ভাব-মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়েন! হা লজ্জা! হা বিড়ম্বনা! এখন যার হাত একটু শক্ত, সে চাষা; যে একটু বীর ভাবের ভক্ত, সে গোঁয়ার; যে একটু বেশি আত্মসম্মান-তেজস্বী, সে বদ্‌রাগী! এখন যে তেড়ী-কাটে—গান গায়, মৃদুহাসে—বাঁকা চায়; মুখ মেয়েলী—নরম গা, থিয়েটারের অভিনেতা, সে ই নায়ক—সে-ই নাগর; 'বাসরঘরে' তারই আদর! বুঝি বঙ্গীয় যুবক-সমাজ এখন এই আদর্শেই আত্মগঠন করিতেছে! যদি এ সন্দেহ সত্য হয়, তবে অধঃপাতের আর বাকী কি? এখনও যাঁহারা বাঙ্গালীর "মুখপাত্র" আছেন, তাঁহারা এখনও চিন্তা করুন, এ দুর্দ্দশার হেতু কি, এ রোগের নিদান কি, এ বিষ-বিটপীর মূল কোথায়? ফলে একমাত্র পৌরুষ-সাধনার উপেক্ষাতেই এ অবস্থা ঘটিয়াছে। এই পৌরুষ-সাধনা কি? ব্যায়ামচর্চ্চা, পুষ্টিকর আহারাদির ব্যবস্থা, সামরিক শিক্ষা ইত্যাদি বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে এ সাধনার বাহ্যাঙ্গ; কিন্তু সভক্তি-শক্তিপূজাই ইহার অন্তরঙ্গ-সাধন।

এখন বাঙ্গালীজাতিতে বীর-সাধনার উপযোগী পৌরুষ-উপকরণের যেন অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমরক্ষেত্রে বাহুবলে রাজার সাহায্য করা দূরে থাক্, নিজ গৃহে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষায়ও অপটু! এখন বাঙ্গালী, জোরে মেঘ ডাকিলেও 'জৈমিনি' স্মরিয়া 'পৈত্রিক প্রাণ'টি বুকে করিয়া শশব্যস্ত হন! এখন কেবল বাঙ্গালীর—

"ঢিলকোঁচা—ফুলকোঁচা মাটিতে লোটান!
বাঙ্গালীর রঙ্গ অঙ্গ দে-দৌড়-সটান!!"

হাসিবেন না, ইহা কাঁদিবার কথা। এটি বাঙ্গালী কবির অশ্রুজলে-লেখা ব্যঙ্গ-কবিতা। বস্তুতঃ সমগ্র বাঙ্গালীজাতিটার উপরে যেন উচ্ছেদের কালো ছায়া পড়িয়াছে। অধুনা এ জাতিতে স্ত্রী পুরুষ-ভেদ শুধু যেন এই ধ্বংসপুরযাত্রী জাতির আপাততঃ কথঞ্চিৎ বংশরক্ষার জন্য। কেহ বা কপালে ঘা দিয়া বলেন, কেবল ব্যাকরণের লিঙ্গভেদ রক্ষার জন্য! ধ্বংসোন্মুখ বংশ বিড়ম্বনা মাত্র।

বঙ্গের দুর্গোৎসব বিশিষ্টভাবে হিন্দুর হইলেও, সাধারণভাবে সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশিষ্ট বাঙ্গালী মাত্রেরই জাতীয় উৎসব। ভারতের কোন২ মুসলমান-প্রধান প্রদেশেও এইরূপ "মহরম" উৎসব হিন্দু মুসলমান-নির্ব্বিশিষ্ট সাধারণ জাতীয় উৎসবে পরিণত। মুসলমানের এই মহরম উৎসবটিও আমাদের দুর্গোৎসবের ন্যায় শক্তি ও সজীবতা—পৌরুষ ও পটুতা লাভের অলৌকিক উপায় স্বরূপ। তবে কি না, আমাদের দুর্গোৎসব আজ মৃতপ্রায়; মুসলমানের মহরম আজিও জীবন্ত ও জাগ্রত। দেশে দুর্গোৎসবের

বিরলতা ঘটিয়াছে বলিয়া বলিতেছি না। মফস্বলে এখনও কোন২ একটি মাত্র পল্লীগ্রামেও শতাধিক দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরাদিতে অনেক দুর্গোৎসব হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে লক্ষ্মীপূজার ন্যায় প্রায় ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব হয়। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? একটী জীবন্ত উৎসবের যে শক্তি-সাফল্য, শত শবোৎসবেও তাহা সম্ভাবিত নহে। যদি বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবনের সজীবতা রক্ষার একান্ত আবশ্যকতা থাকে, তবে আমাদের দুর্গোৎসব-সঞ্জীবনই তাহার প্রধান সাধন। শাস্ত্রবাক্যে আশ্বাস, প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস, দুর্গা-পদে ভক্তি ও শক্তি-সেবায় অনুরক্তি; দুর্গোৎসবের অপর সমস্ত বহিরঙ্গ-উপকরণের মধ্যে এই চারিটী অন্তরঙ্গ-উপকরণ থাকিলে, আমাদের এই জাতীয় জীবনের জীবনস্বরূপ উৎসব আবার জীবন্ত হইবে। ফলে আমাদের চেষ্টা বড়জোর কাঁদাকাটি ও মাথা-কোটাকুটি মাত্র; কিন্তু দেবীর দয়া দেবীর দয়ারই সাপেক্ষ। তবে কি না, খাঁটি কান্না নিষ্ফল হয় না। আবার "মা কাঁদিলে মা-ও মাই দেয় না" ইহা অস্মদ্দেশেরই প্রবাদ-বাক্য। "বালানাং রোদনং বলং"—মায়ের দয়া পাইতে হইলে, বালকের রোদনই এক মাত্র বল। তবে কথা এই, রোদনের অভিনয়েও এ লোকে ভুলান যায়, কিন্তু খাঁটি রোদন ভিন্ন সে মা ভুলেন না। আমরা "রাবণ-বধ" পালায় রাম সাজিয়া, আভিনয়িক দুর্গোৎসব করিয়া, দেবী-প্রতিমার সমক্ষে খুব কাঁদিতে পারি; নীলপদ্মের অনুকল্পে স্বীয় পিঙ্গলাক্ষ উৎপাটনে খুব প্রস্তুত হইতে পারি; কিন্তু আমাদের জাতীয় যথার্থ দুর্গোৎসবে যখন আমরা দেবী-পদে অঞ্জলি দিতে দিতে—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি মদাশ্রমম্॥"

ইত্যাদি পাঠ করি, তখন এ কাষ্ঠ-নেত্রে এক বিন্দু জল আসিলেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি—আমাদের সাধের দুর্গোৎসব সার্থক হইতে পারে।

দুর্গোৎসবে মাতৃগণা সর্ব্বতত্ত্ব-কল্পলতা।—

"দয়া নিদ্রাচ ক্ষুৎপিপাসা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতি।
তুষ্টিপুষ্টিস্তথা কান্তির্জ্জাতির্দেবতাদি সা॥
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতীচ সা॥
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রহ্মণ্যশক্তি বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু চ।
তপস্বীনাং তপস্যা সা গৃহীণাং গৃহদেবতা॥
নৃপাণাং রাজলক্ষ্মীচ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্বয়া দুস্তরতারিণী॥"

আর কি চাই? ভবসিন্ধু পার হইয়া আর কিছু চাই কি? ভবসিন্ধু-পার যদি মুক্তি হয়, তবে আরো চাই। অমুক্ত প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে না। অতএব মুক্তিতেও সেই ভক্তি চাই, যাহাতে মুক্তাতীত কৃষ্ণধন পাই। ভবসিন্ধুর এ পারেই থাকি বা ও পারেই যাই, মায়ের কাছে জীবের জীবনসর্ব্বস্ব—সারসর্ব্বস্ব যথাসর্ব্বস্ব ধন কৃষ্ণধনকে চাই। আর যদি মাঝে ডুবি, যেন কৃষ্ণধন বুকে করিয়া ডুবি! দুর্গোৎসবে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জগন্মাতা যোগমায়া দুর্গার কাছে উঁহারি মাধুর্য্যতত্ত্বরূপ—তাঁহারি প্রাণপুত্তলীস্বরূপ কৃষ্ণধনের চারু চরণ চাই। কুলকুণ্ডলিনী না কুলাইলে, সেই অকূলকাণ্ডারী গোকুলবিহারীকে কিরূপে পাইব? কৃষ্ণময়ী ব্রজগোপীও তাঁহার কাছেই কৃষ্ণধন পাইয়াছিলেন; পাইবার জন্য তাঁহার কাছেই চাহিয়াছিলেন,—

(ওমা) ত্রিপুরে-ত্রিপুরেশ্বরি হেশিবে হেশুভঙ্করি!
'বিপদনাশিনী' বেদে বলে।
দেহি দুর্গে কৃষ্ণধন, হর বিচ্ছেদ-বেদন,
নিবেদন চরণকমলে॥ (দাশুরায়)

জনৈক—দুর্গোৎসবের প্রসাদপ্রার্থী।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ব্বাচন।

—•:o:•—

১। বর্ত্তমান আদম সুমারীতে ঐ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত গাইট সাহেব প্রত্যেক জেলার প্রধান কার্য্যকারককে নিম্নলিখিত মর্ম্মে চিঠি লিখিয়াছেন ;—

হিন্দুদিগের মতে বর্ত্তমান-সমাজে যে জাতি যেরূপ গৌরবান্বিত ও সম্মানিত; তাহাদিগকে সেই ভাবে আদম সুমারীর বিবরণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা আবশ্যক। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলার সুশিক্ষিত অধিবাসীদিগের দ্বারা এক একটী সমিতি গঠিত করিতে হইবে। এই সমিতির সভাপতি কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংবা স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অথবা অন্য কোন সরকারী কার্য্যকারক হইলে ভাল হয়। যাঁহারা ঐ সমিতির সভ্যরূপে মনোনীত হইবেন, তাহাদিগের নাম আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। এবং তাঁহাদের মতামত ১৫ই জুলাইর মধ্যে আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রিজলী সাহেব বঙ্গদেশের জাতি বিভাগের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার একটী নকল এই সাথে পাঠান যাইতেছে। এই তালিকায় যে জাতিকে যে স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, হয়ত কোন জেলাতে সেই জাতি তদপেক্ষা উচ্চতর বা নিম্নতর গৌরব ও সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন। যদি সেরূপ কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। ঐ তালিকায় যে যে কারণে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইলে তাহারও কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। রিজলী সাহেবের বিবরণীতে নিম্নলিখিত জাতিদিগের কোন উল্লেখ নাই। উপযুক্ত স্থানে উহাদিগকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গালার বহেলিয়া, ভড়, ভাটিয়া জাতি। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয়-দেশের চকমা জাতি। ভাট বা চারণ জাতি। চাষা ধোপা ও চষাতি জাতি। উত্তর বঙ্গের দেশী, কোহ ও রাজবংশী জাতি। উত্তর পূর্ব্ববঙ্গের দোয়াই ও হাইজঙ্গ জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের গাঁড়ার, কাচারু জাতি। রঙ্গপুর ও কুচবিহারের কলিতা জাতি। কাণ জাতি। পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গের করঙ্গ জাতি। উত্তরবঙ্গের থান জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের কোচমণ্ডি জাতি। পশ্চিম বঙ্গের কোনিয়া জাতি। মধ্য বঙ্গের কোটাল জাতি। কোচবিহারের অধিবাসী কুরিসাজান জাতি। পশ্চিমবঙ্গের লেট জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের লোহাইট কুরী জাতি। দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গের মঘ জাতি। উত্তরবঙ্গের মেচ জাতি। কুচবিহারের মোরাঙ্গিয়া জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের নর বা নট জাতি। উত্তর বঙ্গের পালিয় জাতি। মধ্য বঙ্গের পুরো জাতি। মেদিনীপুরের রাজু জাতি। রংরেজ জাতি। বাঁকুড়ার সামন্ত জাতি। রাজসাহী ও দিনাজপুরের সাঁওতাল জাতি। মেদিনীপুরের শিয়ালগির ও শুকলি জাতি। ঢাকার সূর্য্যবংশী জাতি। বাঁকুড়ার তেলিঙ্গা জাতি। পার্ব্বতীয় ত্রিপুরার ত্রিপুরা জাতি।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা শূদ্র ও তাহাদিগের নিম্নস্থ জাতিদের সামাজিক-পদ গৌরব বিচার করিতে হইবে:—

(১) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের পৌরহিত্য করে কি না?

(২) ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের জল ব্যবহার করে কি না?

(৩) তাহাদের নিকট হইতে ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজল গ্রহণ করে কি না?

(৪) তাহাদের পৌরহিত্য করায় ব্রাহ্মণেরা সমাজে পতিত হয় কি না?

(৫) তাহাদের নিকট হইতে উচ্চ-শ্রেণীস্থ জাতিরা অপক্ক খাদ্য দ্রব্য লয় কি না?

(৬) উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতিরা তাহাদের নিকট হইতে পক্কখাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে কি না?

(৭) গ্রামস্থ-পরামাণিক তাহাদের ক্ষৌরকার্য্য করে কি না?

(৮) গ্রামস্থ রজকে তাহাদের কার্য্য করে কি না?

(৯) গ্রাম্য-কুপ হইতে তাহারা জল উঠাইয়া লইতে পারে কি না?

(১০) তাহাদের স্পর্শে অপবিত্র হইতে হয় কি না?

(১১) তাহারা গোমাংসাদি খায় কি না?

বঙ্গদেশের বিভিন্ন-জাতির শ্রেণী-বিভাগ।

১। বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে।

যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশাখাদিগের পৌরহিত্য করেন, তাঁহারা অশূদ্র-যাজী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কতকটা সমাজে ন্যূন হইয়াছেন

যাঁহারা পাচক, মিষ্টান্ন-প্রস্তুতকারী, অথবা পূজক, তাঁহারা যদিও জাতিচ্যুত হন নাই, তথাপি সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মুসলমানদিগের রন্ধন করা খাদ্য-দ্রব্যের আঘ্রাণ লইয়াছিলেন বলিয়া পিরালী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত আছেন। নবশাখাদিগের নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিদিগের পৌরহিত্য যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকে বর্ণবিপ্র বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ, এবং অন্যান্য জাতিরা তাঁহাদের জল ব্যবহার করে না। শব-দাহনের সময় যে ব্রাহ্মণেরা কার্য্য করে, তাহারা ও অগ্রদানী এবং আচার্য্য ব্রাহ্মণগণও পতিত। ভাট ব্রাহ্মণগণও ঐ শ্রেণী-ভুক্ত।

২। নিম্নলিখিত জাতিরা নবশাখা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রাজপুত—

ক্ষত্রী—

বৈশ্য—বৈশ্য বঙ্গদেশে নাই। কিন্তু উত্তর ভারত হইতে আগত আগরওয়াল জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়।

বৈদ্য—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যেরা কায়স্থদিগের সহিত বিবাহাদি কার্য্য করায় হেয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন।

কায়স্থ—লিপিকর জাতি।

আগরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়—চাষ ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জাতি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় উপবীত ধারণ করে।

৩। নবশাখা বা সৎশূদ্র। ইহাদিগের জল সকলে ব্যবহার করে। ভাল ব্রাহ্মণে ইহাদের পুরোহিতের কাজ করে এবং গ্রাম্য-নরসুন্দরে ইহাদের ক্ষৌর-কার্য্য করে। বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কাঁশারি, মেদিনীপুরের কৃষি ব্যবসায়ী কাঠ জাতি, কুম্ভকার, কুরি, মধুনাপিত, মালাকর, মোদক, পরামাণিক, সদ্গোপ, পাতিয়াল, শাঁখারি, পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্র জাতি, তাম্বুলী, তাঁতি, তেলি ও তিলি।

৪। নিম্নলিখিত জাতিদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পতিত, কিন্তু ইহাদিগের জল সকলে ব্যবহার করে।

গোপ বা গোয়ালা—পাবনা জেলার গোয়ালের ব্রাহ্মণ পতিত নহে। কিন্তু যে গোয়ালারা গোরুদাগে, তাহাদের জল ব্যবহৃত হয় না। চাষী, কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য)

৫। উক্ত জাতি অপেক্ষা নিম্নলিখিত জাতি হীন বটে, কিন্তু ইহাদের জল ব্যবহৃত হয়, ভুটিয়া, বৈষ্ণব।

৬। জুগী—শব কবর দেয় এবং ধর্ম্ম-কার্য্যাদিও ব্রাহ্মণের সাহায্য না লইয়া নিজেরাই করে।

৭। সুবর্ণবণিক—বৈশ্য বলিয়া দাবী করে।

৮। স্বর্ণকার—স্বর্ণ চুরি করার দরুণ পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে

৯। সূত্রধর।

১০। কলু, শুড়ি বা সাহা, কাপালি, পূর্ব্ববঙ্গের কর্ণি জাতি, শুকলী, চাষা ধোপা, ধোপা কোন কোন স্থানে ইহাদের জল ব্যবহৃত হয়, ধোপা, ভাস্কর কয়ালি।

বঙ্গদেশের আদমসুমারীর কমিশনার

সাহেবের প্রশ্নোত্তরে কলিকাতা-সমিতি নিম্নলিখিত-অভিমত দিয়াছেন :—বিভিন্ন জাতির শ্রেণী বিভাগ করিতে এই সমিতির কোনরূপ ক্ষমতা না থাকায় ও হিন্দুদিগের সাধারণ-মতে বিভিন্ন-জাতির শ্রেণী বিভাগ কিরূপ প্রচলিত আছে ; কেবল মাত্র তাহাই নিরূপণ করার ভার এই সমিতির প্রতি অর্পিত থাকায় এবং এতদ্বিষয়ে নানারূপ মতের ও ব্যবহারের পার্থক্য দৃষ্ট হওয়ায়, আবহমান কাল প্রচলিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এইরূপ শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে এই সমিতি আর কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

গাইট সাহেবের এই চিঠিতে বঙ্গদেশের অনেক জাতির মধ্যে বিষম-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, যে সকল জাতি এতকাল পরস্পর সৌহার্দভাবে বাস করিতেছিল, এখন তাহারা এই জাতি বিভাগ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে। যেখানে পূর্ব্বে বন্ধুতা ছিল, এখন সেখানে ঘোর শত্রুতা চলিতেছে। এমন কি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্বন্ধে নানারূপ বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। বঙ্গদেশের দুইটী প্রধান জাতি, কায়স্থ ও বৈদ্যকে, এ বিষয়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত দেখা যাইতেছে। বৈদ্যেরা এইটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি। সুতরাং তাঁহারা বৈশ্য শ্রেণী ভুক্ত এবং তাহাদের মতে কায়স্থেরা শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত বিধায়, তাঁহারা কায়স্থদিগের অপেক্ষা জাতিতে বড়। অন্যপক্ষে, কায়স্থেরা এইটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত বিধায় বৈদ্য অপেক্ষা জাতিতে শ্রেষ্ঠ। বঙ্গদেশের বহির্ভাগে ক্ষত্রী ও রাজপুতদিগের মধ্যেও ঐরূপ বিবাদ চলিতেছে। ক্ষত্রীরা বলিতেছেন যে, তাঁহারা প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত এবং রাজপুতেরা অনার্য্য জাতি। অন্যপক্ষে, রাজপুতেরা নিজদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি এবং ক্ষত্রীদিগকে শঙ্কর জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কায়স্থ বৈদ্য ও ক্ষত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এ সম্বন্ধে সভা সমিতিও করিতেছেন। বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজে যেরূপ ভাবে বর্ণভেদ প্রচলিত আছে, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত বলা যায় না। এবং উহাই হিন্দু জাতির পতনের কারণ, বেদ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে বৈদিককালে কোনরূপ বর্ণ-ভেদ প্রথা ছিল না। অধ্যাপক ওয়েবার সাহেব বলেন যে, সে সময়ে কোন বর্ণ-বিভাগ ছিল না সমস্ত লোক একই জাতি এবং একই বিশ নামে অভিহিত হইত। অধ্যাপক মোক্ষমুলার বলেন যে "মনুসংহিতায় যেরূপ বিভিন্ন জাতির উল্লেখ দেখা যায় এবং বর্ত্তমান সমাজে যেরূপ প্রচলিত দেখা যায়, বাস্তবিক বৈদিকসময়ে সেরূপ কোন জাতি বিভাগছিলনা। বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ্। ঋগ্বেদে উহা কোন স্থলে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অনার্য্যদিগের গাত্রবর্ণের সহিত আর্য্যদিগের গাত্রবর্ণের পার্থক্য সূচনা করিবার জন্য ঋগ্বেদে "আর্য্যবর্ণ" এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। [ঋগ্বেদ ৩। ৩৪।৯] ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ এই শব্দে কোন জাতি বিশেষকে বুঝাইত না, কেবল স্তবরচনা-কারীকেই বুঝাইত। [ঋগ্বেদ ৭.৬৪, ২৩

১।৮৯] বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় শব্দে সৈনিক জাতিকে বুঝায়, কিন্তু ঋগ্বেদে ঐ শব্দে বলবান বুঝাইত এবং উহা দেবতাদিগের প্রতিই ব্যবহৃত হইত। [১। ১১, ৬] বিশ এই শব্দে জন সাধারণকে বুঝাইত [৮। ৩৫, ১৮।] ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে কেবল শূদ্র এই কথাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূক্তটী অন্য তিন বেদেও অবিকল উদ্ধৃত হওয়ায়, কেবল সেই সেই স্থলেই শূদ্র কথাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যজুর্ব্বেদের পুরুষ মেধ অধ্যায়ে বধ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের নামের ন্যায় শূদ্রের নামের ও উল্লেখ আছে।

পঞ্চনদ-দেশই আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। তথায় শতদ্রু (সাটলেজ,) পরুষ্ণী (রাভি), অশিক্লী (চিনাব), বিতস্তা (ঝিলাম) এবং আর্জিকীয়া (বিয়াস) এই পাঁচটী নদী ছিল। [১০। ৭৫] সিন্ধু ও সরস্বতী নদী লইয়া কখন কখন সাতটী নদীর উল্লেখ দেখা যায়। [ঋগ্বেদ ৭। ৩৬] আর্য্যগণ পাঁচটী নদীর ধারে অধিনিবাস স্থাপন পূর্ব্বক পাঁচটী পৃথক জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পঞ্চ জন বলা হইত। যদু, তুর্ব্বশ, অনু, দ্রুহ্যু, এবং পুরু এই পাঁচটী জাতি।

যস্কমুনি বৈয়াকরণ পাণিনীর একশতাব্দী পূর্ব্বে এবং খৃষ্টের নয়শতবৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকৃত বৈদিক অভিধান নিরুক্ত শাস্ত্রে মনুষ্য শব্দের নিম্নলিখিত প্রতি শব্দগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য, নর, ধব, জন্তু, বিশ, ক্ষিতি, কৃষ্টি, চর্ষণী, নহুষ, হরি, মর্য্য, মর্ত্ত্য, মর্ত্ত, ব্রাত, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু আয়ু, যদু, অনু, পুরু জগৎ তস্থু পঞ্চজন, বিবস্বৎ, পৃতন।

পরবর্ত্তী পৌরাণিকেরা ঐ পঞ্চজাতিকে যযাতির পুত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একজন যবন বা ম্লেচ্ছজাতির রাজা বলিয়া খ্যাত আছেন। হিন্দু মাত্রেই জানেন যে যযাতির পুত্রদিগের মধ্যে কেবল পুরুই রাজত্ব পাইয়াছিলেন। অন্যান্য পুত্রগণ পিতার জরা ভার নিজেরা লইতে অস্বীকার করায় অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে পুরুজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৯, ০৮ ও ১৩০ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশতি সূক্তে সমস্ত জাতির নাম পাওয়া যায়। প্রথম-মণ্ডলের ৭ ও ১১৭ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে আর্য্যদিগের প্রথম ও প্রধান উপনিবেশ সেই পাঁচটী স্থানের "পঞ্চ ক্ষিতির," উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ-মণ্ডলের ১১ ও ৫৪ সূক্তে এবং অষ্টম মণ্ডলে ৩২ সূক্তে ও নবম-মণ্ডলের ৫৫ ও অন্যান্য সূক্তে "পঞ্চজনের" উল্লেখ আছে তাহাদিগকে "পঞ্চকৃষ্টি" বা পাঁচটী কৃষি-ব্যবসায়ী জাতিও বলা হইয়া থাকে। [২। ২-১০; ৪। ৩৮-১০] পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা এই বৈদিক কিম্বদন্তী পরিত্যাগ পূর্ব্বক "পঞ্চজনের" দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচটী জাতির উল্লেখ বুঝিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের মতে যেন এই পাঁচটী জাতিতেই সমস্ত মানব জাতি বিভক্ত ছিল।

ঋগ্বেদে দশ সহস্র শ্লোক আছে। বহু

বড় পণ্ডিতদিগের মতে উহা সাত আট শত বৎসর ধরিয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে লোকের আচার, ব্যবহার, সামাজিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মপদ্ধতি, পারিবারিক রীতিনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও পরস্পর যুদ্ধ এবং দার্শনিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক-প্রস্তাবনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে, কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উহাতে কোন বর্ণভেদের উল্লেখ নাই।

অন্য পক্ষে, সে সময়ে যে কোন বর্ণভেদ ছিল না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। নবম-মণ্ডলের ১১২ সূক্তে শিশুঋষি সোম পবমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "দেখ আমি স্তোত্র রচনা করি, আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা প্রস্তরের উপর শস্য চূর্ণ করেন; আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিয়া থাকি।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের সময়ে জাতি ভেদ ছিল না। কারণ, তাহা হইলে পিতা চিকিৎসক, মাতা শস্যচূর্ণকারিণী এবং নিজে স্তোত্র-রচয়িতা এরূপ কখন হইতে পারিতনা।

পৌরাণিক গ্রন্থকারগণ বলেন যে, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে সাধনা বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বেদে আমরা এরূপ কোন কথাই দেখিতে পাই না। বাস্তবিক বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও ছিলেন না, ক্ষত্রিয়ও ছিলেন না। তিনি একজন বৈদিক ঋষি মাত্র ছিলেন। এবং বৈদিক ঋষিদিগের ন্যায় কখন পুরোহিত, কখন সৈনিক, কখন গৃহস্থের কাজও আবশ্যক মত করিতেন।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এইদুই পরিবারেরমধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ইহা হইতে পৌরাণিক-লেখকগণ নানারূপ গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। যাগ, যজ্ঞ, স্তোত্র রচনা করিয়াই ঋষিগণ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। তাঁহারা কোন স্বতন্ত্র-সমাজ ভুক্ত ছিলেন না। সমগ্র ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় যে, ঋষিগণ, ধন, জন, গো, অশ্ব, প্রভৃতির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এখন দেখা যাউক পুরুষ সূক্তে—এ সম্বন্ধে কি আছে! ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত।

১। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

অনন্ত শির (অবয়ব) যুক্ত, অনন্ত চক্ষু (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যুক্ত, অনন্ত পাদ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) যুক্ত বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, এবং তিনি মানবের নাভি প্রদেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিতস্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

২। পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

এই বিশ্ব জগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে, তৎসমস্তই এই পুরুষ, ইনি মোক্ষের অধিপতি এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ-জীব, যাহা অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, ইনি তৎসমুদয়ের অধিপতি। অথবা যে পুরুষ ভোগ্যান্নের দ্বারা কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া জগদবস্থা প্রাপ্ত হন।

৩। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

এই সমুদায় তাঁহার মহিমা, ইহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। প্রকৃত-পুরুষ ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। বিশ্বস্থ-তাবৎ পদার্থ পরম-পুরুষের অংশ মাত্র কিন্তু ইহার ত্রিপাদ-স্বরূপ অমৃত অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকব্যাপী বিনাশ রহিত স্বরূপ স্বীয়-রূপেই অবস্থিতি করিতেছেন।

৪। ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽ-
সোহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রমাৎ সাশনানশনে অভি॥

ত্রিপাদ-পুরুষ অজ্ঞানময়-সংসারের বহির্ভাগে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার অংশ সৃষ্টিস্থিতি সংহার হেতুক মায়াজগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। মায়াজগতে আগমনান্তর তিনি বহুবিধরূপ ধারণ করিয়া চেতনাচেতন তাবৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

৫। তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি-
পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমি-
মথোপুরঃ॥

সেই নিরাকার পরম-পুরুষ হইতে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল এবং সেই বিরাট দেহের উপরে অর্থাৎ বিরাট-দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জন্মিলেন। সর্ব্ববেদান্তবেদ্য পরমাত্মা মায়া দ্বারা বিরাট-দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ্ডাভিমানী জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন, তখন তিনি দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধ-রূপ ধারণ করিলেন এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্টি হইল।

৬। যৎ পুরুষেণ দেবা হবিষা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দেবতারা যখন এই দেহাভিমানী পুরুষকে হবিস্বরূপ করিয়া সেই পরম পুরুষের মানস যজ্ঞ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেহাভিমানী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার আদি পুরুষের আরাধনা করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত ঋতু তাঁহাদের পূজোপকরণের আজ্য স্বরূপ, গ্রীষ্ম কাষ্ঠস্বরূপ এবং শরৎ হবি স্বরূপ হইয়াছিল।

৭। তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং
জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥

সৃষ্টি সাধনসমর্থ এবং তত্ত্বজ্ঞানী দেবতারা সেই অগ্রজাত দেহাভিমানী যজ্ঞীয় পুরুষকে মানস-যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন।

৮। তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং
পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ যে॥

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে দধিযুক্ত-আজ্য সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই পরম পুরুষ ঐ যজ্ঞ হইতে গ্রাম্য, বন্য ও বায়ব্য পশু সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৯। তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি
জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্ মন্ত্র এবং সামমন্ত্র গায়ত্র্যাদি ছন্দ এবং যজুর্মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

১০। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।

সেই যজ্ঞ হইতে ঘোটক, অন্যান্য দন্ত-পংক্তিধারী পশুগণ, গাভী, ছাগ ও মেষগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

১১। যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে॥

দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশু-রূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল? কোন্ অংশকে মুখ? কোন্ অংশকে বাহু, কোন অংশকে ঊরু, কোন্ অংশকে পদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল?

১২। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে, ক্ষত্রিয়কে বাহু, বৈশ্যকে ঊরু এবং শূদ্রকে পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৩। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।

চন্দ্র মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ চন্দ্রকে বিরাট পুরুষের মনস্বরূপ, সূর্য্যকে চক্ষুস্বরূপ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে মুখস্বরূপ এবং বায়ুকে প্রাণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৪। নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকান-কল্পয়ন্॥

নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে বিরাট-পুরুষের নাভি-স্বরূপ, দ্যৌঃ অর্থাৎ স্বর্গকে মস্তকস্বরূপ, ভূমিকে পদস্বরূপ, ভুবন সকল এবং দিক সকলকে কর্ণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৫। সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥

দেবতারা যখন যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ পশুকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মানসিক যজ্ঞ সম্পাদনকালে দেহাভিমানী পুরুষ দেহকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, তখন গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দকে ঐ যজ্ঞের সাতটী পরিধি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল এবং দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্যকে ঐ যজ্ঞের কাষ্ঠস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৬। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥

দেবতারা যে মানস যজ্ঞ করিয়া পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, উহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূর্ব্বে বিরাট পুরুষকে উপাধি-স্বরূপ করিয়া দেবতারা যে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা উপাসকেরা সর্ব্বদাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কোলব্রুক সাহেব বলেন যে, এই সূক্তটী ঋগ্বেদের সময়ের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। ওয়েবার ও মোক্ষ মূলর সাহেব

এবং অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই সূক্তটী অপেক্ষা কৃত আধুনিক। আধুনিক হউক বা না হউক, এমন কি মহীধর ও সায়ণাদি প্রাচীন ভাষ্যকারগণও এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই সূক্তটী একটী রূপক মাত্র। দ্বাদশসূক্তে চারি জাতির উল্লেখ আছে। ঐ সূক্ত-রচয়িতা তখনকার লোকদিগকে বিভিন্ন ব্যবসানুযায়ী চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে বিরাট পুরুষের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। নবম-সূক্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঋক, সাম, এবং যজুর্ব্বেদের পরে জাতি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যজ্ঞাদির সময়ে দেবতাদিগের স্তোত্র পাঠ করার অধিকার কেবল পুরোহিতদিগের ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণকে মহাপুরুষের মুখস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য তরবারী এবং শূল ধারণ করার অধিকার কেবল ক্ষত্রিয়দিগের ছিল বলিয়া রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগকে পুরুষের বাহুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। বৈশ্যকে ঊরুস্বরূপ বলা হইয়াছে,—কারণ, ঊরুদেশই শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা বল-সম্পন্ন অঙ্গ এবং বৈশ্যই কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিধায় সমাজের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিল। শূদ্রকে পদ স্বরূপ বলা হইয়াছে, কারণ, তাহারা বিশেষ পরিশ্রমী ছিল; সমস্ত শরীর যেরূপ পদদ্বয়ের উপর থাকে, সেইরূপ সমস্ত সমাজও কৃষক ও শ্রমজীবীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এই সূক্তে যে জাতি-প্রথা-সৃষ্টির কথা কিছু বলা হইতেছে না, তাহার প্রমাণ ইহাতেই আছে। দ্বাদশ ঋকে বলা হইতেছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

প্রশ্ন করা হইতেছে যে, দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল? কোন্ অংশকে মুখ, কোন্ অংশকে বাহু, কোন্ অংশকে ঊরু, কোন্ অংশকে পদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে যে,—ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে, ক্ষত্রিয়কে বাহুস্বরূপ, বৈশ্যকে ঊরুস্বরূপ, এবং শূদ্রকে পদস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা হইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং অলঙ্কারের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছে বলিলে, ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, "ব্রাহ্মণো মুখমাসীৎ" শব্দের অর্থ ইহা নয় যে, ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণকে মুখ স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। মুখ এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই এক বচনান্তপদ। এরূপ তর্ক হইতে পারে যে, উভয় শব্দই কর্ত্তৃকারক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধে রাজন্য এক বচন এবং বাহু দ্বিবচন সুতরাং এক বচনান্ত কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না; রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অতএব "রাজন্যঃ বাহূ কৃতঃ" অর্থাৎ রাজন্যকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। সুতরাং বাহুর অস্তিত্বের পূর্ব্বে

রাজন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই রূপে "উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" ইহাতে উরুর অস্তিত্বের পূর্ব্বে বৈশ্যের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। কিন্তু শূদ্র সম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে 'পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাঁহার মুখ, বাহু ও উরু স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন এই কথা বলার পর, 'অজায়ত' শব্দ থাকা সত্ত্বেও, "পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" ইহার অর্থ শূদ্র তাঁহার পদদ্বয় স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন, এইরূপ করাই যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত, এবং ইহাই প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাষ্যকারগণেরই অভিমত।

আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে পুরুষ সূক্ত হইতে জাতি প্রথার সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র পাওয়া যায় যে, আর্য্যদিগকে যখন চারিটী শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোচ্চ স্থান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তৎপরবর্ত্তী স্থান এবং শূদ্রকে সমাজে সর্ব্বনিম্ন স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই সূক্ত হইতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই চারি জাতিরই পূর্ব্বপুরুষ একই ছিল। মহাভারতে পাওয়া যায় যে, এই চারি জাতিরই ভাষা এক ছিল।

ইত্যেতে চত্বারোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।

মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব-অধ্যায়-১৮৮,১৮৯।

এই স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, পুরুষ সূক্তে বর্ণ বা জাতি প্রথার কোন উল্লেখ নাই। আমরা অবগত আছি যে, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সমাজ ও ভাষা পৃথক ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভাষা একই ছিল। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে স্বতন্ত্র বংশোদ্ভূত হইত, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা কখনও এক হইতে পারিত না। বেদে শূদ্রকে কখন অনার্য্য বলা হয় নাই। অধ্যাপক মোক্ষ মুলর বলেন যে, শূদ্র যে আমাদিগের হইতে পৃথক জাতি ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বরঞ্চ হিন্দু শাস্ত্র হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কালে চারি জাতিই একই জাতি ছিল।

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব অধ্যায় ১৮৮, ১৮৯

মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে, সর্ব্ব প্রকার খাদ্য খায় এবং সর্ব্ব প্রকার কার্য্যই করে এবং অশুচি, সে শূদ্র।

সর্ব্বভক্ষ্যরতি নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃস বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

এস্থলে 'ত্যক্তবেদঃ,' অর্থাৎ যে বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে, এই কথাটীর উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে বলিলে বেদাধ্যয়নে অনধিকারী এরূপ কোন কথা বলা হয় না। ধর্ম্মকার্য্য ও যজ্ঞক্রিয়া করার পক্ষে যে শূদ্রদিগের কোন বাধা ছিল না, তাহাও মহাভারতে দৃষ্ট হয়।

সমস্ত লোককে যখন চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তখনও তাহারা একই জাতির ন্যায় বাস করিত। যে শ্রেণী লোকে যেরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিত তদনুসারে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

বৈশ্য ও শূদ্র বলা হইত, ঐ সমুদয় শব্দে এখনকার মত কোন জাতি বিশেষকে বুঝাইত না, কেবল পুরোহিত, সৈনিক, বাণিজ্য ও কৃষিব্যবসায়ী এবং অন্যান্য নীচ কার্য্যকারী লোকদিগকে বুঝাইত।

অনেকের মনে এরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা আছে যে, শাস্ত্রে যখন শূদ্রদিগকে কালবর্ণ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে, তখন আর্য্যজাতিরও শূদ্রদিগের মধ্যে বংশ গত পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাহাদের এটী মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কে আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহারাও বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া উক্ত আছে। ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ, বৈশ্যেরা গৌর-বর্ণ ও শূদ্রেরা কালবর্ণ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া মহাভারতে উক্ত আছে। মহাভারতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই চারিটী জাতি আদিতে একই ছিল।

যেরূপ শ্বেতকায় জাতিদিগের মধ্যে বর্ণের অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই-রূপ লাল, কাল ও গৌরবর্ণের জাতিদিগের মধ্যেও সেই সেই বর্ণের অনেক ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। ইউরোপ বাসীরা সাধারণতঃ শ্বেতকায় বিশিষ্ট কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শ্বেতবর্ণের অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক ও পুরোহিত প্রভৃতির ন্যায় যে সকল লোক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের মুখ সাধারণতঃ শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট হয়। আবার সৈনিক পুরুষ গণ সর্ব্বদা যুদ্ধ ও মৃগয়া কার্য্যে উত্তেজিত থাকায় তাহাদের মুখশ্রী রক্তিম দৃষ্ট হয়, যেন তাহাতে প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, তাহারা সকল প্রকার সাহসিক কার্য্য করিতেই প্রস্তুত। ব্যবসায়-জীবী সর্ব্বদা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে বলিয়া তাহার গৌরবর্ণ মুখ এবং ওষ্ঠ দেখিয়া বুঝা যায় যে, পার্থিব সমস্ত সুখকর দ্রব্য তাহার আয়ত্বাধীন আছে। আবার হলধারীর রৌদ্রতপ্ত-কৃষ্ণবর্ণ মুখ দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাহার জীবন দুঃখ পরিপূর্ণ। কি শ্বেতকায় ইউ-রোপবাসী, কি লোহিতকায় আদিম আমেরিকাবাসী, কি গৌর বর্ণ চীনবাসী, কি কৃষ্ণ বর্ণ নিগ্রোজাতি, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব জাতি সম্বন্ধেই এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ, বৈশ্যগণ পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ।

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিত স্তথা॥

মহাভারত-ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদ শান্তিপর্ব্ব-
১৮৮-১৮৯ অধ্যায়।

এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, শ্বেত-বর্ণ সত্ত্বগুণের, রক্তবর্ণ রজোগুণের এবং কৃষ্ণ-বর্ণ তমোগুণের পরিচায়ক।

আর্য্যগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসানুসারী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পরও, অন্য শ্রেণীর ব্যবসা অবলম্বন ও সেই দলভুক্ত বলিয়া পরিচিত হওয়ার পক্ষে, বিশেষ কোন বাধা ছিল না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, আমি লোকদিগকে গুণ ও কর্ম্মানুসারে চারি বর্ণে বিভাগ করিয়াছি।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, যাঁহা-দিগের সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ,

যাঁহাদিগের রজোগুণ প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহাদিগের তমোগুণ প্রধান, তাহারা শূদ্র। যাহাতে এক সময়ে তমোগুণ প্রবল আছে, তাহাতে অন্য সময়ে সত্ত্বগুণাধিক্য হইতে পারে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বংভবতি ভারত।
রজ: সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা
শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ১৪অ-১০।

অর্থাৎ প্রত্যেক গুণই অন্য গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া স্বয়ং প্রবল হইতে পারে। আবার মহাভারতে দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে কোন জাতি প্রথা ছিল না, পরে মনুষ্যগণের বিভিন্ন কার্য্যানুসারে তাহারা বিভিন্ন জাতিতেবিভক্ত হইয়াছিল।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বং হি সৃষ্টং কর্ম্মভি র্বর্ণতাং গতম্।
মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ ১৮৯ অধ্যায়।

পরে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কি প্রকার হয়? উত্তর—যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং বেদাধ্যয়নশীল তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি সাহসী এবং সর্ব্বগুণান্বিত তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য অথবা পশুপালন এবং বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি বৈশ্য। এবং যিনি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অন্তর ও বাহিরেঅশুচি তিনিই শূদ্র। অতঃপরে আরও পরিষ্কার রূপে বলা হইয়াছে :—

শূদ্রে চেত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

যদি শূদ্রবংশোদ্ভূত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তি শূদ্র নহে এবং যদি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, তবে সে ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ নহে।

যস্যয়া লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং
যদান্যত্রাপি দৃশ্যতে তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ
শ্রীমৎভাগবৎ পুরাণম্।

কোন এক জাতির নির্দ্দিষ্ট গুণগুলি অন্য কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হইলেও তাহার বর্ণ তাহার গুণের দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
মনুসংহিতা।

যাহাদের জাতি কুল অপরিজ্ঞাত, তাহাদের কার্য্য দেখিয়াই তাহাদের জাতি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগেযুগে,
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।
মনুসংহিতা।

মানবগণ ইহজীবনে স্বীয়তপ ও বীর্য্য প্রভাবে বর্ণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পাইয়া থাকে।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
মনুসংহিতা।

কার্য্য গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া পড়ে।

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যোভবেদ্‌গুণৈঃ।
মনুসংহিতা।

আর্য্যপুরুষ এবং অনার্য্যনারী হইতে উৎপন্ন সন্তান ও সদ্‌গুণ বশতঃ আর্য্য হইতে পারেন।

বর্ণান্তর গমন মুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্। গৌতম।

জাতির পরিবর্ত্তন গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে হইয়া থাকে।

অত্রিমুনি বলেন—যিনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন এবং যিনি আসক্তি-বিহীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা অবলম্বনে যুদ্ধাদি কার্য্য করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়। যিনি বাণিজ্য, কৃষি বা গোপের কার্য্য করেন, তিনিই বৈশ্য। যিনি লবণ, মাংস, মধু ইত্যাদি বিক্রয় করেন, তিনিই শূদ্র। যে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য বিহীন, মূর্খ ও সর্ব্ব-জীবের প্রতি নির্দ্দয়, সে চণ্ডাল।

গৃৎসমদ পুত্র শুনকের পুত্র শৌনক ঋষি বিভিন্ন কার্য্যানুসারে নিজের সন্তান দিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে যে বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ এবং হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুত্রো গৃৎসমদস্যচ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ
এতস্য বংশ সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ
বায়ুপুরাণম্।

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতা
বিষ্ণুপুরাণম্।

পুত্রো গৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
হরিবংশম্।

এমন কি যখন শ্রেণী বিভাগ মাত্র হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত জাতি ভেদের সৃষ্টি হইল, তখন কোন উচ্চ জাতি হইতে নীচ জাতিতে অবনতি এবং কোন নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নতি হইবার নিয়ম ও প্রচলিত ছিল। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশ সকলে ইহারই প্রমাণ রহিয়াছে।

এখানে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষে আর্য্য জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতি ও ছিল। তাহাদিগকে অনার্য্য জাতি বলা হইত। কিন্তু অনার্য্য শব্দে তখন কেবল যাহারা আর্য্য নয়, তাহাদিগকেই বুঝাইত; তদ্ব্যতীত উহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কোনরূপ বংশের নীচত্বাদি বুঝাইত না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির গাত্র বর্ণের সহিত আর্য্যদিগের গাত্র বর্ণের তুলনা করিবার সময়েই কেবল বর্ণ অর্থাৎ রঙ্ এই কথাটীর প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ অনেক সময়ে কৃষ্ণকায় জাতি বিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন অনার্য্য জাতির বিবরণে দেখা যায় যে, তাহারা প্রবল পরাক্রান্তশালী লোক ছিল। তাহাদের সুন্দর নগর, সুপ্রশস্ত প্রমোদ কানন, মনোহর অট্টালিকা, লৌহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি লইয়া তাহাদিগের সহিত যে, আর্য্য জাতির বিবাদ হইয়াছিল, সভ্যতায় তাহারা সেই আর্য্য জাতির সমকক্ষ ছিল। আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে অনেক সময়ে বিবাহাদিও প্রচলিত ছিল—জরৎকারু ঋষি অনার্য্য বাসুকি রাজার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আস্তিকঋষি ইঁহাদের সন্তান। তিনিই আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে

বন্ধুতা স্থাপন করিয়া ছিলেন। আমরা সকলেই জানি যে, পরাশর ঋষি, শান্তনু রাজা, ভীম ও অর্জ্জুন ইহারা সকলেই অনার্য্য-কন্যাদিগের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত অনার্য্য জাতিই কৃষ্ণবর্ণ ছিলনা। য়িহুদী, আরবদেশবাসী, তিব্বত দেশ বাসী, চীন দেশবাসীরা, জাপান দেশ বাসী এবং ব্রহ্মদেশ বাসীরা সকলেই অনার্য্য জাতি, কিন্তু তাহাদের গাত্রবর্ণ কাল নহে। অনার্য্য-জাতির মধ্যে কতকগুলি অশিক্ষিত জাতি ছিল। আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বীয় সমাজে লইবার সময় তাহাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ইহা হইতেই জাতি বিভাগের প্রথম সৃষ্টি হইল।

(ক্রমশঃ)

আহার।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

দ্বিতীয়-অধ্যায়।

দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে এই বিষয়ের বিবর-আলোচনা আছে। দ্রব্যাদির গুণাবধারণ করিবার পূর্ব্বে দেখাকর্ত্তব্য যে, কোন কালে হিন্দুদিগের রসায়ন ছিল কি না। কিন্তু এই বিষয়ের প্রমাণাদি দিতে গেলে বর্ত্তমান-প্রবন্ধের কলেবর অযথা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে। তাই সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব।

"হিন্দু জাতির বেদই শাস্ত্রই প্রশস্ত। আয়ু-রসায়ন।"

রসায়ন না জানিলে চিকিৎসা হইতে পারে না। কোন কোন দ্রব্যের কি কি গুণ আছে, কোন দ্রব্যের সহিত কাহার কিরূপ সংযোগ হয়, অন্য দ্রব্য সংযোগে দ্রব্য বিশেষের নিজ গুণের কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে, এই সকল জানা নিতান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করা অসম্ভব। সুতরাং ভৈষজ্য-তত্ত্বের এবং রসায়নের আলোচনা যে বহু-দিন হইতেই ভারতবর্ষে আছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রসায়নের অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য চরক ও সুশ্রুত হইতেও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। তবে বর্ত্তমান যুগে "রসায়ন" (chemistry) বলিলে আমরা যাহা বুঝি "হিন্দু জাতির রসায়ন" তদ্রূপ ছিল কি না বলিতে পারিনা। রসায়নের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তেমন কোন আগার (Loboratory) প্রাচীন ভারতে ছিলনা। কিন্তু হিন্দুদিগের অনেক পুরাতন-গ্রন্থে নানাবিধ যন্ত্রের ও পাকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সকল যন্ত্র কেবল রসায়নেই ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি পুস্তকের ও যন্ত্রের নাম দিতেছি—

(১) বরাহমিহির কৃত "বৃহৎসংহিতার" ষড়বিংশতি অধ্যায়ের ষষ্ঠ হইতে নবম-শ্লোক পাঠ করিলেই তুলা যন্ত্রের বিবরণ জানা যাইবে।

(২) সুশ্রুতের ৩১ অধ্যায়ে মান (weights) সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

(৩) সংস্কৃত "রাজসুন্দর" গ্রন্থে "পুট" বা চুল্লির (Furnace) বর্ণনা পাওয়া যায়।

যন্ত্রের নাম।

(১) করচী যন্ত্র।
(২) দোলাযন্ত্র।
(৩) গর্ভ যন্ত্র।
(৪) হংসপাক যন্ত্র।
(৫) বিদ্যাধর যন্ত্র।
(৬) ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্র।
(৭) বালুকা যন্ত্র।
(৮) ভূধর যন্ত্র।
(৯) পাতাল যন্ত্র।
(১০) তেজোযন্ত্র।
(১১) কচ্ছপ যন্ত্র।
(১২) জল যন্ত্র।
(১৩) গৌরী যন্ত্র।
(১৪) কপি যন্ত্র।
(১৫) মূষা যন্ত্র (crucibles)
(১৬) বারুণী যন্ত্র।
(১৭) তীর্য্যক্ পাতন যন্ত্র।
(Retort stand with cramps and rings)
(১৮) স্বেদন যন্ত্র (Steambath)
(১৯) ডমরু যন্ত্র।

চোঁয়াইবার যন্ত্র বা (Distilling apparatus.

(১) ঊর্দ্ধনালিকা যন্ত্র।
(২) তেজো যন্ত্র।
(৩) বক্র যন্ত্র।
(৪) নাড়িকা যন্ত্র।
(৫) বারুণী যন্ত্র।

উল্লিখিত যন্ত্র গুলির বিস্তৃত বর্ণনা দিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রের নাম শুনিলেই বেশ অনুমান করিতে পারা যায় যে, হিন্দু জাতির রসায়ন ছিল।

এতদ্ভিন্ন চরকে নানাবিধ রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তৈল ঘৃত, ধাতু ঘটিত ঔষধ অরিষ্ট ও আসবাদি প্রস্তুত করিবার কথা লিখিত আছে। হারিত সংহিতা এবং বাগ্‌ভটে (অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা) দ্রব্য গুণ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত এবং সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাগভট বা অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংহিতা উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের (পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি) চিকিৎসকগণের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক, ইহাই তাঁহাদিগের অমূল্য কণ্ঠহার।

"রসেন্দ্রসার সংগ্রহে" নানাবিধ শোধন মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। সেই সকল বর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু জাতির রসায়ন ছিল, তবে সে রসায়নের অবস্থা বর্তমান সময়ের রসায়নের মত এত উন্নত নহে। অল্-বেরুণীর ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থে পুরাতন ভারতের তাৎকালিক রসায়নের প্রকৃত অবস্থা লিখিত রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ প্রতিপদাদি তিথিতে সে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সেই নিষেধ বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে সেই

রসগুণ ও দ্রব্য গুণ।

সকল দ্রব্যের গুণাবধারণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু আর্য্য-ঋষিগণ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে রসবিজ্ঞান করিয়া গিয়াছেন, কি ঔষধ, কি খাদ্য দ্রব্য, সকলই রসগুণ সম্পন্ন। রসগুণ এবং দ্রব্য-গুণে অনেক পার্থক্য আছে। মিশ্র-রসাত্মক দ্রব্যের সংখ্যাই অধিক। অথচ রস স্বভাবতঃ অমিশ্র, যে দ্রব্যে একটি রস, তাহা অমিশ্র রসাত্মক, আর যাহাতে দুই বা ততোধিক রস আছে, তাহা মিশ্ররসাত্মক। অমিশ্র-রসাত্মক দ্রব্যের সংখ্যা অতিশয় অল্প। অমিশ্র রসাত্মক-দ্রব্য ও আবার ব্যবহারে এবং অন্য সংযোগ মিশ্ররসাত্মক হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা সকলে স্বীকার্য্য যে, দ্রব্যসকল রসের উপাদান হইলে ও দ্রব্যগুণ ও রস গুণের কার্য্যকারিতা শক্তি এক নহে, তাহা ও ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, জল হইতেই অম্লজান বা যবক্ষার জানের উৎপত্তি। তাই বলিয়া জলের যে কার্য্যকারিতা শক্তি আছে, অম্লজান বা যবক্ষার জানের তাহা নাই।

রস ছয় প্রকার — ১) মধুর। ২) লবণ, (৩) তিক্ত, (৪) কষায়, (৫ অম্ল এবং (৬) কটু। পৃথিবীতে যে সমস্ত দ্রব্য আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে এই ষড়রসের এক কি দুই, কি ততোধিক রসের লক্ষণ দেখা যায়। রস যখন ভিন্ন ভিন্ন তখন তাহাদিগের গুণাগুণও অবশ্য স্বতন্ত্র। দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণ করিবার অগ্রে ভিন্ন ভিন্ন রসের কি কি গুণ আছে, তাহা স্থির করা আবশ্যক।

মধুররস ,—তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলকারক, কণ্ঠরোগ, উদাবর্ত্তরোগ, বায়ু, পিত্ত, এবং ব্রণ-নাশক। ইহা রসচালক, গুরু, স্নিগ্ধ, নেত্রহিতকর, শীতল, আয়ুবর্দ্ধক এবং রুচি কারক। *

অম্লরস ;- তৃপ্তিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু নাশক, রসনোত্তেজক, রক্তকারক, রুচিকর, প্রীতিকর, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মাংসদ, পাকে লঘু, স্বাদে কটু এবং ব্রণাদির ক্লেদ বৃদ্ধি কারক। *

লবণরস ;—পাচক, উগ্র, বহ্নি উদ্দীপক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, স্রাবক, শুক্রকারক, এবং দৃষ্টিশক্তি ও রক্তাদির ক্লেদরোগ বর্দ্ধক *

কটুরস :—অঙ্গের রুচিরতা বর্দ্ধক, জিহ্বা, আস্য, নেত্র এবং নাসিকার মলরেচক ইহা নাতি উষ্ণ, নাতি উগ্র এবং কণ্ডু, ক্রিমি, শুক্র ও কফ-নাশক। কটুরস লঘুশোষক পাচক ও শ্লেষ্মনিবারক। *

---

* "মধুরঃ প্রীণনো বল্যো বৃংহণোঽনিলপিত্তহা।
রসায়নো গুরুঃ স্নিগ্ধ শ্চক্ষুষ্যঃ শীতলশ্চ সঃ।
আয়ুষ্কৃদ্ ব্রণহারুচ্যঃ কণ্ঠোদাবর্ত্ত নাশকঃ॥
স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* "অম্লোরুচিকরোঽগ্নিদঃ প্রীণনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।
বাতহারসনোদ্বেগী স্নিগ্ধোষ্ণো রক্তমাংসদঃ।
ক্লেদনস্তর্পণঃ পক্বা লঘুর্ব্যাপী কটু স্বাদঃ॥"
স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* "লবণঃক্লেদনস্তীক্ষ্ণঃপাচনোদ্দীপনো রসঃ।
স্নিগ্ধোরুচিকরঃস্রাবী দৃষ্টি শুক্রকরোগুরুঃ॥"
স্মৃতি আহ্নিকতত্ত্ব।

তিক্তরস ;—পিত্ত কফ, বমি, উদ্গার, বিষ, কুষ্ঠ, জ্বর, ক্রিমি এবং কণ্ডুরোগ-নাশক। ইহা বহ্নি-উদ্দীপক-পাচক, রুক্ষ এবং লঘু। *

কষায়রস ;—বায়ুস্তম্ভনকারক, শোষক, ব্রণসম্বন্ধীয়-বেদনা, কফ, এবং রক্ত পিত্ত নাশক। ইহা গুরু শীতল ও রুক্ষ। আবার শীতোষ্ণভেদে এই রস দ্বিবিধ। উষ্ণ-কষায়রস বীর্য্যবর্দ্ধক ও পিত্তকারক। ইহা অল্প পরিমাণে বায়ু এবং শ্লেষ্মা নাশ-করে। শীতল কষায়-রস পিত্তনাশক বাতকফাদি বর্দ্ধক এবং বল কারক।* সুশ্রুত সংহিতার "সূত্রস্থানের" "রসবিশেষ বিজ্ঞানীয়" শীর্ষক দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় পাঠ করিলেই রস সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞাতব্য-বিষয় জানিতে পারা যাইবে। "আকাশ বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে যথাক্রমে শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আশ্রিত। অতএব রস জলীয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের উপকারক অথচ উহাদের একাত্মভাব ও সান্নিধ্য আছে। তবে যে দ্রব্যে যে গুণের আধিক্য থাকে, তদনুসারে তাহার অভিধান হয়। রস আপ্য, সুতরাং অব্যক্ত রস হইলেও আকাশাদি অন্যান্য ভূতের সম্বন্ধ হেতু পরিপাকান্তর যড়্বিধ হইয়া থাকে।

ভূমি ও অম্বু গুণের বাহুল্যে মধুররস, জল ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে অম্লরস, ভূমি ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে লবণ রস, বায়ু ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে কটুরস, বায়ু ও আকাশ গুণের বাহুল্যে কষায় রস হইয়া থাকে মধুরাদি সমস্তরসই সমান যোনির (কারণের) বর্দ্ধক ও অসমান যোনির ধ্বংসক। [যথা :—বায়ু গুণ বাহুল্যে তিক্ত, কটু ও কষায় রসের উৎপত্তি হয়। অতএব তিক্ত, কটু ও কষায় রস সেবিত হইলে বায়ু বৃদ্ধি হয়।]" * স্নেহ, গৌরব, শৈত্য ও পিচ্ছিলতা এই সমস্তই শ্লেষ্মার লক্ষণ। মধুর রস শ্লেষ্মার সমান-যোনি। শ্লেষ্মা ও মধুর, মধুর রসও মধুর; সুতরাং মধুর-রসে শ্লেষ্মার মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়; শ্লেষ্মাও গুরু, মধুর-রসও গুরু; সুতরাং মধুর-রসে শ্লেষ্মার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কটু-রস শ্লেষ্মার বিরুদ্ধযোনি, সুতরাং কটু-রসের কটুত্ব হেতু শ্লেষ্মার মাধুর্য্য নষ্ট হয়, রুক্ষতা হেতু শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা নষ্ট হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে "রসাঃ স্বযোনি-বর্দ্ধনা অন্যযোনিপ্রশমনাশ্চ"।

ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি এবং তাহা-দিগের বিশেষত্ব লক্ষিত হইল, এখন দেখা যাউক, তিথ্যানুক্রমে যে সকল দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহাদিগের নিজ

কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির গুণ।

* "তিক্তঃ পিত্তকফচ্ছর্দ্দি বিষকুষ্ঠ জ্বরাপহঃ দীপনঃ পাচনো রুক্ষঃ কণ্ডুক্রিমিহরোলঘুঃ॥"
স্মৃতি—আহ্নিকতত্ত্ব।

* "কষায়ঃ শোষকস্তম্ভী ব্রণপাকার্ত্তি নাশনঃ।
কফশোণিত পিত্তঘ্নোরুক্ষঃ শীতোলঘুস্তথা।
শীতলঃ পিত্তহা বল্যঃ কফবাতকরোগুরুঃ।
উষ্ণঃ পিত্তকরো বৃষ্যো বাতশ্লেষ্ম হরো লঘুঃ॥"
স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* সুশ্রুত সংহিতা।

গুণ কি এবং তাহারাই বা কোন্ কোন্ রসের অন্তর্গত।

১। কুষ্মাণ্ড।

(ক) "কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং সক্ষারং রক্তপিত্তনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্॥
বৃদ্ধং নাতি হিমং স্বাদু দীপনং বাতশুদ্ধম্।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগঘ্নং সর্ব্বদোষজিৎ॥*

কুষ্মাণ্ড—বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, অতিশয় ক্ষারগুণ সম্পন্ন এবং রক্তপিত্তনাশক। তরুণ-কুষ্মাণ্ড শীতল এবং পিত্তনাশক—মধ্যমবস্থার কুষ্মাণ্ড কফকারক। পক্ক কুষ্মাণ্ড স্বাদু, নাতি শীতল, বায়ুনাশক, বহ্নিউদ্দীপক ইত্যাদি।

কুষ্মাণ্ডের তিন অবস্থা। অবস্থা ভেদে ইহার গুণেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই কুষ্মাণ্ড লবণ রসাত্মক, এতদ্ভিন্ন মধুর এবং অম্লরসও কুষ্মাণ্ডে আছে।

(খ) "কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ।
বল্যং লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনম্॥*

[গ] "পিত্তঘ্নং তেষু কুষ্মাণ্ডং......
পক্কং লঘূষ্ণং সক্ষারং......॥" ‡

সুতরাং কুষ্মাণ্ড যে লবণরসাত্মক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২। বৃহতী।

[ক] "বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা তীক্ষ্ণা পিত্তোষ্ণকারিণী।
পাচনী দীপনী বৃষ্যা ক্রূরবাত প্রকোপিণী॥
কটু-তিক্তাস্য বৈরস্য মলারোচক নাশিনী।
উষ্ণা কুষ্ঠ জ্বরশ্বাস শূল কাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥"

মলকাঠিন্যকারিণী, হৃদয়েরস্বাস্থ্যবিধায়িনী, তীক্ষ্ণা, পিত্তোষ্ণকারিণী, অগ্ন্যুদ্দীপনী, পরিপাককারিণী, বৃহতী—বীর্য্য এবং ক্রূর বায়ু বর্দ্ধিনী। ইহা কটু এবং তিক্তরসাত্মিকা। মুখের বিরসতা, মুখমল এবং অরুচি বৃহতীতে দূর হয়, বৃহতী উষ্ণগুণ সম্পন্না, কুষ্ঠ, জ্বর শ্বাস প্রভৃতি ও মন্দাগ্নি উপশম কারিণী।

[খ] "রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্হৃদ্যানি সুল ঘ্নানি চ।" ‡

[গ] "ফলানি বৃহতীনান্তু কটুতিক্ত লঘূনি চ" ‡

৩। পটোল।

[ক] "পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
বৃংহণং রুচিকৃত্রক্তসোষ্ণতাক্ষাতিবর্দ্ধনং।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তিকাসাস্র জ্বর দোষত্রয়, ক্রিমীন্॥"

পটোল পরিপাক কারক, হৃদয়ের স্বাস্থ্য কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং লঘু। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক, পুষ্টিকর এবং রুচিকর। পটোল অতিশয় শোণিতোষ্ণতাকারক এবং স্নিগ্ধোষ্ণ। এতদ্ভিন্ন পটোলের আরও গুণ আছে।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
‡ সুশ্রুত সংহিতা।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
‡ সুশ্রুত সংহিতা।

পটোল রক্ত, কাস, জ্বর ও ত্রিদোশ নাশক এবং মধুরাম্লরসাত্মক।

[খ] পটোলং ;.........

পাচনং তর্পণং বৃষ্যং শোণিতস্তোষ্ণ-
কৃদ্‌গুরু।

স্নিগ্ধোষ্ণং বৃংহণং.........

.........ত্রিদোষাণাং বিনাশনং॥"*

বর্ত্তমান শ্লোক হইতেও দেখা যাইতেছে যে, পটোল ত্রিদোষ নাশনক্ষম হইলেও শোণিতোষ্ণকারী এবং স্নিগ্ধোষ্ণ।

৪। মূলক বা মূলা।

[ক] "মহৎ তদ্‌গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং
ত্রিদোষকৃৎ।

তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্তু পিত্তঘ্নৎ কফ-
বাতজিৎ॥"‡

মূলক—গুরু, বিষ্টম্ভি, তীক্ষ্ণ ও ত্রিদোষ-কারক। স্নিগ্ধ ও সিদ্ধ মূলক পিত্তনাশক কফনাশক হয়।

(খ) মূলকং গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং
ত্রিদোষকৃৎ।

তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্তু পিত্তকৃৎ কফবাতঘ্নৎ॥*

[মূলক গুরু, মলরোধক, তীক্ষ্ণ, আমোৎ-পাদক।]

বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রূরতা রুক্ষতাপ্রাবল্যাদি বিকার মূলা হইতেই উৎপাদিত হয়। তৈলাদি দ্বারা রন্ধন করিলে মূলা কেবল মাত্র পৈত্তিক বিকার বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং বায়ু শ্লেষ্মার উগ্রতা ও প্রাবল্য নাশ করিতে পারে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন ধাতুরই ক্রূরতা ও রুক্ষতা নাশে সমর্থ হয় না। মূলক আমকারক। কিন্তু যাহা আম-কারক তাহাই ত্রিবিধ-ধাতুরই ক্রূরতা ও রুক্ষতা বর্দ্ধক। স্নেহসিদ্ধ মূলকের আম-নাশিনী শক্তি নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে মূলকের গুণনির্দ্ধারক শ্লোকে তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইত, সুতরাং স্নেহ-সিদ্ধমূলক যখন আম নিবারক নহে, তখন তাহাতে বাতাদি কোন ধাতুরই রুক্ষতা ও ক্রূরতা বিনষ্ট না হইয়া যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সত্য। মূলক কটু ও শীতোষ্ণ-কষায় রসাত্মক।

৫। বিল্ব। [বেল]

(ক) "শ্রীফলস্তুবরস্তিক্তো গ্রাহীরু
ক্ষোঽগ্নিপিত্তকৃৎ।

বাল: শ্লেষ্মহরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ
পাচনঃ॥"*

বিল্ব ধারক গুণ বিশিষ্ট, কষায় এবং তিক্তরসাত্মক। ইহা পিত্তকারক রুক্ষ ও অগ্নি-বর্দ্ধক। তরুণবেল শ্লেষ্মনাশক, লঘু, বলোদ্দীপক, উষ্ণ এবং পাচক।

(খ) "বিল্বং ;............।

.........বল্যং দীপনং পিত্তকৃদ্‌গুরু॥"‡

বর্ত্তমান শ্লোক হইতেও দেখা যাইতেছে যে, বিল্ব পিত্তবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

৬। নিম্বুক।

"নিম্বুকং ক্রিমি সংমূহ নাশনম্।

তীক্ষ্ণমম্লমুদরগ্রহাপহম্॥

* স্মৃতি।

† সুশ্রুত সংহিতা।

‡ স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।

† স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

বস্তি-বিশোধনস্তবেদ্ধমস্ত্রাং।
কিলং শীতরসং বর্দ্ধনস্তৃশম্॥
বাতপিত্ত কফ শূলিনে হিতং।
কষ্ট নষ্টরুচি রোচনং পরম্।
ত্রিদোষ বহ্নি ক্ষয় বাত রোগ।
নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাং।
মন্দানলে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং॥
বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥"*

নিম্ব—ক্রিমিনাশক, অম্লরসাত্মক, উগ্র, বস্তি-শোধক, উদরাময়নাশক। কিন্তু ইহাতে শিরায় শৈত্যরস অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাতপিত্ত কফাদির বিকার জনিত রোগে, শূলরোগে নানা প্রভৃতিতে নিম্ব ভক্ষণ উপকারী। অম্ল ভিন্ন নিম্বুকে মধুর রসও আছে—অম্লের ভাগই অধিক, মধুর রস অল্প।

৭। তাল।

"পক্কং তালং তু মধুরং কফপিত্তাস্রবর্দ্ধনম্।
দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দ শুক্রদম্॥
তাল মজ্জা তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরোলঘুঃ।
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহী মধুরঃ সরঃ।*

পাকাতাল কফ ও রক্তপিত্ত রোগ বর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্র, তন্দ্রা ও শুক্র উৎপাদক ইত্যাদি। তরুণ তালও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, মধুর রসাত্মক ও সরগুণ বিশিষ্ট। লবণ, মধুর, অম্ল এই ত্রিবিধ রসই তালে সমপরিমাণে আছে।

৮। নারিকেল।

(ক) বিশেষতঃ কোমল নারিকেলং।
নিহন্তি পিত্ত জ্বর মূত্র দোষান্।
তদেব বৃদ্ধং গুরু পিত্তকারী।
বিদাহী বিষ্টম্ভীমতং ভিষগ্‌ভিঃ॥"*

(খ) "নারিকেলং ফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনং।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাত পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

(গ) "নারিকেলং গুরু স্নিগ্ধং"†

[ক] শ্লোকে নারিকেল পিত্তকারক ও দাহপ্রদ এবং (খ) শ্লোকে দাহ ও পিত্তনাশক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহা দেখিয়াই নারিকেল দ্বিবিধ—তরুণ ও পক্ক, কিন্তু [ক] শ্লোকে পক্ক নারিকেল দাহপ্রদ ও পিত্তকারক বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং [খ] শ্লোকের দাহ ও পিত্তনাশক নারিকেল যে তরুণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক [ক] এবং [খ] এই উভয় শ্লোক হইতেই জানা যাইতেছে যে, তরুণ নারিকেল মলরোধক, শীতল, গুরু ও দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকর, বলকারক, বস্তি-সংশোধক ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, পক্ক নারিকেল পিত্তকারক, দুষ্পাচ্য, মলরোধক, গুরু, বলকারক ইত্যাদি।

নারিকেল মাত্রেই মধুর ও শীতোক্ত কষায় রসাত্মক।

৯। অলাবু।

(ক) "অলাবুঃ শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্তনাশিনী।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।

† সুশ্রুত সংহিতা।

বাত শ্লেষ্মকরী রুক্ষা দুর্জ্জরা মল-
ভেদিনী।"*

অলাবু গুরুপাক, শৈত্য গুণ সম্পন্না পিত্তনাশিনী, বাত শ্লেষ্মরোগকারিণী ইত্যাদি।

(খ) "অলাবু র্ভিন্নবিট্‌কা তু রুক্ষা
গুর্ব্বতিশীতলা"।

অলাবু বিষ্টাভেদক, রুক্ষ, গুরু ও অতি শীতল। ইহাতে মধুর ও কষায় রস সমভাগে আছে।

১০। কলম্বী। কলমি।

"কলম্বীস্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্র-
কারিণী।

অম্লপিত্তকরী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা মলবর্দ্ধিনী॥"*

কলম্বী অম্লপিত্ত রোগকারিণী, শ্লেষ্মা এবং মল বৃদ্ধিকারিণী, স্নেহযুক্তা ইত্যাদি।

লবণ, উষ্ণকষায়, অম্ল এবং মধুর এই চারি প্রকার রস ইহাতে সমভাগে আছে।

১১। শিম্বী (শিম বা ছিম)।

"শিম্বী তু শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্ত-
নাশিনী।

কটুকারসরুদ্ধৃষ্যা জ্বর শ্বাসকরী মতা॥"

শিম্বী বা শিম পিত্তনাশিনী, শৈত্যগুণসম্পন্না, রস, জ্বর ও শ্বাস রোগকারিণী ইত্যাদি।

১২। পুতিকা বা পুঁইশাক।

(ক) "তণ্ডুলীয়কোপোদিকা......
মন্দবাতকফান্যাহু রক্তপিত্তহরাণিচ।"।

তণ্ডুলীয়ক এবং উপোদিকা (পুঁই) বায়ুকফকারী রক্তপিত্তহারী ইত্যাদি।

* স্মৃতি—আহ্নিক তত্ত্ব।
† সুশ্রুত সংহিতা।
* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† সুশ্রুত সংহিতা।

(খ) "উপোদিকা......শ্লেষ্মকর হিম।*

পুঁইশাক শ্লেষ্মকর এবং হিম।

(গ) "পূতিকা শ্লেষ্মলা গুর্ব্বী স্নিগ্ধা
পিত্তপ্রকোপিণী।

দুর্জ্জরা মধুরা রুচ্যা কাসাস্র বাত
বর্দ্ধিনী॥"*

পূতিকা পিত্ত, বায়ু, রক্ত ও কাস বর্দ্ধিনী স্নিগ্ধা, অতি বিলম্বে এবং কষ্টে জীর্ণ হয় ইত্যাদি।

১৩। বার্ত্তাকী।

(ক) "বার্ত্তাকী কফ বাতঘ্নী রুচ্যাগ্নিব-
লবর্দ্ধিনী।

বৃংহণী পাচনী বৃষ্যা কণ্ডুকৃদ্রক্ত পিত্তনুৎ॥"†

ইহাতে কফ এবং বায়ুর প্রকোপ বিনষ্ট হয়। বার্ত্তাকী কণ্ডুরোগোৎপাদিনী, অগ্নি ও বলবর্দ্ধিনী ইত্যাদি।

(খ) "কফ বাত হরং তিক্তং রোচনং
কটুকং লঘু।

বার্ত্তাকং দীপনং প্রোক্তং জীর্ণং সক্ষার-
পিত্তলম্॥"*

বার্ত্তাকু কফ এবং বাত নাশক, তিক্ত, রোচন, কটু, লঘু, দীপন, পক্ব বার্ত্তাকু ক্ষারযুক্ত এবং পিত্তকারক।

ইহাতে মধুর ও লবণ রস সমভাগে আছে।

১৪। মাসকলায়।

"মাষো বহুমলোবৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণো মধুরো
গুরুঃ।

বাতনুৎ পিত্তলো বল্যো মেদোমাংস কফ
প্রদঃ॥"†

* সুশ্রুত সংহিতা॥
† আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† স্মৃতি—আহ্নিক তত্ত্ব।

মাষকলায় অতিরিক্ত মলবৃদ্ধিকারক, (কফ, পিত্ত, মেদ, মাংসবর্দ্ধক), উষ্ণ-গুণ-সম্পন্ন, শুক্রবর্দ্ধক ইত্যাদি। মাষকলায় গুরু, বিষ্ঠামূত্রের তরলতাকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, মধুর, বাতঘ্ন, সন্তর্পণ, স্তন্যকর, বলপ্রদ এবং শুক্রকফকারক।
(খ) "মাষো গুরুর্ভিন্ন পুরীষ মূত্রঃ স্নিগ্ধোষ্ণবৃষ্যো মধুরোঽনিলঘ্নঃ।
সন্তর্পণঃ স্তন্যকরো বিশেষাদ্বলপ্রদঃ শুক্রকফাবহশ্চ।"†

১৫। মাংস।

"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং কফপিত্তকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রস পাকয়োঃ।।"*

বায়ুনাশক, কফকারক, পিত্তবর্দ্ধক, প্রীতিপ্রদ, পুষ্টিকর, গুরু ইত্যাদি।

ইহাতে মধুর এবং শীতল কষায় রস তুল্য পরিমাণে আছে।

কুষ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মাষকলায় পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলির গুণাগুণ ইংরাজি পুস্তক হইতেও কতকাংশে দেখান যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা ইংরাজি পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া "Dr Watt's Dictionary of the Economic Products of India" পাঠ করিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ

(ক্রমশঃ)

† আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
* সুশ্রুত সংহিতা।

ভ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মকর-রাশি ;

অভিজিৎ নক্ষত্র।

ধনুঃ রাশির উত্তরে গরুড় মণ্ডল। গরুড় মণ্ডলের বায়ু কোণে বীণা মণ্ডল। বীণা মণ্ডল ছায়া পথের পশ্চিমে স্থিত। এই বীণা-মণ্ডলে প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল নীল বর্ণ একটী তারা আছে। এই তারার নাম নীলমণি। পুলস্ত্য ও অত্রি তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা উঃ পূঃ অভিমুখে বর্দ্ধিত করিলে, বর্দ্ধিত রেখা নীলমণি তারার নিকটস্থ হইবে। নীল মণি তারা উত্তর ভগোলার্দ্ধে অবস্থিত। এবং ধ্রুব তারা হইতে ব্রহ্মহৃদ্‌ তারার সম্মুখে ও বিপরীত ভাগে নীলমণি তারা অবস্থিত। নীল মণি তারার ১ হাত উঃ পূঃ কোণে অশনি তারা। এবং ১ হাত দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে জয়ন্তি তারা অবস্থিত। অশনি ও জয়ন্তি তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীস্থ, তারার ত্রয়ে একটী সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইয়াছে, এই তারাময় ত্রিভুজের নাম অভিজিৎ নক্ষত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে অভিজিৎ নক্ষত্র শৃঙ্গাটক-আকৃতি। এই নক্ষত্রের যোগ তারা নীল মণি। অভিজিৎ বজ্রের নামান্তর [১] এই অভিজিৎ বা বজ্র নক্ষত্র অধুনা নক্ষত্র

(১) অভিজিদসীতি। বজ্র বৈযোড়ষী॥ ইতি গোপথ ব্রাহ্মণ ২।২।১৩

মালা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। [২]

নীল মণি তারার অগ্নিকোণে একটি সুন্দর তারাময় সমদ্বিবাহু ক্ষেত্র আছে। এই সমদ্বি ক্ষেত্রের বায়ু কোণস্থ কোণে জয়ন্তি তারা।

নীলমণি তারা আরব দেশে অল-নেসর অল ওয়াকী নামে খ্যাত। এবং এই ঘাকী [ওয়াকী] নাম হইতে ইয়ুরোপে এই তারার নাম বেগা হইয়াছে।

মকর-রাশির।

শ্রবণা নক্ষত্র।

ধনু: রাশির উত্তরে গরুড় মণ্ডল। গরুড় মণ্ডল ছায়াপথে স্থিত, এই মণ্ডলের প্রধান তারার নাম বাসুদেব। বাসুদেব তারা অতি উজ্জ্বল প্রথম শ্রেণীর তারা। ইহার অগ্নি ও বায়ু কোণে ১।০ হাত ও ১ হাত দূরে সায়ক ও কর্ণ নামে দুইটী তারা আছে। সায়ক চতুর্থ শ্রেণীর ও কর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর তারা। এই তারা ত্রয় শরাকৃতি। এবং এই শরাকৃতি তারাত্রয়ে শ্রবণা নক্ষত্র গঠিত। শ্রবণা নক্ষত্রের দেবতা বিষ্ণু বা হরি। যে মাসে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এই নক্ষত্র সন্নিহিত থাকে। সেই মাসের নাম শ্রাবণ। যে দিনে শ্রবণা নক্ষত্রে চন্দ্র থাকে সেই দিনের নক্ষত্র শ্রবণা। [৩]

রাশি চক্রস্থ মকর রাশি হইতে শ্রবণা নক্ষত্র বহু দূরে ও গরুড় মণ্ডলে অবস্থিত। শ্রবণা নক্ষত্র মকরের অঙ্গ ভুক্ত নহে।

বীণা মণ্ডল ও গরুড় মণ্ডল।

পাশ্চাত্যে বীণা মণ্ডল গরুড় মণ্ডলের একাংশ বলিয়া গণ্য। গরুড় ও অভিজিৎ হিন্দু প্রবাদ বিদ্যায় নিত্য সম্বন্ধে আকৃষ্ট। মাতার দাসীত্ব মোচনার্থ গরুড় বিমান মার্গে উড্ডীন হইল। এবং দেব-সমরে জয়ী হইয়া অমৃত আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন কালে বিমান মার্গে গরুড়ের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ হইল। বিষ্ণু বরে গরুড় অমর হইলেন। এবং গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে গরুড় বিমান হইতে অবতরণ কালে ইন্দ্র দেব গরুড়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গরুড় অমর, গরুড় বজ্রের সম্মান রক্ষার্থে পক্ষ হইতে একটী পত্র উৎপাঠন করিয়া অর্পণ করিলেন। পত্রের সৌন্দর্য্য অবলোকনে দেবগণ প্রীত হইয়া গরুড়ের নাম সুপর্ণ রাখিলেন।

এবং দেবরাজদত্ত বরে ভুজঙ্গগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। গরুড় অমৃত আনিয়া সর্পগণকে দিয়া মাতার ও আপনার দাসত্ব মোচন করিলেন। কুশ তৃণোপরি অমৃত স্থাপিত রহিল। সর্পগণ স্নান ও মঙ্গলাচরণ জন্য গমন করিলে দেবরাজ অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। স্নাত সর্পগণ কুশোপরে অমৃত না দেখিয়া কুশ লেহন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের

(২) অভিজিদ্ স্পৰ্দ্ধমানাতু রোহিণ্যা কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা।

ইতি মহা ৩। ২২৯। ৮

(৩) শ্রবণা নক্ষত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে গৃহ দগ্ধ হয়। ইহাই ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত। গৃহ দাহ হউক বা না হউক, বিপদজনক বস্তু বা সহজক্রোধিব্যক্তি শ্রবণার খড়ের নিত্য উপমেয়।

জিহ্বা দর্ভে দ্বিধা হইল। এবং অমৃত স্পর্শে দর্ভ পবিত্র হইল। [৪]

মকর-রাশির।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

গরুড় মণ্ডলের পূর্ব্বে শ্রবিষ্ঠা মণ্ডল। এবং শ্রবণা নক্ষত্র হইতে পূঃ পূঃ উঃ কোণে ৬ হাত দূরে যে একটী তারাগুচ্ছ দৃষ্ট হয়, ঐ তারা গুচ্ছের নাম শ্রবিষ্ঠ মণ্ডল। তারা গুচ্ছের পঞ্চ তারা আকারে মর্দ্দল বা মৃদঙ্গ সদৃশ। এই তারা মৃদঙ্গের নাম ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। ধনিষ্ঠা অর্থে শব্দায়মান মৃদঙ্গাদি। এই নক্ষত্রের বৃহত্তম তারাটীর নাম ৩য় পর্ব্বা। তারাটী চতুর্থ শ্রেণীর, এবং ছায়া পথের পূর্ব্ব তীরে স্থিত ধনিষ্ঠার দ্বিতীয় তারার নাম বসুদেব। শ্রবিষ্ঠা মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম Delphinos।

(৪) ততঃ সা বিনতা তস্মিন্ পণিতেন পরাজিতা
অভবৎ দুঃখ সন্তপ্তা দাসীভাবং সমাস্থিতা
মহাভারত ১। ২৩। ৪

ততঃ সুপর্ণ মাতা তাং অবহৎ সর্প মাতরং
পন্নগান্ গরুড়ঃ বাপি মাতুঃ বচন চোদিতঃ
মহাভারত ১। ২৫। ৫

বহ অম্মান্ অপরং দ্বীপং সুরম্যং বিমলোদকং
দাসী ভূতাস্মি দুর্যোগাৎ সপত্ন্যাঃ পন্নগোত্তম
কিম্ আহৃত্য বিদিত্বা বাকিংবা কৃত্বাইহ পৌরুষং
দাস্যাৎ বঃ বিপ্রমুচে হয়ং তথ্যং বদত লেলিহা।
মহাভারত ১। ২৭। ৩—৫

ততঃ পর্ব্বতকূটাগ্রাৎ উৎপপাত মহাজবঃ
প্রাবর্ত্তন্ত অথ দেবানাং উৎপাতাঃ ভয় শংসিনঃ
১। ৩০। ৬—৭

গরুড়ঃ পক্ষিরাট্ তূর্ণং সংপ্রাপ্তঃ বিবুধান্ প্রতি
তং দৃষ্ট্বা অতিবলং চৈব প্রাকম্পন্ত সুরা ততঃ
১। ৩২। ১

বিষ্ণুনা চ তদাকাশে বৈনতেয়ঃ সমেয়িবান্
তস্য তুষ্টঃ অবদত্ বাক্যং দেবঃ বরদঃ অস্মিইতি খেচরঃ
স বব্রে তব তিষ্ঠেয়ং উপরি ইতি অন্তরীক্ষগঃ
অজরঃ চ অমরঃ চ স্যাম্ অমৃতেন বিনাপি অহং
প্রতি গৃহ্য বরৌ তৌতু গরুড়ঃ বিষ্ণুং অব্রবীৎ
ভবতে অপি বরং দদ্যাং বৃণীতু ভগবান্ অপি
তং বব্রে বাহনং বিষ্ণুঃ গরুত্মন্তং মহাবলং
তং ব্রজন্তং খগশ্রেষ্ঠং বজ্রেণ ইন্দ্রঃ অতাড়য়ৎ
ঋষেঃ মানং করিষ্যামি বজ্রং যস্য অস্থি সম্ভবং
এবং উক্ত্বা ততঃ পত্রং উৎসসর্জ্জ সপক্ষিরাট্
সুরূপং পত্র মালোক্য সুপর্ণঃ অয়ং ভবতু ইতি
মহা ১। ৩৩। ১২—২৪

ভবেতু ভুজগাঃ শক্র মম ভক্ষ্যাঃ মহাবলাঃ
অথ সর্পান্ উবাচ ইদং সর্ব্বান্ পরম হৃষ্টবান্
ইদং আনীতং অমৃতং নিক্ষেপস্যামি কুশেষু বঃ
অদাসী চৈব মাতা ইয়ং অদ্য প্রভৃতি অস্তু মে
যথা উক্তং ভবতাং এতৎ বচঃ মে প্রতি পালিতং
সোম স্থানং ইদং চেতি দর্ভাং তে লিলিহুঃ তদা
ততো দ্বিধা কৃতা জিহ্বাসর্পানাং তেন কর্ম্মণা।
অভবন্ চ অমৃতস্পর্শাৎ দর্ভাঃ তে অথ পবিত্রিণঃ।
মহাভারত ১। ৩৪। ১৩—২৪।

মকর রাশি।

ধনুরাশির ঈশান কোণে মকর রাশি অবস্থিত। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ২য় এর ৪ ভাগ শ্রবণা নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ১ এর ২ ভাগ ৩০ অংশ মকর রাশি।

মকর রাশির নক্ষত্র দ্বয় দ্বারা মকর রাশি গঠিত হয় নাই। কারণ মকরের নক্ষত্রদ্বয় রাশি চক্রের বহু দূরে অবস্থিত। মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ মৃগাকৃতি। উত্তরার্দ্ধ মৎস্যাকৃতি। মকর-দেহ পূর্ব্ব পশ্চিম দশ হস্ত বিস্তৃত। শ্রবণা নক্ষত্রের দশ হাত অগ্নি কোণে মকর অবস্থিত। মকর পশ্চি-

মাভিমুখ, মকরের পুচ্ছস্থ পুচ্ছ তারা সর্ব্ব প্রধান, তারাটী তৃতীয় শ্রেণীর, মকরের শৃঙ্গাগ্রস্থ তারা দুইটী চতুর্থ শ্রেণীর, মকর মুখ তিনটী ক্ষুদ্র তারায় গঠিত।

তারা তিনটী সমদ্বিবাহু ত্রিভূজাকৃতি। মকর পুচ্ছ অগণ্য ক্ষুদ্র তারায়ে নির্ম্মিত, ছায়া পথের [আকাশ গঙ্গার] নিম্ন ভাগে মকর রাশি অবস্থিত। [৫]

কুম্ভ রাশিস্থ।

শতভিষা নক্ষত্র।

শত ভিষা নক্ষত্র মণ্ডলাকৃতি শত তারক ময় বলিয়া জ্যোতিষ গ্রন্থে বর্ণিত। কিন্তু বেদ মতে শত ভিষা নক্ষত্র এক তারক ময় [১] তবে এই রাশিতে সে বহুতর তারা-গুচ্ছ আছে। তাহার এককণ মণ্ডলাকার ভাবে স্থিত বলিলেও বলা যায়।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে চতুস্তারক ময় একটী সমচতু র্ভুজক্ষেত্র দেখা যায়। ঐ তারা ময় ক্ষেত্রের পশ্চিম বাহু দক্ষিণাভি মুখে প্রসারিত করিলে, একটা তারা ময় সমদ্বিবাহু ত্রভূর্জ ক্ষেত্র ভেদ করিয়া যাইবে, এই তারাময় সমদ্বিবাহু ত্রিভূর্জের পশ্চিমস্থ শীর্ষ কোণে চতুর্থ শ্রেণীর যে একটী তারা লক্ষিত হয় ঐ তারার নাম দুর্য্যোধন [১] এই দুর্য্যোধন তারা শত ভিষা নক্ষত্রের যোগ তারা, শত ভিষা নক্ষত্রে জ্বর হইলে শত ভিষক [বেদ] চিকিৎসা করিলে ও জ্বর আরগ্য হয় না, এই বিশ্বাসে এই নক্ষত্রের নাম শত ভিষা বা শত ভিষক, এই নক্ষত্র শত তারক ময় বোধে ইহার অপর নাম শত তারকা এবং এই নক্ষত্র বরুণ দৈবত বলিয়া এই নক্ষত্র বরুণ দৈবত বলিয়া এই নক্ষত্র বৃষ্টিকারী।

অবেস্তা পাঠে দেখা যায় এই নক্ষত্রের নাম শত ভিষা। তিস্ত্র্য [তিস্য] তারা অশ্বরূপে বৌরকাষের [বরুণ কোষ] জলে প্রবেশ করিলে বৌরকাষের জল ঠগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। এবং জল স্ফীত হইয়া উৎলিয়া পড়ে। শতভিষা নক্ষত্র ঐ জল বণ্টন করিয়া সপ্ত বর্ষে প্রক্ষিপ্ত করেন।

ইতি অবেস্তা তীর ষষ্ট অধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৫) এই জন্ম গঙ্গার বাহন মকর।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চমোঽধ্যায়।

১

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ।'

অন্বয়—দ্বে (বিদ্যাবিদ্যে) তু অক্ষরে অনন্তে ব্রহ্মরূপে বর্ত্তেতে, যত্র অক্ষরে ব্রহ্মপরে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে গূঢ়ে (চ ভবতঃ) অবিদ্যা তু ক্ষরং, বিদ্যা তু অমৃতং হি (ভবতি)। যস্তু—বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে, সঃ অন্যঃ (ভবতি)।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—"অক্ষরে"—অবিনাশিনি—অবিনশ্বরে। "ব্রহ্মপরে পরব্রহ্মণি

পরব্রহ্মে "অনন্তে"—দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃবা অপরিচ্ছিন্নে, দেশ-কাল বা বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। "বিদ্যাবিদ্যে" বিদ্যা এবং অবিদ্যা "নিহিতে"—স্থাপিত। "গূঢ়ে"—অনভিব্যক্ত। "অবিদ্যা তু ক্ষরং" অবিদ্যাই ক্ষরণের একমাত্র হেতু। "বিদ্যা তু অমৃতং"—বিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র হেতু। "ঈশতে"—নিয়ময়তি—।

বঙ্গার্থ—বিনাশি-কার্য মূলা সংসার বৃত্তির কারণ অবিদ্যা এবং অমৃতময়ী আত্ম-জ্ঞান রূপিণী বিদ্যা, এতদুভয়ই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মে, লৌকিক জগতের অজ্ঞাত ভাবে নিহিত রহিয়াছে, যে মহাত্মা সেই অজ্ঞানমূলা অবিদ্যা এবং সংসারবৃত্তি নিবারিকা বিদ্যাকে নিয়মিত করিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই সেই দুঃখবহুলা অবিদ্যা ও সুখৈকমূলা বিদ্যা হইতে পৃথগ্ভূত, তাঁহাকে সংসার হইতে ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়া জানিবে। সুখ বা দুঃখ কিছুতেই তাঁহাকে প্রসন্ন বা বিষণ্ণ করিতে পারে না, তিনি নিবাতনিকম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির চিত্ত হইয়া দ্বন্দ্বাতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। "দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ" এই আখ্যা তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

২

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ
পশ্যেৎ।

অন্বয়ঃ—কোঽসৌ ইতি স্ফুটীকরোতি যঃ একঃ যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি, বিশ্বানি রূপাণি সর্বাঃ যোনীঃ চ অধিতিষ্ঠতি, যঃ অগ্রে প্রসূতং ঋষিং কপিলং জ্ঞানৈঃ বিভর্তি (তম্ জায়মানং চ পশ্যেৎ। (এবস্তূতঃ সঃ)।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় এই শ্লোকের পদ-সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই পুনরায় ব্যাখ্যাত হইল না।

বঙ্গার্থ—পূর্ব-শ্রুতি-বর্ণিত পুরুষকে, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন—যে সত্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভূতিময় পরমেশ্বর অনাদি-সিদ্ধা মায়াখ্যা মূল প্রকৃতি, জগতের দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল কারণ, যাবতীয় রূপ এবং সমুদয় বীজাদিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অর্থাৎ কি দৃশ্য, কি অদৃশ্য, বিশ্বস্থ-যাবৎ পদার্থই যে অনাদি পরমাত্মার অধিষ্ঠান ভূমি, যিনি ঋষি অর্থাৎ অপ্রতিহত জ্ঞান, সর্বশক্তিসম্ভূত কনকাভ হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টির প্রথম কালে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যাদি দিব্য-জ্ঞানের দ্বারা যুক্ত করিয়াছেন, এবং সেই সহস্রাংশুসমপ্রভ জায়মান হিরণ্যগর্ভকে প্রকাশ কালে সাক্ষিরূপে অবলোকন করিয়াছিলেন, সে পরম পুরুষই পূর্বশ্রুতি বর্ণিত অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয় বিমুক্ত মহাপুরুষ,—পরমাত্মা। একবার মনু স্মরণ করুন—

"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥

৩

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥

অন্বয়ঃ—এষ দেবঃ অস্মিন্ ক্ষেত্রে ঐকৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্ সংহরতি। যে লোকানাং পতয়ঃ ভূয়স্তান্ সৃষ্ট্বা মহাত্মা ঈশঃ তথা (পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে যথা কৃতবান্) সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—"অস্মিন্ ক্ষেত্রে" —এই মায়াময় সংসারে। "একৈকং জালং"—একটি একটি মায়াজাল। "বহুধা বিকুর্ব্বন্ নানাপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া "লোকানাং পতয়ঃ"—পুনঃ যে লোকানাং পতয়ঃ মরীচ্যাদয়ঃ মরীচি প্রভৃতি লোকপতিগণ "তান্ তথা সৃষ্ট্বা" তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টি করিয়া।

বঙ্গার্থ—এই অনাদিতন পরম-পুরুষ সৃষ্টিকালে সুরনরতির্য্যগাদি এক একটি জাল এই মায়াময় সংসার-ক্ষেত্রে নানাভাবে বিস্তার করিয়া আবার তাহা যথাকালে সংহৃত করেন। মহাত্মা ঈশ্বর প্রলয়াবসানে পুনঃ সৃষ্টির প্রাক্কালে মরীচি প্রভৃতি লোকপালদিগকে পূর্ব্ববারের ন্যায় আবার সৃষ্টি করিয়া স্বীয় ঐশিক আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি অভিনয়ের তিনিই একমাত্র নেতা, তাঁহার নেতৃত্বই স্বর্গের দিব্য আধিপত্য হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছ কীটাদি পর্য্যন্ত মায়াময়-জাল বিস্তার করিয়া সকলকে মায়াবশে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার বিশ্ববিরচিকা কল্পনা অনন্তকাল একই প্রকার অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে, শ্রৌত-মন্ত্রে কথিত হইয়াছে "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। তিনি পূর্ব্বাপর সমভাবে সমগ্রবিশ্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। গীতা স্মরণ করুণ।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয়, জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—
মেট্রপলিটান কলেজ।

হিন্দু-সমাজের উন্নতি-সাধনের উপায়। (১)

জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের সামাজিক ব্যবস্থাপনের যন্ত্র স্বরূপ। উহা ভাল কি মন্দ, উহা জাতীয় উন্নতির সহায় বা অন্তরায়, সে আলোচনা এস্থলে করিব না। তবে এইমাত্র বলিতে চাই যে, জাতি-ভেদ-প্রথা হিন্দু সমাজের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাকে ভালই বিবেচনা করুন, বা মন্দই বিবেচনা করুন, ইহার মূলোৎপাটন সহজ নহে। এ প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, প্রথাটী যখন আছে, এবং সহসা বিপর্য্যস্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই, তখন ইহার দ্বারা সমাজের যত টুকু উপকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু সমাজের এই জাতিভেদ-প্রথার দ্বারা আপাততঃ আমরা কি উপকার প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা দেখা আবশ্যক। এই শত সহস্র সম্প্রদায় সমন্বিত সুপ্রকাণ্ড হিন্দু-জাতিকে একটি মাত্র সূত্রে সুসম্বদ্ধ করা

---

(১) শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত কোন বক্তৃতার সারাংশ।

আপাততঃ সম্ভবপর নহে। এতদন্তর্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি আপন ২ সাম্প্রদায়িক সমুন্নতি সাধনে যত্নপর হন, তবেই ক্রমে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমবেত-উন্নতির ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। বৃহৎকার্য্য মাত্রেরই প্রায় এই নিয়ম।

বিভিন্ন জাতির বিভিন্নাকার বিশৃঙ্খল বস্তু সমূহের একত্রীকরণ ও একসূত্রে বন্ধন সুসাধ্য নহে; পরন্তু বিভিন্ন জাতীয় বস্তু স্বতন্ত্র ২ ভাবে বন্ধন করিয়া, পরে এক রজ্জুতে বা এক আধারে অবস্থাপিত করা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য, সন্দেহ নাই। জাতি-ভেদ-জনিত বিভিন্ন রীতি-নীতি, ক্রিয়া-কার্য্য সমন্বিত বহুবিভিন্ন সম্প্রদায়পূর্ণ হিন্দু-সমাজের উন্নতিবিধানের ইহাই ক্রম।

এই বিরাট-হিন্দু জাতির সমস্ত অন্তর্ভূত জাতিই যদি স্ব স্ব জাতীয়-উন্নতি বিধানে অগ্রসর হন, তবে তাহাই হিন্দুর জাতীয় উন্নতি নহে কি? মনে করুন, একটি গ্রামে অনেকগুলি বাড়ী; কিন্তু কোনটী পাকা, কোনটি কাঁচা, কোনটি প্রায় ভগ্ন, কোনটি অর্দ্ধ ভগ্ন, কোনটি প্রায় প্রস্তুত, কোনটি অর্দ্ধ প্রস্তুত, ইত্যাকার। এখন সকল বাড়ীর অধিবাসীরাই যদি বিশেষ প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া আপন আপন বাড়ীগুলি ভাল করেন, পাকা করেন, সুন্দর করেন, তবে অচিরাৎ সমগ্র গ্রাম খানিই একটি সৌধমালা-শালিনী নগরীর ন্যায় শোভমান হয়। বিভিন্ন খণ্ড সমাজ সমন্বিত সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্র অভ্যুদয়ের ইহাই প্রণালী। অতএব জাতিভেদ প্রথাতেই এই প্রণালীর ফলোপধায়কতা প্রতিষ্ঠিত জানিয়া, বিভিন্ন-সমাজের প্রত্যেক হিন্দুরই স্ব স্ব সমাজোন্নতি সাধনে যথা সম্ভব যত্নবান হওয়া প্রার্থনীয়।

এক্ষণে কি প্রকারে আমাদের এই জাতীয় উন্নতি সুসাধিত হইতে পারে, বর্ত্তমানে তাহাই আলোচ্য ও বিবেচ্য। আমি বিবেচনা করি, উন্নতির প্রধানতঃ চারিটি উপায়—ধর্ম্ম, বিদ্যা, বল ও ধন। সূক্ষ্ম ভাবে সকল তত্ত্বই ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত, সকল সাধনই ধর্ম্মবলে সিদ্ধ; কিন্তু সে উচ্চাধিকারের কথা এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে, সাধারণতঃ স্থূলভাবে— মানব জাতির উন্নতির উক্ত চারিটি প্রধান অঙ্গ আমাদের প্রয়োজনীয়, সুতরাং আলোচনীয় ও সাধনীয়।

ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্ষ্যমাণ-প্রসঙ্গে আমি অধিক কিছু বলিব না। প্রতি শুভ কার্য্য-সাধনাই ধর্ম্মাভাবে অসিদ্ধ, ইহা হিন্দু-হৃদয়ে স্বতএব সুপ্রতীত। হিতোদ্দিষ্ট সর্ব্বকার্য্য কর্ম্মই হিন্দুর পরিচালক, পোষক ও রক্ষক। স্থূলত এই ধর্ম্মের দুইটি বিভাগ। ভগবদ্ভক্তি ও নৈতিকশক্তি। এই দুইটি আবার পরস্পর সাপেক্ষ। অতএব যদি ভগবৎ কৃপায় আমরা ভগবচ্চরণে ভক্তি রাখিয়া ও নৈতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত থাকিয়া ধর্ম্ম বলে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, তবে অচিরাৎ সিদ্ধির মুখ দেখিব; নচেৎ শত বৎসর ব্যাপী শত চেষ্টা—সহস্র সাধনাও ভস্ম বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুবৎ ব্যর্থতায় বিলীন হইবে।

বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে আমাদের দেশে কোন দিন সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী থাকিলেও অধুনা

বহুপশ্চাতে পড়িয়াছে। বিদ্যাকে স্থূল ভাবে লেখা পড়া মাত্র ধরিলেও দেখা যায়, অস্মদ্দেশ এক্ষণে কত পশ্চাদ্বর্ত্তী। এ দেশে অঙ্গুলি-পর্ব্বমেয় কয়েকখানি মাত্র সংবাদ ও সাময়িক পত্র অতি কষ্টে চলিতেছে; আর ইউরোপ-আমেরিকা তদ্বিষয়ে কি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুদ বৈপরীত্য! অথচ এ দেশের লোকসংখ্যা কত অধিক! বিলাতে বোট্‌ম্যান, কোচ্‌ম্যান, মুটে-মজুর সংবাদ-পত্র পড়িয়া থাকে। অস্মদ্দেশে হয় ত কোন কোন সুসভ্য রাজাধিরাজও সংবাদ-পত্র পাঠে পৃথিবীর সংবাদ রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন না! যাক্ সংবাদ পত্র; সাময়িক পত্রের দশা ত ততোধিক শোচনীয়। সে যাহা হউক, অস্মদ্দেশে সর্ব্বজনীন বিদ্যা-শিক্ষা (Mass Education) না থাকাতে জাতীয় বিদ্যোন্নতি দূরপরাহত হইয়াছে। এক্ষণে যদি এদেশের খণ্ড খণ্ড জাতি বা সমাজ সমূহে স্বসীমাধিগত স্বতন্ত্র ও সায়ত্তভাবে বিদ্যা-শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে কালে উহারই সমষ্টিগতভাবে জাতীয় বিদ্যোন্নতি সহজেই সংসাধিত হইতে পারে।

বিদ্যাবলের অপচয়ে অত্যুন্নত ভারত অবনত হইয়াছে। বিদ্যাবলের উপচয়ে ইউরোপ উন্নত, আমেরিকা উন্নত, এসিয়ার ক্ষুদ্র দ্বীপ গতকল্যের জাপানও আজ উন্নত হইয়া পৃথিবীর ঈর্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাবলে—বিজ্ঞান-বলে স্বভাবের অদম্য অনতিক্রম্য বল আয়ত্ত করিয়া, আজ পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতিকে পরিচারিকা করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। বিদ্যাবলে—বিজ্ঞানবলে অসাধ্য সাধন, অঘটন সংঘটন করিয়া এইবিংশশতাব্দীর মানব যেন ঐশীশক্তিকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ঐহিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া পারমার্থিক উন্নতিতে লক্ষ্যকরিলেও দেখাযায় যে, বিদ্যা তাহার এক প্রধান সাধন। ভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের এক নামই বিদ্যা। অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। ভারতে বিদ্যার উৎকৃষ্ট ফল ধর্ম্মসাধন—ভগবদ্ভজন আবহমানকাল সমাদৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যপ্রদেশও এখন এই তত্ত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। অতএব এমন যে পরমধন বিদ্যাধন, সেধনে যে জাতি বা সমাজ নির্দ্ধন না হইলেও অন্ততঃ হীনধন, তাহার অপর বিশিষ্ট বৈষয়িক ধনবত্তাও বিড়ম্বনা মাত্র। এই পরমধনার্জ্জন সাধনে যে ধন বা অর্থ ব্যয়িত হয়, সেই অর্থই সার্থক, নতুবা নিতান্তই অনর্থক।

আমাদের তৃতীয় আবশ্যকতা বল বীর্য্যের। মানসিক-বল-বীর্য্যের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে; কারণ তাহা মুখ্যতঃ ধর্ম্ম ও বিদ্যা বুদ্ধির ফল, গৌণতঃ কতকটা শারীর-বলেরও ফল বটে। ধর্ম্ম ও বিদ্যা-বলের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়াছি; এক্ষণে শারীর-বলের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

অনেকদিন হইতে ভারতে শারীর-বলের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে; এখন অভাব বলিলেও বোধহয় বড় অত্যুক্তি হয়না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে এ "অভাব"

শক্ত প্রযোজ্য না হইতে পারে, কিন্তু জাতিগত-ভাবে বোধহয় সচ্ছন্দে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদিও পাশ্চাত্য জাতিগণের দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয় যে, ধন-বলই প্রধান জাতীয়-বল; তথাপি ইহাও নিশ্চিত যে শারীর-বল ভিন্ন সেই ধন-বল উপার্জ্জিত বা রক্ষিত হইতে পারেনা। প্রাচীন ভারত অপেক্ষা বিদ্যাবল ও ধনবল আধুনিক ভারতে অনেক কমিলেও শারীর-বলের মত কখনই কমে নাই।

প্রাচীন-শারীর-বলের যে সাক্ষ্য পুরাণেতিহাস ও কাব্য সাহিত্য দিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে কবি-কল্পনা বা অতিরঞ্জনার "ছুট্‌বাদ" দিলেও যে টুকু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহাও বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে অসাধারণ ও অলৌকিক। তাহার তুলনায় এখনও যে আমাদের অস্তিত্ব বজায় আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। দুই—চারি শতাব্দীর কথাও নহে, প্রায় সহস্রাধিক বৎসর হইতে আমাদের শারীর-বলের অবনতি। এই অবনতি আমাদের সর্ব্ববিধ অবনতির অন্যতম প্রধান হেতু, সন্দেহ নাই। অতএব শারীর-বল কদাচ উপেক্ষার বিষয় নহে। দুঃখের বিষয় এই শারীর-বলের উৎকর্ষ সাধনে আমাদের সামান্য চেষ্টাও দৃষ্ট হয় না। যোগেযাগে "পৈতৃক প্রাণটি" থাকিলে যেন যথেষ্ট; কিন্তু প্রাণেরই যে নামান্তর বল। বলশূন্য প্রাণ আর জলশূন্য নদী একই কথা। কেবল নাম মাত্র—বিড়ম্বনা। আত্ম ও পর লইয়াই সংসার। দুর্ব্বল-ব্যক্তি পরের কার্য্যে খাটিতে অসমর্থ, আত্মরক্ষায়ও অপটু। সুতরাং দুর্ব্বলের বিড়ম্বনাময় জীবন সমাজে ভার মাত্র।

এ দেশে পিতা-মাতা পুত্রের শারীর-বল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। অনেক স্থলে পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা যথেষ্ট আছে, কিন্তু পুত্র বাঁচে কি মরে, সে দিক লক্ষ্য নাই। যেন বল ও জীবনীশক্তির অভাবে পুত্র পরলোকে গেলে, সেখানেও বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, এবং তাহার ফলও তাঁহারা পাইবেন; সুতরাং নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত আছেন। ইহা হাসিবার কথা নহে; কাঁদিবার কথা। বড় দুঃখেই ইহা বলিলাম। দুর্ব্বলের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। সংসারে কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করে না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখুন, কোন দূরদেশ হইতে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া একটি কাবুলী এদেশে ভিন্ন রাজার অধিকারে আসিয়া কেবল নিজ শারীর বল মাত্র ভরসায় কেবল ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়া স্বদেশে গমন করিতেছে। একক গ্রামে ২ গিয়া ধারে জিনিস বিক্রয় করিয়া, বিনা খৎপত্রে কত লোকের সহিত কারবার চালাইতেছে। তাহার টাকা পড়িয়া থাকে না। প্রায় নালীশের প্রয়োজন ও হয় না। সকলেই তাহাকে ভয় করে, শারীরিক-বলই তাহার এক মাত্র সহায়, শারীরিক-বলেই তাহার আইন-আদালতের কার্য্য সাধিত হয়। অধিক কি, আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানগণকে যে লোকে ভয় করে, তাহার কারণও তাহাদের শারীরিক বলের আধিক্য। "বলং বলং বাহুবলং" ইহা আমাদের দেশেরই প্রবচন, বেদেও আছে, একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরীক্ষং

বলেন দৌর্ব্বলেন পর্ব্বতো, বলেন দেবা মনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণ বনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যা কীট পতঙ্গ পিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমাদের বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত। যাহা-হউক, শারীর-বল সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলিব না, যাহা প্রায় সকলেরই সুখ-বোধ্য বিষয়, তৎসম্বন্ধে অধিক বাগ্ বিস্তর বাহুল্য মাত্র। ফলে আমাদের সমাজে শারীর-বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা যেরূপে হইতে পারে, বিশেষতঃ যুবক ও বালকদিগের তদনুশীল-নার্থ গ্রামে গ্রামে তাহার যে কোনরূপ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য, অবধার্য্য ও কার্য্য।

আমাদের চতুর্থ বা শেষ প্রয়োজনীয় ও আলোচনীয় বিষয় ধন। সমাজে, অর্থাৎ আর একটু পরিষ্কাররূপে বলিতে হইলে-গার্হস্থ্য জীবনে পদে পদেই ধনের আবশ্যকতা। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, চলিতে, বলিতে কেবল ধনেরই বিবিধ বিচিত্র লীলা-বিলাস! রাজা হইতে রাজপথ-ভিখারী পর্য্যন্ত সবাই ধনার্থী। রাজার রাজ্যলাভার্থে ধন চাই। ভিখারীর ভৈক্ষ্যলাভার্থে ধন চাই। ফলে ধনের প্রয়োজন হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। এই সাংসারিক সর্ব্বার্থ-সাধন ধন, যে জাতি বা সমাজে যত অধিক, সে জাতি বা সমাজের সাংসারিক উন্নতি তত অধিক, সন্দেহ নাই। এই বিংশ শতাব্দীর সমুন্নত পাশ্চাত্য সমাজ বা জাতি-সমূহের অসাধারণ ঐহিক অভ্যুদয় প্রধানতঃ তাহাদের জাতির কুবেরত্বেরই পরিচায়ক। ধনই ঐহিক অভ্যুদয়ের জীবন।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি॥
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং।
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এটি অস্মদ্দেশের চির প্রচলিত প্রসিদ্ধ প্রবচন; কিন্তু এক্ষণে আমরা শুধু বচনেই মজবুদ্; কাজে কিছুই না। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহা আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিজ্ঞাত; অথচ আমাদের দেশে বাণিজ্য মোটেই নাই বলিলেই হয়। এদেশে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা প্রায়শঃ বিদেশীয় বণিকের, দেশীয় যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা প্রায়শঃ অন্তর্বাণিজ্য মাত্র। বহির্বাণিজ্য ব্যতীত প্রভূত ধনা-গমের দ্বিতীয় উপায় নাই। আজ পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের যে অপরিমিত অভ্যুদয়, বহি-র্বাণিজ্য-বিস্তারই তাহার বিশিষ্ট হেতু! আমাদের ইংরাজরাজ ভারতে বহির্বাণিজ্য করিতে আসিয়াই এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ভারত-ভুবনের একাধীশ্বর হইয়াছেন। বাণিজ্য হইতে এরূপ আশাতীত অসামান্য মহৎ ফললাভ আর কি হইতে পারে? আমাদের স্ব-দেশই এই দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত, অথচ সভ্য জাতি সমূহের মধ্যে আমাদের ন্যায় বাণিজ্য উদাসীন ও অসমর্থ জাতি বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বহির্বাণিজ্যে আমাদের জাতি যায়। কিন্তু বাণিজ্যের অভাবেই যথার্থ জাতি যায়, অর্থাৎ জাতি টেঁকেনা, জাতির জীবন দারিদ্র্যের দোষে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা ভাবি না। আমা-দেরই কাব্যবাক্য "দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশি-নাশী," ধনহীনত্ব সর্ব্বগুণনাশক। জাতির

দারিদ্র দোষে জাতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণ-জ্ঞান কিছুই সম্যক্ কার্য্যকর হয় না। বাণিজ্য ব্যতীত এই জাতীয় দারিদ্র্য মোচনের উপায়ান্তর নাই।

শিল্প ও কৃষি-বাণিজ্যের প্রধান সহায়। এই শিল্প ও কৃষি বিষয়ে ভারতবর্ষ কোন দিন জগতে আদর্শ ছিল এবং কোন দিন ভারতে বহির্বাণিজ্যেরও প্রদীপ্ত প্রভাব ছিল, তাহা পুরাণাদির সাক্ষ্যে জানা যায়, কিন্তু এখন বাণিজ্যের অবনতিতে জাতীয় ধনবত্তার অবনতি ঘটিয়া এবং বিদেশীয় কলকারখানা প্রভৃতির প্রতিযোগিতা রূপ অপর বিবিধ আনুষঙ্গিক কারণে শিল্পের অবস্থা দিন ২ অতি অবনতই হইতেছে; কৃষির অবস্থা সেই সুপ্রাচীন উপায়াদির অবলম্বনে যতটুকু অব্যাহত আছে, তাহাও আশাজনক নহে। তবে ভারতভূমি স্বতঃই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, এই জন্য প্রকৃতি মাতার স্বতঃপ্রদত্ত প্রসাদে ভারতের কৃষি-প্রধানত্ব অদ্যাপি কতকটা অব্যাহত আছে; তথাপি এই ভারতবর্ষের যে অধুনা দুর্ভিক্ষের নিত্য প্রচণ্ডতাণ্ডব, তাহার প্রধান কারণই আমাদের দারিদ্র্য। রাজকীয় অনুসন্ধানেও আজ এ সত্য স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ধনেরই অত্যাবশ্যকতা।

দারিদ্র্যের বিশ্বগ্রাসী করাল কবল ভারত গ্রাস করিতে উদ্যত; অথচ আমরা উদ্ধারের একমাত্র উপায় ধনাগমের প্রকৃষ্ট-পন্থা ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদাসীন হইয়া, কৃষিকার্য্যও প্রায়শঃ নিরক্ষর চাষার উপর ভার দিয়া, কেবল "হা চাকরী! হা চাকরী!!" করিয়া মরিতেছি! কি লজ্জা! কি বিড়ম্বনা! অধঃপাতের বাকী কি? এখন কেবল জাতির ভিক্ষাবৃত্তির কথঞ্চিৎ বাকী আছে। আমাদের যে গতিক, পশ্চাতে 'নৈব নৈবচ" পর্য্যন্ত না নামিয়া ছাড়িবে বোধ হয় না। ফলে দারিদ্র্যই আমাদের সর্ব্বনাশ-ঘটিল। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র আছেন, তাঁহারা জাতীয় ধনাভাবের গুরুত্ব ও সর্ব্বনাশকত্ব লক্ষ্য করিতেছেন না; গরিবেরা আর কি করিবে? তবে কি না, আমাদের মত গরিবদেরই উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। আমাদের আন্দোলন—আলোচন ও উদ্যোগ আয়োজনের গোলযোগে হয়ত তাঁহাদেরও ঘুম ভাঙ্গিতে পারে।

আমি অন্ন বিদ্যা, বল ও ধন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম, এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, বিরাট-হিন্দু-জাতির যুগপৎ সমবেত-চেষ্টায় যুগপৎ উক্ত চতুর্বর্গ সিদ্ধি আপাততঃ অসম্ভব, অতএব তদন্তর্ভূত খণ্ড খণ্ড চেষ্টা দ্বারা কালে সমগ্র জাতির সমষ্টিগত অভ্যুদয় অসম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।	পৌষ।।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

স্বরজ্ঞান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

—০:০:০—

নিশ্বাস প্রশ্বাসের (প্রাণের) দ্বারায় কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্ব কার্য্য সাধন হয়। প্রাণের ন্যায় মিত্র ও পরম বন্ধু মানবের আর কিছুই নাই। ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকগণের গোচরার্থে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

দেব্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব সর্ব্ব সংসার তারক।
কিং নরাণাং পরং মিত্রং সর্ব্ব কার্য্যার্থ-
সাধনং।

দেবী কহিলেন,—সর্ব্ব সংসার তারক দেব দেব মহাদেব! মনুষ্যগণের পরম মিত্র এরূপ কি আছে, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধন করা যায়?

এতদুত্তরে সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগী মহেশ্বর বলিলেন—

প্রাণ এব পরং মিত্রং প্রাণ এব পরঃ সখা।
প্রাণতুল্যঃ পরোবন্ধুর্নাস্তি নাস্তি বরাননে॥

প্রাণই শ্রেষ্ঠ সখা, প্রাণই পরম মিত্র। প্রাণের তুল্য পরম বন্ধু মনুষ্যগণের আর কিছু নাই। (১)

বাস্তবিক একমাত্র প্রাণের (নিশ্বাসের) দ্বারা কার্য্য করিতে পারিলে, ঐহিক ও পারলৌকিক সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়।

(১) পূর্ব্বে বলিয়াছি একবার শ্বাস প্রশ্বাসের নাম প্রাণ। প্রাণ শব্দে শ্বাস প্রশ্বাস বুঝিতে হইবে। হিন্দু-পত্রিকা ১৩০৭ সাল ফাল্গুণ চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রাণ বায়ুর ক্রিয়াযোগে যোগপরায়ণ যোগিগণ লোকদুর্লভ বিবিধ ক্ষমতা এবং অসীম অনন্ত ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা সাংসারিক, বৈষয়িক সকল, কার্য্য সুফল ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা অসম্ভব হইতে পারে কি? কিন্তু প্রাণতত্ত্ব বিদ্যা গুরু-মুখে শিক্ষা করিতে হয়। মহাদেব বলিয়াছেন—

এবং প্রাণবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব কার্য্যে ফলপ্রদঃ।
জায়তে গুরু-বাক্যেন ন বিদ্যা শাস্ত্র কোটিভিঃ॥

প্রাণ বায়ুর বিধি যাহা কথিত হইয়াছে, এই প্রাণ বায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) সর্ব্ব কার্য্যেরই ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্বরতত্ত্ব বিদ্যা গুরুর মুখে অবগত হইবে; তদ্ভিন্ন কোটি কোটি শাস্ত্র পড়িলেও প্রাণতত্ত্ব বিদ্যা লাভ করা যায় না।

কথাটা অতি প্রকৃত। যিনি যত বড় চতুর, বুদ্ধিমান ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হউন না কেন, স্বরজ্ঞ গুরুর প্রমুখাৎ শিক্ষা উপদেশ বিনা কেহই স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। তজ্জন্য গুরু মুখের উপদেশ ব্যতীত, সকলে সহজে স্বরজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাংসারিক সকল কার্য্য করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার নিয়মএবং শ্বাসের দ্বারায় কিরূপে সাংসারিক সকল কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, কিরূপে ভাবী আপদ বিপদ, মঙ্গলামঙ্গল জানিতে পারা যায় ইত্যাদি এবং বন্ধ্যা নারীর পুত্র লাভ করিবার উপায়, বাতের পীড়াদি আরোগ্য হইবার অপূর্ব্ব কৌশল, দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার উপায় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এখন বলিব। বলিব, কিন্তু ভয় হয়,— সাহস আসিয়া হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। কবিকুল—কেশরী কালিদাস আপনাকে "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" জ্ঞান করিয়া ভয়ে ভয়ে লেখনী ধরিয়াছিলেন। আমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহাযোগিগণের হৃদয়ের ধন অতি গুহ্যাদপি গুহ্য লুপ্ত প্রায় স্বরশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়া সুশিক্ষিত পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, কি "লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" সদৃশ অর্ব্বাচীন সুলভ প্রগল্‌ভতার ভাজন হইয়া অপরিমেয় উপহাসের আস্পদ হইব, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কালিদাসের পক্ষে "মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" ছিল; আমার গতি, ভরসা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ। আমার একটী অদ্বিতীয় সাহস ও আশ্বাসের হেতু গুরুকৃপা। গুরুদেবের অসীম কৃপায় তাঁহারই শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া অনন্যদুর্লভ এবং দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর যাঁহাদিগের জন্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গুরুতর বিষয় নাড়া চাড়া করিব, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত হিন্দু এবং হিন্দু শাস্ত্রের অনুরাগী; তাঁহারা ক্ষুদ্র লেখকের ত্রুটী, ন্যূনতা, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, অথবা করণাপাটব দেখিলে ক্ষমা করিবেন, এই সাহসে আশার আশ্বাসপ্রদ মধুর-কণ্ঠে বিশ্বাস করিয়া স্বরমতে সর্ব্ব

কার্য্য করিবার নিয়ম প্রকরণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ
করিয়া উঠিবার নিয়ম।

যত্রাঙ্গে চরতে বায়ু স্তদঙ্গস্য করস্তথা।
সুপ্তোত্থিতো মুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং।
ন হানিঃ কলহশ্চৈব কণ্টকৈর্নাপি ভিদ্যতে॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শয্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখস্পর্শ করিয়া উঠিলে, বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। কোন হানি, বিপদ, এমন কি, সে দিন একটি কণ্টক পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপ করিয়া পরে শয্যা হইতে মৃত্তিকায় প্রথম পা দিবার সময়, যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া শয্যা হইতে নামিবে। প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিতে কেহ ভুলিবেন না।

গুরু, বন্ধু, প্রভু ও আত্মীয়
প্রভৃতির নিকট যাইয়া কার্য্য সিদ্ধি
ও বশীভূত করিবার উপায়।

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্রাপ্যাক্রমতে স্বরঃ।
কৃত্বা তৎপদমাদৌ চ যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।
গুরু বন্ধু নৃপামাত্যা অন্যেঽপি শুভদায়িনঃ।
পূর্ণাঙ্গে* খলু কর্ত্তব্যা কার্য্য সিদ্ধির্মনীষিভিঃ॥

গুরু, বন্ধু, রাজা, অমাত্য, প্রভু প্রভৃতির নিকট ও অন্যান্য কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবার মনন করিয়া যাত্রা করিবার সময়, যে নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং অভীষ্ট ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকে অভীষ্ট ব্যক্তিকে রাখিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে।

তাৎপর্য্য এই যে,—যখন কোন কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিম্বা কাহারও অনুগ্রহ লাভ প্রত্যাশায় বাটী হইতে বহির্গত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া এবং বাম নাসিকায় নিশ্বাস থাকিলে, বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে। ঐরূপ যাত্রা করিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ করিয়া পরে পদ ক্ষেপণ করিবে।

অভিলষিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তখন যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তাহা হইলে এরূপ ভাবে দাঁড়াইবে কিম্বা বসিবে যে, ঐ অভীষ্ট ব্যক্তি বাম দিকে থাকেন। আর সে সময় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন থাকিলে, দক্ষিণ দিকে তাঁহাকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইবে। বা উপবেশন করিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে। এইরূপ করিলে সুফল ফলিবে। যদি স্বরের দিকশূল না হয়, তাহা হইলে এই সকল কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহনের সময়, বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করা উচিৎ। এই

* যে নাসিকায় যখন নিশ্বাস বহে, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ এবং তদ্বিপরীতাঙ্গকে রিক্তাঙ্গ কহে।

নিয়মে যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধ ও অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ॥

কোন লাভজনক বা যে কোন মঙ্গলকর কার্য্যে যখন যাইবে, তখন দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া এবং বাম নাসিকার শ্বাস বহন হইলে বামচরণ অগ্রে বাড়াইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। এরূপ করিয়া যে কোন শুভ কার্য্যে যাইবে সুফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বরোদয়ে উক্ত আছে—

'বহেন্নাড়ী পদেচৈব যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।'
যস্যাং নাসিকায়াং প্রাণবায়োর্গতির্লক্ষ্যতে

তদংশীয় পাদ প্রসারণ পূর্ব্বিকা যাত্রা সিদ্ধিদা ভবতীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ—যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। (১)

কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যাত্রা করা উচিৎ যথা—

চন্দ্রঃ সম্পদ কার্য্যাণি রবিস্তু বিষমঃ সদা।
পূর্ণপাদং (২) পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা॥

বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যে কোন সম্পৎ কার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিবে। লাভ বা যে কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন যাত্রা করা বিধি। বিষম ও ক্রুর কর্ম্মাদির নিমিত্ত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় যাত্রা করিবে। এইরূপ যাত্রায় নিঃসন্দেহ সকল কর্ম্ম সিদ্ধি হইবে।

কিন্তু দিক অনুসারে ইড়ার দিকশূল হইলে, বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যাত্রা না করিয়া দক্ষিন নাসিকার শ্বাস বহন কালে যাত্রা করিবে। দিকশূলের বিষয় পরে বলিব।

কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থানে যাত্রা করা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিবে।

সর্ব্বত্র শুভ কার্য্যেষু বামা ভবতি তুষ্টিদা।

---

(১) ভারতের নারীরত্ন বিদুষী খনার বচনে আছে যে—

"স্বরের আগায় দিয়ে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।"

ইহার অর্থ উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিতে হইবে। এই সকল খনার বচন আমরা বাল্যকালে পঞ্জিকাতে পড়িয়াছি। এখন পাশ্চাত্য বিদ্যার বিষম বোঝায় আমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, বুদ্ধিও মার্জ্জিত—অতিসূক্ষ্ম বলিয়া খনার অমূল্য বচনের মর্ম্ম আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্ত্তমান কালে নূতন পুরাতন ধরণে সংগঠিত হালফেশনের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও খনার উক্ত জ্যোতিষ, স্বর, কৃষি প্রভৃতি নানাবিষয়িণী অমূল্য বচনগুলির মর্ম্মাবধারণে অক্ষম। তজ্জন্য বর্ত্তমান সময় পঞ্জিকাকারগণ অমূল্য রত্নরাজী স্বরূপ খনার বচনগুলি পঞ্জিকা হইতে বাদ দিয়া আপনাপন পাণ্ডিত্য বজায় করিয়া পসার রাখিয়াছেন।

(২) পূর্ণপদ কাহাকে বলে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বার বিশেষে পদক্ষেপণের নিয়ম বা হঠাৎ যাত্রা করিবার সময় কোন পদ কতবার ক্ষেপণ করিতে হয় পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

সর্ব্বত্র সকল প্রকার শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিলে শুভ ফল প্রদান করে।

অপিচ—

ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্য কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিবে। *

শত্রু, দুষ্ট ও অধম ব্যক্তির নিকট জয় লাভ করিবার উপায়।

অরি চৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যে উৎপাত বিগ্রহাঃ।
কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয় লাভ সুখার্থিভিঃ॥

শত্রু, দুষ্ট, চোর ও অধম ব্যক্তিদিগের নিকট যখন যাইবে এবং অন্যান্য উপদ্রব সময়ে বিবাদে ও যুদ্ধ আদিতে জয় লাভ করিবার জন্য এবং শত্রু, দুষ্ট ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তির নিকট কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিবে, তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিবে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে, অর্থাৎ গৃহ হইতে যাত্রা করিবার সময় যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে বামপদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তবে দক্ষিণ চরণ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে।

কুপিত প্রভু, বিদ্বেষী ও খল
ব্যক্তিকে বশীভূত করিবার উপায়।

ব্যবহারে খলোচ্চাটে দ্বেষি বিদ্যাদি বঞ্চকাঃ।
কুপিত স্বামী চৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ।

প্রভু যদি রাগ করিয়া থাকেন কিম্বা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যদি কুপিত হন এবং বিদ্বেষী ও খল চোর, বিদ্যাদি বঞ্চক প্রভৃতি লোকের নিকট যাইবার সময় উপরোক্ত নিয়মে অর্থাৎ যাত্রা কালীন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা কার্য্য ও ব্যবহার করিবে। এরূপ করিলে কুপিত স্বামী ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত ও মুগ্ধ হইবে।

চাকুরে লোকের পক্ষে প্রভুর ও উপরিতন বড় বাবুর কোপানলে পড়া বিরল নহে! সুতরাং চাকুরী ব্যবসায়ী মহাশয়েরা নিত্য পূর্ণাঙ্গে ও প্রভুর রাগ জানিলে রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিয়া প্রভুর নিকট যাইয়া নিম্নোক্ত প্রকার ব্যবহার করিয়া দেখিবেন যে, প্রভু সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইয়াছেন, আর খল ও তোমার বিদ্বেষকারী বশীভূত হইবে। শত্রুদিগের নিকট ঐরূপ রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন।

ক্রোধিত প্রভু কিম্বা কুপিত যে কোন
ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য।

উপরে যেরূপ বলিয়াছি ঐ নিয়মে যাত্রা করিয়া কুপিত ব্যক্তির নিকট গমন করিবে এবং কুপিত ব্যক্তির সম্মুখে যখন উপস্থিত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকে, তবে বামদিকে ক্রোধিত ব্যক্তিকে রাখিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। আর যদি সে সময় বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, যাহাতে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে

* ইহা ব্যতীত বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা পৃথক রূপে পশ্চাৎ বলিব।

ক্রোধিত ব্যক্তি থাকেন এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে ক্রোধিত ব্যক্তির ক্রোধ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

ঐ দুই নিয়মে কার্য্য করিলে ক্রোধিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইবেন। বহু তোষামোদে ও বহু চেষ্টায় যে ফল লাভ না হয়, ঐ ক্রিয়ায় সে ফল লাভ অনায়াসে হইবে সন্দেহ নাই। মঙ্গলময় মহাদেবের আজ্ঞা মিথ্যা নয়, প্রত্যক্ষ ফল দেখিবেন।

যে সকল কার্য্যে যেরূপ ভাবে যাত্রা করিতে হইবে তাহা উপরে বলিলাম। ঐরূপ নিয়মে যাত্রাদি করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্বরের দিকশূল বিচার করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

স্বরের দিকশূল।

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রো ভানুঃ পশ্চিম দক্ষিণে।
দক্ষনাড্যাঃ প্রবাহেতু ন গচ্ছেদ্দক্ষ পশ্চিমে॥
বামাচার প্রবাহেতু ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব উত্তরে।
পরিপন্থি ভবেত্তস্য গতোঽসৌ ন নিবর্ত্ততে॥
তস্মাদত্র ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতৈঃ শুভৈঃ;
তদা তত্র তু সঙ্ঘাতো মৃত্যুরেব ন সংশয়॥

স্থূল তাৎপর্য্য এই যে,—ইড়ানাড়ী দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি। এজন্য ইড়ানাড়ীর অর্থাৎ বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে দক্ষিণ অথবা পশ্চিম দিকে যাইলে শুভ হয়। উহার বিপরীত দিক দিকশূল হয়। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় উত্তর ও পূর্ব্ব দিক ইড়ার দিকশূল হওয়ায়, বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে দিবা ও রাত্রিকালে কখনই যাইবে না। পিঙ্গলানাড়ী পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি হওয়ায়, তাহার বিপরীত—পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক পিঙ্গলার দিকশূল হয়। এই কারণে পিঙ্গলা নাড়ীর অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য। দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ দিকে কখনই যাইবে না। যে ব্যক্তি ইহা বিচার না করিয়া শূল লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐ নিষিদ্ধ দিকে গমন করে, সে বিপরীত ফল ভোগ করিয়া থাকে। এমন কি, তাহার ফিরিয়া আসাও অসম্ভব। অথবা মৃত্যুতুল্য কষ্ট পাইবে।

অতএব পাঠকগণ বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় দিবা রাত্রের কোন সময়ই পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাইবেন না। দিবসে ও রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় দক্ষিণ কি পশ্চিম দিকে যাইবেন না।

যাত্রা কালে কর্ত্তব্য।

সপ্তপাদাঃ শনি শুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ।
চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈবচ॥
সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষণৈঃ॥

উপরোক্ত নিয়মে বিধি নিষেধ মানিয়া যাত্রা করিবার সময় বিচক্ষণ ব্যক্তি যে কোন স্থানে যাত্রা কালে রবি, সোম, মঙ্গল, ও বুধবারে এগারো বার, বৃহস্পতি বারে অর্দ্ধবার ও শুক্র ও শনিবার সাতবার মাটিতে পদক্ষেপণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন।

হঠাৎ বা শীঘ্র
যাত্রা করিবার নিয়ম।

লোকানাং শীঘ্র গন্তব্যে কুশলায়াজমিষাতে।
পরদলে তথা প্রাপ্তে হানিশ্চ কলহাগমে।
বহতে বহতে নাড়ী প্রাপ্তং গতিকরং নৃণাম্।
চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চপাদশ্চ ভাস্করে॥

প্রবন্ধ গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ ভুবন ত্রয়ং।
ন হানিঃ কলহোনৈব কণ্টকৈর্নাপি ভিদ্যতে।
নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বাপত্তির্বিবর্জ্জিতঃ॥

যদি কোন শত্রুর সহিত বিবাদ জন্য যাইতে হয় কিম্বা হঠাৎ কোন ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, অথবা যে কোন কার্য্যে কোন স্থানে যদি শীঘ্র গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস থাকিবে, সেই অঙ্গে সেই দিকের হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া যাত্রা করিবে এবং যাত্রা করিবার সময় যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে মৃত্তিকাতে চারিপদ ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে মৃত্তিকাতে পঞ্চপদ ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে ত্রিভুবনে কোন কার্য্যই অসিদ্ধ হইবে না। পরন্তু সর্ব্বপ্রকারে আপদ বিপদ বিহীন হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

যখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে যাত্রা করিতে হইবে, তখন সমীরণ অন্তঃ করণে প্রবেশ করিলে প্রথম পদক্ষেপণ করিবে। অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় প্রথম পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে। এ ব্যবস্থা জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে।

"অন্তঃ সমীরণে দেহে প্রবেশে সমুপস্থিতে।
স্বস্তীতি দক্ষিণং পাদমাসনাদব রোহয়েৎ॥"

(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থাৎ বায়ু অন্তঃকরণে প্রবেশ করিলে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ ভূমিতে নামাইবে।

জ্যোতিষ মতে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করতঃ যাত্রা করিবার বিধি আছে। স্বরমতে সেরূপ করিতে হইবে না।

অতএব পাঠকগণ পূর্ব্বের লিখিতানুরূপ যথানুকূলে দক্ষিণ বা বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিবার সময় নিশ্বাস গ্রহণ কালে (শ্বাস বায়ু যখন ভিতরে প্রবেশ করে) সেই সময় প্রথম পদক্ষেপণ করিবেন।

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিবার সময় পৃথিবী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে যাত্রা করিতে হইবে। (পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের উদয়, কোন্ তত্ত্বের পরিমাণ কত, তাহা গত বারে বলিয়াছি *।) লাভ ও মঙ্গলজনক এবং সম্পৎ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য পৃথিবী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিশ্বাসের অনুকূলে পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে।

ভূমৌ জলে চ কর্ত্তব্যং গমনং।

পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে যাত্রা করিলে সকল কার্য্যই শুভ হইবে; কিন্তু অগ্নি, বায়ু, আকাশ তত্ত্বের সময় যাত্রা করিলে কখনই সুফল হইবে না।

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। মন্দ তিথি বারাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। তাহা স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে—

ন তিথির্নচ নক্ষত্রং বার গ্রহ দেবতা।
ন বিষ্টি র্ন ব্যতিপাতো বিরুদ্ধাদ্যা স্তথৈবচ।
কুযোগা নৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন।
প্রাপ্তে স্বর বলে সিদ্ধিং সর্ব্বমেব ফলং শুভম্।

স্বর অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে মন্দ-তিথি, বার, গ্রহদেবতা এবং বিষ্টিদোষ ও ব্যতীপাত প্রভৃতি কুযোগের প্রভাব কখন

* পঞ্চতত্ত্বের চিনিবার উপায়, তত্ত্বের আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত রূপে পরে বলিব।

হয় না। পরন্তু স্বরবলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ ও শুভ হয়।

রাজদর্শন, প্রভুদর্শন এ চাকুরী করিবার জন্ম কিম্বা লাভজনক প্রভৃতি যে কোন শুভ কার্য্যে যাত্রাদি করিতে হইলে পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ দিন নির্ণয় করিবার রীতি আছে। তাহাতে মন্দতিথি, মন্দনক্ষত্র, বিষ্টিদোষ, বৈধৃতি, ব্যতীপাত, গণ্ড, ব্যাঘাতযোগ প্রভৃতি কুযোগে কোন কার্য্য করিতে নাই,—করিলেও বিঘ্ন হয়। কিন্তু একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে তত্ত্বানুকূলে যাত্রাদি যে কোন কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। মন্দতিথি, বার ও কুযোগাদি কোন মন্দ করিতে পারে না।

যদিচ উপরোক্ত কিছুই বিচার করিতে হয় না এবং বিচার করিবার আবশ্যকও নাই; কিন্তু বারবেলা, কালরাত্রি বিচার করিতে হইবে। বারবেলা বিচার করিবার বিধি স্বরশাস্ত্রে নাই; কিন্তু গুরূপদেশ আছে। একারণ গুরূপদেশ মতে বলিতেছি যে, পঞ্জিকার লিখিত প্রত্যেক বারে নির্দ্দিষ্ট বার বেলা, এবং রাত্রিকালে কালরাত্রি বিচার করিয়া যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিতে হইবে। কারণ বারবেলা, কালবেলা ও কালরাত্রি শিবশক্তির তমোগুণ-সম্ভূত সর্ব্ব সংহারক কাল ভাব*। ইহাতে যে কোন কার্য্য করিলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

কালবেলা ও কালরাত্রি শিবশক্তির তমোগুণ-সম্ভূত বলিলাম; তাহার গূঢ় রহস্য এখানে প্রকাশ করা অসম্ভব। পাঠকগণের অবগতির জন্য একটু আভাস দিতেছি; ভগবতী আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর এক নাম কাল রাত্রি। মুণ্ডমালা তন্ত্রোক্ত কালী শত নামে—

"কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী —

"কাল রাত্রির্ম্মহারাত্রি র্মোহ রাত্রিশ্চ দারুণা।"

টীকা—ত্বং কালরাত্রিঃ কালো মরণং স এব রাত্রিঃ ব্রহ্মণো মরণ লক্ষণ রাত্রিঃ।

বাহুল্য ও গূহ্য বলিয়া ইহার বেশী প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

দিবাভাগে কোন্ সময়ে বারবেলা ও কালবেলা হয় এবং রাত্রিকালে কোন্ সময়ে কালরাত্রি হয়, তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকাতে প্রত্যেক বার পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত লেখা আছে। সে জন্য এখানে তাহা আর বলিলাম না।

কাল বেলা, কাল রাত্রিতে যাত্রাদি কার্য্য করিলে তাহার ফল—

"যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু তং ত্যজেৎ॥"

(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থ—কালবেলাদিতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়, বিবাহে কন্যা বিধবা হয়, উপনয়নে ব্রহ্ম বধের পাপ হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিবে।

স্বরশাস্ত্রানুসারে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিবার সময় শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগাদিতে না করিলে কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না। স্বরানুসারে

---

* কাল বেলা ও কাল রাত্রির প্রকৃত অর্থ যাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি, তাহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত এবং আমাদের দেশীয় জ্যোতিষী ও পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত। বাহুল্যভয়ে প্রকৃত অর্থ এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কার্য্য স্বরের দিকশূল এবং উপরোক্ত বার-বেলাদি বিচার করিয়া তত্ত্বানুকূল শুভতত্ত্বে করিতে হইবে।

ইতাগ্রে বলিয়াছি নিশ্বাস গ্রহণ সময় কোন স্থানে যাত্রা করিবার জন্য প্রথম পদক্ষেপণ করিতে হইবে। উহা ভিন্ন নিশ্বাস গ্রহণ সময় গৃহস্থ লোকের আর একটি কার্য্য আছে। তাহা নিম্নে বলিতেছি।

শ্বাস গ্রহণ সময়ে কর্ত্তব্য।

মনুষ্য গণ নাসিকার দ্বারা অনবরত শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহাতো সকলেই জানেন। প্রত্যেকবার শ্বাস গ্রহণ সময়ে 'সঃ' এই বর্ণ ও শ্বাস পতন কালে 'হং' এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।* 'সঃ' শক্তিরূপিণী। শক্তিরূপিণী স-কার স্থিত শ্বাস গ্রহণ সময়ে কাহাকে কিছু দান করিলে, প্রদত্ত বস্তুর পরিমাণ অপেক্ষা দানের ফল অত্যধিক গুণ হইয়া থাকে। যথা—

শ্বাসে সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেঽস্মিন্ কোটিগুণং ভবে-
দ্ধিতং॥

অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ সময় 'স' উচ্চারিত হয়। ঐ সকার স্থিত শক্তিরূপিণী শ্বাস—নিশ্বাস গ্রহণ সময় যাহা কিছু দান করা যায়, সেই দানের ফল এই জীবলোকে কোটি কোটি গুণ অধিক হইয়া থাকে।

গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য এই যে, মুষ্টি ভিক্ষা অথবা অর্থ, বস্ত্রাদি যাহা দান করিবেন, তাহা স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণ সময় দিবেন। এরূপ দান করিলে দান দ্রব্যের পরিমাণাধিক ফল লাভ হইবে।

* হিন্দু-পত্রিকা ১৩০৮ সাল আষাঢ় সংখ্যা ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আহার ও পরিশ্রমান্তে কর্ত্তব্য।

ভুক্ত মাত্রেচ মন্দাগ্নৌ স্ত্রীণাং বশ্যার্থ কর্ম্মণি
শয়নং সূর্য্যবাহেন কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বুধৈঃ॥

*   *   *
*   *   *

ভুক্ত মাত্রাদৌ বাম পার্শ্বেন, শ্রান্ত্যাদিষু
দক্ষিণ পার্শ্বেন শয়নং কার্য্যমিতি তাৎপর্য্যং।

আহারান্তে অগ্রে বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে। পরিশ্রম অন্তে ও শ্রান্ত ক্লান্ত হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে।

পাঠকগণ নিত্য আহারান্তে বাম পার্শ্বে* ও কোন পরিশ্রম অন্তে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবেন। রাস্তা হাঁটিয়া কিম্বা কোন কার্য্যে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে (ডান্ কাত্ হইয়া) শয়ন করিলে ক্লান্তি দূর হইয়া শরীর কেমন সুস্থ বোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। পরিশ্রম নিবন্ধন শরীর ক্লিষ্ট ও ধাতু গরম (রুক্ষ) হয়, তাহারও প্রভূত উপকার হইবে।

অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় বারান্তরে বলিব।

ক্রমশঃ।

* নিত্য আহারান্তে বামপার্শ্বে শয়ন করাই উচিৎ। যাঁহাদের দিবাতে শয়ন করা অভ্যাস নাই, কিম্বা কার্য্যানুরোধে আহারান্তে বাহিরে যাইতে হয়, তাঁহাদেরও আহারান্তে কিছুক্ষণ উপবেশন পর কিছুক্ষণ বামপার্শ্বে শয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে, তাহা নাড়ী চালনার বর্ণনায় বলিব।

প্রার্থনা।

"ন জানামি তব তত্ত্বং কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥"

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়
যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

মহম্মদপুরের বর্ত্তমান অবস্থা।—

সীতারামের রাজত্ব কালে মহম্মদপুর একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। রাজধানী যেরূপ হওয়া আবশ্যক তদ্রূপই ছিল। কোন গৃহস্থের কিছুরই অভাব ছিল না। রাজ-বাটীর চতুঃপার্শ্বে রীতিমত প্রকাণ্ড গড়, কারাগার, বিচারালয় ইত্যাদি সমস্তই ছিল। অনেক ধনী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান ও পণ্ডিতের বাস ছিল। সামাজিক-শৃঙ্খলাও অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। অদ্যাপি মহম্মদপুর-সমাজ "রাজ সমাজ" বলিয়া অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে মহম্মদপুর এতদূর শোচনীয়-দশায় পরিণত হইয়াছে যে, সহসা কোন আগন্তুক জনপদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, ইহার পূর্ব্বোন্নতি কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। লোক সংখ্যা ও বসতি অতি অল্প, অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে আবৃত, ব্যাঘ্র, শূকর ইত্যাদি বন্য জন্তুর আবাস স্থান। উদার-চেতা, পরোপকারী, স্বদেশ বৎসল, স্বধর্ম্মানুরাগী ও ধনবান্ লোকের অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণেও মধ্যবিত্ত অবস্থার অনেক ভদ্রলোক আছেন। কিন্তু সাধারণের উপকার, স্বদেশের উন্নতি কিংবা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কাহারও সহানুভূতি নাই। সে সমস্ত বিষয়ে সকলেই নিশ্চেষ্ট। সকলেই নিজের স্বার্থ সাধনে তৎপর। অন্য কোন বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। নিম্নে একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাতে স্থানীয়-লোকের অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

মহম্মদপুরের সুবৃহৎ দীর্ঘিকা রামসাগর পুণ্যাত্মা সীতারামের পরোপকারিতা, স্বদেশ বৎসলতা ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অধুনা রামসাগরই তৎপার্শ্ববর্ত্তী লোকের জীবন স্বরূপ; এই দীঘির জলই জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, অথচ ইহার জল যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে এবং জলাশয়টী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। জলও অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এক্ষণ কৃষ্ণসাগরের গভীরতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী, জল ও উৎকৃষ্ট। রামসাগরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তীরের উপরই বেশ্যা বুনা ইত্যাদি নিম্নতম শ্রেণীর লোকের বাস। পশ্চিম তীরের উপর বসতি নাই, ভয়ানক জঙ্গল পরিপূর্ণ। উল্লিখিত ইতর শ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদা রামসাগরে মল মূত্র ত্যাগ এবং অপবিত্র ও অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছে। স্থানীয়-লোকে গরু, ঘোড়া ইত্যাদি স্নান করায়। রজকেরা এই দীঘিতে রীতিমত কাপড় কাচিয়া ধৌত করে। জনপদের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই

৺কার্ত্তিক পূজা করেন, সেই সকল কার্ত্তিক-মূর্ত্তি রামসাগরে বিসর্জ্জন দিবার প্রথা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর অনূন চারি পাঁচ শত মণ মৃত্তিকা দীঘিতে পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রতিমাদি ইহাতে বিসর্জ্জনা দেওয়া হয় না। বৎসরান্তে ৺দশহরা স্নানের দিন বহুসংখ্যক লোকে গঙ্গা স্নান কামনায়, এই রামসাগরে স্নান করে। ইহার উত্তর তীরের উপর ৺গঙ্গাদেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়। যে সমস্ত লোকে রামসাগরে ৺দশহরা স্নান করিতে আইসে, তাহারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু লবণ চিনি ও নারিকেল ৺ গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে রামসাগরে ফেলিয়া দেয়, তাহাতেও প্রতি বৎসর অনেক লবণ ইহার মধ্যে পতিত হয় ও জল অধিকতর লবণাক্ত হয়। এই দীঘির উত্তর তীর ব্যতীত অন্য তিন ধারেই অরণ্যিক জঙ্গল, সেই জঙ্গলের পত্রাদি পঁচিয়া জল আরও অস্বাস্থ্যকর হয়। বস্তুতঃ পার্শ্ববর্ত্তী লোকে ইহাকে স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় বিবেচনা করিয়াই যেন এইরূপ অত্যাচারাদি করে, তাহারা মনে করে যে, এই রামসাগরের জল কস্মিন্‌কালেও শুষ্ক হইবে না, তাহারা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এই দীঘিতে এইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দেস্নানাদি করিবে। নানাকারণে এই দীর্ঘিকার দীর্ঘস্থায়িত্ব ও পরিষ্কৃত-জলের আশা খুব কম। স্থানীয়-ভদ্রলোকে একত্র হইয়া একটু চেষ্টা করিলেই অনায়াসে উল্লিখিত অত্যারাচাদি নিবারণ পূর্ব্বক স্বদেশ, নিজ পরিবার বর্গ ও প্রতিবেশী মণ্ডমের মহোপকার সাধন ও মহাত্মা-সীতারামের একটী কীর্ত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত বিষয়ে কাহারও মন আকৃষ্ট হয় না। সেবাইত মহারাজা নাটোরাধিপতিরও তত মনোযোগ নাই, রাজ সরকার হইতে কয়েকবার এইরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সে আদেশ প্রতিপালন করেন নাহি। এইরূপ অনেক ঘটনাই আছে, সাধারণের অবগতির জন্য একটী মাত্র লিখিত হইল। বাহুল্য ভয়ে বেশী লিখিতে সাহসী হইলাম না। মহম্মদপুর অধুনা ম্যালিরিয়া পরিপূর্ণ বড়ই অস্বাস্থ্যকর, জনপদবাসী প্রত্যেকের আকৃতি দেখিলেই সহজে অনুমিত হয় যে, তাহারা কোন না কোন ব্যাধিগ্রস্ত। যাহাদের কোন ব্যাধি নাই, তাহাদের শরীরে ও উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সবল সুস্থকায় সুপুরুষ প্রায় নয়ন—পথে পতিত হয় না। রীতিমত চিকিৎসকাদিরও অভাব। মহম্মদপুরের জল বায়ু এতদূর খারাপ হইয়াছে যে, কেন বিদেশী সুস্থকায় ব্যক্তি কিছু দিন এখানে বাস করিলেই তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। একটু বিশেষ অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও উন্নতির চিহ্ন সহজেই দৃষ্ট হয়।

১২৪৪ সালে মহম্মদপুরে মহামারী আরম্ভ হওয়ায়, জনপদটী একেবারে লোক শূন্য হয়। পূর্ব্বে যে বহুসংখ্যক লোকের বাস ছিল, তাহা জনপদ দর্শনেই সহজে বোধ গম্য হয়।

সীতারামের রাজ্য নাটোরের হস্ত গত হইলেও মহম্মদপুরের অবনতি ঘটিয়া ছিল না। নাটোরের সদর কাছারী মহম্মদপুরে

ছিল। মহম্মদপুর রাজধানীর ন্যায় উন্নত অবস্থাই ছিল, পরে নাটোরের জমিদারী বিক্রীত হইলেও মহম্মদপুরে নড়াইল, দীঘাপতিয়া, নাটোর, সাতুইর পরগ্ণা ও নলদী পরগণার স্বতন্ত্র রীতিমত কাছারী আদি থাকায় একেবারে অবনতি হইয়া ছিল না। অবশেষে নড়াইল, দীঘাপতিয়া ও নলদী পরগণার কাছারী গুলি স্থানান্তরিত হয়, নানাকারণে এক্ষণ পূর্ব্ব গৌরব-রবি একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে, আর উদিত হইবার আশা নহি।

সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরকে পঞ্চ রত্ন বলে। এই মন্দিরটী খিলান করা; মন্দিরের উপরে চারি কোণে চারিটী ও মধ্য স্থলে একটী মোট ৫ পাঁচটী চূড়া ছিল, এক্ষণে মধ্যের ও পশ্চিম দক্ষিণ ও পশ্চিম উত্তর কোণের ৩টী চূড়া আছে, অবশিষ্ট দুইটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। মন্দিরটী দেখিতে অতি মনোহর, শিল্প নৈপুণ্য ও যথেষ্ট আছে। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের নিষ্কর সম্পত্তি অন্যান্য বিগ্রহ অপেক্ষা বেশী। প্রকাণ্ড বাড়ী ও প্রাঙ্গণ ছিল। চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত পাকা যোড় বাঙ্গলা ও প্রাচীর ছিল, এক্ষণে সমস্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটীর ও ভগ্ন দশা; মন্দিরটী দেখিলেই মনে এক অনির্ব্বচনীয় ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও বিষাদ একত্র এক সময়ে অনুভূত হয়। সীতারামের মন্দির ইত্যাদি দর্শনেই সহজে অনুমান করা যায় যে, তখন দেশীয় শিল্প কার্য্যের অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নতি ছিল।

কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর নিকট হইতেই মহম্মদপুরের বর্ত্তমান বাজার পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ গড় দৃষ্ট হয়। এই গড়টী অত্যন্ত গভীর, সর্ব্বদাই ইহাতে বেশী পরিমাণে জল থাকে। অনেক লোকের এই গড়ের জলে উপকার হইতেছে। অনেকে বলেন যে, এই গড় নাটোরের দয়াময়ী ৺রাণী ভবানীকৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাণী ভবানীর এতাদৃশ সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড গড় খননের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। তিনি লোকের উপকারার্থে বৃহৎ দীর্ঘ পুষ্করিণী আদি খনন করাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ সুদীর্ঘ গড় খননের আবশ্যকতা দেখা যায় না। তাহারা বলেন যে, এই গড়টীও সীতারামের কৃত। সীতারামের বাটীর চতুঃপার্শ্বে আর একটী গড় আছে, তাহাতে সর্ব্বদা জল থাকে না, এইটীই যে সীতারামকৃত তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। কানাইনগর সীতারামের রাজধানীর অন্তর্গত। শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হওয়ায় যে, সীতারামের সময় রথ যাত্রার দিন রথ মহম্মদপুর হইতে এই গড়ের উপর দিয়া কানাইনগর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া হইত, পরে নাটোর হইতেও সেইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, এক্ষণে তদ্দূর পর্য্যন্ত রথ টানিয়া লওয়া হয় না। গড়ের ধারও জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। ৺রাণী ভবানীকৃত দুইটী দেব-বিগ্রহ মহম্মদপুরে ও কানাইনগরে স্থাপিত আছে। তিনি দয়াময়ী দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া বিখ্যাতা, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক এই গড় খনিত হয়, ইহা সহজে বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে। সম্ভবতঃ সীতারাম এই গড় খনন করান।

এইরূপ বহুদূর ব্যাপী গড় ৺রাণী ভবানীর কাটিবার কোন কারণ দেখা যায় না, সীতরামের গড় কাটিবার অনেক কারণ ছিল। ১ম—গড় খনন করাইয়া জনপদ উচ্চ করা। ২য়—শত্রু পক্ষ হইতে সহসা আক্রমণ নিবারণ, ৩য়—লোকের উপকার, ৪র্থ—তিনি বিলাসী ছিলেন, কানাইনগর পর্য্যন্ত নৌকারোহণে জল বিহার করিতেন ইত্যাদি অনেক যুক্তি মূলক কারণ দেখা যায়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, এই গড় ৺রাণী ভবানী কৃত; স্থানীয় অল্প সংখ্যক ও কিছু দূরবর্ত্তী অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, সীতারাম কৃত। মদীয় প্রথম প্রস্তাবে যে রাণী ভবানী-কৃত একটী গড় মহম্মদপুরে আছে লিখিত হইয়াছে, সে এই গড়। তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল।

সীতারামের রাজবাটীতে অদ্যাপি ৺দুর্গোৎসব পূজাদি রীতিমত হইয়া থাকে। রাজবাটীর দুর্গোৎসবের প্রতিমাতে দেবমাহাত্ম্য আছে শ্রুত হয়, কারণ ঐরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না এরূপ প্রকাশ। যাহারা রাজবাটীর প্রতিমা প্রস্তুত করে, তাহারাই বলে যে, অন্যত্র অনেক স্থানে তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী যত্ন ও মনোযোগ সহকারে প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি কোথায়ও হয় না। স্থানীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একবাক্যে এইরূপ বলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিমূর্ত্তি অতিশয় মনোমুগ্ধকারিণী হইয়া থাকে। প্রতিমাতে ডাকেরসাজ ইত্যাদি দেওয়া হয় না। মুকুট মালা ইত্যাদি সমস্ত আভারণই মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। শিল্প মহিমাও যথেষ্ট এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। সীতারামের সময় হইতেই এই নিয়ম প্রচলিত আছে। রাজবাড়ীর প্রতিমা দর্শন করিয়া সেই প্রতিমা প্রস্তুতকারীদিগের দ্বারা মহম্মদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় তাঁহার নিজের বাটীর দুর্গোৎসবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত মূর্ত্তি রাজবাড়ীর ন্যায় মনোহারিণী ও ভক্তি প্রদায়িনী হয় না, এইটী চাক্ষুষ-প্রমাণ। আরও শুনা যায় যে, এই প্রতিমা প্রস্তুতকারীর বংশ থাকে না, তবে অর্থলোভে দূর দেশের লোকে আসিয়া প্রস্তুত করে। সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত-বিগ্রহগুলির পূজক ব্রাহ্মণ, চাকর খানসামা ইত্যাদির বংশ থাকে না। অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা অপবিত্র অবস্থায় পুষ্পচয়ন ও সেবার কার্য্যাদি করে বলিয়া তাহাদের বংশ লোপ পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অপবিত্র অবস্থায় থাকে, দেব সেবার কার্য্য ভক্তি সহকারে করে না। অনেক বিষয়ে অবহেলা করে।

সীতারামের চরিত্রে কেহ কেহ দোষারোপ করেন এবং বলেন যে, তিনি অত্যন্ত বিলাসী, কামুক ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ইহা তাঁহাদের মনের ভ্রম মাত্র। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও প্রাচীন ব্যক্তি কেহ এরূপ বলেন না। অতি অল্প লোকে এরূপ প্রকাশ করেন। যখন কোন ইতিহাস বা জীবন চরিত নাই, শ্রুতি পরম্পরায় জ্ঞাত হইয়া লিখিতে হইতেছে, তখন লেখা কর্ত্তব্য বলিয়া বাধ্য হইয়া লিখিতে হইতেছে, নচেৎ মহৎ চরিত্রে এরূপ দোষারোপ করা নিতান্ত অবৈধ। ফলতঃ

তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না থাকাও সম্ভব পর নহে। ধর্ম্মই যে একমাত্র সুহৃৎ, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। একমাত্র ধর্ম্ম-বলেই তিনি এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিলাসী ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও কোন স্ত্রী লোকের সতীত্ব নাশ বা তদ্রূপ কোন ধর্ম্ম বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ শ্রুতি গোচর হয় না। জনপদস্থ প্রায় সমস্ত লোকেই তাঁহাকে পুণ্যাত্মা, নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্রচেতা, কীর্ত্তিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। সুখসাগর ইত্যাদি বিলাসিতার চিহ্ন দেখিয়া কেহ কেহ মূল বৃত্তান্ত না জানিয়া এতাদৃশ মহাত্মার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন। বিশেষতঃ তাঁহার রাজত্ব সময়ে নবাব জামাতা আবুতারা সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়া প্রজার উপর নানা পাশবঅত্যাচার করেন। তিনি গর্ব্বিণী স্ত্রীলোকের গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া দেখিতেন, অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে জলে ফেলিয়া আমোদ প্রাপ্ত হইতেন। সীতারাম এইরূপ অত্যাচার শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিতে আদেশ দেন, তদনুসারে তাহার মস্তক কাটিয়া সীতারামের সমীপে আনয়ন করা হয়। নিতান্ত সরলমতি তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রান্তি বশতঃ সেই দোষ সীতারামে অর্পণ করিতে পারেন। অথবা বাঙ্গালী অনুকরণ প্রিয় এবং কোন ব্যক্তি বিশেষে যে সমস্ত দোষ গুণ ইত্যাদি দেখে বা শুনে, তাহার সত্যাসত্য না জানিয়া বা মূল কারণ না বুঝিয়া সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে সেইরূপ মনে করে। বর্ত্তমানে দেখা, যায় যে, বাঙ্গালী জমিদার ইত্যাদি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রায়শঃই অত্যন্ত বিলাসিতার প্রিয় ও কামুক হয়েন। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকেন। জিতেন্দ্রিয় জমিদার ইত্যাদির সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। এজন্য কেহ কেহ মূল তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মনে করেন যে, সীতারাম স্বাধীন রাজা ও অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া সর্ব্বদা কলুষিত-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, তদনুসারে তাঁহারা সেইরূপ স্বকপোল কল্পিত গল্পাদি অতি রঞ্জিত করিয়া উপন্যাসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, এত অল্প কালের মধ্যে যে মহাত্মা নিজে স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এরূপ চিরকীর্ত্তি স্থাপনা ও অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। তিনি একমাত্র ধর্ম্ম-বলেই এক সময়ে নবাবের সিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তাঁহার বিবাহিতা তিনটী স্ত্রী ছিলেন। তিনি ন্যায় ও ধর্ম্ম পথে থাকিয়া বিলাসিতা উপভোগ করিতেন, কদাচ কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা বা ধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই।

সীতারামের রাজ্য দক্ষিণে যশোহরের বঙ্গীয় বীরচূড়ামণি মহারাজাধিরাজ ৺প্রতাপাদিত্যের বংশধরের রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অন্যদিকে কোন পর্য্যন্ত ছিল তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি চতুশ্চত্বারিংশৎ পরগণার রাজা ছিলেন এরূপ প্রকাশ।

সীতারামের আত্মহত্যা বা শেষ জীবনী

সম্বন্ধে আরও একটী প্রবাদ আছে যে, তিনি শেষ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধির বাসনায় দুইটি শিক্ষিত পারাবত লইয়া মুরসিদাবাদে নবাব সমীপে গমন করেন। যাত্রা কালে বাটীতে প্রকাশ করিয়া যান যে, যদি সন্ধি হয় এবং রাজ্য রক্ষার উপায় করিতে পারেন, তবে পুনর্ব্বার রাজধানীতে আগমন করিবেন, নচেৎ পারাবত দুইটী মুক্ত করিয়া তিনি তথায় আত্মহত্যা করিবেন। যবনের অধীনতা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। তিনি নবাব গোচরে সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং মণিরাম রায় নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার উকীল নিযুক্ত করেন। সন্ধির প্রস্তাবে নবাব প্রথমতঃ অসম্মত হন এবং সীতারামকে কিছু কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন। সীতারাম তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া আর নবাব সম্মুখে না যাইয়া নিজের বাসা বাটীতে থাকেন। মণিরাম রায় অনেক তর্ক বিতর্ক দ্বারা নবাবের তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক সীতারামের রাজ্যের বন্দোবস্তের আদেশ বাহির করেন। এদিকে রঘুনন্দন সীতারামকে বলেন যে "নবাব সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত নহেন, আগামী কল্য তোমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন"। তাচ্ছ্রবণে সীতারাম অনন্যোপায় হইয়া পায়রা দুইটী উড়াইয়া দিয়া নিজ হস্তের অঙ্গুলীতে যে বিষাক্ত-অঙ্গুরীয়ক ছিল, তাহাই চুষিয়া নিজের জীবন নিজেই নাশ করেন। আরও শুনা যায় যে, সীতারাম মুরসিদাবাদে গেলে রঘুনন্দন তাঁহাকে বলেন যে, দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিলে তিনি নবাবের সহিত সন্ধি করাইয়া দিতে পারেন। তদনুসারে সীতারাম তদীয়াগ্রজ লক্ষ্মীনারায়ণকে উক্ত টাকা লইয়া মুরসিদাবাদে যাইতে লিখেন। যখন লক্ষ্মীনারায়ণ টাকা লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হয়েন, তখন সীতারাম আত্মহত্যা করিয়াছেন। রঘুনন্দন তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত টাকা লইয়া বলিলেন যে, নবাব সীতারামকে হত্যা করিয়াছেন, তোমাদের সপরিবারে নবাব বধ করিবেন"। লক্ষ্মীনারায়ণও তাহা শুনিয়া তথায় আত্মহত্যা করেন। এদিকে সীতারামের পায়রা দুইটী রাজধানীতে উড়িয়া আসে এবং রঘুনন্দন লোক পাঠাইয়া মহম্মদপুরে ঘোষণা করিয়া দেন যে, নবাব সীতারামও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছেন, সীতারামের স্ত্রী পুত্র সকলকেই তিনি মুরসিদাবাদে লইয়া বধ করিবেন। পায়রা দুইটী উড়িয়া আসায় এবং রঘুনন্দনের ঘোষণায় নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া সীতারামের স্ত্রী পুত্র বীর রমণী ও বীর পুত্রের ন্যায় যবনের হস্তে জীবন নাশ ভয়ে নৌকারোহণে জল মগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হন। কেবল সীতারামের কনিষ্ঠ পুত্র শূর নারায়ণ জীবিত ছিলেন। তিনি শেষে শ্যামগঞ্জের বাড়ীতে বাস করিতেন। সীতারামের আত্মহত্যা সম্বন্ধে এই জনরব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, অমূলক বলিয়াই ধারণা হয়। জ্ঞানী ও প্রাচীন লোকের যাহা ধারণা, তাহা প্রথম প্রস্তাবেই লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রবাদও যে নিতান্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা বলেন তাহাও নহে, তবে প্রথম প্রস্তাবে লিখিত যে তিনি বন্দী হইয়া নবাব গোচরে নীত হন, তথায় বিচার কালে নবাবের কর্কশ বাক্য শুনিয়া নিজ অঙ্গুলীর বিষাক্ত-অঙ্গুরীয়ক চুষিয়া

আত্মহত্যা করেন তাহাই যুক্তি যুক্ত বিবেচিত হয়। যখন শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হইয়া লিখিত হইতেছে, তখন সমস্ত প্রবাদগুলি লেখাই কর্ত্তব্য। মোটের উপর তিনি মুরশিদাবাদেই আত্মহত্যা করেন তাহা নিশ্চিত।

সীতারামের উকীল মণিরাম রায় সীতারামের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন কিন্তু বৃথা হইল। মণিরাম রায় বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহার নিবাস মহম্মদপুরের নিকট সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে। তিনি প্রথমে সীতারামের সভাসদ থাকেন, পরে মুরসিদাবাদে গিয়া নবাব দরবারে ওকালতী করেন। তিনি অনেক ভূসম্পত্তি করিয়া যান এবং তাঁহার বাটীতে কয়েকটী দেববিগ্রহ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশে এক্ষণে জগদ্বন্ধু রায় নামক একটী নাবালক পুত্র আছেন।দেব সেবা অদ্যাপি চলিতেছে সম্পত্তি অনেক হস্তান্তরিত হইয়াছে এক্ষণেও ৭০০। ৮০০\ শত টাকার আয়ের সম্পত্তি আছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সীতারাম সম্বন্ধে যেরূপ শ্রুত হওয়া যায়, সে সমস্তই লিখিত হইল। সত্যাসত্য কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সীতারামের বিবরণ উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। জ্ঞানী, প্রাচীন ও অধিকাংশের কথানুসারে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশ্বাস যোগ্য। যাহা অমূলক বলিয়া ধারণা হয়, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল। সীতারাম সম্বন্ধে আর কোন জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না। যতদূর অবগত হইতে পারা যায় তাহা বর্ণিত হইল। সম্ভবতঃ আর কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য।

সীতারামের পূর্ব্ব নিবাস রাঢ় দেশে গিধনা গ্রাম ছিল। ১ম পস্তাবে গিধোন গ্রাম লিখিত হইয়াছে, গিধোন স্থানে গিধ্‌না হইবে। গিধ্‌নার এক্ষণ অন্য নাম প্রচলিত। বর্ত্তমান জেলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধ্‌না গ্রাম ছিল। তাঁহার পিতা উদয় নারায়ণ নবাব-সরকার হইতে চাকলা ভূষনার কার্য্যকারক হইয়া আসিয়া ভূষণায় বাস করেন। সীতারামের উদ্ধতন ৪। ৫ চারি পাঁচ পুরুষ দিল্লীর সম্রাট ও মুরসিদাবাদের নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন, তাহাতে নবাব সরকারে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সীতারামের পূর্ব্ব পুরুষ নবাব সরকার হইতেই খাস বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন। সীতারামের মূল উপাধি দাস ছিল।

সীতারামের তিন বিবাহ। তিনি জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষনার নিকট হরিদপুর গ্রামে প্রথমে বিবাহ করেন, পরে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের নিকট পাটুলীতে বিবাহ করেন। তৃতীয় বারে অর্থাৎ সর্ব্ব শেষে তিনি জেলা বীরভূমের অন্তর্গত দাস পলশা গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহাদের নাম ইত্যাদি অবগত হওয়া যায় না। সীতারাম উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের মধ্যে বংশে তত সম্ভ্রান্ত ছিলেন না। শেষে নিজে উত্তর রাঢ়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য মুখ্য কুলীনের মেয়ে বিবাহ করেন, ক্রমশঃ নিজে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহের স্ত্রীর গর্ব্ভে কনিষ্ঠ পুত্র শূরনারায়ণের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন সন্তানাদি জন্মে না। তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র

শ্যামসুন্দর জন্ম গ্রহণ করেন। সীতারামের প্রপৌত্র ৺রাধাকান্ত রায় হইতেই তাঁহার বংশ লোপ পায়।

সীতারামের পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, সীতারাম বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ করেন। সীতারামের রাজত্ব কালে বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া রাঢ়দেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া সীতারামের রাজ্যে বাস করিতেন। বর্ত্তমান মুরসিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন টেঁয়া গ্রামের ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয় বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া মহম্মদপুর নগরে আসেন। সীতারাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক আশ্রয় দান করেন। তিনি কায়স্থের দান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং সীতারামের দান তিনি গ্রহণ করিবেন না, এই বিবেচনায় মহাত্মা সীতারাম মহম্মদপুরের অনতিদূরে যশপুর গ্রামের কতক অংশ বার্ষিক সামান্য কর ধার্য্য করিয়া তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে তথায় বাস করান। অদ্যাপি সেই সম্পত্তি কৃষ্ণপ্রসাদের বংশধরগণের অধীনে আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষ ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সীতারাম অনেক সময়ে তাঁহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ এবং শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিতেন।

প্রবাদ আছে যে, একদা সীতারাম ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি পুণ্য-বলে রাজত্ব লাভ করিয়াছেন, তদুত্তরে কৃষ্ণপ্রসাদ কিছু বিলম্বে বলিতে পারি, এইরূপ বলেন এবং তান্ত্রিক মতানুসারে একটী অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ-কুমারীকে আনাইয়া রীতিমত পূজা ইত্যাদি করণানন্তর উক্ত ব্রাহ্মণকুমারী হস্তে খড়ি দিয়া লিখিতে বলেন। প্রশ্নের উত্তর হইল যে, সীতারাম পূর্ব্ব জন্মের জলদান-পুণ্যবলে এ জীবনে রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। পরে প্রশ্ন করিলেন যে, কতদিন রাজত্ব স্থায়ী হইবে, তাহার উত্তর লিখিত হইল যে, চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব স্থায়ী হইবে। সম্ভবতঃ এই জন্যই সীতারাম তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহু-সংখ্যক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, সীতারাম ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের গুণগ্রাম সন্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পারলৌকিক-মঙ্গল বিধানের উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম তখন অদীক্ষিত ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহাকে দীক্ষিত হইতে উপদেশ দেন। সীতারাম কৃষ্ণপ্রসাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিকে মন্ত্রদান এবং তাঁহাদের দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়েন। সীতারাম তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করেন, কৃষ্ণপ্রসাদ কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায়, অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। তদনুসারে কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বদা প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হইতেন, তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে দেওয়া হইত না, কিন্তু কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। অবশেষে ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর বাধ্য হইয়া সীতারামকে বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সীতারামের মন্ত্রগ্রহণের পরে কৃষ্ণপ্রসাদ

তাঁহাকে বলেন যে "তুমি আমাকে যে কষ্ট দিয়াছ, এজন্য জীবনের শেষভাগে তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে; তচ্ছ্রবণে সীতারাম তাঁহাকে ভক্তি সহকারে বলেন যে "আমাকে আর অভিসম্পাত করিবেন না, এক্ষণ যাহাতে আমার পরকালে মঙ্গল হয়, সেইরূপ উপদেশ দেন"। কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে সীতারাম কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের (পানীরাধাকৃষ্ণের) মন্দির স্থাপনাপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দিরে যে সংস্কৃত কবিতাটী প্রস্তরে অঙ্কিত ছিল, তাহা প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে "কৃষ্ণতোষাভিলাষ" শব্দটী দ্ব্যর্থবোধক। তদীয় গুরুদেব কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের সন্তোষ অভিলাষী হইয়াই তিনি এই মন্দির উৎসর্গ করেন। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ ইত্যাদি সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মনোহর। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের নিষ্কর সম্পত্তিও বেশী। সীতারামের রাজত্বের শেষ অংশে কৃষ্ণপ্রসাদ টেঁয়ায় গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণজীবনের বংশধর মহম্মদপুর থানার অধীন ঘুল্লিয়া গ্রামে সীতারামের আশ্রয়ে বাস করেন। সেই বংশধরগণই ঘুল্লিয়ার গোস্বামী বলিয়া খ্যাত।

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[২য় শ্লোকের আলোচনা।]

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

(অনুবাদ।)

আপনার বহু নাম করি বিস্তারিত।
নিজ সর্ব্বশক্তি তায় করিলা অর্পিত॥
সেই নাম-সকলের স্মরণ কারণ।
না করিলা কোনরূপ কাল-নির্দ্ধারণ॥
ভগবন্! এত কৃপা তব, কিন্তু হায়!
আমারো দুর্দ্দৈব এত, রতি নাহি তায়॥

"নাম্নামকারি বহুধা"—ভগবান আপনার বহুনাম বহু প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বহুভাবে, বহু অর্থে, বহুদেশে, বহু ভাষায় তাঁহার বহু বহু নাম বিস্তারিত, বিকাশিত ও বিদিত। ভারতবর্ষে হরি, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোপাল, গোবিন্দ, বাসুদেব প্রভৃতি বৈষ্ণব-তন্ত্রের মহামন্ত্রাত্মক নাম। তদ্ভিন্ন শুধু বিশেষণাত্মক নাম বিস্তর। "শতনাম" "সহস্রনাম" প্রভৃতি নাম-স্তোত্রেই তাহা বিজ্ঞেয়। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, এই অপর চতুর্ব্বিধ উপাসনা তন্ত্রেও শিব, হর, রুদ্র; কালী, দুর্গা, তারা; সূর্য্য, রবি,

আদিত্য; গণেশ, বিনায়ক, হেরম্ব প্রভৃতি মহামন্ত্রাত্মক ইষ্টনাম। মন্ত্রাত্মক আরও বহু নাম আছে। দ্বাদশ, শত, অষ্টোত্তর শত, সহস্র, অষ্টোত্তর সহস্র, ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট গাণিতিক সংখ্যানিবদ্ধ নামাবলী মধ্যে মন্ত্রাত্মক নাম ব্যতীত বিশেষণাত্মক নামও বিস্তর। উক্ত "শতনাম" স্তোত্রাদি ব্যতীতও বিশেষণাত্মক নামের অভাব নাই। ভগবানের এক নামই "সর্ব্বনাম।" ভগবতীকে তন্ত্রে "বর্ণময়ী, বর্ণরূপা" বলা হইয়াছে। প্রতিবর্ণই তাঁহার নাম। মহাশক্তি-পূজায় স্বর-ব্যঞ্জনের প্রতিবর্ণাত্মিকারূপে প্রতিবর্ণ প্রয়োগে তাঁহার পূজা-বিধান রহিয়াছে।

সংস্কৃতের শব্দ-কল্পভাণ্ডার হইতে ঈশ্বর-বোধক অসংখ্য নাম সংগৃহীত ও সংগঠিত হইতে পারে। কিন্তু মাত্র মন্ত্রাত্মক স্বরূপে উপাস্য নামগুলিই মূল শ্লোকের লক্ষিত। বিরাট হিন্দু-উপাসক মণ্ডলীর সেই উপাস্য নামও বহুসংখ্যক। আমরা উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। উপাস্য বা মন্ত্রাত্মক নামই ইষ্টনাম। সাধারণ বিশেষণাত্মক নাম হইতে তাহার শক্তি অনেক অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন—"হরি" নামের যে গুণ—যে মহিমা, "জনার্দ্দন" নামের অবশ্য তাহা নহে। "শিব" নামের যে প্রভাব, "পঞ্চানন" নামে তাহা নাই। 'দুর্গা' নামে যে শক্তি, "পার্ব্বতী" নামে তাহা অসম্ভব; ইত্যাদি। অবশ্য এসব তত্ত্ব সাধন-জীবনেই সুপরিজ্ঞেয়; আমাদের একরূপ অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। তবে ভগবৎকৃপায় এইটুকু মনে হয় যে, এই সমস্ত মন্ত্রাত্মক ইষ্টনামগুলিতে কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত আধ্যাত্মিক অমিত বল সঞ্চিত হইয়াছে; কত মুনি-ঋষি মহাপুরুষের, কত সিদ্ধ-যোগী-সাধু-ধীরের, কত ভক্ত-সাধক-মহাবীরের মহীয়সী জ্ঞান-শক্তি, কর্ম্ম-শক্তি ও ভক্তি-শক্তি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ করি এই মহামহিমাময় নামের স্মরণে পাষাণ-প্রাণেও পুলক-সঞ্চার হয়।

অস্মদ্দেশীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার্থীগণ প্রথমতঃ পৌত্তলিকতার ভয়ে ঐ সমস্ত যুগ-যুগান্তের মন্ত্রাত্মক সিদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া, নব-কল্পিত নাম লইয়া উপসনা করিতেন। এমন কি, মন্ত্রাত্মক নাম দূরে থাক্, বিশেষণাত্মক নাম নিতেও আপত্তি হইত। সুতরাং তাঁহাদের সেই উপাস্য নামগুলি বিশেষণ শব্দ মাত্রে কল্পিত হইয়াছিল। যথা "দয়াল" "দয়াময়" "প্রেমময়" ইত্যাদি। তাঁহারা অবশ্য ব্রহ্ম, পরম পিতা, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর প্রভৃতি পদও প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু "দয়াল" নাম ভিন্ন তাঁহাদের যেন ভাবের জমাট হইত না। ক্রমে তাঁহাদের উপাসনায় "আনন্দময়ী মা" আসিলেন, "দয়াল" মুকুট পরিয়া "হরি" আসিলেন, "সত্যং শিবং সুন্দরং" আসিলেন। ইদানীং প্রায় সকলেই আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। এখন প্রায় সমস্ত হরিসংকীর্ত্তন, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি ব্রহ্ম-সংগীতের অবাধিত প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। বোধকরি ব্রাহ্মসমাজস্থ প্রকৃত উপাসনা-পিপাসুগণের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবান ক্রমশঃ তাঁহার নিত্য সিদ্ধ ও সকল-সাধ্য মন্ত্র-নামাবলী তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছেন। শুনিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন যথাসম্ভব বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রা-

ত্মক নামগ্রহণ বা মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণও করিতেছেন। ইহা অবশ্য সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রায় বঙ্গীয় আদি-ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় হিন্দুস্থান, সিন্ধু, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের "আর্য্যসমাজ।" তাহার উপাস্য নাম "ব্রহ্ম" "পরমাত্মা" প্রভৃতি বৈদান্তিক পদ। উপাসনার অতীত শুদ্ধ-তত্ত্ব-জ্ঞানাধিগম্য "অবাঙ্-মনসোগোচরম্" নির্গুণ 'ব্রহ্ম'ও এখন কালমাহাত্ম্যে সগুণভাবে উপাস্য নাম। খাঁটি হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য ঈশ্বর নাম ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য প্রাচীন অপ্রাচীন শাখা-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহেও বিস্তর উপাস্য নাম, যথা—বুদ্ধ, অর্হৎ, মহাজীন, মহাবীর, পরেশনাথ, অলখ্‌নিরঞ্জন, ত্রিনাথ, বিঠোবা, কর্ত্তা প্রভৃতি। এসব ব্যতীত, ভারতীয় বিরাট আর্য্য-উপাসনা-কল্পবৃক্ষের অপর বিস্তর শাখা, প্রশাখা, অনুশাখা, উপশাখা-ভেদে আরও বিস্তর উপাস্য ঈশ্বর-নাম বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে অনেক প্রকাশ্য উপাস্য নাম ব্যতীত গুপ্ত-সাধন-মন্ত্রাত্মক নামও অনেক; কিন্তু তৎসমস্ত সাধারণ্যে অবিদিত ও অবেদ্য।

তারপর গড্, খোদা, জিহোবা, জোভ, ফরাতরা, ইত্যাদি নামমূলক উপাসনা-তন্ত্র মূলতঃ ভারত ভিন্ন অন্য দেশজ। এমন কি, দ্বীপনিবাসী আমমাংসাশী উলঙ্গ উল্কী-অঙ্কিতাঙ্গ অসভ্য-জাতীয়দেরও "সিমসাক্" "খোজিন্" "পুতিয়াঙ্" "মম্বোজম্বো" প্রভৃতি উপাস্য ঈশ্বর-নাম রহিয়াছে; "মানব" সংজ্ঞায় পরিচিত জীব মাত্রেরই ঈশ্বর-কৃপায় কোন না কোনরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-নাম আছে। এই জন্যই ত মানব-জন্ম দুর্ল্লভ জন্ম—সার্থক জন্ম—যেহেতু ভগবদ্ভজনাধিকারের জন্ম।

এস্থলে আর, একটী কথা স্বভাবতঃ মনে আসে। এই পৃথিবীর তুলনায় ইহার একটি বালুকণা যত ক্ষুদ্র, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবী তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নগণ্য—অলক্ষ্য। ঈশ্বর সমস্তেরই কর্ত্তা; অতএব এই নগণ্য পৃথিবী-রেণুর রেণু নগণ্যতম কতিপয় মানবই কি কেবল সেই সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকে ভজে? আর এই সুপ্রকাণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি কেবল বিরাট বিচেতন জড়পিণ্ড মাত্র? ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? যোগ-সিদ্ধ সত্য-প্রসূত সর্ব্বতত্ত্বাত্মক আর্য্যশাস্ত্রও তাহা বলেন না। আর্য্যশাস্ত্রে অন্যান্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্রবাসী উচ্চতর চেতন জীবসত্তার আভাষ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাহউক, তৎপ্রসঙ্গের প্রসার এ প্রবন্ধে, প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। ফলকথা এই যে, পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-তারা-নক্ষত্রের মধ্যে যে গুলিতে মানবের ন্যায় বা কিঞ্চিৎ তন্ন্যূন বা ততোধিক শক্তিশালী বাক্যকথনশীল বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যেও সমগ্র বিশ্বের কর্ত্তার উপাসনা ও উপাস্য নাম অবশ্য প্রচলিত আছে। ফলে অতদূর ভাবিতে বুদ্ধি অবসন্ন হয়। আর তাহা আমাদের অনেকটা অনধিকার চর্চ্চাও বটে। মোট কথা, দয়াময় ভগবান জীবের প্রতি দয়া করিয়াই আপনার বহুনাম বহুলোকে বহুপ্রকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্বময়ের নাম বিশ্বময়!

নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা।—নামে ভগবান নিজ সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন। সিদ্ধ মন্ত্রাত্মক ভগবন্নাম সমূহ ভগবদর্পিত

সর্ব্বশক্তি সঞ্চারে স্বয়ং ভগবৎপ্রতিম! আমাদের এই ক্ষুদ্র সান্ত পৃথিবীতেই সেই অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত নাম অনন্ত-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর এই ভগবন্নামতত্ত্ব ভগবৎ কৃপায় আর্য্যধাম ভারতবর্ষে আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ বিচিত্র রস রহস্য-বিলোড়নে ও বিশ্লেষণে অসাধারণ ও অনুপম-ভাবে বিবৃত, এমন বুঝি আর কোনও পার্থিব জাতির কোনও সাধন-শাস্ত্রেই নাই। নাম নামীর অভেদ-সত্তা, সুতরাং নামের সর্ব্বশক্তিমত্তা হিন্দু-তত্ত্ববিদ্যার অমূল্য আভরণ। ভগবন্নাম-তত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্র-কল্পভাণ্ডারের মহোজ্জ্বল মণি। "হরের্নামৈব কেবলম্"—হরির অর্থাৎ পরমেশ্বরের নামই কেবল সার—সর্ব্বস্ব; কারণ নামই তিনি। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই মহাবাক্য হিন্দু—অহিন্দু—উপাসক মানব মাত্রেরই স্বাধিকার-ভেদে সাধ্য ও আরাধ্য;—তবে কি না, নাম-নামীর অভিন্নত্ব—নামের সঙ্গে রূপ-গুণ লীলার অপূর্ব্ব মিলনতত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্রের অদ্বিতীয় বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বই যে কলির সাধকের আশা-ভরসার অনন্য অবলম্বন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাশক্তিময়ী শিক্ষায় এ সত্য ভারত-বক্ষে প্রকৃষ্টরূপেই পরীক্ষিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাহাহউক, আর প্রায় সর্ব্বত্রই নাম কেবল নামীর স্মারক—পরিচায়ক চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র; সুতরাং নাম হিন্দুসাধকের সর্ব্বস্ব। হিন্দুশাস্ত্রে নামের শক্তিভেদে বর্ণ বা শব্দ-সংস্থান-ভেদ অতি গূঢ় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-বিহিত এবং কল্প-কল্পান্ত-ব্যাপকতায় অনাদি-কাল-বোধিত।

প্রস্থান-ভেদে হিন্দুর প্রতি ইষ্টনামের কত প্রতিনাম। শতনাম-সহস্র-নাম স্তোত্রাদির কথা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। বহুবিধ স্তব-কবচ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই সর্ব্বশক্ত্যাধার নাম-চিন্তামণিহার আর্য্য-উপাসনা-দেবীর কমনীয় কণ্ঠে বিশ্বোজ্জ্বল বিভায় বিরাজমান! ভক্তের উপাসনা-লভ্য হওয়ার জন্যই ভক্তিপ্রিয় ভগবান এক হইয়াও সহস্র নামে সহস্রীকৃত। আর সিদ্ধ মন্ত্রাত্মক সর্ব্বনামেই স্বীয়-সর্ব্বশক্তি সহ অবতারিত। অতএব প্রত্যেক নাম এক একটী অবতার! সাধুগুরু-মুখে ব্যক্ত, ইহার প্রায় সর্ব্ব-নামাবতারেই ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রকটিত। কয়েক-টীতে মাত্র ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয় শক্তিই সঞ্চারিত। আর দু-একটীর পূর্ণমাধুর্য্যে মহেশ্বরও মোহিত! ফলে এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নাই। তবে এইটুকু মাত্র নিবেদ্য যে, আধ্যাত্মিক ইষ্টসাধন ত দূরের কথা, সামান্য বৈষয়িক ইষ্টসাধনেও বিষয়-ভেদে নাম-ভেদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা। "ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দ্দনং" ইত্যাদি; অথবা বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষার্থে "শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী" ইত্যাদি কবচ-বিধিই ইহার প্রমাণ। গুহ্যাতিগুহ্য আম্নেষ্ট সাধন-তত্ত্বেও এই নামভেদ-রহস্যের অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-লীলা লুক্কায়িত!

মূলে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, এই উভয় শক্তি এবং তদন্তর্ভূত অনন্তশক্তি; অর্থাৎ ভগবানের সর্ব্বশক্তিই নামে নিহিত।

নামে সৃষ্টি-স্থিতি লয়, নামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,
নাম হয় মরণ-হরণ।
নামে আশা-পাশ খসে, পিয়ে নাম-সুধারসে,
পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥

আর চাই কি? কৃষ্ণনাম-কল্পতরুতলে কাঙ্গাল হইয়া আঁচল পাতিতে পারিলে, সেই দেবের দুর্লভ শিবের সেবা সুধা-ফলটীর প্রসাদ জীবের ভাগ্যেও সুখলভ্য হয়। মানবের সৌভাগ্য-সঞ্জাত এহেন সুলভ সর্ব্বশক্তিমান্ নামের আশ্রয় যাহার পক্ষে দুর্লভ হয়, তাহারই যথার্থ দুর্ভাগ্য। নাম-নামীর অভিন্নত্ব, সুতরাং নামেই সাধন, নামই সাধ্য। এই সাধ্য-সাধনের একত্ব-জনিত অপূর্ব্ব সুবিধাটী স্বতঃস্বাধীন কলির জীবের পক্ষে বড়ই উপযোগী; দুর্ভাগ্যবশে ও দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে তাহাতে বঞ্চিত হওয়া যে কি দুঃখের বিষয়, মূঢ় জীব আমরা তাহা বুঝিলাম না। জীবের এই দুঃখ ভাবিয়াই দয়াল গৌরাঙ্গ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন! আর তৎপ্রতিবিধানার্থ সাধ্য-সাধনের অভেদ রহস্য ভেদ করিয়া এই সুপ্রশস্ত ও সুগম নামসাধন-পন্থা দেখাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-হৃদয়রত্নস্বরূপ "হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"যেইত সাধন সেই সাধ্য যবে হৈল।
উপায় উপেয় মধ্যে ভেদ না রহিল॥
সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব নামের কৃপায়॥"

নামে ভগবানের সর্ব্বশক্তি সমর্পিত, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর স্বমুখের সাক্ষ্য। কলির জীবের জন্য ভগবান যাহা করিয়াছেন, স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতার হইয়া সেই ভগবানই তাহা প্রচার করিতেছেন, এই পরমানন্দ-বার্ত্তায় যাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাসী, তাঁহাদের পক্ষে আর কথা কি? তাঁহারা প্রেমানন্দে নামানন্দে মজে যাউন। আর উপাসনার্থী যাঁহারা মহাপ্রভুকে "ভগবদ্ভক্ত" মাত্র ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, এমন ভক্তও "নভূতো ন ভবিষ্যতি"—অতএব ভগবদ্ভজন বিষয়ে ভগবন্নাম-মহিমার অমন সত্যপূত সাক্ষ্যও আর সংসারে মিলিবেনা।

নামের মহীয়সী-শক্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"এক নামাভাসে তব পাপদোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥"

হেলায়-খেলায়, অপ্রেমে-উপেক্ষায় গৃহীত "সাপরাধ" নামেরও পাপবিনাশিনী—সুতরাং পারত্রিক সদ্গতিদায়িনী শক্তি আছে। সুবিখ্যাত অজামিলাখ্যানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফলে মহাপ্রভুর মহাবাক্যই উৎকৃষ্ট আপ্ত-প্রমাণ।

"নিরপরাধেতে নামে পায় প্রেমধন।"

"নামাপরাধ"শূন্য হইয়া নামসাধন করিতে পারিলে, সেই নামের শক্তিতে প্রেমধন লাভ হয়; সুতরাং কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমিকের কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার জন্মে।

শাস্ত্রে যে ভূরি ২ স্থানে নামের মোক্ষদায়িনী শক্তির উল্লেখ আছে, সে এই নিরপরাধ-সাধ্য নামের। সাপরাধ নাম-করার নামকে শাস্ত্রে "নামাভাস" বলিয়াছেন। ঠিক নাম হইল না, কিন্তু নামের আভাস মাত্রেই পাপক্ষয় ও সদ্গতিসঞ্চয় হইল; কিন্তু নিরপরাধযুক্ত ও নামাসক্ত নামগ্রহণে মুক্তি এবং নামীর চরণ-সেবনের এক মাত্র উপকরণ ভক্তি লাভ হয়। মুক্তির ফল যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী পরাভক্তি। যেহেতু বদ্ধ জীবে শুদ্ধ অহৈতুকতা সম্ভবেনা।

সহজ উদাহরণের ভাবেও এই টুকু বুঝা যায় যে, কেহ বদ্ধনাবস্থায় থাকিয়া কাহারও সেবা

করিতে সমর্থ হয় কি? তুমি তোমার ভৃত্যকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া তোমার চরণ সেবা করিতে বলিয়া থাক কি? ফলে বদ্ধ দাসের প্রভু-সেবা অসম্ভব। দয়াল-হরি দয়া করিয়া যাহাকে স্বচরণ-সেবার চরম চরিতার্থতা প্রদান করেন, তাহার ভব-বন্ধন মোচনের ব্যবস্থা কাজেই তাঁহাকে করিতে হয়। অহো! তাই বুঝি চতুরশীতি লক্ষ গ্রন্থিতে বিজড়িত সেই বিষম বন্ধন-বিমোচনে এই নিরপরাধ-নিশিত নামাস্ত্র-প্রয়োগের ব্যবস্থা।

এ ব্যবস্থার শুভসমাচার সর্ব্বশাস্ত্রে সুতার-স্বরে কীর্ত্তিত ও সমস্বতানে সংগীত! দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির আলোচনা করিতেছি।

নামের পাপসংহারিণী শক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

"নাম্নস্তু যাদৃশীশক্তির্পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং নশক্নোতি পাতকং পাত-
কীজনঃ ॥"

পাপ-নাশে হরিনাম যত শক্তি ধরে।
পাপীর নাহিক শক্তি তত পাপ করে।

কি চমৎকার! কি অভয়-আশা-আনন্দের স্বর্গীয় সুসংবাদ! কি পাপী-তাপীর প্রাণ-জুড়ানো দয়াময়ী দৈববাণী! কিন্তু হায়! গীতা-বর্ণিত অসুরসদৃশ নরাকৃতি আসুর-প্রকৃতির ভাগ্যে ক্ষীরোদ সিন্ধুর সুরেন্দ্র-সেব্য সুধার পরিবর্ত্তে বাসুকীর বিষম বিষের ব্যবস্থা বিচিত্র নহে। আমরা হয়ত নামের অন্তরালে-পাপ-প্রলোভনে পড়িয়া নিদারুণ নামাপরাধ-গ্রস্ত হইতে পারি। নামকে "হজমীগুলি" ভাবিয়া, সারা দিন-রাত পাপ-মল ভক্ষণ করি, আর শেষ রাত্রি ৫টা ১৫ মিনিটের সময় একবার হ আর র-এ ইকারের সেই "হজমী-গুলী" প্রয়োগ করি! অমনি সব ভস্ম! এইরূপ দুরভিসন্ধিতে এইরূপ 'হরি' বলায় কাজেই নামাপরাধ ঘটে। এই নামাপরাধে হরি নামের পাপহারিণী শক্তি পাপ-বর্দ্ধিনীই হইয়া উঠে! ফলে এই জন্যই উহা নামাপরাধ। নামাভাসেই পাপক্ষয় হয় বটে; কিন্তু কাম বা কামনাকেই যখন পাপস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, নৈকর্ম্ম্য বা মুক্তি-সাধ্য ভগবদ্ভক্তি লাভ করি-বার জন্য নামাস্ত্র লইয়া, নামী-কৃপা বল-দৃপ্ত হইয়া, সাধক যখন বীর-বিক্রমে সংগ্রাম করেন, তখন তাঁহার সেই নামাস্ত্র নিরপরাধ-নিশিত হওয়াতেই নিঃসন্দেহ বিজয় লাভ হয়। ফলে সেইরূপ নাম-করার মত নাম করিতে পারি-লেই পাপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত বিধ্বংসিত হয়। বাসনার বীজ পর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া যায়।

"যদি ডাকার মত ডাক্‌তে পারিস্, (দেখি) কেমন হরি থাক্‌তে পারে!" বাস্তবিক নামাপরাধমুক্ত নামাসক্ত নাম সাধনই ডাকার মত ডাক। নামে খাঁটি ভালবাসা না হইলে নামাপরাধের ভয় ছাড়ায় না। নিষ্কাম নাম-সাধন চাই। নামের জন্যই নাম-ভজন চাই। নামকে ভাঙ্গাইয়া বিষয়-ক্রয় না হয়। কৃপণের ধনের ন্যায় নামধনই যেন সর্ব্বস্বধন জ্ঞান হয়।

"বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যানি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥"

আমাদের ভক্ত কবিবর তারাকুমার কবি-রত্ন মহাশয় ইহার কি সুন্দর অনুবাদ-ভাষ্য লিখিয়াছেন!

"সযতনে সঙ্গোপনে কৃপণ যেমন।
বার বার গণে গণে আপনার ধন॥

তাই করে তোলাপাড়া—তাই নাড়াচাড়া।
আর কিছু নাহি জানে সেই ধন ছাড়া॥
তেমনি তোমার নাম হউক আমার।
ইষ্টমন্ত্র, জপমালা, ধ্যান-জ্ঞান আর॥"

ভগবন্নামের পাপসংহারিণী শক্তি-সংঘোষক বচন-হার-বিন্যাসে পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ সমলঙ্কৃত।

"অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥"

অবশেও নাম লইলে পুমান্,
সর্ব্বপাপ সদ্য যায়।
পশুরাজ-ভয়ে ভীত-চিত হয়ে
পশুরা যথা পালায়॥

একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গীতেও এই ভাবের উক্তি শুনা যায়, যথা—

"শুনিলে 'গোবিন্দ'রব, আপনি পালাবে সব,
সিংহনাদে যথা করিগণ।" ইত্যাদি।

পাপেই যমের ভয়, কিন্তু নামের বলে পাপ পালাইলে, সে ভয়-জয় অবহেলেই হয়; তাই স্বয়ং যমরাজের উক্তি,—

"জিতংতেন জিতংতেন জিতংতেন যমাস্ত্বয়ং।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"
জিত তার জিত তার জিত তার যম-ভয়।
জিহ্বাগ্রে বিরাজে যার "হরি" এ অক্ষরদ্বয়॥

নারায়ণ-পরায়ণ মহামুনি গর্গ এই ভাবেই খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পচন্তীত্যেতদদ্ভুতম্॥"
নারায়ণ মন্ত্র আছে, বাক্য আছে বশে।
কি আশ্চর্য্য! তবু নর নরকেতে পশে॥

মহাভাগবত গর্গমহর্ষির ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায় মোহান্ধ জীবের বরং তদ্বিপরীত ভাবই ভাবিতে হয়। "আহা! এমন সুখের সংসার! সখের প্রাণ! তাহাতে এমন মধুর বিষয়-বিলাস-মাদকতা! তন্মধ্যে কোথাকার ভুয়া নরক-কল্পনা ও নারায়ণ-জল্পনা লইয়া জীবিত ও তৃপ্ত থাকাই জগতে আশ্চর্য্য!" এই খানেই যোগী ও ভোগী বা ভক্ত ও ভাক্তের পার্থক্য! যোগী-ভক্তের সেব্য নামামৃত বিষয়-বিষয়-কীট ভোগী-ভাক্তের ভাগ্যে ঘটিবে কেন?

তারপর, যে মুক্তি কৃষ্ণভক্তি লাভের অনন্ত-উপযোগিতা, যাহা জ্ঞান-মার্গে কঠোর-তপঃসাধ্য হইলেও, ভক্তি-মার্গে কেবল নাম-সাধন-সাধ্য, (পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে) তাহারই ভূরি ২ আর্ষ বাক্য-প্রমাণ হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু-একটি মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। স্বাধ্যায়-সেবী সাধকগণ পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্রের যত্র তত্র এবম্বিধ নাম-মাহাত্ম্যরত্ন বিকীর্ণ দেখিতে পাইবেন।

"মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকল নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

ভৃগুবর!
মধুর হতে মধুর—মঙ্গল-মঙ্গল।
সর্ব্ববেদ-লতিকার সৎচিৎ ফল॥
বারেক হেলা-শ্রদ্ধায় লহেন কৃষ্ণনাম।
গীতমাত্রে নরমাত্রে করে পরিত্রাণ॥

নিখিল ধর্ম্মতত্ত্ব-কল্পভাণ্ডার বেদের যে সার সর্ব্বস্বধন "হরিনাম," তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ,
সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।

অধীতাস্তেন যেনোক্তং

হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।"

ঋক্-যজু সামাথর্ব—ইতি বেদচতুষ্টয়—

অধীত, কথিত যার "হরি" এ অক্ষরদ্বয়।

ভগবন্নামের গুণ বর্ণিতে ভক্ত-রসনা শত ধারে সুধাবর্ষণ করে। মহাবীর মহাযোগী ভারত-ভাগবত-ভূষণ ভীষ্মদেব বলিয়াছেন,—

"প্রাণপ্রয়াণ-পাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্।

দুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।"

জীবন-বন পাথেয় —ভবরোগের ঔষধ।

দুঃখ শোকহারী 'হরি'-নাম দ্বি-অক্ষর।

বিবিধ-বিপদ-সঙ্কুল-মানব-জীবন ভীষণ অরণ্যই বটে। সে বিপদ-বন পথের পাথেয় বা সম্বল একমাত্র হরিনাম। বিকট বিকার-ভোগ্য দুরারোগ্য ভবরোগে মহৌষধ এই হরিনাম। অপ্রাপ্ত প্রিয়ের অভাবজনিত দুঃখ ও প্রাপ্ত প্রিয়ের বিয়োগজনিত শোক, এই শোক-দুঃখের নিত্য ক্রীড়া-পুত্তলী দুদীন মানবের একমাত্র শান্তি-সান্ত্বনা এই হরিনাম! অতএব হরিনাম যদি সর্ব্বদুঃখ-শোকহারী হন, তবে কৃষ্ণ-দাসত্ব অভাবে জীবের যে দুঃখ, কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিরহে ভক্তের যে শোক, তাহা অবশ্য হরিনামই হরণ করিবেন। ভীষ্মদেব আরো বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম

কীর্ত্তয়ন্।

ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কাম-কর্ম্মভিঃ॥"

ভক্তিভরে হিয়ে হরিতে মজিয়ে,

'হরিনাম' গেয়ে যেই—

ভক্ত যোগিবর ত্যজে কলেবর,

কাম-কর্ম্ম-মুক্ত সেই।

শুধু মুখের হরিনাম "নামাভাস" মাত্র হওয়াতে পুণ্যের সহিত দ্বন্দ্ব-সাপেক্ষ যে পাপ, তাহারই ক্ষয় হইতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ করিতে হইলে, কাম-কর্ম্মের সর্ব্ববন্ধন ছেদনপূর্ব্বক সংসার দাসত্বে "এস্তফা" দিতে হয়। স্বতঃ সকামকর্ম্মী জীব কাহার অভয় আশ্রয় পাইয়া, তাহার জন্ম জন্মান্তর-সেবিত সংসার দাসত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, নৈষ্কর্ম্ম্য-নির্ম্মল-হৃদয়ে অন্তরাত্মার চিরবাঞ্ছিত সেই কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভে সমর্থ হয়? একমাত্র ভগবন্নামেরই আশ্রয়, সন্দেহ নাই।

মানবের ব্যবস্থাদাতার স্মৃতিও সর্ব্ব-ব্যবস্থা-দাতার স্বরূপে বলিয়াছেন,—

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।

বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥"

'হরি' এ অক্ষরদ্বয় একবার যে বলে।

কোমর বাঁধিয়া সেই মুক্তি-পথে চলে॥

মুক্তি-পথই ভক্তি-মন্দিরের পথ। অমুক্ত—বাসনা-বদ্ধ যুক্ত জীবের সে ভক্ত হওয়ার অধিকার কোথায়? সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ একমাত্র নামই সে অধিকার দানে সমর্থ। সাধকের চির সম্বল নাম। প্রথমতঃ নামে পাপনাশ, পরে পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মের বীজ বাসনার বিনাশ—অর্থাৎ মুক্তি। পরে প্রকৃত ভক্তি লাভ এবং সর্ব্বশক্তিময়ী সেই কৃষ্ণ-ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ। তাহাই জীবের পরমপদ, চরম সম্পদ, নিত্য সত্য, শাশ্বত স্বরূপ! আহা ভক্তচূড়ামণি শুকমুনি এই ভাবটি ভাবিয়া ভগবদুদ্দেশে ভগবন্নাম-গৌরব এইরূপ গাহিয়াছিলেন,—

"নাদৈব তব গোবিন্দ কলৌ স্তুতঃ শতাধিকম্।

দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনৈবাষ্টাঙ্গযোগতঃ॥"

হে গোবিন্দ! তব নামের গৌরব
তোমাহতে শতগুণে।
উক্তি মাত্র ফলে, মুক্তি কলিকালে,
অষ্টাঙ্গযোগাদি বিনে॥

গোবিন্দ নিরুত্তর! উচিত কথার কে জবাব করিতে পারে? অথবা "মৌন-সম্মতিলক্ষণ"ও বলা যায়। কথাটা বড় ঠিক কি না। কথাটা জগৎ-জুড়ানো অভয়-বাণী—পাপী-তাপীর ভরসার খনি! এই ভাবের একটি সুন্দর হিন্দী দোঁহা আছে।

"রাম সে রামনাম বড়া, সাগর উত্তারা রাম।
পেত্ত্-পাখরসে,'রামনাম'সেকু দকেহনুমান॥"

অর্থাৎ—

রাম হতে রামনাম, বহুগুণ গুণধাম,
শিলা-বুকে বাঁন্ধি সিন্ধু উত্তরিলা রাম;
রামনাম মাত্র স্মরি, অপার-অর্ণব-বারি
এক লম্ফে হৈল পার বীর হনুমান!

সুবিখ্যাত সত্যভামা-ব্রতাখ্যান বর্ণনস্থলে কোন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

হরি হতে হরিনাম গৌরবে প্রধান।
নিজে হরি তুলাছলে করিলা প্রমাণ॥
নিজে লঘু হয়ে নিজ নামে করি গুরু॥
ভক্তবাঞ্ছা পূরালেন বাঞ্ছাকল্পতরু।

ভক্তের আর বাঞ্ছা কি? নামই তাঁহার সর্ব্বস্ব। নামের গৌরবেই নামীর গৌরব; তাঁহার নামই সেই নামী; ইহাপেক্ষা সাধকের সুখ-সুবিধার বিষয়ই আর কি আছে? আবার সেই নামীই নামাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া, আত্মাধিক সুলভতা লক্ষ্যে নামের পক্ষে অধিকতর গৌরব বিধানকর্ত্তা, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয়ইবা কি আছে?

সাধকের নামে অনন্যগতিত্ব—অনন্যআশ্রয়িত্ব স্বয়ং কৃষ্ণের একাত্মসাধিকা কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহে বিগতচেতনা শ্রীরাধার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিলেই তিনি আগতচেতনা হইতেন। আবার নিজে শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহ কালে হরিনাম জপিয়াছেন! নামেতেই কৃষ্ণ, সুতরাং নামের জপনে কৃষ্ণ-প্রাপণ সিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার বিরহ-বিদ্ধ হৃদয় সুস্থ হইয়াছে। তারপর কৃষ্ণের আগমনে লীলারূপের যুগল-মিলনে নামীতে নাম অভেদ মিশিয়া গিয়াছেন!

"কুঞ্জদ্বারে লতামূলে হরিনাম জপে সা।"

রাধার কৃষ্ণনাম জপ সম্বন্ধে এই বিখ্যাত পৌরাণিক সাক্ষ্য বৈষ্ণব-সমাজে অবিদিত নহে। রাধা, নামীর আসার আশায় থেকে পলকে প্রলয় দেখে, শেষে "কুঞ্জদ্বারে—লতা-মূলে" নাম নিয়ে বসে গেলেন। নামেই নামীকে পেলেন! তারপর লীলারূপে নামী এলে, নাম তাঁতে মিশে গেলেন! প্রথমতঃ নামেইত রাধা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ পদ-গীতি—সেই বঙ্গ-বৈষ্ণবকবির বিমোহিনী বীণাধ্বনি স্মরণ করুন।—

"সৈ! কেবা শুনাইল 'শ্যাম' নাম?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো!
আকুল করিল মোর প্রাণ।
নাজানি কতই মধু 'শ্যাম' নামে আছে গো!
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ তনুয়া গো!
কেমনে পাইব সৈ তারে?"

মরি মরি! কি মোহ-মন্ত্র! ভক্ত-জগৎ এই মন্ত্রে মুগ্ধ-বিবশ-বিহ্বল! নামে যদি,

নাম ভজে নামীকে পাওয়া, আর নাম-নামীতে মিশে যাওয়া, এই মহাভাব-চিত্র মহাভাবরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর চারুচরিত্রে বিচিত্রবর্ণে সুচিত্রিত! ইহা গোলকের গুপ্ত-রস-তত্ত্ব, জীবের ভাগ্যে ব্রজ-লীলায় সুব্যক্ত; এবং ততোধিক কলির জীবের ভাগ্যে গৌর-লীলার উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে জগৎ ব্যাপ্ত। আহা! এই মহাভাব-রসের কণিকাঘ্রাণেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। কিন্তু কর্ম্মদোষে এমন কপাল! এই গৌর-প্রেম-প্লাবিত প্রদেশে প্রসূত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াও আমরা মগ্ন শৈলের ন্যায় অচল পাষাণ হইয়া আছি। এ নিরেট পঞ্জর ভেদিয়া কিছুই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না; সুতরাং কি বলিব? কেবল বলিবার—গৌর-কৃপাহি কেবলম্।

গৌরাঙ্গচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ হইতে আমাদের ভক্তিভাজন ভক্ত কবিবর তারা কুমার কবিরত্নের সংগৃহীত এবং তাঁহার অমৃতভাণ্ড "পঞ্চামৃত" পুস্তকে তৎকৃত অনুবাদসহ প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গোক্ত ভগবন্নামমাহাত্ম্য সূচক কতিপয় শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাং।
মুক্তিঃ সঞ্জায়তে সদ্যো নামসংকীর্ত্তনাদ্ধরেঃ।
সকৃদুচ্চারিতং যেন হরেকৃষ্ণেতি নিশ্চয়ঃ।
যমাধিকারং নো যাতি কাপট্যেন বিনা যদি॥
ত্রৈলোক্যে যানি পুণ্যানি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফলানি চ।
তুলাভা তানি নো যান্তি হরিনামানুকীর্ত্তনৈঃ॥"

ভক্তের প্রাণের কথাটী এখনও বাহির হয় নাই। তাই ভক্তান্তর্যামী দয়াল গৌরাঙ্গ আরো বলিলেন—

"যো ভাবগদ্গদো ভূত্বা বোদিতাচ্যুতকীর্ত্তনম্।
তস্য কৃষ্ণঃ পবিত্রাত্মস্তস্মাদ্ বিভাতি দেবতাঃ॥

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীতিপরাঙ্মুখ পাষণ্ডের উপায় কি? অতএব তাহার প্রতি কৃপা করিয়াই তাহার গতিও বর্ণন করিয়াছেন,—

"কদাচিদ্ যো ন গৃহ্লাতি কৃষ্ণনাম ভবামৃতম্।
মৃতঃ শ্বখরকোলানাং সতু যোনিষু জায়তে॥"

তারপর, আর এক শ্রেণীর ধর্ম্মকর্ম্মী লোক আছেন, তাঁহারা যাগ-যজ্ঞ দান ব্রতাদির অনুষ্ঠানে আসক্ত থাকিয়াও, অনেকে আসল বিষয়ে উদাসীন। ইঁহারা কলির সাধকের সর্ব্বস্বধন ভগবন্নামধন সঞ্চয়ে তত সমুৎসাহী নহেন। আর সব আয়োজন আছে, কেবল "নামে রুচি" নাই। তবেই ফলিতার্থে কিছুই নাই; অথবা যা আছে, তা "লেবু টেবু সব আছে" গোছ! একটি কৌতুক-প্রবাদ-বাক্য অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে।—

"বিয়ের সব প্রস্তুত বাই!
কেবল কন্যাটি আমার নাই!!"

এও ঠিক তদ্বৎ। যাহাহউক, ঐ সব বাহ্য-ধর্ম্ম-কর্ম্মীদের প্রতিও কৃপাবশে শিক্ষাদানো-দ্দেশে বলিয়াছেন,—

"দানং ব্রতং তপো যজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণং।
সকলং নিষ্ফলং লোকে হরিসংকীর্ত্তনং বিনা॥"

ভগবন্নামের শক্তি-সংঘোষিণী এই উক্তি-গুলি অতি সরল সংস্কৃতে রচিত; তথাপি এ গুলির পদ্যানুবাদ একত্রে নিম্নে প্রদত্ত হইল। পণ্ডিত তারাকুমারের পদ্যানুবাদ অতি মিষ্ট হইলেও তাহা একটু ভাবাবৎ বিস্তৃত বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই যথাসাধ্য অবিকল ও অপেক্ষা-কৃত সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ লিখিত হইল।—

পাপেতে নরকে পচে পাপী তাপী লোক যারা।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে সদা মুক্তি পায় তারা॥
অকাপট্যে বারেক যে "হরেকৃষ্ণ" নাম লয়।
সে জন যমাধিকারে নাহি যায় সুনিশ্চয়॥
ত্রৈলোক্যে যতই পুণ্য-ধর্ম্ম কর্ম্ম-ফলোদয়।
হরিনাম কীর্ত্তনের তুলনায় কিছু নয়॥
যে ভাব-গদ্গদ হয়ে কেঁদে হরিনাম করে।
কৃষ্ণ তার ক্রীত হন—দেবেরাও তারে ডরে॥
ভবামৃত কৃষ্ণনাম কভু না আস্বাদে যেই।
মরিয়া কুক্কুর-খর-শূকরত্ব পায় সেই॥
দান-ব্রত-তপ-যজ্ঞ-শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণ।
সকলি নিষ্ফল লোকে বিনা হরিসংকীর্ত্তন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র, শিক্ষা, সাধনা, নাম-প্রেম-প্রচার ইত্যাদি বিষয়ক বহুসংখ্যা ও বহুবিধ আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, গুপ্ত, লুপ্ত গ্রন্থ বা সন্দর্ভ আছে ও ছিল; তৎসমুদয়ই নাম-শক্তিবর্ণিনী প্রভু-উক্তি পীযূষ-প্রবাহে প্লাবিত! যে প্লাবনে যে পশিয়াছে, সেই রসিয়াছে;—প্রেমানন্দে ডুবিয়া আবার নামানন্দে ভাসিয়াছে!

এদিকে কলির সাধনশাস্ত্র ("কলাবাগম-সম্মতা") আগম বা তন্ত্রের কর্ত্তা স্বয়ং সদাশিব বৈষ্ণব-তন্ত্র নিচয়ের যত্র যত্র হরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তত্র তত্র ভোলানাথ একেবারে ভাবে ভুলিয়া, প্রেমে গলিয়া, হৃদয়-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন! যেখানেই হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গিত, সেইখানেই দেবাদিদেব মহাদেবের মহাহৃদয়ের অজস্র অমৃত-উৎস উৎসারিত! আমাদের স্থান অল্প; তাহারই এক গণ্ডূষ মাত্র এস্থলে উপহার দিলাম। নামসাধনের বহুবিচিত্র ফলের যাহা পরম এবং চরম ফল, ভক্তের যাহা সার সম্বল ও প্রকৃত প্রাণের পিপাসার জল, অর্থাৎ কৃষ্ণ-নামে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তি ফল; তৎসম্বন্ধে স্বয়ং শিবের স্বাভিমত ইহাতেই সুবিদিত।—

"যঃ পঠত্যবনৌ গীত্বা হরের্নামানি গদ্গদঃ।
ভাবেন তস্য গোবিন্দঃ ক্রীতো ভবতি নান্যথা॥"

হরি-গানে রত, ভাবে গদগদ,
ভূতলে লুণ্ঠিত যেই;
শ্রীগোবিন্দ হন তারি কেনা-ধন,
ইহাতে সংশয় নেই।

হরি-হর অভিন্ন। ভিন্ন ভাবাও "নামাপরাধ"। অতএব হরি-হর-বাক্যে আমরা কি পাইলাম? যে অকৈতব ভক্ত হরিনাম গানে ভাব গদ্গদ হইয়া দশাপ্রাপ্ত ও ভূলুণ্ঠিত হন, তাঁহারই জন্ম সার্থক; কারণ জগচ্চিন্তা-মণি ধন তাঁহার "কেনা" হন! এই এক "কেনা" শব্দে যে ভাব ব্যক্ত হয়, আর কোন শব্দের তাহা সাধ্য নয়। কেনা-বস্তুতে ক্রেতার পূর্ণাধিকার; অতএব। এখানে 'নাম' মাত্র মূল্যে ভগবানে ভক্তের পূর্ণাধিকার হয়! লোকে কোন বস্তু বা বিষয়ের সামান্যত্ব বা অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইতে "নাম-মাত্র" শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু এস্থলে "নাম মাত্র" শব্দের কামদাতৃত্ব ও মহা মহত্ত্ব কিরূপ! ফলিতার্থে বিনি মূল্য, তিনিই বস্তু! 'হরিমূল্য" দিয়াই যাঁহাকে কেনা হরির বিধান! শ্রীমন্মহাপ্রভুও বহুবার বহুভাবে তাঁহার অকৈতব ভক্তমণ্ডলীকে এই গোলক গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ প্রসাদ প্রদান করিয়াছেন। তাই তাঁহার শিক্ষাষ্টকের এই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য বোধ-নার্থ জগৎ লোমাঞ্চিত করিয়া তারস্বরে গাহিয়াছেন,—"নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"

"নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।"—

দয়ার সীমা নাই। ভগবান তাঁহার এহেন নামের স্মরণাদি সাধনে কোন কালাদির নিয়মাপেক্ষা রাখেন নাই। প্রাত্যহিক আহ্নিক-কৃত্যে যে ত্রিসন্ধ্যা নাম-জপাদির বিধি, সূক্ষ্ম বিচারে তাহা গৌণ; পরন্তু কালাকাল-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বকাল নাম-স্মৃতি বা নামে স্থিতিই মুখ্য বিধি।

"হরিসে লাগি রহোরে ভাই!
তেরা কাল অকাল মিটি যাই।"

নামে লাগাই হবিতে লাগা। নামে লাগিয়াই থাকিতে পারিলে আর কালাকাল-বিচার-সাপেক্ষ নাম-জপাদির বিধি-বিশেষত্ব কোথায়? কোন যবন-যোগীর মুখে এই ভাবের একটি গান শুনা ছিল।—

"হর দমে আল্লাজীর নাম লিও।
দমে দমে লিও নাম, কামাইনা দিও।"

ইত্যাদি। বড় প্রাণে লাগিয়াছিল; তাই যাবনিক হইলেও এবং বহুদিনের শ্রুত হইলেও আর ভুলিতে পারি নাই। কথা কটি একেবারেই খাঁটি। আহা যেন গীতা-ভাগবতের তরজমা! "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং" "যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ" "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং" "নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ" ইত্যাদি ঐ ভাবের ভূরি ভূরি বাক্য জগন্মান্য পরম প্রামাণ্য গীতা গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে অধীত হইয়া থাকে। উদ্ধৃতির স্থানাভাব। ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্র ত ঐ ভাবের উক্তি-মুক্তাহারে বিশিষ্টরূপেই বিভূষিত!

অপর, যে সময়ে শুচি থাকা যাইবে, সেই সময়েই নাম লওয়া চলিবে, কিন্তু অশুচি থাকার সময়ে নহে, এসব নিম্নাধিকারী "প্রবৃত্ত" সাধকের জন্য গৌণবিধি; মুখ্যতঃ এবম্বিধ শৌচাশৌচ-সময়-সাপেক্ষতা নাম-গ্রহণ বিষয়ে বর্জ্জিত। তবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-কর্ম্মের অন্যবিধ অঙ্গসম্পাদনে কর্ত্তার শুচি-কালের অপেক্ষা আছে। আহা! সে শুচিত্বও সংক্ষেপতঃ নামগ্রহণেই নিষ্পাদ্য। "বিষ্ণু"-স্মৃতি-আচমনেই সর্ব্বশৌচ সম্পাদন।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাংগতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃশুচিঃ॥"
শুচি বা অশুচি—ইতি সর্ব্বাবস্থাগত—
যে স্মরে বিষ্ণুরে—সেই বাহ্যান্তর-পূত।

তবে যে সেই নামজপেরও উপক্রমে পূর্ব্বকৃত্যে আচমনে বিষ্ণু-স্মরণ, সে কেবল গঙ্গা-পূজার উপকরণ গঙ্গা-জলে ধৌতকরণ! অগ্নি স্বতঃপূত বলিয়াই পাবক। অগ্নির এক নামই "সদাশুচি"। অশেষ-কর্ম্ম-দাহক মহাঅগ্নি নামও ভুবন-পাবন ও সদাশুচি।

মনে করুন, যে সময়ে কেহ মলত্যাগ করিতেছে, আচারতঃ সে সময়টা তাহার অতি অশৌচের সময় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তখন কি অন্ততঃ মনে মনেও নাম স্মরিতে পারে না? ভাবুন, তখন যদি তাহার অন্তকাল উপস্থিত হয়; অন্ততঃ কোন বিপদ হয়, তখন কি সেই মানসিক ও বাহ্যিক অশৌচের বাধায় তাহাকে কেহ না ডাকিয়া পারে? তখন কি আর শৌচ-সময়ের সাপেক্ষতা সম্ভবে? প্রকৃতি তখন আপনি ভগবন্নাম-স্মৃতি আনিয়া দেন। ফলে সেরূপ ঘটনা না ঘটিলেও, যে সময়ে এবং কোন সময়েই নাম স্মরণের বাধা নাই, বরং বিশেষ আবশ্যকতাই আছে। এমন একটা কালই কল্পিত হইতে

পারে না, যে কালে সেই কালান্তকারী সদাকাল-সাধু-স্মৃতি-বিহারী শ্রীহরির শ্রীনাম স্মরণ অযুক্ত। জগতে অযুক্ত যাহা, তাহা ভগবন্নামে অযুক্ত থাকারই ফল।

নিত্য-নাম সাধকের অভ্যাসই স্বতন্ত্র। তাঁহাদের নামের নেশা অষ্ট প্রহর লাগিয়াই আছে। তাঁহাদের নামের আমেজের বিরাম নাই। নামের ভাবের একটানা স্রোতে তাঁহাদের জীবন স্রোতে অভেদে মিশিয়াছে। তাঁহাদের প্রতি হৃদ্‌কুক্ষ্‌ সংস্ফুরণে—প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস বহনে নামেরই স্ফুরণ ও বহন হইতেছে! যোগশাস্ত্রোক্ত প্রাণন ক্রিয়ায় "হংস মন্ত্র" তাঁহাদের ইষ্টনামমন্ত্র সহ একীভূত হইয়া গিয়াছে। নামের কৃপায় তাঁহাদের অন্তর্বাহ্য অহর্নিশ নাম-রসে নিষিক্ত। আহা! তাঁহারা গৃহী হইলে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্রে নাম মাধুর্য্য মুদ্রিত; তাঁহাদের সাধের সংসার নাম-সৌন্দর্য্যে শোভিত! আর তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাদের আত্মসর্ব্বস্ব নামেই সংস্থাপিত। "সর্ব্বদা সততং নাম নাত্র কালবিচারণা।"

সর্ব্বদাই নাম-স্মৃতি-সার।
নাহি তার কালের বিচার॥

কি ভোজনকালে, কি শয়নকালে; কি ভ্রমণকালে, কি রমণকালে; কি যোগকালে, কি ভোগকালে; কি বাল্যকালে, কি বৃদ্ধকালে; কি ইহকালে, কি পরকালে; নাম-স্মরণ সর্ব্বকালে। ভগবৎ কৃপায় কোনরূপ কাল নিয়মের অধীনতা না থাকাতেই এই সর্ব্বসিদ্ধির নাম-স্মরণ জীবের ভাগ্যে এত সুলভ হইয়াছে। ভগবন্নামসাধনই অনন্য-সাধন-সাপেক্ষ কলির জীবের জীবনসর্ব্বস্ব হওয়াতেই এই সুলভতা। যাহা যত প্রয়োজনীয়, তাহা তত সুলভ হওয়াই প্রার্থনীয়। দয়াময়ের রাজ্যে ব্যবস্থাও তদ্রূপ। জগজ্জীবন বায়ুতে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রয়োজন ও সর্ব্বদা প্রয়োজন, এই জন্য সদাগতি বায়ু সদাই সর্ব্বত্র স্বতঃসুলভ। স্থানসাপেক্ষতা না থাকায় এই ভৌতিক জগজ্জীবন বায়ু যেরূপ সুলভ, কালসাপেক্ষতা না থাকাতে আধ্যাত্মিক জগজ্জীবন নামও তদ্রূপ সুলভ। ফলকথা, ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া, সেই প্রাণাধিক নামে নিয়ত মজিয়া থাকা নিতান্তই সাধুগুরু-কৃপাসাপেক্ষ। হায়! সাধুসেবা-দীন গুরুভক্তিহীন আমাদের উপায় কি?

"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্।—"

হে ভগবন্! তোমার এমনি দয়াই বটে। তাই ভক্ত কবিগণ চিরকাল "দয়ার সিন্ধু" বলিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তবে পৃথিবীতে আর উপমা দেওয়ার কিছুই নাই, অগত্যা 'সিন্ধু' পদের প্রয়োগ। ফলে সে সিন্ধুতুলনায় এ সিন্ধু বিন্দু মাত্র!

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের কৃপাই বিশ্বের সর্ব্বস্ব। 'ব্রহ্ম' পদে এস্থলে সেই পূর্ণব্রহ্মই লক্ষিত। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ব্বৃত্ত; তাঁহাতে দয়াবৃত্তির কল্পনা অদার্শনিক। পরস্পরসাপেক্ষ দুই বিরুদ্ধ সত্তার নিরপেক্ষ অবিরুদ্ধ সমাবেশেই পূর্ণত্ব। অতএব যুগপৎ নির্গুণ ও সর্ব্বগুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম ভগবানই কৃপাময়। সেই কৃপাই জগজ্জীবন—সংসার-সার ধন।

বিরাট বিশ্বের বিপুল কুক্ষিতে লুক্কায়িত এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের

প্রকাণ্ড খ-কোষে এই ক্ষুদ্র সৌরজগৎ; তাহাতে এই অতিক্ষুদ্র পৃথিবী; তাহাতে আবার এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মানব! অতএব এই অখিল অনন্ত সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের বিশ্বসর্ব্বস্ব কৃপার কথা মানুষের ভাষায় প্রকাশ-প্রয়াস প্রকৃতই প্রহসন মাত্র;—বাল-বাতুলের ব্যর্থ-চেষ্টার বিড়ম্বনা মাত্র। বলিতে কি, স্বয়ংভগবানও "ঈশ্বর" স্বরূপে সে বিষয়ে হারি মানিয়াছেন!

"কে ক'রে সে কৃপা-কথা কথায় চেষ্টায়?
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ পরাঙ্মুখ যায়!
অনন্ত অনন্তমুখে অন্ত নাহি পেয়ে,
রাখিলা সে কৃপাময়ে হিয়ায় শোয়ায়ে!
বাগ্দেবী অবাক্ নিজে বর্ণনে যাহার,
নীরবতা—নীরবতা স্তুতি মাত্র তা'র!
যদি কিছু স্তুতি করা আবশ্যক অতি,
"নীরবতা স্তুতি তাঁর" এই মাত্র স্তুতি।"

ভগবদবতারবিশেষ ব্যাসদেব স্তুতি দ্বারা ভগবানের অনির্ব্বচনীয়তা-খর্ব্বীকরণরূপ অপরাধ চিন্তা করিয়া "স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা-খিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া" বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। অতএব অনির্ব্বচনীয় ভগবৎকৃপা-তত্ত্বের বর্ণনার্থে বচন রচনে বিরত থাকাই বিহিত। কিন্তু প্রগল্‌ভ ভক্ত তাহা ঠিক পারে কি? এই জন্যই কবি-লেখনী প্রেমিক, পাগল ও বালককে অনেকটা এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। ফলে শ্রীভগবানের নিভৃত-নিহিত সাধের ভক্ত-হৃদয় যখন ভগবৎকৃপার ভার আর বহন করিতে পারে না, তখন তাহা আপনি উচ্ছলিত হয়। ভক্ত তখন ভাবাবেগে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইলেও, নয়ন কোন বাধাই মানে না! সেই ভুবন-পাবন নীরব নয়নধারা কবি-কোটি-কল্পিত স্তুতিগীতিকেও পরাস্ত করে!

সিদ্ধর্ষিগণের 'নিঃশ্বসিত স্বায়' শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ-গঠিত গোস্বামীম-গুলীর সন্দর্ভসমূহেরই বা কথা কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বর্ত্তমান,স্বনাম-খ্যাত পণ্ডিতবর ও সাধকপ্রবর অধুনা নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের লিখিত "হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থখানি ভগবন্নাম-কৃপা-মাহাত্ম্য ও শুদ্ধ সাত্বিক ভজনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রিয় পাঠকগণকে পড়িতে অনুরোধ করি। আশা করি, তৎপাঠে তাঁহারা বুঝিবেন যে, এই বিপুল বিষয়-বিপ্লাবিত বিংশশতাব্দীর ভগবদ্ভক্তের লেখনী-মুখেও ভগবদিচ্ছায় ভগবন্নাম-কৃপা-তত্ত্বরসের কি অমল উৎস উৎসারিত হইয়াছে!

সে যাহাহউক, শ্রীভগবান স্বকর্ম্মানুসারী বহুবিধ অধিকারী জীবের সংসার-নিস্তারণার্থে নিজের বহুবিধ নাম-বিস্তারণ ও তাহাতে নিজ সর্ব্বশক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক যে অসাধারণ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন; অপিচ, তাহার স্মরণ-মননাদি সাধনে কোনরূপ সময়-সাপেক্ষতাদির অধীনতা না রাখিয়া যে কৃপার উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিতে ভক্তজীবন গৌরহরি গাহিয়াছেন —"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্!" আহা! আমরা কি কখনও এই মহাগীতির প্রতিধ্বনি করিয়া গাইতে পারিব যে, হে জীব-সর্ব্বশুভদ! নামানন্দ-নীরদ! প্রেমপারাবার—অপার করুণাধার শ্রীগৌরহরি! তোমার এই

শিক্ষা-শ্লোকে আমাদিগকে সেই কৃপার আশ্রয় লইতে তুমি (আপনি দেখাইয়া) শিখাইয়াছ। আহা! "এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্!"

"মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"

আমারও এমন দুর্দ্দৈব যে, ইহাতে (এমন নামে) আমার অনুরাগ জন্মিল না! জীবের দুর্দ্দৈব ত পদে পদে। বিশেষতঃ কলির জীবের। কিন্তু ভগবৎ-বিমুখতার ন্যায় এমন দুর্দ্দৈব আর নাই।

"সর্ব্ব দুর্দ্দৈব যায় যে নামেতে দুড়ি,
এ কি এ দুর্দ্দৈব হায়। সে নামে অরুচি!"

যাহাতে সর্ব্বদুর্দ্দৈব কাটে, তাহারই অভাব-জনিত যে দুর্দ্দৈব, তাহা আর কিসে কাটিবে? "হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিনাশিনী"—তবে সে স্মৃতির বিস্মৃতি-জনিত বিপদুদ্ধারের উপায় কি? দয়াময় নিজ গুণে দয়া করিয়া পায় না রাখিলে আর উপায় নাই।

"হরির কি দয়া! হরিনামে হরি পাই।
মোর কি দুর্ভাগ্য, হেন নামে মতি নাই॥"

তবে ভরসা এই যে, এস্থলে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা দয়ার বল বেশি, এবং দুর্ভাগাদের জন্যই দয়া। দয়ায় দুর্ভাগাদেরই দাবী।

"ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।" রোগীর হিতার্থেই ঔষধের আবশ্যকতা, অরোগীর জন্য অবশ্য নয়। যাঁহারা নিত্য নামানুরক্ত ভাগ্যবান ভক্ত, তাঁহারা ত ভগবানের প্রেমাস্পদ; কিন্তু আমাদিগকে কৃপাস্পদ হওয়ার জন্যই কাঁদিতে হইবে।

"নামেরুচি, জীবে দয়া, সাধুর সেবন" শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ত্রি-অঙ্গ ধর্ম্মসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে নামে রুচিই প্রধানতম বলিতে হইবে। নামেরুচি—কৃষ্ণে রুচি—একই কথা। নামে রুচির সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি স্বভাবতই আসে। নামে রুচি-বৃদ্ধির সহিত রজস্তমোময় অসার বিষয়-ভোগেচ্ছায় অরুচি জন্মিতে থাকে। আর সাত্ত্বিকতা শীতপক্ষের কৌমুদীবৎ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। সাত্ত্বিকী প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ফল "জীবে দয়া"—এই জন্য শক্তি-দেবীর সাত্ত্বিকী পূজাতেও পশু-বলিদান ও আমিষ-সংস্রব নিষিদ্ধ। যথা—"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" ইত্যাদি। বিষ্ণু-সেবায় আমিষ পূর্ণ-নিষিদ্ধ; কারণ বিষ্ণুসেবা পূর্ণসাত্ত্বিকী। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধেও আমিষ-সংস্রবে 'জীবেদয়া' ব্যাহত হয়। এক পশুঘাতনের সংস্রব-সম্পর্কে নয় জনের ঘাতকত্ব-পাপ মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত। একটি অবৈধ জীবহিংসার সংস্রবে যেখানেই সাত্ত্বিকতার হানি, সেখানেই ঘাতকত্ব। এই জন্যই মাতৃক্রোড়ে কন্যার ন্যায় সাত্ত্বিকতার ক্রোড়ে জীবেদয়াকে দেখিতে পাই; অতএব সাত্ত্বিকতাই জীবেদয়ার জননী। সাধু-সেবাও সাত্ত্বিকতারই মুনি-মনোমোহিনী দ্বিতীয়া দুহিতা। এই দয়াবৃত্তি ও সেবাবৃত্তি—উভয়ই সাত্ত্বিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।	মাঘ।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবন্নামে রুচি দ্বারাই সাত্ত্বিকতাশক্তি যেরূপ রক্ষিতা, পোষিতা ও বর্দ্ধিতা হয়, অন্য কোন সদ্গুণ বা সত্ত্বৃত্তি-বলেই সেরূপ হইবার নহে। আক্ষেপের বিষয়—ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ হেন নামে রুচি কেবল দুর্দ্দৈব-দোষ—স্বকর্ম্মবশে ভাগ্যে ঘটিল না। এদিকে "গণা-দিন"ও ফুরাইয়া আসিল; সুতরাং কবে আর ঘটিবে বা কখনও ঘটিবে কি না—কোটী কল্পেও ঘটিবে কিনা, তাহা সেই একজনই জানেন। কিন্তু কখন না কখন—কোন না কোন জন্মে যে ঘটিবেই, শাস্ত্রে এইরূপ আভাষ-আশ্বাস পাওয়া যায়। ফলে মানবাত্মার তাহাতে নির্ভর সম্ভবেনা। দুর্লভ মানব-জন্মেই ভগবদনুরাগ জাগে, ভগবদ্-বিরহ লাগে; তাই সাধন-ভজনের ব্যবস্থা। তাই বেদ-পুরাণ-তন্ত্র—স্তুতি-গীতি মন্ত্র। তাই যাগ যজ্ঞ তীর্থ-ধর্ম্ম, জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম্ম। তাই যুগে যুগে অবতার। কলিযুগে মহাপ্রভুর নাম-প্রেম প্রচার। নাম-নামীর সাধ্য-সাধন তত্ত্বের বিকাশ। তাই এই শিক্ষাষ্টকেরও প্রকাশ।

নামানুরাগশূন্য যে নাম-করা, তাহা "নামাভাস" মাত্র হইলেও, তাহারও যে অসাধারণশক্তি, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞান-প্রিয় অনেকের তাহাতে হয়ত আস্থা নাই। এই জন্য তাঁহারা হয়ত সানুরাগ—নিরনুরাগ-

উভয়বিধ নাম-সাধন ছাড়িয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। ইহা কেবল কলি-কুহকের ক্রিয়া-ফল মাত্র। শব্দ বা বর্ণবিশেষের সংযোজনে, তদুচ্চারণে বা তন্মননে, "মূলাধারাদি আজ্ঞা-চক্রান্ত পর্য্যন্ত" কোন চিন্তাড়িন্ময়ী নাড়ী-বিশেষের বিকম্পনে, কিরূপে কোন্ বিজ্ঞানে এই নামে এবং এমন কি—নামাভাসেও যে ঐশী শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বুঝিবার সাধ্য অস্মদ্দৃশ অসিদ্ধ মানবে সম্ভবেনা। তবে শাস্ত্রের আপ্তবাক্যে যাঁহাদের দৃঢ়নিষ্ঠা বা প্রতীতি-প্রতিষ্ঠা, তাঁহারা স্বতএব এ তত্ত্বে বিশ্বাসবান; সুতরাং তাঁহারা পরম ভাগ্যবান, সন্দেহ নাই। আমরা যাহা বুঝিনা, তাহাই হইতে পারে না, এরূপ প্রগল্‌ভ প্রলাপ বা ধৃষ্টধারণা ফলিতার্থে মূর্খতা মাত্র। ভগবানের কার্য্য যে কোন্ শক্তির কি গুপ্তরহস্য-বলে—কোন্ বিজ্ঞানাতীত বিজ্ঞান-কৌশলে সম্পাদিত হয়, তাহা তিনিই জানেন। তবে শাস্ত্রে ও মহাজন-বাক্যে যাঁহার নিঃসংশয় বিশ্বাস, তিনিই সত্য সুবুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান, শাস্ত্রই এ কথা বলিয়াছেন। কারণ তিনি ভোজ্যের প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ায় অজ্ঞ হইলেও ভোজনে বিজ্ঞ।

নিরনুরাগ নামে বা নামাভাসে পাপ যায়, সানুরাগ নাম-সাধনে পুণ্যও যায়! অর্থাৎ পাপ-পুণ্য-দ্বন্দ্বাত্মিকা বাসনাই যায়। "ন পাপং ন পুণ্যং ন সৌখ্যং ন দুঃখং" অবস্থা অর্থাৎ মুক্তাবস্থা লাভ হয়; কিন্তু সাধককে নৈষ্কর্ম্ম্য বা মুক্তি দিয়াই নামের কার্য্য শেষ হয় না। কাম-পাশ হইতে মুক্তি দিয়া, নাম স্বীয় সাধককে আবার প্রেম-পাশে বন্ধনের আয়োজন করেন। কিন্তু সে বন্ধন প্রকৃত বন্ধন নহে; তাহা মুক্তিরও মুক্তি! তাহা প্রেমানন্দময়ী পরাভক্তি! সে পাশ নহে; সে পরমার্থ-পরিমলময় হরি-প্রেম-পুষ্পহার! সে হার পরিতে ব্রহ্মলোক বাঞ্ছা! শিবলোক পাগল! নরলোকের আর কথা কি?

মুক্তির পর যে বাঁধন, সে যে কেমন বাঁধন—কেমন স্পৃহনীয় বাঁধন, তাহার একটা কথঞ্চিৎ পার্থিব দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা আমরা কিছু আভাস পাইলে পাইতে পারি। মনে করুন, সমস্ত দিনের সর্ব্ববিধ গৃহ-কার্য্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, নিভৃত নিশীথে সতীকুলবতীর পতি-প্রেমালিঙ্গন-পাশ কেমন? সেও ত বন্ধন বটে, কিন্তু কি স্পৃহনীয়, প্রাণারাম ও পরমানন্দময়! সেইরূপ সিদ্ধ ভক্ত সাধুগণ সংসার-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া, সেই গোপীকান্তের করুণ কটাক্ষে গোপী-কৃপাশ্রয় ও প্রকৃতি-ভাবাশ্রয় লাভ করিয়া, সেই পরমপুরুষ প্রাণপতি কৃষ্ণধনের পাদপদ্মের প্রেমালিঙ্গনে পরম-কৃতার্থ ও চরম চরিতার্থ হইতে পারেন। এ যদি বাঁধন হয়, তবে এই বাঁধনের জন্যই সকল সাধন। এই বাঁধনের জন্যই সাধকের মুক্তি বা বিষয়-বাঁধন বিমোচন। এ বন্ধনে বেধন নাই; এ পীযূষ-প্রলেপ! এ যে কৃষ্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকার রজত-রশ্মি-রজ্জুর বন্ধন!

"যে বাঁধনে রাধা বাঁধা রাস-কেলিকুঞ্জে।
রাধা-পদরেণু হয়ে ভক্ত তাহা ভুঞ্জে॥"

কিন্তু জীব মুক্তি লাভে শিব না হলে, সে ভক্ত হতে শক্ত হয় না।

"সংসার-সন্ন্যাসী শিব নিত্যমুক্তত্বয়।
হরি-প্রেমে বাঁধা পড়ে হরিনামে মত্ত॥"

নামে রুচি না হইলে কিছুই হইবে না। ভজন-পথে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। টিকা-বাঁধা, নামাবলী-ছদা, কণ্ঠী-আঁটা, তিলককাটা, ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা; গেরুয়া, করোয়া, কিছুতেই কিছু কুলাইবেনা। একমাত্র নামে রুচির অভাবে অপর কোটি উপকরণে কোটিকল্পেও কৃষ্ণ-পূজা হইবে না।

অতএব নামানুরাগের অভাবের ন্যায় দুর্দ্দৈবা জীবের আর কি হইতে পারে? "নামমাত্র" নাম ত আমরাও করিয়া থাকি। আমরাও কখনবা থিয়েটারের ষ্টেজে নিমাই, প্রহ্লাদ, বিল্বমঙ্গল বা হরিদাস সাজিয়া হরি-নামের বন্যা বহাইয়া দিই; এবং তাহাতেও অন্ততঃ নামাভাসের ফল পাই; কিন্তু যখন হয়ত কেবল মৎলবী হুজুকে মাতিয়া হরি-সংকীর্ত্তনে হদ্দ চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গি, লোক-দেখানো নাচ নাচিয়া পা ভাঙ্গি এবং কখন কখন সজ্ঞান "দশা" বা দুর্দ্দশায় পড়িয়া মাথা ভাঙ্গি, তখন কেবল "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং" হয়। কারণ একে ত নামে অরুচি, তাতে আবার নামাপরাধ; সুতরাং সে স্থলে নামাভাসের গৌণ-ফলও আমাদের ভাগ্যে দুর্লভ হয়। 'নারায়ণ' নামাভাসে অজামিলের এবং 'রাম' নামাভাসে ম্লেচ্ছের পাপক্ষয় ও সদ্গতিসঞ্চার হইয়াছিল. তাহার হেতু-রহস্য এই যে, তাহারা "নামাভাস" করার পর আর "নামাপরাধ" না করায় ঐ ফলের অধিকারী হইয়াছিল। আমাদের নামাভাসে পাপের বোঝা কমে না কেন? যদিও নামাভাসের সময়ে একটু ভাব লঘু লাগিতে পারে, পরে বিষয়ে ঢুকিলেই আবার যেন যে সেই! হাপরের রক্তোজ্জ্বল লোহা তুলিতে তুলিতেই আবার যে কালো সেই কালো! আমাদেরও ঐ দশা। নামাভাসের ম্লান জ্যোৎস্নায় হয় ত সাময়িক ভাবে একটু আলো পাই; আবার পরক্ষণেই আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন ব্যঙ্গস্বরে বলিতে থাকে—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!" এরূপ বিড়ম্বনার কারণ কেবল আমাদের নামাপরাধ। নামাভাসে একটুকু উঠি, নামাপরাধে আবার ততোধিক নামিয়া পড়ি। এইরূপে আমাদের একপদে উন্নয়ন, পরপদে অধঃপতন ঘটিতেছে।

"নামাভাসে অপরাধ এড়ি পাপ যায়।
রুচিযোগে-অনুরাগে নামে প্রেম পায়॥"

এই শিক্ষা ভুলিয়া আমরা নামাভাস-শক্তির সাহায্য লাভে অনেক সময়েই বঞ্চিত হইতেছি। একদিকে যেমন সে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, অপরদিকে অমনি অপরাধে তাহা অপব্যয়িত হইতেছে। তবে আর আশা কোথায়?

আশা আছে। আমাদেরই রুচির অভাব, অমৃতের ত অভাব হয় নাই। হরিনামের ত আর লোপ হয় নাই। যখন নাম আছে, তখন সব আছে; সুতরাং আশাও আছে। আমরা সদাই সাপরাধ হইলেও এবং নাম না পাইলেও, নামাভাসেই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। মগ্ন তরীর ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ডও মজ্জমানের ত্যাজ্য হইতে পারে না। এই অধমাধিকারে নামাভাসও আমাদের আরাধ্য-ধন। 'গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্‌" সার করিয়া, এই নামাভাস নিয়াই আমাদের

পড়িয়া থাকিতে হইবে। নামাপরাধীকে নামই নিস্তার করিবেন।

"ভূমৌ স্খলতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং পরম্॥"
ভূমে যে আছাড়ি পড়ে ভূমিই আলম্ব তার।
তোমাতে অপরাধীর তুমিই আশ্রয় সার॥

নামাপরাধীর নামাশ্রয় প্রপন্নতাও এই প্রকার।

পিত্তদোষ-দুষ্ট-রসনায় মিশ্রী তিক্ত লাগে; কিন্তু তবু যেন জোর করিয়া সেই ত্রিদোষঘ্নী মিশ্রী মুখে রাখিতে রাখিতে সময়ে সেই রসনায় আবার সেই মিশ্রীই মিষ্ট লাগে!

"হরি সে লাগি রহো রে ভাই!
তেরা বনত বনত বনি যাই।"

লাগিয়া থাকিতে পারিলে একদিন বনিয়া যায়। নাম লইয়া পড়িয়া থাকিলে, নামের অমৃতমাধুর্য্য রসে ক্রমে আপনি মন রসে। নামে মন বসিলে, অর্থাৎ রুচি আসিলে, আর নামাপরাধের ভয় থাকে না। হয়ত প্রথম প্রথম রুচির আস্বাদ ভাল বুঝা যায় না। কখনও নাম হয়, কখনও নামাভাস হয়। সে নামাভাসেরও ফল তখন ফলে; কারণ রুচির শুভ সমাগম হইতে থাকিলেই নামাপরাধ দূরে পালাইতে থাকে। এতাবতা নামেরুচি বা নামানুরাগই সাধনের মূলধন,—ভজনের অনন্য উপকরণ। এই সুসম্পন্ন সাধনযন্ত্র দুর্লভ মানব-দেহ পাইয়া, যাহার কর্ম্মদোষে একমাত্র ভগবন্নামানুরাগ-বিরহে ইহা কেবল কামারের জাঁতার ন্যায় শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের জড়-যন্ত্ররূপে গণিত, তাহার মত দুঃখী কে? হায়! ভগবন্নামানুরাগ-বিরহে যে মানবের স্বভাব-স্বর্গ নরকে অবনত, হৃদয়-নন্দন শ্মশানে পরিণত, তাহার মত অভাগা কে? ভগবন্নামানুরাগে বঞ্চিত হইয়া, যাহার সঞ্চিতধন নষ্ট, মুখের গ্রাস ভ্রষ্ট, হাসির স্থানে অশ্রুরাশি, আশা-উল্লাসের স্থানে হা-হুতাশ, তাহার মত দুর্দ্দৈব-তাড়িত—দুর্দ্দশা-পীড়িত দীনাতিদীন দয়ার পাত্র কে আছে? বিশেষতঃ কর্ম্মভূমি ধর্ম্ম-ক্ষেত্র—প্রেমময় ভগবানের বিবিধ বিচিত্র প্রেম-লীলা-বিলাস-ক্ষেত্র—গোলোক-গৌরবস্পর্দ্ধী ভারত-ভূলোকের লোকের পক্ষে এ দারুণ দুর্দ্দৈব জন্য উপযুক্ত আক্ষেপবাক্য ভাষা-ভাণ্ডারে দুর্লভ। হায়! আমরা—

"গঙ্গাতীরবাসী হয়ে তাপিত তৃষ্ণায়!
কল্পতরুতলে রয়ে ক্ষোভিত ক্ষুধায়!"

জীবের এ হেন শোচনীয় দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়াই আর্ত্ত জীবের অন্তরাত্মার নীরব করুণ ক্রন্দন সরব করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি——"মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"

এই ভাবের একটি রামপ্রসাদী সুরের বৈষ্ণব-সঙ্গীত এই স্থানে নিবেদন করিলাম—

"(হরি) নাম-রসে মন মজ্‌লনারে॥
(এসে) কি অমৃতে কি আকাচ, মন বুঝ তা বুঝ্‌লনারে॥
(হরি) নাম-বন্যা বহালে নিতাই, মন-মরু মোর ভিজ্‌লনারে॥
কৃষ্ণ কতই নাম নিলেন, নিজ ভক্তনামে দিলেন,
যুগলরূপে নামে এলেন, এমন নাম মন ভজ্‌লনারে॥
দয়াল হরির দয়া যেমন, এ দীনের দুর্দ্দৈব তেমন,
নামামৃত পেয়ে এমন, বিষয়-বিষ ত্যজ্‌লনারে॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ভ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুম্ভ রাশির

পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্র।

শ্রবিষ্ঠা মণ্ডলের পূর্ব্ব ভাগে যে তারা-ময় সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র লক্ষিত হয়, ঐ সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র পক্ষিরাজ মণ্ডলে অবস্থিত; এই সম চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণ চতুষ্টয়ে যে চারিটী তারা আছে, এই তারা চতুষ্টয় গো-ক্ষুর সদৃশ, ভদ্রা বা সুরভির পদ চতুষ্টয় ভাদ্র পদ বলিয়া খ্যাত। তারা চতুষ্টয়ের পশ্চিমস্থ তারা দ্বয়ে পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্র গঠিত। এই তারা দ্বয়ের উত্তরস্থটীর নাম সুরভি। এই সুরভী তারা পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্রের যোগ তারা। দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম মুখা।

কুম্ভ রাশি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে কুম্ভ রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলসধারী শীর্ষোদর চরণ রহিত পুরুষ বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু আকাশে এরূপ কোন মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না, তবে শতভিষা নক্ষত্রকে ঘট বা কলস বলিয়া কষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে।

মীন রাশির।

উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র।

পক্ষিরাজ মণ্ডলস্থ তারাময় সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের অগ্নি কোণস্থ ও ঈশান কোণস্থ তারাদ্বয়ে উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র গঠিত। তারাদ্বয়ের উত্তরস্থ তারাটীর নাম প্রতিষ্ঠা-তারা। এবং এই তারা উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্রের যোগ তারা, এবং দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম গোপদ, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র দ্বয়ের তারা চতুষ্টয় পর্য্যঙ্কাকৃতি বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত।

মীন রাশিস্থ

রেবতী নক্ষত্র।

সুরভি তারা ও গোপদ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা অগ্নি কোণে প্রসারিত করিলে, গোপদ তারা হইতে ছয় হাত দূরে একটী ক্ষুদ্র তারা স্পর্শ করিবে, এই ক্ষুদ্র তারার নাম মৎস্যপালক, মৎস্য পালক তারা ও তাহার পূর্ব্বস্থ অপর দুইটী ক্ষুদ্র তারা এই তারাত্রয় মৎস্যপুচ্ছাকৃতি। মৎস্য পুচ্ছের পূর্ব্বস্থ-তারার নাম মূল কীলক, মৎস্য পুচ্ছের উত্তরে নব তারার মৎস্য দেহ গঠিত। এই দ্বাদশ তারায় রেবতী গঠিত। রেবতীর সম্মুখে একটী তারা-স্তবক অবস্থিত। এই তারা স্তবকের পাশ্চাত্য নাম স্তবক রাজ্ঞী, পুরাণে এই স্তবক রাজ্ঞী মাতৃকা রেবতী নামে বর্ণিত।

মূল কীলক তারা রেবতী নক্ষত্রের যোগ তারা, এবং এই তারার ১০ পল পূর্ব্বস্থ বিন্দু মেষ রাশির আদিস্থান, এই জন্য এই তারার নাম মূল কীলক, তারাময় মৎস্য উল্লম্ফন ভাবে অবস্থিত, এই জন্য মৎস্যটী রেবতী নামে অভিহিত, বেদ মতে রেবতী নক্ষত্র এক তারাময়, ক্রমে রেবতীর কলেবর বৃদ্ধি হইয়া রেবতী ত্রিতারক ময় দ্বাদশ তারকময় বা দ্বাত্রিংশৎ তারকময় হইয়াছে।

মীন রাশি।

কুম্ভ রাশির ঈশান কোণে মীন রাশি অবস্থিত। মৎস্যাকৃতি রেবতী হইতে এই রাশি মীন রাশি বলিয়া খ্যাত।

মতান্তরে মীন রাশি তারাময় মৎস্য যুগল রূপে বর্ণিত, মীনের সম্মুখে মৎস্যাকৃতি মাতৃকা রেবতী অবস্থিত। [ক]

মাতৃকা রেবতী পাশ্চাত্যে স্তবক রাজ্ঞী নামে অভিহিত, এবং দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড সদৃশ, ইহার আয়তন ২ × ৪ ইঞ্চি [খ]

মেষ রাশিস্থ

অশ্বিনী নক্ষত্র।

রেবতী নক্ষত্রের পূর্ব্ব ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র অবস্থিত। মূল কীলক তারা হইতে ঈশান কোণ অভিমুখে একটী রেখা টানিলে ১৬ হাত দূরে দুইটী তৃতীয় শ্রেণীর শুভ্র বর্ণ উজ্জল তারা দৃষ্টি-গোচর হইবে। তারা দ্বয় পরস্পর দুই হাত ব্যবধানে অবস্থিত, এই তারা দ্বয়ের উত্তরস্থ তারাটীর নাম অমল, এবং দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম শির-স্ত্রাণ তারা, শিরস্ত্রাণ তারার এক ফুট অগ্নি কোণে পঞ্চম শ্রেণীর একটী ক্ষুদ্র তারা আছে। এই তারাত্রয়ে অশ্বিনী নক্ষত্র গঠিত।

(ক) পুরাণে তারা গুচ্ছ, তারা স্তবক, এবং বাষ্প স্তবকগণ মাতৃকা নামে বর্ণিত এবং মানব জাতির পরম শত্রু বলিয়া কথিত।

(খ) রেবতী মৎস্যের মস্তক সংলগ্ন স্তবক রাজ্ঞী, পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যেন আদিনীন ময়ূর নৌকা শৃঙ্গে ধারণ করিয়া সমুদ্রে (অন্তরীক্ষে) অদ্যাপি সন্তরণ করিতেছে।

তারা-ত্রয় অশ্বমুখাকৃতি এবং এই জন্য এই নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, অমল তারা অশ্বি-নীর যোগ তারা, এই তারা-ত্রয়ের আকৃতি গড্ডলিকার লাঙ্গুল সদৃশ। এবং অশ্বিনী নক্ষত্র মেষ রাশির লাঙ্গুল গঠন করিতেছে।

মেষ রাশিস্থ

ভরণী নক্ষত্র।

অশ্বিনী নক্ষত্রের পূঃ পূঃ উঃ কোণে এবং অমল তারা ও দেবসেনা তারার যোগ রেখার মধ্য ভাগের উত্তরে, একটী ক্ষুদ্র তারাময় ক্ষুদ্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতি লক্ষিত হয়, ত্রিভুজের কোণ ত্রয়ে তিনটি ক্ষুদ্র তারা অবস্থিত, এই তারা ত্রয়ে ভরণী নক্ষত্র নির্ম্মিত, ভরণীর পূর্ণ নাম অপভরণী। ভরণীর দেবতা যম, এজন্য ভরণীর অপর নাম যাম্যা। ভরণী নক্ষত্রে মেষ-মুণ্ড গঠিত। ত্রিভুজের পূর্ব্ব কোণস্থ তারা ভরণীর যোগ তারা।

মেষ রাশি।

মীন রাশির ঈশান কোণে মেষ রাশি অবস্থিত, এই রাশিতে অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র অবস্থিত, ভরণী মেষমুণ্ড রূপে, এবং অশ্বিনী মেষ লাঙ্গুল রূপে অবস্থিত, ইহা পারিস্কার নয়ন গোচর হয়।

তারা—নক্ষত্র।

রাত্রিকালে ভূ গোলে ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড সদৃশ যে সকল জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হয় তাহাদিগের নাম তারা সমুদ্র (অন্তরীক্ষ) সলিলে সন্তরণ-কারী ঐ সকল জ্যোতিষ্ক তারা নামে খ্যাত, চলিত ভাষায় নক্ষত্র শব্দ ভূ গোলস্থ ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক বা তারা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং

বেদাদিতে নক্ষত্র শব্দ তারা-শব্দের প্রতিপদ-রূপে-ব্যবহৃত-থাকা লক্ষিত হয়। "যাঁহারা ইহলোকে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তারালোকে গমন (নক্ষণ) করেন, এজন্য তাবার নাম নক্ষত্র"। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৫।৩।৫ ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।১১) যথা "অত্রি আদি সপ্ত ঋষিগণ তপশ্চরণে সৃষ্টি বিধান করিয়া অধুনা নক্ষত্র রূপে দ্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন"। (তৈঃ আঃ ১।১১)। সূর্য্যালোকে বীর্য্যশূন্য বা প্রতিভা শূন্য হয় বলিয়া ন ক্ষত্র নাম। (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২)। অথবা "তপস্যা হইতে ক্ষান্ত নহে" এই অর্থে ন-ক্ষত্র নাম। (কাশী খণ্ড ১৫)। মৎস্য পুরাণ মতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বলিয়া ন-ক্ষত্র নাম। (ন ক্ষীয়তে,) আবার ভর্ত্তৃহরি মতে নক্ (অন্ধকার) হইতে ত্রাণ করে বলিয়া নক্ষত্র নাম, এবং সমুদ্র (অন্তরীক্ষ) সন্তরণকারী বলিয়া নক্ষত্রের তারা নাম। (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩ ৫)। অথর্ব্ব বেদে নক্ষত্রগণ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত-(অঃ বেঃ ১১।১।৪০)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-মতে নক্ষত্রগণ দেবগণের-গৃহ (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।৫।) এবং আদি সৃষ্ট জীবগণের আবাস ভূমি (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।৫) শতপথ ব্রাহ্মণ মতে স্বর্গগত সাধুজনের প্রতিভা নক্ষত্ররূপে লক্ষিত হয়। (শঃ ব্রাঃ ৬।৫।৪।৮) পদ্মপুরাণ মতে নক্ষত্র পূজক নক্ষত্র সদৃশ প্রভা সম্পন্ন হইয়া নক্ষত্র লোকে বাস করেন, (কাশী খণ্ড ১৫) এবং দেশীয় জন-প্রবাদ মতে তারাগণ মৃত মানব বৃন্দের চক্ষু।

নক্ষত্রবিদ্যামতে তারাগণ এক এক সূর্য্য। রাশি চক্রের আয়তন-৩৬০ × ১৬। সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে এই রাশি চক্র বা ভ-চক্রের— এক সপ্ত বিংশ অংশের এক এক অংশের নাম এক নক্ষত্র। রাশি চক্রের ২৭টী অংশ ২৭ নক্ষত্র বলিয়া গণ্য। (১) (সূঃ সিঃ ১২। ২৫)। সুতরাং এক নক্ষত্র রাশি চক্রের এক অংশ যাহার দৈর্ঘ্য ১৩⅓ অংশ এবং বিস্তৃতি ১৬ গতিকে এক নক্ষত্র বহু তারকময় স্থান এবং ঐ স্থানস্থ প্রধান তারা বা তারা চয়ের নামে ঐ স্থান খ্যাত।

যথা অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি শব্দ স্থান বাচক। অশ্বিনী নক্ষত্র বলিলে ভ-চক্রের এমন একনির্দ্দিষ্ট ভাগ বুঝিতে হইবে, সে নির্দ্দিষ্ট ভাগে অশ্ব মুণ্ডাকৃতি তারাত্রয় আছে। অপভরণী (ভরণী) নক্ষত্র বলিলে রাশি চক্রের এমন এক নির্দ্দিষ্ট-ভাগ বুঝিতে হইবে, সে নির্দ্দিষ্ট ভাগে ত্রিকোণাকৃতি তারাত্রয় আছে। কৃত্তিকা নক্ষত্র বলিলে রাশি চক্রের এমন এক নির্দ্দিষ্ট ভাগ বুঝিতে হইবে, সে ভাগে ৬য়টী তারায় একখানি ক্ষুর গঠিত করিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র শব্দ সংজ্ঞা মাত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে নক্ষত্র শব্দের মুখ্য অর্থ তারাময় রাশি চক্রের এক বিভাগ বা খণ্ড এবং গৌণ অর্থ তারাপুঞ্জ। বর্ত্তমানে জ্যোতিষিক প্রয়োগে নক্ষত্র শব্দ তারা শব্দের প্রতি শব্দ রূপে ব্যবহৃত না হইয়া তারাপুঞ্জ অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে।

(১) পুনঃ দ্বাদশধা আত্মানং বিভজৎ রাশি সংজ্ঞকং
নক্ষত্র রূপিণং ভূয়ঃ সপ্তবিংশ আত্মকাংশী।

যথাঃ (১) গ্রহ নক্ষত্র তারাণাং ধ্রুমে বিশ্বসা বা বিভুঃ ; ইতি (সূঃ।সিঃ ১২।২৮)

(২) সূর্য্যা চন্দ্রমসো তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ। ইতি বিষ্ণু পুরাণ ২।৯।৩

(৩) এবং সূর্য্য-প্রভাবেন সর্ব্বাঃ নক্ষত্র তারকাঃ। ইতি কৌর্ম্মে ১৮

(৪) গ্রহ নক্ষত্র তারাণাং অধিপঃ বিশ্ব ভাবন। ইতি বাল্মীকি ৬।১০৬।১৫

(৫) নক্ষত্র তারা গ্রহ সঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ। রঘুবংশ ৬।২২ ইত্যাদি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই সমস্ত ভাষাবিৎ ভাষাপাঠক ভাষা বিশোধক শাস্ত্রকার ও মহাকবিগণের শাস্ত্রে শিষ্ট প্রয়োগ উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া বঙ্গীয় সুলেখক ও গ্রন্থকারগণ তারা অর্থে নক্ষত্র শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য।

শাস্ত্রে বলে ধ্রুব তারা অগস্ত্য তারা, (সূঃ। সিঃ ১২। ৪৩; ৮। ১০) ধ্রুব নক্ষত্র বলিলে সহসা শ্রোতার ভ্রম জন্মে। শাস্ত্রবলে স্বাতি নক্ষত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। স্বাতি তারা ধনিষ্ঠা তারা বলিলে পাঠকের মন রাশি-চক্র হইতে ৬০ উত্তরে সঞ্চালিত হয়। এরূপ প্রয়োগ বিশদ বা শিষ্ট নহে।

ভূ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের স্থূলতঃ পর্য্যায় তালিকা।

বীথিকা।	মণ্ডল বা রাশির নাম।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৩	মৃগব্যাধ	লুব্ধক	
৭	ভূতেশ	নিষ্টা	কুঙ্কুম
"	মহিষাসুর	জয়	শুক্ল
২	ব্রহ্ম	ব্রহ্মহৃৎ	পীত
৯	বীণা	নীলমণি	জরদা
৩	কাল পুরুষ	বাণরাজ	নীলাভশুক্ল
১	বামী	নদীমুখ	শুক্ল
৩	অর্ণবযান	অগস্ত্য	"
৪	শুনী	সরমা বা প্রভাস	নীলাভশুক্ল
৭	মহিষাসুর	বিজয়	শুক্ল
৩	কালপুরুষ	বিশাখ	রক্ত
২	বৃষরাশি	হলদীবর্ণ	পীতবর্ণ
৬	ত্রিশঙ্কু	বিশ্বামিত্র	শুক্ল
৮	বৃশ্চিক রাশি	পারিজাত	রক্তবর্ণ
১০	গরুড়	বাসুদেব	নীলাভশুক্ল

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের স্ফুটত্ব পর্য্যায় তালিকা।

বীথী।	মণ্ডল বা রাশির নাম।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৪	কর্কটরাশি	মোহ	শুক্ল
৬	কন্যারাশি	চিত্রা	নীলাভশুক্ল
১১	দক্ষিণমীন	মৎস্যমুখ	,,
৫	সিংহরাশি	খ্যাতি	পাণ্ডু
৩	মৃগব্যাধ	পিনাক	শুক্ল
১০	বক	পুচ্ছ	,,

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের বীথী পর্য্যায় তালিকা। (১)

বীথী	মণ্ডল বা রাশি।	তারা নাম।	বর্ণ।
১	যামী	নদীমুখ	শুক্ল
২	ব্রহ্মা	ব্রহ্মহৃৎ	পীত
,,	বৃষরাশি	জলদীবর্ণ	,,
৩	মৃগব্যাধ	লুব্ধক	নীলাভশুক্ল
,,	কালপুরুষ	বাণরাজ	নীলাভশুক্ল
,,	অর্ণবযান	অগস্ত্য	শুক্ল
,,	কালপুরুষ	বিশাখ	রক্তবর্ণ
,,	মৃগব্যাধ	পিনাক	শুক্ল
৪	শুনী	নবম্রা	নীলাভশুক্ল
,,	কর্কটরাশি	মোহ	শুক্ল
৫	সিংহরাশি	খ্যাতি	পাণ্ডু
৬	ত্রিশঙ্কু	বিশ্বামিত্র	শুক্ল
,,	কন্যারাশি	চিত্রা	নীলাভশুক্ল
৭	ভূতেশ	নিষ্ঠ্যা	কুঙ্কুম
,,	মহিষাসুর	জয়	শুক্ল
,,	,,	বিজয়	শুক্ল

(১) সৌম্য হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত ছেদ করিয়া ভ—গোলকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক বিভাগকে বীথী বলা যায়, এক এক বিভাগ আকারে কমলা লেবুর এক এক কোষ পৃষ্ঠ সদৃশ হইবে।

উ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের বীথী পর্য্যায় তালিকা।

বীথী।	মণ্ডল বা রাশি।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৮	বৃশ্চিকরাশি	পারিজাত	রক্তবর্ণ
৯	বীণা	নীলমণি	জলদ „
১০	গরুড়	বাসুদেব	নীলাভশুক্ল
„	বক	পুচ্ছ	শুক্ল
১১	দক্ষিণমীন	মৎস্যমুখ	নীলাভশুক্ল

নক্ষত্রগণ।

নক্ষত্র সংখ্যা	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ মতে নক্ষত্র নাম।	অথর্ব্ববেদ মতে নক্ষত্র নাম।	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।
১	কৃত্তিকা	কৃত্তিকা	কৃত্তিকা	বহু
২	রোহিণী	রোহিণী	রোহিণী	১
৩	মৃগশীর্ষ	মৃগশিরা	ইন্বকা	২৩
৪	আর্দ্রা	আর্দ্রা	বাহু	১
৫	পুনর্ব্বসু	পুনর্ব্বসু	পুনর্ব্বসু	২
৬	তিষ্য	পুষ্যা	তিষ্য	১
৭	অশ্লেষা	অশ্লেষা	অশ্লেষা	বহু
৮	মঘা	মঘা	মঘা	বহু
৯	পূঃ ফল্গুনী	পূঃ ফল্গুনী	পূঃ ফঃ	২
১০	উঃ ফল্গুনী	উঃ ফল্গুনী	উঃ ফঃ	২
১১	হস্তা	হস্তা	হস্তা	১
১২	চিত্রা	চিত্রা	চিত্রা	১
১৩	স্বাতি	স্বাতি	নিষ্ট্যা	১
১৪	বিশাখা	বিশাখা	বিশাখা	২
১৫	অনুরাধা	অনুরাধা	অনুরাধা	১
১৬	রোহিণী	জ্যেষ্ঠঘ্নী	রোহিণী	১
১৭	বিচৃত	মূল বর্হণী	মূল বর্হণী	বহু

নক্ষত্রগণ।

নক্ষত্র সংখ্যা	কৃষ্ণ যজুর্বেদ মতে নক্ষত্র নাম।	অথর্ববেদ মতে নক্ষত্র নাম।	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।
১৮	পূঃ আষাঢ়া	পূঃ আষাঢ়া	পূঃ আষাঢ়া	বহু
১৯	উঃ আষাঢ়া	উঃ আষাঢ়া	উঃ আষাঢ়া	বহু
২০	...	অভিজিৎ	...	১
২১	শ্রোণা	শ্রবণা	শ্রোণা	বহু
২২	শ্রবিষ্ঠা	শ্রবিষ্ঠা	শ্রবিষ্ঠা	বহু
২৩	শতভিষক্	শতভিষক্	শতভিষক্	১
২৪	পূঃ প্রোষ্ঠপদ	পূঃ পোষ্টপদ	পূঃ প্রোঃ	বহু
২৫	উঃ প্রোষ্ঠপদ	উঃ পোষ্টপদ	উঃ প্রোঃ	২
২৬	রেবতী	রেবতী	রেবতী	১
২৭	অশ্বযুজা	অশ্বযুজা	অশ্বযুক্	২
২৮	অপভরণী	ভরণী	অপভরণী	১

শ্রীপতি মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।	যোগ তারা নাম। হিন্দু নাম।	পাশ্চাত্য নাম।
কৃত্তিকা	৬	প্রীতি	Merope
রোহিণী	৫	চন্দ্রবীর্য্য	Aldebaran.
মৃগশিরা	৩	এণক	Heka.
আর্দ্রা	১	বিশাখ	Betelgeux.
পুনর্ব্বসু	৪	সোমতারা	Pollux.
পুষ্যা	৩	গৰ্দ্দভ	S. Asellus.
অশ্লেষা	৫	বাসুকী	Delta Hydrae
মঘা	৫	খ্যাতি	Regulus.
পূঃ ফঃ	২	শিবা	Zosma.
উঃ ফঃ	২	সিংহলাঙ্গুল	Denebola.
হস্তা	৫	তর্জ্জনী	Algoreb.
চিত্রা	১	চিত্রা	Spica.
স্বাতি	১	নিষ্ট্যা	Arcturus.

শ্রীপতি মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।	যোগতারা নাম। হিন্দু নাম।	পাশ্চাত্য।
বিশাখা	৪	বামাকীলক	Zuben el Genubi.
অনুরাধা	৪	বিবাচক্রনা	Dschubba.
জ্যেষ্ঠা	৩	পারিজাত	Antares.
মূলা	১১	শ্যাম বা শুক	Shaulah.
পূঃ আঃ	২	তুলনা	Delta Sagittarii
উঃ আঃ	২	রক্ষা	Sigma Sagittarii.
অভিজিৎ	৩	নীলমণি	Vega.
শ্রবণা	৩	বাসুদেব	Altair
ধনিষ্ঠা	৪	রত্নপুরী	Rotaner
শত তারকা	১০০	জলোদর	Lambda Aquarii.
পূঃ ভাঃ	২	সুরভি	Scheat
উঃ ভাঃ	২	পোড়িনী	Alpheratz.
রেবতী	১২	মূল কীলক	Zeta Piscium.
অশ্বিনী	৩	অমল	Hamal.
ভরণী	৩	অপসরণী	Nu 41.

১ম বীথী।

পরশু মণ্ডল।

বৃষ মণ্ডলের পশ্চিম-ভাগে এবং মেষ ও বৃষরাশির উত্তর-ভাগে পরশু মণ্ডল অবস্থিত পরশুমণ্ডল ছায়াপথের-মধ্যগত। পরশু-মণ্ডল দেখিতে একখানি কুঠার সরল-ভাবে ছয় হাত, কুঠার পক্ষ তারায় নির্ম্মিত, কুঠারস্কন্ধে এই মণ্ডলের সর্ব্ব প্রধান তারা অবস্থিত। তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ইহার নাম কুঠারপৃষ্ঠ তারা। এবং কুঠার দণ্ড মূলে একটী পীতবর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা অবস্থিত। এই তারা-টীর নাম মায়াবতী। মায়াবতী কুঠার-পৃষ্ঠ তারা হইতে ছয় হাত দক্ষিণে স্থিত। মায়াবতী ও কুঠারপৃষ্ঠ তারার যোগরেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে ঐ রেখা ধ্রুবতারার সন্নিহিত হয়। মায়াবতী বহুরূপী বা কামরূপ তারাগণের শিরোমণি, ৬৯ ঘণ্টা কাল মধ্যে মায়াবতী ৬০ ঘণ্টা ৪১ মিনিট পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। পরে ক্রমে মলিনতা প্রাপ্ত হয়, ৪½ ঘণ্টা মধ্যে মায়াবতী চতুর্থ শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এবং ১৯ মিনিট কাল অবনতি ভোগ করিয়া ২ ঘণ্টা কাল

ধ্যে পূর্ণ প্রভা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে মায়াবতী সতত স্থূলত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ভোগ করিতেছে। মায়াবতীর স্থূলত্বের পরিবর্ত্তন হেতু পাশ্চাত্যে মায়াবতী ভীষণা (Algol) নামে খ্যাত। মায়াবতীর দুই ফুট দক্ষিণে আর একটী বহুরূপ তারা আছে, এই তারাটী রক্তবর্ণ ও চতুর্থ শ্রেণীর। এই তারাটীর নাম বেণুকা। পাশ্চাত্যে বেণুকা তারা মেডুসা (Caput Meduci) নামে খ্যাত (১) এই মণ্ডলে M দ্বারা চিহ্নিত একটী তারাস্তবক আছে। ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণে এই তারা স্তবক অতি সুন্দর দেখায়।

১ম বীথী।

ত্রিকোণ-মণ্ডল।

অশ্বিনী নক্ষত্রের উত্তর ভাগে উত্তর ত্রিকোণ মণ্ডল অবস্থিত। তারাত্রয়ে একটী দ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইয়াছে। তারাত্রয়ের একটী তারা অতি ক্ষুদ্র। একটী তৃতীয়-শ্রেণীর এবং একটী চতুর্থ শ্রেণীর। ত্রিভুজের সম দুইটী বাহু লম্বে ৪ হাত এবং ভূমি রেখা লম্বে ১ হাত।

১ম বীথী।

মেষরাশি।

মেষ রাশির বর্ণনা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রেবতী নক্ষত্রের মূল কীলক-নামক তারা হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশি অবস্থিত (২)। প্রত্যেক রাশি লম্বে ৩০ অংশ এবং বিস্তারে ১৬ অংশ। এবং দ্বাদশ রাশিতে ভ-চক্র সমাবৃত।

১ম বীথী।

তিমি মণ্ডল।

মেষ রাশির দক্ষিণে তিমি মণ্ডল। এই মণ্ডলে পঞ্চ তারায় একটী মৎস্যাকৃতি গঠিত হইয়াছে। মৎস্য লম্বে ১৫ হাত বিস্তারে ৪ হাত, মৎস্যমুণ্ড নরমুণ্ড সদৃশ। মৎস্য দেহ মৎস্যাকৃতি, তিমি মুণ্ডে একটী রক্তবর্ণ বহুরূপ তারা অবস্থিত। কামরূপত্ব হেতু এই তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এবং মানবের অদৃশ্য হয়। এই তারাটীর নাম মার। মার তারা ১৫ দিবস পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। তৎপরে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তিন মাস মধ্যে মার তারা অদৃশ্য হয়। পঞ্চ মাস মার তারা অদৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া পরে ক্ষীণ ভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়। এবং মাসত্রয় ক্রমে প্রভা বৃদ্ধি হইয়া মার তারা পুনঃ পূর্ণ প্রভা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সার্দ্ধ একাদশ মাস মধ্যে ১৫ দিবস

(১) গ্রীসীয় প্রবাদ মতে গর্গন—গন নামে তিনটী কুমারী ছিলেন, ইহাদিগের নাম ..., যুর্গলা এবং মেডুসা। কুমারীত্রয় মধ্যে মেডুসা নর ছিলেন। কিন্তু অতি সুন্দরী ছিলেন। মেডুসার গর্ভে নেপচুনদেবের দুটী পুত্র জন্মে। এজন্য এথিনা দেবীর অভিশাপে মেডুসার কেশপাশ সর্পময় হয়। মেডুসার মুখ দর্শনে মানব পাষাণ হয়। ...দেব মেডুসা-দেবীর মুণ্ড কাটিয়া এথিনা-দেবীকে উপহার দেন। এবং এথিনাদেবী বর্ম্মবক্ষে মেডুসা-মুণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মেডুসা মুণ্ডতলে-বেণুকা-...। এবং কপাল দেশে মায়াবতী তারা ...হিত।

(২) বিষুবৎ ক্রান্তি বৃত্তৌ কাৎপূর্ব্ব-
ভাগ স্থিতাঃ স্থিরাঃ
মেষাদ্যাঃ রাশয়ঃ ক্রান্তিবৃত্তয়ঃ পূর্ব্বাদিক
ক্রমাৎ। মনীশ্বর।

মাত্র মার তারা পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। মার তারার পাশ্চাত্য নাম মার [বিস্ময়কর] এবং ববিলনে এই তারা অপ (খদ্যোত) নামে খ্যাত ছিল। মৎস্যের পুচ্ছ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী তারা স্থিত। এই তারার নাম মৎস্যপুচ্ছ। তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং অতি উজ্জ্বল। মৎস্য দেহ চতুর্ভুজাকৃতি চারিটী তারায় গঠিত।

১ম বীথী।

যামী মণ্ডল।

তিমি মণ্ডলের দক্ষিণে যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডল ও ভাস্কর মণ্ডল। যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডলের দক্ষিণে যামী-মণ্ডলের দাক্ষিণাংশে অবস্থিত, যামী নদী কাল-পুরুষের দক্ষিণপদ হইতে প্রবাহিত হইয়া যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডলের দূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডলের তারাগণের মধ্যে নদীর মুখ প্রদেশে যে একটী প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ—তারা আছে, সেই—তারাটী সর্ব্ব প্রধান। এই তারাটীর নাম নদীমুখ, এই তারাটীর বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নাম এচারনার (আখির—অল—নহর = নদীর শেষ প্রাপ্ত)। এবং আমির উলুগ্‌-বেগের তালিকায় এই তারা অল—দালিম নামে খ্যাত। এই মণ্ডলের অপর—তারাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তন্মধ্যে যোলটী তারায় একটী নৃমুণ্ডাকৃতি গঠিত হইয়াছে।

২য় বীথী।

১ম মণ্ডল—চিত্র ক্রমেল মণ্ডল।

(Camelopardalis)।

২য় বীথীর শীর্ষদেশে এই মণ্ডল অবস্থিত, চাক্ষুষ দৃষ্টিতে এই মণ্ডলের রূপ কষ্ট কল্পনা মূলক বলিয়া বোধ হয়। এই মণ্ডল আধুনিক। ১৬৯০ খৃঃ জ্যোতির্ব্বিদ (Helvelius) এই মণ্ডলের নাম করণ করেন। এই মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাময়। স্থূলতঃ ইহার সর্ব্বপ্রধান তারা ৫ম শ্রেণীর।

২য় মণ্ডল—ব্রহ্ম মণ্ডল।

ব্রহ্ম মণ্ডল ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতে এই মণ্ডলের নামবৎ (Auriga) (১)।

২য় বীথী।

বৃষ রাশি।

ব্রহ্ম মণ্ডলের দক্ষিণে বৃষ রাশি অবস্থিত, বৃষ রাশি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

২য় বীথী।

সুবর্ণাশ্রম মণ্ডল।

বৃষরাশি দক্ষিণে যামী মণ্ডল, যামী মণ্ডলের দক্ষিণে ঘটিকা মণ্ডল। ঘটিকা মণ্ডলের দক্ষিণে-সুবর্ণাশ্রম মণ্ডল। এই মণ্ডল অগস্ত্য তারার অতি সন্নিহিত। এই মণ্ডলের-পাশ্চাত্য নাম সুবর্ণ মণ্ডল (Dorado) কারণ এই মণ্ডলে একটী স্বর্ণ বর্ণের ক্ষুদ্র তারা আছে, তারাটী ৫ম শ্রেণীর। এই তারাটী বহুরূপতারা। হ্রাসকালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এই বহুরূপ

(১) কিন্তু অশ্বিদ্বয় (castor এবং pollux) হইতে এই মণ্ডল বহুব্যবধানে অবস্থিত। রথ একদেশে, রথী একদেশে থাকা অসম্ভব। এবং অশ্বিদ্বয়ের রথের বৈদিক বর্ণনা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বিদ্বয়ের পুরাবৃৎ মধুচক্র নামক তারা স্তবক এবং খর ও গর্দ্দভ নামক তারাদ্বয়ে ঐ রথ সজ্জিত।

তারার নাম লোপামুদ্রা (২) কারণ হ্রস্বতমকালে এই তারা দৃষ্টি গোচর হয় না। এজন্য এই তারার নাম লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা তারা অগস্ত্য তারার ১০ হাত দূরে নৈঋত কোণে অবস্থিত।

৩য় বীথী।

মিথুন রাশি।

এই রাশি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এই রাশির নাম করণ পরবর্ত্তী কর্কট রাশিস্থ অশ্বিদ্বয় (সৌম্যতারা ও হরিদ্বর্ণ বিষ্ণু তারা) হইতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই রাশিতে হরিদ্বর্ণ কোন তারা নাই। কিন্তু রাশিগণের বর্ণ ভেদ কথনে দৈবজ্ঞ মনোহর বলিয়াছেন যে, মিথুন রাশি হরিত বর্ণ (৩) সুতরাং অশ্বিযুগল হইতে এই রাশির নাম করণ হইয়াছে বলিতে হইবে।

৩য় বীথী।

কালপুরুষ মণ্ডল।

কাল পুরুষ মণ্ডল মিথুন রাশির দক্ষিণে অবস্থিত। এই তারা মণ্ডল পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩য় বীথী

শশ মণ্ডল।

কাল পুরুষ মণ্ডলের দক্ষিণে শশ মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলে ৬টী তারায় পশ্চিমাভিমুখ একটী শশবিমানে অঙ্কিত আছে।

৩য় বীথী।

কপোত মণ্ডল।

শশ মণ্ডলের দক্ষিণে কপোত মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলে অষ্ট তারায় একটী কপোত মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

৩য় বীথী।

কাল পুরুষ মণ্ডল।

মিথুন রাশির দক্ষিণে কাল পুরুষ মণ্ডল এই তারা মণ্ডলের বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩য় বীথী।

অর্ণবযান মণ্ডল।

কপোত মণ্ডলের দক্ষিণে অর্ণবযান মণ্ডল বিরাজিত। অর্ণবযান মণ্ডলে পঞ্চ তারার একখানি নৌকার কাণ্ড। এবং তারাদ্বয় নৌকার মাস্তুল। এবং তারাত্রয়ে নৌকার

---

(২) বামন-পুরাণের ১৮ অধ্যায় পাঠে দেখা যায় যে, সুরগণের প্রার্থনায় বিন্ধ্যগিরিকে নিম্ন করণার্থে মহর্ষি অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলের সমীপে উপস্থিত হইয়া গিরিকে বলিলেন। আমি তীর্থে যাইতেছি, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বিন্ধ্য পার হইয়া যাইতে অসক্ত। অতএব তুমি নীচতর হও, বিন্ধ্যগিরি তৎশ্রবণে নীচশৃঙ্গ হইলেন। মহর্ষি অবলীলাক্রমে বিন্ধ্যপার হইয়া বলিলেন, যাবৎ তীর্থ হইতে নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তুমি উন্নত হইবে না। আমার অনুজ্ঞা অবজ্ঞা করিলে অভিসম্পাত করিব। এই বলিয়া মহর্ষি সহসা দক্ষিণ অন্তরীক্ষ আরোহণ করিলেন। এবং তথায় বিশুদ্ধ সুবর্ণময়, তোরণ পরিশোভিত রম্যতর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া এবং ঐ আশ্রমে মুনি পত্নী লোপামুদ্রাকে রক্ষা করিয়া স্বীয় সৌম্য আশ্রমে মহর্ষি প্রত্যাগমন করিলেন। যথা—

তত্রাশ্রমং রম্যতরং হি কৃত্বা।
সংশুদ্ধ জাম্বূনদ তোরণাস্তং॥
তত্রাপি নিক্ষিপ্য বিদর্ভপুত্রীং।
স্বমাশ্রমং সৌম্য মুপাজগাম॥ ইতি বামন-পুরাণ।

(৩) অরুণসিত-হরিত-পাটল পাণ্ডু বিচিত্রাঃ সিতেতর পিষঙ্গৌ। পিঙ্গল কর্ব্বুর বভ্রু মলিন রুচয়ঃ যথা সংখ্যং॥ মনোহর।

পতাকা সজ্জিত রহিয়াছে। এবং নৌকা হইতে ৬ হাত দূরে অগস্ত্য তারা নৌকার মান (ভার) রূপে তারাময় নৌনিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছে (৪) গ্রীসীয় প্রবাদ মতে এই অর্ণবযানের নাম আর্গো (৫)।

৪র্থ বীথী।

কর্কট রাশি।

কর্কট রাশিতে সোমতারা ও বিষ্ণু তারা অবস্থিত। সোমতারা ১ম শ্রেণীস্থ এবং নীলাভ শুক্রবর্ণ। এবং বিষ্ণুতারা ২য় শ্রেণীস্থ এবং হরিতবর্ণ। এই তারাদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিকৃতি। এজন্য এই তারাদ্বয় অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিযুগল নামে খ্যাত। অশ্বিযুগল রাসভযোজিত রথারোহণে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন। এবং তাঁহারা সুনিপুণ রথী বলিয়া বর্ণিত, কর্কশ রাশিস্থ মধুচক্র নামক তারা স্তবক অশ্বিদ্বয়ের রথ বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যে এই তারাযুগল কষ্টর (castor) এবং পলক্ষ (pollux) নামে খ্যাত। (১)।

৪র্থ বীথিকা।

শুনী মণ্ডল।

কর্কট রাশির দক্ষিণে শুনীমণ্ডল অবস্থিত। কিন্তু শুনী মণ্ডল কর্কট রাশির মধ্যগত। শুনীমণ্ডলের প্রধান তারার বর্ত্তমান নাম প্রভাষ প্রভাষ তারার বৈদিক নাম সরমা (১)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ দেব শর্ম্মা।

---

(৪) অথর্ব্ব-বেদপাঠে দেখা যায় যে, হিরণ্ময় খেপনি কেনিপাত আদিতে সুসজ্জিত যে হিরণ্ময় নৌকাযোগে স্বর্গ হইতে কুষ্ঠ নামক ঔষধ পৃথিবীতে-আনীত হইয়াছিল। ঐ নৌকা আকাশ মার্গে চলিয়াছিল। যথা—হিরণ্ময়ী নৌ অচরৎ হিরণ্য বন্ধনা দিবি।

(৫) থেছলী দেশের রাজ ভ্রাতা—পেলিয়স ভ্রাতৃ রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়া ভ্রাতৃ পুত্র জেসনকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার মনন করেন। ইয়া বা কল্‌চিশ প্রদেশে মঙ্গল গ্রহরাজের যে কুঞ্জবন ছিল ঐ বনের একটী বৃক্ষের মস্তকে স্বর্ণ নির্ম্মিত ঊর্ণ ছিল। এবং তক্ষকনাগ ঐ ঊর্ণের প্রহরী ছিল। পেলিয়স জেসনকে ঐ ঊর্ণ আনয়নে আজ্ঞা দেন। বীরবর জেসন আর্গো নামক নৌযান প্রস্তুত করিয়া ঊর্ণ-আনায়নের যাত্রা করেন। গ্রীসীয় যাবতীয় বীরবর্গ জেসনের সহচর হইয়াছিলেন। হরকুলেশ কষ্টর পলক্ষ এবং থিছিউস্ প্রভৃতি বীর পঞ্চাশৎ এই নৌযানে যাত্রী ছিলেন। এবং জেসন তক্ষক বধ করিয়া ঊর্ণ আনায়ন করেন। বীরবর জেসনের নৌযান খ গোলে তারাময়রূপে বিরাজমান রহিয়াছে।

(১) পাশ্চাত্য মতে অশ্বিযুগল সুরথী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহাদিগের রথের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন যে, ব্রহ্মমণ্ডল পাশ্চাত্যে রথ auriga নামে খ্যাত। এবং ঐ রথ অশ্বিদ্বয়ের, কিন্তু ব্রহ্ম মণ্ডল হইতে অশ্বিদ্বয় বহুদূর অবস্থিত। সুতরাং একদেশে রথ একদেশে রথী থাকা অসম্ভব।

(১) কাল্‌ডিয়াবাসীগণ এই তারাকে ছায়া পথের অপর পারস্থিত কুক্কুর তারা বলিয়া বর্ণনা করেন। এবং বেদে সরমা ছায়াপথের অপর পারস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে। বেদ মতে সরমা দেব কুক্কুর বা দেবশুনী।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রথম প্রবন্ধ।

উৎপত্তি।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের আস্থা যেমন হওয়া উচিত, তাহা নহে; পশ্চিমদেশের আচার জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক দিন দিন যেমন এদেশের সামাজিকগণের হৃদয়ে নূতন নূতন ভূমি অধিকার করিয়া নব নব দৃশ্যের ছবি প্রকাশ করিতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু-আচার, জ্ঞান ও সভ্যতা, এক একটী চিরাধিকৃত ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে অতর্কিতভাবে চির বিস্মৃতির গভীর অন্ধকারময় রাজ্যে মিশাইয়া যাইতেছে!

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে এই অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, অবশেষে কোন্ পক্ষে বিজয়-লক্ষ্মীর করুণাময়-কটাক্ষের নীল কমল-মালা পরাইয়া দিবে, তাহার নির্ণয় সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকিলেও বর্ত্তমানে যতটুকু দেখিবার শক্তি আমাদিগের আছে, তাহা দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের প্রাচ্যসভ্যতার বল ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের আচার, আমাদের সমাজ এবং আমাদের জ্ঞান, এই চতুরঙ্গিণী সেনার উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্যসভ্যতা এই মহাসংগ্রামে এইরূপ ভাবে আর অধিক কাল যে ক্ষয়োন্মুখ আত্ম-গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই প্রকার আশা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সভ্যতার প্রতি আস্থাবান্ কোন্ চিন্তাশীল ভারতবাসী আজ এই অপ্রত্যাখ্যেয় বিষাদময় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অশ্রু-বিন্দু বর্ষণ না করেন?

এরূপ সঙ্কটপূর্ণ-সময়ে হিন্দুর পক্ষে কি কর্ত্তব্য?—কর্ত্তব্য হইতেছে, সর্ব্বাগ্রে হিন্দু-ধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়। আমার বিশ্বাস, সত্যের গতি অপ্রতিবার্য্য, যতদিন সত্য প্রকাশ না পায়, ততদিনই ভ্রান্তি-কুহকে পতিত মানুষ অসত্য মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করিয়া থাকে; কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পরস্পর বিবাদ বাঁধাইয়া বসে, এবং উপকার বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ফলতঃ অপকারের ডালি মাথায় করিয়া বিজয়োল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, এই প্রকার বহুতর অনর্থই অজ্ঞানের কার্য্য। তাই আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদের সর্ব্বাগ্রে বোধ্য, হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে বস্তুটা কি? ইহার আবির্ভাব, ইহার বিকাশ, ইহার উন্নতি, ইহার প্রতিঘাত ও ইহার অবনতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়, এবং কি কারণে কোন্ অবস্থায় কিরূপ সমাজে কোন্ ভাবে ইহার বিকাশ, উন্নতি, প্রতিঘাত ও অবনতি হইল বা হইতেছে, তাহাও স্পষ্ট নির্দেশ। এই সকল বস্তুর নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন ইতিহাসের ঐকান্তিক আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা সত্য, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতে হইবে। কল্পনার সাহায্যে আত্মধারণার অনুকূল-পদার্থ সাজাইয়া সাধারণের নেত্রে ধূলি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক আত্ম-প্রতিষ্ঠার তীব্র

আকাঙ্ক্ষাকে একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যার যন্ত্রে ফেলিয়া হিন্দুধর্ম্মকে তাড়িতময় করিবার বাতিকটাকে অন্ততঃ মধ্যমনারায়ণের সাহায্যে ও শান্ত করিতে হইবে। শান্তভাবে অবিসংবাদিত-প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের পবিত্র পত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান-অবস্থার সহিত যুক্তি ও নৈপুণ্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় অনাদি, অপরিমেয়, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, মনুষ্য-কল্পনার অবিষয় এই মহাধর্ম্মের গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি, তোমার বা আমার ন্যায় অল্পবিৎ মনুষ্যের আছে, এই প্রকার বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত নহে।

আমরা চাহি ইহার স্বরূপ দেখিতে। ইহার গতি নির্দ্দেশ করিবার ভার চিরকালই সেই এক পুরুষের উপর নিহিত আছে ও থাকিবে। সেই পুরুষ কে, ইহার উত্তর তিনিই দিয়াছেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

সুতরাং আমাদের পক্ষে ধর্ম্মজগতে নূতন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের কর্ত্তব্য একমাত্র এই যে, হিন্দুসমাজের জীবনভূত সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় বিরাট পুরুষ-কল্প সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থার পরিচয়। কারণ, অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাইলে আর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বিলম্ব হয়না। আমার বিবেচনায় সেই অবস্থা পরিচয়ের জন্য আমাদের প্রধানতঃ দুইটী পথ অবলম্বনীয়।

প্রথম।—বেদ, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ কল্পসূত্র প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ গ্রন্থনিচয়ের বিস্তৃতভাবে অনুশীলনদ্বারা তাহার সাহায্যে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রযত্ন।

দ্বিতীয়।—যে যে অপেক্ষাকৃত নূতন ধর্ম্মের সহিত দীর্ঘকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বশেষে জয়ী হইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম এই ভারতে হৃতপ্রায় নিজ অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্ব্বার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই সেই ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলয়াবস্থার বিস্তৃত অনুশীলন ও তাহার সহিত তত্তৎ সময়ের নিষ্প্রভপ্রায় হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধে কোন্ অংশে সাম্য এবং কোন্ অংশে বৈষম্য এবং কি কারণে হিন্দুধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্মের শক্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রবল হইতে পারিল, এই সকল তথ্যগুলি ইতিহাসের মধ্য হইতে যত্নের সহিত বাহির করিয়া সাধারণের সম্মুখে ও অকপটভাবে প্রচার করা।

হিন্দুধর্ম্মের সারভূত নিয়ম প্রভৃতির তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করিবার ভার অনেক দিন হইতেই যোগ্য ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই কৃতকার্য্যতার ফলে আজ আমরা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যনারায়ণের কথা পর্য্যন্ত বহুতর হিন্দুগ্রন্থের প্রচার ও অনুশীলন দেখিতে পাইতেছি এবং উত্তরোত্তর যে আরও পাইব, তাহার আশাও হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়টীর দিকে আমরা প্রকৃত পক্ষে অল্পই অগ্রসর হইতে পারিয়াছি।

হিন্দুধর্ম্ম-মহাসাম্রাজ্যে এ পর্য্যন্ত যত বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ বিপ্লবই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে বৈদিক-হিন্দু

ধর্ম্ম অবিরাম স্রোতে এবং অপ্রতিহত গতিতে ভারতীয়-সমাজে সকল প্রকার মনুষ্যের ভাগ্যযন্ত্রের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সেই বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের মেরুদণ্ডে এমনই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে যে, এখন পর্য্যন্তও উহা খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই; কতদিনে দাঁড়াইবে অথবা আর তেমনি ভাবে এযুগে দাঁড়াইতে পারিবে কি না, তাহা ভবিষ্য-ইতিহাসের অন্ধকারাবৃত পৃষ্ঠেই লিখিত আছে। বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের কথা ত অতি দূরে, বৈদিক-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ও এক্ষণে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে আমরা সহস্রাধিক যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু সেই সহস্রাধিক বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে এক্ষণে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি চারি পাঁচটী যজ্ঞ ছাড়া অন্য যজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয় করিবার কোন উপায় পাই না। কেমন করিয়া, কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া কিরূপ স্থান বা বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক কোন্ সময়ে কোন্ মন্ত্রের সাহায্যে অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞগুলি সাধন করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে পারেন, এমন যাজ্ঞিক ভারতে অনেক দিন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মীমাংসাদর্শন পড়িলে আমরা জানিতে পারি যে "যজ্ঞকালে দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করাইবার জন্য বেদের মন্ত্রভাগকে আবৃত্তি করিতে হইত; প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা কোন না কোন যজ্ঞীয় দ্রব্য বা দেবতার স্মরণ করিয়া ঋত্বিক্ যজ্ঞকালে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পাদন করিতেন," এই নিয়ম অনুসারে ঋগ্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব সংহিতার প্রত্যেক মন্ত্রই কোন না কোন যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত, ইহা মানিতে হইবে; দুঃখের বিষয়, ভারতে এক্ষণে এমন কোন বৈদিক পণ্ডিত বা বৈদিক গ্রন্থ নাই, যাহার সাহায্যে আমরা অদ্য বিস্পষ্টভাবে দুর্গোৎসব বা কালীপূজার ন্যায় ঐ সকল মন্ত্রলিপিযোজিত যজ্ঞ সকলের প্রকৃত চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারি। বৈদিক ধর্ম্মের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল যজ্ঞক্রিয়ানিরত-যজমান-বহুল-বৈদিক গৃহস্থের চিত্রও আমাদের মানসপটে আর কিছুতেই অঙ্কিত হইতে পারে না।

আমরা সকলেই বলিয়া থাকি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ই ক্রমে এই বৈদিকধর্ম্মের অবনতি সাধন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বজনীন অধিকার, বৌদ্ধভিক্ষুগণের অনিয়ন্ত্রিত ঔদার্য্য ও লোকচরিত্রজ্ঞতা, বৌদ্ধধর্ম্মনেতৃগণের অসীম কার্য্যকুশলতা ও নিয়ম পালনশক্তি কিরূপভাবে ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল জাতীয় মনুষ্যকে নূতন জীবন্ত সমাজে পরিণত করিয়াছিল, কেমন করিয়া ভারত-সম্রাটের ভুজঙ্গবেশ অন্তঃপুরের মধ্য হইতে অনাবৃতদ্বার দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ও বুদ্ধের জয়-ঘোষণার একতান স্বরলহরীতে সমাজের হৃদয়তন্ত্র বাজিতে থাকিত, তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের মধ্যে কয়জন উদ্যত হইয়া থাকেন?

ইহা কি আমাদের পক্ষে কম লজ্জার

কথা? প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম সভ্যতা ও সমাজের মহাবিপ্লব করিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যূন সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে কত অভিনব শিক্ষার বিস্তার করিয়া গেল, ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গেল, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে গেলে আমরা আজ আমাদের ভাষায় এক খানিও ইতিহাস গ্রন্থ খুজিয়া পাই না! সামুয়েল্ বীল, বার্থ প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণের কৃপায় পালি সংস্কৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রাচীন ইতিহাস জানিবার অন্য কোন উপায় আমরা এক্ষণও করিয়া উঠিতে পারি নাই। ফাহিয়ান্, হুয়েন্‌সাঙ্গ প্রভৃতি চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ সহস্র সহস্র ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, মরুভূমি ও জঙ্গল অতিক্রম পূর্ব্বক এই দেশে আসিয়া স্বচক্ষে বৌদ্ধভারতের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কই, আমাদের ভাষায় সেই সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদেরও অনুবাদ করিয়া আমরা আমাদের ভাষায় এখনও কি প্রচার করিতে পারিয়াছি? যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল সত্যঘটনাময় ঐতিহাসিক চিত্র অতুলনীয় বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাঁহারা মাতৃভাষার অলঙ্কার পরাইতে গিয়া এখনও ঐ সকল রত্নরাজির প্রতি এরূপ উপেক্ষা করিতেছেন কেন? যে জাতির আত্মপিতৃপুরুষগণের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি আদর নাই, তাহারা কখনও যে আপনাদের অধঃপতিত সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া আবার সমুন্নত জাতিবৃন্দের মধ্যে আপনাদের গৌরব-ধ্বজা রোপণ করিতে পারিবে, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

প্রাচীন ইতিহাসের প্রগাঢ় অনুশীলন ব্যতিরেকে শিক্ষার অভাবে অধঃপতিত সভ্য জাতির পুনরুদ্ধারের আশা যে নিতান্ত অল্প, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। সংক্ষেপতঃ—বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া সাধারণ ভাবে ইহার অভ্যুদয় ও বিস্তার এবং তাৎকালিক হিন্দুসমাজের সহিত ইহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য আমি এস্থলে কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের প্রণীত বা সঙ্কলিত গ্রন্থের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হড্‌সন সাহেব (B, H, Hodgson) তাঁহার প্রণীত ("Essays on the Languages, Literature, and Religion of Nepal and Tebet") উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অনেক প্রামাণিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বান্বেষী, আমি তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

এইরূপ জি টর্‌নুর (G. Turnour) সাহেবের "Pali Literature and the Singhalese chronicles" নামক গ্রন্থ

এবং তাঁহার কৃত অনুবাদসহকৃত "মহাবংশ" নামক পালিগ্রন্থও এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আবেল রেমিউসাট্ (Abel Remusat) এবং Schmiat সাহেবের "Religions and literatures of High and Eastern Asia" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সাহায্যও এবিষয়ে অধ্যবসায়শীল পাঠকের পক্ষে অবশ্য গ্রাহ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।
অধ্যাপক, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট-
সংস্কৃত কলেজ

কর্ম্ম।

আসি এ ধরণী পরে
স্বীয় দুরদৃষ্ট-স্মরে,
আপন কর্ত্তব্য হ'তে বিচলিত হয়ো না।
উৎসাহ উদ্যম ত্যজি
অলস সন্ন্যাসী সাজি
আত্ম হেতু পরমুখ পানে কভু চেয়ো না॥
দুর্ল্লভ জনম পেয়ে
কেবল অদৃষ্ট চেয়ে
স্বীয় দুরদৃষ্ট-পথ আবিষ্কৃত করো না।
"বিফল পুরুষকার—
একমাত্র দৈব সার"
অলসের এই মন্ত্র কখনও ধরো না॥
"তনয়-তনয়া জায়া—
এ সব মায়ার মায়া";
ইহা বলি মনে কভু বিষন্নতা তুল' না।
এসেছ করিতে কর্ম্ম,
কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম,
সর্ব্বশাস্ত্রে এই মর্ম্ম কভু ইহা ভুল না॥
"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে"
তা' বলিয়া অবসাদ মনে স্থান দিও না।
শান্তি আশে কর্ম্ম ছাড়ি
পরোনা অশান্তি-বেড়ি,
কমল-মালিকা ভ্রমে অহি করে নিও না॥
চির কুলব্রত যাহা,
পালন করহ তাহা,
আত্ম ব্রত ভঙ্গ করি পর পানে চেয়ো না।
সাহসে করিয়া ভর,
কঠোর কর্ত্তব্য কর,
শেষের নৈরাশ্য স্মরি' মনে ভয় পেয়ো না॥
কর্ম্মভূমি ধরাতল,
কর্ম্মই জীবের বল,
হেন কর্ম্ম পরিহরি নরধর্ম্ম ভুল না।
ত্যজিয়া তাড়িত প্রায়
উৎসাহ উদ্যম, হায়!
আপনার শিরে খড়্গ আত্মকরে তু'ল না॥
কর্ম্মে শান্তি—কর্ম্মে সুখ,
কর্ম্মহীন মনে দুখ,
ধর্ম্মভাবে কর্ম্ম কর, আর কিছু চেয়ো না;
সুখ লোভে হয়ে ভোর
ছিঁড়িও না কর্ম্ম-ডোর,
স্বকরে গরল তুলি', ভ্রান্তমতি! খেয়ো না॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
(অধ্যাপক, মেট্রপলিটান কলেজ।)

বেদান্ত-সূত্র।

"শব্দব্রহ্ম" ও "স্ফোট"-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(১০ম)

প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ।

২৪। শব্দাদেব প্রমিতঃ।

("ঈশান") শব্দের দ্বারা "অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ" পদে পরম পুরুষ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

কঠোপনিষদ্ (২-৪।১২) বলেন,—
"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
আত্মমধ্য নিত্যনিবাসী তিনি॥

অপিচ,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূত-ভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্ব এতদ্বৈতত।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
অধূমত জ্যোতিস্বরূপ তিনি॥
ভূত-ভবিষ্যের ঈশ্বর যিনি।
অদ্য-কল্য-সম, তাহাই তিনি॥

"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" পদে সোপাধিকত্ব ভাব থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না; পরন্তু উক্ত পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই বিস্পষ্ট বেদিতব্য, ইহাই সূত্রে আলোচিত ও সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের মূল মীমাংসিতব্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব। নচিকেতা যমের নিকটে সেই বেদাতীত, কার্য্যকারণাতীত ও ভূত-ভবিষ্যাতীত তত্ত্বই জানিতে চাহিয়াছিলেন। যথা—"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাশ্চ যৎ তৎ পশ্যসি, তদ্বদ।" (কঃ উঃ ১—২।১৪।)

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔপনিষদী শ্রুত্যুক্ত "এতদ্বৈতত" বাক্যে অনুসন্ধেয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই নিরূপণ "অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত" পদে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কারণ পরে বিশদরূপেই বর্ণিত হইয়াছে যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পুরুষ ভূত-ভবিষ্যের প্রভু। পরাৎপর পরমাত্মা পরব্রহ্ম ব্যতীত ভূত-ভবিষ্যের ভর্ত্তা কর্ত্তা আর কে হইতে পারে?

২৫। ইত্যপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

বেদবাক্যার্থ-ধারণে মনুষ্যাধিকার থাকাতেই ব্রহ্মের মনুষ্য-হৃদয়গম্যতা হেতু "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" বিশেষণে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই এস্থলে বিশেষিত বা বেদিত হইয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পদে ব্রহ্মতত্ত্বই কেন বিজ্ঞেয়, এই সূত্রে সেই প্রশ্ন ও তাহার সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। বেদ-বিদ্যায় মানবের অধিকার প্রসারিত, তাহাতেই পরমাত্মা ব্রহ্মের জ্ঞান মানবের লভ্য হইয়াছে; সুতরাং হৃদয় দ্বারা লভ্য সেই হৃদয়বাসী হৃদয়েশ্বরের জ্ঞান তাঁহাকে এস্থলে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়-স্বরূপে প্রকাশ করিতেছে। হৃদয় পরমাত্মার অধিষ্ঠানরূপেই শ্রুত্যুক্ত হইয়াছে; সেই হৃদয়ের পরিমাণ শাস্ত্রানুসারে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত "দীপকলিকাবৎ।" অতএব এস্থলে হৃদয়স্বরূপে উপলক্ষিত ব্রহ্ম "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

বেদবিদ্যাধিকার দ্বারা মানবের এই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাধিকার বিষয়ের আলোচনায় শ্রীমদ্ভ-

ষ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণেরই বেদাধিকার বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। আচার্য্যপ্রবর, মহর্ষি জৈমিনি-কৃত "পূর্ব্বমীমাংসা" দর্শনের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শূদ্র বেদ-বিদ্যার অধিকারী নয়। সূত্রের "মনুষ্য" শব্দে প্রকৃতার্থে মনুষ্যাকৃতিধারী মাত্রই প্রতিপাদ্য নহে; পরন্তু "অধিকারী" মানবই প্রতিপাদ্য। সে অধিকার বা যোগ্যতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই "দ্বিজ" ত্রিবর্ণ ব্যতীত শূদ্র সম্ভবেনা। আমরা এই বিষয়টী ৩৪৩৮ সূত্রের ব্যাখ্যার সময় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যেহেতু উক্ত সূত্রদ্বয়ে এ তত্ত্ব পুনরালোচিত হইয়াছে।

এই সূত্র প্রকারান্তরে এই শিক্ষা দিতেছে যে, জীবাত্মা পরমার্থতঃ পরমাত্মা সহ অভিন্ন; পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের সিদ্ধান্ত-রহস্য। পশ্চাদুক্ত বাক্যে এই সিদ্ধান্ত সুবিশদ হইতেছে যে, হৃদয়স্বরূপ অন্তরাত্মার হৃদয়-পরিমিত আয়তন অঙ্গুষ্ঠমাত্র; এই হৃদয়ায়ত্ত অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা জীব হৃদয়াধারে নিত্যাধিষ্ঠিত। যথা—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন মুঞ্জা-
দিবেষিকাং তং ধৈর্য্যেন বিদ্যাৎ।
শুক্রমমৃতমিতি।"
(কঃ উঃ ২-৬১৭)

অন্তরাত্মা পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত।
সদা জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত॥
তৃণ হতে গর্ভ স্থল শলাকা যেমন
তথাবৎ দেহ হতে হৃদি-উন্মোচন।
দেহ-মাত্র হৃদি, তাই আত্মা হৃদিরূপ।
জানিবে সে ব্রহ্মজ্যোতি অমৃতস্বরূপ॥

২৬। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

সম্ভাবনানুসারে মানবাধিক উন্নত প্রাণীগণেরও বেদবিদ্যায় অধিকার, ইহাই বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মানবগণ বেদ-বিদ্যায় অধিকারী; কিন্তু তদ্দ্বারা এমন কোন বাধকবিধি ব্যবস্থিত হয় নাই যে, দেবগণ বেদ-বিদ্যাধিকারে বর্জ্জিত। এতাবতা মহর্ষি বাদরায়ণের বিচারিত সিদ্ধান্ত এই যে, মানবাধিক শ্রেষ্ঠতর চিৎসত্ত্ব (যথা ইন্দ্র প্রভৃতি) দেবগণ অবশ্য বেদবিদ্যাধিকারী; যেহেতু এ বিষয়ে সম্ভাবনার সুবিদ্যমানতা আছে। পক্ষান্তরে, বেদাধিকারের উপযোগিতা এইরূপে বিবেচিত হইবে, যথা—প্রথমতঃ, দেবগণেরও মানবগণের ন্যায় মুমুক্ষুত্ব থাকার সম্ভাবনা, যেহেতু একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহারাও মায়া-সৃষ্ট, উপাধিবিশিষ্ট ও অনিত্যপ্রতিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহারাও মানবের ন্যায় কোন না কোনরূপ অনতীন্দ্রিয় স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করেন। তৃতীয়তঃ ইহাতে কোন বাধাই কল্পিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ বেদাধিকারপ্রদ উপনয়ন সংস্কার তাঁহাদের পক্ষে না থাকিলেও, উহাই যে স্বাধ্যায়াধিকারের অবশ্যনির্দ্দিষ্ট অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়োজনানুষ্ঠান, এমন কোন কথা নহে। মানবের উপনয়ন-সাধ্য সংস্কারে দেবগণ স্বতঃশ্রেষ্ঠতা বশতঃ স্বতঃসিদ্ধই হইতে পারেন।

২৭। বিরোধঃ কর্ম্মনীতি চেন্নানেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।

দেবগণের মূর্ত্তত্ব বা সাকারত্বের সত্যতা বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে, তাহা অগ্রাহ্য; যেহেতু দেবগণের বিবিধ সাকারসত্ব ধ্যানলভ্য ও সিদ্ধ সাধকের দ্রষ্টব্য।

অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, বর্ত্তমান ও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রনিচয়ের সিদ্ধান্তবিচার দেবগণ পক্ষেই প্রয়োজনীয়; কিন্তু মানবগণ পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইন্দ্র বা তাঁহার সজাতীয় দেবগণ বেদ-বিদ্যায় অধিকারী কি না, এবং তাঁহাদের সাকার-দেহসত্তা সত্য কি না, এসব বিষয় এতৎপূর্ব্ববর্ত্তী মধ্যযুগের বিদ্যার্থীগণের বিচার্য্য ও আলোচ্য ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গের বোধ হয় সে সম্ভাবনা বড় কিছু নাই। ফলে যাঁহাদের এরূপ ধারণা, তাঁহাদের ভ্রান্তি-নিরসন অবিলম্বেই হইবে; কারণ পরবর্ত্তী সূত্রে এই আপাতসামান্য বিষয়টির মমস্যাতেই শব্দ-বিজ্ঞানের গুরুতম তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এক পক্ষে প্রতিপক্ষীয় বিতর্ক এই যে, যদি দেবগণের মূর্ত্ত সত্তা স্বীকার করা যায়, তবে বেদোক্তি মতে দেবগণের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হয়? কারণ একই দেব বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে একই মূর্ত্তসত্তায় কিরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন? উত্তর এই যে, শাস্ত্রে জানা যায়, এক দেবই বহুমূর্ত্তি ধারণে সমর্থ। অধিক কি, শাস্ত্র বলেন, মনুষ্যও যোগসিদ্ধশক্তিতে বহুমূর্ত্তি ধারণে সমর্থ। অতএব অতএব মনুষ্যাধিক শ্রেষ্ঠতর শক্তিসম্পন্ন দেবগণ যে একই সময়ে বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

২৮। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

যদি এরূপ বলা যায় যে, "শব্দ" পক্ষে অনুপপত্তির আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তবে সে আপত্তি সর্ব্বথা অপ্রতিপন্ন; যেহেতু শব্দই জগতের মূলতত্ত্ব। শব্দ হইতেই জগৎ সমুৎপন্ন। প্রত্যক্ষ (বেদ-শ্রুতি) ও অনুমিতি, এতদুভয় দ্বারাই এই সত্য সিদ্ধান্তীকৃত। 'প্রত্যক্ষ' অর্থ এস্থলে শ্রুতি এবং 'অনুমান' স্মৃতি।

দেবগণের মূর্ত্তসত্তা স্বীকারে যজ্ঞকার্য্য সম্বন্ধে কোন অসঙ্গতি সম্ভাবিত নহে, কিন্তু শব্দ সম্বন্ধেই যে কিছু অসঙ্গতির আপত্তি বা প্রতিবাদ। দেবগণ মূর্ত্তসত্ত হইলে, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুরও বিষয়ীভূত বটে; যেহেতু সোপাধিকতা বা মূর্ত্তসত্তা অবশ্য অনিত্য; অতএব বহুদেবনামময় শব্দাত্মক বেদও অনাদি অনন্ত হইতে পারে না। নিত্য শব্দের সহিত অনিত্য বিষয়ের নিত্যসংযোগও অনিত্য অর্থাৎ নাশশীল হয়; সুতরাং বেদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের অনিত্য সত্ত্ব স্বীকার করেন, এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, দেবগণ, অপর প্রাণীগণ—এক কথায়—সমগ্র জগৎই শব্দ বা বেদ হইতে সমুৎপন্ন। এই শব্দ বা বেদই ব্রহ্ম। "শব্দ ব্রহ্ম" এই বিখ্যাত বাক্য সাধক হিন্দু মাত্রেরই বিদিত। শব্দশাস্ত্রের গ্রন্থকার পাণিনিও "শব্দশাস্ত্রাধ্যায়ীই প্রত্যক্ষের অতীত মোক্ষ-

ধিকারী" এই যে মত প্রকাশ করেন, তাহারও একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শঙ্কর বলেন, প্রত্যেক পদার্থের মূলতত্ত্ব শব্দে নিহিত। ফলে উহা পদার্থের স্বাতন্ত্র্যগত ভাবে নহে, কিন্তু জাতিগত ভাবে। কারণ পদার্থ সংখ্যায় অনন্ত। স্বাতন্ত্র্যগত বা সোপাধিক বস্তু বা দেবগণের অবশ্য মূল আছে, এবং অবশ্য উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, কিন্তু জাতিগত মূলতত্ত্ব তদতীত। চিৎস্বরূপে এবং বাক্য রূপে তাহা প্রথমে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্যক্ত।

যাহাহউক, ব্রহ্মকর্ত্তৃকই এই সোপাধিক জড়জগৎ সৃষ্ট, কিন্তু শব্দ কর্ত্তৃক নহে। শব্দ বা বেদ কেবল প্রতি বস্তুগত নিত্যতত্ত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ। স্বাতন্ত্র্যগত সোপাধিক বিভিন্ন পদার্থসমূহ এতদনুসারেই সমুৎপন্ন।

শঙ্করাচার্য্য শ্রুত্যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ।" (বৃঃ আঃ উঃ, ১।২৪) অর্থাৎ তিনি মনদ্বারা বাক্যে যুক্ত হইলেন। অপিচ,—

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
(মঃ ভাঃ, ১১-৮৫০৪)

অনাদিনিধনা নিত্যা স্বয়ম্ভু যা বিনি—
বেদবাণী, বিশ্ববাণী-বিকাশিকা তিনি।

বেদ বা বাণীর বিশ্বমূলত্ব প্রতিপাদনে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিচার-প্রণালী এইরূপ।—আমরা যখনই যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি, তখনই সেই বিষয়ের স্মরণসূচক নাম, সংজ্ঞা বা বাণী সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে উদয় হয়। যেই ইচ্ছার উদয়, সেই বাণীর উদয়। নির্গুণের প্রথম সগুণত্বই ইচ্ছা। আর সগুণত্বের প্রথম বিকাশই বাণী। রজোগুণে, আদি সগুণময় প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াই জগদুপাদানভূত পদার্থের সংজ্ঞা স্বরূপ শব্দের স্মরণ করিয়াছিলেন। "স ভূরিতি ব্যাহরণ স ভূমিমসৃজৎ।" (তৈঃ উঃ ১১-২৪২) ভূমিসৃষ্টির বিষয় স্মরণ করিতেই সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ে "ভূ" শব্দের উদয় হইল। অমনি তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি "ভূ" বলিয়া ভূসৃষ্টি করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও এই তত্ত্ব এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—"God said let there be light, and there was light. ঈশ্বর বলিলেন "জ্যোতি হউক" অমনি জ্যোতি হইল। ফলে শব্দাত্মক বেদের অনাদিনিধনত্ব ও জগন্মূলত্বের রহস্য "শব্দব্রহ্ম" তত্ত্বেই নিহিত।

বেদ, বাক্ বা শব্দ বস্তুতঃ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মূলতত্ত্বাতীত তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বাক্যের বীজ-সঙ্কেতবৎ জাগতিক সৃষ্ট পদার্থের সৃষ্টিমূলক প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা চিত্তত্ত্ব ধারণ করে। সৃষ্টিশক্তির মূল হেতুময় স্বরূপ সূক্ষ্ম শব্দ বিজ্ঞান-রহস্য পাশ্চাত্য প্লেটো-শিষ্যগণের বহু পূর্ব্বে হিন্দুর জ্ঞানাধিগত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ ১০ম (১২৫) ও অথর্ব্ববেদ ৪র্থ (৩০) বাণীর স্বগতোক্তি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

১। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

আমি বরুণের সহিত ভ্রমণ করি, রুদ্রের সহিত ভ্রমণ করি, আদিত্যের সহিত ভ্রমণ

করি, বিশ্বদেবের সহিত ভ্রমণ করি। আমি মিত্র-বরুণ উভয়ের ভরণ করি; আমি অগ্নির ভরণ করি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ভরণ করি।

২। অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণাং হবিষ্মতে সুমাব্যা যজমানায় সুন্বতে॥

আমি সোমকে পোষণ করি; ত্বষ্টা, পূষণ এবং ভগকে পোষণ করি। যাঁহারা সোমকে পোষণ করিয়া সোৎসাহে যজ্ঞ করেন, হোম করেন, দান করেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন বিতরণ করি।

৩। অহং রাষ্ট্রী-সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তঃ॥

আমি রাজ্ঞী, আমি ধনসংগ্রহিত্রী, আমি জ্ঞানবতী, আমি যজ্ঞোপাস্যগণের প্রথমা। দেবগণ আমাকে বহুস্থানে বহুবিষয়ে বহুভাবে অন্তর্নিবিষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন।

৪। ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধিশ্রুত শ্রদ্ধেয়ং তে বদামি॥

যিনি দর্শন, প্রাণন, শ্রবণ ও ভোজন করেন, তিনি অজ্ঞাতভাবে ফলিতার্থে আমাদ্বারাই তৎসমস্ত করেন। তোমরা সকলে শ্রবণ কর, যাহা শ্রদ্ধেয়—অর্থাৎ সত্য, তাহাই আমি তোমাদিগকে বলি।

৫। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানামুত মানুষাণাম্।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

যাহা মনুষ্য ও দেবগণের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাই আমি স্বয়ং বলিতেছি। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে জগন্নির্ম্মাণক্ষম ঈশ্বর করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকে ঋষি করি, সুমেধা করি।

প্রাচীন টীকাকারগণের মতে "প্রত্যক্ষ" অর্থে শ্রুতি বা ঐশবাণী এবং "অনুমান" অর্থে স্মৃতি বা পুরাণ। এই পরোক্ত শাস্ত্র স্মৃতি-পুরাণ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বেদের অবিরোধী হইলেই প্রামাণ্য।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"
বেদ-স্মৃতি পুরাণে যে আপাত-বিরোধ ঘটে।
বেদই প্রামাণ্য তায়; অন্য দুয়ে স্মৃতি বটে॥

বৈদান্তিকগণ তাঁহাদের দর্শনের মুখ্যতম প্রামাণ্যরূপে বেদকেই মান্য করেন; তাঁহারা কেবল যুক্তি-তর্কমাত্রে নির্ভর করেন না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, এক মাত্র শ্রুতি প্রমাণে নির্ভর করা যায়, কিন্তু একমাত্র যুক্তি-প্রমাণে নির্ভর করা যায় না। অতি চতুরের যুক্তি-তর্কও তদধিক চতুরের দ্বারা খণ্ডিত হয়; অতএব প্রমাণ বিষয়ে যুক্তি-তর্ককেই নির্ভর-ভিত্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে। যুক্তি-তর্কের পরিবর্ত্তনশীল অদৃঢ় ভিত্তি উপেক্ষা করিয়া, শঙ্করাচার্য্য তৎপ্রমাণিত নিত্য অপরিবর্ত্তী বেদ-ভিত্তিতে স্বীয় সেব্য বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্ত-দার্শনিকেরা কোনরূপ অযৌক্তিক সংস্কারের

বাধ্য নহেন, কিন্তু শ্রুতির স্বয়ং-প্রামাণিকতায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহাদের মত এই যে, আলোকের প্রামাণ্য যেমন আলোকান্তর-সাপেক্ষ নয়, অর্থাৎ আলোক যদ্রূপ স্বয়ম্প্রকাশ, বেদও তদ্রূপ স্বয়ম্প্রমাণ। আলোক যেরূপ আকৃতি ও বর্ণের প্রমাণ, বেদও তদ্রূপ সর্ব্বতত্ত্ব—সর্ব্বসত্যের প্রমাণ।

ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ—যাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতুল্য প্রতিভায় আমরা চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই, তাঁহারাও বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করেন। তবে কি না, "সংহিতা" ও "ব্রাহ্মণ" নামধেয় কতিপয় পুস্তকবিশেষের স্থূল ভৌতিক সত্তাকেই যে তাঁহারা নিত্য ও অভ্রান্ত বলেন, ইহা বলিলে, তাঁহাদের সেই বিশ্ব-বিকাশিনী বোধ-শক্তিকে বিদ্রূপ করা হয় মাত্র। কতিপয় জড় সন্দর্ভ বা বাক্য-সমষ্টিই তাঁহাদের সেই নিত্য সত্য সনাতন "বেদ" নয়; প্রকৃত বেদ-তত্ত্ব অতি গভীর। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদ, শব্দ বা বাক্ এবং ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক তত্ত্ব; এক তত্ত্বেরই ভিন্ন ২ প্রতিশব্দ-সংজ্ঞা মাত্র। "বিদ্" ধাতুর অর্থ জানা। যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই বেদ। অতএব বেদই জ্ঞানস্বরূপ। শব্দই জ্ঞানের প্রবর্ত্তক, অতএব অব্যবহিত কার্য্য-কারণত্ব জন্য শব্দ ও জ্ঞান মূলতঃ এক তত্ত্বান্তর্গত। শব্দই সগুণান্বিতা ঐশী ইচ্ছার আদি অভিব্যক্তি। এই সিদ্ধান্তেই প্রতিপন্ন হয় যে, শব্দ, বাক্ বা ব্রহ্ম নিত্য, সত্য, শাশ্বত, স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বয়ংপ্রমাণ। অতএব শব্দ বা ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; সেই জ্ঞানই বেদ; এবং নিত্য সত্যজ্ঞানস্বরূপ সেই বেদেই বাদীদিগের সিদ্ধপ্রামাণ্য স্বীকৃত। বেদান্ত-দার্শনিকগণ কতিপয় স্থূল গ্রন্থমাত্রেকেই যদি স্বয়ংপ্রমাণ-বেদত্ব বোধ করিতেন, তবে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞান-প্রতিভার প্রকৃত বিষয় মাত্রই বালকত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হইত। ফলে যাঁহারা প্রকৃত বেদবিৎ, তাঁহারাই প্রকৃত বৈদান্তিক।

তৎপর, জগদুৎপত্তির মূলতত্ত্ব শব্দের যথার্থ স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক "স্ফোট" পদের তাৎপর্য্য এই স্থলে বিচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য বলেন, যদ্রূপ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার উপক্রমে সেই বিষয়ের সংজ্ঞাত্মক শব্দ আমাদের চিন্তায় উদিত হয়, তদ্রূপ জগৎসৃষ্টির উপক্রমে প্রজাপতির চিত্তে শব্দের উদয় হইয়াছিল।

হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র সমূহে শব্দতত্ত্ব-সমস্যা বিশেষ বিচক্ষণতা ও ধীরতা সহযোগে বিচারিত হইয়াছে। "শব্দ" অর্থে পদ এবং ধ্বনি বুঝায়। অতএব প্রথমতঃ "ধ্বনি" কি, তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনে এবিষয় বিশিষ্ট ধীরতার সহিত এইরূপ বিচারিত হইয়াছে যে, ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বটে; ফলিতার্থে উহা কোন বস্তু বা ক্রিয়া নহে; কিন্তু আকাশ বা ব্যোমের ভৌতিক গুণ-বিশেষ। বায়ু ইহার স্বরূপ বাহক নহে; ইহার উচ্চতা বা শ্রুতি-যোগ্যতা বায়ুসাপেক্ষ হইলেও ইহার গুণ বা স্বরূপ বায়ুসাপেক্ষ নহে। এতাবতা ধ্বনি এবং পদ নিত্য-শব্দতত্ত্বের সাময়িক স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। বাদন-দণ্ডের আঘাতে একটি ঢক্কা বাদিত হইলে, ঢক্কা ও দণ্ডের সম্মিলনে ধ্বনি সমুৎপাদিত ও বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। জৈমিনি-শিষ্য মীমাংসা-

দার্শনিকগণের মত এই যে, শব্দ নিত্য। তাঁহারা প্রথমতঃ শব্দের নিত্যত্ব নিরাসক যুক্তি এইরূপে (পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপে) গ্রহণ করেন, যথা,—

১। শব্দ নিত্য হইতে পারেনা, যেহেতু ইহা উৎপন্ন।

২। ইহা বাহিত হইয়া বিলীন হয়।

৩। ইহা গঠিত বা কৃত হয়, তজ্জন্য বর্ণসমূহকে অকার-ককারাদি বলা যায়।

৪। ইহা বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক যুগপৎ অনুভূত হয়।

৫। ইহা পরিবর্ত্তনশীল, যথা ইহা "দধি অত্র" হইয়া আবার "দধ্যত্র" রূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

৬। ইহা শব্দকারীর সংখ্যাধিক্যে আধিক্য-প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর মীমাংসকগণ এই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ নিম্নোক্ত-প্রকার উত্তর পক্ষে উপনীত হন।—

"শব্দ নিত্যই বটে। যদিও ইহার অনুভূতি উভয় দিকেই তুল্য, তথাপি আমাদের এ সিদ্ধান্ত সত্য যে, শব্দ নিত্য অর্থাৎ সদাস্থিত বা শাশ্বত। কেবল উচ্চারক বা উদ্বোধকের সাপেক্ষতায় ইহা সতত ভৌতিক সত্তায় অনভিব্যক্ত। "ক" এই শব্দটি যে শ্রুত হইল, ইহা সেই শব্দই, যাহা নিত্য শ্রুত হইয়াছে ও হইতেছে! যদি বলা যায় যে "একটি শব্দ করা হইল" তবে তাহার যথার্থ এই যে, একটি শব্দকে ভৌতিক ব্যবহারে আনা হইল এবং যুগপৎ বহুব্যক্তি-দৃশ্যমান সূর্য্যবৎ ইহার অনুভূতি বা অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইল। শব্দের বিকার বা পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই এক শব্দই বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না; পরন্তু ইহা অপর শব্দ; শ্রোতার বোধাধিকারগত ভাবে সেই একের স্থান-পূরক মাত্র। আর শব্দের যে বৃদ্ধি বা আধিক্য, তাহা বায়ুর সংযোগ-বিয়োগের পরিমাণগত বৃদ্ধি বা আধিক্য-সাপেক্ষ। অপর, শব্দ বা বাক্য যদিও বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার পদাঙ্ক শ্রবণকারী বা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে রাখিয়া যায়। শব্দ একই সময়ে সর্ব্বত্রস্থিত, তবে ইহার পুনরুক্তি বা পুনরভিব্যক্তি সম্পাদন করিলে, ফলিতার্থে ইহা সেই শব্দই থাকে, কোন নূতনত্ব বা পরিবর্ত্ত প্রাপ্ত হয় না। শব্দ যে কেবল বায়ুরই বিবর্ত্ত-বিধায়ক, তাহা নহে; কারণ শ্রবণেন্দ্রিয় অবশ্য স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পবনকে শ্রবণ করে না; কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত আকাশের শব্দ গুণকেই গ্রহণ করে বা শ্রবণ করে। এতদ্ব্যতীত অধিকন্তু ও প্রধানতঃ স্বয়ং শ্রুতি-প্রমাণেই শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত।"

উপরোক্ত বাক্য-সমষ্টি জৈমিনি-মীমাংসা-পক্ষীয় বিচার-সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সার। জৈমিনি-পক্ষ স্বমতানুসৃত যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা করিয়া, পরে বেদোক্ত শব্দের সমর্থনার্থ বহুবিধভাবে বিচার করিয়াছেন। অতঃপর আমরা একটি পরবর্ত্তী সূত্রের বিচার বিষয়ীভূত সেই "স্ফোট" পদের আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইব। "স্ফোট" অর্থ ফুটিয়া পড়া। পাণিনি "স্ফোট" সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ "স্ফোটায়ন" নামে এক বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির মতে শব্দই ব্রহ্ম। এই হেতু মাধবাচার্য্য পাণিনিকে দার্শনিকগণের মধ্যে

গণ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার দার্শনিক মত-বাদকে "বৈয়াকরণবাদ" বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পাণিনি যদিও স্পষ্টতঃ "স্ফোট" বিষয়ে বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বীগণ সকলেই সমবেতমতে স্ফোটের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শব্দ বা বাক্যের অক্ষরসমূহ দ্বারা কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না; উহা উচ্চারিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ উহারা প্রত্যেক বক্তা বা শব্দকর্তার উচ্চারণ বা শব্দকরণ দ্বারাই আত্ম-সত্তা অভিব্যক্ত করে; যেহেতু উহাদের নিজের কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টি-শক্তির মৌলিকত্ব নাই। উহাদের শেষ অক্ষরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষর-প্রবাহিত অর্থকরী শক্তি বা তাৎপর্য্যবতী অভিব্যক্তি আমাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত বা বুদ্ধিতে প্রতীত হয় না। অতএব স্থূল শব্দ বা বাক্য হইতে স্বতন্ত্র বা শব্দাতীত কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ববিশেষের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। শব্দের সেই সূক্ষ্মতত্ত্বই "স্ফোট"। সমগ্র শব্দটি হইতে একেবারে যে তাৎপর্য্য-স্বরূপটি বোধ বিষয়ীভূত হইয়া বিকাশিত হয়, তাহাই স্ফোট। এই স্ফোটতত্ত্বই নিত্য; ইহাই পরিবর্ত্তনশীল ও বিকাশশীল বাক্যাক্ষরের অতীত স্বতন্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মীমাংসকগণের ন্যায় স্ফোটের তদ্রূপ গুরুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি তৎসমর্থনার্থ "উপবর্ষ" হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষের যুক্তি এইরূপ যে, অক্ষর সমূহই নিজ সত্তা দ্বারা শব্দ সংগঠন করে; যেহেতু যদিও উহারা উচ্চারণ বা ধ্বনন মাত্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা পুনরাগত হইতে পারে; দুইবার "গো" বলিলে, ঐ দুই শব্দে ভিন্ন ২ শব্দ উচ্চারিত হইল, এরূপ কেহই মনে করে না। উচ্চারণের পার্থক্য বস্তুতঃ বাগ্‌যন্ত্রগত, আর অক্ষরের প্রত্যভিজ্ঞান তাহার অন্তঃপ্রকৃতিগত।

শব্দের বর্ণসমূহ একাধিক হইলেও অর্থতঃ একমাত্র মানসিক ক্রিয়ারই বিষয়ীভূত হয়; যথা আমরা 'সারি' বা 'সৈন্য' সংজ্ঞার বস্তুগত বহুত্ব একত্বভাবেই অনুভব করি। যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, "পিক" ও "কপি" শব্দের ন্যায় একই অক্ষর সমূহে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ কেন করে? উত্তর এই যে, যখন এক দল পিপীলিকা সারিবাঁধিয়া সুশৃঙ্খলায় চলে, তখন তদ্দ্বারা একটি শ্রেণী মাত্রের একত্বভাব উপলব্ধ হয়; তবে যখন তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বিভিন্নত্ব ও বহুত্ববোধ ঘটে। শঙ্করের মত এই যে, স্ফোটতত্ত্বের কল্পনা বা অবতারণা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে শব্দের বর্ণ সমূহ এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থবোধের সহিত নিত্য নিবদ্ধ থাকে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্নবর্ণ-সমবায়-সঞ্জাত একটি নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য বা অর্থবিশেষ আমাদের বোধ-বিষয়ীভূত করে। অতএব অতিরিক্ত এক স্ফোট-তত্ত্বের অনুভূতি অসিদ্ধ। এতাবতা শঙ্কর স্ফোটতত্ত্ববাদ অস্বীকার করেন না; কিন্তু শব্দ ও ব্রহ্মের সমত্ব প্রতিপাদন পক্ষে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন এবং নিত্য ও জগন্মূল "শব্দব্রহ্ম" হইতেই যে জাগতিক অনিত্য পদার্থ—যথা দেব, নর, গো ইত্যাদি উৎপন্ন, তাহাও সিদ্ধান্ত করেন।

যোগদর্শন স্ফোটবাদ স্বীকার করেন, কিন্তু তৎসহযোগীদর্শন সাংখ্য তাহা অস্বীকার

করেন। কপিল বলেন,—যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, এরূপ এক নবোদ্ভাবিত তত্ত্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? "বৃক্ষ" হইতে "বন" যেমন অবিভিন্ন, তদ্রূপ শব্দ হইতে অবিভিন্ন এই স্ফোটের সার্থকতা ও প্রামাণিকতা সম্পূর্ণ অনুপপন্ন।" কপিল দেব বেদের নিত্যত্বও অস্বীকার করেন; যেহেতু বেদসমূহ স্বয়ং স্ববাক্যে তাহাদিগের উৎপন্নতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এ স্থলে ইহা অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, এই অনিত্যত্ব প্রতিপাদন "বেদ" নামধেয় স্থূল গ্রন্থসত্তার প্রতিই প্রয়োজ্য; ফলে বেদার্থরূপ নিত্য-জ্ঞানতত্ত্বের প্রতি নহে; কারণ "বিদ্" ধাতু উৎপন্ন বেদ জন্যতা প্রযুক্ত অনিত্য হইলেও, তদ্বারা বেদ্য জ্ঞানতত্ত্ব অতএব নিত্য।

ন্যায়দর্শনকার গৌতমও শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বেদসমূহের যথার্থ নিত্যত্ব তাহাদের স্মৃতি, স্বাধ্যায় ও নিয়োগের অক্ষুণ্ণ নিরবচ্ছিন্নতার উপর নির্ভর করে, এবং তাহাদের প্রামাণিকতা সম্যক্ স্বাধ্যায়-সিদ্ধ আপ্ত পুরুষের প্রমাণ-প্রয়োগতার নির্ভর করে; অতএব বেদ-সর্ব্বস্ব শব্দের বা শব্দসর্ব্বস্ব বেদের নিত্যত্ব অনুপপন্ন। বৈশেষিকগণও শব্দাত্মক বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে ন্যায়কার গৌতম ঋষির মতের বিশেষ বিভিন্নবাদী নহেন।

২৯। অতএব চ নিত্যত্বম্।

অতএব বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন যে, বাক্ বা শব্দাত্মক বেদ বিজ্ঞান বা বিদ্যার ন্যায় নিত্য। শব্দ ভিন্ন জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভবে না। প্রাচীন গ্রীকগণের "Logos" যেমন, ভারতের জ্ঞান বা বেদ তদ্রূপ। কালক্রমে অনেক স্থলে বেদের বেদত্ব কেবল কতিপয় গ্রন্থবিশেষে এবং ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা এবং তাহাদের "ব্রাহ্মণ" ও "উপনিষৎ" রূপ স্থূল বিভাগ-বিশেষেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহেরও সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, মানব-জ্ঞানের সমগ্র শাখা-প্রশাখাই বেদ-বিনির্গত। বস্তুতঃ মানব-জ্ঞানের এরূপ কোন শাখাই কল্পিত হইতে পারে না, হিন্দুগণ যাহার মূল সর্ব্বজ্ঞান-কল্পতরু বেদে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়াছেন।

৩০। সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্য বিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।

নাম-রূপ-উপাধির সমত্ব বশতঃ জগতের নব সৃষ্টির সময়ে বেদ বাণীর এই নিত্যতা অনুপপন্ন নহে।

ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, শব্দ ও জাতির সম্বন্ধ নিত্য। কিন্তু যদি জগৎ প্রতি কল্পের অবসানেই অবসান প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ কল্পারম্ভে পুনঃসৃষ্ট হয়, তবে শব্দ ও জাতির সম্বন্ধগত ব্যবহারিক নিত্যত্বের গতি ব্যাহত হইল, এবং তদ্ধেতু বিষয়টীও প্রতিবাদবিষয়ীভূত হইল, বলিতে হইবে। বক্ষ্যমাণ সূত্রে উক্ত প্রতিবাদের বিষয়ই এইরূপ আলোচিত হইতেছে যে—যদিও প্রতি মহাপ্রলয়েই এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের ভৌতিক প্রলীনতা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জগতের সূক্ষ্ম বীজ-শক্তি ব্রহ্মতত্ত্বগতভাবে অব্যাহত থাকে এবং জগতের পুনঃসৃষ্টিতে সেই মূল কারণ হইতে ইহাও সগুণা ও সক্রিয়া হইয়া পুনঃ প্রকাশ পায়। অন্যথা

আমাদিগকে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জগতের বিভিন্ন সাময়িক বিভিন্ন প্রকারের শক্তি-সত্তা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। নাম ও রূপের মূলতত্ত্বগত একত্ব শ্রুতি স্মৃতি, উভয় শাস্ত্রেই স্বীকৃত। ঋক্‌সংহিতা (১০—১৯০। ৩) বলেন—

"সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"
পূর্ব্বকল্প-অনুসারে সৃজিলেন ধাতা—
চন্দ্র-সূর্য্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ তথা।

স্মৃতিও এবম্বিধ উক্তি করিতেছেন, যথা,—
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥"
বিধি অজ নাম-রূপ-বেদবিদ্যা-অধিকার।
নিশান্তে প্রসূত পুনঃ ঋষিগণে পুনর্ব্বার॥

ঋতু যেমন ঠিক সর্ব্বস্বাভাবিক সত্ত্ব সহ পুনরাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন যুগ-প্রলয়ের পর পুনরাবৃত্ত নবযুগে ভৌতিক সত্ত্ব এবং দেবগণের ঠিক পূর্ব্বযুগবৎ নাম-রূপ উপাধিসহ পুনরাবৃত্তি ঘটে।

৩১। মধ্যাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।

জৈমিনির মত এই যে, দেবগণ বেদ-স্বাধ্যায়শীল হইতে পারেন না, যেহেতু "মধুবিদ্যা" প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অসম্ভাবনাই প্রমাণিত।

"মধুবিদ্যা" পদের সহজ শাব্দিক অর্থ মধু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। বস্তুতঃ ইহা শ্রুতির ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক এক বিশিষ্ট অংশ। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩—১১) দেখিতে পাই যে, সূর্য্যই দেবগণের মধু স্বরূপ এবং আমরাও মধু স্বরূপ সূর্য্যকে ধ্যান করি। অতএব দেবগণ যদি স্বয়ংই উপাসক রূপে স্বীকৃত হন, তবে কিরূপে এই আদিত্যও স্বয়ং দেব হইয়া আপনাকে আপনি ধ্যান করিবেন? এতাবতা জৈমিনির সিদ্ধান্ত এই যে, দেবগণ বেদবিদ্যাধিকারী নহেন।

৩২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।

দেব সংজ্ঞা-সূচক শব্দ সকল জ্যোতিঃ স্বরূপেই দেবতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়াও দেবগণের (পূর্ব্বোক্ত) অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আদিত্যবৎ আকাশমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া জগৎ আলোকিত করেন। এই আদিত্য একটি প্রধান দেব বলিয়া পরিচিত। ফলে হৃৎ-ফুস্ফুসাদি-সমন্বিত কোন জৈবিক শারীর সত্তা বা বুদ্ধিমত্তা জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সম্ভবেনা; অতএব তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানাধিকার অনুপপন্ন। তারপর, যদিও মন্ত্র ও পুরাণ সকল দেবগণের ব্যক্তিত্ব ও মূর্ত্তসত্ত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ধর্ম্মোপদেশাদিবৎ মন্ত্র ও পুরাণাদি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদের প্রতি নিশ্চয় নির্ভর করা যাইতে পারে না।

৩৩। ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি।

পক্ষান্তরে, বাদরায়ণ, শ্রুত্যুক্তি আছে বলিয়াই, সেই আপ্তপ্রমাণ বলে দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকারের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন।

বাদরায়ণ বলেন, দেবগণ জ্ঞানের অন্যান্য অবান্তর বিষয়াধিকারী না হইলেও, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে পারেন। এমন কি, মনুষ্য মধ্যেও সকল মনুষ্য সকল বিষয়ে সমাধিকারী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ

কদাপি রাজসূয়যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন না। ফলে দেবগণের উক্ত অধিকার প্রতিপাদক স্পষ্ট শ্রুত্যুক্তি রহিয়াছে। ছান্দোগোপনিষৎ বলেন, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এতাবতা পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদিও দেবগণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের একরূপ বিশেষ দৈব আত্মসত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও অব্যাহত শক্তিসম্পন্নতা আছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে কোন অধিকারবিষয়ে যে কোন তত্ত্বমূলক মূর্ত্তিধারণে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

এই যে আমি।

(গীতিকা)

আমারে কি খোঁজ রে জীব!
আমি যে তোর পাশে॥
(আছি) পাশে এসে, ঘেঁষে বসে,
মিশে যাবার আশে॥
১। (আমায়) খুঁজিস্ কিরে লক্ষ্মীছাড়া!
আমি কি তোর অক্ষিছাড়া?
(আবার) শুনিস্ না যে দিচ্ছি সাড়া
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে॥
২। (আহা) সুধার সাধে উধাও হয়ে,
বাইরে ফের চন্দ্র চেয়ে,
(আছি) মন-চকোরের চন্দ্র হয়ে
অন্তর-আকাশে॥
৩। (এ যে) পেঁচিয়ে ধরেও চেঁচিয়ে ডাকা,
মশাল জ্বেলে সূর্য্য দেখা,
আয়নায় ছেরা হাতের শাঁখা;
হাওয়ায় বসে পাখা হাঁকা!
বোকা যে, সে এম্‌নি ঠকা
ঠকে অনায়াসে॥—
৪। (আহা) পতিব্রতার তীর্থে যাওয়া,
ভরা-বাদীর বারি চাওয়া,
মকর-মীনের গঙ্গা-নাওয়া,
পা'ল-পাওয়া নায় লগী-বাওয়া!
(ওরে) তেম্‌নি কি তোর সাধন-লওয়া
আমায় পাওয়ার আশে?
৫। (আমি) গোলকে নই, কৈলাসে নই,
বৃন্দাবনে—কাশীতে নই,
মন্দিরে নই—মস্‌জিদে নই,
রই মনের বিশ্বাসে॥
৬। (আমি) পুরাণে নই, কোরাণে নই,
গেরুয়া করোয়াতে নই,
যুক্তিতে নই উক্তিতে নই,
ভুক্তিতে নই মুক্তিতে নই,
(আমি) কেবল শুধু ভক্তিতে রই
ভক্ত-হৃদাবাসে॥
৭। (আমি) কুসুমে নই চন্দনে নই,
নমাজে নই বন্দনে নই,
মালাতে নই ঝোলাতে নই,
গাঁজার সিদ্ধি-গোলাতে নই,
কপ্নী-কাছা-খোলাতে নই,
দোলাতে বিলাসে।
ঢুলি প্রেমের দোলাতে বিলাসে।
আমি নিত্য ঢুলি চিত্ত-দোলাতে বিলাসে॥
৮। (ও রে) গোলেমালে 'মাল' মিশেছে,
গোল ফেলে মাল লওরে বেছে।
বুকের ধন রয়েছি বুকে,
বুক খুলে মুখ দেখ সুখে;
প্রেম-নয়নে দেখ সত্য,
এই যে আমি আছি নিত্য,
যুগলরূপে করি নৃত্য
ভক্ত-চিত্ত-রাসে॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

আহার।

তৃতীয়-অধ্যায়।

খাদ্যাখাদ্যের সাধারণ বিভাগ।

ভারতবর্ষের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে যত প্রকার সামগ্রী উৎপন্ন হয়, সমস্তই যে আর্য্য হিন্দুগণ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আহারের সহিত শরীর ও মনের বিশেষ সংযোগ আছে এবং মনের সংযোগ আছে বলিয়াই আহারের সহিত আত্মারও সম্বন্ধ, তাই সেই দিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া আর্য্যঋষিগণ হিন্দুর—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য সামগ্রী নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রেণী বিভাগের মূলে যে কতখানি সত্য নিহিত রহিয়াছে, তন্নির্দ্ধারণ বক্ষ্যমাণ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যে কারণেই হউক, তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মের আদেশ মনে করিয়া সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু এতদিন তাহা প্রতিপালন করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

"মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমে এইরূপ ভূমিকা আছে—ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণেরা সকলেইত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা বেদবিহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাঁহাদের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে? এই কথা শুনিয়া ভৃগু বলিলেন,—ব্রাহ্মণেরা আর ভাল করিয়া বেদ পড়েন না, তাঁহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, দিন দিন অতিশয় অলস হইতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের খাদ্য-দোষ ঘটিয়াছে, এই

গুলিই অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। তারপর মনুপুত্র ভৃগু অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির নাম করিতে লাগিলেন।"

মনুসংহিতার পঞ্চম-অধ্যায়ে আহার-সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত রহিয়াছে। নিম্নে কোন কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"লশুন (রসোন), গৃঞ্জন, (রক্ত মূলক শাক বিশেষ গাজোর ইতি ভাষা) ও বিষ্ঠা-দিতে সম্ভূত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে।"

মন্বাদি বিংশতি সংহিতায় এইরূপ সহস্র সহস্র বিধি নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অনেক দ্রব্যই নয়নগোচর হয়, যাহা হিন্দু মাত্রেরই অভক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন আরও এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা মাস বিশেষে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, যথা,—

(১) কার্ত্তিক মাসে মৎস্য, মাংস ভোজন করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।"*

(২) "আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেত শিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলম্বীশাক, বার্ত্তাকু ও কদবের এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।"

(৩) "যদি মাঘ মাসে ব্রাহ্মণ মূলা ভক্ষণ করে, তবে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অন্যথা নরকে গমন করিবে; ক্ষত্রিয় ভক্ষণ করিলে শূদ্রবৎ হইবে; বরং অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে অথবা গর্হিত বস্তু আহার করিবে, তথাচ যত্ন পূর্ব্বক মদিরা তুল্য মূলা বর্জ্জন করিবে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর্য্য ঋষিগণ এই স্থানেই—ক্ষান্ত হন নাই। ঋতু বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণ করিবার বা বর্জ্জন করিবারও আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তিথি বিশেষে যেমন ধাতু বিকার ঘটিয়া থাকে, ঋতু বিশেষেও আবার ঠিক তেমনি হয়। কোন ঋতুতে বায়ু, কোন ঋতুতে শ্লেষ্মা, কোন ঋতুতে পিত্ত প্রভৃতি কুপিত হইয়া শরীরকে অক্রমণ করে। সেই আক্রমণের ফলে মানব শরীরের যন্ত্রবিশেষও ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকার প্রাপ্ত হয়। তাই আর্য্য ঋষিগণ ঋতুবিশেষেও আবার খাদ্য দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুত সংহিতায় "সূত্র স্থানের" এক বিংশ অধ্যায়ে ২৪ হইতে ৩১ শ্লোক এবং "উত্তর তন্ত্রে" চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে ৪ হইতে ১২ শ্লোক পাঠ করিলে ভক্ত বিষয় সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্য জানা যাইবে। স্থানাভাব বশতঃ কথিত শ্লোকগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 'স্মৃতি আহ্নিক তত্ত্বেও এই বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা আছে।

এইরূপ খাদ্য সামগ্রীর বিজ্ঞান করিয়া ঋষিগণ নর-বিভাগ করিলেন। মনুষ্যের স্বাভাবিক নিজস্ব গুণ লইয়াই এই বিভাগ করা হইয়াছিল। মানবমণ্ডলীর ভিতর কেহবা সাত্ত্বিক-গুণ সম্পন্ন, কেহবা রাজস-গুণ সম্পন্ন এবং অন্য সকলে তামস গুণ-সম্পন্ন, মিশ্রগুণ সম্পন্ন মানবের সংখ্যা অল্প। এইরূপে তখন-কার হিসাবে মনুষ্য সম্প্রদায় শ্রেণীবদ্ধ করা

নরবিভাগ ও তৎসংক্রান্ত খাদ্য বিভাগ।

* মনু।

হইয়াছিল। আপন আপন চরিত্র এবং রুচি বিশেষে মানুষ আপন আপন খাদ্যসামগ্রী বাছিয়া লইত। তদ্দৃষ্টেই নরবিভাগ অনুসারে খাদ্যবিভাগও হইয়া ছিল।

যে সকল দ্রব্য কটু অম্লযুক্ত, লবণযুক্ত, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য এবং উগ্র, যে সকল দ্রব্য অতিশয় রুক্ষতাকারক ও উত্তাপ-বর্দ্ধক তাহাই রাজস লোকের প্রিয় খাদ্য।*

আর যে সকল দ্রব্য অর্দ্ধপক্ক, বিগতরস, পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এবং অপবিত্র, তাহাই তামস লোকের প্রিয়।†

কিন্তু সাত্ত্বিক-খাদ্যই শ্রেষ্ঠ এবং সাধুজনোচিত। খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্মের নিত্যসম্বন্ধ। তাই ধার্ম্মিক সাধু ও সংযমী পুরুষদিগের যাহা প্রিয়, তাহাই সাত্ত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত। যে সকল দ্রব্য সত্ত্বগুণ, অনাময়, বল, সুখ, প্রীতি প্রভৃতি বর্দ্ধক, যে সকল দ্রব্য রসাল, স্নিগ্ধ, সরসানন্দোদ্দীপক এবং চিত্তের স্থৈর্য্য-বর্দ্ধক, তাহাই সাত্ত্বিক-খাদ্য *

সাত্ত্বিক-খাদ্য আবার দুই প্রকার—আশ্রমিক এবং হবিষ্যান্ন। সংসার ত্যাগী ধর্ম্মাশ্রমবাসী ঈশ্বরচিন্তানিমগ্ন ঋষিগণ যাহা আহার করিতেন, তাহারই নাম আশ্রমিক-খাদ্য। অগ্নিস্পৃষ্ট-দুগ্ধ এবং ফলমূলাদি আশ্রমিক খাদ্যের অন্তর্গত। যাহাহউক, তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবল এইটুকু বলিলেই বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে যে, সাত্ত্বিক খাদ্য ভোজনে চিত্ত যেরূপ পবিত্র ও নির্ম্মল থাকে, ধর্ম্মে যেরূপ মতি থাকে, শরীর ও মন উভয়ই যেমন সুস্থ থাকে অন্য (অর্থাৎ রাজস ও তামস) খাদ্য ভোজনে তাহা হয় না। কিন্তু আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশ রাজস খাদ্যের অন্তর্গত।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, স্থূলতঃ দ্বিবিধ উপায়েই সাধারণ খাদ্য হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য বিভক্ত হইয়াছিল ;—

১। সাধারণ বর্জ্জন, অর্থাৎ কতকগুলি দ্রব্য একেবারে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ।

* "কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজস স্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদা॥"
ভগবদ্গীতা।

† "যাতযামংগতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনম্ তামসপ্রিয়ম্॥"
ভগবদ্গীতা।

* আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা বা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ॥"
ভগবদ্গীতা।

† স্মৃতিতে হবিষ্যান্নোক্ত দ্রব্যের একটী তালিকা আছে তাহা এই:—

"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলাযবাঃ।
কলায় কঙ্গু নীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকাঃ॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
লবণে সৈন্ধব সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পিষী॥
পয়োহনুদ্ধৃত সারঞ্চ পনসাম্র হরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী॥
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্য গুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥"

২। ঋতুভেদে আহারভেদ এবং মাসভেদে আহারভেদ।

৩। তিথিভেদে আহারভেদ।

চতুর্থ-অধ্যায়।

আলোচনা ও তুলনা।

শাস্ত্রকারগণ যে ত্রিবিধ উপায়ে হিন্দুদিগের আহার্য্য সামগ্রী বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাই সমীচীন এবং যথেষ্ট। দ্রব্যগুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কতকগুলি সামগ্রী একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অপর কতকগুলি ঋতুভেদে ও মাসভেদে ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যাহা অবশিষ্ট ছিল, সেই সকল খাদ্যসামগ্রীর ভিতর যে গুলি একটু অধিক অপকারী, তাহাই তিথিভেদে ভক্ষণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান অধ্যায় পাঠ করিবার সময় পাঠকদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল দ্রব্য অতিশয় সাধারণ এবং সহজেই প্রাপ্য, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই যত বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। সমাজের সকল লোকেরই অবস্থা কোন দিনই এক রকম নহে। কেহবা দরিদ্র, কেহবা ধনী, কেহবা মধ্যবিত্ত। পৃথিবীর জন্ম হইতে মানব-মণ্ডলীর ভিতর এইরূপ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে; এ নিয়মের প্রবর্ত্তক কেহ নাই। যে সমাজে যেরূপ অবস্থার লোক অধিক, সেই সমাজের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। দরিদ্রের সংখ্যা অধিক হইলে, সমাজ দরিদ্র—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিক্য হইলে সমাজের অবস্থাও মধ্যবিত্ত। শাস্ত্রকারদিগের আদেশের উপর অন্ধবিশ্বাস পরিপূর্ণ হৃদয়, ধর্ম্মভীরু, সরল, নিরহঙ্কারী সেই সকল হিন্দু আর্য্য কি কি সামগ্রী আহার করিতেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যক। আহারের "নবাবী" বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি, তখন তাহার যে প্রচলন ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের দিকে একবার চাহিলে দেখা যাইবে যে, এখনকার অধিকাংশ হিন্দু যাহা ভক্ষণ করে, তখনকার সেই প্রাচীন আর্য্যভূমে প্রায় সেই সমস্ত দ্রব্যই ভক্ষিত হইত।

কোন একটী দেশের কেবল মাত্র ধনী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন, সেই দেশের পক্ষে সেই সকল দ্রব্য সাধারণ খাদ্য সামগ্রী নহে। দেশের মধ্যবিত্ত অবস্থার বা দরিদ্র অবস্থার লোক যে সকল দ্রব্য ভোজন করেন—যে সকল দ্রব্য সহজেই এবং অল্পব্যয়েই বা বিনাব্যয়েই পাওয়া যায়—সেই সকল খাদ্য সামগ্রীই সাধারণ খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে ফল মূল, শাক শব্জীর অভাব নাই—ভারতবাসীদের খাদ্য সামগ্রীর অধিকাংশ দ্রব্য তাহাই।

তখনকার পুরাতন ভারতবর্ষের সাধারণ আর্য্য হিন্দু যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিত এবং তাহাদিগের ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্যই এখন আমাদিগের আলোচ্য বিষয়।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট (ক) তালিকার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে

পারাযাইবে যে, সাধারণ ভক্ষ্য প্রায় সকল সামগ্রীরই (তরকারী, ফল, মূল ও শাকাদি) আমি নামোল্লেখ করিয়াছি। তবে ইচ্ছা করিলে তালিকার আকার আরও বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ করিয়া আমি তাহাদিগের নিজস্য গুণাগুণও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

উক্ত দ্রব্যগুলির ভিতর যে গুলি সাত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত, তাহাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলাই নিষ্প্রয়োজন। কারণ সাত্বিক-খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেক কথা বলিয়াছি। তাহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাত্বিক-খাদ্য দোষাবহ নহে—উহা সাধু, সন্ন্যাসীর এবং সত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের আহার্য্য। (ক) তালিকার অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সে গুলি তত অনিষ্টকর নহে, বরং অধিকাংশ স্থলেই উপকারী। তাই শাস্ত্রকারগণ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই! তবে তাহাদিগের ভিতর যে সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অপকারী, তাঁহারা কেবল তাহাদিগের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। (খ) এবং (গ) তালিকা (ক) তালিকার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই সকল বিষয় সহজ ও সরল হইয়া আসিবে।

(খ) এবং (গ) এই দুইটী তালিকা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ প্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর ভিতর যে গুলি একটু দোষাবহ, তাহাদিগের দোষের তুলনায় কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির দোষ বহুল পরিমাণে অধিক। (গ) তালিকার দোষের সহিত (খ) তালিকার দোষের তুলনা করিলে, (গ) তালিকার দোষ, দোষ বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে না। দোষ অপেক্ষা এই সকল সামগ্রীর গুণের ভাগই অধিক।]

(ক) গুণাবলী সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্য সামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
১	কুষ্মাণ্ড...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে	ইহারা রাক্ষস খাদ্যের অন্তর্গত এবং তিথিভেদে ইহাদিগকে ভোজন করিতে হয়।
২	বৃহতী...	ঐ	
৩	অলাবু...	ঐ	
৪	বার্ত্তাকী...	ঐ	
৫	যজ্ঞডুমুর...	অপক্ক ফল মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ-গুরুপাক, এবং কফ পিত্ত, রক্তস্রাব, বমি, ও ব্রণরোগের উপকারক। ইহার পক্কফল ও উপকারী।	

(ক) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৬	মোচক (মোচা)...	মধুর-কষায় রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়-রোগের হিতকর।	...
৭	থোড়...	মধুর-কষায়-রস, শীতল রুচি-কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং প্রদর ও যোনিদোষের উপ-কারক।	... ...
৮	রম্ভা...	... ...	সকল অবস্থাতেই সাত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৯	কাঁকরোল...	বলকারক ও রুক্ষ	... ...
১০	শজিনার ফল...	মধুর কষায় রস, অগ্নিবর্দ্ধক কফপিত্ত নাশক এবং শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম রোগের হিতকর।	... ...
১১	রাঙ্গা আলু বা রক্তালু...	মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, স্নিগ্ধ, বলকারক, এবং অদগ্ধ শ্লেষ্মার নাশক। পুষ্টি-জনক, শুক্রবর্দ্ধক; চক্ষুর হিত-কর। ভ্রম, পিত্ত ও দাহ-রোগের উপকারক।	... ...
১২	কেমুক ফল বা গাছ আলু...	... ...	সাত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত
১৩	বেতাগ্রা...	মধুর তিক্ত রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ বায়ুনাশক এবং দাহ, রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বীসর্প প্রভৃতির উপকারক।	...

(ক) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
১৪	মূলক বা মূলা ..	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	... ...
১৫	পটোল ..	ঐ	... ...
১৬	নিম্বুক ..	ঐ	... ...
১৬	মান...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
১৮	কচু...	... ...	ঐ
১৯	ওল...	... ...	ঐ
২০	তিল...	... ...	ঐ
২১	যব...	... ...	ঐ
২২	কাউন...	... ...	ঐ
২৩	কলম্বী শাক...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	তামস খাদ্যের অন্তর্গত।
২৪	হেলঞ্চা বা কালশাক ..	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
২৫	তুম্বী...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	ঐ
২৬	শিম্বী বা শিম...	ঐ ...	... ...
২৭	বাথুয়া শাক...	... ...	সাত্ত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত।
২৮	পূতিকা...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	
২৯	হৈমন্তিক অসিদ্ধ ধান্যের আতপতণ্ডুল...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৩০	নীবার ধান্য...	কষায়, মধুর ও শীতপিত্ত-নাশক।	... ...
৩১	শ্যামাধান্য...	ঐ	... ...
৩২	শাশুন্ডু ধান্য	ঐ	... ...
৩৩	গোধুম...	মধুর, গুরু, বলকারক, দৃঢ়তা-কারক এবং শুক্র ও রুচিকারক	... ...
৩৪	মুগ...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৩৫	মটর	... ...	ঐ
৩৬	মসূর...	ভাজা মসূরের দাইল মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, মল-রোধক, বর্ণকারক এবং কফ পিত্ত, রক্ত ও বিষমজ্বরের উপকারক।	... ...

(ক) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৩৭	পেয়ারী বা খণ্ডিকা...	মধুর কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার হিতকর, বাহ্য প্রয়োগেও ইহারদ্বারা পিত্ত শ্লেষ্মার উপকার হইয়া থাকে।	... ...
৩৮	মাষকলায়...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	... ...
৩৯	সাকালু বা কন্দালু...	মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, স্রোতঃ সমূহের উপকারক এবং বায়ু শ্লেষ্মা, অরুচি, কণ্ডূ ও বিষ-দোষের হিতকর।	... ...
৪০	ঝিঙ্গা...	মধুররস, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, এবং জ্বর নাশক।	
৪০	পনস বা কাঁটাল...	... ...	সাত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৪১	নোনা ফল...	... ...	ঐ
৪২	আম্র...	... ...	ঐ
৪৩	জাম...	পাকা জাম মধুর-অম্ল-কষায় রস, গুরুপাক, শীতল, রুক্ষ, রুচিকর ও বাত-কফ-নাশক।	রাজসিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৪৪	তাল...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	... ...
৪৫	নারিকেল...	ঐ	... ...
৪৬	বেল...	ঐ	... ...
৪৭	নারঙ্গ বা কমলা লেবু...	... ...	সাত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৪৮	পানিফল বা শৃঙ্গাটক...	স্বাদু, রুচিকর, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক, পুষ্টিকর এবং বাত-পিত্ত-কফ নাশক।	...

*(ক) গুণ বলা সহ সচরাচর প্রচলিত তালিকার সাধারণ খাদ্যসামগ্রী তালিকা।

ক্রমিক নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৪৯	কলিঙ্গ বা তরমুজ...	মধুর সর, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক বলকারক ও পিত্ত দাহ প্রভৃতি নাশক। ...	...
৫০	খর্জ্জুর...	পক্কফল মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভজনক এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, অতিসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত পিত্ত-কফ জনিত অন্যান্য বিকারের হিতকর। ...	...
৫১	পারীশ ফল বা পেঁপে...	কাঁচা পাকা উভয় প্রকার পেঁপেই শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি রোগের উপকারক। ...	...
৫২	ফুটী...	মধুররস, শীতল, রুচিকারক, মূত্রদোষ নাশক, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা রোগের উপকারক। ...	...

* ইচ্ছা করিলে (ক) তালিকার আকার আরও বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে কিন্তু উদাহরণ দিবার জন্য তাহার প্রয়োজন দেখি না। ফল মূলই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয়, সেই জন্যই বর্ত্তমান তালিকায় ফলমূল ভিন্ন অন্য দ্রব্যের নাম সন্নিবিষ্ট করা হইল না।

(ক) গুণাবলী সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৫১	আমলকী ফল...	অম্ল, সুমধুর, তিক্ত, কষায়, কটু, সারক, চক্ষুষ্য, সর্ব্ব দোষঘ্ন ও বৃষ্য। ...	...
৫৪	নিম্বুক...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ...	...

(খ) তালিকা।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম।	তাহাদের প্রধান প্রধান দোষ।
কুষ্মাণ্ড ...	১। অতিশয় ক্ষার গুণ সম্পন্ন। ২। কফ কারক।
বৃহতী...	১। পিত্তোদ্রেককারিণী। ২। ক্রূর বায়ুবর্দ্ধিনী।
পটোল...	১। শোণিতোদ্রেক কারক। ২। স্নিগ্ধোষ্ণ।
মূলক...	(ক) কাঁচা—বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রূর রক্ষ প্রাবল্যাদি বিকার বর্দ্ধিনী। (খ) স্নেহসিদ্ধ—শৈত্যিক বিকার বৃদ্ধিকারিণী, (গ) সাধারণ দোষ—আমকারক।
বিম্ব...	পিত্তকারক।
নিম্বুক...	শিরানিহিত শৈত্যরস বর্দ্ধক।
ভাণ...	১। রক্তপিত্ত রোগ বর্দ্ধক। ২। বহুমূত্র ও তন্দ্রা-উৎপাদক।
নারিকেল...	১। গুরু। ২। দুষ্পাচ্য। ৩। মলরোধক।
অলাবু...	১। শৈত্যগুণ সম্পন্না। ২। বাত শ্লেষ্ম রোগকারিণী। ৩। অধিক বিলম্বে ও অতিশয় কষ্টে জীর্ণ হয়।
কলম্বী...	১। অম্লপিত্ত রোগকারিণী। ২। শ্লেষ্মা এবং ম[illegible] বৃদ্ধিকারিণী।
শিম্বী...	১। শৈত্যগুণ সম্পন্না। ২। রস, জ্বর ও শ্বাস রোগ কারিণী।
পূতিকা...	পিত্ত বায়ু ও রক্তকাস (যক্ষ্মাকাস) বর্দ্ধিনী।
বার্ত্তকী...	কণ্ডু রোগোৎপাদিনী।
মাষকলায়...	১। অতিরিক্ত মল বৃদ্ধিকারক। ২। অতীসার রোগকারক।

(গ)

দ্রব্যের নাম।	(ক) তালিকার লিখিত সাধারণ ভক্ষ্য দ্রব্যের ভিতর দোষাশ্রিত দ্রব্যগুলির গুণ।	তাঁহাদিগের দোষ।
২	১	৩
রাঙ্গা আলু...	১। স্নিগ্ধ। ২। বলকারক। ৩। হৃদয়স্থ-শ্লেষ্মনাশক। ৪। পুষ্টিকারক। ৫। শুক্র-বৰ্দ্ধক। ৬। চক্ষুর হিতকর। ৭। ভ্রম, পিত্ত ও দাহ রোগের হিতকর।	১। গুরুপাক। ২। কিঞ্চিৎ বিষ্ঠম্ভী।
মসুর...	১। লঘুপাক। ২। বলকারক। ৩। কফ, পিত্ত, রক্ত ও বিষম-জ্বরের উপকারক।	১। মলরোধক।
খর্জ্জুর...	১। স্নিগ্ধ; ২। রুচিকর; ৩। পুষ্টিকর, ৪। বলকারক ৫। শুক্রবৰ্দ্ধক, ৬। বাতপিত্ত; ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, অতীসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত-পিত্ত কফজনিত অন্যান্য বিকা-রের হিতকর।	১। গুরুপাক। ২। কিঞ্চিৎ বিষ্টম্ভী।
পানিফল...	১। রুচিকর, ২। বলকারক ৩। শুক্রবৰ্দ্ধক; ৪। বীর্য্যজনক ৫। পুষ্টিকর, ৬। বাতপিত্ত; কফনাশক।	১। গুরুপাক।

ইহকাল ও পরকাল।

জীবজগতের অতীত ইতিহাস আলো-চনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, আবহমান কাল হইতেই মানবমনে দ্বিবিধচিন্তাস্রোত প্রবাহিত আছে। আদিম আমলেও মনুষ্য আপন কর্ত্তব্যকে বিভিন্নমুখীন দুইটী পথের মধ্যস্থানে রাখিয়া চিন্তাক্লান্ত-নয়নে বিরস বদনে বলিত, "কোন্ পথে যাই?" "কোন্ পথে গেলে আমার কর্ত্তব্যের গায়ে কাঁটার আঁচড়টী লাগিবে না?" প্রাচীনকালেও মানবাত্মা দ্বৈধতরঙ্গে হাবুডুবু খাইত, মানবীয় মন দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় এদিক্ ওদিক্ করিত। বস্তুতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতেই বিভিন্ন ভাবের দুইশক্তির লীলারঙ্গ মানবমনকে এই চিন্তাতরঙ্গের সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে বাধ্য করে।

মানবের সম্মুখে সন্নিকৃষ্ট চরাচরাত্মক সসীম বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার—দূরে অলৌ-

কিক চিন্তার বিষয় অসীম-অপার-অনন্ত। সম্মুখের সামগ্রী শতধা সহস্রধা বিভাগ করিলেও সেই পুরাতন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, বধূ, বস্ত্র, সাগর, নগর, ভূধর ইত্যাদি কত কি পাওয়া যাইবে; আর মানস-নয়নে চাহিয়া থাকিলে নয়নের অগোচর অনন্ত অলৌকিক রাজ্য ক্রমশঃ আবির্ভূত হইবে, লৌকিক শক্তি ক্লান্ত, তবুও অবিরাম সেই বিরাটচিত্র অসীম-অপার-অনন্ত অপরিবর্ত্তিতরূপে বিরাজমান। দর্শনশক্তির পরাজয়। একদিকে মানবের লৌকিক-সামর্থ্য পরাজিত তিরস্কৃত-অভিভূত, আর অলৌকিক মানসবল প্রবল, অন্যদিকে লৌকিক ইন্দ্রিয়শক্তি চরিতার্থ এবং অলৌকিক মন-শক্তির প্রবেশের অধিকার নাই। এই লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির সম্মিলনবিন্দুই মানবের অবস্থিতি-স্থান।

মানবের উপর অনাদিকাল হইতেই উভয় শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বারম্বার আকর্ষণ, বিকর্ষণ, জয়, পরাজয়, সম্মিলন, বিয়োজনে এই উভয় শক্তিই অল্পাধিক পরিমাণে মানবাত্মার আত্মীয় হইতে পারিয়াছে। অলৌকিক ও ত্যাজ্য নহে, লৌকিক ও অগ্রাহ্য নহে, কিন্তু কখনও অধিক অনুকূল বলে চলিতে হইলে স্বভাবের সনাতন নিয়মে এক দিক আশ্রয়করিতে হয়। এই জন্যই মানব উভয় শক্তির রঙ্গালয় হইলেও সময় বিশেষে সকলের জন্য সমান অবকাশ দিতে অক্ষম। কখনও কাহার ও আধিপত্য প্রকৃষ্ট, কভু বা অপরের খ্যাতি প্রতিপত্তির বহর; এই চিরপরিবর্ত্তনশীল প্রথা সুতরাংই রহিয়া গিয়াছে।

এক সময়ে সন্নিকৃষ্ট সংসার রাজ্যের উন্নতি, অবনতি, রীতি পদ্ধতি, শুভাশুভ চিন্তা; অপর সময়ে অলৌকিক রাজ্যের সুখ দুঃখ লাভালাভের ভাবনা। মানবের বাহ্য লক্ষ্য সসীম সংসার, আর অন্তর্লক্ষ্য অলৌকিক অসীম অপার অবিনশ্বর। এই উভয় দিক্ ভাবিতেই ইহকাল পরকালের চিন্তায় মানুষের অধিকার হইয়াছে। শুধু বহির্জ্জগতের শয়ন-ভোজন ভ্রমণ ইত্যাদি লইয়া মানুষকে ব্যস্ত থাকিলে চলে না, প্রকৃতির পরিণতি, জীবের গতি, সুখশান্তি প্রভৃতির ভাবনা ও ভাবিতে হয়। যদি জগতে বাধা বিপত্তি, ঘাত প্রতিঘাত না থাকিত, তবে একদিক নিয়া চলিলেই হইত, কিন্তু সংসার সুশ্যামল সমতল নয়, বন্ধুর। আলোকময় নয়, আলোক আঁধারের আবাসস্থান, সুখসলিলে সুধৌত নয়, দুঃখকর্দ্দমাক্ত ও বটে, কেবলই মধু নয়, নব রসের আকর। দয়াদাক্ষিণ্যও আছে, আবার কর্ত্তব্য পীড়ন তাড়নেরও অসদ্ভাব নাই। অনুগ্রহ নিগ্রহ পাশাপাশি রাজত্ব করে। চক্ষে দুঃখবারি, মুখে সুখহাস্য, কিছুরই এ অতুলভাণ্ডারে অপ্রতুল নাই। জগতের বয়োবৃদ্ধির সহিত মানববুদ্ধিরও নব নব অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইতেছে। অনেকে আ'জ কা'ল এই অলৌকিক অপার্থিব বিষয়গুলি একেবারে বিদায় দিতে চাহেন। সর্ব্বদাই চ'খ মেলিয়া দেখিতে চাহেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানস নয়নে আপনার অলৌকিকত্ব অবলোকন করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক।

পাশ্চাত্যদেশে সম্প্রতি এই মতবাদের সমর্থনকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল নহেন, অস্মদ্দেশেও অর্ব্বাকবুদ্ধি চার্ব্বাক বহুবর্ষ পূর্ব্বে

বৃহস্পতির পদাঙ্কানুসরণে এই "একচ'খো" ভাবের সমর্থন করিয়া গিয়াছিলেন। তখনকার চর্ব্বাক আর এখনকার চার্ব্বাকের উদ্দেশ্য বা আবশ্যক লইয়া ভাবাভাবের অনেক পার্থক্য। তখনকার চার্ব্বাক মহোদয়েরা স্বসম্প্রদায় গুরু বৃহস্পতি মহাশয়ের উপর ও কলম চালাইয়াছিলেন। বৃহস্পতির মতে অলৌকিক অপার্থিব পদার্থের আদর ছিল না বটে কিন্তু লৌকিক সুনীতিসমূহের বিন্দুমাত্রও অভাব বা অসম্পূর্ণত্ব ছিলনা। চাণক্যপণ্ডিত যে নীতিশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, তাহার অনেক নীতি বার্হস্পত্য নীতির অনুমোদিত। চার্ব্বাক্ সুবিধামত যুক্তিশাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক অযৌক্তিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেও চেষ্টা করিয়া ছিলেন। বৃহস্পতি যুক্তিবলে ঐহিক নীতির সংরক্ষণ ও অলৌকিক পদার্থের নিরাকরণ করিতে চাহেন, চার্ব্বাক্ কিন্তু অনেক স্থানে যৌক্তিক লৌকিক নীতির ও উচ্ছেদ সাধন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

বৃহস্পতি ঐহিক সুখই একমাত্র প্রার্থনীয় বলিয়াছেন। বৃহস্পতির একটী সূত্র—কাম এবৈকঃপুরুষার্থঃ"। কাম অর্থ ঐহিক সুখ। যাহা মন চায়, তাহা যে উপায়ে পাই, সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। ইহজীবনের সুখসাধনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। অনিশ্চিত অলৌকিক পদার্থের আশায় বা অপার্থিব সুখের আশায় ইহজীবনে ক্লেশভোগ মহামূর্খতার পরিচয়। এই ইহকালের সুখের জন্য যেসকল নৈতিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, নানা উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপাত হইতে আত্মপাত নিবারণ করিবার জন্য যে সকল সুনীতির অনুসরণ আবশ্যক, বৃহস্পতির বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পরকালবাদী স্বর্গার্থে যাগানুষ্ঠানকারী সম্প্রদায়কে তিনি তীব্র তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, পরলোকে ফল ভোগ করা সম্ভব হইলে তাহার জন্য ইহকালে চেষ্টা করা যাইতে পারে। পরিশেষে বিপুল লাভের আশায় আপাততঃ ক্লেশ বা ক্ষতি স্বীকার করা নীতির বহির্ভূত নহে, কিন্তু পরকালে ফল ভোগ করিবে কে? "চৈতন্য বিশিষ্টো দেহঃ পুরুষ ইতি।" এই সূত্রে বৃহস্পতি সচেতন দেহকেই আত্মা বলিয়াছেন, সুতরাং মৃত্যুর পর ফল ভোগ করিবার জন্য "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? মৃত্যুর সঙ্গে সংসার রঙ্গ ফুরাইল, জলতরঙ্গ জলেই বিলীন হইল, আবার কে কিসের ফলাফল ভোগ করিবে? বৈদিক-ক্রিয়া কাণ্ড কেবল অকর্ম্মণ্য লোকের জীবিকার্জ্জনের উপায়। ইত্যাদি নানা কথা বৃহস্পতি বলিয়াছেন। বৃহস্পতির আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইয়াছে, এটী কিঞ্চিৎ রহস্য জনক। "পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে?" যজ্ঞাদিতে পশুবধ বেদের আদেশ, অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি নানা যাগে পশুহিংসা বিহিত আছে। পশু বিনাশের সময় "স্বর্গংগচ্ছ পশুত্তম!" বলাও হইয়া থাকে। এখানে বৃহস্পতি বলেন,—যদি হত পশু স্বর্গেই যায়, তবে যজ্ঞে পশুস্থানে যজমানের পিতাকে বলিপ্রদান করাইত অধিক সঙ্গত। যজ্ঞে হত

হইলে তাহার স্বর্গ অবার্থ, আবার কোন্ পুত্রইবা পিতার স্বর্গ গমন ইচ্ছা করে না? সুতরাং পশুকে স্বর্গে না পাঠাইয়া পিতাকে পাঠানই উপযুক্ত যাজ্ঞিক পুত্রের উপযুক্ত-কর্ম্ম। এতাদৃশ অনেক কথা এবং অনেক অশুচিত তিরস্কার বৃহস্পতির গ্রন্থে পাওয়া যায়। ফলতঃ ঐহিক সুখই তাঁহার অভিপ্রেত, অপর সমস্তই অত্যন্ত অগ্রাহ্য। সুতরাং আমরা তাঁহাকে ইহসর্ব্বস্ববাদের নেতা বলিয়া বলিতে চাই।

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য দেশস্থ 'Secularist "সম্প্রদায় ও ইহসর্ব্বস্ববাদী। ইহারা ও কেবল ঐহিক সুখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তবে ঘরের পরের সকলের চিন্তার জন্য ইহাদের একটু অবকাশ আছে। যাহাতে জগতের উন্নতি সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির আন্দোলন ও অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করেন। বিজ্ঞানাদির উন্নতির দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধন ভূরি-অভাব মোচন করা যাইতে পারে, কিন্তু সমস্তজীবন পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা সংসারের বিশেষ কোনও জাতীয় হিতসাধন করা যায় না। কোনও দরিদ্রের অন্ন সংস্থানে তাহার ঈশ্বরারাধনা সহায়তা করে না, কিন্তু অর্থনীতি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে, সুতরাং জগতের হিতার্থে ইহকালের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করাই অধিকতর মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, যোগ, যাগ মানুষের প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্বথা অনুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য নির্দ্ধারিত অমূল্য সময় নষ্ট করে মাত্র। আধ্যাত্মিক চিন্তায় অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করাতেই ভারতের লৌকিক-বল দিন দিন হীন হইয়া অবশেষে দুর্দ্দশার শেষাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক আলোচনা যে মানুষের সুখের শান্তির পথ কণ্টকিত করে, ইহাই তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রত্যুত অনিশ্চিত এবং অনাবশ্যকীয় কার্য্যে সময় নষ্ট করাই অন্যায়। ইউরোপের ইহসর্ব্বস্ববাদের ব্রাডল, হোলিওক্ প্রভৃতি অনেক সমর্থনকারী আছেন।

ইহসর্ব্বস্ববাদের উপর একটা তর্ক আছে যে, ইহলোকের উন্নতির জন্য আমরা অনেক কার্য্য করিতে পারি, অনেক সময়ে জগতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতে গিয়া আমরা কৃতকার্য্যও হই, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনেক কার্য্যেই অনুপযুক্ত। আমাদের চক্ষু সামান্য দূর দেখিতে পায়, আমাদের সামর্থ্যে অতি অল্প অনিষ্টেরই প্রতীকার হইতে পারে। আমাদের সকল চেষ্টা যেখানে পরাভূত, সেখানে আমাদের আধ্যাত্মিক বল বা ধর্ম্মবল আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। বিশ্বাসীর কাছে, ভক্তের নিকট, ধার্ম্মিকের হৃদয় ফলকে ইহার উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত শত শত দৃষ্টান্ত স্থান পাইতেছে। বিজ্ঞানের সকল জ্ঞান যেখানে পরাস্ত হইয়াছে, এরূপ মুমূর্ষু রোগী, ভক্তের প্রার্থনায়, ভগবানের দয়ায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনাদর করিয়াও অনায়াসে সুস্থতা লাভ করিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই, তবে বিশ্বাসীর অল্পতায় ভক্তের বিরলতায় ধর্ম্ম জীবনের শোচনীয় অধঃপতনে এরূপ দৃষ্টান্ত ক্রমে বিরলতর হইতে চলিয়াছে মাত্র।

আধ্যাত্মিক আলোচনায় বা ধর্ম্ম বলে

মানবের মনোবল—শারীর-সামর্থ্য শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই। মানবের ক্ষুদ্র শক্তি, বিপুলশক্তি লাভ করিতে গেলে মানবকে সেই শক্তিসমুদ্র হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। বিষয়-সুখ সাধারণ মনুষ্য যে পরিমাণে ভোগ করেন, তদপেক্ষা প্রেমিক ভক্ত, বিশ্বাসী ধার্ম্মিক লক্ষ গুণ অধিক ভোগ করেন। কোনও মনোরম দৃশ্য দর্শন করিলে সাধারণ ব্যক্তি প্রীতি লাভ করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক সুদৃশ্যে কুদৃশ্যে সর্ব্বত্রই মহিমান্বিত পরমেশ্বরের মহামহিমার পরিচয় পাইয়া বিপুল-আনন্দ উপভোগ করেন। অবিশ্বাসীর অভক্তের অধার্ম্মিকের অন্তঃকরণ কেবল লৌকিক নীতিবলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে অক্ষম। সন্নীতি দ্বারা অনেক সময়ে সংসারের উপকার হইতেছে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত নীতির পবিত্রতা রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। কেবল লৌকিক বহু দর্শনের সমষ্টি মাত্রকে নীতি নাম দিলে প্রকৃত নীতির অবমাননা হয়। রাজ দণ্ডের ভয়ে, সমাজ 'কলঙ্ক' শঙ্কায় ও নজের অনিষ্ট অপচয়ের ভয়ে লোকে যে সকল কুকার্য্য করিতে বিরত থাকে, সেই গুলি পরিহারের জন্যই নীতির আবশ্যকতা ও সম্মান রক্ষিত হইলে বাস্তবিকই নীতির মূল্য অত্যল্প। ধর্ম্মজ্ঞান রহিত নীতিজ্ঞান পশ্বাদির পিতৃ মাতৃ ভক্তির সহিত পৃথক এবং তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পিতৃ মাতৃ ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা মানুষকে দিতে পারে কি না তাহাও বিচার্য্য। ভক্তি ধর্ম্ম জ্ঞান ধর্ম্ম বিশ্বাস ব্যতীত কোনও নীতিই প্রকৃত নীতির আসনে উপবিষ্ট হইতে পারেনা।

নীতিজ্ঞানে বা নৈতিক সাধনায় মানুষ দুষ্কার্য্যকে ঘৃণা করে, কেন না নীতিশাস্ত্র তাহাকে দুষ্কার্য্যের জন্য শত শত আপদ বিপদের দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র অনিষ্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেয়। নৈতিক জ্ঞানের বহুদর্শিতা তাহাকে দুষ্কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র সাবধানে থাকিতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতা কেবল মানুষের চক্ষুতে ধূলি দিতে পারিলেই শেষ হইল। নীতিজ্ঞ দশের ভয়ে দেশের ভয়ে মোটের উপর মানুষের ভয়ে কুকার্য্যে নিরস্ত, নীতি তাহাকে ইহার অধিক অর্থাৎ অমানুষ ভয় হইতে সাবধান থাকিতে শিক্ষা দেয়না। আর ধার্ম্মিক ধর্ম্ম নীতি বলে, একটী লোক চক্ষু নয় সর্ব্বব্যাপির সেই অসংখ্য চক্ষু হইতে সাবধানে থাকিতে বলে, এক কথায় বলিতে গেলে বিশ্বাসীর কুকার্য্য করিবার স্থান নাই। সে জানে "বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতো মুখঃ" ভগবান্ সর্ব্বত্র অসংখ্য নয়ন নিঃক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞাতে কোথায় কুকার্য্য করিবে? সমাজের চ'খের বাহিরে রাজার চ'খের অন্তরালে, তীব্র অন্ধকারে, অন্যায় কার্য্য করিলে নীতি শাস্ত্র আর কাহার ভয় দেখাইবেন? ধার্ম্মিক দেখাইবেন "সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ" বিশ্বব্যাপী পুরুষকে। নীতিজ্ঞের পাপ করিবার স্থান আছে, ধার্ম্মিক ঈশ্বর-বিশ্বাসী জানেন, তাহার অদৃশ্য অগম্য স্থান নাই। বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতির দ্বারা সাধারণে যে উপকার প্রাপ্ত হন, ভক্ত ধার্ম্মিক তাহার পর অতিরিক্ত ভগবানের অসাধারণ মহিমা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত

নৈতিক জীবন রক্ষার জন্য ধর্মজ্ঞানের আবশ্যকতা দেখিতে পান নাই কিন্তু এক সময়ের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অপর সময়ের তুলনায় অকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইলে স্বকীয় ভ্রমের জন্য অনুতাপ ব্যতীত অন্য আশ্রয় সে সম্প্রদায়ের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নৈতিক জীবন রক্ষার জন্য সাধারণ মতই যথেষ্ট সাধন এই বিশ্বাসে, ভ্রম সঙ্কুল ও পরিবর্ত্তন শীল সাধারণ মত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, সে ব্যক্তি নিজেকে যতই নীতিমান মনে করুক না কেন, বস্তুত তাহার নৈতিক সাধনের অনিবার্য্য অধঃপতন উপস্থিত হইবে এবং পরবর্ত্তী জগৎ তাহা দ্বারা দুর্নীতিপরায়ণ হইতে শিক্ষা করিবে ইহা সুনিশ্চিত।

ইহ সর্ব্বস্ববাদী পাশ্চাত্য দেশীয়দের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে হাঁ, না, একটা কিছুই বলেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই, নীতিমার্গই জগতের আশ্রয়। আমাদের দেশীয় বৃহস্পতি মহাশয় নীতি রাখিয়া পরমেশ্বরের উপর ও কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর সাধনের জন্য আদৃত অনুমান প্রমাণের মস্তকেই বজ্রাঘাত করিয়াছেন।

চার্ব্বাকের ঐহিক-সুখের উপর অন্যদেশীয় পরলোকবাদী আচার্য্যগণ আপত্তি করেন যে, ঐহিক সুখ প্রায়ই দুঃখ সঙ্কুল, সংসারের সুখ চপলাচমক, দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, মানুষের ভাগ্যে কেবল দুঃখের পড়াই পড়ে। যৎকিঞ্চিৎ সুখ যাহা আসে, তাহারও মধ্যে দুঃখের বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইতে হয়। স্ত্রী পুত্রাদি জনিত সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু স্ত্রী সম্মিলনে বা পুত্র লাভে সুখ অপেক্ষা দুঃখের আশঙ্কাই অধিক, বিবেকী শিঙ্গনমিশ্র বলিয়াছেন, "পুত্রবৎসাপুপাগতো রিপুরয়ংমামাচিজ্জায়তাং" পুত্রের মত শত্রু বস্তুতঃ বিবেকীর চ'খে কমই আছে। যাহার জন্য যত অধিক আশঙ্কা করিতে হয়, তাহার জন্য তত অধিক অশান্তি। পুত্র জন্মের উৎসবে এখনও অনেক দেশে ক্রন্দনের নিয়ম আছে। বাস্তবিকই একটা অসমর্থ জীবের প্রতি অশেষ কর্ত্তব্য ভার মস্তকে লইবার প্রথম দিনই পুত্রোৎপত্তির দিবস আমাকে যদি অপর কাহারও মঙ্গলামঙ্গলের জন্য সতত বিব্রত থাকিতে হয়, সর্ব্বদাই অপরের চিন্তায় ক্লান্ত থাকিতে হয়, তাঁহার সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখ অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে করিতে হয়, তবে তাহাতে শান্তি পাইব কিরূপে বুঝিতে পারি না। জগতের যাবতীয় মানবের সুখ দুঃখের অংশী হইতে গেলে তীব্র সহানুভূতির ক্রীত দাস হইতে গেলে, দয়াপরবশ পরোপকারী নীতিমান ব্যক্তি কেবল ক্রন্দনেই দিনযামিনী যায় করিতে বাধ্য হইবেন। ক্ষমতা ক্ষুদ্র, অভাব অসীম, না কাঁদিয়া আর উপায় কি? সমাজ সংস্কারে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ক্ষীণশক্তি হইয়া সহানুভূতির তীব্র তাড়নায় বিরলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ২ জীবলীলা শেষ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে নীতিজ্ঞের অশ্রু মোচনের সহবর্ত্তী সুখও কেবল ভগবানে নির্ভর হইতে উৎপন্ন। অশ্রুসিক্ত লোচনে ও শান্তির স্থান ঈশ্বর বিশ্বাস। "ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছারই জয় হউক" ইত্যা-

কার বাক্যই বিশ্বাসীর আত্মপ্রসাদে অবলম্বন। অবিশ্বাসীর শুধু জল মাত্র সার, আরহা হতাশ! সুতরাং বলিতে হয়, ধার্ম্মিক ব্যতীত কেবল নীতিমান্ দয়ালু ও পরোপকারীর দুঃখ ভোগ অসম্ভব, সুখের ও অধিকাংশই দুঃখ। যখন ধর্ম্ম বিশ্বাস ভিন্ন সুখেও সুখ নাই, বরঞ্চ অধিক দুঃখ তখন এ সুখের জন্য উৎকণ্ঠায় লাভ কি? প্রকৃত-সুখের জন্য ঐহিক ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-সঙ্কুল-সুখ ত্যাগ করা কি একান্তই মূঢ়তার কার্য্য, না সহস্রবার দুঃখের তাড়না সহ্য করিতে করিতে স্বপ্নে দেখার মত একটু সুখ ভোগকেই পুরুষার্থ মনে করা মূঢ়তার কার্য্য? এ সকল কথায় অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাকের উত্তর এই, ত্যাজ্যং সুখং বিষয় সঙ্গমজন্ম পুংসাং, দুঃখোপসৃষ্ট-মিতিমূর্খবিচারণৈষা, ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তম তণ্ডুলাঢ্যান্ কোনাম ভোস্তুষ-কণোপহিতান্হিতার্থী। "সমস্ত বৈষয়িক-সুখই দুঃখ সংসৃষ্ট, যখন বিশুদ্ধ-বিষয়-সুখ সম্ভোগ সম্ভব নহে, তখন আর দুঃখাকুল সুখ ভোগে শান্তি কি? এতাদৃশ বিবেচনা মূর্খেরই সম্ভব পায়। উৎকৃষ্ট তণ্ডুলাধার ধান্যে তুষকণা দেখিয়া কি কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়? ইহাদের মত সংসারে অশেষ দুঃখ সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখের ভয়ে কি সুখ সামগ্রী ও ত্যাগ করিতে হইবে! পারলৌকিক-সুখ ইহাদের সিদ্ধান্তে অসম্ভব, সুতরাং উপস্থিত সুখ দুঃখ মিশ্রিত হইলেও ইহাই মানব-জীবনের যথেষ্ট বিশ্রাম স্থান।

এখন এই সকল ইংসর্ব্বস্ববাদির মতে দোষার্পণ করিতে হইলে পরকালবাদীকে অদৃষ্ট, জন্মান্তর ও সংসার-সুখাপেক্ষা অধিক শান্তি সুখের কথা বলিতে হইবে। অদৃষ্টও জন্মান্তর মানাইতে হইলে দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হইবে। অদৃষ্ট মানিলে ঈশ্বর মানা অনেকটা সহজ হইতে পারিবে। সেই সকল সুগভীর দার্শনিক-যুক্তি জালের অবতারণা করা এ প্রবন্ধে একান্ত অসম্ভব। অদৃষ্ট, জন্মান্তর প্রভৃতির আন্দোলন আমরা প্রবন্ধান্তরে করিতে চেষ্টা পাইব, এপ্রবন্ধে পরলোকের সুখ দুঃখও অবস্থাব্যবস্থার বিষয়ে আমরা দুই চারি কথা বলিব।

আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন নাটকের শেষ আর কিছু থাকা আবশ্যক, যদি মতিরায় জন্য মৃত্যুর বিকট বদনে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য মানবাত্মার জগতে অবতারণা হয়, তবে কে সংসারে অশেষ কার্য্যজালে জড়িত হইতে চায়? আমার আরব্ধ অশেষ কার্য্য যদি এইখানে অসম্পূর্ণ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইল, তবে বিষম বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবার কথা। যাহা অন্যায় করিলাম তাহারও পরিণাম ফল প্রাপ্ত হইবার অবকাশ জুটিল না, যাহা শুভকার্য্য করা গেল তাহারও সুফল লাভ ঘটিল না। মোটের উপর প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইল না। এই ব্রহ্মাণ্ডের এক বিন্দু বালুকার উপর একটী আঘাত প্রদান করিলে অনন্ত-কালের জন্য প্রকৃতির বক্ষে প্রতিঘাতকে আহ্বান করিবার জন্য অঙ্কিত থাকে, এখানে এ ব্যভিচার অসম্ভব, সুতরাং আমাদিগের জলবিম্ব দেহ বিকৃত হইল, জলে মিশিল, তবুও কার্য্য প্রবাহের বিরাম হইতে

পারে না। মোটামুটি কথায় এজগতে কিছুরই বিনাশ নাই অবস্থান্তর আছে। সত্যময়ের প্রতিভাপূর্ণ সংসারে এসত্য স্বরূপ অন্যরূপ হইবে বলিয়া কখনও স্বরূপ শূন্য হইতে পারিবেনা। এ ক্রিয়াকাণ্ড এ বস্তু আড় যাইবার জায়গা নাই। উড়িয়া আসে নাই আকস্মিক হইতে পারে না। কাজেই ইহার আদ্যন্ত থাকা আবশ্যক, যুক্তি বলে প্রমাণিত হয়, অগ্র পশ্চাৎ না থাকিলে মধ্যও থাকিতে পারে না, অতএব যদি বর্ত্তমানে বিশ্বাসস্থাপন করিতে হয়, তবে অতীত ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান্ হইতে হইবে। আগেও কিছু ছিল, পরেও কিছু থাকিবে।

এই পারলৌকিক বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন ২ সম্প্রদায়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সম্প্রদায় বিশেষের মতে পরলোকে দুই অনন্ত জিনিষ। অনন্ত স্বর্গ, অনন্ত নরক, সংসারের কুকার্য্য সুকার্য্য যাহা হউক না কেন, বিচারের ফল দ্বিবিধ। পুণ্যের ভাগ অধিক হইলে অনন্ত স্বর্গ, পাপের ভাগ বেশী হইলে অনন্ত নরক। মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা কিছু করিলে আর একটু ভাল হইত। এখন যাহা ইচ্ছা কর, বিচার কিন্তু পড়ে একদিনে হইবে। সে দিন যদি তুমি ভাল উকীল দিতে পার, আর উকীল মহোদয় যদি বিচারক প্রভুকে বলেন,—Father for give them for they know not what they do, তবে তোমার পক্ষে মন্দ নয়। তোমার পাপে দয়াল উকীল বাবু জেলে যাইতে প্রস্তুত। দোষ তোমার ফল ভুগিল রামকান্ত. আহার করিল হরিহর, তৃপ্ত হইল রামপ্রসাদের। একজনের রোগ, অন্যে ঔষধ খাইল, অমনি রোগীর ব্যারাম বেমালুম সারিয়া গেল। এ সকল ব্যবস্থায় আমাদের আলোচ্য কিছু দেখি না। তবে তা এই সকল সম্প্রদায়েরও স্বর্গ নরক আছে আর সে স্বর্গ নরক ইহলোকে নহে, তাহা পরলোক ব্যাপী এই টুকুই এ প্রসঙ্গে বক্তব্য। ইহাদের স্বর্গ বেশ সুন্দর সুখদ স্থান। সে বর্ণনা পাঠ করিলে স্বর্গে যাইবার জন্য সকলেরই বোধ হয় কিঞ্চিৎ আগ্রহ হয়।

মহম্মদের স্বর্গ ও প্রলোভন পূর্ণ বিরাট বিলাস নিকেতন। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরোধী নহে। বিধর্ম্মী বা অবিশ্বাসীকে বিনাশ করিলেও সে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এখানে অকর্ত্তব্য জীব হত্যা, পরিণাম স্বর্গের বিপুল সুখ। এত তীব্র প্রলোভন না থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে এত ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় পাওয়া কঠিন হইত। সে স্বর্গের দুই চারিটী নিদর্শন বলিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। মহম্মদীয় স্বর্গ সাতটী, পর পর সাততলা ঘরের মত একটী পর একটী স্থাপিত। প্রত্যেক স্বর্গীয় ব্যক্তি এক একটী সুবৃহৎ মুক্তানির্ম্মিত তাম্বুতে বাস করেন। স্বর্গে দাস দাসীর অভাব নাই, তথাকার দুরবস্থ ব্যক্তির ৮০০০০ দাস থাকিবে। নারী সংখ্যা ৭২ জন, প্রত্যেকেরই রূপ লাবণ্য, যৌবন, অলঙ্কার অশেষ রূপ। প্রত্যেক রমণীর মস্তকে মুকুট আছে, সেই মুকুটের অপকৃষ্ট মুক্তার আলোকেও দশদিক আলোকিত হয়। ইচ্ছা মাত্রেই মণিময় দেহ ধারণ করা যায়। ভ্রমণার্থে— উপযুক্ত বাহন সর্ব্বদা প্রস্তুত। বাহন আর

কিছুই নয় "দিদিমার সঙ্গের সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া।" মাংসাদি প্রচুর ভোজন ইচ্ছা মাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে আর একটু রহস্য আছে। ধার্ম্মিক লোক পক্ষি মাংস আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পক্ষী জীবিত হইয়া অশরীরে উড়িয়া বাসায় চলিয়া যায়। এমন সুভোগ্য স্বর্গ লোভনীয় নয় কি? এ অলৌকিক রাজ্যের এসব সুযোগ সমধিক মুখরোচক। নরকের বর্ণনাও সমধিক ভয়ঙ্কর। বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

আমাদের দেশীয় পুরাণাদি গ্রন্থে স্বর্গ নরকের অনেক সুরঞ্জিত চিত্র পাওয়া যায়। স্বর্গ সুখস্থান এবং নরক ভীষণ বিভীষিকাময় যাতনা তাড়না বেদনার আবাস। যন্ত্রণা ভোগের জন্য নরকে যাওয়া শাস্ত্রের আদেশ কিন্তু হিন্দুর নরকের শেষ আছে। অনন্ত নরক অশেষ যন্ত্রণা, অনন্ত স্বর্গ—অপরিসীম সুখ হিন্দুর ভাগ্যে সুকঠিন। স্বর্গী জীব সুকৃতের অবসানে পুনঃপতিত হন। "তে তং ভুক্‌ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি।" শাস্ত্রের ঘোষণা এইরূপ স্বর্গ ক্ষয়শীল, কাজেই স্বর্গবাস ও সীমাবদ্ধ। স্বর্গের বিলাস রাশির অপচয় আছে সুতরাং স্বর্গীয় অনন্তসুখ অসম্ভব। বেদে ও স্বর্গের উল্লেখ আছে। স্বর্গের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রদেবের বিষয়ে বহুবিধ প্রসঙ্গ আছে। মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব ও স্বর্গে যাইতেছিলেন। যুধিষ্ঠির সশরীরেই স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহাদের গমন পথ হস্তিনাপুর (দিল্লী) হইতে উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের পারে ও স্থান পাইয়াছিলেন। অনেক স্থানে স্বর্গ (দেবনিবাস) উত্তর দিকে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক অনুমানে সুমেরু সন্নিকটে প্রাচীন পুঞ্জাপুঞ্জ শ্বেতকায় আর্য্য জাতি বাস করিতেন। স্বর্গ ও সুমেরু শিরে এখন আর্য্যের অতি পূর্ব্ব বাস স্বর্গ স্থান এবং ঋগ্বেদীয় কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য বিজেতা ও শ্বেতকায় আর্য্য নেতা ইন্দ্রদেবই সেই স্বর্গের অধীশ্বর কি না, এবিষয়ে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। সে স্বর্গ অনাবৃতকায় ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব। পথ মধ্যে ভীমার্জ্জুনের মত মহাবীর ও হিমানীর মহিমায় আত্মলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক, যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেও শাস্ত্রীয় স্বর্গ পরলোকের প্রাপ্য দেহাবসানে গন্তব্য এইরূপ ঘোষণা শাস্ত্রে অনেক স্থলেই সুপরিস্ফুটভাবে বিদ্যমান। স্বর্গের সুখ স্থায়ী হইলেও ভঙ্গুর। এই দুর্ল্লভ-সুখ স্বর্গের জন্য বহুকাণ্ড সঙ্কুল যাগাদি কার্য্যে কষ্ট ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত নয়। এখনকার সুখ সমৃদ্ধি অপেক্ষা স্বর্গ রাজ্যের সুখ শান্তি অবশ্য অনেকাংশে আকাঙ্ক্ষিত একথা আধুনিক নীতির অনুমোদিত। ভারতবর্ষের অনেক প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় নরপতি ইন্দ্র রাজের সখা ছিলেন। পরস্পরের উপকার প্রত্যুপকার চলিত। কখনও বা মর্ত্ত্যের কোনও নরপতি ক্রোধপরবশ হইয়া ইন্দ্রদেবের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিতেন, আবার সুযোগমত স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তারও করিতেন। সময়ানুসারে স্বর্গেশ্বরের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইত। এই

সম্প্রদায়ের নহুষ দশরথাদি জীবিতাবস্থায় স্বর্গে গিয়াছিলেন এবং স্বর্গাধিকার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বস্তুত স্বর্গের ধারণা পরলোক-ব্যাপিনী হইতে পারে না। স্বর্গে দেবগণ বসতি করেন, স্বর্গ—তাঁহাদের কৌশল বলে সুরক্ষিত। দৈত্যদানবগণ বলবান্ হইয়া অনেক সময়ে স্বর্গসিংহাসনকে বিপন্ন করিয়াছে, এরূপ উপাখ্যান পুরাণে পাওয়া যায়। দৈত্য দানবাদি প্রায়শ মেঘবর্ণ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য শক্তি দেব সমাজের নিকট প্রায়শই কৌশলেই পরাজিত হইত। পার্ব্বতীয় দুর্গমমার্গ অতিক্রম করিয়া সুখদ স্বর্গ রাজ্যে যাইবার যোগ্যতা বীর দৈত্যেরই ছিল, কাজেই তাহারা সহসা দেবগণের নিকট মস্তক অবনত করিত না। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে অনেকেই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এই সকল ব্যাপার কেবল মাত্র প্রাচীন-ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের নিদর্শন।

প্রবল বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যিনি এই ভারতকে পুনর্ব্বার যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মবিপাকে ফেলিয়াছিলেন এবং লুপ্তপ্রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যুগপরিবর্ত্তক কুমারীল ভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে স্বর্গ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চতৎ সুখং স্বঃ পদাস্পদং॥

সুখই স্বর্গ। তবে আমরা সর্ব্বদা যে বিজলী-বিকাশের ন্যায় ক্ষণিক সুখের আলোকে ঝলসিত নয়ন হইতেছি, তাহাই ভট্টের স্বর্গ নহে। লৌকিক-সুখে সততই দুঃখ সাম্মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই সংসারে অশেষ সুখ সামগ্রী আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য উপস্থিত, কিন্তু তাহাতে আমরা সুখী হই না। বাসনার বিষাক্ত শিরাস্রোতের প্রবাহে আমাদের অস্থি-মজ্জা অনবরত দগ্ধ হইতেছে। সহস্রজিহ্ব কামহুতাশন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিলাস সামগ্রীতেও তৃপ্ত নহে। আকাঙ্ক্ষার অবসান নাই, আশঙ্কা প্রতিপদে। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যা-সমাগম পর্য্যন্ত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও মুহূর্ত্তকালের সুখ সাধন সংগ্রহ করা কষ্টকর, আবার অভাবের কশাঘাতে ক্লান্ত হইয়া ক্রন্দনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায় সুখ দুর্ল্লভ, দুঃখই সর্ব্বদা উপস্থিত। শুক্লপক্ষে এক দিন পূর্ণিমা, কৃষ্ণপক্ষেও এক দিন অমাবস্যা। কিন্তু অনেক পূর্ণিমাই জলদের কল্যাণে অমাবস্যা সহোদরা হইয়া দাঁড়ায়, আর একটী অমাবস্যাকেও লোক-সমাজ আলোকিত দেখিতে পান না। অ য়াস-সাধ্য যাগের ফল এরূপ স্বল্প সুখ হওয়া অনুচিত, তাই ভট্ট অক্ষয় স্বর্গ সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "যে সুখ দুঃখ সংমিশ্রিত নহে, তাহাই স্বর্গ (১) যে সুখকে গ্রাস করিবার জন্য পরবর্ত্তী দুঃখ নিকট বদন ব্যাদন করিয়া বিদ্যমান নহে সেই সুখই স্বর্গ ; (২) যে সুখ অভিলাষ মাত্রেই আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ যাহার জন্য পৃথক্ আয়াস প্রয়াসের আবশ্যক হইবে না, সেই সুখই স্বর্গ (৩" ভট্টের শ্লোক-টীকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অনেক পণ্ডিতের মতে এই তিনটী স্বর্গের পৃথক লক্ষণ, তাঁহারা মনে করেন, তিনটির দ্বারা একই অর্থ প্রকারান্তরে সমর্থিত

তেছে, অতএব তিনটী পৃথক্ তিন লক্ষণ। এক লক্ষণ হইলে পুনরুক্তি হয়। এরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখ কি ইহসংসারে সম্ভব?

মীমাংসা ভাষ্যকার শবর স্বামী বলেন "স্বর্গ শব্দ শ্চোৎকৃষ্টে সুখে রূঢ়ঃ।" উৎকৃষ্ট সুখই স্বর্গ শব্দের অর্থ। বাস্তবিক উৎকৃষ্ট-সুখ স্থান বিশেষের অবস্থা বিশেষের কাল বিশেষের সহিত সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে। লৌকিক শিক্ষায় কেবল সুখের ধারণাই অসম্ভব। অনেক দার্শনিকের অভিপ্রায় সুখ দুঃখের সম্বন্ধ বড় সন্নিকৃষ্ট। জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ট মনোবিজ্ঞানবিৎ কপিলাচার্য্য সুখ দুঃখকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন। সুখ সত্ত্ব-গুণের কার্য্য, দুঃখ রজোগুণের কার্য্য। এই সংসার ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) পরিণাম। তিনটী গুণের কেহও আবার কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ইহারা নিত্য সহচর, "অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।" এই ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকায় দেখা যাইতেছে ত্রিগুণ নিত্য সহচর। কপিলদেবের সাংখ্য প্রবচনেও এই কথা। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যেও ত্রিগুণ পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না, এই সিদ্ধান্ত। কেবল আধিক্যবশতঃ "এটী সাত্ত্বিক-কার্য্য" "এব্যক্তি সাত্ত্বিক পুরুষ" ইত্যাকার ব্যবহার হয়। স্মৃতিকার মহর্ষি বলেন "যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যে নাতিরিচ্যতে। স তদাতদ্গুণ প্রায়ং তং করোতি শরীরিণং।" যে দেহে যে গুণ অধিক হয়, সেই গুণ শরীরীকে সেই গুণাক্রান্ত করিয়া তুলে, বস্তুতঃ সকল বস্তু ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডই ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং এদেহে এসংসারে শুধু সুখ সম্ভব নহে। যদি ত্রিগুণ সমষ্টি ব্যতীত অন্যবিধ শরীর সম্ভব হয় এবং কেবল সাত্ত্বিক-কার্য্য কেবল সাত্ত্বিক-ইন্দ্রিয় বা কেবল সাত্ত্বিক মন থাকা মনোবিজ্ঞানাদির অনুমোদিত হয়, তবেই কেবল সুখের উপভোগ হইতে পারে, দুঃখের বিষয় তাহা শাস্ত্রযুক্তির বহির্ভূত, কল্পনার আত্মীয়। অতএব নিরবচ্ছিন্ন সুখ রূপ স্বর্গ ভোগ কেবল কল্পনার কোমল কুসুমস্তবক শয়নে বিশ্রাম মাত্র। এখন ভাবিয়া দেখা যাইক, ভক্তের সুখরূপ স্বর্গ কোথায়?

সাধারণতঃ আমাদের যে সুখানুভব সম্ভব, এসুখ নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অতএব সুখ শব্দের অর্থ বিবেচনীয়। অনেক দার্শনিক অনুমান-বলে পরমেশ্বরের মস্তকে অনন্ত সুখের ভার চাঁপাইয়াছেন, কিন্তু জীবজগতকে নিরবচ্ছিন্ন সুখে সুখী করিতে কেহই পারেন নাই। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন,— "সুখং দুঃখ সুখাত্যয়ঃ।" সুখ দুঃখের অতীতাবস্থার নামই সুখ। সুখের আগ্রহ দুঃখের আশঙ্কা এই উভয় চলিয়া গেলে তৎপরাবস্থার নাম সুখ। যিনি সুখে আকৃষ্ট নন, দুঃখে ম্রিয়মাণ হন না, তিনিই বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে সুখী। অনেকে সুখের অর্থ "দুঃখ না হওয়া" বলেন। দুঃখ ও সুখকে মনের মধ্যে সংযত করা ব্যতীত অন্য উপায়ে দুঃখদূর করা সম্ভব কি না তাহাও আলোচ্য। জ্ঞানের দ্বারা বা যোগাভ্যাসের শক্তিতে সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হওয়ার নামই বোধ হয় স্বর্গ। যাজ্ঞিক মীমাংসকগণই সর্ব্বপ্রথম দেশে স্বর্গের ধারণা প্রচার করেন। ভারত

প্রথমে শুনিয়াছিল সেই বেদবাণী "স্বর্গকামো যজেত।" তারও স্বর্গ সুখের লোভে সপরিবার করিতে কঠোর উপবাস ব্রত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে শিখিয়াছিল। সে স্বর্গ সুখ কেবল কোথায়? কি কালে? তাহা কেহই স্পষ্ট বলেন নাই। মীমাংসক স্বর্গ ধারণার আদিগুরু, তিনি স্বর্গকে দেশবিশেষ মনে করেন না, নির্দ্দোষ নিরবধি নিরবচ্ছিন্ন সুখই তাঁহার স্বর্গ। ঐ সুখই আত্মজ্ঞানীর মুক্তি, কারণ তাহাতে দুঃখশঙ্কা নাই। মীমাংসকের স্বর্গকে জ্ঞানীরা বিনাশী বলেন কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ মীমাংসক বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ লাভ বলিয়াছেন, ইহাই কারণ। কর্ম্ম জন্য ফল সমস্তই অনিত্য, মীমাংসকের স্বর্গ যাগাদি কর্ম্মের ফল সুতরাং তাহা নিত্য নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ হইতে পারে না। মীমাংসকের স্বর্গকে ক্ষয়ী না বলিয়া মীমাংসকের নিত্য সুখ স্বরূপ স্বর্গ বৈদিককর্ম্মের ফল হইতে পারে না ইহা বলিলেই ভাল হইত। তাহাতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য থাকে না সুতরাং বেদ অংশত অপ্রমাণ হয়, এই ভয়েই জ্ঞানীরা মীমাংসকের স্বর্গ অনিত্য কি তাহা ভাবিতে চাহেন নাই; কেবল ভাবিয়াছিলেন মীমাংসকের স্বর্গসাধক বৈদিককর্ম্ম, কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। মীমাংসক মহর্ষি বলেন "সস্বর্গঃ স্যাৎসর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ। সুখই স্বর্গ, যেহেতু সকলের প্রতি অবিশিষ্ট হইতে পারে। স্বর্গ স্থানবিশেষ হইলে সকলের পক্ষে অবিশেষ হইতে পারে না। জ্যোতিষ্টোমকারী বহুব্যক্তি এক বা সুখভোগ করিতে পারেন, কিন্তু এক রাজ্য বা দেশ সমভাবে ভোগ করিতে পারেন না।

সুখ ভাবিতে সুখের স্থান, প্রথা, উপকরণ সকলই ভাবিতে হইয়াছে। সেই ধারণায় সুখময় স্বর্গ লোকের কল্পনা হইয়াছে। বৈদিক-স্বর্গ পৌরাণিক-স্বর্গের সম্পূর্ণ আদর্শ এরূপ মনে হয় না। পুরাণেরবর্ণিত স্থানের স্বর্গ বিভিন্ন। পুরাণে ঐহিক পারত্রিক উভয় স্বর্গ দেখা যায়। ফলতঃ পৌরাণিক স্বর্গ লোক বিশেষ। তথায় কেহবা মরিয়া কেবা বাঁচিয়াও যাইতে পারে। বেদের স্বর্গ ঐতিহাসিক অংশের প্রামাণ্য মানিলে স্থান বিশেষ এবং ইহকালের জিনিষ। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা গুলি ছাড়িয়া দিলে বেদের নিকট স্বর্গের কোনও স্পষ্টস্বরূপ পাওয়া যাইবে না। পৌরাণিক স্বর্গের ইন্দ্রত্ব হইতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগিত। এক ব্যক্তি শত অশ্বমেধ করিলে ইন্দ্র হইতে পারিত। পুরাতন ইন্দ্র নূতন ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য শতাশ্বমেধকারীর অশ্বমেধ পূর্ণ হইতে দিতেন না। অগত্যা অশ্বটীকে চুরি করিয়া নিতেন। ইহলোক পরলোকের মানব ও দেবের মধ্যে এরূপ স্বার্থসংঘর্ষ বিস্ময়জনক। ইহাতেই স্বর্গ দেশবিশেষ মনে হয়। ব্রহ্মা শতাশ্বমেধকারীর ইন্দ্রত্ব (স্বর্গের রাজা হওয়া) অনুমোদন করিতেন। প্রাচীন ইন্দ্র কৌশল, তপস্যা, দেব বল, দেবীশক্তি এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মন্ত্রণা, কদাচিৎ যুদ্ধ সাহায্য লইয়া পুনঃ স্বর্গ অধিকার করিতেন। এ সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বর্গ। ভক্তের স্বর্গ ইহার সম্বন্ধ রাখেনা। চার্ব্বাকের স্বর্গ ও সুখ, তবে তাহা এই অঙ্গনালিঙ্গনাদি লৌকিক সুখই। ইহসংসারে পরিবারজীবনোপভোগ অনেকের মতে স্বর্গ। ফলতঃ অনেক

স্বর্গই ইহকালব্যাপী। পরকাল বা পরলোক বলিতে মৃত্যুরপর সময়ের অবস্থা ও মরণান্তর প্রাপ্য স্বর্গ নরকাদিই বুঝা হয়। পরলোক অর্থাৎ পরে (মৃত্যুর পরে) যে লোকে স্থান যাওয়া যায়। ভট্টের স্বর্গ সুতরাং এ অর্থে পরলোক নহে। পুরাণের স্বর্গই এরূপ অর্থ বোধক পরলোক। ভট্টের স্বর্গ মুক্তিরনামান্তর। বলিতে হইলে নিরুপদ্রব সুখের নামই ব্রহ্মানন্দ। দার্শনিকেরা পৌরাণিক স্বর্গ স্থানকে সুকর্ম্মানুসারে পরজন্মের প্রাপ্য বলেন। কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা এই দুঃখবহুল মর্ত্তভূমি ত্যাগ করিয়া সুখ বহুল স্বর্গ স্থানে যাওয়া যায়। এখানে তাঁহারা শাস্ত্র ব্যতীত যুক্তি দেন না। অবশ্য দার্শনিক প্রথার স্বর্গ দুঃখশূন্য নহে, তবে সুখই বেশী। এই স্বর্গের সহিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধ পুরাণ কোথায় পাইলেন তাহা উচিত। স্বর্গ ধারনার শুষ্ক মীমাংসকের কাছে পান নাই। বেদের নিকট হইতেও সুস্পষ্ট পান নাই। কঠোপনিষদে আছে "স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি, উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। পুরাণের স্বর্গে শোক দুঃখ নিতান্ত অপ্রাপ্য নয়। ফলতঃ এই সকল স্বর্গ জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। ভট্টের স্বর্গ জীবজীবনের বিরাম সন্দেহ নাই। চরমশান্তিই এক মাত্র লক্ষ্য। সুখস্থান পৌরাণিক স্বর্গ অপেক্ষাকৃত শান্তিদায়ক, সুতরাং এই অমারজনীর গাঢ় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পান্থের মত সংসারিজীবের কাছে স্বর্গ (সুখস্থান) মন্দ লাগে নাই। জীব যদি চরমশান্তির দিকে লক্ষ্য নিক্ষেপ করেন, তবেই তিনি প্রকৃত স্বর্গ লাভ করিবেন, আসল পরকালের (জীবনের চরম সময়ের অর্থাৎ মুক্তির সংসৃষ্ট কালের) চিন্তা করিলেন। নচেৎ নন্দনকানন কিম্বা অপ্সরার ভাবমহলে কোথায় ও তাঁহার পরকালের পিপাসা মিটিবে না; কোথাও তিনি ইহসর্ব্বস্ববাদীর সুলভ সুখের মায়া ছাড়িতে পারিলেন না। আশা থাকিতে সুখ নাই। শাস্ত্র বলেন "আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।" আশার আগুন নিবাইতে হইলে জ্ঞানের মন্দাকিনী স্রোত বহাইতে হইবে, ইহ সর্ব্বস্ববাদীর সাধনের জিনিষ প্রবৃত্তির সুখ। স্বর্গেও তাহাই। স্বর্গকে পরকালের জিনিষ ভাবিলেন প্রবৃত্তিকেই দাসত্ব স্বীকার করা হইল। নিবৃত্তিমার্গের স্বর্গই পরকালের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভট্ট তাহা বুঝিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ সমাজে বৈদিক কর্ম্মের প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক হিন্দুর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক বিধায় জ্যোতিষ্টোমের ফল স্বর্গকেও অবিচ্ছিন্ন সুখ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, জীবনের দুই লক্ষ্য এক ভোগ সাধ্যানুসারে সামগ্রী সংগ্রহ। অপর মোক্ষ সুখ দুঃখের উপরে গিয়া পৌঁছান। ইহার পূর্ব্বটী ইহকালের, পরটী পরকালের। এইরূপ বুঝিতে বোধ হয় বিপদ্ থাকে না। পৌরাণিক স্বর্গ—এবং ইহ সংসারের পুত্রকলত্রাদি জনিত সুখ এই উভয় দ্বারা জীবনের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ হওয়া সঙ্গত নয়। ভট্টের স্বর্গ বা জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য অবকাশ থাকা আবশ্যক।

আমি সুখ চাহি কেন? আমার যাহা অনুকূল সংবেদন তাহাই আমার সুখ; এই

জনাই ত! অনুকূল চাহি কেন? প্রতিকূলের ভয়ে। যদি প্রতিকূল আমার প্রতিকূলাচরণ পরিত্যাগ করে, তবে অনুকূলও ত্যাগ করিতে পারি। শত্রু যদি সৈন্যহীন হয়, তবে আত্মসৈন্য দলকেও বিদায় দিতে আপত্তি কি? মন মায়ামুগ্ধ, আপনার অতুলনীয়তা অনুভব করিতে পারে না। আপনাকে আপনি না জানিয়া বাতগ্রস্তসার্ব্বভৌম ব্যক্তিও দরিদ্র। সংসারের সুখ কি প্রার্থনীয়? নিশ্চয়ই নহে। দুঃখের তাড়নায় সুখের অঞ্চল ধরিতে চাই। যদি আমাকে আমি ভাল করিয়া জানিতাম, তখন আর দুঃখদারিদ্র্য রহিল না। তখন উপায়সাধ্য লৌকিক সুখ থাকিল না বটে কিন্তু যাহা রহিত তাহা আমার অমৃতত্ব, তাহাতে অভাব নাই আশঙ্কা উপদ্রব নাই সুতরাং শান্তি আছে। তাহাই আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ, তাহাই আমার সুখ দুঃখাতীত ভাব, তাহাই স্বরূপ, তাহাই কৈবল্য, তাহার পার নাই পরিমাণ নাই। তাহা আত্মস্বরূপ হইলেও পূর্ব্বে (আত্মজ্ঞানোদয়ের অগ্রে) শত যোজন দূরস্থিত সামগ্রীর ন্যায় মূর্চ্ছিত। শাস্ত্র বলেন "তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।" আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে অতি নিকটে অজ্ঞানে অশেষ দূরে। এই নিরতিশয় সুখই পরকালের লক্ষ্য। এই অশেষ সুখের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেই মানবাত্মার শান্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। ইহসর্ব্বস্ববাদীর জীবনে এ আশ্বাস নাই। অনবরত দুঃখের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া ইহসর্ব্বস্ববাদী চমকিতে থাকুন, পরকালবাদী পরম পবিত্র আত্মস্বরূপ অক্ষয় আনন্দ অনুভব করিয়া সেই ব্রহ্মানন্দের রসে নিমজ্জিত হউন। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের লাভালাভে সমালোচনা করিয়া আদর্শ অনুসারে জীবের জন্য পথে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতে থাকি। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রী——ভারতী।

যশোহর।

বিষয় ও বিষয়ী।

বিষয়ীর কাছে বিষয়ের কথা বড় মধুর সমধিক সুখকর বিপুল প্রীতিপ্রদ। বিষয় বিরাগীর নিকট বিষয়ের মূল্য কোটী কোটী মুদ্রা হইলেও অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর; আর বিষয় কথা ত্যাজ্য, কদর্য্য পরিহার্য্য।

রাগ বিরাগ সাধারণত মানুষের প্রকৃতির গতির উপরই সংস্থাপিত। শিক্ষা দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, অভ্যাস বিশ্বাস ইত্যাদিকে উহার লৌকিক ভূমি বা বিকাশ ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। প্রকৃততত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে, ত্রিগুণ তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক; কারণ প্রকৃতির কার্য্যকারী শক্তি ত্রিগুণ তত্ত্বের মধ্যেই অবস্থিত ইহার অনুরাগ বিরাগে পরিণত হওয়া কষ্টকর।

বিরাগী যোগী বিষয়কে অকপটে স্নেহালিঙ্গন করিতে পারেন না। রাগী বিষয়ের লোলাঞ্চল ধরিয়া অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন, বুকে টানিয়া লইতেছেন, কত যত্ন, কত কষ্ট, কত বাধা, কত বিপদ, কত আঘাত কত বেদনা অকাতরে সহ্য করিতেছেন, কিন্তু বিষয় কিছুতেই ধরা দেয় না। দেখা গে

ধরা দেয় না। কাছে আসে, পাশে পাশে আসে, কিন্তু ধরা দেয় না। যে চায়,—আগ্রহ করে, আদর করে, তাহার নিকট ছলনা; যে চায় না, নিগ্রহ করে, উপেক্ষা করে, তারই কাছে প্রার্থনা। বিষয় এই লীলারঙ্গ দেখাইয়া জীবজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই ফিরিতেছে ঘুরিতেছে। কেহই ইহার প্রকৃত-মূর্ত্তি দেখিতে সক্ষম হয় নাই। বিরাগীর বিশ্বাস, মনোরঞ্জনবসনভূষণের অন্তরালে গলিত কুষ্ঠ, সুরঞ্জিতপল্লবাবলীর আবরণে বিষলতা, সুধামুখ-কুম্ভের অভ্যন্তর ভাগে করালকালকূট, সুচিত্রিত পেটিকার মধ্যে ঘৃণ্য জঘন্য পূতিগন্ধময় সামগ্রীসম্ভার। রাগীর ধারণা,—বহির্ভাগ অপেক্ষা অভ্যন্তর অধিক রমণীয়, মণিমন্দিরের মধ্যে কুসুম-শয়ন, ঈঙ্গিতের মধ্যে আগ্রহ, চন্দনের মধ্যে সুরসধারা, সুবর্ণকৌটায় মুক্তার মালা। আপন বিশ্বাসেই উভয়ে বিভোর, উভয়ে অসুখী। কেহই যথার্থ সংবাদ নেন না বা পান্ না। কাজেই এদেশে 'বিষয়' বিপন্ন।

বিষয় বলিতে আপাততঃ পরগণা, তালুক, গাঁতি, নিষ্কর ইত্যাদিই বুঝা হইয়া থাকে, কিন্তু পাঠকমহোদয়গণ! আমাদের এ প্রবন্ধের 'বিষয়' তদপেক্ষা অনেক অধিকবিস্তৃত—অনেক অধিক গভীর—ও অনেক অধিক মূল্যবান্।

বিষয় বলিলে দার্শনিকগণ বুঝেন, যাহা জ্ঞানের নিরূপক। আমরা সর্ব্বদা অশেষবিধ জ্ঞান লাভ করিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে কত জ্ঞান আমাদের আয়ত্তভূত হইতেছে; কিন্তু এই অসংখ্য জ্ঞানের তৎকালীন স্বরূপ নিরূপণ করিতেছে কে? 'বিষয়' নয় কি? জ্ঞানের যথার্থ আকার আমাদের নিকট অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দর্শনজ্ঞানের এবং অন্যবিধজ্ঞানের বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে আমরা কি প্রাপ্ত হই? কতগুলি বিজাতীয় ধারাবাহিক নিয়ম, আর কতগুলি উত্তেজক কারণ, ইহাই ত? এই ধারাবাহিক-নিয়মটিকে আবার উত্তেজককারণের পার্থক্যে পৃথগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হই। উত্তেজকের অবস্থা ব্যবস্থা অনুসারে ধারাবাহিক নিয়মের শৃঙ্খলা অন্য আকার ধারণ করে। ঐ ধারাবাহিক নিয়মের অন্তরালে জ্ঞানের যে প্রকৃত-লুক্কায়িত 'রূপ' আছে, তাহাকে আমরা কিছুতেই পাই না। বস্তুতঃ, জ্ঞানের যতটুকু আমাদের আলোচনায় আসিতে পারে, তাহারই যে সময়ে ২ বৈলক্ষণ্য অনুভব করি, তাহার পরিচায়ক উত্তেজক কারণ অবশ্য 'বিষয়'। দর্শন শাস্ত্রের প্রাচীন পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—বিষিণ্বন্তি বিষয়িণং অনুবধ্নন্তি স্বেন রূপেন নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তি ইতি বিষয়াঃ।" বিষয়িকে (জ্ঞানকে) নিজরূপের দ্বারা নিরূপণীয় করে যে সে বিষয়। আমাদের দর্শন ও স্পর্শন জ্ঞানের ধারাবাহিক নিয়ম ভিন্নজাতীয়, সুতরাং ইহাদিগকে পৃথক বুঝিতে আপাততঃ 'বিষয়' চাই না। বিভিন্নসময়ের বিভিন্নবস্তুর দর্শন-জ্ঞান অবশ্য এক জাতীয় ধারাবাহিক-নিয়মের অধীন, সুতরাং এখানেই শৃঙ্খলার পার্থক্য বুঝিতে হইলে 'বিষয়' আবশ্যক। এখানে প্রত্যেকদর্শনজ্ঞানের স্বরূপতঃ বা ধারাবাহিক নিয়মের ও ভেদ নাই, তবে ভেদ আছে নিয়মশৃঙ্খলায়, তাহার কারণ যখন 'বিষয় অর্থাৎ দৃষ্টবস্তু, তখন ঐ জ্ঞানের যে অংশ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাকে

ঐ উত্তেজককারণরূপ'বিষয়'ই নিরূপিত করিয়াছে বলিতে হইবে, অতএব ঘটজ্ঞানও পুস্তকজ্ঞানের উভয়ত্র আকারনিরূপক 'ঘট' ও 'পুস্তক' ইহা বলা যাইতে পারে। এইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞানের পরিচায়ক বা নিরূপক 'বিষয়'। এখন বুঝিয়া দেখিলে, "জগতের কোন্ টুকু 'বিষয়' কোন্ টুকু নহে" তাহা জানা যাইবে। 'বিষয়ে'র সহিত রাগী বিরাগী উভয়েরই একটা সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—অপরিহরণীয়। যে বিরাগী তাহা বুঝেন না, তিনিই বিষয়কে দূরে নিঃক্ষেপ করিতে চান, এবং দূরে ফেলিতেছেন মনে করেন; বস্তুতঃ তাঁহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, থাকিবেও চিরদিন, কিন্তু তিনি ঐ বিষয়সম্বন্ধ দ্বারা নিজের ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেছেন না। সেটা কেবল বিষয়মর্ম্ম না জানিয়া, বিষয়ের স্বরূপ না দেখিয়া, না বুঝিয়া। রাগীও তাহা বুঝেন না, বুঝিলে—জানিলে, তিনি 'রাগী' হইতেন না। আপনার অভাবকে আপনি নিমন্ত্রণ করিতেন না, আপনার পন্থা আপনি আত্মহারা হইয়া পরিত্যাগ করিতেন না। যাহা চিনি, তাহা তিনি পাইয়া ও পাইতেছেন না, চিনিতে পারেন নাই, ব্যবহার জানেন না, সুতরাংই দুঃখ দৈন্য, অভাব প্রভাব, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাই হতাশপ্রাণে উদাস মনে কেহ বলিয়াছেন, 'বিষয়াদিষ্ট-চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু গচ্ছন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ?"

[illegible] ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণানুরক্তি [illegible] হইতে থাকে। পূর্ব্বাভিমুখ [illegible], পশ্চিম দিক্‌স্থিত বস্তু পাওয়া যায় না, প্রত্যুত উহা ক্রমেই অধিকদূর পশ্চাতে পড়িয়া যায়।

পাঠকমহোদয়! একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন। বিষয়প্রবণচিত্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় না, বরঞ্চ ভগবান্‌কে অধিক পশ্চাতে রাখিয়া দেয়। বিষয়টী কি বাস্তবিকই বিড়ম্বনা পূর্ণ নহে? বিশালব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় 'বিষয়' এমন কি প্রতি পরমাণুও সেই ভবেশের অভাবনীয়-মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অভ্রান্তবাক্য বেদ, জলদগম্ভীর রবে জগতের কর্ণ ধ্বনিত করিয়া প্রচার করিতেছে "এতাবানস্য মহিমা।" এই বিরাট বিশ্ব বিশ্বস্রষ্টার অতুলমাহাত্ম্যের একমাত্র পরিচায়ক প্রমাণ। জগৎগ্রন্থের প্রত্যেক'বিষয়'অক্ষরে পরমেশ্বরের অমর মহিমা লিখিত আছে, তাহাতে মনোনিবেশ করিলে কি ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইতে হইবে? ভগবানের মূর্ত্তি যদি মানব কল্পনার অতীত সামগ্রী না হয়, মানুষের জ্ঞান-মনবুদ্ধি যদি ভগবচ্চিন্তায় বা তদ্ধারণার সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত না হয়, তবে "ভগবান্ বিশ্বরূপ' এই সিদ্ধান্তই মানবীয় চিন্তার—মানবমনীষার—মানুষীয় গবেষণার—সুরম্যবিরামস্থান, সুপদ-প্রতিষ্ঠা, সংশয় নাই।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে উচ্ছৃঙ্খলমানব যদি সন্দিহান হন, তবে তাহার সংশয়নাশক অমোঘ-নিশ্চয় এই জগদ্'বিষয়ের' অধীন। যুক্তি তর্ক সমূহের দ্বারা বারম্বার বিড়ম্বিত বিভ্রান্ত মানবমন, ঈশ্বরের অস্তিত্বসন্দেহে এই বিচিত্রবিশ্ব নিপুণনয়নে অবলোকন করিলেই সান্ত্বনা পাইবে। হতাশ হতাশ সবই পলাইবে। দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে

যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলিবেন "বিশ্বই বিশ্বপাতার অস্তিত্বে প্রমাণ" মহামান্য ন্যায় দর্শন প্রধানতঃ এই রীতিরই অনুসরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে কেমন করিয়া বলিব, 'বিষয়ে' চিত্তনিবেশ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র দূরবর্ত্তী হন? এই বিশ্ব-'বিষয়' ব্যতীত আর যে কেহই ভগবানের পরিচয় দিতে সক্ষম নহে। আচ্ছা, ভাবিয়া দেখা যাউক, শাস্ত্র—'বিষয়' দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করে কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'বিষয়' বিষয়ীর (জ্ঞানের) একমাত্র পারিচায়ক। এই সংসার 'বিষয়', ইহার বিষয়ী সেই চিদ্বিগ্রহ। আমরা সর্ব্বদা যে ঘটপটাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতেছি, সেই জ্ঞানের বিষয় ঐ ঘটপটাদি, এবং ঘটপটাদি বিষয়ের বিষয়ী ঐ জ্ঞান। ঐ জ্ঞান ক্ষুদ্র, আংশিক, উহা ভগবানের চিদ্রূপ স্বরূপ নহে, আভাস ছায়া মাত্র, ইহা দর্শন শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। অন্তঃকরণে পুরুষের (আত্মার) যে ছায়াসংক্রান্তি অর্থাৎ শক্ত্যবভাস তাহাই প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান। "চিচ্ছায়াপত্তি" শব্দ দ্বারা দর্শনে এই কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। ঘটাদি বিষয়ের বিষয়ী জ্ঞান, ভগবদবভাস বা আত্মপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এখন দেখা গেল, এই বিশাল বিশ্বের বিষয় সমষ্টির বিষয়ী এক অগাধ অপার জ্ঞান রাশি। সমগ্র সংসার বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা, আর এক সার্ব্বভৌম জ্ঞানরাশির কাছে উপনীত হওয়া, একই কথা হইল। এখন বক্তব্য, এ প্রবন্ধে 'অনন্তচিদ্বপু'ই ভগবানের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইল। এ পর্য্যন্ত দ্বারা আমরা অবগত হইতে পারিব যে, ন্যায়শাস্ত্র কি জন্য জগতের যাবতীয় বিষয়কে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ সমস্ত-পদার্থ যথাযথরূপে জানিলেই মুক্তি হয়, এ কথা বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরসম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়াও কেন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববিবেক লাভ করিলে মুক্তি হয় বলিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে অনেকটা সুগম হইয়াছে।

মুক্তি জীবনের সমস্ত উপদ্রব নিবৃত্তি পূর্ব্বক শাশ্বত শান্তিলাভ ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। শান্তিলাভ করিতে হইলে অশান্তির কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক। রোগ নির্ণয় না হইলে চিকিৎসা অসম্ভব। আমাদের সমস্ত দুঃখের নিদান "আমরা অজ্ঞ।" সর্প-বিষচিকিৎসা জানি না, কাজেই সর্পদষ্ট হইয়া দুঃখানুভব করি, উপার্জ্জনের পন্থা অবগত নহি, সুতরাংই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জীবিকার্জ্জনে অক্ষম হই। বস্তুতঃ দর্শনশাস্ত্র সমস্বরে বলিয়াছেন "দুঃখমজ্ঞানমূলং"। এই অজ্ঞান নাশ করিতে জ্ঞান চাই। জ্ঞান পাইলেই সকল অভাব ঘুচিল। অন্যরূপে বলিলে ঈশ্বর (জ্ঞান) প্রাপ্তিই মুক্তির রহস্য। সমগ্র জগৎ (বিষয়) জানিলে মুক্তি হয়। অর্থাৎ সকল বিষয়ের (জগতের) জ্ঞান (ঈশ্বর) লাভ করিলে দুঃখের মূল (অজ্ঞান) ছিন্ন হয়। এখন বুঝা গেল জগৎ ভগবানের পরিচায়ক কি প্রকারে। এদিকে শাস্ত্রবচনেই পাওয়া গেল 'বিষয়' ভগবান্‌কে পশ্চাতে রাখে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলিয়াছেন—"লেক্‌চার দিয়ে

বিষয়ী লোকদের কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌বেনা; পাথরের দেওয়ালে পেরেক্‌ মারা যায় না।" পাঠক মহাশয়! বিষয়ী লোক পাথরের দেওয়াল, চূড়ামণির বক্তৃতা পেরেকের মত প্রবেশ সমর্থ হইলেও, এ দেওয়ালে লাগিয়া ফিরিয়া আসিবে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না। পরমহংস মহাশয় "বিষয়ী লোক" বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা জানা গেল। তাঁহার 'বিষয়ী' বিষয়ের যথার্থতত্ত্ব গ্রহণ করেন না। বিষয় সমুদ্রের মধ্যে বাস করিয়াও বিষয়ের মহিমার, সে সাগরের রত্নরাজীর কোনও ধার ধারেন না। ইনি প্রকৃত বিষয়ী নহেন, ভণ্ড মাত্র। ময়ূরপুচ্ছশোভিত বায়স শাবক। বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে 'বিষয়ী' নামে। বস্তুতঃ কার্য্যে বিষয় জ্ঞানের পরিচয় চাই। 'বিষয়' জানিতে হইলে, সঙ্গে ২ বিষয়ীর (আত্মার, জ্ঞানের, ভগবানের) স্বরূপও জানিতে হইবে, তবেই 'বিষয়ী' হওয়া গেল। নিজের 'বিষয়ের' কোনও সংবাদ যিনি রাখেন না, এমন কি, নিজের (বিষয়ীর') কথাটাও ভালরূপ জানা নাই, তিনি কিরূপ বিষয়ী? এখন লোকে 'বিষয়ী' বলিলে বিষয়কাণ্ডে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝে। বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞকে 'বিষয়ী' বলিতে হইলে, দৃষ্টান্ত পৌরাণিক জনকরাজা। শ্লোকস্থ "বিষয়াবিষ্ট" শব্দের অর্থ—বিষয়ের বাহ্যব্যবহারপরিজ্ঞাতা এবং উহার রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। বিষয়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে, গৃহস্থ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী গৃহস্থ। গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন, কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগীই সন্ন্যাসী, কর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন, কর্ম্মযোগীও নহেন। বিষয়-নিন্দা শাস্ত্রে সহস্র সহস্র স্থলে দেখা যায়, তাহার কারণ 'বিষয়' বড় দুরবগাহ দুর্জ্ঞেয়। প্রকৃতরূপে জানিতে পারিলে সব যন্ত্রণার অবসান, অপব্যবহার করিলে বিপদ্ বদ্ধমূল হয়। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদিকে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত, চক্ষু থাকিলে দেখা যায়। যিনি প্রকৃত বিষয়ী, তিনি চিন্মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হন। যিনি 'বিষয়ী' নামধারী, অথচ বিষয়কাণ্ডে অকালকুষ্মাণ্ড(?) তিনি বিষয়ের রহস্য অবগত নহেন, এমন কি, আপনাকে (বিষয়ীকে) ও জানেন না। এই জন্য, করস্থকঙ্কণ শতযোজন দূরে, গলস্থহার সমুদ্রপারে, মনে করেন। তাই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ও পশ্চাতে পড়িয়া যান্। যথার্থ বিষয়ীর প্রতিবিষয়ে বিশ্বতত্ত্ব (ঈশ্বরতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব) স্ফূর্ত্তি হয়। তুষার গিরিশৃঙ্গ সন্দর্শন করিয়া, যিনি বিশ্বপতির বিপুল মহিমার বিজয় বৈজয়ন্তী মনে করিয়া পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হন, সেই বিষয়রসাভিজ্ঞ ব্যক্তিই বিষয়ী। গগনমণ্ডলের অনন্ত নক্ষত্র নিকরে যিনি জগদীশ্বরের মহিমময় কিরণচ্ছটা অবলোকন করেন তিনিই বিষয়ী। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 'বিষয়ে' 'বিষয়ী'রই মহিমা প্রকটিত, এই রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন, 'বিষয়ে'র রহস্য দ্বার তাঁহারই সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত। তাঁহার কাছেই 'বিষয়' আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ই বিষয়ের শীতলচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া, বহুজন্মের ক্লান্তি দূর করিতে পারিয়াছে। তাঁহার নয়নে এ সংসার শান্তির নিভৃত নিবাস, তাঁহার শ্রবণে সংসার কথা অতুল অমিয়বর্ষী স্বর্গসঙ্গীত তিনিই সংসারকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবে

পারিয়াছেন, তিনিই ভগবানের পূজায় বিষয়োপচার নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই জগতে সুখী, শান্ত, সুন্দর, তিনিই যোগী, তিনিই বিরাগী, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই বিষয়ী।

যে সকল শক্তির সমবায় এ সমগ্র সংসার 'বিষয়', সেই শক্তি সকলও ভগবচ্ছক্তি। সেই শক্তিই তাঁহাকে বুঝাইতে জানাইতে পারে। আমাদের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এই সকলেরই প্রভব সেই চিন্ময় ভগবান্। চক্ষু আমাকে এই সংসার দেখাইতেছে, কত ফাঁদে ফেলিতেছে। কত কুদৃশ্যে আকৃষ্ট হইতেছি, কত বিপন্ন হইতেছি, ইহা কি নয়নেরই দোষ? তা নয়, দোষ আমারই অজ্ঞভাব। চক্ষু আমাকে মন্দ দেখাইয়াছে, কিন্তু আমি যদি উহার উৎকর্ষ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতাম, তবে কি চক্ষু তাহাতে বাধা দিতে পারিত? কখনই নয়। অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার, কি কিছুই শিক্ষা দেয় না? যদি অগ্র পশ্চাৎ নিপুণভাবে অবলোকন করা যায়, তবে অনাচার ব্যভিচারের মধ্যে জীবন সংগ্রামের উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। বিষয়ের অপরাধ নাই, দোষ আপনার। 'বিষয়' সর্ব্বকার্য্যেই সময় বা অবস্থা অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারে। অর্থ সাধারণ, আমি উহার সদ্ব্যয়দ্বারা অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারি এবং সকলেই পারে। আবার ব্যবহার ভেদে, উহাই নরকের পূতিগন্ধসঙ্কুলতোরণে উপস্থিত হইবার উপায় হইতে পারে। আমার মনের সহানুভূতি ব্যতীত আমার কাছে বিষয়ের কার্য্যকারিতা নাই। আমার মন তাহাকে (বিষয়কে) যে ২ ভাবে চালিত করিবে, তদনুসারেই তাহার কার্য্যকারিণী শক্তির ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। বিষয় নিরপরাধ, মুগ্ধ আমরা—অজ্ঞ আমরা, তাহার মস্তকে নিজ দোষরাশি চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। শাস্ত্র, বয়স্থাকন্যার সহিত ও নির্জ্জনবাস নিষেধ করিয়াছেন, বস্তুগতি এবং অজ্ঞতাকৃত আত্ম-দোষ, ইহার মধ্যে কোনটী প্রবল তাহা এখানেই পরিস্ফুট।

আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই কাল, দেশ, পাত্র অনুসারে, অন্যবিধ আকারও আবশ্যক গ্রহণ করে। অবস্থাভিজ্ঞ যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন। পীড়ার প্রকৃত অবস্থাপর্য্যবেক্ষণ না করিয়া, যদি অজ্ঞ চিকিৎসক উগ্রঔষধ প্রয়োগ করেন, তবে রোগীর জীবন লইয়াই গোলযোগ ঘটে। বিষয়ের ব্যবহার না বুঝিয়া, অস্থানে প্রয়োগ করায়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর বলিয়া উঠি "বিষয়বিষ"। মোহক্রমে ভ্রমের পক্ষ সমর্থন করিয়া কষ্ট পাই, অমনি চীৎকার করিয়া বলি "বিষয় মরীচিকা।"

আমাদের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মন, বুদ্ধি সবই যদি অপরাধী হয়, তবে কি আমরা অপরাধী নহি? এই সকল ভিন্ন বস্তুতঃ আমার অন্য কিছু নাই। এগুলি ছাড়িয়া দিলে আমাদের 'আমিত্ব' আত্মশূন্য হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং এগুলিকে মন্দ বলিলে বা দোষ দিলে আমাদের অসার আত্মতিরস্কারই সার হয়। পুত্র যদি প্রকৃত পক্ষে দুর্বৃত্ত হয়, তবে সে জন্য পিতাই কি দোষী নয়? প্রজা উচ্ছৃঙ্খল, রাজভক্তি নাই, রাজশক্তি তিরস্কৃত, এসকল কি রাজার কর্ত্তব্যপরতা বুঝায়? বিষয়,

ইন্দ্রিয়, কাহাকেও আমার প্রতি অনুচিত আধিপত্য দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কি? যথার্থই তাহাদের আধিপত্য অসম্ভব, আমার অজ্ঞতায়ই ঐরূপ বোধ হয়। আমি অক্ষম, সর্ব্বদাই মনে করি অপরে আমার উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে।

বিষয়কে সৎভাবে গ্রহণ করিলে, উহা আমার সহায়, অযথা ভাবে গ্রহণ করিলে প্রবল শত্রু। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া গৃহীরগৃহে হাহাকার, সন্ন্যাসীর কুটীরমধ্যে অনুতাপঅগ্নির আবির্ভাব। পরমপূত গীতাশাস্ত্র এই অমূল্য সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। অজ্ঞজগৎকে, বিষয়ের ব্যবহার, কর্ম্মের রহস্য, বিরাগের স্বরূপ, জ্ঞানের গরিমা বুঝাইয়াছেন। এই সংশয়িত মতের সমালোচনা করিবার জন্যই অবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত। সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য এই গীতায়ই সর্ব্বত্র দেখা যায়, এমন অতুল আলোচনা, অগাধ যুক্তির অবতারণা আর কোথাও একাধারে আছে কি না সন্দেহ। সেই জন্য ইহাকে শাস্ত্রের সার বলা হইয়াছে।

এখন একটি কথা আছে, এই বিষয়ব্যবহার কোথায় শিখিব? বিষয়ের অন্তঃপুরে কে লইয়া যাইবে? বিশ্বগ্রন্থে মহেশের মহিমা আছে সত্য, কিন্তু সে গ্রন্থ কে পড়াইবে? ধরণীর নিকট ধীরতা শিক্ষা হয় বটে, কিন্তু সে ধীরতা অনুভব করিবার শক্তি নাই যে। বিশ্বব্যাপী ভগবান্ ঊর্দ্ধ অধঃ, পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বত্র, কিন্তু কে অন্ধের চক্ষু চিকিৎসা করিয়া দর্শনসামর্থ্য দান করিবে? শাস্ত্র অভয় দিতেছেন 'গুরু' আছেন। "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন" তিনি আছেন। আত্মশক্তি সংমূর্চ্ছিত হইয়াছে, তিনিই উদ্দীপিত করিয়া দিবেন। তিনি ভিন্ন আশ্রয় নাই। 'বিষয়ী' গুরুর চরণে শরণাগত হও, তুমি ও বিষয়কার্য্যে পণ্ডিত হইবে, 'বিষয়ী' হইবে। তখন তোমার বিষয় কামনায় অধীর হইতে হইবে না। বিষয় আপনিই ধরা দিবে। বিষয়ীকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র গীতাশাস্ত্র বলিতেছেন।

"আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাযং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তি মাপ্নোতি ন কামকামী।"

কাম্যবস্তু যাহাকে কামনা করে, তিনিই তৃপ্ত, কাম্যবস্তু কামনায় যিনি অস্থির, অসুখী আত্মহারা, তাঁহার ভাগ্যে শান্তিলাভ অসম্ভব। অগাধবারিরাশি শতশত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সেই সমুদ্রের দিকেই অগ্রসর হয়। বিষয় বারিধির দিকে, 'বিষয়ী'র দিকে, সমগ্র বিষয় অপ্রতিহত বেগে প্রধাবিত হইতেছে। সমুদ্র অসংখ্যজলরাশি গ্রহণ করিয়া বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না,—বিষয়ীও অগণ্য বিষয় ভোগ করিয়াও বিচলিত হন না। বিষয় ও বিষয়ীর (আধার) চিরন্তন অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ দর্শনের মতে "ভোগ্য ভোক্তৃ ভাব"। দর্শনের সূক্ষ্মবর্ণন সকল, বিষয়ী বিষয় ভোগে আত্মানন্দ অনুভব করুন, আমরা "বিষয়ীর" চরণে অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি। অবসরে 'বিষয়ী'র কথা আর একটু নিবেদন করিব।

দীন-শ্রীকেদারনাথ ভারতী
যশোহর বেদ বিদ্যালয়।

স্বপ্ন কি অতিদৃষ্টি?

দেখিলাম দুই পার্শ্বে অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে কূপসম অতিগভীর অন্ধকারময় সংকীর্ণ উপত্যকা নদীগর্ভসদৃশ। তলদেশে অনেক প্রাণীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছিল, সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তখন নিকটস্থ নির্ঝর সলিলে চক্ষু প্রক্ষালন করিলাম, সেই নির্ঝরণীর নাম প্রজ্ঞা। তখন চক্ষুর অপূর্ব্ব শক্তি হইল। সে নিজের আলোকে নিজে দেখিতে লাগিল। দূর নিকট রহিল না। দেখিতে পাইলাম সেই উপত্যকা, অসীম নিম্নে কালনদী প্রবাহিতা; তত্তীরে অসংখ্য প্রাণী সুখ ক্রয় করিবার জন্য স্বর্ণান্বেষণে ব্যাপৃত। আহা! কালনদীর বন্যা হইতে রক্ষার জন্য তাহারা কতই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। কিন্তু অল্পদৃষ্টিগণ জানিতেছে না, যে অদূরে যে পর্ব্বতপ্রমাণ বন্যাতরঙ্গ আসিতেছে তাহা সমস্তই ধৌত করিয়া লইয়া যাইবে। আহা! কৃপণগণ যাহা স্বর্ণ বলিয়া অন্ধকারে সঞ্চয় করিতেছে তাহা চাক্‌চিক্যশালিনী মৃত্তিকা মাত্র। কি ভীষণ দৃশ্য! কি মর্ম্মস্পৃক্ আর্ত্তনাদ!! যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, তাহা হইতে দূরে বন্যাতরঙ্গনিমগ্ন প্রাণীগণের কি শোচনীয়া দুর্দ্দশা! কালবারির সংস্পর্শে তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ মৃত্তিকায় পরিণত হইতে দেখিয়া; জীর্ণ আবসথ ভগ্ন হইতে দেখিয়া, কি ঘোর হাহাকার করিতেছে!! সে দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিকটে দেখিতে লাগিলাম। এক জন পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু মোহকর্দ্দমে এমনি আবৃত যে ঠিক চিনা যায় না। তাহাকেই দেখিতে লাগিলাম। বেচারার শীর্ণ শরীর কিন্তু আশা অতি বৃহৎ। নিজ চেষ্টায় অন্নই আহরণ করিতেছে, কালবন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষার উপায় করিবে বলিয়া মধুর স্বরে নিজগুণগান করিয়া পরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। কোথাও নিকার জাতীয় কুক্কুরের দংশনে স্বর্ণ লাভ করিয়া সুখের কল্পনায় উৎফুল্ল হইতেছে। তাহার সেই গান তাহার নিজেকে খুব মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু অপরে কেহ উপহাস করিতেছে, কেহ গানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কিছু দিতেছে, আবার কেহ দূর ২ করিতেছে। সে গান শুনিয়া গায়ককে ঠিক চিনিলাম। সে সচ্চিদানন্দ। তখন দুঃখ হইল। বলিলাম ওহে ভাই সচ্চিদানন্দ! তুমি কিরূপে এই কূপে পতিত হইয়া জীবনের ধ্রুবতারা হারাইলে। দেখিতেছ না অদূরে কালবন্যা তরঙ্গ আসিতেছে, তোমার ওই সঞ্চিত স্বর্ণ মিথ্যা তাহা কি বুঝিতেছ না। কেন ঐ ধনাশা ভারে ক্লিষ্ট হইয়া কাল স্রোতের অন্ধকারময় তলে নিমগ্ন হইবে? কাল তরঙ্গে আশা ভগ্ন হইলে কি দুঃখই না পাইবে? তুমি মোহ কর্দ্দমে আবৃত হইলে কিরূপে? আহা কিরূপে তোমার এই ভীষণ দুর্দ্দশা হইল! পূর্ব্বে তুমি যে সব আচরণকে হেয় জ্ঞান করিতে, এখন সেই আচরণে ঐ মিথ্যা স্বর্ণ সঞ্চয় করিতেছ? ইহাতে তাহার যেন ঈষৎ প্রবোধ হইল। সে দেখাইল। ঐ দেখ আমার অবতরণের সোপান। দেখিলাম সুন্দর সোপান, কিন্তু তাহা মোহকর্দ্দমে অতীব পিচ্ছিল। অবতরণ করা একরূপ বিনা প্রযত্নেই হয়, কিন্তু সেই পিচ্ছিলে উত্তরণ করা অতীব দুরুহ। সেই সোপানের প্রথমটিতে লেখা আছে,—পরিগ্রহ পরে, ক্রমশঃ গৃহ, সুখ, সঙ্গলিপ্সা ক্ষুদ্র পুরুষার্থ, অবিরতি ইত্যাদি। বলিলাম ভ্রাতঃ! কি তুমি এই সাধনপ্রাগ্‌ভাবের উপকণ্ঠে ছিলে? কেন এত দূর নিম্নে পতিত হইলে? দেখ আমি বিশেষ উচ্চে না উঠিলেও, তুমি নিম্নাভিমুখে গমন করাতেই এতদূর। এস একত্রে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করি, তথায় শান্তিরাজ্য, কালবন্যা তথায় কখনও যাইতে পারে না। ধনাশ নামক ঐ মিথ্যাস্বর্ণভার পৃষ্ঠ হইতে নামাও, তাহা হইলে লঘুশরীরে এই

পিচ্ছিল সোপান অক্লেশে আরোহণ করিতে পারিবে। ঐ দেখ সন্তোষশৃঙ্গ, উহাতে অনুত্তম সুখ নামক ফল জন্মে, তাহার স্বাদ অনির্ব্বচনীয় মধুর। দেখ তাহার কিঞ্চিৎ ত্বক্ মাত্র আমি পাইয়াছি। এই লও তোমাকে ফেলিয়াদিতেছি—এই বলিয়া আমি সেই অনুত্তম সুখ ফলের কিঞ্চিৎ ত্বক্ ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু তাহা নীচের আকাঙ্ক্ষা নদীতে নষ্ট হইয়া গেল। সচ্চিদানন্দ না পাইয়া সাক্ষেপে বলিল, এ সংসার কূপে সন্তোষ ফল কোথায়? আবার বলিল আমাদের এখানেও সুন্দর ফল জন্মে এই দেখ—দেখিলাম তাহা কিম্পাক ফল—বলিলাম তুমি কি সব বিস্মৃত হইয়াছ? ঐ কিম্পাকফলকে সন্তোষজ ফলের সহিত তুলনা করিলে? মোহ মার্জ্জিত কর, উঠিয়া আইস। সন্তোষ ফল খাইলে অতি অল্পমাত্র বাহ্যোপকরণের প্রয়োজন হয়। তখন সুখে অভ্যাস বৈরাগ্য যষ্টি লইয়া ভাব শূন্য হইয়া এই সাধনপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া শান্তি রাজ্যে যাওয়া যায়। শীঘ্র এস, আমি দেখিতেছি ঐ কালসন্ধ্যা সমাগত প্রায়। এই লও রজ্জু, এই বলিয়া আমি রজ্জু খুজিতে লাগিলাম, দেখিলাম একটা পত্র রজ্জুরূপ ধারণ করিল, তাহার পংক্তি সকল রজ্জুর সূত্র স্বরূপ হইল। তাহা লইয়া বলিলাম—হে সচ্চিদানন্দ! ঐ শুন তোমাকে কি বলিয়া উপহাস করিতেছে। একজন বলিতে ছিল, বাবাজি! বড় পরার্থ-পরায়ণ, অর্থাৎ পরের যে অর্থ বা ধন বাবাজি কেবল তৎপরায়ণ। আর একজন বলিতে ছিল,—বাবাজির নিঃস্বার্থ দান, অর্থাৎ দানের ভিতর নিজের অর্থ কিছুই নাই সবই পরের ধন। আর একজন বলিতে ছিল, বাবাজি যে দেশগুরু শঠসম্পটের আশ্রয়স্থল দেখিতেছি। ভ্রাতঃ! উহা শুনিয়াও কি নির্ব্বেদ হয় না? এস ঐই লও রজ্জু———এখানে ধাঁধাঁ ভাঙ্গিয়া গেল।

* * * *

আহা অমন ধাঁধাঁ ভাঙ্গিল! শেষটা কি হইল জানিতে পারিলাম না! লোকের স্বভাব হীন আচরণ করিয়া তাহাকেই ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া। তাহাতে নিজেকে আরও অধঃপতিত করে এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান হারায়। সদাচরণ না করিতে পারিলেও অন্ততঃ যদি লোকে—ইহা আমার কর্ত্তব্য নহে অশক্তি বশতই এইরূপ আচরণ করিতেছি, এই ভাবে হীনাচরণ করে, তবে একদিন শুধরাইতে পারে। যাহ'ক্ কেহ কি আমার ঐ অভিদৃষ্টির শেষটা জানাইতে পারে? বোধ হয় সচ্চিদানন্দই উহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক বার বার পাঠ করিলে শেষটা ঠিক করিয়া বলিতে পারে।

যোগিশঙ্কর গীতিঃ।

রাজসে যোগিহৃদি জ্ঞানময়োহনলঃ
নিবাতস্থিত-দীপকইবাচলঃ।
শঙ্কর! ধৃত যোগি শরীর!
জয় পরমেশ হর! ॥ ১॥
দহসি নয়নজে পাবকে কামশলভং
বন্দে দেবং ত্যাগিজনসুলভং।
শঙ্কর! ধৃত যোগি শরীর!
জয় পরমেশ হর। ॥ ২ ॥
ছলয়সি তাপসী গিরিজাং বটুকবেশঃ
তদ্গতহৃদয়াং ত্বং পরমেশঃ।
শঙ্কর.........॥ ৩ ॥
লীলয়া যাসি সমাধৌপরমে
প্রজ্ঞ তিষ্ঠসি ভুবনোপরমে।
শঙ্কর.........॥৪
ভজে পরহিত হেতু পীতকালকূটং
ভুবনতত্ত্বং ত্বমেব স্ফুটং।
শঙ্কর.........॥৫
গৃহাণ সর্ব্বাত্মনা শরণমুপপন্নং
মাংনিবেদিতং ত্বয়ি প্রপন্নং।
শঙ্কর......॥৬
ইয়ং শিবাধীনজীবিত হরিহর কৃতিঃ
গেয়া তত্তদা শঙ্কর গীতিঃ।
লীলাধৃত রূপারূপ!
জয় পরমেশ হর! ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিঃ।
[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতেরেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

সাম্যে মুক্তি।

সেই অচিন্ত্যাপূর্ব্ব অতি অপরিচিত অনাদি অনন্ত অব্যক্ত অপূর্ব্ব দেশ হইতে যে দিন জগতে আসিলাম, তন্মুহূর্ত্তে ভাবুকের মনে ভাবের, কবিরচিত্তে কাব্যের, সংসারীর হৃদয়ে সংসারের, আর ভক্তের অন্তরে ভক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষারূপ বীজ বপিত হইল। একদিন এই বীজ উপ্ত হইয়া জীবনমহা-শ্মশানে মহামহীরুহ কল্পবৃক্ষের সৃষ্টি করিবে তাহা কেহ জানিত না! জীবনের স্রোত দ্রুত মন্দ গতিতে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল, কালের সঙ্গে হৃদয়নিহিত বীজটিও উপ্ত হইবার আয়োজন হইল। জীবের গুণ অথবা স্বভাব এই বীজ;—ইহারই অপর নাম জীবাত্মাসম্পর্কীয়ধর্ম্ম। অগ্নির উত্তাপ বায়ুর প্রবাহ, জলের শৈত্য বা আর্দ্রতা, যেমন ইহাদের স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ, মানবেরও তদ্রূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-স্বাভাবিক তাপবিহীন বহ্নি, প্রবাহ শূন্য পবনের ন্যায়, ধর্ম্মাসনচ্যুতআত্মা-মানব জড় বা মৃত। সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষা করাই জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জীবের আত্মার উন্নতি অবনতি, বন্ধনমুক্তি, সকলই এই একমাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।"
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যত্তু গচ্ছতি॥

নশ্বর শরীরের সহিত সকলই ধ্বংস পায়, কেবল ধর্ম্মই সত্য সনাতন। যে ধর্ম্মবলে জীব পরমাগতি লাভে সমর্থ, সে ধর্ম্ম আবার সাম্যসংশ্লিষ্ট; সুতরাং সাম্যেই মানবের পরম মুক্তি।

সাম্য বলিতে পাঠক যেন সহসা পাশ্চাত্য সাম্যবাদকে আধুনিক রুচিগত ভাবে সম্মুখে দাঁড় করাইবেন না! আধুনিক রুচি ছাড়িয়া দিলে, বাস্তবিক আমাদের সাম্য ও, পাশ্চাত্য-

সাম্যবাদের একার্থবোধক। 'সম' এই শব্দ হইতেই সাম্যের উৎপত্তি। 'সম' পদের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে;—এক, সহ এবং প্রবৃত্তি। এক বলিলে একত্ব বুঝায়। জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম এক—একত্র। সারাটি জীবন সংসার সংগ্রামে পরস্পরের একতায় জীবনের (যদি পারি) কার্য্যোদ্ধার করিয়া আবার চলিলাম একা! সুতরাং এক হইতে আসিলাম, আবার চলিলাম এক, মাঝের কয়টা রহিলাম একত্র। এই একত্রই একত্ব, অর্থাৎ একতা। একতার বল অসামান্য,—একতার বলে তৃণগুচ্ছ মত্তকরি বাঁধিয়া রাখে, একতার বলে এই বিপুলবপু জগৎ সংসারটা চলিয়া আসিতেছে; বাল্যকালে শিশু পাঠের পৃষ্ঠায় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল, আজ তাহার শক্তি অনেকটা অনুভূত হইয়াছে। 'এক' কথাটা বড়ই গুরুতর। তুমি আমি এক—বলিতে পারি বটে, কিন্তু বিষয়টা ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়, যখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে জগৎ সংসার ভুলিয়া শুধু বলিবেন 'এক' তখন বুঝিব মুক্তি। তখন তুমি আর আমিএক।

সহ,—সহবাস। ধর্ম্ম সাধনের প্রথম ও প্রকৃষ্ট উপায় সাধুসহবাস, সাধু ও শাস্ত্র সংশ্রব। সহবাসের গুণ অনেক;—নীচের সহবাসে নীচ, সমানে সমান এবং বিশিষ্টের সংসর্গে জীব বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, ইহা হিতোপদেশে শিখিয়াছি। এক দিন ছিলাম তাঁর সহবাসে, জগতে আসিয়া দিন কাটাইলাম জীবের সহবাসে, আবার যে দিন তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারিব, সেই দিন জীবনের সহজ মুক্তি।

প্রবৃত্তি,—ইহাই সম ও দম। সম মুক্তি শোধ, দম তাহার সোপান। যে প্রবৃত্তি লইয়া জগতে আসিয়াছি, তাহার দমন করিতে পারি ভালই, অন্ততঃ সম রাখিতেই হইবে; তা'রপর যে দিন সকল সংস্কার, লইয়া প্রবৃত্তিময়ে যুক্ত হইতে পারিব, সেই দিন জীবনের নিবৃত্তি।

জাহ্নবী জলাঙ্গী সঙ্গমে পূতভটে দাঁড়াইয়া প্রেমাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে দিন জগৎ সংসারকে প্রেম-প্লাবনে ভাসাইয়া শিক্ষা দিলেন—

"নামে রুচি, জীবে দয়া"—

সেই দিন সাম্যবাদ জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রকম্পিত হইল; প্রতীচ্য ক্ষেত্রে ধ্বনি মিশিল।

"Love your neighbour!"

জীবে দয়ার নাম সাম্য। চণ্ডালে ব্রাহ্মণে এক হইবে, কুক্কুরে মনুষ্যে এক হইবে, ইহা সংসারবাসীর পক্ষে প্রকৃত সাম্যবাদ নহে। দৈত্যপুরোহিতগৃহে বসিয়া ভক্তাবতার শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

"অসার সংসার বিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপৈত
সমত্বমারাধন মচ্যুতস্য॥

এই সমত্বই তোমার সাম্য। ভগবান কহিয়াছেন,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য,—পৃথিবীর যাবতীয় দৃষ্ট পদার্থে তোমাকে সমদর্শী হইতে হইবে, কিন্তু সকলে সমানত্ব ঘটাইবার আবশ্যকতা

নাই। জীবনের মার্গে অগ্রসর হইতে আমি স্বের প্রসার করিয়া যাইব, পরস্পর প্রতিকূল ধর্ম্মাবলম্বীকে বাহ্যে একত্র করিতে যাইয়া, ঘাত প্রতিঘাতের উৎপাদন অনর্থক। আমিত্বে জীর্ণ হইলে পার্থিব বস্তু টানিয়া এক করিতে হয় না, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ জনিত তেজোবলে সিদ্ধ আত্মার নিকট সমস্তই সাম্যে সংলগ্ন হইয়া যায়। ভগবান তজ্জন্যই বলিয়াছেন,—

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাংসাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণিতে স্থিতাঃ॥"

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ॥"

এই সাম্যের পথ বহিয়া যুগযুগ তপস্যার ফলে যে দিন মুক্তপুরুষ হইবে, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণে, কুকুর মনুষ্যে, সাম্য সংঘটন সে দিন আপনা হইতেই হইবে;—হে নির্ব্বিকার নিবৃত্ত! সে সাম্য অচ্যুতের আরাধনা নহে, সে সাম্যে অচ্যুত স্বয়ং সমতা-প্রাপ্ত।

হৃদয়ে সন্দেহের লেশ যত দিন থাকিবে, তত দিন মুক্তির আশা করা বৃথা। নদী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াই যদি সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিধ্বস্ত করিয়া সরল পথে চলিতে থাকে, সাগরে বড়ই শীঘ্রমিশিয়া যায়। আর যদি উচুনীচু বহিয়া, বাধাবিঘ্নে প্রতিহত হইতে হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, তবে সাগরে পড়িতে তাহার অনেক সময় লাগে। মানুষের মনও একটি মাত্র; জীবের পরমায়ুও অকিঞ্চিৎকর। তোমার ভাগ্য ফলে জগতে প্রথম আসিয়াই যে পথে দাঁড়াইয়াছ সেই পথ বাহিয়া চলিলেই ত হয়? অদ্য হিন্দুধর্ম্মে সুখের কিছু স্বাদ বুঝিলে না, কল্য ইশাই শাস্ত্রে কোন সত্য পাইলে না, পরশ্ব কোরাণে মুক্তি তত্ত্বের নির্দ্দেশ হইল না এরূপে জীবনের কয়টা দিবস বিবিধ 'খেয়ালে' কাটাইয়া দিলে, সাধনার সময় পাইলে কোথায়? প্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"অবোধ মন,
অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মেশামেশি,
ওরে, একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী!"

মহিম্নে ধ্বনিত হইয়াছিল—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণব-মিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য-মিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

নানাস্থানে উৎপন্ন নদী সকল, নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই অনাদি অনন্ত এক সাগরেই মিশিয়া যায়। সকলেরই উৎপত্তি বিভিন্ন আধারে, কিন্তু পরিণাম এক; মূল মন্ত্রও এক। কিন্তু কয়জনে সৃষ্টির এই অপূর্ব্ব সমতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? ভবের ভাব এই সময় জ্ঞান, যে দিন হৃদয়ে উদয় হয়, 'সব দিনের এক দিন সে!'

সংসারে আসিয়াই প্রথমে জীব মুক্তির আয়োজন করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাধনা ত তাহার নিত্য সহচর। সাধনায় সাম্য রক্ষা করিলেই নিদান পর্য্যন্ত মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। কথাটা ভগবান পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন,—

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে॥"

এই প্রবৃত্তিই যখন উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করে, তখনই জীব "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" দেখিতে পান।

আমাদের জীবন অভ্যাসের সমষ্টি। অভ্যাসের অপর সংজ্ঞা যোগ। স্বভাব অভ্যাসের পরিণাম। শৈশব হইতে উশৃঙ্খল জীবন পরিচালনে অভ্যস্ত ব্যক্তির স্বভাব অতীব উশৃঙ্খল হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আবার প্রকৃত সাধননিরত যোগযুক্তের আত্মা যে স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন, তাহা বিশুদ্ধ ও সংযত। আত্মার উদ্দেশ্য সৎস্বভাব প্রাপ্তি, ইন্দ্রিয় তাহার বিঘ্ন এবং সমত্ব তাহার উপায়। ভগবান ধনঞ্জয়কে এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন ;—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্য সিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে।"

আবার ; Trinity—ত্রিনীতি অর্থাৎ প্রণব সাম্যবাদের মূল মন্ত্র। ইহাই বীজ। শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, এই ত্রিমূর্ত্তি ত্রিনীতি। ত্রিনীতি ভজনায় মুক্তি, ইহাই সাম্যে মুক্তি ;—সেই ত্রিনীতিই ওঁ তৎসৎ। সাম্যবাদের সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আর্য্যঋষিগণ যে মহামন্ত্র চয়ন করিয়াছিলেন তাহারই উপর ব্রহ্মাণ্ডের (ধর্ম্মজগতের) মেরু সংস্থাপিত ;—তজ্জন্যই জগতে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেক উপদেশের প্রত্যেক অক্ষরে নির্ম্মল সাম্যবাদ, বিশুদ্ধ স্বার্থত্যাগ, কায়মনঃপ্রাণে পরহিত সাধন এবং সত্য সনাতন নিষ্কাম পরধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, আমরা নিতান্ত স্থূল বুদ্ধি, তাই—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বংনিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃস পন্থাঃ—"

এই অমূল্য মহামন্ত্র নির্দ্দেশ স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা মৃগতৃষ্ণিকার আশায় বৃথা তৎপর। তত্ত্বজ্ঞানী গাহিয়াছেন—

জগমে আয়েকে সম আচরণ, সমে শ্যাম
যায় মিল্।
আঁতে ন ভই' পাপ পরসন, আনন্দে মগন
রহে দিল্॥"

আমরা বুঝিলাম না, তাই অবনতির অতল গর্ত্তে পড়িয়া মনুষ্যত্ব লোপ করিতে বসিয়াছি। কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে—'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগকে পাপস্পর্শ করিবে না, এবং আমরা সমত্বযোগাশ্রয় করিয়া পরম অক্ষয়ানন্দ ভোগে সমর্থ হইব ?

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তম খণ্ড।

অথৈনামাগ্নেয়েন স্থালীপাকেন যাজয়তি।১

অনন্তর ঐ নববিবাহিতাবধূকে স্থালীপাক দ্বারা যাজন করাইবে। 'অথ' শব্দের অর্থ এখানে আনন্তর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনুষ্ঠিত হইলে পরে, এই স্থালীপাকযজ্ঞ বধূ

দ্বারা অনুষ্ঠান করাইবে। পূর্ব্বে অর্থাৎ ষষ্ঠপণ্ডের শেষে ধ্রুব ও অরুন্ধতী দর্শন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সায়ংকালে নক্ষত্রোদয় হইলে অরুন্ধতীদর্শন করিতে হয়, তদনন্তর অর্থাৎ রাত্রিতে স্থালীপাক করা উচিত, "অথ" শব্দ এই কথাই বুঝাইতেছে। হরদত্ত বলেন,—"তস্যামেব রাত্র্যাং স্থালী পাকো ভবতি, অথ ইতি বচনাৎ"। এই স্থালীপাক কার্য্যের দেবতা অগ্নি। "আগ্নেয়" শব্দ স্থালীপাকের বিশেষণ। স্থালীপাক কিরূপ? না' আগ্নেয়। যে স্থালীপাকের দেবতা অগ্নি, তাহাই আগ্নেয় স্থালীপাক। এই স্থালীপাক বধূকার্য্য। বর ও বধূর সাহচর্য্য এখানে অভিপ্রায় নহে। যাজয়তি এই নিচ্ প্রয়োগের দ্বারা বরের ঐ কার্য্যে ঋত্বিগ্‌ভাবে প্রযোজকত্ব বলা হইতেছে। হরদত্ত বলিয়াছেন, "বরসাত্বার্ত্বিজ্যমেব"। এক্ষণে অবগত হওয়া গেল এই স্থালীপাক বধূর কর্ত্তব্য। বর ইহার ঋত্বিক মাত্র; অতএব এই স্থালীপাকের ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্য ও দক্ষিণা বধূধন হইতেই দিতে হইবে। টীকাকার মহাশয়েরা ও তাৎপর্য্যতঃ এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি স্থালীপাকার্থ ব্রীহিকে তণ্ডুলে পরিণত করা আবশ্যক বিধায়, তণ্ডুল নিষ্পত্তির জন্য অবঘাত (উদুখল মুষল সংযোগে আঘাত করতঃ কুটন) কার্য্য বিবেচিত হইতেছে। সূত্র যথা,—

পত্ন্যবহন্তি। ২

পত্নী অর্থাৎ যিনি স্থালী পাক করিবেন সেই নববধূ অবঘাত কার্য্য করিবেন। এইটী অবঘাত কার্য্যে কর্ত্তৃনিয়ম। উদুখল মুষলাদির সাহায্যে ব্রীহিকে তণ্ডুলে পরিণত করিতে সকলের সামর্থ্য আছে। বধূও পারেন, বরও পারেন, অথবা অন্য যে কেহও এই কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যিনিই ঐ কার্য্য করুন, তাহাতে তণ্ডুলের কোনও হানি হইতে পারে না। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াই নিরস্ত নহেন, অনেক স্থলে আদেশ করিয়া থাকেন। বধূ অবঘাত সম্পন্ন করিলে, যদি তণ্ডুল মন্দও হয় অর্থাৎ কণবহুলও অপরিষ্কৃত হয়, তাহাও গ্রাহ্য; তবুও অপরের দ্বারা সুপরিষ্কৃত তণ্ডুলনিষ্পাদন অন্যায়, ইহ শাস্ত্রকার মহর্ষির আদেশ। মীমাংসাচার্য্যগণ এখানে নিয়মাদৃষ্ট কল্পনা করেন। যে কার্য্য নানা প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তদৃশ কার্য্যে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে বলাই সে কার্য্যের "নিয়মকরা"। নিয়মস্থলে, আদেশানুরূপ কার্য্য উপেক্ষা করিয়া, অন্য প্রকারে সম্পাদন করিলে, ঐ কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে না, ইহাই নিয়মাদৃষ্ট স্বীকারের মর্ম্ম। "পত্নী অবঘাত করিবেন" এই নিয়মে কার্য্য করিলে তৎকার্য্যজনিত

সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ! বহুদিন আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র প্রকাশ করিতে পারি নাই, নানাবিধ বিঘ্নবিপৎপাত অতিক্রম করিতে না পারিলে, কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার ক্রমশঃ কমাইতে হয়, কাজেই আপনাদের প্রতি আত্মকর্ত্তব্যের গণ্ডীও এতদিন সঙ্কীর্ণ রাখিতে হইয়াছিল, অতঃপর আশা করি, আপনাদিগকে যথানিয়মে গৃহ্যকর্ম্মের রহস্য যথাসাধ্য জানাইতে পারিব

দীন লেখক

অদৃষ্টই নিয়মাদৃষ্ট। নিয়ম ত্যাগ করিলে সুতরাংই ক্ষতি। নিয়ম রক্ষার জন্য নববধূ স্বয়ংই অবহনন কার্য্য করিবেন, কদাচ অন্য দ্বারা করাইবেন না।

উহার পর যাহা কর্ত্তব্য, সূত্রে মহর্ষি তাহা বলিতেছেন।

শ্রপয়িত্বাভিঘার্য্য প্রাচীনমুদীচীনং বা উদ্বাস্য প্রতিষ্ঠিতমভিঘার্য্য অগ্নেরুপ সমাধানাদাজ্যভাগান্তেঽস্বারব্ধায়াং স্থালীপাকাজ্জুহোতি ।৩

শ্রপণ (উষ্ণকরণ অর্থাৎ সিদ্ধ করা) করিয়া, অভিঘারণ (ঘৃত প্রক্ষেপ) করিয়া, পূর্ব্বভাগে অথবা উত্তরভাগে নামাইয়া, অপর দ্বারা অগ্নিপ্রতিষ্ঠাপন পূর্ব্বক অভিঘারণ করিয়া, অগ্নির উপসমাধান (প্রজ্জ্বলন বা সন্দীপ্তীকরণ) হইতে আজ্যভাগ নামক হোম পর্য্যন্ত কার্য্য (শ্রৌতসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে) বধূ সম্পাদন করিলে, স্থালীপাক হইতে হোম করিবে। স্থালী শব্দের অর্থ বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, স্থালী এখানকার পাকপাত্র। স্থালীতে ব্রীহিতণ্ডুল নিষ্পন্ন অন্নপাক করিয়া তদ্দ্বারা হোম করাই এখানকার কার্য্য। দেশে চরু বাঁধিয়া হোম করা অপ্রচলিত নহে, ইহা বুঝিতেও সুতরাং বিশেষ কষ্ট না হইবার কথা।

সকৃদুপস্তরণাভিঘারণে দ্বিরবদানং ।৪

উপস্তরণ ও অভিঘারণ কার্য্য এক একবার করা উচিত, কিন্তু অবদান-কার্য্য দুইটী। যাগাদিতে প্রতিপাদিত ও প্রদর্শিত পৌরোডাশিক (পুরোডাশ নামক যজ্ঞীয় পিষ্টক-সম্বন্ধে) অবদান কল্প এখানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। শ্রৌতসূত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য। গৃহ্য-কর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক ও অবকাশ নাই। যথাস্থানে ঐ সকল বিষয় ক্রমশঃ হিন্দু-পত্রিকার পাঠকমহোদয়েরা প্রাপ্ত হইবেন। সুদর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন, এই সকৃৎ উপস্তরণ হোমদর্ব্বী (হোমসাধন হাতা) দ্বারা অথবা অন্য দর্ব্বি দ্বারা, কিম্বা স্রুব (ইহা স্রুব-নামেই পরিচিত, এই যজ্ঞোপকরণটী বোধ হয় উপনয়নাদিতে সকলেই দর্শন করিয়া থাকেন) দ্বারাও করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সূত্রে কিছু বিশেষ বলা না থাকায়, সম্ভব ও সুবিধা অনুসারে কার্য্য করিবার পক্ষই প্রকারান্তরে সমর্থিত হইয়াছে।

অগ্নির্দেবতা স্বাহাকারপ্রদানঃ ।৫

এই স্থালীপাক হোমের দেবতা অগ্নিও ইহার প্রদান মন্ত্র 'স্বাহা'কার। স্পষ্টার্থে-সংশয় বিনাশ জন্য বলিতেছেন, স্থালীপাকের উভয় (পূর্ব্ব ও উত্তর) হোমই অগ্নিদেবতা ও স্বাহাকার মন্ত্রে করিতে হইবে। 'স্বাহা-কার' মন্ত্রের সহিত দেবতাসম্বন্ধ করিতে হইলে, দেবতাবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, যথা,—অগ্নয়ে স্বাহা বায়বে স্বাহা ইত্যাদি। হোম, প্রদান ও প্রক্ষেপ শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব প্রদান অর্থাৎ প্রক্ষেপ করিবার সময় 'স্বাহা' যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

অপিবা সকৃদুপহত্য জুহুয়াৎ ।৬

অথবা একবার গ্রহণ করিয়াই হোম

করিবে। এপক্ষে উপস্তরণ ও অভিঘারণের দরকার নাই। যে দর্ব্বী দ্বারা হোম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই একবার স্থালীপাক হইতে গ্রহণ করিয়া হোম করা কর্ত্তব্য, বৃত্তিকার মহোদয়ের ইহাই অভিপ্রায়।

অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃদ্দ্বিতীয়ঃ।৭

দ্বিতীয় হোমে স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নিই দেবতা। যজমানের ইষ্টসম্পাদন করেন বলিয়া অগ্নিরই স্বিষ্টকৃৎ এই নামে অভিহিত হইতে হইয়াছে। স্বিষ্টকৃত্ব অগ্নির গুণ।

প্রধান হোমের অবশিষ্ট যে কিছু হোমার্থ দ্রব্য থাকে, সেই শেষ দ্বারাই স্বিষ্টকৃৎ হোম করা হইয়া থাকে। যাগযজ্ঞাদিতেও বহুস্থলে স্বিষ্টকৃতের এইরূপ নিয়ম। এই স্বিষ্টকৃৎ হোমকে "দ্বিতীয়" বলায় প্রথমোক্ত হোমের "স্বাহাকার প্রদান" ইত্যাদি ধর্ম্ম স্বিষ্টকৃৎ হোমেও প্রতিপালন করিতে হইবে। সমধর্ম্মী না হইলে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি নাম নির্দ্দেশ অযৌক্তিক হইয়া উঠে। স্থালীপাক শেষ হইতে এই হোম করা উচিত, সুদর্শনাচার্য্যও এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই স্বিষ্টকৃৎকে কেহ কেহ স্বিষ্টিকৃৎ বলিয়া থাকেন।

সকৃদুপস্তরণাবদানে দ্বিরভিঘারণম্।৮

উপস্তরণ ও অবদান এক একবার, অভিঘারণ দুইটি। পূর্ব্বে ছিল অবদান দুইটী অভিঘারণ এক, এখানে অবদান একটি অভিঘারণ দুই। এখানে পৌরোডাশিক স্বিষ্টকৃতের অবদানকল্প প্রদর্শিত হইল। শ্রৌতসূত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মধ্যাৎ পূর্ব্বস্যাবদানং।৯

হবির (হোমদ্রব্যের) মধ্য হইতে পূর্ব্বদৈবত অবদান করিতে হইবে। ইহা অভিঘাতপক্ষে জানিতে হইবে বলিয়া, সুদর্শন ও হরদত্ত বলিয়াছেন। মধ্য হইতে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র অবদান করিতে হইবে। চতুরবত্ত- (চারি অবদান করা হইয়াছে যাহার, সে চতুরবত্ত) পক্ষীয় উপস্তরণাদি এখানে প্রবর্ত্তিত হইবে না, এইরূপ অভিপ্রায় সুদর্শনাচার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্যে হোমঃ।১০

অগ্নির মধ্যে হোম করিতে হইবে। হোম শব্দের এখানে অর্থ প্রক্ষেপ। এখানেও পৌরোডাশিক হোমদেশ (যেখানে হোম করিতে হইবে সেই স্থানকে দেশ বলা হইতেছে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পৌরোডাশিক কাণ্ডের অনুসরণ এখানে আবশ্যক।

উত্তরার্দ্ধাদুত্তরস্য।১১

হবির উত্তরার্দ্ধ হইতে উত্তর অর্থাৎ স্বিষ্টকৃৎ দেবতার জন্য অবদান করিতে হইবে।

উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে হোম।১২

সেই স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নির উত্তরার্দ্ধপূর্ব্বার্দ্ধে হোম করিতে হইবে। এখানেও পৌরোডাশিক স্বিষ্টকৃতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

লেপয়োঃ প্রস্তারবৎতূষ্ণীমক্ত্বা অগ্নৌ প্রহরতি।১৩

যে বর্হিতে হবি ও আজ্য (ঘৃত) স্থাপিত, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া, আজ্য ও অন্ন (এখানকার হবি) এতদুভয়ের যে লেপ,

তদ্দ্বারা প্রস্তরবৎ তুষ্ণীম্ভাবে অঞ্জন করিয়া প্রস্তরের (সর্ম্মার্জ্জনার্থ কুশমুষ্টির নাম প্রস্তর, পাথর উহার অর্থ নহে; মীমাংসা শাস্ত্রে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে: প্রস্তর প্রহরণ প্রতিপত্তিকর্ম্ম। মীমাংসাশাস্ত্রের যে কোনও গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) ন্যায় তুষ্ণীম্ভাবেই অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। "লেপ" অর্থ দর্ব্বীতে যাহা লাগিয়াছিল তাহা। বর্হি- (তৃণবিশেষ, যাহা পাত্রস্থাপনের জন্য আবশ্যক হয়।) প্রহরণ ইত্যাদি সংস্রাবান্ত কর্ম্ম সকল শ্রৌত বিধানের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাবে করিতে হইবে, অর্থাৎ ইহাতে মন্ত্রের কোনও আবশ্যক নাই। অগ্নির অন্য দিকে বর্হিস্তরণ ও তাহাতে হবিঃস্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ উপদেশ হরদত্তের নিকট পাওয়া যায়, অবশ্য পূর্ব্বস্থাপিত বর্হি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে পর ইহা কর্ত্তব্য।

সিদ্ধমুত্তরং পরিষেচনম্ ।১৪

উত্তর কর্ম্ম জয়াদিহোম যেরূপ সিদ্ধ আছে, অর্থাৎ শ্রৌতসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিতে হইবে। পরিষেচনান্তকর্ম্ম করিয়া তৎপরে ঐরূপ কর্ত্তব্য। উপহোম সকলের পরে বর্হির অনুপ্রহরণ করিতে হইবে, ইহা হরদত্তের মত। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, প্রধান হোমের পরবর্ত্তিকার্য্য সমূহের মধ্যে, প্রাপ্ত পরিষেচনই সিদ্ধ অন্য সকল অসিদ্ধ। এই মতে উপহোমগুলির লোপই হইয়া যায়। অনুষ্ঠান অদ্যদেশে বিরল; যেখানে প্রচলিত আছে, অনুসন্ধিৎসু তথায়ই কোন পক্ষ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইবেন।

তেন সর্পিষ্মতা ব্রাহ্মণং ভোজয়েৎ ।১৫

সেই হবির অবশিষ্টভাগে বহুল পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে। দক্ষিণভাগে দর্ভোপরি উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভোজন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। সর্পিষ্মত্ শব্দের মতুপ্ প্রত্যয় অতিশয়ার্থে। শব্দতত্ত্ববিৎ বলেন, ভূম-নিন্দা-প্রশংসাসু নিত্যযোগে হতিশায়নে। সংসর্গে হস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ। এই অতিশয় ঘৃতসম্মিশ্রণে শাস্ত্রীয়সংস্কারযুক্ত-ঘৃতের আবশ্যকতা, বা মন্ত্রের অপেক্ষা নাই। লৌকিক ঘৃত মিশাইয়া দিলেই হইবে।

যোঽস্যাপচিতস্তস্মা ঋষভং দদাতি ।১৬

বরের যে পূজা, তাহাকে বধূ একটী বৃষভ স্থালীপাকের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবেন। এখানে "অস্য" এই পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ থাকায় বরের পূজ্যই বুঝিতে হইবে। বধূর পূজ্য বুঝা সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে, "অস্যাঃ" লেখা আবশ্যক হইত। আর অপচিত শব্দের অর্থ পূজ্য হইলেও, এখানে "আচার্য্য" বলিয়া বুঝিতে শাস্ত্র বলিয়াছেন, সুতরাং মুখ্যতঃ আচার্য্য বরের ই হইতে পারে, বধূর গৌণ।

এবমত ঊর্দ্ধং দক্ষিণাবর্জ্জ উপোষিতাভ্যাং পর্ব্বসু কার্য্যঃ ।১৭

এই বৈবাহিক স্থালীপাক সমাপনের পর, প্রতি পর্ব্বে (অমাবস্যা পূর্ণিমায়) উপবাস পূর্ব্বক বরবধূ আগের স্থালীপাক করিবেন; কিন্তু তাহাতে দক্ষিণা দিতে

হইবে না। প্রথম স্থালীপাকে পত্নী অধিকারিণী, বর ঋত্বিক মাত্র একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; পর্ব্বকর্ত্তব্য এই স্থালীপাকে উভয়েরই কর্ত্তৃত্ব আছে। সূত্রে 'উপোষিতাভ্যাং' এই দ্বিবচন নির্দ্দেশ দ্বারা উহা সমর্থিত হয়। কর্ত্তৃত্ব একজনের এবং দুইজনের, সময় অরুন্ধতীদর্শনের পর সেই রাত্রিতে ও পর্ব্বদিনে, দক্ষিণা—ঋষভ এবং এখানে দক্ষিণা লাগিবে না, ইহাই প্রথম ও পরবর্ত্তিস্থালীপাকের পার্থক্য।

পূর্ণপাত্রস্তু দক্ষিণাইত্যেকে।১৮

কেহ কেহ বলেন, পর্ব্বকর্ত্তব্য এই পরবর্ত্তিস্থালীপাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণপাত্র কি? তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ণপাত্র প্রদান সর্ব্বদা সমাজে সর্ব্বকার্য্যে দৃষ্ট হয়, কিন্তু একটু মতামতের পার্থক্য প্রদর্শন মানসে আমরা কিছু বলিতেছি। হরদত্তের মতে "ধান্য-মুষ্টিশতস্য পূর্ণং পাত্রং পূর্ণপাত্র ইত্যাহুঃ" শতমুষ্টি ধান্য দ্বারা কোনও পাত্র পূর্ণ করিলে তাহাই পূর্ণপাত্র নামে কথিত হয়। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "ধান্যাদে পূর্ণং যৎকিঞ্চিৎ পাত্রং" ধান্য অথবা তণ্ডুলাদির দ্বারা যে কোনও পাত্র পূর্ণ করা হইলে, তাহাকে পূর্ণপাত্র বলা যায়। পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট, কারণ পাত্রও অনির্দ্দিষ্ট, তবে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। পাত্রের ছোট বড়তে কিছু আসে যায় না, তবে পূর্ণতা অপূর্ণতাই লক্ষ্য করিবার জিনিষ। কেহ কেহ বলেন "অষ্টমুষ্টি ভবেৎ কি (কু) ঞ্চি কিঞ্চিচ্চত্বারি পুষ্কলং। পুষ্কলানিচ চত্বারি পূর্ণপাত্রং প্রচক্ষতে।" ধান্যাদির আট মুষ্টি পরিমাণ লইলে, তাহার নাম কিঞ্চি বা কুঞ্চি। চারি কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কল এক পূর্ণপাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। অষ্টাবিংশত্যধিকশত মুষ্টির নাম সুতরাং পূর্ণপাত্র। ইহাতে পাত্র পূর্ণ হউক্ বা না হউক্ তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এপক্ষে পূর্ণপাত্র শব্দটী পারিভাষিক। যৌগিক পক্ষ ও প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগরূঢ় পক্ষই এখানকার প্রথম পক্ষ। এই পূর্ণপাত্র দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। বরের আচার্য্যকে দিতে হইবে না। এরূপ সিদ্ধান্তে হরদত্ত উপনীত হইয়াছেন। প্রমাণ তিনিই জানিতেন।

সায়ং প্রাতরত ঊর্দ্ধং হস্তেনৈতে আহুতী তণ্ডুলৈর্যবৈর্বা জুহুয়াৎ।১৯

এই বৈবাহিক স্থালীপাকের পর হইতে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হস্তদ্বারা; তণ্ডুল অথবা যব কর্ত্তৃক এই দুইটী আহুতি প্রদান করিবে। সায়ং প্রাতঃ এই দুই শব্দ দ্বারা এখানে অগ্নিহোত্র কালই উপলক্ষিত হইয়াছে। এ বিধান আজীবন অনুবৃত্ত হইতে থাকিবে। এই আহুতিতে দর্ব্বী বা স্রুব ইত্যাদির আবশ্যকতা নাই, হস্ত এখানে ঐ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্থালীপাকবদ্দেবতম্।২০

স্থালীপাকে যে দেবতা এখানেও তাহাই। অর্থাৎ প্রথমাহুতিতে অগ্নি ও উত্তরাহুতিতে স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নি দেবতা। প্রথমে মন্ত্র "অগ্নয়ে স্বাহা"। পরটীতে "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" এইরূপ মন্ত্র।

সৌরী পূর্ব্বাহুতিঃ প্রাতরিত্যেকে।২১

কেহ কেহ বলেন প্রাতঃকালে প্রথম

আহুতির দেবতা সূর্য্য। "সূর্য্যায় স্বাহা" এই মন্ত্র এতন্মতে ব্যবহৃত হইবে।

উভয়তঃ পরিষেচনং যথা পুরস্তাৎ। ২২

এই উভয় আহুতির উভয়দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বে ও পরে অগ্নির পরিষেচন করা কর্ত্তব্য। "পূর্ব্ববৎ" এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্তস্থলীয় প্রকারেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে এইরূপ বুঝা যাইতেছে।

পার্ব্বণেনাতোঽন্যানি কর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি আচারাদ্ যানি গৃহ্যন্তে। ২৩

পার্ব্বণ প্রয়োগ দ্বারা অন্যান্য সকল আচার প্রাপ্ত কর্ম্মের ও ব্যাখ্যা করা হইল। এই স্থলে "পার্ব্বণ" শব্দে পর্ব্বেবিহিত (অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিহিত। পর্ব্বণিভবঃ পার্ব্বণঃ।) স্থালীপাকাত্মক কর্ম্ম বুঝা যাইতেছে। আচার গৃহীত কর্ম্মের কথা বলায়, এতৎশাস্ত্রে অনুপদিষ্ট ও শাখান্তরে দৃষ্ট সর্পবলি প্রভৃতি আচারানুগত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। উপবাস পূর্ব্বক পর্ব্বদিনে নিত্যই এই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক এবম্বিধায় "পার্ব্বণ" শব্দে বৈবাহিক স্থালীপাক বুঝা অন্যায় নহে। এই বৈবাহিক কর্ম্মই প্রকৃতি, যেহেতু এখানে সমস্ত অঙ্গ কর্ম্মের উপদেশ আছে। ভিক্ষুক পরকে ভিক্ষা দিতে অসমর্থ, সম্পন্ন ব্যক্তিই সক্ষম; অতএব এই কর্ম্মই অন্যকর্ম্মকে অঙ্গ প্রকারের উপদেশ দিতে পারে, সুতরাং ইহার প্রকৃতিত্ব অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে বৈবাহিক স্থালীপাককে 'পার্ব্বণ' শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পার্ব্বণ ব্যাখ্যার দ্বারা অন্য আচার প্রাপ্ত কর্ম্ম ব্যাখ্যা করা হইল বটে, কিন্তু এই পার্ব্বণ কার্য্যে উপবাস করা বিধেয়, সর্পবলি প্রভৃতিতে উহার আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হইবে না।

যথোপদেশং দেবতা অগ্নিং স্বিষ্টকৃতং চান্তরেণ। ২৪

অগ্নি ও স্বিষ্টকৃৎ ইহার মধ্যে তন্ত্রোক্ত দেবতার হোম করিতে হইবে। সর্পবল্যাদিতে যে যে প্রকারে যজন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই রূপে সেই দেবতারই হোম করা উচিত। পার্ব্বণ দেবতার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ এই যে, তাহারা অন্তরাল স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব্বঅগ্নি ও পরবর্ত্তিস্বিষ্টকৃতের সংযোগ সম্পাদন করিবে। এখানে এই স্থান নির্দ্দেশের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তত্তৎকর্ম্মে যে সকল দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা অতিদিষ্ট পার্ব্বণ দেবতার বাধ হইবে কি না? ইহাই প্রথম চিন্তার বিষয়। উপদিষ্ট এবং অতিদিষ্টের বাধ বিকল্পাদি বহুপ্রকার ব্যবস্থা মীমাংসাদর্শনে হইয়াছে, এখানে তাহা স্মরণ করিয়াই চিন্তার উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পার্ব্বণ ঐ সকল কার্য্যের প্রকৃতি ভূত। "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা" এই চোদক বাক্যানুসারে পার্ব্বণদেবতার, এই সকল বিকৃতিভূতকর্ম্মে প্রাপ্তি হয়। চোদক বাধিত হইবে কি না, ইহাই বিচার্য্য। যদি উপদিষ্ট দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পূরণ স্বীকার করা যায়, তবে চোদক বাক্য পার্ব্বণদেবতা সমর্পণ করিতে সক্ষম হয় না। কোনও স্থানে উপদিষ্ট অতিদিষ্টের বিকল্প প্রয়োগও দেখা যায়। এখানে নিয়মিত

সমুচ্চয় বুঝাইতেই এই সূত্রের অবতারণা। পার্ব্বণে দুইটী দেবতা প্রথম অগ্নি, অনন্তর স্বিষ্টকৃৎ। এই অগ্নির পরে, ও স্বিষ্টকৃতের পূর্ব্বে, উপদিষ্ট দেবতার হোম করিতে হইবে। ইহাতে বাধা বিপত্তি নাই। দোষ বহুল (অষ্টদোষ) বিকল্প স্বীকারও করিতে হয় না। অতএব এই সূত্রের আবশ্যকতা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

অবিকৃতমাতিথ্যং ।২৫

আতিথ্য অর্থাৎ অতিথি আসিলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবিকৃত ভাবে করিতে হইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "অতিথির্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তং তৎআতিথ্যং, গবালম্ভ ইত্যর্থঃ। তৎযথোপদিষ্টং এব স্যাৎ।" আতিথ্য অর্থে গবালম্ভ বুঝা হয়। শাস্ত্রে আছে—গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ" যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাকে গোমাংস দ্বারা মধুপর্ক দিতে হইবে। এ নিয়ম অবশ্য অতিথির প্রতি অবাধে খাঁটিবে। শাস্ত্রদৃষ্টগোবধের তত্ত্ব আমরা বিবাহ প্রস্তাবে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি ; যাঁহার অভিপ্রায় হয় তিনি তত্তৎসংখ্যার হিন্দু-পত্রিকা দর্শন করিতে পারেন। অধুনা ঐ উৎসন্ন নিয়মের বিষয় বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করি না।

বৈশ্বদেবে বিশ্বেদেবাঃ ।২৬

বৈশ্বদেব নামককর্ম্মে বিশ্বেদেব নামক দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দেবতোপদেশ "নির্ব্বাপ সময়ে সঙ্কল্পার্থ" বলিয়া হরদত্ত বুঝিয়াছেন। "আর্য্যাঃ প্রবত্তা বৈশ্বদেবঃ" এই বেদবাক্য দ্বারা বৈশ্বদেব নামক কর্ম্মবিশেষের বিদ্যমানতা আমরা বুঝিতে পারি।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় সূর্য্য অস্তগেলে "শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যামস্তমিতে স্থালীপাকঃ" এই বাক্য দ্বারা যে (স্থালীপাক) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে পৌর্ণমাসীই দেবতা। শ্রাবণী পৌর্ণমাসী কর্ম্মানুষ্ঠান কাল, সুতরাং এখানে শ্রাবণীপৌর্ণমাসীই দেবতা। এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ঐ স্থালীপাক হোমে "শ্রাবণ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈস্বাহা" ইত্যাকার মন্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হইবে। দেবতার পরে চতুর্থী প্রয়োগ করাই নিয়ম, এখানে কেবল পৌর্ণমাসী দেবতা নহে। "যস্যাং তৎক্রিয়তে" বলায় বুঝা গেল, যে (শ্রাবণী) পৌর্ণমাসীতে তৎকর্ম্ম করিতে হইবে, সেই (শ্রাবণী) পৌর্ণমাসী দেবতা হইবে। কাজেই ঐরূপ মন্ত্র পাঠ সুসঙ্গত।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম খণ্ড।

উপাকরণে সমাপনেচ ঋষির্যঃ প্রজ্ঞায়তে ।১

উপাকরণ ও সমাপনে যে ঋষি প্রজ্ঞাত অর্থাৎ অবগত, অগ্রে তাহারই হোম করিতে হইবে। উপাকরণ দুই প্রকার। কাণ্ডোপাকরণ এবং অধ্যায়োপাকরণ। ঐরূপ সমাপন ও দ্বিবিধ। কাণ্ডসমাপন ও অধ্যায়সমাপন, কাণ্ডানুক্রমণীতে তৎকাণ্ডের "ঋষি" বলিয়া যাহাকে জানা হইয়াছে, তিনিই সেখানে দেবতা। প্রথমে তাহার হোমও তৎপরে সদসস্পতির হোম করিতে হয়।

অধ্যায়োপাকরণের সময়, সেই অধ্যায়ান্তর্গত-কাণ্ডসমূহের সমস্ত ঋষির হোম করিয়া, পরে সদসস্পতির জন্য হোম করিতে হইবে। ঋষ্যাদিহোম করা বা না করায় বিশেষ কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই, একথা বৃত্তিকার বলেন। বস্তুতঃ ও উহার কর্ত্তব্যতাবিষয়ে এখানে শাস্ত্র উদাসীন।

সদসস্পতির্দ্বিতীয়ঃ ।২

প্রথম ঋষি (কাণ্ড পরিপঠিত ঋষি দেবতা) ও তৎপরে সদসস্পতির হোম দ্বিতীয় স্থানে করিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হয়,—সদসস্পতি অধ্যায়োপাকরণ সমাপনে নবম, এবং কাণ্ডোপাকরণসমাপনে ষষ্ঠ ; এখানে তাহাকে দ্বিতীয় বলিবার হেতু কি? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, দ্বিতীয় স্বিষ্টকৃতের স্থানে 'সদসস্পতি' বিহিত হওয়ায়, তাঁহাকে দ্বিতীয় বলা হইয়াছে। 'সদসস্পতি'র দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্তিতে "সদসস্পতি দ্বিতীয়ঃ" এই আপস্তম্ববচনই যথেষ্ট প্রমাণ। কাণ্ড, অধ্যায়, মণ্ডল, খণ্ড, অনুবাক, বর্গ, প্রপাঠক, পাঠ্য ইত্যাদি নামগুলি বৈদিকগ্রন্থের উপবিভাগ, বিভাগ, অনুবিভাগ ইত্যাদি ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রন্থ দেখিলে সাধারণে অবগত হইতে পারিবেন, পরিচিত অধ্যায় পরিচ্ছেদ, খণ্ড ইত্যাদির ন্যায়, কাণ্ড, মণ্ডল ইত্যাদি ও ক্ষুদ্র বৃহৎ যথাসম্ভব এক একটী বিভাগ মাত্র।

ক্ষ্রিয়াস্তুপোত্তেন ক্ষারলবণাবরাম-সংসৃষ্টস্য চ হোমং পরিচক্ষতে ।৩

এই হোমাদিকার্য্যে ক্ষৌমহবাস, ক্ষার, লবণ, অবরান্ন ইত্যাদি পরিত্যাগ করা উচিত ; যেহেতু শিষ্ট আচার্য্যগণ ওগুলিকে বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। আহার্য্যদ্রব্য রস রুধিরাদিক্রমে এই দেহকে পোষণ করে। আমাদের এই স্থূল দেহের নাম অন্নময়-শরীর। ভক্ষ্য বস্তু দ্বারাই প্রধানতঃ ইহার প্রকৃতি, প্রণালী পরিপুষ্টি লাভ করে ; সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি পর্য্যন্তও অনেকাংশে আহারের অধীন। ভক্ষ্যশক্তি, পিতৃমাতৃশক্তি ও পূর্ব্বকর্ম্ম এই তিন ব্যতীত জীবজীবনের নিয়ামিকাশক্তি আর অধিক নাই, তবে কালশক্তি প্রভৃতিও পরিহরণীয় নহে। মোটের উপর, আহারের দ্বারা দৈহিক, মানসিক বল বীর্য্য, শুদ্ধি, মলিনতা ইত্যাদি নিত্যই জীবদেহে অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত এবং সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ। কার্য্যবিশেষে নানা রাজসিক সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদ্রেক আবশ্যক হয়। তজ্জন্যই কালবিশেষে রজঃশক্তিসমুৎপাদকদ্রব্য ত্যাগ ও, সত্ত্বশক্তি সম্বর্দ্ধক দ্রব্য আহার্য্যরূপ গ্রহণ করিতে শাস্ত্র আদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের অনন্ত আকর। ভিন্নকর্ম্মে ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী নির্ব্বাচন এবং বিভিন্ন ভাবের আহারাদির বিধিনিষেধ শাস্ত্রের প্রগাঢ় গৌরবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। ক্ষৌমহবাস, ক্ষার লবণ ও কুলত্থাদি ভোজন কি জন্য নিত্যকর্ম্মে নিষিদ্ধ হইল, এখন তাহার কারণানুসন্ধান করিলে বোধ হয় নিরাশ হইতে হইবে না। অতি উত্তেজন ও অতিশয় অবসাদ, রজঃশক্তি ও তমঃশক্তির কার্য্য, উহা মানবের পবিত্র প্রবৃত্তির বিক্ষেপ করায়, কাজেই ঐরূপ গুণবর্দ্ধক খাদ্যাদি গ্রহণ অবিধেয়। ইহতে

মন অস্বস্থ, ও প্রকৃতির অস্বাভাবিকতা উপস্থিত হয়। যাঁহারা এই বিস্তৃতগভীর বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহারা গীতার গুণবিভাগ পাঠ করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন। এখানে বাহুল্য ভয়ে এবিষয়ে বিরতি লাভ করা গেল। এখানকার এই নিষেধ পাকযজ্ঞাধিকারেই বুঝা উচিত। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও বটে।

যথোপদেশং কাম্যানি বলয়শ্চ ॥৪

কাম্যকর্ম্মে যথোক্ত শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করিতে হইবে, এ নিয়ম মানিবার দরকার নাই। কাম্যকর্ম্মে যাহা বিধান আছে, তাহা এখানকার নিষেধের অন্তর্ভূত হইলেও পরিত্যাগ করিতে হইবে না, অপিচ প্রতি পালনই করিতে হইবে। বলিপ্রদানাদি কর্ম্মেও যেরূপ উপদেশ আছে, তাহাই করিবে। কাম্য কর্ম্ম কামের (ইচ্ছার) অধীন। না করিলে দোষ নাই, ইচ্ছা হইলেই করে, না হইলে করে না; অতএব তাদৃশ ইচ্ছাধীন বিষয়ে এই নিয়ম করা আবশ্যক নহে। নিত্যে (পাকযজ্ঞাধিকারে) ইহার আদর।

সর্ব্বত্র স্বয়ম্প্রজ্বলিতে হগ্নৌ সমি-
ধাবাদধ্যাৎ ॥৫

সর্ব্বত্র স্বয়ম্প্রজ্বলিত অগ্নি মিলিলেই, "উদ্দীপ্যস্বমানোহিংসীঃ" (অর্থাৎ উদ্দীপিত হও, হে অগ্নে! আমাদের হিংসা করিও না) ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া দুইটী সমিধ্ (বোধ হয় সকলেই হোমের উপকরণ জীবিত-শাখাগ্র স্বরূপ সমিধ্ দেখিয়া থাকিবেন।) অনলে প্রদান করিবে। "সর্ব্বত্র" বলায় সকল পাকযজ্ঞেই এই নিয়ম, কেবল মাত্র বৈবাহিকপাক-যজ্ঞেই, এমন নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। একথা না বলিলে, কেবল বিবাহসম্বন্ধিপাকযজ্ঞেই এ বিধান হয়, যে হেতু প্রকরণ প্রমাণ বলে তাহাই বুঝিতে হয়। সর্ব্বত্র' শব্দের অর্থ কাহারও মতে 'আচারলক্ষণসকলকর্ম্মে।" স্বয়ং প্রজ্বলিত অর্থে বিনাযত্নে প্রজ্বলিত অগ্নিই বুঝিতে হইবে।

আপন্না শ্রীর্ম্মাগাং ইতিবা ॥৬

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত সমিধ্ প্রদানে 'উদ্দীপ্যস্ব' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এসূত্রে মন্ত্রের বিকল্প প্রতিপাদন করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সমিধ্ না দিয়া, "আপন্না শ্রীর্ম্মাগাং" (আমাদের আপদ্ না হউক শ্রী না যাউক।) ইত্যাদি মন্ত্রেও দেওয়া যাইতে পারে। 'উদ্দীপ্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র ঋক্, 'আপন্না' ইত্যাদি মন্ত্র যজুঃ, এইরূপ দেখা যায়। কোন পুস্তকে "আপন্না শ্রীঃ শ্রীর্ম্মাগাং" এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ শ্রী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন্, অপিচ শ্রী (লক্ষ্মী) না যাউন্।

এতদহর্বিজানীয়াদ্ যদহর্ভার্য্যা-
মাবহতে ॥৭

যে দিনে (যে নক্ষত্রে) ভার্য্যাকে তাহার পিতৃকুল হইতে আনয়ন করিবে, অর্থাৎ যে নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা মনে করিয়া রাখিবে, কদাচ বিস্মৃত হইবে না। প্রতি সম্বৎসরই ঐ নক্ষত্রে উপদিষ্ট বিশেষ কর্ম্ম করিতে হইবে। "যচ্চৈনয়োঃ

প্রিয়ঃস্যাৎ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ আচারিক কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। কোনও টীকাকার বলেন, অহন্ শব্দের অর্থ “নক্ষত্র” হইতে পারে না, উহার অর্থ দিন। “এতদহঃ” বলিতে পাণিগ্রহণের নক্ষত্র বুঝা অতিশয় অসঙ্গত। ‘যদহর্ভার্য্যামাবহতে’ বলিতে যে দিন ভার্য্যাকে পিতৃকুল হইতে আনয়ন করা হয় সেই দিন অর্থাৎ বিবাহের দিন বুঝা যায় না, পরন্তু বরের বাটী আনিয়া যে দিন স্থালীপাকাদি কর্ম্ম করা হইল, সে দিনই বুঝিতে হয়। ঐ দিন জানিবে (বিজানীয়াৎ) অর্থাৎ ঐ দিন হইতেই ত্রিরাত্রব্রত পালনআরম্ভ, এটা জানিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইবে। এ ব্যাখ্যা মন্দ নয়।

ত্রিরাত্রমুভয়োরধঃ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণবর্জ্জনং চ ।৮

সেই হইতে তিন রাত্রি বর বধূ উভয়ে অধঃ (ভূমিতে) শয়ন করিবেন, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ রতিরঙ্গ পরিহার করিবেন। ক্ষার লবণ বর্জ্জিত ভোজন করিবেন। এখানে সংযম শিক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে। ত্রিরাত্র পতিপত্নী একত্র একশয়নে থাকিয়াও মৈথুন ত্যাগ করিবেন, ধৈর্য্য শিক্ষা করিবেন। এই শিক্ষা গৃহস্থের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা। যথেচ্ছ উপগমনে শাস্ত্রের সম্মতি নাই, সংযম না শিখিলে শেষে যথেচ্ছরূপ উপগমন দ্বারা ক্ষীণবীর্য্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রথমতঃই শিক্ষার বন্দোবস্ত। মৈথুনবর্জ্জনের জন্যই অধঃশয়নের উল্লেখ। সুকোমল শয্যায়, সুসজ্জিত খট্টায় রাখিলে, উহা উদ্দীপন কারণ হইতে পারে, এই জন্যই অধঃশয্যা। ক্ষার লবণ, মধু, মাংস, ইত্যাদি খাদ্যও উত্তেজক, সুতরাং শাস্ত্র ঐ গুলিরও পরিত্যাগ বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বলেন, সূত্রস্থ ‘চ’কারের দ্বারা মধু, মাংস ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য, গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন ও নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য পদে ঐ গুলির পরিত্যাগ সহকারে মৈথুন ত্যাগ বুঝিলেও ক্ষতি নাই, ইহা সুদর্শনাচার্য্যের অভিপ্রায়। যেরূপ হউক, সংযম শিক্ষা লক্ষ্য।

তয়োঃশয্যামন্তরেণ দণ্ডোগন্ধলিপ্তো বাসসাসূত্রেণ বা পরিবীতস্তিষ্ঠতি।৯

শয্যায় বর ও বধূর মধ্যস্থানে চন্দনলিপ্ত বস্ত্র বা সূত্র পরিবীত দণ্ড স্থাপিত হইবে। এই দণ্ড ক্ষীরিবৃক্ষ জাত হইবে একপ অনেকের মত। হরদত্ত বলেন, পরস্পরের সংস্পর্শ না হয় এই জন্য মধ্যে দণ্ডস্থাপন। স্পর্শশক্তি ও মনোবিকারের কারণ বটে।

তং চতুর্থ্যাপররাত্রে উত্তরাভ্যাং উত্থাপ্য প্রক্ষাল্য নিধায় অগ্নেরূপসমাধানাদ্যাজ্যভাগান্তে হস্বারক্কায়ামুত্তরা অহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে, পরিচেনান্তে কৃত্বাপরেণাগ্নিং প্রাচীমুপবেশ্য তস্যাঃ শিরস্যাজ্যশেষাদ্ ব্যাহৃতীভিরোঙ্কারচতুর্থাভিরানীয় উত্তরাভ্যাং যথালিঙ্গং মিথঃ সমীক্ষ্য উত্তরয়া আজ্যশেষেণ হৃদয়দেশৌ সমজ্য উত্তরাস্তিস্রো জপিত্বা শেষংসমাবেশনে জপেৎ।১০

চতুর্থরাত্রির (চতুর্থ অহোরাত্রির) অপর রাত্রে “উদীর্ষাত” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া,

ঐ শয্যাস্থ দণ্ড উঠাইয়া, জলদ্বারা ধৌত করিয়া, স্থাপনকরণান্তর, অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্যভাগহোম পর্য্যন্ত করিয়া, সপ্ত উত্তর (প্রধান) আহুতি প্রদান করিয়া জয়াদিহোম করিবে। পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, অগ্নির পশ্চাৎদিকে পূর্ব্বাভিমুখী বধূকে উপবেশন করাইয়া, হোমাবশিষ্ট ঘৃত হইতে দর্ব্বীদ্বারা গ্রহণ করিয়া, ব্যাহৃতী দ্বারা বধূর মস্তকে আনয়ন করিবে। (ওঁকার যে ব্যাহৃতীর চতুর্থ সেই তিন 'ভূ' 'ভুব' 'স্ব' ব্যাহৃতী দ্বারা স্বাহান্ত ভাবে অর্থাৎ ভূ স্বাহা ইত্যাদিরূপে আনয়ন কর্ত্তব্য।) পরে "অপশ্যং ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা বর ও বধূ পরস্পরকে দেখিয়া। ('যথালিঙ্গ' বলায়, পূর্ব্বমন্ত্র দ্বারা বধূ এবং পরমন্ত্র দ্বারা বর দেখিবে এইরূপ বুঝা যায়।) 'সমঞ্জন্তু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘৃতশেষ দ্বারা বধূ ও বরের হৃদয়দেশ মার্জ্জন করণানন্তর, "প্রজাপতে" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় জপ করিয়া, অনুবাকশেষ সমাবেশন কালে জপ করিবে। সমাবেশন অর্থ সঙ্গমার্থশয়ন। এই সমাবেশন ব্যতীত অন্য সমাবেশনে মন্ত্র পাঠ অনাবশ্যক। এই অপররাত্রে সহবাস শাস্ত্রবিহিত।

অন্যো বৈনাবভি মন্ত্রয়েত ১১

দম্পতী নিজে ঐ অনুবাক শেষ মন্ত্র পাঠ না করিলে, কোনও ব্রাহ্মণ সমাগমশীল দম্পতীকে ঐ অনুবাক শেষ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন। পক্ষান্তর প্রতিপাদনার্থ 'বা' শব্দ ব্যবহৃত।

যদা মলবদ্বাসাঃ স্যাদথৈনাং ব্রাহ্মণপ্রতিষিদ্ধানি কর্ম্মানি সংশাস্তি যাং মলবদ্বাসসমিত্যেতানি।১২

অনন্তর যে সময় বধূ মলবদ্বাসা হইবে, তখন পতি ঐ রমণীকে বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-প্রতিপাদিত নিষিদ্ধকর্ম্ম বিষয়ে সাধারণ ভাষায় শিক্ষা দিবেন। মলবদ্বাসা বলিতে রজস্বলা বুঝায়। কালনির্গত রজঃ সংযোগে যাহার পরিধেয় বসন মলিন হইয়াছে সে 'মলবদ্বাসা'। প্রথম ঋতুমতী ভার্য্যাকে পতি ব্রাহ্মণোক্ত উপদেশগুলি শিক্ষা দিবেন বলা হইল, সেই উপদেশগুলি যথা—স্নানের পূর্ব্বে রতিক্রিয়া করিবে না। স্নানের পরেও অরণ্যে মৈথুন কার্য্য নিষিদ্ধ। স্নাতা রমণীও অনিচ্ছায় বা পরাঙ্মুখ ভাবে কামক্রীড়া করিবে না। তিন রাত্রি অতীত না হইলে, স্নান, তৈলমাখা, মাথাআঁচড়ান, চক্ষুতে কজ্জল দেওয়া, দন্তধাবন করা, নখকাটা, কার্পাসসূত্র প্রস্তুত করা (টেঁকো বা চরখায় সুতাকাটা) ও রজ্জু প্রস্তুত করা অকর্ত্তব্য। এই একাদশ নিষেধ ঋতুমতীর সর্ব্বদা পালনীয়। হরদত্ত বলেন, "যদেতিবচনং বিবাহাদূর্দ্ধং প্রাপ্ত্যর্থং অন্যথা বিবাহমধ্যে এব স্যাৎ।" বিবাহের পূর্ব্বে রজস্বলা হইলে বিবাহ-মধ্যে তৎকৃত্য (দ্বিতীয় বিবাহ) করা উচিত। ইহাতে তাৎকালিক সমাজে রজস্বলার বিবাহ বিরল ছিল না অনুমান হয়।

রজসঃ প্রাদুর্ভাবাৎস্নাতামৃতুসমাবেশন উত্তরয়াভি মন্ত্রয়তে।১৩

ঋতুস্নাতা পত্নীকে ঋতু বিহিত সংসর্গকালে (চতুর্থ রাত্রিতে) "বিষ্ণু র্যোনিং" ইত্যাদি

ত্রয়োদশ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। কালোপগমন বিধানে যাহা অতঃপর মহর্ষি বলিতেছেন, তাহা বারান্তরে আলোচ্য।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ

ব্রহ্মচারিণঃ—

যশোহর।

শঙ্করগীতা।

হিন্দুরশাস্ত্র অনন্ত—মুনি ঋষিও অনন্ত, এই জন্য এক ব্যক্তির জীবনে কখন হিন্দু-শাস্ত্র অধীত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—তাঁহার শিক্ষা হিন্দুর বেদবেদান্তে গিয়া সমাপ্তিতে দাঁড়ায়—পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্, গীতায় জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—কিন্তু এই পরিণতির একটা সামঞ্জস্য অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞান না জন্মিলে সম্ভবেনা—তন্ত্র শাস্ত্র এবং অন্যবিধ প্রচলিত সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া ষড় দর্শন, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে ধর্ম্ম-জ্ঞানীর জ্ঞান নিহিত আছে।

আর যাহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পরের নিকট পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী তাহারা—পল্লবগ্রাহী মাত্র। তাহাদের পক্ষে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গ্রন্থগুলির স্থানাংশের বিকৃত অথবা চর্ব্বিত অন্যান্য শাস্ত্রও অধ্যয়নের অন্তর্ভূত। ধর্ম্মতত্ত্বের মূলভিত্তি এক—এবং উপরোক্ত শাস্ত্রগুলিতেই তাহা সংবদ্ধ। অথচ হিন্দুজাতির নিকট যাহারা আবহমানকাল পূজ্য শাস্ত্র সংজ্ঞা পাইয়া আসিতেছে—তাহা আমরা অমান্য বা অবহেলা করিয়া অশাস্ত্র জ্ঞানে উড়াইয়া দিতে পারিনা। চর্ব্বিত চর্ব্বণই হউক, অথবা বিকৃতাংশই হউক, উহাও শাস্ত্র, উহাও হিন্দুর পাঠ্য, উহার কার্য্যও হিন্দুর অনুষ্ঠেয়। এই জন্য অদ্য আমরা পরম পূজ্য সর্ব্ব জাতির আদরণীয়, মানব-জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম জ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল "শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার" মথিত, সংগৃহীত, উদ্গীরিত এই "শঙ্করগীতার" আশ্রয়ে জীবনকে ধর্ম্ম জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতিতে লইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। ভরসা শ্রীভগবান।

সাধারণের নিকট শ্রীশঙ্কর গীতার বহুল প্রচলন নাই। এই জন্য অগ্রেই আমরা শঙ্করগীতার একটি আনুষ্ঠানিক ইতিবৃত্ত অথবা পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিতেছি। শিক্ষিত পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করগীতার লেখক বা প্রচারক একটি "আষাঢ়ে গল্পের" অবতারণা করিয়া সর্ব্বজন আদৃত, সর্ব্বজন বন্দিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারসঙ্কলন কেমন সুন্দর ভাবে করিয়া গিয়াছেন। এই ইতিবৃত্ত বা পূর্ব্বাভাষ হিন্দুর শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের হৃদকণ্ডূয়ণ পীড়ার একটি উপসর্গ বিশেষ। যে মহাপণ্ডিত বা মহামুনি এই শিবগীতার প্রণেতা বা প্রচারক তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান অসীম—ধর্ম্ম জ্ঞান একৈব অদ্বৈত ব্রহ্মে সংবদ্ধ। সমস্তরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান গল্পের মধ্যে আনিয়া এই শঙ্করগীতায় অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদ্, গীতা সম্পূর্ণরূপ ফলিত আছে।

অতঃপর আমরা শঙ্করগীতার ইতিবৃত্ত বলিব। আমি যশোহর জেলার এক অংশে একটি দেশ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন শক্তি লঘু নইলেও বংশগত শক্তির অতি আধিক্য আছে। আমাদিগের গৃহে অনেক হস্ত-লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে—এই শঙ্করগীতা তাহার মধ্যে অন্যতর। হস্তলিখিত পুঁথি হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিব—উহা হিন্দু-পত্রিকার পাঠকগণ দেখিয়া যদি অশুদ্ধরূপ "পাঠ" মনে করেন, তবে তাহা আমাদের জানাইলে আপ্যায়িত হইব। ভুল ভ্রান্তি সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়া দিবেন—সেভরসাও আছে।

এক সময় দাশরথি রাম সীতাবিরহ-শোকে অতি মাত্র কাতর হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট কৈবল্য প্রদ বিশুদ্ধ শিব (ব্রহ্ম) ভক্তির যে মহামূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন—উহাকেই সাধারণতঃ "শঙ্করগীতা" কহে। এই শঙ্করগীতা ঋষিশ্রেষ্ঠ সূত, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের নিকট মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আসিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাশর তনয় ইহা আবার দেবসেনাপতিকার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট শ্রবণ করেন যথা—

পুরা সৎকুমারায় স্কন্দেনাভিহিতা হিসা—
সনৎকুমারঃ প্রোবাচব্যাসায় মুনি সত্তমাঃ !
মহ্যং কৃপাতিরেকেণ প্রদদৌ বাদরায়ণঃ।

কিন্তু আবার আরেকস্থানে উল্লেখ আছে যে দণ্ডকারণ্যবাসী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট স্বয়ং রুদ্রেশ্বর শিবই ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন যথা—

রামায় দণ্ডকারণ্যে পার্ব্বতীপতিনা পুরা
যা প্রোক্তা শিবগীতাখ্যা গুহ্যাৎ গুহ্যতমা-
হিসা।

এই ভাবে শঙ্করগীতার আরম্ভ হইয়া কীর্ত্তন পর্য্যন্ত আরেকটি কথার অবতারণা করা হইয়াছে। সূত যখন নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের নিকট শঙ্করগীতা কীর্ত্তন করেন, তখন তিনি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! মহামুনি ব্যাস দেব আমাকে এই মুক্তি প্রদ শঙ্করগীতা শিক্ষা দিয়া আবার অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। যেহেতু এই কৈবল্য-প্রদ শঙ্করগীতা মানব জ্ঞানের গোচরী ভূত হইলে দেবগণের কল্যাণপ্রদ ক্রিয়া হয় না বলিয়া, তাঁহারা নাকি মানবগণের উপর ক্রোধ করিয়া মানবের অহিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শঙ্করগীতা মানবগণ পরিজ্ঞাত হইলে সহজে ব্রহ্ম প্রাপ্তির মূল-কৈবল্য লাভ করেন, সুতরাং আর তাহারা ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় প্রভৃতি বস্তু দ্বারা ঘৃত মধু সহযোগে দেবকল্যাণপ্রদ যজ্ঞ করেন না—দেবগণ অনাহারে, অপানে, গার্হস্থাশ্রমবাসী অগ্নিহোত্রী সদাচার ব্রাহ্মণগণের প্রশস্ত ক্রিয়া অভাবে, কষ্ট ভোগ করেন—তাই তত্ত্ব-জ্ঞানী নরের উপর ক্রোধিত হন। ক্ষীরবতী গাভী অপহৃতা হইলে গৃহস্থের যেরূপ দুঃখ হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ও দেব দুঃখের মহাকারণ। এইরূপ একটি অলৌকিক ঘটনার ইতিবৃত্ত পদ্মপুরাণের ন্যায় প্রসিদ্ধ পুরাণে ব্রহ্মকল্প বাদরায়ণ কর্ত্তৃক গ্রথিত হইবে, ইহা সহজে নিষ্ঠাবান্ শিক্ষিত হিন্দু বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয়না। এই জন্যই বলি যে, যে সময় হিন্দুশাস্ত্রে

ব্রাহ্মণগণের একদেশদর্শীচক্ষুমাত্র সংবদ্ধ ছিল—তখন অনেক শ্লোক প্রণয়নকারী ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ককণ্ডূয়ণ পীড়ার লক্ষণ স্বরূপ কতগুলি শ্লোক পুরাণাদিতে সংবদ্ধ করিয়াছিলেন যথা—

অথপৃষ্টো ময়া বিপ্রাঃ ! ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ভগবন্ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিং ভুঞ্জন্তি শপাস্তুচ
তাসামত্রাস্তি কাহানির্গয়া কৃপাস্তু দেবতাঃ।
পারাশর্য্যো হৃদ নানাহ নং পৃষ্টং শৃণু বৎস তৎ
তু এব সর্ব্ব ফলদাঃ সুরাণাং কামধেনবঃ
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্ যদিষ্টং সুপর্ব্বণাং।
অগ্নৌহুতেন হবিষা তৎসর্ব্বং লভতে দিবি।
নাস্তদস্তি সুরেশানামিষ্টসিদ্ধিপ্রদংদিবি।
দোগ্ধ্রী ধেনুর্যথানীতা দুঃখদাগৃহমেধিনাং।
তথৈব জ্ঞানবান বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো-
ভবেৎ

মহামুনি সুত ঋষিগণকে এইরূপ কহিলে পরে তাঁহারা কহিলেন, ঋষিপুঙ্গব, তবে আমরা পরম পূজ্য শঙ্করগীতা কি শুনিতে পাইব না? তখন সুত কহিলেন—না, ব্রাহ্মণগণ! ভয় নাই, মুক্তিপ্রদশঙ্করগীতা মহামতি পরাশরতনয় মানবগণের কল্যাণের জন্য আবার আমাকে ব্যাখ্যা করিবার উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। যদি মানব—"জ্ঞান শক্তি-সর্ব্বক্রিয়াঃ শিবায় তুভ্যংনমঃ" বলিয়া সংসারে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ কোটি জন্মের কৃত পুণ্য বলে মানবহৃদয়ে শিবভক্তি যদি সঞ্জাত হইয়া "সমস্তই শঙ্করকে অর্পণ করিলাম" এই জ্ঞান উৎপত্তি হয়, তবে দেবদেব শূলপাণি সন্তুষ্ট হইয়া মানবের মঙ্গল সাধন করেন—দেবগণ সেই স্থানে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। হে তাপসগণ! এই জন্যই জগতের লোকের মঙ্গলজনক শঙ্করগীতা আমি কীর্ত্তন করিব। আপনারা ইষ্টপূর্ত্তাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সময়ে সমস্তই শঙ্করকে অর্পণ করিয়া এই পরম কল্যাণপ্রদ-ভবতাপনাশক সংসার ব্যাধির মহৌষধ শঙ্করগীতা শ্রবণ করুন যথা—

সূত উবাচ

কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ শিবভক্তিঃ
প্রজায়তে।
ইষ্ট পূর্ত্তাদিকর্ম্মাণি তেনাচরতি মানবঃ।
শিবার্পণধিয়া কামান্ পরিত্যজ্য যথাবিধি
অনুগ্রহাদেন শক্তোর্জায়তে সুদৃঢ়ো নরঃ।
ততোভীতাঃ পলায়ন্তে বিঘ্নং ভিত্বা সুরেশ্বরাঃ।

এইরূপ দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া ঋষিপ্রবর সুত অতঃপর শঙ্করগীতার ফলশ্রুতি বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া নৈমিষকাননে তাপসগণের মনের সন্দেহ তিরোহিত করিলেন, কিন্তু মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সুত মুখ হইতে ভক্তির একটান স্রোত যেন কিছু প্রতিকূলাঘাতে প্রতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুত বলিলেন যথা—

ভতোম জায়ন্তে ভক্তিঃ শিবে কস্যাপি দেহিনঃ
তস্মাদ বিষ্ণুঃ নৈব জায়তে শূলপাণিঃ।
যথা কপক্ষিজ্জা ছাপি মধ্যে বিচ্ছিদ্যতে নৃণাং
জাতং বাপি শিবজ্ঞানং ন বিশ্বাসং ভজত্যলং।

তাহার পর যেরূপ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, তাহা যে পুরাণকার ঋষিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত ইহা যেন বিশ্বাস করিতে স্বাভাবিক বিবেকশক্তি কেমন থতমত খাইয়া যায়। কারণ যে তাপসগণ পরম পূজ্য বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া, দিবায় সন্ধ্যায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্ম

প্রাপ্তির সুগমপথ ব্রহ্মচর্য্যাব্রত অবলম্বন করিয়া, জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের নিকট আপাতমুগ্ধকর সরল সহজ ভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া শিবত্ব-লাভের আসক্তি অন্বেষণ যেন একরূপ "ছেলেভুলান" ক্রিয়া। মাহাত্ম্য বর্ণনে উক্ত হইয়াছে যে—

"জায়তে তেন শুশ্রূষা চরিতে চন্দ্রমৌলিনঃ
শৃণ্বতো জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবে দৃঢ়া
মহাপাপোহপিপাপৌঘকোটি গ্রস্তোহপি মুচ্যতে
অনাদরেণ শাঠ্যেন পরিহাসেন মায়য়া
শিবভক্তিরতশ্চেৎ স্যাদন্ত্যজোপি চ পি
বিমুচ্যতে।

এবং ভক্তিশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী
তস্যাং তু বিদ্যমানায়াং মর্ত্ত্যো বিমুচ্যতে।
সংসার বন্ধনাত্তস্মান্নর্ত্তঃ কো বাঞ্ছি মুচ্যনীঃ।
নিয়মাদ্ যস্তু কুর্ব্বীত ভক্তিং বা দ্রোহমেব বা॥
তস্যাপি চেৎ প্রসন্নোঽসৌ ফলং যচ্ছতি
বাঞ্ছিতং

পত্রং কিঞ্চিৎ সমাদায় ক্ষুল্লকং জল মেব বা।
যোদদ্যান্নিয়মেনাসৌ তস্মৈ দদ্যাজ্জ্বগত্ত্রয়ং
তত্রা প্যশক্তো নিয়মান্নমস্কারং প্রদক্ষিণং।
যঃ করোতি মহেশস্য তস্মৈ তুষ্টো ভবেচ্ছিবঃ
প্রদক্ষিণেষ্বশক্তোঽপি যঃ স্বান্তে চিন্তয়েচ্ছিবং
গচ্ছন্ সমুপবিষ্টো বা তস্যাভীষ্টং প্রযচ্ছতি।
চন্দনং বিল্ব কাষ্ঠস্য—পত্রং পুষ্পং বনোদ্ভবং
ফলানি বনজাত্যেন যস্য প্রীতিকরাণি বৈ।
দুষ্করং তস্য সেবায়াং কিমস্তি ভুবনত্রয়ে।
ইত্যাদি।

ইহার পর শিবারাধনার স্থান, দ্রব্য, পুষ্প অম্যাস্বাদ, প্রভৃতির উল্লেখ সহ কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ আশ্বাসের আভাষ দিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী তাপসগণকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। যথা—

* * * যস্যাস্তি দুরিতং কোটিজন্মসু
সঞ্চিতং
তস্য প্রকাশতে নায়মর্থো মোহান্ধচেতসঃ
ন কালনিয়মোযত্র ন দেশস্য স্থলস্যতু
যত্রাস্য রমতে চিত্তং তস্য ধ্যানেন কেবলং
ইত্যাদি।

সূত এখ পদ্ম হইতে এইরূপে শঙ্করগীতার পূর্ব্বাভাষ আরম্ভ হইয়া "শিবজ্ঞান" লাভের উপায় শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে "বিরজা" দীক্ষা অবলম্বন করা এবং রুদ্রাক্ষ ধারণরূপ শৈব ভক্তিতে উপদিষ্ট করা হইয়াছে। যথা

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষানাং পারং যাস্যথ যেন বৈ
মুনয়স্তং প্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাশুপতাভিধং
কৃত্বা তু বিরজা দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাক্ষধারিনঃ
জপন্তো বেদসারাখ্যং শিবনাম সহস্রকং
সন্ত্যজ্য তেন মর্ত্ত্যত্বং শৈবীং তনুং মবাপ্স্যথ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবাঞ্ছঙ্করো লোক শঙ্করঃ।
ভবতাং দৃশ্যতামেত্য কৈবল্যং বঃ প্রদাস্যতি।
ইত্যাদি।

ইহার পর প্রকৃত কথা আরম্ভ হইল। তাপসগণ একমনে হর্ষচিত্তে সূতমুখে শঙ্করগীতা শুনিতে লাগিলেন।

এখন কথা হইতেছে যে, এই শঙ্করগীতা প্রকৃতই পদ্মপুরাণের প্রণেতা মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্তৃক রচিত, কি উহাতে "প্রক্ষিপ্ত"; এই মহাতত্ত্বের পূর্ণ মীমাংসা সহজে হইবার কথা নহে। কেন না পুরাণ গুলিতে প্রায়ই অনেক হাতগড়া শ্লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মূল পদ্মপুরাণ

এখন সহজে মিলে না। যখন দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত ছিল না, তখন যাহার নিকট যে শাস্ত্র গ্রন্থখানি থাকিত, সে ব্যক্তি লেখক কি কবি হইলে প্রায়ই তাহাতে নিজের রুচি অনুযায়ী শ্লোক প্রস্তুত করিয়া সংযোগ করিত। এই কারণে কোনটি মূল, কোনটি প্রক্ষিপ্ত ইহা নির্ণয় করিতে প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শ্লোকের [illegible] প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা স্থির করিতে হয়।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, এই শঙ্করগীতা রামগীতা প্রভৃতি গীতাগুলি প্রক্ষিপ্ত। তবে তাহা স্থির ধারণা কি না ইহা শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন—কিন্তু মূলই হউক, শঙ্করগীতা যে ধর্ম্মপিপাসীগণের তৃষ্ণা নিবারণের একটি সুশীতল বারিধারা তাহার দ্বিতীয় সন্দেহ নাই। এইজন্য আমরা উহা অনুবাদসহ সাধারণের নিকট উপস্থিত করিব—শ্রীভগবান শঙ্করই আমাদের ভরসাস্থল।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
মাগুরা।

ওঁ তৎসৎ
সামবেদীয়া

কেনোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মূলম্)

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মন্যসে সুবেদেতি
দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ
ব্রহ্মণো রূপং।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥
॥১॥

নাহং মন্যে সুবেদেতি
নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ
নো ন বেদেতি বেদ চ ॥২॥
যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥৩॥
প্রতিবোধ বিদিতং মত-
মমৃতত্বং হি বিন্দতে
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং
বিদ্যয়া বিন্দতে হমৃতং ॥৪॥
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫॥

(অনুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মনে কর "ব্রহ্মে জেনেছি সম্যক্"
তা'হ'লে নিশ্চয় অল্প সে ব্রহ্মস্বরূপ
জানিয়াছ তুমি, যদি দেবগণ মাঝে
সে ব্রহ্ম স্বরূপ বলি জান কাহাকেও
তা'হ'লেও অল্প তুমি বুঝেছ ব্রহ্মের ;
বিদিত হলেও ব্রহ্ম বিচার্য্য তোমার ॥১॥
"সম্যক্ জেনেছি ব্রহ্ম" ভাবিনা এমন
ভাবিনা "জেনেছি তাঁরে;" ভাবিনা "জানিনা"
জানেন তিনিই তাঁরে,—জানেন যে জন
"জানিনা—" "জেনেছি তাঁরে"—অর্থ
এ বাক্যের ॥২॥

"জানিনা"—ভাবেন যিনি, জানেন সেজন,
জানেন—ভাবেন যিনি না জানেন তিনি ;
অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতার জ্ঞাত অজ্ঞাতার
(হয়েন সে ব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব মূলাধার) ॥৩॥
যখন হয়েন ব্রহ্ম, প্রতিবোধজ্ঞাত
সম্যক্ দর্শন তাঁর হয় সে সময় ;
তাহে অমৃতত্ব লাভ হয় পুনরায়।
আত্মাতেই বীর্য্য লাভ অমৃত বিদ্যায় ॥৪
ইহলোকে ব্রহ্মে যদি পারে জানিবারে
তবেই সকল জন্ম ; না জানিলে এঁরে
মহান্ বিনাশ ঘটে ; তাই ধীরগণ
সে পরমাত্মারে চিন্তা করি সর্ব্ব ভূতে।
হয়েন অমর যেয়ে ইহলোক হ'তে ॥৫

(মূলম্)

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে
দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়ো
ঽস্মাক মেবায়ং মহিমেতি ॥১॥
তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ
প্রাদুর্ব্বভূব। তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং
যক্ষমিতি ॥২
তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ!
এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি ॥৩
তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা
বা অহমস্মীতি ॥৪
তস্মিং ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং
যদিদং পৃথিব্যা মিতি ॥৫
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।
তদুপ প্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন
শশাক দগ্ধুং, স তত এব
নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥৬
অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজা-
নীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি
তথেতি ॥৭
তদভ্যদ্রবৎ কোঽসীতি।
বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা
বা অহমস্মীতি ॥৮
তস্মিং স্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥৯
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি
তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্ব জবেন তন্ন শশাকাদাতুং।
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি। ১০
অথেন্দ্র মব্রুবন মঘবন্নেতদ্
বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥১১
সতস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয় মাজগাম
বহুশোভমানা মুমাং হৈমবতীং
তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥১২

(অনুবাদ)

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম করেন জয় দেবতার তরে,
ব্রহ্মের বিজয়ে দেবগণের মহিমা—
কিন্তু ভাবিলেন তাঁরা, এই যে বিজয়—
আমাদেরই ; মহিমাও আমাদেরি হয় ॥১

জানিলেন ব্রহ্ম তাহা ; তাঁদের সম্মুখে
হইলেন প্রকাশিত ; "এই যক্ষ কেবা"
নাহি জানিলেন কিন্তু তাহা দেবগণ ॥২
অগ্নিরে কহেন তাঁরা "ওহে জাতবেদ
বিশেষিয়া জান তুমি এই যক্ষ কেবা"
"তথাস্তু" বলিয়া অগ্নি করিলা গমন ॥৩
গেলা অগ্নি যক্ষ কাছে ; জিজ্ঞাসেন তিনি
—"কে তুমি ?" কহিলা অগ্নি "অগ্নি
জাতবেদা" ॥৪
"এমন যে তুমি—কহ কি বীর্য্য তোমাতে ?"
"পৃথিবীর যাহা কিছু পারি পোড়াইতে।" ॥৫
"দগ্ধ কর ইহা" বলি তৃণ এক গাছি—
অগ্নিরে দিলেন ব্রহ্ম ; অগ্নি সে তৃণের
কাছে গিয়ে সর্ব্ববলে না পারি পোড়া'তে
হইলেন প্রত্যাবৃত্ত তার কাছ হ'তে ॥৬
বায়ুরে কহেন তাঁরা "জান ওহে বায়ো,
বিশেষরূপেতে, কে বা এই যক্ষ হ'ন।"
"তথাস্তু" বলিয়া বায়ু করিলা গমন ॥৭
গেলা বায়ু যক্ষ কাছে, জিজ্ঞাসেন তিনি
"কে তুমি ?" কহিলা বায়ু—"বায়ু-
মাতরিশ্বা" ॥৮
এমন যে তুমি কহ—কি বীর্য্য তোমাতে ?"
"পৃথিবীর যাহা কিছু পারি উড়াইতে ॥৯"
"লও তবে ইহা"—বলি তৃণ একগাছি
বায়ুরে দিলেন ব্রহ্ম ; বায়ু সে তৃণের
কাছে গিয়ে সর্ব্ববলে না পারি নড়াতে,
হইলেন প্রত্যাবৃত্ত তাঁর কাছ হ'তে।
ফিরে এসে বায়ু, দেবগণ কাছে ক'ন
না পারি জানিতে কেবা এই যক্ষ হ'ন ॥১০
ইন্দ্রেরে কহেন তাঁরা "ওহে মঘবন্,
বিশেষিয়া জান কেবা এই যক্ষ হ'ন।"
"তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র করিল গমন ;
ব্রহ্ম সমীপস্থ ইন্দ্র হয়েন যখন।
ব্রহ্মেরও তিরোধান অমনি তখন ॥১১
সেই আকাশেই দেখি বহুশোভমানা
উমা হৈমবতী স্ত্রীরে, তাহার সমীপে
যান ইন্দ্র, জিজ্ঞাসেন 'এই যক্ষ কেবা ?"
॥১২

(মূলম্)

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥১

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ু রিন্দ্রস্তেহেন নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥২

তস্মাদ্বা ইন্দ্রো২তিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥৩

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতম্। ৪

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ ॥৫

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥৬

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥৭

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য
পাপ্মান মনস্তে স্বর্গে লোকে
জ্যেয়ে প্রতি তিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৯
ইতি কেনোপনিষৎ সমাপ্তা।

(অনুবাদ)

চতুর্থ খণ্ড

উমা ক'ন "ব্রহ্ম ইনি ; ব্রহ্মের বিজয়ে
এরূপ মহিমান্বিত হয়েছে তোমরা ;"
তা'হ'তে জানেন ইন্দ্র "ব্রহ্ম হ'ন ইনি।"১
অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এই সকল দেবতা
ব্রহ্ম সমীপস্থ হ'ন ; তাঁরাই প্রথমে
"ব্রহ্ম ইনি" এইরূপ, হ'ন অবগত—
অতএব এঁরা শ্রেষ্ঠ অন্য দেব হ'তে ॥২
যেহেতু হয়েন ইন্দ্র সকলের আগে
ব্রহ্ম সমীপস্থ ; পুনঃ জানেন তাঁহারে
তাই ইন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা মাঝারে ॥৩
বিদ্যুৎ প্রকাশবৎ সে ব্রহ্ম প্রকাশ ;
দেবতা সমীপে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ
চক্ষুর নিমেষবৎ (দ্রুত অতিশয়)। ৪
অনন্তর উপদেশ আত্মবিষয়ক—
এই মনঃ যায় যেন তাঁহার নিকটে
স্মরণ তাঁহারে যেন করে বারবার ॥৫
সেই ব্রহ্ম সকলেরি হ'ন ভজনীয়,
তিনিই উপাসিতব্য সর্ব্বপূজ্যরূপে।
এরূপে তাঁহারে যিনি হ'ন অবগত,
সকল পরাণী তাঁরে চায় বিশেষতঃ ॥৬
"বলুন উপনিষদ্ ভগবন্, মোরে"
বলেছিলে তুমি, তাই তোমার নিকটে
ব্রাহ্মী উপনিষদের হইল কথন ॥৭
তপোদম কর্ম্ম বেদ বেদাঙ্গ সকল
প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম বিদ্যার ; সত্যই আশ্রয় ।৮
যেই জন ব্রহ্মবিদ্যা হ'ন অবগত।
তাঁহা হতে পাপচয় হয় অপগত ॥
অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত।
অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ৯

শ্রীমনোরঞ্জন সরস্বতী।

আমাদের নাই কি ?

জীবজীবন চিরদিনই পরাপেক্ষী। সংসার-সংগ্রামে অনেকবিধ উপকরণের আবশ্যকতা। দেহরক্ষার জন্য আহার, বিহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি কত কি চাই, আর মনোবল, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বুদ্ধিবল বর্দ্ধিত করিবার জন্য আহারাদি ব্যতীত শিক্ষা, দীক্ষার ও বহুল-প্রয়োজন।

বর্ত্তমানভারতে উন্নতি, অবনতি, সফলতা, বিফলতা, উদাস অনুদাসের একটা বিপুল আলোচনা চলিতেছে, স্ব স্ব শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যক্তিগত স্বাধীনমত প্রতি গৃহে বিভিন্ন। কেহ বা স্বীয় রাজনৈতিক শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া আকুল, আর কেহ জ্ঞানগরিমার প্রকৃতপুরস্কার না পাইয়া ব্যাকুল। কাহারও আহারে রুচি নাই, নিদ্রায় শ্রান্তিনাশ ঘটে না, ভ্রমণেও মনের জ্বালা জুড়ায় না. কারণ—"উপযুক্ত অধিকার লাভে বঞ্চিত হইতে হইতেছে।" সর্ব্বত্রই হা হুতাশ! দীর্ঘনিঃশ্বাস—নয়নবারি—বিষাদরোদন বিদ্যমান!! কিন্তু হায়! কেন কাঁদি? একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছি কেন কাঁদি? অতীত সুখস্মৃতির বিমল-আলোকে দুর্ব্বল নয়নে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করিতে

পারিতেছি না। অতীতগৌরব স্মরণ পথে আনিলে, বর্ত্তমান রৌরবকেও সুরপুরী স্বরূপ মনে করিতেছি। এ মোহস্বপ্ন সহজে ভাঙ্গিবে কি না, ভগবান্ জানেন। স্মৃতির কুহকে বর্ত্তমানকর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়া, মনে মনে গৌরবের বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিতেছি, কিন্তু হায়! ঐ পতাকা শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ, কীটদষ্ট, নিষ্প্রভ ও অগৌরবসূচকই হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমাদের মোহাঞ্জননয়ন দেখিল না, জগৎ উপহাসে ত্রুটী করিল না। আমাদের মানসিক আশা মরুতলে তরুর মত শুকাইয়া গেল। এখন আমাদের আর্ত্তনাদ ব্যতীত আর অবলম্বন কি? বৃথা এ আড়ম্বরে আত্মবিস্মারজনিত ক্ষোভই সার হয়। ভাবিয়া দেখি—আমরা চাই কি? এবং আমাদের নাই কি? যাহা নাই তাহাই চাই, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমরা চাইবার বেলায় ভ্রমে পতিত হই। পীড়াপ্রকোপে ঔষধ নাই, কিন্তু হায়! আমরা ঔষধ চাই না, ঔষধ বড় তিক্ত; রসগোল্লা চাহিয়া ফেলি। পাই না, পাইলেও পীড়াবৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না। পিপাসার শীতলজল নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই! আমরা তাহা চাহি না, চাহি এক পিয়ালা'চা'—আর একটী 'সিগারেটের চুরুট্'। শীতের বস্ত্র নাই, তখন চাহিয়া ফেলি কাঁচের বাসন! অভাবের মূর্ত্তি কাজেই শতসহস্র বাহুবিস্তার করিয়া আমার কাছে আসিতে থাকে, আর আমরা উদরান্নের অসংস্থানে ম্রিয়মান হইয়া কাতরক্রন্দনে গগণতল বিদীর্ণ করি, বলি— 'কেহই আমাকে দেখিল না বাঁচাইল না!' নিষ্ফলক্রোধে জগতের উপর অভিশাপ অর্পণ করি, জগতের সর্ব্বাংসহবক্ষে তাহা নীরবে লুকাইয়া যায়। আমরা ভাবি না, বুঝি না, জানি না—"তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

সিংহের অধিকার শৃগালের দ্বারা সংরক্ষিত হয় না। ভারতে যে দিন উন্নতির বিজয়-ভেরী কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হইত, সেই দিন পূর্ব্বপিতৃগণ অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি ঐশীশক্তিকে দেবতাজ্ঞানে সসম্মানে পূজা করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই সকল দেব-শক্তি যে জাতির করে ক্রীড়াপুত্তলিকা, সেই জাতির উপর আমাদের রক্ষাভার সংরক্ষিত। আমাদের অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি দেবতা, যাহাদের অনুজ্ঞাপালনে আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমরা তাহাদেরই আদেশাধীনে। গর্ব্বিত হইবার কি আমাদের এখন কিছু আছে? ধনহীন--জ্ঞানহীন—ব্যক্তির কি গৌরব শোভা পায়? অভাব-অর্ণবে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কি কোটি-পতির প্রতি কটাক্ষ করা চলে? অনেক সময় আমরা মনে করি, "আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের পদতলে বসিয়া অনেকে ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াগিয়াছে, আজ তাহাদের পরবর্ত্তিরাই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এটী আমাদের গৌরব জ্ঞাপক!" হা দুরদৃষ্ট! ইহা ও কি গৌরব! যে সন্তান পৈত্রিক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, সে ও কি গৌরবান্বিত? যাহার বিন্দুমাত্র সঞ্চয় করিয়া কতলোক কীর্ত্তিমন্দিরে প্রবেশ করিল, সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের অযথাব্যবহারে অনুচিত উপেক্ষায়—আমরা আজ সর্ব্বস্বান্ত! ধিক্ এ গৌরব! যথার্থই আমরা "স্মৃতির কুহকে বর্ত্তমান ভুলে" এত বিপন্ন। ব্যাস,

বাল্মীকি, কপিল, পতঞ্জলি, আত্রেয়, কণাদ গৌতমের গরিমা কি আমরা কিছুই বুঝিয়াছি? না পরাশর, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাদির পূজায় জীবন সমর্পণ করিতে পারিয়াছি? অমূল্য-জ্ঞান ও বিজ্ঞান রাশি অতলসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া আজ আমরা "সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ" দেশাচারকে, মহত্তর শাস্ত্রজ্ঞানের সুফল বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত। আজ যথার্থ শাস্ত্রের—প্রকৃত বেদ, বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতের অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত নহি। বৈদিকউপাসনা প্রণালীর শত দোষ দেখিতে পাই, আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ মোহমূলক লোকাচারের পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি! ইহাপেক্ষা শোচনীয় দশা আর কি? ধর্ম্মবলে ভারত চিরদিন প্রশান্ত, চিরদিন বলীয়ান্; সে ধর্ম্ম এখন কেবল লাঞ্ছিত এমন নহে, বিকৃত বিতাড়িত! এ দুর্দ্দিনে কে বলিয়া দিবে "আমাদের নাই কি?" বিবেকের স্মরণগত হইলে উত্তর পাওয়া যাইবে "নাই কর্ত্তব্যজ্ঞান।" আছে—অভিমান। নাই বল, আছে—বলবান্ বলিয়া অভিমান। নাই জ্ঞান আছে জ্ঞান বলিয়া অভিমান। নাই গৌরব—মোহমূলক গৌরবাভিমান। নাই ধর্ম্ম, আছে—উপধর্ম্মের মনোরমপরিচ্ছদে আবৃত পূতিগন্ধময় ব্যভিচার বা দেশাচার। পাঠক মহোদয়গণ! বঙ্গে "দেশাচার" বলিতে কি বুঝায়, একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

——ভারতী।
যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

টেঁয়ার ঠাকুর বংশই সীতারামের গুরুবংশ। সীতারামের অগ্রজ লক্ষ্মীনারায়ণের বংশে হরিহরনগরের দেবনাথ রায় নামক যে ব্যক্তি আছেন, তিনিও উক্ত ঠাকুর মহাশয়দের শিষ্য। উক্ত ঠাকুর মহাশয়দের বাটীতে সীতারামের কুল-বিবরণও রাজত্ব সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে লিখিত আছে।

মহম্মদপুর রাজধানীর অন্তর্গত গোকুল নগরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ সীতারামের পুরোহিত ছিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য্যগণই তাঁহার পুরোহিত বংশ।

সীতারামের রাজত্বকালে মুরশিদাবাদে মুরসিদ কুলি খাঁ নবাব ছিলেন। যদীয় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে নবাব জামাতা আবুতোরাব উল্লেখ আছে; তাঁহার নাম আবুতোরাব, সাধারণ লোকে আবুতারাই বলেন, তদনুসারে আবুতারাই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নাম প্রকৃত আবুতোরাব। তিনি নবাবের দৌহিত্রী পতি। সীতারামের আদেশে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া তৎসমীপে আনীত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে তদানীন্তন ইতিহাস "রিয়াজুস্ সালাতিন্" ইত্যাদি গ্রন্থে সীতারাম সম্বন্ধে কিছু লিখিত আছে, তাহাতে আবুতোরাবের বিষয় বর্ণিত আছে।

সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতীকে কেহ কেহ মুসলমান বলেন। তাঁহাকে অনেকে মেনাহাতীও বলেন। যথার্থ

পশ্চাৎ হইতে কতিপয় সৈন্য ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে, তাহা নিশ্চিত। প্রবাদ আছে যে, ছদ্মবেশী সৈনিকের গুপ্ত-অস্ত্রাঘাতে তিনি কাতর হইয়া পড়েন। তখন জীবনের আর আশা নাই বরং অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বিবেচনায় তিনি বলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বাহুতে শিকড় ইত্যাদি পূর্ণ আছে, তাহা না ফেলাইলে তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব হইবে এবং যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তদনুসারে তাঁহার বাহু হইতে শিকড় ইত্যাদি কাটিয়া বাহির করা হয়; পরে তাঁহার জীবন-বায়ু কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া যায়। মহম্মদপুরে উদয়গঞ্জের হাটখোলার ধারে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়, অদ্যাপি তাঁহার ঐ কবর স্থান তথায় দৃষ্ট হয়।

সীতারামের অপর সেনাপতি হামনা-রূপার প্রকৃত নাম আমলবেগ ইনি জাতিতে পাঠান ও অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন। ইহার বীরত্ব ও অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ইহার সম্বন্ধে আর কিছু অবগত হওয়া যায় না।

মহম্মদপুরের বর্ত্তমান-বাজার হইতে কানাইনগর পর্য্যন্ত যে একটী সুদীর্ঘ-গড় বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রথম প্রস্তাবে উহা ৺রাণী ভবানীর কৃত" লিখিত হইয়াছে দ্বিতীয় প্রস্তাবে "সীতারাম কৃত" স্থানীয় অনেকে ভ্রমক্রমে ৺রাণী ভবানী কৃত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই গড় সীতারামের কৃত। সীতারামের রাজবাড়ীর সদর গড় এইটী।

ঐ গড়ের উত্তর দিয়াই সীতারামের রাজ-বাড়ীর রথ টানিবার রাস্তা কানাইনগরের ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত চলিয়াগিয়াছে অদ্যাপি উহা বর্ত্তমান আছে এবং রজেবাড়ীর রথ এই রাস্তার উপর দিয়াই চলিত হয়।

সীতারামের রাজত্বের অনেক দিন পরে নাটোরের ৺রাণী ভবানীর কন্যা ৺তারা ঠাকুরাণী বিশেষ কোন কারণে কিছু দিন মহম্মদপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি বাল্য বিধবা ছিলেন, তাঁহার পুত্র সন্তান কিছু ছিল না। তাঁহার স্বামীর নাম ৺রামচন্দ্র লাহিড়ী। ৺তারা ঠাকুরাণী তাঁহার স্বামী রামচন্দ্রের নাম অনুসারে মহম্মদপুরে ৺রাম-চন্দ্র বিগ্রহ স্থাপন করেন; শত্রুগণ সহসা নগরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য তিনিই সীতারামের উক্ত সদর গড়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়াদেন। তাহাতে গড়ের গভী-রতা বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমানে গড়ে সর্ব্বদা বেশী পরিমাণে জল থাকিবার কারণ ইহাই দৃষ্ট হয়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকে মূল ঘটনা সম্পূর্ণ জ্ঞাত না থাকায়, বিশেষতঃ উল্লিখিত বিগ্রহে সেবা ইত্যাদি নাটোরের বড় তরফের মহারাজার তত্ত্বাবধানে চলিতেছে দেখিয়া মনে করেন যে, উক্ত বিগ্রহ দুইটী ৺রাণী ভবানীর স্থাপিত এবং উল্লিখিত সদর গড়টীও ৺রাণী ভবানীর কৃত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সমস্তই মিথ্যা। গড়টী যে সীতারাম কৃত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৺রাণী ভবানী কখনও মহম্মদপুরে আগমন করেন নাই, তাঁহার কোন কীর্ত্তিও মহম্মদপুরে নাই। প্রথম প্রস্তাবে লিখিত ৺রাণী ভবানী স্থাপিত দুইটী বিগ্রহ ও তৎকৃত গড় এখানে রহিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। মূল ঘটনা এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইল।

সীতারাম নবাব সরকার হইতে প্রথমে

চাকলা ভূষণার কার্য্যকারক "রায় রাঁয়া" হইয়া আসেন, তাহাই প্রকৃত, অন্য প্রবাদ অমূলক।

সীতারামের রাজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ৺লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, সীতারামের পিতা উদয় নারায়ণ যখন চাকলাভূষণার কার্য্যকারক ছিলেন, তখন একদিন কোন কার্য্যবশতঃ তিনি অশ্বারোহণে বর্ত্তমান মহম্মদপুরের মধ্য দিয়া গমন করিতে-ছিলেন। মহম্মদপুর তখন জঙ্গলময় ছিল। তিনি অশ্বারোহণে যাইতেছেন, হটাৎ তাঁহার অশ্বটী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেখিলনে যে, অশ্বের পদে একখান লৌহ বিদ্ধ হইয়াছে; অনেক কষ্টে অশ্বের পদমুক্ত করিয়া সমভিব্যাহারী লোকদিগকে লৌহ খণ্ড খুঁড়িয়া উঠাইয়া ফেলাইতে আদেশ করেন। কিয়দংশ মৃত্তিকা খননের পরে তিনি দেখিলেন যে, উক্ত লৌহ খণ্ড একখানা ত্রিশূলের অগ্রভাগ। তখন উদয় নারায়ণ বিস্ময়াতিশয় সহকারে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ খনন করিতে আদেশ দেন। ক্রমান্বয়ে খনন করিতে করিতে একটী ছোট ইষ্টক-নির্ম্মিত-মন্দির দৃষ্ট হইল। উদয়নারায়ণ সেই মন্দিরের মধ্যে একটী শালগ্রাম চক্র দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত যত্ন ও ভক্তি সহকারে স্বয়ং তুলিয়া লইয়া ভূষণায় গমন করেন। তথায় গমনা-নন্তর তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত শাল-গ্রাম চক্র পরীক্ষা করিতে দেন। ব্রাহ্মণগণ শালগ্রাম চক্র দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ সহকারে এক বাক্যে বলেন যে, এইটী "লক্ষ্মীনারায়ণ" চক্র। এইরূপ চক্র প্রায়ই দৃষ্ট হয় না; ব্রাহ্মণগণ তখন লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রের মাহাত্ম্য এবং এই চক্র যে স্থানে থাকেন, তথায় রাজকার্য্য নিয়মিত ভাবে সুসিদ্ধ হয়, সে স্থানের অবনতি হয় না ইত্যাদি বিশেষরূপে উদয়নারায়ণকে বুঝাইয়া দেন। তচ্ছ্রবণে উদয়নারায়ণ আন্তরিক প্রগাঢ়-ভক্তি পূর্ব্বক অতি যত্নে এই চক্রটী নিজে রাখেন; কিন্তু তিনি নিজে স্থাপনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপুত্র সীতারাম রাজত্ব লাভ করিয়া নিজের রাজবাড়ীর উপরেই লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপনা করেন এবং ১৬২৬ শকে তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির উৎসর্গ করেন। এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয় না। এই মন্দিরে যে প্রস্তরাঙ্কিত কবিতাটী প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, তাহার তৃতীয় চরণে "নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে" খোদিত ছিল, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, উদয়নারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রাপ্ত হইয়া স্থাপন করিয়া যাইতে না পারায় তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্টে ছিলেন, শেষে নিজে রাজা হইয়া পিতৃপুণ্যার্থে পিতৃপ্রাপ্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন ও মন্দির উৎসর্গ করিয়া যান। বস্তুতঃ এইরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ-চক্র অন্যত্র প্রায় দৃষ্ট হয় না।

সীতারাম কৃত প্রধান জলাশয় রামসাগর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, সীতারাম মহম্মদপুরের সর্ব্ব সাধারণের উপকার মানসে একটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিতে মনস্থ করেন এবং প্রকাশ করেন যে, তদীয় প্রধান সেনা-পতি মেনাহাতী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে যত দূর সেই তীর নিক্ষিপ্ত হইবে, তত্দূর তীর

জলাশয় খনন করা হইবে। তদনুসারে রামসাগরের উত্তরের তীর হইতে মেনাহাতী দক্ষিণাভিমুখে একটী তীর নিক্ষেপ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, সীতারামের স্থানীয় কয়েকটী কর্ম্মচারীর কৌশলে মেনাহাতী এই স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করেন, কারণ উক্ত কর্ম্মচারীদের সীতারামের দেওয়ানের সহিত মনোবিবাদ ছিল, তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইস্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে দেওয়ানের বাটী জলাশয়ের মধ্যে পড়িবে। দেওয়ানের বাটী রামসাগরের বর্ত্তমান দক্ষিণ সীমা হইতে কিছুদূরে ছিল, অদ্যাপি তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে। মেনাহাতী নিক্ষিপ্ত তীর রামসাগরের দক্ষিণ সীমা হইতে দূরে উক্ত দেওয়ানের বাটী অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে পতিত হয়। রামসাগরের দক্ষিণ তীরে তখন অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। দেওয়ানও ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন। এরূপ সুদীর্ঘ জলাশয় খনন করা হইলে ব্রাহ্মণগণের স্থানান্তরিত হইতে হয়, মনে করিয়া তৎপর দিন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সীতারাম সমীপে জানাইলেন যে, তাঁহারা তাঁহারই প্রদত্ত জমিতে তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে এরূপ জলাশয় খনন করাইলে তিনি ব্রহ্মস্বাপহারী হইবেন এবং ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইবেন। ব্রাহ্মণের উপর সীতারামের যথেষ্ট ভক্তি ছিল; তিনি সন্তোষ-চিত্তে ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি বাদ দিয়া জলাশয় খননের আদেশ দেন। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ রাত্রিতে তীর উঠাইয়া রাম সাগরের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া যান, কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়! এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজার তীর উঠাইতে সাহসী হওয়া অসম্ভব। মেনাহাতীর তীর যতদূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের ¾ এক-চতুর্থাংশে বর্ত্তমান রামসাগরের দৈর্ঘ্য। যদি প্রকৃত মেনাহাতী নিক্ষিপ্ত শরের দূরত্ব পর্য্যন্ত রামসাগর খনন করা হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ জলাশয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। বর্ত্তমান রামসাগর আনুমানিক ১৬০০ ষোল শত হাত দীর্ঘ ও ৬০০ ছয়শত হাত প্রস্থ হইবে। রামসাগর সীতারামের রাজত্বের শেষ-অংশে কাটান হয়। শ্রুত পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, সীতারাম রামসাগর উৎসর্গ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি রামসাগর উৎসর্গের শুভদিন ইত্যাদি স্থির করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছেন, এই সুমহৎব্যাপার সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইবার কথা, তদনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ছিল। শুভদিনে শুভকার্য্যে ব্রতী হইবেন, মনস্থ করিয়া সীতারাম রামসাগরের উত্তর ভাগে সদর রাস্তাঘাটের উপর বসিয়াছিলেন; এদিকে রাজবংশে সেই দিন একটী বালক ভূমিষ্ঠ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রাজার পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। রাজপুরোহিত, তদীয় গুরুদেব, দেওয়ান ইত্যাদি সকলেই এ সংবাদ শুনিয়াছেন কিন্তু রাজার কর্ণগোচর তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অশুচি অবস্থায় রাজা এরূপ শুভ কার্য্য করিতে পারেন না, এরূপ উৎসবের দিনও রাজার নিকট এ সংবাদ প্রদান করিতে কেহই সাহসী হন না; অবশেষে

দেওয়ান, পুরোহিত ও গুরুদেব সকলে পরামর্শ করিয়া অগ্রে কতিপয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরে রাজপুরোহিত, তৎপরে রাজগুরুদেব তাঁহার পশ্চাতে দেওয়ান রাজ সমীপে বিমর্ষ চিত্তে, গমন করিলেন। সীতারাম তদীয় গুরুদেবকে পশ্চাতে ও অগ্রে অন্য ব্রাহ্মণ কয়েকটীকে ম্রিয়মাণ অবস্থায় আগমন করিতে দেখিয়া কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলেন। সীতারাম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণামানন্তর সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, অগ্রগামী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অশ্রুবিমোচন পূর্ব্বক শঙ্কিত চিত্তে অস্ফুট স্বরে সীতারামকে বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ বলেন। সীতারাম এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সংবাদদাতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পুরস্কার স্বরূপ কিছু সম্পত্তি নিষ্কর দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি অন্যান্য কার্য্যের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করেন। এই উৎসবের সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হয়েন এবং প্রকাশ করেন যে, এইরূপ শুভ কার্য্যের বিঘ্নকারী এই সন্তান নিতান্ত হতভাগ্য। যখন এরূপ মহৎ কার্য্যের সমস্ত আয়োজন করিয়াও কার্য্যোদ্ধার হইল না, তখন রাজলক্ষ্মী নিতান্তই চঞ্চলা হইয়াছেন, রাজ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিবে। তৎপরেই নবাব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় রামসাগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামসাগরের উত্তর দিকে সদর ঘাটের পূর্ব্বদিকের একটী ঘাট ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান ছিল, এক্ষণ দুই একখানা ভগ্ন ইষ্টক দৃষ্ট হয় মাত্র। রামসাগরের জল যাহাতে খারাপ না হইতে পারে, এজন্য পুণ্যাত্মা সীতারাম একটী তাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহার ভিতর পারদ পুরিয়া রামসাগরে ফেলাইয়া দেন। বস্তুতঃ রামসাগরের জল পূর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট ছিল, এক্ষণ নানাকারণে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রামসাগরে দেবমাহাত্ম্য আছে ফলতঃ সহসা রামসাগর দর্শন করিলে প্রথমে দেবকীর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সবিশেষ ১ম ও ২য় প্রস্তাবে লিখিত আছে।

সীতারামের রাজধানী ও রাজবাড়ী অতীব মনোহর ছিল। প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি শ্রেণী শোভিত বাজার। রাজবাড়ীর চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত গড়। রাজবাড়ী দ্বিতল, ত্রিতল ও নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত সৌধমালায় পরিশোভিত। সদর রাস্তার উভয়দিকে বাজার, পরে দেউড়ী মালখানা কারাগার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকা। একটী মাত্র প্রবেশ দ্বার; সহসা কোন শত্রু ইত্যাদি নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইত না। রীতিমত নগর রক্ষক ইত্যাদি প্রহরিগণ সর্ব্বদা নগর রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিত। রাজধানীতে দৈনিক অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। কেহ রাজদরবারে, কেহ বা ধন যাচ্ঞার্থ কেহ বা ভিক্ষার্থ, কেহ বা ক্রয় বিক্রয়ার্থ, কেহ বা নগর সন্দর্শনার্থ ইত্যাদি নানাকারণে প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক যাতায়াত করিত। নিম্নে সংক্ষেপে রাজবাড়ীর বিবরণ দেওয়া গেল।

রামসাগরের উত্তর তীরের সদর ঘাট হইতে রাজবাড়ীর সদর তোরণের কিয়দ্দূরে পূর্ব্বদিকে সীতারাম কৃত বৃহৎ পদ্মপুষ্করিণীর ধার পর্য্যন্ত বহুবিধ বিপণিরাজি বিরাজিত বাজার। বাজারের মধ্য দিয়া সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম উত্তরাভিমুখে কিছু দূর গিয়া পদ্মপুষ্করিণীর ধার হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। পদ্ম-পুষ্করিণী হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পশ্চিম দিকে গেলেই সীতারামের সদর বাজ তোরণ। তথা হইতে একটু পশ্চিম দিকে গেলেই সিংহদ্বার, সিংহদ্বারের পরেই ৺দশভূজার প্রাঙ্গণ। ৺দশ ভূজার মন্দির পাকা ষোড়-বাঙ্গলা ছিল, এক্ষণ ভগ্ন হওয়ায় পুনর্ব্বার অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৺দশ ভূজার বাটীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অট্টা-লিকা। দক্ষিণ পশ্চিমে নানাবিধ শিল্প কার্য্যে সুশোভিত-মন্দিরে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব এবং ঠিক এই কৃষ্ণ শিব মন্দি-রের সমসূত্রে দক্ষিণ অংশে একটী মন্দিরে শ্বেত-প্রস্তরনি-র্ম্মিত শিব স্থাপিত ছিলেন। উভয় শিব মন্দিরের মধ্যে রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা দিয়া ৺লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাঙ্গণ ও সীতারামের সদর কাছারী যাইতে হইত। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর দক্ষিণে দ্বিতল অট্টালিকায় তাঁহার সদর কাছারী ছিল। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর ঠিক পশ্চিম দিকে গড়ের পার্শ্বে সীতারামের ত্রিতল বৈঠক-খানা, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই ত্রিতল অন্দর মহল ও অন্দরের পুষ্করিণী ইত্যাদি, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই সুদীর্ঘ গড়। পদ্মপুষ্করিণী হইতে যে সদর রাস্তা রাজবাড়ীতে গিয়াছে, তাহার দক্ষিণ দিকে মহম্মদ আলি ফকিরের আশ্রম ও কবর এবং ৺কালীবাড়ী এবং নাটোরের ৺রাণী ভবানীর কন্যা ৺ তারা-ঠাকুরাণী প্রতিষ্ঠিত ৺ রামচন্দ্র বিগ্রহের মন্দির প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা ইত্যাদি, উত্তর দিকে পাকা প্রকাণ্ড দোলমঞ্চ; দোলমঞ্চের উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে সেনাবাড়ী বা সেনা-নিবেশ। সদর তোরণ হইতে সিংহদ্বার পর্য্যন্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে দেউড়ী, মালখানা ইত্যাদি অট্টালিকা, এই রাস্তার কিয়দ্দূরে উত্তরে কারাগার, তাহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে পণ্ডিতগণের থাকিবার স্থান ছিল। সিংহদ্বারের পূর্ব্ব পার্শ্বেই একটী রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে ছিল। সেই রাস্তা দিয়া সীতারামের গোলাবাড়ী যাইতে হইত। গোলাবাড়ীর পার্শ্বেই গড়। গড়ের অপর পার্শ্ব হইতেই বাজার রাধানগর, কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৺রাধারাণী বিগ্রহের বাজার বলিয়া এই বাজারের নাম বাজার রাধানগর। রাজ-বাড়ীর চতুঃপার্শ্বেই গড়, গড়ের দুই পার্শ্বেই বাজার। রামসাগরের কিয়ৎ পরিমাণ উত্তর দিক হইতেই সদর গড় কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ৺দশ ভূজার মন্দিরের পশ্চিম দিকেই। ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ৺দশ ভূজার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগেই লক্ষ্মীনারায়ণের বৃহৎ পুষ্করিণী নিম্নদেশ হইতে চারিধার সমস্তই ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান। এই পুষ্করিণীই সীতারামের গুপ্ত কোষাগার ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। তদ্বিষয় প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরের উপর সীতা-

রাণের অন্দরমহল, ইহার উত্তর পূর্ব্ব তীরের উপর পণ্ডিতদিগের বাসস্থান ছিল।

রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গড় একেবারে রামসাগরে আসিয়া মিশিয়াছে বিপরীত দিকে সদর গড় কানাইনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রামসাগরের সদর ঘাট হইতে প্রশস্ত রাজ পথ বাজারের মধ্য দিয়া পদ্মপুকরিণীর নিকট রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকের গড় অতিক্রম করিয়া সিংহ দ্বার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাজবাড়ী যাইতে হইলে সদর রাস্তা ব্যতীত অন্য পথ ছিল না। এক্ষণও বর্ষ কালে সীতারামের রাজবাড়ীতে যাইতে হইলে সদর রাস্তা ব্যতীত অন্য পথে যাওয়া যায় না। অন্য পথে যাইতে হইলে নৌকা-রোহণে যাইতে হয়। পরে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বতন্ত্র কাগজে দেওয়ার ইচ্ছা আছে; তদ্দৃষ্টে রাজবাড়ীর অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। দুঃখের বিষয় এক্ষণ প্রায় সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। এক্ষণে রাজবাড়ীর অবস্থা দেখিলে হৃদয় শোক, দুঃখে অভিভূত হয়। ভয়ানক জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে স্থানে ইষ্টক রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের কিছুই নয়নগোচর হয় না। কেবল দুইটী দেব মন্দির অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রহিয়াছে। নৌক্তিমত তাঁহাদিগের পূজা ইত্যাদি হইতেছে বলিয়া সেই স্থানটী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত রহিয়াছে। যে স্থানে স্বাধীন রাজা সুসজ্জিত স্বর্ণময় ঐশ্বর্য্য-দুগ্ধফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, সে স্থানে [illegible] রাজপুরুষ বন্ধুগণের বিচরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি ছিল, আজ সেই স্থান শার্দ্দুল, বরাহ ইত্যাদি বন্য জন্তুর রঙ্গভূমি। হায়! কালের কি অপ্রতিহত প্রভাব। কালে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। কালকে কেহই পরাজয় করিতে পারেন না; অতিপ্রবল প্রতাপান্বিত ভূপতি কালের নিকট যেমন, একজন দীনহীন চির ভিখারীও তাঁহার নিকট সেইরূপ। কালের চক্ষুতে ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, সুখী দুঃখী, বিদ্বান্ মূর্খ, সকলেই সমান। সকলেই কালের করাল-কবলে নিপতিত হয়েন। যে সীতারাম সামান্য অবস্থা হইতে নিজে রাজা হইয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যিনি এই মানব জীবনে বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া অক্ষয়-পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সীতারাম কোথায়? কোথায় তাঁহার সেই রাজ সিংহাসন? কালে সমস্তই অপহরণ করিয়াছে।

এই নশ্বর জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। আমরা অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিয়া বৃথা কুহকজালে আবদ্ধ হইয়া কত কষ্টই পাইতেছি। সংসারের অনিত্যতা প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিয়াও মায়ার মোহিনী শক্তিতে সমস্তই বিস্মৃত হইয়া অজর অমর ভাবে কাল যাপন করিতেছি। রাজত্বই হউক, বা ধন জন ইত্যাদিই হউক, এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত কালে লয় প্রাপ্ত হইবে। মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি"। শুদ্ধ সেই কীর্ত্তির জন্য মহাত্মা, স্বাধীন চেতা, পরোপকারী ও স্বধর্ম্মানুরাগী সীতারামের নাম অদ্যাপি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়

স্থানে স্থানে ঘোষিত হইবে। সীতারাম ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ ছিলেন। ধর্ম্মই জগতে একমাত্র সহায়, এক ধর্ম্ম বলেই মনুষ্য ইহ জীবনে সুখ শান্তিতে ও পরকালে শান্তি রাজ্যে গিয়া চির শান্তিতে থাকিতে পারেন।

সীতারাম প্রতিষ্ঠিত ৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের আবাসস্থান কানাইনগর ইত্যাদি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজে প্রতীতি জন্মে যে, মহাত্মা সীতারাম কানাইনগরকে ব্রজধাম সদৃশ স্থাপনা করিবাগিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অংশ সম্ভূতা আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি শ্রীমতী রাধিকা সহ গোপকুলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লীলাচ্ছলে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। সীতারাম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ব্রজধামের কানাই সাজাইয়া গ্রামের নাম কানাইনগর রাখিয়াছিলেন। কানাইনগরে পঞ্চরত্ন মন্দিরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, অনঙ্গ মোহন ভবজলধিতারণ, বংশীবদন, শ্যামসুন্দর নন্দনন্দন পূর্ণব্রহ্ম মুরলীহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে আদ্যাশক্তি মহামায়া পরমাপ্রকৃতি জগৎজননী বরাভয় প্রদায়িনী বৃকভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা বিরাজিতা। ভক্তে যে মূর্ত্তি দেখিতে, পূজা করিতে, সেবা করিতে ও ধ্যান করিতে সতত ভালবাসে, সেই মূর্ত্তিতেই পরম পুরুষ পরমা প্রকৃতি সহ বিরাজিত। এই মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তের হৃদয় প্রেমরসে দ্রবীভূত হয়। পাষণ্ডের হৃদয় ও অনেক সময়ে বিগলিত হয়। ব্রজধামে গোপ গোপীগণের অব্যভিচারিণী ভক্তি ছিল, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দাস্যভাবে ভক্তি পূর্ব্বক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা সাধনাদি করিতেন। সীতারামও ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ) বাটীর চতুঃপার্শ্বে গোয়ালাদিগকে উক্ত বিগ্রহের চাকর খানসামা ইত্যাদি রূপে চাকরাণ জমি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি গোয়ালাগণ সেই জমিতে বাস করিয়া বিগ্রহের দাসত্ব করিতেছে। কানাইনগরের একটী পাড়ার নাম গোকুলনগর। গোকুলেই গোয়ালাগণ ছিল, এক্ষণে সীতারামের পুরোহিত বংশ তথায় বাস করিতেছেন। কানাই বাড়ীর পশ্চিমে অনতিদূরে কালীয় হ্রদ সদৃশ সীতারাম কৃত বৃহৎ কৃষ্ণসাগর। ৺শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জলাশয় বলিয়া ইহার নাম কৃষ্ণসাগর। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর নিকট হইতেই মহম্মদপুরের বর্ত্তমান বাজার পর্য্যন্ত পুণ্যসলিলা যমুনা নদীর ন্যায় অন্যূন এক মাইল দীর্ঘ সীতারামের সহর গড়। গড়ের অভ্যন্তর তীরই কানাইনগর বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর পূর্ব্বেই বাজার রাধানগর সীতারামের রাজবাড়ীর গড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৺রাধারাণীর বিগ্রহের এই বাজার। কানাইনগরের পার্শ্বেই মথুরানগর, উত্তরে শ্যামনগর দক্ষিণে ৺গোপালপুর। প্রকৃত পক্ষে সীতারাম কানাইনগরকে বৃন্দাবনই সাজাইয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া একপদও কোথাও গমন করেন না। নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে মহারাসেশ্বরী বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা সহ বিরাজ করিতেন, তাঁহার উক্তি আছে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। কানাই-

নগরেরও সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকৃতি সহ বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের বৃন্দাবনের নিত্যপর্ব্বই সম্পাদিত হইতেছে। অনেক দেব মাঁহাত্ম্যও শ্রুতিগোচর হয়।

(ক্রমশঃ)

বরদাকান্ত দেব

কমলাপুর নড়াইল।

কোথায় তুমি ?*

১

(আমি) খুঁজে খুঁজে হ'চ্ছি সারা—
তোমায় পাবার আশে ;
(আছ) আশে "পাশে" ঘটাকাশে-
দিচ্ছ সাড়া "খাসে"।

২

(তুমি) হ'তে যদি "অক্ষিছাড়া,"
তা' হ'লে কি "লক্ষ্মীছাড়া"
সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি ঝাঁড়া
করতে পার মোরে ?
(আমার) জ্ঞান অক্ষিটী ল'য়ে কেড়ে,
আঁধার ঘরে দিয়ে ছেড়ে,
মুক্তি দ্বারটী দিয়ে নেড়ে,
ঘুরাও ভবঘোরে।

৩

জ্ঞান আঁখিটী ছাড়লে পরে,
ঘুরতাম্ কি এতব ঘোরে,
দি'ব মোহাড়ায় ধরে চোরে
হৃদয় কারাগারে,—
মোক্ষ ফলটী লাভের আশে,
ভক্তি খোঁটায় ভক্তি পাশে,
রাখতাম্ বেঁধে অনায়াসে,
ছাড়তাম্ না তোমারে।

৪

(কিফল) কর্ণ দুটী বধির ক'রে,—
পাশে দিয়ে সাড়া ?
চক্ষু দুটী অন্ধ ক'রে-
বিফল চস্‌মা জোড়া !

৫

(আছ) "মন চকোরের চন্দ্র হ'য়ে-
অম্বর অকাশে,"—
(তবে) কেন অজ্ঞানতা অন্ধকারে
হারাচ্ছে সে দিশে ?

৬

(বল) অন্ধজনের কি ভেদাভেদ
দিবাতে নিশাতে ?
কি ফলোদয় পঙ্গুজনের
যষ্টি দিলে হাতে ?

৭

আলেয়ায় যে দিক ভুলে যায়,—
(তা'র) সহজে কি যায় ধাঁধাঁ ?
রসনা যা'র নিয়েছ কেটে,—
কাজ কি তাহার সুধা ?

৮

(আমার) প্রেমনদীটী ভাটার টানে-
শুকিয়ে হলো সারা ;
(শেষে) কাদায় প'ড়ে ছট ফটিয়ে-
মীনটী যাবে মারা।

৯

এটী তোমার কেমন খাপ্পা,—
ডুবিয়ে দেলা খেলো করা,
অন্ধক'রে মশাল ধরা,
ছাদ ফেলে'দে ছাতা ধরা,
মুখটী বেঁধে প্রশ্ন করা—
উত্তর পাবার আশে ;—
(এযে) ঘুমিয়ে রেখেচুপিয়ে ডাকা,
চুরির পরে সজাগ রাখা ;

* ১৩০৮ সালের পৌষ মাঘ সংখ্যা হিন্দু-পত্রিকায় "এই যে আমি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গাছটি কেটে পোতা শাখা,
বাঘ ছেড়ে দে ছাগল রাখা,
চতুর যে সে এমনি ঠকা—
ঠকায় অনায়াসে।

১০

গোলক ধাঁধাঁয় রেখে ফেলে,
লুকো চুরি খুব খাচ্ছেখেলে ;
বল্‌ছ ত্বরায় আয়্‌রে চলে,
ঠক্‌বি অবশেষে ;
ভুলিস্‌নে আর মোহের ছলে
পড়্‌বি আটক্‌ দেরী হ'লে,
মায়ার ফাঁসী লাগ্‌বে গলে,
কাট্‌বি বল কিসে ?

১১

কোন পথেতে তোমায় পাব—
জান্‌ব বল কিসে ?
(আমি) মহামায়ার মায়ার ঘোরে-
হইছি হারা দিশে।

১২

(তোমার) পথের কোন (ও) নাইকো ঠিক্‌
কোন্‌টায় বল যাই ;
চিরকালটা কর'ছ রাস—
(কিন্তু) আবাসের ঠিক নাই।

১৩

প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড মাঝে—
কোথায় হেন স্থান,—
(তোমার) ক্ষিনেকতরে যেই স্থানেতে
নাহয় অবস্থান ?

১৪

সর্ব্বদেশে বাড়ী তোমার,
সব্‌ দিকে পথ তা'র,
কোন্‌টী বাঁকা কোন্‌টী সোজা
চিনে লওয়া ভার।

১৫

(বাড়ীর) পাঁচীল গুলো ঠিক যেন সব—
ভোজভেল্‌কী মত ;
(তারা) দেখায় ফাঁকা লাগায় ধোকা,
ঘুরায় অবিরত।

১৬

যে জন বোকা বিষম ঠকা
ঠকে অনায়াসে ;
ঢুক্‌তে গিয়ে গুঁতোটী খেয়ে—
পিছু হ'টে আসে।

১৭

দরজা গুলি লুকিয়ে থাকে—
বহুরূপীর সাজে ;
চতুর হ'লে (ও) চিনে লওয়া
যায় নাকো সহজে।

১৮

যে মহাজন তোমার পথে
হয়েছেন গত,
(তাঁর) চরণ চিহ্ন স্মরণ ক'রে'
যাত্রী চলে কত।

১৯

(চলে) মহা আশায় বাঁধিয়ে বুক
রাখিয়ে সুঠিক তাক্‌ ;
(শেষে) বাড়ীর কাছে হাজির হ'য়ে
পায়না পায়ের দাগ।

২০

এমি তোমার গুপতিগিরি,
এমনি পড়া যায়,
হাজার লোক হাঁটিলেও
দাগ থাকেনা পা'য়।

২১

হারবানটী (ও) তোমার মত,—
পথটী না দেয় ব'লে ;
(বলে) দেখে শুনে লওগে নাহ
হইয়ে চালাক ছেলে।

২২

(তখন) অন্ধপথিক শ্রান্ত হ'য়ে
আশা সাঠি ধরে',—

বিবেক ছেলের হাত ধরিয়ে
কাঁদে দ্বারে দ্বারে।

২৩

(তুমি) কাঁদাতে বড় ভাল বাস,
কাঁদাই তুমি চাও ;
অন্ধ হ'লেও কেঁদে কেঁদে
দেখাটী না দেও।

২৪

সত্য ছেলে বাপের কাছে
চারটি মুখ ধ'রে,
কাঁদায়ে মায়ের কত কেঁদে
দেখ মনে করে,।

২৫

(আমার) চিনকালটা কেঁদে গেল,
তবু তোমার দয়া না হ'ল ;
চক্ষেতে নাই অশ্রু জল,
কাঁদতে কাঁদতে নিঃসম্বল।
উপার্জ্জনের নাই শকতি,
নিজের কেবল হচ্ছে ক্ষতি।

২৬

(আবার) ছটা ডাকাত ঢুকলো ঘরে,
(তারা) জ্ঞান আলোটী নির্ব্বাণ ক'রে
ধৈর্য্য খোঁটা ভেঙ্গে জোরে,
ধ'রে আমার কেশে,
মোহের গর্ত্তে ফেলে মোরে,
যা কিছু সব নিল হ'রে,
কেমন করে যাব পারে—
চরণ ভেলায় ভেসে?

২৭

তুমিতো নও তেমন মেয়ে,—
(দিবে) বিনা প্রাণেপার কারে ;
জাতি কড়া হিসেব ক'রে,
তুলে দিবে নায়ের' পরে।

একটি কড়া কমতি হ'লে,
মাঝ দরিয়ায় দিবে ফেলে।
কেমন করে ত'রব শেষে,
পাব দাঁড় তাই ভাবছি ব'সে।

শ্রীচন্দ্রভূষণ লাহিড়ী
ছাত্র, আসের দাঁড়ী সংস্কৃত-
চতুষ্পাঠী।
(খুলনা)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গপরিবার। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। বঙ্গপরিবারের চারুচিত্রই এই উপন্যাসের উপকরণ। গ্রন্থখানিতে নূতনলেখকের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, নবীন-লেখকগণ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য সংরক্ষণে সর্ব্বদা যেরূপ অকৃতকার্য্য হন, সুরেন্দ্র বাবু অনেকাংশে সেই অসম্পূর্ণতাস্পর্শ হইতে নির্ম্মুক্ত। চরিত্রচিত্রণেও নবীনগ্রন্থকার কথঞ্চিৎ প্রবীনতার পরিচয় দিয়াছেন। "বঙ্গ-পরিবার" পাঠে বঙ্গপরিবার শিক্ষা, সাধুতা, নীতি ও শান্তি লাভ করিবে, আশা করা যায়। অতএব বঙ্গপরিবারের এই নূতন-লেখক বঙ্গপরিবারের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অকৃতার্থ হইলে, উহা উপন্যাস-পাঠক পাঠিকার কলঙ্কের কথা। সুরেন্দ্র বাবুর নিকট আমরা আরও অধিকতর আশা রাখি, অনুশীলন অভ্যাস থাকিলে তিনি ভবিষ্যতে ঔপন্যাসিক কুলের মধ্যে উপযুক্ত আসন অধিকার করিতে পারিবেন। মুদ্রাঙ্কণ পরিষ্কৃত, কাগজ ভাল।

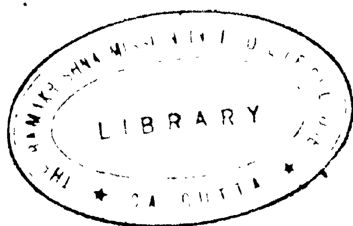
সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু সাংখ্যভূষণ

সাহিত্যাচার্য মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা, সংস্কৃতে কারিকার সরল ব্যাখ্যা, বাঙ্গালাভাষায় কারিকার তাৎপর্য, ও বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী, তত্ত্বকৌমুদীর ক্রমিক সরল অবিকল বঙ্গানুবাদ, এবং প্রতিকারিকায় তাৎপর্যাবোধে উপযোগী গভীর দার্শনিক সমালোচনাপূর্ণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পরিচায়ক সুলিখিত মন্তব্য আছে। মন্তব্যভাগ পাঠ করিলে বস্তুতঃই কঠোরদার্শনিকতত্ত্বের সহজ সুখবোধ্য সমাবেশ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইতে হয়। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বঙ্গীয় সমাজে সম্পূর্ণ পরিচিত; তাঁহার সাংখ্যদর্শন ইতি পূর্ব্বে বঙ্গীয় পাঠকের দর্শন পাঠ পিপাসার সুশীতল জলরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, সাংখ্য ও তদনুরূপ হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনের জাতব্যবিষয়সমূহ ইহাতে বিশেষরূপে বিচারিত ও বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ প্রকারে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকলের প্রচার অত্যধিক অভিলষিত। এই মহৎকার্যের দ্বারা পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বাস্তবিকই বঙ্গীয়সমাজের পরমোপকার সাধন করিতেছেন। আমরা আশা করি, ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুমহাত্মার নিকট এই পুস্তক পরমাদরে পূজিত হইবে, না হইলে সমাজের কলঙ্কের কথা সংশয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য, পণ্ডিতপুরুষের নিকট একত্র অবশ্য গণ্য। মুদ্রাঙ্কণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তন্ত্রসার। কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসার বহুবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এসংস্করণটী মন্দ নয়। ইহাতে অনেকগুলি তান্ত্রিক যন্ত্র ও কুণ্ডাদির চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা উত্তম। বঙ্গানুবাদটীতে সকলে বুঝিবার পথ পরিষ্কৃত হয় নাই। অনেক স্থলে মূলের শব্দটী অনুবাদে অবিকৃত লিখিত আছে, ইহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের একটু অসুবিধা হইবার কথা। বস্তুতঃ শাস্ত্রগ্রন্থের অধিক মুদ্রণ ও প্রচলন আনন্দের কথা। বরাহনগরবঙ্কিতলা শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটী শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ৬৲ টাকা।

নব্য ভারতে আর্য্য ধর্ম্ম। প্রথম ভাগ। ছাত্রধর্ম্ম। কালনার ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ বিরচিত। মূল্য ৷৷০ আনা। বাঁধাই ৷৷৵০ আনা। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে প্রাচীন আর্য্য প্রথাপদ্ধতি কিরূপ ভাবে প্রচলিত হইলে মঙ্গলদায়ক হয়, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রই তাঁহার লক্ষ্যস্থান। কোনও প্রথা অধিক দিন অপরিবর্ত্তিতরূপে থাকিলে সমাজের মঙ্গলকর হয় না, যেহেতু সমাজ কালধর্ম্মের অধীন, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানকালে নানাকারণে অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অন্যথা হওয়ায় সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কাজেই প্রথার ও সংস্কার আবশ্যক। এ পুস্তকে অতি অল্প বিষয়ই সামান্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কথা আলোচ্য ও বিবেচ্য বটে। তাঁহার মত সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য না হইলেও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবে নিঃসন্দেহ। ইহা পাঠ্য হইলে মন্দ হয় না। প্রধানতঃ স্নান, আহার ইত্যাদির স্বাস্থ্যনীতি, সুকর্ম্ম কুকর্ম্মাদির ধর্ম্ম বা সমাজনীতি, ও ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য ইহাতে আংশিকরূপে আলোচিত। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ।




LIBRARY